অশেষগুণালঙ্কৃত সাহিত্যসেবী বদান্যবর,

বিদ্যোৎসাহী দীনজন প্রতিপালক

শোভাবাজার রাজকুলতিলক

মহামান্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব

বাহাদুরের

করকমলে

এই গ্রন্থ

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে

গ্রন্থকার কর্তৃক অর্পিত হইল।

প্রাচীন আর্য্যমনীষা স্বতন্ত্র মন্থনে যে সমস্ত অমূল্য বৈদ্যক গ্রন্থ-রত্ন সমুদ্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে চরক-সংহিতাই যে, বিদ্বৎ সমাজের অধিকতর আদরনীয় ও চিকিৎসাব্যবসায়ীগণের একমাত্র অবলম্বন, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই দুষ্প্রবেশ্য ও দুরূহ সংহিতা ছাত্রগণের বোধগম্য হইবার তাদৃশ কোনও সুগম পন্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুই একজন মনস্বী কৃপাপরবশ হইয়া আয়ুর্ব্বেদের মেরুদণ্ডস্বরূপ, এই দুরধিগম্য চরক-সংহিতার সহজমার্গ আবিষ্কারের জন্য দুই একটী টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি ততদূর ফলোপধায়ক হয় নাই। কারণ ঐ সকল টীকায় এতাদৃশ বিদ্যাবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে মূলগ্রন্থ অপেক্ষাও উহা অতীব দুজ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা ছাত্রগণ যে, চরক অধ্যয়নে আশানুরূপ আনুকূল্য লাভ করিতে পারেন না, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

এই সমুদয় অভাব দূরীকরণ মানসে ইতোপূর্ব্বে চরক-সংহিতার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল অনুবাদেও প্রচুর-পরিমাণে ভ্রমপ্রমাদ বিদ্যমান থাকায়, অধ্যয়নার্থীদিগকে পদে পদে যথেষ্ঠ অসুবিধা অনুভব করিতে হয়। আমি বহুদিন হইতে এই অভাব নিবারণকল্পে বিপুল অর্থব্যয় ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই সানুবাদ পুস্তকখানি জনসমাজে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহাতে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করি নাই। এক্ষণে এই পুস্তক দ্বারা বিদ্যার্থিগণের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সংসাধিত হইলেও সমুদয় যত্ন সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

উপসংহারে আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার শুভানুধ্যায়ী পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের অনুবাদ ও সংশোধন কার্য্যে অসীম পরিশ্রম করিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১৩১১ সাল।
৫ই পৌষ।

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র ।

সূত্রস্থান ।

প্রথম অধ্যায় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

...একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত্রস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

নিদানস্থানের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিদানস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিমানস্থানের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

বিমানস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শারীরস্থানের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টম অধ্যায় ।

শারীরস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ইন্দ্রিয়স্থানের সূচীপত্র।

ইন্দ্রিয়স্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

চিকিৎসাস্থানের সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

চিকিৎসাস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

কল্পস্থানের সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠা,	প্যারা

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টম অধ্যায় ।

নবম অধ্যায় ।

দশম অধ্যায় ।

একাদশ অধ্যায় ।

কল্পস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সিদ্ধিস্থানের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

সিদ্ধিস্থানের সূচীপত্র সমাপ্ত।

চরক-সংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

সূত্র-স্থানম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

অনন্তর আমরা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

দীর্ঘঞ্জীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধ্বা শরণ্যমমরেশ্বরং ॥
ব্রহ্মণা হি যথাপ্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ ॥
অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্ ।
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্র-মুপাগমৎ ॥

দীর্ঘজীবন লাভ কামনায় উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ, অমরেশ্বর ইন্দ্রকে একমাত্র শরণ্য বোধে তাঁহার শরণাপন্ন হন। ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে সর্ব্বাগ্রে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের স্বরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষের নিকট সমগ্রভাবে তাহা শিক্ষা করেন। তদনন্তর ভগবান্ ইন্দ্র উহা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট লাভ করেন। এই জন্যই ঋষিগণের কথামতে মহর্ষি ভরদ্বাজ আয়ুর্ব্বেদ জানিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্ ।
তপোপবাসাধ্যয়ন-ব্রহ্মচর্য্য ব্রতায়ুষাম্ ॥
তদাভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে ॥

অঙ্গিরা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোভৃগুঃ।
আত্রেয়ো গৌতমঃ সাঙ্খ্যঃ পুলস্ত্যোনারদোঽসিতঃ ॥
অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়াশ্বলায়নৌ।
পারিক্ষির্ভিক্ষুরাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কপিঞ্জলঃ ॥
বিশ্বামিত্রাশ্মরথ্যৌ চ ভার্গবশ্চ্যবনোঽভিজিৎ।
গার্গ্যঃ শাণ্ডিল্যকৌণ্ডিল্যৌ বার্ক্ষির্দেবলগালবৌ ॥
সাঙ্কৃত্যো বৈজবাপিশ্চ কুশিকোবাদরায়ণঃ।
বড়িশঃ শরলোমাচ কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ ॥
কাঙ্কায়নঃ কৈকশেয়োধৌম্যো মারীচিকাশ্যপৌ।
শর্করাক্ষো হিরণ্যাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেবচ ॥
শৌনকঃ শাকুনেয়শ্চ মৈত্রেয়ো মৈমতায়নিঃ।
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথা চান্যে মহর্ষয়ঃ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ।
তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ ॥

নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবে মানবগণের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া সর্ব্বভূতে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয়ের শুভ পার্শ্বদেশে এক সময়ে সমবেত হইয়াছিলেন। অঙ্গিরা, যমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু, সাঙ্খ্য, গৌতম, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, আশ্বলায়ন, অত্রিনন্দন ভিক্ষু পারিক্ষি, কপিঞ্জল, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, আশ্মরথ্য, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, বার্ক্ষি, দেবল, গালব, সাঙ্কৃত্য, বৈজবাপি, কুশিক, বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, কৈকশেয়, ধৌম্য, মারীচি, কাশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয় ও মৈমতায়নি—ইঁহারা সকলেই সেই ঋষিসমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। কেবল ইঁহারাই নহেন—অনেকানেক বৈখানস ও বালখিল্য এবং অপরাপর ঋষিগণও তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই দম, নিয়ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের নিধি এবং সকলেই তপস্তেজে হূয়মান অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত।

সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাঞ্চক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্ ॥
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্ ॥
কঃ স্যাত্তেষাং শমোপায় ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ ॥

ইঁহারা সেই হিমবৎপার্শ্বে সুখোপবিষ্ট হইয়া এই পুণ্যকথার প্রস্তাব করিলেন—যে আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনের মূল কারণ; সমস্ত রোগ সকল সেই চতুর্ব্বর্গের ও জীবনের অপহর্ত্তা হইয়া এক্ষণে মানবের মহান্ অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। এক্ষণে এই রোগশান্তির উপায় কি? এই বলিয়া সকলেই ধ্যানস্থ হইলেন।

অথ তে শরণং শক্রং দদৃশুর্ধ্যানচক্ষুষা ।
স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ ॥

অনন্তর তাঁহারা ধ্যানচক্ষুতে দেখিলেন, অমরেশ্বর ইন্দ্রই এ বিষয়ে একমাত্র শরণ্য— তিনিই রোগ সকলের প্রশমোপায় বলিতে সক্ষম।

কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছেৎপ্রষ্টুং শচীপতিম্ ।
অহমর্থে নিযুজ্যেয়মত্রেতি প্রথমং বচঃ ॥
ভরদ্বাজোঽব্রবীত্তস্মাদৃষিভিঃ স নিযোজিতঃ ॥

শচীপতিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কে এক্ষণে ইন্দ্রভবনে গমন করিবেন - এই প্রশ্ন তথায় উত্থাপিত হইবামাত্র মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রথমেই বলিলেন আমাকেই এই কার্য্যের ভার প্রদান করা হউক। একারণ ভরদ্বাজই ঋষিগণ কর্তৃক এই কার্য্যে নিযুক্ত হন।

স শক্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্ ।
দদর্শ বলহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্যসুরেশ্বরম্ ।
প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্ ॥
ব্যাধয়োহি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ।
তদ্ব্রূহি মে শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভো ॥

ভগবান্ ধীমান্ ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া দেবর্ষিগণপরিবেষ্টিত সাক্ষ্যাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান বলহন্তা ইন্দ্রদেবকে দর্শন করিলেন। পরে সমীপস্থ হইয়া জয়োচ্চারণ ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা ইন্দ্রদেবকে অভিনন্দন করত ঋষিগণের বাক্যানুসারে কহিলেন, হে অমরনাথ! সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর ব্যাধিসমূহ মনুষ্যলোকে সমুৎপন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদের শান্তির উপায় সম্বন্ধে আমাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করুন।

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ ।
পদৈরল্পৈর্মতিং বুদ্ধ্বা বিপুলাং পরমর্ষয়ে ॥
হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্থাতুরপরায়ণম্ ।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ ॥
সোঽনন্তপারং [illegible]স্কন্ধমা[illegible]র্ব্বেদং মহামতিঃ ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনামুনিঃ ॥
তেনায়ুরমিতং লেভে ভরদ্বাজঃ সুখান্বিতম্ ।
ঋষিভ্যোঽনধিকং তত্ত্ব শশংসানবশেষয়ন্ ॥
ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতম্ ।
দীর্ঘ[illegible] বেদং বর্দ্ধনমায়ুষঃ ॥
মহর্ষয়স্তে দদৃশুর্যথাবজ্জ্ঞানচক্ষুষা ।
সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্ম চ ॥

সমবায়ঞ্চ তজ্জ্ঞাত্বা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ।
লেভিরে পরমং শর্ম্ম জীবিতঞ্চাপ্যনশ্বরম্॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেব মহর্ষি ভরদ্বাজকে বিপুল বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন জানিয়া অল্প বাক্যেই তাঁহাকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ দিলেন। যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রোগের হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধ জ্ঞানরূপ ত্রিসূত্রে গ্রথিত; যাহা সুস্থ ও আতুর উভয়েরই অবলম্বন স্বরূপ; যাহা নিত্য ও পুণ্যজনক; পিতামহ ব্রহ্মা যাহার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, মহামতি ভরদ্বাজ একাগ্রচিত্ত হওয়াতে অচিরকাল মধ্যে সেই অনন্তপার ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যথারীতি জ্ঞানলাভ করিলেন। সেই জ্ঞানবলে তিনি অপরিমিত সুখময় দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ঋষিগণকেও সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথাযথ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঋষিগণও দীর্ঘায়ু লাভ কামনায় সেই সর্ব্বলোকহিতকর আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ভরদ্বাজের নিকট আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া জ্ঞানচক্ষু লাভ করত সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সমবায় সম্বন্ধ যথাযথ অবগত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রের বিধি সকল প্রতিপালন করত পরম সুখ ও অক্ষয় আয়ুলাভ করিয়াছিলেন।

অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্বচঃ॥

অনন্তর সর্ব্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন ভগবান্ পুনর্ব্বসু সর্ব্বজীবে অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি—এই ছয়জন শিষ্যকে পুণ্যজনক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শিষ্যগণ পরম সমাদরে তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের্ব্বিশেষস্তত্রাসীন্নোপদেশান্তরং মুনেঃ।
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশো যতোঽভবৎ॥
অথ ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ।
শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং সর্ষিসঙ্ঘং সুমেধসঃ॥

পুনর্ব্বসু মুনির উপদেশের তারতম্য ছিল না; পরন্তু শিষ্যগণের বুদ্ধিবৈচিত্র্য ছিল। এই কারণেই শিষ্যগণের মধ্যে অগ্নিবেশই প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র প্রণয়ন করেন। অনন্তর ভেল প্রভৃতি অপরাপর পাঁচজন শিষ্য ও আপন আপন নামে অপর পাঁচখানি তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেধাবী তন্ত্র প্রণেতাগণ স্ব স্ব প্রণীত তন্ত্র সকল আত্রেয়প্রমুখ ঋষিসমূহকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শ্রুত্বা সূত্রণমর্থানামৃষয়ঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
যথাবৎ সূত্রিতমিতি প্রহৃষ্টাস্তেঽনুমেনিরে॥
সর্ব্ব এবাস্তুবংস্তাংশ্চ সর্ব্বে তদ্বিতৈষিণঃ।
সাধুভূতেষ্বনুক্রোশ ইত্যুচ্চৈরব্রুবন্ সমম্॥

তং পুণ্যং শুশ্রুবুঃ শব্দং দিবি দেবর্ষয়ঃ স্থিতাঃ।
সামরাঃ পরমর্ষীণাং শ্রুত্বা মুমুদিরে পরম্॥
অহো সাধ্বিতি নির্ঘোষো লোকাংস্ত্রীনন্ববাদয়ৎ
নভসি স্নিগ্ধগম্ভীরো হর্ষাদ্ভূতৈরুদীরিতঃ॥
শিবোবায়ুর্ববৌ সর্ব্বা ভাভিরুন্মীলিতা দিশঃ।
নিপেতুঃ সজলাশ্চৈব দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ॥
অথাগ্নিবেশপ্রমুখান্ বিবিশুর্জ্ঞানদেবতাঃ।
বুদ্ধিঃ সিদ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃকীর্ত্তিঃ ক্ষমা দয়া॥
তানি চানুমতান্যেষাং তন্ত্রাণি পরমর্ষিভিঃ।
ভাবায় ভূতসঙ্ঘানাং প্রতিষ্ঠাং ভুবি লেভিরে॥

অগ্নিবেশাদি পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের গ্রন্থার্থের সেই সকল সূত্রণ শুনিয়া মহর্ষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ সকল গ্রন্থ যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব্বভূতহিতৈষী সেই গ্রন্থকার মুনিগণের প্রশংসা করত সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, ইহাতে সর্ব্বজীবের প্রতি আপনাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে। স্বর্গস্থ দেবতা ও দেবর্ষিগণ পরমর্ষিদিগের সেই পুণ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। আকাশস্থ ভূতগণও হর্ষপ্রযুক্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে "অহো সাধু-অহো সাধু" এই শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চারিদিকে মঙ্গলময় বায়ু বহিতে লাগিল, দিক্ সকল মনোহর প্রভায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতে সজল কুসুম রাশি বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধি, সিদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, কীর্ত্তি, ক্ষমা ও দয়া প্রভৃতি জ্ঞানদেবতা সকল অগ্নিবেশ প্রমুখ ঋষিগণের অন্তরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণের অনুমোদিত হইয়া—আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র সকল জীবরক্ষার হেতু স্বরূপ হওত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে॥

আয়ু চারি প্রকার। হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ ও দুঃখায়ুঃ। এই চতুর্ব্বিধ আয়ুঃ এবং আয়ুর হিতকর ও অহিতকর সমস্ত বিষয়, আয়ুর পরিমাণ ও স্বরূপনির্ণয় যে শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতম্।
নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা ইহাদের সংযুক্ত অবস্থার নাম আয়ুঃ। ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ—এই কয়েকটী শব্দ আয়ুর পর্য্যায়বাচক।

তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদোবেদবিদাংমতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥

বেদবিদ্ সমস্ত উভয়লোক হিতকর পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদ এক্ষণে বর্ণন্ করিব।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণং।
হ্রাসহেতুর্ব্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্যতু॥

সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সমুদয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের যে সমানতা, তাহাই তাহাদের বৃদ্ধির কারণ। এবং দ্রব্যাদির যে বিশেষ অসমান ভাব, উহাই উহাদের হ্রাসের কারণ। পরন্তু উভয়ই অর্থাৎ বৃদ্ধি বা হ্রাস সংযোগসাপেক্ষ। ইহার অর্থ এই যে, সমান ধর্ম্মী দ্রব্যাদিযোগে দ্রব্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিপরীত ধর্ম্মী দ্রব্যাদিযোগে দ্রব্যাদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথকত্বকৃৎ।
তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তুবিপর্য্যয়ঃ॥

যদ্দ্বারা একত্ব বোধ জন্মে, তাহার নাম সামান্য এবং যাহা দ্বারা পৃথকত্ব বোধ জন্মে, তাহার নাম বিশেষ। সামান্য শব্দে তুল্যার্থতা বা এক পদার্থতা বুঝায় এবং বিশেষ শব্দে পৃথক্ পদার্থতা বুঝায়।

সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
স পুমাং শ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্।
বেদস্যাস্য তদর্থংহি বেদোঽয়ং সম্প্রকাশিতঃ॥

মন, আত্মা ও শরীর—ইহারা ত্রিদণ্ডের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন তিনখানি দণ্ডের সংযোগে একখানি ত্রিদণ্ড (ত্রিপদী বা তেপায়া) প্রস্তুত হয় এবং তাহার উপর দ্রব্যাদি রাখিতে পারা যায়; তদ্রূপ মন, আত্মা ও শরীরের সংযোগেই লোক সকল জীবিত রহিয়াছে এবং এই সংযোগের উপরই কর্ম্মফল, বিষয়বাসনা সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি সমুদয়ই নির্ভর করিতেছে। ইহাদের সংযুক্ত অবস্থাকেই পুরুষ বলে। এই পুরুষই চেতন, ইনিই সুখ দুঃখাদির আধার এবং ইহাঁরই জন্য এই আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইয়াছে।

খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ।
সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্॥

আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত, আত্মা, মন. কাল এবং দিক্—এই কয়েকটীকে দ্রব্য কহে। দ্রব্য ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলে সচেতন এবং ইন্দ্রিয় বিহীন হইলে তাহাকে অচেতন বলে।

সার্থা গুর্ব্বাদয়ো বুদ্ধিঃ প্রযত্নান্তাঃ পরাদয়ঃ।
গুণাঃ প্রোক্তাঃ প্রযত্নাদি কর্ম্মচেষ্টিতমুচ্যতে॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সকল; গুর্ব্বাদি অর্থাৎ গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, ঘন, মসৃণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, সান্দ্র ও দ্রব—এই বিংশতি; বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি ও অহঙ্কার প্রভৃতি; প্রযত্নান্ত অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও প্রযত্ন এবং পরাদি অর্থাৎ পরত্ব, অপরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পৃথকত্ব, পরিমাণ, সংস্কার ও অভ্যাস—ইহাদিগকে গুণ বলা যায় এবং যত্নসাধ্য ক্রিয়ার নাম কর্ম্ম বা চেষ্টিত।

সমবায়োঽপৃথগ্‌ভাবো ভূম্যাদীনাং গুণৈর্মতঃ।
স নিত্যো যত্রহি দ্রব্যং ন তত্রানিয়তো গুণঃ॥

ভূমি প্রভৃতির সহিত,তাহাদের গুণ গন্ধ প্রভৃতির যে অপৃথক্ ভাবরূপ সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ কহে। এই সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। কেননা, এরূপ কখন হইতে পারে না যে দ্রব্য আছে, অথচ তাহাতে গুণ নাই।

যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ।
তদ্দ্রব্যং সমবায়ীতু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ॥

কর্ম্ম ও গুণ যাহাতে আশ্রিত থাকে এবং যাহা সমবায়ি কারণ, তাহাই দ্রব্য। আর যাহা সমবায়ি অথচ নিশ্চেষ্ট এবং কারণ, তাহাকে গুণ বলা যায়।

সংযোগে চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যমাশ্রিতম্।
কর্ত্তব্যস্য ক্রিয়াকর্ম্ম কর্ম্মনান্যদপেক্ষতে॥

সংযোগ ও বিভাগ বিষয়ে যাহা কারণ অথচ যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে কর্ম্ম বলা যায়। কর্ত্তব্যের যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম অন্য কোন কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না।

ইত্যুক্তং কারণং কার্য্যং ধাতুসাম্যমিহোচ্যতে।
ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্॥

সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সমবায় প্রভৃতি কার্য্য কারণ সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে ধাতুসাম্যরূপ কার্য্যের বিষয় বলিব। কেননা, বিকৃত ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় লইয়া আসাই আয়ুর্ব্বেদের মুখ্য প্রয়োজন।

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥

শরীর এবং মন এই দুটীকে আশ্রয় করিয়া যতপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে; কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ—এই তিনটাই ঐ সমুদয় রোগের কারণ।

শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়োমতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ॥

শরীর এবং সত্ত্বসংজ্ঞক মন—এই উভয়ই রোগ ও আরোগ্যের আশ্রয়। এবং পূর্ব্বোক্ত কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থ সকলের সমযোগই আরোগ্যের হেতু।

নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সত্ত্বভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ॥

পরমাত্মা নির্ব্বিকার, নিত্য ও সমুদয় ক্রিয়ার সাক্ষী স্বরূপ। মন, ভূতগুণ, অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চভূতের গুণ সমুদয় এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ—এই সকল আত্মার চৈতন্যের প্রতি কারণ। ইহাদের দ্বারাই আত্মচৈতন্য প্রকাশ পাইতে থাকে।

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতি হইতে শরীরে সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একারণ বায়ু, পিত্ত ও কফকে শারীর দোষ বলে এবং রজঃ ও তম হইতে মানসিক রোগ সকল উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে মানসদোষ বলে।

প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ॥

পূর্ব্ব অর্থাৎ শারীরিক দোষ সকল হোম প্রভৃতি দৈব কার্য্য ও যুক্তিঘটিত ঔষধ সেবনাদি দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে এবং মানস দোষ সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিবলে প্রশান্ত হয়।

রূক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সম্প্রশাম্যতি॥

রূক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ এবং খর—এই কয়েকটী বায়ুর গুণ। ইহাদের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে।

সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈঃ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি॥

সস্নেহ (অল্প স্নেহযুক্ত) উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর এবং কটু—এই কয়েকটী পিত্তের গুণ। এই স্নেহাদি গুণের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা পিত্তপ্রকোপ আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

গুরুশীত মৃদুস্নিগ্ধমধুরস্থির পিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীত গুণৈর্গুণাঃ॥

গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল—এই কয়েকটী শ্লেষ্মার গুণ। ইহাদের বিপরীত গুণ যে সকল দ্রব্যে আছে, শ্লেষ্মা সেই সকল দ্রব্য দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

বিপরীতগুণৈর্দেশমাত্রাকালোপপাদিতৈঃ।
ভেষজৈর্ব্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ সাধ্যসম্মতাঃ।
সাধনং নত্বসাধ্যানাং ব্যাধীনামুপদিশ্যতে॥
ভূয়শ্চাতো যথাদ্রব্যং গুণকর্ম্মাণি বক্ষ্যতে॥

দেশ, কাল এবং মাত্রা বুঝিয়া বাতাদির বিপরীত গুণশালী ঔষধ প্রয়োগ করিলে বাতাদিজনিত রোগ সকল যদি সাধ্য হয়, তবে আরোগ্য হইয়া থাকে। পরন্তু যে সমস্ত রোগ অসাধ্য, সেই সকল রোগ আরোগ্য হইবার কোন উপায় নাই।

অতঃপর পুনরায় দ্রব্য সকলের গুণ ও কর্ম্মের বিষয় উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

রসনার্থো রসস্তস্য দ্রব্যমাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
নির্ব্বৃত্তৌ চ বিশেষে চ প্রত্যয়াঃ খাদয়স্ত্রয়ঃ॥
স্বাদুরম্লোঽথ লবণঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
কষায়শ্চেতি ষট্কোঽয়ং রসানাং সংগ্রহঃ স্মৃতঃ॥

স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায় স্বাদুতিক্তকাঃ।
জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মাণং কষায় কটুতিক্তকাঃ॥
কিঞ্চিদ্দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতু প্রদূষণম্।
স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং দ্রব্যমুচ্যতে॥

রসনা গ্রাহ্য পদার্থের নাম রস। জল ও ক্ষিতি রসের আশ্রয় স্থান। উহারা রসের অভিব্যক্তির প্রতি কারণও বটে। পরন্তু রস বিশেষে অর্থাৎ মধুরত্বাদি বিশেষ বিশেষ রস উৎপাদন পক্ষে আকাশ, বায়ু এবং অগ্নি এই তিনটীও কারণ বটে।

স্বাদু, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এবং কষায়—রস এই ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার রসের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ রস দ্বারা বায়ুর উপশম হয়; কষায়, মধুর ও তিক্ত রস দ্বারা পিত্তের এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস দ্বারা শ্লেষ্মার নিবৃত্তি হয়।

প্রভাব ভেদে দ্রব্য ত্রিবিধ। কোন কোন দ্রব্যের প্রভাব এইরূপ যে তাহারা দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের শমতা করে, কোন কোন দ্রব্যের প্রভাব এইরূপ যে তাহারা রক্তাদি ধাতুর দোষ উৎপাদন করে; আবার কোন কোন দ্রব্য প্রভাববশতঃ সুস্থ শরীরের অনুকূল হয়।

তৎপুনস্ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জাঙ্গমৌদ্ভিদপার্থিবম্।
মধূনি গোরসাঃ পিত্তং বসা মজ্জাসৃগামিষম্॥
বিণ্মূত্রচর্ম্মরেতো-স্থিস্নায়ুশৃঙ্গনখাঃ খুরাঃ।
জঙ্গমেভ্যঃ প্রযুজ্যন্তে কেশলোমানি রোচনাঃ॥

জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ্ ও পার্থিব ভেদে আবার দ্রব্যসকলের তিন প্রকার ভাগ কল্পনা করা যায়। জঙ্গম পদার্থ হইতে মধু, গব্যদুগ্ধাদি, পিত্ত, বসা, মজ্জা, রক্ত, মাংস, মল, মূত্র, চর্ম্ম, শুক্র, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ, লোম ও গোরোচনা—এই সকল দ্রব্য চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সুবর্ণং সমলাঃ পঞ্চলোহাঃ সসিকতা সুধা।
মনঃ শিলালে মণয়ো লবণং গৈরিকাঞ্জনে॥

পার্থিব পদার্থ হইতে সুবর্ণ, পঞ্চলোহ ও তাহাদের মল, (রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসা ও লৌহ—এই পঞ্চলোহ এবং ইহাদের মল অর্থাৎ সুবর্ণমল, রৌপ্যমল, তাম্রমল, সীসক মল, বঙ্গমল ও লৌহমল), সিকতা (বালুকা), সুধা (দারুমুষ প্রভৃতি), মনঃশিলা, আল (হরিতাল), মণি, লবণ, গৈরিক ও অঞ্জন—এই সকল দ্রব্য চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হয়।

ভৌমমৌষধ মুদ্দিষ্টমৌদ্ভিদন্তু চতুর্ব্বিধম্।
বনস্পতিস্তথা বীরুদ্বানস্পত্য[illegible]ধিঃ॥
ফ[illegible]তিঃ পুষ্পৈর্ব্বানস্পত্যঃ ফলৈরপি।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ প্রতানৈর্বীরুধঃ স্মৃতাঃ॥

ভূমিজাত ঔষধকে ঔদ্ভিদ্ বলে। উহা আবার চারি প্রকার। বনস্পতি, বীরুধ্, বানস্পত্য ও ওষধি। যাহাদের পুষ্প না হইয়া একেবারে ফল জন্মে, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। পুষ্প হইবার পর যাহাদের ফল জন্মে, তাহাদিগকে বানস্পত্য বলে। ফল পাকিলে

যাহাদের বিনাশ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে এবং যাহারা [illegible] বিশিষ্ট, তাহাদিগকে বীরুধ্ বলে।

মূলত্বক্ সারনির্য্যাস-নাড় স্বরসপল্লবাঃ।
ক্ষারাঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ।
পত্রাণি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চৌদ্ভিদো গণঃ॥

উদ্ভিদ্ হইতে মূল, ছাল, সার, নির্য্যাস (আঠা), নাড় (ডাঁটা), স্বরস, পল্লব, ক্ষার, ক্ষীর, ফল, পুষ্প, ভস্ম, তৈল, কণ্টক, পত্র, শুঙ্গা (কুঁড়ি), কন্দ (মূল) এবং প্ররোহ (অঙ্কুর)—এই সকল দ্রব্য চিকিৎসার্থ পাওয়া যায়।

মূলিন্যঃ ষোড়শৈকোনা ফলিন্যো বিংশতিঃ স্মৃতাঃ।
মহাস্নেহাশ্চ চত্বারঃ পঞ্চৈব লবণানি চ॥
অষ্টৌ মূত্রাণি সংখ্যাতান্যষ্টাবেব পয়াংসি চ।
শোধনার্থাশ্চ ষড়্বৃক্ষাঃ পুনর্ব্বসুনিদর্শিতাঃ॥
য এতান্ বেত্তি সংযোক্তুং বিকারেষু স বেদবিৎ।

ব্যবহার্য্য উদ্ভিদের মধ্যে মূল প্রধান উদ্ভিদ্ ষোড়শ প্রকার এবং ফল প্রধান উদ্ভিদ্ ঊনবিংশতি প্রকার। মহাস্নেহ চারি প্রকার। লবণ পাঁচ প্রকার। মূত্র আট প্রকার। দুগ্ধ আট প্রকার এবং শোধনার্থ বৃক্ষ ছয় প্রকার। ভগবান্ পুনর্ব্বসু ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোগ সমূহে যিনি এই সকল দ্রব্যের সংযোগ ও প্রয়োগ অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ আয়ুর্ব্বেদবিৎ।

হস্তিদন্তা হৈমবতী শ্যামা ত্রিবৃদধোগুড়া।
সপ্তলা শ্বেতনামা চ প্রত্যক্শ্রেণী গবাক্ষ্যপি॥
জ্যোতিষ্মতী চ বিম্বী চ শণপুষ্পী বিষাণিকা।
অজগন্ধা দ্রবন্তী চ ক্ষীরিণী চাত্র ষোড়শী॥
শণপুষ্পী চ বিম্বী চ চ্ছর্দ্দনে হৈমবত্যপি।
শ্বেতা জ্যোতিষ্মতী চৈব যোজ্যা শীর্ষবিরেচনে॥
একাদশাবশিষ্টা যাঃ প্রয়োজ্যাস্তা বিরেচনে।
ইত্যুক্তা নামকর্ম্মভ্যাং মূলিন্যঃ ফলিনীঃ শৃণু॥

হস্তিদন্তী (নাগদন্তী), হৈমবতী (শ্বেতবচ), শ্যামা (শ্যামমূল তেউড়ী), ত্রিবৃৎ (অরুণমূলা তেউড়ী), বৃদ্ধদারক, চর্ম্মকষা, শ্বেত অপরাজিতা, প্রত্যক্পুষ্পী, গবাক্ষী, জ্যোতিষ্মতী (লতাকটুকী), বিম্বী (তেলাকুচা), শণপুষ্পী, বিষাণিকা (মেড়াশৃঙ্গী), অজগন্ধা, দ্রবন্তী ও ক্ষীরিণী (দুদ্ধিকা)—এই ষোড়শটী মূল প্রধান উদ্ভিদ্। ইহাদের মধ্যে শণপুষ্পী, বিম্বী ও হৈমবতী বমন কার্য্যে প্রশস্ত। শ্বেতা অর্থাৎ শ্বেত অপরাজিতা ও জ্যোতিষ্মতী অর্থাৎ লতা কটুকী এই দুইটী শিরো বিরেচনে অর্থাৎ নস্য কার্য্যে প্রয়োগ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট একাদশটী মূলপ্রধান উদ্ভিদ্ বিরেচন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাম ও কর্ম্মের সহিত মূলপ্রধান ষোড়শ প্রকার উদ্ভিদের কথা বলা হইল। এক্ষণে ফলপ্রধান উদ্ভিদের বিষয় শ্রবণ কর।

শঙ্খিন্যথ বিড়ঙ্গানি ত্রপুষং মদনানি চ।
আনূপং স্থলজঞ্চৈব ক্লীতকং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥
ধামার্গবমথেক্ষ্বাকু জীমূতং কৃতবেধনম্।
প্রকীর্য্যা উদকীর্য্যা চ প্রত্যক্‌পুষ্পী তথাভয়া॥
অন্তঃ কোটরপুষ্পী চ হস্তিপর্ণ্যাশ্চ শারদম্।
কম্পিল্লকারগ্বধয়োঃ ফলং যৎ কুটজস্য চ॥

শঙ্খিনী (চোরপুষ্পী), বিড়ঙ্গ, ত্রপুষ (শসা), মদন (ময়নাফল), আনূপ ও স্থলজ—এই দুই প্রকার যষ্টিমধু, ধামার্গব (পীতঘোষা), ইক্ষ্বাকু (তিতলাউ), জীমূত (ঘোষা বিশেষ), কৃতবেধন, প্রকীর্য্য (নাটাকরঞ্জ), উদকীর্য্য (ডহর-করঞ্জ), প্রত্যক্‌পুষ্পী (অপামার্গ), অভয়া (হরিতকী), অন্তঃকোটরপুষ্পী; হস্তি-পর্ণীর শরৎকালজাত ফল; কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি), আরগ্বধ (সোঁদাল) ও কুটজফল (ইন্দ্রযব)—এই উনিশটী ফল-প্রধান উদ্ভিদ্।

ধামার্গবমথেক্ষ্বাকুজীমূতং কৃতবেধনং।
মদনং কুটজঞ্চৈব ত্রপুষং হস্তিপর্ণিনী।
এতানি বমনে চৈব যোজ্যান্যাস্থাপনেষু চ॥
নস্তঃ প্রচ্ছর্দ্দনে চৈব প্রত্যক্‌পুষ্পী বিধীয়তে।
দশ যান্যবশিষ্টানি তান্যুক্তানি বিরেচনে।
নামকর্ম্মভিরুক্তানি ফলান্যেকোন বিংশতিঃ॥

তন্মধ্যে পীতঘোষা, তিতলাউ, জীমূত, কৃতবেধন, মদন, কুটজ, ত্রপুষ ও হস্তিপর্ণী—এই আটটী বমন ও আস্থাপনকার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যক্‌পুষ্পী অর্থাৎ আপামার্গ নস্ত ও ব[illegible] কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট দশটী বিরেচন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই উনি[illegible] প্রকার ফলপ্রধান উদ্ভিদ্ এবং তাহাদের নাম ও কর্ম্মের বিষয় বলা হইল।

সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা স্নেহো দৃষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ।
পানাভ্যঞ্জনবস্ত্যর্থং নস্যার্থঞ্চৈব যোগতঃ॥
স্নেহনা জীবনা বর্ণ্যা বলোপচয়বর্দ্ধনাঃ।
[illegible] চ বিহিতাঃ বাতপিত্তকফাপহাঃ॥

ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা—মহাস্নেহ এই চারি প্রকার। পানে, অভ্যঞ্জনে, বস্তিকার্য্যে ও নস্তে ইহাদের প্রয়োগ হয়। ইহারা স্নিগ্ধকারক, জীবনীয়, বলবর্দ্ধক এবং বর্ণ ও পুষ্টিসাধক। ইহারা বায়ু, পিত্ত এবং কফও নষ্ট করিয়া থাকে।

সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়[illegible] মেবচ।
সামুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চস্যুর্লবণানি চ॥
স্নিগ্ধা[illegible]ষ্ণানি তীক্ষ্ণানি দীপনা[illegible] চ।
আলেপনার্থে যুজ্যন্তে স্নেহস্বেদবিধৌ তথা॥

অধোভাগেষ্বভ্যঙ্গেষু নিরূহেষ্বনুবাসনে।
অভ্যঞ্জনে ভোজনার্থে শিরসশ্চ বিরেচনে॥
শস্ত্রকর্ম্মণি বর্ত্ত্যর্থমঞ্জনোৎসাদনেষু চ।
অজীর্ণানাহয়োর্বাতে গুল্মে শূলে তথোদরে॥

লবণ পাঁচ প্রকার। যথা;—সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্র। লবণ সকল স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও প্রকৃষ্টরূপে অগ্নিদীপনকারী। এই পঞ্চপ্রকার লবণ প্রলেপনে, স্নেহকার্য্যে, বিরেচনে, বমনে, নিরূহণে, অভ্যঞ্জনে, ভোজনার্থে, শিরোবিরেচনে, শস্ত্রকর্ম্মে, বর্ত্তিপ্রয়োগে, অঞ্জনকার্য্যে, উৎসাদনে, অজীর্ণে, আনাহে, বাতে, গুল্মে এবং উদররোগে ব্যবহৃত হয়।

উক্তানি লবণান্যূর্দ্ধং মূত্রাণ্যষ্টৌ নিবোধ মে।
মুখ্যানি যানি হৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যাত্রেয়-শাসনে॥

পাঁচ প্রকার লবণের কথা বলা হইল। এক্ষণে আট প্রকার মূত্রের বিষয় শ্রবণ কর। আত্রেয়ের মতে যে কয়েকটী মূত্র প্রধান ও অভীষ্টসাধনের অনুকূল, তাহাদের বিষয় বলা যাইতেছে।

অবিমূত্রমজামূত্রং গোমূত্রং মাহিষঞ্চ যৎ।
হস্তিমূত্রমথোষ্ট্রস্য হয়স্য চ খরস্য চ॥
উষ্ণং তীক্ষ্ণমথোরূক্ষং কটুকং লবণান্বিতম্।
মূত্রমুৎসাদনে যুক্তং যুক্তমালেপনেষু চ॥
যুক্তমাস্থাপনে মূত্রং যুক্তঞ্চাপি বিরেচনে।
স্বেদেষ্বপি চ তদ্যুক্তমানাহেষ্বগদেষু চ॥
উদরেষ্বথ চার্শঃসু গুল্মকুষ্ঠ কিলাসষু।
তদ্যুক্তমুপনাহেষু পরিষেকে তথৈবচ॥
দীপনীয়ং বিষঘ্নঞ্চ ক্রিমিঘ্নঞ্চোপদিশ্যতে।
পাণ্ডুরোগোপসৃষ্টানামুত্তমং সর্ব্বথোচ্যতে॥
শ্লেষ্মাণং শময়েৎ পীতং মারুতঞ্চানুলোময়েৎ।
কর্ষেৎ পিত্তমধোভাগমিত্যস্মিন্ গুণ সংগ্রহঃ॥
সামান্যেন ময়োক্তস্তু পৃথক্ত্বেন প্রবক্ষ্যতে॥

মেষমূত্র, ছাগমূত্র, গোমূত্র, মহিষমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, অশ্বমূত্র ও গর্দ্দভ মূত্র—মূত্র এই আটপ্রকার। মূত্র—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, কটু ও লবণরসযুক্ত। উৎসাদন কার্য্যে, আলেপন কার্য্যে, আস্থাপনে, বিরেচনে, স্বেদকার্য্যে, আনাহে, বিষে, জঠররোগে, অর্শে, গুল্ম, কুষ্ঠ ও কিলাস রোগে, উপনাহে ও পরিষেক কার্য্যে—মূত্রের প্রয়োগ হয়। ইহারা অগ্নিদীপক, এবং বিষ ও ক্রিমিনাশক বলিয়া উপদিষ্ট হয়। এবং সর্ব্বথা পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। মূত্র পান করিলে শ্লেষ্মার প্রশমন হয়, বায়ুর অনুলোম সাধিত হয় এবং পিত্ত অধোভাগে আকৃষ্ট হয়। সামান্যভাবে মূত্রের গুণ সকল বলা হইল। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইতেছে।

অবীমূত্রং সতিক্তং স্যাৎ স্নিগ্ধং পিত্তাবিরোধি চ।
আজং কষায়মধুরং পথ্যং দোষান্নিহন্তি চ॥
গব্যং সমধুরং কিঞ্চিৎ দোষঘ্নং ক্রিমিকুষ্ঠনুৎ।
কণ্ডুঘ্নং শময়েৎ পীতং সম্যগ্‌দোষোদরে হিতম্॥
অর্শঃ শোফোদরঘ্নন্তু সক্ষারং মাহিষং সরম্॥
হাস্তিকং লবণং মূত্রং হিতন্তু ক্রিমিকুষ্ঠিনাম্।
প্রশস্তং বদ্ধবিণ্মূত্রবিষশ্লেষ্মামযার্শসাম্॥
সতিক্তং শ্বাসকাসঘ্নমর্শোঘ্নং চৌষ্ট্রমুচ্যতে।
বাজিনাং তিক্তকটুকং কুষ্ঠব্রণ বিষাপহম্॥
খরমূত্রমপস্মারোন্মাদ গ্রহবিনাশনম্।
ইতীহোক্তানি মূত্রাণি যথাসামর্থ্যযোগতঃ॥
অথক্ষীরাণি বক্ষ্যন্তে কর্ম্মচৈষাং গুণাশ্চ যে।

মেষমূত্র ঈষৎ তিক্ত, স্নিগ্ধ ও পিত্তের অবিরোধী। ছাগমূত্র কষায়, মধুর রস, পথ্য ও দোষ সকলের নাশক। গোমূত্র সমধুর, দোষঘ্ন এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশক। ইহা কণ্ডুঘ্ন এবং ইহা পান করিলে বাতাদি দোষজনিত জঠররোগ উপশমিত হয়। মহিষমূত্র ঈষৎ ক্ষাররসবিশিষ্ট। ইহা অর্শ, শোথ ও উদররোগ নাশক। হস্তিমূত্র লবণরস বিশিষ্ট। ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, মলমূত্রের বিবদ্ধতা এবং বিষদোষ, অর্শ ও শ্লেষ্মাজনিত রোগ নাশক। উষ্ট্রমূত্র ঈষৎ তিক্তরসবিশিষ্ট, শ্বাস ও কাস নাশক এবং অর্শোঘ্ন। অশ্বমূত্র তিক্ত ও কটুরস। ইহা কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক। গর্দ্দভ মূত্র অপস্মার, উন্মাদ ও গ্রহদোষ বিনাশক। যে মূত্রের যেরূপ শক্তি, তাহা বলা হইল। এক্ষণে দুগ্ধের কর্ম্ম ও গুণ বলা যাইতেছে।

অবীক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ॥
উষ্ট্রীণামথ নাগীনাং বড়বায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥
প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতংস্তন্যং পয়োমতম্।
প্রীণনং বৃংহণংবৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করম্॥
জীবনীয়ং শ্রমহরং শ্বাসকাস নিবর্হণম্।
হন্তি শোণিতপিত্তঞ্চ সন্ধানং বিহতস্য চ॥
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং শমনং শোধনং তথা।
তৃষ্ণাঘ্নং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণ ক্ষতেষু চ॥
পাণ্ডুরোগেঽম্লপিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে।
অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিধীয়তে॥
যোনিশুক্রপ্রদোষেষু মূত্রেষু প্রদরেষু চ।
পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাম্॥

নস্যালেপাবগাহে[illegible] বমনাস্থাপনে[illegible] ।
বিরেচনে স্নেহনে চ পয়ঃ সর্ব্বত্র যুজ্যতে ॥
যথাক্রমং ক্ষীরগুণানেকৈকস্য পৃথক্ পৃথক্ ।
অন্নপানাদিকেঽধ্যায়ে ভূয়ো বক্ষ্যা[illegible]েবতঃ ॥

দুগ্ধ আট প্রকার ;—মেষদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিদুগ্ধ, অশ্বদুগ্ধ ও নারীদুগ্ধ। এই আট প্রকার দুগ্ধ প্রায়ই মধুররস ; স্নিগ্ধ, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বৃষ্য, মেধাজনক, বলকারক, মনের হর্ষোৎপাদক ; জীবনীয়, শ্রমহর, শ্বাস ও কাশ নাশক, রক্তপিত্ত প্রশমক, ভগ্নসংযোজক, সমুদয় প্রাণধারীর পক্ষে সাত্ম্য, বাতাদি দোষের প্রশমন, শোধন, তৃষ্ণানিবারক, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং ক্ষীণ ও ক্ষত রোগের পক্ষে হিতকারক।

পাণ্ডুরোগে, অম্লপিত্তে, যক্ষ্মা, গুল্ম, উদররোগে, অতিসারে, জ্বর এবং শোথরোগে দুগ্ধ বিহিত। যোনি ও শুক্রদোষে, মূত্ররোগে, প্রদরে, পুরীষের গ্রথিলতা (অর্থাৎ মল গুট্‌লে হইলে) এবং বায়ু ও পিত্তজনিত রোগে দুগ্ধই পথ্য। নস্য, প্রলেপ, অবগাহ, বমন, আস্থাপন, বিরেচন ও স্নেহন এই সমুদয় কার্য্যে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। আট প্রকার দুগ্ধের সাধারণ গুণ ও কর্ম্ম কথিত হইল। এক একটী করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ইহাদের গুণ ও কর্ম্ম যথাক্রমে অন্নপানাদিক অধ্যায়ে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

অথাপরে [illegible]ক্তাঃ পৃথক্ যে ফল মূলিভিঃ ।
স্নুহ্যর্কাশ্মন্তকাস্তেষামিদং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥
বমনেঽশ্মন্তকং বিদ্যাৎ স্নুহীক্ষীরং বিরেচনে ।
ক্ষীরমর্কস্য বিজ্ঞেয়ং বমনে সবিরেচনে ॥
ইমাং স্ত্রীনপরান্ বৃক্ষানাহুর্যেষাং হিতাস্ত্বচঃ ।
পূতিকঃ কৃষ্ণগন্ধা চ তিল্বকশ্চ তথা তরুঃ ॥
বিরেচনে প্রযোক্তব্যঃ পূতিকস্তিল্বকস্তথা ।
কৃষ্ণগন্ধা পরীসর্পে শোথেষর্শঃসু চোচ্যতে ॥
দদ্রুবিদ্রধিগণ্ডেষু কুষ্ঠেষপ্যলজীষু চ ।
ষড়বৃক্ষান্ শোধ[illegible]পি বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥

অনন্তর ফলপ্রধান ও মূলপ্রধান বৃক্ষ হইতে ভিন্ন যে স্নুহী (মনসাসিজ) অর্ক (আকন্দ) ও অশ্মন্তক (পাথরভেদী)—এই তিন প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম বলিতেছি। অশ্মন্তক বমন কার্য্যে প্রশস্ত ; মনসাসীজের আঠা বিরেচন কার্য্যে এবং আকন্দের আঠা বমন ও বিরেচন উভয় কার্য্যেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূতিক (নাটাকরঞ্জ), তিল্বক (লোধ), ও কৃষ্ণগন্ধা (সজিনা) এই তিনটি ত্বক্‌প্রধান বৃক্ষ। তন্মধ্যে পূতিক ও তিল্বক বিরেচন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সজিনার ছাল বিসর্প, শোথ, অর্শ, দদ্রু, বিদ্রধি, গণ্ডমালা, কুষ্ঠ ও অলজী রোগে প্রলেপার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিচক্ষণ বৈদ্য, মনসাসিজ, আকন্দ, পাথরভেদী, নাটাকরঞ্জ, সজিনা ও লোধ—এই ছয় প্রকার বৃক্ষকে শোধনকার্য্যে ও প্রয়োগ করিবেন।

ইত্যুক্তাঃ ফলমূলিন্যঃ স্নেহাশ্চ লবণানি চ।
মূত্রং ক্ষীরাণি বৃক্ষাশ্চ ষড়্ যে দৃষ্টা পয়স্ত্বচা ॥

ফলপ্রধান ও মূলপ্রধান বৃক্ষ সকলের, স্নেহজাতের, লবণের, মূত্রের, দুগ্ধের এবং ত্বক্‌প্রধান ও ক্ষীর প্রধান ছয় প্রকার বৃক্ষের বিষয় কথিত হইল।

ওষধীর্নাম রূপাভ্যাং জানতে হ্যজপা বনে।
অবিপাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ ॥
ন নামজ্ঞানমাত্রেণ রূপজ্ঞানেন বা পুনঃ।
ওষধীনাং পরাম্প্রাপ্তিং কশ্চিদ্বেদিতুমর্হতি ॥
যোগবিন্নাম রূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।
কিং পুনর্যো বিজানীয়াদোষধীঃ সর্ব্বথাভিষক্ ॥
যোগমাসান্তু যো বিদ্যাদ্দেশকালোপপাদিতম্।
পুরুষং পুরুষং বীক্ষ্য সবিজ্ঞেয়ো ভিষক্তমঃ ॥

ছাগপালক, মেষপালক ও গোপালক এবং অপরাপর বনবাসীরা ও ঔষধি সকলের নাম এবং রূপ জানেন। কিন্তু নাম বা রূপ জানিলেই যে ওষধির সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, তাহা নহে। যিনি ওষধি সকলের নাম ও রূপ জানেন এবং গুণ ও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই যোগজ্ঞ ব্যক্তিকেই ঔষধের তত্ত্ববিদ্ বলা যায়। এবং যে ভিষক্ সর্ব্বপ্রকারে ঔষধির তত্ত্ব অবগত আছেন; যিনি তাহাদের নাম, রূপ ও যোগ অবগত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রয়োগ করিতে সক্ষম; তাঁহাকেই বৈদ্যরাজ কহা যায়।

যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥

বিষ যেমন, শস্ত্র যেমন, অগ্নি যেমন ও বজ্র যেমন; অবিজ্ঞাত ঔষধ ও তদ্রূপ অপকারী। কিন্তু বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

ঔষধংহ্যনভিজ্ঞাতং নামরূপগুণৈস্ত্রিভিঃ।
বিজ্ঞাতমপিদুর্যুক্তমনর্থায়োপপদ্যতে ॥
যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণং উত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্ ॥
তস্মান্ন ভিষজা যুক্তং যুক্তিবাহ্যেন ভেষজম্।
ধীমতা কিঞ্চিদাদেয়ং জীবিতারোগ্যকাঙ্ক্ষিণা ॥
কুর্য্যান্নিপতিতো মূর্দ্ধ্নি সশেষং বাসবাশনিঃ।
সশেষমাতুরং কুর্য্যান্নত্বজ্ঞমতমৌষধম্ ॥
দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।

ত্যক্তধর্ম্মস্য পাপস্য মৃত্যুভূ'তস্য দুর্ম্মতেঃ।
নরো নরকপাতী স্যাত্তস্য সম্ভাষণাদপি ॥
বরমাশীবিষবিষং কথিতং তাম্রমেব বা।
পীতমত্যগ্নিসন্তপ্তা ভক্ষিতা বাপ্যয়োগুড়াঃ ॥
নতু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নং পানম্বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ ॥
ভিষগ্‌বুভূষু র্ম্মতিমানতঃ স্বগুণসম্পদি।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ স্যাদ্‌যথা নৃণাম্ ॥
তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্প্যতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥
সম্যক্ প্রয়োগং সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরাখ্যাতি কর্ম্মণাম্।
সিদ্ধিরাখ্যাতি সর্ব্বৈশ্চ গুণৈর্যু'ক্তং ভিষক্তমম্ ॥

ঔষধের নাম রূপ ও গুণ জানা না থাকিলে, অথবা নাম রূপ ও গুণ জানা থাকিলে ও যদি ঔষধ অযথাপ্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ঔষধ অনর্থের কারণ হয়। সংযোগ ও প্রয়োগের গুণে তীক্ষ্ণ বিষ ও উত্তম ভেষজ হইয়া থাকে এবং সংযোগ ও প্রয়োগের দোষে উত্তম ভেষজ ও বিষের ন্যায় অপকারী হয়। অতএব জীবিত ও আরোগ্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন প্রকার অযুক্ত ঔষধ সেবন করিবেন না।* ইন্দ্রের বজ্র মস্তকে পতিত হইলে তাহাতে জীবন শেষ না হইতেও পারে, কিন্তু অজ্ঞ চিকিৎসক প্রযুক্ত ঔষধে রোগীর প্রাণ একেবারেই নিঃশেষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভেষজের তত্ত্ব না জানিয়া আপনাকে প্রাজ্ঞ মনে করিয়া দুঃখিত, শয়ান ও একান্ত শ্রদ্ধাবান্—রোগীকে চিকিৎসা করিতে সাহস পায়, সেই ত্যক্তধর্ম্মা দুর্ম্মতি যমস্বরূপ বৈদ্যের সহিত সম্ভাষণ করিলেও মনুষ্য নরকগামী হইয়া থাকে। সর্প বিষ ভক্ষণ করা বরং ভাল, কথিত তাম্র পানে প্রাণত্যাগও শ্রেয়ঃ; বরং সন্তপ্ত লৌহগুড়িকা ভক্ষণও ভাল; তথাপি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যের বেশ ধারণ করিয়া রোগপীড়িত শরণাগত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পান বা বিত্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব যাঁহারা প্রকৃত ভিষক্ হইতে ইচ্ছা করেন; তাঁহাদিগের গুণ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য, যে যাহাতে তাঁহারা লোকের প্রাণদাতা হইতে পারেন। সেই উত্তম ঔষধ, যদ্দারা রোগের শান্তি হয় এবং তিনিই উত্তম বৈদ্য, যিনি রোগের আরোগ্য সম্পাদন করিতে সক্ষম। কার্য্যসিদ্ধিতেই বুঝা যায় যে বৈদ্যটি বৈদ্যোত্তম ও সর্ব্বগুণযুক্ত।

তত্রশ্লোকাঃ।

আয়ুর্ব্বেদাগমো হেতুরাগমস্য প্রবর্ত্তনম্।
সূত্রণস্যাভ্যনুজ্ঞানমা য়ুর্ব্বেদস্য নির্ণয়ঃ ॥
সম্পূর্ণং কারণং কার্য্যমা য়ুর্ব্বেদ প্রয়োজন।
হেতবশ্চৈব দোষাশ্চ ভেষজং সংগ্রহেণচ ॥

রসাঃ স প্রত্যয়াদ্রব্যাস্ত্রিবিধো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
মূলিন্যশ্চ ফলিন্যশ্চ স্নেহাশ্চ লবণানি চ ॥
মূত্রং ক্ষীরাণি বৃক্ষাশ্চ ষড়্ যে ক্ষীরত্বগাশ্রয়াঃ।
কর্ম্মাণি চৈষাং সর্ব্বেষাং যোগাযোগ গুণাগুণাঃ ॥
বৈদ্যাপবাদো যত্রস্থাঃ সর্ব্বে চ ভিষজাং গুণাঃ।
সর্ব্বমেতৎ সমাখ্যাতং পূর্ব্বাধ্যায়ে মহর্ষিণা ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
দীর্ঘঞ্জীবিতীয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই প্রথমাধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের আগম, আগমের হেতু, আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন, আয়ুর্ব্বেদের সূত্রণ অর্থাৎ গ্রন্থকরণ, ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল গ্রথিত—সূত্রের অনুমোদন, আয়ুর্ব্বেদের স্বরূপ নির্ণয়; কার্য্য কারণ; আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির তিন-প্রকার হেতু; দোষ সকলের বিবরণ; ভেষজের সংগ্রহ, রস ও রসব্যঞ্জক দ্রব্য সমূহ; তিন প্রকার দ্রব্যসংগ্রহ; মূলপ্রধান ও ফলপ্রধান বৃক্ষ সকলের বিষয়; স্নেহ, লবণ, মূত্র, দুগ্ধ এবং ত্বক্ ও ক্ষীর প্রধান ছয় প্রকার বৃক্ষের বিষয় এবং এই সকল দ্রব্যের কর্ম্ম, যোগ, অযোগ এবং গুণ ও দোষ এবং বৈদ্যের দোষ ও গুণ—এই সমস্ত বিষয় মহর্ষি পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইতি দীর্ঘঞ্জীবিত নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽপামার্গতণ্ডুলীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা অপামার্গতণ্ডুলীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিলেন।

অপামার্গস্য বীজানি পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিড়ঙ্গান্যথ শিগ্রূনি সর্ষপাস্তুম্বুরূণি চ ॥
অজাজীঞ্চাজগন্ধাশ্চ পীলূন্যেলাং হরেণুকাম্।
পৃথ্বীকাং সুরসাং শ্বেতাং কুঠেরকফণিজ্ঝকৌ ॥
শিরীষবীজং লশুনং হরিদ্রে লবণদ্বয়ম্।
জ্যোতিষ্মতীং নাগরঞ্চ দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনে ॥
গৌরবে শিরসঃ শূলে পীনসেঽর্দ্ধাবভেদকে।
ক্রিমিব্যাধাবপস্মারে ঘ্রাণনাশে প্রমোহকে ॥

আপামার্গের (আপাং) বীজ, পিপ্পলী, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শিগ্রু (সজিনাবীজ), সর্ষপ, (শ্বেতসর্ষপ), তুম্বুরু (ধনে), অজাজী (কৃষ্ণজীরা), অজগন্ধা (বনযমানী), পীলু, এলা (বড়এলাইচ), হরেণুকা (রেণুকা), পৃথ্বীকা (ছোটএলাইচ), সুরসা (তুলসী), শ্বেতা (শ্বেতঅপরাজিতা), কুঠেরক (কৃষ্ণতুলসী), ফণিজ্ঝক (তুলসীভেদ); শিরীষবীজ, লশুন, দুইপ্রকার হরিদ্রা (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), দুইপ্রকার লবণ (সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল), জ্যোতিষ্মতী (লতাকটুকী), এবং নাগর (শুঁঠ)—এই সকল দ্রব্য শিরোবিরেচনে প্রয়োগ করিবে। শিরোগৌরব (মাথাভার); শিরঃশূল (মাথাবেদনা); পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, (আধকপালে); ক্রিমিরোগ, অপস্মার, ঘ্রাণনাশ ও প্রমোহক (মূর্চ্ছারোগ)—এই সকল রোগে ঐ সকল ঔষধদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মদনং মধুকং নিম্বং জীমূতং কৃতবেধনম্।
পিপ্পলীকুটজেক্ষ্বাকুণ্যেলাং ধামার্গবাণি চ॥
উপস্থিতে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যাধাবামাশয়াশ্রয়ে।
বমনার্থং প্রযুঞ্জীত ভিষগ্ দেহমদূষয়ন্॥

মদন (ময়নাফল) ; মধুক (যষ্টিমধু); নিম্ব, জীমূত (ঘোষাবিশেষ), কৃতবেধন (ঘোষাবিশেষ), পিপ্পলী (পিপুল), কুটজ (কুড়চি); ইক্ষ্বাকু (তিত্‌লাউ), এলাইচ, এবং ধামার্গব (ঘোষাবিশেষ), এই সকল ঔষধদ্রব্য ভিষক্ আমাশয়াশ্রিত রোগে এবং শ্লেষ্মাও পিত্ত জনিত রোগে রোগীকে তাহার দেহের হানি না হয়, এরূপ উপযুক্তমাত্রায় বমনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃতাং ত্রিফলাং দন্তীং নীলিনীং সপ্তলাং বচাম্।
কম্পিল্লকং গবাক্ষীঞ্চ ক্ষীরিণীমুদকীর্য্যকাম্॥
পীলূন্যারগ্বধং দ্রাক্ষাং দ্রবন্তীং নিচুলানি চ।
পক্কাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রয়োজয়েৎ॥

ত্রিবৃৎ (তেউড়ী); ত্রিফলা, দন্তী, নীল, সপ্তলা (চর্ম্মকষা); বচ ; কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি); গবাক্ষী (গোরক্ষকর্কটী); ক্ষীরিণী (দুঁদলে); উদকীর্য্যক (নাটাকরঞ্জ); পীলু, আরগ্বধ (সোঁদাল); দ্রাক্ষা, দ্রবন্তী (দন্তীবিশেষ) ও নিচুল (হিজলফল) এই—সকল ঔষধি দ্রব্য পক্কাশয়গত রোগে [illegible] জন্য ব্যবহার্য্য।

পাটলিঞ্চাগ্নিমন্থঞ্চ বিল্বং শ্যোণাকমেব চ।
কাশ্মর্য্যং শালপর্ণীঞ্চ পৃশ্নিপর্ণী নিদিগ্ধিকাম্॥
বলাং শ্বদংষ্ট্রাং বৃহতীমেরণ্ডং সপুনর্নবম্।
যবান্ কুলত্থান্ কোলানি গুডূচীং মদনানি চ॥
পলাশং কর্তৃণঞ্চৈব স্নেহাংশ্চ লবণানি চ।
উদাবর্ত্তে বিবদ্ধেষু যুঞ্জ্যাদাস্থাপনে চ॥
অত এবৌষধগণাৎ সঙ্কল্প্যমনুবাসনম্।
মারুতঘ্নমিতি প্রোক্তঃ সংগ্রহঃ পাঞ্চকর্ম্মিকঃ॥

তান্যুপস্থিতদোষাণাং স্নেহস্বেদোপপাদনৈঃ।
পঞ্চকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত মাত্রাকালৌ বিচারয়ন্॥
মাত্রাকালাশ্রয়া যুক্তিঃ সিদ্ধির্যুক্তৌ প্রতিষ্ঠিতা।
তিষ্ঠত্যুপরি যুক্তিজ্ঞো দ্রব্যজ্ঞানবতাং সদা॥

পাটলি (পারুল), অগ্নিমন্থ (গণিয়ারি), বিল্ব, শ্যোণাক, (শোণা), কাশ্মর্য্য (গাম্ভারী), শালপর্ণী (শালপানি), চাকুলে, কণ্টিকারি, বলা (বেড়েলা), অশ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), বৃহতী (ব্যাকুড়), এরণ্ড, পুনর্ণবা, যব, কুলখ (কুলথিকলাই), কোল (কুল), গুড়ূচী (গুলঞ্চ), মদনফল (ময়নাফল), পলাশ, কর্ত্তৃণ (গন্ধতৃণ), তৈলাদিস্নেহ ও লবণ—এই সকল ঔষধি দ্রব্য উদাবর্ত্ত ও মলমূত্রাদিবদ্ধজনিত রোগে এবং আস্থাপনের জন্য প্রয়োগ করিবে। এবং এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্যে বায়ুনাশকরে, সেই সকল দ্রব্য লইয়া বায়ুনাশক অনুবাসন কল্পনা করিবে॥ পিত্তনাশক দ্রব্য দ্বারা পিত্তঘ্ন অনুবাসন ও শ্লেষ্মহরদ্রব্য দ্বারা শ্লেষ্মঘ্ন অনুবাসন কল্পনা করিবে। সংক্ষেপে শিরোবিরেচন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসন—এই পঞ্চকর্ম্ম সম্বন্ধীয় দ্রব্যসকল কথিত হইল। বায়ুপিত্ত ও কফজনিত দোষসকল উপস্থিত হইলে রোগিকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক দেশ, কাল ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া পঞ্চকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মাত্রা ও কালকে অবলম্বন করিয়াই যুক্তির প্রবর্ত্তনা হয় এবং যুক্তির উপরই সমুদয় সিদ্ধি নির্ভর করে। একারণ দ্রব্যজ্ঞ ভিষক্ অপেক্ষা যুক্তিজ্ঞ ভিষক্ই শ্রেষ্ঠ।

অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যবাগূর্ব্বিবিধৌষধাঃ।
বিবিধানাং বিকারাণাং তৎসাধ্যানাং নিবৃত্তয়ে॥

অনন্তর আমারা যবাগুসাধ্য নানাবিধরোগের নিবৃত্তির জন্য যবাগু সাধক বিবিধ ঔষধের বিষয় বলিতেছি।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
যবাগূর্দীপনীয়া স্যাচ্ছূলঘ্নী চোপসাধিতা॥

পিপুল, পিপুলমূল, চব্য(চই), চিত্রক (চিতা), এবং নাগর (শুঁঠ), এই সকল দ্রব্য দ্বারা যবাগু প্রস্তুত করিয়া পান করিলে তাহাতে অগ্ন্যুদ্দীপন ও শূল নাশ হইয়া থাকে।

কপিত্থবিল্বচাঙ্গেরী তক্রদাড়িম সাধিতা।
পাচনীগ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী॥

কপিত্থ (কৎবেল), বিল্ব (বেল), চাঙ্গেরী (আমরুল), তক্র (ঘোল) এবং দাড়িম্ব—এই সকল দ্রব্য দ্বারা যে যবাগু প্রস্তুত করা হয়, তাহা পান করিলে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি ও মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। বাতাতিসারে স্বল্প পঞ্চমূল সাধিত যবাগু পান বিহিত।

শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যাচ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

শালপানী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ এবং চাকুলিয়া—এই সকল দ্রব্য দ্বারা যবাগু সিদ্ধ করিয়া তাহাতে দাড়িমের রস দিয়া পান করিলে সেই যবাগু দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মাজনিত অতিসার রোগের নিবৃত্তি হয়।

পয়স্যর্দ্ধোদকে ছাগে হ্রীবেরোৎপলনাগরৈঃ।
পেয়া রক্তাতিসারঘ্নী পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা॥

ছাগদুগ্ধে সমান পরিমাণ জল মিশাইয়া তাহাতে হ্রীবের (বালা), নীলোৎপল; নাগর-মুথা ও চাকুলিয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া পেয়া পান করিলে তাহাতে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

দদ্যাৎ সাতিবিষাং পেয়াং সামে সাম্লাং সনাগরাম্।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং মূত্রকৃচ্ছ্রে সফাণিতাম্॥

আমাতিসারে অতিবিষা (আতইচ) ও শুঁঠের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহা দাড়িমরসের সহিত পান করিবেক। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) ও কণ্টকারীর সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফাণিত অর্থাৎ পাতলাগুড় মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূল শিগ্রুভির্মরিচেন চ।
তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎক্রিমিঘ্নী সসুবর্চ্চিকা॥

বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সজিনা ও মরিচ—এই সকল দ্রব্যের সহিত তক্র মিশাইয়া পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সাজিমাটীর ক্ষার দিয়া পান করিলে ক্রিমি নাশ হয়।

মৃদ্বীকাশারিবা লাজা পিপ্পলী মধুনাগরৈঃ।
পিপাসাঘ্নী বিষঘ্নী চ সোমরাজী বিপাচিতা॥

মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), শারিবা (অনন্তমূল), লাজা (খৈ), পিপুল, মধু (যষ্টিমধু) ও নাগর অর্থাৎ শুঁঠ—এই সকল দ্রব্য সাধিত পেয়া পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয় এবং সোমরাজী সিদ্ধ করিয়া সেই পেয়া পান করিলে বিষ দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

সিদ্ধা বরাহনির্য্যূহে যবাগূর্ব্বৃংহণী মতা।
গবেধুকানাং ভৃষ্টানাং কর্ষণীয়া সমাক্ষিকা॥

বরাহ মাংসের কাথে যবাগু সিদ্ধ করিয়া পান করিলে তাহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক হয়। এবং ভর্জ্জিত দেধানের যবাগু মধুর সহিত পান করিলে তাহা শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে।

সর্পিষ্মতী বহুতিলা স্নেহনী লবণান্বিতা।
কুশামলক নির্য্যূহে শ্যামাকানাং বিরূক্ষণী॥

প্রভূত ঘৃতযুক্ত, বহুতিলবিশিষ্ট এবং লবণান্বিত যবাগু পান করিলে শরীরকে স্নিগ্ধ করে এবং কুশ ও আমলকীর কাথে শ্যামাধান্যের চাউল সিদ্ধ করিয়া সেই যবাগু পান করিলে তাহাতে শরীরের রুক্ষতা সাধিত হয়।

দশমূলীশৃতা কাসহিক্কাশ্বাসকফাপহা।
যমকে [illegible] পক্কাশয় রুজাপহা॥

দশমূলী সিদ্ধ যবাগু পান করিলে হিক্কা, কাস, শ্বাস ও কফ দোষ নিবারিত হয়। ঘৃত তৈল এবং মদিরার সহিত যবাগু সিদ্ধ করিয়া পান করিলে তাহা পক্কাশয়াশ্রিত রোগ সকল নষ্ট করে।

শাকৈর্শ্মাংসৈস্তিলৈর্শ্মাষৈঃ সিদ্ধা বর্চ্চো নিরস্যতি।
জম্ব্বাম্রাস্থিদধিত্থাম্লবিল্বৈঃ সাংগ্রাহিকী মতা॥

শাক, মাংস, তিল ও মাষকলাই সিদ্ধ যবাগু পানে মলভেদ হয় এবং জামের আঁঠি, আমের আঁঠি, কৎবেলের অম্লশস্ত এবং বেলশুঁঠ—এই সমুদয় দ্রব্যসিদ্ধ যবাগু মল নিধারক।

ক্ষারচিত্রকহিঙ্গ্বম্ল বেতসৈ র্ভেদিনী মতা।
অভয়াপিপ্পলীমূল বিশ্বৈর্ব্বাতানুলোমনী॥

ক্ষার (যবক্ষার), চিতা, হিঙ্গু ও অম্লবেতস—এই সকল দ্রব্যে যবাগু সিদ্ধ করিয়া পান করিলে তাহা ভেদক হয়। আর অভয়া (হরিতকী), পিপুলমূল এবং বিশ্ব অর্থাৎ শুঁঠ—এই সকল সিদ্ধ যবাগু বায়ুর অনুলোমকারক।

তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎ ঘৃতব্যাপত্তিনাশিনী।
তৈলব্যাপদি শস্তা স্যাৎ তক্রপিণ্যাকসাধিতা॥

ঘৃতব্যাপত্তি অর্থাৎ অধিক ঘৃত পানজনিত রোগ তক্র সিদ্ধ যবাগু পানে নষ্ট হয়। তক্র ও তিলকল্ক সিদ্ধ যবাগু অধিক তৈল পানজনিত রোগে বিহিত।

গব্যমাংসরসৈঃ সাম্লা বিষমজ্বরনাশিনী।
কণ্ঠ্যা যবানাং যমকে পিপ্পল্যামলকৈঃশৃতা॥

গোমাংসের যূষ দাড়িমাদি রসের দ্বারা অম্লীকৃত করিয়া পান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। ঘৃত, তৈল, পিপুল ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ যবের যবাগু স্বরবর্দ্ধক।

তাম্রচূড়রসে সিদ্ধা রেতোমার্গরুজাপহা।
সমাষবিদলা বৃষ্যা ঘৃতক্ষীরোপসাধিতা॥

তাম্রচূড় অর্থাৎ কুক্কুটমাংসের যূষ সিদ্ধ যবাগু শুক্রপথজাত রোগ সকল নষ্ট করে। ঘৃত ও দুগ্ধসাধিত মাষকলাইয়ের যবাগু শুক্রবৃদ্ধিকর।

উপোদিকাদধিভ্যাস্তু সিদ্ধামদবিনাশিনী।
ক্ষুধং হন্যাদপামার্গক্ষীরগোধারসৈঃ শৃতা॥

উপোদিকা অর্থাৎ পুদিনাশাক ও দধি দ্বারা সিদ্ধ যবাগু মদরোগনাশক। দুগ্ধ, গোধামাংস ও অপামার্গের বীজ সিদ্ধ যবাগু পানে ক্ষুধা নাশ হয়।

অষ্টাবিংশতিরিত্যেতা যবাগ্বঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চকর্ম্মাণি চাশ্রিত্য প্রোক্তো ভৈষজ্যসংগ্রহঃ॥
পূর্ব্বং মূলফলজ্ঞান হেতোরুক্তং যদৌষধম্।
পঞ্চকর্ম্মাশ্রয়জ্ঞানহেতোস্তৎ কীর্ত্তিতং পুনঃ॥
স্মৃতিমান্ হেতুযুক্তিজ্ঞো জিতাত্মা প্রতিপত্তিমান্।
ভিষগৌষধ সংযোগৈশ্চিকিৎসাং কর্ত্তুমর্হতি॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
অপমার্গতণ্ডুলীয়োনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই অপামার্গ তণ্ডুলীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি প্রকার যবাগুর বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইল। পঞ্চ কর্ম্মের জন্য যে যে ঔষধের প্রয়োজন তাহাও সংক্ষেপে কথিত হইল। যে সকল ঔষধি

মূলপ্রধান ও ফলপ্রধান বলিয়া পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, পঞ্চকর্ম্মাশ্রয়জ্ঞানহেতু তাহাও পুনর্ব্বার বলা হইল। স্মৃতিমান্, যুক্তিজ্ঞ, হেতুজ্ঞ, জিতাত্মা ও প্রতিপত্তিমান্ ভিষক্ই ঔষধ সকলের সংযোগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে সমর্থ।

ইতি অপামার্গ তণ্ডুলীয় নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাত আরগ্বধীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যস্যাম ইতি হস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা আরগ্বধীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

আরগ্বধঃ সৈড়গজঃ করঞ্জো বাসা গুড়ূচী মদনং হরিদ্রে।
শ্র্যাহ্বঃ সুরাহ্বঃ খদিরোধবশ্চ নিম্বোবিড়ঙ্গং করবীরকত্বক্॥
গ্রন্থিশ্চ ভৌর্জ্জো লশুনঃ শিরীষঃ সলোমশো গুগ্গুলুকৃষ্ণগন্ধে।
ফণিজ্ঝকো বৎসকসপ্তপর্ণ্যৌ পীলূনি কুষ্ঠং সুমনঃপ্রবালাঃ॥
বচাসরেণুস্ত্রিবৃতা নিকুম্ভো ভল্লাতকং গৈরিকমঞ্জনঞ্চ।
মনঃশিলালে গৃহধূম এলাকাশীশলোধ্রার্জ্জুন মুস্তসর্জ্জাঃ॥
ইত্যর্দ্ধরূপৈর্বিহিতাঃ ষড়েতে গোপিত্তপীতাঃ পুনরেবপিষ্টাঃ।
সিদ্ধাঃ পরং সর্ষপতৈলযুক্তা শ্চূর্ণপ্রদেহা ভিষজা প্রযোজ্যাঃ॥
কুষ্ঠানি কৃচ্ছ্রাণি নবং কিলাশং সুরেন্দ্রলুপ্তং কিটিমং সদদ্রু।
ভগন্দরার্শাংস্যপচীং সপামাং হন্যুঃ প্রযুক্তাস্ত্বচিরান্নরাণাম্॥

আরগ্বধ (সোঁদাল), ঐড়গজ (চাকুন্দে বীজ), ডহরকরঞ্চ বীজ, বাসা (বাকস পত্র), গুলঞ্চ, ময়নাফল, হরিদ্রা, এবং দারুহরিদ্রা॥ ১॥ শ্র্যাহ্বা (নবনীত খোটী), সুরাহ্ব (দেবদারু), খদির, ধব (ধাওয়ার আঠা), নিমপাতা, বিড়ঙ্গ, এবং করবীর ত্বক॥ ২॥ ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, লশুন, শিরীষছাল, লোমশ (জটামাংসী), গুগ্গুল, এবং কৃষ্ণগন্ধা (সজিনা)॥ ৩॥ ফণিজ্ঝক (তুলসী বিশেষ), বৎসক (ইন্দ্রযব), সপ্তপর্ণী (ছাতিমছাল), পীলুফল, কুষ্ঠ (কুড়), এবং জাতিপল্লব॥ ৪॥ বচ, রেণুকা, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), নিকুম্ভ (দন্তী), ভল্লাতক (ভেলা), গৈরিক (গেরিমাটী), এবং অঞ্জন (রসাঞ্জন)॥ ৫॥ মনঃশিলা (মনছাল), আল (হরিতাল), গৃহধূম (ঝুল), বড় এলাইচ, কাশীশ (হিরাকশ), মুস্তা (মুথা), অর্জ্জুন ছাল, লোধ্র, এবং সর্জ (ধুনা)॥ ৬॥ এই ছয়টী যোগের প্রত্যেককে সপ্তাহকাল গোপিত্ত দ্বারা ভাবনা দিয়া সর্ষপ তৈল মিশাইয়া চূর্ণ করতঃ প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিবে। এই প্রলেপ দ্বারা কৃচ্ছ্র, সাধ্য কুষ্ঠ, নূতন কিলাস, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক), কিটিম, দদ্রু, ভগন্দর, অর্শ, অপচী এবং পামা—এই সকল রোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং হরিদ্রে সুরসং পটোলং নিম্বাশ্বগন্ধে সুরদারু শিগ্রু।
সসর্ষপং তুম্বুরুধান্যবন্যং চণ্ডাঞ্চ চূর্ণানি সমানিকুর্য্যাৎ॥

তৈস্তক্রপিষ্টৈঃ প্রথমং শরীরং তৈলাক্তমুদ্বর্ত্তয়িতুং যতেত।
তেনাস্য কণ্ডুঃ পিড়কাঃ সকোঠাঃ কুষ্ঠানি শোফাশ্চ শমং ব্রজন্তি॥

কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সুরস (তুলসী), পল্তা, নিমপাতা, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, শিগ্রু (সজিনা), শ্বেত সর্ষপ, তুম্বুরু, ধান্তক (ধনে), নাগরমুথা ও চণ্ডা (চোর কাঁচ্কি)—এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবা প্রত্যেকের সম পরিমাণ লইবে। সেই চূর্ণ তক্রযুক্ত করিয়া তৈলাক্ত শরীরে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে কণ্ডু, পিড়কা, কোঠা, কুষ্ঠ ও শোথ আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠামৃতাসঙ্গকটঙ্কটেরী কাশীশকম্পিল্লকমুস্তলোধ্রম্।
সৌগন্ধিকং সর্জ্জরসো বিড়ঙ্গং মনঃশিলালে করবীরকত্বক্॥
তৈলাক্তগাত্রস্য কৃতানি চূর্ণান্যেতানি দদ্যাদবচূর্ণনার্থম্।
দদ্রুঃ সকণ্ডুঃ কিটিমানি পামা বিচর্চ্চিকাচৈব তথৈতি শান্তিম্॥

কুড়, অমৃতা (গুলঞ্চ), আসঙ্গ (তুঁতে), কটঙ্কটেরী (দারুহরিদ্রা), হিরাকশ, কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি), মুথা, লোধ, সৌগন্ধিক (সুঁদীপুষ্প), ধুনা, বিড়ঙ্গ, মন্ছাল, হরিতাল এবং করবীর ছাল—এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈলাক্ত গাত্রে ঘর্ষণ করিলে তদ্বারা দদ্রু, কণ্ডু. কিটিম, পামা ও বিচর্চ্চিকা রোগ প্রশমিত হয়।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রদেহঃ।
তুথ্যং বিড়ঙ্গং মরিচানি কুষ্ঠং লোধ্রঞ্চ তদ্বৎ সমনঃশিলং স্যাৎ॥

মন্ছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপ তৈল ও আকন্দের আঠা, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়। তুঁতে, বিড়ঙ্গ, মরিচ, কুড়, লোধ এবং মন্ছাল—ইহাদেরও প্রলেপে কুষ্ঠ নাশ হয়।

রসাঞ্জনং সপ্রপন্নাড়বীজং যুক্তঃ কপিত্থস্য রসেন লেপঃ।
করঞ্জবীজৈড়গজং সকুষ্ঠং গোমূত্রপিষ্টঞ্চ পরঃ প্রদেহঃ॥

রসাঞ্জন ও প্রপুনাড় (চাকুন্দে বীজ), কদ্বেলের রসে পিষিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়; কিম্বা ডহরকরঞ্জ বীজ. ঐড়গজ বীজ ও কুড় গোমূত্রে পেষণ করিলে যে প্রলেপ প্রস্তুত হয়, উহা কুষ্ঠের একটী উৎকৃষ্ট প্রলেপ।

উভেহরিদ্রে কুটজস্য বীজং করঞ্জবীজং সুমনঃ প্রবালান্।
ত্বচং সমধ্যাং হয়মারকস্য লেপং তিলক্ষারযুতং বিদধ্যাৎ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, ডহর করঞ্জের বীজ, জাতিফুলের পল্লব, হয়মারক অর্থাৎ করবীরের ছাল ও মজ্জা—এই সকল দ্রব্য তিলের ক্ষারের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

মনঃশিলা ত্বক্ কুটজাৎ সকুষ্ঠঃ সলোমশঃ সৈড়গজঃ করঞ্জঃ।
গ্রন্থিশ্চ ভৌর্জ্জঃ করবীর মূলং চূর্ণানি সাধ্যানি তুষোদকেন॥
পলাশনির্দা রসেন চাপি কর্ষোদ্ধৃতান্যাঢক সংমিতেন।
দর্ব্বীপ্রলেপং প্রবদন্তিলেপ মেতৎপরং কুষ্ঠ নিসূদনায়॥

মন্ছাল, কুড়্চি ছাল, কুড়, মাংশ (জটামাংসী), ঐড়গজ (চাকুন্দে বীজ), ডহর করঞ্জ বীজ, ভূর্জ্জ গ্রন্থি এবং করবীরের মূল—এই সকল দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা,

তুষোদক (তুষের সহিত যবের কাঁজী) ১৬ সের এবং পলাশ নির্দাহ রস ১৬ সের—সমুদয় একত্রে পাক করিবে এবং পাক ঘন হইলে নামাইবে। ইহাকে দর্ব্বী প্রলেপ বলে। এই প্রলেপ কুষ্ঠনাশকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ॥

চতুরঙ্গুল (সোঁদালুপাতা), কাকমাচীর (গুড়কামাই) এবং করবীরের পাতা—এই তিনটী দ্রব্য তক্র দিয়া পেষণ করতঃ প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া উহা কুষ্ঠ স্থানে প্রয়োগ করিবে। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে কুষ্ঠ স্থানটী উত্তমরূপে তৈলাক্ত করিবে। ইহা কুষ্ঠনাশক।

কোলং কুলত্থাঃ সুরদারুরাস্নামাষাতসী তৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্ল মুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ॥

কুল, কুলথিকলাই, দেবদারু, রাস্না, মাষকলাই, অতসী (মসিনা; তৈল কল অর্থাৎ তিল ও সর্ষপাদি; কুড়, বচ, শতাহ্বা (শুল্ফা) এবং যবচূর্ণ—এই সকল দ্রব্য কাঁজি দিয়া বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগ নষ্ট হয়।

আনূপমৎস্যামিষবেশবারৈরুষ্ণৈঃ প্রদেহঃ পবনাপহঃ স্যাৎ।
স্নেহৈশ্চতুর্ভিদশমূলমিশ্রৈর্গন্ধৌষধৈর্বানিলজিৎপ্রদেহঃ॥

আনুপ অর্থাৎ জলাকীর্ণ দেশজাত পশুর মাংস, (গণ্ডার ও বরাহ প্রভৃতি) এবং মৎস্য শিলায় পেষণ করিয়া বেশবারের সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ উষ্ণ উষ্ণ প্রলেপ দিলে বাতরোগের শমতা হয়। (চক্রপাণিদত্ত বলেন, মাংসকে অস্থিশূন্য করিয়া তাহাকে পেষণ ও সিদ্ধ করত তাহাতে গুড়, ঘৃত এবং জীরামরিচ সংযুক্ত করার নাম বেশবার)। ঘৃতাদি চারি প্রকার সিদ্ধ করত প্রলেপ দিলে অথবা গন্ধদ্রব্য সকল ঘৃতাদিতে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে স্নেহ মাখাইয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগ নিবারিত হয়।

তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং সক্ষারমর্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ।
কুষ্ঠং শতাহ্বাং সবচাং যবানাং চূর্ণং সতৈলাম্লমুষন্তি বাতে॥

যবচূর্ণ এবং যবক্ষার ঘোল মাখাইয়া উষ্ণ করত উদরে তাহার প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা প্রশমিত হয়। কুড়, শতাহ্বা (শুলফা), বচ এবং যবচূর্ণ—এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষিত করিয়া তাহাতে তৈল ও অম্ল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগের শান্তি হয়।

উভে শতাহ্বে মধুকং মধূকং বলাং পিয়ালঞ্চ কশেরুকঞ্চ।
ঘৃতং বিদারীঞ্চ সিতোপলাঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রদেহং পবনে সরক্তে॥

দুই প্রকার শতাহ্ব অর্থাৎ মৌরী ও শুলফা, যষ্টিমধু, মৌয়াফুল, বলা (বেড়েলা;) পিয়াল, কশেরুক, (কেশুর), ঘৃত, বিদারী (ভুই কুমড়া) এবং সিতোপলা (মিছরি) এই সকল দ্রব্যের প্রলেপে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

রাস্নাং গুড়ূচীং মধুকং বলেদ্বে সজীবকং সর্ষভকং পয়শ্চ।
ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং মধুশেষযুক্তং রক্তানিলার্ত্তিং প্রণুদেৎ প্রদেহঃ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, শ্বেত ও পীত দুই প্রকার বেড়েলা, জীবক, এবং ঋষভক এই সকল দ্রব্য ঘৃত দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে বাত রক্ত বেদনা নিবারিত হয়।

বাতে সরক্তে সঘৃতপ্রদেহো গোধূমচূর্ণং ছগলীপয়শ্চ।
নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহঃ॥

গোধূম চূর্ণ, ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃত একত্রে মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। নত (তগর পাদুকা), উৎপল (নীলসুঁদি), চন্দন এবং কুড় জলে বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে শিরোবেদনার উপকার হয়।

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু কুষ্ঠং যষ্ট্যাহ্ব-মেলা কমলোৎপলে চ।
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহো লোহৈরকাপদ্মক-চোরকৈশ্চ॥

পুণ্ডরিয়া, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাইচ, কমল, উৎপল, লোহ (অগুরু) হোগল, ; পদ্মকাষ্ঠ ও চোর পুষ্পী—এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া ঘৃত মাখাইয়া প্রলেপ দিলে শিরো-বেদনার উপকার হয়।

রাস্না হরিদ্রে নলদং শতাহ্বে দ্বে দেবদারূণি সিতোপলাশ্চ।
জীবন্তিমূলং সঘৃতং সতৈলমালেপনং পার্শ্বরুজাসু কোষ্ণম্॥

রাস্না, দুই প্রকার হরিদ্রা অর্থাৎ হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, নলদ (জটামাংসী), দুই প্রকার শতাহ্ব অর্থাৎ মৌরী ও শুলফা, দেবদারু, মিছরি ও জীবন্তী মূল, এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া তাহাতে ঘৃত ও তিলতৈল মিশাইয়া উষ্ণকরত উষ্ণ থাকিতে পার্শ্ব বেদনায় প্রলেপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

শৈবালপদ্মোৎপল বেত্রতুঙ্গং প্রপৌণ্ডরীকাণ্যমৃণাললোধ্রম্।
প্রিয়ঙ্গুকালীয়ক চন্দনানি নির্ব্বাপণঃ স্যাৎ সঘৃতঃ প্রদেহঃ॥

শৈবাল, পদ্ম, উৎপল, বেতের ডগা, পুন্নাগ, পুণ্ডরিয়া, বেণামূল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু কালিয়াকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন—এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদাহ জ্বালা নিবারিত হয়।

সিতালতাবেতসপদ্মকানি যষ্ট্যাহ্বমৈন্দ্রী নলিনানি দূর্ব্বা।
যবাসমূলং কুশকাশয়োশ্চ নির্ব্বাপণঃস্যাৎ জলমেরকা চ॥

সিতা (শ্বেতদূর্ব্বা), লতা (মঞ্জিষ্ঠা), অম্লবেতস, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, ঐন্দ্রী (রাখালশশা), পদ্ম, দূর্ব্বা, যবাসমূল (দুরালভামূল), কুশমূল, কাশমূল, বালা এবং এরকা অর্থাৎ হোগলারমূল—এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

শৈ[illegible]গুরুণী সকুষ্ঠে চণ্ডা নতং ত্বক্ সুরদারুরাস্না।
শীতং নিহন্যাদচিরাৎ প্রদেহোবিষং শিরীষস্তু সসিন্ধুবারঃ॥

শৈলের, এলাইচ, অগুরু, কুড়, চণ্ডা, (চোরপুষ্পী) নত (তগর পাদুকা), ত্বক্ (গুড়ত্বক্), দেবদারু ও রাস্না, অথবা শিরীষছাল ও সিন্ধুবার (নিশিন্দাছাল)—এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বিষজনিত জ্বালা (বিষাক্ত জন্তুর দংশন প্রভৃতি) নিবারিত হয়।

শিরীষলামজ্জক হেমলোধ্রৈ স্ত্বগ্দোষসংস্বেদহরঃ প্রমর্দঃ।
পত্রাম্বুলোধ্রাভয় চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ॥

শিরীবছাল, বেণারমূল, হেম (নাগকেশর) এবং লোধ—ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে চর্ম্মরোগ এবং অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ নিবারিত হয়।

তেজপাত, অম্বু (বালা), লোধ, বেণারমূল এবং শ্বেতচন্দন—এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ করিয়া গাত্রে দিলে শারীরিক দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

তত্র শ্লোকঃ।

ইহাত্রিজঃ সিদ্ধতমানুবাচ দ্বাত্রিংশতং সিদ্ধমহর্ষিপূজ্যঃ।
চূর্ণ প্রদেহান্ বিবিধাময়ঘ্নানারগ্বধীয়ে জগতো হিতার্থম্॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরক প্রতিসংস্কৃতে শ্লোক স্থানে
আরগ্বধীয়ো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহর্ষিগণপূজিত সিদ্ধ অত্রিতনয় জগতের হিতার্থে আরগ্বধীয় নামক—এই অধ্যায়ে বিবিধ রোগনাশক দ্বাত্রিংশৎপ্রকার চূর্ণের প্রলেপ বর্ণন করিয়াছেন।

ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে আরগ্বধীয় নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ষড়্বিরেচন শতাশ্রিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অনন্তর আমরা ষড়বিরেচনশতাশ্রিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইহ খলু ষড়্বিরেচনশতানি ভবন্তি। ষড়্বিরেচনাশ্রয়াঃ। পঞ্চকষায়শতানি। পঞ্চকষায়যোনয়ঃ। পঞ্চবিধং কষায় কল্পনম্। পঞ্চাশন্মহাকষায়া ইতি সংগ্রহঃ॥

ছয়শত প্রকার বিরেচক ঔষধ আছে। বিরেচনের আশ্রয় ছয় প্রকার। কষায় দ্রব্য পাঁচশত প্রকার। কষায়যোনি, পাঁচপ্রকার। কষায় কল্পনা পঞ্চবিধ। এবং মহাকষায় পঞ্চাশৎ প্রকার। এই সংক্ষেপ বর্ণন।

ষড়্বিরেচনশতানীতি যদুক্তং তদিহ সংগ্রহেণোদাহৃত্য বিস্তরেণ কল্পোপনিষদ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

ছয়শত প্রকার বিরেচনের কথা যাহা বলা হইল, এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় বর্ণন করিয়া কল্পোপনিষদে বিস্তৃতরূপে তাহাদের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌যোগশতং প্রণীতং ফলেষ্বেকোনচত্বারিংশজ্জীমূতকে যোগাঃ। পঞ্চচত্বারিংশদিক্ষ্বাকুষু ধামার্গবঃ ষষ্টিধা ভবতি যোগযুক্তঃ। কুটজস্ত্বষ্টাদশধা যোগমেতি।

কৃতবেধনং ষষ্টিধা ভবতি যোগযুক্তং। শ্যামাত্রিবৃদ্ যোগশতং প্রণীতম্। দশাপরে চাত্র ভবন্তি যোগাঃ। চতুরঙ্গুলো দ্বাদশধা যোগমেতি। লোধ্রং বিধৌ ষোড়শযোগযুক্তম্। মহাবৃক্ষো ভবতি বিংশতি যোগযুক্ত একোনচত্বারিংশৎ সপ্তলা শঙ্খিন্যোর্যোগাঃ॥ অষ্টাচত্বারিংশদ্দন্তীদ্রবন্ত্যো-রিতি ষড়্বিরেচনশতানি॥

একশত তেত্রিশ প্রকার বিরেচন মদনফলের যোগে প্রস্তুত হয়; ঘোষাফলের যোগে উনচল্লিশ প্রকার বিরেচন প্রস্তুত হয়; পঁয়তাল্লিশ প্রকার বিরেচন ইক্ষ্বাকু অর্থাৎ তিক্তালাবু দ্বারা প্রস্তুত হয়; পীতঘোষাফলে ষাটি প্রকার; ইন্দ্রযবে আঠার প্রকার; লতাকটুকীতে ষাটিপ্রকার; কালতেউড়ীতে একশত দশ প্রকার; চতুরঙ্গুল অর্থাৎ শোঁদালে বার প্রকার; লোধে ষোল প্রকার; মনসার যোগে কুড়ি প্রকার; সপ্তলার যোগে উনচল্লিশ প্রকার; চোরপুষ্পীতে উনচল্লিশ প্রকার; দন্তীতে আটচল্লিশ প্রকার এবং দ্রবন্তীর ভিন্ন ভিন্ন যোগে আটচল্লিশ প্রকার বিরেচন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদয়ে ছয়শত প্রকার বিরেচন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ষড়্বিরেচনাশ্রয়া ইতি। ক্ষীরমূলত্বক্ পত্রপুষ্পফলানীতি॥

বিরেচনের আশ্রয় ছয়টী বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে তাহা এই। যথা;—আঠা, ছাল, মূল, পত্র, পুষ্প এবং ফল।

পঞ্চকষায় যোনয় ইতি। মধুরকষায়ঃ অম্লকষায়ঃ কটুকষায় তিক্তকষায়ঃ কষায়কষায়শ্চেতি তন্ত্রে সংজ্ঞাঃ॥

কষায়যোনি অর্থাৎ কষায় সকল যে প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা এই। যথা;—মধুর কষায়; অম্ল কষায়; কটু কষায; তিক্ত কষায় এবং কষায় কষায়। আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রে ইহাদের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্চবিধং কষায়কল্পনমিতি। তদ্‌যথা। স্বরসঃ কল্কঃ শৃতঃ ফাণ্টঃ কষায় ইতি॥

কষায় কল্পনা পঞ্চবিধ অর্থাৎ পাঁচপ্রকার প্রণালীতে কষায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা;—স্বরস; কল্ক, শৃত, শীত এবং ফাণ্ট।

যন্ত্রপ্রপীড়নাদ্দ্রব্যাদ্রসঃ স্বরস উচ্যতে।
যৎ পিণ্ডং রসপিষ্টানাং তৎ কল্কং পরিকীর্ত্তিতম্॥
বহ্নৌতু কথিতং দ্রব্যং শৃতমাহুশ্চিকিৎসকাঃ।
দ্রব্যাদাপোথিতাত্তোয়ে তৎ পুনর্নিশি সংস্থিতাৎ॥
কষায়ো যোঽভিনির্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ।
ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতং তৎ ফাণ্টং পরিকীর্ত্তিতম্॥

যন্ত্র দ্বারা নিপীড়ন করিলে দ্রব্য হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে স্বরস বলে। কোন দ্রব্যকে শিলে বাটিয়া বাটনার মত যে পিণ্ড অর্থাৎ তাল করা যায়, তাহাকে কল্ক বলে।

গরম জলে কোন দ্রব্যকে সিদ্ধ করিয়া যে কাথ প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে চিকিৎসকেরা শৃত কহেন। কোন দ্রব্যকে শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া রাত্রিকালের শিশির সিক্ত করিয়া ছাঁকিয়া লইলে যে কষায় নির্গত হয়, তাহাকে শীত কহে। দ্রব্যের চূর্ণ উষ্ণ জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া লওয়াকে ফাণ্ট বলে।

তেষাং যথাপূর্ব্বং বলাধিক্যম্। অতঃ কষায় কল্পনা ব্যাধ্যাতুর-বলাপেক্ষিণী। নত্বেবং খলু সর্ব্বাণি সর্ব্বত্রোপযোগিনী ভবন্তি॥

এই পঞ্চপ্রকার কষায় কল্পনার মধ্যে যে যাহার পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বল তত অধিক। অর্থাৎ ফাণ্ট হইতে শীত কষায়ের বল অধিক; শীত কষায় হইতে শৃতের বল অধিক; শৃত হইতে কল্ক এবং কল্ক হইতে স্বরস অধিকতর বীর্য্যবান্। ব্যাধি এবং আতুরের বলাবল বিবেচনা করিয়া কোন্ স্থলে কিরূপ কষায়প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। সকল স্থলে সকল প্রকার কষায় প্রয়োগ উচিত নহে।

পঞ্চাশন্মহাকষায়া ইতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ তদ্‌যথা।

পঞ্চাশৎ প্রকার মহাকষায় যে বলা হইয়াছে—এক্ষণে তাহার ব্যাখ্যা করিব। পঞ্চাশৎ প্রকারের মহাকষায় যথা ;—

জীবনীয়ো বৃংহণীয়ো লেখনীয়ো ভেদনীয়ঃ সন্ধানীয়ঃ দীপনীয় ইতি ষট্‌কঃ কষায় বর্গঃ। বল্যো বর্ণ্যঃ কণ্ঠ্যো হৃদ্য ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ। তৃপ্তিঘ্নোঽর্শোঘ্নঃ কুষ্ঠঘ্নঃ কণ্ডূঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নো বিষঘ্ন ইতিষ্‌টকঃ কষায় বর্গঃ॥

স্তন্যজননঃ স্তন্যশোধনঃ শুক্রজননঃ শুক্রশোধন ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ। স্নেহোপগঃ স্বেদোপগো-বমনোপগো-বিরেচনোপগ আস্থাপনোপগোঽনুবাসেনোপগঃ শিরো-বিরেচনোপগ ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ। ছর্দ্দিনিগ্রহণস্তৃষ্ণা-নিগ্রহণো হিক্কানিগ্রহণ ইতি ত্রিকঃ কষায়বগঃ। পুরীষসংগ্রহণীয়ঃ পুরীষ বিরজনীয়ো মূত্রসংগ্রহণীয়ো মূত্র-বিরজনীয়ো মূত্রবিরেচনীয় ইতি পঞ্চকঃ কষায় বর্গঃ। কাসহরঃ শ্বাসহরঃ শোথহরো জ্বরহরঃ শ্রমহর ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ। দাহপ্রশমনঃ শীতপ্রশমন উদর্দ্দ-প্রশমনোঽঙ্গমর্দ্দপ্রশমনঃ শূলপ্রশমন ইতি পঞ্চকঃ কষায় বর্গঃ। শোণিতাস্থাপনো বেদনাস্থাপনঃ সংজ্ঞাস্থাপনঃ প্রজাস্থাপনো বয়ঃস্থাপন ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

ইতি পঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ।

জীবনীয়, বৃংহণীয়, লেখনীয়, ভেদনীয়, সন্ধানীয় এবং দীপনীয়—এই ছয় প্রকারের কষায়বর্গ। বল্য, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য এবং হৃদ্য—এই চারিপ্রকারের কষায়বর্গ। তৃপ্তিঘ্ন, অর্শোঘ্ন,

কুষ্ঠঘ্ন, কণ্ডুঘ্ন, কৃমিঘ্ন এবং বিষঘ্ন—এই অপর ছয় প্রকার কষায়বর্গ। স্তন্যজনন, স্তন্যশোধন, শুক্রজনন, শুক্রশোধন,—এই অপর চারি প্রকার কষায়বর্গ। স্নেহোপগী, (স্নেহন কর্ম্মের উপযোগী ; উপগ অর্থে উপযোগী), স্বেদোপগ, বমনোপগ, বিরেচনোপগ, আস্থাপনোপগ, অনুবাসনোপগ এবং শিরোবিরেচনোপগ—এই সাতটী কষায় বর্গ। ছর্দ্দিনিগ্রহণ, তৃষ্ণানিগ্রহণ এবং হিক্কানিগ্রহণ—এই তিনটী কষায় বর্গ। পুরীষসংগ্রহণীয়, পুরীষবিরজনীয়, মূত্রসংগ্রহণীয়, মূত্রবিরজনীয় এবং মূত্রবিরেচনীয়—এই পাঁচটী কষায় বর্গ। কাসহর, শ্বাসহর, শোথহর, জ্বরহর এবং শ্রমহর—এই পাঁচটী কষায় বর্গ। দাহপ্রশমন, শীতপ্রশমন, উদর্দ্দপ্রশমন, অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন এবং শূলপ্রশমন—এই পাঁচটী কষায়বর্গ। শোণিতাস্থাপন, বেদনাস্থাপন, সংজ্ঞাস্থাপন, প্রজাস্থাপন এবং বয়ঃস্থাপন—এই পাঁচটী কষায়বর্গ। এই সমুদয় বর্গ একত্র লইলে পঞ্চাশৎ মহাকষায় নিষ্পন্ন হয়।

মহতাঞ্চ কষায়াণাং লক্ষণোদাহরণার্থং ব্যাখ্যাতা ভবন্তি ॥ তেষামেকৈকস্মিন্ মহাকষায়ে দশ দশাবয়বিকান্ কষায়াননু ব্যাখ্যাস্যামঃ। তান্যেব পঞ্চকষায়শতানি ভবন্তি। তদ্‌যথাঃ।

লক্ষণানুসারে মহাকষায় সকল ব্যাখ্যাত হইল। এই পঞ্চাশৎ মহাকষায়ের মধ্যে এক একটী মহাকষায়ের দশ দশটী অঙ্গ। সুতরাং পঞ্চাশৎ মহাকষায়ে পাঁচশত কষায় নিষ্পন্ন হয়। এক্ষণে দশাবয়ব বিশিষ্ট কষায় সকলের ব্যাখ্যা করিব। যথা ;—

জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গ-মাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণি, জীবন্তী এবং যষ্টিমধু—এই দশটী জীবনীয় কষায়।

ক্ষীরিণী রাজক্ষবকং বলা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বাট্যায়নী ভদ্রৌদনী ভারদ্বাজী পয়স্যর্ষগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।

ক্ষীরিণি, রাজক্ষবক, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বনকাপাস, কাল ভুঁইকুমড়া এবং ঋষ্যগন্ধা অর্থাৎ ঋষিজাঙ্গলী—এই দশটী বৃংহণীয় কষায়।

মুস্তকুষ্ঠহরিদ্রা দারুহরিদ্রা বচাতিবিষা কটুরোহিণী চিত্রক চিরবিল্বহৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি।

মুথা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতইষ, কট্‌কী, চিতা, করঞ্জ এবং সাদাবচ—এই দশটী লেখনীয় (কৃশতাকারক)।

সুবহাকোরু কাগ্নিমুখী চিত্রা চিত্রক চিরবিল্বশঙ্খিনী শকুলাদনীস্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি।

তেউড়ী, আকন্দ, এরণ্ড, তেলী, দন্তী, চিতা, করঞ্জ, শ্বেতপুন্নাগ, কট্‌কী এবং স্বর্ণক্ষীরিণী – এই দশটী ভেদনীয়।

মধুক মধুপর্ণী পৃশ্নিপর্ণ্যম্বষ্ঠকী সমঙ্গা মোচরস ধাতকী লোধ্র প্রিয়ঙ্গু কট্‌ফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি।

যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুন্দে, আকনাদি, লজ্জালুলতা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও কট্ফল—এই দশটী সন্ধানীয় (ভগ্নসংযোজক)।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরাম্লবেতসমরিচাজমোদা ভল্লাতকাস্থি হিঙ্গুনির্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী, ভেলার আঠী এবং হিং—এই দশটী দীপনীয় কষায়।

ইতি ষট্কঃ কষায়বর্গঃ ॥

ইতি প্রথমঃ ষট্ককষায়বর্গঃ।

ইতি প্রথম ছয়টীকষায় বর্গ।

ঐন্দ্র্যষভ্যতিরসর্য্যপ্রোক্তা পয়স্যাশ্বগন্ধাস্থিরা রোহিণী বলাতিবলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি।

রাখালশশা. আলকুশী, শতমূলী, মাষাণি, ভুঁইকুমড়া, অশ্বগন্ধা, শালপানি, কট্কী, শ্বেতবেড়েলা এবং পীতবেড়েলা—এই দশটী বল্য অর্থাৎ বলকারক কষায়।

চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীর মধুকমঞ্জিষ্ঠাসারিবাপয়স্যা সিতালতা ইতি দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি।

চন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ভুঁইকুমড়া, চিনি, এবং এবং দূর্ব্বা—এই দশটী দ্রব্য বর্ণ্য অর্থাৎ বর্ণ বৃদ্ধিকারক।

সারিবেক্ষুমূলমধুক পিপ্পলী দ্রাক্ষাবিদারীকৈটর্য্যহংসপাদী-বৃহতী কণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি।

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল কিস্মিস্, ভুঁইকুমড়া, কট্ফল, থুলকুড়ী, ব্যাকুড় এবং কণ্টকারি—এই দশটী কণ্ঠ্য কষায়।

আম্রাম্রাতকনিকুচকরমর্দ্দবৃক্ষাম্লাম্লবেতসকুবলবদরদাড়িম-মাতুলুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি।

ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

আম্র, আমড়া, লিকুচ (ডেও), করমচা, তেঁতুল, অম্লবেতস, কুল, বদর (ছোটকুল দাড়িম এবং মাতুলুঙ্গ নেবু—এই দশটী হৃদ্য।

ইতি দ্বিতীয় চতুষ্ক কষায় বর্গ।

নাগর চিত্রকচব্যবিড়ঙ্গমূর্ব্বাগুড়ূচীবচামুস্ত পিপ্পলী পটোলানীতি দশেমানি তৃপ্তিঘ্নানি ভবন্তি।

শুঁঠ, চিতা, চই, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বা গুলঞ্চ, বচ, মুথা, পিপুল এবং পটোল—এই দশটী তৃপ্তিঘ্ন অর্থাৎ পিপাসা নাশক।

কুটজ বিল্ব চিত্রক নাগরাতিবিষাভয়া ধন্বযাসক-দারু-হরিদ্রা-বচাচব্যানীতি দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।

কুর্চি, বেল, চিতা, শুঁঠ, আতইষ, হরিতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ এবং চই—এই দশটী অর্শঃ নাশক।

খদিরাভয়ামলক হ[illegible] সপ্তপর্ণারগ্বধ করবীর-
বিড়ঙ্গজাতিপ্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি।

খদির, হরিতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, সোঁদাল, করবীর, বিড়ঙ্গ এবং কচি জাঁতিফুলের পাতা—এই দশটী কুষ্ঠ নাশক।

চন্দননলদকৃতমালনক্তমাল নিম্বকুটজ সর্ষপমধুকদারু-
হরিদ্রামুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডূঘ্নানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, সোঁদাল, করম্চা, নিম্ব, কুর্চ্চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারু দরিদ্রা এবং মুথা—এই দশটী কণ্ডু নাশক।

অক্ষীবমরীচগণ্ডীরকেবুক বিড়ঙ্গ নির্গুণ্ডী-কিণিহীশ্বদংষ্ট্রা-
বৃষপর্ণিকাখুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ক্রিমিঘ্নানি ভবন্তি।

সজিনা, মরিচ, শমঠশাক, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিশিন্দা, লতাফট্কী, গোক্ষুর, দন্তী এবং ইন্দুরকানি পানা—এই দশটী কৃমিনাশক।

হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাসুবহাসূক্ষ্মৈলাপালিন্দীচন্দন কতক শিরীষ
সিন্ধুবার শ্লেষ্মাতকা ইতি দশেমানি বিষঘ্নানি ভবন্তি।

ইতি ষট্কঃ কষায় বর্গঃ।

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, ছোটএলাচ, পালিন্দী, (শ্যামালতা), রক্তচন্দন, কতক (নির্ম্মলীফল), শিরীষ, নিশিন্দা, এবং শ্লেষ্মাতক (বহুবার)—এই দশটী বিষঘ্ন। ইতি তৃতীয় ষট্ক কষায় বর্গ।

বীরণ-শালীষষ্টিকে[illegible]বালিকা দর্ভকুশ-কাশগুন্দ্রেৎকট
কর্ত্তৃণমূলানীতি দশেমানি স্তন্যজননানি ভবন্তি।

বেণারমূল, শালিধান্ত, ষষ্টিকধান্ত, ইক্ষুবালিকা, উলুরমূল, কুশেরমূল, কাশেরমূল, গুন্দ্রা (হোগলারমূল) ইৎকটক এবং কর্ত্তৃণ—এই দশটী স্তন্যজনন কষায়।

পাঠামহৌষধ সুরদারু মুস্তমূর্ব্বা গুড়ূচী বৎসক-ফলকিরাততিক্ত-
কটুরোহিণীসারিবা ইতি দশেমানি স্তন্যশোধনানি ভবন্তি।

আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মুর্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্কী, এবং অনন্তমূল—এই দশটী স্তন্য শোধক।

জীবকর্ষভককাকোলী[illegible]পর্ণী মাষপর্ণীমেদাবৃক্ষ-
রুহাজটিলাকুলীঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্র-জননানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, মেদ, বৃক্ষরুহা (পরগাছা) জটামাংসী এবং কাঁকড়াশৃঙ্গী—এই দশটী শুক্রজনক।

কুষ্ঠৈলবালুককট্ফলসমুদ্রফেণ কদম্বনির্য্যাসেক্ষুকাণ্ডেক্ষু-
ক্ষুরকবসুকোশীরাণীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি।

ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ॥

কুড়, এলবালুক, কট্‌ফল, সমুদ্রফেণ, কদম্বনির্য্যাস, ইক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুরক—(কোকিলাক্ষ), বকফুল এবং বেণারমূল—এই দশটী শুক্র শোধক।

ইতি চতুর্থ চতুষ্ককষায় বর্গ।

মৃদ্বীকামধুকমধুপর্ণীমেদাবিদারী কাকোলীক্ষীর-কাকোলী
জীবকজীবন্তী-শালপর্ণ্য ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি।

মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভুঁইকুমড়া, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী এবং শালপাণি—এই দশটী স্নেহোপগ।

শোভাঞ্জনকৈরণ্ডার্কবৃশ্চীর পুনর্নবাযবতিলকুলত্থমাষবদ-
রাণীতি দশেমানি স্বেদোপগানি ভবন্তি।

সজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, যব, তিল, কুলথিকলাই, মাষকলাই এবং কুল—এই দশটী স্বেদোপগ।

মধুমধুক কোবিদার কর্ব্বুদারকনীপ-বিদুলবিম্বীশণপুষ্পী-
সদাপুষ্পী প্রত্যক্‌পুষ্প্য ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চনফুল, শ্বেতকাঞ্চনফুল, কদম্ব, জলবেতস, তেলাকুচা, শণপুষ্পী, সদাপুষ্পী এবং প্রত্যক্‌পুষ্পী—এই দশটী বমনোপগ।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্য পরুষকাভয়ামলক-বিভীতক কুবলবদর-
কর্কন্ধুপীলুনীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি।

কিস্‌মিস্, গাম্ভারী, পরুষক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, কুবল (বড় কুল), বদর, কর্কন্ধু (সেয়াকুল) এবং পীলু—এই দশটী বিরেচনোপগ।

ত্রিবৃদ্বিল্ব পিপ্পলী কুষ্ঠ সর্ষপবচা বৎসকফল শতপুষ্পা-
মধুকমদনফলানীতি দশেমান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি।

তেউড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শতপুষ্পা (শলুফা), যষ্টিমধু এবং মদন ফল—এই দশটী আস্থাপনোপগ।

রাস্নাসুরদারুবিল্বমদন শতপুষ্পা-বৃশ্চীরপুনর্নবা শ্বদংষ্ট্রা-
গ্নিমন্থ শ্যোনাকা ইতি দশেমান্যনুবাসনোপগানি ভবন্তি।

রাস্না, দেবদারু, বেল, মদনফল, শুল্‌ফা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি এবং শ্যোণাক—এই দশটী অনুবাসনোপগ।

জ্যোতিষ্মতীক্ষবক মরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গ শিগ্রুসর্ষপাপামার্গতণ্ডুল-
শ্বেতা মহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি।

ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ।

লতাফট্‌কী, ক্ষবক (হাঁচুটি), মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, সর্ষপ, অপাংবীজ, শ্বেত-অপরাজিতা এবং নীল অপরাজিতা—এই দশটী শিরোবিরেচনোপগ।

ইতি পঞ্চম সপ্তক কষায় বর্গ।

জম্বাম্রপল্লবমাতুলুঙ্গাম্লবদরদাড়িমযব যষ্টিকোশীর-
মৃল্লাজা ইতি দশেমানি ছর্দ্দিনিগ্রহণানি ভবন্তি।

জামপাতা, আম্রপল্লব, মাতুলুঙ্গ, টক্‌কুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেণারমূল, মৃদ্ (সৌরাষ্ট্র বা সুরাট্ দেশোৎপন্ন একপ্রকার মৃত্তিকা) এবং খই—এই দশটী ছর্দ্দিনিগ্রহকারক অর্থাৎ বমন নিবারক।

নাগরধন্বযাসকমুস্তপর্পটক-চন্দনকিরাততিক্তকগুড়ূচীহ্রীবের
ধান্যক পটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণা-নিগ্রহণানি ভবন্তি।

শুঁঠ, দুরালভা, মুথা, ক্ষেত্‌পাপড়া, রক্তচন্দন, চিরাতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে, এবং পল্‌তা—এই দশটী তৃষ্ণা নিগ্রহকারক।

শটীপুষ্করমূলবদরবীজ কণ্টকারিকা বৃহতীবৃক্ষরুহাভয়াপিপ্পলী-
দুরালভাকুলীরশৃঙ্গ্য ইতি দশেমানি হিক্কানিগ্রহণানি ভবন্তি।
ইতি ত্রিকঃ কষায় বর্গঃ।

শটী, পুষ্করমূল, কুলের আঠি, কণ্টকারি, ব্যাকুড়, বৃক্ষরুহা (আলকলতা), হরিতকী, পিপুল, দুরালভা এবং কাঁকড়াশৃঙ্গী—এই দশটী হিক্কা নিবারক।

ইতি ষষ্ঠ ত্রিককষায় বর্গ।

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থি কট্বঙ্গ-লোধ্র মোচরস সমঙ্গা ধাতকীপুষ্প-
পদ্মা পদ্মকেশরাণীতি দশেমানি পুরীষসংগ্রহণীয়ানি ভবন্তি।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের আঠি, কট্বঙ্গ, লোধ, মোচরস, সমঙ্গা, ধাঁইফুল; পদ্মা এবং পদ্মকেশর—এই দশটী পুরীষ সংগ্রাহক।

জম্বুশল্লকীত্বক্ কচ্ছুরা মধুক শাল্মলী শ্রীবেষ্টক ভৃষ্ট
মৃৎপয়স্যোৎপলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষ-
বিরজনীয়ানি ভবন্তি।

জামের ছাল, শল্লকীত্বক্, দুরালভা, যষ্টিমধু, শাল্‌মলী, শ্রীবেষ্টক, দগ্ধমৃত্তিকা, ভুইকুম্ড়া, হেলাফুল ও ধৌত তিল—এই দশটী পুরীষবিরজনীয় অর্থাৎ পুরীষের বর্ণ সম্পাদনকারী।

জম্বাম্রপ্লক্ষ বট কপীতনোড়ুম্বরাশ্বত্থ-ভল্লাতকাশ্মন্তকসোম
বল্কা ইতি দশেমানি মূত্রসংগ্রহণানি ভবন্তি।

জাম, আম, পাকুড়, বট, আম্ড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অশ্মন্তক এবং খদির—এই দশটী মূত্র সংগ্রাহক।

পদ্মোৎপল নলিনকুমুদসৌগন্ধিক পুণ্ডরীক শতপত্রমধুক-
প্রিয়ঙ্গুধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

শ্বেতপদ্ম, নীলসুঁদি, সাদাসুঁদি, রক্তসুঁদি, হেলাফুল, রক্তপদ্ম, শতদলপদ্ম, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাঁইফুল—এই দশটী মূত্র বিরজনীয়।

বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবসুকবশির পাষাণভেদ দর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎ
কটতৃণানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি।
ইতি পঞ্চকঃ কষায় বর্গঃ।

বৃক্ষাদনী, গোক্ষুর, বুকপুষ্প, বশির (হুড়হুড়ে), পাথরকুচি, শর, কুশ, কেশে, গুলঞ্চ ও আঁকড়ামূল—এই দশটী মূত্র বিরেচনীয় অর্থাৎ মূত্রকারক।

ইতি সপ্তম পঞ্চক কষায় বর্গ।

দ্রাক্ষাভয়ামলক-পিপ্পলীদুরালভা শৃঙ্গীকণ্টকারিকা বৃশ্চীর পুনর্ন্নবা তামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, হরিতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারিকা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা ও ভুঁইআম্‌লা—এই দশটী কাসনাশক।

শঠী পুষ্করমূলাম্লবেতসৈলাহিঙ্গ্বগুরু সুরসা তামলকী জীবন্তী চণ্ডা ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি।

শটী, পুষ্করমূল, অম্লবেতস, ছোট এলাচ, হিং, অগুরু, তুলসী, ভুঁইআম্‌লা, জীবন্তী ও চণ্ডা এই দশটী শ্বাস নাশক।

পাটলাগ্নিমন্থ বিল্বশ্যোণাক-কাশ্মর্য্যকণ্টকারিকা বৃহতী শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী-গোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি।

পারুল, গণিয়ারি, বেল, শোনা, গাম্ভারি, কণ্টিকারী, ব্যাকুড়, শালপানি, চাকুলে ও গোক্ষুর—এই দশটী শোথহর।

শারিবাশর্করা পাঠা মঞ্জিষ্ঠা দ্রাক্ষা পীলু পরূষকাভয়ামলকবিভীতকানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি।

অনন্তমূল, মিছরি, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, পরূষক, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—এই দশটী জ্বরনাশক।

দ্রাক্ষাখর্জ্জুর পিয়াল বদর দাড়িম ফল্গু পরূষকেক্ষুযব-যষ্টিকা ইতি দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি।

ইতি পঞ্চকঃ কষায় বর্গঃ।

কিস্‌মিস্‌, খর্জ্জুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, যজ্ঞডুমুর, ফলসাফল, ইক্ষু, যব, এবং ষেটেধান—এই দশটী শ্রমনাশক।

ইতি অষ্টমপঞ্চককষায়বর্গ।

লাজাচন্দনকাশ্মর্য্যফলমধুক শর্করা নীলোৎপলোশীর শারিবা গুড়ূচীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি।

খই, রক্তচন্দন, গাম্ভারিফল, যষ্টিমধু, শর্করা, নীলোৎপল, বেণারমূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ এবং বালা—এই দশটী দাহপ্রশমনকারক।

তগরাগুরু-ধান্যক-শৃঙ্গবেরভূতীকবচা কণ্টকারিকাগ্নিমন্থ শ্যোনাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি।

তগর, অগুরু, ধনিয়া, শুঁঠ, যমানি, বচ, কণ্টিকারি, গণিয়ারি, শোনা, ও পিপুল—এই দশটী শীতপ্রশমনকারক।

তিন্দুকপিয়ালবদর খদিরকদর সপ্তপর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনাসনারিমেদা ইতি দশেমান্যুদর্দ প্রশমনানি ভবন্তি।

তিন্দুক (গাব) পিয়াল, কুল, খদির, কদর, সপ্তপর্ণ (ছাতিম), অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, পিয়াশাল ও বিট্‌খদির—এই দশটি উদর্দ্দ প্রশমনকারক।

বিদারিগন্ধাপৃশ্নিপর্ণীবৃহতী কণ্টকারিকৈরণ্ডকাকোলীচন্দ-
নোশীরৈলামধুকানীতি দশেমান্যঙ্গমর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি।

বিদারীগন্ধা (শালপানি), চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, কাকোলি, চন্দন, বেনারমূল, এলাচ ও যষ্টিমধু—এই দশটি অঙ্গমর্দ্দ প্রশমনকারক।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য-চিত্রকশৃঙ্গবের মরিচাজমোদাজ-
গন্ধাজাজী গণ্ডীরাণীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি।
ইতি পঞ্চকঃ কষায় বর্গঃ।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানি, বনযমানি, জীরা ও গণ্ডীর (শালিঞ্চ-শাক)—এই দশটি শূলনিবারক।

ইতি নবমপঞ্চক কষায়বর্গ।

মধুমধুকরুধির মোচরস মৃৎকপাললোধ্রগৈরিক প্রিয়ঙ্গু
শর্করালাজা ইতি দশেমানি শোণিতাস্থাপনানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী, লোধ, গেরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা এবং খই—এই দশটি শোণিতাস্থাপক।

শাল কট্‌ফল কদম্বপদ্মক তুঙ্গ মোচরস শিরীষবঞ্জুলৈলবালু-
কাশোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি।

শাল, কট্‌ফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, তুঙ্গ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশোক—এই দশটি বেদনাস্থাপক।

হিঙ্গুকৈটর্য্যারিমেদা বচা চোরক বয়ঃস্থাগোলোমী জটিলাপ-
লঙ্কষাশোকরোহিণ্য ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি।

হিং, কট্‌ফল, বিট্‌খদির, বচ, চোরক, বয়স্থা, ভূতকেশী, জটামাংসী, গুগ্‌গুল, অশোক ও কট্‌কী—এই দশটি সংজ্ঞাস্থাপক।

ঐন্দ্রীব্রাহ্মী[illegible]বীর্য্যাসহস্রবীর্য্যামোঘাব্যথা শিবারিষ্টা বাট্যপুষ্পী-
বিষ্বক্[illegible]কান্তা ইতি দশেমানি প্রজাস্থাপনানি ভবন্তি।

রাখালশশা, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেতদূর্ব্বা, নীলদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরিতকী, কট্‌কী, বেড়েলা এবং প্রিয়ঙ্গু—এই দশটি প্রজাস্থাপক।

অমৃতাভয়া ধাত্রী [illegible]শ্বেতা জীবন্ত্যতিরসা মণ্ডুকপর্ণী
স্থিরা পুনর্নবা ইতি দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি।
ইতি পঞ্চক কষায় বর্গঃ।

গুলঞ্চ, হরিতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, অতিরসা, মণ্ডুকপর্ণী, স্থিরা (শালপানি) এবং পুনর্নবা—এই দশটি বয়ঃস্থাপক।

ইতি দশম পঞ্চক কষায়বর্গ।

ইতি পঞ্চ কষায়শতান্যভিসমস্য পঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ মহ-
তাঞ্চ কষায়াণাং লক্ষণোদাহরণার্থং ব্যাখ্যাতা ভবন্তি ॥

এইরূপে পাঁচশত কষায় ব্যাখ্যাত হইল এবং পঞ্চাশৎ মহাকষায়ের বর্গ ভেদ করা হইল এবং উদাহরণার্থ পঞ্চাশৎ মহাকষায়ের গুণও ব্যাখ্যাত হইল।

ন হি বিস্তরস্য প্রমাণমস্তি। নচাপ্যতিসংক্ষেপোঽল্পবুদ্ধীনাং
সামর্থ্যায়োপকল্প্যতে। তস্মাদনতিসংক্ষেপেণানতিবিস্তরেণ
চোপদিষ্টাঃ। এতাবন্তো হ্যল্পবুদ্ধীনাং ব্যবহারায় বুদ্ধিম-
তাঞ্চ স্বলক্ষণানুমানযুক্তিকুশলানামনুক্তার্থজ্ঞানায়েতি।

বিস্তৃতির শেষ নাই এবং অতি সংক্ষেপে বলিলেও অল্পবুদ্ধিব্যক্তিগণ তাহা ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। একারণ অতি বিস্তৃত না হয় অথবা অতি সংক্ষিপ্ত না হয়, এরূপ ভাবে উপদেশ করা গেল। যতদূর বলা হইল, তাহা দ্বারা অল্পবুদ্ধিগণ এই সকল ঔষধের প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেক এবং বুদ্ধিমান্ যুক্তিকুশলব্যক্তিগণ যাহা যাহা বলা হইল না, অনুমান দ্বারা উল্লিখিত ঔষধ দ্রব্য হইতে তত্তাবতের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া নূতন নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিতে ও তাহাদের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। নৈতানি
ভগবন্ পঞ্চকষায় শতানি পূর্য্যন্তে। তানি তানি হ্যেবাঙ্গানি
সংপ্লবন্তে তেষু তেষু মহাকষায়েষ্বিতি।

ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ সংখ্যানুসারে বর্ণন করিলেন, তদ্দ্বারা পাঁচশত কষায় সম্পূর্ণ হইল বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, আপনি মহাকষায়বর্গে যে যে দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, অঙ্গকষায়েও সেই সেই দ্রব্যের আবার নাম করা হইয়াছে।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। নৈতদেবং বুদ্ধিমতা দ্রষ্টব্যমগ্নি-
বেশ! একোঽপি হ্যনেকাং সংজ্ঞাং লভতে কার্য্যান্তরাণি
কুর্ব্বন্। তদ্‌যথা—পুরুষো বহূনাং কর্ম্মণাং করণে সমর্থো
ভবতি। স যদ্‌যৎ কর্ম্ম করোতি তস্য তস্য কর্ম্মণঃ
কর্ত্তৃকরণকার্য্যসংপ্রযুক্তং, তত্তদ্ গৌণং নাম বিশেষং
প্রাপ্নোতি। তদ্বদৌষধদ্রব্যমপি দ্রষ্টব্যম্। যদি চৈকমেব
কিঞ্চিৎ দ্রব্যমাসাদয়ামস্তথা গুণযুক্তং যৎ সর্ব্ব কর্ম্মণাং
করণে সমর্থং স্যাৎ কস্ততোঽন্যদিচ্ছেদুপধারয়িতু মুপদেষ্টুং
বা শিষ্যেভ্য ইতি॥

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নিবেশ! বুদ্ধিমান্‌জনের এরূপ দেখা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যবশতঃ একেরই অনেকপ্রকার সংজ্ঞা হইয়া থাকে। পুরুষ নানা কার্য্যকরণে যেমন সমর্থ হইয়া থাকে; এবং যখন যেরূপ কার্য্যে ব্রতী থাকেন, তখন সেই কার্য্যের

কর্তৃত্বানুসারে তাঁহার যেমন নামকরণ হয়, ঔষধ দ্রব্যেরও সেইরূপ। ঔষধ দ্রব্যের ও সামর্থ্য অনেকপ্রকার। এবং ঐ সকল দ্রব্য যখন যে কার্য্য করণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন তদনুসারে নাম প্রাপ্ত হয়। যদি এমন একটি ঔষধ পাওয়া যাইত, যে সেই গুণবান্ ঔষধ দ্বারা সকল রোগেরই উপশম হইত, তাহা হইলে সেই ঔষধটি ত্যাগ করিয়া কে নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বা শিষ্যদিগকে নানাপ্রকারের ঔষধ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিত ?

তত্রশ্লোকঃ।

যতো যাবন্তি যৈর্দ্রব্যৈ র্বিরেচনশতানি ষট্।
উক্তানি সংগ্রহণেহ তথৈবৈষাং ষড়াশ্রয়াঃ॥
রসা লবণবর্জ্জাশ্চ কষায়া ইতি সংজ্ঞিতাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চবিধা যোনিঃ কষায়াণামুদাহৃতা॥

এই অধ্যায়ে ছয়শতপ্রকার বিরেচনের বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। যে সকল দ্রব্যে ঐ সকল বিরেচন প্রস্তুত হয়, যত প্রকারের বিরেচন আছে এবং যে যে দ্রব্যে ঐ সকল প্রকার সিদ্ধ হয়, এই সকল ও বর্ণিত হইয়াছে। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন রস যে ঐ ছয়শতপ্রকার বিরেচনের আশ্রয়স্থল তাহা ও বলা হইয়াছে। লবণরস ব্যতীত অপর পাঁচটি রসকে কষায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং এই কারণে কষায় যোনি বা জাতি যে পাঁচ প্রকার তাহাও বলা হইয়াছে।

তথা কল্পনমপ্যেষামুক্তং পঞ্চবিধং পুনঃ।
মহতাঞ্চ কষায়াণাং পঞ্চাশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পঞ্চ চাপি কষায়াণাং শতান্যুক্তানি ভাগশঃ।
লক্ষণার্থং প্রমাণং হি বিস্তরস্য ন বিদ্যতে॥
ন চালমতি সংক্ষেপঃ সামর্থ্যায়োপকল্প্যতে।
অল্পবুদ্ধেরয়ং তস্মান্নাতি সংক্ষেপ বিস্তরঃ॥
মন্দানাং ব্যবহারায় বুধানাং বুদ্ধি বৃদ্ধয়ে।
পঞ্চাশৎকোহ্যয়ং বর্গঃ কষায়াণামুদাহৃতাঃ॥

পঞ্চবিধ কষায় কল্পনা অর্থাৎ কষায় সকল যে পাঁচপ্রকার প্রণালীতে সিদ্ধ হয়, তাহা বলা হইয়াছে। পঞ্চাশৎ মহাকষায় ও ভাগাক্রমে পাঁচশত কষায়ের কথা বলা হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে বলিলে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতে পারিবেন না এবং বিস্তৃত বিবরণের ও শেষ নাই। একারণ মন্দবুদ্ধি জনগণের ব্যবহারার্থ এবং সাধুজনের বুদ্ধিবৃদ্ধির জন্য নাতিসংক্ষেপে ও নাতিবিস্তরে পঞ্চাশৎ কষায়বর্গ এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

তেষাং কর্ম্মসু বাহ্যেষু যোগমাভ্যন্তরেষু চ।
সংযোগঞ্চ প্রয়োগঞ্চ যো বেদ স ভিষগ্বরঃ॥

যিনি এই সকল কষায়ের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ এবং তাহাদের সংযোগ ও প্রয়োগের বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ বৈদ্যশ্রেষ্ঠ।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি সংস্কৃতে শ্লোক
স্থানে ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয়ো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয় নামক
চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মাত্রাশিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা [illegible] নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

মাত্রাশী স্যাৎ। আহারমাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী।
যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং
জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যন্তবতি ॥

মাত্রাশী স্যাৎ অর্থাৎ মিতাহারী হওয়া উচিত। আহারের মাত্রা আবার অগ্নিবলসাপেক্ষ। যাঁহার যে পরিমাণে আহার করিলে প্রকৃতির বাধা জন্মে না, অথচ আহার্য্য দ্রব্য যথাকালে বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়; সেইরূপ আহারই তাঁহার পক্ষে পরিমিত বলিয়া জানিবে।

তত্র শালিষষ্টিক মুদ্গ লাব কপিঞ্জলৈণশশশরভ শম্ব-
[illegible]রদ্রব্যাণি প্রকৃতি লঘূন্যপি মাত্রাপেক্ষীণি ভবন্তি।

রক্তশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, মুগ, লাবপক্ষী, গৌরতিত্তিরি পক্ষী, কৃষ্ণসারহরিণ, শশক, শরভ ও শম্বর নামক হরিণ বিশেষের মাংস প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য সকল স্বভাবত লঘুপাক হইলেও তথাপি মাত্রানুসারে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

তথা পিষ্টেক্ষু ক্ষীরবিকৃতি মাষানূপৌদক পিশিতাদীন্যা-
হারদ্রব্যাণি প্রকৃতি গুরূণ্যপি মাত্রামেবাপেক্ষন্তে।

আবার পিষ্টক ইক্ষুবিকৃতি (গুড় ও চিনি প্রভৃতি) ক্ষীর বিকৃতি (দধি ও ছানা প্রভৃতি), মাষকলাই, আনূপ দেশজাত পশুর মাংস (বরাহাদির মাংস); উদকজাতমাংস (কচ্ছপ ও মৎস্যাদি) প্রভৃতি খাদ্যসকল স্বভাবত গুরুপাক হইলেও তথাপি মাত্রাপেক্ষী অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় ভোজন করা উচিত।

ন চৈব [illegible]ষ্বেব দ্রব্যে গুরুলাঘবমকারণং মন্যেত।

গুরু লঘু সকল দ্রব্যেই মাত্রাপেক্ষী হওয়া উচিত বলাতে দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অকারণ মনে করা উচিত নহে।

লঘূনি [illegible] দ্রব্যাণি বাষ্বগ্নিগুণবহুলানি ভবন্তি। পৃথিবী
সোমগুণ [illegible]লানীতরাণি। তস্মাৎ [illegible]লঘু-
ন্যগ্নিসন্ধুক্ষণ স্বভাবান্যল্প দোষাণি চোচ্যন্তে অপি

সোহিত্যোপ-যুক্তানি । গুরূণি পুনর্নাগ্নিসন্ধুক্ষণস্বভা-
বান্যসামান্যাদতশ্চাতিমাত্রং দোষবন্তি সৌহিত্যোপ-
যুক্তানি অন্যত্র ব্যায়ামাগ্নিবলাৎ ॥

লঘুপাক খাদ্য সকল বায়ু ও অগ্নিগুণবহুল এবং গুরুপাক দ্রব্যসকল পৃথিবীও সোমগুণ-বহুল। একারণ লঘুদ্রব্য নিজগুণে অগ্নিসন্ধুক্ষণ করে বলিয়া সৌহিত্যোপযুক্ত অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবিত হইলেও অল্পদোষোৎপাদক হয় এবং গুরুদ্রব্য পৃথিবী ও সোমগুণ বহুল বলিয়া অগ্নির অসমান অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মী বলিয়া অগ্নিসন্দীপন করিতে পারে না; সুতরাং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবিত হইলে অতিমাত্র দোষকর হইয়া থাকে। ব্যায়াম দ্বারা অগ্নিবল প্রবল না হইলে গুরুদ্রব্য কখনই অপর্য্যাপ্ত সেবন করা উচিত নয়। এই কারণে আহার মাত্রা অগ্নিবলাপেক্ষী হইলেও উহা যে দ্রব্যাপেক্ষী নয় একথা বলা যায় না।

সৈষা ভবত্যগ্নিবলাপেক্ষিণী মাত্রা ন চ নাপেক্ষতে
দ্রব্যম্ । দ্রব্যাপেক্ষয়া চ ত্রিভাগসৌহিত্যমর্দ্ধ সৌ-
হিত্যং বা গুরূণামুপদিশ্যতে। লঘূনামপি চ নাতি
সৌহিত্যমগ্নের্যুক্ত্যর্থম্। মাত্রাবদ্ধ্যশনমশিত মনু-
পহত্য প্রকৃতিং বলবর্ণ-সুখায়ুষা যোজয়ত্যুপযোক্তা-
রমবশ্যমিতি ॥

দ্রব্য বিবেচনায় আহার করিতে হইলে গুরুদ্রব্য ভোজনে ত্রিভাগতৃপ্তি বা অর্দ্ধতৃপ্তি পর্য্যন্ত বিহিত। এবং লঘুদ্রব্য ভোজনে তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন হিতকর। লঘুদ্রব্যের ও অতি সৌহিত্য করা উচিত নহে। দ্রব্য গুরুই হউক, আর লঘুই হউক, পরিমিত ভাবে ভোজন করিলে প্রকৃতি উপহত হয় না। সুতরাং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ু অবশ্যই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গুরু পিষ্টময়ং তস্মাত্তণ্ডুলান্ পৃথুকানপি ।
ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেন্মাত্রাং খাদেৎ বুভুক্ষিতঃ ॥
বল্লূরং শুষ্কশাকানি শালূকানি বিসানি চ ।
নাভ্যসেদ্ গৌরবান্মাংসং কৃশং নৈবোপযোজয়েৎ ॥
কূর্চ্চিকাংশ্চ কিলাটাংশ্চ শৌকরং গব্যমাহিষম্ ।
মৎস্যান্ দধি চ মাষাংশ্চ যবকাংশ্চ ন শীলয়েৎ ॥

পিষ্টক, চিপীটক, তণ্ডুলপ্রধানদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য—একারণ ভুক্ত অবস্থায় কদাচ ভোজন করা উচিত নহে। ক্ষুধিত ব্যক্তিও যেন ঐ সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করেন। শুষ্কমাংস, শুষ্কশাক, শালুক (কুমুদ প্রভৃতির গেঁড়ো), বিস (পদ্মের ডাঁটা), রোগাদিকৃশ পশুর মাংস, কূর্চ্চিকা, কিলাট, শূকরমাংস, গোমাংস ও মহিষমাংস, মৎস্য, দধি, মাষকলাই ও যবক (শূকধান্য বিশেষ) এই সকল দ্রব্য গুরুপাকহেতু নিত্য ভোজন করিবে না।

ষষ্টিকান্ শালিমুদ্গাংশ্চ সৈন্ধবামলকে যবান্ ।
আন্তরীক্ষং পয়ঃ সর্পির্জাঙ্গলং মধু চাভ্যসেৎ ॥

তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনানুবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥

যেটেধান, শালিধান, মুগকলাই, সৈন্ধব, আমলকী, যব, বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, ঘৃত এবং জাঙ্গলমাংস ও মধু—এই সকল দ্রব্য নিত্য ভোজনীয়। যে সকল দ্রব্য আহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং যদ্দ্বারা অজাত রোগের উৎপত্তি না হয়, সেই সকল দ্রব্য নিত্য আহার করা উচিত।

অত ঊর্দ্ধং শরীরস্য কার্য্যমপ্যঞ্জনাদিকম্।
স্বস্থবৃত্তমভিপ্রেত্য গুণতঃ সংপ্রবক্ষ্যতে॥

অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় অঞ্জনাদি শারীরিক কার্য্যের গুণাগুণ বলা যাইতেছে।

সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোঃ প্রযোজয়েৎ।
পঞ্চরাত্রেঽষ্টরাত্রে বা স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্॥
চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতোভয়ম্।

সৌবীরাঞ্জন চক্ষুর হিতকারী, অতএব তাহা নিত্য প্রয়োগ করিবে। পাঁচদিন বা আটদিন অন্তর হউক, জলকাটিবার জন্য চক্ষুতে রসাঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চক্ষু তেজোময় পদার্থ, অতএব শ্লেষ্মা হইতেই চক্ষুর বিশেষ ভয়। কারণ শ্লেষ্মা জলীয় পদার্থ এবং জলীয় পদার্থই তেজের বিরোধী—একারণ চক্ষু হইতে মধ্যে মধ্যে জলস্রাব করান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দিবা তন্ন প্রযোক্তব্যং নেত্রয়োস্তীক্ষ্ণমঞ্জনম্॥
বিরেকদুর্ব্বলাদৃষ্টিরাদিত্যং প্রাপ্য সীদতি।
তস্মাৎ স্রাব্যং নিশায়াস্তু ধ্রুবমঞ্জনমিষ্যতে॥
ততঃ শ্লেষ্মহরং কর্ম্ম হিতং দৃষ্টেঃ প্রসাদনম্॥

নেত্রদ্বয়ে দিবাভাগে কোন তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। কেননা, অঞ্জন প্রয়োগে জলস্রাব হেতু চক্ষু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহা সূর্য্যাতপে অবসন্ন হয়। একারণ রাত্রিকালেই জলস্রাবের জন্য চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তখন চক্ষু হইতে জলস্রাব করাইবার পর দৃষ্টির প্রসাদকর শ্লেষ্মানাশক কর্ম্মসকল বিহিত।

যথাহি কনকাদীনাং মলিনাং বিবিধাত্মনাম্।
ধৌতানাং নির্ম্মলা শুদ্ধিস্তৈল চেলকচাদিভিঃ॥
এবং নেত্রেষু মর্ত্ত্যানামঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ।
দৃষ্টির্নিরাকুলা ভাতি নির্ম্মলে নভসীন্দুবৎ॥

যেরূপ সুবর্ণাদি বিবিধ দ্রব্য, তৈল, চেল এবং কেশাদি দ্বারা মার্জন করিলে নির্ম্মল হয়, সেইরূপ মানব-নয়ন অঞ্জন এবং আশ্চ্যোতন (জলস্রাবার্থ চক্ষুতে যে দ্রব ঔষধ দেওয়া হয়) নিরাকুল দৃষ্টি হইয়া আকাশস্থ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পায়।

হরেণুকাং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ পৃথ্বীকাং কেশরং নখম্।
হ্রীবেরং চন্দনং পত্রং ত্বগেলোশীর পদ্মকম্॥
ধ্যামকং মধুকং মাংসী গুগ্গুল্বগুরুশর্করম্।
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষলোধ্রত্বচঃ শুভাঃ॥
বন্যং সর্জ্জরসং মুস্তং শৈলেয়ং কমলোৎপলে।
শ্রীবেষ্টকং শল্লকীঞ্চ শুকবর্হমথাপি চ॥
পিষ্ট্বা লিম্পেচ্ছরেষীকাং তাং বর্ত্তিং যবসন্নিভাম্।
অঙ্গুষ্ঠসংমিতাং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গুল-সমাং ভিষক্॥
শুষ্কাং নির্গর্ভাং তাং বর্ত্তিং ধূমনেত্রার্পিতাং নরঃ।
স্নেহাক্তামগ্নিসংপ্লুষ্টাং পিবেৎপ্রায়োগিকীং সুখাম্॥

রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, পৃথ্বীকা (কালজীরে) নাগেশ্বর, নখী, হ্রীবের (বালা), রক্তচন্দন, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, উশীর (বেণারমূল), পদ্মকাষ্ঠ, ধ্যামক (গন্ধতৃণ), যষ্টিমধু, জটামাংসী, গুগ্গুল, অগুরু, চিনি, ন্যগ্রোধ (বটের ছাল), যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়ছাল, লোধছাল, ত্বচঃশুভা (শ্বেতদূর্ব্বা), বন্য (কেউটে মুথা), সর্জ্জরস (ধুনা), মুথা, শৈলজ, পদ্মকেশর, কুমুদকেশর, নবনীতখোটী, শিলারস এবং গেঁটেলা—এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া জল দ্বারা বাটিয়া অষ্টাঙ্গুল পরিমিত লম্বা ও অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যবাকারে একটী শরের গায়ে লেপ দিবে। পরে সেই লেপটী শুষ্ক হইলে উহাকে নির্গর্ভ করিবে অর্থাৎ উহার ভিতর হইতে শরটী বাহির করিয়া লইবে। পরে ঐ শুষ্ক ও শূন্যগর্ভা বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া তাহার এক দিক্ ধূমপান নলে পরাইয়া অপর প্রান্ত অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত করিবে। এইরূপে প্রতিদিন প্রদীপ্ত বর্ত্তির ধূম সুখে পান করিবে। ইহার নাম প্রায়োগিকী বর্ত্তি।

বসা ঘৃত মধুচ্ছিষ্টৈর্যুক্তি যুক্তৈর্ব্বরৌষধৈঃ।
বর্ত্তিং মধুরকৈঃ কৃত্বা স্নৈহিকীং ধূমমাচরেৎ॥

বসা, ঘৃত ও মোম দ্বারা যুক্তিযুক্ত ভাল ভাল জীবনীয়গণোক্ত জীবক ঋষভকাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ লইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিবে। ইহার নাম স্নৈহিকী বর্ত্তি।

শ্বেতা জ্যোতিষ্মতী চৈব হরিতালং মনঃশিলা।
গন্ধাশ্চাগুরুপত্রাদ্যা ধূমমূর্দ্ধবিরেচনম্॥

শ্বেত অপরাজিতা, লতাকটুকী হরিতাল, মনছাল এবং অগুরু ও তেজপত্রাদি গন্ধদ্রব্য সকল পেষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম পান করিলে শিরোবিরেচন হইয়া থাকে।

গৌরবং শিরসঃ শূলং পীনসার্দ্ধাবভেদকৌ।
কর্ণাক্ষিশূলং কাসশ্চ হিক্কাশ্বাসো গলগ্রহঃ॥

দন্তদৌর্ব্বল্যমাস্রাবঃ শ্রোতোঘ্রাণাক্ষি দোষজঃ।
পূতিঘ্রাণাস্যগন্ধশ্চ দন্তশূলমরোচকঃ॥
হনু মন্যাগ্রহঃ কণ্ডুঃ ক্রিময়ঃ পাণ্ডুতা মুখে।
শ্লেষ্মপ্রসেকো বৈস্বর্য্যং গলশুণ্ড্যুপজিহ্বিকা॥
খালিত্যং পিঞ্জরত্বঞ্চ কেশানাং পতনন্তথা।
ক্ষবথুশ্চাতিতন্দ্রাচ বুদ্ধের্মোহোঽতিনিদ্রতা॥
ধূমপানাৎ প্রশাম্যন্তি বলং ভবতি চাধিকম্।
শিরোরুহ কপালানামিন্দ্রিয়াণাং স্বরস্য চ॥
ন চ বাতকফাত্মানো বলিনোঽপ্যূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ধূম বক্ত্রকপানস্য ব্যাধয়ঃ স্যুঃ শিরোগতাঃ॥

মাথাভার, মাথার বেদনা, পীনস, আধকপালে, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, কাস, হিক্কা, খাস, গলগ্রহ, দন্তদৌর্ব্বল্য, কর্ণ, নাসা ও অক্ষি হইতে দোষজস্রাব, মুখ এবং নাসিকার দৌর্গন্ধ্য, দন্তশূল, অরুচি, হনুগ্রহ (চোয়ালধরা), মন্যাগ্রহ (ঘাড়ের শির টানিয়া ধরা), কণ্ডু, ক্রিমি, মুখের পাণ্ডুতা, শ্লেষ্মপ্রসেক, স্বরভঙ্গ, গলশুণ্ডিকা, উপজিহ্বিকা, টাক্, পিঞ্জরত্ব (কেশ বিকৃত ও কুঞ্চিত হওয়া), কেশের পতন, হাঁচি, অতি তন্দ্রা, বুদ্ধিবিভ্রম ও অতিনিদ্রা—এই সকল পীড়া ধূমপানে প্রশমিত হয়। বর্ত্তি ধূমপান করিলে কেশের, কপলাস্থির, ইন্দ্রিয় সমূহের ও স্বরের বল বর্দ্ধিত হয়। ধূমপান করিলে উৎকট বাতশ্লৈষ্মিক ও উর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ কণ্ঠ-আস্য-কর্ণ-নাসা-অক্ষি ও শিরোজাত রোগ সকল জন্মিতে পারে না।

প্রয়োগপানে তস্যাষ্টৌ কালাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বাতশ্লেষ্ম সমুৎক্লেশঃ কালেষ্বেষু হি লক্ষ্যতে॥
স্নাত্বা ভুক্ত্বা সমুল্লিখ্য ক্ষুত্বা দন্তান্ বিঘৃষ্য চ।
নাবনাঞ্জননিদ্রান্তে চাত্মবান্ ধূমপো ভবেৎ॥
তথা বাতকফাত্মানো ন ভবন্ত্যূর্দ্ধজত্রুজাঃ।

ধূমপানের আটটিকাল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কালে বাতশ্লেষ্মার সমুৎক্লেশ (বহির্গমনোন্মুখতা) লক্ষিত হইয়া থাকে। স্নানের পর, আহারের পর, বমনের পর, হাঁচির পরে, দন্তধাবনান্তে, নস্যগ্রহণান্তে, এবং অঞ্জন প্রয়োগের পর—এই আটটী কালে আত্মবান্ ব্যক্তি ধূমপান করিবেন। এই সকল কালে ধূমপান করিলে উর্দ্ধজত্রুগত বাতাত্মক ও কফাত্মক রোগসকল জন্মিতে পারে না।

রোগাস্তস্য তু পেয়াঃ স্যুরাপানাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ॥
পরং দ্বিকালপায়ী স্যাদহ্নঃ কালেষু বুদ্ধিমান্।
প্রয়োগে স্নৈহিকে ত্বেকং বৈরেচ্যং ত্রিশ্চতুঃ পিবেৎ॥

অল্প অল্প বিশ্রামের পর তিন তিনবার করিয়া ধূম পান করিতে হয়। এইরূপে একবার ধূমপান কালে নয়বার করিয়া টানিতে হয়। প্রায়োগিক ধূমপান দিবসের মধ্যে যে কালে কর্ত্তব্য বলিয়া উপরে লেখা হইয়াছে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহা সেই কালে দুইবারমাত্র পান করি-

বেন। স্নৈহিক ধূম একবালে একবার মাত্র পান করিবে। বিরেচন ধূম অবস্থা বুঝিয়া দিবসে তিন চারিবার পান করা যাইতে পারে।

হৃৎ কণ্ঠেন্দ্রিয়সংশুদ্ধির্লঘুত্বং শিরসঃ শমঃ।
যথেরিতানাং দোষাণাং সম্যক্ পীতস্য লক্ষণম্ ॥
বাধির্য্যমান্ধ্যংমূকত্বং রক্তপিত্তং শিরোভ্রমম্।
অকালে চাতিপীতশ্চ ধূমঃ কুর্য্যাদুপদ্রবান্ ॥

হৃদয়, কণ্ঠ ও ইন্দ্রিয়ের সম্যক্ শুদ্ধি, মস্তকের লঘুতা, কুপিত দোষ সকলের প্রশমতা— এই সকল সম্যক্ ধূমপানের লক্ষণ। অকালে বা অতিমাত্রায় ধূমপান করিলে বধিরতা, অন্ধতা, মূকত্ব, রক্তপিত্তদুষ্টি ও শিরোঘূর্ণন—এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

তত্রেষ্টং সর্পিষঃ পানং নাবনাঞ্জন তর্পণম্।
স্নৈহিকং ধূমজে দোষে বায়ুঃ পিত্তানুগো যদি ॥
শীতন্তু রক্তপিত্তে স্যাৎ শ্লেষ্মপিত্তে বিরূক্ষণং ॥

অকালে বা অতিমাত্রায় ধূমপান করাতে যদি বায়ু পিত্তানুগত হইয়া ঐ সকল উপদ্রব সংঘটন করে, তাহা হইলে ঘৃত পান এবং স্নেহদ্রব্য ঘটিত নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ প্রয়োগ করিবে। রক্তপিত্তে শীতল দ্রব্য ঘটিত নস্য, অঞ্জন, ও তর্পণ ব্যবস্থা করিবে এবং শ্লেষ্মপিত্তের প্রকোপে রুক্ষতা সম্পাদনকারী নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ প্রয়োগ করিবে।

পরস্ত্বতঃ প্রবক্ষ্যামি ধূমো যেষাং বিগর্হিতঃ।

অতঃপর আমরা যাহাদের পক্ষে ধূমক্রিয়া নিষিদ্ধ, সেই বিষয় বলিতেছি।

ন বিরিক্তঃ পিবেদ্ধূমং ন কৃতে বস্তিকর্ম্মণি ॥
ন রক্তী ন বিষেণার্ত্তো ন শোচী ন চ গর্ভিণী ॥
ন শ্রমে ন মদে নামে ন পিত্তে ন প্রজাগরে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমতৃষ্ণাসু ন ক্ষীণে নাপি চ ক্ষতে ॥
ন মদ্যদুগ্ধে পীত্বা চ ন স্নেহং ন চ মাক্ষিকম্।
ধূমং ন ভুক্ত্বা দধ্না চ ন রূক্ষঃ ক্রুদ্ধ এব চ ॥
ন তালুশোষে তিমিরে শিরস্যভিহতে ন চ।
ন শঙ্খকে ন রোহিণ্যাং ন মেহে ন মদাত্যয়ে ॥
এষু ধূমমকালেষু মোহাৎ পিবতি যো নরঃ।
রোগাস্তস্য প্রবর্দ্ধন্তে দারুণা ধূম বিভ্রমাৎ ॥

বিরিক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ বিরেচনের পর ধূমপান করা উচিত নহে। বস্তিকর্ম্ম করার পর ধূমপান বিহিত নহে। রক্তদোষে, বিষদোষে, শোকার্ত্ত অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, শ্রান্ত হইলে, মদরোগে, আমরোগে, পিত্তদুষ্টিতে, রাত্রি জাগরণে, মূর্চ্ছা ও ভ্রমরোগে, তৃষ্ণার সময়, শরীর ক্ষীণ হইলে, ক্ষত অবস্থায়, মদ্য, দুগ্ধ, ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য ও মধু পানের পর, দধিভোজন বা রুক্ষ দ্রব্য সেবনের পর, ক্রোধ জন্মিলে পর, তালুশোষে, তিমিররোগে, মস্তকে আঘাত লাগিলে পর, শঙ্খকরোগে, রোহিণীরোগে এবং মেহ ও মদাত্যয় রোগে

ধূমপান করা নিষিদ্ধ। অজ্ঞানতা বশতঃ যে ব্যক্তি এই সমুদায় নিষিদ্ধ অবস্থায় ধূমপান করেন, ধূম বিভ্রম হেতু তাঁহার রোগ সকল ভয়ঙ্কর ভাবে বৰ্দ্ধিত হয়।

ধূমযোগ্যঃ পিবেদ্দোষে শিরো ঘ্রাণাক্ষি সংশ্রয়ে।
ঘ্রাণেনাস্যেন কণ্ঠস্থে মুখেন ঘ্রাণপো বমেৎ॥

শিরঃ, নাসা ও অক্ষিসংশ্রিতদোষে ধূম পান করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা ধূমপান করিবেন। রোগ কণ্ঠগত হইলে মুখ দ্বারা ধূমপান করিবে। ঘ্রাণপ ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা ধূম পান করিয়া মুখ দিয়া তাহা ত্যাগ করিবে।

আস্যেন ধূমকবলান্ পিবন্ ঘ্রাণেন নোদ্বমেৎ।
প্রতিলোমং গতো হ্যাশু ধূমো হিংস্যাদ্ধি চক্ষুষী॥

মুখ দ্বারা ধূমপান করিয়া নাসিকা দ্বারা তাহা বহিষ্কৃত করা উচিত নহে। কেননা, ঐ ধূম তাহাহইলে প্রতিলোমভাবে গমন করিয়া শীঘ্রই চক্ষুদ্বয়ের অনিষ্ট করিতে পারে।

ঋজ্বঙ্গচক্ষুস্তচ্চেতাঃ সূপবিষ্টস্ত্রিপর্য্যয়ম্।
পিবেচ্ছিদ্রং পিধায়ৈকং নাসয়া ধূমমাত্মবান্॥

আত্মবান্ ব্যক্তি যখন নাসিকা দ্বারা ধূমপান করিবেন, তখন ধূমপানকালে দেহ এবং চক্ষু সরল ভাবে রাখিবেন; তদ্গতচিত্ত হইবেন; সুখোপবেশন করিবেন, এবং নাসিকার একটি ছিদ্র রোধ করিয়া অপর ছিদ্র দ্বারা ত্রিপর্য্যায়ে অর্থাৎ এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে তিন তিন বার করিয়া নয় বার ধূম পান করিবেন। (নাসাপীত ধূম মুখ দ্বারা ত্যাগ করা বিহিত।)

চতুর্ব্বিংশতিকং নেত্রং স্বাঙ্গুলীভির্ব্বিরেচনে।
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং স্নেহে প্রয়োগেচার্দ্ধমিষ্যতে॥
ঋজুত্রিকোষাফলিতং কোলাস্থ্যগ্রপ্রমাণিতম্।
বস্তিনেত্রসমদ্রব্যং ধূমনেত্রং প্রশস্যতে॥
দূরাদ্বিনির্গতঃ পর্ব্বচ্ছিন্নো নাড়ীতনূকৃতঃ।
নেন্দ্রিয়ং বাধতে ধূমো মাত্রাকালনিষেবিতঃ॥

শিরোবিরেচনের জন্য ধূমনলিকা প্রস্তুত করিতে হইলে ধূমপায়ীর নিজ অঙ্গুলি পরিমাণের চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত নল করিতে হইবে; স্নৈহিক ধূমপানে বত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত নল এবং প্রায়োগিক অর্থাৎ প্রাত্যহিক ধূমপানে ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত নল করা উচিত। যে ধূমনেত্র অর্থাৎ ধূমপানের নল ঋজু অথচ তিনটী পর্ব্বে সংঘটিত, যাহার অগ্রভাগের ছিদ্র কোলাস্থি অর্থাৎ কুলের আঁটি প্রবেশযোগ্য এবং যে নল ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি ও বেণু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে বস্তিনল প্রস্তুত করিতে হয়, সেই সেই দ্রব্যে নির্ম্মিত, তাহাই প্রশস্ত। যে ধূম দীর্ঘ নলযোগে অতি দূর হইতে প্রত্যেক পর্ব্বের সন্ধিস্থলে বিচ্ছিন্ন হইয়া নলের ক্রমসূক্ষ্মত্ব হেতু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ধারায় আসিতেছে, সেই নল-বিনিঃসৃত ধূম যথাকালে এবং যথামাত্রায় সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের কোন হানি হয় না। (এই কারণেই ধূমপান নল দীর্ঘ, ত্রিভঙ্গ এবং ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক।)

যদা চোরশ্চ কণ্ঠশ্চ শিরশ্চ লঘুতাং ব্রজেৎ।
কফশ্চ তনুতাং প্রাপ্তঃ সুপীতং ধূমমাদিশেৎ॥

ধূমপানে যখন বক্ষঃস্থলের, কণ্ঠের ও মস্তকের লঘুতা সম্পাদিত হয় এবং কফ তরল হইয়া থাকে, তখন ধূম সুপীত হইয়াছে জানিবে।

অবিশুদ্ধঃ স্বরো যস্য কণ্ঠশ্চ সকফো ভবেৎ।
স্তিমিতো মস্তকশ্চৈব ন পীতং ধূমমাদিশেৎ॥

ধূমপান করিয়াও স্বর অবিশুদ্ধ, কণ্ঠ কফযুক্ত এবং মস্তক স্তিমিত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ধূম সম্যক্‌ভাবে পান করা হয় নাই।

তালু মূর্দ্ধা চ কণ্ঠশ্চ শুষ্যন্তে পরিতপ্যতে।
তৃষ্যতে মুহ্যতে জন্তু রক্তঞ্চ স্রবতেঽধিকম্॥
শিরশ্চ ভ্রমতেঽত্যর্থং মূর্চ্ছা চাস্যোপজায়তে।
ইন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে ধূমেঽত্যর্থং নিষেবিতে॥

অতিরিক্ত মাত্রায় ধূম পান করিলে তালু, মূর্দ্ধা এবং কণ্ঠ শুষ্ক হয় ও জলিতে থাকে, তৃষ্ণা পায়, মোহ জন্মে; অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, মস্তক অত্যন্ত ঘুরিতে থাকে, মূর্চ্ছা হয় এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমুদয় ব্যথিত হইতে থাকে।

বর্ষ্ম বর্ষেঽণুতৈলঞ্চ কালেষু ত্রিষু নাচরেৎ।
প্রাবৃট্ শরদ্বসন্তেষু গতমেঘে নভস্তলে॥

ধূমপানবশতঃ স্রোতসমূহ হইতে রক্তবর্ষণ হইলে অণু তৈলের নস্য ব্যবহার করিবে। কেবল বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে আকাশ মেঘশূন্য হইলে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

নস্যকর্ম্ম যথাকালং যো যথোক্তং নিষেবতে।
ন তস্য চক্ষু র্ন ঘ্রাণং ন শ্রোত্রমুপহন্যতে॥
ন স্যুঃ শ্বেতা ন কপিলাঃ কেশাঃ শ্মশ্রূণি বা পুনঃ।
নচ কেশাঃ প্রলুট্যন্তে বর্দ্ধন্তে চ বিশেষতঃ॥
মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দ্দিতং হনুসংগ্রহঃ।
পীনসার্দ্ধাবভেদৌচ শিরঃ কম্পশ্চ শাম্যতি॥
সিরাঃ শিরঃ কপালানাং সন্ধয়ঃ স্নায়ুকণ্ডরাঃ।
নাবন প্রীণিতাশ্চাস্য লভন্তেঽভ্যধিকং বলম্॥
মুখং প্রসন্নোপচিতং স্বরঃ স্নিগ্ধঃ স্থিরো মহান্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৈমল্যং বলং ভবতি চাধিকম্॥
ন চাস্য রোগাঃ সহসা প্রভবন্ত্যূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
জীর্য্যতশ্চোত্তমাঙ্গে চ জরা ন লভতে বলম্॥

যে ব্যক্তি যথাকালে যথা কথিত প্রকারে নস্যকর্ম্ম নিষেবণ করেন, তাঁহার চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকার কোন পীড়া হয় না। শ্মশ্রু ও কেশ, শ্বেত বা কপিল বর্ণ হয়না; কেশ সকল উঠিয়া যায়না বরং বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। তাহার মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, হনুগ্রহ,

পীনস, অর্দ্ধাবভেদ এবং শিরঃকম্প প্রশমিত হয়। তাহার সিরা, মস্তকাস্থির সন্ধি সকল, স্নায়ু ও কণ্ডরা সকল নস্য ব্যবহারে অধিক সবল হয়; মুখ মণ্ডল প্রসন্ন ও পরিপূর্ণ হয়; স্বর স্নিগ্ধ, স্থির এবং গম্ভীর হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল বিমল ও অধিক বলবিশিষ্ট হয়। ঊর্দ্ধ জক্রুগত রোগ সকল সহসা নস্য সেবীকে আক্রমণ করিতে পারেনা। এবং জরা অবস্থাতে ও তাহার উত্তমাঙ্গে জরালক্ষণ সকল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

চন্দনাগুরুণী পত্রং দার্ব্বী ত্বক্ মধুকং বলাম্।
প্রপৌণ্ডরীকং সুক্ষ্মৈলাং বিড়ঙ্গং বিল্বমুৎপলম্॥
হ্রীবেরমভয়ং বন্যং ত্বঙ্‌মুস্তং সারিবাং স্থিরাম্।
সুরাহ্বং পৃশ্নিপর্ণীশ্চ জীবন্তীঞ্চ শতাবরীম্॥
হরেণুং বৃহতীং ব্যাঘ্রীং সুরভীং পদ্মকেশরম্।
বিপাচয়েচ্ছতগুণে মাহেন্দ্রে বিমলেঽম্ভসি॥
তৈলাদ্দশগুণং শেষং কষায়মবতারয়েৎ।
তেন তৈলং কষায়েন দশকৃত্বো বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য দশমে পাকে সমাংশং ছাগলং পয়ঃ।
দদ্যাদেষোঽণুতৈলস্য নাবনীয়স্য সংবিধিঃ॥

রক্তচন্দন, অগুরু, তেজপত্র, দারুহরিদ্রার ছাল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, বিল্বমূল, নীলোৎপল, বালা, বেনার মূল, কৈবর্ত্তমুস্তক, দারুচিনি, ভদ্রমুতা, অনন্তমূল, শালপানি, দেবদারু, চাকুলিয়া, জীবন্তী, শতমূলী, রেণুকা, ব্যাকুড়, কণ্টিকারী, এবং পদ্মকেশর—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শতগুণ পরিমাণে নির্ম্মল বৃষ্টির জলে সিদ্ধ করিবে। পরে তৈলের দশগুণ জল অবশেষ থাকিতে ঐ কষায় নামাইবে। পরে উহা ছাকিয়া লইয়া ঐ কষায়কে বিভক্ত করিয়া ক্রমে তৈলের সহিত কাথের এক এক ভাগ দিয়া দশবার পাক করিবে। দশম্ বার পাককালে অর্থাৎ শেষপাকের সময় তৈলের সমান ছাগদুগ্ধ দিয়া পাকশেষ করিতে হইবে। অণুতৈল প্রস্তুত করিবার এইরূপ বিধি। (রক্তচন্দন হইতে পদ্মকেশর পর্য্যন্ত দ্রব্যের সমষ্টি পরিমাণে যত হইবে; তিলতৈলের ও পরিমাণ সেইরূপ হইবেক।)

তস্যমাত্রাং প্রযুঞ্জীত তৈলস্যার্দ্ধপলোম্মিতাম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নোত্তমাঙ্গস্য পিচুনা নাবনৈস্ত্রিভিঃ॥
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাচ্চ সপ্তাহমেতৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নিবাতোষ্ণ সমাচারো হিতাশী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥
তৈলমেতৎ ত্রিদোষঘ্নমিন্দ্রিয়াণাং বলপ্রদম্।
প্রযুঞ্জানো যথাকালং যথোক্তানশ্নুতে গুণান্॥

অণুতৈলের নস্যের মাত্রা ৪ চারি তোলা। এই চারিতোলা তৈল দ্বারা দিবসে তিনবার নস্য কার্য্য করিবে। নস্য লইবার পূর্ব্বে তৈলদ্বারা মস্তককে স্নিগ্ধ ও উষ্ণজল দ্বারা মস্তককে ঘর্ম্মাক্ত করিবে এবং তুলি দিয়া এই নস্য লইবে। তিন দিন অন্তর একদিন—এই রূপে মাসে

সপ্তাহকাল এই নস্য ব্যবহার করিবে। উষ্ণাচারী, হিতাশী ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া বায়ুশূন্য-স্থানে এই নস্য লইতে হইবে। এই তৈল ত্রিদোষনাশক এবং ইন্দ্রিয়গণের বলপ্রদ। যথাকালে এই অণুতৈলের নস্য গ্রহণকরিলে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় গুণই লাভ করা যায়।

আপোথিতাগ্রং দ্বৌ কালৌ কষায়ং কটুতিক্তকম্।
ভক্ষয়েদ্দন্ত পবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥

কষায় কটু কিম্বা তিক্ত রস বিশিষ্ট দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ চিবাইয়া (বুরুশের মত করিয়া) যাহাতে দন্তমাংসের কোন হানি না হয়, এরূপ ভাবে প্রতিদিন দুইবার অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দন্তধাবন করিবে।

নিহন্তি গন্ধবৈরস্যং জিহ্বাদন্তাস্যজং মলম্।
নিষ্কৃষ্য রুচিমাধত্তে সদ্যো দন্তবিশোধনম্॥

দন্তধাবন দ্বারা জিহ্বা, দন্ত ও মুখজাত মলসকল বহিষ্কৃত হওয়ায় মুখের দুর্গন্ধি ও বৈরস্য নষ্ট হয়, আহারে রুচি জন্মে এবং দন্তবিশুদ্ধ হয়।

সুবর্ণরূপ্যতাম্রাণি ত্রপুরীতিময়ানি চ।
জিহ্বানির্লেখনানি স্যুরতীক্ষ্ণান্যনৃজূনি চ॥
জিহ্বামূলগতং যচ্চ মলমুচ্ছ্বাসরোধি চ।
সৌগন্ধ্যং ভজতে তেন তস্মাজ্জিহ্বাং বিনির্লিখেৎ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, টিন, এবং লৌহদ্বারা জিহ্বানির্লেখন অর্থাৎ জিবছোলা প্রস্তুত করিতে হয়। জিহ্বানির্লেখন অতীক্ষ্ণ ও অসরল হওয়া উচিত। জিহ্বামূলে যে সকল মল-পদার্থ জন্মে, ও যে সকল মল, শ্বাসক্রিয়া রোধ করে, জিহ্বানির্লেখন ব্যবহারে সেই সমুদয় মল দূরীভূত হয় এবং মুখের সৌগন্ধি জন্মে। অতএব প্রতিদিন জিহ্বানির্লেখন করা উচিত।

করঞ্জ করবীরার্ক মালতী ককুভাসনাঃ।
শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ॥

করঞ্জ, করবী, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন, পিয়াশাল, এবং এবম্বিধ অন্যান্য বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ দন্তধাবনে প্রশস্ত।

ধার্য্যাণ্যাস্যেন বৈশদ্যরুচি সৌগন্ধমিচ্ছতা।
জাতীকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানিচ॥
কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভস্তথা।
তথা কর্পূরনির্য্যাসঃ সূক্ষ্মৈলায়াঃ ফলানিচ॥

যিনি মুখের বিশদতা, রুচি ও সৌগন্ধি ইচ্ছা করেন, জায়ফল, লতাকস্তুরীর ফল, সুপারি, লবঙ্গ, কক্কোলফল, তাম্বূলপত্র, কর্পূর এবং ছোটএলাইচ—এই সকল দ্রব্য মুখে ধারণ করা তাঁহার উচিত।

হন্বোর্বলং স্বরবলং বদনোপচয়ঃপরঃ।
স্যাৎ পরঞ্চ রসজ্ঞানমন্নে চ রুচিরুত্তমা॥

ন চাস্য কণ্ঠশোষঃ স্যান্নোষ্ঠয়োঃ স্ফুটনাদ্ ভয়ম্।
ন চ দন্তাঃ ক্ষয়ং যান্তি দৃঢ়-মূলা ভবন্তি চ ॥
ন শূল্যন্তে ন চাম্লেন হৃষ্যন্তে ভক্ষয়ন্তি চ।
খরানপি পরান্ ভক্ষ্যান্ তৈলগণ্ডূষধারণাৎ ॥

মুখে তৈলগণ্ডুষ ধারণ করিলে হনুতে (চোয়ালে) বল জন্মে; স্বরশক্তির বৃদ্ধি হয়; মুখমণ্ডল পরিপুষ্ট হয়, রসাস্বাদশক্তি বৃদ্ধিপায়, এবং অন্নে উত্তম রুচি জন্মে। মুখে তৈল-গণ্ডুষধারীর কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ হয়না; ঠোঁট ফাটার ভয় থাকেনা; দন্তসকল ক্ষয় হয়না; বরং দন্তসকল দৃঢ়মূল হইয়া থাকে। তাহার দন্তশূল হয়না; অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিলে ও তাহার দন্তহর্ষ উপস্থিত হয় না এবং অতি কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণে ও সামর্থ্য জন্মে।

নিত্যং স্নেহার্দ্রশিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে।
ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ॥
বলং শিরঃ কপালানাং বিশেষেণাভিবর্দ্ধতে।
দৃঢ়মূলাশ্চ দীর্ঘাশ্চ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ ভবন্তি চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি প্রসীদন্তি সুত্বগ্ ভবতি চামলম্।
নিদ্রালাভঃ সুখঞ্চস্যান্মূর্দ্ধ্নি তৈলনিষেবণাৎ ॥

যে ব্যক্তি সতত মস্তককে তৈলাক্ত রাখেন, তাঁহার শিরঃশূল হয় না, মস্তকে টাক্ পড়েনা; কেশের অকাল পক্কতা হয়না; অথবা চুল উঠিয়া যায়না। তাঁহার মস্তকাস্থির বল বিশেষ-রূপে বর্দ্ধিত হয় কেশ সকল দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়; ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন থাকে; ত্বক্ সুন্দর ও নির্ম্মল হয় এবং অনায়াসে নিদ্রালাভ হয়।

ন কর্ণরোগা বাতোত্থা ন মন্যাহনু-সংগ্রহঃ।
নোচ্চৈঃ শ্রুতি র্ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণতর্পণাৎ ॥

কর্ণকুহরে প্রতিদিন তৈল দিলে বাতজনিত কর্ণরোগ হইতে পারেনা, মন্যাস্তম্ভ (ঘাড়ের শিরা টানিয়া ধরা), কিম্বা হনুসংগ্রহ (চোয়াল বন্ধ) হয় না; শুনিবার জন্য উচ্চৈস্বরে বলিবার প্রয়োজন হয় না। কিম্বা বধিরতা রোগ জন্মে না।

স্নেহাভ্যঙ্গাদ্ যথা কুম্ভ শ্চর্ম্ম স্নেহ বিমর্দ্দনাৎ।
ভবত্যুপাঙ্গো দক্ষশ্চ দৃঢ়ঃ ক্লেশসহো যথা ॥
তথা শরীরমভ্যঙ্গাদ্দৃঢ়ং সুত্বক্ প্রজায়তে।
প্রশান্তমারুতাবাধং ক্লেশ ব্যায়াম সংসহম্ ॥

কুম্ভকে পুনঃ পুনঃ তৈলাক্ত করিলে; চর্ম্মে বারবার তৈল মাখাইলে, কিম্বা চক্রের ধুরায় তৈল প্রদান করিলে কুম্ভ, চর্ম্ম ও ধুরা যেমন দৃঢ় ও ক্লেশসহ হইয়া থাকে, সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা মনুষ্য শরীর ও দৃঢ় এবং নির্ম্মল ত্বক্ বিশিষ্ট হয়। তৈলাভ্যঙ্গে বায়ুরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে এবং শরীর ক্লেশ ও ব্যায়াম্ সহ হয়।

স্পর্শনে চাধিকো বায়ু স্পর্শনঞ্চ ত্বগাশ্রিতম্।
ত্বচ্যশ্চ পরমোঽভ্যঙ্গ স্তস্মাত্তং শীলয়েন্নরঃ ॥

[illegible]ং গাত্রমভ্যঙ্গসেবিনঃ।
বিকারং ভজতেঽত্যর্থং বলকর্ম্মণি বা কচিৎ॥
সুস্পর্শোপচিতাঙ্গশ্চ বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
ভবত্যভ্যঙ্গনিত্যত্বান্নরোঽল্পজর এব চ॥

স্পর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বায়ুরই প্রাধান্য আছে। স্পর্শের আশ্রয় স্থান ত্বক্। তৈলাভ্যঙ্গ ত্বকের পক্ষে পরমোপকারী। অতএব নিত্যই অভ্যঙ্গের অনুশীলন করিবে। অভ্যঙ্গ—[illegible]শরীর গাত্রে আঘাত লাগিলে অভিঘাত জনিত পীড়া প্রবল হইতে পারে না। কিম্বা কোনও [illegible]ের কার্য্যে শরীর হঠাৎ অবসন্ন হয় না। অভ্যঙ্গনিত্য ব্যক্তির শরীরে বার্দ্ধক্য জনিত চিহ্ন সকল অতি অল্পই দেখা যায়।

খরত্বং শুষ্কতাং রৌক্ষ্যং শ্রমঃ সুপ্তিশ্চ পাদয়োঃ।
সদ্য এবোপশাম্যন্তি পাদাভ্যঙ্গনিষেবণাৎ॥
জায়তে সৌকুমার্য্যঞ্চ বলং স্থৈর্য্যঞ্চ পাদয়োঃ।
দৃষ্টিঃ প্রসাদং লভতে মারুতশ্চোপশাম্যতি॥
ন চ স্যাদ্ গৃধ্রসী বাতাঃ পাদয়োঃ স্ফুটনং ন চ।
ন সিরা স্নায়ুসংকোচঃ পাদাভ্যঙ্গেন পাদয়োঃ।

পাদদেশে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে পাদের খরত্ব, শুষ্কতা, রুক্ষতা, শ্রম, এবং পাদাবসাদ সদ্যই উপশান্ত হইয়া থাকে। এবং পাদদ্বয়ের সৌকুমার্য্য ; বল, স্থৈর্য্য, দৃষ্টিপ্রসাদ এবং বাতোপশম হয়। গৃধ্রসী বাত হয় না, পা ফাটিয়া যায় না এবং পায়ের শিরা বা স্নায়ুর সঙ্কোচ হয় না।

দৌর্গন্ধ্যং গৌরবং তন্দ্রাং কণ্ডুমলমরোচকম্।
স্বেদং বীভৎসতাং হন্তি শরীর পরিমার্জ্জনম্॥

প্রতিদিন গাত্র মার্জ্জন করিলে শরীরের দৌর্গন্ধ্য, গাত্রগুরুতা, তন্দ্রা, কণ্ডু, মল, অদীপ্তি, স্বেদ এবং বীভৎসতা নষ্ট হয়।

পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহম্।
শরীরবলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরম্॥

স্নান—পবিত্র, শুক্রজনক, আয়ুষ্য, এবং শরীরের ক্লান্তি, স্বেদ ও মলনাশকারী। ইহা শরীরের বলদায়ক এবং অত্যন্ত ওজস্কর।

কাম্যং যশস্যমায়ুষ্যমলক্ষ্মীঘ্নং প্রহর্ষণম্।
শ্রীমৎ পারিষদং শস্তং নির্ম্মলাম্বর ধারণম্॥

নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করা অভিলষণীয়, যশস্কর, আয়ুষ্কর, অলক্ষ্মীনাশক, উল্লাসকর, সভ্যতাজনক এবং প্রশস্ত।

বৃষ্যং সৌগন্ধ্যমায়ুষ্যং কাম্যং পুষ্টিবলপ্রদম্।
সৌমনস্যমলক্ষ্মীঘ্নং গন্ধমাল্যনিষেবণম্॥

গন্ধমাল্যসেবন—শুক্রবর্দ্ধক, সুগন্ধিকারক, আয়ুষ্কর, ইচ্ছার অনুকূল, পুষ্টি ও বলপ্রদ, মনের প্রশস্ততা সাধক এবং অলক্ষ্মী নাশক।

ধন্যং মঙ্গল্যমায়ুষ্যং শ্রীমদ্ব্যসনসূদনম্।
হর্ষণং কাম্যমোজস্যং রত্নাভরণ ধারণম্॥

রত্ন ও অলঙ্কারধারণ—ধনবাঞ্জক, মঙ্গলকারক, আয়ু ও শোভাবৃদ্ধিকারী, বিপদ্ নাশক, হর্ষোদ্দীপক, কমনীয়তা সম্পাদক এবং ওজস্কর।

মেধ্যম্পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মী কলিনাশনম্।
পাদয়োর্মলমার্গাণাং শৌচাধানমভীক্ষ্ণশঃ॥

সদা সর্ব্বদা পাদদ্বয় এবং মূত্র ও মলদ্বার জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শুচি রাখা—মেধাজনক, পবিত্রতাকারক, আয়ুর্বর্দ্ধন এবং অলক্ষ্মী ও কলিনাশন।

পৌষ্টিকং বৃষ্যমায়ুষ্যং শুচি রূপবিরাজনম্॥
কেশশ্মশ্রুনখাদীনাং কল্পনং সংপ্রসাধনম্॥

কেশ শ্মশ্রু ও নখাদির ছেদন এবং উহাদের সম্প্রসাধন পুষ্টিকর, শুক্র জনক, আয়ুষ্কর, পবিত্রতাকারক এবং রূপব্যঞ্জক।

চক্ষুষ্যং স্পর্শনহিতং পাদয়োর্ব্যসনাপহম্।
বল্যং পরাক্রমসুখং বৃষ্যং পাদত্রধারণম্॥

পাদত্র অর্থাৎ পাদুকাধারণ—চক্ষু ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের হিতকর; পাদদ্বয়ের বিপদ্‌নিবারক; বলকারক, গমনে সুখকর, এবং বৃষ্য।

ঈতে র্বিধমনং বল্যং গুপ্ত্যাবরণ সঙ্করম্।
ঘর্ম্মানিলরজোম্বুঘ্নং ছত্রধারণমুচ্যতে॥

ছত্রধারণ—ভাবি দুঃখের নাশক, বলকারক, ভয় নিবারক, আবরণ কারক, এবং রৌদ্র, বায়ু, ধূলি ও জল হইতে রক্ষাকারক।

স্খলতঃ সম্প্রতিষ্ঠানং শত্রূণাঞ্চ নিসূদনম্।
অবষ্টম্ভনমায়ুষ্যং ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণম্॥

দণ্ডধারণ দ্বারা পাদস্খলন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; ইহা শত্রু নাশক, অবষ্টম্ভন, আয়ুষ্কর ও ভয় নিবারক।

নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা।
স্ব শরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষ্ববহিতো ভবেৎ॥

নগরী যেমন আপনার নগর রক্ষা করিতে ও রথী যেমন আপনার রথ রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকে, মেধাবী জন সেইরূপ আপনার শরীরের হিত সম্বন্ধে যাহা কিছু করণীয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।

ভবতি চাত্র।

বৃত্ত্যুপায়ান্নিষেবেত যে স্যুর্ধর্ম্মাবিরোধিনঃ।
শমমধ্যয়নঞ্চৈব সুখমেবং সমশ্নুতে॥

ধর্ম্মের অবিরোধী যে সকল জীবিকার উপায় আছে, তাহার অনুসরণ করিবে; শম ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে এবং এইরূপে সুখলাভে সমর্থ হইবে।

তত্র শ্লোকাঃ ।

মাত্রা দ্রব্যাণি মাত্রাঞ্চ সংশ্রিত্য গুরুলাঘবম্ ।
দ্রব্যাণাং গর্হিতোঽভ্যাসো যেষাং যেষাঞ্চ শস্যতে ॥
অঞ্জনং ধূমবর্ত্তিশ্চ ত্রিবিধা বর্ত্তিকল্পনা ।
ধূমপানগুণাঃ কালাঃ পানমানঞ্চ যস্য যৎ ॥
ব্যাপত্তিচিহ্নং ভৈষজ্যং ধূমো যেষাং বিগর্হিতঃ ।
পেয়ো যথা যন্ময়ঞ্চ নেত্রং যস্য চ যদ্বিধম্ ॥
নস্য কর্ম্মগুণা নস্তঃ কার্য্যং যচ্চ যথা যদা ।
ভক্ষয়েৎদ্দন্তপবনং যথা যদ্‌যদ্ গুণঞ্চ যৎ ।
যদর্থং যানি চাস্যেন ধার্য্যাণি কবড়গ্রহে ।
তৈলস্য যে গুণা দৃষ্টা শিরস্তৈলগুণাশ্চ যে ॥
কর্ণতৈলে তথাভ্যঙ্গে পাদাভ্যঙ্গে চ মার্জ্জনে ।
স্নানে বাসসি শুদ্ধে চ সৌগন্ধ্যে রত্নধারণে ॥
শৌচে সংহরণে লোম্নাং পাদত্রচ্ছত্রধারণে ॥
গুণা মাত্রাশিতীয়েঽস্মিন্ যথোক্তা দণ্ডধারণে ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি সংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
মাত্রাশিতীয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়োক্ত বিষয় ।

আহারের মাত্রা, দ্রব্য, গুরুও লঘু বিবেচনায় আহারমাত্রা, যে সকল দ্রব্য ভোজন গর্হিত ও যে সকল দ্রব্য প্রশস্ত ; অঞ্জন, ধূমবর্ত্তি, তিন প্রকার বর্ত্তিকল্পনা ; ধূমপানের গুণ, কাল, ও যাহার পক্ষে যেরূপ পানের পরিমাণ ; অতিরিক্ত ধূমপানের লক্ষণ, তাহার ঔষধ ; যাহাদের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ ; যে প্রকারে ধূমপান করিতে হয়, যে যে দ্রব্যে ধূমনলিকা প্রস্তুত করিতে হয়, যে ধূমপান করিবার জন্য যে প্রকার নলের প্রয়োজন ; নস্য কর্ম্মের গুণ ; নস্য কার্য্য, যে সময়ে ও যে প্রকারে নস্য গ্রহণ কর্ত্তব্য ; যে সকল দ্রব্যে দন্তধাবন করিতে হয়, এবং দন্তধাবনের গুণ ; যে জন্য মুখে যে যে দ্রব্য ধারণ করিতে হয় ; তৈল কবলের গুণ, মস্তক তৈলার্দ্র রাখার গুণ, কর্ণবিবরে তৈল দিবার গুণ ; এবং অভ্যঙ্গ, পাদাভ্যঙ্গ, গাত্রমার্জ্জন, স্নান, নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান ; গন্ধমাল্য নিষেবণ ; রত্নাভরণ ধারণ, পাদদ্বয় ও মলমার্গের শৌচ, কেশশ্মশ্রু ও নখাদির ছেদন এবং পাদুকা, ছত্রধারণ ও দণ্ড-ধারণের গুণ—এই সমুদয় বিষয় এই মাত্রাশিতীয় অধ্যায়ে বলা হইল ।

মাত্রাশিতীয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাত স্তস্যাশিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা তস্যাশিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এইকথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

তস্যাশিতাদ্যাদাহারাদ্বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে।
তস্যর্ত্তুসাত্ম্যং বিদিতং চেষ্টাহার ব্যপাশ্রয়ম্॥

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর উপযোগী চেষ্টা ও আহারাদির বিষয় যে মাত্রাশী অবগত আছেন, তাঁহার সেই আহারাদি গুণে বর্ণ ও বল প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়।

ইহ খলু সম্বৎসরং ষড়ঙ্গমৃতুবিভাগেন বিদ্যাৎ। তদাদিত্যস্যোদ্গয়নমাদানঞ্চ ত্রীনৃতূন্ শিশিরাদীন্ গ্রীষ্মান্তান্ ব্যবসেৎ। বর্ষাদীন্ পুনর্হেমান্তান্তান্ দক্ষিণায়নং বিসর্গঞ্চ॥

ঋতু অনুসারে ভাগ করিলে সম্বৎসরকে ছয় ঋতুতে ভাগ করা যায়। তন্মধ্যে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম—এই তিন ঋতু আদিত্যের উত্তরায়ণ ও আদানকাল। এবং বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত—এই তিন ঋতু দক্ষিণায়ন ও বিসর্গকাল। (আদানকালে সূর্য্য পৃথিবী হইতে রসাদি গ্রহণ করেন এবং বিসর্গকালে সূর্য্য পৃথিবীতে রসাদি বিসর্জ্জন করেন)।

বিসর্গে পুনর্বায়বো নাতিরুক্ষাঃ প্রবান্তি ইতরে পুনরাদানে। সোমশ্চাব্যাহত বলঃ শিশিরাভির্ভাভিরাপূরয়ন্ জগদাপ্যায়য়তি শশ্বদতো বিসর্গঃ সৌম্যঃ॥

বিসর্গকালে বায়ু নাতিরুক্ষভাবে প্রবাহিত হয়। আদান কালের বায়ু ইহার বিপরীত অর্থাৎ অতিরুক্ষ। বিসর্গকালে চন্দ্রমা অব্যাহতপ্রভাবে স্বীয় শীতরশ্মিদ্বারা পরিপূরিত করিয়া জগৎকে আপ্যায়িত করেন। এই জন্য বিসর্গকাল সোমগুণপ্রধান।

আদানং পুনরাগ্নেয়ম্। তাবেতাবর্কবায়ু সোমশ্চ কালস্বভাব মার্গ পরিগৃহীতাঃ। কালর্ত্তুরসদোষদেহবলনির্ব্বৃত্তিপ্রত্যয়ভূতাঃ সমুপদিশ্যন্তে॥

আদানকাল আগ্নেয়। এই আদান ও বিসর্গকালে সূর্য্য, বায়ু ও চন্দ্রমা—ইহারা কাল প্রকৃতি ও মার্গপরিগৃহীত হইয়া সম্বৎসরাদি কাল, ঋতু, রস, দোষ, ও দেহ বলের কারণীভূত হয়েন।

তত্র রবির্ভাভিরাদদানো জগতঃ স্নেহং বায়বস্তীব্র রুক্ষাশ্চোপশোষয়ন্তঃ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মেষু যথা-

ক্রমং রৌক্ষ্যমুৎপাদয়ন্তো রুক্ষান্ রসান্ তিক্তকষায়
কটুকাংশ্চাভিবর্দ্ধয়ন্তো নৃণাং দৌর্ব্বল্যমাবহন্তি ॥

আদানকালে সূর্য্যদেব স্বকীয় তেজোবলে এবং বায়ু তীব্র ও রুক্ষভাবে প্রবাহিত হইয়া জগতের রস আকর্ষণ ও শোষণ করিতে থাকে। এই জন্য শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে উত্তরোত্তর রুক্ষভাবের আধিক্য; কটু, তিক্ত ও কষায় রসের বৃদ্ধি এবং মানবগণের দেহদৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

বর্ষাশরদ্ধেমন্তেষু তু দক্ষিণাভিমুখেঽর্কে কালমার্গ
মেঘবাতবর্ষাভিহতপ্রতাপে শশিনি চাব্যাহতবলে
মাহেন্দ্রসলিলপ্রশান্তসন্তাপে জগত্যরুক্ষা রসাঃ
প্রবর্দ্ধন্তেঽম্ললবণমধুরা যথাক্রমং তত্র বলমুপচীয়ন্তে
নৃণামিতি ॥

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে সূর্য্য দক্ষিণাভিমুখী হন এবং কাল, মার্গ মেঘ, বাত ও বর্ষাবশতঃ তাঁহার তেজ অভিহত হয়। কিন্তু চন্দ্রের বল অব্যাহত থাকে এবং বর্ষাজলে তখন জগতের সমস্ত সন্তাপ দূর হয়; তখন অরুক্ষ রস সকলের অর্থাৎ অম্ল, লবণ ও মধুর রসের যথাক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং মানবগণের ক্রমশঃ বলবৃদ্ধি হয়।

ভবন্তি চাত্র।

আদাবন্তে চ দৌর্ব্বল্যং বিসর্গাদানয়োর্নৃণাম্।
মধ্যে মধ্যবলন্ত্বন্তে শ্রেষ্ঠমগ্রে চ নির্দ্দিশেৎ ॥

বিসর্গকালের প্রথমে অর্থাৎ বর্ষাকালে এবং আদানকালের অন্তে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে মনুষ্য হীনবল হইয়া থাকে; উভয়কালের মধ্যে অর্থাৎ বিসর্গ ও আদানকালের মধ্য সময়ে (শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে) মনুষ্যেরা মধ্যবল হয় এবং বিসর্গকালের অন্তে অর্থাৎ হেমন্তে ও আদানকালের প্রথমে অর্থাৎ শিশিরে মনুষ্য শ্রেষ্ঠবল সম্পন্ন হয়।

শীতে শীতানিলস্পর্শ সংরুদ্ধো বলিনাং বলী।
পক্তা ভবতি হেমন্তে মাত্রাদ্রব্যগুরুক্ষমঃ ॥

শীতকালে বাহ্য শীতলবায়ু সংস্পর্শে পাচকাগ্নি শরীরাভ্যন্তরে সংরুদ্ধ থাকায় প্রবল হইয়া থাকে। একারণ অধিকমাত্রার গুরুপাকদ্রব্য পরিপাক করিতে পারে।

স যদা নেন্ধনং যুক্তং লভতে দেহজং তদা।
রসং হিনস্ত্যতো বায়ুঃ শীতঃ শীতে প্রকুপ্যতি ॥
তস্মাত্তুষার সময়ে স্নিগ্ধাম্ললবণান্ রসান্।
ঔদকানূপ মাংসানাং মেধ্যানামুপযোজয়েৎ ॥

সেই প্রবল জঠরাগ্নি যদি উপযুক্ত ইন্ধন অর্থাৎ অন্নপানাদি না পায়, তাহা হইলে দেহস্থ রস ক্ষয় করিতে থাকে। উপযুক্ত আহারাভাবে বায়ু রুক্ষ ও শৈত্যগুণযুক্ত হইয়া প্রকুপিত হয়। এই কারণে এই তুষার কালে মেধ্য ঔদকমাংস, ও আনূপ মাংস (বরাহ ও মহিষ মাংস প্রভৃতি) ঘৃতাদি দ্বারা স্নিগ্ধ এবং অম্ল ও লবণরস সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে।

বিলেশয়ানাং মাংসানি প্রসহানাং ভৃতানি চ।
ভক্ষয়েন্মদিরাং সীধুং মধুং চানু পিবেন্নরঃ ॥

এই কালে বিলেশয় অর্থাৎ গোধা প্রভৃতি যে সকল প্রাণী ভূগর্ভে বাস করে, তাহাদের মাংস, এবং প্রসহ অর্থাৎ গো গর্দ্দভাদির মাংস, শলাকায় বিদ্ধ করিয়া সিদ্ধ করতঃ আহার করিবে। এবং আহারান্তে সীধু বা মধু ও মদিরা পান করিবে।

গোরসানিক্ষুবিকৃতীর্বসাং তৈলং নবৌদনম্ ॥
হেমন্তেঽভ্যস্যতস্তোয়মুষ্ণঞ্চায়ু র্ন হীয়তে।

শীতকালে প্রতিদিন দুগ্ধাদি গব্যরস, গুড়, নবান্ন, বসা, তৈল ও উষ্ণজল সেবন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় না।

অভ্যঙ্গোৎ সাদনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং জেন্তাকমাতপম্ ॥
ভজেদ্ ভূমিগৃহঞ্চোষ্ণমুষ্ণ গর্ভগৃহন্তথা।
শীতে সুসংবৃতং সেব্যং যানং শয়নমাসনম্ ॥
প্রাবারাজিনকৌষেয়ং প্রবেণীকুথকাস্তৃতম্।
গুরূষ্ণবাসা দিগ্ধাঙ্গো গুরুণা ঽ গুরুণা সদা ॥
শয়নে প্রমদাং পীনাং বিশালোপচিতস্তনীম্।
আলিঙ্গ্যাগুরুদিগ্ধাঙ্গীং সুপ্যাৎ সমদমন্মথাম্ ॥

শীতকালে তৈলাভ্যঙ্গ, উৎসাদন অর্থাৎ হরিদ্রাদিঘর্ষণ,মস্তকে তৈলমাখা, জেন্তাক স্বেদ, রৌদ্র সেবন, উষ্ণভূমি, উষ্ণ গর্ভগৃহ বা প্রকোষ্ঠে বাস করিতে হয়। এইকালে প্রাবার (গালিচা প্রভৃতি), অজিন (ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম), কৌষেয় (রেশমী কাপড়) প্রবেণী (গোণী) ও কুথক (চিত্রিত কম্বল) দ্বারা আবৃত সুসংবৃত যান, শয্যা ও আসন ব্যবহার করিবে। এই কালে গুরু অথচ উষ্ণবসনে শরীর আবৃত রাখিবে। আর অঙ্গে গুরু করিয়া অগুরুর লেপ দিবে। এবং শয়নকালে পীনা, পীনোন্নত-পয়োধরা, অগুরু দিগ্ধাঙ্গী, সমদমন্মথা প্রমদাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইবে।

প্রকামঞ্চ নিষেবেত মৈথুনং শিশিরাগমে।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি লঘূনি বাতলানি চ।
প্রবাতং প্রমিতাহারমুদমন্থং হিমাগমে ॥

শিশিরাগমে যথেচ্ছ মৈথুনসেবা করিতে পারা যায়। এইকালে লঘু ও বায়ুকারক অন্নপান সমূহ, পূর্ব্ববায়ু, অল্পাহার ও উদমন্থ (জলে গোলা ছাতু) সেবন করিতে নাই।

হেমন্ত-শিশিরে তুল্যৌ শিশিরেঽল্প বিশেষণম্।
রৌক্ষ্যমাদানজং শীতং মেঘমারুত বর্ষজম্ ॥

হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে আহার বিহারাদি তুল্য হইলেও কিছু বিশেষ আছে। বিশেষ এই যে, শিশিরকালে আদানকাল সুলভ রুক্ষতা অধিক হয় এবং মেঘ, বায়ু ও বর্ষাজনিত শৈত্য হেমন্তকাল অপেক্ষা কিছু অধিক হয়।

তস্মাদ্ধৈমন্তিকঃ সর্ব্বঃ শিশিরে বিধিরিষ্যতে।
নিবাতমুষ্ণন্ত্বধিকং শিশিরে গৃহমাশ্রয়েৎ ॥
কটুতিক্ত কষায়াণি বাতলানি লঘূনি চ।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি শিশিরে শীতলানি চ ॥

এই কারণ শিশির ও হেমন্ত উভয়কাল তুল্যধর্ম্মী হইলেও হৈমন্তিক বিধিসকল শিশির ঋতুতে বিশেষ প্রতিপালনীয়। শিশিরে অধিকতর নির্ব্বাতস্থান ও অধিকতর উষ্ণগৃহে বাস করা কর্ত্তব্য। এই কালে কটু, তিক্ত কষায়রস এবং বায়ুকারক লঘু ও শীতল অন্নপান পরিহার করিবে।

হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ভাভিরীরিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন্ ॥
তস্মাদ্বসন্তে কর্ম্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।
গুর্ব্বম্লস্নিগ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

হেমন্তকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালীন দিনকর কিরণে দ্রবীভূত ও পরিচালিত হইয়া কায়াগ্নির বাধা জন্মায়। এবং বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে। একারণ বসন্তকালে বমনাদি শ্লেষ্মাহর কর্ম্ম সকল করাইবে। এবং গুরু, অম্ল, স্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্যসকল এবং দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে।

ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনং ধূমং কবড়গ্রহমঞ্জনম্।
সুখাম্বুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুসুমাগমে ॥

কুসুমাগমে অর্থাৎ বসন্তকালে শ্লেষ্মপ্রকোপ নিবারণার্থে ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন (শরীরে পেষিত আমলকী ও হরিদ্রাদি মর্দ্দন), ধূমপান, কবলগ্রহণ, অঞ্জনপ্রয়োগ এবং সুখোষ্ণজলযোগে শৌচ ক্রিয়া করিবে।

চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গো যবগোধূমভোজনঃ।
শারভং শাশমৈণেয়ং মাংসং লাব-কপিঞ্জলম্ ॥

এই কালে চন্দন ও অগুরুযোগে অঙ্গচর্চ্চিত করিবে। যব এবং গোধূম ভোজন করিবে এবং শরভ (মহাশৃঙ্গ হরিণ) মৃগের মাংস, শশমাংস, হরিণমাংস, লাব ও চাতক পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিবে।

ভক্ষয়েন্নিগদং সীধুং পিবেন্মাধ্বীকমেব বা।
বসন্তেঽনুভবেৎ স্ত্রীণাং কাননানাঞ্চ যৌবনম্ ॥

বসন্তকালে অগদ বা সীধু বা কেবল মাধ্বীক মদিরা পান করিবে। এই কালে যুবতী স্ত্রী ও যৌবনান্বিত অর্থাৎ পত্রপুষ্প সুশোভিত কানন উপভোগ করিবে।

ময়ূখৈর্জ্জগতঃ সারং গ্রীষ্মে পেপীয়তে রবিঃ।
স্বাদু শীতং দ্রবং স্নিগ্ধমন্নপানং তদা হিতম্ ॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিয়া জগতের সার অর্থাৎ রসপদার্থ শোষণ করিতে থাকেন। একারণ এইকালে স্বাদু, শীতল, দ্রব ও স্নিগ্ধ অন্নপান হিতকর বলিয়া জানিবে।

শীতং সশর্করং মন্থং জাঙ্গলান্ মৃগপক্ষিণঃ।
ঘৃতং পয়ঃ সশাল্যন্নং ভজন্ গ্রীষ্মে ন সীদতি॥

গ্রীষ্মকালে শর্করা ও শীতল জলযুক্ত মন্থ (জলে গোলা ছাতু), জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস, ঘৃতদুগ্ধ এবং শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে অবসন্ন হইতে হয় না।

মদ্যমল্পং ন বা পেয়মথবা সুবহূদকম্।
লবণাম্ল কটূষ্ণাণি ব্যায়ামঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥

এইকালে মদ্য অপেয়। অথবা যদি পান করিতে হয়, তবে অল্প পরিমাণে পান করিবে এবং তাহাতে অধিক জল মিশাইয়া পান করিবে। গ্রীষ্মকালে লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সকল এবং ব্যায়াম বর্জ্জন করিবে।

দিবা শীতগৃহে নিদ্রাং নিশি চন্দ্রাংশু শীতলম্।
ভজেচ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ প্রবাতে হর্ম্যমস্তকে॥
ব্যজনৈঃ পাণিসংস্পর্শৈশ্চন্দনোদকশীতলৈঃ।
সেব্যমানো ভজেদাস্যাং মুক্তামণি বিভূষিতঃ॥
কাননানিচ শীতানি জলানি কুসুমানি চ।
গ্রীষ্মকালে নিষেবেত মৈথুনাদ্বিরতো নরঃ॥

এইকালে দিবাভাগে শীতল গৃহে এবং রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণসুশীতল অট্টালিকা শিখরে প্রবাতস্থানে চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইবে। সুশীতল চন্দনজলসিক্ত পানি দ্বারা দাস দাসীগণ গায়ে হাতবুলাইতে থাকিবে এবং চন্দনোদক শীতল করসংযোগ সঞ্চালিত ব্যজন সমূহে সেব্যমান হইয়া মণিমুক্তাবিভূষিত কলেবরে অবস্থিতি করিবে। গ্রীষ্মকালে সুশীতল কানন, সুশীতল জল ও কুসুম সেবন করিবে এবং মৈথুন হইতে বিরত থাকিবে।

আদানদুর্ব্বলে দেহে পক্তা ভবতি দুর্ব্বলঃ।
স বর্ষাস্বনিলাদীনাং দূষণৈর্ব্বাধ্যতে পুনঃ॥
ভূবাষ্পান্মেঘনিস্যন্দাৎ পাকাদম্লাজ্জলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নিবলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি [illegible]ঃ॥
তস্মাৎ সাধারণঃ সর্ব্বো বিধির্ব্বর্ষাসু চেষ্যতে।
উদমন্থং দিবাস্বপ্নমবশ্যায়ং নদীজলম্॥
ব্যায়ামমাতপঞ্চৈব ব্যবায়ঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ।
পানভোজন সংস্কারান্ প্রায়ঃক্ষৌদ্রান্বিতান্ ভজেৎ॥

আদান কালের কঠোরতা বশতঃ দেহদুর্ব্বল হওয়াতে সুতরাং জঠরাগ্নি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই দুর্ব্বল জঠরাগ্নি, বর্ষাকালের কুপিত বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। বর্ষাকালে ভূমি হইতে বাষ্প উত্থিত থাকে; মেঘ হইতে বারিধারা বর্ষণ হইতে থাকে,

এবং জল অম্ল পাক হয়। তাহার উপর আবার অগ্নিবল ক্ষীণ হওয়াতে ত্রিদোষেরই প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই কারণ বর্ষাকালে স্বাস্থ্যরক্ষার সমুদয় সাধারণ নিয়মই সেব্য। বর্ষাকালে উদমন্থ (জলে গোলা ছাতু) দিবা নিদ্রা, শিশির, নদীর জল, ব্যায়াম, সূর্য্যাতপ, ও মৈথুন পরিহার করিবেক। এবং পান ভোজন ও অন্যান্য সংস্কার সকল (ঘৃতাদি দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য সকল) মধুসহ সেবন করিবে।

ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং বাতবর্ষাকুলেঽহনি।
বিশেষ শীতে ভোক্তব্যং বর্ষাস্বনিলশান্তয়ে॥

বর্ষাকালে বায়ু ও বর্ষাকর্ত্তৃক দিবস আকুল হইলে, বিশেষতঃ বর্ষাজনিত শীতের দিনে বর্ষাকালের বায়ুপ্রকোপ উপশম করিবার জন্য প্রচুর অম্ল, লবণ ও স্নেহরসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে।

অগ্নিং সংরক্ষণবতা যবগোধূম শালয়ঃ।
পুরাণা জাঙ্গলৈর্মাংসৈ র্ভোজ্যা যূষৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ॥
পিবেৎ ক্ষৌদ্রান্বিতঞ্চাল্পং মাধ্বীকারিষ্টমম্বু বা।
মাহেন্দ্রং তপ্তশীতম্বা কৌপং সারসমেব বা॥
প্রঘর্ষোদ্বর্ত্তনস্নানগন্ধমাল্যপরো ভবেৎ।
লঘুশুদ্ধাম্বরঃ স্থানং ভজেদক্লেদি বার্ষিকম্॥

এই কালে অগ্নি সংরক্ষণ করিতে হইলে ঘৃত ও মসলাদি-সংস্কৃত আয়ুকর জাঙ্গলমাংসের যূষ, এবং পুরাতন যব, গোধূম ও শালি তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। এইকালে মধুসংযুক্ত ভোজ্য, অল্প অল্প মাধ্বীক ও অরিষ্টপান করিবে। বৃষ্টির জল বা কূপের জল বা সরোবরের জল কিম্বা তপ্ত শীতল জল পান করিবে। গাত্র মার্জ্জন, উদ্বর্ত্তন, স্নান ও গন্ধমাল্য ব্যবহার করিবে। লঘু ও শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে এবং কর্দ্দমাক্ত বা আর্দ্র স্থানে বাস করিবে না।

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানামাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরদি কুপ্যতি॥

বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হয়। বর্ষাকালের শীতোচিত দেহ শরদাগমে সহসাই সূর্য্যরশ্মিদ্বারা সন্তপ্ত হওয়াতে শরৎকালে প্রায়ই পিত্তপ্রকোপ হয়।

তত্রান্নপানং মধুরং লঘু শীতং সতিক্তকম্।
পিত্তপ্রশমনং সেব্যং মাত্রয়া সুপ্রকাঙ্ক্ষিতৈঃ॥
লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্ উরভ্রান্ শরভান্ শশান্।
শালীন্ সযবগোধূমান্ সেব্যানাহুর্ঘনাত্যয়ে॥
তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
ধারাধরাত্যয়ে কার্য্যমাতপস্য চ বর্জ্জনম্॥
বসাং তৈল-মবশ্যায়মৌদকানূপমামিষম্।
ক্ষীরং দধি দিবাস্বপ্নং প্রাগ্বাতঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥

এই কারণ শরৎকালে, মধুর, লঘু, শীতল, তিক্ত, ও পিত্তপ্রশমনকারী অন্নপানাদি, যথা মাত্রায় ক্ষুধাকালে সেবন করা কর্ত্তব্য। এইকালে লাব, কপিঞ্জল, হরিণ, মেষ, শরভ, ও শশকের মাংস এবং শালি, যব, ও গোধূম সেবনীয়। শরৎকালে তিক্তঘৃতপান, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ ও আতপ বর্জ্জনীয়। এইকালে বসা, তৈল, হিম, ঔদক ও আনূপমাংস, ক্ষীর, দধি, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্ববায়ু বর্জ্জন করিবে।

দিবাসূর্য্যাংশুসন্তপ্তং নিশি চন্দ্রাংশুশীতলম্।
কালেন পক্কং নির্দ্দোষমগস্ত্যেনাবিষীকৃতম্॥
হংসোদকমিতিখ্যাতং শারদং বিমলং শুচি।
স্নানপানাবগাহেষু শস্যতে তদ্ যথাঽমৃতম্॥

দিবাভাগে সূর্য্যাংশু সন্তপ্ত ও রাত্রিকালে চন্দ্রাংশুশীতল হওয়াতে, শরৎকালের জল, অগ্নি বিনা কালপ্রভাবে স্বয়ংই পক্ক হয় এবং অগস্ত্য কর্ত্তৃক ইহার বিষদোষ নষ্ট হয়। শরৎকালের জল অত্যন্ত নির্ম্মল ও শুচি। ইহাকে হংসোদক বলে। (হংস শব্দে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কে বুঝায়; চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা শোধিতজলকে হংসোদক বলে।) স্নান, পান ও অবগাহনে হংসোদক অমৃতের ন্যায় উপকারী।

শারদানি চ মাল্যানি বাসাংসি বিমলানিচ।
শরৎকালে প্রশস্যন্তে প্রদোষে চেন্দুরশ্ময়॥

শরৎকালে শারদীয় পুষ্পের মাল্যধারণ; নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকিরণ সেবন করা হিতকর।

ইত্যুক্তমৃতুসাত্ম্যং যচ্চেষ্টাহার ব্যপাশ্রয়ম্।
উপশেতে যদৌচিত্যাদোকসাত্ম্যং তদুচ্যতে॥
দোষাণামাময়ানাঞ্চ বিপরীতগুণং গুণৈঃ।
সাত্ম্যমিচ্ছন্তি সাত্ম্যজ্ঞাশ্চেষ্টিতং চাদ্যমেব চ॥

এইরূপে যে ঋতুতে যেরূপ চেষ্টা ও আহার করা উচিত, তাহা বলা হইল। ইহাকে ঋতুসাত্ম্য আহার বিহার বলে। আর যেরূপ আহার বিহার কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি অনুসারে অভ্যাস বশতঃ সুখজনক হয়, সেইরূপ আহার বিহারকে ওকসাত্ম্য বলে। দোষ ও রোগের বিপরীত গুণবিশিষ্ট আহার বিহারকে সাত্ম্যজ্ঞেরা সাত্ম্য বলিয়া থাকেন। এবং ওক-সাত্ম্যকে ও সাত্ম্য বলা যায়।

তত্র শ্লোকঃ। ঋতাবৃতৌ নৃভিঃ সেব্যমসেব্যং যচ্চ কিঞ্চন।
তস্যাশিতীয়ে নির্দ্দিষ্টং হেতুমৎ সাত্ম্যমেব চ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোক স্থানে
তস্যাশিতীয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

এই তস্যাশিতীয় অধ্যায়ে যে ঋতুতে যাহা সেব্য বা অসেব্য, তাহা হেতুর সহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সাত্ম্যের বিষয়ও বলা হইয়াছে।

ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে তস্যাশিতীয় নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ন বেগান্ ধারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা "ন বেগান্ ধারণীয়" অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

ন বেগান্ ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্রপুরীষয়োঃ।
ন রেতসো ন বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষবথোর্ন চ॥
নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ॥
এতান্ ধারয়তো জাতান্ বেগান্ রোগা ভবন্তি যে।
পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার্থং তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মল, মূত্র, শুক্র, অধোবায়ু, বমি, ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, জৃম্ভা, ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু, নিদ্রা, কিম্বা শ্রমজনিত নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিবেন না। এই সকল বেগ ধারণ করিলে যে যে রোগের উৎপত্তি হয়, সেই সকল রোগের বিষয় চিকিৎসার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

বস্তি মেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে॥

মূত্রের বেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, বিনাম (ব্যথা নিবন্ধন দেহ নুইয়া পড়া) এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অর্থাৎ কুঁচকিতে বেদনা এবং আনাহ হয়।

স্বেদাবগাহনাভ্যঙ্গান্ সর্পিষশ্চাবপীড়কম্।
মূত্রে প্রতিহতে কুর্য্যাৎ ত্রিবিধং বস্তিকর্ম্ম চ॥

মূত্রবেগ ধারণজনিত রোগে স্বেদ, অবগাহন, অভ্যঙ্গ, ঘৃতের অবপীড় (নস্যবিশেষ) এবং ত্রিবিধ বস্তিকর্ম্ম (অনুবাসন, নিরূহণ ও উত্তরবস্তি) প্রশস্ত।

পক্বাশয়শিরঃশূলং বাতবর্চ্চোনিরোধনম্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনাধ্মানং পুরীষে স্যাদ্বিধারিতে॥

পুরীষবেগ ধারণ করিলে পক্বাশয়ে ও মস্তকে বেদনা, অধোবায়ু ও বিষ্ঠার নিরোধ, পায়ের ডিমে বেদনা এবং উদরাধ্মান উপস্থিত হয়।

স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ বর্ত্তয়ো বস্তিকর্ম্ম চ।
হিতং প্রতিহতে বর্চ্চস্যন্নপানং প্রমাথি চ॥

মলবেগ ধারণজনিত রোগে স্বেদক্রিয়া, তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, গুহ্যে বর্ত্তিপ্রয়োগ, বস্তিকর্ম্ম এবং বায়ুর অনুলোমকারী অন্নপানাদি হিতকর।

মেঢ্রে বৃষণয়োঃ শূলমঙ্গমর্দ্দো হৃদিব্যথা।
ভবেৎ প্রতিহতে শুক্রে বিবদ্ধং মূত্রমেব চ॥

শুক্রবেগ ধারণ করিলে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষদ্বয়ে তীব্র বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে ব্যথা এবং মূত্রের বিবদ্ধতা জন্মে।

তত্রাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ মদিরা চরণায়ুধঃ।
শালিঃ পয়োনিরূহাশ্চ শস্তং মৈথুনমেব চ॥

শুক্রবেগ ধারণ জনিত রোগে তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদিরাপান, কুক্কুটমাংস ও শালিতণ্ডুলের অন্নসেবন, দুগ্ধ, নিরূহ এবং মৈথুন হিতকর।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গাধ্মানং ক্লমোরুজাঃ।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাতনিগ্রহাৎ॥

অধোবায়ুর বেগ ধারণ করিলে বাত, মূত্র ও পুরীষের অপ্রবর্ত্তন, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, উদরে বেদনা এবং অন্যান্য বাতজনিত রোগ জন্মে।

স্নেহস্বেদ বিধিস্তত্র বর্ত্তয়ো ভোজনানি চ।
পানানি বস্তয়শ্চৈব শস্তং বাতানুলোমনম্॥

অধোবায়ুর বেগরোধ জনিত রোগে স্নেহ, স্বেদ, বর্ত্তি, বস্তি এবং বাতানুলোমন অন্নপান প্রশস্ত।

কণ্ডূকোঠারুচি ব্যঙ্গশোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ।
কুষ্ঠহৃল্লাসবীসর্পাশ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ॥

বমনবেগ নিগ্রহ করিলে কণ্ডূ, কোঠ, অরুচি, ব্যঙ্গ (ছুলি), শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, এবং বীসর্পরোগ জন্মিয়া থাকে।

ভুক্ত্বা প্রচ্ছর্দ্দনং ধূমো লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্।
রুক্ষান্নপানং ব্যায়ামো বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥

বমনবেগ ধারণ জনিত রোগে ভোজনানন্তর বমন করিবে, ধূমপান, উপবাস ও রক্তমোক্ষণ করিবে এবং রুক্ষান্নপান, ব্যায়াম ও বিরেচন করিবে।

মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যাদ্বিধারণাৎ॥

ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি নিগ্রহে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) এবং ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

তত্রোর্দ্ধজত্রুকেঽভ্যঙ্গঃ স্বেদো ধূমঃ সনাবনঃ।
হিতং বাতঘ্নমাদ্যঞ্চ ঘৃতঞ্চোত্তরভক্তিকং॥

হাঁচিনিগ্রহ জনিত রোগে ঊর্দ্ধজত্রু প্রদেশে অভ্যঙ্গ, স্বেদ, ধূমপান, নস্য, বাতঘ্ন আহার ও আহারান্তে ঘৃতপান প্রশস্ত।

হিক্কাকাসোঽরুচিঃকম্পো বিবন্ধো হৃদয়োরসোঃ।
উদ্গারনিগ্রহাত্তত্র [illegible]ষধম্॥

উদ্গার বেগ ধারণ করিলে হিক্কা, কাস, অরুচি, কম্প এবং হৃদয় ও বক্ষঃস্থলের বিবদ্ধতা জন্মিয়া থাকে। উদ্গার রোধজনিত রোগে হিক্কারোগের চিকিৎসা করিবে।

বিনামাক্ষেপসঙ্কোচাঃ সুপ্তিঃ কম্পঃ প্রবেপনং।
জৃম্ভায়া নিগ্রহাত্তত্র সর্ব্বং বাতঘ্নমৌষধং॥

জৃম্ভা (হাইতোলা) নিগ্রহে বিনাম, আক্ষেপ (মুহুর্মুহু হস্তপদাদির বিক্ষেপ), সঙ্কোচ (পর্ব্বসকলের আকুঞ্চন), সুপ্তি (অঙ্গের অসাড়তা), কম্প এবং বেপন (বিনা শীতেও হস্তপদাদির কম্পন) হইয়া থাকে। জৃম্ভানিগ্রহ জনিত রোগে বায়ুনাশক ঔষধ সকল ব্যবস্থেয়।

কার্শ্যদৌর্ব্বল্যবৈবর্ণ্যমঙ্গমর্দ্দোঽরুচিভ্রমঃ।
ক্ষুদ্বেগনিগ্রহাত্তত্র স্নিগ্ধোষ্ণং লঘুভোজনম্॥

ক্ষুধাবেগ ধারণ করিলে কৃশতা, দুর্ব্বলতা, বিবর্ণতা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি ও ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) জন্মিয়া থাকে। ক্ষুধা নিগ্রহ জনিত রোগে স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও লঘুভোজন হিতকর।

কণ্ঠাস্যশোষো বাধির্য্যং শ্রমঃ শ্বাসো হৃদি ব্যথা।
পিপাসানিগ্রহাত্তত্র শীতং তর্পণমিষ্যতে॥

পিপাসা নিগ্রহে কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বধিরতা, শ্রমবোধ, শ্বাস ও হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়া থাকে। পিপাসা নিগ্রহ জনিত রোগে (মন্থ, যবাগু প্রভৃতি) শীতল তর্পণ বিধেয়।

প্রতিশ্যায়োঽক্ষিরোগশ্চ হৃদ্রোগশ্চারুচিভ্রমঃ।
বাষ্পনিগ্রহণাত্তত্র স্বপ্নো মদ্যং প্রিয়াঃকথাঃ॥

শোকাদিজনিত অশ্রুবেগ নিগ্রহে প্রতিশ্যায় (মুখ ও নাসা দিয়া জলস্রাব), অক্ষিরোগ, হৃদ্‌রোগ, অরুচি ও গাত্রঘূর্ণন জন্মিয়া থাকে। এরূপ স্থলে নিদ্রা, মদ্যপান ও প্রিয়কথা হিতকর।

জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দস্তন্দ্রা চ শিরোরোগাক্ষিগৌরবম্।
নিদ্রাবিধারণাত্তত্র স্বপ্নঃ সংবাহনানি চ॥

নিদ্রার বেগ ধারণে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, তন্দ্রা, শিরোরোগ, এবং চক্ষুর গুরুতা জন্মে। ইহাতে নিদ্রা এবং সংবাহনই (গা হাত পা টেপান) হিতকর।

গুল্মহৃদ্রোগসম্মোহাঃ শ্রমনিশ্বাসধারণাৎ।
জায়ন্তে তত্র বিশ্রামো বাতঘ্নাশ্চ ক্রিয়া হিতাঃ॥

শ্রমজনিত নিশ্বাসের বেগ ধারণে গুল্ম, হৃদ্‌রোগ ও মোহ জন্মে। এরূপ স্থলে বিশ্রাম ও বায়ুনাশক ক্রিয়া সকল বিহিত।

বেগনিগ্রহজা রোগা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ইচ্ছংস্তেষামনুৎপত্তিং বেগানেতান্ ন ধারয়েৎ॥

বেগ ধারণ জনিত যে সকল রোগের বিষয় বলা হইল, সে সকল রোগ যাহাতে না হয় এরূপ যিনি ইচ্ছা করেন, ঐ সকল বেগ ধারণ না করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

ইমাংস্তু ধারয়েদ্বেগান্ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ।

যিনি ইহকাল ও পরকালহিতৈষী, তিনি নিম্নলিখিত বেগ সকল ধারণ করিবেন।

সাহসানামশস্তানাং মনোবাক্কায়কর্ম্মণাং॥

মানসিক, বাচিক ও কায়িক কার্য্যে অনিষ্টকর সাহস সকলের বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য।

লোভশোকভয়ক্রোধমানবেগান্ বিধারয়েৎ।

নৈর্লজ্জের্ষ্যাতিরাগাণামভিধ্যায়াংশ্চ বুদ্ধিমান্॥

লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ, মান, নির্লজ্জতা, ঈর্ষা, অত্যাসক্তি ও পরধন বিষয়ক স্পৃহা—এই সকল (মানসিক সাহসের বেগ) সম্যক্ প্রকারে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

পরুষস্যাতিমাত্রস্য সূচকস্যানৃতস্য চ।

বাক্যস্যাকালযুক্তস্য ধারয়েদ্বেগমুত্থিতম্॥

কর্কশ বাক্য, অতিমাত্র বাক্য, পরনিন্দা, মিথ্যা ও অকালযুক্ত বাক্য—এই সকল (বাচিক সাহসের বেগ) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উত্থিত হইবা মাত্র ধারণ করিবেন।

দেহপ্রবৃত্তির্যা কাচিৎ বর্ত্ততে পরপীড়য়া।

স্ত্রীভোগস্তেয়হিংসাদ্যা তস্য বেগান্ বিধারয়েৎ॥

পর পীড়নার্থ যে কোন দেহ-প্রবৃত্তি, স্ত্রীসম্ভোগ, চৌর্য্য ও হিংসাদি কায়িক বেগ সকল ধারণ করিবে।

পুণ্যশব্দো বিপাপত্বান্মনোবাক্কায়কর্ম্মণাং।

ধর্ম্মার্থকামান্ পুরুষঃ সুখী ভুঙ্‌ক্তে চিনোতি চ॥

যিনি মানসিক, বাচিক ও কায়িক কর্ম্ম সম্বন্ধে নিষ্পাপ থাকেন, তিনি জগতে "পুণ্যশ্লোক" শব্দে অভিহিত হয়েন। তিনিই ধর্ম্মাদি সঞ্চয় করেন এবং সুখে ধর্ম্মার্থকাম উপভোগ করেন।

শরীরচেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।

দেহব্যায়ামসংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ॥

দেহকে দৃঢ় করিবার জন্য এবং দেহের বলবৃদ্ধির জন্য যে শারীর চেষ্টা, তাহাকে ব্যায়াম বলে। পরিমিত ভাবে ব্যায়াম সেবা কর্ত্তব্য।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।

দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥

ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মপটুতা, স্থৈর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, বাতাদি দোষ সকলের ক্ষয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয়স্তৃষ্ণা রক্তপিত্তং প্রতামকঃ।

অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দিশ্চ জায়তে॥

ব্যায়াম অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্রম, ক্লান্তি, ধাতুক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, প্রতামক নামক শ্বাসরোগ, কাস, জ্বর ও বমি জন্মিয়া থাকে।

ব্যায়ামহাস্যভাষ্যাধ্বগ্রাম্যধর্ম্মপ্রজাগরান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রয়া॥
এতানেবম্বিধাংশ্চান্যান্ যোঽতিমাত্রং নিষেবতে।
গজঃসিংহমিবাকর্ষন্ সহসা স বিনশ্যতি॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আবশ্যক হইলে ও অতিমাত্র ব্যায়াম, হাস্য, ভাষণ, পথ পর্য্যটন, গ্রাম্যধর্ম্ম (স্ত্রীসংসর্গ), এবং রাত্রিজাগরণ করিবেন না। যিনি এই সকল এবং এবম্বিধ অপরাপর বিষয় অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করেন, গজ যেমন সিংহকে আক্রমণ করিলে সহসা বিনষ্ট হয়, তিনি ও তদ্রূপ সহসা বিনাশপ্রাপ্ত হন।

উচিতাদহিতাদ্ধীমান্ ক্রমশো বিরমেন্নরঃ।
হিতং ক্রমেণ সেবেত ক্রমশ্চাত্রোপদিশ্যতে॥

ধীমান্ ব্যক্তি অহিতবিষয় অভ্যস্ত হইলে ও ক্রমশঃ তাহা হইতে বিরত হইবেন, এবং হিতকর বিষয় সকল ক্রমশঃ অভ্যাস করিবেন। এস্থলে ক্রম কি, তাহা বলা যাইতেছে।

প্রক্ষেপাপচয়ে তাভ্যাং ক্রমঃপাদাংশিকো ভবেৎ।
একান্তরং ততশ্চোর্দ্ধং দ্ব্যন্তরং ত্র্যন্তরং তথা॥
ক্রমেণাপচিতা দোষাঃ ক্রমেণোপচিতা গুণাঃ।
সন্তো যান্ত্যপুনর্ভাবমপ্রকম্প্যা ভবন্তি চ॥

অহিত বিষয় ত্যাগ ও হিতকর বিষয় অভ্যাসের ক্রম পাদাংশিক অর্থাৎ অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত দ্রব্য একেবারে ত্যাগ বা গ্রহণ না করিয়া চতুর্থভাগ ক্রমে ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে। আর একদিন অন্তর বা দুই দিন অন্তর বা তিনদিন অন্তর অথবা তাহার ও ঊর্দ্ধ অর্থাৎ চারি পাঁচ দিন অন্তর এক দিন করিয়া ক্রমশঃ ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে। এইরূপ ক্রমানুসারে এবং এইরূপ এক, দুই, বা, তিনদিন ব্যবধানে হিতকর বিষয় অভ্যাস ও অহিতকর বিষয় ত্যাগে দোষের অপচয় ও গুণের উপচয় হইতে থাকে, দোষের আর পুনরুদ্ভব হয় না এবং গুণের ও স্থায়িত্ব জন্মে।

সমপিত্তানিলকফাঃ কেচিদ্গর্ভাদি মানবাঃ।
দৃশ্যন্তে বাতলাঃ কেচিৎ পিত্তলাঃ শ্লেষ্মলাস্তথা॥

গর্ভাবস্থা হইতেই কোন কোন লোকের বায়ু পিত্ত ও কফ সাম্যাবস্থায় থাকে, কেহ কেহবা জন্মাবধিই বাতল বা বায়ুপ্রধান প্রকৃতি পিত্তল বা পিত্তপ্রধান প্রকৃতি, অথবা কেহবা জন্মাবধি শ্লেষ্মল বা কফপ্রধান প্রকৃতি। যাহাদের বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা থাকে, তাহারা প্রায়ই নীরোগ হয় এবং যাহাদের বাতাদির আধিক্য থাকে, তাহারা প্রায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

তেষামনাতুরাঃ পূর্ব্বে বাতলাদ্যাঃ সদাতুরাঃ।
দোষানুশায়িতা হ্যেষাং দেহপ্রকৃতিরুচ্যতে॥
বিপরীতগুণস্তেষাং স্বস্থবৃত্তের্বিধির্হিতঃ।
সমসর্ব্বরসং সাত্ম্যং সমধাতোঃ প্রশস্যতে॥

জন্মকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত লোকের বাতাদি দোষের যে অনুবৃত্তি, তাহাকেই দেহ প্রকৃতি বলে। বাতাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহার প্রকৃতি যে দোষপ্রধান, তিনি সেই দোষের বিপরীত গুণযুক্ত আহার বিহারাদি করিলেই সুস্থ থাকিতে পারেন। সমধাতু ব্যক্তির পক্ষে (যে ব্যক্তিতে বাতাদি ত্রিদোষেরই সমতা থাকে) সকল রসই সাত্ম্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। সমধাতুই প্রশস্ত।

দ্বে অধঃ সপ্তশিরসি খানি স্বেদমুখানিচ।
মলায়নানি বাধ্যন্তে দুষ্টৈর্মাত্রাধিকৈর্ম্মলৈঃ॥
মলবৃদ্ধিং গুরুত্বেন লাঘবান্মলসংক্ষয়ম্।
মলায়নানাং বুধ্যেত সঙ্গোৎসর্গাদতীব চ॥

শরীরের অধোদেশে দুইটী দ্বার, (লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার)। মস্তকে সাতটী দ্বার (দুটী চক্ষু, দুটীকর্ণ, দুটী নাসিকা ও একটী মুখ) এবং তদ্ভিন্ন যে বহুস্বেদনির্গমন দ্বার আছে, তাহাদিগকে মলায়ন বা মলমার্গ বলে। ঐ সকল মলদ্বার মলদুষ্টি বা মলের মাত্রাধিক্য দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে। মলমার্গের গুরুত্ব দ্বারা মলবৃদ্ধি এবং লঘুত্ব দ্বারা মলের ক্ষয় জানিবে। আর মলবদ্ধতা ও মলস্রাব দ্বারা ও যথাক্রমে গুরুতা ও লঘুতা জানিতে পারা যায়।

তান্ দোষলিঙ্গৈরাদিশ্য ব্যাধীন্ সাধ্যানুপাচরেৎ।
ব্যাধিহেতুপ্রতিদ্বন্দ্বৈর্ম্মাত্রাকালৌ বিচারয়ন্॥

দোষ ও লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়া সাধ্যভাবাপন্ন ব্যাধিসকলকে ব্যাধি বিপরীত অথবা হেতু ও ব্যাধি উভয় বিপরীত ঔষধাদি দ্বারা এবং মাত্রা ও কাল বিচার করিয়া চিকিৎসা করিবেক।

বিষমস্বস্থ বৃত্তানামেতে রোগাস্তথাপরে।
জায়ন্তেঽনাতুরস্তস্মাৎ স্বস্থবৃত্তপরো ভবেৎ॥

স্বাস্থ্যপ্রদ আহার বিহারাদি বিষমভাবে আচরিত হইলে এই সকল এবং অপরাপর রোগ জন্মে। একারণ অনাতুর পুরুষের স্বস্থবৃত্তিপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

মাধবপ্রথমে মাসি নভস্য প্রথমে পুনঃ।
সহস্য প্রথমে চৈব হারয়েদ্দোষসঞ্চয়ম্॥
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরাণামূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
বস্তিকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাত্ততঃ কর্ম্ম চ বুদ্ধিমান্॥
যথাক্রমং যথাযোগমত ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।
রসায়নানি সিদ্ধানি বৃষ্যযোগাংশ্চ কালবিৎ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একবার চৈত্রমাসে, একবার শ্রাবণমাসে, এবং একবার অগ্রহায়ণ মাসে অর্থাৎ তিনমাস অন্তর শারীরিক ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের সঞ্চিত মল সকল অগ্রে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, তৎপরে স্বেদ দ্বারা শরীরকে স্বিন্ন করিয়া বমন ও বিরেচন দ্বারা অপসারণ করিবেন। তদনন্তর বস্তিকর্ম্ম ও নস্যক্রিয়া করিবে। অনন্তর কালজ্ঞ বৈদ্য যথাক্রম ও যথাযোগ দৃষ্টফল রসায়ন ও বৃষ্যযোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

রোগাস্তথা ন জায়ন্তে প্রকৃতিস্থেষু ধাতুষু।
ধাতবশ্চাভিবর্দ্ধন্তে জরাচান্তমুপৈতি চ ॥

এই সকল উপায় প্রয়োগ করিলে শারীরিক ধাতু সকল প্রকৃতিস্থ হওয়ায় রোগ সকল জন্মাইতে পারে না, ধাতু সকল বর্দ্ধিত হয় এবং জরা বিনষ্ট হয়।

বিধিরেষ বিকারাণামনুৎপত্তৌ নিদর্শিতঃ।
নিজানামিতরেষান্তু পৃথগেবোপদিশ্যতে ॥

নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ রোগ সকল যাহাতে উৎপন্ন না হইতে পারে, তৎপক্ষে উপরোক্ত বিধি সকল নির্দ্দিষ্ট হইল। এক্ষণে আগন্তুক রোগসম্বন্ধে পৃথক্ উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

যে ভূতবিষবায়্বগ্নি সংপ্রহারাদিসম্ভবাঃ।
নৃণামাগন্তবো রোগাঃ প্রজ্ঞা তেষ্বপরাধ্যতি ॥
ঈর্ষ্যাশোকভয়ক্রোধমানদ্বেষাদয়শ্চ যে।
মনোবিকারাস্তেঽপ্যুক্তাঃ সর্ব্বে প্রজ্ঞাপরাধজাঃ ॥

মানবগণের যে সকল রোগ ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও অভিঘাতাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আগন্তরোগ কহে। প্রজ্ঞাপরাধেই ঐ সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। ঈর্ষ্যা, শোক, ভয় ক্রোধ, অভিমান এবং দ্বেষাদি যে সকল মনোবিকার আছে, তাহারাও প্রজ্ঞাপরাধজনিত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ।
দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্বৃত্তস্যানুবর্ত্তনং ॥
আগন্তূনামনুৎপত্তাবেষ মার্গো নিদর্শিতঃ।
প্রাজ্ঞঃ প্রাগেব তৎ কুর্য্যাদ্ধিতং বিদ্যাত্তদাত্মনঃ ॥

প্রজ্ঞাপরাধত্যাগ, ইন্দ্রিয়োপশম, স্মৃতি (বেদস্মরণ), দেশকালের জ্ঞান, ও আত্মজ্ঞান এবং সদাচারের অনুষ্ঠান—এই গুলি আগন্তুরোগের অনুৎপত্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাজ্ঞব্যক্তি রোগোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল উপায়ের অনুসরণ করিবেন। তাহা হইলেই আত্মার হিত হইবে।

আপ্তোপদেশঃ প্রজ্ঞানাং প্রতিপত্তিশ্চ কারণম্।
বিকারাণামনুৎপত্তাবুৎপন্নানাঞ্চ শান্তয়ে ॥

রোগ সকলের অনুৎপত্তি এবং উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তির পক্ষে আপ্তদিগের উপদেশ এবং প্রজ্ঞার অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত—এই দুইটীই কারণ।

পাপবৃত্তবচঃ সত্ত্বাঃ সূচকাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
মর্ম্মোপহাসিনো লুব্ধাঃ পরবৃদ্ধিদ্বিষঃ শঠাঃ ॥
পরাপবাদরতয়ঃ পরনারীপ্রবেশিনঃ।
নিষ্পাত্যক্তধর্ম্মাণঃ পরিবর্জ্জ্যা নরাধমাঃ ॥

যাহাদিগের আচরণ, বাক্য ও মন পাপময়, যাহারা খল, কলহপ্রিয়, মর্ম্মোপহাসী (যাহাদের উপহাসে মর্ম্মে আঘাত লাগে), লুব্ধ, পরশ্রীকাতর, শঠ, পরাপবাদরত, পরনারী-গামী, নির্দ্দয় ও ত্যক্তধর্ম্মা—সেই নরাধমদিগের সহবাস করিবে না।

বুদ্ধিবিদ্যাবয়ঃশীলধৈর্য্যস্মৃতি সমাধিভিঃ।
বৃদ্ধোপসেবিনো বৃদ্ধাঃ স্বভাবজ্ঞা গতব্যথাঃ ॥
সুমুখাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রশান্তাঃ শংসিতব্রতাঃ
সেব্যাঃ সন্মার্গবক্তারঃ পুণ্যশ্রবণদর্শনাঃ ॥

যাঁহারা বুদ্ধি, বিদ্যা, বয়স, শীল ও সমাধিসম্পন্ন; যাঁহারা বৃদ্ধোপসেবী, বৃদ্ধ, স্বভাবজ্ঞ ও শোকাদিরহিত, যাঁহারা সর্ব্বভূতে প্রসন্নবদন, প্রশান্ত, শংসিতব্রত, সৎপথের উপদেষ্টা, এবং যাঁহারা পুণ্যশ্রবণ ও পুণ্যদর্শন—এইরূপ মহাত্মাগণের সহবাস করিবে।

আহারাচারচেষ্টাসু সুখার্থী প্রেত্য চেহ চ।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্বুদ্ধিমান্ হিতসেবনে ॥

যিনি ইহ ও পর উভয়কালেই সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, হিতকর আহার, আচার ও চেষ্টা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন চাপ্যঘৃতশর্করম্।
নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্ব্বিনা ॥

রাত্রিকালে দধিভোজন করিবে না। ঘৃত, শর্করা, মুদ্গযূষ ও মধু বা আমলকীর রস—ইহাদের কোন একটীর সহিত সংযোগ না করিয়া অন্য সময়েও দধি ভোজন করিবে না। অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা উষ্ণ করিয়া ও দধি খাইবেনা।

অলক্ষ্মীদোষযুক্তত্বান্নক্তন্তু দধিবর্জ্জিতম্।
শ্লেষ্মলং স্যাৎ সসর্পিষ্কং দধি মারুতসূদনম্ ॥
ন চ সন্ধুক্ষয়েৎ পিত্তমাহারঞ্চ বিপাচয়েৎ।
শর্করাসংযুতং দদ্যাত্তৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ॥
মুদ্গসূপেন সংযুক্তং দদ্যাদ্রক্তানিলাপহম্।
সুরসঞ্চাল্পদোষঞ্চ ক্ষৌদ্রযুক্তং ভবেদ্দধি ॥
উষ্ণং [illegible]দোষান্ ধাত্রীযুক্তন্তু নির্হরেৎ।
জ্বরাসৃক্‌পিত্তবীসর্পকুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ভ্রমান্।
প্রাপ্নুয়াৎ কামলাঞ্চোগ্রাং বিধিং হিত্বা দধিপ্রিয়ঃ ॥

অলক্ষ্মীদোষ জন্মে বলিয়া রাত্রিকালে দধিভোজন নিষিদ্ধ। ঘৃত মিশ্রিত দধি শ্লেষ্মাকারক বটে কিন্তু ইহাতে বায়ুনাশ হয় অথচ ইহা পিত্তকে কুপিত করেনা এবং আহার পরিপাক করিয়া থাকে। দধি শর্করা সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ করে। মুদ্গ যূষের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধি সেবন করিলে বাতরক্তনাশক হয়। মধু সংযুক্ত দধি সুস্বাদু ও অল্প কফকর। দধি উষ্ণ করিয়া খাইলে রক্তপিত্ত জন্মায়। আমলকীরস-মিশ্রিত দধি ত্রিদোষনাশক হয়। দধিপ্রিয় ব্যক্তি এই সকল সংযোগ ও বিধি ত্যাগ

করিয়া যদি দধি ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্বর, রক্তপিত্ত, বিসর্প কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, ভ্রম ও কামলারোগ জন্মে।

তত্র শ্লোকাঃ।

বেগাবেগসমুত্থাশ্চ রোগাস্তেষাঞ্চ ভেষজম্।
যেষাং বেগা বিধার্য্যাশ্চ যদর্থং যদ্ধিতাহিতম্॥
উচিতে চাহিতে বর্জ্জ্যে সেব্যে চানুচিতে ক্রমঃ।
যথাপ্রকৃতি চাহারো মলায়নগদৌষধং॥
ভাবিষ্যতামনুৎপত্তৌ রোগাণামৌষধঞ্চ যৎ।
বর্জ্জ্যাঃ সেব্যাশ্চ পুরুষা ধীমতাত্মসুখার্থিনা॥
বিধিনা দধি সেব্যঞ্চ যেন যস্মাৎ তদত্রিজ।
ন বেগান্ ধারণেঽধ্যায়ে সর্ব্বমেবাবদন্মুনিঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ন বেগান্ধারণীয়োনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বেগ, বেগধারণজনিত রোগ সকল, তাহাদের ঔষধ, যে সকল বেগ ধারণীয়, যে জন্য যাহা হিতকর ও অহিতকর, অভ্যস্ত অহিতবর্জ্জন ও অনভ্যস্ত হিতসেবনের ক্রম, যথা প্রকৃতি আহার, মলদ্বার সমূহ ও মলমার্গগত রোগ, ভাবীরোগ নিবারণের উপায় এবং উৎপন্ন-রোগের ঔষধ, বুদ্ধিমান্ আত্মহিতার্থী পুরুষের পক্ষে যে সকল সেব্য ও যাহা বর্জ্জনীয় এবং যে নিয়মে দধি সেবন কর্ত্তব্য—এই সকল বিষয় "ন বেগান্ ধারণীয়" অধ্যায়ে ভগবান্ অত্রিনন্দন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে "ন বেগান্ ধারণীয়" নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইহ খলু পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি।
পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি, পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ো ভবন্তীত্যুক্তমিন্দ্রিয়াধিকারে॥
অতীন্দ্রিয়ং পুনর্মনঃ সত্ত্বসংজ্ঞকং চেতত্যাহুরেকে তদ-
র্থাত্মসম্পদায়ত্তচেষ্টং। চেষ্টা প্রত্যয়ভূতমিন্দ্রিয়াণাম্॥

ইন্দ্রিয় পাঁচটী, ইন্দ্রিয়দ্রব্য (ইন্দ্রিয়দিগের উপকরণ) পাঁচ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পাঁচ প্রকার, ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচপ্রকার; এবং ইন্দ্রিয়বুদ্ধি পাঁচপ্রকার। এই সকল বিষয় এই ইন্দ্রিয়াধিকারে বর্ণিত হইয়াছে। মন অতীন্দ্রিয় পদার্থ। কেহ কেহ ইহাকে সত্ত্ব কহেন। মন আত্মার আয়ত্তাধীন সুখদুঃখাদি চিন্তা বিষয়ক চেষ্টামাত্র এবং ইহা অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টার কারণ, অর্থাৎ মনই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

স্বার্থেন্দ্রিয়ার্থসঙ্কল্পব্যভিচরণাচ্চানেকমেকস্মিন্
পুরুষে সত্ত্বম্। রজস্তমঃ সত্ত্বগুণযোগাচ্চ। ন চানে-
কত্বং। নানেকং হ্যেককালমনেকেষু প্রবর্ত্ততে॥
তস্মান্নৈককালা সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ॥

স্বার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ ও সঙ্কল্পের ব্যভিচার বা বৈচিত্র্যহেতু এবং স্বত্ব, রজঃ ও তমো গুণাক্রান্ত হওয়াতে প্রথম দৃষ্টিতে একই পুরুষের অনেক মন বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু মন এক বই অনেক নয়; কারণ মন এককালে অনেক বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে না; মন কর্ত্তৃক প্রেরিত হওয়াতে ইন্দ্রিয়গণ ও এককালে সকল কার্য্য করিতে পারে না।

যদ্‌গুণঞ্চাভীক্ষ্ণং পুরুষমনুবর্ত্ততে সত্ত্বং তৎ সত্ত্বমে-
বোপদিশন্তি ঋষয়ো বাহুল্যানুশয়াৎ॥
মনঃ পুরঃসরাণীন্দ্রিয়াণ্যর্থগ্রহণসমর্থানি ভবন্তি॥

মন কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ এবং কখনও বা তমোগুণে অধিকৃত থাকে। পরন্তু যে পুরুষে যে গুণ বারম্বার দেখা যায়, অথবা যে গুণ প্রধানভাবে অবস্থান করে, মনকে সেই গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণন করেন। মন অগ্রগামী না হইলে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় না।

তত্র চক্ষুঃ শ্রোত্রং ঘ্রাণং রসনং স্পর্শনমিতি পঞ্চে
ন্দ্রিয়াণি। পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি খংবায়ুর্জ্জ্যোতিরাপো
ভূরিতি। পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি অক্ষিণী কর্ণৌ
নাসিকে জিহ্বা ত্বক্ চেতি॥ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দ-
স্পর্শরূপরসগন্ধাঃ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়বুদ্ধয়শ্চক্ষুর্বুদ্ধ্যাদিকাঃ। তাঃ পুনরিন্দ্রি-
য়েন্দ্রিয়ার্থসত্ত্বাত্মসন্নিকর্ষজাঃ॥ ক্ষণিকা নিশ্চয়া-
ত্মিকাশ্চেত্যেতৎ পঞ্চ পঞ্চকম্॥

চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। আকাশ, বায়, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় দ্রব্য। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়। দর্শনজ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, ঘ্রাণবোধ, আস্বাদবোধ এবং স্পর্শবোধ—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় বোধ। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা—ইহাদের সন্নিকর্ষে ঐ পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে। ইন্দ্রিয়বোধ দুই প্রকার—ক্ষণিক ও নিশ্চয়াত্মক। এইরূপে ইন্দ্রিয় পঞ্চ পঞ্চকের বিষয় কথিত হইল।

মনো মনোঽর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।
শুভাশুভপ্রবৃত্তিনিবৃত্তি হেতুশ্চ। দ্রব্যাশ্রিতং কর্ম্ম যদু-
চ্যতে ক্রিয়েতি ॥

মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা—এই কয়েকটী অধ্যাত্ম দ্রব্যগুণের সংগ্রহ। ইহা শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু। দ্রব্যাশ্রিত কর্ম্ম ও শুভাশুভের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু।

তত্রানুমানগম্যানাং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকা-
নামপি সতামিন্দ্রিয়াণাং তেজশ্চক্ষুষি খং শ্রোত্রে
ঘ্রাণে ক্ষিতিরাপো রসনে স্পর্শনেঽনিলো বিশেষে-
ণোপপদ্যতে ॥

অনুমানগম্য ইন্দ্রিয়গণ সমুদয় পঞ্চমহাভূতের বিকার দ্বারা সৃষ্ট হইলেও তথাপি তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়, আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল রসনেন্দ্রিয় এবং বায়ু স্পর্শনেন্দ্রিয় গঠনে বিশেষ বা প্রধান কারণ।

তত্র যদ্‌যদাত্মকমিন্দ্রিয়ং বিশেষাত্তত্তদাত্মকমেবার্থ-
মনুধাবতি ॥ তৎস্বভাবাদ্বিভুত্বাচ্চ ॥

যে যে মহাভূতে যে যে ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সেই ইন্দ্রিয় তৎস্বভাব ও তৎপ্রধান বলিয়া সেই সেই ভূতাত্মক বিষয়েই বিশেষরূপে অনুধাবন করে।

তদর্থাতিযোগাযোগমিথ্যাযোগাৎ সমনস্কমিন্দ্রিয়ং
বিকৃতিমাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে ॥
সমযোগাৎ পুনঃ প্রকৃতিমাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধিমা-
প্যায়য়তি ॥

ইন্দ্রিয় ও সেই ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ হেতু ইন্দ্রিয়বোধ উপহত হওয়াতে মনের সহিত ইন্দ্রিয় বিকার প্রাপ্ত হয়। আবার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের সমযোগ হইলে মনের সহিত ইন্দ্রিয় প্রকৃতিপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়বোধকে উপহত না করিয়া বরং আপ্যায়িত করিয়া থাকে।

মনসস্তু চিন্ত্যমর্থঃ। তত্র মনসো বুদ্ধেশ্চ ত এব সমা-
নাতিহীনমিথ্যাযোগাঃ প্রকৃতিবিকৃতি হেতবো ভবন্তি ॥
তত্রেন্দ্রিয়াণাং সমনস্কানামনুপতপ্তানামনুপতাপায় প্রকৃ-
তিভাবে প্রযতিতব্যমেভির্হেতুভিঃ ॥

মনের বিষয় সুখ দুঃখাদি চিন্তা সকল। সেই মনের বিষয় এবং বুদ্ধির সমানযোগ, অতিযোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগ—মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও বিকৃতির হেতু অর্থাৎ সমান যোগে মন ও বুদ্ধি প্রকৃতিপ্রাপ্ত থাকে এবং তদিতর যোগে তাহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় ও মন যাহাতে উপতপ্ত না হয়, একারণ সাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ এবং সুবুদ্ধি বিবেচিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে সম্যক্ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

তদ্‌যথা—

সাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগেন বুদ্ধ্যা সম্যগবেক্ষ্যাবেক্ষ্যকর্ম্মণাং সম্যক্ প্রতিপাদনেন দেশকালাত্মগুণবিপরীতোপসেবনেন চেতি॥ তস্মাদাত্মহিতং চিকীর্ষতা সর্ব্বেণ সর্ব্বং সর্ব্বদা স্মৃতিমাস্থায় সদ্বৃত্তমনুষ্ঠেয়ম্। তদনুষ্ঠানং যুগপৎ সম্পাদয়ত্যর্থদ্বয়মারোগ্যমিন্দ্রিয়বিজয়ঞ্চেতি॥

দেশ কাল ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যুক্তি অনুসারে করণীয় বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অনুকূল বিষয় সেবন করিলে মন ও ইন্দ্রিয় অনুপতপ্ত ও প্রকৃতিস্থ থাকে। অতএব আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে সদাচারের অনুষ্ঠান করিবেন। সদাচারের অনুষ্ঠান দ্বারা যুগপৎ আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়জয় হইয়া থাকে।

তৎসদ্বৃত্তমখিলেনোপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ॥

হে অগ্নিবেশ! এইক্ষণে আমি সেই সমুদয় সদ্‌বৃত্তের উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর।

তদ্‌যথা—

দেবগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যানর্চ্চয়েৎ। অগ্নিমুপাচরেৎ। ওষধীঃ প্রশস্তা ধারয়েৎ। দ্বৌকালাবুপস্পৃশেৎ। মলায়নেষ্বভীক্ষ্ণং পাদয়োশ্চ বৈমল্যমাদধ্যাৎ। ত্রিঃপক্ষস্য কেশশ্মশ্রুলোমনখান্ সংহারয়েৎ। নিত্যমনুপহতবাসাঃ সুমনাঃ সুগন্ধিঃ স্যাৎ॥

প্রতিদিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ এবং আচার্য্যগণকে পূজা করিবে। অগ্নির উপাসনা করিবে; প্রশস্ত ওষধি সকল ধারণ করিবে; প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা উপস্পর্শন করিবে; বারম্বার মৃত্তিকা ও জলদ্বারা মলমার্গ সকল ও পদদ্বয় ধৌত করিবে; একপক্ষের মধ্যে তিনবার কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখ সকল কর্ত্তন করিবে। নিত্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান, প্রসন্নমনাঃ ও সুগন্ধধারী হইবে।

সাধুবেশঃ প্রসাধিতকেশো মূর্দ্ধশ্রোত্রঘ্রাণপাদতৈলনিত্যো ধূমপঃ পূর্ব্বাভিভাষী সুমুখো দুর্গেষ্বভ্যুপপত্তা হোতা যষ্টা দাতা চতুষ্পথানাং নমস্কর্ত্তা। বলীনামুপহর্ত্তা অতিথীনাং পূজকঃ। পিতৃণাংপিণ্ডদঃ। কালে [illegible]মধুরার্থবাদী। বশ্যাত্মা ধর্ম্মাত্মা। হেতাবীর্ষুঃ। ফলেনের্ষুঃ নিশ্চি[illegible] নির্ভীকঃ ধীমান্ হ্রীমান্ মহোৎসাহো দক্ষঃ ক্ষমাবান্ ধার্ম্মিক আস্তিকঃ। বিনয়বুদ্ধিবিদ্যাভিজনবয়োবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যাণামুপাসিতা। ছত্রী দণ্ডী মৌলী সোপানৎকো [illegible]॥

সাধুবেশ ও শোভিত-কেশ হইবে। মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদদেশ নিত্য তৈলদ্বারা ম্রক্ষণ করিবে। শাস্ত্রোক্ত ধূমপান করিবে। আগন্তু ব্যক্তিকে অগ্রে সম্ভাষণ করিবে। সকলের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন-বদন থাকিবে; বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির বিপদুদ্ধারে যত্নবান্ হইবে। হোম করিবে, যজ্ঞ করিবে; এবং ব্রাহ্মণাদিকে দান করিবে। চতুষ্পথে নমস্কার ও বলি উপহার প্রদান করিবে। অতিথি সৎকার করিবে। পিতৃলোকের পিণ্ড দান করিবে। সময় বুঝিয়া হিত, পরিমিত, ও মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক হইবে। যে কারণে লোকের বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্মাদি উপার্জ্জন হইয়াছে সেই কারণের প্রতি ঈর্ষ্যা করিবে কিন্তু ফলের প্রতি অর্থাৎ লোকের বিদ্যা বা ধনাদির প্রতি ঈর্ষ্যা করিবেনা। দুশ্চিন্তা রহিত, নির্ভীক, ধীমান্, হ্রীমান্, মহোৎসাহী, কার্য্যকুশল, ক্ষমাবান্, ধার্ম্মিক ও আস্তিক হইবে। বিনয়, বুদ্ধি ও বিদ্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের উৎকর্ষ আছে, যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য; তাঁহাদের উপাসনা করিবে। ছত্র, দণ্ড, উষ্ণীষ ও পাদুকা ধারণ করিবে এবং চলিবার সময়ে সম্মুখে অন্ততঃ চতুর্হস্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচরণ করিবে।

মঙ্গলাচারশীলঃ; কুচৈলাস্থিকণ্টকামেধ্য কেশতুষোৎ-
করভস্মকপালস্নানবলিভূমীনাং পরিহর্ত্তা; প্রাক্‌শ্রমা-
দ্ব্যায়ামবর্জ্জী স্যাৎ। সর্ব্বপ্রাণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ।
ক্রুদ্ধানামনুনেতা ভীতানামাশ্বাসয়িতা। দীনানামভ্যু-
পপত্তা। সত্যসন্ধঃ সামপ্রধানঃ পরপরুষবচনসহিষ্ণুঃ
অমর্ষঘ্নঃ প্রশস্তগুণদর্শী রাগদ্বেষহেতূনাং হন্তা। না-
নৃতং ব্রুয়াৎ। নান্যস্বমাদদ্যাৎ। নান্যস্ত্রিয়মভিলষেৎ।
নান্যশ্রিয়ং ন বৈরং রোচয়েৎ। ন কুর্য্যাৎ পাপং।
ন পাপে২পি পাপী স্যাৎ। নান্যদোষান্ ব্রুয়াৎ।
নান্য রহস্যমাগময়েৎ॥

সর্ব্বদা মঙ্গলাচারযুক্ত হইবে। কুৎসিত অপবিত্র খণ্ড বস্ত্র, অস্থি, কণ্টক, অমেধ্য কেশ, তুষ, কাঁকরযুক্ত জঞ্জাল, ভস্ম, কপাল (ঘটাদির খাপরা বা নরকপাল) স্নানভূমি এবং বলিস্থান সকল পরিহার করিবে। শ্রান্তি বোধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমকর কার্য্য ত্যাগ করিবে। সর্ব্বভূতে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিবে। ক্রুদ্ধজনকে অনুনয় করিবে, ভীত জনকে আশ্বাস প্রদান করিবে এবং দীনদুঃখীকে অনুগ্রহ করিবে। প্রতিজ্ঞাত বিষয় পালন করিবে। সামগুণ প্রধান হইবে; পরের পরুষ বচন সহ্য করিবে; প্রশস্তগুণদর্শী হইবে; ও রাগদ্বেষের হেতু বিনষ্ট করিবে। মিথ্যা [illegible]লিবে না। পরস্ব হরণ করিবে না। পরস্ত্রীর অভিলাষী হইবে না। কাহারও শ্রী দেখি[illegible] কাতর হইবে না। এবং কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবে না। পাপকার্য্য করিবে না। পাপ উপস্থিত হইলেও সাবধান হইবে, যেন পাপী হইতে না হয়। অন্যের দোষ বলিবে না। অথবা অন্যের রহস্য প্রকাশ করিবেনা।

নাধার্ম্মিকৈর্ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টৈঃ স[illegible]সীত। নোন্ম-
ত্তৈর্ন পতিতৈর্ন ভ্রূণহন্তৃভির্ন ক্ষুদ্রৈ[illegible]র্ন দুষ্টৈঃ॥

নদুষ্টযানান্যারোহেৎ। ন জানুসমং কঠিনমাসন-
মধ্যাসীত॥ নাহনাস্তীর্ণমনুপহিতমবিশালমসমং বা
শয়নং প্রপদ্যেত। ন গিরিবিষমমস্তকেষ্বনুচরেৎ।
ন দ্রুমমারোহেৎ॥

অধার্ম্মিক ও রাজবিদ্বিষ্ট লোকের সহবাস করিবে না। উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণঘাতী, ক্ষুদ্রাশয় এবং দুষ্টলোকেরও সংবাস করিবে না। দুষ্ট ঘোটকাদি যানে আরোহণ করিবেনা। এবং জানুসম উচ্চ ও কঠিন আসনে উপবেশন করিবে না। আস্তরণ রহিত, উপাধান শূন্য (বালিশ রহিত), অপ্রশস্ত ও অসমশয্যায় শয়ন করিবে না। গিরিশিরে, বিষমশীর্ষ উচ্চস্থানে এবং উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিবে না।

ন জলোগ্রবেগমবগাহেত। কুলচ্ছায়াং নোপাসীত।
নাগ্ন্যুৎপাতমভিতশ্চরেৎ। নোচ্চৈর্হসেৎ॥ ন শব্দ-
বন্তং মারুতং মুঞ্চেৎ। নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুং
হাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন
দন্তান্ বিঘট্টয়েৎ। ন নখান্ বাদয়েৎ॥ নাস্থীন্য-
ভিহন্যাৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাত্তৃণং॥ ন
লোষ্ট্রং মৃদ্নীয়াৎ॥ ন বিগুণমঙ্গৈশ্চেষ্টেত।

উগ্রবেগ বিশিষ্ট জলে অবগাহন করিবে না। সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির ছায়া মাড়াইবেনা। অগ্নিরাশির সম্মুখে যাইবে না। উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিবে না। শব্দ করিয়া অধোবায়ু ত্যাগ করিবে না। হস্তাদির দ্বারা মুখ আচ্ছাদন না করিয়া হাই তুলিবে না, হাঁচিবে না, ও হাস্য করিবে না। নাক খুঁটিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না। নখে নখে বাজাইবে না। অস্থিতে অভিঘাত করিবে না। নখ দ্বারা অথবা বিনা কারণে ভূমিতে দাগ কাটিবে না। নখ দিয়া তৃণচ্ছেদ করিবে না এবং অকারণ লোষ্ট্র ভাঙ্গিবে না। হস্তপদাদি দ্বারা বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করিবে না।

জ্যোতীংষ্যগ্নিঞ্চামেধ্যমশস্তঞ্চ নাভিবীক্ষেৎ॥ ন হুং কুর্য্যা-
চ্ছবং॥ ন চৈত্যধ্বজ গুরুপূজ্যাশস্তচ্ছায়ামাক্রামেৎ॥

উজ্জ্বল জ্যোতিঃ পদার্থ বা অপবিত্র ও অপ্রশস্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। শব-দর্শনে হুঙ্কার করিবে না। চৈত্য (বিশিষ্ট দেবতাধিষ্ঠিত বৃহৎ বৃক্ষ বিশেষ), ধ্বজ অর্থাৎ দেব-পতাকা, গুরুজন ও পূজ্যব্যক্তিগণের ছায়া অথবা চণ্ডালাদির অপ্রশস্ত ছায়া মাড়াইবে না।

ন ক্ষপাস্বমরসদন চৈত্য চত্বর চতুষ্পথো পবনশ্মশা-
নায়তনান্যাসেবেত॥ নৈকঃ শূন্যগৃহং ন চাটবী-
মনুপ্রবিশেৎ। ন পাপবৃত্তান্ স্ত্রীমিত্র ভৃত্যান্ ভজেত।
নোত্তমৈর্বিরুদ্ধ্যাৎ। নাবরানুপাসীত। ন জিহ্মং
রোচয়েৎ। নাহনার্য্যমাশ্রয়েৎ॥ ন ভয়মুৎপাদয়েৎ।
ন সাহসাতিস্বপ্নপ্রজাগরস্নানপানাশনান্যাসেবেত॥

রাত্রিকাল দেবালয়ে, চৈত্যস্থানে, চত্বরে, চতুষ্পথে, উপবনে, শ্মশানে, এবং বধভূমিতে যাপন করিবে না। শূন্য গৃহে ও অরণ্যে একাকী প্রবেশ করিবে না। পাপাচারী স্ত্রী, মিত্র ও ভৃত্যের ভজনা করিবে না। উত্তম ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিবে না। নিকৃষ্টের উপাসনা করিবে না। কপট লোকের সহিত প্রণয় করিবে না। অনার্য্যের আশ্রয় লইবে না। কাহারও ভয় উৎপাদন করিবে না। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, এবং অপরিমিত পান ভোজন করিবে না।

নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ। ন ব্যালানুপসর্পেৎ। ন দংষ্ট্রিনঃ ন বিষাণিনঃ॥ পুরোবাতাতপাবশ্যায়াতিপ্রবাতান্ জহ্যাৎ। কলিং নারভেত। নানিভৃতোঽগ্নিমুপাসীত। নোচ্ছিষ্টো নাধঃ কৃত্বা প্রতাপয়েৎ॥ নাবিগতক্লমো নাপ্লুতবদনো ন নগ্ন উপস্পৃশেৎ। ন স্নানশাট্যা স্পৃশেদুত্তমাঙ্গং। ন কেশাগ্রাণ্যভিহন্যাৎ॥

ঊর্দ্ধজানু হইয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিবে না। সর্প, দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তুর নিকটে যাইবে না। পূর্ব্ববায়ু, সম্মুখ রৌদ্র, হিম ও অতি প্রবহমান বায়ু সেবন করিবে না। কলহ করিবে না। অসাবধান হইয়া অগ্নিসেবা করিবে না। উচ্ছিষ্টমুখে বা অধোমুখ হইয়া অগ্নি প্রজ্বালন করিবে না। শ্রান্তিদূর না হইলে স্নান করিবে না। অগ্রে জলদ্বারা মুখ আপ্লুত না করিয়াও স্নান করিবে না। এবং উলঙ্গ অবস্থায় ও স্নান করিবে না। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করিবে, সেই বস্ত্র দিয়া মাথা মুছিবে না। কেশের অগ্রভাগ ধরিয়া টানিবে না।

নোপস্পৃশ্য ত এব বাসসী বিভৃয়াৎ। নাস্পৃষ্ট্বা রত্নাজ্যপূজ্যমঙ্গলসুমনসোঽভিনিষ্ক্রামেৎ। ন পূজ্যমঙ্গলান্যপসব্যং গচ্ছেৎ। নেতরাণ্যনুদক্ষিণম্॥

স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে না। রত্ন, ঘৃত, পূজ্যব্যক্তি বা শালগ্রামাদি বস্তু, মাঙ্গল্য দ্রব্য, কিম্বা পুষ্প স্পর্শ না করিয়া গৃহ হইতে কোথা ও যাত্রা করিবে না। পূজ্য এবং মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে অবলোকন করিয়া যাইবে না অর্থাৎ বামে শবশিবাদি মঙ্গলসূচক দ্রব্য থাকিবে। অমঙ্গলময় ও অপূজ্য বস্তু দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিবে।

নারত্নপাণি র্নাস্নাতো নোপহতবাসা নাজপিত্বা নাহুত্বা দেবতাভ্যো না নিরূপ্য পিতৃভ্যো নাদত্ত্বা গুরুভ্যো নাতিথিভ্যো নোপাশ্রিতেভ্যো নাপুণ্যগন্ধো নামালী নাপ্রক্ষালিতপাণিপাদবদনো নাশুদ্ধমুখো নোদঙ্মুখো ন বিমনা না ভক্তাশিষ্টাশুচিক্ষুধিতপরিচরো না পাত্রীষ্বমেধ্যাসু নাদেশে নাকালে নাকীর্ণে নাদত্ত্বাগ্রমগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষ-

গোদকৈর্নমন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসয়ন্ ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিতমন্নমাদদীত ॥

হস্তে রত্নধারণ না করিয়া, স্নান না করিয়া, জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, পিতৃলোককে, গুরুজনদিগকে, অতিথিকে ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে দান না করিয়া, পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও মাল্য পরিধান না করিয়া, হাত পা ও মুখ না ধুইয়া, অশুদ্ধমুখ হইয়া, উত্তর মুখে বসিয়া বা অন্তমনা হইয়া ভোজন করিবে না। অভক্ত, অশিষ্ট, অশুচি ও ক্ষুধিত পরিচারকবর্গ বেষ্টিত হইয়া ভোজন করিবে না। ভোজনপাত্র অপবিত্র, ভোজনস্থান অপ্রশস্ত ও সঙ্কীর্ণ এবং ভোজন কাল অনুপযুক্ত হইলে ভোর্জন করিবে না। বহুজনাকীর্ণ স্থানে বসিয়া ভোজন করিবে না। অগ্নিতে অন্নের অগ্রভাগ না দিয়া এবং বেদবিধি অনুসারে প্রোক্ষণজলে অন্নকে প্রোক্ষিত না করিয়া, ও মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত না করিয়া অন্ন ভোজন করিবে না। অন্নের কুৎসা না করিয়া অন্নভোজন করিবে। অন্ন কুৎসিত হইলে কিম্বা ভোজন সময়ে প্রতিকূল লোক নিকটে থাকিলে ভোজন করিবে না।

নপর্য্যুষিতমন্যত্রমাংসহরিতক-শুষ্কশাকফলভক্ষেভ্যঃ। নাশেষভুক্ স্যাদন্যত্র দধিমধুলবণশক্তুসর্পিভ্যঃ। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন শক্তূনকানশ্নীয়াৎ। ন নিশি ন ভুক্ত্বা ন বহূন্ নদ্বির্নোদকান্তরিতান্ ॥ ন ছিত্বা দ্বিজৈর্ভক্ষয়েৎ ॥

পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি খাদ্য খাইবে না। কিন্তু মাংস, হরিতক (আদা প্রভৃতি), শুষ্ক শাক (নালিতা প্রভৃতি) এবং শুষ্ক ফল পর্য্যুষিত হইলে ও খাইতে পারা যায়। সমগ্র আহার করিবে না অর্থাৎ ভোজনপাত্রে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া আহার করিবে। কিন্তু দধি, মধু, লবণ, ছাতু ও ঘৃতের অবশিষ্ট রাখিবে না। রাত্রিতে দধি খাইবে না। চিনি ও ঘৃতাদি সংযুক্ত না করিয়া শুদ্ধ ছাতু খাইবে না। রাত্রিতে ছাতু খাইবে না; ভোজনের পর ছাতু খাইবে না। বহু পরিমাণে ছাতু খাইবে না; এবং উদকান্তরিত করিয়াও ছাতু খাইবে না অর্থাৎ কিছু ছাতু খাইয়া জল খাওয়া, আবার কিছু ছাতু খাইয়া জল খাওয়া, এইরূপ ক্রমে ছাতু খাইবে না। অথবা ছাতুর ডাল জল দিয়া না গুলিয়া দাঁত দিয়া ছিড়িয়া খাইবে না।

নানৃজুঃ ক্ষুয়াৎ নাশ্নাৎ নশয়ীত। ন বেগিতোহন্যকার্য্যঃ স্যাৎ। ন বা[illegible]সোমার্কদ্বিজগুরুপ্রতিমুখং নিষ্ঠীবিকোচ্চারমূত্রাশূৎসৃজেৎ। ন পন্থানমবমূত্রয়েৎ। ন জনবতি [illegible]। ন জপ্যহোমাধ্যয়নবলিমঙ্গলক্রিয়াসু শ্লেষ্মসিঙ্ঘাণকংমুঞ্চেৎ ॥

হাঁচিবার সময় শরীরকে বক্রভাবে রাখিবে না। আহার এবং শয়ন বক্রভাবে করিবে না। মলমূত্রাদি ত্যাগ না করিয়া অপর কোন কার্য্য করিবে না। বায়ু, অগ্নি, সলিল, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের দিকে মুখ করিয়া থুথু বা মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। পথে মূত্রত্যাগ করিবে না। বহুজনমধ্যে, ভোজনকালে, জপ, হোম, অধ্যয়ন, বলি ও অপরাপর মাঙ্গলিক কার্য্যের সময় নাসিকা হইতে সিঙ্ঘাণক (সিকনি) বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ করিবে না।

ন স্ত্রিয়মবজানীত। নাতিবিশ্রম্ভয়েৎ। ন গুহ্যমনুশ্রাবয়েৎ। নাধিকুর্য্যাৎ। ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাশস্তাং নানিষ্টরূপাচারোপচারাং নাদক্ষাং নাকামাং নান্যকামাং নান্যস্ত্রিয়ং নান্যযোনিং নাযোনৌ অভিগচ্ছেৎ।

স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিবে না,—অতি বিশ্বাস করিবে না,—গুহ্য বিষয় শুনাইবে না কিম্বা অধিকারিণী অর্থাৎ তাহাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিবে না। রজঃস্বলা, রোগগ্রস্তা, অপবিত্রা, অপ্রশস্তা, অনভিমতরূপা, অনভিমত আচারপরায়ণা; অদক্ষা, অকামা কিম্বা পরপুরুষকামা স্ত্রীতে গমন করিবে না। পরস্ত্রী গমন করিবে না। পশুযোনিতে কিম্বা যোনি ভিন্ন অন্য-স্থানে গমন করিবে না।

নচৈত্যচত্বরচতুষ্পথোপবনশ্মশানায়তনসলিলৌষধিদ্বিজগুরুসুরালয়েষু। ন সন্ধ্যয়োর্ননিষিদ্ধতিথিষু নাশুচির্নাজগ্ধভেষজো নাপ্রণীতসঙ্কল্পো নানুপস্থিতপ্রহর্ষো নাভুক্তবান্ নাত্যশিতো ন বিষমস্থো ন মূত্রোচ্চারপীড়িতো ন শ্রমব্যায়ামোপবাসক্লমাভিহতো নারহসি ব্যবায়ং গচ্ছেৎ॥

চৈত্য ও চত্বর স্থানে, চতুষ্পথে, উপবনে, শ্মশানে, বধ্যভূমিতে, জলে, ঔষধালয়ে, ব্রাহ্মণ-গৃহে, গুরুগৃহে ও দেবালয়ে, প্রাতঃ ও সায়ং—এই উভয় সন্ধ্যার সময়, নিষিদ্ধতিথিতে, অশুচি অবস্থায়, বৃষ্য ঔষধ সেবন না করিয়া, মৈথুন সংকল্প প্রবল না হইলে, লিঙ্গোচ্ছ্রায়াদি প্রহর্ষ উপস্থিত না হইলে, অভুক্তাবস্থায়; অতি-ভোজন করিয়া; বিষম স্থান অর্থাৎ উচ্চ নীচ স্থানস্থিত হইয়া; মল ও মূত্রবেগ পীড়িত হইয়া, এবং শ্রম, ব্যায়াম ও উপবাস দ্বারা ক্লান্ত হইলে পর মৈথুন সেবা করা উচিত নহে। নির্জ্জন না হইয়াও মৈথুন করিতে নাই।

ন সতো ন গুরূন্ পরিবদেৎ॥ নাশুচিরভিচারকর্ম্মচৈত্যপূজ্যপূজাধ্যয়নমভিনির্ব্বর্ত্তয়েৎ॥ ন বিদ্যুৎস্বনার্ত্তবীষু নাভ্যুদিতাসু দিক্ষু নাগ্নিসংপ্লবে ন ভূমিকম্পে ন মহোৎসবে নোল্কাপাতে ন মহাগ্রহোপগমনে নষ্টচন্দ্রায়াং তিথৌ ন সন্ধ্যয়ো র্নামুখাদ্গুরো র্নাবপতিতং নাতিমাত্রং নতান্তং ন বিস্বরং নানবস্থিতপদং নাতিদ্রুতং ন বিলম্বিতং নাতিক্লীবং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈঃ স্বরৈরধ্যয়নমভ্যসেৎ। নাতিসময়ং জহ্যাৎ। ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ॥

সাধু ও গুরুজনদিগের নিন্দাবাদ করিতে নাই। অশুচি অবস্থায় তন্ত্রোক্ত মারণ, মোহন ও বশীকরণাদি অভিচার কর্ম্ম করিতে নাই—চৈত্য স্থানের পূজা অথবা পূজনীয়-গণের পূজা এবং বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। অকালে বিদ্যুৎধ্বনি হইলে, দিক্‌সকল অগ্নি-প্রজ্জলিত হইলে, অগ্নি-সংপ্লব অর্থাৎ গ্রামাদি অগ্নিদগ্ধ হইলে, ভূমিকম্প হইলে, মহোৎসবের দিন, উল্কাপাত হইলে, মহাগ্রহোপগমনে অর্থাৎ শনি-শুক্র-রাহু ও কেতুর সঞ্চার হইলে. নষ্টচন্দ্রা তিথিতে (যে তিথিতে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না—যথা;—চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা

ও প্রতিপদ); এবং উত্তর সন্ধ্যার সময় অধ্যয়ন করিবে না। গুরুমুখী না হইলে অধ্যয়ন করিবে না। অধ্যয়ন কালে উচ্চারণ যেন অবপতিত অর্থাৎ খলিত না হয়; অথবা অধ্যয়ন কালে স্বর যেন অতিমাত্র, নত, বিস্বর, লুপ্তপদ, অতিক্রুত, অতি বিলম্বিত, অতি ক্ষীণ অথবা অতি উচ্চ বা নীচ না হয়। অধ্যয়নের সময় বা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে না।

ন নক্তং নাদেশে চরেৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়নস্ত্রীস্বপ্ন-সেবী স্যাৎ। ন বালবৃদ্ধলুব্ধমূর্খক্লিষ্টক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্যদ্যূতবেশ্যাপ্রসঙ্গরুচিঃ স্যাৎ। ন গুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। ন কঞ্চিদবজানীয়াৎ। নাহংমানী স্যাৎ। নাদক্ষো নাদক্ষিণো নাসূয়কো ন ব্রাহ্মণান্ পরিবদেৎ। ন গবাং দণ্ডমুদযচ্ছেৎ॥

রাত্রিকালে কুস্থানে বিচরণ করিবে না। সন্ধ্যাকালে আহার, অধ্যয়ন, স্ত্রী-সম্ভোগ বা নিদ্রা যাইবে না। বালক, বৃদ্ধ, লুব্ধ, মূর্খ, ক্লিষ্ট বা ক্লীবের সহিত সখ্যতা করিবে না। মদ্য, দ্যূত ও বেশ্যাতে প্রসক্তি করিবে না। গুহ্যকথা ব্যক্ত করিবে না। কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। অহঙ্কারী হইবে না। অদক্ষ, অপ্রসন্ন এবং অসূয়াপর হইবে না। দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ বিশিষ্ট লোকদিগের নিন্দাবাদ করিবে না। গাভীর প্রতি দণ্ড উত্তলন করিবে না।

ন বৃদ্ধান্ ন গুরূন্ ন গণান্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ। ন চাতিব্রূয়াৎ। নবান্ধবানুরক্ত কৃচ্ছ্র দ্বিতীয়গুহ্যজ্ঞান্ বহিঃ কুর্য্যাৎ॥

বৃদ্ধদিগের, গুরুজনদিগের, গণসমূহের, এবং রাজন্যবর্গের নিন্দা করিবে না। অথবা অসঙ্গতভাবে ইহাঁদিগকে বাড়াইবে না। বান্ধব, অনুরক্ত, বিপদ্‌কালের সহায়, ও যিনি নিজের গোপনীয় বিষয় সকল জানেন—ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিবে না।

নাধীরো নাত্যুচ্ছ্রিতঃসত্ত্বঃ স্যাৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিস্রব্ধ-স্বজনো নৈকঃ সুখী। ন দুঃখশীলাচারোপচারো ন সর্ব্ব-বিশ্রম্ভী ন সর্ব্বাভিশঙ্কী। ন সর্ব্বকালবিচারী। নকার্য্য-কালমতিপাতয়েৎ। নাপরীক্ষিতমভিনিবিশেৎ। নেন্দ্রিয়-বশগঃ স্যাৎ॥

অধীর কিম্বা উদ্ধতস্বভাব হইবে না। ভরণীয় ব্যক্তিগণের ভরণপোষণ করিবে। আত্মীয়-গণকে অবিশ্বাস করিবে না। একাকী সুখভোগ করিবে না। দুঃখপ্রদ চরিত্র বা আহার ব্যবহারপরায়ণ হইবে না। সকলকে অতি বিশ্বাস করিবে না বা সকলের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিচার করত কার্য্যকাল নষ্ট করিবে না। অপরী-ক্ষিত বিষয়ে অভিনিবেশ করিবে না এবং ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হইবে না।

ন চঞ্চলং মনোঽনুভ্রাময়েৎ। ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমা-দধ্যাৎ। ন চাতি দীর্ঘসূত্রী স্যাৎ। ন ক্রোধ হর্ষাবনুবিদ-

ধ্যাৎ। ন শোকমনুবশেৎ। ন [illegible]বাৎসুক্যং গচ্ছেৎ। নাসিদ্ধৌ দৈন্যম্। প্রকৃতিমভীক্ষ্ণং স্মরেৎ। হেতুপ্রভাব-নিশ্চিতঃ স্যাৎ। হেত্বারম্ভনিত্যশ্চ। ন কৃতমিত্যাশ্বসেৎ। ন বীর্য্যং জহ্যাৎ ॥ নাপবাদমনুস্মরেৎ ॥

চঞ্চলমনকে অধিকতর চঞ্চল করিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের অতি চালনা করিবে না। অতিশয় দীর্ঘসূত্রী হইবে না। ক্রোধ এবং হর্ষের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে না। শোকের বশবর্ত্তী হইবে না। কার্য্যসিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত কিম্বা অসিদ্ধিতে অতিশয় দুঃখিত হইবে না। সদা সর্ব্বদা আত্মপ্রকৃতিকে স্মরণ করিবেক। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত বুদ্ধি হইবে অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তদ্রূপ ফল হইবেই হইবেক—এ বিষয়ে যেন নিশ্চিত বুদ্ধি থাকে। হেতু এবং আরম্ভ বিষয়ে তৎপর থাকিবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না কর্ম্মফল লাভ করা যায়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে না। কার্য্য করা হইয়াছে মনে করিয়া আশ্বস্ত থাকিবে না। (কার্য্যফল লাভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পরাক্রম ত্যাগ করিবে না। পরাপবাদ স্মরণ করিবে না।

নাশুচিরুত্তমাজ্যাক্ষততিলকুশসর্ষপৈরগ্নিং জুহুয়াৎ। আত্মানমাশীর্ভিরাশসানঃ। অগ্নির্ম্মে মাপগচ্ছেচ্ছরীরাদ্বায়ুর্ম্মে প্রাণানাদধাতু। বিষ্ণুর্ম্মে বলমাদধাতু। ইন্দ্রো মে বীর্য্যং শিবা মাং প্রবিশন্ত্বাপঃ। আপোহিষ্ঠেত্যপঃ স্পৃশেৎ। দ্বিপরিমৃজ্যোষ্ঠৌ পাদৌ চাভ্যুক্ষ্য মূর্দ্ধনি খানি চোপস্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং হৃদয়ং শিরশ্চ। ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞানদানমৈত্রীকারুণ্য-হর্ষোপেক্ষাপ্রশমপরঃ স্যাদিতি ॥

অশুচি হইয়া ঘৃত, আতপতণ্ডুল, তিল, কুশ ও সর্ষপ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে না। প্রার্থনা বাক্যে আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে। "অগ্নি আমার শরীর হইতে দূরে না যাউন। বায়ু আমার প্রাণ সকলকে ধারণ করুন্। বিষ্ণু আমার বলাধান করুন। ইন্দ্র আমাকে বীর্য্য প্রদান করুন। এবং মঙ্গলময় জল আমার শরীরে প্রবেশ করুন।" এই সকল আশীর্ব্বচন দ্বারা আত্মার মঙ্গল কামনা করিবে। "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিয়া দুইবার ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া পাদদ্বয়ে জলাভ্যুক্ষণ করিয়া মস্তক ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়স্থান সকল জলদ্বারা উপস্পর্শন করিবেক এবং আত্মা হৃদয় ও শিরোপ্রদেশেও জল প্রক্ষেপ করিবে। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইবেক অর্থাৎ মৈথুনাদি বর্জ্জন করিবে, জ্ঞানপরায়ণ হইবে অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিবে; দান করিবে; মৈত্রীভাবাপন্ন হইবেক অর্থাৎ সর্ব্বভূতের মিত্রস্বরূপ হইয়া জীবনযাপন করিবেক; করুণাপরায়ণ হইবেক অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় সকল জীবে দয়া পরতন্ত্র হইবেক, হর্ষপরায়ণ হইবেক অর্থাৎ সদাসর্ব্বদা আনন্দমনে যাপন করিবেক; উপেক্ষা পরায়ণ হইবেক অর্থাৎ মানাপমান, জয়াজয়, সুখদুঃখ প্রভৃতিতে মুহ্যমান না হইয়া সমভাব প্রদর্শন করিবে এবং শমপর হইবে অর্থাৎ কিছুতেই মনের শান্তিকে নষ্ট হইতে দিবে না।

তত্র শ্লোকাঃ।

পঞ্চপঞ্চকমুদ্দিষ্টং মনোহেতুচতুষ্টয়ং।
ইন্দ্রিয়োপক্রমেহধ্যায়ে সদ্বৃত্তমখিলেন চ ॥
স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুজ্যতে ॥
নৃলোকমাপূরয়তে যশসা সাধুসম্মতঃ।
ধর্ম্মাত্মা চেতি ভূতানাং বন্ধুতামুপগচ্ছতি ॥
পরান্ সুকৃতিনো লোকান্ পুণ্যকর্ম্মা প্রপদ্যতে।
তস্মাদ্বৃত্তমনুষ্ঠেয়মিদং সর্ব্বেণ সর্ব্বদা ॥
যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদনুক্তমিহ পূজিতম্।
বৃত্তং তদপি চাত্রেয়ঃ সদৈবাভ্যনুমন্যতে ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়ো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

এই ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চকের বিষয় বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পাঁচ, ইন্দ্রিয় দ্রব্য পাঁচ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পাঁচ; ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচ এবং ইন্দ্রিয়ের বোধ পাঁচ প্রকার— এই পাঁচ পাঁচটী বিষয় পাঁচ পাঁচ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মন ও হেতুচতুষ্টয়ের বিষয় বলা হইয়াছে। এবং সমগ্রভাবে সদ্বৃত্ত সকল বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সম্যক্‌ভাবে এই স্বস্থবৃত্ত সকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্যাধিশূন্য হইয়া শতবর্ষ পরমায়ুঃ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি সাধুসম্মত হন এবং মনুষ্যলোকে তাঁহার যশ বিস্তৃত হইয়া থাকে। তিনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া সর্ব্বজীবের বন্ধুতা লাভ করেন। সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি সুকৃতিবান্‌গণের পরমলোক সকল লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল সদ্বৃত্তের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। যে সকল সদ্বৃত্তের বিষয় এখানে বলা হইয়াছে, সেই সকল সদ্বৃত্ত, এবং তদ্ব্যতীত অপরাপর সদাচার যাহা আছে, অথচ যাহার কথা এখানে বলা হয় নাই, সেই সকল সদাচার ও যে প্রতিপাল্য, আত্রেয় ঋষির ইহা অনুশাসন জানিবে।

ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় নামক অষ্টম অধ্যায়।

নবমোহধ্যায়ঃ।

অথাতঃ খুড্ডাকচতুষ্পাদমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা খুড্ডাকচতুষ্পাদ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। (খুড্ড-অর্থে অল্প, বা ছোট। এই কথা হইতে "খুড়া" কথা চলিত হইয়াছে। খুড্ড বা খুল্লতাতকে "খুড়া" বলে।)

ভিষগ্‌দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগীপাদচতুষ্টয়ং।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারব্যুপশান্তয়ে॥

ভিষক্ দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী-এই পাদচতুষ্টয় যথাবৎ গুণসম্পন্ন হইলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য ভিষক্‌কে জ্ঞানবান্ ও চিকিৎসাকুশল হওয়া চাই; দ্রব্য অর্থাৎ ঔষধাদি ভাল থাকা চাই; যে জন রোগীর উপস্থাতা অর্থাৎ নিকটে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করিবে, তাহাকেও ভাল হওয়া চাই এবং রোগীর নিজে ও ভাল হওয়া চাই। এই পাদচতুষ্টয় অর্থাৎ চারিটী অঙ্গ ভাল হইলেই তবে রোগ আরোগ্য হয়।

বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥

ধাতুদিগের যে বৈষম্য তাহারই নাম বিকার বা রোগ এবং উহাদিগের যে সমভাবে অবস্থান, তাহার নাম প্রকৃতি বা আরোগ্য। আরোগ্যের নামই সুখ এবং রোগের নামই দুঃখ।

চতুর্ণাং ভিষগাদীনাং শস্তানাং ধাতুবৈকৃতে।
প্রবৃত্তির্ধাতুসাম্যার্থা চিকিৎসেত্যভিধীয়তে॥

ধাতুসকলের বৈষম্য উপস্থিত হইলে উহাদিগকে সমভাবাপন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা, ভিষক্ প্রভৃতি পাদচতুষ্টয় দ্বারা কৃত হয়; তাহার নাম চিকিৎসা।

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥

ভিষক্ বা বৈদ্যের এই চারিটী গুণ থাকা আবশ্যকঃ—শাস্ত্রে তাঁহার নির্ম্মলজ্ঞান থাকা আবশ্যক; অনেক চিকিৎসকের ও অনেক রোগীর চিকিৎসা দেখিয়া তাঁহার বহুদর্শী হওয়া আবশ্যক; চিকিৎসাকার্য্যে দক্ষতালাভ করা আবশ্যক এবং আত্মপবিত্রতা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

বহুতা তত্রযোগ্যত্বমনেকবিধকল্পনা।
সম্পচ্চেতি চতুষ্কোঽয়ং দ্রব্যাণাং গুণ উচ্যতে॥

দ্রব্যের বা ঔষধের এই চারিটী গুণ থাকা আবশ্যকঃ—দ্রব্যের আধিক্য অর্থাৎ যখন যে দ্রব্য বা ঔষধের প্রয়োজন, তখনই তাহা পাওয়া চাই এবং পূর্ণ মাত্রা ঔষধের জন্য তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া চাই। দ্রব্যের রোগপ্রতীকারের যোগ্যতা থাকা চাই; দ্রব্য বা ঔষধের অনেকবিধ কল্পনা (কল্ক, স্বরস প্রভৃতি) থাকা আবশ্যক; এবং দ্রব্যের সম্পন্নতা (অর্থাৎ প্রশস্তদেশেও যথাকালে জাত অথবা কীটাদি কর্ত্তৃক অনুপহত হওয়া) চাই।

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুষ্কোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে॥

পরিচারকজনের এই চারিটী গুণ থাকা আবশ্যকঃ—পরিচারকজন যেন উপচারজ্ঞ হয়েন, অর্থাৎ কি প্রকারে যূষ বা পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হয় অথবা কি প্রকারে রোগীকে বসাইতে বা শোয়াইতে হয়; অথবা কি প্রকারে রোগীর মনোজ্ঞ হওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরিচারকের দক্ষতা থাকা চাই, পরিচারকের প্রভুভক্তি থাকা চাই এবং পবিত্র হওয়া চাই।

স্মৃতির্নির্দ্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

রোগীরও এই চারিটী গুণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যকঃ—রোগীর স্মৃতিমান্ হওয়া আবশ্যক; নির্দ্দেশকারিত্ব অর্থাৎ বৈদ্যের আদেশানুরূপ চলা আবশ্যক; অভীরুত্ব এবং রোগজ্ঞাপনের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

কারণং ষোড়শগুণং সিদ্ধৌ পাদচতুষ্টয়ং।
বিজ্ঞাতা শাসিতা যোক্তা প্রধানং ভিষগত্র তু॥

ভিষক্, দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী—এই চারিটীর যে ষোড়শটী গুণের কথা বলা হইল, ঐ সকল গুণ চিকিৎসা সিদ্ধির কারণ। তন্মধ্যে বিজ্ঞাতা, শাসিতা ও যোক্তা বলিয়া ভিষক্‌ই প্রধান কারণ।

পক্তৌ হি কারণং পক্তুর্যথাপাত্রেন্ধনানলাঃ।
বিজেতুর্ব্বিজয়ে ভূমিশ্চমূঃ প্রহরণানি চ॥
আতুরাদ্যাস্তথা সিদ্ধৌ পাদাঃ কারণসংজ্ঞিতাঃ।
বৈদ্যস্যাতশ্চিকিৎসায়াং প্রধানং কারণং ভিষক্॥

পাককার্য্যে পাকস্থলী, কাষ্ঠ ও অগ্নি ইহারা কারণ হইলেও পাচক যেমন প্রধান কারণ; যুদ্ধজয়ের পক্ষে দুর্ভেদ্য স্থান, পরাক্রান্ত সৈন্য সকল এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি কারণ হইলেও সৈন্যাধ্যক্ষের যেমন প্রাধান্য; সেইরূপ চিকিৎসাকার্য্যের সিদ্ধি বিষয়ে রোগী পরিচারক ও ঔষধ—এই তিনটী পাদ কারণ হইলেও বৈদ্যই প্রধান কারণ।

মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যাঃ কুম্ভকারাদৃতে যথা।
নাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদত্রয়ং তথা॥

যেমন কুম্ভকার না থাকিলে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও সূত্র প্রভৃতি দ্বারা কুম্ভ নির্ম্মিত হইতে পারে না; তদ্রূপ চিকিৎসক বিনা, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী—এই তিনটী পাদ বিদ্যমান থাকিলেও রোগ শান্তি হয় না।

গন্ধর্ব্বপুরবন্নাশং যদ্বিকারাঃ সুদারুণাঃ।
যান্তি যচ্চেতরে বৃদ্ধিমাশূপায়প্রতীক্ষিণঃ॥
সতি পাদত্রয়ে জ্ঞাজ্ঞৌ ভিষগেবাত্রকারণম্।

গুণবিশিষ্ট রোগী, পরিচারক ও ঔষধ বিদ্যমান থাকিতেও সুদারুণ ব্যধি সকল যে ইন্দ্রজালের ন্যায় আশু নিবৃত্ত হয় অথবা সুখসাধ্য ব্যধি সকল যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; জ্ঞানবান্ বা অজ্ঞ ভিষক্‌ই তাহার কারণ বলিতে হইবে।

বরমাত্মা হতো-জ্ঞেন ন চিকিৎসা প্রবর্ত্তিতা॥

বরং আপনাপনি মরিয়া যাওয়া যায়, সেও ভাল, তথাপি মূর্খ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

পাণিচারাদ্যথা চক্ষুরজ্ঞানাদ্ভীতভীতবৎ।
নৌমারুতবশেবাজ্ঞো ভিষক্ চরতি কর্ম্মসু।

অন্ধব্যক্তি যেমন হস্তাচার দ্বারা (হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া), ভয়ে ভয়ে পথ গমন করিতে থাকে; কর্ণধার বিহীন নৌকা যেমন বায়ুবশে বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে; অজ্ঞ চিকিৎসক ও সেইরূপ ভয়ে ভয়ে চিকিৎসা করিয়া থাকে।

যদৃচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য্য নিয়তায়ুষম্।
ভিষঙ্মানী নিহন্ত্যাশু শতান্যনিয়তায়ুষাম্॥

মূর্খ বৈদ্য যথেচ্ছ চিকিৎসা দ্বারা কোন আয়ুষ্মান্ ব্যক্তিকে দৈবাৎ রোগমুক্ত করিয়া "আমি বৈদ্য হইয়াছি", এই জ্ঞান করিয়া শত শত অনিয়তায়ু রোগীর প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রেঽর্থবিজ্ঞানে প্রবৃত্তৌ কর্ম্মদর্শনে।
ভিষক্ চতুষ্টয়ে যুক্তঃ প্রাণাভিসর উচ্যতে॥

অতএব শাস্ত্রে; শস্ত্রের অর্থজ্ঞানে, চিকিৎসাকার্য্যে এবং চিকিৎসাদর্শনে—এই চারিটীতে যিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সেই বৈদ্যকেই প্রাণসহায় বলা যায়।

হেতৌ লিঙ্গে প্রশমনে রোগাণামপুনর্ভবে।
জ্ঞানং চতুর্ব্বিধং যস্য স রাজার্হো ভিষকৃতমঃ॥

রোগের হেতু, লিঙ্গ, রোগ শান্তির উপায় এবং রোগের অনুৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে—যে বৈদ্য এই চারি প্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট, তিনিই রাজবৈদ্য হইবার উপযুক্ত।

শস্ত্রং শাস্ত্রাণি সলিলং গুণদোষপ্রবৃত্তয়ে।
পাত্রাপেক্ষীণ্যতঃ প্রজ্ঞাংচিকিৎসার্থং বিশোধয়েৎ॥

শস্ত্র, শাস্ত্র, এবং জল—ইহারা গুণদোষ সম্বন্ধে পাত্রাপেক্ষী অর্থাৎ শস্ত্রে ধার থাকিলেই তাহা গুণকর হয় না পরন্তু উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়িলেই শস্ত্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। জল, স্বচ্ছ বা মলিন যেমন আধারে থাকে তদ্রূপ গুণ ও দোষ বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং শাস্ত্রও ভ্রম প্রমাদাদি রহিত হইলেই কার্য্যকর হয় না; প্রজ্ঞাবান্ লোকের হাতে পড়িলে উহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। একারণ বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যের জন্য প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবেন।

বিদ্যা বিতর্কো বিজ্ঞানং স্মৃতিস্তৎপরতা ক্রিয়া।
যস্যৈতে ষড়্গুণাস্তস্য ন সাধ্যমতিবর্ত্ততে॥

যে বৈদ্যের বিদ্যা, যুক্তি, বিজ্ঞান, স্মৃতি, তৎপরতা, এবং ক্রিয়া অর্থাৎ চিকিৎসা বিষয়ে বহুদর্শিতা আছে; তাঁহার চিকিৎসার সাধ্যব্যাধি কখনই অসাধ্য হইতে পারে না।

বিদ্যা মতিঃ কর্ম্মদৃ[illegible]সঃ সিদ্ধিরাশ্রয়ঃ।
[illegible]প্যতাবলমেকৈকমপ্যতঃ॥
যস্য ত্বেতে গুণাঃ সর্ব্বে সন্তি বিদ্যাদয়ঃ শুভাঃ।
স বৈদ্যশব্দং সভূতমর্হন্ প্রাণসুখপ্রদঃ॥

বিদ্যা, যুক্তি, বহুদর্শন, অভ্যাস, সিদ্ধি ও সদ্‌গুরুর আশ্রয়—ইহাদের এক একটী গুণও বৈদ্যকে চিকিৎসকপদবাচ্য করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু এই সমস্ত গুণ যাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তিনিই বৈদ্যনামের উপযুক্ত এবং প্রাণদাতাও সুখপ্রদ।

শাস্ত্রং জ্যোতিঃ প্রকাশার্থং দর্শনং বুদ্ধিরাত্মনঃ।
তাভ্যাং ভিষক্ সুযুক্তাভ্যাং চিকিৎসন্নাপরাধ্যতি ॥

শাস্ত্র জ্যোতিঃ স্বরূপ। ইহা দ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ পায়। এবং আপনার বুদ্ধি চক্ষুস্বরূপ। অতএব যিনি শাস্ত্র ও বুদ্ধি মিলাইয়া চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে চিকিৎসা কার্য্যে অপরাধী হইতে হয় না।

চিকিৎসিতে ত্রয়ঃ পাদা যস্মাদ্বৈদ্যব্যপাশ্রয়াঃ।
তস্মাৎ প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ভিষক্ স্বগুণসম্পদি ॥

চিকিৎসা কার্য্যের অপর তিনটী পাদ অর্থাৎ দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী যেহেতু বৈদ্যের অধীন; অতএব বৈদ্যের শাস্ত্রজ্ঞানাদি গুণ সমূহ লাভ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক।

মৈত্রীকারুণ্যমার্ত্তেষু শক্যে প্রীতিরুপেক্ষণং।
প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবৃত্তিশ্চতুর্ব্বিধা ॥

আর্ত্ত ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি মিত্রভাব ও কারুণ্য; প্রীতিসহকারে সাধ্য রোগের চিকিৎসায় প্রবর্ত্তন, সুস্থশরীরে ঔষধাদি প্রয়োগে উপেক্ষা—বৈদ্যের এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি বা কর্ত্তব্য।

তত্র শ্লোকৌ।

ভিষক্‌জিতাং চতুষ্পাদং পাদঃ পাদশ্চতুর্গুণঃ।
ভিষক্ প্রধানং পাদেভ্যোঃ যস্মাদ্বৈদ্যস্তু যদ্‌গুণঃ ॥
জ্ঞানানি বুদ্ধির্ব্রাহ্মী চ ভিষজাং যা চতুর্ব্বিধা।
সর্ব্বমেতচ্চতুষ্পাদে খুড্ডাকে সংপ্রকাশিতম্ ॥

ভিষগাদি চিকিৎসার চতুষ্পাদ, প্রত্যেক পাদের চারি চারিটী গুণ; চতুষ্পাদের মধ্যে চারিটী গুণবিশিষ্ট ভিষকেরই প্রধান্য, বৈদ্যের জ্ঞানও চারিপ্রকার ব্রাহ্মীবুদ্ধি—এই সমুদয় এই খুড্ডাক চতুষ্পাদ অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে খুড্ডাক-
চতুষ্পাদনাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহাচতুষ্পাদমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা মহাচতুষ্পাদ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

চতুষ্পাদং ষোড়শকলং ভেষজমিতি ভিষজো ভাষন্তে। যদুক্তং পূর্ব্বাধ্যায়ে ষোড়শগুণমিতি তদ্ভেষজম্। যুক্তিযুক্ত-মলমারোগ্যায়েতি ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ।

বৈদ্যেরা বলেন যে ষোড়শ কলাবিশিষ্ট চতুষ্পাদই ভেষজ। পূর্ব্বাধ্যায়ে বৈদ্য পরিচারক, ঔষধ ও রোগী—এই চতুষ্পাদ এবং এই চারিটীর যে ষোল প্রকার গুণ থাকিলে রোগোপশম হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই ষোড়শগুণযুক্ত চতুষ্পাদ যুক্তিযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে—ইহা ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু বলেন।

নেতি মৈত্রেয়ঃ। কিং কারণং? দৃশ্যন্তেহ্যাতুরাঃ কেচিদুপ-করণবন্তশ্চ পরিচারকসম্পন্নাশ্চ আত্মবন্তশ্চ কুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাস্তথা যুক্তাশ্চাপরে ম্রিয়-মাণাস্তস্মাদ্ভেষজমকিঞ্চিৎকরং ভবতি ॥

মৈত্রেয় বলেন, যে তাহা হইতে পারে না। কারণ দেখা যায়, যে রোগী বিশিষ্ট উপকরণ সম্পন্ন ও আত্মবান্ বটে, বৈদ্য কার্য্যকুশল বটে, পরিচারক গুণবান্ এবং ঔষধ ও উপযুক্ত বটে, তথাপি (এই চতুষ্পাদ যথাযথ বিদ্যমান থাকিতেও) কোন স্থলে রোগীর রোগ আরোগ্য হইতেছে—কোন স্থলে বা রোগীর মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে; অতএব উক্ত চতুষ্পাদ ভেষজ রোগ আরোগ্য বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর।

তদ্‌যথা।

শ্বভ্রে সরসি চ প্রাসেক্তমল্পমুদকং [illegible] নদ্যাং স্যন্দমানায়াং পাংশুধানে পাংশুমুষ্টিঃ প্রকীর্ণ ইতি। তথাপরে দৃশ্যন্তে অনুপকরণাশ্চাপরিচারকাশ্চানাত্মবন্তশ্চা[illegible]শলৈশ্চ ভিষ-গ্‌ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাঃ। তথাযুক্তা ম্রিয়মাণাশ্চাপরে। যতশ্চ প্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি, প্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে, অপ্রতি-কুর্ব্বন্ সিধ্যতি, অপ্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে, ততশ্চিন্ত্যতে [illegible]নাবিশিষ্টমিতি ॥

যেমন প্রকাণ্ড গহ্বরে কিম্বা জলপূর্ণ সরোবরে অল্প পরিমাণে জল নিক্ষেপ করা অকিঞ্চিৎকর; যেমন প্রবহমান নদীতে কিম্বা পাংশুরাশিতে একমুষ্টি পাংশু নিক্ষেপ করিলে

কোন কার্য্যকারী হয় না; সেইরূপ আরোগ্য বা অনারোগ্যের পক্ষে ভেষজ ও অকিঞ্চিৎকর। কেননা, অনেক স্থলে দেখা যায় যে রোগীর ঔষধাদি উপকরণ নাই, পরিচারক নাই, রোগী নিজেও আত্মবান্ নয়, এবং বৈদ্য ও দক্ষ নহে—তথাপি রোগী আরোগ্য হইতেছে। আবার এরূপ অবস্থায় অনেকে মরিয়াও যাইতেছে। চিকিৎসা দ্বারা কেহ বা আরোগ্যলাভ করিতেছে, কেহবা মরিয়া যাইতেছে; আবার চিকিৎসা না করাইয়াও কেহ বা আরোগ্য হইতেছে—কেহবা মরিয়া যাইতেছে। অতএব আমার মনে হয় ভেষজ ও অভেষজ—উভয়ই তুল্য।

মৈত্রেয়! মিথ্যা চিন্ত্যত ইত্যাত্রেয়ঃ। কিং কারণং? যে হ্যাতুরাঃ ষোড়শগুণসমুদিতেনানেন ভেষজেনোপপদ্যমানা ম্রিয়ন্তে ইত্যুক্তং তদনুপপন্নম্। ন হি ভেষজসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজমকারণং ভবতি। যে পুনরাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদৃতে সমুত্তিষ্ঠন্তে ন তেষাং সম্পূর্ণভেষজোপপাদনায় সমুত্থানবিশেষোঽস্তি। যথাহি পতিতং পুরুষং সমর্থমুত্থানায়োত্থাপয়ন্ পুরুষো বলমস্যোপাদধ্যাৎ। স ক্ষিপ্রতরমপরিক্লিষ্ট এবোত্তিষ্ঠেৎ। তদ্বৎ সম্পূর্ণভেষজোপলম্ভাদাতুরাঃ। যে চাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদপি ম্রিয়ন্তে, ন চ সর্ব্ব এব তে ভেষজোপপন্নাঃ সমুত্তিষ্ঠেরন্। নহি সর্ব্বে ব্যাধয়ো ভবন্ত্যুপায়সাধ্যাঃ॥

আত্রেয় বলিলেন, মৈত্রেয়! তোমার এইরূপ মনে করা মিথ্যা। তুমি যে বলিলে ষোড়শ গুণযুক্ত ভেষজ দ্বারা উপপন্ন হওয়া বা না হওয়া উভয়ই তুল্য—এ কথা হইতে পারে না। কারণ যে সকল ব্যাধি ভেষজসাধ্য, তাহাতে ভেষজ প্রয়োগ কখনই নিষ্ফল হয় না। আবার যে সকল রোগী ভেষজ ব্যতীত আরোগ্যলাভ করিতেছে, তাহারা ভেষজযুক্ত হইলে আরও শীঘ্র এবং অক্লিষ্টভাবে আরোগ্যলাভ করিত। গর্ত্তপতিত পুরুষের আপনাপনি গর্ত্ত হইতে উঠিবার সামর্থ্য থাকিলেও তথাপি আর একজন তাহাকে উঠাইয়া দিলে সে যেমন শীঘ্রতর ও অপরিক্লিষ্ট ভাবে উঠিয়া থাকে, সম্পূর্ণ ভেষজযুক্ত হইলে রোগী ও তদ্রূপ আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। যে সকল রোগী ভেষজের অভাবে মরিয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই যে ভেষজযুক্ত হইলে বাঁচিত, তাহা নহে। কেননা, সমুদয় ব্যাধি যে উপায়সাধ্য তাহা নহে।

ন চোপায়সাধ্যানাং ব্যাধীনামনুপায়েন সিদ্ধিরস্তি, ন চাসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজসমুদায়োঽস্তি, নহ্যলং জ্ঞানবান্ ভিষক্ মুমূর্ষুমাতুরমুত্থাপয়িতুম্। পরীক্ষাকারিণো হি কুশলা ভবন্তি। যথা হি যোগজ্ঞোঽভ্যাসনিত্য ইষ্বাসো ধনুরাদায়েষুমপাস্যন্ নাতিবিপ্রকৃষ্টে মহতি কায়ে নাপরাদ্ধো ভবতি, সম্পাদয়তি [illegible]। তথা ভিষক্ স্বগুণসম্পন্ন উপকরণবান্ বীক্ষ্য কর্ম্মারভমাণঃ সাধ্যরোগ-

মনপবাধঃ সম্পাদয়ত্যেবাতুরমারোগ্যেণ। তস্মান্ন ভেষজমভেষজেনাবিশিষ্টম্ ভবতি ॥

চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি সকল চিকিৎসা বিনা আরোগ্য হয় না। আবার অসাধ্য ব্যাধিও কোন চিকিৎসাতে আরোগ্য হয় না। বৈদ্য জ্ঞানবান্ হইলেও মুমূর্ষু রোগীকে কখনই আরোগ্য করিতে পারেন না। যে বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ ব্যাধি সাধ্য কি অসাধ্য তাহা বুঝিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, সেই চিকিৎসক নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যেরূপ কৌশলজ্ঞ অভ্যাস শীল ধনুর্দ্ধর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক শরসন্ধান করিয়া অনতিদূরস্থ বৃহৎ পদার্থ অনায়াসে বিদ্ধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বগুণসম্পন্ন উপকরণবান্ বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে সাধ্যরোগকে নিশ্চয়ই আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব ভেষজ ও অভেষজ— দুইই সমান হইতে পারে না।

ইদঞ্চেদঞ্চ নঃ প্রত্যক্ষং। যদনাতুরেণ ভেষজেনাতুরং চিকিৎস্যামঃ। ক্ষামমক্ষামেন। কৃশং দুর্ব্বলমাপ্যায়য়ামঃ। স্থূলং মেদস্বিনমপতর্পয়ামঃ। শীতেনোষ্ণাভিভূতমুপচরামঃ। শীতাভিভূতমুষ্ণেন। ন্যূনান্ ধাতূন্ পূরয়ামঃ। ব্যতিরিক্তান্ হ্রাসয়ামঃ। ব্যাধীন্ মূলবিপর্য্যয়েণোপচরন্তঃ সম্যক্ প্রকৃতৌ স্থাপয়ামঃ। তেষাং নস্তথা কুর্ব্বতাময়ং ভেষজসমুদায়ঃ কান্ততমো ভবতি ॥

ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে ঔষধ দ্বারা রোগী আরোগ্য হইতেছে। স্থূলকর ঔষধ প্রয়োগে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি স্থূল ও বলবান্ হইতেছে; অপতর্পণ ঔষধ প্রয়োগে স্থূল ও মেদস্বী ব্যক্তি কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছে; শীতবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগে উষ্ণাভিভূতের রোগ আরোগ্য হইতেছে; উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগে শীতাভিভূতের উপকার হইতেছে; ঔষধ দ্বারা হীন ধাতুর পুষ্টি হইতেছে, পুষ্টধাতুর ন্যূনতা হইতেছে, এবং হেত্বাদি বিপরীত ঔষধ প্রয়োগে ব্যাধি সকল প্রকৃতিস্থ হইতেছে। সুতরাং ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে ব্যাধি পীড়িতের পক্ষে ঔষধ একান্ত কমনীয়।

ভবতি চাত্র।

সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো জ্ঞানপূর্ব্বং চিকিৎসকঃ।
কালে চারভতে কর্ম্ম যত্তৎ সাধয়তি ধ্রুবম্ ॥

রোগের সাধ্যাসাধ্য বিষয় নির্ণয় করিয়া যে চিকিৎসক যথাকালে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তিনি নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়েন।

অর্থবিদ্যাযশোহানিমুপক্রোশমসংগ্রহম্।
প্রাপ্নুয়ান্নিয়তং বৈদ্যো যোঽসাধ্যং সমুপাচরেৎ ॥

যে বৈদ্য অসাধ্য রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার অর্থ, বিদ্যা এবং যশোহানি হইয়া থাকে। তিনি লোকের আক্রোশভাজন হয়েন এবং লোকসংগ্রহ করিতে পারেন না।

সুখসাধ্যং মতং সাধ্যং কৃচ্ছ্রসাধ্যমথাপি চ।
দ্বিবিধশ্চাপ্যসাধ্যং স্যাদ্ যাপ্যং যদনুপক্রমম্॥

সাধ্যরোগ দুই প্রকার—সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। অসাধ্য রোগও দ্বিবিধ, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়।

সাধ্যানাং ত্রিবিধশ্চাল্পমধ্যমোৎকৃষ্টতাং প্রতি।
বিকল্পো নত্বসাধ্যানাং নিয়তানাং বিকল্পনা॥

সাধ্যব্যাধির বিকল্পনা ত্রিবিধ :—অল্পসাধ্য, মধ্যমসাধ্য ও উত্তমসাধ্য। অসাধ্য রোগের আর বিকল্প নাই।

হেতবঃ পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যল্পানি যস্য বৈ।
ন চ তুল্যগুণো দূষ্যো ন দোষঃ প্রকৃতির্ভবেৎ॥
ন চ কালগুণস্তুল্যো ন দোষো দুরুপক্রমঃ।
গতিরেকা নবত্বঞ্চ রোগস্যোপদ্রবো ন চ॥
দোষশ্চৈকঃ সমুৎপত্তৌ দেহঃ সর্ব্বৌষধক্ষমঃ।
চতুষ্পাদোপপত্তিশ্চ সুখসাধ্যস্য লক্ষণম্॥

যে রোগে হেতু, পূর্ব্বরূপ ও রূপের মাত্রা অল্প; যে রোগে রসরক্তাদি দূষ্য পদার্থ সকল দোষের তুল্যগুণ না হয়; যে রোগে দোষ প্রকৃতিগত নহে; যে রোগে দোষ কালের সমান গুণ না হয়; যে রোগ দুশ্চিকিৎস্য নহে; যে রোগের গতি এক (অর্থাৎ যে রোগ কেবল নিম্নগ বা ঊর্দ্ধগ); যে রোগ অচিরোৎপন্ন ও উপদ্রবশূন্য; যে রোগ একটীদোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যে রোগে রোগীর দেহ সর্ব্ব প্রকার বমন বিরেচনাদি ঔষধ সহ্য করিতে পারে এবং যে রোগের চিকিৎসাকার্য্য ভিষগাদি চতুষ্পাদ সম্পন্ন হইয়া থাকে—সেই রোগকে সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে।

নিমিত্তপূর্ব্বরূপাণাং রূপাণাং মধ্যমে বলে।
কালপ্রকৃতিদূষ্যাণাং সামান্যেঽন্যতমস্য চ॥
গর্ভিণীবৃদ্ধবালানাং নাত্যুপদ্রবপীড়িতম্।
শস্ত্রক্ষারাগ্নিকৃত্যানামনবং কৃচ্ছ্রদেহজম্॥
বিদ্যাদেকপথং রোগং নাতিপূর্ণচতুষ্পদম্।
দ্বিপথং নাতিকালম্বা কৃচ্ছ্রসাধ্যং দ্বিদোষজম্॥

রোগের নিদান, পূর্ব্বরূপ এবং রূপ মধ্যমবল হইলে, এবং কাল, প্রকৃতি ও দূষ্য—ইহাদের মধ্যে যে কোনটি হউক রোগারম্ভক দোষের সমানধর্ম্মী হইলে, রোগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে। গর্ভিণী, বালক এবং বৃদ্ধ—ইহাদের রোগ অত্যন্ত উপদ্রব বিশিষ্ট হইলেও কৃচ্ছ্র-সাধ্য হয়। রোগে শস্ত্র ক্রিয়া, ক্ষার ক্রিয়া বা অগ্নিক্রিয়া আবশ্যক হইলে, বা রোগ পুরাতন হইলে, তাহাকেও কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। রোগ একপথগামী হইলেও যদি ভিষগাদি পাদ চতুষ্টয় সম্পূর্ণ গুণান্বিত না হয়, তাহা হইলেও সেই এক পথগামী রোগকেও কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া

জানিবে। দ্বিপথগামী রোগ অচিরোৎপন্ন হইলেও কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। দুই দোষজাত রোগকে ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে।

শেষত্বাদায়ুষো যাপ্যমসাধ্যং পথ্যসেবয়া।
লব্ধাল্পসুখমল্পেন হেতুনাশুপ্রবর্ত্তকম্॥

যে রোগে রোগ অসাধ্য হইলেও রোগীর আয়ুর বল থাকে এবং পথ্যাদি সেবা দ্বারা তৎকাল জন্য রোগের উপশম্ হয়, সেই অসাধ্য রোগকে যাপ্য বলিয়া থাকে।

গম্ভীরং বহুধাতুস্থং মর্ম্মসন্ধিসমাশ্রিতম্।
নিত্যানুশায়িনং রোগং দীর্ঘকালমবস্থিতম্॥
বিদ্যাদ্দ্বিদোষজং তদ্বৎ প্রত্যাখ্যেয়ং ত্রিদোষজম্॥
ক্রিয়াপথমতিক্রান্তং সর্ব্বমার্গানুসারিণম্।
ঔৎসুক্যারতিসম্মোহকরমিন্দ্রিয়নাশনম্।
দুর্ব্বলস্য সুসংবৃদ্ধং ব্যাধিং সারিষ্টমেব চ॥

যে রোগ মেদঃ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুগত, যে রোগ রসরক্তাদি বহুধাতুস্থ, যে রোগ মর্ম্মগত ও সন্ধিগত, যাহা নিত্যানুবন্ধী অর্থাৎ অনবরত উপদ্রব-বিশিষ্ট এবং দীর্ঘকালস্থায়ী, সেই রোগ যদি দ্বিদোষজ হয়, তাহা হইলে তাহাকে যাপ্য বলিয়া জানিবে। আর এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট রোগ যদি ত্রিদোষজ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ রোগ চিকিৎসার পথ অতিক্রম করিলে; উহা ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্—সর্ব্বমার্গগত হইলে; এবং ঔৎসুক্যজনক, অস্থিরতাজনক, সম্মোহজনক এবং ইন্দ্রিয়ের বিনাশক হইলে, তাহাকে প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া জানিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রবৃদ্ধ রোগ ও প্রত্যাখ্যেয়। রোগ অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাও প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া জানিবে।

ভিষজা প্রাক্ পরীক্ষ্যৈবং বিকারাণাং স্বলক্ষণম্।
পশ্চাৎ কার্য্যসমারম্ভঃ কার্য্যঃ সাধ্যেষু ধীমতা॥
সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো যঃ সম্যক্প্রতিপত্তিমান্।
ন স মৈত্রেয়তুল্যানাং মিথ্যাবুদ্ধিং প্রকল্পয়েৎ॥

রোগ সকলের সাধ্যাসাধ্যত্ব প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া যে ভিষক্ সাধ্যরোগের চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; যিনি সাধ্যাসাধ্য বিভাগজ্ঞ, ও সম্যক্ প্রতিপত্তিশালী, তিনি মৈত্রেয়ের মত কখন মিথ্যাবুদ্ধির কল্পনা করেন না অর্থাৎ ভেষজ ও অভেষজকে তুল্য বলিয়া বোধ করেন না।

তত্র শ্লোকৌ।

ইহৌষধং পাদগুণাঃ প্রভাবো ভেষজাশ্রয়ঃ।
আত্রেয়মৈত্রেয়মতী মতিদ্বৈবিধ্যনিশ্চয়ঃ॥
চতুর্ব্বিধবিকল্পাশ্চ ব্যাধয়ঃ স্বস্বলক্ষণাঃ।
উক্তা মহাচতুষ্পাদে যেষ্বায়ত্তং ভিষগ্জিতম্॥

ঔষধ ও ভেষজাশ্রয়ের প্রভাব; আত্রেয় ও মৈত্রেয়ের মতামত; মতদ্বৈধের বিনিশ্চয়; সুখসাধ্যাদি চতুর্ব্বিধ বিকল্প এবং তাহাদের স্ব স্ব লক্ষণ—এই সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে ঔষধের সফলতা লাভ করা যায়।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
মহাচতুষ্পাদো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্তিস্রৈষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা তিস্রৈষণীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইহ খলু পুরুষেণানুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপৌরুষপরাক্রমেণ হিত-মিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে সমনুপশ্যতা তিস্র এষণাঃ পর্য্যে-ষ্টব্যা ভবন্তি। তদ্‌যথাঃ—প্রাণৈষণা ধনৈষণা পরলোকৈ-ষণেতি॥

ই[illegible] সংসারে যে পুরুষের মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত; যিনি সমভাবে ইহ প[illegible] উভয়লোকের হিতকামনা করিয়া থাকেন; তাঁহার এই তিনটী বিষয় সর্ব্বতোভাবে অন্বে[illegible] করা কর্ত্তব্য। যথা;—প্রাণ, ধন ও পরলোক।

আসান্তু খল্বেষণানাং প্রাণৈষণাং তাবৎ পূর্ব্বতরমাপদ্যেত। কস্মাৎ? প্রাণপরিত্যাগে হি সর্ব্বত্যাগঃ। তস্যানুপালনং স্বস্থস্য স্বস্থবৃত্তিরাতুরস্য বিকারপ্রশমনেঽপ্রমাদঃ। তদু-ভয়মেতদুক্তং বক্ষ্যতে চ। তদযথোক্তমনুবর্ত্তমানঃ প্রাণানু-পালনাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতীতি প্রথমৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি॥

এই তিনটী বরেণ্য পদার্থের মধ্যে প্রাণৈষণা পূর্ব্বতর অর্থাৎ যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, সেই চেষ্টা করাই সর্ব্বাগ্রে [illegible]। কেন না, প্রাণত্যাগেই সর্ব্বত্যাগ। সর্ব্বাগ্রে প্রাণানুপালন করা অতীব কর্ত্তব্য। সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা দ্বারা এবং রোগ হইলে রোগ শান্তি দ্বারা প্রাণানুপালন করা হয়। এই উভয় বিষয় এই শাস্ত্রে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং পরেও বলা হইবে। যিনি তদনুসারে চলিবেন, তিনি প্রাণানুপালন দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন। এই প্রাণৈষণার বিষয় কথিত হইল।

অথ দ্বিতীয়াং ধনৈষণা[illegible] ত। প্রাণেভ্যো হ্যনন্তরং ধনমেব পর্য্যেষ্টব্যং ভবতি। নহ্যতঃ পাপাৎ পাপীয়োঽস্তি

যদনুপকরণস্ত দীর্ঘমায়ুঃ। তস্মাদুপকরণানি পর্য্যেষ্টুং যতেত। তত্রোপকরণোপায়াননুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যরাজোপসেবাদীনি। যানি চান্যান্যপি সতামবিগর্হিতানি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি বিদ্যাৎ তান্যারভেত কর্ত্তুম্। তথা কুর্ব্বন্ দীর্ঘজীবিতমনবমতঃ পুরুষো ভবতীতি। দ্বিতীয়ৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি॥

প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা। প্রাণরক্ষার পর ধন অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। কেন না, উপকরণহীন নির্দ্ধনের দীর্ঘায়ু লাভ হয় না। উপকরণহীন নির্দ্ধন অপেক্ষা একারণ পাপী আর কেহই নাই। অতএব উপকরণ সকল অন্বেষণ অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন করিতে বিশেষ যত্ন করিবে। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ধনোপার্জ্জন হয়, তাহা এই—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ও রাজসেবা প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক কর্ম্ম আছে, যাহা সাধুবির্গহিত নহে অথচ যাহা করিলে ধনোপার্জ্জন হয়। সেই সকল কর্ম্ম করাও কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে পুরুষ যাবজ্জীবন সম্মানের সহিত কালযাপন করিতে পারেন। এই ধনৈষণার কথা বলা হইল।

অথ তৃতীয়াং পরলোকৈষণামাপদ্যেত। সংশয়শ্চাত্র কথং ভবিষ্যাম ইতশ্চ্যুতা ন বেতি। কুতঃ পুনঃ সংশয় ইতি উচ্যতে; সন্তি হ্যেকে প্রত্যক্ষপরাঃ; পরোক্ষত্বাৎ পুনর্ভবস্য নাস্তিক্যমাশ্রিতাঃ। সন্তি চাপরে যে আগমপ্রত্যয়াদেব পুনর্ভবমিচ্ছন্তি শ্রুতিভেদাচ্চ। "মাতরং পিতরঞ্চৈকে মন্যন্তে জন্মকারণম্, স্বভাবং পরনির্ম্মাণম্ যদৃচ্ছাঞ্চাপরে জনাঃ" ইত্যতঃ সংশয়ঃ। কিন্নু খলু অস্তি পুনর্ভবো ন বেতি?

অনন্তর তৃতীয় এষণা অর্থাৎ পরলোকৈষণার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইহলোক হইতে বিচ্যুত হইলে আবার জন্ম হইবে কিনা, এবিষয়ে অনেকের সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ এই যে অনেকে প্রত্যক্ষবাদী। পুনর্জন্ম অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিয়া নাস্তিক্যমত অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায় আপ্তোপদেশ ও শ্রুতি অনুসারে পুনর্জ্জন্ম আছে, ইহা বলিয়া থাকেন। কাহার ও মতে পিতামাতাই জন্মের কারণ এবং কেহ কেহ বা স্বভাবকে জন্মের কারণ বলিয়া স্থির করেন। কেহ কেহ বা সৃষ্টিকে পরনির্ম্মিত অর্থাৎ কোন এক প্রসিদ্ধ পুরুষের নির্ম্মিত বলেন। আবার কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন, সৃষ্টির কারণ নাই—ইহা যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিয়া পুনর্জন্ম আছে কিনা সংশয় হইয়া থাকে।

তত্র বুদ্ধিমান্নাস্তিক্যং বুদ্ধিং জহ্যাৎ বিচিকিৎসাঞ্চ। কস্মাৎ? প্রত্যক্ষং হ্যল্পম্ অনল্পমপ্রত্যক্ষমস্তি। যদাগমানুমানযুক্তিভিরুপলভ্যতে। যৈরেব তাবদিন্দ্রিয়ৈঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে তান্যেব সন্তি চাপ্রত্যক্ষাণি।

এবিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নাস্তিক্য বুদ্ধিও সংশয়ভাব পরিত্যাগ করিবেন। কেননা, এসংসারে প্রত্যক্ষের ভাগ অল্প ; এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ই অধিক। ঐ সকল অপ্রত্যক্ষ বিষয় শাস্ত্র, অনুমান ও যুক্তি দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুরাদি যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বলিয়া আমরা কখনই বলিতে পারিনা যে আমাদের ঐ সকল ইন্দ্রিয় নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে কিনা ইহা জানিবার জন্য আমাদিগকে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সতাঞ্চ রূপাণামতিসন্নিকর্ষাদতিবিপ্রকর্ষাদাবরণাৎ করণ-
দৌর্ব্বল্যান্মনোঽনবস্থানাৎ সমানাভিহারাদভিভবাদতি-
সৌক্ষ্ম্যাচ্চ প্রত্যক্ষানুপলব্ধিঃ। তস্মাদপরীক্ষিতমেতদু-
চ্যতে প্রত্যক্ষমেবাস্তি নান্যদস্তীতি।

প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য পদার্থসকলের ও সত্তা অতি নৈকট্য বা অতি দূরত্ব নিবন্ধন প্রত্যক্ষ হয় না। (যেমন আপনার চক্ষু আপনি দেখিতে পায়না অথবা আকাশস্থিত দূরতর নক্ষত্র সকল দেখিতে পাওয়া যায় না)। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থ সকলের সত্তা কোন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকিলে প্রত্যক্ষ হয় না,। ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য থাকিলে ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়না। (চক্ষু দুর্ব্বল হইলে রূপাদি দেখাযায়না)। অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ করা যায়না। (লোকে অন্যমনস্ক থাকিলে সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলে ও টের পায়না) ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমানতা বশতঃ ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ করা যায়না। যেমন অনেকগুলি কলাইয়ের মধ্যে দৃষ্ট কলাইটী নির্ব্বাচন করা যায় না।) কোন জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের দ্বারা অভিভব বশতঃ ও প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায়না। (যেমন সূর্য্যালোকে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়না)। অতিসূক্ষ্মত্ব হেতু ও পদার্থসকলের প্রত্যক্ষ হয়না। অতএব যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি ; তাহাই আছে, আর যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তাহা নাই—এরূপমত যুক্তি বিরুদ্ধ।

শ্রুতয়শ্চৈতা ন কারণং যুক্তিবিরোধাৎ ॥

আর পিতা মাতা বা স্বভাব জন্মের কারণ বলিয়া যে শুনা যায়, ঐ সকল মত ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

আত্মা মাতুঃ পিতুর্ব্বা যঃ সোঽপত্যং যদি সঞ্চরেৎ।
দ্বিবিধং সঞ্চরেদাত্মা সর্ব্বো বাবয়বেন বা ॥
সর্ব্বশ্চেৎ সঞ্চরেন্মাতুঃ পিতুর্ব্বা মরণং ভবেৎ।
নিরন্তরং নাবয়বঃ কশ্চিৎ সূক্ষ্মস্য চাত্মনঃ ॥

যাঁহারা বলেন ; পিতা বা মাতার আত্মা অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে—তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে পিতা বা মাতার আত্মা সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে পুত্ররূপে জন্মায়? যদি বল, পিতা বা মাতার আত্মা সমগ্রভাবে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে পুত্র জন্মিবার পরই পিতা বা মাতার মৃত্যু হইত। যদি বল, তাঁহাদিগের আত্মার অংশ অপত্যে সঞ্চরণকরে, তাহা ও হইতে পারেনা। কেননা, আত্মা সূক্ষ্ম ও নিরন্তর ; উহার অংশ হইতে পারেনা।

বুদ্ধির্মনশ্চ নির্ণীতে যথৈবাত্মা তথৈব তে ॥

যদি বল, যে পিতামাতার বুদ্ধি ও মন অপত্যরূপে সঞ্চরণ করে; তাহা ও অসম্ভব। কেননা, উহারা ও আত্মার ন্যায় সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

যেষাঞ্চৈষা মতিস্তেষাং যোনির্নাস্তি চতুর্ব্বিধা ॥

পিতামাতাই জন্মের কারণ যাঁহাদের এইমত; তাঁহাদের মতে স্বেদজ, অণ্ডজ; জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারি প্রকার প্রাণী সম্ভব হইতে পারেনা। কেননা, এই চতুর্ব্বিধ যোনির মধ্যে স্বেদ ও উদ্ভিদ্ যোনি হইতে যে সকল প্রাণী জন্মে, পিতা মাতা তাহাদের জন্মের কারণ নয়। অতএব পিতা মাতা যে জন্মের কারণ, এই মত যুক্তিবিরুদ্ধ।

বিদ্যাৎ স্বাভাবিকং ষণ্ণাং ধাতূনাং যৎ স্বলক্ষণম্।
সংযোগে চ বিভাগে চ তেষাং কর্ম্মৈব কারণম্ ॥

প্রাণীদিগের উৎপত্তি বিষয়ে পঞ্চমহাভূত ও আত্মা এই ছয়টী ধাতুকেই কারণ বলিয়া জানিবে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা—ইহাদের যে যে স্বাভাবিক লক্ষণ আছে; উহাদের সংযোগ ও বিভাগে ও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রাণিসমূহে এই ছয়টি ধাতুরই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনাদেশ্চেতনাধাতোর্নেষ্যতে পরনির্ম্মিতিঃ।
পর আত্মা স চেদ্ধেতুরিষ্টোঽস্তু পরনির্ম্মিতিঃ ॥

চেতনাধাতু অনাদি; যাহার আদি নাই, তাহা পর দ্বারা নির্ম্মিত বা সৃষ্ট হইতে পারেনা। তবে সেই পর সৃষ্টিকর্ত্তাকে যদি আত্মা বলিয়া মান, তাহা হইলে চেতনা ধাতুকে ও পরনির্ম্মিতবলা আমাদের ও ইষ্ট।

ন পরীক্ষা ন পরীক্ষ্যং ন কর্ত্তা কারণং ন চ।
ন দেবা নর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ কর্ম্ম কর্ম্মফলং ন চ ॥
নাস্তিকস্যাস্তি নৈবাত্মা যদৃচ্ছোপহতাত্মনঃ।
পাতকেভ্যঃ পরঞ্চৈতৎ পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ ॥
তস্মান্মতিং বিমুচ্যৈতামমার্গপ্রসৃতাং বুধঃ।
সতাং বুদ্ধিপ্রদীপেন পশ্যেৎ সর্ব্বং যথাতথম্ ॥

যাঁহাদের মতে পরীক্ষা নাই, পরীক্ষণীয় বিষয় নাই, কর্ত্তা নাই, কারণ নাই, দেবতা নাই, ঋষি নাই, সিদ্ধ নাই, শুভাশুভ কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, এবং আত্মা নাই—যাঁহাদের মতে সমুদয়ই যদৃচ্ছাক্রমে আপনাপনি জন্মাইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে—সেই যদৃচ্ছাবাদী নাস্তিকলোক মহাপাতকী হইতে ও মহাপাতকী। অতএব সকলেরই এইরূপ বিপথগামিনী বুদ্ধি পরিত্যাগ করা এবং সাধুগণের বুদ্ধি প্রদীপে যথাযথ পথ দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিবিধমেব খলু সর্ব্বং সচ্চাসচ্চ। তস্য চতুর্ব্বিধা পরীক্ষা, আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষং অনুমানং যুক্তিশ্চেতি।

সৎ ও অসৎ ভেদে পদার্থ সকল দুই প্রকার। সেই সদসদাত্মক পদার্থ সকলের পরীক্ষা বা জ্ঞান চারি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। যথা, আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি।

আপ্তাস্তাবৎ:—

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা ॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ ॥

যাহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; যাহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালের বিষয় বিশদরূপে জানিতে সক্ষম; যাঁহাদের জ্ঞান সদাই সর্ব্ব বিষয়ে অব্যাহত; সেই তপোযোগসিদ্ধ মহর্ষিগণই শিষ্ট, বিবুদ্ধ এবং আপ্তপুরুষ। তাঁহাদিগের বাক্যে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তাঁহারা সত্য ব্যতীত কখনই মিথ্যা বলেন না। কেন না, তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের অতীত হইয়াছেন। এই সকল আপ্তপুরুষের উপদেশকে আপ্তোপদেশ বলে। আপ্তোপদেশ একটী প্রধান প্রমাণ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।
ব্যক্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষং সা নিরুচ্যতে ॥

আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের পরস্পর সন্নিকর্ষ বশতঃ যে জ্ঞান জন্মে—এই কয়েকটীর একত্রযোগে যে বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়।

প্রত্যক্ষপূর্ব্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমীয়তে।
বহ্নির্নিগূঢ়ো ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ ॥
এবং ব্যবস্যন্ত্যতীতং বীজাৎ ফলমনাগতম্।
দৃষ্ট্বা বীজাৎ ফলং জাতমিহৈব সদৃশং বুধাঃ ॥

যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব্ব, ত্রিবিধ এবং তিনকালেই অনুমেয় হয়, তাহাকে অনুমান বলে। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, তৎ সম্বন্ধেই অনুমান করা যায়। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান কখনই হইতে পারে না। অনুমান তিন প্রকার বলাতে কারণানুমান, কার্য্যানুমান ও সামান্য দৃষ্টানুমান, বুঝায়। অনুমানের গতি যে বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই হইয়া থাকে তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত যথা:—ধূম দ্বারা বর্ত্তমান বহ্নির অনুমান। গর্ভ দেখিয়া অতীত মৈথুনের অনুমান হয় এবং বীজ দেখিয়া সেই বীজে একবার যে রূপ ফল ফলিয়াছিল, এবারেও তৎ সদৃশ ফল ফলিবেক, এইরূপ ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায়।

জলকর্ষণবীজর্ত্তুসংযোগাৎ শস্যসম্ভবঃ।
যুক্তিঃ ষড়্ধাতুসংযোগাদ্ গর্ভাণাং সম্ভবস্তথা ॥
মথ্যমন্থন[illegible]নসংযোগাদগ্নিসম্ভবঃ।
যুক্তিযুক্তা চ[illegible]দসম্পাদ্ ব্যাধি[illegible]ী ॥
বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া ॥

জল, কর্ষণ, বীজ ও ঋতুর যোগে শস্য জন্মায়। পঞ্চমহাভূত ও আত্মা এবং ষড়্‌ধাতুর সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হয়; মথ্য কাষ্ঠ, মন্থন ক্রিয়া ও মন্থন কর্ত্তা— এই তিনের সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি হয়। এবং ভিষক্, ঔষধ এবং পরিচারক ও রোগী—এই পাদ চতুষ্টয় গুণবান্ হইলে ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এই রূপে যে বুদ্ধি বহুবিধ কারণ হইতে বহুবিধ ফল দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই বুদ্ধির নাম যুক্তি। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের আলোচনা যুক্তিবলে হয় সুতরাং ইহা ত্রৈকালিক। ইহা দ্বারা ত্রিবর্গ ও সাধিত হয়।

এবা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈবং তয়া চাস্তি পুনর্ভবঃ॥

আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি—এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত পরীক্ষার অপর কোন উপায় নাই। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই সদসৎ যাবতীয় পদার্থের পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই পুনর্জ্জন্ম যে আছে তাহা জানা যায়।

তত্রাপ্তাগমস্তাবদ্বেদো যশ্চান্যোঽপি কশ্চিদ্বেদার্থাদবিপরীতঃ পরীক্ষকৈঃ প্রণীতঃ শিষ্টানুমতো লোকানুগ্রহপ্রবৃত্তঃ শাস্ত্রবাদঃ স চাপ্তাগমঃ। আপ্তাগমাদুপলভ্যতে দানতপোযজ্ঞসত্যাহিংসাব্রহ্মচর্য্যাণ্যভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সকরাণীতি। নচানতিবৃত্তসত্ত্বদোষাণামদোষৈরপুনর্ভবো ধর্ম্মদ্বারেষূপদিশ্যতে॥

বেদকে আপ্তাগম কহে। বেদ ব্যতীত অপরাপর যে সকল শাস্ত্র বেদের অবিরোধী; পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক প্রণীত, শিষ্টসম্মত এবং সর্ব্বলোকের হিতকামনায় ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ও আপ্তাগম বলা যায়। এই আপ্তপ্রমাণ হইতেই জানা যায়, যে দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মকার্য্য সকল কৃত হইলে জীবের ঐহিক উন্নতি ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়। সেই আপ্তেরাই কহেন, যে রজঃ ও তমোগুণের নিবৃত্তি না হইলে, শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে, ঐ দানাদি ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা ও পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয় না।

ধর্ম্মদ্বারাবহিতৈশ্চ ব্যপগতভয়রাগদ্বেষলোভমোহমানৈর্ব্রহ্মপরৈরাপ্তৈঃ কর্ম্মবিদ্ভিরনুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপ্রচারৈঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈর্মহর্ষিভির্দিব্যচক্ষুর্ভির্দৃষ্ট্বোপদিষ্টঃ পুনর্ভব ইতি ব্যবস্যেৎ॥

* যাঁহারা ধর্ম্মকার্য্যে সদা সাবধান; যাঁহারা ভয়, রাগ, দ্বেষ, লোভ মোহ ও মানাদি হইতে একবারে মুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, ও কর্ম্মবিৎ; যাঁহাদের মন ও বুদ্ধি অপ্রতিহত শক্তি সম্পন্ন। এবং যাঁহারা প্রাচীন হইতে ও প্রাচীনতম, সেই আপ্তমহর্ষিগণ দিব্য চক্ষু দ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব [illegible] সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত।

এবং পুনর্ভবং প্রত্যক্ষমপি চোপলভ্যতে। মাতাপিত্রোর্বিস-
দৃশান্যপত্যানি, তুল্যসম্ভবানাং বর্ণস্বরাকৃতিসত্ত্ব বুদ্ধি ভাগ্য-
বিশেষাঃ, প্রবরাবর কুলজন্মদাস্যৈশ্বর্য্যসুখাসুখমায়ুঃ।

পুনর্জন্ম যে আছে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ও উপলব্ধি হয়। দেখা যায়, যে অনেক স্থলে পুত্র পিতা মাতার সদৃশ অবয়ববিশিষ্ট হয় না; দেখা যায়, যে এক পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও বর্ণ, স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্য বিষয়ে পুত্র সকলের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে; ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহবা শ্রেষ্ঠ কুলেও কেহবা অতি নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিতেছে; কেহ বা আজন্মকাল দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বনে অতি দুঃখে জীবন যাপন করিতেছে, আবার কেহ বা আজন্ম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছে; কাহারও বা স্বল্পায়ু; আবার কাহারও আয়ু দুঃখসঙ্কুল।

আয়ুষো বৈষম্যং, ইহাকৃতস্যাবাপ্তিঃ, অশিক্ষিতানাঞ্চ
রুদিতস্তনপানহাসত্রাসাদীনাঞ্চ প্রবৃত্তির্লক্ষণোৎপত্তিঃ,
কর্ম্মসামান্যে ফলবিশেষঃ, মেধা কচিৎ, কচিৎ কর্ম্মণ্য-
মেধা, জাতিস্মরণমিহাগমনং ইতশ্চ্যুতানাঞ্চ ভূতানাং,
সমদর্শনে প্রিয়াপ্রিয়ত্বম্। অতএবানুমীয়তে যৎ স্বকৃতম-
পরিহার্য্যমবিনাশি পৌর্ব্বদেহিকং দৈবসংজ্ঞকমানুবন্ধিকং
কর্ম্ম তস্যৈতৎ ফলমিতশ্চান্যদ্ভবিষ্যতীতি॥ ফলাদ্বীজমনু-
মীয়তে ফলঞ্চ বীজাৎ যুক্তিশ্চৈষা।

এইরূপে আয়ুর বৈষম্য; ইহজন্মকৃত কর্ম্মফলের অপ্রাপ্তি; অশিক্ষিত সদ্যোজাত শিশুর রোদন, স্তনপান ও হাস্যক্রন্দনাদির প্রবৃত্তি; সমান কার্য্যে ফলের বিভিন্নতা; শুভাশুভ জাতলক্ষণ; কর্ম্মে মেধা ও অমেধা অর্থাৎ কোন কার্য্যে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, কোন কার্য্যে বা বুদ্ধির অস্ফূর্ত্তি; ইহলোক হইতে চ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার জীবের ইহলোকে আগমন রূপ জাতিস্মরণ; এবং একই বস্তুতে একের প্রীতি ও অপরের অপ্রীতি হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া অনুমান হয় যে স্বকৃত পৌর্ব্বদেহিক কর্ম্ম সকল অপরিহার্য্য ও অবিনাশী। ইহাকেই লোকে দৈব কহে। ইহাই আনুবন্ধিক কর্ম্ম। পৌর্ব্বদেহিক কর্ম্মের ফল সকল ইহ জীবনে ভোগ করিতে হইতেছে ও সেই জন্যই লোকমধ্যে এই বৈষম্য অবস্থা। এইরূপ ইহ জন্মকৃত কার্য্যের ফল ও পরজন্মে ভোগ করিতে হইবেক। ফল হইতে বীজ এবং বীজ হইতে ফলের অনুমান যেরূপ; পরজন্ম বিষয়ে অনুমান ও সেইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

ষড়্ধাতু সমুদয়াদ্ গর্ভজন্ম। কর্ত্তৃকরণঃ সংযোগাৎ
ক্রিয়া। কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নাকৃতস্য, নাঙ্কুরোৎপত্তি-
রবীজাৎ। কর্ম্মসদৃশং ফলং; নান্যস্মাদ্বীজাদন্যস্যোৎপত্তি-
রিতি যুক্তিঃ॥

এ বিষয়ে যুক্তি এই যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং আত্মা—এই ষড়্ধাতুর সমবায়ে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কর্ত্তা ও করণের যোগে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়; এবং

কৃতকর্ম্মের ফল আছে, অকৃত কর্ম্মের ফল নাই। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। ফল কর্ম্ম-সদৃশ হইয়া থাকে এবং এক বীজ হইতে অন্য শস্যের উৎপত্তি হয় না।

এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টেঃ পুনর্ভবে ধর্ম্মদ্বারেম্ববধীয়েত।

এইরূপে চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা পুনর্জ্জন্মের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লোকে ধর্ম্মবুদ্ধি পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায় সকল অবহিত মনে সম্পাদন করিবে।

তদ্যথাঃ—গুরুশুশ্রূষায়ামধ্যয়নে ব্রতচর্য্যায়াং দারক্রিয়ায়ামপত্যোৎপাদনে ভৃত্যভরণেঽতিথিপূজায়াং দানেঽনভিধ্যায়াং তপস্যনসূয়ায়াং দেহবাঙ্মনসে কর্ম্মণ্যক্লিষ্টে দেহেন্দ্রিয় মনোঽর্থবুদ্ধ্যাত্মপরীক্ষায়াং মনঃসমাধাবিতি। যানি চান্যান্যপ্যেবং বিধানি কর্ম্মাণি সতামবিগর্হিতানি স্বর্গ্যাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি বিদ্যাত্তান্যারভেত কর্ত্তুম্। তথা কুর্ব্বন্ ইহ চৈব যশো লভতে প্রেত্যচ স্বর্গমিতি তৃতীয়া পরলোকৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি॥

গুরুশুশ্রূষা, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, দারপরিগ্রহ, অপত্যোৎপাদন, ভৃত্যপালন, অতিথি-সৎকার, দান, পরধনে অলোভ, তপস্যা, অনসূয়া; কায়িক, বাচিক ও মানসিক সৎকার্য্যে অনালস্য; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয় সকল এবং বুদ্ধি ও আত্মার পরীক্ষা এবং যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য অবহিত চিত্তে সম্পাদন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল আচরণ সাধুজন সম্মত, স্বর্গজনক এবং বৃত্তিকর ও পুষ্টিকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল সদাচার ও প্রতিপালন করিবে। এইরূপ করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। তৃতীয় পরলোকৈষণার কথা এই বলা হইল।

অথ খলু ত্রয় উপস্তম্ভাঃ। ত্রিবিধং বলং। ত্রীণ্যায়তনানি। ত্রয়ো রোগাঃ। ত্রয়ো রোগমার্গাঃ। ত্রিবিধা ভিষজঃ। ত্রিবিধমৌষধমিতি॥

স্তম্ভ যেমন গৃহধারণ করিয়া রাখে, শরীর ধারণোপযোগী উপস্তম্ভ ও তদ্রূপ। সেই উপস্তম্ভ তিনটী। বল ত্রিবিধ। রোগের নিদান তিন প্রকার। রোগ তিন প্রকার। রোগ সকলের গতি তিন প্রকার। চিকিৎসক তিন প্রকার এবং ঔষধ তিন প্রকার।

ত্রয় উপস্তম্ভা ইত্যাহারঃ স্বপ্নো ব্রহ্মচর্য্যমিতি। এভিস্ত্রিভির্যুক্তিযুক্তৈরুপস্তব্ধমুপস্তম্ভৈঃ শরীরং বলবর্ণোপচয়োপচিতম- বর্ত্ততে॥

আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই তিনটী শরীর রক্ষার মূলীভূত তিনটী উপস্তম্ভ স্বরূপ। এই তিনটী যথাযথ রূপে ব্যবহৃত হইলে শরীরের বল, বর্ণ ও পুষ্টি সংসাধিত হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়।

ত্রিবিধং বলমিতি সহজং কালজং যুক্তিকৃতঞ্চ। সহজং যচ্ছরীরসত্ত্বয়োঃ প্রাকৃতম্। কালকৃতমৃতুবিভাগজং বয়ঃকৃতঞ্চ। যুক্তিকৃতং পুনস্তদাহারচেষ্টাযোগজম্॥

শরীরের বল তিন প্রকার। যথা—সহজ বা সহজাত, কালজ এবং যুক্তিকৃত। শরীর ও মনের স্বভাবসিদ্ধ যে বল, তাহাকে সহজ বল কহে। ঋতু বিশেষ বা বয়োবিশেষে যে বল জন্মে, তাহাকে কালজ বল বলে। এবং পুষ্টিকর আহার ও পরিশ্রমাদির দ্বারা যে বল জন্মে, তাহাকে যুক্তিকৃত বল কহে।

ত্রীণি আয়তনানীতি অর্থানাং কর্ম্মণঃ কালস্য চাতিযোগাযোগ মিথ্যাযোগঃ।

রোগ সমূহের আয়তন বা কারণ তিনটী। যথা—রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম ও কাল—ইহাদের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ।

তত্রাতিপ্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽদর্শনং অযোগঃ। অতিসূক্ষ্মাতিশ্লিষ্টাতি বিপ্রকৃষ্টরৌদ্রভৈরবাদ্ভুতদ্বিষ্ট বীভৎস বিকৃতাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ।

অত্যন্ত উজ্জ্বল পদার্থের অতিমাত্র দর্শন করার নাম রূপের অতিযোগ। একেবারে কোন বস্তু না দেখার নাম রূপের অযোগ। এবং অতিশয় সূক্ষ্ম, অতিশয় নিকট, অতিদূরস্থ অথবা উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, এবং অতিশয় ঘৃণাজনক বিকৃতাদি রূপ দর্শন করাকে রূপের মিথ্যাযোগ কহে।

তথাতিমাত্র নিস্তপটহোৎক্রুষ্টাদীনাং শব্দানামতিমাত্রশ্রবণমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽশ্রবণমযোগঃ। পরুষেষ্টবিনাশোপঘাতপ্রধর্ষণভীষণাদিশব্দশ্রবণং মিথ্যাযোগঃ।

বজ্রধ্বনি অথবা ঢাক প্রভৃতির শব্দ কিম্বা চীৎকার শব্দ অতিমাত্র শ্রবণ করাকে শব্দের অতিযোগ কহে। কোন শব্দ একেবারে শ্রবণ না করার নাম শব্দের অযোগ কহে। পরুষবাক্য, ইষ্টজনের নিধন বার্ত্তা, লোমহর্ষণ ও ভয়ানক শব্দ প্রভৃতি শ্রবণ করাকে শব্দের মিথ্যাযোগ বলে।

তথাতিতীক্ষ্ণোগ্রাভিষ্যন্দিনাং গন্ধানামতিমাত্রং ঘ্রাণমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽঘ্রাণমযোগঃ। পূতিদ্বিষ্টামেধ্যক্লিন্নবিষপবনকুণপগন্ধাদিঘ্রাণং মিথ্যাযোগঃ।

অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র ও অতিশয় দুর্গন্ধময় দ্রব্যের অতিমাত্রায় ঘ্রাণ লওয়াকে গন্ধের অতিযোগ কহে। একেবারে গন্ধ না লওয়াকে গন্ধের অযোগ কহে। এবং পূতি (পচা), ঘৃণিত, অপবিত্র, ক্লেদযুক্ত, বিষাক্ত, এবং শব প্রভৃতির গন্ধ লওয়াকে গন্ধের মিথ্যাযোগ কহে।

তথারসানামত্যাদানমতিযোগঃ। অনাদানমযোগঃ। মিথ্যাযোগো রাশিবর্জ্জ্যেষ্বাহারবিধিবিশেষায়তনেষূপদিশ্যতে।

মধুরাদি রসের অতিমাত্র আস্বাদনকে রসের অতিযোগ কহে। একেবারে রসাস্বাদন না করার নাম রসের অযোগ এবং রসের মিথ্যাযোগের বিষয় বিমান স্থানে আহার বিধি বিশেষায়তনে কথিত হইবে।

তথাতিশীতোষ্ণানাং স্পৃশ্যানাং স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনা-ঞ্চাত্যুপসেবনমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽনুপসেবনমযোগঃ। বিষমস্থানাভিঘাতাশুচিভূতসংস্পর্শাদয়শ্চেতি মিথ্যাযোগঃ॥

অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণপদার্থের স্পর্শ এবং স্নান, অভ্যঙ্গ বা উৎসাদনাদির অতিমাত্র সেবনকে স্পর্শের অতিযোগ কহে। একেবারে কোন প্রকার শীতোষ্ণাদির স্পর্শ না করাকে স্পর্শের অযোগ কহে। এবং বিষম স্থানে আসন বা শয়ন, আঘাত, গ্রহণ, অশুচিদ্রব্য ও ভূতাদির সংস্পর্শকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ কহে।

তত্রৈকং স্পর্শনমিন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ব্যাপকং চেতঃ সমবায়ি স্পর্শনব্যাপ্তের্ব্যাপকমপি চ চেতস্তস্মাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপকস্পর্শকৃতো যো ভাববিশেষঃ সোঽয়মনুপশয়াৎ পঞ্চবিধস্ত্রিবিধবিকল্পো ভবত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ। সাত্ম্যার্থো হ্যুপশয়ার্থঃ॥

সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপী। ইহা মনের সহিত নিত্যসংযোগ-বিশিষ্ট। স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মনই ব্যাপক। আবার স্পর্শেন্দ্রিয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যাপক বলিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে স্পর্শজ্ঞান বলা যায়। অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ ভেদে যে ত্রিবিধ যোগ পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা হইল—উহা একা স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। অনুপশয়তা প্রযুক্ত অর্থাৎ অসাত্ম্য বলিয়া এই তিন প্রকার যোগকে অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ কহে। যাহা উপশয় বা অনুকূল, তাহাকে সাত্ম্য কহে।

কর্ম্ম বাঙ্মনঃ শরীরপ্রবৃত্তিঃ। তত্র বাঙ্মনঃ শরীরাতিপ্রবৃত্তিরতিয়োগঃ। সর্ব্বশোঽপ্রবৃত্তিরযোগঃ।

বাক্য, মন ও শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার নাম কর্ম্ম। তন্মধ্যে বাক্য মন ও শরীরের অতি প্রবৃত্তির নাম অতিযোগ এবং উহাদের এককালে অপ্রবৃত্তির নাম অযোগ।

বেগধারণোদীরণবিষমস্খলনগমনপতনাঙ্গপ্রণিধানাঙ্গপ্রদূষণ-প্রহারমর্দ্দনপ্রাণোপরোধসংক্লেশনাদিঃ শারীরো মিথ্যাযোগঃ।

বেগধারণ, অতিরিক্ত ক্লেশ প্রদান, বিষমস্থান হইতে স্খলন, গমন বা পতন; অঙ্গবিক্ষেপ, অঙ্গকে দূষিত করা, প্রহার বা অতিমর্দ্দন, নিশ্বাসাদির অবরোধ, এবং শরীরকে উপবাসাদি নানা প্রকারে ক্লেশ দেওয়াকে শারীরিক মিথ্যাযোগ কহে।

সূচকানৃতাকালকলহাপ্রিয়াবদ্ধানুপচারপরুষবচনাদির্বাঙ্মিথ্যাযোগঃ।

নিন্দা, মিথ্যা, অকালোক্তি, কলহ, অপ্রিয় বাক্য, অসম্বদ্ধ বাক্য, অশ্রদ্ধাসূচক বাক্য এবং পরুষ বচনাদি প্রয়োগের নাম বাচনিক মিথ্যাযোগ।

ভয়শোকক্রোধলোভমোহমানের্ষ্যামিথ্যাদর্শনাদির্মানসো মিথ্যাযোগঃ।

ভয়, শোক, ক্রোধ লোভ, মোহ মান, ঈর্ষ্যা ও মিথ্যাদর্শনাদিকে মানসিক মিথ্যা-যোগ কহে।

সংগ্রহেণ চাতিযোগাযোগবর্জ্জং কর্ম্ম বাঙ্মনঃশরীরজমহি-তমনুপদিষ্টং যত্তচ্চ মিথ্যাযোগং বিদ্যাদিতি ত্রিবিধং বিকল্পং ত্রিবিধমেব কর্ম্ম প্রজ্ঞাপরাধ ইতি ব্যবস্যেৎ ॥

অতিযোগ ও অযোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এতদ্ব্যতীত বাক্য মন ও শরীরের যে সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করা গেল না, অথচ যদি তাহারা অহিতজনক হয়, তবে তাহাদিগকে বাক্য, মন ও শরীরের মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে। শারীরিক, মানসিক ও বাচিক—এই ত্রিবিধ কর্ম্মের এইরূপ ত্রিবিধ যোগকেই প্রজ্ঞাপরাধ জনিত বলিয়া জানিবে।

শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাঃ পুনর্হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাঃ। সম্বৎসরঃ স কালঃ। তত্রাতিমাত্রস্বলক্ষণঃ কালঃ কালাতিযোগঃ। হীনস্বলক্ষণঃ কালাযোগঃ। যথা স্বলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু কালমিথ্যাযোগঃ। কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে ॥

শীত, উষ্ণ ও বর্ষালক্ষণযুক্ত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুবিশিষ্ট সম্বৎসরকে কাল কহে। তন্মধ্যে শীতোষ্ণবর্ষার আধিক্য থাকিলে কালের অতিযোগ; শীতোষ্ণাদির অভাব হইলে কালের অযোগ এবং যে কালের যে লক্ষণ তাহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে শীতাধিক্য হইলে এবং শীতকালে গ্রীষ্মাধিক্য হইলে কালের মিথ্যাযোগ বলে। কালের আর একটী নাম পরিণাম।

ইত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি ত্রিবিধ বিকল্পা বিকারাণাম্। সমযোগযুক্তাস্তু প্রকৃতিহে-তবো ভবন্তি ॥

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণামের কথা এই বলা হইল। অসাত্ম্যে-ন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম-ইহাদের তিন প্রকার বিকল্প—অর্থাৎ অতি-যোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ রোগের কারণ। ইহারা সমযোগযুক্ত হইলে প্রকৃতির হেতু বা স্বাস্থ্যের প্রতি কারণ হয়।

সর্ব্বেষামেব ভাবানাং ভাবাভাবৌ নান্তরেণ যোগাতিযো-গমিথ্যাযোগান্ সমুপলভ্যেতে। যথাস্বলক্ষণৌ হি ভাবাভাবৌ ॥

সমযোগ, অতিযোগ, অযোগ, ও মিথ্যাযোগ ব্যতীত সমুদয় পদার্থের ভাবাভাবের অর্থাৎ স্থিতি ও বিনাশের অপর কোন কারণ নাই। স্থিতি, কালাদির সমযোগকে এবং বিনাশ, ইহাদের অতিযোগ ও মিথ্যাযোগকে অপেক্ষা করে।

ত্রয়ো রোগা ইতি নিজাগন্তুমানসাঃ। তত্র নিজঃ শরীর-দোষ-সমুত্থঃ। আগন্তুর্ভূতবিষবায়ুগ্নিসম্প্রহারাদি-সমুত্থঃ। মানসঃ পুনরিষ্টস্য লাভাল্লাভাচ্চানিষ্টস্যোপজায়তে ॥

রোগ তিন প্রকার। যথাঃ—নিজ, আগন্তু ও মানস। তন্মধ্যে শারীরিক বায়ু পিত্ত ও কফ জনিত রোগের নাম নিজ বা দোষজ। আর ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও অভিঘাতাদি কারণে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আগন্তু রোগ বলে। আর ইষ্ট বস্তুর অলাভ ও অনিষ্টের সমাগম বশতঃ যে রোগ জন্মে, তাহাকে মানস রোগ বলে।

তত্র বুদ্ধিমতা মানসব্যাধিবিপরীতেনাপি সতা বুদ্ধ্যাহিতা-হিতমবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধর্ম্মার্থকামানামহিতানামনুপসেবনে হিতানাঞ্চোপসেবনে প্রয়তিতব্যম্॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মানসরোগ উপস্থিত হইলে হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক অহিতকর ধর্ম্মার্থ-কামের পরিহার এবং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের সেবা করিবেন।

নহ্যন্তরেণ লোকে ত্রয়মেতন্মানসং কিঞ্চিন্নিষ্পদ্যতে সুখং বা দুঃখং বা, তস্মাদেতচ্চানুষ্ঠেয়ম্। তদ্বিদ্যবৃদ্ধানাঞ্চো-পসেবনে প্রযতিতব্যম্। আত্মদেশকাল বলশক্তিজ্ঞানে যথাবচ্চেতি॥

ইহলোকে ধর্ম্মার্থকাম ব্যতিরেকে কোন প্রকার মানসিক সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না। অতএব ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠানে যত্ন করা কর্ত্তব্য। এবং তজ্জন্য বিদ্যাবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সেবা করা এবং আত্মজ্ঞান, দেশজ্ঞান, কালজ্ঞান, বলজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান লাভে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

ভবতি চাত্র।

মানসং প্রতি ভৈষজ্যং ত্রিবর্গস্যান্ববেক্ষণম্।
তদ্বিদ্যসেবা বিজ্ঞানমাত্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥

ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ইহাদের অনুশীলন করাই মানস রোগের ভেষজ। যাঁহারা তত্তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের সেবা করা এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মাদির জ্ঞান লাভ করা, মানসরোগের ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ত্রয়ো রোগমার্গা ইতি। শাখা মর্ম্মাস্থিসন্ধয়ঃ কোষ্ঠঞ্চ। তত্র শাখারক্তাদয়ো ধাতবস্ত্বক্ চ বাহ্যো রোগমার্গঃ॥

রোগমার্গ তিনটী। বাহ্য রোগমার্গ, মধ্যম রোগমার্গ ও আভ্যন্তর রোগমার্গ। শাখা, মর্ম্ম, অস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠ—এই চারিটী স্থান ইহাদের আশ্রয়। রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু এবং ত্বক্‌কে শাখা কহে। এই শাখা বাহ্যরোগমার্গ।

মর্ম্মাণি পুনর্বস্তিহৃদয়মূর্দ্ধাদীনি। অস্থিসন্ধয়োঽস্থিসংযো-গাস্তত্রোপনিবদ্ধাশ্চ স্নায়ুকণ্ডরাঃ স মধ্যমো রোগমার্গঃ। কোষ্ঠঃ পুনরুচ্যতে মহাস্রোতঃ শরীরমধ্যং মহানিম্নমাম পক্বাশয়শ্চেতি পর্য্যায়শব্দৈঃ। স রোগমার্গ আভ্যন্তরঃ॥

বস্তি, হৃদয়, ও মস্তক প্রভৃতি স্থান সকলকে মর্ম্মস্থান কহে। এই মর্ম্মস্থান ও অস্থিসন্ধি অর্থাৎ অস্থির পরস্পর সংযোগ স্থান এবং ইহাতে যে সকল স্নায়ু, শিরা ও কণ্ডরা প্রভৃতি

উপনিবদ্ধ আছে—ইহারা মধ্যম রোগমার্গ। কোষ্ঠ আভ্যন্তরিক রোগমার্গ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মহাস্রোত, শরীরমধ্য, মহানিম্ন এবং আম পক্বাশয়,—ইহারা কোষ্ঠ শব্দের নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হয়।

তত্র গণ্ডপিড়কালজ্যপচীচর্ম্মকীলার্ব্বুদাধিমাংসালসককুষ্ঠ-ব্যঙ্গাদয়ো বিকারা বহির্ম্মার্গজাঃ ॥

তন্মধ্যে গণ্ড (গলগণ্ড), পীড়কা, (ব্রণ বিশেষ), অলজী, অপচি, (ব্রণ বিশেষ, যাহা পাকে না), চর্ম্মকীল (আঁচিল) অর্ব্বুদ (আব), অধিমাংস (বর্দ্ধিত মাংস), অলসক, কুষ্ঠরোগ এবং ব্যঙ্গ (ছুলি) প্রভৃতি রোগ শরীরের বাহিরে জন্মায়। ইহারা বহির্ম্মার্গজ রোগ।

বীসর্পশ্বয়থুগুল্মার্শোবিদ্রধ্যাদয়ঃশাখানুসারিণো ভবন্তি রোগাঃ ॥

বীসর্প, শোথ গুল্ম, অর্শ ও বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ সকল শাখা অর্থাৎ রক্ত,মাংস,মেদ,অস্থি, মজ্জা,শুক্র ও ত্বক্‌কে অবলম্বন করিয়া জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে শাখানুসারী রোগ কহে।

পক্ষবধগ্রহাপতানকার্দ্দিতশোষরাজযক্ষ্মাস্থিসন্ধিশূলগুদভ্রংশাদয়ঃ শিরোহৃদ্বস্তিরোগাদয়শ্চ মধ্যমমার্গানুসারিণো ভবন্তি রোগাঃ ॥

পক্ষবধ (পক্ষাঘাত), অঙ্গগ্রহ, অপতানক, অর্দ্দিত, শোথ, রাজযক্ষ্মা, অস্থিশূল, সন্ধিশূল, এবং মলদ্বারভ্রংশাদি রোগ,এবং শিরোগত,হৃদয়গত ও বস্তিগত রোগ সকল মধ্যম মার্গানুসারী।

জ্বরাতীসারছর্দ্দ্যলসকবিসূচিকাকাসশ্বাসহিক্কানাহোদরপ্লীহাদয়োঽন্তর্ম্মার্গজাশ্চ বীসর্পশ্বয়থুগুল্মার্শোবিদ্রধ্যাদয়ঃ কোষ্ঠানুসারিণো ভবন্তি রোগাঃ ॥

জ্বরাতিসার, ছর্দ্দি (বমি), অলসক, (অজীর্ণরোগ বিশেষ), শ্বাস, কাস, হিক্কা, আনাহ (মলমূত্র রোধজনিত রোগ বিশেষ), উদর এবং প্লীহা প্রভৃতি রোগসকল কোষ্ঠমার্গানুসারী। এবং অন্তর্মার্গজাত, বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ, ও বিদ্রধি প্রভৃতিকেও কোষ্ঠমার্গানুসারী রোগ বলা যায়।

ত্রিবিধা ভিষজ ইতি,—

ভিষক্ ছদ্মচরাঃ সন্তি সন্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতাঃ।
সন্তি বৈদ্যগুণৈর্য্যুক্তাস্ত্রিবিধা ভিষজো ভুবি ॥
বৈদ্যভাণ্ডৌষধৈঃ পুস্তৈঃ পল্লবৈরবলোকনৈঃ।
লভন্তে যে ভিষক্‌শব্দমজ্ঞাস্তে প্রতিরূপকাঃ ॥

পৃথিবীতে তিন প্রকার বৈদ্য আছে। ছদ্মচরবৈদ্য, সিদ্ধসাধিত বৈদ্য এবং বৈদ্যগুণযুক্ত বৈদ্য। তন্মধ্যে বৈদ্যের ভাণ্ড, ঔষধ, পুস্তক, অবলোকন (চেহারা) এবং বেশ ধারণ করিয়া যে সকল মূর্খ লোক আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে ছদ্মচর বৈদ্য কহে। ইহারা বৈদ্যের অনুকরণ।

শ্রীযশো জ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যপদেশাদতদ্বিধাঃ।
বৈদ্যশব্দং লভন্তে যে জ্ঞেয়াস্তে সিদ্ধসাধিতাঃ ॥

যাহারা নিজে বৈদ্যগুণ বিশিষ্ট নয়—পরন্তু অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন, খ্যাতনামা, লব্ধজ্ঞান বৈদ্যদিগের পরিচয়বলে বৈদ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সিদ্ধসাধিত বৈদ্য বলে।

প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিসিদ্ধাঃ সুখপ্রদাঃ॥
জীবিতাভিসরা যে[illegible]ং তেষ্ববস্থিতম্॥

যে সকল বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ জ্ঞানে সিদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, কার্য্যকুশল, আরোগ্যদাতা ও প্রাণরক্ষক, বৈদ্যত্ব তাঁহাদিগেরই আছে। তাঁহাদিগকেই যথার্থ বৈদ্য বলা যায়।

ত্রিবিধমৌষধমিতি—দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্বাবজয়শ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহার হোম নিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং যোজনা। সত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্যো মনোনিগ্রহঃ॥

ঔষধ তিন প্রকার। দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয় ও সত্বাবজয়। মন্ত্র, ঔষধি, মণিধারণ, মঙ্গলাচরণ, পূজা, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত এবং তীর্থ গমন প্রভৃতিকে দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ কহে। যুক্তি পূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগ করার নাম যুক্তি ব্যপাশ্রয়। এবং অহিতকর বিষয়সকল হইতে মনকে নিবৃত্ত করার নাম সত্বাবজয়।

শারীরদোষপ্রকোপে খলু শরীর মবাশ্রিত্য প্রায়শস্ত্রিবিধমৌষধমিচ্ছন্তি। অন্তঃপরিমার্জ্জনং বহিঃপরিমার্জ্জনং শস্ত্রপ্রণিধানঞ্চেতি।

শারীরিক দোষ সকল অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইলে শরীরে যে সকল রোগ হয়, তন্নিবারণার্থ সচরাচর তিন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। যথাঃ—অন্তঃপরিমার্জ্জন, বহিঃপরিমার্জ্জন ও শস্ত্রপ্রণিধান।

তত্রান্তঃপরিমার্জ্জনং যদন্তঃশরীরম্ প্রবিশ্যৌষধমাহার জাতং ব্যাধিং প্রতিমার্ষ্টি॥

তন্মধ্যে যে সকল ঔষধ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহারজাত রোগ সকল নষ্ট করে, তাহাদিগকে অন্তঃপরিমার্জ্জন কহে।

যৎ পুনর্বহিঃস্পর্শমাশ্রিত্যাভ্যঙ্গ স্বেদপ্রদেহ পরিষেকোন্মর্দ্দনাদ্যৈরাময়ান্ প্রমার্ষ্টি তদ্বহিঃ পরিমার্জ্জনং। শস্ত্রপ্রণিধানং পুনশ্ছেদনভেদনব্যধনদারণলেখনোৎপাটনপ্রচ্ছনসীবনৈষণক্ষারজলৌকাশ্চেতি॥

যে সকল ঔষধ শরীরের বহির্ভাগে স্পর্শেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রলেপ পরিষেক ও মর্দ্দনাদি দ্বারা রোগসকলকে ধ্বংস করে, তাহাদিগকে বহিঃপরিমার্জ্জন কহে। এবং শস্ত্র দ্বারা ছেদন, ভেদন, ব্যধন, দারণ, লেখন, উৎপাটন, প্রচ্ছন সীবন (সেলাই) ও এষণ, এবং ক্ষার ও জলৌকা দ্বারা রোগ নাশকরাকে শস্ত্র প্রণিধান কহে।

ভবন্তি চাত্র।

প্রাজ্ঞো রোগে সমুৎপন্নে বাহ্যেনাভ্যন্তরেণ বা।
কর্ম্মণা লভতে শর্ম্ম শস্ত্রোপক্রমণেন বা॥

প্রাজ্ঞজন রোগ উপস্থিত হইলে, হয় বহিঃপরিমার্জ্জন, না হয়, অন্তঃপরিমার্জ্জন, অথবা শস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা তাহার উপশম করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বালস্তু খলু মোহাদ্বা প্রমাদাদ্বা ন বুধ্যতে।
উৎপদ্যমানং প্রথমং রোগং শত্রুমিবাবুধঃ॥
অণুর্হি প্রথমং ভূত্বা রোগঃ পশ্চাদ্বিবর্দ্ধতে।
স জাতমূলো মুষ্ণাতি বলমায়ুশ্চ দুর্ম্মতেঃ॥

অবোধ বালকবুদ্ধি লোক মোহ বা প্রমাদবশতঃ প্রথম প্রথম উৎপন্ন রোগকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া অগ্রাহ্য করে। পরন্তু রোগ সকল প্রথমে অণুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে বদ্ধমূল হইয়া পরিশেষে সেই নির্ব্বোধের বল ও পরমায়ু অপহরণ করে।

ন মূঢ়ো লভতে সংজ্ঞাং তাবদ্ যাবন্ন পীড্যতে।
পীড়িতস্তু মতিং পশ্চাৎ কুরুতে ব্যাধিনিগ্রহে॥
অথ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ জ্ঞাতীংশ্চাহূয় ভাষতে।
সর্ব্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্ ভিষগানীয়তামিতি॥
তথাবিধঞ্চ কঃ শক্তো দুর্ব্বলং ব্যাধিপীড়িতম্।
কৃশং ক্ষীণেন্দ্রিয়ং দীনং পরিত্রাতুং গতায়ুষম্॥
স ত্রাতারমনাসাদ্য বালস্ত্যজতি জীবিতম্॥
গোধা লাঙ্গুলবদ্ধেবাকৃষ্যমাণা বলীয়সা॥

পীড়া যে পর্য্যন্ত না কঠিন হইয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত মূর্খ লোকের চৈতন্য হয় না। রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে, তখন সে রোগ প্রতীকারের চেষ্টা করে। তখন সে, স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিদিগকে ডাকাইয়া কহে, যে আমার যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কোন চিকিৎসককে আনাও। পরন্তু তাহার সেই ব্যাধিপীড়িত, দুর্ব্বল, ক্ষীণেন্দ্রিয়, দীন ও গতায়ুপ্রায় অবস্থায় এমন কোন্ বৈদ্য আছে, যে তাহাকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম হয়? গোসাপ স্বীয় লাঙ্গুলে আবদ্ধ হইলে বলবান্ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া যেরূপ প্রাণত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই পীড়িত মূর্খব্যক্তিকেও ত্রাতার অভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

তস্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু বা।
ভেষজৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ॥

অতএব আত্মহিতৈষী ব্যক্তি রোগ জন্মাইবার পূর্ব্বেই হউক, আর রোগ তরুণ থাকিতেই হউক, ঔষধ সেবন দ্বারা রোগের প্রতীকার করিতে যত্নবান্ হইবেন।

তত্র শ্লোকৌ।

এষণাঃ সমুপস্তম্ভা বলকারণমাময়াঃ।
ত্রিস্ত্রৈষণীয়ে মার্গাশ্চ ভিষজো ভেষজানি চ॥
ত্রিত্বেনাষ্টৌ সমুদ্দিষ্টাঃ কৃষ্ণাত্রেয়েণ ধীমতা।
ভাবাভাবেষ্বসক্তেন যেষু সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
শ্লোকস্থানে তিস্রৈষণীয়ো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

সমবুদ্ধিপরায়ণ ধীমান্. কৃষ্ণাত্রেয় এই তিস্রৈষণীয় নামক অধ্যায়ে এষণা, উপস্তম্ভ, বল, কারণ, রোগ, রোগমার্গ, বৈদ্য ও ঔষধ—এই আটটীকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে সমুদয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে তিস্রৈষণীয় অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতকলাকলীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা বাতকলাকলীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

বাতকলাকলাজ্ঞানমধিকৃত্য পরস্পরম্, এতানি জিজ্ঞাসমানাঃ সমুপবিশ্য মহর্ষয়ঃ পপ্রচ্ছুরন্যোন্যং, কিংগুণো বায়ুঃ? কিমস্য প্রকোপনমুপশমনানি বাস্য কানি। কথঞ্চৈনমসঙ্ঘাতমনবস্থিতমনাসাদ্য প্রকোপনপ্রশমনানি প্রকোপয়ন্তি প্রশময়ন্তি বা। কানি চাস্য কুপিতাকুপিতস্য শরীরাশরীরচরস্য শরীরেষু বা চরতঃ কর্ম্মাণি বহিঃ শরীরেভ্যো বেতি॥

মহর্ষিগণ বায়ুর কলাকলীয় অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্য কোন সময়ে ধীরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বায়ুর গুণ কি? কিসেই বা বায়ুর প্রকোপ হয় এবং কিসেই বা সেই প্রকুপিত বায়ুর প্রশম হইয়া থাকে? বায়ু নিরাকার ও চঞ্চল স্বভাব, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং ইহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই বা কিরূপে প্রকোপকারক বা শান্তিকারক দ্রব্য সকল ইহাকে প্রকুপিত বা প্রশমিত করে? যখন ইহা কুপিত হয়, তখন ইহার ক্রিয়া কিরূপ? অকুপিত অবস্থায় বা ইহার ক্রিয়া কিরূপ? যখন ইহা শরীরাভ্যন্তরে বিচরণ করে, তখন ইহার কর্ম্ম কি? যখন ইহা শরীরের

বাহিরে থাকে, তখনই বা ইহার কর্ম্ম কি? ইহা কি শরীরের ভিতরে থাকিয়া শরীরের উপর কার্য্য করে, না শরীরের বাহিরে থাকিয়া শরীরের ভিতর কার্য্য করিয়া থাকে?

অত্রোবাচ কুশঃ সাঙ্কৃত্যায়নঃ। রুক্ষলঘুশীতদারুণখরবিশদাঃ যড়িমে বাতগুণা ভবন্তি॥ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং কুমারশিরা ভরদ্বাজ উবাচ। এবমেতদ্ যথা ভগবানাহ; এত এব বাতগুণা ভবন্তি॥ স ত্বেবংগুণৈদ্র্ব্যৈরেবংপ্রভাবৈশ্চ কর্ম্মভিরভ্যস্যমানৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। সমানগুণাভ্যাসোহি ধাতূনাং বৃদ্ধিকারণমিতি॥

কুশ সাঙ্কৃত্যায়ন ঋষি কহিলেন, রুক্ষ, লঘু, দারুণ, শীতল, খর ও বিশদ—এই ছয়টী বায়ুর স্বাভাবিক গুণ। ইহা শুনিয়া কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য। বায়ুর ঐ সকল গুণ আছে। ঐরূপ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বা ঐরূপ প্রভাববিশিষ্ট কর্ম্ম (অতি ভ্রমণাদি) পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। যে হেতু সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই ধাতু সকলের বৃদ্ধির কারণ।

তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বড়িশো ধামার্গব উবাচ। এবমেতদ্ যথা ভগবানাহ। এতান্যেব বাতপ্রকোপপ্রশমনানি ভবন্তি। যথা হ্যেনমসঙ্ঘাতমনবস্থিতমনাসাদ্য প্রকোপনপ্রশমনানি প্রকোপয়ন্তি প্রশময়ন্তি বা তথানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

ইহা শুনিয়া বড়িশ ধামার্গব ঋষি কহিলেন, ভগবান্ যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য। এই সকলই বায়ুর প্রকোপ বা প্রশমের কারণ। অর্থাৎ সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্য এবং সমান প্রভাব বিশিষ্ট কর্ম্ম সমূহ পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত হইলেই বায়ুর প্রকোপ হয় এবং বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য এবং প্রভাববিশিষ্ট কর্ম্ম সমূহের [illegible] পুনঃ অনুশীলনেই বায়ুর প্রশম হইয়া থাকে। এক্ষণে যে প্রকারে নিরবয়ব ও অস্থির বায়ু গ্রহণযোগ্য না হইলেও প্রকোপক বা প্রশমক দ্রব্য দ্বারা প্রকুপিত বা প্রশান্ত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিব।

বাতপ্রকোপনানি খলু [illegible]লঘুশীতদারুণখরবিশদশুষিরকরাণি শরীরাণাং, [illegible]ষু শরীরেষু বায়ুরাশ্রয়ং লব্ধা আপ্যায়্যমানঃ প্রকোপমাপদ্যতে॥

রুক্ষ, লঘু, শীত, দারুণ, খর, বিশদ (অপিচ্ছিল) ও শুষিরকর (ছিদ্রকারক) দ্রব্যাদি বায়ুপ্রকোপক। ঐ সকল [illegible] দ্রব্যাদি দ্বারা শরীর রুক্ষাদি ভাবাপন্ন হইলে বায়ু তথাবিধ শরীরে আশ্রয় [illegible]রিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তাহাতেই বায়ু প্রকুপিত হয়।

বাত[illegible] পুনঃ স্নিগ্ধ[illegible] [illegible]পি[illegible]ঘনকরাণি। তথাবিধেষু শরীরেষু বায়ু[illegible] প্রশান্তিমাপদ্যতে॥

এইরূপ স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), মৃদু, পিচ্ছিল ও ঘনকারক দ্রব্যাদি বায়ুর প্রশমক। ঐ প্রকার স্নিগ্ধাদি ভাবাপন্ন শরীরে বায়ু আশ্রয়লাভ করতঃ উপশমিত হইয়া থাকে।

তচ্ছ্রুত্বা [illegible]মৃষিগণৈরনুমত[illegible] বার্য্যো-
বিদো রাজর্ষিঃ, এবমেতৎ, স[illegible]যথা ভগবানাহ।
যানি তু খলু বায়োঃ কুপিতাকুপিতস্য শরীরাশরীরচরস্য
শরীরেষু চরতঃ কর্ম্মাণি বহিঃ শরীরেভ্যো বা ভবন্তি।
তেষামবয়বান্ প্রত্যক্ষানুমানোপমানৈঃ সাধয়িত্বা নমস্কৃত্য
বায়বে যথাশক্তি প্রবক্ষ্যামঃ ॥

বড়িশের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও ঋষিগণানুমোদিত বাক্য শুনিয়া রাজর্ষি বার্য্যোবিদ্ কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, উহাতে আর বাদবিতণ্ডা থাকিতে পারে না। অতঃপর শরীরচর ও বহিশ্চর, কুপিত ও অপ্রকুপিত বায়ুর যে সকল কর্ম্ম, তাহা প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া বায়ুকে নমস্কার করতঃ আমি যথাশক্তি বলিতেছি।

বায়ুস্তন্ত্রযন্ত্রধরঃ, প্রাণোদানসমানব্যানাত্মা, প্রবর্ত্তকশ্চে-
ষ্টানামুচ্চাবচানাং, নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণা-
মুদ্যোতকঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থানামভিবোঢ়া, সর্ব্বশরীরধাতুব্যূহ-
করঃ, সন্ধানকরঃ শরীরস্য, প্রবর্ত্তকো বাচঃ, প্রকৃতিঃ স্পর্শ-
শব্দয়োঃ, শ্রোত্রস্পর্শনয়োর্ম্মূলম্ হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ।
সমীরণোঽগ্নের্দোষসংশোষণঃ; ক্ষেপ্তা বহির্ম্মলানাং; স্থূলাণু-
স্রোতসাং ভেত্তা; কর্ত্তা গর্ভাকৃতীনাং আয়ুষোঽনুবৃত্তিপ্র-
ত্যয়ভূতো ভবত্যকুপিতঃ ॥

শরীরচর অকুপিত স্বাভাবিক বায়ু শরীরস্থ যন্ত্র সমূহের ধারক। ইহা প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চাত্মক। ইহা শারীর চেষ্টা সমূহের ও উচ্চাবচস্থান সকলের প্রবর্ত্তক; ইহা মনের প্রেরক; সমুদয় ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের বহনকর্ত্তা; শারীরিক ধাতু সকলের দৃঢ়তা সম্পাদনকারী, শরীরের অঙ্গসকলের সংযোজন কারক; বাক্যের প্রবর্ত্তক; স্পর্শ ও শব্দের প্রকৃতি, শব্দবোধ ও স্পর্শবোধের মূল কারণ; হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, জঠরাগ্নির দোষনাশক, মলসকলের বহির্দ্দেশে ক্ষেপণকারী, শারীরিক স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোতসমূহের ভেদকারী; গর্ভাকৃতির কর্ত্তা এবং আয়ুস্থিতির প্রত্যয়-ভূত অর্থাৎ প্রাণবায়ু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই লোকে জীবিত বলে।

কুপিতস্তু খলু শরীরে শরীরং নানাবিধৈর্বিকারৈরুপতপতি।
বলবর্ণসুখা[illegible] ভবতি, মনো[illegible]ষতি, সর্ব্বে-
ন্দ্রিয়াণ্যুপহন্তি, নিহন্তি গর্ভান্ বি[illegible]তিমাপাদয়ত্যতিকালং
ধারয়তি, ভ[illegible]দৈন্যাতিপ্রলাপান্ জনয়তি,
প্রাণাংশ্চোপরুণদ্ধি॥

[illegible] শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে শরীর নানাবিধ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়; তখন শারীরিক বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ু প্রভৃতির বিঘ্ন উপস্থিত হয়; মন অস্থির হইয়া থাকে;

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল উপহত হয়; গর্ভ সমূহ নষ্ট বা বিকৃত হয় অথবা প্রসবের বিলম্ব হয় বা একেবারে প্রসব হইতে দেয় না। তখন ভয়, শোক মোহ, দৈন্য ও অতি প্রলাপ জন্মাইয়া থাকে, এবং প্রাণ বিনষ্ট হয়।

প্রকৃতিভূতস্য খল্বস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানি ভবন্তি।

যে বায়ু বহির্জ্জগতে বিচরণ করিতেছে, সেই বায়ুর অকুপিত বা স্বাভাবিক অবস্থার কার্য্য সকল যথাঃ—

তদ্যথাঃ—

ধরণীধারণং, জ্বলনোজ্জ্বলনং, আদিত্যচন্দ্রনক্ষত্রগ্রহগণানাং সন্তানগতিবিধানং, সৃষ্টিশ্চ মেঘানাম্, অপাঞ্চ বিসর্গঃ; প্রবর্ত্তনং স্রোতসাং, পুষ্পফলানাঞ্চাভিনির্ব্বর্ত্তনমুদ্ভেদনঞ্চৌদ্ভিদানামৃতূনাং প্রবিভাগঃ, বিভাগো ধাতূনাং, ধাতুমানসংস্থানব্যক্তিঃ, বীজাভিসংস্কারঃ, শস্যাভিবর্দ্ধনং; অবিক্লেদোপশোষণমবৈকারিকবিকারশ্চেতি ॥

ধরণীধারণ, অগ্নির উজ্জ্বালন, সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং গ্রহগণের স্থিতি ও গতিবিধান; মেঘের সৃষ্টি, জলের বর্ষণ, স্রোত সকলের প্রবর্ত্তন, পুষ্প ও ফলের উৎপাদন; উদ্ভিদ সকলের উদ্ভেদন; ঋতুদিগের বিভাগ করণ, স্বর্ণাদি ধাতু সকলের বিভাগ এবং তাহাদের পরিমাণ ও আকৃতির সম্পাদন; বীজ সমূহের অঙ্কুরোৎপাদন, শস্যদিগের বর্দ্ধন ও তাহাদিগের ক্লেদ হরণ, রসশোষণ এবং অবিকৃতের বিকার—এই সমুদয় কার্য্য অকুপিত বহিশ্চর বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয়।

প্রকুপিতস্য খল্বস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানি ভবন্তি। তদ্যথাঃ—শিখরিশিখরাবমথনমুন্মথনমনোকহানামুৎপীড়নং সাগরাণামুদ্বর্ত্তনং সরসাং প্রতিসরণমাপগানামাকম্পনঞ্চ ভূমেরাধমনমম্বুদানাং নীহারনির্হ্রাদপাংশুসিকতামৎস্যভেকোরগক্ষাররুধিরাশ্মাশনিবিসর্গো ব্যাপাদনঞ্চ ষণ্ণামৃতূনাং শস্যানামসঙ্ঘাতো ভূতানাঞ্চোপসর্গো ভাবানাঞ্চাভাবকরণম্ চতুর্যুগান্তকরাণাং মেঘসূর্য্যানলানিলানাং বিসর্গঃ ॥

বহিশ্চর বায়ু প্রকুপিত হইলে পর্ব্বতশিখর বলন করিতে থাকে; বৃক্ষসকলকে নিপাতিত বা ভগ্ন করে; সমুদ্রকে উৎপীড়ন করে; সরোবরদিগের আলোড়ন, নদীদিগকে প্রতিমুখে আনয়ন, ভূমির কম্পন, মেঘের সঞ্চালন; শিশির, শব্দ, ধূলি, বালুকা, মৎস্য, ভেক, সর্প, ক্ষার, রক্ত, প্রস্তর ও বজ্র—এই সকলের আকাশ হইতে বর্ষণ, ছয় ঋতুর বিকৃতিসম্পাদন অর্থাৎ অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ সাধন; শস্যাদির বাধা; ভূতাদির উপদ্রব এবং ভাব পদার্থ সকলের অভাব জন্মাইয়া দেয়। ইহা চতুর্যুগান্তকারী। এবং মেঘ, সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নির প্রেরক।

স হি ভগবান্ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ ভূতানাং ভাবাভাবকরঃ। সুখাসুখয়োর্বিধাতা মৃত্যুর্যমো নিয়ন্তা প্রজাপতিরদিতি-র্বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বতন্ত্রাণাং বিধাতা ভাবানা-মণুর্বিভুর্বিষ্ণুঃ ক্রান্তা লোকানাং বায়ুরেব ভগবানিতি॥

ভগবান্ বায়ু জগদুৎপত্তির কারণ, অব্যয় এবং প্রাণীগণের উৎপত্তি ও নাশের হেতু। তিনিই সুখ দুঃখের বিধাতা, তিনিই মৃত্যু, তিনিই যম, তিনিই নিয়ন্তা, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই অদিতি, তিনিই বিশ্বকর্ম্মা, তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই সর্ব্বগত ও সর্ব্বতন্ত্রের বিধাতা। বায়ুই সমস্ত পদার্থের মধ্যে সূক্ষ্ম; বায়ুই বিভু, বায়ুই বিষ্ণু এবং ত্রিভুবনব্যাপীও ভগবান্।

তচ্ছ্রুত্বা বার্য্যোবিদবচো মারীচিরুবাচ। যদ্যপ্যেবমেতৎ কিমর্থস্যাস্য বচনে বিজ্ঞানে বা সামর্থ্যমস্তি ভিষগ্‌বি-দ্যায়াম্, ভিষগ্‌বিদ্যাং বাধিকৃত্য কথা প্রবর্ত্ততে॥

রাজর্ষি বার্য্যোবিদের এই সকল কথা শুনিয়া মারীচি কহিলেন, যে যদ্যপি বায়ুর এইরূপ অসাধারণ শক্তি, তবে বায়ুর স্বরূপ বর্ণনে বা বিজ্ঞান নির্ণয়ে আয়ুর্ব্বেদের সামর্থ্য কোথায়? আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেই বা একথার উল্লেখ কেন?

বার্য্যোবিদ উবাচ। ভিষক্ পবনমতিবলমতিপরুষমতিশীঘ্র-কারিণমাত্যয়িকঞ্চানুনিশম্য সহসাপ্রকুপিতমতিপ্রয়তঃ কথমগ্রেঽভিরক্ষিতুমভিধাস্যতি প্রাগেবৈনমত্যয়ভয়া-দিতি। বায়োর্যথার্থা স্তুতিরপি ভবত্যারোগ্যায় বলবর্ণ বৃদ্ধয়ে বর্চ্চস্বিত্বায়োপচয়ায় চ। জ্ঞানোপপত্তয়ে পরমায়ুঃপ্র-কর্ষায় চেতি॥

বার্য্যোবিদ্ বলিলেন, বৈদ্য যদি বায়ুকে অতি বলবান্, অতি পরুষ, অতি শীঘ্রকারী, অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সহসা কোপনস্বভাব বলিয়া জানেন, তাহা হইলে অনিষ্ট ভয়ে সর্ব্ব প্রথমেই অতি যত্নের সহিত ইহাকে রক্ষা করিয়া চলিবেন। বায়ুর স্তুতি দ্বারা আরোগ্যলাভ হয়। বল, বর্ণ, তেজ ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। বায়ুর স্তুতি করিলে জ্ঞানলাভ ও পরমায়ুর উৎকর্ষ সাধিত হয়।

মারীচিরুবাচ। অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতা-কুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। তদযথা;—পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রত্বমূষ্মণঃ প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণৌ শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং মোহং প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বানীতি॥

মারীচি কহিলেন, অগ্নিও শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিতাকুপিতভাবে শুভাশুভ করিয়া থাকে। যথাঃ—পিত্ত কুপিত হইলে অপরিপাক, অদর্শন, শারীরিক তাপের আধিক্য,

উষ্মার বিকৃতি, শরীরের বর্ণহানি এবং ভয়, ক্রোধ গ্লানি, মোহ প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। পিত্ত অকুপিত বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে পরিপাক, দর্শনক্রিয়া, তাপের অল্পতা, উষ্মার প্রকৃতি এবং বর্ণ, বল ও হর্ষ প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে।

তচ্ছ্রুত্বা মারীচিবচঃ কাশ্যপ উবাচ। সোম এব শরীরে শ্লেষ্মান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। তদ্‌যথাঃ—দার্ঢ্যং শৈথিল্যমুপচয়ং কার্শ্যমুৎসাহমালস্যং বৃষতাং ক্লীবতাং জ্ঞানমজ্ঞানং বুদ্ধিং মোহমেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি॥

মারীচির বাক্য শুনিয়া কশ্যপ কহিলেন, শরীরের শ্লেষ্মান্তর্গত যে সোমধাতু অর্থাৎ জল পদার্থ আছে, তাহাও কুপিতাকুপিত ভাবে শুভাশুভ উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্ম। যথাঃ—শ্লেষ্মা কুপিত হইলে শরীরের শিথিলতা, কৃশতা, আলস্য, ক্লীবতা, অজ্ঞান ও মোহ জন্মায়। শ্লেষ্মা অকুপিত অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শরীরের দৃঢ়তা, উপচয়, উৎসাহ, বৃষতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি জন্মায়। এই উভয়ে কুপিতাকুপিত অবস্থায় অপরাপর মঙ্গলামঙ্গল ও সংঘটন করিয়া থাকে।

তচ্ছ্রুত্বা কাশ্যপবচো ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। সর্ব্ব এব ভগবন্তঃ সম্যগাহুরন্যত্রৈকান্তিকবচনাৎ। সর্ব্ব এব খলু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতিভূতাঃ পুরুষমব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং বলবর্ণসুখোপপন্নমায়ুষা মহতোপপাদয়ন্তি। সম্যগিবাচরিতা ধর্ম্মার্থকামা নিঃশ্রেয়সেন মহতোপপাদয়ন্তি পুরুষমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে। বিকৃতাস্ত্বেনং মহতা বিপর্য্যয়েণোপপাদয়ন্তি। ঋতবস্ত্রয় ইব [illegible]মাপন্না লোকমশুভেনোপঘাতকালে। [illegible] সর্ব্ব মেবানুমেনিরে বচনমাত্রেয়স্য ভগবতোঽভিননন্দুশ্চেতি॥

কাশ্যপের এই সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বসু কহিলেন, আপনারা সকলে সমস্তই যথার্থ বলিয়াছেন—কেবল [illegible] বাক্যের [illegible] কি তাহা বলা হয় নাই। সংক্ষেপে এই সকল বাক্যের সার বলিতে গেলে ইহাই বলা উচিত, যে বায়ু পিত্ত ও কফ, প্রকৃতিভূত থাকিলে পুরুষকে সবলেন্দ্রিয়, বলবর্ণসুখোপপন্ন এবং দীর্ঘজীবন সম্পন্ন করে। তাহা হইলেই তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম সম্পূর্ণরূপে আচরিত হয়; সুতরাং তিনি ইহ ও পরলোকে মঙ্গলভাজন হইয়া থাকেন। পরন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত হইলে এই সমুদয়ের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত—এই ঋতুত্রয় বিকৃতি আপন্ন হইলে যেমন অশুভসাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ ও তদ্রূপ। [illegible] আত্রেয়ের এই কথা শুনিয়া সকলেই অনুমোদন ও অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

তদাত্রেয়বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব এবানুমেনিরে।
ঋষয়োঽভিননন্দুশ্চ যথেন্দ্রবচনং সুরাঃ॥

দেবতারা যেমন ইন্দ্রের বচন শুনিয়া সকলেই অনুমোদন ও অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আত্রেয়ের কথা শুনিয়া ঋষিগণও অনুমোদন ও অভিনন্দন করিলেন।

তত্র শ্লোকৌ।

গুণাঃ ষড় দ্বিবিধো হেতুর্বিবিধং কর্ম্ম তৎপুনঃ।
বায়োশ্চতুর্ব্বিধং কর্ম্ম পৃথক্ চ কফপিত্তয়োঃ॥
মহর্ষীণাং মতির্যা যা পুনর্ব্বসুমতিশ্চ যা।
কলাকলীয়ে বাতস্য তৎসর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্॥

এই বাতকলাকলীয় অধ্যায়ে বায়ুর ছয়টি গুণ, বায়ুর প্রকোপন ও প্রশমন—এই দ্বিবিধ হেতু, চতুর্ব্বিধ বায়ুর বিবিধ কার্য্য, কফ ও পিত্তের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, মহর্ষিগণের মত এবং পুনর্ব্বসু ঋষির মত—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি নির্দ্দেশচতুষ্কম্।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে বাতকলাকলীয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরকপ্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে বাতকলাকলীয় নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নেহাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা স্নেহাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

সাংখ্যৈঃ সংখ্যাতসংখ্যেয়ৈঃ সহাসীনং পুনর্ব্বসুম্।
জগদ্ধিতার্থং পপ্রচ্ছ বহ্নিবেশঃ স্বসংশয়ম্॥

একদা আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিখ্যাত ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বসু একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ ঋষি জগতের মঙ্গলকামনায় আপনার সংশয়িত বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিং যোনয়ঃ কতি স্নেহাঃ কে চ স্নেহগুণাঃ পৃথক্।
কালানুপানে কে কস্য কতি কাশ্চ বিচারণাঃ॥
কতিমাত্রাঃ কথংমাত্রাঃ কাশ্চ কে স্নেহ্যসংজ্ঞিতাঃ।
কশ্চ কেভ্যো হিতঃ স্নেহঃ প্রকর্ষঃ স্নেহনে চ কঃ॥

স্নেহাঃ কে কে চ ন স্নেহ্যাঃ স্নিগ্ধাতিস্নিগ্ধলক্ষণম্।
কিং পানাৎ প্রথমং পীতে জীর্ণে কিঞ্চ হিতাহিতং ॥
কে মৃদুক্রূরকোষ্ঠাঃ কা ব্যাপদঃ সিদ্ধয়শ্চ কাঃ।
অচ্ছে সংশোধনে চৈব স্নেহে কা বৃত্তিরিষ্যতে ॥
বিচারণাঃ কেষু যোজ্যা বিধিনা কেন তৎ প্রভো।
স্নেহস্যামিতবিজ্ঞান! জ্ঞানমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥

প্রভো! স্নেহ সকল কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়? স্নেহ কত প্রকার? উহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণ কি? কোন্ সময়ে কোন্ স্নেহ পান করিতে হয় এবং তাহাদের অনুপানই বা কি? স্নেহের বিচারণা অর্থাৎ প্রয়োগরূপই বা কত প্রকার? উহাদের মাত্রা কত প্রকার? পরিমাণই বা কি? কাহার পক্ষে কোন্ মাত্রা উপদিষ্ট হইয়াছে? কাহার পক্ষে কোন্ স্নেহ হিতকর? স্নেহন কার্য্যের উৎকর্ষতা কি? কোন্ কোন্ ব্যক্তি স্নেহনের উপযুক্ত এবং কাহারাই বা স্নেহযোগ্য নহে? স্নিগ্ধ ও অতি স্নিগ্ধের লক্ষণ কি? স্নেহ পানের পূর্ব্বে, স্নেহ পানের পরে ও পীতস্নেহ জীর্ণ হইলে পর কিরূপ আহার বিহারাদি হিতকর বা অহিতকর? মৃদুকোষ্ঠ ও ক্রূর কোষ্ঠ কাহাদিগকে বলা যায়? স্নেহপানের ব্যাপত্তি সকল কি কি এবং তাহাদের প্রতীকারোপায়ই বা কি কি? অচ্ছ স্নেহ ও সংশোধন স্নেহ পানে কিরূপ বৃত্তিই বা অবলম্বন করা উচিত? স্নেহ বিচারণা কি কি নিয়মে কোন্ কোন্ স্থলে প্রয়োগ করা উচিত? হে অমিতজ্ঞান! স্নেহন সম্বন্ধীয় শাস্ত্র জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

অথ তৎ সংশয়চ্ছেত্তা প্রত্যুবাচ পুনর্ব্বসুঃ।
স্নেহানাং দ্বিবিধা চাসৌ যোনিঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥
তিলঃ পিয়ালাভিষুকৌ বিভীতক-
শ্চিত্রাভ[illegible]কাঃ।
কুসুম্ভবিল্বারু[illegible]কাতসী
নিকোঠকাক্ষোড়করঞ্জশিগ্রুকাঃ ॥
স্নেহাশ্রয়াঃ স্থাবরসংজ্ঞিতা[illegible]থা
স্যুর্জঙ্গমা মৎস্যমৃগাঃ সপক্ষিণঃ।
তেষাং দধিক্ষীরঘৃতামিষং বসা
স্নেহেষু মজ্জা চ তথোপদিশ্যতে ॥

অনন্তর অগ্নিবেশের সংশয়চ্ছেদন করিবার জন্য পুনর্ব্বসু উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! স্নেহ সকলের উৎপত্তি স্থান দ্বিবিধ—স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে তিল, পিয়াল, অভিষুক, (হিমালয় দেশজাত ফল বিশেষ) বহেড়া, চিত্রা (রক্ত এরণ্ড বা গোরক্ষ কর্কটী বীজ অথবা জয়পাল বীজ); হরিতকী, এরণ্ডবীজ, মধুক (মৌলবীজ) সর্ষপ, কুসুম্ভ (কুসুমবীজ) বিল্বফল, অরুক (ভল্লাতকফল) মূলক (মুলার বীজ), অতসী (তিসি) নিকোঠক (পর্ব্বত-দেশজাত আখরোট্) আক্ষোট (আখরোট্), করঞ্জফল ও সজিনার বীজ—এই সকল

স্থাবর সংজ্ঞক স্নেহের উৎপত্তি স্থান। এবং পশু পক্ষী ও মৎস্য হইতে যে স্নেহ জন্মে তাহা-দিগকে জঙ্গম স্নেহ কহে। ঐ সকল জন্তুর দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, বসা ও মজ্জা স্নেহের জন্য গৃহীত হয়।

সর্ব্বেষাং তৈলজাতানাং তিলতৈলং বিশিষ্যতে।
বলার্থে স্নেহনে চাগ্র্যমেরণ্ডন্তু বিরেচনে॥

সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা সর্ব্বস্নেহোত্তমা মতাঃ।
এভ্যশ্চৈবোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ॥

যতপ্রকার তৈল আছে, তন্মধ্যে বলাধান ও স্নেহন পক্ষে তিল তৈল সর্ব্বপ্রধান। বিরে-চনের পক্ষে ভেরেণ্ডা তৈল শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার স্নেহ পদার্থের মধ্যে ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জাই উৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে আবার ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ ইহা যে যে দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত বা সংযুক্ত হয়, সেই সেই দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করে অথচ নিজগুণ ত্যাগ করে না।

ঘৃতং পিত্তানিলহরং রসশুক্রৌজসাং হিতম্।
নির্ব্বাপণং মৃদুকরং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্॥

ঘৃত—বায়ু ও পিত্তনাশক; ইহা রস, শুক্র ও ওজঃ পদার্থের হিতকারক; ইহা নির্ব্বাপণ অর্থাৎ অগ্নি দাহজনিত জ্বালার শান্তিকারক; কোমলত্ব সম্পাদক এবং স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতা কারক।

মারুতঘ্নং ন চ শ্লেষ্মবর্দ্ধনং বলবর্দ্ধনম্।
ত্বচ্যমুষ্ণং স্থিরকরং তৈলং যোনিবিশোধনম্॥

তৈল—বায়ুনাশক, বলবর্দ্ধক, ত্বকের পক্ষে হিতকর; উষ্ণশক্তি বিশিষ্ট, শরীরের স্থৈর্য্যতা সম্পাদক এবং যোনির বিশোধক।

বিদ্ধভগ্নাহতভ্রষ্টযোনিকর্ণশিরোরুজি।
পৌরুষোপচয়ে স্নেহে ব্যায়ামে চেষ্যতে বসা॥

বসা—বিদ্ধ ও ভগ্নস্থানের পক্ষে বিশেষ হিতকর; যোনিভ্রংশ, কর্ণশূল ও শিরঃশূলে এবং পুরুষত্ব বর্দ্ধনে, স্নেহনে এবং ব্যায়ামের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বলশুক্ররসশ্লেষ্মমেদোমজ্জবিবর্দ্ধনঃ।
মজ্জা বিশেষতোঽস্থ্নাঞ্চ বলকৃৎ স্নেহনে হিতম্॥

মজ্জা—বল, শুক্র, রস, শ্লেষ্মা, মেদ এবং মজ্জা বর্দ্ধন করে। বিশেষতঃ ইহা অস্থিসমূহের বলকারী এবং স্নেহন কার্য্যে প্রশস্ত।

সর্পিঃ শরদি পাতব্যং বসা মজ্জা চ মাধবে।
তৈলং প্রাবৃষি নাত্যুষ্ণশীতে স্নেহং পিবেন্নরঃ॥

শরৎকালে ঘৃত পান, বসন্তকালে বসা ও মজ্জা পান এবং বর্ষাকালে তৈলপান করা বিহিত। অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয় শীতের সময় স্নেহ পান করিতে নাই।

বাতপিত্তাধিকে রাত্রাবুষ্ণে চাপি পিবেন্নরঃ।
শ্লেষ্মাধিকোদিবাশীতে পিবেচ্চামলভাস্করে ॥

কিন্তু যদি বাতাধিক বা পিত্তাধিক ধাতুতে কোন ব্যাধিবশতঃ গ্রীষ্মকালে অত্যুষ্ণ সময়ে স্নেহ পানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে রাত্রিতে স্নেহপান করিবেক। এবং শ্লেষ্মাধিক ধাতুতে অত্যন্ত শীতের সময় যদি ঐরূপ স্নেহপানের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দিবাভাগে নির্ম্মল সূর্য্যালোকযুক্ত দিবসে স্নেহপান করিবেক।

অত্যুষ্ণে বা দিবাপীতো বাতপিত্তাধিকেন চ।
মূর্চ্ছাং পিপাসামুন্মাদং কামলাং বা সমীরয়েৎ ॥
শীতে রাত্রৌ পিবন্ স্নেহং নরঃ শ্লেষ্মাধিকোঽপি বা।
আনাহমরুচিং শূলং পাণ্ডুতাং বা সমৃচ্ছতি ॥

বাত পিত্তাধিক ব্যক্তি যদি গ্রীষ্মকালে অত্যুষ্ণ সময়ে দিবাভাগে স্নেহপান করেন তাহা হইলে তাঁহার মূর্চ্ছা, পিপাসা, উন্মাদ ও কামলা রোগ হয়। এবং শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তি যদি শীতকালের অতি শীতের সময় রাত্রিকালে স্নেহপান করেন, তাহা হইলে তাহার আনাহ, অরুচি, শূল ও পাণ্ডুরোগ জন্মে।

জলমুষ্ণং ঘৃতে পেয়ং যূষস্তৈলেঽনুশস্যতে।
বসামজ্জ্ঞোস্তু মণ্ডঃ স্যাৎ সর্ব্বেষূষ্ণমথাম্বু বা ॥

ঘৃতপান করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিবেক। তৈলপানের পর মুদ্গাদির যূষ পান করিবেক এবং বসা ও মজ্জা পানের পর মণ্ড পান করা উচিত। অথবা ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা সকল প্রকার স্নেহ পানের পর উষ্ণজল পান করিবে।

ওদনশ্চ বিলেপীচ রসো মাংসং পয়োদধি।
যবাগূঃ সূপশাকৌচ যূষঃ কাম্বলিকঃ খড়ঃ ॥
শক্তবস্তিলপিষ্টঞ্চ মদ্যং লেহ্যস্তথৈব চ।
ভক্ষ্যমভ্যঞ্জনং বস্তিস্তথা চোত্তরবস্তয়ঃ ॥
গণ্ডূষঃ কর্ণতৈলঞ্চ নস্তঃকর্ণাক্ষিতর্পণম্।
চতুর্ব্বিংশতিরিত্যেতাঃ স্নেহস্য প্রবিচারণাঃ ॥

স্নেহের বিচারণা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। যথা—অন্ন, বিলেপী, মাংসযূষ, মাংস, দুগ্ধ, দধি, যবাগূ, সূপ, শাক, কাম্বলিক যূষ, খড়যূষ, ছাতু, তিলপিষ্টক, মদ্য, লেহ, ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহ, অভ্যঞ্জন দ্রব্য, বস্তি ও উত্তরবস্তি, গণ্ডূষ, কর্ণতৈল, নস্ত, কর্ণতর্পণ এবং অক্ষিতর্পণ। স্নেহের বিচারণা অর্থে—দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্নেহের প্রয়োগ। এই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারে অন্নাদি স্নেহসংযুক্ত হইয়া ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য ও অঞ্জনাদি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দধি অম্ল, লবণ, ঘৃতাদি স্নেহ, তিল ও মাষকলাই—একত্রে পাক করিলে যে যূষ প্রস্তুত হয় তাহাকে কাম্বলিক যূষ বলে। ঘোল, কদ্বেল, পাণিকল, মরিচ, জয়ত্রী ও চিতা—এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিলে যে যূষ প্রস্তুত হয় তাহাকে খড়যূষ কহে।

অচ্ছপেয়স্তু যঃ স্নেহো ন তামাহুর্বিচারণাম্।
স্নেহস্য স [illegible]ঃ কল্পঃ প্রাথমকল্পিকঃ ॥

অচ্ছ স্নেহ অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণ ব্যতীত যে কেবল মাত্র স্নেহপান, তাহার স্নেহবিচারণা সংজ্ঞা হয় না। বৈদ্যেরা এই অচ্ছস্নেহ পানকে স্নেহপানের প্রথম কল্প বলিয়া থাকেন।

রসৈশ্চোপহিতঃ স্নেহঃ সমাসব্যাসযোগিভিঃ।
ষড়্ভিস্ত্রিষষ্টিধা সংখ্যাঃ প্রাপ্নোত্যেকশ্চ কেবলঃ ॥
এবমেষাশ্চতুঃষষ্টিঃ স্নেহানাং প্রবিচারণাঃ।
ওকর্ত্তুব্যাধিপুরুষান্ প্রযোজ্যা জানতা ভবেৎ ॥

মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়—এই ছয়টি রসকে ব্যস্ত সমস্তভাবে সংযুক্ত করিলে অর্থাৎ এই কয়েকটী রসকে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ ও সমগ্রভাবে যোগ করিলে তেষট্টি প্রকার হয়। স্নেহ, সেই তেষট্টি রসের সহিত মিলিত হইয়া তেষট্টি প্রকার আকার ধারণ করে। এবং কোন রসের সহিত সংযুক্ত না হইয়া কর্ণ প্রভৃতি তর্পণে যে কেবলমাত্র অচ্ছ স্নেহ ব্যবহৃত হয়, উহাও উহার একটি আকার। সুতরাং সমুদয়ে স্নেহের বিচারণা—এই চৌষট্টি প্রকার। সাত্ম্য, ঋতু, ব্যাধি ও পুরুষের অবস্থা বুঝিয়া এই সকল স্নেহ বিচারণা প্রয়োগ করিবে।

অহোরাত্রমহঃ কৃৎস্নমর্দ্ধাহঞ্চ প্রতীক্ষতে।
প্রধানা মধ্যমা হ্রস্বা স্নেহমাত্রা জরাং প্রতি ॥
ইতি তিস্রঃ সমুদ্দিষ্টা মাত্রাঃ স্নেহস্য মানতঃ।
তাসাং প্রয়োগান্ বক্ষ্যামি পুরুষং পুরুষং প্রতি ॥

স্নেহের মাত্রা তিন প্রকার। প্রধান মাত্রা, মধ্যম মাত্রা ও হ্রস্ব মাত্রা। যে মাত্রা অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহা প্রধান মাত্রা। যাহা জীর্ণ হইতে সমস্ত দিবাভাগ লাগে, তাহা মধ্যম মাত্রা এবং যাহা দিবাভাগের অর্দ্ধসময়ে জীর্ণ হয়, তাহা হ্রস্ব মাত্রা। মান অনুসারে এই ত্রিবিধ মাত্রার কথা বলা হইল। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তির প্রতি কিরূপ স্নেহমাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

প্র[illegible]তস্নেহানিত্যা যে ক্ষুৎপিপাসাসহা নরাঃ।
পাবকশ্চোত্তমব[illegible] যেষাং যে চোত্তমা বলে ॥
গুল্মিনঃ সর্পদষ্টাশ্চ বীসর্পোপহতাশ্চ যে।
উন্মত্তাঃ কৃচ্ছ্রমূত্রাশ্চ গাঢ়বর্চ্চস এব চ ॥
পিবেয়ুরুত্তমাং মাত্রাং তস্যাঃ পানে গুণান্ শৃণু ॥

যাহারা নিত্য প্রভূত স্নেহ পান করিয়া থাকে; যাহারা ক্ষুধা ও পিপাসা সহ করিতে পারে; যাহারা বিলক্ষণ পরিপাকশক্তিসম্পন্ন; যাহারা অত্যন্ত বলবান্, যাহারা গুল্মরোগগ্রস্ত, সর্পদষ্ট, বীসর্প রোগাক্রান্ত, উন্মত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র পীড়িত, এবং যাহাদের মল স্বভাবতঃ কঠিন, তাহাদের পক্ষে স্নেহের প্রধান মাত্রা পান করা বিহিত। প্রধানমাত্রা স্নেহপানের গুণ শ্রবণ কর।

বিকারান্ শময়ন্ত্যেষা শীঘ্রং সম্যক্ প্রযোজিতা।
দোষানুকর্ষিণী মাত্রা সর্বমার্গা- সারিণী।
বল্যা পুনর্নবকরী শরীরেন্দ্রিয়চেতসাং॥

প্রধান মাত্রা সম্যক্ভাবে প্রযুক্ত হইলে রোগসকল শীঘ্রই প্রশমিত হয়। ইহা দেহের সমুদয় স্রোতে সঞ্চরণ করতঃ শারীরিক দোষ সকলকে আকর্ষণ করে। প্রধান মাত্রা বিশেষ বলজনক। ইহা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নবীনতা সম্পাদন করে।

অরুষ্কস্ফোটপিড়কাকণ্ডুপামাভিরর্দ্দিতাঃ।
কুষ্ঠিনশ্চ প্রমীঢ়াশ্চ বাতশোণিতিকাশ্চ যে॥
নাতিবহ্বাশিনশ্চৈব মৃদুকোষ্ঠাস্তথৈব চ।
পিবেয়ুর্মধ্যমাং মাত্রা মধ্যমাশ্চাপি যে বলে॥
মাত্রৈষা মন্দবিভ্রংসা ন চাতিবলহারিণী।
সুখেন চ স্নেহয়তি শোধনার্থে চ যুজ্যতে॥

যাহারা অরুষ্ক, স্ফোটক, পীড়িকা, কণ্ডু এবং পামা (খোস পাঁচড়া) রোগাক্রান্ত; যাহারা কুষ্ঠ, মেহ ও বাতরক্ত রোগে পীড়িত; যাহারা মিতাহারী, মৃদুকোষ্ঠ এবং মধ্যমবল বিশিষ্ট- তাহাদের পক্ষে স্নেহের মধ্যম মাত্রা বিহিত। এই মধ্যম মাত্রা অতি বিরেচক নহে এবং অতি বলনাশকও নহে। ইহা দ্বারা বিনা ক্লেশে স্নেহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শোধনের জন্য ইহাই প্রয়োগ করা উচিত।

যেতু বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ সুকুমারাঃ সুখোচিতাঃ।
রিক্তকোষ্ঠত্বমহিতং যেষাং [illegible]গ্নয়শ্চ যে॥
জ্বরাতীসারকাসাশ্চ [illegible]সুখিতাঃ।
স্নেহমাত্রাং [illegible]ং যে চাবরা বলে॥
পরিহারে সুখ[illegible]া স্নেহনবৃংহণী।
বৃষ্যা বল্যা নির[illegible]া চিরঞ্চাপ্যনুবর্ত্ততে॥

যাহারা বৃদ্ধ, বালক, সুকুমার ও সুখোচিত; যাহারা শূন্যকোষ্ঠ ও শূন্য কোষ্ঠ হেতু যাহা- দের কষ্ট হয়; যাহারা মন্দাগ্নি বিশিষ্ট, যাহারা বহুকাল হইতে জ্বর, কাস ও অতিসারপীড়িত, এবং যাহারা অল্পবলবিশিষ্ট, তাহাদের অল্পমাত্রায় স্নেহ পান করা উচিত। এই অল্প মাত্রা অভ্যাস করিলে ত্যাগের সময় কষ্ট হয় না। ইহা স্নিগ্ধ কর, বৃষ্য, বলকারক ও চিরকাল শরীরকে নীরোগ রাখে।

বাতপিত্তপ্রকৃতয়ো বাতপিত্তবিকারিণঃ।
চক্ষুষ্কামাঃ ক্ষতক্ষীণা বৃদ্ধা বাল[illegible]ঃ॥
আয়ুঃপ্রকর্ষক[illegible] বলবর্ণস্বরার্থিনঃ।
পুষ্টিকামাঃ প্রজাকামাঃ সৌকুমার্য্যার্থিনশ্চ যে॥

[illegible] তেজো[illegible] [illegible]প্রার্থিনঃ ।
পিবেয়ুঃ সর্পিরার্ত্তাশ্চ [illegible]ষাগ্নিভিঃ ॥

যাঁহারা বাতপিত্ত প্রকৃতি, বাতপৈত্তিক রোগাক্রান্ত, যাঁহারা দৃষ্টিশক্তি কামনা করেন, যাঁহারা ক্ষতরোগী, ক্ষীণরোগী, যাঁহারা বৃদ্ধ, বালক বা দুর্ব্বল, যাঁহারা দীর্ঘজীবন কামনা করেন, যাঁহারা বলবর্ণ ও সুস্বরপ্রার্থী; যাঁহারা পুষ্টিকামী, সন্তানকামী ও সৌকুমার্য্যপ্রার্থী; যাঁহারা শরীরের দীপ্তি, ওজঃ, স্মৃতি, মেধা, অগ্নি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের বলবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, যাঁহারা দাহ, শস্ত্র, বিষ ও অগ্নিদ্বারা পীড়িত, তাঁহারা যেন ঘৃত পান করেন।

প্র[illegible]দ্ধশ্লেষ্মমেদস্কাশ্চলস্থূলগলোদরাঃ ।
বাতব্যাধিভিরাবিষ্টা বাতপ্রকৃতয়শ্চ যে ॥
বলং তনুত্বং লঘুতাং দৃঢ়তাং স্থিরগাত্রতাম্ ।
স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণতনুত্বক্তাং যেচ কাঙ্ক্ষন্তি দেহিনঃ ॥
কৃমিকোষ্ঠাঃ ক্রূরকোষ্ঠস্তথা নাড়ীভিরর্দ্দিতাঃ ।
পিবেয়ুঃ শীতলে কালে তৈলং তৈলোচিতাশ্চ যে ॥

যাঁহাদের কফাধিক্য ও মেদাধিক্য জন্মিয়াছে, যাঁহাদের গলা ও উদর স্থূল ও চঞ্চল, যাহারা বাতব্যাধিগ্রস্ত ও বায়ুপ্রকৃতি বিশিষ্ট, যাঁহারা শরীরের বল, তনুতা, লঘুতা, দৃঢ়তা, স্থিরগাত্রতা, এবং ত্বকের স্নিগ্ধতা, মসৃণত্ব ও তনুত্ব ইচ্ছা করেন, যাঁহারা ক্রিমি রোগাক্রান্ত, যাহাদের কোষ্ঠ ক্রূর, যাঁহারা নাড়ীক্ষত রোগে পীড়িত এবং যাঁহারা তৈল সেবনে অভ্যস্ত— তাঁহাদের পক্ষে শীতকালে তৈলপান বিহিত।

বাতাতপসহা যে চ রুক্ষা ভারাধ্বকর্ষিতাঃ ।
সংশুষ্করেতোরুধিরা নিষ্পীতকফমেদসঃ ॥
অস্থিসন্ধিসিরাস্নায়ু মর্ম্মকোষ্ঠমহারুজঃ ।
বলবান্ মারুতো যেষাং খানি চাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
মহচ্চাগ্নিবলং যেষাং বসাসাত্ম্যাশ্চ যে নরাঃ ।
তেষাং স্নে[illegible]হয়িতব্যানাং বসাপানং বিধীয়তে ॥

যাঁহারা বাতাতপসহ, যাহারা ভারবহন ও পথভ্রমণ দ্বারা কৃশ হইয়াছে, যাঁহাদের দেহ ও ধাতু রুক্ষ; যাহাদের রেতঃ, রক্ত, কফ ও মেদ শুষ্ক হইয়াছে, যাহাদের অস্থি, সন্ধি, সিরা, স্নায়ু মর্ম্ম ও কোষ্ঠগত বেদনা আছে, যাহাদের ইন্দ্রিয়স্রোত সমূহকে বলবান্ বায়ু আবৃত করিয়া আছে, যাহাদের অগ্নিবল অধিক এবং যাঁহারা বসা পানে অভ্যস্ত, স্নেহপানের আবশ্যক হইলে তাঁহাদের পক্ষে বসাপান প্রশস্ত।

দীপ্তাগ্নয়ঃ ক্লেশসহা ঘস্মরাঃ স্নেহসেবিনঃ ।
বাতার্ত্তাঃ ক্রূ[illegible]কোষ্ঠাশ্চ স্নেহ্যা [illegible]ম্নঃ ॥

যাহারা দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট, [illegible] [illegible], [illegible], বায়ুপীড়িত ও ক্রূরকোষ্ঠ তাঁহারা স্নেহযোগ্য হইলে [illegible] [illegible] প্রশস্ত।

যেভ্যো যেভ্যো হিতো যো যঃ স্নেহঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ।
স্নেহনস্য প্রকর্ষৌতু সপ্তরাত্রত্রিরাত্রকৌ॥

যাহার পক্ষে যেরূপ স্নেহ বিহিত, তাহা বলা হইল। স্নেহন ক্রিয়ার প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট মাত্রা উপর্য্যুপরি সাতরাত্রি বা তিনরাত্রি স্নেহগ্রহণ। অর্থাৎ ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির অচ্ছ স্নেহ-পানের কাল সাতদিন পর্য্যন্ত এবং মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে স্নেহপান তিন দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

স্বেদ্যাঃ শোধয়িতব্যাশ্চ রুক্ষা বাতবিকারিণঃ।
ব্যায়ামমদ্যস্ত্রীনিত্যাঃ স্নেহ্যাঃ স্যূর্যে চ চিন্তকাঃ॥

যাহারা স্বেদযোগ্য বা যাহারা শোধনযোগ্য অর্থাৎ যাহাদিগকে স্বেদ দিতে হইবে অথবা যাহাদিগকে বমন বিরেচনাদি করাইতে হইবে, যাহারা রুক্ষ, যাহারা বায়ুরোগপীড়িত, যাহারা ব্যায়ামরত, মদ্যপরায়ণ ও স্ত্রীসেবী এবং যাহারা অতিশয় চিন্তাশীল, তাঁহারাই সাধারণতঃ স্নেহন ক্রিয়ার যোগ্য।

সংশোধনাদৃতে যেষাং রুক্ষণং সম্প্রবক্ষ্যতে।
ন তেষাংস্নেহনং শস্তমুৎসন্নকফমেদসাম্॥
অভিষ্যন্দাননগুদা নিত্যমন্দাগ্নয়শ্চ যে।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাপরীতাশ্চ গর্ভিণ্যস্তালুশোষিণঃ॥
অন্নদ্বিষশ্ছর্দ্দয়ন্তো জঠরামগরার্দ্দিতাঃ।
দুর্ব্বলাশ্চ প্রতান্তাশ্চ স্নেহগ্লানা মদাতুরাঃ॥
ন স্নেহ্যা বর্ত্তমানেষু ন নস্তোবস্তিকর্ম্মসু।
স্নেহপানাৎ প্রজায়ন্তে তেষাং রোগাঃ সুদারুণাঃ॥

যাঁহাদের জন্য বমন বিরেচনাদি ব্যতীত অপরাপর রুক্ষণ ক্রিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে, তাঁহাদের পক্ষে স্নেহন ক্রিয়া প্রশস্ত নহে। যাঁহাদের কফ ও মেদ বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহাদের মুখ ও গুহ্য দিয়া স্রাব নির্গত হয়, যাহারা মন্দাগ্নি পীড়িত, যাহারা তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছাগ্রস্ত, যে সকল স্ত্রীলোক গর্ভিণী, যাহাদের তালুশোষ হয়, যাহারা অরুচিগ্রস্ত বমিগ্রস্ত, যাহারা উদর-রোগ, আমদোষ ও বিষপীড়িত; যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, গ্লানিযুক্ত, স্নেহপানে ভীত ও মদ্যাদি-পান জনিত রোগে আক্রান্ত—তাহাদিগকে স্নেহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। আর নস্য ক্রিয়া ও বস্তিকর্ম্মের সময় ও স্নেহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল ব্যক্তি স্নেহপান করিলে অতি সুদারুণ রোগ জন্মায়।

পুরীষং গ্রথিতং রুক্ষং বায়ুরপ্রগুণো মৃদুঃ।
পক্তা খরত্বং রৌক্ষ্যঞ্চ গাত্রস্যাস্নিগ্ধলক্ষণম্॥

স্নেহপান করিয়া স্নিগ্ধ না হইলে পুরীষ গ্রথিত (গুট্‌লে) ও রুক্ষ হয়; বায়ু বিগুণ হয়, অগ্নিমান্দ্য জন্মে এবং গাত্র কর্কশ ও রুক্ষ হয়।

বাতানুলোম্যং দীপ্তোঽগ্নির্বর্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্।
মার্দ্দবং স্নিগ্ধতা চাঙ্গে স্নিগ্ধানামুপজায়তে॥

স্নেহপান করিয়া স্নিগ্ধ হইলে বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, মলের কোমলতা এবং শরীরের মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা জন্মিয়া থাকে।

পাণ্ডুতা গৌরবং জাড্যং পুরীষস্যাবিপক্কতা।
তন্দ্রীররুচিরুৎক্লেশঃ স্যাদতিস্নিগ্ধলক্ষণম্ ॥

স্নেহপানে অতিস্নিগ্ধ হইলে শরীরের পাণ্ডুতা, গুরুত্ব জাড্য, মলের অবিপক্কতা, তন্দ্রা, অরুচি এবং বমনেচ্ছা হইয়া থাকে।

দ্রবোষ্ণমনভিষ্যন্দি ভোজ্যমন্নং প্রমাণতঃ।
নাতিস্নিগ্ধমসঙ্কীর্ণং শ্বঃ স্নেহং পাতুমিচ্ছতা ॥

যে দিন স্নেহপান করিতে হইবেক, তাহার পূর্ব্বদিন স্নেহপানেচ্ছুব্যক্তি তরল উষ্ণ, ক্লেদশূন্য, নাতিস্নিগ্ধ ও অসঙ্কীর্ণ (অমিশ্রিত) অন্ন পরিমিতরূপে ভোজন করিবেন।

পিবেৎ সংশমনং স্নেহমন্নকালে প্রকাঙ্ক্ষিতঃ
শুদ্ধ্যর্থং পুনরাহারে নৈশে জীর্ণে পিবেন্নরঃ ॥

ভোজনাকাঙ্ক্ষা হইলে ভোজনসময়ে সংশমন স্নেহ পান করিবে। কিন্তু বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধির জন্য যদি স্নেহপানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশাভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালে সংশোধন স্নেহপান করিবেক।

উষ্ণোদকোপচারী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী ক্ষপাশয়ঃ।
শকৃন্মূত্রানিলোদ্গারানুদীর্ণাংশ্চ ন ধারয়েৎ ॥
ব্যায়ামমুচ্চৈর্বচনং ক্রোধশোকৌ হিমাতপৌ।
বর্জ্জয়েদপ্রবাতঞ্চ সেবেত শয়নাসনম্ ॥

স্নেহপানের পর উষ্ণোদকোপচারী হইবে অর্থাৎ উষ্ণজলেই স্নান পান ও শৌচাদি সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবেক। মৈথুনত্যাগ করিবে। দিবানিদ্রা যাইবেক না। মল, মূত্র, অধোবায়ু ও উদ্গারের বেগ ধারণ করিবেক না। এবং ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, ক্রোধ, শোক, হিম ও আতপ সেবন ত্যাগ করিবে। এবং নির্ব্বাতস্থানে শয়ন বা উপবেশন করিবেক।

স্নেহং পীত্বা নরঃ স্নেহং প্রতিভুঞ্জান এব চ।
স্নেহমিথ্যোপচারাদ্ধি জায়ন্তে দারুণা গদাঃ ॥

স্নেহপান করিয়া সেই স্নেহ জীর্ণ না হইতে হইতে পুনর্ব্বার স্নেহপান করিলে স্নেহের অপব্যবহার হেতু নানাপ্রকার দারুণ ব্যাধিসকল জন্মিয়া থাকে।

মৃদু[illegible] স্নেহোপসেবয়া।
স্নিহ্যতি ক্রূরকোষ্ঠস্তু সপ্তরাত্রেণ মানবঃ।

মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি অল্প স্নেহ ত্রিরাত্র সেবন করিলেই স্নিগ্ধ হয় এবং ক্রূর কোষ্ঠ ব্যক্তি অল্প স্নেহপানে সপ্তরাত্রে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

গুড়ান[illegible]নং মস্তু ক্ষীর[illegible]ল্লোড়িতং দধি।
পায়সং কৃশরং সর্পিঃ [illegible] ॥

দ্রাক্ষারসং পীলুরসং জলমুষ্ণমথাপি বা।
মদ্যং বা তরুণং পীত্বা মৃদুকোষ্ঠো বিরিচ্যতে॥
বিরেচয়ন্তি নৈতানি ক্রূরকোষ্ঠং কদাচন।
ভবতি ক্রূরকোষ্ঠস্য গ্রহণ্যত্যুল্বণানিলা॥

গুড়, ইক্ষুরস, দধিরমাত, দুগ্ধ, সরযুক্ত দধি, পায়স, কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ) ঘৃত, গাম্ভারী ফলের রস, ত্রিফলার কাথ, দ্রাক্ষার রস, পীলু ফলের রস, অথবা উষ্ণজল কিম্বা নূতন মদ্য সেবন করিলে মৃদুকোষ্ঠব্যক্তির বিরেচন হয়। কিন্তু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রূর-কোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয় না। বরং বাতজগ্রহণী রোগ হইতে পারে।

উদীর্ণপিত্তাল্পকফা গ্রহণী মন্দমারুতা।
মৃদুকোষ্ঠস্য তস্মাৎ স সুবিরেচ্যো নরঃ স্মৃতঃ॥

যাঁহার গ্রহণী নাড়ীতে পিত্তের ভাগ অধিক এবং কফ ও বায়ুর ভাগ অল্প থাকে, তাহাকে মৃদুকোষ্ঠ বলে। সেরূপ ব্যক্তির সহজেই বিরেচন হয়।

উদীর্ণপিত্তা গ্রহণী যস্য চাগ্নিবলং মহৎ।
ভস্মীভবতি তস্যাশু স্নেহঃ পীতোঽগ্নিতেজসা॥
স জগ্ধা স্নেহমাত্রাং তামোজঃ প্রক্ষারয়ন্ বলী।
স্নেহাগ্নিরুত্থাং তৃষ্ণাং সোপসর্গামুদীরয়েৎ॥
নালং স্নেহসমৃদ্ধস্য শমায়ান্নং সুগুর্বপি।
স চেৎ সুশীতং সলিলং নাসাদয়তি দহ্যতে।
যথৈবাশীবিষঃ কক্ষমধ্যগঃ স্ববিষাগ্নিনা॥

যাহার গ্রহণী পিত্তাধিক, যাহার অত্যন্ত অগ্নিবল আছে, সেই ব্যক্তি স্নেহ পান করিলে অগ্নির তেজে সেই স্নেহ শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেই প্রবল অগ্নি স্নেহমাত্রাকে পরিপাক করিয়া ওজঃ ধাতু ক্ষয় করতঃ উপসর্গের সহিত তৃষ্ণা উৎপাদন করে। সে অবস্থায় গুরু অন্নভোজনেও তাহার সেই জঠরাগ্নির প্রশম হয় না। যদি ও স্নেহপানের পর উষ্ণ-জল সেবনের ব্যবস্থা আছে, তথাপি ঐরূপ অবস্থায় যদি তাহাকে সুশীতল জল দেওয়া না হয়, তাহা হইলে কক্ষমধ্যস্থিত সর্পের ন্যায় সেই পীত স্নেহ ব্যক্তি আপনার তেজে আপনি দগ্ধ হইয়া থাকে।

অজীর্ণে যদি তু স্নেহে তৃষ্ণা স্যাচ্ছর্দয়েদ্ ভিষক্।
শীতোদকং পুনঃ পীত্বা ভুক্ত্বা রুক্ষান্নমুল্লিখেৎ॥

পীত স্নেহ জীর্ণ না হইলে যদি তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তবে বমি করিয়া শীতল জল পান করিবেক। এবং রুক্ষান্ন ভোজন করিয়া পুনর্বার বমন করিবেক।

ন সর্পিঃ কেবলং [illegible] কোষ্ঠে প্রযোজয়েৎ [illegible]।
সর্বং [illegible] [illegible] প্রয়োজয়েৎ॥

পিত্তাধিক্যে, বিশেষতঃ অম্লসংযুক্ত পিত্তে কেবলমাত্র ঘৃত পান করিবে না। তাহা হইলে ঐ ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন করতঃ ঘৃতপায়ীর প্রাণনাশ করিতে পারে। (পিত্তাধিক ব্যক্তির দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত না করিয়া ঘৃত পান করা উচিত নয়।)

তন্দ্রিরুৎক্লেশ আনাহো জ্বরঃ স্তম্ভো বিসংজ্ঞতা।
কুষ্ঠানি কণ্ডুঃ পাণ্ডুত্বং শোথার্শাংস্যরুচিস্তৃষা॥
জঠরং গ্রহণীদোষঃ [illegible] স্তৈমিত্যং বাক্যনিগ্রহঃ।
শূলমামপ্রদোষশ্চ জায়তে স্নেহবিভ্রমাৎ॥

স্নেহবিভ্রম অর্থাৎ স্নেহের অবৈধ সেবন হেতু তন্দ্রা, উৎক্লেশ (বমনভাব) আনাহ (মলমূত্রের বদ্ধতা), জ্বর, শরীরের স্তব্ধতা, বিসংজ্ঞতা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, পাণ্ডু, শোথ, অর্শ, অরুচি, তৃষ্ণা, উদর, গ্রহণী, স্তৈমিত্য, বাক্‌রোধ, শূল এবং আমরোগ উপস্থিত হয়।

তত্রাপ্যুল্লেখনং শস্তং স্বেদঃ কালপ্রতীক্ষণম্।
প্রতি প্রতি ব্যাধিবলং বুদ্ধ্যা স্রংসনমেব চ॥
তক্রারিষ্টপ্রয়োগশ্চ রূক্ষপানান্নসেবন[illegible]।
মূত্রাণাং ত্রিফলায়াশ্চ স্নেহব্যাপত্তিভেষজম্॥

অথবা স্নেহপান করিয়া পূর্ব্বোক্ত রোগ সকল উপস্থিত হইলে বমন ও স্বেদ প্রয়োগ করিবেক এবং যে পর্য্যন্ত না স্নেহ জীর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত কিছু ভোজন করিবে না। ব্যাধির বলাবল বুঝিয়া বিরেচন ও প্রয়োগ করিবেক। এরূপ স্থলে অরিষ্টপ্রয়োগ, রূক্ষ অন্ন পান সেবন, মূত্র সেবন ও ত্রিফলা সেবন হিতকর।

অকালে চাহিতশ্চৈব মাত্রয়া ন চ যোজিতঃ।
স্নেহো মিথ্যোপচারাচ্চ ব্যাপদ্যেতাতিসেবিতঃ॥

যে স্নেহপানের যে কাল বিহিত হইয়াছে, তদ্বিপরীতকালে সেই স্নেহপান করিলে, অথবা যে স্নেহ যাহার পক্ষে হিতকর নহে, সে ব্যক্তি সেই অহিতকর স্নেহ পান করিলে কিম্বা অনুচিত মাত্রায় স্নেহ সেবিত হইলে অথবা স্নেহ অতিসেবিত হইলে, স্নেহবিপত্তি ঘটিয়া থাকে।

স্নেহাৎ প্রস্কন্দনো জন্তুস্ত্রিরাত্রোপরতঃ পিবেৎ।
স্নেহবৎ দ্রবমুষ্ণঞ্চ ত্র্যহং ভুক্ত্বা রসৌদনম্॥

স্নেহ বিপত্তিতে যদি বিরেচন করিতে হয়, তাহা হইলে তিনদিন স্নেহপানে বিরত থাকিয়া ঐ তিন দিন স্নেহবৎ দ্রব ও উষ্ণ এবং মাংসরসবহুল অন্নভোজন করিয়া বিরেচক ঔষধ পান করিবে।

একাহোপরতস্তদ্বৎ ভুক্ত্বা [illegible] পিবেৎ।
স্যাত্তু সংশোধনার্থায় বৃত্তিঃ স্নেহে বিরিক্তবৎ॥

অথবা এরূপস্থলে বমন আবশ্যক হইলে একদিন স্নেহপানে বিরত থাকিয়া বিশ্রামের দিবস পূর্ব্ববৎ আহার করিয়া [illegible] ঔষধ পান করিবে। [illegible] সংশোধন স্নেহ পান করিলে বিরিক্তের ন্যায় উপকারক পান [illegible] নিয়ম [illegible] অবলম্বন করিবে।

স্নেহদ্বিষঃ স্নেহনিত্যা মৃদুকোষ্ঠাশ্চ যে নরাঃ।
ক্লেশাসহা মদ্যনিত্যাস্তেষামিষ্টা বিচারণা॥

স্নেহপানে যাহাদের বিদ্বেষ আছে অথবা যাহাদের মৃদুকোষ্ঠ, যাহারা ক্লেশ সহিষ্ণু নয় এবং যাহারা নিত্য মদ্যপান করে,তাহাদের পক্ষে বিচারণা স্নেহ অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে স্নেহপান করা বিহিত।

লাবতৈত্তিরিমায়ূরহংসবারাহকৌক্কুটাঃ।
গব্যাজৌরভ্রমাৎস্যাশ্চ রসাঃ স্যুঃ স্নেহনে হিতাঃ॥

স্নেহ বিচারণাস্থলে লাব (লাবুই), তিত্তির (তিতুই), ময়ূর, হংস, বরাহ, কুক্কুট, গো, ছাগ, মেষ ও মৎস্যযূষের সহিত স্নেহ পান করিবে। এই সকলের রস স্নেহনকার্য্যে হিতকর।

যবকোলকুলত্থাশ্চ স্নেহাঃ সগুড়শর্করাঃ।
দাড়িমং দধি সব্যোষং রসসংযোগসংগ্রহঃ॥

যব, কুল, কুলত্থকলাই, স্নেহ, গুড়, চিনি, দাড়িম, দধি, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ,—এই সকল দ্রব্যের সহিত উক্ত লাব প্রভৃতির যূষ যথাযোগ্য ভাবে সংযুক্ত করিয়া সেবন করিবে।

স্নেহয়ন্তি তিলাঃ পূর্ব্বং জগ্ধাঃ সস্নেহ-ফাণিতাঃ।
কৃশরাশ্চ বহুস্নেহাস্তিলকাম্বলিকাস্তথা॥

আহারের পূর্ব্বে ফাণিত (পাত্‌লা মাত্ গুড়), তিল ও স্নেহ একত্রিত করিয়া পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। বহুল স্নেহের সহিত তিল, কৃশরা ও কাম্বলিক যূষ সেবন করিলেও শরীর স্নিগ্ধ হয়।

ফাণিতং শৃঙ্গবেরঞ্চ তৈলঞ্চ সুরয়া সহ।
পিবেদ্রুক্ষো ভৃতৈর্মাংসৈর্জীর্ণেঽশ্নীয়াচ্চ ভোজনম্॥

রুক্ষ ব্যক্তি স্নিগ্ধ হইবার নিমিত্ত ফাণিত, শুঁঠ চূর্ণ ও তিল তৈল সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এবং তাহা জীর্ণ হইলে ভৃতমাংসের সহিত অন্নাদি ভোজন করিবেক।

তৈলং সুরায়া মণ্ডেন বসাং মজ্জানমেব বা।
পিবেৎ সফাণিতং ক্ষীরং নরঃ স্নিহ্যতি বাতিকঃ॥

যাহার প্রকৃতি বায়ু প্রধান, সে ব্যক্তি বারুণী মণ্ডের সহিত তৈল অথবা বসা ও মজ্জা কিম্বা ফাণিতের সহিত দুগ্ধপান করিলে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

ধারোষ্ণং স্নেহসংযুক্তং পীত্বা সশর্করং পয়ঃ।
নরঃ স্নিহ্যতি পীত্বা বা সরং দধ্নঃ সফাণিতম্॥

দোহনকালীন উষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। অথবা দধির সর গুড়ের মাতের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া পায়স মাষমিশ্রকঃ।
ক্ষারসি দ্ধা বহুস্নেহঃ স্নে[illegible]॥

পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া ও সুসিদ্ধ মাষকলাইয়ের পায়স প্রভৃত স্নেহ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অচিরাৎ শরীর স্নিগ্ধ হয়।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জতণ্ডুলপ্রসৃতৈঃ কৃতা।
পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া পেয়াস্নেহনমিচ্ছতা॥

ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও তণ্ডুল—এই পাঁচটী দ্রব্য প্রসৃত অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্য দুই পল পরিমাণে লইয়া একত্রে সিদ্ধ করিলে যে পেয়া প্রস্তুত হয়, তাহাকে পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া বলে। স্নেহনেচ্ছুক ব্যক্তির এই পেয়া পান করা উচিত।

গ্রাম্যানূপৌদকং মাংসং গুড়ং দধি পয়স্তিলান্।
কুষ্ঠী শোথী প্রমেহী চ স্নেহনে ন প্রযোজয়েৎ॥
স্নেহৈর্যথাস্বং তান্ সিদ্ধৈঃ স্নেহয়েদবিকারিভিঃ॥
পিপ্পলীভির্হরীতক্যাঃ সিদ্ধৈস্ত্রিফলয়াপি বা।

গ্রাম্য অর্থাৎ গ্রামজাত ছাগাদির মাংস, আনূপ অর্থাৎ জলাভূমিজাত বরাহাদির মাংস, ঔদক অর্থাৎ জলজাত মৎস্যাদি, এবং গুড়, দধি, দুগ্ধ ও তিল—এই সকল দ্রব্য কুষ্ঠরোগী শোথরোগী ও প্রমেহরোগী স্নেহন কার্য্যে ব্যবহার করিবে না। তাঁহারা স্ব স্ব উপযোগী দ্রব্যের সহিত (অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য কুষ্ঠাদি নাশক—সেই সকল দ্রব্যের সহিত) স্নেহ সিদ্ধ করিয়া পান করিবেক। কুষ্ঠ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত রোগীগণ পিপ্পলী হরীতকী ও ত্রিফলার সহিত ঘৃতাদি স্নেহ সিদ্ধ করিয়া সেই স্নেহ পান করিবেক।

দ্রাক্ষামলকযূষাভ্যাং দধ্না চাম্লেন সাধয়েৎ।
ব্যোষগর্ভং ভিষক্ স্নেহং পীত্বা স্নিহ্যতি তন্নরঃ॥

কিম্বা, দ্রাক্ষা ও আমলকীর যূষের সহিত সিদ্ধ এবং অম্লের (কাঁজির) সহিত সিদ্ধ ত্রিকটু চূর্ণ অর্থাৎ শুঁঠ মরিচ ও পিপুল চূর্ণ সংযুক্ত স্নেহ পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিবে।

যবকোলকুলত্থানাং রসাঃ ক্ষীরং সুরা দধি।
ক্ষীরসর্পিশ্চ তৎসিদ্ধং স্নেহনীয়ং ঘৃতোত্তমম্॥

যবের যূষ, কুলের যূষ, কুলথ কলাইয়ের যূষ, দুগ্ধ, সুরা, দধি এবং দুগ্ধোত্থিত সদ্য ঘৃত—ইহাদিগকে একত্র সিদ্ধ করিলে যে স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত জন্মে, তাহা ঘৃতোত্তম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্নেহন।

তৈলমজ্জবসাসর্পির্বদরত্রিফলারসৈঃ।
যোনিশুক্রপ্রদোষেষু সাধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥

যোনি ও শুক্রদোষে কুলের কাথ ও ত্রিফলার অর্থাৎ (হরিতকী, বহেড়া ও আমলকীর) কাথের সহিত তৈল, মজ্জা, বসা এবং ঘৃত সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গৃহ্ণাত্যম্বু যথা বস্ত্রং প্রস্রবত্যধিকং যথা।
তথাগ্নির্জীর্য্যতি স্নেহং তথা স্রবতি চাধিকম্॥
যথা বা ক্লেদয়ত্যাশু মৃৎপিণ্ডমাসিক্তং ত্বরয়া জলম্।
স্রবতি স্রংসতে স্নেহস্তথা ত্বরিতসেবিতঃ॥

শুষ্কবস্ত্র যেমন জলগ্রহণ করে এবং আর্দ্রবস্ত্র হইতে যেমন জলস্রাব হইতে থাকে, তদ্রূপ অগ্নিবলবিশিষ্ট ব্যক্তি যথোচিত মাত্রায় স্নেহপান করিলে উহা জীর্ণ হয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহপান করিলে উহা স্রাব করিয়া থাকে। অথবা যেমন মৃৎপিণ্ডে সহসা অধিক জল সেচন করিলে মৃৎপিণ্ড গলিয়া উহা হইতে জল পড়িতে থাকে, সেইরূপ শরীরে সহসা অধিক স্নেহ প্রয়োগ করিলে তাহা জীর্ণ হয় না।

লবণোপহিতাঃ স্নেহাঃ স্নেহয়ন্ত্যচিরান্নরম্।
তদ্ধ্যভিষ্যন্দ্যরুক্ষঞ্চ সূক্ষমুষ্ণং ব্যবায়ি চ॥

লবণ সংযুক্ত করিয়া স্নেহপান করিলে অচিরাৎ শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। লবণান্বিত স্নেহ, অভিষ্যন্দী (কফাদি স্রাবক), অরুক্ষতা সম্পাদক, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও বিকাশগুণ বিশিষ্ট।

স্নেহমগ্রে প্রযুঞ্জীত ততঃ স্বেদমনন্তরম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য সংশোধনমথেতরম্।

অগ্রে স্নেহ ও পরে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্নেহ ও স্বেদের পর সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি ব্যবহার করিবেক।

তত্র শ্লোকঃ।

স্নেহাঃ স্নেহবিধিঃ কৃৎস্নব্যাপৎসিদ্ধিঃ সভেষজা।
যথাপ্রশ্নং ভগবতা ব্যাহৃতং চান্দ্রভাগিনা॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
স্নেহাধ্যায়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

স্নেহের প্রকার ভেদ, স্নেহবিধি, স্নেহের অযথা পান জনিত রোগ সমূহ এবং তাহাদের ঔষধ সকল অগ্নিবেশের প্রশ্নমতে ভগবান্ পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক এই স্নেহাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইল।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বেদাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা স্বেদাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

অতঃ স্বেদাঃ প্রবক্ষ্যন্তে যৈর্যথাবৎ প্রয়োজিতৈঃ।
স্বেদসাধ্যাঃ প্রশাম্যন্তি গদা বাতকফাত্মকাঃ॥

যে সকল স্বেদ যে প্রকারে প্রয়োগ করিলে স্বেদসাধ্য বায়ু ও কফ ঘটিত রোগ সকল নিবারিত হয়, একণে সেই স্বেদের বিষয় বর্ণন করিতেছি।

স্নেহপূর্ব্বং প্রযুক্তেন স্বেদেনাবজিতেঽনিলে।
পুরীষমূত্ররেতাংসি ন সজ্জন্তি কথঞ্চন॥

অগ্রে স্নেহ ও পশ্চাৎ স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা বায়ুর শমতা প্রাপ্তি হইলে কখন মল, মূত্র ও শুক্র সংসক্ত (জমাট্) হয় না।

শুষ্কাণ্যপি হি কাষ্ঠানি স্নেহস্বেদোপপাদনৈঃ।
নময়ন্তি যথান্যায়ং কিপুনর্জীবতো নরান্॥

স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা উপপন্ন হইলে শুষ্ক কাষ্ঠ ও নমিত হইয়া থাকে; অতএব যথারীতি প্রয়োগ করিলে তদ্দারা জীবিত শরীর যে নমিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

রোগর্ত্তুব্যাধিতাপেক্ষী নাত্যুষ্ণোঽতিমৃদুর্ন চ।
দ্রব্যবান্ কল্পিতো দেশে স্বেদঃ কার্য্যকরো মতঃ॥

স্বেদ,- রোগ, ঋতু, ও রোগী সাপেক্ষ, অর্থাৎ রোগ, কাল ও রোগী বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন স্বেদ প্রয়োগ আবশ্যক। অতি উষ্ণ অথবা অত্যন্ত মৃদু হইলে উহা হিতজনক হয় না। যথা দেশে ও যথা দ্রব্যযোগে প্রযুক্ত হইলে স্বেদ কার্য্যকর হইয়া থাকে।

ব্যাধৌ শীতে শরীরে চ মহাস্বেদো মহাবলে।
দুর্ব্বলে দুর্ব্বলঃ স্বেদো মধ্যমে মধ্যমো হিতঃ॥
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ ইষ্যতে॥
স্নিগ্ধরুক্ষস্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষশ্চাপ্যুপকল্পিতঃ।

যে রোগে শরীর শীতল হইয়া যায়, সেই রোগে স্বেদ প্রয়োগ আবশ্যক করে। তন্মধ্যে রোগী বলবান্ হইলে মহাবল স্বেদ, দুর্ব্বল হইলে দুর্ব্বল স্বেদ ও রোগ মধ্যমবল সম্পন্ন হইলে মধ্যম স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়। বাত শ্লেষ্মা রোগে স্নিগ্ধ রুক্ষ, বায়ুরোগে স্নিগ্ধ এবং কফঘটিত রোগে রুক্ষ স্বেদ বিহিত।

আমাশয়গতে বাতে কফে পক্বাশয়াশ্রিতে।
রুক্ষপূর্ব্বো হিতঃ স্বেদঃ স্নেহপূর্ব্বস্তথৈব চ॥

বায়ু আমাশয় গত হইলে প্রথমে রুক্ষ স্বেদ ও পরে স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং কফ পক্বাশয় আশ্রয় করিলে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদও পরে রুক্ষ স্বেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বৃষণৌ হৃদয়ং দৃষ্টী স্বেদয়েন্মৃদু বা ন বা।
মধ্যমং বংক্ষণৌ শেষমঙ্গাবয়বমিষ্টতঃ॥

অণ্ডকোষে, হৃদয়ে এবং চক্ষুদ্বয়ে মৃদুস্বেদ প্রয়োগ করিবে। অথবা ঐ সকল স্থানে একেবারে স্বেদ প্রয়োগ করিবে না। কুচ্‌কিস্থানে মধ্যম স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং শরীরের অন্যান্য অবয়বে যথাপ্রয়োজন স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

সুশুদ্ধৈর্নক্তকৈঃ পিণ্ড্যা গোধূমানামথাপিবা।
পদ্মোৎপলপলাশৈর্বা স্বেদঃ সম্বৃত্য চক্ষুষী॥
[illegible]
জলার্দ্রৈর্জলজৈ [illegible] হৃদয়ং স্পৃশেৎ॥

বিশুদ্ধ আল্‌তা দ্বারা, গোধূমপিণ্ড দ্বারা, পদ্মপত্র অথবা পলাশপত্র দ্বারা চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া কপাল প্রভৃতি স্থানে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। শীতল মুক্তামালা, শীতল পাত্র, এবং *জলসিক্ত পদ্মপুষ্প কিম্বা জলার্দ্র হস্তদ্বারা স্বেদযুক্ত ব্যক্তির হৃদয় স্পর্শ করিবে।*

শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে ।
সঞ্জাতে মার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতির্মতা ॥

স্বেদ দিতে দিতে শরীরের শীতলতা ও বেদনা নিবৃত্ত হইলে, শরীরের গুরুতা ও স্তম্ভিত ভাব নষ্ট হইলে এবং শরীর কোমল হইলে স্বেদ দেওয়া বন্ধ করিবেক।

পিত্তপ্রকোপো মূর্চ্ছা চ শরীরসদনং তৃষা ।
দাহঃ স্বেদাঙ্গদৌর্ব্বল্যমতিস্বিন্নস্য লক্ষণম্ ॥

স্বেদ অতিরিক্ত পরিমাণে দেওয়া হইলে পিত্তপ্রকোপ, মূর্চ্ছা, শরীরের অবসাদ, তৃষ্ণা গাত্র দাহ, ঘর্ম্ম এবং অঙ্গদৌর্ব্বল্য—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উক্তস্তস্যাশিতীয়ে যো গ্রৈষ্মিকঃ সর্ব্বশো বিধিঃ ।
সোঽতিস্বিন্নস্য কর্ত্তব্যো মধুরঃ স্নিগ্ধশীতলঃ ॥

তস্যাশিতীয় অধ্যায়ে গ্রীষ্মকালোচিত যে সকল বিধি কথিত হইয়াছে সেই মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল বিধি সকল অতিরিক্ত পরিমাণে স্বেদপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিবেক।

কষায়মদ্যনিত্যানাং গর্ভিণ্যা রক্তপিত্তিনাম্ ।
পিত্তিনাং সাতিসারাণাং রুক্ষাণাং মধুমেহিনাম্ ॥
বিদগ্ধভ্রষ্টব্রধ্নানাং বিষমদ্যবিকারিণাম্ ।
শ্রান্তানাং নষ্টসংজ্ঞানাং স্থূলানাং পিত্তমেহিনাম্ ॥
তৃষ্যতাং ক্ষুধিতানাঞ্চ ক্রুদ্ধানাং শোচতামপি ।
কামল্যুদরিণাঞ্চৈব ক্ষতানামাঢ্যরোগিণাম্ ॥
দুর্ব্বলাতিবিশুষ্কাণামুপক্ষীণৌজসাং তথা ।
ভিষক্ তৈমিরিকাণাঞ্চ ন স্বেদমবতারয়েৎ ॥

যাহারা প্রতিদিন কষায় পান বা মদ্য সেবন করে, তাহারা এবং গর্ভিণী, রক্ত পিত্তরোগী, পিত্তপ্রধান ব্যক্তি, অতিসাররোগী, রুক্ষপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, মধুমেহাক্রান্ত ব্যক্তি, যাহার কোন স্থান দগ্ধ বা ভ্রষ্ট হইয়াছে, ব্রধ্নরোগী, বিষ বা মদ্য দ্বারা বিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্লান্ত, মূর্চ্ছিত, স্থূল ও পিত্তমেহপীড়িত ব্যক্তি, তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধাতুর, ক্রুদ্ধ ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তি, কামলা রোগী, উদররোগী, ক্ষতরোগী ও উরুস্তম্ভরোগী; দুর্ব্বল ও বিশেষরূপ শুষ্ক ব্যক্তি; যাহার ওজো ধাতু ক্ষয় হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি তিমির রোগ বিশিষ্ট—এই সকল ব্যক্তিকে স্বেদ প্রদান করিবে না।

প্রতিশ্যায়ে চ কাসে চ । [illegible] লাঘবে ।
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে স্বরভেদে গলগ্রহে ॥
[illegible] বিনামকে ।
কোষ্ঠানাহবিবন্ধেষু শুক্রাঘাতে [illegible] ॥

পার্শ্বপৃষ্ঠকটীকুক্ষিসংগ্রহে গৃধ্রসীষু চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রে মহত্ত্বে চ মুষ্কয়োরঙ্গমর্দ্দকে॥
পাদোরুজানুজঙ্ঘার্ত্তিসংগ্রহে শ্বয়থাবপি।
খল্লীষ্বামেষু শীতে চ বেপথৌ বাতকণ্টকে॥
সঙ্কোচায়ামশূলেষু স্তম্ভগৌরবসুপ্তিষু।
সর্ব্বেষ্বেষু বিকারেষু স্বেদনং হিতমুচ্যতে॥

প্রতিশ্যায়ে (মুখ ও নাসিকা দ্বারা জলস্রাব অথবা নূতন সর্দ্দিতে), কাস, হিক্কা, শ্বাস, গাত্রগৌরব, কর্ণশূল, মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, স্বরভঙ্গ, গলায় ব্যথা, অর্দ্দিত, একাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাত, বিনামক (যে রোগে দেহ কুব্জবৎ নুইয়া পড়ে), কোষ্ঠবদ্ধ, আনাহ, শুক্রাঘাত, জৃম্ভারোগ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটি ও কুক্ষিশূল, গৃধ্রসীবাত, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ, কোষবৃদ্ধিরোগ অঙ্গমর্দ্দ, পদ, উরু, জানু এবং জঙ্ঘার বেদনা, শ্বয়থু রোগ, খল্লী, আমাশয়, শীত, কম্প, বাতকণ্টক, সঙ্কোচ, আয়াম, শূল, শারীরিকজড়তা, গুরুতা ও সুপ্তিভাব—এই সমুদয় রোগে স্বেদ-প্রদান হিতজনক।

তিলমাষকুলত্থাম্লঘৃততৈলামিষৌদনৈঃ।
পায়সৈঃ কৃশরৈর্মাংসৈঃ পিণ্ডস্বেদং প্রয়োজয়েৎ॥

তিল, মাষকলাই ও কুলত্থি কলাইয়ের সহিত সিদ্ধ অন্ন দ্বারা, অথবা ঘৃত তৈল ও মাংস সিদ্ধ অন্ন দ্বারা, কিম্বা পায়স, তিলকল্ক ও মাংস পিণ্ডিত করিয়া স্বেদ দিবে। ইহার নাম পিণ্ডস্বেদ।

গোখরোষ্ট্রবরাহাশ্বশকৃদ্ভিঃ সতুষৈর্যবৈঃ।
সিকতাপাংশুপাষাণকরীষায়সপূটকৈঃ॥
শ্লৈষ্মিকান্ স্বেদয়েৎ পূর্ব্বৈর্বাতিকান্ সমুপাচরেৎ।
দ্রব্যাণ্যেতানি শস্যন্তে যথাস্বং প্রস্তরেষ্বপি॥

শ্লৈষ্মিক রোগীকে গরু, গাধা, উষ্ট্র, শূকর এবং অশ্বের বিষ্ঠা তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা, অথবা পেষিত সতুষ যব সিদ্ধ করত তদ্দ্বারা কিম্বা বালুকা, পাংশু, পাথরের গুড়া, শুষ্ক গোময়চূর্ণ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য পুঁটুলী বাধিয়া ও উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক রোগীকে স্বেদ প্রদান করিবে। এবং বাতিক রোগীকে তিলাদির পিণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। প্রস্তর স্বেদেও এই সমস্ত দ্রব্য দোষানুসারে ব্যবস্থা করা উচিত। অর্থাৎ শ্লেষ্মার আতিশয্য দেখিলে বালুকাদি তপ্ত করিয়া প্রস্তর স্বেদ বিধান করিবে। আর বায়ুর আতিশয্য দেখিলে তিল মাষাদি উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে।

ভূগৃহেষুচ জেন্তাকেষূষ্ণগর্ভগৃহেষু চ।
বিধূমাঙ্গারতপ্তেষ্বভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি না সুখম্॥

ভূমি মধ্যস্থিত গৃহ, জেন্তাক, এবং উষ্ণগৃহ ধূমহীন তপ্তাঙ্গার দ্বারা উত্তপ্ত করিবে। এবং ঐ তপ্তাঙ্গার দ্বারা অনায়াসে তৈলাভ্যক্ত রোগীর স্বেদ উপস্থিত হয়। অর্থ এই যে যদি বাতরোগীকে স্বেদ দিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল উষ্ণগৃহ বায়ুনাশক কাষ্ঠের ধূমহীন তপ্তাঙ্গার দ্বারা উত্তপ্ত করিবে। এবং ঐ বাতরোগীকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া ঐ গৃহে রাখিবেক,

তাহা হইলে অনায়াসেই তাহার স্বেদ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবে। যদি শ্লৈষ্মিক রোগীকে স্বেদ দিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত গৃহ, শ্লেষ্মানাশক কাষ্ঠের ধূমরহিত তপ্তাঙ্গার দ্বারা উত্তপ্ত করিবে।

গ্রাম্যানূপৌদকং মাংসং পয়ো বস্তশিরস্তথা।

বরাহমধ্যপিত্তাসৃক্স্নেহবত্তিলতণ্ডুলাঃ॥

ইত্যেতানি সমুত্কাথ্য নাড়ীস্বেদং প্রয়োজয়েৎ।

গ্রামজাত ছাগাদি পশুর মাংস, আনূপ দেশজাত শূকরাদির মাংস, জলজাত কচ্ছপাদির মাংস, দুগ্ধ, ছাগমস্তক, বরাহের মধ্যদেশ, পিত্ত ও রক্ত, স্নেহযুক্ত তিল ও তণ্ডুল—এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া নাড়ীস্বেদ দিবে। নাড়ী অর্থে নল। নল দিয়া যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে নাড়ীস্বেদ বলে। নাড়ীস্বেদ এইরূপে দিতে হয়। যথাঃ—একটি হাঁড়িতে উপরোক্ত গ্রাম্য মাংসাদি কোন দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে জল দিবে। এবং একখানি শরা হাঁড়ীর মুখে চাপা দিয়া নিচে জাল দিতে থাকিবে। শরা খানি মৃত্তিকা দ্বারা এরূপ লিপ্ত করিবে যে কোনমতে ধূম বহির্গত না হয়। পরে শরার মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটী নাড়ী বা নল লাগাইয়া দিবে। যখন নল দিয়া ধূম বাহির হইতে থাকিবে, তখন নলের আর এক দিক যে স্থলে স্বেদ দিতে হইবে, সেই স্থানে লাগাইবে। এইরূপ স্বেদ দেওয়াকে একপ্রকার নাড়ীস্বেদ কহে।

দেশকালবিভাগজ্ঞো যুক্ত্যপেক্ষো ভিষক্তমঃ॥

বারুণামৃতকৈরণ্ডশিগ্রুমূলকসর্ষপৈঃ।

বাসাবংশকরঞ্জার্কপত্রৈরশ্মান্তকস্য চ॥

শোভাঞ্জনকশৈরীষমালতীসুরসার্জ্জকৈঃ।

পত্রৈরুৎকাথ্য সলিলং নাড়ীস্বেদং প্রয়োজয়েৎ॥

যিনি দেশ কাল ও রোগের বিষয় বিশেষরূপে জানেন, যিনি যুক্তিকুশল, সেই ভিষক্শ্রেষ্ঠ এই সকল দ্রব্যেরও নাড়ী স্বেদ দিবেন। যথাঃ—বরুণ, গুলঞ্চ, এরণ্ড রক্তসজিনা; মূলক-বীজ, সর্ষপ, বাকস, বাঁশ, করঞ্জ, আকন্দ, পাথরভেদী, শ্বেতসজিনা, শিরীষ, মালতী, সুরস-নামক তুলসী ও অর্জ্জক নামক তুলসী—ইহাদের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথদ্বারা নাড়ী স্বেদ দিবেন।

ভূতীকপঞ্চমূলাভ্যাং সুরয়াদধিমস্তুনা।

মূত্রৈরম্লৈশ্চ সস্নেহৈর্নাড়ীস্বেদং প্রয়োজয়েৎ॥

যমানী, বৃহৎপঞ্চমূল, সুরা, দধিরমাত, গো মূত্র ও অম্ল অর্থাৎ কাঞ্জীক—এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ ঘৃত তৈলাদি স্নেহযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নাড়ী স্বেদ দিবে। এই তিন প্রকার নাড়ী স্বেদ যথাক্রমে বাত, শ্লেষ্মা ও বাতশ্লৈষ্মিক রোগে ব্যবস্থা করিবে।

এতএব চ নির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যা জলকোষ্ঠকে।

স্বেদনার্থং ঘৃতক্ষীরতৈলকোষ্ঠাংশ্চ কারয়েৎ॥

এই তিন প্রকার কাথ যাহা নাড়ীস্বেদে প্রযোজ্য, তাহা জলকোষ্ঠক স্বেদে ও প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ কোন পাত্রে উষ্ণজল রাখিয়া ও তাহাতে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া এই নাড়ী-

স্বেদোক্ত তিনপ্রকার কাথের কোন এক প্রকার কাথ রাখিয়া তাহাতে রোগীকে বসাইয়া স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। ইহাকে জলকোষ্ঠক স্বেদ বলে। ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারাও স্বেদক্রিয়া-নিষ্পন্ন হয়।

গোধূমশকলৈশ্চূর্ণৈর্যবানামম্লসংযুতৈঃ।
সস্নেহকিণ্বলবণৈরুপনাহঃ প্রশস্যতে॥
গন্ধৈঃ সুরায়াঃ কিট্টেন জীবন্ত্যা শতপুষ্পয়া।
উময়া কুষ্ঠতৈলাভ্যাং যুক্তয়া চোপনাহয়েৎ॥

কাঁজী, ঘৃতাদি স্নেহ, কিণ্ব (মদের সিটা) ও সৈন্ধব লবণের সহিত গোধুমচূর্ণ ও যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার উষ্ণ উপনাহ (পুল্‌টিশ) দিলে স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। চন্দন অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, কিণ্ব, জীবন্তী ও শতপুষ্পা (শুল্‌ফা)—এই সকল দ্রব্যের উষ্ণ উপনাহ (পুল্‌টিস্) দিলেও স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। মসিনা ও কুড়, তৈল সংযুক্ত করিয়াও স্বেদনার্থ প্রলেপ দিবেক।

চর্ম্মভিশ্চোপনদ্ধব্যঃ সলোমভিরপূতিভিঃ।
উষ্ণবীর্য্যৈরলাভেতু কৌশেয়াবিকশাটকৈঃ॥

পুল্‌টিস্ বা প্রলেপ দিয়া তাহার উপর কোন লোমযুক্ত ও দুর্গন্ধরহিত উষ্ণবীর্য্য চর্ম্মদ্বারা বন্ধন করিবেক। অথবা চর্ম্মের অভাবে কোষেয় বস্ত্র, কম্বল এবং অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য বস্ত্রাদির দ্বারা উহা বন্ধন করিয়া রাখিবেক।

রাত্রৌ বদ্ধং দিবা মুঞ্চেৎ মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্।
বিদাহপরিহারার্থং স্যাৎ প্রকর্ষস্তু শীতলে॥

রাত্রিকালীন প্রলেপ স্থানের বন্ধন দিবাভাগে খুলিয়া দিবেক এবং দিবাভাগে বাঁধা থাকিলে রাত্রিতে উহা খুলিয়া দিবেক। তাহা হইলে রক্তের বিদাহ হইবে না। পরন্তু শীতকালে বন্ধন আরও অধিকক্ষণ রাখা যাইতে পারে।

সঙ্করঃ প্রস্তরো নাড়ী পরিষেকোঽবগাহনম্।
জেন্তাকোঽশ্মঘনঃ কর্ষূঃ কুটী ভূঃকুম্ভিরেব চ॥
কূপো হোলাক ইত্যেতে স্বেদয়ন্তি ত্রয়োদশ।
তান্ যথাবৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বানেবানুপূর্ব্বশঃ॥

সঙ্কর স্বেদ; প্রস্তর স্বেদ, নাড়ীস্বেদ, পরিষেক স্বেদ, অবগাহন স্বেদ, জেন্তাক স্বেদ, অশ্মঘন স্বেদ, কর্ষূস্বেদ, কুটীস্বেদ, ভূস্বেদ, কুম্ভীস্বেদ, কূপস্বেদ ও হোলাক স্বেদ—স্বেদ এই ত্রয়োদশ প্রকার। এই ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদের বিষয় যথাক্রমে আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে।

তত্র বস্ত্রান্তরিতৈরবস্ত্রান্তরিতৈর্বা পিণ্ডৈর্যথোক্তৈরুপস্বে-
দনং সঙ্করস্বেদ ইতি বিদ্যাৎ॥

স্বেদের দ্রব্য সকল বস্ত্রের পুঁটুলীতে রাখিয়া উষ্ণ করতঃ অথবা ঐ সকল দ্রব্য পেষণ করতঃ পিণ্ডাকার করিয়া যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে সঙ্কর স্বেদ কহে।

শূকশমীধান্যপুলাকানাং বেশবারপায়সকৃশরোৎকারিকা-
দীনাং বা প্রস্তরে কৌশেয়াবি[illegible]প্রচ্ছদে পঞ্চাঙ্গুলো-
রুবুকার্কপত্রপ্রচ্ছদে বা স্বভ্যক্তসর্ব্বগাত্রস্য শয়ানস্যোপরি-
স্বেদনং প্রস্তরস্বেদ ইতি বিদ্যাৎ ॥

শালিষষ্টিকাদি শূকধান্য, মুগ, মাষ প্রভৃতি শমীধান্য বা পুলকধান্য সিদ্ধ করিয়া কিম্বা বেশবার, পায়স, কৃশরা, ও উৎকারিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে তদ্দ্বারা ব্যক্তির দেহ প্রমাণ কোন কাষ্ঠাদি পাত্র প্রলিপ্ত করিবে। পরে তদুপরি পট্টবস্ত্র, মেষলোম-জাতবস্ত্র বা পঞ্চাঙ্গুল পত্র বা এরণ্ড পত্র বা আকন্দ পত্র বিছাইয়া রোগীকে তৈলাভ্যক্ত করতঃ শোয়াইবে। এইরূপে যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহার নাম প্রস্তর স্বেদ।

স্বেদদ্রব্যাণাং পুনর্মূলফলপত্রশুঙ্গাদীনাং মৃগশকুনিপিশিত-
শিরস্পদাদীনামুষ্ণস্বভাবানাং বা যথার্হমম্ললবণস্নেহোপসং-
হিতানাং মূত্রক্ষীরাদীনাং বা কুম্ভ্যাং বাস্পমনুৎবমন্ত্যা-
মুৎক্বথিতানাং নাড্যা শরেষীকাবংশদলকরঞ্জার্কপত্রান্যত-
মকৃতয়া গজাগ্রহস্তসংস্থানয়া ব্যামদীর্ঘয়া বা ব্যামচতুর্ভা-
গাষ্টভাগমূলাগ্রপরিণাহস্রোতসা সর্ব্বতো বাতহরপত্রসম্বৃত
ছিদ্রয়া দ্বিস্ত্রির্বাবিনমিতয়া বাতহরসিদ্ধস্নেহাভ্যক্তগাত্রো
বাস্পমুপহরেৎ। বাস্পো হ্যনৃজুগামী বিহতচণ্ডবেগস্ত্বচ
মবিদহন্ সুখং স্বেদয়তীতি নাড়ীস্বেদঃ ॥

স্বেদন দ্রব্য সকলের মূল, ফল, পত্র ও শুঙ্গা সকল; অথবা উষ্ণবীর্য্য পশুপক্ষিদিগের মাংস মস্তক ও পাদ প্রভৃতি; যথাযোগ্য অম্ল লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত করিয়া অথবা মূত্র ও ক্ষীরাদি মিশ্রিত করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। এবং জ্বাল দিতে থাকিবে। হাঁড়ীর মুখ শরা দ্বারা এরূপে বন্ধ করিবেক যে যেন কোন ক্রমে হাঁড়ী হইতে বাষ্প বহির্গত হইতে না পারে। অনন্তর ঐ শরাতে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে নল বসাইয়া তন্মধ্যস্থ উক্ত বাষ্প দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিবে। সেই নলটী শরপত্র, বংশ পত্র, করঞ্জপত্র, এবং আকন্দ পত্রের মধ্যে যে কোন পত্রের দ্বারা হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল করিয়া প্রস্তুত করিবে। ঐ নলটীর মূলের পরিধি যেন এক ব্যামের চতুর্ভাগ ও অগ্রভাগের পরিধি যেন এক ব্যামের অষ্টভাগ দীর্ঘ হয়। ঐ নলের ছিদ্র সমূহ এরণ্ডাদি বায়ুনাশক পত্র দ্বারা রুদ্ধ করিবে। নলটীর দুই তিন স্থান যেন বক্র থাকে। রোগীর গাত্রে বাষ্প লাগাইবার পূর্ব্বে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বায়ুনাশক দ্রব্যসিদ্ধ তৈল বা ঘৃত উত্তম রূপে মাখাইবে। নল ঋজু না হওয়ায় বাষ্প রোগীর শরীরে সরল ভাবে না পড়িয়া বক্র ভাবে পড়াতে বাষ্পের বেগ প্রচণ্ড হইতে পারে না, এবং দাহজনক হয় না অথচ স্বেদ সুখজনক হইয়া থাকে। ইহার নাম নাড়ী স্বেদ।

বাতিকোত্তরীতিকানাং পুনর্মূলাদীনামুৎকাথৈঃ সুখোষ্ণৈঃ কুম্ভীর্বর্ষুনিকাঃ প্রনাড়ীর্বা পূরয়িত্বা যথার্হসিদ্ধস্নেহাভ্যক্তগাত্রং বস্ত্রাবচ্ছন্নং পরিষেচয়েদিতি পরিষেকঃ॥

বায়ুনাশক উদ্ভিদের ফল, মূল, পত্র ও গুঙ্গা প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করতঃ কাথ করিবেক। ঐ কাথ সুখোষ্ণ থাকিতে থাকিতে কলসীর মধ্যে কিম্বা ঘটির মধ্যে অথবা নল বিশিষ্ট কোন পাত্রে পূরিয়া তদ্দ্বারা রোগীর শরীরে অল্পে অল্পে সেচন করিবে। সেচনের পূর্ব্বে রোগীকে তাহার দোষ বিবেচনায় যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি সিদ্ধ তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া বস্ত্রের দ্বারা তাহার গাত্রাচ্ছাদন করাইবে। এইরূপে স্বেদোৎপাদনের নাম পরিষেক স্বেদ।

বাতহরোৎকাথক্ষীরতৈলঘৃতপিশিতরসোষ্ণসলিলকোষ্ঠকাবগাহস্তু যথোক্ত এবাবগাহঃ॥

বায়ুনাশক দ্রব্যের ক্বাথ, এবং ক্ষীর, তৈল, ঘৃত ও মাংস রস—এই সকল অথবা উষ্ণ জল দ্বারা সলিলকোষ্ঠক বা টব পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিবে। এই অবগাহন দ্বারা স্বেদোৎপাদন করার নাম অবগাহ স্বেদ।

অথ জেন্তাকং চিকীর্ষুর্ভূমিং পরীক্ষেত। তত্র পূর্ব্বস্যাং দিশ্যুত্তরস্যাম্বা গুণবতি প্রশস্তে ভূমিভাগে কৃষ্ণমৃত্তিকে সুবর্ণমৃত্তিকে বা নদীপরীবাপপুষ্করিণ্যাদীনাং জলাশয়ানামন্যতমস্য কূলে দক্ষিণে পশ্চিমে বা সূপতীর্থে সমসুবিভক্তভূমিভাগে সপ্তাষ্টৌ বা অরত্নীরপক্রম্যোদকাৎ প্রাঙ্মুখমুদঙ্মুখম্বাভিমুখতীর্থং কূটাগারং কারয়েৎ। উৎসেধবিস্তারতঃ পরমরত্নীঃ ষোড়শ সমন্তাৎ সুবৃত্তং মৃৎকর্ম্মসম্পন্নমনেকবাতায়নম্। অস্য কূটাগারস্যান্তঃ সমন্ততো ভিত্তিমরত্নীবিস্তারোৎসেধাং পিণ্ডিকাং কারয়েদাকপাটাৎ। মধ্যে চাস্য কূটাগারস্য চতুষ্কিষ্কুমাত্রং দ্বিপুরুষপ্রমাণং মৃন্ময়ং কন্দুসংস্থানং বহুসূক্ষ্মছিদ্রমঙ্গারকোষ্ঠকস্তম্ভং সপিধানকং কারয়েৎ। তঞ্চ খাদিরাণামাশ্বকর্ণাদীনাম্বা মেধ্যানাং কাষ্ঠানাং পূরয়িত্বা প্রদীপয়েৎ। স যদা জানীয়াৎ সাধুদগ্ধানি কাষ্ঠানি বিগতধূমানি, অবতপ্তঞ্চ কেবলমগ্নিনা তদগ্নিগৃহং স্বেদযোগ্যেন চোষ্মণা যুক্তমিতি। তত্রৈনং পুরুষং বাতহরাভ্যক্তগাত্রং বস্ত্রাবচ্ছন্নং প্রবেশয়েৎ, প্রবেশয়ংশ্চৈনমনুশিষ্যাৎ, "সৌম্য! প্রবিশ কল্যাণায়ারোগ্যায় চেতি। প্রবিশ্য চৈনাং পিণ্ডিকামধিরুহ্য পার্শ্বাপরপার্শ্বাভ্যাং যথাসুখং শয়ীথাঃ। ন চ ত্বয়া স্বেদমূর্চ্ছাপরী-

তেনাপি সতা পিণ্ডিকৈষা বিমোক্তব্যা আপ্রাণোচ্ছ্বাসাৎ। ভ্রশমানো হ্যতঃ পিণ্ডিকাবকাশাৎ দ্বারমধিগচ্ছন্ স্বেদমূর্চ্ছাপরীততয়া সদ্যঃ প্রাণান্ জহ্যাঃ। তস্মাৎ পিণ্ডিকামেনাং ন কথঞ্চন মুঞ্চেথাঃ। স যদা জানীয়াৎ, বিগতাভিষ্যন্দমাত্মানং সম্যক্ প্রস্রুতস্বেদপিচ্ছং সর্ব্বস্রোতোবিমুক্তং লঘূভূতমপগতবিবন্ধস্তম্ভসুপ্তিবেদনাগৌরবমিতি। ততস্তাং পিণ্ডিকামনুসরন্ দ্বারং প্রপদ্যেত। নিষ্ক্রম্য চ ন সহসা চক্ষুষোঃ পরিপালনার্থং শীতোদকমুপস্পৃশেৎ। অপগতসন্তাপক্লমস্তু মুহূর্ত্তাৎ সুখোষ্ণেন বারিণা যথান্যায়ং পরিসিক্তোঽশ্নীয়াৎ। ইতি জেন্তাকস্বেদঃ॥

জেন্তাক স্বেদ দিতে হইলে অগ্রে স্বেদযোগ্য স্থানটী পরীক্ষা করা উচিত। রোগীর গৃহের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে স্থানটী নির্দ্দেশ করিবে। স্থানটী যেন ফল ফুল সুশোভিত, তুষাঙ্গারাদি রহিত, কৃষ্ণবর্ণ মধুর মৃত্তিকাবিশিষ্ট কিম্বা স্বর্ণবর্ণ মৃত্তিকা বিশিষ্ট হয়। স্বেদযোগ্য স্থানটি যেন নদী দীঘি বা পুষ্করিণী প্রভৃতি কোন জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিমকূলে ঘাটের সমীপে সমতল ও সুবিভক্ত স্থানে নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ স্থানে ঐ জলাশয় হইতে সাত বা আটহাত অন্তরে ঘাটের দিকে মুখ করিয়া পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী একটি কূটাগার অর্থাৎ বর্ত্তুল গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যোলহাত হইবে। গৃহটি গোলাকার করিবে; মৃত্তিকা দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক প্রলিপ্ত করিবে এবং উহাতে অনেকগুলি বাতায়ন বা জানালা রাখিবে। সেই গৃহের অভ্যন্তরে দেওয়ালের চারিদ্দিকে কিনারায় কিনারায় এক হস্ত পরিসর ও উচ্চতাসম্পন্ন একটী পিণ্ডিকা অর্থাৎ বেদী বা পীড়ি নির্ম্মাণ করিবে। পিণ্ডিকাটি চতুর্দ্দিকেই হইবে। কেবল কপাটের নিকট বাদ থাকিবে। কূটাগারের মধ্যস্থলে চারিহস্ত প্রশস্ত ও দ্বিপুরুষপ্রমাণ অর্থাৎ সাতহাত একটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুচ্ছিদ্রসম্পন্ন কন্দুর (পাউরুটির উনন্) ন্যায় অঙ্গার কোষ্ঠ বা উনন্ প্রস্তুত করিবেক। এবং ঐ অঙ্গারকোষ্ঠের ঊর্দ্ধমুখ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য একখানা আবরণও করিবে। ঐ উননটী খদিরকাষ্ঠ বা অশ্বকর্ণাদি পবিত্রকাষ্ঠের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, ধূমসকল বিগত হইয়াছে এবং সেই গৃহটী অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ও স্বেদযোগ্য উত্তাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন বাতনাশক তৈল বা ঘৃত রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া রোগীকে বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবে। এবং সেই রোগীকে এই বলিয়া উপদেশ দিবে যে—হে সৌম্য! তুমি কল্যাণ ও আরোগ্যের জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছ; এই গৃহের পিণ্ডিকাতে আরোহণ করিয়া যখন যে পার্শ্বে সুখ বোধ হয়, তখন সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাক। পরন্তু ঘর্ম্মই হইতে থাকুক; আর মূর্চ্ছাই হউক, প্রাণ থাকিতে কোনমতে এই পিণ্ডিকা ত্যাগ করিও না। যদি এই পিণ্ডিকা স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্বারদেশে আগমন কর, তাহা হইলে ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা হইয়া সদ্যই প্রাণ হারাইবে। অতএব কোন মতে পিণ্ডিকা ত্যাগ করিও না। যখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে তোমার কফ বিগত হইয়াছে, ঘর্ম্মস্রাব অপগত হইয়াছে, স্রোত সকল বিমুক্ত হইয়াছে এবং শরীর লঘু হইয়াছে; যখন বুঝিবে দেহের বিবদ্ধতা, জড়তা, সুপ্তিভাব, বেদনা ও

তারবোধ আর নাই; তখন ঐ পিণ্ডিকায় অনুসরণ করিয়া গৃহের দ্বারদেশে আগমন করিবে। পিণ্ডিকা হইতে নিক্রান্ত হইয়া দ্বারদেশে আগমন করতঃ সহসা চক্ষুতে শীতলজল দিবেক না। মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর যখন সন্তাপ জনিত ক্লম অপগত হইয়াছে বোধ হইবে, তখন সুখোষ্ণ জলে যথাবিধি স্নান করিয়া ভোজন করিবেক। এইরূপে স্বেদ দেওয়ার নাম জেন্তাক স্বেদ।

শয়নস্য প্রমাণেন ঘনামশ্মময়ীং শিলাম্।
তাপয়িত্বা মারুতঘ্নৈর্দারুভিঃ সম্প্রদীপিতৈঃ॥
ব্যপোহ্য সর্ব্বানঙ্গারান্ প্রোক্ষ্য চৈবোষ্ণবারিণা।
তাং শিলামথ কুর্ব্বীত কৌষেয়াবিকসংস্তরাম্॥
তস্যাং স্বভ্যক্তসর্ব্বাঙ্গঃ শয়ানঃ স্বিদ্যতে সুখম্।
রৌরবাজিনকৌষেয়প্রাবারাদ্যৈঃ সুসংবৃতঃ॥
ইত্যুক্তোঽশ্মঘনস্বেদঃ কর্ষূস্বেদঃ প্রবক্ষ্যতে॥

স্বেদ্য রোগীর শয্যার প্রমাণানুরূপ একখানি প্রস্তরের ঘন শিলা দেবদারু প্রভৃতি বায়ুনাশক কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করিবে। উত্তপ্ত হইলে অঙ্গার সকল ঐ শিলা হইতে ফেলিয়া দিয়া উষ্ণজল দ্বারা ঐ শিলাখানি ধৌত করিবে। পরে ঐ শিলার উপর কৌষেয় বা মেষলোমজ বস্ত্র অথবা কম্বলাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিবে। এবং রোগীকে সম্যক্ প্রকারে ঘৃতাদি দ্বারা অভ্যক্ত করত ঘনবস্ত্রাবৃত করিয়া তদুপরি শয়ন করাইবেক। এইরূপ স্বেদ দেওয়ার নাম অশ্মঘন স্বেদ। অতঃপর কর্ষূস্বেদের কথা বলা যাইতেছে।

খানয়েচ্ছয়নস্যাধঃ কর্ষূং স্থানবিভাগবিৎ।
দীপ্তৈরধূমৈরঙ্গারৈস্তাং কর্ষূং পূরয়েত্ততঃ॥
তস্যামুপরিশয্যায়াং স্বপন্ স্বিদ্যতি না সুখম্॥

হাঁড়ার ন্যায় অভ্যন্তর ভাগ বিস্তীর্ণ অথচ মুখ সঙ্কীর্ণ—এরূপ গর্ত্তকে কর্ষূ কহে। বৈদ্য, স্থানের যোগ্যতা বুঝিয়া রোগীর শয্যার নিম্নে গর্ত্ত খনন করাইবেন। পরে সেই গর্ত্তটী ধূমশূন্য জলন্ত অঙ্গার দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেন। তাহার উপর খট্টাদিতে রোগী শয়ন করিয়া স্বেদ গ্রহণ করিবে। এইরূপে স্বেদ দেওয়ার নাম কর্ষূস্বেদ।

অনত্যুৎসেধবিস্তারাং বৃত্তাকারামলোচনাম্।
ঘনভিত্তিং কুটীং কৃত্বা কুষ্ঠাদ্যৈঃ সম্প্রলেপয়েৎ॥
কুটীমধ্যে ভিষক্ শয্যাং স্বাস্তীর্ণাঞ্চোপকল্পয়েৎ।
প্রাবারাজিনকৌষেয়কুথকম্বলগোণকৈঃ॥
স হসন্তিকাভিরঙ্গারপূর্ণাভিস্তাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
পরিবার্য্যান্তরারোহেত্তস্যাং স্বিদ্যতি না সুখম্॥

অনতি উচ্চ, অনতিবিস্তার, গোলাকার, জানালা শূন্য, ঘনভিত্তি কুটীর অর্থাৎ ক্ষুদ্রগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কুষ্ঠ প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। ভিষক্ কুটীর মধ্যে প্রাবার, অজিন, কৌষেয়, কুথ ও কম্বলাদি দ্বারা অতি বিস্তীর্ণ একখানি শয্যা প্রস্তুত করি-

বেক। পরে ঘরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে অঙ্গারাগ্নিপূর্ণ হণ্ডিকা অর্থাৎ হাঁড়ী সকল রাখিয়া রোগীকে তৈল অথবা ঘৃত মাখাইয়া ঐ শয্যাতে শয়ন করাইবেক। রোগী সুখে স্বেদ গ্রহণ করিতে থাকিবেক। এইরূপ স্বেদ দেওয়াকে কুটীস্বেদ কহে।

য এবাশ্মঘনস্বেদবিধির্ভূমৌ স এব তু।
প্রশস্তায়াং নিবাতায়াং সমায়ামুপদিশ্যতে॥

অশ্মঘন স্বেদের যে বিধি ভূস্বেদের ও ঠিক সেই প্রকার। বিশেষ এই যে, প্রস্তরময়ী শিলায় অশ্মঘন স্বেদ দেওয়া হয়, ভূস্বেদে ভূমিতেই স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অশ্মঘন স্বেদের ন্যায় ভূস্বেদে স্বেদ্যরোগীর শয়ন প্রমাণ কোন সমতল নির্বাত ভূভাগ বাতনাশক কাষ্ঠের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া অঙ্গার গুলি ফেলিয়া দিয়া সেই ভূমিভাগ উষ্ণজলে ধৌত করিবেক। এবং তাহার উপর পট্টবস্ত্র বা কম্বল বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করত রোগীকে ঘৃত বা তৈলাভ্যক্ত করিয়া উষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত তদুপরি শয়ন করাইবেক। রোগী সুখে স্বেদ গ্রহণ করিতে থাকিবেক। এইরূপ স্বেদ দেওয়ার নাম ভূস্বেদ।

কুম্ভীং বাতহরেৎকাথপূর্ণাং ভূমৌ নিখাতয়েৎ।
অর্দ্ধভাগং ত্রিভাগম্বা শয়নং তত্র চোপরি॥
স্থাপয়েদাসনং বাপি নাতিসান্দ্রপরিচ্ছদম্।
অথ কুম্ভ্যাং সুসন্তপ্তান্ প্রক্ষিপেদয়সো গুড়ান্॥
পাষাণাং শ্চোম্মণা তেন তৎস্থঃ স্বিদ্যতি না সুখম্।
সুসংবৃতাঙ্গঃ স্বভ্যক্তঃ স্নেহৈরনিলনাশনৈঃ॥

বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ দ্বারা একটি বৃহৎ কুম্ভী অর্থাৎ কলসী পূর্ণ করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ বা ত্রিভাগ ভূমিতে পুতিবেক। পরে কলসীর উপরে অতিশয় স্থূল না হয়, অথচ অতিশয় সূক্ষ্ম না হয়, এরূপ আসন বা শয্যা স্থাপন করিবেক। পরে লৌহ খণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড উত্তম রূপে উত্তপ্ত করিয়া সেই কুম্ভী মধ্যে নিক্ষেপ করিবেক। এবং রোগীকে বায়ুনাশক তৈল বা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পাতলা কাপড় পরাইয়া সেই শয্যা বা আসনে বসাইবেক। কলসী হইতে যে বাষ্প নির্গত হইতে থাকিবেক, তদ্দ্বারা রোগীর স্বেদ ক্রিয়া সুখে সম্পাদিত হইবেক। এই রূপ স্বেদকে কুম্ভীস্বেদ কহে।

কূপং শয়নবিস্তারং দ্বিগুণঞ্চাপি বেধতঃ।
দেশে নিবাতে শস্তে চ কুর্য্যাদন্তঃ সুমার্জ্জিতম্॥
হস্ত্যশ্বগোখরোষ্ট্রানাং পুরীষৈর্দগ্ধপূরিতে।
অবচ্ছন্নঃ সুসংস্তীর্ণেঽভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি না সুখম্॥

প্রশস্ত বায়ুশূন্য স্থানে রোগীর শয্যাপ্রমাণ বিস্তৃত ও তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ গভীর একটি কূপ খনন করিবে এবং তাহার মধ্যভাগ সুমার্জ্জিত করিবে। পরে হস্তী, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের শুষ্ক পুরীষ অর্থাৎ ঘুঁটে দ্বারা ঐ কূপটী পূর্ণ করিয়া অগ্নি দ্বারা তাহা প্রজ্জ্বলিত করিবে। যখন ঘুঁটে গুলি দগ্ধ ও নির্ধূম হইবেক এবং কূপটি সন্তপ্ত হইবেক, তখন অঙ্গার উঠাইয়া সেই উক্ত কূপের উপর শয্যা স্থাপন করিবেক। পরে রোগীকে বায়ুনাশক

তৈলাদি মাখাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করত ঐ শয্যায় শয়ন করাইবেক। রোগী সুখে স্বেদ গ্রহণ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্বেদ দেওয়ার নাম কূপস্বেদ।

ধীতিকান্ত করীষাণাং যথোক্তানাং প্রদীপয়েৎ।
শয়নান্তঃ প্রমাণেন শয্যামুপরি তত্র চ॥
সুদগ্ধায়াং বিধূমায়াং যথোক্তামুপকল্পয়েৎ।
অবচ্ছন্নঃ স্বপংস্তত্রাভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি না সুখম্॥
হোলাকস্বেদ ইত্যেষ সুখং প্রোক্তো মহর্ষিণা।
ইতি ত্রয়োদশবিধঃ স্বেদোঽগ্নিগুণসংশ্রয়ঃ॥

রোগীর শয্যানুরূপ প্রমাণ বিশিষ্ট এক খানি বৃহৎ পিত্তল পাত্রে গো গর্দ্দভাদির শুষ্ক বিষ্ঠা দগ্ধ করিবে। পরে উহা সন্তপ্ত হইলে উহা হইতে অগ্নি উঠাইয়া উহার উপর শয্যা রচনা করিয়া রোগীকে ঘৃত তৈলাদি মাখাইয়া আবৃতগাত্রে শয়ন করাইবেক। রোগী অক্লেশে স্বেদ গ্রহণ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্বেদ দেওয়ার নাম হোলাক স্বেদ। ইহাকে সুখজনক স্বেদ বলিয়া মহর্ষি পুনর্ব্বসু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অগ্নিসম্বন্ধাধীন এই ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদের বিষয় বলা হইল।

ব্যায়াম উষ্ণসদনং গুরুপ্রাবরণং ক্ষুধা।
বহুপানং ভয়ক্রোধাবুপনাহাহবাতপাঃ॥
স্বেদয়ন্তি দশৈতানি নরমগ্নিগুণাদৃতে।

ব্যায়াম, উষ্ণগৃহে অবস্থান, স্থূল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন, ক্ষুধা, বহু মদ্যপান, ভয়, ক্রোধ, উপনাহ (পুল্‌টিশ্), যুদ্ধ এবং আতপ—অগ্নি সম্বন্ধ শূন্য হইলে ও এই দশটীতে স্বেদোৎপাদন হয়।

ইত্যুক্তো দ্বিবিধঃ স্বেদঃ সংযুক্তোঽগ্নিগুণৈর্ন চ॥
একাঙ্গসর্ব্বাঙ্গগতঃ স্নিগ্ধো [illegible] থৈব চ।
ইত্যেতৎ ত্রিবিধং দ্বন্দ্বং স্বেদমুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতম্॥
স্নিগ্ধঃ স্বেদৈরুপক্রম্য স্বিন্নঃ পথ্যাশনো ভবেৎ।
তদহঃ স্বিন্নগাত্রস্তু ব্যায়ামং বর্জ্জয়েন্নরঃ॥

অগ্নি সম্বন্ধ যুক্ত এবং অগ্নি সম্বন্ধ রহিত—এই দুই প্রকার স্বেদের বিষয় বলা হইল। আর একাঙ্গগত (সঙ্করস্বেদ প্রভৃতি) ও সর্ব্বাঙ্গগত (প্রস্তরস্বেদ ও ব্যায়াম প্রভৃতি) স্বেদ এবং রুক্ষ ও স্নিগ্ধ স্বেদের বিষয় ও বলা হইল। এইরূপে তিন প্রকার দ্বন্দ্ব স্বেদের বিষয় বলা হইল। রোগীকে অগ্রে স্নিগ্ধ করিয়া পরে স্বেদ প্রয়োগ করিবেক। স্বিন্ন ব্যক্তি পথ্যসেবী হইবেন। এবং স্বেদ প্রয়োগের দিন অন্য কোন প্রকার পরিশ্রম করিবেন না।

তত্র শ্লোকাঃ।

স্নেহো যথা কার্য্যকরো হিতো যেভ্যশ্চ যদ্বিধঃ।
যত্র দেশে যথাযোজ্য[illegible] দেশো রক্ষ্যশ্চ যো যথা॥

স্বিন্নাতিস্বিন্নরূপাণি তথাতিস্বিন্নভেষজম্।
অস্বেদ্যাঃ স্বেদযোগ্যাশ্চ স্বেদদ্রব্যাণি কল্পনা ॥
ত্রয়োদশবিধঃ স্বেদো বিনা দশবিধোঽগ্নিনা।
সংগ্রহেণ চ ষট্‌স্বেদাঃ স্বেদাধ্যায়ে নিদর্শিতাঃ ॥
স্বেদাধিকারে যদ্বাচ্যমুক্তমেতন্মহর্ষিণা।
শিষ্যৈস্তু প্রতিপত্তব্যমুপদেষ্টা পুনর্ব্বসুঃ ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
স্বেদাধ্যয়ো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

যে প্রকারে প্রয়োগ করিলে স্বেদ কার্য্যকারী হয়, যাহার পক্ষে যে প্রকার স্বেদ হিতকর, যে স্থানে যেরূপ স্বেদ বিহিত, স্বিন্ন ও অতিস্বিন্নের লক্ষণ, অতিস্বিন্নের ঔষধ; যাহারা স্বেদ-যোগ্য ও যাহারা স্বেদের অযোগ্য; যে যে দ্রব্যে স্বেদ দেওয়া হয়; অগ্নি দ্বারা ত্রয়োদশবিধ স্বেদ এবং অগ্নি সম্পর্ক শূন্য দশপ্রকার স্বেদ এবং ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব স্বেদ—এই স্বেদাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। স্বেদাধিকারে যাহা বক্তব্য, মহর্ষি পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক তাহা কথিত হইল। শিষ্য গণের এই সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া উচিত।

ইতি চরক প্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশ কৃত তন্ত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উপকল্পনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা উপকল্পনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইহ খলু রাজানং রাজমাত্রমন্যং বা বিপুলদ্রব্যং সম্ভৃত-সম্ভারং বমনং বিরেচনং পায়য়িতুকামেন ভিষজা প্রাগে-বৌষধপানাৎ সম্ভারা উপকল্পনীয়া ভবন্তি। সম্যক্ চৈব হি গচ্ছত্যৌষধে প্রতিভোগার্থাঃ। ব্যাপন্নে চৌষধে প্রতী-কারার্থাঃ। নহি সন্নিকৃষ্টেকালে প্রাদুর্ভূতায়ামাপদি সত্যপি ক্রয়ালয়ে সুকরমাশু সম্ভরণমৌষধানাং যথাবদিতি ॥

প্রচুর উপকরণ সামগ্রী সম্পন্ন রাজা কিম্বা রাজতুল্য কোন ধনবান্ ব্যক্তিকে বমন বা বিরেচনের ঔষধ পান করাইতে ইচ্ছা করিলে ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে বিপুল দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন রাখা বৈদ্যের কর্ত্তব্য। কেন না, বমন বা বিরেচন সম্যক্ রূপে সম্পাদিত হইলেও প্রতিভোগার্থ অর্থাৎ বমন বা বিরেচনের পর রোগীর শুশ্রূষার্থ অনেক উপকরণের প্রয়োজন

হয়। আবার বমন বা বিরেচন কার্য্যে রোগীর বিপদ্ উপস্থিত হইলে ব্যাপত্তির প্রতীকার জন্য ও অনেক দ্রব্যের আবশ্যক। আপদ্ সহসা উপস্থিত হইলে ক্রয়ালয় অর্থাৎ হাট বাজার নিকটে থাকিলে ও তথা হইতে তখনি তখনি সামগ্রীর আয়োজন করা ও সহজ নহে।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। নম্নু ভগবন্না-দাবেব জ্ঞানবতা তথা প্রতিবিধাতব্যম্ যথা প্রতিবিহিতে সিদ্ধ্যত্যেবৌষধমেকান্তেন। সম্যক্ প্রয়োগনিমিত্তা হি সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধিরিষ্টা। ব্যাপচ্চাসম্যক্ প্রয়োগ-নিমিত্তা। অথ সম্যগসম্যক্ চ সমারব্ধং কর্ম্ম সিদ্ধ্যতি ব্যাপদ্যতে বা নিয়মেন। তুল্যং ভবতি জ্ঞানমজ্ঞানেনেতি॥

ভগবান্ আত্রেয় এই কথা কহিলে অগ্নিবেশ তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রথম হইতেই এরূপ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ঔষধ প্রয়োগে নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ ঔষধপ্রয়োগজনিত বিপত্তি কোন মতেই না ঘটিতে পারে। ঔষধের সম্যক্‌রূপ প্রয়োগই কার্য্য সিদ্ধির কারণ। ঔষধের অসম্যক্ প্রয়োগ জন্যই বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। যদি এরূপ হয় যে, সিদ্ধি ও ব্যাপত্তি সম্বন্ধে কোন নির্দ্দোষ নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞান-পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষেত্র বিশেষে কার্য্যসিদ্ধি হয়—আবার বা কাহার ও পক্ষে বিপত্তি ঘটায়; তাহা হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কে তুল্য বলিতে হইবেক।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ শক্যং তথা প্রতিবিধাতুমস্মা-ভিরস্মদ্বিধৈর্ব্বাপ্যগ্নিবেশ যথা প্রতিবিহিতে সিদ্ধ্যেদৌ-ষধমেকান্তেন। তচ্চ প্রয়োগসৌষ্ঠবমুপদেষ্টুং যথাবৎ, নতু কশ্চিদস্তি য এতদেবমুপদেষ্টুমুপধারয়িতুমুৎসহেত। উপধার্য্য বা তথা প্রতিপত্তুং প্রযোক্তুং বা॥

অগ্নিবেশের কথা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অগ্নিবেশ! আমরা অথবা আমাদের সদৃশ ব্যক্তিরাই এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে সমর্থ, যে ঔষধ দ্বারা রোগের নিশ্চয়ই নিবারণ হইয়া থাকে। এরূপ প্রয়োগ-সৌষ্ঠব যথাবৎ উপদেশ দিতে আমাদেরই সামর্থ্য আছে। পরন্তু এমন লোক কেহই নাই, যিনি আমাদের মত উপদেশ দিতে ও সেই উপদেশের মর্ম্মাবধারণ করিতে সমর্থ। এমন ও কেহ নাই, যে উপদেশের মর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে অথবা সেই উপদেশমত কার্য্য করিতে পারে।

সূক্ষ্মাণি হি দোষভেষজদেশকালবলশরীরাহারসাত্ম্য-সত্ত্বপ্রকৃতিবয়সামবস্থান্তরাণি। যান্যনুচিন্ত্যমানানি বিমল-বিপুলবুদ্ধেরপি বুদ্ধিরাকুলীকুর্য্যুঃ, কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ॥

দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ), ভেষজ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি এবং বয়স প্রভৃতির প্রতিক্ষণই এত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় এবং সেই সকল অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে ইহাদের বিষয় সম্যক্‌ভাবে চিন্তা করিতে বিমল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ও বুদ্ধি আকুল হইয়া পড়ে, অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই।

[illegible] মেতদ্ যথাব[illegible]দেক্ষ্যামঃ ॥ সম্যক্প্রয়োগকৌ-
ষধানাং ব্যাপন্নানাঞ্চ ব্যাপৎ সাধনানি সিদ্ধিষূত্তরকালম্।
ইদানীং তাবৎ সংভারান্ বিবিধানপি সমাসেনোপদে-
ক্ষ্যামঃ ॥

অতএব ঔষধ সকলের সম্যক্প্রয়োগের বিষয় ও তাহাদের অসম্যক্ প্রয়োগ নিবন্ধন যে সকল বিপদ্ ঘটে, সেই সকল বিপদ্ প্রতীকারের উপায় সকল—এই উভয় বিষয়, উত্তরকালে সিদ্ধি স্থানে উপদেশ দিব। ইদানীং বমন বিরেচন কার্য্যে যে সমস্ত উপকরণ সামগ্রীর আয়োজন প্রয়োজনীয়, তাহা নানাবিধ হইলে ও তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

তদ্‌যথা। দৃঢ়ং নিবাতং প্রবাতৈকদেশং সুখপ্রবিচারমনু-
পত্যকং ধূমাতপরজসামনভিগমনীয়মনিষ্টানাঞ্চ শব্দস্পর্শ-
রসরূপগন্ধানাং সোপানোদূখল মুষলবর্চ্চঃ স্থানস্নানভূমিম-
হানসোপেতং বাস্তুবিদ্যাকুশলঃ প্রশস্তং গৃহমেব তাবৎ
পূর্ব্বমুপকল্পয়েৎ ॥

যথাঃ—বাস্তুবিদ্যা কুশল ব্যক্তি দ্বারা সংশোধনৌষধ সেবীর জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটি উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করাইতে হইবে। গৃহটী দৃঢ় হইবে এবং উহা বায়ুরহিত হইবেক। কেবল একস্থানে মাত্র বায়ুর গমনাগমন থাকিবেক। গৃহটি এরূপ হইবে যেন তাহাতে বিচরণ করিতে কোন কষ্ট না হয়। গৃহটী যেন, অনুপত্যক [illegible] অর্থাৎ অন্য উচ্চগৃহ বা উচ্চ পর্ব্বতাদির নিকটে ঐ গৃহ যেন নির্ম্মিত না হয়। গৃহ মধ্যে যেন ধূম, রৌদ্র ও ধূলা প্রবেশ করিতে না পারে; গৃহটী যেন অনিষ্টকর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সমূহের অগম্য হয়; যেন সেখানে সোপান, উদূখল, মুষল, মলত্যাগের স্থান, স্নানভূমি ও রন্ধনশালা থাকে।

ততঃ শীলশৌচানুরাগদাক্ষ্যপ্রাদক্ষিণ্যোপপন্নানুপচারকুশ-
লান্ [illegible] পর্য্যবদাতান্ সূপৌদনপাচক স্নাপক সং-
বাহকোত্থাপক সম্বেশকৌষধপেষকাংশ্চ পরিচারকান্
সর্ব্বকর্ম্মস্বপ্রতিকূলান্। তথা গীতবাদিত্রোল্লাপক শ্লোক-
গাথাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণকুশলানভিপ্রায়জ্ঞাননুমতাংশ্চ
দেশকালবিদঃ পারিষদ্যাংশ্চ।

এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রোগীর শুশ্রূষার্থ সুশীল, শুচি, প্রভুভক্ত, দক্ষ, দয়ালু, সর্ব্বকর্ম্ম পটু, অন্নব্যঞ্জনরন্ধননিপুণ পাচক, স্নানকারক, হস্তপদাদি গাত্রমর্দ্দনকারক, উত্থাপক ও সম্বেশক অর্থাৎ বসাইতে ও শোয়াইতে পারক, ঔষধপেষণে সমর্থ, এবং কোন কার্য্যেই বিরক্তি প্রকাশ না করে, এরূপ পরিচারকসকল নিযুক্ত রাখিবেক। তথায় গীত, বাদ্য, স্তুতিপাঠ, শ্লোক, গাথা, আখ্যায়িকা, ইতিহাস ও পুরাণকুশল ব্যক্তিসকল, এবং প্রভুর অভিপ্রায়জ্ঞ (ইঙ্গিত মাত্রেই যে প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারে), প্রভুর অভিমত ও দেশকালজ্ঞ সকলকে পারিষদ্ নিযুক্ত রাখিবেক।

তথা লাবকপিঞ্জলশশহরিণৈণকালপুচ্ছকমৃগমাতৃকোরভ্রান্। গাঞ্চ দোগ্ধ্রীং নিরোগাং জীবদ্বৎসাং সুপ্রতিবিহিততৃণশরণপানীয়ান্॥

তথায় লাব, কপিঞ্জল, শশ, হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ, কালপুচ্ছ হরিণ, মৃগমাতৃকা হরিণ (বৃহৎকায় ও বৃহদুদর হরিণ বিশেষ) ও উরভ্র অর্থাৎ মেষসকল রাখিবে। তথায় শান্ত, নীরোগ, জীববৎসা, দুগ্ধবতী গাভিসকল রাখিবে এবং তাহাদের ভক্ষণার্থ তৃণ, শয়নার্থ গৃহ ও পানের জন্য জলের আয়োজন করিবে।

জলপাত্রাচমনোদকোষ্ঠ মণিকপিঠরঘটকুম্ভী কুম্ভ কুণ্ডশরাবদর্ব্বীক পরিপচন মন্থান চেলসূত্রকার্পাসোর্ণাদীনিচ শয়নসানাদীনি চোপন্যস্ত ভৃঙ্গারপ্রতিগ্রহাণি সুপ্রযুক্তাস্তরণোত্তরপ্রচ্ছদোপধানানি স্বাপাশ্রয়াণি সম্বেশনোপবেশনস্নেহস্বেদাভ্যঙ্গ প্রদেহপরিষেকানুলেপনবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনমূত্রোচ্চার কর্ম্মণামুপচারসুখানি॥

তথায়াচমনপাত্র, জলকোষ্ঠ বা টব, হাঁড়ী, কলসী, ঘট, কুম্ভী, কুম্ভ, শরাব, হাতা, জলপাত্র পাকপাত্র মন্থদণ্ড, বস্ত্র, সূত্র, কার্পাস, লোমজ সূত্র, নিদ্রা সুখকর উত্তম আস্তরণ, ও তদুপরি চাদর, বালিশ প্রভৃতি উপকরণ সমেত ছাগাদি লোমজ শয্যা ও আসন রাখিবেক। এবং ভৃঙ্গার (গাড়ু) প্রতিগ্রহও (থুথু ফেলিবার পাত্র) তথায় রাখিবেক। তথায় শয়ন, উপবেশন, স্নেহ, স্বেদ, অভ্যঙ্গ, প্রলেপন, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, শিরোবিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং মলমূত্র ত্যাগ—এই সকল কার্য্য সম্পাদনে যে যে সামগ্রী সুখপ্রদ তৎসমুদয়ের আয়োজন করিয়া রাখিবেক।

সুপ্রক্ষালিতোপধানাশ্চ শ্লক্ষ্ণখরমধ্যমাদৃশদঃ শস্ত্রাণি চোপকরণার্থানি। ধূমনেত্রং বস্তিনেত্রঞ্চোত্তরবস্তিকঞ্চ। কুশহস্তঞ্চ তুলাঞ্চ মানভাণ্ডঞ্চ ঘৃততৈলবসামজ্জাক্ষৌদ্র ফাণিতলবণেন্ধনোদক মধুসুরা সৌবীরকতুষোদকমৈরেয়মেদকদধিমণ্ডোদশ্বিদ্ধান্যাম্লমূত্রাণি চ॥

এতদ্ব্যতীত সুপ্রক্ষালিত উপাধান সকল; মসৃণ, কর্কশ ও মধ্যম প্রকারের শিলা সকল, এবং কোদাল, কুঠার ও কাটারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল উপকরণার্থ তথায় রাখিবেক। তথায় ধুম পানের নল, বস্তির নল ও উত্তর বস্তির আয়োজন করিয়া রাখিবে। তথায় কুশহস্ত (আর্দ্র দ্রব্য যাহাতে পচিতে পারে), তুলাদণ্ড (পাল্লা), মাপের ভাণ্ড, এবং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, মধু, মাত্ গুড়, লবণ, কাষ্ঠ, জল, মধুজাত মদ্য, সৌবীর, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধি, মণ্ড, ঘোল, ধান্যাম্ল (আউশধান্যের কাঁজী) এবং গোমূত্রাদি মূত্র সমূহের আয়োজন করিয়া রাখা আবশ্যক।

তথা শালিষষ্টিকমুদ্গমাষযবতিলকুলত্থবদরমৃদ্বীকাপরুষকাভয়ামলকবিভীতকানি নানাবিধানি চ স্নেহ-স্বেদোপকর-

গানি দ্রব্যাণি তথৈবোর্দ্ধহরণানুলোমিকোভয়ভাঞ্জি সংগ্র-
হণীয় দীপনীয়পাচনীয়োপশমনীয় বাতহরাণি সমাখ্যাতানি
চৌষধানি যচ্চান্যদপিকিঞ্চিদ্ব্যাপদঃ পরিসংখ্যায়োপকরণং
বিদ্যতে যচ্চ প্রতিভোগার্থং তত্তদুপকল্পয়েৎ ॥

তথায় শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, মুদ্গ, মাষ, যব, তিল, কুলত্থ, মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), ফল্‌সা ফল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া এবং নানাবিধ স্নেহ ও স্বেদের উপযুক্ত দ্রব্য সকল রাখিবেক। এতদ্ব্যতীত তথায় উর্দ্ধশোধন, অনুলোমন, উর্দ্ধাধঃ শোধন, সংগ্রহণীয়, দীপনীয়, পাচনীয়, উপশমনীয় এবং বাতনাশক ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। এবং এই সকল ব্যতীত যে সকল দ্রব্যে ঔষধসেবনজনিত বিপত্তি সকলের প্রতীকার হইতে পারে, এবং যাহাতে সংশোধনৌষধসেবীর সুখ স্বচ্ছন্দ হয়—এ রূপ ঔষধ সকলেরও আয়োজন করিয়া রাখিবে।

ততস্তং পুরুষং যথোক্তাভ্যাং স্নেহস্বেদাভ্যাং যথার্হমুপ-
পাদয়েৎ। তঞ্চেদস্মিন্নন্তরে মানসঃ শারীরো বা ব্যাধিঃ
কশ্চিত্তীব্রতরঃ সহসাভ্যাগচ্ছেৎ তমেব তাবদস্যোপা-
বর্ত্তয়িতুং যতেত।

অনন্তর সেই পুরুষকে যথোক্ত স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা যথাযোগ্য চিকিৎসা করিবে। ইতি মধ্যে যদি ঐ রোগীর কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক তীব্ররোগ হঠাৎ উপস্থিত হয়, তবে অগ্রে সেই রোগ নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ন করিবে।

ততস্তমুপাবর্ত্ত্য তাবন্তমেবৈনং কালং তথাবিধেনৈব কর্ম্ম-
ণোপাচরেৎ। ততস্তং পুরুষং স্নেহস্বেদোপপন্নমনুপহত-
মানসমভিসমীক্ষ্য সুখোষিতং প্রজীর্ণভক্তং শিরঃস্নাতমনু-
লিপ্তগাত্রং স্রগ্বিণমনুপহতবস্ত্রসম্বীতং দেবতাগ্নিদ্বিজগুরু-
বৃদ্ধবৈদ্যানর্চিতবন্তং ইষ্টে নক্ষত্রে তিথিকরণমুহূর্ত্তে কার-
য়িত্বা স্বস্তিবাচনং ব্রাহ্মণ প্রযুক্তাভিরাশীর্ভিরভিমন্ত্রিতং
মধুকসৈন্ধবফাণিতোপহিতাং মদনফলকষায়মাত্রাং পায়য়েৎ ॥

উপস্থিত বিকার সকল শান্ত হইলে তাহাকে কিয়ৎকাল পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা উপচর্য্যা করিবে। পরে রোগী সুস্থচিত্ত হইলে, রোগীর স্বচ্ছন্দ বোধ জন্মিলে, রোগীর পূর্ব্বদিনের ভুক্ত দ্রব্য সুজীর্ণ হইলে, রোগী শিরঃস্নাত (সর্ব্ব শরীরে জল না দিয়া কেবল মাথা ধোয়াকে শিরঃস্নান বলে), চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত গাত্র, মাল্যধারী ও অনুপহত বস্ত্রোত্তরীয়ধারী হইয়া দেবতা, অগ্নি, দ্বিজ, গুরু, বৃদ্ধ ও বৈদ্যগণের অর্চনা করিবেন। পরে শুভনক্ষত্রে, শুভতিথিতে, শুভকরণযোগে ও শুভমুহূর্ত্তে রোগী মধু, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও মাত্‌-গুড় সংযুক্ত মদন ফলের ক্বাথ ব্রাহ্মণ প্রযুক্ত আশীর্ব্বাদ সহকারে অভিমন্ত্রিত করাইয়া যথো-পযুক্ত মাত্রায় পান করিবেন।

মদনফলকষায়মাত্রাপ্রমাণন্তু খলু সর্ব্বসংশোধনমাত্রাপ্রমাণানি চ প্রতিপুরুষমপেক্ষিতব্যানি ভবন্তি। যাবদ্ধি যস্যসংশোধনং পীতং বৈকারিকদোষহরণায়োপপদ্যতে নচাতিযোগাযোগায় তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি ॥

মদনফলের কষায়ের মাত্রা ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সংশোধক ঔষধের মাত্রার পরিমাণ রোগীর অবস্থাভেদে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে পরিমাণ সংশোধক ঔষধ পান করিলে যাহার সংশোধন ও বিকৃতদোষ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে, অথচ তাহাতে অতিযোগ বা অযোগ না হয়, তাহাই তাহার পক্ষে যথার্থ মাত্রা বলিয়া জানিবে।

পীতবন্তন্তু খল্বেনং মুহূর্ত্তমনুকাঙ্ক্ষেৎ। তস্য যদা জানীয়াৎ স্বেদপ্রাদুর্ভাবেন দোষং প্রবিলয়নমাপদ্যমানং লোমহর্ষেণ চ স্থানেভ্যঃ প্রচলিতং কুক্ষিসমাধ্মাপনেন চ কুক্ষিমনুগতম্ হৃল্লাসাস্যস্রবণাভ্যামপিচোর্দ্ধমুখীভূতমথাস্মৈ জানুসমমসম্বাধং সুপ্রযুক্তাস্তরণোত্তরপ্রচ্ছদোপধানং স্বাপাশ্রয়মাসনমুপবেষ্টুং, প্রযচ্ছেৎ ॥

এই বমনকারক মদনফলের ক্বাথ পান করা হইলে বম্য রোগী কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবে। পরে যখন দেখিবে যে তাহার ঘর্ম্ম হইতেছে, তখন বুঝিবে যে রোগীর দোষ বিলয় হইতেছে; লোমহর্ষ দ্বারা বুঝিবে যে তাহার দোষ, স্থানচ্যুত হইতেছে; কুক্ষির আধ্মান দ্বারা বুঝিবে যে দোষ কুক্ষিগত হইতেছে। রোগীর হৃল্লাস অর্থাৎ বমনেচ্ছা ও মুখস্রাব হইলে বুঝিবে রোগীর দোষ ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে। বমনৌষধ পানে রোগীর অবস্থা এইরূপ হইলে তখন রোগীকে জানু সমান উচ্চ চাদর ও বালিশাদি সহকারে সুকোমল সুখময়ী শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি উপবেশন করাইবে।

প্রতিগ্রহাংশ্চোপচারয়েৎ। ললাটপ্রতিগ্রহে পার্শ্বোপগ্রহণে নাভিপ্রপীড়নে পৃষ্ঠোন্মর্দ্দনে চ অনপত্রপনীয়াঃ সুহৃদোঽনুমতাঃ প্রয়তের ॥

রোগীর শয্যার নিকট প্রতিগ্রহ অর্থাৎ থুথু ফেলিবার পাত্র রাখিয়া দিবেক। আর রোগীর ললাট, পার্শ্ব, নাভি বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা বোধ হইলে—ঐ সকল স্থান মর্দ্দন করিয়া দেয় এইরূপ প্রিয়সুহৃদগণ তথায় পরিচারণ জন্য নিযুক্ত রাখিবেক।

অথৈনমনুশিষ্যাৎ। বিবৃতোষ্ঠতালু-কণ্ঠো নাতিমহতা ব্যায়ামেন বেগানুদীর্ণানুদীরয়ন্ কিঞ্চিদবনম্য গ্রীবামূর্দ্ধশরীর মুপবেগমপ্রবৃত্তান্ প্রবর্ত্তয়ন্ সুপরিলিখিতনখাভ্যামঙ্গুলিভ্যামুৎপল কুমুদসৌগন্ধিকনালৈর্ব্বা কণ্ঠমনভিস্পৃশন্ সুখং প্রবর্ত্তয়স্বেতি।

অনন্তর বমনকারী ব্যক্তিকে এইরূপ উপদেশ দিবে, যে তুমি ওষ্ঠ, তালু ও কণ্ঠ ব্যাদান করিয়া অধিক শ্রম না হয় এরূপভাবে আগত বমন বেগে বেগপ্রদান কর এবং গ্রীবা, মস্তক

ও শরীর কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া অনাগত বেগকে আকর্ষণ করিবার জন্য নখশূন্য অঙ্গুলি দ্বারা অথবা উৎপল, কুমুদ বা কহ্লার নাল কণ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সুখে বমন কর।

স তথাবিধং কুর্য্যাৎ। ততোঽস্য বেগান্ প্রতিগ্রহগতানবেক্ষেত। বেগবিশেষদর্শনাদ্ধি কুশলো যোগাযোগাতিযোগবিশেষানুপলভেত। বেগবিশেষাদর্শী পুনঃ কৃত্যং যথার্হমববুধ্যেত লক্ষণেন। তস্মাদ্বেগানবেক্ষেতাবহিতঃ॥

রোগী সেইরূপ করিলে বৈদ্য বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ পীকদানীস্থিত বমনোদ্গার পরীক্ষা করিবেন। তাহা হইলেই বৈদ্য নিশ্চয় স্থির করিতে পারিবেন যে বমনে সম্যক্ যোগ, অযোগ বা অতি যোগাদি ঘটিয়াছে কিনা। এবং তাহা হইলে প্রতিবিধান চেষ্টাও করিতে পারিবেন। অতএব মনোযোগের সহিত বমন নিরীক্ষণ করিবেন।

তত্র অমূন্যযোগাতিযোগযোগবিশেষজ্ঞানানি ভবন্তি। তদ্যথাঃ—অপ্রবৃত্তিঃ কুতশ্চিৎ কেবলস্য বাপ্যৌষধস্য বিভ্রংশো বিবন্ধো বেগানামযোগলক্ষণানি ভবন্তি।

বমনের অযোগ, সম্যক্ যোগ ও অতিযোগ—এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায়। যথাঃ— কোন রূপে (অর্থাৎ গলার ভিতর অঙ্গুলি প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া দিয়াও) যদি বমন না হয় অথবা কেবল মাত্র পীত ঔষধ যদি মুখ দিয়া উঠিয়া পড়ে, কিম্বা বমনবেগ বন্ধ হয়, তাহা হইলে বমনের অযোগ লক্ষণ বুঝিতে হইবেক।

কালে প্রবৃত্তিরনতিমহতী ব্যথা যথাস্বং দোষহরণং স্বয়ঞ্চাবস্থানমিতি যোগলক্ষণানি ভবন্তি।

যথাকালে বমনের বেগ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে রোগীর বিশেষ কষ্ট বোধ না হইলে, বমন দ্বারা দোষ হরণ হইলে এবং বমনবেগ স্বয়ং নিবৃত্ত হইলে বুঝিতে হইবেক যে সম্যক্ ভাবে বমনের যোগ হইয়াছে।

যোগেন তু দোষপ্রমাণবিশেষেণ তীক্ষ্ণমৃদুমধ্যবিভাগো জ্ঞেয়ঃ। যোগাধিক্যেন তু ফেনিলরক্তচন্দ্রিকোপগমনমিত্যতিযোগলক্ষণানি ভবন্তি॥

বমনের সম্যক্‌যোগ হইলে নির্গত দোষের পরিমাণ অনুসারে বমনের তীক্ষ্ণতা, মৃদুভাব ও মধ্যভাব বুঝিতে হইবেক। বমনের অতিযোগে বমিত দ্রব্য ফেণ সংযুক্ত, রক্ত ও চন্দ্রিকা অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছবৎ চাকচিক্যশীল হইয়া থাকে।

তত্রাতিযোগাযোগনিমিত্তানিমানুপদ্রবান্ বিদ্যাৎ। আধ্মানং পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাবো হৃদয়োপসরণমঙ্গগ্রহো জীবাদানং বিভ্রংশঃ স্তম্ভঃ ক্লম উপদ্রবা ইতি॥

বমনের অতিযোগ ও অযোগ জন্য এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। যথাঃ— উদরাধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, রক্তাদির স্রাব, হৃদয়ের উপরোধ (বুকচাপা ভাব) অঙ্গবেদনা, (কাঁচারক্ত) নির্গমন, শরীরের শিথিলতা, স্তব্ধতা ও ক্লান্তি।

যোগেন তু খল্বেনং দ্দিতবন্তমভিসমীক্ষ্য সুপ্রক্ষালিতপাণি পাদাস্যং মুহূর্ত্তমাশ্বাস্য স্নৈহিকবৈরেচনিকোপশমনীয়ানাং ধূমানামন্যতমং সামর্থ্যতঃ পায়য়িত্বা পুনরেবোদকমুপস্পর্শয়েৎ।

রোগীকে ঔষধ দ্বারা উত্তম রূপে বমন করান হইলে, তাহার হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করাইয়া কিয়ৎকাল তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া পরে স্নৈহিক, বৈরেচনিক, অথবা দোষ প্রশমক ধূমের মধ্যে কোন এক প্রকার ধূম সহ্যমত পান করাইয়া পুনর্ব্বার তাহার হস্ত পদাদি ধৌত করাইবেন।

উপস্পৃষ্টোদকঞ্চৈনং নিবাতমাগারমনুপ্রবেশ্য সংবেশ্য চানুশিষ্যাৎ। উচ্চৈর্ভাষ্যমত্যশনমতিস্থানমতিচংক্রমণং ক্রোধশোকহিমাতপাবশ্যায়াতিপ্রবাতান্ যানযানং গ্রাম্যধর্ম্মমস্বপনং নিশি দিবাস্বপ্নম্। বিরুদ্ধাজীর্ণাসাত্ম্যাকালাপ্রমিতাতিহীনগুরুবিষমভোজনবেগসন্ধারণোদীরণমিতি ভাবানেতান্ মনসাঽপ্যসেবমানঃ সর্ব্বমা[illegible]মভ্যাদিতি। স তথাকুর্য্যাৎ॥

পরে রোগীকে নিবাত গৃহে প্রবেশ করাইয়া এইরূপ উপদেশ দিবে যে রোগী যেন উচ্চ কথা, অত্যন্ত ভোজন, অত্যন্ত বিশ্রাম, অত্যন্ত ভ্রমণ, ক্রোধ, শোক, হিম, রৌদ্র, শিশির, অতিবায়ু, অতিরিক্ত যানারোহণ, স্ত্রী সংসর্গ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্যভক্ষণ, অসাত্ম্যভোজন, অকালভোজন, অতিহীন, গুরু বা বিষমভোজন, মলমূত্রের বেগ ধারণ বা অনর্থক বেগপ্রদান ইত্যাদি অহিতকর বিষয় কখন আচরণ না করে। রোগী ও সেইরূপ কার্য্য করিবে।

অথৈনং সায়াহ্নে পরে বাহ্নি সুখোদকপরিষিক্তং পুরাণানাং লোহিতশালিতণ্ডুলানাং স্ববক্লিন্নানাং মণ্ডপূর্ব্বাং সুখোষ্ণাং যবাগূং পায়য়েদগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য। এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চান্নকালে। চতুর্থেত্বন্নকালে তথাবিধানামেব শালিতণ্ডুলানামুৎস্বিন্নাং বিলেপীমুষ্ণোদকদ্বিতীয়ামস্নেহলবণামল্পস্নেহলবণাং বা ভোজয়েৎ। এবং পঞ্চমে ষষ্ঠে চান্নকালে। সপ্তমে ত্বন্নকালে তথাবিধানামো শালীনাং দ্বিপ্রসৃতং সুবিন্নোদনমুষ্ণোদকানুপানং তনুনা ত-স্নেহলবণোপপন্নেন মুদ্গযূষেণ ভোজয়েৎ। এবমষ্টমে নবমে চান্নকালে। দশমে ত্বন্নকালে লাবকপিঞ্জ-[illegible] ত্বতমস্ত [illegible] লোণাস্নেকলাবণিকেনাপি সারবতা ভোজয়েৎ। উষ্ণোদকানুপান-

মেবমেকাদশে দ্বাদশে চান্নকালে। অতঊর্দ্ধমন্নগুণান্
ক্রমেণোপয়ুঞ্জানঃ সপ্তরাত্রেণ প্রকৃতিভোজনমাগচ্ছেৎ ॥

অনন্তর রোগীকে সায়াহ্নে অথবা পরদিনে সুখোষ্ণ জলে স্নান করাইয়া তাহার অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের দ্রবীভূত ঈষদুষ্ণ মণ্ডপ্রধান যবাগু পান করাইবেক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভোজনকালে ও এইরূপ যবাগু পান করাইবেক। চতুর্থ ভোজন কালে পূর্ব্বমত রক্তশালি তণ্ডুলের সুসিদ্ধ বিলেপী স্নেহ ও লবণ না দিয়া অথবা অল্প স্নেহ ও লবণ দিয়া পান করাইবেক। এবং উষ্ণজল পান করিতে দিবেক। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভোজন কালে ও চতুর্থ অন্নকালের ন্যায় পান করাইবেক। সপ্তম অন্নকালে অর্দ্ধসের শালি তণ্ডুল সুসিদ্ধ করিয়া অল্প স্নেহ ও লবণ সংযোগে মুগের যূষের সহিত ভোজন করাইবেক ও রোগীকে উষ্ণজল পান করিতে দিবেক। অষ্টম ও নবম ভোজনকালে ও এইরূপ করিতে হইবেক। দশম ভোজনকালে লাব, কপিঞ্জল কোন এক পক্ষীর মাংসরস উচিতমত স্নেহ ও লবণ দিয়া অন্নের সহিত ভোজন করাইবেক এবং উষ্ণজল পান করিতে দিবেক। একাদশ ও দ্বাদশ অন্নকালেও এইরূপ করিবে। উক্তরূপ ভোজন করিতে করিতে ক্রমে সাতদিবসের পর স্বাভাবিক ভোজন আরম্ভ করিবেক।

অথৈনং পুনরেব স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্যানুপহতমনসমভি-
সমীক্ষ্য সুখোষিতং সুপ্রজীর্ণভক্তং কৃতহোমবলিমঙ্গলজপ-
প্রায়শ্চিত্তমিষ্টে তিথিনক্ষত্রকরণমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ
য়িত্বা ত্রিবৃৎ কল্কমক্ষমাত্রং যথার্হমালোড়্য প্রতিবিলীনং
পায়য়েৎ ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবেক। স্নেহ ও স্বেদোপপন্ন সেই রোগী সুস্থিরমনা, সুখোষিত ও সুজীর্ণান্ন হইলে এবং হোম বলি মঙ্গলাচরণ জপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিলে প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্র, করণ ও মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া দুইতোলা পরিমাণ তেউড়ী মূল উচিতমত চূর্ণ করিয়া শীতল জলে মিশাইয়া উত্তম রূপে আলোড়িত করতঃ পান করাইবেক।

প্রসমীক্ষ্য দোষভেষজদেশকালবলশরীরাহারসাত্ম্যসত্ত্বপ্র-
কৃতি বয়সামবস্থান্তরাণি বিকারাংশ্চ বিরিক্তঞ্চৈনং বমনো-
ক্তেন ধূমবর্জ্জেন বিধিনোপপাদয়েদাবলবর্ণপ্রকৃতিলাভাৎ ॥

রোগী সম্যক্ বিরক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিয়া উহার দোষ, ভেষজ, দেশ কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ব, প্রকৃতি ও বয়স এই সকলের অবস্থান্তর ও রোগের প্রকার বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া যত দিন পর্য্যন্ত না উহার বল বর্ণ ও প্রকৃতিলাভ পূর্ব্বমত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত বমনোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। কেবল ধূমপান করিতে দিবে না।

বলবর্ণোপপন্নঞ্চৈনমনুপহতমনসমভিসমীক্ষ্য সুখোষিতং
সুপ্রজীর্ণভক্তং শিরঃস্নাতমনুলিপ্তগাত্রং স্রগ্বিণমনুপহত-
বস্ত্রসংবীতম্ [illegible] সুহৃদাং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতীনাং
দর্শয়েদনে[illegible] কামেষ্ববসৃজেৎ ॥

রাজা ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বমন ও বিরেচন ক্রিয়া, দ্রব্যসম্ভার, এবং যে জন্ম দ্রব্য সমূহের সংগ্রহ করা প্রয়োজন; বমন বিরেচনের মাত্রা; অযোগ অতিযোগ ও সম্যক্ যোগের লক্ষণ; উপদ্রব সকল; সংশুদ্ধ ব্যক্তির যাহা সেব্য ও যাহা বর্জ্জনীয়—এই সমস্ত বিষয় ভগবান্ পুনর্ব্বসু এই উপকল্পনীয়াধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
উপকল্পনীয়ো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।
ইতি চরকপ্রতি সংস্কৃত অগ্নিবেশ কৃত তন্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

—*—

অথাতশ্চিকিৎসাপ্রাভৃতীয়মধ্যয়ং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা চিকিৎসাপ্রাভৃতীয় নামা অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব এই কথা—ভগবান্ অত্রেয় কহিলেন। (চিকিৎসা প্রাভৃত শব্দে বৈদ্যকে বুঝায়।) এই অধ্যায়ে বৈদ্যসম্বন্ধীয় বিষয় বলা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম চিকিৎসা প্রাভৃতীয় অধ্যায়।)

চিকিৎসাপ্রাভৃতো বিদ্বান্ শাস্ত্রবান্ কর্ম্মতৎপরঃ।
নরং বিরেচয়তি যং স যোগাৎ সুখমশ্নুতে॥
যং বৈদ্যমানী ত্ববুধো বিরেচয়তি মানবম্।
সোহতিযোগাদযোগাচ্চ মানবো দুঃখমশ্নুতে॥

চিকিৎসা নিপুণ, বিদ্বান্, আয়ুর্ব্বেদবিৎ ও কর্ম্মতৎপর বৈদ্য যে ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করেন, ঔষধের সম্যক্ যোগ হওয়াতে তাহার সুখে বিরেচন হয়। পরন্তু নির্ব্বোধ বৈদ্যাভিমানী চিকিৎসক যাহাকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করে, সে ঔষধের অতিযোগ বা অযোগ হেতু বিস্তর কষ্ট পায়।

দৌর্ব্বল্যং লাঘবং গ্লানির্ব্যাধীনামল্পতা রুচিঃ।
হৃদ্বর্ণশুদ্ধিঃ ক্ষুত্তৃষ্ণা কালে বেগপ্রবর্ত্তনম্॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃশুদ্ধির্মারুতস্যানুলোমতা।
সম্যগ্বিরিক্তলিঙ্গানি কায়াগ্নেশ্চানুবর্ত্তনম্॥

দেহের দুর্ব্বলতা, লঘুতা, গ্লানি, ব্যাধির হ্রাস, অন্নে রুচি, হৃদয়শুদ্ধি, বর্ণশুদ্ধি, যথাকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, মলমূত্র বেগের প্রবৃত্তি, চক্ষু কর্ণাদি বুদ্ধীন্দ্রিয় সকলের ও মনের শুদ্ধি, বায়ুর অনুলোমগতি এবং জঠরাগ্নির বৃদ্ধি—এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, যে বিরেচন কার্য্য সম্যক্ ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ষ্ঠীবনং হৃদয়াশুদ্ধিরুৎক্লেশঃ শ্লেষ্মপিত্তয়োঃ।
আধ্মানমরুচিশ্ছর্দ্দিরদৌর্ব্বল্যমলাঘবম্ ॥
জঙ্ঘোরুসদনং তন্দ্রা স্তৈমিত্যং পীনসাগমঃ।
লক্ষণান্যবিরিক্তানাং মারুতস্য চ নিগ্রহঃ ॥

মুখ হইতে থুথু উঠা, হৃদয়ের অশুদ্ধি, শ্লেষ্মা এবং পিত্তের বহির্গমোন্মুখতা, আধ্মান, অরুচি, বমি, অদুর্ব্বলতা, শরীরের ভার বোধ, জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদভাব, তন্দ্রা, স্তৈমিত্য, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব এবং বায়ুর বিবদ্ধতা—এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে বিরেচনের অসম্যক্ যোগ ঘটিয়াছে।

বিট্পিত্তকফবাতানামাগতানাং যথাক্রমম্।
পরং স্রবতি যদ্রক্তং মেদোমাংসোদকোপমম্ ॥
নিঃশ্লেষ্মপিত্তমুদকং শোণিতং কৃষ্ণমেব বা।
তৃষ্যতো মারুতার্ত্তস্য সোঽতিযোগঃ প্রয়োগতঃ ॥

বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অধোবাতের যথাক্রমে বহির্গম হওয়ার পর রক্তস্রাব হওয়া ও পরে মেদ ও মাংস ধৌতজলের ন্যায় শ্লেষ্ম পিত্ত হীন জল অথবা কৃষ্ণবর্ণ জল কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হইলে বুঝিতে হইবেক, যে বিরেচনের অতিযোগ ঘটিয়াছে। বিরেচনের অতিযোগে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হয় ও তাহার বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

বমনেঽতিকৃতে লিঙ্গান্যেতান্যেব ভবন্তি হি।
ঊর্দ্ধগা বাতরোগাশ্চ বাগ্গ্রহশ্চাধিকো ভবেৎ ॥

বিরেচনের অতিযোগে যে যে লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, বমনাতিযোগে ও ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু বমনাতিযোগে বায়ু ঊর্দ্ধগতি হইয়া উদ্গার ও হিক্কা প্রভৃতি ঊর্দ্ধগবায়ুরোগ সকল জন্মায় এবং বাক্রোধ সংঘটন করিয়া থাকে।

চিকিৎসাপ্রাভৃতং তস্মাদুপেয়াচ্ছরণং নরঃ।
যুঞ্জ্যাদ্ য এনমত্যন্তমায়ুষা চ সুখেন চ ॥

একারণ রোগীমাত্রেরই চিকিৎসাকুশল চিকিৎসকের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য। তিনিই রোগীকে আয়ুঃ ও সুখসম্পন্ন করিতে পারেন।

অবিপাকোঽরুচিঃ স্থৌল্যং পাণ্ডুতা গৌরবং ক্লমঃ।
পিড়কাকোঠকণ্ডূনাং সম্ভবোঽরতিরেব চ ॥
আলস্যশ্রমদৌর্ব্বল্যং দৌর্গন্ধ্যমবসাদকঃ।
শ্লেষ্মপিত্তসমুৎক্লেশো নিদ্রানাশোঽতিনিদ্রতা ॥
ক্লৈব্যং তন্দ্রিরবুদ্ধিত্বমশস্তস্বপ্নদর্শনম্।
বলবর্ণপ্রণাশশ্চ তৃপ্যতো বৃংহণৈরপি ॥
বহুদোষস্য লিঙ্গানি তস্মৈ সংশোধনং হিতম্।
ঊর্দ্ধঞ্চৈবানুলোম্যঞ্চ যথাদোষং যথাবলম্ ॥

অবিপাক, অরুচি, স্থূলতা, পাণ্ডুতা, গাত্রের গুরুতা, ক্লান্তি, পিড়কা, কোঠ, কণ্ডূর উৎপত্তি, অরতি, আলস্য, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ, দুর্বলতা, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, অবসাদ, শ্লেষ্মা ও পিত্তের বহির্গমনোন্মুখতা, নিদ্রানাশ বা অতিনিদ্রা, ক্লীবতা, তন্দ্রা, বুদ্ধিহীনতা, অমঙ্গলজনক স্বপ্নদর্শন, বল ও বর্ণের হানি—এই সকল লক্ষণ বহুদোষযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। বৃংহণ দ্বারা অতিতৃপ্তি দোষ ঘটিলেও এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে সংশোধন ঔষধ সেবন হিতকর। দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া এইরূপ ব্যক্তিকে ঊর্দ্ধ-সংশোধন অর্থাৎ বমন বা অধঃসংশোধন অর্থাৎ বিরেচন ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

এবং বিশুদ্ধকোষ্ঠস্য কায়াগ্নিরভিবর্দ্ধতে।
ব্যাধয়শ্চোপশাম্যন্তি প্রকৃতিশ্চানুবর্ত্ততে॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্বর্ণশ্চাস্য প্রসীদতি।
বলং পুষ্টিরপত্যঞ্চ বৃষতা চাস্য জায়তে॥
জরাং কৃচ্ছ্রেণ লভতে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
তস্মাৎ সংশোধনং কালে যুক্তিযুক্তং পিবেন্নরঃ॥

সংশোধন দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, রোগ সকল উপশম প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতি অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিমত কার্য্য হইতে থাকে। শুদ্ধ-কোষ্ঠ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বর্ণ সুপ্রসন্ন হয় এবং বল, পুষ্টি, অপত্য ও পুরুষত্ব জন্মে। সে শীঘ্র জরাগ্রস্ত হয় না। বরং নিরোগী হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। অতএব সকলেরই যথাকালে যুক্তিযুক্তভাবে সংশোধন ঔষধ সেবন করা উচিত।

দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
জিতাঃ সংশোধনৈর্যেতু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥
দোষাণাঞ্চ দ্রুমাণাঞ্চ মূলেঽনুপহতে সতি।
রোগাণাং প্রসরাণাঞ্চ গতানামাগতির্ধ্রুবা॥

লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা দোষ সকল প্রশমিত হইলে আবার তাহাদের প্রকোপের সম্ভাবনা থাকে। পরন্তু সংশোধন অর্থাৎ বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল নষ্ট হইলে আর তাহাদের পুনরুদ্ভব হয় না। দোষ, বৃক্ষ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ সকলের মূলে আঘাত করিয়া উচ্ছেদ না করিলে ইহাদের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইতে পারে।

[illegible]তে পথ্যমাহারৈশ্চৈব বৃংহণম্।
ঘৃতমাংসরসক্ষীরহৃদ্যযূষোপসংহিতৈঃ॥
অভ্যঙ্গোৎসাদনৈঃ স্নানৈর্নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।
তথা স লভতে শর্ম্ম যুজ্যতে চায়ুষা চিরম্॥

বমন ও বিরেচন ঔষধ সেবনে দেহক্ষীণ হইয়া পড়িলে ঘৃত, মাংসরস, দুগ্ধ ও হৃদ্য যূষ সংযুক্ত বলকারক আহারই পথ্য। তৈলাভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, নিরূহ ও অনুবাসন দ্বারা সেই ক্ষীণ ব্যক্তি পুষ্টিলাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হয়।

অতিযোগানুবন্ধানাং সর্পিঃপানং প্রশস্যতে।
তৈলং মধুরকৈঃ সিদ্ধমথবাপ্যনুবাসনম্॥

বমন ও বিরেচনের অতিযোগ হইলে ঘৃতপান বিহিত। কিম্বা জীবনীয় মধুরগণোক্ত দশটী ঔষধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পান অথবা ঐরূপ তৈলের অনুবাসন প্রশস্ত।

যস্য ত্বযোগস্তং স্নিগ্ধং পুনঃ সংশোধয়েন্নরম্।
মাত্রাকালবলাপেক্ষী স্মরন্ পূর্ব্বমনুক্রমম্॥

যাহার পক্ষে বমন ও বিরেচন কারক ঔষধের অযোগ ঘটিয়াছে, বৈদ্য তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ করিয়া ও পূর্ব্বের মাত্রাদিক্রম সকল স্মরণ করিয়া মাত্রা, কাল ও বল বুঝিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার বমনকারক বা বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবেন।

স্নেহনে স্বেদনে শুদ্ধৌ রোগাঃ সংসর্জ্জনেচ যে।
জায়ন্তেঽমার্গবিহিতে তেষাং সিদ্ধিষু সাধনম্॥

স্নেহন, স্বেদন, বমন ও বিরেচনাদি সংশোধন, এবং সংশোধনোচিত অন্নপানাদি যথাবিহিত না হইলে যে সকল রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহাদের চিকিৎসার বিষয় সিদ্ধিস্থানে কথিত হইবে।

জায়ন্তে হেতুবৈষম্যাদ্বিষমা দেহধাতবঃ।
হেতুসাম্যাৎ সমাস্তেষাং স্বভাবোপরমঃ সদা॥

বসরক্তাদি দেহধাতুসকল উহাদের হেতুভূত অন্নপানাদির বৈষম্য প্রযুক্ত বিষমভাব প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সকল হেতুর সমতাবশতঃ ধাতুসকলের ও সাম্য হয়। পরন্তু ধাতুসকলের নাশ স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। তাহার প্রতি কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

প্রবৃত্তিহেতুর্ভাবানাং ন নিরোধেঽস্তি কারণম্।
কেচিত্তত্রাপি মন্যন্তে হেতুং হেতোরবর্ত্তনম্॥

সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তির হেতু আছে, কিন্তু তাহাদের বিনাশের হেতু নাই। হেতুর অভাবই পদার্থসকলের ধ্বংসের কারণ—কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন।

এবমুক্তার্থমাচার্য্যমগ্নিবেশোঽভ্যভাষত।
স্বভাবোপরমে কর্ম্ম চিকিৎসাপ্রাভৃতস্য কিম্॥
ভেষজৈর্বিষমান্ ধাতূন্ কান্ সমীকুরুতে ভিষক্।
কা বা চিকিৎসা ভগবন্! কিমর্থং বা প্রযুজ্যতে॥

আচার্য্য পুনর্ব্বসু ঋষি এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ বলিলেন, ভগবন্! সমস্ত পদার্থই যদি আপনাপনি স্বভাবত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যের প্রয়োজন কি? ভিষক্ ঔষধ দ্বারা কোন্ কোন্ বিষম ধাতুর সমতা করিয়া থাকেন? চিকিৎসাই বা কি? কি জন্যই বা চিকিৎসা করা হয়?

তচ্ছিষ্যবচনং শ্রুত্বা ব্যাজহার পুনর্ব্বসুঃ।
শ্রূয়তাং [illegible] যা সৌম্য! যুক্তির্দৃষ্টা মহর্ষিভিঃ॥

শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বসু কহিলেন, সৌম্য! মহর্ষিরা এ বিষয়ে যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

ন নাশকারণাভাবাদ্ভাবানাং নাশকারণম্।
জ্ঞায়তে নিত্যগস্যেব কালস্যাত্যয়কারণম্॥
শীঘ্রং গত্বা যথাভূতস্তথা ভাবো বিপদ্যতে।
নিরোধে কারণং তস্য নাস্তি নৈবান্যথাক্রিয়া॥

যেমন সদাগমনশীল কালের নাশের প্রতি কোন কারণ জানা যায় না। অথচ উহা নিমিষে নিমিষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; তদ্রূপ সকল পদার্থেরই নাশ কারণের অভাব হেতু তাহাদের নাশকারণ জানা যায় না। কাল যেমন শীঘ্র গমন করিয়া ভূত বা অতীত অবস্থার পরিণত হয়, দ্রব্য সকল ও সেইরূপ ধ্বংসাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। কালের যেমন ভূতাবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, দ্রব্য সকলেরও তদ্রূপ ধ্বংসের কারণ বলা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে।

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্মতদ্ভিষজাং মতম্॥
কথং শরীরে ধাতূনাং বৈষম্যং ন ভবেদিতি।
সমানাঞ্চানুবন্ধঃ স্যাদিত্যর্থং ক্রিয়তে ক্রিয়া॥

যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরের বিষম ধাতু সকল সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম রোগের চিকিৎসা। এবং তাহাই চিকিৎসকের কার্য্য। শরীরে ধাতুসকলের কোন মতে বৈষম্য প্রাপ্তি না হয় এবং সমধাতু সকল যথা ভাবে যাহাতে স্থায়ী থাকে, ইহাই চিকিৎসার প্রয়োজন।

ত্যাগাদ্বিষমহেতূনাং সমানাঞ্চোপসেবনাৎ।
বিষমানানুবধ্নন্তি জায়ন্তে ধাতবঃ সমাঃ॥
সমৈস্তু হেতুভির্যস্মাদ্ধাতূন্ সংজনয়েৎ সমান্॥

ধাতুবৈষম্যজনক হেতুসকল পরিত্যাগ করায় এবং ধাতুসাম্যের হেতু সকল প্রতিপালন করায় শারীরিক ধাতুসকল বিষম হইতে পারে না পরন্তু সমভাবে অবস্থান করে। যেহেতু সমান কারণ দ্বারাই ধাতুসকলের সমতা জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসাপ্রাভৃতস্তস্মাদ্দাতা দেহসুখায়ুষাম্॥
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য নৃলোকে[illegible]ভয়স্য চ।
দাতা সম্পদ্যতে বৈদ্যো দানাদ্দেহসুখায়ুষাম্॥

চিকিৎসানিপুণ বৈদ্য শরীরের ধাতুসমূহের সমতা রক্ষা করেন বলিয়াই সেই জন্য তাঁহাকে দেহসুখ, আয়ুঃ, ধর্ম্মার্থকাম এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকের দাতা বলা যায়। বাস্তবিক ও যে বৈদ্য দেহসুখ ও আয়ুর্দান করেন, তিনিই দাতা।

তত্র শ্লোকাঃ।

চিকিৎসাপ্রাভৃতগুণো দোষো যশ্চেতরাশ্রয়ঃ।
যোগাযোগাতিযোগানাং লক্ষণং সিদ্ধিসংশ্রয়ম্॥

বহুদোষস্য লিঙ্গানি সংশোধনগুণাশ্চ যে।
চিকিৎসাসূত্রমাত্রঞ্চ সিদ্ধিব্যাপত্তিসংশ্রয়ম্ ॥
যা চ যুক্তিশ্চিকিৎসায়াং যশ্চার্থ কুরুতে ভিষক্।
চিকিৎসাপ্রাভৃতাধ্যায়ে তৎ সর্ব্বমবদন্মুনিঃ ॥

চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যের গুণ এবং অনিপুণ বৈদ্যের দোষ; সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচন ঔষধের যোগ, অযোগ ও অতিযোগের লক্ষণ; সংশোধনযোগ্য নানাবিধ রোগের স্বরূপ, সংশোধনের যে যে গুণ; সিদ্ধি ও বিপত্তিবিষয়ক চিকিৎসার সূত্রসকল; চিকিৎসাবিষয়িণী যুক্তি এবং বৈদ্যের কার্য্য—এই সকল বিষয় এই চিকিৎসাপ্রাভৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ পুনর্ব্বসু কহিয়াছেন।

ইতি কল্পনাচতুষ্কম্।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
চিকিৎসাপ্রাভৃতীয়ো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃততন্ত্রের ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কিয়ন্তঃ শিরসীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা কিয়ন্তঃশিরসীয়নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। (কিয়ন্তঃ শিরসীয় অর্থে কতকগুলি শিরোরোগ সম্বন্ধীয়)।

কিয়ন্তঃ শিরসি প্রোক্তা রোগা হৃদি চ দেহিনাম্।
কতি বাপ্যনিলাদীনাং রোগা মানবিকল্পজাঃ ॥
ক্ষয়াঃ কতি সমাখ্যাতাঃ পিড়কাঃ কতি বানঘ।
গতিঃ কতিবিধা চোক্তা দোষাণাং দোষসূদন ॥

অগ্নিবেশ কহিলেন, দেহধারীদিগের মস্তকের রোগ কতপ্রকার এবং হৃদয়েই বা কতপ্রকার রোগ জন্মে? বায়ু পিত্তকফের পরিমাণ ও বিকল্পভেদেই বা কত প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়? ক্ষয়রোগ কত প্রকার? হে অনঘ! পিড়কাই বা কয় প্রকার? হে দোষহৃদন! দোষসকলের গতিই বা কতপ্রকার?

হুতাশবেশস্য বচস্তচ্ছ্রুত্বা গুরুরব্রবীৎ।
পৃষ্টবানসি যৎ সৌম্য তন্মে শৃণু সবিস্তরম্ ॥

অগ্নিবেশের এই প্রশ্ন শুনিয়া গুরু আত্রেয় কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দৃষ্টাঃ পঞ্চ শিরোরোগাঃ পঞ্চৈব হৃদয়াময়াঃ।
ব্যাধীনাং হ্যধিকাষষ্টির্দোষমানবিকল্পজাঃ॥
দশ চাষ্টৌ ক্ষয়াঃ সপ্ত পিড়কা মধুমেহিকাঃ।
দোষাণাং ত্রিবিধা চোক্তা গতির্বক্ষ্যামি বিস্তরম্॥

শিরোরোগ পাঁচপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। হৃদ্‌রোগ পাঁচপ্রকার। দোষের পরিমাণ ও বিকল্পভেদে রোগ সকল বাষট্টি প্রকার; ক্ষয়রোগ আঠার প্রকার; মধুমেহ সম্বন্ধীয় পীড়কা সাতপ্রকার এবং দোষের গতি তিনপ্রকার। এই সকল বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি।

সন্ধারণাদ্দিবাস্বপ্নাদ্রাত্রৌ জাগরণান্মদাৎ।
উচ্চৈর্ভাষ্যাদবশ্যায়াৎ প্রাগ্বাতাদতিমৈথুনাৎ॥
গন্ধাদসাত্ম্যাদাঘ্রাতাদ্রজোধূমানিলাতপাৎ।
গুর্ব্বম্লহরিতাদানাদতিশীতাম্বুসেবনাৎ॥
শিরোভিঘাতাদ্দুষ্টামাদ্রোদনাদ্বাষ্পনিগ্রহাৎ।
মেঘাগমান্মনস্তাপাদ্দেশকালবিপর্য্যয়াৎ॥
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি শিরস্যস্রঞ্চ দুষ্যতি।
ততঃ শিরসি জায়ন্তে রোগা বিবিধলক্ষণাঃ॥

মলমূত্রের বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, উচ্চকথন, শিশির সেবন, পূর্ব্ববায়ু বা অতিবায়ুসেবন, অতিশয় মৈথুন, অসাত্ম্যগন্ধাদি আঘ্রাণ, ধূলা, ধূম, বায়ু এবং রৌদ্র সেবন, গুরুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও শাকভক্ষণ, অত্যন্ত শীতল জল সেবন, মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি, অজীর্ণজনিত দুষ্ট আম, রোদন, অশ্রুবেগ নিগ্রহ, মেঘযুক্ত দিক্‌সকল, অত্যন্ত মনস্তাপ এবং দেশ ও কালের বিপর্য্যয়—এই সকল কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মস্তকস্থ রক্তকে দূষিত করে। তদনন্তর নানা লক্ষণাক্রান্ত শিরোরোগসকল জন্মিয়া থাকে।

প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
যদুত্তমাঙ্গমঙ্গানাং শিরস্তদভিধীয়তে॥

যে স্থানকে আশ্রয় করিয়া প্রাণীদিগের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অবস্থিত রহিয়াছে; অঙ্গ সকলের মধ্যে যাহা উত্তমাঙ্গ বলিয়া খ্যাত, তাহাকেই শিরঃ বা মস্তক কহিয়া থাকে।

অর্দ্ধাবভেদকো বা স্যাৎ সর্ব্বং বা রুজ্যতে শিরঃ।
প্রতিশ্যামুখনাসাক্ষিকর্ণরোগশিরোভ্রমাঃ॥
অর্দ্দিতং শিরসঃ কম্পো গলমন্যাহনুগ্রহঃ।
বিবিধাশ্চাপরে রোগা বাতাদিক্রিমিসম্ভবাঃ॥

অর্দ্ধাবভেদক, (আধ্‌কপালে) অথবা সমস্ত মস্তকে বেদনা বোধ, প্রতিশ্যায় (মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব), মুখ রোগ, নাসারোগ, অক্ষিরোগ এবং কর্ণরোগ; শিরোভ্রম (মাথাঘোরা), অর্দ্দিত, শিরঃকম্প, গলস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ এবং বায়ুপিত্ত কফ ও ক্রিমি হইতে অপর বিবিধ রোগ মস্তকে জন্মিয়া থাকে।

পৃথগ্‌দৃষ্টাস্তু যে পঞ্চ সংগ্রহে পরমর্ষিভিঃ।
শিরোগদাংস্তান্ শৃণু মে যথাস্বৈর্হেতুলক্ষণৈঃ॥

মহর্ষিগণ সংক্ষেপে যে পাঁচপ্রকার শিরোরোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমি হেতু ও লক্ষণের সহিত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

উচ্চৈর্ভাষ্যাতিভাষ্যাভ্যাং তীক্ষ্ণপানাৎ প্রজাগরাৎ।
শীতমারুতসংস্পর্শাদ্ব্যায়ামাদ্‌বেগনিগ্রহাৎ॥
উপবাসাদভিঘাতাদ্বিরেকবমনাদতি।
বাস্পশোকভয়ত্রাসাদ্‌ভারমার্গাতিকর্ষণাৎ॥
শিরোগতা বৈ ধমনীর্বায়ুরাবিশ্য কুপ্যতি।
ততঃ শূলং মহত্তস্য বাতাৎ সমুপজায়তে॥
নিস্তুদ্যেতে ভৃশং শঙ্খৌ ঘাটা সম্ভিদ্যতে তথা।
ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ তপতীবাতিবেদনম্॥
বধ্যেতে স্বনতঃ শ্রোত্রে নিষ্কৃষ্যেতে ইবাক্ষিণী।
ঘূর্ণতীব শিরঃসর্ব্বং সন্ধিভ্য ইব মুচ্যতে॥
স্ফুরত্যতিশিরাজালং স্তুভ্যতে চ শিরোধরা।
স্নিগ্ধোষ্ণমুপসেবেত শিরোরোগেঽনিলাত্মকে॥

উচ্চভাষণ, অতিভাষণ, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, শীতলবায়ুসেবন, অতিশয় ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, শরীরে কোন আঘাত প্রাপ্তি, অতিশয় বিরেচন বা অতিশয় বমন, অশ্রুপাত, শোক, ভয়, ত্রাস, অতিশয় ভার বহন ও অতিশয় পথ ভ্রমণ—এই সকল কারণে শিরোগত বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মস্তকস্থ শিরাসমূহে প্রবেশ করতঃ কুপিত হইয়া থাকে। অনন্তর বায়ুর প্রকোপহেতু মস্তকে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; শঙ্খদ্বয় স্ফুরিত হইতে থাকে; ঘাড় যেন ছিঁড়িয়া যাইতে থাকে; ভ্রূর মধ্য ও ললাট বেদনায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়; কর্ণ বদ্ধ হইয়া ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতে থাকে; চক্ষুদ্বয় যেন টানিতে থাকে; সমুদয় মস্তক যেন ঘুরিতে থাকে; সন্ধিস্থান সকল যেন খসিয়া পড়ে; পীড়িত স্থানের শিরা সকল অত্যন্ত নাচিতে থাকে এবং গ্রীবাদেশ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। বায়ুজনিত শিরোরোগের এই সকল লক্ষণ। বায়ুজনিত শিরোরোগে স্নিগ্ধোষ্ণ ঔষধাদি সেবন বিহিত।

কট্বম্ললবণক্ষারমদ্যক্রোধাতপানলৈঃ।
পিত্তং শিরসি সংদুষ্টং শিরোরোগায় কল্পতে॥
দহ্যতে ভুয্যতে তেন শিরঃশীতং সুশূয়তে।
দহ্যেতে চক্ষুষী তৃষ্ণাভ্রমঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥

কটু, অম্ল, লবণ, ও ক্ষারদ্রব্য সেবন, এবং মদ্যপান, ক্রোধ, আতপ ও অগ্নি সেবন দ্বারা মস্তকস্থিত পিত্ত সম্যক্ প্রকারে কুপিত হইয়া শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। পিত্তজনিত শিরো-

রোগে মস্তকে জ্বালাসহ সূচী ভেদনবৎ বেদনা হইতে থাকে; শীতল দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়; চক্ষুদ্বয় জ্বলিতে থাকে; পিপাসা উপস্থিত হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে এবং সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গমন হইতে থাকে।

আস্যাসুখৈঃ স্বপ্নসুখৈর্গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনৈঃ।
শ্লেষ্মা শিরসি সংদুষ্টঃ শিরোরোগায় কল্পতে॥
শিরো মন্দরুজং তেন সুপ্তস্তিমিতভারিকম্।
ভবত্যুৎপদ্যতে তন্দ্রীস্তথালস্যমরুচিস্তথা॥

সর্ব্বদা সুখজনক উপবেশন ও সর্ব্বদা নিদ্রাসুখহেতু, এবং গুরু ও অতিশয় স্নিগ্ধদ্রব্যাদি ভোজন হেতু, মস্তকস্থিত শ্লেষ্মা সম্যক্‌রূপে দূষিত হইয়া শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। তাহাতে শিরোদেশে মন্দমন্দ বেদনা উপস্থিত হয়। মস্তক সুপ্ত, স্তিমিত ও ভার হয় এবং তন্দ্রা, আলস্য ও অরুচি জন্মিয়া থাকে।

বাতাচ্ছূলং ভ্রমঃ কম্পঃ পিত্তাদ্দাহো মদস্তৃষা।
কফাদ্‌গুরুত্বং তন্দ্রা চ শিরোরোগে ত্রিদোষজে॥

বায়ুজনিত শিরোরোগে মস্তকশূল, ঘূর্ণন এবং কম্প; পিত্তজনিত শিরোরোগে মস্তকের জ্বালা, মত্ততা এবং পিপাসা এবং কফজ শিরোরোগে মস্তকের গুরুতা ও তন্দ্রা। ত্রিদোষজনিত অর্থাৎ সান্নিপাতিক শিরোরোগে এই সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তিলক্ষীরগুড়াজীর্ণপূতিসঙ্কীর্ণভোজনাৎ।
ক্লেদোঽসৃক্‌কফমাংসানাং দোষলস্যোপজায়তে॥
ততঃ শিরসি সংক্লেদাৎ ক্রিময়ঃ পাপকর্ম্মণঃ।
জনয়ন্তি শিরোরোগং জাতা বীভৎসলক্ষণম্॥
ছেদব্যধনরুক্‌কণ্ডুশোফদৌর্গন্ধ্যদুঃখিতম্।
ক্রিমিরোগাতুরং বিদ্যাৎ ক্রিমীণাং লক্ষণেন চ॥

তিল, দুগ্ধ, গুড়, অজীর্ণকর দ্রব্য, পচা মাছ, মাংস প্রভৃতি এবং সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন হেতু বাতাদিদূষিত ব্যক্তির রক্ত, মাংস এবং কফে ক্লেদ জন্মে। অনন্তর ঐ সকল ক্লেদ হইতে সেই পাপাচারী পুরুষের উদরে ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইয়া বীভৎসলক্ষণ শিরোরোগ জন্মাইয়া থাকে। তাহাতে মস্তকে বিদ্ধবৎ ও ছেদনবৎ বেদনা উপস্থিত হয়, কণ্ডু, শোথ ও শারীরিক দৌর্গন্ধ্যাদি উপস্থিত হইয়া অতিক্লেশের কারণ হয়। ক্রিমিজনিত শিরোরোগে ক্রিমিরোগোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

শোকোপবাসব্যায়ামরুক্ষশুষ্কাল্পভোজনৈঃ।
বায়ুরাবিশ্য হৃদয়ং জনয়ত্যুত্তমাং রুজম্॥
বেপথুর্বেষ্টনং স্তম্ভঃ প্রমোহঃ শূন্যতা ভ্রমঃ।
হৃদি বাতাতুরে রূপং জীর্ণে চাত্যর্থবেদনা॥

শোক, উপবাস, ব্যায়াম, রুক্ষ ও শুষ্ক দ্রব্য ভোজন এবং অল্প ভোজন দ্বারা বায়ু হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বেদনা জন্মায়। তাহাতে কম্পন, বেষ্টন, (দড়ী দিয়া বাঁধার ন্যায়

হৃদয়ে চাপ্ চাপ্ বোধ) স্তম্ভ, মোহ, হৃদয় ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ এবং হৃদয়ে দুর্ দুর্ শব্দ হইতে থাকে। এই বায়ুজনিত হৃদ্‌রোগের আর একটী লক্ষণ এই যে আহার জীর্ণ হইবার পর বেদনার আধিক্য হয়।

উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনৈঃ।
মদ্যক্রোধাতপৈশ্চাশু হৃদি পিত্তং প্রকুপ্যতি॥
হৃদ্দাহস্তিক্ততা বক্ত্রে তিক্তাম্লোদ্গিরণং ক্লমঃ।
তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমঃ স্বেদঃ পিত্তহৃদ্রোগলক্ষণম্॥

উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু এবং অজীর্ণকর দ্রব্যাদি আহার হেতু এবং মদ্যপান, ক্রোধ ও আতপসেবন হেতু পিত্ত শীঘ্র প্রকুপিত হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ হৃদ্‌রোগ জন্মায়। তাহাতে বুকজ্বালা, মুখের তিক্ততা, তিক্ত ও অম্লউদ্গার, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, ভ্রম ও স্বেদ উপস্থিত হয়। পিত্তজাত হৃদ্‌রোগের এই লক্ষণ।

অত্যাদানং গুরুস্নিগ্ধমচিন্তনমচেষ্টনম্।
নিদ্রাসুখং চাপ্যধিকং কফহৃদ্রোগকারণম্॥
হৃদয়ং কফহৃদ্রোগে সুপ্তং স্তিমিতভারিকম্।
তন্দ্রারুচিপরীতস্য ভবত্যশ্মাবৃতং যথা॥

অতিশয় ভোজন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, কোন বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা না থাকা, অধিক নিদ্রা সুখ অনুভব করা—এই সকল কারণে কফজ হৃদ্‌রোগ জন্মায়। কফজ হৃদ্‌রোগে হৃদয় সুপ্ত, স্তিমিত ও ভারগ্রস্ত হয়। ইহাতে তন্দ্রা ও অরুচি জন্মে এবং হৃদয়দেশ প্রস্তরাবৃতের ন্যায় বোধ হয়।

হেতুলক্ষণসংসর্গাদুচ্যতে সান্নিপাতিকঃ।
হৃদ্রোগঃ কষ্টদঃ কষ্টসাধ্য উক্তো মহর্ষিভিঃ॥
ত্রিদোষজে তু হৃদ্রোগে যো দুরাত্মা নিষেবতে।
তিলক্ষীরগুড়াদীনি গ্রন্থিস্তস্যোপজায়তে॥
মর্ম্মৈকদেশে সংক্লেদং রসশ্চাস্যোপগচ্ছতি।
সংক্লেদাৎ ক্রিময়শ্চাস্য ভবন্ত্যপহতাত্মনঃ॥
মর্ম্মৈকদেশে তে জাতাঃ সর্পন্তো ভক্ষয়ন্তি চ।
তুদ্যমানং সহৃদয়ং সূচীভিরিব মন্যতে॥
ছিদ্যমানং যথাশাস্ত্রৈর্জাতকণ্ডুং মহারুজম্।
হৃদ্রোগং ক্রিমিজস্ত্বেতৈর্লিঙ্গৈর্বুদ্ধা সুদারুণম্॥
ত্বরেত জেতুং তং বিদ্বান্ বিকারং শীঘ্রকারিণম্॥

বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত পূর্ব্বোল্লিখিত হৃদ্‌রোগের হেতু ও লক্ষণ সমূহের সংসর্গ অর্থাৎ একত্র মিলন হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক হৃদ্‌রোগ বলে। সান্নিপাতিক হৃদ্‌রোগ কষ্টপ্রদ ও কষ্টসাধ্য। যে দুরাত্মা এই সান্নিপাতিক হৃদ্‌রোগে তিল, দুগ্ধ ও গুড়াদি সেবন করে,

তাহার গ্রন্থি রোগ হয় এবং হৃদয়ে ক্লেদ ও রস জন্মিয়া থাকে। সেই ক্লেদ ও রস হইতে ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়। ক্রিমি সকল হৃদয়ে জন্মিয়া সর্ব্বশরীরে বিচরণ করতঃ শরীরের রসরক্তাদি ভক্ষণ করে। উহারা সূচীর ন্যায় হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে থাকে; শস্ত্রের ন্যায় অঙ্গ সকল ছিন্ন করিতে থাকে এবং কণ্ডূ ও ভয়ানক বেদনা উৎপাদন করে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা ক্রিমিজনিত সুদারুণ হৃদ্‌রোগ বুঝিতে পারিয়া বিদ্বান্ বৈদ্য শীঘ্র ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন।

দ্ব্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্‌স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্।
সমৈশ্চৈকো বিকারাস্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ ॥

সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার। তন্মধ্যে দুই দুই দোষের উল্বণ অর্থাৎ প্রাবল্য হেতু এবং এক দোষের উল্বণ বা প্রাবল্য হেতু ছয় প্রকার সন্নিপাত জন্মে। এক দোষের হীনতা, অপর দোষের মধ্যতা এবং তৃতীয় দোষের আধিক্য দ্বারা ছয় প্রকার জন্মে এবং তিন দোষের সমান প্রকোপ হইলে এক প্রকার সন্নিপাত জন্মে। সর্ব্বশুদ্ধ এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত।

সংসর্গেণ নবৈতে ষড়েকবৃদ্ধ্যা সমৈস্ত্রয়ঃ।
পৃথক্‌ত্রয়শ্চ তৈর্দ্বৈর্ব্যাধয়ঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥

দুই দোষ হইতে যে সন্নিপাত উৎপন্ন হয় তাহা নয় প্রকার। তন্মধ্যে এক দোষের বৃদ্ধি হইতে ছয় প্রকার এবং দুই দোষের সমতা হেতু তিন প্রকার হয়। আর এক একটি দোষের প্রকোপে অপর তিন প্রকার পীড়া জন্মে। অতএব দোষের সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ প্রকার হইল।

যথাবৃদ্ধৈস্তথা ক্ষীণৈর্দোষৈঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
বৃদ্ধিক্ষয়কৃতশ্চান্যো বিকল্প উপদিশ্যতে ॥

যেমন দোষের বৃদ্ধি হেতু পঁচিশ প্রকার পীড়া জন্মে, তেমনি দোষের ক্ষয়হেতুও পঁচিশ প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। বৃদ্ধি ও ক্ষয় কৃত অন্য প্রকার বিকল্প আছে, তাহার কথা বলা যাইতেছে।

বৃদ্ধিরেকস্য সমতা চৈকস্যৈকস্য সংক্ষয়ঃ।
দ্বন্দ্ববৃদ্ধিঃ ক্ষয়শ্চৈকস্যৈকবৃদ্ধির্দ্বয়োঃ ক্ষয়ঃ ॥

একের বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ের সমতা ও তৃতীয়ের ক্ষয়—এইরূপে ছয় প্রকার বিকল্প হইতে পারে। আবার দুইয়ের বৃদ্ধি ও একের ক্ষয় এবং একের বৃদ্ধি ও দুইয়ের ক্ষয়—এই ছয় প্রকার বিকল্পও হইতে পারে।

প্রকৃতিস্থং যদা পিত্তং মারুতঃ শ্লেষ্মণঃ ক্ষয়ে।
স্থানাদাদায় গাত্রেষু যত্র যত্র বিসর্পতি ॥
তদা ভেদশ্চ দাহশ্চ তত্র তত্রানবস্থিতঃ।
গাত্রদেশে ভবেত্তস্য শ্রমো দৌর্ব্বল্যমেব চ ॥

শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে যখন বায়ু প্রকৃতিস্থ পিত্তকে স্বস্থান হইতে গ্রহণ করিয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচরণ করে, তখন সেই সেই স্থানে ভেদবৎ বেদনা, দাহ, শ্রম ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ সকল বায়ু পিত্তকে স্থানান্তরিত হইলে আর থাকে না।

প্রকৃতিস্থং কফং বায়ুঃ ক্ষীণে পিত্তে যদা বলী।
কর্ষেৎ কুর্য্যাত্তদা শূলং শৈত্যস্তম্ভনগৌরবম্॥

পিত্তের ক্ষয় হইলে যখন বায়ু বলবান্ হইয়া প্রকৃতিস্থ কফকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন শরীরে বেদনা, শৈত্য, স্তম্ভ ও গুরুতা হয়।

প্রকৃতিস্থং যদা বাতং পিত্তং কফপরিক্ষয়ে।
সংরুণদ্ধি তদা দাহঃ শূলঞ্চাস্যোপজায়তে॥

কফের ক্ষয় হইলে যখন পিত্ত প্রকৃতিস্থ বায়ুর গতিরোধ করে, তখন শরীরে দাহ ও বেদনা উপস্থিত হয়।

প্রকৃতিস্থং কফং পিত্তং যদা বাতপরিক্ষয়ে।
সন্নিরুন্ধ্যাত্তদা কুর্য্যাৎ সতন্দ্রাগৌরবং জ্বরম্॥

বায়ুক্ষীণ হইলে যখন পিত্ত প্রকুপিত হইয়া প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মার গতিরোধ করে, তখন তন্দ্রা, গাত্রভার ও জ্বর উপস্থিত হয়।

প্রকৃতিস্থং যদা বাতং শ্লেষ্মা পিত্তপরিক্ষয়ে।
সন্নিরুন্ধ্যাত্তদা কুর্য্যাচ্ছীতকং গৌরবং জ্বরম্॥

পিত্ত ক্ষীণ হইলে যখন শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া প্রকৃতিস্থ বায়ুর গতিরোধ করে, তখন শরীরে শৈত্য, গুরুত্ব ও জ্বর উপস্থিত হয়।

প্রকৃতিস্থং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা মারুতসংক্ষয়ে।
সন্নিরুন্ধ্যাত্তদা কুর্য্যান্মৃদ্বগ্নিত্বং শিরোগ্রহম্॥
নিদ্রাং তন্দ্রাং প্রলাপঞ্চ হৃদ্রোগং গাত্রগৌরবম্।
নখাদীনাঞ্চ পীতত্বং ষ্ঠীবনং কফপিত্তয়োঃ॥

বায়ুক্ষীণ হইলে যখন শ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থ পিত্তকে সন্নিরুদ্ধ করে, তখন মন্দাগ্নি, শিরঃশূল, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, প্রলাপ, হৃদ্‌রোগ, শরীরভার, নখ ও শরীরের অপরাপর অঙ্গের পীতবর্ণতা এবং কফ ও পিত্তের নিষ্ঠীবন হইয়া থাকে।

হীনবাতস্য তু শ্লেষ্মা পিত্তেন সহিতশ্চরন্।
করোত্যরোচকাপাকৌ সদনং গৌরবং তথা॥
হৃল্লাসমাস্যস্রবণং পাণ্ডুতাং দূষনং মদম্।
বিরেকস্য চ বৈষম্যং বৈষম্যমনলস্য চ॥

বায়ু ক্ষীণ হইলে শ্লেষ্মা যখন পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে বিচরণ করে, তখন অরুচি, অপরিপাক, অবসাদ, গাত্রগুরুতা, হৃল্লাস, মুখ হইতে জলস্রাব, পাণ্ডুতা, বেদনা, মত্ততা, মলভেদের অল্পতা বা আধিক্য এবং অগ্নির বৈষম্য উপস্থিত হয়।

হীনপিত্তস্য তু শ্লেষ্মা মারুতেনোপসংহিতঃ।
স্তম্ভং শৈত্যঞ্চ তোদঞ্চ জনয়ত্যনবস্থিতম্॥

গৌরবং মৃদুতামগ্নেৰ্ভক্তাশ্রদ্ধাঞ্চ বেপনম্।
নখাদীনাঞ্চ শুক্লত্বং গাত্রপারুষ্যমেব চ ॥

ক্ষীণ-পিত্ত ব্যক্তির শ্লেষ্মা বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অস্থায়ী ভাবে স্তব্ধতা, শৈত্য, বেদনা, গাত্রগুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, অন্নদ্বেষ, কম্প, নখাদির শুক্লত্ব এবং গাত্রের কর্কশতা উৎপাদন করে।

মারুতস্তু কফে হীনে পিত্তঞ্চ কুপিতং দ্বয়ম্।
করোতি যানি লিঙ্গানি শৃণু তানি সমাসতঃ ॥
ভ্রমমুদ্বেষ্টনং তোদং দাহং স্ফুটনবেপনে।
অঙ্গমৰ্দ্দং পরীশোষং হৃদয়ে ধূপনং তথা ॥

শরীর কফহীন হইলে এবং বায়ু ও পিত্ত উভয়ে প্রকুপিত হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এইরূপ হইলে ভ্রম, উদ্বেষ্টন (সমুদয় শরীর গুরুবস্ত্রাবৃতের ন্যায়বোধ), বেদনা, দাহ, স্ফুটন (হাড়মড়মড়ানি), কম্প, অঙ্গমৰ্দ্দ, বক্ষঃস্থলের শুষ্কতা, এবং ধূপন অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে ধোঁয়ার মত নির্গত হইতে থাকে।

বাতপিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মা স্রোতাংস্যপিদধদ্ ভৃশম্।
চেষ্টাপ্রণাশং মূৰ্চ্ছাঞ্চ বাক্‌সঙ্গঞ্চ করোতি হি ॥

বায়ু ও পিত্ত উভয়ই ক্ষয় হইলে শ্লেষ্মা শারীরিক স্রোতসমূহকে অবরোধ করতঃ চেষ্টানাশ (অত্যন্ত অলসতা), মূৰ্চ্ছা ও বাক্‌রোধ জন্মাইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মক্ষয়ে পিত্তং দেহৌজঃ স্রংসয়েচ্চরৎ।
গ্লানিমিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণাং মূৰ্চ্ছাং ক্রিয়াক্ষয়ম্ ॥

বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ই ক্ষীণ হইলে পিত্ত দেহস্থ ওজোধাতুকে বিকৃত করিয়া গ্লানি, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, তৃষ্ণা, মূৰ্চ্ছা এবং অকৰ্ম্মণ্যতা উৎপাদন করে।

পিত্তশ্লেষ্মক্ষয়ে বায়ুর্মর্ম্মাণ্যভিনিপীড়য়ন্।
প্রণাশয়তি সংজ্ঞাঞ্চ বেপয়ত্যথ বা নরম্ ॥

শারীরিক পিত্ত ও শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে বায়ু মর্ম্মস্থান সমূহকে নিপীড়িত করিয়া সংজ্ঞা লোপ করে। এবং অত্যন্ত কম্প উৎপাদন করে।

দোষাঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্বং লিঙ্গং দর্শয়ন্তি যথাবলম্।
ক্ষীণা জহতি লিঙ্গং স্বং সমাঃ স্বং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতে ॥

দোষ সকল বৰ্দ্ধিত হইলে যথাশক্তি স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে; ক্ষীণ হইলে স্ব স্ব লক্ষণ পরিহার করে এবং দোষসকল সমভাবে থাকিলে লক্ষণ সকলেরও সমতা হয়।

বাতাদীনাং রসাদীনাং মলানামোজসস্তথা।
ক্ষয়াস্তত্রানিলাদীনামুক্তং সংক্ষীণলক্ষণম্ ॥

বাতাদি অর্থাৎ বায়ু পিত্তও কফ, রসাদি অর্থাৎ রস রক্ত ও মাংস প্রভৃতি সপ্তধাতু, মলাদি অর্থাৎ মলমূত্র প্রভৃতি এবং ওজোধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ু প্রভৃতি ক্ষয়ে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা বলা হইয়াছে।

ঘট্টতে সহতে শব্দং নোচ্চৈর্দ্রবতি শূন্যতে।
হৃদয়ং তাম্যতি স্বল্পচেষ্টস্যাপি রসক্ষয়ে॥

শরীরস্থ রসধাতু ক্ষয় হইলে হৃদয় ঘট্টিত হইতে থাকে, উচ্চশব্দ সহ্য হয়না, হৃদয় দুর্‌ দুর্‌ করিয়া কাঁপিতে থাকে এবং শূন্য বলিয়া বোধ হয়; চারিদিক্‌ অন্ধকার দেখে এবং চেষ্টাশক্তি কমিয়া যায়।

পরুষা স্ফুটিতা ম্লানা ত্বগ্রুক্ষা রক্তসংক্ষয়ে।
মাংসক্ষয়ে বিশেষেণ স্ফিগ্‌গ্রীবোদরশুষ্কতা॥

রক্তধাতু ক্ষয় হইলে ত্বক্‌ কর্কশ, স্ফুটিত (কেটে যাওয়া), মলিন এবং রুক্ষ হয়। শরীরের মাংস ধাতুক্ষয় হইলে পূর্ব্বোক্ত রক্তক্ষয়জনিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ স্ফিক্‌ (পাছা), গ্রীবা ও উদরের শুষ্কতা জন্মে।

সন্ধীনাং স্ফুটনং গ্লানিরক্ষ্ণোরায়াস এব চ।
লক্ষণং মেদসি ক্ষীণে তনুত্বঞ্চোদরস্য চ॥

মেদোধাতুর ক্ষয় হইলে শরীরের সন্ধিসমূহে স্ফুটনবৎ বেদনা, চক্ষুর গ্লানি, অকারণ শ্রান্তি-বোধ এবং উদর কৃশ হয়।

কেশলোমনখশ্মশ্রুদ্বিজপ্রপতনং শ্রমঃ।
জ্ঞেয়মস্থিক্ষয়ে রূপং সন্ধিশৈথিল্যমেব চ॥

অস্থিধাতুর ক্ষয় হইলে অকালে কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও দন্তের পতন হয়; বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ, এবং সন্ধিসমূহের শৈথিল্য জন্মে।

শীর্য্যন্ত ইব চাস্থীনি দুর্ব্বলানি লঘূনি চ।
প্রততং বাতরোগাণি ক্ষীণে মজ্জনি নির্দ্দিশেৎ॥

শরীরে মজ্জাধাতুর ক্ষয় হইলে অস্থি সকল শীর্ণ, দুর্ব্বল ও লঘু হয় এবং বায়ুবিকৃতিজনিত রোগসকলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দৌর্ব্বল্যং মুখশোষশ্চ পাণ্ডুতা সদনং শ্রমঃ।
ক্লৈব্যং শুক্রাবিসর্গশ্চ ক্ষীণশুক্রস্য লক্ষণম্‌॥

শুক্রধাতুর ক্ষয় হইলে দৌর্ব্বল্য, মুখের শুষ্কতা, পাণ্ডুতা, অবসন্নতা, ক্লান্তি, পুরুষত্বহানি এবং শুক্রের অল্পক্ষরণ হইয়া থাকে।

ক্ষীণে শকৃতি চান্ত্রাণি পীড়য়ন্নিব মারুতঃ।
রুক্ষস্যোন্নময়ন্‌ কুক্ষিং তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ গচ্ছতি॥

পুরীষের ক্ষয়বশতঃ ক্ষীণপুরীষ ব্যক্তির দেহ রুক্ষ হইয়া থাকে এবং বায়ু কুপিত হইয়া তাহার অন্ত্রসমূহ পীড়ন করিতে থাকে ও কুক্ষিকে উন্নমিত করিয়া তির্য্যক্‌ ও ঊর্দ্ধ দিকে বিচরণ করিতে থাকে।

মূত্রক্ষয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রবৈবর্ণ্যমেব চ।
পিপাসা বাধতে চাস্য মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥

মূত্রের ক্ষয় হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রের বিবর্ণতা, পিপাসা এবং মুখের শুষ্কতা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মলায়নানি চান্যানি শূন্যানি চ লঘূনি চ।
বিশুষ্কানি চ লক্ষ্যন্তে যথাস্বং মলসংক্ষয়ে॥

অন্যান্য মলমার্গ সকলের ও মলক্ষীণ হইলে সেই সেই মলায়ন সকল শূন্য, লঘু ও শুষ্ক বোধ হইয়া থাকে।

বিভেতি দুর্ব্বলোঽভীক্ষ্ণং ধ্যায়তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনারুক্ষঃ ক্ষামশ্চৈবৌজসঃ ক্ষয়ে॥

শরীরে ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে ওজোহীন ব্যক্তি অকারণ ভীত, দুর্ব্বল এবং সদাই চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তাহার ইন্দ্রিয় সকল ব্যথিত হয়, শরীর শ্রীহীন হয়, মন স্ফূর্তিবিহীন থাকে, এবং সর্ব্বশরীর রুক্ষ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে।

হৃদি তিষ্ঠতি যচ্ছুভ্রং রক্তমীষৎ সপীতকম্।
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্না বিনশ্যতি॥

হৃদয়ে যে শুদ্ধ ঈষৎ পীতবর্ণ রক্ত আছে, তাহাকে ওজোধাতু বলে। এই ওজোনাশে শরীরের নাশ হইয়া থাকে।

ব্যায়ামোঽনশনং চিন্তা রুক্ষাল্পপ্রমিতাশনম্।
বাতাতপৌ ভয়ং শোকো রুক্ষপানং প্রজাগরঃ॥
কফশোণিতশুক্রাণামতিবর্ত্তনমোক্ষণম্।
কালো ভূতোপঘাতশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ক্ষয়হেতবঃ॥

অতি ব্যায়াম, উপবাস ও চিন্তা; রুক্ষ, অল্প বা অতিমাত্র ভোজন, অতিমাত্র বায়ু বা রৌদ্র সেবন; ভয়, শোক, রুক্ষপান, রাত্রিজাগরণ, কফ, শোণিত ও শুক্রের অতিপ্রবৃত্তি অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নির্গমন ও মোক্ষণ, এবং কালরোগ ও ভূতোপঘাত—এই সকল কারণে শরীরের ধাতুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

গুরুস্নিগ্ধাম্ললবণান্যতিমাত্রং সমশ্নতাম্।
নবমন্নঞ্চ পানঞ্চ নিদ্রামাস্যাসুখানি চ॥
ত্যক্তব্যায়ামচিন্তানাং সংশোধনমকুর্ব্বতাম্।
শ্লেষ্মা পিত্তঞ্চ মেদশ্চ মাংসঞ্চাতিপ্রবর্দ্ধতে॥
তৈরাবৃতগতির্বায়ুরোজ আদায় গচ্ছতি।
যদা বস্তিং তদা কৃচ্ছ্রো মধুমেহঃ প্রবর্ত্ততে॥

গুরু, স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণের অতিমাত্র সেবন; নূতন তণ্ডুলের অন্ন ভোজন; নূতন জলপান; অতিশয় নিদ্রা; সর্ব্বদা সুখে অলসভাবে শয়ন ও উপবেশন; শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক চিন্তার একেবারে ত্যাগ; আবশ্যক হইলে বমন বিরেচনাদি সংশোধন না করা;—এই সকল কারণে লোকের শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ ও মাংস বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ শ্লেষ্মা প্রভৃতির দ্বারা বায়ুর

গতি আবৃত হইয়া থাকে। এই বায়ু বদ্ধগতি হওয়াতে ওজোধাতুকে গ্রহণ করতঃ বস্তিপ্রদেশে (মূত্রাশয়ে) গমন করে। যখন এইরূপ হয়, তখন অতি যন্ত্রণাদায়ক মধুমেহ রোগ জন্মিয়া থাকে।

সমারুতস্য পিত্তস্য কফস্য চ মুহুর্মুহুঃ।
দর্শয়িত্যাকৃতিং গত্বা ক্ষয়মাপ্যায়তে পুনঃ॥

এই মধুমেহরোগে, বর্দ্ধিত বা কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণ সকল মুহুর্মুহু প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং উহাদের ক্ষয় ও বৃদ্ধি পুনঃ পুনঃ লক্ষিত হয়।

উপেক্ষয়াদস্য জায়ন্তে পিড়কাঃ সপ্ত দারুণাঃ।
মাংসলেম্ববকাশেষু মর্ম্মস্বপি চ সন্ধিষু॥
শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী সর্ষপী তথা।
অলজী বিনতাখ্যা চ বিদ্রধী চেতি সপ্তমী॥

প্রথম হইতে মধুমেহের উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ রীতিমত চিকিৎসা না করিলে মাংসল স্থান, মর্ম্মস্থান ও সন্ধিস্থান সমূহে সাত প্রকারের দারুণ পিড়কা জন্মে। সেই সাতপ্রকার পিড়কার নাম যথাঃ—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, সর্ষপী, অলজী, বিনতা ও বিদ্রধি।

অন্তোন্নতা মধ্যনিম্না স্রাব ক্লেদরুজান্বিতা।
শরাবিকা স্যাৎ পিড়কা শরাবাকৃতিসংস্থিতা॥

যে পিড়কার আকৃতি শরাবের ন্যায় গোল, যাহার চতুঃসীমা গাত্রচর্ম্ম অপেক্ষা উন্নত ও মধ্য-ভাগ নিম্ন,, যাহা স্রাবা, ক্লেদযুক্ত ও বেদনা বিশিষ্ট, তাহাকে শরাবিকা বলে।

অবগাঢ়ার্ত্তিনিস্তোদা মহাবাস্তুপরিগ্রহা।
শ্লক্ষ্ণা কচ্ছপপৃষ্ঠাভা পিড়কা কচ্ছপী মতা॥

যে পিড়কার আকৃতি কচ্ছপ পৃষ্ঠের ন্যায়, যাহা গভীর বেদনাবিশিষ্ট, বহুস্থানব্যাপী এবং মসৃণ—তাহাকে কচ্ছপিকা বলে।

স্তব্ধা শিরাজালবতী স্নিগ্ধা স্রাবা মহাশয়া।
রুজানি স্তোদবহুলা সূক্ষ্মচ্ছিদ্রা চ জালিনী॥

যে পিড়কা জালের ন্যায় সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, দীর্ঘায়ত, ঘৃত তৈলাদির ন্যায় স্নিগ্ধস্রাব বিশিষ্ট, শিরাময় এবং স্তব্ধ অর্থাৎ ক্ষয়বৃদ্ধি রহিত, তাহাকে জালিনী পিড়কা বলে।

পিড়কা নাতিমহতী ক্ষিপ্রপাকা মহারুজা।
সর্ষপী সর্ষপাভাভিঃ পিড়কাভিশ্চিতা ভবেৎ॥

যে পিড়কা অতিবৃহৎ নহে, যাহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে, ভয়ানক বেদনাবিশিষ্ট, এবং সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে সর্ষপী পিড়কা বলে।

দহতি ত্বচমুত্থানে তৃষ্ণামোহজ্বরান্বিতা।
বিসর্পত্যনিশং দুঃখং দহত্যগ্নিরিবালজী॥

যে পিড়কার উত্থানকালে চর্ম্ম অত্যন্ত জ্বালা করে, এবং তৃষ্ণা, মোহ ও জ্বর উপস্থিত হয়, যাহা নিরন্তর সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এবং যাহা অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে থাকে, তাহাকে অলজী পিড়কা কহে।

অবগাঢ়রুজাক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপি চ।
মহতী বিনতা নীলা পিড়কা বিনতা মতা॥

যে পীড়কা পৃষ্ঠে বা উদরে জন্মিয়া থাকে, যাহা ভিতরে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, ও ক্লেদবিশিষ্ট যাহার আকার অতি বৃহৎ এবং যাহা নীলবর্ণ, তাহাকে বিনতা পীড়কা বলে।

বিদ্রধিং দ্বিবিধামাহুর্বাহ্যামাভ্যান্তরীন্তথা।
বাহ্যা ত্বক্‌স্নায়ুমাংসোত্থা কণ্ডরাভা মহারুজা॥

বিদ্রধি পিড়কা বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার। বাহ্য বিদ্রধি ত্বক্, স্নায়ু ও মাংস হইতে উত্থিত হয়। ইহা কণ্ডরা অর্থাৎ দড়াব ন্যায় এবং অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট।

শীতকাম্লবিদাহ্যুষ্ণরুক্ষশুষ্কাতিভোজনাৎ।
বিরুদ্ধাজীর্ণসংক্লিষ্টবিষমাসাত্ম্যভোজনাৎ॥
ব্যাপন্নবহুমদ্যত্বাদ্বেগসন্ধারণাৎ শ্রমাৎ।
জিহ্মব্যায়ামশয়নাদতিভারাধ্বমৈথুনাৎ॥
অন্তঃশরীরে মাংসাসৃক্ প্রবিশন্তি যদামলাঃ।
তদা সংজায়তে গ্রন্থির্গম্ভীরস্থঃ সুদারুণঃ॥

শীতল, বিদাহি, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও শুষ্ক দ্রব্যের অতি ভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যাদির ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্যাদি ভোজন, সংক্লিষ্ট অর্থাৎ পচা দ্রব্যাদি ভোজন, বিষম ভোজন অর্থাৎ কখন অধিক কখন বা অল্প ভোজন, কখন বা প্রাতে কখন বা মধ্যাহ্নে ভোজন; অসাত্ম্য অর্থাৎ অননুকূল দ্রব্য ভোজন; ব্যাপন্ন অর্থাৎ দূষিত ও পীড়াজনক ভোজন, বহুপরিমাণে মদ্যপান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অতিশয় শ্রম, বক্রভাবে আচরিত ব্যায়াম ও শয়ন, অতিভার বহন, অধিক পথ ভ্রমণ ও অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ—এই সকল কারণে যখন বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তকে অভিভূত করে, তখন অতি ভয়ঙ্কর গম্ভীরস্থানস্থ বিদ্রধি উৎপাদন করিয়া থাকে।

হৃদয়ে ক্লোম্নি যকৃতি প্লীহ্নি কুক্ষৌ চ বৃক্কয়োঃ।
নাভ্যাং বঙ্ক্ষণয়োর্বাপি বস্তৌ বা তীব্রবেদনঃ॥

এই আভ্যন্তরিক বিদ্রধি হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, কুক্ষি, বক্ষস্থল, নাভি, বঙ্ক্ষণ দ্বয় অর্থাৎ কুচ্‌কি ও বস্তি স্থান—এই সকল স্থানে তীব্র বেদনা সহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দুষ্টরক্তাতিমাত্রত্বাৎ স বৈ শীঘ্রং বিদহ্যতে।
ততঃ শীঘ্রবিদাহিত্বাদ্বিদ্রধীত্যভিধীয়তে॥

দুষ্টরক্তের আতিশয্য হেতু এই বিদ্রধি দাহের সহিত শীঘ্র পাকিয়া উঠে। শীঘ্র বিদাহিতা প্রযুক্ত এই পিড়কার ন্যায় বিদ্রধি।

ব্যধচ্ছেদভ্রমানাহশব্দস্ফুরণসর্পণৈঃ।
বাতিকীং পৈত্তিকীং তৃষ্ণাদাহমোহমদজ্বরৈঃ॥
জৃম্ভোৎক্লেশারুচিস্তম্ভশীতকৈঃ শ্লৈষ্মিকীং বিদুঃ॥

ব্যধ অর্থাৎ বিঁধে দেওয়ার স্থায় যন্ত্রণা, ছেদনবৎযন্ত্রণা, গাত্রঘূর্ণন, আনাহ অর্থাৎ মলমূত্রের বিবদ্ধতা, শব্দ,স্ফুরণ, (চিলিক্ চিলিক্ করিয়া উঠা) ও সর্পণবৎ (সুর্ সুর্ করার স্থায়) বোধ—বাতজনিত বিদ্রধির এই সকল লক্ষণ। পৈত্তিক বিদ্রধিতে তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, মত্ততা ও জ্বর—এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। শ্লেষ্মাজনিত বিদ্রধিতে জৃম্ভা, উৎক্লেশ (গা বমি বমি করা) অরুচি, স্তব্ধভাব ও শীত শীত বোধ—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সর্ব্বাস্বাস্থু মহৎশূলং বিদ্রধীষূপজায়তে।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ভিদ্যতইব চোল্কৈরিব দহ্যতে।
বিদ্রধী ব্যম্লতাং যাতা বৃশ্চিকৈরিব দশ্যতে॥

সকল বিদ্রধিতেই ভেদ ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়; বোধ হয়, যেন অস্ত্র দ্বারা উহা ভেদ করিতেছে এবং অগ্নি দ্বারা উহা জ্বালাইয়া দিতেছে। আবার বিদ্রধি যখন পাকিয়া উঠে, তখন বোধ হয় যেন বৃশ্চিক সকল উহা দংশন করিতেছে।

তনুরুক্ষারুণং শ্যাবং ফেনিলং বাতবিদ্রধী।
তিলমাষকুলত্থোদসন্নিভং পিত্তবিদ্রধী॥
শ্লৈষ্মিকী স্রবতি শ্বেতং পিচ্ছিলং বহলং বহু।
লক্ষণং সর্ব্বমেবৈতম্ভজতে সান্নিপাতিকী॥

বায়ুজনিত বিদ্রধি হইতে অল্প, রুক্ষ, অরুণবর্ণ ও ফেনিলস্রাব নির্গত হইতে থাকে। পিত্তজনিত বিদ্রধি হইতে তিল, মাষকলাই ও কুল্থি কলাইয়ের কাথের স্থায় জলীয় পদার্থ নির্গত হয়। শ্লেষ্মাজনিত বিদ্রধির স্রাব শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, গাঢ় ও বহুল পরিমাণ। এবং সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত সকল প্রকার স্রাবই লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথাসাং বিদ্রধীণাং সাধ্যাসাধ্যত্ববিশেষবিজ্ঞানার্থং স্থানকৃতং লিঙ্গবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ। তত্র প্রধানমর্ম্মজায়াং বিদ্রধ্যাং হৃদ্‌ঘট্টনতমকপ্রমোহকাসাঃ। ক্লোমজায়াং পিপাসামুখশোষগলগ্রহাঃ। যকৃজ্জায়াং শ্বাসঃ॥ প্লীহজায়ামুচ্ছ্বাসোপরোধঃ। কুক্ষিজায়াং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহঃ। নাভিজায়াং হিক্কা। বঙ্ক্ষণজায়াং সক্থিসাদঃ। বস্তিজায়াং কৃচ্ছ্রমূত্রপূতিবর্চ্চস্ত্বঞ্চেতি।

এক্ষণে আমরা বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয় করিবার জন্য উহাদের স্থানগত লক্ষণ সকল বর্ণন করিব। প্রধান মর্ম্মজাত অর্থাৎ হৃদয়ে বিদ্রধি জন্মিলে হৃদ্‌ঘট্টন অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে অতি-যন্ত্রণাদায়ক পীড়া, তমকশ্বাস, প্রমোহ ও কাস জন্মে। ক্লোমস্থানে বিদ্রধি জন্মিলে পিপাসা, মুখের শুষ্কতা, ও গলব্যথা উপস্থিত হয়। যকৃৎস্থানে বিদ্রধি জন্মিলে শ্বাস উৎপন্ন হয়। প্লীহাতে বিদ্রধি হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হয়; এবং কুক্ষিতে বিদ্রধি হইলে পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ও কটিস্থানে বেদনা হয়। নাভিজাত বিদ্রধিতে হিক্কা জন্মে। বংক্ষণজাত বিদ্রধিতে পায়ের অবসাদ এবং বস্তিস্থানজাত বিদ্রধিতে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে ও বিষ্ঠার অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

পক্কাস্থ প্রভিন্নাসূর্দ্ধজাসু মুখাৎ স্রাবঃ, অধোজাসু গুদাৎ, উভয়তঃ নাভিজাসু ॥

নাভির ঊর্দ্ধদেশজাত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিদ্রধি হয়, তাহা পক্ক ও প্রভিন্ন হইলে মুখ দিয়া পূয়রক্তাদির স্রাব হয়। নাভির অধোদেশজাত বিদ্রধি পাকিয়া গলিয়া গেলে গুহ্যদ্বার দিয়া পূয়রক্তাদির স্রাব হয় এবং নাভিজাত বিদ্রধি পাকিয়া গলিয়া গেলে মুখ ও গুহ্যদ্বার উভয়মার্গ দিয়াই স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

আসাং হৃন্নাভিবস্তিজাঃ পরিপক্কাঃ সান্নিপাতিকীচ মরণায়। শেষাঃ পুনঃ কুশলমাশুপ্রতিকারিণং চিকিৎসকমাসাদ্যোপশাম্যন্তি। তস্মাদচিরোত্থিতাং বিদ্রধীং শস্ত্রসর্পবিদ্যুদগ্নিতুল্যাং স্নেহস্বেদবিরেচনৈশ্চোপক্রমেত। সর্ব্বশো গুল্মবচ্চেতি ॥

ইহাদিগের মধ্যে যে সকল বিদ্রধি হৃদয়, নাভি ও বস্তিদেশে জন্মিয়া পাকিয়া উঠে এবং যে সকল বিদ্রধি সান্নিপাতিক তাহারা পাকিয়া উঠিলে রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর বিদ্রধি, কুশল ও আশুপ্রতিকারী চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে প্রশমিত হইয়া থাকে। অতএব বিদ্রধি সকল জন্মিতে না জন্মিতে স্নেহ, স্বেদ ও বিরেচন দ্বারা উহাদের চিকিৎসা করিবে। ইহারা শস্ত্র, সর্প, বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য আশু প্রাণনাশক। ইহাদের চিকিৎসা গুল্ম চিকিৎসার ন্যায়।

ভবন্তি চাত্র।

বিনা প্রমেহমপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ।
তাবচ্চৈতা ন লক্ষ্যন্তে যাবদ্বাস্তুপরিগ্রহঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির মেদ দূষিত, প্রমেহ না থাকিলেও তাহাদের এই সকল বিদ্রধি পীড়া জন্মে। যে পর্য্যন্ত বিদ্রধি সকল বাস্তুপরিগ্রহ অর্থাৎ শরীরে স্থান অধিকার না করে, ততক্ষণ তাহাদিগের প্রকাশ অপর কোন লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হয় না।

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী চেতি দুঃসহা।
জায়ন্তে তা হ্যতিবলাঃ প্রভূতশ্লেষ্মমেদসঃ ॥

যাহাদের শ্লেষ্মা ও মেদ প্রভূত, তাহাদের অতি দুঃসহ প্রবল শরাবিকা, কচ্ছপিকা ও জালিনী পিড়কা হয়।

সর্ষপী অলজীচৈব বিনতা বিদ্রধী চ যাঃ।
সাধ্যাঃ পিত্তোল্বণাস্তাস্তু সম্ভবন্ত্যল্পমেদসঃ ॥

সর্ষপিকা, অলজী, বিনতা ও বিদ্রধি নামক চারি প্রকার পিড়কা চিকিৎসাসাধ্য। পিত্তপ্রধান অল্পমেদস্ক ব্যক্তিদিগের এই চারিপ্রকার পিড়কা জন্মে।

মর্ম্মস্বংসে গুদে পাণ্যোস্তনে সন্ধিষু পাদয়োঃ।
জায়ন্তে যস্য পিড়কাঃ স প্রমেহী ন জীবতি ॥

যদি প্রমেহরোগ থাকে এবং মর্ম্মস্থানে, স্কন্ধদেশে, পালিতে, স্তনে এবং পাদদ্বয়ের সন্ধি-স্থানে পীড়কা জন্মে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

তথান্যাঃ পিড়কাঃ সন্তি পীতরক্তাসিতারুণাঃ।
পাণ্ডুরাঃ পাণ্ডুবর্ণাশ্চ ভস্মাভা মেচকপ্রভাঃ॥
মৃদ্ব্যশ্চ কঠিনাশ্চান্যাঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাস্তথাপরাঃ।
মন্দবেগা মহাবেগাঃ স্বল্পশূলা মহারুজাঃ॥
তা বুদ্ধা মারুতাদীনাং যথাস্বং হৈতুলক্ষণৈঃ।
ক্রিয়াদুপাচরেচ্চাশু প্রাগুপদ্রবদর্শনাৎ॥

যে সকল পিড়কার বিষয় উল্লেখ করা গেল, তদ্‌ভিন্ন পীত, লোহিত, শুভ্র, অরুণ, ধূসর, পাণ্ডুবর্ণ, ভস্মবর্ণ, এবং মেচক অর্থাৎ স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট নানা প্রকারের পীড়কা আছে। তন্মধ্যে কেহবা মৃদু, কেহবা কঠিন, কেহ স্থূল, কেহবা সূক্ষ্ম, কেহ মন্দবেগ, কেহবা মহাবেগ এবং কেহবা স্বল্প বেদনা বিশিষ্ট ও কেহবা অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট। বিদ্রধি সকলের হেতু; তাহারা বায়ুজনিত, পিত্তজনিত বা কফ প্রভৃতি জনিত কিনা; তাহাদের লক্ষণ ও তাহাদের উপদ্রব সকল দেখিয়া তদনুসারে তাহাদের আশু চিকিৎসা করিবে।

তৃট্‌শ্বাসমাংসসংকোথমোহহিক্কামদজ্বরাঃ।
বিসর্পমর্ম্মসংরোধাঃ পিড়কানামুপদ্রবাঃ॥

তৃষ্ণা, শ্বাস, মাংস পচিয়া যাওয়া, মোহ, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প, এবং মর্ম্মস্থানের সংরোধ—এই সকল পিড়কার উপদ্রব।

ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ দোষাণাং ত্রিবিধা গতিঃ।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ স্তির্য্যক্ চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধাপরা॥
ত্রিবিধা চাপরা কোষ্ঠশাখামর্ম্মাস্থিসন্ধিষু।
ইত্যুক্তা বিধিভেদেন দোষাণাং ত্রিবিধা গতিঃ॥

দোষ সকল (অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ) হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমান এই তিন প্রকার অবস্থায় থাকে। ইহাদের গতিও ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্—ইহাদের এই তিনপ্রকার গতি। আবার কোষ্ঠগত, শাখাগত এবং মর্ম্ম, অস্থি ও সন্ধিস্থানগত ইহাদের আর তিনপ্রকার গতি আছে। প্রকার ভেদে দোষসকলের এই ত্রিবিধ গতির বিষয় বলা হইল।

চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথাক্রমম্।
ভবন্ত্যেকৈকশঃ ষট্‌সু কালেষভ্রাগমাদিষু॥
গতিঃ কালকৃতা চৈষা চয়াদ্যা পুনরুচ্যতে।
গতিশ্চ দ্বিবিধা দৃষ্টা প্রাকৃতী বৈকৃতী তথা॥

বর্ষা প্রভৃতি ছয় ঋতুতে ইহাদের আবার ছয়প্রকার কালকৃত গতি হইয়া থাকে। ঋতু ভেদে দোষসকলের যে সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হইয়া থাকে—উহা ও উহাদের গতিভেদ। প্রাকৃত ও বৈকৃত ভেদেও ইহাদের দুই প্রকার গতি দেখা গিয়া থাকে।

পিত্তাদেবোষ্মণঃ পক্তির্নরাণামুপজায়তে।
পিত্তঞ্চৈব প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥

পিত্তের প্রাকৃত গতি দ্বারাই জঠরাগ্নি পাকক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। আবার পিত্তের বৈকৃতগতি দ্বারা অর্থাৎ পিত্ত প্রকুপিত হইলে মনুষ্য দেহে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

প্রাকৃতশ্চ বলং শ্লেষ্মা বৈকৃতো মল উচ্যতে।
স চৈবৌজঃ স্মৃতং কায়ে স চ পাপ্মোপদিশ্যতে॥

প্রকৃত অবস্থায় শ্লেষ্মাই শরীরের বল; আবার বিকৃত হইলে উহাকেই শরীরের মল বলা যায়। শ্লেষ্মাই শরীরের ওজোধাতু; আবার শ্লেষ্মাই শরীরের মহাপাপ।

সর্ব্বাহি চেষ্টা বাতেন সপ্রাণঃ প্রাণিনাং স্মৃতঃ।
তেনৈব রোগাঃ জায়ন্তে তেন চৈবাবরুধ্যতে॥

প্রকৃত অবস্থায় বায়ুদ্বারা সমুদয় চেষ্টাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বায়ুই প্রাণীগণের প্রাণ। পরন্তু বিকৃত হইলে বায়ুই আবার বহুরোগ উৎপাদন করে এবং বায়ুই আবার প্রাণরোধ অর্থাৎ মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকে।

নিত্যং সন্নিহিতামিত্রং পরীক্ষ্যাত্মানমাত্মবান্।
নিত্যং যুক্তঃ পরিচরেদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্॥

শত্রুরূপী রোগসকল নিত্যই নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। একারণ আত্মবান্ ব্যক্তি নিত্যই আপনাকে পরীক্ষা করিবেন এবং এরূপ যুক্তিযুক্ত ভাবে আপনার পরিচর্য্যা করিবেন যাহাতে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়।

তত্র শ্লোকৌ।

শিরোরোগাঃ সহৃদ্রোগাঃ রোগা মানবিকল্পজাঃ।
ক্ষয়াশ্চ পিড়কাশ্চোক্তা দোষাণাং গতিরেব চ॥
কিয়ন্তঃশিরসীয়েঽস্মিন্নধ্যায়ে তত্ত্বদর্শিনা।
জ্ঞানার্থং ভিষজাঞ্চৈব প্রজানাঞ্চ হিতৈষিণা॥

শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, দোষসকলের পরিমাণ ও বিকল্পজনিত রোগ, ক্ষয় রোগ, পিড়কা, এবং দোষ সকলের গতি—এই সমুদয় বিষয় বৈদ্যগণের জ্ঞানার্থ এবং সাধারণের হিতের জন্য তত্ত্বদর্শী ভগবান্ পুনর্ব্বসু ঋষি এই কিয়ন্তঃ শিরসীয় অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
কিয়ন্তঃ শিরসীয়ো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ কৃত তন্ত্রের কিয়ন্তঃ শিরসীয় অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্ত্রিশোথীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা ত্রিশোথীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ত্রয়ঃ শোথা ভবন্তি বাতপিত্তকফনিমিত্তাঃ। তে পুনর্দ্বিবিধাঃ নিজাগন্তুভেদেন। তত্র আগন্তবশ্ছেদনভেদনক্ষণনভঞ্জনপিচ্ছনোৎপেষণবেষ্টন প্রহারবধবন্ধনব্যধনপীড়নাদিভির্বা। ভল্লাতকপুষ্পফলরসাত্মগুপ্তাশূকক্রিমিশূকাহিতপত্রলতাগুল্মসংস্পর্শনৈর্বা। স্বেদপরিসর্পণাবমূত্রণৈর্বা বিষিণাং। সবিষাবিষপ্রাণিদন্তবিষাণনখনিপাতৈর্বা সাগরবিষবাতহিমদহনসংস্পর্শনৈর্বা শোথাঃ সমুপজায়ন্তে॥

শোথ তিনপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ। নিজ ও আগন্তু ভেদে আবার তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তন্মধ্যে আগন্তু শোথ ছেদন, ভেদন, ক্ষণন (চূর্ণ করণ) ভঞ্জন, পুচ্ছন, উৎপেষণ (ডলা), বেষ্টন, প্রহার, বধ, বন্ধন, ব্যধন ও পীড়নাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভেলার পুষ্প, ফল ও রসের সংস্পর্শে ; আলকুশীর শূক (শোঁয়া) ও শোঁয়া বিশিষ্ট ক্রিমির সংস্পর্শে, অহিতকর পত্র (বিচুটি), লতা ও গুল্মের সংস্পর্শে, অথবা বিষধর প্রাণীর স্বেদ বা মূত্র গাত্রে লাগিলে কিম্বা তাহারা শরীরে চলিয়া বেড়াইলে, কিম্বা সবিষ বা বিষহীন প্রাণিগণের দন্ত, শৃঙ্গ ও নখাঘাত হেতু অথবা দূষিত বিষ, দূষিত বায়ু ও অগ্নির সংস্পর্শে—এই সকল কারণে ও আগন্তু শোথ জন্মিয়া থাকে।

তে পুনর্যথাস্বং হেতুজৈর্ব্যঞ্জনৈরাদাবুপলভ্যন্তে। নিজব্যঞ্জনৈক দেশবিপরীতৈঃ॥ ব্রণবন্ধমন্ত্রাগদপ্রলেপপ্রতাপনির্বাপণাদিভিশ্চোপক্রমৈ রুপক্রম্যমাণাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে॥

আগন্তু শোথে যে যে হেতু হইতে শোথ জন্মায়, সেই সেই লক্ষণ প্রথমতঃ প্রকাশ পায়। পরে তাহাতে নিজ শোথ অর্থাৎ বাতাদি হেতুজনিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্রণবন্ধন, মন্ত্র, প্রলেপ, তাপদান, ও নির্ব্বাপণাদি (জ্বালানাশক) ঔষধ দ্বারা যথাবিধি চিকিৎসা করিলে আগন্তুক শোথের শান্তি হইয়া থাকে।

নিজাঃ পুনঃ স্নেহস্বেদবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানাময়থাবৎ প্রয়োগান্মিথ্যাসংসর্জ্জনাদ্বা॥

স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচনের যথাযথ প্রয়োগ না হইলে অথবা মিথ্যাসংসর্জ্জন দ্বারা অর্থাৎ স্নেহ স্বেদাদিতে যেরূপ পথ্য বিধেয়, তদ্বিপরীত পথ্য সেবন দ্বারা নিজ শোথ জন্মে।

ছর্দ্দ্যলসকবিসূচিকাশ্বাসকাসাতীসারশোষপাণ্ডুরোগোদর-প্রদরভগন্দরার্শোবিকারাতিকর্ষণৈর্বা।

বমি, অলসক, বিসূচিকা, শ্বাস, কাস, অতিসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, উদররোগ, প্রদর, ভগন্দর ও অর্শোরোগদ্বারা অতিকর্ষিত হইলেও নিজ শোথ জন্মে।

কুষ্ঠকণ্ডুপিড়কাদিভির্বা। ছর্দ্দিক্ষবথূদ্গারশুক্রবাতমূত্রপুরীষবেগবিধারণৈর্বা। চর্ম্মরোগোপবাসাতিকর্ষিতস্য বা॥

কুষ্ঠ, কণ্ডু ও পিড়কাদি রোগ দ্বারা ও নিজশোথ জন্মে। বমি, হাঁচি, উদ্গার, শুক্র, অধোবায়ু, মূত্র ও মলের বেগ ধারণ করিলে, কিম্বা চর্ম্মরোগ ও উপবাস দ্বারা অতিকর্ষিত হইলে ও নিজশোথ উৎপন্ন হয়।

সহসাতিগুর্ব্বম্ললবণপিষ্টান্নফলশাকরাগদধিহরিতকমদ্যমন্দকবিরূঢ়-নবশূকশমীধান্যানূপৌদকপিশিতোপযোগাৎ, মৃৎপঙ্কলোষ্ট্রভক্ষণাল্লবণাতিভক্ষণাৎ। গর্ভসংপীড়নাদামগর্ভপ্রপতনাৎ। প্রজাতানাঞ্চ মিথ্যোপচারাদুদীর্ণদোষত্বাচ্চ শোথাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। ইত্যুক্তঃ সামান্যো হেতুঃ॥

সহসা অতিশয় গুরু, অম্ল, লবণ, পিষ্টক, ফল, শাক, রাগ, (মণ্ড বিশেষ) দধি, শাক্সবৃজী, মদ্য, মন্দজাত দধি, অঙ্কুরিত ও নূতন শূকধান্য ও শমীধান্য, আনূপ মাংস এবং ঔদক মাংস,— এই সমুদয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে এবং মৃত্তিকা, পঙ্ক ও লোষ্ট্র ভক্ষণ ও অধিক পরিমাণে লবণ সেবন করিলে; গর্ভিণীর গর্ভ সংপীড়ন, আমগর্ভপাত ও প্রসবের পর অনুপযুক্ত আহার বিহার এবং বাতাদি দোষের উল্বণত্ব প্রযুক্ত ও নিজ শোথ জন্মিয়া থাকে। শোথের এই সাধারণ হেতুর বিষয় বলা হইল।

অয়ন্তত্র বিশেষঃ। শীতরুক্ষলঘুবিষদশ্রমোপবাসাতিকর্ষণক্ষপণাদিভির্বায়ুঃ কুপিতস্ত্বঙ্মাংসশোণিতাদীন্যভিভূয়শোথং জনয়তি। স ক্ষিপ্রোত্থানপ্রশমো ভবতি। তথা শ্যাবারুণবর্ণঃ প্রকৃতিবর্ণো বা চলনঃ স্পন্দনঃ খরপরুষ[illegible]ছিদ্যত ইব ভিদ্যত ইব পীড্যত ইব সূচীভিরিব তুদ্যতে, পিপীলিকাভিরিব সংসৃপ্যতে, সর্ষপকল্কাবলিপ্ত ইব চিমিচিমায়তে সংকুচ্যত আয়ম্যত ইতি বাতশোথঃ॥

একণে শোথের বিশেষ হেতু বলা যাইতেছে। শীতল, রুক্ষ, লঘু ও বিশদ দ্রব্য সেবন এবং পরিশ্রম ও উপবাস দ্বারা অতিকর্ষণ প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া ত্বক্, মাংস ও রক্ত প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া শোথ জন্মায়। বায়ুজনিত এই শোথের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি শীঘ্রই হইয়া থাকে। ইহা শ্যাব, অরুণ বা প্রকৃতিবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ গাত্রসবর্ণ, চলনশীল, স্পন্দনবিশিষ্ট কর্কশ ও খরস্পর্শ। ইহাতে চর্ম্ম কাটিয়া যায় এবং বোধ হয় যেন শোথস্থানের লোমসমূহ ছিঁড়িয়া যাইতেছে, সূচীদ্বারা যেন শোথস্থান বিদ্ধ হইতেছে এবং পিপীলিকা সকল যেন ঐ স্থানে বিচরণ

করিতেছে। সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে যেমন চিম্ চিম্ করিতে থাকে, উহাতেও তদ্রূপ চিম্ চিম্ বেদনা হয়। এই শোথ কখন কুঞ্চিত, কখন বা প্রসারিত হয়।

উষ্ণতীক্ষ্ণকটুকক্ষারলবণাম্লাজীর্ণভোজনৈরগ্ন্যাতপপ্রতাপৈশ্চ পিত্তং প্রকুপিতং ত্বঙ্মাংসশোণিতাদীন্যভিভূয় শোথং জনয়তি। স ক্ষিপ্রোত্থানপ্রশমো ভবতি। কৃষ্ণপীতনীলতাম্রাবভাসউষ্ণো মৃদুঃ কপিলতাম্রলোমা স উষ্যতে দূয়তে ধূপ্যতে উষ্মায়তে স্বিদ্যতে ন চ স্পর্শমুষ্ণং সহতে ইতি পিত্তশোথঃ।

উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু, ক্ষার, লবণ, ও অজীর্ণকর দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা এবং অগ্নির উত্তাপ ও আতপ সেবন দ্বারা পিত্তের প্রকোপ জন্মায়। সেই প্রকুপিত পিত্ত ত্বক্, মাংস ও রক্ত প্রভৃতিকে প্রদুষ্ট করিয়া শোথ জন্মাইয়া থাকে। পিত্তজাত এই শোথের শীঘ্রই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই শোথ কৃষ্ণ, নীল, পীত বা তাম্রবর্ণ। ইহা উষ্ণস্পর্শ ও কোমল। ইহার উপরের লোমসমূহ কপিলবর্ণ বা তাম্রবর্ণ হয়। শোথস্থানটী অত্যন্ত জ্বালা করে ও বেদনা বিশিষ্ট হয়। উহা উষ্ণ থাকে এবং উহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এরূপ বোধ হয়। উহা হইতে স্বেদ ও ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। এবং উহার উপর কোন প্রকারের উষ্ণস্পর্শ সহ্য হয় না। পিত্ত- জনিত শোথের হেতু ও লক্ষণ বলা হইল।

গুরুমধুরশীতস্নিগ্ধোপযোগৈরতিস্বপ্নব্যায়ামাদিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকুপিতস্ত্বঙ্মাংসশোণিতাদীন্যভিভূয় শোথং জনয়তি। স কৃচ্ছ্রোত্থানপ্রশমো ভবতি। পাণ্ডুশ্বেতাবভাসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ স্ত্যানঃ শুক্লাগ্ররোমা স্পর্শোষ্ণসহশ্চেতি শ্লেষ্মশোথঃ॥

গুরু, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের অযথাবৎ ভোজন, অতিনিদ্রা ও অযথা ব্যায়াম হেতু শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। সেই প্রকুপিত শ্লেষ্মা চর্ম্ম, মাংস ও শোণিত প্রভৃতিকে দূষিত করত শোথ জন্মাইয়া থাকে। শ্লেষ্মাজাত এই শোথের উৎপত্তি হইতেও সময় লাগে এবং ইহার প্রশম ও কালবিলম্বে হইয়া থাকে। এই শোথের বর্ণ পাণ্ডু বা শ্বেত হয়। ইহা স্নিগ্ধ, মসৃণ, গুরু, কঠিন ও স্ত্যান (অর্থাৎ শোথস্থানটী ভিজাভিজা বোধ হয়)। শোথস্থানের রোমসমূহ শুক্লবর্ণ হয়। এই শ্লৈষ্মিক শোথে উষ্ণস্পর্শাদি সহ্য হয়। শ্লেষ্মাজাত শোথের হেতু ও লক্ষণ এই বলা হইল।

যথাস্বকারণাকৃতিসংসর্গাদ্দ্বিদোষজাস্ত্রয়ঃ শোথা ভবন্তি। তথাস্বকারণাকৃতিসন্নিপাতাৎ সান্নিপাতিক একঃ। এবং সপ্তবিধো ভেদঃ। প্রকৃতিভিস্তাভিস্তাভির্ভিদ্যমানো দ্বিবিধ-ত্রিবিধশ্চতুর্বিধঃ সপ্তবিধোঽষ্টবিধঃ শোথ উপলভ্যতে। স পুনশ্চৈকএবোৎসেধসামান্যাৎ॥

দুই দুই দোষের নিদান ও লক্ষণের একত্র সমাবেশ হইলে তাহাকে দ্বিদোষজ শোথ কহে। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক—দ্বিদোষজ শোথ এই তিনপ্রকার। আবার সমুদয় দোষের কারণ ও লক্ষণের সন্নিপাত হইতে সান্নিপাতিক শোথ জন্মে। সুতরাং শোথ সাত-প্রকার। প্রকৃতি অনুসারে ভেদ করিলে শোথ দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্ব্বিধও সপ্তবিধ বলিয়া বোধ হয়। দ্বিবিধ যথা ;—আগন্তুক ও নিজ ; ত্রিবিধ যথা—বাতজ,পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ ; চতুর্ব্বিধ যথাঃ—বাতজ,পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ ; এবং সপ্তবিধ যথাঃ—বাতজ,পিত্তজ, কফজ,বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতজ। পরন্তু উৎসেধ অর্থাৎ শোথের স্ফীতি সাধর্ম্ম্য ধরিলে সকল শোথই একপ্রকার।

ভবন্তি চাত্র।

শূয়ন্তে যস্য গাত্রাণি স্বপন্তীব রুজন্তি চ।
পীড়িতান্যুন্নমন্ত্যাশু বাতশোথং তমাদিশেৎ ॥
যশ্চাপ্যরুণবর্ণাভঃ শোথো নক্তং প্রণশ্যতি।
স্নেহোষ্ণমর্দ্দনাভ্যাঞ্চ প্রণশ্যেৎ স চ বাতিকঃ ॥

যে শোথ উপতপ্ত, সুপ্তবৎ (অসাড়) ও বেদনান্বিত ; যাহা চাপিয়া ধরিলে শীঘ্র উচ্চ হইয়া উঠে ; যাহা অরুণবর্ণের ন্যায়, রাত্রিকালে যে শোথ কমিয়া যায় ; ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য ও উষ্ণদ্রব্য মর্দ্দনে যে শোথের উপশম হয়, তাহাকে বাতিক শোথ বলিয়া জানিবে।

যঃ পিপাসাজ্বরার্ত্তস্য দূয়তেঽথ বিদহ্যতে।
স্বিদ্যতে ক্লিদ্যতে গন্ধী স পিত্তশ্বয়থুঃ স্মৃতঃ ॥
যঃ পীতমুখনেত্রত্বক্ পূর্ব্বং মধ্যাৎ প্রসূয়তে।
তনুত্বক্ চাতিসারী চ পিত্তশোথঃ স উচ্যতে ॥

যে শোথে পিপাসা ও জ্বর হয়, যাহা অত্যন্ত বেদনা করে, জ্বালা করে ও ঘামে ;যাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হয় ; যাহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট; যে শোথে রোগির মুখ, চক্ষু ও চর্ম্ম পীতবর্ণ হয় ; যে শোথ শরীরের মধ্য দেহ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হয় ; যে শোথের ত্বক্ পাতলা হয় এবং যে শোথে রোগীর অতিসার বর্ত্তমান থাকে—তাহা পৈত্তিক শোথ বলিয়া জানিবে।

যঃ শীতলঃ সক্তগতিঃ কণ্ডূমান্ পাণ্ডুরেব চ।
যঃ পীড়িতো নোন্নমতিশ্বয়থুঃ স কফাত্মকঃ ॥
যস্য শস্ত্রকুশচ্ছেদাচ্ছোণিতং ন প্রবর্ত্ততে।
কৃচ্ছ্রেণ পিচ্ছাং স্রবতি স চাপি কফসম্ভবঃ ॥

যে শোথ শীতল, যাহা সক্তগতি অর্থাৎ অতি ধীরে ধীরে যাহার উৎপত্তিও বৃদ্ধি হয়, যাহা কণ্ডুবিশিষ্ট অর্থাৎ চুলকায় ও যাহা পাণ্ডুবর্ণ হয়, যে শোথ টিপিয়া ধরিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উচ্চ হয় না এবং শস্ত্র বা কুশাদি দ্বারা ছেদন করিলে যে শোথ হইতে রক্তস্রাব নির্গত হয় না, পরন্তু অতিকষ্টে পিচ্ছিলস্রাব বহির্গত হইতে থাকে, তাহাকে কফাত্মক বা শ্লৈষ্মিক শোথ বলিয়া জানিবে।

নিদানাকৃতিসংসর্গাৎ শ্বয়থুঃ স্যাদ্দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাৎ শোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ॥

যে শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ মিলিত থাকে, তাহাকে দ্বিদোষজ শোথ বলিয়া জানিবে। এবং যে শোথে তিন দোষেরই নিদান ও লক্ষণ একত্র মিলিত হয়, তাহাকে সন্নিপাতজ শোথ কহে। এই দুই দোষ ও ত্রিদোষজাত শোথে তত্তৎদোষজাত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে।

যস্তু পাদাভির্নির্বৃত্তঃ শোথঃ সর্ব্বাঙ্গগো ভবেৎ।
জন্তোঃ স চ সুকষ্টঃ স্যাৎ প্রসৃতঃ স্ত্রীমুখাচ্চ যঃ॥

পাদদ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া যে শোথ ক্রমে ক্রমে পুরুষশরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং যে শোথ স্ত্রীলোকের মুখে উৎপন্ন হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীরে প্রসৃত হইয়া পড়ে, সে শোথকে কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে।

যশ্চাপি গুহ্যপ্রভবঃ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
স চ কষ্টতমো জ্ঞেয়ো যস্য চ স্যুরুপদ্রবাঃ॥

স্ত্রীলোকেরই হউক, আর পুরুষেরই হউক, শোথ যদি গুহ্যদেশে জন্মিয়া পরে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হয়, তবে তাহাকে দুঃসাধ্য বলিয়া জানিবে। যে শোথে অনেক উপদ্রব প্রকাশ পায়, তাহাকেও কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে।

ছর্দ্দিঃ শ্বাসোঽরুচিস্তৃষ্ণা জ্বরোঽতীসার এব চ।
সপ্তকোঽয়ং সদৌর্ব্বল্যঃ শোথোপদ্রবসংগ্রহঃ॥

বমন, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার ও দুর্ব্বলতা—এই সাতটী শোথের উপদ্রব।

যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতো জিহ্বামূলেঽবতিষ্ঠতে।
আশুসংজনয়েচ্ছোথং জায়তেঽস্যোপজিহ্বিকা॥

যাহার শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জিহ্বামূলে অবস্থান করতঃ শোথ জন্মাইয়া থাকে, তাহার উপজিহ্বিকা রোগ হইয়া থাকে।

যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতঃ কাকলে ব্যবতিষ্ঠতে।
আশু সংজনয়েচ্ছোথং করোতি গলশুণ্ডিকাম্॥

যাহার শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া কণ্ঠনালীতে অবস্থান পূর্ব্বক শীঘ্র শোথ উৎপাদন করে, তাহার গলশুণ্ডিকা হয়।

যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতো গলে বাহ্যেঽবতিষ্ঠতে।
শনৈঃ সংজনয়েচ্ছোথং গলগণ্ডোঽস্য জায়তে॥

যাহার শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া গলদেশের বহির্ভাগে অবস্থান করতঃ ক্রমে ক্রমে শোথ উৎপাদন করে, তাহার গলগণ্ড হইয়া থাকে।

যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতস্তিষ্ঠত্যন্তর্গলে স্থিরঃ।
আশু সং[illegible]থং জায়তেঽস্য গলগ্রহঃ॥

যে ব্যক্তির শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া গলার মধ্যে স্থিরভাবে থাকিয়া আশু শোথ জন্মায়, তাহার গলগ্রহরোগ হয়।

যস্য পিত্তং প্রকুপিতং সরক্তং ত্বচি সর্পতি।
শোথং সরাগং জনয়েৎ বিসর্পস্তস্য জায়তে॥

যাহার রক্ত ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ত্বক্‌প্রদেশে বিচরণ করতঃ রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে, তাহার বিসর্প রোগ হয়।

যস্য পিত্তং প্রকুপিতং ত্বচি রক্তেঽবতিষ্ঠতে॥
শোথং সরাগং জনয়েৎ পিড়কা তস্য জায়তে॥

যে ব্যক্তির পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ত্বকে ও রক্তে অবস্থান করতঃ ত্বকের উপর রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে, তাহার পীড়কা হয়।

যস্য পিত্তং প্রকুপিতং শোণিতং প্রাপ্য শুষ্যতি।
তিলকাঃ পিপ্লবো ব্যঙ্গো নীলিকা তস্য জায়তে॥

যাহার পিত্ত প্রকুপিত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তকে দূষিত ও শুষ্ক করে, তাহার শরীরে তিলকা, পিপ্লব, ব্যঙ্গ ও নীলিকা জন্মে।

যস্য পিত্তং প্রকুপিতং শঙ্খয়োরবতিষ্ঠতে।
শ্বয়থুঃ শঙ্খকো নাম দারুণস্তস্য জায়তে॥

যাহার পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ললাটদেশের শঙ্খকদ্বয়ে অবস্থান করে, তাহার শঙ্খকনামক অতি ভয়ানক শোথ জন্মে।

যস্য পিত্তং প্রকুপিতং কর্ণমূলেঽবতিষ্ঠতে।
জ্বরান্তে দুর্জ্জয়োঽন্তায় শোথস্তস্যোপজায়তে॥

জ্বর সারিয়া গেলে যাহার পিত্ত প্রকুপিত হইয়া কর্ণমূলে অবস্থান করে, তাহার কর্ণমূলে দুর্জ্জয় প্রাণনাশক শোথ জন্মিয়া থাকে।

বাতঃ প্লীহানমুদ্ধূয় কুপিতো যস্য তিষ্ঠতি।
শনৈঃ পরিতুদন্ পার্শ্বং প্লীহা তস্যাভিবর্দ্ধতে॥

যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া প্লীহাকে স্ফীত করতঃ অবস্থান করে, ও পার্শ্বদেশে ক্রমে ক্রমে সূচীবেধবৎ বেদনা জন্মায়, তাহার প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

যস্য বাতঃ প্রকুপিতো গুল্মস্থানেঽবতিষ্ঠতে।
শোথং সশূলং জনয়ন্ গুল্মস্তস্যোপজায়তে॥

যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া গুল্ম স্থানে অবস্থান করতঃ তাহার ঐ স্থানে বেদনার সহিত শোথ জন্মায়, তাহার গুল্মরোগ হয়।

যস্য বাতঃ প্রকুপিতঃ শোথশূলকরশ্চরন্।
বঙ্ক্ষণাদ্‌বৃষণৌ যাতি বৃদ্ধিস্তস্যোপজায়তে॥

যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া কুচকিস্থানে বেদনাজনক শোথ উৎপাদন করে এবং ঐ শোথ কুচকি হইতে যদি ক্রমে ক্রমে অণ্ডকোষে গমন করে, তবে তাহার বৃদ্ধি রোগ হয়।

যস্য বাতঃ প্রকুপিতস্ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতঃ।
শোথং সংজনয়েৎ কুক্ষাবুদরং তস্য জায়তে॥

যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া কুক্ষিস্থ ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করতঃ তথায় শোথ উৎপাদন করে, তাহার উদররোগ জন্মে।

যস্য বাতঃ প্রকুপিতঃ কুক্ষিমাবার্য্য তিষ্ঠতি।
নাধো ব্রজতি নাপ্যূর্দ্ধমানাহস্তস্য জায়তে॥

যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া কুক্ষিকে আশ্রয় করতঃ অবস্থান করে—অধঃ বা ঊর্দ্ধ কোন দিকে বিচরণ করেনা, তাহার আনাহ রোগ জন্মে।

রোগাশ্চোৎসেধসামান্যাদধি মাংসার্ব্বুদাদয়ঃ।
বিশিষ্টা নামরূপাভ্যাং নির্দ্দেশ্যাঃ শোথসংগ্রহে॥

নাম ও রূপগত পার্থক্য থাকিলেও উৎসেধসাধর্ম্ম্য হেতু অর্থাৎ—শোথের ন্যায় স্ফীত বলিয়া অধিমাংস ও অর্ব্বুদাদি রোগ সকলকে ও শোথ সংগ্রহে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বাতপিত্তকফা যস্য যুগপৎ কুপিতাস্ত্রয়ঃ।
জিহ্বামূলেঽবতিষ্ঠন্তে বিদহন্তঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ॥
জনয়ন্তি ভৃশং শোথং বেদনাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
তং শীঘ্রকারিণং রোগং রোহিণীতি বিনির্দ্দিশেৎ॥

যে ব্যক্তির বায়ু পিত্ত ও কফ—এই তিনদোষই এককালীন প্রকুপিত হইয়া জিহ্বামূলে অবস্থান করে, এবং ঐ স্থান দগ্ধকরতঃ উচ্চ করিতে থাকে ও নানাপ্রকার যন্ত্রণা উৎপাদন করে, তাহার সেই যন্ত্রণাদায়ক শীঘ্রকারী শোথকে রোহিণিকা বলে।

ত্রিরাত্রং পরমঞ্চাস্য জন্তোর্ভবতি জীবিতম্।
কুশলেন ত্বনুক্রান্তঃ ক্ষিপ্রং সম্পদ্যতে সুখী॥

এই রোহিণিকা রোগে রোগী তিনদিনের অধিক বাঁচেনা। পরন্তু চিকিৎসাকুশল বৈদ্যকর্ত্তৃক শীঘ্র চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারে।

সন্তি চৈবংবিধা রোগাঃ সাধ্যা দারুণসম্মতাঃ।
যে হন্যুরনুপক্রান্তা মিথ্যাচারেণ বা পুনঃ॥

এমন অনেকগুলি রোগ আছে—যাহা অতি দারুণ হইলেও সুচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু মিথ্যাচার ও অচিকিৎসা দ্বারা তাহারা লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

সাধ্যাশ্চৈবাপরে সন্তি ব্যাধয়ো মৃদুসম্মতাঃ।
যত্নাযত্নকৃতং যেষু কর্ম্ম সিধ্যত্যসংশয়ম্॥
অসাধ্যাশ্চাপরে সন্তি ব্যাধয়ো যাপ্যসংজ্ঞিতাঃ।
সুসাধ্যোঽপি কৃতং যেষু কর্ম্ম যাত্রাকরং ভবেৎ॥
সন্তি চাপ্যপরে রোগা যেষু কর্ম্ম ন সিধ্যতি।
অপি যত্নকৃতং বৈদ্যৈর্ন তান্ বিদ্বানুপাচরেৎ॥

আবার এমন অনেক গুলি রোগ আছে, যাহারা মৃদু ও সাধ্য। যত্নপূর্ব্বক তাহাদের চিকিৎসা কর বা নাই কর, তাহারা আপনাপনি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। আবার এমন অনেক গুলি অসাধ্য রোগ আছে, যাহা সুচিকিৎসা করিলেও যাপ্য থাকে। সুখসাধ্য রোগে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাই কার্য্যকর হইয়া থাকে। আবার অনেক রোগ এমন আছে যে বিশেষ যত্ন করিলেও কোন চিকিৎসাই তাহাতে সফল হয় না। জ্ঞানবান্ চিকিৎসক সে সকল রোগের চিকিৎসা করেন না।

সাধ্যাশ্চৈবাপ্যসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
মৃদুদারুণভেদেন তে ভবন্তি চতুর্ব্বিধাঃ॥

সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে ব্যাধি সকল দ্বিবিধ এবং মৃদু ও দারুণভেদে ব্যাধি সকল চারিপ্রকার হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়।

ত এবাপরিসংখ্যেয়া ভিদ্যমানা ভবন্তি হি।
রুজাবর্ণসমুত্থানস্থানসংস্থাননামভিঃ॥
ব্যবস্থাকরণং তেষাং যথাস্থূলেষু সংগ্রহঃ।
তথা প্রকৃতিসামান্যং বিকারেষূপদিশ্যতে॥
বিকারনামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
নহি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ॥
স এব কুপিতো দোষঃ সমুত্থানবিশেষতঃ।
স্থানান্তরগতশ্চাপি বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥
তস্মাদ্বিকারপ্রকৃতীরধিষ্ঠানান্তরাণি চ।
সমুত্থানবিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যো হ্যেতৎ ত্রিবিধং জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
জ্ঞানপূর্ব্বং যথান্যায়ং স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি॥

রোগ সকল আবার বেদনা, বর্ণ, নিদান, উৎপত্তিস্থান, সংস্থান ও নামভেদে অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। পরন্তু চিকিৎসাকার্য্যের সুবিধার জন্য তাহাদের স্থূলসংগ্রহ ও নাম অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাদের নামোল্লেখ হয়নাই, প্রকৃতিসাদৃশ্য ও সাধারণ লক্ষণাদি দেখিয়া সেই সকল রোগ নির্দ্দেশ করিবে। রোগের নাম করণে অসমর্থ হইলে চিকিৎসকের লজ্জার কোন কারণ নাই। কেননা, সমুদয় রোগের নির্দ্ধারিত নাম শাস্ত্রে থাকিতে পারেনা। একই প্রকুপিত দোষ—কারণ বিশেষ বশতঃ স্থানান্তর গত হইলে নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব নাম জানা থাকুক, আর নাই থাকুক, রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠান ও নিদান বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যে চিকিৎসক রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠান ও সমুৎপত্তির কারণ—এই তিনটি বিশেষ রূপে অবগত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যথা ন্যায়ে চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন, চিকিৎসা কার্য্যে তাঁহাকে মুহ্যমান হইতে হয়না।

নিত্যাঃ প্রাণভৃতাং দেহে বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ।
বিকৃতাঃ প্রকৃতিস্থা বা তান্ বুভুৎসেত পণ্ডিতঃ॥

প্রাণধারীর দেহে বায়ু পিত্ত ও কফ—এই তিনটী নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা প্রকৃতিস্থ বা বিকৃত অবস্থায় আছে—ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাসচেষ্টা ধাতুগতিঃ সমা।
সমো মোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্॥

শরীরে বায়ু যখন অবিকৃত বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন লোকের উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাসমূহ, ধাতুসকলের গতি এবং মলমূত্রাদির প্রবর্ত্তন যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

দর্শনং পক্তিরুষ্মা চ ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভা প্রসাদো মেধা চ পিত্তকর্ম্মাবিকারজম্॥

দেহে পিত্ত যখন অবিকৃত বা প্রকৃতিস্থ থাকে তখন লোকের দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি, দেহের উষ্মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের কোমলতা ও কান্তি এবং মনের প্রসন্নতা ও মেধাশক্তি স্বাভাবিক থাকে।

স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বঞ্চ গৌরবং বৃষতা বলম্।
ক্ষমাধৃতিরলোভশ্চ কফকর্ম্মাবিকারজম্॥

কফ যখন অবিকৃত বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন শরীরের চিক্কণতা, সন্ধিসমূহের বদ্ধতা, দেহের দৃঢ়তা ও গুরুতা; রতিশক্তি, বল, ক্ষমা, ধৃতি ও অলোভ স্বাভাবিক থাকে।

বাতে পিত্তে কফে চৈব ক্ষীণে লক্ষণমুচ্যতে।
কর্ম্মণঃ প্রকৃতাদ্ধানির্বৃদ্ধির্বাপি বিরোধিনাম্॥

বায়ু পিত্ত ও কফ হীন হইলে ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় যে যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাদের হানি হয় অথবা উহাদের বিরুদ্ধ কার্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দোষপ্রকৃতিবৈশেষ্যং নিয়তং বৃদ্ধিলক্ষণম্।
দোষাণাং প্রকৃতির্হানির্বৃদ্ধির্বাপি পরীক্ষ্যতে॥

বায়ু পিত্ত ও কফের স্বাভাবিক কার্য্যের আধিক্য হইলে তদ্দ্বারা দোষের বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। এইরূপে দোষের প্রকৃতি, হানি ও বৃদ্ধি পরীক্ষা করা যায়।

তত্র শ্লোকাঃ।

সংখ্যানিমিত্তরূপাণি শোথানাং সাধ্যতা ন চ।
তেষাং তেষাং বিকারাণাং শোথাংস্তাংস্তাংশ্চ পূর্ব্বজান্॥
বিধিভেদং বিকারাণাং ত্রিবিধং বোধ্যসংগ্রহম্।
প্রাকৃতং কর্ম্ম দোষাণাং লক্ষণং হানিবৃদ্ধিষু॥
বীতমোহরজোদোষলোভমানমদস্পৃহঃ।
ব্যাখ্যাতবাংস্ত্রিশোথীয়ে রোগাধ্যায়ে পুনর্ব্বসুঃ॥

এই ত্রিশোথীয় অধ্যায়ে রজঃ লোভ মান মদ ও স্পৃহাতীত ভগবান্ পুনর্ব্বসু ঋষি শোথের সংখ্যা, নিমিত্ত ও রূপ, শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ, ইহার উপদ্রবাদি, রোগ সকলের বিধিভেদ, ত্রিবিধ রোগ সংগ্রহ, বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃত ও বিকৃত অবস্থা, তাহাদের হানি ও বৃদ্ধির লক্ষণ—এই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে অষ্টাদশস্ত্রিশোথীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽষ্টোদরীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা অষ্টোদরীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইহ খল্বষ্টাবুদরাণি, অষ্টৌ মূত্রাঘাতাঃ, অষ্টৌ ক্ষীরদোষাঃ, অষ্টৌ রেতোদোষাঃ, সপ্ত কুষ্ঠানি, সপ্ত পিড়কাঃ, সপ্ত বিসর্পাঃ, ষড়তীসারাঃ, ষড়ুদাবর্ত্তাঃ, পঞ্চ গুল্মাঃ, পঞ্চ প্লীহ-দোষাঃ, পঞ্চ কাসাঃ, পঞ্চ শ্বাসাঃ, পঞ্চ হিক্কাঃ, পঞ্চ তৃষ্ণাঃ, পঞ্চ ছর্দ্দয়ঃ, পঞ্চ ভক্তস্যানশনস্থানানি, পঞ্চ শিরোরোগাঃ, পঞ্চ হৃদ্রোগাঃ, পঞ্চ পাণ্ডুরোগাঃ, পঞ্চোন্মাদাঃ, চত্বারোঽপস্মারাঃ, চত্বারোঽক্ষিরোগাঃ, চত্বারঃ কর্ণরোগাঃ, চত্বারঃ প্রতিশ্যায়াঃ, চত্বারো মুখরোগাঃ, চত্বারো গ্রহণীদোষাঃ, চত্বারো মদাঃ, চত্বারো মূর্চ্ছাঃ, চত্বারঃ শোষাঃ, চত্বারি ক্লৈব্যানি, ত্রয়ঃ শোথাঃ, ত্রীণি কিলাসানি, ত্রিবিধং লোহিতপিত্তং, দ্বৌ জ্বরৌ, দ্বৌ ব্রণৌ, দ্বাবায়ামৌ, দ্বে গৃধ্রস্যৌ, দ্বে কামলে, দ্বিবিধমামং, দ্বিবিধং বাতরক্তং, দ্বিবিধান্যর্শাংসি। এক ঊরুস্তম্ভঃ, একঃ সন্ন্যাসঃ, একো মহাগদঃ, বিংশতিঃ ক্রিমিজাতয়ঃ, বিংশতিঃ প্রমেহাঃ, বিংশতির্যোনিব্যাপদঃ। ইত্যষ্টচত্বারিংশদ্রোগাধিকরণান্যস্মিন্ সংগ্রহে সমুদ্দিষ্টানি। এতানি যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিশ্যন্তে ॥

উদর রোগ আট প্রকার; মুত্রাঘাত রোগ আট প্রকার; স্তন্যদোষ আটপ্রকার; শুক্রদোষ আট প্রকার; কুষ্ঠরোগ সাত প্রকার; পিড়কা সাত প্রকার; বিসর্প সাত প্রকার; অতিসার রোগ ছয় প্রকার; উদাবর্ত্ত রোগ ছয় প্রকার; গুল্ম রোগ পাঁচ প্রকার; প্লীহা রোগ পাঁচ প্রকার; কাস পাঁচ প্রকার; শ্বাস পাঁচ প্রকার; হিক্কা পাঁচ প্রকার; তৃষ্ণা পাঁচ প্রকার; বমন রোগ পাঁচ প্রকার; অরুচি পাঁচ প্রকার; শিরোরোগ পাঁচ প্রকার; হৃদ্‌রোগ পাঁচ প্রকার; পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার; উন্মাদ রোগ পাঁচ প্রকার; অপস্মার রোগ পাঁচ প্রকার; নেত্র রোগ চারি প্রকার; কর্ণ রোগ চারি প্রকার; প্রতিশ্যায় চারি প্রকার, মুখরোগ চারি প্রকার; গ্রহণী চারি প্রকার; মদ রোগ চারি প্রকার; মূর্চ্ছারোগ চারি প্রকার; শোষ রোগ চারি প্রকার; এবং ক্লৈব্যরোগ চারি প্রকার; শোথ রোগ তিন প্রকার; কিলাস রোগ তিনপ্রকার এবং রক্তপিত্ত রোগ তিন প্রকার; জর রোগ দুই প্রকার; ব্রণ রোগ দুই প্রকার; বৃদ্ধি দুই প্রকার; গৃধ্রসী দুই প্রকার; কামল দুই প্রকার; আমরোগ দুই প্রকার; বাতরক্ত দুই প্রকার; এবং অর্শোরোগ দুই প্রকার; উরুস্তম্ভ রোগ একপ্রকার; সন্ন্যাসরোগ এক প্রকার; এবং মহাগদ এক প্রকার; ক্রিমি রোগ বিংশতি প্রকার; প্রমেহ বিংশতি প্রকার; এবং যোনিব্যাপদ্ বিংশতি প্রকার—সমুদয়ে আটচল্লিশ প্রকার রোগের কথা সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহাদের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

অষ্টাবুদরাণীতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতপ্লীহবদ্ধছিদ্রোদ-কোদরাণি।

উদর রোগ আটপ্রকার। যথা :—বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, সন্নিপাতোদর, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর ও জলোদর।

অষ্টৌ মূত্রাঘাতা ইতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতাশ্মরীশর্ক-রাশুক্রশোণিতজাঃ।

মূত্রাঘাত রোগ আটপ্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, অশ্মরী জাত, শর্করা জাত, শুক্রজ ও রক্তজ।

অষ্টৌ ক্ষীরদোষা ইতি—বৈবর্ণ্যং বৈগন্ধ্যং বৈরস্যং পৈ-চ্ছিল্যং ফেনসংঘাতং রৌক্ষ্যং গৌরবমতিস্নেহশ্চ।

স্তন্যদোষ আটপ্রকার। যথা :—বিবর্ণতা, দুর্গন্ধতা, বিরসতা, পিচ্ছিলতা, ফেনিলতা, রুক্ষতা, গুরুতা এবং অতিস্নিগ্ধতা।

অষ্টৌ রেতোদোষা ইতি—তনুশুষ্কংফেনিলমশ্বেতং পূত্য-তিপিচ্ছিলমন্যধাতূপহিতমবসাদি চ॥

শুক্রদোষ আটপ্রকার। যথা :—তনুত্ব, শুষ্কত্ব, ফেনিলত্ব, শ্বেতাভাব, দুর্গন্ধতা, পিচ্ছিলতা, রক্ত প্রভৃতি অন্যধাতুর সংমিশ্রণতা, এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যাওয়া।

সপ্ত কুষ্ঠানীতি—কাপালোড়ুম্বরমণ্ডলর্ষ্যজিহ্বপুণ্ডরীকসি-ধ্মকাকণানি।

কুষ্ঠরোগ সাতপ্রকার। যথা :—কাপাল, উড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম এবং কাকণক।

সপ্ত পিড়কা ইতি—শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী সর্ষপ্যলজী বিনতা বিদ্রধী চ।

পিড়কা রোগ সাতপ্রকার। যথা :—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, সর্ষপী, অলজী, বিনতা এবং বিদ্রধি।

সপ্ত বিসর্পা ইতি—বাতপিত্তকফাগ্নিকর্দ্দমকগ্রন্থিসন্নিপাতাখ্যাঃ॥

বীসর্প রোগ সাতপ্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, অগ্নিবিসর্প, কর্দ্দম বিসর্প, গ্রন্থি ও সান্নিপাতিক বিসর্প।

ষড়তীসারা ইতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতভয়শোকজাঃ।

অতিসার রোগ ছয়প্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, ভয়জাত এবং শোকজাত।

ষড়ুদাবর্ত্তা ইতি—বাতমূত্রপুরীষশুক্রচ্ছর্দ্দিক্ষবথুজাঃ॥

উদাবর্ত্ত রোগ ছয়প্রকার। যথা :—বাতজ, মূত্রজ, পুরীষজ, শুক্রজ, ছর্দ্দিজ ও ক্ষবথুজাত।

পঞ্চ গুল্মা ইতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতরক্তজাঃ।

গুল্ম পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতগুল্ম, পিত্তগুল্ম, কফগুল্ম, সান্নিপাতিক গুল্ম ও রক্তগুল্ম।

পঞ্চ প্লীহদোষা ইতি—গুল্মৈর্ব্যাখ্যাতাঃ।

প্লীহা রোগও গুল্মের ন্যায় পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং রক্তজ।

পঞ্চ কাসা ইতি—বাতপিত্তকফক্ষতক্ষয়জাঃ।

কাসরোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষয়জ ও ক্ষতজ।

পঞ্চ শ্বাসা ইতি—মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমকক্ষুদ্রাঃ।

শ্বাসরোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস ও ক্ষুদ্র শ্বাস।

পঞ্চ হিক্কা ইতি—মহতী গম্ভীরা ব্যপেতা ক্ষুদ্রা চান্নজা চ।

হিক্কারোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—মহতী, গম্ভীরা, ব্যপেতা, ক্ষুদ্রা, ও অন্নজা।

পঞ্চ তৃষ্ণা ইতি—বাতপিত্তামক্ষয়োপসর্গাত্মিকাঃ।

তৃষ্ণা রোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতজা, পিত্তজা, আমজা, ক্ষয়জা ও উপসর্গাত্মিকা।

পঞ্চ ছর্দ্দয় ইতি—দ্বিষ্টার্থসংযোগজা বাতপিত্তকফসন্নিপাতোদ্রেকাত্মিকাশ্চ।

বমন রোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বিদ্বিষ্টঅন্নভক্ষণজনিত, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ।

পঞ্চ ভক্তস্যানশনস্থানানীতি—বাতপিত্তকফদ্বেষায়াসাঃ।

অরুচি রোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বেষজ, এবং শ্রমজনিত।

পঞ্চ [illegible]রোগা ইতি—পূ[illegible]মভিসম[illegible] বাতপিত্ত-[illegible]ঃ।

শিরোরোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং ক্রিমিজনিত।

পঞ্চ হৃদ্রোগা ইতি—শিরোরোগৈর্ব্যাখ্যাতাঃ।

হৃদ্‌রোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও ক্রিমিজ।

পঞ্চ পাণ্ডুরোগা ইতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতমৃজ্জাঃ।

পাণ্ডু রোগ পাঁচপ্রকার। যথা :—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত।

পঞ্চোন্মাদা ইতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তাঃ॥

উন্মাদ রোগ পাঁচপ্রকার যথা।—বাতোন্মাদ, পিত্তোন্মাদ, কফোন্মাদ, সান্নিপাতিকোন্মাদ এবং আগন্তুকোন্মাদ।

চত্বারোঽপস্মারা ইতি—বাতপিত্তকফসন্নিপাতনিমিত্তাঃ।

অপস্মার রোগ চারিপ্রকার। যথা :—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

চত্বারোঽক্ষিরোগাঃ, চত্বারঃ কর্ণরোগাঃ, চত্বারঃ প্রতিশ্যায়াঃ, চত্বারো মুখরোগাঃ, চত্বারো গ্রহণীদোষাঃ, চত্বারো মদাঃ, চত্বারো মূর্চ্ছা ইতি অপস্মারৈর্ব্যাখ্যাতাঃ।

চক্ষুরোগ চারিপ্রকার, কর্ণরোগ চারিপ্রকার, প্রতিশ্যায় রোগ চারিপ্রকার, এবং মুখরোগ চারিপ্রকার, গ্রহণীরোগ, মদরোগ ও মূর্চ্ছারোগ—ইহারাও প্রত্যেকে চারিপ্রকার। যথা :—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

চত্বারঃ শোষা ইতি সাহসসন্ধারণক্ষয়বিষমাশনজাঃ।

শোষ বা যক্ষ্মারোগ চারিপ্রকার। যথা :—সাহসজনিত, বেগধারণজনিত, ক্ষয়হেতু এবং বিষমাশন হেতু।

চত্বারি ক্লৈব্যানীতি—বীজোপঘাতাদ্ ধ্বজভঙ্গাজ্জরায়াঃ শুক্রক্ষয়াচ্চ॥

ক্লৈব্য রোগ চারি প্রকার। যথা :—শুক্রোপঘাতজনিত, ধ্বজভঙ্গজনিত, বার্দ্ধক্যজনিত ও শুক্রক্ষয়জাত।

ত্রয়ঃ শোথা ইতি—বাতপিত্তকফনিমিত্তাঃ। ত্রীণি কিলাসানীতি—রক্ততাম্রশুক্লানি। ত্রিবিধং লোহিতপিত্তমিতি—ঊর্দ্ধভাগমধোভাগমুভয়ভাগঞ্চ॥

শোথরোগ তিনপ্রকার। যথা :—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। কিলাসরোগ তিনপ্রকার। যথা :—রক্তবর্ণ কিলাস, তাম্রবর্ণ কিলাস ও শুভ্রবর্ণ কিলাস। রক্তপিত্ত রোগ তিনপ্রকার। যথা :— ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, অধোগরক্তপিত্ত এবং উভয়গত রক্তপিত্ত।

দ্বৌ জ্বরাবিতি—উষ্ণাভিপ্রায়ঃ শীতসমুত্থঃ শীতাভিপ্রায়শ্চোষ্ণসমুত্থঃ।

জ্বর দুইপ্রকার। যথা :—শীতসম্ভূত ও উষ্ণোত্থ। শীতজনিত জ্বরে উষ্ণে এবং উষ্ণজনিত জ্বরে শীতে অভিলাষ হইয়া থাকে।

দ্বৌ ব্রণাবিতি—নিজশ্চাগন্তুজশ্চ। দ্বাবায়ামাবিতি—বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চ। দ্বে গৃধ্রস্যাবিতি—বাতাদ্বাতকফাচ্চ। দ্বে কামলে ইতি—কোষ্ঠাশ্রয়া শাখাশ্রয়াচ। দ্বিবিধমামমিতি-অলসকো বিসূচিকা চ। দ্বিবিধং বাতরক্তমিতি গম্ভীর মুত্তানঞ্চ। দ্বিবিধান্যর্শাংসীতি—আর্দ্রাণি শুষ্কাণি চ॥

ব্রণ দুইপ্রকার। যথা:—নিজ ও আগন্তুক ব্রণ। আয়াম বা ধনুষ্টঙ্কার দুইপ্রকার। যথা:—বাহ্যায়াম ও আভ্যন্তরায়াম। গৃধ্রসী রোগ দুই প্রকার। যথা:—বাতজ ও বাতকফজ গৃধ্রসী। কামলরোগ দুইপ্রকার। যথা:—কোষ্ঠাশ্রয় ও শাখাশ্রয়। আমরোগ দুইপ্রকার। যথা:—অলসক ও বিসূচিকা। বাতরক্ত দুইপ্রকার। যথা:—গম্ভীর বাতরক্ত ও উত্তান বাতরক্ত. অর্শোরোগ দুইপ্রকার। যথা:—শুষ্ক অর্শঃ ও আর্দ্র অর্শঃ।

এক ঊরুস্তম্ভ ইতি—আমত্রিদোষসমুত্থঃ। একঃ সন্ন্যাস ইতি—ত্রিদোষাত্মকো মনঃশরীরাধিষ্ঠানঃ। একো মহাগদ ইতি অতত্ত্বাভিনিবেশঃ॥

উরুস্তম্ভ একপ্রকার:—আমাশ্রিত ত্রিদোষজনিত। সন্ন্যাসরোগ একপ্রকার। ইহা ত্রিদোষজনিত। মন ও শরীর উভয়ই সন্ন্যাস রোগের অধিষ্ঠান।
মহাগদ একপ্রকার। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানে মন না দেওয়াই—মহারোগ।

বিংশতিঃ ক্রিমিজাতয় ইতি—যূকাঃ পিপীলিকাশ্চেতি দ্বিবিধা বহির্মলজাঃ। কেশাদা লোমাদাঃ লোমদ্বীপাঃ সৌরসা ঔডুম্বরা জন্তুমাতরশ্চেতি ষট্ শোণিতজাঃ। অন্ত্রাদা উদরাদা হৃদয়াদাশ্চুরবো দর্ভপুষ্পাঃ সৌগন্ধিকা মহাগুদাশ্চেতি সপ্ত কফজাঃ। ককেরুকা মকেরুকা লেলিহাঃ সশূলকাঃ সৌসুরাদাশ্চেতি পঞ্চ পুরীষজাঃ॥

ক্রিমিরোগ বিংশতিপ্রকার। তন্মধ্যে যূক ও পিপীলিকা এই দুইপ্রকার ক্রিমি বাহ্যমল হইতে জন্মায়। কেশাদ, লোমাদ, লোমদ্বীপ, সৌরস, উডুম্বর এবং জন্তুমাতা—এই ছয় প্রকার ক্রিমি রক্ত হইতে জন্মায়। অন্ত্রাদ, উদরাদ, হৃদয়চর, চুরু, দর্ভপুষ্প, সৌগন্ধি এবং মহাগুদ—এই সাত প্রকার ক্রিমি কফজাত। ককেরুক, মকেরুক, লেলিহ, সশূল, সৌসুরাদ—এই পাঁচপ্রকার ক্রিমি বিষ্ঠা হইতে জন্মে।

বিংশতিঃ প্রমেহা ইতি—উদকমেহশ্চেক্ষুবালিকারসমেহশ্চ সান্দ্রমেহশ্চ সান্দ্রপ্রসাদমেহশ্চ শুক্লমেহশ্চ শুক্রমেহশ্চ শীতমেহশ্চ শনৈর্মেহশ্চ লালামেহশ্চেতি দশ শ্লেষ্মনিমিত্তাঃ। ক্ষারমেহশ্চ কালমেহশ্চ নীলমেহশ্চ লোহিতমেহশ্চ মঞ্জিষ্ঠামেহশ্চ হারিদ্রামেহশ্চেতি ষট্ পিত্তনি-

মিত্তাঃ। বসামেহশ্চ মজ্জামেহশ্চ হস্তিমেহশ্চ মধুমেহ-
শ্চেতি চত্বারো বাতনিমিত্তা ইতি বিংশতিপ্রমেহাঃ॥

প্রমেহ বিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুবালিকা রসমেহ, সান্দ্রমেহ, সান্দ্রপ্রসাদ মেহ, শুক্লমেহ, শুক্রমেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ, সিকতামেহ ও লালামেহ—এই দশপ্রকার মেহ শ্লেষ্মা হইতে জন্মায়। ক্ষারমেহ,কালমেহ,নীলমেহ, লোহিত মেহ, মঞ্জিষ্ঠামেহ এবং হরিদ্রামেহ—এই ছয় প্রকার মেহ পিত্ত হইতে জন্মায়। এবং বসামেহ, মজ্জামেহ, হস্তিমেহ ও মধুমেহ-এই চারি প্রকার মেহ বায়ু হইতে জন্মায়।

বিংশতির্যোনিব্যাপদ ইতি—বাতিকী পৈত্তিকী শ্লৈষ্মিকী
সান্নিপাতিকী চেতি চতস্রো দোষজাঃ। দূষ্যসংসর্গপ্রকৃতি-
নির্দ্দেশৈরবশিষ্টাঃ ষোড়শ নির্দ্দিশ্যন্তে। তদ্‌যথা—রক্ত-
যোনিশ্চারজস্কা চাচরণা চাতিচরণা চ প্রাক্‌চরণাচোপ-
প্লুতা চ পরিপ্লুতা চোদাবর্ত্তিনী চ কর্ণিনীচ পুত্রঘ্নী চান্ত-
র্মুখী চ সূচীমুখী চ শুষ্কা চ বামিনী চ ষণ্ডযোনিশ্চ মহা-
যোনিশ্চেতি বিংশতির্যোনিব্যাপদো ভবন্তি। ইতি কেবল-
শ্চায়মুদ্দেশোযথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টো ভবতি॥

যোনিব্যাপদ্ বিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক—এই চারি প্রকার যোনিব্যাপদ্ দোষ জনিত। এবং বাতাদি দোষেরও রক্তপ্রভৃতি দূষ্য পদার্থের সংসর্গে অবশিষ্ট ষোল প্রকার যোনি ব্যাপৎ জন্মে। তাহাদের নাম যথাঃ—রক্তযোনি, অরজস্কা, অচরণা, অতিচরণা, প্রাক্‌চরণা, উপপ্লুতা, পরিপ্লুতা, উদাবর্ত্তিনী, কর্ণিনী, পুত্রঘ্নী, অন্তর্ম্মুখী সূচীমুখী, শুষ্কা, বামিনী, ষণ্ডযোনি ও মহাযোনি। সমুদয়ে যোনিরোগ এই বিংশতিপ্রকার। এস্থলে রোগের সংখ্যানুরূপ নামমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

সর্ব্ব এব নিজা বিকারা নান্যত্র বাতপিত্তকফেভ্যো নিব-
র্ত্তন্তে। যথা হি শকুনিঃ সর্ব্বা দিশ অপি পরিপতন্
স্বাং ছায়াং নাতিবর্ত্ততে। তথা স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তাঃসর্ব্ব
বিকারাঃ বাতপিত্তকফান্ নাতিবর্ত্তন্তে। বাতপিত্তশ্লেষ্মণাস্তু
খলু স্থানসংস্থানপ্রকৃতিবিশেষানভিসমীক্ষ তদাত্মকানপি
চ সর্ব্ববিকারাংস্তাংস্তানেবোপদিশন্তি বুদ্ধিমন্তঃ॥

নিজ রোগ সকল বায়ু, পিত্ত ও কফব্যতীত অপর কোন কারণে সমুদ্ভূত হয় না। যেমন সমুদয় দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াও পক্ষী আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ ধাতু-বৈষম্যজনিত রোগ সকল বায়ু পিত্ত ও কফকে অতিক্রম করে না। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বায়ু. পিত্ত ও কফের সমুত্থান, স্থান, লক্ষণ ও প্রকৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদয় রোগকে বায়ু পিত্ত ও কফজনিত বলিয়া উপদেশ দেন।

স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তজা যে বিকারসংঘা বহবঃ শরীরে।
ন তে পৃথক্ পিত্তকফানিলেভ্য আগন্তবস্ত্বেব ততো বিশিষ্টাঃ॥

আগন্তুরন্বেতি নিজং বিকারং নিজস্তথাগন্তুমতিপ্রবৃদ্ধঃ।
তত্রানুবন্ধং প্রকৃতিঞ্চ সম্যক্ জ্ঞাত্বা ততঃ কর্ম্ম সমারভেত॥

শারীরিক ধাতু সমূহের বিষমতা নিবন্ধন শরীরে বিবিধ প্রকারের যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা বায়ু পিত্ত ও কফ হইতে স্বতন্ত্র নহে। কেবল আগন্তুজ ব্যাধি সকল বায়ু পিত্ত ও কফ হইতে স্বতন্ত্র। আগন্তুক রোগ ও কোন কোন স্থলে নিজরোগের অনুসরণ করে অর্থাৎ অভিঘাতাদি কারণ হইতে ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া পরে নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষের বৈষম্য ঘটায়। আবার নিজ রোগ ও কখন কখন অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আগন্তু রোগের অনুগত হয়। এরূপ স্থলে অনুবন্ধ ও বাতাদি প্রকৃতি সম্যক্‌রূপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবেক।

তত্র শ্লোকৌ।

বিংশকাশ্চৈককাশ্চৈব ত্রিকাশ্চোক্তাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ।
দ্বিকাশ্চাষ্টৌ চতুষ্কাশ্চ দশদ্বাদশপঞ্চকাঃ॥
চত্বারশ্চাষ্টকা বর্গাঃ ষট্‌কৌ দ্বৌ সপ্তকাস্ত্রয়ঃ।
অষ্টোদরীয়ে রোগাণামধ্যায়ে সংপ্রকাশিতঃ॥

এই অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে রোগের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিনপ্রকার রোগ বিংশতি সংখ্যক, তিনটি রোগ একপ্রকার, তিনটি রোগ তিনপ্রকার, আটটী রোগ দুই প্রকার, দশটী রোগ চারি প্রকার, বারটী রোগ পাঁচপ্রকার, চারিটী রোগ আট প্রকার, দুটী রোগ ছয় ছয় প্রকার এবং তিনটী রোগ সাত প্রকার।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
অষ্টোদরীয়ো নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃততন্ত্রে ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহারোগাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা মহারোগাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

চত্বারো রোগা ভবন্ত্যাগন্তুবাতপিত্তশ্লেষ্মনিমিত্তাঃ। তেষাং চতুর্ণামপিচ রোগাণাং রোগত্বমেকবিধং ভবতি রুক্‌সামান্যাৎ। দ্বিবিধশ্চৈষামধিষ্ঠানং মনঃশরীরবিশেষাৎ। বিকারাঃ পুনরপরিসংখ্যেয়াঃ প্রকৃত্যধিষ্ঠানলিঙ্গায়তনবিকল্পানামপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ॥

রোগ চারিপ্রকার। যথা আগন্তু, বাত, পিত্ত ও কফ নিমিত্তক। সেই চারিপ্রকার রোগের রোগত্ব একপ্রকার অর্থাৎ—শরীর ও মনের পীড়াদায়ক সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলে উহারা সকলেই সমান বা একপ্রকার। আবার রোগসমূহের প্রকৃতি বা কারণ দুই প্রকার। আগন্তু প্রকৃতি ও নিজপ্রকৃতি। রোগের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান দ্বিবিধ—শরীর ও মন। কতকগুলি রোগের আশ্রয়স্থান, মন এবং কতকগুলি রোগের আশ্রয়স্থান শরীর। রোগের প্রকৃতি, আশ্রয়স্থান, লিঙ্গ ও আয়তন—ইহাদের প্রকার ভেদের যেহেতু সংখ্যা করা যায় না, সেকারণে রোগ অপরিসংখ্যেয়।

মুখানি তু খল্বাগন্তোর্নখদশনপতনাভিঘাতাভিসঙ্গাভিচারাভিশাপবধবন্ধনব্যধনবেষ্টনপীড়নরজ্জুদহনশস্ত্রাশনিভূতোপসর্গাদীনি। নিজস্য তু খলু মুখং বাতপিত্তশ্লৈষ্মিকং বৈষম্যং॥

নখাঘাত, দন্তাঘাত, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির অভিঘাত, উচ্চস্থান হইতে পতন, অভিচার, (মারণ উচ্চাটন ও বশীকরণাদি কর্ম্ম), অভিশাপ, অভিষঙ্গ (ভূতাদির আবেশ), বধ, বন্ধন, রজ্জু বেষ্টন, দহন, শস্ত্র, বজ্র ওভূতোপসর্গ প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আগন্তু রোগ কহে এবং বায়ু পিত্ত ও কফের বৈষম্য নিজ রোগোৎপাদনের কারণ।

দ্বয়োস্তু খল্বাগন্তুনিজয়োঃ প্রেরণমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি। সর্ব্বেঽপি খল্বেতে প্রবৃদ্ধাশ্চত্বারো রোগাঃ পরস্পরমনুবধ্নন্তি নচান্যোন্যেন সহ সন্দেহমাপদ্যন্তে॥

পরন্তু আগন্তু ও নিজরোগ এই উভয়েরই মূলকারণ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ অর্থাৎ অননুকূল রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম (অর্থাৎ কালকৃত শীতোষ্ণাদির অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যা যোগ)। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ—এই সকল রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অনুবন্ধি হয়। কিন্তু, ইহাদের একটীকে অন্য বলিয়া তজ্জন্য সন্দেহ হয় না।

আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বসমুৎপন্নো জঘন্যং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যমাপাদয়তি। নিজে তু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ পূর্ব্বং বৈষম্যমাপদ্যন্তে জঘন্যং ব্যথামভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি॥ তেষাং ত্রয়াণামপি দোষাণাং শরীরে স্থানবিভাগমনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

আগন্তুজ রোগ প্রথমতঃ ব্যথা হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য সংঘটন করে। কিন্তু নিজরোগে প্রথমেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য সাধিত হয় ও পশ্চাৎ ব্যথা উপস্থিত হয়। এক্ষণে শরীরগত বায়ু, পিত্ত ও কফের স্থান বিভাগ উপদেশ করা যাইতেছে।

তদ্‌যথাঃ—বস্তিঃ পুরীষাধানং কটী সক্থিনী পাদাবস্থীনি বাতস্থানানি। তত্রাপি পক্বাশয়ো বিশেষেণ বাতস্থানম্। স্বেদো রসো লসিকা রুধিরমাংসাশয়শ্চেতি পিত্তস্থানানি।

তত্রাপ্যামাশয়ো বিশেষেণ পিত্তস্থানম্। উরঃ শিরো গ্রীবা পর্ব্বাণ্যামাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মণঃ স্থানানি। তত্রাপি উরো বিশেষেণঃ শ্লেষ্মণঃ স্থানম্॥

বস্তিস্থান (মূত্রাশয়), পুরীষস্থান, কটিদেশ, উরুদ্বয়, পাদদ্বয় ও অস্থিসমূহ—এইগুলি বায়ুর আশ্রয়স্থান। ইহাদের মধ্যে পক্কাশয়ই বায়ুর প্রধান আশ্রয়স্থান। স্বেদ, রস, লসীকা, রক্ত ও আমাশয়—এইগুলি পিত্তের আশ্রয়স্থান। তন্মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের প্রধান আশ্রয়স্থান। বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদঃ—এইগুলি কফের স্থান। ইহাদের মধ্যে বক্ষঃস্থলই কফের প্রধান স্থান।

সর্ব্ব শরীরচরাস্তু খলু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ সর্ব্বস্মিন্ শরীরে কুপিতাকুপিতাঃ শুভাশুভানি কুর্ব্বন্তি। প্রকৃতিভূতানি শুভান্যুপচয়বলবর্ণপ্রসাদাদীন্যশুভানি পুনর্বিকৃতিমাপন্নানি বিকারসংজ্ঞকানি। তত্র বিকারাঃ সামান্যজা নানাত্মজাশ্চ। তত্র সামান্যজাঃ পূর্ব্বমষ্টোদরীয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। নানাত্মজাংস্ত্বিহাধ্যায়েঽনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ—শরীরের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা কুপিত ও অকুপিত ভাবে শরীরের শুভাশুভ বিধান করে। ইহারা অকুপিত বা প্রকৃতিস্থ থাকিলে শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রসাদ সংঘটন করে। এবং ইহারা কুপিত বা বিকৃত হইলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ ও অশুভ সকল সংঘটন করায়। বায়ু পিত্ত ও কফের বিকৃতি জনিত বিকার বা রোগ সকল দ্বিবিধ। সামান্যজ ও নানাত্মজ। সামান্যজ রোগের বিষয় পূর্ব্বে অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে নানাত্মজ রোগের বিষয় এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যে সকল রোগ কেবল বায়ু, বা কেবল পিত্ত অথবা কেবল কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নানাত্মজ রোগ কহে। আর যে রোগ বায়ু প্রভৃতি সকল দোষ হইতেই জন্মায়, তাহাকে সামান্যজ বলে। জ্বরাদি সামান্যজ ও পক্ষাঘাতাদি নানাত্মজ।

তদ্যথা—অশীতির্বাতবিকারাঃ, চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ, বিংশতিঃ শ্লেষ্মবিকারাশ্চ। তত্রাদিতএব বাতবিকারাননু-ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

নানাত্মজ রোগের মধ্যে বায়ুজনিত রোগ অশীতিপ্রকার, পিত্তজনিত রোগ চল্লিশপ্রকার এবং কফজনিত রোগ বিংশতিপ্রকার।

তদ্যথা—নখভেদশ্চ বিপাদিকা চ পাদশূলশ্চ পাদভ্রংশশ্চ পাদসুপ্ততা চ বাতখুড্ডতা চ গুল্ফগ্রহশ্চ পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনঞ্চ গৃধ্রসী চ জানুভেদশ্চ জানুবিশ্লেষশ্চোরুস্তম্ভশ্চোরুসাদশ্চ পাঙ্গুল্যঞ্চ গুদভ্রংশশ্চ গুদার্ত্তিশ্চ বৃষণোৎক্ষেপশ্চ শেফঃ-

স্তম্ভশ্চ বঙ্ক্ষণানাহশ্চ বিড়্ভেদশ্চ শ্রোণিভেদশ্চোদাবর্ত্তশ্চ খঞ্জত্বঞ্চ বামনত্বঞ্চ ত্রিকগ্রহশ্চ পৃষ্ঠগ্রহশ্চ পার্শ্বাবমর্দ্দশ্চোদরাবেষ্টশ্চোন্মাদশ্চ হৃদ্দ্রবশ্চ বক্ষোঘর্ষশ্চ বক্ষউপরোধশ্চ বক্ষস্তোদশ্চ বাহুশোষশ্চ গ্রীবাস্তম্ভশ্চ মন্যাস্তম্ভশ্চ কণ্ঠোদ্ধংসশ্চ হনুভেদশ্চৌষ্ঠভেদশ্চাক্ষিভেদশ্চ দন্তভেদশ্চ দন্তশৈথিল্যঞ্চ মূকত্বঞ্চ গদ্গদত্বঞ্চ বাক্সঙ্গশ্চ কষায়াস্যতা চ মুখশোষশ্চ অরসজ্ঞতা চ কর্ণশূলশ্চ শব্দাশ্রবণঞ্চোচ্চৈঃশ্রবঞ্চ বাধির্য্যঞ্চ বর্ত্মস্তম্ভশ্চ বর্ত্মসঙ্কোচঞ্চ তিমিরঞ্চাক্ষিশূলশ্চাক্ষিব্যুদাসশ্চ ভ্রূব্যুদাসশ্চ শঙ্খভেদশ্চ ললাটভেদশ্চ শিরোরুক্চ কেশভূমিস্ফুটনঞ্চ অর্দ্দিতঞ্চৈকাঙ্গরোগশ্চ সর্ব্বাঙ্গরোগশ্চাক্ষেপকশ্চ দণ্ডকশ্চ তমশ্চ ভ্রমশ্চ বেপথুশ্চ জৃম্ভা চ হিক্কা চ বিষাদশ্চ প্রলাপশ্চ গ্লানিশ্চ রৌক্ষ্যঞ্চ পারুষ্যঞ্চ শ্যাবারুণাবভাসতা চাস্বপ্নশ্চানবস্থিতচিত্তত্বঞ্চ ইত্যশীতির্বাতবিকারা বাতবিকারাণামপরিসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃততমা এব ব্যাখ্যাতাঃ। সর্ব্বেষ্বপি খল্বেতেষু বাতবিকারেষূক্তেষ্বনুক্তেষু বায়োরিদমাত্মরূপমপরিণামি কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণং যদুপলভ্য তত্তদবয়বং বা বিমুক্তসন্দেহা বাতবিকারমেবাধ্যবসন্তি কুশলাঃ ॥

বায়ুজনিত রোগ অশীতিপ্রকার। যথাঃ—নখভেদ, বিপাদিকা, পাদশূল, পাদভ্রংশ, সুপ্তপাদতা, বাতখুড্ডতা, গুল্ফগ্রহ, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন, গৃধ্রসী, জানুভেদ, জানুবিশ্লেষ, উরুস্তম্ভ, পাঙ্গুল্য, গুদভ্রংশ, গুদার্ত্তি, বৃষণোৎক্ষেপ, শেফস্তম্ভ, বংক্ষণ, আনাহ, শ্রোণিভেদ, বিড়্ভেদ, উদাবর্ত্ত, খঞ্জত্ব, কুব্জত্ব, বামনত্ব, ত্রিকগ্রহ, পৃষ্ঠগ্রহ, পার্শ্ববিমর্দ্দ, উদরাবেষ্ট, হৃন্মোহ, হৃদ্দ্রব, বক্ষউদ্ঘর্ষ, বক্ষ-উপরোধ, বক্ষউপস্তম্ভ, বাহুশোষ, গ্রীবাস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, কণ্ঠোধ্বংস, হনুতাড়, ওষ্ঠভেদ, দন্তভেদ, দন্তশৈথিল্য, মূকত্ব, বাক্সঙ্গ, কষায়াস্যতা, মুখশোষ, অরসজ্ঞতা, ঘ্রাণনাশ, কর্ণশূল, শব্দাশ্রবণ, উচ্চৈঃশ্রবণ, বাধির্য্য, বর্ত্মস্তম্ভ, বর্ত্মসংকোচ, তিমির, অক্ষিশূল, অক্ষিব্যুদাস, ভ্রূব্যুদাস, শঙ্খভেদ, ললাটভেদ, শিরঃশূল, কেশ-ভূমিস্ফুটন, অর্দ্দিত, একাঙ্গরোগ, সর্ব্বাঙ্গরোগ, পক্ষবধ, আক্ষেপ, দণ্ডক, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ, গাত্রঘূর্ণন, জৃম্ভা, বিষাদ, অতিপ্রলাপ, গ্লানি, রুক্ষতা, পরুষতা, শ্যাববর্ণতা, অরুণবর্ণতা, বেপথু, অনিদ্রা ও চঞ্চলচিত্ততা। বায়ুরোগ অসংখ্য, তন্মধ্যে যে গুলি আবিষ্কৃততম, অর্থাৎ যে গুলি সচরাচর ঘটিয়া থাকে, তাহাদেরই কথা বলা হইল। এই সকল বায়ুরোগে, এবং যে সকল বায়ুরোগের বিষয় উক্ত হইল না—সেই সকল রোগে বায়ুর নিম্নলিখিত সহজসিদ্ধ আত্মরূপ ও বায়ুর নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল, অথবা তাহাদের কতকগুলি রূপ ও লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া চিকিৎসাকুশল বৈদ্য তাহাদিগকে [illegible] বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকেন।

তদ্যথা—রৌক্ষ্যং শৈত্যং লাঘবং বৈষদ্যং গতিরমূর্ত্তিত্বঞ্চ বায়োরাত্মরূপাণি। এবম্বিধত্বাচ্চ বায়োঃ কর্ম্মণঃ স্বলক্ষণমিদমস্য ভবতি তং তং শরীরাবয়বমাবিশতঃ। স্রংসভ্রংশব্যাসাঙ্গভেদানসাদহর্ষকম্পাবমর্দ্দচালতোদব্যথাচেষ্টাদীনি তথা খরপরুষবিষদশুষিরারুণকষায়বিরসমুখশোষসুপ্তিসঙ্কোচনখঞ্জতাদীনি চ বায়োঃ কর্ম্মাণি, তৈরন্বিতং বাতবিকারমেবাধ্যবস্যেৎ॥

কুপিত বায়ুর আত্মরূপ এবং বাতিক কার্য্যের স্বাভাবিক লক্ষণ যথা;—রুক্ষতা, লঘুতা, বিষদতা, শৈত্য, গতি এবং অমূর্ত্তিত্ব—এই গুলি বায়ুর আত্মরূপ। বায়ু এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবেশ করিয়া এই সকল বাতিক কার্য্যের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা;—স্খলন, ভ্রংশ, বিস্তার, অঙ্গভেদ, অবসাদ, হর্ষ, তর্ষ বা তৃষ্ণা, আবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, কম্প, চালন, তোদ, সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া, বেষ্টন ও ভঙ্গতা এবং খরত্ব, পারুষ্য, বৈষদ্য, শুষিরতা, অরুণবর্ণতা, কষায়তা, বিরসতা, শোষ, শূল, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সঙ্কোচন ও স্তম্ভন। এই সকল লক্ষণান্বিত বিকারকে বায়ুবিকৃতজনিত রোগ বলিয়া নিশ্চয় করিবেক।

তং মধুরাম্ললবণস্নিগ্ধোষ্ণৈরুপক্রমৈরুপক্রমেত। স্নেহ স্বেদাস্থাপনানুবাসননস্তঃকর্ম্মভোজনাভ্যঙ্গোৎসাদনপরিষেকাদিভির্বাতহরৈর্মাত্রাং কালঞ্চ প্রমাণীকৃত্য। তত্রাস্থাপনানুবাসনন্তু খলু সর্ব্বোপক্রমেভ্যো বাতে প্রধানতমং মন্যন্তে ভিষজঃ॥ তদ্ধ্যাদিত এব পক্কাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং বাতমূলং ছিনত্তি। তত্রাবজিতে বাতে শরীরান্তর্গত বাতবিকারাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। [illegible] বনস্পতের্মূলে ছিন্নে স্কন্ধশাখাবরোহকুসুমফলপলাশাদীনাং নিয়তো বিনাশস্তদ্বৎ॥

মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ [illegible] দ্রব্য দ্বারা এবং বায়ুনাশক স্বেদ, স্নেহ, আস্থাপন, অনুবাসন, নস্তকর্ম্ম, ভোজন, [illegible], উৎসাদন ও পরিষেকাদি দ্বারা মাত্রা ও কালানুসারে বায়ুরোগের চিকিৎসা করিবে। বায়ুরোগের যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে অনুবাসন ও আস্থাপনকেই ভিষকেরা প্রধানতম বলিয়া মনে করেন। কারণ আস্থাপন ও অনুবাসন প্রথমেই পক্কাশয়ে প্রবেশ করতঃ বিকারোৎপাদক বায়ুর মূলদেশ উচ্ছেদ করে। পক্কাশয়গত বিকৃতবায়ু নষ্ট হইলে, অতঃপর শরীরান্তর্গত সমস্ত বাতবিকার শান্ত হইয়া থাকে। বনস্পতির মূলদেশ ছিন্ন হইলে যেমন উহার স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা, কুসুম, ফল ও পত্রাদি [illegible] নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ পক্কাশয়গত বিকৃত বায়ু ছিন্নমূল হইলে, শরীরান্তর্গত অপরাপর স্থানের বায়ুবিকার সকল প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিত্তবিকারাংশ্চত্বারিংশদত ঊর্দ্ধমনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—ওষশ্চ প্লোষশ্চ দাহশ্চ দবথুশ্চ ধূমকশ্চাম্লকশ্চ বিদাহশ্চান্ত-র্দাহশ্চাংসদাহ-শ্চোষ্মাধিক্যঞ্চাতিস্বেদশ্চাঙ্গগন্ধশ্চাঙ্গাবদরণঞ্চ শোণিতক্লেদশ্চ মাংসক্লেদশ্চ ত্বগ্দাহশ্চ ত্বগবদরণঞ্চ চর্ম্ম-দলনঞ্চ রক্তকোঠশ্চ রক্তবিস্ফোটশ্চ রক্তমণ্ডলঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ হরিতত্বঞ্চ হারিদ্রত্বঞ্চ নীলিকা চ কক্ষা চ কামলা চ তিক্তা-স্যতা চ পূতিমুখতা চ তৃষ্ণাধিক্যঞ্চাতৃপ্তিশ্চাস্যপাকশ্চ গল-পাকশ্চ অক্ষিপাকশ্চ গুদপাকশ্চ মেঢ্রপাকশ্চ জীবাদানঞ্চ তমঃপ্রবেশশ্চ হরিতহারিদ্রনেত্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বঞ্চ। ইতি চত্বা-রিংশৎ পিত্তবিকারাঃ। পিত্তবিকারানামপরিসংখ্যেয়ানামা-বিষ্কৃততমা ব্যাখ্যাতাঃ॥

অতঃপর চল্লিশ প্রকার পিত্তবিকার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা:—ওষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে যে তাপবোধ হয়), প্লোষ (ঈষৎ অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালা), দাহ, দবথু (ধক্ ধক্ জ্বালা), ধূমক (ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি), অম্লোদ্গার, বিদাহ (অজীর্ণজনিত জ্বালা), অন্ত-র্দ্দাহ, অংসদাহ, উষ্মাধিক্য, অতিস্বেদ, অঙ্গগন্ধ, অঙ্গবিদারণ, শোণিত-ক্লেদ, মাংস-ক্লেদ, ত্বগ্-দাহ, মাংসদাহ, ত্বক্ ও মাংসের বিদারণ অর্থাৎ কাটিয়া যাওয়া, রক্তস্ফোট (স্ফীত লালবর্ণ শোথ), রক্তবর্ণ বিস্ফোটক, রক্তপিত্ত, রক্তমণ্ডল (লালবর্ণ মণ্ডলাকৃতি), হরিতবর্ণতা, হরিদ্রাবর্ণতা, নীলিকা (ক্ষুদ্র রোগবিশেষ), কক্ষা (কক্ষ প্রভৃতি স্থানে বেদনান্বিত রক্তবর্ণ স্ফোটক), কামলা রোগ, মুখের তিক্ততা, মুখের দুর্গন্ধ, তৃষ্ণাধিক্য, অতৃপ্তি, মুখপাক অর্থাৎ মুখক্ষত, গলক্ষত, অক্ষিক্ষত, গুহ্যদ্বারে ক্ষত, পুং অঙ্গে ক্ষত, জীবাদান (কাঁচা রক্ত নির্গম), অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ, এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষু সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ হওয়া—এই চল্লিশ প্রকার বিকৃতি কেবল পিত্ত দ্বারাই উৎপন্ন হয়। পিত্তবিকারও অসংখ্য; তন্মধ্যে যেগুলি পরিস্ফুটতম তাহাদেরই কথা ধরা হইল।

সর্ব্বেষ্বপি তু খল্বেতেষু পিত্তবিকারেষূক্তেষ্বনুক্তেষু চান্যেষু পিত্তস্যেদমাত্মরূপমপরিণামি কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণং যদুপলভ্য তত্তদবয়বং বা বিমুক্তসন্দেহাঃ পিত্তবিকারমেবাধ্যবস্যন্তি কুশলাঃ॥

যে সকল পিত্তবিকারের নাম উল্লেখ করা গেল, এবং অপরাপর পিত্তবিকার যাহাদের বিষয় অনুক্ত রহিয়া গেল, সমুদয় পিত্তবিকারেই কুপিত পিত্তের আত্মরূপ ও পিত্তকার্য্যের লক্ষণ সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে অবগত হইয়া প্রয়োগকুশল চিকিৎসক সন্দেহশূন্য হইয়া তাহাদিগকে পিত্তবিকার বলিয়া স্থির করিতে পারিবেন।

তদ্যথা—ঔষ্ণ্যং তৈক্ষ্ণ্যং দ্রবমনতিস্নেহো বর্ণশ্চাশুক্লো গন্ধশ্চ বিস্রো রসৌ কটুকাম্লৌ পিত্তস্যাত্মরূপাণি। এবম্বিধস্যাচ্চ কর্ম্মণঃ স্বলক্ষণমিদমেতস্য ভবতি তং তং

শরীরাবয়বমাশ্রিতঃ। দাহৌষ্ম্যপাকস্বেদক্লেদকোথস্রাব-রাগাঃ যথাস্বগন্ধবর্ণরসাদিনির্বর্ত্তনং পিত্তকর্ম্মাণি তৈরন্বিতং পিত্তবিকারমেবাধ্যবস্যেৎ ॥

কুপিত পিত্তের আত্মরূপ এবং পৈত্তিক কার্য্যের লক্ষণ। যথা—উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, লঘুতা, অনতিস্নিগ্ধতা, শুক্লবর্ণ ভিন্ন অপরাপর বর্ণতা, আম মাংসের গন্ধতা এবং কটু ও অম্লরসতা—এই কয়েকটী পিত্তের আত্মরূপ। পিত্ত এই প্রকার বলিয়া ইহার কার্য্যের লক্ষণ এইরূপ দেখা যায়;—যথা দাহ, উষ্মা, পাক, স্বেদ, ক্লেদ, কোথ (পচিয়া যাওয়া), স্রাব, রাগ এবং আত্মগন্ধানুরূপ গন্ধ, বর্ণ ও রসের প্রবর্ত্তন। এই সকল লক্ষণান্বিত রোগকে পিত্তবিকার বলিয়া জানিবে।

তং মধুরতিক্তকষায়শীতৈরুপক্রমৈরুপক্রমেত। স্নেহবিরেক-প্রদেহপরিষেকাভ্যঙ্গাবগাহাদিভিঃ পিত্তহরৈর্মাত্রাং কালঞ্চ প্রমাণীকৃত্য, বিরেচনস্তু সর্ব্বোপক্রমেভ্যঃ পিত্তে প্রধানতমং মন্যন্তে ভিষজঃ ॥

মধুর, তিক্ত, কষায় ও শীতল দ্রব্যাদি দ্বারা পিত্তরোগের চিকিৎসা করিবে। অপর স্নেহ, বিরেচন, প্রদেহ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও অবগাহ প্রভৃতি পিত্তনাশক উপচার দিয়া কাল ও মাত্রানুসারে পিত্তরোগের চিকিৎসা করিবে। বিরেচনকেই বৈদ্যেরা পিত্তরোগের প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া স্বীকার করেন।

তদ্ধ্যাদিত এবামাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং পিত্ত-মূলমপকর্ষতি। তত্রাবজিতে পিত্তে শরীরান্তর্গতপিত্ত-বিকারাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। যথাগ্নৌ ব্যপোঢ়ে কেবল-মগ্নিগৃহং শীতীভবতি তদ্বৎ ॥

বিরেচক ঔষধ প্রথমতঃ আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক বৈকারিক পিত্তমূলকে আকর্ষণ করতঃ নিঃসৃত করিয়া দেয়। আমাশয়গত পিত্ত নিবৃত্ত হইলে, শরীরান্তর্গত পিত্তবিকার সমূহ প্রশমতা লাভ করে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে পর গৃহ যেমন আপনাপনিই শীতল হয়, সেইরূপ আমাশয়গত পিত্তনাশে শরীরস্থ অপরাপর পিত্তবিকার সমূহ আপনাপনিই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মবিকারা বিংশতিমত ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যাস্যামস্তদ্যথা তৃপ্তিশ্চ তন্দ্রা চ নিদ্রাধিক্যঞ্চ স্তৈমিত্যঞ্চ গুরুগাত্রতা চাল-স্যঞ্চ মুখস্রাবশ্চ মুখমাধুর্য্যঞ্চ শ্লেষ্মোদ্গিরণঞ্চ বলাসশ্চ মলস্যাধিক্যঞ্চ হৃদয়োপলেপশ্চ কণ্ঠোপলেপশ্চ ধমনীপ্রতি-চয়শ্চ গলগণ্ডশ্চাতিস্থৌল্যঞ্চ শীতাগ্নিতা চোদর্দশ্চ শ্বেতাব-ভাসতা চ শ্বেতনেত্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বঞ্চ। ইতি বিংশতিঃ শ্লেষ্ম-বিকারাঃ। শ্লেষ্মবিকারাণামপরিসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃততমা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি ॥

শ্লেষ্মা হইতে যে বিংশতি প্রকার বিকার জন্মে, এক্ষণে তাহারই ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।
সেই বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকার এই। যথা,—তৃপ্তি (আহার না করিয়াও আহার করার ন্যায় তৃপ্তিবোধ), তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য, স্তৈমিত্য (জড়তা বা স্পন্দহীনতা) শরীর ভার ভার বোধ, আলস্য, মুখের মিষ্টতা, মুখ হইতে শ্লেষ্মাদির স্রাব ও উদ্গার, শ্লেষ্মবমন, মলের আধিক্য, কণ্ঠ ও হৃদয়ের উপলেপ অর্থাৎ কণ্ঠ ও হৃদয়স্থান কফের দ্বারা লিপ্তবোধ, বলাস (শ্লেষ্মা) ধমনী বা নাড়ীর স্থূলতা, গলগণ্ড, দেহের অতিস্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, উর্দ্দরোগ, শরীরের শ্বেতাবভাসতা এবং মূত্র, নেত্র ও বিষ্ঠার শ্বেতবর্ণতা। অপরিসংখ্যেয় শ্লেষ্মবিকারের মধ্যে যে গুলি সচরাচর দেখা যায়, তাহাদের বিষয় বলা হইল।

সর্ব্বেষ্বপি তু খল্বেতেষূক্তেষু শ্লেষ্মবিকারেষু চাপ্যনুক্তেষু শ্লেষ্মণ ইদমাত্মরূপমপরিণামি কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণং যদুপলভ্য তত্তদবয়বং বা বিশতো বিমুক্তসন্দেহাঃ শ্লেষ্মবিকারমেবো-ধ্যবস্যন্তি কুশলাঃ ॥

এই সমুদয় ও যাহাদের কথা বলা হইল না, সেই সমুদয় শ্লেষ্মজনিত বিকার সমূহ, শ্লেষ্মার নিম্নলিখিত আত্মরূপ, অপরিণামি কর্ম্মের লক্ষণ ও অবয়ব দ্বারা উপলব্ধি করিয়া চিকিৎসা-নিপুণ বৈদ্য বিগতসন্দেহ হইয়া চিকিৎসা করিবেন।

তদ্যথা—শ্বৈত্যশৈত্যগৌরবস্নেহমাধুর্য্য-স্থৈর্য্যপৈচ্ছিল্য-মাৎস্ন্যানি শ্লেষ্মণ আত্মরূপাণি। এবম্বিধত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ স্বলক্ষণমিদমস্য ভবতি তং তং শরীরাবয়বমাবিশতঃ। শ্বৈত্যশৈত্যকণ্ডুস্থৈর্য্যগৌরবস্নেহসুপ্তিক্লেদোপদেহবন্ধমা-ধুর্য্যচিরকারিত্বাদীনি শ্লেষ্মণঃ কর্ম্মাণি তৈরন্বিতং শ্লেষ্মবি-কারমেবাধ্যবস্যেৎ ॥

শ্বৈত্য শৈত্য, গুরুতা, স্নেহ, মাধুর্য্য, স্থৈর্য্য, পিচ্ছলতা ও চিক্কণতা এই কয়টী শ্লেষ্মার আত্ম-রূপ বা ধর্ম্ম। শ্লেষ্মা এবম্বিধ বলিয়া শ্লেষ্মকার্য্যের এই সকল লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে। যথা— শ্বৈত্য অর্থাৎ শরীর শ্বেত হওয়া, শৈত্য, কণ্ডু, স্থিরতা, গুরুতা, স্নেহ, সুপ্তি (অসাড় বোধ) ক্লেদ, লিপ্ততা, বদ্ধতা, মধুরতা ও বিলম্বে কার্য্যকারিতা—এই সকল শ্লৈষ্মিক কার্য্যের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট রোগকে শ্লেষ্মজনিত রোগ বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

তং কটুতিক্তকষায়তীক্ষ্ণোষ্ণরূক্ষৈরুপক্রমৈরুপক্রমেত। স্বেদব-মনশিরোবিরেচনব্যায়ামাদিভিশ্চ শ্লেষ্মহরৈর্মাত্রাং কালঞ্চ প্রমাণীকৃত্য। বমনন্তু সর্ব্বোপক্রমেভ্যঃ শ্লেষ্মণি প্রধানতমং মন্যন্তে ভিষজঃ ॥

কটু, তিক্ত, কষায়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং রুক্ষ দ্রব্যাদি বা প্রক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মজনিত রোগের চিকিৎসা করিবে। অপর শ্লেষ্মনাশক স্বেদন, বমন, শিরোবিরেচন এবং ব্যায়ামাদি প্রক্রিয়া দ্বারা মাত্রা ও কালবিবেচনায় শ্লেষ্মরোগের চিকিৎসা করিবে। শ্লেষ্মজনিত রোগে সমুদয় চিকিৎসার মধ্যে বমন করানকেই বৈদ্যেরা প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া স্বীকার করেন।

তদ্ব্যাদিত এবামাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং শ্লেষ্ম-মূলমপকর্ষতি। তত্রাবজিতে শ্লেষ্মণি শরীরান্তর্গতাঃ শ্লেষ্মবিকারাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। যথা ভিন্নে কেদারসেতৌ শালিযবষষ্টিকাদীন্যনভিষ্যন্দমানান্যম্ভসা প্রশোষমাপদ্যন্তে তদ্বদিতি॥

বমনকারক ঔষধ প্রয়োগমাত্রেই আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া বিকারোৎপাদক শ্লেষ্মার মূলকে ধ্বংস করে। আমাশয়গত শ্লেষ্মা ছিন্নমূল হইলে শরীরান্তর্গত শ্লেষ্মবিকার সকল আপনাপনিই প্রশমিত হইয়া থাকে। জলপ্লাবিত ক্ষেত্রে শালি, যব ও ষষ্টিক প্রভৃতি ওষধি সমূহ ক্ষেত্রের আলি ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন আপনাপনি শুকাইয়া যায়, শ্লেষ্মবিকার সকলও তদ্রূপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভবন্তি চাত্র।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥
যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া॥
যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞস্তস্য সিদ্ধিরসংশয়ম্॥

অগ্রে রোগের পরীক্ষা করিবে, পরে ঔষধের পরীক্ষা করিবে এবং তাহার পর বৈদ্য জ্ঞানপূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত হইবে। যিনি রোগের বিষয় বিশেষ না বুঝিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ঔষধবিধির বিষয় তাঁহার সম্যক্ জানা থাকিলেও তথাপি তিনি চিকিৎসা কার্য্যে দৈবাৎ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। যিনি রোগের বিশেষজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার ভৈষজ্যতত্ত্ব যাঁহার পরিজ্ঞাত, যিনি দেশ, কাল ও মাত্রা উত্তমরূপে বুঝেন, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

তত্র শ্লোকাঃ।

সংগ্রহঃ প্রকৃতির্দ্দেশো বিকারো মুখমীরণম্।
অসন্দেহোঽনুবন্ধশ্চ রোগাণাং সম্প্রকাশিতঃ॥
দোষস্থানানি রোগাণাং গণা নানাত্মজাশ্চ যে।
রূপং পৃথক্চ দোষাণাং কর্ম্ম চাপরিণামি যৎ॥
পৃথক্ত্বেন চ রোগাণাং নির্দ্দিষ্টাঃ সমুপক্রমাঃ।
সম্যঙ্মহতি রোগাণামধ্যায়ে ত[illegible]॥

এই মহারোগাধ্যায়ে রোগের সংগ্রহ, প্রকৃতি, দেশ, বিকারের কারণ, রোগনির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন, রোগের অনুবন্ধ, দোষের স্থানসকল, নানাত্মজরোগ, রোগসমূহের গণ, দোষ

সকলের পৃথক্ পৃথক্ আমরূপ ও অপরিণাম কর্ম্ম এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা—এই সমস্ত বিষয় তত্ত্বদর্শী পুনর্ব্বসু ঋষিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে বিংশতিতমো মহারোগোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের বিংশ অধ্যায়।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতোঽষ্টৌ নিন্দিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা অষ্ট নিন্দিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব; এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইহ খলু শরীরমধিকৃত্যাষ্টৌ পুরুষা নিন্দিতা ভবন্তি। তদযথা—অতিদীর্ঘশ্চাতিহ্রস্বশ্চাতিলোমা চালোমা চাতিগৌরশ্চাতিকৃষ্ণশ্চাতিস্থূলশ্চাতিকৃশশ্চেতি॥

শরীর সম্বন্ধে আটপ্রকার পুরুষ নিন্দিত। যথাঃ—অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় হ্রস্ব, অতিশয় লোমযুক্ত, একেবারে লোমরহিত, অতিশয় গৌরবর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, অতিশয় স্থূল এবং অতিশয় কৃশ।

তত্রাতিস্থূলাতিকৃশয়ো ভূয় এবাপরে নিন্দিতবিশেষা ভবন্তি। অতিস্থূলস্য তাবদায়ুষো হ্রাসো জবোপরোধঃ কৃচ্ছ্রব্যবায়তা দৌর্ব্বল্যং দৌর্গন্ধ্যং স্বেদাবাধঃ ক্ষুদতিমাত্রং পিপাসাতিযোগশ্চেতি ভবন্ত্যষ্টৌ দোষাঃ॥

এই আট প্রকার নিন্দিত পুরুষের মধ্যে অতি স্থূল এবং অতি কৃশ ব্যক্তির অতি স্থৌল্য এবং অতিকৃশতা জনিত আবার অপরাপর অনেক নিন্দনীয় দোষ আছে। যথাঃ—অতি স্থূল ব্যক্তির পরমায়ুঃ হ্রাস, অকালবার্দ্ধক্য, মৈথুনশক্তির অল্পতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, স্বেদাবরোধ, অতিশয় ক্ষুধা ও অতিশয় পিপাসা—এই আটপ্রকার দোষ বিদ্যমান থাকে।

তদিদমতিস্থৌল্যমতিসংপূরণাদ্গুরুমধুরশীতস্নিগ্ধোপযোগাদব্যায়ামাদব্যবায়াদিবাস্বপ্নাদ্ হর্ষনিত্যত্বাদচিন্তনাদ্ বীজস্বভাবাচ্চোপজায়তে॥

অধিক ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য, মধুর দ্রব্য, শীতল দ্রব্য ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, ব্যায়াম না করা, স্ত্রীসংসর্গ না করা, দিবা নিদ্রা, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ, চিন্তাশূন্যতা এবং বীর্য্যস্বভাব এই কয়েকটী কারণে দেহ অতিশয় স্থূল হইয়া থাকে।

তস্য হ্যতিমাত্রমেদস্বিনো মেদ এবোপচীয়তে। ন তথেতরে ধাতবস্তস্মাদস্যায়ুষো হ্রাসঃ। শৈথিল্যাৎ সৌকুমার্য্যাদ্ গুরুত্বাচ্চ মেদসো জরোপরোধঃ। শুক্রাল্পত্বান্মেদসাবৃত-মার্গত্বাচ্চাস্য কৃচ্ছ্রব্যবায়তা। দৌর্ব্বল্যমসমত্বাদ্ ধাতূনাম্। দৌর্গন্ধ্যন্তু মেদোদোষান্মেদসঃ স্বভাবাৎ স্বেদনাচ্চ। মেদসঃ শ্লেষ্মসংসর্গাদ্বিষ্যন্দিত্বাদ্ বহুত্বাদ্ ব্যায়ামাসহত্বাদ্ স্বেদাবাধঃ। তীক্ষ্ণাগ্নিত্বাৎ প্রভূতবায়ুত্বাচ্চ ক্ষুদতিমাত্রং পিপাসাতিযোগশ্চেতি॥

সেই অতিমাত্র মেদস্বী স্থূল ব্যক্তির মেদোধাতুই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, অপর কোন ধাতুই বৰ্দ্ধিত হয় না। সেই জন্যই তাহার আয়ুর হ্রাস হয়। দেহের শৈথিল্য ও কোমলতা হেতু এবং মেদোধাতুর গুরুত্ব প্রযুক্ত তাহার দেহে শীঘ্র বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। শুক্রধাতুর অল্পতা প্রযুক্ত ও মেদোধাতু কর্ত্তৃক আবৃতমার্গ হওয়াতে স্ত্রীসঙ্গমে তাহার বিশেষ কষ্ট বোধ হয়। তাহার শরীরে রসরক্তাদি ধাতু সকলের সমতা না থাকায় দৈহিক দৌর্ব্বল্য জন্মে। মেদ দূষিত হওয়ায়, মেদের স্বভাব বশতঃ ও স্বেদের আতিশয্য হেতু তাহার গাত্রে দুর্গন্ধ হয়। মেদোধাতুর শ্লেষ্মসংসর্গ, ক্ষরণ ও বহুত্ব হেতু এবং ব্যায়ামাসহত্ব প্রযুক্ত তাহার শরীরে নিরন্তর স্বেদের প্রবর্ত্তন হয়; এবং জঠরাগ্নির তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর আধিক্য বশতঃ তাহার অতিমাত্র ক্ষুধা ও পিপাসা উপস্থিত হয়।

ভবন্তি চাত্র।

মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্ বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি॥
তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি।
বিকারাংশ্চাশ্নুতে ঘোরান্ কাংশ্চিৎ কালব্যতিক্রমাৎ॥
এতাবুপদ্রবকরৌ বিশেষাদগ্নিমারুতৌ।
এতৌ হি দহতঃ স্থূলং বনদাবো বনং যথা॥

মেদঃকর্ত্তৃক বায়ুর ঊর্দ্ধমার্গ আবৃত হওয়াতে, অতি স্থূল ব্যক্তির কোষ্ঠস্থানে বায়ু বিশেষভাবে বিচরণ করে; এবং তাহাতে অগ্নির সন্ধুক্ষণ ও আহাররস শুষ্ক হইতে থাকে। একারণ মেদস্বী ব্যক্তি ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ করতঃ পুনর্ব্বার আহারের জন্য ইচ্ছা করে। আহারকালের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলে, মেদস্বি ব্যক্তির নানা প্রকার ঘোর বিকৃতি সকল উপস্থিত হয়। স্থূল ব্যক্তির সম্বন্ধে অগ্নি ও বায়ু অত্যন্ত উপদ্রবকর। দাবানল যেমন বনকে দহন করিতে থাকে, অগ্নি এবং বায়ুও তদ্রূপ স্থূলকায় ব্যক্তিকে দহন করিতে থাকে।

মেদস্যতীবসংবৃদ্ধে সহসৈবানিলাদয়ঃ।
বিকারান্ দারুণান্ কৃত্বা নাশয়ন্ত্যাশু জীবিতম্ ॥
মেদোমাংসাতিবৃদ্ধত্বাচ্চলস্ফিগুদরস্তনঃ।
অযথোপচয়োৎসাহো নরোঽতিস্থূল উচ্যতে ॥

স্থূলব্যক্তির মেদধাতু অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, সহসা বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত হইয়া দারুণ রোগ উৎপাদন করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির মেদ ও মাংসের অতিবৃদ্ধি হেতু তাহার স্ফিক্ (পাছা), উদর ও স্তন গমন সময়ে নড়িতে থাকে, যে ব্যক্তি অযথাভাবে বাড়িতে থাকে এবং যাহার উৎসাহ যথাযথ না থাকে, তাহাকে লোকে অতিস্থূল কহিয়া থাকে।

ইতি মেদস্বিনো দোষা হেতবো রূপমেবচ।
নির্দ্দিষ্টং বক্ষ্যতে বাচ্যমতিকার্শ্যে ত্বতঃ পরম্ ॥

মেদস্বি ব্যক্তির দোষ, দোষের কারণ ও রূপের বিষয় বলা হইল। অতঃপর অতি কৃশ ব্যক্তিও যে নিন্দনীয় তাহা বলা যাইতেছে।

সেবা রুক্ষান্নপানানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনম্।
ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ নিদ্রাবেগবিনিগ্রহঃ ॥
রুক্ষস্যোদ্বর্ত্তনং স্নানস্যাভ্যাসঃ প্রকৃতির্জ্জরা।
বিকারানুশয়ঃ ক্রোধঃ কুর্ব্বন্ত্যতিকৃশং নরম্ ॥

রুক্ষ অন্ন ভোজন, উপবাস, অল্পভোজন, বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়ার অতিযোগ, শোক, নিদ্রাবিনিগ্রহ, রুক্ষ দ্রব্যাদির দ্বারা উদ্বর্ত্তন (মালিশ করা), নিত্য স্নান, রুক্ষ প্রকৃতি ও বার্দ্ধক্য, সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত এবং ক্রোধপরবশ হওয়া ইত্যাদি কারণে অতি কৃশতা জন্মে।

ব্যায়ামমতিসৌহিত্যং ক্ষুৎপিপাসামথৌষধম্।
কৃশো ন সহতে তদ্বদতিশীতোষ্ণমৈথুনম্ ॥

পরিশ্রমের কার্য্য, অতি ভোজন, ক্ষুধা, পিপাসা, এবং ঔষধ—অতি কৃশ ব্যক্তির সহ্য হয় না। সেইরূপ অতি শীত, অতিশয় উষ্ণ এবং মৈথুন ক্রিয়াও অতি কৃশ ব্যক্তির সহ্য হয় না।

প্লীহা কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ।
কৃশং প্রায়োঽভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীগতাঃ ॥

প্লীহা, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ, উদরী ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সকল প্রায়ই অতি কৃশ ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

শুষ্কস্ফিগুদরগ্রীবো ধমনীজালসন্ততঃ।
ত্বগস্থিশেষোঽতিকৃশঃ স্থূলপর্ব্বা নরো মতঃ ॥

অতিকৃশ ব্যক্তির স্ফিক্ (পাছা), উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক; শরীর ধমনীজালে ব্যাপ্ত; ত্বক্ ও অস্থি শুষ্ক এবং পর্ব্বসন্ধিসকল স্থূল হইয়া পড়ে।

সততং ব্যাধিতাবেতাবতিস্থূলকৃশৌ নরৌ।
সততং চোপচর্য্যৌ হি কর্ষণৈর্ব্বৃংহণৈরপি ॥

অতিস্থূল ও অতিকৃশ ব্যক্তি উভয়েই সতত ব্যাধিগ্রস্ত হয়। একারণ বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক আহার ও ঔষধাদি দ্বারা অতিকৃশের এবং কর্ষণ অর্থাৎ কৃশতাসম্পাদক আহার ও ঔষধাদি দ্বারা অতিস্থূল ব্যক্তির সর্ব্বদা চিকিৎসা করিবে।

স্থৌল্যকার্শ্যে বরং কার্শ্যং সমোপকরণৌ হি তৌ।
যদ্যুভৌ ব্যাধিরাগচ্ছেৎ স্থূলমেবাতিপীড়য়েৎ ॥

উভয়ের উপকরণ সমূহ সমান হইলেও (অর্থাৎ উভয়কেই সমভাবে শারীরিক অসুবিধা সকল ভোগ করিতে হইলেও) তথাপি স্থূল ও কৃশ—এই দুয়ের মধ্যে বরং কৃশ ব্যক্তিকে ভাল বলা যায়। কেন না, পীড়া হইলে কৃশ অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তিকে অধিক যাতনা ভোগ করিতে হয়।

সমমাংসপ্রমাণস্তু সমসংহননো নরঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ো বিকারাণাং ন বলেনাভিভূয়তে ॥

যে সকল ব্যক্তির শরীর সমমাংসবিশিষ্ট, অর্থাৎ অতি স্থূল বা অতি কৃশ নহে, যাঁহারা সমপ্রমাণ অর্থাৎ অতি দীর্ঘাকার বা অতি খর্ব্বাকার নহে, সমসংহননবিশিষ্ট অর্থাৎ শরীর অতিশিথিল বা অতি দৃঢ় নহে, এবং ইন্দ্রিয় সকল বলবান্, রোগ সকল তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে পারে না।

ক্ষুৎপিপাসাতপসহঃ শীতব্যায়ামসংসহঃ।
সমপক্তা সমজরঃ সমমাংসচয়ো মতঃ ॥

যাহারা এইরূপ সমমাংস প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, তাহারা ক্ষুধা, পিপাসা, আতপ, শীত ও ব্যায়াম সহ্য করিতে সক্ষম। তাহারা সমাগ্নি বিশিষ্ট হয় এবং যথাসময়ে জরাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গুরু চাতর্পণঞ্চেষ্টং স্থূলানাং কর্ষণং প্রতি।
কৃশানাং বৃংহণার্থন্তু লঘু সন্তর্পণঞ্চ যৎ ॥

স্থূল ব্যক্তিদিগকে কৃশ করিতে হইলে, গুরুদ্রব্য সেবন ও অপতর্পণ অর্থাৎ উপবাসাদি করিতে দিবে। কৃশ ব্যক্তিকে স্থূল করিবার জন্য লঘুদ্রব্য ও সন্তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিভোজনাদি করিতে দিবে।

বাতঘ্নান্নপানানি শ্লেষ্মমেদোহরাণি চ।
রূক্ষোষ্ণা বস্তয়স্তীক্ষ্ণা রূক্ষাণ্যুদ্বর্ত্তনানি চ।

অতিস্থৌল্যনাশার্থ স্থূলব্যক্তিকে বায়ুনাশক, শ্লেষ্মনাশক এবং মেদোনাশক অন্ন পান সকল ব্যবস্থা করিবে। রূক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বস্তিক্রিয়া করিবে এবং রূক্ষ দ্রব্যের উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ মালিশ ব্যবহার করিতে দিবে।

গুড়ূচীভদ্রমুস্তানাং প্রয়োগস্ত্রৈফলস্তথা।
তক্রারিষ্টপ্রয়োগস্তু প্রয়োগো মাক্ষিকস্য চ ॥
বিড়ঙ্গং নাগরং ক্ষারং কাললৌহরজো মধু।
যবামলকচূর্ণন্তু প্রয়োগঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥

অতি স্থৌল্য নাশার্থ স্থূল ব্যক্তিকে গুলঞ্চ, মুথা, ত্রিফলা, অরিষ্ট, তক্র ও মধু প্রয়োগ করিবে। অথবা মধুসংযুক্ত বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার ও তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। যব ও আমলকীচূর্ণের প্রয়োগ ইহাতে উৎকৃষ্ট।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
শিলাজতুপ্রয়োগস্তু সাগ্নিমন্থরসঃ পরঃ॥

অতিস্থৌল্যনাশের জন্য মধুসংযুক্ত করিয়া বিল্বাদি পঞ্চমূল অর্থাৎ বিল্ব, শোনা, গাম্ভারী, পারুল এবং গণিয়ারীর ছালের ক্বাথ অথবা গণিয়ারীর ক্বাথের সহিত শিলাজতু প্রয়োগ করিবে।

প্রসাতিকা প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্যামাকা যবকা যবাঃ।
জূর্ণাহ্বাঃ কোদ্রবা মুদ্গাঃ কুলত্থাশ্চ মুকুষ্টকাঃ॥
আঢ়কীনাঞ্চ বীজানি প[illegible]কৈঃ সহ।
ভোজনার্থং প্রযোজ্যানি পানঞ্চাম্বু মধূদকম্॥
অরিষ্টাংশ্চানুপানার্থে মেদোমাংসকফাপহান্।
অতিস্থৌল্যবিনাশায় প্রবিভজ্য প্রযোজয়েৎ॥

অতিস্থৌল্যনাশের জন্য প্রসাতিকা (উড়ীধান্য), প্রিয়ঙ্গুধান্য, শ্যামাধান্য, ক্ষুদ্রযব, যব, জূর্ণাহ্ব (জোনার), কোদোধান্য, মুদ্গ, কুলথ, বনমুগ, অড়হর, পটোল ও আমলকী—এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অনুপানার্থ মধু ও জল পান করিতে দিবে; এবং যে সকল অরিষ্ট মেদ, মাংস ও কফনাশক, সেই সকল অরিষ্ট তাহাকে পান করিতে দিবে।

অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাভিপ্রবর্দ্ধয়েৎ॥

যিনি স্থৌল্য নাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীসংসর্গ, ব্যায়াম এবং চিন্তা—এইগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে থাকিবেন।

স্বপ্নো হর্ষঃ সুখা শয্যা মনসো নির্বৃতিঃ শমঃ।
চিন্তাব্যবায়ব্যায়ামবিরতিঃ প্রিয়দর্শনম্॥
নবান্নানি নবং মদ্যং গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ।
সংস্কৃতানি চ মাংসানি দধি সর্পিঃ পয়াংসি চ॥
ইক্ষবঃ শালয়ো মাষা গোধূমা গুড়বৈকৃতম্।
বস্তয়ঃ স্নিগ্ধমধুরাস্তৈলাভ্যঙ্গশ্চ সর্ব্বদা॥
স্নিগ্ধমুদ্বর্ত্তনং [illegible]ণম্।
শুক্লং বাসো যথাকালং দোষাণামবসেচন[illegible]॥
রসায়নানাং বৃষ্যাণাং যোগানামুপসেবনম্।
হন্ত্যতিকার্শ্যমাধত্তে নৃণামুপচয়ং পরম্॥

নিদ্রা, হর্ষ, সুখময় শয্যা, মনের নির্বৃতি অর্থাৎ সন্তোষ, শান্তি, চিন্তাহীনতা, স্ত্রীসঙ্গরাহিত্য ও শ্রমরাহিত্য, প্রীতিজনক দ্রব্যাদি বা প্রিয়ব্যক্তিদর্শন ; নূতন চাউল, নূতন মদ্য এবং গ্রাম্যজাত ছাগাদির, আনূপ বরাহাদির ও ঔদক কচ্ছপাদির মাংসের যূষ, ঘৃতাদি দ্বারা সংস্কৃত মাংস, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষু, শালিতণ্ডুল, মাষকলাই, এবং গোধূম ও চিনি প্রভৃতি সেবন, স্নিগ্ধ ও মধুর বস্তি, সর্ব্বদা তৈলাভ্যঙ্গ, স্নিগ্ধ দ্রব্যের উদ্বর্ত্তন, স্নান, গন্ধমাল্যাদি ও শুক্লবস্ত্রাদি পরিধান, যথাকালে বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা দোষসকলের নির্হরণ, এবং বৃষ্য ও রসায়ন ঔষধাদি সেবন—এই সকল উপায়ে অতিকৃশতা নিবারিত হয় ও শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

অচিন্তনাচ্চ কার্য্যাণাং ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরো বরাহ ইব পুষ্যতি ॥

কোন বিষয়ে চিন্তা না থাকা, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর সন্তর্পণ সেবন করা, এবং সর্ব্বদা সুখময় নিদ্রাভোগ—এই সকল উপায়ে লোকে বরাহের ন্যায় পুষ্ট হইয়া থাকে।

যদাতু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ ॥

যখন মন ক্লান্ত হওয়াতে ইন্দ্রিয় সকল ক্লান্ত হইয়া শব্দস্পর্শাদি স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, তখনই লোক নিদ্রিত হইয়া থাকে।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ ॥

সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, বৃষতা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ—সমস্তই নিদ্রার অধীন।

অকালেঽতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী নবা কুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাগতা ॥

অকালে নিদ্রা যাওয়া, অতিশয় নিদ্রা যাওয়া এবং নিদ্রা না যাওয়া—এই ত্রিবিধ নিদ্রাই মনুষ্যের সুখ ও আয়ুঃ নষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপ নিদ্রাকে কালরাত্রি স্বরূপ জ্ঞান করিবে।

সৈব যুক্তা পুনর্যুঙ্ক্তে নিদ্রা দেহসুখায়ুষা।
পুরুষং যোগিনং সিদ্ধা সত্যা বুদ্ধিরিবাগতা ॥

পরন্তু যুক্তিযুক্তভাবে নিদ্রা সেবিত হইলে, ইহা মনুষ্যকে সুখ ও দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করে। সত্য ও সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি যেমন আপনাপনি যোগীজনকে ভজনা করে, তদ্রূপ সুখ ও আয়ুঃ উচিতমত নিদ্রাসেবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

গীতাধ্যয়নমদ্যস্ত্রীকর্ম্মভারাধ্বকর্ষিতাঃ।
অজীর্ণিনঃ ক্ষতাঃ ক্ষীণা বৃদ্ধা বালাস্তথাঽবলাঃ ॥
তৃষ্ণাতীসারশূলার্ত্তাঃ শ্বাসিনো হিক্কিনো কৃশাঃ।
পতিতাভি তোহমত্তাঃ শ্রান্তা যানপ্রজাগরৈঃ ॥
ক্রোধশোকভয়াক্লান্তা দিবাস্বপ্নোচিতাশ্চ যে।
সর্ব্ব এতে দিবাস্বপ্নং সেবেরন্ সার্ব্বকালিকম্ ॥

ধাতুসাম্যং তথা হ্যেষাং বলঞ্চাপ্যুপজায়তে।
শ্লেষ্মা পুষ্যতি চাঙ্গানি স্থৈর্য্যং ভবতি চায়ুষঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গ, শ্রমজনক কর্ম্ম, ভারবহন ও পথপর্য্যটন দ্বারা কর্ষিত, অজীর্ণরোগগ্রস্ত, ক্ষতরোগী ও ক্ষীণরোগী; বৃদ্ধ, বালক বা দুর্ব্বল; যাহারা তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, শ্বাস ও হিক্কারোগে পীড়িত; যাহারা কৃশ ও উচ্চস্থানাদি হইতে পতিত বা আঘাতপ্রাপ্ত; যাহারা উন্মত্ত এবং যানারোহণে বা রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত; যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়পীড়িত এবং দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত—সেই সকল ব্যক্তি সার্ব্বকালিক অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই দিবানিদ্রা সেবন করিতে পারে। দিবানিদ্রা দ্বারা এই সকল ব্যক্তির ধাতু সকলের সমতা হয় এবং তজ্জন্য দেহে বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া শরীরাবয়বের পুষ্টিসাধন করে এবং আয়ুর স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়।

গ্রীষ্মেত্বাদানরুক্ষাণাং বর্দ্ধমানে চ মারুতে।
রাত্রীণাং চাতিসংক্ষেপাদ্ দিবাস্বপ্নঃ প্রশস্যতে ॥

গ্রীষ্মকাল সূর্য্যের আদান কাল। এই কালে সূর্য্যকিরণসন্তাপে শরীর অতিশয় রুক্ষ থাকে; বায়ুর বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিমান অতিশয় সংক্ষেপ হয়; একারণে গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা প্রশস্ত।

গ্রীষ্মবর্জ্জ্যেষু কালেষু দিবাস্বপ্নাৎ প্রকুপ্যতঃ।
শ্লেষ্মপিত্তে দিবাস্বপ্নস্তস্মাদন্যেষু নেষ্যতে ॥

গ্রীষ্ম ব্যতীত অপরাপর কালে দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রকুপিত হয়, একারণ গ্রীষ্ম ভিন্ন অপর কোন কালে দিবানিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

মেদস্বিনঃ স্নেহনিত্যাঃ শ্লেষ্মলাঃ শ্লেষ্মরোগিণঃ।
দূষী বিষার্ত্তাশ্চ দিবা ন শয়ীরন্ কদাচন ॥

যাহাদের শরীরে মেদো ধাতু অধিক পরিমাণে আছে, যাহারা ঘৃত তৈলাদি স্নেহ সকল নিত্য পান করিয়া থাকে; যাহারা শ্লেষ্মা বহুল, যাহারা শ্লেষ্মাজনিত রোগে আক্রান্ত এবং যাহারা বিষপীড়িত তাহাঁরা কদাচ কোন কালে দিবানিদ্রা যাইবে না।

হলীমকং শিরঃশূলং স্তৈমিত্যং গুরুগাত্রতা।
অঙ্গমর্দ্দোঽগ্নিনাশশ্চ প্রলেপো হৃদয়স্য চ ॥
শোথারোচকহৃল্লাসপীনসার্দ্ধাবভেদকাঃ।
কোঠারুঃপিড়কাঃ কণ্ডূস্তন্দ্রা কাসো গলাময়ঃ ॥
স্মৃতিবুদ্ধিপ্রমোহশ্চ সংরোধঃ স্রোতসাং জ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণামসামর্থ্যং বিষবেগপ্রবর্ত্তনম্ ॥
ভবেন্নৃণাং দিবাস্বপ্নস্যাহিতস্য নিষেবণাৎ।
তস্মাদ্ধিতাহিতং স্বপ্নং বুদ্ধ্বা স্বপ্যাৎ সুখং বুধঃ ॥

হলীমক (পাণ্ডুরোগ বিশেষ), শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গুরুগাত্রতা, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের উপলেপ (কফলিপ্ততা), শোথ, অরুচি, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধকপালে, কোঠ, পিড়কা, কণ্ডূ, তন্দ্রা কাস, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধিশক্তির নাশ, স্রোতসমূহের রোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয়গণের

দুর্ব্বলতা এবং বিষবেগের বৃদ্ধি—এই সমুদয় অনুচিত দিবানিদ্রা সেবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির হিতাহিত বিবেচনা করিয়া নিদ্রা সেবন করা উচিত।

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা।
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীনপ্রচলায়িতম্॥

রাত্রি জাগরণ রুক্ষতা জনক এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধতাকারক; পরন্তু আসীন অবস্থায় অর্থাৎ বসিয়া বসিয়া তন্দ্রা যাওয়া, রুক্ষতা সম্পাদকও নহে কিম্বা স্নিগ্ধতাকারকও নহে।

দেহবৃত্তৌ যথাহারস্তথা স্বপ্নঃ সুখো মতঃ।
স্বপ্নাহারসমুত্থেতু স্থৌল্যকার্শ্যে বিশেষতঃ॥

দেহ সম্বন্ধে আহার যেরূপ প্রয়োজনীয় ও সুখকর, নিদ্রাও তদ্রূপ। বিশেষতঃ নিদ্রা ও আহার হইতেই মনুষ্যদেহের স্থূলতা বা কৃশতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গোৎসাদনং স্নানং গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ।
শাল্যন্নং সদধি ক্ষীরং স্নেহো মদ্যং মনঃসুখম্॥
মনসোঽনুগুণা গন্ধাঃ শব্দাঃ সম্বাহনানি চ।
চক্ষুষোস্তর্পণং লেপঃ শিরসো বদনস্য চ॥
স্বাস্তীর্ণং শয়নং বেশ্মসুখং কালস্তথোচিতঃ।
আনয়ন্ত্যচিরান্নিদ্রাং প্রনষ্টা যা নিমিত্ততঃ॥

তৈলাভ্যঙ্গ, উৎসাদন (হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্রমর্দ্দন), স্নান, গ্রাম্য ও জলচর জন্তুর মাংসের যূষ, শালিতণ্ডুল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ, মদ্য, মনের সুখ, মনের অনুকূল গন্ধ ও শব্দ, সুখজনক গাত্রমর্দ্দন, চক্ষুর তৃপ্তিজনক কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষুতর্পণ, মস্তকে ও মুখে গন্ধদ্রব্যাদির প্রলেপ, প্রশস্ত শয্যায় শয়ন, সুখময় গৃহে বাস এবং উপযুক্তকাল—এই সমুদয় বিষয় কোন কারণে নিদ্রানাশ হইলে পুনরায় তাহাকে আনয়ন করিয়া থাকে।

কায়স্য শিরসশ্চৈব বিরেকশ্ছর্দ্দনং ভয়ম্।
চিন্তা ক্রোধস্তথা ধূমো ব্যায়ামো রক্তমোক্ষণম্॥
উপবাসঃ সুখা শয্যা সত্ত্বৌদার্য্যং তমোজয়ঃ।
নিদ্রাপ্রসঙ্গমহিতং বারয়ন্তি সমুত্থিতম্॥
এত এবচ বিজ্ঞেয়া নিদ্রানাশস্য হেতবঃ।
কার্য্যং কালো বিকারশ্চ প্রকৃতির্বায়ুরেব চ॥

বিরেচক ঔষধাদি সেবন, নস্তকর্ম্ম, বমন, ভয়, চিন্তা, ক্রোধ, ধূম, ব্যায়াম, রক্তমোক্ষণ, উপবাস, অসুখজনক শয্যা, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ও তমোগুণের ক্ষয়—এই সকল কারণে অহিতজনক নিদ্রাসক্তি উপস্থিত হইতে দেয় না। এতদ্ভিন্ন কার্য্য, কাল, রোগ, এবং প্রকৃতি ও বায়ু—এই কয়েকটীও নিদ্রানাশের হেতু বলিয়া জানিবে।

[illegible] শ্লেষ্মসমুদ্ভবা চ মনঃশরীরশ্রমসম্ভবা চ।
আগন্তুকী ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী চ রাত্রিস্বভাবপ্রভবা চ নিদ্রা॥

রাত্রিস্বভাবপ্রভবা মতা যা, তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিদ্রাম্।
তমোভবামাহুরঘস্য মূলং শেষাঃ পুনর্ব্যাধিষু নির্দ্দিশন্তি ॥

নিদ্রা নানাকারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা তমোভবা অর্থাৎ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মসমুদ্ভবা—অর্থাৎ শ্লেষ্মা হইতেও উৎপন্ন হয়। ইহা মনঃশরীরশ্রমসম্ভবা অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক শ্রম হইতে জন্মিয়া থাকে। নিদ্রা আগন্তুকী অর্থাৎ আগন্তুক হেতু হইতেও উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ ব্যাধিধর্ম্মেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং ইহা রাত্রিস্বভাবপ্রভবা অর্থাৎ রাত্রিস্বভাবে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যে নিদ্রা রাত্রিস্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে যথার্থই ভূতধাত্রী বলা যায়। অপর যে নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, তাহা পাপের মূল এবং অপরাপর নিদ্রা ব্যাধির কারণ বলিয়া কথিত হয়।

তত্র শ্লোকাঃ।

নিন্দিতাঃ পুরুষাস্তেষাং যৌ বিশেষেণ নিন্দিতৌ।
নিন্দিতে কারণং দোষাস্তয়োর্নিন্দিতভেষজম্ ॥
যেভ্যো যদা হিতা নিদ্রা যেভ্যশ্চাপ্যহিতা যদা।
অতিনিদ্রানিদ্রয়োশ্চ ভেষজং যদ্ভবা চ সা ॥
যা যা যথাযৎপ্রভাবা চ নিদ্রা তৎ সর্ব্বমত্রিজঃ।
অষ্টৌ নিন্দিতসংখ্যাতে ব্যাজহার পুনর্ব্বসুঃ ॥

যে আট প্রকার পুরুষ নিন্দিত এবং তাহাদের মধ্যে যে দুই প্রকার পুরুষ বিশেষ নিন্দিত; তাহাদের নিন্দার কারণ, দোষ ও ঔষধ; যাহাদের পক্ষে যে সময়ে নিদ্রা হিতকর ও অহিতকর; অতি নিদ্রা ও অনিদ্রার ঔষধ, যে যে নিদ্রা যে যে কারণ হইতে উৎপন্ন এবং যে যে নিদ্রার যেরূপ প্রভাব—এই সমুদয় বিষয় অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসু ঋষি এই অষ্টনিন্দিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
একবিংশতিতমোঽষ্টৌনিন্দিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে অষ্টৌ নিন্দিতীয়
নামক একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো লঙ্ঘনবৃংহণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা লঙ্ঘন বৃংহণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতানাত্রেয়ঃ শিষ্যসত্তমান্।
ষড়গ্নিবেশপ্রমুখানুক্তবান্ পরিচোদয়ন্ ॥
লঙ্ঘনং বৃংহণং কালে রুক্ষণং স্নেহনস্তথা।
স্বেদনং স্তম্ভনঞ্চৈব জানীয়াৎ স ভবেৎ ভিষক্ ॥

ভগবান্ আত্রেয় এক সময়ে তপঃস্বাধ্যায়নিরত অগ্নিবেশপ্রমুখ ছয় জন প্রধানতম শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি লঙ্ঘন, বৃংহণ, রুক্ষণ, স্নেহন, স্বেদন এবং স্তম্ভন কার্য্যের প্রয়োগ সময় বুঝিয়া করিতে জানেন, তিনিই যথার্থ চিকিৎসক।

তমুক্তবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।
ভগবন্ লঙ্ঘনং কিন্তৎ লঙ্ঘনীয়াশ্চ কীদৃশাঃ ॥
বৃংহণং বৃংহণীয়াশ্চ রুক্ষণীয়াশ্চ রুক্ষণম্।
কে স্নেহাঃ স্নেহনীয়াশ্চ স্বেদাঃ স্বেদ্যাশ্চ কে মতাঃ ॥
স্তম্ভনং স্তম্ভনীয়াশ্চ বক্তুমর্হসি তদ্‌গুরো।
লঙ্ঘনপ্রভৃতীনাঞ্চ ষণ্ণামেষাং সমাসতঃ ॥
কৃতাকৃতাতিবৃত্তানাং লক্ষণং বক্তুমর্হসি ॥

ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ বলিলে পর অগ্নিবেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! লঙ্ঘন কিপ্রকার? কীদৃশ ব্যক্তিই বা লঙ্ঘনের উপযুক্ত? বৃংহণ কি ও বৃংহণীয়ইবা কে? রুক্ষণ কি প্রকার ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা রুক্ষণীয়? স্নেহন কি প্রকার এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা স্নেহপ্রয়োগের যোগ্য? স্বেদ কি প্রকার এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকেই বা স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে? স্তম্ভন কি ও স্তম্ভনীয়ই বা কে কে? এই সমস্ত বিষয় আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়। অপর লঙ্ঘন প্রভৃতি এই ছয়টী বিষয়েরই যোগ অযোগ ও অতিযোগের লক্ষণ কি? অনুগ্রহ করিয়া তাহাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ।
যৎ কিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্ ॥
বৃংহত্বং যচ্ছরীরস্য জনয়েত্তচ্চ বৃংহণম্।
রৌক্ষ্যং খরত্বং বৈষদ্যং যৎ কুর্য্যাত্তদ্ বিরুক্ষণম্ ॥
স্নেহনং স্নেহবিষ্যন্দমার্দ্দবক্লেদকৃন্মতম্।
স্তম্ভগৌরবশীতঘ্নং স্বেদনং স্বেদকারকম্ ॥
স্তম্ভনং স্তম্ভয়তি যদ্ গতিমন্তং চলং দ্রবম্ ॥

অগ্নিবেশের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুরু কহিলেন, যে, যাহা দেহের সম্বন্ধে লঘুকর, তাহাকে লঙ্ঘন কহে। যাহা কিছু শরীরকে পুষ্ট করে, তাহার নাম বৃংহণ। যাহার দ্বারা শরীরের রুক্ষতা, কর্কশতা ও বিষদতা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম রুক্ষণ। যাহা দ্বারা শরীরের স্নিগ্ধতা, অভিষ্যন্দিতা, মৃদুতা এবং ক্লেদত্ব সম্পাদিত হয়, তাহাকে স্নেহন কহে। যাহার দ্বারা শরীরের স্তব্ধতা, গুরুত্ব ও শৈত্য নষ্ট হয় ও শরীরে স্বেদ জন্মায়, তাহার নাম স্বেদন। এবং যে ক্রিয়ার দ্বারা গতিমান্, চঞ্চল ও দ্রব পদার্থের গতিরোধ হয়, তাহার নাম স্তম্ভন।

লঘূষ্ণতীক্ষ্ণবিশদং রুক্ষং সূক্ষ্মং সরং খরম্।
কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং প্রায়স্তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥

লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিষদ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, খর, সর ও কঠিন দ্রব্যই প্রায় শরীরের লঘুতা সম্পাদক, সুতরাং তাহারা লঙ্ঘন নামে অভিহিত হয়।

গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং স্থূলপিচ্ছিলম্।
প্রায়ো মন্দং স্থিরং শ্লক্ষ্ণং দ্রব্যং বৃংহণমুচ্যতে॥

গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্থূল, পিচ্ছিল, মন্দ, স্থির ও শ্লক্ষ্ণ দ্রব্য প্রায়ই শরীরের পুষ্টিকারক হয়—একারণ ইহাদিগকে বৃংহণ কহে।

রুক্ষং লঘু খরং তীক্ষ্ণমুষ্ণং স্থিরমপিচ্ছিলম্।
প্রায়শঃ কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং তদ্বিরুক্ষণম্॥

রুক্ষ, লঘু, খর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্থির, অপিচ্ছিল এবং কঠিন দ্রব্য প্রায়ই রুক্ষতাজনক—একারণ ইহাদিগকে রুক্ষণ কহে।

দ্রবং স্নিগ্ধং সরং স্থূলং পিচ্ছিলং গুরুশীতলম্।
প্রায়ো মন্দং মৃদু চ যদ্দ্রব্যং তৎ স্নেহনং মতম্॥

দ্রব, স্নিগ্ধ, সর, স্থূল, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, মন্দ ও মৃদুদ্রব্য প্রায়ই শরীরকে স্নিগ্ধ করে। একারণ ইহাদিগকে স্নেহন কহে।

উষ্ণং তীক্ষ্ণং সরং স্নিগ্ধং রুক্ষসূক্ষ্মদ্রবস্থিরম্।
দ্রব্যং গুরুচ যৎ প্রায়স্তদ্ধি স্বেদনমুচ্যতে॥

উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সর, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব, স্থির এবং গুরু দ্রব্যই প্রায় স্বেদজনক হইয়া থাকে। একারণ উহারা স্বেদন।

শীতং মন্দং মৃদু শ্লক্ষ্ণং সূক্ষ্মং রুক্ষং দ্রবং স্থিরম্।
যদ্দ্রব্যং লঘু চোদ্দিষ্টং প্রায়স্তৎ স্তম্ভনং স্মৃতম্।

শীতল, মন্দ, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব, স্থির এবং লঘু দ্রব্যই প্রায় স্তম্ভন কার্য্যে প্রয়োগ হইয়া থাকে। একারণ উহারা স্তম্ভন।

চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসামারুতাতপৈঃ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ [illegible]তি লঙ্ঘনম্॥

বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন—এই চারিপ্রকারের সংশোধন এবং পিপাসা বায়ু, রৌদ্র, পাচন, উপবাস ও ব্যায়াম—এই সমুদয়কে লঙ্ঘন কহে। কারণ ইহারা দেহের লঘুতা সম্পাদক।

প্রভূতশ্লেষ্মপিত্তাস্রমলাঃ সংদুষ্টমারুতাঃ।
বৃহচ্ছরীরা বলিনো লঙ্ঘনীয়া বিশুদ্ধিভিঃ॥

যাহাদিগের শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ও মল প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত আছে, যাহাদিগের বায়ু দূষিত হইয়াছে, যাহারা দীর্ঘদেহ ও বলবান্—তাহাদিগকে বমন বিরেচন প্রভৃতি চারিপ্রকার সংশোধন দ্বারা লঙ্ঘন করাইবে।

যেষাং মধ্যবলা রোগাঃ কফপিত্তসমুত্থিতাঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারহৃদ্রোগবিসূচ্যলসকজ্বরাঃ॥
বিবন্ধগৌরবোদ্গারহৃল্লাসারোচকাদয়ঃ।
পাচনৈস্তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রায়েণাদাবুপাচরেৎ॥
এতএব যথোদ্দিষ্টা যেষামল্পবলা গদাঃ।
পিপাসানিগ্রহৈস্তেষামুপবাসৈশ্চ তান্ জয়েৎ॥

যে সকল রোগ মধ্যবলবিশিষ্ট, এবং যাহারা কফ ও পিত্ত হইতে সমুত্থিত, সেই সকল রোগে এবং বমি, অতিসার, হৃদ্‌রোগ, বিসূচিকা, অলসক, জ্বর, মলমূত্রের বদ্ধতা, গাত্রের গুরুতা, উদ্‌গার, হৃল্লাস ও অরুচি প্রভৃতি রোগে প্রাজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমতঃ প্রায়ই পাচন দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। এই কফপিত্তোদ্‌ভূত বমনাদি রোগ সকল যদি অল্পবল হয়, তাহা হইলে পিপাসানিগ্রহ ও উপবাস দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিবেক।

রোগান্ জয়েন্মধ্যবলান্ ব্যায়ামাতপমারুতৈঃ।
বলিনাং কিং পুনর্যেষাং রোগাণামবরং বলম্॥

মধ্যবলবিশিষ্ট রোগ সকল ব্যায়াম, রৌদ্র ও বায়ুসেবনরূপ লঙ্ঘন দ্বারা চিকিৎসা করিবেক। বলবান্ ব্যক্তির অল্পবলবিশিষ্ট রোগ হইলে ঐ সকল উপায় দ্বারা অতি সহজেই আরাম হইয়া থাকে।

ত্বগ্‌দোষিণাং প্রমীঢ়াণাং স্নিগ্ধাভিষ্যন্দিবৃংহিণাম্।
শিশিরে লঙ্ঘনং শস্তমপি বাতবিকারিণাম্॥

যাহাদের ত্বক্ দূষিত হইয়াছে, যাহারা মেহরোগাক্রান্ত, স্নেহের অতিযোগহেতু গুহ্যমার্গ দিয়া যাহাদের স্নেহ ক্ষরণ হয়, এবং যাহারা বৃংহণযুক্ত ও বাতরোগী তাহাদের পক্ষে শীতকালে লঙ্ঘন প্রশস্ত।

অদিগ্ধবিদ্ধমক্লিষ্টং বয়ঃস্থং সাত্ম্যচারিণাম্।
মৃগমৎস্যবিহঙ্গানাং মাংসং বৃংহণমিষ্যতে॥

যে সকল পশু, মৎস্য ও পক্ষী কোনরূপ বিষাক্ত বাণাদি দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই, সেই সকল পশ্বাদির মাংস, যাহারা অক্লিষ্ট অর্থাৎ যে সকল পশ্বাদি কোনরূপ রোগ দ্বারা পীড়িত নয়—তাহাদের মাংস, যৌবনান্বিত পশু পক্ষীর মাংস এবং যে সকল পশু, মৎস্য ও পক্ষী স্ব স্ব প্রকৃতির অনুকূল স্বাভাবিক আহার বিহারাদি করিয়া থাকে, তাহাদের মাংস—এই সকল মাংস বৃংহণ অর্থাৎ বলকারক।

ক্ষীণাঃ ক্ষতাঃ কৃশা বৃদ্ধা দুর্ব্বলা নিত্যমধ্বগাঃ।
স্ত্রীমদ্যনিত্যা গ্রীষ্মে চ বৃংহণীয়া নরাঃ স্মৃতাঃ॥

ক্ষীণ, ক্ষত, কৃশ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি, যে সকল ব্যক্তি নিত্য পথপর্য্যটন করে এবং যাহারা প্রতিদিন স্ত্রী ও মদ্যসেবা করিয়া থাকে, তাহারা গ্রীষ্মকালে বৃংহণীয়।

শোষার্শোগ্রহণীদোষৈর্ব্যাধিভিঃ কর্ষিতাশ্চ যে।
তেষাং ক্রব্যাদমাংসানাং বৃংহণা লঘবো রসাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি শোষ, অর্শ ও গ্রহণীরোগ পীড়িত, তাহাদের পক্ষে মাংসভোজী পশু পক্ষীর মাংসের যুষ বৃংহণ। মাংসভোজী পশ্বাদির মাংস প্রায়ই লঘু।

স্নানমুৎসাদনং স্বপ্নো মধুরাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
শর্করাক্ষীরসর্পীংষি সর্ব্বেষাং বিদ্ধি বৃংহণম্ ॥

স্নান, উৎসাদন, নিদ্রা, মধুর স্নেহবস্তি, চিনি, দুগ্ধ ও ঘৃত—এই সকল দ্রব্য সকলেরই পক্ষে বৃংহণ বা পুষ্টিকারক।

কটুতিক্তকষায়াণাং সেবনং স্ত্রীষ্বসংযমঃ।
খলিপিণ্যাকতক্রাণাং মধ্বাদীনাঞ্চ রুক্ষণম্ ॥
অভিষ্যন্দা মহাদোষা মর্ম্মস্থা ব্যাধয়শ্চ যে।
উরুস্তম্ভপ্রভৃতয়ো রুক্ষণীয়া নিদর্শিতাঃ ॥

কটু, তিক্ত ও কষায় দ্রব্যাদি সেবন, অযথা স্ত্রীসঙ্গম, এবং সর্ষপের খইল, তিলের খইল, তক্র ও মধু প্রভৃতি সেবন দ্বারা শরীরের রুক্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। যে সকল রোগে পূয় রক্তাদির ক্ষরণ হয়, যে সকল রোগে বায়ু পিত্তাদি দোষ সকল অত্যন্ত প্রবল হয়, যে সকল রোগ মর্ম্মগত, সেই সকল রোগে এবং উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগে রুক্ষণকার্য্য উপকারী।

স্নেহাঃ স্নেহয়িতব্যাশ্চ স্বেদাঃ স্বেদ্যাশ্চ যে নরাঃ।
স্নেহাধ্যায়ে ময়োক্তাস্তে স্বেদাখ্যে চ সবিস্তরম্ ॥

স্নেহ কত প্রকার এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা স্নেহ যোগ্য? স্বেদ কত প্রকার এবং কাহারাই বা স্বেদনীয়? এই সকল বিষয় স্নেহ ও স্বেদাধ্যায়ে মৎকর্ত্তৃক সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রবং তন্বু সরং যাবচ্ছীতীকরণমৌষধম্।
স্বাদুতিক্তকষায়ঞ্চ স্তম্ভনং সর্ব্বমেব তৎ ॥
পিত্তক্ষারাগ্নিদগ্ধা যে ছর্দ্দ্যতীসারপীড়িতাঃ।
বিষস্বেদাতিযোগার্ত্তাঃ স্তম্ভনীয়াস্তথাপরে ॥

যে সকল দ্রব্য দ্রব, তন্বু, সর, শীতল, স্বাদু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, তাহাদিগকে স্তম্ভনকারক বলিয়া জানিবে। যে সকল ব্যক্তি পিত্ত, ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, যে সকল ব্যক্তি বমন ও অতিসারপীড়িত, যে সকল ব্যক্তি বিষার্ত্ত ও যাহারা স্বেদের অতিযোগ হেতু পীড়িত তাহারা স্তম্ভনযোগ্য এবং অপর যাহারা রক্তপিত্তাদি রোগপীড়িত তাহারাও স্তম্ভনীয়।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
[illegible]গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্র[illegible] গতে ॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি ॥

যখন মল, মূত্র ও অধোবায়ু সহজভাবে প্রবর্ত্তিত হইবে, গাত্র লঘু হইবে, তন্দ্রা ও ক্লান্তি অপগত হইবে, হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের শুদ্ধি হইয়াছে বোধ হইবে, ঘর্শ্মের উদ্রেক হইবে, অন্নে রুচি জন্মিবে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক হইবে এবং চিত্ত প্রসন্ন থাকিবে, তখন জানিবে যে আদেশ্য লঙ্ঘন যথামাত্রায় কৃত হইয়াছে।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্মূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লংঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ ॥

লঙ্ঘনের অতিযোগ হইলে অর্থাৎ—লঙ্ঘন অযথামাত্রায় সেবিত হইলে পর্ব্বভেদ (সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ন্যায় বেদনা), সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কাস, মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস, চিত্তচাঞ্চল্য, ঊর্দ্ধবাত (বায়ুর ঊর্দ্ধগতি), হৃদয়ে তম অর্থাৎ অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় বোধ এবং দেহের অগ্নি ও বলনাশ হয়।

বলং পুষ্ট্যুপলম্ভশ্চ কার্শ্যদোষবিবর্জ্জনম্।
লক্ষণং বৃংহিতে স্থৌল্যমতি চাত্যর্থবৃংহিতে ॥

বৃংহণ অর্থাৎ বলকারক দ্রব্যাদি যথামাত্রায় সেবিত হইলে দেহের বল ও পুষ্টি জন্মে এবং কৃশতা নাশ হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা অতিমাত্রায় সেবিত হইলে দেহের স্থূলতা জন্মে।

কৃতাতিকৃতচিহ্নং যৎ লঙ্ঘিতে তদ্বিরূক্ষিতে।
স্তম্ভিতঃ স্যাদ্ বলে লব্ধে যথোক্তৈশ্চাময়ৈর্জিতৈঃ ॥

লঙ্ঘনের ও অতি লঙ্ঘনের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, রূক্ষণের সম্যক্ যোগ ও অতিযোগের ও সেই সকল লক্ষণ জানিবে। যে সকল রোগ স্তম্ভনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, স্তম্ভন ক্রিয়া দ্বারা সেই সকল রোগের শান্তি হইয়া রোগী বললাভ করিলে বুঝিতে হইবে যে স্তম্ভনের সম্যক্ যোগ হইয়াছে।

শ্যাবতাস্তব্ধগাত্রত্বমুদ্বেগো হনুসংগ্রহঃ।
হৃদ্বর্চ্চোনিগ্রহশ্চ স্যাদতিস্তম্ভিতলক্ষণম্ ॥

শ্যাববর্ণতা, স্তব্ধগাত্রতা, উদ্বেগ, হনুস্তম্ভ, হৃদয়োপরোধ, এবং মলের বদ্ধতা—স্তম্ভনের অতিযোগ হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

লক্ষণঞ্চাকৃতানাং স্যাৎ ষণ্ণামেষাং সমাসতঃ।
তদৌষধানাং ব্যাধীনামশমো বৃদ্ধিরেব চ ॥
ইতি ষট্সর্ব্বরোগানাং প্রোক্তাঃ সম্যগুপক্রমাঃ।
সাধ্যানাং সাধনে সিদ্ধা মাত্রাকালানুরোধিনঃ ॥

রোগ প্রশমোপায় লঙ্ঘনাদি ছয় প্রকার প্রযুক্ত হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। লঙ্ঘনাদি ছয় প্রকার কার্য্য সকল রোগেরই সম্যক্ চিকিৎসা বলিয়া কথিত হয়। মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে সেই ছয় প্রকার উপায় দ্বারা সাধ্যভাবাপন্ন সকল রোগই আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভবতি চাত্র।

দোষাণাং বহুসংসর্গাৎ সঙ্কীর্য্যন্তেহপ্যুপক্রমাঃ।
ষট্‌ত্বন্তু নাতিবর্ত্তন্তে ত্রিত্বং বাতাদয়ো যথা॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মিলিত হইয়া বহু রোগ উৎপাদন করে বলিয়া তাহাদের চিকিৎসা সকল ও বহুপথগামী হইয়া থাকে। পরন্তু রোগ অসংখ্য হইলেও তাহারা যেমন বায়ু পিত্ত ও কফ—এই তিনটী কারণ ব্যতীত অপর কোন কারণে সমুৎপন্ন হইতে পারে না; তেমনি চিকিৎসা ও বহুপ্রকারে প্রযোজ্য হইলেও লঙ্ঘনাদি ছয়টী উপায় ব্যতীত অপর কোন উপায় দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

তত্র শ্লোকঃ।

ইত্যস্মিন্ লঙ্ঘনাধ্যায়ে ব্যাখ্যাতাঃ ষড়ুপক্রমাঃ।
যথাপ্রশ্নং ভগবতা চিকিৎস'যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ॥

এই লঙ্ঘন বৃংহণীয়াধ্যায়ে অগ্নিবেশের প্রশ্নমতে ভগবান্ পুনর্ব্বসুকর্ত্তৃক লঙ্ঘনাদি ছয় প্রকার চিকিৎসার উপায় ব্যাখ্যাত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
দ্বাবিংশতিতমো লংঘনবৃংহণীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের লঙ্ঘনবৃংহণীয়নামক অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়

অথাতঃ সন্তর্পণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা সন্তর্পণীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

সন্তর্পয়তি যঃ স্নিগ্ধৈর্মধুরৈগুরুপিচ্ছিলৈঃ।
নবান্নৈর্নবমদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ॥
[illegible]গৌড়িক[illegible]শ্চঃ [illegible]শঃ।
চেষ্টাদ্বেষী [illegible]াসনসুখে রতঃ॥
রোগাস্তস্যোপজায়ন্তে সন্তর্পণনিমিত্তজাঃ।
প্রমেহপিড়কাকোঠকণ্ডুপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ॥

কুষ্ঠান্যামপ্রদোষাশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ।
তন্দ্রা ক্লৈব্যমতিস্থৌল্যমালস্যং গুরুগাত্রতা॥
ইন্দ্রিয়স্রোতসাং লেপো বুদ্ধের্মোহঃ প্রমীলকঃ।
শোথাশ্চৈবং বিধাশ্চান্যে শীঘ্রমপ্রতিকুর্ব্বতঃ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া দিবানিদ্রায় ও শয্যাসনসুখে রত থাকিয়া স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু ও পিচ্ছিল দ্রব্যাদি, নূতন অন্ন, নূতন মদ, আনূপমাংস, জলজমাংস, দুগ্ধাদি গব্যরস, গুড়জাত দ্রব্য এবং পিষ্টকাদি সেবন দ্বারা অতি সন্তর্পণ করে অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য অতিমাত্রায় ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার বহুবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যদি সে শীঘ্র সেই অতি সন্তর্পণের কোন প্রতীকার না করে, তাহা হইলে তাহার প্রমেহ, কণ্ডু, পিড়কা, কোঠ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, আমদুষ্টিজনিত পীড়াসকল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, তন্দ্রা, ক্লীবত্ব, অতিস্থূলতা, আলস্য, গাত্রগৌরব, ইন্দ্রিয় স্রোতসকলের মললিপ্ততা, বুদ্ধির মোহ, প্রমীলক, শোথ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ জন্মে।

শস্তমুল্লেখনং তত্র বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
ব্যায়ামশ্চোপবাসশ্চ ধূমাশ্চ স্বেদনানি চ॥
সক্ষৌদ্রশ্চাভয়াপ্রাশঃ প্রায়ো রুক্ষান্নসেবনম্।
চূর্ণপ্রদেহা যে প্রোক্তাঃ কণ্ডূকোঠবিনাশনাঃ॥

সন্তর্পণ নিমিত্তক রোগে বমন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, উপবাস, ধূমপান, স্বেদন. মধুর সহিত হরিতকী ভক্ষণ, সর্ব্বদা রুক্ষান্ন ভোজন, এবং কণ্ডু ও কোঠ নিবারণের জন্য যে সকল চূণ ও প্রলেপের কথা পূর্ব্বে আরগ্বধীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, সেই সকল চূর্ণ ও প্রলেপ প্রশস্ত।

ত্রিফলারগ্বধং পাঠাং সপ্তপর্ণং সবৎসকম্।
মুস্তনিম্বং সমদনং জলেনোৎকথিতং পিবেৎ॥
তেন মেহাদয়ো যান্তি নাশমভ্যস্যতো ধ্রুবম্।
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন সন্তর্পণসমুত্থিতাঃ॥

ত্রিফলা, সোঁদাল, আকনাদ, ছাতিমছাল, কুড়চী, মুথা, নিমছাল ও ময়নাফল—একত্রে জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ করতঃ যথামাত্রায় ও যথাসময়ে পান করিলে সন্তর্পণ নিমিত্তক মেহাদি রোগ সকল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

মুস্তমারগ্বধং পাঠা ত্রিফলা দেবদারু চ।
শ্বদংষ্ট্রা খদিরো নিম্বো হরিদ্রা ত্বক্ চ বৎসকাৎ॥
রসমেষাং যথাদোষং প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।
সন্তর্পণকৃতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্যাধিভিঃ সংপ্রমুচ্যতে॥
এভিশ্চোদ্বর্ত্তনোদ্ঘর্ষস্নানযোগোপযোজিতৈঃ।
ত্বগ্দোষাঃ প্রশমং যান্তি তথা স্নেহোপসংহিতৈঃ॥

মুথা, সোঁদাল, আকনাদ, ত্রিফলা, দেবদারু, গোক্ষুর, খদির, নিম, হরিদ্রা, এবং কুড়চীর ছাল—এই সকল দ্রব্যের কাথ বাতাদি দোষ অনুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে সন্তর্পণকৃত সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য তৈলাদির সহিত পাক করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন বা গাত্রে মর্দ্দন করিলে অথবা ইহাদের কাথ দ্বারা স্নান করিলে চর্ম্ম রোগ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠং গোমেদকং হিঙ্গু ক্রৌঞ্চাস্থি ত্র্যূষণং বচাম্।
বৃষকৈলে শ্বদংষ্ট্রা চ খরাহ্বা চাশ্মভেদকঃ॥
তক্রেণ দধিমণ্ডেন বদরাম্লরসেন বা।
মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রমেহঞ্চ পীতমেতদ্ ব্যপোহতি॥

কুড়, গোমেদক (গোরোচনা) হিঙ্গু, ক্রৌঞ্চাস্থি (কোঁচবকের অস্থি), ত্র্যূষণ অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, বচ, বৃষক (বাসক), ছোটএলাইচ, গোক্ষুর, বনযমানী ও পাথরভেদী—এই সকল দ্রব্য পেষণ করত ঘোলের সহিত বা দধির মাতের সহিত, অথবা কুলের অম্ল কাথের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ রোগ নষ্ট হয়।

তক্রাভয়াপ্রয়োগৈশ্চ ত্রিফলায়াস্তথৈব চ।
অরিষ্টানাং প্রয়োগৈশ্চ যান্তি মেহাদয়ঃ ক্ষয়ম্॥

ঘোলের সহিত হরিতকী চূর্ণের প্রয়োগ, ত্রিফলার প্রয়োগ, এবং অরিষ্ট সকলের প্রয়োগ দ্বারাও মেহ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণং ত্রিফলাক্ষৌদ্রং ক্রিমিঘ্নমজমোদকং।
মন্থোঽয়ং শক্তবঃ সর্পির্হিতো লোহোদকাপ্লুতঃ॥

ত্রিকটু চূর্ণ, ত্রিফলা চূর্ণ, বিড়ঙ্গ চূর্ণ, যমানী চূর্ণ এবং ছাতু—এই সকল দ্রব্য লোহোদকে আলোড়িত করিলে যে মন্থ প্রস্তুত হয়, সেই মন্থ মধু ও ঘৃতসহ পান করিলে সন্তর্পণ জনিত রোগ সমূহ ধ্বংস হয়।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং শিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্॥
হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানীধান্যচিত্রকান্।
সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্রভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ।
শক্তূনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ॥
প্রয়োগাদস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ।
প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ॥
প্লীহা পাণ্ড্বাময়ঃ শোফো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ।
হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ॥

ক্রিময়ো গ্রহণীদোষা শ্বৈত্র্যং স্থৌল্যমতীব চ।
নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতির্ব্বুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনার বীজ, ত্রিফলা, কট্‌কী, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদ, আতইচ, শালপানি, হিঙ্গু, কেঁউমূল, যমানী, ধনে, চিতার মূল, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষা—এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিবে। এই সমস্ত চূর্ণের পরিমাণ যত হইবেক, তিলতৈল, ঘৃত ও মধু—ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ তত হইবেক এবং ছাতুর পরিমাণ তাহার ষোলগুণ হইবেক। এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া সেবন করিলে সন্তর্পণ জনিত মেহ, বাতবিবদ্ধতা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, হৃদ্‌-রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, ক্রিমি, গ্রহণী, ধবল রোগ, এবং অতি স্থৌল্য রোগ নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ব্যায়ামনিত্যো জীর্ণাশী যবগোধূমভোজনঃ॥
সন্তর্পণকৃতৈর্দোষৈঃ স্থৌল্যং মুক্ত্বা বিমুচ্যতে॥

যে ব্যক্তি নিত্য ব্যায়াম করে, আহার জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার আহার করে এবং যব ও গোধূম ভোজন করে, তিনি সন্তর্পণজনিত রোগ সকল হইতে মুক্ত হয়েন এবং তাহার স্থূলতার ধ্বংস হইয়া থাকে।

উক্তং সন্তর্পণোত্থানামপতর্পণমৌষধম্।
বক্ষ্যন্তে সৌষধাশ্চোর্দ্ধমপতর্পণজা গদাঃ॥

সন্তর্পণ জনিত রোগ সকলের যে অপতর্পণ ঔষধ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অপতর্পণ দ্বারা যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল রোগ ও তাহাদের ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে।

দেহাগ্নিবলবর্ণৌজঃশুক্রমাংসবলক্ষয়ঃ।
জ্বরঃ কাসানুবন্ধশ্চ পার্শ্বশূলমরোচকঃ॥
শ্রোত্রদৌর্ব্বল্যমুন্মাদঃ প্রলাপো হৃদয়ব্যথা।
বিণ্মূত্রসংগ্রহঃ শূলং জংঘোরুত্রিকসংশ্রয়ম্॥
পর্ব্বাস্থিসন্ধিভেদশ্চ যে চান্যে বাতজা গদাঃ।
ঊর্দ্ধবাতাদয়ঃ সর্ব্বে জায়ন্তে তেঽপতর্পণাৎ॥

অপতর্পণে দেহ, অগ্নি, বল, বর্ণ, ওজঃ, শুক্র, মাংস ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে। জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল, অরুচি, শ্রবণশক্তির হ্রাস, উন্মাদ, প্রলাপ, হৃদয়ে ব্যথা, মলমূত্রের বদ্ধতা, জঙ্ঘা, উরু ও ত্রিকস্থানে বেদনা, পর্ব্বাস্থিতে ও সন্ধিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা—এই সকল রোগ, বাতজনিত রোগ সকল এবং হিক্কা প্রভৃতি ঊর্দ্ধবাতাদি রোগ সকল অপতর্পণ বা উপবাসাদি হইতে ঘটিয়া থাকে।

তেষাং সন্তর্পণং তজ্জ্ঞৈঃ পুনরাখ্যাতমৌষধম্।
যত্তদাত্বে সমর্থং স্যাদভ্যাসে বা তদিষ্যতে॥

রূক্ষঃ ক্ষীণোহি সন্তো বৈ তর্পণেনোপচীয়তে।
নর্ত্তে সন্তর্পণাভ্যাসাচ্চিরক্ষীণঃ পুষ্যতি ॥

সন্তর্পণই অপতর্পণ জনিত এই সকল রোগের ঔষধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি সদ্য সদ্যই দুগ্ধাদি সন্তর্পণকারক ঔষধ সেবনে সামর্থ্য না হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সন্তর্পণকারক ঔষধ সেবনের অভ্যাস করাইবে। সদ্য অপতর্পণ বা উপবাসাদি দ্বারা শরীর ক্ষীণ হইলে সদ্যই সন্তর্পণ দ্বারা পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু চিরক্ষীণ ব্যক্তি দীর্ঘকাল সন্তর্পণ সেবন না করিলে কখনই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

দেহাগ্নিদোষভৈষজ্যমাত্রাকালানুবর্ত্তিনা।
কার্য্যমত্বরমাণেন ভেষজং চিরদুর্ব্বলে ॥

চিরদুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের দেহ, অগ্নি, দোষ, মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া ব্যস্ত না হইয়া তাহাদিগকে অল্প অল্প ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

হিতা মাংসরসাস্তস্মৈ পয়াংসি চ ঘৃতানি চ।
স্নানানি বস্তয়োঽভ্যঙ্গাস্তর্পণাস্তর্পণাশ্চ যে ॥

সন্তর্পণযোগ্য চিরক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে মাংসের যূষ, দুগ্ধ, ঘৃত, স্নান, বস্তিকার্য্য, তৈলাভ্যঙ্গ এবং তৃপ্তিজনক আহারাদি সেবন হিতকর।

জ্বরকাসপ্রসক্তানাং কৃশানাং মূত্রকৃচ্ছ্রিণাম্।
তৃষ্যতামূর্দ্ধবাতানাং বক্ষ্যন্তে তর্পণা হিতাঃ ॥

যাহারা জ্বর ও কাসপ্রসক্ত, কৃশ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত, তৃষ্ণারোগপীড়িত ও হিক্কাপ্রভৃতি ঊর্দ্ধবাতজনিত রোগগ্রস্ত, তাহাদের পক্ষে যেরূপ সন্তর্পণ হিতকর, তাহা বলা যাইতেছে।

শর্করাপিপ্পলীতৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈঃ সমাংশিকৈঃ।
শক্তুর্দ্বিগুণিতো বৃষ্যস্তেষাং মন্থঃ প্রশস্যতে ॥

চিনি, পিপুল, তিলতৈল, ঘৃত ও মধু সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণে ছাতু তাহাতে দিয়া অর্দ্ধশৃত জলে আলোড়িত করতঃ যে মন্থ প্রস্তুত হয়—ঐ মন্থ সেবন পূর্ব্বোক্ত জ্বর কাসাদিগ্রস্ত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত ও বলকারক।

শক্তবো মদিরা ক্ষৌদ্রং শর্করা চেতি তর্পণম্।
পিবেন্ মারুতবিণ্মূত্রকফপিত্তানুলোমনম্ ॥

মদিরা, মধু ও চিনি প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া উহাদের সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণ ছাতু দিয়া যে মন্থ প্রস্তুত হয়, তাহা পান করিলে বায়ু, মল, মূত্র, কফ এবং পিত্তের অনুলোমন বা সরল গতি হইয়া থাকে।

ফাণিতং শক্তবঃ সর্পির্দধিমণ্ডোঽম্লকাঞ্জিকম্।
তর্পণং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নমুদাবর্ত্তহরং পিবেৎ ॥

পাতলাগুড়, ছাতু, দধির মাত এবং অম্লকাঞ্জিক প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণ যবাদির ছাতু তাহাতে দিয়া যে মন্থ প্রস্তুত হয়, তাহা পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

মন্থঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকাবৃক্ষা...ভৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥

খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, তেঁতুল, থৈকুল, দাড়িম, ফল্‌সাফল এবং আমলকী—এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণে যবাদির ছাতু তাহাতে মিশাইয়া যে মন্থ প্রস্তুত হয়, তাহা সেবন করিলে মদ্যপান জনিত রোগসকল নষ্ট হইয়া থাকে।

স্বাদুরম্লো জলকৃতঃ সস্নেহো রুক্ষ এব বা।
সদ্য সন্তর্পণো মন্থঃ স্থৈর্য্যবর্ণবলপ্রদঃ॥

মধুর, অম্ল, ও ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্যযোগে যবাদির যে মন্থ প্রস্তুত করা যায়, উহা সদ্য সন্তর্পণকারক। ঘৃতাদি স্নেহসংযোগ না করিয়া এই সকল দ্রব্যের যে মন্থ প্রস্তুত করা যায়, তাহা রুক্ষ হইলেও তথাপি তদ্দ্বারা শরীর সদ্যই সন্তর্পিত হইয়া থাকে। এই সন্তর্পণ দ্বারা শরীরের স্থিরতা এবং বর্ণ ও বলের বৃদ্ধি হয়।

তত্র শ্লোকঃ।

সন্তর্পণোত্থা যে রোগা রোগা যে চাপতর্পণাৎ।
সন্তর্পণীয়ে তেঽধ্যায়ে সৌষধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

এই সন্তর্পণীয় অধ্যায়ে সন্তর্পণ ও অপতর্পণ জনিত রোগসকল ও তাহাদের ঔষধ সকল ভগবান্ পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
ত্রয়োবিংশতিতমঃ সন্তর্পণীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের সন্তর্পণীয় নামক অধ্যায়।

চতুর্বিংশতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিধিশোণিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা বিধিশোণিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

বিধিনা শোণিতং জাতং শুদ্ধং ভবতি দেহিনাম্।
দেশকালোকসাত্ম্যানাং বিধির্যঃ সম্প্রদর্শিতঃ॥
তদ্বিশুদ্ধঞ্চ রুধিরং বলবর্ণসুখায়ুষা।
যুনক্তি প্রাণিনাং প্রাণঃ শোণিতং হ্যনুবর্ত্ততে॥

দেশানুকূল, কালানুকূল ও অভ্যাসানুকূল যে সকল আহার ও বিহারবিধি প্রতিপালিত হইলে মনুষ্যশরীরের রক্তবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে সম্যক্‌ভাবে বর্ণা হইয়াছে (ত্রয়া-শিতীয় অধ্যায় দেখ)। রক্তবিশুদ্ধ থাকিলে মনুষ্য বল, বর্ণ, সুখ ও দীর্ঘজীবন সমন্বিত হইয়া থাকে। প্রাণ রক্তেরই অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ রক্ত থাকিলেই প্রাণ থাকে এবং রক্ত গেলেই প্রাণ যায়।

প্রদুষ্টবহুতীক্ষ্ণোষ্ণৈর্মদ্যৈরন্যৈশ্চ তদ্বিধৈঃ।
তথাতিলবণক্ষারৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ॥
কুলত্থমাষনিষ্পাবতিলতৈলনিষেবণাৎ।
পিণ্ডালুমূলকাদীনাং হরিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
জলজানূপবৈলানাং প্রসহানাঞ্চ সেবনাৎ।
দধ্যম্লমস্তুশক্তূনাং সুরাসৌবীরকস্য চ॥
বিরুদ্ধানামুপক্লিন্নপূতীনাং ভক্ষণেন চ।
ভুক্ত্বা দিবা প্রস্বপতাং দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ॥
অত্যাদানং তথা ক্রোধং ভজতাঞ্চাতপানিলৌ।
ছর্দ্দিবেগপ্রতিঘাতাৎ কালে চানবসেচনাৎ॥
শ্রমাভিঘাতাৎ সন্তাপাদজীর্ণাধ্যশনাত্তথা।
শরৎকালস্বভাবাচ্চ শোণিতং সংপ্রদুষ্যতি॥

অতিশয় দূষিত মদ্য, বহুমদ্য এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য মদ্য সেবন দ্বারা অথবা তাহার ন্যায় অপর কোন দ্রব্য সেবন করিলে; অতিশয় লবণ, ক্ষার, অম্ল ও কটুদ্রব্য সেবনে; কুল্‌থিকলাই, মাষকলাই, শিম এবং তিলতৈলাদি অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, পিণ্ডালু (চুব্‌ড়ি আলু), মূলাপ্রভৃতি দ্রব্য, হরিতক দ্রব্য অর্থাৎ শাক সব্‌জী প্রভৃতি, মৎস্য প্রভৃতি জলজাত জন্তুর মাংস, বরাহ প্রভৃতি আনূপ জন্তুর মাংস, কচ্ছপাদি বিলেশয় জন্তুর মাংস, এবং গোধা প্রভৃতি প্রসহ জন্তুর মাংস অধিক পরিমাণে সেবনে; দধি, কাঁজি, দধির মাত, ছাতু, সুরা ও সৌবীরকমদ্য, পরস্পর সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য, পচা দ্রব্য ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য অতিমাত্র ভক্ষণ করিলে; দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য আহার করতঃ দিবানিদ্রা যাইলে; অতিভোজনে, ক্রোধ, রৌদ্র ও অগ্নির উত্তাপ অধিক সেবনে, বমির বেগ ধারণে; এবং যথাকালে স্নান না করায়; পরিশ্রম, অভিঘাত, সন্তাপ, অজীর্ণ এবং অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ হইতে না হইতে তদুপরি ভোজন—এই সকল কারণে রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। আর শরৎকালের স্বভাবগুণেও রক্ত প্রদূষিত হয়।

ততঃ শোণিতজা রোগাঃ প্রজায়ন্তে পৃথগ্‌বিধাঃ।
মুখনাসাক্ষিপাকশ্চ পূতিঘ্রাণাস্যগন্ধতা॥
গুল্মোপদংশবীসর্পরক্তপিত্তপ্রমীলকাঃ।
বিদ্রধী রক্তমেহশ্চ প্রদরো বাতশোণিতম্॥

বৈবর্ণ্যমগ্নিনাশশ্চ পিপাসা গুরুগাত্রতা।
সন্তাপশ্চাতিদৌর্ব্বল্যমরুচিঃ শিরসোঽতিরুক্॥
বিদাহশ্চান্নপানস্য তিক্তাম্লোদ্গিরণং ক্লমঃ।
ক্রোধপ্রচুরতা বুদ্ধেঃ সংমোহো লবণাস্যতা॥
স্বেদঃ শরীরদৌর্গন্ধ্যং মদঃ কম্পঃ স্বরক্ষয়ঃ।
তন্দ্রানিদ্রাতিযোগশ্চ তমসশ্চাতিদর্শনম্॥
কণ্ডুরুক্‌কোঠপিড়কাকুষ্ঠচর্ম্মদলাদয়ঃ।
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে বিজ্ঞেয়াঃ শোণিতাশ্রয়াঃ॥
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈরুপক্রান্তাশ্চ যে গদাঃ।
সম্যক্ সাধ্যা ন সিধ্যন্তি রক্তজাংস্তান্ বিনির্দ্দিশেৎ॥

রক্ত প্রদূষিত হইলে রক্ত বিকৃতি জনিত নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—মুখ, নাক ও চক্ষুর পাক, নাসিকা ও মুখের দুর্গন্ধতা, গুল্ম, উপদংশ, বীসর্প, রক্তপিত্ত, প্রমীলক, বিদ্রধী, রক্তমেহ, প্রদর, বাতরক্ত, দেহের বিবর্ণতা, অগ্নিনাশ, পিপাসা, গুরুগাত্রতা, সন্তাপ, অতিদৌর্ব্বল্য, অরুচি, মাথার বেদনা, অন্নপানের বিদাহ, তিক্তোদ্গার, অম্লোদ্গার, ক্লান্তি, ক্রোধের আধিক্য, বুদ্ধিভ্রম, মুখ লবণাক্ত হওয়া, স্বেদ, শারীরিক দৌর্গন্ধ্য, মত্ততা, কম্প, স্বরভেদ, অতিতন্দ্রা, অতিনিদ্রা, অন্ধকার দর্শন, কণ্ডু, কোঠ, পিড়কা, কুষ্ঠ ও চর্ম্মদল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুষ্ঠ—এই সকল রোগ দূষিত রক্ত হইতে জন্মিয়া থাকে। শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষাদি উপক্রম দ্বারা সম্যক্ চিকিৎসিত হইলে ও যে সকল রোগের শান্তি হয় না, অথচ যে সকল রোগ সাধ্যভাবাপন্ন, তাহাদিগকেও রক্তজ রোগ বলিয়া জানিবে।

কুর্য্যাৎ শোণিতরোগেষু রক্তপিত্তহরীং ক্রিয়াম্।
বিরেকমনুবাসঞ্চ স্রাবণং শোণিতস্য চ॥
বলদোষপ্রমাণাদ্বা বিশুদ্ধ্যা রুধিরস্য বা।
রুধিরং স্রাবয়েজ্জন্তোরাশয়ং প্রসমীক্ষ্য বা॥

রক্তজনিত রোগে রক্তপিত্তহরী চিকিৎসা করিবে এবং বিরেচন, অনুবাসন বা রক্তমোক্ষণ করাইবে। রক্তমোক্ষণ করাইতে হইলে রোগীর বল ও দোষের পরিমাণ; রক্তের বিশুদ্ধতা কিম্বা রক্তজ ব্যাধির আশ্রয়স্থান—এই সকল লক্ষ্য করিয়া রক্তমোক্ষণ করাইবে।

অরুণং সম্ভবেদ্ বাতাৎ ফেনিলং বিশদং তনু।
পিত্তাৎ পীতাসিতং রক্তং স্ত্যায়ত্যৌষ্ণ্যাচ্চিরেণ চ॥
ঈষৎপাণ্ডু কফাদ্ দুষ্টং পিচ্ছিলং তন্তুমদ্ ঘনম্।
সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্॥

বায়ু কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে উহা অরুণবর্ণ, ফেনিল, বিষদ ও পাত্‌লা হইয়া থাকে। পিত্ত কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে উহা পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্তের উষ্ণতানিবন্ধন উহা শীঘ্র জমিয়া যায় না। কফকর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে উহা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট ও

ঘন হয়। রক্ত যদি বায়ু প্রভৃতি দুইটি দোষ কর্তৃক দূষিত হয়, তাহা হইলে উহাতে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ এবং বাতাদি তিন দোষ কর্তৃক যদি রক্ত দূষিত হয়, তাহা হইলে উহাতে তিন দোষেরই মিলিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

তপনীয়েন্দ্রগোপাভং পদ্মালক্তকসন্নিভম্।
গুঞ্জাফলসবর্ণঞ্চ বিশুদ্ধং বিদ্ধি শোণিতম্॥

রক্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে উহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় অথবা পদ্মরাগমণি বা আল্‌তা কিম্বা গুঞ্জাফলের ন্যায় হইয়া থাকে।

নাত্যুষ্ণশীতং লঘু দীপনীয়ং রক্তেঽপনীতে হিতমন্নপানম্।
তদা শরীরং হ্যনবস্থিতাসৃগগ্নির্বিশেষেণ চ রক্ষিতব্যঃ॥

রক্তমোক্ষণাদির দ্বারা শরীরস্থ রক্ত অপনীত হইলে পর অতিশয় উষ্ণ অথবা অতিশয় শীতল না হয় অথচ লঘু এবং অগ্ন্যুদ্দীপক অন্নপানাদি সেবন করা কর্তব্য। রক্তাবসেচনে শরীরের রক্ত অনবস্থিত থাকে এবং অগ্নিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব সে অবস্থায় জঠরাগ্নিকে বিশেষ রূপে রক্ষা করা কর্তব্য।

প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ার্থ মিচ্ছন্তমব্যাহতপক্তিবেগম্।
সুখান্বিতং পুষ্টিবলোপপন্নং বিশুদ্ধরক্তং পুরুষং বদন্তি॥

যে ব্যক্তির বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন থাকে, ইন্দ্রিয় বিষয় সকল উপভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে; অবাধে যথাসময়ে মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি সুখান্বিত এবং বল ও পুষ্টিসম্পন্ন, তাহাকে বিশুদ্ধ রক্তবান্ পুরুষ বলিয়া জানিবে।

যদাতু রক্তবাহানি রসসংজ্ঞাবহানি চ।
পৃথক্ পৃথক্ সমস্তা বা স্রোতাংসি কুপিতা মলাঃ।
মলিনাহারশীলস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ।
প্রতি ত্যাবতিষ্ঠন্তে জায়ন্তে ব্যাধয়স্তদা॥
মদমূর্চ্ছায়সন্ন্যাসাস্তেষাং বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যথোত্তরং বলাধিক্যং হেতুলিঙ্গোপশান্তিষু॥

যখন মল সকল অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মলিন আহারশীল, রজমোহাবৃত ব্যক্তির রক্তবহ, রসবহ ও সংজ্ঞাবহ স্রোত সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা মিলিত ভাবে প্রতিহত করিয়া তাহাতে বাস করে, তখন ঐ ব্যক্তির মদরোগ, মূর্চ্ছারোগ ও সন্ন্যাসরোগ উৎপন্ন হয়। হেতু, লক্ষণ ও উপশম বিষয়ে এই রোগত্রয়ের যথাক্রমে বলাধিক্য জানিবে, অর্থাৎ মদরোগ অপেক্ষা মূর্চ্ছা রোগের এবং মূর্চ্ছারোগ অপেক্ষা সন্ন্যাস রোগের বল অধিক।

দুর্ব্বলং চেতসঃ স্থানং যদা বায়ুঃ প্রপদ্যতে।
মনো বিক্ষোভয়ন্ জন্তোঃ সংজ্ঞাং সম্মো [illegible]॥
পিত্তমেবং কফশ্চৈবং মনো বিক্ষোভয়ন্ নৃণাম্।
সংজ্ঞাং নয়ত্যাকুলতাং [illegible] কথ্যতে॥

যখন প্রকুপিত বায়ু দুর্ব্বল চিত্তস্থানকে অধিকার করে, তখন সে হৃদয়ে বিক্ষোভিত করিয়া সংজ্ঞালোপ করিয়া দেয়। পিত্ত এবং কফও ঐরূপে মনুষ্যদিগের হৃদয়াধিকার করতঃ মনকে বিক্ষোভিত করিয়া সংজ্ঞাকে আকুল করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যথাক্রমে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে।

সক্তানল্পদ্রুতাভাষং চলস্খলিতচেষ্টিতম্।
বিদ্যাদ্ বাতমদাবিষ্টং রূক্ষশ্যাবারুণাকৃতিম্॥

যে মদরোগ বায়ু হইতে জন্মায়, তাহাতে রোগী সক্ত (জড়ান), অনল্প ও দ্রুত কথা কহে। তাহার শারীরিক বা মানসিক চেষ্টা সকল চঞ্চল ও স্খলিত হয়, তাহার আকৃতি রূক্ষ হয় এবং তাহার বর্ণ শ্যাব বা অরুণ হইয়া থাকে।

সক্রোধং পরুষাভাষং সম্প্রহারকলিপ্রিয়ম্।
বিদ্যাৎ পিত্তমদাবিষ্টং রক্তপীতাসিতাকৃতিম্॥

পিত্তজনিত মদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ক্রোধন, পরুষভাষী এবং প্রহার ও কলহ প্রিয় হয় এবং তাহার বর্ণ রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

স্বল্পাসম্বদ্ধবচনং নিদ্রালস্য-সমন্বিতম্।
বিদ্যাৎ কফমদাবিষ্টং পাণ্ডুং প্রধ্যানতৎপরম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি লিঙ্গানি সন্নিপাতকৃতে মদে।

কফজনিত মদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি স্বল্প ও অসম্বদ্ধ বাক্য বলে, তন্দ্রা ও আলস্যযুক্ত হয়, চিন্তাপরায়ণ হয় এবং সে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। সন্নিপাতজনিত মদরোগে ত্রিদোষের সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ পায়।

জায়তে শাম্যতি ক্ষিপ্রং মদো মদ্যমদাকৃতিঃ॥
যশ্চ মদ্যকৃতঃ প্রোক্তো বিষজো রৌধিরশ্চ যঃ।
সর্ব্ব এতে মদা নর্ত্তে বাতপিত্তকফাশ্রয়াৎ॥

মদ্যপান হেতু যে মদরোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা শীঘ্রই উৎপন্ন হয়, এবং শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে। মদ্যজনিত মদরোগ, বিষজনিত মদরোগ এবং রক্তজনিত মদরোগ—এই সমুদয় মদরোগ বায়ু, পিত্ত ও কফের আশ্রয় ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে পারে না।

নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণাচ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে॥

বাতজনিত মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ।—বাতজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগী নীল, কৃষ্ণ, অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে বোধ করিয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করে। বাতজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর কম্প, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে বেদনা, কৃশতা, এবং শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি লক্ষিত হইয়া থাকে।

রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদঃ প্রতিবুধ্যতে ॥
সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতাকুলেক্ষণঃ।
সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে ॥

পিত্তজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগী আকাশকে রক্তবর্ণ, হরিতবর্ণ অথবা পীতবর্ণ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ করিয়া মূর্চ্ছা যায়। ইহাতে অতিশয় ঘর্ম্ম নির্গমনের পর রোগীর সংজ্ঞালাভ হয়। পিপাসা, সন্তাপ, রক্তবর্ণ ও পীতনেত্র এবং বিষ্ঠার তরলত্ব ও পীতবর্ণতা—পিত্তজনিত মূর্চ্ছারোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মেঘসংকাশমাকাশমাবৃতং বা তমোঘনৈঃ।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে ॥
গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে ॥

কফজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগী আকাশকে মেঘাবৃত অথবা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছা যায় ও কালবিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে। কফজনিত মূর্চ্ছারোগে অঙ্গ সকল আর্দ্রচর্ম্মবেষ্টিতবৎ গুরু বলিয়া বোধ হয়, মুখস্রাব হইতে থাকে এবং বমনেচ্ছা হয়।

সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ।
স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ ॥

বাত, পিত্ত ও কফজনিত সমুদয় লক্ষণের একত্রে মিলন হইলে তাহাকে সন্নিপাতজ মূর্চ্ছারোগ বলে। ইহা অপস্মার রোগের ন্যায় রোগীকে আশু প্রবলবেগে আক্রমণ করে। পরন্তু এই রোগে অপস্মার রোগের ন্যায় বীভৎস চেষ্টিত অর্থাৎ ভয়ানকরূপে হাত পা ছোড়া, নেত্রবিকৃতি, দন্তঘট্টন প্রভৃতি থাকে না। ইহাতে শীঘ্রই মনুষ্যের প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

দোষেষু মদমূর্চ্ছায়া গতবেগেষু দেহিনাম্।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি সন্ন্যাসো নৌষধৈর্বিনা ॥

মদ ও মূর্চ্ছারোগে দোষের বেগ হ্রাস হইলে রোগ আপনাপনিই উপশম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সন্ন্যাসরোগ বিনা ঔষধে কখনই আরোগ্য হয় না।

বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সংন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ ॥
স না সন্ন্যাসসংন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

সন্ন্যাসরোগে মল সকল অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ অতি প্রবল হইয়া প্রাণায়তন হৃদয়-স্থানকে অধিকার করতঃ বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা সকলকে নাশ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যকে মূর্চ্ছিত করে। সন্ন্যাসপীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ অচল ও মৃতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হয়। যদি তৎক্ষণাৎ সদ্য ফলপ্রদ চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে।

দুর্গেঽম্ভসি যথা মজ্জদ্ ভাজনং ত্বরয়া বুধঃ।
গৃহ্ণীয়াত্তলমপ্রাপ্তং তথা সন্ন্যাসপীড়িতম্ ॥

কোন পাত্র গভীর জলমধ্যে পড়িয়া গেলে, তাহা যেমন তলাইতে না তলাইতে বুদ্ধিমান্ জন সত্বর তাহাকে উত্তোলন করেন, সেইরূপ সন্ন্যাস রোগ উপস্থিত হইবা মাত্র সত্তফলপ্রদ চিকিৎসা না করিলে কালবিলম্বে নিশ্চয়ই রোগীর প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে।

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ।
সূচীভিস্তোদনং শস্ত্রৈর্দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্যাববোধনে ॥
সংমূর্চ্ছিতানি তীক্ষ্ণানি মদ্যানি বিবিধানি চ।
প্রভূতকটুযুক্তানি তস্যাস্যে গালয়েন্মুহুঃ ॥

সন্ন্যাসরোগে রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষুতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে; শিরোবিরেচনকর (অবপীড়) নস্য প্রয়োগ করিবে, এবং ধূম ও প্রধমন্ (কোন তীক্ষ্ণদ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া নলের মধ্যে পুরিয়া নলের এক দিক নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া অপর দিক্ দিয়া ফুৎকার দিয়া যে নস্য দেওয়া যায়, সেই নস্যের নাম) নস্য প্রয়োগ করিবে, সূচী দ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ করিয়া দিবে, শস্ত্রাদি উত্তপ্ত করতঃ শরীর পোড়াইয়া দিবে; নখমধ্যে কণ্টকাদি বিদ্ধ করতঃ পীড়ন করিতে থাকিবে; কেশ ও লোম উৎপাটন করিতে থাকিবে; দন্ত দ্বারা দংশন করিবে এবং আলকুশীর পত্র ও ফলাদি দ্বারা রোগীর গাত্রে ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। চৈতন্যোদয় করিবার জন্য এই সকল উপায় হিতকর। সন্ন্যাস পীড়িত ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদনার্থে প্রভূত কটুরসযুক্ত সংমূর্চ্ছিত বিবিধ তীক্ষ্ণ মদ্য মুহুর্ম্মুহু রোগীর মুখে ঢালিয়া দিবে।

মাতুলুঙ্গরসং তদ্বন্মহৌষধসমাযুতম্।
তদ্বৎ সৌবর্চ্চলং দদ্যাদ্ যুক্তং মদ্যাম্লকাঞ্জিকৈঃ ॥
হিঙ্গূষণসমাযুক্তং যাবৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥

সন্ন্যাসরোগী যাবৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ছোলঙ্গ লেবুর রসে শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা মদ্য ও অম্লকাঞ্জিকের সহিত সৌবর্চ্চল লবণ, কিম্বা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের সহিত হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ তাহার মুখে ঢালিয়া দিবে।

প্রবুদ্ধসংজ্ঞমন্নৈশ্চ লঘুভিস্তমুপাচরেৎ ॥
বিস্মাপনৈঃ সংস্মারণৈশ্চ প্রিয়শ্রুতিভিরেব চ।
পটুভির্গীতবাদিত্রৈঃ শব্দৈশ্চিত্রৈশ্চ দর্শনৈঃ ॥

এই সকল উপায় দ্বারা রোগীর সংজ্ঞালাভ হইলে তাহাকে লঘুপাক অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তাহাকে বিস্ময়জনক ও স্মরণশক্তির উদ্দীপক এবং অপরাপর নানাবিধ প্রিয় কথা শুনাইবে। এবং শ্রুতিমধুর তালমানলয়বিশুদ্ধ গীত বাদ্য দ্বারা ও চিত্রবিচিত্র নয়নরঞ্জক দৃশ্য দ্বারা তাহার শ্রবণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিবে।

স্রংসনোল্লেখনৈর্ধূমৈরঞ্জনৈঃ কবড়গ্রহৈঃ।
শোণিতস্যাবসেকৈশ্চ ব্যায়ামোদ্বর্ষণৈস্তথা॥
প্রবুদ্ধসংজ্ঞং মতিমাননুবন্ধমুপাচরেৎ।
ততঃ সংরক্ষিতব্যো হি মনঃ প্রলয়হেতুতঃ॥

সন্ন্যাসরোগী লব্ধসংজ্ঞ হইলে মতিমান্ ভিষক্ বিরেচন, বমন, ধূমপ্রয়োগ, অঞ্জন, কবল দান, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম এবং উদ্বর্ষণ দ্বারা দোষানুবন্ধের চিকিৎসা করিবেন। তৎপরে যাহাতে আর তাহার সন্ন্যাস রোগ উপস্থিত না হয়, এই প্রকার আহার বিহারাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সতত রক্ষা করিবেন।

স্নেহস্বেদোপপন্নানাং যথাদোষং যথাবলম্।
পঞ্চকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ॥

মূর্চ্ছা ও মদরোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পর রোগীর বল ও বাতাদি দোষের প্রকোপ বুঝিয়া বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের প্রয়োগ করিতে হয়।

অষ্টাবিংশত্যৌষধস্য তথা তিক্তস্য সর্পিষঃ।
প্রয়োগঃ শস্যতে তদ্বন্মহতঃ ষট্পলস্য বা॥
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করঃ।
শিলাজতুপ্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপিবা॥
পিপ্পলীনাং প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ চিত্রকস্য বা।
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে॥

মদ ও মূর্চ্ছারোগে অষ্টবিংশতি কল্কসাধ্য পানীয়কল্যাণ ঘৃত প্রয়োগ, তিক্ত ঘৃত প্রয়োগ, মহাষট্পল ঘৃত প্রয়োগ, ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত ত্রিফলার প্রয়োগ, শিলাজতু প্রয়োগ, দুগ্ধ প্রয়োগ, পিপ্পলি প্রয়োগ, চিতা প্রয়োগ, হরিতকী ও আমলকী প্রভৃতি রসায়ন যোগ ও কৌম্ভ ঘৃত (দশ বৎসর বা ততোধিক বৎসরের পুরাতন ঘৃত) প্রয়োগ হিতকর।

রক্তাবসেকাচ্ছাস্ত্রাণাং সতাং সত্ত্ববতামপি।
সেবনান্মদমূর্চ্ছায়াঃ প্রশাম্যন্তি শরীরিণাম্॥

রক্তমোক্ষণ, সংশাস্ত্রের অনুশীলন, এবং সাত্ত্বিক পুরুষের সেবা দ্বারা মদ ও মূর্চ্ছারোগের শান্তি হয়।

তত্র শ্লোকৌ।

বিশুদ্ধঞ্চাবিশুদ্ধঞ্চ শোণিতং তস্য হেতবঃ।
রক্তপ্রদোষজা রোগাস্তেষু রোগেষু চৌষধম্॥
মদমূর্চ্ছায়সন্ন্যাসানাং লক্ষণং [illegible]।
[illegible] ধ্যায়ে সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতম্॥

এই বিধি শোণিতীয়াধ্যায়ে বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ ও হেতু, রক্তদোষজনিত রোগসকল ও তাহাদের ঔষধ এবং মদ মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস রোগের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ—এই সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
চতুর্ব্বিংশতিতমো বিধিশোণিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের বিধি শোণিতীয়নামক অধ্যায়।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো যজ্জঃপুরুষীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা যজ্জপুরুষীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

পুরা প্রত্যক্ষধর্ম্মাণং ভগবন্তং পুনর্ব্বসুম্।
উপাসীনাঃ মহর্ষয়ঃ প্রাহুশ্চক্রুরিমাং কথাম্॥
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং যোঽয়ং পুরুষসংজ্ঞকঃ।
রাশিরস্যাময়ানাঞ্চ প্রাগুৎপত্তিবিনিশ্চয়ে॥

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ পুনর্ব্বসুর নিকট মহর্ষিগণ একত্রে উপবেশন করিয়া আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সমষ্টিস্বরূপ পুরুষের এবং তাহার রোগোৎপত্তির সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

তদন্তরং কাশীপতির্বামকো বাক্যমর্থবৎ।
ব্যাজহারর্ষিসমিতিমভিগম্য ভিবাদ্য চ॥
কিম্ ভোঃ পুরুষো [illegible]ঃ স্মৃতাঃ।
নবেত্যুক্তে নরেন্দ্রেণ প্রোবাচর্ষীন্ পুনর্ব্বসুঃ॥
সর্ব্বে এবামিতজ্ঞানাবিজ্ঞানা[illegible]সংশয়াঃ।
ভবন্তশ্ছেত্তুমর্হন্তি কাশীরাজস্য সংশয়ম্॥

কাশীরাজ বামক ঋষি, সেই ঋষিসমিতিতে অগ্রসর হইয়া সকলকে অভিবাদন করত প্রশ্নতঃ কহিলেন, ভগবন্! পুরুষ যাহা হইতে জন্মিয়াছে, তাহার রোগ সকলও কি তাহা হইতেই জন্মিয়াছে? নরেন্দ্র বামক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ভগবান্ পুনর্ব্বসু ঋষিসমিতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা সকলেই অমিত জ্ঞান ও [illegible] এবং সকলেই ছিন্নসংশয় হইয়াছেন, অতএব আপনারাই কাশীরাজের সংশয় দূর করিতে সমর্থ

পারীক্ষিস্তং পরীক্ষ্যাগ্রে মৌদগল্যো বাক্যমব্রবীৎ।
আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চাত্মজাঃ কারণং হি সঃ॥
স চিনোত্যুপভুঙ্‌ক্তে চ কর্ম্ম কর্ম্মফলানি চ।
নহ্যতে চেতনাধাতোঃ প্রবৃত্তিঃ সুখদুঃখয়োঃ॥

তখন প্রশ্নের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া পারীক্ষি মৌদ্‌গল্য কহিলেন যে, আত্মা হইতে পুরুষ জন্মিয়াছে, এবং আত্মা হইতেই রোগ সকলও জন্মিয়াছে। আত্মাই কর্ম্ম করেন এবং আত্মাই কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতীত সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

শরলোমা তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মাত্মানমাত্মনা।
যোজয়েদ্ ব্যাধিভির্দুঃখৈর্দুঃখদ্বেষী কদাচন॥
রজস্তমোভ্যাস্তু মনঃ পরীতং সত্ত্বসংজ্ঞকম্।
শরীরস্য সমুৎপত্তৌ বিকারাণাঞ্চ কারণম্॥

মৌদ্‌গল্যের কথা শুনিয়া শরলোমা কহিলেন, না, তাহা নহে। আত্মা স্বভাবতই দুঃখদ্বেষী, আত্মা কখনই আপনাকে দুঃখজনক ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারেন না। পরন্তু রজ ও তমোগুণাক্রান্ত সত্ত্বসংজ্ঞক মনই শরীর ও রোগ উভয়ের উৎপত্তির কারণ।

বার্য্যোবিদস্তু নেত্যাহ নহ্যেকং কারণং মনঃ।
নর্ত্তে শরীরাচ্ছারীরা রোগাণাং মনসঃ স্থিতিঃ॥
রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্‌বিধাঃ।
আপো হি রসবত্যস্তাঃ স্মৃতা নির্বৃতিহেতবঃ॥

শরলোমার কথা শুনিয়া বার্য্যোবিদ্ কহিলেন, না, মনই যে কেবল একমাত্র কারণ, তাহা নহে। শরীর ব্যতিরেকে শারীরিক রোগের এবং মনেরই স্থিতি হইতে পারে না। ভূত সকল রস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং রোগ সমূহ ও রস হইতে উৎপন্ন। আবার জলই রসোৎপাদনের হেতু। অতএব আমার মতে জলই পুরুষের রোগ সমূহের উৎপত্তির হেতু।

হিরণ্যাক্ষস্তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মা রসজঃ স্মৃতঃ।
নাতীন্দ্রিয়ং মনঃ সন্তি রোগাঃ শব্দাদিজাস্তথা॥
ষড়্ধাতুজস্তু পুরুষো রোগাঃ ষড়্ধাতুজাস্তথা।
রাশিঃ ষড়্ধাতুজো হ্যেষ সাংখ্যৈরাদ্যৈঃ পরীক্ষিতঃ॥

বার্য্যোবিদের কথায় হিরণ্যাক্ষ কহিলেন, না, আত্মা কখন রস হইতে জন্মাইতে পারে না। কিম্বা অতীন্দ্রিয় মন ও কখন রস হইতে উৎপন্ন নয়। এমন বিবিধ রোগ আছে, যাহা অহিতজনক শব্দ ও রূপাদি হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা কখনই রস হইতে উৎপন্ন নয়। পুরুষ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎব্যোম—এই পঞ্চ ধাতু ও আত্মা এই ছয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং রোগ সকলও এই ছয় ধাতু হইতে জন্মিয়াছে। এই পুরুষ যে ষড়্ধাতুর সমষ্টিমাত্র প্রাচীন সাংখ্য ঋষিগণ ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন।

তথা ব্রুবাণং কুশিকমাহ তন্নেতি শৌনকঃ।
কস্মান্মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা ষড়্‌ধাতুজো ভবেৎ॥
পুরুষঃ পুরুষাদ্ গৌর্গোরশ্বাদশ্বঃ প্রজায়তে।
মাতাপিতৃভবাশ্চোক্তা রোগাস্তাবত্র কারণম্॥

হিরণ্যাক্ষ এইরূপ বলিলে শৌনক কহিলেন, না, এরূপ হইতে পারে না। মাতা পিতা ব্যতিরেকে পুরুষ কি প্রকারে ষড়্‌ধাতু হইতে জন্মিবে? পুরুষ হইতেই পুরুষ, গো হইতেই গো ও অশ্ব হইতেই অশ্ব জন্মিয়া থাকে। মাতা পিতা হইতেই পুরুষের রোগ সকল ও উৎপন্ন হয়। অতএব পিতামাতাই পুরুষের ও রোগ সমূহের কারণ।

ভদ্রকাপ্যস্তু নেত্যাহ ন হ্যন্ধোঽন্ধাৎ প্রজায়তে।
মাতাপিত্রোশ্চ তে পূর্ব্বমুৎপত্তির্নোপপদ্যতে॥
কর্ম্মজস্তু মতো জন্তুঃ কর্ম্মজাস্তস্য চাময়াঃ।
ন হৃ্যতে কর্ম্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্য বা॥

শৌনক ঋষির মীমাংসা শুনিয়া ভদ্রকাপ্য বলিলেন, না, উহাও হইতে পারে না। কারণ অন্ধ পিতা মাতা হইতে কখন অন্ধ পুত্র জন্মে না। সৃষ্টির প্রথমে মাতা পিতার অভাব ছিল। অতএব মাতা পিতা কখনই জন্মের কারণ নয়। কর্ম্ম হইতেই লোক সকল জন্মগ্রহণ করে; কর্ম্ম হইতেই তাহাদের রোগোৎপত্তি হয়। পুরুষের জন্ম বা রোগ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না।

ভরদ্বাজস্তু নেত্যাহ কর্ত্তা পূর্ব্বং হি কর্ম্মণঃ।
দৃষ্টং নচাকৃতং কর্ম্ম যস্য স্যাৎ পুরুষঃ ফলম্॥
ভাবহেতুঃ স্বভাবস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ।
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং তেজোঽন্তানাং যথৈব হি॥

ভদ্রকাপ্যের কথা শুনিয়া ভরদ্বাজ বলিলেন, না, তাহাও নয়। কর্ত্তা ব্যতীত কখন কর্ম্ম হইতে পারে না। এমন কর্ম্ম দেখা যায় না, যাহা পুরুষ করে নাই অথচ সেই অকৃত কর্ম্মের ফল হইতে পুরুষ জন্মিয়াছে। আমার মতে স্বভাবই পুরুষ ও রোগ সমূহের উৎপত্তির হেতু। যেমন সৃষ্টির প্রথমে ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ ও তেজ—এই সকল পদার্থের খরত্ব, দ্রবত্ব, চলত্ব ও উষ্ণত্বাদি গুণ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনই পুরুষ ও রোগ উভয়ই স্বভাব হইতে জন্মিয়া থাকে।

কাঙ্কায়নস্তু নেত্যাহ ন হ্যারম্ভে ফলং ভবেৎ।
ভবেৎ স্বভাবাদ্ ভাবানামসিদ্ধিঃ সিদ্ধিরেব বা॥
স্রষ্টাত্বমিতসংকল্পো ব্রহ্মাপত্যং প্রজাপতিঃ।
চেতনাচেতনস্যাস্য কারণং সুখদুঃখয়োঃ॥

ভরদ্বাজের কথায় কাঙ্কায়ন বলিলেন, না, স্বভাব পুরুষ ও রোগের জন্মের প্রতি কারণ হইতে পারে না। যদি স্বভাব হইতেই সমুদায় পদার্থের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে

কর্ম্মের ফল সম্ভবে না। আমার মতে যিনি এই চেতনাচেতন জগতের ও সুখ দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই অমিতপরাক্রম ব্রহ্মাপত্য প্রজাপতিই পুরুষের ও তাহার রোগ সমূহের স্রষ্টা।

তন্নেতি ভিক্ষুরাত্রেয়ো নহ্যপত্যং প্রজাপতিঃ।
প্রজাহিতৈষী সততং দুঃখৈর্যুঞ্জ্যাদসাধুবৎ॥
কালজস্ত্বেব পুরুষঃ কালজাস্তস্য চাময়াঃ।
জগৎ কালবশং সর্ব্বং কালঃ সর্ব্বত্র কারণম্॥

কাঙ্কায়নের মীমাংসা শুনিয়া ভিক্ষু আত্রেয় কহিলেন, না, প্রজাপতি কখন পুরুষের ও রোগ সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। তিনি প্রজাহিতৈষী; তিনি অসাধুর ন্যায় তাঁহার স্বীয় অপত্যগণকে কখনই দুঃখভাগী করিতে পারেন না। আমার মতে কাল হইতেই পুরুষ ও তাহার রোগ সকল জন্মায়। সমুদয় জগৎই কালের বশীভূত। কালই সর্ব্বত্র কারণ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তথর্ষীণাং বিবদতামুবাচেদং পুনর্ব্বসুঃ।
মৈবং বোচত তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপং পক্ষসংশ্রয়াৎ॥
বাদান্ সপ্রতিবাদাংশ্চবদন্তো নিশ্চিতানিব।
পক্ষান্তং নৈব গচ্ছন্তি তিলপীড়কবদ্‌গতৌ॥
মুক্ত্বৈবং বাদসঙ্ঘট্টমধ্যাত্মমনুচিন্ত্যতাম্।
নাবিধূতে তমস্কন্ধে জ্ঞেয়ে জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥

ঋষিগণের এইরূপ বাদসংঘট্ট শুনিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বসু কহিলেন, যে আপনারা এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করিবেন না। কেননা, এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া তর্কবিতর্ক করিলে যথার্থতত্ত্বে উপনীত হওয়া দুষ্কর। একপক্ষসংশ্রয়ী বাদপ্রতিবাদকারী কখনও কোন তত্ত্বাবধারণ করিতে পারে না। যেমন ঘানিগাছের উপরিস্থ লোক ক্রমান্বয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন গম্যদেশ প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু একই স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, একপক্ষ সংশ্রয়ী ব্যক্তির সম্বন্ধে ও তদ্রূপ ঘটে। অতএব আপনারা এই বাদসংঘট্ট পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মবিষয়ের চিন্তা করুন্। তমোরাশি দূরীভূত না হইলে কখনই জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না।

যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্নরম্।
তেষামেব বিপদ্‌ব্যাধীন বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ॥

ষট্‌ধাতু প্রভৃতি যে সকল ভাবের সদ্ভাব হেতু মনুষ্যের জন্ম হয়, তাহাদের অভাব সংঘটিত হইলেই মনুষ্যের বিবিধরোগ জন্মিয়া থাকে।

তথাত্রেয়স্য ভগবতো বচনমনুনিশম্য পুনরপি বামকঃ কাশীপতিরুবাচ ভগবন্তমাত্রেয়ং। ভগবন্! সম্পন্নিমিত্তজস্য পুরুষস্য বিপন্নিমিত্তজানাঞ্চ রোগাণাং কিমভিবৃদ্ধিকারণমিতি। তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। হিতাহারোপযোগ এক এব পুরুষস্যাভিবৃদ্ধিকরো ভবতি। অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাধিনিমিত্তমিতি॥

অনন্তর ভগবান্ আত্রেয়ের এই কথা শুনিয়া কাশীপতি বামক পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! ভাবসমূহের সম্পজ্জাত পুরুষের এবং ভাববিপজ্জনিত রোগসমূহের অভিবৃদ্ধির কারণ কি? তাহাতে ভগবান্ আত্রেয় উত্তর করিলেন, একমাত্র হিতকর আহারই পুরুষের অভিবৃদ্ধির কারণ এবং অহিতাহার সেবনই রোগের বৃদ্ধির কারণ।

এবম্বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ, কথমিহ ভগবন্ হিতাহিতানামাহারজাতানাং লক্ষণমনপবাদমভিজানীয়ামঃ। হিতসমাখ্যাতানাং চৈবাহারজাতানামহিতসমাখ্যাতানাঞ্চ মাত্রাকালক্রিয়াভূমিদেহদোষপুরুষাবস্থান্তরেষু বিপরীতকারিত্বমুপলভাম ইতি॥

ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ বলিলেন, ভগবন্! হিতাহিত আহার সমূহের অব্যভিচারী লক্ষণ কি প্রকারে বুঝা যাইবে? লোকে সচরাচর যাহাদিগকে হিতজনক আহার এবং যাহাদিগকে অহিতজনক আহার বলে, তাহারাই আবার মাত্রা, কাল, ক্রিয়া, ভূমি, দেহ, দোষ ও পুরুষের অবস্থাভেদে বিপরীতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। (মাত্রাগুণে অপথ্য ও পথ্য হয়, আবার পথ্যও অপথ্য হইয়া থাকে। বাল্যকালে তিক্তপ্রভৃতি যাহা পথ্য, বার্দ্ধক্যে তাহা অপথ্য ইত্যাদি)।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। যদাহারজাতমগ্নিবেশ সমাংশ্চৈব শরীরধাতূন্ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি, বিষমাংশ্চ সমীকরোত্যেতদ্ হিতং বিদ্ধি। বিপরীতং ত্বহিতমিত্যেতদ্ধিতাহিতলক্ষণমনপবাদম্ ভবতি॥

অগ্নিবেশের প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, যে, যে সকল আহার শরীরের সমধাতু সকলকে সাম্যাবস্থায় স্থাপিত রাখে, এবং বিষম ধাতু সকলকে সমভাবাপন্ন করে, তাহাদিগকেই হিতকর আহার বলিয়া জানিবে এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে অহিতকর আহার বলিয়া বুঝিবে। হিতাহিত আহারের এই অব্যভিচারী বা নির্দ্দোষ লক্ষণ।

এবং বাদিনঞ্চ ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ—ভগবন্ নত্বেতদেবমুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সর্ব্বভিষজো বিজ্ঞাস্যন্তি॥

ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে, অগ্নিবেশ বলিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ ভাবে উপদেশ দিলেন, তাহা বোধ হয় অনেক চিকিৎসকেই বুঝিতে পারিবেন না।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। যেষাং হি বিদিতমাহারতত্ত্বমগ্নিবেশ গুণতো দ্রব্যতঃ কর্ম্মতঃ সর্ব্বাবয়বতশ্চ মাত্রাদয়ো ভাবাস্ত এতদেবমুপদিষ্টং বিজ্ঞাতুমুৎসহেরন্। যথা তু খল্বেতদুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সর্ব্বভিষজো বিজ্ঞাস্যন্তি তথৈতদুপদেক্ষ্যামঃ। মাত্রাদীন্ সর্ব্বানুদাহরন্তঃ তেষাং হি বহুবিধা বিকল্পা ভবন্তি। আহারবিধিবিশেষাংস্তু খলু লক্ষণতশ্চাবয়বতশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অগ্নিবেশ! যাঁহারা গুণতঃ, দ্রব্যতঃ, কার্য্যতঃ এবং সর্ব্বাবয়বতঃ আহার তত্ত্বের বিষয় অবগত আছেন; যাঁহারা আহারের মাত্রাদিভাবসকল পরিজ্ঞাত, তাঁহারাই এই হিতাহিত আহারের সংক্ষেপ উপদেশ বুঝিতে পারিবেন। পরন্তু এই হিতাহিত আহার বিষয়ক উপদেশ যাহাতে সর্ব্বসাধারণ বৈদ্যমাত্রেই বুঝিতে পারেন, সেইরূপভাবে আমি এক্ষণে উপদেশ দিব। মাত্রাদিভাবের বহুবিধ বিকল্প আছে। আমি উদাহরণ দ্বারা ঐ সকল ভাব ব্যাখ্যা করিব। আহারবিধিবিশেষ ও লক্ষণতঃ এবং অবয়বতঃ ব্যাখ্যা করিতেছি।

তদ্যথাঃ—আহারত্বমাহারস্যৈকবিধমর্থাভেদাৎ। স পুনর্দ্বি-যোনিঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকত্বাৎ। দ্বিবিধঃ প্রভাবো হিতা-হিতোদর্কবিশেষাৎ। চতুর্ব্বিধোপযোগঃ পানাশনভক্ষ্য-লেহ্যোপযোগাৎ। ষড়াস্বাদো রসভেদতঃ ষড়্বিধত্বাৎ॥

যথা—আহারত্ব সম্বন্ধে সমুদয় আহারই একপ্রকার। কেন না, সে পক্ষে আহারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আহার আবার স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্থাবর পদার্থ হইতে কতকগুলি আহার উৎপন্ন হয়। আবার কতকগুলি আহারদ্রব্য জঙ্গম পদার্থ হইতে উৎপন্ন। হয়, পরিণাম হিতকর—না হয়, পরিণাম অহিতকর—আহারের এই দুই প্রকার প্রভাব। আহার্য্য দ্রব্যের উপযোগ চারি প্রকারে হইয়া থাকে। যথা:—পান, অশন (গিলিয়া ফেলা) ভক্ষ্য (চর্ব্বন করিয়া খাওয়া) এবং লেহন (চাটিয়া খাওয়া)। ষড়্রসভেদে আহার ছয় প্রকার হইয়া থাকে। যথাঃ—কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর অম্ল ও লবণ।

বিংশতিগুণো গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসর-মৃদুকঠিনবিশদপিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্মস্থূলসান্দ্রদ্রবানুগমাৎ॥ অপরিসংখ্যেয়বিকল্পো দ্রব্যসংযোগসংস্কারাদিকরণবাহু-ল্যাৎ। তস্য খলু যে যে বিকারাবয়বা ভূয়িষ্ঠমুপযুজ্যন্তে ভূয়িষ্ঠমুপকল্পনাশ্চমনুষ্যানাং প্রকৃত্যৈব। তত্তমাহিত-মাশ্চ তাংস্তান্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥

গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর (যাহা স্থির নহে), মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, সান্দ্র ও দ্রব—এই বিংশতিপ্রকার গুণভেদে আহার্য্য দ্রব্যও বিংশতিপ্রকার গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বহুবিধ দ্রব্য সংযোগে ও নানাপ্রকারে সংস্কৃত হইয়া আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া আহারের কল্পনা অপরিসংখ্যেয়। কিন্তু আহারের যে যে বিকারাবয়ব সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যে যে ভূয়িষ্ঠকল্পনা মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে হিতকর বা অহিতকর সেই সেই বিষয় যথাযথ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

তদ্যথা—লোহিতশালয়ঃ শূকধান্যানাং পথ্যতমত্বেন শ্রেষ্ঠ-তমা ভবন্তি। মুদ্গাঃ শমীধান্যানামান্তরীক্ষমুদকানাং। সৈন্ধবং লবণানাং জীবন্তীশাকং শাকানাম্॥

যথা:—শূকধান্যসকলের মধ্যে রক্তশালি ধান্য অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। শমীধান্যের মধ্যে মুগের ডাউল শ্রেষ্ঠ; যতপ্রকার জল আছে, তন্মধ্যে বৃষ্টির জল অত্যুৎকৃষ্ট পথ্য। যতপ্রকার লবণ আছে তন্মধ্যে সৈন্ধব লবণ অত্যুৎকৃষ্ট; এবং শাকজাতির মধ্যে জীবন্তিশাক শ্রেষ্ঠতম।

ঐণেয়ং মৃগমাংসানাং লাবঃ পক্ষিণাং গোধা বিলেশয়ানাং রোহিতো মৎস্যানাং গব্যং সর্পিঃ সর্পিষাং গোক্ষীরং ক্ষীরাণাং তিলতৈলং স্থাবরস্নেহানাং। বরাহবসানূপমৃগবসানাং শল্লকীবসা মৎস্যবসানাং পাকহংসবসা জলচরবিহঙ্গবসানাং কুক্কুটবসা বিষ্কিরশকুনিবসানামজাবসা শাখাদমেদসাং॥

মৃগমাংসের মধ্যে এণ হরিণের মাংস শ্রেষ্ঠতমপথ্য; পক্ষিমাংসের মধ্যে লাব পক্ষীর মাংস, বিলেশয় অর্থাৎ গর্ত্তবাসী জন্তুগণের মাংসের মধ্যে গোসাপের মাংস, মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য, ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃত, দুগ্ধের মধ্যে গব্যদুগ্ধ, স্থাবরজাতীয় স্নেহের মধ্যে তিলতৈল, আনূপ জন্তুর চর্ব্বির মধ্যে শূকরের চর্ব্বি, মৎস্যের চর্ব্বির মধ্যে শল্লকী মৎস্যের চর্ব্বি, জলচরপক্ষীর চর্ব্বির মধ্যে পাকহংসের চর্ব্বি, বিষ্কির (অর্থাৎ যাহারা পা দিয়া ছড়াইয়া খায়) জাতীয় পক্ষিদিগের চর্ব্বির মধ্যে কুক্কুটের চর্ব্বি এবং শাখা ও পত্রভোজী জন্তুর মধ্যে ছাগলের চর্ব্বি পথ্যতম।

শৃঙ্গবেরং কন্দানাং মৃদ্বীকা ফলানাং শর্করা ইক্ষুবিকারাণাং। ইতি প্রকৃত্যৈব হিততমানামাহারবিকারাণাং প্রাধান্যতো দ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি॥

কন্দের মধ্যে শৃঙ্গবের অর্থাৎ আদা, ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা ও ইক্ষুবিকৃতি হইতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে চিনিই শ্রেষ্ঠতম পথ্য। যে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য স্বভাবতঃ হিততম, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দ্রব্যের কথা বলা হইল।

অহিততমানপ্যুপদেক্ষ্যামঃ। যবকঃ শূকধান্যানামপথ্যতমত্বে শ্রেষ্ঠতমা ভবন্তি। মাষাঃ শমীধান্যানাং, বর্ষানাদেয়মুদকানামূষরং লবণানাং সার্ষপশাকং শাকানাং গোমাংসং মৃগমাংসানাম্॥

অতঃপর অহিততম আহার্য্যদ্রব্যের বিষয় উপদেশ করা যাইতেছে। যথা:—শূকধান্যের মধ্যে যবক (ক্ষুদ্রযব) অতিশয় অপথ্য; শমীধান্যের মধ্যে মাষকলাই; জলের মধ্যে বর্ষাকালে নদীর জল, লবণের মধ্যে ঔষর অর্থাৎ ক্ষার সম্ভূত লবণ; শাকের মধ্যে সর্ষপ শাক, এবং পশুমাংসের মধ্যে গোমাংস অতি নিকৃষ্ট ও অহিততম।

কাণকপোতঃ পক্ষিণাং ভেকো বিলেশয়ানাং চিলিচিমো মৎস্যানামাবিকং সর্পিঃ সর্পিষামবিক্ষীরং ক্ষীরাণাং কুসুম্ভস্নেহঃ স্থাবরস্নেহানাম্। মহিষবসানূপমৃগবসানাং কুম্ভীরবসা মৎস্যবসানাং কাকমদ্গুবসা জলচরবিহঙ্গবসানাম্॥

পক্ষিমাংস মধ্যে কাণ কপোতের মাংস অতি হেয় ও অপথ্য; বিলেশয় প্রাণীর মাংসের মধ্যে ভেকের মাংস; মৎস্যের মধ্যে চিলিচিম মৎস্য; ঘৃতের মধ্যে মেষ ঘৃত; দুগ্ধের মধ্যে

মেষদুগ্ধ ; স্থাবর তৈলের মধ্যে কুসুম্ভবীজের তৈল ; আনূপ পশুর চর্ব্বির মধ্যে মহিষের চর্ব্বি ; মৎস্ত জাতীয় বসার মধ্যে কুম্ভীরের বসা ; এবং জলচর বিহঙ্গম বসা মধ্যে কাকমদ্গুর বসা অতি নিকৃষ্ট ও অপথ্য।

মূলকং কন্দানাং কারণ্ডববসা ঝিক্কিরশকুনিবসানাং হস্তিমেদঃ শাখাদমেদসাং লিকুচং ফলানাং ফাণিতমিক্ষুবিকারাণাং। ইতি প্রকৃত্যৈবাহিততমানামাহারবিকারাণাং নিকৃষ্টতমানি দ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি ॥

কন্দের মধ্যে মূলা, বিক্কির জাতীয় পক্ষীর মধ্যে কারণ্ডবের চর্ব্বি ; শাখা ও পত্রভোজী পশুর মধ্যে হস্তির চর্ব্বি, ফলের মধ্যে লিকুচ অর্থাৎ ডেওফল এবং ইক্ষুবিকারের মধ্যে পাতলা মাত্গুড় অতিশয় অপথ্য। স্বভাবতঃ অহিততম আহার সমূহের প্রধান প্রধান দ্রব্য ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতি হিতাহিতাবয়বো ব্যাখ্যাতঃ আহারবিকারাণামগ্র্যহো ভূয়ঃ কর্ম্মৌষধানাঞ্চ প্রাধান্যতঃ সানুবন্ধানি দ্রব্যাদীন্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—অন্নং বৃত্তিকরাণাং শ্রেষ্ঠমুদকমাশ্বাসকরাণাং সুরা শ্রমহরাণাং ক্ষীরং জীবনীয়ানাং মাংসং বৃংহণীয়ানাং, রসস্তর্পণীয়ানাং লবণমন্নদ্রব্যরুচিকরাণামম্লং হৃদ্যানাং ॥

আহার্য্য দ্রব্যের হিতাহিতের কথা বলা হইল। অতঃপর যে সকল দ্রব্য, কর্ম্ম ও ঔষধে প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয়, সানুবন্ধ তাহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা—বৃত্তিকর অর্থাৎ জীবনধারণোপায় পদার্থের মধ্যে অন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আশ্বাসকর পদার্থের মধ্যে জল শ্রেষ্ঠতম, শ্রমনাশক পদার্থের মধ্যে সুরা, জীবনীয় পদার্থের মধ্যে দুগ্ধ, বৃংহণীয় বা বলকর পদার্থের মধ্যে মাংস, খাদ্যদ্রব্যে রুচি জন্মাইবার পক্ষে লবণ এবং হৃদ্য পদার্থের মধ্যে অম্লই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কুক্কুটো বল্যানাং নক্ররেতো বৃষ্যাণাং মধু শ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনানাং। সর্পির্বাতপিত্তপ্রশমনানাং। তৈলং বাতশ্লেষ্মপ্রশমনানাং। বমনং শ্লেষ্মহরাণাং। বিরেচনং পিত্তহরাণাং। বস্তির্বাতহরাণাং ; স্বেদো মার্দ্দবকরাণাং ; ব্যায়ামঃ স্থৈর্য্যকরাণাং ; ব্যবায়ঃ কার্শ্যকরাণাং ; ক্ষারঃ পুংস্ত্বোপঘাতিনাং ; তিন্দু[illegible]করাণাম্ ॥

বলকারক দ্রব্যের মধ্যে কুক্কুটের মাংস, বৃষ্য পদার্থের মধ্যে কুম্ভীরের শুক্র, শ্লেষ্মা ও পিত্ত-প্রশমনকারী পদার্থের মধ্যে মধু, বাত ও পিত্ত-প্রশমক দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, এবং বাতশ্লেষ্মপ্রশমকারীর মধ্যে তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্লেষ্মানাশকের পক্ষে বমন, [illegible] পক্ষে বিরেচন, বায়ুনাশের পক্ষে বস্তিকর্ম্ম, শরীরের মৃদুতা জন্মাইবার পক্ষে স্বেদ, শরীরের স্থৈর্য্যসম্পাদনের পক্ষে ব্যায়াম, শরীরকে কৃশ করিবার পক্ষে মৈথুন, পুরুষত্বহানির পক্ষে ক্ষারদ্রব্য ভোজন এবং অন্নে অরুচি জন্মাইবার পক্ষে তিন্দুক ভোজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আমকপিত্থমকণ্ঠ্যানাং, আবিকং সর্পিরহৃদ্যানাং, অজাক্ষীরং শোষঘ্নং স্তন্যসাত্ম্যরক্তসাংগ্রাহিকরক্তপিত্তপ্রশমনানাং। অবিক্ষীরং শ্লেষ্মপিত্তজননানাং; মহিষীক্ষীরং স্বপ্নজননানাং, মন্দকং দধ্যভিষ্যন্দকরাণাং, গবেধুকান্নং কর্ষণীয়ানাং, কোদ্দালকান্নং বিরূক্ষণীয়াণামিক্ষুর্মূত্রজননানাং, যবাঃ পুরীষজননানাং,জাম্ববং বাতজননানাং,শষ্কুল্যঃ শ্লেষ্মপিত্তজননানাং, কুলত্থা অম্লপিত্তজননানাং, মাষাঃ শ্লেষ্মপিত্তজননানাং, মদনফলং বমনাস্থাপনানুবাসনোপযোগিনাম্॥

স্বরনাশক দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা কদবেল সর্ব্বপ্রধান, অহৃদ্য ঘৃতের মধ্যে মেষঘৃত; যক্ষ্মানাশক, স্তন্যজনক, সাত্ম্য, রক্তসংগ্রাহি এবং রক্ত পিত্তদমনকারী দ্রব্যের মধ্যে ছাগদুগ্ধ, শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যের মধ্যে মেষদুগ্ধ, নিদ্রাজনক পদার্থের মধ্যে মহিষীর দুগ্ধ, ক্লেদকর পদার্থের মধ্যে মন্দকদধি, কৃশতাজনক অন্নের মধ্যে গবেধুকান্ন (দেধান), রুক্ষতাজনক অন্নের মধ্যে কোদোধান্যের অন্ন; মূত্রজনক দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, পুরীষজনক দ্রব্যের মধ্যে যব, বায়ুকারক দ্রব্যের মধ্যে জাম, শ্লেষ্মা ও পিত্তজনক দ্রব্যের মধ্যে শষ্কুলী (পিষ্টক), অম্ল ও পিত্তজনক দ্রব্যের মধ্যে কুলত্থিকলাই, শ্লেষ্মা ও পিত্তজনক দ্রব্যের মধ্যে মাষকলাই, এবং বমন, আস্থাপন ও অনুবাসনোপযোগী দ্রব্যের মধ্যে মদনফল সর্ব্বপ্রধান।

ত্রিবৃৎ সুখবিরেচনানাং, চতুরঙ্গুলো মৃদুবিরেচনানাং, স্নুক্পয়স্তীক্ষ্ণবিরেচনানাং, প্রত্যক্পুষ্পা শিরোবিরেচনানাং, বিড়ঙ্গঃ ক্রিমিঘ্নানাং, শিরীষো বিষঘ্নানাং খদিরঃ কুষ্ঠঘ্নানাং, রাস্না বাতহরাণামামলকং বয়ঃস্থাপনানাং, হরীতকী পথ্যানামেরণ্ডমূলং বৃষ্যবাতহরাণাং, পিপ্পলীমূলং দীপনীয়পাচনীয়ানাহপ্রশমনানাং, চিত্রকমূলং দীপনীয়গুদশূলশোফহরাণাম্॥

সুখজনক বিরেচক দ্রব্যের মধ্যে তেউড়ি লতার মূল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মৃদুবিরেচক পদার্থের মধ্যে সোঁদাল, তীক্ষ্ণবিরেচক পদার্থের মধ্যে মনসার আঠা, শিরোবিরেচক পদার্থের মধ্যে আপাঙ বীজ, ক্রিমিনাশক দ্রব্যের মধ্যে বিড়ঙ্গ, বিষনাশক দ্রব্যের মধ্যে শিরীষ, কুষ্ঠনাশক পদার্থের মধ্যে খদির, বায়ুনাশক পদার্থের মধ্যে রাস্না, বয়ঃস্থাপনকারী দ্রব্যের মধ্যে আমলকী, পথ্যপদার্থের মধ্যে হরিতকী, বৃষ্য ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে ভেরেণ্ডার মূল; দীপনীয়, পাচনীয় ও মলমূত্রের বদ্ধতা প্রশমনকারী পদার্থের মধ্যে পিপ্পলীমূল, দীপনীয় এবং মলদ্বারের [illegible]না ও শুহ্ শোথনাশক পদার্থের মধ্যে চিতার মূল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পুষ্করমূলং [illegible]লহরাণাং মুস্তং সাংগ্রাহিকদীপনীয়পাচনীয়ানাং, উদীচ্যং নির্ব্বাপণীয়দীপনীয়পাচনীয়চ্ছর্দ্যতীসারহরাণাং, কট্বঙ্গং সাংগ্রাহিকদীপনীয়-

পাচনীয়ানামনন্তা সাংগ্রাহিকদীপনীয়রক্তপিত্তপ্রশমনানাং, অমৃতা সাংগ্রাহিকদীপনীয়বাতহরশ্লেষ্মশোণিতবিবন্ধপ্রশমনানাং, বিল্বং সাংগ্রাহিকদীপনীয়বাতকফপ্রশমনানাং, অতিবিষা দীপনীয়পাচনীয়সাংগ্রাহিকদোষহরাণামুৎপল-পদ্মকুমুদকিঞ্জক সাংগ্রাহিকরক্তপিত্তপ্রশমনানাং, দুরালভা পিত্তশ্লেষ্ম প্রশমনানাম্॥

হিক্কা, শ্বাস, কাস ও পার্শ্ববেদনানাশক দ্রব্যের মধ্যে পুষ্করমূল; ধারক, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং পাচক পদার্থের মধ্যে মুথা; অগ্নিদগ্ধের জ্বালানিবারণ, অগ্ন্যুদ্দীপন, পাচন এবং বমি ও অতিসার নাশের পক্ষে বালা, ধারক, পাচক ও অগ্ন্যুদ্দীপক পদার্থের মধ্যে শোণা, ধারক; দীপনীয় ও রক্তপিত্তপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে অনন্তমূল; সংগ্রাহক, বাতনাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, শ্লেষ্মা, শোণিত ও বিবন্ধ প্রশমনকারক দ্রব্যের মধ্যে গুলঞ্চ; ধারক, দীপনীয় এবং বাত ও কফপ্রশমনকারী দ্রব্যের মধ্যে বিল্ব; দীপনীয়, পাচনীয়, সংগ্রাহক ও সর্ব্বদোষনাশক পদার্থের মধ্যে অতিবিষা; ধারক ও রক্তপিত্ত প্রশমনকারী দ্রব্যের মধ্যে নীলোৎপল, কুমুদ ও পদ্মের কেশর এবং পিত্ত শ্লেষ্মপ্রশমনকারী পদার্থের মধ্যে দুরালভা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গুশোণিতপিত্তাতিযোগপ্রশমনানাং, কুটজত্বক্ শ্লেষ্মপিত্তরক্তসাংগ্রাহিকোপশোষণানাং, কাশ্মর্য্যফলং সাংগ্রাহিকশোণিতপিত্তপ্রশমনানাং, পৃশ্নিপর্ণী সাংগ্রাহিক-দীপনীয়বাতহরবৃষ্যাণাং, বিদারীগন্ধা বৃষ্যসর্ব্বদোষহরাণাং, বলা সাংগ্রাহিকবল্যবাতহরাণাং, গোক্ষুরো মূত্রকৃচ্ছ্রানিল-হরাণাং, হিঙ্গুনির্য্যাসশ্ছেদনীয়দীপনীয়ানুলোমিকবাতকফ-প্রশমনানাং, অম্লবেতসো ভেদনীয়দীপনীয়ানুলোমিকবাত-শ্লেষ্মহরাণাং, যাবশূকঃ স্রংসনীয়পাচনীয়ার্শোঘ্নানাং, তক্রা-ভ্যাসো গ্রহণীদোষশোফার্শোঘৃতব্যাপৎপ্রশমনানাং, ক্রব্যা-দমাংসাভ্যাসো গ্রহণীদোষশোষার্শোঘ্নানাম্॥

রক্ত ও পিত্তের অতিস্রাব নিবৃত্তির পক্ষে গন্ধপ্রিয়ঙ্গু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তস্রাব নিবারক এবং রক্ত ও পিত্তশোষক দ্রব্যের মধ্যে কুড়চিছাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সংগ্রাহক ও রক্ত পিত্ত প্রশমনের পক্ষে গাম্ভারীফল; সাংগ্রাহিক, বাতনাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও বৃষ্য দ্রব্যের মধ্যে পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃষ্য ও সর্ব্বদোষহর দ্রব্যের মধ্যে বিদারিগন্ধা (ভুমিকুষ্মাণ্ড), সংগ্রাহক, বলকর এবং বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে বলা (বেড়েলা); মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক পদার্থের মধ্যে গোক্ষুর; ছেদক, অগ্ন্যুদ্দীপক, দোষের অনুলোমক এবং বাত ও শ্লেষ্মানাশক দ্রব্যের মধ্যে থৈকুল; স্রংসনীয়, পাচনীয় ও অর্শনাশক দ্রব্যের মধ্যে যবক্ষার; গ্রহণীদোষ, অর্শ এবং ঘৃতসেবনজনিতরোগনাশক দ্রব্যের মধ্যে নিত্য ঘোল সেবন এবং গ্রহণী, যক্ষ্মা এবং অর্শনাশক দ্রব্যের মধ্যে মাংসাশী পশুর মাংসের যুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ক্ষীরঘৃতাভ্যাসো রসায়নানাং, সমঘৃতশক্তুকাভ্যাসো বৃষ্যোদাবর্ত্তহরাণাং, তৈলগণ্ডূষো দন্তবলরুচিকরাণাং, চন্দনোড়ুম্বরং দাহনির্ব্বাপনালেপনানাং, রাস্নাগুরুণী শীতাপনয়নপ্রলেপনানাং, কুষ্ঠং বাতহরাভ্যঙ্গোপনাহযোগিনাম্ ॥

রসায়নের মধ্যে দুগ্ধ ও ঘৃতপান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; উদাবর্ত্ত নাশক ও বৃষ্য দ্রব্যের মধ্যে নিত্য সমপরিমাণে ঘৃত ও ছাতু ভক্ষণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দন্তের বলসাধক ও অরুচিনাশক দ্রব্যের মধ্যে নিত্য তৈলগণ্ডূষ অর্থাৎ তৈলদ্বারা কুল্লীকরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, গাত্রজ্বালানিবারণকারী প্রলেপের মধ্যে চন্দন ও যজ্ঞডুমুরের প্রলেপ সর্ব্বোত্তম; শৈত্যনাশক প্রলেপের মধ্যে রাস্না ও অগুরুর প্রলেপ শ্রেষ্ঠ; গাত্রদাহ, চর্ম্মদোষ এবং ঘর্ম্মনাশক প্রলেপদ্রব্যের মধ্যে বেণারমূলের প্রলেপ অত্যুত্তম এবং বায়ুনাশক অভ্যঙ্গ ও উপনাহোপযোগী দ্রব্যের মধ্যে কুড় প্রধান।

মধুকং চক্ষুষ্য বৃষ্যকেশ্যকণ্ঠ্যবর্ণ্যবল্যবিরজনীয়রোপণীয়ানাং, বায়ুঃ প্রাণসংজ্ঞাপ্রদানহেতূনাং, অগ্নিরামস্তম্ভশীতশূলোদ্বেপনপ্রশমনানাং, জলং স্তম্ভনীয়ানাং, মৃদ্ভৃষ্টলোষ্ট্রনির্ব্বাপিতমুদকং তৃষ্ণাতিযোগপ্রশমনানামতিমাত্রাশনমামপ্রদোষহেতূনাং, যথাগ্ন্যভ্যবহারোঽগ্নিসন্ধুক্ষণানাং, যথাসাত্ম্যং চেষ্টাভ্যবহারৌ সেব্যানাং, কালভোজনমারোগ্যকরাণাং, তৃপ্তিরাহারগুণানাং, বেগসন্ধারণমনারোগ্যকরাণাং, মদ্যং সৌমনস্যজননানাং, মদ্যাক্ষেপো ধৃতিস্মৃতিহরাণাম্ ॥

চক্ষুর তেজোবর্দ্ধক, বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক, কেশ্য অর্থাৎ কেশের হিতজনক; স্বর ও বর্ণবর্দ্ধক এবং বিরজনীয় ও রোপণীয় পদার্থের মধ্যে যষ্টিমধু সর্ব্বপ্রধান। প্রাণ ও চেতনাদায়ক পদার্থের মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান; আম, স্তব্ধতা, শীত, বেদনা ও কম্পনিবারক পদার্থের মধ্যে অগ্নি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; স্তম্ভনকারী দ্রব্যের মধ্যে জল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পিপাসার আতিশয্য নিবারণকারী দ্রব্যের মধ্যে দগ্ধমৃৎপিণ্ডনির্ব্বাপিত জল সর্ব্বপ্রধান; আমদোষজনক হেতু সকলের মধ্যে অতিমাত্র ভোজন প্রধান; অগ্ন্যুদ্দীপক দ্রব্যের মধ্যে যথাগ্নিভোজন সর্ব্বপ্রধান, সেবনযোগ্য ক্রিয়াসমূহের মধ্যে আত্মানুকূল চেষ্টা ও আহার সর্ব্বপ্রধান; আরোগ্যজনকের মধ্যে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ভোজন করাই প্রধান, অনারোগ্যজনকের মধ্যে মলমূত্রের বেগধারণ সর্ব্বপ্রধান; আহার্য্যদ্রব্যের গুণের মধ্যে তৃপ্তিগুণই প্রধান; মনঃস্ফূর্ত্তিকর পদার্থের মধ্যে মদ্য সর্ব্বপ্রধান, এবং বুদ্ধি, ও স্মৃতিনাশক দ্রব্যের মধ্যে মদ্যাক্ষেপ সর্ব্বপ্রধান।

গুরুভোজনং দুর্ব্বিপাকানামেকভোজনং সুখপরিণামকরাণাং, স্ত্রীষ্বতিসঙ্গঃ শোষকরাণাং, শুক্রবেগনিগ্রহঃ ষাণ্ড্যকরাণাং, পরাঘাতনমন্নশ্রদ্ধাজননানামনশনমায়ুষ্কাণাং, প্রমিতাশনং কর্ষণীয়ানামজীর্ণাশনং গ্রহণীদূষণানাং, বিষমা-

শনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং, বিরুদ্ধবীর্য্যাশনং নিন্দিতব্যাধি-
করাণাং, প্রশমঃ পথ্যানাং, আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাম্ ॥

দুর্ব্বিপাক দ্রব্যের মধ্যে গুরুভোজন সর্ব্বপ্রধান; সুখপরিপাক দ্রব্যের মধ্যে একাহার সর্ব্বপ্রধান; শরীরশুষ্ককারক উপায়ের মধ্যে অতিশয় মৈথুন সর্ব্বপ্রধান, পুরুষত্বনাশক পদার্থের মধ্যে শুক্রের বেগধারণ সর্ব্বপ্রধান; অন্নে অশ্রদ্ধাজনকের মধ্যে আসীদ্রব্য ভোজন সর্ব্বপ্রধান, পরমায়ু হ্রাসকারী পদার্থের মধ্যে অনশন প্রধান, কৃশতাকারক পদার্থের মধ্যে অল্পভোজন প্রধান, গ্রহণীদোষ জন্মাইবার পক্ষে অজীর্ণের উপর ভোজন সর্ব্বপ্রধান; জঠরাগ্নির বৈষম্যসম্পাদনকারী পদার্থের মধ্যে বিষমাশন অর্থাৎ কোন সময়ে অধিক, কোন সময়ে বা অল্পভোজন সর্ব্বপ্রধান; কুষ্ঠাদি নিন্দিত রোগোৎপদক কারণের মধ্যে বিরুদ্ধ ভোজন (অর্থাৎ দুগ্ধ ও মাংসাদি একত্রে ভোজনরূপ) প্রধান; হিতজনক পদার্থের মধ্যে শান্তিগুণালম্বন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমুদয় পরিশ্রমই প্রধান।

মিথ্যাযোগো ব্যাধিকরাণাং, রজস্বলাভিগমনমলক্ষ্মীমু-
খানাং, ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যাণাং, সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং, দৌর্ম্মনস্য-
মবৃষ্যাণামযথাবলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং, বিষাদো রোগ-
বর্দ্ধনানাং, স্নানং শ্রমহরাণাং, শোকঃ শোষণানাং, নির্বৃ্তিঃ
পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ স্বপ্নকরাণামতিস্বপ্নস্তন্দ্রাকরাণাম্ ॥

রোগোৎপত্তির সমুদয় কারণের মধ্যে আহারাদির মিথ্যাযোগই সর্ব্বপ্রধান; সমুদয় অলক্ষ্মীজনকের মধ্যে রজস্বলা স্ত্রীগমন প্রধান; আয়ুষ্কর পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ; এবং বৃষ্যজনক উপায়ের মধ্যে মনের সঙ্কল্পই সর্ব্বপ্রধান। অবৃষ্যকর পদার্থের মধ্যে মনের উৎকণ্ঠা সর্ব্বপ্রধান, প্রাণোপরোধী পদার্থের মধ্যে বলাতিরিক্ত কার্য্যারম্ভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রোগবর্দ্ধকের মধ্যে মনের বিষণ্ণতা সর্ব্বপ্রধান; পরিশ্রম অপনোদনের পক্ষে স্নান প্রধানউপায়; শরীর স্থূল করার পক্ষে আমোদ আহ্লাদই প্রধান উপায়; শরীর শোষক কারণের মধ্যে শোক প্রধান; পুষ্টিকর পদার্থের মধ্যে নির্বৃ্তি বা মনের সন্তোষই প্রধান; নিদ্রাকারকের পক্ষে পুষ্টি সর্ব্বপ্রধান। এবং তন্দ্রাকারকের মধ্যে নিদ্রা প্রধান।

সর্ব্বরসাভ্যাসো বলকরাণামেকরসাভ্যাসো দৌর্ব্বল্যক-
রাণাং, গর্ভশল্যমনাহার্য্যাণামজীর্ণমুদ্ধার্য্যাণাং, বালো মৃদু-
ভেষজীয়ানাং, বৃদ্ধো যাপ্যানাং, গর্ভিণী তীক্ষ্ণৌষধ ব্যবায়-
ব্যায়ামবর্জ্জনীয়ানাং, সৌমনস্যং গর্ভধারণানাং, সন্নিপাতো
দুশ্চিকিৎস্যানামামো বিষমচিকিৎস্যানাম্ ॥

বলকারক উপায়ের মধ্যে মধুর প্রভৃতি ষড়্ রস সেবন করা প্রধান উপায়। দৌর্ব্বল্যকারক উপায়ের মধ্যে একরস অভ্যাস করা প্রধান, অনাহার্য্যের মধ্যে গর্ভশল্য এবং উর্দ্ধার্য্য দ্রব্যের মধ্যে অজীর্ণই প্রধান। মৃদু ঔষধযোগ্যের মধ্যে কেবল বালকই প্রধান; যাপ্যরোগীর মধ্যে বৃদ্ধই প্রধান, তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগের, মৈথুনের ও ব্যায়ামের অযোগ্যের পক্ষে গর্ভিণী স্ত্রীই প্রধান। সৌমনস্য গর্ভধারণের প্রধান উপায়, দুশ্চিকিৎস্য রোগের মধ্যে সান্নিপাত রোগই প্রধান, এবং বিষম চিকিৎস্য রোগের মধ্যে আমরোগ অর্থাৎ অজীর্ণ রোগই সর্ব্বপ্রধান।

জ্বরো রোগাণাং,কুষ্ঠং দীর্ঘরোগাণাং রাজযক্ষ্মা রোগসমূহাণাং, প্রমেহোঽনুষঙ্গিনাং,জলৌকসোঽনুশস্ত্রাণাং, বস্তিস্তন্ত্রাণাং, হিমবানোষধিভূমীনাং, সোম ওষধীনাং, মরুভূমির্দেশ আরোগ্যদেশানামনূপমহিতদেশানাং নির্দ্দেশকারিত্বমাতুরগুণানাং, ভিষক্ চিকিৎসাঙ্গানাং, নাস্তিকো বর্জ্জ্যানাং, লৌল্যং ক্লেশকরাণাং অনির্দ্দেশকারিত্বমরিষ্টানাং অনির্ব্বেদ আর্ত্তলক্ষণানাম্ ॥

রোগের মধ্যে জ্বর, দীর্ঘ রোগের মধ্যে কুষ্ঠ ; রোগ সমূহের মধ্যে রাজযক্ষ্মা, স্থায়ী রোগের মধ্যে প্রমেহ এবং অনুশস্ত্রকর্ম্মের মধ্যে জোঁক প্রয়োগই প্রধান। পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে বস্তিকর্ম্ম প্রধান, ওষধির আশ্রয় স্থানের মধ্যে হিমালয় প্রধান, আরোগ্যকারক স্থানের মধ্যে মরুভূমিই প্রধান, ওষধিগণের মধ্যে সোমলতা প্রধান, অহিতকর দেশের মধ্যে অনূপদেশ প্রধান, রোগীর গুণের মধ্যে চিকিৎসকের আদেশ রক্ষা করা প্রধান, চিকিৎসার অঙ্গের মধ্যে বৈদ্যই প্রধান, বর্জ্জনীয় ব্যক্তির মধ্যে নাস্তিকই প্রধান, ক্লেশকর পদার্থের মধ্যে লোভই সর্ব্বপ্রধান, অরিষ্ট সকলের মধ্যে বৈদ্যের কথা অবহেলা করাই প্রধান এবং আর্ত্তলক্ষণের মধ্যে অস্থিরতাই প্রধান আর্ত্তিতাব্যঞ্জক।

যোগো বৈদ্যগুণানাং বৈদ্যসমূহো নিঃসংশয়করাণাং বিজ্ঞানমৌষধানাং শাস্ত্রসহিতস্তর্কঃ সাধনানাং সংপ্রতিপত্তিঃ কালজ্ঞানপ্রয়োজনানাং, অনুদেযাগো ব্যবসায় কালাপ্রতিপত্তি হেতুনাম্ ॥

বৈদ্যের গুণসকলের মধ্যে ভেষজের সম্যক্‌যোগ প্রধান, নিঃসংশয়কর বিষয়ের মধ্যে বৈদ্যগণের সহিত একত্র পরামর্শই প্রধান, ঔষধের মধ্যে বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই প্রধান, সাধন সমূহের মধ্যে শাস্ত্রানুগত তর্কই প্রধান ; কালজ্ঞানলাভের উপায়ের মধ্যে সংপ্রতিপত্তি প্রধান, এবং অনুদ্যোগই ব্যবসায় ও কাল জ্ঞানলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক।

দৃষ্টকর্ম্মতা নিঃসংশয়করাণাং, অসমর্থতা ভয়করাণাং, তদ্বিদ্যসম্ভাষা বুদ্ধিবর্দ্ধনানাং, আচার্য্যঃ শাস্ত্রাধিগমহেতূনাং, আয়ুর্ব্বেদোঽমৃতানাং,সদ্বচনমনুষ্ঠেয়ানাং, অসম্বদ্ধবচনসংগ্রহণং সর্ব্বাহিতানাং, সর্ব্বসন্ন্যাসঃ সুখকরাণামিতি ॥

নিঃসংশয় করণের পক্ষে বহুদর্শিতাই প্রধান, ভয়কারকের মধ্যে অসমর্থতাই প্রধান। বুদ্ধিবর্দ্ধন উপায়ের মধ্যে সমশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তর্কবিতর্কই প্রধান ; আচার্য্যই শাস্ত্রজ্ঞান লাভের প্রধান কারণ, অমৃতের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদই সর্ব্বপ্রধান, অনুষ্ঠেয়ের মধ্যে সদ্বচনই [illegible], সকল অনিষ্টের মধ্যে অসংলগ্নবাক্য এবং সুখজনক বিষয়ের মধ্যে সর্ব্ব[illegible]প্রধান।

ভবন্তি চাত্র।

অগ্র্যাণাং শতমুদ্দিষ্টং যদ্দ্বিপঞ্চাশদুত্তরম্।
অলমেতদ্ বিকারাণাং বিঘাতা[illegible]পদিশ্যতে ॥

সমানকারিণো যেঽর্থাস্তেষাং শ্রেষ্ঠস্য লক্ষণম্।
জ্যায়স্ত্বং কার্য্যকর্ত্তৃত্বেঽবরত্বঞ্চাপ্যুদাহৃতম্॥

উপরে যে ১৫২টি শ্রেষ্ঠ পদার্থের কথা বর্ণিত হইল, ইহারা রোগনিবারণে সমর্থ। যাহারা সমান কার্য্যকারী তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ এবং সমান কার্য্যকারীর মধ্যে যাহা অপকৃষ্ট তাহাদের বিষয় ও বর্ণিত হইল।

বাতপিত্তকফানাঞ্চ যদ্‌যৎ প্রশমনে হিতম্।
প্রাধান্যতশ্চ নির্দ্দিষ্টং যদ্ব্যাধিহৃরমুত্তমম্॥

বাতপিত্ত ও কফের প্রশমন বিষয়ে যাহা যাহা হিতকর এবং যে সকল দ্রব্য প্রধানরূপে রোগনাশক তাহাদের বিষয়ও বলা হইল।

এতন্নিশম্য নিপুণং চিকিৎসাং সংপ্রয়োজয়েৎ।
এবং কুর্ব্বন্ সদা বৈদ্যো ধর্ম্মকামৌ সমশ্নুতে॥

এই সমস্ত দ্রব্যের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ করিলে বৈদ্য ধর্ম্ম ও অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন।

পথ্যং পথানপেতঞ্চ যচ্চোক্তং মনসঃ প্রিয়ম্।
যচ্চাপ্রিয়মপথ্যঞ্চ নিয়তং তন্ন লক্ষয়েৎ॥

যাহা শরীরের হিতজনক ও মনের প্রিয়, তাহাই পথ্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু অপ্রিয় পদার্থমাত্রই যে অহিতকর তাহা বলা যাইতে পারে না।

মাত্রাকালক্রিয়াভূমিদেহদোষগুণান্তরম্।
প্রাপ্য তত্তদ্ধি দৃশ্যন্তে তে তে ভাবাস্তথা তথা॥
তস্মাৎ স্বভাবো নির্দ্দিষ্টস্তথা মাত্রাদিরাশ্রয়ঃ।
তদপেক্ষ্যোভয়ং কর্ম্ম প্রযোজ্যং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

মাত্রা, কাল, ক্রিয়া, ভূমি, দেহ, দোষ এবং গুণান্তর হেতু একই পদার্থ পথ্য ও অপথ্য, হিত ও অহিত জনক হইয়া পড়ে। একারণ পথ্যাপথ্যাদির স্বভাব, মাত্রা প্রভৃতির অনুগত; অতএব সিদ্ধি লাভেচ্ছুক বৈদ্য দ্রব্য ও মাত্রাদি বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

তদাত্রেয়স্য ভগবতো বচনমনুনিশম্য পুনরপি ভগবন্ত-মাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টঃ কেবলো হ্যয়মর্থো ভগবতা শ্রুতস্ত্বস্মাভিঃ। আসবদ্রব্যাণামিদানী মনপবাদং লক্ষণমনতিসংক্ষেপেণোপদিশ্যমানং শুশ্রূষামহ ইতি॥

ভগবান্ আত্রেয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আমাদের প্রশ্নানুযায়ী বিষয় সকল আমাদিগকে উপদেশ দিলেন, এক্ষণে আসব দ্রব্যের যথাবৎ লক্ষণ সবিশেষ বর্ণন করুন।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। ধান্যফলমূলসারপুষ্পকাণ্ডপত্রত্বচো ভবন্ত্যাসবযোনয়ঃ অগ্নিবেশ! অষ্টৌ সংগ্রহেণ শর্করা নবম্যঃ॥

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন, ধান্ত, ফল, মূল, সার, পুষ্প, ডাঁটা, পত্র ও ছাল- এই আট প্রকার দ্রব্য হইতে মদ উৎপন্ন হয়। এবং চিনি হইতেও মদ্য প্রস্তুত হয়। সুতরাং মদ নয় প্রকার দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়।

তাস্বেব দ্রব্যসংযোগকরণতোঽপরিসংখ্যেয়াস্থ যথাপথ্য-তমানামাসবানাং চতুরশীতিং নিবোধ॥

এই সকল দ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সংযোগ করিলে অসংখ্য প্রকার মদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই অসংখ্য প্রকার মদ্যের মধ্যে চৌরাশি প্রকার মদ্য পথ্য।

তদ্যথাঃ—সুরাসৌবীরতুষোদকমৈরেয়মেদকধান্যাম্লাঃ ষড়্ ধান্যাসবা ভবন্তি॥

এই চৌরাশি প্রকারের মধ্যে সুরা, সৌবির, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক ও ধান্যাম্ল— এই ছয় প্রকার মদ্য ধান হইতে উৎপন্ন হয়।

মৃদ্বীকাকাশ্মর্য্যখর্জ্জুরধন্বনরাজাদনতৃণশূন্যপরুষকাভয়ামলক মৃগলণ্ডিকাজম্বীর-কপিত্থকুবলবদরকর্কন্ধু পীলুপিয়ালপনস-ন্যগ্রোধাশ্বত্থপ্লক্ষকপীতনোডুম্বরাজমোদা-শৃঙ্গাটকশঙ্খিনী-ফলাসবাঃ ষড়্বিংশতির্ভবন্তি।

মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), খর্জ্জুর, কাশ্মর্য্য (গাম্ভারিফল) ধন্বন (ধামনি), রাজাদান (ক্ষীর-বৃক্ষের ফল), তৃণশূন্য (কেয়াবিচি) পরুষফল, অভয়া (হরিতকী) আমলকী, বহেড়া, জামীর, কদবেল, বকুল, বদর (কুল) কর্কন্ধু (শিয়াকুল) পীলুফল, পিয়াল, কাঁটাল, ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষের ফল), অশ্বত্থবৃক্ষের ফল, প্লক্ষ (পাকুড় বৃক্ষের ফল), কপীতন (আমড়া), উড়ুম্বর (যজ্ঞ ডুমুরের ফল) অজমোদা (যমানী), শৃঙ্গাটক (পানিফল), এবং শঙ্খিনী—এই ছাব্বিশ প্রকার ফল হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয় তাহাকে ফলাসব কহে।

বিদারিগন্ধাঽশ্বগন্ধাকৃষ্ণগন্ধাশতাবরীশ্যামাতৃবৃদ্দন্তীদ্রবন্তী-বিল্বোরুবূকচিত্রকমূলৈরেকাদশ মূলাসবাঃ ভবন্তি॥

বিদারি গন্ধা (ভুমিকুষ্মাণ্ড) অশ্বগন্ধা, কৃষ্ণগন্ধা, শতাবরী, শ্যামাত্রিবৃৎ, দন্তীমূল, দ্রবন্তী, বেলের মূল, ভ্যারাণ্ডার মূল, চিত্রকমূল্ এই একাদশটী মূল হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে মূলাসব কহে।

শালপ্রিয়কচন্দনস্যন্দনখদিরকদর-সপ্তপর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনাশ-নারিমেদ-তিন্দুককিণিহীশমীশুক্তিপত্র-শিংশপাশিরীষ-বঞ্জুলধন্বনমধুকসারাসবা বিংশতির্ভবন্তি॥

শাল, পিয়াশাল, চন্দন, স্যন্দন (তিনিসবৃক্ষ), খদির, কদর, সপ্তপর্ণ (ছাতিম), অর্জ্জুন, অসন, (পিয়াশাল), অরিমেদ (গুয়েবাবলা), তিন্দুক, কিণিহী (আপাজ), শমী (শাঁইগাছ,) শুক্তিপত্র, শিংশপা, শিরীষ, অশোক, ধব, ধন্বন এবং মৌল—এই বিংশতি প্রকার সার হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে সারাসব মদ্য কহে।

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিক-পুণ্ডরীকশতপত্রমধুকপ্রি-
য়ঙ্গুধাতকীপুষ্পৈর্দশ পুষ্পাসবা ভবন্তি ॥

পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক, শতপত্র (শতদল পদ্ম), মৌলফুল, প্রিয়ঙ্গু পুষ্প, এবং ধাইফুল—এই দশপ্রকার পুষ্পজাত মদ্যকে পুষ্পাসব কহে।

ইক্ষুকাণ্ডেক্ষুইক্ষুবালিকাপুণ্ড্রকচতুর্থাঃ কাণ্ডাসবাঃ ॥

ইক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুবালিকা, এবং পুণ্ড্রক—এই চারি প্রকারের ইক্ষু হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে কাণ্ডাসব কহে।

পটোলতাড়কপত্রাসবৌ দ্বৌ ভবতঃ ॥

পটোল এবং তাড়ক—এই দুই প্রকার পত্র হইতে উৎপন্ন মদ্যকে পত্রজ মদ্য কহে।

তিল্লকলোধ্রৈলবালুকক্রমুকচতুর্থাস্ত্বগাসবা ভবন্তি। শর্করা-
সব এক এবেতি ॥

তিলক, লোধ, এলবালুক এবং ক্রমুক অর্থাৎ গুপারি—এই চারিপ্রকার বৃক্ষের ছালে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে ত্বগাসব বলে এবং চিনি হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে শর্করাসব কহে।

এষামাসবানামাসুতত্বাদাসবসংজ্ঞৈবমেষামাসবানাঞ্চতুরশীতিঃ
পরস্পরেণাসংসৃষ্টানামাসবদ্রব্যাণামুপদিষ্টা ভবন্তি।

আসুতত্ব হেতু অর্থাৎ চোয়ান হয় বলিয়া এই সকল মদ্যের নাম আসব। এই চতুরশীতি প্রকার আসবের কথা বলা হইল। এই সকল আসবদ্রব্য পরস্পর মিশ্রিত না হইয়া চতুরশীতিপ্রকার মদ্য উৎপন্ন করে।

দ্রব্যসংযোগবিভাগবিস্তরস্ত্বেষাং বহুবিধবিকল্পঃ সংস্কারশ্চ
যথাস্বং সংযোগসংস্কারসংস্কৃতা হ্যাসবাঃ স্বং কর্ম্মকুর্ব্বন্তি ॥

দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগদ্বারা এই সকল মদ্য বহুপ্রকারে সংস্কৃত হইয়া থাকে এবং তাহারা সংযোগ ও সংস্কৃতানুযায়ী আপনাপন গুণ প্রকাশ করে।

সংযোগসংস্কারদেশকালমাত্রাদয়শ্চ ভাবাস্তেষাং তেষা-
মাসবানাং তে তে সমুপদিশ্যন্তে তৎ তৎ কার্য্যমভিসমী-
ক্ষ্যেতি ॥

সংযোগ ও সংস্কারাদি কৃত হইলে আসব সকলের কার্য্যাদি দেখিয়া বুদ্ধিমান্ ভিষক্ তাহাদের দেশ, কাল ও মাত্রাদির উপদেশ দিবেন।

ভবতি চাত্র।

মনঃশরীরাগ্নিবলপ্রদানামস্বপ্নশোকারুচিনাশনানাম্।
সংহর্ষণানাং প্রবরাসবানামশীতিরুক্তা চতুরুত্তরৈষা ॥

মন, শরীর এবং অগ্নির বলদাতা, অনিদ্রা, শোক ও অরুচি নাশক এবং সম্যক্ প্রকারে আনন্দদায়ক, এই চৌরাশি প্রকার উৎকৃষ্ট মদ্যের বিবর কথিত হইল।

তত্র শ্লোকঃ।

শরীররোগপ্রকৃতৌ মতানি তত্ত্বেনচাহারবিনিশ্চয়াশ্চ।
উবাচ যজ্জঃপুরুষাদিকেঽস্মিন্ মুনিস্তথাগ্র্যাণি বরাসবাংশ্চ॥

শরীর এবং রোগের উৎপত্তি বিষয়ে ঋষিগণের মত, হিতাহিত আহার এবং শ্রেষ্ঠতম আসব সকলের বিষয়—ভগবান্ আত্রেয় এই যজ্জঃ পুরুষীয় অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
পঞ্চবিংশতিতমো যজ্জঃপুরুষীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে যজ্জঃপুরুষীয় নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশতমোঽধ্যায়ঃ।

—•—

অথাত আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা আত্রেয় ভদ্রকাপ্যেয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

আত্রেয়ো ভদ্রকাপ্যশ্চ শাকুন্তেয়স্তথৈব চ।
পূর্ণাক্ষশ্চৈব মৌদ্‌গল্যো হিরণ্যাক্ষশ্চ কৌশিকঃ॥
যঃ কুমারশিরানাম ভারদ্বাজঃ স চানঘঃ।
শ্রীমান্ বার্য্যোবিদশ্চৈব রাজা মতিমতাং বরঃ॥
নিমিশ্চ রাজা বৈদেহো বড়িশশ্চ মহামতিঃ।
কাঙ্কায়নশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকোভিষজাং বরঃ॥
এতে শ্রুতবয়োবৃদ্ধা জিতাত্মানো মহর্ষয়ঃ।
বনে চৈত্ররথে রম্যে সমীয়ুর্বিজিহীর্ষবঃ॥
তেষাং তত্রোপবিষ্টানামিয়মর্থবতী কথা।
বভূবার্থবিদাং সম্যগ্ রসাহারবিনিশ্চয়ে॥

একদা আ[illegible] কাপ্য, শাকুন্তেয়, পূর্ণাখ্যমৌদগল্য, হিরণ্যাক্ষ, কৌশিক, কুমার শিরা, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি বা[illegible]বিদ, নেমি বৈদেহ, বড়িশ, কাঙ্কায়নবাহ্লীক ও বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক এই সকল শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন, জিতাত্মা ও বয়োবৃদ্ধ মহর্ষিগণ বিহারেচ্ছায় রমণীয় চৈত্ররথবনে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই বনে উপবিষ্ট হইয়া রসের দ্বারা আহার বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্য অর্থযুক্ত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

এক এব রস ইত্যুবাচ ভদ্রকাপ্যো যং পঞ্চানামিন্দ্রিয়ার্থানামন্যতমং জিহ্বাবিষয়ভাবমাচক্ষতে কুশলাঃ। স পুনরুদকাদনন্য ইতি ॥

ভদ্রকাপ্য কহিলেন, রস এক প্রকার। উহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম জিহ্বেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য। এবং উহা জল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

দ্বৌ রসাবিতি শাকুন্তেয়ো ব্রাহ্মণশ্ছেদনীয় শ্চোপশমনীয়শ্চেতি। ত্রয়ো রসা ইতি পূর্ণাক্ষো মৌদ্গল্যশ্ছেদনীয়োপ শমনীয়সাধারণাশ্চ ॥

শাকুন্তেয় ব্রাহ্মণ বলিলেন রস দুই প্রকার—ছেদনীয় ও উপশমনীয়। পূর্ণাক্ষ মৌদ্গল্য ঋষি কহিলেন, রস তিন প্রকার—ছেদনীয়, উপশমনীয় ও সাধারণ।

চত্বারো রসা ইতি হিরণ্যাক্ষঃ কৌশিকঃ। স্বাদুর্হিতশ্চ স্বাদুরহিতশ্চাস্বাদুর্হিতশ্চাস্বাদুরহিতশ্চ ॥

হিরণ্যাক্ষ কৌশিক বলিলেন, রস চারি প্রকার। হিতস্বাদুরস, অহিতস্বাদুরস এবং অহিত অস্বাদুরস ও হিতজনক অস্বাদুরস।

পঞ্চ রসা ইতি কুমারশিরা ভরদ্বাজো ভৌমৌদকাগ্নেয়বায়ব্যান্তরীক্ষাঃ ॥

কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন, রস পাঁচ প্রকার। যথা—ভৌম, ঔদক, আগ্নেয়, বায়ব্য ও আন্তরীক্ষ।

ষড়্‌রসা ইতি বার্য্যোবিদো রাজর্ষিঃ, গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাঃ ॥

রাজর্ষি বার্য্যোবিদ কহিলেন, রস ছয় প্রকার, যথা—গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ।

সপ্ত রসা ইতি নিমির্ব্বৈদেহঃ মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়ক্ষারাঃ ॥

নেমি বৈদেহ কহিলেন, রস সাত প্রকার। যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু তিক্ত, কষায় ও ক্ষার।

অষ্টৌ রসা ইতি বড়িশো ধামার্গবো মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়ক্ষারাব্যক্তাঃ ॥

বড়িশ ধামার্গব ঋষি কহিলেন, রস আট প্রকার। যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার ও অব্যক্ত।

অপরিসংখ্যেয়া রসা ইতি কাঙ্কায়নো বাহ্লীকভিষগাশ্রয়গুণকর্ম্মসংস্কারবিশেষাণামপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ ॥

বৈদ্য কাঙ্কায়ন বাহ্লীক কহিলেন, রস অসংখ্য। রসের আশ্রয়, গুণ, কর্ম্ম, ও সংস্কার অসংখ্য। একারণ রস ও অসংখ্য।

ষড়েব রসা ইত্যুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ। মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়াঃ। তেষাং ষণ্ণাং রসানাং যোনিরুদ[illegible]ং।

ছেদনোপশমনে দ্বে কর্ম্মণী। তয়োর্ম্মিশ্রীভাবাৎ সাধারণত্বং। স্বাদ্বস্বাদুতাভক্তিঃ। দ্বৌ হিতাহিতৌ চ প্রভাবৌ। পঞ্চ-মহাভূতবিকারাস্ত্বাশ্রয়াঃ। প্রকৃতিবিকৃতিবিচারণা দেশ-কালবশাঃ॥ তেষামাশ্রয়েষু দ্রব্যসংজ্ঞকেষু গুণা গুরুলঘু-শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাঃ॥

ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু কহিলেন, রস ছয় প্রকার। যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। জলই এই ছয় প্রকার রসের উৎপত্তি স্থান। রসের কার্য্য দুই প্রকার, ছেদন ও উপশমন। এবং এই উভয়ের মিশ্রণ ভাবই সাধারণত্ব। স্বাদুতা ও অস্বাদুতা লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রসের শক্তি দুই প্রকার—হিতজনক ও অহিতজনক। এবং রসের আশ্রয়স্থান ক্ষিত্যপ্তেজাদি পঞ্চমহাভূত। প্রকৃতি, বিকৃতি, বিচার, দেশ ও কালানুসারে রসের আশ্রয় দ্রব্য সমূহে গুরু লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ প্রভৃতি গুণ সমুদয় জন্মায়

ক্ষরণাৎ ক্ষারো নাসৌ রসো দ্রব্যংহি তদনেকরসসমুৎপন্ন-মনেকরসং কটুলবণভূয়িষ্ঠমনেকেন্দ্রিয়ার্থসমন্বিতং করণা-ভিনির্ব্বৃত্তম্॥

ক্ষরণ হইতে ক্ষারের উৎপত্তি বলিয়া ক্ষারকে রস বলা যায় না পরন্তু ইহাকে দ্রব্য বলে। এই ক্ষার নানাবিধ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন ও নানা রস বিশিষ্ট। ইহাতে কটু ও লবণ রসের ভাগ অধিক। ইহা গন্ধ ও রসাদি অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়ার্থযুক্ত ও ইহা প্রক্রিয়াবিশেষে উৎপন্ন হয়।

অব্যক্তীভাবস্তু রসানাং প্রকৃতৌ ভবত্যনুরসে অনুরসসম-ন্বিতে বা দ্রব্যে॥

রস সকলের প্রকৃতি বা মূলে ও অনুরসে একই অব্যক্তভাব আছে। অনুরসসমন্বিত দ্রব্যে ও রসের অব্যক্ত ভাব আছে।

অপরিসংখ্যেয়ত্বং পুনরেতেষামাশ্রয়াদীনাং ভাবানাং বিশে-ষান্নাশ্রায়তে ন চ তস্মাদন্যত্বমুপপদ্যতে॥

রসের এই সকল আশ্রয়াদি অসংখ্য হেতু রসও অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু তাহা নহে।

পরস্পর সংসৃষ্ট ভূয়িষ্ঠত্বান্নচৈষাং নির্ব্বৃত্তির্গুণ প্রকৃতীনা-মপরিসংখ্যেয়ত্বং ভবতি। তস্মান্ন সংসৃষ্টানাং রসানাং কর্ম্মোপদিশন্তি বুদ্ধিমন্তঃ॥

রস সকল পরস্পর বহুল পরিমাণে সংসৃষ্ট বলিয়া ইহাদের গুণ ও প্রকৃতি অসংখ্য হইতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংসৃষ্ট রসের কথা উপদেশ করেন না।

তচ্চৈব কারণমপেক্ষমাণাঃ ষন্নাং রসানাং পরস্পরেণাসং-সৃষ্টানাং লক্ষণং পৃথক্ত্বেনোপদেক্ষ্যামঃ। অগ্রেতু তাবদ্ দ্রব্যভেদমভিপ্রেত্য কিঞ্চিদভিধাস্যামঃ। সর্ব্বং দ্রব্যং পাঞ্চ-ভৌতিকমস্মিন্নর্থে তচ্চেতনাবদ চেতনঞ্চ। তস্য গুণাঃ

শব্দাদয়ো গুর্ব্বাদয়শ্চ দ্রবান্তাঃ। কর্ম্ম পঞ্চবিধমুক্তং বমনাদি। তত্র দ্রব্যাণি গুরুখরকঠিনমন্দস্থিরবিশদ-সান্দ্রস্থূলগন্ধগুণবহুলানি পার্থিবানি। তান্যুপচয়সঙ্ঘাত-গৌরবস্থৈর্য্যকরাণি॥

তৎপ্রযুক্ত পরস্পর অসংসৃষ্ট ছয় প্রকার রসের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ উপদেশ করা যাইতেছে। কিন্তু রস জ্ঞান, দ্রব্যজ্ঞানের অধীন বলিয়া, প্রথমে দ্রব্য ভেদের বিষয় উল্লেখ করা গেল। আয়ুর্কেদ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় তাবৎ পদার্থই পাঞ্চভৌতিক। তৎসমুদয় পদার্থ চেতনাচেতন ভেদে দ্বিবিধ। শব্দস্পর্শরূপ রস ও গুরু লঘু হইতে দ্রবান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের গুণ এবং বমনাদি তাহাদের পঞ্চপ্রকার কার্য্যের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। দ্রব্য সমূহের মধ্যে যাহারা পার্থিব, তাহারা গুরু, খর, কঠিন, মন্দ, স্থির, বিষদ, সান্দ্র, স্থূল ও গন্ধবহুল। এই পার্থিব দ্রব্য সমূহ দেহের উপচয়, কাঠিন্য, গুরুতা ও স্থিরতা সম্পাদক।

দ্রবস্নিগ্ধশীতমন্দসরসান্দ্রমৃদুপিচ্ছিলরসগুণবহুলান্যাপ্যানি। তান্যুৎক্লেদ স্নেহবন্ধবিষ্যন্দপ্রহ্লাদকরাণি॥

দ্রব্য সমূহের মধ্যে আপ্য অর্থাৎ জলীয় দ্রব্য সমুদায় দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, মন্দ, সর, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল এবং রসবহুল। দেহের উৎক্লেদ, স্নেহ, বন্ধ, অভিষ্যন্দিতা এবং প্রহ্লাদকারিতা অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসম্পাদন জলীয় দ্রব্যের কার্য্য।

উষ্ণ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম লঘু রুক্ষ বিষদ রূপগুণবহুলানি আগ্নেয়ানি। তানি দাহপাকপ্রভাপ্রকাশবর্ণকরাণি॥

উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, লঘু, রুক্ষ, বিষদ এবং রূপগুণ বহুল দ্রব্য সমুদয় আগ্নেয়। দাহ, পাক, প্রভা, প্রকাশ এবং বর্ণকারিতা আগ্নেয় দ্রব্যের কার্য্য।

লঘুশীতরুক্ষখরবিশদসূক্ষ্মস্পর্শগুণবহুলানি বায়ব্যানি। তানি রৌক্ষ্যগ্লানিবিচারবৈশদ্যলাঘবকরাণি॥

লঘু, শীত, রুক্ষ, খর, বিষদ, সূক্ষ্ম এবং স্পর্শগুণবহুল দ্রব্য সমুদয় বায়ব্য বা বায়ুপ্রধান দ্রব্য। বায়ুপ্রধান দ্রব্য দ্বারা দেহের রুক্ষতা, গ্লানি, বিচার অর্থাৎ গতি, বিষদতা এবং লঘুতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মৃদুলঘুসূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণশব্দগুণবহুলান্যাকাশাত্মকানি। তানি মার্দ্দবসৌশির্য্যলাঘবকরাণি॥

মৃদু, লঘু, সূক্ষ্ম, শ্লক্ষ্ণ এবং শব্দগুণবহুল দ্রব্য সমুদায় আকাশাত্মক। এই সমস্ত দ্রব্যে দেহের মৃদুতা, ছিদ্রতা ও লঘুতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অনেনোপদেশেন নানৌষধিভূতং জগতি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমুপলভ্যতে। তাং তাংহি যুক্তিমর্থঞ্চ তং তমভিপ্রেত্য ন তু কেবলং গুণপ্রভাবাদেব দ্রব্যাণি স্যুঃ॥

এই উপদেশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা যুক্তি ও প্রয়োজন মতে ঔষধস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে না পারে। কিন্তু কেবল গুণ প্রভাবে সমুদয় দ্রব্য ঔষধরূপে কার্য্যকারী হয় না।

দ্রব্যাণি হি দ্রব্যপ্রভাবাদ্ গুণপ্রভাবাদ্ দ্রব্যগুণপ্রভাবাচ্চ তস্মিংস্তস্মিন্ কালে তত্তদধিকরণমাসাদ্য তাং তাঞ্চ যুক্তি-মর্থঞ্চ তং তমভিপ্রেত্য যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম্ম, যেন কুর্ব্বন্তি তদ্বীর্য্যং, যত্রকুর্ব্বন্তি তদধিকরণং, যদা কুর্ব্বন্তি স কালঃ, যথাকুর্ব্বন্তি স উপায়ো, যত্তু সাধয়ন্তি তৎফলম্ ॥

দ্রব্যের প্রভাব, গুণের প্রভাব এবং দ্রব্য ও গুণের পরস্পরের প্রভাব যথাসময়ে ও যথাস্থলে আবশুকমত প্রযুক্ত হওয়াতে দ্রব্যসমূহ যে কার্য্য সম্পন্ন করে তাহার নাম কর্ম্ম। যাহার প্রভাবে কর্ম্ম সমাধা হয়, তাহার নাম বীর্য্য; যাহাতে করে তাহার নাম অধিকরণ; যে সময়ে কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম কাল। যে প্রকারে কর্ম্ম সমাধা হয়, তাহার নাম উপায় এবং কর্ম্মের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, তাহার নাম ফল।

ভেদশ্চৈষাং ত্রিষষ্টিবিধবিকল্পো দ্রব্যদেশকালপ্রভাবাদ্ ভবতি। তদুপদেক্ষ্যামঃ ॥

দ্রব্য, দেশ, ও কাল প্রভাব হেতু রসের তেষট্টি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। এক্ষণে রসের ভেদ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

স্বাদুরম্লাদিভির্যোগং শেষৈরম্লাদয়ঃ পৃথক্।
যান্তি পঞ্চদশৈতানি দ্রব্যাণি দ্বিরসানি হি ॥
পৃথগম্লাদিযুক্তস্য যোগঃ শেষৈঃ পৃথগ্ ভবেৎ।
মধুরস্য তথাম্লস্য লবণস্য কটোস্তথা ॥
ত্রিরসানি যথাসংখ্যং দ্রব্যাণ্যুক্তানি বিংশতিঃ।
বক্ষ্যন্তে চ চতুষ্কেণ দ্রব্যাণি দশ পঞ্চ চ ॥
স্বাদ্বম্লৌ সহিতৌ যুক্তৌ লবণাদ্যৈঃ পৃথগ্‌গতৈঃ।
যোগং শেষৈঃ পৃথগ্ যাতশ্চতুষ্ক রসসংখ্যয়া ॥
সহিতৌ স্বাদুলবণৌ তদ্বৎ কট্বাদিভিঃ পৃথক্।
যুক্তৌ শেষৈঃ পৃথগ্‌যোগং যাতঃ স্বাদূষণৌ তথা ॥
কট্বাদ্যৈরম্ললবণৌ সংযুক্তৌ সহিতৌ পৃথক্।
যাতঃ শেষৈঃ পৃথগ্ যোগং শেষৈরম্লকটূ তথা ॥
যুজ্যতে তু কষায়েণ সতিক্তৌ লবণোষণৌ।
ষট্ তু পঞ্চরসান্যাহুরেকৈকস্যাপবর্জ্জনাৎ ॥
ষট্ চৈবৈকরসানি স্যুরেকং ষড়্‌রসমেব চ।
ইতি ত্রিষষ্টির্দ্রব্যাণাং নির্দ্দিষ্টা রসসংখ্যয়া ॥

এই ত্রিষষ্টি প্রকার রসের মধ্যে অম্ল,লবণ,কটু, তিক্ত ও কষায়—এই পঞ্চবিধ রসের সহিত মিলিত হইয়া স্বাদু রস পাঁচপ্রকার হইয়া থাকে। অম্লরস, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই

চতুর্ব্বিধ রস-সংযোগে চারিপ্রকার হয়। লবণ রস, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ত্রিবিধ রসের সংযোগে কটুলবণ, তিক্তলবণ ও কষায়লবণ এই তিনপ্রকার হয়। কটুরস, তিক্ত ও কষায় রসের সংযোগে কটু তিক্ত, কটু কষায় এই দুই প্রকার রস হয়। তিক্ত রস, কষায় রসের সম্মিলনে তিক্ত কষায় এই একপ্রকার রস হয়। সুতরাং দুই প্রকার রস পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চদশ বিধ বিভিন্ন রসের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এইরূপে তিন তিনটী রসের সম্মিলনে মধুর রস দশ প্রকার হইয়া থাকে। যথা;—মধুর অম্ললবণ, মধুর অম্লকটু, মধুর অম্ল তিক্ত, মধুর অম্ল কষায়; মধুর লবণ কটু, মধুর লবণ তিক্ত, মধুর লবণ কষায়; মধুর কটু তিক্ত, মধুর কটু কষায় এবং মধুর তিক্তকষায়। তিন তিনটী রসের সম্মিলনে মধুর রস হইতে এবম্বিধ দশ প্রকার বিভিন্ন রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তিনটী রসের পরস্পর সংমিলনে অম্ল রসও ছয় প্রকার হয়। যথা; অম্ল লবণ তিক্ত, অম্ল লবণ কটু, অম্ল লবণ কষায়, অম্ল তিক্ত কটু, অম্ল তিক্ত কষায় এবং অম্ল কটু কষায়। ত্রিবিধ রসের পরস্পর সংমিলনে লবণ রসও তিন প্রকার হয়। যথা; লবণ তিক্ত কটু, লবণ তিক্ত কষায় এবং লবণ কটু কষায়। তিক্তরস এক প্রকার। যথা: তিক্ত কটু কষায়। সুতরাং ত্রিবিধ রসের সংমিলনে বিংশতি প্রকার রস সাধিত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিধ রস সংযোগে দশবিধ মধুর রসের উৎপত্তি হয়। যথা;—মধুর অম্ল লবণ তিক্ত, মধুর অম্ল লবণ কটু, মধুর অম্ল লবণ কষায়, মধুর অম্ল তিক্ত কটু, মধুর অম্ল তিক্ত কষায়, মধুর অম্ল কটু কষায়, মধুর লবণ তিক্ত কষায়, মধুর লবণ তিক্ত কটু, মধুর লবণ কটু কষায় এবং মধুর তিক্ত কটু কষায়। চতুর্ব্বিধ রস-সংযোগে চারি প্রকার অম্লরস হইয়া থাকে। যথা; অম্ল লবণ তিক্ত কটু, অম্ল লবণ তিক্ত কষায়, অম্ল লবণ কটু কষায় এবং অম্ল তিক্ত কটু কষায়। চতুর্ব্বিধ রস সংযোগে লবণ রস এক প্রকার হয়। যথা;—লবণ তিক্ত কটু কষায়। সুতরাং চতুর্ব্বিধ রসের সংমিলনে সমুদয়ে পঞ্চদশ বিধ বিভিন্ন রস সাধিত হইয়া থাকে। পাঁচ পাঁচটী রসের পরস্পর সংমিলনে ছয়টী পৃথক্ পৃথক্ রসের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে মধুররস সংমিলনে পঞ্চবিধ রস ও অম্ল রস সংমিলনে এক প্রকার রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পাঁচ পাঁচটী রসের সংমিলনে মধুর রস পাঁচ প্রকার হয়। যথা;—মধুর লবণ তিক্ত কটু কষায়, মধুর অম্ল তিক্ত কটু কষায়, মধুর অম্ল লবণ কটু কষায়, মধুর অম্ল লবণ তিক্ত কষায়, এবং মধুর অম্ল লবণ তিক্ত কটু। পাঁচ পাঁচটী রসের সংমিলনে অম্ল রস এক প্রকার হয়। যথা;—অম্ল লবণ কটু তিক্ত কষায়। ষড়্‌বিধ রসের সংমিলনে এক প্রকার রস হয়। যথা;—মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত কষায়। দুইটী রসের সংমিলনে পঞ্চদশ প্রকার রস, ত্রিরস সংমিলনে বিংশ প্রকার; চারি রসের পরস্পরের সংমিলনে পঞ্চদশ প্রকার, পাঁচপ্রকার রসের সংমিলনে ছয় প্রকার রস, ছয় প্রকার রসসংযুক্ত দ্রব্যের সংমিলনে এক প্রকার রস ও ছয় রস পৃথগ্‌ভাবে ধরিয়া ছয় প্রকার রস—সমুদয়ে রসের এই ত্রিষষ্টি প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

ত্রিষষ্টিঃ স্যাদসংখ্যেয়া রসানুরসকল্পনাৎ।
রসান্তরতমাভ্যাস্তাং সংখ্যামতিপতন্তি হি॥

উল্লিখিত ত্রিষষ্টি প্রকার রস, আবার রস অনুরস এবং তাহাদের তরতমাদিভেদে সংখ্যার অতিক্রম করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের সংখ্যা অগণ্য হইয়া পড়ে।

সংযোগাঃ সপ্তপঞ্চাশৎ কল্পনা তু ত্রিষষ্টিধা।
রসানাং তত্র যোগ্যত্বাৎ কল্পিতা রসচিন্তকৈঃ॥

যে সকল ব্যক্তি রস সম্বন্ধে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রকারে সপ্তপঞ্চাশৎ প্রকার সংযোগবিশিষ্ট রসের কল্পনা করিয়া ও তৎসঙ্গে সংযোগবিহীন ছয়টী বিভিন্ন রস ধরিয়া সমুদয়ে ত্রিষষ্টি প্রকার রসভেদ কল্পনা করেন।

ক্বচিদেকো রসঃ কল্প্যঃ সংযুক্তাশ্চ রসাঃ ক্বচিৎ।
দোষৌষধাদীন্ সংচিন্ত্য ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

আরোগ্যাভিলাষী চিকিৎসক, বায়ু পিত্ত ও কফ—এই সকল দোষ ও ঔষধাদির বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া কোন স্থানে এক রস বিশিষ্ট এবং স্থান বিশেষে নানাবিধ রসযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

দ্রব্যাণি দ্বিরসাদীনি সংযুক্তাংশ্চ রসান্ বুধাঃ।
রসানেকৈকশো বাপি কল্পয়ন্তি গদান্ প্রতি॥

সুবুদ্ধি ভিষক্ রোগের বলাবল বিচার করিয়া কোথাও দুই রস বিশিষ্ট, কোথাও বহুরস সংযুক্ত দ্রব্য, আবার স্থান বিশেষে একরস বিশিষ্ট দ্রব্য ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যঃ স্যাদ্রসবিকল্পজ্ঞঃ স্যাচ্চ দোষবিকল্পবিৎ।
ন স মুহ্যেদ্বিকারাণাং হেতুলিঙ্গোপশান্তিষু॥

যে চিকিৎসক রস সমূহের বিকল্প বিলক্ষণ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন এবং যিনি বায়ু পিত্তকফাদি দোষ সমূহ বিশেষরূপে বুঝিতে সক্ষম, তিনি রোগের কারণ নির্ণয় ও লক্ষণ স্থির করিতে কিম্বা রোগোপশমে কখনই মুহ্যমান হন না।

ব্যক্তঃ শুষ্কস্য চাদৌ চ রসো দ্রব্যস্য লক্ষ্যতে।
বিপর্য্যয়েণানুরসো রসো নাস্তীহ সপ্তমঃ॥

প্রত্যেক দ্রব্যেই ব্যক্ত রস ও অনুরস এই দ্বিবিধ রসের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্রব্যের আস্বাদন মাত্র প্রথমে বা শেষে, শুষ্কাবস্থায় বা বস্তু আর্দ্র থাকিতে থাকিতে যে রসের বোধ হয়, তাহাকে প্রধান বা ব্যক্তরস বলে এবং যে রস উক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ে ব্যক্তভাবে বোধ হয় না অথচ অল্প মাত্র কার্য্যে উপলব্ধি হয়, তাহাকে অনুরস বলে। জগতে সপ্তম কোন রস নাই।

পরাপরত্বে যুক্তিশ্চ সংখ্যা সংযোগ এব চ॥
বিভাগশ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ পরিমাণমথাপি চ॥
সংস্কারোঽভ্যাস ইত্যেতে গুণা জ্ঞেয়াঃ পরাদয়ঃ।
সিদ্ধ্যুপায়শ্চিকিৎসায়া লক্ষণৈস্তান্ প্রবক্ষ্যতে॥

পূর্বোল্লিখিত গুরুলঘ্বাদি গুণ ব্যতীত দ্রব্য সমূহের পরাপরত্ব দশটি গুণ বর্ণিত হইতেছে। যথা; পরত্ব, অপরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিয়োগ, পৃথকত্ব, পরিমাণ, সংস্কার এবং অভ্যাস। পরাপরত্বাদি গুণসমূহ চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধির পথ স্বরূপ। এক্ষণে ঐ সমুদয় গুণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

দেশকালবয়োমানপাকবীর্য্যরসাদিঃ।
পরাপরত্বে যুক্তিস্তু যোজনা যা তু যুজ্যতে॥

সংখ্যা স্যাদ্ গণিতং যোগঃ সহসংযোগ উচ্যতে।
দ্রব্যাণাং দ্বন্দ্বসর্ব্বৈককর্ম্মজোঽনিত্য এব চ ॥
বিভাগস্তু বিভক্তিঃ স্যাদ্বিয়োগো ভাগশো গ্রহঃ।
পৃথক্ত্বং স্যাদসংযোগো বৈলক্ষণ্যমনেকতা ॥
পরিমাণং পুনর্ম্মানং সংস্কারঃ করণং মতম্।
ভাবাভ্যসনমভ্যাসঃ শীলনং সততক্রিয়া ॥

দেশ, কাল, বয়ঃ, পরিমাণ, পাক, বীর্য্য ও রসাদির পরাপরত্ব যোজনা বা অবধারণকে যুক্তি কহে। এক, দুই, তিন—ইত্যাদি গণনার নাম সংখ্যা। মিলিত দ্রব্যের সহযোগকে সংযোগ কহে। সংযোগ তিন প্রকার যথা ;—এককর্ম্মজ, দ্বিকর্ম্মজ এবং সর্ব্বকর্ম্মজ। কিন্তু এই সকল কর্ম্মজনিত সংযোগ অনিত্য। ভাগক্রমে যাহা গ্রহণ করা যায় তাহার নাম বিভাগ। পট, ঘট হইতে পৃথক্, এই যে জ্ঞান ইহার নাম পৃথকত্ব। অনেকতার বৈলক্ষণ্য বা অসংযোগের নাম পৃথকত্ব। আঢ়ক ও পরিমাণ যন্ত্রাদির দ্বারা যে পরিমাণ করা যায়, তাহার নাম পরিমাণ; গুণান্তর আধানের নাম সংস্কার এবং ভাবক্রিয়ার বারম্বার অনুশীলনের নাম অভ্যাস।

ইতি স্বলক্ষণৈরুক্তা গুণাঃ সর্ব্বে পরাদয়ঃ।
চিকিৎসা যৈরবিদিতৈর্ন যথাবৎ প্রবর্ত্ততে ॥
গুণা গুণাশ্রয়া নোক্তাস্তস্মাদ্রসগুণান্ ভিষক্।
বিদ্যাদ্দ্রব্যগুণান্ কর্ত্তুরভিপ্রায়াঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥
অতশ্চ প্রকৃতিং বুদ্ধা দেশকালান্তরাণি চ।
তন্ত্রকর্ত্তুরভিপ্রায়ানুপায়াংশ্চার্থমাদিশেৎ ॥

পরাদি গুণ সমূহের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল। এই সমুদয় গুণের সম্যক্ পরিজ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে না। গুণ গুণের আশ্রয় হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বে দীর্ঘঞ্জীবিতাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অতএব চিকিৎসক প্রকরণ ও প্রয়োজনভেদে তন্ত্রকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া রসকে দ্রব্যগুণ বলিয়া জানিবেন। অতএব দেশকালের ভেদ এবং বস্তুর প্রকৃতি বিদিত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় মতে শব্দার্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

ষড়্ বিভক্তীঃ প্রবক্ষ্যামি রসানামত উত্তরম্।
ষট্ পঞ্চভূতপ্রভবাঃ সংখ্যাতাশ্চ যথারসাঃ ॥

এক্ষণে রসের ষড়্বিভাগ এবং পঞ্চ মহাভূত হইতে রস সকল যে রূপে সমুৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

সৌম্যাঃ খল্বাপোঽন্তরীক্ষপ্রভবাঃ প্রকৃতিশীতা লঘ্বশ্চাব্যক্তরসাশ্চতত্ত্রা অন্তরীক্ষাদ্ভ্রশ্যমানা ভ্রষ্টাশ্চ পঞ্চমহাভূতবিকারগুণ সমন্বিতা জঙ্গমস্থাবরাণাং ভূতানাং মূর্ত্তীরভিপ্রীণয়ন্তি তাসু চ মূর্ত্তিষু ষড়্ভির্মূর্চ্ছন্তি রসাঃ ॥

অন্তরীক্ষপ্রভব জল সৌম্য। ইহার প্রকৃতি শীতল লঘু ও অব্যক্তরসবিশিষ্ট অর্থাৎ জলে অম্ল মধুরাদি কোন রসের অনুভব হয় না। ইহা প্রথমে আকাশ হইতে নিপতিত হইয়া পঞ্চ মহাভূতের গুণ বিশিষ্ট হইয়া স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সমূহের দেহ পরিতৃপ্ত করে এবং ঐ সমুদয় মূর্ত্তিতে মধুরাদি ছয় রসে প্রকাশ পায়।

তেষাং ষণ্ণাং রসানাং সোমগুণাতিরেকান্মধুরোরসো ভূম্যগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাদম্লস্তোয়াগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাল্লবণো বায়্বগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুকো বায়্বাকাশাতিরেকাৎ তিক্তকঃ পবনপৃথিব্যাতিরেকাৎ কষায়ঃ। এবমেষাং রসানাং ষট্ত্বমুৎপন্নং॥

এই ষড়্রসের মধ্যে, সোম রসের আধিক্য বশতঃ মধুর রসের উদ্ভব হইয়া থাকে। পার্থিব ও তেজঃ গুণের আধিক্যহেতু অম্ল রসের উদ্ভব; জল এবং অগ্নিগুণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় লবণ রসের উদ্ভব; বায়ু এবং আকাশগুণের আধিক্য নিবন্ধন তিক্তরসের উৎপত্তি এবং বায়ু ও পৃথিবীর গুণ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে বলিয়া কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে ষড়্বিধ রস জন্মে।

ন্যূনাতিরেকবিশেষান্মহাভূতানাম্, ভূতানামিব স্থাবর জঙ্গমানাং নানাবর্ণাকৃতিবিশেষাঃ ষড়্তুকত্বাচ্চ কালস্যোপপন্নো মহাভূতানাং ন্যূনাতিরেকবিশেষঃ॥

যেমন পঞ্চ মহাভূতের ন্যূনাধিক্য বশতঃ স্থাবর জঙ্গম প্রাণিদিগের বহুবিধ বর্ণ ও প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তদ্রূপ পঞ্চমহাভূতের ন্যূনাতিরেকে এবং ঋতুর বিভিন্নতা হইতে ছয় রসেরও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে।

তত্রাগ্নিমারুতাত্মকা রসাঃ প্রায়েণোর্দ্ধভাজো লাঘবাদুপপ্লবনত্বাচ্চ বায়োরুর্দ্ধজ্বলনত্বাচ্চাগ্নেঃ। সলিলপৃথিব্যাত্মকাস্তু প্রায়েণাধোভাগভাজঃ পৃথিব্যা গুরুত্বান্নিম্নগত্বাচ্চোদকস্য। ব্যামিশ্রাত্মকাঃ পুনরুভয়তোভাগভাজঃ॥

অগ্নি ও বায়ু প্রধান রসসমূহ বায়ুর লঘুত্ব, প্লবকত্ব এবং অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন হেতু প্রায়ই উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। জল ও পৃথিব্যাত্মক রসসমূহ জলের নিম্নগামিত্ব ও পৃথিবীর গুরুত্ব হেতু প্রায়ই নিম্নগামী হইয়া থাকে। এবং মিশ্রাত্মক রস সমূহ উর্দ্ধ ও অধঃ উভয়দেশগামী হইয়া থাকে।

তেষাং ষণ্ণাং রসানামেকৈকস্য যথাদ্রব্যগুণকর্ম্মাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র মধুরো রসঃ শরীরসাত্ম্যাদ্রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জৌজঃশুক্রাভিবর্দ্ধন আয়ুষ্যঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনো বলবর্ণকরঃ পিত্তবিষমারুতঘ্নস্তৃষ্ণাপ্রশমনস্ত্বচ্যঃ কণ্ঠ্যো বল্যঃ কেশ্যঃ প্রীণনো জীবনস্তর্পণো বৃংহণঃ স্থৈর্য্যকরঃ

ক্ষীণক্ষতসন্ধানকরো ঘ্রাণমুখকণ্ঠৌষ্ঠজিহ্বাপ্রসাদনো দাহ-মূর্চ্ছাপ্রশমনঃ ষট্পদপিপীলিকানামিষ্টতমঃ স্নিগ্ধঃ শীতো গুরুশ্চ ॥

এই ছয়টী রসের গুণ ও কর্ম্ম সকল এক এক করিয়া বলা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে মধুর রস দেহের সহিত সাত্ম্য বলিয়া রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর; আয়ুষ্কর, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সম্পন্নকারী। ইহা বল ও বর্ণসাধক; পিত্ত, বিষ ও বায়ুনাশক, তৃষ্ণা প্রশমনকারী, ত্বক্, কেশ ও কণ্ঠের হিতজনক, আহ্লাদজনক, জীবনীয়, তর্পণীয়, স্নেহনীয়, দেহের স্থৈর্য্য-সম্পাদক, ক্ষীণ ও ক্ষত স্থানের সন্ধানকর; নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ ও জিহ্বার আহ্লাদজনক; দাহ ও মূর্চ্ছার প্রশমনকারী, ভ্রমর ও পিপীলিকা প্রভৃতির ইষ্টতম এবং স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু।

স এবং গুণোঽপ্যেকএবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ স্থৌল্যং মার্দ্দব-মালস্যমতিস্বপ্নং গৌরবমনন্নাভিলাষমগ্নিদৌর্ব্বল্যমাস্য-কণ্ঠ-য়োর্মাংসাভিবৃদ্ধিং তথা শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়ালসকবিসূচিকা-শীতজ্বরানাহাস্যমাধুর্য্যবমথুসংজ্ঞাস্বরপ্রণাশগলগণ্ড-গণ্ডমা-লাশ্লীপদগলশোথবস্তিধমনীগুদোপলেপাক্ষ্যাময়াভিষ্যন্দমি-ত্যেবং প্রভৃতীন্ কফজান্ ব্যাধীনাপাদয়তি ॥

মধুর রস এইরূপ গুণশালী ও হিতজনক হইলেও একমাত্র মধুর দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিলে, দেহের স্থূলতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, দেহের গুরুত্ব, খাদ্যদ্রব্যে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মুখ ও কণ্ঠের মাংস বৃদ্ধি, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, অলসক, বিসূচিকা, শীতজ্বর, আনাহ, মুখের মধুরতা, বমন, সংজ্ঞা ও স্বরের ধ্বংস, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ, গলশোথ, বস্তি, ধমনী ও মলদ্বারে উপলেপ, নেত্ররোগ, এবং অভিষ্যন্দ প্রভৃতি নানাবিধ কফজাত পীড়ার উদ্ভব হয়।

অম্লো রসো ভক্তং রোচয়ত্যগ্নিং দীপয়তি দেহং বৃংহয়-ত্যূর্জ্জয়তি মনোবোধয়তীন্দ্রিয়াণি দৃঢ়ীকরোতি বলঞ্চ বর্দ্ধয়তি বাতমনুলোময়তি হৃদয়ং তর্পয়ত্যাস্যমাস্রাবয়তি-ভুক্তমপকর্ষয়তি ক্লেদয়তি জরয়তি প্রীণয়তি লঘুরুষ্ণঃ স্নিগ্ধশ্চ ॥

অম্ল রস দ্বারা অন্নে রুচি জন্মে, অগ্নি উদ্দীপিত হয়, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, শরীর তেজস্বী হয়, চিত্তের চৈতন্য জন্মে, ইন্দ্রিয় সমূহ দৃঢ় ও বলবান্ হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমক, হৃদয়ের তৃপ্তি-জনক, মুখলালা নিঃস্রাবক, বমন, বিরেচন বা মূত্র দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের অপকর্ষণ কারী, ক্লেদ-জনক, জীর্ণতাকারক, এবং দেহের তৃপ্তিবিধায়ক। ইহা লঘু, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ।

স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপ[যু]জ্যমানো দন্তান্ হর্ষয়তি, তর্পয়তি, সংমীলয়ত্যক্ষিণী, সংবীজয়তি রোমাণি, কফং বিলায়য়তি, পিত্তমভিবর্দ্ধয়তি, রক্তং দূষয়তি, মাংসং

বিদহতি, কায়ং শিথিলীকরোতি, ক্ষীণক্ষতকৃশদুর্ব্বলানাং শ্বয়থুমাপাদয়তি। অপিচ ক্ষতাভিহতদষ্টদগ্ধভগ্নশূলপ্রচ্যুতাবমূত্রিতপরিসর্পিতস্ছিন্নভিন্নবিশ্লিষ্টোদ্বিদ্ধোৎপিষ্টাদীনি পাচয়ত্যাগ্নেয়স্বভাবাৎ পরিদহতি কণ্ঠমুরোহৃদয়ঞ্চ॥

অম্ল-রস এপ্রকার মঙ্গল-জনক ও বহু গুণ যুক্ত হইলেও একমাত্র অম্ল-রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, দন্তহর্ষ, তৃপ্তি, চক্ষুর নিমীলতা, লোমহর্ষ; কফের তরলতা, পিত্তবৃদ্ধি, রক্তের দুষিত ভাব, মাংস-দাহ, দেহের শিথিলতা, এবং ক্ষীণ, ক্ষত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের শোথ উৎপাদন করে। অম্ল-রস আগ্নেয় স্বভাব বলিয়া ক্ষত, অভিহত, সর্পাদিদষ্ট, দগ্ধ, ভগ্ন, শূলযুক্ত, চ্যুত, অবমূত্রিত অর্থাৎ বিষাক্ত জন্তুর মূত্রযুক্ত, পরিসর্পিত, মর্দ্দিত, ছিন্ন, বিদ্ধ ও উৎপিষ্ট প্রভৃতি স্থানের পক্কতা সাধন করে। এবং কণ্ঠ, বক্ষঃ ও হৃদয়ে জ্বালা জন্মায়।

লবণো রসঃ পাচনঃ ক্লেদনো দীপনশ্চ্যবনশ্ছেদনো ভেদনস্তীক্ষ্ণঃ সরো বিকাশ্যবস্রংস্যবকাশকরো বাতহরঃ স্তম্ভবন্ধসংঘাতবিধমনঃ সর্ব্বরসপ্রত্যনীকভূতঃ, আস্যমাস্রাবয়তি, কফং বিষ্যন্দয়তি, মার্গান্‌বিশোধয়তি, সর্ব্বশরীরাবয়বান্‌ মৃদূকরোতি রোচয়ত্যাহারমাহারযোগী নাত্যর্থং। গুরুঃ স্নিগ্ধ উষ্ণশ্চ॥

লবণ রসের গুণ যথাঃ—ইহা পাচক, ক্লেদকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, ছেদ ও ভেদকারক, তীক্ষ্ণ, সারক, বিকাশজনক, অধঃস্রংসকর, ছিদ্রতা উৎপাদক, বাতহর, শরীরের স্তম্ভতা, বদ্ধতা ও কাঠিন্য বিনাশক এবং সর্ব্বরস প্রত্যনীকভূত অর্থাৎ লবণ রসের আধিক্য যেখানে বর্ত্তমান থাকে, তথায় অন্যান্য রসের বর্ত্তমানতা জানিতে পারা যায় না। এই লবণ রস মুখের স্রাবকারী, কফের বিষ্যন্দকারী, শিরাদি পথসমূহের শোধক, এবং সমুদয় দেহাবয়বের মৃদুতাকারী, আহারে রুচি উৎপাদক ও সর্ব্বথা আহারোপযোগী। ইহা গুরু, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ।

স এবং গুণোঽপ্যেকএবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ পিত্তং কোপয়তি, রক্তং বর্দ্ধয়তি, মূর্চ্ছয়তি, তর্ষয়তি, তাপয়তি, দাহয়তি, কুষ্ণাতি মাংসানি, প্রগালয়তি কুষ্ঠানি, বিষঞ্চ বর্দ্ধয়তি, শোফান্‌ স্ফোটয়তি, দন্তাংশ্যাবয়তি, পুংস্ত্বমুপহন্তি, ইন্দ্রিয়াণ্যুপরুণদ্ধি, বলীপলিতখালিত্যমাপাদয়তি, অপিচ লোহিতপিত্তাম্লপিত্তবিসর্পবাতরক্তবিচর্চ্চিকেন্দ্রলুপ্তপ্রভৃতীন্‌ বিকারানুপজনয়তি॥

লবণ রস এবম্প্রকার উপকারী ও মঙ্গল জনক হইলেও ইহার অতিরিক্ত সেবনে পিত্তকোপ বৃদ্ধি হয়, শোণিত বৃদ্ধি করে, পিপাসা জন্মায়, মূর্চ্ছা হয়, দেহের উত্তাপ জন্মে, গাত্র-দাহ উপস্থিত হয়, মাংসের মধ্যে কণ্ডু উৎপাদন করে, কুষ্ঠ গলিত করে, বিষ বৃদ্ধি হয়, শোথস্থানে স্ফোটন জন্মায়, দন্তসমূহ শ্যামবর্ণ করে, পুরুষত্বের হানি জন্মায়, ইন্দ্রিয়সমূহ উপরোধ করে,

অকালে চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশের পক্কতা উৎপন্ন করে এবং খালিত্য বা টাক উৎপাদন করে। অত্যধিক লবণ ব্যবহারে রক্ত-পিত্ত, অম্ল-পিত্ত, বীসর্প, বাতরক্ত, বিচর্চ্চিকা, ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক্ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

কটুকো রসো বক্তুং শোধয়তি, অগ্নিংদীপয়তি, ভুক্তং শোষয়তি, ঘ্রাণমাস্রাবয়তি, চক্ষুর্বিরেচয়তি, স্ফুটীকরোতীন্দ্রিয়াণি, অলসকশ্বয়থূপচয়োদর্দ্দাভিষ্যন্দস্নেহস্বেদক্লেদমলানুপহন্তি, রোচয়ত্যশনম্, কণ্ডূংবিনাশয়তি, ব্রণানবসাদয়তি, ক্রিমীন্ হিনস্তি, মাংসং বিলেখয়তি, শোণিতসঙ্ঘাতং ভিনত্তি, বন্ধাংশ্ছিনত্তি, মার্গান্ বিবৃণোতি, শ্লেষ্মাণং শময়তি, লঘুরুষ্ণো রুক্ষশ্চ ॥

কটু রস মুখ শোধনকারী, অগ্ন্যদ্দীপক, ভুক্তদ্রব্য শোষণকারী, নাসিকা হইতে কফ নিঃসরণকারী, চক্ষুর বিরেচক, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশক ও অলসক, শোথ, দেহের উপচয়, উদর্দ্দ রোগ, অভিষ্যন্দ, স্নেহ, স্বেদ, ক্লেদ, এবং দেহমল নাশক। ইহা অন্নরুচিকর, কণ্ডু ও ব্রণবিনাশক, ক্রিমিনাশক, মাংস বিলেখনকারী, শোণিত সঙ্ঘাতের ভেদ সম্পাদক, বন্ধের ছেদন কারক, শিরা প্রভৃতি পথ সকলের বিস্তারকারক এবং শ্লেষ্মাপ্রশমনকারী। ইহা লঘু, উষ্ণ ও রুক্ষ।

স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো বিপাকপ্রভাবাৎ পুংস্ত্বমুপহন্তি, রসবীর্য্যপ্রভাবান্মোহয়তি গ্লাপয়তি সাদয়তি কর্শয়তি মূর্চ্ছয়তি নময়তি তময়তি ভ্রময়তি কণ্ঠং পরিদহতি শরীরতাপমুপজনয়তি বলং ক্ষীণোতি তৃষ্ণাঞ্চোপজনয়তি, অপিচ বায়্বগ্নিগুণবাহুল্যাদ্ ভ্রমমদদবথুকম্পতোদভেদৈশ্চরণভুজপৃষ্ঠপার্শ্বপ্রভৃতিষু মারুতজান্ বিকারান্ উপজনয়তি ॥

কটু রস এবম্প্রকার হিতজনক ও উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত হইলেও ইহার অত্যধিক সেবনে কটু রসের বিপাক প্রভাবে পুরুষত্বের হানি হয় এবং রস ও বীর্য্যপ্রভাবে মোহ উৎপাদন করে, গ্লানি জন্মায়, দেহের অবসন্নতা উৎপাদন করে, শরীরকে কৃশ করে, মূর্চ্ছা, অন্ধকার ও ভ্রম উপস্থিত করে, কণ্ঠ প্রদেশে জ্বালা ও দেহে তাপ উৎপাদন করে, বল হ্রাস করে এবং পিপাসা জন্মায়। কটু রস বায়ু ও অগ্নিবহুল বলিয়া ইহার অতিমাত্র ব্যবহারে ভ্রম, মদ, দবথু, বেদনা এবং ভেদ জন্মায়। এবং হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ এবং ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বায়ুজনিত রোগ উৎপাদন করে।

তিক্তো রসঃ স্বয়মরোচিষ্ণুররোচকঘ্নো বিষঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নো মূর্চ্ছাদাহকণ্ডুকুষ্ঠতৃষ্ণাপ্রশমনঃ, ত্বঙ্মাংসয়োঃ স্থিরীকরণো জ্বরঘ্নো দীপনঃ পাচনঃ স্তন্যশোধনো লেখনঃ ক্লেদমেদোবসামজ্জালসীকাপূয়স্বেদমূত্রপুরীষপিত্তশ্লেষ্মোপশোষণো রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চ ॥

তিক্ত-রস অরুচি-নাশক কিন্তু প্রথম প্রথম সেবন করিলে অরুচি হয়। ইহা বিষ ও ক্রিমি-নাশক; মূর্চ্ছা, দাহ, কণ্ডু. কুষ্ঠ এবং তৃষ্ণা প্রশমনকারী, ত্বক্ ও মাংসের স্থৈর্য্য সম্পাদক, জ্বর-নাশক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, পাচক, স্তন্যদুগ্ধশোধক, বমনকারক; ক্লেদ মেদ, বসা, মজ্জা, লসীক, পূয়, স্বেদ, মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার উপশোষণকারক। এই রস, রুক্ষ, শীতল ও লঘু।

স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো রৌক্ষ্যখর-বিশদস্বভাবাচ্চ রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণ্যুপ-শোষয়তি, স্রোতসাং খরত্বমুপপাদয়তি, বলমাদত্তে, কর্ষ-য়তি, গ্লাপয়তি, মোহয়তি, ভ্রময়তি, বদনমুপশোষয়তি, অন্যাংশ্চ বাতজান্ বিকারানুপজনয়তি ॥

তিক্ত রস এ প্রকার গুণশালী হইলেও অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিলে ইহা অতিশয় রুক্ষগুণ বিশিষ্ট এবং খর ও বিষদ বলিয়া রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সমুদয় ধাতুকে শুষ্ক করে; স্রোত সকলের খরতা উৎপাদন করে, দৈহিক বলের হ্রাস করে, দেহকে কৃশ করে, গ্লানি মোহ ও ভ্রম উৎপাদন করে, মুখকে শুষ্ক করে এবং অন্যান্য নানা-প্রকার বায়ু রোগ জন্মায়।

কষায়ো রসঃ সংশমনঃ সংগ্রাহী সন্ধারণঃ পীড়নো রোপণঃ শোষণঃ স্তম্ভনঃ শ্লেষ্মরক্তপিত্তশমনঃ শরীরক্লেদস্যোপ-যোক্তা। রুক্ষঃ শীতো গুরুশ্চ ॥

কষায় রস—ইহা সংশমন অর্থাৎ ত্রিদোষ-শান্তিকারক, সংগ্রাহী অর্থাৎ মল-মূত্ররোধক, ধাতু পোষণকারী, পীড়ন অর্থাৎ শোথাদির সংকোচক, ব্রণাদির রোপণকারী, ক্লেদের শুষ্কতা সম্পাদক, স্তম্ভনকারক, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রশমনকারক এবং দৈহিক ক্লেদ উৎপাদক। কষায় রস রুক্ষ, শীতল ও গুরু।

স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ আস্যং-শোষয়তি, হৃদয়ং পীড়য়ত্যুদরমাধ্মাপয়তি, বাচং নিগৃহ্লাতি, স্রোতাংস্যবধ্নাতি, শ্যাবত্বমুপপাদয়তি, পুংস্ত্বমুপহন্তি, বিষ্টভ্য জরয়তি, বাতমূত্ররেতঃপুরীষাণ্যবগৃহ্লাতি, কর্ষয়তি, গ্লাপয়তি, তর্ষয়তি, স্তম্ভয়তি, খরবিশদরুক্ষত্বাৎ পক্ষবধ-গ্রহাপতানকার্দ্দিতপ্রভৃতীংশ্চ বাতজান্ বিকারানুপজনয়তি ॥

কষায় রস এবম্প্রকার গুণশালী হইলেও ইহার অতিমাত্র ব্যবহারে মুখের শুষ্কতা উৎপন্ন করে, হৃদয়ের পীড়া, উদরাধ্মান, বাক্‌রোধ, স্রোত সকলের বদ্ধতা, দেহের শ্যাববর্ণতা, পুরুষত্বের হানি, ভুক্ত দ্রব্যকে প্রথমে স্তম্ভিত করিয়া পরে তাহার পরিপাক, বায়ু মূত্র, রেত ও বিষ্ঠার বদ্ধতা এবং কৃশতা, গ্লানি ও পিপাসা জন্মায়। পরন্তু এই রস খর বিষদ ও রুক্ষ বলিয়া ইহার অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনে, পক্ষবধ, পক্ষ গ্রহ, অপতানক এবং অর্দ্দিত প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ জন্মে।

এবমেতে ষড়্‌রসাঃ পৃথকত্বেনৈকত্বেন বা মাত্রশঃ সম্যগুপযুজ্যমানা উপকারকা ভবন্ত্যধ্যাত্মলোকস্য অপকারকাঃ পুনরন্যথা ভবন্ত্যপযুজ্যমানাস্তান্ বিদ্বানুপকারার্থমেব মাত্রশঃ সম্যগুপযোজয়েদিতি ॥

এই ষড়্‌বিধ রস পৃথক্ ভাবে কিংবা মাত্রানুরূপে সম্যক্ প্রকারে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইলে, অধ্যাত্মলোকের অত্যন্ত হিতকারী হয়। কিন্তু অযথাভাবে ইহাদের প্রয়োগ করিলে নানারূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতু বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীর উপকারের নিমিত্ত ইহাদিগকে মাত্রানুযায়ী সম্যক্ প্রয়োগ করিবেন।

ভবন্তি চাত্র।

শীতং বীর্য্যেণ যদ্দ্রব্যং মধুরং রসপাকয়োঃ।
তয়োরম্লং যদুষ্ণঞ্চ যচ্চোষ্ণং কটুকং তয়োঃ ॥
তেষাং রসোপদেশেন নির্দ্দেশ্যো গুণসংগ্রহঃ।
বীর্য্যতো বিপরীতানাং পাকতশ্চোপদেক্ষ্যতে ॥

শীতবীর্য্য দ্রব্য সকল পাকে ও রসে মধুর এবং উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য সমূহ রসে এবং পাকে অম্ল অথবা কটু হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য বীর্য্যে ও বিপাকে রসের অবিরোধী, কেবল মাত্র রসোপদেশেই তাহাদের গুণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের বীর্য্য ও বিপাক, রসের বিপরীত, তথায় কেবলমাত্র রসের উল্লেখে গুণের উপদেশ হয়না।

যথাপয়ো যথাসর্পির্যথা বা চব্যচিত্রকৌ।
এবমাদীনি চান্যানি নির্দ্দিশেদ্রসতো ভিষক্ ॥

দুগ্ধ, ঘৃত, চই ও চিত্রক এবং এইরূপ অন্যান্য দ্রব্যের গুণ সকল চিকিৎসক রসানুসারে নির্দ্দেশ করিবেন। কেন না ইহারা বীর্য্য ও বিপাকে রসের অনুরূপ।

মধুরং কিঞ্চিদুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং তিক্তমেব চ।
যথা মহৎ পঞ্চমূলং যথাবানূপমামিষম্ ॥
লবণং সৈন্ধবং নোষ্ণমম্লমামলকং তথা।
অর্কাগুরুগুড়ূচীনাং তিক্তানামোষ্ণ্যমুচ্যতে ॥

মধুর, কষায় ও তিক্তরস হইলেই যে শীতবীর্য্য হয়, তাহা নহে। কোন কোন দ্রব্য মধুর, কষায় ও তিক্তরস হইয়াও উষ্ণবীর্য্য হয়। যথা বৃহৎপঞ্চমূল কষায় রস হইয়াও উষ্ণ, এবং আনূপজন্তুর মাংস মধুর রস হইয়াও উষ্ণ। সৈন্ধবলবণ রস হইয়াও উষ্ণ নহে এবং আমলকী অম্লরস হইয়াও উষ্ণ নহে। আবার আকন্দ, অগুরু ও গুলঞ্চ ইহারা তিক্তরস হইলেও উষ্ণবীর্য্য।

কিঞ্চিদম্লং হি সংগ্রাহি কিঞ্চিদম্লং ভিনত্তি চ।
যথা কপিত্থং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথা ॥
পিপ্পলী নাগরং বৃষ্যং কটু চাবৃষ্যমুচ্যতে।
কষায়স্তম্ভনঃ শীতঃ সোঽভয়ায়াস্তথা মতঃ ॥

কোন কোন অম্লদ্রব্য মল সংগ্রাহি এবং কোন কোন অম্ল দ্রব্য বিরেচক। কদ্‌বেল অম্লরস হইয়াও সংগ্রাহি এবং আমলকী অম্লরস হইয়াও মৃদুভেদক। পিপ্পলি ও শুঁঠ কটুরসবিশিষ্ট, অথচ পুষ্টিকারক, কিন্তু কটুরস অবৃষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কষায়রস স্তম্ভনকারক ও শীতল কিন্তু হরিতকী কষায় হইয়াও স্তম্ভন ও শৈত্যগুণ বিশিষ্ট নহে।

তস্মাদ্রসোপদেশেন ন সর্ব্বং দ্রব্যমাদিশেৎ।
দৃষ্টং তুল্যরসেঽপ্যেবং দ্রব্যে দ্রব্যে গুণান্তরম্॥

এই হেতু কেবল রসের উপদেশ দ্বারা সর্ব্ববিধ দ্রব্যের গুণ সমূহের বিষয় স্থির করা যায় না। কারণ সমরস বিশিষ্ট দ্রব্যেও পৃথক্ পৃথক গুণ দৃষ্ট হয়।

রৌক্ষ্যাৎ কষায়ো রুক্ষাণামুত্তমো মধ্যমঃ কটুঃ।
তিক্তোঽবরস্তথোষ্ণানামুষ্ণত্বাল্লবণঃ পরঃ॥
মধ্যোঽম্লঃ কটুকশ্চান্ত্যঃ স্নিগ্ধানাং মধুরঃ পরঃ।
মধ্যোঽম্লো লবণশ্চান্ত্যো রসঃ স্নেহান্নিরুচ্যতে॥

যত রুক্ষগুণশালী রস আছে, তৎ সমুদয়ের মধ্যে কষায় রস সর্ব্বাপেক্ষা রুক্ষ, কটু রস মধ্যম পরিমাণে এবং তিক্ত রস অল্প পরিমাণে রুক্ষ। উষ্ণবীর্য্যশালী রস সমূহের মধ্যে লবণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণবীর্য্য, অম্ল রস মধ্যম এবং কটুরস অল্পপরিমাণে উষ্ণবীর্য্য। যত স্নিগ্ধকারক দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে মধুরস বিশিষ্টদ্রব্য সকল সর্ব্বাপেক্ষা স্নিগ্ধকারক, অম্লরস মধ্যমরূপ স্নিগ্ধকারক এবং লবণ রস অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধকারক।

তিক্তাৎ কষায়ো মধুরঃ শীতাচ্ছীততরঃ পরঃ।
স্বাদুর্গুরুত্বাদধিকঃ কষায়াল্লবণোঽবরঃ॥

কষায় রস, তিক্ত রস হইতে শীততর এবং মধুর রস তিক্ত রস হইতে শীততম। মধুর রস, সর্ব্ব রস হইতে অধিক পরিমাণে গুরু এবং কষায়রস মধ্যম পরিমাণে এবং লবণরস অল্প পরিমাণে গুরু।

অম্লাৎ কটুস্ততস্তিক্তো লঘুত্বাদুত্তমোত্তমঃ।
কেচিল্লঘূনামবরমিচ্ছন্তি লবণং রসম্॥
গৌরবে লাঘবে চৈব সোঽবরস্তূভয়োরপি।
পরঞ্চাতো বিপাকানাং লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যতে॥

কটু রস, অম্ল রস হইতে লঘু এবং তিক্ত রস সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। কেহ কেহ বলেন, লবণ রস সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। উভয় মতেই গুরুত্ব ও লঘুত্ব এই উভয় বিষয়েই লবণ রস অধম। অনন্তর বিপাকের লক্ষণ সমুদায় নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ।
অম্লোঽম্লং পচ্যতে স্বাদুর্মধুরং লবণস্তথা॥

কটু, তিক্ত এবং কষায় দ্রব্য সমুদয় বিপাক বা পরিপাকের পর প্রায়ই কটু রস বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অম্ল দ্রব্যের বিপাক অম্ল এবং মধুর ও লবণ দ্রব্য সকল পরিপাকের পর প্রায়ই স্বাদু হইয়া থাকে।

মধুরো লবণাম্লৌ চ স্নিগ্ধভাবাৎ ত্রয়ো রসাঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং প্রায়ো মোক্ষে সুখা মতাঃ॥

মধুর, লবণ এবং অম্ল এই ত্রিবিধ রস স্নিগ্ধকর বলিয়া বায়ু, মূত্র ও পুরীষোৎসর্গ সম্বন্ধে সুখজনক।

কটুতিক্তকষায়াশ্চ রুক্ষভাবাৎ ত্রয়ো রসাঃ।
দুঃখায় মোক্ষে দৃশ্যন্তে বাতবিণ্মূত্ররেতসাম্॥

কটু, তিক্ত ও কষায়—এই তিনপ্রকার রস রুক্ষ স্বভাব বলিয়া ইহাদের দ্বারা অতিকষ্টে বায়ু, বিষ্ঠা, মূত্র এবং শুক্রোৎসর্গ হইয়া থাকে।

শুক্রহা বদ্ধবিণ্মূত্রো বিপাকো বাতলঃ কটুঃ।
মধুরঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রো বিপাকঃ কফশুক্রলঃ॥

কটুবিপাক দ্রব্য শুক্র-হানিকর, মল মূত্রের বদ্ধতাকারক এবং বায়ুজনক। মধুরবিপাক দ্রব্য বিষ্ঠা ও মূত্রের নিঃসারক এবং কফ ও শুক্রের উদ্রেককর।

পিত্তকৃৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রঃ পাকোঽম্লঃ শুক্রনাশনঃ।
তেষাং গুরুঃ স্যান্মধুরঃ কটুকাম্লাবতোঽন্যথা॥

অম্লবিপাক দ্রব্য সেবনে পিত্ত জন্মে, বিষ্ঠা ও মূত্রের নিঃসরণ হয়, এবং শুক্রের হানি হইয়া থাকে। এই কয়টী বিপাকের মধ্যে, মধুর রসের বিপাক গুরু এবং কটু ও অম্ল রসের বিপাক লঘু।

বিপাকলক্ষণস্যাল্পমধ্যভূয়িষ্ঠতাং প্রতি।
দ্রব্যাণাং গুণবৈশেষ্যাত্তত্র তত্রোপলক্ষয়েৎ॥

দ্রব্য সমূহের গুণভেদ প্রযুক্ত প্রতি দ্রব্যেই বিপাক লক্ষণেরও অল্পত্ব, মধ্যত্ব ও উৎকৃষ্টত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃদুতীক্ষ্ণগুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণশীতলম্।
বীর্য্যমষ্টবিধং কেচিৎ কেচিৎ দ্বিবিধমাস্থিতাঃ॥
শীতোষ্ণমিতি বীর্য্যন্তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া।
নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যকৃতা ক্রিয়া॥

কেহ কেহ কহেন, দ্রব্যের বীর্য্য আট প্রকার। যথা;—তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, মৃদু, স্নিগ্ধ, লঘু, গুরু, উষ্ণ ও শীতল। আবার কোন কোন ব্যক্তি বলেন, উষ্ণবীর্য্য এবং শীতবীর্য্য-দ্রব্যের বীর্য্য এই দ্বিবিধ। যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বীর্য্য। বীর্য্য ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই সম্পন্ন হয় না; ক্রিয়া মাত্রেই বীর্য্যকৃতা।

রসো নিপাতে দ্রব্যাণাং বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া।
বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে॥

রসনা সংমিলনে দ্রব্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম রস; রস উপযোগে ভোজনের শেষে কফাদি বৃদ্ধি রূপ যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে বিপাক কহে। এবং শরীরের

সহিত অবস্থান কালে জঠরাগ্নিতে দ্রব্য সকলের পরিপাকের পূর্ব্বে অথবা শরীর সংযোগ মাত্রেই যে উষ্ণত্বাদি, শক্তির অনুভূতি হয়, তাহার নাম বীর্য্য।

রসবীর্য্যবিপাকানাং সামান্যং যত্র লক্ষ্যতে।
বিশেষঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব প্রভাবস্তস্য স স্মৃতঃ॥

যে স্থলে দুইটী দ্রব্যের রস বীর্য্য এবং বিপাক সমান থাকে, অথচ তাহাদের ক্রিয়ার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, সেই স্থলে ঐ ভিন্নরূপ ক্রিয়া দেখিয়া দ্রব্য সকলের প্রভাব নিশ্চয় করিতে হইবে।

কটুকঃ কটুকঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণশ্চিত্রকো মতঃ।
তদ্বদ্দন্তী প্রভাবাত্তু বিরেচয়তি মানবম্॥

চিত্রক ও দন্তী এই দুইটী দ্রব্য কটুরসবিশিষ্ট এবং এই উভয় দ্রব্যের বিপাক কটু ও বীর্য্য উষ্ণ, অথচ দন্তী বিরেচক। এরূপ স্থলে বিরেচকত্ব দন্তীর প্রভাব বলিয়া জানিবে।

বিষং বিষঘ্নমুক্তং যৎ প্রভাবস্তত্র কারণম্।
ঊর্দ্ধানুলোমিকং যচ্চ তৎপ্রভাবপ্রভাবিতম্॥
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্ বিবিধাত্মকম্।
তৎ প্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে॥

বিষ যে বিষঘ্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষের নাশক এবং জঙ্গম বিষ যে স্থাবর বিষের নাশক-এটি বিষের প্রভাব। ঊর্দ্ধানুলোমন যে ক্রিয়া অর্থাৎ জঙ্গম বিষের যে ঊর্দ্ধগতি এবং স্থাবর বিষের যে অধোগতি দৃষ্ট হয়, তাহা বিষের প্রভাব বলিয়া জানিবে। যে সকল মণি ধারণ করা যায়, তাহাদের বিবিধাত্মক যে সকল কর্ম্ম দেখা গিয়া থাকে; উহা উহাদের প্রভাবকৃত। কিন্তু প্রভাবকে অচিন্ত্য বলা যায় অর্থাৎ প্রভাব যে কি, তাহা স্থির করা যায় না।

কিঞ্চিদ্রসেন কুরুতে কর্ম্ম বীর্য্যেণ চাপরম্।
দ্রব্যং গুণেন পাকেন প্রভাবেণ চ কিঞ্চন॥

রস দ্বারা কোন দ্রব্যের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কোন দ্রব্যের ক্রিয়া বীর্য্য দ্বারা, কোন দ্রব্যের ক্রিয়া গুণদ্বারা, বিপাক দ্বারা কোন ক্রিয়া, এবং কোন ক্রিয়া বা প্রভাব দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তানপোহতি।
গুণসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্॥
সম্যগ্‌বিপাকবীর্য্যাণি প্রভাবশ্চাপ্যুদাহৃতঃ।
ষণ্ণাং রসানাং বিজ্ঞানমুপদেক্ষ্যাম্যতঃ পরম্॥

বিপাক রসকে নষ্ট করে, রস ও বিপাক বীর্য্যকে ধ্বংস করে, প্রভাব আবার বিপাক, রস ও বীর্য্য এই তিনটীকেই ধ্বংস করে। রস, বিপাক, বীর্য্য এবং প্রভাবের সমতা যদি থাকে, তাহা হইলে উহাদের এইরূপ নৈসর্গিক বল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাবের কথা বলা হইল। এক্ষণে ষড়্‌বিধ রস বিজ্ঞানের বিষয় বলা যাইতেছে।

স্নেহনপ্রীণনাহ্লাদমার্দ্দবৈরুপলভ্যতে।
মুখস্থো মধুরশ্চাস্যং ব্যাপ্নুবল্লিম্পতীব চ॥

স্নিগ্ধতা, প্রীতি, আহ্লাদ এবং মৃদুতা দ্বারা মধুর রসের অনুভূতি হয়। মধুর রস মুখে দিলে উহা মুখময় ব্যাপ্ত বা লিপ্ত হইয়া থাকে।

দন্তহর্ষান্মুখাস্রাবাৎ স্বেদনান্মুখবোধনাৎ।
প্রাশৈ্যবাম্লরসং বিদ্যাদ্ বিদাহাচ্চাস্যকণ্ঠয়োঃ॥

দন্ত হর্ষ, মুখ হইতে জল ক্ষরণ, ঘর্ম্ম, মুখের বোধন এবং মুখ ও কণ্ঠের জ্বালা দ্বারা অম্লরস জানিতে পারা যায়।

প্রলীয়ন্ ক্লেদবিষ্যন্দলাঘবং কুরুতে মুখে।
যঃ শীঘ্রং লবণো জ্ঞেয়ঃ স বিদাহান্মুখস্য চ॥

যে রস মুখে প্রদান করিবামাত্র সত্বর লয়প্রাপ্ত হয়, মুখ হইতে ক্লেদ নিঃসৃত হইতে থাকে, মুখ জ্বালা করিতে থাকে, এবং মুখের লঘুতা সাধিত হয়, তাহাকে লবণ রস বলে।

সম্বেজয়েদ্ যো রসনাং নিপাতে তুদতীব চ।
বিদহন্ মুখনাসাক্ষিসংস্রাবী কটুকঃ স্মৃতঃ॥

যে রস জিহ্বার উদ্বেগ উৎপন্ন করায়, রসনায় মিলিত হইবামাত্র যন্ত্রণা-বোধ হয়; মুখ, নাক ও চক্ষুর জ্বালা জন্মায় এবং তত্তৎ স্থান হইতে জলস্রাব করায়, তাহাকে কটু-রস বলিয়া জানিবে।

প্রতিহন্তি নিপাতে যো রসনং স্বদতে ন চ।
স তিক্তো মুখবৈষদ্যশোষপ্রহ্লাদকারকঃ॥

যে রস রসনায় সংলগ্ন হইবা মাত্র, জিহ্বার রস-বোধ শক্তি ধ্বংস করে, কিছুতেই আর রুচি থাকে না এবং মুখের বিষদতা, শুষ্কতা ও প্রহ্লাদকারক হয়, তাহাকেই তিক্তরস কহে।

বৈষম্যস্তম্ভজাড্যৈর্যো রসনং যোজয়েদ্রসঃ।
বধ্নাতীব চ যঃ কণ্ঠং কষায়ঃ স বিকাশ্যথ॥

যে রস দ্বারা রসনার বিষমতা, স্তম্ভতা, ও জড়তা জন্মে এবং যাহা কণ্ঠস্থানের বদ্ধতা উৎপন্ন করে, তাহারই নাম কষায় রস।

এবমুক্তবন্তং ভগবন্তমাত্রেয়ং পুনরগ্নিবেশ উবাচ। ভগবন্! শ্রুতমেতদবিতথমর্থসম্পদ্যুক্তং ভগবতো যথাবদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মাধিকারে বচঃ। পরন্ত্বাহারবিকারাণাং বৈরোধিকানাং লক্ষণমনতিসংক্ষেপেণোপদিশ্যমানং শুশ্রূষাম ইতি॥

ভগবান্ আত্রেয় এবম্প্রকার কহিলে, অগ্নিবেশ বলিলেন, ভগবন্! দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মাধিকার সম্বন্ধীয় অর্থযুক্ত যথাযথ কথা সমুদায় শুনিলাম। এক্ষণে পরস্পর বিরোধী আহার সমূহের লক্ষণাদি অনতিসংক্ষেপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ দেহধাতুপ্রত্যনীকভূতানি দ্রব্যাণি দেহধাতুভির্বিরোধমাপদ্যন্তে। পরস্পরগুণবিরুদ্ধানি

কানিচিৎ সংযোগাৎ সংস্কারাদপরাণি দেশকালমাত্রাদি-
ভিশ্চাপরাণি তথা স্বভাবাদপরাণি দ্রব্যাণি। তত্র যান্যা-
হারমধিকৃত্য ভূয়িষ্ঠমুপযুজ্যন্তে তেষামেকদেশং বৈরো-
ধিকমধিকৃত্যোপদেক্ষ্যামঃ॥

ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন, অগ্নিবেশ! দেহ ধাতুর প্রত্যনীকভূত অর্থাৎ প্রতিকূল দ্রব্য সমূহ ভোজন করিলে শরীরস্থ ধাতু, রস ও বাতাদি দূষিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কতকগুলি দ্রব্য পরস্পর গুণবিরুদ্ধ বলিয়া, কতকগুলি দ্রব্য সংযোগ ও সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া, কতকগুলি দ্রব্য দেশ, কাল ও মাত্রা বিরুদ্ধ বলিয়া এবং অন্য কতকগুলি দ্রব্য স্বভাবতই বিরুদ্ধ বলিয়া দেহস্থ ধাতু, রস ও বাতাদি দূষিত করিয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য আহারার্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কতিপয়ের বিরোধিত্ব উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

ন মৎস্যান্ পয়সা সহাভ্যবহরেদুভয়ং হ্যেতন্মধুরং, মধুর-
বিপাকান্মহাভিষ্যন্দি, শীতোষ্ণত্বাদ্বিরুদ্ধবীর্য্যং, বিরুদ্ধ-
বীর্য্যত্বাৎ শোণিতদূষণায়, মহাভিষ্যন্দিত্বাৎ মার্গোপরো-
ধায় চেতি॥

দুগ্ধ ও মৎস্য এক সঙ্গে আহার করিবে না। কারণ উভয় দ্রব্য মধুর রসযুক্ত, বিপাকে মধুর ও ক্লেদকর, পরন্তু দুগ্ধ শীতবীর্য্য ও মৎস্য উষ্ণবীর্য্য বলিয়া পরস্পর সংমিলন-বিরুদ্ধ। এই উভয় দ্রব্য পরস্পর বিরুদ্ধ বীর্য্য হওয়াতে উভয়ের একত্র ব্যবহারে রক্ত দুষ্ট হয় এবং উভয়ের মহাভিষ্যন্দিত্ব হেতু শারীরিক মার্গ সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে।

তদনন্তরমাত্রেয়বচনমনুনিশম্য ভদ্রকাপ্যোঽগ্নিবেশমুবাচ।
সর্ব্বানেব মৎস্যান্ পয়সা সহাভ্যবহরেৎ, অন্যত্রৈকস্মাৎ
চিলিচিমাৎ। স পুনঃ শকলী সর্ব্বতো লোহিতরাজিঃ
রোহিতপ্রকারঃ প্রায়ো ভূমৌ চরতি। তঞ্চেৎ পয়সা
সহাভ্যবহরেৎ, নিঃসংশয়ং শোণিতজানাং বিরুদ্ধানাঞ্চ
ব্যাধীনামন্যতমমথবা মরণমবাপ্নুয়াৎ॥

অনন্তর ভগবান্ আত্রেয়ের কথা শ্রবণ করিয়া ভদ্রকাপ্য, অগ্নিবেশকে বলিলেন—একমাত্র চিলিচিম মৎস্য ব্যতীত আর আর সকল প্রকার মৎস্য দুগ্ধের সহিত একসঙ্গে আহার করা যাইতে পারে। চিলিচিম মৎস্য শল্ক বিশিষ্ট। ইহার সমুদায় দেহ লোহিত বর্ণের রেখা দ্বারা রঞ্জিত। ইহার আকার রোহিত মৎস্যের ন্যায় এবং ইহারা সর্ব্বদা কর্দ্দম মধ্যে বিচরণ করে। দুগ্ধের সহিত একত্রে এই মৎস্য আহার করিলে নিশ্চয়ই রক্তজনিত এবং বিবন্ধ বা মলমূত্র-বদ্ধতা জনিত যে সমুদায় রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার কোন না কোন প্রকার রোগ জন্মে। অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্ঘটিত হইতে পারে।

নেত্যাত্রেয়ঃ। সর্ব্বানেব মৎস্যান্ ন পয়সা সহাভ্যবহরেৎ
বিশেষতস্তু চিলিচিমম্। স হি মহাভিষ্যন্দিত্বাৎ স্থূল-
লক্ষণতরানেতান্ ব্যাধীনুপজনয়তি, আমবিষমুদীরয়তি চ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, না, দুগ্ধসহ কোন মৎস্যই ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ চিলিচিম তো কোন প্রকারেই দুগ্ধের সহিত আহার করা যাইতে পারে না। এই চিলিচিম মৎস্য মহাভিষ্যন্দসম্পন্ন বলিয়া প্রবললক্ষণ ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং উদরে আম বিষের বিশেষরূপ বৃদ্ধি করে।

গ্রাম্যানূপৌদকানি পিশিতানি চ মধুগুড়তিলপয়োমাষমূল-কবিসৈর্বিরূঢ়ধান্যৈশ্চ নৈকধ্যমদ্যাৎ। তন্মূলং হি বাধির্য্যান্ধ্যজাড্যবিকলমূকতামৈম্মিন্যমথবা মরণমবাপ্নোতীতি॥

মধু, গুড়, তিল, দুগ্ধ, মাষকলাই, মূলা, মৃণাল অথবা বিরূঢ় ধান্যের অন্ন—এই সকল দ্রব্যের একটীরও সহিত ছাগাদি গ্রাম্য পশুর মাংস, আনূপ বরাহাদির মাংস, অথবা ঔদক অর্থাৎ জলজ মৎস্যাদির মাংস এক সঙ্গে ভোজন করিবে না। এইরূপ সংমিলনবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজনে বধিরত্ব, অন্ধত্ব, জড়তা, বিকলতা, মূকতা এবং মৈম্মিন্য উৎপন্ন হয় অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে।

ন পৌষ্করং রোহিণীকং বা শাকং ন কপোতান্ সার্ষপ-তৈলভৃষ্টান্ মধুপয়োভ্যাং সহাভ্যবহরেৎ। তন্মূলং হি শোণিতাভিষ্যন্দ-ধমনীপ্রতিচয়াপস্মার-শঙ্খক-গলগণ্ড-রোহিণীনামন্যতমং প্রাপ্নোত্যথবা মরণং॥

পৌষ্কর অর্থাৎ পুষ্করশাক, রোহিণী-শাক, অথবা সর্ষপ তৈলে ভাজা পারাবত পক্ষী মধু ও দুগ্ধের সহিত একত্র আহার করিবে না। এইরূপ সংমিলন-বিরুদ্ধ ভোজনে রক্তাভিষ্যন্দ, ধমনীপ্রতিচয়, অপস্মার, শঙ্খক, গলগণ্ড, এবং রোহিণক—এই সকল রোগের মধ্যে কোন না কোন প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, অথবা একেবারে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

তথা ন মূলকলশুনকৃষ্ণগন্ধার্জকসুমুখসুরসাদীনি ভক্ষয়িত্বা পয়ঃ সেব্যং কুষ্ঠাবাধভয়াৎ॥

মূলা, লশুন, কৃষ্ণগন্ধা অর্থাৎ শজিনা শাক, অর্জ্জক অর্থাৎ তুলসী, সুমুখ অর্থাৎ শ্বেত তুলসী এবং সুরস অর্থাৎ বাবুই তুলসী প্রভৃতি ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান কবিবে না। এই প্রকার সংযোগবিরুদ্ধ আহার করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে।

ন জাতুশাকং ন চ নিকুচং পক্বং মধুপয়োভ্যাং সহোপ-যোজ্যং। এতদ্ধি মরণায়াথবা বলবর্ণতেজোবীর্য্যোপরো-ধায় অলঘুব্যাধয়ে ষাণ্ড্যায়চেতি॥

জাতু শাক বা পাকা ডেও ফল, মধু ও দুগ্ধের সহিত একত্রে আহার করিবে না। এরূপ ভোজনে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। অথবা বল, বর্ণ, তেজ ও বীর্য্যের হানি হয়, গুরুতর ব্যাধি সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ক্লীবত্ব সংঘটিত হয়।

তদেবং নিকুচং পক্বং ন মাষসূপগুড়সর্পির্ভিঃ সহো-পযোজ্যং বৈরোধিকত্বাৎ॥

পাকা ডেও ফল, মাষকলাই, গুড় এবং ঘৃত একত্রে আহার করা উচিত নয়। কেন না ঐ সকল দ্রব্য পরস্পর বিরোধী।

তথাম্রাতকমাতুলুঙ্গনিকুচকরমর্দ্দমোচদন্তশঠবদরকোষাম্র-ভব্যজাম্বব কপিত্থতিন্তিড়ীপারাবতাক্ষোড়পনসনারিকেল-দাড়িমামলকান্যেবং প্রকারাণি চান্যানি সর্ব্বঞ্চাম্লং দ্রবম-দ্রবঞ্চ পয়সা সহ বিরুদ্ধম্ ॥

আমড়া, মাতুলঙ্গ লেবু, ডেওফল, করঞ্জা, মোচা, দন্তশঠ অর্থাৎ কামরাঙ্গা, কুল, কেওড়া, চালিতা, জাম, কদ্‌বেল, তেঁতুল, পারাবত (পেয়ারা) আক্ষোট, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম্ব ও আমলকী এবং এইরূপ. অন্যান্য ফল ও দ্রব অদ্রব সর্ব্বপ্রকার অম্লদ্রব্য দুগ্ধের সহিত ভোজন করা নিষিদ্ধ।

তথা কঙ্গুবরকমকুষ্ঠককুলত্থমাষনিষ্পাবাঃ পয়সা সহ বিরুদ্ধাঃ ॥

এই প্রকার কঙ্গু ধান্য, বরক ধান্য, বনমুগ, কুলথকলাই, মাষকলাই ও শিম দুগ্ধের সহিত ভোজন করা বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

পদ্মোত্তিরকাশাকং শার্করো মৈরেয়ো মধু চ সহোপযুক্তং বিরুদ্ধং। বাতঞ্চাতিকোপয়তি ॥

পদ্মোত্তরিকা শাক, শার্কর ও মৈরেয় মদ্য এবং মধু এক সঙ্গে আহার করি[illegible] সংমিলন-বিরুদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা বায়ুর কোপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

হারিদ্রকঃসর্ষপতৈলভৃষ্টো বিরুদ্ধঃ। পিত্তঞ্চাতিকোপয়তি ॥

হারিদ্রক অর্থাৎ হরেল পক্ষীর মাংস সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া খাইলে বিরুদ্ধ হয় এবং পিত্তের অতি প্রকোপ জন্মায়।

পায়সো মন্থানুপানো বিরুদ্ধঃ শ্লেষ্মাণঞ্চাতিকোপয়তি ॥

পায়স ভোজন করিয়া তৎপরে মন্থ (জলে গোলা ছাতু) পান করিলে সংমিলন-বিরুদ্ধ হয় এবং শ্লেষ্মা প্রকুপিত করে।

উপোদিকা তিলকল্কসিদ্ধা হেতুরতিসারস্য। বলাকা বারুণ্যা সহ কুল্মাষৈরপি বিরুদ্ধাঃ। সৈব শূকরবসাভৃষ্টা সদ্যো ব্যাপাদয়তি ॥

তিলবাটা ও পুঁইশাক-সিদ্ধ একত্রে ভক্ষণ করিলে সংমিলন বিরুদ্ধ হয় এবং এই হেতু অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বক মাংস, বারুণী-মদ্য অথবা কুল্মাষের সহিত ভোজন করিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়। শূকরের চর্ব্বি দ্বারা ভাজা বক মাংস আহার করিলে সদ্য প্রাণবিনাশ হইয়া থাকে।

মায়ূরমাংসমেরণ্ডাগ্নিপ্লুষ্টমেরণ্ডতৈলযুক্তং সদ্যো ব্যাপাদয়তি। হারীতকমাংসং হরিদ্রাগ্নিপ্লুষ্টং সদ্যো ব্যাপদয়তি, তদেব ভস্মপাংশুপরিধ্বস্তং সক্ষৌদ্রং মরণায় ॥

ময়ূর মাংস এরণ্ড তৈল সহ পাক করিয়া ভোজন করিলে অথবা এরণ্ড কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আহার করিলে সদ্যই প্রাণবিনাশ হইয়া থাকে। হারীতক পক্ষীর মাংস হরিদ্রা কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভোজন করিলে সদ্যই প্রাণনাশ ঘটে। সেইরূপ অগ্ন

ও ধূলি দ্বারা আবৃত হারীত পক্ষীর দগ্ধ মাংস মধুসহ ভক্ষণ করিলে সংমিলন-বিরুদ্ধ হেতু তৎক্ষণাৎ মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে।

মৎস্যতৈলনিস্তাড়ন সিদ্ধাঃ পিপ্পল্যঃ, তথাচ কাকমাচী মধুচ মরণায়। মধুচোষ্ণং উষ্ণার্ত্তস্য চ মধু মরণায় ॥

মৎস্যের তৈলে সিদ্ধ পিপ্পলী বা কাকমাচী মধুর সঙ্গে ব্যবহার করিলে সংমিলন-বিরুদ্ধ হয় এবং তৎপ্রযুক্ত মৃত্যু সংঘটিত হয়। মধু উষ্ণ করিয়া পান করিলে অথবা উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি মধু পান করিলে সংমিলন-বিরুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

মধুসর্পিষী তুল্যে মধু বারি চান্তরীক্ষং সমধৃতং, মধু পুষ্করবীজং, মধু পীত্বোষ্ণোদকম্, ভল্লাতকোষ্ণোদকম্ ॥

সমপরিমাণে মধু ও ঘৃত একত্র করিয়া পান করিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়, সমপরিমিত মধু ও বৃষ্টির জল পান সংমিলন-বিরুদ্ধ ; এবং মধু ও পুষ্কর বীজ একত্র ভোজন সংমিলন-বিরুদ্ধ। মধু পান করিয়া পরে উষ্ণ জল পান সংমিলন-বিরুদ্ধ এবং ভল্লাতক ও উষ্ণ জলের সংমিশ্রণ সংমিলন-বিরুদ্ধ।

তক্রসিদ্ধঃ কম্পিল্লকঃ, পর্য্যুষিতা কাকমাচী, অঙ্গার-শূল্যো ভাসশ্চেতি বিরুদ্ধানি। ইত্যেতদ্ যথাপ্রশ্নমভি-নির্দ্দিষ্টম্ ॥

কমলাগুঁড়ি ঘোলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করা সংযোগ-বিরুদ্ধ ; কাকমাচী বাসি আহার করা সংমিলন-বিরুদ্ধ এবং ভাসপক্ষীর মাংস শূলে বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারের উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাও সংমিলন-বিরুদ্ধ। প্রশ্নানুযায়ী সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য সমুদায়ের কথা বলা হইল।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকঃ।

যৎ কিঞ্চিৎ দোষমুৎক্লিশ্য ন নির্হরতি কায়তঃ।
আহারজাতং তৎ সর্ব্বমহিতায়োপদিশ্যতে ॥

এ সম্বন্ধে শ্লোক এই যে, যে সমুদায় ভোজ্য দ্রব্য দৈহিক দোষ সমূহকে উৎক্লেশিত করে, অথচ বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয় না, তৎসমুদায় দ্রব্য ভোজনে শরীরের বিশেষ অহিত জন্মে।

ষাণ্ড্যান্ধ্যবীসর্পোদকোদরাণাং, বিস্ফোটকোন্মাদভগন্দরাণাম্।
মূর্চ্ছামদাধ্মানগলগ্রহাণাম্ পাণ্ড্বাময়স্যামবিষস্য চৈব ॥
কিলাসকুষ্ঠগ্রহণীগদানাং শোফাম্লপিত্তজ্বরপীনসানাম্।
সন্তানদোষস্য তথৈব মৃত্যোর্বিরুদ্ধমন্নং প্রবদন্তি হেতুম্ ॥

সংমিলন-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজনে ক্লীবতা, অন্ধতা, বীসর্প, জলোদর, বিস্ফোটক, উন্মাদ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মদ, আধ্মান, গলগ্রহ, পাণ্ডু, আমবাত, বিষদোষ, কিলাস, কুষ্ঠ, গ্রহণী, শোথ, অম্লপিত্ত, জ্বর, পীনস, সন্তানদোষ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

এষাং খল্বপরেষাঞ্চ বৈরোধিকনিমিত্তানাং ব্যাধীনামিমে ভাবাঃ প্রতীঘাতকরা ভবন্তি। তদযথা বমনং বিরেচনং তদ্বিরোধিনাঞ্চ দ্রব্যাণাং সংশমনার্থমুপযোগস্তথাবিধৈশ্চ দ্রব্যৈঃ পূর্ব্বমভিসংস্কারঃ শরীরস্যেতি ॥

এই সকল রোগ এবং সংমিলন-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন হেতু অপর যে সমুদায় রোগ জন্মে, তাহাদের প্রতিকারের উপায় এই যে, উল্লিখিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বমন এবং বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এবং সংমিলন-বিরুদ্ধ দ্রব্যের বিরোধী যে সমুদায় দ্রব্য তাহাই প্রয়োগ করিবে। অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবনের পূর্ব্বে সেই বিরুদ্ধ দ্রব্যের বিরোধী দ্রব্য দ্বারা শরীরের সংস্কার করিবে।

ভবতি চাত্র।

বিরুদ্ধাশনজান্ রোগান্ প্রতিহন্তি বিরেচনম্।
বমনং শমনঞ্চৈব পূর্ব্বংবা হিতসেবনম্ ॥

বিরেচন, বিরুদ্ধাশন-জনিত রোগ সমুদায় নষ্ট করে। বমন এবং সংশমন ও বিরুদ্ধাশনজ রোগের প্রতিকারের উপায়। অথবা ঐ সমুদায় রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হিতকর দ্রব্য সকল সেবন করাও তাহাদের প্রতিকারের উপায়।

তত্র শ্লোকাঃ।

মতিরাসীন্মহর্ষীণাং যা যা রসবিনিশ্চয়ে।
দ্রব্যাণি গুণকর্ম্মভ্যাং দ্রব্যসংখ্যা রসাশ্রয়াঃ ॥
কারণং রসসংখ্যায়া রসানুরসলক্ষণম্।
পরাদীনাং গুণানাঞ্চ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥
পঞ্চাত্মকানাং ষট্ত্বঞ্চ রসানাং যেন হেতুনা।
ঊর্দ্ধানুলোমভাজশ্চ যদ্গুণাতিশয়াদ্রসাঃ ॥
ষণ্ণাং রসানাং ষট্ চৈবসুবিভক্তাবিভক্তয়ঃ।
উদ্দেশশ্চাপবাদশ্চ দ্রব্যাণাং গুণকর্ম্মণি ॥
প্রবরাবরমধ্যত্বং রসানাং গৌরবাদিষু।
পাকপ্রভাবয়োর্লিঙ্গং বীর্য্যসংখ্যাবিনিশ্চয়ঃ ॥
ষণ্ণামাস্বাদ্যমানানাং রসানাং যৎ স্বলক্ষণম্।
যদ্ যদ্ বিরুধ্যতে যস্মাৎ যেন্ যৎকারি চৈব যৎ ॥
বৈরোধিকনিমিত্তানাং ব্যাধীনামৌষধঞ্চ যৎ।
আত্রেয়ভদ্রকাপ্যোহস্মিংস্তৎ সর্ব্বমবদন্মুনিঃ ॥

রসনির্ণয় করিবার জন্য ঋষিগণের মতামত, গুণ কর্ম্ম-বিশিষ্ট দ্রব্য সমুদায়, রসানুযায়ী দ্রব্য সংখ্যা, রসসংখ্যার কারণ, রস ও অনুরসের লক্ষণ, পরাদি গুণ সকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ, যে কারণে পঞ্চাত্মক রস সমুদায় ষড়্বিধ হয়, যে গুণের আধিক্য প্রযুক্ত রস সমূহ

উর্দ্ধানুলোমভাজন হয়, ষড়্বিধ রসের ছয় প্রকার বিভক্তি, গুণ ও কর্ম্ম বিষয়ে দ্রব্য সমূহের উদ্দেশ ও অপবাদ; গুরু, লঘু সম্বন্ধে রস সমূহের উত্তমতা, মধ্যমতা ও অধমতা; রসের বিপাক ও প্রভাবের লক্ষণ; রসের বীর্য্য ও তাহার সংখ্যা নির্ণয়; ষড়্বিধ আস্বাদ্যমান রসের স্ব স্ব লক্ষণ; যে দ্রব্য যে দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে সংমিলন-বিরুদ্ধ হয়; সংমিলন-বিরুদ্ধ দ্রব্য আহারে যে সমুদায় ব্যাধি জন্মে, তৎসমুদায়ের বিষয় এবং তাহাদের ঔষধের বিষয়—এই সমুদয় বিষয় আত্রেয় ভদ্রকাপ্যীয় অধ্যায়ে পুনর্ব্বসু মুনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে ষড়্বিংশতম আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের আত্রেয় ভদ্রকাপ্যীয় নামক ষড়বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্নপানবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা অন্নপানবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ইষ্টবর্ণগন্ধরসস্পর্শং বিধিবিহিতমন্নপানং প্রাণিনাং প্রাণি-
সংজ্ঞকানাং প্রাণমাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাৎ
তদিন্ধনাৎ হ্যন্তরগ্নেঃ স্থিতিঃ। তৎ সত্ত্বমূর্জ্জয়তি, তচ্ছরীর-
ধাতুব্যূহবলবর্ণেন্দ্রিয়প্রসাদকরম্ যথোক্তমুপসেব্যমানং।
বিপরীতমহিতায় সম্পদ্যতে। তস্মাদ্ধিতাহিতাববোধনার্থ-
মন্নপানবিধিমখিলেনোপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ! ॥

তত্ত্বকুশল পণ্ডিতগণ মনের অভিলষিত বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ-বিশিষ্ট এবং বিধিবিহিত অন্ন ও পানীয়কে জীবগণের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অন্তরাগ্নির স্থিতিকারণ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যই কাষ্ঠ স্বরূপ। এই অন্তরাগ্নি কাষ্ঠ সংযুক্ত হওয়াতেই জীবসত্ত্বা অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। অন্ন ও পানীয় দ্রব্য রীতিমত ব্যবহৃত হইলে শরীরস্থ ধাতু সমুদায়ের বল, বর্ণ এবং ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা জন্মিয়া থাকে। পরন্তু অন্নপান অযথা অথবা বিপরীত ভাবে সেবিত হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব অগ্নিবেশ! হিতাহিতাববোধনার্থ-অন্নপানের বিধি সমগ্রভাবে উপদেশ করা হইতেছে।

তৎ স্বভাবাদুদকং ক্লেদয়তি, লবণং [illegible], ক্ষারঃ পাচ-
য়তি, মধু সন্দধাতি, সর্পিঃ স্নেহয়তি, ক্ষীরং জীবয়তি, মাংসং
বৃংহয়তি, রসঃ প্রীণয়তি, সুরা জর্জ্জরীকরোতি, সীধুরব-

ধময়তি, দ্রাক্ষাসবো দীপয়তি, ফাণিতমাচিনোতি, দধি শোফং জনয়তি। পিন্যাকো গ্লপয়তি, প্রভূতান্তর্মলো মাষসূপঃ, দৃষ্টিশুক্রঘ্নঃ ক্ষারঃ। প্রায়ঃ পিত্তলমম্লমন্যত্র দাড়িমামলকাৎ। প্রায়ঃ শ্লেষ্মলং মধুরমন্যত্র মধুনঃ, পুরাণাদ্ শালিযবগোধূমাচ্চ। প্রায়স্তিক্তকং বাতলমবৃষ্যঞ্চ, অন্যত্র বেত্রাগ্রপটোলপত্রাৎ। প্রায়ঃ কটুকং বাতলমবৃষ্যঞ্চ, অন্যত্র পিপ্পলীবিশ্বভেষজাৎ॥

জল স্বভাবতঃ ক্লেদকারক, লবণ বিষ্যন্দকারক, ক্ষার পাচক, মধু সন্ধানকারক, ঘৃত স্নিগ্ধকারক, দুগ্ধ জীবনীয়, মাংস বৃংহণীয়, রস প্রীতিজনক, সুরা জীর্ণকারক, শীধু অবধমনকারক, দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্ অগ্ন্যুদ্দীপক, ফাণিত অর্থাৎ পাত্‌লা গুড় দোষ সঞ্চয়কারক, দধি শোথজনক, সর্ষপ শাক গ্লানিকারক, মাষকলাই প্রচুর অন্তর্ম্মল বৃদ্ধিকারক, ক্ষার দ্রব্য দৃষ্টিশক্তি ও শুক্রনাশক, দাড়িম্ব এবং আমলকী ভিন্ন অম্লরস মাত্রেই পিত্তবর্দ্ধক; মধু, পুরাতন শালি যব এবং গোধূম ভিন্ন প্রায় সকল প্রকারের মধুর দ্রব্যই শ্লেষ্মাবর্দ্ধক; প্রায় সমুদায় তিক্ত দ্রব্যই বায়ুজনক। উহা বৃষ্যকর নহে। কেবল বেতসের অগ্রভাগ ও পল্‌তা তিক্ত হইলেও বাতল ও অবৃষ্য নহে। পিপ্পলী এবং বিশ্বভেষজ অর্থাৎ শুঁঠ ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সমুদয় কটু দ্রব্যই বায়ুজনক এবং শুক্রনাশক হইয়া থাকে।

পরমতো বর্গসংগ্রহেণাহারদ্রব্যাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥
শূকধান্যশমীধান্যমাংসশাকফলাশ্রয়ান্।
বর্গান্ হরিতমদ্যাম্বুগোরসেক্ষুবিকারিকান্॥
দশ দ্বৌ চাপরৌ বর্গৌ কৃতান্নাহারযোগিনাম্।
রসবীর্য্যবিপাকশ্চ প্রভাবৈশ্চোপদেক্ষ্যতে॥

অতপর বর্গ সংগ্রহ মতে খাদ্য দ্রব্যের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। শূকধান্য, শমীধান্য, মাংস, শাক, ফল, পক্ষী, মদ্য, জল, দুগ্ধ এবং চিনি প্রভৃতি ইক্ষু বিকার—এই দশটী দ্রব্য আশ্রয় করিয়া এক একটী বর্গ স্থির করা হইল। এতদ্ব্যতীত কৃতান্নবর্গ ও আহারযোগি বর্গ বলিয়া আর দুইটি বর্গ আছে। এই দ্বাদশটী বর্গের রস, বীর্য্য, বিপাক এবং প্রভাব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

অথ শূকধান্যবর্গঃ।

রক্তশালির্মহাশালিঃ কলমঃ শকুনাহৃতঃ।
চূর্ণকো দীর্ঘশূকশ্চ গৌরঃ পাণ্ডুকলাঙ্গুলৌ॥
সুগন্ধিকা লোহবালাঃ শালিকাখ্যাঃ প্রমোদকাঃ।
পতঙ্গাস্তপনীয়াশ্চ যে চান্যে শালয়ঃ শুভাঃ॥
শীতা রসে বিপাকে চ মধুরাঃ স্বল্পমারুতাঃ।
বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ স্নিগ্ধা বৃংহণাঃ শুক্রমূত্রলাঃ॥

রক্তশালি, মহাশালি, কলম, শকুন; চূর্ণক, দীর্ঘশুক, গৌর, পাণ্ডু, অতুল, সুগন্ধিক, লোহবালা, শালিক, প্রমোদক, পতঙ্গ ও তপনীয় ধান্য এবং অপরাপর যে সকল হিতকর শালিধান্য আছে, তাহারা রসে ও বিপাকে শীতল, মধুর, স্বল্পবায়ুকারক, অল্প পুরীষজনক, অল্প মাত্রায় বিষ্ঠাবদ্ধতাকারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ এবং শুক্র ও মূত্রকারক।

রক্তশালির্বরস্তেষাং তৃষ্ণাঘ্নস্ত্রিমলাপহঃ।
মহাংস্তস্যানু কলমস্তস্যাঽপ্যনু ততঃ পরে॥

উল্লিখিত ধান্য সমূহের মধ্যে রক্তশালি ধান্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা তৃষ্ণানাশক ও ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের শমতাকারক। শ্রেষ্ঠত্ব গণনা করিতে হইলে, মহাশালি ধান্য রক্তশালি ধান্যের পরে এবং কলম ধান্য মহাশালি ধান্যের পরে গণিত হয়।

যবকা হায়নাঃ পাংশুবাপ্যনৈষধকাদয়ঃ।
শালীনাং শালয়ঃ পূর্ব্বস্ত্যনুকারং গুণাগুণৈঃ॥
শীতঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ স্বাদুস্ত্রিদোষঘ্নঃ স্থিরাত্মকঃ।
ষষ্টিকঃ প্রবরো গৌরঃ কৃষ্ণগৌরস্ততোঽনু চ॥
বরকোদ্দালকৌ চীনশারদোজ্জ্বলদর্দ্দুরাঃ।
গন্ধলাঃ কুরুবিন্দাশ্চ ষষ্টিকাল্পান্তরা গুণৈঃ॥

যবক, হায়ন, পাংশু, বাপ্য এবং নৈষধক প্রভৃতি ধান্য সমুদয় গুণাগুণ বিষয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত শালিধান্যের সমান। ষষ্টিক বা ষেটে ধান শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, স্বাদু, ত্রিদোষ-নাশক এবং দেহের স্থৈর্য্যকারক। ষষ্টিক ধান্যের মধ্যে গৌরবর্ণ ধান্য শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণবর্ণ ধান্য তদপেক্ষা অধম। বরক, উদ্দালক, চীন, শারদ, উজ্জ্বল, দর্দ্দুর, গন্ধল, কুরুবিন্দ প্রভৃতি ধান্য সমূহের গুণের ভিন্নতা ষষ্টিক ধান্য হইতে অল্প মাত্র।

মধুরশ্চাম্লপাকশ্চ ব্রীহিঃ পিত্তকরো গুরুঃ।
বহুমূত্রপুরীষোষ্মা ত্রিদোষস্ত্বেব পাটলঃ॥

ব্রীহি ধান্য মধুর, অম্লপাক, পিত্ত-জনক ও গুরু; পাটল বা আশু ধান্য অধিক পরিমাণে মূত্র ও বিষ্ঠাজনক এবং ত্রিদোষ উৎপাদক।

সকোরদূষঃ শ্যামাকঃ কষায়মধুরো লঘুঃ।
বাতলঃ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নঃ শীতঃ সংগ্রাহিশোষণঃ॥

কোরদূষ এবং শ্যামাক ধান্য, কষায়, মধুর, লঘু, বায়ুকর, কফ ও পিত্তঘ্ন, শীতল, সংগ্রাহী ও শোষক।

হস্তিশ্যামাকনীবারতোয়পর্ণীগবেধুকাঃ।
প্রশাতিকাম্ভঃশ্যামাকলৌহিত্যাণুপ্রিয়ঙ্গবঃ॥
মুকুন্দো ঝিণ্টির্গর্মুটী চরুকা বরকাস্তথা।
শিবিরোৎকটজূর্ণাখ্যাঃ শ্যামাকসদৃশা গুণৈঃ॥

হস্তিশ্যামাক, নীবার, তোয়পর্ণী, গবেধুক, প্রশাতিকা, জল-শ্যামাক, লোহিতাণু, প্রিয়ঙ্গু, মুকুন্দ, ঝিণ্টি, গর্মুটী, চরুকা, বরক, শিবির, উৎকট এবং জূর্ণা প্রভৃতি তৃণধান্য শ্যামাক ধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

রুক্ষঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুর্বহুবাতশকৃদ্‌যবঃ।
স্থৈর্য্যকৃৎ সকষায়শ্চ বল্যঃ শ্লেষ্মবিকারজিৎ॥

যব—রুক্ষ, শীতল, গুরু, স্বাদু, বহুবায়ু ও পুরীষজনক, স্থৈর্য্যকারক, কষায়রসবিশিষ্ট, বলকারক এবং শ্লেষ্মা নিবারক।

রুক্ষঃ কষায়ানুরসো মধুরঃ কফপিত্তহা।
মেদঃক্রিমিবিষঘ্নশ্চ বল্যো বেণুযবো মতঃ॥

বেণু যব (বাঁশের চাউল)—রুক্ষ, কষায়ানুরস, মধুর, কফ ও পিত্ত-নাশক, মেদ-নাশক ক্রিমি ও বিষঘ্ন এবং বলকারক।

সন্ধানকৃদ্‌ বাতহরো গোধূমঃ স্বাদুশীতলঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ স্থৈর্য্যকরো গুরুঃ॥

গোধূম—ভগ্নস্থানের সন্ধানকর, বায়ুহর, স্বাদু, শীতল, জীবনীয়, বৃংহণীয়, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যজনক এবং গুরু।

নান্দীমুখী মধূলীচ মধুরস্নিগ্ধশীতলে।
ইত্যয়ং শূকধান্যানাং পূর্ব্বো বর্গঃ সমাপ্যতে॥

নান্দীমুখী এবং মধূলী (এই দুইটী গম বিশেষ) স্নিগ্ধ ও শীতল। শূকধান্যের প্রথম বর্গ এই কথিত হইল।

ইতি শূকধান্যবর্গ।

অথ শমীধান্যবর্গঃ।

কষায়মধুরো রুক্ষঃ শীতঃ পাকে কটুর্লঘুঃ।
শ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনো মুদ্গঃ সূপ্যোত্তমো মতঃ॥

মুদ্গ (মুগের ডাইল)—কষায়, মধুর, রুক্ষ, শীতল, কটুবিপাক, লঘু, বিষদ এবং শ্লেষ্মা-পিত্ত-নাশক। সমুদায় ডাইলের সূপের মধ্যে ইহার সূপ উত্তম।

বৃষ্যঃ পরং বাতহরঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরো গুরুঃ।
বল্যো বহুমলঃ পুংস্ত্বং মাষঃ শীঘ্রং দদাতি চ॥

মাষকলাই—শুক্রজনক, অতিশয় বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, বলজনক, বহুমল উৎপাদক। ইহার সেবনে পুরুষত্বের শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাজমাষঃ সরো রুচ্যঃ কফশুক্রাম্লপিত্তকৃৎ।
স্বাদুশ্চ বাতলো রুক্ষঃ কষায়ো বিশদো গুরুঃ॥

রাজমাষ—সারক, রুচি-জনক, কফ শুক্র এবং অম্লপিত্তজনক, স্বাদু, বায়ু-জনক, রুক্ষ, কষায়, বিষদ এবং গুরু।

উষ্ণাঃ কষায়াঃ পাকেঽম্লাঃ কফশুক্রানিলাপহাঃ।
কুলত্থা গ্রাহিণঃ কাসহিক্কাশ্বাসার্শসাং হিতাঃ॥

কুলত্থ কলাই—উষ্ণ, কষায়, অম্ল-বিপাক, কফ, শুক্র এবং বায়ু-বিনাশক, সংগ্রাহী এবং কাস, হিক্কা, শ্বাস ও অর্শ-রোগে হিতকর।

মধুরাঃ মধুরাঃ পাকে গ্রাহিণো রুক্ষশীতলাঃ।
মুকুষ্টকাঃ প্রশস্তাস্তে রক্তপিত্তজ্বরাদিষু॥

মুকুষ্টক (বনমুদ্গ)—মধুর রস-বিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, সংগ্রাহী, রুক্ষ, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত।

চণকাশ্চ মসূরাশ্চ খণ্ডিকাঃ সহরেণবঃ।
লঘবঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া বিরুক্ষণাঃ॥
পিত্তশ্লেষ্মণি শস্তাস্তে সূপেষ্বালেপনেষু চ।
তেষাং মসূরঃ সংগ্রাহী কলায়ো বাতলঃ পরঃ॥

ছোলা, মসুর, খণ্ডিকা (মটর) এবং হরেণু প্রভৃতি ডাইল—লঘু, শীতল, মধুর, কষায়, রুক্ষ এবং পিত্তশ্লেষ্মরোগে হিতকর। এই সমুদায় ডাইল যূপে ও আলেপনে প্রশস্ত। এই সমুদয়ের মধ্যে মসুর ডাইল সংগ্রাহী এবং কলাইঅতিশয় বায়ুজনক।

স্নিগ্ধোষ্ণো মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকস্তিলঃ।
ত্বচ্যঃ কেশ্যশ্চ বল্যশ্চ বাতঘ্নঃ কফপিত্তকৃৎ॥

তিল—স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও মধুর-তিক্ত-কষায়-কটুরস। ইহা ত্বকের ও কেশের হিতকর, বলজনক, বায়ুনাশক ও কফপিত্তকারক।

মধুরাঃ শীতলা গুর্ব্বো বলঘ্না রুক্ষণাত্মিকাঃ।
সস্নেহা বলিভির্ভক্ষ্যা বিবিধাঃ শিম্বিজাতয়ঃ॥

বিবিধ প্রকার শিম—মধুর, শীতল, গুরু, বলনাশক ও রুক্ষ। বলবান্ ব্যক্তিরা ইহা সস্নেহ অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ভোজন করিতে পারেন।

শিম্বী রুক্ষা কষায়া চ কোষ্ঠবাতপ্রকোপনী।
ন চ বৃষ্যা ন চক্ষুষ্যা বিষ্টভ্য চ বিপচ্যতে॥

শিম—রুক্ষ, কষায় ও কোষ্ঠস্থ বায়ুর প্রকোপক। ইহা বৃষ্য বা চক্ষুর পক্ষে হিতকর নয়। ইহা উদরকে বিষ্টব্ধ করিয়া বিলম্বে পরিপাক পায়।

আঢ়কী কফপিত্তঘ্নী বাতলা কফবাতনুৎ।
অবল্গুজঃ সৈড়গজো নিষ্পাবা বাতপিত্তলাঃ॥
কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ।
দ্বিতীয়োঽয়ং শমীধান্যবর্গঃ প্রোক্তো মহর্ষিণা॥

আঢ়কী অর্থাৎ অড়হর ডাইল কফ-পিত্তনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। সোমরাজীবীজ ও সৈড়গজ ও নিষ্পাব—ইহারা বাতপিত্তকর। কাকাণ্ডোল ও আলকুশীবীজ মাষকলায়ের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। মহর্ষিকর্ত্তৃক এই দ্বিতীয় শমীধান্যবর্গ কথিত হইল।

ইতি শমীধান্যবর্গ।

অথ মাংসবর্গঃ।

গোখরাশ্বতরোষ্ট্রাশ্ব দ্বীপিসিংহার্ক্ষবানরাঃ।
বৃকব্যাঘ্রৌ তরক্ষুশ্চ বভ্রুমার্জ্জারমূষিকাঃ॥
লোপাকো জম্বুকঃ শ্যেনো বান্তাদশ্চাষবায়সৌ।
শশঘ্নী মধুহা ভাষগৃধ্রোলূককুলিঙ্গকাঃ॥
ধূমিকা কুররশ্চেতি প্রসহা মৃগপক্ষিণঃ।

গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, ঘোটক, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বৃক অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু. বভ্রু, বিড়াল, ইন্দুর, লোপাক অর্থাৎ খ্যাক্‌শিয়াল, শৃগাল, শ্যেন অর্থাৎ শিক্‌রে পক্ষী, বান্তাদ (কুকুর), চাষ, কাক, শশঘ্নী, মধুহা, ভাস, গৃধ্র অর্থাৎ শকুনি, উলূক অর্থাৎ পেচক, কুলিঙ্গক, ধূমীক অর্থাৎ ফিঙ্গা এবং কুরর অর্থাৎ কুরল পাখী, এই সকল পশু ও পক্ষীকে প্রসহ বলে।

শ্বেতঃশ্যামশ্চিত্রপৃষ্ঠঃ কালকঃ কাকুলীমৃগঃ॥
কূচিকাচিল্লিটৌ ভেকো গোধা শল্লকগণ্ডকৌ।
কদলীনকুলঃ শ্বাবিদিতি ভূমিশয়াঃ স্মৃতাঃ॥

শ্বেতবর্ণ, শ্যামবর্ণ ও বিচিত্রবর্ণযুক্ত মৃগ, কৃষ্ণ মৃগ, কাকুলী মৃগ, কুচিক অর্থাৎ কুঁচে, চিল্লক, ভেক, গোধা অর্থাৎ গোসাপ, শল্লক, গণ্ডক, কদলী অর্থাৎ হরিণ বিশেষ, নকুল এবং শ্বাবিৎ এই সকল জন্তুকে ভূমিশয় বলে।

সৃমরশ্চমরঃ খড়্গো মহিষো গবয়ো গজঃ।
ন্যঙ্কুর্ব্বরাহশ্চানূপা মৃগাঃ সর্ব্বে রুরুস্তথা॥

সৃমর, চমর, খড়্গ, মহিষ, গবয়, হস্তী, নঙ্কু এবং শূকর প্রভৃতিকে আনূপ পশু বলে এবং রুরু প্রভৃতি মৃগ সমুদায়ও আনূপ শব্দের বাচ্য।

কূর্ম্মঃ কর্কটকো মৎস্যঃ শিশুমারস্তিমিঙ্গিলঃ।

কচ্ছপ, কর্কটক অর্থাৎ কাকৃড়া, মৎস্য, শিশুমার, তিমিঙ্গিল, শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক, শঙ্খ, উদ্রক অর্থাৎ উদ্, কুম্ভীর, চুলুকী (শুশুক) এবং মকর প্রভৃতি জন্তুকে বারিশয় বলে।

ইতি বারিশয়াঃ প্রোক্তা বক্ষ্যন্তে বারিচারিণঃ॥
হংসঃ ক্রৌঞ্চো বলাকা চ বকঃ কারণ্ডবঃ প্লবঃ।
শরারী পুষ্করাহ্বশ্চ কেশরী মানতুণ্ডিকঃ॥
মৃণালকণ্ঠো মদ্গুশ্চ কাদম্বঃ কাকতুণ্ডকঃ।
উৎক্রোশঃ পুণ্ডরীকাক্ষো মেঘরাবোঽম্বুকুক্কুটী॥
আরা নন্দীমুখী বাটী সুমুখাঃ সহচারিণঃ।

রোহিণী কামকালী চ সারসো রক্তশীর্ষকঃ।
চক্রবাকস্তথাচান্যে খগাঃ সত্ত্যম্বুচারিণঃ॥

জলচর পক্ষীদিগের নাম যথা ;—হংস, ক্রৌঞ্চ, বলাকা, বক, কারণ্ডব অর্থাৎ খড়হাস, প্লব, অর্থাৎ পানকৌড়ী, শরারি, পুষ্করাহ্ব অর্থাৎ সারস পক্ষী, কেশরী, মানতুণ্ডিক, মৃণালকণ্ঠ, মদ্গু, কাদম্ব, কাকতুণ্ড, উৎক্রোশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, মেঘরাব, জলকুক্কটী, আরা, নন্দীমুখী বাটী, সুমুখা, সহচরী, রোহিণী, কামকালী, সারস, রক্তশীর্ষক, এবং চক্রবাক প্রভৃতি।

পৃষতঃ শরভো রামঃ শ্বদংষ্ট্রা মৃগমাতৃকাঃ।
শশোরণৌ কুরঙ্গশ্চ গোকর্ণঃ কোট্টকারকঃ॥
চারুষ্কো হরিণৈণৌচ সম্বরঃ কালপুচ্ছকঃ।
ঋষ্যশ্চ তরপোতশ্চ বিজ্ঞেয়া জাঙ্গলা মৃগাঃ॥

জাঙ্গল পশুদিগের নাম যথা ;—পৃষৎ, শরভ, রাম, শ্বদংষ্ট্রা, মৃগমাতৃকা, শশ, উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ, কোট্টকারক, চারুষ্ক, হরিণ, ত্রণ, শম্বর, কালপুচ্ছক, ঋষ্য এবং তরপোত।

লাবো বর্ত্তীরকশ্চৈব বার্ত্তীকঃ সকপিঞ্জলঃ।
চকোরশ্চোপচক্রশ্চ কুক্কুটো রক্তবর্ত্তকঃ॥
লাবাদ্যা বিষ্কিরাস্ত্বেতে বক্ষ্যন্তে বর্ত্তকাদয়ঃ॥
বর্ত্তকো বর্ত্তিকাচৈব বর্হী তিত্তিরিকুক্কুটৌ।
কঙ্কশারপদেন্দ্রাভ গোনর্দ্দগিরিবর্ত্তকাঃ।
ক্রকরোঽবকরশ্চৈব বারড়াশ্চেতি বিষ্কিরাঃ॥

লাব, বর্ত্তীরক, বার্ত্তিক, কপিঞ্জল, চকোর, উপচক্র, কুক্কুট, রক্তবর্ত্তক এবং লাব প্রভৃতি পক্ষীদিগকে বিষ্কির পক্ষী বলে। বর্ত্তকাদি পক্ষী যথা ;—বর্ত্তক, বর্ত্তিকা, বর্হী, তিত্তিরি, কুক্কুট, কঙ্ক, সারপদেন্দ্রাভ, গোনর্দ্দ, গিরিবর্ত্তক, ক্রকর, অবকর, এবং বরাড় প্রভৃতিও বিষ্কির নামে অভিহিত।

শতপত্রো ভৃঙ্গরাজঃ কোযষ্টির্জীবজীবকঃ।
কৈরাতঃ কোকিলোদাত্যূহো গোপপুত্রঃ প্রিয়াত্মজঃ॥
লট্টালট্টূষকোবভ্রুর্বটহা ডিণ্ডিমানকঃ।
জটীদুন্দুভিধাঙ্কোরলোহপৃষ্ঠকুলিঙ্গকাঃ॥
কপোতশুকশারঙ্গাশ্চিরিটীকঙ্কুযষ্টিকাঃ।
শারিকাঃ কলবিঙ্কশ্চ চটকোঽঙ্গারচূড়কঃ॥
পারাবতঃ পাণ্ডবিক ইত্যুক্তাঃ প্রতুদাঃ দ্বিজাঃ॥

প্রতুদ পক্ষীদিগের নাম যথা ;—শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোযষ্টি, জীবজীবক, কৈরাত, কোকিল, দাত্যূহ, গোপপুত্র, প্রিয়াত্মজ, লট্টা, লট্টূষক, বভ্রু, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দুভী, ধাঙ্কোর, লোহপৃষ্ঠ, কুলিঙ্গক, কপোত, শুক, সারঙ্গ, চিরিটি, কঙ্কু, যষ্টিকা, শারিকা, কলবিঙ্ক, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত এবং পাণ্ডবিক।

প্রসহ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে প্রসহাস্তেন সংজ্ঞিতাঃ।
ভূশয়া বিলশায়িত্বাদানূপোঽনূপসংশ্রয়াৎ ॥
জলে নিবাসাজ্জলজা জলচর্য্যাজ্জলেচরাঃ।
স্থলজা জাঙ্গলাঃ প্রোক্তা মৃগা জঙ্গলচারিণঃ ॥
বিকীর্য্য বিষ্কিরাশ্চৈব প্রতুদ্য প্রতুদাস্তথা।
যোনিরষ্টবিধা ত্বেষাং মাংসানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

যে সকল পশু ও পক্ষী জন্তুদিগকে সহসা বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে প্রসহ বলে। গর্ত্তমধ্যে যে সমুদায় পশু ও পক্ষী বাস করে, তাহাদিগকে ভূমিশয় বলে। জলার নিকটে যে সমস্ত জন্তু বাস করে, তাহাদিগকে আনূপ জন্তু বলে। জলে বাস নিবন্ধন বিশেষ বিশেষ জন্তুকে জলজ জন্তু কহে। যে সমুদায় প্রাণী জলে বিচরণ করে, তাহারা জলচর। যে সমস্ত জন্তু জঙ্গলে বাস করে, তাহারা জাঙ্গল জন্তু নামে অভিহিত হয়। আর যে সমস্ত প্রাণী পদ দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য সমুদায় বিক্ষেপ করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে বিষ্কির জন্তু কহিয়া থাকে। আর যে সমস্ত প্রাণী আহারীয় দ্রব্যসমূহ ঠোঁট দিয়া খুঁটিয়া খায় তাহারা প্রতুদ জন্তু নামে কথিত হইয়া থাকে। মাংস সকলের উৎপত্তি স্থান এই অষ্টবিধ উল্লিখিত হইল।

প্রসহা ভূশয়ানূপবারিজা বারিচারিণঃ।
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরা বলোপচয়বর্দ্ধনাঃ ॥
বৃষ্যাঃ পরং বাতহরাঃ কফপিত্তবিবর্দ্ধনাঃ।
হিতা ব্যায়ামনিত্যেভ্যো নরা দীপ্তাগ্নয়শ্চ যে ॥
প্রসহানাং বিশেষেণ মাংসং মাংসাশিনাং ভিষক্।
জীর্ণার্শোগ্রহণীদোষশোষার্ত্তানাং প্রযোজয়েৎ ॥

এই আট প্রকার পশু পক্ষীর মাংসের মধ্যে প্রসহ, ভূশয়, আনূপ, জলজ ও জলচর প্রাণীগণের মাংস গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, অত্যন্ত বায়ুনাশক, কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারক, এবং যাহারা নিত্য ব্যায়াম বা পরিশ্রম করে অথবা যাহাদের জঠরাগ্নির বিলক্ষণ দীপ্তি আছে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। মাংসাশি-প্রসহ প্রাণির মাংস জীর্ণরোগ-পীড়িত, অর্শরোগী, গ্রহণী ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

লাবাদ্যো বৈষ্কিরো বর্গঃ প্রতুদা জাঙ্গলা মৃগাঃ।
লঘবঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া হিতা নৃণাম্ ॥
পিত্তোত্তরে বাতমধ্যে সন্নিপাতে কফানুগে ॥
বিষ্কিরা বর্ত্তকাদ্যাস্তু প্রসহাদ্যাস্তরা গুণৈঃ।

লাব প্রভৃতি বিষ্কির জাতীয় জন্তুর, প্রতুদ জন্তুসমূহের এবং জাঙ্গল পশুগণের মাংস লঘু, শীতল, মধুর এবং কষায় রস-বিশিষ্ট। এই সকল জন্তুর মাংস পিত্তপ্রধান, বায়ুমধ্যম এবং কফানুগ সন্নিপাতে বিশেষ হিতকারী। বিষ্কির ও বর্ত্তকাদি জন্তুগণের মাংস প্রসহ প্রাণীগণের মাংস অপেক্ষা গুণ বিষয়ে অল্পই বিভিন্ন।

নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষলম্ ॥
শরীরধাতুসামান্যাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্।
মাংসং মধুরশীতত্বাদ্ গুরুবৃংহণমাবিকম্ ॥

ছাগ মাংস অতিশয় শীতল, স্নিগ্ধ বা গুরু নহে এবং ইহা ত্রিদোষজনক নহে। মানব-দেহের ধাতু সমূহের সহিত সমগুণ বলিয়া ইহা ক্লেদ উৎপাদন করে না, এবং বলবর্দ্ধনকারী। আবিক অর্থাৎ মেষ মাংস মধুর ও শীতল গুণযুক্ত বলিয়া গুরুপাক এবং বল-বর্দ্ধনকারী।

যোনাবজাবীব্যামিশ্রগোচরত্বাদনিশ্চিতৌ।
সামান্যেনোপদিষ্টানাং মাংসানাং স্বগুণৈঃ পৃথক্ ॥
কেষাঞ্চিদ্ গুণবৈশেষ্যাদ্ বিশেষ উপদেক্ষ্যতে।

ছাগ ও মেষ ইহারা গ্রাম্য এবং আরণ্য। সুতরাং ব্যামিশ্রচরত্ব হেতু ইহাদের জন্ম-স্থানের নিশ্চয়ত্ব নাই বলিয়া সাধারণভাবে উপদিষ্ট উক্ত আটপ্রকার মাংসযোনি হইতে ছাগ ও মেষমাংসের কথা পৃথক্ভাবে বলা হইল। বিশিষ্ট গুণশালিত্ব প্রযুক্ত কোন কোন জন্তুর বিশেষ গুণের উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

দর্শনশ্রোত্রমেধাগ্নিবয়োবর্ণস্বরায়ুষাম্।
বর্হী হিততমো বল্যো বাতঘ্নো মাংসশুক্রলঃ ॥
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরাঃ স্বরবর্ণবলপ্রদাঃ।
বৃংহণাঃ শুক্রলাশ্চোক্তা হংসাঃ মারুতনাশনাঃ ॥

ময়ূরের মাংস চক্ষু, কর্ণ, মেধা, অগ্নি, বয়স, বর্ণ, স্বর ও আয়ুর পক্ষে হিতজনক। ইহা বলবর্দ্ধনকারী, বায়ুনাশক এবং মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক। হংসের মাংস গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, স্বর, বর্ণ ও বলপ্রদ, বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

স্নিগ্ধাশ্চোষ্ণাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ স্বরবোধনাঃ।
বল্যাঃ পরং বাতহরাঃ স্বেদনাশ্চরণায়ুধাঃ ॥

চরণায়ুধ অর্থাৎ কুক্কুট মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, বৃংহণ, স্বরশুদ্ধিকারী, বলকারক, অত্যন্ত বায়ুনাশক ও স্বেদজনক।

গুরূষ্ণো মধুরো নাতি ধন্বানূপনিষেবণাৎ।
তিত্তিরিঃ সঞ্জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রীন্ দোষাননিলোল্বণান্ ॥

ধন্ব ও আনুপ দেশে বিচরণ করে বলিয়া তিত্তিরি পক্ষীর মাংস অতিশয় গুরু, উষ্ণ বা মধুর নহে। ইহা বায়ুপ্রধান ত্রিদোষের উপশম-কারক।

পিত্তশ্লেষ্মবিকারেষু সরক্তেষু কপিঞ্জলাঃ।
মন্দবাতেষু শস্যন্তে শৈত্যমাধুর্য্যলাঘবাৎ ॥

কপিঞ্জল পক্ষীর মাংস রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মা রোগে এবং বায়ুর অল্প রোগে প্রশস্ত। এই মাংস শীতল, মধুর ও লঘু।

লাবাঃ কষায়মধুরাঃ লঘবোঽগ্নিবিবর্দ্ধনাঃ।
সন্নিপাতপ্রশমনাঃ কটুকাশ্চ বিপাকতঃ॥

লাব পক্ষীর মাংস—কষায়, মধুর, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, সন্নিপাত-প্রশমক, এবং পাকে কটু।

গোধা বিপাকে মধুরা কষায়কটুকা রসে।
বাতপিত্তপ্রশমনী বৃংহণী বলবর্দ্ধনী॥

গোসাপের মাংস বিপাকে মধুর, কষায় ও কটুরস, বাতপিত্ত-প্রশমনকারী, বৃংহণ এবং বলবর্দ্ধনকারী।

শল্লকো মধুরাম্লশ্চ বিপাকে কটুকঃ স্মৃতঃ।
বাতপিত্তকফঘ্নশ্চ শ্বাসকাসহরস্তথা॥

সজারুর মাংস মধুরাম্ল, কটুবিপাক, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক। এবং কাস ও শ্বাস-নিবারক।

কষায়মধুরাঃ শীতা রক্তপিত্তনিবর্হণাঃ।
বিপাকে মধুরাশ্চৈব কপোতা গৃহবাসিনঃ॥

গৃহবাসী কপোত বা পায়রার মাংস—কষায়, মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত-নাশক এবং উহার বিপাক মধুর।

তেভ্যো লঘুতরাঃ কিঞ্চিৎ কপোতা বনবাসিনঃ।
শীতাঃ সংগ্রাহিণশ্চৈব স্বল্পং মূত্রতরাশ্চ তে॥

বনবাসী পায়রার মাংস, গৃহবাসী কপোতের মাংসাপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘুতর, শীতল, সংগ্রাহী এবং অল্প মৃদু।

শুকমাংসং কষায়াম্লং বিপাকে রুক্ষশীতলম্।
শোষকাসক্ষয়হিতং সংগ্রাহি লঘু দীপনম্॥

শুক পক্ষীর মাংস—কষায় ও অম্লরসযুক্ত, বিপাকে রুক্ষ ও শীতল; যক্ষ্মা, কাস ও ক্ষয় রোগের পক্ষে মঙ্গলকর, সংগ্রাহী, লঘু এবং অগ্নিদীপক।

কষায়ো বিশদোরুক্ষঃ শীতঃ পাকে কটুর্লঘুঃ।
শশঃ স্বাদুঃ প্রশস্তশ্চ সন্নিপাতেঽনিলাবরে॥

শশক মাংস—কষায়, বিষদ, রুক্ষ, শীতল, লঘু, কটুবিপাক, স্বাদু এবং বায়ু অপ্রধান সন্নিপাতে প্রশস্ত।

চটকা মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ বলশুক্রবিবর্দ্ধনাঃ।
সন্নিপাতপ্রশমনাঃ শমনা মারুতস্য চ॥

চটক পক্ষীর মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক, সন্নিপাতপ্রশমক, এবং বায়ু-বিনাশক।

মধুরা মধুরাঃ পাকে ত্রিদোষশমনাঃ শিবাঃ।
লঘবো বদ্ধবিণ্মূত্রাঃ শীতাশ্চৈণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এণ হরিণের মাংস ভোজন করিতে মধুর ও উহার বিপাক মধুর। ইহা ত্রিদোষ শান্তিকারক, হিতজনক, লঘু, মলমূত্র-বদ্ধকারক এবং শীতল।

গব্যং কেবলবাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে।
শুষ্ককাসশ্রমাত্যগ্নিমাংসক্ষয়হিতশ্চ তৎ ॥

গো মাংস কেবল বায়ুরোগে, পীনস রোগে, বিষমজ্বরে, শুষ্ক কাসে, পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তিতে, অতিশয় অগ্নিতে এবং দেহের মাংসক্ষয়ে বিশেষ হিতকর।

গুরূষ্ণা মধুরা বল্যা বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ।
মৎস্যাঃ স্নিগ্ধাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বহুদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

সাধারণতঃ মৎস্য মাত্রেই গুরু, উষ্ণ, মধুর, বলকর, বৃংহণ, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য বা শুক্রবিবর্দ্ধক এবং বহুদোষবিশিষ্ট।

শৈবালাহার ভোজিত্বাৎ স্বপ্নস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ ॥

রোহিত মৎস্য শৈবাল ভোজন করে এবং নিদ্রা বিবর্জ্জিত বলিয়া উহার মাংস অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাক এবং অতিশয় বলকারক।

বর্ণ্যো বাতহরো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।
মেধাস্মৃতিকরঃ পথ্যঃ শোষঘ্নঃ কূর্ম্ম উচ্যতে ॥

কচ্ছপ মাংস বলপ্রদ, বাতনাশক, বৃষ্য, নেত্র-তেজ ও বলবর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকর, পথ্য, ও যক্ষ্মা-বিনাশক।

স্নেহনং বৃংহণং বৃষ্যং শ্রমঘ্নমনিলাপহম্।
বরাহপিশিতং বল্যং রোচনং স্বেদনং গুরু ॥

বরাহ ও শূকরের মাংস স্নিগ্ধকারক, বৃংহণ, বৃষ্য, শ্রমঘ্ন, বায়ুঘ্ন, বলকারক, রুচিজনক, স্বেদজনক ও গুরু।

স্নিগ্ধোষ্ণং মধুরং বৃষ্যং মাহিষং গুরু তর্পণম্।
দার্ঢ্যং বৃহত্বমুৎসাহং স্বপ্নঞ্চ জনয়ত্যতি ॥

মহিষের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, গুরু, তর্পণ, দেহের দৃঢ়তা, ও বৃহত্বকারী, উৎসাহ-জনক ও নিদ্রাকর।

ধার্ত্তরাষ্ট্রচকোরাণাং দক্ষাণাং শিখিনামপি।
চটকানাঞ্চ যানি স্যুরণ্ডানি চ হিতানি চ ॥
রেতঃক্ষীণেষু কাশেষু হৃদ্রোগেষু ক্ষতেষু চ।
মধুরাণ্যবিদাহীনি সদ্যো বলকরাণি চ ॥

ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ গেঁড়ি হাঁস, চকোর, দক্ষ অর্থাৎ কুক্কুট, ময়ুর, এবং চড়াই পক্ষীর ডিম্ব, ক্ষীণশুক্রবিশিষ্ট মানবের পক্ষে এবং কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষত রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক। এই সকল ডিম্ব মধুর; অবিদাহী এবং সদ্য বলকারক।

শরীরবৃংহণে নান্যদাদ্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে।
ইতিবর্গস্তৃতীয়োঽয়ং মাংসানাং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

শরীরপোষকের মধ্যে মাংসাপেক্ষা অন্য কোন খাদ্য শ্রেষ্ঠ নহে। মাংস সম্বন্ধে এই তৃতীয় বর্গ কথিত হইল।

ইতি মাংসবর্গ।

অথ শাকবর্গঃ।

পাঠাতুষাশটীশাকং বাস্তুকং সুনিষণ্ণকম্।
বিদ্যাদ্ গ্রাহি ত্রিদোষঘ্নং বর্চ্চোভেদি চ বাস্তুকম্॥

পাঠা অর্থাৎ আকনাদি শাক, তুষাশাক, শঠী, বাস্তুক (বেথো শাক) এবং সুনিষণ্ণক (শুষ্‌নী শাক)—এই সকল শাক গ্রাহী অর্থাৎ মলবদ্ধকারক এবং ত্রিদোষ-নাশক। তন্মধ্যে বেথো শাক মল-নিঃসারক।

ত্রিদোষশমনী বৃষ্যা কাকমাচী রসায়নী।
নাত্যুষ্ণশীতবীর্য্যা চ ভেদনী কুষ্ঠনাশিনী॥

কাকমাচী অর্থাৎ গুড় কামাই শাক, ত্রিদোষ নাশক, বৃষ্য ও রসায়ন অর্থাৎ জরা ও ব্যাধি বিনাশক। ইহা অতিশয় শীতল বা অত্যধিক উষ্ণবীর্য্য নহে। ইহা ভেদক ও কুষ্ঠনাশক।

রাজক্ষবকশাকস্তু ত্রিদোষশমনং লঘু।
গ্রাহি শস্তং বিশেষেণ গ্রহণ্যর্শোবিকারিণাম্॥

রাজক্ষবক অর্থাৎ সর্ষপ শাক, ত্রিদোষনাশক, লঘু, ধারক, এবং গ্রহণী ও অর্শ রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

কালশাকঞ্চ কটুকং দীপনং গরশোফজিৎ।
লঘূষ্ণং বাতলং রুক্ষং করালং শাকমুচ্যতে॥

কাল শাক কটু, অগ্নি উদ্দীপনকারী, গর এবং শোষ নাশক। করাল শাক লঘু, উষ্ণ, বায়ুজনক এবং রুক্ষগুণ সমন্বিত।

দীপনী চোষ্ণবীর্য্যা চ গ্রাহিণী কফমারুতে।
প্রশস্যতেঽম্লচাঙ্গেরী গ্রহণ্যর্শোহিতা চ সা॥

অম্লচাঙ্গেরী অর্থাৎ আমরুল শাক অগ্ন্যুদ্দীপক, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক এবং কফ ও বায়ুরোগে প্রশস্ত। ইহা গ্রহণী এবং অর্শ রোগে মঙ্গলকর।

মধুরা মধুরা পাকে ভেদনী শ্লেষ্মবর্দ্ধনী।
বৃষ্যা স্নিগ্ধা চ শীতা চ মদঘ্নী চাপ্যুপোদিকা॥

উপোদিকা অর্থাৎ পুঁইশাক মধুর রসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, ভেদক, শ্লেষ্মবর্দ্ধন, শুক্র-বিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শীতল, এবং মত্ততা বিনাশক।

রুক্ষো মদবিষঘ্নশ্চ প্রশস্তো রক্তপিত্তিনাম্।
মধুরো মধুরঃ পাকে শীতলস্তণ্ডুলীয়কঃ॥

তণ্ডুলীয়ক অর্থাৎ চাঁপানটে শাক রুক্ষ, মদ ও বিষনাশক, এবং রক্তপিত্ত রোগে প্রশস্ত। ইহা মধুর রসযুক্ত, বিপাকে মধুর এবং শীতল।

মণ্ডূকপর্ণীবেত্রাগ্রং কুচেলা বনতিক্তকম্।
কর্কোটকাবল্গুজকৌ পটোলং শকুলাদনী॥
বৃষপুষ্পাণি শার্ঙ্গষ্ঠা কেবুকং নক্তমালকম্।
নাড়ী কলায়ং গোজিহ্বা বার্ত্তাকং তিলপর্ণিকা।
কুলকং কার্কশং নিম্বং শাকং পর্পটকঞ্চ যৎ॥
কফপিত্তহরং তিক্তং শীতং কটুবিপচ্যতে।

মণ্ডূকপর্ণী অর্থাৎ থুলকুড়ী শাক, বেত্রাগ্র অর্থাৎ বেতেরডগা, কুচেলা, বনতিক্তক অর্থাৎ শ্বেতবুহ্না, কর্কোটক অর্থাৎ কাঁকুড় শাক, অবল্গুজ (সোমরাজী), পল্তা, কট্‌কী শাক, বাসক পুষ্প, কাকজঙ্ঘা, কেবুক, করেলা, নাড়ী (নাল্‌তে), বর্ত্তুল কলায়, শুজিয়া শাক, বার্ত্তাকু ফল, হুলহুলিয়া, কুলক, কার্কশ, নিম্বপত্র এবং পর্পটক অর্থাৎ ক্ষেতপাপ্‌ড়া—ইহারা কফ ও পিত্তনাশক, তিক্ত, শীতল এবং বিপাকে কটুরসবিশিষ্ট।

সর্ব্বাণি সূপ্যশাকানি ফঞ্জী চিল্লীকতুম্বুকঃ॥
আলুকানি চ সর্ব্বাণি সপত্রাণি কটিঞ্জকঃ।
শণশাল্মলিপুষ্পাণি কর্ব্বুদারঃ সুবর্চ্চলা॥
নিষ্পাবঃ কোবিদারশ্চ পত্তুরশ্চাখুপর্ণিকা।
কুমারজীবো লোট্টাকপালঙ্ক্যা মারিষস্তথা॥
কলম্বো নালিকা স্মর্যুঃ কুসুম্ভবৃকধূমকৌ।
লক্ষ্মণপ্রপুন্নাড়ৌ চ নলিনীকা কুঠেরকঃ॥
লোণিকা যবশাকঞ্চ কুষ্মাণ্ডকমবল্গুজঃ।
যাতুকঃ শালকল্যাণী ত্রিপর্ণী পীলুপর্ণিকা॥
শাকঙ্গুরু চ রুক্ষঞ্চ প্রায়ো বিষ্টভ্য জীর্য্যতি।
মধুরং শীতবীর্য্যঞ্চ পুরীষস্য চ ভেদনম্।
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যন্তৎ প্রশস্যতে॥

সর্ব্বপ্রকার সূপ্যশাক (মুগ, ছোলা, মটর প্রভৃতি শাক) ফঞ্জী অর্থাৎ বামনহাটী শাক, চিল্লীক অর্থাৎ গৌড়বাস্তুক, তুম্বুক, এবং সর্ব্ববিধ আলু ও আলু শাক, কাঞ্চন, শোণ, শাল্মলী, ও সূর্য্যভক্তিকাপুষ্প, সীম, রক্তকাঞ্চন, শালি, ইন্দুরকানি, জীবশাক, নোড়া, পালম্ শাক, কলম্বী শাক, নাল্‌তে, রাই শাক, কুসুম শাক, ভূমি শিরীষ, লক্ষ্মণা, পদ্মমৃণাল, চাকুন্দে, কুঠেরক, লুনুই শাক, যব শাক, কুষ্মাণ্ড শাক, সোমরাজী শাক, যাতুক, শালপর্ণী, শালিঞ্চি শাক, হংসপাদিকা এবং মোরগ শাক—এই সমুদায় শাক গুরু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক, মধুর, শীতবীর্য্য এবং মল-ভেদক। শাক সিদ্ধ করিয়া পরে রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া দিবে ও ঘৃত তৈলাদি সংমিলিত করিয়া ভোজন করিবে।

শণস্য কোবিদারস্য কর্ব্বুদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং গ্রাহি প্রশস্তস্য রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

শণ, রক্তকাঞ্চন ফুল, শ্বেতকাঞ্চন এবং শাল্মলী—ইহাদের পুষ্প সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষপদ্মাদিপল্লবাঃ।
কষায়াঃ স্তম্ভনাঃ শীতা হিতাঃ পিত্তাতিসারিণাম্॥

বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় এবং পদ্ম—ইহাদের পল্লব কষায়, স্তম্ভনকারক, শীতল এবং পিত্তাতিসার-পীড়িত রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বায়ুং বৎসাদনী হন্যাৎ কফঙ্গণ্ডীরচিত্রকৌ।
শ্রেয়সী বিল্বপর্ণী চ বিল্বপত্রন্তু বাতনুৎ॥
ভাণ্ডী শতাবরী শাকং বলা জীবন্তিজঞ্চ যৎ।
পর্ব্বণ্যাঃ পর্ব্বপুষ্প্যাশ্চ বাতপিত্তহরং স্মৃতম্॥

বৎসাদনী অর্থাৎ গুলঞ্চ বায়ুনাশক, গণ্ডীর বা শমঠ শাক এবং চিত্রক শাক কফনাশক। শ্রেয়সী, বিল্লপর্ণী এবং বিল্লপত্র বায়ু বিনাশ করে। ভাণ্ডী, শতাবরী, বেড়েলা, জীবন্তী, পর্ব্বণী, ও পর্ব্বপুষ্পী ইহারা বায়ু ও পিত্তনাশক।

লঘু ভিন্নশকৃত্তিক্তং লাঙ্গুলক্যুরুবুকয়োঃ।
তিলবেতসশাকঞ্চ শাকং পঞ্চাঙ্গুলস্য বা॥
বাতলং কটুতিক্তাম্লমধোমার্গপ্রবর্ত্তকং।
রুক্ষাম্লমুষ্ণং কৌসুম্ভং কফঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥

লাঙ্গুলকী অর্থাৎ ঈশলাঙ্গলা ও উরুবুক, অর্থাৎ এরণ্ড, লঘু, মলভেদক এবং তিক্তরস বিশিষ্ট। তিল শাক, বেতস শাক ও এরণ্ড শাক বায়ুজনক, কটু, তিক্ত, অম্ল ও অধোমার্গের প্রবর্ত্তক। কুসুম ফল রুক্ষ, অম্ল, উষ্ণ, কফনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক।

ত্রপুসৈর্ব্বারুকং স্বাদু গুরুবিষ্টম্ভিশীতলম্।
মুখপ্রিয়ঞ্চ রুক্ষঞ্চ মূত্রলং ত্রপুষংত্বতি।
এর্ব্বারুকঞ্চ সংপকং দাহতৃষ্ণাক্লমার্ত্তিনুৎ॥

শশা ও কাঁকুড়—স্বাদু, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক এবং শীতল; তন্মধ্যে শশা মুখপ্রিয়, রুক্ষ ও অত্যধিক মূত্রকারক এবং পক্ক এর্ব্বারু অর্থাৎ পাকা কাঁকুড় দাহ, তৃষ্ণা, ক্লম ও বেদনা নাশক।

বর্চ্চোভেদীন্যলাবূনি রুক্ষশীতগুরূণি চ।
চির্ভিট্যের্ব্বারুকে তদ্বদ্বর্চ্চোভেদহিতে তু তে॥

লাউ—ভেদন, রুক্ষ, শীতল এবং গুরু। চির্ভটী এবং এর্ব্বারুক পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট এবং অতিশয় ভেদকারক।

কুষ্মাণ্ডমুক্তং সক্ষারং মধুরাম্লং তথা লঘু।
সৃষ্টমূত্রপুরীষঞ্চ সর্ব্বদোষনির্বহণম্॥
কেলূটঞ্চ কদম্বঞ্চ [illegible]ম্।
বিষদং গুরুশীতঞ্চ সমভিষ্যন্দি চোচ্যতে॥

পক্ক কুষ্মাণ্ড ক্ষারবিশিষ্ট, মধুরাম্ল, লঘু, মলমূত্র-বিরেচক এবং সর্ব্বদোষ-বিনাশক। কেলুট, কদম্ব, নদীমাষক ও ইন্দুক—ইহারা বিষদ, শুষ্ক, শীতল এবং অভিষ্যন্দি।

উৎপলানি কষায়ানি পিত্তরক্তহরাণি চ।
তথা তালপ্রলম্বঞ্চ উরঃক্ষত রুজাপহম্।
খর্জ্জুরং তালশস্যঞ্চ রক্তপিত্তক্ষয়াপহম্॥

উৎপল সমূহ—কষায়-রসসমন্বিত ও রক্তপিত্ত বিনাশক। তালের অঙ্কুর উরঃক্ষতের বেদনা-বিনাশক। খেজুর ও তাল শস্য অর্থাৎ তালশাঁস রক্তপিত্ত ও ক্ষয়-বিনাশক।

তরূঠবিসশালূকক্রৌঞ্চাদনকশেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকমঙ্কলোড্যঞ্চ গুরুবিষ্টম্ভিশীতলম্।
কুমুদোৎপলনালাস্তু সপুষ্পাঃ সফলাঃ স্মৃতাঃ।
শীতাঃ স্বাদুকষায়াস্তু কফমারুতকোপনাঃ॥

তরূঠ, পদ্মমৃণাল, শালুক, ক্রৌঞ্চাদন, কশেরুক অর্থাৎ কেশুর, শৃঙ্গাটক অর্থাৎ সিঙ্গেড়া এবং অঙ্কলোড্য—ইহারা গুরুপাক, বিষ্টম্ভী এবং শীতল। কুমুদ এবং উৎপলের নাল, পুষ্প এবং ফল—স্বাদু, কষায়, শীতল এবং কফ ও বায়ুপ্রকোপক।

কষায়মীষদ্বিষ্টম্ভি রক্তপিত্তহরং স্মৃতম্।
পৌষ্করন্তু ভবেদ্বীজং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
বল্যঃ শীতো গুরুঃ স্নিগ্ধস্তর্পণো বৃংহণাত্মকঃ।
বাতপিত্তহরঃ স্বাদুর্বৃষ্যো মুঞ্জাতকঃ পরম্॥
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ শস্তো রসায়নে।
বিদারীকন্দো বল্যশ্চ মূত্রলঃ স্বাদুশীতলঃ॥

পুষ্কর বীজ-কষায়, ঈষৎ বিষ্টম্ভকারক, রক্তপিত্ত-বিনাশক, মধুর রসবিশিষ্ট, এবং বিপাকে মধুর। মুঞ্জাতক-বলকারক, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধকারক, তর্পক, বৃংহণ, স্বাদু, বৃষ্য এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। বিদারীকন্দ অর্থাৎ ভূমিকুষ্মাণ্ড—জীবনীয়, বৃংহণীয়, শুক্রকারক, কণ্ঠ-হিতকারী ও রসায়নে প্রশস্ত। ইহা বলকারক, মূত্রজনক, স্বাদু এবং শীতল।

অম্লীকায়াঃ স্মৃতঃ কন্দো গ্রহণ্যর্শোহিতঃ লঘুঃ।
নাত্যুষ্ণঃ কফবাতঘ্নো গ্রাহী শস্তো মদাত্যয়ে।
ত্রিদোষং বদ্ধবিন্মূত্রং সার্ষপং শাকমুচ্যতে॥
তদ্বৎ পিণ্ডালুকং বিদ্যাৎ কন্দত্বাচ্চ মুখপ্রিয়ম্॥

অম্লীকাকন্দ—অর্শ ও গ্রহণী রোগে হিতকর, লঘুপাক, অধিক উষ্ণ নহে, কফ ও বায়ু-বিনাশক, মল মূত্র রোধক এবং মদাত্যয় রোগে উপকারক। সর্ষপ শাক—ত্রিদোষবর্দ্ধক, এবং মল মূত্র বদ্ধকারক। পিণ্ডালু ও সর্ষপের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; তবে ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা কন্দত্ব হেতু মুখরোচক।

সর্পচ্ছত্রকবর্জ্জ্যাস্তু বহ্বোঽন্যাচ্ছত্রজাতয়ঃ।
শীতাঃ পীনসকর্ত্র্যশ্চ মধুরা গুর্ব্ব্য এব চ।
চতুর্থঃ শাকবর্গোঽয়ং পত্রকন্দফলাশ্রয়ঃ॥

সর্পচ্ছত্রক অর্থাৎ পাতাল কোঁড়ক ব্যতীত,অপর যে সকল কোঁড়ক আছে তাহারা শীতল, পীনস-রোগকারক, মধুর ও গুরু। পত্রশাক, মূলশাক এবং ফল শাক সম্বন্ধীয় এই চতুর্থ শাক বর্গ কথিত হইল। অনন্তর ফলবর্গের বিষয় বলা যাইতেছে।

ইতি শাকবর্গঃ।

অথ ফলবর্গঃ।

তৃষ্ণাদাহজ্বরশ্বাসরক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্।
বাতপিত্তমুদাবর্ত্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম্॥
তিক্তাস্যতামাস্যশোষং কাসঞ্চাশু ব্যপোহতি।
মৃদ্বীকা বৃংহণী বৃষ্যা মধুরস্নিগ্ধশীতলা॥

মৃদ্বীকা অর্থাৎ কিস্‌মিস্—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষতরোগ, যক্ষ্মা, বাতপিত্ত, উদাবর্ত্ত, স্বরভেদ, মদাত্যয়, মুখ-তিক্ততা, মুখশুষ্কতা এবং কাস সত্বরই নাশ করিয়া থাকে। ইহা বৃংহণ, বৃষ্য, মধুর, স্নিগ্ধ এবং শীতল।

মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং খর্জ্জুরং গুরুশীতলম্।
ক্ষয়েঽভিঘাতে দাহে চ বাতপিত্তে চ তদ্ধিতম্॥

খেজুর মধুর, বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক, গুরুপাক এবং শীতল। ইহা ক্ষয়রোগে, অভিঘাতে, দাহে এবং বাতপিত্ত রোগে হিতকর।

তর্পণং বৃংহণং ফল্গু গুরুবিষ্টম্ভি শীতলম্।
পরূষকং মধুকঞ্চ বাতপিত্তে চ শস্যতে॥

ফল্গু অর্থাৎ কাকডুমুর—তর্পক, বৃংহণ, গুরু, বিষ্টম্ভজনক এবং শীতল। পরূষক ফল অর্থাৎ ফল্‌সা এবং মধুক অর্থাৎ মৌয়া ফল ইহারা উক্ত গুণ বিশিষ্ট; এবং বাতপিত্ত রোগে প্রশস্ত।

মধুরং বৃংহণং বল্যমাম্রাতং তর্পণং গুরু।
সস্নেহং শ্লেষ্মলং শীতং বৃষ্যং বিষ্টভ্য জীর্য্যতি॥

আম্রাত অর্থাৎ আম্‌ড়া—মধুর, বৃংহণ, বলকারক, তর্পক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ শ্লেষ্মাকারক, শীতল, বৃষ্য ও বিষ্টম্ভকারক।

তালশস্যানি সিদ্ধানি নারিকেলফলানি চ।
বৃংহণস্নিগ্ধশীতানি বল্যানি মধুরাণি চ॥
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ বিষ্টম্ভি গুরুশীতলম্।
পিত্তশ্লেষ্মহরং ভব্যং গ্রাহিবক্ত্রবিশোধনম্॥

পাকাতাল ও নারিকেল ফল—বৃংহণ, স্নিগ্ধ, শীতল, বলকারক ও মধুর। চাল্‌তা ফল—মধুর, অম্ল, কষায়, বিষ্টম্ভকারক, গুরুপাক, শীতল, পিত্তশ্লেষ্মানাশক, মল মূত্রবদ্ধতা-কারক এবং মুখ-বিশুদ্ধিজনক।

অম্লং পরুষকং দ্রাক্ষা বদর্য্যাণ্যারুকাণিচ।
পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপীনি কর্কন্ধুলিকুচান্যপি॥

অম্ল-পরুষক (কাঁচা ফল্‌সা) দ্রাক্ষা, কুল, অম্ল-আরুক, কর্কন্ধু (ছোট কুল) এবং লিকুচ (ডেয়ো ফল)—ইহারা পিত্ত ও শ্লেষ্মা-প্রকোপক।

নাত্যুষ্ণং গুরুসম্পক্বং স্বাদুপ্রায়ং মুখপ্রিয়ম্।
বৃংহণং জীর্য্যতি ক্ষিপ্রং নাতিদোষলমারুকম্॥

পক্ব আরুক (হিমালয় পর্ব্বতে প্রসিদ্ধ) ঔষধি বিশেষ—এই ফল অত্যধিক উষ্ণ নহে গুরু, স্বাদুপ্রায়, মুখরোচক, রক্তবর্দ্ধক, আশু জারক এবং ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের অত্যধিক বৃদ্ধিকারক নহে।

দ্বিবিধং শীতমুষ্ণঞ্চ মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
গুরু পারাবাতং জ্ঞেয়মরুচ্যত্যগ্নিনাশনম্॥

পারাবত ফল (পেয়ারা) দ্বিবিধ। শীত ও উষ্ণগুণ বিশিষ্ট এবং মধুর ও অম্ল; এই দুই প্রকার পারাবত ফলই গুরু, অরুচিনাশক এবং অতিশয় অগ্নি নাশক।

ভব্যাদল্পান্তরগুণং কাশ্মর্য্যফলমুচ্যতে।
তথৈবাল্পান্তরগুণন্তুদমম্লং পরূষকাৎ॥

গাম্ভারী ফল, গুণ বিষয়ে চালিতা অপেক্ষা অল্পই ভিন্ন। সেইরূপ কাঁচা তুদ ফল, ও পরুষক ফল প্রায়ই সমগুণ বিশিষ্ট।

কষায়মধুরং টঙ্কং বাতলং গুরুশীতলং।
কপিত্থং বিষকণ্ঠ্যঘ্নমামং সংগ্রাহিবাতলম্॥
মধুরাম্লকষায়ত্বাৎ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্।
পরিপক্বং সদোষঘ্নং বিষঘ্নং গ্রাহিগুর্ব্বপি॥

টঙ্ক ফল (কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ) কষায়, মধুর, বায়ুজনক, গুরু এবং শীতল। কাঁচা কপিত্থ বা কদ্‌বেল বিষঘ্ন ও স্বরনাশক, সংগ্রাহী ও বায়ুজনক। পরিপক্ব কদ্‌বেল ত্রিদোষঘ্ন ও বিষ নাশক, সংগ্রাহী এবং গুরু। ইহা মধুরাম্ল কষায় রস এবং সৌগন্ধ্য হেতু রুচিপ্রদ।

দুর্জ্জরং বিল্বসিদ্ধন্তু দোষলং পূতিমারুতম্।
স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণন্তদ্বালং দীপনং কফবাতজিৎ॥

পাকা বেল অতি কষ্টে জীর্ণ হয়। ইহা ত্রিদোষ-উৎপাদক ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুকারক। পরন্তু কাঁচা বেল স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং কফ ও বায়ু-নাশক।

রক্তপিত্তকরং বালমাপূর্ণং পিত্তবর্দ্ধনম্।
পক্বমাম্রং জয়েদ্বায়ুং মাংসশুক্রবলপ্রদম্॥
কষায়মধুরপ্রায়ঙ্গুরুবিষ্টম্ভিশীতলম্।
জাম্ববং কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বাতকরং পরম্॥

কাঁচা আম্র রক্তপিত্তকর। অপক্ক মধ্যমাবস্থ আম পিত্তবর্দ্ধক। পাকা আম বায়ুনাশক এবং মাংস, শুক্র ও বলকারক। পাকাজাম কষায়, মধুর, গুরু, শীতল, কফ ও পিত্ত-নাশক, সংগ্রাহী এবং অতিশয় বায়ুজনক।

মধুরং বদরং স্নিগ্ধং ভেদনং বাতপিত্তজিৎ।
তচ্ছুষ্কং কফবাতঘ্নং পিত্তে ন চ বিরুধ্যতে॥

মধুর কুল স্নিগ্ধ, বিরেচক ও বায়ু-পিত্তনাশক। শুষ্ক কুল—কফ ও বায়ুর বিনাশক। ইহা পিত্তের বিরোধী নহে।

কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি সিম্বিতিকাফলম্।
গাঙ্গেরুকীকরীরঞ্চ বিম্বীতোদনধম্বনম্।
মধুরং সকষায়ঞ্চ শীতং পিত্তকফাপহম্॥

সিম্বিতিকা ফল (সেও ফল) কষায়, মধুর, শীতল ও সংগ্রাহী। গাঙ্গেরুকী, করীর, বিম্বি (তেলাকুচা ফল) তোদন এবং ধম্বন অর্থাৎ ধাম্‌নি—ইহারা মধুর, কষায়, শীতল এবং পিত্ত ও কফ বিনাশক।

সংপক্কং পনসং মোচং রাজাদনফলানি চ।
স্বাদূনি সকষায়াণি স্নিগ্ধশীতগুরূণি চ॥
কষায়বিষদত্বাচ্চ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্॥

পাকা কাঁটাল, পাকা কদলীফল, পাকা পিয়ালফল—স্বাদু, কষায়, স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু। এই সমুদায় ফল কষায়, বিষদ এবং সুগন্ধযুক্ত বলিয়া রুচিজনক।

অবদংশকরং রুক্ষং বাতলং লবনীফলম্।
নীপং সভার্গকং পীলু তৃণশূন্যং বিকঙ্কতম্।
প্রাচীনামলকঞ্চৈব দোষঘ্নং গরহারি চ॥

লবনী ফল (নোনা) রুক্ষ, বায়ুজনক, অবদংশকর (চাট্‌নিকর)। নীপ অর্থাৎ কদম্ব, ভার্গক, পীলু, তৃণশূন্য (কেয়ার বীচি), বিকঙ্কত (বৌইচ), এবং প্রাচীনামলক (পানীয় আমলক বা পানি আমলা), এই সকল ফল ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফবিনাশক এবং বিষদোষনিবারক।

ইঙ্গুদং তিক্তমধুরং স্নিগ্ধোষ্ণং কফবাতজিৎ।
তিন্দুকং কফপিত্তঘ্নং কষায়মধুরং লঘু॥

ইঙ্গুদী ফল—তিক্ত, মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং কফ ও বাতনাশক। তিন্দুক ফল (গাব ফল) কফ ও পিত্তনাশক, কষায়, মধুর ও লঘুপাক।

বিদ্যাদামলকে সর্ব্বান্ রসান্ লবণবর্জ্জিতান্।
স্বেদমেদঃ কফোৎক্লেদপিত্তরোগবিনাশনম্॥

আমলকী ফল—লবণ রস ব্যতীত অম্ল মধুরাদি অপর সমুদায় রস ইহাতে আছে। ইহা স্বেদ, মেদ কফোৎক্লেশ এবং পিত্তরোগ-নাশক।

রুক্ষং স্বাদু কষায়াম্লং কফপিত্তহরং পরম্।
রসাসৃঙ্মাংসমেদোজান্দোষান্ হন্তি বিভীতকম্॥

বিভীতক (বহেড়া)—রুক্ষ, স্বাদু, কষায়, অম্ল, অত্যধিক কফ ও পিত্ত বিনাশক, এবং রস, রক্ত, মাংস, ও মেদ ও ওজ দোষ সমূহের ধ্বংস-জনক।

অম্লং কষায়মধুরং বাতঘ্নং গ্রাহি দীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং দাড়িমং হৃদ্যং কফপিত্তাবিরোধি চ॥
রুক্ষাম্লং দাড়িমং যত্তু তৎপিত্তানিলকোপনম্।
মধুরং পিত্তনুত্তেষাং পূর্ব্বং দাড়িমমুত্তমম্॥

দাড়িম্ব ফল—অম্ল, কষায়, মধুর, বায়ু নাশক, সংগ্রাহী, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, হৃদ্য এবং কফ ও পিত্তের অবিরোধী। অম্লরসযুক্ত দাড়িম্ব—রুক্ষ, পিত্ত ও বায়ুবর্দ্ধক এবং মধুর রসযুক্ত দাড়িম্ব পিত্ত-নাশক। অম্ল ও মধুর দাড়িম্বের মধ্যে মধুর রসবিশিষ্ট দাড়িম্বই প্রশস্ত।

বৃক্ষাম্লং গ্রাহী রুক্ষোষ্ণং বাতশ্লেষ্মণি শস্যতে।
অম্লিকায়াঃ ফলং পক্বং তস্মাদল্পান্তরং গুণৈঃ।
গুণৈস্তৈরেব সংযুক্তং ভেদনস্ত্বম্লবেতসম্॥

বৃক্ষাম্ল—সংগ্রাহী, রুক্ষ, উষ্ণ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মাজনিত রোগে প্রশস্ত। পাকা তেঁতুল বৃক্ষাম্ল অপেক্ষা গুণে কিছু কম। অম্লবেতস পাকা তেঁতুলের ন্যায় গুণশালী। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে ইহা ভেদকারক।

শূলেঽরুচৌ বিবন্ধে চ মন্দেঽগ্নৌ মদ্যবিক্ষেপে।
হিক্কাকাসে চ শ্বাসে চ বম্যাং বর্চ্চোগদেষু চ॥
বাতশ্লেষ্মসমুত্থেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু দিশ্যতে।
কেশরং মাতুলুঙ্গস্য লঘুশীতমতোঽন্যথা॥

ছোলঙ্গ লেবুর কেশর, শূল, অরুচি, বিবন্ধ অর্থাৎ মলমূত্রবদ্ধতা, মন্দাগ্নি, মদ্য-বিক্ষেপ, হিক্কা, কাস, শ্বাস, বমি, মল-সংক্রান্ত রোগ এবং বাত শ্লেষ্মা রোগে প্রশস্ত। ইহা লঘু ও শীতল।

রোচনো দীপনো হৃদ্যঃ সুগন্ধিস্ত্বগ্বিবর্জ্জিতঃ।
কর্চ্চূরঃ কফবাতঘ্নঃ শ্বাসহিক্কার্শসাং হিতঃ॥

ত্বক্ বিবর্জ্জিত কর্চ্চূর ফল—মুখ-রোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, সুগন্ধি, কফ ও বায়ু নাশক। ইহা শ্বাস, হিক্কা ও অর্শ-রোগে হিতকারী।

মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্।
দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু॥

নাগরঙ্গ ফল (নারেঙ্গা লেবু)—মধুর, কিঞ্চিদম্লরসবিশিষ্ট, হৃদ্য, অন্নরুচিজনক, দুর্জ্জর, বায়ুনাশক এবং গুরু।

বাতামাভিষুকাক্ষোটনিচুলকনিকোচকাঃ॥
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরাঃ সোরুমাণাঃ বলপ্রদাঃ।
বাতঘ্না বৃংহণা বৃষ্যাঃ কফপিত্তাভিবর্দ্ধনাঃ॥

বাদাম, অভিষুক (পেস্তা,) আক্ষোট (আক্রোট), নিচুফল, নিকোচক এবং উরুমাণ প্রভৃতি ফল গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বলপ্রদ, বায়ুনাশক, বৃংহণ, বৃষ্য এবং কফ ও পিত্তবর্দ্ধক।

পিয়ালমেষাং সদৃশং বিদ্যাদৌষ্ণ্যং বিনাগুণৈঃ।
শ্লেষ্মলং মধুরং শীতং শ্লেষ্মাতকফলং গুরু॥
শ্লেষ্মলং গুরু বিষ্টম্ভি চাঙ্কোঠফলমগ্নিজিৎ।
গুরূষ্ণমধুরং শীতং কেশঘ্নঞ্চ শমীফলম্॥

পিয়াল ফল—বাদাম প্রভৃতির ন্যায় গুণশালী, কেবল ঐ সকলের ন্যায় উষ্ণ নহে। শ্লেষ্মাতক ফল—শ্লেষ্মল, বলকারক, মধুর, শীতল এবং গুরু। অঙ্কোঠ ফল শ্লেষ্মাকারক, গুরু, বিষ্টম্ভকারক ও অগ্নিবিনাশক। শমী বৃক্ষের ফল গুরু, উষ্ণ, মধুর, শীতল এবং কেশ নাশক।

বিষ্টম্ভয়তি কারঞ্জং পিত্তশ্লেষ্মাবিরোধি চ।
আম্রাতকং দন্তশঠমম্লং সকরমর্দ্দকম্।
রক্তপিত্তকরং বিদ্যাদৈরাবতকমেব চ॥

করঞ্জ ফল—বিষ্টম্ভজনক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার অবিরোধী। আম্রাতক (আমড়া), দন্তশঠ (কামরাঙ্গা) এবং করমর্দ্দক—অম্ল করম্চা—রক্তপিত্তকারক। ঐরাবতক ও রক্তপিত্তকর।

বাতঘ্নং দীপনঞ্চৈব বার্ত্তাকং কটুতিক্তকম্।
বাতলং কফপিত্তঘ্নং বিদ্যাৎ পর্পটকীফলম্॥
পিত্তশ্লেষ্মঘ্নমম্লঞ্চ বাতিকঞ্চাক্ষিকীফলম্॥
মধুরাণ্যবিপাকীঞ্চ বাতপিত্তহরঞ্চ তৎ।
অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষন্যগ্রোধানাং ফলানি চ॥
কষায়মধুরাম্লানি বাতলানি গুরূণি চ॥

বার্ত্তাকু ফল বায়ু নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, এবং কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট। পর্পটী ফল বায়ু জনক এবং কফপিত্তবিনাশক। আক্ষিকী ফল মধুর ও অম্ল বিপাক এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা নিবারক। অশ্বত্থ, ডুম্বুর, পাকুড় এবং বট ফল—কষায়-মধুর-অম্লরস, বায়ু জনক ও গুরু।

ভল্লাতকাস্থ্যগ্নিসমং ত্বঙ্মাংসং স্বাদুশীতলম্।
পঞ্চমফলবর্গোঽয়মুক্তঃ প্রায়োপযোগিকঃ॥

ভেলার অস্থি বা আঁটি অগ্নি তুল্য। ইহার ত্বক্ ও মাংস স্বাদু ও শীতল। প্রায় সচরাচর যে সমুদায় ফল ব্যবহৃত হয়, তাহা এই পঞ্চম ফলবর্গে কথিত হইল। এক্ষণে হরিত বর্গের কথা বলা যাইতেছে।

ইতি ফলবর্গঃ।

অথ হরিতবর্গঃ।

রোচনং দীপনং বৃষ্যমার্দ্রকং বিশ্বভেষজম্।
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধেষু রসস্তস্যোপদিশ্যতে॥
রোচনো দীপনস্তীক্ষ্ণঃ সুগন্ধির্মুখবোধনঃ।
জম্বীরং কফবাতঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নো ভুক্তপাচনঃ॥

আদা—রুচি জনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মাজনিত মলবদ্ধরোগে ইহার রস বিশেষ প্রশস্ত। জম্বীর (গোঁড়ালেবু)—রোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, মুখশোধক, কফ ও বায়ুনাশক, ক্রিমি-বিনাশক ও খাদ্য জীর্ণকারক।

বালং দোষহরং বৃদ্ধং ত্রিদোষং মারুতাপহম্।
স্নিগ্ধসিদ্ধং বিশুষ্কন্তু মূলকং কফবাতজিৎ॥
হিক্কাকাসবিষশ্বাসপার্শ্বশূলবিনাশনঃ।
পিত্তকৃৎ কফবাতঘ্ন সুরসঃ পূতিগন্ধনুৎ॥

কচি মূলা ত্রিদোষনাশক। পাকা মূলা ত্রিদোষকারক ও অতিশয় বায়ু-বিনাশক। সিদ্ধ মূলা স্নিগ্ধ এবং শুষ্ক মূলা কফ ও বায়ু-বিনাশক। সুরস (তুলসী বিশেষ)—ইহা হিক্কা, কাস, বিষ শ্বাস এবং পার্শ্ববেদনা বিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং দুর্গন্ধ-নিবারক।

যবানী চার্জ্জকশ্চৈব শিগ্রু শালেয় ভূস্তৃকম্।
হৃদ্যান্যাস্বাদনীয়ানি পিত্তমুৎক্লেশয়ন্তি চ॥
গণ্ডীরো জলপিপ্পল্যস্তম্বুরুঃ শৃঙ্গবেরিকা।
তীক্ষ্ণোষ্ণকটুরুক্ষাণি কফবাতহরাণি চ॥
পুংস্ত্বঘ্নং কটুরুক্ষোষ্ণো ভূস্তৃণো বক্ত্রশোধনঃ।
খরাশ্বা কফবাতঘ্নী বস্তিরোগরুজাপহাঃ॥

জোয়ান, তুলসী, শিগ্রু, শালেয় (মৌরী) এবং ভূস্তৃক অর্থাৎ বনজোয়ান—ইহারা হৃদ্য, রুচিজনক এবং পিত্তের উৎক্লেশক। গণ্ডীর শাক, জলপিপ্পলী, তুম্বুরু এবং শৃঙ্গবেরিকা (শুঁঠ)—ইহারা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ কটু, রুক্ষ এবং কফ ও বায়ু-বিনাশক। ভূতৃণ (গন্ধ খড়), পুরুষত্ব-বিনাশক, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ ও মুখ-শোধক। খরাশ্বা—কফ ও বায়ুনাশক এবং বস্তিগত বেদনা-নিবারক।

ধান্যকং চাজগন্ধা চ সুমুখাশ্চেতি রোচনাঃ।
সুগন্ধা নাতিকটুকা দোষানুৎক্লেশয়ন্তি তু॥
গ্রাহী গৃঞ্জনকস্তীক্ষ্ণো বাতশ্লেষ্মার্শসাং হিতঃ।
স্বেদনেঽভ্যবহার্য্যে চ যোজয়েৎ তদপিত্তিনাম্॥

ধনে, অজগন্ধা অর্থাৎ বনযমানী এবং সুমুখ অর্থাৎ বাবুই তুলসী—ইহারা মুখরোচক, সুগন্ধি, অত্যধিক কটু নহে এবং ইহা ত্রিদোষের ঊর্দ্ধগতিকারক। গৃঞ্জন সংগ্রাহী, তীক্ষ্ণ, এবং বাতশ্লেষ্মা ও অর্শ রোগের পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকর। যে সকল ব্যক্তির দেহে পিত্তের ভাগ অল্প, তাহাদের ঘর্ম্ম করণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শ্লেষ্মলো মারুতঘ্নশ্চ পলাণ্ডুর্ন চ পিত্তহৃৎ।
আহারযোগী বল্যশ্চ গুরুর্বৃষ্যোঽথ রোচনঃ॥
ক্রিমিকুষ্ঠকিলাসঘ্নো বাতঘ্নো গুল্মনাশনঃ।
স্নিগ্ধশ্চোষ্ণশ্চ বৃষ্যশ্চ লশুনঃ কটুকো গুরুঃ॥

শুষ্কাণি কফবাতঘ্নান্যেতান্যেষাং ফলানি তু।
হরিতানাময়ং চৈষাং ষষ্ঠো বর্গঃ সমাপ্যতে ॥

পেঁয়াজ—শ্লেষ্মা-বৰ্দ্ধক, বায়ু-নাশক, পিত্তনাশক নহে, ভোজনযোগ্য, বলকারক, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অন্ন-রুচিকারক। লশুন—ক্রিমি, কুষ্ঠ, ও কিলাসরোগনাশক, বাত-হারক, গুল্ম-নাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক এবং কটুরসবিশিষ্ট ও গুরুপাক। পেঁয়াজ ও লশুনের বীজ শুষ্ক হইলে উহা বায়ু ও কফ-নাশক হইয়া থাকে। এই ষষ্ঠ হরিত বর্গের বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে মদ্য বর্গের বিষয় কথিত হইতেছে।

ইতি হরিতবর্গ।

অথ মদ্যবর্গঃ।

প্রকৃত্যা মদ্যমম্লোষ্ণমম্লং চোক্তং বিপাকতঃ।
সর্ব্বং সামান্যতস্তস্য বিশেষ উপদেক্ষ্যতে ॥
কৃশানাং সক্তমূত্রাণাং গ্রহণ্যর্শোবিকারিণাম্।
সুরা প্রশস্তা বাতঘ্নী স্তন্যরক্তক্ষয়েষু চ ॥
হিক্কাশ্বাসপ্রতিশ্যায়কাসবর্চ্চোগ্রহারুচৌ।
বম্যানাহবিবন্ধেষু বাতঘ্নী মদিরা হিতা ॥

মদ্য স্বভাবতঃ উষ্ণ ও অম্ল এবং উহার বিপাকও অম্ল। সামান্যতঃ মদ্যের এই গুণ বলা হইল। এক্ষণে উহার বিশেষ গুণের বিষয় বলা হইতেছে। কৃশ ব্যক্তি, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগী, গ্রহণী ও অর্শ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং যে সমুদায় লোকের শরীরের রক্ত ক্ষয় হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সুরাপান প্রশস্ত। সুরা বায়ু-নাশক ও স্তনদুগ্ধ-জনক। হিক্কা, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, কাস, মলবদ্ধতা, অরুচি, ছর্দ্দি, আনাহ ও বিবন্ধ প্রভৃতি রোগে মদিরা হিতকারী। মদিরা বায়ু-বিনাশক।

শূলপ্রবাহিকাটোপকফবাতার্শসাং হিতঃ।
জগলো গ্রাহিরূক্ষোষ্ণঃ শোফঘ্নো ভুক্তপাচনঃ ॥
শোফার্শোগ্রহণীদোষপাণ্ডুরোগারুচিজ্বরান্।
হন্ত্যরিষ্টঃ কফকৃতান্রোগান্রোচনদীপনঃ ॥

শূল, প্রবাহিকা, আটোপ এবং কফ, বাত ও অর্শ রোগে জগল নামক মদ্য হিতকর। ইহা সংগ্রাহী, রূক্ষ, উষ্ণ, শোথ-নাশক ও খাদ্যজীর্ণকারক। শোথ, অর্শ গ্রহণী, পাণ্ডু, অরুচি, জ্বর এবং কফ-জনিত রোগ সকল অরিষ্ট-মদ্য ব্যবহারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অরিষ্ট মদ্য, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং রুচি-জনক।

মুখপ্রিয়ঃ সুখমদঃ সুগন্ধির্ব্বস্তি রাগনুৎ।
জরণীয়ঃ পরিণতো হৃদ্যো বর্ণ্যশ্চ শার্করঃ ॥
রোচনো দীপনো হৃদ্য শোষশোফার্শসাংহিতঃ।
স্নেহশ্লেষ্মবিকারঘ্নো বর্ণ্যঃ পক্করসো মতঃ ॥

শার্কর অর্থাৎ চিনি হইতে উৎপন্ন মদ্য মুখপ্রিয়, ঈষৎ মাদক, সুগন্ধ, বস্তিগত বেদনা-বিনাশক এবং জারক। বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় উহা হৃদ্য ও বর্ণকর হইয়া থাকে। পক্ক রস বা গুড় হইতে যে মদ্যের উৎপত্তি হয়, তাহা মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য এবং যক্ষ্মা, শোথ ও অর্শ রোগে হিতকর। উহা মেহ ও শ্লেষ্মাজাত রোগ বিনাশক এবং বর্ণ বর্দ্ধক।

জরণীয়ো বিবন্ধঘ্নঃ স্বরবর্ণবিশোধনঃ।
লেখনঃ শীতরসিকো হিতঃ শোফোদরার্শসাম্‌ ॥
ভৃষ্টো ভিন্নসকৃদ্বাতো গৌড়স্তর্পণদীপনঃ।
পাণ্ডুরোগব্রণহিতা দীপনী চাক্ষিকী মতা ॥

ইক্ষুর অসিদ্ধ বা শীতলাবস্থার রসের দ্বারা যে আসব উৎপন্ন হয়, তাহা জারক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, স্বর ও বর্ণশোধক, লেখন এবং শোথ, উদর ও অর্শ রোগে বিশেষ হিতকর। গুড়োৎপন্ন আসব বিশোধক, বায়ুনিঃসারক, মলভেদক, তর্পক এবং অগ্নির উদ্দীপক। আক্ষিকী সুরা পাণ্ডু ও ব্রণ রোগের পক্ষে হিতকর ও দীপনীয়।

সুরাসবস্তীব্রমদো বাতঘ্নো বদনপ্রিয়ঃ।
ছেদী মধ্বাসবস্তীক্ষ্ণো মৈরেয়ো মধুরো গুরুঃ ॥
ধাতক্যভিষুতো হৃদ্যো রুক্ষো রোচনদীপনঃ।
মাধ্বীকবন্ন চাত্যুষ্ণো মৃদ্বীকেক্ষুরসাসবঃ ॥

সুরাসব তীব্র, মত্ততা-উৎপাদক, বায়ুনাশক এবং মুখপ্রিয়। মধ্বাসব অর্থাৎ মৌয়া ফল-জাত আসব মলভেদক ও তীক্ষ্ণ। মৈরেয় আসব মধুর ও গুরুপাক। ধাতক্যভিষুত অর্থাৎ ধাইফুল-জাত আসব—হৃদ্য, রুক্ষগুণান্বিত, রুচিজনক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক। কিস্‌মিস্‌ ও ইক্ষুজাত আসব মাধ্বীক আসবের ন্যায় গুণান্বিত এবং অত্যধিক উষ্ণবীর্য্য নহে।

রোচনং দীপনং হৃদ্যং বল্যং পিত্তাবিরোধি চ।
বিবন্ধঘ্নং কফঘ্নঞ্চ মধু লঘ্বল্পমারুতম্‌ ॥
সুরা সমণ্ডা রুক্ষোষ্ণা যবানাং বাতপিত্তলা।
গুর্ব্বী জীর্য্যতি বিষ্টভ্য শ্লেষ্মলস্তু মধূলকঃ ॥
দীপনং জরণীয়ঞ্চ হৃৎপাণ্ডুক্রিমিরোগনুৎ।
গ্রহণ্যর্শোহিতং ভেদি সৌবীরকতুষোদকম্‌ ॥

মধুজাত আসব—মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, বলকর, পিত্তের অবিরোধী, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, কফনাশক এবং লঘু ও অল্প বায়ুবর্দ্ধক। যবমণ্ড জাত সুরা—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, গুরুপাক, এবং উদর স্তম্ভিত করিয়া জীর্ণ হয়। কিন্তু মধূলক (গোধূম বিশেষ) কৃত মদ্য শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। সৌবীরক ও তুষোদক মদ্য অগ্ন্যুদ্দীপক, জীর্ণকর, হৃৎ, পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগ নাশক, গ্রহণী ও অর্শ রোগের পক্ষে হিতজনক ও মলভেদক।

দাহজ্বরাপহং স্পর্শাৎ পানাদ্বাতকফাপহম্‌।
বিবন্ধঘ্নমবিস্রংসি দীপনঞ্চাম্লকাঞ্জিকম্‌ ॥
প্রায়শোঽভিনব্যং মদ্যং গুরুদোষসমীরণম্‌।

স্রোতসাং শোধনং জীর্ণং দীপনং লঘুরোচনম্ ॥
হর্ষণং প্রীণনং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্
প্রাগল্‌ভ্যবীর্য্যপ্রতিভাতুষ্টিপুষ্টিবলপ্রদম্ ॥
সাত্ত্বিকৈর্ব্বিধিবদ্ যুক্ত্যা পীতং স্যাদমৃতং যথা ॥
বর্গোঽয়ং সপ্তমো মদ্যমধিকৃত্য প্রকীর্ত্তিতঃ।

অম্লকাঞ্জিক মর্দ্দনে দাহ জ্বর নিবারণ হয় এবং পান করিলে বায়ু ও কফ নষ্ট হয়। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক, অবিস্রংসি এবং অগ্নিবর্দ্ধক। নূতন মদ্য প্রায়ই গুরুপাক ও দোষোদ্দীপক হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক ভাবে নিয়মপূর্ব্বক মদ্য পান করিলে, ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়। ইহা দ্বারা দৈহিক স্রোত সমূহের শোধন হয়। ইহা জারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাক, মুখরোচক, আনন্দদায়ক, শরীরের তৃপ্তিজনক, বলকারক, ভয়, শোক ও শ্রমনাশক এবং প্রগল্‌ভতা, বীর্য্য, বুদ্ধির প্রতিভা, তুষ্টি, পুষ্টি ও বলপ্রদ। মদ্য সম্বন্ধীয় এই সপ্তম বর্গ বর্ণিত হইল। অনন্তর জলবর্গের কথা কথিত হইতেছে।

ইতি মদ্যবর্গঃ।

অথ জলবর্গঃ।

জলমেকবিধং সর্ব্বং পতত্যৈন্দ্রং নভস্তলাৎ।
তৎপতৎ পতিতঞ্চৈব দেশকালাবপেক্ষ্যতে ॥
খাৎপতৎ সোমবায়ুর্কৈঃ স্পৃষ্টং কালানুবর্ত্তিভিঃ।
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈর্যথাসন্নং মহীগুণৈঃ ॥

আকাশ হইতে যে ইন্দ্রের জল পতিত হয়, সেই জল সমুদয়ই একপ্রকার। জল আকাশ হইতে পতিত হইয়া চন্দ্র, বায়ু ও সূর্য্য সংস্পর্শে কালানুযায়িক হইয়া যে প্রকার ভূমিতে নিপতিত হয়, তদনুরূপ শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষাদি গুণযুক্ত হইয়া থাকে।

শীতং শুচি শিবং মৃষ্টং বিমলং লঘু ষড়্‌গুণম্।
প্রকৃত্যা দিব্যমুদকং ভ্রষ্টং পাত্রমপেক্ষতে ॥

শীতল, পবিত্র, মঙ্গলজনক, মৃষ্ট অর্থাৎ শোধিত, নির্ম্মল ও লঘু—আকাশজলের এই ছয়টী স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু ঐ জল আকাশ হইতে পাত্রান্তরে পতিত হইয়া পাত্রানুযায়ী গুণ পাইয়া থাকে।

নদ্যঃ পাষাণবিচ্ছিন্নবিক্ষুব্ধা বিমলোদকাঃ।
হিমবৎপ্রভবাঃ পথ্যাঃ পুণ্যা দেবর্ষিসেবিতাঃ ॥
নদ্যঃ পাষাণসিকতাবাহিন্যো বিমলোদকাঃ।
মলয়প্রভবা যাশ্চ জলন্তাস্বমৃতোপমম্ ॥

হিমবান্ পর্ব্বত হইতে যে সমুদায় নদী উৎপন্ন হইয়া পাষাণ-পরম্পরায় বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, সে সমুদায় নদীর জল বিমল, পুণ্যময় ও পথ্য এবং দেবর্ষি সেবিত। পাষাণ ও বালুকাময় ভূমিবাহিনী স্রোতস্বতী সমূহের জল নির্ম্মল। মলয় পর্ব্বত হইতে যে সমুদায় নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল অমৃতোপম।

পশ্চিমাভিমুখা যাশ্চ পথ্যাস্তা নির্ম্মলোদকাঃ।
প্রায়ো মৃদুবহা গুর্ব্বো যাশ্চ পূর্ব্বসমুদ্রগাঃ॥
পারিপাত্রভবা যাশ্চ বিন্ধ্যসহ্যভবাশ্চ যাঃ।
শিরোহৃদ্রোগকুষ্ঠানাং তা হেতু শ্লীপদস্য চ॥

পশ্চিম সাগরে যে সকল নদী মিলিত হইয়াছে, তাহাদের জল স্বচ্ছ ও পথ্য। পূর্ব্বসাগরগামী নদী সকল প্রায়ই মৃদুগতি। তৎপ্রযুক্ত তাহাদের জল গুরুপাক। যে সমুদায় নদী পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও সহ্য গিরি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল পান করিলে শিরোরোগ, হৃদ্‌রোগ, কুষ্ঠ ও শ্লীপদ জন্মে।

বসুধাকীটসর্পাখুমলসংদূষিতোদকাঃ॥
বর্ষাজলবহানদ্যঃ সর্ব্বদোষসমীরণাঃ॥
বাপীকূপ তড়াগোৎস সরঃ প্রস্রবণাদিষু।
আনূপশৈলধন্বানাং গুণদোষৈর্ব্বিভাবয়েৎ॥

বর্ষাকালে নদীর জল দূষিত হয়। কারণ সে সময় মৃত্তিকা, কীট, সর্প ও ইঁদুর প্রভৃতি পচিয়া জল দোষযুক্ত হইয়া থাকে। বাপী, কূপ, তড়াগ, উৎস, সরোবর ও প্রস্রবণাদির জল—আনূপদেশ, ধন্ব এবং শিলাময় স্থানের গুণ ও দোষানুসারে গুণাগুণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে সমুদয় দেশে ঐ সকল কূপাদি অবস্থিতি করে, তত্তৎস্থানের অবস্থানুসারে তত্রত্য জল দোষ ও গুণযুক্ত হইয়া থাকে।

পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণশৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধি ন হিতং জলম্॥
বিস্রং ত্রিদোষং লবণমম্বু যদ্বরুণালয়ম্।
ইত্যম্বুবর্গ প্রোক্তাহয়মষ্টমঃ সুবিনিশ্চিতঃ॥

পাতা, শৈবাল ও কর্দ্দম সংমিলনে জল পচিয়া পিচ্ছিল, ক্রিমিবহুল, ক্লেদযুক্ত, বিবর্ণ, বিরস, সান্দ্র ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় বলিয়া সেই জল হিতকারী নহে। বরুণালয় অর্থাৎ সমুদ্রের জল দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, লবণময় ও ত্রিদোষজনক। এই অষ্টম অম্বুবর্গ বর্ণিত হইল। অনন্তর দুগ্ধবর্গ কথিত হইতেছে।

ইত্যম্বুবর্গঃ।

অথ দুগ্ধবর্গঃ।

স্বাদুশীতং মৃদুস্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিলম্।
গুরুমন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ।
তদেবং গুণমেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নম্॥

গব্য দুগ্ধের দশটী গুণ যথা;—উহা স্বাদু, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, বহল, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, গুরু, মন্দ এবং প্রসন্নতা কারক। দুগ্ধ এই সমুদয় গুণযুক্ত বলিয়া সামান্যতঃ ইহাতে ওজো ধাতুর

বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ জীবনীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং জরা ও ব্যাধিনাশক রসায়ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহিষীণাং গুরুতরং গব্যাচ্ছীততরং পয়ঃ।
স্নেহান্ন্যনমনিদ্রায় হিতমত্যগ্নয়ে চ তৎ॥
রুক্ষোষ্ণং ক্ষীরমুষ্ট্রীণামীষৎ সলবণং লঘু।
শস্তং বাতকফানাহক্রিমিশোথোদরার্শসাম্॥

মহিষী দুগ্ধ—ইহা গো-দুগ্ধাপেক্ষা অধিক গুরুপাক, শীতল ও স্নেহযুক্ত। নিদ্রাশূন্য ও প্রবলাগ্নি লোকের পক্ষে ইহা হিতকারী। উষ্ট্রী দুগ্ধ—ইহা রুক্ষ ও উষ্ণগুণযুক্ত, ঈষৎ লবণাক্ত ও লঘু। ইহা বায়ু, কফ, মলমূত্রবদ্ধতা, ক্রিমি, শোথ, উদর ও অর্শ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

বল্যং স্থৈর্য্যকরং সর্ব্বমুষ্ণঞ্চৈকশফং পয়ঃ।
সাম্ল সলবণং রুক্ষং শাখাবাতহরং লঘু॥

সমুদয় একশফ জাতীয় অর্থাৎ এক ক্ষুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ বলকারক, দৈহিক স্থৈর্য্য-সম্পাদক, উষ্ণবীর্য্য, অম্ল ও লবণরসযুক্ত, রুক্ষ, লঘু এবং শরীরের হস্তপদাদি শাখাগত বায়ু রোগনাশক।

ছাগং কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি পয়ো লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্॥
হিক্কাশ্বাসকরং তূষ্ণং পিত্তশ্লেষ্মাবহম্।
হস্তিনীনাং পয়ো বল্যং গুরুস্থৈর্য্যকরং পরম্॥

ছাগ দুগ্ধ—ইহা কষায়, মধুর, শীতবীর্য্য, ধারক, লঘু এবং ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অতিসার ক্ষয়, কাস ও জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। আবিক অর্থাৎ মেষীর দুগ্ধ—ইহা হিক্কা ও শ্বাসজনক, উষ্ণবীর্য্য, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধনকারী। হস্তিনী দুগ্ধ—ইহা বলকারক, গুরু এবং অতিশয় স্থৈর্য্যকারক।

জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
নাবনং রক্তপিত্তে চ তর্পণং চাক্ষিশূলিনাম্॥
রোচনং দীপনং বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনম্।
পাকেঽম্লমুষ্ণং বাতঘ্নং মঙ্গলং বৃংহণং দধি॥
পীনসে চাতিসারে চ শীতকে বিষমজ্বরে।
অরুচৌ মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কার্শ্যে চ দধি শস্যতে॥
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতঃ।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষ্বহিতঞ্চ তৎ॥

স্ত্রীলোকের দুগ্ধ—ইহা জীবনপ্রদ, বৃংহণ, সাত্ম্য এবং স্নিগ্ধকারক। ইহা রক্তপিত্ত রোগে নাবণে অর্থাৎ নস্তে এবং চক্ষুশূল রোগে হিতজনক। দধি—ইহা রুচিজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধকারক, বলবর্দ্ধক, অম্লবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, মাঙ্গল্য ও

মাংসাদি ধাতুর বর্দ্ধনকারী। ইহা পীনস, অতিসার, শীতক, বিষমজ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, ও শারীরিক কৃশতার পক্ষে উপকারক। বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দধি ব্যবহার করা অন্যায়। রক্তপিত্ত ও কফজনিত রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টজনক।

ত্রিদোষং মন্দকং জাতং বাতঘ্নং দধি শুক্রলম্।
সরঃশ্লেষ্মানিলঘ্নস্তু মণ্ডঃ স্রোতোবিশোধনঃ॥

মন্দক দধি অর্থাৎ যে দধি জমে নাই—তাহা ত্রিদোষজনক; বায়ুনাশক ও শুক্রজনক। দধির সর শ্লেষ্মা ও বাতনাশক। দধির মণ্ড বা মাত্ দৈহিক স্রোত সমূহের বিশোধক।

শোফার্শোগ্রহণীদোষমূত্রকৃচ্ছ্রোদরারুচি।
স্নেহব্যাপদি পাণ্ডুত্বে তক্রং দদ্যাদ্গরেষু চ॥

তক্র অর্থাৎ ঘোল—ইহা শোথ, অর্শ, গ্রহণী দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদর রোগ ও অরুচিতে এবং স্নেহজাত ব্যাপদে, পাণ্ডুরোগ ও বিষজনিত রোগে হিতজনক।

সংগ্রাহি দীপনং হৃদ্যং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নমর্দ্দিতারুচিনাশনম্॥

নবোদ্ধৃত নবনীত—ইহা ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য এবং গ্রহণী, অর্শ, অর্দ্দিত ও অরুচি-বিনাশক।

স্মৃতিবুদ্ধ্যগ্নিশুক্রৌজঃ কফমেদোবিবর্দ্ধনম্।
বাতপিত্তবিষোন্মাদশোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্॥
সর্ব্বস্নেহোত্তমং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিভির্যুতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ॥

ঘৃত—ইহা স্মৃতি, বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, কফ ও মেদবর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত, বিষ, উন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী ও জ্বর-বিনাশক। স্নৈহিক দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শীতবীর্য্য, মধুর রস বিশিষ্ট। ও মধুর বিপাক, অপরাপর দ্রব্যের সহিত ঘৃত যথাবিধি সংস্কৃত করিতে পারিলে ইহা সহস্রবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়া সহস্রবিধ কার্য্যে হিতজনক হইয়া থাকে।

মদাপস্মারমূর্চ্ছায়শোষোন্মাদগরজ্বরান্।
যোনিকর্ণ শিরঃশূলং ঘৃতং জীর্ণমপোহতি॥

পুরাতন ঘৃত—ইহা মদরোগ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, শোথ, উন্মাদ, জ্বর, বিষ, যোনিশূল, কর্ণশূল, ও শিরঃশূল নষ্ট করে।

সর্পীংষ্যজাবিমহিষী ক্ষীরবৎ স্বানি নির্দ্দিশেৎ।
পীযুষো মোরটং চৈব কিলাটা বিবিধাশ্চ যে॥
দীপ্তাগ্নীনামনিদ্রাণাং সর্ব্ব এতে সুখপ্রদাঃ।
গুরবস্তর্পণা বৃষ্যা বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ॥

ছাগ, মেষ ও মহিষী ঘৃত—ইহাদিগের দুগ্ধের ন্যায় গুণশালী। পীযুষ অর্থাৎ সদ্য প্রসূত গাভীর দুগ্ধ, মোরট, কিলাট অর্থাৎ ছানা প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকার পদার্থ দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট

নিদ্রাহীন ব্যক্তিবর্গের পক্ষে হিতকর। এই সকল দ্রব্য গুরু, তর্পণকারক, বৃষ্য, বৃংহণ এবং বায়ু-বিনাশক।

বিবদ্ধা গুরবো রুক্ষা গ্রাহিণস্তক্রপিণ্ডিকাঃ।
গোরসানাময়ং বর্গো নবমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তক্রপিণ্ডিকা—ইহা বিবদ্ধ, গুরু, রুক্ষ ও ধারক। এই নবম দুগ্ধবর্গ বর্ণিত হইল। অনন্তর ইক্ষু বর্গের বিষয় কথিত হইতেছে।

ইতি গোরসবর্গঃ।

অথ ইক্ষুবর্গঃ।

বৃষ্যঃ শীতঃ স্থিরঃ স্নিগ্ধো বৃংহণো মধুরো রসঃ।
শ্লেষ্মলো ভক্ষিতস্যেক্ষোর্যান্ত্রিকস্তু বিদহ্যতে॥

দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষু রস-বৃষ্য, শীতবীর্য্য, স্থির, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, মধুর এবং শ্লেষ্মাকারক। কিন্তু যন্ত্রনিষ্কাশিত ইক্ষুরস বিদাহী।

শৈত্যাৎ প্রসাদান্মাধুর্য্যাৎ পৌণ্ড্রকাদ্বংশকো বরঃ।
প্রভূতক্রিমিমজ্জাসৃঙ্মেদোমাংসকরো গুড়ঃ॥

বংশক শামশাঁড়া ইক্ষু, পৌণ্ড্রক ইক্ষু অর্থাৎ পুঁড়ি আক অপেক্ষা শীতল, প্রসাদ গুণ সমন্বিত এবং মধুর। গুড় প্রচুর ক্রিমি-উৎপাদক, এবং মজ্জা, রক্ত, মেদ ও মাংসবর্দ্ধক।

ক্ষুদ্রো গুড়শ্চতুর্ভাগস্ত্রিভাগার্দ্ধাবশেষিতঃ।
রসো গুরুর্যথাপূর্ব্বং ধৌতং স্বল্পমলো গুড়ঃ॥

ক্ষুদ্র গুড় অর্থাৎ ঘন কৃষ্ণগুড় এবং চতুর্ভাগ, ত্রিভাগ ও দ্বিভাগ অবশিষ্ট ইক্ষুরস যথাপূর্ব্ব গুরু অর্থাৎ অর্দ্ধ-ভাগাবশিষ্ট ইক্ষুরস হইতে ত্রিভাগাবশিষ্ট ইক্ষুরস গুরু এবং ত্রিভাগাবশিষ্ট রস হইতে চতুর্ভাগাবশিষ্ট ইক্ষুরস গুরু এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র গুড় গুরু। ধৌত অর্থাৎ নির্ম্মল শুভ্র গুড় অল্প মল।

ততো মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করা বিমলাঃ পরম্।
যথা যথৈষাং বৈমল্যং ভবেৎ শৈত্যং তথা তথা॥

ধৌত গুড়াপেক্ষা মৎস্যণ্ডিকা, মৎস্যণ্ডিকা অপেক্ষা খণ্ড অর্থাৎ খাঁড়, এবং খণ্ড অপেক্ষা শর্করা নির্ম্মল। গুড় যত পরিষ্কার হইবে, তাহার শৈত্যগুণও তত অধিক হইবেক।

বৃষ্যাঃ ক্ষীণক্ষতহিতাঃ সস্নেহা গুড়শর্করাঃ।
কষায়মধুরাঃ শীতাঃ সতিক্তা যাসশর্করা॥

গুড় শর্করা অর্থাৎ গুড় হইতে যে চিনি জন্মে তাহা বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং ক্ষীণ ও ক্ষতের পক্ষে উপকারী। যাস শর্করা—(দুরালভার কাথ হইতে যে চিনির উৎপত্তি হয়)—কষায়, মধুর, শীতল ও তিক্তরস।

রুক্ষা বম্যতিসারঘ্নী ছেদনী মধুশর্করাঃ।
তৃষ্ণাসৃক্পিত্তদাহেষু প্রশস্তাঃ সর্ব্বশর্করাঃ॥

মধু-শর্করা অর্থাৎ কোন পাত্রে মধু রাখিয়া বহুদিন পরে, তাহা অতিশয় গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে চিনি জন্মে, তাহা বমি ও অতিসার-বিনাশক এবং ছেদক। সকল প্রকার শর্করাই—পিপাসা, রক্ত-পিত্ত ও দাহ রোগের পক্ষে মঙ্গল-জনক।

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং মধুজাতয়ঃ।
মাক্ষিকং প্রবরং তেষাং বিশেষাদ্ ভ্রামরং গুরু॥

মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র ও পৌত্তিক—এই চতুর্ব্বিধ মধু চলিত আছে। এ সমুদায়ের মধ্যে মাক্ষিক মধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভ্রামর মধু গুরুপাক।

মাক্ষিকং তৈলবর্ণং স্যাৎ শ্বেতং ভ্রামরমুচ্যতে।
ক্ষৌদ্রং তু কপিলং বিদ্যাদ্ ঘৃতবর্ণস্তু পৌত্তিকং॥

মাক্ষিক মধুর বর্ণ তৈলের সদৃশ, ভ্রামর মধুর বর্ণ শ্বেত, ক্ষৌদ্র মধু কপিল বর্ণ এবং পৌত্তিক ঘৃতের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট।

বাতলং গুরুশীতঞ্চ র[illegible]পহম্।
সন্ধাতৃচ্ছেদনং রুক্ষং কষায়মধুরং মধু॥

মধু—বায়ুজনক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও কফবিনাশক, ভগ্নস্থানের সন্ধান-জনক, ছেদক, রুক্ষ, কষায় এবং মধুর।

হন্যান্মধূষ্ণমুষ্ণার্ত্তমথবা সবিষান্বয়াৎ।
গুরুরুক্ষ[illegible]ং হিতং মতম্॥

মক্ষিকা সমূহ নানাপ্রকার বিষাক্ত পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে বলিয়া ইহা বিষসংশ্লিষ্ট থাকে। এজন্য ইহা উষ্ণ করিয়া সেবন করিলে, অথবা উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি উহা পান করিলে তাহার প্রাণ নাশ সংঘটিত হয়। মধু গুরুপাক, রুক্ষ, কষায়, শৈত্যগুণশালী, তন্নিমিত্ত অল্প পরিমাণে সেবন করাই মঙ্গলকর।

নাতঃ কষ্টতমং কিঞ্চিন্মধ্বামাত্তদ্ধি মাধবম্।
আমে সোষ্ণক্রিয়া কার্য্যা সা মধ্বামে বিরুধ্যতে।
মধ্বামং দারুণং তস্মাৎ সদ্যো হন্যাদ্যথাবিষম্॥

আম বা অপকমধু (যে মধু মধুচক্রে অল্পদিন মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যাহা অম্লরস) যেমন কষ্টপ্রদদ্রব্য এমন আর কিছুই নহে। বিষ যেরূপ সদ্য প্রাণনাশ করে, চিকিৎসা-বিরোধী বলিয়া আম মধুও তদ্রূপ প্রাণনাশক। আমে উষ্ণক্রিয়াই কার্য্যকর, কিন্তু আমমধুর সম্বন্ধে উষ্ণবীর্য্য ঔষধ বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। একারণ আমমধু অতিশয় দারুণ, উহা বিষের ন্যায় সদ্য-প্রাণনাশক।

নানাদ্রব্যা[illegible] যোগবাহি হিমং মধু।
ইতীক্ষুবিকৃতিপ্রায়ো বর্গোঽয়ং দশমো মতঃ॥

নানাপ্রকার দ্রব্য হইতে মধু আহৃত হয় বলিয়া ইহা যোগবাহী অর্থাৎ যাহার সহিত প্রযুক্ত হয়, তাহারই গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইহা হিমবীর্য্য। এই দশম ইক্ষুবিকৃতিবর্গ কথিত হইল। অনন্তর কৃতান্নবর্গের বিষয় কথিত হইতেছে।

ইতীক্ষুবর্গঃ।

অথ কৃতান্নবর্গঃ।

ক্ষুত্তৃষ্ণাগ্লানিদৌর্ব্বল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী।
স্বেদাগ্নিজননী পেয়া বাতবর্চ্চোঽনুলোমনী॥

পেয়া—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের গ্লানি, দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগ বিনাশক, ঘর্ম্ম ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু ও বিষ্ঠার অনুলোমকারক।

তর্পণী গ্রাহিণী লঘ্বী হৃদ্যা চাপি বিলেপিকা॥

বিলেপী—তৃপ্তিকারক, মলসংগ্রাহক, হৃদ্য এবং লঘুপাক।

মণ্ডস্তু দীপয়ত্যগ্নিং বাতং চাপ্যনুলোময়েৎ।
মৃদুকরোতি স্রোতাংসি স্বেদং সংজনয়ত্যপি।
লঙ্ঘিতানাং বিরিক্তানাং জীর্ণে স্নেহে চ তৃষ্যতাম্॥
দীপনত্বাল্লঘুত্বাচ্চ মণ্ডঃ স্যাৎ প্রাণধারণঃ।
তৃষ্ণাতীসারশমনো ধাতুসাম্যকরঃ শিবঃ॥
লাজমণ্ডোঽগ্নিজননো দাহমূর্চ্ছানিবারণঃ।
মন্দাগ্নিবিষমাগ্নীনাং বালস্থবিরযোষিতাম্॥
দেয়শ্চ সুকুমারাণাং লাজমণ্ডঃ সুসংস্কৃতঃ।
ক্ষুৎপিপাসাসহঃ পথ্যঃ শুদ্ধানাস্তু মলাপহঃ॥

মণ্ড—অগ্ন্যুদ্দীপক, বায়ুর সরলতা সম্পাদক, স্রোতসমূহের মৃদুতাকারক, এবং ঘর্ম্মজনক। লঙ্ঘিত, বিরিক্ত, পীতস্নেহ ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক ও লঘুপাক বলিয়া প্রাণধারক। ইহা পিপাসা ও অতিসার নাশক, ধাতুর সমতাকারক ও হিতকর। লাজ অর্থাৎ খৈয়ের মণ্ড—ইহা অগ্নিজনক, এবং দাহ ও মূর্চ্ছা নিবারক। মন্দাগ্নি ও বিষমাগ্নি ব্যক্তিদিগকে, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, এবং সুকুমারগণকে শুঁঠ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লাজমণ্ড সেবন করিতে দিবে। ইহা ক্ষুৎপিপাসনাশক এবং সুখাদ্য। বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধকোষ্ঠ ব্যক্তিগণের পক্ষে লাজমণ্ড মলনাশক।

সুধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ সন্তপ্তশ্চৌদনো লঘুঃ।
ভৃষ্টতণ্ডুলমিচ্ছন্তি গরশ্লেষ্মাময়েষ্বপি॥
অধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ।
মাংসশাকবসাতৈলঘৃতমজ্জফলৌদনাঃ॥
বল্যাঃ সন্তর্পণা হৃদ্যা গুরবো বৃংহয়ন্তি চ।
তদ্বন্মাষতিলক্ষীরমুদ্গসংযোগসাধিতাঃ॥

তণ্ডুলকে উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে পর ফেন নিঃসরণ করিয়া উষ্ণাবস্থায় ভোজন করিলে উহা লঘুপাক হয়। গরদোষ ও শ্লেষ্মারোগের পক্ষে ভৃষ্টতণ্ডুলের অন্ন বিশেষ উপকারী। অসিদ্ধ, ফেনসংযুক্ত, অধৌত অথবা শীতল অন্ন গুরুপাক।

মাংস শাক, বসা, মজ্জা, ঘৃত, তৈল এবং বহুবিধ ফলের সহিত সুসিদ্ধ অন্ন ভোজন করিলে উহা বলকারক, তৃপ্তিজনক, হৃদ্য, গুরুপাক এবং বৃংহণ হয়। [illegible], তিল, ক্ষীর ও মুগ— ইহাদের সহিত পাক করা অন্ন ও উক্তরূপ গুণশালী।

কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ।
স্বিন্নভক্ষ্যা[illegible] যে কেচিৎ সৌপ্যগোধূমযাবকাঃ॥
ভিষক্ তেষাং যথাদ্রব্যমাদিশেৎ গুরুলাঘবম্।
অকৃতং কৃতযূষঞ্চ তনুং মাংসাদিকং রসম্॥
সূপময়ম্লমনম্লঞ্চ গুরুং বিদ্যাদযথোত্তরম্।

কুল্মাষ—(অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূমও ছোলা প্রভৃতি)—ইহা গুরু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং মলভেদক ডাউল, গোধূম এবং যব হইতে যে সমুদয় স্বিন্নভক্ষ্য অর্থাৎ পিষ্টকাদি প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুরুত্ব ও লঘুত্ব উপাদান দ্রব্যানুসারে হইয়া থাকে। অকৃতযূষ, কৃতযূষ, তরল মাংস রস, অম্লসূপ অনম্লসূপ ইহারা উত্তরোত্তর গুরুপাক।

শক্তবো বাতলা রুক্ষা বহুবর্চ্চোঽনুলোমিনঃ।
তর্পয়ন্তি নরং সদ্যঃ পীতাঃ সদ্যোবলাশ্চ তে॥
মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালিসম্ভবাঃ।
গ্রাহিণো রক্তপিত্তঘ্না স্তৃষাচ্ছর্দ্দিজ্বরাপহাঃ॥

সর্ব্বপ্রকার শক্তুই বাতজনক, রুক্ষ, মল-ভেদক এবং দোষের অনুলোমক হইয়া থাকে। ইহা সদ্যই বলকারক ও তৃপ্তিজনক। শালি তণ্ডুলের শক্তু মধুর, লঘুপাক, শীতল, সংগ্রাহী, রক্ত-পিত্ত-বিনাশক, পিপাসা, ছর্দ্দি ও জ্বর-হারক।

হন্যাদ্ব্যাধীন্ যবাপূপো যাবকো বাট্য এব চ।
উদাবর্ত্তপ্রতিশ্যায়কাসমেহগলগ্রহান্॥

যবকৃত পিষ্টক, যাবক এবং বাট্য অর্থাৎ ভৃষ্ট যবৌদন—ইহারা উদাবর্ত্ত, প্রতিশ্যায়, কাস মেহ, এবং গলগ্রহ প্রভৃতি রোগ-বিনাশক।

ধানাসংজ্ঞাস্তু যে ভক্ষ্যাঃ প্রায়স্তে লেখনাত্মকাঃ।
শুষ্কত্বাত্তর্ষণাশ্চৈব বিষ্টম্ভিত্বাচ্চ দুর্জ্জরাঃ॥

ধানাসংজ্ঞক (ভৃষ্টযবক) আহারীয় বস্তু সমূহ প্রায়ই লেখন ও শুষ্ক বলিয়া পিপাসা-জনক এবং বিষ্টম্ভি বলিয়া অতিশয় ক্লেশে জীর্ণ হইয়া থাকে।

বিরূঢ়ধানা শষ্কুল্যো মধুক্রোড়াঃ সপিণ্ডিকাঃ।
সূপাঃ পূপুলিকাদ্যাশ্চ গুরবঃ পৌষ্টিকাঃ পরম্॥

বিরূঢ়ধানা এবং শষ্কুলী অর্থাৎ তিল পিষ্টক, মধুক্রোড়া অর্থাৎ তৈল-ভর্জ্জিত এবং মধুর রসাদি সংযুক্ত পিষ্টকাদি, পিণ্ডিকা অর্থাৎ গোলাকার পিষ্টক বিশেষ এবং পুপুলিকা প্রভৃতি পিষ্টক সকল গুরু এবং দেহের পুষ্টিজনক হইয়া থাকে।

ফলমাংসবসাশাকপললক্ষৌদ্রসংস্কৃতাঃ।
ভক্ষ্যা বৃষ্যাশ্চ বল্যাশ্চ গুরবো বৃংহণাত্মকাঃ॥

ফল, মাংস, বসা, শাক, তিলচূর্ণ ও মধু—এই সকল দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহারা সকলেই বৃষ্য, বলকারক, গুরুপাক ও বৃংহণ॥

বেশবারো গুরুঃ স্নিগ্ধো বলোপচয়বর্দ্ধনাঃ।
গুরবস্তর্পণা বৃষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসপূপকাঃ।
সগুড়াঃ সতিলাশ্চৈব সক্ষীরক্ষৌদ্রশর্করাঃ॥
বৃষ্যা বল্যাশ্চ ভক্ষ্যাস্তু তে পরং গুরবঃ স্মৃতাঃ॥

বেশবার (অস্থি বিহীন মাংস উত্তমরূপে খুড়িয়া মরিচ ও ঘৃতাদি যোগে রন্ধন করাকে বেশবার বলে)—ইহা গুরু, স্নিগ্ধ, বল-কারক ও পুষ্টিকর। ক্ষীর ও ইক্ষুরসদ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক সকল গুরু, তর্পক এবং বৃষ্য। তিল, গুড়, ক্ষীর, মধু এবং শর্করা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য সকল বৃষ্য, বলকারক ও অত্যন্ত গুরুপাক হইয়া থাকে।

সস্নেহাঃ স্নেহসিদ্ধাশ্চ ভক্ষ্যা বিবিধলক্ষণাঃ।
গুরবস্তর্পণা বৃষ্যা হৃদ্যা গোধূমিকা মতাঃ॥
সংস্কারাল্লঘবঃ সন্তি ভক্ষ্যা গোধূমপৈষ্টিকাঃ।
ধানাপর্পটপূপাদ্যাঃ তান্ বুদ্ধ্বা নির্দ্দিশেত্তথা॥

স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত-তৈলাদি সংযোগে গোধূম চূর্ণ বিভিন্নাকারে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে উহা গুরু, তর্পক, বৃষ্য এবং হৃদ্য হয়। উক্ত গোধূম পিষ্টক যদি অগ্ন্যাদি দ্বারা সংস্কৃত হয় অর্থাৎ আগুণে সেঁকিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে উহা লঘুপাক হইয়া থাকে। ধান্য, পর্পট (পাঁপর) ও সূপ প্রভৃতিও এইরূপে সংস্কার অনুসারে লঘুপাক হয়।

পৃথুকা গুরবো ভৃষ্টান্ ভক্ষয়েদল্পশস্তু তান্।
যাবা বিষ্টভ্য জীর্য্যন্তি সতুষা ভিন্নবর্চ্চসঃ॥

পৃথুক্ (চিড়ে) অতিশয়, গুরু, অতএব উহা ভৃষ্ট করিয়া অতি অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে। যবের চিড়া বিষ্টম্ভ হইয়া জীর্ণ হয়। উক্ত চিড়ায় তুষ থাকিলে উহা মল-ভেদক হইয়া থাকে।

সূপ্যান্নবিকৃতা ভক্ষ্যা বাতলা রূক্ষশীতলাঃ।
সকটুস্নেহলবণানল্পশো ভক্ষয়েত্তু তান্॥

সূপ্য এবং অন্নবিকৃতি—বায়ুজনক, রূক্ষ এবং শীতল। এই নিমিত্ত ইহাদিকে কটু, স্নেহ ও লবণ ইত্যাদি সংযোগ করিয়া অল্প মাত্রায় সেবন করিবে।

মৃদুপাকাশ্চ যে ভক্ষ্যাঃ স্থূলাশ্চ কঠিনাশ্চ যে।
গুরবস্তেঽপ্যতিক্রান্তপাকাঃ পুষ্টিবলপ্রদাঃ॥

যে সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য মৃদুপাক, স্থূল ও কঠিন, তৎসমুদায়ই পুষ্টিকর ও বলকারক, এবং অতিশয় গুরুপাক।

দ্রব্যসংযোগসংস্কারং দ্রব্যমানং পৃথক্ তথা।
ভক্ষ্যাণামাদিশেদ্বুদ্ধ্যা যথাস্বং গুরুলাঘবম্॥

আহার্য্য বস্তুর সংমিলন, সংস্কার এবং পরিমাণ, বুঝিয়া তৎসমূহের গুরুতা ও লঘুতা নির্দ্দেশ করিবে।

রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা।
স্নেহনং তর্পণং হৃদ্যং বাতঘ্নং সগুড়ং দধি ॥

রসালা—বৃংহণীয়, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলকারক ও রুচিকারক। গুড় সংমিলিত দধি—স্নিগ্ধকর, তর্পক, হৃদ্য, এবং বায়ু-বিনাশক।

দ্রাক্ষাখর্জ্জুরকোলানাং গুরু বিষ্টম্ভি পানকং।
পরূষকাণাং ক্ষৌদ্রস্য যচ্চেক্ষুবিকৃতিং প্রতি ॥
তেষাং কট্বম্লসংযোগাঃ পানকানাং পৃথক্ পৃথক্।
দ্রব্যমানঞ্চ বিজ্ঞায় গুণকর্ম্মাণি চাদিশেৎ ॥

দ্রাক্ষা অর্থাৎ কিস্‌মিস্, খর্জ্জুর এবং কুল-দ্বারা পানক প্রস্তুত করিলে ঐ পানা গুরু ও উদরের স্তব্ধতাজনক হয়। পরূষক ফল-কৃত পানক, মধুকৃত পানক ও ইক্ষুবিকার গুড়াদি কৃত পানক সকলের কটু ও অম্ল প্রভৃতি দ্রব্য সংযোগ এবং পরিমাণ বিবেচনা করিয়া গুণ ও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কট্বম্লস্বাদুলবণা লঘবো রাগষাড়বাঃ।
মুখপ্রিয়াস্তু হৃদ্যাশ্চ দীপনা ভক্তরোচনাঃ ॥

রাগষাড়ব ইহা কটু, অম্ল, লবণ ও মধুর রস বিশিষ্ট। তরুণ আম্রের কাথে গুড়, তৈল ও শুঁঠ সংমিলিত করিলে তাহাকে রাগষাড়ব বলে। রাগষাড়ব লঘু, মুখ-প্রিয়, হৃদ্য, অগ্নির উদ্দীপক এবং রুচিজনক।

আম্রামলকলেহাশ্চ বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ।
রোচনাস্তর্পণাশ্চোক্তাঃ স্নেহমাধুর্য্যগৌরবাৎ ॥

আম্র এবং আমলকীফলের লেহ বৃংহণ এবং বলবর্দ্ধক। ইহাতে স্নেহ, মধুরতা ও গুরুত্ব হেতু রুচি-জনক এবং তর্পণীয় হইয়া থাকে।

বুদ্ধা সংযোগসংস্কারং দ্রব্যমানঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
গুণকর্ম্মাণি লেহানাং তেষাং তেষাং তথা বদেৎ ॥
রক্তপিত্তকফোৎক্লেদি শুক্তং বাতানুলোমনম্।
কন্দমূলফলাদ্যঞ্চ তদ্বদ্বিদ্যাত্তদাসুতং ॥

লেহ সমূহের সংযোগ, সংস্কার ও পরিমাণানুসারে তাহাদের গুণ কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবে। শুক্ত রক্ত-পিত্ত, ও ক্লেদ বর্দ্ধনকারী। ইহা বায়ুর অনুলোমক। কন্দ, মূল ও ফলাদি যেরূপ গুণশালী হইয়া থাকে, তজ্জাত আসব ও সেইরূপ গুণ বিশিষ্ট হয়।

শিণ্ডাকী চাসুতং চান্যৎ কালাম্লং রোচনং লঘু।
বিদ্যাদ্বর্গং কৃতান্নানামেকাদশতমং ভিষক্ ॥

শিণ্ডাকী ও অপরাপর আসুত দ্রব্য সমূহ যাহা অম্ল সংযোগ ব্যতীত কালান্তরে অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা মুখরোচক এবং লঘুপাক। এই একাদশ কৃতান্নবর্গ কথিত হইল। অতঃপর আহারযোগিবর্গ বলা যাইতেছে। ইতি কৃতান্নবর্গঃ।

অথ আহারযোগিবর্গঃ—তৈলবর্গঃ।

কষায়ানুরসং স্বাদু সূক্ষ্মমুষ্ণং ব্যবায়ি চ।
পিত্তলং বদ্ধবিণ্মূত্রং ন চ শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্॥
বাতঘ্নেষূত্তমং বল্যং ত্বচ্যং মেধাগ্নিবর্দ্ধনম্।
তৈলং সংযোগসংস্কারাৎ সর্ব্বরোগাপহং মতম্॥
তৈলপ্রয়োগাদজরা নির্ব্বিকারা জিতশ্রমাঃ।
আসন্নতিবলাঃ সংখ্যে দৈত্যাধিপতয়ঃ পুরা॥

তিল তৈল কষায়ানুরস, স্বাদু, সূক্ষ্ম, উষ্ণ, ব্যবায়ী, পিত্তবর্দ্ধক এবং মলমূত্র-বদ্ধক। ইহাতে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয় না। ইহা বায়ু নাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। ইহা বলপ্রদ,ত্বকের হিতকর এবং মেধা ও অগ্নিজনক। অপরাপর দ্রব্য সংমিলনে ইহা সর্ব্বরোগ বিনাশক হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে দৈত্য-পতিগণ তৈল সেবন করিয়া সমরে জিত-শ্রম, নির্ব্বিকার, অজর ও অতিবল হইয়াছিলেন।

ঐরণ্ডতৈলং মধুরং গুরুশ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্।
বাতাসৃগ্গুল্মহৃদ্রোগজীর্ণজ্বরহরং পরম্॥

এরণ্ড তৈল—ইহা মধু, গুরু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্‌রোগ ও জীর্ণজ্বর বিনাশক।

কটূষ্ণং সার্ষপং তৈলং রক্তপিত্তপ্রদূষণম্।
কফশুক্রানিলহরং কণ্ডূকোঠবিনাশনম্॥

সার্ষপ তৈল—ইহা কটুরস, উষ্ণগুণশালী, রক্ত-পিত্ত-প্রকোপ এবং কফ, শুক্র, বায়ু, কণ্ডু ও কোঠ বিনাশক।

পিয়ালতৈলং মধুরং গুরু শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্।
হিতমিচ্ছন্তি নাত্যৌষ্ণ্যাৎ সংযোগে বাতপিত্তয়োঃ।

পিয়াল ফলের তৈল—ইহা মধুর, গুরু ও শ্লেষ্মা-বর্দ্ধনকারী। ইহা বায়ুপিত্ত সংমিলনে অনতিউষ্ণতাপ্রযুক্ত মঙ্গল-কর অর্থাৎ বায়ুপিত্ত প্রশমক।

আতস্যং মধুরাম্লন্তু বিপাকে কটুকং তথা।
উষ্ণবীর্য্যং হিতং বাতে রক্তপিত্তপ্রকোপনম্॥

আতসী তৈল—ইহা মধুর, অম্ল, বিপাকেকটু, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুরোগে হিতকর, এবং রক্তপিত্ত প্রকোপক।

কুসুম্ভতৈলমুষ্ণঞ্চ বিপাকে কটুকং গুরু।
বিদাহি চ বিশেষেণ সর্ব্বরোগপ্রকোপনম্॥
ফলানাং যানি চান্যানি তৈলান্যাহারসন্নিধৌ।
যুজ্যন্তে গুণকর্ম্মভ্যাং তানি ব্রূয়াদ্ যথাফলম্॥

কুসুম্ভ তৈল—ইহা উষ্ণ, বিপাকে কটু, গুরু এবং বিদাহী। অধিকন্তু ইহা সর্ব্বরোগ-

প্রকোপক। যে সকল ফলজাত তৈল আহারের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ফলের গুণানুসারে সেই সমুদায় তৈলের গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

মধুরো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো মজ্জা তথা বসা।
যথাসত্ত্বস্তু শৈত্যোষ্ণে বসামজ্জ্ঞোর্বিনির্দ্দিশেৎ ॥

বসা এবং মজ্জা—মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য এবং বলপ্রদ। মজ্জা ও বসার শৈত্য ও উষ্ণত্ব যথা সত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবে।

সস্নেহং দীপনং বৃষ্যমুষ্ণং বাতকফাপহম্।
বিপাকমধুরং হৃদ্যং রোচনং বিশ্বভেষজম্ ॥
শ্লেষ্মলা মধুরা চার্দ্রা গুর্ব্বী স্নিগ্ধা চ পিপ্পলী।
সা শুষ্কা কফবাতঘ্নী কটূষ্ণা বৃষ্যসম্মতা ॥

বিশ্বভেষজ অর্থাৎ শুঁঠ,—ইহা স্নিগ্ধতাকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, বৃষ্য, উষ্ণ, বায়ু ও কফ-হারক, বিপাকে মধুর, হৃদ্য ও রুচিজনক। আর্দ্র (কাঁচা) পিপ্পলী, শ্লেষ্মজনক, মধুর, গুরু ও স্নিগ্ধ। শুষ্কপিপ্পলী কফ এবং বায়ুনাশক কটু, উষ্ণ এবং বৃষ্য।

নাত্যর্থমুষ্ণং মরিচমবৃষ্যং লঘু রোচনং।
ছেদিত্বাচ্ছোষণত্বাচ্চ দীপনং কফবাতজিৎ ॥

মরিচ,—ইহা অতিশয় উষ্ণ বীর্য্য নহে। অল্প বৃষ্যজনক, লঘুপাক ও রুচিজনক। ইহা দোষাচ্ছেদক, এবং শোষণ-গুণশালী বলিয়া অগ্ন্যুদ্দীপনকারী এবং বায়ু ও কফনাশক।

বাতশ্লেষ্মবিবন্ধঘ্নং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
হিঙ্গু শূলপ্রশমনং বিদ্যাৎ পাচনরোচনম্ ॥
রোচনং দীপনং বৃষ্যং চক্ষুষ্যমবিদাহি চ।
ত্রিদোষঘ্নং সমধুরং সৈন্ধবং লবণোত্তমম্ ॥

হিঙ্গু—ইহা বাতশ্লেষ্মা এবং মলবদ্ধতা-বিনাশক, কটু, উষ্ণ, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘু, শূলরোগ-প্রশমক, পাচক এবং রুচিকর। সৈন্ধব লবণ—অগ্নির উদ্দীপক, রোচক, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, অবিদাহী, ত্রিদোষনাশক ও মধুর রস। ইহা লবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সৌক্ষ্ম্যাদৌষ্ণ্যাল্লঘুত্বাচ্চ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্।
সৌবর্চ্চলং বিবন্ধঘ্নং হৃদ্যমুদ্গারশোধি চ ॥
তৈক্ষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যাদ্ব্যবায়িত্বাদ্দীপনং শূলনাশনম্।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বাতানামানুলোম্যকরং বিড়ম্ ॥

সচললবণ—ইহা সূক্ষ্মতা, উষ্ণতা, লঘুতা ও সৌগন্ধ প্রযুক্ত রুচিকর, এবং মলমূত্র-বদ্ধতা নাশক, হৃদ্য ও উদ্গারশুদ্ধিকারক।

বিটলবণ—ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, এবং ব্যবায়ী, তৎপ্রযুক্ত অগ্ন্যুদ্দীপক, শূলবিনাশক এবং ঊর্দ্ধ ও অধোবায়ুর অনুলোমকারক।

সতিক্তকটু সক্ষারং তীক্ষ্ণমুৎক্লেদি চৌদ্ভিদং।
ন কাললবণে গন্ধঃ সৌবর্চ্চলগুণাশ্চ তে॥
সামুদ্রকং সমধুরং সতিক্তং কটু পাংশুজং।
রোচনং লবণং সর্ব্বং পাকি স্রংস্যনিলাপহম্॥

ঔদ্ভিদলবণ—ইহা তিক্ত, কটু, ক্ষারযুক্ত, তীক্ষ্ণ এবং ক্লেদ-উৎপাদক। কাল বা কৃষ্ণলবণ, গন্ধহীন। ইহার অপরাপর গুণ সৌবর্চ্চল লবণের ন্যায়।

সামুদ্র বা কর্কচ লবণ—ইহা ঈষৎ মধুররস-সংযুক্ত। পাংশুজ লবণ—তিক্ত ও কটু রসযুক্ত। সমুদায় লবণই রুচিকারক, পরিপাকজনক, স্রংসী অর্থাৎ ঊর্দ্ধগ দোষসমূহকে অধোগামী করে এবং ইহা বায়ুবিনাশক।

হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষপ্লীহানাহগলগ্রহান্।
কাসং কফজমর্শাংসি যাবশূকো ব্যপোহতি॥
তীক্ষ্ণোষ্ণো লঘুরুক্ষশ্চ ক্লেদী পাকী বিদারণঃ।
দাহনো দীপনশ্ছেত্তা সর্ব্বঃ ক্ষারোঽগ্নিসন্নিভঃ॥

যাবশূক বা যবক্ষার—ইহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, প্লীহা, আনাহ, গলগ্রহ, কফ-জনিত কাস এবং অর্শঃসমুদায় বিনষ্ট করে।

সর্ব্ববিধ ক্ষারের গুণ এই যে, তৎসমুদায় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, রুক্ষ, ক্লেদজনক, পরিপাক-কারী, বিদারক, দগ্ধকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, ছেদক এবং অগ্নিতুল্য গুণশালী।

কারব্যঃ কুঞ্চিকাজাজী কবরী ধান্যতুম্বুরু।
রোচনং দীপনং বাতকফদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥

কারবী অর্থাৎ স্থূল কৃষ্ণজিরা, কুঞ্চিকা অর্থাৎ বৃহৎ জিরা, অজাজী অর্থাৎ সূক্ষ্মজিরা, কবরী অর্থাৎ যমানী, ধনে এবং তুম্বুরু অর্থাৎ তাম্বুল, এই সমুদায় দ্রব্য রোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং বায়ু, কফ ও দুর্গন্ধ বিনাশক।

আহারযোগিনাং ভক্তিনিশ্চয়ো ন তু বিদ্যতে।
সমাপ্তো দ্বাদশশ্চায়ং বর্গ আহারযোগিনাম্॥

কোন্ প্রকার আহারীয় বস্তু উপভোগ করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। আহারোপ-যোগী এই দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত হইল। ইতি আহার বর্গ।

শূকধান্যং শমীধান্যং সমাতীতং প্রশস্যতে।
পুরাণং প্রায়শো রুক্ষং প্রায়েণাভিনবং গুরু॥
যদ্ যদাগচ্ছতি ক্ষিপ্রং তত্তল্লঘুতরং স্মৃতং।
নিস্তুষং যুক্তিভৃষ্টস্তু সূপ্যং লঘু বিপচ্যতে॥

শূক এবং শমীধান্য—ইহা এক বৎসর অতীত হইলে প্রশস্ত গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিক দিনের পুরাতন হইলে রুক্ষ হয়, এবং নিতান্ত নূতন হইলে অর্থাৎ এক বৎসরের কম দিনের হইলে গুরুপাক হইয়া থাকে।

যত প্রকার ধান্য আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে যে সকল ধান্য যত শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ধান্য তত লঘু। তুষ-বিহীন ও কিঞ্চিৎ ভাজা দাইল লঘুপাক।

মৃতং কৃশাতিমেধ্যঞ্চ বৃদ্ধং বালং বিষৈর্হতং।
অগোচরমৃতং ব্যাড়মৃদিতং মাংসমুৎসৃজেৎ॥
অতোঽন্যথা হিতং মাংসং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্।

স্বয়ংমৃত, কৃশ, অত্যধিক স্নিগ্ধ, বৃদ্ধ, বালক, বিষহত, অগোচরমৃত ও সর্পদষ্ট, এই সমস্তের মাংস ব্যবহার করিবে না। অন্যপ্রকার মাংস সর্ব্বদা পথ্য, বৃংহণ এবং বলকারক।

প্রীণনঃ সর্ব্বধাতূনাং হৃদ্যো মাংসরসঃ পরম্॥
শুষ্যতাং ব্যাধিযুক্তানাং কৃশানাং ক্ষীণরেতসাং।
বলবর্ণার্থিনাঞ্চৈব রসং বিদ্যাদ্‌যথামৃতম্॥
সর্ব্বরোগপ্রশমনং যথাস্বং বিহিতং রসং।
বিদ্যাৎ স্বর্য্যং বলকরং বয়োবুদ্ধীন্দ্রিয়ায়ুষাম্॥
ব্যায়ামনিত্যাঃ স্ত্রীনিত্যা মদ্যনিত্যাশ্চ যে নরাঃ।
নিত্যং মাংসরসাহারা নাতুরাঃ স্যুর্ন দুর্ব্বলাঃ॥

মাংসের রস সমুদায় ধাতুর পুষ্টিজনক ও হৃদয়গ্রাহী। ক্ষয়রোগী, ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি, কৃশ ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তি, এবং বল ও বর্ণকামী ব্যক্তির পক্ষে ইহা সুধার সমান। যথাযথ রূপে ব্যবহার করিলে, মাংসরস দ্বারা সমুদায় রোগের উপশম হইয়া থাকে। ইহা স্বরবর্দ্ধক, বলকর, এবং বয়স, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, আয়ুর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি প্রত্যহ ব্যায়াম করিয়া থাকে, স্ত্রীসেবা করে ও নিত্য মদ্য পান করিয়া থাকে, প্রত্যহ মাংসরস আহার করিলে, তাহারা কখনই আতুর ও বলহীন হয় না।

ক্রিমিবাতাতপহতং শুষ্কং জীর্ণমনার্ত্তবং।
শাকং নিঃস্নেহসিদ্ধঞ্চ বর্জ্জ্যং যচ্চাপরিস্রুতম্॥
পুরাণমামং সংক্লিষ্টং ক্রিমিব্যাড়হিমাতপৈঃ।
অদেশাকালজং ক্লিন্নং যৎ স্যাৎ ফলমসাধু তৎ॥

ক্রিমিদূষিত, বায়ু এবং রৌদ্র প্রাপ্ত, শুষ্ক, জীর্ণ, অকালোৎপন্ন, অস্নেহসিদ্ধ, এবং অপরিস্রুত শাক সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যজ্য।

অধিকতর পরিণত, নিতান্ত কাঁচা, অথবা কীট বা সর্পাদি কিংবা হিম ও আতপ দ্বারা দূষিত, অদেশোৎপন্ন এবং অকালজাত অথবা পচা ফলসকল অহিতকর।

হরিতানাং যথা শাকং নির্দ্দেশং সাধনাদৃতে।
মদ্যাম্বুগোরসাদীনাং স্বে স্বে বর্গে বিনিশ্চয়ঃ॥

হরিতবর্গোক্ত ফলসমূহও স্নেহসাধন ব্যতিরেকে, শাকের ন্যায় বর্জ্জনীয়। মদ্য, জল এবং দুগ্ধ প্রভৃতির গুণ ও দোষের বিষয় নিজ নিজ বর্গে বলা হইয়াছে।

যদাহারগুণৈঃ পানং বিপরীতং তদিষ্যতে।
অন্নানুপানং ধাতূনাং দৃষ্টং যন্ন বিরোধি চ॥

আসবানাং সমুদ্দিষ্টামশীতিঞ্চতুরুত্তরাং।
জলং পেয়মপেয়ঞ্চ পরীক্ষ্যানুপিবেদ্ধিতম্ ॥

আহারীয় দ্রব্যের গুণ বিচার পূর্ব্বক পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের দ্রব্য আহার করিবেন, এবং যে পানীয় দ্রব্য ধাতুর বিরুদ্ধ নহে, তাহাই পান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত চতুরশিতি প্রকার মদ্য এবং জল, পানোপযুক্ত কি অপেয় ইহা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া যাহা হিতকর তাহাই পান করিবে।

স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে শস্তং পিত্তে মধুরশীতলং।
কফেঽনুপানং রূক্ষোষ্ণং ক্ষয়ে মাংসরসঃ পরম ॥
উপবাসাধ্বভাষস্ত্রীমারুতাতপকর্ম্মভিঃ।
ক্লান্তানামনুপানার্থং পয়ঃ পথ্যং যথামৃতম্ ॥

বায়ুরোগে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণগুণযুক্ত বস্তু অনুপান করিবে। পিত্তজনিত রোগে মধুর এবং শীতল দ্রব্য অনুপান করিবে। কফজ রোগে রূক্ষ এবং উষ্ণ দ্রব্য অনুপান করিবে। ক্ষয় রোগে মাংসরস অনুপান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

উপবাস, পথশ্রম, অধিক কথোপকথন, স্ত্রীসংসর্গ এবং বায়ু ও রৌদ্র দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তি-গণের পক্ষে, দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুপান ও অমৃতসমান পথ্য।

সুরা কৃশানাং পুষ্ট্যর্থমনুপানং প্রশস্যতে।
কার্শ্যার্থং স্থূলদেহানামনুশস্তং মধূদকং ॥
অল্পাগ্নীনামনিদ্রাণাং তন্দ্রাশোকভয়ক্লমৈঃ।
মদ্যমাংসোচিতানাঞ্চ মদ্যমেবানুশস্যতে ॥

কৃশ ব্যক্তিবর্গকে পুষ্ট করিবার জন্য সুরাই প্রশংসনীয় অনুপান। স্থূলদেহধারী ব্যক্তি-দিগকে কৃশ করিবার নিমিত্ত মধুর সহিত জলের অনুপান প্রশস্ত।

তন্দ্রা, শোক, ভয় এবং ক্লান্তি প্রযুক্ত যে সমুদায় লোক অল্পাগ্নি এবং নিদ্রাহীন হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এবং মদ্যপায়ী ও মাংসাশী ব্যক্তির পক্ষে মদ্যই প্রশস্ত অনুপান।

অথানুপানকর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি। অনুপানং তর্পয়তি প্রীণ-য়তি ঊর্জ্জয়তি পর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ভুক্তমবসাদয়তি অন্নসঙ্ঘাতং ভিনত্তি মার্দ্দবমাপাদয়তি ক্লেদয়তি জরয়তি সুখপরিণামিতামাশু ব্যবায়িতাঞ্চাহারস্যোপজনয়তীতি ॥

অনন্তর অনুপানের গুণ কথিত হইতেছে।—যথাযোগ্য অনুপান তৃপ্তিজনক, প্রীতিকর, বলকারক, পর্য্যাপ্তিকারক, ভুক্তদ্রব্যের অবসাদকারক। পিণ্ডিত অন্নের ভিন্নতাসাধক। দেহের কোমলতাসম্পাদক, ক্লেদজনক, জারক এবং আহার্য্য দ্রব্যসমূহের সুখ-পরিণাম-কারক ও ব্যবায়ী।

ভবন্তিচাত্র।

অনুপানং হিতং যুক্তং তর্পয়ত্যাশু মানবং।
সুখং পচতি চাহারমায়ুষে চ বলায় চ ॥

নোর্দ্ধাঙ্গমারুতাবিষ্টা ন হিক্কাশ্বাসকাসিনঃ।
ন গীতভাষাধ্যয়নপ্রসক্তা নোরসি ক্ষতাঃ॥
পিবেয়ুরুদকং ভুক্ত্বা তদ্ধি কণ্ঠোরসি স্থিতং।
স্নেহমাহারজং হত্বা ভূয়ো দোষায় কল্পতে॥

যুক্তিযুক্ত অনুপান দেহের হিতকর, মনুষ্যগণের আশু তৃপ্তিজনক এবং আহারকে সুখে পরিপাক করিয়া আয়ু ও বল প্রদান করিয়া থাকে।

যে সমুদায় লোকের উর্দ্ধভাগের অঙ্গ বাতরোগযুক্ত, যাহারা হিক্কা শ্বাস ও কাসযুক্ত ব্যক্তি; গীত, উচ্চভাষণ ও অধ্যয়নাশক্ত ব্যক্তি, এবং উরঃক্ষতরোগী, তাহারা ভোজনানন্তর জল পান করিলে, জল কণ্ঠ এবং বক্ষঃস্থলে স্থির হইয়া আহারজাত স্নেহ ভাগ নষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার দোষোদ্দীপক হয়। এইনিমিত্ত এইসমুদায় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে জল অনুপান প্রশস্ত নহে

অনুপানৈকদেশোঽয়মুক্তঃ প্রায়োপযোগিকঃ।
দ্রব্যস্তু ন হি নির্দ্দেষ্টুং শক্যং কাৎস্নেন নামভিঃ॥
যথা নামৌষধং কিঞ্চিদ্দেশজানাং বচো যথা।
দ্রব্যং তত্তত্তথা বাচ্যমনুক্তমিহ যদ্ভবেৎ॥

অনুপানের এক দেশ মাত্র কথিত হইল, কারণ সমুদায় বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়া গুণ বর্ণন করা সম্ভাবিত নহে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে যেমন সকল ঔষধদ্রব্যের নাম ও গুণের বিষয় উল্লেখ না করিয়া, অনুক্ত ঔষধ ও দ্রব্যের গুণ কিরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে বর্ণিত হইয়াছে, অনুক্ত অনুপান দ্রব্য সমূহেও সেই প্রকার কর্ত্তব্য। তবে অনুপানদ্রব্যের গুণের বিষয়, যে দেশের লোকে সচরাচর যেরূপ কহে, তদ্দ্বারা নির্ণয় করিবে।

চরঃ শরীরাবয়বাঃ স্বভাবো ধাতবঃ ক্রিয়া।
লিঙ্গং প্রমাণং সংস্কারো মাত্রা চাস্মিন্ পরীক্ষ্যতে॥
চরোঽনূপজলাকাশধন্বাদ্যো ভক্ষ্যসংবিধিঃ।
জলজানূপজাশ্চৈব জলানূপচরাশ্চ যে॥
গুরুভক্ষ্যাশ্চ যে সত্ত্বাঃ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ।
লঘুভক্ষ্যাস্তু লঘবো ধন্বজা ধন্বচারিণঃ॥

চর, শরীরাবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া, লিঙ্গ, প্রমাণ, সংস্কার এবং মাত্রা, ভোজ্য পদার্থের এই সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করা আবশ্যক।

জীব সকল অনূপ, জল, আকাশ, এবং ধন্ব বা মরুভূমি-জাত, অথবা ঐসকল স্থানে বিচরণ করে কি না, এই বিচার করাকে চর সম্বন্ধী বিচার কহে। জলজ, অনূপজ এবং জলচর ও অনূপচর প্রাণী সমুদায়, এবং যে সমস্ত জন্তু গুরু দ্রব্য ভোজন করে, তাহাদিগকে গুরুপাক বলিয়া জানিবে; এবং ধন্বজ ও ধন্বচর প্রাণী, এবং যে সকল জন্তু লঘু দ্রব্য আহার করে, তাহাদিগকে লঘুপাক বলিয়া নির্ণয় করিবে।

শরীরাবয়বাঃ সক্‌থিশিরঃস্কন্ধাদয়স্তথা।
সক্‌থিমাংসাদ্‌গুরুঃ স্কন্ধস্ততঃ ক্রোড়শিরস্পদম্‌॥
বৃষণৌ চর্ম্ম মেঢ্রঞ্চ শ্রোণী বৃক্কৌ যকৃদ্‌গুদং।
মাংসাদ্‌গুরুতরং বিদ্যাদ্‌ যথাস্বং মেধ্যমস্থি চ॥
স্বভাবাল্লঘবো মুদ্‌গাস্তথা লাবকপিঞ্জলাঃ।
স্বভাবাদ্‌ গুরবো মাষা বরাহমহিষাস্তথা॥

দেহাবয়ব বিচার কালে সক্‌থি মস্তক এবং স্কন্ধ প্রভৃতির গুণ বিচার করিবে। সক্‌থি অর্থাৎ উরু হইতে স্কন্ধের মাংস গুরু, স্কন্ধমাংসাপেক্ষা ক্রোড়ের মাংস গুরু, ক্রোড়ের মাংসাপেক্ষা মস্তক, ও মস্তক অপেক্ষা পাযের মাংস গুরু এবং সাধারণ মাংস অপেক্ষা বৃষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ, চর্ম্ম, মেঢ্র (পুং অঙ্গ), নিতম্ব, বৃক্ক, যকৃৎ ও গুহ্যদেশের মাংস গুরুতর জানিবে। প্রত্যেক প্রাণীরই মাংস অপেক্ষা অস্থি গুরুপাক জানিবে।

মুদ্‌গ, তিত্তিরি ও কপিঞ্জল স্বভাবতঃ লঘু। মাষকলাই, শূকরের মাংস এবং মহিষমাংস স্বভাবতঃ গুরু জানিবে।

ধাতূনাং শোণিতাদ্যানাং গুরুং বিদ্যাদযথোত্তরং।
অলসেভ্যো বিশিষ্যন্তে প্রাণিনো যে বহুক্রিয়াঃ॥
গৌরবং লিঙ্গসামান্যে পুংসাং স্ত্রীণাস্তু লাঘবং।
মহাপ্রমাণা গুরবঃ স্বজাতৌ লঘবোঽন্যথা॥
গুরূণাং লাঘবং বিদ্যাৎ সংস্কারাৎ সবিপর্য্যয়ং।
ব্রীহের্লাজা যথা চ স্যুঃ শক্তুনাং সিদ্ধপিণ্ডকাঃ॥

শোণিত হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু যথোত্তর গুরু, অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরু, মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুতর, এবং মেদ অপেক্ষা অস্থি গুরুতর ইত্যাদি। যে সমস্ত জন্তু অলস, তাহাদের অপেক্ষা বহুপরিশ্রমী প্রাণীদিগের মাংস লঘু। স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে পুরুষজাতি গুরু এবং স্ত্রীজাতি লঘু। স্বজাতীয় প্রাণীগণের মধ্যে দেহ-পরিমাণের গুরুলঘুত্বানুসারে প্রাণীরও গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার করিবে।

সংস্কার হেতু গুরু দ্রব্যের লঘুতা সিদ্ধ হয় এবং ইহার বৈপরিত্যে লঘুবস্তুও সংস্কারানুসারে গুরু হইয়া থাকে। যেমন ধান গুরু হইলেও ভর্জ্জিতসংস্কার হেতু খৈ লঘু, এবং ছাতু লঘু হইলেও ছাতুর সিদ্ধপিণ্ড গুরু।

অল্পাদানে গুরূণাঞ্চ লঘুনাং চাতিসেবনে।
মাত্রাকারণমুদ্দিষ্টং দ্রব্যাণাং গুরুলাঘবে॥
গুরূণামল্পমাদেয়ং লঘনাং তৃপ্তিরিষ্যতে।
মাত্রামপেক্ষতে দ্রব্যং মাত্রা চাগ্নিমপেক্ষতে॥

গুরু দ্রব্য অল্পপরিমাণে সেবন করিলে আহারের লঘুত্ব এবং লঘু দ্রব্যের অতি সেবনে আহারের গুরুত্ব সম্পাদন করে। এইরূপে মাত্রাও দ্রব্যের গুরুলাঘবের প্রতি কারণ

হইয়া থাকে; এ কারণ গুরু দ্রব্যের অল্প গ্রহণ করিবে, এবং লঘুপাক দ্রব্যসকল তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিবে। যেহেতু বস্তু সকল মাত্রাকে, ও মাত্রা অগ্নিকে অপেক্ষা করে।

বলমারোগ্যমায়ুশ্চ প্রাণাশ্চাগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নপানেন্ধনৈশ্চাগ্নির্দীপ্যতে শাম্যতেঽন্যথা॥

বল, আরোগ্য, আয়ু এবং প্রাণ সমুদায়ই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নপানরূপ কাষ্ঠ-সংযোগে অগ্নির দীপ্তি বা সমতা উভয়ই হইতে পারে।

গুরুলাঘবনির্দ্দেশ্যং প্রায়েণাল্পবলান্ প্রতি।
মন্দক্রিয়াননারোগ্যান্ সুকুমারান্ সুখোচিতান্॥
দীপ্তাগ্নয়ঃ খরাহারাঃ কর্ম্মনিত্যা মহোদরাঃ।
যে নরাঃ প্রতি তাংশ্চিন্ত্যং নাবশ্যং গুরুলাঘবম্॥

প্রায়ই অল্পবলবিশিষ্ট, অলস, রোগী, সুকুমার এবং সুখাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের জন্য দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্ণয় করিতে হয়। নতুবা যে সমুদায় ব্যক্তি দীপ্তাগ্নিশালী, সর্ব্বদা গুরুবস্তু ভোজন করিয়া থাকে, প্রত্যহ শ্রম করে, এবং মহোদর, তাহাদিগের জন্য গুরু-লঘু বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য নয়।

হিতাভির্জুহুয়ান্নিত্যমন্তরগ্নিং সমাহিতঃ।
অন্নপানসমিদ্ভির্না মাত্রাকালৌ বিচারয়ন্॥

প্রতিদিন সমাহিতভাবে মাত্রা এবং কাল বিবেচনা করিয়া, হিতকর অন্নপানরূপ সমিধ দ্বারা অন্তরগ্নিকে আহুতি প্রদান করিবে।

আহিতাগ্নিঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌ জুহোতি যঃ।
দিবসে দিবসে ব্রহ্ম জপত্যথ দদাতি চ॥
নরং নিঃশ্রেয়সে যুক্তং সাত্ম্যজ্ঞং পানভোজনৈঃ।
ভজন্তে নাময়াঃ কেচিদ্ভাবিনোপ্যন্তরাদৃতে॥
ষড়্ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ।
জীবত্যনাতুরো জন্তুর্জিতাত্মা সম্মতঃ সতাম্॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ অন্তরগ্নিকে পথ্যদ্রব্য দ্বারা আহুতি প্রদান করেন, এবং এইরূপে সর্ব্বদা আহিতাগ্নি হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ ও যথাশক্তি দান করেন; সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও যথাসাত্ম্য পান ভোজনাসক্ত ব্যক্তিকে ইহজন্মে কোন রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। এমন কি কোন কারণ ব্যতীত ভবিষ্যৎ জন্মেও তাঁহাকে পীড়াগ্রস্ত হইতে হয় না। সেই হিতসেবী ব্যক্তি ছত্রিশ হাজার রাত্রি যাবৎ অর্থাৎ শত বৎসর পর্য্যন্ত অনাতুর থাকিয়া সাধুসম্মত জীবনলাভে অধিকারী হয়েন।

ভবতশ্চাত্র।

প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নমন্নং লোকোঽভিধাবতি।
বর্ণপ্রসাদঃ সৌস্বর্য্যং জীবিতং প্রতিভা সুখং॥

তুষ্টিঃ পুষ্টির্ব্বলং মেধা সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
লৌকিকং কর্ম্ম যদ্‌বৃত্তৌ স্বর্গতৌ যচ্চ বৈদিকং।
কর্ম্মাপবর্গে যচ্চোক্তং তচ্চাপ্যন্নে প্রতিষ্ঠিতম্॥

অন্নই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। সমুদায় লোকই অন্নের জন্য লালায়িত। বর্ণের প্রসাদ, সুস্বরতা, জীবন, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বল এবং মেধা সমুদায়ই আহারের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সমুদায় লৌকিক কার্য্য, স্বর্গলাভের জন্য যে সমুদায় বৈদিক ক্রিয়া কলাপ, ও মুক্তিসাধনের নিমিত্ত যে সমুদায় কর্ম্মের উল্লেখ আছে তৎসমুদায়ই অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তত্র শ্লোকাঃ।

অন্নপানগুণাঃ সাগ্র্যা বর্গা দ্বাদশনিশ্চিতাঃ।
সগুণান্যন্নপানানি গুরুলাঘবসংগ্রহঃ॥
অন্নপানবিধাবুক্তং তৎপরীক্ষ্যং বিশেষতঃ॥

এই অন্নপানবিধি অধ্যায়ে অন্নপানবিষয়ক দ্বাদশটী প্রধান বর্গ এবং তাহাতে অন্ন ও পানের গুণ এবং গুরুলঘুত্বের বিষয় বিস্তারিত রূপে কথিত হইয়াছে।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে অন্নপানচতুষ্কেঽন্ন-পানবিধিনামো সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে অন্নপানচতুষ্কে অন্নপানবিধি নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোবিবিধাশিতপীতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

বিবিধমশীতং পীতং লীঢ়ং খাদিতং জন্তোর্হিতমন্তরগ্নিসন্ধুক্ষিত-বলেন যথাস্বেনোষ্মণা সম্যগ্বিপচ্যমানং কালবদনবস্থিত-সর্ব্বধাতুপাকমনুপহতসর্ব্বধাত্বূষ্মমারুতস্রোতঃ কেবলং শরীরমুপচয়বলবর্ণসুখায়ুষা যোজয়তি শরীরধাতূনূর্জ্জয়তি। ধাতবো হি ধাত্বাহারাঃ প্রকৃতিমনুবর্ত্তন্তে। তত্রাহারঃ প্রসাদাখ্যং রসং কিট্টঞ্চ মলাখ্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। কিট্টাৎ মূত্রস্বেদপুরীষবাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ কর্ণাক্ষিনাসিকাস্য লোম-কূপপ্রজননমলাঃ কেশশ্মশ্রুলোমনখাদয়শ্চাবয়বাঃ পুষ্যন্তি॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অনন্তর আমরা বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার হিতজনক অন্ন, স্ব স্ব উষ্মা ও জঠরাগ্নি সহযোগে

সম্যক্ প্রকারে পরিপাক পাইয়া, নিত্যগামী কালের ন্যায় নিরন্তর পরিণতিশীল ধাতুসমূহ বিশিষ্ট এবং অব্যাহত ধাতুষ্মা ও বায়ুস্রোতঃসমন্বিত সমস্ত শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর উপাদানভূত হয়। অন্ন দেহস্থিত ধাতুসমূহকে পোষণ করে এবং রস-রক্তাদি ধাতুসমূহও পরস্পর পরস্পরের আহারভূত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুগামী হয়।

আহারদ্রব্য হইতে প্রসাদ নামক রস ও কিট্ট নামক মল জন্মিয়া থাকে। কিট্টাংশ হইতে মূত্র, স্বেদ, বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, কফ, এবং কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ লোমকূপ ও দন্তের মল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখাদি অবয়ব সমুদায়ও কিট্টাংশ হইতে পরিপুষ্ট হয়।

পুষ্যন্তি ত্বাহাররসাৎ রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রৌ-জাংসি পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি ধাতুপ্রসাদসংজ্ঞকানি শরীর-সন্ধিবন্ধপিচ্ছাদয়শ্চাবয়বাঃ। তে সর্ব্ব এব ধাতবো মলাখ্যাঃ প্রসাদাখ্যাশ্চ রসমলাভ্যাং পুষ্যন্তঃ স্বং মানমনুবর্ত্তন্তে যথাবয়ঃ শরীরং। এবং রসমলৌ স্বপ্রমাণাবস্থিতৌ আশ্রয়স্য সমধাতোর্ধাতু সাম্যমনুবর্ত্তয়তো নিমিত্ততস্তু ক্ষীণাতিবৃদ্ধানাং প্রসাদাখ্যানাং ধাতূনাং বৃদ্ধিক্ষয়াভ্যামাহারমূলাভ্যাং রসঃ সাম্যমুৎপাদয়তে আরোগ্যায়। কিট্টঞ্চমলানামেব।

প্রসাদ হইতে রস, রক্ত, মাংস; মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, ধাতুপ্রসাদ সংজ্ঞক পঞ্চে-ন্দ্রিয়ের উপাদান সকল, দেহের সন্ধিবন্ধ, এবং পিচ্ছলাদি প্রত্যঙ্গ সকল পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই প্রকারে স্বপ্রমাণাবস্থিত রস ও মল সমধাতু-বিশিষ্ট দেহের ধাতুর সাম্য বিধান করে। কোন কারণ বশতঃ যদি শরীরের প্রসাদাখ্য ধাতুসমূহ ক্ষীণ বা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বর্দ্ধিত বা ক্ষীণ আহার রস দ্বারা ধাতু-সাম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহে ধাতুসাম্য বিহিত হইলেই আরোগ্যলাভ ঘটে। কিট্টভাগও এইরূপ মলপদার্থ সকলের সমতা রক্ষা করে।

স্বমানাতিরিক্তাঃ পুনরুৎসর্গিনঃ শীতোষ্ণপর্য্যায়গুণৈ-শ্চোপচর্য্যমাণা মলাঃ শরীরধাতুসাম্যকরাঃ সমুপলভ্যন্তে। তেষাং মলপ্রসাদাখ্যানাং ধাতূনাং স্রোতাংস্যয়নমুখানি তানি যথাবিভাগেন যথাস্বং ধাতূন্ পূরয়ন্ত্যেবমিদং শরীরমশিতলীঢ়পীতখাদিতপ্রভবমশিতখাদিতপীতলীঢ়প্রভ-বাশ্চ শরীরেঽস্মিন্ ব্যাধয়ো ভবন্তি। হিতাহিতোপযোগ-বিশেষাস্ত্বত্র শুভাশুভবিশেষকরা ভবন্তি ইতি॥

কিট্টনামক মলভাগ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা নির্হরণ, অথবা শীতোষ্ণাদি বিপরীত চিকিৎসা দ্বারা অর্থাৎ শীতসমুত্থ মলে উষ্ণক্রিয়া এবং উষ্ণসমুত্থ মলে শীতক্রিয়া রূপ উপচর্য্যা করিলে, দেহধাতুর সমতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মল ও প্রসাদ নামক ধাতুসকলের গমনপথ স্রোতঃসমূহ। সেই সকল স্রোতঃ স্ব স্ব

ধাতুসমূহকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পোষণ করে। এইরূপে চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্ব্বিধ আহার হইতেই শরীর এবং শরীরের ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হয়। হিতাহিত আহারের উপযোগ বশতই শরীরের শুভাশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ,—দৃশ্যন্তে হি ভগবন্ হিতসমাখ্যাতমপ্যাহারমুপযুঞ্জানা ব্যাধিমন্তশ্চৈবাগদাস্তথৈবাহিতসমাখ্যাতং। এবং দৃষ্টে কথং হিতাহিতোপযোগবিশেষাত্মকং শুভাশুভবিশেষমুপলভাম ইতি।

ভগবান্ আত্রেয় এই প্রকার কহিলে, অগ্নিবেশ তাঁহাকে বলিলেন; ভগবন্! হিতজনক খাদ্য আহার করিয়াও লোকে রোগাক্রান্ত হইতেছে এবং অহিত-কর ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াও অনেকে নীরোগ রহিয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আহারের হিতাহিত উপযোগ হেতু যে শরীরের শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে, ইহা কেমন করিয়া অবধারণ করিব?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ, ন হি হিতাহারোপযোগিনামগ্নিবেশ! তন্নিমিত্তা ব্যাধয়ো জায়ন্তে। নচ কেবলং হিতাহারোপযোগাদেব সর্ব্বব্যাধিভয়মতিক্রান্তং ভবতি। সন্তি হ্যতেঽপি আহারোপযোগাদন্যা রোগপ্রকৃতয়ঃ, তদ্যথা কালবিপর্য্যয়ঃ পরিণামঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চাসাত্ম্যাঃ। ইত্যেতা রোগপ্রকৃতয়ো রসান্ সম্যগুপযুঞ্জানমপি পুরুষমশুভেন ব্যাধিনা উপপাদয়ন্তি। তস্মাৎ হিতাহারোপযোগিনোঽপি দৃশ্যন্তে চ ব্যাধিমন্তঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অগ্নিবেশ! হিতকর দ্রব্য ভোজনকারী ব্যক্তিবর্গের যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন হেতু ব্যাধি জন্মে, তাহা নহে। আবার কেবল মাত্র হিত-ভোজন করিলেও সমুদায় ব্যাধিভয় অতিক্রম করা যায় না। অনিষ্টকর ভোজন ব্যতিরেকেও রোগোৎপন্ন হইবার অন্যান্য কারণ আছে।

কাল-বিপর্য্যয়, প্রজ্ঞাপরাধ, পরিণাম, এবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অসাত্ম্যতা প্রভৃতিও রোগের কারণ। হিতকর দ্রব্য-ভোজী পুরুষকে এই কয়টী কারণে রোগরূপ অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। একারণ হিতকর দ্রব্যাহারী ব্যক্তিও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

অহিতাহারোপযোগিনাং পুনঃ কারণবিশেষাৎ ন সদ্যো দোষবান্ ভবত্যপচারঃ। ন হি সর্ব্বাণ্যপথ্যানি তুল্যদোষাণি, ন চ সর্ব্বে দোষাস্তুল্যবলাঃ, সর্ব্বাণি শরীরাণি ন ব্যাধিক্ষমত্বে সমর্থানি ভবন্তি। তদেব হ্যপথ্যঞ্চ দেশকালসংযোগবীর্য্যপ্রমাণাতিযোগাদ্ ভূয়স্তরমপথ্যং সম্পদ্যতে। স এব দোষঃ সংসৃষ্টযোনির্বিরুদ্ধোপক্রমো গম্ভীরানু-

গতশ্চিরস্থিতঃ প্রাণায়তনসমুত্থো মর্ম্মোপঘাতী ভূয়ান্
কষ্টতমঃ ক্ষিপ্রকারিতমশ্চ সম্পদ্যতে।

অহিতদ্রব্যভোজী জনসমূহেরও অহিতাহার জন্য সদ্য সদ্যই পীড়া হয় না। সর্ব্ববিধ অপথ্য সমানরূপে দোষজনক নয়, দোষসমুদায়ও সকলে তুল্যবল হয় না, আবার সকলের দেহও তুল্যভাবে ব্যাধি-সহনসমর্থ নহে; দেশ, কাল সংযোগ, বীর্য্য এবং পরিমাণের আধিক্য অনুসারে অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

আর সেই দোষও নানাকারণ-সংসর্গে, এবং বিরুদ্ধ উপচর্য্যা প্রযুক্ত ক্রমশঃ গম্ভীরানুগত চিরস্থিত প্রাণায়তনোত্থিত ও মর্ম্মোপঘাতী হইয়া অতিশয় ক্ষিপ্রকারী ও ক্লেশজনক হইয়া থাকে।

শরীরাণি চাতিস্থূলান্যতিকৃশান্যনিবিষ্টমাংসশোণিতাদীনি দুর্ব্বলান্যসাত্ম্যাহারোপচিতান্যল্পাহারাণ্যল্পসত্ত্বানি বা ভবন্তি ব্যাধ্যসহানি, বিপরীতানি পুনর্ব্যাধিসহানি। এভ্যশ্চৈবা-পথ্যাহারদোষশরীরবিশেষেভ্যো ব্যাধয়ো মৃদবো দারুণাঃ ক্ষিপ্রসমুত্থাশ্চিরকারিণো ভবন্তি। অতএব বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাণঃ স্থানবিশেষে প্রকুপিতা ব্যাধিবিশেষানভিনি-র্ব্বর্ত্তয়ন্ত্যগ্নিবেশ! তত্র রসাদিষু স্থানেষু প্রকুপিতানাং দোষাণাং যস্মিন্ যস্মিন্ স্থানে যে যে ব্যাধয়ঃ সম্ভবন্তি তাংস্তান্ ব্যাধীন্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥

যে সমুদায় দেহ অতি স্থূল, অতি কৃশ, যে সমুদায় দেহে মাংস শোণিত প্রভৃতি সম্যক্ অবস্থিত নয়; যে সমুদয় দেহ দুর্ব্বল, অসাত্ম্য খাদ্য দ্বারা বর্দ্ধিত, অল্পাহারক্ষম বা অল্পসত্ত্ব, সে সমস্ত দেহ ব্যাধিসহ নহে। অর্থাৎ এই সমুদয় দেহ শীঘ্র রোগযুক্ত হয়।

ইহার বিপরীত গুণশালী দেহ ব্যধিসহ অর্থাৎ শীঘ্র পীড়াক্রান্ত হয় না। এইরূপ অপথ্যাহার, দোষ ও দেহের পার্থক্য অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে মৃদু বা দারুণ রোগসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতএব হে অগ্নিবেশ! বায়ু পিত্ত এবং কফ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকুপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করে। তন্মধ্যে রসাদি স্থানে বাতাদি দোষ কুপিত হইলে, যে যে ব্যধির উৎপত্তি হয়, তাহা কথিত হইতেছে।

অশ্রদ্ধা চারুচিশ্চাস্যবৈরস্যমরসজ্ঞতা।
অঙ্গমর্দ্দো জ্বরস্তন্দ্রা হৃল্লাসো গৌরবং তমঃ॥
পাণ্ডুত্বং স্রোতসাং রোধঃ ক্লৈব্যং সাদঃ কৃশাঙ্গতা।
নাশোঽগ্নেরযথাকালং বলয়ঃ পলিতানি চ।
রসপ্রদোষজা রোগা বক্ষ্যন্তে রক্তদোষজাঃ॥

অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, মুখের বিরসতা, রসনায় অরসজ্ঞতা, অঙ্গে বেদনা, জ্বর, তন্দ্রা, হৃল্লাস, (বমনভাব) দেহের গুরুতা, তম (অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শন), বর্ণের পাণ্ডুতা,

স্রোতোরোধ, ক্লীবতা, হস্তপদাদির অবসাদ, দেহের কৃশতা, পরিপাকশক্তির হীনতা এবং অকালে বলি ও কেশের পক্কতা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

রক্ত দূষিত হইলে যে সমস্ত রোগোৎপত্তি হয়, অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে।

কুষ্ঠবীসর্পপিড়কা রক্তপিত্তমসৃগ্দরঃ।
গুদমেঢ্রাস্যপাকশ্চ প্লীহা গুল্মোঽথ বিদ্রধী॥
নীলিকা কামলা ব্যঙ্গাঃ পিপ্লবস্তিলকালকাঃ।
দদ্রুশ্চর্ম্মদলং শ্বিত্রং পামা কোঠাস্রমণ্ডলম্।
রক্তপ্রদোষাজ্জায়ন্তে শৃণু মাংসপ্রকোপজান্॥

শোণিত দুষ্ট হইলে কুষ্ঠ, বীসর্প, পিড়কা, রক্তপিত্ত, প্রদর, গুহ্যমেঢ্রমুখপাক, প্লীহা, গুল্ম, বিদ্রধী, নীলিকা, কামলা মুখব্যঙ্গ, পিপ্লব, তিলকালক, দদ্রু, চর্ম্মদল, শ্বিত্র পামা, কোঠ এবং রক্তমণ্ডল, প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাংসদোষজ রোগের বিবরণ শ্রবণ কর।

অধিমাংসার্ব্বুদং কীলং গলশালূকশুণ্ডিকা।
পূতিমাংসালজীগণ্ডগণ্ডমালোপজিহ্বিকাঃ।
বিদ্যান্মাংসাশ্রয়ান্মেদঃসংশ্রয়াস্তু প্রবক্ষ্যতে॥

দেহের মাংস দুষ্ট হইলে অধিমাংস, অর্ব্বুদ, কীলক, গলশালূক, গলশুণ্ডিকা, পূতিমাংস, অলজী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, এবং উপজিহ্বিকা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেদো দোষজ রোগসমূহ বলা যাইতেছে।

নিন্দিতানি প্রমেহাণাং পূর্ব্বরূপাণি যানি চ।
অধ্যস্থিদন্তদন্তাস্থিভেদশূলং বিবর্ণতা।
কেশলোমনখশ্মশ্রুদোষাশ্চাস্থিপ্রকোপজাঃ॥

দেহস্থ মেদ দুষ্ট হইলে, প্রমেহের পূর্ব্বরূপ সকল এবং অষ্টনিন্দিতীয় অধ্যায়ে অতিস্থৌল্যের যে সমুদায় দোষের বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমস্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্থিধাতু যদি দূষিত হয়, তাহা হইলে অধ্যস্থি অর্থাৎ অস্থির উপর অস্থির উৎপত্তি, অধিদন্ত অর্থাৎ দন্তের উপর অন্য দন্তের উৎপত্তি, দন্ত ও অস্থিতে ভেদবৎ বেদনা, অস্থিশূল অর্থাৎ অস্থিস্থানে শূল-বিদ্ধবৎ বেদনা, দন্তাদির বিবর্ণতা, এবং কেশ, লোম, নখ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি দূষিত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছাভ্রমোঽসতমসো দর্শনং পর্ব্বণাঞ্চ রুক্।
অরুষাং স্থূলমূলানাং পর্ব্বজানাঞ্চ দর্শনম্॥
মজ্জপ্রদোষাচ্ছুক্রস্য দোষাৎ ক্লৈব্যমহর্ষণম্।
রোগিণং ক্লীবমল্পায়ুর্বিরূপং বা প্রজায়তে॥
ন চাস্য জায়তে গর্ভঃ পততি প্রস্রবত্যপি।
শুক্রং হি দুষ্টং সাপত্যং সদারং বাধতে নরম্॥

দেহস্থ মজ্জাধাতু দূষিত হইলে, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অন্ধকারদর্শন, পর্ব্বস্থানে বেদনা, এবং পর্ব্বস্থানে স্থূলমূল ব্রণ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

শুক্রধাতু দুষ্ট হইলে ক্লীবতা, ও মানসিক হর্ষহানি হয়। সেই শুক্রজ সন্তান চিররোগী, ক্লীব, অল্পায়ু বা বিরূপ হইয়া থাকে, অথবা সেই শুক্র হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয় না, কিম্বা জাতগর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। দুষ্টশুক্র প্রযুক্ত লোকে স্ত্রীপুত্রেরও যন্ত্রণার কারণ হয়।

ইন্দ্রিয়াণি সমাশ্রিত্য প্রকুপ্যন্তি যদা মলাঃ।
উপতাপোঘাতাভ্যাং যোজয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তু ॥
সিরাস্নায়ুকণ্ডরাভ্যো দুষ্টাঃ ক্লিশ্নন্তি মানবম্।
স্তম্ভসঙ্কোচখল্লীভির্গ্রন্থিস্ফুরণসুপ্তিভিঃ ॥

দূষিত বায়ু পিত্ত ও কফ ইন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া যখন প্রকুপিত হয়, তখন ইন্দ্রিয় সমুদায় বিকল ও উপতপ্ত হয়।

স্নায়ু, শিরা ও কণ্ডরাকে আশ্রয় করিয়া দোষ দূষিত হইলে, জীবদিগকে বিবিধপ্রকারে ক্লিষ্ট করে, এবং দেহের স্তম্ভ, সঙ্কোচ, খল্লী প্রভৃতি বাতরোগ, সন্ধিস্ফুরণ, অর্থাৎ গাঁটে গাঁটে ঝিনিক দেওয়া ও স্পর্শজ্ঞানের অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।

মলানাশ্রিত্য কুপিতা ভেদশোষপ্রদূষণম্।
দোষা মলানাং কুর্ব্বন্তি সঙ্গোৎসর্গাবতীব চ ॥
বিবিধাদশিতাৎ পীতাদহিতাল্লীঢ়খাদিতাৎ।
ভবন্ত্যেতে মনুষ্যানাং বিকারা য উদাহৃতাঃ ॥
তেষামিচ্ছন্ননুৎপত্তিং সেবেত মতিমান্ সদা।
হিতান্যেবাশিতাদীনি ন স্যুস্তজ্জাস্তথাময়াঃ ॥

কুপিত দোষসমূহ মলকে আশ্রয় করিলে, মল-ভেদ, মলশোষ এবং মল দূষিত করে। অথবা মলের বদ্ধতা জন্মায় এবং মলের অতি নিঃসরণ করায়।

নানাবিধ অহিতজনক চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি খাদ্য দ্রব্য হইতে মানবদিগের এইরূপ সমস্ত রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব যাহাতে রোগসমূহের উৎপত্তি না হয়, এরূপ ইচ্ছা করিলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই হিতজনক খাদ্যাদির ব্যবহার করিবেন, এবং তাহা হইলে কখনই অনিষ্টকর আহার-জনিত রোগ উৎপন্ন হইবে না।

রসজানাং বিকারাণাং সর্ব্বং লঙ্ঘনমৌষধম্।
বিধিশোণিতিকেঽধ্যায়ে রক্তজানাং ভিষগ্জিতম্ ॥
মাংসজানান্তু সংশুদ্ধিঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্ম চ।
অষ্টৌনিন্দিতসংখ্যাতে মেদোজানাং চিকিৎসিতম্ ॥
অস্থ্যাশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং পঞ্চকর্ম্মাণি ভেষজম্।
বস্তয়ঃ ক্ষীরসর্পীংষি তিক্তকোপহিতানি চ ॥

দূষিত রস-জনিত রোগসমূহের, লঙ্ঘন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। রক্তজ বিকারসমূহের চিকিৎসা বিধিশোণিতিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। দুষ্টমাংসজাত ব্যাধি সমুদায়ের সংশোধন অর্থাৎ বমন-বিরেচন, এবং শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এবং মেদোজাত রোগসমূহের চিকিৎসা অষ্টৌ নিন্দিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অস্থিকে আশ্রয়

করিয়া যে সমুদায় রোগ জন্মে, তাহাদের বমন-বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিবে, এবং তিক্তদ্রব্য সংযুক্ত ক্ষীর বা ঘৃত দ্বারা বস্তিকার্য্য করিবে।

মজ্জশুক্রসমুত্থানামৌষধং স্বাদুতিক্তকম্।
অন্নং ব্যবায়ব্যায়ামৌ শুদ্ধিঃ কালে চ মাত্রয়া॥
শান্তিরিন্দ্রিয়জানাস্তু ত্রিমর্ম্মীয়ে প্রবক্ষ্যতে।
স্নায়্বাদিজানাং প্রশমো বক্ষ্যতে বাতরোগিকে॥
ন বেগান্ ধারণাধ্যায়ে চিকিৎসাসংগ্রহঃ কৃতঃ।
মলজানাং বিকারাণাং সিদ্ধিশ্চোক্তা ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥

মজ্জা এবং শুক্রজাত রোগসমূহের চিকিৎসার জন্য সাদু এবং তিক্ত খাদ্য প্রদান করিবে এবং যথাকালে যথামাত্রায় স্ত্রীসঙ্গম, ব্যায়াম ও যথাকালে যথামাত্রায় বমনাদি ক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধি করিবে।

ইন্দ্রিয়জ রোগসমূহের শান্তির উপায় ত্রিমর্ম্মীয় অধ্যায়ে বলা যাইবে। দুষ্ট স্নায়ু প্রভৃতিজাত রোগের চিকিৎসা বাতরোগিক অধ্যায়ে আছে। "ন বেগান ধারণীয়" অধ্যায়ে মলজরোগ সমূহের চিকিৎসার সংগ্রহ করা হইয়াছে। মলজ বিকারের চিকিৎসা অন্যান্য স্থানেও অর্থাৎ অতীসার এবং গ্রহণী রোগে কথিত হইয়াছে।

ব্যায়ামাদূষ্মণস্তৈক্ষ্যাদ্ধিতস্যানবচারণাৎ।
কোষ্ঠাচ্ছাখাং মলা যান্তি দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ॥
তত্রস্থাশ্চ বিলম্বন্তে কদাচিন্ন সমীরিতাঃ।
নাদেশকালে কুপ্যন্তি ভূয়ো হেতুপ্রতীক্ষিণঃ॥
বৃদ্ধ্যা বিষ্যন্দনাৎ পাকাৎ স্রোতোমুখবিশোধনাৎ।
শাখাং মুক্ত্বা মলাঃ কোষ্ঠং যান্তি বায়োশ্চ নিগ্রহাৎ॥

রসাদি ধাতু সকল শাখা শব্দে ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠাশ্রিত দোষসমূহ যে প্রকারে শাখাকে আশ্রয় করে তাহা বলা হইতেছে। পরিশ্রম, অগ্নির তীক্ষ্ণ ক্রিয়া, অথবা বায়ুর শীঘ্রকারিতা প্রযুক্ত কোষ্ঠ হইতে দোষ সমুদায় শাখাকে অর্থাৎ রসরক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে। শাখা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা অন্য কোন হেতু না পাইলে, সেই স্থানে ব্যাধিজনক না হইয়া অবস্থিতি করে। পরে তাহারা যথাদেশে ও যথাকালে হেত্বন্তর দ্বারা কুপিত হয়। দোষ সমূহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, অথবা পরিপাক পাইলে, বা ক্ষরিত হইলে, স্রোতঃসমস্তের শুদ্ধি হেতু অথবা বায়ুর নিগ্রহ হেতু শাখা অর্থাৎ রসরক্তাদি ধাতু ত্যাগ করিয়া কোষ্ঠস্থানে আগমন করিয়া প্রকৃতিস্থ হয়।

অজাতানামনুৎপত্তৌ জাতানাং বিনিবৃত্তয়ে।
রোগাণাং যো বিধির্দ্দিষ্টঃ সুখার্থী তং সমাচরেৎ॥

যাহাতে রোগের উৎপত্তি না হয়, অথবা উৎপন্ন রোগ যাহাতে নিবৃত্ত হয়, সে পক্ষে যে সমুদায় বিধি বিহিত হইয়াছে, সুখাভিলাষী ব্যক্তি তদনুযায়ী আচরণ করিবেন।

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
জ্ঞানাজ্ঞানবিশেষাত্তু মার্গামার্গপ্রবৃত্তয়ঃ॥
হিতমেবানুরুধ্যন্তে প্রপরীক্ষ্য পরীক্ষকাঃ।

রজোমোহাবৃতাত্মানঃ প্রিয়মেব তু লৌকিকাঃ ॥
শ্রুতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতির্দাক্ষ্যং ধৃতির্হিতনিষেবণম্।
বাগ্বিশুদ্ধিঃ শমো ধৈর্য্যমাশ্রয়ন্তি পরীক্ষকম্ ॥
লৌকিকং নাশ্রয়ন্ত্যেতে গুণা মোহরজঃশ্রিতম্।
তন্মূলা বহবশ্চৈব রোগাঃ শারীরমানসাঃ ॥

জীবের সমুদায় ইচ্ছাই সুখের জন্য লালায়িত। তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানতা নিবন্ধনই তাহারা হিত বা অহিত বিষয়ের আচরণ করে। যাঁহারা পরীক্ষক, তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া হিতাবলম্বন করেন, এবং যাহারা রজোমোহবৃতাত্মা, তাঁহারা অহিত প্রিয়মাত্রের পথবর্ত্তী হন। যাঁহারা পরীক্ষক, শ্রুতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, দৃঢ়তা, ধৃতি, হিতনিষেবণ, বাক্‌শুদ্ধি, শমতা এবং ধৈর্য্য—এই সমুদায় গুণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা রজোগুণ এবং মোহাশ্রিত, সেই লৌকিক ব্যক্তিগণকে ঐ সমস্ত গুণ কথনই আশ্রয় করে না। যেহেতু দৈহিক এবং মানস সকল প্রকার রোগই তন্মূলক অর্থাৎ তমো-মোহাশ্রিত।

প্রজ্ঞাপরাধাদ্ধ্যহিতানর্থান্ পঞ্চ নিষেবতে।
সংধারয়তি বেগাংশ্চ সেবতে সাহসানি চ ॥
তদাত্বসুখসংজ্ঞেষু ভাবেষ্বজ্ঞোঽনুরজ্যতে।
রজ্যতে নতু বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানে হ্যমলীকৃতে ॥
ন রাগান্নাপ্যবিজ্ঞানাদাহারানুপযোজয়েৎ।
পরীক্ষ্য হিতমশ্নীয়াদ্দেহো হ্যাহারসম্ভবঃ ॥

মোহাভিভূত জনগণ প্রজ্ঞাপরাধজন্য, অনুচিত ইন্দ্রিয়সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ও অপরিমিত সাহস প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া কষ্টের কারণে প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানজন্য কথনই ঐ সকল দোষে লিপ্ত হন না। অনুরাগ বা অজ্ঞানতা বশতঃ কথন আহারাদির সেবা করিবে না। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক হিতকর ভোজ্য ব্যবহার করিবে। যেহেতু হিতকর আহার হইতেই দেহের উৎপত্তি।

আহারস্য বিধাবষ্টৌ বিশেষা হেতুসংজ্ঞকাঃ।
শুভাশুভসমুৎপত্তৌ তান্ পরীক্ষ্য প্রয়োজয়েৎ ॥
পরিহার্য্যাণ্যপথ্যানি সদা পরিহরন্নরঃ।
ভবত্যনৃণতাং প্রাপ্তঃ সাধূনামিহ পণ্ডিতঃ ॥
যত্তু রোগসমুত্থানমশক্যমিহ কেনচিৎ।
পরিহর্ত্তুং ন তৎ প্রাপ্য [illegible] মণীষিভিঃ ॥

সুখ এবং অসুখের কারণস্বরূপ অষ্টবিধ আহারবিশেষের উপদেশ রসবিমানে কথিত হইয়াছে। সেই অষ্টাবিধ আহারবিশেষের পরীক্ষা করিয়া, অসুখ-জনক দ্রব্য পরিহার পূর্ব্বক শুভ-জনক পথ্য ব্যবহার করিলে, জ্ঞানিগণ নিরপরাধ থাকেন। শুভ-জনক আহার করাতেও যদি দৈবাৎ কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তত্রাপি সাধু ব্যক্তিগণ তন্নিমিত্ত দুঃখিত হন না।

তত্র শ্লোকাঃ।

আহারপ্রভবং বস্তু রোগাশ্চাহারসম্ভবাঃ।
হিতাহিতবিশেষাচ্চ বিশেষঃ সুখদুঃখয়োঃ॥
সহত্বে চাসহত্বেচ দুঃখানাং দেহসত্বয়োঃ।
বিশেষো রোগসংঘাশ্চ ধাতুজা যে পৃথক্ পৃথক্॥
তেষাঞ্চৈব প্রশমনং কোষ্ঠাচ্ছাখামুপেত্য চ।
দোষা যথা প্রকুপ্যন্তি শাখাভ্যঃ কোষ্ঠমেত্য চ॥
প্রাজ্ঞাজ্ঞয়োর্বিশেষশ্চ স্বস্থাতুরহিতঞ্চ যৎ।
বিবিধাশিতপীতীয়ে তৎ সর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্॥

আহার হইতে উৎপন্ন পদার্থ, যে সমুদায় রোগ আহারদোষে জন্মে, হিতকর এবং অহিতকর খাদ্যের প্রভেদ, সুখ এবং দুঃখের বিশেষ, দেহের বলবত্তানুসারে রোগের সহত্ব ও অসহত্বে দেহ এবং মনের ভিন্নতা, রসরক্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুৎপন্ন রোগ-নিচয়ের পার্থক্য, এবং তাহাদিগের শান্তির উপায়, দোষ সমুদয়ের কোষ্ঠ ও শাখা গমনের কারণ, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞের প্রভেদ, রোগী ও নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে যে সমুদায় ব্যবহার হিতকর, এই সমুদায় বিষয়, আত্রেয় ঋষি কর্ত্তৃক এই বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানেঽষ্টাবিংশতিতমো ঽন্নপানচতুষ্কোবিবিধাশিতপীতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতি সংস্কৃত তন্ত্রের সূত্রস্থানে অন্নপানচতুষ্কে বিবিধাশিতপীতীয়নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দশপ্রাণায়তনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

দশৈবায়তনান্যাহুঃ প্রাণা যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ।
শঙ্খৌ মর্ম্মত্রয়ং কণ্ঠো রক্তং শুক্রৌজসী গুদম্॥
তানীন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানং চেতনাহেতুমাময়ান্।
জানীতে যঃ স বৈ বিদ্বান্ প্রাণাভিসর উচ্যতে॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা দশপ্রাণায়তনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

পণ্ডিতগণ, শঙ্খদ্বয় অর্থাৎ ললাটের উভয় পার্শ্ব, মস্তক, হৃদয়, বস্তি, কণ্ঠ, রক্ত, শুক্র, ওজঃ এবং গুহ্য, এই দশটীকে প্রাণের আয়তন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সমুদায় প্রাণায়তন, এবং ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা ও রোগসমূহের বিষয়, যে ব্যক্তি বিশিষ রূপে অবগত আছেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিকেই প্রাণাভিসর কহিয়া থাকে।

দ্বিবিধাঃ খলু ভিষজো ভবন্ত্যগ্নিবেশ! প্রাণানামেকে-ঽভিসরা হন্তারো রোগাণাং রোগাণামেকেঽভিসরা হন্তারঃ প্রাণানামিতি।

এবম্বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ,—ভগবংস্তে কথমস্মাভির্বেদিতব্যা ইতি।

ভগবানুবাচ,—য ইমে কুলীনাঃ পর্য্যবদাতাঃ পরিদৃষ্ট-কর্ম্মাণো দক্ষাশ্চ শুচয়ো জিতহস্তা জিতাত্মানঃ সর্ব্বোপ-করণবন্তঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নাঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ প্রতিপত্তিজ্ঞাঃ, তে জ্ঞেয়াঃ প্রাণানামভিসরা হন্তারো রোগাণাম্। তথা-বিধা হি কেবলে শরীরাভিনির্বৃত্তিজ্ঞানে প্রকৃতিবিকার-জ্ঞানে চ নিঃসংশয়াঃ, সুখসাধ্যকৃচ্ছ্রসাধ্যযাপ্যপ্রত্যাখ্যেয়া-নাঞ্চ রোগাণাং সমুত্থানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবেদনোপশয়বিশেষ-জ্ঞানে ব্যপগতসন্দেহাঃ, ত্রিবিধস্যায়ুর্বেদসূত্রস্য সসংগ্রহ-ব্যাকরণস্য সত্রিবিধৌষধগ্রামস্য প্রবক্তারঃ।

হে অগ্নিবেশ! চিকিৎসক সমুদায় দুই প্রকার। তাহার মধ্যে একপ্রকার প্রাণাভিসর এবং রোগহন্তা। দ্বিতীয় প্রকার রোগ সমূহের অভিসর এবং প্রাণের হন্তা। আত্রেয় এইরূপ বলিলে, অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ তৎসমস্ত কিরূপে জানা যায়? ভগবান্ আত্রেয় উত্তর করিলেন, অগ্নিবেশ! যাঁহারা কুলীন, পরিদৃষ্টকর্ম্মা, কর্ম্মকুশল, শুচি, ক্ষিপ্রহস্ত, শমদমাদিগুণশালী, সর্ব্বোপকরণযুক্ত, সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, এবং প্রকৃতিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিজ্ঞ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রাণাভিসর ও রোগহন্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহারাই দৈহিক জ্ঞানবিষয়ে, দেহোৎপত্তি-জ্ঞানে এবং প্রকৃতি ও বিকৃতি জ্ঞানে সংশয়শূন্য। ইহাঁরা সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য রোগসমূহের সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ ও উপশয় বিশেষের বিজ্ঞানবিষয়ে সন্দেহরহিত। ইহাঁরা ত্রিবিধ আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা বিষয়ের এবং ত্রিবিধ ঔষধ সমূহের উপদেষ্টা।

পঞ্চত্রিংশতো মূলফলানাং চতুর্ণাঞ্চ মহাস্নেহানাং পঞ্চানাঞ্চ লবণানামষ্টানাঞ্চ মূত্রাণামষ্টানাঞ্চ ক্ষীরাণাং ক্ষীরত্বগ্-বৃক্ষাণাঞ্চ ষণ্ণাং শিরোবিরেচনাদেশ্চ পঞ্চকর্ম্মাশ্রয়স্যৌ-ষধগণস্য অষ্টাবিংশতেশ্চ যবাগূণাং দ্বাত্রিংশতশ্চূর্ণপ্রদে-হানাং ষণ্ণাঞ্চ বিরেচনশতানাং পঞ্চানাঞ্চ পঞ্চকানাম্, স্বস্থ-বৃত্তাবপি চ ভোজনপাননিয়মস্থানচংক্রমণশয়নাসনমাত্রা-দ্রব্যাঞ্জনধূমনাভ্যঞ্জনপরিমার্জ্জনবেগাবধারণবেগোৎসর্গ-ব্যায়ামসাত্ম্যেন্দ্রিয়পরীক্ষণোপক্রমণসদ্বৃত্তকুশলাঃ।

পঞ্চত্রিংশৎ প্রকার মূল ও ফল, চতুর্ব্বিধ মহাস্নেহ, পঞ্চবিধ লবণ, অষ্টবিধ মূত্র, অষ্টবিধ

দুগ্ধ, বহুবিধ ক্ষীরবৃক্ষ, শিরোবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মাশ্রিত ঔষধ, অষ্টাবিংশতি প্রকার যবাগূ, দ্বাত্রিংশদ্বিধ চূর্ণ-প্রলেপ, ছয় শত প্রকার বিরেচন, পাঁচ শত প্রকার কষায় প্রভৃতির এবং স্বস্থবৃত্তাধ্যায়-কথিত ভোজনপানের নিয়ম, সংস্থান, ভ্রমণ, শয্যা, আসন, মাত্রা, দ্রব্য, অঞ্জন, ধূমন, অভ্যঞ্জন, পরিমার্জ্জন, বেগ-বিধারণ, বেগোৎসর্গ, ব্যায়াম, এবং সাত্ম্য ও ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা ও উপক্রম বিষয়ে এই সমুদয় চিকিৎসকই বিশেষ নিপুণ।

চতুষ্পাদোপগৃহীতেচ ভেষজ-ষোড়শকলে সবিনিশ্চয়ে সত্রিপর্য্যেষণে সবাতকলাকলজ্ঞানে ব্যপগতসন্দেহাঃ, চতুর্বিধস্য চ স্নেহস্য চতুর্বিংশত্যুপনয়নস্যোপকল্পনীয়স্য চতুঃষষ্টিপর্য্যন্তস্য ব্যবস্থাপয়িতারঃ, বহুবিধবিধানযুক্তানাঞ্চ স্নেহস্বেদ্যবম্যবিরেচ্যবিবিধৌষধোপচারাণাঞ্চ কুশলাঃ, শিরোরোগাদেশ্চ দোষাংশবিকল্পজস্য ব্যাধিসংগ্রহস্য সংক্ষয়পিড়কাবিদ্রধেস্ত্রয়াণাঞ্চ শোফানাং বহুবিধশোথানু-বন্ধানামষ্টাচত্বারিংশতশ্চ রোগাধিকরণানাং চত্বারিংশ-দুত্তরস্য নানাত্মকস্য ব্যাধিশতস্য তথা বিগর্হিতাতি-স্থূলকৃশানাং সহেতুলক্ষণোপক্রমাণাং স্বপ্নস্য চ হিতা-হিতস্যাস্বপ্নাতিস্বপ্নস্য চ সহেতূপক্রমস্য ষণ্ণাঞ্চ লঙ্ঘনাদীনা-মুপক্রমাণাং সন্তর্পণাপতর্পণজানাঞ্চ রোগাণাং স্বরূপ-প্রশমনানাঞ্চ শোণিতজানাঞ্চ ব্যাধীনাং মদমূর্চ্ছায়সন্ন্যাসা-নাঞ্চ সকারণরূপৌষধানাঞ্চ কুশলাঃ, কুশলাশ্চাহার-বিধিবিনিশ্চয়স্য প্রকৃত্যা হিতাহিতানামাহারবিকারাণাং সাগ্র্যসংগ্রহস্য আসবানাঞ্চ চতুরশীতের্দ্রব্যগুণনিশ্চয়স্য রসাণুরসসংশ্রয়স্য সবিকল্পিক বৈরোধিকস্য দ্বাদশবর্গাশ্রয়স্য চান্নপানগণস্য সগুণপ্রভাবস্য সানুপানগুণস্য বিবিধস্যার্থ-সংগ্রহস্য আহারগতেশ্চ হিতাহিতোপযোগবিশেষাত্মকস্য চ শুভাশুভবিশেষস্য ধাত্বাশ্রয়ানাঞ্চ রোগাণাং সৌষধ-সংগ্রহাণাং দশানাঞ্চ প্রাণায়তনানাং যঞ্চ বক্ষ্যাম্যর্থে দশ-মহামূলীয়ং ত্রিংশত্তমমধ্যায়ং তত্র চ কৃৎস্নস্য তন্ত্রোদ্দেশ-লক্ষণস্য গ্রহণধারণবিজ্ঞানপ্রয়োগকর্ম্মকার্য্যকালকর্ত্তৃকরণ-কুশলাঃ, কুশলাশ্চ স্মৃতিমতিশাস্ত্রযুক্তিজ্ঞানস্যাত্মনঃ শীল-গুণৈরবিসংবাদনেন সম্পাদনেন চ সর্ব্বপ্রাণিষু চেতসো মৈত্র্যস্য মাতৃপিতৃভ্রাতৃবন্ধুবৎ, এবংযুক্তা ভবন্ত্যগ্নিবেশ প্রাণাভিসরা হন্তারো রোগাণাম্।

যে সকল চিকিৎসক চিকিৎসার চতুষ্পাদ এবং ষোড়শকলা জ্ঞানে নিশ্চয় হইয়াছেন, যাঁহারা তিনটী অন্বেষ্টব্য বিষয়ে ও বাতকলাকলীয় জ্ঞানে সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা উপকল্পনীয়োক্ত চতুর্ব্বিধ স্নেহের, চতুর্ব্বিংশতি হইতে চতুঃষষ্টি পর্য্যন্ত স্নেহবিচারণার ব্যবস্থা প্রদানে সমর্থ, যাঁহারা বিবিধ বিধান অনুসারে স্নেহ, স্বেদ, বমন ও বিরেচনকর ঔষধ এবং পথ্যাদি প্রয়োগে দক্ষ, যাঁহারা শিরোরোগাদির, দোষাংশবিকল্প-জনিত পীড়াসমূহের, সংক্ষয়, পিড়কা, বিদ্রধি, শোথ ও নানাপ্রকার শোথানুবন্ধের, অষ্টচত্বারিংশৎ প্রকার রোগাধিকরণের, এবং একশত চত্বারিংশৎ প্রকার বিবিধাত্মক রোগের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন, যাঁহারা নিন্দিত অতিস্থূল ও অতিকৃশের হেতু, লক্ষণ, ও চিকিৎসার বিষয় জানেন, নিদ্রার হিতাহিত, অনিদ্রার ও অতিনিদ্রার হেতু ও উপক্রম বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, ষড়্‌বিধ লঙ্ঘন, সন্তর্পণ ও অপতর্পণ জনিত রোগ সমুদয় ও তাহাদের আরোগ্যের উপায়, রক্তজনিত পীড়া সমূহ, এবং মদ, মূর্চ্ছা, ও সন্ন্যাস রোগের কারণ ও ঔষধ বিষয়ে যাঁহাদের বোধ আছে, যে সকল চিকিৎসক, ভোজনবিধি-নিশ্চয়-কুশল, স্বাভাবিক হিতজনক ও অহিতকর খাদ্য সম্বন্ধে যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, চতুরশীতি প্রকার আসব, রস এবং অনুরসের আশ্রয়ভূত দ্রব্য ও গুণের নিশ্চয়, তাহাদের বিভাগ, ও সংযোগবিরুদ্ধ খাদ্য, দ্বাদশবর্গোক্ত অন্নপানের গুণ ও প্রভাব, বিবিধ অনুপানগুণের অর্থ-সংগ্রহ, আহারগতি, এবং হিতাহিতের উপযোগানুসারে শুভাশুভ বিশেষ, রসাদি ধাতুর আশ্রিত রোগ সকল এবং তৎসম্বন্ধীয় ঔষধ সংগ্রহ, দশ প্রাণায়তন, ও অর্থে দশ মহামূলীয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, এবং যাঁহারা সমগ্র তন্ত্রের গ্রহণ, ধারণ, বিজ্ঞান, প্রয়োগ, ও কর্ম্মকাল প্রভৃতির বিজ্ঞান বিষয়ে কুশল ; স্মৃতি, মতি, শাস্ত্র ও যুক্তিজ্ঞানশালী হইয়া যাঁহারা আত্মার মৈত্র্যগুণের দ্বারা সমুদায়জীবের মাতৃপিতৃভ্রাতৃ ও বন্ধুর ন্যায় অবিসম্বাদে কার্য্য-নির্ব্বাহে নিপুণ, সেই সমস্ত চিকিসককে প্রাণের অভিসর এবং রোগহন্তা কহে।

অতো বিপর্য্যয়েণ অভিসরা রোগাণাঞ্চ হন্তারঃ প্রাণানাম্। ভিষক্‌ছদ্মপ্রতিচ্ছন্নাঃ কণ্টকভূতা লোকস্য প্রতিরূপেণেত্যুক্তধর্ম্মাণো রাজ্ঞাং-প্রমাদাদেব চরন্তি রাষ্ট্রাণি। তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি,—অত্যর্থং বৈদ্যবেশেন শ্লাঘমানাবিশিখারথ্যান্তরমনুচরন্তি কর্ম্মলোভাৎ, শ্রুত্বা চ কস্যচিদাতুর্য্যমভিতাঃ পরিপতন্তি, সংশ্রবণে চাস্যাত্মনো বৈদ্যগুণানুচ্চৈর্বদন্তি। তে চ যস্য প্রতিকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তস্য চ দোষান্ মুহুর্মুহুরুদাহরন্তি, আতুরমিত্রাণি প্রহর্ষণোপজল্পোপসেবাদিভিরিচ্ছন্তি আত্মীকর্ত্তুং, অল্পেচ্ছুতাঞ্চাত্মনঃ খ্যাপয়ন্তি, কর্ম্মচাসাদ্য মুহুর্মুহুরবলোকয়ন্তি দাক্ষ্যেণাজ্ঞানমাত্মনঃ প্রচ্ছাদয়িতুকামাঃ, ব্যাধিঞ্চাপাবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্তো ব্যাধিতমেবানুপকরণমপচারিকমনাত্মবন্তমুপাদিশন্তি, অন্তং গতঞ্চৈনমভিসমীক্ষ অন্যমাশ্রয়ন্তি দেশমপদেশমাত্মনঃ কৃত্বা, প্রাকৃতজনসন্নিপাতে চাত্মনঃ কৌশলমকুশল[illegible], অধীরবচ্চ

ধৈর্য্যমপবদন্তি ধীরাণাং, বিদ্বজ্জনসন্নিপাতং প্রতিভয়মিব কান্তারমর্ধ্যগাঃ পরিহরন্তি দূরাৎ। যশ্চৈষাং কচিৎ ক্ষুদ্রাবয়বে ভবত্যুপযুক্তস্তমপ্রকৃতে প্রকৃতান্তরে বা সততমুদাহরন্তি, নচানুযোগমিচ্ছন্তি অনুযোক্তুং বা, মৃত্যোরিব অনুযোগাদুদ্বিজন্তে। নচৈষামাচার্য্যঃ শিষ্টো ব্রহ্মচারী বৈদিকোবাপি কশ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে। *

উল্লিখিত গুণের বিপরীত গুণশালী চিকিৎসক সমুদায়কে রোগের অভিসর ও প্রাণের হন্তা বলিয়া জানিবে। যাহারা চিকিৎসকের বেশ ধারণ করিয়া চিকিৎসকরূপে পরিচিত হয়, তাহারা মানবদিগের কণ্টক-স্বরূপ। এবম্বিধ ছদ্মবেশিভিষক্‌গণ রাজার অনবধান বশতঃ রাজ্যে বিচরণ করিতে পায়। তাহাদের পরিচয় জানিবার উপায় যথা,—তাহারা বৈদ্যবেশে অত্যধিক গর্ব্বিত হইয়া চিকিৎসালাভের জন্য রাজপথে ভ্রমণ করে, এবং ঐ সময় যদি শুনিতে পায়, কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে চিকিৎসকের প্রধান-গুণমণ্ডিত জানাইয়া সেই পীড়িত ব্যক্তির নিকট উপনীত হয়। ইহারা যাহাদের চিকিৎসা করে, অন্যের নিকট তাহাদেরই দোষসমূহ মুহুর্মুহুঃ প্রদর্শন করে। এবং রোগীর আত্মীয়বর্গকে নানাপ্রকার উপচর্য্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করে ও নিজের অর্থকামনাদি অল্প বলিয়া প্রকাশ করে। ইহারা চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হইলে, বিশেষ চতুরতার সহিত রোগিপরিদর্শন করিয়া আপনার নিপুণতা প্রকাশ ও কপটতাকে আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা করে। যদ্যপি এই প্রকার করিয়াও রোগ প্রতীকারে অসমর্থ হয়, তবে রোগী অল্পোপকরণ, অপচারী এবং আত্মরক্ষায় অক্ষম এই প্রকার কহিতে থাকে। যখন দেখে যে রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত, তখন শীঘ্র শীঘ্রই কোন ছলে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থান আশ্রয় করে। যে স্থানে অশিক্ষিত জনগণের সমাবেশ দর্শন করে, সেই স্থানেই আপনার পাণ্ডিত্য এবং পণ্ডিতগণের অপবাদ প্রদর্শনদ্বারা আপনাকে সুবিজ্ঞ ভিষক বলিয়া জানাইতে চেষ্টা করে। হঠাৎ কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি বিদ্বজ্জনের সমাগম দেখিতে পায়, তাহা হইলে ভীষণ অরণ্য মধ্যবর্ত্তী পথিকের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া দুর হইতেই পলাইয়া যায়।

গ্রন্থের কোন সূত্রাংশ যদি উক্ত বৈদ্যের জানা থাকে, তাহা হইলে প্রসঙ্গতঃ বা অপ্রসঙ্গতঃ পুনঃ পুনঃ সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আপনার বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিতে চাহে অপিচ কেহ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে ঔদাস্য প্রদর্শন করে, এবং নিজেও কাহাকে কোন প্রশ্ন করে না, এমন কি প্রশ্নকর্ত্তাকে যমের ন্যায় ভয় করে। কোনও শিষ্ট ব্রহ্মচারী বা বৈদিক ব্যক্তিকেও ইহাদের আচার্য্য বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না।

* নচৈষামাচার্য্যঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারী বৈবাদিকো
বাপি কশ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে ইতি পাঠান্তরম্।

* ইহাদের শিক্ষক, ছাত্র, সহাধ্যায়ী বা বিবাদকারী, কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভবন্তি চাত্র।

ভিষক্‌ছদ্মপ্রবিশ্যৈবং ব্যাধিতাংস্তর্কয়ন্তি যে।
বিতংসমিব সংশ্রিত্য বনে শাকুনিকা দ্বিজান্॥
শ্রুতদৃষ্টক্রিয়াকালমাত্রাজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।
বর্জ্জনীয়া হি মৃত্যোস্তে চরন্ত্যনুচরা ভুবি॥
বৃত্তিহেতোর্ভিষঙ্মানপূর্ণান্ মূর্খবিশারদান্।
বর্জ্জয়েদাতুরো বিদ্বান্ সর্পাস্তে পীতমারুতাঃ॥
যে তু শাস্ত্রবিদো দক্ষাঃ শুচয়ঃ কর্ম্মকোবিদাঃ।
জিতহস্তা জিতাত্মান স্তেভ্যোনিত্যং কৃতং নমঃ॥

যে সকল লোক চিকিৎসকের কপটবেশ ধারণ করিয়া রোগীর তৃপ্তিসাধন করিতে অভিলাষ করে, তাহারা ব্যাধের ন্যায় বিহঙ্গ দিগকে পাশবদ্ধ করিতে চাহে। শাস্ত্রে ভূয়োদর্শনহীন, এবং ক্রিয়া কাল, পরিমাণ, ও পাত্রাপাত্র বিষয়ে জ্ঞানশূন্য চিকিৎসক দিগকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহারা যমের অনুচরের ন্যায় ধরণীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকে।

কেবল জীবিকানির্ব্বাহার্থ ভিষকমানী ও মূর্খ-বিশারদ দিগকে পরিত্যাগ করা বিবেচক রোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সমুদায় মূর্খ ভিষকগণকে বায়ুভোজী কালসর্প বলা যায়।

প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, শুদ্ধাচারী, কর্ম্মকুশল, কৃতকর্ম্মা এবং জিতেন্দ্রিয় চিকিৎসকই নিত্য নমস্কারপাত্র।

তত্র শ্লোকঃ।

দশপ্রাণায়তনিকে শ্লোকস্থানার্থসংগ্রহঃ।
দ্বিবিধা ভিষজশ্চোক্তাঃ প্রাণস্যায়তনানি চ॥

আত্রেয় ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত দশ প্রাণায়তনীয় অধ্যায়ে সূত্রস্থানের বিষয়ের সংগ্রহ, দুই প্রকার চিকিৎসকের কথা, এবং প্রাণায়তনের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
একোনত্রিংশোদশপ্রাণায়তনীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের দশ প্রাণায়তনীয় নামক উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽর্থে দশমহামূলীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অর্থে দশ মহামূলাঃ সিরাঃ সক্তা মহাফলাঃ।
মহচ্চার্থশ্চ হৃদয়ং পর্য্যায়ৈরুচ্যতে বুধৈঃ॥

ষড়ঙ্গমঙ্গং বিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণ্যর্থপঞ্চকম্।
আত্মা চ সগুণশ্চেতশ্চিন্ত্যঞ্চ হৃদি সংশ্রিতম্॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা অর্থে দশমহামূলীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। হৃদয়স্থানে মহামূলা ও মহাফলা নামে পরিচিত শরীরধারক দশটি ধমনী প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে হৃদয়কে মহৎ ও অর্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ষড়ঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মস্তক এবং অন্তরাধিযুক্ত সর্ব্বাবয়ব, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সগুণ আত্মা, মন এবং চিন্তনীয় বিষয়, এই সমুদায়ই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই ইহারা সকলে অবস্থিতি করিতেছে।

প্রতিষ্ঠার্থং হি ভাবানামেষাং হৃদয়মিষ্যতে।
গোপানসীনামাগারকর্ণিকেবার্থচিন্তকৈঃ॥
তস্যোপঘাতান্মূর্চ্ছায়ান্ ভেদান্মরণমৃচ্ছতি।
যদ্ধি তৎস্পর্শবিজ্ঞানং ধারি তৎ তত্র সংস্থিতম্॥
তৎ পরমোজসঃ স্থানং তত্র চৈতন্যসংগ্রহঃ।
হৃদয়ং মহদর্থশ্চ তস্মাদুক্তং চিকিৎসিতে॥
তেন মূলেন মহতা মহামূলা মতা দশ।

গৃহের আগারকর্ণিকা নামক কাষ্ঠ খণ্ড, যেমন গোপানসী নামক কাষ্ঠসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ হৃদয়ও শরীরের সমুদায় অঙ্গকে ধারণ করিয়া আছে। হৃদয়ে আঘাত লাগিলে মূর্চ্ছা হয়; এবং হৃদয় ভিন্ন হইলেই লোকের জীবন-হানি হয়।

স্পর্শদ্বারা যে আয়ু অনুভূত হয়, সেই আয়ুও হৃদয়ে অবস্থিত। জীবদেহের প্রধান সার ওজোধাতু হৃদয়েই অবস্থান করে, এবং হৃদয়াধারেই চৈতন্য অবস্থিত থাকে। এই কারণেই চিকিৎসাশাস্ত্রে হৃদয় মহৎ ও অর্থ, এই দুই নামে অভিহিত হয় এবং এই জন্যই যে দশটি ধমনী হৃদয়মূলক তৎসমুদয়কে মহামূলা বলা যায়।

ওজোবহাঃ শরীরেঽস্মিন্ বিধম্যন্তে সমন্ততঃ॥
যেনৌজসা বর্ত্তয়ন্তি প্রীণিতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
যদৃতে সর্ব্বভূতানাং জীবিতং নাবতিষ্ঠতে॥
যৎ সারমাদৌ গর্ভস্য যত্তদ্গর্ভরসাদ্রসঃ।
সম্বর্দ্ধমানং হৃদয়ং সমাবিশতি যৎ পুরা॥
যস্যানাশান্ন নাশোঽস্তি ধারি যৎ হৃদয়াশ্রিতম্।
যচ্ছরীররসস্নেহঃ প্রাণা যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তৎফলা বহুধা বা তাঃ ফলন্তীতি মহাফলাঃ।
ধ্মানাদ্ধমন্যঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎ সিরাঃ॥

সমস্ত দেহের সর্ব্বস্থলেই ওজোবহ ধমনী সকল বিস্তৃত আছে। ওজো ধাতু দ্বারা প্রীণিত হয় বলিয়াই প্রাণিসকল জীবন ধারণ করিতেছে। ইহার অভাব হইলে প্রাণিগণের প্রাণ থাকিতে

পারে না। গর্ভের সার ওজো ধাতু। শুক্র-শোণিতাদি যে সমুদায় রসের দ্বারা গর্ভ-সংস্থান হয়, ওজো ধাতুই তৎসমুদায় ধাতুর ও রসের সারস্বরূপ। গর্ভাবস্থাতে ওজো ধাতুই প্রথমে হৃদয়ে সমাবিষ্ট হয়। এই ধাতুর ধ্বংস না হইলে কিছুতেই প্রাণ বিনষ্ট হয় না। ওজো ধাতুই আয়ুরূপে হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বদেহের সারভূত রস, স্নেহ এবং প্রাণ সমুদয়ই ওজো-ধাতুতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ওজোধাতু ঐসমস্ত ধমনী মধ্যে থাকিয়া বিবিধ ফল প্রদান করে, এইজন্য তাহারা মহাফলা নামে পরিচিত হইয়াছে। অপিচ, রসাদি দ্বারা ধ্মাত হয় বলিয়া ধমনী, রসাদির স্রবণ করার জন্য স্রোতঃ, এবং রসাদির সরণ করে বলিয়া তাহারা সিরা নামে কথিত হয়।

তন্মহৎ তা মহামূলা তচ্চৌজঃ পরিরক্ষতা।
পরিহার্য্যা বিশেষেণ মনসো দুঃখহেতবঃ॥
হৃদ্যং যৎ স্যাৎ যদৌজস্যং স্রোতসাং যৎ প্রসাদনম্।
তত্তৎ সেব্যং প্রযত্নেন প্রশমজ্ঞানমেবচ॥

যে ব্যক্তি হৃদয়, ধমনী-সমূহ, এবং ওজোধাতু বিশেষ রূপে রক্ষা করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, মনের দুঃখ-হেতু সমুদয়, তাঁহার বিশেষরূপে পরিহার করা উচিত। যাহা কিছু হৃদ্য, যাহা কিছু ওজোবৃদ্ধি-জনক, এবং যাহা কিছু স্রোতঃসমূহের প্রসন্নতাসম্পাদক, তাহা যত্নের সহিত সেবনীয় এবং জ্ঞান ও শমের সেবা করা উচিত।

অথ খল্বেকং প্রাণবর্দ্ধনানামুৎকৃষ্টতমং, একং বলবর্দ্ধনানাং, একং বৃংহণানাং, একং নন্দনানাং, একং হর্ষণানাং, একময়-নানামিতি। তত্রাহিংসা প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনানামুৎকৃতষ্টতমা, বীর্য্যং বলবর্দ্ধনানাং, বিদ্যা বৃংহণানাং, ইন্দ্রিয়জয়ো নন্দনানাং, তত্ত্বাববোধো হর্ষণানাং, ব্রহ্মচর্য্যময়নানামিত্যেবমায়ুর্ব্বেদবিদো মন্যন্তে॥

বহুবিধ উপায় থাকিলেও, প্রাণবর্দ্ধক একটি, বলবর্দ্ধক একটি, মহত্ত্বজনক একটি, আনন্দ-বর্দ্ধক একটি, হর্ষজনক একটি এবং মুক্তসাধক একটি উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ প্রাণবর্দ্ধনের উপায়সকলের মধ্যে অহিংসাকে উৎকৃষ্টতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বল-বর্দ্ধন উপায়সকলের মধ্যে বীর্য্যসংরক্ষণ একটি উৎকৃষ্টতম উপায়, বৃংহণ অর্থাৎ বৃদ্ধিকারক পদার্থের মধ্যে বিদ্যা। আনন্দ-জনক বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়জয়; হর্ষকারক বিষয়সমূহের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান, এবং সাধনপথ সকলের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যপন্থাকে উৎকৃষ্টতম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

তত্রায়ুর্ব্বেদবিদস্তন্ত্রস্থানাধ্যায়প্রশ্নানাং পৃথক্‌ত্বেন বাক্যশো বাক্যার্থশোঽর্থ[illegible] প্রবক্তারো মন্তব্যাঃ।

যিনি তন্ত্র, স্থান, অধ্যায় এবং প্রশ্ন সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে বাক্য দ্বারা বাক্যার্থ দ্বারা এবং অর্থাবয়ব দ্বারা বুঝাইতে সমর্থ, তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদবেত্তা বলিয়া জানিবে।

তত্রাহ কথং তন্ত্রাদীনি বাক্যশো বাক্যার্থশোঽর্থাবয়বশ-শ্চোক্তানি ভবন্তি? ইত্যত্রোচ্যতে, তন্ত্রমার্ষং কাৎস্নেন যথা-

ন্নায়মুচ্যমানং বাক্যশো ভবত্যুক্তম্। বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যার্থতত্ত্বং বাগ্‌ভির্ব্যাসসমাসপ্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণেন যুক্তাভিস্ত্রিবিধপুরুষাণাং বুদ্ধেরবগম্যাভিরুচ্যমানং বাক্যার্থশো ভবত্যুক্তম্। তন্ত্রনিয়তার্থানামর্থদুর্গাণাং পুনর্বিভাবনৈরুক্তমেবার্থাবয়বশো ভবত্যুক্তম্।

তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্যুশ্চতুর্ণামৃক্‌সামযজুরথর্ব্ববেদানাং কং বেদমুপদিশন্ত্যায়ুর্ব্বেদঃ, কিমায়ুশ্চ, কস্মাদায়ুর্ব্বেদঃ, কিমর্থমায়ুর্ব্বেদঃ, শাশ্বতোঽশাশ্বতো বা, কতি চাস্যাঙ্গানি, কৈশ্চায়মধ্যেতব্যঃ কৈঃ কিমর্থমিতি।

বাক্য, বাক্যার্থ ও অর্থাবয়বদ্বারা তন্ত্রাদি কি প্রকারে কথিত হইতে পারে তাহা বলিতেছেন। ঋষিকৃত সমগ্র তন্ত্র যথা শব্দ পাঠ করাকে বাক্য দ্বারা তন্ত্রকথন বলা হয়। বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রার্থে সম্যক্ প্রবিষ্ট হইয়া, বিস্তার ও সংক্ষেপ ক্রমে প্রতিজ্ঞা, হেতু, ও উদাহরণ, দ্বারা উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ শিষ্যের বুদ্ধিগম্য করানকে বাক্যার্থ-দ্বারা তন্ত্র বুঝান কহে। আর পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া তন্ত্রনিহিত দুর্গম অর্থ সমুদায় নানা শাখা প্রাশাখা দ্বারা নানাভাবে বুঝাইয়া দেওয়াকে অর্থাবয়বশঃ তন্ত্রকথন বলা যায়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের মধ্যে কোন্ বেদ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ? আয়ু কি ? আয়ুর্ব্বেদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন কি ? আয়ুর্ব্বেদ নিত্য কি অনিত্য ? ইহার অঙ্গই বা কি কি ? কোন্ কোন্ লোক দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যেতব্য ? এবং অধ্যয়নের প্রয়োজনই বা কি ?

অত্র ভিষজা পৃষ্টৈরেবমুচ্যেত,—চতুর্ণামৃক্‌সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোহথর্ববেদেহস্যোক্তিঃ। বেদো হি অথর্ব্বা দানস্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গলহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদি-পরিগ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ। চিকিৎসা চায়ুষো হিতায়োপদিশ্যতে। বেদঞ্চাদিশ্যায়ুর্বাচ্যম্। তত্রায়ুশ্চেতনানুবৃত্তির্জীবিতমনুবন্ধো-ধারি চেত্যকোঽর্থঃ। তত্রায়ুর্ব্বেদয়তীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। কথমিতি চেদুচ্যতে তত্র চ বাচ্যং,—স্বলক্ষণতঃ সুখাসুখতো হিতাহিততঃ প্রমাণাপ্রমাণতঃ। যতশ্চায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি বেদয়ত্যতো প্যায়ুর্ব্বেদঃ॥

এ প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, চিকিৎসক ঋক্, যজু, এবং সাম প্রভৃতি চতুর্ব্বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদেই আপনার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। অথর্ব্ব-বেদ, স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, এবং মন্ত্রাদির গ্রহণ করাতে আয়ুর হিতের জন্য চিকিৎসার কথা কহিয়াছেন। বেদের এবম্বিধ উত্তর প্রদান করিয়া, আয়ু শব্দে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিবেন। চেতনার, অনুবৃত্তি জীবিত, অনুবন্ধ ও ধারি, আয়ু শব্দের এই চারি প্রকার

পর্য্যায়। যেশাস্ত্র দ্বারা আয়ুর বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর লক্ষণ, সুখাসুখ, হিতাহিত ও প্রমাণাপ্রমাণ বিষয়ক উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত আছে। অথবা আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সমূহের কথা যাহাতে জানা যায় তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

তত্রায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি কেবলেনোপদেক্ষ্যন্তে তন্ত্রেণ। তত্রায়ুরুক্তং স্বলক্ষণতো যথা যদিহৈব পূর্ব্বাধ্যায়ে। যচ্চ সুখাদিতন্তত্র শারীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ, সমর্থানুগতবলবীর্য্যযশঃপৌরুষপরাক্রমস্য, জ্ঞানবিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবলসমুদয়ে বর্ত্তমানস্য, পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য, সমৃদ্ধসর্ব্বারম্ভস্য, যথেষ্টবিচারিণঃ সুখমায়ুরুচ্যতে। অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ।

আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের বিষয় এই তন্ত্রের সর্ব্বত্র কথিত হইবে। আয়ুর লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুখাসুখাদি বিভাগক্রমেও তৎসম্বন্ধীয় কথা বলা যাইতেছে। যে ব্যক্তি সুখময় আয়ু লাভ করেন, তিনি শারীরিক ও মানসিক কোনপ্রকার রোগাক্রান্ত হন না, তিনি আজীবন যুবা পুরুষের ন্যায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও পরাক্রম সমুদয় সমভাবে থাকে; তিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও বল, এই সমুদায়ে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি সমৃদ্ধি দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন; নানাপ্রকার সুখ উপভোগে সমর্থ হন; সমুদায় কার্য্যে তাঁহার জয়লাভ ঘটে, এবং হিতকর আহার-ব্যবহারে বিচরণ করেন। ইহার বিপরীত অবস্থাবিশিষ্ট আয়ুকে অসুখময় আয়ু বলে।

হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং, পরস্বাদুপরতস্য, সত্যবাদিনঃ, সামপরস্য, সমীক্ষ্যকারিণঃ, অপ্রমত্তস্য, ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতমুপসেব্য পূজার্হপূজকস্য, জ্ঞানবিজ্ঞানোপশংসশীলস্য, বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগের্ষ্যামদমানবেগস্য, সততং বিবিধপ্রদানপরস্য, তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্য, অধ্যাত্মবিদঃ, তৎপরস্য, লোকমিমঞ্চাবেক্ষমানস্য, স্মৃতিমতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিতমতোবিপর্য্যয়েণ।

যে ব্যক্তি হিতময় আয়ু লাভ করেন, তিনি সর্ব্বভূতের উপকারী হন, অন্যায়রূপে পরদ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকেন; সত্যবাদী, সামপর, পরীক্ষ্যকারী, ও অপ্রমত্ত হইয়া পরস্পর অনুপহত ভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কামের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি পূজ্যজনের পূজা ও বৃদ্ধের সেবা করেন; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপদেশ দেন; নিরত বিবিধ দান করেন; তপস্যা, জ্ঞান ও প্রশমশীল, অধ্যাত্ম-জ্ঞানকুশল, ইহ ও পর উভয় লোকের বিবেচক, এবং স্মৃতিমান হইয়া থাকেন। ইহার বিপরীত ব্যবহারই অহিতময় আয়ুর কার্য্য জানিবে।

প্রমাণমা[illegible] যুষস্ত্বর্থেন্দ্রিয়মনো[illegible]বুদ্ধিচেষ্টাদীনাং স্বেনাভিভূতস্য বি[illegible]তিলক্ষণৈরুপলভ্যতে [illegible]তঃ, অয়মস্মাৎ

ক্ষণমুহূর্ত্তাদ্ দিবসাত্রিপঞ্চদশদ্বাদশাহাৎ পক্ষান্মাসাৎ সম্বৎসাদ্বা স্বভাবমাপৎস্যতে। তত্র স্বভাবঃ প্রবৃত্তেরুপরমো মরণমনিত্যতা নিরোধ ইত্যেকোঽর্থঃ। ইত্যায়ুষঃ প্রমাণম্। অতোবিপরীতমপ্রমাণ-মরিষ্টাধিকারে দেহ-প্রকৃতিলক্ষণমধিকৃত্য চোপদিষ্টমায়ুষঃ প্রমাণাপ্রমাণ-মায়ুর্ব্বেদে। প্রয়োজনঞ্চাস্য স্বস্থস্য স্বাস্থ্যরক্ষণমাতুরস্য বিকারপ্রশমনম্।

কোন অনিমিত্ত কারণ বশতঃ বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও কার্য্য প্রভৃতির বিকৃতিলক্ষণ দর্শন করিয়া আয়ুর প্রমাণ এই প্রকারে বোধ করা যায়, যে এই ব্যক্তির আয়ু এইক্ষণ, বা মুহূর্ত্ত, বা দিবস, বা তিন, পাঁচ, সাত, দশ বা দ্বাদশ দিন পরে, পক্ষান্তে, মাসান্তে, ষড়্‌মাসান্তে বা সম্বৎসর পরে স্বভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ গত হইবে। স্বভাব, প্রবৃত্তির উপরম, মরণ, অনিত্যতা এবং নিরোধ এই শব্দগুলি একার্থবাচক। এই প্রকারে আয়ুর প্রমাণ জানা যায়। ইহার বিপরীত অবস্থা আয়ুর প্রমাণানুকূল নহে। অরিষ্টাধিকারে দেহ এবং প্রকৃতির লক্ষণ অধিকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদে আয়ু-পরিমাণের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। স্বস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা, ও রোগীর রোগশান্তি, এই দুইটিই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

সোঽয়মায়ুর্ব্বেদঃ শাশ্বতো নির্দ্দিশ্যতেঽনাদিত্বাৎ, স্বভাবসিদ্ধলক্ষণত্বাৎ, ভাবস্বভাবনিত্যত্বাচ্চ। নহি নৈবাভূৎ কদাচিদায়ুষঃ সন্তানো বুদ্ধিসন্তানো বা শাশ্বতশ্চায়ুষো বেদিতা। অনাদিমচ্চ সুখদুঃখং সদ্রব্যহেতুলক্ষণমপরাপরযোগাৎ। এষ চাত্মসংগ্রহো বিভাব্যতে। আয়ুর্ব্বেদলক্ষণমিতি তু যৎ তৎ পুনর্গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদীনাঞ্চ দ্রব্যাণাং সামান্যবিশেষাভ্যাঞ্চ বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথোক্তম্। গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়ো ভবত্যপচয়ো লঘুনা-[illegible]। এষ ভাবস্বভাবো নিত্যঃ, স্বস্বলক্ষণঞ্চ দ্রব্যাণাং পৃথিব্যাদীনাং। সন্তি তু দ্রব্যাণি গুণাশ্চ নিত্যানিত্যাঃ। নহ্যায়ুর্ব্বেদস্যাভূত্বোৎপত্তিরুপলভ্যতেঽন্যত্রাবরোধোপদেশাভ্যাং। এতচ্চ দ্বয়মধিকৃত্যোৎপত্তিমুপদিশন্ত্যেকে। স্বাভাবিকঞ্চাস্য লক্ষণমকৃতকং, যদুক্তমিহাদ্যেঽধ্যায়ে। যথাগ্নেরৌষ্ণ্যমপাং দ্রবত্বং ভাবস্বভাবনিত্যত্বমপিচাস্য যথোক্তং গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়োঽপচয়ো লঘুনামিতি।

অনাদিত্ব, স্বভাবসিদ্ধলক্ষণত্ব ও [illegible], এই ত্রিবিধ কারণে আয়ুর্ব্বেদ নিত্য বলিয়া নির্দিষ্ট। আয়ুর বিস্তার এবং আয়ুর্বিষয়ক বুদ্ধির বিস্তার, এই দুইয়ের অভাব কখনই

নাই, অর্থাৎ পারম্পর্য্যযোগে সর্ব্বদাই ইহাদের বিদ্যমানতা থাকে। বুদ্ধির বিদ্যমানতা জন্য আয়ুর বেদিতাও নিত্য। পারম্পর্য্যযোগে সুখ ও দুঃখ অর্থাৎ আরোগ্য ও রোগ, এবং তাহার দ্রব্য হেতু ও লক্ষণ নিত্য। (এই সমুদায়ের অনাদিত্ব জন্য এতদ্বিষয়জ্ঞাপক আয়ুর্ব্বেদও অনাদি বলিয়া বিবেচিত হয়) "হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখায়ু, দুঃখায়ু প্রভৃতি যাহাতে জানা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ," আয়ুর্ব্বেদের এই পূর্ব্বোক্ত স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হয়। গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ দ্রব্যের সামান্য ও বিশেষ দ্বারা, তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়; যেমন গুরুদ্রব্যের অভ্যাস দ্বারা গুরুর বৃদ্ধি ও লঘুর হ্রাস, এবং লঘু দ্রব্যের অভ্যাসে লঘুর বৃদ্ধি ও গুরুর হ্রাস হইয়া থাকে; এইরূপ ভাবস্বভাব নিত্য। পৃথিব্যাদি দ্রব্যের স্ব স্ব লক্ষণ নিত্য। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য এবং তাহার গুণ নিত্য নহে। আয়ুর্ব্বেদের স্মরণ ও উপদেশ ভিন্ন উৎপত্তির বিষয় জানা যায় না। কেহ কেহ ঐ স্মরণ ও উপদেশকেই উৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ অকৃত বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদের স্বাভাবিক লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব অগ্নির উষ্ণতা, জলের দ্রবত্ব এবং গুরু দ্রব্য ব্যবহারে গুরুর বৃদ্ধি ও লঘুর হ্রাস প্রভৃতি নিত্য ভাবস্বভাবের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদও নিত্য।

তস্যায়ুর্ব্বেদস্যাঙ্গান্যষ্টৌ, তদ্‌যথা কায়চিকিৎসা শালাক্যং শল্যাপহর্ত্তৃকং বিষগরবৈরোধিকপ্রশমনং ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যং রসায়নানি বাজীকরণমিতি। স চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণরাজন্যবৈশ্যৈঃ। তত্রানুগ্রহার্থং প্রজানাং ব্রাহ্মণৈঃ, আত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈঃ, বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ, সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থকামপরিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ। তত্র যদধ্যাত্মবিদাং ধর্ম্মপথস্থানাং ধর্ম্মপ্রকাশিনাং বা মাতৃপিতৃভ্রাতৃবন্ধুগুরুজনস্য বা বিকারপ্রশমনে যঃ প্রযত্নবান্ ভবতি, যচ্চায়ুর্ব্বেদোক্তমধ্যাত্মমনুধ্যায়তি বেদয়ত্যনুবিধীয়তে বা সোঽস্য পরো ধর্ম্মঃ। যা পুনরীশ্বরাণাং বসুমতাং বা সকাশাৎ সুখোপহারনিমিত্তা ভবত্যর্থানামবাপ্তিরাত্মরক্ষণঞ্চ, যা চ স্বপরিগৃহীতানাম্ প্রাণিনামাতুর্য্যাদাত্মরক্ষা সোঽস্যার্থঃ। যৎ পুনরস্য চ বিদ্বদ্‌গ্রহণং, যশঃ, শরণ্যত্বঞ্চ, যা চ সম্মানশুশ্রূষা, যচ্চেষ্টানাং বিষয়াণামারোগ্যমাধত্তে সোঽস্য কাম ইতি যথাপ্রশ্নমশেষেণ।

আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত; যথা, কায়-চিকিৎসা, শালাক্য, শল্যাহর্ত্তৃক, বিষ এবং গর অর্থাৎ সংযোগবিষের বিরুদ্ধভাবে প্রশমন, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, রসায়ন এবং বাজীকরণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি, এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়নকর্ত্তা। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জীবগণের মঙ্গলের জন্য, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থ, এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির জন্য আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন। অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম প্রতিগ্রহের জন্য সকলেই আয়ুর্ব্বেদ

অধ্যয়ন করিতে পারেন। অধ্যাত্মবিৎ, ধর্ম্মপথস্থ, ধর্ম্মপ্রকাশক প্রভৃতির, এবং মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও গুরুজনের রোগের আরোগ্য বিষয়ে যথাযোগ্য যত্ন করা, আয়ুর্ব্বেদোক্ত অধ্যাত্ম বিষয়ে নিয়ত অনুধ্যান করা, অধ্যয়ন করা, ও উপদেশ দেওয়া, এই সমুদায় কার্য্য দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ হইতে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন রাজা বা ধনী লোকের নিকট হইতে চিকিৎসা দ্বারা যে কিছু সুখোপহার বা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং আশ্রিত প্রাণিগণকে চিকিৎসা দ্বারা যে রক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, ইহাই আয়ুর্ব্বেদজনিত অর্থ লাভ। এবং চিকিৎসা দ্বারা পণ্ডিতগণের নিকটে যে সমাদর প্রাপ্ত হওয়া যায়, যশস্বী ও লোকের শরণ্য হওয়া যায়, এবং বন্ধুগণের ও প্রিয়ব্যক্তিবর্গের রোগাপনয়ন দ্বারা যে কামনার পূরণ হইয়া থাকে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদজনিত কামলাভ। আয়ুর্ব্বেদ এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম প্রদান করিয়া থাকে। প্রশ্নানুযায়ী সমুদায় বলা হইল।

অথ স ভিষগাদিত এব প্রষ্টব্যো ভিষজাষ্টবিধং ভবতি, তন্ত্রং, তন্ত্রার্থান্, স্থানং, স্থানার্থান্, অধ্যায়ং, অধ্যায়ার্থান্, প্রশ্নং, প্রশ্নার্থাংশ্চেতি। পৃষ্টেন চৈতদ্বক্তব্যমশেষেণ, বাক্যশোবাক্যার্থশোঽর্থাবয়বশশ্চেতি। তত্রায়ুর্ব্বেদঃ শাখাবিদ্যা সূত্রজ্ঞানং শাস্ত্রলক্ষণং তন্ত্রমিত্যনর্থান্তরং। তন্ত্রার্থঃ পুনঃ স্বলক্ষণৈরুপদিষ্টঃ, স চার্থঃ প্রকরণৈর্বিভাব্যমানো ভূয়এব শরীরবৃত্তিহেতুব্যাধিকর্ম্মকালকার্য্যকর্ত্তৃকরণবিধিবিনিশ্চয়াদ্ দশপ্রকরণঃ। তানি চ প্রকরণানি কেবলেনোপদেক্ষ্যন্তে তন্ত্রেণ।

কোন চিকিৎসক অপর বৈদ্যকে তন্ত্র, তন্ত্রার্থ, স্থানসমূহ, স্থানার্থসমূহ, অধ্যায়সকল, অধ্যায়ার্থসকল এবং প্রশ্ন ও প্রশ্নার্থসকল, এই সমস্ত বিষয়ক আটটী প্রশ্ন করিতে পারেন। এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, বাক্যের দ্বারা, বাক্যার্থ দ্বারা এবং অর্থাবয়ব দ্বারা তাহাদের উত্তর করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদ, শাখাবিদ্যা, সূত্রজ্ঞান, শাস্ত্রলক্ষণ, এবং তন্ত্র, এ সমস্তই একার্থপ্রতিপাদক শব্দ। তন্ত্রার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় দশপ্রকার প্রকরণ দ্বারা জ্ঞাত হইবে। যথা, শরীর পঞ্চমহাভূতাত্মক, বৃত্তি—চর্ব্ব্য-চোষ্যাদি খাদ্য, হেতু—অহিতাচারাদি, ব্যধি—[illegible]রূপ, কর্ম্ম—চিকিৎসা, কার্য্য—আরোগ্য, কাল—ঋতু প্রভৃতি, কর্ত্তা—চিকিৎসক, করণ—ঔষধ, এবং বিধি—বিধানবিনিশ্চয়, আয়ুর্ব্বেদ সংহিতায় এই দশবিধ প্রকরণ, উপদেশ করিয়াছেন।

তন্ত্রস্যাস্যাষ্টৌ স্থানানি, তদ্‌যথা—শ্লোকনিদানবিমানশারীরেন্দ্রিয়চিকিৎসিতকল্পসিদ্ধিস্থানানি। তত্র ত্রিংশদধ্যায়ং শ্লোকস্থানং, অষ্টাষ্টাধ্যায়কানি নিদান-বিমান-শারীরস্থানানি, দ্বাদশকমিন্দ্রিয়াণাং, ত্রিংশকং চিকিৎসিতানাং, দ্বাদশকে কল্পসিদ্ধিস্থানে ভবতঃ।

আয়ুর্ব্বেদসংহিতা আটটি স্থানে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ;—শ্লোকস্থান বা সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান।

তন্মধ্যে ত্রিংশৎ অধ্যায়াত্মক শ্লোকস্থান, নিদানস্থান শারীরস্থান এবং বিমানস্থান, প্রত্যেক অষ্টাধ্যায়াত্মক, ইন্দ্রিয়স্থান দ্বাদশাধ্যায়াত্মক, চিকিৎসিতস্থান ত্রিংশৎ-অধ্যায়াত্মক, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, প্রত্যেক দ্বাদশাত্মক।

ভবন্তি চাত্র।

দ্বে ত্রিংশকে দ্বাদশকং ত্রয়ঞ্চ ত্রীণ্যষ্টকান্যেষু সমাপ্তিরুক্তা।
শ্লোকৌষধারিষ্টবিকল্পসিদ্ধিনিদানমানাশ্রয়সংজ্ঞকেষু॥

পূর্ব্বকথিত সূত্রস্থান, চিকিৎসিত স্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান এবং শারীরস্থানের মধ্যে, সূত্রস্থান এবং চিকিৎসিত স্থান প্রত্যেক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে, ইন্দ্রিয়স্থান, কল্পস্থান এবং সিদ্ধিস্থান ইহারা প্রত্যেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে, এবং নিদান-স্থান, বিমানস্থান ও শারীরস্থান ইহারা প্রত্যেকে অষ্টাধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে।

স্বে স্বে স্থানে যথাস্বঞ্চ স্থানার্থ উপদেক্ষ্যতে।
সবিংশমধ্যায়শতং শৃণু নাম ক্রমাগতম্॥
দীর্ঘংজীবোঽপ্যপামার্গতণ্ডুলারগ্বধাদিকৌ।
ষড়্বিরেকাশ্রয়শ্চেতি চতুষ্কো ভেষজাশ্রয়ঃ॥
মাত্রাতস্যাশিতীয়ৌ চ নবেগান্ ধারণস্তথা।
ইন্দ্রিয়োপক্রমশ্চেতি চত্বারঃ স্বাস্থ্যবৃত্তিকাঃ॥
খুড্ডাকশ্চ চতুষ্পাদো মহাংস্তিস্রৈষণস্তথা।
সহবাতকলাখ্যেন বিদ্যান্নৈর্দ্দেশিকান্ বুধঃ॥
স্নেহনস্বেদনাধ্যায়াবুভৌ যশ্চোপকল্পনঃ।
চিকিৎসাপ্রাভৃতশ্চৈব সর্ব্ব এব প্রকল্পনাঃ॥
কিয়ন্তঃ শিরসীয়শ্চ ত্রিশোফাষ্টোদরাদিকৌ।
রোগাধ্যায়ো মহাংশ্চৈব রোগাধ্যায়চতুষ্টয়ম্॥
অষ্টৌ নিন্দিতসংখ্যাতস্তথা লঙ্ঘনতর্পণৌ।
বিধিশোণিতিকশ্চৈব ব্যাখ্যাতাস্তত্র যোজনাঃ॥
যজ্জঃ পুরুষসংখ্যাতো ভদ্রকাপ্যান্নপানিকৌ।
বিবিধাশিতপীতীয়শ্চত্বারোঽন্নবিনিশ্চয়াঃ॥
দশপ্রাণায়তনিকাস্তথার্থেদশমূলিকঃ।
দ্বাবেতৌ প্রাণদেহার্থৌ প্রোক্তৌ বৈদ্যগুণাশ্রয়ৌ॥

সূত্রস্থান প্রভৃতি স্থানের প্রস্তাবিত বিষয় এবং উক্ত স্থানসমূহের একশত-বিংশতি প্রকার অধ্যায়ের কথা ক্রমে ক্রমে বলা হইতেছে। তাহার মধ্যে দীর্ঘজীবিতীয়, অপমার্গতণ্ডুলীয়, আরগ্বধীয় এবং ষড়বিরেচনশতাশ্রিতীয় নামক এই চারিটী অধ্যায় ভেষজকে আশ্রয় করিয়া কথিত হইয়াছে। মাত্রাশিতীয়, তস্যাশিতীয়, নবেগান্ ধারণীয়, এবং ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়, এই অধ্যায় চতুষ্টয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় কথিত হইয়াছে। খুড্ডাকচতুষ্পাদ, মহাচতুষ্পাদ,

ত্রিস্রৈষণীয় এবং বাতকলাকলীয় এই চারিটী অধ্যায়ে নির্দ্দেশিক চতুষ্ক অর্থাৎ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের বিষয় বলা হইয়াছে। স্নেহাধ্যায়, স্বেদাধ্যায়, উপকল্পনীয়াধ্যায় এবং চিকিৎসা-প্রাভৃতীয়াধ্যায়—এই চারিটীতে উপকল্পনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিয়ন্তঃ শিরসীয়াধ্যায় ত্রিশোথীয়াধ্যায়, অষ্টোদরীয়াধ্যায়, এবং মহারোগাধ্যায়—এই চারিটী অধ্যায়ে রোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। অষ্টৌনিন্দিতীয়াধ্যায়, লঙ্ঘনবৃংহণীয়াধ্যায়,, সন্তর্পণীয়াধ্যায় এবং বিধিশোণিতিকাধ্যায়—এই চারিটী অধ্যায়ে যোজনার অর্থাৎ ঔষধের সহিত রোগের সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যজ্জঃপুরুষীয়াধ্যায়, আত্রেয়-ভদ্রকাপ্যীয়াধ্যায়, অন্নপান-বিধি-নামাধ্যায় এবং বিবিধাশিতপীতীয়াধ্যায়—এই চারিটী অধ্যায়ে খাদ্যদ্রব্যের বিষয় বলা হই-য়াছে। দশ প্রাণায়তনীয়াধ্যায় এবং অর্থে দশমূলীয়াধ্যায়—এই উভয়াধ্যায়ে প্রাণ ও দেহ-সম্বন্ধীয় এবং বৈদ্যের গুণাগুণের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

ঔষধস্বস্থনির্দ্দেশকল্পনারোগযোজনাঃ।
চতুষ্কাঃ ষট্ক্রমেণোক্তাঃ সপ্তমশ্চানুপানিকঃ॥
দ্বৌ চান্ত্যৌ সংগ্রহাধ্যায়াবিতি ত্রিংশকমর্থবৎ।
শ্লোকস্থানং সমুদ্দিষ্টং তন্ত্রস্যাস্য শিরঃ শুভম্॥

ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা, নির্দ্দেশ, কল্পনা, রোগ এবং যোজনা, এই ষড়বিধ বিষয় চারিটি চারিটী অধ্যায়ে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে এবং সপ্তম অন্নপানের বিষয়ও চারিটী অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। অন্ত দুইটী সংগ্রহাধ্যায়। এইরূপে ত্রিংশৎ-অধ্যায়বিশিষ্ট, শীর্ষস্থানীয়, অর্থযুক্ত এবং শুভদায়ক সূত্রস্থানের বিষয় কথিত হইল।

চতুষ্কাণাং মহার্থানাং স্থানেঽস্মিন্ সংগ্রহঃ কৃতঃ।
শ্লোকার্থঃ সংগ্রহার্থশ্চ শ্লোকস্থানমতঃ স্মৃতম্॥

এই সূত্রস্থানে প্রয়োজনীয় চতুষ্ক (চারিটী করিয়া অধ্যায়ে এক একটী চতুষ্ক হয়, যথা রোগচতুষ্ক, ভেষজচতুষ্ক ইত্যাদি) সমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়সমুদয় শ্লোকিত অর্থাৎ সংগৃহীত হওয়াতে ইহাকে শ্লোকস্থান অর্থাৎ সূত্রস্থান বলা যায়।

জ্বরাণাং রক্তপিত্তস্য গুল্মানাং মেহকুষ্ঠয়োঃ।
শোষোন্মাদনিদানে চ স্যাদপস্মারিণাঞ্চ যৎ।
ইত্যধ্যায়াষ্টকমিদং নিদানস্থানমুচ্যতে॥

নিদানস্থানে, জ্বরনিদান, রক্তপিত্তনিদান, গুল্ম-নিদান, প্রমেহনিদান, কুষ্ঠনিদান, শোষ-নিদান, উন্মাদনিদান, এবং অপস্মারনিদান, এই আটটী রোগের নিদান আটটি অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

রসেষু ত্রিবিধে কুক্ষৌ ধ্বংসে জনপদস্য চ।
বিবিধে রোগবিজ্ঞানে স্রোতঃস্বপি চ বর্ত্তনে॥
রোগানীকে ব্যাধিরূপে রোগাণাঞ্চ ভিষগ্‌জিতে।
অষ্টৌ বিমানান্যুক্তানি মানার্থানি মহর্ষিণা॥

বিমানস্থানে রসবিমান, ত্রিবিধ কুক্ষীয় বিমান, জনপদোদ্ধ্বংসনীয়বিমান, ত্রিবিধরোগ-বিশেষবিজ্ঞানীয় বিমান, স্রোতোবিমান, রোগানীক বিমান, ব্যাধিরূপীয় বিমান ও রোগ-ভিষগ্জিতীয় বিমান, এই আটটি অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

কতিধাপুরুষীয়ঞ্চ গোত্রেণাতুল্যমেব চ।
খুড্ডীকা মহতী চৈব গর্ভাবক্রান্তি রুচ্যতে॥
পুরুষস্য শরীরস্য বিচয়ৌ দ্বৌ বিনিশ্চিতৌ।
শরীরসংখ্যা সূত্রঞ্চ জাতে রষ্টম উচ্যতে॥
ইত্যুদ্দিষ্টানি মুনিনা শারীরাণ্যত্রিসূনুনা॥

শারীরস্থানে কতিধাপুরুষীয় শারীর, অতুল্যগোত্রীয় শারীর, খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তি শারীর, মহতী গর্ভাবক্রান্তি শারীর, পুরুষবিচয় শারীর, শরীরবিচয়শারীর, শারীরসংখ্যা শারীর, এবং জাতিসূত্রীয় শারীর এই আটটী অধ্যায় কথিত হইয়াছে।

বর্ণস্বরীয়ঃ পুষ্পাখ্যস্তৃতীয়ঃ পরিমর্ষণঃ।
তথা চৈবেন্দ্রিয়ানীকঃ পন্নরূপক এবচ॥
কতমানি শরীরীয়ঃ পূর্ব্বরূপোঽপ্যবাক্‌শিরাঃ।
যস্য শ্যাবনিমিত্তশ্চ সদ্যোমরণ এব চ॥
অণুজ্যোতিরিতিখ্যাতস্তথা গোময়চূর্ণবান্।
দ্বাদশাধ্যায়কং স্থানমিন্দ্রিয়াণামিদং স্মৃতম্॥

বর্ণস্বরীয় ইন্দ্রিয়, পুষ্পিতক ইন্দ্রিয়, পরিমর্ষণীয় ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ানীক ইন্দ্রিয়, পূর্ব্বরূপীয় ইন্দ্রিয়, কতমানি শরীরীয় ইন্দ্রিয়, পন্নরূপীয় ইন্দ্রিয়, অবাক্‌শিরসীয় ইন্দ্রিয়, যস্য শ্যাবনিমিত্তীয় ইন্দ্রিয়, সদ্যোমরণীয় ইন্দ্রিয়, অনুজ্যোতীয় ইন্দ্রিয় এবং গোময়চূর্ণীয় ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়স্থানে এই দ্বাদশটি অধ্যায় কথিত হইয়াছে।

অভয়ামলকীয়ঞ্চ প্রাণকামীয়মেব চ।
করপ্রচিতকং বেদসমুত্থানং রসায়নম্॥
সংযোগশরমূলীয়মাসিক্তক্ষীরকং তথা।
মাষপর্ণভৃতীয়ঞ্চ পুমান্ জাতবলাদিকম্॥
চতুষ্কদ্বয়মপ্যেতদধ্যায়দ্বয়মুচ্যতে।
রসায়নমিতি জ্ঞেয়ং বাজীকরণমেব চ॥
জ্বরাণাং রক্তপিত্তস্য গুল্মানাং মেহকুষ্ঠয়োঃ।
শোষোন্মাদে প্যপস্মারে ক্ষতে শোফোদরার্শসাং॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগাণাং শ্বাসকাসাতিসারিণাম্।
ছর্দ্দিবীসর্পতৃষ্ণাণাং বিষমদ্যবিকারয়োঃ॥

শ্বিত্রণীয়ং ত্রিমর্ম্মীয়মূরুস্তম্ভিকমেব চ।
বাতরোগে বাতরক্তে যোনিব্যাপদি চৈব যৎ॥
ত্রিংশচ্চিকিৎসিতান্যুক্তান্যতঃ কল্পান্ পরং শৃণু॥

অভয়ামলকীয় রসায়নপাদ, প্রাণকামীয় রসায়নপাদ, করপ্রচিতীয় রসায়নপাদ, আয়ুর্ব্বেদ-সমুত্থানীয় রসায়নপাদ, সংযোগশরমূলীয় বাজীকরণপাদ, আসিক্তক্ষীরিয় বাজীকরণপাদ, মাষপর্ণভৃতীয় বাজীকরণপাদ, পুমান্জাতবলাদিক বাজীকরণপাদ, এই চতুষ্কদ্বয়ে রসায়নপাদ ও বাজীকরণপাদ, এই দুইটি অধ্যায় উক্ত হইয়াছে। এবং জ্বর-চিকিৎসিত, রক্তপিত্ত-চিকিৎসিত, গুল্মচিকিৎসিত, প্রমেহ-চিকিৎসিত, কুষ্ঠ-চিকিৎসিত, রাজযক্ষ্মচিকিৎসিত, অর্শশ্চিকিৎসিত, অতীসার-চিকিৎসিত, বীসর্পচিকিৎসিত, মদাত্যয়চিকিৎসিত, শ্বিত্রণীয়চিকিৎসিত, উন্মাদচিকিৎসিত, অপস্মার-চিকিৎসিত, ক্ষতক্ষীণ-চিকিৎসিত, শ্বয়থুচিকিৎসিত, উদর-চিকিৎসিত, গ্রহণীরোগ-চিকিৎসিত, পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসিত, হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিত, কাস-চিকিৎসিত, ছর্দ্দি-চিকিৎসিত, তৃষ্ণাচিকিৎসিত, বিষ-চিকিৎসিত, ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিত, উরুস্তম্ভচিকিৎসিত, বাতব্যাধিচিকিৎসিত, বাতরক্তচিকিৎসিত এবং যোনিব্যাপদ্-চিকিৎসা, চিকিৎসিত স্থানে সমুদয়ে এই ত্রিংশৎটি অধ্যায় কথিত হইয়াছে।

ফলজীমূতকেক্ষাকূকল্পো ধামার্গবস্য চ।
পঞ্চমোবৎসকস্যোক্তঃ ষষ্ঠশ্চ কৃতবেধনে॥
শ্যামাতৃব্রতয়োঃ কল্পস্তথৈব চতুরঙ্গুলে।
তিল্বকস্য সুধায়াশ্চ সপ্তলাশঙ্খিনীষু চ॥
দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ কল্পশ্চ দ্বাদশোঽয়ং সমাপ্যতে॥

মদনফলকল্প, জীমূতকল্প, ইক্ষ্বাকুকল্প, ধামার্গবকল্প, বৎসককল্প, কৃতবেধনকল্প, শ্যামাত্রিবৃৎকল্প, চতুরঙ্গুলকল্প, তিল্বককল্প, মহাবৃক্ষকল্প, সপ্তলা-শঙ্খিনীকল্প, এবং দন্তী-দ্রবন্তীকল্প, কল্পস্থানে এই দ্বাদশটি অধ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে।

কল্পনা পঞ্চকর্ম্মাখ্যা বস্তিসূত্রী তথৈব চ।
স্নেহব্যাপদিকী সিদ্ধির্নেত্রব্যাপদিকী তথা॥
সিদ্ধিঃ শোধনয়োশ্চৈব বস্তিসিদ্ধিস্তথৈব চ।
প্রাসৃতী মর্ম্মসংখ্যাতা সিদ্ধির্বস্তিাশ্রয়া চ যা॥
ফলমাত্রা তথা সিদ্ধিঃ সিদ্ধিশ্চোত্তরসংজ্ঞিতা।
সিদ্ধয়ো দ্বাদশৈবৈতাস্তন্ত্রঞ্চামুং সমাপ্যতে॥

কল্পনাসিদ্ধি, পঞ্চকর্ম্মীয়সিদ্ধি, বস্তিসূত্রীয় সিদ্ধি, স্নেহব্যাপাদিকী সিদ্ধি, নেত্রব্যাপাদিকী সিদ্ধি, বমনবিরেচনব্যাপৎ-সিদ্ধি, বস্তিব্যাপদিকী সিদ্ধি, প্রাসৃতযোগিকী সিদ্ধি, ত্রিমর্ম্মীয় সিদ্ধি, বস্তিসিদ্ধি, ফলমাত্রাসিদ্ধি এবং উত্তরসিদ্ধি, সিদ্ধিস্থানে এই দ্বাদশটি অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

স্বে স্বে স্থানে তথাধ্যায়ে চাধ্যায়ার্থঃ প্রবক্ষ্যতে।
তং ব্রূয়াৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বং যথার্থাজ্জ্যনুসংগ্রহাৎ॥

নিজ নিজ স্থানে এবং নিজ নিজ অধ্যায়ে অধ্যায়ার্থ বলা হইবে। সেই সমস্ত বিষয়ের অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সঙ্ক্ষেপতঃ সমুদায় কথা বর্ণন করিবে।

পৃচ্ছা তন্ত্রাদ্ যথাম্নায়ং বিধিনা প্রশ্ন উচ্যতে।
প্রশ্নার্থো যুক্তিমাংস্তস্য তন্ত্রেণৈবার্থনির্ণয়ঃ॥
নিবদ্ধং তন্ত্রণাত্তন্ত্রং স্থানমর্থপ্রতিষ্ঠয়া।
অধিকৃত্যার্থমধ্যায়ো নাম সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ইতি সর্ব্বং যথাপ্রশ্নমষ্টকং সংপ্রকাশিতম্।
কাৎস্নেন চোক্তং তন্ত্রস্য সংগ্রহঃ সুবিনিশ্চিতঃ॥

যথাম্নায় শাস্ত্রবিধিসম্মত জিজ্ঞাসাকে প্রশ্ন কহে, এবং সেই প্রশ্নের শাস্ত্র-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত অর্থনির্ণয়কে প্রশ্নার্থ কহে। যাহাতে বক্তব্য বিষয় নিয়মানুসারে নিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম তন্ত্র। অর্থ অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে স্থান, এবং এক একটি অর্থ অধিকার করিয়া যাহা কৃত হয়, তাহাকে অধ্যায় কহে। প্রশ্নাষ্টকের এবং তন্ত্রের সকল প্রকার সংগ্রহ কথিত হইল।

সন্তি পল্লবিকোপেতাঃ সংক্ষোভং জনয়ন্তি যে।
বর্ত্তকানামিবোৎপাতাঃ সহসৈব বিভাবিতাঃ॥
তস্মাত্তু পূর্ব্বকং জল্পে সর্ব্বত্রাষ্টকমাদিশেৎ।
পরাপরপরীক্ষার্থমত্র শাস্ত্রবিদাম্বরঃ॥
শব্দমাত্রেণ তন্ত্রস্য কেবলস্যৈকদেশিকাঃ।
ভ্রমন্ত্যল্পবলাস্তন্ত্রে জ্যাশব্দেনৈব বর্ত্তকাঃ॥

দশজনে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে তথায় কতকগুলি বর্ত্তক পক্ষী সহসা অভাবনীয় রূপে পতিত হইয়া যেমন কথাবার্ত্তার বিঘ্ন সংঘটন করে, সেইরূপ বিদ্বৎসমাজে পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণের উৎপাত দর্শন করা যায়। এই জন্য পরস্পর শাস্ত্রালাপ করিবার পূর্ব্বে, শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকথিত আটটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। জ্যাশব্দ শুনিয়াই যেমন পক্ষিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করে, তদ্রূপ অল্পজ্ঞানী পণ্ডিতমানীগণ কেবল তন্ত্রশব্দ শুনিয়াই আতঙ্কে পলাইয়া যায়।

পশুঃ পশূনাং দৌর্ব্বল্যাৎ কশ্চিচ্চাপি বৃকায়তে।
স সত্যং বৃকমাসাদ্য প্রকৃতিং ভজতে পশুঃ॥
তদ্বদজ্ঞো জ্ঞমধ্যস্থঃ কশ্চিন্মৌখর্য্যসাধনঃ।
স্থাপয়ত্যাপ্তমাত্মানমাপ্তমাসাদ্য ভিদ্যতে॥

যেমন দুর্ব্বল পশুগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান পশু বলদর্পিত হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়ে যদি প্রকৃত ব্যাঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে স্বকীয় প্রকৃতি ধারণ করিতে হয়। সেইরূপ অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট মূর্খ বৈদ্য, অজ্ঞজনের নিকটে বাচালতা প্রকাশ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা

করে; কিন্তু জ্ঞানিদিগের মধ্যগত হইলে, আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানিগণের সহবাস পরিত্যাগ করে।

বভ্রুর্গূঢ় ইবোর্ণাভিরবুদ্ধিরবহুশ্রুতঃ।
কিং বৈ বক্ষ্যতি সংজল্পে কুণ্ডভেদী জড়োযথা॥

যেমন বভ্রু উর্ণারাশি-সমাচ্ছন্ন হইলে, মেষবৎ প্রতীত হয়, কিন্তু মেষের ন্যায় শব্দ করিতে পারে না; এবং কুণ্ডভেদী জড় যেমন কাহারও নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না। তদ্রূপ ন্যূনবুদ্ধি অজ্ঞ চিকিৎসক, ভিষগ্‌বেশে সজ্জিত থাকিলেও, পণ্ডিতগণের নিকট কোন কথা বলিতে পারে না।

সদ্‌বৃত্তৈর্ন বিগৃহ্নীয়াৎ ভিষগল্পশ্রুতৈরপি।
হন্যাৎ প্রশ্নাষ্টকেনাদাবিতরান্ যে প্রমাদিনঃ॥
দম্ভিনো মুখরা হ্যজ্ঞাঃ প্রভূতবহুভাষিণঃ।
প্রায়ঃ প্রায়েণ সুমুখাঃ সন্তো যুক্তাল্পভাষিণঃ॥
তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশার্থমহঙ্কারমনাশ্রিতাঃ।
স্বল্পধারাজ্ঞমুখরান্ মর্ষয়েন্ন বিবাদিনঃ॥

সদাচারী চিকিৎসক অল্পশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও, তাঁহার সহিত বিগ্রহ করিবেনা। কিন্তু অসদাচার ও আত্মাভিমানী চিকিৎসককে পূর্ব্বোক্ত আটটি প্রশ্নদ্বারা নিহত করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দাম্ভিক, মুখর ও বহুভাষী হয়। জ্ঞানীগণ প্রায়ই সুমুখ, যুক্তিযুক্তভাবী ও অল্পভাবী হইয়া থাকেন। এবং, তাঁহারা অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেন। অল্পবুদ্ধি, মুখর ও বিবাদকারী অজ্ঞদিগকে কদাচ উপেক্ষা করিবেনা।

পরোভূতেষ্বনুক্রোশস্তত্ত্বজ্ঞানপরা দয়া।
যেষাং তেষামসদ্বাদনিগ্রহে বিরতা মতিঃ॥
অসৎপক্ষাঃ ক্ষণিত্বাদ্ধি দম্ভপারুষ্যসাধনাঃ।
ভবন্ত্যনাপ্তাঃ স্বে তন্ত্রে প্রায়ঃ পরিবিকল্পনাঃ॥
তান্ কালপাশসদৃশান্ বর্জ্জয়েৎ শাস্ত্রদূষকান্।
সেবেত সমভিজ্ঞানজ্ঞানপূর্ব্বান্ ভিষক্তমান্॥

সর্ব্বজীবে যাঁহাদের প্রভূতদয়া, এবং সেইদয়া যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান-তৎপর, অথবা বাদনিগ্রহে তাঁহারা বিরত হইয়া থাকেন। যাহারা অশাস্ত্রজ্ঞ, দাম্ভিক, পরুষপ্রকৃতি, নিজের অধীতশাস্ত্রে শ্লাঘাকারী, এবং ক্ষণে ক্ষণে একপক্ষ হইতে অপর পক্ষের অবলম্বনকারী, তাহারা অসৎপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। কালপাশ-সদৃশ সেই সমস্ত শাস্ত্রদূষকগণকে পরিত্যাগ করিবে, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানশালী ভিষক্‌শ্রেষ্ঠগণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

সমগ্রদুঃখমায়ত্তমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্॥

ইদমেবমুদাহার্থমজ্ঞানার্থপ্রণাশকম্।
শাস্ত্রং দৃষ্টিপ্রনষ্টানাং যথৈবাদিত্যমণ্ডলম্॥

অজ্ঞানতা হইতেই শারীর ও মানস রোগসমূহ উৎপন্ন হয়, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানেই সমুদায় সুখ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ অন্ধকার নাশ করে, শাস্ত্রজ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট করিয়া থাকে।

তত্র শ্লোকাঃ।

অর্থে দশমহামূলাঃ সংজ্ঞাশ্চৈষাং যথা কৃতাঃ।
অয়নান্তাঃ ষড়গ্র্যাশ্চ রূপং বেদবিদাঞ্চ যৎ॥
সপ্তকশ্চাষ্টকশ্চৈব পরিপ্রশ্নঃ সনির্ণয়ঃ।
যথা বাচ্যং যদর্থঞ্চ ষড়্‌বিধাশ্চৈকদেশিকাঃ॥
অর্থে দশমহামূলে সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতম্।
সংগ্রহশ্চায়মধ্যায়স্তন্ত্রস্যাস্যৈব কেবলঃ॥

অর্থে অর্থাৎ হৃদয়ে যে দশটি ধমনী আছে, যেরূপে তাহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অয়নান্ত ছয়টি শ্রেষ্ঠ বিষয়, শাস্ত্রজ্ঞের লক্ষণ, সাতটি ও আটটি প্রশ্ন এবং তাহাদের নির্ণয়, যে প্রকারে ও যে প্রয়োজনে যে প্রশ্ন বাচ্য, পল্লবগ্রাহী ছয়প্রকার চিকিৎসকের বিষয়, এবং সমস্ত তন্ত্রের সমুদায় অধ্যায়সংগ্রহ, এই সমস্ত এই অর্থে-দশমহামূলীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

যথা সুমনসাং সূত্রং সংগ্রহার্থং বিধীয়তে।
সংগ্রহার্থং তথার্থানামৃষিণা সংগ্রহঃ কৃতঃ॥
অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।
ইয়তাঽবধিনা সর্ব্বং সূত্রস্থানং সমাপ্যতে॥

যেমন পুষ্পমালা গ্রন্থনের প্রয়োজন হইলে সূত্রসংহের আবশ্যক, সেইরূপ আত্রেয় ঋষি-কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় বিষয়সকল সূত্রের ন্যায় এই সূত্রস্থানে সংগৃহীত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শ্লোকস্থানে
অর্থেদশমহামূলীয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের অর্থে দশমহামূলীয়-নামক ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত্রস্থানং সমাপ্তম্।

নিদান-স্থানম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতোজ্বরনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা জ্বরনিদান ব্যাখ্যা করিব ।

ইহ খলু হেতুর্নিমিত্তমায়তনং কর্ত্তা কারণং প্রত্যয়ঃ সমুত্থানং নিদানমিত্যনর্থান্তরম্ । তত্রিবিধমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি । অতস্ত্রিধা ব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যাগ্নেয়াঃ সৌম্যা বায়ব্যাশ্চ, দ্বিবিধাশ্চাপরে রাজসাস্তামসাশ্চ ॥

এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে হেতু, নিমিত্ত, আয়তন, কর্ত্তা, কারণ, প্রত্যয়, সমুত্থান ও নিদান, এই শব্দগুলি একার্থবাচী । নিদান তিনপ্রকার ; অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ, ও পরিণাম । ঐ সমস্ত নিদান হইতে তিনপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, যথা আগ্নেয়, সৌম্য ও বায়ব্য । ইহাভিন্ন রাজস ও তামসভেদে আর দুইপ্রকার মানস ব্যাধি, ঐ ত্রিবিধ নিদান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

তত্র ব্যাধিরাময়ো গদ আতঙ্কো যক্ষ্মা জ্বরো বিকারোরোগ ইত্যনর্থান্তরম্ । তস্যোপলব্ধির্নিদানপূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়সম্প্রাপ্তিতশ্চ । তত্র নিদানং কারণমিত্যুক্তমগ্রে । পূর্ব্বরূপং প্রাগুৎপত্তিলক্ষণং ব্যাধেঃ । প্রাদুর্ভূতলক্ষণং পুনর্লিঙ্গমাকৃতির্লক্ষণং চিহ্নং সংস্থানং ব্যঞ্জনং রূপমিত্যনর্থান্তরমিত্যস্মিন্নর্থে । উপশয়ঃ পুনর্হেতুব্যাধিবিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিণাঞ্চৌষধাহারবিহারাণামুপযোগঃ সুখানুবন্ধঃ । সম্প্রাপ্তিরাগতির্জাতিরিত্যনর্থান্তরং ব্যাধেঃ ।

ব্যাধি, আময়, গদ, আতঙ্ক, যক্ষ্মা, জ্বর, বিকার ও রোগ, এই সমস্ত শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হয়। নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয়, ও সম্প্রাপ্তি, এই সকল দ্বারা ব্যাধির উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিদান শব্দের অর্থ রোগের উৎপত্তিকারণ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ব্যাধি-প্রকাশের পূর্ব্বে যেসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়, অর্থাৎ যেসমস্ত লক্ষণদ্বারা রোগের ভাবী উৎপত্তি জানিতে পারা যায়, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ। উৎপন্ন রোগের লক্ষণকে লিঙ্গ কহে। আকৃতি, লক্ষণ, চিহ্ন, সংস্থান, ব্যঞ্জন, ও রূপ, এইসকল একার্থবাচী শব্দ লিঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। হেতু ও ব্যাধির বিপরীত, অথবা হেতু ও ব্যাধির বিপরীত-কার্য্যকারক, ঔষধ আহার ও বিহারের উপযোগদ্বারা রোগের উপশম হইলে, তাহাকে উপশয় কহে। ব্যাধির সম্প্রাপ্তি, আগতি, ও জাতি (জন্ম), এইসমস্ত শব্দ একার্থবাচক।

সা সঙ্খ্যাপ্রাধান্য-বিধিবিকল্পবলকালবিশেষৈর্ভিদ্যতে। সঙ্খ্যা তাবদষ্টৌ জ্বরাঃ, পঞ্চ গুল্মাঃ, সপ্ত কুষ্ঠানীত্যেবমাদি। প্রাধান্যং পুনর্দোষাণাং তরতমাভ্যামুপলভ্যতে তত্র দ্বয়োস্তরস্ত্রিষু তমঃ। বিধির্নাম দ্বিবিধা ব্যাধয়ো নিজাগন্তুভেদেন, ত্রিবিধাস্ত্রিদোষভেদেন, চতুর্ব্বিধা সাধ্যমৃদু-দারুণভেদেন। পৃথক্‌সমবেতানাং পুনর্দোষাণামংশাংশবলবিকল্পোবিকল্পোঽস্মিন্নর্থে। [illegible]শেষঃ পুনর্ব্যাধীনামৃত্বহোরাত্রাহারকাল-বিধিবিনিয়তো ভবতি।

সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প, এবং বলকালের পার্থক্যভেদে সেই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সংখ্যা যথা,—অষ্টবিধ জ্বর, পঞ্চবিধ গুল্ম, সপ্তবিধ কুষ্ঠ ইত্যাদি। দোষের তারতম্য-অনুসারে সম্প্রাপ্তির প্রাধান্য নিশ্চিত হয়। তাহাতে দুইদোষের আধিক্যে তর, এবং ত্রিদোষের আধিক্যে তম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিধি যথা,—দোষজ ও আগন্তু-ভেদে ব্যাধি দ্বিবিধ, ত্রিদোষভেদে ত্রিবিধ, এবং সাধ্য, অসাধ্য, মৃদু ও দারুণভেদে চতুর্ব্বিধ; এইরূপ বিভাগকল্পনাকে বিধি কহে। সমবেত দোষসমূহের অংশ ও বলের পৃথক্ পৃথক্ কল্পনার নাম বিকল্প। ঋতু, অহোরাত্র ও আহারকালানুসারে ব্যাধির বল-কালের নিশ্চয় হইয়া থাকে।

তস্মাদ্ব্যাধীন্ ভিষগনুপহতসত্ত্ববুদ্ধির্হেত্বাদিভির্ভাবৈর্যথাবদনুবুধ্যেত। ইত্যর্থসংগ্রহো নিদানস্থানস্যোদ্দিষ্টোভবতি। তং [illegible]বিস্তরেণোপদিশন্তো [illegible]স্তরতমতোঽনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

বুদ্ধিমান্ ও স্থিরচিত্ত চিকিৎসক, এই সমস্ত নিদানাদি বিষয়দ্বারা যথাযথ ভাবে রোগ পরীক্ষা করিবেন। এইরূপে নিদানস্থানের বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল। পুনর্ব্বার বিস্তররূপে এই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করিব।

তত্র প্রথমত এব তাবদাদ্যা[illegible]ভাতিদ্রোহকোপপ্রভবানষ্টৌ ব্যাধীন্ নিদানপূর্ব্বেণ ক্রমেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ তথা সূত্রসংগ্রহমাত্রং চিকিৎসায়াশ্চিকিৎসিতে চোত্তরকালং যথোদ্দিষ্টং বিকারাণাম্।

লোভ, অভিদ্রোহ ও কোপ হইতে যে আটটি ব্যাধির আদি উৎপত্তি, প্রথমতঃ সেই কয়েকটি রোগেরই নিদানাদি এবং তাহাদের চিকিৎসার সূত্রসংগ্রহমাত্র বিবৃত

করিব। পরে চিকিৎসাস্থানে ঐ সমস্ত উদ্দিষ্ট রোগসমূহের সমুদায় বিষয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

ইহ খলু জ্বর এবাদৌ বিকারাণামুপদিশ্যতে তৎপ্রথমত্বাচ্ছারীরাণাম্।

যাবতীয় রোগসমূহের মধ্যে জ্বররোগের বিষয় এই নিদানস্থানে প্রথমেই কথিত হইতেছে। যেহেতু শারীররোগসমূহের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বপ্রথমে শরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (জীব মাত্রই জ্বরার্ত্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, এইজন্য সকল রোগের প্রথমে জ্বরের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়।)

অথ খল্বষ্টাভ্যঃ কারণেভ্যো জ্বরঃ সঞ্জায়তে মনুষ্যাণাম্। তদ্যথা বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্বাতপিত্তাভ্যাং বাতকফাভ্যাং পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং বাতপিত্তশ্লেষ্মভ্য আগন্তোরষ্টমাৎ কারণাৎ। তস্য নিদানপূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়সম্প্রাপ্তিবিশেষাননুব্যাখ্যাস্যামঃ।

মনুষ্যগণের আটটি কারণ হইতে জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা, বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা ও আগন্তু কারণ। ঐ সমস্ত জ্বরের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তির বিশেষ বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

তদ্যথা—রুক্ষলঘুশীতবমনবিরেচনাস্থাপনশিরোবিরেচনাতিযোগব্যায়ামবেগসন্ধারণানশনাভিঘাতব্যবায়োদ্বেগশোকশোণিতাতিষেকজাগরণবিষমশরীরন্যাসেভ্যোঽতিসেবিতেভ্যো বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স যদা প্রকুপিতঃ প্রবিশ্যামাশয়মুষ্মণঃ স্থানমুষ্মণা সহ মিশ্রীভূত আদ্যমাহার-পরিণামধাতুং রসনামানমন্ববেত্য রস-স্বেদবহানি স্রোতাংসি পিধায়াগ্নিমুপহত্য পক্তিস্থানাদূষ্মাণং বহির্নিরস্য কেবলং শরীরমনুপদ্যতে, তদা জ্বরমভিনির্বর্ত্তয়তি।

যথা,—রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্যের অতিসেবন; বমন, বিরেচন, আস্থাপন, ও শিরোবিরেচন ক্রিয়ার অতিযোগ; এবং ব্যায়াম, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, অভিঘাত, স্ত্রীসহবাস, উদ্বেগ, শোক, রক্তমোক্ষণ, রাত্রিজাগরণ ও বিষমভাবে শরীরবিন্যাস প্রভৃতির অতিরিক্ত ব্যবহার জন্য বায়ু প্রকুপিত হয়। সেই প্রকুপিত বায়ু যখন আমাশয়ে জঠরাগ্নিস্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক জঠরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া, আহারের প্রথম পরিণাম রসনামক ধাতুকে অবলম্বন করে, এবং রসবহ ও স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আবরিত ও জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া, পাকস্থলী হইতে বাহিরে উষ্মা আকর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত করে, তখনই বায়ুজন্য জ্বর উৎপন্ন হয়।

তস্যেমানি লিঙ্গানি ভবন্তি। তদ্যথা—বিষমারম্ভবিসর্গিত্বমুষ্মণো বৈষম্যং তীব্রতনুভাবানবস্থানানি জ্বরস্য, জরণান্তে দিবসান্তে নিশান্তে ঘর্ম্মান্তে বা জ্বরাভ্যাগমনমভিবৃদ্ধির্বা জ্বরস্য বিশেষেণ, পরুষারুণবর্ণত্বং নখনয়নবদনমূত্রপুরীষত্বচামত্যর্থং ক্লপ্তীভাবশ্চ। অনেকবিধোপমাশ্চলাচলাশ্চ বেদনাস্তেষাং তেষামঙ্গাবয়বানাম্, তদ্যথা—পাদয়োঃ সুপ্ততা

পিণ্ডিকয়োরুদ্বেষ্টনং জানুনোঃ কেবলানাঞ্চ সন্ধীনাং বিশ্লেষণমূর্ব্বোঃ সাদং, কটীপার্শ্বপৃষ্ঠস্কন্ধবাহ্বংসোরসাঞ্চ ভগ্নরুগ্নমৃদিতচটিতাবপীড়িতাবতুন্ন-ত্বমিব, হন্বোশ্চাপ্রসিদ্ধিঃ স্বনশ্চ কর্ণয়োঃ শঙ্খয়োর্নিস্তোদঃ কষায়াস্যতা-স্যবৈরস্যং বা, মুখতালুকণ্ঠশোষঃ পিপাসা হৃদয়গ্রহঃ শুষ্কচ্ছর্দ্দিঃ শুষ্ককাসঃ ক্ষবথূদ্গারবিনিগ্রহোঽন্নরসখেদঃ প্রসেকারোচকাবিপাকা বিষাদজৃম্ভা-বিনামবেপথুশ্রমভ্রমপ্রলাপপ্রজাগরণরোমহর্ষদন্তহর্ষাস্তথোষ্ণাভিপ্রায়তা নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশয়শ্চেতি বাতজ্বরলিঙ্গানি ভবন্তি।

সেই বাতজ্বরের লক্ষণ যথা,—জ্বরের আরম্ভ ও ত্যাগ বিষয়ে বিষমতা, সন্তাপের বৈষম্য, অনির্দ্দিষ্টভাবে জ্বরের তীব্রতা বা অল্পতা; আহারপরিপাকের পরে, দিনান্তে, রাত্রিশেষে, বা বর্ষাকালে জ্বরের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি; নখ, চক্ষু, মুখ, মূত্র, পুরীষ ও ত্বকের কর্কশতা, অরুণবর্ণতা, কিংবা রুগ্ণাভাব অর্থাৎ মলাদির অনির্গম ও নখাদির বিকৃতি; এবং অবয়ববিশেষে নানাবিধ সচল বা অচল বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেইসমস্ত বেদনা যথা,— পদদ্বয়ে স্পর্শশক্তির নাশ, পিণ্ডিকাদ্বয়ে (পায়ের ডিমে) দণ্ডাদিদ্বারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, জানুপ্রভৃতি সন্ধিস্থান সমূহের বিশ্লেষ, উরুদ্বয়ের অবসাদ, কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস ও বক্ষঃস্থলে ভগ্ন, রুগ্ন, মৃদিত, মথিত, চটিত, অবপীড়িত বা অপসারিত হওয়ার ন্যায় যাতনা, হনুস্তম্ভ, কর্ণমধ্যে শব্দ, ও শঙ্খদ্বয়ে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা। ইহাভিন্ন মুখে কষায়াস্বাদ বা বিরসতা, মুখ তালু ও কণ্ঠের শোষ, পিপাসা, হৃদয়ে আবদ্ধবৎ বেদনা, শুষ্ক বমন (কাট বমি), শুষ্ককাস, হাঁচি ও উদ্গারের অপ্রবৃত্তি, ভোজ্য বস্তুর রসাস্বাদনে অসামর্থ্য, মুখস্রাব, অরুচি, অপরিপাক, মনের অপ্রীতি, জৃম্ভা, শরীরের অবনতি (নুইয়া পড়া), কম্প, শ্রান্তিবোধ, ভ্রম, প্রলাপ, অনিদ্রা, রোমহর্ষ, দন্তহর্ষ (দাঁত শির্ শির্ করা), উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, এবং বাতজ্বরোৎপাদক কারণসমূহের উপসেবাদ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি, ও তদ্বিপরীত ব্যবহারে জ্বরের উপশম; এই সমস্ত লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনেভ্যোঽতিসেবিতেভ্যস্তথা তীক্ষ্ণা-তপাগ্নিসন্তাপশ্রমক্রোধবিষমাহারেভ্যশ্চ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে। তদ্ যদা প্রকুপিতমামাশয়ং প্রবিশদেবোষ্মাণমুপসৃজদাদ্যমাহারপরিণামধাতুম্ রসনামানমন্ববেত রসস্বেদবহানি স্রোতাংসি পিধায় দ্রবত্বাদগ্নিমুপহত্য পক্তিস্থানাদূষ্মাণং বহির্ব্বারং নিরস্য প্রপীড়য়ৎ কেবলং শরীরমনুপ্রপদ্যতে তদা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি।

উষ্ণবীর্য্য, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু ও অপক্ক পদার্থের অতিভোজন, এবং তীক্ষ্ণ দ্রব্য, আতপ, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, ক্রোধ ও বিষমাহার প্রভৃতির অতিসেবন জন্য পিত্ত প্রকুপিত হয়। সেই প্রকুপিত পিত্ত যখন আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক জঠরাগ্নি ও আহারের প্রথম পরিণাম রসধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া, রসবহ ও স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আবৃত এবং নিজের দ্রবত্বগুণ জন্য জঠরাগ্নিকে নষ্ট করে; অপিচ পাকাশয় হইতে উষ্মাকে লোমকূপসমূহদ্বারা বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত করে; তখনই পিত্তজ্বর উৎপন্ন হয়।

তস্যেমানি লিঙ্গানি ভবন্তি, তদ্‌যথা যুগপদেব কেবলে শরীরে জ্বরস্যাভ্যাগমনমভিবৃদ্ধির্ব্বা ভুক্তস্য বিদাহকালে মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে শরদি বা বিশেষেণ, কটুকাস্যতা ঘ্রাণমুখকণ্ঠৌষ্ঠতালুপাকস্তৃষ্ণা মদো ভ্রমো মূর্চ্ছা পিত্তচ্ছর্দ্দনমতীসারোঽন্নদ্বেষঃ সদনং স্বেদঃ প্রলাপো রক্তকোঠাভিনির্ব্বৃত্তিঃ শরীরে, হরিতহারিদ্রত্বং নখনয়নবদনমূত্রপুরীষত্বচামত্যর্থমূষ্মণস্তীব্রভাবোঽতিমাত্রং দাহঃ শীতাভিপ্রায়তা, নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশয়শ্চেতি পিত্তজ্বরলিঙ্গানি ভবন্তি।

সেই পিত্তজ্বরের লক্ষণ যথা—সর্ব্বাঙ্গে যুগপৎ জ্বরের প্রকাশ ও বৃদ্ধি; ভুক্ত পদার্থের পরিপাককালে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রিতে, বা শরৎকালে জ্বরের বিশেষরূপে বৃদ্ধি, মুখমধ্যে কটু আস্বাদ; নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুর পাক অর্থাৎ ঐ সকল স্থানে ঘা; তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, পিত্তবমন, অতিসার, আহারে বিদ্বেষ, অবসন্নতা, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, শরীরে রক্তবর্ণ কোঠের (চাকাচাকা দাগের) উৎপত্তি; নখ, নয়ন, মুখ, মূত্র, পুরীষ ও ত্বকের অত্যন্ত হরিৎ বা হারিদ্রবর্ণতা, তীব্র সন্তাপ, অত্যন্ত দাহ, শীতল দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, এবং পিত্তজ্বরকারক কারণসমূহের উপসেবা দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি ও তদ্বিপরীত আহারাদির উপসেবা দ্বারা জ্বরের উপশম, এই সমস্ত লক্ষণ পিত্তজ্বরে লক্ষিত হয়।

স্নিগ্ধগুরুমধুরপিচ্ছিলশীতাম্ললবণদিবাস্বপ্নহর্ষাব্যায়ামেভ্যোঽতিসেবিতেভ্যঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে। স যদা প্রকুপিতঃ প্রবিশ্যামাশয়মূষ্মণা সহ মিশ্রীভূয়াদ্যমাহারপরিণামধাতুং রসনামানমন্ববেত্য রসস্বেদবহানি স্রোতাংসি পিধায়াগ্নিমুপহত্য পক্তিস্থানাৎ ঊষ্মাণং বহির্নিরস্য প্রপীড়য়ন্ কেবলং শরীরমনুপ্রপদ্যতে তদা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি॥

স্নিগ্ধ গুরুপাক, মধুর, পিচ্ছিল, অম্ল ও লবণ পদার্থের অতিভোজন, এবং দিবানিদ্রা, আনন্দ, ও পরিশ্রমহীনতা প্রভৃতির অতিসেবা জন্য শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়। সেই প্রকুপিত শ্লেষ্মা যখন আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক, জঠরাগ্নি ও আহারের প্রথম পরিণাম রসধাতুর সহিত মিলিত হইয়া, রসবহ ও স্বেদবহ স্রোতঃসমূহ আচ্ছাদিত করে, এবং জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া, তাহাকে পাকাশয় হইতে বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক, সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত করে; তখনই শ্লেষ্মজ্বরের উৎপত্তি হয়।

তস্যেমানি লিঙ্গানি ভবন্তি, তদ্‌যথা যুগপদেব কেবলে শরীরে জ্বরস্যাভ্যাগমনমভিবৃদ্ধির্ব্বা ভুক্তমাত্রে পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ব্বরাত্রে বসন্তকালে বা বিশেষেণ, গুরুগাত্রত্বমনন্নাভিলাষঃ শ্লেষ্মপ্রসেকো মুখমাধুর্য্যং হৃল্লাসো হৃদয়োপলেপঃ স্তিমিতত্বম্ ছর্দ্দির্ম্মৃদ্বগ্নিতা নিদ্রাধিক্যং স্তম্ভস্তন্দ্রা কাসঃ শ্বাসঃ প্রতিশ্যায়ঃ শৈত্যং শ্বৈত্যঞ্চ নখনয়নবদনমূত্রপুরীষত্বচামত্যর্থঞ্চ সিতপিড়কাঙ্গে ভৃশমুত্তিষ্ঠতি উষ্ণাভিপ্রায়তা, নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশয়শ্চেতি শ্লেষ্মজ্বরলিঙ্গানি ভবন্তি।

সেই শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ,যথা,—সমস্ত শরীরে যুগপৎ জ্বরের প্রকাশ বা বৃদ্ধি ; আহারের অব্যবহিত পরে, প্রাতঃকালে, প্রথমরাত্রিতে, বা বসন্তকালে জ্বরের অধিকতর বৃদ্ধি, শরীরে ভারবোধ, আহারে অনিচ্ছা, মুখ-নাসিকাদ্বারা কফস্রাব, মুখে মধুরাস্বাদ, বমনবেগ, হৃদয়ে শ্লেষ্মপূর্ণতা, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, বমি, অগ্নিমান্দ্য, অধিক নিদ্রা, শরীরের স্তব্ধতা, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), দেহের শীতলতা ; নখ, চক্ষু, মুখ, মূত্র, পুরীষ ও ত্বকের অত্যন্ত শ্বেতবর্ণতা, অঙ্গে শ্বেতবর্ণ পিড়কার উদ্গম, উষ্ণস্পর্শাদিতে অভিলাষ, এবং শ্লেষ্মজ্বরকারক কারণসমূহের উপসেবায় জ্বরের বৃদ্ধি, ও তাহার বিপরীত পদার্থের উপসেবাদ্বারা জ্বরের উপশম, এই সমস্ত লক্ষণ শ্লেষ্মজ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষমাশনাদনশনাদন্নস্যাপরিবর্ত্তাদৃতুব্যাপত্তেরসাত্ম্যগন্ধোপঘ্রাণাদ্ বিষোপহতস্য চোদকস্যোপযোগাদ্ গরেভ্যো গিরীণাঞ্চোপশ্লেষাৎ স্নেহ-স্বেদবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসন-শিরোবিরেচনানামযথাবৎ প্রয়োগাৎ, মিথ্যাসংসর্জনাদ্বা স্ত্রীণাঞ্চ বিষমপ্রজননাৎ প্রজাতানাঞ্চ মিথ্যোপচারাৎ, যথোক্তানাঞ্চ হেতূনাং মিশ্রীভাবাৎ, যথানিদানং দ্বন্দ্বানামন্যতমঃ সর্ব্বে বা ত্রয়োদোষা যুগপৎ প্রকোপমাপদ্যন্তে। তে প্রকুপিতাস্তয়ৈবানু-পূর্ব্ব্যা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। তত্র যথোক্তানাং জ্বরলিঙ্গানাং মিশ্রী-ভাববিশেষদর্শনাৎ দ্বান্দ্বিকমন্যতমং জ্বরং সান্নিপাতিকং বা বিদ্যাৎ।

বিষম ভোজন, অনশন, ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, গ্রীষ্মাদি ঋতুর অযথা প্রকাশ, অনুপকারী গন্ধের আঘ্রাণ, বিষদূষিত জলের ব্যবহার, দূষীবিষের উপসেবা, পর্ব্বতে বাস ; স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচনের অযথা প্রয়োগ বা ঐ সমস্ত কার্য্যের পরে পথ্যাদির অযথা উপযোগ, স্ত্রীদিগের অযথা প্রসব, অথবা প্রসবের পরে অযথা আহার-বিহার, এবং পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন দোষপ্রকোপক কারণসমূহের মিলিতভাবে উপসেবা প্রভৃতি কারণে দুইটিদোষ বা তিনটিদোষ যুগপৎ প্রকুপিত হয়। সেই প্রকুপিত দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ পূর্ব্ববৎ সম্প্রাপ্তি অনুসারে জ্বর উৎপাদন করে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত জ্বরলক্ষণসমূহের মিলিত লক্ষণানুসারে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ জ্বর নিশ্চিত হয়।

অভিঘাতাভিষঙ্গাভিচারাভিশাপেভ্য আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বোঽষ্টমো জ্বরো ভবতি। স কিঞ্চিৎকালমাগন্তুঃ কেবলো ভূত্বা পশ্চান্নিজৈর্দোষৈ-রনুবধ্যতে। তত্রাভিঘাতজো বায়ুনা দুষ্টশোণিতাধিষ্ঠানেন, অভিষঙ্গজঃ পুনর্বাতপিত্তাভ্যাং, অভিচারাভিশাপজৌ তু সন্নিপাতেনানুবধ্যতে। স সপ্তবিধাজ্জ্বরাদ্বিশিষ্টো বেদিতব্যঃ। কর্ম্মণা সাধারণেন চোপক্রম্যত ইত্যষ্টবিধা জ্বরপ্রকৃতিরুক্তা।

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপ প্রভৃতি কারণে আগন্তু নামক অষ্টম জ্বর উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যথাপূর্ব্বক জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথমে অভিঘাতাদি জন্য বেদনা হয়, তৎপরে তদানুষঙ্গিক জ্বর, এবং জ্বরপ্রকাশের পরে দোষ কুপিত হইয়া সেই দোষের লক্ষণ প্রকাশ করে। এই সমস্ত আগন্তু জ্বরের মধ্যে অভিঘাতজ জ্বরে, দূষিত রক্ত অবলম্বন করিয়া

বায়ু কুপিত হয়; অভিষঙ্গজ জ্বরে বায়ু ও পিত্ত উভয়দোষ কুপিত হয়; এবং অভিশাপজ জ্বরে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। আগন্তুজ্বর পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ জ্বর হইতে স্বতন্ত্র নিদান ও স্বতন্ত্র সম্প্রাপ্তি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র লক্ষণ প্রকাশ করে, এজন্য ইহাকে সাধারণ জ্বর হইতে বিশিষ্ট বলা যায়। ইহাতে সাধারণ কর্ম্ম অর্থাৎ মঙ্গলাচরণাদি ও ঔষধ-প্রয়োগাদি উভয়বিধ ক্রিয়াই কর্ত্তব্য। এইরূপে অষ্টবিধ জ্বরের প্রকৃতি কথিত হইল।

• জ্বরস্ত্বেক এব সন্তাপলক্ষণঃ, তমেবাভিপ্রায়বিশেষাদ্ দ্বিবিধমাচক্ষতে নিজাগন্তুবিশেষাচ্চ। তত্র নিজং দ্বিবিধং চতুর্বিধং পঞ্চবিধং সপ্তবিধঞ্চ জগুর্ভিষজো বাতাদিবিকল্পাৎ।

একমাত্র সন্তাপ-লক্ষণের জন্য অর্থাৎ সকল জ্বরেই শরীরের ও মনের সন্তাপ হয় বলিয়া, জ্বর একপ্রকার বলা যায়; আবার অভিপ্রায়ের পার্থক্য অনুসারে অর্থাৎ উষ্ণাভিলাষ ও শীতাভিলাষ অনুসারে, অথবা দোষজ ও আগন্তু এই উভয়বিধ ভেদানুসারে জ্বর দুইপ্রকারও বলা যাইতে পারে। দোষজ জ্বরও আবার বাতাদি দোষের বিভাগানুসারে দ্বিবিধ, চতুর্ব্বিধ, পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি, তদ্‌যথা, মুখবৈরস্যং গুরুগাত্রত্বমনন্নাভিলাষশ্চক্ষুষোরাকুলত্বমশ্রুাগমনং নিদ্রাধিক্যমরতির্জৃম্ভা বিনামো বেপথুঃ শ্রমভ্রমপ্রলাপজাগরণরোমহর্ষদন্তহর্ষাঃ শব্দশীতবাতাতপসহত্বাসহত্বমরোচকাবিপাকৌ দৌর্ব্বল্যমঙ্গমর্দ্দঃ সদনমল্পপ্রাণতা দীর্ঘসূত্রতালস্যমুচিতস্য কর্ম্মণোহানিঃ প্রতীপতা স্বকার্য্যেষু গুরূণাং বাক্যেষ্বভ্যসূয়া বালেভ্যঃ প্রদ্বেষঃ স্বধর্ম্মেষ্বচিন্তা, মাল্যানুলেপনভোজনক্লেশনং মধুরেভ্যশ্চ ভক্ষ্যেভ্যঃ প্রদ্বেষঃ উষ্ণাম্ললবণকটুপ্রিয়তাচেতি জ্বরস্য পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। প্রাক্‌সন্তাপাদপি চৈনং সন্তাপার্ত্তমনুবধ্নন্তি। ইত্যেতান্যেকৈকশশ্চ [illegible]নি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি বিস্তরসমাসাভ্যাং।

সেই দোষজ জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা,—মুখের বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, ভোজনে অনিচ্ছা, চক্ষুদ্বয়ের আকুলতা, অশ্রুস্রাব, অধিক নিদ্রা, অপ্রীতি, জৃম্ভা, শরীরের অবনতি (নুইয়া পড়া), কম্প, অকারণে শ্রান্তিবোধ, ভ্রম, প্রলাপ, অনিদ্রা, রোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শব্দশ্রবণে এবং শীতলবায়ু ও আতপস্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা ও বিরক্তি, অরুচি, অপরিপাক, দুর্ব্বলতা, অঙ্গমর্দ্দ (গা মোড়া), অবসন্নতা, অনুৎসাহ, কার্য্যে বিলম্বকারিতা, আলস্য, অভ্যস্ত কার্য্যের ত্যাগ, স্বকার্য্যে পরাঙ্মুখতা, গুরুজনের বাক্যে দোষারোপ, শিশুর প্রতি বিরক্তি, স্বধর্ম্মে অচিন্তা, মাল্য ও অনুলেপন ধারণে অথবা ভোজনে ক্লেশবোধ, সুস্বাদু ভোজ্যপদার্থেও বিদ্বেষ, এবং উষ্ণ, অম্ল, লবণ ও কটু পদার্থ ভোজনে আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ জ্বরের পূর্ব্বরূপ। এইসমস্ত লক্ষণ সন্তাপ প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়, এবং সন্তাপ প্রকাশের পরেও ইহার অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে প্রত্যেক জ্বরেরই লক্ষণ নাতিসংক্ষেপ-বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত হইল।

জ্বরস্তু খলু মহেশ্বরকোপপ্রভবঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাম্ প্রাণহরঃ, দেহেন্দ্রিয় মনসাং তাপকরঃ, প্রজ্ঞাবলবর্ণহর্ষোৎসাহহ্রাসকরঃ, শ্রমক্লমমোহাহারোপ-

রোধসংজননঃ। জ্বরয়তি শরীরাণীতি জ্বরঃ। নান্যে ব্যাধয়স্তথা দারুণা বহূপদ্রবা দুশ্চিকিৎস্যাশ্চ যথায়ম্। স সর্ব্বরোগাধিপতি র্নানাতির্য্যগ্‌-যোনিষু চ বহুবিধৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে। সর্ব্বপ্রাণভৃতশ্চ সজ্বরা এব জায়ন্তে সজ্বরা এব ম্রিয়ন্তে। স মহামোহঃ, তেনাভিভূতাঃ প্রাগ্দৈহিকং দেহিনঃ কিঞ্চিদপি ন স্মরন্তি। সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ জ্বর এবান্তে প্রাণানাদত্তে ;

মহেশ্বরের ক্রোধ হইতে জ্বরের প্রথম উৎপত্তি। ইহা সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণনাশক ; দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপজনক ; জ্ঞান, বল, বর্ণ, হর্ষ ও উৎসাহের হানিকর, এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি, মোহ ও আহারোপরোধের কারণ। শরীরকে জ্বরিত অর্থাৎ রুগ্ন করে বলিয়া এই রোগের নাম জ্বর। জ্বর যেরূপ দারুণ, বহু উপদ্রবযুক্ত ও দুশ্চিকিৎস্য, অন্য কোন ব্যাধিই সেরূপ নহে। এইজন্য জ্বর সর্ব্বরোগের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হয়। নানাবিধ পশু-পক্ষীরও জ্বর হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বহুবিধ অন্যান্য নামে পরিচিত *। সকল প্রাণীই জ্বরার্ত্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং জ্বরার্ত্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। সেই জ্বর মহামোহ নামে অভিহিত। জন্ম-মৃত্যুকালে ঐরূপ জ্বরাভিভূত হওয়ার জন্যই প্রাণিগণ পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারেনা। সকল জীবের মৃত্যুকালে জ্বরই তাহাদের প্রাণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

তত্র পূর্ব্বরূপদর্শনে জ্বরাদৌ বা হিতং লঘ্বশনমপতর্পণং বা জ্বরস্যা-মাশয়সমুত্থত্বাৎ। ততঃ কষায়পানাভ্যঙ্গস্নেহস্বেদপ্রদেহপরিষেকানু-লেপন-বমন-বিরেচনাস্থাপনানুবাসনোপশমননস্তঃকর্ম্ম-ধূমপানাঞ্জন-ক্ষীর-ভোজনবিধানঞ্চ যথাস্বং যুক্ত্যা প্রয়োজ্যম্।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে, এবং জ্বরের প্রথম অবস্থায়, লঘুভোজন অথবা উপবাস আবশ্যক। যেহেতু জ্বর আমাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। তৎপরে অর্থাৎ তরুণ অবস্থা অপগত হইলে, কষায়পান, তৈলাদির অভ্যঙ্গ, স্নেহ, স্বেদ, প্রলেপ, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, অস্থাপন, অনুবাসন, উপশমন, নস্যকর্ম্ম, ধূপ, ধূমপান, অঞ্জন ও ক্ষীরভোজন, এই সমস্ত ক্রিয়া দোষাদির অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়।

জীর্ণজ্বরেষু তু সর্ব্বেষ্বেব সর্পিষঃ পানং প্রশস্যতে যথাস্বৌষধসিদ্ধস্য। সর্পির্হি স্নেহাদ্বাতং শময়তি সংস্কারাৎ কফং শৈত্যাৎ পিত্তমূষ্মাণঞ্চোপ শময়তি। তস্মাৎ জীর্ণজ্বরেষু সর্ব্বেষ্বেব সর্পির্হিতমুদকমিবাগ্নিপ্লুষ্টেষু দ্রব্যেষ্বিতি।

সর্ব্ববিধ জীর্ণজ্বরেই সেই সেই দোষনাশক-ঔষধসিদ্ধ ঘৃতপান প্রশস্ত। যেহেতু ঘৃত স্নেহ-গুণের জন্য বায়ুর, সংস্কারবলে কফের, এবং শৈত্যগুণের জন্য পিত্ত ও উষ্মার উপশম করে। অতএব অগ্নিস্পৃষ্ট দ্রব্যে জলসেকের ন্যায়, সমুদায় জীর্ণজ্বরেই উপযুক্ত-ঔষধসিদ্ধ ঘৃত-পান হিতকর।

* পালকাপ্যীয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—হস্তীর জ্বরের নাম পালক, অশ্বের অভিতাপ, গরুর ঈশ্বর, মেষ ও ছাগের প্রলাপ, উষ্ট্রের অলস, মহিষের হারিদ্র, মৃগের মৃগ, পক্ষিদিগের অভিঘাত, মৎস্যের ইন্দ্রমদ, পতঙ্গের পক্ষাঘাত, এবং সর্পাদির জ্বর অক্ষিক নামে অভিহিত।

ভবন্তি চাত্র।

যথা প্রজ্বলিতং বেশ্ম পরিষিঞ্চন্তি বারিণা।
নরাঃ শান্তিমভিপ্রেত্য তথা জীর্ণজ্বরে ঘৃতম্ ॥
স্নেহাদ্বাতং শময়তি শৈত্যাৎ পিত্তং নিযচ্ছতি।
ঘৃতং তুল্যগুণং দোষং সংস্কারাত্তু জয়েৎ কফম্ ॥
নান্যঃ স্নেহস্তথা কশ্চিৎ সংস্কারমনুবর্ত্ততে।
যথা সর্পিরতঃ সর্পিঃ সর্ব্বস্নেহোত্তমং মতম্ ॥
পূর্ব্বোক্তো যঃ পুনঃ পদ্যৈরর্থঃ সমনুগীয়তে।
তদ্ব্যক্তিব্যবসায়ার্থং দ্বিরুক্তং তন্ন গর্হ্যতে ॥

প্রজ্বলিত গৃহ নির্ব্বাপিত করিবার জন্য লোকে যেরূপ জলসেক করিয়া থাকে, জীর্ণজ্বর শান্তির জন্য ঘৃতপানও সেইরূপ সদ্ব্যবস্থা। ঘৃত স্নেহগুণ দ্বারা বায়ুর শান্তি করে, শৈত্য গুণদ্বারা পিত্তের উপশম করে, এবং কফের সহিত সমানগুণ হইলেও সংস্কারবলে কফ নাশ করিয়া থাকে। দ্রব্যবিশেষের সহিত সংস্কৃত হইলে, ঘৃত যেরূপ সেই সেই দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করে, অন্য কোন স্নেহপদার্থই সেরূপ নহে; এইজন্য সমুদয় স্নেহপদার্থের মধ্যে ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় পুনর্ব্বার পদ্যে কথিত হইলে, তাহা পুনরুক্তি দোষে দূষিত হয় না; যেহেতু শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্যই সেইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকাঃ।

ত্রিবিধং নামপর্য্যায়ৈর্হেতুং পঞ্চবিধং গদম্।
গদলক্ষণপর্য্যায়ান্ ব্যাধেঃ পঞ্চবিধং গ্রহম্ ॥
জ্বরমষ্টবিধং তস্য প্রকৃষ্টাসন্নকারণম্।
পূর্ব্বরূপঞ্চ রূপঞ্চ ভেষজং সংগ্রহেণ চ ॥
ব্যাজহার জ্বরস্যাগ্রে নিদানে বিগতজ্বরঃ।
ভগবানগ্নিবেশায় প্রণতায় পুনর্ব্বসুঃ ॥

রোগের ত্রিবিধ হেতুর নাম ও পর্য্যায়, পঞ্চবিধ রোগ, রোগের পর্য্যায়, রোগজ্ঞানের পঞ্চবিধ উপায়, অষ্টবিধ জ্বর, তাহার সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট কারণ, পূর্ব্বরূপ, রূপ, এবং সংক্ষিপ্ত ঔষধ, এই সমস্ত বিষয়, বিগতজ্বর ভগবান্ পুনর্ব্বসু, প্রণত অগ্নিবেশকে নিদানস্থানের প্রথম অধ্যায়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
জ্বরনিদানং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত গ্রন্থের নিদান স্থানে
জ্বরনিদান নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রক্তপিত্তনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রক্তপিত্তনিদান ব্যাখ্যা করিব।

পিত্তং যথাভূতং লোহিতপিত্তমিতি সংজ্ঞাং লভতে তথানুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা জন্তুর্যবকোদ্দালককোরদূষপ্রায়াণ্যন্নানি ভুঙ্‌ক্তে, ভৃশোষ্ণতীক্ষ্ণমপিচান্যদন্নজাতং নিষ্পাবমাষকুলত্থসূপক্ষারোপহিতম্, দধিদধিমণ্ডোদস্বিৎকট্বরাম্লকাঞ্জিকোপসেকং বা, বারাহমাহিষাবিকমাৎস্যগব্যপিশিতং পিণ্যাকপিণ্ডালুশুষ্কশাকোপহিতম্, মূলকসর্ষপলসুনকরঞ্জশিগ্রুমধুশিগ্রুখরযূষভূস্তৃণসুমুখসুরসকুঠেরকগণ্ডীরকালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্‌ঝকোপদংশং, সুরাসৌবীরকতুষোদকমৈরেয়কমেদকমধূলকশুক্তকুবলবদরাম্লপ্রায়ান্নপানম্, পিষ্টান্নোত্তরভূয়িষ্ঠমুষ্ণাভিতপ্তো বাতিমাত্রমতিবেলং বা পয়সা সমশ্নাতি, রোহিণীকং কাণকপোতং বা সার্ষপতৈলক্ষারসিদ্ধং, কুলত্থমাষপিণ্যাকজাম্ববনিকুচপকৈঃ শৌক্তিকৈরামক্ষীরমতিমাত্রমথবা পিবত্যুষ্ণাভিতপ্তঃ, তস্যৈবমাচরতঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে, লোহিতঞ্চাশু প্রমাণমতিবর্ত্ততে। তস্মিন্ প্রমাণাতিবৃত্তে পিত্তং প্রকুপিতং শরীরমনুসৃপ্য যদেব যকৃৎপ্লীহপ্রভবাণাং লোহিতবহানাঞ্চ স্রোতসাং লোহিতাভিষ্যন্দগুরূণি মুখান্যাসাদ্য প্রতিপদ্যতে, তদেব লোহিতং প্রদূষয়তি, তল্লোহিতসংসর্গাল্লোহিতপ্রদূষণাল্লোহিতবর্ণগন্ধানুবিধানাচ্চ পিত্তং লোহিতপিত্তমাচক্ষতে।

পিত্ত যেরূপ পরিণত হইয়া রক্তপিত্ত নাম প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। যব, কোদ, ও কোরদূষ প্রভৃতি ধান্যের অন্ন; অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য বা তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য; শিমবীজ, মাষকলাই বা কুলত্থকলাইয়ের যূষ ও ক্ষারপদার্থ মিশ্রিত অন্ন; দধি, দধির মাৎ, অর্দ্ধজল-মিশ্রিত ঘোল, ঘোল, ও অম্লকাঁজিসংযুক্ত ভোজ্য; বরাহমাংস, মহিষমাংস, মৎস্য, গোমাংস, তিলবাঁটা, পিণ্ডালু ও শুষ্ক-শাকযুক্ত ভোজ্য; মূলা, সর্ষপশাক, লশুন, করঞ্জ, রক্ত শজিনা, শ্বেত শজিনা, খরযূষ (যূষবিশেষ), গন্ধতৃণ, সুমুখ, সুরস, কুঠেরক, গণ্ডীরক কালমালক, পর্ণাশ, ক্ষবক ও ফণিজ্‌ঝক প্রভৃতি তুলসীপত্রের চাট্‌নি; সুরা, সৌবীরক ও তুষোদক, (কাঁজিবিশেষ), মৈরেয়ক (মদ্যবিশেষ), মেদক (সুরাকল্ক), মধূলক (গোধূম বিশেষ), শুক্ত (আচার বিশেষ), বড় কুল ও ছোট কুল প্রভৃতি অম্লদ্রব্যবহুল অন্ন-পান; ভোজনের পরে অতিরিক্ত পিষ্টান্নভোজন; উষ্ণার্ত্ত হইয়া দুধের সহিত এইসমস্ত দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন; সর্ষপতৈল ও ক্ষারপদার্থের সহিত সিদ্ধ রোহিণীক শাক বা কাণকপোতের মাংস,

কুলথকলাই, তিলবাঁটা, জাম বা ডেলোমাদ্দার সহ পক্ক শুক্তার সহিত অপক্ব দুগ্ধ; অথবা উষ্ণার্ত্ত হইয়া অধিকপরিমাণে অপক্ব দুগ্ধ পান; এইসমস্ত কারণের আচরণজন্য পিত্ত প্রকুপিত হয়, এবং রক্তও পরিমিত মাত্রা অপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এইরূপে রক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, প্রকুপিত পিত্ত সর্ব্বশরীরে অনুসরণ করিয়া, যখন যকৃৎ-প্লীহজাত রক্তবহ স্রোতঃসমূহের রক্তাভিষ্যন্দজন্য গুরুত্বপূর্ণ মুখে উপস্থিত হয়, তখনই সেই পিত্ত-কর্তৃক রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। সেই রক্তসংসর্গের জন্য, রক্তকে দূষিত করার জন্য, এবং রক্তের ন্যায় বর্ণ ও গন্ধ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পিত্তই রক্তপিত্ত নামে অভিহিত হয়।

তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা, অনন্নাভিলাষো ভুক্তস্য বিদাহঃ শুক্তাম্লগন্ধরসউদ্‌গারশ্ছর্দ্দেরভীক্ষ্ণাগমনং ছর্দ্দিতস্য বীভৎসতা স্বরভেদো গাত্রাণাং সদনং পরিদাহো মুখাদ্ ধূমাগম ইব লোহলোহিত-মৎস্যামগন্ধিত্বমিব চাস্যস্য, রক্তহরিতহারিদ্রত্বমঙ্গাবয়বশকৃন্মূত্রস্বেদলালা-সিংঙ্ঘাণকাস্যকর্ণমলপিচ্চড়িকাপিড়কানাং, অঙ্গবেদনা লোহিতনীলপীত-শ্যাবানামর্চ্চিষ্মতাং দৃষ্টানাঞ্চ রূপাণাং স্বপ্নে সন্দর্শনমভীক্ষ্ণমিতি লোহিত-পিত্তপূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি।

সেই রক্তপিত্তের এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ লক্ষিত হয়। যথা;—আহারে অনিচ্ছা, ভুক্ত-দ্রব্যের অম্লপাক, উদ্‌গারে শুক্তের ন্যায় অম্লগন্ধ-রস, বারংবার বমনবেগ, বান্ত পদার্থের বীভৎসতা; স্বরভঙ্গ, দেহের অবসন্নতা, অত্যন্ত দাহ, মুখ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় অনুভব, মুখে রক্ত গন্ধ বা রোহিত মৎস্যের ন্যায় আঁস্‌টে গন্ধ; অঙ্গাবয়ব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালা, সিঙ্ঘাণ (পোঁটা), মুখমল, কর্ণমল, পিচুটি ও উদ্‌গত পিড়কার হরিৎ বা হরিদ্রাবর্ণতা, অঙ্গবেদনা; এবং স্বপ্নে নীল, পীত বা শ্যাববর্ণ বিশিষ্ট উজ্জ্বল রূপের নিরন্তর দর্শন, এইসমস্ত লক্ষণ রক্তপিত্ত প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উপদ্রবাস্তু খলু নিয়তা দৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকশ্বাসকাসজ্বরাতিসার-শোষশোথপাণ্ডুরোগাঃ স্বরভেদশ্চ।

দুর্ব্বলতা, অরুচি, অপরিপাক, শ্বাস, কাস, জ্বর, অতিসার, শোষ, শোথ, পাণ্ডু, ও স্বরভঙ্গ, এই সমস্ত উপদ্রব রক্তপিত্তরোগে উপস্থিত হইয়া থাকে।

মার্গৌ পুনরস্য দ্বাবূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ। তদ্বহুশ্লেষ্মণি শরীরে শ্লেষ্মসংস-র্গাদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যমানং কর্ণনাসানেত্রাস্যেভ্যঃ প্রচ্যবতে। বহুবাতেতু শরীরে বাতসংসর্গাদধঃ প্রপদ্যমানং মূত্রপুরীষমার্গাভ্যাং প্রচ্যবতে। বহু-শ্লেষ্মবাতসংসর্গাদ্ দ্বাবপি মার্গৌ প্রতিপদ্যতে। তৌ মার্গৌ প্রতিপদ্য-মানং সর্ব্বেভ্য এব যথোক্তেভ্যঃ খেভ্যঃ প্রচ্যবতে শরীরস্য।

রক্তপিত্তের নির্গমনপথ দুইটি, ঊর্দ্ধ ও অধঃ। রোগীর শরীরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, শ্লেষ্মসংসর্গ জন্য রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধদেহে উত্থিত হইয়া, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু ও মুখ দিয়া নির্গত হয়। শরীরে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, বায়ুর সংসর্গজন্য রক্তপিত্ত অধোদেহে উপ-স্থিত হইয়া, মূত্রদ্বার ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। শরীরে বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়েরই

আধিক্য থাকিলে, সেই শ্লেষ্মা ও বায়ুর সংসর্গজন্য ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় পথে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পথদ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে।

তত্র যদূর্দ্ধমার্গং তৎ সাধ্যং, বিরেচনোপক্রমনীয়ত্বাদ্বহ্বৌষধত্বাচ্চ। যদধোমার্গং তদ্‌যাপ্যং, বমনোপক্রমনীয়ত্বাদল্পৌষধত্বাচ্চ। যদুভয়মার্গং তদসাধ্যং, বমনবিরেচনাযোগিত্বাদনৌষধত্বাচ্চ।

এই ত্রিবিধ মার্গভেদানুসারে যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগত, তাহা সাধ্য; যেহেতু বিরেচন ক্রিয়াদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, এবং তাহার ঔষধও বহুসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট আছে। যে রক্তপিত্ত অধোমার্গগত, তাহা যাপ্য; যেহেতু বমনক্রিয়া দ্বারা তাহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য, এবং তাহার ঔষধ সংখ্যাও অল্প। আর যে রক্তপিত্ত উভয়মার্গগত, তাহা অসাধ্য; যেহেতু তাহা বিরুদ্ধচিকিৎসাজন্য বমন-বিরেচন উভয় ক্রিয়ারই অযোগ্য, সুতরাং তাহার উপযুক্ত ঔষধও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

রক্তপিত্তপ্রকোপস্তু খলু পুরা দক্ষযজ্ঞধ্বংসে রুদ্রকোপামর্ষপ্রভবাগ্নিনা প্রাণিনাং পরিগতশরীরপ্রাণানামভূজ্জ্বরমনু।

পুরাকালে দক্ষযজ্ঞধ্বংসের সময়ে, রুদ্রনিশ্বাস হইতে জ্বর উৎপন্ন হওয়ার পরে, তাঁহার কোপাগ্নি হইতে এই রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া প্রাণিগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

তস্যাশুকারিণোদাবাগ্নেরিবাপতিতস্যাত্যয়িকস্যাশু প্রশান্ত্যৈ প্রযতিতব্যং, মাত্রাং দেশং কালঞ্চাভিসমীক্ষ্য সন্তর্পণেনাপতর্পণেন বা মৃদুমধুরশিশিরতিক্তকষায়ৈরভ্যবহার্য্যৈঃ প্রদেহপরিষেকাবগাহসংস্পর্শৈর্বমনাদ্যৈর্ব্বা তত্রাবহিতেনেতি।

এই রক্তপিত্তরোগ দাবাগ্নির ন্যায় আশুকারী ও অনিষ্টকারক; অতএব ইহা উৎপন্ন হইবামাত্র, মাত্রা, দেশ ও কাল বিবেচনা পূর্ব্বক, সন্তর্পণ বা অপতর্পণ ক্রিয়া; মৃদু মধুর, শীতল, তিক্ত ও কষায় পানাহার; প্রলেপ, পরিষেক, অবগাহন, শীতল দ্রব্যাদির স্পর্শন, এবং বমনবিরেচনাদিদ্বারা সাবধানে চিকিৎসা করিয়া, প্রশমিত করিবার যত্ন করিবে।

ভবন্তি চাত্র।

সাধ্যং লোহিতপিত্তং তদ্ যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে।
বিরেচনস্য যোগিত্বাদ্বহুত্বাদ্ভেষজস্য চ॥
বিরেচনং হি পিত্তস্য জয়ার্থে পরমৌষধম্।
যশ্চ তত্রানুগঃ শ্লেষ্মা তস্যচানধমং স্মৃতম্॥
ভবেদ্যোগাবহং তত্র কষায়ং তিক্তমেবচ।
তস্মাৎ সাধ্যতমং রক্তং যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে॥

যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগত হয়, তাহা বিরেচনসাধ্য এবং তাহার বহুবিধ ঔষধ কল্পনা করা যায় বলিয়া, সেই রক্তপিত্ত সাধ্য। যেহেতু বিরেচন পিত্তনাশের জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ, এবং সেই পিত্তের সহিত যে শ্লেষ্মা সংসৃষ্ট থাকে তাহারও অনুপকারী নহে। কষায় ও তিক্তসংযুক্ত ঔষধ এই রক্তপিত্তে বিবিধ কল্পনায় প্রয়োগ করা যায়। অতএব ঊর্দ্ধমার্গগত রক্তপিত্ত সাধ্যতম।

রক্তস্তু যদধোভাগং তদ্‌যাপ্যমিতি নিশ্চয়ঃ।
বমনস্যাল্পযোগিত্বাদল্পত্বাদ্ ভেষজস্য চ ॥
বমনং হি ন পিত্তস্য জয়ার্থে পরমৌষধম্।
যশ্চ তত্রানুগোবায়ুস্তচ্ছান্তৌ চাবরং স্মৃতম্ ॥
স্যাচ্চ যোগাবহং তত্র মধুরঞ্চৈব ভেষজম্।
তস্মাদ্ যাপ্যং সমাখ্যাতং যদ্রক্তমনুলোমগম্ ॥

অধোমার্গগত রক্তপিত্ত যাপ্য ; কারণ ইহা বমনক্রিয়াসাধ্য, এবং ইহার ঔষধও অল্প। বমন, পিত্তশান্তির জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ নহে, এবং সেই পিত্তের সহিত যে বায়ু অনুগত থাকে, তাহারও কোন উপকার করেনা। ইহাতে একমাত্র মধুররসযুক্ত ঔষধ বিবিধ কল্পনায় প্রয়োগ করিতে হয়, সুতরাং ইহা যাপ্য।

রক্তপিত্তস্তু যন্মার্গৌ দ্বাবপি প্রতিপদ্যতে।
অসাধ্যমিতি তজ্‌জ্ঞেয়ং পূর্ব্বোক্তাদেব কারণাৎ ॥
ন হি সংশোধনং কিঞ্চিদস্যাস্তি প্রতিমার্গগম্।
প্রতিমার্গঞ্চ হরণং রক্তপিত্তে বিধীয়তে ॥
এবমেবোপশমনং সর্ব্বশো নাস্য বিদ্যতে।
সংসৃষ্টেষু হি দোষেষু সর্ব্বজিৎ শমনং মতম্ ॥
ইত্যুক্তং ত্রিবিধোদর্কং রক্তং মার্গবিশেষতঃ ॥

যে রক্তপিত্ত উভয়মার্গগত, তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারেই অসাধ্য। যেহেতু ইহাতে প্রতিমার্গগত কোন সংশোধনের (বমন-বিরেচনের) ব্যবস্থা করা যায় না ; কিন্তু রক্তপিত্তে প্রতিমার্গ-সংশোধনই বিহিত। মিলিত দোষে সকল দোষেরই উপশম করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে তদ্রূপ কোন ঔষধের উপদেশ পাওয়া যায় না। এইরূপে মার্গভেদানুসারে ত্রিবিধ রক্তপিত্তের বিবরণ বিবৃত হইল।

এভ্যস্তু খলু হেতুভ্যঃ কিঞ্চিৎ সাধ্যং ন সিধ্যতি।
প্রেষ্যোপকরণাভাবাদ্ দৌরাত্ম্যাদ্ বৈদ্যদোষতঃ ॥
অকর্ম্মতশ্চ সাধ্যত্বং কশ্চিদ্রোগোঽতিবর্ত্ততে।
তত্রাসাধ্যত্বমেকং স্যাৎ সাধ্যযাপ্যপরিক্রমাৎ ॥

পরিচারক ও উপকরণের অভাব, রোগীর স্বেচ্ছাচারিতা, বৈদ্যদোষ, এবং যথাকালে চিকিৎসা না হওয়া, এই কয়েকটি কারণে সাধ্য রোগও অসাধ্য হইয়া থাকে। এখানে অসাধ্য শব্দে, যাহা সাধ্যত্ব ও যাপ্যত্ব এই উভয় ধর্ম্ম অতিক্রম করে, তাহাই বুঝিতে হইবে।

রক্তপিত্তস্য বিজ্ঞানমিদং তস্যোপদেক্ষ্যতে।
যৎ কৃষ্ণমথবা নীলং যদ্বা শক্রধনুঃপ্রভম্।
রক্তপিত্তমসাধ্যং স্যাদ্বাসসো রঞ্জনঞ্চ যৎ ॥

ভৃশং পূত্যতিমাত্রং চ সর্ব্বোপদ্রববচ্চ যৎ।
বলমাংসক্ষয়ে যচ্চ তচ্চ রক্তমসিদ্ধিমৎ॥
যেন চোপহতো রক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ।
পশ্যেদ্দৃশ্যং বিয়চ্চাপি তচ্চাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
তত্রাসাধ্যং পরিত্যজ্য যাপ্যং যত্নেন যাপয়েৎ।
সাধ্যঞ্চাবহিতঃ সিদ্ধৈর্ভেষজৈঃ সাধয়েদ্ ভিষক্॥

অতঃপর অসাধ্য রক্তপিত্তের বিজ্ঞান জন্য কতকগুলি লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে রক্ত-পিত্তে কৃষ্ণ, নীল বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণযুক্ত রক্ত নিঃসৃত হয়; যে রক্তপিত্তের রক্ত বস্ত্রে লাগিলে, তাহা উঠিয়া যায়না; যাহাতে অত্যন্ত পূতিগন্ধযুক্ত বা অধিক পরিমিত রক্ত নির্গত হয়; যাহাতে সমুদায় উপদ্রব প্রকাশ পায়, এবং যাহাতে বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই রক্তপিত্ত অসাধ্য। যে রক্তপিত্তরোগী সমুদায় দৃশ্য পদার্থ ও আকাশ রক্তবর্ণ দেখে, তাহাও অসাধ্য। এই সমস্ত রক্তপিত্তের মধ্যে যাহা অসাধ্য তাহার প্রত্যাখ্যান করিবে, যাপ্য রোগ যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় যত্ন পূর্ব্বক তাহার চেষ্টা করিবে, এবং সাধ্য রোগের সিদ্ধফল ঔষধ দ্বারা সাবধানে চিকিৎসা করিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

কারণং নাম নির্বৃত্তিং পূর্ব্বরূপাণ্যুপদ্রবান্।
মার্গৌ দোষানুবন্ধঞ্চ সাধ্যত্বং ন চ হেতুমৎ॥
নিদানে রক্তপিত্তস্য ব্যাজহার পুনর্ব্বসুঃ।
বীতমোহরজোদোষলোভমানমদস্পৃহঃ॥

রক্তপিত্ত রোগের কারণ, নাম, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, উপদ্রব, রক্তপিত্তনির্গমের মার্গদ্বয়, দোষের অনুবন্ধ, সাধ্যতা, অসাধ্যতা ও তাহার কারণ প্রভৃতি বিষয় এই নিদান স্থানে, মোহ, রজোদোষ, লোভ, অভিমান, অহঙ্কার ও স্পৃহাদি পরিশূন্য পুনর্ব্বসু ঋষি বিবৃত করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
রক্তপিত্তনিদানং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
রক্তপিত্তনিদান নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গুল্মনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা গুল্মনিদান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু পঞ্চ গুল্মা ভবন্তি। তদ্যথা বাতগুল্মঃ পিত্তগুল্মঃ শ্লেষ্ম-গুল্মো নিচয়গুল্মঃ শোণিতগুল্মশ্চেতি।

গুল্ম পাঁচপ্রকার; যথা বাতগুল্ম, পিত্তগুল্ম, শ্লেষ্মগুল্ম, সন্নিপাতজ গুল্ম ও রক্তগুল্ম।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ, কথমিহ ভগবন্ পঞ্চানাং গুল্মানাং বিশেষমভিজানীমহে, নহ্যবিশেষবিদ্রোগাণামৌষধবিদপি ভিষক্ প্রশমনসমর্থো ভবতীতি।

ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পাঁচপ্রকার গুল্মের পার্থক্য কিরূপে জানিতে পারিব? রোগের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ না জানিলে, ঔষধজ্ঞান থাকিলেও সে রোগের উপশম করিতে পারা যায় না।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ, সমুত্থানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবেদনোপশয়বিশে-ষেভ্যো বিশেষবিজ্ঞানং গুল্মানাং ভবতি অন্যেষাঞ্চ রোগাণামগ্নিবেশ! তত্র তাবদ্ গুল্মেষচ্যমানং নিবোধ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! নিদান, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, বেদনা, ও উপশয়ের পার্থক্য দ্বারা গুল্মের এবং অন্যান্য রোগেরও বিভিন্নতা জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে সম্প্রতি গুল্মের বিষয় বলিতেছি, মনোযোগ কর।

যদা পুরুষো বাতলো বিশেষেণ জ্বরবমনবিরেচনাতিসারান্যতমকর্ষ-ণেন কর্ষিতো বাতলমাহারমাহরেৎ শীতং বা বিশেষেণাতিমাত্রমস্নেহপূর্ব্বে বা বমনবিরেচনে পিবত্যনুদীর্ণাং বা ছর্দ্দিমুদীরয়ত্যুদীর্ণান্ বাতমূত্রপুরীষ-বেগান্ রুণদ্ধি, অত্যশিতো বা পিবতি নবোদকমতিমাত্রমতিসংক্ষো-ভিণা বা যানেন যাতি, অতিব্যবায়ব্যায়ামমদ্যশোকরুচির্বাভিঘাতমৃচ্ছতি বা, বিষমাশনশয়নাসনস্থানচংক্রমণসেবী বা ভবতি, অন্যদ্বা কিঞ্চিদেবং-বিধমতিমাত্রং ব্যায়ামজাতমারভতে, তস্যাপচারাদ্ বায়ুঃ প্রকোপমাপ-দ্যতে। স প্রকুপিতো বায়ুর্মহাস্রোতোঽনুপ্রবিশ্য রৌক্ষ্যাৎ কঠিনী-ভূতমাপ্লুত্য পিণ্ডিতোঽবস্থানং কুরুতে হৃদি বস্তৌ পার্শ্বয়োর্নাভ্যাং বা, স শূলমুপজনয়তি গ্রন্থীংশ্চানেকবিধান্, পিণ্ডিতশ্চাবতিষ্ঠতে, স পিণ্ডি-তত্বাদ্ গুল্ম ইত্যভিধীয়তে।

জ্বর, বমন, বিরেচন ও অতিসার প্রভৃতি কৃশতাকারক কারণসমূহদ্বারা কর্ষিত ব্যক্তি, যখন বাতবর্দ্ধক বা শীতল ভোজ্য অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করে, স্নেহপান না করিয়া বমন বা বিরেচনকারক ঔষধ সেবন করে, বমনবেগ উপস্থিত না হইতে বমনের চেষ্টা করে, মল, মূত্র ও বায়ুর উপস্থিত বেগের রোধ করে, অতিভোজনের পরে অতিমাত্রায় নূতন জল পান করে, অত্যন্ত সংক্ষোভকারক যানে আরোহণ করে; মৈথুন, পরিশ্রম, মদ্যপান, বা শোকে অত্যন্ত আসক্ত হয়, কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হয়, অথবা ভোজন, শয়ন, উপবেশন, অবস্থিতি, ও ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার বিষমভাবে আচরণ করে, কিংবা এইরূপ অন্য কোন

প্রকার ব্যায়ামাদি করে, তবে তাহার ঐ সমস্ত অপকার জন্য বায়ু প্রকুপিত হয়। সেই কুপিত বায়ু মহাস্রোতঃসমূহে প্রবেশ পূর্ব্বক, স্বকীয় রুক্ষগুণজন্য তাহাকে কঠিন ও আবৃত করিয়া পিণ্ডাকারে অবস্থিত হয়, এবং হৃদয়, বস্তি, পার্শ্বদ্বয় বা নাভিতে বেদনাযুক্ত নানাপ্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। তৎকালে স্বয়ংও পিণ্ডিতরূপে অবস্থিত থাকে। এইরূপ পিণ্ডিত থাকার জন্য তাহা গুল্ম নামে অভিহিত হয়।

স মুহুরাধ্মাতি, মুহুরল্পত্বমাপদ্যতেঽনিয়তবিপুলাণুবেদনশ্চ ভবতি। চলত্বাদ্বায়োশ্চ মুহুঃ পিপীলিকা-সংপ্রচার ইবাঙ্গেষু, তোদভেদস্ফুরণায়ামসঙ্কোচসুপ্তিহর্ষপ্রলয়োদয়-বহুলঃ, তদাতুরশ্চ সূচ্যেব শঙ্কুনেবাতিসংবিদ্ধমাত্মানং মন্যতে। অপিচ দিবসান্তে জর্য্যতে শুষ্যতি চাস্যাস্যমুচ্ছ্বাসশ্চোপরুধ্যতে হৃষ্যন্তি চাস্য রোমাণি। বেদনায়াশ্চ প্রাদুর্ভাবে প্লীহাটোপান্ত্রকূজনাবিপাকোদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দ-মন্যাশিরঃ-শঙ্খশূল-ব্রধ্নরোগাশ্চৈনমুপদ্রবন্তি। কৃষ্ণারুণপরুষত্বঙ্নখনয়নবদনমূত্রপুরীষশ্চ ভবতি। নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরতে ইতি বাতগুল্মঃ।

এইরূপে গুল্ম উৎপন্ন হইয়া, যে গুল্ম মুহুর্মুহুঃ অকারণে বর্দ্ধিত বা ক্ষীণ হইয়া যায়, বায়ুর চঞ্চলতা জন্য যাহাতে অঙ্গে পিপীলিকাসঞ্চরণের ন্যায় অনুভব হয়, যাহাতে সূচীবেধবৎ বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় যাতনা হয়; স্ফুরণ, বিস্তৃতি, সঙ্কোচ, স্পর্শশক্তির হানি, ও রোমহর্ষ, প্রভৃতির বারংবার উৎপত্তি ও লয় হইতে দেখা যায়, এবং যে গুল্মে রোগী আপনাকে সূচী বা শঙ্কুদ্বারা সংবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভব করে, অপরাহ্নে ও ভুক্তপদার্থ জীর্ণ হইলে তাহার মুখশোষ উপস্থিত হয়, নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আইসে, রোমহর্ষ হইতে থাকে; বেদনা উপস্থিত হইলে, প্লীহা, উদরে সবেদন গুর্গুর্ শব্দ, অন্ত্রকূজন, অপরিপাক, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, মন্যা মস্তক ও শঙ্খদেশে বেদনা, এবং ব্রধ্ন রোগ, এই সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়; ত্বক্ নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও পুরীষ, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও কর্কশ হয়; এবং বাতবর্দ্ধক কারণসমূহ দ্বারা রোগের বৃদ্ধি ও তদ্বিপরীত ব্যবহারে রোগের হ্রাস হয়, তাহাকে বাতগুল্ম কহে।

তৈরেব তু কর্ষণৈঃ কর্ষিতস্যাম্ললবণকটুক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণশুক্তব্যাপন্নমদ্যহরিতফলাম্লানাং বিদাহিনাঞ্চ শাকধান্যমাংসাদীনামুপযোগাদজীর্ণাধ্যশনাৎ রৌক্ষ্যানুগতে চামাশয়ে বমনবিরেচনমতিবেলং সন্ধারণম্ বাতাতপৌ চাতিসেবমানস্য পিত্তং সহ মারুতেন প্রকোপমাপদ্যতে। তৎ প্রকুপিতং মারুত আমাশয়ৈকদেশে সংবর্ত্ত্য তানেব বেদনাপ্রকারানুপজনয়তি য উক্তা বাতগুল্মে। পিত্তং ত্বেনং বিদহতি, কুক্ষৌ হৃদ্যুরসি কণ্ঠে বা বিদহ্যমানঃ সধূমমিবোদ্গারমুদ্গিরত্যম্লান্বিতম্। গুল্মাবকাশশ্চাস্য দহ্যতে দূয়তে ধূপ্যত্যূষ্মায়তে স্বিদ্যতি ক্লিদ্যতি মৃদুশিথিল ইব স্পর্শাসহোঽল্পরোমাঞ্চো ভবতি। জ্বরভ্রমদবথুপিপাসাগলতালুমুখশোষপ্রমোহবিড্ভেদাশ্চৈনমুপদ্রবন্তি। হরিতহারিদ্রত্বঙ্নখনয়নবদনমূত্রপুরী-

যশ্চ ভবতি। নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি পিত্তগুল্মঃ।

পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহদ্বারা কর্ষিত ব্যক্তি, যদি অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষারপদার্থ, উষ্ণবীর্য্য বা তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য; শুক্ত ব্যাপন্ন মদ্য, কাঁচা অম্ল ফল, বিদাহী দ্রব্য, শাক বা ধবজ মাংসাদি ভোজন করে, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে বা ভোজনের পরেই পুনর্ব্বার ভোজন করে, কিংবা তাহার আমাশয় রুক্ষানুগত হয়, বা বমন বিরেচন অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়, অথবা সেই ব্যক্তি যদি মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করে. বা বায়ু ও আতপ অধিক পরিমাণে সেবন করে, তবে তাহার বাতানুগত পিত্ত প্রকুপিত হয়। বায়ু সেই প্রকুপিত পিত্তকে আমাশয়ের একদেশে পিণ্ডিত করিয়া, বাতগুল্মোক্ত বেদনাসমূহ উৎপাদন করে। আর পিত্ত, কুক্ষি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশে জ্বালা উৎপাদন করে, তাহাতে রোগী ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা অনুভব করে, ও অম্লরসযুক্ত উদ্গার উদ্গীরণ করিতে থাকে; গুল্মস্থানে দাহ, অগ্নিতপ্তের ন্যায় অথবা ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা ও সন্তাপ হয়, সেই স্থান স্বিন্ন, ক্লিন্ন, মৃদু, শিথিলবৎ, স্পর্শাসহ, ও অল্প রোমাঞ্চযুক্ত হয়; জ্বর, ভ্রম, সন্তাপ, পিপাসা, কণ্ঠ, তালু ও মুখের শোষ, মোহ, ও মলভেদ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়; ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও পুরীষ হরিত বা হরিদ্রাবর্ণ হয়; এবং পিত্তবর্দ্ধক কারণের উপসেবাদ্বারা রোগের বৃদ্ধি ও তদ্বিপরীত ব্যবহারে রোগের উপশম হইয়া থাকে। ইহার নাম পিত্তগুল্ম।

তৈরেব তু কর্ষণৈঃ কর্ষিতস্যাত্যশনাদতিস্নিগ্ধগুরুমধুরশীতাশনাৎ পিষ্টেক্ষুক্ষীরতিলমাষগুড়বিকৃতিসেবনাৎ মদ্যাতিপানাদ্ধরিতকাতিপ্রণয়নাৎ আনূপৌদকগ্রাম্যমাংসাতিভক্ষণাৎ সন্ধারণাদতিসৌহিত্যস্য চাতিপ্রগাঢ়মুদকপানাৎ সংক্ষোভাদ্বা শরীরস্য শ্লেষ্মা সহ মারুতেন প্রকোপমাপদ্যতে। তং প্রকুপিতং মারুত আমাশয়ৈকদেশে সংবর্ত্ত্য তানেব বেদনাপ্রকারানুপজনয়তি য উক্তা বাতগুল্মে। শ্লেষ্মা ত্বস্য শীতজ্বরারোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দহর্ষহৃদ্রোগচ্ছর্দ্দিনিদ্রালস্যস্তৈমিত্যগৌরবশিরোঽভিতাপানুপজনয়তি। অপিচ গুল্মস্য স্থৈর্য্যগৌরবকাঠিন্যাবগাঢ়সুপ্ততাশ্চ। তথা কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়ান্ রাজযক্ষ্মাণঞ্চাতিবৃদ্ধঃ শ্বৈত্যঞ্চ ত্বঙ্নখনয়নবদনমূত্রপুরীষেষূপজনয়তি, নিদানোক্তানি চাস্যনোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরতে ইতি শ্লেষ্মগুল্মঃ।

পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহদ্বারা কর্ষিত ব্যক্তি, অতিভোজন করিলে, অথবা অতিশয় স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মধুর, শীতল দ্রব্য, পিষ্টক, ইক্ষুবিকার, তিল, মাষকলাই ও গুড়বিকৃতি পদার্থ ভোজন করিলে, অতিশয় মদ্য পান করিলে, অতিরিক্ত শাক-তরকারী খাইলে, জলজ ও গ্রাম্য মাংস অধিক ভোজন করিলে, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে, অতিভোজনের পরে অতিরিক্ত জলপান বা শরীর সংক্ষুব্ধ করিলে, তাহার বাতানুগত শ্লেষ্মা প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। বায়ু সেই প্রকুপিত শ্লেষ্মাকে আমাশয়ের একদেশে পিণ্ডিত করিয়া, বাতগুল্মোক্ত বেদনা সমূহ উৎপাদন করে। আর শ্লেষ্মা তাহাতে শীতজ্বর, অরুচি, অপরিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, রোমহর্ষ, হৃদ্রোগ, বমন, নিদ্রা, আলস্য, শরীরে ভারবোধ, সিক্তবস্ত্রাচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, ও মস্তকে

তাপ জন্মায়। ইহাতে গুল্মের স্থিরত্ব, গুরুতা, গভীরতা ও স্পর্শশক্তির হানি হয়; কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, অতিবর্দ্ধিত হইলে রাজযক্ষ্মা; ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও পুরীষের শ্বেত-বর্ণতা, এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক কারণের উপসেবাদ্বারা রোগের বৃদ্ধি ও তদ্বিপরীত ব্যবহারে রোগের উপশম হইয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মগুল্ম নামে অভিহিত।

ত্রিদোষহেতুলিঙ্গসন্নিপাতে তু সান্নিপাতিকং গুল্মমুপদিশন্তি কুশলাঃ। স বিরুদ্ধোপক্রমত্বাৎ অসাধ্যো নিচয়গুল্মঃ।

ত্রিদোষের নিদান ও লক্ষণের সংমিশ্রণে যে গুল্ম জন্মে, পণ্ডিতগণ তাহাকে সান্নিপাতিক গুল্ম বলেন। এই সন্নিপাতজ গুল্ম বিরুদ্ধচিকিৎস্য অর্থাৎ একদোষের শান্তি করিতে অপর দোষ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া অসাধ্য।

শোণিতগুল্মস্তু খলু স্ত্রিয়া এব ভবতি ন পুরুষস্য, গর্ভকোষ্ঠার্ত্তবাগ-মনবৈশেষ্যাৎ। পারতন্ত্র্যাদবৈশারদ্যাৎ সততমুপচারানুরোধাদ্ বেগানু-দীর্ণানুপরুন্ধন্ত্যাঃ, আমগর্ভে বাপ্যচিরপতিতে অথাপ্যচিরপ্রজাতায়া ঋতৌ বা বাতপ্রকোপণান্যাসেবমানায়াঃ, ক্ষিপ্রং বাতঃ প্রকোপমাপ-দ্যতে। স প্রকুপিতো যোন্যা মুখমনুপ্রবিশ্যার্ত্তবমুপরুণদ্ধি। মাসে মাসে তদার্ত্তবমুপরুধ্যমানং কুক্ষিমভিবর্দ্ধয়তি, তস্যাঃ শূলকাসাতিসার-ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দনিদ্রালস্যস্তৈমিত্যকফপ্রসেকাঃ সমুপজায়ন্তে। স্তনয়োশ্চ স্তন্যং, ওষ্ঠয়োঃ স্তনমণ্ডলয়োশ্চ কার্ষ্ণ্যং অত্যর্থং গ্লানিশ্চক্ষু-ষোর্মূর্চ্ছা হৃল্লাসো দোহদঃ, শ্বয়থুশ্চ পাদয়োঃ, ঈষচ্চোদ্গমোরোমরাজ্যা যোন্যাশ্চাটালত্বমপিচ যোন্যা দৌর্গন্ধ্যমাস্রাবশ্চোপজায়তে। কেবল-শ্চাস্যা গুল্মঃ পিণ্ডিত এব স্পন্দতে। তামগর্ভাং গর্ভিণীমিত্যাহুর্মূঢ়াঃ।

রক্তগুল্ম কেবল স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে, পুরুষের হয় না; যেহেতু গর্ভকোষ্ঠ হইতে রজো-নির্গম স্ত্রীদিগেরই হয়। স্ত্রীগণ পরাধীনতা, অপ্রতিভতা, বা সর্ব্বদা বিবিধকার্য্যের অনুরোধ বশতঃ মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগ নীরোধ করিলে, অথবা অপক্ক গর্ভপাতের অব্যবহিত পরে, সদ্যঃপ্রসবের পরে বা ঋতুকালে বাতবর্দ্ধক আহারাদি সেবন করিলে, শীঘ্রই তাহার বায়ু প্রকুপিত হয় সেই প্রকুপিত বায়ু যোনিমুখে প্রবেশ করিয়া রজোরোধ করে। সেই নিরুদ্ধ রক্তঃ প্রতিমাসে সঞ্চিত হইয়া কুক্ষি বর্দ্ধিত করে। তাহাতে তাহার শূল, কাস, অতিসার, বমন, অরুচি, অপরিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, নিদ্রা, আলস্য, আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, ও কফস্রাব উপস্থিত হয়, এবং স্তনদ্বয়ে স্তন্যসঞ্চয়, ওষ্ঠ ও স্তন মণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণতা, চক্ষুর্দ্বয়ে অত্যন্ত গ্লানি, মূর্চ্ছা, হৃল্লাস, গর্ভকালের ন্যায় বিবিধ অভিলাষ, পাদদ্বয়ে শোথ, রোমরাজীর ঈষৎ উদ্গতি, যোনিতে দুর্গন্ধ ও যোনিস্রাব হইয়া থাকে। ইহাতে সম্পূর্ণ গুল্ম পিণ্ডাকারে স্পন্দিত হয়; অর্থাৎ কুক্ষিমধ্যে গর্ভ থাকিলে যেরূপ গর্ভের অবয়ববিশেষ স্পন্দিত হয়, ইহাতে তাহা না হইয়া, একটি সম্পূর্ণ পিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে। এই গর্ভহীনা রোগিণীকে মূর্খগণ গর্ভিণী বলিয়া মনে করে।

এষান্তু খলু পঞ্চানাং গুল্মানাং প্রাগভিনির্ব্বৃত্তেরিমানি পূর্ব্বরূপাণি। তদ্ যথা—অনন্নাভিলষণমরোচকাবিপাকবহ্নিবৈষম্যং বিদাহো ভুক্তস্য

পাককালে চাযুক্ত্যা ছর্দ্দ্যুদ্গারৌ, বাতমূত্রপুরীষবেগানাং প্রাদুর্ভূতানাঞ্চাপ্রবৃত্তিরীষদাগমনং বা, শূলাটোপান্ত্রকূজনপরিহর্ষণাতিবৃত্তপুরীষতাং, অবুভুক্ষা দৌর্ব্বল্যং সৌহিত্যস্য চাসহত্বমিতি গুল্মপূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি।

এই পঞ্চবিধ গুল্ম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইয়া। যথা,—ভোজনে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক, জঠরাগ্নির বিষমতা, বিদাহ, ভুক্তপদার্থের পরিপাক-কালে বমন ও উদ্গার; বায়ু মূত্র ও মলের বেগের প্রাদুর্ভাব কিন্তু তাহাদের অনির্গম বা ঈষৎ নির্গম, শূল, সম্বেদন গুরগুর শব্দ, অন্ত্রকূজন, গুট্‌লে মলসঞ্চয়, অক্ষুধা, দুর্ব্বলতা, এবং উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিলে কষ্টবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ গুল্মরোগের পূর্ব্বরূপ।

সর্ব্বেষু খল্বেতেষু গুল্মেষু কশ্চিন্ন বাতাদৃতে ভবতি গুল্মঃ। তেষাং সান্নিপাতিকমসাধ্যং জ্ঞাত্বা নৈবোপক্রমেত। একদোষজেতু যথাস্বমারম্ভং প্রণয়েৎ সংসৃষ্টাংস্তু সাধারণেন কর্ম্মণোপচরেৎ। যচ্চান্যদপ্যবিরুদ্ধং মন্যেত, তদপ্যবচারয়েদ্ বিভজ্য গুরুলাঘবমুপদ্রবাণাং, সমীক্ষ্য গুরূনুপদ্রবাংস্ত্বরমাণশ্চিকিৎসেৎ, জঘন্যমিতরাং স্ত্বরমাণশ্চ।

এই সমস্ত গুল্মের মধ্যে কোন গুল্মই বায়ুপ্রকোপ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। তাহাদের মধ্যে সান্নিপাতিক গুল্ম অসাধ্য, সুতরাং তাহার চিকিৎসা করিবে না। একদোষজ গুল্মে সেই সেই দোষনাশক এবং দ্বিদোষজ গুল্মে দ্বিদোষনাশক চিকিৎসা দ্বারা প্রতিকার করিবে। ইহা ভিন্ন যে সকল ক্রিয়া অবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে, উপদ্রবসমূহের গুরু লাঘব বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাও প্রয়োগ করিবে। উপদ্রবসমূহের মধ্যে যে উপদ্রব প্রবল, অবিলম্বে প্রথমতঃ তাহার চিকিৎসা করিয়া, অন্যান্য উপদ্রবের নিবারণ করিতে হইবে।

বিশেষমনুপলভমানো গুল্মেষ্বাত্যয়িকে কর্ম্মণি বাতচিকিৎসিতং প্রণয়েৎ। স্নেহস্বেদৌ বাতহরৌ স্নেহোপসংহিতঞ্চ মৃদুবিরেচনং বস্তীংশ্চাম্ললবণমধুরাংশ্চ রসান্ যুক্ত্যাবচারয়েৎ। মারুতে হ্যুপশান্তে স্বল্পেনাপি যত্নেন শক্যোঽন্যোপি দোষোনিয়ন্তুং গুল্মেষ্বিতি॥

গুল্মে দোষভেদের লক্ষণ লক্ষিত না হইলে, এবং সেই গুল্ম দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে, তাহাতে কেবল বায়ুর চিকিৎসা করিবে। বায়ুনাশক স্নেহ, স্বেদ, স্নেহমিশ্রিত মৃদুবিরেচন ও বস্তি, এবং অম্ল লবণ ও মধুর রসযুক্ত পদার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। এইরূপে বায়ু প্রশমিত হইলে, গুল্মের অন্যদোষ অল্পযত্নেই প্রশমিত করা যায়।

ভবতি চাত্র।

গুল্মিনামনিলশান্তিরুপায়ৈঃ সর্ব্বশো বিধিবদাচরিতব্যা।
মারুতে হ্যবজিতেঽন্যমুদীর্ণং দোষমল্পমপি কর্ম্ম নিহন্যাৎ॥

পূর্ব্বোক্ত উপায় সমূহদ্বারা গুল্মরোগীর প্রথমেই বায়ুশান্তি করা আবশ্যক। যেহেতু বায়ু প্রশমিত হইলে, উদ্রিক্ত অন্য দোষ, অল্প প্রতিক্রিয়াদ্বারাই নিবারিত হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকঃ।

সংখ্যা নিমিত্তং রূপাণি পূর্ব্বরূপমথাপিচ।
দৃষ্টং নিদানে গুল্মানামেকদেশশ্চ কর্ম্মণামিতি ॥

গুল্মের সংখ্যা, নিদান, পূর্ব্বরূপ, ও চিকিৎসার একদেশ, এই গুল্মনিদানে কথিত হইল।

অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
গুল্মনিদানং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
গুল্মনিদান নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা প্রমেহ-নিদান ব্যাখ্যা করিব।

ত্রিদোষপ্রকোপনিমিত্তা বিংশতিঃ প্রমেহা ভবন্তি, বিকারাশ্চাপরেঽপরিসঙ্খ্যেয়াঃ। তত্র যথা ত্রিদোষপ্রকোপস্তু প্রমেহানভিনির্বর্ত্তয়তি তথানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

তিনদোষের প্রকোপ হইতে বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ, এবং অন্যান্য অসংখ্য বিকার উৎপন্ন হয়। প্রকুপিত ত্রিদোষ যেরূপে প্রমেহ রোগ উৎপাদন করে, তাহা বলিতেছি।

ইহ খলু নিদানদোষদূষ্যবিশেষেভ্যো বিকারাণাং বিঘাতভাবাভাবভাবপ্রতিবিশেষা ভবন্তি। যদা হ্যেতে ত্রয়ো নিদানাদিবিশেষাঃ পরস্পরং নানুবধ্নন্তি ন তদা বিকারাভিনির্বৃত্তির্ভবতি। অথাপ্রকর্ষাদবলীয়াংসো বানুবধ্নন্তি, ন তদা বিকারাভিনির্বৃত্তির্ভবতি, চিরাদ্বাপ্যভিনির্ব্বর্ত্তন্তে, তনবো বা ভবন্ত্যথবাঽযথোক্তসর্ব্বলিঙ্গাঃ, বিপর্য্যয়ে বিপরীতাঃ। ইতি সর্ব্ববিকারবিঘাতভাবাভাবভাবপ্রতিবিশেষাভিনির্বৃত্তিহেতুর্ভবত্যুক্তঃ।

নিদান দোষ ও দূষ্যের সংযোগবিশেষানুসারে রোগসমূহের অনুৎপত্তি, অল্প উৎপত্তি, অথবা সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে। নিদান, দোষ ও দূষ্য, এই তিনের পরস্পর অনুবন্ধ না হইলে রোগের উৎপত্তি হয় না; ইহারা দুর্ব্বলভাবে অথবা অসম্পূর্ণরূপে অনুবন্ধ হইলেও রোগ উৎপন্ন হয়, কিংবা অল্প লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উৎপন্ন হয়; ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ নিদান দোষও দূষ্যের পরস্পর সম্পূর্ণরূপে অনুবন্ধ হইলে, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমুদায় রোগের অনুৎপত্তি, অল্পোৎপত্তি বা সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তির কারণ এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে।

তত্রেমে ত্রয়ো নিদানাদিবিশেষাঃ শ্লেষ্মনিমিত্তানাং প্রমেহাণামাশুভি-নির্ব্বৃত্তিকরা ভবন্তি, তদ্ যথা হায়নকযবকচীনকোদ্দালকনৈষধেৎকট-মুকুন্দক-মহাব্রীহিপ্রমোদকসুগন্ধকানাং নবান্নানামতিবেলমতিপ্রমাণেন চোপযোগঃ, তথা সর্পিষ্মতাং নবহরেণুমাষসূপ্যানাং গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ মাংসানাং শাকতিলপললপিষ্টান্নপায়সকৃশরবিলেপীক্ষুবিকারাণাং ক্ষীরমন্দকদধিদ্রবমধুরতরুণপ্রায়াণামপ্যুপযোগঃ, মৃজাব্যায়ামবর্জ্জনং, স্বপ্নশয়নাসনপ্রসঙ্গো যঃ কশ্চিদ্বিধিরন্যোঽপি শ্লেষ্মমেদোমূত্রজননঃ স সর্ব্বো নিদানবিশেষঃ। বহুদ্রবঃ শ্লেষ্মা দোষবিশেষো, বহুবদ্ধং মেদো মাংসং শরীরজক্লেদঃ শুক্রম্ শোণিতং বসা মজ্জা লসীকা রসশ্চৌজ ইতি সংখ্যাতা দূষ্যবিশেষাঃ।

যে তিনপ্রকার নিদান, দোষ ও দূষ্যের বিশেষানুসারে শ্লেষ্মজন্য প্রমেহরোগের আশু উৎপত্তি হয়, তাহা এই, যথা,—হায়নক, যব, চীন, কোদ, নৈষধ, ইকড়, মুকুন্দক, মহাব্রীহি, প্রমোদক ও সুগন্ধক প্রভৃতি ধান্যের নূতন অন্নের বারংবার বা অতিরিক্ত প্রমাণে ভোজন, নূতন মটর ও মাষকলাইয়ের ঘৃতমিশ্রিত যূষ, গ্রাম্য বা জলচর জীবের মাংস, শাক, তিলকল্ক, পিষ্টক, পায়স, খিচুড়ী, বিলেপী যবাগূ, ইক্ষুবিকার, দুগ্ধ, অসম্যগ্‌জাত দধি, দ্রবপদার্থ, মধুর দ্রব্য, এবং অন্যান্য নূতন দ্রব্যের অতিরিক্ত আহার, শরীরমার্জ্জন অথবা পরিশ্রমের ত্যাগ; অধিক নিদ্রা শয়ন বা উপবেশন; এবং অন্যান্য যেসকল আহার-বিহারাদি শ্লেষ্মা, মেদঃ, ও মূত্রের বৃদ্ধিকারক, সেই সমস্তই প্রমেহ রোগের নিদান। অতিশয় দ্রব শ্লেষ্মা ইহার উৎপাদক দোষ, এবং বহু পরিমাণে সঞ্চিত মেদঃ, মাংস, শরীরজ ক্লেদ, শুক্র, রক্ত, বসা, মজ্জা, লসীকা, রস, ও ওজঃ এইগুলি প্রমেহরোগের দূষ্য।

ত্রয়াণামেষাং নিদানাদিবিশেষাণাং সন্নিপাতে ক্ষিপ্রং শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে প্রাগতিভূয়স্ত্বাৎ। স প্রকুপিতঃ ক্ষিপ্রমেব শরীরবিসৃপ্তিং লভতে শরীরশৈথিল্যাৎ। স বিসর্পন্ সর্ব্বশরীরে মেদসৈবাদিতো মিশ্রীভাবং গচ্ছতি মেদসোবহুবদ্ধত্বাৎ মেদসশ্চ গুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠত্বাৎ। স মেদসা মিশ্রীভবন্ সন্দূষয়ত্যেনদ্ বিকৃতত্বাৎ। স বিকৃতো দুষ্টেন মেদসোপহতশরীরক্লেদমাংসাভ্যাং সংসর্গং গচ্ছতি ক্লেদমাংসয়োরতিপ্রমাণাভিবৃদ্ধত্বাৎ। স মাংসে মাংসপ্রদোষাৎ পূতিমাংসপিড়কাঃ শরাবিকাকচ্ছপিকাদ্যাঃ সংজনয়ত্যপ্রকৃতিভূতত্বাৎ শরীরক্লেদং পুনর্দূষয়ন্ মূত্রত্বেন পরিণময়তি। মূত্রবহানাঞ্চ স্রোতসাং বংক্ষণবস্তিপ্রভবানাং মেদঃক্লেদোপহিতানি গুরূণি মুখান্যাসাদ্য প্রতিরুধ্যতে। ততশ্চ তেষাং স্থৈর্য্যমসাধ্যতাং বা জনয়তি প্রকৃতিবিকৃতিভূতত্বাৎ। শরীরক্লেদস্তু শ্লেষ্মমেদোমিশ্রঃ প্রবিশন্ মূত্রাশয়ং মূত্রত্বমাপদ্যমানঃ শ্লৈষ্মিকৈরেভির্দশভিগুণৈরুপসৃজ্যতে বৈষম্যযুক্তৈঃ, তদ্‌যথা শ্বেতশীতমূর্ত্তপিচ্ছিলাচ্ছ-

স্নিগ্ধগুরুমধুরস্নান্দ্রপ্রসাদগন্ধৈঃ। তত্র যেন যেন গুণেনৈকেনানেকেন বা ভূয়সা সমুপগৃহ্যতে তৎসমাখ্যং গৌণং নামবিশেষং প্রাপ্নোতি। তে তু খল্বিমে দশ প্রমেহা নামবিশেষেণ ভবন্তি। তদ্যথা উদকমেহশ্চেক্ষু-বালিকারসমেহশ্চ সান্দ্রমেহশ্চ সান্দ্রপ্রসাদমেহশ্চ শুক্লমেহশ্চ শুক্রমেহশ্চ শীতমেহশ্চ সিকতামেহশ্চ শনৈর্মেহশ্চালালামেহশ্চেতি. তে দশ প্রমেহাঃ সাধ্যাঃ। সমানগুণমেদঃস্থানকত্বাৎ, কফস্য প্রাধান্যাৎ, সমক্রিয়ত্বাচ্চ।

এই নিদান, দোষ, ও দূষ্য সমবেত হইলে, পূর্ব্বের অতিসঞ্চিত শ্লেষ্মা সহসা প্রকুপিত হয়, এবং দেহশৈথিল্যজন্য শীঘ্রই সেই শ্লেষ্মা সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। শ্লেষ্মা সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমেই মেদোধাতুর সহিত মিশ্রিত হয়; যেহেতু পূর্ব্ব হইতেই শরীরে মেদঃ অধিকতর সঞ্চিত থাকে এবং তাহা শ্লেষ্মার সহিত বাহুল্যরূপে সমগুণ বিশিষ্ট। শ্লেষ্মা মেদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বিকৃত করে, এবং উভয়েই বিকৃত শরীরের ক্লেদ ও মাংসের সহিত মিশ্রিত হয়; যেহেতু ক্লেদ এবং মাংসও পূর্ব্ব হইতে অতি সঞ্চিত হইয়া থাকে। তৎপরে মাংসদুষ্টিবশতঃ শরাবিকা ও কচ্ছপিকা প্রভৃতি পূতিমাংসজ পিড়কা উৎপাদন করে, শরীরক্লেদ সমূহকে দূষিত করিয়া তাহা মূত্ররূপে পরিণত করে, এবং বংক্ষণ ও বস্তিস্থানগত মূত্রবহ স্রোতঃসমূহের মেদঃ ও ক্লেদসংসৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করে। পরে ক্রমশঃ এই প্রকৃতি-বিকৃতিভূত প্রমেহ রোগের স্থায়িত্ব বা অসাধ্যতা উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্লেষ্মা ও মেদোধাতুর সহিত মিশ্রিত শরীরক্লেদও মূত্রাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক মূত্ররূপে পরিণত হইয়া দশটি শ্লেষ্মগুণের সহিত মিলিত হয়, সেই দশটি গুণ যথা,—শ্বেতবর্ণতা, শীতলতা, কাঠিন্য, পিচ্ছিলতা, স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা, গুরুত্ব, মধুরতা, ঘনত্ব বা প্রসাদতা, ও গন্ধ। এই সমস্ত গুণের মধ্যে যে কোন একটি বা অনেকগুলি গুণের সহিত অধিকতর মিলিত হয়। তদনুসারে প্রমেহও গৌণ নামবিশেষদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ প্রমেহসমূহের দশটি নাম যথা,—উদকমেহ, ইক্ষুবালিকারসমেহ, সান্দ্রমেহ, সান্দ্রপ্রসাদমেহ, শুক্লমেহ, শুক্রমেহ, শীতমেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ ও আলালমেহ। এই দশপ্রকার প্রমেহ সাধ্য; যেহেতু ইহাতে কফের প্রধান্য থাকে, এবং দূষ্য মেদোধাতু দোষ শ্লেষ্মার সহিত সমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া একরূপ চিকিৎসাদ্বারা উভয়ের শান্তি হয়।

তত্র শ্লোকাঃ শ্লেষ্মপ্রমেহবিশেষবিজ্ঞানার্থা ভবন্তি।

অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্।
শ্লেষ্মকোপান্নরো মূত্রমুদমেহী প্রমেহতি॥

শ্লেষ্মজ প্রমেহসমূহের বিশেষবিজ্ঞানের জন্য এইসমস্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—শ্লেষ্মপ্রকোপজ উদকমেহাক্রান্ত রোগী, স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতলস্পর্শ, গন্ধশূন্য ও জলের ন্যায় মূত্র ত্যাগ করে।

অত্যর্থমধুরং শীতমীষৎ পিচ্ছিলমাবিলম্।
কাণ্ডেক্ষুরসসঙ্কাশং শ্লেষ্মকোপাৎ প্রমেহতি॥

কফকোপজ ইক্ষুবালিকারস মেহে, অত্যন্ত মধুররসযুক্ত, শীতল, ঈষৎপিচ্ছিল, ঘোলা, ও কাণ্ডেক্ষুর রসের ন্যায় মূত্র নিঃসৃত হয়।

যস্য পর্য্যষিতং মূত্রং সান্দ্রীভবতি ভাজনে।
পুরুষং কফকোপেন তমাহুঃ সান্দ্রমেহিনম্॥

যাহার মূত্র কোন পাত্রে রাখিয়া পর্য্যুষিত করিলে ঘন হইয়া যায়, তাহাকে শ্লেষ্মকোপজ সান্দ্রমেহে আক্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত হয়।

যস্য সংহন্যতে মূত্রং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসীদতি।
সান্দ্রপ্রসাদমেহীতি তমাহুঃ শ্লেষ্মকোপতঃ॥

যাহার মূত্রের কতক অংশ ঘন ও কতক অংশ স্বচ্ছ হয়, সেই ব্যক্তি শ্লেষ্মকোপজ-সান্দ্র-প্রসাদ মেহাক্রান্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শুক্লং পিষ্টনিভং মূত্রমভীক্ষ্ণং যঃ প্রমেহতি।
পুরুষং কফকোপেন তমাহুঃ শুক্লমেহিনম্॥

যে ব্যক্তি কফদোষবশতঃ, শুক্লবর্ণ ও পিটুলিগোলার ন্যায় মূত্র বারংবার ত্যাগ করে, তাহাকে শুক্লমেহী বলে।

শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা মুহুর্মেহতি যো নরঃ।
শুক্রমেহিনমাহুস্তং পুরুষং শ্লেষ্মকোপতঃ॥

যে ব্যক্তি শুক্রের মত বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র মুহুর্মুহুঃ ত্যাগ করে, সে কফকোপজ-শুক্র-মেহরোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

অত্যর্থমধুরং শীতং মূত্রং মেহতি যো ভৃশম্।
শীতমেহিনমাহুস্তং পুরুষং শ্লেষ্মকোপতঃ॥

যে ব্যক্তি শ্লেষ্মদোষ জন্য অত্যন্ত মধুররসযুক্ত ও শীতল মূত্র অতিরিক্ত ত্যাগ করে, তাহাকে শীতমেহাক্রান্ত কহে।

মূর্ত্তান্ মূত্রগতান্ দোষানণূন্ মেহতি যো নরঃ।
সিকতামেহিনং বিদ্যাৎ তং নরং শ্লেষ্মকোপতঃ॥

যাহার মূত্রের সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিনাবয়ব শুষ্ক শ্লেষ্মাদিদোষ নির্গত হয়, তাহাকে শ্লেষ্ম-দোষজ সিকতামেহী বলা যায়।

মন্দং মন্দমবেগন্তু কৃচ্ছ্রং যো মূত্রয়েচ্ছনৈঃ।
শনৈর্মেহিনমাহুস্তং পুরুষং শ্লেষ্মকোপতঃ॥

যাহার মূত্রের বেগ না হইয়া ধীরে ধীরে যাতনার সহিত মূত্র নিঃস্রুত হয়, তাহাকে কফ-দোষজ শনৈর্মেহাক্রান্ত কহে।

তন্তুবদ্ধমিবালালং পিচ্ছিলং যঃ প্রমেহতি।
আলালমেহিনং বিদ্যাত্তং নরং শ্লেষ্মকোপতঃ॥

যাহার মূত্র সূত্রবৎ ধারাযুক্ত ও পিচ্ছিল হয়; তাহাকে শ্লেষ্মকোপজ আলালমেহরোগী বলিয়া জানিবে।

ইত্যেতে দশ প্রমেহাঃ শ্লেষ্মপ্রকোপনিমিত্তাঃ ব্যাখ্যাতা ভবন্তি।

শ্লেষ্মপ্রকোপজন্য দশপ্রকার প্রমেহের লক্ষণ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনোপসেবিনঃ, তথাতিতীক্ষ্ণাতপাগ্নি-সন্তাপশ্রমক্রোধবিষমাহারোপসেবিনশ্চ, তথাবিধশরীরস্যৈব পিত্তমাশু প্রকোপমাপদ্যতে। তৎ প্রকুপিতং তয়ৈবানুপূর্ব্ব্যা প্রমেহানিমান্ ষট্ ক্ষিপ্রতরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। তেষামপিচ খলু পিত্তগুণবিশেষেণৈব নাম-বিশেষা ভবন্তি। তদ্‌যথা, ক্ষারমেহশ্চ কালমেহশ্চ নীলমেহশ্চ লোহিত-মেহশ্চ মাঞ্জিষ্ঠমেহশ্চ হারিদ্রমেহশ্চেতি। তে ষড়্‌ভিরেতৈঃ ক্ষারাম্ল-লবণকটুবিস্রোষ্ণৈঃ পিত্তগুণৈঃ পূর্ব্ববৎ সমন্বিতা ভবন্তি। তে সর্ব্ব এবচ যাপ্যাঃ জ্ঞেয়াঃ, সংসৃষ্টদোষমেদঃস্থানকত্বাৎ বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চেতি।

উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটুরস ও অপক্ক পদার্থ ভোজন করিলে; অতিতীক্ষ্ণ আতপ, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, ক্রোধ ও বিষমাহারের আচরণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত শরীরে আশু পিত্তপ্রকোপ হয়। সেই প্রকুপিত পিত্ত, শ্লেষ্মজন্য-প্রমেহের সম্প্রাপ্তি অনুসারে ছয়-প্রকার প্রমেহ অতিশীঘ্র উৎপাদন করে। পিত্তের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে, সেইসমস্ত প্রমেহের ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—ক্ষারমেহ, কালমেহ, নীলমেহ, লোহিত-মেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও হারিদ্রমেহ। ক্ষার, অম্ল, লবণ, কটু, আমগন্ধি ও উষ্ণ এই ছয়টি পিত্ত গুণের সহিত ইহারাও শ্লেষ্মজ মেহের ন্যায় সম্মিলিত থাকে। এইসমস্ত পিত্তজ মেহ যাপ্য বলিয়া জানিবে। যেহেতু ইহাতে কফ ও পিত্ত এই দুই দোষের সংসর্গ, এবং বিরুদ্ধগুণযুক্ত মেদোধাতুর সংমিশ্রণ থাকে, সুতরাং ইহাদের চিকিৎসাও পরস্পর বিরুদ্ধ।

তত্র শ্লোকাঃ পিত্তপ্রমেহবিশেষবিজ্ঞানার্থা ভবন্তি।
গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈর্যথাক্ষার স্তথাবিধম্।
পিত্তকোপান্নরোমূত্রং ক্ষারমেহী প্রমেহতি॥

পিত্তজ প্রমেহরোগ সমূহের বিশেষজ্ঞানের জন্য এইসমস্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—ক্ষারমেহাক্রান্ত ব্যক্তি পিত্তপ্রকোপ বশতঃ ক্ষারের ন্যায় বর্ণ রস ও স্পর্শবিশিষ্ট মূত্র প্রস্রাব করে।

মসীবর্ণমজস্রং যো মূত্রমুষ্ণং প্রমেহতি।
পিত্তস্য পরিকোপেণ তং বিদ্যাৎ কালমেহিনম্॥

যে ব্যক্তি বারংবার কৃষ্ণবর্ণ ও উষ্ণ মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে পিত্তদোষজ কালমেহে আক্রান্ত বলিয়া জানিবে।

চাষপক্ষনিভং মূত্রমম্লং মেহতি যো নরঃ।
পিত্তস্য পরিকোপেণ তং বিদ্যান্নীলমেহিনম্।

যে রোগী চাষপক্ষীর ন্যায় নীলবর্ণ ও অম্লরসযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে পিত্তদোষ-জন্য নীলমেহাক্রান্ত বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

বিস্রং লবণমুষ্ণঞ্চ রক্তং মেহতি যো নরঃ।
পিত্তস্য পরিকোপেণ তং [illegible] মেহিনম্॥

পিত্তপ্রকোপজন্য যে ব্যক্তি আম (আঁসটে) গন্ধবিশিষ্ট, লবণরসযুক্ত, উষ্ণ ও রক্তবর্ণ মূত্র প্রস্রাব করে, তাহাকে রক্তমেহাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

মঞ্জিষ্ঠোদকসঙ্কাশং ভৃশং বিস্রং প্রমেহতি।
পিত্তস্য পরিকোপাত্তং বিদ্যান্মাঞ্জিষ্ঠমেহিনম্॥

যে ব্যক্তি মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও আমগন্ধি মূত্র বারংবার ত্যাগ করে, তাহাকে পিত্তদোষজ মাঞ্জিষ্ঠমেহরোগী বলিয়া জানিবে।

হরিদ্রোদকসঙ্কাশং কটুকং যঃ প্রমেহতি।
পিত্তস্য পরিকোপাত্তং বিদ্যাদ্ধারিদ্রমেহিনম্॥

যে ব্যক্তি হরিদ্রাজলের ন্যায় ও কটুরসযুক্ত মূত্র প্রস্রাব করে, তাহাকে পিত্তপ্রকোপজ হারিদ্রমেহাক্রান্ত বলিয়া জানিবে।

ইত্যেতে ষট্ প্রমেহাঃ পিত্তপ্রকোপনিমিত্তা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি।

এই ছয়প্রকার প্রমেহ পিত্তপ্রকোপজ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

কষায়কটুতিক্তরুক্ষলঘুশীতব্যবায়ব্যায়ামবমনবিরেচনাস্থাপনশিরোবিরেচনাতিযোগসন্ধারণানশনাভিঘাতাতপোদ্বেগশোক-শোণিতাতিষেক-জাগরণ-বিষমশরীরন্যাসানুপসেবমানস্য তথাবিধশরীরস্যৈব ক্ষিপ্রং বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতস্তথাবিধশরীরে বিসর্পন্ যদা বসামাদায় মূত্রবহানি স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে তদা বসামেহমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। যদা পুনর্মজ্জানং মূত্রস্থানবস্তাবাকর্ষতি তদা মজ্জমেহমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। যদাতু লসীকাং মূত্রাশয়েঽভিবহন্ মূত্রমনুবন্ধং শ্চ্যোতয়তি লসীকাতিবহুত্বাৎ বিক্ষেপণাচ্চ বায়োঃ খল্বস্যাতিমূত্রপ্রবৃত্তিসঙ্গংকরোতি, তদা স মত্ত ইব গজঃ ক্ষরত্যজস্রং মূত্রমবেগং, তং হস্তিমেহিনমিত্যাচক্ষতে। ওজঃ পুনর্মধুরস্বভাবং তদ্রৌক্ষ্যাদ্বায়ুশ্চ কষায়ত্বেনাভিসংসৃজ্য মূত্রাশয়েঽভিবহন্ মধুমেহং করোতি। ইমাংশ্চতুরঃ প্রমেহান্ বাতজানসাধ্যানাচক্ষতে ভিষজো মহাত্যয়িকত্বাৎ বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চেতি। তেষামপি বাতগুণবিশেষেণৈব নামবিশেষা ভবন্তি। তদ্‌যথা বসামেহশ্চ হস্তিমেহশ্চ মধুমেহশ্চেতি।

কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, লঘুপাক ও শীতল অন্নপান, এবং মৈথুন, পরিশ্রম, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচনের অতিযোগ; মলমূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, অভিঘাত, আতপ, উদ্বেগ, শোক, অধিক রক্তস্রাব, রাত্রিজাগরণ ও বিষমভাবে শরীরবিন্যাস প্রভৃতির অতিরিক্ত আচরণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত দূষিত শরীরে সহসা বায়ু প্রকুপিত হয়। সেই কুপিত বায়ু তদ্রূপ শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া, মূত্রবহ স্রোতঃসমূহে যখন বসা আনয়ন করে, তখনই বসামেহের উৎপাদন করে। যখন বায়ু মূত্রাশয়ে লসীকা আনয়ন পূর্ব্বক লসীকার আধিক্য জন্য অধিক মূত্র নিঃসৃত করে; কিন্তু বায়ুর বিক্ষেপবশতঃ মূত্র সম্পূর্ণরূপে নির্গত

না হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিয়া যায়, এবং রোগী মূত্রবেগাক্রান্ত না হইয়াই মদমত্ত হস্তীর ন্যায় অজস্র মূত্র প্রস্রাব করে, তখন সেই রোগীকে হস্তিমেহাক্রান্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। বায়ু মধুররসযুক্ত ওজোধাতুকে মূত্রাশয়ে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার সহিত নিজের রুক্ষতা ও কষায়ত্ব গুণ মিলিত করিয়া মধুমেহ রোগ উৎপাদন করে। এই চারিপ্রকার বাতজ প্রমেহ অসাধ্য বলিয়া চিকিৎসকেরা নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু ইহারা আশু অনিষ্টকারক, এবং ইহাদের দোষদূষ্যের চিকিৎসা পরস্পর বিরুদ্ধ। বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে এই সকল বাতজ মেহেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—বসামেহ, মজ্জমেহ, হস্তিমেহ, ও মধুমেহ।

তত্র শ্লোকাঃ বাতপ্রমেহবিশেষবিজ্ঞানার্থা ভবন্তি।
বসামিশ্রং বসাভঞ্চ মুহু র্মেহতি যো নরঃ।
বসামেহিনমাহুস্তমসাধ্যং বাতকোপতঃ॥

বাতজ প্রমেহের বিজ্ঞানের জন্য এই সমস্ত লক্ষণ নিশ্চিত আছে, যথা—যে ব্যক্তি বায়ুপ্রকোপ জন্য বসামিশ্রিত বা বসার ন্যায় মূত্র বারংবার প্রস্রাব করে, তাহাকে অসাধ্য বসামেহাক্রান্ত বলা যায়।

মজ্জানং সহ মূত্রেণ মুহু র্মেহতি যো নরঃ।
মজ্জমেহিনমাহুস্তমসাধ্যং বাতকোপতঃ॥

যে রোগী বারংবার মূত্রের সহিত মজ্জা প্রস্রাব করে, তাহাকে বাতদোষজ অসাধ্য মজ্জমেহরোগী বলিয়া নিশ্চয় করা হয়।

হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং ক্ষরতি যো নরঃ।
হস্তিমেহিনমাহুস্তমসাধ্যং বাতকোপতঃ॥

বায়ুপ্রকোপ বশতঃ যে মত্ত হস্তীর ন্যায় অজস্র মূত্রত্যাগ করে, তাহাকে অসাধ্য হস্তিমেহে আক্রান্ত কহে।

কষায়মধুরং পাণ্ডু রুক্ষং মেহতি যো নরঃ।
বাতকোপাদসাধ্যং তং প্রতীয়ান্মধুমেহিনম্॥

যে রোগী কষায়-মধুররসযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ ও রুক্ষ মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে বাতকোপজ অসাধ্য মধুমেহাক্রান্ত বলিয়া জানিবে।

ইত্যেতে চত্বারঃ প্রমেহা বাতপ্রকোপনিমিত্তা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি। এবং ত্রিদোষপ্রকোপনিমিত্তা বিংশতিঃ প্রমেহা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি।

এই চারিপ্রকার প্রমেহ বাতপ্রকোপজ বলিয়া ব্যাখাত হইয়া থাকে। এইরূপে ত্রিদোষপ্রকোপজন্য বিংশতি প্রকার প্রমেহের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইল।

ত্রয়স্তু খলু দোষাঃ প্রকুপিতাঃ প্রমেহানভিনির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্ত ইমাণি পূর্ব্বরূপাণি দর্শয়ন্তি। তদ্যথা জটিলীভাবং কেশেষু, মাধুর্য্যমাস্যস্য, কর পাদয়োঃ সুপ্ততাদাহৌ, মুখতালুকণ্ঠশোষং, পিপাসামালস্যং, মলঞ্চ কায়ে, কায়চ্ছিদ্রেষু চোপদেহং, পরিদাহং সুপ্ততাং চাঙ্গেষু, ষট্পদপিপী-

লিকাভিশ্চ শরীরমূত্রাভিসরণং, মূত্রদোষান্, বিস্রঞ্চ শরীরগন্ধং, নিদ্রাং তন্দ্রাঞ্চ সর্ব্বকালমিতি।

বাতাদি তিন দোষ প্রকুপিত হইয়া যখন প্রমেহরোগ উৎপাদন করে, তৎপূর্ব্বে এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা,— কেশের জটিলতা (জটাবান্ধা), মুখে মধুরাস্বাদ, হস্ত ও পদদ্বয়ে স্পর্শশক্তির হানি ও দাহ; মুখ তালু ও কণ্ঠের শোষ, পিপাসা, আলস্য, শরীরে অধিক মলসঞ্চয়, দেহছিদ্রসমূহে মললিপ্ততা, সর্ব্বাঙ্গে দাহ ও স্পর্শশক্তির হানি; শরীরে ও মূত্রে মক্ষিকা বা পিপীলিকার অভিসরণ, মূত্রে বিবিধ মূত্রদোষ, শরীরে আঁসটে গন্ধ, এবং সর্ব্বদা নিদ্রা ও তন্দ্রার আবির্ভাব।

উপদ্রবাস্তু খলু প্রমেহিনাং তৃষ্ণাজ্বরাতিসারদাহদৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকাঃ, পূতিমাংসপিড়কালজীবিদ্রধ্যাদয়শ্চ তৎপ্রসঙ্গাদ্ ভবন্তি।

প্রমেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রমেহরোগ অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার, দাহ, দুর্ব্বলতা, অরুচি, অপরিপাক, এবং পূতিমাংসজ পিড়কা, অলজী, ও বিদ্রধির উৎপত্তি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

তত্র সাধ্যান্ প্রমেহান্ সংশোধনোপশমনৈর্যথার্হমুপপাদয়ন্ চিকিৎসেদিতি॥

এই সকল প্রমেহের মধ্যে সাধ্য প্রমেহসমূহে যথাযোগ্য বমন-বিরেচনাদি সংশোধন, ও উপশমকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ভবন্তি চাত্র।

গৃধ্নমভ্যবহার্য্যেষু স্নানচংক্রমণদ্বিষম্।
প্রমেহঃ ক্ষিপ্রমভ্যেতি নীচদ্রুমমিবাণ্ডজঃ॥
মন্দোৎসাহমতিস্থূলমতিস্নিগ্ধং মহাশনম্।
মৃত্যুঃ প্রমেহরূপেণ ক্ষিপ্রমাদায় গচ্ছতি॥
যস্ত্বাহারং শরীরস্য ধাতুসাম্যকরং নরঃ।
সেবতে বিবিধাশ্চান্যাশ্চেষ্টাঃ স সুখমশ্নুতে॥

পক্ষিসকল যেরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষে অনায়াসে আশ্রয় লইতে পারে, সেইরূপ প্রমেহরোগও যাহারা আহারাদিতে অতিলোভী, অথচ স্নান-ভ্রমণাদি কার্য্যে বিদ্বেষী, তাহাদিগকেই শীঘ্র আক্রমণ করিয়া থাকে। উৎসাহশূন্য, অতিস্থূল, অতিস্নিগ্ধ, ও অতিরিক্ত ভোজনশীল ব্যক্তির প্রমেহ হইলে, সেই প্রমেহরোগ তাহার প্রাণনাশ করে। যে ব্যক্তি শরীরের ধাতুসাম্যকারক বিবিধ আহার-বিহারাদির সেবা করে, সেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতুর্ব্যাধিবিশেষাণাং প্রমেহানাঞ্চ কারণম্।
দোষধাতুসমাযোগো রূপং বিবিধমেব চ॥
দশ শ্লেষ্মকৃতা যস্মাৎ প্রমেহাঃ ষট্ চ পিত্তজাঃ।
যথা চ বায়ুশ্চতুরঃ প্রমেহান্ কুরুতে বলী॥

সাধ্যাসাধ্যবিশেষাশ্চ পূর্ব্বরূপাণ্যুপদ্রবাঃ।
প্রমেহানাং নিদানেঽস্মিন্ ক্রিয়াসূত্রঞ্চ ভাষিতম্ ॥

রোগবিশেষের কারণ, প্রমেহের নিদান, দোষধাতুর সংযোগ, প্রমেহের বিবিধ লক্ষণ; শ্লেষ্মজন্য দশ প্রকার, পিত্তজন্য ছয় প্রকার, ও বায়ুজন্য চারি প্রকার প্রমেহ যেরূপে উৎপন্ন হয়, প্রমেহের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ, পূর্ব্বরূপ, উপদ্রব, এবং চিকিৎসার সূত্র, এই প্রমেহ নিদানে কথিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
প্রমেহনিদানং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
প্রমেহনিদান নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কুষ্ঠনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা কুষ্ঠনিদান ব্যাখ্যা করিব।

সপ্ত দ্রব্যাণি কুষ্ঠানাং প্রকৃতিবিকৃতিমাপন্নানি ভবন্তি। তদ্যথা ত্রয়োদোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকোপণবিকৃতাঃ, দূষ্যাশ্চ শরীরধাতবস্ত্বঙ্-মাংসশোণিতলসীকাশ্চতুর্ধা দোষোপঘাতবিকৃতাঃ। ইত্যেতৎ সপ্তধাতুক-মেবংগতমাজননং কুষ্ঠানামতঃ প্রভাবাদভিনির্ব্বর্ত্তমানানি কেবলং শরীর-মুপতপন্তি।

প্রকৃতিবিকৃতিপ্রাপ্ত সাতটি পদার্থ কুষ্ঠের উপাদান সামগ্রী। সেই সাতটি পদার্থ যথা,—স্ব স্ব প্রকোপকারণ হইতে বিকৃত বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষ, এবং বাতাদিত্রিদোষ-দূষিত ত্বক্ মাংস রক্ত ও লসীকা এই চতুর্ব্বিধ শরীর ধাতু, এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠের উৎ-পাদক কারণ অর্থাৎ এই সকল কারণ হইতেই কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর উপতপ্ত করে।

ন চ কিঞ্চিদস্তি কুষ্ঠমেকদোষপ্রকোপনিমিত্তমস্তি তু খলু সমানপ্রকৃতী-নামপি কুষ্ঠানাম্ দোষাংশাংশবিকল্পানুবন্ধস্থানবিভাগেন বেদনাবর্ণ-সংস্থানপ্রভাবনামচিকিৎসিতবিশেষঃ।

কোন কুষ্ঠই একদোষজ নহে। ঐ সাতটি পদার্থ হইতে সমুদায় কুষ্ঠ উৎপন্ন হইলেও দোষের অংশাংশবিভাগ অনুবন্ধ ও স্থানের বিভেদ, এবং বেদনা, বর্ণ, আকৃতি, প্রভাব, নাম ও চিকিৎসার পার্থক্য আছে।

স সপ্তবিধোঽষ্টাদশবিধোঽপরিসংখ্যেয়বিধো বা ভবতি। দোষা হি বিকল্পনৈর্বিকল্প্যমানা বিকল্পয়ন্তি বিকারানন্যত্রাসাধ্যভাবাৎ। তেষাং বিকল্পবিকারসংখ্যানেঽতিপ্রসঙ্গমভিসমীক্ষ্য সপ্তবিধমেব কুষ্ঠবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ।

সেই পার্থক্য, সাতপ্রকার অষ্টাদশপ্রকার অথবা অসংখ্যপ্রকার হইতে পারে। দোষসকল অংশাংশ কল্পনা দ্বারা বিভক্ত হইয়া, কুষ্ঠেরই বিশেষ বিশেষ প্রকারভেদ উৎপাদন করে, কিন্তু অসাধ্যভাবের বিকল্প করেনা। বাতাদিদোষের বিকল্প অনুসারে বিকারের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অতিপ্রসঙ্গ হইবে বিবেচনায়, সপ্তবিধ মাত্র কুষ্ঠবিশেষের বিষয় উপদেশ করিব।

ইহ বাতাদিষু ত্রিষু প্রকুপিতেষু ত্বগাদীংশ্চতুরঃ প্রদূষয়ৎসু বাতেঽধিকতরে কপালকুষ্ঠমভিনির্ব্বর্ত্ততে, পিত্তেঔড়ুম্বরং, শ্লেষ্মণি মণ্ডলং কুষ্ঠং, বাতপিত্তয়োঋষ্যজিহ্বং, পিত্তশ্লেষ্মণোঃ পুণ্ডরীকং, শ্লেষ্মমারুতয়োঃ সিধ্ম, সর্ব্বদোষাভিনির্বৃত্তৌ কাকণমভিনির্ব্বর্ত্ততে। এবমেষঃ সপ্তবিধঃ কুষ্ঠবিশেষো ভবতি। স এব খলু ভূয়স্তরতমতঃ প্রকৃতৌ বিকল্প্যমানায়াং ভূয়সীং বিকারবিকল্পসংখ্যামাপদ্যতে।

বাতাদি তিন দোষ প্রকুপিত হইয়া, ত্বগাদি চারিটি ধাতু দূষিত করিলে, বায়ুর আধিক্যে কপাল কুষ্ঠ, পিত্তের আধিক্যে ওঁড়ুম্বর, শ্লেষ্মার আধিক্যে মণ্ডল, বাত-পিত্তের আধিক্যে ঋষ্যজিহ্ব, পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্যে পুণ্ডরীক, বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে সিধ্ম, এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাকণ কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। এইরূপে সাতপ্রকার কুষ্ঠের বিভাগ হইয়া থাকে। এই সপ্তবিধ কুষ্ঠই প্রকৃতিবিকল্পের তারতম্য অনুসারে বহু বহু বিকল্পসংখ্যা প্রাপ্ত হয়।

তত্রেদং সর্ব্বকুষ্ঠনিদানং পুনঃ সমাসেনোপদেক্ষ্যামঃ। শীতোষ্ণব্যত্যাসং মলানুপূর্ব্ব্যোপসেবমানস্য তথা সন্তর্পণাপতর্পণাভ্যবহার্য্যব্যত্যাসঞ্চ মধুফাণিতমৎস্যমূলককাকমাচীঃ সততমতিমাত্রমজীর্ণে সমশ্নতশ্চিলিচিমঞ্চ পয়সা, হায়নকযবকচীনকোদ্দালকোরদূষপ্রায়াণি চান্নানি ক্ষীরদধিতক্রকোলকুলত্থমাষাতসীকুসুম্ভপরূষকস্নেহবন্তি, এতৈরেবাতিমাত্রং সুহিতস্য চ ব্যবায়ব্যায়াম-সন্তাপানত্যুপসেবমানস্য, ভয়শ্রমসন্তাপোপহতস্য চ সহসা শীতোদকমবতরতো, বিদগ্ধং চাহারজাতমনুল্লিখ্য বিদাহীন্যভ্যবহরতশ্ছর্দ্দিঞ্চ প্রতিঘ্নতঃ, স্নেহাংশ্চাতিচরতো যুগপৎ ত্রয়ো দোষাঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে। ত্বগাদয়শ্চত্বারঃ শৈথিল্যমাপদ্যন্তে। তেষু শিথিলেষু দোষাঃ প্রকুপিতাঃ স্থানমধিগম্য সন্তিষ্ঠমানাস্তানেব ত্বগাদীন্‌ দূষয়ন্তঃ কুষ্ঠান্যভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি।

অতঃপর সর্ব্ববিধ কুষ্ঠের নিদান সংক্ষেপে উপদেশ করিব। দোষের শীতোষ্ণাদি গুণভেদে অযথাভাবে শীতোষ্ণের ব্যবহার, অর্থাৎ শীতগুণবিশিষ্ট বায়ু ও কফ এই দুই দোষে

শীতজলসেবা, এবং উষ্ণগুণযুক্ত পিত্তে উষ্ণসেবন; পুষ্টিকর ও কৃশতাকারক আহারের বৈপরীত্য অর্থাৎ পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজনকালে কৃশতাকারক এবং কৃশতাকারক আহারের প্রয়োজনসময়ে পুষ্টিকর আহার; মধু, মাংগুড়, মৎস্য, মূলা ও কাকমাচী, এই সকল দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, দুগ্ধের সহিত চিলিচিম মৎস্য; দুগ্ধ, দধি, ঘোল, কুল, কুলথ ও মাষকলায়ের যূষ, এবং মসিনা, কুসুমবীজ ও ফলসা-ফলের তৈলসহ হায়ন, যবক, চীন, কোদ ও কোরদূষ প্রভৃতির অন্ন; অথবা ঐ সকল অন্নের অতিতৃপ্তি পূর্ব্বক আহার; মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্রাদির সন্তাপের অধিক সেবা; ভয় শ্রান্তি বা সন্তাপ দ্বারা পীড়িত হইয়া সহসা শীতল জলে অবতরণ; অর্দ্ধজীর্ণ অন্ন বমন না করিয়া বিদাহী অন্ন ভোজন; বমনবেগের প্রতিরোধ, এবং অতিমাত্রায় স্নেহপদার্থ ভোজন; এই সমস্ত কারণে বাতাদি ত্রিদোষ যুগপৎ প্রকোপ প্রাপ্ত হয়, এবং ত্বগাদি চারিটী ধাতু শিথিল হইয়া যায়। ত্বগাদি চারিটী ধাতু শিথিল হইলে, প্রকুপিত বাতাদি দোষ তাহাতে অবস্থান পূর্ব্বক ত্বগাদি দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগসমূহ উৎপাদন করে।

তেষাং কুষ্ঠানামিমানি খলু পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি, তদ্‌যথা অস্বেদনমতিস্বেদনং পারুষ্যমতিশ্লক্ষ্ণতা বৈবর্ণ্যং কণ্ডূর্নিস্তোদঃ সুপ্ততা পরিদাহঃ পরিহর্ষো রোমহর্ষশ্চ খরত্বং উষ্মায়ণং গৌরবং শ্বয়থুর্বিসর্পাগমনমভীক্ষ্ণং কায়-চ্ছিদ্রেষু চোপদেহঃ পক্কদগ্ধদষ্টক্ষতোপস্খলিতেষ্বতিমাত্রং বেদনা স্বল্পানামপি চ ব্রণানাং দুষ্টিরসংরোহণশ্চেতি. কুষ্ঠপূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি।

কুষ্ঠরোগ প্রকাশের পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। যথা,—ঘর্ম্মনীরোধ বা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, ত্বকের কর্কশতা বা অত্যন্ত মসৃণতা, বিবর্ণতা, কণ্ডূ, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শশক্তির হানি, দাহ, অঙ্গহর্ষ, রোমহর্ষ, অঙ্গের খরস্পর্শতা, শরীর হইতে উষ্মানির্গম, শরীরে ভারবোধ, শোথ, বিসর্প, দেহছিদ্রসমূহে নিরন্তর মললিপ্ততা, কোনস্থান পাকিলে, দগ্ধ হইলে, কীটাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, অথবা স্খলিত হইলে, সেই স্থানে অত্যন্ত বেদনা, অতিসামান্য ব্রণেরও দুষ্টব্রণরূপে পরিণতি এবং শীঘ্র তাহা শুষ্ক না হওয়া; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তেভ্যোঽনন্তরং কুষ্ঠান্যভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তেষামিদং বেদনাবর্ণসংস্থাননামপ্রভাববিশেষবিজ্ঞানং ভবতি। তদ্‌যথা রুক্ষারুণপরুষাণি বিষমবিসৃতানি তনূন্যুদ্‌বৃত্তবহিস্তনূনি, সুপ্তসুপ্তানি হৃষিতলোমাচিতানি নিস্তোদবহুলান্যল্পকণ্ডুদাহপূয়লসীকান্যাশুগতিসমুত্থানানি, আশুভেদীনি জন্তুমন্তি কৃষ্ণারুণকপালবর্ণানি চ কপালকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ।

তৎপরে কুষ্ঠের উৎপত্তি হয়। কুষ্ঠের বেদনা, বর্ণ, আকৃতি, নাম, ও প্রভাব প্রভৃতির পার্থক্য জানিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—যে কুষ্ঠ রুক্ষ, অরুণবর্ণ, কর্কশ, বিষমভাবে বিস্তৃত, পাতলা, মধ্যদেশে উচ্চ ও প্রান্তভাগে নিম্ন, স্পর্শজ্ঞানশূন্য, হর্ষযুক্তলোমব্যাপ্ত, সূচীবেধবদ্‌বেদনা এবং অল্প কণ্ডূ, দাহ, পূয ও লসীকাযুক্ত, আশু উৎপত্তি ও বিস্তৃতিশীল, যাহা শীঘ্র পাকে, শীঘ্র যাহাতে কীট জন্মে, এবং যাহা কৃষ্ণ অরুণ বা কপাল (খাপরার ন্যায়) বর্ণবিশিষ্ট, তাহাকে কপাল কুষ্ঠ কহে।

তাম্রাণি তাম্ররোমরাজিভিরবনদ্ধানি বহলানি বহুবহলপূয়রক্তলসীকানি কণ্ডূক্লেদকোথপাকদাহবন্ত্যাশুগতিসমুত্থানভেদীনি সসন্তাপক্রিমীণ্যুড়ুম্বরফলপক্কবর্ণান্যুড়ুম্বরকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ।

যে কুষ্ঠ তাম্রবর্ণ, তাম্রবর্ণের লোমব্যাপ্ত, ঘন, যাহা হইতে ঘন পূয রক্ত ও লসীকা বহু পরিমাণে নিঃসৃত হয়, যাহা কণ্ডু, ক্লেদ, পচন, পাক ও দাহযুক্ত, যাহা শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র ফাটিয়া যায়, যাঁহাতে সন্তাপ থাকে ও ক্রিমি জন্মে এবং যাহার বর্ণ পাকা যজ্ঞডুমুর ফলের ন্যায়, তাহাকে উড়ুম্বর কুষ্ঠ কহে।

স্নিগ্ধানি গুরূণ্যুৎসেধবন্তি শ্লক্ষ্ণস্থিরপীনপর্য্যন্তানি শুক্লরক্তাবভাসানি শুক্লরাজীসন্তানানি বহুবহলশুক্লরক্তপিচ্ছিলাস্রাবীণি বহুকণ্ডুক্রিমীণি সক্তগতিসমুত্থানভেদীনি পরিমণ্ডলানি মণ্ডলকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ।

যাহা স্নিগ্ধ, গুরু, উচ্চ, যাহার প্রান্তভাগ মসৃণ কঠিন ও স্ফীত, যাহা শুক্ল-রক্তবর্ণ, শুক্ল-রাজীব্যাপ্ত, যাহা হইতে বহু পরিমাণে ঘন ও শুক্ল বা রক্তবর্ণ পিচ্ছিল স্রাব নিঃস্রুত হয়, যাহা কণ্ডূ ও ক্রিমিবিশিষ্ট, যাহা বিলম্বে উৎপন্ন হয় ও বিলম্বে ফাটে, এবং যাহা মণ্ডলাকার; তাহা মণ্ডলকুষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

পরুষাণ্যরুণবর্ণানি বহিরন্তঃশ্যাবানি নীলপীততাম্রাবভাসান্যাশুগতিসমুত্থানান্যল্পকণ্ডুক্লেদক্রিমীণি দাহভেদনিস্তোদবহুলানি শূকোপহতোপমবেদনানি উৎসন্নমধ্যানি তনুপর্য্যন্তানি দীর্ঘপরিমণ্ডলানি কর্কশপিড়কাচিতান্যৃষ্যজিহ্বাকৃতীনি ঋষ্যজিহ্বানীতি বিদ্যাৎ।

যাহা কর্কশ, প্রান্তভাগে অরুণবর্ণ ও মধ্যদেশে শ্যাববর্ণ কিন্তু নীল পীত বা তাম্রের আভাযুক্ত, যাহা শীঘ্র উৎপন্ন ও শীঘ্র বিস্তৃত হয়, যাহাতে কণ্ডূ, ক্লেদ ও ক্রিমি অল্প হয়, দাহ এবং ভিন্ন হওয়ার ন্যায় অথবা সূচীবেধের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, শূককীটস্পর্শের ন্যায় বেদনা থাকে, যাহার মধ্যভাগ উচ্চ ও প্রান্তভাগ পাতলা হয়, যাহার মণ্ডল দীর্ঘাকৃতি ও কর্কশপিড়কাব্যাপ্ত, এবং যাহা হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, তাহাকে ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ বলা যায়।

শুক্লরক্তাবভাসানি রক্তপর্য্যন্তানি রক্তরাজীসন্ততানি উৎসেধবন্তি বহুবহলরক্তপূয়লসীকানি কণ্ডুক্রিমিদাহপাকবন্তি, আশুগতিসমুত্থানভেদীনি পুণ্ডরীকপলাশসঙ্কাশানি পুণ্ডরীকানীতি বিদ্যাৎ।

যাহা শুক্ল ও রক্তবর্ণ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, রক্তসিরাব্যাপ্ত, উচ্চ, যাহা হইতে ঘন পূয রক্ত ও লসীকা বহুপরিমাণে নির্গত হয়, যাহা কণ্ডূ ক্লেদ দাহ ও পাকবিশিষ্ট, যাহা শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র ফাটিয়া যায়, এবং যাহার আকৃতি পদ্মপলাশের ন্যায়, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ কহে।

পরুষারুণবিশীর্ণবহিস্তনূন্যন্তঃস্নিগ্ধানি শুক্লরক্তাবভাসানি বহূন্যল্পবেদনান্যল্পকণ্ডুদাহপূয়লসীকানি লঘুসমুত্থানান্যল্পভেদক্রিমীন্যলাবুপুষ্পসঙ্কাশানি সিধ্মকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ।

যাহার প্রান্তদেশ কর্কশ, অরুণবর্ণ, বিশীর্ণ ও পাতলা; মধ্যভাগ স্নিগ্ধ ও শুক্ল-রক্তবর্ণ, যাহা বহুপরিমিত, অল্পবেদনা অল্পকণ্ডূ ও অল্পদাহ বিশিষ্ট, পূয ও লসীকা যাহা হইতে অল্প নির্গত হয়, যাহা শীঘ্র জন্মে ও অল্প ফাটে, যাহাতে অল্প ক্রিমি উৎপন্ন হয়, এবং অলাবু (লাউ) পুষ্পের ন্যায় যাহার আকৃতি, তাহাকে সিধ্ম কুষ্ঠ কহে।

কাকণন্তিকাবর্ণান্যাদৌ পশ্চাত্তু সর্ব্বকুষ্ঠলিঙ্গসমন্বিতানি পাপীয়সাং সর্ব্বকুষ্ঠলিঙ্গসম্ভবেনানেকবর্ণানি কাকণানীতি বিদ্যাৎ।

যে কুষ্ঠ প্রথমতঃ কাকণন্তিকার (কুঁচের) ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উদ্গত হয় ও পরে সমুদায় কুষ্ঠের লক্ষণযুক্ত হয়, এবং সর্ব্ব কুষ্ঠের লক্ষণযুক্ত হওয়ার জন্য অনেকবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে কাকণ কুষ্ঠ বলিয়া জানিবে। অতি পাপী ব্যক্তিরই এই কুষ্ঠ হইয়া থাকে।

তান্যসাধ্যানি, সাধ্যানি পুনরিতরাণি ভবন্তি। তত্র যদসাধ্যং তদসাধ্যতাং নাতিবর্ত্ততে। সাধ্যং পুনঃ কিঞ্চিৎ সাধ্যতামতিবর্ত্ততে কদাচিদপচারাৎ। সাধ্যানি হি ষট্ কাকণবর্জ্যান্যচিকিৎস্যমানানি অপচারতো বা দোষৈরভিষ্যন্দমানান্যসাধ্যতামুপযান্তি। সাধ্যানামপি হ্যুপেক্ষ্যমাণানামেষাং ত্বঙ্মাংসশোণিতলসীকাকোথক্লেদসংস্বেদজাঃ ক্রিময়োঽভিমূর্চ্ছন্তি।

এই সকল কুষ্ঠ অসাধ্য সাধ্য ও যাপ্য ভেদে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে কুষ্ঠ অসাধ্য, তাহা কখনও অসাধ্যতার অতিক্রম করে না, অর্থাৎ অসাধ্য কুষ্ঠ কখনও সাধ্য হয় না। কিন্তু সাধ্য কুষ্ঠ অপচার বশতঃ কখন অসাধ্য হইয়া থাকে। কাকণ কুষ্ঠ ব্যতীত অপর ছয়প্রকার সাধ্য কুষ্ঠ, যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে, অথবা কোন অপচার ঘটিলে, দোষ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া, তাহাদিগকে অসাধ্য করিয়া তুলে। সাধ্য কুষ্ঠ উপেক্ষিত হইলে, তাহাদের ত্বক্ মাংস রক্ত ও লসীকা পচিয়া যায়, এবং তাহার ক্লেদ ও স্বেদ হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়।

তে ভক্ষয়ন্তস্ত্বগাদীন্, দোষান্ পুনর্দূষয়ন্ত ইমান্ উপদ্রবান্ পৃথক্ পৃথগুৎপাদয়ন্তি। তত্র বাতঃ শ্যাবারুণবর্ণং পরুষতামপি চ রৌক্ষ্যশূলশোষতোদবেপথুসঙ্কোচহর্ষায়াসস্তম্ভসুপ্তিভেদভঙ্গান্, পিত্তং পুনর্দাহস্বেদক্লেদকোথস্রাবপাকরাগান্, শ্লেষ্মা ত্বস্য শৈত্যশ্বৈত্যকণ্ডুস্থৈর্য্যগৌরবোৎসেধস্নেহোপলেপান্।

ক্রিমি সকল যখন ত্বগাদি ভক্ষণ করিতে থাকে, এবং তজ্জন্য দোষের অধিক বৃদ্ধি হয়, সেই সময়ে দোষভেদানুসারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা,— শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, কর্কশতা, রুক্ষতা, শূলনিখাতবৎ বেদনা, শোষ, সূচীবেধবৎ যাতনা, কম্প, অঙ্গসঙ্কোচ, লোমহর্ষ, শ্রান্তিবোধ, স্তব্ধতা, স্পর্শশক্তির হানি, অঙ্গভেদ, ও অঙ্গভঙ্গ, এই সমস্ত উপদ্রব বায়ুকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। দাহ, স্বেদ, ক্লেদ, পচন, স্রাব, পাক, ও রক্তবর্ণতা, এই উপদ্রবগুলি পিত্ত হইতে জন্মে। শীতলতা, শ্বেতবর্ণতা, কণ্ডু, কঠিনতা, গুরুত্ব, উচ্চতা, স্নিগ্ধভাব ও উপলিপ্ততা, এই সকল উপদ্রব শ্লেষ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রিময়স্তু ত্বগাদীংশ্চতুরঃ সিরাস্নায়ূ চাস্থীন্যপিচ তরুণানি খাদন্তি। অস্যাঞ্চৈবাবস্থায়াং কুষ্ঠিনমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি। তদ্‌যথা প্রস্রবণমঙ্গভেদঃ পতনান্যঙ্গাবয়বানাং তৃষ্ণাজ্বরাতিসারদাহ-দৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকাশ্চ তথাবিধমসাধ্যং বিদ্যাদিতি।

ক্রিমিসকল ক্রমশঃ ত্বগাদি চারিটি পদার্থ, এবং শিরা স্নায়ু ও তরুণ অস্থি সমূহ ভক্ষণ করিতে থাকে। সেই অবস্থায় কুষ্ঠরোগী আর কতকগুলি উপদ্রবে আক্রান্ত হয়। সেই সকল উপদ্রব যথা,—স্রাব, অঙ্গভেদ, অঙ্গাবয়বের পতন, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার, দাহ, দুর্ব্বলতা, অরুচি, ও অপরিপাক। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত কুষ্ঠ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

ভবন্তি চাত্র

সাধ্যোঽয়মিতি যঃ পূর্ব্বং নরোরোগমুপেক্ষতে।
স কিঞ্চিৎ কালমাসাদ্য মৃতএবাববুধ্যতে॥
যস্তু প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু বা।
ভেষজং কুরুতে সম্যক্ স চিরং সুখমশ্নুতে॥
যথাহ্যল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
সচৈবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু যত্নাৎ কৃচ্ছ্রেণ ছিদ্যতে॥
এবমেব বিকারোঽপি তরুণঃ সাধ্যতে সুখম্।
বিবৃদ্ধঃ সাধ্যতে কৃচ্ছ্রাদসাধ্যো বাপি জায়তে॥

এই রোগ সাধ্য ভাবিয়া, যে ব্যক্তি রোগের উপেক্ষা করে, কিছুকাল পরেই তাহাকে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয়। আর যে ব্যক্তি রোগ-প্রকাশের পূর্ব্বেই অথবা রোগের তরুণ অবস্থায় তাহার প্রতিকার করে, সে চিরজীবন সুস্থ থাকিতে পারে। যেমন অল্প যত্নেই তরুণ বৃক্ষ ছেদন করা যায়, কিন্তু সেই তরু অতিবর্দ্ধিত হইলে, অতিকষ্টে ও অতিযত্নে তাহা ছেদন করিতে হয়; সেইরূপ তরুণ রোগ অনায়াসে নিবারিত হয়, কিন্তু তাহা বর্দ্ধিত হইলে, অতিকষ্টে তাহার নিবারণ করিতে হয়, অথবা তাহা অসাধ্য হইয়া উঠে।

তত্র শ্লোকঃ।

সংখ্যা দ্রব্যাণি দোষাশ্চ হেতবঃ পূর্ব্বলক্ষণম্।
রূপাণ্যুপদ্রবাশ্চোক্তাঃ কুষ্ঠানাং কৌষ্ঠিকে পৃথক্॥

এই কুষ্ঠরোগনিদানে কুষ্ঠের সংখ্যা, উপাদান-দ্রব্য, দোষ, কারণ, পূর্ব্বরূপ, রূপ ও উপদ্রব, এই সমস্ত বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
কুষ্ঠনিদানং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
কুষ্ঠনিদান নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোষনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা শোষনিদান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু চত্বারি শোষস্যায়তনানি ভবন্তি, তদ্‌যথা সাহসং সন্ধারণং ক্ষয়োবিষমাশনমিতি।

শোষ রোগের কারণ চারিটি, যথা সাহস, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, ধাতুক্ষয় ও বিষমাশন।

তত্র সাহসং শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষো দুর্ব্বলঃ সন্ বলবতা সহ বিগৃহ্লাতি, মহতা বা ধনুষা ব্যায়চ্ছতি, জল্পতিচাপ্যতিমাত্রং, অতিমাত্রং বা ভারমুদ্বহত্যপ্সু বা প্লবতে চাতিদূরমুৎসাদনপদাঘাতনে বাতিপ্রগাঢ়মুপসেবতে, অতিবিপ্রকৃষ্টং বাধ্বানং দ্রুতমভিপতত্যভিহন্যতে বান্যদ্বা কিঞ্চিদেবংবিধং বিষমমতিমাত্রং বা ব্যায়ামজাতমারভতে, তস্যাতিমাত্রেণ কর্ম্মণোরঃ ক্ষণ্যতে। তস্যোরঃক্ষতমুপপ্লবতে বায়ুঃ। স তত্রাবস্থিতঃ শ্লেষ্মাণমুরঃস্থমুপসংগৃহ্য পিত্তঞ্চ দূষয়ন্ বিহরত্যূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্‌চ।

তন্মধ্যে যে সাহসকে শোষরোগের কারণ বলা হইয়াছে, সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেছি। যখন কোন ব্যক্তি দুর্ব্বল শরীরে বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ করে, বৃহৎ ধনু আকর্ষণ করে, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধিক কথাবার্ত্তা কহে, অতিরিক্ত ভার বহন করে, জলে সন্তরণ দিয়া অধিক দূর যায়, অতি প্রগাঢ় উৎসাদন বা অতিশয় পদাঘাত করে, দ্রুতবেগে অধিক পথ গমন করে, কোনরূপে আহত হয়, অথবা এইরূপ অন্য কোন ব্যায়াম বিষম ভাবে বা অতিরিক্ত পরিমাণে সেবা করে; তখন তাহার সেই সমস্ত অতিব্যায়াম জন্য বক্ষঃস্থল ক্ষত হয়, এবং কুপিত বায়ু সেই উরঃক্ষত স্থল আক্রমণ করে। বায়ু সেইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বক্ষঃস্থ শ্লেষ্মা ও পিত্তকে দূষিত করিয়া উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্ ভাবে বিচরণ করে।

তস্য যোঽংশঃ শরীরসন্ধীনাবিশতি তেনাস্য জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো জ্বরশ্চোপজায়তে। যস্ত্বামাশয়মভ্যুপৈতি তেনাস্য চ বর্চ্চোভিদ্যতে। যস্তু হৃদয়মাবিশতি তেন রোগা ভবন্ত্যুরস্যাঃ। যো রসনাং তেনাস্যারোচকশ্চ। যঃ কণ্ঠমভিপ্রপদ্যতে কণ্ঠস্তেনোদ্ধংস্যতে স্বরশ্চাবসীদতি। যঃ প্রাণবহানি স্রোতাংস্যন্বেতি তেন শ্বাসঃ প্রতিশ্যায়শ্চ জায়তে। যঃ শিরস্যবতিষ্ঠতে শিরস্তেনোপহন্যতে।

সেই বায়ুর যে অংশ শরীরের সন্ধিস্থানসমূহ আশ্রয় করে, তাহাদ্বারা জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ ও জ্বর উৎপন্ন হয়। যে অংশ আমাশয়ে অবস্থিত হয়, তাহাদ্বারা মলভেদ হয়। যে অংশ

হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাদ্বারা বক্ষোগত রোগসমূহ উৎপন্ন হয়। যে অংশ রসনা আশ্রয় করে, তাহাদ্বারা অরুচি, যে অংশ কণ্ঠদেশ অবলম্বন করে, তাহাদ্বারা কণ্ঠের উদ্ধংস (স্থুং স্থুং) ও স্বরভঙ্গ হয়। যে ভাগ প্রাণবহ স্রোতঃসমূহের অনুসরণ করে, তাহাদ্বারা শ্বাস ও প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) হয়। এবং যে ভাগ মস্তকে অবস্থিত হয়, তাহাদ্বারা শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

ততঃ ক্ষণনাচ্চৈবোরসো বিষমগতিত্বাচ্চ বায়োঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধংসনাৎ, কাসঃ সততমস্য সংজায়তে। স কাসপ্রসঙ্গাদুরসি ক্ষতে সশোণিতং নিষ্ঠীবতি শোণিতগমনাচ্চাস্য দৌর্ব্বল্যমুপজায়তে। এবমেতে সাহসপ্রভবাঃ সাহসিকমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি, স উপশোষণৈরেতৈরুপদ্রবৈরুপদ্রুতঃ শনৈঃ শনৈরেবোপশুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমান্ বলমাত্মনঃ সমীক্ষ্য তদনুরূপানি সর্ব্বকর্ম্মাণ্যারভেত কর্ত্তুম্। বলসমাধানং হি শরীরং শরীরমূলশ্চ পুরুষ ইতি।

বক্ষঃস্থল ক্ষত হওয়ায়, এবং বায়ুর বিষম গতি ও কণ্ঠের উদ্ধংসন জন্য নিরন্তর তাহার কাসবেগ উপস্থিত হয়। সেই কাসবেগের জন্য বক্ষঃস্থল পুনর্ব্বার ক্ষত হওয়ায়, রক্তমিশ্রিত নিষ্ঠীবন উঠে, এবং রক্তনির্গম জন্য রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে অতিসাহসজনিত উপদ্রব সকল সাহসী ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত শোষণকারক উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে, পরে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তি শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের বল বিবেচনা করিয়া, তদনুরূপ কার্য্যের আরম্ভ করিবেন। যেহেতু বলদ্বারাই শরীর রক্ষিত হয়, এবং শরীরই পুরুষের অস্তিত্বের কারণ।

ভবতি চাত্র

সাহসং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম রক্ষন্ জীবিতমাত্মনঃ।
জীবন্ হি পুরুষস্ত্বিষ্টং কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতে।

জীবনরক্ষার জন্য অতিসাহসের কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিবে। কারণ জীবিত থাকিলেই মানুষ সকলকর্ম্মের ইষ্টফল লাভ করিয়া থাকে।

অথ সন্ধারণং শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষো রাজসমীপে ভর্ত্তুঃ সমীপে বা গুরোর্ব্বা পাদমূলেঽন্যতমং সতাং বা সমাজং স্ত্রীমধ্যং বানুপ্রবিশ্য, যানৈর্ব্বাপ্যুচ্চাবচৈর্গচ্ছন্ ভয়াৎ প্রসঙ্গাৎ হ্রীমত্ত্বাদ্ ঘৃণিত্বাদ্বা নিরুণদ্ধ্যাগতান্ বাতমূত্রপুরীষবেগান্, ততস্তস্য সন্ধারণাদ্ বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতঃ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ সমুদীর্য্যোর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ বিহরতি।

মলমূত্রাদির বেগধারণকে শোষরোগের কারণ বলা হইয়াছে, এখন সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেছি। যদি কখন কোন ব্যক্তি রাজসমীপে, প্রভুর নিকটে, গুরুপাদমূলে, কোন সজ্জন-সমাজে, বা স্ত্রীগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অথবা কোন যানারোহণ পূর্ব্বক নানাস্থানে গমন করিতে করিতে, ভয়, কার্য্যপ্রসঙ্গ, লজ্জা, বা ঘৃণার জন্য অধোবায়ুর ও মল-মূত্রের উপস্থিত

বেগ রোধ করে, তবে তাহার সেই বেগধারণ জন্য বায়ু প্রকুপিত হয়। সেই কুপিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া, শরীরের ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ প্রদেশে বিচরণ করে।

ততশ্চাংশবিশেষেণ পূর্ব্ববৎ শরীরাবয়ববিশেষং প্রবিশ্য শূলং জনয়তি, ভিনত্তি পুরীষমুচ্ছোষয়তি বা, পার্শ্বে চাতিরুজত্যংসাবমৃদ্নাতি, কণ্ঠমুরশ্চাবধমতি, শিরশ্চোপহন্তি, কাসং শ্বাসং জ্বরং স্বরভেদং প্রতিশ্যায়ং চোপজনয়তি। ততঃ স উপশোষণৈরেতৈরুপদ্রবৈরুপদ্রুতঃ শনৈঃ শনৈরুপশুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমানাত্মনঃ শরীরেষ্বেব যোগক্ষেমকরেষু প্রযতেত বিশেষেণ। শরীরং হ্যস্য মূলং, শরীরমূলশ্চ পুরুষো ভবতীতি।

তৎপরে অংশবিশেষ দ্বারা পূর্ব্ববৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে প্রবিষ্ট হইয়া, শূলনিখাতবৎ বেদনা জন্মায়, মলভেদ করে বা মল শুষ্ক করে, পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা জন্মায়, স্কন্ধদেশ অবমর্দ্দিত করে, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ধমন (নিরন্তর কাসবেগ) উপস্থিত করে, শিরঃপীড়া জন্মায়, এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, স্বরভঙ্গ, ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। তৎপরে এই সমস্ত শোষণকারক উপদ্রব-সমূহদ্বারা উপদ্রুত হইয়া রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের শরীরে এবং যোগক্ষেমকর কার্য্যসমূহে অর্থাৎ যে সকল কার্য্যের সংযোগে মঙ্গল হয় সেই সমস্ত কার্য্যে যত্নশীল হইবেন। যেহেতু শরীরই যোগক্ষেমকর কার্য্যের মূল, এবং পুরুষ শরীরমূলক।

ভবতি চাত্র

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাম্॥

অন্য সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর পালন করিবে, যেহেতু শরীরের অভাবে শরীরী জীবের সমুদায় বিষয়েরই অভাব ঘটিয়া থাকে।

ক্ষয়ঃ শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষোঽতিমাত্রং শোকচিন্তাপরিগতহৃদয়ো ভবতীর্ষ্যোৎকণ্ঠাভয়ক্রোধাদিভির্ব্বা সমাবিশ্যতে, কৃশো বা সন্ রুক্ষান্নপানসেবী ভবতি, দুর্ব্বলপ্রকৃতিরনাহারো বাপ্যল্পাহারো বা ভবতি, তদা তস্য হৃদয়স্থায়ী রসঃ ক্ষয়মুপৈতি, স তস্যোপক্ষয়াৎ শোষং প্রাপ্নোতি, অপ্রতীকারাচ্চানুবধ্যতে যক্ষ্মণা যথোপদেক্ষ্যমানেন। যদা বা পুরুষোঽতিপ্রহর্ষাদতিপ্রসক্তভাবাৎ স্ত্রীষ্বতিপ্রসঙ্গমারভতে, তস্যাতিপ্রসঙ্গাদ্রেতঃ ক্ষয়মেতি, ক্ষয়মপি চোপগচ্ছতি রেতসি মনঃ [illegible]নৈবাস্য নিবর্ত্ততে, তস্য চাতিপ্রণীতসঙ্কল্পস্য মৈথুনমাপদ্যমানস্য ন শুক্রং প্রবর্ত্ততে অতিমাত্রোপক্ষীণরেতস্ত্বাৎ। তথাস্য বায়ুর্ব্যায়চ্ছমানস্যৈব ধমনীরনুপ্রবিশ্য শোণিতবাহিনীস্তাভ্যঃ শোণিতং প্রচ্যাবয়তি, তচ্ছুক্রক্ষয়াদস্য পুনঃ শুক্রমার্গেণ শোণিতং প্রবর্ত্ততে বাতানুসৃতলিঙ্গম্।

শোষরোগের আর একটি কারণ ক্ষয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা করিব। যখন কোন ব্যক্তি অতিশয় শোকার্ত্ত বা চিন্তাকুলচিত্ত হয়; ঈর্ষা উৎকণ্ঠা ভয় বা ক্রোধাদিদ্বারা অভিভূত হয়; কৃশ হইয়া রুক্ষ অন্ন-পানের সেবা করে, অথবা দুর্ব্বল অবস্থায় নিরাহার বা অল্পাহারী হয়, তখন সেই ব্যক্তির হৃদয়স্থ রস ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এবং সেই রসক্ষয়ের জন্য তাহাকে শোষরোগাক্রান্ত হইতে হয়। প্রতীকার না হইলে, সেই শোষ হইতে ক্রমশঃ বক্ষ্যমাণ যক্ষ্মরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিংবা যদি কোন ব্যক্তি অতিহর্ষ বা অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ অধিক স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে সেই অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম জন্য তাহার শুক্রক্ষয় হয়। কিন্তু শুক্রক্ষয় হইলেও, তাহার মন স্ত্রীসংসর্গবিষয়ে নিবৃত্ত হয় না। কামচিন্তায় অভিভূত হইয়া তখন স্ত্রীসঙ্গম করিলে, ক্ষীণশুক্রত্ব জন্য তাহার আর শুক্রপাত হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গমকালে তাহার বায়ু কুপিত হইয়া রক্তবাহী ধমনীসমূহে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই সকল ধমনী হইতে রক্তনিঃসরণ করে। সুতরাং শুক্রমার্গদ্বারা শুক্রের অভাবে বিবিধ বাতলক্ষণযুক্ত রক্ত নিঃসৃত হয়।

অথাস্য শুক্রক্ষয়াৎ শোণিতপ্রবর্ত্তনাচ্চ সন্ধয়ঃ শিথিলীভবন্তি, রৌক্ষ্যমপিচাস্যোপজায়তে, ভূয়ঃ শরীরং দৌর্ব্বল্যমাবিশতীতি বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতোঽরসিকং শরীরমনুসর্পন্ উদীর্য্য শ্লেষ্মপিত্তে, পরিশোষয়তি মাংসশোণিতে, প্রচ্যাবয়তি শ্লেষ্মপিত্তে, সংরুজতি পার্শ্বে চাবগৃহ্ণাত্যংসৌ, কণ্ঠমুদ্ধ্বংসয়তি, শিরঃ শ্লেষ্মাণমুপক্লিশ্য পরিপূরয়তি শ্লেষ্মণা, সন্ধীংশ্চ প্রপীড়য়ন্ করোত্যঙ্গমর্দ্দারোচকাবিপাকান্, পিত্তশ্লেষ্মোৎক্লেশাৎ প্রতিলোমগত্বাচ্চ বায়ুর্জ্বরং কাসং শ্বাসং স্বরভেদং প্রতিশ্যায়ং চোপজনয়তি। স কাসপ্রসঙ্গাদুরসি ক্ষতে শোণিতং নিষ্ঠীবতি শোণিতগমনাচ্চাস্য দৌর্ব্বল্যমুপজায়তে। ততঃ সোঽপ্যুপশোষণৈরেতৈরুপদ্রবৈরুপক্রান্তঃ শনৈঃ শনৈরুপশুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমানাত্মনঃ শরীরমনুরক্ষন্ শুক্রমনুরক্ষেৎ। পরা হ্যেষা ফলনির্ব্বৃত্তিরাহারস্যেতি।

অতঃপর তাহার সেই শুক্রক্ষয় ও রক্তস্রাব বশতঃ সন্ধি সকল শিথিল হয়, শরীর রুক্ষ ও দুর্ব্বল হয়, এবং বায়ু প্রকুপিত হয়। কুপিত বায়ু সেই নীরস শরীরের সর্ব্বত্র গমন করিয়া, শ্লেষ্মা ও পিত্তকে কুপিত করে, মাংস ও রক্ত শোষণ করে, শ্লেষ্মা ও পিত্তের নিঃসরণ করে, পার্শ্বদ্বয়ে ও স্কন্ধদেশে বেদনা জন্মায়, কণ্ঠমধ্যে কণ্ডু (সুং সুং) উপস্থিত করে, মস্তকে শ্লেষ্মা আনয়ন করিয়া মস্তক শ্লেষ্মপূর্ণ করে, সন্ধিসমূহ পীড়িত করে, এবং অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি ও অপরিপাক উৎপাদন করে। পিত্ত ও শ্লেষ্মার উৎক্লেশ (নিঃসরণোন্মুখতা), এবং প্রতিলোমগমন জন্য বায়ুকর্ত্তৃক জ্বর, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হয়। নিরন্তর কাসবেগের জন্য সেই ব্যক্তির বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়া, রক্তনিষ্ঠীবন নির্গত হয়, এবং রক্তক্ষয় জন্য তাহার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। এই সমস্ত শোষণকারক উপদ্রব সমূহদ্বারা উপক্রান্ত হওয়ায়, সুতরাং সেই ব্যক্তি শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার শরীর রক্ষার জন্য অবশ্য শুক্ররক্ষা করিবেন; যেহেতু শুক্রই আহারের উৎকৃষ্ট পরিণতি।

ভবতি চাত্র

আহারস্য পরং ধাম শুক্রং তদ্রক্ষ্যমাত্মনঃ।
ক্ষয়োহস্য বহূন রোগান্ মরণং বা নিযচ্ছতি॥

আহারের শ্রেষ্ঠ পরিণাম ফল শুক্র, সেই শুক্রের রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু শুক্রক্ষয় হইতে বহুরোগ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

বিষমাশনং শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষঃ পানাশনভক্ষ্যলেহ্যোপযোগান্ প্রকৃতিকরণরাশিসংযোগদেশ-কালোপযোগসংস্থোপশয়বিষমানুপসেবতে, তদা তস্য তেভ্যো বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাণো বৈষম্যমাপদ্যন্তে। তে বিষমাঃ শরীরমনুসৃত্য যদা স্রোতসাং মুখানি প্রতিবার্য্যাবতিষ্ঠন্তে, তদা জন্তুর্যদ্ যদাহারজাতমাহরতি তৎ তন্মূত্রপুরীষমেবোপজায়তে ভূয়িষ্ঠং, নান্যস্তথা শরীরধাতুঃ, স পুরীষো-পষ্টম্ভাদ্বর্ত্তয়তি। তস্মাচ্ছুষ্যতো বিশেষেণ পুরীষমনুরক্ষ্যং তথান্যেষা-মতিকৃশদুর্ব্বলানাম্।

পূর্ব্বে যে বিষমাশনকে শোষ রোগের কারণ বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারাই ব্যাখ্যা করিব। যখন কোন ব্যক্তি (বিমানস্থানোক্ত) প্রকৃতি, করণ, রাশি, সংযোগ, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপশয় প্রভৃতির বিষমভাবে, পেয় ভোজ্য ভক্ষ্য ও লেহ্য পদার্থের উপ-সেবা করে, তখন তাহার সেই সমস্ত কারণ হইতে বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা বৈষম্য প্রাপ্ত হয়। সেই বৈষম্যপ্রাপ্ত বাতাদি যখন সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া স্রোতোমুখসমূহের আবরণ করে, তখন সেই ব্যক্তি যে কোন ভোজ্যবস্তু ভোজন করে, তাহার অধিকাংশই মূত্র ও পুরীষরূপে পরিণত হয়, কোন শরীরধাতুরূপে পরিণত হইতে পারে না। সেই পুরীষের বলেই তাহার জীবনরক্ষা হয়। অতএব শোষরোগীর পুরীষ বিশেষরূপে রক্ষা করা আবশ্যক। অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরও পুরীষ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

তস্যানাপ্যায্যমানস্য বিষমাশনোপচিতদোষাঃ পৃথক্ পৃথগুপদ্রবৈ-র্যুক্তো ভূয়ঃ শরীরমুপশোষয়ন্তি। তত্র বাতোহস্য শিরঃশূলমঙ্গমর্দ্দং কণ্ঠোদ্ধ্বংসনং পার্শ্বসংরোজনমংসাবমর্দ্দং স্বরভেদং প্রতিশ্যায়ং চোপজন-য়তি। পিত্তং পুনরস্য জ্বরমতিসারমন্তর্দ্দাহঞ্চ। শ্লেষ্মা তু প্রতিশ্যায়ং শিরসো গুরুত্বমরোচকং কাসঞ্চ। স কাসপ্রসঙ্গাদুরসি ক্ষতে শোণিতং নিষ্ঠীবতি শোণিতগমনাচ্চাস্য দৌর্ব্বল্যমুপজায়তে। এবমেতে বিষমাশনোপচিতা-স্ত্রয়ো দোষা রাজযক্ষ্মাণমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। স তৈরুপশোষণৈরুপদ্রবৈ-রুপক্রান্তঃ শনৈঃ শনৈঃ শুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমান্ প্রকৃতিকরণ-রাশিসংযোগদেশকালোপযোগসংস্থোপশয়াদবিষমমাহারমাহরেদিতি।

সেই অপুষ্টধাতু ব্যক্তির বিষমাশনবর্দ্ধিত দোষসকল পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ উপদ্রব শরীরে উপস্থিত করিয়া ক্রমশঃ শরীর শুষ্ক করে। তন্মধ্যে বায়ু তাহার শিরঃশূল, অঙ্গমর্দ্দ, কণ্ঠকণ্ডূয়ন, পার্শ্ববেদনা, অংসবেদনা, স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। পিত্ত, জ্বর অতিসার ও অন্তর্দাহ উপস্থিত করে। এবং শ্লেষ্মা, প্রতিশ্যায়, শিরোগৌরব, অরুচি, ও কাস উৎপাদন করিয়া থাকে। নিরন্তর কাসবেগের জন্য তাহার বক্ষঃস্থল ক্ষত হয় এবং রক্তনিষ্ঠীবন হয়। রক্তনির্গম জন্য তাহার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। এইরূপে বিষমাশন বর্দ্ধিত দোষত্রয় রাজযক্ষ্মার উৎপাদন করিয়া থাকে। রোগী ঐ সমস্ত শোষণকারক উপদ্রব সমূহদ্বারা উপদ্রুত হইয়া ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, প্রকৃতি, করণ, রাশি, সংযোগ, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপশয়ের নিয়মানুসারে, অবিষমভাবে আহার করিবেন।

ভবতি চাত্র

হিতাশী স্যান্মিতাশী স্যাৎ কালভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পশ্যন্ রোগান্ বহূন্ কষ্টান্ বুদ্ধিমান্ বিশমাশনাৎ।

বিষমাশন হইতে বহুবিধ কষ্টকর রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হিতকর আহার পরিমিত মাত্রায় যথাকালে ভোজন করিবেন, এবং সংযতেন্দ্রিয় হইবেন।

এবমেতৈশ্চতুর্ভিঃ শোষস্যায়তনৈরুপসেবিতৈর্জন্তোর্বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে। তে প্রকুপিতা নানাবিধোপদ্রবৈঃ শরীরমুপশোষয়ন্তি। তং সর্ব্বরোগাণাং কষ্টতমত্বাৎ রাজযক্ষ্মাণমাচক্ষতে ভিষজঃ। যস্মাদ্বা পূর্ব্বমাসীদ্ ভগবতঃ সোমস্যোড়ুরাজস্য তস্মাদ্রাজযক্ষ্মেতি।

এই চারিটি শোষনিদান অতিসেবিত হইলে, সেই ব্যক্তির বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকোপ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই প্রকুপিত দোষসকল নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করিয়া, শরীরে শোষ উৎপাদন করে। ইহা সকল রোগ হইতে অধিক কষ্টসাধ্য, এই জন্য চিকিৎসকগণ ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলেন। অথবা পুরাকালে ভগবান্ তারারাজ চন্দ্রের এই রোগ হইয়াছিল, সেই জন্য ইহা রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত হইয়াছে।

অস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্যথা প্রতিশ্যায়ঃ ক্ষবথুরভীক্ষ্ণং শ্লেষ্মপ্রসেকো মুখমাধুর্য্যমনন্নাভিলাষঃ অন্নকালে চায়াসো দোষদর্শনং দোষেষ্বল্পদোষেষু বা ভাবেষু পাত্রোদকান্নসূপাপূপোপদংশপরিবেশকে ভুক্তবতোঽপ্যস্য হৃল্লাসস্তথোল্লেখনমপ্যাহারস্যান্তরান্তরা, মুখস্য পাদয়োঃ শোষঃ, পাণ্যোশ্চাবেক্ষণমত্যর্থমক্ষ্ণোঃ শ্বেতাবভাসতাচাতিমাত্রং বাহ্বোঃ প্রমাণজিজ্ঞাসা, স্ত্রীকামতা, নির্ঘৃণিতং, বীভৎসদর্শনতা চাস্য কায়ে স্বপ্নে চাভীক্ষ্ণং দর্শনমনুদকানামুদকস্থানানাং, শূন্যানাঞ্চ গ্রামনগরনিগমজনপদানাম্, শুষ্কদগ্ধভগ্নানাঞ্চ বনানাং, কৃকলাসময়ূরবানরশুকসর্পকাকোলূকাদিভিঃ স্পর্শনমধিরোহণং বা বরাহোষ্ট্রখরৈঃ, কেশাস্থিভস্মতুষাঙ্গাররাশীনাঞ্চাধিরোহণমিতি শোষপূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি।

রাজযক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ যথা,—প্রতিশ্যায়, নিরন্তর হাঁচি, শ্লেষ্মস্রাব, মুখে মধুরতা, ভোজনে অনিচ্ছা, ভোজনকালে শ্রান্তিবোধ; ভোজনপাত্র, জল, অন্ন, সূপ, পিষ্টক, চাটনী ও পরিবেশক প্রভৃতি নির্দ্দোষ বা অল্পদোষ হইলেও তাহাতে দোষদর্শন, ভোজনের পরে বমন বেগ, মধ্যে মধ্যে ভুক্তপদার্থ বমন, মুখ ও পদদ্বয়ের শোষ, সর্ব্বদা হস্তদ্বয় দর্শন, চক্ষুদ্বয়ের অত্যন্ত শ্বেতবর্ণতা, বারংবার বাহুদ্বয়ের পরিমাণ জিজ্ঞাসা, স্ত্রীসংসর্গে আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণাশূন্যতা, শরীরে বীভৎসদর্শন, এবং স্বপ্নে প্রায়ই জলহীন জলাশয়, শূন্য গ্রাম নগর প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ নগর ও দেশ; শুষ্ক দগ্ধ বা ভগ্ন বন; এই সকলের দর্শন; কিংবা শরীরে কৃকলাস, ময়ূর বানর, শুক, সর্প, কাক, ও পেচকাদির স্পর্শন, এবং বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভে অধিরোহণ, অথবা কেশ, অস্থি, ভস্ম, তুষ ও অঙ্গারের রাশিতে আরোহণ, এই সকল স্বপ্নদর্শন; শোষরোগের পূর্ব্বে এই সমুদায় পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অত ঊর্দ্ধং একাদশ রূপাণি তস্য ভবন্তি। তদ্‌যথা শিরসঃ প্রতিপূর্ণত্বং কাসঃ শ্বাসঃ স্বরভেদঃ শ্লেষ্মণশ্ছর্দ্দনং শোণিতষ্ঠীবনং পার্শ্বসংরোজননমংসাবমর্দ্দো জ্বরোঽরোচকশ্চেত্যেকাদশ রূপাণি ভবন্তি।

অতঃপর রাজযক্ষ্মার একাদশটী রূপ প্রকাশিত হয়। যথা মস্তকের পরিপূর্ণতা, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, শ্লেষ্মবমন, রক্তনিষ্ঠীবন, পার্শ্ববেদনা, অংসবেদনা জ্বর, অতিসার ও অরুচি; এই একাদশটি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

তত্রাপরিক্ষীণমাংসশোণিতো বলবানজাতারিষ্টঃ সর্ব্বৈরপি শোষলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ সাধ্যো জ্ঞেয়ঃ। বলবানুপচিতো হি সহত্বাদ্ ব্যাধ্যৌষধবলস্য কামং সুবহুলিঙ্গোঽপি স্বল্পলিঙ্গএব মন্তব্যঃ। দুর্ব্বলস্ত্বতিক্ষীণমাংসশোণিতঃ মল্পলিঙ্গমজাতারিষ্টমপি বহুলিঙ্গং জাতারিষ্টঞ্চ বিদ্যাদসহত্বাদ্ ব্যাধ্যৌষধবলস্য, তং পরিবর্জ্জয়েৎ, ক্ষণেনৈব হি প্রাদুর্ভবন্ত্যরিষ্টাঙ্গনিমি[illegible] [illegible]স্যারিষ্টপ্রাদুর্ভাব ইতি।

শোষ[illegible] লক্ষণ উপস্থিত হইলেও, রোগীর যদি রক্তমাংসের ক্ষয় না হয়,
শরীর[illegible] [illegible] কোন অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ না হয়, তবে সেই রাজযক্ষ্মাও সাধ্য।
যেহে[illegible] [illegible] রোগের বেগ ও ঔষধের বল উভয়ই যথেষ্ট সহ্য করিতে
পারে[illegible] [illegible]ক্রান্ত রোগও অল্প লক্ষণাক্রান্তের ন্যায় বিবেচনা করা
উচি[illegible] ও তাহার রক্ত-মাংস ক্ষীণ হইলে, কোন অরিষ্ট লক্ষণ
প্রক[illegible] [illegible]ক্রান্ত রোগ বহুলক্ষণাক্রান্ত এবং অরিষ্ট লক্ষণযুক্তের
ন্যায়[illegible] [illegible]গী ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য করিতে অসমর্থ।
এই[illegible] [illegible]ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত
হয়,[illegible] হইয়া থাকে।

শোষরোগের এই সমস্ত নিদান লক্ষণ ও পূর্ব্বরূপ, যে ব্যক্তি যথাযথরূপে বুঝিতে পারেন, তিনি রাজার চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
শোষনিদানং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
শোষনিদাননামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উন্মাদনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা উন্মাদনিদান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু পঞ্চোন্মাদা ভবন্তি। তদ্যথা বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগন্তু-নিমিত্তাঃ।

উন্মাদরোগ পাঁচপ্রকার হইয়া থাকে; যথা,—বাতনিমিত্ত, পিত্তনিমিত্ত, শ্লেষ্মনিমিত্ত, সন্নিপাতজন্য ও আগন্তুজন্য।

তত্র দোষনিমিত্তাশ্চত্বারঃ পুরুষাণামেবংবিধানাং ক্ষিপ্রমভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তদ্যথা ভীরূণামুপক্লিষ্টসত্বানামুৎসন্নদোষাণাং সমলবিকৃতোপহিতান্যনুচিতান্যাহারজাতানি বৈষম্যযুক্তেনোপযোগবিধিনোপযুঞ্জানানাং, তন্ত্রপ্রয়োগমপি বিষমমাচরতামন্যাশ্চ শরীরচেষ্টা বিষমাঃ সমাচরতাম্, অত্যুপক্ষীণদেহানাং ব্যাধিবেগসমুদ্ভ্রামিতোপহতমনসাং বা, কামরাগক্রোধলোভহর্ষভয়মোহায়াসশোকচিন্তোদ্বেগাদিভির্ভূয়োঽভিঘাতাভ্যাহতানাং বা মনস্যুপহতে বুদ্ধৌ চ প্রচলিতায়াম্, অত্যুদীর্ণত্বাদ্দোষাঃ প্রকুপিতা হৃদয়মুপসংসৃত্য মনোবহানি স্রোতাংস্যাবৃত্য জনয়স্ত্যুন্মাদম্। উন্মাদং পুনর্মনোবুদ্ধিসংজ্ঞাজ্ঞানস্মৃতিভক্তিশীলচেষ্টাচারবিভ্রংশং বিদ্যাৎ।

তন্মধ্যে চারিপ্রকার দোষজ উন্মাদ, এইরূপ ব্যক্তির শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; যথা,—যাহারা ভীরু, যাহাদের চিত্ত ক্লেশাভিভূত, ও বাতাদিদোষ প্রবৃদ্ধ, যাহারা মলিন বিকৃত ও অনুপকারী দ্রব্যসমূহ আহারবিধির বিষমভাবে ভোজন করে, যাহারা তন্ত্রোক্ত দেবতা-সাধনাদি ক্রিয়ার বিষমভাবে আচরণ করে, অথবা বিষমভাবে অন্য কোন শারীর কার্য্য করে; যাহারা অতি ক্ষীণদেহ, যাহাদের মন ব্যাধিবেগে বিচালিত বা উপহত; যাহারা কাম, আসক্তি, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, ভয়, মোহ, পরিশ্রম, শোক, চিন্তা, ও উদ্বেগাদির অভিঘাতে অভিহত, তাহাদের মন উপহত ও বুদ্ধি চঞ্চল হইলে, উদীর্ণ দোষসকল অধিকতর কুপিত হইয়া হৃদয়ে

উপস্থিত হয়, এবং মনোবহ স্রোতঃসমূহ আবৃত করিয়া, উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। যে রোগে, মন, বুদ্ধি, সংজ্ঞা, জ্ঞান, স্মৃতি, ভক্তি, স্বভাব, চেষ্টা, ও আচারের বিভ্রংশ হয়, তাহাকেই উন্মাদরোগ বলিয়া জানিবে।

তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা—শিরসঃ শূন্যতা চক্ষুষোরাকুলতা স্বনশ্চ কর্ণয়োরুচ্ছ্বাসাধিক্যমাস্যসংস্রবণম্, অনন্নাভিলাষারোচকাবিপাকাশ্চ হৃদ্‌গ্রহো ধ্যানায়াসসম্মোহোদ্বেগাশ্চাস্থানে, সততঞ্চ লোমহর্ষো জ্বরশ্চাভীক্ষ্ণম্. অভীক্ষ্ণমুন্মত্তচিত্তত্বমর্দ্দিতাকৃতিকরণমুন্মর্দ্দিতঞ্চ ব্যাধেঃ, স্বপ্নে চাভীক্ষ্ণং দর্শনং ভ্রান্তচলিতানবস্থিতানাঞ্চ রূপাণামপ্রশস্তানাম্, তিলপীড়কচক্রাধিরোহণং, বাতকুণ্ডলিকাভিশ্চোন্মথনং, মজ্জনঞ্চ কলুষাম্ভসামাবর্ত্তে, চক্ষুষোশ্চাপসর্পণমিতি দোষনিমিত্তানামুন্মাদানাং পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি।

উন্মাদরোগের পূর্ব্বরূপ যথা, মস্তকের শূন্যতা, চক্ষুদ্বয়ের আকুলতা, কর্ণমধ্যে শব্দ, নিশ্বাসের আধিক্য, মুখস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক, হৃদয়ে যাতনা, অকারণে চিন্তা, পরিশ্রম, মোহ ও উদ্বেগ; নিরন্তর লোমহর্ষ, সর্ব্বদা জ্বর, উন্মত্তচিত্ততা, অর্দ্দিতরোগের আকৃতির ন্যায় মুখাদির বিকৃতিকরণ, ব্যাধিবিশেষের উন্মর্দ্দন; এবং ঘূর্ণিত চলিত বা অস্থির অপ্রশস্ত রূপ, ঘানিগাছে আরোহণ, ঘূর্ণিত বায়ুদ্বারা আকুলিত হওয়া, মলিন জলের আবর্ত্ত মধ্যে নিমজ্জন, এই সকল বিষয়ের নিরন্তর স্বপ্নদর্শন, ও ইতস্ততঃ নেত্রসঞ্চালন; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ, দোষজ উন্মাদ রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ততোঽনন্তরমুন্মাদাভিনির্ব্বৃত্তিরেব। তত্রেদমুন্মাদবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি। তদ্‌যথা পরিসরণমজস্রমক্ষিভ্রূবোষ্ঠাংসহন্বগ্রহস্তপাদাঙ্গবিক্ষেপশ্চাকস্মাৎ, সততমনিয়তানাঞ্চ গিরামুৎসর্গঃ ফেনাগমশ্চাস্যাৎ, অভীক্ষ্ণং স্মিতহসিতনৃত্যগীতবাদিত্রসংপ্রয়োগাশ্চাস্থানে, বীণাবংশশঙ্খশম্পাতালশব্দানুকরণমসাম্না, যানঞ্চাযানৈরলঙ্করণঞ্চানলঙ্কারিকৈর্দ্রব্যৈঃ, লোভশ্চাভ্যবহার্য্যেষ্বলব্ধেষু লব্ধেষু চাবমানঃ। তীব্রত্বং মাৎসর্য্যং কার্শ্যং পারুষ্যমুৎপিণ্ডতারুণাক্ষতা বাতোপশয়বিপর্য্যাসাদনুপশয়তা চেতি বাতোন্মাদলিঙ্গানি ভবন্তি।

তৎপরে উন্মাদরোগ প্রকাশ পায়। উন্মাদরোগের বিশেষ বিজ্ঞান যথা,—চক্ষু ও ভ্রূর নিরন্তর সঞ্চালন, ওষ্ঠ, স্কন্ধ, হনু, অগ্রহস্ত ও পদাগ্রের সহসা বিক্ষেপ; সর্ব্বদা অসম্বদ্ধ বাক্য কথন, মুখ হইতে ফেননির্গম; অনুপযুক্তস্থানে নিরন্তর ঈষৎ হাস্য, উচ্চ হাস্য, নৃত্য গীত ও বাদ্যকরণ; অশাস্তভাবে বীণা, বংশী, শঙ্খ, তৃণাদি, ও তালশব্দের অনুকরণ, যাহা যান নহে তাহাতে যানের ন্যায় ব্যবহার; যে দ্রব্য অলঙ্কার নহে, তাহা দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া, অলব্ধ আহারে লোভ, ও লব্ধ পদার্থে উপেক্ষা, তীব্রতা, দম্ভ, কৃশতা, কর্কশতা, চক্ষুর উৎপিণ্ডতা (ডেলার ন্যায় স্ফীততা) ও রক্তবর্ণতা, এবং বায়ুশান্তিকারক বিষয়ের বিপরীত বিষয়দ্বারা অনুপশয়, এই সমস্ত লক্ষণ বাতজ উন্মাদে প্রকাশ পায়।

অমর্ষঃ ক্রোধঃ সংরম্ভশ্চাস্থানে, শস্ত্রলোষ্ট্রকষাকাষ্ঠমুষ্টিভিশ্চাভিহননং স্বেষাং পরেষাং বা, অভিদ্রবণং, প্রচ্ছায়শীতোদকান্নাভিলাষশ্চ, সন্তাপশ্চাতিবেলং, তাম্রহরিতহারিদ্রস্তব্ধাক্ষতা, পিত্তোপশয়বিপর্য্যাসাদনুপশয়তা চেতি পিত্তোন্মাদলিঙ্গানি ভবন্তি।

অনুপযুক্ত স্থলে অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, আস্ফালন, অথবা শস্ত্র, লোষ্ট্র, কষা, কাষ্ঠ ও মুষ্টি দ্বারা আপনার অঙ্গে বা পরের অঙ্গে আঘাত, দৌড়িয়া পলায়ন, ছায়ায় শীতল জলে ও শীতল খাদ্যে আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্বদা শরীরে সন্তাপ, নেত্রদ্বয়ের হরিৎ বা হরিদ্রা বর্ণতা ও স্তব্ধতা, এবং পিত্তশান্তিকারক বিষয়ের বিপরীত বিষয় দ্বারা অনুপশয়, এই সমস্ত পিত্তজ উন্মাদ রোগের লক্ষণ।

স্থানমেকদেশে, তূষ্ণীম্ভাবোঽল্পশশ্চংক্রমণং, লালাসিংঘাণস্রবণমনন্নাভিলাষো রহঃকামতা চ বীভৎসত্বং শৌচদ্বেষঃ স্বপ্ননিত্যতা শ্বয়থুশ্চাননে শুক্ল-স্তিমিত-মলোপদিগ্ধাক্ষত্বং শ্লেষ্মোপশয়বিপর্য্যাসাদনুপশয়তা চেতি শ্লেষ্মোন্মাদলিঙ্গানি ভবন্তি।

একপার্শ্বে উপবেশন, মৌনভাবে অবস্থান, অল্প অল্প ভ্রমণ, লালা ও নাসাক্লেদস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নির্জ্জনপ্রিয়তা, শরীরের বীভৎসতা, শৌচাচারে বিদ্বেষ, সর্ব্বদা নিদ্রা, মুখে শোথ, চক্ষুর শুক্লবর্ণতা সিক্তভাব ও মললিপ্ততা, এবং কফপ্রশমক বিষয়ের বিপরীত বিষয় দ্বারা অনুপশয়, এই সমস্ত লক্ষণ শ্লেষ্মজ উন্মাদে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ত্রিদোষলিঙ্গসন্নিপাতে তু সান্নিপাতিকং বিদ্যাৎ তমসাধ্যমিত্যাচক্ষতে কুশলাঃ।

এই তিনদোষজ লক্ষণ একত্র সমবেত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক উন্মাদ বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ সান্নিপাতক উন্মাদকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন।

সাধ্যানাস্তু ত্রয়াণাং সাধনানি স্নেহস্বেদবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসননস্তঃকর্ম্ম--ধূমধূপনাঞ্জনাবপীড়—প্রধমনাভ্যঞ্জনপ্রদেহ-পরিষেকানুলেপনবধবন্ধনাবরোধন--বিত্রাসন—বিস্মাপন--বিস্মারণাপতর্পণ-সিরাব্যধনানি। ভোজনবিধানঞ্চ যথাস্বং যুক্ত্যা। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিন্নিদানবিপরীতমৌষধং কার্য্যং তৎ স্যাদিতি।

সাধ্য উন্মাদত্রয়ের অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ ও কফজ উন্মাদের নিবারণোপায় যথা,—স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন, নস্তকর্ম্ম, ধূম, ধূপন, অঞ্জন, অবপীড় নস্ত, প্রধমন নস্ত, তৈলাদির অভ্যঙ্গ, প্রলেপ, পরিষেক, অনুলেপন, আঘাত, বন্ধন, অবরোধ, ভয়প্রদর্শন, বিস্ময়োৎপাদন, বিস্মারণ, অপতর্পণ, সিরাবেধ, দোষানুসারে যুক্তিযুক্ত ভোজনবিধান, এবং অন্যান্য যাহা কিছু নিদানবিপরীত, তৎসমস্তই উন্মাদরোগে প্রযোজ্য।

ভবতি চাত্র

উন্মাদান্ দোষজান্ সাধ্যান্ সাধয়েদ্ ভিষগুত্তমঃ।
অনেন বিধিযুক্তেন কর্ম্মণা যৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

যে সকল ক্রিয়া কথিত হইল, গুণবান্ চিকিৎসক সেই সমস্ত ক্রিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া, দোষজ সাধ্য উন্মাদরোগ সমূহের চিকিৎসা করিবেন।

যস্তু দোষনিমিত্তেভ্য উন্মাদেভ্যঃ সমুত্থানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবেদনোপশয়বিশেষসমন্বিতোভবত্যুন্মাদঃ, তমাগন্তুকমাচক্ষতে। কেচিৎ পুনঃ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মাপ্রশস্তমিচ্ছন্তি তস্য নিমিত্তং, তত্রচ হেতুঃ প্রজ্ঞাপরাধ এবেতি-ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। প্রজ্ঞাপরাধাদ্ধ্যয়ং দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপিশাচগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যপূজ্যানবমত্যাহিতান্যাচরতি, অন্যদ্বা কিঞ্চিদেবংবিধং কর্ম্মাপ্রশস্তমারভতে। তমাত্মনোপহতমুপঘ্নন্তো দেবাদয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যুন্মত্তম্।

যে উন্মাদ, দোষজ উন্মাদসমূহের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, যন্ত্রণা ও উপশয় হইতে বিশেষ লক্ষণযুক্ত তাহাকে আগন্তু উন্মাদ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বজন্মকৃত অপ্রশস্ত কর্ম্মই আগন্তু উন্মাদের কারণ। ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলেন, আগন্তু উন্মাদের কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধের জন্যই লোকে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুরুজন, বৃদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ, আচার্য্য ও পূজ্য ব্যক্তির অবমাননা করিয়া তাঁহাদের অহিতাচরণ করে, অথবা এইরূপ অন্য কোন অপ্রশস্ত কার্য্যের আরম্ভ করে; দেবতাপ্রভৃতিও তখন সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিকে হনন করিবার জন্য তাহাকে উন্মত্ত করেন।

তত্র দেবাদিপ্রকোপনিমিত্তেনাগন্তুকোন্মাদেন পুরস্কৃতস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা দেবগোব্রাহ্মণতপস্বিনাং হিংসারুচিত্বং কোপনত্বং নৃশংসাভিপ্রায়তারতিরোজোবর্ণচ্ছায়াবলবপুষাঞ্চোপতপ্তিঃ। স্বপ্নে চ দেবাদিভিরভিভৎ‍র্সনং প্রবর্ত্তনঞ্চেত্যাগন্তুনিমিত্তস্যোন্মাদস্য পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। ততোঽনন্তরমুন্মাদাভিনির্ব্বৃত্তিঃ।

দেবাদিপ্রকোপজনিত আগন্তু উন্মাদের এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা,—দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণের হিংসাপ্রিয়তা, কোপনস্বভাব, নৃশংস-অভিপ্রায়, অপ্রীতি; ওজঃ, বর্ণ, কান্তি, বল ও দেহের উপতাপ, এবং দেবাদি কর্ত্তৃক ভৎ‍র্সিত ও কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হওয়ার স্বপ্নদর্শন; আগন্তু উন্মাদের পূর্ব্বে এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। তৎপরে উন্মাদরোগের উৎপত্তি হয়।

তত্রায়মুন্মাদকরাণাং ভূতানামুন্মাদয়িষ্যতামারম্ভবিশেষো ভবতি। তদ্‌যথা—অবলোকয়ন্তো দেবা জনয়ন্ত্যুন্মাদং, গুরুবৃদ্ধসিদ্ধমহর্ষয়োঽভিশপন্তঃ, পিতরস্তু ধর্ষয়ন্তঃ স্পৃশন্তো গন্ধর্ব্বাঃ, প্রবিশন্তো যক্ষাঃ রাক্ষসাস্ত্বাত্মগন্ধমাঘ্রাপয়ন্তঃ, পিশাচাঃ পুনরারুহ্য বাহয়ন্তঃ।

উন্মাদকারী ভূতগণ উন্মাদ করিবার জন্য কতকগুলি আরম্ভবিশেষ অবলম্বন করেন। যথা,—দেবগণ অবলোকন করিয়া উন্মাদ করেন। গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ ও মহর্ষিগণ অভিশাপদ্বারা উন্মাদ করেন। আর পিতৃগণ ধর্ষণ করিয়া, গন্ধর্ব্বগণ স্পর্শ করিয়া, যক্ষগণ শরীরে প্রবেশ করিয়া, রাক্ষসগণ স্বকীয় গন্ধ আঘ্রাণ করাইয়া, ও পিশাচগণ তাহার দেহে আরোহণ পূর্ব্বক বহন করাইয়া উন্মাদ করিয়া থাকেন।

তস্যেমানি রূপাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা অমর্ত্ত্যবলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রম-গ্রহণধারণস্মরণবচনজ্ঞানবিজ্ঞানান্যনিয়তশ্চোন্মাদকালঃ।

আগন্তু উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ যথা,—অমানুষ বল, বীর্য্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বচন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশ পায়, এবং উন্মাদের প্রকোপকালের নিশ্চয়তা থাকে না।

উন্মাদয়িষ্যতামপি তু খলু দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপিশাচানাং গুরুবৃদ্ধসিদ্ধানাং বা এষ্বন্তরেষ্বভিগমনীয়াঃ পুরুষা ভবন্তি। তদ্‌যথা পাপস্য কর্ম্মণঃ সমারম্ভে, পূর্ব্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ পরিণামকালে, একস্য বা শূন্যগৃহবাসে, চতুষ্পথাধিষ্ঠানে, সন্ধ্যাবেলায়াং, অপ্রয়তভাবে, পর্ব্বসন্ধিষু বা মিথুনীভাবে, রজস্বলাভিগমনে বা, বিগুণে বাধ্যয়নবলিমঙ্গলহোম-প্রয়োগে, নিয়মব্রতব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে বা, মহাহবে বা, দেশকুলপুরবিনাশে বা, মহাগ্রহোপগমনে বা, স্ত্রিয়া বা প্রজননকালে, বিবিধভূতাশুচি-সংস্পর্শনে বা, বমনবিরেচনরুধিরস্রাবে বা, অশুচেরপ্রযতস্য বা চৈত্য-দেবায়তনাভিগমনে বা, মাংসমধুতিলগুড়মদ্যোচ্ছিষ্টে বা, দিগ্‌বাসসি বা, নিশি নগরনিগমচতুষ্পথোপবনশ্মশানায়তনাভিগমনে বা, দ্বিজগুরুসুর-পূজ্যাভিধর্ষণে বা, ধর্ম্মাখ্যানব্যতিক্রমে বা, অন্যস্য বা কর্ম্মণোঽপ্রশস্ত-স্যারম্ভে, ইত্যভিঘাতকালা ব্যাখাতা ভবন্তি।

দেব, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধগণ, উন্মাদ করিবার জন্য এইসকল সময়ে মনুষ্যগণকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। যথা,—পাপকর্ম্মের আরম্ভ কালে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পরিণতি কালে, একাকী শূন্যগৃহে বাসকালে, চতুষ্পথ স্থানে, সন্ধ্যাকালে, অসংযত অবস্থায়, অমাবস্যাদি পর্ব্বসন্ধিসময়ে, স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমসময়ে, রজস্বলা-সহবাস-কালে; অধ্যয়ন, বলি, মঙ্গল, ও হোমাদি কার্য্য দূষিত হইলে; নিয়ম, ব্রত, ও ব্রহ্মচর্য্যের ভঙ্গ হইলে, মহাযুদ্ধকালে; দেশ কুল ও নগরের বিনাশকালে, মহাগ্রহের রাশ্যন্তরে গমনকালে, স্ত্রীগণের প্রসবসময়ে, বিবিধ অস্পৃশ্য জন্তু ও অশুভ অশুচি পদার্থের স্পর্শকালে, বমন বিরেচন বা রক্তস্রাব সময়ে, অশুচি বা অসংযত অবস্থায় চৈত্য বা দেবালয়ে গমন করিলে, উচ্ছিষ্ট মাংসমধু তিল গুড় ও মদ্যের পানভোজন সময়ে, উলঙ্গ অবস্থায়, রাত্রিকালে নগর, নিগম, চতুষ্পথ, উপবন বা শ্মশানে গমন করিলে; দ্বিজ গুরু দেবতা বা পূজ্য লোকের অবমাননা কালে, ধর্ম্মকথার ব্যতিক্রম হইলে, অথবা অন্যকোন কদর্য্য কার্য্য করিবার সময়ে, উক্ত দেবাদি গ্রহগণ আক্রমণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত আক্রমণকাল ব্যাখ্যাত হইল।

ত্রিবিধন্তু খলূন্মাদকরাণাং ভূতানামুন্মাদনে প্রয়োজনং ভবতি। তদ্‌যথা হিংসারতিরভ্যর্চ্চনঞ্চেতি। তেষাং তং প্রয়োজনবিশেষমুন্মত্তা-চারবিশেষলক্ষণৈর্বিদ্যাৎ। তত্র হিংসার্থমুন্মাদ্যমানোঽগ্নিং প্রবিশত্যপ্সু বা মজ্জতি স্থলাৎ শ্বভ্রে বা পততি, শস্ত্রকষাকাষ্ঠলোষ্ট্রমুষ্টিভির্হন্ত্যাত্মান-

মন্যচ্চ প্রাণবধার্থমারভতে কিঞ্চিৎ। তমসাধ্যং বিদ্যাৎ। সাধ্যৌ পুনর্দ্বাবিতরৌ। তয়োঃ সাধনানি মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোম-নিয়মব্রতপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদীনি। ইত্যেবমেতে পঞ্চোন্মাদা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি।

উন্মাদ করিবার জন্য উন্মাদকারী ভূতগণের তিন প্রকার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—হিংসা, প্রীতি, ও অভ্যর্চ্চন। তাঁহাদিগের সেই সেই প্রয়োজন বিষয়, উন্মত্ত ব্যক্তির আচারবিশেষের লক্ষণদ্বারা অনুমান করিবে। তন্মধ্যে হিংসার জন্য উন্মাদ করিলে, রোগী অগ্নিতে প্রবেশ করে, জলে নিমগ্ন হয়, স্থল হইতে গর্ত্তে পতিত হয়; শস্ত্র, কশা, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বা মুষ্টি দ্বারা আপনাকে আহত করে, অথবা নিজের প্রাণনাশের জন্য অন্য কোন কার্য্যের আরম্ভ করে। এইরূপ উন্মাদ রোগী অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অপর দুই প্রকার গ্রহা-বেশজ উন্মাদ সাধ্য। তাহাদের চিকিৎসার উপায়, মন্ত্র, ঔষধি, মণিধারণ, মঙ্গলাচরণ, বলিপ্রদান, উপহারদান, হোম, নিয়ম, ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও তীর্থাদি গমন প্রভৃতি। এইরূপে পঞ্চ উন্মাদের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইল।

তে তু খলু নিজাগন্তুবিশেষেণ সাধ্যাসাধ্যবিশেষেণ চ বিভজ্যমানাঃ পঞ্চ সন্তো দ্বাবেব ভবতঃ। তৌ চ পরস্পরং অনুবধ্নীতঃ কদাচিদ্ যথোক্ত-হেতুসংসর্গাৎ। তয়োঃ সংসৃষ্টমেব পূর্ব্বরূপং ভবতি সংসৃষ্টমেব লিঙ্গঞ্চ। তত্রাসাধ্যসংযোগং সাধ্যাসাধ্যসংযোগং বাহসাধ্যং বিদ্যাৎ, সাধ্যন্তু সাধ্য-সংযোগং। তস্য সাধনং সাধনসংযোগমেব বিদ্যাৎ ইতি।

এই পাঁচপ্রকার উন্মাদ, দোষজ ও আগন্তু ভেদে, এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে, দুইপ্রকার বিভক্ত হইয়া থাকে। সেই দ্বিবিধ উন্মাদ যথোক্তহেতুর সংসর্গজন্য কখন কখন পরস্পর পরস্পরকে অনুবন্ধ করিয়া থাকে; অর্থাৎ দোষজ উন্মাদ আগন্তু উন্মাদের এবং আগন্তু উন্মাদ দোষজ উন্মাদের, অথবা সাধ্য অসাধ্যের এবং অসাধ্য সাধ্যের অনুবন্ধ করে। তাহাতে মিলিত পূর্ব্বরূপ এবং মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে উভয় অসাধ্যের লক্ষণসংযোগ এবং সাধ্য ও অসাধ্য উভয়ের লক্ষণসংযোগ, এই উভয়বিধ অবস্থাই অসাধ্য বলিয়া জানিবে। উভয়ের সাধ্য লক্ষণের সংযোগ হইলে, তাহাই সাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়বিধ উন্মাদের মিলিত চিকিৎসাই সেই সাধ্যসংযোগের নিবারণোপায় বলিয়া জানিবে।

ভবন্তি চাত্র

নৈব দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ন চান্যে স্বয়মক্লিষ্টমুপক্লিশ্যন্তি মানবম্॥
যে ত্বেনমনুবর্ত্তন্তে ক্লিশ্যমানং স্বকর্ম্মণা।
ন তন্নিমিত্তঃ ক্লেশোহসৌ নহ্যস্তি কৃতকৃত্যতা॥
প্রজ্ঞাপরাধাৎ সম্ভূতে ব্যাধৌ কর্ম্মজ আত্মনঃ।
নাভিশংসেদ্বুধো দেবান্নপিতৄন্নাপি রাক্ষসান্॥

আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখদুঃখয়োঃ।
তস্মাচ্ছ্রেয়স্করং মার্গং প্রতিপদ্যেত নোত্রসেৎ॥
দেবাদীনামুপচিতির্হিতানাঞ্চোপসেবনম্।
তে চ তেভ্যো বিরোধাশ্চ সর্ব্বমায়ত্তমাত্মনি॥

রোগী স্বয়ং উৎক্লিষ্ট না হইলে অর্থাৎ প্রজ্ঞাপরাধাদি জন্য স্বয়ং অপরাধী না হইলে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, এবং অন্যান্য গ্রহগণ কেহই তাহাকে ক্লেশ প্রদান করেন না। স্বকীয় কর্ম্মফলানুসারে ক্লেশভোগের জন্য যাহারা দেবাদি গ্রহগণকর্ত্তৃক আবিষ্ট হয়, তাহাদের সেই ক্লেশের কারণ দেবাদি নহেন; যেহেতু কর্ম্মফলভোগী সেই রোগীর ক্লেশভোগ বিষয়ে দেবাদি গ্রহগণের কোনই কৃতকৃত্যতা থাকিতে পারে না। প্রজ্ঞাপরাধ বশতঃ নিজের কর্ম্মফলস্বরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার জন্য দেবগণ পিতৃগণ বা রাক্ষসগণকে নিন্দা করেন না। অপিচ আপনাকেই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। অতএব শ্রেয়স্কর সৎপথ অবলম্বনই মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য; কদাচ সৎপথ উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। দেবগণের প্রীতি সম্পাদন, ও হিতকর বিষয়ের উপসেবা, অথবা দেবগণের সহিত বিরোধ, সমস্তই আপনার আয়ত্ত।

তত্র শ্লোকঃ

সংখ্যা নিমিত্তং প্রাগ্রূপং লক্ষণং সাধ্যতা ন চ।
উন্মাদানাং নিদানেঽস্মিন্ ক্রিয়াসূত্রঞ্চ ভাষিতম্॥

এই উন্মাদরোগের নিদানে, উন্মাদের সংখ্যা, কারণ, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, সাধ্যতা, অসাধ্যতা, ও ক্রিয়াসূত্র, এই সমস্ত কথিত হইয়াছে।

অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
উন্মাদনিদানং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
উন্মাদনিদান নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽপস্মারনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা অপস্মারনিদান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু চত্বারোঽপস্মারা ভবন্তি বাতপিত্তকফসন্নিপাতনিমিত্তাঃ। ত এবংবিধানাং প্রাণভৃতাং ক্ষিপ্রমভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তদ্যথা রজস্তমোভ্যামুপহতচেতসামুদ্‌ভ্রান্ত।বিষমবহুদোষাণাং, সমলবিকৃতোপহিতান্যশুচীন্যভ্যবহারজাতানি বৈষম্যযুক্তেনোপযোগবিধিনোপযুঞ্জানানাং, তন্ত্রপ্রয়োগ-

অপিচ বিসমমাচরতামন্যাশ্চ শরীরচেষ্টা বিষমাঃ সমাচরতামত্যুপক্ষীণ-দেহানাং বা, দোষাঃ প্রকুপিতা রজস্তমোভ্যামুপহতচেতসামন্তরাত্মনঃ শ্রেষ্ঠতমমায়তনং হৃদয়মুপসংগৃহ্যোপরি তিষ্ঠন্তে, তথেন্দ্রিয়ায়তনানি। তত্র তত্র চাবস্থিতাঃ সন্তো যদা হৃদয়মিন্দ্রিয়ায়তনানি চেরিতাঃ কাম-ক্রোধলোভমোহহর্ষভয়শোকচিন্তোদ্বেগাদিভির্ভূয়ঃ সহসাভিপূরয়ন্তি তদা জন্তুরপস্মরতি। অপস্মারং পুনঃ স্মৃতিবুদ্ধিসত্বসংপ্লবাদ্ বীভৎসচেষ্টা-মাবস্থিকং তমঃপ্রবেশমাচক্ষতে।

অপস্মার রোগ চারিপ্রকার; বাতজ পিত্তজ কফজ ও সন্নিপাতজ। এই চারিপ্রকার অপস্মার, এইরূপ ব্যক্তিগণের শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা,—রজঃ ও তমোগুণদ্বারা যাহাদের চিত্ত উপহত; যাহাদের বাতাদি দোষসমূহ উদ্‌ভ্রান্ত বিষম বা বর্দ্ধিত; মলিন বিকৃত বা অপবিত্র আহার্য্য সমূহ, যাহারা উপয়োগ-বিধির বিষমভাবে আহার করে; তন্ত্রোক্ত সাধনাদি কার্য্য যাহারা অযথারূপে আচরণ করে; অথবা অন্যান্য শারীর কার্য্যসমূহ যাহারা অযথানিয়মে আচরণ করে; এবং যাহারা অতি ক্ষীণদেহ; তাহাদের বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা উপহতচিত্ত সেই ব্যক্তির অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠতমস্থান হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়স্থানসমূহ অবলম্বন পূর্ব্বক সেইসকল স্থানে অবস্থান করে। সেই সেই স্থানে অবস্থিত বাতাদি দোষ, যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, ভয়, শোক, চিন্তা, ও উদ্বেগাদি দ্বারা পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া, সহসা হৃদয় ও ইন্দ্রিয়স্থানসমূহ পূরণ করে, তখনই মানব অপস্মারগ্রস্ত হয়। অপস্মাররোগে স্মৃতি, বুদ্ধি ও মনের বিপ্লব হয়, মুখ-নেত্রাদির বীভৎস বিকৃতি হয়, এবং অন্ধকারপ্রবেশের ন্যায় অনুভব হইয়া থাকে।

তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্যথা—ভ্রূব্যুদাসঃ সততমক্ষ্ণো-র্বৈকৃতমশব্দশ্রবণং লালাসিংঘানকস্রবণম্, অনন্নাভিলষণমরোচকা-বিপাকৌ হৃদয়গ্রহঃ কুক্ষেরাটোপো দৌর্ব্বল্যমঙ্গমর্দ্দো মোহস্তমসো দর্শনম্ মূর্চ্ছা ভ্রমশ্চাভীক্ষ্ণং, স্বপ্নেচ মদনর্ত্তনব্যধনব্যথনবেপনপতনাদীনি, ইত্য-পস্মারপূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। ততোঽনন্তরমপস্মারাভিনির্বৃত্তিরেব।

অপস্মারের কতকগুলি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভ্রূভঙ্গ, সতত নেত্রবিকৃতি, শব্দ না হইলেও শব্দশ্রবণ, লালা ও সিঙ্ঘানক (পোঁটা) স্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক, হৃদয়ে বেদনা, উদরে বেদনা ও গুড়গুড় শব্দ, দুর্ব্বলতা, অঙ্গমর্দ্দ, মোহ, অন্ধকারদর্শন, মূর্চ্ছা, নিরন্তর গাত্রঘূর্ণন; এবং স্বপ্নে মত্ততা, নৃত্য, ব্যধন, ব্যথন, কম্পন ও পতনাদির দর্শন, এইসমস্ত লক্ষণ অপস্মারের পূর্ব্বরূপ। এই পূর্ব্বরূপ প্রকাশের পরে অপস্মাররোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তত্রেদমপস্মারবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি। তদ্যথা—অভীক্ষ্ণমপস্মরন্তং ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞাং প্রতিলভমানমুৎপিণ্ডিতাক্ষমসাম্না বিলপন্তমুদ্বমন্তং ফেনমতি, আধ্মাতগ্রীবমাবিদ্ধশিরস্কং বিষমবিনতাঙ্গুলিমনবস্থিতস -থি-

পাণিপাদমরুণপরুষশ্যাবনখনয়নবদনত্বচং, অনবস্থিতচপলপরুষরূপদর্শিনং, বাতলানুপশয়ং বিপরীতোপশয়ং বাতেনাপস্মারিতং বিদ্যাৎ।

অপস্মাররোগের বিশেষ বিজ্ঞান যথা,—যে অপস্মারে রোগী ক্ষণে ক্ষণে অপস্মারগ্রস্ত ও পরক্ষণেই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, চক্ষু উৎপিণ্ডিত হয়, অস্থিরভাবে বিলাপ করে, অত্যন্ত ফেনবমন করে, গ্রীবাস্তম্ভ হয়, মস্তকে সূচীবেধের ন্যায় যন্ত্রণা হয়, অঙ্গুলিসকল বিষমভাবে বাঁকিয়া যায়, হস্তপদের অস্থিরতা হয়; নখ, নয়ন, মুখ ও ত্বক্‌, অরুণ বা শ্যাববর্ণ এবং খরস্পর্শ হয়; অস্থির ও চঞ্চল কর্কশরূপ দর্শন করে; এবং বায়ুবর্দ্ধক বিষয়ের উপসেবাদ্বারা রোগের বৃদ্ধি, ও তদ্বিপরীত বিষয়ের উপসেবায় রোগের উপশম হয়, তাহাকে বাতজ অপস্মার বলিয়া জানিবে।

অভীক্ষ্মমপস্মরন্তং ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞাং প্রতিলভমানমবকূজন্তমাস্ফালয়ন্তং ভূমিং হরিতহারিদ্রতাম্রনখনয়নবদনত্বচং রুধিরোক্ষিতোগ্রভৈরবপ্রদীপ্তরুষিতরূপদর্শিনম্ পিত্তলানুপশয়ং বিপরীতোপশয়ঞ্চ পিত্তেনাপস্মারিতং বিদ্যাৎ।

যাহাতে বারংবার অপস্মারবেগ ও ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞালাভ হয়, অব্যক্ত শব্দ কূজন করে, ভূমিতে পড়িয়া হাত পা ছুড়িতে থাকে; নখ, নয়ন, মুখ ও ত্বক্‌, তাম্র হরিৎ বা হরিদ্রাবর্ণ হয়; রক্তপ্লুত-উগ্র-ভীষণ-প্রদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ রূপ দর্শন করে, এবং পিত্তবর্দ্ধক বিষয়ের উপসেবাদ্বারা রোগের বৃদ্ধি, ও তদ্বিপরীত উপসেবায় রোগের উপশম হয়, তাহাকে পিত্তজ অপস্মার বলিয়া জানিবে।

চিরাদপস্মরন্তং চিরাচ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভমানং পতন্তমনতিবিকৃতচেষ্টং লালামুদ্বমন্তং শুক্লনখনয়নবদনত্বচং শুক্লগুরুস্নিগ্ধরূপসন্দর্শিনং শ্লেষ্মলানুপশয়ং বিপরীতোপশয়ং চ শ্লেষ্মণাপস্মারিতং বিদ্যাৎ।

যাহাতে বিলম্বে অপস্মারবেগ ও বিলম্বে সংজ্ঞালাভ হয়, ভূমিতে পতিত হইয়া অল্প বিকৃত চেষ্টা করে, লালা বমন করে; নখ, চক্ষু মুখ ও ত্বক্‌ শুক্লবর্ণ হয়; শুক্লবর্ণ গুরু ও স্নিগ্ধ রূপ দর্শন করে, এবং কফবর্দ্ধক বিষয়ের উপসেবাদ্বারা রোগের বৃদ্ধি, ও বিপরীত ব্যবহারে রোগের উপশম হয়, তাহাকে শ্লেষ্মজ অপস্মার বলিয়া জানিবে।

সমবেতসর্ব্বলিঙ্গমপস্মারং সান্নিপাতিকং বিদ্যাৎ তমসাধ্যমাচক্ষতে। ইতি চত্বারোঽপস্মারা ব্যাখ্যাতাঃ।

আর যে অপস্মারে উক্ত ত্রিদোষজ লক্ষণসমূহ সমবেত হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক অপস্মার বলিয়া অনুমান করিবে। এই সান্নিপাতিক অপস্মারকে অসাধ্য বলা হয়। এইরূপে চারিপ্রকার অপস্মারের বিষয় ব্যাখ্যাত হইল।

তেষামাগন্তুরনুবন্ধো ভবত্যেব কদাচিৎ, স উত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে। তস্য [illegible] যথোক্তৈর্লিঙ্গৈর্লিঙ্গাধিক্যং দোষলিঙ্গানন্‌ রূপং কিঞ্চিৎ। হিতান্যপস্মারিভ্যস্তানি চৈব সংশোধনান্যুপশমনানি যথাস্বং মন্ত্রাদীনি চাগন্তুসংযোগে

এই চতুর্ব্বিধ অপস্মারে কখন কখন আগন্তুর অর্থাৎ দেবাদি-গ্রহাবেশের অনুবন্ধ হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ পরে উপদিষ্ট হইবে। তাহার বিশেষ বিজ্ঞান এই যে, পূর্ব্বোক্ত দোষজ লক্ষণসমূহ অপেক্ষা অধিক এবং দোষজ লক্ষণের অসদৃশ কতকগুলি লক্ষণ তাহাতে লক্ষিত হয়। অপস্মাররোগে তীক্ষ্ণ সংশোধন ও উপশম কারক ঔষধ, এবং আগন্তু সংযোগে মন্ত্রাদির প্রয়োগ হিতকর।

তস্মিন্ হি দক্ষাধ্বরধ্বংসে দেহিনাং নানাদিক্ষু বিদ্রবতাম্ অভিদ্রবণ-তরণধাবনলঙ্ঘনপ্লবনাদ্যৈর্দেহবিক্ষোভণৈঃ পুরা গুল্মোৎপত্তিরভূৎ। হবিঃ-প্রাশাৎ প্রমেহকুষ্ঠানাং। ভয়োত্রাসশোকৈরুন্মাদানাং। নানাবিধ-ভূতাশুচিসংস্পর্শাদপস্মারাণাং। জ্বরস্তু খলু মহেশ্বরললাটপ্রভবঃ। তৎ সন্তাপাত্তু রক্তপিত্তং। অতিব্যবায়ান্নক্ষত্ররাজস্য রাজযক্ষ্মেতি।

সেই প্রসিদ্ধ দক্ষযজ্ঞের ধ্বংসকালে, প্রাণিগণ নানাদিকে পলায়ন করিতে থাকে। তাহাদের সেই পলায়ন, নদীসন্তরণ, দ্রুতগমন, উল্লম্ফন ও প্লবনাদি দেহবিক্ষোভকারক কার্য্য-সমূহ দ্বারা সেই সময়ে গুল্মরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যজ্ঞের ঘৃতভোজন জন্য প্রমেহ ও কুষ্ঠ রোগ; ভয়, আতঙ্ক ও শোকের জন্য উন্মাদ, এবং নানাবিধ অস্পৃশ্য ভূতাদির স্পর্শজন্য অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল। মহেশ্বরের ললাট হইতে জ্বর, এবং সেই জ্বরের সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের অতিমৈথুনদোষে রাজযক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভবন্তি চাত্র

অপস্মরতি বাতেন পিত্তেন চ কফেন চ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন প্রত্যাখ্যেয়স্তথাবিধঃ॥
সাধ্যাংস্তু ভিষজঃ প্রাজ্ঞাঃ সাধয়ন্তি সমাহিতাঃ।
তীক্ষ্ণৈঃ সংশোধনৈশ্চৈব যথাস্বং শমনৈরপি॥
যদা দোষনিমিত্তস্য ভবত্যাগন্তুরন্বয়ঃ।
তদা সাধারণং কর্ম্ম প্রবদন্তি ভিষগ্‌বরাঃ॥
সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বৌষধবিশেষবিৎ।
ভিষক্ সর্ব্বাময়ান্ হন্তি নচ মোহং সমৃচ্ছতি॥
ইত্যেতদখিলেনোক্তং নিদানস্থানমুত্তমম্॥

বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষের সন্নিপাত হইতে অপস্মার রোগ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সন্নিপাতজ চতুর্থ অপস্মার অসাধ্য। বিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ সংশোধন ও উপযুক্ত উপশমকারক ঔষধ দ্বারা, অপর তিনপ্রকার সাধ্য অপস্মারের চিকিৎসা করিবেন। যখন দোষজ অপস্মারের সহিত আগন্তুর সংযোগ হয়, চিকিৎসকগণ তখন সাধারণ চিকিৎসা অর্থাৎ ঔষধ ও মন্ত্রপ্রয়োগ এই উভয় কর্ম্মের উপদেশ দেন। যে চিকিৎসক সকল রোগের এবং সকল ঔষধের তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই সমুদায় রোগ নিবারণ করিতে পারেন এবং চিকিৎসা-

কার্য্যে কখনও তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না। নিদানস্থানের সমস্ত বক্তব্য বিষয় কথিত হইল।

নিদানার্থকরো রোগো রোগস্যাপ্যুপলভ্যতে।
তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে।
রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে॥
প্লীহাভিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোফ এবচ।
অর্শোভ্যো জঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে॥
প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।
ক্ষয়োরোগশ্চ হেতুত্বে শোষস্যাপ্যুপজায়তে॥

একটি রোগও অপর কোন রোগের নিদানার্থকর অর্থাৎ উৎপাদক হেতু হইয়া থাকে। যেমন, জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত উৎপন্ন হয়। রক্তপিত্ত হইতে জ্বর হয়। রক্তপিত্ত ও জ্বর এই উভয় রোগ হইতে শোষ রোগ জন্মে। প্লীহার অতিবৃদ্ধিতে উদররোগ, উদররোগ হইতে শোথ, এবং অর্শোরোগ হইতে দুঃখপ্রদ জঠর ও গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। প্রতিশ্যায় হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়, এবং ক্ষয় হইতে শোষরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তে পূর্ব্বং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিণঃ।
উভয়ার্থকরা দৃষ্টাস্তথৈবৈকার্থকারিণঃ॥
কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি।
ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেতুত্বং কুরুতেঽপিচ॥

এই সমস্ত রোগ প্রথমে কেবল রোগই থাকে, পরে নিদানার্থকর হয়। কোন কোন রোগ উভয়ার্থকর হয়; অর্থাৎ অন্যরোগের উৎপাদন এবং নিজরূপের প্রদর্শন, এই উভয় কার্য্য করিয়া থাকে। আবার কোন কোন রোগ একার্থকর হয়; অর্থাৎ কেবল অন্যরোগই উৎপাদন করে, নিজের লক্ষণ কিছু প্রকাশ করে না। কোন রোগ অপর রোগের হেতু হইয়া স্বয়ং উপশান্ত হইয়া যায়। আবার কোন রোগ স্বয়ং উপশান্ত হয় না, অথচ অন্য রোগের উৎপাদন করে।

এবং কৃচ্ছ্রতমা নৃণাং দৃশ্যন্তে ব্যাধিসঙ্করাঃ।
প্রয়োগাপরিশুদ্ধত্বাত্তথা চান্যোঽন্যসম্ভবাৎ॥
প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ।
নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ॥

এইরূপে অন্যোন্যোৎপত্তিজন্য এবং প্রয়োগের অবিশুদ্ধতা জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাধিসঙ্কর উপস্থিত হয়। যে প্রয়োগ একটি ব্যাধিকে প্রশমিত করে, কিন্তু অপর ব্যাধি উদ্রিক্ত করে, তাহা বিশুদ্ধ প্রয়োগ নহে। যে প্রয়োগ একের প্রশম করে, অথচ অন্যকে উদ্রিক্ত করে না, তাহাই শুদ্ধ প্রয়োগ।

একো হেতুরনেকস্য তথৈকস্যৈক এব হি।
ব্যাধেরেকস্য চানেকা বহূনাং বহবোঽপিচ ॥
জ্বরভ্রমপ্রলাপাদ্যা দৃশ্যন্তে রুক্ষহেতুজাঃ।
রুক্ষেণৈকেন চাপ্যেকো জ্বর এবোপজায়তে ॥
হেতুভির্বহুভিশ্চৈকো জ্বরো রুক্ষাদিভির্ভবেৎ।
রুক্ষাদিভির্জ্বরাদ্যাশ্চ ব্যাধয়ঃ সম্ভবন্তি হি ॥

একটি হেতু অনেক রোগের উৎপাদক হয়, এবং একটি হেতু একটি রোগ উৎপাদন করে। আবার একটি ব্যাধির অনেক হেতু হয়, এবং বহুরোগের বহুনিদান হইয়া থাকে। যেমন, একটি রুক্ষ হেতু হইতে জ্বর ভ্রম ও প্রলাপাদি বহুরোগ হয়, এবং একমাত্র রুক্ষ হেতু হইতে কেবল একটি জ্বরও হয়। আবার রুক্ষাদি বহু হেতু হইতে একটি জ্বররোগ উৎপন্ন হয়, এবং রুক্ষাদি বহু হেতু হইতে জ্বরাদি বহুব্যাধিও হইয়া থাকে।

লিঙ্গঞ্চৈকমনেকস্য তথৈকস্যৈকমুচ্যতে।
বহূন্যেকস্যচ ব্যাধের্বহূনাং স্যুর্বহূনি চ ॥
বিষমারম্ভমূলানাং লিঙ্গমেকং জ্বরোমতঃ।
জ্বরস্যৈকস্য চাপ্যেকঃ সন্তাপো লিঙ্গমুচ্যতে ॥
বিষমারম্ভমূলৈশ্চ জ্বর একো নিরুচ্যতে।
লিঙ্গৈরেতৈর্জ্বরশ্বাসহিক্কাদ্যাঃ সন্তি চাময়াঃ ॥

অনেক রোগের একটি লক্ষণ হয়, এবং একটি রোগের একটিই লক্ষণ হয়। আবার এক ব্যাধির বহুলক্ষণ হয়, এবং বহুব্যাধিরও বহু লক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন, বিষমারম্ভ-মূলক অনেক রোগের একটি লক্ষণ জ্বর, এবং এক জ্বরের একটি লক্ষণ সন্তাপ। আবার বিষমারম্ভমূলক বহুলক্ষণ দ্বারা এক জ্বররোগ লক্ষিত হয়, এবং ঐ সমস্ত বহুলক্ষণ দ্বারা হিক্কা শ্বাসাদি বহুরোগও পরিচিত হইয়া থাকে।

একা শান্তিরনেকস্য তথৈবৈকস্য লক্ষ্যতে।
ব্যাধেরেকস্য চানেকা বহূনাং বহ্ব্য এবচ ॥
শান্তিরামাশয়োত্থানাং ব্যাধীনাং লঙ্ঘনক্রিয়া।
জ্বরস্যৈকস্য চাপ্যেকা শান্তির্লঙ্ঘনমুচ্যতে ॥
তথা লঘ্বশনাদ্যাশ্চ জ্বরস্যৈকস্য শান্তয়ঃ।
এতাশ্চৈব জ্বরশ্বাসহিক্কাদীনাং প্রশান্তয়ঃ ॥

অনেক রোগের শান্তির উপায় একটি, একটি রোগের শান্তির উপায়ও একটি, আবার একটি ব্যাধির শান্তির উপায় অনেক, এবং অনেক ব্যাধিরও শান্তির উপায় অনেক হইয়া থাকে। যেমন, আমাশয়োত্থ বহু ব্যাধির শান্তির উপায় এক লঙ্ঘনক্রিয়া, এবং একটি জ্বরও শান্তির উপায় এক লঙ্ঘন ক্রিয়া। আবার এক জ্বররোগের শান্তির উপায় লঘু-

ভোজনাদি বহু ক্রিয়া, এবং ঐ সমস্ত বহু উপায়, জ্বর, শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি বহুরোগেরও শান্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

সুখসাধ্যঃ সুখোপায়ঃ কালেনাল্পেন সাধ্যতে।
সাধ্যতে কৃচ্ছ্রসাধ্যস্তু যত্নেন মহতা চিরাৎ॥
যাতি নাশেষতাং ব্যাধিরসাধ্যো যাপ্যসংজ্ঞিতঃ।
পরোঽসাধ্যঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যাখ্যেয়োঽতিবর্ত্ততে॥
নাসাধ্যঃ সাধ্যতাং যাতি সাধ্যো যাতি ত্বসাধ্যতাম্‌।
পাদাবচারাদ্দৈবাদ্বা যান্তি ভাবান্তরং গদাঃ॥

যেসকল রোগ সহজ উপায়ে এবং অল্প সময়ে নিবারিত হয়, তাহারা সুখসাধ্য। যাহা অতি যত্নে ও দীর্ঘকালে নিবারিত হয়, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। যে ব্যাধি কিছুতেই নিঃশেষ হয় না, তাহা যাপ্য-অসাধ্য। এবং যাহাতে সমুদায় ক্রিয়াই ব্যর্থ হয়, তাহা অসাধ্য বলিয়া অভিহিত হয়। অসাধ্য রোগ কখনও সাধ্য হয় না; কিন্তু সাধ্য রোগ অসাধ্যরূপে পরিণত হয়। চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক ও রোগীর অপচার জন্য, এবং দৈববশতঃ রোগ সকল এইরূপ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিস্থানক্ষয়াবস্থাং দোষাণামুপলক্ষয়েৎ।
সুসূক্ষ্মামপিচ প্রাজ্ঞো দেহাগ্নিবলচেতসাম্‌॥
ব্যাধ্যবস্থাবিশেষান্‌ হি জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তত্তচ্ছ্রেয়ঃ প্রপদ্যতে॥

বিজ্ঞ চিকিৎসক, বাতাদি দোষ সমূহের বৃদ্ধি সাম্য ও ক্ষয় এই ত্রিবিধ অবস্থা, এবং রোগীর দেহ, অগ্নি, বল ও চিত্তের অবস্থা বিশেষরূপে লক্ষ করিবেন। যেহেতু বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্যাধির অবস্থাবিশেষ বিশেষরূপে অবগত হইয়াই, সেই সেই অবস্থায় যাহা মঙ্গলজনক, তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন।

প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্‌।
তেষাস্তু ত্বরয়া কুর্য্যাৎ দেহাগ্নিবলকৃৎ ক্রিয়াম্‌॥
প্রয়োগৈঃ ক্ষপয়েদ্বা তান্‌ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ।
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংস্তান্‌ যথাস্বং তং হরেদ্বুধঃ॥

দোষসকল তির্য্যগ্‌গত হইলে, রোগীকে দীর্ঘকাল ক্লেশ প্রদান করে। সেই অবস্থায় দেহ ও অগ্নির বলবর্দ্ধক ক্রিয়া প্রথমেই প্রয়োগ করিবে, এবং ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা দোষের উপশম করিবে। তাহাতে উপশম না হইলে, দোষসকল যাহাতে সহজে কোষ্ঠে আইসে, সেইরূপ কার্য্য করিবে, এবং দোষ কোষ্ঠগত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, তাহাদিগকে নির্গত করিয়া ফেলিবে।

জ্ঞানার্থং যানি চোক্তানি ব্যাধিলিঙ্গানি সংগ্রহে।
ব্যাধয়স্তে তদাত্বে তু লিঙ্গানীষ্টানি নাময়াঃ॥

বিকারঃ প্রকৃতিশ্চৈব দ্বয়ং সর্ব্বং সমাসতঃ।
তদ্ধেতুবশগং হেতোরভাবান্নানুবর্ত্ততে॥

রোগসংগ্রহকালে, রোগজ্ঞানের জন্য যেসকল রোগলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহারা রোগলক্ষণ বলিয়াই পরিচিত, স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া তাহারা অভিহিত হয় না। বিকার ও প্রকৃতি, এই উভয় বিষয়ই হেতুর অনুবর্ত্তী। হেতুর অভাব হইলে, তাহাদেরও অনুবর্ত্তন হয় না।

তত্র শ্লোকাঃ

হেতবঃ পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বমুৎপত্তিঃ সূত্রমাত্রং চিকিৎসিতম্॥
জ্বরাদীনাং বিকারাণামষ্টানাং সাধ্যতা নচ।
পৃথগেকৈকশশ্চোক্তা হেতুলিঙ্গোপশান্তয়ঃ॥
হেতুপর্য্যায়নামানি ব্যাধীনাং লক্ষণস্য চ।
নিদানস্থানমেতাবৎ সংগ্রহেণোপদিশ্যতে॥

জ্বরাদি আটটি রোগের হেতু, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি, প্রথমোৎপত্তি, চিকিৎসাসূত্র, সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব, এক একটি রোগের পৃথক্ পৃথক্ হেতু লক্ষণ ও উপশান্তি, এবং হেতুর ব্যাধির ও লক্ষণের পর্য্যায়নাম, এই সমস্ত বিষয়, এই নিদানস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে নিদানস্থানে
অপস্মারনিদানমষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের নিদানস্থানে
অপস্মারনিদান নামক অষ্টম অধ্যায়।

ইতি নিদানস্থানং সম্পূর্ণম্।

বিমানস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসবিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রসবিমান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু ব্যাধীনাং নিমিত্ত-পূর্ব্বরূপ-রূপোপশয়-সংখ্যাপ্রাধান্যবিধি-বিকল্পবলকালবিশেষানভিনিবিশ্য, রসদ্রব্যদোষ-বিকারভেষজ-দেশ-কাল-বল-শরীরসারাহারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সাম্ মানমবহিতমনসা যথাবজ্জ্ঞেয়ং ভবতি ভিষজা, রসাদিমানায়ত্তত্বাৎ ক্রিয়ায়াঃ। নহ্যমানজ্ঞো রসাদীনাং ভিষগ্ ব্যাধিনিগ্রহসমর্থো ভবতি, তস্মাদ্রসাদিমানজ্ঞানার্থং বিমানস্থান-মুপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ!।

ব্যাধিসমূহের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প, বল, ও কাল, এইসমস্ত বিষয়ের বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক, রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার, ঔষধ, দেশ, কাল, বল, শরীরসার, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি, ও বয়সের পরিমাণ, চিকিৎসকের অবগত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু চিকিৎসাকার্য্য রসাদিপরিমাণের আয়ত্ত। যে চিকিৎসক রসাদির পরিমাণ না জানেন, তিনি ব্যাধিনিবারণে সমর্থ হইতে পারেন না। অতএব, হে অগ্নিবেশ! রসাদির পরিমাণজ্ঞানের জন্য বিমানস্থান উপদেশ প্রদান করিব।

তত্রাদৌ রসদ্রব্যদোষবিকারপ্রভাবান্ বক্ষ্যামঃ। রসাস্তাবৎ খলু ষট্ মধুরাম্ললবণকটুকতিক্তকষায়াঃ। তে সম্যগুপযুজ্যমানাঃ শরীরং যাপয়ন্তি মিথ্যোপযুজ্যমানাস্তু খলু দোষপ্রকোপায়োপকল্পন্তে। দোষাঃ পুনস্ত্রয়ো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ। তে প্রকৃতিভূতাঃ শরীরোপকারকা ভবন্তি, বিকৃতিমাপন্নাঃ খলু নানাবিধৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতাপয়ন্তি।

তন্মধ্যে রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার, ও প্রভাবের বিষয় প্রথমতঃ বর্ণন করিব। রস ছয় প্রকার, যথা,—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, ও কষায়। এই সকল রস সম্যক্ উপযুক্ত হইলে, শরীর পোষণ করে, এবং অযথা উপযুক্ত হইলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত করে। দোষ তিন প্রকার; যথা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহারা প্রকৃতিভূত থাকিলে, শরীরের উপকার করে। এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, নানাবিধ রোগদ্বারা শরীর উপতাপিত করে।

তত্র দোষমেকৈকং ত্রয়স্ত্রয়ো রসা জনয়ন্তি, ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপশময়ন্তি। তদ্‌যথা কটুতিক্তকষায়া বাতং জনয়ন্তি মধুরাম্ললবণাস্তং শময়ন্তি। কট্বম্ল-লবণাঃ পিত্তং জনয়ন্তি মধুরতিক্তকষায়াঃ পুনরেনচ্ছময়ন্তি। মধুরাম্ললবণাঃ শ্লেষ্মাণং জনয়ন্তি কটুতিক্তকষায়াস্ত্বেনং চ শময়ন্তি। রসদোষসন্নিপাতে তু যে রসা যৈর্দোষৈঃ সমানগুণাঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠা বা ভবন্তি তে তানভি-বর্দ্ধয়ন্তি। বিপরীতগুণাস্তু খলু বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠা বা শময়ন্ত্যভ্যস্যমানা ইতি। এতদ্ ব্যবস্থাহেতোঃ ষট্ত্বমুপদিশ্যতে রসানাং পরস্পরেণা-সংসৃষ্টানাং, ত্রিত্বঞ্চৈব দোষাণাম্। সংসর্গবিকল্পবিস্তারোহ্যেষামপরি-সংখ্যেয়ত্বাৎ।

পূর্ব্বোক্ত রসসমূহের মধ্যে তিন তিনটি রস, এক একটি দোষের উৎপাদন, এবং তিন তিনটি রস এক একটি দোষের উপশম করিয়া থাকে। যথা,—কটু তিক্ত ও কষায় রস, বায়ুর উৎপাদন করে; এবং মধুর অম্ল ও লবণ রস, তাহার উপশম করে। কটু অম্ল ও লবণ রস পিত্ত উৎপাদন করে; এবং মধুর তিক্ত ও কষায় রস, তাহার উপশম করে। মধুর অম্ল ও লবণ রস, শ্লেষ্মার উৎপাদন করে; এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস, তাহার উপশম করিয়া থাকে। রসের বা দোষের সম্মিলন হইলে, যে যে রস যে যে দোষের সমানগুণ বা সমানগুণবহুল হয়, সেই সেই রসের নিয়ত ব্যবহার দ্বারা সেই সেই দোষের বৃদ্ধি হয়; এবং তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট বা তদ্বিপরীত গুণবহুল রসের উপযোগ দ্বারা সেই সেই দোষের উপশম হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার জন্য, পরস্পর অসম্মিলিত রসের ষড়্‌বিধত্ব, এবং পরস্পর অসম্মিলিত দোষের ত্রিবিধত্ব মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু ইহাদের সংসর্গবিভাগ অসংখ্য।

তত্র খল্বনেকরসেষু দ্রব্যেষ্বনেকদোষাত্মকেষু চ বিকারেষু রসদোষ-প্রভাবমেকৈকশ্যেন অভিসমীক্ষ্য ততো দ্রব্যবিকারয়োঃ প্রভাবতত্ত্বং ব্যব-স্যেৎ। নত্বেবং খলু সর্ব্বত্র। নহি বিকৃতিবিষমসমবেতানাং নানাত্মকানাং পরস্পরেণ চোপহতপ্রকৃতিকানাং, অন্যৈশ্চ বিকল্পনৈর্বিকল্পিতানামব|ব-প্রভাবানুমানেনৈব সমুদায়প্রভাবতত্ত্বমধ্যবসাতুং শক্যং। তথাযুক্তে হি সমুদায়ে সমুদায়প্রভাবত মেবোপলভ্য ততো দ্রব্যবিকারপ্রভাবতত্ত্বং ব্যবস্যেৎ। তস্মাদ্রসপ্রভাবতশ্চ দ্রব্যপ্রভাবতশ্চ দোষপ্রভাবতশ্চ বিকার-প্রভাবতশ্চ তত্ত্বমুপদেক্ষ্যামঃ। তত্রৈষ রসপ্রভাব উপদিষ্টো ভবতি।

দ্রব্য অনেকরসবিশিষ্ট, এবং রোগ অনেকদোষাত্মক হইলে, সেই রস ও দোষ প্রত্যেকের প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া, তৎপরে দ্রব্য ও রোগের প্রভাবতত্ত্ব নিশ্চয়

করিবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র নহে। যেহেতু নানাত্মক রস ও নানাত্মক দোষ বিকৃতি-বিষম-সমবায়ে সমবেত হইলে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি বিকৃত করে, এবং অন্যবিধ বিভাগে বিভক্ত হয়; সুতরাং এস্থলে আংশিক প্রভাবের অনুমানদ্বারা সমুদায় প্রভাবতত্ত্ব নিশ্চয় করা যায় না। অতএব, রস ও দ্রব্য বিকৃতি-বিষম-সমবায়ে সমবেত হইলে, সমুদায়ের প্রভাবতত্ত্ব বিবেচনা করিয়া, দ্রব্য ও বিকারের প্রভাবতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। এইজন্য রসপ্রভাব, দ্রব্যপ্রভাব, দোষপ্রভাব, ও বিকারপ্রভাবের তত্ত্ব উপদেশ করিব। তন্মধ্যে রসপ্রভাব উপদিষ্ট হইয়াছে।

দ্রব্যপ্রভাবং পুনরুপদেক্ষ্যামঃ। তৈলসর্পির্মধুনি বাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনানি দ্রব্যাণি। তত্র তৈলং স্নেহৌষ্ণ্যগৌরবোপপন্নত্বাদ্ বাতং শময়তি সততমভ্যস্যমানম্, বাতো হি রৌক্ষ্যশৈত্যলাঘবোপপন্নো বিরুদ্ধগুণো ভবতি, বিরুদ্ধগুণসন্নিপাতে হি ভূয়সাল্পমবজীয়তে, তস্মাত্তৈলং বাতং জয়তি সততমভ্যস্যমানম্। সর্পিঃ খল্বেবমেব পিত্তং জয়তি মাধুর্য্যাৎ শৈত্যান্মন্দবীর্য্যত্বাচ্চ, পিত্তং হ্যমধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ। মধু চ শ্লেষ্মাণং জয়তি রৌক্ষ্যাত্তৈক্ষ্ণ্যাৎ কষায়ত্বাচ্চ, শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধোমন্দোমধুরশ্চেতি বিপরীতগুণঃ। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্দ্রব্যং বাতপিত্তকফেভ্যো গুণতো বিপরীতং স্যাত্তচ্চৈতান্ জয়ত্যভ্যস্যমানম্।

অতঃপর দ্রব্যপ্রভাবের বিষয় উপদেশ করিব। তৈল ঘৃত ও মধু, ইহারা যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রশমকারক দ্রব্য। তন্মধ্যে তৈল সতত অভ্যস্ত হইলে, স্নেহ উষ্ণতা ও গুরুত্ব গুণের জন্য বায়ুর উপশম করে। যেহেতু বায়ু, রুক্ষতা শীতলতা ও লঘুত্ব গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং তৈলের সহিত বায়ু বিরুদ্ধগুণ; বিরুদ্ধগুণের সম্মিলন হইলে, অধিকের দ্বারা অল্প পরাভূত হয়। অতএব তৈল সতত ব্যবহৃত হইলে, বায়ুর উপশম করিয়া থাকে। এইরূপ ঘৃত, মাধুর্য্য, শীতলতা ও মৃদুবীর্য্যত্বের জন্য পিত্তের নাশ করে; যেহেতু পিত্ত, অমধুর, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। রুক্ষতা, তীক্ষ্ণতা ও কষায়ত্বের জন্য মধু শ্লেষ্মার উপশম করে; যেহেতু শ্লেষ্মা স্নিগ্ধ, মৃদু ও মধুর রস। অতএব মধুর সহিত বিপরীত-গুণবিশিষ্ট। এইরূপ অন্য যে কোন দ্রব্য বায়ু পিত্ত ও কফের সহিত গুণবিষয়ে বিপরীত হইবে, তাহাও সতত ব্যবহৃত হইলে বাতাদি দোষের নিবারণ করিয়া থাকে।

অথ খলু ত্রীণি দ্রব্যাণি নাভ্যুপযুঞ্জীতাধিকমন্যেভ্যো দ্রব্যেভ্যস্তদ্যথা পিপ্পলীঃ ক্ষারং লবণমিতি। পিপ্পল্যো হি কটুকাঃ সত্যো মধুরবিপাকা গুর্ব্বো নাত্যর্থং স্নিগ্ধোষ্ণাঃ প্রক্লেদিন্যো ভেষজাভিমতাশ্চ। তাঃ সদ্য এব শুভাশুভকারিণ্যো ভবন্ত্যাপাতভদ্রাঃ প্রয়োগসমসাদ্গুণ্যাদ্ দোষসঞ্চয়ানুবন্ধাঃ সততমুপযুজ্যমানা হি গুরুপ্রক্লেদিত্বাৎ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশয়ন্তি, ঔষ্ণ্যাৎ পিত্তং, নচ বাতপ্রশমনায় কল্পন্তে অল্পস্নেহোষ্ণভাবাৎ, যোগবাহিন্যস্তু খলু ভবন্তি। তস্মাৎ পিপ্পলীর্নাভ্যুপযুঞ্জীত।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পিপুল, ক্ষার ও লবণ, এই তিনটি দ্রব্য অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। যেহেতু পিপুল, কটুরস হইলেও মধুরবিপাক, অল্প গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, ও ক্লেদজনক ভেষজ। পিপুল সেবনমাত্রই শুভাশুভ কার্য্য করে, এইজন্য প্রয়োগানুসারে ইহা আপাত-মঙ্গলকারী। কিন্তু সতত ব্যবহৃত হইলে, ইহা দ্বারা দোষসঞ্চয়ের অনুবন্ধ হয়। কারণ, গুরুত্ব ও ক্লেদজনকতা গুণের জন্য শ্লেষ্মাকে, এবং উষ্ণগুণের জন্য পিত্তকে উৎক্লিষ্ট করে; অথচ অল্প স্নেহ ও উষ্ণভাবের জন্য বায়ুকেও প্রশমিত করিতে পারেনা। কিন্তু পিপুল যোগবাহী, অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত ইহা মিলিত হয়, তাহারই গুণ অবলম্বন করে। পূর্ব্বোক্ত অপকারিতার জন্য পিপুল নিয়ত সেবন করিবে না।

ক্ষারঃ পুনরৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যলবণোপপন্নঃ ক্লেদয়তি স্বাদৌ পশ্চাদুপশোষয়তি দহতি পচতি ভিনত্তি সংঘাতং। স পচনদহনভেদনার্থমুপযুজ্যতে। সোঽতিপ্রযুজ্যমানঃ কেশাক্ষিহৃদয়পুংস্ত্বোপঘাতকরঃ সম্পদ্যতে, যে হ্যেনস্তু গ্রামনগরনিগমজনপদাঃ সততমুপযুঞ্জতে, তেঽপ্যান্ধ্যষাণ্ড্যখালিত্যপালিত্যভাজো হৃদয়াপকর্ত্তিনশ্চ ভবন্তি, তদ্‌যথা প্রায়ঃ প্রাচ্যাশ্চীনাশ্চ। তস্মাৎ ক্ষারং নাভ্যুপযুঞ্জীত।

ক্ষার, উষ্ণ তীক্ষ্ণ ও লবণরসযুক্ত। ইহা প্রথমতঃ ক্লেদ উৎপাদন করে, পরে শোষণ, দহন, পচন এবং কঠিন পদার্থ ভিন্ন করে। ক্ষার, পচন দহন ও ভেদন কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অতিসেবিত হইলে, কেশ, চক্ষু, হৃদয় ও পুরুষত্বের নাশ করে। যেসকল গ্রাম-নগর-নিগম-জনপদবাসী ব্যক্তি সতত ক্ষার সেবন করে। তাহারা অন্ধতা, ক্লীবতা, খালিত্য (টাক), পালিত্য (কেশের অকাল পক্বতা), ও হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হয়। পূর্ব্বদেশীয় ও চীনদেশীয় লোকেরা অতিরিক্ত ক্ষারসেবার জন্য প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব ক্ষার নিয়ত সেবন করিবে না।

লবণং পুনরৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যোপপন্নমনতিগুর্ব্বনতিস্নিগ্ধমুপক্লেদি বিস্রংসনসমর্থমন্নদ্রব্যরুচিকরমাপাতভদ্রং প্রয়োগসমসাদ্‌গুণ্যাদ্ দোষসঞ্চয়ানুবন্ধং তদ্রোচনপচনোপক্লেদনবিস্রংসনার্থমুপযুজ্যতে। তদত্যর্থমুপযুজ্যমানং গ্লানিশৈথিল্য-দৌর্ব্বল্যাভিনির্ব্বৃত্তিকরং শরীরস্য ভবতি। যে হ্যেনৎ গ্রামনগরনিগমজনপদাঃ সততমুপযুঞ্জতে, তে ভূয়িষ্ঠং গ্লাস্নবঃ শিথিলমাংসশোণিতা অপরিক্লেশসহাশ্চ ভবন্তি, তদ্‌যথা বাহ্লীকসৌরাষ্ট্রিকসৈন্ধবসৌবীরকাস্তে হি পয়সাপি সহ সদা লবণমশ্নন্তি। যেঽপীহ ভূমেরত্যূষরা দেশাস্তেষ্বোষধিবীরুদ্বনস্পতিবানস্পত্যা ন জায়ন্তে, অল্পতেজসো বা ভবন্তি লবণোপহতত্বাৎ। তস্মাল্লবণং নাভ্যুপযুঞ্জীত।

লবণ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্যবিশিষ্ট, অল্প গুরুপাক, অল্প স্নিগ্ধ, ক্লেদজনক, বিরেচক, এবং ভোজ্যদ্রব্যের অত্যন্ত রুচিকারক। লবণ প্রয়োগমাত্রেই সদ্‌গুণ প্রদান করে, এজন্য ইহা আপাত মঙ্গলকর। কিন্তু ইহা দোষসঞ্চয়ের অনুবন্ধকারী। রোচন, পচন, ক্লেদন, ও বিরেচনের জন্য লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অতিসেবিত হইলে, শরীরের, গ্লানি, শিথি-

লতা ও দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে। যেসমস্ত গ্রাম-নগর নিগম-জনপদবাসিগণ সতত লবণ ভোজন করে, তাহাদের শরীর গ্লানিযুক্ত হয়, মাংস ও রক্ত শিথিল হয়, এবং তাহারা ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। যেমন বাহ্লীক, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সুবীর দেশবাসী জনগণ। ইহারা দুগ্ধের সহিতও লবণ ভোজন করে। যে সকল স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত লবণযুক্ত, সেখানে ঔষধি, লতা, বনস্পতি বা বানস্পত্য কোন বৃক্ষাদিই উৎপন্ন হয় না; অথবা উৎপন্ন হইলেও অল্প তেজঃসম্পন্ন হয়। যেহেতু লবণদ্বারা সেই সকল স্থানের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব লবণ সতত সেবন করিবে না।

যে হ্যতিলবণসাত্ম্যাঃ পুরুষাস্তেষামপি খালিত্যপালিত্যানি তথা বলয়শ্চাকালে ভবন্তি। তস্মাত্তেষাং তৎসাত্ম্যতঃ ক্রমেণাপগমনং শ্রেয়ঃ। সাত্ম্যমপি হি ক্রমান্নিবর্ত্ত্যমানমদোষমল্পদোষং বা ভবতি।

যে সকল ব্যক্তি লবণসাত্ম্য অর্থাৎ অধিক লবণসেবী, তাহাদের খালিত্য (টাক), পালিত্য এবং অকালে বলি জন্মিয়া থাকে। অতএব তাহাদের ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করাই মঙ্গলজনক। অভ্যস্ত বিষয় হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইলে, তজ্জন্য কোন হানি হয় না, অথবা অতি সামান্য হানি হইয়া থাকে।

সাত্ম্যন্তু নাম তৎ যদাত্মন্যুপশেতে, সাত্ম্যার্থো হ্যুপশয়ার্থঃ। তৎ ত্রিবিধং প্রবরাবরমধ্যবিভাগেন, সপ্তবিধঞ্চ রসৈকৈকত্বেন সর্ব্বরসোপযোগাচ্চ। তত্র সর্ব্বরসং প্রবরমবরমেকরসং মধ্যমন্তু প্রবরাবরমধ্যস্থং। তত্রাবরমধ্যাভ্যাং সাত্ম্যাভ্যাং সেবিতাভ্যাং ক্রমেণৈব প্রবরমুপপাদয়েৎ সাত্ম্যং। সর্ব্বরসমপি দ্রব্যং সাত্ম্যমুপপন্নং সর্ব্বাণ্যাহারবিধিবিশেষায়তনান্যভিসমীক্ষ্য হিতমেবানুরুধ্যেত।

যাহা আত্মার সুখকর, তাহাই সাত্ম্য। সাত্ম্যের অপর নাম উপশয়। উত্তম মধ্যম ও অধম বিভাগানুসারে সাত্ম্য তিন প্রকার। মধুরাদি এক একটি রসের সেবনাভ্যাস, এবং সমুদায় রসের সেবনাভ্যাস অনুসারে সাত্ম্য সাত প্রকারও বলা যায়। তন্মধ্যে সমুদায় রসের সেবনাভ্যাস উত্তম সাত্ম্য, একটি মাত্র রসের সেবনাভ্যাস অধম সাত্ম্য, এবং উত্তম ও অধম সাত্ম্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ দুই তিন চারি বা পাঁচটি রসের সেবনাভ্যাস মধ্যম সাত্ম্য। অধম ও মধ্যম সাত্ম্য হইতে ক্রমশঃ উত্তম সাত্ম্যের উপপাদন করিবে। সমুদায় রসযুক্ত দ্রব্য সাত্মীভূত হইলেও, সমস্ত আহারবিধি-বিশেষায়তনের অনুসারে বিবেচনা করিয়া কেবল হিতকর পদার্থেরই সেবা করিবে।

তত্র খল্বিমান্যষ্টাবাহারবিধিবিশেষায়তনানি ভবন্তি। তদ্‌যথা প্রকৃতিকরণসংযোগরাশিদেশকালোপযোগসংস্থোপযোক্ত্রষ্টমানি ভবন্তি। তত্র প্রকৃতিরুচ্যতে স্বভাবো যঃ, স পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং স্বাভাবিকো গুর্ব্বাদিগুণযোগঃ, তদ্‌যথা মাসমুদ্গয়োঃ শূকরৈণয়োশ্চ। করণং পুনঃ স্বাভাবিকদ্রব্যাণামভিসংস্কারঃ। সংস্কারোহি গুণাধানমুচ্যতে। তে গুণাস্তোয়াগ্নিসন্নিকর্ষশৌচমন্থনদেশকালবশেন ভাবনাদিভিঃ কালপ্রকর্ষ-

ভাজনাদিভিশ্চাধীয়ন্তে। সংযোগঃ পুনর্দ্বয়োর্ব্বহূনাং বা দ্রব্যাণাং সংহতীভাবঃ। স বিশেষমারভতে যং পুনর্নৈকৈকদ্রব্যাণ্যারভন্তে। তদ্‌যথা মধুসর্পিষোর্মধুমৎস্যপয়সাঞ্চ সংযোগঃ। রাশিস্তু সর্ব্বগ্রহপরিগ্রহৌ মাত্রাঽমাত্রাফলবিনিশ্চয়ার্থঃ। তত্র সর্ব্বস্যাহারস্য প্রমাণগ্রহণমেকপিণ্ডেন সর্ব্বগ্রহঃ পরিগ্রহশ্চ পুনঃ প্রমাণগ্রহণমেকৈকত্বেনাহারদ্রব্যানাং। সর্ব্বস্য গ্রহঃ সর্ব্বগ্রহঃ সর্ব্বতোগ্রহঃ পরিগ্রহ উচ্যতে। দেশঃ পুনঃ স্থানং, দ্রব্যাণামুৎপত্তিপ্রচারৌ দেশসাত্ম্যঞ্চাচষ্টে। কালোহি নিত্যগশ্চাবস্থিকশ্চ। তত্রাবস্থিকো বিকারমপেক্ষতে, নিত্যগস্তু খলু ঋতুসাত্ম্যাপেক্ষঃ। উপযোগসংস্থোপযোগনিয়মঃ, স জীর্ণলক্ষণাপেক্ষঃ। উপযোক্তা পুনর্যস্তমাহারমুপযুঙ্‌ক্তে, যদায়ত্তমোকসাত্ম্যং। ইত্যষ্টাবাহারবিধিবিশেষায়তনানি ভবন্তি।

আহারবিধি-বিশেষায়তন এই আটটী যথা,—প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপযোক্তা। আহারদ্রব্য ও ঔষধদ্রব্যসমূহের যে স্বাভাবিক গুণযোগ, সেই স্বভাবই প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। যেমন মাষকলাই স্বভাবতঃ গুরু, মুগ স্বভাবতঃ লঘু, এবং শূকরমাংস স্বভাবতঃ গুরু ও হরিণমাংস স্বভাবতঃ লঘু। স্বাভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার শব্দের অর্থ গুণাধান বা গুণের সংযোগকরণ। জল ও অগ্নির সংযোগ, শোধন, মন্থন, দেশ, কাল, ভাবনাদি, কালপ্রকর্ষ ও পাত্রাদি অনুসারে সেই সমস্ত গুণের সংযোগ হইয়া থাকে। দুই বা বহুদ্রব্যের একত্র মিলনকে সংযোগ কহে। এক একটি পৃথক্ দ্রব্য যাহা করিতে পারে না, সংযোগ দ্বারা সেই কার্য্যবিশেষ সাধিত হইয়া থাকে। যেমন মধু ও ঘৃতের এবং মধু মৎস্য ও দুগ্ধের সংযোগ। (ইহাদের এক একটি পদার্থ দ্বারা কোন বিষক্রিয়া হয় না, কিন্তু মধু ও ঘৃত, অথবা মধু মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিলে বিষবৎ অপকার করিয়া থাকে।) সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি ভেদে রাশি দুই প্রকার। মাত্রা ও অমাত্রার ফল নিশ্চয়ই রাশির প্রয়োজন। সমুদায় আহারপদার্থের একপিণ্ডে (মোটের উপর) প্রমাণগ্রহণকে সর্ব্বগ্রহ কহে। আর এক একটি আহারদ্রব্যের প্রমাণগ্রহণকে পরিগ্রহ রাশি বলা যায়। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের গ্রহণের নাম সর্ব্বগ্রহ, এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রহণের নাম পরিগ্রহ। দেশ শব্দের অর্থ স্থান। দ্রব্যের উৎপত্তি, প্রচার ও দেশসাত্ম্য, এই কয়েকটি বিষয় স্থান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। কাল দুইপ্রকার, নিত্যগ ও আবস্থিক। তন্মধ্যে আবস্থিক কাল রোগকে অপেক্ষা করে; এবং নিত্যগ কাল ঋতুসাত্ম্যকে অপেক্ষা করে। উপযোগসংস্থার অর্থ উপযোগের নিয়ম; ইহা জীর্ণলক্ষণকে অপেক্ষা করে। যে আহারের উপযোগ (ভোজন) করে, তাহাকে উপযোক্তা বলা যায়। অভ্যাসসাত্ম্য এই উপযোক্তার আয়ত্ত। এই আটপ্রকার আহারবিধিবিশেষায়তনের বিষয় বলা হইল।

এষাং বিশেষাঃ শুভাশুভফলাঃ পরস্পরোপকারকা ভবন্তি, তান্ বুভুৎসেত, বুদ্ধা চ হিতেপ্সুঃ স্যাৎ। নচ মোহাৎ প্রমাদাদ্বা প্রিয়মহিতমসুখোদর্কমুপসেব্যং কিঞ্চিদাহারজাতমন্যদ্বা।

এইসমস্ত আহারবিধি-বিশেষায়তনের বিশেষ ভাবানুসারে শুভ বা অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপকারক। এই সকল বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিবে, এবং বুঝিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী হইবে। মোহ বা প্রমাদবশতঃ কখনও আপাতপ্রিয় কিন্তু পরিণামে অহিতকর বা অসুখজনক আহারসমূহ অথবা অন্য কোন বিষয়ের উপসেবা করিবে না।

তত্রেদমাহারবিধিবিধানমরোগাণামাতুরাণাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ কালে প্রকৃত্যৈব হিততমং ভুঞ্জানানাং ভবতি। উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবৎ জীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধমিষ্টে দেশে ইষ্টসর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতমজল্পন্নহসংস্তন্মনা ভুঞ্জীতাত্মানমভিসমীক্ষ্য সম্যক্। তস্য চ সাদ্‌গুণ্যমুপদেক্ষ্যামঃ।

এই সমস্ত আহারবিধির বিধান, নীরোগ ব্যক্তির এবং কোন কোন আতুর ব্যক্তিরও স্বভাবতঃ হিতকর হয়। যথা,—উষ্ণ, স্নিগ্ধ, পরিমিত, অভিলষিত সমুদায় উপকরণযুক্ত ও অবিরুদ্ধবীর্য্য ভোজ্য, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইলে, অভিলষিত স্থানে, নাতি দ্রুত ও নাতি বিলম্বিত ভাবে, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, তন্মনা হইয়া, এবং আপনার শারীরিক অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে। এই সকলের উপকারিতা বলা যাইতেছে।

উষ্ণমশ্নীয়াৎ। উষ্ণং হি ভুজ্যমানং স্বদতে ভুক্তঞ্চাগ্নিমনুদীর্ণমুদীরয়তি ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি বাতঞ্চানুলোময়তি শ্লেষ্মাণঞ্চ পরিশোষয়তি, তস্মাদুষ্ণমশ্নীয়াৎ।

উষ্ণ পদার্থ ভোজন করিবে। যেহেতু উষ্ণ ভোজ্য খাইতে ভাল লাগে, ভুক্ত পদার্থ অনুদ্দীপ্ত জঠরাগ্নিকে উদ্দীপিত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোম করে, ও শ্লেষ্মার শোষণ করে। অতএব উষ্ণ ভোজ্য ভোজন করিবে।

স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ। স্নিগ্ধং হি ভুজ্যমানং স্বদতে ভুক্তঞ্চানুদীর্ণমগ্নিমুদীরয়তি ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি বাতমনুলোময়তি দৃঢ়ীকরোতি শরীরোপচয়ং বলাভিবৃদ্ধিঞ্চোপজনয়তি বর্ণপ্রসাদঞ্চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, তস্মাৎ স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ।

স্নিগ্ধ পদার্থ ভোজন করিবে। যেহেতু স্নিগ্ধ ভোজ্য খাইতে ভাল লাগে, ভুক্ত পদার্থ অনুদ্দীপ্ত জঠরাগ্নির উদ্দীপন করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোম করে, শরীরপুষ্টি দৃঢ় করে, বলের বৃদ্ধি করে ও বর্ণের প্রসন্নতা সম্পাদন করে। অতএব স্নিগ্ধ পদার্থ ভোজন করিবে।

মাত্রাবদশ্নীয়াৎ। মাত্রাবদ্ধি ভুক্তং বাতপিত্তকফানপ্রপীড়য়দায়ুরেব বিবর্দ্ধয়তি কেবলং, সুখং গুদমনুপর্য্যেতি নোষ্মাণমুপহন্ত্যব্যথঞ্চ পরিপাকমেতি। তস্মান্মাত্রাবদশ্নীয়াৎ।

পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। কারণ পরিমিত অন্ন, বায়ু পিত্ত কফকে পীড়িত না করিয়া কেবল আয়ুরই বৃদ্ধি সাধন করে; অনায়াসে গুহ্যনাড়ীতে উপস্থিত হয়, জঠরাগ্নিকে উপহত করে না, এবং অক্লেশে পরিপাক পায়। অতএব পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে।

জীর্ণেঽশ্নীয়াৎ। অজীর্ণে হি ভুঞ্জানস্যাভ্যবহৃতমাহারজাতং পূর্ব্বস্যাহারস্য রসমপরিণতমুত্তরেণাহাররসেনোপসৃজন্ সর্ব্বান্ দোষান্ প্রকোপয়ত্যাশু। জীর্ণে ভুঞ্জানস্য স্বস্থানস্থেষু দোষেষগ্নৌ চোদীর্ণে জাতায়াঞ্চ বুভুক্ষায়াং বিবৃতেষু চ স্রোতসাং মুখেষদ্গারে বিশুদ্ধে বাতানুলোম্যে বিসৃষ্টেষু চ বাতমূত্রপুরীষবেগেষ্বভ্যবহৃতমাহারজাতং সর্ব্বশরীরধাতূনপ্রদূষয়দায়ুরেবাভিবর্দ্ধয়তি কেবলং, তস্মাজ্জীর্ণেঽশ্নীয়াৎ।

পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে। কারণ অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন করিলে, পূর্ব্বের আহারের অপরিণত রসের সহিত ভুক্ত আহারের পরবর্ত্তী রস মিলিত হইয়া, আশু সমুদায় দোষ প্রকুপিত করে। কিন্তু পূর্ব্বাহার জীর্ণ হওয়ার পরে, যখন দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থিত হয়, জঠরাগ্নি উদ্রিক্ত হয়, ক্ষুধাবোধ হয়, সমস্ত স্রোতোমুখ বিবৃত হয়, উদ্গার ও হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, বায়ুর অনুলোম হয়, এবং বায়ু মল ও মূত্র নিঃসৃত হইয়া যায়, সেই সময়ে ভোজন করিলে, ভুক্ত আহারপদার্থ সমুদায় শরীরধাতু দূষিত না করিয়া, কেবল আয়ুর বৃদ্ধি সাধন করে। অতএব পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে।

বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীয়াৎ। অবিরুদ্ধবীর্য্যমশ্নন্ হি বিরুদ্ধবীর্য্যাহারজৈর্বিকারৈর্নায়মুপসৃজ্যতে, তস্মাদ্বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীয়াৎ।

যেসকল পদার্থ অবিরুদ্ধবীর্য্য, তাহাই ভোজন করিবে। যেহেতু অবিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থ ভোজন করিলে, বিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থের আহারজন্য রোগসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না। এইজন্য অবিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থ আহার করিবে।

ইষ্টে দেশে চেষ্টসর্ব্বোপকরণঞ্চাশ্নীয়াৎ। ইষ্টে হি দেশে ভুঞ্জানো নানিষ্টদেশজৈর্মনোবিঘাতকরৈর্ভাবৈর্মনোবিঘাতং প্রাপ্নোতি; তথেষ্টৈঃ সর্ব্বোপকরণৈঃ। তস্মাদিষ্টে দেশে তথেষ্টসর্ব্বোপকরণঞ্চ অশ্নীয়াৎ।

অভিলষিত স্থানে অভিলাষানুরূপ সমুদয় উপকরণবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যেহেতু অভিলষিত স্থানে ভোজন করিলে, অনভিলষিতস্থানজ মনোবিঘাতকর কারণসমূহদ্বারা মন উপহত হইতে পারে না। এইরূপ অভিলষিত সর্ব্ব-উপকরণবিশিষ্ট অন্ন আহার করিলেও, অনভিলষিত আহারজন্য মনোবিঘাত হইতে পারে না। অতএব অভীষ্টস্থানে অভীষ্ট সর্ব্ব-উপকরণ- বিশিষ্ট অন্ন আহার করিবে।

নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ। অতিদ্রুতং হি ভুঞ্জানস্য তৎস্নেহনস্বাদনভোজনস্যাপ্রতিষ্ঠানং ভোজ্যদোষসাদ্গুণ্যোপলব্ধিশ্চ ন নিয়তা, তস্মান্নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ।

অতিদ্রুত আহার করিবে না। কারণ অতিদ্রুত ভোজনকারী ব্যক্তির, ভুক্তদ্রব্যের স্নেহ ও স্বাদের গ্রহণ এবং ভুক্ত পদার্থের সম্যক্ প্রতিষ্ঠান হয় না। অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ স্নিগ্ধ করিতে পারে না, যথাবৎ স্বাদগ্রহ হয় না, এবং তাহা কোষ্ঠেও সম্যক্‌রূপে অবস্থিত হয় না। ভোজ্য পদার্থের দোষগুণেরও নিয়ত উপলব্ধি হয় না। অতএব অতিদ্রুত ভোজন করিবে না।

নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ। অতিবিলম্বিতং হি ভুঞ্জানো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি বহু ভুঙ্‌ক্তে শীতীভবতি আহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি, তস্মান্নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ।

অতি বিলম্বিত ভোজন করিবে না। অতি বিলম্বিতভাবে ভোজন করিলে, তৃপ্তি পাওয়া যায় না, অধিক ভোজন করা হয়, আহার-দ্রব্যসকল শীতল হইয়া যায়, এবং ভুক্তদ্রব্যের বিষম পাক হয়, অর্থাৎ বিলম্বে ভোজন জন্য কতক ভুক্তপদার্থের পাক হইতে থাকে, আবার কতক অংশ আমাশয়ে উপস্থিত হইতে থাকে, সুতরাং সকল পদার্থ একসঙ্গে পরিপাক পাইতে পারে না। অতএব অতিবিলম্বিত ভোজন করিবে না।

অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। জল্পতোহসতোহন্যমনসো বা ভুঞ্জানস্য ত এব হি দোষা ভবন্তি, য এবাতিদ্রুতমশ্নতঃ। তস্মাদজল্পন্নহসং-স্তন্মনা ভুঞ্জীত।

ভোজনকালে কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। কথা কহিতে কহিতে, হাসিতে হাসিতে, বা অন্যমনস্ক হইয়া ভোজন করিলে, অতিদ্রুত ভোজনে যেসকল দোষ কথিত হইয়াছে সেইসমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে।

আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্। ইদং মমোপশেতে ইদং নোপশেতে ইত্যেবং বিদিতং হ্যস্যাত্মন আত্মসাত্ম্যং ভবতি। তস্মাদাত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যগিতি।

আপনার অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে। এই খাদ্য আমার উপকারী, ইহা আমার অনুপকারী, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিলে, সেই অন্ন তাহার আত্মসাত্ম্য অর্থাৎ উপকারী হয়। অতএব নিজের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে।

ভবতি চাত্র

রসান্ দ্রব্যাণি দোষাংশ্চ বিকারাংশ্চ প্রভাবতঃ।
বেদ যো দেশকালৌচ শরীরঞ্চ স না ভিষক্॥

যে ব্যক্তি রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার, এবং দেশ, কাল ও শরীরের প্রভাব অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক।

তত্র শ্লোকৌ

বিমানার্থো রসদ্রব্যদোষরোগাঃ প্রভাবতঃ।
দ্রব্যাণি নাতিসেব্যানি ত্রিবিধং সাত্ম্যমেবচ॥
আহারায়তনান্যষ্টৌ ভোজ্যসাদ্‌গুণ্যমেবচ।
বিমানে রসসংখ্যাতে সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতম্॥

বিমানার্থ রস, দ্রব্য, দোষ ও রোগের প্রভাব, অনতিসেব্য দ্রব্য, ত্রিবিধ সাত্ম্য, আহারের আটটি আয়তন, এবং ভোজ্য পদার্থের সদ্‌গুণতা, এই সমস্ত বিষয়, এই রসবিমান অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
রসবিমানং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
রসবিমান নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্ত্রিবিধকুক্ষীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা ত্রিবিধকুক্ষীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

ত্রিবিধং কুক্ষৌ স্থাপয়েদবকাশাংশমাহারমুপযুঞ্জানঃ। তদ্‌যথৈকমবকাশাংশং মূর্ত্তানামাহারবিকারাণামেকং দ্রবাণামেকং পুনর্বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্। এতাবতীং হ্যাহারমাত্রামুপযুঞ্জানো নামাত্রাহারজং কিঞ্চিদশুভং প্রাপ্নোতি। নচ কেবলং মাত্রাবত্ত্বাদেবাহারস্য কৃৎস্নমাহারফলসৌষ্ঠবমবাপ্তুং শক্যং। প্রকৃত্যাদীনামষ্টানামাহারবিধিবিশেষায়তনানাং প্রবিভক্তফলকত্বাৎ। তত্রায়ং তাবদাহাররাশিমধিকৃত্য মাত্রামাত্রাফলবিনিশ্চয়ার্থঃ প্রকৃতঃ। এতাবানেব হ্যাহাররাশিবিধিবিকল্পো যাবন্মাত্রাবত্ত্বমমাত্রাবত্ত্বঞ্চ।

আহারকালে কুক্ষিতে তিনপ্রকার স্থানের বিভাগ করিবে। যথা,—ঘন ভোজ্য পদার্থের জন্য কুক্ষির এক ভাগ, তরল পদার্থের জন্য এক ভাগ, এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চরণ জন্য এক ভাগ রাখিতে হইবে। এইরূপ মাত্রায় ভোজন করিলে, অমাত্রাহারজনিত কোন প্রকার অশুভ ফল পাইতে হয় না। কিন্তু কেবল উপযুক্ত মাত্রা হইলেই আহারের সকল প্রকার উপকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি আট প্রকার আহারবিধি-বিশেষায়তনেরও ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সমস্ত আহারবিধিবিশেষায়তনের মধ্যে কেবল আহাররাশিকে অধিকার করিয়া, মাত্রা ও অমাত্রার ফলনিশ্চয়ের জন্য এই ত্রিবিধকুক্ষীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। যেহেতু আহাররাশিবিধিকল্পনা দ্বারাই আহারের মাত্রাবত্তা ও অমাত্রাবত্ত্ব নিশ্চিত হয়।

তত্র মাত্রাবত্ত্বং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং কুক্ষ্যংশবিভাগেন তদ্‌ভূয়ো বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা কুক্ষেরপ্রপীড়নমাহারেণ হৃদয়স্যানবরোধঃ পার্শ্বয়োরবিপাটনং নাতিগৌরবমুদরস্য প্রীণনমিন্দ্রিয়াণাং ক্ষুৎপিপাসোপরমঃ

স্থানাসনশয়নগমনোচ্ছ্বাসহাস্যসংকথাসু সুখানুবৃত্তিঃ সায়ং প্রাতশ্চ সুখেন পরিণমনং বলবর্ণোপচয়করত্বঞ্চেতি মাত্রাবতো লক্ষণমাহারস্য ভবতি।

কুক্ষির অংশবিভাগ দ্বারা পূর্ব্বেই মাত্রাবত্বের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পুনর্ব্বার তাহাই বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—আহার দ্বারা কুক্ষি পীড়িত না হওয়া, হৃদয়ের অনবরোধ, পার্শ্বদ্বয় বিপাটিত হওয়ার ন্যায় বোধ না হওয়া, উদরের অনতিগুরুত্ব, ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রসন্নতা, ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি, অবস্থানে উপবেশনে শয়নে গমনে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে হাস্যে ও আলাপে সুখানুভব, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অক্লেশে পরিপাক, এবং বল-বর্ণ-পুষ্টিকরত্ব, এইগুলি মাত্রাবৎ অর্থাৎ পরিমিত আহারের লক্ষণ।

অমাত্রাবত্ত্বং পুনর্দ্বিবিধমাচক্ষতে হীনমধিকঞ্চেতি। তত্র হীনমাত্র-মাহাররাশিং বলবর্ণোপচয়ক্ষয়করমতৃপ্তিকরমুদাবর্ত্তকরমনায়ুষ্যমবৃষ্যমনৌ-জস্যং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়োপঘাতকরং সারবিধমনমলক্ষ্ম্যাবহমশীতেশ্চ বাত-জানাং বিকারাণামায়তনমাচক্ষতে।

আহারের অমাত্রাবত্ত দুই প্রকার, যথা,—হীন মাত্রা ও অধিক মাত্রা। তন্মধ্যে হীন-মাত্র আহাররাশি, বল, বর্ণ ও পুষ্টির ক্ষয়কারক, অতৃপ্তিকর, উদাবর্ত্তজনক, আয়ুঃক্ষয়কারক, অবৃষ্য, ওজঃপদার্থের অহিতকর, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উপঘাতকারক, সারপদার্থের হ্রাস-কর, শ্রীভ্রংশকারক, এবং অশীতিপ্রকার বাতবিকারের কারণস্বরূপ।

অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপণমিচ্ছন্তি কুশলাঃ। যো হি মূর্ত্তানামাহারজাতানাং সৌহিত্যং গত্বা দ্রবৈস্তৃপ্তিমাপদ্যতে, ভূয়স্তস্যা-মাশয়গতা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণোঽভ্যবহারেণাতিমাত্রেণাতিপ্রপীড্যমানাঃ সর্ব্বে যুগপৎ প্রকোপমাপদ্যন্তে। তে প্রকুপিতাস্তমেবাহাররাশিমপরিণত-মাবিশ্য কুক্ষ্যেকদেশমাশ্রিতাঃ বিষ্টম্ভয়ন্তঃ সহসা বাপ্যুত্তরাধরাভ্যাং মার্গাভ্যাং প্রচ্যাবয়ন্তঃ পৃথক্ পৃথগিমান্ বিকারানভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্ত্যতিমাত্র-ভক্তুঃ। তত্র বাতঃ শূলানাহাঙ্গমর্দ্দমুখশোষমূর্চ্ছাভ্রমাগ্নিবৈষম্যসিরা-কুঞ্চনসংস্তম্ভনানি করোতি। পিত্তং পুনর্জ্বরাতিসারান্তর্দ্দাহতৃষ্ণামদভ্রম-প্রলপনানি। শ্লেষ্মা তু ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাকশীতজ্বরালস্যগাত্রগৌরবাণি।

অতিমাত্র আহার, বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকোপকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি অদ্রব আহার দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া, দ্রব্য আহার দ্বারা অতিতৃপ্তি লাভ করে, তাহার আমাশয়গত বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সেই অতিমাত্র আহারদ্বারা পীড়িত হইয়া, সকলে যুগপৎ প্রকোপপ্রাপ্ত হয়। সেই প্রকুপিত ত্রিদোষ অপরিপক আহাররাশিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কুক্ষির একদেশে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক, সহসা আহাররাশিকে বিষ্টব্ধ করে, অথবা উর্দ্ধ (মুখ) ও অধঃ (গুহ্য) মার্গদ্বারা নিঃসারিত করে, এবং তাহারা প্রত্যেকে সেই অতি-ভোজনকারী ব্যক্তির এইসমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বিকার উৎপাদন করে। যথা,— শূল, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অগ্নিবৈষম্য, সিরাকুঞ্চন, ও স্তব্ধতা, এই সমস্ত বিকার বায়ু-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। জ্বর, অতিসার, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম ও প্রলাপ, এই সকল

বিকার পিত্তকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। এবং বমন, অরুচি, অপরিপাক, শীতজ্বর, আলস্য ও দেহগুরুত্ব, এই সমস্ত বিকার শ্লেষ্মকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ন খলু কেবলমতিমাত্রমেবাহাররাশিমামপ্রদোষকারণমিচ্ছন্তি। অপি তু খলু গুরুরুক্ষশীতশুষ্কবিষ্টম্ভিবিদাহ্যশুচিবিরুদ্ধানামকালেঽন্নপানানামুপসেবনং, কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যাহ্রীশোকমানোদ্বেগভয়োপতপ্তমনসা বা যদন্নপানমুপযুজ্যতে তদপ্যামমেব প্রদূষয়তি।

কেবল অতিমাত্র আহাররাশিই যে আমদোষ-প্রকোপের কারণ, তাহা নহে। গুরুপাক, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক, বিষ্টম্ভি, বিদাহী, অপরিস্কৃত ও বিরুদ্ধ অন্নের ভোজন, অসময়ে অন্নপান সেবন, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অভিমান, উদ্বেগ ও ভয়দ্বারা উপতপ্ত চিত্তে যে অন্নপান আহার করা যায়, তাহাও আমদোষ জন্মাইয়া থাকে।

ভবতি চাত্র

মাত্রয়াপ্যভ্যবহৃতং পথ্যং চান্নং ন জীর্য্যতি।
চিন্তাশোকভয়ক্রোধদুঃখমোহপ্রজাগরৈঃ॥

উপযুক্ত মাত্রায় সুপথ্য অন্ন আহার করিলেও, চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, দুঃখ, মোহ ও রাত্রিজাগরণ দ্বারা তাহা জীর্ণ হয় না।

তং দ্বিবিধমামপ্রদোষমাচক্ষতে ভিষজো বিসূচিকামলসকঞ্চ। তত্র বিসূচিকামূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ প্রবৃত্তামদোষাং যথোক্তরূপাং বিদ্যাৎ। অলসকমুপদেক্ষ্যামঃ। দুর্ব্বলস্যাল্পাগ্নের্বহুশ্লেষ্মণো বাতমূত্রপুরীষবেগবিধারিণঃ স্থিরগুরুবহুরুক্ষশীতশুষ্কান্নসেবিনস্তদন্নপানমনিলপ্রপীড়িতং শ্লেষ্মণা চ বিবদ্ধমার্গমতিমাত্রপ্রলীনমলসত্বান্ন বহির্মুখীভবতি। ততশ্ছর্দ্দ্যতীসারবর্জ্জ্যান্যামপ্রদোষলিঙ্গান্যভিদর্শয়ত্যতিমাত্রাণি।

সেই আমদোষ দ্বিবিধ বলিয়া চিকিৎসকগণ ব্যাখ্যা করেন। যথা বিসূচিকা ও অলসক। যাহাতে অপক্ক অন্ন ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা নির্গত হয় অর্থাৎ ভেদ বমি হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত শূল আনাহ প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়, তাহাকে বিসূচিকা বলিয়া জানিবে। অলসকের লক্ষণ উপদেশ করিতেছি। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, অল্পাগ্নি, বহুশ্লেষ্মান্বিত, বাত-মূত্র-পুরীষের বেগধারণকারী, এবং কঠিন গুরুপাক বহুপরিমিত রুক্ষ শীতল ও শুষ্ক অন্ন ভোজন করে, তাহার ভুক্ত অন্নপান বায়ুকর্ত্তৃক পীড়িত এবং শ্লেষ্মকর্ত্তৃক রুদ্ধমার্গ ও অতিমাত্র প্রলীন হইয়া, অলসত্ব হেতু বহির্গত হইতে পারে না। সেই জন্য বমন ও ভেদ ব্যতীত অন্যান্য আমদোষের লক্ষণসমূহ অতিমাত্রায় প্রদর্শন করে।

অতিমাত্রপ্রদুষ্টাশ্চ দোষাঃ প্রদুষ্টামবদ্ধমার্গাস্তির্য্যগ্ গচ্ছন্তঃ কদাচিদেব কেবলমস্য শরীরং দণ্ডবৎ স্তম্ভয়ন্ত্যতস্তমলসকমসাধ্যং ব্রুবতে। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণাশনশীলিনঃ পুনরেবং দোষমামবিষমিত্যাচক্ষতে ভিষজো বিষসদৃশলিঙ্গত্বাৎ। তৎ পরমসাধ্যমাশুকারিত্বাদ্ বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চেতি।

অতিমাত্র দুষ্ট বাতাদি দোষসমূহ, দূষিত আমদ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া তির্য্যগ্‌দিকে সঞ্চরণ করিলে, কদাচিৎ তাহার সমস্ত শরীর দণ্ডবৎ স্তম্ভিত করে। এইরূপ অবস্থাপন্ন অলসককে অসাধ্য বলা হয়। বিরুদ্ধ অন্নভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, ও অপক্ব-অন্নভোজনশীল ব্যক্তির এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট আমদোষকে বিষবৎ মারকলক্ষণের জন্য চিকিৎসকগণ আমবিষ বলিয়া বর্ণন করেন। এই রোগ আশু বিপজ্জনক ও বিরুদ্ধ-চিকিৎস্য, এইজন্য ইহা অত্যন্ত অসাধ্য।

তত্র সাধ্যমামং প্রদুষ্টমলসীভূতমুল্লেখয়েদাদৌ পায়য়িত্বা সলবণমুষ্ণং বারি। ততশ্ছেদনবর্ত্তিপ্রণিধানাভ্যামুপাচরেদুপবাসয়েচ্চৈনম্। বিসূচিকায়াস্তু লঙ্ঘনমেবাগ্রে বিরিক্তবচ্চানুপূর্ব্বী।

যে অলসীভূত প্রদুষ্ট আমদোষ সাধ্য, তাহাতে প্রথমেই লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইবে। তৎপরে শ্লেষ্মচ্ছেদক ঔষধ ও গুহ্যদ্বারে বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে, এবং রোগীকে উপবাস করাইবে। বিসূচিকারোগে প্রথমেই উপবাস করাইবে। তাহার পর বিরিক্তের ন্যায় চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে।

আমপ্রদোষেষু ত্বন্নকালে জীর্ণাহারং পুনর্দোষাবলিপ্তামাশয়ং স্তিমিত-গুরুকোষ্ঠমনন্নাভিলাষিণমভিসমীক্ষ্য পায়য়েদ্দোষশেষপাচনার্থমৌষধমগ্নি-সন্ধুক্ষণার্থঞ্চ। নত্বেবাজীর্ণাশনম্। আমপ্রদোষদুর্ব্বলো হ্যগ্নির্ন যুগপদ্দোষ-মৌষধমাহারজাতঞ্চ শক্তঃ পক্তুং। অপিচামপ্রদোষাহারৌষধ-বিভ্রমো-ঽতিবলত্বাদুপরতকায়াগ্নিং সহসৈবাতুরমবলমতিপাতয়েৎ। আমপ্রদোষ-জানাং পুনর্বিকারাণামপতর্পণেনৈবোপরমো ভবতি। সতি ত্বনুবন্ধে কৃতাপতর্পণানাং ব্যাধীনাং নিগ্রহে নিমিত্তবিপরীতমপাস্যৌষধমাতঙ্কবিপ-রীতমেবাবচারয়েদ্ যথাস্বং।

আমদোষে অন্নদান কালে, রোগীর পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলেও যদি আমাশয় দোষলিপ্ত থাকে, উদর স্তিমিত ও গুরু (ভার) হইয়া থাকে, এবং ভোজনে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে তাহাকে অবশিষ্ট দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তিসাধন জন্য বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঐরূপ অজীর্ণ সত্বে ভোজন করিতে দিবে না। যেহেতু আমদোষদুর্ব্বল জঠরাগ্নি, দোষ ও আহারসমূহ যুগপৎ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না; এবং আমদোষ, আহার, ও ঔষধের একত্র মিলন জন্য প্রবল বিভ্রম উপস্থিত হইয়া, নষ্টাগ্নি ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। উপবাস দ্বারাই আমদোষজ বিকারসমূহের নিবারণ হয়; কিন্তু উপযুক্ত উপবাসের পরেও আমদোষের অনুবন্ধ থাকিলে, সেইসকল ব্যাধির নিবারণ জন্য নিদান-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, ব্যাধিবিপরীত ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্ববিকারাণামপি চ নিগ্রহে হেতুব্যাধিবিপরীতমৌষধমিচ্ছন্তি কুশলাস্তদর্থকারি বা। অনুদ্রিক্তামপ্রদোষস্য পুনঃ পরিপক্বদোষস্য দীপ্তে চাগ্নাবভ্যঞ্জনাস্থাপনানুবাসনং বিধিবৎ স্নেহপানঞ্চ যুক্ত্যা প্রযোজ্যং প্রসমীক্ষ্য দোষদেশভেষজকালবলশরীরাহারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সামবস্থা-ন্তরাণি বিকারাংশ্চ সম্যগিতি।

পণ্ডিতগণ সকলরোগেরই শান্তির জন্য, হেতুবিপরীত, ব্যাধিবিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত, অথবা হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত-কার্য্যকারক ঔষধ ব্যবস্থা করেন। আমদোষের অপ্রবল অবস্থায় অথবা দোষের পরিপক্ক অবস্থায় অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, দোষ, দেশ, ঔষধ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ব, প্রকৃতি, ও বয়সের অবস্থান্তর, এবং রোগের অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অভ্যঞ্জন, আস্থাপন, ও অনুবাসন ক্রিয়া, যথাবিধি ও যথাযুক্তি প্রয়োগ করিবে।

ভবতি চাত্র

অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চ ক্ক বিপচ্যতে।
এতৎ ত্বাং ধীর পৃচ্ছামস্তন্ন আচক্ষ বুদ্ধিমন্॥
ইত্যগ্নিবেশপ্রমুখৈঃ শিষ্যৈঃ পৃষ্টঃ পুনর্ব্বসুঃ।
আচচক্ষে ততস্তেভ্যো যত্রাহারো বিপচ্যতে॥
নাভিস্তনান্তরং জন্তোরামাশয় ইতি স্মৃতঃ।
অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চাত্র বিপচ্যতে॥
আমাশয়গতঃ পাকমাহারঃ প্রাপ্য কেবলম্।
পক্কঃ সর্ব্বাশয়ং পশ্চাদ্ ধমনীভিঃ প্রপদ্যতে॥

হে ধীর বুদ্ধিমন্! অশিত, খাদিত, পীত ও লীঢ় এই চতুর্ব্বিধ আহার, শরীরের কোন্ স্থানে পরিপাক হয়, ইহাই আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি। অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, পুনর্ব্বসু তাঁহাদিগকে যেখানে আহার পরিপাক হয় তাহা বলিতে লাগিলেন। নাভি ও স্তন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আমাশয় কহে। অশিত খাদিত পীত ও লীঢ়, এই চতুর্ব্বিধ আহার সেই আমাশয়ে পরিপাক হয়। আহার আমাশয়গত হইয়া, সেইখানে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, পরে সেই পক্ক রস ধমনী-পথ দ্বারা সমুদায় ধাত্বাশয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকৌ

তস্য মাত্রাবতো লিঙ্গং ফলঞ্চোক্তং যথাযথম্।
অমাত্রস্য তথা লিঙ্গং ফলঞ্চোক্তং বিভাগশঃ॥
আহারবিধ্যায়তনানি চাষ্টৌ সম্যক্ পরীক্ষ্যাত্মহিতং বিদধ্যাৎ।
অন্যশ্চ যঃ কশ্চিদিহাস্তি মার্গো হিতোপযোগেষু ভজেত তঞ্চ॥

এই অধ্যায়োক্ত মাত্রাবান্ আহারের যথাযথ লক্ষণ ও ফল, মাত্রাহীন আহারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও ফল, এবং অষ্টবিধ আহারবিধি-বিশেষায়তন, সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, আত্মহিতকর আহার সেবন করিবে। এবং হিতসেবন বিষয়ে অন্য যে কোন উপায় বিহিত আছে, তৎসমুদায়েরও সেবা করিবে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ত্রিবিধকুক্ষীয়-
বিমানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে ত্রিবিধকুক্ষীয়
বিমান নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জনপদোদ্ধংসনীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা জনপদোদ্ধংসনীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

জনপদমণ্ডলে পঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবরাধ্যুষিতে কাম্পিল্যরাজধান্যাং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়োঽন্তেবাসিগণ-পরিবৃতঃ পশ্চিমে ঘর্ম্মমাসে গঙ্গাতীরে বনবিচারমনুবিচরন্ শিষ্যমগ্নিবেশমব্রবীৎ। দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য নক্ষত্রগ্রহগণচন্দ্রসূর্য্যানিলানলানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতিভূতানামৃতুবৈকারিকা ভাবাঃ। অচিরাদিতো ভূরপি ন যথাবদ্রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবমোষধীনাং প্রতিবিধাস্যতি তদ্বিয়োগাচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা। তস্মাৎ প্রাগুদ্ধংসাৎ প্রাক্‌চ ভূমের্ব্বিরসীভাবাদুদ্ধর সৌম্য ভৈষজ্যানি যাবন্নোপহতরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানি। বয়ঞ্চৈষাং রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানুপযোক্ষ্যামহে যে চাস্মানুকাঙ্ক্ষন্তি যাংশ্চ বয়মনুকাঙ্ক্ষামঃ। নহি সম্যগুদ্ধৃতেষু সৌম্য ভৈষজ্যেষু সম্যগ্ বিহিতেষু সম্যক্‌চাবচারিতেষু জনপদোদ্ধংসকরাণাং বিকারাণাং কিঞ্চিৎ প্রতীকারগৌরবং ভবতি।

বহুজনপদপূর্ণ ও ব্রাহ্মণপ্রধান পঞ্চালদেশে কাম্পিল্যনামক রাজধানীতে, ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু, শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া, গ্রীষ্মঋতুর শেষ মাসে (আষাঢ় মাসে) গঙ্গাতীরে বনভ্রমণ করিতে করিতে, শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিয়াছিলেন;—হে সৌম্য! প্রকৃতিভূত নক্ষত্র গ্রহগণ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু ও অগ্নির এবং দিক্‌সমূহের ঋতুবৈকারিক অবস্থা লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এই ভূমিভাগও অচিরে ওষধিসমূহের রস বীর্য্য বিপাক প্রভাবাদি যথাযথরূপে প্রতিবিধান করিবে না। ওষধিসমূহের প্রাকৃত রসাদির অভাব হইলে, নিশ্চয়ই রোগবাহুল্য ঘটিবে। অতএব হে সৌম্য! জনপদোদ্ধংসের এবং ভূমির বিরসভাবের পূর্ব্বেই, যে পর্য্যন্ত ঔষধসমূহের রস বীর্য্য বিপাক ও প্রভাব উপহত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঔষধ সকল সংগ্রহ কর। কারণ যেসকল ব্যক্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং আমরাও যাহাদের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, সেইসমস্ত ব্যক্তিকে আমারা অনুপহত রস-বীর্য্য-বিপাক-প্রভাববিশিষ্ট ঔষধ সকলই প্রয়োগ করিব। হে সৌম্য! ঔষধ উপযুক্তসময়ে উদ্ধৃত হইলে, সম্যক্ সংস্কৃত হইলে, এবং সম্যক্ রক্ষিত হইলে, জনপদোদ্ধংসকর বিকারসমূহের প্রতীকারগৌরব হইবে না, অর্থাৎ অনায়াসেই সেইসকল বিকারের প্রতীকার করা যাইবে।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ, উদ্ধৃতানি খলু ভগবন্ ভৈষজ্যানি সম্যগ্ বিহিতানিচ সম্যগবচারিতানি চ। অপিতু খলু জনপদোদ্ধংসনমেকেনৈব ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ ভবতি।

ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ কহিলেন,—হে ভগবন্! ঔষধ সকল যথাকালেই উদ্ধৃত এবং সম্যক্ সংস্কৃত ও সম্যক্ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি আহার দেহ বল সাত্ম্য সত্ত্ব ও বয়সবিশিষ্ট মনুষ্যগণের একপ্রকার রোগ দ্বারা একসময়ে জনপদোদ্ধংস কেন হয়?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ, এবমসামান্যবতামপ্যেভিরগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্ব্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি, তদ্যথা বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন;—হে অগ্নিবেশ! মনুষ্যগণ প্রকৃত্যাদি ভাবদ্বারা এইরূপ অসমান হইলেও, অন্যান্য যেসকল বিষয়ের সমানতা আছে, তাহাদেরই বৈগুণ্যবশতঃ সমানকালে সমান-লক্ষণযুক্ত ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হইয়া, জনপদের ধ্বংস করিয়া থাকে; জনপদে এই সকল বিষয়ের সমানতা থাকে; যথা—বায়ু, জল, দেশ ও কাল।

তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা—ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরুক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহত-পরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।

তন্মধ্যে বায়ু এইরূপ হইলে, তাহা পীড়াজনক বলিয়া জানিবে। যথা,- ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ বায়ু হওয়া উচিত তাহার অন্যথা গুণযুক্ত, অতিস্তিমিত (অতিশয় আর্দ্রবৎ), অতিশয় গতিশীল, অতি পরুষ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতিশয় অভিষ্যন্দী, অতি ভীষণ ধ্বনিবিশিষ্ট, অত্যন্ত পরস্পর প্রতিহতগতি, অতি ঘূর্ণিত, এবং অনুপকারী গন্ধ বাষ্প সিকতা ধূলি ও ধূম দ্বারা উপহত।

উদকং খল্বত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্ত-জলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরঞ্চাপগতগুণং বিদ্যাৎ।

জল যদি অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়, ক্লেদবহুল হয়, জলাশয়ে জলচর পক্ষী বিচরণ না করে, এবং জল যদি অপ্রীতিকর হয়, তবে সেই জল গুণহীন অর্থাৎ পীড়াকর বলিয়া জানিবে।

দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতবর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামূষিকোলূক-শ্মাশানিকশকুনিজম্বুকাদিভিস্তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলমপূর্ব্ববদবপতিতশুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনঞ্চ প্রধ্মাতপতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্‌ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসঙ্ঘমুৎসৃষ্টনষ্টধর্ম্মসত্যলজ্জাচারশীলগুণজনপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পং চ প্রতিভয়ারাবরূপম্ রুক্ষতাম্রারুণ-

সিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।

যে দেশের স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ রস ও স্পর্শ বিকৃত হইয়া যায়, যে দেশ ক্লেদবহুল হয়; সরীসৃপ, হিংস্র জন্তু, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, কাক, শকুনি প্রভৃতি শ্মাশানিক পক্ষী ও শৃগালাদি যেখানে অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণ উলুবন লতা গুল্মাদি দ্বারা যে দেশ ব্যাপ্ত হইয়া যায়, যে দেশের শস্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ না থাকিয়া শুষ্ক বা নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে বায়ু ধূম্রবৎ লক্ষিত হয়, পক্ষিগণ নিয়ত শব্দ করে, কুক্কুরগণ উচ্চৈঃস্বরে কাতরধ্বনি করে, বিবিধ পশু-পক্ষিগণ উদ্ভ্রান্ত ও ব্যথিত হয়, জনপদবাসিগণের ধর্ম্ম সত্য লজ্জা আচার ও শীলতা প্রভৃতি গুণ উৎসৃষ্ট বা নষ্ট হইয়া যায়, জলাশয়সমূহ নিরন্তর ক্ষুভিত ও উচ্ছলিত হয়, বারংবার উল্কাপাত, বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প হয়, ভয়ঙ্কর দুর্নিবার মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়; সূর্য্য চন্দ্র ও তারকাসকল রুক্ষ তাম্র অরুণ বা শ্বেত বর্ণ মেঘজালে আবৃত হয়, এবং দেশ যেন বিত্রত, উদ্বিগ্ন, ত্রস্ত, রুদিত, অন্ধকারাবৃত, পিশাচপরিবৃত ও রোদন-শব্দবহুল বোধ হয়; সেই দেশ অনিষ্টকর বলিয়া জানিবে।

কালস্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্ বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতমেব ব্যবস্যেৎ।

কাল যদি নির্দ্দিষ্ট ঋতুলক্ষণের বিপরীত-লক্ষণযুক্ত হয়, অথবা সেই ঋতুলক্ষণ যদি অত্যধিক বা অতি অল্প লক্ষিত হয়, তবে সেই কাল অহিতকর বুঝিবে।

ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোদ্ধংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ। অতোঽন্যথাভূতাংস্তু হিতানাচক্ষতে। বিগুণেষ্বপিতু খলু জনপদোদ্ধংসকরেষু ভাবেষু ভেষজেনৈবোপপাদ্যমানানামভয়ং ভবতি রোগেভ্য ইতি।

উক্তরূপ দোষযুক্ত বায়ু জল দেশ ও কাল এই চারিটি বিষয়কে জনপদোদ্ধংসকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণন করেন। এবং তাহার অন্যথাগুণযুক্ত দেশ ও কালকে হিতকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জনপদোদ্ধংসকারক বাতাদি ভাবসমূহ বিগুণ হইলেও, উপযুক্ত ঔষধদ্বারা প্রতিকার হইলে, দূষিত-বাতাদিজনিত রোগসমূহ হইতে নির্ভয় থাকিতে পারা যায়।

ভবন্তি চাত্র

বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভসাম্।
গরীয়স্ত্বং বিশেষেণ হেতুমৎস্য প্রচক্ষতে॥
বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদপরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়ঃ পরমার্থবিৎ॥
বায্বাদিষু যথোক্তানাং দোষাণাস্তু বিশেষবিৎ।
প্রতিকারস্য সৌকর্য্যে বিদ্যাল্লাঘবলক্ষণম্॥

চতুর্ষ্বপি তু দুষ্টেষু কালান্তেষু যদা নরাঃ।
ভেষজেনোপপাদ্যন্তে ন ভবন্ত্যাতুরাস্তদা॥

জনপদোদ্ধংসকারক কারণসমূহের মধ্যে, বৈগুণ্যপ্রাপ্ত দেশ কাল বায়ু ও জল এই চারিটিই গুরুতর কারণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। ইহাদের মধ্যেও আবার স্বাভাবিক অপরিহার্য্যতা অনুসারে, বায়ু অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা দেশ, এবং দেশ অপেক্ষা কাল গুরুতর কারণ বলিয়া জানিবে। বায়ু প্রভৃতির যথোক্ত দোষসমূহ বিশেষরূপে অবগত হইয়া, প্রতিকারের সুবিধার জন্য তাহাদের লাঘব লক্ষণও জানা আবশ্যক। বায়ু হইতে কাল পর্য্যন্ত চারিটি পদার্থই যখন দূষিত হয়, তৎকালে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, মনুষ্যগণকে রোগাক্রান্ত হইতে হয় না।

যেষাং ন মৃত্যুসামান্যং সামান্যং নচ কর্ম্মণাম্।
কর্ম্ম পঞ্চবিধং তেষাং ভেষজং পরমুচ্যতে॥
রসায়নানাং বিধিবচ্চোপযোগঃ প্রশস্যতে।
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ॥

যাহাদের মৃত্যুকাল সমান নহে, এবং যাহাদের মৃত্যুজনক কর্ম্মসমূহও একরূপ নহে, তাহাদের পক্ষে বমন-বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এবং যথানিয়মে রসায়নপ্রয়োগ তাহাদের প্রশস্ত, পূর্ব্বসংগৃহীত ঔষধ দ্বারা দেহরক্ষাও তাহাদেব হিতকর কার্য্য।

সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্।
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
সংকথা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ॥
ইত্যেতদ্ ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পারপালনম্।
যেষামনিয়তো মৃত্যুস্তস্মিন্ কালে সুদারুণে॥

সত্যপরায়ণতা, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, পূজোপহার, দেবতার্চ্চনা, সদ্বৃত্তের অনুশীলন, শান্তি-অবলম্বন, আত্মরক্ষা, এবং নির্দ্দোষ জনপদে বাস, এই সমস্ত কার্য্য হিতকর। ব্রহ্মচর্য্যপালন, ব্রহ্মচারীর সেবা, জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলাপ, এবং সাত্বিক ও ধার্ম্মিক প্রবীণ ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস, এই সমস্ত বিষয়ই, যাহাদের সেই নিদারুণ কালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ।

ইতি শ্রুত্বা জনপদোদ্ধ্বংসনে কারণানি পুনশ্চাপি ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ; অথ ভগবন্ কুতো মূলমেষাং বায়্বাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে যেনোপপন্না জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তীতি।

জনপদোদ্ধংসবিষয়ে এইসমস্ত কারণ অবগত হইয়া, অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার ভগবান আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ; হে ভগবন্! বায়ু প্রভৃতির যে বিগুণতা দ্বারা জনপদ ধ্বংস হয় ; সেই বৈগুণ্যের কারণ কি ?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ ; সর্ব্বেষামপ্যগ্নিবেশ বায়্বাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে যত্তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলঞ্চাসৎ কর্ম্ম পূর্ব্বকৃতং, তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব। তদযথা যদা বৈ দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং প্রবর্ত্তয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজনপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি। ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্দ্ধত্তে ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথাবিধান্তর্হিতধর্ম্মাণামধর্ম্মপ্রধানানামপক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে। তেনাপোঽযথাকালং দেবো বর্ষতি ন বা বর্ষতি বিকৃতং বা বর্ষতি, বাতা ন সম্যগভিবান্তি, ক্ষিতির্ব্যাপদ্যতে, সলিলান্যুপশুষ্যন্তি, ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায়াপদ্যন্তে বিকৃতিং, তত উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহার্য্যদোষাৎ।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে অগ্নিবেশ ! বায়ুপ্রভৃতি সকল পদার্থেরই যে বিগুণতা উপস্থিত হয়, তাহার কারণ অধর্ম্ম ; সেই অধর্ম্মের কারণ পূর্ব্বজন্মকৃত অসৎ কর্ম্ম ; এবং সেই অধর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। যখন দেশ নগর নিগম ও জনপদের প্রধান ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্মদ্বারা প্রজাপালন করেন, তখন তাঁহাদের আশ্রিত-উপাশ্রিত পৌর ও জনপদবর্গ এবং ব্যবহারজীবিগণ (উকিল মোক্তার) সেই অধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেই অধর্ম্মের জন্য শীঘ্রই সেদেশ হইতে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয় ; সুতরাং দেবতাগণও সেই ধর্ম্মহীন দেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করেন। এইরূপে ধর্ম্মশূন্য, অধর্ম্মপ্রধান ও দেবতাপরিত্যক্ত দেশবাসিগণের সম্বন্ধে ঋতুসমূহ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য দেবতাগণ যথাসময়ে বর্ষণ করেন না, অথবা একেবারেই বর্ষণ করেন না, কিংবা বিকৃত বৃষ্টির বর্ষণ করেন ; বায়ু সম্যক্রূপে প্রবাহিত হয় না, ভূমি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, জল শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ওষধিসকল স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্পর্শ ও পানাহারের দোষে জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়।

তথা শস্ত্রপ্রভবস্যাপি জনপদোদ্ধ্বংসস্যাধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। যেঽতিপ্রবৃদ্ধলোভক্রোধমানাস্তে দুর্ব্বলানবমত্যাত্মস্বজনপরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্ বাভিক্রামন্তি পরৈর্বাভিক্রম্যন্তে রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধভূতসংঘৈস্তমধর্ম্মমন্যদ্বাপ্যপচারান্তরমুপলভ্যাভিহন্যন্তে।

আবার শস্ত্রপ্রভব অর্থাৎ যুদ্ধাদিজন্য যে জনপদোদ্ধংস হয়, তাহারও কারণ অধর্ম্ম। যাহাদের লোভ ক্রোধ ও অভিমান অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তাহারা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আত্মীয় স্বজন ও পরের উপঘাতের জন্য পরস্পর শস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অথবা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন রক্ষোগণাদি এবং বিবিধ ভূতসমূহও, সেই অধর্ম্ম বা অন্য কোন অপচার দেখিয়া, সেই সকল ব্যক্তিকে হনন করে।

তথাভিশাপ-প্রভবস্যাপ্যধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। যে লুপ্তধর্ম্মাণো ধর্ম্মাদপেতাস্তে গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষিপূজ্যানবমত্যাহিতান্যাচরন্তি। ততস্তাঃ প্রজা গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতামুপযান্তি। প্রাগপ্যভূদনেকপুরুষকুলবিনাশায়। নিয়তপ্রত্যয়োপলম্ভান্নিয়তাশ্চ পরেঽনিয়তপ্রত্যয়োপলম্ভাদনিয়তাশ্চ পরে। প্রাগপি চাধর্ম্মাদৃতে নাশুভোৎপত্তিরন্যতোঽভূৎ।

অভিশাপ হইতে যে জনোপদ্রোদ্ধংস হয়, তাহারও মূল কারণ অধর্ম্ম। যাহারা অকৃতধর্ম্ম বা ধর্ম্মচ্যুত, তাহারা, গুরু বৃদ্ধ সিদ্ধ ঋষি প্রভৃতি পূজ্যগণকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের অহিত আচরণ করে। তজ্জন্য সেইসকল ব্যক্তিগণ গুরুজনাদি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হয়। পূর্ব্বকালেও অনেক পুরুষের কুলবিনাশের জন্য এইরূপ অভিশাপ প্রদত্ত হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট কারণ দেখিয়া অনেক অশুভেরই অবশ্যম্ভাবিতা নিশ্চয় করা যায়, আবার অনেক অশুভের কারণ নিশ্চয় না হওয়ায়, অশুভবিশেষও নিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বকালেও কখন অধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কারণে অশুভের উৎপত্তি হয় নাই।

আদিকালে হ্যদিতিসুতসমৌজসোঽতিবিমলবিপুলপ্রভাবাঃ প্রত্যক্ষদেবর্ষিধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ শৈলসারসংহতস্থিরশরীরাঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়াঃ পবনসমবলজবপরাক্রমাশ্চারুস্ফিচোঽভিরূপপ্রমাণাকৃতিপ্রসাদোপচয়বন্তঃ সত্যার্জবানৃশংস্যদানদমনিয়মতপউপবাসব্রহ্মচর্য্যব্রতপরা ব্যপগতভয়রাগদ্বেষমোহলোভক্রোধশোকমান--রোগনিদ্রাতন্দ্রাশ্রমক্লমালস্য--পরিগ্রহাশ্চ পুরুষা বভূবুরমিতায়ুষঃ। তেষামুদারসত্ত্বগুণৈঃ কর্ম্মণাং ধর্ম্মাণামচিন্ত্যত্বাৎ রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবগুণসমুদিতানি প্রাদুর্বভূবুঃ শস্যানি সর্ব্বগুণসমুদিতত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং কৃতযুগস্যাদৌ।

আদিকালে অর্থাৎ সত্যযুগে মনুষ্যগণ দেবগণসদৃশ ওজস্বী এবং অতিবিপুল-প্রভাবশালী ছিলেন। সাক্ষাৎ দেব-মহর্ষির ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্ম ও যজ্ঞবিধি সকল প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের শরীর পর্ব্বতের ন্যায় সংহত ও সুদৃঢ় ছিল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন ছিল, পবনের ন্যায় বল গতি ও পরাক্রম ছিল, স্ফিক্ (পাছা) অতি সুন্দর ছিল, দেহের পরিমাণ আকৃতি প্রসন্নতা ও পুষ্টি যথোপযুক্ত ছিল। তাঁহারা সত্য অনৃশংসতা সরলতা দান দম নিয়ম তপ উপবাস ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের ভয়, অনুরাগ দ্বেষ, মোহ, লোভ, ক্রোধ, শোক, অভিমান, রোগ, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, আলস্য ও প্রতিগ্রহ-দোষ ছিল না, এবং তাঁহারা অপরিমিতায়ুঃ ছিলেন। তাঁহাদের উদার-সত্ত্বগুণে ধর্ম্মকর্ম্মের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু এবং পৃথিব্যাদির সর্ব্বগুণসম্পন্নতা জন্য সত্যযুগের আদিতে শস্যসকলও রস-বীর্য্য-বিপাক-প্রভাব-গুণসম্পন্ন হইয়া উৎপন্ন হইত।

ভ্রশ্যতি তু কৃতযুগে কেষাঞ্চিদত্যাদানাৎ সাম্পন্নিকানাং শরীরগৌরবমাসীৎ। সত্ত্বানাং গৌরবাৎ শ্রমঃ শ্রমাদালস্যমালস্যাৎ সঞ্চয়ঃ সঞ্চয়াৎ পরিগ্রহঃ পরিগ্রহাল্লোভঃ প্রাদুরাসীৎ কৃতে। ততস্ত্রেতায়াস্তু লোভা-

দাঽভিদ্রোহোঽভিদ্রোহাদনৃতবচনমনৃতবচনাৎ কামক্রোধমানদ্বেষপারুষ্যা-ভিঘাতভয়তাপশোকচিন্তোদ্বেগাদয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। ততস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদো-ঽন্তর্দ্ধানমগমৎ। তস্যান্তর্দ্ধানাদ্ যুগবর্ষপ্রমাণস্য পাদহ্রাসঃ, পৃথিব্যাদে-র্গুণপাদপ্রণাশোঽভূৎ। তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শস্যানাং স্নেহবৈমল্যরস-বীর্য্যবিপাকপ্রভাবগুণপাদভ্রংশঃ। ততস্তানি প্রজাশরীরাণি হীন-গুণপাদৈর্হীয়মানগুণৈশ্চাহারবিকারৈরযথাপূর্ব্বমুপষ্টভ্যমানাগ্নিমারুতপরী-তানি প্রাগ্ব্যাধিভির্জ্বরাদিভিরাক্রান্তান্যতঃ প্রাণিনো হ্রাসমবাপুরায়ুষঃ ক্রমশ ইতি।

সত্যযুগ গত হইবার সময়ে, কোন কোন ব্যক্তি ধনাদির অতিগ্রহণ জন্য সাম্পন্নিক হওয়ায়, তাঁহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল। শরীরের গুরুত্ববশতঃ শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ, এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে, লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যাকথা, এবং মিথ্যাকথা হইতে কাম, ক্রোধ, অভিমান, দ্বেষ, পরুষতা, অভিঘাত, ভয়, তাপ, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তারপর ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইলে, চতুষ্পাদ ধর্ম্মের একপাদ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের একপাদ অন্তর্হিত হওয়ায় সত্যযুগোক্ত বর্ষপরিমাণের এবং পৃথিব্যাদির গুণেরও একপাদ নষ্ট হইয়াছিল। পৃথিব্যাদির গুণপাদ নষ্ট হওয়ায়, শস্যসমূহেরও স্নেহ বিমলতা রস বীর্য্য বিপাক ও প্রভাবগুণের একপাদ ধ্বংস হইয়াছিল। সেই গুণপাদহীন এবং হীয়মানগুণ আহার দ্বারা প্রজাগণের অগ্নি ও বায়ু স্তব্ধীভূত এবং জ্বরাদি-ব্যাধিকর্ত্তৃক শরীর আক্রান্ত হইয়াছিল; তজ্জন্য তাহাদের আয়ুও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

ভবতশ্চাত্র

যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে॥
সম্বৎসরশতে পূর্ণে যাতি সম্বৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে॥

প্রতিযুগে ক্রমশঃ ধর্ম্মের এক এক পাদ হ্রাস হইতে থাকে, এবং তদনুসারে জীবগণের ও শস্যসমূহেরও এক এক পাদ গুণ নষ্ট হয়। এবং যেকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে প্রাণিগণের যেরূপ আয়ুঃপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই যুগের একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, আয়ুঃকালের এক বৎসর করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে (আয়ুঃপরিমাণ নিঃশেষ হইলে) লোকসকল প্রলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি বিকারাণাং প্রাগুৎপত্তিহেতুরুক্তো ভবতি। এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। কিন্নু খলু ভগবন্ নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং নবেতি। তং ভগবানুবাচ।

রোগসমূহের প্রথমোৎপত্তির কারণ কথিত হইল। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ তাঁহাকে বলিলেন ;—ভগবন্! সকল আয়ুই নির্দ্দিষ্টকাল পরিমিত কি না? ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন,—

ইহাগ্নিবেশ ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।
দৈবে পুরুষকারেচ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥
বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপিচ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্॥
তয়োরুদারয়োর্যুক্তির্দীর্ঘস্য সুখস্য চ।
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা॥
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে॥
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ॥
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ।
কিঞ্চিত্ত্বকালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥

হে অগ্নিবেশ! প্রাণিগণের আয়ুঃ যুক্তিকে অপেক্ষা করে! যেহেতু আয়ুর বলাবল দৈব ও পুরুষকারের উপর নির্ভর। পূর্ব্বজন্মের আত্মকৃত কর্ম্মের নাম দৈব, এবং ইহ জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম পুরুষকার। এই উভয় কর্ম্মেরও আবার বলাবলের পার্থক্য আছে। হীনকর্ম্ম, মধ্যমকর্ম্ম ও উত্তমকর্ম্ম ভেদে কর্ম্ম তিনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট। উত্তম দৈবের সহিত উত্তম পুরুষকারের যোগই সুখান্বিত ও নিয়ত দীর্ঘ আয়ুর কারণ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখান্বিত ও অনিয়ত অল্প আয়ুর কারণ ইতর যোগ, অর্থাৎ হীন দৈবের সহিত হীন পুরুষকারের সংযোগ। আর দৈব ও পুরুষকারের মধ্যম যোগ, মধ্যম আয়ুর কারণ। ইহার অপর কারণও বলিতেছি শুন। প্রবল পুরুষকার কর্ত্তৃক দুর্ব্বল দৈব বিনষ্ট হইয়া যায়; আবার প্রবল দৈব কর্ত্তৃকও দুর্ব্বল পুরুষকার বিনষ্ট হয়। ইহা দেখিয়াই কেহ কেহ আয়ুর পরিমাণ নিয়ত বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যয় দ্বারা অর্থাৎ উপদেশ প্রত্যক্ষ অনুমান ও যুক্তিদ্বারা ইহাও প্রতীত হয় যে, কোন মহৎ কর্ম্ম কালপরিণামে নিয়ত, আবার কোন মহৎ কর্ম্ম অনিয়তও হইয়া থাকে।

তস্মাদুভয়দৃষ্টত্বাত্তদেকান্তগ্রহণমসাধু। নিদর্শনমপি চাত্রোদাহরিষ্যামঃ। যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাত্তদায়ুষ্কামানাং ন মন্ত্রৌষধিমণি-মঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাতগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরন্। নোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখরতুরগ-

মহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুর্ন প্রপাতগিরিবিষমদুর্গাম্বু-বেগাস্তথা ন প্রমত্তোন্মত্তোদ্‌ভ্রান্তচণ্ডচপলমোহলোভাকুলমতয়ো নারয়ো ন প্রবৃদ্ধোঽগ্নির্ন চ বিবিধবিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ো ন সাহসং না'দেশ-কালচর্য্যা ন চ নরেন্দ্রপ্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ স্যুরা-য়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ। নচানভ্যস্তাকালমরণভয়নিবার-কাণামকালমরণভয়মাগচ্ছেদেব প্রাণিনাম্। ব্যর্থাশ্চারম্ভকথাপ্রয়োগ-বুদ্ধয়ঃ স্যুঃ সর্ব্বেষাং মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে। নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেণাভিহন্যাৎ নাশ্বিনাবেনং ভেষজেনোপাচরেতাং। ন বর্ষয়ো যথেষ্টমায়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুঃ। নচ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ুরাচরেয়ুর্ব্বা।

এই উভয়বিধই যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কোন বিষয়ে একান্তগ্রহণ অর্থাৎ আয়ুঃ-পরিমাণ নিয়ত বা অনিয়ত ইহার এক পক্ষ গ্রহণ উচিত নহে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তেরও উদা-হরণ দিতেছি। যদি সকল আয়ুই নিয়ত-কালপ্রমাণ হয়; তাহা হইলে, আয়ুষ্কাম ব্যক্তিগণের মন্ত্র-ঔষধি-মণিধারণ, মঙ্গলাচরণ, বলি-উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত ও তীর্থগমনাদি ইষ্ট ক্রিয়াসমূহের কোনই প্রয়োজন হইত না। উদ্‌ভ্রান্ত প্রচণ্ড ও চঞ্চল, গো, গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব, ও মহিষাদির অথবা দুষ্ট বাতাদির পরিহারের কোনই আবশ্যক ছিল না। সকল আয়ু নিয়তকালপ্রমাণ হইলে, পর্ব্বতের উচ্চস্থান, গিরিবিষম দুর্গমস্থান, জলবেগ, এবং প্রমত্ত, উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চঞ্চল, মোহাকুল, ও লোলুপচিত্ত ব্যক্তিগণ, শত্রুসমূহ, প্রবৃদ্ধ অগ্নি, বিবিধ বিষধর সর্পাদি সরীসৃপ, অতিসাহস, অস্থানে বা অসময়ে বিচরণ, ও রাজকোপাদি, এই সমস্ত বিষয়ও আয়ুর বিনাশকর হইত না। যাহারা অকালমৃত্যুর ভয়নিবারক কোন বিষয়ের সেবা করে না, তাহাদেরও অকালমৃত্যুর আশঙ্কা থাকিত না। রসায়নাধিকারে (অকালে মৃত্যুনিবারণজন্য) মহর্ষিগণের চিকিৎ-সাদি ক্রিয়ারম্ভ, উপদেশ ও প্রয়োগবুদ্ধি ব্যর্থ হইত। ইন্দ্রও বজ্রদ্বারা, নিয়তায়ুষ্ক শত্রুর হনন করিতে পারিতেন না, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ঔষধদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিতেন না। ঋষিগণও তপস্যাদ্বারা অভিলাষানুরূপ আয়ু লাভ করিতে পারিতেন না। এবং সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ ও ইন্দ্রদেব আয়ুর্বর্দ্ধক (রসায়নাদি) বিষয়সমূহের অনুসন্ধান করিতেন না, উপদেশ দিতেন না, আচরণও করিতেন না।

অপিচ সর্ব্বচক্ষুষামেতৎ পরং যদ্দিব্যচক্ষুরিদঞ্চাপ্যস্মাকং তেন প্রত্যক্ষং, যথা পুরুষসহস্রাণামুত্থায়োত্থায়াহবকুর্ব্বতামকুর্ব্বতাঞ্চাতুল্যা-য়ুষ্ট্বম্। তথা জাতমাত্রাণামপ্রতিকারাৎ প্রতীকারাচ্চাবিষবিষপ্রাশিনা-ঞ্চাপ্যতুল্যায়ুষ্ট্বমেব। ন চ তুল্যো যোগঃ ক্ষেমঃ উদপানঘটানাং চিত্রঘটা-নাঞ্চোৎসীদতাং। তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতমতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ। অপিচ দেশকালাত্মগুণবিপরীতানাং কর্ম্মণামাহারবিকারাণাঞ্চ ক্রমোপ-যোগঃ সম্যক্, ত্যাগঃ সর্ব্বস্য চাযোগমিথ্যাযোগাতিযোগানাং, সন্ধারণ-

মসমুদীর্ণানামসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং, সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনমারোগ্যানু-বৃত্তৌ হেতুমুপলভামহে, সম্যগুপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামশ্চেতি।

আর আমরাও, সমুদায় দৃষ্টি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দিব্যদৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, যাহারা যুদ্ধ করে অথবা যাহারা যুদ্ধ করে না এমন সহস্র সহস্র লোক তুল্যায়ুঃ নহে; অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা প্রায়ই সহসা প্রাণ ত্যাগ করে; এবং যাহারা যুদ্ধ করে না, তাহাদের প্রায়ই সেরূপ মৃত্যু ঘটে না। আবার যাহারা রোগের উৎপত্তি হইলেই তাহার প্রতিকার করে, এবং যাহারা প্রতিকার করে না; অথবা যাহারা বিষপান করে এবং যাহারা বিষপান করে না, তাহাদেরও আয়ুঃ তুল্য নহে। জলের কলশ এবং সযত্নরক্ষিত চিত্রিত কলসও সমানকালস্থায়ী হয় না। অতএব হিতোপচারই জীবনের কারণ, এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ অহিতোপচার মৃত্যুর কারণ। অপিচ দেশ কাল ও আত্মগুণের বিপরীত কর্ম্ম এবং আহার-বিহারসমূহের সম্যক্‌প্রকারে ক্রমোপযোগে, সকল বিষয়ের অযোগ মিথ্যাযোগ ও অতিযোগের ত্যাগ, মল-মূত্রাদির অনুপস্থিত বেগের সন্ধারণ, তাহাদের উপস্থিত বেগের অসন্ধারণ, এবং অতিসাহসের বর্জ্জন, এই সমস্ত বিষয় স্বাস্থ্যস্থিতির কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি, সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকি, এবং সেইরূপই দর্শনও করিয়া থাকি।

অতঃপরমগ্নিবেশ উবাচ এবং সত্যনিয়তকালপ্রমাণায়ুষাং ভগবন্ কথং কালমৃত্যুরকালমৃত্যুর্ব্বা ভবতীতি।

অতঃপর অগ্নিবেশ কহিলেন; আয়ুর সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা নিশ্চয় হইলে, অনিয়ত-কালপ্রমাণায়ুক্ত ব্যক্তিগণের কালমৃত্যু বা অকালমৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়?

অথ তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ শ্রূয়তামগ্নিবেশ যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ স্যাৎ, সচ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথা-কালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ, তথায়ুঃ শরীরোপগতং বলবৎ-প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমাণং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছতি স মৃত্যুঃ কালে। যথাচ স এবাক্ষোঽতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ বিষমপথাদপথাদক্ষচক্র-ভঙ্গাদ্বাহ্যবাহকদোষাদণির্মোক্ষাদনুপাঙ্গাৎ পর্য্যাসনাচ্চান্তরাঽবসানং গচ্ছতি, তথায়ুরপ্যযথাবলমারম্ভাদ্ অযথাগ্ন্যভ্যবহারাদ্ বিষমাভ্যবহারাদ্ বিধার্য্যবেগাবি-ধারণাদতিমৈথুনাদ্ বিষমশরীরন্যাসাদসৎসংশ্রয়াদ্ ভূতবিষবায়ুগ্ন্যুপ-তাপাদভিঘাতাদাহারবর্জ্জনাচ্চান্তরাঽবসানমেবাপদ্যতে স মৃত্যুরকালে। তথা জ্বরাদীনপ্যাতঙ্কান্ মিথ্যোপচরিতানকালমৃত্যূন্ পশ্যাম ইতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন, হে অগ্নিবেশ! শুন, যেমন যথাবদ্‌গঠিত সর্ব্বগুণান্বিত শকটসংযুক্ত অক্ষ (ধুরা) ব্যবহৃত হইলে, যথাকালে স্বপ্রমাণের ক্ষয়জন্য অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্বভাবতঃ বলবান্ এবং যথাযথ উপচর্য্যমান শরীরস্থ আয়ুও যথাকালে স্বপ্রমাণের ক্ষয়হেতু অবসান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই কালমৃত্যু। আবার সেই অক্ষই অতিভারাধিষ্ঠিত হইলে, বিষমপথে বা অপথে চালিত হইলে, অক্ষচক্র ভাঙ্গিয়া গেলে, বাহ্য বা বাহকের দোষ ঘটিলে, চক্রকীল খুলিয়া গেলে, উপাঙ্গসকলের অভাব হইলে, অথবা শকট বিপর্য্যস্ত হইলে হয়

অযথাকালে ভাঙ্গিয়া যায়; সেইরূপ আয়ুও অযথাবলে কার্য্যারম্ভ জন্য, অযথাগ্নি আহার হেতু, বিধার্য্য বেগের অবিধারণ অর্থাৎ অসংযম বশতঃ, বিষমভাবে শরীরবিন্যাসজন্য, অসৎসংসর্গ-হেতু, ভূত বিষ বায়ু ও অগ্নির উৎপাতবশতঃ, অভিঘাতজন্য এবং আহারত্যাগ হেতু, অযথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়; ইহাই অকালমৃত্যু। জ্বরাদি রোগসমূহ কুচিকিৎস হইলে, তাহাও অকালমৃত্যুর কারণস্বরূপ বিবেচিত হয়।

অথাগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ কিন্নু খলু ভগবন্ জ্বরিতেভ্যঃ পানীয়মুষ্ণং প্রযচ্ছন্তি ভিষজো ভূয়িষ্ঠং ন তথা শীতং, অস্তি চ শীতসাধ্যোঽপি ধাতুর্জ্বরকর ইতি।

এই সমস্ত কথার পরে অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! চিকিৎসকগণ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কেন উষ্ণজলই অধিক পান করিতে দেন? জ্বরোৎপাদক ধাতু শীতসাধ্যও আছে। তবে কেন শীতলজল সেরূপ পান করিতে দেন না?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। জ্বরিতস্য কায়সমুত্থানদেশকালানভিসমীক্ষ্য পাচনার্থং পানীয়মুষ্ণং প্রয়চ্ছন্তি ভিষজঃ। জ্বরো হ্যামাশয়সমুত্থঃ প্রায়শো ভেষজানি চামাশয়সমুত্থানাং বিকারাণাং বিরেচনবমনাপতর্পণসংশমনান্যেব ভবন্তি পাচনার্থঞ্চ পানীয়মুষ্ণং তস্মাদেতজ্জ্বরিতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং। তদ্ধি তেষাং পীতং বাতমনুলোময়ত্যগ্নিঞ্চানুদীর্য্যমুদীরয়তি ক্ষিপ্রঞ্চ জরাং গচ্ছতি শ্লেষ্মাণং পরিশোষয়তি স্বল্পমপি চ পীতং তৃষ্ণাপ্রশমনায়োপকল্পতে। তথাযুক্তমপি চৈতন্নাত্যর্থোৎসন্নপিত্তে জ্বরে সদাহভ্রমপ্রলাপাতিসারে বা দেয়ম্। উষ্ণেন হি দাহভ্রমপ্রলাপাতিসারা ভূয়োঽভিবর্দ্ধন্তে শীতেন চোপশাম্যন্তীতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন, জ্বররোগীর শরীর, নিদান, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া, (রসদোষের) পরিপাকজন্য চিকিৎসকগণ উষ্ণজল প্রদান করেন। যেহেতু জ্বর আমাশয় হইতে উৎপন্ন হয়, এবং আমাশয়জাত বিকারসমূহের বিরেচন বমন উপবাস সংশমন ও পাচনার্থ উষ্ণজলই উপযুক্ত ঔষধ। এইজন্যই চিকিৎসকগণ জ্বররোগীকে অধিক পরিমাণে উষ্ণ জল পান করিতে দেন। উষ্ণ জল পান করিলে, তাহা বায়ুর অনুলোম করে, অনুদ্রিক্ত অগ্নি উদ্দীপ্ত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, শ্লেষ্মার শোষণ করে, এবং অল্প পরিমাণে পান করিলেও তৃষ্ণার শান্তি করিয়া থাকে। উষ্ণ জলের ঐ সমস্ত গুণ থাকিলেও পিত্তোল্বণ জ্বরে, অথবা দাহ ভ্রম প্রলাপ ও অতিসারে দেওয়া উচিত নহে। যেহেতু উষ্ণদ্বারা দাহ ভ্রম প্রলাপ ও অতিসার অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, এবং শীতলোপচার দ্বারা তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে।

ভবতি চাত্র

শীতেনোষ্ণকৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্বিদঃ।
যে তু শীতকৃতা রোগাস্তেষামুষ্ণং ভিষগ্‌জিতম্॥

চিকিৎসকগণ শীতক্রিয়া দ্বারা উষ্ণকৃত রোগসমূহ প্রশমিত করেন। কিন্তু যেসকল রোগ শীতকৃত, উষ্ণই তাহাদের ঔষধ।

এবমিতরেষামপি ব্যাধীনাং নিদানবিপরীতং ভেষজং ভবতি। তথাপতর্পণনিমিত্তানাং ব্যাধীনাং নান্তরেণ পূরণমস্তি শান্তিঃ, তথা পূরণনিমিত্তানাং ব্যাধীনাং নান্তরেণাপতর্পণমিতি। অপতর্পণমপি চ ত্রিবিধং লঙ্ঘনং লঙ্ঘনপাচনং দোষাবসেচনঞ্চেতি। তত্র লঙ্ঘনমল্পবলদোষাণাং, লঙ্ঘনেন হ্যগ্নিমারুতবৃদ্ধ্যা বাতাতপপরীতমিবাল্পমুদকমল্পো দোষঃ প্রশোষমাপদ্যতে। লঙ্ঘনপাচনে তু মধ্যবলদোষাণাং লঙ্ঘনপাচনাভ্যাং হি সূর্য্যসন্তাপমারুতাভ্যাং পাংশুভস্মাবকীর্ণৈরিব চানতিবহূদকং মধ্যবলদোষঃ প্রশোষমাপদ্যতে। বহুদোষাণাং পুনর্দোষাবসেচনমেব কার্য্যং, নহ্যভিন্নে কেদারসেতৌ পল্বলাপ্রসেকোঽস্তি তদ্বদ্ দোষাবসেচনম্।

এইরূপ অন্যান্য ব্যাধিসমূহেরও নিদানবিপরীত বিষয়ই উপযুক্ত ঔষধ। যেমন, অপতর্পণজনিত রোগসমূহের পূরণ ক্রিয়া ব্যতীত শান্তি হয় না, এবং সন্তর্পণজনিত ব্যাধিসমূহেরও অপতর্পণ ব্যতীত শান্তির উপায় নাই। অপতর্পণ তিন প্রকার, লঙ্ঘন, লঙ্ঘন-পাচন ও দোষাবসেচন (বমন-বিরেচনাদি)। যে অবস্থায় দোষের বল অল্প থাকে, তথায় কেবল লঙ্ঘনই প্রশস্ত। যেহেতু লঙ্ঘনদ্বারা অগ্নি ও বায়ু বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং বাতাতপপরীত অল্প জলের ন্যায় অল্প দোষ শুষ্ক হইয়া যায়। যেখানে দোষের বল মধ্যম, তথায় লঙ্ঘন ও পাচন এই উভয় ক্রিয়া প্রযোজ্য। যেমন সূর্য্যসন্তাপ বায়ু ও পাংশুভস্ম বিকীরণ দ্বারা অনতিবহু জল শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ লঙ্ঘন ও পাচন এই উভয় ক্রিয়া দ্বারা মধ্যবল দোষও শোষণ প্রাপ্ত হয়। আর বহু দোষ থাকিলে, দোষাবসেচনই কর্ত্তব্য। যেমন কেদারসেতু (আল) না ভাঙ্গিলে সঞ্চিত জল নির্গত হয় না, সেইরূপ দোষাবসেচন ব্যতীত বহু দোষের নিবারণ করা যায় না।

দোষাবসেচনমন্যদ্ বা ভেষজং প্রাপ্তকালমপ্যাতুরস্য নৈবংবিধস্য কুর্য্যাৎ। তদ্যথা অল্পবাদপ্রতিকারস্যাধনস্যাপরিচারকস্য বৈদ্যমানিনশ্চণ্ডস্যাসূয়কস্য তীব্রধর্ম্মারুচেরতিক্ষীণবলমাংসশোণিতস্যাসাধ্যরোগোপহতস্য মুমূর্ষুলিঙ্গান্বিতস্য চেতি। এবংবিধং হ্যাতুরমুপচরন্ ভিষক্ পাপীয়সাঽযশসা যোগমৃচ্ছতীতি।

দোষাবসেচন অথবা অপর কোন ঔষধপ্রয়োগ উপযুক্ত সময়েও এইরূপ রোগীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নহে। যথা,—যে ব্যক্তি অপবাদের প্রতিকার করে না, যে নির্ধন, যাহার পরিচারক নাই, যে ব্যক্তি বৈদ্যাভিমানী উগ্র বা অসূয়ক, যাহার তীব্র অধর্ম্মে প্রবৃত্তি, যাহার বল মাংস ও রক্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, এবং যে ব্যক্তি মুমূর্ষুলক্ষণান্বিত; এইরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা করিলে, চিকিৎসক পাপস্বরূপ অযশঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভবতি চাত্র

তদাত্বে চানুবন্ধে বা যস্য স্যাদশুভং ফলম্।
কর্ম্মণস্তন্ন কর্ত্তব্যমেতদ্ বুদ্ধিমতাং মতম্॥

কর্ম্ম করিবার সময়ে বা পরিণামে যে কর্ম্মের ফল অশুভ হয়, সে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে; ইহাই বুদ্ধিমান্‌গণের অভিমত।

তত্র শ্লোকাঃ

পূর্ব্বরূপাণি সামান্যা হেতবঃ স্বস্বলক্ষণাঃ।
দেশোদ্ধংসস্য ভৈষজ্যং হেতুনাং মূলমেবচ॥
প্রাগ্বিকারসমুৎপত্তিরায়ুষশ্চ ক্ষয়ক্রমঃ।
মরণং প্রতিভূতানাং কালাকালবিনিশ্চয়ঃ॥
যথা চাকালমরণং যথাযুক্তঞ্চ ভেষজম্।
সিদ্ধিং যাত্যৌষধং যেষাং ন কুর্য্যাদ্ যেন হেতুনা।
তদাত্রেয়োঽগ্নিবেশায় নিখিলং সর্ব্বমুক্তবান্।
দেশোদ্ধংসনিমিত্তীয়ে বিমানে মুনিসত্তমঃ॥

জনপদোদ্ধংসের পূর্ব্বরূপ, সাধারণ হেতু, হেতুর স্ব স্ব লক্ষণ, ঔষধ এবং জনপদোদ্ধংসকর হেতুসমূহের মূলকারণ, রোগসমূহের প্রাগুৎপত্তি, আয়ুঃক্ষয়ের ক্রম, প্রাণিগণের মৃত্যুর কালাকাল নিশ্চয়, অকাল মৃত্যু, ঔষধ যেরূপ প্রযুক্ত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং যে কারণে যাহাদিগকে ঔষধ দেওয়া উচিত নহে, এই সমস্ত বিষয় এই জনপদোদ্ধংসনীয় বিমানে, মুনিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে জনপদোদ্ধংসনীয়বিমানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে জনপদোদ্ধংসনীয় বিমাননামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অথাতস্ত্রিবিধং রোগবিশেষবিজ্ঞানীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম-ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রোগবিশেষবিজ্ঞানীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি তদ্‌যথা উপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি। তত্রোপদেশো নামাপ্তবচনম্। আপ্তাহ্যবিতর্কস্মৃতিবিভাগবিদো নিস্প্রীত্যুপতাপদর্শিনঃ। তেষামেবং গুণযোগাদ্ যদ্‌বচনং তৎ প্রমাণম্। অপ্রমাণম্ পুনর্মত্তোন্মত্তমূর্খবক্তৃদুষ্টাদুষ্টবচনমিতি। প্রত্যক্ষন্তু নাম তদ্ যৎ স্বয়মিন্দ্রিয়ৈরাত্মনা চোপলভ্যতে। অনুমানং খলু তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ।

রোগবিশেষবিজ্ঞান তিন প্রকার, যথা উপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। আপ্ত ব্যক্তি-

গণের বাক্যকে উপদেশ বলে। যাঁহারা বিনাতর্কে স্মৃতিদ্বারা সদসৎ বিভাগ করিতে পারেন, এবং যাঁহারা অনুরাগ বিরাগ শূন্য হইয়া সমুদায় বিষয় দর্শন করেন অর্থাৎ সকলের প্রতি সমদর্শী, তাঁহাদিগকেই আপ্ত বলা যায়। এইরূপ গুণবত্তার জন্য, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ। আর যাহারা মত্ত, উন্মত্ত বা মূর্খ, তাহারা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট বিষয়সম্বন্ধে যাহা বলে, তাহা অপ্রমাণ। যাহা ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। আর, যুক্তিপূর্ণ যে তর্ক, তাহাকে অনুমান কহে।

ত্রিবিধেন খল্বনেন জ্ঞানসমুদয়েন পূর্ব্বং পরীক্ষ্য রোগং সর্ব্বমেবোত্তরকালমধ্যবসানমদোষং ভবতি। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ত্রিবিধে ত্বস্মিন্ জ্ঞানসমুদায়ে পূর্ব্বমাপ্তোপদেশাদ্বিজ্ঞানং, ততঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষ্যোপপদ্যতে, কিং হ্যনুপদিষ্টং পূর্ব্বং যত্তৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষমাণো বিদ্যাৎ? তস্মাদ্ দ্বিবিধা পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষমনুমানং চ, ত্রিবিধাং বা সহোপদেশেন ইচ্ছন্তি বুদ্ধিমন্তঃ।

এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানসমুদয়দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, সকল রোগেরই সর্ব্বপ্রকারে যে নিশ্চয় করা হয়, তাহাই পরিণামে নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। যেহেতু বিজ্ঞানাবয়বদ্বারা অর্থাৎ একটি বা দুইটি বিজ্ঞান দ্বারা সমুদায় জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ আপ্তোপদেশ দ্বারা জ্ঞান হয়, তৎপরে প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। যেহেতু পূর্ব্বে যাহা উপদিষ্ট হয় নাই, সেই বিষয়ের পরীক্ষাকারী ব্যক্তি কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা তাহার কি বুঝিবেন? অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটি জ্ঞানবানদিগের পরীক্ষার উপায়। অথবা আপ্তোপদেশ সহ পরীক্ষা ত্রিবিধ বলিয়া বুদ্ধিমানেরা স্বীকার করেন।

রোগমেকৈকমেবং প্রকোপণমেবং যোনিমেবমাত্মানমেবমধিষ্ঠানমেবং বেদনমেবং সংস্থানমেবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধমেবমুপদ্রবমেবং বৃদ্ধিস্থানক্ষয়ান্বিতমেবমুদর্কমেবং যোগং বিদ্যাৎ। তস্মিন্নিয়ং প্রতিকারার্থা প্রবৃত্তিরথবা নিবৃত্তিরিত্যুপদেশাজ্ জ্ঞায়তে।

প্রত্যেক রোগের প্রকোপকারণ এইরূপ, উৎপত্তিকারণ এইরূপ, স্বরূপ এই, স্থান এই, বেদনা এইরূপ, লক্ষণ এইরূপ; এইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ; এইরূপ উপদ্রব, বৃদ্ধি সাম্য ও ক্ষয়ের লক্ষণ এইরূপ, পরিণাম এইরূপ; নাম এই, ঔষধ এইরূপ এবং এই রোগে প্রতিকারের জন্য প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, এই সমস্ত বিষয় উপদেশ হইতে জানা যায়।

প্রত্যক্ষতস্তু খলু রোগতত্ত্বং বুভুৎসমানঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানিন্দ্রিয়ার্থানাতুরগতান্ পরীক্ষেতান্যত্র রসজ্ঞানাৎ। তদ্‌যথা—অন্ত্রকূজনং সন্ধিস্ফুটনমঙ্গুলিপর্ব্বণাং স্বরবিশেষাশ্চ যে চান্যেঽপি কেচিচ্ছরীরোপগতাঃ শব্দাঃ স্যুস্তান্ শ্রোত্রেণৈব পরীক্ষেত। বর্ণসংস্থানপ্রমাণচ্ছায়াঃ শরীরপ্রকৃতিবিকারৌ চক্ষুর্বৈষয়িকানি যানি চান্যানি কানি চ তানি চক্ষুষৈব

পরীক্ষেত। রসস্তু খল্বাতুরশরীরগতমিন্দ্রিয়বৈষয়িকমপ্যনুমানাদেবাবগচ্ছেৎ, নহ্যস্য প্রত্যক্ষেণ গ্রহণমুপপদ্যতে। তস্মাদাতুরপরিপ্রশ্নেনৈবাতুরমুখরসং বিদ্যাৎ, যূকোপসর্পণেন ত্বস্য শরীরবৈরস্যং, মক্ষিকোপসর্পণেন শরীরমাধুর্য্যং, লোহিতপিত্তসন্দেহে তু কিং ধারি লোহিতপিত্তং বেতি শ্বকাকভক্ষণাদ্ ধারিলোহিতমভক্ষণাল্লোহিতপিত্তমিত্যনুমাতব্যম্। এবমন্যানপ্যাতুরশরীরগতান্ রসাননুমিমীত। গন্ধাংস্তু খলু সর্ব্বশরীরোপগতানাতুরস্য প্রকৃতিবৈকারিকান্ ঘ্রাণেন পরীক্ষেত। স্পর্শঞ্চ পাণিনা প্রকৃতিবিকৃতিযুক্তমিতি প্রত্যক্ষতশ্চানুমানৈকদেশতশ্চ পরীক্ষণমুক্তম্।

রোগতত্ত্ব বুঝিবার জন্য আতুরশরীরগত রসভিন্ন সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ নিজের সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। যথা,—অন্ত্রকূজন, সন্ধিস্থান ও অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহের স্ফুটন (মট্‌কান), স্বরবিশেষ, এবং শরীরগত অন্য যে কোন শব্দ, তৎসমস্ত শ্রবণদ্বারা পরীক্ষা করিবে। বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ, কান্তি, শরীরের প্রকৃতি ও বিকৃতি এবং অন্য যে কোন দ্রষ্টব্য বিষয়, তৎসমুদায় চক্ষুদ্বারা পরীক্ষা করিবে। আতুর-শরীরগত রস ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও, তাহা অনুমানদ্বারা অবগত হইবে। যেহেতু প্রত্যক্ষদ্বারা রসের পরীক্ষা সম্ভবপর নহে। অতএব রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার মুখরসের বিষয় জানিবে। শরীরে যূকাদির (উকুন) সঞ্চরণ দেখিয়া শরীরের বিরসতা এবং মক্ষিকার উপসর্পণদ্বারা শরীরের মধুরতা অনুমান করিবে। রক্তপিত্তরোগে জীবরক্ত কি রক্তপিত্তের রক্ত নির্গত হইতেছে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে দেখিবে—যদি ঐ রক্ত কাক-কুকুরে ভক্ষণ করে, তবে তাহা জীবরক্ত এবং যদি তাহারা ভক্ষণ না করে তবে তাহা রক্তপিত্ত-রক্ত বলিয়া অনুমান করিবে। এইরূপে আতুরশরীরগত অন্যান্য রসেরও অনুমান করিতে হইবে। রোগীর শরীরগত প্রাকৃত বিকৃত গন্ধ ঘ্রাণদ্বারা এবং প্রাকৃত-বিকৃত স্পর্শ হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিবে। প্রত্যক্ষপরীক্ষা এবং অনুমানপরীক্ষার একদেশ কথিত হইল।

ইমে তু খল্বন্যেঽপ্যেবমেব ভূয়শ্চানুমানজ্ঞেয়া ভবন্তি ভাবাঃ। তদ্‌যথা—অগ্নিং জরণশক্ত্যা পরীক্ষেত, বলং ব্যায়ামশক্ত্যা, শ্রোত্রাদীনি চ শব্দাদ্যর্থগ্রহণেন, মনোঽর্থাব্যভিচারেণ, বিজ্ঞানং ব্যবসায়েন, রজঃ সঙ্গেন, মোহমবিজ্ঞানেন, ক্রোধমভিদ্রোহেণ, শোকং দৈন্যেন, হর্ষমামোদেন, প্রীতিং তোষেণ, ভয়ং বিষাদেন, ধৈর্য্যমবিষাদেন, বীর্য্যমুৎসাহেন, অবস্থানমবিভ্রমেণ, শ্রদ্ধামভিপ্রায়েণ, মেধাং গ্রহণেন, সংজ্ঞাং নামগ্রহণেন, হ্রিয়মপতর্পণেন, শীলমনুশীলনেন, দ্বেষং প্রতিষেধেন, উপাধিমনুবন্ধেন, ধৃতিমলৌল্যেন, বশ্যতাং বিধেয়তয়া, বয়োভক্তিসাত্ম্যব্যাধিসমুত্থানানি কালদেশোপশয়বেদনাবিশেষেণ, গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং দোষপ্রমাণবিশেষমপচারবিশেষেণ, আয়ুষঃ ক্ষয়মরিষ্টৈঃ, উপস্থিতশ্রেয়স্ত্বং কল্যাণাভিনিবেশেন, অমলং সত্ত্বমবিকারেণ, গ্রহণ্যাস্তু মৃদু-

দারুণত্বং স্বপ্নদর্শনমভিপ্রায়ং দ্বিষ্টেষ্টেষ্বসুখাসুখানি চাতুরপরিপ্রশ্নেনৈব বিদ্যাদিতি। •

এই সমস্ত অন্যান্য বিষয়ও অনুমান দ্বারা জানা যায়। যথা,—পরিপাকশক্তিদ্বারা অগ্নি, পরিশ্রমশক্তিদ্বারা বল, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণদ্বারা কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানের অব্যভিচারদ্বারা মন, কার্য্যপ্রবর্ত্তনদ্বারা বিজ্ঞান; আসক্তিদ্বারা রজোগুণ, অবিজ্ঞানদ্বারা মোহ, জিঘাংসাদ্বারা ক্রোধ, দীনতাদ্বারা শোক, আনন্দদ্বারা হর্ষ, সন্তুষ্টিদ্বারা প্রীতি, বিষাদদ্বারা ভয়, অবিষাদ দ্বারা ধৈর্য্য, উৎসাহদ্বারা বীর্য্য, অবিভ্রমদ্বারা অবস্থান, অভিপ্রায়দ্বারা শ্রদ্ধা, ধারণাশক্তিদ্বারা মেধা, নামগ্রহণদ্বারা সংজ্ঞা, স্মরণদ্বারা স্মৃতি, লজ্জাজনক ব্যাপারদ্বারা লজ্জা, অনুশীলনদ্বারা শীলতা, নিষেধদ্বারা দ্বেষ, অনুবন্ধ অর্থাৎ উত্তরকালানুবর্ত্তনদ্বারা উপাধি অর্থাৎ আধুনিক সঙ্কেত, অচাঞ্চল্য দ্বারা ধৃতি অর্থাৎ বুদ্ধির স্থিরতা, আজ্ঞাপালনদ্বারা বশ্যতা, কাল দেশ উপশয় ও বেদনাবিশেষদ্বারা বয়স ভক্তি সাত্ম্য ও ব্যাধিসমুত্থান, উপশয় ও অনুপশয়দ্বারা গূঢ়লিঙ্গব্যাধি, অপচারবিশেষদ্বারা বাতাদিদোষের পরিমাণবিশেষ, অরিষ্টলক্ষণদ্বারা আয়ুঃক্ষয়, কল্যানাভিনিবেশদ্বারা উপস্থিত মঙ্গল এবং অবিকারদ্বারা মনের নির্ম্মলতা পরীক্ষা করিবে। গ্রহণীর মৃদুতা ও দারুণত্ব, স্বপ্নদর্শন, অভিপ্রায় এবং দ্বিষ্ট ও অভীষ্ট বিষয়ে সুখ ও অসুখ, এই সকল বিষয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইবে।

ভবন্তি চাত্র

আপ্ততশ্চোপদেশেন প্রত্যক্ষকরণেন চ।
অনুমানেন চ ব্যাধীন্ সম্যগ্বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
সর্ব্বথা সর্ব্বমালোচ্য যথাসম্ভবমর্থবিৎ।
অথাধ্যবস্যেত্তত্ত্বে চ কার্য্যে চ তদনন্তরম্॥
কার্য্যতত্ত্বাবিশেষজ্ঞঃ প্রতিপত্তৌ ন মুহ্যতি।
অমূঢ়ঃ ফলমাপ্নোতি যদমোহনিমিত্তজম্॥
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যো নাবিশতি যোগবিৎ।
আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগান্ চিকিৎসতি॥

অর্থবিদ্ বিচক্ষণ ব্যক্তি, যথাসম্ভব আপ্তোপদেশ প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া, ব্যাধিসমূহ অবগত হইবেন। তৎপরে তত্ত্ব ও কার্য্যনিশ্চয় করিবেন, যেহেতু তত্ত্ব ও কার্য্যবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসা বিষয়ে বিমোহিত হন না। অমুগ্ধ ব্যক্তিই অমোহজনিত অর্থাৎ জ্ঞানজন্য ফল লাভ করিতে পারেন। যে প্রয়োগজ্ঞ চিকিৎসক, জ্ঞানবুদ্ধিরূপ প্রদীপালোকে রোগীর অন্তরাত্মামধ্যে প্রবেশ না করেন, তিনি চিকিৎসা করিতে সমর্থ হন না।

তত্র শ্লোকৌ

সর্ব্বরোগবিশেষাণাং ত্রিবিধং জ্ঞানসংগ্রহম্।
যথা চোপদিশন্ত্যাপ্তাঃ প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে যথা॥

যে যথা চানুমানেন জ্ঞেয়াস্তাংশ্চাপ্যুদারধীঃ ।
ভাবাংস্ত্রিরোগবিজ্ঞানে বিমানে মুনিরুক্তবান্ ॥

সমুদায় রোগবিশেষের ত্রিবিধ জ্ঞানসংগ্রহ, আপ্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ উপদেশ দেন, যেরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হয় এবং যেরূপে অনুমানদ্বারা অবগত হইতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়, উদারবুদ্ধি আত্রেয় ঋষি, এই ত্রিবিধ রোগবিজ্ঞানবিমানে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে ত্রিবিধং
রোগবিশেষবিজ্ঞানীয়-বিমানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
ত্রিবিধ রোগবিশেষ-বিজ্ঞানীয় নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্রোতসাং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা স্রোতোবিমান ব্যাখ্যা করিব।

যাবন্তঃ পুরুষে মূর্ত্তিমন্তো ভাববিশেষাস্তাবন্ত এবাস্মিন্ স্রোতসাং প্রকারবিশেষাঃ। সর্ব্বে ভাবা হি পুরুষে নান্তরেণ স্রোতাংস্যভিনির্ব্বর্ত্তন্তে ক্ষয়ং বাপ্যধিগচ্ছন্তি। স্রোতাংসি খলু পরিণামমাপদ্যমানানাং ধাতূনামভিবাহীনি ভবন্ত্যয়নার্থে। অপিচৈকে মহর্ষয়ঃ স্রোতসামেব সমুদায়ং পুরুষমিচ্ছন্তি সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বসরত্বাচ্চ দোষপ্রকোপণপ্রশমনানাম্। নত্বেতদেবং, যস্য চ হি স্রোতাংসি যচ্চ বহন্তি যথা বহন্তি যত্র চাবস্থিতানি সর্ব্বং তদন্যত্তেভ্যঃ।

জীবদেহে রসরক্তাদি যতপ্রকার মূর্ত্তিমান্ পদার্থ আছে, সেই দেহে ততপ্রকার স্রোতঃও আছে। যেহেতু জীবদেহে স্রোত ব্যতীত সেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় না, অথবা ক্ষয় পায় না। স্রোত সকল পরিণামপ্রাপ্ত ধাতুসমূহের চালনা জন্য তাহাদিগকে বহন করিয়া থাকে। কোন কোন মহর্ষি বলেন, স্রোতঃসমষ্টিই পুরুষ; যেহেতু দোষের প্রকোপ ও প্রশমকারক স্রোতঃসমূহ সর্ব্বগত ও সর্ব্বসর। অর্থাৎ মানবদেহে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন স্রোতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব স্রোতঃসমষ্টিই পুরুষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যেহেতু, যে মূর্ত্তিমান পদার্থের যে স্রোতঃ, যে পদার্থকে যে স্রোতঃ যেরূপে বহন করে, তৎসমস্তই স্রোতঃসমূহ হইতে বিভিন্ন। (সুতরাং পুরুষ স্রোতঃসমষ্টি হইতে পারে না।)

অতিবহুত্বাত্তু খলু কেচিদপরিসংখ্যেয়ান্যাচক্ষতে স্রোতাংসি পরিসংখ্যেয়ানাত্যন্যে। তেষান্তু খলু স্রোতসাং যথাস্থূলং কতিচিৎ প্রকা-

রান্ মূলতশ্চ, প্রকোপবিজ্ঞানতশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ, যে ভবিষ্যন্ত্যলমনুক্তজ্ঞানায় জ্ঞানবতাং বিজ্ঞানায়চাজ্ঞানবতাম্। তদ্যথা প্রাণোদকান্নরসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রমূত্রপুরীষস্বেদবহানি। বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্ পুনঃ সর্ব্বশরীরচরাণাম্। সর্ব্বাণি স্রোতাংস্যয়নভূতানি। তদ্বদতীন্দ্রিয়াণি পুনঃ সত্ত্বাদীনাং কেবলং চেতনাবচ্ছরীরময়নভূতমধিষ্ঠানভূতঞ্চ। তদেতৎ স্রোতসাং প্রকৃতিভূতত্বান্ ন বিকারৈরুপসৃজ্যতে শরীরম্।

অতিবহুত্বজন্য স্রোতঃসমূহকে কেহ কেহ অপরিসংখ্যেয় বলেন, আবার কেহ কেহ পরিসংখ্যেয় বলিয়া থাকেন। সেইসকল স্রোতঃসমূহের মধ্যে যথাস্থূল (মোটামুটি) কতকগুলি স্রোতের প্রকারভেদ, মূল ও প্রকোপবিজ্ঞানের বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিব। সেইসকল বিষয় অবগত হইলে, বিজ্ঞব্যক্তিগণ অনুক্ত স্রোতোবিষয়ক এবং অজ্ঞগণ সেই সেই স্রোতঃসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। সেই সমস্ত স্রোতঃ যথা,—প্রাণবহ, উদকবহ, অন্নবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, মেদোবহ, অস্থিবহ, মজ্জবহ, শুক্রবহ, মূত্রবহ, পুরীষবহ, স্বেদবহ, এবং সর্ব্বশরীরচর বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মবহ। সমুদায় স্রোতই প্রাণোদকাদি পদার্থসমূহের পথস্বরূপ। এইরূপ সচেতন সমস্ত শরীর, মন প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের পথস্বরূপ ও আশ্রয়স্থান। এইসমস্ত স্রোতঃ অবিকৃত থাকিলে শরীর রোগাক্রান্ত হয় না।

তত্র প্রাণবহানাং স্রোতসাং হৃদয়ং মূলং মহাস্রোতশ্চ। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্যথা—অতিসৃষ্টং প্রতিবদ্ধং প্রকুপিতমল্পাল্পমভীক্ষ্ণং বা সশব্দশূলমুচ্ছ্বসন্তং দৃষ্ট্বা প্রাণবহানি স্রোতাংস্যস্য প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। উদকবহানাঞ্চ স্রোতসাং তালু মূলং ক্লোমচ। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্যথা জিহ্বাতাল্বোষ্ঠকণ্ঠক্লোমশোষং পিপাসাং চাতিপ্রবৃদ্ধাং দৃষ্ট্বা ভিষগুদকবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। অন্নবহানাং স্রোতসামামাশয়ো মূলং বামঞ্চ পার্শ্বং। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্যথা অনন্নাভিলষণমরোচকাবিপাকৌ ছর্দ্দিঞ্চ দৃষ্ট্বান্নবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ।

প্রাণবহ স্রোতঃসমূহের মূল হৃদয় ও মহাস্রোতঃ। সেইসকল স্রোতঃ দূষিত হইলে, এইসমস্ত লক্ষণদ্বারা জানিতে পারা যায়। যথা,—অতিদীর্ঘ, প্রতিবদ্ধ, প্রকুপিত, অল্প অল্প, ঘন ঘন, অথবা শব্দ ও বেদনার সহিত নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিলে, সেই ব্যক্তির প্রাণবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হইয়াছে জানিবে। উদকবহ স্রোতঃসমূহের মূল তালু ও ক্লোম। তাহারা দূষিত হইলে এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। যথা,—জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও ক্লোমের (পিপাসাস্থান) শোষ এবং অত্যন্ত পিপাসা; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, চিকিৎসক তাহার উদকবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। অন্নবহ স্রোতঃসমূহের মূল আমাশয় ও বামপার্শ্ব। তাহাদের প্রদুষ্টি লক্ষণ যথা,—আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক ও বমন; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, তাহার অন্নবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়াছে জানিবে।

রসবহানাং স্রোতসাং হৃদয়ং মূলং দশ ধমন্যশ্চ। শোণিতবহানাং স্রোতসাং যকৃন্মূলং প্লীহা চ। মাংসবহানাং স্রোতসাং স্নায়ু মূলং ত্বক্ চ। মেদোবহানাং স্রোতসাং বুক্কৌ মূলং বপাবহঞ্চ। অস্থিবহানাং স্রোতসাং অস্থীনি মূলং সন্ধয়শ্চ। শুক্রবহানাং স্রোতসাং বৃষণৌ মূলং শেফশ্চ। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষাং রসাদিবহস্রোতসাং বিজ্ঞানান্যুক্তানি বিধিশোণিতীয়ে। যান্যেব হি ধাতূনাং প্রদোষবিজ্ঞানানি তান্যেব হি যথাস্বং ধাতুস্রোতসাম্।

রসবহ স্রোতঃসমূহের মূল দশটি ধমনী। রক্তবহ স্রোতঃসমূহের মূল যকৃৎ ও প্লীহা। মাংসবহ স্রোতঃসকলের মূল স্নায়ু ও ত্বক্। মেদোবহ স্রোতঃসমূহের মূল বৃক্কদ্বয় ও বসাবহ স্রোতঃ। অস্থিবহ স্রোতঃসকলের মূল মেদঃ ও জঘন। মজ্জবহ স্রোতঃসমূহের মূল অস্থি ও সন্ধিসকল। শুক্রবহ স্রোতঃসমূহের মূল অণ্ডদ্বয় ও লিঙ্গ। রসাদিবহ এই সমস্ত স্রোতের প্রদুষ্টি লক্ষণ বিধিশোণিতিক অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ রসরক্তাদি ধাতুসমূহ প্রদুষ্ট হইলে যেসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, রসরক্তাদিবহ স্রোতঃসমূহও দূষিত হইলে, সেই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূত্রবহানাং স্রোতসাং বস্তির্মূলং বঙ্ক্ষণৌ চ। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা অতিসৃষ্টং প্রতিবদ্ধং বা প্রকুপিতমল্পাল্পমভীক্ষ্ণং বা বহলং সশূলং মূত্রয়ন্তং দৃষ্ট্বা মূত্রবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। পুরীষবহানাং স্রোতসাং পক্বাশয়ো মূলং স্থূলগুদঞ্চ। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা কৃচ্ছ্রেণাল্পাল্পং সশব্দশূলমতিদ্রবমতিবহুচোপবিশন্তং দৃষ্ট্বা পুরীষবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। স্বেদবহানাং স্রোতসাং মেদোমূলং লোমকূপাশ্চ। প্রদুষ্টানাস্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা,—অস্বেদনমতিস্বেদনং বা পারুষ্যমতিশ্লক্ষ্ণতামঙ্গস্য পরিদাহং লোমহর্ষঞ্চ দৃষ্ট্বা স্বেদবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ।

মূত্রবহ স্রোতঃসমূহের মূল বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়। সেইসমস্ত স্রোতঃ দূষিত হইলে, এইসকল লক্ষণদ্বারা জানিতে পারা যায়। যথা,—মূত্রের অতি প্রবৃত্তি বা বিবদ্ধতা, বারংবার অল্প অল্প করিয়া দূষিত মূত্রনির্গম, অথবা মূত্রত্যাগকালে বেদনা লক্ষিত হইলে, তাহার মূত্রবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়াছে জানিবে। পুরীষবহ স্রোতঃসমূহের মূল পক্বাশয় ও স্থূলান্ত্র। সেইসকল স্রোতঃ দূষিত হইলে, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা,—অতিকষ্টে অল্প অল্প মল নির্গম, মলনির্গমকালে শব্দ ও বেদনা, অথবা অতিতরল বা অতিগ্রথিত (গুট্‌লে) কিংবা বহুপরিমিত মল নির্গত হইতে দেখিলে, তাহার পুরীষবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়াছে জানিবে। স্বেদবহ স্রোতঃসমূহের মূল মেদঃ ও লোমকূপসকল। সেই সকল স্রোতের প্রদুষ্টি লক্ষণ যথা,—ঘর্ম্মের অভাব বা অতিঘর্ম্ম, দেহের কর্কশতা বা অত্যন্ত মসৃণতা, অঙ্গদাহ ও রোমহর্ষ; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, তাহার স্বেদবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হইয়াছে জানিবে।

স্রোতাংসি, শিরা ধমন্যো রসায়ন্যো রসবাহিন্যো নাড্যঃ পন্থানো মার্গাঃ শরীরচ্ছিদ্রাণি সংবৃতাসংবৃতানি স্থানান্যাশয়া আলয়া নিকেতাশ্চেতি শরীরধাত্ববকাশানাং লক্ষ্যালক্ষ্যাণাং নামানি ভবন্তি। তেষাং প্রকোপাৎ স্থানস্থাশ্চৈব মার্গগাশ্চ শরীরধাতবঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে ইতরেষাং বা প্রকোপাদিতরাণি চ, স্রোতাংসি স্রোতাংস্যেব ধাতবশ্চ সর্ব্বধাতূনেব প্রদুষয়ন্তি প্রদুষ্টাঃ। তেষাং সর্ব্বেষামেব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো দূষয়িতারো ভবন্তি দোষস্বভাবাদিতি।

শরীরস্থ ধাতুসমূহের যতপ্রকার লক্ষ্য ও অলক্ষ্য অবকাশ অর্থাৎ গমনপথ আছে ; তাহাদের এইসমস্ত নাম যথা.—স্রোতঃ, শিরা, ধমনী, রসায়নী, রসবাহিনী, নাড়ী, পথ, মার্গ, শরীরছিদ্র, সংবৃতাসংবৃত, স্থান, আশয়, আলয় ও নিকেত। শরীরধাতুসমূহ স্বস্থানস্থ ও স্বমার্গগত থাকিলেও, স্রোতঃসমূহের প্রকোপে তাহারাও প্রকোপপ্রাপ্ত হয়। কোন একটি স্রোতঃ প্রকুপিত হইলেও অপর স্রোতঃ প্রকুপিত হয়। স্রোতঃ দূষিত হইয়া, অপর স্রোতঃ এবং ধাতু দূষিত হইয়া অন্য ধাতুকে প্রকুপিত করে। বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা, ইহারাই দোষস্বভাব বশতঃ, সমুদায় স্রোতঃ এবং সমস্ত ধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে।

ভবন্তি চাত্র

ক্ষয়াৎ সন্ধারণাদ্রৌক্ষ্যাদ্ ব্যায়ামাৎ ক্ষুধিতস্য চ।
প্রাণবাহীণি দুষ্যন্তি স্রোতাংস্যন্যৈশ্চ দারুণৈঃ॥
ঔষ্ণ্যাদামাদ্ ভয়াৎ পানাদতিশুষ্কান্নসেবনাৎ।
অম্বুবাহীনি দুষ্যন্তি তৃষ্ণায়াশ্চাতিপীড়নাৎ॥
অতিমাত্রস্য চাকালে চাহিতস্য চ ভোজনাৎ।
অন্নবাহীনি দুষ্যন্তি বৈগুণ্যাৎ পাবকস্য চ॥

ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রুক্ষতা, ব্যায়াম, ক্ষুধা এবং অন্যান্য দারুণ কার্য্য, এইসকল কারণে প্রাণবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়। আমদোষ, ভয়, অতিরিক্ত জলপান, শুষ্ক অন্ন ভোজন, এবং তৃষ্ণাদ্বারা অতিপীড়ন, এইসকল কারণে উদকবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়। অতিমাত্র ভোজন, অকালে ভোজন, অহিতকর দ্রব্য ভোজন এবং জঠরাগ্নির বিগুণতা, এইসকল কারণে অন্নবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়।

গুরু শীতমতিস্নিগ্ধমতিমাত্রং সমশ্নতাম্।
রসবাহীনি দুষ্যন্তি চিন্ত্যানাঞ্চাতিচিন্তনাৎ॥
বিদাহীন্যন্নপানানি স্নিগ্ধোষ্ণানি দ্রবাণি চ।
রক্তবাহীনি দুষ্যন্তি ভজতাঞ্চাতপানলৌ॥
অভিষ্যন্দীনি ভোজ্যানি স্থূলানি চ গুরূণি চ।
মাংসবাহীনি দুষ্যন্তি ভুক্ত্বা চ স্বপতাং দিবা॥

অব্যায়ামাদ্দিবাস্বপ্নান্মেধ্যানাঞ্চাতিসেবনাৎ।
মেদোবাহীনি দুষ্যন্তি বারুণ্যাশ্চাতিসেবনাৎ॥
ব্যায়ামাদতিসংক্ষোভাদস্থ্নামতিবিঘট্টনাৎ।
অস্থিবাহীনি দুষ্যন্তি বাতলানাঞ্চ সেবনাৎ॥
উৎপেষাদত্যভিষ্যন্দাদভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
মজ্জবাহীনি দুষ্যন্তি বিরুদ্ধানাঞ্চ সেবনাৎ॥
অকালাযোনিগমনান্নিগ্রহাদতিমৈথুনাৎ।
শুক্রবাহীনি দুষ্যন্তি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভিস্তথা॥

গুরুপাক শীতল ও অতিস্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অতিমাত্র ভোজন এবং চিন্তনীয় বিষয়ের অতিচিন্তা, এইসকল কারণে রসবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়। বিদাহী, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও তরল অন্নপানের অতিসেবা, এবং আতপ ও বায়ুর অতিরিক্ত সেবন, এই সকল কারণে রক্তবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। অভিষ্যন্দী দ্রব্য, পিষ্টকাদি স্থূল দ্রব্য, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, এবং ভোজনের পরে দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে মাংসবাহী স্রোতঃ প্রদুষ্ট হয়। শ্রমশূন্যতা, দিবা-নিদ্রা, মেধ্য বস্তুর অতিভোজন, এবং বারুণীমদ্যের (তাড়ীর) অতি পান, এই সকল কারণে মেদোবাহী স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। ব্যায়াম, অতিরিক্ত শরীরচালনা, অস্থির অতি বিঘট্টন, এবং বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যের অতিসেবা, এই সকল কারণে অস্থিবাহী স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হয়। উৎপেষণ, অভিষ্যন্দ, অভিঘাত, পীড়ন এবং বিরুদ্ধদ্রব্যের অতিসেবা, এই সকলকারণে মজ্জবাহী স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। অকালে স্ত্রীসঙ্গম, অযোনিগমন, শুক্রবেগধারণ, অতিমৈথুন এবং শুক্রবহ স্রোতে শস্ত্র ক্ষার বা অগ্নিপ্রয়োগ, এই সকল কারণে শুক্রবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়।

মূত্রিতোদকভক্ষ্যস্ত্রীসেবনান্মূত্রনিগ্রহাৎ।
মূত্রবাহীনি দুষ্যন্তি ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য চ॥
বিধারণাদত্যশনাদজীর্ণাধ্যশনাত্তথা।
বর্চ্চোবাহীনি দুষ্যন্তি দুর্ব্বলাগ্নেঃ কৃশস্য চ॥
ব্যায়ামাদতিসংক্ষোভাচ্ছীতোষ্ণাক্রমসেবনাৎ।
স্বেদবাহীনি দুষ্যন্তি ক্রোধশোকভয়ৈস্তথা॥

মূত্রবেগাক্রান্ত হইয়া জলপান, ভোজন বা স্ত্রীসঙ্গম করিলে, এবং মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রবহ স্রোতঃ প্রদুষ্ট হয়। ক্ষীণ এবং অতিকৃশ ব্যক্তিরও মূত্রবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়া থাকে। মলবেগধারণ, অতিভোজন, অজীর্ণভোজন ও পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন করিলে, এবং দুর্ব্বলাগ্নি ও কৃশ ব্যক্তির পুরীষবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হয়। ব্যায়াম, শরীরের অতিচালনা, অযথাক্রমে শীত ও উষ্ণসেবা, এবং ক্রোধ, শোক ও ভয় এই সকল কারণে স্বেদবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়।

আহারশ্চ বিহারশ্চ যঃ স্যাদ্দোষগুণৈঃ সমঃ।
ধাতুভির্ব্বিগুণশ্চাপি স্রোতসাং স প্রদূষকঃ॥

অতিপ্রবৃত্তিঃ সঙ্গো বা সিরাণাং গ্রন্থয়োঽপি বা।
বিমার্গগমনঞ্চাপি স্রোতসাং দুষ্টিলক্ষণম্ ॥

যে সকল আহার-বিহার বাতাদিদোষের গুণের সহিত সমান গুণবিশিষ্ট, অথবা ধাতুসমূহের বিপরীত গুণযুক্ত, সেইসকল আহার-বিহার স্রোতঃসমূহের দুষ্টিকারক। সিরাপথে বাতাদিদোষের অতিগমন বা বিবদ্ধতা, সিরাসমূহের গ্রন্থি, এবং সিরাপথে বাতাদির বিমার্গগমন, এইসমস্ত বাতাদিদোষবহ স্রোতঃসমূহের দুষ্টিলক্ষণ।

স্বধাতুসমবর্ণানি বৃত্তস্থূলাণ্যণূনি চ।
স্রোতাংসি দীর্ঘাণ্যাকৃত্যা প্রতানসদৃশানি চ ॥

স্রোতঃসকল স্বকীয় ধাতুর তুল্যবর্ণ, গোলাকার, স্থূল বা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, এবং আকৃতিতে লতার ন্যায়।

প্রাণোদকান্নবাহীনাং দুষ্টানাং শ্বাসিকী ক্রিয়া।
কার্য্যা তৃষ্ণোপশমনী তথৈবামপ্রদোষিকী ॥
বিবিধাশিতপীতীয়ে রসাদীনাং যদৌষধম্।
রসাদিস্রোতসাং কুর্য্যাৎ তৎ যথাস্বমুপক্রমম্ ॥
মূত্রবিট্স্বেদবাহীনাং চিকিৎসা মৌত্রকৃচ্ছ্রিকী।
তথাতিসারিকী কার্য্যা তথা জ্বরচিকিৎসিকী ॥

প্রাণবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে শ্বাসরোগোক্ত ক্রিয়া, উদকবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে তৃষ্ণা রোগের প্রতীকার এবং অন্নবহ স্রোতোদুষ্টিতে আমদোষের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। রসাদি ধাতুবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে, বিবিধাশিত-পীতীয় অধ্যায়ে রসাদি-ধাতুদুষ্টির যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, যথাক্রমে সেইসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রবহ স্রোতঃপ্রদুষ্ট হইলে মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা, পুরীষবহ স্রোতের দুষ্টিতে অতিসার রোগের চিকিৎসা, এবং স্বেদবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে, জ্বররোগের চিকিৎসা করিতে হইবে।

তত্র শ্লোকাঃ

ত্রয়োদশানাং মূলানি স্রোতসাং দুষ্টিলক্ষণম্।
সামান্যং নাম পর্য্যায়াঃ কোপনানি পরস্পরম্ ॥
দোষহেতুঃ পৃথক্ত্বেন ভেষজোদ্দেশ এব চ।
স্রোতোবিমানে নির্দ্দিষ্টস্তথা চাদৌ বিনিশ্চয়ঃ ॥
কেবলং বিদিতং যস্য শরীরং সর্ব্বভাবতঃ।
শারীরাঃ সর্ব্বরোগাশ্চ স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি ॥

ত্রয়োদশপ্রকার স্রোতের মূল, তাহাদের দুষ্টিলক্ষণ, সাধারণতঃ নাম-পর্য্যায়, পরস্পর প্রকোপণ, দোষের কারণ, পৃথক্ পৃথক্ ঔষধনির্দ্দেশ, এবং স্রোতঃসমূহের বিনিশ্চয়, এইসমস্ত বিষয়, এই স্রোতোবিমান অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকারে সমুদায় শরীরতত্ত্ব এবং শারীর রোগসমূহ যিনি অবগত থাকেন, তিনি চিকিৎসাকার্য্যে মুগ্ধ হন না।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
স্রোতোবিমানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
স্রোতোবিমান নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রোগানীকং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রোগানীক বিমান ব্যাখ্যা করিব।

দ্বে রোগানীকে ভবতঃ প্রভাবভেদেন সাধ্যমসাধ্যঞ্চ, দ্বে রোগানীকে বলভেদেন মৃদু দারুণঞ্চ, দ্বে রোগানীকে অধিষ্ঠানভেদেন মনোঽধিষ্ঠানং শরীরাধিষ্ঠানঞ্চ, দ্বে রোগানীকে নিমিত্তভেদেন ধাতুবৈষম্যনিমিত্তঞ্চাগন্তুজঞ্চ, দ্বে রোগানীকে আশয়ভেদেন আমাশয়সমুত্থং পক্বাশয়সমুত্থঞ্চ।

রোগসমূহ প্রভাবভেদে দুইপ্রকার; যথা সাধ্য ও অসাধ্য। রোগসমূহ বলভেদে দুই প্রকার; যথা মৃদু ও দারুণ। অধিষ্ঠানভেদে রোগসমূহ দুই প্রকার; যথা মনোধিষ্ঠান ও শরীরাধিষ্ঠান। নিমিত্তভেদে রোগসমূহ দুইপ্রকার, যথা ধাতুবৈষম্যজ ও আগন্তুজ। আশয়ভেদে রোগসমূহ দুই প্রকার; যথা—আমাশয়জাত ও পক্বাশয়জাত।

এবমেতৎ প্রভাববলাধিষ্ঠাননিমিত্তাশয়ভেদাদ্ দ্বৈধং সদ্ ভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিদ্যমানং বা সন্ধীয়মানং স্যাদেকত্বং বহুত্বং বা। একত্বং তাবদেকমেব রোগানীকং রুক্সামান্যাৎ। বহুত্বন্তু দশ রোগানীকানি প্রভাবভেদাদিনা ভবন্তি। বহুত্বমপি সংখ্যেয়ং স্যাদসংখ্যেয়ং বা স্যাৎ। তত্র সংখ্যেয়ং তাবদ্ যথোক্তমষ্টোদরীয়ে। অপরিসংখ্যেয়ং পুনর্যথা মহারোগাধ্যায়ে রুগ্বর্ণসমুত্থানাদীনামপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ। নচ সংখ্যেয়াগ্রেষু ভেদপ্রকৃত্যন্তরীয়েষু বিগীতিরিত্যতো দোষবতী স্যাদত্র প্রতিজ্ঞা কাচিৎ, নচাবিগীতিরিত্যতো দোষবতী স্যাৎ, ভেত্তা হি ভেদ্যমন্যথা ভিনত্তি। অন্যথা পুরস্তাদ্ ভিন্নং ভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্দন্ ভেদসংখ্যাবিশেষমাপাদয়ত্যনেকধা ন চ পূর্ব্বং ভেদাগ্রমুপহন্তি সমানায়ামপি তু ভেদপ্রকৃতৌ প্রকৃত্যনুপ্রয়োগান্তরমপেক্ষ্যম্।

এইরূপে প্রভাব, বল, অধিষ্ঠান, নিমিত্ত ও আশয়ভেদে ব্যাধিসমূহ দ্বিবিধ হইলেও, অপর

ভেদক ধর্ম্মদ্বারা ভিন্ন অথবা কোনকারণে মিলিত হইয়া, তাহারা একত্ব বা বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রুক্সামান্ত হেতু ব্যাধিসমূহের একত্ব, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রভাবাদি ভেদে রোগসমূহের দশবিধত্ব নির্দ্দেশ দ্বারা বহুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বহুত্বও আবার সংখ্যেয় ও অপরিসংখ্যেয়-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। সংখ্যেয় বহুত্বের বিষয় অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; এবং অপরিসংখ্যেয়ত্বের বিষয় মহারোগাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; যথা—"বেদনা বর্ণ নিদানাদির অপরিসংখ্যেয়ত্ব জন্য রোগসমূহও অপরিসংখ্যেয় হইয়া থাকে।" সংখ্যেয় রোগসমূহে ভেদক ধর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে, অথবা তদ্রূপ কোন সংখ্যানির্দ্দেশ না করিলেও, তজ্জন্য কোন প্রতিজ্ঞা বাক্যই দোষের হইতে পারে না। যেহেতু ভেদকর্ত্তা ভেদ্য পদার্থ এক প্রকারে ভেদ করিয়া আবার অন্য প্রকারেও ভেদ করিতে পারেন। প্রথমে একরূপ ভেদ করিয়া, পুনর্ব্বার অন্য ভেদক ধর্ম্মদ্বারা তাহা ভেদ করিলে, ভেদসংখ্যার নানাপ্রকার পার্থক্য হয়, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বভেদ সংখ্যার কোন হানি হয় না। ভেদপ্রকৃতি সমান হইলে, অর্থাৎ একপ্রকার যাহার ভেদ করা হইয়াছে, তাহারই আবার অন্যরূপ ভেদ করিতে হইলে, অন্যপ্রকৃতির অনুপ্রয়োগ অপেক্ষা করে। (যেমন সাধ্য-অসাধ্যভেদে রোগসমূহ দ্বিবিধ, এবং নিজ আগন্তু ও মানসভেদে ত্রিবিধ ইত্যাদি।)

সন্তি হ্যর্থান্তরাণি সমানশব্দাভিহিতানি, সন্তি চানর্থান্তরাণি পর্য্যায়-শব্দাভিহিতানি। সমানো হি রোগশব্দো দোষেষুচ ব্যাধিষুচ। দোষাহ্যপি রোগশব্দমাতঙ্কশব্দং যক্ষ্মশব্দং দোষপ্রকৃতিশব্দং বিকারশব্দঞ্চ লভন্তে। ব্যাধয়শ্চ রোগশব্দমাতঙ্কশব্দং যক্ষ্মশব্দং দোষপ্রকৃতিশব্দং বিকারশব্দঞ্চ লভন্তে। তত্র দোষেষু চ ব্যাধিষু চ রোগশব্দঃ সমানঃ শেষেষু তু বিশেষবান্। তত্র ব্যাধয়োঽপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদ্ দোষাস্তু খলু পরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যনতিবাহুল্যাৎ। তস্মাদ্ যথোচিতং বিকারানু-দাহরণার্থমনবশেষেণ চ দোষান্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

সমান শব্দদ্বারা অভিহিত বিষয়েরও অর্থান্তর আছে; আবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা অভি-হিত বিষয়েরও একরূপ অর্থ হইয়া থাকে। যেমন, এক রোগ শব্দ, দোষ ও ব্যাধি উভয় অর্থে প্রযুক্ত হয়। দোষসমূহও রোগশব্দ, আতঙ্কশব্দ, যক্ষ্মশব্দ, দোষপ্রকৃতিশব্দ ও বিকারশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়। আবার ব্যাধিসমূহও রোগশব্দ, আতঙ্কশব্দ, যক্ষ্মশব্দ, দোষপ্রকৃতি শব্দ ও বিকারশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। দোষ এবং ব্যাধি উভয়ার্থে রোগ শব্দ সমান; কিন্তু শেষার্থে অর্থাৎ ব্যাধিবিষয়ে রোগশব্দ বিশেষার্থ বিশিষ্ট। অতি বহুত্বজন্য ব্যাধিসকল অপরিসংখ্যেয়, এবং অনতিবহুত্ব জন্য দোষসমূহ পরিসংখ্যেয়। ব্যাধিসমূহের অপরিসংখ্যে-য়ত্বজন্য, যে সকল ব্যাধি সর্ব্বদা উৎপন্ন হয়, উদাহরণার্থ কেবল সেই সমস্ত ব্যাধির, এবং পরিসংখ্যেয়ত্ব জন্য সমুদায় দোষেরই যথাযথ ব্যাখ্যা করিতেছি।

রজস্তমশ্চ মানসৌ দোষৌ, তয়োর্বিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহে-র্ষ্যামানমদশোকচিত্তোদ্বেগভয়হর্ষাদয়ঃ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তু খলু শারীরা দোষাস্তেষামপি বিকারা জ্বরাতিসারশোথশোষশ্বাসমেহকুষ্ঠাদয় ইতি। দোষাঃ কেবলা ব্যাখ্যাতা বিকারৈকদেশশ্চ।

রজঃ ও তমঃ এই দুইটি মানসদোষ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, মদ, শোক, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় ও হর্ষাদি, এই উভয়দোষের বিকার। বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিনটি শারীরদোষ। জ্বর, অতিসার, শোথ, শোষ, শ্বাস, মেহ ও কুষ্ঠাদি, ঐ সমস্ত শারীর-দোষের বিকার। সমস্ত দোষ এবং বিকারসমূহের একদেশ ব্যাখ্যাত হইল।

তত্র খলু এষাং দ্বয়ানামপি দোষাণাং ত্রিবিধং প্রকোপণম্, অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি। প্রকুপিতাস্তু খলু প্রকোপণবিশেষাদ্দূষ্যবিশেষাচ্চ বিকারবিশেষানভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্ত্যপরিসংখ্যেয়ান্। তে খলু বিকারাঃ পরস্পরমনুবর্ত্তমানাঃ কদাচিদনুবধ্নন্তি কামাদয়ো জ্বরাদয়শ্চ। নিয়তস্ত্বনুবন্ধো রজস্তমসোঃ পরস্পরং নহ্যরজস্কং তমঃ। প্রায়ঃ শরীরদোষাণামেকাধিষ্ঠানীয়ানাং সন্নিপাতঃ সংসর্গো বা সমানগুণত্বাৎ দোষা হি দূষণৈঃ সমানাঃ। তত্রানুবন্ধ্যানুবন্ধকৃতো বিশেষঃ। স্বতন্ত্রো ব্যক্তলিঙ্গো যথোক্তসমুত্থানপ্রশমো ভবত্যনুবন্ধ্যস্তদ্বিপরীতলক্ষণশ্চানুবন্ধঃ। অনুবন্ধ্যানুবন্ধলক্ষণান্বিতা যদি তত্র দোষা ভবন্তি তত্র ত্রিকং সন্নিপাতমাচক্ষ্যতে দ্বয়ং বা সংসর্গম্। অনুবন্ধ্যানুবন্ধবিশেষকৃতস্তু বহুবিধো দোষভেদঃ। এবমেষঃ সংজ্ঞাপ্রকৃতো ভিষজাং দোষেষু চৈব ব্যাধিষু চ নানাপ্রকৃতিবিশেষাদ্ ব্যূহঃ।

এই দ্বিবিধ দোষেরই প্রকোপকারণ তিনপ্রকার; যথা—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। প্রকুপিত দোষসকল প্রকোপকারণের পার্থক্য এবং দূষ্যবিশেষানুসারে অপরিসংখ্যেয় বিকারবিশেষ উৎপাদন করে। সেইসকল কামাদি মানস বিকার এবং জ্বরাদি শারীর বিকার দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকিলে, কদাচিৎ পরস্পরের অনুবন্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু রজঃ ও তমঃ এই উভয় দোষ নিয়তই অনুবন্ধবিশিষ্ট; যেহেতু রজঃশূন্য তমঃ থাকিতে পারে না। একস্থানস্থিত শারীর দোষসমূহের যে যে গুণের সমানতা থাকে, সেই সকল গুণদ্বারা তাহাদের সন্নিপাত বা সংসর্গ হয়, যেহেতু প্রকোপকারণানুসারে দোষসমূহ সমানগুণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রকোপণ-হেতুবিশেষদ্বারা বাতাদিদোষের সমান সমান গুণগুলি প্রকুপিত হয় এবং সেই প্রকুপিত গুণদ্বারাই তাহাদের সন্নিপাত বা সংসর্গ হইয়া থাকে। সেই সন্নিপাত বা সংসর্গে অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধকৃত বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। যে দোষ প্রধান, যাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট, এবং যাহা যথোক্ত নিদানে উৎপন্ন ও যথোক্ত কারণে প্রশম প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনুবন্ধ্য; এবং যে দোষ তদ্বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট তাহাই অনুবন্ধ। যেখানে অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধ লক্ষণান্বিত হইয়া তিনদোষই মিলিত থাকে, তাহাকে ত্রিকসন্নিপাত কহে, এবং যেখানে ঐরূপ ভাবে দুইটি দোষ মিলিত থাকে, তাহাকে সংসর্গ কহে। অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধানুসারে দোষভেদও বহুবিধ হইয়া থাকে। ভিষকগণ এইরূপে দোষবিষয়ে সংজ্ঞাভেদ করিয়া থাকেন, এবং ব্যাধিবিষয়েও নানাপ্রকৃতিভেদানুসারে সংজ্ঞাভেদ কর্ত্তব্য।

অগ্নিষু তু শারীরেষু চতুর্ব্বিধো বিশেষো বলভেদেন ভবতি। তদ্যথা তীক্ষ্ণো মন্দঃ সমো বিষমশ্চেতি। তত্র তীক্ষ্ণোঽগ্নিঃ সর্ব্বাপচারসহঃ,

তদ্বিপরীতলক্ষণস্তু মন্দঃ, সমস্তু খল্বপচারতো বিকৃতিমাপদ্যতে, অনপচারতস্তু প্রকৃতাবেবাবতিষ্ঠতে। সমলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু বিষমঃ।

শারীর অগ্নি বলভেদানুসারে চারিভাগে বিভক্ত। যথা—তীক্ষ্ণ, মন্দ, সম ও বিষম। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ অগ্নি সমুদায় অপচার সহ্য করিতে সমর্থ। মন্দ অগ্নি ইহার বিপরীত লক্ষণ-বিশিষ্ট। সম অগ্নি অপচারে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অপচার না হইলে প্রকৃতিস্থ থাকে। বিষম অগ্নি, সম অগ্নির বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট।

ইত্যেতে চতুর্ব্বিধা ভবন্ত্যগ্নয়শ্চতুর্ব্বিধানামেব পুরুষাণাম। তত্র সমবাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্ প্রকৃতিস্থানাং সমা ভবন্ত্যগ্নয়ো বাতলানান্তু বাতাভিভূতেঽগ্ন্যধিষ্ঠানে বিষমা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ। পিত্তলানান্তু পিত্তাভিভূতে হ্যগ্ন্যধিষ্ঠানে তীক্ষ্ণা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ। শ্লেষ্মলানান্তু শ্লেষ্মাভিভূতে হ্যগ্ন্যধিষ্ঠানে মন্দা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ।

এই চতুর্ব্বিধ অগ্নি চতুর্ব্বিধ মানবের হইয়া থাকে। যেসকল ব্যক্তির বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সমান, সেইসকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অগ্নি সম হইয়া থাকে। যাহারা বাতপ্রধান ব্যক্তি, তাহাদের অগ্নিস্থান (গ্রহণী নাড়ী) বাতাভিভূত হওয়ায় অগ্নি বিষম হয়। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির অগ্নিস্থান পিত্তাভিভূত থাকায় অগ্নি তীক্ষ্ণ হয়। শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির অগ্নিস্থান শ্লেষ্মাভিভূত থাকায় অগ্নি মন্দ হইয়া থাকে।

তত্র কেচিদাহুর্ন সমবাতপিত্তশ্লেষ্মাণো জন্তবঃ সন্তি বিষমাহারোপযোগিত্বান্মনুষ্যাণাম্, তস্মাচ্চ বাতপ্রকৃতয়ঃ কেচিৎ, পিত্তপ্রকৃতয়ঃ কেচিৎ, পুনঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়শ্চ কেচিদ্ ভবন্তীতি। তচ্চানুপপন্নং, কস্মাৎ কারণাৎ? সমবাতপিত্তশ্লেষ্মাণং হ্যরোগমিচ্ছন্তি ভিষজঃ। যতঃ প্রকৃতিশ্চারোগ্যমারোগ্যার্থা চ ভেষজপ্রবৃত্তিঃ সা চেষ্টরূপা। তস্মাৎ সন্তি সমবাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো ন খলু সন্তি বাতপ্রকৃতয়ঃ পিত্তপ্রকৃতয়ঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো বা। তস্য তস্য হি দোষস্যাধিকভাবাৎ সা সা দোষপ্রকৃতিরেবোচ্যতে মনুষ্যাণাম্। ন চ বিকৃতেষু দোষেষু প্রকৃতিস্থত্বমুপপদ্যতে তস্মান্নৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তি। সন্তি তু খলু বাতলাঃ পিত্তলাঃ শ্লেষ্মলাশ্চাপ্রকৃতিস্থাস্তু তে জ্ঞেয়াঃ।

এই ব্যবস্থায় কেহ কেহ বলেন, মনুষ্যগণ বিষমাহার করিয়া থাকে, সুতরাং কাহারও বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সমান হইতে পারে না। অতএব কেহ বাতপ্রকৃতি, কেহ পিত্তপ্রকৃতি, এবং কেহ বা শ্লেষ্মপ্রকৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, যাহাদের বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সমান, তাহাদিগকেই চিকিৎসকগণ নীরোগ বলিয়া থাকেন। যেহেতু প্রকৃতিই আরোগ্য, আরোগ্যের জন্যই ঔষধপ্রয়োগ, এবং প্রকৃতিই অভীষ্ট বিষয়। অতএব সমবাতপিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতি মনুষ্য আছে। কিন্তু বস্তুতঃ বাতপ্রকৃতি পিত্তপ্রকৃতি ও শ্লেষ্মপ্রকৃতি

মনুষ্যই নাই। কারণ ইহাতে সেই সেই দোষের আধিক্য সত্ত্বেও, সেই সেই দোষকেই মনুষ্যগণের প্রকৃতি বলা হইতেছে। কিন্তু বাতাদি দোষ বিকৃত অর্থাৎ অধিক হইলে, মনুষ্য প্রকৃতিস্থ থাকা অসম্ভব। অতএব আধিক্যপ্রাপ্ত বাতাদিদোষ প্রকৃতি হইতে পারে না। তবে, বাতল, পিত্তল ও শ্লেষ্মল মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

তেষান্তু চতুর্ব্বিধানাং পুরুষাণাং চত্বার্য্যনুপ্রণিধানানি শ্রেয়স্করাণি ভবন্তি। তত্র সমসর্ব্বধাতূনাং সর্ব্বাকারসমধিকদোষাণান্তু ত্রয়াণাং যথাস্বং দোষাধিক্যমভিসমীক্ষ্য দোষপ্রতিকূলযোগীনি ত্রীণ্যনুপ্রণিধানানি শ্রেয়স্করাণি ভবন্তি, যাবদগ্নেঃ সমীভাবাৎ। সমেতু সমমেব কার্য্যমেবঞ্চেষ্টা ভেষজপ্রয়োগাশ্চাপরে। তানি বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

উক্ত চতুর্ব্বিধ পুরুষের চারিপ্রকার অনুপ্রণিধান অর্থাৎ যেসকল আহারাদি দ্বারা ধাতুসাম্য হয়, সেই সমস্ত আহারাদির প্রয়োগ হিতকর। যাহারা সমসর্ব্বধাতু, অর্থাৎ যাহাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ সমান, তাহাদের পক্ষে সম অনুপ্রণিধান অর্থাৎ যেসকল অন্ন-পানাদি, বাতপিত্তশ্লেষ্মার সাম্যসংস্থাপক, তাহাই শ্রেয়স্কর। আর যাহাদের কোন একটি দোষ সর্ব্বপ্রকারে অধিক, অর্থাৎ যাহারা বাতল, পিত্তল বা শ্লেষ্মল, তাহাদের দোষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, অগ্নির সমভাব না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই দোষের প্রতিকূলযোগী অনুপ্রণিধান অর্থাৎ যেরূপ অন্নপানাদি যে দোষের প্রতিকূল তাহারই উপযোগ হিতকর হইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের অগ্নি সমভাবাপন্ন হইলে, সম অনুপ্রণিধান, এবং সমতারক্ষক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই বিষয় পুনর্ব্বার বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

ত্রয়স্তু পুরুষা ভবন্ত্যাতুরাস্তেত্বনাতুরাস্তন্ত্রান্তরীয়াণাম্ ভিষজাম্। তদ্‌যথা বাতলশ্চ পিত্তলশ্চ শ্লেষ্মলশ্চেতি। তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানম্। বাতলস্য বাতনিমিত্তাঃ পিত্তলস্য পিত্তনিমিত্তাঃ শ্লেষ্মলস্য শ্লেষ্মনিমিত্তা ব্যাধয়ঃ স্যুর্বলবন্তশ্চ। তত্র বাতলস্য বাতপ্রকোপণোক্তান্যাসেবমানস্য ক্ষিপ্রং বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে ন তথেতরৌ দোষৌ। স তস্য প্রকোপমাপন্নো যথোক্তৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়। তস্যাবজয়নং স্নেহস্বেদৌ বিধিযুক্তৌ, মৃদুনি চ সংশোধনানি স্নেহোষ্ণমধুরাম্ললবণযুক্তানি, তদ্বদভ্যবহার্য্যাণ্যভ্যঙ্গোন্মুপনাহোদ্বেষ্টনোন্মর্দ্দনপরিষেকাবগাহ-সম্বাহনাবপীড়নবিত্রাসনবিস্মাপনবিস্মারণানি চ সুরাসববিধানং স্নেহাশ্চানেকযোনয়ো দীপনীয়পাচনীয়োপহিতাস্তথা শতপাকাঃ সহস্রপাকাঃ সর্ব্বশশ্চ প্রয়োগার্থা বস্তয়ো বস্তিনিয়মঃ সুখশীলতা চেতি।

বাতল, পিত্তল ও শ্লেষ্মল, এই ত্রিবিধ পুরুষ আতুর; কিন্তু তন্ত্রান্তরীয় চিকিৎসকগণের মতে ইহারা আতুর নহে। তাহাদের বিশেষ বিজ্ঞান এই,—বাতল ব্যক্তির বায়ুনিমিত্ত, পিত্তল ব্যক্তির পিত্তনিমিত্ত এবং শ্লেষ্মল ব্যক্তির শ্লেষ্মনিমিত্ত ব্যাধিসকল বলবান্ হয়। বাতল

ব্যক্তি বাতপ্রকোপক দ্রব্য সেবন করিলে, তাহার বায়ু যেরূপ শীঘ্রই প্রকুপিত হয়, পিত্তের ও শ্লেষ্মার প্রকোপক দ্রব্য সেবনে সে দোষ সেরূপ প্রকুপিত হয় না। বাতল ব্যক্তির বায়ু প্রকোপপ্রাপ্ত হইয়া, যথোক্ত বাতবিকার-সমূহদ্বারা তাহার শরীর উপতপ্ত করে এবং বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর হানি করে। সেই বায়ুর শান্তির উপায়, যথাবিধি স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং মধুর অম্ল ও লবণরস মিশ্রিত মৃদু বমন-বিরেচনাদি সংশোধন, ঐরূপ স্নেহোষ্ণাদি গুণযুক্ত আহার, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, উপনাহস্বেদ, উদ্বেষ্টন, উন্মর্দ্দন, পরিষেক, অবগাহন, সম্বাহন, অবপীড়ন, বিত্রাসন, বিস্মাপন, বিস্মারণ, সুরা ও আসববিধান, দীপনীয় ও পাচনীয় দ্রব্যসংস্কৃত শতপাক বা সহস্রপাক বিশিষ্ট নানাবিধ তৈল, সর্ব্বপ্রকারে প্রয়োগার্থ বস্তি ও বস্তিনিয়ম এবং সুখকর বিহারের অনুশীলন।

পিত্তলস্যাপি পিত্তপ্রকোপণোক্তান্যাসেবমানস্য পিত্তং ক্ষিপ্রং প্রকোপমাপদ্যতে ন তথেতরৌ দোষৌ। তদস্য প্রকোপমাপন্নং যথোক্তৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়। তস্যাবজয়নং সর্পিঃপানং সর্পিষা চ স্নেহনমধশ্চ দোষহরণং, মধুরতিক্তকষায়শীতানামৌষধাভ্যবহার্য্যাণামুপযোগো, মৃদুমধুরসুরভিশীতহৃদ্যানাং গন্ধানাঞ্চোপসেবা, মুক্তামণিহারাবলীনাঞ্চ পবনশিশিরবারিসংস্থিতানাং ধারণমুরসা ক্ষণে ক্ষণে স্রকৃচন্দনপ্রিয়ঙ্গুকালীয়মৃণালোৎপলকুমুদকোকনদসৌগন্ধিকপদ্মানুগতৈশ্চ বারিভিরভিপ্রোক্ষণং, শ্রুতিসুখমৃদুমধুরমনোহনুগানাঞ্চ গীতবাদিত্রাণাং শ্রবণং, শ্রবণঞ্চাভ্যুদয়ানাং, সুহৃদ্ভিশ্চ সংযোগশ্চেষ্টাভিঃ স্ত্রীভিঃ শীতোপহিতাংশুকস্রগ্দামহারধারিণীভিঃ, নিশাকরাংশুশীতলপ্রবাতহর্ম্ম্যবাসঃ, শৈলান্তরপুলিনশিশিরসদনবসনব্যজনপবনসেবা, রম্যাণাঞ্চোপবনানাং সুখশিশিরসুরভিমারুতোপগতানামুপসেবনং, সেবনঞ্চ পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রহস্তানাং সৌম্যানাং সর্ব্বভাবানামিতি।

পিত্তল ব্যক্তির পিত্তপ্রকোপক দ্রব্য ব্যবহারে পিত্ত যেরূপ শীঘ্র প্রকোপপ্রাপ্ত হয়, অন্য দোষবর্দ্ধক দ্রব্যসেবনে অন্য দোষ সেরূপ শীঘ্র প্রকুপিত হয় না। পিত্তল ব্যক্তির পিত্ত প্রকোপপ্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত পিত্তবিকার-সমূহদ্বারা তাহার শরীর উপতপ্ত করে এবং বল বর্ণ সুখ ও আয়ুর হানি করে। সেই পিত্তের শান্তির উপায়,—ঘৃতপান, ঘৃতদ্বারা স্নেহন, অধোমার্গদ্বারা দোষনির্হরণ, মধুর তিক্ত কষায় ও শীতল ঔষধ এবং আহার সেবন, মৃদু মধুর সুরভি শীতল ও মনোরম গন্ধের আঘ্রাণ, বক্ষঃস্থলে শীতল বায়ু ও শীতল বারি সম্পৃক্ত মুক্তা-মণির হারধারণ, মাল্য, চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, কালীয়, মৃণাল, উৎপল, কুমুদ, কোকনদ, সৌগন্ধিক ও পদ্ম দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে গাত্রে শীতল জলের অভিপ্রোক্ষণ, শ্রুতিসুখকর মৃদু মধুর ও মনোরম গীত বাদ্যের শ্রবণ, মঙ্গলসংবাদ শ্রবণ, সুহৃদ্গণের সহিত মিলন, শীতলসূক্ষ্মবস্ত্র এবং মাল্য ও হারভূষিত স্পৃহনীয় রমণীগণের সহিত অবস্থান, চন্দ্রকিরণযুক্ত শীতল ও প্রবাত হর্ম্ম্যগৃহে বাস; পর্ব্বত, নদীতীর, শীতল গৃহ, শীতল বস্ত্র, শীতল ব্যজন ও শীতল বায়ুর সেবা; সুখকর শীতল ও সুরভি বায়ু-

যুক্ত উপবনে অবস্থান; পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক ও শতপত্রধারী ব্যক্তিগণের সহবাস এবং সুশীতল সমুদায় পদার্থের উপসেবা।

শ্লেষ্মলস্য শ্লেষ্মপ্রকোপণোক্তান্যাসেবমানস্য ক্ষিপ্রং শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে ন তথেতরৌ দোষৌ। স তু তস্য প্রকোপমাপন্নো যথোক্তৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়। তস্যাবজয়নং বিধিযুক্তানি তীক্ষ্ণোষ্ণানি সংশোধনশমনানি রুক্ষপ্রায়াণি চাভ্যবহার্য্যাণি কটুতিক্তকষায়োপহিতানি, তথৈব ধাবনলঙ্ঘনপ্লবনপরিসরণজাগরণযুদ্ধব্যবায়ব্যায়ামোন্মর্দ্দনস্নানোৎসাদনানি বিশেষতস্তীক্ষ্ণানাঞ্চ দীর্ঘকালস্থিতানাং মদ্যানামুপযোগঃ, সধূমপানঃ সর্ব্বশশ্চোপবাসস্তথোষ্ণং বাসঃ সুখপ্রতিষেধশ্চ সুখার্থমেবেতি।

শ্লেষ্মল ব্যক্তির শ্লেষ্মপ্রকোপক দ্রব্য সেবন দ্বারা যেরূপ শীঘ্র শ্লেষ্মা প্রকোপ-প্রাপ্ত হয়, অন্য দোষবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে অন্য দোষ সেরূপ শীঘ্র প্রকুপিত হয় না। শ্লেষ্মল ব্যক্তির শ্লেষ্মা প্রকোপ-প্রাপ্ত হইয়া, যথোক্ত শ্লেষ্মবিকার-সমূহদ্বারা শরীর উপতপ্ত করে এবং বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর হানি করিয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মার শান্তির উপায়,—যথাবিহিত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ সংশোধন এবং সংশমন ঔষধ; রুক্ষগুণবহুল এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত আহার, ধাবন, লঙ্ঘন, জলসন্তরণ, পর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, যুদ্ধ, মৈথুন, ব্যায়াম, উন্মর্দ্দন, স্নান, উৎসাদন, দীর্ঘকালের পুরাতন তীক্ষ্ণ মদ্য পান, ধূমপান, সর্ব্ববিধ উপবাস, উষ্ণ বস্ত্র এবং সুখের জন্য সুখের প্রতিষেধ অর্থাৎ শ্লেষ্মবিকৃতির কষ্টনিবারণ জন্য পরিশ্রমসেবা।

ভবতি চাত্র

সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বকার্য্যবিশেষবিৎ।
সর্ব্বভেষজতত্ত্বজ্ঞো রাজ্ঞঃ প্রাণপতির্ভবেৎ॥

যিনি সমুদায় রোগের বিশেষজ্ঞ, সর্ব্বকার্য্যের বিশেষবিৎ এবং সমস্ত ঔষধের তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই রাজার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ।

তত্র শ্লোকাঃ

প্রকৃত্যন্তরভেদেন রোগানীকবিকল্পনম্।
পরস্পরাবিরোধশ্চ সামান্যং রোগদোষয়োঃ॥
দোষসংখ্যাবিকারাণামেকদেশঃ প্রকোপণম্।
জরণং প্রতিচিন্তা চ দেহাগ্নেরক্ষণানি চ॥
নরাণাং বাতলাদীনাং প্রকৃতিস্থাপনানি চ।
রোগানীকবিমানেঽস্মিন্ ব্যাহৃতানি মহর্ষিণা॥

ভেদক ধর্ম্মভেদে রোগসমূহের ভেদকল্পনা, ভেদকল্পনায় পরস্পর অবিরোধ, রোগের ও দোষের সামান্য, দোষের ও রোগের সংখ্যা, রোগের একদেশ কথন, দোষের প্রকোপণ,

জঠরাগ্নির আলোচনা, দেহাগ্নির রক্ষণ এবং বাতলাদি মনুষ্যের প্রকৃতিস্থাপন, এই সমস্ত বিষয়, এই রোগানীকবিমানে মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
রোগানীকবিমানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
রোগানীকবিমান নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্যাধিতরূপীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা ব্যাধিতরূপীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু দ্বৌ পুরুষৌ ব্যাধিতরূপৌ ভবতঃ, গুরুব্যাধিতো লঘুব্যাধিতশ্চ। তত্র গুরুব্যাধিত একঃ সত্ত্ববলশরীরসম্পদুপেতত্বাৎ লঘুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে। লঘুব্যাধিতোঽপরঃ সত্ত্বাদীনামল্পত্বাদ্ গুরুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে। তয়োরকুশলাঃ কেবলং চক্ষুষৈব রূপং দৃষ্ট্বাঽধ্যবস্যন্তো ব্যাধিগুরুলাঘবে বিপ্রতিপদ্যন্তে। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। বিপ্রতিপন্নাস্তু খলু রোগজ্ঞানে চাপি বিপ্রতিপদ্যন্তে। তে যদা গুরুব্যাধিতং লঘুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তমল্পদোষং মত্বা সংশোধনকালেঽস্মৈ মৃদু সংশোধনং প্রযচ্ছন্তো ভূয় এবাস্য দোষানুদীরয়ন্তি। যদা তু লঘুব্যাধিতং গুরুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তং মহাদোষং মত্বা সংশোধনকালেঽস্মৈ তীক্ষ্ণং সংশোধনং প্রযচ্ছন্তো দোষানতিনির্হৃত্যৈব শরীরমস্য ক্ষিণ্বন্তি। এবমবয়বেন জ্ঞানস্য কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমভিমন্যমানাঃ পরিস্খলন্তি। বিদিতবেদিতব্যাস্তু ভিষজঃ সর্ব্বং সর্ব্বথা যথাসম্ভবং পরীক্ষ্যং পরীক্ষ্যাধ্যবস্যন্তো ন কচিদপি বিপ্রতিপদ্যন্তে, যথেষ্টমর্থমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চ।

ব্যাধিত পুরুষ দুইপ্রকার হইয়া থাকে; যথা,—গুরুব্যাধিত ও লঘুব্যাধিত। তন্মধ্যে গুরুব্যাধিত ব্যক্তি, মনের বল ও শারীরিক বল-বীর্য্যাদি সম্পন্ন হইলে, তাহাকে লঘুব্যাধিতের ন্যায় বোধ হয়। আবার লঘুব্যাধিত ব্যক্তিরও মনের ও শরীরের বলাদি অল্প হইলে, তাহাকে গুরুব্যাধিতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। যেসকল অনভিজ্ঞ বৈদ্য কেবল চক্ষুর্দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া এতদুভয়ের অবস্থা নিশ্চয় করে, তাহাদিগকে ইহাদের ব্যাধির গুরুত্ব ও লঘুত্ব

বিষয়ে বিমুখ হইতে হয়। যেহেতু আংশিক জ্ঞান দ্বারা সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। রোগজ্ঞানে বিমূঢ় বৈদ্যকে চিকিৎসাবিষয়ক যুক্তিজ্ঞানেও বিমূঢ় হইতে হয়। তাহারা যখন গুরুব্যাধিত ব্যক্তিকে লঘুব্যাধিত রূপে নিশ্চয় করে, তখন তাহাকে অল্পদোষ বিবেচনায় মৃদুসংশোধন প্রয়োগ করিয়া দোষের অধিকতর প্রকোপ সাধন করে। আবার যখন লঘুব্যাধিতকে গুরুব্যাধিতরূপে নিশ্চয় করে, তখন তাহাকে বিপুলদোষ বিবেচনায় তীক্ষ্ণ সংশোধন প্রয়োগ পূর্ব্বক, দোষের অতিনির্হরণ করিয়া তাহার শরীর ক্ষীণ করিয়া দেয়। এইরূপে আংশিক জ্ঞানদ্বারা সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়ে আপনাকে অভিজ্ঞ মনে করিলে, সকল বিষয়েই স্খলিত হইতে হয়। যে চিকিৎসক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া এবং সমুদায় পরীক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয় করেন, কোন স্থলেই তাঁহাকে বিপ্রতিপন্ন হইতে হয় না এবং তিনিই অভীষ্ট প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন।

ভবন্তি চাত্র

সত্ত্বাদীনাং বিকল্পেন ব্যাধীনাং রূপমাতুরে।
দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপদ্যন্তে বালা ব্যাধিবলাবলে॥
তে ভেষজমযোগেন কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
ব্যাধিতানাং বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপিবা॥
প্রাজ্ঞাস্তু সর্ব্বমাজ্ঞায় পরীক্ষ্যমিহ সর্ব্বথা।
ন স্খলন্তি প্রয়োগেষু ভেষজানাং কদাচন॥

অজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীর মনোবলাদির পার্থক্য বশতঃ রোগের রূপমাত্র দর্শনে ব্যাধির বলাবল বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া ঔষধের অবৈধ প্রয়োগদ্বারা রোগীর বিনাশ অথবা মহৎ ক্লেশ উৎপাদন করে। প্রাজ্ঞ চিকিৎসকগণ সমুদায় পরীক্ষণীয় বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া, ঔষধপ্রয়োগ বিষয়ে কদাচ স্খলিত হন না।

ইতি ব্যাধিতরূপাধিকারে ব্যাধিতরূপসংখ্যাগ্রসম্ভবং ব্যাধিতরূপ-হেতুবিপ্রতিপত্তৌ কারণং সাপবাদং সম্প্রতিপত্তিকারণং চানপবাদং নিশম্য ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশস্তং সর্ব্বক্রিমীণাং পুরুষসংশ্রয়াণাং সমুত্থান-স্থানসংস্থানবর্ণনামপ্রভাবচিকিৎসিতবিশেষান্ পপ্রচ্ছ উপসংগৃহ্য পাদৌ।

এই ব্যাধিত রূপাধিকারে ব্যাধিতরূপের সংখ্যানির্দ্দেশ, ব্যাধিতরূপ জন্য বিপ্রতিপত্তির কারণ অর্থাৎ যে কারণে গুরুব্যাধিতকে লঘুব্যাধিত ও লঘুব্যাধিতকে গুরুব্যাধিত বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেইরূপ ভ্রম হইতে যেরূপ দোষ ঘটে, এবং তদ্বিষয়ে নিঃশেষজ্ঞানের কারণ, এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়ের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, পুরুষাশ্রিত সমুদায় ক্রিমির কারণ, স্থান, আকৃতি, বর্ণ, নাম, প্রভাব ও চিকিৎসাবিশেষ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অথ তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। ইহ খলু অগ্নিবেশ! বিংশতি-বিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টা নানাবিধেন প্রবিভাগেনান্যত্র সহজেভ্যঃ। তে পুনঃ প্রকৃতিভির্বিভজ্যমানাশ্চতুর্ব্বিধা ভবন্তি। তদ্যথা—পুরীষজাঃ

শ্লেষ্মজাঃ শোণিতজা মলজাশ্চেতি। তত্র মলো বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চ। তত্র বাহ্যমলজাতান্ মলজান্ ব্যাচক্ষ্মহে। তেষাং সমুত্থানং মৃজাবর্জ্জনং। স্থানং কেশশ্মশ্রুলোমপক্ষ্মবাসাংসি। সংস্থানম্ অণবস্তিলাকৃতয়ো বহুপাদাশ্চ। বর্ণস্তু কৃষ্ণঃ শুক্লশ্চ। নামানি চৈষাং যূকাঃ পিপীলিকাশ্চ। প্রভাবঃ কণ্ডুজননং কোঠপিড়কাভিনির্ব্বর্ত্তনঞ্চ। চিকিৎসিতন্তু খল্বেষামপকর্ষণং মলোপঘাতো মলকরাণাঞ্চ ভাবানামনুপসেবনমিতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে অগ্নিবেশ! কেবল সহজ ক্রিমির বিষয় ব্যতীত, নানাপ্রকারে বিভক্ত বিংশতিপ্রকার ক্রিমির বিবরণ পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছি, সেইসমস্ত ক্রিমি প্রকৃতিভেদে বিভক্ত করিলে, চতুর্ব্বিধ হয়; যথা পুরীষজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ ও মলজ। মল দুইপ্রকার বাহ্য মল ও আভ্যন্তর মল। যে সকল ক্রিমি বাহ্য মলে জন্মে, তাহাদিগকেই মলজ বলা যায়। তাহাদের উৎপত্তিকারণ গাত্রমার্জ্জনার বর্জ্জন। উৎপত্তিস্থান কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নেত্রপক্ষ্ম ও বস্ত্র। আকার—অতিসূক্ষ্ম, তিলাকৃতি ও বহুপাদবিশিষ্ট। বর্ণ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। নাম— যূক ও পিপীলিকা। প্রভাব—কণ্ডুজনন এবং কোঠ ও পিড়কার উৎপাদন। চিকিৎসা—তাহাদের অপসারণ, মলের বিনাশসাধন এবং মলজনক বিষয়ের অনুপসেবা।

শোণিতজানান্তু কুষ্ঠৈঃ সমানং সমুত্থানং। স্থানং রক্তবাহিন্যো ধমন্যঃ। সংস্থানমণবো বৃত্তাশ্চাপাদাশ্চ। সূক্ষ্মত্বাচ্চ একে ভবন্ত্যদৃশ্যাঃ। বর্ণস্তেষাং তাম্রঃ। নামানি কেশাদা লোমাদা লোমদ্বীপাঃ সৌরসা ঔড়ুম্বরা জন্তুমাতরশ্চেতি। প্রভাবঃ কেশশ্মশ্রুলোমপক্ষ্মাপধ্বংসো ব্রণগতানাঞ্চ হর্ষকণ্ডুতোদসংসর্পণানি অতিপ্রবৃদ্ধানাঞ্চ ত্বক্‌সিরাস্নায়ুমাংসতরুণাস্থিভক্ষণমিতি। চিকিৎসিতমপ্যেষাং কুষ্ঠৈঃ সমানং তদুত্তরকালমুপদেক্ষ্যামঃ।

রক্তজ ক্রিমির নিদান কুষ্ঠনিদানের সমান। স্থান—রক্তবাহী ধমনী। আকৃতি অতি সূক্ষ্ম, গোলাকার ও পাদশূন্য। অনেকে এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুর অদৃশ্য। ইহাদের বর্ণ তাম্র। নাম,—কেশাদ, লোমাদ, লোমদ্বীপ, সৌরস, ঔড়ুম্বর ও জন্তুমাতা। প্রভাব—কেশ শ্মশ্রু লোম ও পক্ষ্মের উদ্ধ্বংস; যে সকল রক্তজ ক্রিমি ব্রণস্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা সেইস্থানে হর্ষ, কণ্ডু, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও সংসর্পণ উৎপাদন করে, এবং অতিবর্দ্ধিত হইলে, ত্বক্, সিরা, স্নায়ু, মাংস ও কোমলাস্থি ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসা কুষ্ঠচিকিৎসার ন্যায়, তাহা পরে উপদেশ করিব।

শ্লেষ্মজাঃ ক্ষীরগুড়তিলমৎস্যানূপমাংসপিষ্টান্নপরমান্নকুসুম্ভস্নেহাজীর্ণপূতিক্লিন্ন-সংকীর্ণ-বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনসমুত্থানাঃ। তেষামামাশয়ঃ স্থানং। তে প্রবর্দ্ধমানাস্তূর্দ্ধমধো বা বিসর্পন্ত্যুভয়তো বা। সংস্থানবর্ণবিশেষাস্তু শ্বেতাঃ পৃথুব্রধ্নসংস্থানাঃ কেচিৎ, কেচিদ্বৃত্তপরিণাহা গণ্ডুপদাকৃতয়ঃ

শ্বেতাঃ। তেষাং ত্রিবিধানাং শ্লেষ্মনিমিত্তানাং ক্রিমীণাং নামানি, অন্ত্রাদা উদরাদা হৃদয়াদাশ্চুরবো দর্ভপুষ্পাঃ সৌগন্ধিকা মহাগুদাশ্চেতি। প্রভাবো হৃল্লাস আস্যসংস্রবণমরোচকাবিপাকৌ জ্বরো মূর্চ্ছা জৃম্ভা ক্ষবথুরানাহো-ঽঙ্গমর্দ্দশ্ছর্দ্দিঃ কার্শ্যং পারুষ্যমিতি।

শ্লেষ্মজ ক্রিমির উৎপত্তিকারণ,—দুগ্ধ, গুড়, তিল, মৎস্য, আনূপ মাংস, পিষ্টক, পরমান্ন, কুসুমবীজের তৈল, অপরিপক্ব পূতি ক্লেদযুক্ত একত্রমিলিত বহুদ্রব্য সংযোগবিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য পদার্থের অতিভোজন। তাহাদের উৎপত্তি স্থান আমাশয়; কিন্তু প্রবর্দ্ধিত হইয়া তাহারা ঊর্দ্ধ অধঃ বা উভয়দিকেই বিচরণ করে। আকৃতি ও বর্ণবিশেষ,—কেহ শ্বেতবর্ণ, স্থূল ও চর্ম্মলতা সদৃশ; কেহ গোলাকৃতি ও গণ্ডূপদের (কেঁচোর) ন্যায়, এবং শ্বেত বা ঈষত্তাম্রবর্ণ; কেহবা সূক্ষ্ম দীর্ঘ ও তন্তুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ। এই ত্রিবিধ শ্লেষ্মজ ক্রিমির নাম—অন্ত্রাদ, উদরাদ, হৃদয়াদ, চুরু, দর্ভপুষ্প, সৌগন্ধিক ও মহাগুদ। প্রভাব,—বমনভাব, মুখস্রাব, অরুচি, অপরিপাক, জ্বর, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, হাঁচি, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, বমন, কৃশতা ও অঙ্গের পরুষতা।

পুরীষজাস্তুল্যসমুত্থানাঃ শ্লেষ্মজৈঃ। তেষাং পক্বাশয় এব স্থানম্। প্রবর্দ্ধমানাস্ত্বধো তে বিসর্পন্তি, যস্য পুনরামাশয়োন্মুখাশ্চ স্যুঃ, তদনন্তরং তস্যোদ্গারনিশ্বাসাঃ পুরীষগন্ধিনঃ স্যুঃ। সংস্থানবর্ণবিশেষাস্তু সূক্ষ্মবৃত্তপরী-ণাহাঃ শ্বেতা দীর্ঘোর্ণাংশুসঙ্কাশাঃ কেচিৎ, কেচিৎ পুনঃ স্থূলবৃত্তপরীণাহাঃ শ্যাবনীলহরিতপীতাঃ। তেষাং নামানি ককেরুকা মকেরুকা লেলিহাঃ সশূলকাঃ সৌসুরাদাশ্চেতি। প্রভাবঃ পুরীষভেদঃ কার্শ্যং পারুষ্যং রোম-হর্ষাভিনির্ব্বর্ত্তনঞ্চ। ত এবচাস্য গুদমুখং পরিতুদন্তঃ কণ্ডূঞ্চোপজনয়ন্তো গুদমুখং পর্য্যাসতে, তে জাতহর্ষা গুদনিষ্ক্রমণমতিবেলং কুর্ব্বন্তি। ইত্যেব-মেষ শ্লেষ্মজানাং পুরীষজানাঞ্চ সমুত্থানাদিবিশেষঃ।

পুরীষজ ক্রিমির নিদান শ্লেষ্মজ ক্রিমিনিদানের সমান। পক্বাশয় তাহাদের উৎপত্তিস্থান; কিন্তু প্রবর্দ্ধিত হইয়া তাহারা অধোদিকে বিচরণ করে। যদি কাহারও আমাশয়ের দিকে গমন করে, তবে তাহার উদ্গার ও নিঃশ্বাস পুরীষগন্ধযুক্ত হয়। ইহাদের আকৃতি ও বর্ণবিশেষ,—কেহ সূক্ষ্ম, গোলাকার, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘ, ও মেষলোমসদৃশ; কেহ বা স্থূল, গোলাকার, এবং শ্যাব নীল হরিৎ বা পীতবর্ণ। তাহাদের নাম, ককেরুক, মকেরুক, লেলিহ, সশূলক ও সৌসুরাদ। প্রভাব,—মলভেদ, কৃশতা, পরুষতা ও রোমহর্ষের উৎপাদন। তাহারা রোগীর গুহ্যদ্বারে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও কণ্ডূ উৎপাদন করিয়া গুহ্যদ্বারে উপস্থিত হয় এবং জাতহর্ষ হইয়া বারংবার গুদনাড়ী নিঃসারিত করে। ইহাই শ্লেষ্মজ ও পুরীষজ ক্রিমির নিদানাদিবিশেষ।

চিকিৎসিতন্তু খল্বেষাং সমাসেনোপদিশ্য পশ্চাদ্বিস্তরেণোপদে-ক্ষ্যামঃ। তত্র ক্রিমীণামপকর্ষণমেবাদিতঃ কর্ত্তব্যং ততঃ প্রকৃতিবিঘাতো-ঽনন্তরং নিদানোক্তানাং ভাবানামনুপসেবনমিতি। তত্রাপকর্ষণং হস্তে-

নাভিসংগৃহ্য বিমৃশ্যোপকরণবতা বাপ্যপনয়নম্‌-পকরণবতা বা। স্থানগতানাস্তু ক্রিমীণাং ভেষজেনাপকর্ষণং ন্যায়তস্তচ্চতুর্বিধং, তদ্যথা—শিরোবিরেচনং বমনং বিরেচনমাস্থাপনমিত্যপকর্ষণবিধিঃ। প্রকৃতিবিঘাতস্তেষাং কটুকতিক্তকষায়ক্ষারোষ্ণানাং দ্রব্যাণামুপযোগঃ, যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মপুরীষপ্রত্যনীকভূতং তৎ স্যাদিতি প্রকৃতিবিঘাতঃ। অনন্তরং নিদানোক্তানাং ভাবানামনুপসেবনং, যদুক্তং নিদানবিধৌ তস্য বর্জ্জনং তথাপ্রায়াণাঞ্চাপরেষাং দ্রব্যাণাম্। ইতি লক্ষণতশ্চিকিৎসিতমনুব্যাখ্যাতমেতদেব পুনর্বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে।

ইহাদের চিকিৎসা প্রথমতঃ সংক্ষেপে উপদেশ করিয়া, পরে বিস্তৃতরূপে উপদেশ করিব। সর্ব্বাগ্রে ক্রিমি নিঃসারণ কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রকৃতির অর্থাৎ মল কফ ও রক্তের প্রতিকার আবশ্যক। অতঃপর নিদানোক্ত বিষয়সমূহের অনুপসেবা প্রয়োজন। কোন উপকরণ না থাকিলে কেবল হস্তদ্বারা, অথবা উপকরণ থাকিলে সেই উপকরণদ্বারা, বিবেচনাপূর্ব্বক (অল্প নিঃসৃত) ক্রিমির নিঃসারণ করিতে হয়। ক্রিমি যথাস্থানে অবস্থিত থাকিলে, যথানিয়মে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নিঃসারণ করিতে হইবে। সেই নিয়ম চারিপ্রকার; যথা শিরোবিরেচন, বমন, বিরেচন ও আস্থাপন, এই চারিটি অপকর্ষণবিধি। ইহাদের প্রকৃতির প্রতীকার যথা, কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার ও উষ্ণদ্রব্য, এবং অন্যান্য যাহা কিছু শ্লেষ্মা ও পুরীষের দোষনাশক, তৎসমস্ত দ্রব্যের উপযোগ। অতঃপর নিদানোক্ত বিষয়ের অনুপসেবা, অর্থাৎ যেসকল পদার্থ ইহাদের নিদান বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাদের বর্জ্জন, এবং তদ্‌গুণশালী অন্যান্য দ্রব্যেরও পরিত্যাগ। এইরূপে সাধারণ চিকিৎসার বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। পুনর্ব্বার ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিব।

অথৈনং ক্রিমিকোষ্ঠমগ্রে ষড়্রাত্রং সপ্তরাত্রং বা স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্য শ্বোভূতে এনং সংশোধনং পায়য়িতাস্মীতি ক্ষীরগুড়দধিতিল-মৎস্যানূপ-মাংস-পিষ্টান্নপরমান্ন-কুসুম্ভস্নেহসংপ্রযুক্তৈর্ভোজ্যৈঃ প্রাতশ্চোপপাদয়েৎ, সমুদীরণার্থঞ্চ ক্রিমীণাং কোষ্ঠাভিসরণার্থঞ্চ ভিষক্। অথ ব্যুষ্টায়াং রাত্র্যাং সুখোষিতং সুপ্রজীর্ণভুক্তঞ্চ বিজ্ঞায়, আস্থাপনবমনবিরেচনৈস্তদহরেবোপপাদয়েৎ, উপপাদনীয়শ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বান্ পরীক্ষ্যবিশেষান্ সমীক্ষ্য সম্যক্।

ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রে ছয় দিন বা সাতদিন পর্য্যন্ত স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, ক্রিমিগণের উদীরণ ও কোষ্ঠে আনয়ন জন্য, সংশোধন ঔষধ পান করাইবার পূর্ব্বদিনে, ক্ষীর, গুড়, দধি, তিল, মৎস্য, আনুপমাংস, পিষ্টান্ন, পরমান্ন ও কুসুমবীজের তৈলযুক্ত ভোজ্য, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করাইবে। তৎপরে রাত্রি প্রভাত হইলে, রোগীর সুনিদ্রা এবং আহার সম্যক্ পরিপাক পাইয়াছে কিনা বিবেচনা করিয়া, রোগীর সমুদায় অবস্থার পরীক্ষাপূর্ব্বক যদি তাহাকে সংশোধনীয় বোধ হয়, তবে সেইদিনই আস্থাপন, বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

অথাহরেতি ব্রুয়াৎ মূলকসর্ষপলশুনকরঞ্জশিগ্রুমধুশিগ্রুখরপুষ্পা-ভূস্তৃণসুমুখ-সুরসকুঠেরক-গণ্ডীর-কালমালপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝকানি সর্ব্বা-ণ্যথবা যথালাভং। তান্যাহৃতান্যভিসমীক্ষ্য খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন, সুপ্রক্ষালিতায়াং স্থাল্যাং সমাবাপ্য গোমূত্রেণার্দ্ধোদকেনাভি-ষিচ্য সাধয়েৎ, সততমবঘট্টয়ন্ দর্ব্ব্যা। তমুপযুক্তভূয়িষ্ঠেঽম্ভসি গতর-সেষ্বৌষধেষু স্থালীমবতার্য্য সুপরিপূতং কষায়ং সুখোষ্ণং মদনফলপিপ্পলী-বিড়ঙ্গকল্কতৈলোপহিতং স্বর্জ্জিকালবণিতমভ্যাসিচ্য বস্তৌ বিধিবদাস্থাপ-য়েদেনম্। তথার্কালর্ককুটজাঢ়কীকুষ্ঠকৈটর্য্যকষায়েণ বা, তথা শিগ্রুপীলু-কুস্তুম্বুরুকটুকাসর্ষপকষায়েণ, তথামলকশৃঙ্গবেরদারুহরিদ্রাপিচুমর্দ্দকষা-য়েণ মদনফলাদিসংযোগসংযোজিতেন ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রংবাস্থাপয়েৎ। প্রত্যা-গতেচ পশ্চিমে বস্তৌ প্রত্যাশ্বস্তং তদহরেবোভয়তোভাগহরং সংশোধনং পায়য়েদ্ যুক্ত্যা। তস্য বিধিরুপদেক্ষ্যতে, মদনফলপিপ্পলীকষায়স্যার্দ্ধা-ঞ্জলিমাত্রেণ ত্রিবৃৎকল্কাক্ষমাত্রমালোড্যানুপাতুমস্মৈ প্রযচ্ছেৎ তদস্য দোষমুভয়তো নির্হরতি সাধু। এবমেব কল্পোক্তানি বমনবিরেচনানি প্রতিসংসৃজ্য পায়য়েদেনং বুদ্ধ্যা সর্ব্ববিশেষানবেক্ষমাণো ভিষক্।

আস্থাপনাদির প্রয়োগ স্থিরীকৃত হইলে, মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শজিনা, রক্তশজিনা, যমানী, গন্ধতৃণ, সুমুখ তুলসী, সুরস তুলসী, কুঠেরক তুলসী, গণ্ডীর তুলসী, কালমাল তুলসী, পর্ণাশ তুলসী, হেঁচেতা ও ফণিজ্ঝক তুলসী, এইগুলি সমস্ত অথবা ইহার মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাই আহরণ করিতে বলিবে। ঐ সমস্ত দ্রব্য আহৃত হইলে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে এবং একটি সুধৌত হাঁড়ীতে রাখিয়া, অর্দ্ধজলমিশ্রিত (আটগুণ) গোমূত্রে তাহা সিদ্ধ করিবে। পাককালে বারংবার হাতাদ্বারা তাহা নাড়িতে হইবে। উপযুক্ত পরিমিত (চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ) জল অবশিষ্ট থাকিতে, দ্রব্যসকলের রস উত্তমরূপে নিঃসৃত হইয়াছে কি না বুঝিয়া, হাঁড়ীটি নামাইয়া লইবে এবং ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঈষদুষ্ণ ক্বাথের সহিত মদনফলের বীজ ও বিড়ঙ্গের কল্ক এবং তৈল, সাচীক্ষার ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া, তাহা বস্তিতে (পিচকারিতে) পুরিয়া, যথাবিধি আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অথবা রক্ত আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, কুটজ, অড়হর, কুড় ও কটফলের ক্বাথের সহিত; কিংবা শজিনা, পীলু, তুম্বুরু (তাম্বুল), কট্‌কী ও সর্ষপের ক্বাথের সহিত; অথবা আমলকী, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা ও নিমের ক্বাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত মদনফলাদি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, তিনদিন বা সাতদিন পর্য্যন্ত আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। শেষ বস্তি (পিচকারি) প্রত্যাগত হইলে, রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া, সেই দিনেই বমন ও বিরেচন উভয়সংশোধক ঔষধ যথাযুক্তি পান করাইবে। তাহার বিধি উপদেশ করিতেছি। - মদন ফলের বীজের ক্বাথ অর্দ্ধসেরের সহিত তৃবৃৎকল্ক দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া, (উপযুক্ত মাত্রায়) পান করিতে দিবে; তাহাতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গ দ্বারা দোষ সুন্দররূপে নির্গত হইয়া যাইবে। এইরূপে চিকিৎসক কল্পস্থানোক্ত বমনবিরেচনকারক ঔষধসমূহও মিশ্রিত করিয়া, রোগীর সমুদায় অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাও পান করাইবেন।

অথৈনং সম্যগ্বিরিক্তং বিজ্ঞায়াপরাহ্নে শৈখরিককষায়েণ সুখোষ্ণেন পরিষেচয়েৎ। তেন চৈব কষায়েণ বাহ্যাভ্যন্তরান্ সর্ব্বোদকার্থান্ কারয়েচ্ছশ্বৎ। তদভাবে কটুতিক্তকষায়াণামৌষধানাং কাথৈর্মূত্রক্ষারৈর্বা পরিষেচয়েৎ। পরিষিক্তঞ্চৈনং নির্ব্বাতমাগারমনুপ্রবেশ্য পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরৈঃ সহ সিদ্ধেন যবাগ্বাদিনা ক্রমেণোপচরেৎ। বিলেপীক্রমমাগতঞ্চৈনমনুবাসয়েদ্বিড়ঙ্গতৈলেনৈকান্তরং দ্বিস্ত্রির্ব্বা। যদি পুনরস্যাতিবৃদ্ধান্ শীর্ষাদান্ ক্রিমীন্ মন্যেত শিরস্যেবাভিসর্পতঃ কদাচিৎ, ততঃ স্নেহস্বেদাভ্যাং শির উপপাদ্য বিরেচয়েদপামার্গতণ্ডুলাদিনা শিরোবিরেচনেন।

অতঃপর রোগী সম্যক্‌রূপে বিরিক্ত হইয়াছে বুঝিলে, অপরাহ্ন কালে অপামার্গ-কষায় দ্বারা তাহাকে পরিষেক করিবে। এবং সেই অপমার্গকাথদ্বারাই তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর সমুদায় উদককার্য্যই নিরন্তর সম্পাদন করিবে। অপামার্গের অভাবে কটু তিক্ত ও কষায় ঔষধসমূহের কাথদ্বারা বা যবক্ষারাদিমিশ্রিত গোমূত্রদ্বারা পরিষেক করিবে। পরিষিক্ত হইলে, রোগীকে নিবাত গৃহে প্রবেশ করাইয়া, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ যবাগূ প্রভৃতি যথাক্রমে পান করাইবে। বিলেপীক্রম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ মণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বিলেপী পর্য্যন্ত ভোজন করান হইলে, একবার করিয়া বাদ দিয়া দুইবার বা তিনবার বিড়ঙ্গতৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। আর যদি মনে হয়, যে তাহার শিরোভক্ষক ক্রিমি সকল অতিবর্দ্ধিত হইয়া মস্তকমধ্যে বিচরণ করিতেছে, তবে তাহার মস্তকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, অপামার্গ বীজাদি শিরোবিরেচন দ্রব্যদ্বারা শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে।

যস্ত্বভ্যবহার্য্যো বিধিঃ প্রকৃতিবিঘাতায়োক্তঃ ক্রিমীণামথ তমনুব্যাখ্যাস্যামঃ। মূষিকপর্ণীং সমূলাগ্রপ্রতানামাহৃত্য খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বোদূখলে ক্ষোদয়িত্বা পাণিভ্যাং পীড়য়িত্বা রসং গৃহ্ণীয়াৎ, তেন রসেন লোহিতশালিতণ্ডুলপিষ্টমালোড্য পূপলিকাং কৃত্বা বিধূমেষ্বঙ্গারেষু বিপাচ্য বিড়ঙ্গতৈললবণোপহিতাং ক্রিমিকোষ্ঠায় ভক্ষিতুং প্রযচ্ছেৎ। তদনন্তরঞ্চাম্লকাঞ্জিকমুদশ্বিৎ পিপ্পল্যাদিপঞ্চবর্গসংসৃষ্টং সলবণমনুপায়য়েৎ। তাং খল্বেতেন কল্পেন মার্কবার্কসহচরনীপনিগুণ্ডীসুমুখসুরসকুঠেরক-গণ্ডীরকালমাল-পর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক-বকুলকুটজসুবর্ণক্ষীরীস্বরসানামন্যতমে কারয়েৎ। তথা কিণিহী-[illegible]-ভণ্ডক্রমুবহামলকহরীতকীবিভীতকস্বরসেষু কারয়েৎ পূপলিকাঃ। স্বরসাংশ্চৈষাং[illegible]শো দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশো বা মধুবিমুলিতান্ প্রাতরনন্নায় পাতুং প্রযচ্ছেৎ।

ক্রিমিসমূহের প্রকৃতিবিঘাত জন্য যেসকল আহারবিধি কথিত আছে, অতঃপর তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছি। মূল অগ্রভাগ ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট মূষিকপর্ণী সংগ্রহ করিবে, এবং

তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উদূখলে কুট্টিত করিবে ও হস্তদ্বারা পীড়ন করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে। সেই রসের সহিত রক্তশালি তণ্ডুলের চূর্ণ মর্দ্দিত করিয়া, তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক ধূমশূন্য অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিয়া, বিড়ঙ্গতৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত তাহা ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে। তৎপরে অম্ল কাঁজি ও অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল, পঞ্চকোল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া অনুপান করাইবে। এইরূপ কল্পনা অনুসারে ভৃঙ্গরাজ, আকন্দ, ঝাঁটী, কেলিকদম্ব, নিসিন্দা; সুমুখ, সুরস, কুঠেরক, গণ্ডীরক, কালমাল, পর্ণাস ও ফণিজ্ঝক তুলসী, হেঁচেতা, বকুল, কুটজ ও স্বর্ণক্ষীরী এই-সকল দ্রব্যের কোন একটির রসের সহিত, পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। অথবা অপামার্গ, চিরাতা, শেফালিকা, আমলকী, হরীতকী, ও বহেড়া ইহাদের স্বরসের সহিত পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্যের এক একটির দুইটির বা সকলগুলির স্বরস ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে অভুক্তাবস্থায় পান করিতে দিবে।

অথাশ্বশকৃদাহৃত্য মহতি কিলিঞ্জকে প্রস্তীর্য্যাতপে শোষয়িত্বোদূখলে ক্ষোদয়িত্বা দৃশদি পুনঃ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়েণ ত্রিফলা-কষায়েণ বা অষ্টকৃত্বো দশকৃত্বোবাতপে ভাবিতানি দৃশদি পুনঃ সূক্ষ্ম-চূর্ণানি কারয়িত্বা নবে কলশে সমাবাপ্যানুগুপ্তং নিধাপয়েৎ। তেষাস্তু খলু চূর্ণানাং পাণিতলং চূর্ণং যাবদ্বা সাধু মন্যেত তৎ ক্ষৌদ্রেণ সংসৃজ্য ক্রিমিকোষ্ঠিনে লেঢ়ুং প্রযচ্ছেৎ।

অশ্বের পুরীষ সংগ্রহ করিয়া, তাহা একখানি বড় মাদুরে ছড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; এবং উদূখলে কুট্টিত করিয়া, পুনর্ব্বার শিলায় তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। বিড়ঙ্গের কাথ বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা সেই চূর্ণে আটবার ভাবনা দিবে ও শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া নূতন কলসে রাখিবে এবং কলসের মুখে আচ্ছাদন দিবে। সেই চূর্ণ দুই তোলা মাত্রায়, অথবা যেরূপ মাত্রায় যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় সেই পরিমাণে, উপযুক্ত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে লেহন করিতে দিবে।

তথা ভল্লাতকাস্থীন্যাহৃত্য কলসপ্রমাণেন চাপোথ্য স্নেহভাবিতে দৃঢ়ে কলসে সূক্ষ্মানেকচ্ছিদ্রব্রধ্নে মৃদাবলিপ্তে সমাবাপ্যোড়ুপেন পিধায় ভূমা-বাকণ্ঠং নিখাতস্য স্নেহভাবিতস্যৈবান্যস্য দৃঢ়স্য কুম্ভস্যোপরি সমারোপ্য সমন্তাদ্গোময়ৈরুপচিত্য দাহয়েৎ। স যদা জানীয়াৎ সাধু দগ্ধানি গোময়ানি, গলিতস্নেহানি ভল্লাতকাস্থীনি, ততস্তং কুম্ভমুদ্ধরেৎ। অথ তস্মাদ্দ্বিতীয়াদেব কুম্ভাত্তং স্নেহমাদায় বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণৈঃ স্নেহার্দ্ধমাত্রৈঃ প্রতিসংসৃজ্যাতপে সর্ব্বমহঃ স্থাপয়িত্বা ততোঽস্মৈ মাত্রাং প্রযচ্ছেৎ পানায়। তেন সাধু বিরিচ্যতে বিরিক্তস্য চানুপূর্ব্বী যথোক্তা। এবমেব ভদ্রদারুসরলকাষ্ঠস্নেহানুপকল্প্য পাতুং প্রযচ্ছেৎ।

একটী কলসে যতগুলি ভেলার মুটি থাকিতে পারে, ততগুলি ভেলার মুটি সংগ্রহ করিয়া কুট্টিত করিবে। একটী স্নেহভাবিত দৃঢ় কলসে অনেকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া এবং সেই

কলসের গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া, তাহাতে ঐ ভেলার মুটি রাখিবে। কলসের মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলও মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে। আর একটি কলস মাটীতে আকণ্ঠ পুতিয়া, তাহার উপর ঐ কলসটি বসাইবে; এবং তাহার চারিদিকে ঘুঁটে সাজাইয়া সেই ঘুঁটে জ্বালাইয়া দিবে। যখন দেখিবে, ঘুঁটেগুলি দগ্ধ হইয়াছে এবং ভেলার মুটির স্নেহ-পদার্থ গলিত হইয়া নিম্নস্থ কলসে পতিত হইয়াছে, তখন সেই কলস উঠাইয়া লইবে। তৎপরে সেই দ্বিতীয় কলস হইতে ভেলার স্নেহ গ্রহণ করিয়া, স্নেহপদার্থের অর্দ্ধাংশ পরিমিত বিড়ঙ্গবীজের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত দিন তাহা রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। তাহাতে উত্তমরূপে বিরেচন হইবে। বিরেচনের পরে বিরেচনাধিকারোক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিবে। এই-রূপ কল্পনায় দেবদারু ও সরলকাষ্ঠের স্নেহ সংগ্রহ করিয়া, সেই স্নেহও পান করিতে দিবে।

অনুবাসয়েচ্চৈনমনুবাসনকালে। অথাহরেতি ব্রূয়াৎ শারদান্ নবাং-স্তিলান্ সম্পদুপেতান্। আহৃত্য সুনিষ্পূতান্ শোধয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়ে সুখোষ্ণে প্রক্ষিপ্য নির্ব্বাপয়েদাদোষগমনাৎ। গতদোষানভিসমীক্ষ্য সুপ্রলূনান্ প্রলূচ্য পুনরেব নিষ্পূতান্ শোধয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়েণ ত্রিঃসপ্ত-কৃত্বঃ সুভাবিতানাতপে শোষয়িত্বোদূখলে সংক্ষুদ্য দৃশদি পুনঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্ কারয়িত্বা দ্রোণ্যামভ্যবধায় বিড়ঙ্গকষায়েণ মুহুর্মুহুরবসিঞ্চন্ পাণিমর্দ্দ-মেব মর্দ্দয়েৎ। তস্মিংস্তু খলু প্রপীড্যমানে যত্তৈলমুদীয়াৎ তৎ পাণিভ্যাং পর্য্যাদায় শুচৌ দৃঢ়ে কলসে ন্যস্যানুগুপ্তং নিধাপয়েৎ। অথাহরেতি-ব্রূয়াৎ তিল্বকোদ্দালকয়োর্দ্বৌ বিল্বমাত্রৌ পিণ্ডৌ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৌ তদর্দ্ধ-মাত্রৌ শ্যামাত্রিবৃতয়োরতোঽর্দ্ধমাত্রৌ দন্তীদ্রবন্ত্যোরতোঽর্দ্ধমাত্রৌ চব্যচিত্রকয়োরিত্যেতৎ সম্ভারং বিড়ঙ্গকষায়স্যাঢ়কমাত্রেণ প্রতি-সংগৃহ্য, তত্তৈলপ্রস্থং সমাবাপ্য সর্ব্বমালোড্য মহতি পর্য্যোগে সমা-সিচ্যাগ্নাবধিশ্রিত্যাসনে সুখোপবিষ্টঃ সর্ব্বতঃ স্নেহমবলোকয়ন্নজস্রং মৃদ্ব-গ্নিনা সাধয়েদ্ দর্ব্ব্যা সততমবঘট্টয়ন্। স যদা জানীয়াদ্ বিরমতি শব্দঃ প্রশাম্যতি চ ফেনঃ প্রসাদমাপদ্যতে স্নেহো যথাস্বঞ্চ গন্ধবর্ণরসোৎপত্তিঃ সংবর্ত্ততে চ ভৈষজ্যমঙ্গুলীভ্যাং মৃদ্যমানমনতিমৃদ্বনতিদারুণমনঙ্গুলিগ্রাহি-চেতি স কালস্তস্যাবতারণায়। ততস্তমবহৃত্য শীতীভূতমহতেন বাসসা পরিপূয় শুচৌ দৃঢ়ে কলসে সমাসিচ্য পিধানেন পিধায় শুক্লেন বস্ত্র-পট্টেনাচ্ছাদ্য সূত্রেণ সুবদ্ধং সুনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ। ততোঽস্মৈ মাত্রাং প্রযচ্ছেৎ পানায়, তেন সাধু বিরিচ্যতে। সম্যগপহৃতদোষস্য চানু-পূর্ব্বী যথোক্তা ততশ্চৈনমনুবাসয়েত্তু কালে।

ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অনুবাসনযোগ্যকালে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তজ্জন্য শরৎ-কালজাত উৎকৃষ্ট নূতন তিল সংগ্রহ করিতে বলিবে। তিল সংগ্রহ করিয়া তাহার খোষা

তুলিয়া ফেলিবে ও ধৌত করিবে, এবং যতক্ষণ নির্দ্দোষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ঈষদুষ্ণ বিড়ঙ্গকাথে ভিজাইয়া রাখিবে। যখন সেগুলি নির্দ্দোষ হইয়াছে বোধ হইবে এবং ভিজিয়া স্ফীত হইয়া উঠিবে, তখন ধৌত করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে, এবং বিড়ঙ্গের কাথদ্বারা একুশবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহা উদূখলে কুট্টিত করিয়া পুনর্ব্বার শিলায় মসৃণরূপে পেষণ করিবে এবং একটি দ্রোণীতে (গামলায়) রাখিয়া, বারংবার বিড়ঙ্গ-কাথ সেচন করিবে ও হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যে তৈল উত্থিত হইবে, তাহা হস্তদ্বারা সংগ্রহ করিয়া একটি পরিষ্কৃত দৃঢ় কলসে রাখিবে ও সেই কলসের মুখ আচ্ছাদিত করিবে। অনন্তর লোধছাল ও চালিতাছাল প্রত্যেক দুই পল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহার দুইটি পিণ্ড, তাহার অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ প্রত্যেক একপল পরিমিত শ্যাম-মূলা তেউড়ী ও অরুণমূলা তেউড়ী, তাহার অর্দ্ধ পরিমিত অর্থাৎ প্রত্যেক চারি তোলা দন্তীমূল ও দ্রবন্তী (বড়দন্তী) মূল, এবং তাহার অর্দ্ধ পরিমিত অর্থাৎ প্রত্যেক দুই তোলা মাত্রায় চই ও চিতামূল, এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিতে বলিবে। এই সকল দ্রব্য, আটসের বিড়ঙ্গ কাথের সহিত পেষণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত তিলতৈল চারিসেরের সহিত একখানি কটাহে আলোড়িত করিয়া মিশ্রিত করিবে; এবং মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাককালে একখানি আসনে মুখোপবিষ্ট থাকিয়া সেই তৈলের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিবে এবং হাতাদ্বারা বারংবার নাড়িবে। যখন দেখিবে শব্দ বিরত হইয়াছে, ফেন প্রশান্ত হইয়াছে, তৈল নির্ম্মল হইয়াছে, যথাযথ গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইয়াছে, তৈলস্থ ঔষধ দ্রব্যগুলি অঙ্গুলিদ্বারা মর্দ্দন করিলে গোলাকার হইতেছে এবং সেই দ্রব্যগুলি অনতি-কঠিনস্পর্শ হইয়া অঙ্গুলিতে লিপ্ত হইতেছেনা, তখনই তৈল নামাইবার সময় বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থায় তৈল নামা-ইয়া শীতল হইলে, তাহা অচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং একটি দৃঢ় কলসে রাখিয়া, আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, আচ্ছাদনের উপরে একখণ্ড বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া সূত্রদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। তৎপরে সেই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা উত্তমরূপে বিরেচন হইবে। দোষ সম্যকরূপে নির্হৃত হইলে, যথোক্ত নিয়মে তাহাকে আহারাদি করাইবে। তারপর উপযুক্ত সময়ে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

এতেনৈব চ পাকবিধিনা সর্ষপাতসীকরঞ্জকোষাতকীস্নেহানুপকল্প্য পায়য়েৎ সর্ব্ববিশেষানবেক্ষমাণস্তেনাগদো ভবতি। ইত্যেবং দ্বয়ানাং শ্লেষ্মপুরীষসম্ভবানাং ক্রিমীণাং সমুত্থানসংস্থানস্থানবর্ণনামপ্রভাবচিকিৎসা-বিশেষা ব্যাখ্যাতাঃ সামান্যতঃ। বিশেষতস্তু স্বল্পমাত্রমাস্থাপনানুবাস-নানুলোমহরণভূয়িষ্ঠং তেম্বৌষধেষু ক্রিমীণাং পুরীষজানাং চিকিৎসিতং কার্য্যম্। মাত্রাধিকং পুনঃ শিরোবিরেচনবমনোপশমনভূয়িষ্ঠং তেম্বৌষ-ধেষু ক্রিমীণাং শ্লেষ্মজানাং চিকিৎসিতং কার্য্যম্। ইত্যেষ ক্রিমিঘ্নো ভেষজবিধিরনুব্যাখ্যাতো ভবতি, তমনুতিষ্ঠতা যথাস্বং হেতুবর্জ্জনে প্রযতিতব্যম্। যথোদ্দেশমেবমিদং ক্রিমিকোষ্ঠচিকিৎসিতং যথাবদনু-ব্যাখ্যাতং ভবতি।

এইরূপ পাক-বিধানানুসারে সর্ষপ, মসিনা, করঞ্জবীজ ও কোশাতকী (ঝিঙে) বীজের

তৈল পাক করিয়া, রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পান করাইবে। তাহাতে ক্রিমি-রোগী নীরোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারে শ্লেষ্মজ ও পুরীষজ এই দ্বিবিধ ক্রিমির নিদান, আকৃতি, স্থান, বর্ণ, নাম, প্রভাব ও সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার বিশেষত্ব ব্যাখ্যাত হইল। ইহাদের বিশেষ চিকিৎসা এই যে, যেসকল ঔষধ আস্থাপন অনুবাসন ও অনুলোম হরণে অধিক ক্রিয়া-কারক, সেইসকল ঔষধ পুরীষজ ক্রিমিচিকিৎসায় অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। আর যেসকল ঔষধ শিরোবিরেচন বমন ও উপশমন কার্য্যে অধিক ফলপ্রদ, সেইসমস্ত ঔষধ শ্লেষ্মজ ক্রিমিচিকিৎসায় অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিনাশক ঔষধবিধি ব্যাখ্যাত হইল। এই ঔষধবিধির অনুষ্ঠানকারী রোগী ক্রিমিরোগের স্ব স্ব নিদান পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবেন। উদ্দেশানুসারে ক্রিমিকোষ্ঠের চিকিৎসা যথাযথ ব্যাখ্যাত হইল।

ভবন্তি চাত্র

অপকর্ষণমেবাদৌ ক্রিমীণাং ভেষজং ভবেৎ।
ততো বিঘাতঃ প্রকৃতের্নিদানস্য চ বর্জ্জনম্॥
এষ এব বিকারাণাং সর্ব্বেষামপি নিগ্রহে।
বিধির্দ্দৃষ্টস্ত্রিধা যোঽয়ং ক্রিমীনুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ॥
সংশোধনং সংশমনং নিদানস্য চ বর্জ্জনম্।
এতাবদ্ভিষজা কার্য্যং রোগে রোগে যথাবিধি॥

প্রথমতঃ ক্রিমির নিষ্কর্ষণ, তৎপরে প্রকৃতিবিঘাত ও নিদানবর্জ্জন, ইহাই ক্রিমিরোগের চিকিৎসা। ক্রিমিরোগের উদ্দেশে এই যে তিনপ্রকার অর্থাৎ অপকর্ষণ (সংশোধন), প্রকৃতিবিঘাত ও নিদানবর্জ্জনের বিধি কীর্ত্তিত হইল, সকল রোগেরই নিগ্রহ কার্য্যে এই চিকিৎসাবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক রোগেই যথাবিধি সংশোধন সংশমন ও নিদানবর্জ্জন, এই তিনটি মাত্র কার্য্যের চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

তত্র শ্লোকৌ

ব্যাধিতৌ পুরুষৌ জ্ঞাজ্ঞৌ ভিষজৌ সপ্রয়োজনৌ।
বিংশতিঃ ক্রিময়স্তেষাং হেত্বাদিঃ সপ্তকো গণঃ॥
উক্তো ব্যাধিতরূপীয়ে বিমানে পরমর্ষিণা।
শিষ্যসম্বোধনার্থায় ব্যাধিপ্রশমনায় চ॥

দুইপ্রকার ব্যাধিত পুরুষ, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ চিকিৎসক, তাহাদের কার্য্যফল, বিংশতিপ্রকার ক্রিমি, এবং তাহাদের নিদানাদি সাতটি বিষয়, শিষ্যগণের সম্যগ্ বোধের নিমিত্ত ও ব্যাধি-প্রশমের জন্য, মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই ব্যাধিতরূপীয় বিমানস্থানে কথিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
ব্যাধিতরূপীয়ং বিমানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
ব্যাধিতরূপীয় নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রোগভিষগ্জিতীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রোগভিষগ্জিতীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

বুদ্ধিমানাত্মনঃ কার্য্যগুরুলাঘবে কর্ম্মফলমনুবন্ধং দেশকালৌ চ বিদিত্বা যুক্তিদর্শনাদ্ ভিষগ্বুভূষুঃ শাস্ত্রমেবাদিতঃ পরীক্ষেত। বিবিধানি হি শাস্ত্রাণি ভিষজাং প্রচরন্তি লোকেষু। তত্র যন্মন্যেত মহদ্যশস্বিধীরপুরুষাসেবিতমর্থবহুলমাপ্তজনপূজিতং ত্রিবিধশিষ্যবুদ্ধিহিতমপগতপুনরুক্তদোষমার্ষং সুপ্রণীতসূত্রভাষ্যসংগ্রহক্রমং স্বাধারমনবপতিতশব্দমকষ্টশব্দং পুষ্কলাভিধানং ক্রমাগতার্থ-মর্থতত্ত্ববিনিশ্চয়প্রধানং সঙ্গতার্থ-মসঙ্কুলপ্রকরণমাশুপ্রবোধকং লক্ষণবচ্চোদাহরণবচ্চ তদভিপ্রপদ্যেত শাস্ত্রম্। শাস্ত্রং হ্যেবংবিধমমল ইবাদিত্যস্তমো বিধূয় প্রকাশয়তি সর্ব্বম্।

বুদ্ধিমান পুরুষ, আত্মকার্য্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব, সেই কর্ম্মের ফলনিষ্পত্তি, সেই ফলের অনুবন্ধ অর্থাৎ উত্তর-কালস্থায়িত্ব, এবং দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া, যুক্তি অনুসারে যদি চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমেই শাস্ত্র পরীক্ষা করিবেন। কারণ চিকিৎসকগণের বহুবিধ শাস্ত্র জনসমাজে প্রচলিত আছে। সেইসকল শাস্ত্রের মধ্যে মহৎ যশস্বী ও ধীর পুরুষগণ যাহা অধ্যয়ন করেন, যাহা অর্থবহুল অর্থাৎ যাহা অধ্যয়ন করিলে বহুবিধ বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, আপ্তজনগণ যাহার সম্মান করেন, অল্পবুদ্ধি মধ্যবুদ্ধি ও বিপুলবুদ্ধি এই ত্রিবিধ শিষ্যের যাহা বুদ্ধিগম্য, যাহাতে পুনরুক্তি দোষ নাই, যাহা ঋষিপ্রণীত, সূত্রের ভাষ্য ও সংগ্রহক্রম যাহাতে সুসংবদ্ধ, যাহার আধার অর্থাৎ অধ্যায়গুলি সুগ্রথিত, যাহাতে কোন শব্দ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই অর্থাৎ যাহাতে কোন আধুনিক লেখকের বিষয় সংযোজিত হয় নাই, যাহার শব্দগুলি উচ্চারণে বা শ্রবণে কষ্টবোধ হয় না, যাহা পুষ্কলাভিধান অর্থাৎ অনায়াসে যাহা বোধগম্য হয়, যাহার বিষয়গুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, অর্থতত্ত্ব নিশ্চয়বিষয়ে যাহা প্রধান, যাহা সঙ্গতার্থ, যাহার প্রকরণগুলি অমিশ্রিত, যাহার আশু অর্থবোধ করা যায়, এবং যাহা লক্ষণযুক্ত ও উদাহরণবিশিষ্ট, সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ শাস্ত্রই নির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় তমোরাশি বিনষ্ট করিয়া সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে।

ততোঽনন্তরমাচার্য্যং পরীক্ষেত; তদ্যথা—পর্য্যবদাতশ্রুতং পরিদৃষ্টকর্ম্মাণং দক্ষং দক্ষিণং শুচিং জিতহস্তমুপকরণবন্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নং প্রকৃতিজ্ঞং প্রতিপত্তিজ্ঞমনুপস্কৃতবিদ্যমনহঙ্কৃতমনসূয়কমকোপনং ক্লেশক্ষমং শিষ্যবৎসলমধ্যাপকং জ্ঞাপনসমর্থঞ্চ। ইত্যেবংগুণো হ্যাচার্য্যঃ সুক্ষেত্রমার্ত্তবো মেঘ ইব শস্যগুণৈঃ সুশিষ্যমাশু বৈদ্যগুণৈঃ সম্পাদয়তি।

তমুপসৃত্যারিরাধয়িষুরুপচরেদগ্নিবচ্চ দেববচ্চ রাজবচ্চ পিতৃবচ্চ ভর্তৃবচ্চাপ্রমত্তঃ। ততস্তৎপ্রসাদাৎ কৃৎস্নং শাস্ত্রমবগম্য শাস্ত্রস্য দৃঢ়তায়ামভিধানস্য সৌষ্ঠবেঽর্থবিজ্ঞানে বচনশক্তৌ চ ভূয়োভূয়ঃ প্রযতেত সম্যক্। তত্রোপায়াননুব্যাখ্যাস্যামঃ। অধ্যয়নমধ্যাপনং তদ্বিদ্যসম্ভাষেত্যুপায়াঃ।

শাস্ত্রপরীক্ষার পরে আচার্য্য পরীক্ষা করিবে। শাস্ত্রে সন্দেহশূন্য, দৃষ্টকর্ম্মা, কার্য্যদক্ষ, অনুকূলস্বভাব, শুদ্ধাচারী, সিদ্ধহস্ত, উপকরণবিশিষ্ট, সমুদায়-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ, প্রতিপত্তিজ্ঞ, অবিকৃতবিদ্য, অনহঙ্কারী, অসূয়াশূন্য, অকোপন, কষ্টসহিষ্ণু, শিষ্যবৎসল, অধ্যাপনায় পটু, এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থ আচার্য্য পরীক্ষা করিয়া লইবে। যথাসময়ের মেঘ সুক্ষেত্রকে যেরূপ শস্যগুণসম্পন্ন করে, এইরূপ গুণশালী আচার্য্যও সেইরূপ সুশিষ্যকে বৈদ্যগুণসম্পন্ন করিয়া থাকেন। এইরূপ আচার্য্যের আশ্রয় লইয়া, অপ্রমত্তভাবে তাঁহাকে অগ্নির ন্যায় দেবতার ন্যায় রাজার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রভুর ন্যায় আরাধনা করিবে। তৎপরে আচার্য্যের অনুগ্রহে সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইয়া, শাস্ত্রের দৃঢ়তাবিষয়ে, বচনসৌষ্ঠবে, অর্থতত্ত্ববিজ্ঞানে ও বাক্‌শক্তিবিষয়ে, পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌রূপে যত্ন করিবে। এই সকল বিষয়ের উপায় ব্যাখ্যা করিতেছি। অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও তদ্বিদ্যসম্ভাষা এই তিনটি পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহে যত্ন করিবার উপায়।

তত্রায়মধ্যয়নবিধিঃ। কল্যকৃতক্ষণঃ প্রাতরুত্থায়োপব্যূষং বা কৃত্বাবশ্যকমুপস্পৃশ্যোদকং দেবর্ষিগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেভ্যো নমস্কৃত্য সমে শুচৌ দেশে সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃসরাভির্ব্বাগ্‌ভিঃ সূত্রমনুক্রামন্ পুনঃপুনরাবর্ত্তয়েদ্ বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যার্থতত্ত্বং স্বদোষপরিহারায় পরদোষপ্রমাণার্থমেবং মধ্যন্দিনেঽপরাহ্নে রাত্রৌ চ শশ্বদপরিহাপয়ন্নধ্যয়নমভ্যস্যেদিত্যধ্যয়নবিধিঃ।

অধ্যয়নবিধি যথা—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে অরুণোদয়কালে অথবা তৎসমীপবর্ত্তী প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মল-মূত্রাদিত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনাদি অবশ্যকরণীয় কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবে। তৎপরে আচমন, এবং দেবতা, ঋষি, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যকে প্রণাম পূর্ব্বক, সমতল ও পবিত্রস্থানে সুখোপবেশন করিয়া, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা অর্থতত্ত্বে সম্যক্ প্রবেশ করিয়া, স্বদোষপরিহার ও পরদোষ-প্রমাণার্থ সূত্রগুলি আনুপূর্ব্বিক ক্রমে বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবে। এইরূপ মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে এবং রাত্রিতেও অধ্যয়ন ত্যাগ না করিয়া নিত্য অভ্যাস করিবে। ইহাই অধ্যয়নের নিয়ম।

অথাধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্যঃ শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত। তদ্যথা,—প্রশান্তমার্য্যপ্রকৃতিকমক্ষুদ্রকর্ম্মাণমৃজুচক্ষুর্মুখনাসাবংশং তনুরক্তবিশদজিহ্বমবিকৃতদন্তৌষ্ঠমমিম্মিনং ধৃতিমন্তমনহঙ্কৃতং মেধাবিনং বিতর্কস্মৃতিসম্পন্নমুদারসত্ত্বং তদ্বিদ্যকুলজমথবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তত্ত্বাভিনিবেশিনমব্যঙ্গমব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং নিভৃতমনুদ্ধতমর্থতত্ত্বভাবকমকোপনমব্যসনিনং শীল-শৌচাচারানুরাগ-দাক্ষ্য-প্রদক্ষিণ্যোপপন্নমধ্যয়নাভিকামমর্থ-

বিজ্ঞানে কর্ম্মদর্শনে চানন্যকার্য্যমলুব্ধমনলসং সর্ব্বভূতহিতৈষিণমাচার্য্য-সর্ব্বানুশিষ্টিপ্রতিপত্তিকরমনুরক্তমেবংগুণসমুদিতমধ্যাপ্যমাহুঃ।

অধ্যাপনবিধি যথা।—আচার্য্য অধ্যাপনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রথমতঃ শিষ্য পরীক্ষা করিবেন। যে প্রশান্তস্বভাব, আর্য্যবংশীয়, অক্ষুদ্রকর্ম্মা; যাহার চক্ষু মুখ ও নাসাবংশ সরল, জিহ্বা পাতলা রক্তবর্ণ ও নির্ম্মল, দন্ত ও ওষ্ঠ অবিকৃত, যে মিন্মিনভাষী নহে, যে ধৈর্য্যবান্, অনহঙ্কৃত, মেধাবী, তর্কশক্তি ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, উদারচেতা, আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌বংশজ অথবা আয়ুর্ব্বেদোপজীবী, তত্ত্বাভিনিবেশী, অবিকলাঙ্গ, অবিকৃতেন্দ্রিয়, শান্তিপ্রিয়, অনুদ্ধত, অর্থ-তত্ত্বগ্রাহী, অক্রোধনস্বভাব, শীল-শৌচ-আচার-অনুরাগ-দক্ষতা ও অনুকূলশীলতাসম্পন্ন, অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষী, অর্থবিজ্ঞানে ও কর্ম্মদর্শনে অনন্যকার্য্য, অলুব্ধ, অনলস, সর্ব্বভূতহিতৈষী, আচার্য্যের সমুদায় আজ্ঞাবহ ও অনুরক্ত, এইরূপগুণসম্পন্ন সেই শিষ্যই অধ্যাপনার উপযুক্ত।

এবংগুণসমুদিতমধ্যয়নার্থিনমুপস্থিতমারিরাধয়িষুমাচার্য্যশ্চানুভাষেত। উদগয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেঽহনি তিষ্যহস্তশ্রবণাশ্বযুজামন্যতমেন নক্ষত্রেণ যোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে কল্যাণে চ করণে মৈত্রে মুহূর্ত্তে মুণ্ডঃ কৃতোপবাসঃ স্নাতঃ কষায়বস্ত্রসংবীতঃ সমিধোঽগ্নিমাজ্যমুপলেপনমুদকুম্ভাংশ্চ সুগন্ধি মাল্যদাম-দীপহিরণ্যরজত-মণিমুক্তাবিদ্রুম-ক্ষৌমপরিধীংশ্চ কুশলাজসর্ষপাক্ষতাংশ্চ শুক্লাশ্চ সুমনসো গ্রথিতাগ্রথিতা মেধ্যাংশ্চ ভক্ষ্যান্ গন্ধাংশ্চ ঘৃষ্টানাদায়োপতিষ্ঠস্বেতি। অথ স তথা কুর্য্যাৎ।

এইরূপ গুণসমুদায়সম্পন্ন অধ্যায়নার্থী শিষ্য উপস্থিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ আরাধনা করিতে থাকিলে, আচার্য্য তাঁহাকে বলিবেন,—উত্তরায়ণকালে অর্থাৎ মাঘাদি ছয় মাসের মধ্যে, শুক্লপক্ষীয় প্রশস্ত দিবসে, পুষ্যা হস্তা শ্রবণা ও অশ্বিনী এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে কোন এক নক্ষত্রের সহিত যোগপ্রাপ্ত শুভচন্দ্রে, শুভকরণে, ও মৈত্র মুহূর্ত্তে, মুণ্ডিতমস্তক হইয়া, উপবাস ও স্নান করিয়া এবং কষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, যজ্ঞকাষ্ঠ, অগ্নি, ঘৃত, গোময়াদি উপলেপন, জলপূর্ণ কলস, সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য, দীপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, ক্ষৌমবস্ত্র, কুশ, লাজ (খই), সর্ষপ, আতপতণ্ডুল, গ্রথিত ও অগ্রথিত শুক্ল পুষ্প, পবিত্র ভক্ষ্য দ্রব্য ও ঘৃষ্ট চন্দন সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত হও। শিষ্যও সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

তমুপস্থিতমাজ্ঞায় সমে শুচৌ দেশে প্রাক্‌প্রবণে উদক্‌প্রবণে বা চতুষ্কিষ্কুমাত্রং চতুরস্রং স্থণ্ডিলং গোময়োদকেনোপলিপ্তং কুশাস্তীর্ণং সুপরিহিতং পরিধিভিশ্চতুর্দ্দিশং যথোক্তচন্দনোদকুম্ভক্ষৌমহেমরজতমণি-মুক্তাবিদ্রুমালঙ্কৃতম্ মেধ্যভক্ষ্যগন্ধশুক্লপুষ্পলাজসর্ষপাক্ষতোপশোভিতং কৃত্বা তত্র পালাশীভিরৈঙ্গুদীভিরৌড়ুম্বরীভির্বা সমিদ্ভিরগ্নিমুপসমাধায় প্রাঙ্মুখঃ শুচিরধ্যয়নবিধিমনুবিধায় মধুসর্পির্ভ্যাং ত্রিস্ত্রির্জুহুয়াদগ্নিম্, আশীঃসংপ্রযুক্তৈর্ম্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাণমগ্নিং ধন্বন্তরিং প্রজাপতিমশ্বিনৌ ইন্দ্রমৃষীংশ্চ সূত্রকারানভিমন্ত্রয়মানঃ পূর্ব্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চৈনমন্বারভেত। হুত্বা

চ প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেত। পরিক্রম্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ভিষজশ্চাভি পূজয়েৎ।

এইরূপে শিষ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে, পূর্ব্বদিকে নত বা উত্তরদিকে নত এমন একটি সমতল পবিত্রস্থানে, চতুর্হস্ত অর্থাৎ প্রত্যেক দিকে এক এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ একটি স্থণ্ডিল (যজ্ঞভূমি) করিয়া, তাহা গোময়জলদ্বারা উপলিপ্ত, কুশদ্বারা আস্তীর্ণ, চারিদিকে পরিধিবেষ্টিত, যথোক্ত চন্দন, জলকুম্ভ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও প্রবালদ্বারা অলঙ্কৃত, এবং পবিত্র ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য, শুক্ল পুষ্প, লাজ, সর্ষপ ও আতপতণ্ডুলদ্বারা উপশোভিত করিবেন। সেইস্থানে পলাশ, ইঙ্গুদী, যজ্ঞডুমুর ও মৌল কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া পূর্ব্বমুখ ও শুচি হইয়া অধ্যয়নবিধির অনুবিধান পূর্ব্বক মধু ও ঘৃতদ্বারা তিন তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। আশীর্যুক্ত মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ধন্বন্তরি, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, ঋষি, ও সূত্রকারদিগকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, "স্বাহা" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতে হইবে। শিষ্যও তৎপরে হোম করিবেন। হোমের পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবেন। প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে 'স্বস্তি' বলাইবেন, এবং চিকিৎসকগণের পূজা করিবেন।

অথৈনমগ্নিসকাশে ব্রাহ্মণসকাশে ভিষক্‌সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ব্রহ্মচারিণা শ্মশ্রুধারিণা সত্যবাদিনা অমাংসাদেন মেধ্যসেবিনা নির্ম্মৎসরেণাশস্ত্রধারিণা ভবিতব্যম্। ন চ তে মদ্বচনাৎ কিঞ্চিদকার্য্যং স্যাদন্যত্র রাজদ্বিষ্টাৎ প্রাণহরাদ্বিপুলাদধর্ম্মাদনর্থসংপ্রযুক্তাদ্বাপ্যর্থাৎ। মদর্পণেন মৎপ্রধানেন মদধীনেন মৎপ্রিয়হিতানুবর্ত্তিনা চ ত্বয়া শশ্বস্তবিতব্যম্। পুত্রবদ্দাসবদর্থিবচ্চোপচরতানুসর্ত্তব্যোঽহম্। অনুৎসুকেনাবহিতেনানন্যমনসা বিনীতেনাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য কারিণানসূয়কেন চাভ্যনুজ্ঞাতেন প্রবিচরিতব্যম্। অনুজ্ঞাতেন চাননুজ্ঞাতেন চ প্রবিচরতা পূর্ব্বং গুর্ব্বর্থোপাহরণে যথাশক্তি প্রযতিতব্যম্।

অনন্তর অগ্নির নিকটে, ব্রাহ্মণের নিকটে এবং চিকিৎসকের নিকটে শিষ্যকে আদেশ করিবেন।—ব্রহ্মচারী, শ্মশ্রুধারী, সত্যবাদী, অমাংসভোজী, পবিত্রভোজী, মাৎসর্য্যশূন্য ও অশস্ত্রধারী হইবে। রাজবিদ্বেষজনক, প্রাণহানিকর, অত্যন্ত অধর্ম্মজনক এবং অনর্থকর বাক্য ভিন্ন, আমার সকল বাক্যই প্রতিপালন করিবে। তুমি সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে, আমাকে প্রধান বলিয়া জানিবে, আমার অধীন হইয়া থাকিবে এবং আমার হিতানুষ্ঠান করিবে। পুত্রের ন্যায় ও দাসের ন্যায় আচরণ করিয়া আমার অনুগত থাকিবে। অনুৎসুক, অবহিত, অনন্যমনা, বিনীত, সমীক্ষ্যকারী, অনিন্দুক ও অনুজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবে। অনুজ্ঞাত হও বা না হও, গুরুর প্রয়োজন সাধনবিষয়ে প্রথমেই যথাসাধ্য যত্ন করিবে।

কর্ম্মসিদ্ধিমর্থসিদ্ধিং যশোলাভঞ্চ প্রেত্য চ স্বর্গমিচ্ছতা ভিষজা ত্বয়া গোব্রাহ্মণমাদৌ কৃত্বা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং শর্ম্মাশাসিতব্যম্ অহরহরুত্তিষ্ঠতা

চোপবিশতা চ, সর্ব্বাত্মনা চাতুরাণামারোগ্যে প্রযতিতব্যম্। জীবিত-হেতোরপি চাতুরেভ্যো নাভিদ্রোগ্ধব্যম্। মনসাপি চ পরস্ত্রিয়ো নাভি-গমনীয়াঃ, তথা সর্ব্বমেব পরস্বম্। নিভৃতবেশপরিচ্ছদেন ভাবতব্য‑, অশৌণ্ডেনাপাপেনাপাপসহায়েন চ, শ্লক্ষ্ণশুক্লধর্ম্ম্যশর্ম্ম্যধন্যসত্যহিতমিত-বচসা দেশকালবিচারিণা স্মৃতিমতা জ্ঞানোত্থানোপকরণসম্পৎসু নিত্যং যত্নবতা। ন চ কদাচিদ্রাজদ্বিষ্টানাং রাজদ্বেষিণাং বা মহাজনদ্বিষ্টানাং মহাজনদ্বেষিণাং বা ঔষধমনুবিধাতব্যম্। এবং সর্ব্বেষামত্যর্থবিকৃতদুষ্ট-দুঃশীলাচারাপচারাণামনপবাদপ্রতিকারাণাং মুমূর্ষতাঞ্চ তথৈবাসন্নি-হিতেশ্বরাণাং স্ত্রীণামনধ্যক্ষাণাং বা। ন চ কদাচিৎ স্ত্রীদত্তমামিষমাদা-তব্যমননুজ্ঞাতং ভর্ত্রাথবাধ্যক্ষেণ।

তুমি চিকিৎসক হইয়া, কার্য্যসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, যশোলাভ ও পরকালে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, উঠিতে বসিতে সর্ব্বদার জন্য সর্ব্বাগ্রে গো-ব্রাহ্মণের তৎপরে সমুদায় প্রাণীর সুখ কামনা করিবে। রোগীর আরোগ্যসাধনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন করিবে। নিজের জীবনরক্ষার জন্যও রোগীর অভিদ্রোহ করিবে না। মনেও পরস্ত্রী অভিগমন এবং পরধনে অভিলাষ করিবে না। বিনীত বেশ ও পরিচ্ছদ করিবে। মদ্যপায়ী হইবে না। পাপাচরণ করিবেনা ও পাপের সহায় হইবে না। মনোরম, নির্দ্দোষ, ধর্ম্মসঙ্গত, প্রশংসনীয়, সত্য, হিতকর ও পরিমিত কথা কহিবে। দেশ ও কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিবে। স্মৃতিমান্ হইবে। যাহাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত উপকরণের উৎকর্ষবিষয়ে যত্নবান্ হইবে। রাজদ্বিষ্ট বা রাজদ্বেষী এবং মহাজনদ্বিষ্ট বা মহাজনদ্বেষী ব্যক্তিগণকে ঔষধ প্রয়োগ করিবেনা। যাহারা অত্যন্ত বিকৃতাচারী, দুষ্টস্বভাব, দুঃশীলাচারী, অপচারী, যাহারা অপবাদের প্রতিকার করে না, যাহারা মুমূর্ষু, এবং যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষ উপস্থিত নাই, এইরূপ লোকসকলকেও ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোকের নিকট কোনও আমিষ পদার্থ (ভোগ্য বস্তু) গ্রহণ করিবে না।

আতুরকুলঞ্চানুপ্রবিশতা বিদিতেনানুমতপ্রবেশিনা সার্দ্ধং পুরুষেণ সুসংবীতেনাবাক্‌শিরসা স্মৃতিমতা স্তিমিতেনাবেক্ষ্য মনসা সর্ব্বমাচরতা সম্যগনুপ্রবেষ্টব্যম্। অনুপ্রবিশ্য চ বাঙ্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ন ক্বচিৎ প্রণি-ধাতব্যানি, অন্যত্রাতুরাদাতুরোপকারার্থাদ্ বাতুরগতেষ্বন্যেষু বা ভাবেষু। ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়ো বহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ। হ্রসিতঞ্চায়ুষঃ প্রমাণমাতু-রস্য জানতাপি ন ত্বয়া খলু বর্ণয়িতব্যং যত্রোচ্যমানমাতুরস্যান্যস্য বাপ্যু-পঘাতায় সম্পদ্যতে। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মনো জ্ঞানেন বিকত্থিত-ব্যম্। আপ্তাদপি হি বিকত্থমানাদত্যর্থমুদ্বিজন্ত্যনেকে। ন চৈব হি অস্ত্যি বেদস্য পারং, তস্মাদপ্রমত্তঃ শশ্বদভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ। এত-চ্চৈবং কার্য্যমেবং ভূয়ঃ প্রবৃত্তস্য সৌষ্ঠবমন-সূতাপরেভ্যো বাপ্যাগম-

স্মিতব্যম্। কৃৎস্নো হি লোকোবুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ শত্রুশ্চাবুদ্ধিমতামতশ্চাভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পৌষ্টিকং লৌক্য-মভ্যুপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যমনুবিধাতব্যঞ্চেতি।

রোগীর অবস্থা যাহার বিদিত আছে, এবং রোগীর বাটীতে যে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছে, সেইরূপ লোকের সহিত রোগীর বাটীতে প্রবেশ করিবে। পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, স্মৃতি স্থির রাখিয়া, মৃদুভাবে, সমুদায় দেখিতে দেখিতে এবং সকল বিষয় মনে মনে বিচার করিতে করিতে, রোগীর বাটীতে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রবেশ করিয়া রোগী, রোগীর উপকারার্থ বিষয়সমূহ এবং আতুরগত ভাব সকল ব্যতীত, অন্য কোন বিষয়ে বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিহিত করিবেনা। আতুরকুলসম্বন্ধীয় বিষয় সকল বাহিরে প্রকাশ করিবেনা। আতুরের আয়ুঃ হ্রাস হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলেও, যেখানে বলিলে রোগী বা রোগীর অন্য কোন ব্যক্তির প্রাণহানিকর হইবে, সেখানে তাহা প্রকাশ করিবেনা। জ্ঞানবান্ হইয়াও নিজের জ্ঞানবত্তার শ্লাঘা করিবেনা। আপ্ত ব্যক্তিও আত্মশ্লাঘা করিলে, অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের পার নাই; অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদা এই শাস্ত্রে অভিনিবেশ করিবে। এই সমস্ত উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এবং এইরূপ কার্য্যপ্রবৃত্ত অপর লোকের কার্য্যসৌষ্ঠবে অসূয়া না করিয়া, তাহাদের নিকট হইতেও তাহা শিক্ষা করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সমুদায় লোককেই আচার্য্য মনে করেন, নির্ব্বোধ লোকই তাহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহা বিবেচনা করিয়া, যাহা প্রশংসনীয়, যশস্কর, আয়ুর হিতকর, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী এবং লোকহিতকর, সেইরূপ বাক্য শত্রুও উপদেশ করিলে, তাহা শ্রবণ করিবে ও প্রতিপালন করিবে।

অতঃপরমিদং ব্রূয়াৎ। দেবতাগ্নিদ্বিজগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেষু তে নিত্যং সম্যগ্বর্ত্তিতব্যম্। তেষু তে সম্যগ্বর্ত্তমানস্যায়মগ্নিঃ সর্ব্বগন্ধরসরত্ন-বীজানি যথেরিতাশ্চ দেবতাঃ শিবায় স্যুরতোঽন্যথা বর্ত্তমানস্যাশিবায়েতি। ইত্যেবং ব্রুবতি চাচার্য্যে শিষ্যস্তথেতি ব্রূয়াৎ। যথোপদেশঞ্চ কুর্ব্বন্নধ্যাপ্যোঽতোঽন্যথা ত্বনধ্যাপ্যঃ। অধ্যাপ্যমধ্যাপয়ন্ হ্যাচার্য্যো যথোক্তৈশ্চাধ্যাপনফলৈর্যোগমবাপ্নোত্যন্যৈশ্চানুক্তৈঃ শ্রেয়স্করৈর্গুণৈঃ শিষ্যমাত্মানঞ্চ যুনক্তি। ইত্যধ্যাপনবিধিরুক্তঃ।

অতঃপর এইরূপ উপদেশ করিবে। দেবতা, অগ্নি, দ্বিজ, গুরু, বৃদ্ধ সিদ্ধ ও আচার্য্য-গণের সর্ব্বদা তুমি সম্বর্দ্ধনা করিবে। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলে, এই অগ্নি, এই সমস্ত গন্ধ রস রত্ন ও বীজ, এবং সমস্ত দেবতা তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার অন্যথাচরণ করিলে অমঙ্গল হইবে। আচার্য্য এইসমস্ত উপদেশ করিলে, শিষ্য তাহা প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিবেন। যে শিষ্য এইসকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, তাহাকেই অধ্যয়ন করাইবেন, উপদেশ পালন না করিলে, তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেন না। অধ্যাপনার উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যাপনা করিলে, আচার্য্য যথোক্ত অধ্যাপনফল লাভ করেন এবং আপনাকে ও শিষ্যকে অনুক্ত বহুবিধ শ্রেয়স্কর গুণসম্পন্ন করিতে পারেন। অধ্যাপন-বিধি কথিত হইল।

সম্ভাষাবিধিমত ঊৰ্দ্ধং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ভিষগ্ ভিষজা সহ সংভাষেত। তদ্বিদ্যসম্ভাষা হি জ্ঞানাভিযোগসংহর্ষকরী ভবতি, বৈশারদ্যমপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, বচনশক্তিমপি চাধত্তে, যশশ্চাভিদীপয়তি পূর্ব্বশ্রুতে চ সন্দেহবতঃ পুনঃ শ্রবণাৎ শ্রুতসংশয়মপকর্ষতি, শ্রুতে চাসন্দেহবতো ভূয়োঽধ্যবসায়মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, অশ্রুতমপি চ কিঞ্চিদর্থং শ্রোত্রবিষয়মাপাদয়তি, যচ্চাচার্য্যঃ শিষ্যায় শুশ্রূষবে প্রসন্নঃ ক্রমেণোপদিশতি গুহ্যাভিমতমর্থজাতম্, তৎ পরস্পরেণ সহ জল্পন্ পণ্ডেন বিজিগীষুরাহ সংহর্ষাৎ। তস্মাৎ তদ্বিদ্যসম্ভাষামভিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ।

অতঃপর সম্ভাষাবিধি ব্যাখ্যা করিব। চিকিৎসক চিকিৎসকের সহিত শাস্ত্রালাপ করিবেন। কারণ, শাস্ত্রালাপ দ্বারা জ্ঞানযোগ ও হর্ষলাভ হয়, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে, বচনশক্তি বর্দ্ধিত হয়, যশঃ বিস্তৃত হয়, পূর্ব্বশ্রুত বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়, শ্রুতবিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও অধিকতর আলোচনা হয়, কোন বিষয় অশ্রুত থাকিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য শুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, যে সকল গুহ্য বিষয়ের অভিমত ক্রমে ক্রমে উপদেশ করেন, পরস্পর বাদ প্রতিবাদ দ্বারা বিজিগীষু হইয়া সেইসকল বিষয়ও সোৎসাহে কহিতে থাকে, এইসমস্ত কারণে পণ্ডিতগণ তদ্বিদ্যসম্ভাষায় অর্থাৎ সমশাস্ত্রব্যবসায়ীর সহিত শাস্ত্রালাপের অতিশয় প্রশংসা করেন।

দ্বিবিধা তু খলু তদ্বিদ্যসম্ভাষা ভবতি। সন্ধায় সম্ভাষা বিগৃহ্য সম্ভাষা চ। তত্র জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নেনাকোপনেনানুপস্কৃতবিদ্যেনানসূয়কেনানুনেয়েনানুনয়কোবিদেন ক্লেশক্ষমেণ প্রিয়সম্ভাষণেন চ সহ সন্ধায় সম্ভাষা বিধীয়তে। তথাবিধেন সহ সংকথয়ন্ বিশ্রব্ধঃ কথয়েৎ পৃচ্ছেদপি চ বিশ্রব্ধঃ পৃচ্ছতশ্চাস্মৈ বিশ্রব্ধায় বিশদমর্থজাতং ব্রূয়াৎ। ন চ বিগ্রহভয়াদুদ্বিজেৎ। নিগৃহ্য চৈনং ন হৃষ্যেৎ, ন চ পরেষু বিকত্থেত। ন চ মোহাদেকান্তগ্রাহী স্যাৎ, ন চানুবিদিতমর্থমনুবর্ণয়েৎ। সম্যক্ চানুনয়েনানুনীয়েত, অনুনয়াচ্চ পরং তত্র চাবহিতঃ স্যাদিত্যনুলোমসম্ভাষাবিধিঃ।

তদ্বিদ্যসম্ভাষা দুইপ্রকার; সন্ধায় সম্ভাষা অর্থাৎ পরস্পর সন্ধি করিয়া শাস্ত্রালাপ, এবং বিগৃহ্য সম্ভাষা অর্থাৎ পরস্পর বিগ্রহ করিয়া শাস্ত্রালাপ। যিনি জ্ঞান বিজ্ঞান বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে শক্তিসম্পন্ন, অকোপনস্বভাব, মার্জ্জিতবিদ্য, অসূয়াশূন্য, অনুনেয় অর্থাৎ অনুনয়ের উপযুক্ত, অনুনয়বিৎ, ক্লেশসহিষ্ণু, ও প্রিয়সম্ভাষী, সেই ব্যক্তির সহিত সন্ধায় সম্ভাষা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির সহিত আলাপকালে বিশ্বস্ত হইয়া কথা কহিবে, বিশ্বস্তভাবে প্রশ্ন করিবে, এবং প্রশ্ন করিয়া সেই বিশ্বস্ত প্রতিপক্ষকে অর্থসমূহ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবে তাঁহার নিকট পরাজয়ভয়ে উদ্বিগ্ন হইবে না, তাঁহাকে পরাজিত করিয়াও হর্ষপ্রকাশ করিবে না, অপরের নিকট শ্লাঘা করিবে না, মোহবশতঃ একান্ত গ্রাহী হইবে না, অর্থাৎ কোন

ভ্রান্ত মত স্থাপনের জন্য অন্যায় তর্ক করিবে না, অনুবিদিত অর্থের অর্থাৎ তর্কের সময়ে যাহা অবগত হইবে সেই বিষয়ের অনুবর্ণন করিবে না। সম্যক্ অনুনয় বিনয় করিবে, এবং অনুনয়ের পরে শাস্ত্রালাপ বিষয়ে সাবধান হইবে। ইহাকে অনুলোমসম্ভাষাবিধিও কহে।

অত ঊর্দ্ধমিতরেণ সহ বিগৃহ্য সম্ভাষেত শ্রেয়সা যোগমাত্মনঃ পশ্যন্। প্রাগেব চ জল্পাজ্জল্পান্তরং পরাবরান্তরং পরিষদ্বিশেষাংশ্চ পরীক্ষেত সম্যক্। সম্যক্ পরীক্ষা হি বুদ্ধিমতাং কার্য্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিকালৌ শংসতি। তস্মাৎ পরীক্ষামভিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ। পরীক্ষ্যমাণস্তু খলু পরাবরান্তরমিমান্ জল্পকগুণান্ শ্রেয়স্করান্ দোষবতশ্চ পরীক্ষেত সম্যক্। তদ্যথা,—শ্রুতং বিজ্ঞানং ধারণং প্রতিভানং বচনশক্তিরিত্যেতান্ গুণান্ শ্রেয়স্করানাহুঃ। ইমান্ পুনর্দোষবতঃ, তদ্যথা—কোপনত্বমবৈশারদ্যং ভীরুত্বমধারণত্বমনবহিতত্বমিতি। এতান্ দ্বয়ানপি গুণান্ গুরুলাঘবতঃ পরস্য চৈবাত্মনশ্চ তুলয়েৎ।

ইতর ব্যক্তির সহিত অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন নহে তাহাদের সহিত, নিজের গুণোৎকর্ষ আছে কিনা বিবেচনা করিয়া বিগৃহ্য সম্ভাষা করিবে। বিগৃহ্য সম্ভাষার পূর্ব্বেই অপরের সহিত তাহার জল্পান্তর শ্রবণদ্বারা তাহার অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা, এবং সভার অবস্থা সম্যগ্‌রূপে পরীক্ষা করিবে। যেহেতু বুদ্ধিমান্ জনগণ এই সমস্ত বিষয়ের সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা পরীক্ষাকালে, বাদ-প্রতিবাদকারীর এইসমস্ত শ্রেয়স্কর গুণ ও দোষের বিষয় পরীক্ষা করিবে। যথা,—শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রজ্ঞান, ধারণাশক্তি, প্রতিভা ও বাক্‌শক্তি, এই কয়েকটিকে জল্পকের শ্রেয়স্কর গুণ কহে। আর এই কয়েকটিকে দোষ কহে; যথা—কোপনস্বভাব, অনিপুণতা, ভীরুতা, ধারণাশক্তির অভাব ও অমনোযোগ। নিজেরও অপরের এই সকল গুণ ও দোষ উভয়বিষয়েরই তুলনা করিবে।

তত্র ত্রিবিধঃ পরঃ সম্পদ্যতে, প্রবরঃ প্রত্যবরঃ সমো বা গুণবিনিক্ষেপতো নত্বেবং কাৎস্নেন।

পরিষত্তু খলু দ্বিবিধা, জ্ঞানবতী মূঢ়া পরিষচ্চ। সৈব দ্বিবিধা সতী ত্রিবিধা পুনরনেন কারণবিভাগেন সুহৃৎপরিষৎ, উদাসীনপরিষৎ, প্রতিনিবিষ্টপরিষচ্চেতি।

পর অর্থাৎ প্রতিপক্ষ তিন প্রকার, প্রবর (শ্রেষ্ঠ), প্রত্যবর (নিকৃষ্ট) ও সম। কিন্তু এই ত্রিবিধত্ব কতকগুলি গুণ ও দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ঘটিয়া থাকে, সমুদায় দোষ ও গুণের অভাব-অস্তিত্ব লইয়া নহে। পরিষৎ অর্থাৎ বিচারসভা দুই প্রকার; জ্ঞানবতী সভা (জ্ঞানবানের সভা) ও মূঢ়সভা (মূর্খের সভা)। এই দুইপ্রকার সভা, আবার কারণবিভাগানুসারে ত্রিবিধ হইয়া থাকে; যথা—সুহৃৎসভা (যেখানে নিজের সুহৃৎগণ উপস্থিত থাকেন), উদাসীন সভা (যেখানে নিরপেক্ষ সভ্য উপস্থিত থাকেন), এবং প্রতিনিবিষ্ট সভা (যেখানে কাহারও সহিত সদ্ভাব না থাকে)।

তত্র প্রতিনিবিষ্টায়াং পরিষদি জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নায়াং মূঢ়ায়াং বা ন কথঞ্চিৎ কেনচিৎ সহ জল্পোবিধীয়তে। মূঢ়ায়াস্তু সুহৃৎ পরিষদি উদাসীনায়াং বা জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তীরন্তরেণাপি দীপ্তযশোমহাজনবিদ্বিষ্টেনাপি সহ জল্পো বিধীয়তে। তদ্বিধেন চ সহ কথয়তা ত্বাবিদ্ধদীর্ঘসূত্রসঙ্কুলৈর্বাক্যদণ্ডকৈঃ কথয়িতব্যম্। অতিহৃষ্টং মুহুর্মুহুরুপহসতা পরং নিরূপয়তা চ পরিষদমাকারৈর্ব্রুবতশ্চাস্য বাক্যাবকাশো ন দেয়ঃ। কষ্টং শব্দঞ্চ ব্রুবতা বক্তব্যো নোচ্যতে। অথবা পুনর্হীনা তে প্রতিজ্ঞেতি পুনশ্চাহ্বয়মানঃ প্রতিবক্তব্যঃ। পরিসংবৎসরো ভবান্ শিক্ষতাং তাবদ্ গুরুমুপাসিতো নূনং। অথবা পর্য্যাপ্তমেতাবৎ তে। সকৃদেব হি পরিক্ষেপিকং নিহতং নিহতমাহুরিতি ন্যাসযোগঃ কর্ত্তব্যঃ কথঞ্চিৎ। অপ্যেবং শ্রেয়স সহ বিগৃহ্য বক্তব্যমিত্যাহুরেকে। ন ত্বেবং জ্যায়সা সহ বিগ্রহং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।

এই সকল সভার মধ্যে প্রতিনিবিষ্ট সভা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচনশক্তি-সম্পন্নই হউক বা মূঢ়ই হউক, সেখানে কাহারও সহিত কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় সুহৃৎ-সভায় বা মূঢ় উদাসীনসভায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচনশক্তি না থাকিলেও অতিযশস্বী মহাজনবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিতও বাদপ্রতিবাদ করা অবিহিত নহে। সেইরূপ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে হইলে, জটিল ও দীর্ঘসূত্রসঙ্কুল বাক্যদণ্ড দ্বারা বাদানুবাদ করিবে। সভ্যগণের নিকট প্রতিপক্ষকে আকার-ইঙ্গিতদ্বারা সঙ্কেতিত করিয়া, অতিহর্ষে বারংবার উপহাস করিবে। তাহাকে বলিবার অবসর দিবেনা। দুর্ব্বোধ বাক্য প্রয়োগ করিবে। তাহাকে বলিবে,—"তুমি আর কিছু বলিওনা, অথবা পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলিবে ওহে! তোমার প্রতিজ্ঞা [বিচার্য্য বিষয়] হীন হইয়াছে, এখনও এক বৎসর গুরুর উপাসনা করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, অথবা ইহাই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে।" একবার কোন বাক্য পরিক্ষিপ্ত হইলেই "পরাজিত হইয়াছে, পরাজিত হইয়াছে" বলিয়া, কোনরূপে ন্যাসযোগ অবলম্বন করিবে অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিবে।

কেহ কেহ বলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিতও বিগৃহ্য সম্ভাষা করিবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ বিদ্যাজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত বিগৃহ্য সম্ভাষা প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করেন না।

প্রত্যবরেণ তু সহ সমানাভিমতেন বা বিগৃহ্য জল্পতা সুহৃৎপরিষদি কথয়িতব্যম্। অথবাপ্যুদাসীনপরিষদি অবধানশ্রবণজ্ঞানবিজ্ঞানোপধারণবচনপ্রতিবচন-শক্তিসম্পন্নায়াং কথয়তা চাবহিতেন পরস্পরসাদ্গুণ্যদোষবলমবেক্ষিতব্যম্। সমবেক্ষ্য চ যত্রৈনং শ্রেষ্ঠং মন্যেত,নাস্য তত্র জল্পং যোজয়েদনাবিষ্কৃতমযোগং কুর্ব্বন্। যত্র ত্বেনমবরং মন্যেত তত্রৈবৈনমাশু নিগৃহ্লীয়াৎ।

নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অথবা সমান প্রতিপক্ষের সহিত সুহৃৎসভায় বাদ-প্রতিবাদ করিবে। অবধান শ্রবণ জ্ঞান বিজ্ঞান উপধারণ বচন ও প্রতিবচনের শক্তিসম্পন্ন উদাসীন

সভায় বাদ-প্রতিবাদ করিতে হইলে, সাবধান হইয়া পরস্পরের গুণ ও দোষের বল বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্য করিয়া যেখানে প্রতিপক্ষকে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে, সেখানে কোনরূপ অপ্রকাশিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বাদ-প্রতিবাদ করিবেনা। কিন্তু যেখানে প্রতিপক্ষকে নিকৃষ্ট মনে হইবে, সেখানে তাহাকে আশু পরাজিত করিবে।

তত্র খল্বিমে প্রত্যবরাণামাশুনিগ্রহে ভবন্ত্যুপায়াঃ। তদ্‌যথা—শ্রুতহীনং মহতা সূত্রপাঠেনাভিভবেৎ, বিজ্ঞানহীনং পুনঃ কষ্টশব্দেন বাক্যেন, বাক্যধারণাহীনমাবিদ্ধদীর্ঘসূত্রসঙ্কুলৈর্বাক্যদণ্ডকৈঃ, প্রতিভাহীনং পুনর্বচনেনানেকবিধেনানেকার্থবাচিনা, বচনশক্তিহীনমর্দ্ধোক্তস্য বাক্যস্য ক্ষেপণেন, অবিশারদমপত্রপণেন, কোপনমায়াসেন, ভীরুং বিত্রাসনেন, অনবহিতং নিয়মনেনেতি। এবমেতৈরুপায়ৈরবরমভিভবেৎ।

নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে শীঘ্র পরাজিত করিবার উপায় এই গুলি; যথা—যে শ্রুতহীন অর্থাৎ যেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহাকে মহৎসূত্রপাঠদ্বারা পরাজিত করিবে, যে শাস্ত্রতত্ত্বে জ্ঞানহীন, তাহাকে দুর্ব্বোধ বাক্য প্রয়োগদ্বারা; যে বাক্য ধারণা করিতে পারেনা, তাহাকে জটিল-দীর্ঘ-সূত্রসঙ্কুল বাক্যদণ্ডদ্বারা, প্রতিভাহীনকে অনেকপ্রকার অনেকার্থবাচী বাক্যদ্বারা, বচনশক্তিহীনকে অর্দ্ধোক্ত বাক্যে বাধাপ্রদানদ্বারা, অপ্রতিভকে লজ্জাজনক বাক্যদ্বারা, কোপনস্বভাব ব্যক্তিকে ক্লেশজনক বাক্যদ্বারা, এবং অনবহিতকে নিয়ত বচনদ্বারা পরাজিত করিবে। এইসকল উপায়দ্বারা নিকৃষ্ট প্রতিপক্ষকে পরাভব করিতে হয়।

তত্র শ্লোকৌ

বিগৃহ্য কথয়েদ্ যুক্ত্যা যুক্তঞ্চ ন নিবারয়েৎ।
বিগৃহ্য ভাষা তীব্রং হি কেষাঞ্চিদ্দ্রোহমাবহেৎ॥
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যমপি বিদ্যতে।
কুশলা নাভিনন্দন্তি কলহং সমিতৌ সতাম্।

বিগৃহ্য সম্ভাষায় যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিবে। প্রতিপক্ষের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বাধা দিবেনা। যেহেতু বিগৃহ্য সম্ভাষায় কাহারও কাহারও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ হইলে কিছুই অকার্য্য বা অবাচ্য থাকেনা, সেইজন্য পণ্ডিতগণ সজ্জনসমাজে কলহ অনুমোদন করেন না।

এবং প্রবৃত্তে তু বাদে প্রাগেব কার্য্যাদ্ বাদাৎ তাবদিদং কর্ত্তুং যতেত। সন্ধায় পরিষদাঽয়নভূতমাত্মনঃ প্রকরণমাদেশয়িতব্যম্। যদ্বা পরস্য ভৃশদুর্গং স্যাৎ পক্ষম্ পরস্য বা ভৃশং বিমুখমানয়েৎ। পরিষদি চোপসংহিতায়ামশক্যমস্যাভির্বক্তুম্, এষৈব তে পরিষদ্ যথেষ্টং যথাযোগং যথাভিপ্রায়ং বাদং বাদমর্য্যাদাঞ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমাসীত।

বাদ-প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বেই এইরূপ করিতে যত্ন করিবে। যথা—সভার সহিত সন্ধি করিয়া, যাহাতে নিজের জয়লাভের উপায় হয়, সেইরূপ প্রকরণ উপস্থিত করিবে। অথবা যেরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রতিপক্ষের অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, কিংবা যাহা প্রতিপক্ষের বিমুখজনক, সেই

প্রশ্ন উত্থাপন করিবে। তৎপরে বলিবে, এই সভা উপস্থিত থাকিতে আমি নিজে কিছু বলিতে পারিনা, এই সভাই তোমার যথেষ্ট যথাযোগ্য ও যথাভিপ্রায় বাদ এবং বাদমর্য্যাদা স্থাপন করিবেন। এই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে।

তত্রেদং বাদমর্য্যাদালক্ষণং ভবতি। ইদং বাচ্যমিদমবাচ্যমেবং সতি পরাজিতো ভবতীতি ইমানি খলু পদানি ভিষগ্‌ভির্বাদমার্গজ্ঞানার্থমধিগম্যানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—বাদো, দ্রব্যং, গুণাঃ কর্ম্ম, সামান্যং, বিশেষঃ, সমবায়ঃ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতুঃ, দৃষ্টান্তঃ, উপনয়ঃ, নিগমনম্, উত্তরম্, সিদ্ধান্তঃ, শব্দঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানম্, ঐতিহ্যম্, ঔপম্যম্, সংশয়ঃ, প্রয়োজনং, সব্যভিচারম্, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়ঃ, অর্থপ্রাপ্তিঃ, সম্ভবঃ, অনুযোজ্যম্, অননুযোজ্যম্, অনুযোগঃ, প্রত্যনুযোগঃ, বাক্যদোষঃ, বাক্যপ্রশংসা, ছলম্, হেতুঃ, অতীতকালম্, উপালম্ভঃ, পরিহারঃ, প্রতিজ্ঞাহানিঃ, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তরম্, অর্থান্তরং, নিগ্রহস্থানমিতি।

বাদবিষয় কতকগুলি সীমালক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা বলিতে পারিবে, ইহা বলিতে পারিবেনা, এইরূপ হইলে পরাজিত হইবে, ইত্যাদি নিয়মকে বাদমর্য্যাদা লক্ষণ কহে। বাদবিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য এই কয়েকটি বিষয় চিকিৎসকের অবগত থাকা আবশ্যক। যথা—বাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থপ্রাপ্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্যপ্রশংসা, ছল, হেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান।

তত্র তু বাদো নাম স যৎ পরঃ পরেণ সহ শাস্ত্রপূর্ব্বকম্ বিগৃহ্য কথয়তি। স চ দ্বিবিধঃ সংগ্রহেণ জল্পো বিতণ্ডা চ। তত্র পক্ষাশ্রিতয়োর্বচনং জল্পঃ। জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা। যথৈকস্য পক্ষঃ পুনর্ভবোঽস্তীতি নাস্তীত্যপরস্য। তৌ চ স্বস্বপক্ষহেতুভিঃ স্বস্বপক্ষং স্থাপয়তঃ পরপক্ষমুদ্ভাবয়তঃ, এষ জল্পো ; জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা। বিতণ্ডা নাম পরপক্ষদোষবচনমাত্রমেব।

পরস্পর বিগ্রহ করিয়া শাস্ত্রপূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহার নাম বাদ। বাদ সাধারণতঃ দুই প্রকার ; জল্প ও বিতণ্ডা। বাদী ও প্রতিবাদী এক একটি পক্ষ আশ্রয় করিয়া যে বাদ-প্রতিবাদ করে, তাহার নাম জল্প। জল্পের বিপরীতই বিতণ্ডা। যথা এক পক্ষের কথা পুনর্জন্ম আছে, অপরপক্ষের কথা পুনর্জন্ম নাই ; উভয়ে স্ব স্ব পক্ষের হেতুপ্রদর্শন দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপনা করিবে এবং পর পক্ষকে নিরস্ত করিবে ; ইহারই নাম জল্প। জল্পের বিপর্য্যয় বিতণ্ডা, অর্থাৎ পরপক্ষের বাক্যে কেবল দোষপ্রদর্শন করাকে বিতণ্ডা কহে।

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ স্বলক্ষণৈঃ শ্লোকস্থানে পূর্ব্বমুক্তাঃ।

অথ প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা নাম সাধ্যবচনং, যথা নিত্যঃ পুরুষ ইতি।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সকলের স্ব স্ব লক্ষণ পূর্ব্বে সূত্রস্থানে কথিত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা।—সাধ্যনির্দ্দেশ অর্থাৎ যে বিষয়ের স্থাপনা করিতে হইবে সেই বিষয়নির্দ্দেশের নাম প্রতিজ্ঞা। যথা পুরুষ নিত্য।

অথ স্থাপনা। স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াহেতুদৃষ্টান্তোপনয়-নিগমনৈঃ স্থাপনা, পূর্ব্বং হি প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎ স্থাপনা, কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি? যথানিত্যঃ পুরুষইতি প্রতিজ্ঞা, হেতুরকৃতকত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো যথাকাশমিতি, উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং তথা পুরুষ ইতি, নিগমনং তস্মান্নিত্য ইতি।

স্থাপনা—হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞার স্থাপনাকে স্থাপনা কহে। প্রথমে প্রতিজ্ঞা, তারপর স্থাপনা যেহেতু প্রতিজ্ঞানির্দ্দেশ না করিয়া কিসের স্থাপনা করিবে? যথা—পুরুষ নিত্য এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। তাহার হেতু অকৃতকত্ব অর্থাৎ পুরুষ কাহারও কৃত নহে এই কারণে নিত্য। দৃষ্টান্ত যথা আকাশ। উপনয় যথা আকাশ অকৃতক অর্থাৎ কাহারও কৃত নহে, পুরুষও সেইরূপ অকৃতক। নিগমন—অতএব পুরুষ নিত্য।

অথ প্রতিষ্ঠাপনা। প্রতিষ্ঠাপনা নাম যা তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতি বিপরীতার্থস্থাপনা। যথা অনিত্যঃ পুরুষ ইতি বিপরীতার্থপ্রতিজ্ঞা হেতুরৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো যথা ঘট ইতি, উপনয়ো যথা ঘট ঐন্দ্রিয়কঃ স চানিত্যস্তথা চায়মিতি, নিগমনং তস্মাদনিত্য ইতি।

প্রতিষ্ঠাপনা।—সেই প্রতিজ্ঞার বিপরীতার্থ স্থাপনার নাম প্রতিষ্ঠাপনা। যথা পুরুষ অনিত্য, ইহা বিপরীতার্থ প্রতিজ্ঞা। হেতুঐন্দ্রিয়কত্ব অর্থাৎ পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এই জন্য অনিত্য। দৃষ্টান্ত যথা ঘট। উপনয়-যেমন ঘট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং অনিত্য, পুরুষও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং অনিত্য। নিগমন অতএব পুরুষ অনিত্য।

অথ হেতুঃ। হেতুর্নামোপলব্ধিকারণং তৎ প্রত্যক্ষমনুমানমৈতি-হ্যমুপমানমিত্যেভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্।

অথ দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তো নাম স যত্র মূর্খবিদুষাং বুদ্ধিসাম্যং, তেনৈব যদ্ বর্ণ্যং বর্ণয়তীতি, যথাগ্নিরুষ্ণো দ্রবমুদকং স্থিরা পৃথিবী আদিত্যঃ প্রকাশক ইতি যথা আদিত্যঃ প্রকাশকস্তথা সাঙ্খ্যজ্ঞানং প্রকাশকমিতি।

উপনয়ো নিগমনঞ্চোক্তং স্থাপনাপ্রতিষ্ঠাপনাব্যাখ্যায়াম্।

হেতু।-উপলব্ধিকারণের নাম হেতু, অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি হয়, তাহাকে হেতু কহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান, এই চতুর্ব্বিধ হেতুদ্বারা যাহা উপলব্ধ হয় তাহাই তত্ত্ব; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান এই চারিপ্রকার হেতুদ্বারা তত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত।—যে বিষয়ে মূর্খ ও পণ্ডিতের বুদ্ধিসাম্য থাকে, অর্থাৎ মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই সমানভাবে যাহা বুঝিতে পারে, এবং যে সেই সাম্যদ্বারা বর্ণনীয় বিষয় বর্ণন করে, তাহার

নাম দৃষ্টান্ত। যেমন অগ্নি উষ্ণ, জল দ্রব, পৃথিবী স্থিরা, ও সূর্য্য প্রকাশক। অর্থাৎ সূর্য্য যেমন প্রকাশক, সাংখ্যজ্ঞানও সেইরূপ প্রকাশক। উপনয় ও নিগমন স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠাপনা ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

অথ উত্তরম্। উত্তরং নাম সাধর্ম্ম্যোপদিষ্টে হেতৌ বৈধর্ম্ম্যবচনং বৈধর্ম্ম্যোপদিষ্টে বা হেতৌ সাধর্ম্ম্যবচনং। যথা হেতুসধর্ম্মাণো বিকারাঃ, শীতকস্য হি ব্যাধের্হেতুভিঃ সাধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি ব্রুবতঃ পরো ব্রূয়াদ্ হেতুবিধর্ম্মাণো বিকারাঃ যথা শরীরাবয়বানাং দাহৌষ্ণ্য-কোথপ্রপচনে হেতুভির্বৈধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি। এতৎ সবিপর্য্যয়মুত্তরম্।

উত্তর।—সাধর্ম্ম্যদ্বারা হেতু প্রদর্শিত হইলে বৈধর্ম্ম্যপ্রদর্শন, অথবা বৈধর্ম্ম্যদ্বারা হেতু প্রদর্শিত হইলে সাধর্ম্ম্য প্রদর্শনের নাম উত্তর। যথা,—বিকারসমূহ হেতুর সমানধর্ম্মী; যেহেতু শীতজনিত ব্যাধির শীতলহেতুর সহিত সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে হিম-শিশির-বাতসংস্পর্শ, তাহা শীতজনিত ব্যাধির বৃদ্ধির কারণ। এক পক্ষ এই কথা বলিলে, অপর ব্যক্তি বলিবে, বিকারসকল হেতুর বিপরীতধর্ম্মী; যেমন শরীরাবয়বসমূহের দাহ উষ্ণতা কোথ ও পচন বিষয়ে, তাহাদের হেতুর বিপরীতধর্ম্মী যে হিম-শিশিরবাতসংস্পর্শ, তাহাদের দ্বারা ঐ সকল ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। ইহাকে সবিপর্য্যয় উত্তর কহে।

অথ সিদ্ধান্তঃ। সিদ্ধান্তো নাম স যঃ পরীক্ষকৈর্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ। স চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তোঽধি-করণসিদ্ধান্তোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি। তত্র সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম তস্মিংস্তস্মিন্ সর্ব্বস্মিংস্তন্ত্রে তৎ প্রসিদ্ধং, সন্তি নিদানানি, সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানাং ব্যাধীনামিতি। প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম তস্মিংস্তস্মিন্নৈকৈকস্মিংস্তন্ত্রে তত্তৎ প্রসিদ্ধং, যথান্যত্রাষ্টৌ রসাঃ ষড়ত্ররসাঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যত্র ষড়িন্দ্রিয়াণ্যন্যত্র তন্ত্রে, বাতাদিকৃতাঃ সর্ব্বে বিকারা যথান্যত্র, অত্র বাতাদি-কৃতা ভূতকৃতাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ। অধিকরণসিদ্ধান্তো নাম যস্মিন্নধিকরণে প্রস্তূয়-মানে সিদ্ধান্যন্যান্যপি অধিকরণানি ভবন্তি, যথা ন মুক্তঃ কর্ম্মানুবন্ধিকং কুরুতে নিস্পৃহত্বাদিতি প্রস্তুতে সিদ্ধাঃ কর্ম্মফলমোক্ষপুরুষপ্রেত্যভাবাঃ স্যুঃ। অভ্যুপগমসিদ্ধান্তো নাম স যমর্থমসিদ্ধমপরীক্ষিতমনুপদিষ্ট-মহেতুকং বা বাদকালেঽভ্যুপগচ্ছন্তি ভিষজঃ। তদ্যথা দ্রব্যং প্রধান-মিতি কৃত্বা বক্ষ্যামঃ, গুণঃ প্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যাম ইত্যেবমাদিশ্চতু-র্ব্বিধঃ সিদ্ধান্তঃ।

সিদ্ধান্ত।—পরীক্ষকগণ বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া, এবং হেতুসমূহদ্বারা সাধন করিয়া, যে নির্ণয় স্থাপন করেন, তাহাই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার; সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। প্রধান প্রধান সমুদায় তন্ত্রে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার নাম

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন রোগ সমূহের নিদান আছে, রোগ আছে, এবং সাধ্য রোগ সমূহের চিকিৎসার উপায়ও আছে; ইহা সমস্ত আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান এক এক তন্ত্রে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন অন্য তন্ত্রের মতে রস আট প্রকার, এই তন্ত্রের মতে রস ছয়প্রকার। এই তন্ত্রের মতে ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার, অন্য-তন্ত্রের মতে ইন্দ্রিয় ছয়প্রকার। অন্য তন্ত্রের মতে রোগসকল বাতাদি কৃত, এই তন্ত্রের মতে রোগসকল বাতাদিকৃত ও ভূতকৃত। যে অধিকরণ প্রস্তুত করিতে অর্থাৎ যে বিষয় সিদ্ধ করিতে অন্যান্য অধিকরণ (বিষয়) সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে অধিকরণসিদ্ধান্ত কহে। নিস্পৃহত্ব হেতু মুক্ত পুরুষ আনুবন্ধিক অর্থাৎ পরজন্মে ফলপ্রদ কর্ম্ম করেন না; এই বিষয় বলাতেই কর্ম্মফল, মুক্তি ও পুরুষের পরজন্ম, এই কয়েকটি বিষয় সিদ্ধ হইল। চিকিৎসক বাদকালে যে সকল অসিদ্ধ, অপরীক্ষিত, অনুপদিষ্ট ও অহেতুক বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। যথা—আমি দ্রব্যকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিব, গুণকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিব, অথবা কর্ম্মকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিব, ইত্যাদি। চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের বিষয় কথিত হইল।

অথ শব্দঃ। শব্দো নাম বর্ণসমাম্নায়ঃ। স চতুর্ব্বিধো দৃষ্টার্থশ্চা-দৃষ্টার্থশ্চ সত্যশ্চানৃতশ্চেতি। তত্র দৃষ্টার্থো নাম ত্রিভির্হেতুভি র্দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ষড়্ভিরুপক্রমৈশ্চ প্রশাম্যন্তি, সতি শ্রোত্রাদিসদ্ভাবে শব্দাদি-গ্রহণমিতি। অদৃষ্টার্থঃ পুনরস্তি প্রেত্যভাবোঽস্তি মোক্ষ ইতি। সত্যো নাম যথার্থভূতঃ, সন্ত্যায়ুর্ব্বেদোপদেশাঃ সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানাম্ ব্যাধীনাম্ সন্ত্যারম্ভফলানীতি। সত্যবিপর্য্যয়াচ্চানৃতঃ।

শব্দ।—বর্ণের সমাম্নায় অর্থাৎ সঙ্গতির নাম শব্দ। শব্দ চতুর্ব্বিধ, দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য, ও অনৃত। দৃষ্টার্থ যথা—তিনপ্রকার হেতু দ্বারা বাতাদি দোষসমূহ প্রকুপিত হয়, ছয়প্রকার চিকিৎসা দ্বারা তাহারা প্রশমিত হয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় থাকিলে শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ হইয়া থাকে। অদৃষ্টার্থ যথা পুনর্জ্জন্ম আছে, মোক্ষ আছে। যথার্থভূতের নাম সত্য, যথা—আয়ুর্ব্বেদোপদেশ আছে, সাধ্য রোগসমূহের সিদ্ধির উপায় আছে, আরব্ধ কার্য্যের ফল আছে। সত্যের বিপরীতকে অনিত্য বা অসত্য কহে।

অথ প্রত্যক্ষম্। প্রত্যক্ষং নাম তদ্যদাত্মনা চেন্দ্রিয়ৈশ্চ স্বয়মুপলভ্যতে। তত্রাত্মপ্রত্যক্ষাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ, শব্দাদয়স্ত্বিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাঃ।

প্রত্যক্ষ। যাহা আত্মাদ্বারা বা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। তন্মধ্যে সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষাদি বিষয় আত্ম প্রত্যক্ষ, এবং শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ।

অথানুমানং। অনুমানং নাম তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ, যথা—অগ্নিং জরণ-শক্ত্যা বলং ব্যায়ামশক্ত্যা শ্রোত্রাদীনি শব্দাদিগ্রহণেনেত্যেবমাদিঃ।

অনুমান।—যুক্তিসঙ্গত তর্কের নাম অনুমান। যেমন পরিপাক—শক্তিদ্বারা জঠরাগ্নি, পরিশ্রম—শক্তিদ্বারা বল, শব্দাদিগ্রহণ দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয় অনুমিত হইয়া থাকে।

ঐতিহ্যম্। ঐতিহ্যং নাম আপ্তোপদেশো বেদাদিঃ।

অথ ঔপম্যম্। ঔপম্যং নাম তদ্যদন্যেনান্যস্ত সাদৃশ্যমধিকৃত্য প্রকাশনং, যথা দণ্ডেন দণ্ডকস্য ধনুষা ধনুস্তম্ভস্যেষ্বাসিনারোগ্যদস্যেতি।

ঐতিহ্য। বেদাদি আপ্তোপদেশকে ঐতিহ্য কহে। ঔপম্য। অন্যের সাদৃশ্যদ্বারা অন্যের বিষয় প্রকাশকে ঔপম্য কহে। যথা দণ্ডের সহিত দণ্ডকাপতনকের, ধনুর সহিত ধনুস্তম্ভের এবং বাণক্ষেপীর সহিত চিকিৎসকের উপমা।

অথ সংশয়ঃ। সংশয়ো নাম সন্দিগ্ধেম্বর্থেম্বনিশ্চয়ঃ। যথা কিমকালমৃত্যুরস্তি নাস্তীতি। দৃষ্টাশ্চায়ুষ্মল্লক্ষণৈরুপেতাশ্চানুপেতাশ্চ তথাঽক্রিয়াঃ সক্রিয়াশ্চ পুরুষাঃ শীঘ্রভঙ্গাশ্চিরজীবিনশ্চ, তদুভয়দৃষ্টত্বাৎ সংশয়ঃ কিমস্তি খল্বকালমৃত্যুরুত নাস্তীতি।

সংশয়।—সন্দিগ্ধ বিষয়ে অনিশ্চয়ের নাম সংশয়। যেমন অকালমৃত্যু আছে কি নাই? কেহ দীর্ঘজীবীর লক্ষণযুক্ত ও যথাযথ চিকিৎসাকারী হইয়াও ক্ষণধ্বংসী, আবার কেহবা দীর্ঘজীবীর লক্ষণহীন ও যথাকালে চিকিৎসা কার্য্যে উদাসীন হইয়াও দীর্ঘজীবী হয়। এইরূপ উভয়ই দেখিতে পাওয়ার জন্য সংশয় হয় অকালমৃত্যু আছে কি নাই।

অথ প্রয়োজনম্। প্রয়োজনং নাম যদর্থমারভ্যন্তে আরম্ভাঃ, তদযথা যদ্যকালমৃত্যুরস্তি ততোঽহমাত্মানমায়ুষ্যৈরুপচরিষ্যাম্যনায়ুষ্যাণি চ পরিহরিষ্যামি কথং মামকালমৃত্যুঃ প্রসহেতেতি প্রয়োজনম্।

প্রয়োজন।—যে ফলের জন্য কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তাহাই প্রয়োজন। যথা যদি অকালমৃত্যু থাকে, তাহা হইলে আমি আয়ুষ্কর বিষয়সকলের সেবন করিব, এবং আয়ুর অহিতকর বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিব, সুতরাং আমার অকালমৃত্যু হইবে কেন? এখানে অকালমৃত্যুর নিবারণই প্রয়োজন।

অথ সব্যভিচারম্। সব্যভিচারং নাম যদ্ব্যভিচরণং, যথা ভবেদিদমৌষধং তস্মিন্ ব্যাধৌ যৌগিকমথবা নেতি।

অথ জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা নাম পরীক্ষা, যথা ভেষজপরীক্ষোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে।

অথ ব্যবসায়ঃ। ব্যবসায়ো নাম নিশ্চয়ঃ, যথা বাতিকএবায়ং ব্যাধিরিদমেবাত্র ভেষজঞ্চ।

সব্যভিচার। যে ব্যভিচরণ করে অর্থাৎ যাহা কোথাও সিদ্ধ হয় কোথাও হয় না, তাহাকেই সব্যভিচার কহে। যথা—এই ঔষধ সেই রোগে উপযুক্ত হইবে কি না?

জিজ্ঞাসা—পরীক্ষার নাম জিজ্ঞাসা। (জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা, প্রমাণাদিদ্বারা পরীক্ষা করিয়াই জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিতে হয়; সুতরাং পরীক্ষাই জিজ্ঞাসা।) যথা উত্তরকালে ঔষধপরীক্ষার উপদেশ করিব।

ব্যবসায়। নিশ্চয়কে ব্যবসায় কহে। যথা—এই রোগ বায়ুজ, এবং ইহাই ইহাতে ঔষধ।

অথার্থপ্রাপ্তিঃ। অর্থপ্রাপ্তির্নাম যত্রৈকেনার্থেনোক্তেনাপরস্যার্থস্যা-

ক্তস্য চ সিদ্ধিঃ। যথা নায়ং সন্তর্পণসাধ্যো ব্যাধিরিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তি-রপতর্পণসাধ্যোঽয়মিতি। নানেন দিবাভোক্তব্যমিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তি-র্নিশি ভোক্তব্যমিতি।

অথ সম্ভবঃ। সম্ভবো নাম যো যতঃ সম্ভবতি স তস্য সম্ভবঃ। যথা ষড়্ ধাতবো গর্ভস্য, ব্যাধেরহিতং, হিতমারোগ্যস্যেতি।

অর্থপ্রাপ্তী এক বিষয়ের উক্তিদ্বারা অপর অনুক্ত বিষয়ের সিদ্ধি হইলে, তাহাকে অর্থ প্রাপ্তি কহে। যথা এই রোগ সন্তর্পণসাধ্য নহে, ইহা বলিলে এই ব্যাধি অপতর্পণসাধ্য এই অর্থপ্রাপ্তি হয়; এবং এই ব্যক্তির দিবাভোজন কর্ত্তব্য নহে, ইহা বলিলে ইহার রাত্রিভোজন কর্ত্তব্য, এই অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সম্ভব।—যাহা সম্ভূত হয়, তাহাই তাহার সম্ভব। যথা—ষড়ধাতু গর্ভের, অহিতাচরণ ব্যাধির, হিতাচার আরোগ্যের সম্ভব।

অথানুযোজ্যম্। অনুযোজ্যং নাম যদ্বাক্যং বাক্যদোষযুক্তং তদনু-যোজ্যমুচ্যতে। সামান্যব্যাহৃতেষ্বর্থেষু বা বিশেষগ্রহণার্থং তদ্বাক্যমনু-যোজ্যম্। যথা সংশোধনসাধ্যোঽয়ং ব্যাধিরিত্যুক্তে কিং বমনসাধ্যো-ঽয়ং কিং বিরেচনসাধ্য ইত্যনুযুজ্যতে।

অথানমুযোজ্যম্। অননুযোজ্যং নামাতো বিপর্য্যয়েণ যথায়মসাধ্যঃ।

অনুযোজ্য। যে বাক্য বাক্যদোষযুক্ত, তাহাকে অনুযোজ্য কহে —অথবা সাধারণভাবে কোন বিষয় উক্ত হইলে, তাহাতে বিশেষ গ্রহণার্থ যে বাক্য কথিত হয়, তাহাও অনুযোজ্য। যথা—এই ব্যাধি সংশোধনসাধ্য এই কথা বলিলে, যদি প্রশ্ন করা যায় ইহা কি বমন সাধ্য? তাহা হইলে এই বাক্য অনুযোজ্য হইবে। অর্থাৎ সংশোধনসাধ্য বাক্য দ্বারা বমন-বিরে-চনাদি পঞ্চকর্ম্মসাধ্য ইহাই বুঝা উচিত, সেস্থলে কেবল বমনসাধ্য বা বিরেচনসাধ্য, এরূপ অর্থ করিলে, অবশ্যই তাহা অনুযোগযোগ্য হইয়া থাকে

অননুযোজ্য।— অনুযোজ্য বাক্যের বিপরীত বাক্যকে অননুযোজ্য কহে। যথা এই ব্যাধি অসাধ্য।

অথানুযোগঃ। অনুযোগো নাম স যৎ তদ্বিদ্যানাং তদ্বিদ্যৈরেব সার্দ্ধং তন্ত্রে তন্ত্রৈকদেশে বা প্রশ্নঃ প্রশ্নৈকদেশো বা জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচন-পরীক্ষার্থমাদিশ্যতে। অথবা নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞাতে যৎ পরঃ কো হেতুরিত্যাহ সোঽনুযোগঃ। —

অথ প্রত্যনুযোগঃ। প্রত্যনুযোগো নাম অনুযোগস্যানুযোগঃ। যথা অস্যানুযোগস্য পুনঃ কো হেতুরিতি।

অনুযোগ।—সমশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ পরস্পর জ্ঞানার্থ বিজ্ঞানার্থ বচন-প্রতিবচনার্থ বা পরীক্ষার্থ তন্ত্র বা তন্ত্রের একদেশ বিষয়ে যে প্রশ্ন বা প্রশ্নাংশ করেন, তাহাকেই অনুযোগ কহে। অথবা এক ব্যক্তি "পুরুষ নিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে, অপর ব্যক্তি যদি "কি হেতু পুরুষ নিত্য" এইরূপ প্রশ্ন করেন, তবে তাহাকেও অনুযোগ বলা যায়।

প্রত্যনুযোগ -অনুযোগের অনুযোগকে প্রত্যনুযোগ কহে। যথা—"কি হেতু পুরুষ নিত্য" এইরূপ অনুযোগের পরে যদি আবার প্রশ্ন করা যায় "তোমার এই অনুযোগের হেতু কি?" তবে তাহাই প্রত্যনুযোগ।

অথ বাক্যদোষঃ। বাক্যদোষো নাম যথা খল্বস্মিন্নর্থে ন্যূনমধিক-মনর্থকমপার্থকং বিরুদ্ধঞ্চেতি। নৈতানি বিনা প্রকৃতোঽর্থঃ প্রণশ্যেৎ।

তত্র ন্যূনম্। প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানামন্যতমেনাপি ন্যূনং ন্যূনং ভবতি, যদ্বা বহূপদিষ্টহেতুকমেকেন হেতুনা সাধ্যতে তচ্চ ন্যূনম্।

অথাধিকম্। অধিকং নাম ন্যূনবিপরীতং, যদ্বায়ুর্ব্বেদে ভাষ্যমাণে বার্হস্পত্যমৌশনসমন্যদ্বা যৎকিঞ্চিদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমুচ্যতে, যদ্বা সম্বদ্ধার্থ-মপি দ্বিরভিধীয়তে, তৎ পুনরুক্তত্বাদধিকং। তচ্চ পুনরুক্তং দ্বিবিধম্ অর্থপুনরুক্তং শব্দপুনরুক্তঞ্চ। তত্রার্থপুনরুক্তং যথা ভেষজমৌষধং সাধন-মিতি, শব্দপুনরুক্তঞ্চ ভেষজং ভেষজমিতি।

বাক্যদোষ—এইবিষয়ে এই বাক্য ন্যূন বা অধিক, অনর্থক বা অপার্থক, কিংবা বিরুদ্ধ, এইরূপ সপ্রমাণ হইলে, তাহাকে বাক্যদোষ বলে। এইসকল বাক্যদোষ ব্যতীত প্রকৃত অর্থ প্রণষ্ট হয় না, অর্থাৎ এই সকল বাক্যদোষদ্বারা প্রকৃত অর্থ প্রণষ্ট হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে ন্যূন বাক্য যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন. ইহাদের কোন একটি দ্বারা ন্যূন হইলে, সেই বাক্য ন্যূন হইয়া থাকে। অথবা যে বাক্য বহু হেতু দ্বারা প্রতিপাদনীয়, একটি হেতু দ্বারা তাহার প্রতিপাদন করিলেও ন্যূন দোষ হয়।

অধিক।—ন্যূন বাক্যের বিপরীত বাক্যকে অধিকবাক্য বলা যায়। অথবা আয়ুর্ব্বেদ বলিতে বলিতে যদি বার্হস্পত্য ঔশনস বা অপর কোন অপ্রাসঙ্গিক বাক্য বলা যায়, কিংবা কোন প্রাসঙ্গিক বাক্যও যদি দুইবার বলা যায়, তবে সেই অপ্রাসঙ্গিক বা পুনরুক্ত উভয় বাক্যই অধিক। পুনরুক্ত বাক্য দুইপ্রকার, অর্থপুনরুক্ত ও শব্দপুনরুক্ত। অর্থপুনরুক্ত যথা—ভেষজ ঔষধ সাধন ইত্যাদি। শব্দপুনরুক্ত যথা ভেষজ ভেষজ ইত্যাদি।

অথানর্থকম্। অনর্থকং নাম যদ্বচনমক্ষরগ্রামমাত্রমেব স্যাৎ পঞ্চবর্গ-বন্নচার্থতো গৃহ্যতে।

অথাপার্থকম্। অপার্থকং নাম যদর্থবচ্চ পরস্পরেণাসংযুজ্যমানা-র্থকং, যথা তক্রচক্রবংশবজ্রনিশাকরা ইতি।

অথ বিরুদ্ধং। বিরুদ্ধং নাম যদ্দৃষ্টান্তসময়ৈর্বিরুদ্ধং। তত্র পূর্ব্বং দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবুক্তৌ। সময়ঃ পুনস্ত্রিধা ভবতি যথায়ুর্ব্বৈদিকসময়ো যাজ্ঞিক-সময়ো মোক্ষশাস্ত্রিকসময় ইতি। তত্রায়ুর্ব্বৈদিকসময়শ্চতুষ্পাদং ভেষজ-মিতি। যাজ্ঞিকসময়ঃ আলভ্যা যজমানৈঃ পশব ইতি। মোক্ষশাস্ত্রিকসময়ঃ সর্ব্বভূতেষ্বহিংসেতি। তত্র স্বসময়বিপরীতমুচ্যমানং বিরুদ্ধমিতি বাক্যদোষাঃ

অনর্থক।—যে বাক্যের কোন অর্থগ্রহ হয় না, পঞ্চবর্গের ন্যায় কেবল অক্ষরসমষ্টিমাত্র, তাহাকে অনর্থক কহে।

অপার্থক।—অর্থবিশিষ্ট বাক্য পরস্পর-অসম্বন্ধ হইলে, তাহাকে অপার্থক কহে। যথা তক্র চক্র বংশ বজ্র নিশাকর (এখানে প্রত্যেক শব্দের অর্থ থাকিলেও, একত্র সংযোগদ্বারা ইহাদের কোনই অর্থ প্রকাশ পায় নাই।)

বিরুদ্ধ।—যে বাক্য দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত ও সময়দ্বারা বিরুদ্ধ, তাহাকে বিরুদ্ধ বাক্য বলে। দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সময় তিন প্রকার, আয়ুর্ব্বৈদিক সময়, যাজ্ঞিক সময় ও মোক্ষশাস্ত্রিক সময়। আয়ুর্ব্বৈদিক সময় যথা—চতুষ্পাদ ভেষজ। যাজ্ঞিক সময় যথা—যজমান কর্ত্তৃক পশু মারণীয়। মোক্ষশাস্ত্রিক সময় যথা—সর্ব্বজীবে অহিংসা। স্ব সময়ের বিপরীত বাক্য বলিলে, তাহা বিরুদ্ধ হয়। বাক্যদোষ ব্যাখ্যাত হইল।

অথ বাক্যপ্রশংসা। বাক্যপ্রশংসা নাম যথা খল্বস্মিন্নর্থে ত্বন্যূনমনধিক-মর্থবদনপার্থকমবিরুদ্ধমধিগতপদার্থঞ্চ, ইতি যৎ তদ্বাক্যমননুযোজ্যমিতি প্রশস্যতে।

অথচ্ছলং। ছলং নাম পরিশঠমর্থাভাসমনর্থকং বাগ্বস্তুমাত্রমেব। তদ্দ্বিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলঞ্চ। তত্র বাক্‌ছলং নাম যথা কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ নবতন্ত্রোঽয়ং ভিষগিতি, অথ ভিষগ্ ব্রূয়াৎ নাহং নবতন্ত্র এক-তন্ত্রোঽহমিতি। পরো ব্রূয়াৎ নাহং ব্রবীমি নবতন্ত্রাণি তবেতি, অপিতু নবাভ্যস্তং তে তন্ত্রমিতি, ভিষগ্ ব্রূয়াৎ ন ময়া নবাভ্যস্তং তন্ত্রম্, অনেক-ধাভ্যস্তং ময়া তন্ত্রমিতি বাক্‌ছলম্। সামান্যচ্ছলং নাম যথা ব্যাধিপ্রশমনা-য়ৌষধমিত্যুক্তে পরো ব্রূয়াৎ সৎসংপ্রশমনায়েতি কিন্নু ভবানাহ? সদ্-রোগঃ সদৌষধং, যদি চ সৎ সৎপ্রশমনায় ভবতি তত্র সৎকাসঃ সৎক্ষয়ঃ সৎসামান্যাৎ কাসঃ ক্ষয়প্রশমনায় ভবিষ্যতীতি, এতৎ সামান্যচ্ছলম্।

বাক্যপ্রশংসা—বক্তব্যবিষয়ে অন্যূন, অনধিক, অর্থবিশিষ্ট, অনপার্থক, অবিরুদ্ধ ও অধিগতপদার্থ বাক্যকে বাক্যপ্রশংসা কহে। এইরূপ বাক্য অনুযোজ্য নহে, সুতরাং প্রশস্ত।

ছল।—পরিশঠ অর্থাৎ চাতুরীপূর্ণ, অর্থাভাস অর্থাৎ অর্থবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান ও অনর্থক বাক্যমাত্রকে ছল কহে। ছল দুইপ্রকার; বাক্‌ছল ও সামান্য ছল। বাক্‌ছল যথা—কেহ বলিলেন, এই ভিষক্ নবতন্ত্র (নবাভ্যস্ত তন্ত্র), প্রতিবাদী উত্তর করিলেন, আমি নবতন্ত্র নহি একতন্ত্র, অর্থাৎ আমি নয়খানি তন্ত্র অধ্যয়ন করি নাই, একমাত্র তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। বাদী আবার বলিলেন, আমি তোমার নয়খানি তন্ত্র অধ্যয়নের কথা বলি নাই, আমি বলিতেছি তোমার তন্ত্র নবাভ্যস্ত। প্রতিবাদী উত্তর করিলেন আমার তন্ত্র নবাভ্যস্ত (নয়বার অভ্যস্ত) নহে, আমি অনেকবার তন্ত্র অভ্যাস করিয়াছি। ইহাই বাক্-ছল। সামান্য ছল যথা—ব্যাধি প্রশমনের জন্য ঔষধ, বাদী এই কথা বলিলে, প্রতিবাদী বলিলেন,—আপনি কি বলিতেছেন সৎপদার্থদ্বারা সদ্‌বস্তু প্রশমিত হয়? রোগ সৎপদার্থ অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ, এবং ঔষধও সৎপদার্থ। সৎপদার্থ যদি সৎপদার্থের প্রশমন সমর্থ হয়, তবে কাসরোগও সৎপদার্থ, এবং ক্ষয়রোগও সৎপদার্থ, এই সত্তার সমানতা জন্য কাসও ক্ষয়রোগপ্রশমনে সমর্থ হইতে পারে। ইহাই সামান্য ছল।

অথাহেতুঃ। অহেতুর্নাম প্রকরণসমঃ সংশয়সমো, বর্ণ্যসমইতি। তত্র প্রকরণসমো নামাহেতুর্যথান্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্য ইতি, পরো ব্রূয়াদ্ যস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা তস্মান্নিত্যঃ, শরীরং হ্যনিত্যমতো বিধর্ম্মিণানেন চ ভবিতব্যমিত্যেষ চাহেতুর্ন হি য এব পক্ষঃ স এব হেতুরিতি। সংশয়সমো নামাহেতুর্য এব সংশয়হেতুঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুর্যথা অয়মায়ুর্ব্বেদৈকদেশমাহ কিংন্বয়ং চিকিৎসকঃ স্যান্নবেতি সংশয়ে পরো ব্রূয়াদ্ যস্মাদয়মায়ুর্ব্বেদৈকদেশমাহ তস্মাচ্চিকিৎসকোঽয়মিতি। ন চ সংশয়চ্ছেদহেতুং বিশেষয়ত্যেষ চাহেতুঃ। ন হি য এব সংশয়হেতুঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুর্ভবতি। বর্ণ্যসমো নামাহেতুর্যো হেতুর্বর্ণ্যাবিশিষ্টঃ, যথা কশ্চিদ্ ব্রূয়াদস্পর্শত্বাদ্ বুদ্ধিরনিত্যা শব্দবদিতি, তত্র বর্ণ্যঃ শব্দো বুদ্ধিরপি বর্ণ্যা, তদুভয়বর্ণ্যাবিশিষ্টত্বাদ্বর্ণ্যসমোঽহেতুঃ।

অহেতু।—অহেতু ত্রিনপ্রকার, প্রকরণসম, সংশয়সম, ও বর্ণ্যসম প্রকরণসম অহেতু যথা আত্মা শরীর হইতে বিভিন্ন, তাহা নিত্য পদার্থ; বাদী এইরূপ বলিলে, প্রতিবাদী বলিলেন, যেহেতু আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন, অতএব নিত্য। কারণ শরীর অনিত্য পদার্থ, আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন সুতরাং তাহা শরীর হইতে ভিন্নধর্ম্মী হইবে। কিন্তু ইহা অহেতু, কারণ যাহা পক্ষ, তাহাই হেতু হইতে পারে না। যাহা সংশয়ের হেতু, তাহাই সংশয়চ্ছেদের হেতুরূপে প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে সংশয়সম অহেতু কহে। যথা এই ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদের একদেশ বলিতেছেন, অতএব ইনি চিকিৎসক কি না? এইরূপ কাহারও সংশয় হইলে, অপর ব্যক্তি যদি বলেন, যখন ইনি আয়ুর্ব্বেদের একদেশ বলিতেছেন, তখন ইনি চিকিৎসক। ইহাতে সংশয়হেতুর সহিত সংশয়চ্ছেদহেতুর কোন বিশেষত্ব রহিল না, অতএব ইহাও অহেতু। কারণ, যাহা সংশয়ের হেতু, তাহাই আবার সংশয়চ্ছেদের হেতু হইতে পারে না। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত যে হেতুর বিশেষত্ব নাই, তাহাকে বর্ণ্যসম অহেতু কহে। যথা—কেহ বলিলেন, অস্পর্শত্ব হেতু বুদ্ধি অনিত্য, যেমন শব্দ; অর্থাৎ শব্দ যেমন স্পর্শ করা যায় না বলিয়া অনিত্য, বুদ্ধিও সেইরূপ স্পর্শ করা যায় না বলিয়া অনিত্য। এখানে শব্দ ও বুদ্ধি উভয়েরই অনিত্যত্ব বর্ণনীয়; অতএব উভয় বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষত্ব না থাকায়, ইহা বর্ণ্যসম অহেতু হইল।

অথাতীতকালম্। অতীতকালং নাম যৎ পূর্ব্বং বাচ্যং তৎ পশ্চাদুচ্যতে তৎ কালাতীতত্বাদগ্রাহ্যং ভবতীতি, পরং বা নিগ্রহপ্রাপ্তমনিগৃহ্য পরিগৃহ্য পক্ষান্তরিতং পশ্চান্নিগৃহীতে তৎ তস্যাতীতকালত্বান্নিগ্রহবচনমসমর্থং ভবতীতি।

অথোপালম্ভঃ। উপালম্ভো নাম হেতোর্দোষবচনং যথা পূর্ব্বমহেতবো হেত্বাভাসা ব্যাখ্যাতাঃ।

অথ পরিহারঃ। পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণং,

যথা নিত্যমাত্মনি শরীরস্থে জীবলিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে তস্য চাপগমান্নোপলভ্যন্তে তস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্যশ্চেতি।

অথ প্রতিজ্ঞাহানিঃ। প্রতিজ্ঞাহানির্নাম সা পূর্ব্বপরিগৃহীতাং প্রতিজ্ঞাং পর্য্যনুযুক্তো যৎ পরিত্যজতি, যথা প্রাক্ প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা নিত্যঃ পুরুষ ইতি পর্য্যনুযুক্তস্ত্বাহানিত্য ইতি।

অতীতকাল। - যাহা পূর্ব্বে বলা উচিত, তাহা পরে বলিলে, তাহাকে অতীতকাল কহে। কালাতীতত্ব হেতু সেই বাক্য অগ্রাহ্য হয়। অথবা বাদী বা প্রতিবাদী কেহ নিগ্রহ প্রাপ্ত হইলে তখন তাহাকে নিগ্রহ না করিয়া যদি পক্ষান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক পরে নিগ্রহ করা যায়, তবে কালাতীতত্ব হেতু সেই নিগ্রহবচন নিগ্রহবিষয়ে অসমর্থ হয়।

উপালম্ভ। — হেতুর দোষ প্রদর্শনের নাম উপালম্ভ। যথা অহেতু ও হেত্বাভাস; ইহার বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পরিহার। — সেই দোষবচনের পরিহরণকে পরিহার কহে। যথা— আত্মা শরীরস্থ থাকিলে, জীবলক্ষণসমূহের নিত্য উপলব্ধি হয়, এবং শরীর হইতে আত্মা অপগত হইলেই সেই সকল লক্ষণ উপলব্ধ হয় না। অতএব আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ও নিত্য পদার্থ।

প্রতিজ্ঞাহানি। বাদী অনুযুক্ত হইয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাস্থাপনে অসমর্থ হইয়া যদি পূর্ব্বপরিগৃহীত প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়। যথা— পুরুষ নিত্য, প্রথমে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই নিত্যত্বস্থাপনে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, পুরুষ অনিত্য।

অথাভ্যনুজ্ঞা। অভ্যনুজ্ঞা নাম সা য ইষ্টানিষ্টাভ্যুপগমঃ।

অথ হেত্বন্তরং। হেত্বন্তরং নাম প্রকৃতহেতৌ বাচ্যে যদ্ বিকৃতহেতুমাহ।

অথার্থান্তরম্। অর্থান্তরং নাম একস্মিন্ বক্তব্যেঽপরং যদাহ। যথা জ্বরলক্ষণে বাচ্যে প্রমেহলক্ষণমাহ।

অথ নিগ্রহস্থানম্। নিগ্রহস্থানং নাম পরাজয়প্রাপ্তিস্তচ্চ ত্রিরুক্তস্য বাক্যস্যাবিজ্ঞানং পরিষদি বিজ্ঞানবত্যাম্। যদ্বা অননুযোজ্যস্যানুযোগোঽনুযোজ্যস্য চাননুযোগঃ। প্রতিজ্ঞাহানিরভ্যনুজ্ঞা কালাতীতবচনমহেতুর্ন্যূনমধিকং ব্যর্থমনর্থকং পুনরুক্তং বিরুদ্ধং হেত্বন্তরমর্থান্তরম্ নিগ্রহস্থানমিতি বাদমর্য্যাদাপদানি যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টানি ভবন্তি।

অভ্যনুজ্ঞা। - ইষ্ট পক্ষকে (পর কর্ত্তৃক দোষ প্রদর্শিত হইলে) অনিষ্ট জ্ঞানকে অভ্যনুজ্ঞা কহে।

হেত্বন্তর। - প্রকৃত হেতু বক্তব্যস্থলে বিকৃত হেতু প্রদর্শন করিলে, তাহাকে হেত্বন্তর কহে।

অর্থান্তর। এক বিষয় বক্তব্যস্থলে অপর বিষয় বলাকে অর্থান্তর কহে। যথা জ্বরলক্ষণ বলিতে প্রমেহলক্ষণ কথন।

নিগ্রহস্থান। — পরাজয় প্রাপ্তির নাম নিগ্রহস্থান। বিজ্ঞানবতী সভায় কোন কথা তিন-

বার বলিলেও যদি তাহা বুঝিতে না পারে, তবে তাহাও নিগ্রহস্থান। অথবা অনুযোগের অনুপযুক্ত বিষয়েও অনুযোগ, কিংবা অনুযোজ্য বিষয়েও অননুযোগকে নিগ্রহস্থান কহে।

প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, কালাতীত বাক্য অহেতু, ন্যূন, অধিক, ব্যর্থ, অনর্থক, পুনরুক্ত, বিরুদ্ধ, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান, এই সমস্ত বাদমর্য্যাদা যথোদ্দেশ নির্দ্দিষ্ট হইল।

বাদস্তু খলু ভিষজা প্রবর্ত্তমানো বর্ত্তেতায়ুর্ব্বেদ এব নত্বন্যত্র। তত্র হি বাক্যপ্রতিবাক্যবিস্তারাঃ কেবলাশ্চোপপত্তয়শ্চ সর্ব্বাধিকরণেষু তাঃ সর্ব্বাঃ সম্যগবেক্ষ্যাবেক্ষ্য সর্ব্বং বাক্যং ব্রূয়াৎ, নাপ্রকৃতিকমশাস্ত্রমপরীক্ষিতমসাধকমাকুলমজ্ঞাপকং বা। সর্ব্বঞ্চ হেতুমদ্ ব্রূয়াদ্ হেতুমন্তো হ্যকলুষাঃ সর্ব্ব এব বাদবিগ্রহাশ্চিকিৎসিতে কারণভূতাঃ। প্রশস্তবুদ্ধিবর্দ্ধকত্বাৎ সর্ব্বারম্ভসিদ্ধিং হ্যাবহত্যনুপহতা বুদ্ধিঃ।

চিকিৎসকগণ কেবল আয়ুর্ব্বেদ বিষয়েই বাদ (বিচার) করিবেন, অন্য শাস্ত্রীয় বিষয়ে তাঁহারের বাদ কর্ত্তব্য নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যেসকল বাক্য-প্রতিবাক্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, এবং সেইসকল বিষয়ে যেসমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত আছে, তৎসমুদায় সম্যগ্‌রূপে বিবেচনা করিয়া সকল কথা কহিবেন; অপ্রাকৃতিক, অশাস্ত্রীয়, অপরীক্ষিত, অসাধক, আকুল ও অজ্ঞাপক বাক্য বলিবেন না। হেতুপূর্ণ সমুদায় বাক্য বলিবেন। কারণ হেতুপূর্ণ নির্দ্দোষ বাদবিগ্রহসমূহই চিকিৎসাবিষয়ে কারণস্বরূপ। ইহাদ্বারা বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, এবং নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারাই সমুদায় কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইমানি খলু তাবদিহ কানিচিৎ প্রকরণানি ভিষজাং জ্ঞানার্থমুপদেক্ষ্যামঃ। জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম্মণাং সমারম্ভং প্রশংসন্তি কুশলাঃ। জ্ঞাত্বা হি কারণকরণকার্য্যযোনিকার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধদেশকালপ্রবৃত্ত্যুপায়ান্ সম্যগভিনির্ব্বর্ত্ত্যমানঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তাবিষ্টফলানুবন্ধং কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়ত্যনতিমহতা প্রযত্নেন কর্ত্তা।

ভিষক্‌গণের জ্ঞানের জন্য এইস্থলে আমরা আরও কতকগুলি প্রকরণের উপদেশ করিব। পণ্ডিতগণ জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ, করণ, কার্য্যযোনি, কার্য্য, কার্য্যফল, অনুবন্ধ, দেশ, কাল, প্রবৃত্তি ও উপায়, এইসমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, কার্য্যসম্পাদনে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে, কর্ত্তা অনতিযত্নে অভীষ্ট ফলপ্রদ কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারেন।

তত্র কারণং নাম তদ্ যঃ করোতি স এব হেতুঃ স কর্ত্তা। করণং পুনস্তদ্ যদুপকরণায়োপকল্পতে কর্ত্তুঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য। কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে। কার্য্যন্তু তদ্ যস্যাভিনির্ব্বৃত্তিমভিসন্ধায় কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে। কার্য্যফলং পুনস্তদ্ যৎ প্রয়োজনা কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিরিষ্যতে। অনুবন্ধঃ খলু স যঃ কর্ত্তারমবশ্যমনুবধ্নাতি কার্য্যাদুত্তরকালং কার্য্যনিমিত্তঃ শুভো বাপ্যশুভো বা ভাবঃ। দেশস্ত্বধিষ্ঠানম্। কালঃ পুনঃ পরিণামঃ। প্রবৃত্তিস্তু খলু চেষ্টা কার্য্যার্থা সৈব ক্রিয়া কর্ম্ম

যত্নঃ [illegible]। উপায়ঃ পুনস্ত্রয়াণাং কারণাদীনাং সৌষ্ঠবমভিসন্ধানঞ্চ সম্যক্ কার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধবর্জ্জ্যানাং তেষাং, তদ্ধি কার্য্যাণামভিনির্ব্বর্ত্তকমিত্যতস্তূপায়ঃ। কৃতে নোপায়ার্থোঽস্তি ন চ বিদ্যতে তদাত্বে কৃতাচ্চোত্তরকালং ফলং ফলাচ্চানুবন্ধ ইতি। এতদ্ দশবিধমগ্রে পরীক্ষ্যম্, ততোঽনন্তরং কার্য্যার্থা প্রবৃত্তিরিষ্টা, তস্মাদ্ভিষক্ কার্য্যং চিকীর্ষুঃ প্রাক্ কার্য্যসমারম্ভাৎ পরীক্ষয়া কেবলং পরীক্ষ্যং পরীক্ষ্য কর্ম্ম সমারভেত কর্ত্তুম্।

যে করে, সেই কারণ, তাহাকেই হেতু এবং কর্ত্তাও বলা যায়। কার্য্যসম্পাদনে যত্নশীল কর্ত্তার যাহা উপকরণরূপে কল্পিত হয়, তাহাই করণ। যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই কার্য্যযোনি। যাহার উৎপত্তি উদ্দেশ করিয়া, কর্ত্তা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই কার্য্য। কার্য্যসম্পাদনের যাহা প্রয়োজন, তাহাই কার্য্যফল। কার্য্যসম্পাদনের পরে সেই কার্য্যজনিত যে শুভ বা অশুভ বিষয় কর্ত্তার অনুগত হয়, তাহাই অনুবন্ধ। আশ্রয়স্থানের নাম দেশ। কাল শব্দের অর্থ পরিণাম। কার্য্যনিষ্পাদনের জন্য যে চেষ্টা, তাহাই প্রবৃত্তি; সেই প্রবৃত্তিই ক্রিয়া কর্ম্ম যত্ন ও কার্য্যসমারম্ভ নামে অভিহিত হয়। কারণ করণ ও কার্য্যযোনি এই তিনের উৎকর্ষ, এবং কার্য্য কার্য্যফল ও অনুবন্ধ ব্যতীত অপর সকলের সম্যক্ অভিসন্ধানের নাম উপায়; ঐ সমুদায় দ্বারা কার্য্যসম্পাদন হয়, এইজন্যই তাহাদিগকে উপায় কহে। যে কার্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা আর সেই কার্য্যের উপায় হইতে পারে না। কার্য্য কৃত হওয়ার পরে ফল উৎপন্ন হয়, এবং ফলোৎপত্তির পরে অনুবন্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং এই উভয়েরও উপায়তা নাই, অর্থাৎ ইহারাও কার্য্যের উপায় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই দশটি বিষয় অগ্রেই পরীক্ষা করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কার্য্যাভিলাষী চিকিৎসক, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি পরীক্ষাদ্বারা সমুদায় পরীক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন।

তত্র চেদ্ভিষগভিষগ্বা ভিষজং কশ্চিদেবং পৃচ্ছেদ্ বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানি প্রযোক্তুকামেন ভিষজা কতিবিধয়া পরীক্ষয়া কতিবিধমেব পরীক্ষ্যং, কশ্চাত্র পরীক্ষ্যবিশেষঃ, কথঞ্চ পরীক্ষিতব্যং, কিং প্রয়োজনা চ পরীক্ষা, ক চ বমনাদীনাং প্রবৃত্তিঃ, ক চ নিবৃত্তিঃ, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসংযোগে চ কিং নৈষ্ঠিকং, কানি চ বমনাদীনাং ভেষজদ্রব্যাণি উপযোগং গচ্ছন্তীতি। স এবং পৃষ্টো যদি মোহয়িতুমিচ্ছেদ্ ব্রূয়াদেনং বহুবিধা হি পরীক্ষা তথা পরীক্ষ্যবিধিভেদঃ। কতমেন বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্নয়া পরীক্ষয়া কেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যস্য ভিন্নস্য ভেদাগ্রং বা পৃচ্ছতি ভবান্? আখ্যায়মানং বেদানীং ভবতোঽন্যেন বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্নয়া পরীক্ষয়া অন্যেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যস্য ভিন্নস্যাভিলষিতমর্থং শ্রোতুমহমন্যেন পরীক্ষাবিধিভেদেনান্যেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যং ভিত্ত্বার্থমাচক্ষাণ-

ইচ্ছাং পূরয়েয়মিতি। স যদুত্তরং ক্রয়াৎ তৎ পরীক্ষ্যোত্তরং বাচ্যং স্যাদ্‌ যথোক্তঞ্চ প্রতিবচনবিধি মবেক্ষ্যসম্যক্। যদি তু ন চৈনং মোহয়িতুমিচ্ছেৎ প্রাপ্তস্তু বচনকালং মন্যেত কামমস্মৈ ক্রয়াদাপ্তমেব নিখিলেন।

যদি কোন চিকিৎসককে কোন চিকিৎসক বা অপর কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, যে বমন, বিরেচন আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন কর্ম্ম প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে, চিকিৎসককে কতপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা কতপ্রকার বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইবে? পরীক্ষণীয় বিষয়-সমূহের প্রভেদ কি? কিরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে? পরীক্ষার প্রয়োজন কি? কোন্ স্থলে বমনাদি কর্ত্তব্য? কোন্ স্থলেই বা কর্ত্তব্য নহে? বমনাদির কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যতা উভয়ের সংযোগ হইলে কর্ত্তব্য কি? এবং কোন্ কোন্ ঔষধ-দ্রব্য বমনাদির উপযোগী? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি প্রশ্নকারীকে মুগ্ধ করিবার আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাকে বলিবে, যে পরীক্ষা ও পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিধিভেদ বহুবিধ; আপনি কোন্‌প্রকার বিধিভেদবিভিন্ন পরীক্ষাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া, কোন্‌প্রকার বিধিভেদবিভিন্ন পরীক্ষণীয় বিষয়ের ভেদাগ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি হয়ত অন্য-প্রকার ভেদকধর্ম্মানুসারে ভেদপ্রাপ্ত পরীক্ষাদ্বারা, অন্যপ্রকার ভেদকধর্ম্মানুসারে ভেদ-প্রাপ্ত পরীক্ষণীয় বিষয়, আমার নিকট শুনিতে চাহিতেছেন; আমি হয়ত অন্যপ্রকার পরীক্ষাবিধিভেদ দ্বারা, অন্যপ্রকার বিধিভেদানুসারে পরীক্ষণীয় বিষয় বিভেদ পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আপনার ইচ্ছা পূরণ করিব। ইহাতে তিনি যাহা উত্তর করিবেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদবিধানানুসারে সম্যগ্ বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে। আর যদি প্রশ্নকারীকে মুগ্ধ করিতে ইচ্ছা না কর, এবং উত্তর দিবার উপযুক্ত অবসর হইয়াছে বিবেচনা কর তবে সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিবে

দ্বিবিধা খলু পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ। এতৎ তু দ্বয়-মুপদেশশ্চ পরীক্ষা স্যাৎ। এবমেষা দ্বিবিধা পরীক্ষা ত্রিবিধা বা সহোপ-দেশেন। দশবিধস্তু পরীক্ষ্যং কারণাদি যদুক্তমগ্রে, তদিহ ভিষগাদিষু সংসার্য্য সন্দর্শয়িষ্যামঃ। ইহ কার্য্যপ্রাপ্তৌ কারণং ভিষক্, করণং পুন-র্ভেষজং, কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যং, কার্য্যং ধাতুসাম্যং, কার্য্যফলং সুখা-বাপ্তিঃ, অনুবন্ধ আয়ুঃ, দেশো ভূমিরাতুরশ্চ, কালঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ। প্রবৃত্তিঃ প্রতিকর্ম্মসমারম্ভঃ, উপায়ো ভিষগাদীনাং সৌষ্ঠবং অভি-সন্ধানঞ্চ সম্যক্। ইহাপ্যস্যোপায়স্য বিষয়ঃ পূর্ব্বৈর্নৈবোপায়বিশেষেণ ব্যাখ্যাত ইতি কারণাদীনি দশ ভিষগাদিষু সংসার্য্য সন্দর্শিতানি, তথৈ-বানুপূর্ব্ব্যা এতদ্দশবিধং পরীক্ষ্যমুক্তঞ্চ।

জ্ঞানবান্‌গণের সম্বন্ধে পরীক্ষা দুইপ্রকার; প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই দুইটিকে এবং উপদেশকেও পরীক্ষা বলা হয়। এইরূপে পরীক্ষা দুইপ্রকার, অথবা উপদেশ লইয়া তিন-প্রকার। পূর্ব্বে যে দশপ্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাই পরীক্ষণীয়। সেইসমস্ত পরীক্ষ্য বিষয় ভিষক্ প্রভৃতিতে আরোপ করিয়া প্রদর্শন করিব। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চিকিৎসা-কার্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কারণ ভিষক্, করণ ভেষজ (ঔষধ), কার্য্যযোনি ধাতুবৈষম্য,

কার্য্য ধাতুসাম্য, কার্য্যফল সুখপ্রাপ্তি, অনুবন্ধ আয়ুঃ, দেশ ভূমি ও রোগী, কাল সম্বৎসর ও রোগীর অবস্থা, প্রবৃত্তি প্রতিকারারম্ভ, এবং উপায় ভিষক্প্রভৃতির উৎকর্ষ ও সম্যক্ সংযোগ। পূর্ব্বোক্ত উপায়বিশেষের দ্বারাই এই উপায়ের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে কারণাদি দশটি বিষয় ভিষক্প্রভৃতিতে আরোপ করিয়া প্রদর্শিত হইল; এবং দশবিধ পরীক্ষণীয় বিষয়ও আনুপূর্ব্বিক কথিত হইয়াছে।

তস্য যো যঃ পরীক্ষ্যবিশেষো যথা যথা চ পরীক্ষিতব্যঃ স স তথা তথা চ ব্যাখ্যাস্যতে। কারণং ভিষগিত্যুক্তমগ্রে তস্য পরীক্ষা, ভিষগ্ নাম স যো ভেষতি যঃ সূত্রার্থপ্রয়োগকুশলো যস্য চায়ুঃ সর্ব্বথা বিদিতম্। যথাবৎ স চ সর্ব্বধাতুসাম্যং চিকীর্ষন্নাত্মানমেবাদিতঃ পরীক্ষেত, তদ্যথা—গুণিষু গুণতঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিং পশ্যন্ কচ্চিদহমস্য কার্য্যস্যাভিনির্ব্বর্ত্তনে সমর্থোঽস্মি ন বেতি। তত্রেমে ভিষগ্গুণা যৈরুপপন্নো ভিষগ্ ধাতুসাম্যাভিনির্ব্বর্ত্তনে সমর্থো ভবতি; তদ্যথা—পর্য্যবদাতশ্রুততা পরিদৃষ্টকর্ম্মতা দাক্ষ্যং শৌচং জিতহস্ততা উপকরণবত্তা সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নতা প্রকৃতিজ্ঞতা প্রতিপত্তিজ্ঞতা চেতি।

সেইসকল পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে যে পরীক্ষ্যবিশেষ যে যে প্রকারে পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই সেই পরীক্ষ্য বিষয় এবং সেই সেই পরীক্ষাপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইবে। ভিষক্কে পূর্ব্বে কারণ বলা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা,—যিনি রোগ নিবারণ করেন, যিনি সূত্রার্থ প্রয়োগে সুনিপুণ, এবং আয়ুর বিষয় সর্ব্বতোভাবে যাঁহার বিদিত, তিনিই ভিষক্। সেই ভিষক্ সর্ব্বধাতুর সাম্য (রোগশান্তি) করিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে আপনাকে পরীক্ষা করিবেন। যথা—গুণদ্বারা গুণবান্গণের কার্য্য সম্পাদন দেখিয়া, আমি এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইব কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ গুণবান্গণ যেসকল গুণে কার্য্য সম্পাদন করেন, আমার সেইসকল গুণ আছে কিনা ইহাই বিবেচনা করিবেন। চিকিৎসক যেসকল গুণসম্পন্ন হইলে, ধাতুসাম্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, সেইসকল গুণ যথা, শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা, নিপুণতা, পবিত্রতা, সিদ্ধহস্ততা, উপকরণবিশিষ্টতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্নতা, প্রকৃতিজ্ঞতা ও প্রতিপত্তিজ্ঞতা।

করণং পুনর্ভেষজম্। ভেষজং নাম তদ্যদুপকরণায়োপকল্প্যতে ভিষজো ধাতুসাম্যাভিনির্ব্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য বিশেষতশ্চোপায়ান্তেভ্যঃ। তদ্দ্বিবিধং ব্যপাশ্রয়ভেদাৎ। দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ঞ্চেতি। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাস-দানস্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সংশোধনোপশমনে চেষ্টাশ্চ দৃষ্টফলাঃ। এতচ্চৈব ভেষজমঙ্গভেদাদপি দ্বিবিধং, অদ্রব্যভূতং দ্রব্যভূতঞ্চেতি, তত্র যদ্ দ্রব্যভূতং তদুপায়াভিপ্লুতম্। উপায়ো নাম ভয়দর্শন-বিস্মাপন-ক্ষোভণ-হর্ষণ-ভর্ৎসন-বন্ধন-স্বপ্ন-সংবাহনাদিরমূর্ত্তো ভাববিশেষো যথোক্তাঃ সিদ্ধ্যুপায়াশ্চ। যৎ তু দ্রব্যভূতং তদ্বমনাদিষু যোগ-

মুপৈতি, তস্যাপীয়ং পরীক্ষা। ইদমেবং প্রকৃত্যেবং গুণমেবং প্রভাব-মস্মিন্ দেশে জাতমস্মিন্নৃতাবেবং গৃহীতমেবং নিহিতমেবমুপস্কৃতমনয়া চ মাত্রয়া যুক্তমস্মিন্ ব্যাধাবেবংবিধস্য পুরুষস্যৈতাবন্তং দোষমপকর্ষত্যুপ-শময়তি বা। যদন্যদপি চৈবংবিধং ভেষজং ভবেৎ তচ্চানেনান্যেন বা বিশেষেণ যুক্তমিতি।

ভেষজকে কয়ণ বলা হইয়াছে। ধাতুসাম্যসম্পাদনে যত্ন করিতে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যযোনি হইতে উপায় পর্য্যন্ত আটটি বিষয়ের অতিরিক্ত যে যে বস্তু চিকিৎসকের উপকরণরূপে কল্পিত হয়, তাহাই ভেষজ। আশ্রয়ভেদে ভেষজ দুইপ্রকার; দৈবব্যপাশ্রয় এবং যুক্তিব্যপাশ্রয়। দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ যথা—মন্ত্র, ওষধিধারণ, মণিধারণ, মঙ্গলাচরণ, পুজোপহার প্রদান, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, দান, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও তীর্থগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ যথা—সংশোধন, উপশমন, এবং দৃষ্টফল ক্রিয়াসমূহ। অঙ্গভেদেও ভেষজ দুইপ্রকার; অদ্রব্যভূত ও দ্রব্যভূত। উপায়স্বরূপ ভেষজকে অদ্রব্যভূত বলা যায়। উপায় যথা—ভয়-প্রদর্শন, বিস্ময়োৎপাদন, ক্ষোভোৎপাদন, হর্ষোৎপাদন, ভৎর্সন, বন্ধন, নিদ্রাকর্ষণ ও সংবাহ-নাদি অমূর্ত্ত ভাববিশেষ, এবং যথোক্ত সিদ্ধফল উপায়সমূহ। বমনাদি কার্য্যে যাহা যোগ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দ্রব্যকে দ্রব্যভূত ভেষজ কহে। তাহারও এইরূপ পরীক্ষা করিতে হয়; যথা—এই দ্রব্যের প্রকৃতি এইরূপ, গুণ এইরূপ, প্রভাব এইরূপ, ইহা এইদেশে জন্মিয়াছে, এই ঋতুতে এইরূপে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপে রক্ষিত হইয়াছে, এবং এইরূপ পুরুষের এইরূপ ব্যাধিতে এইরূপ মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে, এইরূপ দোষের নির্হরণ অথবা উপশম করিবে। অন্যান্য যেসকল পদার্থ দ্রব্যভূত ভেষজের মধ্যে পরিগণিত, তাহাদেরও এইরূপ লক্ষণের, অথবা অন্য কোন বিশেষলক্ষণের পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যং, তস্য লক্ষণং বিকারাগমঃ। পরীক্ষা ত্বস্য বিকারপ্রকৃতেশ্চৈবোনাতিরিক্তলিঙ্গবিশেষাবেক্ষণং বিকারস্য চ সাধ্যা-সাধ্যমৃদুদারুণলিঙ্গবিশেষাবেক্ষণমিতি। কার্য্যং ধাতুসাম্যং, তস্য লক্ষণং বিকারোপশমঃ। পরীক্ষা ত্বস্য রুগুপশমনং স্বরবর্ণযোগঃ শরীরোপচয়ো বলবৃদ্ধিরভ্যবহার্য্যাভিলাষো রুচিরাহারকালে, অভ্যবহৃতস্য চাহারস্য কালে সম্যগ্‌জরণং, নিদ্রালাভো যথাকালং, বৈকারিকাণাং স্বপ্নানামদর্শনং, সুখেন চ প্রতিবোধনং, বাতমূত্রপুরীষরেতসাং মুক্তিঃ, সর্ব্বাকারৈর্মনো-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চাব্যাপত্তিরিতি। কার্য্যফলং সুখাবাপ্তিস্তস্য লক্ষণং মনো-বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরতুষ্টিঃ। অনুবন্ধস্তু খল্বায়ুস্তস্য লক্ষণং প্রাণৈঃ সহ সংযোগঃ।

ধাতুবৈষম্যকে কার্য্যযোনি বলা হইয়াছে। ধাতুবৈষম্যের লক্ষণ বিকারাবির্ভাব। ইহার পরীক্ষা, রোগের প্রকৃতির অর্থাৎ বাতাদি দোষের ন্যুনাতিরেক ও বিশেষলক্ষণ দর্শন এবং সাধ্য-অসাধ্য-মৃদু-দারুণবিশেষের পর্য্যবেক্ষণ।

ধাতুসাম্যকে কার্য্য বলা হইয়াছে। তাহার লক্ষণ বিকারের উপশম। ধাতুসাম্যের পরীক্ষা যথা—যাতনার উপশম, স্বাভাবিক স্বর ও বর্ণের উৎপত্তি, শরীরের পুষ্টি, বলের বৃদ্ধি,

আহারে আকাঙ্ক্ষা, আহারকালে রুচি, ভুক্ত আহারের যথাকালে পরিপাক, যথাসময়ে নিদ্রাগমন, বিকারিজন্য স্বপ্নের অদর্শন, সুখে নিদ্রাভঙ্গ, বায়ু মূত্র পুরীষ ও শুক্রের যথাযথ নির্গম, এবং মনঃ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের সর্বপ্রকারে অব্যাপত্তি।

সুখলাভকে কার্য্যফল বলা হইয়াছে। মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পরিতুষ্টিই সুখলাভের লক্ষণ। আয়ুকে অনুবন্ধ বলা হইয়াছে। প্রাণের সহিত শরীরের সংযোগই আয়ুর লক্ষণ।

দেশো ভূমিরাতুরশ্চ, তত্র ভূমিপরীক্ষা আতুরস্য পরিজ্ঞানহেতোর্বা স্যাদৌষধপরিজ্ঞানহেতোর্বা। তত্র তাবদিয়মাতুরপরিজ্ঞানহেতোঃ, তদ্যথা—অয়ং কস্মিন্ ভূমিদেশে জাতঃ সংবৃদ্ধো ব্যাধিতো বা তস্মিংশ্চ ভূমিদেশে মনুষ্যাণামিদমাহারজাতমিদং বিহারজাতমিদমাচারজাতমেতাবচ্চ বলমেবংবিধং সত্ত্বমেবংবিধং সাত্ম্যমেবংবিধো দোষো ভক্তিরিয়মিমে ব্যাধয়ো হিতমিদমহিতমিদমিতি। ঔষধপরিজ্ঞানহেতোস্তু কল্পেষু ভূমিপরীক্ষা বক্ষ্যতে।

ভূমি ও আতুর, এই দুইটি দেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রোগীর প্রকৃতিজ্ঞান এবং ঔষধেরও পরিজ্ঞান নিমিত্ত ভূমির পরীক্ষা আবশ্যক। আতুর পরিজ্ঞানজন্য ভূমি পরীক্ষা, যথা, এই রোগী কোন্ দেশে জন্মিয়াছে, অথবা কোন্‌দেশে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কোন্‌দেশে পীড়িত হইয়াছে, সেই দেশে মনুষ্যগণের আহার এইরূপ, বিহার এইরূপ, আচারসমূহ এইরূপ, এইরূপ বল, এইরূপ সত্ত্ব, এইরূপ সাত্ম্য, এইরূপ দোষ, এইরূপ রুচি, এইসকল ব্যাধি যে দেশে অধিক হয়, ইহাই সে দেশে হিতকর, এবং ইহাই অহিতকর। ঔষধপরিজ্ঞানের জন্য ভূমিপরীক্ষা কল্পস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

আতুরস্তু খলু কার্য্যদেশস্তস্য পরীক্ষা আয়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোর্বা ভবতি বলদোষপ্রমাণজ্ঞানহেতোর্বা। তত্র তাবদিয়ং বলদোষপ্রমাণজ্ঞানহেতোঃ, দোষপ্রমাণানুরূপো হি ভৈষজ্যপ্রমাণবিশেষো বলপ্রমাণবিশেষাপেক্ষো ভবতি। সহসা হ্যতিবলমৌষধমপরীক্ষকপ্রযুক্তমল্পবলমাতুরমতিপাতয়েৎ, ন হ্যতিবলান্যাগ্নেয়সৌম্যবায়বীয়ান্যৌষধান্যগ্নিক্ষারশস্ত্রকর্ম্মাণি বা শক্যন্তে হ্যল্পবলৈঃ সোঢ়ুমসহ্যাতিতীক্ষ্ণবেগত্বাদ্ধি সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুঃ। এতচ্চৈব কারণমবেক্ষ্যমাণা হীনবলমাতুরমবিষাদকরৈর্মৃদুসুকুমারপ্রায়ৈরুত্তরোত্তরগুরুভিরবিভ্রমৈরনাত্যয়িকৈশ্চোপচরন্ত্যৌষধৈর্বিশেষতশ্চ নারীঃ। তা হ্যনবস্থিতমৃদুবিবৃতবিক্লবহৃদয়াঃ প্রায়ঃ সুকুমারা অবলাঃ পরসংস্তভ্যাশ্চ। তথা বলবতি বলবদ্ব্যাধিপরিগতে স্বল্পবলমৌষধমপরীক্ষকপ্রযুক্তমসাধকমেব ভবতি। তস্মাদাতুরং পরীক্ষেত প্রকৃতিতশ্চ বিকৃতিতশ্চ সারতশ্চ সংহননতশ্চ প্রমাণতশ্চ সাত্ম্যতশ্চ সত্ত্বতশ্চাহারশক্তিতশ্চ ব্যায়ামশক্তিতশ্চ বয়স্তশ্চেতি।

রোগীই চিকিৎসাকার্য্যে দেশ অর্থাৎ আশ্রয়। রোগীর আয়ুঃপরিমাণজ্ঞানের জন্য

এবং তাহার বল-দোষের পরিমাণজ্ঞানের জন্য রোগীর পরীক্ষা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বল-দোষের প্রমাণজ্ঞানের জন্য পরীক্ষা এই, যথা—ঔষধের পরিমাণবিশেষ দোষপ্রমাণের অনুরূপ হইবে এবং তাহা বলপ্রমাণবিশেষকে অপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ রোগীর বল ও দোষের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ঔষধের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। কারণ, আতুরের বল পরীক্ষা না করিয়া, অল্পবল রোগীকে বলবৎ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, সেই ঔষধ সেই রোগীকে বিনষ্ট করে। যেহেতু, আগ্নেয় সৌম্য বা বায়বীয় যে রূপই ঔষধ হউক, তাহা অতিবল হইলে, অল্পবল রোগী সেই ঔষধ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই অতিবল ঔষধ, এবং অগ্নি-ক্ষার ও শস্ত্রকর্ম্ম তীক্ষ্ণবেগের জন্য তাহার প্রাণনাশক হয়। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়া, চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল রোগীকে বিশেষতঃ স্ত্রীদিগকে অকষ্টকর, মৃদুবীর্য্য ও সুখসেব্য-বহুল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে গুরুবীর্য্য, অবিভ্রমকর ও অবিপত্তিজনক ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যেহেতু স্ত্রীলোকগণের হৃদয় অনবস্থিত, কোমল, বিবৃত (সরল) ও ভয়াকুল; তাহারা প্রায়ই সুকুমার, দুর্ব্বল ও অন্যকর্ত্তৃক আশ্বসনীয়। এইরূপ বলবদ্ ব্যাধিগ্রস্ত বলবান্ রোগীকেও পরীক্ষা না করিয়া, তাহাকে অল্পবল ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তাহা রোগনিবারণে অসমর্থ হয়। অতএব রোগীকে প্রকৃতিদ্বারা, বিকৃতিদ্বারা, দেহ-সারদ্বারা, সংহননদ্বারা, দেহপরিমাণ দ্বারা, সত্ত্বদ্বারা, সাত্ম্যদ্বারা, আহারশক্তিদ্বারা, পরিশ্রম-শক্তিদ্বারা ও বয়স দ্বারা পরীক্ষা করিবে।

বলপ্রমাণবিশেষগ্রহণহেতোঃ তত্রেমে প্রকৃত্যাদয়ো ভাবাঃ। তদ্যথা— শুক্রশোণিতপ্রকৃতিং কালগর্ভাশয়প্রকৃতিং মাতুরাহারবিহারপ্রকৃতিং মহাভূতবিকারপ্রকৃতিঞ্চ গর্ভশরীরমপেক্ষতে। এতা হি যেন যেন দোষে-ণাধিকেন সমেন বা সমনুবধ্যন্তে তেন তেন দোষেণ গর্ভোঽনুবধ্যতে। ততঃ সা সা দোষপ্রকৃতিরুচ্যতে মনুষ্যাণাং গর্ভাদিপ্রবৃত্তা। তস্মাৎ শ্লেষ্মলাঃ প্রকৃত্যা কেচিৎ পিত্তলাঃ কেচিদ্ বাতলাঃ কেচিৎ সংসৃষ্টাঃ কেচিৎ সমধাতবঃ কেচিদ্ ভবন্তি। তেষাং লক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ।

এই সমস্ত প্রকৃত্যাদি বিষয় আতুরের বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানের হেতু। প্রকৃতি যথা— শুক্র-শোণিত-প্রকৃতি, কালগর্ভাশয়প্রকৃতি অর্থাৎ গর্ভিণীর বয়সানুরূপ গর্ভাশয় প্রকৃতি, গর্ভিণীর আহার-বিহারপ্রকৃতি এবং মহাভূতবিকারপ্রকৃতি। এই সকল প্রকৃতিকে গর্ভশরীর অপেক্ষা করে, অর্থাৎ গর্ভশরীর এই সকল প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া থাকে। আধিক্যপ্রাপ্ত বা সমপরিমিত যে যে দোষ দ্বারা এইসকল প্রকৃতি অনুবদ্ধ হয়, গর্ভও সেই সেই দোষ দ্বারা অনুবদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের সেই গর্ভাদিপ্রবৃত্ত দোষ প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে কেহ শ্লেষ্মল, কেহ পিত্তল, কেহ বাতল, কেহ সংসৃষ্টধাতু, এবং কেহবা সমধাতু হইয়া থাকে। তাহাদের লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছি।

শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণমৃদুমধুরসারসান্দ্রমন্দস্তিমিতগুরুশীতবিজ্জলাচ্ছঃ। তস্য স্নেহাৎ শ্লেষ্মলাঃ স্নিগ্ধাঙ্গাঃ, শ্লক্ষ্ণত্বাৎ শ্লক্ষ্ণাঙ্গাঃ, মৃদুত্বাদ্ দৃষ্টি-সুকুমারাবদাতশরীরাঃ, মাধুর্য্যাৎ প্রভূতশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ, সারত্বাৎ সারসংহতস্থিরশরীরাঃ, সান্দ্রত্বা[illegible]ৎ উপচিতপরিপূর্ণ[illegible], মন্দত্বান্মন্দচেষ্টা-

হারবিহারাঃ, স্তৈমিত্যাদশীঘ্রারম্ভক্ষোভবিকারাঃ, গুরুত্বাৎ সারাধিষ্ঠিত-গতয়ঃ, শৈত্যাদল্পক্ষুত্তৃষ্ণাসন্তাপস্বেদদোষাঃ, বিজ্জলত্বাৎ সুশ্লিষ্টসারসন্ধি-বন্ধনাঃ, তথাচ্ছত্বাৎ প্রসন্নদর্শনাননাঃ প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণস্বরাশ্চ ভবন্তি। ত এবংগুণযোগাৎ শ্লেষ্মলা বলবন্তো বসুমন্তো বিদ্যাবন্ত ওজস্বিনঃ শান্তা আয়ুষ্মন্তশ্চ ভবন্তি।

শ্লেষ্মা,—স্নিগ্ধ, মসৃণ, মৃদু, মধুর, সার (প্রসাদস্বরূপ), ঘন, স্থির (চিরকারী), স্তিমিত, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল ও স্বচ্ছ। শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা জন্য শ্লেষ্মল ব্যক্তি স্নিগ্ধাঙ্গ হয়, মসৃণত্ব জন্য শ্লক্ষ্ণাঙ্গ হয়, মৃদুত্ব জন্য তাহাদের দেহ নয়নরঞ্জন সুকুমার ও গৌরবর্ণ হয়, মাধুর্য্য জন্য তাহাদের শুক্র রতিশক্তি ও সন্তান অধিক হয়, সারত্ব জন্য তাহাদের শরীর সারবিশিষ্ট, সংহতাবয়ব ও দৃঢ় হয় সান্দ্রত্ব জন্য সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ হয়, মন্দত্ব জন্য তাহাদের কার্য্য এবং আহার বিহার ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয়, স্তৈমিত্য জন্য তাহারা শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে না, এবং কোন কারণে শীঘ্র তাহাদের মানসিক ক্ষোভ বা বিকার উপস্থিত হয় না। গুরুত্ব জন্য তাহাদের গতি গম্ভীর হয়, শৈত্য জন্য তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ ও দোষ অল্প হয়, পিচ্ছিলতা জন্য তাহাদের সান্ধিবন্ধনসমূহ সুসংশ্লিষ্ট ও সারবান্ হয় স্বচ্ছত্ব জন্য তাহাদের দৃষ্টি ও মুখ প্রসন্ন, এবং স্বর ও বর্ণ প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এই-সকল গুণযোগ বশতঃ শ্লেষ্মল ব্যক্তি বলবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্, ওজস্বী, শান্ত ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

পিত্তমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দ্রবং বিস্রমম্লং কটুকঞ্চ। তস্যোষ্ণ্যাৎ পিত্তলা ভবন্ত্যুষ্ণাসহাঃ শুষ্কসুকুমারাবদাতগাত্রাঃ প্রভূতপিপ্লুব্যঙ্গতিলপিড়কাঃ ক্ষুৎপিপাসাবন্তঃ ক্ষিপ্রবলিপলিতখালিত্যদোষাঃ প্রায়ো মৃদ্বল্পকপিল-শ্মশ্রুলোমকেশাঃ। তৈক্ষ্ণ্যাৎ তীক্ষ্ণপরাক্রমা স্তীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ প্রভূতাশনপানাঃ ক্লেশাসহিষ্ণবো দন্দশূকাঃ। দ্রবত্বাচ্ছিথিলমৃদুসন্ধিবন্ধমাংসাঃ প্রভূত-সৃষ্টস্বেদমূত্রপুরীষাঃ। বিস্রত্বাৎ প্রভূতপূতিকক্ষাস্যশিরঃশরীরগন্ধাঃ। কট্বম্লত্বাদল্পশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ। ত এবংগুণযোগাৎ পিত্তলা মধ্যবলা মধ্যজ্ঞানবিজ্ঞানবিত্তোপকরণবন্তশ্চ ভবন্তি।

পিত্ত,—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র (আমগন্ধি), অম্ল ও কটু। পিত্তের উষ্ণত্ব জন্য পিত্তল ব্যক্তি উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের গাত্র শুষ্ক, সুকুমার ও গৌরবর্ণ হয়, পিপ্লু, ব্যঙ্গ, তিল ও পিড়কা তাহাদের অধিক হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক হয়; বলি, পলিত ও খালিত্য-দোষ শীঘ্র উপস্থিত হয় এবং তাহাদের শ্মশ্রু লোম ও কেশ, প্রায়ই মৃদু, অল্প ও কপিলবর্ণ (কটা) হয়। তীক্ষ্ণতা জন্য তাহাদের পরাক্রম ও জাঠরাগ্নি তীক্ষ্ণ এবং পান-ভোজন প্রভূত হয়। তাহারা কষ্ট সহ্য করিতে পারে না ও দন্দশূক হয় অর্থাৎ অপরের মনে ব্যথা দিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়। পিত্তের দ্রবত্ব জন্য পিত্তল ব্যক্তির সন্ধিবন্ধ ও মাংস শিথিল ও মৃদু হয় এবং স্বেদ মূত্র ও পুরীষ অধিক নির্গত হয়। বিস্রত্ব জন্য ইহাদের কক্ষে (বগলে), মুখে, মস্তকে ও শরীরে অত্যন্ত পূতিগন্ধ হয়। কটুত্ব ও অম্লত্ব জন্য তাহাদের শুক্র রতিশক্তি ও সন্তান

অল্প হইয়া থাকে। এইসকল গুণযোগ বশতঃ পিত্তল ব্যক্তিগণ মধ্যবল ও মধ্যায়ুঃ হয় এবং তাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান বিত্ত ও উপকরণ পদার্থ মধ্যাবস্থ হইয়া থাকে।

বাতস্তু রুক্ষলঘুচলবহুশীঘ্রশীতপরুষবিশদঃ। তস্য রৌক্ষ্যাদ্বাতলা রুক্ষাপচিতাল্পশরীরাঃ প্রততরুক্ষক্ষামভিন্নসক্তজর্জ্জরস্বরা জাগরূকাশ্চ। লঘুত্বাল্লঘুচপলগতিচেষ্টাহারবিহারাঃ। চলত্বাদনবস্থিত-সন্ধ্যক্ষিভ্রূহন্বোষ্ঠ-জিহ্বাশিরঃস্কন্ধ-পাণিপাদাঃ। বহুত্বাদ্বহুপ্রলাপকণ্ডরাশিরাপ্রতানাঃ, শীঘ্রত্বাৎ শীঘ্রসমারম্ভক্ষোভবিকারাঃ শীঘ্রত্রাসরাগবিরাগাঃ শ্রুতগ্রাহিণোঽল্পস্মৃতয়শ্চ, শীতত্বাৎ শীতাসহিষ্ণবঃ প্রততশীতকোদ্বেপকস্তম্ভাঃ পারুষ্যাৎ পরুষকেশশ্মশ্রুরোমনখদশনবদনপাণিপাদাঃ। বৈশদ্যাৎ স্ফুটিতাঙ্গাবয়বাঃ সততসন্ধিশব্দগামিনশ্চ। ত এবংগুণযোগাদ্ বাতলাঃ প্রায়েণাল্পবলাশ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পাপত্যাশ্চাল্পসাধনাশ্চাল্পধনাশ্চ ভবন্তি।

বায়ু—রুক্ষ, লঘু, চল (চঞ্চল), বহু, শীঘ্রকারী, শীতল, পরুষ ও বিশদ। বায়ুর রুক্ষতাজন্য বাতল ব্যক্তির শরীর রুক্ষ ক্ষীণ ও খর্ব্ব হয়, স্বর রুক্ষ ক্ষীণ ভগ্ন জড়িত ও জর্জ্জর হয় এবং তাহারা নিদ্রাহীন হইয়া থাকে। লঘুত্ব জন্য তাহাদের গতি, কার্য্য, আহার ও বিহার লঘু (শীঘ্র) ও চঞ্চল হয়। চলত্ব জন্য তাহাদের সন্ধিস্থান, চক্ষু, ভ্রূ, হনু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মস্তক, স্কন্ধ, হস্ত ও পদ অনবস্থিত (অস্থির) হয়। বহুত্ব জন্য তাহাদের প্রলাপ (বাক্য), কণ্ডরা, শিরা ও জালসমূহ বহু হইয়া থাকে। শীঘ্রত্ব জন্য তাহারা শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করে, শীঘ্র ক্ষুব্ধ হয় ও শীঘ্র বিকারপ্রাপ্ত হয়; এবং ভয় অনুরাগ ও বিরাগ, তাহাদের শীঘ্র হইয়া থাকে; কোন কথা শুনিবামাত্র তাহারা তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্মৃতিশক্তি অল্প হয়। শীতত্ব জন্য তাহারা শীত সহ্য করিতে পারে না এবং নিরন্তর তাহাদের শীত কম্প ও স্তব্ধতা হইয়া থাকে। পরুষতা জন্য তাহাদের কেশ, শ্মশ্রু, রোম, নখ, দশন, মুখ, হস্ত ও পদ পরুষ হয়। বিশদত্ব হেতু তাহাদের অঙ্গাবয়ব সকল স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়, এবং গমনকালে তাহাদের সন্ধিসমূহ হইতে শব্দ নির্গত হইতে থাকে। এইসকল গুণযোগবশতঃ বাতল ব্যক্তিগণ প্রায়ই অল্পবল, অল্পায়ুঃ, অল্পসন্তানবিশিষ্ট, অল্পসাধন (উপায়হীন) ও অল্পধন হইয়া থাকে।

সংসর্গাৎ সংসৃষ্টলক্ষণাঃ। সর্ব্বগুণসমুদিতাস্তু সমধাতবঃ। ইত্যেবং প্রকৃতিতঃ পরীক্ষেত।

যাহাদের প্রকৃতিতে দুইটি দোষের সংসর্গ থাকে অর্থাৎ যাহারা বাতপিত্ত বাতশ্লেষ্ম বা বা পিত্তশ্লেষ্ম ধাতু, তাহারা পূর্ব্বোক্ত উভয়দোষের মিলিত লক্ষণবিশিষ্ট হয়। আর যাহারা সকল দোষের সমুদায় গুণবিশিষ্ট, তাহারা সমধাতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতিদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে।

বিকৃতিতশ্চেতি। বি[illegible]তিরুচ্যতে বিকারঃ। তত্র বিকারং হেতুদুষ্য-দোষপ্রকৃতিদেশকালবলবিশেষৈর্লিঙ্গতশ্চ পরীক্ষেত। ন হ্যন্তরেণ হেত্বাদীনাং বলবিশেষং ব্যাধিবল[illegible]ঃ। যস্য হি ব্যাধের্দোষদূষ্যপ্রকৃতি-

দেশকালসাম্যং ভবতি মহচ্চ হেতুবললিঙ্গং স ব্যাধির্বলবাংস্তদ্বিপর্য্যয়া-
চ্চাল্পবলো মধ্যবলস্তু দূষ্যাদীনামন্যতমসামান্যাদ্ধেতুলিঙ্গমধ্যবলত্বাচ্চোপ-
লভ্যতে।

বিকৃতিদ্বারাও আতুরের পরীক্ষা করিবে। বিকারকেই বিকৃতি কহে। হেতু, দূষ্য, দোষ, প্রকৃতি, দেশ ও কালের বলবিশেষ দ্বারা এবং লক্ষণদ্বারা বিকারের পরীক্ষা করিবে কারণ, হেতুপ্রভৃতির বলবিশেষ ব্যতীত বিকারেরও বলবিশেষের উপলব্ধি হয় না। যেহেতু যে ব্যাধির দোষ দূষ্য প্রকৃতি দেশ ও কালের সাম্য থাকে, এবং যাহার নিদান ও লক্ষণের বল অধিক হয়, সেই ব্যাধি বলবান্ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ দোষ দূষ্যাদির সাম্য না থাকিলে এবং নিদানাদির বল অধিক না হইলে, সেই ব্যাধি অল্পবল হয়। আর দূষ্যাদির অন্যতমের সাম্য থাকিলে এবং নিদান ও লক্ষণ মধ্যবল হইলে, সেই ব্যাধি মধ্যবল বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে।

সারতশ্চেতি। সারাণ্যষ্টৌ পুরুষাণাং বলমানবিশেষজ্ঞানার্থমুপ
দিশ্যন্তে ত্বগ্রক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রসত্ত্বানীতি। তত্র স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণমৃদু-
প্রসন্নসূক্ষ্মাল্পগম্ভীরসুকুমারলোমা সপ্রভেব চ ত্বক্ ত্বক্‌সারাণাম্। সা সারতা
সুখসৌভাগ্যৈশ্বর্য্যোপভোগবুদ্ধিবিদ্যারোগ্যপ্রহর্ষণান্যায়ুষ্যত্বঞ্চাচষ্টে।

দেহসারদ্বারা আতুরের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। পুরুষের বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানের জন্য আটটি সার উপদিষ্ট হইয়া থাকে। যথা ত্বক্ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা শুক্র ও সত্ত্ব (মনঃ)। তন্মধ্যে ত্বক্‌সার ব্যক্তিগণের ত্বক্ স্নিগ্ধ, মসৃণ, মৃদু, প্রসন্ন, এবং সূক্ষ্ম অল্প গম্ভীর সুকুমার-লোম বিশিষ্ট ও প্রভাশালী হয়। সেই ত্বক্‌সারতা, সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্যোপভোগ, বুদ্ধি, বিদ্যা, আরোগ্য, হর্ষ ও দীর্ঘায়ুর খ্যাপন করে অর্থাৎ ত্বক্‌সার ব্যক্তিগণ সুখী, ভাগ্যবান্, ঐশ্বর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, নীরোগ, হৃষ্ট ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

কর্ণাক্ষিমুখজিহ্বানাসৌষ্ঠপাণিপাদতলনখললাটমেহনং স্নিগ্ধরক্তবর্ণং
শ্রীমদ্ ভ্রাজিষ্ণু রক্তসারাণাম্। সা সারতা সুখমুদ্ধতাং মেধাং মনস্বিত্বং
সৌকুমার্য্যমনতিবলমক্লেশসহিষ্ণুত্বঞ্চাচষ্টে।

রক্তসার ব্যক্তিগণের কর্ণ, চক্ষু, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ওষ্ঠ হস্ততল, পদতল, নখ, ললাট ও লিঙ্গ, স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ, সুশ্রী ও উজ্জ্বল হয়। এই রক্তসার দ্বারা সুখ বিপুল মেধা, মনস্বিতা, সুকুমারতা, মধ্যবল ও উষ্ণসহনে অসামর্থ্য আখ্যাত হয়।

শঙ্খললাটকৃকাটিকাক্ষিগণ্ডহনুগ্রীবাস্কন্ধোদরকক্ষবক্ষঃপাণিপাদসন্ধ-
য়ঃ স্থিরগুরুশুভমাংসোপচিতা মাংসসারাণাম্। সা সারতা ক্ষমাং ধৃতিং-
মলৌল্যং বিত্তং বিদ্যাং সুখমার্জ্জবমারোগ্যং বলমায়ুশ্চ দীর্ঘমাচষ্টে।

মাংসসার ব্যক্তিগণের শঙ্খ, ললাট, কৃকাটিকা (ঘাড়), চক্ষু, গণ্ড, হনু, গ্রীবা, স্কন্ধ, উদর, কক্ষ, বক্ষঃস্থল, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থলসমূহ, দৃঢ় গুরু সুশোভন ও মাংসপুষ্ট হয়। সেই মাংসসারতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অলোলতা, বিত্ত, বিদ্যা, সুখ, সরলতা, আরোগ্য, বল ও দীর্ঘ

বর্ণস্বরনেত্রকেশলোমনখদন্তৌষ্ঠমূত্রপুরীষেষু বিশেষতঃ স্নেহো মেদঃসারাণাম্। সা সারতা বিত্তৈশ্বর্য্যসুখোপভোগদৈন্যার্জ্জবং সুকুমারোপচারতাঞ্চাচষ্টে।

মেদঃসার ব্যক্তিগণের বর্ণ, স্বর, চক্ষু, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ওষ্ঠ, মূত্র ও পুরীষ বিশেষ রূপে স্নিগ্ধ হয়। সেই মেদঃসারতা বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সুখভোগ, বিনয় সরলতা ও সুকুমারশীলতার সূচনা করে।

পার্ষ্ণিগুল্ফজান্বরত্নিজত্রুচিবুকশিরঃপর্ব্বস্থূলাঃ স্থূলাস্থিনখদন্তাশ্চাস্থিসারাঃ। তে মহোৎসাহাঃ ক্রিয়াবন্তঃ ক্লেশসহাঃ সারস্থিরশরীরা ভবন্ত্যায়ুষ্মন্তশ্চ।

অস্থিসার ব্যক্তিগণের পার্ষ্ণি, গুল্ফ জানু, কনুই জত্রু, চিবুক, মস্তক ও পর্ব্ব স্থূল হয়, এবং অস্থি নখ ও দন্ত স্থূল হইয়া থাকে। অস্থিসার ব্যক্তিগণ মহোৎসাহ, ক্রিয়াবান্, ক্লেশসহিষ্ণু, সারবান্, দৃঢশরীর ও দীর্ঘায়ু হয়

মৃদ্বঙ্গা বলবন্তঃ স্নিগ্ধবর্ণস্বরাঃ স্থূলদীর্ঘবৃত্তসন্ধয়শ্চ মজ্জসারাস্তে দীর্ঘায়ুষো বলবন্তঃ শ্রুতবিজ্ঞানবিত্তাপত্যসম্মানভাজশ্চ ভবন্তি।

যাহারা মৃদুদেহ, বলবান্, স্নিগ্ধবর্ণ, স্নিগ্ধস্বর, এবং যাহাদের সন্ধিসকল স্থূল দীর্ঘ ও বৃত্ত (গোল) তাহারা মজ্জসার মজ্জসার ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবান্, বিত্তশালী, অপত্যবান্ ও সম্মানভাজন হয়।

সৌম্যাঃ সৌম্যপ্রেক্ষিণঃ ক্ষীরপূর্ণলোচনা ইব প্রহর্ষবহুলাঃ স্নিগ্ধবৃত্তসারসমসংহতশিখরিদশনাঃ প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণস্বরা ভ্রাজিষ্ণবো মহাস্ফিচশ্চ শুক্রসারাঃ, তে স্ত্রীপ্রিয়াঃ প্রিয়োপভোগা বলবন্তঃ সুখৈশ্বর্য্যারোগ্যবিত্তসম্মানাপত্যভাজশ্চ ভবন্তি।

শুক্রসার ব্যক্তিগণ সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদৃষ্টি, ক্ষীরপূর্ণবৎ চক্ষুবিশিষ্ট ও হর্ষবহুল হয়, তাহাদের দন্ত, স্নিগ্ধ বৃত্ত সারবান্ সমান সংহত ও সূচাগ্র হয়, বর্ণ ও স্বর প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ হয়, কান্তি উজ্জ্বল হয়, এবং স্ফিক্ (পাছা) বৃহৎ হয়। তাহারা স্ত্রীলোকের প্রিয়, উপভোগপ্রিয়, বলবান্, এবং সুখী, ঐশ্বর্য্যশালী, আরোগ্যবান্, বিত্তশালী, সম্মানভাজন ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে।

স্মৃতিমন্তো ভক্তিমন্তঃ কৃতজ্ঞাঃ প্রাজ্ঞাঃ শুচয়ো মহোৎসাহা দক্ষা ধীরাঃ সমরবিক্রান্তযোধিনস্ত্যক্তবিষাদাঃ সুব্যবস্থিতগতিগম্ভীরবুদ্ধিচেষ্টাঃ কল্যাণাভিনিবেশিনশ্চ সত্ত্বসারাঃ, তেষাং স্বলক্ষণৈরেব গুণা ব্যাখ্যাতাঃ।

সত্ত্বসার ব্যক্তিগণ, স্মৃতিমান্, ভক্তিমান্, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পবিত্র, মহোৎসাহ, দক্ষ, ধীর, পরাক্রান্ত যোদ্ধা ও বিষাদশূন্য হয়। তাহাদের গতি সুব্যবস্থিত, এবং বুদ্ধি ও চেষ্টা গম্ভীর, এবং কল্যাণ বিষয়ে অভিনিবেশ হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণকথন দ্বারা গুণসমূহও ব্যাখ্যাত হইল।

তত্র সর্ব্বৈঃ সারৈরুপেতাঃ পুরুষা ভবন্ত্যতিবলাঃ পরমসুখযুক্তাঃ

ক্লেশসহাঃ সর্ব্বারম্ভে ত্মনি জাতপ্রত্যয়াঃ কল্যাণাভিনিবেশিনঃ স্থিরসমাহিতশরীরাঃ সুসমাহিতগতয়ঃ সানুনাদস্নিগ্ধগম্ভীরমহানিস্বনাঃ সুখৈশ্বর্য্যবিত্তোপভোগসম্মানভাজো মন্দজরসো মন্দবিকারাঃ প্রায়স্তুল্যগুণবিস্তীর্ণাপত্যাশ্চিরজীবিনশ্চ।

যেসকল পুরুষ সমুদায়-সারসম্পন্ন, তাহারা অতিবলবান্, পরমসুখান্বিত ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়। তাহারা আপনাকে সকল কার্য্যেই সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করে, ও কল্যাণাভিনিবেশী হয়। তাহাদের শরীর দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত, গতি সুসংহত, এবং স্বর প্রতিধ্বনিজনক, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মহান্ হইয়া থাকে। তাহারা সুখী, ঐশ্বর্য্যশালী, বিত্তবান্, উপভোগকারী ও সম্মানভাজন হয়। তাহাদের জরা ও রোগ অল্প হয়, তুল্যগুণশালী বহু সন্তান হইয়া থাকে এবং তাহারা দীর্ঘজীবী হয়।

অতো বিপরীতাস্ত্বসারাঃ। মধ্যানাং মধ্যৈঃ সারবিশেষৈর্গুণবিশেষা ব্যাখ্যাতাঃ। ইতি সারাণ্যষ্টৌ পুরুষাণাং বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানার্থমুপদিষ্টানি ভবন্তি।

এইসমস্ত সারলক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অসার। মধ্যসার ব্যক্তিগণের গুণবিশেষ মধ্যাবস্থ সারবিশেষ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সারগুণসমূহের কতকগুলি গুণ যাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মধ্যসার ব্যক্তি। পুরুষের বলপ্রমাণজ্ঞানের জন্য অষ্টবিধ সারের বিষয় এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

কথং নু শরীরমাত্রদর্শনাদেব ভিষক্ মুহ্যেদয়মুপচিতত্বাদ্বলবানয়মল্পবলঃ কৃশত্বাৎ মহাবলবানয়ং মহাশরীরত্বাদয়মল্পশরীরত্বাদল্পবল ইতি। দৃশ্যন্তে হ্যল্পশরীরাঃ কৃশাশ্চৈকে বলবন্তস্তত্র পিপীলিকাভারবহনবৎ সিদ্ধিঃ। অতশ্চ সারতঃ পরীক্ষ্য ইত্যুক্তম্।

কেবল শরীরমাত্র দেখিয়াই চিকিৎসক যদি এইরূপ নিশ্চয় করেন, যে এই ব্যক্তি পরিপুষ্ট দেহ অতএব বলবান্; এই ব্যক্তি কৃশ, অতএব দুর্ব্বল; এই ব্যক্তি স্থূলদেহ অতএব মহাবল, এবং এই ব্যক্তি হ্রস্বদেহ অতএব অল্পবল; তবে তাঁহাকে অবশ্যই মুগ্ধ হইতে হয়। কারণ, কেহ কেহ কৃশ বা হ্রস্বদেহ হইয়াও বলবান্ হইয়া থাকে; যেমন পিপীলিকা গুরুভার বহনে সমর্থ হয়। এইজন্যই সারদ্বারা পরীক্ষা কর্ত্তব্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

সংহননতশ্চেতি। সংহননং সংহতিঃ সংযোজনমিত্যেকোঽর্থঃ। তত্র সমসুবিভক্তাস্থিসুবদ্ধসন্ধিসুনির্বিষ্টমাংসশোণিতং সুসংহতং শরীরমিত্যুচ্যতে। তত্র সুসংহতশরীরাঃ পুরুষা বলবন্তো বিপর্য্যয়েণাল্পবলাঃ প্রবরাবরমধ্যত্বাৎ সংহননস্য মধ্যবলা ভবন্তি।

সংহনন দ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। সংহনন, সংহতি ও সংযোজন, ইহারা একার্থবাচক শব্দ। যে শরীরের অস্থিসকল সমভাবে অর্থাৎ যথানিয়মে সুবিভক্ত, সন্ধিসমূহ সুসংবদ্ধ, এবং মাংস ও রক্ত সুনিবিষ্ট, তাহাকে সুসংহত শরীর বলা যায়। যেসকল পুরুষ সুসংহতশরীর, তাহারা বলবান্, যাহাদের শরীর সুসংহত নহে, তাহারা দুর্ব্বল, এবং যাহাদের শরীর সুসংহতির মধ্যাবস্থাবিশিষ্ট, তাহারা মধ্যবল হইয়া থাকে।

প্রমাণতশ্চেতি। শরীরপ্রমাণং পুনর্যথাস্বেনাঙ্গুলিপ্রমাণেনোপদিশ্যতে, উৎসেধবিস্তারায়ামৈর্যথাক্রমম্। তত্র পাদৌ চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ, জঙ্ঘে ত্বষ্টাদশাঙ্গুলে ষোড়শাঙ্গুলিপরিক্ষেপেচ, জানুনী চতুরঙ্গুলে ষোড়শাঙ্গুলিপরিক্ষেপে, ত্রিংশদঙ্গুলিপরিক্ষেপাবষ্টাদশাঙ্গুলাবূরূ, ষড়ঙ্গুলিদীর্ঘৌ বৃষণাবষ্টাঙ্গুলিপরিণাহৌ, শেফঃ ষড়ঙ্গুলিদীর্ঘং পঞ্চাঙ্গুলিপরিণাহং, দ্বাদশাঙ্গুলিপরিণাহো ভগঃ, ষোড়শাঙ্গুলিবিস্তারা কটী, দশাঙ্গুলং বস্তিশিরঃ, দ্বাদশাঙ্গুলমুদরং দশঙ্গুলিবিস্তীর্ণঞ্চ দশাঙ্গুলিবিস্তীর্ণে দ্বাদশাঙ্গুলায়ামে পার্শ্বে, দ্বাদশাঙ্গুলং স্তনান্তরং, দ্ব্যঙ্গুলং স্তনপর্য্যন্তং, চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলবিশালং দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধমুরঃ, ত্র্যঙ্গুলং * হৃদয়ম্, অষ্টাঙ্গুলৌ স্কন্ধৌ, ষড়ঙ্গুলাবংসৌ, ষোড়শাঙ্গুলৌ বাহূ, পঞ্চদশাঙ্গুলৌ পাণী, হস্তৌ দ্বাদশাঙ্গুলৌ, কক্ষাবষ্টাঙ্গুলৌ, ত্রিকং দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধম্, অষ্টাদশাঙ্গুলোৎসেধং পৃষ্ঠং, চতুরঙ্গুলোৎসেধা দ্বাবিংশত্যঙ্গুলপরিণাহা শিরোধরা, দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধং চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিণাহমাননং, পঞ্চাঙ্গুলমাস্যং, চিবুকৌষ্ঠকর্ণাক্ষিমধ্যনাসিকাললাটং চতুরঙ্গুলং, ষড়ঙ্গুলোৎসেধং দ্বাত্রিংশদঙ্গুলপরিণাহং শিরঃ। ইতি পৃথক্ত্বেনাঙ্গাবয়বানাং মানমুক্তং। কেবলং পুনঃ শরীরমঙ্গুলিপর্ব্বাণি চতুরশীতিস্তদায়াম [illegible]মুচ্যতে। তত্রায়ুর্বলমোজঃ সুখমৈশ্বর্য্যং বিত্তমিষ্টাশ্চাপরে ভাবা ভবন্ত্যায়ত্তাঃ প্রমাণবতি শরীরে বিপর্য্যয়স্তুতো হীনেঽধিকে বা।

প্রমাণদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। স্ব স্ব অঙ্গুলি প্রমাণানুসারে উচ্চতা, বিস্তার ও দৈর্ঘ্যদ্বারা শরীরপ্রমাণ উপদেশ করিতেছি। যথা—পদ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি, জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ অঙ্গুলি ও পরিণাহ (বেড়) ষোড়শ অঙ্গুলি, জানুর দৈর্ঘ্য চারি অঙ্গুলি ও পরিণাহ ষোড়শ অঙ্গুলি, উরুর দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ অঙ্গুলি ও পরিণাহ ত্রিশ অঙ্গুলি, অণ্ডকোষের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলি ও পরিণাহ আট অঙ্গুলি, লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলি ও পরিণাহ পাঁচ অঙ্গুলি, যোনির পরিণাহ দ্বাদশ অঙ্গুলি, কটিদেশের বিস্তার ষোড়শ অঙ্গুলি, বস্তির শিরোদেশ দশ অঙ্গুলি; উদরের দৈর্ঘ্য দ্বাদশ অঙ্গুলি ও বিস্তার দশ অঙ্গুলি, পার্শ্বদেশের বিস্তার দশ অঙ্গুলি ও দৈর্ঘ্য দ্বাদশ অঙ্গুলি, উভয় স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থান দ্বাদশ অঙ্গুলি, স্তনের প্রান্তভাগ দুই অঙ্গুলি, বক্ষঃস্থলের বিস্তার চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি ও উচ্চতা দ্বাদশ অঙ্গুলি, হৃদয় তিন অঙ্গুলি, স্কন্ধ আট অঙ্গুলি, অংস (বাহুর উপরিভাগ) ছয় অঙ্গুলি, বাহু ষোড়শ অঙ্গুলি, পাণি পঞ্চদশ অঙ্গুলি, হস্ততল দ্বাদশ অঙ্গুলি, কক্ষ (বগল) আট অঙ্গুলি, ত্রিকদেশের (কটীর অধোভাগের) উচ্চতা দ্বাদশ অঙ্গুলি, পৃষ্ঠের উচ্চতা অষ্টাদশ অঙ্গুলি, গ্রীবার উচ্চতা চারি অঙ্গুলি ও পরিণাহ বাইশ অঙ্গুলি, মুখমণ্ডলের উচ্চতা দ্বাদশ অঙ্গুলি ও পরিণাহ চব্বিশ অঙ্গুলি, মুখ পাঁচ অঙ্গুলি; চিবুক, ওষ্ঠ, কর্ণ, চক্ষুর মধ্যভাগ, নাসিকা ও ললাট প্রত্যেক চারি অঙ্গুলি, মস্তকের উচ্চতা

* দ্ব্যঙ্গুলমিতি পাঠান্তরম্। পাঠান্তরে, হৃদয় দুই অঙ্গুলি।

দুর অঙ্গুলি ও পরিণাহ বত্রিশ অঙ্গুলি। প্রত্যেক অঙ্গাবয়বের পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত শরীর চতুরশীতি পর্ব্বপরিমিত। সমস্ত শরীরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান, অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের পরিমাণ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার উভয়েরই সমষ্টি চতুরশীতি অঙ্গুলি। এইরূপ যথাযথ প্রমাণবিশিষ্ট শরীরে, আয়ু, বল, ওজঃ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও অন্যান্য অভীষ্টবিষয় আয়ত্ত থাকে। শরীরপ্রমাণ নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইলে, আয়ু প্রভৃতিরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

সাত্ম্যতশ্চেতি। সাত্ম্যং নাম তদ্ যৎ সাতত্যেনোপযুজ্যমানমুপশেতে। তত্র যে ঘৃতক্ষীরতৈলমাংসরসসাত্ম্যাঃ সর্ব্বরসসাত্ম্যাশ্চ তে বলবন্তঃ ক্লেশসহাশ্চিরজীবিনশ্চ ভবন্তি। রূক্ষসাত্ম্যাঃ পুনরেকরসসাত্ম্যাশ্চ যে তে প্রায়েণাল্পবলাশ্চাল্পক্লেশসহাশ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পসাধনাশ্চ ভবন্তি। ব্যামিশ্রসাত্ম্যাস্তু যে তে মধ্যবলাঃ সাত্ম্যনিমিত্ততো ভবন্তি।

সাত্ম্যদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। যাহা সতত উপসেবিত হইয়া উপকার করে, তাহাকেই সাত্ম্য কহে। ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল ও মাংসরস যাহাদের সাত্ম্য, এবং মধুরাদি সমুদায় রসই যাহাদের সাত্ম্য, তাহারা বলবান্ ক্লেশসহিষ্ণু ও চিরজীবী হইয়া থাকে। যাহারা রুক্ষসাত্ম্য এবং একরসসাত্ম্য, অর্থাৎ যাহারা রুক্ষ পদার্থ বা একরসবিশিষ্ট পদার্থ নিয়ত আহার করে, তাহারা প্রায়ই অল্পবল, অল্প ক্লেশসহ, অল্পায়ুঃ ও অল্পসাধন হয়। আর যাহারা ব্যামিশ্রসাত্ম্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঘৃতাদি ও রুক্ষপদার্থ অথবা কতকগুলি রস মিলিতভাবে আহার করে তাহার সেই মিশ্রসাত্ম্যবশতঃ মধ্যবল হইয়া থাকে।

সত্ত্বতশ্চেতি। সত্ত্বমুচ্যতে মনস্তচ্ছরীরস্য তন্ত্রকমাত্মসংযোগাৎ, তৎ ত্রিবিধং বলভেদেন প্রবরং মধ্যমবরমিতি। অতশ্চ প্রবরমধ্যাবরসত্ত্বাঃ পুরুষা ভবন্তি। তত্র প্রবরসত্ত্বাঃ সত্ত্বসারাঃ সারেষূপদিষ্টাঃ, স্বল্পশরীরা হ্যপি তে নিজাগন্তুনিমিত্তাসু মহতীষ্বপি পীড়াস্বব্যথা দৃশ্যন্তে সত্ত্বগুণবৈশেষ্যাৎ। মধ্যসত্ত্বাস্তু পরানাত্মন্যুপনিধায় সংস্তম্ভয়ন্ত্যাত্মনাত্মানং পরৈর্ব্বাপি সংস্তভ্যন্তে। হীনসত্ত্বাস্তু নাত্মনা ন চ পরৈঃ সত্ত্ববলং শক্যন্তে উপস্তম্ভয়িতুং, মহাশরীরা হ্যপি তে স্বল্পানামপি বেদনানামসহা দৃশ্যন্তে সন্নিহিতভয়শোকলোভমোহমানা রৌদ্রভৈরবদ্বিষ্টবীভৎসবিকৃতসঙ্কথাস্বপি চ পশুপুরুষ-মাংসশোণিতানি চাবেক্ষ্য বিষাদবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছোন্মাদভ্রমপ্রপতনানামন্যতমমাপ্নুবন্ত্যথবা মরণমিতি।

সত্ত্বদ্বারা আতুরের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। মনকে সত্ত্ব বলা হয়। আত্মসংযোগে মন শরীরের নিয়ামক। বলভেদানুসারে মন তিনপ্রকার; প্রবর, মধ্য ও অবর। অতএব পুরুষও তিনপ্রকার; প্রবরসত্ত্ব, মধ্যসত্ত্ব ও অবরসত্ত্ব। আটপ্রকার সারের মধ্যে সত্ত্বসার বলিয়া যাহারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারাই প্রবরসত্ত্ব। প্রবরসত্ত্ব পুরুষ স্বল্পশরীর হইলেও সত্ত্বগুণবিশেষের জন্য, দোষজ বা আগন্তুজ মহৎ পীড়াতেও অকাতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যসত্ত্ব ব্যক্তিগণ, অপর ব্যক্তিকে আপনার আদর্শ করিয়া, আপনিই আপনাকে আয়ত্ত করে, অথবা

অন্য ব্যক্তি কর্তৃক আশ্বাসিত হয় অর্থাৎ অন্যের আশ্বাসবাক্যে আশ্বাস লাভ করিয়া থাকে। হীনসত্ত্ব ব্যক্তিগণ আপনাপনি বা অপর ব্যক্তিদ্বারা কোনরূপেই মনোবল লাভ করিতে পারে না। তাহারা বিপুলদেহ হইলেও, অতি অল্প যাতনাও সহ্য করিতে পারে না। ভয়, শোক, লোভ, মোহ ও অভিমান, তাহাদের সন্নিহিত থাকে অর্থাৎ অল্পকারণেই তাহারা ভয়-শোকাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। উৎকট, ভয়াবহ, অপ্রিয়, বীভৎস, বা বিকৃত বাক্য শুনিলে, কিংবা পশুর বা মানুষের মাংস-রক্ত দেখিলে, বিষাদ, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, ভ্রম, পতন, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আহারশক্তিতশ্চেতি। আহারশক্তিরভ্যবহরণশক্ত্যা জরণশক্ত্যা চ পরীক্ষ্যা, বলায়ুষী হ্যাহারায়ত্তে।

আহারশক্তিদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। ভোজনশক্তি ও পরিপাকশক্তিদ্বারা আহার-শক্তি পরীক্ষা করিতে হয়। বল ও আয়ুঃ উভয়ই আহারের অধীন; অর্থাৎ অধিক আহার-দ্বারা বল ও আয়ুর আধিক্য, মধ্য আহারদ্বারা বল ও আয়ুর মধ্যাবস্থা, এবং অল্প আহারদ্বারা বল ও আয়ুর অল্পতা নিশ্চয় করা যায়।

ব্যায়ামশক্তিতশ্চেতি। ব্যায়ামশক্তিরপি কর্ম্মশক্ত্যা পরীক্ষ্যা, কর্ম্ম-শক্ত্যা হ্যনুমীয়তে বলং ত্রিবিধম্।

ব্যায়ামশক্তিদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। কর্ম্মনিষ্পাদনের শক্তিদ্বারা ব্যায়ামশক্তি অর্থাৎ পরিশ্রমসামর্থ্য পরীক্ষা করিতে হয়। কর্ম্মশক্তিদ্বারাই ত্রিবিধ বল অর্থাৎ অধিকবল মধ্যবল ও অল্পবল অনুমিত হইয়া থাকে।

বয়স্তশ্চেতি। কালপ্রমাণাপেক্ষিণী হি শরীরাবস্থা বয়োঽ-ভিধীয়তে। তদ্বয়ো যথাবস্থানভেদেন ত্রিবিধং বালং মধ্যং জীর্ণ-মিতি। তত্র বালমপরিপক্কধাতুমজাতব্যঞ্জনং সুকুমারমক্লেশসহমসম্পূর্ণ-বলং শ্লেষ্মধাতুপ্রায়মাষোড়শবর্ষম্, বিবর্দ্ধমানধাতুগুণং পুনঃ প্রায়েণান-বস্থিতসত্ত্বমাত্রিংশদ্বর্ষমুপদিষ্টম্। মধ্যং পুনঃ সমত্বাগতবলবীর্য্যপৌরুষ-পরাক্রমগ্রহণধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানসর্ব্বধাতুগুণং বলস্থিতমবস্থিতসত্ত্বমবি-শীর্য্যমাণধাতুগুণং পিত্তধাতুপ্রায়মাষষ্টিবর্ষমুদ্দিষ্টম্। অতঃপরং পরিহীয়মান-ধাত্বিন্দ্রিয়-বলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রম-গ্রহণ-ধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানং ভ্রশ্যমান-ধাতুগুণং বাতধাতুপ্রায়ং ক্রমেণ জীর্ণমুচ্যতে আবর্ষশতম্।

বয়সদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। কালপ্রমাণাপেক্ষী শরীরাবস্থাই বয়স নামে অভিহিত হয়। অবস্থাভেদে বয়স তিনপ্রকার; বাল, মধ্য ও জীর্ণ। বাল্যাবস্থা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত। তন্মধ্যে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত রস-রক্তাদি ধাতু পরিপক্ক হয় না, শ্মশ্রু প্রভৃতি জন্মে না, দেহ সুকুমার থাকে, ক্লেশ সহ্য হয় না, বল অসম্পূর্ণ থাকে এবং শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। তৎপরে ধাতুগুণসকল বৃদ্ধি পায়, এবং চিত্ত প্রায়ই অনবস্থিত (চঞ্চল) থাকে। ত্রিশ বৎসরের পর ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থা। এই অবস্থায় বল, বীর্য্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ (অর্থগ্রহণ-শক্তি), ধারণ (বাক্যের ধারণাশক্তি), স্মরণ, বচন, বিজ্ঞান ও সর্ব্বধাতুগুণ সমত্ব প্রাপ্ত হয়, বল অবস্থিত হয়, চিত্ত স্থির হয়, ধাতুগুণসমূহ ক্ষীণ হয় না, এবং পিত্তধাতুর আধিক্য থাকে।

ষষ্টিবৎসরের পর একশত বর্ষ পর্য্যন্ত জীর্ণাবস্থা। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বচন ও বিজ্ঞান ক্ষীণ হইতে থাকে, ধাতুগুণসমূহের ধ্বংস হইতে থাকে, এবং বাতধাতুর আধিক্য হয়।

বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে। সন্তি চাধিকোনবর্ষশতজীবিনো মনুষ্যাঃ। তেষাং বিকৃতিবর্জ্জ্যৈঃ প্রকৃত্যাদিবলবিশেষৈরায়ুষোলক্ষণতশ্চ প্রমাণমুপলভ্য বয়সস্ত্রিত্বং বিভজেৎ। এবং প্রকৃতিবর্জ্জ্যানাং ভাবানাং প্রবরমধ্যাবরবিভাগেন বলবিশেষং বিভজেৎ। বিকৃতিবলত্রৈবিধ্যেন তু দোষবলং ত্রিবিধমনুমীয়তে। ততো ভৈষজ্যস্য তীক্ষ্ণমৃদুমধ্যবিভাগেন ত্রৈবিধ্যমেব বিভজ্য যথাদোষং ভৈষজ্যমবচারয়েৎ। আয়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোঃ পুনরিন্দ্রিয়স্থানে জাতিসূত্রীয়ে চ লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যন্তে।

এই কলিযুগে একশত বৎসর আয়ুর পরিমাণ। কিন্তু একশত বৎসরের অধিক বা অল্প কালও মনুষ্যগণ জীবিত থাকে। তাহাদের বিকৃতিভিন্ন প্রকৃত্যাদির বলবিশেষদ্বারা এবং আয়ুর্লক্ষণ দ্বারা আয়ুঃপ্রমাণের উপলব্ধি করিয়া, বয়সের ত্রিবিধত্ব বিভাগ করিবে। এইরূপে বিকৃতিভিন্ন প্রকৃত্যাদি বিষয়ের উৎকৃষ্টত্ব মধ্যত্ব ও নিকৃষ্টত্ব অনুসারে আতুরের বলবিশেষ বিভাগ করিবে। বিকৃতিরও ত্রিবিধ বলদ্বারা দোষবলের ত্রিবিধত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। তৎপরে তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদু ভেদে ভেষজেরও ত্রিবিধত্ব বিভাগ করিয়া, যথাদোষ ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে। আয়ুঃপ্রমাণবিজ্ঞানের জন্য পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়স্থানে জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে লক্ষণসমূহ উপদেশ করিব।

কালঃ পুনঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ। তত্র সংবৎসরো দ্বিধা ত্রিধা ষোঢ়া দ্বাদশধা। ভূয়শ্চাতঃ প্রবিভজ্যতে তত্তৎ কার্য্যমভিসমীক্ষ্য। তত্র খলু তাবৎ ষোঢ়া প্রবিভজ্য কার্য্যমুপদেক্ষ্যতে। হেমন্তো গ্রীষ্মো বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবো ভবন্তি তেষামন্তরেষ্বিতরে সাধারণলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবঃ প্রাবৃট্ শরদ্বসন্তা ইতি। প্রাবৃড়িতি প্রথমঃ প্রবৃষ্টেঃ কালস্তস্যানুবন্ধো বর্ষা। এবমেতে সংশোধনমধিকৃত্য ষড় বিভজ্যন্তে ঋতবঃ। তত্র সাধারণলক্ষণেষ্বৃতুষু বমনাদীনাং প্রবৃত্তির্বিধীয়তে নিবৃত্তিরিতরেষু। সাধারণলক্ষণা হি মন্দশীতোষ্ণবর্ষত্বাৎ সুখতমাশ্চ ভবন্ত্যবিকল্পকাশ্চ শরীরৌষধানাম্। ইতরে পুনরত্যর্থশীতোষ্ণবর্ষত্বাদ্ দুঃখতমাশ্চ ভবন্তি বিকল্পকাশ্চ শরীরৌষধানাম্।

সংবৎসর ও আতুরাবস্থা এই দুইটিকে কাল বলা হয়। তন্মধ্যে সংবৎসর দুইভাগে, তিনভাগে, ছয়ভাগে বা দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কার্য্যবিশেষ বিবেচনা করিয়া, ইহা অপেক্ষাও অধিকভাগে বিভক্ত করা যায়। সেইসকল বিভাগের মধ্যে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার কার্য্যসমূহ উপদেশ করিতেছি। শীত উষ্ণ ও বর্ষ লক্ষণানুসারে হেমন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতু হয়। এই তিন ঋতুর অন্তর্গত এবং সাধারণ লক্ষণযুক্ত আর তিনটি ঋতু হইয়া থাকে; যথা প্রাবৃট, শরৎ ও বসন্ত। বর্ষার প্রথম কাল প্রাবৃট, তাহারই অনুবন্ধ

বর্ষা। এইরূপ হেমন্তের প্রথম কাল শরৎ, তাহারই অনুবন্ধ হেমন্ত, এবং গ্রীষ্মের প্রথম কাল বসন্ত ও তাহারই অনুবন্ধ গ্রীষ্ম। এইরূপে সংশোধনকার্য্য অধিকার করিয়াও ছয়টী ঋতু বিভক্ত হইয়া থাকে। এই ছয় ঋতুর মধ্যে সাধারণ লক্ষণযুক্ত ঋতুতে অর্থাৎ প্রাবৃট্ শরৎ ও বসন্তকালে সংশোধনকার্য্য বিধেয়; অপর তিন ঋতুতে নিষিদ্ধ। সাধারণ লক্ষণযুক্ত তিনটি ঋতু, শীত উষ্ণ ও বর্ষার অল্পত্ব জন্য সুখকর এবং শরীর ও ঔষধের অবিকৃতিকর হইয়া থাকে। অপর তিনটি ঋতু, দুঃখজনক এবং শরীর ও ঔষধের বিকৃতিকারক।

তত্র হেমন্তে হ্যতিমাত্রশীতোপহতত্বাৎ শরীরমসুখোপপন্নং ভবত্যতিশীতবাতাধ্মাতমতিদারুণীভূতমবরুদ্ধদোষঞ্চ। ভেষজং পুনঃ সংশোধনার্থমুষ্ণস্বভাবমতিশীতোপহতত্বান্মন্দবীর্য্যত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ তয়োঃ সংযোগে সংশোধনমযোগায়োপপদ্যতে শরীরমপি চ বাতোপদ্রবায়।

হেমন্ত ঋতুতে শরীর অতিমাত্র শীতদ্বারা উপহত হওয়ায় অসুখপ্রাপ্ত হয়, অতি শীতল বাতাসে আধ্মাত হয়, অতিদারুণীভূত হয় এবং অবরুদ্ধদোষ হইয়া থাকে। সংশোধন ঔষধসমূহও উষ্ণস্বভাব, অতিশীতদ্বারা উপহত হইয়া তাহারাও মন্দবীর্য্য হয়। অতএব সেইরূপ শরীরে ঐরূপ ঔষধের সংযোগ হইলে, সংশোধনকার্য্যের অযোগ হইয়া থাকে, এবং শরীরও বাতজনিত উপদ্রবসমূহদ্বারা উপদ্রুত হয়।

গ্রীষ্মে পুনর্ভৃশোষ্ণোপহতত্বাৎ শরীরমসুখোপপন্নং ভবত্যুষ্ণবাতাতপাধ্মাতমতিশিথিলমত্যর্থপ্রবিলীনদোষম্। ভেষজং পুনঃ সংশোধনার্থমুষ্ণস্বভাবমেবাত্যুষ্ণানুগমনাৎ তীক্ষ্ণতরত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ তয়োঃ সংযোগে সংশোধনমতিযোগায়োপপদ্যতে, শরীরমপি পিপাসোপদ্রবায়।

গ্রীষ্ম ঋতুতে শরীর অত্যন্ত উষ্ণোপহত হইয়া অসুখ প্রাপ্ত হয়, উষ্ণ বায়ুদ্বারা আধ্মাত হয়, এবং অতি শিথিল ও অতি বিলীনদোষ হইয়া থাকে। সংশোধনকারক ভেষজসমূহ উষ্ণ স্বভাব, সুতরাং তাহারা অতি-উষ্ণের অনুগমন জন্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠে। অতএব সেইরূপ শরীরে ঐরূপ ঔষধের সংযোগ হইলে, সংশোধনক্রিয়া অতিযোগপ্রাপ্ত হয় এবং শরীরও পিপাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে।

বর্ষাসু তু মেঘজালাবততে গূঢ়ার্কচন্দ্রতারে ধারাকুলে বিয়তি ভূমৌ পঙ্কজলপটলসংবৃতায়ামত্যর্থোপক্লিন্নশরীরেষু ভূতেষু বিহতস্বভাবেষু চ কেবলেষ্বৌষধগ্রামেষু তোয়তোয়দানুগতমারুতসংসর্গোপহতেষু সংসর্গাদ্ গুরুপ্রবৃত্তানি বমনাদীনি ভবন্তি গুরুসমুত্থানতমানি চ শরীরাণি। তস্মাদ্বমনাদীনাং নিবৃত্তির্বিধীয়তে বর্ষান্তেষ্বৃতুষু ন চেদাত্যয়িকে কর্ম্ম।

বর্ষাঋতুতে আকাশ মেঘাবৃত ও বৃষ্টিধারাকুল হয়, সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাসকল প্রকাশ পায় না; ভূমি পঙ্ক-জলসমূহে সংবৃত হয়, শরীর উপক্লিন্ন ও নিহতস্বভাব হয়; এবং ঔষধসমূহও বৃষ্টি-মেঘ-সংসৃষ্ট বায়ুদ্বারা উপহত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই শরীর ও ঔষধের সংযোগে, বমনাদি সংশোধনক্রিয়া গুরুপ্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বমনাদিদ্বারা শরীরলাঘব সম্পাদন হয় না এবং সেই ঔষধদ্বারা শরীরের গুরুত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই আশু বিপজ্জনক কোন সংশোধন-

সাধ্য রোগ উপস্থিত না হইলে, হেমন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে বমনাদি সংশোধনকর্ম্ম বিধেয় নহে।

আত্যয়িকে পুনঃ কর্ম্মণি কামমৃতুং বিকল্প্য কৃত্রিমগুণোপধানেন যথর্ত্তুগুণবিপরীতেন ভেষজং সংযোগসংস্কারপ্রমাণবিকল্পেনোপপাদ্য প্রমাণবীর্য্যসমং কৃত্বা ততঃ প্রযোজয়েদুত্তমেন যত্নেনাবহিতঃ।

আশু বিপজ্জনক রোগে সহসা সংশোধনকর্ম্ম কর্ত্তব্য হইলে, সেই সেই ঋতুগণের বিপরীত কৃত্রিম গুণাধানদ্বারা যথোপযুক্ত ঋতুগুণ সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাযথ সংযোগ সংস্কার ও প্রমাণ বিশেষদ্বারা ঋতুগুণের প্রমাণ ও বীর্য্যের সমান করিয়া, অবহিতচিত্তে যত্নের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

আতুরাবস্থাস্বপি তু কার্য্যাকার্য্যং প্রতি কালাকালসংজ্ঞা, অস্যামবস্থায়ামস্য ভেষজস্য কালোঽকালঃ পুনরস্যেতি। এতদপি ভবত্যবস্থাবিশেষেণ, তস্মাদাতুরাবস্থাস্বপি হি কালাকালসংজ্ঞা। তস্য পরীক্ষা মুহুর্ম্মুহুরাতুরস্য সর্ব্বাবস্থাবিশেষাবেক্ষণং যথাবদ্ভেষজপ্রয়োগার্থম্। ন হ্যতিপতিতকালমপ্রাপ্তকালং বা ভেষজমুপযুজ্যমানং যৌগিকং ভবতি। কালো হি ভৈষজ্যপ্রয়োগপর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। প্রবৃত্তিস্তু প্রতিকর্ম্মসমারম্ভঃ। তস্য লক্ষণং ভিষগৌষধাতুরপরিচারকাণাং ক্রিয়াসমাযোগঃ।

আতুরাবস্থাতেও কার্য্যাকার্য্যসম্বন্ধে কালাকাল সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এই অবস্থা এই ঔষধের কাল এবং এই ঔষধের অকাল, অবস্থাবিশেষানুসারে এইরূপ নিশ্চিত হয়। অতএব আতুরাবস্থাতেও কালাকাল সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথাযথ ঔষধ প্রয়োগের জন্য আতুরের সমুদায় অবস্থাবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পরীক্ষা করিবে। উপযুক্ত কাল অতীত হইয়া গেলে, অথবা কাল উপস্থিত না হইলে, যে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা সম্যগ্‌যোগযুক্ত হয় না। কারণ, কালই ঔষধপ্রয়োগের পর্য্যাপ্তি সম্পাদন করে। প্রতিকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যাধিপ্রতিকারের সমারম্ভকে প্রবৃত্তি কহে। চিকিৎসক, ঔষধ, আতুর ও পরিচারকের ক্রিয়াসংযোগই প্রবৃত্তির লক্ষণ।

উপায়ঃ পুনর্ভিষগাদীনাং সৌষ্ঠবমভিসন্ধানঞ্চ সম্যক্। তস্য লক্ষণং ভিষগাদীনাং যথোক্তগুণসম্পদ্ভির্দেশকালপ্রমাণসাত্ম্যক্রিয়াদিভিশ্চ সিদ্ধিকারণৈঃ সম্যগুপপাদিতস্যৌষধস্যাবচারণমিতি।

ভিষক্ প্রভৃতির গুণোৎকর্ষ ও সম্যক্ প্রবর্ত্তনকে উপায় কহে। ভিষক্ প্রভৃতির যথোক্ত গুণসম্পদ্দ্বারা এবং দেশ, কাল, প্রমাণ, সাত্ম্য ও ক্রিয়াদি সিদ্ধিকারণদ্বারা সম্যগ্‌রূপে উপকল্পিত ঔষধের অবচারণই উপায়ের লক্ষণ।

এবমেতে দশ পরীক্ষ্যবিশেষাঃ পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষিতব্যা ভবন্তি। পরীক্ষায়াস্তু খলু প্রয়োজনং প্রতিপত্তিজ্ঞানম্। প্রতিপত্তির্নাম স যস্তু বিকারো যথা প্রতিপত্তব্যস্তস্য তথানুষ্ঠানজ্ঞানম্। যত্র তু খলু বমনাদীনাং প্রবৃত্তির্যত্র চ নিবৃত্তিস্তদ্যাসতঃ সিদ্ধিষূত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে সর্ব্বম্।

প্র...তিনির্দ্ধার্ত্তলক্ষণসংযোগে তু খলু গুরুলাঘবং সংপ্রধার্য্য সম্যগধ্যবস্যে-দন্যতরনিষ্ঠায়াম্। সন্তি হি ব্যাধয়ঃ শাস্ত্রেষূৎসর্গাপবাদৈরুপক্রমং প্রতি নির্দ্দিষ্টাঃ। তস্মাদ্ গুরুলাঘবং সম্প্রধার্য্য সম্যগধ্যবস্যেদিত্যুক্তম্।

এইরূপে দশটি পরীক্ষণীয়-বিশেষের পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা কর্ত্তব্য। প্রতিপত্তিজ্ঞানই পরীক্ষার প্রয়োজন। যে রোগ যেপ্রকারে জ্ঞাতব্য, সেই রোগের সেইপ্রকার অনুষ্ঠান-জ্ঞানকে প্রতিপত্তি কহে। যে অবস্থায় বমনাদি কর্ত্তব্য এবং যে অবস্থায় নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় উত্তরকালে সিদ্ধিস্থানে বিস্তৃতরূপে উপদেশ করিব। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের লক্ষণ সংযুক্ত হইলে, তন্মধ্যে গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উভয়ের একবিধ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইবে। যেহেতু, শাস্ত্রে উৎসর্গাপবাদ দ্বারা অর্থাৎ ত্যাগ ও গ্রহণের ব্যবস্থাদ্বারা ব্যাধির চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব কার্য্যের গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করা আবশ্যক।

যানি তু খলু বমনাদিষু ভেষজদ্রব্যাণ্যুপযোগং গচ্ছন্তি তান্যনুব্যাখ্যা-স্যামঃ। তদ্‌যথা—ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকৃতবেধন-ফলানি, ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গব-পত্রপুষ্পাণি, আরগ্বধবৃক্ষকমদনস্বাদুকণ্টক-পাঠাপাটলা শার্ঙ্গেষ্টামূর্ব্বাসপ্তপর্ণ-নক্তমালপিচুমর্দ্দপটোলসুষবীগুড়ূচী-চিত্রকসোমবল্কশতাবরীদ্বীপিশিগ্রুমূলকষায়ৈশ্চ, মধুকমধুককোবিদার-কর্ব্বুদারনীপ-নিচুলবিম্বীশণপুষ্পী-সদাপুষ্পীপ্রত্যক্‌পুষ্পীকষায়ৈশ্চ, এলা-হরেণুপ্রিয়ঙ্গুপৃথ্বীকাকুস্তুম্বুরুতগরনলদহ্রবেরতালীশোশীরকষায়ৈশ্চ, ইক্ষু-কাণ্ডেক্ষ্বিক্ষুবালিকাদর্ভপোটগলতগরকালঙ্কতকষায়ৈশ্চ, সুমনাঃসৌমন-স্যায়নীহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবৃশ্চীরপুনর্নবামহাসহাক্ষুদ্রমহাকষায়ৈশ্চ, শাল্মলী-শাল্মলকভদ্রপর্ণ্যৈলাপর্ণ্যুপোদিকোদ্দালকধন্বনরাজাদনোপচিত্রাগোপী-শৃঙ্গাটিকাকষায়ৈশ্চ, পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরসর্ষপফাণিতক্ষীর-ক্ষারলবণোদকৈশ্চ যথালাভং যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য বর্ত্তিক্রিয়াচূর্ণা-বলেহস্নেহকষায়মাংসরসযবাগূযূষকাম্বলিকক্ষীরোপধেয়ান্মোদকানন্যাংশ্চ ভক্ষ্যপ্রকারান্ বিবিধাননুবিধায় যথার্হং বমনার্হায় দদ্যাদ্ বিধিবদ্বমনর্মিতি কল্পসংগ্রহো বমনদ্রব্যাণাম্। কল্পস্তেষাং বিস্তরেণোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে।

বমনাদি কর্ম্মে যেসকল ভেষজদ্রব্য উপযোগী, অতঃপর তাহাই ব্যাখ্যা করিব। যথা,—মদনফল, জীমূতক (ক্ষুদ্র ঘোষা), তিতলাউ, ধামার্গব (পীত ঘোষা), কুটজ ও কৃতবেধন (শ্বেত ঘোষা), ইহাদের ফল; মদনফল, জীমূতক, তিত লাউ ও ধামার্গবের পত্র ও পুষ্প; এইসকল দ্রব্য, সোন্দাল, কুটজ, ময়না, স্বাদুকণ্টক (বৈঁচ), আকনাদি, পারুলমূল, মূর্ব্বা, ছাতিম, করঞ্জ, নিম, পটোলপত্র, সুষবী (তুলসীবিশেষ), গুলঞ্চ, চিতামূল, শ্বেতখদির, শত-মূলী, কণ্টকারী ও শজিনামূলের কষায়ের সহিত; অথবা, মৌল, যষ্টিমধু, শ্বেতকাঞ্চন, রক্ত-কাঞ্চন, কদম্ব, নিচুল (জলবেতস), তেলাকুচ, শণপুষ্পী, রক্ত আকন্দ ও অপামার্গের কষায়; কিংবা বড়এলাচ, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, কৃষ্ণজীরা, ধনে, তগরপাদুকা, জটামাংসী, বালা, তালীশপত্র

ও বেণামূলের কষায়; অথবা ইক্ষু, কুলেখাড়া, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), উলুমূল, কেশেমূল, তগরপাদুকা, ও কাল-কাসন্দার কষায়; কিম্বা জাতীফুল, মালতীফুলের কলিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মাষাণী ও মুগানীর কষায়; অথবা শিমুলমূল, মোচরস, গাম্ভারী, এলাপর্ণী, উপে'দিকা (পুঁই), কোদ ধান্য, ধম্বনবৃক্ষ, রাজাদন (পিয়াল-বিশেষ), ইন্দুরকাণী, শ্যামালতা ও জীবন্তীর কষায়; কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও সর্ষপের কাথ; অথবা ফাণিত (মাংগুড়), দুগ্ধ, ক্ষারজল বা লবণোদক, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে যথালাভ ও যথাভিলষিত দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত করিয়া, বস্তিক্রিয়া, চূর্ণ, অবলেহ, স্নেহ, কষায়, মাংসরস, যবাগূ, যূষ, কাম্বলিক যূষ, ক্ষীর, মোদক বা অন্য কোন ভক্ষ্যবিশেষ প্রস্তুত করিবে, এবং বমনযোগ্য ব্যক্তিকে তাহা সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বমনদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত কল্প কথিত হইল; ইহাদের বিস্তৃত কল্প উত্তর স্থানে উপদিষ্ট হইবে।

বিরেচনদ্রব্যাণি তু শ্যামাত্রিবৃচ্চতুরঙ্গুলতিল্বকমহাবৃক্ষসপ্তলাশঙ্খিনী-দন্তীদ্রবন্তীনাং ক্ষীরমূলত্বক্‌পত্রপুষ্পফলানি যথাযোগং তৈস্তৈঃ ক্ষীরমূল-ত্বক্‌পত্রপুষ্পফলৈর্বিক্লিপ্তাবিক্লিপ্তৈঃ, অজগন্ধাশ্বগন্ধাজশৃঙ্গীক্ষীরিণীনীলিনী-ক্লীতককষায়ৈশ্চ, প্রকীর্য্যোদকীর্য্যামসূরবিদলাকম্পিল্লক-বিড়ঙ্গগবাক্ষী-কষায়ৈশ্চ, পীলুপিয়াল-মৃদ্বীকাকাশ্মর্য্যপরূষক-বদরদাড়িমামলকহরী-তকীবিভীতকবৃশ্চীর-পুনর্নবাবিদারিগন্ধাদিকষায়ৈশ্চ, সীধুসুরাসৌবীরক-তুষোদকমৈরেয়মেদকমদিরামধুমধূলকধান্যাম্লকুবলবদরখর্জ্জূরকর্কন্ধুভিশ্চ, দধিদধিমণ্ডোদশ্বিদ্ভিশ্চ, গোমহিষ্যজাবীনাঞ্চ ক্ষীরমূত্রৈর্যথালাভং যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য বর্ত্তিক্রিয়াচূর্ণাবলেহস্নেহকষায়মাংসরসযূষকাম্বলিকযবাগূ-ক্ষীরোপধেয়ান্ মোদকানন্যাংশ্চ ভক্ষ্যবিকারান্ বিবিধাংশ্চ যোগাননু-বিধায় যথার্হং বিরেচনার্হায় দদ্যাদিত্যেষ বিরেচন-কল্পসংগ্রহো বিরেচন-দ্রব্যাণাম্। কল্পস্ত্বেষাং বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে উত্তরকালম্।

শ্যামমূলা তেউড়ী, অরুণমূলা তেউড়ী, সোন্দাল, লোধ, মনসা সীজ, সপ্তলা, শঙ্খপুষ্পী, দন্তী ও দ্রবন্তীর যথাযোগ্য আঠা, মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল, এইগুলি বিরেচনদ্রব্য। এই-সকল আঠা, মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল, সংযুক্ত বা অসংযুক্তভাবে, যমানী, অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, ক্ষীরিণী, নীলবৃক্ষ ও যষ্টিমধুর কষায়; নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, শ্যামমূলা তেউড়ী, কমলা-গুঁড়ি, বিড়ঙ্গ, ও রাখাল শশার কষায়; অথবা পীলু, পিয়াল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, ফল্‌সাফল, কুল, দাড়িম, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেত পুনর্নবা রক্ত পুনর্নবা ও বিদারীগন্ধাদির কষায়; কিম্বা সাধু, সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মদিরা, মধু, মধূলক, কাঁজি, বড়কুল, ছোটকুল, খর্জ্জুর, সেয়াকুল, দধি, দধিমণ্ড, অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল, এবং গো, মহিষ, ছাগী ও মেষীর দুগ্ধ বা মূত্র, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যথালাভ ও যথাভিলষিত দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত করিয়া, বর্ত্তিক্রিয়া, চূর্ণ, অবলেহ, স্নেহ, কষায়, মাংসরস, যূষ, কাম্বলিক যূষ, যবাগূ, দুগ্ধ, মোদক বা অন্যান্য বিবিধ ভক্ষ্যবিশেষ প্রস্তুত করিবে, এবং বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে তাহাদ্বারা যথাযুক্ত বিরেচন প্রদান করিবে। বিরেচনদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত কল্প কথিত হইল। উত্তরস্থানে ইহাদের কল্পের বিষয় বিস্তৃতরূপে উপদিষ্ট হইবে।

আস্থাপনেষু তু ভূয়িষ্ঠকল্পানি দ্রব্যাণি যানি যোগমুপয়ান্তি তেষু তেষ্ববস্থান্তরেষ্বাতুরাণাং তানি দ্রব্যাণি নামতো বিস্তরেণোপদিশ্যমানান্যপরিসংখ্যেয়ানি স্যুরতিবহুত্বাৎ। ইষ্টশ্চানতিসংক্ষেপবিস্তরোপদেশস্তন্ত্রে, ইষ্টঞ্চ কেবলং জ্ঞানং, তস্মাদ্রসত এব তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

রসসমবায়বিকল্পবিস্তরো হ্যেষামপরিসংখ্যেয়ঃ সমবেতানাং রসানামংশাংশবলবিকল্পাতিবহুত্বাৎ। তস্মাদ্ দ্রব্যাণামেকদেশমুদাহরণার্থং রসেষ্বনুবিভজ্য রসৈকৈকত্বেন চ নামলক্ষণার্থং ষড়াস্থাপনস্কন্ধা রসতোঽনুবিভজ্য ব্যাখ্যাস্যন্তে। যতঃ ষড়্‌বিধমাস্থাপনমেকরসমিত্যাচক্ষতে ভিষজস্তদ্দুর্লভতমং সংসৃষ্টরসভূয়িষ্ঠত্বাদ্ দ্রব্যাণাম্। তস্মান্মধুরাণি মধুরপ্রায়াণি মধুরপ্রভাবাণি চ মধুরপ্রভাবপ্রায়াণ্যপি চ মধুরস্কন্ধে মধুরাণ্যেব কৃত্বোপদেক্ষ্যন্তে। তথেতরাণি দ্রব্যাণ্যপি।

আস্থাপনকার্য্যে যেসকল দ্রব্য রোগীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বহুবিধ কল্পনায় প্রযুক্ত হয়, তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া বিস্তৃতরূপে উপদেশ দিতে হইলে, অতি বহুত্বজন্য অপরিসংখ্যেয় হইয়া পড়ে। তন্ত্রে নাতিসংক্ষেপ ও নাতিবিস্তর অথচ যাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে, এইরূপ উপদেশই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য মধুরাদি রস অবলম্বন করিয়া আস্থাপনদ্রব্যসমূহের ব্যাখ্যা করিব। রসসমূহের মিশ্রণানুসারে তাহাদের বিকল্পও অপরিসংখ্যেয় হয়; কারণ, মিশ্রিত রসসমূহের অংশাংশের বলবিভাগ অতি বহু। অতএব দ্রব্যসমূহের একদেশ উদাহরণের জন্য, সেইসমস্ত দ্রব্য রসানুসারে বিভক্ত করিয়া, প্রধানতম এক একটি রসের নাম ও লক্ষণার্থ রসানুসারে ছয়টি আস্থাপনস্কন্ধ ব্যাখাত হইবে। দ্রব্যসমূহ প্রায়ই মিলিতরস, সেইজন্য চিকিৎসকগণ এক একটি রসানুসারে আস্থাপনদ্রব্যের ষড়বিধত্ব দুর্লভ বলিয়া থাকেন। সুতরাং যেসকল দ্রব্য মধুররস বা মধুররসবহুল, এবং মধুরপ্রভাব বা মধুরপ্রভাববহুল, সেই সমস্ত দ্রব্যই মধুর বলিয়া মধুরস্কন্ধে ব্যাখাত হইবে। অন্যান্য রসবিশিষ্ট দ্রব্যও ঐরূপে ব্যাখ্যা করিব।

তদ্‌যথা,—জীবকর্ষভকৌ জীবন্তী বীরা তামলকী কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী শণপর্ণী মেদা মহামেদা কর্কটশৃঙ্গী শৃঙ্গাটিকা ছিন্নরুহা ছত্রাতিচ্ছত্রা শ্রাবণী মহাশ্রাবণী সহদেবা বিশ্বদেবা শুক্লা ক্ষীরশুক্লা বলাতিবলা বিদারী ক্ষীরবিদারী ক্ষুদ্রসহা মহাসহর্ষ্যগন্ধাশ্বগন্ধা পয়স্যা বৃশ্চীরপুনর্নবা বৃহতীকণ্টকারিকৈরগুমোরটশ্বদংষ্ট্রাসংহর্ষাশতাবরীশতপুষ্পা মধূকপুষ্পী যষ্টিমধু মধূলিকা মৃদ্বীকা খর্জ্জুর[illegible]গুপ্তাপুষ্করবীজকশেরুকরাজকশেরুকরাজাদনকতককাশ্মর্য্যশীতপাক্যোদনপাকীতালখর্জ্জুরমস্তকেক্ষু[illegible]দর্ভকুশকাশশালিগুন্দ্রেৎকটশরমূলরাজক্ষবকর্ষ্যপ্রোক্তা দ্বারকা ভারদ্বাজী বনত্রপুষ্যভীরুপত্রী হংসপাদী কাকনাসা কুলিঙ্গা ক্ষীরবল্লী কপোতবল্লী গোপবল্লী

মধুবল্লী [illegible]তি। এষামেবংবিধানামন্যেষাঞ্চ মধুরবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশচ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন সুপ্রক্ষালিতায়াং স্থাল্যাং সমাবাপ্য পয়সার্দ্ধোদকেনাভ্যাসিচ্য সাধয়েদ্দর্ব্ব্যা সততমবঘট্টয়ন্। তদুপযুক্তং ভূয়িষ্ঠেঽম্ভসি গতরসেষ্বৌষধেষু পয়সি চানুপদগ্ধে স্থালীমুপহৃত্য পরিস্রুতং পূতং পয়ঃ সুখোষ্ণং ঘৃততৈলবসামজ্জলবণফাণিতোপহিতং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাৎ। সুশীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি মধুরস্কন্ধঃ।

মধুরস্কন্ধ যথা,—জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, বীরা (মুরামাংসী), ভূম্যামলকী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, শালপাণী, চাকুলে, শণপর্ণী, মেদা, মহামেদা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিঙ্গাড়া, গুলঞ্চ, ছত্রা (কুলেখাড়া), অতিছত্রা (লাল কুলেখাড়া), শ্বেত মুণ্ডিরী, রক্ত মুণ্ডিরী, পীত ডানকুনি, লাল ডানকুনি, শুক্লা (বিদারী বিশেষ), ক্ষীরশুক্লা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, বিদারী (ভূঁমিকুষ্মাণ্ড), ক্ষীরবিদারী, রক্ত ঝাঁটি, শ্বেত ঝাঁটী, বীরতাড়ক, অশ্বগন্ধা, পয়স্যা (অর্কপুষ্পী), শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ড, মূর্ব্বা, গোক্ষুর, সংহর্ষা (বাঁদরা), শতমূলী, গুলঞ্চা, মধুকপুষ্পী (মৌল বিশেষ), যষ্টিমধু, মধূলিকা, দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর, ফল্সা, আল্কুশী, পদ্মবীজ, কেশুর, রাজাদন, নির্ম্মলফল, গাম্ভারীফল, শীতপাকী, ওদনপাকী, তালমাতী, খেজুরমাতী, ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), উলুমূল, কুশমূল, কেশেমূল, শালীধান্যমূল, হোগ্‌লা, ইকড়, শরমূল, রাজক্ষবক, পীত বেড়েলা, কার্পাসী, বনকার্পাসী, বনশণ, ছোট শতমূলী, থুলকুড়ী, কাকনাসা, কুলিঙ্গা, ক্ষীরলতা, কপোতবল্লী, অনন্তমূল, মধুবল্লী ও সোমলতা। এইসকল দ্রব্য এবং মধুরবর্গোক্ত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছেদনযোগ্য দ্রব্য খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া ও ভেদনযোগ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্ন করিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। তৎপরে অর্দ্ধজলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত ঐসকল দ্রব্য একটি হাঁড়ীতে করিয়া সিদ্ধ করিবে এবং হাতাদ্বারা নিয়ত আলোড়ন করিতে থাকিবে। ঔষধদ্রব্যের রস উত্তমরূপে নিঃসৃত হইলে, উপযুক্ত জল অবশিষ্ট থাকিতে এবং এবং দুগ্ধ উপদগ্ধ না হইতে, হাঁড়ী নামাইয়া দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইবে। সেই সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত, তৈল, বসা মজ্জা, লবণ ও মাৎগুড় মিশ্রিত করিয়া, বিধিজ্ঞ চিকিৎসক যথাবিধানে বায়ুরোগীকে বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। পিত্তরোগীকে প্রয়োগ করিতে হইলে, ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে, তাহার সহিত মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মধুরস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

আম্রাম্রাতকল[illegible]চকরমর্দ্দ-বৃক্ষাম্লাম্লবেতস[illegible]বল-বদরদাড়িম-মাতুলুঙ্গ-করীরকামলক-[illegible]শীতক-দন্তশঠৈরাবতককোষাম্রধন্বনানাং ফলানি, পত্রাণি চাশ্মন্তকচাঙ্গেরীণাং চতুর্ব্বিধানাং চাম্লীকানাং দ্বয়োঃ কোলয়োশ্চামশুষ্কয়োর্দ্বয়োশ্চ শুষ্কাম্লিকয়োর্গ্রাম্যারণ্যয়োঃ। আসবদ্রব্যাণি চ [illegible]দৌবীর[illegible]যোদকমৈরেয়মেদক-মদিরামধুশীধুশুক্তদধিমণ্ডোদশ্বিদ-

ধান্যাম্লাদীনি চ। এষামেবংবিধানাঞ্চান্যেষাঞ্চাম্লবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধ-দ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা দ্রবৈঃ স্থিতান্যবসিচ্য সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবৎ তৈলবসামজ্জলবণফাণিতোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো দদ্যাদিত্যম্লস্কন্ধঃ।

অম্লস্কন্ধ যথা,—আম্র, আম্রাতক (আমড়া), মান্দার, করঞ্জ, তেঁতুল, অম্লবেতস (থৈকল), বড়কুল, ছোটকুল, দাড়িম, ছোলঙ্গ নেবু, করীর, আমলকী, অত্যন্ত অম্ল তেঁতুল, চালুদে, কামরাঙ্গা, নারেঙ্গা নেবু, কেওড়া (জলপাই) ও ধম্বন, ইঁহাদের ফল; অশ্মন্তক (অম্লকুচা), আমরুল ও চতুর্ব্বিধ তেঁতুল, ইহাদের পাতা; দুইপ্রকার কুলের কাঁচা ও শুষ্ক পাতা, এবং গ্রাম্য ও বন্য দুইপ্রকার তেঁতুলের শুষ্কপাতা; আসব দ্রব্যসমূহ; সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মদিরা, মধু, শীধু, শুক্ত, দধি, দধিমণ্ড, ঘোল ও কাঁজি প্রভৃতি। এইসমস্ত দ্রব্য এবং অম্লবর্গোক্ত এইরূপ অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছেদ্য দ্রব্যের খণ্ড খণ্ড ছেদন এবং ভেদ্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভেদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুরাদি দ্রবপদার্থের সহিত ভিজাইয়া যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত তৈল, বসা, মজ্জা, লবণ ও মাৎগুড় মিশ্রিত করিয়া, বায়ুরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবে। অম্লস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

সৈন্ধবসৌবর্চ্চলকালবিড়পাক্যকূপ্যবালকৈলমৌলকসামুদ্ররৌমকৌদ্ভিদৌষরপাটেয়কপাংশুজানীত্যেবংপ্রকারাণি চান্যানি লবণবর্গপরিসংখ্যাতান্যেতান্যম্লোপহিতান্যুষ্ণোদকোপহিতানি বা স্নেহবন্তি সুখোষ্ণং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাদিতি লবণস্কন্ধঃ।

লবণস্কন্ধ যথা,—সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, কাল, বিট্, পাক্য, কূপ্য, বালক, এলমৌলক, সামুদ্র, রৌমক, ঔদ্ভিদ, ঔষর, পাটেয়ক, ও পাংশুজ; এইসকল লবণ, এবং লবণবর্গোক্ত এইপ্রকার অন্যান্য লবণ, অম্লের (কাঁজির) বা উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপদার্থ মিলিত করিবে। তৎপরে বিধিজ্ঞ চিকিৎসক বায়ুরোগীকে যথানিয়মে বস্তি প্রয়োগ করিবে। লবণস্কন্ধ বর্ণিত হইল।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলহস্তিপিপ্পলী-চব্যচিত্রকশৃঙ্গবের-মরিচাজমোদার্দ্রক-বিড়ঙ্গকুস্তুম্বুরু-পীলুতেজোবত্যেলাকুষ্ঠ-ভল্লাতকাস্থি-হিঙ্গুকিলিমমূলক-সর্ষপলশুনকরঞ্জ-শিগ্রু শিগ্রু কখরপুষ্পভূস্তৃণ-সুমুখসুরসার্জ্জককাণ্ডীরকাল-মালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক-ক্ষারমূত্রপিত্তানীতি, এষামেবংবিধানাঞ্চান্যেষাং কটুকবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা গোমূত্রেণ সহ সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধু-তৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিবদ্দদ্যাদিতি কটুকস্কন্ধঃ।

কটুকস্কন্ধ যথা,—পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপুল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, আদা, বিড়ঙ্গ, কুস্তুম্বুরু (ধনে বিশেষ), পীলু, তেজোবতী (তেজবল), এলাচ, কুড়, ভেলার মুটী,

হিং, দেবদারু, মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শজিনা, রক্তশজিনা, বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ; ভূমুখ, সুরস, অর্জ্জক, কাণ্ডীর, কালমাল, পর্ণাস, ক্ষবক ও ফণিজ্জক তুলসী, এবং ক্ষার, মূত্র ও পিত্ত। এইসকল দ্রব্য, এবং এইরূপ কটুবর্গোক্ত অন্যান্য ঔষধদ্রব্যের মধ্যে ছেদ্য দ্রব্যের খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া এবং ভেদ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্ন করিয়া, গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত মধু তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, শ্লেষ্মরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবে। কটুকস্কন্ধ কথিত হইল।

চন্দননলদকৃতমালনক্তমালনিম্বতুম্বুরুকুটজহরিদ্রাদারুহরিদ্রামুস্তমূর্ব্বা-কিরাততিক্তককটুরোহিণীত্রায়মাণাকরীরকরবীরকেবুককঠিল্লকবৃষমণ্ডূক-পর্ণীকর্কোটক-বার্ত্তাকু-কর্কশকাকমাচীকারবেল্ল-কাকোদুম্বরিকাসুষব্যাতি-বিষা-পটোলকুলকপাঠা-গুড়ূচী-বেত্রাগ্র-বেতস-বিকঙ্কত-বকুল-সোমবল্ক-সপ্তপর্ণসুমনোহর্কাবল্গুজবরাতগরাগুরুবালকোশীরাণীতি, এষামেবংবিধা-নাঞ্চান্যেষাং তিক্তবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদ-য়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েনাভ্যাসিচ্য সাধয়ি-ত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্ দদ্যাৎ। শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংস্কৃত্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি তিক্তস্কন্ধঃ।

তিক্তকস্কন্ধ যথা,—চন্দন, বেণামূল, সোন্দাল, নাটাকরঞ্জ, নিম, তুম্বুরু, কুটজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, মূর্ব্বা, চিরাতা, কট্কী, বলাডুমুর, করীব, করবীর, কেবুক (কেউ), করোলা, বাসক, থুলকুড়ী, কাঁকরোল, বেগুণ, কম্লাগুঁড়ি, কাকমাচী, বড় করোলা, কাক-ডুমুর, বন করোলা, আতইচ, পটোল, পটোলপত্র, আকনাদী, গুলঞ্চ, বেত্রাগ্র, বেতস, বঁইচি, বকুল, শ্বেতখদির, ছাতিম, জাতীপুষ্প, আকন্দ, সোমরাজী, ব্রাহ্মী, তগরপাদুকা, অগুরু, বালা ও উশীর (বেণামূল বিশেষ), এইসমস্ত দ্রব্য এবং এইরূপ তিক্তবর্গোক্ত অন্যান্য ঔষধ-দ্রব্যসমূহের মধ্যে, ছেদনযোগ্য দ্রব্যের খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া, এবং ভেদনযোগ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাঙ্গিয়া, জলে ধৌত করিবে এবং কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখার পরে যথানিয়মে সিদ্ধ করিয়া, ছাঁকিয়া লইবে। সুখোষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত মধু তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, বিধিজ্ঞ ভিষক্ শ্লেষ্মরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবেন। পিত্তরোগীকে, ঐ কাথ শীতল হইলে, তাহার সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবেন। তিক্তস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থ্যম্বষ্ঠকীকট্বঙ্গলোধ্রমোচরসসমঙ্গাধাতকীপুষ্পপদ্মা-পদ্মকেশরজম্ব্বাম্রপ্লক্ষবটকপীতনোদুম্বরাশ্বত্থভল্লাতকাশ্মন্তকশিরীষশিং-শপাসোমবল্কতিন্দুক-পিয়ালবদরসপ্তপর্ণাশ্বকর্ণস্যন্দনার্জুনাসনারিমেদৈল-বালুকপরিপেলবকদম্বশল্লকীজিঙ্গিনীকাশকশেরুকারাজকশেরুকাকট্-ফলবংশপদ্মকাশোকশালধবসর্জ্জভূর্জ্জখরপুষ্পাশমীমাচীকবরকতুঙ্গাজকর্ণা-শ্বকর্ণস্ফূর্জ্জকবিভীতককুম্ভীকপুষ্করবীজ-বিসমৃণালতালখর্জ্জুরতরুণীনামেবং-বিধানাঞ্চান্যেষাং কষায়বর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশো-

ছেদয়িত্বা ভেদয়িত্বা চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েনাভিষিচ্য সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্ দদ্যাৎ, শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি কষায়স্কন্ধঃ।

কষায়স্কন্ধ যথা—প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের আঁটি, আকনাদী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী, পদ্মকেশর, জামছাল, আমছাল, পাকুড়, বট, যজ্ঞডুমুর, ডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলার মুটী, শিরীষ, শিংশপ (শিশু), শ্বেতখদির, গাব, পিয়াল, কুল, খদির, ছাতিম, অশ্বকর্ণ শাল, স্পন্দন-বৃক্ষ, অর্জ্জুন-বৃক্ষ, অসন (আসনা), বিট্খদির, এলবালুক, কৈবর্ত্ত-মুতা, কদম্ব, শল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, কাশ, কেশুর বড় কেশুর, কট্ফল ধাপ, পদ্মকাষ্ঠ, অশোক, শাল, ধব, সর্জ্জ, ভূর্জ্জ, অপামার্গ, শমী, দেবদারু, বোরো ধান্য, পুন্নাগ, অজকর্ণ শাল, অশ্বকর্ণশাল, স্ফূর্জ্জক, বহেড়া, পানা, পদ্মবীজ, মৃণাল, পদ্মনাল, তাল, খর্জ্জুর ও ঘৃতকুমারী। এইসমস্ত এবং এইরূপ কষায়বর্গোক্ত অন্যান্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে ছেদ্য দ্রব্য খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া ও ভেদ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভিন্ন করিয়া, জলে ধৌত করিবে এবং কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখার পরে যথানিয়মে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সুখোষ্ণ থাকিতে, তাহার সহিত মধু তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, বিধানজ্ঞ চিকিৎসক শ্লেষ্মরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবেন। পিত্তরোগীকে, ঐ কাথ শীতল হইলে, তাহার সহিত, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবেন। কষায়স্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

তত্র শ্লোকাঃ

ষড়্ বর্গাঃ পরিসংখ্যাতা য এতে রসভেদতঃ।
আস্থাপনমভিপ্রেত্য তান্ বিদ্যাৎ সার্ব্বযৌগিকান্॥
সর্ব্বশো হি প্রণিহিতাঃ সর্ব্বরোগেষু জানতা।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিযচ্ছন্তি যেভ্য আস্থাপনং হিতম্॥
যেষাং যেষাং প্রশান্ত্যর্থং যে যে ন পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দ্রব্যবর্গা বিকারাণাং তেষাং তে পরিকোপকাঃ।

আস্থাপন-কর্ম্ম লক্ষ করিয়া, রসভেদে এই যে ষড়্বর্গ কথিত হইল, ইহা সার্ব্বযৌগিক অর্থাৎ সর্ব্বরোগনাশক বলিয়া জানিবে। যে রোগে আস্থাপন হিতকর, সেই সেই রোগে এইসকল আস্থাপন বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইলে, তৎসমস্ত রোগ বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যেসকল বর্গ যে যে রোগের প্রশান্তিকর বলিয়া কথিত নাই, সেইসমস্ত দ্রব্যবর্গ সেই সেই রোগের প্রকোপক হইয়া থাকে।

ইত্যেতে ষড়াস্থাপনস্কন্ধা রসতোঽনুবিভজ্য ব্যাখ্যাতাঃ। এভ্যো ভিষগ্ বুদ্ধিমান্ পরিসংখ্যাতমপি যদ্ দ্রব্যমযৌগিকং মন্যেত তত্তদপকর্ষয়েৎ। যদ্ যচ্চানুক্তমপি যৌগিকং বা মন্যেত তত্তদ্দদ্যাৎ। বর্গমপি বর্গেণোপসংসৃজেদেকমেকেনানেকেন বা যুক্তিং প্রমাণীকৃত্য। প্রবিচরণমিব ভিক্ষুকস্য বীজমিব কর্ষকস্য সূত্রং বুদ্ধিমতাম[illegible]জ্ঞানায় ভবতি।

তস্মাদ্ বুদ্ধিমতামূহাপোহবিতর্কাঃ, মন্দবুদ্ধেস্তু যথোক্তানুগমনমেব শ্রেয়ঃ। যথোক্তং হি মার্গমনুগচ্ছন্ ভিষক্ সংসাধয়তি বা কার্য্যমনতিমহত্ত্বাদনতিহ্রস্বত্বাচ্চোদাহরণস্যেতি।

রসভেদানুসারে বিভাগ করিয়া, এই ছয়প্রকার আস্থাপনস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল। বুদ্ধিমান চিকিৎসক, এইসকল বর্গোক্ত দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য অযৌগিক বিবেচনা করিবেন, সেই সেই দ্রব্য ত্যাগ করিবেন; এবং যদি কোন অনুক্ত দ্রব্যও যৌগিক বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে সেই দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন। যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে, কোন একটি বর্গের বা অনেক বর্গের সহিত অন্য বর্গও যোগ করিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন। ভিক্ষুকের বিচরণ এবং কৃষকের বীজের ন্যায়, বুদ্ধিমান গণের নিকট অল্প সূত্রও অধিক জ্ঞানের নিমিত্ত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ গণের পক্ষে তর্ক বিতর্ক শ্রেয়স্কর। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের যথোপদিষ্ট কার্য্য করাই মঙ্গলজনক। চিকিৎসাবিষয়ে যেসকল অনতিসংক্ষিপ্ত ও অনতিবিস্তৃত উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে যথোপদিষ্ট পথে অনুগমন করিলে, চিকিৎসক অবশ্যই কার্য্যসাধন করিতে পারেন।

অতঃপরমনুবাসনদ্রব্যাণ্যনুব্যাখ্যাস্যন্তে। অনুবাসনস্তু স্নেহ এব। স্নেহস্তু দ্বিবিধঃ স্থাবরো জঙ্গমাত্মকশ্চ তত্র স্থাবরাত্মকঃ স্নেহস্তৈলমতৈলঞ্চ। তদ্দ্বয়ং তৈলমেব কৃত্বোপদিশ্যতে সর্ব্বতস্তৈলপ্রাধান্যাৎ। জঙ্গমাত্মকস্তু বসামজ্জাসর্পিরিতি। তেষাং তৈলবসামজ্জসর্পিষাস্তু যথাপূর্ব্বং শ্রেষ্ঠম্ বাতশ্লেষ্মবিকারেষ্বনুবাসনীয়েষু। যথোত্তরং পিত্তবিকারেষু সর্ব্ব এব বা সর্ব্বেষ্বপি চ যোগমায়ান্তি সংস্কারবিধিবিশেষাদিতি।

অতঃপর অনুবাসনদ্রব্যসকল ব্যাখ্যা করিতেছি। স্নেহই অনুবাসনের দ্রব্য। স্নেহ পদার্থ দুইপ্রকার; স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক। তৈল এবং অতৈল অর্থাৎ সর্ষপাদিজাত স্নেহকে স্থাবর স্নেহ কহে। তৈলের প্রাধান্য হেতু তৈল ও অতৈল উভয় স্নেহই তৈল নামে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। বসা মজ্জা ও ঘৃতকে জঙ্গমাত্মক স্নেহ বলা হয়। অনুবাসনযোগ্য বাত-শ্লেষ্মজ রোগে এই সমস্ত তৈল, বসা, মজ্জা ও ঘৃতের মধ্যে পরপরটি অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বটি উৎকৃষ্ট; এবং অনুবাসনযোগ্য পিত্তজরোগে পূর্ব্বপূর্ব্বটির অপেক্ষা পরপরটি উৎকৃষ্ট। অথবা সংস্কার-বিধিবিশেষানুসারে সকল স্নেহই সমুদায় রোগে উপযোগী হইয়া থাকে।

শিরোবিরেচনদ্রব্যাণি পুনরপামার্গপিপ্পলীমরিচবিড়ঙ্গশিগ্রুশিরীষকুস্তুম্বুরুবিল্বাজাজ্যজমোদাবার্ত্তাকীপৃথ্বীকৈলাহরেণুকাফলানি চ, সুমুখসুরসকুঠেরকগণ্ডীরককালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝকহরিদ্রাশৃঙ্গবেরমূলকলশুনতর্কারীসর্ষপপত্রাণি চ, অর্কালর্ককুষ্ঠনাগদন্তীবচাপামার্গশ্বেতাজ্যোতিষ্মতীগবাক্ষীগণ্ডীরাবাক্পুষ্পীবৃশ্চিকালীবয়স্থাতিবিষামূলানি চ, হরিদ্রাশৃঙ্গবেরমূলকলশুনকন্দাশ্চ লোধ্রমদনসপ্তপর্ণনিম্বার্কপুষ্পাণি চ, দেবদার্ব্বগুরুসরলশল্লকীজিঙ্গিন্যসনহিঙ্গুনির্য্যাসাশ্চ তেজোবতীবরাঙ্গেঙ্গুদীশোভাঞ্জনবৃহতীকণ্টকারিকাত্বগিতি। শিরোবিরেচনং সপ্তবিধং ফলপত্রমূল-

কন্দপুষ্পনির্য্যাসত্বগাশ্রয়ভেদাৎ, লবণকটুতিক্তকষায়াণি চেন্দ্রিয়োপশয়ানি তথাপরাণ্যনুক্তান্যপি দ্রব্যাণি যথাযোগবিহিতানি শিরোবিরেচনার্থমুপদিশ্যন্তে ইতি।

শিরোবিরেচন-কারক দ্রব্য যথা,—অপামার্গ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শজিনা, শিরীষ, কুস্তুম্বুরু, বিল্ব, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী বৃহতী, জীরা, এলাচ ও রেণুকা, ইহাদের ফল; সুমুখ, সুরস, কুঠেরক, গণ্ডীরক, কালমাল, পর্ণাশ, ক্ষবক, ফণিজ্ঝক, হরিদ্রা, আদা, মূলক, লশুন, জয়ন্তী ও সর্ষপ, ইহাদের পত্র; রক্ত আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, কুড়, নাগদন্তী, বচ, অপামার্গ, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফট্কি, রাখালশশা গণ্ডীরশাক, অবাক্‌পুষ্পী, বিছুটী, বয়স্থা ও আতইচ, এইসকলের মূল; হরিদ্রা, শুঁঠ, মূলক ও লশুন, ইহাদের কন্দ; লোধ, ময়না, ছাতিম, নিম ও আকন্দ, ইহাদের ফুল; দেবদারু, অগুরু, সরল কাষ্ঠ, শল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, পীতশাল ও হিঙ্গু, ইহাদের নির্য্যাস; এবং তেজবলা, দারুচিনি, ইঙ্গুদী, শজিনা, বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকলের ত্বক্। ফল, পত্র, মূল, কন্দ, পুষ্প, নির্য্যাস ও ত্বক্ এই সাতপ্রকার আশ্রয়ভেদে শিরোবিরেচনদ্রব্য সাতপ্রকার। তদ্‌ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের উপশয়কারক লবণকটুতিক্ত ও কষায় দ্রব্য, এবং অনুক্ত অন্যান্য দ্রব্যও শিরোবিরেচনের জন্য উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকাঃ

লক্ষণাচার্য্যশিষ্যাণাং পরীক্ষা কারণঞ্চ যৎ।
অধ্যেয়াধ্যাপনবিধিঃ সম্ভাষাবিধিরেব চ॥
ষড়্‌ভির্ন্যূনানি পঞ্চাশদ্বাদমার্গপদানি চ।
পদানি দশ চান্যানি কারণাদীনি তত্ত্বতঃ॥
সম্প্রশ্নশ্চ পরীক্ষ্যাদের্নবকো বমনাদিষু।
ভিষগ্‌জিতীয়ে রোগাণামধ্যায়ে সম্প্রদর্শিতঃ॥

শাস্ত্র, আচার্য্য ও শিষ্যের পরীক্ষাকারণ, অধ্যয়নের ও অধ্যাপনের বিধি, সম্ভাষাবিধি, চুয়াল্লিশ প্রকার বাদমার্গের বিষয়, কারণাদি অপর দশপ্রকার বিষয়, বমনাদিকার্য্যে পরীক্ষ্যাদি বিষয়ের নয়টি প্রশ্ন, এইসমস্ত বিষয় রোগভিষগ্‌জিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বহুবিধমিদমুক্তমর্থজাতং বহুবিধবাক্যবিচিত্রমর্থজাতম্।
বহুবিধশুভশব্দসন্ধিযুক্তং বহুবিধবাদনিসূদনং পরেষাম্।
ইমাং মতিং বহুবিধহেতুসংশ্রয়াং বিজজ্ঞিবান্ পরমতবাদসূদনীম্।
নিলীয়তে পরবচনাবমর্দ্দনে ন শক্যতে পরবচনৈশ্চ মর্দ্দিতুম্।
দোষাদীনান্তু ভাবানাং সংখ্যাকোপঃ হেতুনা।
মানাৎ সমস্তমানানি নিরুক্তানি বিভাগশঃ॥

বহুবিধ অর্থসমূহ, বহুবিধ বাক্যের বিচিত্র অর্থসমূহ, অপরের বহুবিধ শুভ শব্দসন্ধিযুক্ত বহুবিধ বাদখণ্ডন, বহুবিধ হেতুসংযুক্ত পরমতখণ্ডনের বিষয়, এবং প্রতিপক্ষের বাক্য যেরূপে অবমর্দ্দিত করিতে হয়, ও পরে যেরূপে অবমর্দ্দিত করিতে না পারে, তৎসমুদায় এই অধ্যায়ে

কথিত হইয়াছে। দোষাদি সমুদায় ভাবের পরিমাণ অবলম্বন করিয়া, সমস্ত পরিমাণের বিষয়ও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
রোগভিষগ্জিতীয়ো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
রোগভিষগ্জিতীয় নামক অষ্টম অধ্যায়।

—— * ——

ইতি বিমানস্থানং সমাপ্তম্।

—— * ——

শারীর-স্থানম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ কতিধাপুরুষীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা কতিধাপুরুষীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব ।

কতিধা পুরুষো ধীমন্ ধাতুভেদেন ভিদ্যতে ।
পুরুষঃ কারণং কস্মাৎ প্রভবঃ পুরুষস্য কঃ ॥
কিমজ্ঞো জ্ঞঃ স নিত্যঃ কিং কিমনিত্যো নিদর্শিতঃ ।
প্রকৃতিঃ কা বিকারাঃ কে কিং লিঙ্গং পুরুষস্য চ ॥
নিষ্ক্রিয়ঞ্চ স্বতন্ত্রঞ্চ বশিনং সর্ব্বগং বিভুম্ ।
বদন্ত্যাত্মানমাত্মজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণং তথা ॥
নিষ্ক্রিয়স্য ক্রিয়া তস্য ভগবন্ বিদ্যতে কথম্ ।
স্বতন্ত্রশ্চেদনিষ্টাসু কথং যোনিষু জায়তে ॥
বশী যদ্যসুখৈঃ কস্মাদ্ভাবৈরাক্রম্যতে বলাৎ ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ বেদনাঃ কিং ন বেত্তি সঃ ॥
ন পশ্যতি বিভুঃ কস্মাচ্ছৈলকুড্যতিরস্কৃতম্ ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রমথবা কিং পূর্ব্বমিতি সংশয়ঃ ॥
জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রং বিনা পূর্ব্বং ক্ষেত্রজ্ঞো হি ন যুজ্যতে ।
ক্ষেত্রঞ্চ যদি পূর্ব্বং স্যাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্যাদশাশ্বতঃ ॥

সাক্ষিভূতশ্চ কস্যায়ং কর্ত্তা হ্যন্যো ন বিদ্যতে।
স্যাৎ কথং বা বিকারস্য বিশেষো বেদনাকৃতঃ ॥

(অগ্নিবেশ আত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,) হে ধীমন্! পুরুষ ধাতুভেদে কত প্রকারে বিভক্ত হয়? পুরুষ কারণ কেন? পুরুষের উৎপাদক কে? পুরুষ অজ্ঞ কি প্রাজ্ঞ? তিনি নিত্য কি অনিত্য? প্রকৃতি কি? বিকার সমূহই বা কি? পুরুষের লক্ষণ কি? আত্মজ্ঞেরা আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, স্বতন্ত্র, বশী, সর্ব্বগ, বিভু, ক্ষেত্রজ্ঞ ও সাক্ষী বলিয়া থাকেন; হে ভগবন্! তিনি নিষ্ক্রিয় হইলে, কিরূপে তাঁহার ক্রিয়া থাকিতে পারে? যদি তিনি স্বতন্ত্র (স্বাধীন), তবে অনিষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন? যদি বশী (জিতেন্দ্রিয়), তবে তাঁহাকে অসুখকর বিষয়সমূহ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে কেন? সর্ব্বগত হইলে, সকলের সকল বেদনা তিনি জানিতে পারেন না কেন? বিভু (সর্ব্বব্যাপক) হইলে, শৈল-প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহিত পদার্থ, তিনি দেখিতে পান না কেন? ক্ষেত্রজ্ঞ অগ্রে উৎপন্ন, কি ক্ষেত্র অগ্রে উৎপন্ন, ইহাই সন্দেহের বিষয়; জ্ঞেয় ক্ষেত্র পূর্ব্বে না হইলে, আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। আবার ক্ষেত্রই যদি পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ অনিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ক্ষেত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্বের অভাব হয়। অন্য কর্ত্তা যখন নাই, তখন আত্মা কাহার সাক্ষীভূত? আর, বিকারের বেদনাকৃত বিশেষই বা কিরূপে হয়?

অথ চার্ত্তস্য ভগবংস্তিসৃণাং কাং চিকিৎসতি।
অতীতাং বেদনাং বৈদ্যো বর্ত্তমানাং ভবিষ্যতীম্ ॥
ভবিষ্যন্ত্যা অসংপ্রাপ্তিরতীতায়া অনাগমঃ।
সাম্প্রতিক্যা অপি স্থানং নাস্ত্যর্ত্তেঃ সংশয়ো হ্যতঃ ॥
কারণং বেদনানাং কিং কিমধিষ্ঠানমুচ্যতে।
ক চৈতা বেদনাঃ সর্ব্বা নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ ॥
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বসন্ন্যাসী সর্ব্বসংযোগনিঃসৃতঃ।
একঃ প্রশান্তো ভূতাত্মা কৈর্লিঙ্গৈরুপলভ্যতে ॥

অতীত বেদনা বর্ত্তমান বেদনা ও ভবিষ্যৎ বেদনা, এই ত্রিবিধ বেদনার মধ্যে, রোগীর কোন্ বেদনার বৈদ্য চিকিৎসা করেন? ভবিষ্যৎ বেদনার অনুপস্থিতি, অতীত বেদনার অনাগম, এবং বর্ত্তমান বেদনারও স্থিতির স্থিরতা নাই, অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে শরীরের পরিবর্ত্তন হওয়ায় বেদনারও অবস্থিতি একভাবে থাকিতে পারে না, অতএব সংশয় হইতেছে, বৈদ্য কোন্ বেদনার চিকিৎসা করেন। বেদনাসমূহের কারণ কি? আশ্রয়স্থান কি? এবং কোন্ অবস্থাতেই বা বেদনাসমূহ সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে? কোন্ কোন্ লক্ষণদ্বারা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বসংযোগমুক্ত, অদ্বিতীয় ও প্রশান্ত ভূতাত্মার উপলব্ধি হয়?

ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃ শ্রুত্বা মতিমতাং বরঃ।
সর্ব্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসুঃ ॥
খাদয়শ্চেতনাধাতুষষ্ঠাস্তু পুরুষঃ স্মৃতঃ।
চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ ॥

পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্ব্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।
মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকী॥

মতিমত্তম প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, সমুদায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলেন। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং চেতনা ধাতু, এই ষড়্‌ধাতুর সমবায়কে পুরুষ কহে। একমাত্র চেতনাধাতুও পুরুষ নামে অভিহিত হয়। আবার মনঃ, দশটি ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র, এবং অষ্টধাতুময়ী প্রকৃতি, এই চতুর্ব্বিংশতি ধাতুর সমবায়কে চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষ কহে।

লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব চ।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষে ন বর্ত্ততে॥
বৈধৃত্যান্মনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাত্তচ্চ বর্ত্ততে।
অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ॥
চিন্ত্যং বিচার্য্যমূহ্যঞ্চ ধ্যেয়ং সঙ্কল্প্যমেব চ।
যৎকিঞ্চিন্মনসো জ্ঞেয়ং তৎ সর্ব্বং হ্যর্থসংজ্ঞকম্॥
ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম্ম মনসস্তস্য নিগ্রহঃ।
ঊহো বিচারশ্চ ততঃপরং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসাপ্যূর্দ্ধং গুণতো দোষতো যথা॥
জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।
ব্যবস্যতে তয়া বক্তুং কর্ত্তুং বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্॥

জ্ঞানের অভাব ও ভাব (অস্তিত্ব) মনের লক্ষণ। কারণ, আত্মা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহাদের সন্নিকর্ষ থাকিলেও, যদি তাহাতে মনের সংযোগ না থাকে, তবে সে বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না, এবং তাহাতে মনের সংযোগ থাকিলে, জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অণুত্ব (অতিসূক্ষ্মত্ব) ও একত্ব এই দুইটি মনের গুণ, অর্থাৎ মন অণুপরিমিত এবং এক। চিন্ত্য, বিচার্য্য, তর্ক্য, ধ্যেয়, সঙ্কল্প্য প্রভৃতি যেসকল বিষয় মনের জ্ঞেয়, তাহাদিগকে মনের অর্থ অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয় বলা যায়। ইন্দ্রিয়াভিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থগ্রহণে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই দুইটি মনের কর্ম্ম। কর্ম্মকরণানন্তর তর্ক, তৎপরে বিচার, এবং তারপর বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ গৃহীত হয়, তৎপরে সেই ইন্দ্রিয়ার্থের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া, তাহা গ্রহণের উপযুক্ত কি না তদ্বিষয়ে বিচার করে; তারপর সেই বিষয়ে যে নিশ্চয় বুদ্ধি জন্মে, তদনুসারে বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিতে বা করিতে চেষ্টা হইয়া থাকে।

একৈকাধিকযুক্তানি খাদীনামিন্দ্রিয়াণি তু।
পঞ্চকর্ম্মা-মেয়ানি যেভ্যো বুদ্ধিঃ [illegible]॥

হস্তপাদং গুদোপস্থং জিহ্বেন্দ্রিয়মথাপি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পাদৌ গমনকর্ম্মণি ॥
পায়ূপস্থৌ বিসর্গার্থৌ হস্তৌ গ্রহণধারণে।
জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়ং বাক্ চ সত্যা জ্যোতিস্তমোঽনৃতা ॥

যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের এক একটি অধিক ভূতযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ একমাত্র আকাশভূতে শ্রবণেন্দ্রিয়; আকাশ ও বায়ু এই দুইটি ভূতে স্পর্শেন্দ্রিয়; আকাশ বায়ু ও তেজঃ এই তিনটি ভূতে দর্শনেন্দ্রিয়; আকাশ, বায়ু, তেজঃ, ও জল এই চারিটি ভূতে রসনেন্দ্রিয়; এবং আকাশ বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, তাহাদের কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ-স্পর্শনাদি ক্রিয়াদ্বারা অনুমিত হয়। হস্ত, পদ, গুহ্যদেশ, উপস্থ (লিঙ্গ) ও জিহ্বা, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। পদদ্বয় গমনকার্য্যে, পায়ু ও উপস্থ ত্যাগ ক্রিয়ায় অর্থাৎ পায়ু পুরীষত্যাগে এবং উপস্থ মূত্র ও শুক্রত্যাগে, হস্তদ্বয় গ্রহণ ও ধারণ কার্য্যে, এবং জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়রূপে অর্থাৎ বাক্যকথনে প্রবর্ত্তিত হয়। বাক্য দুইপ্রকার, সত্য ও মিথ্যা। সত্য বাক্য জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং মিথ্যাবাক্য তমঃস্বরূপ।

মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ ॥
তেষামেকগুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ ॥
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজলানিলতেজসাম্।
আকাশস্যাপ্রতীঘাতো দৃষ্টং লিঙ্গং যথাক্রমম্ ॥
লক্ষণং সর্ব্বমেবৈতৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়গোচরঃ।
স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়ঃ স্পর্শো হি সবিপর্য্যয়ঃ ॥
গুণাঃ শরীরে গুণিনাং নির্দ্দিষ্টাশ্চিহ্নমেব চ।
অর্থাঃ শব্দাদয়ো জ্ঞেয়া গোচরা বিষয়া গুণাঃ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি মহাভূতের গুণ। পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে প্রথম মহাভূত আকাশ একটি গুণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ আকাশ কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট। বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ উভয় গুণবিশিষ্ট। অগ্নি, শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণবিশিষ্ট। জল, শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারিটি গুণবিশিষ্ট। এবং ক্ষিতি, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণবিশিষ্ট। খরত্ব, দ্রবত্ব, চঞ্চলত্ব, উষ্ণত্ব ও অপ্রতিঘাত (শূন্যতা), এই কয়েকটি যথাক্রমে ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজঃ ও আকাশের লক্ষণ। এই সমুদায় লক্ষণই স্পর্শনেন্দ্রিয়গোচর। স্পর্শ ও অস্পর্শ উভয়ই স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। (সুতরাং আকাশলক্ষণ অপ্রতিঘাতও স্পর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য।) আকাশাদি গুণবদ্ দ্রব্যসমুদায়ের গুণসমূহ, তদুৎপন্ন পদার্থের শরীরে চিহ্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সকল, জ্ঞেয়, গোচর, বিষয় ও গুণনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যা যদিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য জন্তোর্বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যাতি সা তেন নির্দ্দেশং মনসা চ মনোভবা॥
ভেদাৎ কার্য্যেন্দ্রিয়ার্থানাং বুদ্ধ্যো বৈ বহ্বয়ঃ স্মৃতাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানামেকৈকা সন্নিকর্ষজা॥
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠতলজস্তন্ত্রীবীণানখোদ্ভবঃ।
দৃষ্টঃ শব্দো যথা বুদ্ধির্দৃষ্টা সংযোগজা তথা॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং বিদ্যাদ্ যোগধরং পরম্।
চতুর্ব্বিংশতিকো হ্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ॥

প্রাণিগণের যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের নামানুসারে সেই বুদ্ধির নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মনকে আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা মনোভব অর্থাৎ মানস বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের সন্নিকর্ষজনিত এক একটি বুদ্ধি, কার্য্য ও ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের ভেদানুসারে বহুপ্রকার বিভিন্ন হয়, যেমন এক শব্দ, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠতল, তন্ত্রী, বীণা ও নখ হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুবিধ হয়, সেইরূপ এক বুদ্ধিই সংযোগানুসারে বহুবিধ হইয়া থাকে। ভূতাত্মাই এই-সমস্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগধর। এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সমষ্টি রাশি পুরুষ নামে অভিহিত হয়।

রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্য সংযোগোঽয়মনন্তবান্।
তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যাস্তু সত্ত্ববুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে॥
অত্র কর্ম্মফলঞ্চাত্র জ্ঞানঞ্চাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অত্র মোহঃ সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং স্বতা॥
এবং যো বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রলয়োদয়ৌ।
পারম্পর্য্যং চিকিৎসা চ জ্ঞাতব্যং যচ্চ কিঞ্চন॥
ভাস্তমঃ সত্যমনৃতং বেদঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
ন স্যাৎ কর্ত্তা বেদিতা চ পুরুষো ন ভবেদ্যদি॥
নাশ্রয়ো ন সুখং নার্ত্তির্ন গতির্নাগতির্ন বাক্।
ন বিজ্ঞানং ন শাস্ত্রাণি ন জন্ম মরণং ন চ॥
ন বন্ধো ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ পুরুষো ন ভবেদ্যদি।
কারণং পুরুষস্তস্মাৎ কারণজ্ঞৈরুদাহৃতঃ॥

পুরুষ, রজঃ ও তমোগুণের সহিত সংযুক্ত হইলে, এই চতুর্ব্বিংশতিক রাশির সংযোগ অনন্তপ্রকার হয় এবং রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা পুরুষ নিরাকৃত হইলে, সত্ত্ববুদ্ধিদ্বারা এই সংযোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সংযোগ হইলে, চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষের সৃষ্টি হয় এবং রজঃ ও তমোগুণের অভাব হইলে সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষেই কার্য্য কর্ম্মফল; এই পুরুষেই জ্ঞান এবং এই পুরুষেই মোহ,

সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। যিনি এইসকল তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, প্রলয়, সৃষ্টি, পারম্পর্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, তিনিই অবগত হইয়া থাকেন। যদি পুরুষ না থাকিত, তবে, আলোক, অন্ধকার, সত্য, মিথ্যা, বেদ, শুভাশুভ কর্ম্ম, কর্ত্তা, বেদিতা কিছুই হইত না। পুরুষ না থাকিলে, আশ্রয়, সুখ, দুঃখ, পরলোকে গমন, সংসারে আগমন, বাক্য, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, জন্ম, মরণ, বন্ধ ও মোক্ষ, এসকলেরও কিছুই থাকিত না। এইজন্যই কারণজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষকে কারণ বলিয়াছেন।

ন চ কারণমাত্মা স্যাৎ খাদয়ঃ স্যুরহেতুকাঃ।
ন চৈষু সম্ভবেজ্ জ্ঞানং ন চ তৈঃ স্যাৎ প্রয়োজনম্॥
মৃদ্দণ্ডচক্রৈশ্চ কৃতং কুম্ভকারাদৃতে ঘটম্।
কৃতং মৃত্তৃণকাষ্ঠৈশ্চ গৃহকারাদ্বিনা গৃহম্॥
যো বদেৎ স বদেদ্দেহং সম্ভূয়করণৈঃ কৃতম্।
বিনা কর্ত্তারমজ্ঞানাদ্ যুক্ত্যাগমবহিষ্কৃতঃ॥
কারণং পুরুষঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈরুপলভ্যতে।
যেভ্যঃ প্রমেয়ং সর্ব্বেভ্য আগমেভ্যঃ প্রতীয়তে॥

যদি আত্মা কারণ না হয়, এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত অহেতুক অর্থাৎ স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা হইলে সেই পাঞ্চভৌতিক পুরুষে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কেবল আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতদ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। কুম্ভকার ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা দণ্ড ও চক্রদ্বারা ঘট নির্ম্মিত হইয়াছে, অথবা গৃহকার ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা-তৃণ-কাষ্ঠদ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ যে বলিতে পারে, যুক্তি-শাস্ত্রজ্ঞানহীন সেই ব্যক্তিই কেবল অজ্ঞানবশতঃ বলিয়া থাকে—কর্ত্তা ব্যতীত কেবল করণসমূহের সমবায়দ্বারা এই চেতনাবান্ দেহ কৃত হইয়াছে। যেসকল আগমাদি প্রমাণদ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বিষয় প্রতীত হইয়া থাকে, সেইসমুদায় প্রমাণদ্বারাও পুরুষই কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়।

ন তে তৎসদৃশাস্ত্বন্যে পারম্পর্য্যসমুত্থিতাঃ।
সারূপ্যাদ্যে ত এবেতি নির্দ্দিশ্যন্তে নরাময়াঃ॥
ভাবাস্তেষাং সমুদয়ো নিরীশঃ সত্ত্বসংজ্ঞকঃ।
কর্ত্তা ভোক্তা ন স পুমানিতি কেচিদ্ব্যবস্থিতাঃ॥
তেষামন্যৈঃ কৃতস্যান্যে ভাবা ভাবৈর্নরাঃ ফলম্।
ভুঞ্জতে সদৃশাঃ প্রাপ্তং যৈরাত্মা নোপ[illegible]তে॥
কারণান্যান্যতা দৃষ্টা কর্ত্তা ভোক্তা স এব তু।
কর্ত্তা হি করণৈর্যুক্তঃ কারণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
[illegible]নমেষকালা[illegible]ভাবানাং কালঃ শীঘ্রতরোঽত্যয়ে।
ভগ্নানাঞ্চ পুনর্ভাবে কৃতং নান্যমুপৈতি চ॥

মতং তত্ত্ববিদামেতদ্যস্মাৎ তস্মাৎ স কারণম্।
ক্রিয়োপভোগে ভূতানাং নিত্যঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ॥
অহঙ্কারঃ ফলং কর্ম্ম দেহান্তরগতিঃ স্মৃতিঃ।
বিদ্যতে সতি ভূতানাং কারণে দেহমন্তরা॥

কেহ কেহ বলেন,—"পুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে পুরুষ উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই পুরুষ নহে, কিন্তু তৎসদৃশ অপর পুরুষ। কেবল সারূপ্যের জন্যই তাহারা সেই পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণিগণ, পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিমাত্র, তাহারা ঈশ্বর-হীন ও সত্বসংজ্ঞক। কর্ত্তা-ভোক্তা বলিয়া অপর কোন পুরুষ নাই।" যাঁহারা আত্মা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে, অন্যপুরুষকৃত কর্ম্মের ফল তৎসদৃশ অপর পুরুষে ভোগ করে এইরূপ প্রতিপাদিত হয়। বস্তুতঃ কারণের বিভিন্নতা থাকায়, অর্থাৎ দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-মননাদি কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হওয়ায়, কর্ত্তা-ভোক্তা অপর পুরুষই নিশ্চিত হয়। যেহেতু কর্ত্তাই করণসমূহের সহিত যুক্ত হইয়া সমুদায় কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। প্রাণিগণের বিনাশকাল নিমেষকাল অপেক্ষাও শীঘ্রগামী, সুতরাং বিনষ্টজীবের কৃত কর্ম্ম, অপর জীবের উৎপত্তিকালে তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। ইহাই যখন তত্ত্বজ্ঞদিগের মত, তখন, প্রাণিগণের কর্ম্মফল ভোগ বিষয়ে সেই পুরুষসংজ্ঞক নিত্য আত্মাই কারণ। এই পুরুষসংজ্ঞক কারণ প্রাণিগণের দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকিলেই অহঙ্কার, কর্ম্মফল, কর্ম্ম, দেহান্তরে গমন (মৃত্যু) ও স্মৃতি বিদ্যমান থাকে।

প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।
পুরুষো রাশিসংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ॥
আত্মা জ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্‌জ্ঞানং তস্য প্রবর্ত্ততে।
করণানামবৈমল্যাদয়োগাদ্বা ন বর্ত্ততে॥
পশ্যতোঽপি যথাদর্শে সংক্লিষ্টে নাস্তি দর্শনম্।
তত্ত্বজ্জলে বা কলুষে চেতস্যুপহতে তথা॥
করণানি মনো বুদ্ধির্বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধিরেব চ॥
নৈকঃ প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন॥
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ।
শীঘ্রগত্বাৎ স্বভাবাৎ তু ভাবো ন ব্যতিবর্ত্ততে॥

অনাদিত্ব হেতু পরমাত্মার উৎপত্তিকারণ নাই। কিন্তু রাশিসংজ্ঞক অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষ, মোহ ইচ্ছা ও দ্বেষকৃত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মা জ্ঞানবান্; করণসমূহের সংযোগে তাঁহার জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু কারণ-সমূহের মালিন্য অথবা অসংযোগ হইলে, আত্মায় জ্ঞান জন্মে না। যেমন দর্পণ মলিন হইলে এবং জল আবিল হইলে, তাহাতে দর্শকের প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, সেইরূপ চিত্ত বিকৃত হইলে, আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি

হয় না। মন, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এইগুলিকে করণ কহে। এই করণসমূহের সহিত কর্ত্তার (আত্মার) সংযোগ হইলেই কর্ম্ম, সুখ-দুঃখের অনুভব এবং বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। জীবাত্মা একাকী কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না এবং কোন কর্ম্মফলও ভোগ করেন না। সংযোগবশতঃই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, সংযোগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। যেহেতু কোন ভাবই (পদার্থই) একাকী থাকিতে পারে না, কোন ভাবই অহেতুক নহে এবং শীঘ্রগামিত্ব স্বভাবের জন্যও কোন ভাবের ব্যতিক্রম হয় না।

অনাদিঃ পুরুষো নিত্যো বিপরীতস্তু হেতুজঃ।
সদকারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুমদন্যথা॥
তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বান্ন কুতশ্চন।
ভাবাজ্‌জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমচিন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ।
তস্মাদ্‌যদন্যৎ তদ্ব্যক্তং বক্ষ্যতে চাপরং দ্বয়ম্॥
ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদ্‌যদিন্দ্রিয়ৈঃ।
অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্॥

অনাদি পুরুষ নিত্য এবং হেতুজাত (সংযোগজ) পুরুষ অনিত্য। সেই অনাদি পুরুষ সৎ, অহেতুক ও নিত্য এবং হেতুজ পুরুষ অসৎ, হেতুজ ও অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অনাদি পুরুষ নিত্যত্ব হেতু কোন ভাব হইতেই জ্ঞেয় নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি কোন পদার্থদ্বারা তাঁহার ধারণা করা যায় না; তিনি অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। আর যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা ব্যক্ত। আত্মা অব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ, শাশ্বত, বিভু ও অব্যয়। সেই আত্মা হইতে যাহা বিভিন্ন, তৎসমুদায় ব্যক্ত। ব্যক্ত ও অব্যক্তের অপর দুইটি লক্ষণ বলিতেছি,— যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায়, সেই ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ ব্যক্ত, এবং ইহা হইতে যাহা বিভিন্ন, অর্থাৎ যাহা অতীন্দ্রিয় ও লিঙ্গগ্রাহ্য, তাহাই অব্যক্ত।

খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাষ্টমঃ।
ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥
ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বমব্যক্তবর্জ্জিতম্।
অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, বুদ্ধি, অব্যক্ত (আত্মা) ও অহঙ্কার, এই আটটি ভূতপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর, পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ এই ষোলটি বিকার নামে অভিহিত হয়। অব্যক্ত ব্যতীত অপর সমস্তগুলি ক্ষেত্র নামে নির্দ্দিষ্ট, এবং অব্যক্তকে ঋষিগণ এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্‌বুদ্ধ্যাহমিতি মন্যতে।
পরং খাদীন্যহঙ্কার উপাদত্তে যথাক্রমম্॥

ততঃ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে।
পুরুষঃ প্রলয়ে চেষ্টৈঃ পুনর্ভাবৈর্বিযুজ্যতে॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥
যেষাং দ্বন্দ্বে পরাসক্তিরহঙ্কারপরাশ্চ যে।
উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে ত্বতোঽন্যথা॥

অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি জন্মে। এই বুদ্ধিদ্বারাই অব্যক্ত "আমি কর্ত্তা" বলিয়া মনন করেন অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, এবং অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইলে, তাঁহাকে জাত বা অভ্যুদিত বলা হয়। প্রলয়কালে পুরুষ এইসকল ইষ্টভাব হইতে বিযুক্ত হন। রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হইয়া পুরুষ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ততা এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব বিষয়ে যাঁহাদের অত্যন্ত আসক্তি, এবং যাঁহারা অহঙ্কারপরায়ণ, তাঁহাদেরই এইরূপ বারংবার জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা দ্বন্দ্ববিষয়ে অনাসক্ত এবং অহঙ্কারশূন্য, তাঁহাদের এইরূপ বারংবার জন্মমরণ হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হন।

প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণঞ্চ যৎ॥
দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা।
দৃষ্টস্য দক্ষিণেনাক্ষ্ণা সব্যেনাপগমস্তথা॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতিঃ।
বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ॥
যস্মাৎ সমুপলভ্যন্তে লিঙ্গান্যেতানি জীবতঃ।
ন মৃতস্যাত্মলিঙ্গানি তস্মাদাহুর্মহর্ষয়ঃ॥
শরীরং হি গতে তস্মিন্ শূন্যাগারমচেতনম্।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে॥

প্রাণ অপান, নিমেষাদি, জীবন, মনের গতি, এক ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্দ্রিয়ে মনের সঞ্চার, ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রেরণ, ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণ, স্বপ্নে দেশান্তর গমন, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি (মরণ), দক্ষিণ চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট বিষয়ের বাম চক্ষুর্দ্বারা দর্শনের ন্যায় জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহঙ্কার, এইগুলি পরমাত্মার লিঙ্গ। যেহেতু জীবিত ব্যক্তিরই এইসকল লক্ষণ উপলব্ধ হয়, মৃতব্যক্তির হয় না; সেই জন্যই মহর্ষিগণ ঐ সমস্ত বিষয়কে আত্মলিঙ্গ বলেন। শরীর হইতে জীবাত্মা অপগত হইলে, সেই শরীর অচেতন ও শূন্য আগারস্বরূপ হয়; তখন পঞ্চভূতমাত্র অবশিষ্ট থাকায় তাহাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত কহে।

অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ।
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দ্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ॥

ক্রিয়াবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্ত্তা নিরুচ্যতে।
অচেতনত্বাচ্চ মনঃ ক্রিয়াবদপি নোচ্যতে॥

মনঃ অচেতন ও ক্রিয়াবান্। আত্মাই মনের চেতয়িতা অর্থাৎ চৈতন্তবিষয়ে কা॰ মনের সহিত আত্মা সংযুক্ত হইলে, মনের ক্রিয়াকেই লোকে আত্মার ক্রিয়া বলিয়া নি॰ করে। আত্মা চেতনাবান্ বলিয়া আত্মাকেই কর্ত্তা বলা হয়; কিন্তু মন ক্রিয়াবান্ হই॰ অচেতন বলিয়া তাহাকে কর্ত্তা বলা হয় না।

যথাস্বেনাত্মনাত্মানং সর্ব্বঃ সর্ব্বাসু যোনিষু।
প্রাণৈস্তন্ত্রয়তে প্রাণী ন হ্যন্যোঽন্যস্য তন্ত্রকঃ॥
বশী তৎ কুরুতে কর্ম্ম যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে।
বশী চেতঃ সমাধত্তে বশী সর্ব্বং নিরস্যতি॥
দেহী সর্ব্বগতো হ্যাত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনেন্দ্রিয়ে।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্রয়স্থাস্তু নাত্মাতো বেত্তি বেদনাঃ॥
বিভুত্বমতএবাস্য যস্মাৎ সর্ব্বগতো মহান্।
মনসশ্চ সমাধানাৎ পশ্যত্যাত্মা তিরস্কৃতম্॥
নিত্যানুবন্ধং মনসা দেহকর্ম্মানুপাতিনা।
সর্ব্বযোনিগতং বিদ্যাদেকযোনাবপি স্থিতম্॥

সকল প্রাণীই স্ব স্ব আত্মদ্বারা আপনাকে সমুদায় যোনিতে প্রাণের সহিত সম্মিলিত ক॰ অর্থাৎ প্রাণিগণ অপনাপনিই যোনিবিশেষে জন্মগ্রহণ করে। অন্য কেহ অন্যের সংঘট॰ নহে। আত্মা বশী (জিতেন্দ্রিয়) হইলেও, তিনি সেইসকল কর্ম্ম করেন, যাহার ফলভো॰ তাঁহাকেই করিতে হয়। আত্মা বশী বলিয়াই তিনি চিত্তকে সমাহিত করিতে পারেন, এব॰ তিনি বশী বলিয়াই সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতেও সমর্থ হন্। আত্মা সর্ব্বগত হইলেও যখন তিনি দেহাবদ্ধ হন্, তখন কেবল স্বকীয় স্পর্শনেন্দ্রিয়েই বেদনা অনুভব করেন দেহিত্বজন্ত সর্ব্বাশ্রয়গত বেদনা অনুভব করিতে পারেন না। আত্মা সর্ব্বগত ও মহান্, অতএ॰ তিনি বিভু। মনের সমাধি করিয়া, তিনি (দেহী আত্মা) পর্ব্বত প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহি॰ পদার্থও দর্শন করিতে পারেন। দেহবিশেষ ও কর্ম্মফলবিশেষের অনুরূপ ভাবাপন্ন মনে॰ সহিত আত্মা নিত্য অনুবন্ধবিশিষ্ট; সেইজন্তই আত্মা একযোনিস্থিত হইলেও, তাঁহাকে সর্ব্বযোনিগত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবিশিষ্ট মনের সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকায়, একদেহগত আত্মাও মনের সমাধি দ্বারা সর্ব্বাশ্রয়গত বিষয় অনুভব করিতে পারেন।

আদির্নাস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্রপারম্পর্য্যমনাদিকম্।
অতস্তয়োরনাদিত্বাৎ কিং পূর্ব্বমিতি নোচ্যতে॥
জ্ঞঃ সাক্ষীত্যুচ্যতে নাজ্ঞঃ সাক্ষী হ্যাত্মা হ্যতঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বভাবা হি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মসাক্ষিকাঃ॥

নৈকঃ কদাচিদ্ভূতাত্মা লক্ষণৈরুপলভ্যতে।
বিশেষোঽনুপলভ্যস্য তস্য নৈকস্য বিদ্যতে॥
সংযোগঃ পুরুষস্যেষ্টো বিশেষো বেদনাকৃতঃ।
বেদনা যত্র নিয়তা বিশেষস্তত্র তৎকৃতঃ॥

আত্মার আদি নাই। ক্ষেত্রপরম্পরাও অনাদি। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র উভয়েরই অনাদিত্ব জন্য কে পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বলা যায় না। যিনি জানেন, তাঁহাকেই সাক্ষী বলা যায়; অজ্ঞ সাক্ষী হইতে পারে না। এই জন্যই আত্মাকে সাক্ষী বলা হয়। সমুদায় ভূতের সকল ভাবেরই সাক্ষী আত্মা। একমাত্র ভূতাত্মা কখনও কোন লক্ষণ দ্বারা উপলব্ধ হন না। এবং অনুপলভ্য সেই একমাত্র ভূতাত্মার কোন বিশেষ ভাবও নাই। কিন্তু সেই পুরুষের যখন প্রকৃত্যাদির সহিত সংযোগ হয়, তখনই সুখ-দুঃখাদিজনিত বিশেষ ভাব হইয়া থাকে। যে রাশি পুরুষে সুখ-দুঃখাদি বেদনা নিয়ত বিদ্যমান থাকে, বেদনাকৃত বিশেষভাবও সেই রাশি পুরুষেই লক্ষিত হয়।

চিকিৎসতি ভিষক্ সর্ব্বাস্ত্রিকালা বেদনা ইতি।
যয়া যুক্ত্যা বদন্ত্যেকে সা যুক্তিরুপধার্য্যতাম্॥
পুনস্তচ্ছিরসঃ শূলং জ্বরঃ স পুনরাগতঃ।
পুনঃ স কাসো বলবাংশ্ছর্দ্দিঃ সা পুনরাগতা॥
এভিঃ প্রসিদ্ধবচনৈরতীতাগমনং মতম্।
কালশ্চায়মতীতানামার্ত্তীনাং পুনরাগতঃ॥
তমর্ত্তিকালমুদ্দিশ্য ভেষজং যৎ প্রযুজ্যতে।
অতীতানাং প্রশমনং বেদনানাং তদুচ্যতে॥

অনেকে বলেন, চিকিৎসক ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালেরই পীড়ার চিকিৎসা করেন। যে যুক্তি অনুসারে তাঁহারা এইরূপ বলেন, সেই যুক্তি শ্রবণ কর। সেই শিরঃশূল পুনর্ব্বার হইয়াছে, সেই জ্বর আবার আসিয়াছে, সেই কাস পুনর্ব্বার বাড়িয়াছে, সেই বমন-রোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্য দ্বারা অতীত বেদনার পুনরাগমন স্বীকৃত হয়। সেই অতীত রোগ এইসময়ে পুনরাগমন করে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সেই পীড়াকালের উদ্দেশে যে ঔষধ প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই অতীত বেদনার চিকিৎসা বলা যায়।

আপস্তাঃ পুনরাগুর্যা যাভিঃ শস্যং পুরা হতম্।
যথা প্রক্রিয়তে সেতুঃ প্রতিকর্ম্ম তথাশ্রয়েৎ॥
পূর্ব্বরূপং বিকারাণাং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভবিষ্যতাম্।
যা ক্রিয়া ক্রিয়তে সা চ বেদনাং হন্ত্যনাগতাম্॥

যে জলদ্বারা পূর্ব্বে শস্য নষ্ট হইয়াছিল, সেই জল আবার আসিতে পারে এই ভাবিয়া যেমন সেতু নির্ম্মাণ করা যায়, সেইরূপ ভবিষ্যদ্ব্যাধির পূর্ব্বরূপ দেখিয়া যে প্রতিকার করা হয়, সেই প্রতিক্রিয়া অনাগত ব্যাধির নিবারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাই ভবিষ্যদ্ ব্যাধির চিকিৎসা।

পারম্পর্য্যানুবন্ধস্তু দুঃখানাং বিনিবর্ত্ততে।
সুখহেতূপচারেণ সুখঞ্চাপি প্রবর্ত্ততে ॥
ন সমা যান্তি বৈষম্যং বিষমাঃ সমতাং ন চ।
হেতুভিঃ সদৃশা নিত্যং জায়ন্তে দেহধাতবঃ ॥
যুক্তিমেতাং পুরস্কৃত্য ত্রিকালাং বেদনাং ভিষক্।
হন্তীত্যুক্তা চিকিৎসা সা নৈষ্ঠিকী যা বিনোপধাম্ ॥

সুখজনক হেতুর উপচার দ্বারা দুঃখের পারম্পর্য্য অনুবন্ধ নিবৃত্ত হয়, এবং সুখ (আরোগ্য) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দেহ ধাতুসমূহ নিয়ত হেতুর সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং হেতু ব্যতীত সমধাতু বৈষম্য প্রাপ্ত হয় না, এবং বিষম ধাতুও সমতা প্রাপ্ত হয় না। (অতএব দুঃখের পারম্পর্য্য অনুবন্ধের নিবারণ এবং সুখের প্রবর্ত্তন, ইহাই বর্ত্তমান ব্যাধির চিকিৎসা) এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, চিকিৎসক ত্রৈকালিক বেদনারই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আর একপ্রকার চিকিৎসা আছে, তাহাকে নৈষ্ঠীক চিকিৎসা কহে। নৈষ্ঠীক চিকিৎসা দ্বারা উপধা অর্থাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদিরূপ আকাঙ্ক্ষা নিবারিত হয়।

উপধা হি পরো হেতুর্দুঃখদুঃখাশ্রয়প্রদঃ।
ত্যাগঃ সর্ব্বোপধানাঞ্চ সর্ব্বদুঃখব্যপোহকঃ ॥
কোষকারো যথা হ্যংশূনুপাদত্তে বধপ্রদান্।
উপাদত্তে তথার্থেভ্যস্তৃষ্ণামজ্ঞঃ সদাতুরঃ ॥
যস্ত্বগ্নিকল্পানর্থান্ জ্ঞো জ্ঞাত্বা তেভ্যো নিবর্ত্ততে।
অনারম্ভাদসংযোগাৎ তং দুঃখং নোপতিষ্ঠতে ॥

উপধাই দুঃখের এবং দুঃখাশ্রয় শরীরের উৎপাদক কারণ। অতএব সমস্ত উপধার অর্থাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদির ত্যাগই সকল দুঃখের নাশক। কোষকার কীট (গুটীপোকা) যেমন নিজের বধপ্রদ সূত্রসমূহের উৎপাদন করে, অজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ হইতে তৃষ্ণা উপার্জ্জন করিয়া নিত্য দুঃখ ভোগ করে কিন্তু যে জ্ঞানবান্ মনুষ্য ইন্দ্রিয়ার্থসমূহকে অগ্নিসদৃশ বিপজ্জনক বিবেচনা করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, কর্ম্মের অনারম্ভ ও অসংযোগ হেতু তাঁহাকে কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না।

ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রংশঃ সম্প্রাপ্তিঃ কালকর্ম্মণাম্।
অসাত্ম্যার্থাগমশ্চেতি জ্ঞাতব্যা দুঃখহেতবঃ ॥
বিষমাভিনিবেশো যো নিত্যানিত্যে হিতাহিতে।
জ্ঞেয়ঃ স বুদ্ধিবিভ্রংশঃ সমং বুদ্ধির্হি পশ্যতি ॥
বিষয়প্রবণং চিত্তং ধৃতিভ্রংশান্ন শক্যতে।
নিয়ন্তুমহিতাদর্থাদ্ধৃতির্হি নিয়মাত্মিকা ॥
তত্ত্বজ্ঞানে স্মৃতির্যস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ।
ভ্রশ্যতে স স্মৃতিভ্রংশঃ স্মর্ত্তব্যং হি স্মৃতৌ স্থিতম্ ॥

ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বিভ্রংশ, কালকর্ম্মের অর্থাৎ শীতোষ্ণবর্ষার অবথা সম্প্রাপ্তি বা পরিণতি, এবং অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ, এই তিনটিকে দুঃখের হেতু বলিয়া জানিবে। নিত্যানিত্য এবং হিতাহিত বিষয়ে যে বিষমভাবে অভিনিবেশ, অর্থাৎ নিত্যপদার্থে অনিত্য, অনিত্যপদার্থে নিত্য, এবং হিত বিষয়ে অহিত ও অহিত বিষয়ে হিত বলিয়া বোধ, তাহাই বুদ্ধিবিভ্রংশ বলিয়া জানিবে। কারণ, বুদ্ধি সমভাবে অর্থাৎ যথাযথ ভাবেই সমুদায় বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। ধৃতিভ্রংশ হইলে, বিষয়প্রবণ চিত্তকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। চিত্তের সংযমকারিণী শক্তিই ধৃতি। যাহার আত্মা রজোমোহাবৃত হওয়ার জন্য যথার্থ জ্ঞানবিষয়ে স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে স্মৃতিভ্রংশ ব্যক্তি কহে। কারণ, স্মৃতিতেই স্মরণীয় বিষয় অবস্থিত থাকে।

ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্॥
উদীরণং গতিমতামুদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহঃ।
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীনাঞ্চাতিসেবনম্॥
কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাম্।
বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণম্॥
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবণম্।
পরমৌন্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবণম্॥
অকালাদেশসঞ্চারো মৈত্রী সংক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনম্॥
ঈর্ষামানভয়ক্রোধলোভমোহমদভ্রমাঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ॥
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণম্॥
বুদ্ধ্যা বিষমবিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়ান্মনসো গোচরং হি তৎ॥

ধী-ধৃতি-স্মৃতিবিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যে সকল অশুভ কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে। প্রজ্ঞাপরাধ সর্ব্বদোষের প্রকোপকারক। মল-মূত্রাদির অনুপস্থিতবেগে বেগদান, এবং উপস্থিতবেগে বেগধারণ, দুঃসাহসিক কার্য্যসম্পাদন, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম, কার্য্যকালের অতিক্রম, অযথাভাবে কার্য্যারম্ভ, বিনয় ও আচারের বিলোপ, পূজ্য ব্যক্তির অবমাননা, নিজে জানিয়া-বুঝিয়াও অহিতকর বিষয়ের সেবা, উন্মাদরোগোক্ত কারণ সমূহের অতিসেবন, অসময়ে ও অনুপযুক্ত স্থানে বিচরণ, নীচকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতাস্থাপন, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়-অধ্যায়োক্ত সদ্বৃত্তসমূহের বর্জন, ঈর্ষা, অভিমান, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, অথবা ঈর্ষাদিজনিত নিন্দিত কর্ম্মসমূহ, দৈহিক নিন্দিত কর্ম্ম, এবং রজোমোহ জনিত এইরূপ অন্যান্য নিন্দিত কর্ম্ম সমূহকে, পণ্ডিতেরা ব্যাধিজনক প্রজ্ঞাপরাধ

বলেন। বুদ্ধিবাসা কোনও বিষম বিজ্ঞান বা বিষম কার্য্যারম্ভ করিতে দেখিলে, সেই সমস্ত মনোগোচর বিষয়কেও প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে।

নির্দ্দিষ্টা কালসম্প্রাপ্তির্ব্যাধীনাং হেতুসংগ্রহে।
চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথা পূরা॥
মিথ্যাতিহীনলিঙ্গাশ্চ বর্ষান্তা রোগহেতবঃ।
জীর্ণভুক্তপ্রজীর্ণান্নকালাকালস্থিতিশ্চ যা॥
পূর্ব্ব মধ্যাপরাহ্নাশ্চ রাত্র্যা যামাস্ত্রয়শ্চ যে।
যেষু কালেষু নিয়তা যে রোগাস্তে চ কালজাঃ॥
অন্যেদ্যুষ্কো দ্ব্যহগ্রাহী তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
স্বে স্বে কালে প্রবর্ত্তন্তে কালে হ্যেষাং বলাগমঃ॥
এতে চান্যে চ যে কেচিৎ কালজা বিবিধা গদাঃ।
অনাগতে চিকিৎস্যাস্তে বলকালৌ বিজানতা॥
কালস্য পরিণামেন জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ।
রোগাঃ স্বাভাবিকা দৃষ্টাঃ স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়ঃ॥

ব্যাধিসমূহের হেতুনির্দ্দেশকালে কালসম্প্রাপ্তিকেও হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পিত্তাদির যেরূপে সঞ্চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়; শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই ঋতুত্রয় মিথ্যাযোগ ও হীনযোগের লক্ষণান্বিত হইলে, তাহারা যেরূপ রোগোৎপত্তির হেতু হয়; এবং আহার করিবামাত্র, আহারের পরিপাক অবস্থায় ও আহার জীর্ণ হওয়ার পরে, পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে, রাত্রির প্রথম মধ্য ও শেষভাগে, কফাদিদোষত্রয় যথাক্রমে যেরূপ প্রকুপিত হয়, তৎসমুদায় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত দোষ প্রকোপকালে, যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে কালজ রোগ কহে। অন্যেদ্যুষ্ক, সততক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালে প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ যথাকালে ইহাদের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যান্য যে সমস্ত কালজ রোগ, তাহাদের বল ও কাল বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সমস্ত রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কিন্তু জরা মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল অনিমিত্তজ বিকার কালপরিণামে উপস্থিত হয়, তাহারা স্বাভাবিক রোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্বভাবের প্রতিকার করা যায় না, অর্থাৎ ঐ সকল স্বাভাবিক রোগের কোন চিকিৎসা নাই।

নির্দ্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্।
হেতুস্তদপি কালেন রোগাণামুপলভ্যতে॥
ন হি কর্ম্ম মহৎ কিঞ্চিৎ ফলং যস্য ন ভুজ্যতে।
ক্রিয়াঘ্নাঃ কর্ম্মজা রোগাঃ প্রশমং যান্তি তৎক্ষয়াৎ॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম দৈব শব্দে নির্দ্দিষ্ট। দৈব ও যথাকালে রোগোৎপত্তির হেতু বলিয়া উপলব্ধ হয়। এমন ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কর্ম্মই নাই, যাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মফল জনিত রোগসমূহ চিকিৎসা ব্যর্থ করে, অর্থাৎ চিকিৎসাদ্বারা তাহাদের নিবারণ হয় না; কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলেই তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে।

অত্যুগ্রশব্দশ্রবণাৎ শ্রবণাৎ সর্ব্বশো ন চ।
শব্দানাঞ্চাতিহীনানাং ভবন্তি শ্রবণাজ্জড়াঃ॥
পরুষোদ্ভীষণাশস্তাপ্রিয়ব্যসনসূচকৈঃ।
শব্দৈঃ শ্রবণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥

অতিশয় উগ্র শব্দের শ্রবণ (অতিযোগ), একবারেই শব্দের অশ্রবণ (অযোগ), এই দুই কারণে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আর, পরুষ, ভীষণ, অপ্রশস্ত, অপ্রিয় ও অমঙ্গলসূচক শব্দের সহিত শ্রবণের সংযোগ হইলে, তাহাকে শ্রবণের মিথ্যাযোগ কহে।

অসংস্পর্শোঽতিসংস্পর্শো হীনসংস্পর্শ এব চ।
স্পৃশ্যানাং সংগ্রহেণোক্তঃ স্পর্শনেন্দ্রিয়বাধকঃ॥
যো ভূতবিষবাতানামকালেনাগতশ্চ যঃ।
স্নেহশীতোষ্ণসংস্পর্শো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥

অস্পর্শ, অতিস্পর্শ ও হীন সংস্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের পীড়াজনক। ভূত বিষ ও প্রবল-বায়ুর সংস্পর্শ, এবং অকালে আগত যে স্নেহ শীত ও উষ্ণের সংস্পর্শ, তাহাকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলা যায়।

রূপাণাং ভাস্বতাং দৃষ্টিবির্নশ্যতি হি দর্শনাৎ।
দর্শনাচ্চাতিসূক্ষ্মাণাং সর্ব্বশশ্চাপ্যদর্শনাৎ॥
দ্বিষ্টভৈরববীভৎসদূরাতিক্লিষ্টদর্শনাৎ।
তামসানাঞ্চ রূপাণাং মিথ্যাসংযোগ উচ্যতে॥

অতি উজ্জ্বল বস্তুর দর্শন, অতি সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শন, এবং একবারে দর্শনের অভাব দ্বারা দৃষ্টি বিনষ্ট হয়। দ্বিষ্ট ভীষণ ও বীভৎস পদার্থের দর্শন, দূরদর্শন, অতিশয় কষ্টের সহিত দর্শন, এবং তামসরূপের দর্শনকে দর্শনের মিথ্যাযোগ কহে।

অত্যাদা[illegible]োকসাত্ম্যাদিভিশ্চ যৎ।
রসানাং বিষমাদানমল্পাদানঞ্চ দূষণম্॥
অতিমৃ[illegible]তীক্ষ্ণানাং গন্ধানামুপসেবনম্।
অসেবনং সর্ব্বশশ্চ ঘ্রাণেন্দ্রি[illegible]ম্॥
পূতিভূতবিষদ্বিষ্টা গন্ধা যে চাপ্যনার্ত্তবাঃ।
তৈর্গন্ধৈর্ঘ্রাণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥

অত্যাস সাত্ম্যাদি দ্বারা মধুরাদি রসের অতিসেবন, একবারে অসেবন, বিষমভাবে সেবন ও অল্পসেবন, রসনেন্দ্রিয়ের দুষ্টিজনক। অতি মৃদু বা অতি তীক্ষ্ণগন্ধের আঘ্রাণ, এবং সর্ব্বতোভাবে গন্ধের অসেবন ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাশক। পূতিগন্ধ, ভূতগন্ধ, বিষগন্ধ, দ্বিষ্টগন্ধ এবং অকালজাত পদার্থের গন্ধ, এই সকল গন্ধের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, তাহাকে মিথ্যাযোগ বলা যায়।

ইত্যসাত্ম্যার্থসংযোগস্ত্রিবিধো দোষকোপনঃ।
অসাত্ম্যমিতি তদ্বিদ্যাদ্ যন্ন যাতি সহাত্মতাম্॥

মিথ্যাতিহীনযোগেভ্যো যো ব্যাধিরূপজায়তে।
শব্দাদীনাং স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিরৈন্দ্রিয়কো বুধৈঃ॥
বেদনানামশাতানামিত্যেতে হেতবঃ স্মৃতাঃ।
সুখহেতুর্মতস্ত্বেকঃ সমযোগঃ সুদুর্ল্লভঃ॥

এই ত্রিবিধ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ দোষ প্রকোপের কারণ। যাহা আত্মীয়তা প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা আত্মার উপকার না হয়, তাহাকেই অসাত্ম্য বলিয়া জানিবে। শব্দাদির, মিথ্যাযোগ, অতিযোগ ও হীনযোগ হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যাধি বলেন। এই ত্রিবিধ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, অসুখজনক রোগ-সমূহের হেতু। আর শব্দাদির সমযোগই সুখের অর্থাৎ আরোগ্যের কারণ। কিন্তু সমযোগ অতি দুর্লভ।

নেন্দ্রিয়াণি ন চৈবার্থাঃ সুখদুঃখস্য হেতবঃ।
হেতুস্তু সুখদুঃখস্য যোগো দৃষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
সন্তীন্দ্রিয়াণি সন্ত্যর্থা যোগো ন চ ন চাস্তি রুক্।
ন সুখং কারণং তস্মাদ্‌যোগ এব চতুর্ব্বিধঃ॥
নাত্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিগোচরং কর্ম্ম বা বিনা।
সুখদুঃখং যথা যচ্চ বোদ্ধব্যং তৎ তথোচ্যতে॥
স্পর্শনেন্দ্রিয়সংস্পর্শঃ স্পর্শো মানস এব চ।
দ্বিবিধঃ সুখদুঃখানাং বেদনানাং প্রবর্ত্তকঃ॥

সুখ-দুঃখের কারণ ইন্দ্রিয়গণও নহে এবং ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহও নহে। ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ যোগই সুখ দুঃখের হেতু। ইন্দ্রিয়গণও আছে, ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহও রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংযোগ যদি না হয়, তবে রোগও হইবেনা এবং আরোগ্যও হইবেনা। অতএব তাহাদের চতুর্ব্বিধ যোগই সুখ-দুঃখের কারণ। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচরীভূত কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখ-দুঃখ হয় না। যে সুখ-দুঃখ যে প্রকারে অনুভূত হয়, তদনুসারেই তাহা অভিহিত হইয়া থাকে। সুখ-দুঃখ অনুভবের প্রবর্ত্তক দুই প্রকার,—স্পর্শনেন্দ্রিয় সংস্পর্শ এবং মানস সংস্পর্শ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয়, তৎপরে তাহাদের সহিত মনের সংস্পর্শ হইলে সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে।

[illegible]দ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা সুখদুঃখাৎ প্রবর্ত্ততে।
তৃষ্ণা চ সুখদুঃখানাং কারণং পুনরুচ্যতে॥
উপাদত্তে হি সা ভাবান্ বেদনাশ্রয়সংজ্ঞকান্।
[illegible]শ্যতে নানুপাদানো নাস্পৃষ্টো বেত্তি বেদনাঃ॥
বেদনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রান্নমল[illegible]গুণৈর্বিনা॥

সুখ ও দুঃখ হইতে যথাক্রমে ইচ্ছাত্মিকা তৃষ্ণা প্রবর্ত্তিত হয়। আবার সেই ইচ্ছাদ্বেষাত্মিকা দ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণাও সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। যেহেতু তৃষ্ণাই বেদনার আশ্রয়সংজ্ঞক

ভাবসমূহকে অর্থাৎ দেহ মনঃপ্রভৃতিকে অবলম্বন করে। দেহ মনঃপ্রভৃতি উপাদানের অভাব থাকিলে, অথবা ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত স্পৃষ্ট না হইলে, সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না। কেশ, লোম, নখাগ্র, এবং মল-মূত্রাদির গুণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমস্ত দেহ ও মনঃ, সুখ-দুঃখের আশ্রয় স্থান।

যোগে মোক্ষে চ সর্ব্বাসাং বেদনানামবর্ত্তনম্।
মোক্ষো নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষপ্রবর্ত্তকঃ
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।
সুখদুঃখমনারম্ভাদাত্মস্থে মনসি স্থিরে॥
নিবর্ত্ততে তদুভয়ং বশিত্বঞ্চোপজায়তে।
সশরীরস্য যোগজ্ঞাস্তং যোগমৃষয়ো বিদুঃ॥

যোগে ও মোক্ষে সকল বেদনার নিবৃত্তি হয়। সুখ-দুঃখের নিঃশেষ নিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই মোক্ষের যাহা প্রবর্ত্তক, তাহাই যোগ। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সন্নিকর্ষ হইতে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়। মন আত্মাতে স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে, কার্য্যের অনারম্ভ হেতু সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং জীবের বশিত্ব জন্মে। যোগজ্ঞ ঋষিগণ এই বশিত্ব অবস্থাকেই যোগ বলিয়া থাকেন।

আবেশশ্চেতসো জ্ঞানমর্থানাং ছন্দতঃ ক্রিয়া।
দৃষ্টিঃ শ্রোত্রং স্মৃতিঃ কান্তিরিষ্টতশ্চাপ্যদর্শনম্॥
ইত্যষ্টবিধমাখ্যাতং যোগিনাং বলমৈশ্বরম্।
শুদ্ধসত্ত্বসমাধানাৎ তৎ সর্ব্বমুপজায়তে॥
মোক্ষো রজস্তমোঽভাবাদ্ বলবৎকর্ম্মসংক্ষয়াৎ।
বিয়োগঃ কর্ম্মসংযোগৈরপুনর্ভাব উচ্যতে॥

চিত্তের আবেশ, সমুদায় বিষয়ের জ্ঞান, ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়া দর্শন ও শ্রবণ, স্মৃতি এবং কান্তি, যোগিগণের এই আটপ্রকার ঐশ্বর বল। রজস্তমঃশূন্য নির্ম্মল চিত্তের সমাধিহেতু এই সকল বল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রজঃ ও তমোগুণের অভাব, এবং প্রবল কর্ম্ম সমূহের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) ক্ষয় হেতু যে কর্ম্ম সংযোগের বিয়োগ, তাহাই মোক্ষ। মোক্ষকে অপুনর্ভাব অর্থাৎ পুনর্জন্মের নাশ কহে।

সতামুপাসনং সম্যগসতাং পরিবর্জ্জনম্।
ব্রতচর্য্যোপবাসশ্চ নিয়মাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
ধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বিজ্ঞানং বিজনে রতিঃ।
বিষয়েষ্বরতির্মোক্ষে ব্যবসায়ঃ পরা ধৃতিঃ॥
কর্ম্মণামসমারম্ভঃ কৃতানাঞ্চ পরিক্ষয়ঃ।
নৈষ্ক্রম্যমনহঙ্কারঃ সংযোগে ভয়দর্শনম্॥

মনোবুদ্ধিসমাধানমর্থতত্ত্বপরীক্ষণম্।
তত্ত্বং স্মৃতেরুপস্থানাৎ সর্ব্বমেতৎ প্রবর্ত্ততে॥
স্মৃতিঃ সৎসেবনাদ্যৈশ্চ ধৃত্যন্তৈরুপলভ্যতে।
স্মৃত্বা স্বভাবং ভাবানাং স্মরন্ দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে॥

সাধুগণের উপাসনা, অসাধুগণের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত্যাগ, ব্রতচর্য্যা, উপবাস, সর্ব্বপ্রকার নিয়মপালন, ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্যাস, বিজ্ঞান, নির্জ্জনে অবস্থানপ্রিয়তা, বিষয়ে অনাশক্তি, মোক্ষ-সাধনবিষয়ে অধ্যবসায়, অধিক ধৈর্য্য, কর্ম্মের অনারম্ভ, কৃতকর্ম্মের ক্ষয়, গৃহাশ্রম হইতে নিষ্ক্রামণ, অহঙ্কার শূন্যতা, জনসমাগমে ভয়দর্শন, মন ও বুদ্ধির সমাধি, ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের তত্ত্ব-পরীক্ষা, এবং তত্ত্বজ্ঞান, এই সকল বিষয় স্মৃতির উপস্থিতি হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। কথিত সাধুসেবা হইতে অতিধৈর্য্য পর্য্যন্ত বিষয় সমূহদ্বারা স্মৃতিদ্বারা ভাবসমূহের স্বভাব স্মরণ করিয়া, যোগিগণ দুঃখ হইতে অর্থাৎ দুঃখজনক জন্মগ্রহণ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপজায়তে।
নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সবিপর্য্যয়াৎ॥
সত্ত্বানুবন্ধাদভ্যাসাজ্ জ্ঞানযোগাৎ পুনঃ শ্রুতাৎ।
দৃষ্টশ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে॥
এতৎ তদেকময়নং মুক্তৈর্মোক্ষস্য দর্শিতম্।
তত্ত্বস্মৃতিবলং যেন গতা ন পুনরাগতাঃ॥
অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্‌যোগস্য যোগিভিঃ।
সংখ্যাতধর্ম্মৈঃ সাংখ্যৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য চায়নম্॥

যে আটটি কারণদ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে,—নিমিত্তগ্রহণ রূপগ্রহণ, সাদৃশ্যগ্রহণ, অসাদৃশ্যগ্রহণ, মনের অনুবন্ধ, অভ্যাস, জ্ঞান, যোগ ও পুনঃশ্রবণ হইতে, দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়, তাহাকেই স্মৃতি কহে। মুক্ত পুরুষগণ এই স্মৃতিকেই মোক্ষের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা তত্ত্ব-স্মৃতিরূপ বল প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়না। বিজ্ঞাতধর্ম্ম জ্ঞানিগণ ও মুক্তপুরুষগণ, স্মৃতিকে যেরূপ মোক্ষের উপায় বলেন, যোগিগণও সেইরূপ ইহাকে যোগের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বঞ্চানিত্যমেব চ।
ন চাত্মা কৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা॥
যাবন্নোৎপদ্যতে সত্যা বুদ্ধির্নৈতদহং যয়া।
নৈতন্মম চ বিজ্ঞায় জ্ঞঃ [illegible]র্ব্বমতিবর্ত্ততে॥
তস্মিংশ্চরমসন্ন্যাসে সমূলাঃ [illegible]ঃ।
সমজ্ঞাজ্ঞানবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ॥
অতঃপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃতঃ সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে॥

গতিব্র্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্ ।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্জ্ঞাতুমর্হতি ॥

যেসকল বস্তু কারণ বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহারা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় পদার্থ দুঃখপ্রদ, অনাত্মভূত ও অনিত্য। তাহারা আত্মা নহে, কৃতবস্তু; কিন্তু যতদিন সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, ততদিন তাহাতে আত্মতা বোধ থাকে। যখন সত্য বুদ্ধিদ্বারা, এসকল বস্তু আমি নহি এবং এসকল বস্তু আমার নহে এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখনই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত অতিক্রম করিতে পারেন। এই সর্ব্বাতিক্রমণরূপ চরম সন্ন্যাস উপস্থিত হইলে, নির্ম্মল জ্ঞান বিজ্ঞান হেতু সমস্ত বেদনা সমূলে ও নিঃশেষরূপে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। অতঃপর ভূতাত্মা ব্রহ্মভূত হওয়ায়, তাঁহার আর উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, তিনি সমুদায় ভাব হইতে নিঃসৃত হওয়ায়, তাঁহার কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকে না। ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্গণের গতি; তিনি অক্ষয় এবং কোন লক্ষণগ্রাহ্য নহেন। ব্রহ্মবিদ্গণই তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিবার যোগ্য নহে।

তত্র শ্লোকাঃ।

প্রশ্নাঃ পুরুষমাশ্রিত্য ত্রয়োবিংশতিরুত্তমাঃ।
কতিধাপুরুষীয়েঽস্মিন্ নির্ণীতাস্তত্ত্বদর্শিনা ॥

এই কতিধাপুরুষীয় অধ্যায়ে, তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পুনর্ব্বসু পুরুষকে অবলম্বন করিয়া ত্রয়োবিংশতিটি উৎকৃষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
কতিধাপুরুষীয়ম্ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে কতিধা-
পুরুষীয় নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽতুল্যগোত্রীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা অতুল্যগোত্রীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব।

অতুল্যগোত্রস্য রজঃক্ষয়ান্তে রহোবিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য।
কিংস্যাচ্চতুষ্পাৎপ্রভবঞ্চ ষড়্ভো যৎ স্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ ॥

প্রশ্ন। স্ত্রীর রজঃক্ষয়ের অন্তে অর্থাৎ ঋতুর তিন দিবসের পরে, তাহার সহিত অতুল্য-গোত্র পুরুষ সঙ্গত হইলে; তাহার নিভৃত নিঃসৃত চতুর্ভূতজ ও ষড়্রসজ কোন্ পদার্থ স্ত্রীতে গর্ভরূপে পরিণত হয়?

শুক্রং তদস্য প্রবদন্তি ধীরা যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদ্ভবায়।
বায়্বগ্নিভূম্যব্গুণপাদবত্তৎ ষড়্ভ্যো রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তস্য॥

উত্তর। গর্ভরূপে পরিণত হইবার জন্য যাহা গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে শুক্র নামে নির্দ্দেশ করেন। বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জল, এই চারিটি ভূতগুণ এবং মধুরাদি ছয় রস হইতে, সেই শুক্রের উৎপত্তি হয়।

সম্পূর্ণদেহঃ সময়ে সুখঞ্চ গর্ভঃ কথং কেন চ জায়তে স্ত্রী।
গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি ভূত্বাথবা নশ্যতি কেন গর্ভঃ॥

প্রশ্ন। কোন্ হেতুদ্বারা কিরূপে গর্ভ সম্পূর্ণ দেহ হইয়া, যথাসময়ে সুখে প্রসূত হয়? স্ত্রী সন্তানবতী হইয়াও কিকারণে বহুবিলম্বে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করে? এবং গর্ভ উৎপন্ন হইয়া কি কারণেই বা তাহা নষ্ট হইয়া যায়?

শুক্রাসৃগাত্মাশয়কালসম্পদ্‌যস্যোপচারশ্চ হিতৈস্তথার্থৈঃ।
গর্ভশ্চ কালে চ সুখী সুখঞ্চ সঞ্জায়তে সম্পরিপূর্ণদেহঃ॥

উত্তর। শুক্র শোণিত, আত্মা ও গর্ভাশয় নির্দ্দোষ হইলে এবং তাহার হিতকর আহার-বিহারদ্বারা শুশ্রূষা হইলে গর্ভ সম্পূর্ণদেহ ও সুস্থ হইয়া যথাকালে সুখে প্রসূত হয়।

যোনিপ্রদোষান্মনসো-ভিতাপাচ্ছুক্রাসৃগাহারবিহারদোষাৎ।
অকালযোগাদ্বলসংক্ষয়াচ্চ গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি॥

যোনিদোষ, মনস্তাপ, শুক্র শোণিত ও আহার বিহারের দোষ অকালে সঙ্গম এবং বল-ক্ষয় এই সকল কারণে সন্তানবতী স্ত্রীও বহুবিলম্বে পুনর্ব্বার গর্ভ ধারণ করে।

অসৃঙ্নিরুদ্ধং পবনেন নার্য্যা গর্ভং ব্যবস্যন্ত্যবুধাঃ কদাচিৎ।
গর্ভস্য রূপং হি করোতি তস্যাস্তদাসৃগস্রাবি বিবর্দ্ধমানম্॥
তদগ্নিসূর্য্যশ্রমশোকরোষৈরুষ্ণান্নপানৈরথবা প্রবৃত্তম্।
দৃষ্ট্বাসৃগেকে ন চ গর্ভসংজ্ঞাঃ কেচিন্নরা ভূতহৃতং বদন্তি॥
ওজোঽশনানাং রজনীচরাণামাহারহেতোর্ন শরীরমিষ্টম্।
গর্ভং হরেয়ুর্যদি তে ন মাতুর্লব্ধাবকাশা ন হরেয়ুরোজঃ॥

বায়ুকর্ত্তৃক স্ত্রীদিগের ঋতুশোণিত কদাচিৎ রুদ্ধ হইলে অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহাকে গর্ভ বলিয়া নিশ্চয় করে, কারণ সেই নিরুদ্ধ ঋতুশোণিত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া গর্ভের রূপ ধারণ করে। আবার সেই ঋতুশোণিত যখন অগ্নিসন্তাপ, সূর্য্যাতপ, পরিশ্রম, শোক, ক্রোধ এবং উষ্ণ-বীর্য্য অন্নপান সেবনদ্বারা নিঃসৃত হয়, তখন তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন—ইহা গর্ভ নহে কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—গর্ভ ভূতগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু নিশাচরগণ ওজোভোজী, গর্ভদেহ তাহাদের আহারার্থ অভিলষিত নহে। যদি তাহারা গর্ভহরণের জন্য মাতার শরীরে প্রবেশ করে, তবে অবকাশ পাইয়াও মাতার ওজঃ হরণ করে না কেন?

কস্মাৎ সুতং বা সহিতৌ পৃথগ্বা সুতৌ সুতে বা তনয়ান্ বহূন্ বা।
কস্মাৎ প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভমেকোঽভিবৃদ্ধিঞ্চ যমেঽভ্যুপৈতি॥

প্রশ্ন। কি কারণে কন্যা পুত্র, অথবা যমজ পুত্র-কন্যা, যমজ পুত্র বা যমজ কন্যা কিংবা এককালে বহুপুত্র প্রসব করে? কেনই বা বহুবিলম্বে প্রসব করে? এবং কি কারণেই বা যমজ সন্তানের মধ্যে একটি অধিক বর্দ্ধিত হয়?

রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং শুক্রেণ তেন দ্বিবিধীকৃতেন।
বীজেন কন্যাঞ্চ সুতঞ্চ সূতে যথাস্ববীজান্যতরাধিকেন॥
শুক্রাধিকং দ্বৈধমুপৈতি বীজং যস্যাঃ সুতৌ সা সহিতৌ প্রসূতে।
রক্তাধিকং বা যদি ভেদমেতি দ্বিধা সুতে সা সহিতে প্রসূতে॥
ভিনত্তি যাবদ্ বহুধা প্রপন্নঃ শুক্রার্ত্তবং বায়ুরতিপ্রবৃদ্ধঃ।
তাবন্ত্যপত্যানি যথাবিভাগং কর্ম্মাত্মকান্যস্ববশাৎ প্রসূতে॥

উত্তর। ঋতুশোণিতের ভাগ অধিক হইলে কন্যা এবং শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুত্র প্রসব করে। বীজ স্বরূপ শুক্রশোণিত দ্বিধা বিভক্ত হইলে এবং একভাগে রক্তের ও এক-ভাগে শুক্রের আধিক্য থাকিলে, যমজ কন্যা ও পুত্র প্রসব করে। আর যদি শুক্রের আধিক্য বিশিষ্ট বীজ দুইভাগে বিভক্ত হয়, তবে যমজ পুত্র, এবং রক্তের আধিক্য বিশিষ্ট বীজ দ্বিধা বিভক্ত হইলে, যমজ কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। বায়ু অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া, যদি শুক্রশোণিত বহুভাগে বিভক্ত করে, তবে সেই বিভাগানুসারে অর্থাৎ বীজ যত ভাগে বিভক্ত হয়, তত গুলি সন্তান প্রসব করে। প্রসূতি ও প্রসূতার ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মফলানুসারে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

আহারমাপ্নোতি যদা ন গর্ভঃ শোষং সমাপ্নোতি পরিস্রুতিং বা।
তং স্ত্রী প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভং পুষ্টো যদা বর্ষগণৈরপি স্যাৎ॥
কর্ম্মাত্মকত্বাদ্বিষমাংশভেদাচ্ছুক্রাসৃজং বৃদ্ধিমুপৈতি কুক্ষৌ।
একোঽধিকো ন্যূনতরো দ্বিতীয় এবং যমেঽপ্যভ্যধিকো বিশেষঃ॥

গর্ভ আহার না পাইলে, অর্থাৎ মাতৃভুক্ত আহার রস দ্বারা তাহার পরিপোষণ না হইলে, গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা গর্ভস্রাব হয়। এইরূপে গর্ভ বহুদিনে পরিপুষ্ট হইলে, স্ত্রীগণ সেই গর্ভ বহুবিলম্বে প্রসব করে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলানুসারে শুক্রশোণিত বিষমভাগে বিভক্ত হইয়া কুক্ষিমধ্যে বৃদ্ধি পাইলে, যে ভাগ অধিক হয় তাহা অধিক পুষ্ট, এবং যে ভাগ অল্প হয় তাহা অল্প পুষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে যমজ সন্তানের মধ্যেও একের অধিক বৃদ্ধি হয়।

কস্মাদ্দ্বিরেতাঃ পবনেন্দ্রিয়ো বা সংস্কারবাহী নরনারীষণ্ডঃ।
বক্রী তথের্ষাভিরতিঃ কথং বা সঞ্জায়তে বাতিকষণ্ডকো বা॥

প্রশ্ন।—দ্বিরেতাঃ, পবনেন্দ্রিয়, সংস্কারবাহী, নরষণ্ড, নারীষণ্ড, বক্রী, ঈর্ষাভিরতি ও বাতিকষণ্ড নামক বিকৃত সন্তান কি কারণে জন্মে?

বীজাৎ সমাংশাদুপতপ্তবীজাৎ স্ত্রীপুংসলিঙ্গী ভবতি দ্বিরেতাঃ।
শুক্রাশয়ং গর্ভগতস্য হত্বা করোতি বায়ুঃ পবনেন্দ্রিয়ত্বম্॥

উত্তর।—বীজ অর্থাৎ শুক্র শোণিত সমাংশ হইলে, অথবা বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক বীজ উপতপ্ত হইলে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সাধারণ চিহ্ন যুক্ত দ্বিরেতাঃ (ক্লীব) জন্মে। (ইহাদের

লিঙ্গ বা যোনি থাকেনা।) বায়ুকর্ত্তৃক গর্ভের শুক্রাশ্রয় বিনষ্ট হইলে, তাহার পবনেন্দ্রিয়ত্ব হয়, অর্থাৎ সেই গর্ভ শুক্রশূন্য হইয়া থাকে।

শুক্রাশয়দ্বারবিঘট্টনেন সংস্কারবাহং হি করোতি বায়ুঃ।
মন্দাল্পবীজাববলাবহর্ষৌ ক্লীবৌ চ হেতুর্বিকৃতিদ্বয়স্য॥

বায়ুকর্ত্তৃক শুক্রাশয়ের দ্বার বিঘট্টিত হইলে, সংস্কারবাহী জন্মে। (বাজীকরণ ঔষধ সেবনদ্বারা যাহাদের পুংস্ত্ব জন্মে এবং সেই ঔষধ সেবনের অভাবে পুংস্ত্বহীনতা হয়, তাহাদিগকে সংস্কারবাহী কহে।) পিতা মাতার বীজ দুর্ব্বল বা অল্প হইলে, অথবা মৈথুন বিষয়ে তাহাদের হর্ষাভাব হইলে, সেই ক্লৈব্যদোষ বিশিষ্ট পিতামাতাই নরষণ্ড ও নারীষণ্ড এই উভয় বিকৃত সন্তানের কারণ হইয়া থাকে। (যে পুরুষের কার্য্য ও আকার স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাহাকে নরষণ্ড কহে। নারীষণ্ডগণ পুরুষদ্বেষী ও স্তনহীন হয়।

মাতুর্ব্যবায়প্রতিঘেন বক্রী স্যাদ্বীজদৌর্ব্বল্যতয়া পিতুশ্চ।
ঈর্ষ্যাভি[illegible]তাবপি ম[illegible]তেরেব বদন্তি হেতুম্॥

মাতার মৈথুনে অনিচ্ছা এবং পিতার বীজদৌর্ব্বল্য থাকিলে, বক্রী সন্তান জন্মে। (শুক্র-ভোজন করিলে, যাহাদের শিশ্ন উত্থিত হয়, তাহাদিগকে বক্রী কহে। শাস্ত্রান্তরে বক্রী আসেক্য নামে অভিহিত।) পিতা-মাতা ঈর্ষাভিভূত অথবা মৈথুনে হর্ষহীন থাকিলে, ঈর্ষাভিরতি পুত্র জন্মে। (অপরের মৈথুন দেখিয়া যাহারা মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ঈর্ষাভিরতি কহে। শাস্ত্রান্তরে ইহারা ঈর্ষ্যক বা দৃষ্টিযোনি নামে নির্দ্দিষ্ট।)

বায়্বগ্নিদোষাদ্ বৃষণৌ তু যস্য নাশং গতৌ বাতিকষণ্ডকঃ সঃ।
ইত্যেবমষ্টৌ বিকৃতিপ্রকারাঃ কর্ম্মাত্মকানামুপলক্ষণীয়াঃ॥

বায়ু ও অগ্নির দোষে যাহাদের বৃষণদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে বাতিকষণ্ড কহে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দোষেই এই আটপ্রকার বিকৃতি হইয়া থাকে।

গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য কুক্ষৌ স্ত্রীপুংনপুংসামুদরস্থিতানাম্।
কিং লক্ষণং কারণমিষ্যতে কিং সরূপতাং যেন চ যাত্যপত্যম্॥

প্রশ্ন।—কুক্ষিমধ্যে গর্ভ সদ্যোজাত হইলে, তাহার লক্ষণ কি? উদরস্থিত স্ত্রী পুরুষ বা নপুংসক গর্ভের লক্ষণ কি? গর্ভ অন্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি?

নিষ্ঠীবিকা গৌ[illegible]প্রহর্ষৌ হৃদয়ব্যথা চ।
তৃপ্তিশ্চ বীজগ্রহণঞ্চ যোন্যা গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য লিঙ্গম্॥

উত্তর। নিষ্ঠীবন (থুতুফেলা,) শরীরের গুরুত্ব, অঙ্গের অবসাদ, তন্দ্রা, অপ্রীতি, হৃদয়ে বেদনা, ভোজনে অনিচ্ছা, এবং যোনিদ্বারা বীজগ্রহণ অর্থাৎ মৈথুনান্তে শুক্র নির্গত না হওয়া, এই কয়েকটি সদ্যোজাত গর্ভের লক্ষণ।

সব্যাঙ্গচেষ্টা পুরুষার্থিনী স্ত্রী স্ত্রীস্বপ্নপানাশনশীলচেষ্টা।
সব্যাঙ্গগর্ভা নচ বৃত্তগর্ভা সব্যপ্রদুগ্ধা স্ত্রিয়মেব সূতে॥
পুত্রেস্ত্বতো লিঙ্গবিপর্য্যয়েণ ব্যামিশ্রলিঙ্গা প্রকৃতিং তৃতীয়াম্।
গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুংব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে॥

যে গর্ভিণী স্ত্রী বাম অঙ্গদ্বারা গ্রহণ ধারণাদি কার্য্য করে, পুরুষসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা করে, যাহার নিদ্রা পান ভোজন ব্যবহার ও কার্য্য স্ত্রী জনোচিত, যাহার গর্ভ বামভাগে অবস্থিত হয়, গর্ভ গোলাকার না হয়, এবং বামস্তনে প্রথম দুগ্ধ সঞ্চয় হয়, সেই স্ত্রী কন্যা প্রসব করে। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে, পুত্র এবং মিশ্র লক্ষণ হইলে ক্লীব প্রসব করিয়া থাকে। গর্ভোৎপত্তিকালে স্ত্রীর মন যে প্রকার প্রাণীর বিষয় চিন্তা করে, সেই প্রাণীর সদৃশ সন্তান প্রসূত হয়।

গর্ভস্য চত্বারি চতুর্ব্বিধানি ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি।
আহারজান্যাত্মকৃতানি চৈব সর্ব্বস্য সর্ব্বাণি ভবন্তি দেহে॥
তেষাং বিশেষাদ্বলবন্তি যানি ভবন্তি মাতাপিতৃকর্ম্মজানি।
তানি ব্যবস্যেৎ সদৃশত্বহেতুং সত্ত্বং যথানূকমপি ব্যবস্যেৎ॥

মাতৃজ, পিতৃজ, আহারজ ও আত্মজ, এই চারি প্রকার চারিটি চারিটি বায্বাদি ভূতকর্ত্তৃক সকল গর্ভেরই দেহ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মাতৃজ, পিতৃজ ও আত্মকর্ম্মজ এই ত্রিবিধ ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে যে চারিটিভূত বিশেষ বলবান্ হয়, তাহাই সাদৃশ্যের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অর্থাৎ মাতৃজ ভূতচতুষ্টয় বলবান্ হইলে সন্তান মাতার সদৃশ, পিতৃজ ভূতচতুষ্টয় বলবান্ হইলে পিতার সদৃশ এবং আত্মকর্ম্মজ ভূতচতুষ্টয় বলবান হইলে সন্তান আত্মসদৃশ হইয়া থাকে। এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে সন্তানের মনও তৎসদৃশ হয়।

কস্মাৎ প্রজাং স্ত্রী বিকৃতাংপ্রসূতে হীনাধিকাঙ্গীংবিকলেন্দ্রিয়াঞ্চ।
দেহাৎ কথং দেহমুপৈতি চান্যমাত্মা সদা কৈরনুবধ্যতে চ॥

প্রশ্ন।—স্ত্রীগণ কি কারণে বিকৃত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয় সন্তান প্রসব করে? আত্মা কিরূপে একদেহ হইতে অন্যদেহ অবলম্বন করে? এবং কোন্ কোন্ ভাবের সহিত আত্মা সর্ব্বদা অনুবদ্ধ থাকে?

বীজাত্মকর্ম্মাশয়কালদোষৈর্মাতুস্তদাহারবিহারদোষৈঃ।
কুর্ব্বন্তিদোষা বিবিধানিদুষ্টাঃ সংস্থানবর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি॥
বর্ষাসু কাষ্ঠাশ্মঘনাম্বুবেগাস্তরোঃ সরিৎস্রোতসি সংস্থিতস্য।
যথৈব কুর্য্যুর্বিকৃতিং তথৈব গর্ভস্য কুক্ষৌ নিয়তস্য দোষাঃ॥

উত্তর।—বীজ (শুক্রশোণিত), আত্মকর্ম্ম, গর্ভাশয় ও কালের দোষ, এবং মাতার আহার-বিহারের দোষ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ দূষিত হইয়া, গর্ভের আকৃতি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিবিধ বিকৃতি করে। বর্ষাকালে কাষ্ঠ প্রস্তর মেঘ ও জলবেগ, নদীস্রোতঃস্থিত বৃক্ষের যেরূপ বিকৃতি সাধন করে, সেইরূপ বাতাদি দোষও কুক্ষিস্থিত গর্ভের বিকৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ স সূক্ষ্মর্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্নতু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্॥
স সর্ব্বগঃ সর্ব্বশরীরভৃচ্চ স বিশ্বকর্ম্মা স চ বিশ্বরূপঃ।
স চেতনাধাতুরতীন্দ্রিয়শ্চ স নিত্যযুক্ সানুশয়ঃ স এব॥

রসাত্মমাতাপিতৃসম্ভবানি ভূতানি বিদ্যাদ্দশ ষট্ চ দেহে।
চত্বারি তত্রাত্মনি সংশ্রিতানি স্থিতস্তথাত্মা চ চতুর্ষু তেষু॥

জীবাত্মা কর্ম্মাত্মকত্ব হেতু সূক্ষ্ম চতুর্ভূতের সহিত মনোবেগে এক দেহ হইতে অন্য দেহ অবলম্বন করেন। তাঁহার সেই সূক্ষ্মরূপ দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত অন্য দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করা যায় না। সেই আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বশরীর ভরণ কর্ত্তা তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তিনিই বিশ্বরূপ তিনি চেতনা-ধাতু, অতীন্দ্রিয়, এবং তিনিই শরীরের সহিত নিত্যসংযুক্ত সুতরাং তিনি রাগাদির অনুবৃত্তি-শালী। রসজ চারিটি, আত্মজ চারিটি, মাতৃজ চারিটি, এবং পিতৃজ চারিটি, সমুদায়ে ষোলটি ভূত দেহে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে চারিটি ভূত আত্মাশ্রিত, এবং আত্মাও সেই চারিটি ভূতে অবস্থিত।

ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি রজশ্চ শুক্রঞ্চ বদন্তি গর্ভে।
আপ্যায়্যতে শুক্রমসৃক্চ ভূতৈর্যৈস্তানি ভূতানি রসোদ্ভবানি॥
ভূতানি চত্বারি তু কর্ম্মজানি যান্যাত্মলীনানি বিশন্তি গর্ভম্।
স বীজধর্ম্মা হ্যপরাপরাণি দেহান্তরাণ্যাত্মনি যাতি যাতি॥
রূপাদ্ধিরূপপ্রভবঃ প্রসিদ্ধঃ কর্ম্মাত্মকানাং মনসো মনস্তঃ।
ভবন্তি যে ত্বাকৃতিবুদ্ধিভেদা রজস্তমঃ কর্ম্ম চ তত্র হেতুঃ॥

গর্ভোৎপাদক রজঃপদার্থকে মাতৃজভূত এবং শুক্রপদার্থকে পিতৃজভূত কহে। শুক্র-শোণিত গর্ভরূপে পরিণত হইয়া, যে ভূতসমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহাকেই রসজভূত কহে। আর যে চারিটি ভূত আত্মলীন হইয়া গর্ভে প্রবেশ করে, সেই আত্মজ ভূতচতুষ্টয় কর্ম্মজভূত নামে অভিহিত হয়। ভূতচতুষ্টয়াত্মক সেই জীবাত্মাই বীজধর্ম্মা, অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরোৎপাদনে ন্যায়, সেই সূক্ষ্মদেহী ভূতাত্মা স্থূলদেহের উৎপাদন করেন। আত্মা দেহান্তরে গমন করিলে, সেই সূক্ষ্ম ভূতচতুষ্টয়ও তৎসহ গমন করিয়া থাকে। কর্ম্মাত্মক ভূতাত্মার সূক্ষ্মরূপ হইতেই বিশিষ্ট রূপের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ভূতাত্মার মন হইতেই মনের বিকাশ হইয়া থাকে। তথাপি প্রতি পুরুষে যে আকৃতি ও বুদ্ধির ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, রজোগুণ তমোগুণ এবং কর্ম্মফলই ভবিষয়ের কারণ।

অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈরাত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্ম্মণা নৈবমনোমতিভ্যাং ন চাপ্যহঙ্কারবিকারদোষৈঃ॥
রজস্তমোভ্যাস্তু মনোঽনুবদ্ধং জ্ঞানং বিনা তত্র হি সর্ব্বদোষাঃ।
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্তমুক্তং মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম্ম॥

অতীন্দ্রিয় সেই সূক্ষ্মরূপের সহিত, কর্ম্মফলের সহিত, মন ও মতির সহিত, এবং অহঙ্কার বিকার ও দোষের সহিত ভূতাত্মা কখনই বিযুক্ত হন না। জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অভাবে মন ও রজঃ ও তমোগুণের সহিত সর্ব্বদা অনুবদ্ধ থাকে। এখানে দোষ শব্দদ্বারা সেই জ্ঞান ব্যতীত অপর সমস্তই বুঝিতে হইবে। সদোষ মনঃ, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত বলবৎ কর্ম্ম, এই উভয়ই আত্মার একদেহ হইতে অন্যদেহে গমনের কারণ।

রোগাঃ কুতঃ সংশমনং কিমেষাং হর্ষস্য শোকস্য চ কিং নিমিত্তম্।
শরীরসত্ত্বপ্রভবা বিকারাঃ কথং ন শান্তাঃ পুনরাপতেয়ুঃ॥

প্রশ্ন।—রোগসমূহ কি কারণে উৎপন্ন হয়? তাহাদের শান্তির উপায় কি? হর্ষের ও শোকের কারণ কি? শারীর ও মানস রোগ সকল প্রশমিত হইয়া কি উপায়ে পুনরুদ্ভূত হইতে পারে না?

প্রজ্ঞাপরাধো বিষমস্তদর্থো হেতুস্তৃতীয়ঃ পরিণামকালঃ।
সর্ব্বাময়ানাং ত্রিবিধা চ শান্তির্জ্ঞানার্থকালাঃ সমযোগযুক্তাঃ॥
ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়া হর্ষনিমিত্তমুক্তাস্ততোঽন্যথা শোকবশং নয়ন্তি।
শরীরসত্ত্বপ্রভবাস্তু দোষাস্তয়োরবৃত্ত্যা ন ভবন্তি ভূয়ঃ॥
রূপস্য সত্ত্বস্য চ সন্ততির্যা নোক্তস্তদাদির্ন হি সোঽস্তি কশ্চিৎ।
তয়োরবৃত্তিঃ ক্রিয়তে পরাভ্যাং ধৃতিস্মৃতিভ্যাং পরয়া ধিয়া চ॥

উত্তর।—প্রজ্ঞাপরাধ, বিষম ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ এবং পরিণাম কাল, এই তিনটি সমুদায় রোগের হেতু। সমযোগযুক্ত জ্ঞান, সমযোগযুক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ এবং সমযোগযুক্ত কাল পরিণাম, এই তিনটিই সকল রোগের শান্তির উপায়। ধর্ম্মানুগত ক্রিয়াসকল হর্ষের কারণ এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্মানুগত কর্ম্মসমূহই মনুষ্যকে শোকাভিভূত করে। শারীর দোষ এবং মানস দোষের অসদ্ভাব হইলেই রোগসকলের পুনরুদ্ভব হয়না। অর্থাৎ রোগ শান্তির পরে সেই রোগারম্ভক বাতাদি শারীর দোষ অথবা রজঃ প্রভৃতি মানস দোষও সম্পূর্ণ নিবারিত হয়, তাহা হইলেই শারীর বা মানস রোগের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। শরীরের ও মনের প্রবাহ অনাদি, যেহেতু তাহাদের কোনও আদি নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধৃতি স্মৃতি ও বুদ্ধিদ্বারা, সেই শরীরের ও মনের প্রবাহ নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পরাধৃতি স্মৃতি ও বুদ্ধিদ্বারা, জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয়, সুতরাং তখন কোনরূপ রোগাদিরও উৎপত্তি হইতে পারে না।

সত্যাশ্রয়ে বা দ্বিবিধে যথোক্তে পূর্ব্বং গদেভ্যঃ প্রতিকর্ম্মনিত্যম্।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তি রোগাস্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্॥
দৈবং পুরা যৎ কৃতমুচ্যতে তৎ তৎ পৌরুষং যত্ত্বিহ কর্ম্ম দৃষ্টম্।
প্রবৃত্তিহেতুর্বিষমঃ স দৃষ্টো নিবৃত্তিহেতুস্তু সমঃ স এব॥

যথোক্ত দ্বিবিধ আশ্রয় অর্থাৎ শরীর ও মনঃ বর্ত্তমান থাকিতেও, যদি রোগোৎপত্তির পূর্ব্বেই নিত্য তাহার প্রতিকার করা হয়, অর্থাৎ শারীর দোষ ও মানসদোষের নিবারণ করা হয় এবং তৎকালে ফলপ্রদ কোন দৈব বলবান্ না থাকে, তাহা হইলে সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কোন রোগই উপতপ্ত করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মকে দৈব এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মকে পৌরুষ কহে। এই উভয় জন্মকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ দৈব ও পৌরুষ যদি বিষম অর্থাৎ অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগযুক্ত হয়, তবে তাহা রোগোৎপত্তির কারণ হয় এবং দৈব ও পৌরুষ সমযোগ যুক্ত হইলে, তাহা রোগনিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে।

হৈমন্তিকং দোষচয়ং বসন্তে প্রবাহয়ন্ গ্রৈষ্মিকমভ্রকালে।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্ প্রাপ্নোতি রোগানৃতুজান্ন জাতু॥

নরো হিতাহারবিহারসেবী সমীক্ষ্য কারী বিষয়েম্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ ॥
জ্ঞানং তপস্তৎপরতা চ যোগে যস্যাস্তি তং নানুপতন্তি রোগাঃ।
মতির্বচঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি সত্ত্বং বিধেয়ং বিষদা চ বুদ্ধিঃ ॥

শীতকালের সঞ্চিত দোষ বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ বর্ষাকালে এবং বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ শরৎকালে নির্হরণ করিলে, ঋতুজনিত রোগ কদাচ ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি হিতকর-আহার-বিহারের সেবা করে, সম্যক্ বিবেচনা করিয়া সমুদায় কার্য্য করে, ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্ত হয়, এবং দাতা, সমদর্শী, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ ও আপ্তজনের সেবাকারী হয়, সে নীরোগ হইয়া থাকে। যাঁহার জ্ঞান তপস্যা এবং যোগে তৎপরতা আছে, তাঁহাকেও কোন রোগ উপতপ্ত করিতে পারে না। অতএব মতি, বাক্য, কর্ম্ম, মনঃ ও বুদ্ধি যাহাতে বিশদ ও সুখানুবন্ধী হয়, তাহাই বিধেয়।

তত্র শ্লোকঃ।

ইহাগ্নিবেশস্য মহার্থযুক্তং
ষড়্বিংশকং প্রশ্নগণং মহর্ষিঃ।
অতুল্যগোত্রে ভগবান্ যথাবন্
নির্ণীতবান্ জ্ঞানবিবর্দ্ধনার্থম্ ॥

এই অতুল্যগোত্রীয় অধ্যায়ে, ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি অগ্নিবেশের জ্ঞান বিবর্দ্ধনের জন্য, তাহার ষড়্বিংশতি প্রশ্নের যথাযথ নির্ণয় করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
অতুল্যগোত্রীয়ং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

—*—

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতি সংস্কৃত তন্ত্রের শারীর স্থানে অতুল্য গোত্রীয় নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—*—

(খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তিঃ।)

অথাতঃ খুড্ডীকাং গর্ভাবক্রান্তিং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তি শারীর অর্থাৎ জীবের গর্ভাবক্রমণ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র প্রকার ব্যাখ্যা করিব।

পুরুষস্যানুপহতরেতসঃ স্ত্রিয়াশ্চাপ্রদুষ্টযোনিশোণিতগর্ভাশয়ায়া যদা ভবতি সংসর্গ ঋতুকালে, যদা চানয়োস্তথৈব যুক্তয়োঃ সংসর্গে তু শুক্র-শোণিতসংসর্গমন্তর্গর্ভাশয়গতং জীবোঽবক্রামতি সত্ত্বসম্প্রয়োগাৎ তদা গর্ভোঽভিনির্ব্বর্ত্ততে। স সাত্ম্যারসোপযোগাদরোগোঽভিসংবর্দ্ধতে সম্যগুপচারৈশ্চোপচর্য্যমাণস্ততঃ প্রাপ্তকালঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নঃ পরিপূর্ণ-সর্ব্বশরীরোবলবর্ণসত্ত্বসংহননসম্পদুপেতঃ সুখেন জায়তে সমুদায়াদেষাং ভাবানাম্। মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তি চ সত্ত্বসংজ্ঞমুপপাদুকমিতিহোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অদুষ্টযোনি, অদুষ্টশোণিত ও অদুষ্ট গর্ভাশয়বিশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ঋতুকালে অদুষ্টশুক্র পুরুষের সংসর্গ হইলে, এবং সংসর্গজাত সেই শুক্রশোণিত গর্ভাশয়ে অন্তর্নিবিষ্ট হইলে, যখন জীবাত্মা মনোবেগে সেই শুক্রশোণিতকে অবলম্বন করেন, তখনই গর্ভের উৎপত্তি হয়। সেই গর্ভ সাত্ম্যরসের উপযোগহেতু এবং সম্যক্ উপচার দ্বারা উপচর্য্যমাণ হইয়া নীরোগ অবস্থায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তৎপরে যথাকালে সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত সম্পূর্ণদেহ এবং বল বর্ণ সত্ত্ব ও আকৃতিসম্পন্ন হইয়া, সমুদায় বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতাবশতঃ অনায়াসে ভূমিষ্ঠ হয়। এই গর্ভ মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ, রসজ, এবং মনও ইহার উৎপাদক কারণ। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলেন।

নেতি ভরদ্বাজঃ। কিং কারণং ? ন হি মাতা ন পিতা নাত্মা ন সাত্ম্যং ন পানাশনভক্ষ্যলেহ্যোপযোগা গর্ভঃ জনয়ন্তি, ন চ পরলোকাদেত্য গর্ভং সত্ত্বসংজ্ঞকমবক্রামতি।

যদি হি মাতাপিতরৌ গর্ভং জনয়েতাং ভূয়স্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পুমাংসশ্চ ভূয়াংসঃ পুত্রকামাঃ, তে সর্ব্বে পুত্রজন্মাভিসন্ধায় মৈথুনমাপদ্যমানাঃ পুত্রানেব জনয়েয়ুর্দুহিতৃর্ব্বা দুহিতৃকামাঃ, ন চ কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ কেচিদ্বা পুরুষা নিরপত্যাঃ স্যুরপত্যকামাশ্চ পরিদেবেরন্।

ভরদ্বাজ কহিলেন, তাহা নহে। কারণ, মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, এবং পেয় ভোজ্য ভক্ষ্য বা লেহ্য পদার্থের উপযোগ, ইহাদের কেহই গর্ভ উৎপাদন করে না। আর, পরলোক হইতে মনও আসিয়া গর্ভাবক্রমণ করে না। যেহেতু, পিতা মাতা যদি গর্ভোৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে, বহুসংখ্যক্ স্ত্রী এবং বহুসংখ্যক্ পুরুষ পুত্রাভিলাষী আছেন, তাঁহারা পুত্রজন্মের অভিসন্ধিতে মৈথুন করিয়া, কেবল পুত্রই উৎপাদন করিতেন, অথবা যাহারা কন্যাভিলাষী, তাঁহারা কেবল কন্যাই উৎপাদন করিতেন। কোন পুরুষই অপত্যহীন হইতেন না, এবং অপত্য কামনায় কাহাকেও পরিতাপ করিতেও হইত না।

ন চাত্মাত্মানং জনয়তি। যদি হ্যাত্মাত্মানং জনয়েৎ জাতো বা জনয়েদাত্মানমজাতো বা জনয়তি ? তচ্চোভয়থাপ্যযুক্তম্। ন হি জাতো জনয়তি সত্ত্বাৎ, ন চাজাতো জনয়েৎ সত্ত্বাৎ, তস্মাদেষোভয়থাপ্যনুপ-

পরিতিষ্ঠতু। অথ তাবদেতদ্বচ্ছয়মাত্মানং শক্তো জনয়িতুং স্যাৎ, ন ত্বেনমিষ্টাস্বেব কথং যোনিষু জনয়েদ্বশিনমপ্রতিহতগতিং কামরূপিণং তেজোবলবর্ণসত্ত্বসংহননসমুদিতমজরমরুজমমর মবংবিধং হ্যাত্মাত্মানমিচ্ছ-ত্যতো বা ভূয়ঃ।

আত্মাও আত্মাকে জন্মায় না। আত্মাই যদি আত্মাকে জন্মায়, তবে জাত আত্মা আত্মাকে জন্মায়? কিংবা অজাত আত্মা আত্মাকে জন্মায়? ইহার উভয় প্রকারই অযুক্তিযুক্ত; কারণ, জাত আত্মা বিদ্যমানতা বশতঃ জন্মাইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা বিদ্যমান আছে, তাহার পুনর্জন্ম অসম্ভব। এবং অজাত আত্মাও নিত্যত্বহেতু জন্মাইতে পারে না অর্থাৎ নিত্য বস্তুর জন্ম অসম্ভব। অতএব উভয় প্রকারই অযুক্তিযুক্ত হইতেছে। আর যদি আত্মা আত্মাকে জন্মাইতেই সমর্থ হয়, তাহা হইলে, আত্মা আপনাকে বশী, অপ্রতিহতগতি, কামরূপী, এবং তেজঃ-বল-বর্ণ-মনঃ-আকৃতি প্রভৃতির সদ্গুণ সম্পন্ন, অজর, নীরোগ, অমর, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন করিয়া কেবল ইষ্টযোনিতেই কেন না জন্মায়?

অসাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভঃ, যদি হি সাত্ম্যজঃ স্যাৎ তর্হি সাত্ম্যসেবিনা-মেবৈকান্তেন ব্যক্তং প্রজা স্যাৎ, অসাত্ম্যসেবিনশ্চ নিখিলেনানপত্যাঃ স্যুস্তচ্চোভয়মুভয়ত্রৈব দৃশ্যতে॥

গর্ভ সাত্ম্যজও নহে। কারণ, গর্ভ যদি সাত্ম্যজ হইত, তবে কেবল সাত্ম্যসেবিগণেরই সন্তান হইত, এবং অসাত্ম্যসেবিগণ একবারে অপত্যহীন হইত। কিন্তু উভয়ই উভয় অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ সাত্ম্যসেবীকেও অপত্যহীন এবং অসাত্ম্যসেবীকেও পুত্রকন্যা-বান্ হইতে দেখা যায়।

অরসজশ্চায়ং গর্ভঃ, যদি হি রসজঃ স্যান্ন কেচিৎ স্ত্রীপুরুষেষ্বনপত্যাঃ স্যুর্ন হি কশ্চিদস্ত্যেষাং যো রসান্নোপযুঙ্ক্তে। শ্রেষ্ঠরসোপযোগিনাং চেদ্গর্ভা জায়ন্ত ইত্যভিপ্রেতমিত্যেবং সত্যাজৌরভ্রমার্গমায়ূররসগোক্ষীর-দধিঘৃতমধুতৈলসৈন্ধবেক্ষুরসমুদ্গশালিভৃতানামেবৈকান্তেন প্রজা স্যাৎ। শ্যামাকবরকোদ্দালককোরদূষককন্দমূলভক্ষাশ্চ নিখিলেনানপত্যাঃ স্যুস্ত-চ্চোভয়মুভয়ত্রৈব দৃশ্যতে॥

গর্ভ রসজও নহে। কারণ, গর্ভ যদি রসজ হইত, তাহা হইলে কোন স্ত্রীপুরুষই অপত্য-হীন হইত না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন কেহই নাই যে রসের উপযোগ না করে। অথবা শ্রেষ্ঠ রসসেবিগণের গর্ভ হয়, ইহাই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও, যাহারা ছাগ, মেষ মৃগ ও ময়ূর মাংসের রস, এবং গব্যদুগ্ধ, দধি ঘৃত, মধু, তৈল, সৈন্ধব, ইক্ষুরস, মুগ, ও শালি-তণ্ডুলের অন্ন আহার করিয়া পরিপুষ্ট হয়, তাহাদেরই কেবল সন্তান হইত, আর যাহারা শ্যামাক, বরক, উদ্দালক ও কোরদূষক ধান্যের অন্ন এবং কন্দ-মূলাদি ভোজন করে, তাহারা সকলেই সন্তানহীন হইত। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই উভয় প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরসসেবীকেও নিরপত্য এবং নিকৃষ্টরসসেবীকেও অপত্যবান্ দেখা যায়।

ন খল্বপি পরলোকাদেত্য সত্ত্বং গর্ভমবক্রামতি। যদি হ্যেনমবক্রামে-

মাস্য কিঞ্চিদেব পৌর্ব্বদেহিকং স্যাদবিদিতমশ্রুতমদৃষ্টং বা। স চ তচ্চ কিঞ্চিদপি ন স্মরতি তস্মাদেবৈতদ্‌ব্রূমহে অমাতৃজশ্চায়ং গর্ভোঽপিতৃজশ্চানাত্মজশ্চাসাত্ম্যজশ্চারসজশ্চ ন চাস্তি সত্ত্বমুপপাদুকমিতি হোবাচ ভরদ্বাজঃ।

মনও পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভকে অবলম্বন করে না। মন যদি পরলোক হইতে আসিয়াই গর্ভকে অবলম্বন করিত, তাহা হইলে, পূর্ব্বজন্মের কোন বিষয়ই তাহার অবিদিত অশ্রুত বা অদৃষ্ট থাকিত না। কিন্তু সে পূর্ব্বজন্মের কোন বিষয়ই স্মরণ করিতে পারে না। সেই জন্যই ইহা বলিতেছি, যে গর্ভ, মাতৃজ পিতৃজ আত্মজ সাত্ম্যজ বা রসজ নহে এবং মন ও তাহার উপপাদুক নহে। ভরদ্বাজ এই কথা বলিলেন।

নেতি ভগবানাত্রেয়ঃ। সর্ব্বেভ্য এভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভোঽভিনির্ব্বর্ত্ততে। মাতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি মাতুর্ব্বিনা গর্ভোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য মাতৃজানি যানি চাস্য মাতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা,—ত্বক্ চ লোহিতঞ্চ মাংসঞ্চ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বৃক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধানঞ্চামাশয়শ্চ পক্কাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রঞ্চ স্থূলান্ত্রঞ্চ বপা চ বপাবহনঞ্চেতি মাতৃজানি।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, না এরূপ নহে। মাতৃপ্রভৃতি সমুদায় ভাবের সম্মিলন হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। অতএব গর্ভ মাতৃজও বটে; কারণ, মাতার অভাবে গর্ভের উৎপত্তি হয় না, এবং জরায়ুজ জীবেরও জন্ম হইতে পারে না। গর্ভের যাহা যাহা মাতৃজ, অর্থাৎ মাতা হইতে গর্ভের যে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদঃ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মূত্রাশয়, মলাশয়, আমাশয়, পক্কাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, বসা ও বসাবহস্রোতঃ গর্ভের এইসকল পদার্থ মাতৃজ।

পিতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি পিতুর্ঋতে গর্ভোৎপত্তিঃ স্যান্ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য পিতৃজানি যানি চাস্য পিতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা,—কেশশ্মশ্রুনখলোমদন্তাস্থিশিরাস্নায়ুধমন্যঃ শুক্রমিতি পিতৃজানি।

গর্ভ পিতৃজও বলা যায়। কারণ, পিতা ব্যতীত গর্ভের উৎপত্তি হয় না, এবং জরায়ুজ জীবেরও জন্ম হইতে পারে না। গর্ভের যে যে পদার্থ পিতৃজ, অর্থাৎ গর্ভের উৎপত্তিকালে যে যে পদার্থ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত অস্থি শিরা, স্নায়ু, ধমনী, ও শুক্র, এই সমস্ত পদার্থ পিতৃজ।

আত্মজশ্চায়ং গর্ভো গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা যস্তমেনং জীবইত্যাচক্ষতে। শাশ্বতমরুজমজরমমরমক্ষয়মভেদ্যমচ্ছেদ্যমলোড্যং বিশ্বরূপং বিশ্বকর্ম্মাণম্ অব্যক্তমনাদিমনিধনমক্ষরমপি। স গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য শুক্রশোণিতাভ্যাং

সংযোগমেত্য গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মনাত্মানং, আত্মসংজ্ঞা হি গর্ভে তস্য পুনরাত্মনো জন্মানাদিসত্ত্বান্নোপপদ্যতে, তস্মাদজাত এবায়ং জাতং গর্ভং জনয়তি জাতোঽপ্যজাতঞ্চ গর্ভং জনয়তি। স চৈব গর্ভঃ কালান্তরেণ বালযুবস্থবিরভাবানবাপ্নোতি স যস্যাং যস্যামবস্থায়াং বর্ত্ততে তস্যাং তস্যাং জাতো ভবতি যা ত্বস্য পুরস্কৃতা তস্যাং জনিষ্যমাণশ্চ। তস্মাৎ স এব জাতশ্চাজাতশ্চ যুগপদ্ভবতি তস্মিংশ্চৈতদুভয়ং সম্ভবতি জাতত্বঞ্চৈব জনিষ্যমাণত্বঞ্চ। স জাতো জন্যতে স চৈবানাগতেষ্ববস্থান্তরেষ্বজাতো জনয়ত্যাত্মনাত্মানম্। সতো হ্যবস্থান্তরগমনমাত্রমেব হি জন্ম চোচ্যতে তত্র তত্র বয়সি তস্যাং তস্যামবস্থায়াম্। যথা—সতামেব শুক্রশোণিত-জীবানাং প্রাক্‌সংযোগাদ্গর্ভত্বং ন ভবতি তচ্চ সংযোগাদ্ভবতি, যথা চ সতস্তস্যৈব পুরুষস্য প্রাগপত্যাৎ পিতৃত্বং ন ভবতি তচ্চাপত্যাদ্ভবতি। তথা সতস্তস্যৈব গর্ভস্য তস্যাং তস্যামবস্থায়াং জাতত্বমজাতত্বঞ্চোচ্যতে।

গর্ভ আত্মজও বটে। কারণ গর্ভের আত্মাই অন্তরাত্মা, তাহাই জীবনামে অভিহিত হয়। তিনি নিত্য, নিরাময়, অজর, অমর, অক্ষয়, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অবিচাল্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মা, অব্যক্ত, অনাদি, অনিধন ও অক্ষর। সেই জীবাত্মা গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক শুক্রশোনিতের সহিত সংযুক্ত হইয়া, গর্ভরূপে আপনিই আপনাকে উৎপাদন করেন। এই আত্মসংজ্ঞা গর্ভেতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মা অনাদি ও নিত্য, সুতরাং তাঁহার জন্ম অসম্ভব। অতএব আত্মা অজাত হইয়াও জাত গর্ভের উৎপাদন করেন এবং জাত হইয়াও অজাত গর্ভের উৎপাদন করিয়া থাকেন। গর্ভ কালান্তরে বাল্য যৌবন স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আত্মা যে যে অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন, সেই সেই অবস্থায় তাঁহাকে জাত বলা যায়; এবং যে যে অবস্থা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, সেই সেই অবস্থায় তাঁহাকে জনিষ্যমান বলা হয়। এই জন্যই যুগপৎ তাঁহাকে জাত ও অজাত দুইই বলা যাইতে পারে, এবং জাতত্ব ও জনিষ্যমাণত্ব উভয়ই তাঁহতে সম্ভব হয়। আত্মা জাত হইয়াও বর্ত্তমান অবস্থায় আপনিই আপনাকে জন্মাইতে-ছেন, এবং অনাগত অবস্থায় অজাত থাকিয়াও আপনাকে আপনি জন্মাইতেছেন। অর্থাৎ আত্মা বাল্যে জাত হইয়া ক্রমশঃ আপনি আপনাকে যুবা ও স্থবিরাদিরূপে উৎপাদন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যৎ যৌবন-স্থবিরত্বাদি অবস্থায় অজাত থাকিয়াও ক্রমশঃ আপনি আপনাকে সেই সেই অবস্থায় জন্মাইয়া থাকেন। নিত্যবস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্রকেই জন্ম বলা যায়, সুতরাং সেই সেই বয়সে বা সেই সেই অবস্থায় তাঁহার বিদ্যমানতার নাম জন্ম। যেমন, শুক্র শোণিত ও জীব বর্ত্তমান থাকিতেও, পরস্পর সংযোগে পূর্ব্বে তাহাদের গর্ভত্ব হয় না এবং সংযোগ হইলেই গর্ভত্ব হয়, অপিচ যেমন পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার অপত্য হইবার পূর্ব্বে পিতৃত্ব হয়না এবং অপত্য হইলেও পিতৃত্ব হয়, সেইরূপ গর্ভত্ব প্রাপ্ত আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও সেই সেই অবস্থায় তাঁহার জাতত্ব ও অজাতত্ব উভয়ই কথিত হইয়া থাকে।

ন তু খলু গর্ভস্য ন মাতুর্ন পিতুর্নাত্মনঃ সর্ব্বভাবে যথেষ্টকারিত্ব-মস্তি। তে কিঞ্চিৎ স্ববশাৎ কুর্ব্বন্তি কিঞ্চিৎ কর্ম্মবশাৎ কচিচ্চৈষাং

করণশক্তের্ভবতি কচিন্ন ভবতি। যত্র সত্ত্বাদিকরণসম্পৎ তত্র যথাবল-মেব যথেষ্টকারিত্বমতোঽন্যথা বিপর্য্যয়ঃ। ন চ করণদোষাদকারণমাত্মা গর্ভজননে সম্ভবতি দৃষ্টঞ্চ চেষ্টা যোনিরৈশ্বর্য্যং মোক্ষশ্চাত্মবিদ্ভিরাত্মায়ত্তম্। ন হ্যন্যঃ সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা ন চান্যতো গর্ভো জায়তে জায়মানো ন চাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ।

গর্ভ সম্বন্ধে মাতার ও পিতার বা আত্মার কাহারও সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট কারিতা নাই, অর্থাৎ কেহই ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহারা কোন কার্য্য স্ববশে করেন, কোন কার্য্য কর্ম্মবশে করেন। কোন স্থলে ইহাদের করণশক্তি অনুসারে কার্য্য হয়, কোথাও বা তাহা হয় না। যেখানে মনঃ প্রভৃতি করণের উৎকর্ষ থাকে, সেই স্থলেই যথাশক্তি যথেষ্টকারিতা ঘটে এবং মনঃপ্রভৃতি করণের উৎকর্ষ না থাকিলে, তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে কিন্তু করণদোষ থাকিলেও গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে আত্মা অকারণ নহেন। আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ, চেষ্টা, যোনি, ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষকে আত্মায়ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মা ভিন্ন আর কেহ সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নহেন। যেমন বীজ ব্যতীত অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ আত্মা ভিন্ন গর্ভও উৎপন্ন হইতে পারে না।

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্যাত্মজানি যানি চাস্যাত্মতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা,—তাসু তাসু যোনিষূৎপত্তিরায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতিস্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ চেতনা ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারঃ প্রযত্নশ্চেত্যাত্মজানি।

গর্ভোৎপত্তিকালে আত্মা হইতে গর্ভের যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—সেই সেই যোনিতে উৎপত্তি, আয়ু, আত্মজ্ঞান, মনঃ, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ ও অপান বায়ু, মনঃপ্রভৃতির স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ, ধারণা, আকৃতি স্বর ও বর্ণের পার্থক্য, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি; অহঙ্কার ও প্রযত্ন, এই গুলি আত্মজ।

সাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভঃ, ন হ্যসাত্ম্যসেবিত্বমন্তরেণ স্ত্রীপুরুষয়োর্বন্ধ্যত্বমস্তি গর্ভে বানিষ্টো ভাবঃ। যাবৎ খল্বসাত্ম্যসেবিনাং স্ত্রীপুরুষাণাং ত্রয়ো দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তো ন শুক্র শোণিতগর্ভাশয়োপঘাতায়োপপদ্যন্তে তাবৎ সমর্থা গর্ভজননায় ভবন্তি। সাত্ম্যসেবিনাং পুনঃ স্ত্রীপুরুষাণামনুপহতশুক্রশোণিতগর্ভাশয়ানামৃতুকালে সন্নিপতিতানাং জীবস্যানবক্রমণাদগর্ভা ন প্রাদুর্ভবন্তি। ন হি কেবলং সাত্ম্যজ এবায়ং গর্ভঃ সমুদয়োঽত্র কারণমুচ্যতে।

গর্ভ সাত্ম্যজও বলা যায়; কারণ, অসাত্ম্যসেবন ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের বন্ধ্যত্ব অথবা গর্ভের কোন অনিষ্টভাব হয় না। অসাত্ম্যসেবী স্ত্রী-পুরুষগণের বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া শরীরে বিচরণ পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত শুক্রশোণিত ও গর্ভাশয়ের উপঘাতক না হয়, সেই পর্য্যন্তই গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে তাহারা সমর্থ থাকিতে পারে। আবার সাত্ম্যসেবী স্ত্রী-পুরুষগণের শুক্র শোণিত ও গর্ভাশয় অনুপহত থাকিলেও, এবং ঋতুকালে তাহারা সঙ্গত হইলেও, যদি জীবা-

আর তাহাতে আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না। কিন্তু গর্ভ কেবল সাত্ম্যজ নহে, পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিষই গর্ভের কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য সাত্ম্যজানি যানি চাস্য সাত্ম্যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—আরোগ্যমনালস্যমলোলুপত্ব-মিন্দ্রিয়প্রসাদঃ স্বরবর্ণবীজসম্পৎ প্রহর্ষভূয়স্ত্বশ্চেতি সাত্ম্যজানি।

গর্ভের যাহা যাহা সাত্ম্যজ, এবং গর্ভের জন্মকালে যাহা যাহা সাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা—আরোগ্য, অনালস্য, অলোলুপতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা, স্বর বর্ণ বীজস্বরূপ শুক্রশোণিতের উৎকর্ষ এবং হর্ষবহুলতা, এইগুলি সাত্ম্যজ।

রসজশ্চায়ং গর্ভো ন হি রসাদৃতে মাতুঃ প্রাণযাত্রাপি স্যাৎ কিং পুনর্গর্ভজন্ম। ন চৈবাস্যাসম্যগুপযুজ্যমানা রসা গর্ভমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। ন চ কেবলং সম্যগুপযোগাদেব রসানাং গর্ভাভিনির্ব্বৃত্তির্ভবতি সমুদয়োঽপ্যত্র কারণমুচ্যতে।

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য রসজানি যানি চাস্য রসতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—শরীরস্যাভিনির্ব্বৃত্তিরভিবৃদ্ধিঃ প্রাণানুবন্ধস্তৃপ্তিঃ পুষ্টিরুৎসাহশ্চেতি রসজানি।

গর্ভ রসজও বলা যায়। রস ব্যতীত মাতার প্রাণ ধারণই হইতে পারে না, গর্ভোৎপত্তি ত দূরের বিষয়। রস অসম্যগ্ ভাবে সেবিত হইলে, তাহা হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু কেবল রসের সম্যগ্ সেবনেও গর্ভের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ই গর্ভোৎপত্তির কারণ বলিয়া অভিহিত।

গর্ভের যাহা যাহা রসজ এবং গর্ভের জন্মকালে যাহা যাহা রস হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা—শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, প্রাণানুবন্ধ অর্থাৎ প্রাণধারণ, তৃপ্তি, পুষ্টি, ও উৎসাহ; এইগুলি রসজ।

অস্তি খলু সত্ত্বমুপপাদুকং যজ্জীবস্পৃক্ শরীরেণাভিসম্বধ্নাতি। যস্মিন্নপগমনপুরস্কৃতে শীলমস্য ব্যাবর্ত্ততে ভক্তির্বিপর্য্যস্যতে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে বলং হীয়তে ব্যাধয়আপ্যায়্যন্তে। যস্মাদ্ধীনঃ প্রাণান্ জহাতি যদিন্দ্রিয়াণামভিগ্রাহকঞ্চ মন ইত্যভিধীয়তে। তৎ ত্রিবিধমাখ্যায়তে শুদ্ধং রাজসং তামসঞ্চেতি। যেনাস্য মনো ভূয়িষ্ঠং তেন দ্বিতীয়াযামাজাতৌ সম্প্রয়োগো ভবতি। যদা তু তেনৈব শুদ্ধেন সংযুজ্যতে তদা জাতেরতিক্রান্তায়াশ্চ স্মরতি। স্মার্ত্তং হি জ্ঞানমাত্মনস্তস্যৈব মনসোঽনুবন্ধাদনুবর্ত্ততে, যস্যানুবৃত্তিং পুরস্কৃত্য পুরুষো জাতিস্মর ইত্যুচ্যতে ইতি সত্ত্বমুক্তম্।

মনও গর্ভের উপপাদুক অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ের কারণ। মন জীবাত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ এবং মনই শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ করিয়া থাকে। মন অপগত হইবার

উপক্রম করিলে, সেই ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটে, ইন্দ্রিয়সমূহ উপতপ্ত হয়, বলের হানি হয় এবং ব্যাধিসকল বর্দ্ধিত হয়। মনোহীন প্রাণী প্রাণত্যাগ করে; কারণ মনই ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়গ্রহণে প্রবর্ত্তক। মন তিন প্রকার; শুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণের মধ্যে, মন যে গুণের আধিক্যবিশিষ্ট হয়, সেইগুণবিশিষ্ট মন পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করে। মন যদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া, পরজন্মে অনুবর্ত্তিত হয়, তবে, সেই ব্যক্তি গতজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারে। সেই মনের অনুবন্ধবশতঃ স্মৃতিজনিত জ্ঞান ও আত্মার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং স্মার্ত্তজ্ঞানের অনুবর্ত্তন জন্য সেই পুরুষ জাতিস্মর বলিয়া অভিহিত হয়। মনের বিবরণ কথিত হইল।

যানি খল্বস্য গর্ভস্য সত্ত্বজানি যান্যস্য সত্ত্বতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনু-ব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—ভক্তিঃ শীলং শৌচং দ্বেষঃ স্মৃতির্মোহস্ত্যাগো মাৎসর্য্যং শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধস্তন্দ্রোৎসাহস্তৈক্ষ্ণ্যং মার্দ্দবং গাম্ভীর্য্যমনব-স্থিতত্বমিত্যেবমাদয়শ্চান্যে তে সত্ত্বজা বিকারা যানুত্তরকালং সত্ত্বভেদ-মধিকৃত্যোপদেক্ষ্যামইতি সত্ত্বজানি। নানাবিধানি তু খলু সত্ত্বানি তানি সর্ব্বাণ্যেকপুরুষে ভবন্তি ন চ ভবন্ত্যেককালম্, একস্তু প্রায়োঽনুবৃত্ত্যাহ।

যাহা যাহা গর্ভের সত্ত্বজ এবং গর্ভের জন্মকালে যাহা যাহা মন হইতে উৎপন্ন হয়, তৎ-সমুদায় বর্ণন করিতেছি। যথা,—ভক্তি, শীলতা, শুচিত্ব, দ্বেষ, স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, তন্দ্রা, উৎসাহ, তীক্ষ্ণতা, মৃদুতা, গাম্ভীর্য্য, অনবস্থিতত্ত্ব এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় সত্ত্বভেদ অধিকার করিয়া পরে উপদিষ্ট হইবে, তৎসমুদায় সত্ত্বজ। মন নানাপ্রকার এবং এক ব্যক্তিতেই সেই নানাপ্রকার মন থাকে, কিন্তু এক সময়ে নানাপ্রকার থাকে না। মন বস্তুতঃ এক হইলেও সত্ত্বাদিগুণের অনুবৃত্তি অনুসারে তাহা নানাপ্রকার বলিয়া অভিহিত হয়।

এবময়ং নানাবিধানামেষাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদায়াদভিনির্ব্ব-র্ত্ততে গর্ভো যথা কূটাগারং নানাদ্রব্যসমুদায়াদ্ যথা বা রথো নানাঙ্গ-সমুদায়াৎ। তস্মাদেতদবোচাম মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তি চ সত্ত্বমুপপাদুকমিতীতি হোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

যেমন নানাদ্রব্য সমুদায় হইতে কুঠাগার এবং নানা রথাঙ্গের সমষ্টি হইতে রথ নির্ম্মিত হয় সেইরূপ এইসকল নানাবিধ গর্ভকারক পদার্থসমূহের সমষ্টি হইতে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্যই বলিতেছিলাম, গর্ভ মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ, রসজ এবং মনও তাহার উপপাদক। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলেন।

ভরদ্বাজ উবাচ। যদ্যয়মেষাং নানাবিধানাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদায়াদভিনির্ব্বর্ত্ততে গর্ভঃ কথময়ং সন্ধীয়তে। যদি চাপি সন্ধীয়তে কস্মাৎ সমুদায়প্রভবঃ সন্ গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যশ্চ মনুষ্যপ্রভব উচ্যতে। তত্র চেদিষ্টমেতদ্ যস্মান্মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ,

তস্মাদেব মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে। যথা গৌর্গোপ্রভব যথা চাশ্বোঽশ্বপ্রভব, ইত্যেবং যৎক্রমগ্রে সমুদায়াত্মক ইতি তদযুক্তং। যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মাজ্জড়ান্ধকুব্জমূকবামনমিম্মিথব্যঙ্গোন্মত্তকুষ্ঠিকিলাসিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশা ন ভবন্তি। অথাত্রাপি বুদ্ধিরেবং স্যাৎ স্বেনৈবায়মাত্মা চক্ষুষা রূপাণি বেত্তি শ্রোত্রেণ শব্দান্ ঘ্রাণেন গন্ধান্ রসনেন রসান্ স্পর্শনেন স্পর্শান্ বুদ্ধ্যা বোদ্ধব্যমিত্থ নেন হেতুনা জড়াদিভো জাতাঃ পিতৃসদৃশা ন ভবন্তি। অত্রাপি প্রতিজ্ঞাহানিদোষঃ স্যাদেবমুক্তে হ্যাত্মা সৎখিন্দ্রিয়েষু জ্ঞঃ স্যাদসৎস্বজ্ঞো যত্র চৈতত্তুভয়ং সম্ভবতি জ্ঞত্বমজ্ঞত্বঞ্চ স বিকারপ্রকৃতিকশ্চাত্মা নির্ব্বিকারশ্চ। যদি চ দর্শনাদিভিরাত্মা বিষয়ান্ বেত্তি নিরিন্দ্রিয়ো দর্শনাদিবিরহাদজ্ঞঃ স্যাদজ্ঞত্বাদকারণমকারণত্বাচ্চানাত্মেতিবাগ্বস্তুমাত্রমেতদ্বচনমনর্থকং স্যাদিতি হোবাচ ভরদ্বাজঃ।

ভরদ্বাজ ঋষি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন; যদি এই গর্ভ নানাপ্রকার গর্ভকর পদার্থসমূহের সাকল্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তাহার সংহতি কিরূপে হইয়া থাকে? যদি সংহতিই হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ভাবজাত গর্ভ কেন মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়? মনুষ্য হইতে মনুষ্য জন্মে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট। মনুষ্য হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয় বলিয়াই মনুষ্য মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়; যেমন, গরু হইতে গরু এবং অশ্ব হইতে অশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ বলিলেও, পূর্ব্বে যে গর্ভকে সমুদায়াত্মক বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্য যদি মনুষ্য প্রভবই হয়, তবে জড়, অন্ধ, মূক, বামন, মিন্‌মিনভাষী, বিকৃতাঙ্গ, উন্মত্ত, কুষ্ঠী ও কিলাস রোগী হইতে জন্ম লাভ করিয়া সেই পুত্র পিতৃসদৃশ হয় না কেন? অথবা এই বিষয়ে যদি এইরূপ বিবেচনা করা যায়, যে গর্ভের আত্মা স্বকীয় চক্ষুর্দ্বারা রূপ দর্শন, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধগ্রহণ, রসনাদ্বারা রসগ্রহণ, স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শন এবং বুদ্ধিদ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়ের অনুভব করেন, সেই হেতুই জড়াদিজাত সন্তান পিতৃসদৃশ হয় না। এইরূপ ব্যবস্থাতেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ ঘটে; কারণ, এইরূপ বলিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, যে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিলেই আত্মা এবং ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান না থাকিলে তিনি অজ্ঞ। যে আত্মায় এই জ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব উভয়ই সম্ভব হইতে পারে, সে আত্মা বিকারপ্রকৃতিক; কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা নির্ব্বিকার। আর যদি আত্মা দর্শনাদিদ্বারাই বিষয় সকল অবগত হন, তাহা হইলে দর্শনাদির অভাবে তাঁহাকে অজ্ঞ থাকিতে হয়, অজ্ঞত্ব হেতু তাহাকে গর্ভের কারণ বলা যায় না এবং আত্মার অকারণত্বহেতু গর্ভও অনাত্মা হইয়া পরে। সুতরাং গর্ভ সমুদায়াত্মক পূর্ব্বের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য নিরর্থক বাগ্‌বস্তু মাত্র। ভরদ্বাজ ঋষি এইরূপ বলিলেন।

আত্রেয় উবাচ। পুরস্তাদেতৎ প্রতিজ্ঞাতং সত্ত্বং জীবস্পৃক্ শরীরেণাভিসম্বন্নাতীতি। যস্মাৎ তু সমুদায়প্রভবঃ সন্ স গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভব ইত্যুচ্যতে তদ্বক্ষ্যামঃ।

আত্রেয় বলিলেন, পূর্ব্বে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে মন জীবাত্মার সহিত নিত্য সংস্পৃষ্ট এবং সেই মনই শরীরের সহিত জীবাত্মাকে সম্বদ্ধ করে। গর্ভ সমুদায় ভাব হইতে উৎপন্ন

হইয়াও যেরূপে মনুষ্যাকারে পরিণত হয়, এবং যে কারণে মনুষ্যকে মনুষ্যপ্রভব বলা হয়, তাহা বলিতেছি।

ভূতানাং চতুর্ব্বিধা যোনির্ভবতি জরায়ুণ্ডস্বেদোদ্ভিদঃ। তাসাং খলু চতস্নণামপি যোনীনামেকৈকা যোনিরপরিসংখ্যেয়ভেদা ভবতি ভূতানামাকৃতিবিশেষাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ। তত্র জরায়ুজানামণ্ডজানাং প্রাণিনামেতে গর্ভকরা ভাবা যাং যাং যোনিমাপদ্যন্তে তস্যাং তস্যাং যোনৌ তথাতথারূপা ভবন্তি। তদ্যথা—কনকরজততাম্রত্রপুসীসান্যাসিচ্যমানানি তেষু তেষু মধুচ্ছিষ্টবিম্বেষু তে যদা মনুষ্যবিম্বমাপদ্যন্তে তদা মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়ন্তে। তস্মাৎ সমুদায়প্রভবঃ সন্ স গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যো, মনুষ্যপ্রভব ইত্যুচ্যতে তদ্‌যোনিত্বাৎ।

প্রাণিগণের যোনি চতুর্ব্বিধ, জরায়ু; অণ্ড, স্বেদ ও উদ্ভিদ। এই চারিপ্রকার যোনিরও আবার অসংখ্যপ্রকার বিভেদ আছে, সেইজন্য প্রাণিগণের আকৃতি ভেদ ও অপরিসংখ্যেয়। এই চারিপ্রকার যোনির মধ্যে, জরায়ু ও অণ্ডজাত প্রাণিগণের গর্ভকর পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয় সেই সেই যোনিতে সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ও সীসা গলাইয়া, কোনরূপ মোমের ছাঁচে ঢালিলে তাহা সেই ছাঁচের অনুরূপ আকৃতিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গর্ভকারক ভাবসমূহ যখন মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়। মনুষ্য যোনিতেও মনুষ্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া মনুষ্যকে মনুষ্যপ্রভব বলা হয়।

যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মান্ন জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তীতি তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হ্যাঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি তস্য তস্যাঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিরূপজায়তে নোপজায়তে চানুপতাপাৎ, তস্মাদুভয়োরূপপত্তিরপ্যত্র। সর্ব্বস্য চাত্মজানীন্দ্রিয়াণি তেষাং ভাবাভাবহেতুর্দ্দৈবং, তস্মানৈকান্ততো জড়াদিভো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তি। ন চাত্মা সৎস্বিন্দ্রিয়েষু জ্ঞোঽসৎসু বা ভবত্যজ্ঞো ন হ্যসত্ত্বঃ কদাচিদাত্মা সত্ত্ববিশেষাচ্চোপলভ্যতে জ্ঞানবিশেষ ইতি।

মনুষ্য যদি মনুষ্যপ্রভবই হয়, তবে জড়াদি মনুষ্য হইতে জাত সন্তান পিতৃ সদৃশ হয় না কেন? পূর্ব্বে যে এই প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহারও উত্তর করিতেছি। যে যে অঙ্গাবয়বের বীজে বীজভাব উপতপ্ত হইয়া যায়, সেই সেই অঙ্গাবয়বের বিকৃতি ঘটে এবং যে যে অবয়বের বীজ ভাব উপতপ্ত না হয়, তাহার বিকৃতিও হইতে পারে না। অতএব বিকৃত পিতার সন্তান অবিকৃত এবং অবিকৃত পিতার সন্তান বিকৃত উভয়ই হইতে পারে। সকলেরই ইন্দ্রিয় সকল আত্মজ এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভাবাভাব বিষয়ে কারণ দৈব অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল। অতএব জড়াদিজাত সন্তান যে জড়াদিই হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় থাকিলে আত্মাজ্ঞ, এবং ইন্দ্রিয় না থাকিলেই আত্মা অজ্ঞ হয়, ইহাও নহে। কারণ আত্মা কখনই অসত্ত্ব অর্থাৎ মনের অনুবন্ধ শূন্য হয় না, সুতরাং মনোবিশেষ হইতেই

আত্মার জ্ঞানবিশেষেরও উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মনঃসংস্পৃষ্ট আত্মার কখনই জ্ঞানের অভাব না হওয়ায় ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তাঁহাকে অজ্ঞ বলা যায় না।

ভবন্তি চাত্র

ন কর্ত্তুরিন্দ্রিয়াভাবাৎ কার্য্যজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
যৈঃ ক্রিয়া বর্ত্ততে যাং তু সা বিনা তৈর্ন বর্ত্ততে॥
জানন্নপি মৃদোঽভাবাৎ কুম্ভকৃন্ন প্রবর্ত্ততে।
শৃণু বেদমধ্যাত্মমাত্মজ্ঞানবলং মহৎ॥
দেহ ইন্দ্রিয়াণি চ সংক্ষিপ্য মনঃ সংগৃহ্য চঞ্চলম্।
প্রবিশ্যাধ্যাত্মমাত্মজ্ঞঃ স্বে জ্ঞানে পর্য্যবস্থিতঃ॥
সর্ব্বত্র বিহিতজ্ঞানঃ সর্ব্বভাবান্ পরীক্ষতে।
গৃহ্ণীষ্ব বেদমপরং ভরদ্বাজবিনির্ণয়ম্॥
নিবৃত্তেন্দ্রিয়বাক্‌চেষ্টঃ সুপ্তঃ স্বপ্নগতো যদা।
বিষয়ান্ সুখদুঃখে চ বেত্তি নাজ্ঞোঽপ্যতঃ স্মৃতঃ॥
নাত্মা জ্ঞানাদৃতে চৈকো জ্ঞানং কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ॥
তস্মাজ্‌জ্ঞঃ প্রকৃতিশ্চাত্মা দ্রষ্টা কারণমেব চ।
সর্ব্বমেতদ্ভরদ্বাজ নির্ণীতং জহি সংশয়ম্॥

ইন্দ্রিয়ের অভাবে কর্ত্তার কার্য্যজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয় না। যে সকল কারণদ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল কারণ ব্যতীত সেই ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। কুম্ভকার কুম্ভ নির্ম্মাণে অভিজ্ঞ হইলেও মৃত্তিকার অভাবে সে কুম্ভ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মবেদ ও মহৎ আত্মজ্ঞানবলের বিষয় শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত এবং চঞ্চল মনকে সংযত করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে অবস্থিত থাকেন, এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানশালী হইয়া সমুদায় বিষয়ের পরীক্ষা করেন। ভরদ্বাজ নির্ণীত অপর বেদও শ্রবণ কর।—প্রাণিগণ যখন ইন্দ্রিয় বাক্য ও চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তাঁহারা স্বপ্নগত হইয়া বিষয়সমূহ ও সুখ দুঃখের অনুভব করে। এই কারণেও আত্মাকে অজ্ঞ বলা যায় না। জ্ঞান ব্যতীত একমাত্র আত্মা কিছুই জানিতে সমর্থ হন না। যেহেতু একমাত্র ভাব থাকিতে পারেন না, এবং কোন ভাবই অহেতুক নহে। হে ভরদ্বাজ! সংশয় পরিত্যাগ করিয়া, অতএব আত্মাকেই জ্ঞ, প্রকৃতি, দ্রষ্টা ও কারণ বলিয়া জানিবে।

তত্র শ্লোকৌ

হেতুর্গর্ভস্য নির্বৃত্তৌ বৃদ্ধৌ জন্মনি চৈব যঃ।
[illegible]নবাপ্তির্ব্যা চ তস্য জন্মাতশ্চ যা॥

প্রতিজ্ঞা প্রতিষেধশ্চ বিষদশ্চাত্মনির্ণয়ঃ।
গর্ভাবক্রান্তিমুদ্দিশ্য খুড্ডীকাং সম্প্রকাশিতম্॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

গর্ভের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও জন্মের হেতু, পুনর্ব্বসুর মত, ভরদ্বাজের মত, প্রতিজ্ঞা, প্রতিষেধ, এবং বিশদ আত্মনির্ণয়, এই সমস্ত বিষয় উদ্দেশ করিয়া, এই খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায় বর্ণিত হইল।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে খুড্ডীকা
গর্ভাবক্রান্তি নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহতীং গর্ভাবক্রান্তিং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা মহতী গর্ভাবক্রান্তি শারীর অর্থাৎ গর্ভাবক্রমণসম্বন্ধে বিস্তৃত অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

যতশ্চ গর্ভঃ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ গর্ভসংজ্ঞা যদ্বিকারশ্চ গর্ভো যথা চানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ যশ্চাস্য বৃদ্ধিহেতুর্যতশ্চাস্যাবৃদ্ধির্ভবতি যতশ্চ জায়মানঃ কুক্ষৌ বিনাশং প্রাপ্নোতি যতশ্চ কাৎস্ন্যেনাবিনশ্যন্ বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

যাহা হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহাতে গর্ভসংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, যাহার বিকার গর্ভ, যে আনুপূর্ব্বিক নিয়মে কুক্ষিতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহা গর্ভের বৃদ্ধিকারণ, যে কারণে গর্ভের বৃদ্ধি হয় না, গর্ভ উৎপন্ন হইয়াও যে কারণে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং যে কারণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি।

মাতৃতঃ পিতৃতঃ আত্মতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বত ইত্যেতেভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভঃ সম্ভবতি। তস্য যে যেঽবয়বা যতো যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্ বিভজ্য মাতৃজাদীনবয়বান্ পৃথক্ পৃথগুক্তমগ্রে। শুক্রশোণিতজীবসংযোগে কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞা ভবতি। গর্ভস্তু খল্বন্তরীক্ষবায়্বগ্নিতোয়ভূমিবিকারশ্চেতনাধিষ্ঠানভূতঃ এবমনয়ৈব যুক্ত্যা পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকো গর্ভশ্চেতনাধাতুরধিষ্ঠানভূতঃ, স হ্যস্য ষষ্ঠো ধাতুরুক্তঃ।

মাতা, পিতা, আত্মা সাত্ম্য, রস ও সত্ত্ব সম্মিলিত এই সমস্ত ভাব হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। গর্ভের যে যে অবয়ব যে যে ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত অবয়ব মাতৃজাদি

বিভাগানুসারে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গর্ভাশয়ে শুক্র শোণিত ও জীবাত্মার সংযোগ হইলে, তাহাই গর্ভনামে অভিহিত হয়। গর্ভ, আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূতের বিকার এবং চেতনার অধিষ্ঠান এই যুক্তি অনুসারেই গর্ভকে পঞ্চ মহাভূত বিকার সমুদায়াত্মক ও চেতনাধাতুর অধিষ্ঠানভূত বলা হয়। চেতনাধাতু গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যথা ত্বানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। গতে পুরাণে রজসি নবে চাবস্থিতে পুনঃ শুদ্ধস্নাতাং স্ত্রিয়মব্যাপন্নযোনিশোণিতগর্ভাশয়ামৃতুমতীমাচক্ষ্মহে। তয়া সহ তথাভূতয়া যদা পুমানব্যাপন্নবীজো মিশ্রীভাবং গচ্ছতি তস্য হর্ষোদীরিতঃ পরঃ শরীরধাত্বাত্মা শুক্রভূতোঽঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি। স তথা হর্ষভূতেনাত্মনোদীরিতশ্চাধিষ্ঠিতবীজধাতুঃ পুরুষশরীরাদভিনিষ্পত্যোদিতেন পথা গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যার্ত্তবেনাভিসংসর্গমেতি। তত্র পূর্ব্বং চেতনাধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় পুনঃ প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা মন্তা বোধয়িতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ প্রভবোঽব্যয়ো নিত্যো গুণী গ্রহণং প্রাধান্যমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ প্রকুলশ্চেতনাবান্ প্রভুর্ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চান্তরাত্মা চেতি। স গুণোপাদানকালেঽন্তরীক্ষং পূর্ব্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে যথা প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূতঃ সত্ত্বোপাদানং পূর্ব্বতরমাকাশং সৃজতি ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায়্বাদিকাংশ্চতুরঃ। তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্ত্তমানঃ পূর্ব্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায়্বাদীংশ্চতুরঃ। সর্ব্বমপি তু খল্বেতদ্ গুণোপাদানমণুনা কালেন ভবতি।

যেরূপে গর্ভ কুক্ষিমধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিতেছি। পুরাণরজঃ অর্থাৎ পূর্ব্বমাসের সঞ্চিত রজঃ নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার নূতন রজঃ সঞ্চিত হইলে, সেই শুদ্ধ স্নাতা এবং অদুষ্ট-যোনি শোণিত-গর্ভাশয়বিশিষ্টা স্ত্রীকে ঋতুমতী বলা হয়। সেইরূপ ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত অদুষ্ট শুক্র পুরুষ সঙ্গত হইলে, শ্রেষ্ঠ শরীর ধাতুরূপ আত্মা হর্ষবেগে উদ্রিক্ত হইয়া শুক্ররূপে প্রতি অঙ্গ হইতে ক্ষরিত হয়। সেই হর্ষোদ্রিক্ত বীজশক্তিসম্পন্ন শুক্র, পুরুষশরীর হইতে ক্ষরিত হইয়া, যোনি পথদ্বারা গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আর্ত্তব শোণিতের সহিত মিলিত হয়। সেই মিলিত শুক্র শোণিতে প্রথমেই মনঃসংসৃষ্ট চেতনাধাতু, আকাশাদি গুণ গ্রহণের জন্য অধিষ্ঠান করেন। সেই চেতনাধাতুই হেতু, কারণ, নিমিত্ত, অক্ষয়, কর্ত্তা, মন্তা বোধয়িতা, বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ধাতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, নিত্য, গুণী, গ্রহণ, প্রাধান্য, অব্যক্ত, জীব, জ্ঞ, প্রকুল, চেতনাবান্ প্রভু, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ও অন্তরাত্মা। গর্ভাশয়গত সেই চেতনাধাতু গুণগ্রহণকালে অন্যান্য গুণগ্রহণের পূর্ব্বেই আকাশ গুণ গ্রহণ করেন। প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা যেমন জীবসৃষ্টির অভিলাষ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আকাশের সৃষ্টি করেন, এবং তৎপরে ক্রমশঃ ব্যক্ততর বায়্বাদি ভূত চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেইরূপ

দেহ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াও পুরুষ প্রথমেই আকাশ গ্রহণ করিয়া, তৎপরে, ক্রমশঃ ব্যক্ততর বায়ু প্রভৃতি ধাতু চতুষ্টয়কে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত গুণের অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গ্রহণ অতি অল্প কালেই হইয়া থাকে।

স তু সর্ব্বগুণবান্ গর্ভত্বমাপন্নঃ প্রথমে মাসি সংমূর্চ্ছিতঃ সর্ব্বধাতু-কলুষীকৃতঃ খেটভূতো ভবত্যব্যক্তবিগ্রহঃ সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়বঃ। দ্বিতীয়ে মাসি ঘনঃ সম্পদ্যতে পিণ্ডঃ পেশ্যর্ব্বুদং বা, তত্র ঘনঃ পুরুষঃ স্ত্রী পেশী অর্ব্বুদং নপুংসকম্। তৃতীয়ে মাসি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তত্রাস্য কেচিদঙ্গাবয়বা মাতৃজাদীনবয়বান্ বিভজ্য পূর্ব্বমুক্তা যথাবৎ। মহাভূতবিকারপ্রবিভাগেন ত্বিদানীমস্য তাংশ্চৈবাঙ্গাবয়বান্ কাংশ্চিৎ, পর্য্যায়ান্তরেণাপরাংশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

এইরূপে চেতনাধাতু সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রথম মাসে শুক্রশোণিতের সহিত সংমূর্চ্ছিত এবং সর্ব্বধাতুর সহিত সম্মিলিত হয়। তৎকালে তাহা গাঢ় ও অব্যক্তদেহ অবস্থায় থাকে, এবং কতক অঙ্গের সূচনা হয় ও কতক অবয়বের সূচনা হয় না। দ্বিতীয়মাসে ঘনীভূত হইয়া, পিণ্ড পেশী বা অর্ব্বুদের ন্যায় আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে পিণ্ডাকার হইলে পুরুষ, পেশীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে স্ত্রী অর্ব্বুদাকার হইলে গর্ভ নপুংসক হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং সমুদায় অঙ্গাবয়ব যুগপৎ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত অবয়বের মধ্যে কতকগুলি অবয়ব মাতৃজাদি ভেদে বিভাগ করিয়া, পূর্ব্বেই যথাযথ কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই সকল এবং অন্যান্য অঙ্গাবয়ব মহাভূত বিকারের বিভাগানুসারে নামান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব।

মাতৃজাদয়োঽপ্যস্য মহাভূতবিকারাঃ, এব তত্রাস্যাকাশাত্মকঃ শব্দঃ শ্রোত্রং লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং বিবেকশ্চ। বায়্বাত্মকং স্পর্শঃ স্পর্শনং রৌক্ষ্যং প্রেরণং ধাতুব্যূহনং চেষ্টাশ্চ শারীর্য্যঃ। অগ্ন্যাত্মকং রূপং দর্শনং প্রকাশঃ পক্তিরৌষ্ণ্যঞ্চ। অবাত্মকং রসো রসনং শৈত্যং মার্দ্দবং স্নেহঃ ক্লেদশ্চ। পৃথিব্যাত্মকং গন্ধঃ ঘ্রাণং গৌরবং স্থৈর্য্যং মূর্ত্তিশ্চ। এবময়ং লোকসম্মিতঃ পুরুষঃ। যাবন্তো হি লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে যাবন্ত পুরুষে তাবন্তো লোকে ইতি বুধাস্ত্বেবং দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি।

গর্ভের অবয়বসকল মাতৃজাদি হইলেও তাহারা মহাভূতের বিকার। তন্মধ্যে শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়, শরীরের লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও সচ্ছিদ্রতা, এইগুলি আকাশাত্মক। স্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রুক্ষতা, প্রেরণ, ধাতুরচনা, এবং শারীরিক চেষ্টাসমূহ বাযাত্মক। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাকশক্তি, ও উষ্ণতা, এই গুলি অগ্ন্যাত্মক। রস, রসনেন্দ্রিয়, শৈত্য মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ, এইগুলি জলাত্মক। আর গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গৌরব, কঠিনতা ও মূর্ত্তি এইগুলি পৃথিব্যাত্মক। এইরূপে পুরুষ পঞ্চভূতাত্মক জগতের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে যতগুলি ভাব পুরুষেও ততগুলি ভাব, এবং পুরুষে যতগুলি ভাব, জগতেও ততগুলি ভাব দেখিয়া, পণ্ডিতগণ উভয়কেই একরূপ দেখিয়া থাকেন।

এবমন্যেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্ব্বর্ত্তন্তে অন্যত্র তেভ্যো ভাবেভ্যো যেঽস্য জাতস্যোত্তরকালং জায়ন্তে। তদ্যথা দন্তা ব্যঞ্জনানি ব্যক্তীভাবস্তথা যুক্তানি চাপরাণ্যেষা প্রকৃতিঃ। বিকৃতিঃ পুনরতোঽন্যথা। সন্তি খল্বস্মিন্ গর্ভে কেচিচ্চ নিত্যা ভাবাঃ সন্তি চানিত্যাঃ কেচিৎ। তস্য য-এবাঙ্গাবয়বাঃ সন্তিষ্ঠন্তে ত এব স্ত্রীলিঙ্গং পুরুষলিঙ্গং নপুংসক লিঙ্গং বা বিভ্রতি।

গর্ভের ইন্দ্রিয়, এবং জন্মের পরে যে সকল অবয়বের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত অবয়ব ব্যতীত অপর অঙ্গাবয়ব সমূহ যুগপৎই উৎপন্ন হয়। জন্মের পরে এই সকল অবয়ব উৎপন্ন হয় ;—যথা দন্ত ও শ্মশ্রু প্রভৃতি বিশেষ অবস্থাব্যঞ্জক অবয়ব, এবং এইরূপ অন্যান্য অবয়ব। ইহাই প্রকৃতি, ইহার অন্যথা বিকৃতি। গর্ভের কতকগুলি ভাব নিত্য এবং কতকগুলি ভাব অনিত্য। তন্মধ্যে যে সকল অঙ্গাবয়ব স্থায়ী, তাহারাই স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ ধারণ করে।

ততঃ স্ত্রী[illegible]রুষয়োর্যে বৈশেষিকা ভাবাঃ প্রধানসংশ্রয়া গুণসংশ্রয়াশ্চ তেষাং যতো ভূয়স্ত্বং ততোঽন্যতরভাবঃ। তদ্যথা ক্লৈব্যং ভীরুত্বমবৈশারদ্যং মোহোঽবস্থানমধোগুরুত্বমসংহননং শৈথিল্যং মার্দ্দবং গর্ভাশয়বীজভাগস্তথা যুক্তানি চাপরাণি স্ত্রীকরাণি, অতো বিপরীতানি পুরুষকরাণ্যুভয়ভাগভাবানি নপুংসককরাণি।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি বিশেষভাব প্রধানাশ্রিত অর্থাৎ পুরুষাশ্রিত এবং কতকগুলি ভাব গুণাশ্রিত অর্থাৎ স্ত্রী সংশ্রিত। তন্মধ্যে যে সকল ভাবের আধিক্য থাকে, তদনুসারে তাহারা পুত্রকর অথবা স্ত্রীকর হইয়া থাকে। যথা মৈথুনে অল্প শক্তি, ভীরুতা, মৈথুনে নিপুণতার অভাব, মোহ, অবস্থান (মৈথুনকালে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম), অধোদেহের গুরুত্ব, শরীরে দৃঢ়তার অভাব, লিঙ্গের শিথিলতা, মৃদুতা, গর্ভাশয়ে ও বীজের ভাগ বিশেষ অর্থাৎ গর্ভাশয়ের বামভাগ ও বীজভাগে শোণিতাধিক্য, এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য ভাবসকল স্ত্রীকর। ইহার বিপরীত ভাবসমূহ পুরুষকর এবং উভয়ভাগবিশিষ্ট ভাবসমূহ নপুংসককর।

যস্য যৎকালমেবেন্দ্রিয়াণি সন্তিষ্ঠন্তে তৎকালমেবাস্য চেতসি বেদনানিবন্ধং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ তদা প্রভৃতি গর্ভঃ স্পন্দতে প্রার্থয়তে চ জন্মান্তরেষু তাঃ। যৎ কিঞ্চিৎ [illegible]ম্যমাচক্ষতে বৃদ্ধাঃ। মাতৃজঞ্চাস্য হৃদয়ং মাতৃ[illegible]ং রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভিস্তস্মাৎ [illegible]ভক্তিঃ সম্পদ্যতে। তচ্চৈব কারণমবেক্ষ্যমাণা ন দৌহৃদয্যবিমানিতং গর্ভমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং, বিমাননে হ্যস্য দৃশ্যতে বিনাশো গর্ভস্য বি[illegible]র্ব্বা। সমানযোগক্ষেমা হি তদা ভবতি কেষুচিদর্থেষু মাতা তস্মাৎ প্রিয়হিতাভ্যাং গর্ভিণীং বিশেষেণোপচরন্তি কুশলাঃ। তস্যা দৌহৃদয্যস্য চ বিজ্ঞানার্থং লিঙ্গানি সমাসেনোপদেক্ষ্যামঃ। উপচারসম্বোধনং হ্যস্ত্যানে দোষজ্ঞানঞ্চ [illegible] আদিভ্যো লিঙ্গোপচরণঃ।

যে সময়ে গর্ভের ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয়, সেই সময়েই তাহার চিত্তে সুখ-দুঃখাদি বেদনার অনুভব হইয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময় হইতেই গর্ভ স্পন্দিত হয়, এবং পূর্ব্ব জন্মানুভূত বিষয়সমূহের প্রার্থনা করে। বৃদ্ধগণ সেই প্রার্থনাকে দৌহৃদর্য্য বলেন। গর্ভের হৃদয় মাতৃজ, মাতার হৃদয়ের সহিত রসবাহিনী ধমনী সকল দ্বারা সেই হৃদয় সম্বদ্ধ থাকে, সেই জন্যই সেই ধমনী সকল দ্বারা গর্ভের আকাঙ্ক্ষা মাতার হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহা বিবেচনা করিয়াই পণ্ডিতগণ গর্ভকালীন দৌহৃদর্য্যের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করেন না। দৌহৃদর্য্যের অবমাননা করিলে, গর্ভের বিনাশ বা বিকৃতি হয়। তৎকালে অনেক বিষয়েই মাতা গর্ভের সহিত সমানযোগক্ষেমা হয়, অর্থাৎ একরূপ আহার বিহার দ্বারা মাতার ও গর্ভের উপরেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। অতএব সদ্বিবেচকগণ প্রিয় ও হিতকর উপচারদ্বারা তৎকালে গর্ভিণীর উপচার করেন। দৌহৃদর্য্য বিষয়ে জ্ঞানের জন্য কতকগুলি সংক্ষিপ্ত লক্ষণ উপদেশ করিতেছি। দৌহৃদর্য্য জ্ঞানে উপচার বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, এবং অন্যথায় দোষের বিষয়ও জানিতে পারা যায়, তজ্জন্যই দৌহৃদর্য্যলক্ষণের উপদেশ বাঞ্ছনীয়।

তদ্যথা—আর্ত্তবাদর্শনমাস্যসংস্রবণমনন্নাভিলাষশ্ছর্দ্দিররোচকোঽম্লকামতা চ বিশেষেণ শ্রদ্ধাপ্রণয়নঞ্চোচ্চাবচেষু ভাবেষু গুরুগাত্রত্বং চক্ষুষোগ্লানিঃ স্তন্যমোষ্ঠয়োঃ স্তনমণ্ডলয়োশ্চ কার্ষ্ণ্যর্থংশ্বয়থুঃ পাদয়োরীষল্লোমরাজ্যুদ্গমো যোন্যাশ্চাটালত্বমিতি গর্ভে পর্য্যাগতে রূপাণি ভবন্তি।

দৌহৃদর্য্যলক্ষণ যথা—আর্ত্তব শোণিতের অদর্শন, মুখস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, বমন, অরুচি, অম্লভোজনে বিশেষ ইচ্ছা, নানাবিধ বিষয়ে অভিলাষ, শরীরের গুরুত্ব, চক্ষুর্দ্বয়ের গ্লানি, দুগ্ধসঞ্চার, ওষ্ঠদ্বয়ে ও স্তনের উপরে কৃষ্ণবর্ণতা, পদদ্বয়ে অত্যন্ত শোথ, লোমরাজির ঈষদ্ উদ্গম, এবং যোনির বিস্তৃতি, গর্ভ পর্য্যাগত হইলে অর্থাৎ গর্ভের তৃতীয় মাস হইতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সা যদ্যদিচ্ছেৎ তত্তদস্যৈ দদ্যাদন্যত্র গর্ভোপঘাতকরেভ্যো ভাবেভ্যঃ। গর্ভোপঘাতকরাস্ত্বিমে ভাবাঃ, তদ্যথা সর্ব্বমতিগুরুষ্ণতীক্ষ্ণং দারুণাশ্চ চেষ্টা ইমাংশ্চান্যানুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ। দেবতারক্ষোঽনুচরপরিরক্ষণার্থং ন রক্তানি বাসাংসি বিভৃয়ান্ন মদকরাণি মদ্যান্যভ্যবহরেন্ন যানমধিরোহেন্ন মাংসমশ্নীয়াৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রতিকূলাংশ্চ ভাবান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ত্রিয়ো বিদ্যুঃ। তীব্রায়াং খলু পার্থনায়াং কামমহিতমস্যৈ হিতেনোপসংহিতং দদ্যাৎ প্রার্থনাবিলয়নার্থম্। প্রার্থনাসন্ধারণাদ্ধি বায়ুঃ কুপিতোঽন্তঃশরীরমনুচরন্ গর্ভস্যাপদ্যমানস্য বিনাশং বৈরূপ্যং বা কুর্য্যাৎ।

গর্ভিণী যে যে বিষয়ের ইচ্ছা করে, তাহার মধ্যে গর্ভের হানিকর বিষয় ব্যতীত অপর সমস্তই তাহাকে দিবে। এই সকল বিষয় গর্ভের হানিকর, যথা—অতিশয় গুরুপাক উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণদ্রব্যসমূহ, উৎকট কার্য্য, এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ গর্ভোপঘাতকর বলিয়া বৃদ্ধগণ উপদেশ করেন। দেবতা রাক্ষস এবং তদনুচরগণের আক্রমণ রক্ষার জন্য, গর্ভিণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিবেন না, মত্ততাজনক মদ্যসমূহ পান করিবেনা, কোনরূপ যানে

আরোহণ করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না, এবং সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল বিষয়-সমূহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণ অন্যান্য যে সকল বিষয় গর্ভের হানিকর বলিয়া জানেন, তৎসমুদায়ও পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহিতকর বিষয়ে গর্ভিণীর তীব্র প্রার্থনা হইলে, সেই প্রার্থনা পূরণের জন্য অহিতকর পদার্থ হিতকর পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। কারণ, প্রার্থনা পূরণ না করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া শরীর মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক জায়মান গর্ভের বিনাশ বা বিরূপতা সাধন করে।

চতুর্থে মাসি স্থিরত্বমাপদ্যতে গর্ভস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী গুরুগাত্রত্বমাপদ্যতে বিশেষেণ। পঞ্চমে মাসি গর্ভস্য মাংসশোণিতোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী কার্শ্যমাপদ্যতে বিশেষেণ। ষষ্ঠে মাসি গর্ভস্য বলবর্ণোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী বলবর্ণহানিমাপদ্যতে বিশেষেণ। সপ্তমে মাসি গর্ভঃ সর্ব্বভাবৈরাপ্যায্যতে। তস্মাৎ তদা গর্ভিণী ক্লান্ততমা ভবতি। অষ্টমে মাসি গর্ভশ্চ মাতৃতো গর্ভতশ্চ মাতা রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভির্মুহুর্ম্মুহুরোজঃ পরস্পরত আদদাতি গর্ভস্য সম্পূর্ণত্বাৎ, তস্মাৎ তদা গর্ভিণী মুহুর্ম্মুহুর্মুদাযুক্তা ভবতি মুহুর্ম্মুহুশ্চ গ্লানা তথাচ গর্ভঃ। তস্মাৎ তদা গর্ভস্য জন্ম ব্যাপত্তিমদ্ভবত্যধিকমোজসোঽনবস্থিতত্বাৎ। তঞ্চৈবার্থমভিসমীক্ষ্যাষ্টমং মাসমগণ্যমিত্যাচক্ষতে কুশলাঃ। তস্মিন্নেকদিবসাতিক্রান্তেঽপি নবমং মাসমুপাদায় প্রসবকালমিত্যাহুরাদ্বাদশমাসাৎ। এতাবান্ প্রসবকালো বৈকারিকমতঃপরং কুক্ষৌ স্থানং গর্ভস্য। এবময়মনয়ানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ।

চতুর্থ মাসে গর্ভ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য তৎকালে গর্ভিণীর দেহে বিশেষরূপে গুরুত্ব অনুভব হয়। পঞ্চম মাসে গর্ভের মাংস ও শোণিত অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য সেই সময়ে গর্ভিণী অত্যন্ত কৃশ হইয়া যায়। ষষ্ঠমাসে গর্ভের বল ও বর্ণ অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য গর্ভিণীর বল-বর্ণের বিশেষ হানি হয়। সপ্তম মাসে গর্ভ সমস্ত ভাবদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সেইজন্য গর্ভিণী তখন অধিক ক্লান্ত হয়। অষ্টম মাসে গর্ভ সম্পূর্ণ হওয়ায়, গর্ভ হইতে মাতা এবং মাতা হইতে গর্ভ পরস্পর পরস্পরের ওজঃপদার্থ মুহুর্মুহুঃ গ্রহণ করে, তজ্জন্য গর্ভিণী ও গর্ভ উভয়ই তখন মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট ও গ্লানিযুক্ত হয়। এইরূপে ওজঃপদার্থের অনবস্থিতি জন্য অষ্টম মাসে গর্ভের জন্ম অধিক বিপত্তিজনক হইয়া থাকে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ অষ্টমমাসকে প্রসবকালের মধ্যে গণনা করেন না। অষ্টম মাসের পরে একদিন অতীত হইলেই, নবম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত সময়কে প্রসবকাল বলেন। ইহাই প্রসবকাল, ইহার অধিককাল গর্ভ কুক্ষিতে থাকিলে তাহা বৈকারিক। এইরূপ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কুক্ষিমধ্যে গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মাতৃজাদীনাং খলু গর্ভকরাণাং ভাবানাং সম্পদস্তথা বৃত্তসৌষ্ঠবান্মাতুশ্চৈবোপস্নেহোপস্বেদাভ্যাং কালপরিণামাৎ স্বভাবসংসিদ্ধেশ্চ কুক্ষৌ

বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। মাত্রাদীনামেব খলু গর্ভকরাণাং ভাবানাং ব্যাপত্তি-নিমিত্তমস্যা গর্ভ ভবতি। যে হ্যস্য কুক্ষৌ বৃদ্ধিহেতুসমাখ্যাতা ভাবাস্তেষাং বিপর্য্যয়াদুদরে বিনাশমাপদ্যতেঽথবাপ্যচিরজাতঃ স্যাৎ।

মাতা প্রভৃতি গর্ভকর ভাবসমূহের অবিগুণতা এবং মাতার আচরণাদির উৎকর্ষ বশতঃ, আতার উপস্নেহ ও উপস্বেদ দ্বারা:কাল পরিণামে ও স্বভাব সিদ্ধি অনুসারে, গর্ভ কুক্ষিমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গর্ভকর ভাবসমূহের ব্যাপত্তি হইতেই গর্ভ উৎপন্ন হয় না। এবং যে সকল ভাব কুক্ষিমধ্যে গর্ভবৃদ্ধির কারণ তাহাদের বিপর্য্যয় ঘটিলে, গর্ভ উদর মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অথবা অকালে নির্গত হইয়া যায়।

যতস্তু কাৎস্ন্যেনাবিনশ্যন্ বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা স্ত্রিয়া দোষপ্রকোপনান্যাসেবমানায়া দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তঃ শোণিতগর্ভাশয়োপঘাতায়োপপদ্যন্তে ন চ কাৎস্ন্যেন শোণিতগর্ভাশয়ৌ দূষয়ন্তি, তদেয়ং গর্ভং লভতে, তদা গর্ভস্য তস্য মাতৃজানামবয়বানামন্যতমোঽবয়বো বিকৃতিমেকোঽথবাপদ্যতে। যস্য যস্য হ্যবয়বস্য বীজভাগে দোষাঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে তং তমবয়বং বিকৃতিরাবিশতি। যদা হ্যস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগঃ প্রদোষমাপদ্যতে তাং স্ত্রিয়ং তদা বন্ধ্যাং জনয়তি। যদা পুনরস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি। যদা ত্বস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগাবয়বঃ স্ত্রীকরাণাঞ্চ বীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা স্ত্র্যাকৃতিভূয়িষ্ঠামস্ত্রিয়ং বার্ত্তাং নাম জনয়তি তাং স্ত্রীব্যাপদমাচক্ষতে। এবমেব পুরুষস্য বীজদোষে পিতৃজাবয়ববিকৃতিং বিদ্যাৎ। যদা হ্যস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি। যদা ত্বস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ পুরুষকরণাঞ্চ বীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষমাপদ্যতে, তদা পুরুষাকৃতিভূয়িষ্ঠমপুরুষং তৃণপূলিকং নাম জনয়তি তাং পুরুষব্যাপদমাচক্ষতে। এতেন সাত্ম্যজানাং রসজানাং সত্ত্বজানাঞ্চাবয়বানাং বিকৃতিরপি ব্যাখ্যাতা। নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বিশেষঃ সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাদ্বিশেষোপলব্ধিঃ।

যে সকল কারণে গর্ভ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইয়া বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। দোষপ্রকোপক বিষয়ের উপসেবা দ্বারা স্ত্রীর বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া, শরীরে বিচরণ পূর্ব্বক যখন শোণিত ও গর্ভাশয়ের উপঘাতকর হয়, কিন্তু শোণিত গর্ভাশয় সম্পূর্ণরূপে দূষিত করিতে পারেনা, তখন সেই স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে ; কিন্তু সেই গর্ভের মাতৃজ অবয়ব সমূহের মধ্যে কোন একটি বা অনেকগুলি অবয়ব বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে যে অবয়বের বীজভাগে দোষসমূহ প্রকুপিত হয়, সেই সেই অবয়বেরও বিকৃতি হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগ দূষিত হইয়া যায়, সেই স্ত্রী তখন বন্ধ্যা হয়। আবার

যখন স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগের অবয়ব বিশেষ প্রদোষপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্ত্রী পূতিপ্রজা হয় অর্থাৎ দুর্গন্ধি সন্তান প্রসব করে। যখন শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগের অবয়ব বিশেষ এবং স্ত্রীজনক বীজভাগের একদেশ প্রদূষিত হয়, তখন সেই স্ত্রীলোকের আকৃতি বহুল কিন্তু স্ত্রীলক্ষণাক্রান্ত নহে এইরূপ বার্ত্তানামক নপুংসক বিশেষ উৎপাদন করে। ইহাকে স্ত্রীব্যাপৎ কহে। এইরূপ পুরুষের বীজভাগ দূষিত হইলে, পিতৃজ অবয়বের বিকৃত ঘটিয়া থাকে। যখন পুরুষের বীজভাগে বীজভাগের অবয়ববিশেষ প্রদোষপ্রাপ্ত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত পূতিপ্রজা জন্মে। এবং পুরুষের বীজভাগে বীজভাগের অবয়ব বিশেষ ও পুরুষকর বীজভাগের একদেশ দূষিত হইলে, পুরুষাকৃতি বহুল ও অপুরুষ তৃণপূলিক নামক নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ইহাকে পুরুষব্যাপৎ কহে। এই বিবরণ দ্বারা সাত্ম্যজ রসজ ও সত্বজ অবয়ব সমূহেরও বিকৃতির বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। কেবল আত্মাই নির্ব্বিকার। তিনি পরম পদার্থ এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ। মন ও শরীরের পার্থক্য অনুসারে তাঁহার বিশেষত্বের উপলব্ধি হয়।

তত্র ত্রয়স্তু শারীরদোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তে শরীরং দূষয়ন্তি। দ্বৌ পুনঃ সত্ত্বদোষৌ রজস্তমশ্চ। তৌ সত্ত্বং দূষয়তঃ। তাভ্যাঞ্চ সত্ত্বশরীরাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং বিকৃতিরুপজায়তে নোপজায়তে চাদুষ্টাভ্যাম্। তত্র শরীরং যোনিবিশেষাচ্চতুর্ব্বিধমুক্তমগ্রে, ত্রিবিধং খলু সত্ত্বং শুদ্ধং রাজসং তামসমিতি। তত্র শুদ্ধমদোষমাখ্যাতং কল্যাণাংশত্বাৎ। রাজসং সদোষমাখ্যাতং রোষাংশত্বাৎ। তথা তামসমপি সদোষমাখ্যাতং মোহাংশত্বাৎ। তেষান্তু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানামেকৈকস্য ভেদাগ্রমপরিসংখ্যেয়ং তরতমযোগাচ্ছরীরযোনিবিশেষভ্যশ্চান্যোন্যানুবিধানত্বাচ্চ। শরীরংহি সত্ত্বমনুবিধীয়তে সত্ত্বঞ্চ শরীরং তস্মাৎ কতিচিচ্চ সত্ত্বভেদাননূকাভিনির্দ্দিশেন নিদর্শনার্থমেবানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

শারীর দোষ তিনটি; বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহারা শরীরকে দূষিত করে। মানস দোষ দুইটি; রজঃ ও তমঃ। ইহারা মনকে দূষিত করে। শরীর ও মন উভয়ই দূষিত হইলে, বিকার জন্মে; শরীর ও মন দূষিত না হইলে বিকারের উৎপত্তি হয় না। যোনিভেদানুসারে শরীর চারি প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মন তিন প্রকার; শুদ্ধ রাজস ও তামস। নির্দ্দোষ মন শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়, ইহা কল্যানাংশবিশিষ্ট। রাজস মন দোষযুক্ত, তাহা রোষাংশবিশিষ্ট। তামস মনও দোষদূষিত, তাহা মোহাংশবিশিষ্ট। সত্ব রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য অনুসারে এবং শরীর ও মনঃ পরস্পরের অনুবিধান জন্য, শরীর ও যোনিবিশেষানুসারে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মনের প্রত্যেকেরই ভেদ অপরিসংখ্যেয়। শরীর সত্বের অনুবিধান করে অর্থাৎ আনুরূপ্য সাধন করে, এবং সত্বও শরীরের অনুবিধান করিয়া থাকে। তাহার উদাহরণার্থ কতকগুলি সত্বভেদ সাদৃশ্য নির্দ্দেশ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছি।

তদ্যথা—শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যাপেতং সমং সর্ব্ব [illegible] ব্রাহ্মং বিদ্যাৎ। ইজ্যাধ্যয়ন-ব্রতহোম-ব্রহ্মচর্য্যপরম-

তিথি-ব্রতমুপশান্তমদমানরাগদ্বেষমোহলোভরোষং, প্রতিভাবচনবিজ্ঞা-নোপধারণশক্তিসম্পন্নমার্ষং, বিদ্যাৎ। ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানং শূরমোজস্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরত-মৈন্দ্রং বিদ্যাৎ। লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যত্থানবন্তং স্মৃতিমন্ত-মৈশ্বর্য্যালম্বিন ব্যপগতরাগের্ষ্যাদ্বেষমোহং যাম্যং বিদ্যাৎ। শূরং ধীরং শুচি-মশুচিদ্বেষিণং যজ্বানমম্ভোবিহাররতিমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ। স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখবিহারং ধর্ম্মার্থ-কামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপপ্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ। প্রিয়নৃত্যগীত-বাদিত্রোল্লাপকং শ্লোকাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যেনুলে-পনবসনস্ত্রীবিহারকামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ। ইত্যেবং শুদ্ধ-সত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যানংশত্বাৎ। তৎসংযোগাৎ তু ব্রাহ্ম্যমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।

যথা,—শুচি, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিবেচক, জ্ঞান বিজ্ঞান বচন ও প্রতিবচনে শক্তি-সম্পন্ন, স্মৃতিমান্, কাম ক্রোধ লোভ মান মোহ ঈর্ষা ও হর্ষদ্বারা অনভিভূত, এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিকে ব্রাহ্মসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যজন, অধ্যয়ন, ব্রত, হোম, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি-পালক, অতিথিব্রত-পরায়ণ, মদ মান রাগ দ্বেষ মোহ লোভ ও রোষ দ্বারা অনভিভূত এবং প্রতিভা, বচন, বিজ্ঞান ধারণার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আর্য্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ঐশ্বর্য্য-বান্ গ্রাহ্য বাক্যবাদী, যজনশীল, শূর, ওজস্বী, তেজঃসম্পন্ন, অক্লিষ্টকর্ম্মা, দীর্ঘদর্শী, ও ধর্ম্মার্থ-কাম নিরত ব্যক্তিকে ঐন্দ্রসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যথানিয়মচারী, উপস্থিত কার্য্যকারী, অপ্রতিবার্য্য উন্নতিশীল স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্যশালী, এবং রাগ, ঈর্ষা, দ্বেষ ও মোহদ্বারা অনভি-ভূত ব্যক্তিকে যাম্যসত্ত্ব জানিবে। শূর, ধীর, শুচি, অশুচিদ্বেষী, যাজ্ঞিক, জলবিহারপ্রিয়, অক্লিষ্টকর্ম্মা, এবং যথাস্থানে ক্রোধ ও অনুগ্রহকারী ব্যক্তিকে বারুণসত্ত্ব জানিবে। যিনি যথাস্থানে অভিমান ও উপভোগ করেন, পরিবার সম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্মার্থকাম পরায়ণ, শুচি, এবং যাঁহার ক্রোধ ও অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, তাঁহাকে কৌবেরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। নৃত্য গীত বাদ্য ও গল্প যাঁহার প্রিয়, যিনি শ্লোক ও আখ্যায়িকা ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, গন্ধ মাল্য, অনুলেপন বসন ও স্ত্রীবিহারে যিনি নিত্য অনুরক্ত, এবং যিনি অসূয়াশূন্য তাঁহাকে গান্ধর্ব্বসত্ত্ব জানিবে। এই সাত প্রকার সত্ত্বকে কল্যাণাংশত্ব জন্য শুদ্ধ সত্ত্বের ভেদাংশ বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসত্ত্বকে সত্ত্বগুণের বহুলতা জন্য অত্যন্ত শুদ্ধ জানিবে।

শূরং চণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্রমননুক্রোশকমাত্মপূজক-মাসুরং বিদ্যাৎ। অমর্ষিণমনুবন্ধকোপং ছিদ্রপ্রহারিণং ক্রূরমাহারাতি-মাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াসবহুলমীর্ষুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ। মহাশনং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামম্ অশুচিং শুচিদ্বেষিণং ভীরুং ভীষয়িতারং বিহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ। ক্রুদ্ধশূরমক্রুদ্ধভীরুং তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং সন্ত্রস্তগোচর-মাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ। আহারকামমতিদুঃখশীলাচারোপচার-

মসূয়কমসবিভাগিনমাত্তিলোলুপমকর্ম্মশীলং প্রৈতং বিদ্যাৎ। অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরমনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ। ইত্যেবং খলু রাজসস্য সত্ত্বস্য ষড়্ বিধং ভেদাংশং বিদ্যাদ্ রোষাংশত্বাৎ।

শূর, প্রচণ্ড, অসূয়াকারী, ঐশ্বর্য্যবান্, বহুভোজী, উগ্রস্বভাব, নির্দ্দয় ও আত্মভক্তি ব্যক্তিকে অসুরসত্ত্ব জানিবে। যে ক্রোধালু, যাহার ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী, সামান্য কারণেই যে অন্যকে প্রহার করে, যে ক্রূরস্বভাব, আহারে যাহার অত্যন্ত রুচি, মাংসভোজন যাহার অতিপ্রিয়, যে অতি নিদ্রালু, অতি পরিশ্রমী ও ঈর্ষাপরায়ন, তাহাকে রাক্ষসসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। অত্যন্ত অলস, স্বৈরস্থ, স্ত্রীগণের সহিত নির্জ্জনে বাস করিতে অভিলাষী, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরু, ভয়প্রদর্শক ও বিহারশীল ব্যক্তিকে পৈশাচসত্ত্ব জানিবে। যে ক্রোধের অবস্থায় শূর ও অক্রোধের অবস্থায় ভীরু, তীক্ষ্ণপ্রকৃতি বহু পরিশ্রমী, মন্ত্রণাভিজ্ঞ, এবং আহার-বিহার পরায়ণ, তাহাকে সার্পসত্ত্ব জানিবে। যে ব্যক্তি আহারপ্রিয়, যাহার স্বভাব, আচার ও উপচার দুঃখজনক, যে অসূয়াপরায়ণ, হিতাহিত বিভাগে জ্ঞানহীন, অতিলোলুপ, এবং অকর্ম্মশীল, তাহাকে প্রেত্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যে সর্ব্বদা কামনাসক্ত, নিরন্তর আহার-বিহারে রত, অনবস্থিত, ক্ষমাহীন ও সঞ্চয়বিহীন, তাহাকে শাকুনসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এই ছয়প্রকার সত্ত্বকে রোষাংশত্ব হেতু রাজস সত্ত্বের ভেদাংশ জানিবে।

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশংজুগুপ্‌সিতাচারাহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ। ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলং তোয়কামং মৎস্যং বিদ্যাৎ। অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ। ইত্যেবং খলু তামসস্য সত্ত্বস্য ত্রিবিধং ভেদাংশং বিদ্যান্মোহাংশত্বাৎ। ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

সর্ব্ববিষয়ে নিরাকরণশীল, নীচবেশ, ঘৃণিত আচার, আহার বিহার ও মৈথুনে আসক্ত, এবং নিদ্রালু ব্যক্তিকে পাশবসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ভীরু, নির্ব্বোধ, আহারলুব্ধ, অনবস্থিত, কাম-ক্রোধাসক্ত, ভ্রমণশীল ও জলপ্রিয় ব্যক্তিকে মাৎসসত্ত্ব জানিবে। যে অলস, কেবল আহারে অভিনিবিষ্ট, এবং সমুদায় বুদ্ধ্যঙ্গবিহীন, তাহাকে বানস্পত্যসত্ত্ব জানিবে। এই তিনপ্রকার সত্ত্বকে মোহাংশত্ব হেতু তামসসত্ত্বের ভেদাংশ বলিয়া জানিবে। এইরূপে ত্রিবিধ সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদসমূহের একদেশ ব্যাখ্যাত হইল।

শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধো ব্রহ্মর্ষিশক্রবরুণযমকুবেরগন্ধর্ব্বসত্ত্বানুকারেণ। রাজসস্য ষড়্ বিধো দৈত্যরাক্ষসপিশাচসর্পপ্রেতশকুনিসত্ত্বানুকারেণ। তামসস্য ত্রিবিধঃ পশুমত্স্যবনস্পতিসত্ত্বানুকারেণ। কথঞ্চ যথাসত্ত্বমুপচারঃ স্যাদিতি কেবলশ্চায়মুদ্দেশো যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টো ভবতি। গর্ভাবক্রান্তিসংপ্রযুক্তস্যার্থস্য বিজ্ঞানে সামর্থ্যং গর্ভকরাণাঞ্চ ভাবানান্ [illegible] বিঘাত [illegible]ণাং ভাবানামিতি।

ব্রহ্মা, ঋষি, ইন্দ্র বরুণ, যম কুবের ও গন্ধর্ব্বের ও সত্বের অনুকরণে শুদ্ধসত্বের সপ্তবিধ ভেদ। দৈত্য, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, প্রেত, ও শকুনির সত্বের অনুকরণে রাজস সত্বের ছয় প্রকার ভেদ। আর পশু মৎস্য ও বনস্পতির সত্বের অনুকরণে তামস সত্বের ত্রিবিধ ভেদ। সত্ববিশেষানুসারে পরিজ্ঞানজন্ত এই সকল সত্বের বিষয় যথাদেশে নির্দ্দেশ করা হইল। ইহা-দ্বারা গর্ভাবক্রান্তি বিষয়ে সংপ্রযুক্ত অর্থের জ্ঞান, এবং গর্ভকর ও গর্ভের বিনাশ কর ভাব সমূহের সমাধান বিষয়ে সামর্থ জন্মিবে।

তত্র শ্লোকাঃ

নিমিত্তমাত্মা প্রকৃতির্বৃদ্ধিঃ কুক্ষৌ ক্রমেণ চ।
বৃদ্ধিহেতুশ্চ গর্ভস্য পঞ্চার্থাঃ শুভসংজ্ঞিতাঃ॥
অজন্মনি চ যো হেতুর্বিনাশে বিকৃতাবপি।
ইমাংস্ত্রীনশুভান্ ভাবানাহুর্গর্ভবিঘাতকান্॥
শুভাশুভসমাখ্যাতানষ্টৌ ভাবানিমান্ ভিষক্।
সর্ব্বথা বেদ যঃ সর্ব্বান্ স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥
অবাপ্ত্যুপায়ান্ গর্ভস্য স এবং জ্ঞাতুমর্হতি।
যে চ গর্ভবিঘাতোক্তা ভাবাস্তাংশ্চাপ্যুদারধীঃ॥

গর্ভের নিমিত্ত, আত্মা, প্রকৃতি, কুক্ষিতে যথাক্রমে বৃদ্ধি, বৃদ্ধির কারণ, গর্ভের শুভজনক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, গর্ভের অনুৎপত্তির কারণ, এবং বিনাশের ও বিকৃতির কারণ এই তিনটি গর্ভ-বিঘাতকর অশুভ ভাব, এই সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। যে ভিষক্ এই আটটি শুভাশুভ সংজ্ঞক বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হন, তিনি রাজার চিকিৎসা করিতে উপযুক্ত। সেই উদারবুদ্ধি চিকিৎসক, গর্ভ বিঘাতকর বিষয়সমূহের প্রতি-কারের উপায়ও অবগত হইতে সমর্থ হন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
মহতী গর্ভাবক্রান্তির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃততন্ত্রের শারীরস্থানে মহতী গর্ভাবক্রান্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পুরুষবিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা পুরুষবিচয় অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ পরিচয়-জ্ঞাপক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে। ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। নৈতাবতা বাক্যেনোক্তং বাক্যার্থমবগাহামহে। ভগবতা বুদ্ধ্যা ভূয়স্তরমতোঽনুব্যাখ্যায়মানং শুশ্রূষামহ ইতি।

ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় কহিলেন, পুরুষ জগৎসদৃশ। যেহেতু জগতে যতগুলি মূর্ত্তিমান্ ভাব আছে, ততগুলি পুরুষে আছে, এবং যতগুলি মূর্ত্তিমান ভাব পুরুষে আছে, ততগুলি জগতেও আছে। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ কহিলেন;—আপনার এই বাক্যদ্বারা আমরা বাক্যার্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন, আমরা তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। অপরিসংখ্যেয়া লোকাবয়ববিশেষাঃ পুরুষাবয়ববিশেষা অপ্যপরিসংখ্যেয়াঃ। যথা যথা প্রধানঞ্চ তেষাং যথাস্থূলং পুরুষাবয়ববিশেষাঃ কতিচিত্তেষাং সামান্যমভিপ্রেত্যোদাহরিষ্যামঃ। তানেকমনা নিবোধ সম্যগুপবর্ণ্যমানানগ্নিবেশ! ষড়্ধাতবঃ সমুদিতা লোক ইতি শব্দং লভন্তে, তদ্‌যথা,—পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্তমিত্যেত এব চ ষড়্ ধাতবঃ সমুদিতাঃ পুরুষ ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য চ পুরুষস্য পৃথিবীমূর্ত্তিরাপঃ ক্লেদস্তেজোঽভিসন্তাপো বায়ুঃ প্রাণো বিয়চ্ছিদ্রাণি ব্রহ্মান্তরাত্মা। যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেঽপ্যান্তরাত্মিকী বিভূতির্ব্রহ্মণো বিভূতির্লোকে প্রজাপতিরন্তাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে সত্ত্বম্, যস্ত্বিন্দ্রো লোকে স পুরুষেঽহঙ্কারঃ, আদিত্যাস্ত্বাদানং রুদ্রো রোষঃ সোমঃ প্রসাদো বসবঃ সুখমশ্বিনৌ কান্তির্মরুদুৎসাহো বিশ্বেদেবাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তমো মোহো জ্যোতির্জ্ঞানম্। যথা লোকস্য স্বর্গাদিস্তথা পুরুষস্য গর্ভাধানং, যথা কৃতযুগমেবং বাল্যম্, যথা ত্রেতা তথা যৌবনং যথা দ্বাপরস্তথা স্থাবিরং যথা কালিরেবমাতুর্য্যং যথা যুগান্তস্তথা মরণমিত্যেবমেতেনানুমানেনানুক্তানামপি লোকপুরুষয়োরবয়ববিশেষাণামগ্নিবেশ সামান্যং বিদ্যাৎ।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—জগতের অবয়ববিশেষ অপরিসংখ্যেয়, এবং পুরুষেরও অবয়ববিশেষ, তাহাদের সমানতা প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে উদাহরণ করিতেছি। হে অগ্নিবেশ! সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সমবেত ষড়্‌ধাতুই লোকশব্দ প্রাপ্ত হয়। সেই ষড়্‌ধাতু যথা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম। এই ষড়্‌ধাতুই সমবেত হইয়া পুরুষ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই পুরুষের মূর্ত্তি পৃথিবী, ক্লেদ জল, সন্তাপ তেজঃ, প্রাণ বায়ু, ছিদ্রসমূহ আকাশ, এবং অন্তরাত্মা ব্রহ্ম। লোকে যেমন ব্রাহ্মী বিভূতি, পুরুষেও সেইরূপ আন্তরাত্মিকী বিভূতি। জগতে

যেমন ব্রহ্মার বিভূতি প্রজাপতি, পুরুষেও সেইরূপ অন্তরাত্মার বিভূতি মনঃ। জগতে যেমন ইন্দ্র, পুরুষে আদান (রসাদি গ্রহণ বা অর্থ-গ্রহণ)। জগতে রুদ্র, পুরুষে রোষ। জগতে সোম, পুরুষে প্রসাদগুণ। জগতে বসুগণ, পুরুষে সুখ। জগতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পুরুষে কান্তি। জগতে বায়ু, পুরুষে উৎসাহ। জগতে বিশ্বেদেবগণ, পুরুষে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ। জগতে তমঃ, পুরুষে মোহ। জগতে জ্যোতিঃ, পুরুষে জ্ঞান। জগতে যেমন প্রথম সৃষ্টি, পুরুষে সেইরূপ গর্ভাধান। জগতে যেমন সত্যযুগ, পুরুষে সেইরূপ বাল্যকাল। জগতে যেমন ত্রেতা, পুরুষে তদ্রূপ যৌবন। জগতে যেমন দ্বাপর, পুরুষে সেইরূপ বার্দ্ধক্য। জগতে যেমন কলি, পুরুষে সেইরূপ রুগ্নতা। জগতে যেমন যুগান্ত, পুরুষে সেইরূপ মৃত্যু। হে অগ্নিবেশ! এইরূপ অনুমান দ্বারা লোক-পুরুষের অন্যান্য অনুক্ত অবয়ব বিশেষেরও সমানতা বিবেচনা করিবে।

ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। এবমেতৎ সর্ব্বমনপবাদং যথোক্তং ভগবতা লোকপুরুষয়োঃ সামান্যং। কিন্ত্বস্য সামান্যোপদেশস্য প্রয়োজনমিতি।

ভগবান্ আত্রেয়ের এই সকল কথা শুনিয়া, অগ্নিবেশ তাঁহাকে কহিলেন;—আপনি লোক ও পুরুষের সমানতা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা সমস্তই সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু এইরূপ সামান্যনির্দ্দেশের প্রয়োজন কি?

ভগবানুবাচ। শৃণ্বগ্নিবেশ! সর্ব্বলোকমাত্মান্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বলোকে সমনুপশ্যতস্তস্যাত্মবুদ্ধিরুৎপদ্যতে। সর্ব্বলোকং হ্যাত্মনি পশ্যতো ভবত্যাত্মৈব সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা নান্য ইতি কর্ম্মাত্মকত্বাচ্চ। হেত্বাদিভিরযুক্তঃ সর্ব্বলোকোঽহমিতি বিদিত্বা জ্ঞানং পূর্ব্বমুত্থাপ্যতেঽপবর্গায়। তত্র সংযোগাপেক্ষী লোকশব্দঃ, ষড়্ধাতুসমুদায়ো হি সামান্যতঃ সর্ব্বলোকঃ। তস্য হেতুরুৎপত্তির্বৃদ্ধিরুপপ্লবো বিয়োগশ্চ। তত্র হেতুরুৎপত্তিকারণম্, উৎপত্তির্জন্ম, বৃদ্ধিরাপ্যায়নম্, উপপ্লবো দুঃখাগমঃ, ষড়্ধাতুবিভাগো বিয়োগঃ স জীবাপগমঃ প্রাণনিরোধো ভঙ্গো লোকস্বভাবশ্চ। তস্য মূলং সর্ব্বোপপ্লবানাঞ্চ প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিরুপরমশ্চ। প্রবৃত্তির্দুঃখং নিবৃত্তিঃ সুখমিতি যজ্‌জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎ সত্যম্। তস্য হেতুঃ সর্ব্বলোকসামান্যজ্ঞানমেতৎ প্রয়োজনং সামান্যোপদেশস্যেতি।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন;—শুন, অগ্নিবেশ! যে ব্যক্তি আপনাতে সমস্ত জগৎ, এবং সমস্ত জগতে আপনাকে সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহারই আত্মজ্ঞান জন্মে। যিনি আপনাতে সমস্ত জগৎ দর্শন করেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে কর্ম্মাত্মকত্ব হেতু আত্মাই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। সুতরাং তিনি জন্মকারণসমূহে অসংযুক্ত থাকিয়া, এবং আমিই সর্ব্বলোক অর্থাৎ সমস্তজগতে আত্মাই একমাত্র বস্তু ইহা বুঝিতে পারিয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। লোক শব্দ সংযোগাপেক্ষী, কারণ সর্ব্বলোকই সামান্যতঃ ষড়্ধাতুসমুদায়। সেই লোকের হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব ও বিয়োগ আছে। উৎপত্তিকারণের নাম হেতু, উৎপত্তির অর্থ জন্ম, বৃদ্ধির অর্থ পরিপোষণ, উপপ্লবের অর্থ দুঃখাগম, এবং বিয়োগ শব্দের

অর্থ ষড় ধাতুর বিশ্লেষ। এই বিয়োগই জীবাপগম, প্রাণনিরোধ, ভঙ্গ ও লোকস্বভাব নামে অভিহিত হয়। সেই লোকের পুরুষের এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখাগমের মূল প্রবৃত্তি, এবং তাহাদের উপরমই নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই দুঃখ এবং নিবৃত্তিই সুখ, এই প্রকার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সত্যজ্ঞান। সর্ব্বলোকের সামান্যজ্ঞানই সেই সত্যজ্ঞানের কারণ এবং সেই সত্যজ্ঞানের উৎপাদনই সমানতানির্দ্দেশের প্রয়োজন।

অথাগ্নিবেশ উবাচ। কিংমূলা ভগবন্ প্রবৃত্তির্নিবৃত্তৌ বা উপায় ইতি। ভগবানুবাচ। মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মমূলা প্রবৃত্তিস্তজ্জা হ্যহঙ্কার-সঙ্গসংশয়াভিসংপ্লবাভ্যবপাতবিপ্রত্যয়বিশেষানুপায়াঃ। তরুণমিব ক্রম-মতিবিপুলশাখাস্তরবোঽভিভূয় পুরুষমবতত্যৈবোত্তিষ্ঠন্তে যৈরভিভূতো ন সত্তামতিবর্ত্ততে।

ইহা শুনিয়া অগ্নিবেশ কহিলেন ; হে ভগবন্। প্রবৃত্তির কারণ কি ? এবং নিবৃত্তিরই বা উপায় কি ? ভগবান্ উত্তর করিলেন ; মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম্মই প্রবৃত্তির মূল। সেই মোহাদি হইতেই অহঙ্কার, সঙ্গ, সংশয়, অভিসংপ্লব, অভ্যবপাত, বিপ্রত্যয়, বিশেষ ও অনুপায় উপস্থিত হয়। অতিবিপুল-শাখাবিশিষ্ট তরুগণ যেমন তরুণ বৃক্ষকে অভিভব করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ এইসকল অহঙ্কারাদিও পুরুষকে অভিভব করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। পুরুষ সেই অহঙ্কারাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াই জন্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তত্রৈবং জাতিরূপবিত্তবুদ্ধিশীলবিদ্যাভিজনবয়োবীর্য্যপ্রভাবসম্পন্নোঽহ-মিত্যহঙ্কারঃ। যন্মনোবাক্কায়কর্ম্ম নাপবর্গায় স সঙ্গঃ। কর্ম্মফলমোক্ষ-পুরুষপ্রেত্যভাবাদয়ঃ সন্তি নবেতি সংশয়ঃ। সর্ব্বাস্ববস্থাস্বনন্যোঽহ-মহং স্রষ্টা স্বভাবসিদ্ধোঽহমহং শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিস্মৃতিবিশেষরাশিরিতি গ্রহণমভিসংপ্লবঃ। মম মাতৃপিতৃভ্রাতৃদারাপত্যবন্ধুমিত্রভৃত্যগণো গণস্য চাহমিত্যভ্যবপাতঃ। কার্য্যাকার্য্যহিতাহিতশুভাশুভেষু বিপরীতাভি-নিবেশো বিপ্রত্যয়ঃ। জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রকৃতিবিকারয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোশ্চা-সামান্যদর্শনং বিশেষঃ। প্রোক্ষণানশনাগ্নিহোত্রত্রিসবণাভ্যুক্ষণাবাহন-যজনযাজনযাচনসলিলহুতাশনপ্রবেশনাদয়ঃ সমারম্ভাঃ প্রোচ্যন্তে হ্যনু-পায়াঃ। এবময়ং ধীধৃতিস্মৃতিরহঙ্কারাভিনিবিষ্টঃ সংসক্তসংশয়োঽভি-প্লুতবুদ্ধিরভ্যবপতিতোঽন্যথাদৃষ্টির্বিশেষগ্রাহী বিমার্গগতির্নিবাসবৃক্ষঃ সত্ত্ব-শরীরদোষমূলানাং মূলং সর্ব্বদুঃখানাং ভবতি। এবমহঙ্কারাদিভির্দোষৈ-র্ভ্রাম্যমাণো নাতিবর্ত্ততে প্রবৃত্তিং সা মূলমঘস্য। নিবৃত্তিরপবর্গস্তৎ পরং প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্‌ব্রহ্ম স মোক্ষঃ।

সেইসমস্ত অহঙ্কারাদির মধ্যে, আমি এই প্রকার জাতি, রূপ, বিত্ত, বুদ্ধি, স্বভাব, বিদ্যা, বংশ, বয়স, বীর্য্য ও প্রভাব সম্পন্ন, এইরূপ অভিমানের নাম অহঙ্কার। মানসিক বাচিক ও কায়িক যেসকল কর্ম্ম মোক্ষলাভের জন্য কৃত না হয়, তাহাই সঙ্গ। কর্ম্মফল, মোক্ষ, আত্মা ও পুনর্জন্মাদি আছে কি না এইরূপ সন্দেহের নাম সংশয়। সকল অবস্থাতেই আমি

অনন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন নহি, আমি স্রষ্টা, আমি স্বভাবসিদ্ধ, এবং আমি শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও স্মৃতিবিশেষের রাশি, এইরূপ জ্ঞানের নাম অভিসংপ্লব। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দারা, অপত্য, বন্ধু, মিত্র ও ভৃত্যগণ আমার, এবং আমি তাহাদের, এইরূপ জ্ঞান অভ্যবপাত। কার্য্যাকার্য্য, হিতাহিত ও শুভাশুভ বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানের নাম বিপ্রত্যয়। বিজ্ঞ ও অজ্ঞের এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির অসামাজ্ঞ দর্শনকে অর্থাৎ তাহাদিগকে সমান না দেখার নাম বিশেষ। প্রোক্ষণ, অনশন, অগ্নিহোত্র, ত্রিসবন, অভ্যুক্ষণ, আবাহন, যজন, যাজন, যাচন, এবং সলিলপ্রবেশ ও অগ্নিপ্রবেশাদি কর্ম্মারম্ভকে অনুপায় কহে। এইসমস্ত দ্বারা পুরুষ, বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতিহীন, অহঙ্কারাভিনিবিষ্ট, সংশয়াসক্ত, অভিপ্লুত-বুদ্ধি, অভ্যবপতিত, অন্যথাদৃষ্টি, বিশেষগ্রাহী ও বিপথগামী হইয়া, সত্ত্বদোষ ও শরীরদোষের নিবাসবৃক্ষ, এবং সর্ব্বদুঃখের মূল হইয়া থাকে। এইরূপ অহঙ্কারাদিদ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না। সেই প্রবৃত্তিই অশুভের মূল কারণ। নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগই অপবর্গ। সেই নিবৃত্তি পরম প্রশান্ত, তাহা অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম, এবং তাহাই মোক্ষ।

তত্র মুমুক্ষূণামুদয়নানি চ সর্ব্বাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র মুমুক্ষোরাদিত এবাচার্য্যাভিগমনং, তস্যোপদেশানুষ্ঠানম্, অগ্নেরেবোপচর্য্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রানুগমনং, তদর্থাববোধস্তেনাবষ্টম্ভঃ, তত্র যথোক্তাঃ ক্রিয়াঃ, সতামুপাসনম্, অসতাং পরিবর্জ্জনং, ন সঙ্গতির্দুর্জ্জনেন, সত্যং সর্ব্বভূতহিতমপরুষমনতি কালে পরীক্ষ্য বচনং, সর্ব্বপ্রাণিষু চাত্মনীবাবেক্ষা, সর্ব্বাসামস্মরণমসঙ্কল্পনমপ্রার্থনাঽনভিভাষণঞ্চ স্ত্রীণাং, সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগঃ, কৌপীনং প্রচ্ছাদনার্থং ধাতুরাগনিবসনং, কন্থাসীবনহেতোঃ সূচীপিপ্পলকং, শৌচাধানহেতোর্জলকুণ্ডিকা, দণ্ডধারণং, ভৈক্ষ্যচর্য্যার্থং পাত্রং, প্রাণধারণার্থমেককালমগ্রাম্যো যথোপপন্ন এবাভ্যবহারঃ। শ্রমাপনয়নার্থং শীর্ণশুষ্কপর্ণতৃণাস্তরণোপধানং, ধ্যানহেতোঃ কায়নিবন্ধনং, বনেষ্বনিকেতবাসঃ, তন্দ্রানিদ্রালস্যাদিকর্ম্মবর্জ্জনং, সর্ব্বেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষ্বনুরাগোপতাপনিগ্রহঃ, সুপ্তস্থিতগতপ্রেক্ষিতাহারবিহারপ্রত্যঙ্গচেষ্টাদিকেষ্বারম্ভেষু স্মৃতিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, সৎকারস্তুতিগর্হাবমানক্ষমিত্বং, ক্ষুৎপিপাসায়াসশ্রমশীতোষ্ণবাতবর্ষা-সুখদুঃখসংস্পর্শসহত্বং, শোকদৈন্যদ্বেষ-মদমানলোভরাগের্ষ্যাভয়ক্রোধাদিভিরসঞ্চলনং, অহঙ্কারাদিষূপসর্গসংজ্ঞা, লোকপুরুষয়োঃ স্বর্গাদিসামান্যাবেক্ষণং, কার্য্যকালাত্যয়ভয়ং, যোগারম্ভে সততমনির্ব্বেদঃ সত্ত্বোৎসাহঃ, অপবর্গায় ধীধৃতিস্মৃতিবলাধানং, নিয়মনমিন্দ্রিয়াণাং চেতসি চেতস আত্মন্যাত্মনশ্চ, ধাতুভেদেন শরীরাবয়বসংখ্যানমভীক্ষ্ণং, সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বমনিত্যমিত্যভ্যুপগমঃ। সর্ব্বপ্রবৃত্তিষু দুঃখসংজ্ঞা, সর্ব্বসংন্যাসে সুখমিত্যভিনিবেশঃ, এষ মার্গোঽপবর্গায় অতোঽন্যথা বধ্যত ই ,দয়নানি ব্যাখ্যাতানি।

মুমুক্ষুগণের মোক্ষোপায় সকল এক্ষণে ব্যাখ্যা করিব। মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমেই আচার্য্যের নিকট গমন, এবং তাঁহার উপদেশের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অগ্নিসেবা, ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ পালন, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিষয়ে জ্ঞান, সেই জ্ঞানদ্বারা চিত্তের অবরোধ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান, সজ্জনের উপাসনা, অসজ্জনের সংসর্গত্যাগ, দুর্জ্জনের সহিত সঙ্গ না করা, সত্য সর্ব্বভূতের হিতকর অপরুষ অনধিক এবং যথাকালে বিবেচনা পূর্ব্বক বাক্যকথন, সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন, স্ত্রীলোকমাত্রেরই স্মরণ সংকল্প ও প্রার্থনা ত্যাগ এবং তাহাদের সহিত সম্ভাষণ না করা, সমুদায় বিষয়েরই পরিগ্রহত্যাগ অর্থাৎ কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা, আচ্ছাদনার্থ কৌপীনধারণ, গৈরিকবসন পরিধান, কন্থাসীবনের জন্য সূচী ও সূচীর আধার সংগ্রহ, শৌচ-ক্রিয়ার জন্য জলকমণ্ডলুগ্রহণ, দণ্ডধারণ, ভৈক্ষ্যাচরণের জন্য ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ, প্রাণধারণার্থ একবারমাত্র যদৃচ্ছালব্ধ বন্য ফল-মূলাদিভোজন, শ্রমাপনয়নের জন্য শীর্ণ ও শুষ্ক তৃণপর্ণকৃত শয্যা ও উপাধান, ধ্যানার্থ কায়নিবন্ধন (যোগাসন), বনে গৃহাদি না করিয়া অর্থাৎ বৃক্ষ-তলাদিতে বাস, তন্দ্রা নিদ্রা আলস্যাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয়ার্থ সম্বন্ধে অনুরাগ বা উপ-তাপের নীরোধ; নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার এবং প্রত্যঙ্গের কর্ম্মসমূহে হিতাহিত স্মরণপূর্ব্বক প্রবৃত্তি, সংকার স্তুতি নিন্দা বা অবমানে উদাসীনতা, ক্ষুধা পিপাসা আয়াস শ্রম শীত উষ্ণ বাত বর্ষা সুখ ও দুঃখে সহিষ্ণুতা, শোক দৈন্য দ্বেষ মদ মান লোভ রাগ ঈর্ষা ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া, অহঙ্কারাদিতে উপসর্গজ্ঞান, জগৎ ও পুরুষের সৃষ্টিপ্রভৃতিতে তুল্যতাদর্শন, কার্য্যকালের অতিক্রমবিষয়ে ভয়, যোগারম্ভে মনঃখেদ না হওয়া এবং তদ্বিষয়ে মনের উৎসাহ, মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান, ইন্দ্রিয়-সমূহের সংযম, চিত্তের সংযম এবং আত্মায় আত্মার সংযম, ত্বগ্-রক্তাদি ধাতুভেদানুসারে শারীরাবয়বসমূহের জ্ঞান, কারণজাত সমস্ত পদার্থকেই দুঃখপ্রদ আত্মাতিরিক্ত ও অনিত্য বলিয়া জ্ঞান, সমুদায় প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে দুঃখবোধ এবং সর্ব্বত্যাগে সুখবোধ; এইসমস্ত মোক্ষের উপায়। ইহার অন্যথায় বদ্ধ হইতে হয়। মোক্ষের উপায়সমূহ ব্যাখ্যাত হইল।

ভবন্তি চাত্র

এতৈরবিমলং সত্ত্বং শুদ্ধ্যুপায়ৈর্বিশুধ্যতি।
মৃজ্যমান ইবাদর্শস্তৈলচেলকচাদিভিঃ ॥
গ্রহাম্বুদরজোধূমনীহারৈরসমাবৃতম্।
যথার্কমণ্ডলং ভাতি ভাতি সত্ত্বং তথামলম্ ॥
জ্বলত্যাত্মনি সংরুদ্ধং তৎ সত্ত্বং সংবৃতায়নে।
শুদ্ধঃ স্থিরঃ প্রসন্নার্চ্চির্দীপো দীপাশয়ে যথা ॥

তৈল বস্ত্রখণ্ড ও কেশাদিদ্বারা মার্জ্জনা করিলে, দর্পণ যেরূপ নির্ম্মল হয়, এইসকল শুদ্ধিজনক উপায়দ্বারা মলিন মন সেইরূপ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং গ্রহ মেঘ ধূলি ধূম ও নীহারদ্বারা অনাবৃত সূর্য্যমণ্ডল যেমন প্রকাশ পায়, নির্ম্মল মনও সেইরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। দীপাশয়ের (লণ্ঠনের) মধ্যে প্রদীপ যেমন শুদ্ধ (ধূমশূন্য), স্থির ও উজ্জ্বলকিরণ হইয়া জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ মনও ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আত্মাতে সংরুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল হয়।

শুদ্ধসত্ত্বস্য যা শুদ্ধা সত্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যয়া ভিনত্ত্যতিবলং মহামোহময়ং তমঃ॥
সর্ব্বভাবস্বভাবজ্ঞো যয়া ভবতি নিস্পৃহঃ।
যোগং যয়া সাধয়তে সাংখ্যঃ সম্পদ্যতে যয়া॥
যয়া নোপৈত্যহঙ্কারং নোপাস্তে কারণং যয়া।
যয়া নালম্বতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বং সংন্যস্যতে যয়া॥
যাতি ব্রহ্ম যয়া নিত্যমজরং শান্তমক্ষরম্।
বিদ্যা সিদ্ধির্মতির্মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞানঞ্চ সা মতা॥

শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির যে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা শুদ্ধ ও সত্য বুদ্ধি। যে সত্যবুদ্ধিদ্বারা অতিবলবৎ মহামোহময় তমঃ বিনাশ করা যায়, যে বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বভাবের স্বভাব জানিতে পারা যায়, ও নিস্পৃহ হওয়া যায়, যে বুদ্ধিদ্বারা যোগসাধন করা যায়, যাহাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারা যায়, যাহাদ্বারা অহঙ্কার ও পুনর্জ্জন্মের কারণ অপগত হয়, যাহাদ্বারা অপর কোন বিষয় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়না, যাহাদ্বারা সমুদায় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং যে বুদ্ধিদ্বারা নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায়, সেই শুদ্ধ-সত্য-বুদ্ধিই বিদ্যা, সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়।

লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতঃ।
পরাবরদৃশঃ শান্তির্জ্ঞানমূলা ন নশ্যতি॥
পশ্যতঃ সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো ন শুদ্ধস্যোপপদ্যতে॥

যিনি আত্মাকে সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগৎকে আত্মাতে বিস্তৃত দেখেন, এবং ব্রহ্মকে পর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য সমুদায় পদার্থকে যিনি অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার জ্ঞানজনিত শান্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মভূত পুরুষে ধর্ম্মাধর্ম্মজনক কোন কর্ম্মেরই সংযোগ হয়না, অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত না হওয়ায় জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থান করেন।

নাত্মনঃ কারণাভাবাল্লিঙ্গমপ্যুপলভ্যতে।
স সর্ব্বকারণত্যাগান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্।
অমৃতং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং পর্য্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে॥
এতৎ তৎ সৌম্য বিজ্ঞানং যজ্জ্ঞাত্বা মুক্তসংশয়াঃ।
মুনয়ঃ প্রশমং জগ্মুর্বীতমোহরজঃস্পৃহাঃ॥

কারণের অভাবে সেই ব্রহ্মভূত আত্মার সুখদুঃখাদি কোন লিঙ্গ উপলব্ধ হয়না। এবং সমুদায় কারণের পরিত্যাগজন্য তিনি মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। বিপাপ, বিরজঃ, শান্ত,

পর, অক্ষর, অব্যয়, অমৃত, ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ এইসমস্ত শব্দ শান্তির পর্য্যায় অর্থাৎ নামান্তর। হে সৌম্য! কথিত এইসমস্ত বিজ্ঞানই অবগত হইয়া, মুনিগণ মুক্তসংশয় এবং মোহ রজঃ ও স্পৃহাশূন্য হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তত্র শ্লোকৌ

সপ্রয়োজনমুদ্দিষ্টং লোকস্য পুরুষস্য চ।
সামান্যং মূলমুৎপত্তৌ নিবৃত্তৌ মার্গ এব চ॥
শুদ্ধসত্ত্বসমাধানং সত্যা বুদ্ধিশ্চ নৈষ্ঠিকী।
বিচয়ে পুরুষস্যোক্তা নিষ্ঠা চ পরমর্ষিণা॥

লোকের ও পুরুষের তুল্যতা প্রদর্শনের প্রয়োজন, তুল্যতা প্রদর্শন, উৎপত্তির কারণ, নিবৃত্তির উপায়, শুদ্ধ সত্ত্বের সমাধান, সত্যা বুদ্ধি, নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি ও নিষ্ঠা, এইসমস্ত বিষয় মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই পুরুষবিচয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
পুরুষবিচয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে
পুরুষবিচয় নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শরীরবিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীরের বিবরণজ্ঞাপক শারীর ব্যাখ্যা করিব।

শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্বিদ্যায়াম্। জ্ঞাত্বা হি শরীরতত্ত্বং শরীরোপকারকরেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।

শরীরের উপকারার্থ চিকিৎসাশাস্ত্রে শরীরবিজ্ঞান প্রয়োজনীয়। শরীরতত্ত্ব অবগত হইলে, শরীরের উপকারক বিষয়সমূহে অভিজ্ঞতা জন্মে; সেইজন্যই পণ্ডিতগণ শরীরবিজ্ঞানের প্রশংসা করেন।

তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকম্। সমযোগবাহিনো যদা হ্যস্মিন্ শরীরে ধাতবো বৈষম্যমাপদ্যন্তে তদায়ং ক্লেশং বিনাশং বা প্রাপ্নোতি।

চেতনাধিষ্ঠানভূত পঞ্চমহাভূতবিকার-সমুদায়কে শরীর বলা যায়। শরীরস্থ সমুদায় ধাতুই সমযোগবাহী, অর্থাৎ তাহারা সমুচিত পরিমাণে পরস্পর সংযোগ বহন করে। যখন সেইসকল ধাতু বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, তখনই শরীর ক্লেশ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈষম্যগমনং পুনর্ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসপর্য্যায়েণ কাৎস্ন্যেন। প্রকৃত্যা চ যৌগপদ্যেন বিরোধিনাং ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ভবতঃ। যদ্ধি যস্য ধাতো-র্বৃদ্ধিকরং তৎ ততো বিপরীতগুণস্য ধাতোঃ প্রত্যবায়করন্তু সম্পদ্যতে। তদেব তস্মাৎ ভেষজং সম্যগবচার্য্যমাণং যুগপন্ন্যূনাতিরিক্তানাং ধাতূনাম-ধিকমপকর্ষতি ন্যূনমাপ্যায়য়তি। এতাবদেব হি ভৈষজ্যপ্রয়োগে ফল-মিষ্টং স্বস্থবৃত্তানুষ্ঠানঞ্চ যাবদ্ধাতূনাং সাম্যং স্যাৎ।

ধাতুসমূহ অসাকল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে ধাতুর বৈষম্যপ্রাপ্তি কহে। বিরোধী ধাতুসমূহের স্বভাবতই একসময়ে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যাহা যে ধাতুর বৃদ্ধিকারক, তাহা তদ্বিপরীত-গুণবিশিষ্ট ধাতুর হানিকর হয়। অতএব সেই এক ঔষধই সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, যুগপৎ ন্যূনাতিরিক্ত ধাতুসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস এবং হ্রাসপ্রাপ্ত ধাতুর পূরণ করে। এইরূপে বৈষম্যপ্রাপ্ত ধাতুসমূহের সাম্যবিধান, এবং ধাতুসমূহের সাম্যাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষণই ঔষধপ্রয়োগের অভিলষিত ফল, অর্থাৎ এই উভয় প্রয়োজনেই ভৈষজ্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

স্বস্থস্যাপি সমধাতূনাং সাম্যানুগ্রহার্থমেব কুশলা রসগুণাহারবিকা-রাংশ্চ পর্য্যায়েণেচ্ছন্ত্যুপযোক্তুম্। সাত্ম্যসমাজ্ঞাতানেকপ্রকারভূয়িষ্ঠাং-শ্চোপযুঞ্জানাস্তদ্বিপরীতকরণলক্ষণসমাধানেচ্ছয়া সমমিচ্ছন্তি কর্ত্তুম্। দেশকালাত্মগুণবিপরীতানাং হি কর্ম্মণামাহারবিকারাণাঞ্চ ক্রমেণোপ-যোগঃ সম্যক্। সর্ব্বাভিযোগোঽনুদীর্ণানাং সন্ধারণমসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্। স্বস্থবৃত্তমেতাবদ্ধাতূনাং সাম্যানুগ্রহার্থ-মুপদিশ্যতে।

স্বস্থ ব্যক্তির সমধাতুসমূহের সমতা রক্ষার জন্য, বিবেচক ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে রসগুণ-বিশিষ্ট আহারবিকার পর্য্যায়ক্রমে আহার করিতে দেন। যেসকল আহার সাত্ম্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যেও কোন একপ্রকার দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিতে হইলে, বিবেচকগণ সেই দ্রব্যের বিপরীতগুণকারক সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত করিয়া, সমগুণবিশিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যেসকল কর্ম্ম দেশ কাল ও আত্মগুণের বিপরীত, ক্রমশঃ সেইসকলের সম্যক্ উপযোগ, মল-মূত্রাদির অনুপস্থিত বেগের সন্ধারণ ও উপস্থিত বেগের অসন্ধারণ, এবং অতিসাহসের বর্জ্জন, এইসমস্ত স্বস্থবৃত্ত ধাতুসমূহের সমতা রক্ষার জন্য পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

ধাতবঃ পুনঃ শারীরাঃ সমানগুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠৈর্বাপ্যাহারবিকারৈ-রভ্যস্যমানৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি। হ্রাসন্তু বিপরীতগুণৈর্বিপরীতগুণভূ-য়িষ্ঠৈর্বাপ্যাহারৈরভ্যস্যমানৈঃ। তত্রেমে শরীরধাতুগুণাঃ সংখ্যাসামর্থ্য-করাস্তদ্যথা গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসরমৃদুকঠিনবিষদ-পিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্মস্থূলসান্দ্রদ্রবাঃ। তেষু যে গুরবো ধাতবো গুরুভিরাহার-বিকারগুণৈরভ্যস্যমানৈরাপ্যায্যন্তে লঘবশ্চ হ্রসন্তি। লঘবস্তু লঘুভিরে-বাপ্যায্যন্তে গুরবশ্চ হ্রসন্ত্যেবমেব সর্ব্বধাতুগুণানাং সমান্যাদ্ বৃদ্ধির্বিপ-

র্য্যয়াদ্হ্রাসঃ। তস্মান্মাংসমাপ্যায্যতে মাংসেন ভূয়োঽন্যেভ্যঃ শরীরধাতুভ্যঃ। তথা লোহিতং লোহিতেন, মেদো মেদসা, বসা বসয়া, অস্থি তরুণাস্থ্না, মজ্জা মজ্জ্ঞা, শুক্রং শুক্রেণ, গর্ভস্ত্বামগর্ভেণ।

সমানগুণবিশিষ্ট অথবা সমানগুণভূয়িষ্ঠ আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা শারীর ধাতুসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদের বিপরীত গুণবিশিষ্ট বা বিপরীত গুণভূয়িষ্ঠ আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা তাহারা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইসমস্ত শরীর-ধাতুগুণ সংখ্যাসামর্থ্যকর অর্থাৎ এইসকল শরীর ধাতুগুণদ্বারা আহারবিকারগুণের সামান্য-বিশেষ জ্ঞানে সামর্থ্য জন্মে। যথা,—গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিষদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, সান্দ্র ও দ্রব। গুরুগুণবিশিষ্ট আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা গুরু ধাতুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং লঘু ধাতুসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইরূপ লঘুগুণবিশিষ্ট আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা লঘু ধাতুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গুরু ধাতুসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত ধাতুগুণেরই সমানতাদ্বারা বৃদ্ধি ও অসমানতাদ্বারা হ্রাস হয়। সুতরাং মাংসদ্বারা, অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা মাংসই অধিক বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ রক্তদ্বারা রক্ত, মেদোদ্বারা মেদঃ, বসাদ্বারা বসা, কোমল অস্থিদ্বারা অস্থি, মজ্জদ্বারা মজ্জা, শুক্রদ্বারা শুক্র এবং অপক্ব গর্ভদ্বারা গর্ভ অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যত্র ত্বেবং লক্ষণেন সামান্যেন সামান্যবতামাহারবিকারাণামসান্নিধ্যং স্যাৎ; সন্নিহিতানাং বাপ্যযুক্তত্বান্নোপযোগো ঘৃণিত্বাদন্যস্মাদ্বা কারণাৎ স চ ধাতুরভিবর্দ্ধয়িতব্যঃ স্যাৎ; তস্য যে সমানগুণাঃ স্যুরাহারবিকারা অসেব্যাশ্চ তত্র সমানগুণভূয়িষ্ঠানামন্যপ্রকৃতীনাঞ্চাহারবিকারাণামুপযোগঃ স্যাৎ। তদ্যথা—শুক্রক্ষয়ে ক্ষীরসর্পিষোরুপযোগো মধুরস্নিগ্ধসমাখ্যাতানাঞ্চাপরেষামেব দ্রব্যাণাম্, মূত্রক্ষয়ে পুনরিক্ষুরসবারুণীমণ্ডদ্রবমধুরাম্ললবণোপক্লেদিনাম্, পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষমাষকুষ্কুণ্ডাজমধ্যযবশাকধান্যাম্লানাম্, বাতক্ষয়ে কটুতিক্তকষায়রুক্ষলঘুশীতানাঞ্চ, পিত্তক্ষয়েঽম্ললবণকটুকক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণাণাম্, শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধগুরুমধুরসান্দ্রপিচ্ছিলানাং দ্রব্যাণাম্। কর্ম্মাপি চ যদ্যদ্যস্য ধাতোর্বৃদ্ধিকরং তৎ তদনুসেব্যম্। এবমন্যেষামপি শরীরধাতুগুণানাং সামান্যবিপর্য্যয়াভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথাকালং কার্য্যাবিতি।

যেখানে এই সামান্য লক্ষণানুসারে সমানগুণবিশিষ্ট আহার-বিকারের অপ্রাপ্তি ঘটে, অথবা প্রাপ্ত হইলেও, ব্যবহারের অযোগ্যতা, ঘৃণিত্ব বা অন্য কোন কারণে তাহা ব্যবহার করা না যায়, অথচ সেই ধাতুর যদি বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, সেখানে সেই ধাতুর সমানগুণবিশিষ্ট যাহা অসেব্য আহার-বিকার, সেই আহার-বিকারের সমানগুণবিশিষ্ট অন্যপ্রকৃতিক আহার-বিকারের উপযোগ করিতে হয়। যথা শুক্রক্ষয়ে দুগ্ধ-ঘৃতের এবং মধুর-স্নিগ্ধজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের উপযোগ। মূত্রক্ষয়ে ইক্ষুরস, বারুণীমণ্ড, এবং দ্রব, মধুর, অম্ল, লবণ ও ক্লেদজনক পদার্থের উপযোগ। পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষ (অর্দ্ধস্বিন্ন কলাই), মাষ কলাই, কুষ্কুণ্ড, ছাগদেহের মধ্যভাগ, যব, শাক ও কাঞ্জিকাদি ধান্যাম্লের উপযোগ। বায়ুক্ষয়ে কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্যের উপযোগ। পিত্তক্ষয়ে

অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ পদার্থের উপযোগ। শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর, সান্দ্র ও পিচ্ছিল দ্রব্যের উপযোগ। এবং যে যে কর্ম্ম যে যে ধাতুর বৃদ্ধিকর, তাহাও সেই সেই ধাতুর বৃদ্ধির জন্ত সেবা করা আবশুক। এইরূপে অন্যান্ত শারীর ধাতুসমূহেরও সমানতা ও অসমানতাদ্বারা যথাকালে তাহাদের বৃদ্ধি বা হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বধাতূনামেকৈকশোঽতিদেশতশ্চ বৃদ্ধিহ্রাসকরাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। কাৎস্নেন্য শরীরবৃদ্ধিকরাস্তিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—কালযোগঃ স্বভাবসিদ্ধিরাহারসৌষ্ঠবমবিঘাতশ্চেতি। বলবৃদ্ধিকরাস্তিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—বলবৎপুরুষে দেশে জন্ম বলবৎপুরুষে চ কালে। সুখশ্চ কালযোগো বীজক্ষেত্রগুণসম্পচ্চাহারসম্পচ্চ শরীরসম্পচ্চ সাত্ম্যসম্পচ্চ সত্ত্বসম্পচ্চ স্বভাবসংসিদ্ধিশ্চ যৌবনঞ্চ কর্ম্ম চ সংহর্ষশ্চেতি।

শারীর ধাতুসকলের এক একটির উল্লেখপূর্ব্বক বৃদ্ধি-হ্রাসকর পদার্থসমূহ ব্যাখ্যাত হইল। এইসমস্ত বিষয় সমুদায় শরীরের বৃদ্ধি করিয়া থাকে; যথা,—কালযোগ, স্বভাবসিদ্ধি, আহারের উৎকর্ষ ও অব্যাঘাত। এইসকল বিষয় বলবৃদ্ধিকর; যথা,—যে দেশে বা যে কালে পুরুষ বলবান্ হয় সেই দেশে বা সেই কালে জন্ম, সুখ, কালযোগ, বীজগুণের ও ক্ষেত্রগুণের উৎকর্ষ, আহারের উৎকর্ষ, শরীরের উৎকর্ষ, সাত্ম্যের উৎকর্ষ, সত্ত্বের উৎকর্ষ, স্বভাবসিদ্ধি, যৌবন, কর্ম্ম এবং হর্ষ।

আহারপরিণামকরাস্তিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—উষ্মা, বায়ুঃ, ক্লেদঃ, স্নেহঃ কালঃ, সংযোগশ্চেতি। তত্র তু খল্বেষামুষ্মাদীনামাহারপরিণামকরাণাং ভাবানামিমে কর্ম্মবিশেষা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—উষ্মা পচতি বায়ুরপকর্ষতি, ক্লেদঃ শৈথিল্যমাপাদয়তি, স্নেহো মার্দ্দবং জনয়তি, কালঃ পর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, সংযোগস্ত্বেষাং পরিণামধাতুসাম্যকরঃ সম্পদ্যতে। পরিণামতস্ত্বাহারস্য গুণাঃ শরীরগুণভাবমাপদ্যন্তে যথাস্বমবিরুদ্ধা বিরুদ্ধাশ্চ বিহন্যুর্বিহতাশ্চ বিরোধিভিঃ শরীরম্।

এইসকল বিষয় আহারের পরিপাককারক; যথা,—উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, স্নেহ, কাল ও সংযোগ। এইসমস্ত আহার-পরিপাককারক বিষয়ের এইগুলি বিশেষ কার্য্য, যথা,—উষ্মা পাক করে, বায়ু অপকর্ষণ করে, ক্লেদ শিথিল করে, স্নেহ মৃদুতা জন্মায়, কাল পরিণতি সম্পাদন করে, এবং সংযোগ তাহাদের পরিণতিদ্বারা ধাতুসমূহের সমতা বিধান করে। আহারপরিণতিদ্বারাই আহারের গুণসমূহ অবিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শরীর-ধাতুগুণের সহিত সমান হইলে, শরীরগুণভাব প্রাপ্ত হয়, এবং বিরুদ্ধ হইলে বিরোধী গুণদ্বারা বিহত হইয়া শরীর নষ্ট করে।

শরীরধাতবস্ত্বেবং দ্বিবিধাঃ সংগ্রহেণ মলভূতাঃ প্রসাদভূতাশ্চ। তত্র মলভূতাস্তে শরীরস্য যে বাধকরাঃ স্যুস্তদ্‌যথা শরীরচ্ছিদ্রেষূপদেহাঃ পৃথগ্‌জন্মানো বহির্ম্মুখাঃ পরিপক্বাশ্চ ধাতবঃ। প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যে চান্যেঽপি কেচিৎ শরীরে তিষ্ঠন্তো ভাবাঃ শরীরস্যোপঘাতা-

...... সর্ব্বাংস্তান্ মলান্ সংপ্রচক্ষ্মহে। ইতরাংস্তু প্রসাদাখ্যান্ গুর্ব্বাদীংশ্চ দ্রব্যান্তান্ গুণভেদেন রসাদীংশ্চ শুক্রান্তান্ দ্রব্যভেদেন ॥

শারীর ধাতুসমূহ সংক্ষেপতঃ দুইপ্রকার, মলভূত ও প্রসাদভূত। তন্মধ্যে যেসকল ধাতু শরীরের বাধাজনক, তাহারাই মলভূত। যেমন শরীরছিদ্রজাত মলসমূহ (যেমন কর্ণমল প্রভৃতি)। ইহারা পৃথগ্‌ভাবে জন্মে, বহির্গমনে উন্মুখ এবং পরিপক্ক ধাতু। প্রকুপিত বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা এবং শরীরস্থ অন্যান্য যেসকল পদার্থ শরীরের হানিকর, তাহারাও মলনামে অভিহিত হয়। ইহাভিন্ন অপর সমুদায় ধাতু প্রসাদভূত। গুণভেদে গুরু হইতে দ্রব পর্য্যন্ত গুণসমূহকে, এবং দ্রব্যভেদে রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত দ্রব্যসমূহকে প্রসাদভূত বলা যায়।

তেষাং সর্ব্বেষামেব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো দুষ্টা দূষয়িতারো ভবন্তি দোষস্বাৎ, বাতাদীনাং পুনর্ধাত্বন্তরে কালান্তরে প্রদুষ্টানাং বিবিধাশিতপীতীয়েঽধ্যায়ে বিজ্ঞানান্যুক্তানি। এতাবত্যেব দুষ্টদোষগতির্যাবৎ সংস্পর্শনাচ্ছরীরধাতূনাম্। প্রকৃতিভূতানান্তু খলু বাতাদীনাং ফলমারোগ্যং তস্মাদেষাং প্রকৃতিভাবে প্রযতিতব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ।

দুষ্ট বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা দোষত্ব হেতু ঐ সমস্ত ধাতুর দূষয়িতা হয়। বাতাদি দোষসমূহ ধাত্বন্তরে ও কালান্তরে দূষিত হইলে, তাহাদের যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শারীর ধাতুসমূহের সংস্পর্শন হেতু দুষ্ট দোষসকলের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। প্রকৃতিস্থ বাতাদির ফল আরোগ্য। অতএব বাতাদি প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য বুদ্ধিমানগণের যত্ন করা আবশ্যক।

তত্র শ্লোকঃ

সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্ন্যেন বেদ লোকসুখপ্রদম্ ॥

যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশরীরতত্ত্ব অবগত থাকেন, তিনিই লোকসুখপ্রদ আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন।

তমেবমুক্তবন্তং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। শ্রুতমেতদ্ যদুক্তং ভগবতা শরীরাধিকারে বচঃ। কিন্নু খলু গর্ভস্যাঙ্গং পূর্ব্বমভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ মুখং, কথং বা চান্তর্গতস্তিষ্ঠতি, কিমাহারশ্চ বর্ত্তয়তি, কথম্ভূতশ্চ নিষ্ক্রামতি, কৈশ্চাস্যাহারোপচারৈর্জাতস্য ব্যাধিরভিবর্দ্ধতে, সদ্যো ....কৈঃ, কথঞ্চাস্য দেবাদিপ্রকোপনিমিত্তা বিকারা উপলভ্যন্তে, আয়োঃ কিঞ্চাস্য কালাকালমৃত্যোর্ভগবান্নধ্যবস্যতি, কিঞ্চাস্য পরমায়ুঃ, কানি চাস্য পরমায়ুষো নিমিত্তানীতি ॥

ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ বলিলে, অগ্নিবেশ তাঁহাকে কহিলেন,—আপনি শরীরাধিকারে যেসকল বিষয় বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কুক্ষিমধ্যে গর্ভের কোন্ অঙ্গ অগ্রে উৎপন্ন হয়? অন্তর্গত গর্ভ কোন্ মুখে এবং কি প্রকারে অবস্থিত থাকে? কি আহার করিয়া জীবিত থাকে? কিরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হয়?

কিরূপ আহারদ্বারা জাতসন্তান নীরোগ থাকিয়া বৃদ্ধি পায়? কিরূপ আহার দ্বারা সত্তঃ বিনষ্ট হয়? কিরূপে তাহার দেবাদি-প্রকোপজনিত বিকার সকল উপলব্ধ হয়, অথবা হয় না? তাহার কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বিষয়ে ভগবান্ কিরূপ নিশ্চয় করেন? তাহার পরমায়ুঃ কিরূপ নির্দ্দিষ্ট? এবং পরমায়ুর কারণসকলই বা কি?

তমেবমুক্তবন্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। পূর্ব্বমুক্তমেতদ্গর্ভাবক্রান্তৌ যথায়মভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ। যচ্চাস্য যদা সন্তিষ্ঠতেঽঙ্গজাতম্। বিপ্রতিপত্তিবাদাস্ত্বত্র বহুবিধাঃ সূত্রকারিণামৃষীণাং সন্তি সর্ব্বেষাং তানপি নিবোধোচ্যমানান্। শিরঃ পূর্ব্বমভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষাবিতি কুমারশিরা ভরদ্বাজঃ পশ্যতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠানমিতি, হৃদয়মিতি কাঙ্কায়নো বাহ্লীকভিষক্ চেতনাধিষ্ঠানত্বাৎ, নাভিরিতি ভদ্রকাপ্য আহারাগম ইতি কৃত্বা, পক্বগুদমিতি শৌনকো মারুতাধিষ্ঠানত্বাৎ, হস্তপাদমিতি বড়িশস্তৎকরণত্বাৎ, পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণীতি জনকো বৈদেহস্তান্যস্য বুদ্ধ্যধিষ্ঠানানীতি কৃত্বা, বুদ্ধিপরোক্ষত্বাদচিন্ত্যমিতি মারীচিঃ কশ্যপঃ, সর্ব্বাঙ্গনির্ব্বৃত্তির্যুগপদিতি ধন্বন্তরিঃ। তদুপপন্নং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালাভিনির্ব্বৃত্তত্বাদ্ হৃদয়প্রভৃতীনাম্। সর্ব্বাঙ্গানাং হ্যস্য হৃদয়ং মূলমধিষ্ঠানঞ্চ কেষাঞ্চিদ্ভাবানাং, ন চ তস্মাৎ পূর্ব্বাভিনির্ব্বৃত্তিরেষামস্মাদ্ধৃদয়পূর্ব্বাণাং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালাভিনির্ব্বৃত্তিঃ। সর্ব্বভাবা হ্যন্যোন্যপ্রতিবদ্ধাস্তস্মাদ্যথাভূতদর্শনং সাধু।

অগ্নিবেশ এই সকল প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু তাঁহাকে কহিলেন;—গর্ভ যেরূপে কুক্ষিমধ্যে উৎপন্ন হয়, এবং তাহার যে অঙ্গের যে সময়ে উৎপত্তি হয়, তাহা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়ে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে সূত্রকার ঋষিগণের বহুবিধ বাদ-প্রতিবাদ আছে। সেইসমস্ত বাদ-প্রতিবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মস্তকই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান ইহা দেখিয়া, কুমারশিরা ভরদ্বাজ বলেন কুক্ষিমধ্যে গর্ভের মস্তকই অগ্রে উৎপন্ন হয়। হৃদয় চেতনার অধিষ্ঠান, এইজন্য বাহ্লীক ভিষক্ কাঙ্কায়ন বলেন; হৃদয়ই অগ্রে উৎপন্ন হয়। আহারাগমস্থান বলিয়া, ভদ্রকাপ্য বলেন, নাভি অগ্রে উৎপন্ন হয়। বায়ুর অধিষ্ঠান বলিয়া, শৌনক ঋষি বলেন, পক্বাশয় অগ্রে উৎপন্ন হয়। হস্তপদের করণত্ব হেতু বড়িশ ঋষি বলেন, হস্তপদ অগ্রে জন্মে। বুদ্ধির অধিষ্ঠান বলিয়া, বৈদেহ জনক ঋষি বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহ অগ্রে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির অগোচর বলিয়া মারিচি কশ্যপ বলেন, ইহা অচিন্ত্য, অর্থাৎ কোন্ অঙ্গ অগ্রে উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না। ধন্বন্তরি বলেন, সকল অঙ্গ একসময়েই উৎপন্ন হয়। হৃদয় প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গই বস্তুতঃ এক সময়ে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ধন্বন্তরির মতই যুক্তিযুক্ত। হৃদয় সমুদয় অঙ্গের মূল, এবং কতিপয় ভাবের অধিষ্ঠান। সুতরাং হৃদয়ের পূর্ব্বে কোন অঙ্গই উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব হৃদয়পূর্ব্ব-সর্ব্বাঙ্গই একসময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমেই হৃদয় উৎপন্ন হয়, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অপর সমুদায় অঙ্গ যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু, শরীরের সমুদায় ভাবই পরস্পর প্রতিবদ্ধ; অতএব সর্ব্বাঙ্গের যুগপৎ উৎপত্তিনিরূপণই সঙ্গত।

গর্ভস্তু খলু মাতুঃ পৃষ্ঠাভিমুখ ঊর্দ্ধশিরাঃ সঙ্কুচ্যাঙ্গান্যাস্তে জরায়ুবৃতঃ কুক্ষৌ। ব্যপগতপিপাসাবুভুক্ষস্তু গর্ভঃ পরতন্ত্রবৃত্তির্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্ত-য়ত্যুপস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। গর্ভস্তু সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়বস্তদনন্তরং হ্যস্য লোম-কূপায়নৈরুপস্নেহঃ কশ্চিন্নাভিনাড্যয়নৈঃ। নাভ্যাং হ্যস্য নাড়ীপ্রসক্তা সা নাভ্যাঞ্চামরামরা চাস্য মাতুঃ প্রসক্তা হৃদয়ে, মাতৃহৃদয়ং হ্যস্য তাম-মরামভিসংপ্লবতে শিরাভিঃ স্যন্দমানাভিঃ। স তস্য রসো বলবর্ণকরঃ সম্পদ্যতে। স চ সর্ব্বরসবানাহারঃ স্ত্রিয়াঃ হ্যাপন্নগর্ভায়াঃ ত্রিধা রসঃ প্রতিপদ্যতে স্বশরীরপুষ্টয়ে স্তন্যায় গর্ভবৃদ্ধয়ে চ, স তেনাহারেণোপষ্টব্ধো বর্ত্তয়ত্যন্তর্গতঃ। স চোপস্থিতকালে জন্মনি প্রসূতিমারুতযোগাৎ পরি-বর্ত্ত্যাবাক্‌শিরা নিষ্ক্রামত্যপত্যপথেন [illegible] এষা প্রকৃতির্বিকৃতিরতোহন্যথা পরস্তত এব স্বতন্ত্রবৃত্তির্ভবতি।

কুক্ষিমধ্যে গর্ভ মাতার পৃষ্ঠাভিমুখ ঊর্দ্ধশিরা সঙ্কুচিতাঙ্গ ও জরায়ুসংবৃত হইয়া অবস্থান করে। গর্ভ ক্ষুধা-পিপাসাবর্জ্জিত ও পরাধীনবৃত্তি হইয়া মাতাকে অবলম্বনপূর্ব্বক উপস্নেহ ও উপস্বেদদ্বারা জীবিত থাকে। সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়ব (কোন অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে কোন অঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই তদ্রূপ) গর্ভ তাহার লোমকূপসমূহদ্বারা এবং নাভিনাড়ী দ্বারা উপস্নেহ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঐসমস্ত পথদ্বারা মাতার আহাররসের স্নেহভাগ গর্ভ শরীরে চুয়াইয়া পড়ে। গর্ভের নাভিতে যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে, তাহার নাম অমরা, সেই অমরা নাড়ীর একপ্রান্ত মাতার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মাতার হৃদয় ক্ষরণকারক শিরাসমূহদ্বারা গর্ভের সেই অমরা নাড়ীকে আপ্লুত করে, সেই রসই গর্ভের বল-বর্ণকর হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর সর্ব্বরসবান্ আহারের রস তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, একভাগ দ্বারা তাঁহার নিজের শরীরপোষণ হয়, দ্বিতীয়ভাগ স্তন্যরূপে পরিণত হয়, এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং গর্ভ মাতার আহাররস দ্বারা জীবিত থাকিয়া কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, বায়ুবেগে গর্ভ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধোমুখ হয়, এবং যোনিপথ দ্বারা [illegible] হয়। ইহাই [illegible], ইহার অন্যথা ঘটিলে, তাহাকে বিকৃতি কহে। প্রসবের পর [illegible] গর্ভ স্বাধীনবৃত্তি হয়, অর্থাৎ আহার বিহারাদি স্বেচ্ছানুসারে করিয়া থাকে।

[illegible]াহারোপচারৌ জাতিসূত্রীয়োপদিষ্টাববিকারকরৌ চাভিবৃদ্ধি-করৌ ভবতঃ। তাভ্যামেব সেবিতাভ্যাং বিষমাভ্যাং জাতঃ সদ্য উপহন্যতে তরুরিবাচিরব্যপরোপিতো বাতাতপাভ্যামপ্রতিষ্ঠিতমূলঃ। আপ্তোপ-দেশাদদ্ভুতরূপদর্শনাৎ সমুত্থাননিদানচিকিৎসিতবিশেষাচ্চ দোষপ্রকোপ-লিঙ্গিতাশ্চ বিকারাঃ সমুপলভ্যন্তে॥

জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে যেসকল আহারোপচার উপদিষ্ট হইবে, সেইসকল আহারোপ-চার জাতসন্তানের অবিকার কর ও বৃদ্ধিজনক। অচিররোপিত ও অদৃঢ়মূল তরু যেমন বাতাতপদ্বারা সদ্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জাতসন্তানের আহারোপচার বিষমভাবে সেবিত হইলে, সেই শিশুও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আপ্তোপদেশ, অদ্ভুত রূপদর্শন, এবং সেই সেই রোগের

নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা বিশেষদ্বারা, দোষপ্রকোপের অনুরূপ দেবাদি প্রকোপজনিত বিকার সমূহেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কালাকালমৃত্যোস্তু ভাবাভাবয়োরিদমধ্যবসিতং নঃ। যঃ কশ্চিন্মৃ-ম্রিয়তে সর্ব্বঃ কাল এব স ম্রিয়তে ন হি কালচ্ছিদ্রমস্তীত্যেকে ভাষন্তে। তচ্চাসম্যঙ্‌ ন হ্যচ্ছিদ্রতা বা কালস্যোপপদ্যতে কালস্বলক্ষণভাবাৎ।

কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বসম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয় এই যে;—অনেকে বলেন, যে কেহ যখন মরে, সে কালেই মরে; যেহেতু কালের অবিচ্ছেদবশতঃ কখনই অকাল-মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কারণ কালের স্বলক্ষণ স্বভাবানুসারে তাহার অচ্ছিদ্রতাও উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ নিয়ত চক্রবদ্‌ ভ্রমণলক্ষণত্ব হেতু কালকে সচ্ছিদ্র (সাবকাশ), এবং ঋতু-মাস-পক্ষ-দিন-রাত্রি প্রভৃতি বিভাগবশতঃ অচ্ছিদ্রও (অবিচ্ছিন্ন) বলা যাইতে পারে না।

তথাহুরপরে যো যদা ম্রিয়তে স সস্য নিয়তো মৃত্যুকালঃ স সর্ব্ব-ভূতানাং সত্যঃ সমক্রিয়ত্বাদিতি। তদপি চান্যথার্থগ্রহণং ন হি কশ্চিন্ন ম্রিয়ত ইতি সমক্রিয়ঃ, কালঃ পুনরায়ুষঃ প্রমাণমধিকৃত্যোচ্যতে। যস্য চেষ্টং যো যদা ম্রিয়তে তস্য স নিয়তো মৃত্যুকাল ইতি। তস্য সর্ব্বে ভাবা যথাস্বং নিয়তকালা ভবিষ্যন্তি। তচ্চ নোপপদ্যতে প্রত্যক্ষং হ্যকালা-হারবচনকর্ম্মণাং ফলমনিষ্টং বিপর্য্যয়ে চেষ্টম্‌। প্রত্যক্ষতশ্চোপলভ্যতে খলু কালাকালযুক্তিস্তাসু তাস্ববস্থাসু তং তমর্থমভিসমীক্ষ্য। তদ্যথা কালোঽয়মস্য তু ব্যাধেরাহারস্যৌষধস্য প্রতিকর্ম্মণো বিসর্গস্যাকালো বা। লোকেঽপ্যেতদ্ভবতি কালে দেবো বর্ষত্যকালে বর্ষতি, কালে শীতমকালে শীতং, কালে তপত্যকালে তপতি, কালে পুষ্পফলমকালে চ পুষ্পফল-মিতি। তস্মাদুভয়মস্তি কালে মৃত্যুরকালে চ নৈকান্তিকমত্র। যদি হ্যকালে মৃত্যুর্ন স্যান্নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাৎ।

অপর কেহ কেহ বলেন, যে যখন মরে, সেই তাহার মৃত্যুকাল। কাল সমক্রিয়, সুতরাং সত্য অর্থাৎ প্রকৃতার্থকারী। ইহাও প্রকৃত জ্ঞানের কথা নহে। কাল কাহাকেও মারে না, এইজন্যই সে সমক্রিয় ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ আয়ুর পরিমাণ অধিকার করিয়াই কালশব্দ অভিহিত হয়। যাঁহারা বলেন, "যে যখন মরে, সেই তাহার নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকাল," তাঁহাদের মতে সকল পদার্থই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালস্থায়ী ইহাই উপপন্ন হয়। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু অকালে আহার বাক্য ও কর্ম্মের ফল অনিষ্ট, এবং তাহার বিপর্য্যয়ের ফল ইষ্ট ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিলেও কালাকাল যুক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যেমন, এই ব্যাধির এই কাল বা অকাল, এই আহারের এই কাল বা অকাল, এই ঔষধের এই কাল বা অকাল, এই চিকিৎসার এই কাল বা অকাল, এই মোক্ষযুক্তির এই কাল বা অকাল। লোকেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেবতা কালে বর্ষণ করিতেছেন অথবা অকালে বর্ষণ করিতেছেন,

কালে শীত হইতেছে বা অকালে শীত হইতেছে, কালে তাপ হইতেছে, বা অকালে তাপ হইতেছে, এবং কালে ফুল ও ফল হইতেছে অথবা অকালে ফুল ও ফল হইতেছে। অতএব কালে মৃত্যু ও অকালে মৃত্যু উভয়ই আছে, ইহার মধ্যে কোনটির একান্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। যদি অকালে মৃত্যু না হইত, তবে সকলের আয়ুই নির্দ্দিষ্ট-কাল-পরিমিত হইত।

এবং গতে হিতাহিতজ্ঞানমকারণং স্যাৎ প্রত্যক্ষানুমানোপদেশাশ্চাপ্রমাণীস্যুর্যে প্রমাণভূতাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু যৈরায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চোপলভ্যতে। বাগ্বস্তুমাত্রমেতদ্বাদমৃষয়ো মন্যন্তে নাকালে মৃত্যুরস্তীতি। বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে তস্য নিমিত্তং প্রকৃতিগুণাত্মসম্পৎসাত্ম্যোপসেবনঞ্চেতি।

সকল আয়ুই নির্দ্দিষ্ট-কালপরিমিত হইলে, হিতাহিতজ্ঞান অকারণ হইয়া পড়ে, এবং যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপদেশ সর্ব্বতন্ত্রেই প্রমাণস্বরূপ, যাহাদ্বারা আয়ুর হিতকর ও অহিতকর বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই প্রত্যক্ষ অনুমান-উপদেশও অপ্রমাণ হইয়া যায়। অতএব "অকালে মৃত্যু নাই" এই বাদকে ঋষিগণ বাগ্‌বস্তুমাত্র অর্থাৎ নিরর্থক কথামাত্র বিবেচনা করেন। এই কলিকালে আয়ুর পরিমাণ একশত বৎসর। প্রকৃতির অর্থাৎ উৎপাদক শুক্র-শোণিতের উৎকর্ষ, আত্মার উৎকর্ষ এবং সাত্ম্যসেবা, এইগুলি নির্দ্দিষ্ট আয়ুভোগের কারণ।

তত্র শ্লোকাঃ

শরীরং যদ্ যথা তচ্চ বর্ত্ততে ক্লিষ্টমাময়ৈঃ।
যথা ক্লেশং বিনাশঞ্চ যাতি যে চাস্য ধাতবঃ॥
বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথা চৈষাং ক্ষীণানামৌষধঞ্চ যৎ।
দেহবৃদ্ধিকরা ভাবা বলবৃদ্ধিকরাশ্চ যে॥
পরিণামকরা ভাবা যা চ তেষাং পৃথক্ ক্রিয়া
মলাখ্যাঃ সম্প্রসাদাখ্যা ধাতবঃ প্রশ্ন এব চ॥
নবকো নির্ণয়শ্চাস্য বিধিবৎ সম্প্রকাশিতঃ।
তথ্যঃ শরীরবিচয়ে শারীরে পরমর্ষিণা॥

শরীরের স্বরূপনির্ণয়, যেরূপে শরীর নীরোগ থাকে, যাহাদ্বারা শরীর রোগক্লিষ্ট হইয়া ক্লেশ বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, শরীরস্থ ধাতুসমূহ, যেরূপে ধাতুসকলের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, ক্ষীণ ধাতুর ঔষধ, দেহবৃদ্ধিকর ও বলবৃদ্ধিকর পদার্থসমূহ, পরিপাককারক পদার্থসকল, পরিপাককারক পদার্থসকলের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, মলসংজ্ঞক ও প্রসাদসংজ্ঞক ধাতুসমূহ, নয়টি প্রশ্ন, এবং সেইসকল প্রশ্নের যথাযথ নির্ণয়, এইসমস্ত বিষয়ের তথ্য, এই শরীরবিচয় শারীর অধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
শরীরবিচয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে শরীরবিচয় নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শরীরসংখ্যা নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা শরীরসংখ্যা নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব।

শরীরসঙ্খ্যামবয়বশঃ কৃৎস্নং শরীরং প্রবিভজ্য সর্ব্বশরীরসঙ্খ্যান-প্রমাণজ্ঞানহেতোর্ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ।

অবয়বানুসারে সমস্ত শরীর বিভাগ করিয়া সমুদায় শরীরের সংখ্যাপরিমাণ জানিবার জন্ত অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়কে শরীরসংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। শৃণু মত্তোঽগ্নিবেশ! সর্ব্বং শরীরমভি-সংচক্ষাণাদ্ যথাপ্রশ্নমেকমনাঃ। যথাবচ্ছরীরে ষট্ ত্বচস্তদ্‌যথা—উদক-ধরা ত্বগ্ বাহ্যা, দ্বিতীয়া ত্বগসৃগ্ধরা, তৃতীয়া সিধ্মকিলাসসম্ভবাধিষ্ঠানা, চতুর্থী কুষ্ঠসম্ভবাধিষ্ঠানা, পঞ্চমী অলজীবিদ্রধীসম্ভবাধিষ্ঠানা, ষষ্ঠী তু সা যস্যাং ছিন্নায়াং তাম্যত্যন্ধ ইব চ তমঃ প্রবিশতি যাং চাপ্যধিষ্ঠায়াংরূংষি জায়ন্তে পর্ব্বসন্ধিষু কৃষ্ণরক্তানি স্থূলমূলানি দুশ্চিকিৎস্যতমানি চেতি, ষট্ ত্বচ এতাঃ ষড়ঙ্গং শরীরমবতত্য তিষ্ঠন্তি।

তত্রায়ং শরীরস্যাঙ্গবিভাগঃ তদ্‌যথা—দ্বৌ বাহূ দ্বে সক্‌থিনী শিরো-গ্রীবমন্তরাধিরিতি ষড়ঙ্গমঙ্গম্।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন; হে অগ্নিবেশ! আমি তোমার প্রশ্ন অনুসারে সর্ব্ব শরীরের বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। শরীরে ছয়টি ত্বক্ আছে; যথা। বাহ্য ত্বক্ উদক ধরা, দ্বিতীয় ত্বক্ অসৃগ্ ধরা, তৃতীয় ত্বক্ সিধ্ম ও কিলাস-রোগের উৎপত্তিস্থান, চতুর্থ ত্বক্ কুষ্ঠরোগের জন্মস্থান, পঞ্চম ত্বক্ অলজী ও বিদ্রধি রোগের আশ্রয়স্থান, তাহার পরে ষষ্ঠ ত্বক্, এই ত্বক্ ছিন্ন হইলে লোকে মূর্চ্ছিত হয়, এবং অন্ধের ন্যায় অন্ধকার দর্শন করে; এই ত্বক্ আশ্রয় করিয়াই পর্ব্বসন্ধিস্থলে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ স্থূলমূল দুশ্চিকিৎস্যতম ব্রণ সকল উৎপন্ন হয়। এই ছয়প্রকার ত্বক্ ষড়ঙ্গশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। ষড়ঙ্গ শরীরের অঙ্গ বিভাগ যথা;—দুইটি বাহু, দুইটি পদ, মস্তক ও গ্রীবা একটি, এবং মধ্যদেহ একটি, এইরূপে অঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত।

ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্যস্থ্নাং সহ দন্তোলূখলনখৈঃ। তদ্‌যথা,—দ্বাত্রিংশদ্দন্তোলূখলানি, দ্বাত্রিংশদ্দন্তাঃ, বিংশতির্নখাঃ, বিংশতিঃ পাণিপাদ-শলাকাঃ, চত্বার্য্যধিষ্ঠানান্যাসাং, চত্বারি পাণিপাদপৃষ্ঠানি, ষষ্টিরঙ্গুল্যস্থীনি, দ্বে পার্ষ্ণ্যোর্দ্বে কূর্চ্চাধশ্চত্বারঃ পাণ্যোর্মণিকাশ্চত্বারঃ পাদয়োগুল্‌ফাঃ, চত্বার্য্যরত্ন্যোরস্থীনি চত্বারি জঙ্ঘয়োর্জানুনোর্দ্বে কূর্পরয়োর্দ্বে ঊর্ব্বোর্দ্বে

বাহ্বোঃ সাংসয়োঃ, দ্বাবক্ষকৌ, দ্বে তালুনি, দ্বে শ্রোণিফলকে, একং ভগাস্থি, পুংসাং মেঢ্রাস্থি, একং ত্রিকসংশ্রিতমেকং গুদাস্থি, পৃষ্ঠগতানি পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চদশাস্থীনি গ্রীবায়াং, দ্বে জত্রুণ্যেকং হন্বস্থি, দ্বে হনুমূলবন্ধনে, দ্বে ললাটে, দ্বে অক্ষোর্দ্বে দ্বে গণ্ডয়োর্নাসিকায়াং ত্রীণি ঘোণাখ্যানি, দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চতুর্ব্বিংশতিশ্চতুর্ব্বিংশতিঃ পঞ্জরাস্থীনি চ পার্শ্বকানি তাবন্তি চৈষাং স্থালিকান্যর্ব্বুদাকারাণি, তানি দ্বিসপ্ততির্দ্বৌ শঙ্খকৌ, চত্বারি শিরঃকপালানি বক্ষসি সপ্তদশেতি ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্যস্থ্নামিতি।

দন্ত, উদূখল (দন্তের অবস্থিতি স্থান) ও নখ লইয়া, সর্ব্বসমেত ৩৬০ তিনশত ষাটখানি অস্থি সর্ব্বশরীরে আছে। যথা,—দন্তের উদূখল বত্রিশটি, দন্ত বত্রিশটি, নখ কুড়িখানি, হস্ত ও পদের শলাকা কুড়িটি, ঐসকল শলাকার আশ্রয়স্থান চারিটি, হস্ত ও পদের পৃষ্ঠাস্থি চারিখানি, অঙ্গুলির অস্থি ষাট্ খানি. পাষ্ণি ছইখানি, কূর্চ্চাধঃ ছুই খানি, হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধাস্থি চারিখানি, পদদ্বয়ের গুল্ফাস্থি চারিখানি, অরত্নি অর্থাৎ প্রকোষ্ঠদেশে চারিখানি, জঙ্ঘাদ্বয়ে চারিখানি, জানুদ্বয়ে ছুইখানি, কূর্পরদ্বয়ে ছুইখানি, উরুদ্বয়ে ছুইখানি, বাহুদ্বয়ে ছুইখানি, অংসদ্বয়ে ছুইখানি, অক্ষক অস্থি ছুইখানি, তালুর অস্থি ছুইখানি, শ্রোণিফলক ছুইখানি, ভগাস্থি বা পুরুষের মেঢ্রাস্থি একখানি, ত্রিকস্থানে একখানি, গুহ্যদেশের অস্থি একখানি, পৃষ্ঠগত অস্থি পঁয়ত্রিশখানি, গ্রীবাদেশের অস্থি পঞ্চদশখানি, জত্রুস্থানে একখানি, হনুর অস্থি ছুইখানি, হনু মূল্যের বন্ধনাস্থি ছুইখানি, চক্ষুদ্বয়ে ছুইখানি, গণ্ডদ্বয়ে ছুইখানি, নাসিকায় ঘোণানামক অস্থি তিনখানি, পার্শ্বদ্বয়ে চব্বিশখানি, পঞ্জরে পার্শ্বকাস্থি অর্ব্বুদাকৃতি চব্বিশখানি, এইরূপে পার্শ্বদেশে বায়াত্তরখানি অস্থি; শঙ্খদ্বয়ে ছুইখানি, মস্তকের কপালাস্থি চারিখানি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশখানি, সর্ব্বসাকল্যে তিনশত ষাট্ খানি অস্থিসংখ্যা।

পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি, তদ্‌যথা ত্বগ্‌জিহ্বা নাসিকাক্ষিণী কর্ণা চ। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, তদযথা স্পর্শনং রসনং ঘ্রাণং দর্শনং শ্রোত্রমিতি। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদযথা হস্তৌ পাদৌ পায়ুরুপস্থো জিহ্বা চেতি।

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পাঁচটি; যথা,—ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয়। বুদ্ধিন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, পায়ু (গুহ্যদ্বার), উপস্থ (লিঙ্গ বা যোনি) ও জিহ্বা (বাগিন্দ্রিয়)।

হৃদয়ং চেতনাধিষ্ঠানমেকম্। দশ প্রাণায়তনানি, তদ্‌যথা—মূর্দ্ধা কণ্ঠো হৃদয়ং নাভির্গুদো বস্তিরোজঃ শুক্রং শোণিতং মাংসমিতি। তেষু ষট্ পূর্ব্বাণি মর্ম্মসংখ্যাতানি। পঞ্চদশ কোষ্ঠাঙ্গানি, তদ্‌যথা নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বৃক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধারশ্চামাশয়শ্চ পক্কাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রঞ্চ স্থূলান্ত্রঞ্চ বপাবহনঞ্চেতি।

চেতনাধিষ্ঠান হৃদয় একটি। প্রাণায়তন দশটি; যথা,—মূর্দ্ধা, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, গুহ্যদেশ, বস্তি, ওজঃ, শুক্র, শোণিত, ও মাংস। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ মূর্দ্ধা হইতে

বস্তি পর্য্যন্ত ছয়টি মর্ম্ম নামে অভিহিত। কোষ্ঠাঙ্গ পঞ্চদশটি; যথা, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, বস্তি (মূত্রাশয়), মলাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, ও বসাবহ স্রোতঃ।

ষট্‌পঞ্চাশৎ প্রত্যঙ্গানি ষট্‌স্বঙ্গেষুপনিবদ্ধানি যান্যপরিসংখ্যাতানি পূর্ব্বমঙ্গেষু পরিসংখ্যায়মানেষু, তান্যন্যঃ পর্য্যায়ৈরিহ প্রকাশ্য ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—দ্বে জঙ্ঘাপিণ্ডিকে দ্বে ঊরুপিণ্ডিকে দৌ স্ফিচৌ দ্বৌ বৃষণাবেকং শেফঃ দ্বে উখে দ্বৌ বঙ্ক্ষণৌ দ্বৌ কুকুন্দরাবেকং বস্তিশীর্ষমেকমুদরং দ্বৌ স্তনৌ দ্বৌ ভুজৌ দ্বে বাহুপিণ্ডিকে চিবুকমেকং দ্বাবোষ্ঠৌ দ্বে স্বক্কণ্যৌ দ্বৌ দন্তবেষ্টকাবেকং তালু একা গলশুণ্ডিকা দ্বে উপজিহ্বিকে একা গোজিহ্বিকা দৌ গণ্ডৌ দ্বে কর্ণশষ্কুলিকে দ্বৌ কর্ণপুত্রকৌ দ্বে অক্ষিকূটে চত্বার্য্যক্ষিবর্ত্মানি দ্বে অক্ষিকনীনিকে দ্বে ভ্রুবাবেকমবটু চত্বারি পাণিপাদহৃদয়ানি নব মহান্তি ছিদ্রাণি সপ্ত শিরসি দ্বে চাধঃ।

যে ছাপ্পান্ন প্রকার প্রত্যঙ্গ ষড়ঙ্গ শরীরে উপনিবদ্ধ আছে, পূর্ব্বে অঙ্গসংখ্যানির্দ্দেশ সময়ে, তাহা বলা হয় নাই। সেই সমস্ত প্রত্যঙ্গ অন্য পর্য্যায়দ্বারা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—জঙ্ঘাপিণ্ডিকা দুইটি, ঊরুপিণ্ডিকা দুইটি, স্ফিক্ দুইটি, বৃষণ দুইটি, লিঙ্গ একটি, উখ অর্থাৎ কক্ষপার্শ্বের নিম্নভাগ দুইটি, বঙ্ক্ষণ দুইটী, কুকুন্দর দুইটি, বস্তিশিরঃ একটি, উদর একটি, স্তন দুইটি, ভুজ দুইটি, বাহুপিণ্ডিকা দুইটি, চিবুক একটি, ওষ্ঠ দুইটি, স্বক্কণী দুইটি, দন্তবেষ্ট দুইটি, তালু একটি, গলশুণ্ডিকা (গলনলী) একটি, উপজিহ্বিকা দুইটি, গোজিহ্বিকা একটি, গণ্ড দুইটি, কর্ণশষ্কুলী দুইটি, কর্ণপুত্রক দুইটি, অক্ষিকূট দুইটি, নেত্রবর্ত্ম চারিটি, নেত্রকনীনিকা দুইটি, ভ্রূ দুইটি, অবটু (ঘাড়) একটি, পাণিতল ও পাদতল সমুদায়ে চারিটি, মহাছিদ্র নয়টি, তন্মধ্যে মস্তকে সাতটি (নেত্রছিদ্র ২, কর্ণছিদ্র ২, নাসিকাছিদ্র ২, মুখ ১) অধোদেশে দুইটি (লিঙ্গ বা যোনি ১, গুহ্যদ্বার ১)।

এতাবদ্দৃশ্যং শক্যমপি নির্দ্দেষ্টুমনির্দ্দেশ্যমতঃপরং তর্ক্যমেব। তদ্‌যথা,—নব স্নায়ুশতানি সপ্ত শিরাশতানি দ্বে ধমনীশতে পঞ্চ পেশীশতানি সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং দ্বে পুনঃ সন্ধিশতে ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি নব চ শতানি ষট্‌পঞ্চাশৎসহস্রাণি শিরাধমনীনামণুশঃ প্রবিভজ্যমানানাং মুখাগ্রপরিমাণম্, তাবন্তি চৈব কেশশ্মশ্রুলোমানীত্যেতদ্ যথাবদ্ যৎ সংখ্যাতং ত্বক্‌প্রভৃতি দৃশ্যমতঃপরং তর্ক্যম্। একে তদুভয়মপি ন বিকল্পয়ন্তে প্রকৃতিভাবাচ্ছরীরস্য।

এইসকল প্রত্যঙ্গ দৃশ্য, সুতরাং ইহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অদৃশ্য অবয়ব অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করিতে হয়। যথা,—স্নায়ু নয়শত, শিরা সাত শত, ধমনী দুইশত, পেশী পাঁচশত, মর্ম্ম একশত সাতটি, সন্ধিস্থান দুইশত; শিরা ও ধমনীসকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিভাগ করিলে তাহাদের মুখাগ্র পরিমাণ সমুদায়ে ত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত হইয়া থাকে। কেশ, শ্মশ্রু এবং লোমসমূহের পরিমাণও ঐরূপ। এইরূপে ত্বক্

প্রভৃতি দৃশ্য প্রত্যঙ্গ সকলের সংখ্যা যথাযথ নির্দ্দেশ করা হইল; ইহা ভিন্ন অদৃশ্য অবয়ব সমূহের পরিমাণ অনুমানগ্রাহ্য। কেহ কেহ শরীরের প্রকৃতিভাববশতঃ দৃশ্য ও তর্ক্য উভয়-বিধ প্রত্যঙ্গেরই সংখ্যা কল্পনা করেন না।

যৎ ত্বঞ্জলিসঙ্খ্যেয়ং তদুপদেক্ষ্যামঃ, তৎপরং প্রমাণমভিজ্ঞেয়ং তচ্চ বৃদ্ধিহ্রাসযোগি তর্ক্যমেব। তদ্‌যথা দশোদকস্যাঞ্জলয়ঃ শরীরে স্বেনাঞ্জলিপ্রমাণেন যৎ তু প্রচ্যবমানং পুরীষমনুবধ্নাত্যতিযোগেন তথা মূত্রং রুধিরমন্যাংশ্চ শরীরধাতূন্‌, যৎ তু সর্ব্বশরীরচরং বাহ্যত্বগ্‌ বিভর্ত্তি যৎ ত্বগন্তরে ব্রণগতং লসীকাশব্দং লভতে যচ্চোষ্মণানুবন্ধ লোমকূপেভ্যো নিষ্পতৎ স্বেদশব্দমবাপ্নোতি তদুদকং দশাঞ্জলিপ্রমাণম্‌। নবাঞ্জলয়ঃ পূর্ব্বস্যাহারপরিণামধাতোর্যদ্রসমিত্যাচক্ষতে। অষ্টৌ শোণিতস্য, সপ্ত পুরীষস্য, ষট্‌ শ্লেষ্মণঃ, পঞ্চ পিত্তস্য, চত্বারো মূত্রস্য, ত্রয়ো বসায়াঃ দ্বৌ মেদস, একো মজ্জ্ঞঃ, মস্তিষ্কস্য অর্দ্ধাঞ্জলিঃ, শুক্রস্য তাবদেব প্রমাণং, তাবদেব শ্লেষ্মণশ্চৌজস ইত্যেতচ্ছরীরতত্ত্বমুক্তম্‌।

অঞ্জলিপরিমাণদ্বারা যেসকল পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহারও উপদেশ করিতেছি। কারণ, সেইসকল পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিতে পারে, সুতরাং তাহাদের পরিমাণ অবগত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই অঞ্জলিপরিমাণ অনুমানজ্ঞেয়। যথা,—শরীরে স্ব স্ব অঞ্জলি পরিমাণে দশ অঞ্জলি জল আছে। যে জল বর্দ্ধিত হইলে ক্ষরিত হইয়া, পুরীষ, মূত্র, রক্ত ও অন্যান্য শরীরধাতুর সহিত মিশ্রিত হয়; যাহা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া বাহ্য ত্বকের পোষণ করে; যাহা ত্বকের অভ্যন্তরে ব্রণগত হইয়া লসীকা নামে অভিহিত হয়; যাহা উষ্মার সহিত সংযুক্ত হইলে লোমকূপ সমূহ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া স্বেদ নাম প্রাপ্ত হয়; সেই জল দশ-অঞ্জলিপরিমিত। আহারপরিণামের প্রথম ধাতু যাহা রস নামে অভিহিত, তাহার পরিমাণ নয় অঞ্জলি। রক্তের পরিমাণ আট অঞ্জলি, পুরীষের পরিমাণ সাত অঞ্জলি, শ্লেষ্মার পরিমাণ ছয় অঞ্জলি, পিত্তের পরিমাণ পাঁচ অঞ্জলি, মূত্রের পরিমাণ চারি অঞ্জলি, বসার পরিমাণ তিন অঞ্জলি, মেদোধাতুর পরিমাণ দুই অঞ্জলি, মজ্জার পরিমাণ এক অঞ্জলি, মস্তিষ্কের পরিমাণ অর্দ্ধাঞ্জলি এবং শুক্রের ও ওজোনামক শ্লেষ্মার পরিমাণও অর্দ্ধাঞ্জলি। শারীর পদার্থের সংখ্যাতত্ত্ব এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

তত্রযদ্বিশেষতঃ স্থূলং স্থিরং মূর্ত্তিমদ্‌ গুরুখরকঠিনমঙ্গং নখাস্থিদন্তমাংসচর্ম্মবর্চ্চঃকেশশ্মশ্রুলোমকণ্ডরাদি তৎ পার্থিবং গন্ধো ঘ্রাণঞ্চ। যদ্‌ দ্রবসরমন্দস্নিগ্ধমৃদুপিচ্ছিলং রসরুধিরবসাকফপিত্তমূত্রস্বেদাদি তদাপ্যং রসো রসনঞ্চ। যৎ পিত্তমুষ্মা চ যো যা চ ভাঃ শরীরে তৎ সর্ব্বমাগ্নেয়ং রূপং দর্শনঞ্চ। যদুচ্ছ্বাস-প্রশ্বাসোন্মেষনিমেষাকুঞ্চনপ্রসারণ-গমনপ্রেরণ-ধারণাদি তদ্বায়বীয়ং স্পর্শঃ স্পর্শনঞ্চ। যদ্বিবিক্তমুচ্যতে মহান্তি চাণূনি চ স্রোতাংসি তদান্তরীক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ। যৎ প্রযোক্তৃ তত্তৎ প্রধানং বুদ্ধির্মনশ্চেতি শরীরাবয়বসংখ্যা যথাস্থূলভেদেনাবয়বানাং নির্দ্দিষ্টা।

এইসকল শারীর পদার্থের মধ্যে যেসকল পদার্থ বিশেষরূপে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমান্, গুরু, খর ও কঠিন, যথা,—নখ, অস্থি, দন্ত, মাংস, চর্ম্ম, পুরীষ, কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও কণ্ডরাদি, তৎসমুদায় পদার্থ পার্থিব। শরীরস্থ গন্ধ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও পার্থিব পদার্থ। রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র ও স্বেদাদি যেসকল পদার্থ দ্রব, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল, তৎসমস্ত পদার্থ জলীয়। রস এবং রসনেন্দ্রিয়ও জলীয় পদার্থ। শরীরে যে পিত্ত, যে উষ্মা ও যে প্রভা, তৎসমুদায় আগ্নেয় পদার্থ। রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ও আগ্নেয় পদার্থ। উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন, প্রেরণ ও ধারণাদি, বায়বীয় পদার্থ। স্পর্শ এবং স্পর্শনেন্দ্রিয়ও বায়বীয়। শরীরের ছিদ্রসমূহ এবং মহৎ ও ক্ষুদ্র স্রোতঃসকল আন্তরীক্ষ পদার্থ। শব্দ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও আন্তরীক্ষ। যাহা শরীরাবয়বের প্রয়োজক কর্ত্তা, তাহা প্রধান; যথা মনঃ ও বুদ্ধি। অবয়বসমূহের মোটামুটি বিভাগ করিয়া, শরীরাবয়বের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল।

শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্তি, অতিবহুত্বাদতি-সৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ। তেষাং সংযোগবিভাগে পরমাণূনাং কারণং বায়ুঃ কর্ম্ম স্বভাবশ্চ। তদেতচ্ছরীরসংখ্যাতমনেকাবয়বং দৃষ্টমেকত্বেন সঙ্গসংখ্যাতম্ পৃথক্ত্বেনাপবর্গঃ। তত্র প্রধানমসক্তং সর্ব্বসত্তানিবৃত্তৌ নিবর্ত্তত ইতি।

অতিবহুত্ব, অতিসূক্ষ্মত্ব ও অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু, পরমাণুভেদে শরীরাবয়ব সকল অপরি-সংখ্যেয়। সেইসকল পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ বিষয়ে, বায়ু কর্ম্ম ও স্বভাব কারণ। এই শরীরসংজ্ঞক অনেক অবয়ব একত্বরূপে দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ অনেক-অবয়বসমষ্টি শরীরকে একটি পদার্থ বিবেচনা করিলে, তাহা সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তির কারণ বলিয়া অভিহিত হয়, এবং সমস্ত অবয়ব পৃথক্ বলিয়া অবগত হইলে, তাহা মোক্ষের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত সত্তার নিবৃত্তি হইলে, শরীরস্থ প্রধান পদার্থ জীবাত্মা অসক্ত অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তত্র শ্লোকৌ।

শরীরসংখ্যাং যো বেদ সর্ব্বাবয়বশো ভিষক্।
তদজ্ঞাননিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতে॥
অমূঢ়ো মোহমূলৈশ্চ ন দোষৈরভিভূয়তে।
নির্দ্দোষো নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ প্রশাম্যত্যপুনর্ভবঃ॥

যে ভিষক্ শরীরসংখ্যার বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হন, তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অজ্ঞানতা জন্য মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না; এবং সেই মোহশূন্য ভিষক্ মোহমূলক দোষেও অভিভূত হন্ না। নির্দ্দোষ নিস্পৃহ ও সর্ব্বকর্ম্মে শান্ত হইতে পারিলে, তাঁহার পুনর্জন্মও নিবারিত হয়।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
শরীরসংখ্যা নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে শরীরসংখ্যা নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জাতিসূত্রীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা জাতিসূত্রীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব।

স্ত্রীপুরুষয়োরব্যাপন্নশুক্রশোণিতযোনিগর্ভাশয়য়োঃ শ্রেয়সীং প্রজামিচ্ছতোস্তন্নির্ব্বৃত্তিকরং কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ। অথাপ্যেতৌ স্ত্রীপুরুষৌ স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্য বমনবিরেচনাভ্যাং সংশোধ্য ক্রমাৎ প্রকৃতিমাপাদয়েৎ, সংশুদ্ধৌ চাস্থাপনানুবাসনাভ্যামুপাচরেদুপাচরেচ্চ মধুরৌষধসংস্কৃতাভ্যাং ঘৃতক্ষীরাভ্যাং পুরুষং স্ত্রিয়ন্তু তৈলমাষাভ্যাম্। ততঃ পুষ্পাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমাসীত ব্রহ্মচারিণ্যধঃশায়িনী পাণিভ্যামন্নমজর্জ্জরপাত্রে ভুঞ্জানা ন চ কাঞ্চিদেব মৃজামাপদ্যেত॥

যে পুরুষের শুক্র অদুষ্ট, এবং যে স্ত্রীর শোণিত যোনি ও গর্ভাশয় অদুষ্ট, তাহারা উৎকৃষ্ট সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করিলে, যেসকল কর্ম্মদ্বারা উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার উপদেশ করিতেছি। সেই স্ত্রীপুরুষকে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক, বমন বিরেচন দ্বারা সংশোধিত করিয়া, যথাক্রমে তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবে। তৎপরে আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তাহার পর জীবনীয়গণোক্ত মধুর-ঔষধসমূহের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধ পাক করিয়া পুরুষকে এবং ঐসকল ঔষধের সহিত তিল ও মাষকলাই পাক করিয়া স্ত্রীকে সেবন করাইবে। তৎপরে সেই স্ত্রীর ঋতু হইলে, ঋতুর প্রথম তিন দিন মৈথুন ত্যাগ করিবে, ভূমিতলে শয়ন করিবে, করতলে বা অজর্জ্জর পাত্রে ভোজন করিবে, এবং গাত্রমার্জ্জনাদি পরিত্যাগ করিবে।

ততশ্চতুর্থেঽহন্যেনামুৎসাদ্য সশিরস্কং স্নাপয়িত্বা শুক্লানি বাসাংস্যাচ্ছাদয়েৎ পুরুষঞ্চ। ততঃ শুক্লবাসসৌ চ স্রগ্বিণৌ সুমনসাবন্যোন্যমভিকামৌ সংবসেতামিতি ব্রূয়াৎ। স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষ্বহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ তাবযুগ্মেষু দুহিতৃকামৌ।

চতুর্থ দিনে সেই স্ত্রীকে হরিদ্রাদি উৎসাদন দ্রব্য মর্দ্দন করাইয়া, সশিরস্ক অর্থাৎ আমস্তক স্নান করাইবে, এবং শুভ্র বসন পরিধান করাইবে। পুরুষকেও ঐরূপ উৎসাদন স্নান ও শুক্ল বস্ত্র পরিধান করাইতে হইবে। তারপর সেই স্ত্রীপুরুষকে, শুক্ল বসন পরিধান ও মাল্য ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে পরস্পর সঙ্গমোৎসুক হইয়া সহবাস করিতে বলিবে। পুত্রকামনা করিলে ঋতুস্নানের পর যুগ্মদিনে এবং কন্যাকামনা করিলে অযুগ্মদিনে সহবাস করিতে হয়।

ন চ ন্যুব্জাং পার্শ্বগতাং বা সংসেবেত। ন্যুব্জায়া বাতো বলবান্ স যোনিং পীড়য়তি। পার্শ্বগতায়া দক্ষিণে পার্শ্বে শ্লেষ্মা সংবৃতঃ পিদ-

ধাতি গর্ভাশয়ম্। বামে পার্শ্বে পিত্তং তদস্যাঃ পীড়িতং বিদহতি রক্তং শুক্রঞ্চ। তস্মাদুত্তানা সতী বীজং গৃহ্ণীয়াৎ, তস্যা হি যথাস্থানমবতিষ্ঠন্তে দোষাঃ। পর্য্যাপ্তে চৈনাং শীতোদকেন পরিষিঞ্চেৎ।

স্ত্রীকে ন্যুব্জ বা পার্শ্বগত ভাবে শয়ন করাইয়া সঙ্গম করিবে না। ন্যুব্জ অবস্থায় রমণ করিলে, বায়ু বলবান্ হইয়া যোনিকে পীড়িত করে। পার্শ্বগত অবস্থায় থাকিলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া গর্ভাশয় আচ্ছাদিত করে, এবং বামপার্শ্বে পিত্ত পীড়িত হইয়া গর্ভাশয়গত শুক্র-শোণিতকে বিদগ্ধ করে। অতএব স্ত্রী উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া বীজগ্রহণ করিবে। কারণ, উত্তানভাবে থাকিলে, তাহার বাতাদি দোষসকল যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। মৈথুনান্তে স্ত্রী, শরীরে শীতল জল পরিষেচন করিবে।

তত্রাত্যশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিতা ভীতা বিমনাঃ শোকার্ত্তা ক্রুদ্ধা চান্যঞ্চ পুমাংসমিচ্ছন্তী মৈথুনে চাতিকামা বা নারী গর্ভং ন ধত্তে বিগুণাং বা প্রজাং জনয়তি। অতিবালামতিবৃদ্ধাং দীর্ঘরোগিণীমন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টাং বর্জ্জয়েৎ। পুরুষেঽপ্যেত এব দোষাঃ। অতঃ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতৌ স্ত্রীপুরুষৌ সংসৃজ্যেয়াতাম্।

অতিভুক্তা, ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনাঃ, শোকার্ত্তা, ক্রুদ্ধা, রমণকালে অন্য পুরুষাকাঙ্ক্ষিণী, কিংবা অতিকামার্ত্তা স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে না, অথবা গর্ভ গ্রহণ করিলেও বিকৃত সন্তান উৎপাদন করে। অতিবালিকা, অতিবৃদ্ধা, চিররোগিণী, অথবা অন্য কোন রোগগ্রস্তা স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করিবে। পুরুষেও এইসকল দোষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। অতএব সর্ব্বদোষবর্জ্জিত স্ত্রীপুরুষেরই সহবাস করা উচিত।

সঞ্জাতহর্ষৌ মৈথুনে চানুকূলাবিষ্টগন্ধং সাস্তীর্ণং সুখং শয়নমুপকল্প্য মনোজ্ঞং হিতমশনমশিত্বা দক্ষিণপাদেন পুমান্ বামপাদেন স্ত্রী চারোহেৎ। তত্র মন্ত্রং প্রযুঞ্জীত, অহিরসি আয়ুরসি সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠাসি ধাতা ত্বাদধাতু বিধাতা ত্বাদধাতু ব্রহ্মবর্চ্চসা ভবেদিতি—

ব্রহ্মা বৃহস্পতির্বিষ্ণুঃ সোমঃ সূর্য্যস্তথাশ্বিনৌ।
ভগোঽথ মিত্রাবরুণৌ পুত্রং বীরং দধাতু মে॥

ইত্যুক্ত্বা সংবসেয়াতাম্।

মৈথুনবিষয়ে জাতহর্ষ ও পরস্পর সম্মত স্ত্রীপুরুষ, মনোরম ও হিতকর পদার্থ আহারের পরে, সদ্গন্ধযুক্ত সাস্তীর্ণ ও সুখকর শয্যা প্রস্তুত করিয়া, সেই শয্যায় পুরুষ দক্ষিণপদ দ্বারা এবং স্ত্রী বামপদ দ্বারা আরোহণ করিবে। তৎপরে "অহিরসি আয়ুরসি" প্রভৃতি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সহবাসে প্রবৃত্ত হইবে।

সা চেদেবমাশাসীত বৃহন্তমবদাতং হর্য্যক্ষমোজস্বিনং শুচিং সত্ত্বসম্পন্নং পুত্রমিচ্ছেয়মিতি। শুদ্ধস্নানাৎ প্রভৃত্যস্যৈ মন্থমবদাতং যবানাং মধুসর্পির্ভ্যাং সংসৃজ্য শ্বেতয়া গোঃ সরূপবৎসায়াঃ পয়সালোড্য রাজতে কাংস্যে বা পাত্রে কালে কালে সপ্তাহং সততং প্রযচ্ছেৎ পানায়, প্রাতশ্চ

শালিযবান্নবিকারান্ দধিমধুসর্পির্ভিঃ পয়োভির্বা সংসৃজ্য ভুঞ্জীত, তথা সায়মবদাতশরণশয়নাসনয়ানবসনভূষণবেশাচ স্যাৎ। সায়ং প্রাতশ্চ শশ্বৎ শ্বেতং মহান্তমৃষভমাজানেয়ং বা হরিচন্দনাঙ্গদং পশ্যেৎ। সৌম্যাভি শ্চৈনাং কথাভির্মনোহনুকূলাভিরুপাসীত। সৌম্যাকৃতিবচনোপচার-চেষ্টাংশ্চ স্ত্রীপুরুষানিতরানপি চেন্দ্রিয়ার্থানবদাতান্ পশ্যেৎ। সহচর্য্যশ্চৈনাং প্রিয়হিতাভ্যাং সততমুপচরেয়ুস্তথা ভর্ত্তা ন চ মিশ্রীভাবমাপদ্যেয়াতাম্। ইত্যনেন বিধিনা সপ্তরাত্রং স্থিত্বাষ্টমেহহন্যাপ্লুত্যাদ্ভিঃ সশিরস্কং সহ ভর্ত্রা চাহতানি বস্ত্রাণ্যাচ্ছাদয়েদবদাতান্যবদাতাশ্চ স্রজো ভূষণানি বিভৃয়াৎ।

স্ত্রী যদি মহাকায়, গৌরবর্ণ, সিংহসম পরাক্রান্ত, ওজস্বী, শুচি ও সত্ত্বসারসম্পন্ন পুত্র ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ঋতুস্নানের পর হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত, নির্ম্মল যবমন্থ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত এবং শ্বেতবর্ণ-বৎসবিশিষ্ট শ্বেতগাভীর দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া, রৌপ্যপাত্রে বা কাংস্যপাত্রে সময়ে সময়ে পান করিতে দিবে। প্রাতঃকালে শালিধান্য বা যবের অন্নবিকার, দধি মধু ও ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। রাত্রিকালেও ঐরূপ আহারের ব্যবস্থা করিবে। সেই স্ত্রী সর্ব্বদা শুভ্রগৃহে বাস, শুভ্র শয্যায় শয়ন, শুভ্র আসনে উপবেশন, শুভ্র যানে আরোহণ, শুভ্র বসন পরিধান, এবং শুভ্র ভূষণ ও শুভ্র বেশ ধারণ করিবেন। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতচন্দনার্চ্চিত বৃহৎ বৃষ বা অশ্ব দর্শন করিবেন। তাঁহাকে শান্ত ও মনোরম কথাদ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। সৌম্য আকৃতি সৌম্য বচন, সৌম্য উপচার ও সৌম্য চেষ্টা সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষসকল এবং অন্যান্য শুভ্র ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ তাঁহাকে দর্শন করাইবে। সহচরীগণ প্রিয় ও হিতকর বিষয় দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে এবং ভর্ত্তাও তাঁহার সহিত প্রীতিকর ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এই সপ্তাহকালের মধ্যে সহবাস করিবেন না। এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া, অষ্টম দিবসে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সশিরস্ক স্নান করিবেন এবং অচ্ছিন্ন শুক্লবস্ত্র পরিধান ও শুক্ল মাল্য-শুক্ল ভূষণ ধারণ করিবেন।

তত ঋত্বিক্ প্রাগুত্তরস্যাং দিশ্যাগারস্য প্রাক্প্রবণমুদকপ্রবণং বা প্রদেশমভিসমীক্ষ্য গোময়োদকাভ্যাং স্থণ্ডিলমুপসংলিপ্য প্রোক্ষ্য চোদকেন বেদীমস্মিন্ স্থাপয়েৎ। তাং পশ্চিমেনানাহতবস্ত্রসঞ্চয়ে শ্বেতার্ষভে বাপ্যজিন উপবিশেদ্ ব্রাহ্মণপ্রযুক্তো রাজন্যপ্রযুক্তস্তু বৈয়াঘ্রে চর্ম্মণ্যানুডুহে বা বৈশ্যপ্রযুক্তস্তু রৌরবে বাস্তে বা। তত্রোপবিষ্টঃ পালাশীভিরৈঙ্গুদীভিরৌড়ুম্বরীভির্মাধূকীভির্বা সমিদ্ভিরগ্নিমুপসমাধায় কুশৈঃ পরিধিভিশ্চ পরিধায় লাজৈঃ শুক্লাভিশ্চ গন্ধবতীভিঃ সুমনোভিরুপকিরেৎ। তত্র প্রণীয়োদপাত্রং পবিত্রং পূতমুপসংস্কৃত্য সর্পিরাজ্যার্থং যথোক্তবর্ণানাজানেয়াদীন্ সমন্ততঃ স্থাপয়েৎ।

তৎপরে পুরোহিত, গৃহের পূর্ব্বোত্তর দিকে একটি পূর্ব্বনিম্ন বা উত্তরনিম্ন স্থান নির্দ্দেশ করিবেন; এবং গোময় ও জলদ্বারা সেই স্থানটি উপলিপ্ত এবং জলদ্বারা ধৌত করিয়া, তথায় একটি বেদী প্রস্তুত করাইবেন। সেই বেদীর পশ্চিম দিকে, কতকগুলি নূতন-বস্ত্ররাশির উপরে, ব্রাহ্মণনিযুক্ত পুরোহিত শ্বেতবৃষভচর্ম্মের বা হরিণচর্ম্মের আসন পাতিয়া উপবেশন করিবেন। পুরোহিত ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা বৃষভচর্ম্মের আসনে, এবং বৈশ্যকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে রুরুমৃগের বা ছাগের চর্ম্মের আসনে উপবেশন করিতে হইবে। পুরোহিত সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া পলাশ ইঙ্গুদী, উড়ুম্বর বা মৌলকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ বিস্তীর্ণ করিবেন ; এবং লাজ (খই) ও শুক্লবর্ণ সুগন্ধি পুষ্পের আহুতি প্রদান করিবেন। পবিত্র ও মন্ত্রপূত উদকপাত্র, যজ্ঞের জন্য ঘৃত, এবং যথানির্দ্দিষ্ট বর্ণযুক্ত অশ্ব, চারিদিকে স্থাপন করিবেন।

ততঃ পুত্রকামা পশ্চিমতোঽগ্নিং দক্ষিণতো ব্রাহ্মণমুপবেশ্যান্বালভেত সহ ভর্ত্রা যথেষ্টং পুত্রমাশসানা। ততস্তস্যা আশসানায়া ঋত্বিক্ প্রজাপতিমভিনির্দ্দিশ্য যোনৌ তস্যাঃ কামপরিপূরণার্থং কাম্যামিষ্টিং নির্ব্বপেদ্বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিত্যনয়ার্চ্চা ততশ্চৈবাজ্যেন স্থালীপাকমভিসংসার্য্য ত্রির্জুহুয়াৎ। যথাম্নায়ং মন্ত্রোপমন্ত্রিতমুদকপাত্রং তস্মৈ দদ্যাৎ সর্ব্বোদকার্থান্ কুরুষ্বেতি। ততঃ সমাপ্তে কর্ম্মণি পূর্ব্বং দক্ষিণপাদমভিহরন্তী প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেৎ, ততো ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা সহ ভর্ত্রাজ্যশেষং প্রাশ্নীয়াৎ পূর্ব্বং পুমান্ পশ্চাৎ স্ত্রী। ন চোচ্ছিষ্টমবশেষয়েৎ। ততস্তৌ সহ সংবসেতামষ্টরাত্রং তথাবিধপরিচ্ছদাবেব চ স্যাতাং তথেষ্টপুত্রং জনয়েতাম্।

অতঃপর পুত্রকামা স্ত্রী স্বামীর সহিত, অভিমত পুত্র কামনা পূর্ব্বক, অগ্নিকে পশ্চিমে ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণে রাখিয়া উপবেশন করিবেন, এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে পুরোহিত সেই পুত্রকামা স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রজাপতিকে উদ্দেশ করিয়া, তাহার অভিলাষ পূরণের জন্য "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" এই মন্ত্রদ্বারা তাহার যোনিতে কাম্য ইষ্টি প্রদান করিবেন। তাহার পরে ঘৃতসহ স্থালীপাক (চরুপাক) সম্পাদন করিয়া তিনবার আহুতি দিবেন। পূর্ব্বোক্ত উদকপাত্র যথাবেদ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা সমস্ত উদককার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাহা সেই স্ত্রীকে প্রদান করিবেন। যজ্ঞকার্য্য সমাপ্ত হইলে স্ত্রী প্রথমে দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া স্বামীর সহিত যজ্ঞশেষ ঘৃত পান করিবেন। ঘৃতপানকালে অগ্রে স্বামী ও তৎপরে স্ত্রী পান করিবেন এবং উচ্ছিষ্ট ঘৃতের অবশেষ রাখিবেন না। অতঃপর তাঁহারা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, অষ্টরাত্রি সহবাস করিবেন। এইরূপ করিলে, অভীষ্ট পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবেন।

যা তু স্ত্রী শ্যামং লোহিতাক্ষং ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুঞ্চ পুত্রমাশাসীত, যা বা কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃদুদীর্ঘকেশং শুক্লাক্ষং শুক্লদন্তং তেজস্বিনমাত্মবন্তম্, এষ এবানয়োরপি হোমবিধিঃ। কিন্তু পরিবর্হো বর্ণবর্জ্জং স্যাৎ, পুত্র-

বর্ণানুরূপস্তু যথাশীরেব তয়োঃ পরিবর্হোহন্যঃ কার্য্যঃ স্যাৎ। দ্বিজেভ্যঃ শূদ্রা তু নমস্কারমেব কুর্য্যাদ্ দেবগুরুতপস্বিসিদ্ধেভ্যশ্চ। যা যা চ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যাস্তস্যাস্তাং পুত্রাশিষমনুনিশম্য তাংস্তান্ জনপদান্ মনসানুপরিক্রাময়েৎ। ততো যা যেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা সা তেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামাহারবিহারোপচারপরিচ্ছদাননুবিধীয়স্বেতি বাচ্যা স্যাৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বং পুত্রাশিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতং ভবতি।

যে স্ত্রী শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, বিশালবক্ষঃ ও মহাবাহু পুত্রের অভিলাষ করেন, অথবা যে স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ মৃদু ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট, শুক্লচক্ষু, শুভ্রদন্ত, তেজস্বী ও আত্মনির্ভর পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধেও হোমবিধি পূর্ব্বরূপ। কিন্তু তাঁহাদের পরিচ্ছদাদির বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হয়; অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পুত্রবর্ণের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট পান ভোজন বসন ভূষণ শয্যা আসন ও গৃহাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শূদ্রা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু, তপস্বী ও সিদ্ধ পুরুষগণকে কেবল প্রণাম করিবে। (তাহাতেই তাহাদের অভিলষিত পুত্র লাভ হইবে।) যে যে স্ত্রী যে যে প্রকার পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, সেই সেই স্ত্রী সেই সেই পুত্র কামনায় সেইরূপ জনপূর্ণ জনপদের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিবেন। আর যে যে স্ত্রী যে যে জনপদের মনুষ্যসদৃশ পুত্রলাভের ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে সেই সেই জনপদের আহার বিহার উপচার ও পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে উপদেশ দিতে হইবে। পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারক কর্ম্মসমূহ ব্যাখ্যাত হইল।

ন খলু কেবলমেতদেব কর্ম্ম বর্ণানাং বৈশেষ্যকরমপি তু তেজোধাতুরপ্যুদকান্তরীক্ষধাতুপ্রায়োঽবদাত-বর্ণকরো ভবতি, পৃথিবীবায়ুধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণবর্ণকরঃ, সমসর্ব্বধাতুপ্রায়ঃ শ্যামবর্ণকরঃ।

কেবল এইসমস্ত কার্য্যই বর্ণভেদজনক নহে। উদক ও আকাশধাতুর আধিক্যযুক্ত তেজোধাতু শুভ্রবর্ণের উৎপাক। পৃথিবী ও বায়ুধাতুবহুল তেজোধাতু কৃষ্ণবর্ণের সম্পাদক। আর সমপরিমিত অন্যান্যধাতুবহুল তেজোধাতু শ্যামবর্ণজনক।

সত্ত্ববৈশেষ্যকরাণি পুনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাতাপিতৃসত্ত্বান্যন্তর্ব্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চাভীক্ষ্ণং স্বোচিতঞ্চ কর্ম্ম সত্ত্ববিশেষাভ্যাসশ্চেতি। যথোক্তেন বিধিনোপসংস্কৃতশরীরয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োস্তু মিশ্রীভাবমাপন্নয়োঃ শুক্রং শোণিতেন সহ সংযোগং সমেত্যাব্যাপন্নমব্যাপন্নেন যোনাবনুপহতায়ামপ্রদুষ্টে গর্ভাশয়ে গর্ভমভিনির্ব্বর্ত্তয়ত্যেকান্তেন। যথা নির্ম্মলে বাসসি সুপরিকল্পিতে রঞ্জনং সমুদিতগুণমুপনিপাতাদেব রাগমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি তদ্বৎ। যথা বা ক্ষীরং দধ্নাভিষুতমভিষবণাদ্বিহায় স্বভাবমাপদ্যতে দধিভাবং শুক্রং তদ্বৎ, এবমভিনির্ব্বর্ত্তমানস্য গর্ভস্য তু স্ত্রীপুরুষত্বে হেতুঃ পূর্ব্বমুক্তঃ।

মাতার ও পিতার মন, গর্ভিণীর নানাবিষয়ক বাক্যাদি শ্রবণ, স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম, এবং সত্ত্ববিশেষের অভ্যাস, এইগুলি প্রত্যেক প্রাণীর মনোবিশেষের কারণ; অর্থাৎ ঐসকল কারণে প্রাণিগণের মন, সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-পুরুষ যদি যথোক্তবিধানে শরীর সংস্কৃত করিয়া সহবাস করে, অদুষ্ট শুক্র যদি অদুষ্ট শোণিতের সহিত সম্যগ্‌রূপে মিলিত হয়, এবং যোনি ও গর্ভাশয় যদি অদুষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয়। যেমন সুনির্ম্মিত নির্ম্মল বস্ত্রে যথাগুণসম্পন্ন রঞ্জকদ্রব্য নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা নিশ্চয়ই রং উৎপাদন করে, সেইরূপ অদুষ্ট যোনি-গর্ভাশয়ে অদুষ্ট শুক্র-শোণিতের সংযোগ হইলে নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয়। অথবা যেমন দুগ্ধ দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বকীয় স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দধিভাব প্রাপ্ত হয়, শুক্রও সেইরূপ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। এইরূপে উৎপন্ন গর্ভের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি-বিষয়ের হেতু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

যথা হি বীজমনুপতপ্তমুপ্তং স্বাং স্বাং প্রকৃতিমনুবিধীয়তে ব্রীহির্ব্বা ব্রীহিত্বং যবো বা যবত্বং, তথা স্ত্রীপুরুষাবপি যথোক্তং হেতুবিভাগমনুবিধীয়তে। তয়োঃ কর্ম্মণা বেদোক্তেন বিবর্ত্তনমুপদিশ্যতে প্রাগ্ব্যক্তীভাবাৎ প্রযুক্তেন। সম্যক্ কর্ম্মণাং হি দেশকালসম্পদুপেতানাং নিয়তমিষ্টফলত্বং তথেতরেষামিতরত্বম্। তস্মাদাপন্নগর্ভাং স্ত্রিয়মভিসমীক্ষ্য প্রাগ্ ব্যক্তীভাবাদ্ গর্ভস্য পুংসবনমৌষধমস্যৈ দদ্যাৎ।

অনুপতপ্ত বীজ রোপিত হইলে, তাহা যেমন স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া ব্রীহি ব্রীহিত্ব এবং যব যবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষও যথোক্ত হেতুর অনুবিধান করে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতু অনুসারে গর্ভ স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গর্ভের স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব চিহ্ন প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে বেদোক্ত কর্ম্মবিশেষের অর্থাৎ পুংসবনক্রিয়ার প্রয়োগদ্বারা স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্বের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। যথাস্থানে ও যথাসময়ে কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইলে, তাহা নিশ্চিতই ইষ্টফল প্রদান করে, এবং ইহার বিপরীত হইলেই ফলেরও বিপর্য্যয় ঘটে। অতএব, স্ত্রী গর্ভিণী হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলেই, গর্ভের ব্যক্তীভাব প্রকাশের পূর্ব্বে তাহাকে পুংসবন অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর পুংস্ত্বকারক ঔষধ প্রদান করিবে।

গোষ্ঠে জাতস্য ন্যগ্রোধস্য প্রাগুত্তরাভ্যাং শাখাভ্যাং শুঙ্গেহনুপহত আদায় দ্বাভ্যাং সম্পদুপেতাভ্যাং মাষাভ্যাং গৌরসর্ষপাভ্যাং বা সহ দধ্নি প্রক্ষিপ্য পুষ্যে ঋক্ষে পিবেৎ। তথৈবাপরান্ জীবকর্ষভকাপামার্গসহচর-কল্কাংশ্চ যুগপদেকৈকশো যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য পয়সা কুড্যকীটকং মৎস্যকঞ্চোদকাঞ্জলৌ প্রক্ষিপ্য পুষ্যেণ পিবেৎ। তথা কনকময়ান্ রাজতা-নায়সাংশ্চ পুরুষকানগ্নিবর্ণানণুপ্রমাণান্ দধ্নি পয়স্যুদকাঞ্জলৌ বা প্রক্ষিপ্য পিবেদনবশেষতঃ পুষ্যেণ। পুষ্যেণৈব চ পিষ্টস্য পচ্যমানস্যোষ্মাণ-মুপঘ্রায় তস্যৈব চ পিষ্টস্যোদকসংসৃষ্টস্য রসং দেহলীমুপধায় দক্ষিণে

নাসাপুটে স্বয়মাসিঞ্চেৎ পিচুনা। ইতি পুংসবনানি যচ্চান্যদপি ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুরাপ্তা বা পুংসবনমিষ্টং তচ্চানুষ্ঠেয়ম্।

গোচারণস্থানে উৎপন্ন বটবৃক্ষের পূর্ব্ব ও উত্তর শাখা হইতে দুইটি অভগ্ন শুঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বগুণান্বিত দুইটি মাষকলাই বা দুইটি শ্বেতসর্ষপের সহিত তাহা দধিতে নিঃক্ষেপ করিবে, এবং সেইসমস্ত দ্রব্য পুষ্য নক্ষত্রে গর্ভিণী পান করিবে। অথবা জীবক, ঋষভক, অপামার্গ ও ঝিণ্টী, এই চারিটি দ্রব্যের যে কয়েকটি পাওয়া যায় তাহার কল্ক দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া. কিংবা একটি কুড্যকীট (টিকটিকি) অথবা একটি ক্ষুদ্র মৎস্য, এক অঞ্জলি জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেই জলসহ তাহা পুষ্যানক্ষত্রে পান করিবে। স্বর্ণের রৌপ্যের বা লৌহের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম (গলাধঃকরণযোগ্য) পুরুষাকৃতি প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা অগ্নিতাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া, দধি দুগ্ধ বা জলে নিঃক্ষেপ করিবে; পরে সেইসমস্ত দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে অবশেষ না রাখিয়া পান করিবে। পুষ্যানক্ষত্রে পিষ্টক পাক করিয়া সেই পিষ্টকের জলোষ্মা আঘ্রাণ করিবে; এবং জলসংযুক্ত পিষ্টকের রস দেহলীতে রাখিয়া, সেই জলে পিচু (তুলার বর্ত্তি) ভিজাইবে, এবং সেই পিচুদ্বারা গর্ভিণী নিজের দক্ষিণ নাসারন্ধ্র সেচন করিবে। এইসকল কার্য্যের নাম পুংসবনক্রিয়া। ইহা ভিন্ন যেসকল পুংসবনক্রিয়া ব্রাহ্মণগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উপদেশ করেন, তৎসমুদায়েরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

অত ঊর্দ্ধং গর্ভস্থাপনানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঐন্দ্রী ব্রাহ্মী শতবীর্য্যা সহস্রবীর্য্যাঽমোঘাঽব্যথা শিবা বলাঽরিষ্টা বাট্যপুষ্পী বিশ্বক্সেনকান্তা চ, আসামোষধীনাং শিরসা দক্ষিণেন পাণিনা ধারণমেতাভিশ্চৈব সিদ্ধস্য পয়সঃ সর্পিষো বা পানম্, এতাভিশ্চৈব পুষ্যে পুষ্যে স্নানং, সদা চৈতাভিঃ সমালভেত। তথা সর্ব্বাসাং জীবনীয়োক্তানামোষধীনাং সদোপযোগস্তৈস্তৈরুপযোগবিধিভিরিতি গর্ভস্থাপনানি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি।

অতঃপর গর্ভস্থাপক ঔষধসকল ব্যাখ্যা করিব। রাখালশশা, বামুনহাটি, শ্বেতদূর্ব্বা, কৃষ্ণদূর্ব্বা, পারুল, লক্ষণামূল, হরীতকী, বেড়েলা, কটকী, পীতবেড়েলা ও শতমূলী, এইসকল ওষধি গর্ভিণী দক্ষিণ হস্তে ও মস্তকে ধারণ করিবে। এইসকল দ্রব্যসহ দুগ্ধ বা ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিবে। এইসমস্ত দ্রব্যেরই ক্কাথদ্বারা প্রতি পুষ্যানক্ষত্রে স্নান করিবে, এবং এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক প্রত্যহ গাত্রে মর্দ্দন করিবে। জীবনীয়গণোক্ত ঔষধ সমূহও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহার করিবে। গর্ভস্থাপক ঔষধের বিষয় ব্যাখ্যাত হইল।

গর্ভোপঘাতকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্যথা, উৎকটবিষমস্থানকঠিনাসনসেবিন্যা বাতমূত্রপুরীষবেগানুপরুন্ধত্যা দারুণানুচিতব্যায়ামসেবিন্যাস্তীক্ষ্ণোষ্ণাতিমাত্রসেবিন্যাঃ প্রমিতাশনসেবিন্যা গর্ভো ম্রিয়তেঽন্তঃ কুক্ষেরকালে বা স্রংসতে শোষী বা ভবতি। তথাভিঘাতপ্রপীড়নৈঃ শ্বভ্রকূপ-প্রপাতদেশাবলোকনৈর্বাভীক্ষ্ণং মাতুঃ প্রপতত্যকালে। তথাতিমাত্রসংক্ষোভিভির্যানৈরপ্রিয়াতিমাত্রশ্রবণৈর্বা। প্রততোত্তানশায়িন্যাঃ পুনর্গর্ভস্য নাভ্যাশ্রয়া নাড়ী কণ্ঠমনুবেষ্টয়তি। বিবৃতশায়িনী নক্তঞ্চা-

রিণী চোন্মত্তং জনয়ত্যপস্মারিণং পুনঃ কলিকলহাচারশীলা, ব্যবায়শীলা দুর্ব্বিপুষমহ্রীকং স্ত্রৈণং বা, শোকনিত্যা ভীতমপচিতমল্পায়ুষং বা, অভিধ্যাত্রী পরোপতাপিনমীর্ষ্যুং স্ত্রৈণং বা, স্তেনা ত্বায়াসবহুলমতিদ্রোহিণমকর্ম্মশীলং বা, অমর্ষিণী চণ্ডমৌপাধিকমসূয়কং বা, স্বপ্ননিত্যা তন্দ্রালুমবুধমল্পাগ্নিং বা, মদ্যনিত্যা পিপাসালুমনবস্থিতচিত্তং বা, গোধামাংসপ্রিয়া শর্করিণমশ্মরিণং শনৈর্মেহিনং বা, বরাহমাংসপ্রিয়া রক্তাক্ষং ক্রথনমতিপরুষরোমাণং বা, মৎস্যমাংসনিত্যা চিরনিমিষং স্তব্ধাক্ষং বা, মধুরনিত্যা প্রমেহিণং মূকমতিস্থূলং বা, অম্লনিত্যা রক্তপিত্তিনমক্ষিরোগিণং বা, লবণনিত্যা শীঘ্রবলীপলিতখালিত্যরোগিণং বা, কটুকনিত্যা দুর্ব্বলমল্পশুক্রমনপত্যং বা, তিক্তনিত্যা শোষিণমবলমপচিতং বা, কষায়নিত্যা শ্যাবমানাহিনমুদাবর্ত্তিনং বা, যদ্‌যচ্চ যস্য যস্য ব্যাধের্নিদানমুক্তং তৎ তদাসেবমানান্তর্ব্বত্নী তন্নিমিত্তবিকারবহুলমেবাপত্যমুপজনয়তি। পিতৃজাস্তু শুক্রদোষা মাতৃজৈরপচারৈর্ব্যাখ্যাতা ইতি গর্ভোপঘাতকরা ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ।

এইসমস্ত বিষয় গর্ভের উপঘাতকর; যথা,—গর্ভিণী উৎকটভাবে বিষমস্থানে বা কঠিন আসনে উপবেশন করিলে, বায়ু মূত্র ও পুরীষের বেগ ধারণ করিলে, দারুণ বা অনভ্যস্ত কার্য্যে পরিশ্রম করিলে, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য অতিরিক্ত সেবন করিলে, অথবা অল্প ভোজন করিলে, গর্ভ কুক্ষিমধ্যেই মরিয়া যায়, কিংবা অকালে নির্গত হয়, অথবা শুষ্ক হইয়া যায়। গর্ভ আঘাত বা পীড়ন পাইলে, এবং গর্ভিণী গর্ত্ত কূপ বা উচ্চ দেশ নিরন্তর অবলোকন করিলে, অত্যন্ত গাত্রচালনাকারক যানে আরোহণ করিলে, বা অপ্রিয় শব্দ অতিমাত্র শ্রবণ করিলেও অকালে গর্ভপাত হয়। গর্ভিণী সর্ব্বদা উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিলে গর্ভের নাভিনাড়ী তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে। বিবৃতশায়িনী হইলে অর্থাৎ হাত-পা ছড়াইয়া শয়ন করিলে, অথবা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে, উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী পাপাচারশীলা বা সর্ব্বদা কলহপ্রিয়া হইলে, অপস্মাররোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। মৈথুনশীলা হইলে, কুরূপ, নির্লজ্জ, অথবা স্ত্রৈণ সন্তান প্রসব করে। সর্ব্বদা শোকার্ত্তা হইলে, ভীত, কৃশ বা অল্পায়ুঃ সন্তান প্রসব করে। পরধনের অভিলাষিণী হইলে, পরোপতাপী, ঈর্ষ্যক কিম্বা স্ত্রৈণ সন্তান প্রসব করে। চৌর্য্যশীলা হইলে, অত্যন্ত পরিশ্রমী, অতিদ্রোহী ও কুকর্ম্মশীল সন্তান প্রসব করে। ক্রোধপরায়ণা হইলে, প্রচণ্ড, প্রতারক ও অসূয়াকারী সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী সর্ব্বদা মদ্যপান করিলে, পিপাসার্ত্ত ও অস্থিরচিত্ত সন্তান প্রসব করে। গোধামাংসপ্রিয়া হইলে, শর্করা অশ্মরী বা শনৈর্মেহরোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংসপ্রিয়া হইলে, রক্তনেত্র, ক্রথন (সহসা যাহার শ্বাসরোধ হইয়া যায়), বা অতি কর্কশরোমা সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী নিত্য মৎস্য-মাংস আহার করিলে, চিরনিমিষ (যাহার বিলম্বে নিমিষ পড়ে) বা স্তব্ধনেত্র সন্তান প্রসব করে। নিত্য মধুর রস ভোজন করিলে, প্রমেহরোগগ্রস্ত, মূক বা অতিস্থূল সন্তান প্রসব করে। অম্লরস সর্ব্বদা ভোজন করিলে, রক্তপিত্ত বা নেত্ররোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী সর্ব্বদা লবণরস ভোজন করিলে, তাহার সন্তানকে অকালে বলী পালিত্য ও খালিত্য রোগ-

গ্রস্ত হইতে হয়। সর্ব্বদা কটুরস ভোজন করিলে, দুর্ব্বল, অল্পশুক্র অথবা অনপত্য সন্তান প্রসব করে। নিত্য কষায় রস সেবন করিলে, শ্যাববর্ণ, এবং আনাহ বা উদাবর্ত্ত রোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। যে যে দ্রব্য যে যে রোগের নিদান বলিয়া কথিত, গর্ভিণী সেই সেই দ্রব্য সেবন করিলে, সেই নিদানজনিত-রোগবহুল সন্তানই প্রসব করিয়া থাকে। এইসমস্ত মাতৃজ অপচারের ব্যাখ্যাদ্বারাই পিতার শুক্রদোষেরও ব্যাখ্যা করা হইল ; অর্থাৎ এইসকল অপচার দ্বারা যাহার শুক্র দূষিত হয়, তাহার সেই শুক্রজাত সন্তান সেই সেই দোষাক্রান্ত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভের উপঘাতকর বিষয়সমূহ ব্যাখ্যাত হইল।

তস্মাদহিতানাহারবিহারান্ প্রজামিচ্ছন্তী স্ত্রী বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ। সাধ্বাচারা চাত্মানমুপচরেদ্ধিতাভ্যামাহারবিহারাভ্যামিতি।

অতএব সন্তানাভিলাষিণী স্ত্রী অহিতকর আহার-বিহারসমূহ বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবেন, এবং সদাচারিণী হইয়া হিতকর আহার-বিহার করিবেন।

ব্যাধীংশ্চাস্যা মৃদুমধুরশিশিরসুখসুকুমার-প্রায়ৈরৌষধাহারোপচারৈরুপাচরেৎ, ন চাস্যা বমনবিরেচনশিরোবিরেচনানি প্রযোজয়েৎ, ন রক্তমবসেচয়েৎ, সর্ব্বকালঞ্চ নাস্থাপনমনুবাসনং বা কুর্য্যাদন্যত্রাত্যয়িকাদ্ব্যাধেঃ। অষ্টমং মাসমুপাদায় বমনাদিসাধ্যেষু পুনর্বিকারেষ্বাত্যয়িকেষু মৃদুভির্বমনাদিভিস্তদনুকারিভির্বোপচারঃ স্যাৎ। পূর্ণমিব তৈলপাত্রমসংক্ষোভ্যাহন্তর্ব্বত্নী ভবত্যুপচর্য্যা।

গর্ভিণী স্ত্রীর কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, যেসকল ঔষধ আহার ও বিহার, মৃদু মধুর শীতল সুখকর ও সুকুমার,তাহাই তাহাকে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। বমন বিরেচন বা শিরোবিরেচন তাহাকে প্রয়োগ করিবে না ; এবং তাহার রক্তমোক্ষণ করিবে না। বিশেষ বিপজ্জনক কোনও ব্যাধি উপস্থিত না হইলে, কখনই তাহাকে আস্থাপন বা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু অষ্টমমাস হইতে যদি আশু বিপজ্জনক অথচ বমনাদিসাধ্য কোনও ব্যাধি উপস্থিত হয়, তবে মৃদু বমনাদিকারক অথবা বমনাদিকার্য্যের অনুকারী অর্থাৎ নিষ্ঠীবন-কবলাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পূর্ণ তৈলপাত্রের ন্যায় গর্ভিণীকেও সঞ্চালিত না করিয়া, তাহার উপচার আবশ্যক ; অর্থাৎ পূর্ণ তৈলপাত্র সঞ্চালিত হইলেই যেমন তৈল পড়িয়া যায়, সেইরূপ বমনাদিদ্বারা সংক্ষোভিত হইলে গর্ভিণীরও গর্ভপাত হয় ; অতএব কোনরূপে তাহাকে সংক্ষোভিত করা উচিত নহে।

সা চেদপচারাদ্ দ্বয়োস্ত্রিষু বা মাসেষু পুষ্পং পশ্যেন্নাস্যা গর্ভঃ স্থাস্যতীতি বিদ্যাৎ, অজাতসারা হি তস্মিন্ কালে ভবন্তি গর্ভাঃ। সা চেচ্চতুষ্প্রভৃতিষু মাসেষু ক্রোধশোকাসূয়ের্ষ্যাভয়ত্রাসব্যবায়ব্যায়ামসংক্ষোভসন্ধারণবিষমাশনশয়নস্থান-ক্ষুৎপিপাসাঽতিযোগাৎ কদাহারাদ্বা পুষ্পং পশ্যেৎ তস্যা গর্ভস্থাপনবিধিমুপদেক্ষ্যামঃ।

যদি অপাচার বশতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে গর্ভিণীর রজস্রাব হয়, তবে তাহার গর্ভ থাকিবে না জানিবে। যেহেতু গর্ভ তৎকালে অজাতসার থাকে। আর যদি চতুর্থ প্রভৃতি

মাংস, ক্রোধ, শোক, অসূয়া, ঈর্ষা, ভয়, ত্রাস, মৈথুন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ, মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ, বিষমভোজন, বিষমভাবে শয়ন, বিষমভাবে উপবেশন, ক্ষুধা-পিপাসার অতিযোগ, অথবা কুৎসিত আহার বশতঃ রজঃস্রাব হয়, তবে তাহার গর্ভস্থাপনের জন্য যেসকল উপায় করিতে হইবে, তাহার উপদেশ করিতেছি।

পুষ্পদর্শনাদেবৈনাং ব্রুয়াচ্ছয়নং তাবন্মৃদুসুখশিশিরাস্তরণসংস্তীর্ণমীষদবনতশিরস্কং প্রতিপদ্যস্বেতি। ততো যষ্টিমধুকসর্পির্ভ্যাং পরমশিশিরবারিণি সংস্থিতাভ্যাং পিচুমাপ্লাব্যোপস্থসমীপে স্থাপয়েৎ। তস্যাস্তথা শতধৌতসহস্রধৌতাভ্যাং সর্পির্ভ্যামধোনাভেঃ সর্ব্বতঃ প্রদিহ্যাৎ। সর্ব্বতশ্চ গব্যেন চৈনাং পয়সা সুশীতেন মধুকাম্বুনা বা ন্যগ্রোধাদিকষায়েণ বা পরিষেচয়েদধো নাভেঃ। উদকং বা সুশীতমবগাহয়েৎ। ক্ষীরিণাং কষায়দ্রুমাণাঞ্চ স্বরসপরিপীতানি চেলানি গ্রাহয়েৎ। ন্যগ্রোধাদিসিদ্ধয়োর্বা ক্ষীরসর্পিষোঃ পিচুং গ্রাহয়েদতশ্চৈবাক্ষমাত্রং প্রাশয়েৎ প্রাশয়েদ্বা কেবলঞ্চ ক্ষীরসর্পিঃ। পদ্মোৎপলকুমুদকিঞ্জল্কাংশ্চাস্যৈ সমধুশর্করান্ লেহার্থং দদ্যাৎ, শৃঙ্গাটকপুষ্করবীজকশেরুকান্ ভক্ষণার্থম্। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুসিতোৎপলশালূকোড়ুম্বরশলাটুন্যগ্রোধশুঙ্গানি বা পায়য়েদেনামাজেন পয়সা। পয়সা চৈনাং বলাতিবলাশালিষষ্টিকেক্ষুমূলকাকোলীশৃতেন সমধুশর্করং রক্তশালীনামোদনং মৃদুসুরভিশীতং ভোজয়েৎ। লাবকপিঞ্জলকুরঙ্গশম্বরশশহরিণৈণকালপুচ্ছকরসেন বা ঘৃতসুসংস্কৃতেন সুখশিশিরোপবাতদেশস্থাং ভোজয়েৎ। তথা ক্রোধশোকায়াসব্যবায়ব্যায়ামতশ্চাভিরক্ষেৎ। সৌম্যাভিশ্চৈনাং কথাভির্মনোহনুকূলাভিরুপাসীত, তথাস্যা গর্ভস্তিষ্ঠতি।

রজঃস্রাবের পর হইতেই তাহাকে কোমল সুখকর ও শীতল আস্তরণবিশিষ্ট এবং মস্তকের দিকে ঈষৎ অবনত শয্যায় শয়ন করিতে বলিবে। তৎপরে যষ্টিমধুচূর্ণ ও ঘৃতমিশ্রিত অতি শীতলজলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা যোনিদ্বারে স্থাপন করিবে। শতধৌত ও সহস্রধৌত ঘৃতদ্বারা নাভির অধোভাগ প্রলিপ্ত করিবে। সুশীতল গব্যদুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথ অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ নাভির অধোভাগে সেচন করিবে। কিংবা শীতল জলে অবগাহন করাইবে। বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের অথবা বকুলাদি কষায়বৃক্ষের স্বরস দ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া, যোনিমধ্যে তাহা প্রবেশ করিয়া দিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ ও কল্কসহ দুগ্ধ বা ঘৃত পাক করিয়া, তদ্দ্বারা তূলার বর্ত্তি সিক্ত করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবে; এবং সেই দুগ্ধ বা ঘৃত দুইতোলা পরিমাণে পান করাইবে। কিংবা কেবল দুগ্ধ ও ঘৃত পান করাইবে। পদ্ম উৎপল বা কুমুদ পুষ্পের কেশর মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে; এবং শিঙ্গাড়া পদ্মবীজ ও কেশুর ভক্ষণ করিতে দিবে। গন্ধ-প্রিয়ঙ্গু, উৎপলের কন্দ, শুষ্ক যজ্ঞডুমুর ও বটের শুঙ্গা, এইসকল দ্রব্যের কল্ক ছাগদুগ্ধের সহিত পান করাইবে। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শালিধান্যের মূল, ষেটেধান্যের মূল, ইক্ষু-

মূল ও কাকোলী, ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ এবং মধু ও শর্করার সহিত, রক্তশালির কোমল সুগন্ধি ও শীতল অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা লাব, কপিঞ্জল, কুরঙ্গ, শম্বর, শশ, হরিণ, এণ, বা কালপুচ্ছক মৃগের মাংসরস ঘৃতে সন্তোলিত করিয়া, সেই মাংসরসের সহিত রক্তশালির অন্ন ভোজন করিতে দিবে। ভোজনকালে গর্ভিণীকে সুখ-শীতল বায়ুসংস্পৃষ্টস্থানে উপবেশন করাইয়া ভোজন করাইবে। ক্রোধ, শোক, পরিশ্রম, মৈথুন ও ব্যায়াম হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য তাহাকে করিতে দিবে না। শান্ত ও মনোহর বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা সেই গর্ভিণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যস্যাঃ পুনরামান্বয়াৎ পুষ্পদর্শনং স্যাৎ, প্রায়স্তস্যাস্তদ্ গর্ভবাধকং ভবতি বিরুদ্ধোপক্রমত্বাৎ তয়োঃ। যস্যাঃ পুনরুষ্ণতীক্ষ্ণোপযোগাদ্‌-গর্ভিণ্যা মহতি সংজাতসারে গর্ভে পুষ্পদর্শনং স্যাদন্যো বা যোনিপ্রস্রাবঃ, তস্যা গর্ভো বৃদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি নিঃস্রুতত্বাৎ, স কালান্তরমবতিষ্ঠতেঽতিমাত্রং, তমুপবিষ্টকমিত্যাচক্ষতে কেচিৎ। উপবাসব্রতকর্ম্মপরায়াঃ পুনঃ কদাহারায়াঃ স্নেহদ্বেষিণ্যা বাতপ্রকোপণান্যাসেবমানায়া গর্ভো বৃদ্ধিং নাপ্নোতি পরিশুষ্কত্বাৎ, স চাপি কালান্তরমবতিষ্ঠতেঽতিমাত্রমস্পন্দনশ্চ ভবতি, তন্তু নাগোদরমিত্যাচক্ষতে। নার্য্যোস্তয়োরুভয়োরপি চিকিৎসিতবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ।

আমের অনুবন্ধ হেতু যে গর্ভিণীর রজঃস্রাব হয়, তাহার সেই পুষ্পদর্শন প্রায়ই গর্ভের হানিকর হয়; কারণ আম ও রক্তস্রাব এতদুভয়ের চিকিৎসা পরস্পর বিপরীত। গর্ভ বৃহৎ ও জাতসার হইলে, গর্ভিণীর তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য পদার্থের সেবনজন্য যদি পুষ্পদর্শন অথবা অন্য কোনরূপ যোনিস্রাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিঃস্রাবজন্য সেই গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং প্রসবকাল অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে অবস্থান করে। কেহ কেহ এইরূপ গর্ভকে উপবেষ্টক গর্ভ বলেন। উপবাসাদি ব্রতকর্ম্মপরায়ণা, অথবা কুৎসিত দ্রব্য ভোজনকারিণী, কিংবা ঘৃতাদি স্নেহপদার্থে দ্বেষকারিণী, বা বাতাদিদোষের প্রকোপকারক দ্রব্যসেবিনী গর্ভিণীর গর্ভও পরিশুষ্কত্ব হেতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সেই গর্ভও দীর্ঘকাল গর্ভাশয়ে অবস্থান করে এবং অতিমাত্র স্পন্দিত হইতে থাকে। এইরূপ গর্ভকে নাগোদর কহে। উপবেষ্টক-গর্ভবতী এবং নাগোদরগর্ভবতীর চিকিৎসাবিশেষ উপদেশ করিতেছি।

ভৌতিকজীবনীয়-বৃংহণীয়মধুর-বাতহরসিদ্ধানাং সর্পিষামুপযোগঃ। নাগোদরে তু যোনিব্যাপন্নির্দ্দিষ্টং পয়সামামগর্ভাণাং গর্ভবৃদ্ধিকরাণাঞ্চ সম্ভোজনমেতৈরেব সিদ্ধৈশ্চ ঘৃতাদিভিঃ সুবুভুক্ষায়াম্। অভীক্ষ্ণং যানবাহনাপমার্জ্জনাবজৃম্ভণৈরুপপাদনমিতি।

ভৌতিক, জীবনীয়, বৃংহণীয়, মধুরগণ এবং বাতহর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, তাহাদিগকে প্রয়োগ করিবে। নাগোদরে যোনিব্যাপদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। সেই গর্ভিণীকে দুগ্ধ, অণ্ডজীবের অপক্ব গর্ভ ও গর্ভবৃদ্ধিকারক পদার্থ-

সমূহ ভোজন করাইবে। এবং ঐ সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃতাদি পাক করিয়া, সেই ঘৃতাদির সহিত আহার্য্য পদার্থ তাহাকে তাহার ক্ষুধাকালে ভোজন করিতে দিবে।

যস্যাঃ পুনর্গর্ভো ন স্পন্দতে, তাং শ্যেনমৎস্যগবয়তিত্তিরতাম্রচূড়-শিখিনামন্যতমস্য সর্পিষ্মতা রসেন মাষযূষেণ বা প্রভূতসর্পিষা মূলকযূষেণ বা রক্তশালীনামোদনং মৃদুমধুরশীতং ভোজয়েৎ। তৈলাভ্যঙ্গেনাস্যাশ্চাভীক্ষ্ণমুদরবংক্ষণোরুকটীপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রদেশানীষদুষ্ণেনোপাচরেৎ।

যে গর্ভিণীর গর্ভ স্পন্দিত না হয়, তাহাকে শ্যেন, মৎস্য, গবয়, তিত্তির, কুক্কুট ও ময়ূর ইহাদের মধ্যে কোন এক জীবের মাংসরস ঘৃতসংস্কৃত করিয়া, সেই মাংসরসের সহিত, অথবা ঘৃতসংযুক্ত মাষযূষের সহিত, কিংবা প্রভূত-ঘৃতমিশ্রিত মূলকযূষের সহিত, রক্তশালি তণ্ডুলের কোমল মধুর ও শীতল অন্ন ভোজন করাইবে। এবং তাহার উদর, বঙ্ক্ষন, উরু, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে ঈষদুষ্ণ তৈল সর্ব্বদা অভ্যঙ্গ করিবে।

যস্যাঃ পুনরুদাবর্ত্তবিবন্ধঃ স্যাদষ্টমে মাসে ন চানুবাসনসাধ্যং মন্যতে। ততস্তস্যাস্তদ্বিকারপ্রশমনমুপকল্পয়েন্নিরূহম্, উদাবর্ত্তো হ্যুপেক্ষিতঃ গর্ভং সগর্ভাং গর্ভিণীং বা নিপাতয়েৎ। তত্র বীরণশালিষষ্টিক-কুশকাশেক্ষু-বালিকাবেতসপরিব্যাধমূলানাং ভূতীকানন্তাকাশ্মর্য্যপরূষকমধুকমৃদ্বীকানাঞ্চ পয়সার্দ্ধোদকেনোদ্গময্য রসং পিয়ালবিভীতকমজ্জতিলকল্কসম্প্রযুক্তমীষল্লবণমনত্যুষ্ণং চ নিরূহং দদ্যাৎ। ব্যপগতবিবন্ধাঞ্চৈনাং সুখসলিলপরিষিক্তাঙ্গীং স্থৈর্য্যকরমবিদাহিনমাহারং ভুক্তবতীং সায়ং মধুরকসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ, ন্যুব্জাঞ্চেনামাস্থাপনানুবাসনাভ্যামুপাচরেৎ।

যে গর্ভিণীর অষ্টম মাসে উদাবর্ত্তজনিত বিবন্ধ উপস্থিত হয়, এবং সেই বিবন্ধ অনুবাসনসাধ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে তাহাতে সেই বিকারনাশক নিরূহণ ব্যবস্থা করিবে। কারণ উদাবর্ত্ত উপেক্ষিত হইলে, গর্ভকে বা গর্ভসহ গর্ভিণীকে বিনষ্ট করে। বেণা, শালি, ষষ্টিক, কুশ, কাশ, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), বেতস ও জলবেতস এইসকলের মূল; এবং যমানী, অনন্তমূল, গাম্ভারীফল, ফল্‌সাফল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা; এইসমস্ত দ্রব্য অর্দ্ধোদক দুগ্ধ অর্থাৎ সমপরিমিত দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পাক করিবে। পাকশেষে সেই কাথের সহিত পিয়ালমজ্জা, বহেড়ামজ্জা, তিলকল্ক এবং সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহার নিরূহণ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বিবন্ধ (মল-মূত্ররোধ) অপগত হইলে, সুখোষ্ণ জলদ্বারা তাহার শরীর পরিষিক্ত করিয়া, গর্ভের স্থিরত্বকারক এবং অবিদাহী অন্ন তাহাকে আহার করাইবে। তৎপরে সায়ংকালে মধুরগণসিদ্ধ তৈলদ্বারা তাহাকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। গর্ভিণীকে ন্যুব্জভাবে অর্থাৎ অধোমুখে ও অনুত্তানভাবে রাখিয়া, আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে।

যস্যাঃ পুনরতিমাত্রদোষোপচয়াদ্বা তীক্ষ্ণোষ্ণাতিমাত্রসেবনাদ্বা বাতমূত্র-পুরীষবেগধারণৈর্ব্বা বিষমাশনশয়নস্থান-সংপীড়নৈর্ব্বা ক্রোধশোকের্ষ্যা-সূয়াভয়ত্রাসাদিভির্ব্বাপরৈঃ কর্ম্মভিরন্তঃ কুক্ষৌ গর্ভো ম্রিয়তে। তস্যাঃ

স্তিমিতং স্তব্ধমুদরমাততং শীতমশ্মান্তর্গতমিব ভবত্যস্পন্দনো গর্ভঃ, শূলমধিকমুপজায়তে ন চাব্যঃ প্রাদুর্ভবন্তি যোনির্ন প্রস্রবত্যক্ষিণী চাস্যাঃ স্রস্তে ভবতস্তাম্যতি ব্যথতে ভ্রমতে শ্বসিত্যরতিবহুলা চ ভবতি ন বাস্যা বেগপ্রাদুর্ভাবো বা যথাবদুপলভ্যত ইত্যেবংলক্ষণাং স্ত্রিয়ং মৃতগর্ভেয়মিতি বিদ্যাৎ।

বাতাদিদোষের অতিমাত্র সঞ্চয়, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যদ্রব্যের অতিসেবন, বাত-মূত্র-পুরীষের বেগধারণ, বিষমভোজন, বিষমভাবে বা বিষমস্থানে শয়ন ও উপবেশন, গর্ভের পীড়ন, অথবা ক্রোধ, শোক, ঈর্ষ্যা, ভয়, ও ত্রাসাদি, কিম্বা এইরূপ অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা যাহার গর্ভ কুক্ষিমধ্যে বিনষ্ট হয়; তাহার উদর স্তিমিত, স্তব্ধ, বিস্তৃত, শীতল ও প্রস্তরপূর্ণের ন্যায় কঠিন হয়, গর্ভ স্পন্দিত হয় না, অত্যন্তবেদনা উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রসবব্যথা প্রকাশ পায় না, যোনি হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় না, নেত্রদ্বয় শিথিল হয়, গর্ভিণী মূর্চ্ছিত ব্যথিত ও ঘূর্ণিতদেহ হয়, এবং অত্যন্ত শ্বাসত্যাগ করে, তাহার প্রসববেগ উপস্থিত হয় না, কিম্বা হইলেও তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। গর্ভিণী এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা হইলে, তাহাকে মৃতগর্ভা বলিয়া জানিবে।

তস্য গর্ভশল্যস্য জরায়ুপ্রপাতনং কর্ম্ম সংশমনমিত্যাহুরেকে। মন্ত্রাদিকমথর্ব্ববেদবিহিতমিত্যেকে। পরিদৃষ্টকর্ম্মণা শল্যহর্ত্রা হরণমিত্যেকে। ব্যপগতগর্ভশল্যাস্তু স্ত্রিয়মামগর্ভাং সুরাসীধ্বরিষ্টমধুমদিরাসবানামন্যতমমগ্রে সামর্থ্যতঃ পায়য়েত গর্ভকোষ্ঠবিশুদ্ধ্যর্থমর্ত্তিবিস্মরণার্থং প্রহর্ষণার্থঞ্চ। অতঃপরং বৃংহণৈর্ব্বলানুরক্ষিভিঃ স্নেহসম্প্রযুক্তৈর্যবাগ্বাদিভির্বা তৎকালযোগিভিরাহারৈরুপাচরেদ্ দোষধাতুক্লেদবিশোষণমাত্রং বা তৎকালম্। অতঃপরং স্নেহপানৈর্বস্তিভিরাহারবিধিভিশ্চ দীপনীয়জীবনীয়মধুরবাতহরৈরুপচারৈরাচরেৎ। পরিপক্বগর্ভশল্যায়াঃ পুনর্বিমুক্তগর্ভশল্যায়াস্তদহরেব স্নেহোপচারঃ স্যাৎ।

কেহ কেহ বলেন, জরায়ুপাতনই এই গর্ভশল্যের চিকিৎসা; কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্রাদি প্রয়োগই ইহার শান্তির উপায়; আবার অন্য কেহ কেহ বলেন, বহুদর্শী শস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা গর্ভশল্যের নিষ্কাশন করাই ইহার চিকিৎসা। গর্ভ শল্য ব্যপগত হইলে, সেই গর্ভিণী যদি আমগর্ভা হয় তবে তাহাকে প্রথমেই গর্ভকোষ্ঠের বিশুদ্ধির জন্য, যন্ত্রণাবিস্মরণের জন্য এবং হর্ষোৎপাদনের জন্য, সুরা, সীধু, অরিষ্ট, মধু, মদিরা ও আসব ইহাদের মধ্যে কোন একটি পদার্থ যথাশক্তি পান করাইবে। তৎপরে দোষ-ধাতু ও ক্লেদ বিশুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত পুষ্টিকর ও বলকারক স্নেহমিশ্রিত যবাগূ প্রভৃতি অথবা তৎকালোপযোগী আহার ভোজন করিতে দিবে। অতঃপর স্নেহপান, বস্তি (পিচকারি), উপযুক্ত আহারবিধি, এবং দীপনীয়, জীবনীয়, বৃংহণীয়, মধুরগণ ও বাতহরগণোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। আর যাহার পরিপক্ব গর্ভ কুক্ষিমধ্যে বিনষ্ট হয়, তাহার গর্ভশল্য অপগত হইলে, সেই দিনেই তাহাকে স্নেহপানাদির ব্যবস্থা করিবে।

পরমতো নির্ব্বিকারমাপ্যায়মানস্য গর্ভস্য মাসে মাসে কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ। প্রথমে মাসে শঙ্কিতা চেদ্‌গর্ভমাপন্না ক্ষীরমনুপস্কৃতং মাত্রাবচ্ছীতং কালে পিবেৎ সাত্ম্যঞ্চ ভোজনং সায়ং প্রাতশ্চ ভুঞ্জীত। দ্বিতীয়ে মাসে ক্ষীরমেব চ মধুরৌষধসিদ্ধম্, তৃতীয়ে মাসে ক্ষীরং মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য, চতুর্থে মাসে তু ক্ষীরনবনীতমক্ষমাত্রমশ্নীয়াৎ, পঞ্চমে মাসে ক্ষীরসর্পিঃ, ষষ্ঠে মাসে ক্ষীরসর্পির্মধুরৌষধসিদ্ধং, তদেব সপ্তমে মাসে।

গর্ভ নীরোগ অবস্থায় বৃদ্ধি পাইবার জন্য প্রতিমাসে তাহার যেসকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য, অতঃপর তাহারই উপদেশ করিতেছি। প্রথম মাসেই গর্ভসম্ভাবনা অনুভূত হইলে কোন ঔষধের সহিত পাক না করিয়া, কেবল শীতল দুগ্ধ পরিমিত মাত্রায় যথাকালে গর্ভিণী পান করিবে; এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সাত্ম্য আহার ভোজন করিবে। দ্বিতীয় মাসে মধুরগণসিদ্ধ দুগ্ধ, তৃতীয় মাসে মধু ও ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ, এবং চতুর্থ মাসে দুগ্ধজাত নবনীত দুইতোলা পরিমাণে ভোজন করিবে, পঞ্চমমাসে দুগ্ধোৎপন্ন নবনীতের ঘৃত, এবং ষষ্ঠমাসে সেই ঘৃত মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। সপ্তমমাসেও ষষ্ঠমাসোক্ত ঘৃত পান করিতে হইবে।

তত্র গর্ভস্য কেশা জায়মানা মাতুর্বিদাহং জনয়ন্তীতি স্ত্রিয়ো ভাষন্তে, তন্নেতি ভগবানাত্রেয়ঃ। কিন্তু গর্ভোৎপীড়নাদ্বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ উরঃপ্রাপ্য বিদহন্তি, ততঃ কণ্ডূরুপজায়তে কণ্ডূমূলা চ কিক্কিশাবাপ্তির্ভবতি। তত্র কোলোদকেন নবনীতস্য মধুরৌষধসিদ্ধস্য পাণিতলমাত্রমস্যৈ পাতুং দদ্যাৎ। চন্দনমৃণালকল্কৈশ্চাস্যাঃ স্তনোদরং বিমৃদ্নীয়াৎ। শিরীষধাতকীসর্ষপমধুকচূর্ণৈঃ কুটজার্জকবীজমুস্তহরিদ্রাকল্কৈর্বা নিম্বকোলসুরসমঞ্জিষ্ঠাকল্কৈর্বা পৃষৎ-হরিণশশরুধিরযুতয়া ত্রিফলয়া বা করবীরকপত্রসিদ্ধেন বা তৈলেনাভ্যঙ্গঃ। পরিষেকঃ পুনর্মালতীমধুকসিদ্ধেনাম্ভসা। জাতকণ্ডূশ্চ কণ্ডূয়নং বর্জ্জয়েৎ ত্বগ্‌ভেদনবৈরূপ্যপরিহারার্থম্। অশক্যায়াস্তু কণ্ড্বামুন্মর্দ্দনোদ্ঘর্ষণাভ্যাং পরিহারঃ স্যাৎ। মধুরমাহারজাতং বাতহরমল্পমল্পস্নেহলবণমল্পোদকানুপানঞ্চ ভুঞ্জীত।

স্ত্রীলোকেরা বলেন, সপ্তম মাসে গর্ভের কেশ উৎপন্ন হইয়া, মাতার বিদাহ উৎপাদন করে। ভগবান্ আত্রেয় বলেন, তাহা নহে; কিন্তু গর্ভের উৎপীড়ন হেতু বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা মাতার বক্ষঃস্থলে উপস্থিত হইয়া বিদাহ উৎপাদন করে। সেই বিদাহ হইতে কণ্ডূ উৎপন্ন হয়, সেই কণ্ডূ হইতে কিক্কিশা অর্থাৎ উদরের চর্ম্মবিদারণ উপস্থিত হয়। চর্ম্ম বিদারিত হইলে, কুলের কাথ ও মধুরগণের কল্ক সহ নবনীত পাক করিয়া, তাহাই দুইতোলা মাত্রায় গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। চন্দন ও মৃণালের কল্ক দ্বারা তাহার স্তন ও উদর মর্দ্দন করিবে। অথবা শিরীষ, ধাইফুল, সর্ষপ, ও যষ্টিমধুর চূর্ণ; কিংবা কুটজবীজ, অর্জক তুলসীর বীজ, মুতা, ও হরিদ্রার কল্ক, অথবা নিম, কুল, সুরসা তুলসী ও মঞ্জিষ্ঠার কল্ক; কিংবা পৃষৎ, হরিণ বা শশকের রক্তমিশ্রিত ত্রিফলা চূর্ণ উদরে ও স্তনে মর্দ্দন করিবে। করবীর পত্রসহ

তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল বিদীর্ণ স্থানে অভ্যঙ্গ করিবে। মালতীফুল ও যষ্টিমধুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল দ্বারা পরিষেক করিবে। কণ্ডূ উপস্থিত হইলে কণ্ডূয়ন পরিত্যাগ করিবে, নতুবা ত্বগ্‌ভেদ হইয়া সেই অঙ্গের বিরূপতা উপস্থিত হইতে পারে। কণ্ডূয়নে নিরস্ত হইতে না পারিলে, উন্মর্দ্দন বা উদ্‌ঘর্ষণদ্বারা কণ্ডূনিবারণ করিবে। অল্প স্নেহ-লবণযুক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট বায়ুনাশক আহার অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে; এবং ভোজনের পরে অল্প পরিমাণে জল পান করিবে।

অষ্টমে মাসে ক্ষীরযবাগূং সর্পিষ্মতীং কালে কালে পিবেৎ। তন্নেতি ভদ্রকাপ্যঃ পৈঙ্গল্যাবাধো হ্যস্যা গর্ভমাগচ্ছেদিতি। অস্ত্বত্র পৈঙ্গল্যা-বাধ ইত্যাহ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ো ন হ্যেতদকার্য্যমেবং কুর্ব্বতী হ্যারোগ্যবলবর্ণস্বরসংহননসম্পদুপেতং জ্ঞাতীনামপি শ্রেষ্ঠমপত্যং জনয়তি। নবমে খল্বেনাং মাসে মধুরৌষধসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ। অতশ্চা-স্যাস্তৈলং পিচুমিশ্রং যোনৌ প্রণয়েদ্ গর্ভস্থানমার্গস্নেহনার্থম্।

অষ্টম মাসে, দুগ্ধসিদ্ধ যবাগূ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, সময়ে সময়ে পান করিবে। ভদ্রকাপ্য বলেন তাহা উচিত নহে, কারণ তাহাদ্বারা গর্ভ পিঙ্গলতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সন্তানের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ হয়। ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু বলেন, পিঙ্গলতার আশঙ্কা থাকিলেও, ক্ষীরযবাগূ পান অকর্ত্তব্য নহে; যেহেতু অষ্টমমাসে ক্ষীরযবাগূ পান করিলে, আরোগ্য বল বর্ণ স্বর ও আকৃতির উৎকর্ষবিশিষ্ট এবং বংশমধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয়। নবম মাসে মধুরগণসিদ্ধ তৈল দ্বারা গর্ভিণীকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। এবং গর্ভস্থান ও যোনিপথ স্নিগ্ধ করিবার জন্য ঐ তৈলমিশ্রিত পিচু (তূলা) যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে।

যদিদং কর্ম্ম প্রথমমাসমুপাদায়োপদিষ্টমানবমান্মাসাৎ, তেন গর্ভিণ্যা গর্ভসময়ে গর্ভধারণে কুক্ষিকটীপার্শ্বপৃষ্ঠং মৃদু ভবতি বাতশ্চানুলোমঃ সম্পদ্যতে মূত্রপুরীষে চ প্রকৃতিভূতে সুখেন মার্গমনুপদ্যতে চর্ম্মনখানি মার্দ্দবমুপযান্তি বলবর্ণৌ চোপচীয়েতে পুত্রং জ্যেষ্ঠং সম্পদুপেতং সুখিনং সুখেনৈষা কালে প্রজায়ত ইতি।

প্রথম মাস হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত যেসকল কর্ম্ম উপদিষ্ট হইল, তাহাদ্বারা গর্ভসময়ে ও গর্ভধারণ বিষয়ে গর্ভিণীর কুক্ষি, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশ কোমল হয়, বায়ু অনুলোম হয়, মূত্র ও পুরীষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া অনায়াসে স্ব স্ব পথে উপস্থিত হয়, চর্ম্ম ও নখ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হয়, এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুখী ও শ্রেষ্ঠ সন্তান অনায়াসে প্রসব করে।

প্রাক্ চৈবাস্যা নবমান্মাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থিশর্করা-কপালে দেশে প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাগ্‌দ্বারমুদগ্‌দ্বারং বা। বৈল্বানাং কাষ্ঠানাং তৈন্দুকৈঙ্গুদানাং ভাল্লাতকানাং বারুণানাং খাদিরাণাং বা যানি চান্যান্যপি ব্রাহ্মণাঃ শংসেয়ুরথর্ব্ববেদবিদস্তদ্বসনালেপনাচ্ছাদ-নাপিধানসম্পদুপেতং বাস্তু বিদ্যাৎ, হৃদয়যোগেনাগ্নিসলিলোদূখলবর্চ্চঃ-স্থানস্নানভূমিমহানসমৃতুসুখঞ্চ। তত্র সর্পিস্তৈলমধুসৈন্ধবসৌবর্চ্চলকাল-

লবণবিড়ঙ্গগুড়কুষ্ঠ-কিলিমনাগর-পিপ্পলী-পিপ্পলীমকণ্ডুপর্ণ্যোলালাঙ্গলিকী-বচাচব্য-চিত্রকচিরবিল্ব-হিঙ্গুসর্ষপলশুন-কণকণিকানীপাতসী-বল্বীজভূর্জ্জাঃ কুলত্থমৈরেয়সুরাসবাঃ সন্নিহিতাঃ স্যুঃ। তথাশ্মানৌ দ্বৌ দ্বে চণ্ডমুষলে দ্বে উলূখলে খরো বৃষভশ্চ দ্বৌ চ তীক্ষ্ণৌ সূচীপিপ্পলকৌ সৌবর্ণরাজতৌ শস্ত্রাণি চ তীক্ষ্ণায়সানি দ্বৌ চ বিল্বময়ৌ পর্য্যঙ্কৌ তৈন্দুকৈঙ্গুদানি কাষ্ঠান্যগ্নিসন্ধুক্ষণানি স্ত্রিয়শ্চ বহ্ব্যো বহুশঃ প্রজাতাঃ সৌহার্দ্দযুক্তাঃ সততমনুরক্তাঃ প্রদক্ষিণাচারাঃ প্রতিপত্তিকুশলাঃ প্রকৃতিবৎসলাস্ত্যক্তবিষাদাঃ ক্লেশসহিষ্ণবোঽভিমতাঃ ব্রাহ্মণাশ্চাথর্ব্ববেদবিদো যচ্চান্যদপি তত্র সমর্থং মন্যেত যচ্চান্যচ্চ ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স্ত্রিয়শ্চ বৃদ্ধাস্তৎকার্য্যম্।

নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইবে। অস্থি শর্করা ও কপাল (খাপড়া) শূন্য স্থানে, প্রশস্ত রূপ রস ও গন্ধবিশিষ্ট ভূমিতে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী করিয়া সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বিল্ব, তিন্দুক (গাব), ইঙ্গুদী, ভল্লাতক, বরুণ, খাদির, অথবা অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য যেসকল কাষ্ঠ প্রশস্ত বলেন, সেই সকল কাষ্ঠদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বস্ত্র, আলেপন এবং আচ্ছাদন ও আবরণ পদার্থ সেই গৃহে স্থাপন করিবে। অগ্নি, জল, ও উদূখল সেই গৃহে রাখিতে হইবে। সেখানে মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান ও উনুন বিবেচনা পূর্ব্বক ঋতুসুখকর ভাবে নির্ম্মাণ করিবে। ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল ও কাললবণ, বিড়ঙ্গ, গুড়, কুড়, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপুল, থুলকুড়, এলাচ, ঈশলাঙ্গলা, বচ, চই, চিতামূল, ডহরকরঞ্জা, হিং, সর্ষপ, লশুন, চাউলের কণা, কদম্ব, অতসী, কুষ্মাণ্ড, ভূর্জ্জপত্র, কুলত্থকলাই, মৈরেয় মদ্য, সুরা ও আসব, এইসকল দ্রব্য সূতিকগৃহের সান্নিহিত রাখিবে। দুইটি শিলাখণ্ড (শিল ও নোড়া), দুইটি বড় মুষল, দুইটি উদূখল, একটি গর্দ্দভ, একটি বৃষ, দুইটি তীক্ষ্ণ সূচী ও সূচী রাখিবার পাত্র, তীক্ষ্ণ লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রসমূহ, বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত দুইখানি পর্য্যঙ্ক, এবং অগ্নি জ্বালিবার জন্য তিন্দুক ও ইঙ্গুদী কাষ্ঠ, সেই গৃহের নিকটে রাখিবে। যেসকল স্ত্রী বহুবার প্রসব করিয়াছে, যাহারা গর্ভিণীর সহিত সৌহার্দ্দযুক্ত ও সতত অনুরক্ত, যাহারা অনুকূল-আচারশীল ও কার্য্যনিপুণ, যাহাদের বাৎসল্য প্রকৃতিগত, এবং যাহারা বিষাদশূন্য ক্লেশসহিষ্ণু ও গর্ভিণীর অভিমত, সেইপ্রকার অনেকগুলি স্ত্রীলোক, অথর্ব্ববেদবিৎ কতকগুলি ব্রাহ্মণ, এবং অন্য যাহা কিছু তদ্বিষয়ে উপযোগী বোধ হইবে, অথবা ব্রাহ্মণগণ ও স্ত্রীগণ আর যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদেশ করিবেন, সেইসমস্তও সূতিকগৃহের নিকটে রাখিতে হইবে।

ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসি পুণ্যেঽহনি প্রশস্তনক্ষত্রযোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে করণে মৈত্রে মুহূর্ত্তে শান্তিং হুত্বা গোব্রাহ্মণমগ্নিমুদকঞ্চাদৌ প্রবেশ্য গোভ্যস্তৃণোদকং মধুলাজাংশ্চ প্রদায় ব্রাহ্মণেভ্যোঽক্ষতান্ সুমনসো নান্দীমুখানি ফলানীষ্টানি দত্ত্বা, উদকপূর্ব্বমাসনস্থেভ্যোঽভিবাদ্য পুনরাচম্য স্বস্তি বাচয়েৎ। ততঃ পুণ্যাহশব্দেন গোব্রাহ্মণমন্বাবর্ত্তমানা প্রবিশেৎ সূতিকাগারম্। তত্রস্থা চ প্রসবকালং প্রতীক্ষেত।

তৎপরে নবম মাস প্রবৃত্ত হইলে, পুণ্য দিবসে, প্রশস্ত-নক্ষত্রগত চন্দ্রে, শুভকরণে ও মৈত্র মুহূর্ত্তে, শান্তিকর্ম্মবিধানানুসারে হোম করিয়া, অগ্রে গো ব্রাহ্মণ অগ্নি ও জল সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করাইবে, গোসকলকে তৃণ জল ও মধুমিশ্রিত লাজ (খই) প্রদান করিবে, এবং পুনর্ব্বার আচমন পূর্ব্বক আসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে আতপতণ্ডুল, ফুল ও মঙ্গলসূচক অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া অভিবাদন করিবে ও স্বস্তি বলাইবে। তদনন্তর "পুণ্যাহ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গো-ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিবে, এবং সেই গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিবে।

তস্যাস্তু খল্বিমানি লিঙ্গানি প্রজননকালমভিভবন্তি, তদ্‌যথা ক্লমো গাত্রাণাং গ্লানিরাননস্যাক্ষ্ণোঃ শৈথিল্যং বিমুক্তবন্ধনত্বমিব বক্ষসঃ কুক্ষেরবস্রংসনমধো গুরুত্বং বংক্ষণবস্তিকটীকুক্ষিপার্শ্বপৃষ্ঠনিস্তোদো যোনেঃ প্রস্রবণমন্নানভিলাষশ্চ। ততোহনন্তরমাবীনাং প্রাদুর্ভাবঃ প্রসেকশ্চ গর্ভোদকস্য। আবীপ্রাদুর্ভাবে তু ভূমৌ শয়নং বিদধ্যান্মৃদ্বাস্তরণোপপন্নং, তদধ্যাসীনাং তাং ততঃ সমন্ততঃ পরিবার্য্য যথোক্তগুণাঃ স্ত্রিয়ঃ পর্য্যুপাসীরন্, তাশ্চাশ্বাসয়েয়ুস্ত্যো বাগ্‌ভির্গ্রাহণীয়াভিরুপাদিষ্টবদর্থাভিধায়িনীভিঃ। সা চেদাবীভিঃ সংক্লিশ্যমানা ন প্রজায়েতাথৈনাং ব্রূয়াৎ উত্তিষ্ঠ মুষলমন্যতরঞ্চ গৃহীত্বানেনৈতদুলূখলং ধান্যপূর্ণং মুহুরভিজহি মুহুর্ম্মুহুরবজৃম্ভস্ব চংক্রমস্ব চান্তরান্তরা ইত্যেবমুপদিশন্ত্যেকে।

প্রসবকালে গর্ভিণীর এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে যথা,—শরীরের ক্লান্তি, মুখের গ্লানি, নেত্রদ্বয়ের শিথিলতা, বক্ষঃস্থলের বন্ধনমোচনের ন্যায় অনুভব, কুক্ষির অধোভ্রংস, অধোদেহের গুরুত্ব, বঙ্ক্ষণ বস্তি কটী কুক্ষি পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, যোনির স্রাব ও আহারে অনিচ্ছা। তৎপরে প্রসববেদনার আবির্ভাব হয় এবং গর্ভ হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, ভূমিতলে কোমল আস্তরণযুক্ত শয্যায় উপবেশন করিবে। তখন পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ গর্ভিণীর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিবে; এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আশ্বাসবাক্যদ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিবে। গর্ভিণী যদি প্রসববেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় এবং প্রসব না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে;—উঠ, মুষলদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি মুষল গ্রহণ কর এবং ঐ মুষল দ্বারা ধান্যপূর্ণ উদূখলে বারংবার আঘাত কর, মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভাত্যাগের ন্যায় হস্তাদি প্রসারণ কর, ও মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর। এইরূপ কেহ কেহ উপদেশ দিয়া থাকেন।

তন্নেত্যাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। দারুণব্যায়ামবর্জ্জনং কি গর্ভিণ্যাঃ সততমুপদিশ্যতে বিশেষতশ্চ প্রজননকালে, প্রচলিতসর্ব্বধাতুদোষায়াঃ সুকুমার্য্যা নার্য্যা মুষলব্যায়ামসমীরিতো বায়ুরন্তরং লব্ধা প্রাণান্ হিংস্যাৎ, দুষ্প্রতীকারতমা হি তস্মিন্ কালে বিশেষেণ ভবতি গর্ভিণী। তস্মান্মুষলগ্রহণং পরিহার্য্যমৃষয়ো মন্যন্তে জৃম্ভণঞ্চংক্রমণঞ্চ পুনরনুষ্ঠেয়মিতি।

ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলেন, ইহা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, গর্ভিণীকে সর্ব্বদার জন্য বিশেষতঃ প্রসবকালে দারুণ ব্যায়াম পরিত্যাগ করিতেই পণ্ডিতগণ উপদেশ করেন।

তৎকালে সুকুমার নারীগণের রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ও বাতাদি দোষসকল প্রচলিত হয়, সুতরাং মুষলব্যায়ামদ্বারা চালিত হইয়া বায়ু অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণনাশ করিতে পারে। বিশেষতঃ তৎকালে গর্ভিণী দুশ্চিকিৎস্যতমা হয়। অতএব ঋষিগণ মুষলগ্রহণ পরিত্যাগ করাই উচিত বিবেচনা করেন, এবং জৃম্ভণ ও চংক্রমণ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অথাস্যৈ দদ্যাৎ কুষ্ঠৈলালাঙ্গলিকীবচাচিত্রকচিরবিল্বচূর্ণমুপঘ্রাতুং সা তন্মুহুর্মুহুরুপজিঘ্রেৎ; তথা ভূর্জ্জপত্রধূমং শিংশপাসারধূমং বা। তস্যাশ্চান্তরান্তরা কটীপার্শ্বপৃষ্ঠসক্থিদেশানীষদুষ্ণেন তৈলেনাভ্যজ্যানুসুখমবমৃদ্নীয়াদিত্যনেন তু কর্ম্মণা গর্ভোঽবাক্ প্রতিপদ্যতে। স যদা জানীয়াদ্বিমুচ্য হৃদয়মুদরমস্যাস্ত্বাবিশতি বস্তিশিরোঽবগৃহ্লাতি ত্বরয়ন্ত্যেনামাব্যঃ পরিবর্ত্ততেঽস্যা অবাগ্‌গর্ভ ইত্যস্যামবস্থায়াং পর্য্যঙ্কমেনামারোপ্য প্রবাহয়িতুমুপক্রমেত কর্ণে চাস্যা মন্ত্রমিমমনুকূলা স্ত্রী জপেৎ।

ক্ষিতির্জলং বিয়ৎ তেজো বায়ুরিন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ।
সগর্ভাং ত্বাং সদা পান্তু বৈশল্যঞ্চ দিশন্তু তে॥
প্রসুব ত্বমবিক্লিষ্টমবিক্লিষ্টা শুভাননে।
কার্ত্তিকেয়দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিরক্ষিতম্॥

সেইসময়ে গর্ভিণীকে কুড়, এলাচ, ঈশলাঙ্গলা, বচ, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জের চূর্ণ আঘ্রাণ করিতে দিবে; গর্ভিণীও তাহা মুহুর্মুহুঃ আঘ্রাণ করিবে। এবং ভূর্জ্জপত্রের ধূম বা শিংশপসারের ধূম আঘ্রাণ করিবে। মধ্যে মধ্যে গর্ভিণীর কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও উরুদেশে ঈষদুষ্ণ তৈল অভ্যঙ্গ করিবে এবং উপরদিক হইতে নিম্নদিকে মর্দ্দন করিবে। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা গর্ভ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধোদিকে আসিতে থাকে। যখন বুঝিবে, গর্ভ মাতার হৃদয়বন্ধন মুক্ত হইয়া উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্তির শিরোভাগে উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঘন ঘন প্রসববেগ আসিতেছে, তখনই গর্ভ অধঃশিরা হইয়াছে নিশ্চয় করিবে। এই অবস্থায় গর্ভিণীকে পর্য্যঙ্কে তুলিয়া, তাহাকে বারংবার কুন্থন করিতে বলিবে। একজন অনুকূলা স্ত্রী তাহার কর্ণে "ক্ষিতির্জ্জলং" ইত্যাদি নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে।

(মন্ত্র) ক্ষিতি, জল, আকাশ, তেজঃ, বায়ু ইন্দ্র ও প্রজাপতি, তোমাকে ও তোমার গর্ভকে রক্ষা করুন, এবং তোমার প্রসবযন্ত্রণা নিবারণ করুন। হে শুভাননে! তুমি স্বয়ং অক্লিষ্ট থাকিয়া, অবিক্লিষ্ট কার্ত্তিকেয়কান্তি ও কার্ত্তিকেয়রক্ষিত পুত্র প্রসব কর।

তাশ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ স্ত্রিয়োঽনুশিষ্যুরনাগতাবীর্মা প্রবাহিষ্ঠাঃ। যদ্যনাগতাবীঃ প্রবাহয়তে ব্যর্থমেবাস্যাস্তৎ কর্ম্ম ভবতি; প্রজা চাস্যা বিকৃতা বিকৃতিমাপন্না চ শ্বাসকাসশোষপ্লীহপ্রসক্তা বা ভবতি। যথা হি ক্ষবথূদ্গারবাতমূত্রপুরীষবেগান্ প্রযতমানোঽপ্যপ্রাপ্তকালান্ন লভতে কৃচ্ছ্রেণ বাপ্যবাপ্নোতি তথানাগতকালং গর্ভমপি প্রবাহমাণা। যথা চৈষামেব ক্ষবথ্বাদীনাং সন্ধারণমুপঘাতায়োপপদ্যতে তথা প্রাপ্তকালস্য গর্ভস্যাপ্রবাহণমিতি। সা যথানির্দ্দেশং কুরুষ্বেতি বক্তব্যা স্যাৎ। তথা

চ কুর্ব্বতী শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রবাহেত ততোঽনন্তরং বলবত্তরমিতি, তস্যাঞ্চ প্রবাহমাণায়াং স্ত্রিয়ঃ শব্দং কুর্য্যুঃ প্রজাতা প্রজাতা ধন্যং ধন্যং পুত্রমিতি তথাস্যা হর্ষেণাপ্যায়ন্তে প্রাণাঃ।

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ তাহাকে উপদেশ দিবেন যে প্রসববেগ উপস্থিত না হইলে কুন্থন করিও না। প্রসববেগ উপস্থিত না হইলেও যদি কুন্থন করা যায়, তাহা হইলে কুন্থন কার্য্য ব্যর্থ হয় কিংবা সন্তান বিকৃত বা বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং শ্বাস কাস শোষ ও প্লীহা রোগাক্রান্ত হয়। অকালে অতি যত্ন করিয়াও যেমন ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, বায়ু, মূত্র ও পুরীষের বেগ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথবা অতি কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অনুপস্থিত কালে কুন্থন করিলে গর্ভও প্রসব করা যায় না। আবার ক্ষবথু প্রভৃতির উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে, তাহা যেমন অনিষ্টকারক হয়, সেইরূপ প্রসববেগকালে কুন্থন না করিলে, তাহাও বিপজ্জনক হইয়া থাকে। অতএব সেই স্ত্রীলোকগণ গর্ভিণীকে "আমাদের উপদেশানুসারে কার্য্য কর" এইরূপ বলিবেন। গর্ভিণীও তাঁহাদের উপদেশ পালন করিবেন। প্রথমে অল্প অল্প কুন্থন করিয়া, ক্রমশঃ অধিক বেগে কুন্থন করিতে হইবে। তাঁহার কুন্থনকালে স্ত্রীলোকগণ "ধন্য! ধন্য! পুত্র প্রসব করিয়াছে!" বলিয়া শব্দ করিবেন, তাহাতে গর্ভিণীর প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে।

যদা চ প্রজাতা স্যাৎ তদৈনামবেক্ষেত কাচিদস্যা অমরা প্রপন্না বা প্রপন্নানেতি। তস্যাশ্চেদমরা ন প্রপন্না স্যাদথৈনামন্যতমা স্ত্রী দক্ষিণেন পাণিনা নাভেরুপরিষ্টাদ্বলবন্ নিপীড্য সব্যেন পাণিনা পৃষ্ঠত উপসংগৃহ্য তাং সুনির্দ্ধূতং নির্দ্ধূনুয়াৎ। অথাস্যাঃ পার্ষ্ণ্যা শ্রোণীমাকোটয়েদস্যাঃ স্ফিচাবুপসংগৃহ্য সুপীড়িতং পীড়য়েৎ। অথাস্যা বালবেণ্যা কণ্ঠতালু পরিমৃশেৎ। ভূর্জ্জপত্রকাচমণিসর্পনির্ম্মোকৈশ্চাস্যা যোনিং ধূপয়েৎ। কুষ্ঠতালীশকল্কং বল্বজযূষে মৈরেয়সুরামণ্ডে বা কৌলত্থে বা মণ্ডূকপর্ণীপিপ্পলীক্বাথে বা সংপ্লাব্য তথা পায়য়েদেনাম্।

প্রসব করার পরে গর্ভিণীকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তাহার অমরা (ফুল) পতিত হইয়াছে কি না হইয়াছে কোন স্ত্রীলোক তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি তাহার অমরা পতিত না হয়, তবে একজন স্ত্রীলোক দক্ষিণ হস্তদ্বারা গর্ভির নাভির উপরিভাগে সবলে চাপিয়া চাপিয়া ধরিবে, এবং বাম হস্তদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া বিশেষরূপে কাঁপাইবে। পার্ষ্ণি দ্বারা তাহার শ্রোণীফলক কুট্টিত করিবে অর্থাৎ নিতম্বের উপরিভাগে বারংবার গোড়ালির আঘাত করিবে, এবং নিতম্বদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া পীড়ন করিবে। তাহার কণ্ঠ ও তালুদেশে তাহার কেশবেণী প্রবেশ করাইয়া দিবে। অর্থাৎ কণ্ঠ ও তালুর মধ্যে কেশ ঘর্ষণ করাইয়া বমনবেগ উৎপাদন করিবে। ভূর্জ্জপত্র, কাচ ও সাপের খোলস দ্বারা তাহার যোনিতে ধূপ (ধোঁয়া) প্রদান করিবে। কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক, উলুঘাসের ক্বাথের সহিত, অথবা মৈরেয় মণ্ড বা সুরামণ্ডের সহিত, কিংবা কুলথযূষের সহিত, অথবা থুলকুড়ী ও পিপুলের ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাকে পান করাইবে।

তথা সূক্ষ্মৈলাকিলিমকুষ্ঠনাগরবিড়ঙ্গকালবিড়চব্যপিপ্পলীচিত্রকোপকুঞ্চিকাকল্কং খরবৃষভস্য জরতো বা দক্ষিণং কর্ণমুৎকৃত্য দৃষদি জর্জ্জরী-

কৃত্য বল্বজযূঁষাদীনামন্যতমে প্রক্ষিপ্যাপ্লাব্য মুহূর্ত্তস্থিতমুদ্ধৃত্য তদাপ্লাবনং পায়য়েদেনাম্। শতপুষ্পাকুষ্ঠমদনহিঙ্গুসিদ্ধস্য চৈনাং তৈলস্য পিচুং গ্রাহয়েৎ। অতশ্চৈবানুবাসয়েদেতৈরেব চাপ্লাবনৈঃ ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকৃতবেধনহস্তিপর্ণ্যুপহিতৈরাস্থাপয়েৎ। তদাস্থাপনমস্যাহি সহ বাতমূত্রপুরীষৈর্নির্হরত্যমরামাসক্তাং বায়োরনুলোমগমনাৎ। অমরাং হি বাতমূত্রপুরীষাণ্যন্যানি চান্তর্বহির্ম্মুখানি সজ্জন্তি। তস্যাস্তু খল্বমরায়াঃ প্রপতনার্থে খল্বেবমেব কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে জাতমাত্রস্যৈব কুমারস্য কার্য্যাণ্যেতানি কর্ম্মাণি ভবন্তি, তদ্‌যথা—অশ্মনোঃ সংঘট্টনং কর্ণয়োর্ম্মূলে শীতোদকেনোষ্ণোদকেন বা মুখপরিষেকঃ, তথাসংক্লেশবিহতান্ প্রাণান্ পুনর্লভেত কৃষ্ণকপালিকাসূর্পেণ চৈনমভিনিষ্পুনীয়ুঃ, যদ্‌যচ্চেষ্টং স্যাদ্ যাবৎ প্রাণানাং প্রত্যাগমনং তত্তৎ সর্ব্বমেব কুর্য্যুঃ।

ছোট এলাচ, দেবদারু, কুড়, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, কাললবণ, বিট্‌লবণ, গুড়, চই, পিপুল, চিতামূল, ও কৃষ্ণজীরার কল্ক, পূর্ব্বোক্ত উলুখড় প্রভৃতির ক্বাথের সহিত পান করাইবে। অথবা বৃদ্ধ গর্দ্দভ বা বৃদ্ধ বৃষের দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া তাহা শিলায় পেষণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত উলুখড় প্রভৃতির কোন একটির ক্বাথে নিঃক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে পিষ্ট কর্ণ তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই ক্বাথ পান করাইবে। শুল্‌ফা, কুড়, মদনফল ও হিং, ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক সহ তৈল পাক করিবে; এবং সেই তৈলে তূলা ভিজাইয়া তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে; এই তৈল দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে; এবং পূর্ব্বোক্ত উলুখড় প্রভৃতির ক্বাথের সহিত, মদনফল, ঘোষা, তিতলাউ, ধামার্গব, কুটজ, লতাফট্‌কী ও হস্তিপর্ণী ইহাদের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। এই আস্থাপন দ্বারা বায়ু অনুলোমগত হওয়ায়, বাত মূত্র ও পুরীষের সহিত আসক্ত অমরাও নির্গত হইয়া পড়ে। বায়ু মূত্র পুরীষ এবং অন্যান্য বহির্ম্মুখ পদার্থসমূহ দ্বারাই অমরা আসক্ত হইয়া অর্থাৎ আটকাইয়া থাকে। অমরা পাতনের জন্য এইসকল কার্য্য করিতে হইলেও, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার সম্বন্ধে এইসকল কার্য্য করিতে হইবে। যথা,—শিশুর কর্ণের নিকটে দুই খানি প্রস্তর (শিল নোড়া) ঘর্ষণ করিয়া শব্দ উৎপাদন করিবে, ও শীতল বা উষ্ণ জল দ্বারা শিশুর পরিষেচন করিবে, ইহাদ্বারা নির্গমনযাতনাক্লিষ্ট শিশু চেতনা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কৃষ্ণকপালিকাকৃত সূর্প (কুলা) দ্বারা তাহাকে বাতাস করিবে, এবং তাহার চেতনাসম্পাদনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বোধ হইবে, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিবে।

ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণং প্রকৃতিভূতমভিসমীক্ষ্য স্নানোদকগ্রহণাভ্যামুপপাদয়েৎ। অথাস্য তাল্বোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বামার্জ্জনমারভেত অঙ্গুল্যা সুপরিলিখিতনখয়া সুপ্রক্ষালিতোপধানকার্পাসপিচুমত্যা, প্রথমং প্রমার্জ্জিতাস্যস্য চাস্য শিরস্তালুকার্পাসিকপিচুনা স্নেহগর্ভেণ প্রতিসংচ্ছাদয়েৎ। ততোঽস্যানন্তরং কার্য্যং সৈন্ধবোপহিতেন সর্পিষা প্রচ্ছর্দ্দনম্। ততঃ কল্পনং নাড্যাস্ততস্তস্যাঃ কল্পনবিধিমুপদেক্ষ্যামঃ। নাভিবন্ধনাৎ প্রভৃতি হিত্বা-

ষ্টাঙ্গুলমভিজ্ঞানং কৃত্বা চ্ছেদনাবকাশস্য দ্বয়োরন্তরয়োঃ শনৈর্গৃহীত্বা তীক্ষ্ণেন রৌপ্যরাজতায়সানামন্যতমেনোর্দ্ধধারেণ চ্ছেদয়েৎ, তামগ্রে সূত্রেণোপনিবধ্য কণ্ঠে চাস্য শিথিলমবসৃজেৎ। তস্য চেন্নাভিঃ পচ্যতে তাং লোধ্র-মধুকপ্রিয়ঙ্গুদারুহরিদ্রা-কল্কসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্যাদেষামেব তৈলৌষধানাং চূর্ণেনাবচূর্ণয়েদেষ নাড়ীকল্পনবিধিরুক্তঃ সম্যক্।

অতঃপর শিশু চৈতন্যপ্রাপ্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বুঝিলে, তাহাকে স্নান করাইবে এবং তাহার মলদ্বারাদি ধৌত করিয়া দিবে। তৎপরে কোন একটি স্ত্রীলোক উত্তমরূপে অঙ্গুলের নখ কাটিয়া অঙ্গুলি ধৌত করিবে, এবং সেই অঙ্গুলিতে তুলা জড়াইয়া, তাহাদ্বারা প্রথমে মুখমধ্য মার্জ্জনা করিয়া দিবে, এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপদার্থদ্বারা কার্পাস তুলা ভিজাইয়া, সেই তুলা দ্বারা শিশুর মস্তকের উপর তালুদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ইহার পরে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঘৃত পান করাইয়া শিশুকে বমন করাইবে। বমন করানর পরে তাহার নাড়ী কাটিতে হইবে। নাড়ীচ্ছেদনের বিধি উপদেশ করিতেছি। নাভিমূল হইতে অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ছেদনস্থান নিশ্চয় পূর্ব্বক তাহার উভয় পার্শ্ব ধীরে ধীরে ধারণ করিবে, এবং স্বর্ণ রৌপ্য বা লৌহনির্ম্মিত উর্দ্ধধার অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। ছেদনের পরে তাহার অগ্রভাগে সূত্র বান্ধিয়া, সেই সূত্রের অপর প্রান্ত শিশুর কণ্ঠদেশে শিথিলভাবে বান্ধিয়া রাখিবে। নাড়ীছেদনের পরে সেই শিশুর নাভি যদি পচিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও দারুহরিদ্রার কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, নাভিনাড়ীতে তাহা অভ্যঙ্গ করিবে, এবং ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ নাভিতে প্রয়োগ করিবে। নাড়ীচ্ছেদনবিধি সম্যগ্‌রূপে কথিত হইল।

অসম্যক্‌কল্পনে হি নাড্যা আয়ামব্যায়ামোত্তুণ্ডিতপিণ্ডলিকাবিনামিকা-বিজৃম্ভিকাব্যাধিভ্যো ভয়ম্। তত্রাবিদাহিভির্ব্বাতপিত্তপ্রশমনৈরভ্যঙ্গোৎসাদনপরিষেকৈঃ সর্পির্ভিশ্চোপক্রমেত গুরুলাঘবমভিসমীক্ষ্য কুমারস্য। প্রাগতো জাতকর্ম্ম কার্য্যং ততো মধুসর্পিষী মন্ত্রোপমন্ত্রিতে যথাম্নায়ং প্রাশিতুমস্মৈ দদ্যাৎ। স্তনমত ঊর্দ্ধমনেনৈব বিধিনা দক্ষিণং পাতুং পুরস্তাৎ প্রযচ্ছেৎ। অথাতঃ শীর্ষতঃ স্থাপয়েদুদকুম্ভং মন্ত্রোপমন্ত্রিতম্।

অসম্যগ্‌রূপে নাড়ীচ্ছেদ হইলে, নাড়ী দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট, উন্নত, পিণ্ডাকৃতি, মধ্যনিম্ন ও অন্তোন্নত, অথবা মুহুর্মুহুঃ বৃদ্ধিশীল হওয়া, এই কয়েকটি ব্যাধির আশঙ্কা থাকে। ঐসমস্ত পীড়া উপস্থিত হইলে, শিশুর বাতাদি দোষের গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, অদাহকারক এবং বাতপিত্তের প্রশমকারক অভ্যঙ্গ উৎসাদন পরিষেক ও ঘৃত প্রয়োগদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বেই জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য। তৎপরে মধু ও ঘৃত যথাবেদ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, শিশুকে তাহা লেহন করাইবে। অতঃপর বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্তন অভিমন্ত্রিত করিয়া, প্রথমে দক্ষিণ স্তন তাহাকে পান করিতে দিবে। এবং একটি জলপূর্ণ কুম্ভ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া শিশুর মস্তকের দিকে স্থাপন করিবে।

অথাস্য রক্ষাং বিদধ্যাৎ আদানীখদিরকর্কন্ধুপীলুপরুষকশাখাভিরস্য গৃহং ভিষক্ সমন্ততঃ পরিবারয়েৎ। সর্ব্বতশ্চ সূতিকাগারস্য সর্ষপাতসী-

তণ্ডুলকণকর্ণিকাঃ প্রকিরেৎ। তথা তণ্ডুলবলিমঙ্গলহোমং সততমুভয়-কালং ক্রিয়েত প্রাঙ্নাম কর্ম্মণো দ্বারে চ মুষলমনুতিরশ্চীনং ন্যস্তং কুর্য্যাৎ। বচাকুষ্ঠক্ষৌমকহিঙ্গুসর্ষপাতসীলশুনকণকর্ণিকানাং রক্ষোঘ্ন-সমাখ্যাতানাঞ্চৌষধীনাং পোট্টলিকাং বদ্ধা সূতিকাগারস্যোত্তরদেহল্যামব-সজেৎ। তথা সূতিকায়াঃ কণ্ঠে সপুত্রায়াঃ স্থাল্যুদককুম্ভপর্য্যঙ্কেষ্বপি তথৈব দ্বয়ে দ্বারপক্ষয়োঃ। সকণকুন্তকেন্ধনাগ্নিস্তিন্দুকৈন্ধনাগ্নিঃ সূতিকাগারস্যাভ্যন্তরতো নিত্যং স্যাৎ। স্ত্রিয়শ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ সুহৃদ-শ্চানুজাগৃয়ুর্দশাহং দ্বাদশাহং বানুপরতপ্রদানমঙ্গলাশীঃস্তুতিগীতবাদিত্র-মন্নপানবিশদমনুরক্তপ্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং চ তদ্বেশ্ম কার্য্যম্। ব্রাহ্মণশ্চা-থর্ব্ববেদবিৎ সততমুভয়কালং শান্তিং জুহুয়াৎ স্বস্ত্যয়নার্থং কুমারস্য তথা সূতিকায়া ইত্যেতদ্রক্ষাবিধানমুক্তম্।

ইহার পরে শিশুর রক্ষাবিধান কর্ত্তব্য। ঘোঁমা, খদির, কুল, পীলু, ও ফলসার শাখাদ্বারা সূতিকাগৃহের চতুর্দ্দিক্ ভিষক্ পরিবৃত করিবেন। সূতিকাগৃহের সর্ব্বত্র সর্ষপ, অতসী ও তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া রাখিবেন। শিশুর নামকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিত্য প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয়-কালে তণ্ডুলবলি প্রদান, মঙ্গলাচরণ এবং হোম করিবেন। সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে একটি মুষল তির্য্যগ্‌ভাবে রাখিয়া দিবেন। বচ, কুড়, গেঁঠেলা, হিং, সর্ষপ, মসিনা (তিসি), লশুন ও তণ্ডুলকণা, এবং অন্যান্য রক্ষোঘ্ন ওষধিসমূহ পোট্টলিবদ্ধ করিয়া, সূতিকাগৃহের উত্তর দেহলীতে স্থাপন করিবেন। উক্ত দ্রব্যসমূহের পোট্টলী প্রসূতার ও শিশুর কণ্ঠে, এবং স্থালী. জলকুম্ভ, পর্য্যঙ্ক ও দ্বারদেশের উভয় কপাটেও বান্ধিয়া দিবেন। তণ্ডুলকণা, জলকুম্ভ, জ্বালাইবার কাষ্ঠ, এবং তিন্দুককাষ্ঠের অগ্নি, সূতিকাগৃহের মধ্যে সর্ব্বদা রাখিয়া দিবেন। দশ দিন বা বার দিন পর্য্যন্ত যথোক্তগুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ এবং সুহৃদ্‌গণ তাহাদের রক্ষার্থ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন। অবিরত দান, মঙ্গলাচরণ, আশীর্ব্বাদ, স্তুতি, গীত ও বাদ্য করিবেন। সূতিকা-গৃহে নির্দ্দোষ অন্ন-পান এবং হৃষ্ট ও অনুরক্ত জনের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথর্ব্ব-বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ কুমারের ও প্রসূতার স্বস্ত্যয়নের জন্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যা উভয় কালে শান্তি হোম সম্পাদন করিবেন। এইরূপে রক্ষাবিধান নির্দ্দিষ্ট হইল।

সূতিকান্তু খলু বুভুক্ষিতাং বিদিত্বা স্নেহং পায়য়েৎ প্রথমং পরময়া শক্ত্যা সর্পিস্তৈলং বসাং মজ্জানং বা সাত্ম্যীভাবমভিসমীক্ষ্য ভিষক্। পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরচূর্ণসহিতং স্নেহং পীতবত্যাশ্চ সর্পি-স্তৈলাভ্যামভ্যজ্য বেষ্টয়েদুদরং মহতা বাসসা তথা তস্যা ন বায়ুরুদরে বিকৃতিমুৎপাদয়ত্যনবকাশত্বাৎ। জীর্ণে তু স্নেহে পিপ্পল্যাদিভিরেব সিদ্ধাং যবাগূং সুস্নিগ্ধাং দ্রবাং মাত্রশঃ পায়য়েত্তোভয়কালঞ্চোষ্ণোদকেন পরিষেচয়েৎ প্রাক্ স্নেহযবাগূপানাভ্যামেবং পঞ্চরাত্রং সপ্তরাত্রং বা অনু-পাল্য ক্রমেণাপ্যায়য়েৎ স্বস্থবৃত্তমেতাবত্ত সূতিকায়াঃ।

প্রসূতার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলে, তাহাকে প্রথমতঃ যথাশক্তি স্নেহ পান করাইবে। ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা ইহার মধ্যে যে স্নেহ তাহার সাত্ম্য বিবেচিত হইবে, তাহাই তাহাকে পান করাইবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠের চূর্ণসহ কোন স্নেহ তাহাকে পান করাইয়া, ঘৃত ও তৈল তাহার উদরে অভ্যঙ্গ করিবে এবং একখানি বড় কাপড় উদরে জড়াইয়া দিবে। ইহাতে বায়ু অবকাশ না পাইয়া উদরমধ্যে কোনরূপ বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। ভুক্ত স্নেহ জীর্ণ হইলে, উক্ত পিপ্পলী প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ ও তরল যবাগূ স্নেহমিশ্রিত করিয়া উপযুক্তমাত্রায় দুই বেলা পান করাইবে। স্নেহ ও যবাগূ পানের পূর্ব্বে উষ্ণজলদ্বারা প্রসূতাকে পরিষেক করিবে। পাঁচ দিন বা সাত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া, ক্রমশঃ উপযুক্ত আহারাদি দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রসূতার স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে।

তস্যাস্তু খলু সূতিকায়া যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে স কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবত্যসাধ্যো বা, গর্ভবৃদ্ধিক্ষয়িতশিথিলসর্ব্বধাতুত্বাৎ প্রবাহণবেদনাক্লেদরক্তনিঃস্রুতিবিশেষশূন্যশরীরত্বাচ্চ। তস্মাত্তাং যথোক্তেন বিধিনোপচরেৎ, ভৌতিকজীবনীয়বৃংহণীয়মধুরবাতহরসিদ্ধৈরভ্যঙ্গোৎসাদনপরিষেকাবগাহনান্নপান-বিধিভির্বিশেষতশ্চোপচরেদ্বিশেষতো হি শূন্যশরীরাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাতা ভবন্তি।

গর্ভবৃদ্ধিদ্বারা সমুদায় ধাতু ক্ষয়িত ও শিথিল হওয়ায় এবং কুন্থন প্রসববেদনা ও ক্লেদরক্তস্রাবের জন্য শরীর বিশেষরূপে শূন্য হওয়ায়, প্রসূতার যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাই কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। অতএব প্রসূতাকে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে শুশ্রূষা করিবে। ভৌতিকগণ, জীবনীয়গণ, বৃংহণীয়গণ, মধুরগণ, ও বাতহরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, ঐসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা উৎসাদন, ঐসকল-দ্রব্যসিদ্ধ জলদ্বারা পরিষেক ও অবগাহন, এবং যথোক্ত অন্নপানাদি প্রয়োগদ্বারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে। যেহেতু প্রসূতা স্ত্রীর শরীর বিশেষরূপে শূন্য হইয়া থাকে।

দশম্যাং নিশ্যতীতায়াং পরেঽহনি সপুত্রা স্ত্রী সর্ব্বগন্ধৌষধৈর্গৌরসর্ষপলোধ্রৈশ্চ স্নাতা লঘ্বহতশুচিবস্ত্রং পরিধায় পবিত্রেষ্টলঘুভূষণবতী চ সংস্পৃশ্য মঙ্গলান্যচিতামর্চ্চয়িত্বা চ দেবতাং শিখিনঃ শুক্লবাসসোঽব্যঙ্গাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা কুমারমহতেন শুচিবাসসাচ্ছাদয়েৎ। প্রাক্শিরসমুদক্শিরসং বা সংবেশ্য দেবতাপূর্ব্বং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রণমতীত্যুক্ত্বা কুমারস্য পিতা দ্বে নামনী কারয়েন্ নাক্ষত্রিকং নামাভিপ্রায়িকঞ্চ। তত্রাভিপ্রায়িকং নাম ঘোষবদাদ্যন্তস্থান্ত্যমূষ্মান্তঞ্চ বৃদ্ধং ত্রিপুরুষান্তরমনবপ্রতিষ্ঠিতম্। নাক্ষত্রিকস্তু নক্ষত্রদেবতাসংযুক্তং কৃতং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা।

দশম রাত্রি অতীত হইলে, তৎপরদিন প্রসূতা ও কুমার উভয়েই সর্ব্বগন্ধৌষধি শ্বেতসর্ষপ ও লোধ সংযুক্ত জলে স্নান করিয়া, সূক্ষ্ম অচ্ছিন্ন ও পবিত্র বস্ত্র পরিধান, এবং পবিত্র অভিলষিত ও লঘু ভূষণ ধারণপূর্ব্বক মাঙ্গল্য দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করিবে, এবং অভীষ্ট দেবতাগণকে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে শিখাবান, শুভ্রবসনধারী ও অবিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন

করাইয়া, অচ্ছিন্ন পবিত্র বস্ত্রদ্বারা কুমারকে আচ্ছাদিত করিবে। কুমারকে পূর্ব্বশিরা বা উত্তরশিরা ভাবে অবস্থিত রাখিয়া, কুমারের পিতা বলিবেন—"এই কুমার দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতেছে।" এই বলিয়া পিতা কুমারের নাক্ষত্রিক (রাশি নাম) ও আভিপ্রায়িক (ডাক নাম) দুইটি নাম রাখিবেন। তন্মধ্যে আভিপ্রায়িক নাম আদিতে কোন বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তে অন্তঃস্থ বর্ণবিশিষ্ট অথবা অন্তে উষ্মবর্ণসমূহের কোন একটি বর্ণযুক্ত এবং বৃদ্ধ তিন পুরুষের অর্থাৎ পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের নামের অতিরিক্ত কোনও চিরপ্রসিদ্ধ নাম রাখিতে হইবে। আর নাক্ষত্রিক নাম জন্মনক্ষত্রদেবতার নাম সংযুক্ত এবং দুইটি বা চারিটি অক্ষরবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

কৃতে চ নামকর্ম্মণি কুমারং পরীক্ষিতুমুপক্রমেদায়ুষঃ প্রমাণজ্ঞান-হেতোঃ। তত্রেমান্যায়ুষ্মতাং কুমারাণাং লক্ষণানি ভবন্তি। তদ্যথা—একৈকজা মৃদবোঽল্পাঃ স্নিগ্ধাঃ সুবদ্ধমূলাঃ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ প্রশস্যন্তে। স্থিরা বহলা ত্বক্, প্রকৃত্যাকৃতিসুসম্পন্নমীষৎপ্রমাণাতিরিক্তমনুরূপমাত-পত্রোপমং শিরঃ প্রশস্যতে। ব্যূঢ়ং দৃঢ়ং সমং সুশ্লিষ্টশঙ্খসন্ধ্যূর্দ্ধব্যঞ্জন-সম্পন্নমুপচিতং বলিনমর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটং, বহলৌ বিপুলসমপীঠৌ সমৌ নীচৈরূর্দ্ধৌ পৃষ্ঠতোঽবনতৌ সুশ্লিষ্টকর্ণপুত্রকৌ মহাচ্ছিদ্রৌ কর্ণৌ, ঈষৎ প্রলম্বিন্যাবসঙ্গতে সমে সংহতে মহত্যৌ ভ্রুবৌ, সমে সমাহিত-দর্শনে ব্যক্তভাগবিভাগে বলবতি তেজসোপপন্নে স্বঙ্গাপাঙ্গে চক্ষুষী। ঋজ্বী মহোচ্ছাসা বংশসম্পন্নেষদবনতাগ্রা নাসিকা, মহদৃজুস্নিগ্ধবিষ্টদন্ত-মাস্যম্, আয়ামবিস্তরোপপন্না শ্লক্ষ্ণা তন্বী প্রকৃতিযুক্তা পাটলবর্ণা জিহ্বা, শ্লক্ষ্ণং যুক্তোপচয়মুষ্মোপপন্নং রক্তং তালু, মহানদীনঃ স্নিগ্ধো-ঽনুনাদী গম্ভীরসমুত্থো ধীরঃ স্বরঃ, নাতিস্থূলৌ নাতিকৃশৌ বিস্তারোপ-পন্নাবাস্যপ্রচ্ছাদনৌ রক্তাবোষ্ঠৌ, মহত্যৌ হনূ, বৃত্তা নাতিমহতী গ্রীবা, ব্যূঢ়মুপচিতমুরো গূঢ়ং জত্রু পৃষ্ঠবংশশ্চ, বিপ্রকৃষ্টান্তরৌ স্তনৌ, অসং-পাতিনী স্থিরে পার্শ্বে, বৃত্তপরিপূর্ণায়তৌ বাহূ সক্থিন্যঙ্গুলয়শ্চ, মহ-দুপচিতং পাণিপাদম্, স্থিরা বৃত্তাঃ স্নিগ্ধাস্তাম্রাস্তুঙ্গাঃ কূর্ম্মাকারাঃ করজাঃ, প্রদক্ষিণাবর্ত্তা সোৎসঙ্গা চ নাভী, নাভ্যুরস্ত্রিভাগহীনা সমা সমুপচিতমাংসা কটী, বৃত্তৌ স্থিরোপচিতমাংসৌ নাত্যুন্নতৌ নাত্যবনতৌ স্ফিচৌ, অনুপূর্ব্বং বৃত্তাবুপচয়যুক্তাবূরূ, নাত্যুপচিতে নাত্যপচিতে এণী-পদে প্রগূঢ়শিরাস্থিসন্ধী জঙ্ঘে নাত্যুপচিতৌ নাত্যপচিতৌ গুল্ফৌ, পূর্ব্বোপদিষ্টগুণৌ পাদৌ কূর্ম্মাকারৌ, প্রকৃতিযুক্তানি বাতমূত্রপুরীষ-গুহ্যানি তথা স্বপ্নজাগরণায়াসস্মিতরুদিতস্তনগ্রহণানি। যচ্চ কিঞ্চিদন্য-দনুক্তমস্তি তদপি সর্ব্বং প্রকৃতিসম্পন্নমিষ্টং বিপরীতং পুনরনিষ্টমিতি দীর্ঘায়ুর্লক্ষণানি।

নামকরণের পরে কুমারের আয়ুঃপ্রমাণ অবগতির জন্য তাহার পরীক্ষা করিবে। আয়ুষ্মান্ কুমারের লক্ষণ এইরূপ হইয়া থাকে; যথা,—কেশ সকল পৃথক্ পৃথক্ জাত, কোমল, অল্প, স্নিগ্ধ, দৃঢ়মূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রশস্ত হয়। অশিথিল ও স্থূল ত্বক্, এবং স্বাভাবিক আকৃতিসম্পন্ন কিঞ্চিৎ প্রমাণাতিরিক্ত কিন্তু শরীরের অনুরূপ ও ছত্রোপম মস্তক সুপ্রশস্ত। প্রশস্ত, দৃঢ়, সমান, সম্মিলিত-শঙ্খসন্ধিদ্বারা অর্দ্ধপ্রকাশিত, পরিপুষ্ট, বলবিশিষ্ট ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট; ঘন, বিপুল-সমপীঠ, সমান, নিম্নদিকে লম্বিত, পৃষ্ঠদেশে অবনত, সুশ্লিষ্ট কর্ণপুত্রকযুক্ত ও বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট কর্ণদ্বয়; ঈষৎ লম্বিত, পরস্পর অসম্মিলিত, সমান, সংহত ও বৃহৎ ভ্রূদ্বয়; সমান, সুসংস্থিত দৃষ্টিমণ্ডলবিশিষ্ট, ব্যক্ত-শুক্লকৃষ্ণাদিবিভাগ, দৃষ্টিবলযুক্ত, তেজঃসম্পন্ন এবং সুন্দর অঙ্গ-অপাঙ্গযুক্ত চক্ষুর্দ্বয়, সরল, দীর্ঘউচ্ছ্বাসবিশিষ্ট, দীর্ঘবংশসম্পন্ন ও ঈষৎ অবনতাগ্র নাসিকা; মহৎ, ঋজু ও সুনিবিষ্ট-দন্তবিশিষ্ট মুখ; দৈর্ঘ্য-বিস্তারসম্পন্ন, মসৃণ, পাতলা, অবিকৃত ও পাটলবর্ণ জিহ্বা; মসৃণ, উপযুক্ত পুষ্টিসম্পন্ন, উষ্মাযুক্ত ও রক্তবর্ণ তালু; মহৎ, অক্ষীণ, স্নিগ্ধ, প্রতিধ্বনিবিশিষ্ট, গম্ভীরোৎপন্ন ও ধীর স্বর; নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, বিস্তৃত, দন্তসমূহের আচ্ছাদনকারক ও রক্তবর্ণ ওষ্ঠ; মহৎ হনু; গোলাকার ও অনতিবৃহৎ গ্রীবা; বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট বক্ষঃ; জত্রু ও পৃষ্ঠবংশ গূঢ়; পরস্পর অসন্নিকৃষ্ট স্তনদ্বয়; অংসদ্বয়ের অনুরূপ ও অশিথিল পার্শ্বদ্বয়; গোলাকার পরিপুষ্ট ও দীর্ঘ বাহুদ্বয় পদদ্বয় ও অঙ্গুলিসকল; বৃহৎ ও পরিপুষ্ট হস্ততল এবং পদতল; কঠিন, গোলাকার, স্নিগ্ধ, তাম্রবর্ণ ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত নখ; দক্ষিণাবর্ত্ত ও অভ্যোন্নত নাভি; নাভি ও বক্ষঃস্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে তৃতীয়ভাগহীন সমান ও মাংসল কটী; গোলাকার, অশিথিল, মাংসল, নাতি উন্নত ও নাতি অবনত স্ফিক্ (পাছা) দ্বয়; যথাক্রমে সুবিন্যস্ত, গোলাকার ও পুষ্টিযুক্ত উরুদ্বয়; নাতি পুষ্ট, নাতিকৃশ, হরিণীপদের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং গূঢ় শিরা অস্থি ও সন্ধিযুক্ত জঙ্ঘাদ্বয়; অনতিপুষ্ট ও অনতিকৃশ গুল্ফদ্বয়; পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন অর্থাৎ মহৎ ও পরিপুষ্ট এবং কূর্ম্মাকৃতি পদদ্বয়; বাত, মূত্র, পুরীষ, গুহ্যদ্বার, এবং নিদ্রা, জাগরণ, পরিশ্রম, হাস্য, রোদন ও স্তনপান অবিকৃত হইলে প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন যেসকল অবয়বাদি অনুক্ত রহিল, তৎসমুদায় প্রকৃতিগুণসম্পন্ন হইলে, তাহাই দীর্ঘায়ুর্বোধক, এবং তাহার বিপরীত গুণযুক্ত হইলে অল্পায়ুর্জ্ঞাপক হয়।

অতো ধাত্রীপরীক্ষামুপদেক্ষ্যামঃ। অথ ব্রূয়াদ্ ধাত্রীমানয়েতি সমানবর্ণাং যৌবনস্থাং নিভৃতামনাতুরা-মব্যঙ্গামব্যসনামবিরূপামজুগুপ্সিতাং দেশজাতীয়ামক্ষুদ্রামক্ষুদ্রকর্ম্মিণীং কুলে জাতাং বৎসলামরোগজীবদ্বৎসাং পুংবৎসাং দোগ্ধ্রীমপ্রমত্তামশায়িনীমনুচ্চারশায়িনীমনন্তাবশায়িনীং কুশলোপচারাং শুচিমশুচিদ্বেষিণীং স্তনস্তন্যসম্পদুপেতামিতি।

অতঃপর ধাত্রীপরীক্ষার বিষয় উপদেশ করিতেছি। কুমারের আয়ুঃপরীক্ষার পরে ধাত্রী আনয়ন করিতে বলিবে। যে ধাত্রী সমানবর্ণা, যুবতী, অনুদ্ধতা, রোগহীনা, অবিকৃতাঙ্গী, কাম-ক্রোধাদি-দোষশূন্যা, অবিকটরূপা, অজুগুপ্সিতা, স্বদেশজা, স্বজাতীয়া, অনীচপ্রকৃতি, অনীচকর্ম্মকারিণী, সৎকুলজাতা ও বাৎসল্যবিশিষ্টা, যাহার সন্তান নীরোগ ও জীবিত, যে পুত্রবৎসা, যাহার দুগ্ধ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, যে অপ্রমত্তা, যে অকালে শয়ন করেনা, ও অপবিত্র স্থানে শয়ন করেনা, যাহার পাতিত্য দোষ নাই, যে শুশ্রূষানিপুণা, শুচি, অশুচিদ্বেষিণী, এবং স্তনের ও স্তন্যের উৎকর্ষবিশিষ্টা, সেইরূপ ধাত্রী নির্ব্বাচন করিবে।

তত্রেমং স্তনসম্পৎ, নাত্যূর্দ্ধৌ নাতিলম্বাবনতিকৃশাবনতিপীনৌ যুক্ত পিপ্পলকৌ সুখপ্রপানৌ চেতি। স্তন্যসম্পৎ তু প্রকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শমুদকপাত্রে চ দুহ্যমানং দুগ্ধমুদকং ব্যেতি প্রকৃতিভূতত্বাৎ তৎ পুষ্টিকরমারোগ্যকরঞ্চেতি। অতোহন্যথা ব্যাপন্নং জ্ঞেয়ম্।

তন্মধ্যে স্তনের গুণোৎকর্ষ এইগুলি; যথা,—অনতি উচ্চ, অনতি লম্বিত, অনতি কৃশ, অনতি পীন, উপযুক্ত বৃন্তবিশিষ্ট এবং সুখে পান করিবার উপযুক্ত স্তন উৎকৃষ্ট। স্তন্যের গুণোৎকর্ষ যথা,—যে স্তন্যের বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অবিকৃত, এবং যাহা দোহন করিয়া জলবিশিষ্ট পাত্রে নিক্ষেপ করিলে, জলের সহিত মিশিয়া যায়, সেই স্তন্য প্রকৃতিভূত বলিয়া, তাহাই পুষ্টিকর ও আরোগ্যজনক। ইহার অন্যথা-গুণবিশিষ্ট হইলে, তাহা বিকৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তস্য বিশেষাঃ শ্যাবারুণবর্ণং কষায়ানুরসং বিশদমনালক্ষ্যগন্ধং রূক্ষং দ্রবং ফেনিলং লঘ্বতৃপ্তিকরং কর্ষণং বাতবিকারাণাং কর্ত্তৃ বাতোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্। কৃষ্ণনীলপীততাম্রাবভাসং তিক্তাম্লকটুকানুরসং কুণপরুধিরগন্ধি ভৃশোষ্ণঞ্চ পিত্তবিকারাণাং কর্ত্তৃ পিত্তোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্যর্থশুক্লমতিমাধুর্য্যোপপন্নং লবণানুরসং ঘৃততৈলবসামজ্জগন্ধি পিচ্ছিলং তন্তুমদুদকপাত্রেঽবসীদতি শ্লেষ্মবিকারাণাঞ্চ কর্ত্তৃ শ্লেষ্মোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্। তেষান্তু ত্রয়াণামপি ক্ষীরদোষাণাং প্রতিবিশেষমভিসমীক্ষ্য যথাস্বং যথাদোষঞ্চ বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনানি বিভজ্য কৃতানি প্রশমনায় ভবন্তি।

বিকৃতিপ্রাপ্ত স্তন্যের বিশেষ লক্ষণ যথা,—যে স্তন্য শ্যাব বা অরুণবর্ণ, কষায়রসযুক্ত, আপিচ্ছিল, অলক্ষ্যগন্ধ, রূক্ষ, দ্রব, ফেনবিশিষ্ট, লঘু, অতৃপ্তিকর, কৃশতাকারক এবং বাতজরোগসমূহের উৎপাদক, সেই শুন্য বায়ুদূষিত বলিয়া জানিবে। যে স্তন্য রুক্ষ, নীল পীত বা তাম্রবর্ণ, তিক্ত কটু বা অম্লরসযুক্ত, শবদুর্গন্ধি বা রক্তগন্ধি, অত্যন্ত উষ্ণস্পর্শ এবং পিত্তজ বিকারসমূহের উৎপাদক, তাহা পিত্তদূষিত বলিয়া জানিবে। আর যাহা অত্যন্ত শুক্লবর্ণ, অতি মধুর রস ও ঈষৎ লবণ রসযুক্ত, ঘৃত তৈল বসা বা মজ্জার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট, যাহা জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হইয়া যায়, এবং শ্লেষ্মজ বিকারসমূহের উৎপাদক, তাহা শ্লেষ্মদূষিত বলিয়া জানিবে। এই ত্রিবিধ ক্ষীরদোষের বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া, ধাত্রী ও বাতাদিদোষের পক্ষে যেরূপ বমন বিরেচন আস্থাপন ও অনুবাসন উপযুক্ত, তাহাই তত্তদ্ দোষের উপশম জন্য প্রয়োগ করিবে।

পানাশনবিধিস্তু দুষ্টক্ষীরায়া যবগোধূমশালিষষ্টিকমুদ্গহরেণুককুলত্থসুরাসৌবীরকমৈরেয়মেদকলশুনকরঞ্জপ্রায়ঃ স্যাৎ। ক্ষীরদোষবিশেষাংশ্চাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য তত্তদ্বিধানং কার্য্যং স্যাৎ। পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুড়ূচীবৎসকফলকিরাততিক্তককটুকরোহিণীশারিবাকষায়াণাঞ্চ পানং প্রশস্যতে। তথান্যেষাং তিক্তকষায়কটুকমধুরাণাং দ্রব্যাণাং প্রয়োগঃ। ইতি ক্ষীরবিশোধনান্যুক্তানি ভবন্তি ক্ষীরবিকারবিশেষানভিসমীক্ষ্য মাত্রাং কালঞ্চেতি ক্ষীরবিধানানি।

যে ধাত্রীর স্তন্য দূষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে যব, গোম, শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, মুগ, হরেণু (বনমুগ), কুলত্থ, সুরা, সৌবীর মদ্য, মৈরেয় মদ্য, মোদক মদ্য, লশুন ও করঞ্জবহুল দ্রব্য পানভোজনার্থ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরাতা, কট্‌কী ও অনন্তমূলের কষায়পান প্রশস্ত। তিক্ত, কষায়, কটু ও মধুররসবিশিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যও প্রয়োগ করা আবশ্যক। স্তন্যবিকৃতি বিশেষলক্ষ করিয়া এবং মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া, এইসমস্ত স্তন্যশোধনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। স্তন্যবিধান কথিত হইল।

ক্ষীরজননানি তু মদ্যানি সীধুবর্জ্জ্যানি গ্রাম্যনূপৌদকানি চ শাকধান্য-মাংসানি দ্রবমধুরাম্লভূয়িষ্ঠাশ্চাহারাঃ ক্ষীরিণ্যশ্চৌষধয়ঃ ক্ষীরপানঞ্চানায়াসশ্চ বীরণষষ্টিশালিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকট-মূলকষায়াণাঞ্চ পানমিতি ক্ষীরজননান্যুক্তানি।

স্তন্যজনক দ্রব্য যথা,—সীধু ব্যতীত অপর মদ্য, গ্রাম্য আনূপ ও জলজ শাক ধান্য এবং মাংস, দ্রব এবং মধুর ও অম্লরসবহুল আহার, ক্ষীরবিশিষ্ট ওষধিসকল, দুগ্ধপান, শ্রমশূন্যতা, এবং বেণা, ষষ্টিকধান্য, শালিধান্য, ইক্ষুবালিকা, দর্ভ, কুশ, কাশ, গুন্দ্রা ও ইৎকট (ইকড়) এইসকল দ্রব্যের মূলের কষায়পান। ক্ষীরজনক পদার্থসমূহ কথিত হইল।

ধাত্রী তু যদা স্বাদুবহুলশুদ্ধদুগ্ধা স্যাৎ তদা স্নাতানুলিপ্তা শুক্লবর্ণং পরিধায়ৈন্দ্রীং ব্রাহ্মীং শতবীর্য্যাং মোঘামব্যথাং শিবামরিষ্টাং বাট্যপুষ্পীং বিষ্বক্‌সেনকান্তামিতি বিভ্রত্যোষধীঃ কুমারং প্রাঙ্মুখং প্রথমং দক্ষিণং স্তনং পায়য়েদিতি ধাত্রীকর্ম্ম।

এইসমস্ত নিয়মে ধাত্রীর দুগ্ধ স্বাদু, বহুল ও নির্দ্দোষ হইলে, স্নান ও চন্দনাদি অনুলেপন করিয়া, শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, রাখালশশা, বামুনহাটী, শ্বেতদূর্ব্বা, নীলদূর্ব্বা, পারুল, লক্ষণামূল, হরীতকী, নিম, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল ওষধি ধারণ করিবে; তৎপরে কুমারকে পূর্ব্বমুখে রাখিয়া প্রথমে দক্ষিণ স্তন পান করাইবে। ধাত্রীকর্ম্ম উপদিষ্ট হইল।

অতোঽনন্তরং কুমারাগারবিধিমনুব্যাখ্যাস্যামঃ। বাস্তুবিদ্যাকুশলঃ প্রশস্তং রম্যমতমস্কং নিবাতং প্রবাতৈকদেশং দৃঢ়মপগতশ্বাপদদংষ্ট্রি-মূষিকাপতঙ্গং সুবিভক্তসলিলোদূখলমূত্রবর্চ্চঃস্থানস্নানভূমিমহানসমৃতুসুখং যথর্ত্তু শয়নাসনাস্তরণসম্পন্নং কুর্য্যাৎ। তথা সুবিহিতরক্ষাবিধানবলিমঙ্গল-হোমপ্রায়শ্চিত্তং শুচিবৃদ্ধবৈদ্যানুরক্তজনসম্পূর্ণমিতি কুমারাগারবিধিঃ।

অতঃপর কুমারের বাসগৃহের বিধি ব্যাখ্যা করিব। কোনও বাস্তুবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি, প্রশস্ত, রমণীয়, অন্ধকারহীন, নিবাত কিন্তু একদেশে বায়ুপ্রবাহ বিশিষ্ট ও দৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। গৃহের মধ্যে যেন শ্বাপদপশু, দংষ্ট্রী প্রাণী, মূষিক ও পতঙ্গ প্রবেশ করিতে না পারে। গৃহের যথাস্থানে জল, উদূখল, মূত্র ও মলত্যাগের স্থান, স্নানভূমি ও মহানস (উনুন), এই সকলের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিবে। গৃহটি ঋতুসুখকর হওয়া আবশ্যক। ঋতুর অনুরূপ শয্যা, আসন ও আস্তরণ গৃহমধ্যে রাখিয়া দিবে। কুমারকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য যথাযথ রক্ষাবিধান, বলি, মঙ্গলাচার, হোম ও প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং গৃহমধ্যে শুদ্ধাচারী বৃদ্ধ বৈদ্য ও অনুরক্ত জনগণ সর্ব্বদা বাস করিবেন। কুমারের বাসগৃহবিধি বর্ণিত হইল।

শয়নাস্তরণপ্রাবরণানি কুমারস্য মৃদুলঘুশুচিসুগন্ধীনি স্যুঃ। স্বেদমলজন্তুমন্তি মূত্রপুরীষোপসৃষ্টানি চ বর্জ্জ্যানি স্যুঃ। অসতি সম্ভবেঽন্যেষাং তান্যেব চ সুপ্রক্ষালিতোপধানানি সুধূপিতানি শুদ্ধানি শুষ্কাণ্যুপযোগং গচ্ছেয়ুঃ। ধূপনানি পুনর্বাসসাং শয়নাস্তরণপ্রাবরণানাঞ্চ যবসর্ষপাতসীহিঙ্গুগুগ্গুলুবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলাপলঙ্কষাশোকরোহিণীসর্পনির্ম্মোকাণি ঘৃতযুক্তানি স্যুঃ। মণয়শ্চ ধারণীয়াঃ কুমারস্য খড়্গরুরুগবয়বৃষভাণাং জীবতামেব দক্ষিণেভ্যোঽগ্রাণি গৃহীতানি স্যুঃ। মন্ত্রাদ্যাশ্চৌষধয়ো জীবকর্ষভকৌ চ যানি চান্যান্যপি ব্রাহ্মণাঃ প্রশংসেয়ুরথর্ব্ববেদবিদঃ।

কুমারের শয্যা আস্তরণ ও আবরণবস্ত্র কোমল, লঘু, শুচি ও সুগন্ধি হওয়া আবশ্যক। ঐসকল পদার্থ স্বেদ মল কীট অথবা মূত্র ও পুরীষ দ্বারা উপসৃষ্ট হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। নূতন শয্যাদির অভাব ঘটিলে, সেইসকল শয্যাদিই সুন্দররূপে প্রক্ষালিত ধূপিত শুদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। বস্ত্র, শয্যা, আস্তরণ ও আবরণাদি ধূপিত করিবার জন্য,যব, সর্ষপ, মসিনা, হিঙ্গু, গুগ্গুলু, বচ, চোরপুষ্পী, হরীতকী, গোলোমী, জটামাংসী, পলঙ্কষা (গুগ্গুলু বিশেষ), অশোক, কটুকী ও সাপের খোলস, এইসকল পদার্থ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কুমারকে মণিসকল এবং জীবিত গণ্ডার, রুরুমৃগ, গবয় ও বৃষের দক্ষিণ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গের অগ্রভাগ সংগ্রহ করিয়া তাহাও ধারণ করাইবে। মন্ত্রাদি (কবচাদি), ওষধিসমূহ (ধাত্রীর ধারণার্থ যেসকল ওষধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), জীবক, ঋষভক, এবং অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য যেসকল পদার্থ ধারণের উপদেশ করেন, তৎসমুদায়ও ধারণ করাইবে।

ক্রীড়নকানি খল্বস্য তু বিচিত্রাণি ঘোষবন্ত্যভিরামাণি চাগুরূণ্যতীক্ষ্ণাগ্রাণি চানাস্যপ্রবেশীনি চাপ্রাণহরাণি চাবিত্রাসনানি চ স্যুঃ। ন হ্যস্য বিত্রাসনং সাধু তস্মাৎ তস্মিন্ রুদত্যভুঞ্জানে বান্যত্র বিধেয়তামগচ্ছতি রাক্ষসপিশাচপূতনাদ্যানাং নামান্যাহ্বয়তা কুমারস্য বিত্রাসনার্থং নামগ্রহণং ন কার্য্যং স্যাৎ।

কুমারের ক্রীড়নার্থ চিত্রিত, শব্দবিশিষ্ট, মনোরম, লঘু, অতীক্ষ্ণাগ্র, মুখে প্রবিষ্ট হইবার অনুপযুক্ত, এবং প্রাণনাশ ও ভয়োৎপাদনের অনুপযোগী ক্রীড়নকের ব্যবস্থা করিবে। বালককে ভয় দেখান উচিত নহে। অতএব বালক রোদন করিলে, ভোজন না করিলে, অথবা অন্য কোন বিষয়ে অবাধ্য হইলেও, তাহাকে রাক্ষস, পিশাচ, পূতনা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া ভয় দেখাইবে না।

যদি ত্বাতুর্য্যং কিঞ্চিৎ কুমারমাগচ্ছেৎ তৎ প্রকৃতিনিমিত্ত-পূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়বিশেষৈস্তত্ত্বতোঽনুবুধ্য সর্ব্ববিশেষানাতুরৌষধদেশকালাশ্রয়ানবেক্ষমাণশ্চিকিৎসিতুমারভেতৈনং মধুরমৃদুলঘুসুরভিশীতসঙ্করং কর্ম্ম প্রবর্ত্তয়ন্নেবং সাত্ম্যা হি কুমারা ভবন্তি তথা তে শর্ম্ম লভন্তে অচিরায়, রোগে ত্বরোগবৃত্তমাতিষ্ঠেদ্ দেশকালাত্মগুণাবপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানঃ। ক্রমেণা-

সাত্ম্যানি পরিবর্জ্যোপযুঞ্জানঃ সর্ব্বাণ্যহিতানি বর্জ্জয়ংস্তথা বলবর্ণশরীরায়ুষাং সম্পদমবাপ্নোতীতি। এবমেনং কুমারমাযৌবনপ্রাপ্তের্ধর্ম্মার্থকৌশলাগমনাদনুপালয়েদিতি পুত্রাশিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্, তদাচরন্ যথোক্তৈর্বিধিভিঃ পূজাং যথেষ্টং লভতেঽনসূয়ক ইতি।

বালকের কোন পীড়া উপস্থিত হইলে, সেই রোগের প্রকৃতি, নিদান, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ ও উপশয় বিশেষদ্বারা রোগের পরীক্ষাপূর্ব্বক, রোগী ঔষধ দেশ ও কাল বিশেষ বিবেচনা করিয়া, মধুর, মৃদু, লঘুপাক, সুরভি ও শীতবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। কারণ, মধুরাদি পদার্থই বালকের সাত্ম্য, সুতরাং ঐসকল পদার্থদ্বারাই তাহারা আরোগ্যলাভ করে। বালকের পীড়াকালে দেশ কাল ও আত্মগুণের বিপরীত তত্তদ্রোগনাশক আহার ও আচারাদি অবলম্বন করিবে। অসাত্ম্য আহার অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে সেই অসাত্ম্য আহারের পরিবর্জ্জন এবং অহিতকর সমুদায় আহার-বিহারাদির পরিবর্জ্জন করিলে, বল বর্ণ শরীর ও আয়ুর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মার্থ-কৌশলের আগমনার্থ এইরূপে যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কুমারকে প্রতিপালন করিবে। পুত্রের মঙ্গল কামনায় যেসকল শুভজনক কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, অসূয়াশূন্য হইয়া যথোক্তবিধানে তৎসমুদায়ের আচরণ করিলে, যথেষ্ট সম্মান লাভ করা যায়।

তত্র শ্লোকৌ

পুত্রাশিষাং কর্ম্ম সমৃদ্ধিকারকং যদর্থমেতন্মহদর্থসংহিতম্।
তদাচরন্ জ্ঞো বিধিভির্যথাতথং পূজাং যথেষ্টং লভতেঽনসূয়কঃ॥
শরীরং চিন্ত্যতে সর্ব্বং দৈবমানুষসম্পদা।
সর্ব্বভাবৈর্যতস্তস্মাচ্ছারীরং স্থানমুচ্যতে॥

পুত্রের মঙ্গলার্থ যেসকল মহৎপ্রয়োজন সাধক এবং শুভফলপ্রদ কর্ম্ম কথিত হইল, বিজ্ঞ চিকিৎসক অসূয়াশূন্য হইয়া তৎসমুদায়ের যথাবিধি আচরণ করিলে, যথাভিলষিত সম্মান লাভ করিতে পারেন।

এইস্থানে দৈব ও মানুষ সম্পদ্ অনুসারে এবং সর্ব্বভাব দ্বারা শরীরের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এইজন্য ইহা শারীরস্থান নামে অভিহিত।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
জাতিসূত্রীয়ং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে
জাতিসূত্রীয় নামক অষ্টম অধ্যায়।

———*———

ইতি শারীরস্থানং সম্পূর্ণম্।

ইন্দ্রিয়-স্থানম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো বর্ণস্বরীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

ভগবান আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা বর্ণস্বরীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু বর্ণশ্চ স্বরশ্চ গন্ধশ্চ রসশ্চ স্পর্শশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ রসনঞ্চ স্পর্শনঞ্চ সত্ত্বঞ্চ ভক্তিশ্চ শৌচঞ্চ শীলঞ্চাচারশ্চ স্মৃতিশ্চাকৃতিশ্চ প্রকৃতিশ্চ বিকৃতিশ্চ বলঞ্চ গ্লানিশ্চ মেধা চ হর্ষশ্চ রৌক্ষশ্চ স্নেহশ্চ তন্দ্রা চারম্ভশ্চ গৌরবঞ্চ লাঘবঞ্চ গুণশ্চাহারশ্চ বিহারাশ্চাহারপরিণামশ্চো-পায়শ্চাপায়শ্চ ব্যাধিশ্চ ব্যাধিপূর্ব্বরূপঞ্চ বেদনাশ্চোপদ্রবাশ্চ ছায়া চ প্রতিচ্ছায়া চ স্বপ্নদর্শনঞ্চ দূতাধিকারশ্চ পথি চৌৎপাতিকঞ্চাতুরকুলে ভাবাবস্থান্তরাণি চ ভেষজঞ্চ ভেষজপ্রবৃত্তিশ্চ ভেষজাধিকারযুক্তিশ্চেতি পরীক্ষ্যাণি প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈরায়ুষঃ প্রমাণবিশেষং জিজ্ঞাসমানেন ভিষজা ।

চিকিৎসক আয়ুর প্রমাণাবশেষ জানিবার জন্য, বর্ণ, স্বর, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মনঃ, ইচ্ছা, শুচিত্ব, স্বভাব, আচার, স্মৃতি, আকৃতি, প্রকৃতি, বিকৃতি, বল, গ্লানি, মেধা, হর্ষ, রৌক্ষ, স্নেহ, তন্দ্রা, আরম্ভ, গুরুত্ব, লঘুত্ব, শারীরিক গুণ, আহার, বিহার, আহারের পরিণাম, রোগনিবারণের উপায়, রোগের নাশ, ব্যাধি, ব্যাধির পূর্ব্বরূপ, ব্যাধির যন্ত্রণা, উপদ্রব, কান্তি, দেহের ছায়া, স্বপ্নদর্শন, দূতাধিকার, পথের উৎপাত, রোগিগৃহে শুভাশুভসূচক অবস্থা, ঔষধ, ঔষধের ক্রিয়া ও ঔষধপ্রয়োগ বিষয়ে যুক্তি, এই সমস্ত পরীক্ষ্য বিষয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশদ্বারা পরীক্ষা করিবেন।

তত্র তু "খল্বেষাং পরীক্ষ্যাণাং কানিচিৎ পুরুষানাশ্রিতানি কানিচিচ্চ পুরুষসংশ্রয়াণি। তত্র যানি পুরুষানাশ্রিতানি তান্যুপদেশতোযুক্তিতশ্চ পরীক্ষেত। পুরুষসংশ্রয়াণি পুনঃ প্রকৃতিতশ্চ বিকৃতিতশ্চ।

এই সকল পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি পুরুষাশ্রিত অর্থাৎ রোগীর দেহাশ্রিত নহে, এবং কতকগুলি পুরুষাশ্রিত। যে সমস্ত বিষয় পুরুষাশ্রিত নহে, আপ্তোপদেশ ও যুক্তিদ্বারা তাহার পরীক্ষা কর্ত্তব্য। আর যেগুলি পুরুষাশ্রিত, প্রকৃতি ও বিকৃতি অনুসারে তাহাদের পরীক্ষা করিতে হইবে।

তত্র প্রকৃতির্জাতিপ্রসক্তা কুলপ্রসক্তা চ দেশানুপাতিনী চ কালানুপাতিনী চ বয়োঽনুপাতিনী চ প্রত্যাত্মনিয়তা চেতি। এতাবজ্জাতিকুলদেশকালবয়ঃপ্রত্যাত্মনিয়তা হি তেষাং তেষাং পুরুষাণাং তে তে ভাববিশেষা ভবন্তি।"

প্রকৃতি ছয়প্রকার, জাতিগত, বংশগত, দেশগত, কালগত, বয়ঃক্রমগত ও প্রত্যেকের আত্মগত। এইরূপে প্রত্যেক পুরুষের বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ, তাহাদের জাতি, বংশ, দেশ, কাল, বয়স ও আত্মগুণানুসারে তদনুরূপ হইয়া থাকে।

বিকৃতিঃ পুনর্লক্ষণনিমিত্তা চ লক্ষ্যনিমিত্তা চ নিমিত্তানুরূপা চ। লক্ষ্যমিতি তাবন্নিমিত্তানুমানম্। তত্র লক্ষণনিমিত্তা নাম সা যস্যাঃ শরীরে লক্ষণান্যেব হেতুভূতানি ভবন্তি। লক্ষণানি হি কানিচিৎ শরীরোপনিবদ্ধানি। যানি তস্মিং তস্মিংস্তত্রাধিষ্ঠানমাসাদ্য তাং তাং বিকৃতিমুৎপাদয়ন্তি। লক্ষ্যনিমিত্তা তু সা যস্যা উপলভ্যতে নিমিত্তং যথোক্তেষু নিদানেষু। নিমিত্তানুরূপা তু নিমিত্তার্থানুকারিণী যামনিমিত্তাং নিমিত্তমায়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানস্যেচ্ছন্তি ভিষজো ভূয়শ্চায়ুষঃ ক্ষয়নিমিত্তাং প্রেতলিঙ্গানুরূপাং যামায়ুষোঽন্তর্গতস্য জ্ঞানার্থমুপদিশন্তি। যাঞ্চাধিকৃত্য পুরুষসংশ্রয়াণি মুমূর্ষতাং লক্ষণানি উপদেক্ষ্যন্ত ইত্যুদ্দেশঃ।

বিকৃতি তিনপ্রকার, লক্ষণনিমিত্ত, লক্ষ্যনিমিত্ত এবং নিমিত্তানুরূপ। নিমিত্তের দ্বারা যাহার অনুমান করা যায়, তাহাই লক্ষ্য, (যথা রোগাদি)। শরীরগত লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্নসমূহ যে বিকৃতির হেতু, তাহাই লক্ষণনিমিত্ত বিকৃতি। সেইসমস্ত লক্ষণ শরীরের স্থানবিশেষে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। যে বিকৃতির কারণ যথোক্ত নিদানানুসারে উপলব্ধ হয়, তাহাই লক্ষ্যনিমিত্ত বিকৃতি। আর যে বিকৃতি অকারণে উৎপন্ন হইয়া আয়ুর প্রমাণজ্ঞানের কারণ হয়, অথবা আয়ুঃক্ষয়ই যে বিকৃতির কারণ ও যাহা প্রেতলিঙ্গের অনুরূপ অর্থাৎ মুমূর্ষুর মরণবোধক, এবং পুরুষাশ্রিত যে সমস্ত মুমূর্ষুলক্ষণ অতঃপর বর্ণিত হইবে, অন্তর্গত আয়ুঃজ্ঞানের জন্য সেই সমস্ত বিকৃতিকেই চিকিৎসকগণ নিমিত্তানুরূপ বিকৃতি বলিয়া থাকেন।

তং বিস্তরেণোপদিশন্তো ভূয়ঃ পরমতো ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্রাদিত এব বর্ণাধিকারস্তদ্‌যথা—কৃষ্ণঃ শ্যামঃ শ্যামাবদাতোঽবদাতশ্চেতি

প্রকৃতিবর্ণাঃ শরীরস্য। যাংশ্চাপরানবেক্ষ্যমাণানপি বিদ্যাদনুকতোঽন্যথা-বাপি নির্দ্দিশ্যমানাংস্তজ্‌জ্ঞৈঃ। নীলশ্যামতাম্রহরিতশুক্লাশ্চ বর্ণাঃ শরীরস্য বৈকারিকা ভবন্তি। যাংশ্চাপরানবেক্ষ্যমাণানপি বিদ্যাৎ প্রাগ্‌বিকৃতাদ-দূরোৎপন্নানিতি প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণা ভবন্ত্যুক্তাঃ শরীরস্য।

• এইসকল বিষয় পরে বিস্তররূপে উপদিষ্ট হইবে। এখন বর্ণের বিষয় বলা যাইতেছে। কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামাবদাত অর্থাৎ উজ্জ্বল শ্যাম, ও অবদাত অর্থাৎ গৌর, এই চারিটি শরীরের প্রকৃতিবর্ণ। ইহা ভিন্ন, এইসকল বর্ণের সাদৃশ্য অনুসারে অথবা সাদৃশ্য ব্যতীতও পণ্ডিতগণ যেসকল বর্ণের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও প্রকৃতিবর্ণ বলা যায়। নীলশ্যাম, তাম্র, হরিৎ ও শুক্ল, শরীরের এই কয়েকটি বর্ণ বৈকারিক। আর যেসকল বর্ণ বৈকারিক-বর্ণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে লক্ষিত হয়, তাহাও বিকৃতবর্ণ বলিয়া জানিবে। এইরূপে শরীরের প্রকৃতিবর্ণ ও বিকৃতিবর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

তত্র প্রকৃতিবর্ণোঽর্দ্ধশরীরে বিকৃতবর্ণোঽর্দ্ধশরীরে দ্বাবপি বর্ণৌ মর্য্যাদাবিভক্তৌ দৃষ্ট্বা যদ্যেবং সব্যদক্ষিণবিভাগেন যদ্যেবং পূর্ব্বপশ্চিম-বিভাগেন যদ্যেবমুত্তরাধরবিভাগেন যদ্যেবমন্তর্ব্বহির্ব্বিভাগেনাতুরস্যারিষ্ট-মিতি বিদ্যাৎ। এবমেব বর্ণভেদো মুখস্যান্তর্গতো বর্ত্তমানো মরণায় ভবতি।

রোগীর একার্দ্ধ শরীরে প্রকৃতিবর্ণ এবং অপরার্দ্ধে যদি বিকৃতিবর্ণ হয়, অথবা শরীরের বাম-দক্ষিণ, সম্মুখ-পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ-অধঃ কিংবা অন্তর্বহির্বিভাগানুসারে যদি প্রকৃতি ও বিকৃতি বর্ণ বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা অরিষ্টলক্ষণ বুঝিতে হইবে। এইরূপ বর্ণভেদ রোগীর মুখমধ্যে দৃষ্ট হইলে, তাহাও মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

বর্ণভেদেন গ্লানিহর্ষরৌক্ষ্যস্নেহাব্যাখ্যাতাঃ। তথা পিপ্লবব্যঙ্গ-তিলকালকপিড়কানামন্যতমস্যাননে জন্মাতুরস্যৈবমেবাপ্রশস্তং বিদ্যাৎ।

বর্ণভেদের ন্যায় শরীরে গ্লানি ও হর্ষ এবং রৌক্ষ্য ও স্নেহ অর্দ্ধার্দ্ধভাগে দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ যদি শরীরের একার্দ্ধে গ্লানি (অবসাদ), অপরার্দ্ধে হর্ষ এবং একার্দ্ধে রুক্ষতা ও অপরার্দ্ধে স্নিগ্ধত্ব লক্ষিত হয়, তবে তাহাও মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। রোগীর মুখমণ্ডলে সহসা পিপ্লব, ব্যঙ্গ, তিলকালক বা পিড়কা উদ্‌গত হইলে, তাহাও অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

নখনয়নবদনমূত্রপুরীষহস্তপাদৌষ্ঠাদিষ্বপি চ বৈকারিকোক্তানাং বর্ণা-নামন্যতমস্য প্রাদুর্ভাবো হীনবলবর্ণেন্দ্রিয়েষু লক্ষণমায়ুষঃ ক্ষয়স্য ভবতি। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্বর্ণবৈকৃতমভূতপূর্ব্বং সহসৈবোৎপদ্যেতানিমিত্তমেব হীয়মানস্যাতুরস্য তচ্চারিষ্টমিতি বর্ণাধিকারঃ।

যে রোগীর বল বর্ণ ও ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নখ, নয়ন, মুখ মূত্র, পুরীষ, হস্ত, পদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বৈকারিকবর্ণসমূহের মধ্যে কোন বর্ণের আবির্ভাব হইলে, তাহা আয়ুঃক্ষয়ের লক্ষণ বুঝিবে। বলাদিহীন রোগীর শরীরে, এইরূপ অন্য কোনও বিকৃত-বর্ণ সহসা উপস্থিত হইলে, তাহাও অরিষ্টলক্ষণ বলিয়া জানিবে। বর্ণাধিকার কথিত হইল।

স্বরাধিকারস্তু হংসক্রৌঞ্চনেমিদুন্দুভিকলবিঙ্ককাককপোতঝর্ঝরানূকাঃ প্রকৃতিস্বরা ভবন্তি। যাংশ্চাপরানবেক্ষ্যনাণানপি বিদ্যাদনূকতোঽন্যথা বাপি নির্দ্দিশ্যমানাংস্তজ্জ্ঞৈঃ।

স্বরাধিকার কথিত হইতেছে। হংস, বক, রথচক্র, দুন্দুভি, কলবিঙ্ক পক্ষী, কাক, কপোত ও ঝর্ঝর নামক বাদ্য বিশেষের ধ্বনির অনুরূপ স্বর প্রকৃতিস্বর। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্বর কোনও ধ্বনিবিশেষের সদৃশ হউক বা না হউক, পণ্ডিতগণ যাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইসমস্ত স্বরও প্রকৃতিস্বর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শুককলগ্রহগ্রস্তাব্যক্তাগদ্গদক্ষামদীনানুকীর্ণাস্ত্বাতুরাণাং স্বরা বৈকারিকাঃ। যাংশ্চাপরানবেক্ষ্যমাণানপি বিদ্যাৎ প্রাগ্বিকৃতাদদূরোৎপন্নানিতি প্রকৃতিবিকৃতিস্বরা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি।

রোগীর স্বর শুকপক্ষীর স্বরের ন্যায় হইলে, অথবা সূক্ষ্ম, অনুচ্চারিত, অস্পষ্ট, গদ্গদ, ক্ষীণ, কষ্টে উচ্চারিত, কিংবা অনুকীর্ণ (উপর্য্যুপরি উচ্চারিত) হইলে, তাহা বৈকারিক স্বর। আর যেসকল স্বর বৈকারিক স্বরোৎপত্তির অনতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায়, তাহাও বিকৃতিস্বর জানিবে। এইরূপে প্রকৃতি ও বিকৃতিস্বর ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

তত্র প্রকৃতিবৈকারিকাণাং স্বরাণামাশ্বভিনির্বৃত্তিঃ স্বরানেকত্বমেকস্য চানেকত্বমপ্রশস্তমিতি স্বরাধিকারঃ। ইতি বর্ণস্বরাধিকারৌ যথাবদুক্তৌ মুমূর্ষতাং জ্ঞানার্থমিতি।

এই সমস্ত প্রকৃতি ও বিকৃতি স্বরের মধ্যে যদি বৈকারিক স্বরের সহসা উৎপত্তি হয়, অথবা একটি স্বর অনেক স্বর বলিয়া অনুভূত হয়, কিংবা অনেকগুলি স্বর একত্র মিশ্রিত হইয়া একটি স্বরের ন্যায় বোধ হয়, তবে তাহা অরিষ্টলক্ষণ বলিয়া জানিবে। স্বরাধিকার কথিত হইল। এইরূপে মুমূর্ষুলক্ষণ জ্ঞাপনের জন্য বর্ণাধিকার ও স্বরাধিকার যথাযথ ব্যাখ্যাত হইল।

ভবন্তি চাত্র

যস্য বৈকারিকো বর্ণঃ শরীর উপজায়তে।
অর্দ্ধে বা যদি বা কৃৎস্নে নিমিত্তং ন চ নাস্তি সঃ॥

যাহার অর্দ্ধশরীরে বা সর্ব্বাঙ্গে সহসা বৈকারিক বর্ণের প্রাদুর্ভাব হয়, সে নাই; অর্থাৎ তাহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।

নীলং বা যদি বা শ্যাবং তাম্রং বা যদি বারুণম্।
মুখার্দ্ধমন্যথা বর্ণো মুখার্দ্ধেঽরিষ্টমুচ্যতে॥
স্নেহো মুখার্দ্ধে সুব্যক্তো রৌক্ষ্যমর্দ্ধমুখে ভৃশম্।
গ্লানিরর্দ্ধে তথা হর্ষো মুখার্দ্ধে প্রেতলক্ষণম্॥

মুখের অর্দ্ধভাগ যদি নীল শ্যাম তাম্র বা অরুণবর্ণ হয় এবং অপরার্দ্ধে অন্য বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা অরিষ্টলক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয়। মুখের একার্দ্ধে স্নেহ ও অপরার্দ্ধে রৌক্ষ, অথবা একার্দ্ধে গ্লানি ও অপরার্দ্ধে হর্ষ লক্ষিত হইলে, তাহাও মৃত্যু লক্ষণ।

তিলকাঃ পিপ্লবো ব্যঙ্গা রাজয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
আতুরস্যাশু জায়ন্তে মুখে প্রাণান্ মুমুক্ষতঃ॥

রোগীর মুখে সহসা তিলকালক (তিল), পিপ্লব, ব্যঙ্গ ও বিবিধ রেখা উৎপন্ন হইলে, তাহার প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

পুষ্পাণি নখদন্তেষু পঙ্কো বা দন্তসংশ্রিতঃ।
চূর্ণকো বাপি দন্তেষু লক্ষণং তদ্ গতায়ুষঃ॥

যে রোগীর নখে ও দন্তে পুষ্পসমূহ (শুক্লবর্ণ চিহ্ন) উৎপন্ন হয়, কিংবা যাহার দন্তে পঙ্কবৎ ক্লেদ অথবা চূর্ণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চিত হয়, তাহাকে গতায়ুঃ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ওষ্ঠয়োঃ পাদয়োঃ পাণ্যোরক্ষ্ণোর্মূত্রপুরীষয়োঃ।
নখেষ্বপি চ বৈবর্ণ্যমেতৎ ক্ষীণবলেঽন্তকৃৎ॥

দুর্ব্বল রোগীর ওষ্ঠদ্বয়ে, পদদ্বয়ে, হস্তদ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে, মূত্রে, পুরীষে এবং সমস্ত নখে বিবর্ণতা হইলে, তাহা প্রাণনাশক।

যস্য নীলাবুভাবোষ্ঠৌ পক্বজাম্ববসন্নিভৌ।
মুমূর্ষুরিতি তং বিদ্যান্নরো ধীরো গতায়ুষম্॥

যাহার ওষ্ঠদ্বয় পাকাজামের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়া যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকেও গতায়ুঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

একো বা যদি বানেকো যস্য বৈকারিকঃ স্বরঃ।
সহসোৎপদ্যতে জন্তোর্হীয়মানস্য নাস্তি সঃ॥

হীনবল রোগীর সহসা একটি বা অনেকগুলি বৈকারিক স্বর উৎপন্ন হইলে, তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত।

যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদ্বৈকৃতং স্বরবর্ণয়োঃ।
বলমাংসবিহীনস্য তৎ সর্ব্বং মরণোদয়ম্।

বলমাংসহীন রোগীর স্বর ও বর্ণের অন্য যে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ও মৃত্যুজনক।

তত্র শ্লোকঃ

ইতি বর্ণস্বরাবুক্তৌ লক্ষণার্থম্ মুমূর্ষতাম্।
যস্তু সম্যগ্বিজানাতি নায়ুর্জ্ঞানে স মুহ্যতি॥

মুমূর্ষুর লক্ষণজ্ঞানের জন্য এইরূপে বর্ণ ও স্বরের বিষয় কথিত হইল। এইসমস্ত বিষয় সম্যগ্‌রূপে অবগত থাকিলে, আয়ুর্জ্ঞানবিষয়ে বিমুগ্ধ হইতে হয় না।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি সংস্কৃত
বর্ণস্বরীয়মিন্দ্রিয়ং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতি সংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রি স্থানে
বর্ণস্বরীয় ইন্দ্রিয় নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—— * ——

অথাতঃ পুষ্পিতকমিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম

ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা পুষ্পিতকইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

পুষ্পং যথা পূর্ব্বরূপং ফলস্যেহ ভবিষ্যতঃ।
তথা লিঙ্গমরিষ্টাখ্যং পূর্ব্বরূপং মরিষ্যতঃ॥
অপ্যেবন্তু ভবেৎ পুষ্পং ফলেনাননুবন্ধি যৎ।
ফলঞ্চাপি ভবেৎ কিঞ্চিদ্যস্য পুষ্পং ন পূর্ব্বজম্॥
ন ত্বরিষ্টস্য জাতস্য নাশোঽস্তি মরণাদৃতে।
মরণঞ্চাপি তন্নাস্তি যন্নারিষ্টপুরঃসরম্॥

পুষ্প যেমন ভাবিফলের পূর্ব্বরূপ, অরিষ্টলক্ষণও সেইরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির পূর্ব্বরূপ। এমন পুষ্প আছে, যাহার পরিণামে ফল হয় না; এবং এমন ফলও আছে, যাহার পূর্ব্বে পুষ্প হয় না। কিন্তু এমন অরিষ্টলক্ষণ নাই, যাহা মৃত্যু না ঘটাইয়া বিনষ্ট হইতে পারে; এবং এমন মৃত্যুও নাই যাহার পূর্ব্বে অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশ না পায়।

মিথ্যাদৃষ্টমরিষ্টাভমনরিষ্টমজানতা।
অরিষ্টঞ্চাপ্যসম্বুদ্ধমেতৎ প্রজ্ঞাপরাধজম্॥

বস্তুতঃ যাহা অরিষ্ট নহে এমন অরিষ্টসদৃশ লক্ষণে অরিষ্ট বোধ, এবং প্রকৃত অরিষ্ট লক্ষণে অরিষ্টজ্ঞান না হওয়া, এই উভয়ই অজ্ঞানতার ফল।

জ্ঞানসম্বোধনার্থন্তু লিঙ্গৈর্ম্মরণপূর্ব্বকৈঃ।
পুষ্পিতানুপদেক্ষ্যামো নরান্ বহুবিধান্ শৃণু॥

অতএব তদ্বিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, বহুবিধ অরিষ্টলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পূর্ব্বে যেসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, এস্থলে তাহারই উপদেশ করিব।

নানাপুষ্পোপমো গন্ধো যস্য বাতি দিবানিশম্।
পুষ্পিতস্য বনস্যেব নানাদ্রুমলতাবতঃ॥
তমাহুঃ পুষ্পিতং ধীরা নরং মরণলক্ষণৈঃ।
স বৈ সংবৎসরাদ্দেহং জহাতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥

বিবিধ বৃক্ষলতাবিশিষ্ট পুষ্পিত বনের ন্যায়, যাহার শরীর হইতে সর্ব্বদাই নানাবিধ পুষ্প-সদৃশ গন্ধ প্রকাশিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে মৃত্যুলক্ষণসমূহদ্বারা পুষ্পিত বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই ব্যক্তি এক বৎসর পরে নিশ্চিতই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

এবমেকৈকশঃ পুষ্পৈর্যস্য গন্ধঃ সমো ভবেৎ।
ইষ্টৈর্ব্বা যদি বানিষ্টৈঃ স চ পুষ্পিত উচ্যতে॥

এইরূপ যাহার শরীরে কোন একটি সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি পুষ্পের গন্ধের ন্যায় গন্ধ অনুভূত হয়, তাহাকেও পুষ্পিত (অরিষ্টলক্ষণযুক্ত) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

সমাসেনাশুভান্ গন্ধানেকত্বেনাথবা পুনঃ।
আজিঘ্রেৎ যস্য গাত্রেষু তং বিদ্যাৎ পুষ্পিতং ভিষক্॥

কতকগুলি অশুভ গন্ধ মিশ্রিত ভাবে অথবা সেই সমস্ত অশুভ গন্ধের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ভাবে যাহার শরীরে অনুভূত হয়, চিকিৎসকগণ তাহাকেও পুষ্পিত বলিয়া বিবেচনা করেন।

আপ্লুতানাপ্লুতে কায়ে যস্য গন্ধাঃ শুভাশুভাঃ।
ব্যত্যাসেনানিমিত্তাঃ স্যুঃ স চ পুষ্পিত উচ্যতে॥
তদ্‌যথা চন্দনং কুষ্ঠং তগরাগুরুণী মধু।
মাল্যং মূত্রপুরীষে বা মৃতানি কুণপানি বা॥
যে চান্যে বিবিধাত্মানো গন্ধা বিবিধযোনয়ঃ।
তেঽপ্যনেনানুমানেন বিজ্ঞেয়া বিকৃতিং গতাঃ॥

যাহার গাত্রে সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি পদার্থ প্রলিপ্ত থাকিলে, তাহা বিপরীত ভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ সুগন্ধি পদার্থ হইতে দুর্গন্ধ এবং দুর্গন্ধ পদার্থ হইতে সুগন্ধ অনুভূত হয়, সেই ব্যক্তিও পুষ্পিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। চন্দন, কুড়, তগরকাষ্ঠ, অগুরু, মধু ও মাল্য প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য এবং মূত্র, পুরীষ, মড় ও পুতি মাংস প্রভৃতি দুর্গন্ধি দ্রব্য, অথবা এইরূপ বিবিধ পদার্থের বিবিধ গন্ধানুসারে সেইসমস্ত বিকৃত সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের অনুমান করিতে হইবে।

ইদঞ্চাপ্যতিদেশার্থং লক্ষণং গন্ধসংশ্রয়ম্।
বক্ষ্যামো যদভিজ্ঞায় ভিষক্ মরণমাদিশেৎ॥

এইসমস্ত গন্ধাশ্রিত অরিষ্ট লক্ষণ যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিব, চিকিৎসক সেই সমস্ত লক্ষণ অবগত হইয়া, মরণকাল নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

বিযোনির্ব্বিদুরো যস্য গন্ধো গাত্রেষু দৃশ্যতে।
ইষ্টো বা যদি বানিষ্টো ন স জীবতি তাং সমাম্।

শুভ বা অশুভ যে কোন গন্ধ, যাহার গাত্রে অকারণ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সে ব্যক্তি এক বৎসরও জীবিত থাকে না।

এতাবৎ গন্ধবিজ্ঞানং রসজ্ঞানমতঃপরম্।
আতুরাণাং শরীরেষু বক্ষ্যামো বিধিপূর্ব্বকম্॥

এইরূপে গন্ধজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইল। অতঃপর রোগিশরীরে রসপরীক্ষার বিষয় বর্ণন করিব।

যো রসঃ প্রকৃতিস্থানাং নরাণাং দেহসম্ভবঃ।
স এষাং চরমে কালে বিকারান্ ভজতে স্বয়ম্॥
কশ্চিদেবাস্য বৈরস্যমত্যর্থমুপপদ্যতে।
স্বাদুত্বমপরশ্চাপি বিপুলং ভজতে রসঃ॥

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির শরীরে যেরূপ রস অনুভূত হয়, মৃত্যুকালে সেই রস দুইপ্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন রস অত্যন্ত বিরস হইয়া যায় এবং কোন রস অত্যধিক স্বাদু হইয়া থাকে।

তমনেনানুমানেন বিদ্যাৎ বিকৃতিমাগতম্।
মনুষ্যো হি মনুষ্যস্য কথং রসমবাপ্নুয়াৎ ॥

মনুষ্য মনুষ্যশরীরের রস কিরূপে আস্বাদন করিবে? সুতরাং অনুমানদ্বারা সেইসমস্ত বিকৃত রস অবগত হইতে হয়।

মক্ষিকাশ্চৈব যূকাশ্চ দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বিরসাদপসর্পন্তি জন্তোঃ কায়ান্ মুমূর্ষতঃ ॥
অত্যর্থরসিকং কায়ং কালপক্কস্য মক্ষিকাঃ।
অপি স্নাতানুলিপ্তস্য ভৃশমায়ান্তি সর্ব্বশঃ ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীর নিতান্ত বিরস হইলে, মক্ষিকা উকুন, দংশ (ডাঁস) ও মশকসমূহ সেই শরীর পরিত্যাগ করে। কিন্তু সেই মুমূর্ষুর শরীর অত্যন্ত মধুররস হইলে, স্নান ও চন্দনাদি লেপনদ্বারা মক্ষিকা তাড়াইবার চেষ্টা করিলেও তাহারা শরীর ত্যাগ করে না।

তত্র শ্লোকঃ
যান্যেতানি ময়োক্তানি লিঙ্গানি রসগন্ধয়োঃ।
পুষ্পিতস্য নরস্যৈতৎ ফলং মরণমাদিশেৎ ॥

পুষ্পিত ব্যক্তির রস ও গন্ধের বিষয়, আমি যাহা বর্ণন করিলাম, মরণই তাহার ফলস্বরূপ।

ইতি অগ্নিবেশকৃতেতন্ত্রে চরকপ্রতি সংস্কৃতে পুষ্পিতকমিন্দ্রিয়ং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
পুষ্পিতক ইন্দ্রিয় নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পরিমর্শনীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা পরিমর্শনীয় (স্পর্শসম্বন্ধীয়) ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

বর্ণে স্বরে চ গন্ধে চ রসে চোক্তং পৃথক্ পৃথক্।
লিঙ্গং মুমূর্ষতাং সম্যক্ স্পর্শেষ্বপি নিবোধত ॥

মুমূর্ষুর বর্ণ, স্বর, গন্ধ ও রস সম্বন্ধীয় পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। এক্ষণে স্পর্শ-সম্বন্ধীয় লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্পর্শপ্রাধান্যেনাতুরস্যায়ুষঃ প্রমাণাবশেষং জিজ্ঞাসুঃ প্রকৃতিস্থেন পাণিনা কেবলমস্য শরীরং স্পৃশেৎ, পরিমর্শয়েদ্বান্যেন। পরিমৃশতা তু খল্বাতুরমিমে ভাবাঃ তত্র তত্রাববোদ্ধব্যাঃ। তদ্‌যথা সততস্পন্দনানাং শরীরোদ্দেশানাং স্তম্ভঃ, নিত্যোষ্ণাণাং শীতীভাবঃ, মৃদূনাং দারুণত্বং, শ্লক্ষ্ণানাং খরত্বং, সতামসদ্ভাবঃ। সন্ধীনাং স্রংসভ্রংশচ্যবনানি, মাংস-শোণিতয়োর্ব্বীতীভাবো দারুণত্বং। স্বেদানুবন্ধো স্তম্ভো বা যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ ভৃশবিকৃতমনিমিত্তং স্যাদিতিলক্ষণং স্পৃশ্যানাম্ ভাবানাম্।

রোগীর আয়ুঃপ্রমাণাবশেষ জানিবার জন্য চিকিৎসক স্বকীয় প্রকৃতিস্থ হস্তদ্বারা তাহার সমস্ত শরীর স্পর্শ করিবেন, অথবা (অসুবিধার স্থলে) অন্যের দ্বারা স্পর্শ করাইবেন। রোগিশরীর স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত অবস্থাগুলির উপলব্ধি করিতে হয়। যথা ;—নিত্য-স্পন্দমান শরীরাবয়বের স্তব্ধতা, নিত্য-উষ্ণ স্থানের শীতলতা, মৃদুস্থানসমূহের কঠিনতা, মসৃণ অবয়বের কর্কশতা, বর্ত্তমান অবয়ববিশেষের সহসা অনস্তিত্ব, সন্ধিসকলের শিথিলতা স্খলন বা বিশ্লেষ, মাংস ও রক্তের অভাব বা কঠিনতা, নিরন্তর ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ এবং এতদ্ব্যতীত এইরূপ অন্যান্য যেসকল ভাব অকারণে বিকৃত হয়, সেইসমস্ত স্পৃশ্য লক্ষণ স্পর্শজ্ঞানদ্বারা অনুভব করিতে হইবে।

তদ্ব্যাসতোঽনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তস্য চেৎ পরিমৃশ্যমানং পৃথক্‌ত্বেন পাদজঙ্ঘোরুস্ফিগুদরপার্শ্বপৃষ্ঠেষিকাপাণিগ্রীবাতাল্বোষ্ঠললাটং স্বিন্নং শীতং স্তব্ধং দারুণং বীতমাংসশোণিতং বা স্যাৎ। পরাসুরয়ং পুরুষো ন চিরাৎ কালং মরিষ্যতীতি বিদ্যাৎ।

এইসকল বিষয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি।—রোগীর পাদ, জঙ্ঘা, উরু, স্ফিক্ (পাছা), উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠেষিকা (পীটের দাঁড়া), হস্ত, গ্রীবা, তালু, ওষ্ঠ ও ললাট পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করিয়া, যদি ঘর্ম্মাক্ত, শীতল, স্তব্ধ, কঠিন, অথবা রক্তমাংসশূন্য বলিয়া বোধ হয়, তবে সে গতাসু অর্থাৎ অচিরেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে, বুঝিতে হইবে।

তস্য চেৎ পরিমৃশ্যমানানি পৃথক্ত্বেন গুল্‌ফজানুবঙ্ক্ষণ গুদবৃষণমেঢ়্র-নাভ্যংশ-স্তনমণিকহনুপর্শু কা-নাসিকাকর্ণাক্ষিভ্রূশঙ্খাদীনি স্রস্তানি ব্যস্তানি চ্যুতানি স্থানেভ্যঃ স্কন্নানি স্যুঃ পরাসুরয়ং পুরুষো ন চিরাৎ কালং মরিষ্যতীতি বিদ্যাৎ।

যদি তাহার গুল্‌ফ, জানু, বঙ্ক্ষণ (কুচকী), গুহ্যনাড়ী, বৃষণ, লিঙ্গ, নাভি, স্কন্ধ, স্তন, মণিবন্ধ, হনু, পর্শু কা (পাঁজরা), নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, ভ্রূ ও ললাট প্রভৃতিস্থান পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করিয়া, শিথিল বিশ্লিষ্ট, স্বস্থানচ্যুত বা আর্দ্রবৎ বোধ হয়, তবে তাহাকেও গতাসু জানিবে, অর্থাৎ অচিরে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

তথাস্যোচ্ছ্বাসমন্যাদন্তপক্ষ্মচক্ষুঃকেশলোমোদরনখাঙ্গুলীশ্চ লক্ষয়েৎ। তস্য চেদুচ্ছ্বাসোঽতিদীর্ঘঃ অতিহ্রস্বো বা স্যাৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।

তস্য চেৎ মন্যে পরিদৃশ্যমানে ন স্পন্দেয়াতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেদ্দন্তাঃ প্রকীর্ণাঃ শ্বেতা জাতশর্করাঃ স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ পক্ষ্মাণি জটাবদ্ধানি স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেচ্চক্ষুষী প্রকৃতিহীনে বিকৃতিযুক্তে অত্যুৎপিণ্ডিতে অতিপ্রবিষ্টে অতিজিহ্মে অতিবিষমে অতিপ্রস্রুতে অতিবিমুক্তবন্ধনে সততোন্মিষিতে সততনিমিষিতে নিমিষোন্মেষাতিপ্রসক্তে বিভ্রান্তদৃষ্টিকে বিপরীতদৃষ্টিকে হীনদৃষ্টিকে ব্যস্তদৃষ্টিকে নকুলান্ধে কপোতান্ধে অলাতবর্ণে কৃষ্ণনীলপীতশ্যাবতাম্র-হরিতহারিদ্রশুক্লবৈকারিকাণাং বর্ণানামন্যতমেনাতিসংপ্লুতে বা স্যাতাং তদা পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।

এইরূপ রোগীর উচ্ছ্বাস (নিশ্বাস প্রশ্বাস), মন্যা, দন্ত, পক্ষ্ম, চক্ষু, কেশ, লোম, উদর, নখ এবং অঙ্গুলিও লক্ষ করিবে। রোগীর উচ্ছ্বাস অতিদীর্ঘ বা অত্যন্ত হ্রস্ব হইলে, তাহাকে গতাসু বুঝিবে। তাহার মন্যাদ্বয় স্পর্শ করিলে, যদি তাহা স্পন্দিত না হয়, তাহা হইলেও তাহাকে গতাসু বুঝিতে হইবে। তাহার দন্তসমূহ যদি মললিপ্ত বা অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ হয়, অথবা তাহাতে যদি শর্করা উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে গতাসু জানিবে। পক্ষ্মসকল জটাবদ্ধ হইলে, তাহাকে গতাসু জানিবে। তাহার চক্ষুদ্বয় যদি প্রকৃতিহীন (অতএব) বিকৃতিযুক্ত, অতিশয় উৎপিণ্ডিত (পিণ্ডাকারে বহির্গত), অতিপ্রবিষ্ট (অত্যন্ত কোটরগত), অতি কুটিল, অতি বিষম (পরস্পর অত্যন্ত বৈষম্যযুক্ত), অতিশয় স্রাবযুক্ত, অতিশয় মুক্তবন্ধন (শিথিল বা বিস্ফারিত), সতত বিস্ফারিত, সতত নিমীলিত, অতিশয় নিমেষোন্মেষযুক্ত, বিভ্রান্তদৃষ্টি, বিপরীতদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি, ব্যস্তদৃষ্টি, নকুলান্ধ (যে সমস্ত পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখে), কপোতান্ধ (যে সকল পদার্থই কৃষ্ণবর্ণ দেখে), তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় বর্ণযুক্ত, অথবা কৃষ্ণ, নীল, পীত, শ্যাব, তাম্র, হরিত, হারিদ্র ও শুক্ল প্রভৃতি বৈকারিকবর্ণের অন্যতম বর্ণদ্বারা অত্যন্ত আচ্ছন্ন হয়, তবে তাহাকেও গতাসু বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অথাস্য কেশলোমান্যাযচ্ছেৎ। তস্য চেৎ কেশলোমান্যায়ম্যমানানি প্রলুচ্যেরন্ ন চেদ্বেদয়েয়ুস্তং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেদুদরে সিরাঃ প্রকাশেরন্, শ্যাবতাম্রনীলহারিদ্রশুক্লাঃ বা স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেন্নখা বীতমাংসশোণিতাঃ পক্কজাম্ববর্ণাঃ স্যুস্তং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। অথাস্যাঙ্গুলীর্লক্ষয়েৎ তস্য চেদঙ্গুলয় আয়ম্যমানা ন স্ফুটেয়ুস্তং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।

রোগীর কেশ ও লোম টানিয়া দেখিবে, তাহা টানিলে যদি উঠিয়া আসে, অথচ রোগী তাহাতে কোনরূপ বেদনা অনুভব না করে, তবে সেই রোগী গতাসু বুঝিবে। রোগীর উদরে যদি শ্যাব, তাম্র, নীল, হরিদ্রা অথবা শুক্লবর্ণের শিরা প্রকাশ পায়, তবে তাহাকেও গতাসু জানিবে। রোগীর নখ রক্তমাংস শূন্য এবং পাকা জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাকে পরাসু বুঝিতে হইবে। অতঃপর তাহার অঙ্গুলিসকল পরীক্ষা করিবে। রোগীর অঙ্গুলিসকল বিস্তৃত করিলে (মট্‌কাইলে) যদি স্ফুটিত না হয়, তবে তাহাকেও পরাসু বলিয়া জানিবে।

ভবতি চাত্র।

এতান্ স্পৃশ্যান্ বহূন্ ভাবান্ যঃ স্পৃশন্নববুধ্যতে।
আতুরে ন স সম্মোহমায়ুর্জ্ঞানস্য গচ্ছতি॥

এই সমস্ত স্পৃশ্যভাব স্পর্শ করিয়া যে চিকিৎসক সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন, রোগীর আয়ুঃজ্ঞান বিষয়ে তাঁহাকে কখনও বিমূঢ় হইতে হয় না।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
পরিমর্শণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
পরমশনীয় ইন্দ্রিয় নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাত ইন্দ্রিয়ানীকমিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা ইন্দ্রিয়ানীক ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

ইন্দ্রিয়াণি যথা জন্তোঃ পরীক্ষেত বিশেষবিৎ।
আয়ুপ্রমাণং জিজ্ঞাসুর্ভিষক্ তন্নো নিবোধত॥

ইন্দ্রিয়শক্তিজ্ঞ চিকিৎসক, মানবের আয়ুঃপ্রমাণ জানিবার জন্য যেরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের পরীক্ষা করিবেন, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

অনুমানাৎ পরীক্ষেত দর্শনাদীনি তত্ত্বতঃ।
অদ্ধা হি বিতথং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামতীন্দ্রিয়ম্॥
স্বস্থেভ্যো বিকৃতং যস্য জ্ঞানমিন্দ্রিয়সম্ভবম্।
আলক্ষ্যেতানিমিত্তেন লক্ষণং মরণস্য তৎ॥
ইত্যুক্তং লক্ষণং সম্যগিন্দ্রিয়েষ্বশুভোদয়ম্।
তদেব তু পুনর্ভূয়ো বিস্তরেণ নিবোধত॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের তত্ত্ব অনুমানদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, যেহেতু ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। যাহার ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, অকারণে স্বস্থ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে বিকৃত বোধ হয়, তাহার তাহাই মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহের অশুভ লক্ষণ এইরূপে সংক্ষেপে কথিত হইল। পুনর্ব্বার বিস্তৃতরূপে তাহা বলা যাইতেছে শ্রবণ কর।

ঘনীভূতমিবাকাশমাকাশমিব মেদিনীম্।
বিগীতমুভয়ন্ত্বেতৎ পশ্যন্ মরণমৃচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় ঘনীভূত এবং পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় শূন্যময় দেখে, তাহার মৃত্যু ঘটে।

যস্য দর্শনমায়াতি মারুতোঽম্বরগোচরঃ।
অগ্নিনা যাতি বা দীপ্তস্তস্যায়ুঃক্ষয়মাদিশেৎ॥

অম্বরগোচর অর্থাৎ মূর্ত্তিহীন বায়ু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা বায়ু অগ্নির সহিত প্রদীপ্ত হইয়া চলিতেছে, যাহার এইরূপ বোধ হয়, তাহার আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জলে সুবিমলে জালমজালাবততে নরঃ।
স্থিরে গচ্ছতি বা দৃষ্ট্বা জীবিতাৎ পরিমুচ্যতে॥

স্থির বা চঞ্চল জল জালব্যাপ্ত না থাকিলেও যে তাহাতে জাল দেখিতে পায়, তাহার জীবন নষ্ট হয়।

জাগ্রৎ পশ্যতি যঃ প্রেতান্ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
অন্যদ্বাপ্যদ্ভুতং কিঞ্চিজ্জীবিতাৎ পরিমুচ্যতে॥

যে জাগ্রত অবস্থায় প্রেত, বিবিধ রাক্ষস, অথবা অন্য যে কোন প্রকার অদ্ভুত পদার্থ দর্শন করে, তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

যোঽগ্নিং প্রকৃতিবর্ণস্থং নীলং পশ্যতি নিষ্প্রভম্।
কৃষ্ণং বা যদি বা শুক্লং নিশাং ব্রজতি সপ্তমীম্॥

যে ব্যক্তি স্বাভাবিক অগ্নিকে নীলবর্ণ, নিষ্প্রভ, কৃষ্ণবর্ণ বা শুক্লবর্ণ বোধ করে, সে সপ্তম রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মরীচীনসতোঽমেঘান্ মেঘান্ বাপ্যসতোঽম্বরে।
বিদ্যুতো বা বিনা মেঘৈর্যঃ পশ্যতি স নশ্যতি॥

আকাশে মেঘ না থাকিলেও, যে ব্যক্তি মেঘজ্যোতিঃ বা মেঘ দর্শন করে, অথবা মেঘ-ব্যতীত বিদ্যুৎ দেখিতে পায়, সে বিনষ্ট হয়।

মৃণ্ময়ীমিব যঃ পাত্রীং কৃষ্ণাম্বরসমাবৃতাম্।
আদিত্যমীক্ষতে শুদ্ধং চন্দ্রং বা ন স জীবতি॥

যে ব্যক্তি নির্ম্মল সূর্য্য বা চন্দ্রকে কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত মৃণ্ময় পাত্রের ন্যায় দর্শন করে, সে বাঁচে না।

অপর্ব্বণি যদা পশ্যেৎ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গ্রহম্।
অব্যাধিতো ব্যাধিতো বা তদন্তং তস্য জীবিতম্॥

যে অপর্ব্ব দিবসে অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ব্যতীত অন্য দিনে সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পায়, সে রোগী হউক বা স্বস্থ হউক, সেই গ্রহণদর্শনের শেষ পর্য্যন্ত তাহার আয়ুঃ, অর্থাৎ সেই গ্রহণদর্শন শেষ হইলেই তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

নক্তং সূর্য্যমসচ্চন্দ্রমনগ্নৌ ধূমমুত্থিতম্।
অগ্নিং বা নিষ্প্রভং রাত্রৌ দৃষ্ট্বা মরণমৃচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূর্য্য, চন্দ্র না থাকিলেও চন্দ্র, অগ্নিশূন্য স্থান হইতে ধূমোদ্গম, অথবা রাত্রিকালে অগ্নি নিষ্প্রভ দেখে, তাহার মৃত্যু ঘটে।

প্রভাবতঃ প্রভাহীনান্নিষ্প্রভান্ যে প্রভাবতঃ।
নরা বিলিঙ্গান্ পশ্যন্তি ভাবান্ প্রাণান্ জিহাসবঃ॥

যে ব্যক্তি প্রভাযুক্ত বস্তুকে প্রভাহীন এবং নিষ্প্রভ বস্তুকে প্রভাবিশিষ্ট অথবা সমুদায় পদার্থই এইরূপ বিপরীত লক্ষণযুক্ত দর্শন করে, তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

ব্যাকৃতীনি বিবর্ণানি বিসংখ্যোপগতানি চ।
বিনির্মিতানি পশ্যন্তি রূপাণ্যায়ুঃক্ষয়ে নরাঃ॥

যে ব্যক্তির আয়ুঃক্ষয় হয়, সেই ব্যক্তিই সুন্দর প্রতিমাদি নির্ম্মিত পদার্থকে বিকৃত, বিবর্ণ ও বিসংখ্যক (বিপরীত সংখ্যাযুক্ত) দর্শন করে।

যশ্চ পশ্যত্যদৃশ্যান্ বৈ দৃশ্যান্ যশ্চ ন পশ্যতি।
দ্বাবপ্যেতৌ যথা প্রেতৌ তথা জ্ঞেয়ৌ বিজানতা॥

যে ব্যক্তি অদৃশ্য পদার্থ দেখিতে পায়, অথবা যে দৃশ্য পদার্থ দেখিতে পায় না, তাহাদের উভয়কেই প্রেতসদৃশ (আসন্নমৃত্যু) বুঝিতে হইবে।

অশব্দস্য চ যঃ শ্রোতা শব্দান্ যশ্চ ন বুধ্যতে।
তাবুভৌ পশ্যতঃ ক্ষিপ্রং যমক্ষয়মসংশয়ম্॥

শব্দ না হইলেও যে শব্দ শুনিতে পায় এবং শব্দ হইলেও যে তাহা অনুভব করিতে পারে না, তাহারা উভয়েই শীঘ্র যমকবলে পতিত হয়।

সংবৃত্ত্যাঙ্গুলিভিঃ কর্ণৌ জ্বালাশব্দং য আতুরঃ।
ন শৃণোতি গতাসুং তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে রোগী, অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া জ্বালাশব্দ (বোঁ বোঁ শব্দ) শুনিতে না পায়, বুদ্ধিমান চিকিৎসক তাহাকে গতাসু বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

বিপর্য্যয়েণ যো বিদ্যাদ্গন্ধানাং সাধ্বসাধুতাম্।
ন চৈতান্ সর্ব্বশো বিদ্যাৎ তং বিদ্যাদ্বিগতায়ুষম্॥

যে ব্যক্তি দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ বিপরীত ভাবে অর্থাৎ দুর্গন্ধকে সুগন্ধ এবং সুগন্ধকে দুর্গন্ধ বলিয়া অনুভব করে; অথবা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কিছুই যাহার অনুভূত না হয়, তাহাকেও গতায়ুঃ বলিয়া জানিবে।

যো রসান্ ন বিজানাতি ন বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
মুখপাকাদৃতে পক্বং তমাহুঃ কুশলা নরম্॥

যে মুখপাকাদিবিকার না থাকিলেও যে কোন রসেরই আস্বাদ পায় না, অথবা রস-বিশেষের আস্বাদ অনুভব করিতে পারে না, পণ্ডিতগণ তাহাকে পক্ব অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু বলিয়া থাকেন।

উষ্ণান্ শীতান্ খরান্ শ্লক্ষ্ণান্ মৃদূনপি চ দারুণান্।
স্পৃষ্ট্বা বিদ্যাৎ ততোঽন্যত্বং মুমূর্ষুস্তেষু মন্যতে॥

উষ্ণ, শীতল, কর্কশ, মসৃণ, মৃদু বা কঠিন পদার্থ স্পর্শ করিয়া, যে তাহা বিপরীত গুণযুক্ত বোধ করে, তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে।

অন্তরেণ তপস্তীব্রং যোগং বা বিধিপূর্ব্বকম্।
ইন্দ্রিয়ৈরধিকং পশ্যন্ পঞ্চত্বমুপপদ্যতে॥

যে ব্যক্তি তীব্র তপস্যা বা যোগের আচরণ না করিয়া, অতীন্দ্রিয় বিষয় দর্শন করে, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রিয়াণামৃতে দৃষ্টেরিন্দ্রিয়ার্থান্ ন পশ্যতি।
বিপর্য্যয়েণ যো বিদ্যাৎ তং বিদ্যাদ্ বিগতায়ুষম্॥

ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যতীত অপর কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই যাহার ইন্দ্রিয়ার্থের অনুভব না হয় এবং চক্ষুদ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ বিপরীত ভাবে যে অনুভব করে, তাহাকে গতায়ুঃ বলিয়া জানিবে।

স্বস্থাঃ প্রজ্ঞাবিপর্য্যাসৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু বৈকৃতম্।
পশ্যন্তি যে সুবহুশস্তেষাং মরণমাদিশেৎ॥

স্বস্থ ব্যক্তিও বুদ্ধির বিপর্য্যয় জন্য যদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ বিপরীত ভাবে বারংবার অনুভব করে, তবে তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিতে হইবে।

তত্র শ্লোকঃ।

এতদিন্দ্রিয়বিজ্ঞানং যঃ পশ্যতি যথাযথম্।
মরণং জীবিতঞ্চৈব স ভিষগ্ জ্ঞাতুমর্হতি॥

যে চিকিৎসক এই ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনি মরণ ও জীবন বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
ইন্দ্রিয়ানীকং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
ইন্দ্রিয়ানীক নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পূর্ব্বরূপীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা পূর্ব্বরূপীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

পূর্ব্বরূপাণ্যসাধ্যানাং বিকারাণাং পৃথক্ পৃথক্।
ভিন্নাভিন্নানি বক্ষ্যামো ভিষজাং জ্ঞানবৃদ্ধয়ে॥

চিকিৎসকগণের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য অসাধ্য ব্যাধিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্বরূপের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবৃত করিতেছি।

পূর্ব্বরূপাণি সর্ব্বাণি জ্বরোক্তান্যতিমাত্রয়া।
যং বিশন্তি বিশত্যেনং মৃত্যুর্জ্বরপুরঃসরঃ॥
অন্যস্যাপি চ রোগস্য পূর্ব্বরূপাণি যং নরম্।
বিশন্ত্যনেন কল্পেন তস্যাপি মরণং ধ্রুবম্॥

জ্বরোক্ত পূর্ব্বরূপসমূহ অতিরিক্ত ভাবে যাহার শরীরে প্রকাশ পায়, তাহার শরীরে জ্বরপুঃরসর মৃত্যুই প্রবেশ করে অর্থাৎ সেই জ্বরে তাহার মৃত্যু হয়। এইরূপ অন্য কোন রোগের পূর্ব্বরূপসমূহও অতিরিক্ত মাত্রায় যাহাকে আক্রমণ করে, তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত।

পূর্ব্বরূপৈকদেশাংস্তু বক্ষ্যামোঽন্যান্ সুদারুণান্।
যে রোগাননুবধ্নন্তি মৃত্যুর্যৈরেব বুধ্যতে॥

যেসকল পূর্ব্বরূপ অন্যান্য উৎকট রোগের ব্যক্ত অবস্থাতেও বর্ত্তমান থাকে এবং যাহাদ্বারা রোগীর মৃত্যু অনুমান করা যায়, সেইসকল লক্ষণ বর্ণন করিতেছি।

বলঞ্চ হীয়তে যস্য প্রতিশ্যায়শ্চ বর্দ্ধতে।
তস্য নারীপ্রসক্তস্য শোষোঽন্তায়োপজায়তে॥

যে যক্ষরোগীর ক্রমশঃ বলক্ষয় হয় এবং প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই রোগী মৈথুনাসক্ত হইলে, তাহার যক্ষা রোগ মৃত্যুর জন্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্বভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্ব্বাপি যাতি যো দক্ষিণাং দিশম্।
স্বপ্নে যক্ষ্মাণমাসাদ্য জীবিতং স বিমুঞ্চতি॥

যে ব্যক্তি কুক্কুর, উষ্ট্র বা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখে, সে যক্ষরোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

প্রেতৈঃ সহ পিবেন্মদ্যং স্বপ্নে যঃ কৃষ্যতে শুনা।
স ঘোরং জ্বরমাসাদ্য ন জীবেন্ন চ স্বজ্যতে *॥

যে স্বপ্নে প্রেতের সহিত মদ্যপান করে, অথবা কুক্কুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, ঘোরতর জ্বরাক্রান্ত হইয়া তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, অথবা জ্বরাক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ জ্বরের পূর্ব্বরূপ অবস্থাতেই তাহার প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

লাক্ষারক্তাম্বরাভং যঃ পশ্যত্যম্বরমন্তিকাৎ।
স রক্তপিত্তমাসাদ্য তেনৈবান্তায় নীয়তে॥
রক্তস্রগ্রক্তসর্ব্বাঙ্গো রক্তবাসা মুহুর্হসন্।
যঃ স্বপ্নে নীয়তে নার্য্যা স রক্তং প্রাপ্য সীদতি॥

যে ব্যক্তি নিকটে লাক্ষারঞ্জিত রক্তবস্ত্রের ন্যায় আকাশ দেখিতে পায়, তাহাকে রক্তপিত্ত-রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে স্বপ্নে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া রক্তবস্ত্র ও রক্তমাল্য ধারণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ হাসিতে হাসিতে নারীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, সেও রক্তপিত্ত-রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

শূলাটোপান্ত্রকূজাশ্চ দৌর্ব্বল্যং চাতিমাত্রয়া।
নখাদিষু চ বৈবর্ণ্যং গুল্মেনান্তকরো গ্রহঃ॥
লতাকণ্টকিনী যস্য দারুণা হৃদি জায়তে।
স্বপ্নে গুল্মস্তমন্তায় ক্রূরো বিশতি মানবম্॥

* সুঘোরং জ্বরমাসাদ্য সবজীবমস্বজ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

শূল, আটোপ, অন্ত্রকূজন, দুর্ব্বলতা ও নখাদিতে বিবর্ণতা, এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ অতিমাত্র প্রকাশ পাইলে, গুল্মরোগে তাহার প্রাণনাশ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে হৃদয়ের উপরে কণ্টক-যুক্ত লতা উৎপন্ন হইতে দেখে, উৎকট গুল্মরোগ তাহারও প্রাণনাশ করে।

কায়েঽল্পমপি সংস্পৃষ্টং সুভৃশং যস্য দীর্য্যতে।
ক্ষতানি চ ন রোহন্তি কুষ্ঠৈর্ম্ম্রিয়তে হিনস্তি তম্॥
নগ্নস্যাজ্যাবসিক্তস্য জুহ্বতোঽগ্নিমনর্চ্চিষম্।
পদ্মান্যুরসি জায়ন্তে স্বপ্নে কুষ্ঠৈর্ম্মরিষ্যতঃ॥

অস্ত্রাদির অল্পমাত্র সংস্পর্শে যাহার শরীরে অত্যন্ত ক্ষত জন্মে এবং সেই ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য না হয়, কুষ্ঠরোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে উলঙ্গ ও ঘৃতসিক্ত হইয়া নিষ্প্রভ অগ্নিতে আহুতি দান করে, অথবা বক্ষঃস্থলে পদ্ম জন্মিয়াছে বোধ করে, তাহারও কুষ্ঠরোগে মৃত্যু হয়।

স্নাতানুলিপ্তগাত্রেঽপি যস্মিন্ গৃধ্নন্তি মক্ষিকাঃ।
স প্রমেহেণ সংস্পর্শং প্রাপ্য তেনৈব হন্যতে॥
স্নেহং বহুবিধং স্বপ্নে চণ্ডালৈঃ সহ যঃ পিবেৎ।
বধ্যতে স প্রমেহেণ স্পৃশ্যতেঽন্তায় মানবঃ॥

যাহার স্নাত এবং চন্দনাদিলিপ্ত গাত্রেও মক্ষিকা বসে, সে প্রমেহ রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করে। যে স্বপ্নে চণ্ডালগণের সহিত ঘৃত-তৈলাদি বহুবিধ স্নেহ পান করে, তাহাকেও প্রমেহরোগে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

ধ্যানায়াসৌ তথোদ্বেগো মোহশ্চাস্থানসম্ভবঃ।
অরতির্বলহানিশ্চ মৃত্যুরুন্মাদপূর্ব্বকঃ॥
আহারদ্বেষণং যস্য লুপ্তচিত্তমুদর্দ্দিতম্।
বিদ্যাদ্ ধীরো মুমূর্ষুং তমুন্মাদেনাতিপাতিনা॥
ক্রোধনং ত্রাসবহুলং সকৃৎপ্রহসিতাননম্।
মূর্চ্ছাপিপাসাবহুলং হন্ত্যুন্মাদঃ শরীরিণম্॥
নৃত্যন্ রক্ষোগণৈঃ সার্দ্ধং যঃ স্বপ্নেঽম্ভসি মজ্জতি।
স প্রাপ্য ভৃশমুন্মাদং যাতি লোকমিতঃ পরম্॥

যাহার অকারণে অত্যন্ত চিন্তা, শ্রান্তি, উদ্বেগ, মোহ, অপ্রীতি ও বলহানি হয়, উন্মাদ-রোগে তাহার মৃত্যু ঘটে। যাহার আহারে বিদ্বেষ এবং চিত্তবিভ্রমবশতঃ প্রীতিকর বিষয়ে ব্যথাবোধ হয়, তাহাকেও উৎকট উন্মাদরোগে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। উন্মাদরোগী অতি-ক্রোধী, অতিভীত, এক একবার হাস্যবদন এবং মূর্চ্ছা ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইলে, তাহার মৃত্যু ঘটে। যে স্বপ্নে রাক্ষসগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলমগ্ন হয়, তাহা-কেও উৎকট উন্মাদগ্রস্ত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোক গমন করিতে হয়।

অসৎ তমঃ পশ্যতি যো যঃ শৃণোত্যসতঃ স্বনান্।
বহূন্ বহুবিধান্ জাগ্রৎ সোঽপস্মারেণ বধ্যতে॥
মত্তং নৃত্যন্তমাবিধ্য প্রেতো হরতি যং নরম্।
স্বপ্নে হরতি তং মৃত্যুরপস্মারপুরঃসরঃ॥

যে ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেও অন্ধকারশূন্য স্থানে অন্ধকার দেখে, অথবা কোন শব্দ না হইলেও বহুবিধ শব্দ শ্রবণ করে, তাহার অপস্মাররোগে প্রাণনাশ হয়। মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় কোন প্রেত তাহাকে হনন করি[illegible] যে ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্ন দেখে, তাহারও অপস্মার রোগে মৃত্যু ঘটে।

স্তভ্যেতে প্রতিবুদ্ধস্য হনূ মন্যে তথাক্ষিণী।
যস্য তং বহিরায়ামো গৃহীত্বা হন্ত্যসংশয়ম্॥

যাহার নিদ্রাভঙ্গের পরে হনূ, মন্যা ও অক্ষিদ্বয় স্তব্ধ হয়, তাহার বহিরায়াম (ধনুঃস্তম্ভ) রোগে মৃত্যু হয়।

শস্কুলীর্ব্বাপ্যপূপান্ বা স্বপ্নে খাদতি যো নরঃ।
স চেৎ প্রচ্ছর্দ্দয়েৎ তাদৃক্ প্রতিবুদ্ধো ন জীবতি॥

যে স্বপ্নে শস্কুলী অপূপ প্রভৃতি পিষ্টক ভক্ষণ করে এবং জাগরিত হইয়া যদি তদ্রূপ পিষ্টক বমন করে, তবে তাহার জীবন রক্ষা হয় না।

এতানি পূর্ব্বরূপাণি যঃ সম্যগববুধ্যতে।
স এষামনুবন্ধঞ্চ ফলঞ্চ জ্ঞাতুমর্হতি॥
য ইমাংশ্চাপরান্ স্বপ্নান্ দারুণানুপলক্ষয়েৎ।
ব্যাধিতানাং বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপি বা॥

যে ভিষক্ এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ সম্যক্ বুঝিতে পারেন, তিনি তাহাদের অনুবন্ধ এবং ফলও অবগত হইতে পারেন। যিনি এইসকল এবং অন্যান্য দারুণ স্বপ্ন লক্ষ করেন, তিনিই রোগীর বিনাশ বা মহৎ ক্লেশের বিষয় অনুমান করিতে সমর্থ হন।

যস্যোত্তমাঙ্গে জায়ন্তে বংশগুল্মলতাদয়ঃ।
বয়াংসি চ বিলীয়ন্তে স্বপ্নে মৌণ্ড্যমিয়াচ্চ যঃ॥
গৃধ্রোলূকশ্বকাকাদ্যৈঃ স্বপ্নে যঃ পরিবার্য্যতে।
রক্ষঃপ্রেতপিশাচস্ত্রীচণ্ডালদ্রবিড়ান্ধ্রকৈঃ॥
বংশবেত্রলতাপাশতৃণকণ্টকসঙ্কটে।
প্রমুহ্যতি চ যঃ স্বপ্নে যো গচ্ছন্ প্রপতত্যপি॥
ভূমৌ পাংশূপধানায়াং বল্মীকে বাথ ভস্মনি।
শ্মশানায়তনে শ্বভ্রে স্বপ্নে যঃ প্রপতত্যপি॥
কলুষেঽম্ভসি পঙ্কে বা কূপে বা তমসাবৃতে।
স্বপ্নে মজ্জতি শীঘ্রেণ স্রোতসা নীয়তে চ যঃ॥

স্নেহপানং তথাভ্যঙ্গঃ প্রচ্ছর্দ্দনবিরেচনে।
হিরণ্যলাভঃ কলহঃ স্বপ্নে বন্ধপরাজয়ৌ॥
উপানদ্যুগনাশশ্চ প্রপাতঃ পদচর্ম্মণোঃ।
হর্ষঃ স্বপ্নে প্রকুপিতৈঃ পিতৃভিশ্চাপি ভর্ৎসনম্॥
চন্দ্রতারার্কনক্ষত্রদেবতাদীপচক্ষুসাম্।
পতনং বা বিনাশো বা স্বপ্নে ভেদো নগস্য বা॥
রক্তপুষ্পং বনং ভূমিং পাপকর্ম্মালয়ং চিতাম্।
গুহান্ধকারসম্বাধং স্বপ্নে যঃ প্রবিশত্যপি॥
রক্তমালী হসন্নুচ্চৈর্দিগ্বাসা দক্ষিণাং দিশম্।
দারুণামটবীং স্বপ্নে কপিযুক্তঃ প্রয়াতি বা॥

যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, তাহার মস্তকে বংশ গুল্ম ও লতাদি উৎপন্ন হইয়াছে ও পক্ষী বসিতেছে, অথবা মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে; যে স্বপ্নে গৃধ্র, উলুক, কুক্কুর ও কাকাদিদ্বারা অথবা রাক্ষস, প্রেত, পিশাচ, স্ত্রী, চণ্ডাল, ধাবিত ব্যক্তি ও অন্ধদ্বারা আপনাকে পরিবৃত দেখে; যে স্বপ্নে বংশ, বেত্র, লতা, রজ্জু, তৃণ ও কণ্টকাদিসঙ্কুল স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়, চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়, অথবা পাংশুরাশিবিশিষ্ট ভূমিতে, বল্মীকে, ভস্মে, শ্মশানে, বা গর্ত্তে পতিত হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় আবিল জলে, পঙ্কে বা অন্ধকার কূপে মগ্ন হইয়া যায়, কিংবা জলস্রোতে শীঘ্র ভাসিয়া যায়; যে স্বপ্নে স্নেহপান, অভ্যঙ্গ, বমন, বিরেচন, স্বর্ণলাভ বা কলহ করে; স্বপ্নে যাহার বন্ধন, পরাজয়, পাদুকাদ্বয়ের নাশ, পদচর্ম্মের পতন ও হর্ষ হয়, স্বপ্নে যে কুপিত পিতৃগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হয়; চন্দ্র, তারা, সূর্য্য, নক্ষত্র, দেবতা, প্রদীপ ও চক্ষুর পতন বা বিনাশ এবং পর্ব্বত ভেদ হইতে দেখে; যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তপুষ্পবিশিষ্ট বনে বা ভূমিতে, পাপকর্ম্মালয়ে, চিতায় ও অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে; রক্তমাল্যধারী উলঙ্গ মূর্ত্তি উচ্চহাসিতে হাসিতে তাহাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, অথবা বানর পরিবৃত হইয়া ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, যে ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্ন দেখে, তাহাদের এইসমস্ত স্বপ্ন মৃত্যুজনক অথবা অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ।

কষায়িণামসৌম্যানাং নগ্নানাং দণ্ডধারিণাম্।
কৃষ্ণানাং রক্তনেত্রাণাং স্বপ্নে নেচ্ছন্তি দর্শনম্॥
কৃষ্ণা পাপাঙ্গনাচারা দীর্ঘকেশনখস্তনী।
বিরাগমাল্যবসনা স্বপ্নে কালনিশা মতা॥

কষায়বস্ত্রধারী, অসৌম্য, উলঙ্গ, দণ্ডধারী, কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তনেত্র মূর্ত্তিসমূহের স্বপ্নদর্শনও শুভজনক নহে। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণা, পাপকারিণী, অনাচারিণী, দীর্ঘকেশী, দীর্ঘনখা, দীর্ঘস্তন-বিশিষ্টা এবং রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তিও কালরাত্রিস্বরূপ, অর্থাৎ স্বপ্নে ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিলেও মৃত্যু ঘটে।

ইত্যেতে দারুণাঃ স্বপ্না রোগী যৈর্যাতি পঞ্চতাম্।
অরোগঃ সংশয়ং গত্বা কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥

এইসমস্ত স্বপ্ন দর্শনে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং স্বস্থ ব্যক্তিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে, তাহার জীবন সংশয় হইয়া থাকে।

মনোবহানাং পূর্ণত্বাদ্দোষৈরতিবলৈস্ত্রিভিঃ।
স্রোতসাং দারুণান্ স্বপ্নান্ কালে পশ্যতি দারুণে॥

মৃত্যুকালে অতিকুপিত বাতাদি দোষত্রয় কর্ত্তৃক মনোবহ স্রোতঃসমূহ পরিপূর্ণ হয়, তজ্জন্যই মুমূর্ষু এই সকল স্বপ্ন দর্শন করে।

নাতিপ্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলানফলাংস্তথা।
ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপ্নান্ পশ্যত্যনেকধা॥

মনুষ্য অতি প্রসুপ্ত না হইলে, সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়চালক মনোদ্বারা বহুবিধ সফল বা বিফল স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

দৃষ্টং শ্রুতানুভূতঞ্চ প্রার্থিতং কল্পিতং তথা।
ভাবিকং দোষজঞ্চৈব স্বপ্নং সপ্তবিধং বিদুঃ॥
তত্র পঞ্চবিধং পূর্ব্বমফলং ভিষগাদিশেৎ।
দিবাস্বপ্নমতিহ্রস্বমতিদীর্ঘঞ্চ বুদ্ধিমান্॥

দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক ও দোষজ (বাতাদির বিকৃতিজন্য), এই সাতপ্রকার স্বপ্ন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচপ্রকার স্বপ্নকে চিকিৎসকগণ বিফল বলেন। দিবাস্বপ্ন এবং অতিক্ষুদ্র বা অতিদীর্ঘ স্বপ্নও বিফল।

দৃষ্টঃ প্রথমরাত্রে যঃ স্বপ্নঃ সোঽল্পবলো ভবেৎ।
ন স্বপেদ্ যঃ পুনর্দ্দৃষ্ট্বা স সদ্যঃ স্যান্মহাফলঃ॥

স্বপ্ন প্রথম রাত্রিতে দৃষ্ট হইলে তাহা অল্পবল হয় অর্থাৎ তাহার ফল অল্প হইয়া থাকে। স্বপ্নদর্শনের পর পুনর্ব্বার নিদ্রিত না হইলে, সেই স্বপ্ন সদ্যঃ ফলপ্রদ হয়।

অকল্যাণমপি স্বপ্নং দৃষ্ট্বা তত্রৈব যঃ পুনঃ।
পশ্যেৎ সৌম্যং শুভাকারং তস্য বিদ্যাচ্ছুভং ফলম্॥

যে ব্যক্তি প্রথমে অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিয়া, পুনর্ব্বার সৌম্য ও শুভ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার শুভ ফল হয় জানিবে।

তত্র শ্লোকঃ

পূর্ব্বরূপাণ্যথ স্বপ্নান্ য ইমান্ বেত্তি দারুণান্।
ন স মোহাদসাধ্যেষু কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্॥

যে চিকিৎসক এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ ও দারুণ স্বপ্নের বিষয় জানিতে পারেন, তাঁহাকে অসাধ্যরোগে বিমূঢ় হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়স্থানে
পূর্ব্বরূপীয়মিন্দ্রিয়ং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতি সংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
পূর্ব্বরূপীয় ইন্দ্রিয়নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কতমানি শরীরীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা কতমানি শরীরীয়নামক ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

কতমানি শরীরাণি ব্যাধিমন্তি মহামুনে।
যানি বৈদ্যঃ পরিহরেদ্ যেষু কর্ম্ম ন সিধ্যতি॥
ইত্যাত্রেয়োঽগ্নিবেশেন প্রশ্নং পৃষ্টঃ পুনর্ব্বসুঃ।
আচচক্ষে যথা তস্মৈ ভগবাংস্তন্নিবোধত॥

"হে মহামুনে! এমন কতপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত শরীর আছে, যাহা বৈদ্যগণ পরিত্যাগ করেন এবং যাহার চিকিৎসা সফল হয় না?" অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, যাহা তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

যস্য বৈ ভাষমাণস্য রুজত্যূর্দ্ধমুরো ভৃশম্।
অন্নং বা চ্যবতেঽপক্কং স্থিতং বাপি ন জীর্য্যতি॥
বলঞ্চ হীয়তে শীঘ্রং তৃষ্ণা চাতিপ্রবর্দ্ধতে।
জায়তে হৃদি শূলঞ্চ তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে রোগীর কথা কহিতে বুকের উর্দ্ধভাগে বেদনা হয়; যাহার ভুক্ত অন্ন অপক্ক অবস্থাতে নির্গত হয়, অথবা উদরে থাকিয়াও পরিপাক পায় না; যাহার শীঘ্র বলক্ষয় হয়, তৃষ্ণা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং হৃদয়ে শূলনিখাতবৎ বেদনা হয়, সেই রোগীকে চিকিৎসকগণ পরিত্যাগ করেন।

হিক্কা গম্ভীরজা যস্য শোণিতঞ্চাতিসার্য্যতে।
ন তস্মৈ ভেষজং দদ্যাৎ স্মরন্নাত্রেয়শাসনম্॥

যাহার গম্ভীর অর্থাৎ নাভিপ্রবৃত্ত হিক্কা উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত রক্তাতিসার হয়, আত্রেয়ের উপদেশ মনে রাখিয়া তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

আনাহশ্চাতিসারশ্চ যমেতৌ দুর্ব্বলং নরম্।
ব্যাধিতং বিশতো রোগৌ দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

রোগার্ত্ত বা অন্য কারণে দুর্ব্বল ব্যক্তিকে আনাহ বা অতিসার রোগ আক্রমণ করিলে, তাহার জীবন দুর্লভ।

আনাহশ্চাতিতৃষ্ণা চ কর্ষিতং যমুভৌ ভৃশম্।
বিশতো বিজহত্যেনং প্রাণা নাতিচিরান্নরম্॥

যে কোন কারণে অতি কৃশ ব্যক্তি আনাহ ও অতিতৃষ্ণা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, অচিরে তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

জ্বরঃ পৌর্ব্বাহ্নিকো যস্য শুষ্ককাসশ্চ দারুণঃ।
বলমাংসবিহীনস্য যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥

যাহার পূর্ব্বাহ্ণে জ্বর হয় এবং উৎকট শুষ্ক কাস থাকে, তাহার বল-মাংসক্ষয় হইলে সেই রোগীকে মৃতবৎ বুঝিতে হইবে।

জ্বরো যস্যাপরাহ্ণেতু শ্লেষ্মকাসশ্চ দারুণঃ।
বলমাংসবিহীনস্য যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥

যাহার অপরাহ্ণে জ্বর হয় এবং শ্লেষ্মযুক্ত প্রবল কাস থাকে, তাহার বল-মাংস-ক্ষয় হইলে, তাহাকেও প্রেতবৎ জানিবে।

যস্য মূত্রং পুরীষঞ্চ গ্রথিতং সম্প্রবর্ত্ততে।
নিরুষ্মণো জঠরিণঃ শ্বসতো ন স জীবতি॥

যে জঠররোগীর মূত্র ও পুরীষ গ্রথিত, অগ্নি মন্দ এবং প্রবল শ্বাস হয়, তাহার জীবন-রক্ষা হয় না।

শ্বয়থুর্যস্য কুক্ষিস্থো হস্তপাদং বিসর্পতি।
জ্ঞাতিসঙ্ঘং স সংক্লেশ্য তেন রোগেণ হন্যতে॥

যাহার প্রথমে কুক্ষিদেশে শোথ হইয়া ক্রমশঃ হস্ত-পদে সঞ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি তাহার জ্ঞাতিসমূহকে ব্যথিত করিয়া সেই শোথরোগেই বিনষ্ট হয়।

শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থস্তথা স্রস্তে চ পিণ্ডিকে।
সীদতশ্চাপ্যুভে জঙ্ঘে তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার পদদ্বয়ে শোথ হইলে, পিণ্ডিকাদ্বয় শিথিল এবং জঙ্ঘাদ্বয় অবসন্ন হয়, সেই রোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

শূনহস্তং শূনপাদং শূনগুহ্যোদরং নরম্।
হীনবর্ণবলাহারমৌষধৈর্নোপপাদয়েৎ॥

হস্তে, পদে, গুহ্যদেশে ও উদরে শোথযুক্ত এবং বিবর্ণ দুর্ব্বল ও ক্ষীণাহার রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; অর্থাৎ তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

উরোযুক্তো বহুশ্লেষ্মা নীলঃ পীতঃ সলোহিতঃ।
সততং চ্যবতে যস্য দূরাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার বক্ষঃস্থল হইতে নীল, পীত ও রক্তবর্ণের শ্লেষ্মা বহুপরিমাণে সতত নির্গত হয়, তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

হৃষ্টরোমা সান্দ্রমূত্রঃ শুষ্ককাসজ্বরার্দ্দিতঃ।
ক্ষীণমাংসো নরো দূরাদ্ বর্জ্জ্যো বৈদ্যেন জানতা॥

জ্বর ও শুষ্ককাসদ্বারা পীড়িত ব্যক্তির শরীরে রোমাঞ্চ, মূত্র ঘন এবং মাংস ক্ষীণ হইলে, বিচক্ষণ বৈদ্যের তাহাকেও পরিত্যাগ করা উচিত।

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা যস্য দোষাঃ কোষ্ঠেঽভিলক্ষিতাঃ।
কৃশস্য বলহীনস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥

যাহার কোষ্ঠে বাতাদি ত্রিদোষ প্রবলভাবে কুপিত হয়, এবং সে যদি কৃশ ও দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার চিকিৎসা নাই।

জ্বরাতিসারৌ শোফান্তে শ্বয়থুর্ব্বা তয়োঃ ক্ষয়ে।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ নরস্যান্তায় জায়তে ॥

অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীর শোথ রোগের পরে জ্বর ও অতিসার, অথবা জ্বর ও অতিসারের পরে শোথ, তাহার মৃত্যুসাধনের জন্য উপস্থিত হয়।

পাণ্ডুরশ্চ কৃশোঽত্যর্থং তৃষ্ণয়াতিপরিপ্লুতঃ।
ডম্বরী কুপিতোচ্ছ্বাসঃ প্রত্যাখ্যেয়ো বিজানতা ॥

পাণ্ডুরোগী অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এবং তাহার আড়ম্বরযুক্ত অথবা ঊর্দ্ধ্বাক্ষ শ্বাস উপস্থিত হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

হনুমন্যাগ্রহস্তৃষ্ণা বলহ্রাসোঽতিমাত্রয়া।
প্রাণাশ্চোরসি বর্ত্তন্তে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যাহার হনুগ্রহ, মন্যাগ্রহ, তৃষ্ণা ও বলক্ষয় অতিমাত্র হয়, এবং প্রাণ বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয় অর্থাৎ বক্ষঃশ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন।

ব্যায়চ্ছতে তাম্যতি চ শর্ম্ম কিঞ্চিন্ন বিন্দতি।
ক্ষীণমাংসবলাহারো মুমূর্ষুরচিরান্নরঃ ॥

কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই যাহাকে অত্যন্ত গ্লানিযুক্ত হইতে হয়, কোন প্রকারেই যাহার সুখানুভব হয় না, এবং যাহার মাংস, বল ও আহার ক্ষীণ হইয়া যায়, অবিলম্বেই তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

বিরুদ্ধযোনয়ো যস্য বিরুদ্ধোপক্রমা ভৃশম্।
জায়ন্তে দারুণা রোগাঃ শীঘ্রং শীঘ্রং স হন্যতে ॥

যেসকল রোগ বিরুদ্ধ নিদান হইতে উৎপন্ন হয়, এবং যাহাদের চিকিৎসাও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই সমস্ত উৎকট রোগ আক্রমণ করিলে শীঘ্রই প্রাণনাশ হয়।

বলং বিজ্ঞানমারোগ্যং গ্রহণী মাংসশোণিতম্।
এতানি যস্য হীয়ন্তে ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্রং স হীয়তে ॥

যাহার বল, বিজ্ঞান, আরোগ্য, গ্রহণী (পাকাশয়), মাংস ও রক্ত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার জীবনও অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকে।

বিকারা যস্য বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে।
সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্ ॥

সহসা যাহার বিকৃতিভাব সকল বর্দ্ধিত হয় এবং প্রকৃতিভাবসমূহ নষ্ট হইয়া যায়, মৃত্যুও সহসা তাহার জীবন নাশ করে।

তত্র শ্লোকঃ

ইত্যেতানি শরীরাণি ব্যাধিমন্তি বিবর্জ্জয়েৎ।
ন হ্যেষু ধীরাঃ পশ্যন্তি সিদ্ধিং কাঞ্চিদুপক্রমাৎ ॥

বিচক্ষণগণ এইসমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যেহেতু কোন চিকিৎসাদ্বারাই এইসকল অবস্থায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
কতমানি শরীরীয়মিন্দ্রিয়ং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
কতমানি শরীরীয় নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

অথাতঃ পন্নরূপীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা পন্নরূপীয় নামক ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

দৃষ্ট্যাং যস্য বিজানীয়াৎ পন্নরূপাং কুমারিকাম্।
প্রতিচ্ছায়াময়ীমক্ষ্ণোর্নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্ ॥

যাহার দৃষ্টিমণ্ডলে প্রতিচ্ছায়াময়ী কুমারিকা (পুতুল) পন্নরূপা (বিকৃতাঙ্গী) হয়, চিকিৎক তাহার চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন না।

জ্যোৎস্নায়ামাতপে দীপে সলিলাদর্শয়োরপি।
অঙ্গেষু বিকৃতা যস্য চ্ছায়া প্রেতস্তথাবিধঃ ॥

জ্যোৎস্নায়, রৌদ্রে, দীপালোকে, জলে, অথবা দর্পণে, যাহার শরীরের প্রতিবিম্ব বিকৃত দেখায়, তাহাকে মৃতবৎ বিবেচনা করিতে হইবে।

ছিন্না চ্ছিদ্রাকুলা চ্ছায়া হীনা বাপ্যধিকাপি বা।
নষ্টা তন্বী দ্বিধা চ্ছিন্না বিশিরা বিকৃতা চ যা ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ যাঃ কাশ্চিৎ প্রতিচ্ছায়া বিগর্হিতাঃ।
সর্ব্বা মুমূর্ষতাং জ্ঞেয়া ন চেল্লক্ষ্যনিমিত্তজাঃ ॥

যাহার শরীরের প্রতিবিম্ব অকারণে ছিন্ন, ছিদ্রযুক্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অদৃষ্ট, সূক্ষ্ম, দ্বিধাবিভক্ত, মস্তকহীন, বিকৃত, কিংবা অন্য কোন গর্হিতরূপ দেখা যায়, তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে।

সংস্থানেন প্রমাণেন বর্ণেন প্রভয়া তথা।
ছায়া বিবর্ত্ততে যস্য স্বস্থোঽপি প্রেত এব সঃ ॥

যাহার আকৃতি; প্রমাণ, বর্ণ, কান্তি ও ছায়া পরিবর্ত্তিত হয়, সে ব্যক্তি স্বস্থ হইলেও প্রেতবৎ অর্থাৎ শীঘ্রই তাহার মৃত্যু ঘটে।

সংস্থানমাকৃতির্জ্ঞেয়া সুষমা বিষমা চ যা।
মধ্যমল্পং মহচ্চোক্তং প্রমাণং ত্রিবিধং নৃণাম্ ॥

প্রতিপ্রমাণসংস্থানা জলাদর্শাতপাদিষু।
ছায়া যা সা প্রতিচ্ছায়া যা চ বর্ণপ্রভাশ্রয়া॥

সংস্থান শব্দের অর্থ আকৃতি; আকৃতি সুষমা (শোভনা) ও বিষমা (বিশোভনা) ভেদে দুইপ্রকার। দেহপ্রমাণ তিন প্রকার, মধ্য, অল্প ও মহৎ। দেহপ্রমাণ ও আকৃতির অনুরূপ যে ছায়া জল দর্পণ ও আতপ প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং যে ছায়া বর্ণ ও কান্তির অনুরূপ, তাহাকে প্রতিচ্ছায়া কহে।

খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ॥
রুক্ষা শ্যাবারুণা যা তু বায়বী সা হতপ্রভা।
বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া॥
শুদ্ধবৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা চাম্ভসী শুভা।
স্থিরা স্নিগ্ধায়তা শ্লক্ষ্ণা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী॥

আকাশাদি পঞ্চভূতানুসারে ছায়া (কান্তি) নানা প্রকার। তন্মধ্যে নাভসী ছায়া নির্ম্মল, নীলবর্ণ, স্নিগ্ধ ও প্রভাবিশিষ্ট। যে ছায়া রুক্ষ, শ্যাব, বা অরুণবর্ণ ও প্রভাহীন, তাহা বায়বী। নির্ম্মল রক্তবর্ণ, দীপ্ত ও দর্শনপ্রিয় ছায়া আগ্নেয়ী। বিশুদ্ধ বৈদূর্য্য মণির ন্যায় নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও শুভদর্শন ছায়া আম্ভসী। পার্থিবী ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, বিস্তৃত, মসৃণ, এবং শ্যাম বা শ্বেতবর্ণ।

বায়বী গর্হিতা ত্বাসাং চতস্রঃ স্যুঃ শুভোদয়াঃ।
বায়বী তু বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপি বা॥

এইসকল ছায়ার মধ্যে কেবল বায়বী ছায়া নিন্দিত, অপর চারিপ্রকার ছায়া শুভজনক। বায়বী ছায়া প্রাণনাশক অথবা অত্যন্ত ক্লেশজনক।

স্যাৎ তৈজসী প্রভা সর্ব্বা সা তু সপ্তবিধা স্মৃতা।
রক্তা পীতা সিতা শ্যাবা হরিতা পাণ্ডুরাসিতা॥
তাসাং যাঃ স্যুর্বিকাসিন্যঃ স্নিগ্ধাশ্চ বিপুলাশ্চ যাঃ।
তাঃ শুভা রুক্ষমলিনাঃ সংক্লিষ্টাশ্চাশুভোদয়াঃ॥

সমুদায় প্রভাই তৈজসী, অর্থাৎ তেজঃ হইতেই সমস্ত প্রভা উৎপন্ন হয়। প্রভা সাতপ্রকার; যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত, শ্যাব, হরিত, পাণ্ডু ও কৃষ্ণ। এই সপ্তবিধ প্রভার মধ্যে যে প্রভা বিকাশী, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ও বিপুল, তাহা শুভজনক এবং যে প্রভা রুক্ষ, মলিন ও সংক্লিষ্ট, তাহা অশুভজনক।

বর্ণমাক্রামতি চ্ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী।
আসন্না লক্ষ্যতে চ্ছায়া বিকৃষ্টা ভাঃ প্রকাশতে॥

ছায়া বর্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু প্রভা বর্ণকে প্রকাশিত করে। নিকটবর্ত্তী না হইলে ছায়া লক্ষিত হয় না, কিন্তু প্রভা দূর হইতেও লক্ষিত হয়। (ইহাই ছায়া ও প্রভার বিভিন্নতা।)

নাচ্ছায়ো নাপ্রভঃ কশ্চিদ্বিশেষাশ্চিহ্নয়ন্তি তু।
নৃণাং শুভাশুভোৎপত্তিং কালে চ্ছায়াপ্রভাশ্রয়াঃ ॥

ছায়াশূন্য বা প্রভাহীন ব্যক্তি কেহই নাই, সেই ছায়াবিশেষ বা প্রভাবিশেষ দ্বারাই যথাকালে মানবগণের শুভাশুভ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রেরই ছায়া বা প্রভা আছে, কিন্তু সেই সাধারণ ছায়া বা প্রভাদ্বারা মানবের কোনই শুভাশুভ সূচিত হয় না; তবে, এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণযুক্ত ছায়া বা প্রভা আছে, যাহাদ্বারা মানবের শুভ বা অশুভ যথাকালে সূচিত হইয়া থাকে।

কামলাক্ষোর্মুখং পূর্ণং শঙ্খয়োর্মুক্তমাংসতা।
সন্ত্রাসশ্চোষ্ণতা চাঙ্গে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যাহার নেত্রদ্বয়ে কামলা, মুখ পরিপুষ্ট, শঙ্খদ্বয়ে মাংসহীনতা, অঙ্গে উত্তাপ ও মনে অত্যন্ত ত্রাস হয়, সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

উত্থাপ্যমানঃ শয়নাৎ প্রমোহং যাতি যো নরঃ।
মুহুর্মুহুর্ন সপ্তাহং স জীবতি বিকত্থনঃ ॥

শয্যা হইতে উত্থিত হইলেই যে রোগী বারংবার মূর্চ্ছিত হয়, সে নিশ্চিতই এক সপ্তাহকালও জীবিত থাকে না।

সংসৃষ্টা ব্যাধয়ো যস্য প্রতিলোমানুলোমগাঃ।
ব্যাপন্না গ্রহণীপ্রায়াঃ সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি ॥

যাহার শরীরে প্রতিলোমগ ও অনুলোমগত অর্থাৎ উর্দ্ধমার্গগত ও অধোমার্গগত কতকগুলি ব্যাধি সংসৃষ্ট হয়, এবং গ্রহণী (পাকাশয়) ব্যাপন্ন হয়, সে ব্যক্তি অর্দ্ধমাসও জীবিত থাকে না।

উপরুদ্ধস্য যোগেন কর্ষিতস্যাল্পমশ্নতঃ।
বহুমূত্রপুরীষং স্যাদ্ যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যোগ (চিকিৎসা) দ্বারা উপরুদ্ধ, রোগদ্বারা কর্ষিত এবং অল্পাহারী ব্যক্তির মলমূত্রের পরিমাণ অধিক হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

দুর্ব্বলো বহু ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রাগ্‌ভুক্তাদন্নমাতুরঃ।
অল্পমূত্রপুরীষশ্চ যথা প্রেতস্তথৈব সঃ ॥

যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও পূর্ব্বভোজনাপেক্ষা অধিক ভোজন করে, অথচ অতি অল্প পরিমাণে মল মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকেও প্রেতবৎ বিবেচনা করিবে।

বর্দ্ধিষ্ণুগুণসম্পন্নমন্নমশ্নাতি যো নরঃ।
শশ্বচ্চ বলবর্ণাভ্যাং হীয়তে ন স জীবতি ॥

যে ব্যক্তি নিত্য পুষ্টিকর অন্ন আহার করিয়াও, দিন দিন বল-বর্ণহীন হইতে থাকে, তাহার জীবনরক্ষা হয় না।

প্রকূজতি প্রশ্বসিতি শিথিলঞ্চাতিসার্য্যতে।
বলহীনঃ পিপাসার্ত্তঃ শুষ্কাস্যো ন স জীবতি ॥

যে রোগী অত্যন্ত অব্যক্ত শব্দ করে, বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তরল মলত্যাগ করে, এবং বলহীন তৃষ্ণার্ত্ত ও শুষ্কমুখ হয়, তাহারও জীবন রক্ষা হয় না।

হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে চ যঃ।
মৃতমেব তমাত্রেয়ো ব্যাচচক্ষে পুনর্ব্বসুঃ॥

যাহার শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, এবং সূচিকাদিবিদ্ধের ন্যায় যে বারংবার স্পন্দিত হয়, আত্রেয় পুনর্ব্বসু তাহাকে মৃতকল্প বিবেচনা করেন।

ঊর্দ্ধঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি শ্লেষ্মণা চাভিভূয়তে।
হীনবর্ণবলাহারো নরো বা ন স জীবতি॥

যে রোগী ঊর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করে, শ্লেষ্মদ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হয়, এবং যাহার বল বর্ণ ও আহার ক্ষীণ হয়, সে রোগী বাঁচে না।

ঊর্দ্ধাগ্রে নয়নে যস্য যস্যানারতকম্পনে।
বলহীনঃ পিপাসার্ত্তঃ শুষ্কাস্যো ন স জীবতি॥

যে দুর্ব্বল তৃষ্ণার্ত্ত ও শুষ্কাস্য রোগীর নয়নাগ্রভাগ ঊর্দ্ধগত, এবং চক্ষু নিরন্তর কম্পিত হয়, সে রোগী জীবিত থাকে না।

যস্য গণ্ডাবুপচিতৌ জ্বরকাসৌ চ দারুণৌ।
শূলী প্রদ্বেষ্টি চাপ্যন্নং তস্মিন্ কর্ম্ম ন সিধ্যতি॥

যে রোগীর গণ্ডদ্বয় শোথযুক্ত, জ্বর ও কাস প্রবল, হৃদয়াদিতে শূলনিখাতবৎ বেদনা, এবং অন্নে দ্বেষ হয়, তাহার চিকিৎসায় সিদ্ধি লাভ হয় না।

ব্যাবৃত্তমুখজিহ্বস্য ভ্রুবৌ যস্য চ বিচ্যুতে।
কণ্টকৈশ্চাচিতা জিহ্বা যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥

যে রোগীর মুখ ও জিহ্বা ব্যাবৃত হয় অর্থাৎ ঝুলিয়া পড়ে, ভ্রূদ্বয় বিচ্যুত হয়, এবং জিহ্বা কণ্টকব্যাপ্ত হয়, তাহাকে প্রেতবৎ বিবেচনা করিবে।

শেফশ্চাত্যর্থমুৎসিক্তং নিঃসৃতৌ বৃষণৌ ভৃশম্।
অতশ্চৈব বিপর্য্যাসো বিকৃত্যা প্রেতলক্ষণম্॥

যাহার লিঙ্গ অত্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং অণ্ডদ্বয় অত্যন্ত বহির্গত হয়, অথবা ইহার বিপরীত অর্থাৎ লিঙ্গ অতি বহির্গত এবং বৃষণ অত্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহা তাহার প্রেত-(মৃত্যু) লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

নিচিতং যস্য মাংসন্তু ত্বগস্থিচৈব দৃশ্যতে।
ক্ষীণস্যান্যূনতস্তস্য মাসমায়ুঃ পরং ভবেৎ॥

যে রোগীর মাংসক্ষয় হইয়া, চর্ম্ম ও অস্থিমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, সেই ক্ষীণ রোগীর অন্ততঃ একমাস মাত্র পরমায়ুঃ।

তত্র শ্লোকঃ

ইদং লিঙ্গমরিষ্টাখ্যমনেকমভিজজ্ঞিবান্।
আয়ুর্ব্বেদবিদিত্যাখ্যাং লভতে কুশলো নরঃ॥

যিনি এইসমস্ত বহু বহু অরিষ্টলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, সেই পণ্ডিত ব্যক্তিই "আয়ুর্ব্বেদবিৎ" এই নাম প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
পন্নরূপীয়মিন্দ্রিয়ং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
পন্নরূপীয় ইন্দ্রিয় নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽবাক্শিরসীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা অবাক্শিরসীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

অবাক্শিরা বা জিহ্মা বা যস্য বা বিশিরা ভবেৎ।
জন্তো রূপপ্রতিচ্ছায়া নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্॥

যে রোগীর মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া অবাক্শিরা অর্থাৎ উর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা, কিম্বা বক্র, অথবা মস্তকহীন দেখা যায়, চিকিৎসক সেই রোগীর চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিবেন না।

জটীভুতানি পক্ষ্মাণি দৃষ্টিশ্চাপি ন গৃহ্যতে।
যস্য জন্তোর্ন তং ধীরো ভেষজেনোপপাদয়েৎ॥

যে ব্যক্তির অক্ষিপক্ষ্মসকল জটিল হয় (জটা বান্ধে), এবং কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না।

যস্য শূনানি বর্ত্মানি ন সমায়ান্তি শুষ্যতঃ।
চক্ষুষী চোপদহ্যেতে যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥

যে শোথগ্রস্ত রোগীর নেত্রবর্ত্ম (চক্ষুর পাতা) শোথযুক্ত হয়, চক্ষুর উভয়বর্ত্ম পরস্পর মিলিত না হয়, এবং চক্ষুদ্বয় মললিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রেতবৎ বিবেচনা করিতে হইবে।

ভ্রুবোর্ব্বা যদি বা মূর্দ্ধ্নি সীমন্তাবর্ত্তকান্ বহূন্।
অপূ[illegible]ান্ ব্যক্তান্ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ॥
ত্র্যহমেতেন জীবন্তি লক্ষণেনাতুরা নরাঃ।
অরোগাণাং পুনস্ত্বেতৎ ষড্রাত্রং পরমুচ্যতে॥

ভ্রুর লোমে ও মস্তকের কেশে পূর্ব্বে কখনও সীমন্তাদি (সিঁথি) না করিলেও, যদি কাহারও ঐসকল স্থানে বহু সীমন্ত ও আবর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হইবে। সেই ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে তিন দিন এবং নীরোগ হইলে ছয়দিনের অধিক জীবিত থাকে না।

আয়ম্যোৎপাটিতান্ কেশান্ যো নরো নাববুধ্যতে।
অনাতুরো বা রোগী বা ষড়্‌রাত্রং নাতিবর্ত্ততে॥

যাহার কেশ আকর্ষণ করিয়া উৎপাটন করিলেও, সে তাহা অনুভব করিতে পারে না, সে ব্যক্তি রোগীই হউক আর সুস্থই হউক, ছয় দিনের অধিক জীবিত থাকে না।

যস্য কেশা নিরভ্যঙ্গা দৃশ্যন্তেঽভ্যক্তসন্নিভাঃ।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার কেশ তৈলাভ্যক্ত না হইলেও তৈলাভ্যক্তের ন্যায় (চক্‌চকে) বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে ক্ষীণায়ুঃ বুঝিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

গ্লায়তো নাসিকাবংশঃ পৃথুত্বং যস্য গচ্ছতি।
অশূনঃ শূনসঙ্কাশঃ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা॥

যে গ্লানিযুক্ত রোগীর নাসাদণ্ড স্থূল হয় এবং শোথযুক্ত না হইলেও যাহাকে শোথযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেও বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরিত্যাগ করা উচিত।

অত্যর্থং বিবৃতা যস্য যস্য চাত্যর্থসংবৃতা।
জিহ্মা বা পরিশুষ্কা বা নাসিকা ন স জীবতি॥

যাহার নাসারন্ধ্র অত্যন্ত বিবৃত বা নিতান্ত সংবৃত হইয়া যায়, এবং নাসাদণ্ড বক্র বা অত্যন্ত শুষ্ক হয়, সে ব্যক্তি বাঁচে না।

মুখং শব্দস্রবাবোষ্ঠৌ শুক্লশ্যাবাতিলোহিতৌ।
বিকৃতৌ যস্য বা নীলৌ ন স রোগাদ্বিমুচ্যতে॥

যাহার মুখ হইতে শব্দনির্গমকালে ওষ্ঠ হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় এবং ওষ্ঠ অতিশয় শুক্ল, শ্যাব, রক্ত বা নীলবর্ণ ও বিকৃত হয়, সে রোগমুক্ত হইতে পারে না।

অস্থিশ্বেতা দ্বিজা যস্য পুষ্পিতাঃ পঙ্কসংবৃতাঃ।
বিকৃত্যা ন স রোগাংস্তু বিহায়ারোগ্যমশ্নুতে॥

যে রোগীর দন্তসকল অস্থির ন্যায় অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, পুষ্পিত (শ্বেত-চিহ্নবিশেষযুক্ত), অথবা পঙ্কবৎ মললিপ্ত হয়, এইসকল বিকৃতির জন্য সে কখনও রোগমুক্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

স্তব্ধা নিশ্চেতনা গুর্ব্বী কণ্টকোপচিতা ভৃশম্।
শ্যাবা শুষ্কাথবা শূনা প্রেতজিহ্বা বিসর্পিণী॥

রোগীর জিহ্বা স্তব্ধ, স্পর্শজ্ঞানশূন্য, গুরু, অত্যন্ত কণ্টকব্যাপ্ত, শ্যাববর্ণ, শুষ্ক অথবা শোথযুক্ত, এবং বহির্গত হইলে, তাহা প্রেতের জিহ্বা বুঝিতে হইবে।

দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য যো হ্রস্বং নরো নিঃশ্বস্য তাম্যতি।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে রোগী দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং মূর্চ্ছিত হয়, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে ক্ষীণায়ুঃ বুঝিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

হস্তৌ পাদৌ চ মন্যে চ তালু চৈবাতিশীতলম্।
ভবত্যায়ুঃক্ষয়ে ক্রূরমথবাপি ভবেন্ মৃদু ॥

রোগীর আয়ুঃক্ষয় হইলে, তাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মন্যাদ্বয় ও তালু অত্যন্ত শীতল, ক্রূর, অথবা মৃদু হইয়া থাকে।

ঘট্টয়ন্ জানুনা জানু পাদাবুদ্যম্য পাতয়ন্।
যোঽপাস্যতি মুহুর্বক্রমাতুরো ন স জীবতি ॥

যে ব্যক্তি জানুদ্বারা জানুতে আঘাত করে, পদদ্বয় উন্নত করিয়া পাতিত করে, এবং বক্রভাবে বারংবার অঙ্গসঞ্চালন করে, সে রোগী জীবিত থাকে না।

দন্তৈশ্ছিন্দন্ নখাগ্রাণি নখৈশ্ছিন্দন্ শিরোরুহান্।
কাষ্ঠেন ভূমিং বিলিখন্ ন রোগাৎ পরিমুচ্যতে ॥

দন্তদ্বারা নখাগ্র, ও নখদ্বারা কেশ কর্ত্তন করিলে, এবং কাষ্ঠদ্বারা ভূমিতে দাগ কাটিলে, সেই রোগী রোগমুক্ত হয় না।

দন্তান্ খাদতি যো জাগ্রদসাম্না বিরুদন্ হসন্।
বিজানাতি ন চেদ্ দুঃখং ন স রোগাদ্ বিমুচ্যতে ॥

যে রোগী জাগ্রদবস্থায় দাঁত কড়মড় করে, অস্থিরভাবে কাঁদে বা হাসে, এবং কোন দুঃখ যদি অনুভব করিতে না পারে, তবে তাহারও রোগমুক্তি হয় না।

মুহুর্হসন্ মুহুঃ ক্ষ্বেড়ন্ শয্যাং পাদেন হন্তি যঃ।
উচ্চৈশ্ছিদ্রাণি বিমৃশন্নাতুরো ন স জীবতি ॥

যে রোগী বারংবার হাসে বা কাঁদে, পদদ্বারা শয্যায় আঘাত করে, এবং ঊর্দ্ধ অবয়বের ছিদ্রসমূহ স্পর্শ করে, সে বাঁচে না।

যৈর্বিন্দতি পুরা ভাবৈঃ সমেতৈঃ পরমাং রতিম্।
তৈরেব রমমাণস্য গ্লাস্নোর্মরণমাদিশেৎ ॥

রোগী পূর্ব্বে যেসকল বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিত, সেইসকল বিষয়ই উপভোগ করিয়া গ্লানি বোধ করিলে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিবে।

ন বিভর্ত্তি শিরোগ্রীবং পৃষ্ঠং বা ভারমাত্মনঃ।
ন হনূ পিণ্ডমাস্যস্থমাতুরস্য মুমূর্ষতঃ ॥

রোগী মুমূর্ষু হইলে, সে তাহার নিজের মস্তক ও গ্রীবার ভার ধারণ করিতে পারে না অর্থাৎ তাহার মস্তক ও গ্রীবা ঝুলিয়া পড়ে, পৃষ্ঠ তাহার দেহভার ধরিয়া রাখিতে পারে না অর্থাৎ দেহ নুইয়া পড়ে, এবং হনুদ্বয় মুখস্থ অন্নগ্রাস ধারণ করিতে অসমর্থ হয় অর্থাৎ মুখ হইতে অন্নগ্রাস বাহির হইয়া পড়ে।

সহসা জ্বরসন্তাপস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ।
বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তিরই সহসা জ্বরসন্তাপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও সন্ধিসমূহের শিথিলতা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সহসা ঐসমস্ত রোগ উপস্থিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

গোসর্গে বদনাদ্ যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে ভৃশম্।
লেপজ্বরোপতপ্তস্য দুর্লভং তস্য জীবিতম্ ॥

প্রলেপক-জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির যদি প্রাতঃকালে মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তবে তাহার জীবন দুর্লভ।

নোপৈতি কণ্ঠমাহারো জিহ্বা কণ্ঠমুপৈতি চ।
আয়ুষ্যন্তং গতে জন্তোর্বলঞ্চ পরিহীয়তে ॥

যাহার আহার কণ্ঠদেশে যায় না, জিহ্বা কণ্ঠগত হয়, এবং বলক্ষয় হইয়া যায়, সেই রোগীর আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিরো বিক্ষিপতে কৃচ্ছ্রান্ মুঞ্চয়িত্বা প্রপাণিকৌ।
ললাটপ্রস্রুতস্বেদো মুমূর্ষুঃ শ্লথবন্ধনঃ ॥

যে রোগী হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ বিক্ষিপ্ত করিয়া, অতিকষ্টে মস্তক সঞ্চালন করে, এবং যাহার ললাট হইতে স্বেদ প্রস্রুত হয় ও সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তত্র শ্লোকঃ

ইমানি লিঙ্গানি নরেষু বুদ্ধিমান্ বিভাবয়েতাবহিতো মুহুর্ম্মুহুঃ।
ক্ষণেন ভূত্বা হ্যপযান্তি কানিচিন্ ন চাফলং লিঙ্গমিহাস্তি কিঞ্চন ॥

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিশেষ মনোযোগের সহিত রোগিশরীরে এইসমস্ত লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; যেহেতু অনেক লক্ষণ ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পাইয়া বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু অরিষ্টলক্ষণসমূহের মধ্যে কোন লক্ষণই বিফল নহে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
অবাক্‌শিরসীয়মিন্দ্রিয়ং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
অবাক্‌শিরসীয় নামক অষ্টম অধ্যায়।

—*—

নবমোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অথাতো যস্যশ্যাবীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর যস্যশ্যাবীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

যস্য শ্যাবে পরিধ্বস্তে হরিতে চাপি দর্শনে।
আপন্নো ব্যাধিরন্তায় জ্ঞেয়স্তস্য বিজানতা ॥

যাহার চক্ষুদ্বয় শ্যাব বা হরিতবর্ণ এবং পরিধ্বস্ত (নষ্টপ্রায়) হয়, বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহার ব্যাধি মৃত্যুজনক বলিয়া জানিবেন।

নিঃসংজ্ঞঃ পরিশুষ্কাস্যঃ সংবিদ্ধো ব্যাধিভিশ্চ যঃ।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে ব্যক্তি বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া, সংজ্ঞাহীন ও শুষ্কমুখ হয়, বুদ্ধিমান্ ভিষক্ তাহাকে ক্ষীণায়ুঃ বোধে পরিত্যাগ করিবেন।

হরিতাশ্চ শিরা যস্য লোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ।
সোঽম্লাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে ॥

যাহার শিরাসকল হরিতবর্ণ ও লোমকূপসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং অম্লভোজনে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাকে পিত্তরোগাক্রান্ত হইয়া মরিতে হয়।

শরীরান্তাশ্চ শোভন্তে শরীরঞ্চোপশুষ্যতি।
বলঞ্চ হীয়তে যস্য রাজযক্ষ্মা হিনস্তি তম্ ॥

যাহার হস্ত-পদাদি শরীরান্তভাগ কান্তি-পুষ্টিবিশিষ্ট ও মধ্যশরীর শুষ্ক হইতে থাকে এবং বলক্ষয় হয়, রাজযক্ষ্মা রোগ তাহার প্রাণনাশ করে।

অংসাভিতাপো হিক্কা চ দর্শনং শোণিতস্য চ।
আনাহঃ পার্শ্বশূলঞ্চ ভবত্যন্তায় শোষিণঃ ॥

রাজযক্ষ্মরোগীর যদি অংসদ্বয়ে অভিতাপ (সন্তাপ বা বেদনা), হিক্কা, রক্তনির্গম, আনাহ ও পার্শ্বশূল হয়, তবে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী রক্তী তথোদরী।
গুল্মী চ মধুমেহী চ রাজযক্ষ্মী চ যো নরঃ ॥
অচিকিৎস্যা ভবন্ত্যেতে বলমাংসক্ষয়ে সতি।
মন্দেষ্বপি বিকারেষু তান্ ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

বাতব্যাধি, অপস্মার, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, উদর, গুল্ম, মধুমেহ ও রাজযক্ষ্মা, এইসকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির, বল ও মাংসের ক্ষয় হইলে তাহারা অচিকিৎস্য। রোগ প্রবল না হইলেও যদি তাহাদের বল-মাংসের ক্ষয় হয়, তবে ভিষক্ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।

বিরেচনহতানাহো যস্তৃষ্ণানুগতো নরঃ।
বিরিক্তঃ পুনরাধ্মাতি যথা প্রেতস্তথৈব সঃ ॥

বিরেচনদ্বারা আনাহ রোগ নিবারিত হওয়ার পরে যদি অত্যন্ত তৃষ্ণা হয়, অথবা বিরেচনের পরে যদি উদরে আধ্মান (ফাঁপ) উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে প্রেতবৎ বিবেচনা করিবে।

পেয়ং পাতুং ন শক্নোতি শুষ্কত্বাদাস্যকণ্ঠয়োঃ।
উরসশ্চ বিবদ্ধত্বাদ্ যো নরো ন স জীবতি ॥

কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় এবং বক্ষঃস্থল বিবদ্ধ হইয়া থাকায়, যে রোগী পানীয় পদার্থও পান করিতে পারে না, সে বাঁচে না।

স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিঞ্চ বলবর্ণয়োঃ।
রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যা দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ ॥

স্বরের ক্ষীণতা, বল ও বর্ণের হানি, এবং অকারণে রোগের বৃদ্ধি হইতে দেখিলে, সেই রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় করিবে।

ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্।
শর্ম্ম চানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ঊর্দ্ধশ্বাস, দেহসন্তাপের অপগম, বংক্ষণস্থলে শূল-নিখাতবৎ বেদনা, এবং কোন অবস্থাতেই শান্তি না পাওয়া, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

অপস্বরং ভাষমাণং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ।
শ্রোতারঞ্চাপ্যশব্দস্য দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে রোগী বিকৃতস্বরে নিজের মরণ কথা বলে, এবং কোন শব্দ না হইলেও যে শব্দ শ্রবণ করে, চিকিৎসক তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবেন।

যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে॥
অথ চেজ্জ্ঞাতয়স্তস্য যাচেরন্ প্রণিপাততঃ।
রসেনাদ্যাদিতিক্রিয়ান্নাস্মৈ দদ্যাদ্বিশোধনম্॥
মাসেন চেন্ন দৃশ্যেত বিশেষস্তস্য শোভনঃ॥
রসৈশ্চান্যৈর্বহুবিধৈর্দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

যে দুর্ব্বল রোগী অকারণে সহসা রোগমুক্ত হয়, ভগবান আত্রেয় বলেন, তাহার জীবন সংশয়াপন্ন। সেই রোগীর জ্ঞাতিবর্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক যদি তাহার চিকিৎসা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে কোন বিশোধন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, কেবল মাংসরসের সহিত আহার করিতে বলিবে। বহুবিধ মাংসরসের সহিত একমাস আহার করিয়াও তাহার যদি বিশেষ শুভফল দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে তাহার জীবন দুর্ল্লভ বুঝিতে হইবে।

নিষ্ঠ্যূতঞ্চ পুরীষঞ্চ রেতশ্চাম্ভসি মজ্জতি।
যস্য তস্যায়ুষঃ প্রাপ্তমন্তমাহুর্মনীষিণঃ॥

যাহার নিষ্ঠীবন (গয়ের) পুরীষ ও শুক্র জলে ফেলিলে নিমগ্ন হইয়া যায়, পণ্ডিতগণ তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া থাকেন।

নিষ্ঠ্যূতে যস্য দৃশ্যন্তে বর্ণা বহুবিধাঃ পৃথক্।
তচ্চ সীদেৎ পয়ঃ প্রাপ্য ন স জীবিতুমর্হতি॥

যাহার নিষ্ঠীবনে বহুবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহা জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, তাহার জীবনরক্ষা হয় না।

পিত্তমূষ্মানুগং যস্য শঙ্খৌ প্রাপ্য বিশুষ্যতি।
স রোগঃ শঙ্খকো নাম ত্রিরাত্রাদ্ধন্তি মানবম্॥

উষ্মানুগত পিত্ত যাহার শঙ্খদেশে অবস্থিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার সেই রোগের নাম শঙ্খক, এই শঙ্খক রোগ তিনরাত্রি মধ্যে প্রাণনাশ করে।

সফেনং রুধিরং যস্য মুহুরাস্যাৎ প্রসিচ্যতে।
শূলৈশ্চ তুদ্যতে কুক্ষিঃ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স তাদৃশঃ॥

যাহার মুখ হইতে ফেনমিশ্রিত রক্ত বারংবার নির্গত হয়, এবং কুক্ষিদেশ শূলবেদনায় ব্যথিত হয়, সেইরোগী প্রত্যাখ্যেয় অর্থাৎ অচিকিৎস্য।

বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীন্ পক্ষান্ ন স জীবতি॥

যে রোগীর বল ও মাংসের অত্যন্ত ক্ষয় হয়, রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং তীব্র অরুচি হয়, সে তিন পক্ষও জীবিত থাকে না।

তত্র শ্লোকৌ

বিজ্ঞানানি মনুষ্যাণাং মরণে প্রত্যুপস্থিতে।
ভবন্ত্যেতানি সম্পশ্যেদন্যান্যেবংবিধানি চ॥
তানি সর্ব্বাণি লক্ষ্যন্তে ন তু সর্ব্বাণি মানবম্।
বিশন্তি বিনশিষ্যন্তং তস্মাদ্বোধ্যানি সর্ব্বশঃ॥

মনুষ্যের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, এইসমস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য অরিষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত অরিষ্ট লক্ষণ এক জন রোগীর শরীরে প্রকাশ হয় না, সুতরাং সমস্ত লক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে অবগত হওয়া আবশ্যক।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
যস্যশ্যাবীয়মিন্দ্রিয়ং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতি সংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
যস্যশ্যাবীয় নামক নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

———*———

অথাতঃ সদ্যোমরণীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর সদ্যোমরণীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

সদ্যস্তিতিক্ষতঃ প্রাণান্ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
অগ্নিবেশ প্রবক্ষ্যামি সংস্পৃষ্টো যৈর্ন জীবতি॥

হে অগ্নিবেশ! যেসমস্ত অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগী (এক সপ্তাহের অধিক কাল) জীবিত থাকেনা, সেইসমস্ত সদ্যঃপ্রাণনাশক অরিষ্ট লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিব।

বাতাষ্ঠীলা সুসংবৃত্তা তিষ্ঠন্তী দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

দারুণ বাতাষ্ঠীলা সম্বর্দ্ধিত হইয়া যাহার হৃদয়ে অবস্থিত হয়, এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা হয়, তাহার সদ্যই জীবন নষ্ট হয়।

পিণ্ডিকে শিথিলীকৃত্য জিহ্মীকৃত্য চ নাসিকাম্।
বায়ুঃ শরীরে বিচরন্ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

যে রোগীর পিণ্ডিকাদ্বয় (পায়ের ডিম) শিথিল ও নাসিকা বক্র করিয়া তাহার সমস্ত শরীরে বায়ু বিচরণ করে, সে সদ্যই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

ভ্রুবৌ যস্য চ্যুতে স্থানাদন্তর্দ্দাহশ্চ দারুণঃ।
তস্য হিক্কাকরো রোগঃ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

যে রোগে রোগীর ভ্রূদ্বয় স্বস্থানচ্যুত হয়, এবং দারুণ অন্তর্দাহ ও হিক্কা উপস্থিত হয়, সে রোগ সদ্যঃপ্রাণনাশক।

ক্ষীণশোণিতমাংসস্য বায়ুরূর্দ্ধগতিশ্চরন্।
উভে মন্যে সমে যস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

যে রোগীর রক্ত ও মাংস ক্ষীণ হয়, বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া বিচরণ করে, এবং উভয় মন্যা সম হয় অর্থাৎ সমানভাবে উত্থিত হয়, সে সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে।

অন্তরেণ গুদং গচ্ছন্ নাভিঞ্চ সহসানিলঃ।
কৃশস্য বঙ্ক্ষণৌ গৃহ্ণন্ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

যে কৃশরোগীর গুহ্য নাড়ী ও নাভির মধ্যদেশে সহসা বায়ু উপস্থিত হইয়া বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বেদনা উৎপাদন করে, সেও সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে।

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ।
স্তিমিতস্যায়তাক্ষস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বায়ু কর্ত্তৃক যে রোগীর পঞ্জরাস্থিসমূহের অগ্রভাগ বিস্তৃত, বক্ষঃস্থল বেদনাযুক্ত, শরীর স্তিমিত, এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হয়, সে সদ্যঃ জীবন ত্যাগ করে।

হৃদয়ঞ্চ গুদে চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বলবান্ বায়ু যে দুর্ব্বল রোগীর হৃদয় মলাশয় ও গুহ্যনাড়ী বিশেষরূপে আক্রমণ করে, তাহার সদ্যই প্রাণনাশ হয়।

বঙ্ক্ষণৌ চ গুদে চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
শ্বাসং সঞ্জনয়ন্ জন্তোঃ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

প্রবল বায়ু যাহার বঙ্ক্ষণদ্বয় মলাশয় ও গুহ্যনাড়ীতে বেদনা এবং শ্বাস উৎপাদন করে, সে সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে।

নাভিং বস্তিশিরো মূত্রং পুরীষঞ্চাপি মারুতঃ।
বিবধ্য জনয়ন্ শূলং সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বায়ু, যে রোগীর মল ও মূত্র বিবদ্ধ করিয়া, নাভি ও বস্তির উপরিভাগে বেদনা উৎপাদন করে, তাহার সদ্যই জীবন নষ্ট হয়।

ভিদ্যেতে বঙ্ক্ষণৌ যস্য বাতশূলৈঃ সমন্ততঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ॥

বাতজনিত শূলে যাহার বঙ্ক্ষণদ্বয় চতুর্দ্দিকে ভিন্ন হওয়ার ন্যায় ব্যথিত হয়, এবং মল তরল ও তৃষ্ণা প্রবল হয়, সে সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে।

আপ্লুতং মারুতেনেহ শরীরং যস্য কেবলম্।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ॥

যাহার সমস্ত শরীর বায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, এবং মল তরল ও পিপাসা প্রবল হয়, সে সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে।

শরীরং শোফিতং যস্য বাতশোফেন দেহিনঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্॥

যাহার শরীর বাতশোথদ্বারা শোথযুক্ত, মল তরল এবং তৃষ্ণা প্রবল হয়, তাহার সদ্যঃ প্রাণনাশ হয়।

পক্বাশয়সমুত্থানা যস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
তৃষ্ণা গুদগ্রহশ্চোগ্রঃ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ॥

যাহার পক্বাশয়ে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা এবং তৃষ্ণা ও গুহ্যনাড়ীতে বেদনা উপস্থিত হয়, সে সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে।

পক্বাশয়মধিষ্ঠায় হত্বা সংজ্ঞাঞ্চ মারুতঃ।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা সদ্যো হরতি জীবিতম্॥

বায়ু যাহার পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া, সংজ্ঞানাশ ও কণ্ঠে ঘুর্‌ঘুর্ শব্দ উৎপাদন করে, তাহার সদ্যই জীবন নষ্ট হয়।

দন্তাঃ কর্দ্দমদিগ্ধাভা মুখং চূর্ণকসংযুতম্।
শিপ্রায়ন্তে চ গাত্রাণি লিঙ্গং সদ্যো মরিষ্যতঃ॥

যাহার দন্তসকল কর্দ্দমলিপ্তের ন্যায় ও মুখ চূর্ণ (চুণ) লিপ্তবৎ হয়, এবং শরীর শির্ শির্ করে অথবা ঘর্ম্মাক্ত হয়, তাহার সদ্যঃ মৃত্যু ঘটে।

তৃষ্ণাশ্বাসশিরোরোগমোহদৌর্ব্বল্যকূজনৈঃ।
স্পৃষ্টঃ প্রাণান্ জহাত্যাশু শকৃদ্ভেদেন চাতুরঃ॥

তৃষ্ণা, শ্বাস, শিরোরোগ, মোহ, দুর্ব্বলতা, কূজন (অব্যক্ত শব্দ) ও মলভেদ, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, সে রোগী আশু প্রাণত্যাগ করে।

তত্র শ্লোকঃ

এতানি খলু লিঙ্গানি যঃ সম্যগববুধ্যতে।
স জীবিতঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মরণঞ্চাপি বুধ্যতে॥

এইসমস্ত অরিষ্ট লক্ষণ যে চিকিৎসক সম্যগ্রূপে অবগত হন, তিনি মনুষ্যগণের জীবন ও মৃত্যু বুঝিতে পারেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
সদ্যোমরণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
সদ্যোমরণীয় ইন্দ্রিয় নামক দশম অধ্যায়।

---*---

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽণুজ্যোতীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা অণুজ্যোতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

অণুজ্যোতিরনেকাগ্রো দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা।
রতিং ন লভতে গন্তা পরলোকং সমান্তরে॥

যাহার শরীরের জ্যোতিঃ অতিশয় অল্প হয়, চিত্ত অস্থির হয়, কান্তি কুৎসিত হইয়া যায়, এবং যে সর্ব্বদা দুর্ম্মনাঃ হইয়া থাকে ও কোন বিষয়েই প্রীতি পায় না, তাহার এক বৎসর পরে মৃত্যু হয়।

বলিং বলিভুজো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে।
লোকান্তরগতঃ পিণ্ডং ভুঙ্‌ক্তে সংবৎসরেণ সঃ॥

বায়সাদি যেসকল প্রাণী খাদ্য পাইবামাত্র আহার করে, সেইসমস্ত বলিভুক্ প্রাণিগণও যাহার প্রদত্ত আহার ভোজন না করে, সে ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে লোকান্তর গত হইয়া পিণ্ড ভোজন করে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীম্।
সংবৎসরান্তে জন্তুঃ স সম্পশ্যতি মহৎ তমঃ॥

যে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতীনামক নক্ষত্র দেখিতে না পায়, সে ব্যক্তি একবৎসর পরে ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ যমালয় দর্শন করে।

বিকৃত্যা বিনিমিত্তং যঃ শোভামুপচয়ং ধনম্।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং সমাপ্তং তস্য জীবিতম্॥

যে ব্যক্তি বিকার বশতঃ অকারণে সৌন্দর্য্য পুষ্টি ও ধন প্রাপ্ত হয়, অথবা অকারণে ঐ সমস্ত হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার জীবনকাল একবৎসর মাত্র।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্বলমহেতুকম্।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্‌ভির্মাসৈর্মরিষ্যতঃ॥

ভক্তি, সদাচার, স্মৃতি, দানশীলতা, বুদ্ধি ও বল, এই ছয়টি গুণ যাহার অকারণে নষ্ট হয়, তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

ধমনীনামপূর্ব্বাণাং জালমত্যর্থশোভনম্।
ললাটে দৃশ্যতে যস্য ষণ্মাসান্ ন স জীবতি ॥

যাহার ললাটে পূর্ব্বে যেসকল শিরা দেখা যাইত না, সেই শিরাজাল যদি অতিস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সে ছয়মাসও জীবিত থাকে না।

লেখাভিশ্চন্দ্রবক্রাভির্ললাটমুপচীয়তে।
যস্য তস্যায়ুষঃ ষড়্ভির্মাসৈরন্তং সমাদিশেৎ ॥

যাহার ললাট চন্দ্রকলার ন্যায় বক্ররেখাসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তাহার ছয়মাস মধ্যে জীবনান্ত হয়।

শরীরকম্পঃ সম্মোহো গতির্বচনমেব চ।
মত্তস্যেবোপলক্ষ্যন্তে যস্য মাসং ন জীবতি ॥

মত্ত ব্যক্তির (মাতালের) ন্যায় যাহার গাত্রকম্প, অজ্ঞানতা, গতি ও বাক্য লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি একমাসও বাঁচে না।

রেতোমূত্রপুরীষাণি যস্য মজ্জন্তি চাম্ভসি।
স মাসাৎ স্বজনদ্বেষ্টা মৃত্যুবারিণি মজ্জতি ॥

যাহার শুক্র, মূত্র ও পুরীষ জলে মগ্ন হইয়া যায়, এবং যে আত্মীয়ের প্রতি দ্বেষযুক্ত হয়, সে একমাস মধ্যে মৃত্যুরূপ জলে নিমগ্ন হয়।

হস্তপাদং মুখঞ্চোভে বিশেষাদ্ যস্য শুষ্যতঃ।
শূয়েতে বা বিনা দেহাৎ স চ মাসাদ্বিনশ্যতি ॥

যাহার হস্ত পদ ও মুখ বিশেষরূপে শুষ্ক হইয়া যায় অথবা শোথযুক্ত হয়, কিন্তু মধ্যদেহ শুষ্ক বা শোথযুক্ত হয় না, সে ব্যক্তি একমাস মধ্যে বিনষ্ট হয়।

ললাটে বস্তিশীর্ষে বা নীলা যস্য প্রকাশতে।
রাজী বালেন্দুকুটিলা ন স জীবিতুমর্হতি ॥

যাহার ললাটে অথবা বস্তির উপরিভাগে উদরের উপরে চন্দ্রকলার ন্যায় বক্র ও নীল-বর্ণের রেখা প্রকাশ পায়, সে বাঁচিতে পারে না।

প্রবালগুটিকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপদ্যাশু বিলীয়ন্তে নচিরাৎ স বিনশ্যতি ॥

যাহার গাত্রে প্রবালগুটিকার ন্যায় রক্তবর্ণ মসূরিকা (বসন্ত) উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র বিলীন হয়, সে অচিরাৎ বিনষ্ট হয়।

গ্রীবামর্দ্দো ন বলবান্ জিহ্বাশ্বয়থুরেব চ।
ব্রধ্নাস্যগলপাকশ্চ যস্য পক্বং তমাদিশেৎ ॥

যাহার গ্রীবাদেশে মৃদু বেদনা ও জিহ্বায় শোথ হয়, এবং ব্রধ্ন (বাগি) মুখ ও কণ্ঠমধ্য পাকিয়া যায়, তাহাকে পক্ব বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে।

সম্ভ্রমোঽতিপ্রলাপোঽতিপর্ব্বভেদশ্চ দারুণঃ।
কালপাশপরীতস্য ত্রয়মেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥

অত্যন্ত ভ্রম, অতিশয় প্রলাপ, এবং পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ দারুণ বেদনা, এই তিনটি লক্ষণ যাহার উপস্থিত হয়, তাহাকে কালপাশবদ্ধ বুঝিতে হইবে।

প্রমুহ্য লুঞ্চয়েৎ কেশান্ পরান্ গৃহ্ণাত্যতীব চ।
নরঃ স্বস্থবদাহারবচনঃ কালচোদিতঃ।

যে রোগী মোহপ্রাপ্ত হইয়া নিজের চুল ধরিয়া টানে, অথবা অন্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত চাপিয়া ধরে, কিন্তু তাহার আহার ও বাক্যাদি যদি সুস্থের মত হয়, তবে তাহাকে কালগৃহীত মনে করিবে।

সমীপে চক্ষুষোঃ কৃত্বা মৃগয়েতাঙ্গুলীকরম্।
স্ময়তেঽপি চ কালাংশ্চ ঊর্দ্ধাক্ষোঽনিমিষেক্ষণঃ॥
শয়নাদাসনাদঙ্গাৎ কাষ্ঠাৎ কুড্যাদথাপি চ।
অসম্মৃগয়তে কিঞ্চিৎ স মুহ্যন্ কালচোদিতঃ॥

যে রোগী চক্ষুর নিকটে আনিয়াও নিজের হস্ত ও অঙ্গুলি অন্বেষণ করে, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধনেত্র ও অনিমেষলোচনে বিস্মিত হইয়া থাকে, এবং মুগ্ধ অবস্থায় নিজের শয্যা, আসন, অঙ্গ, কাষ্ঠ ও গৃহভিত্তি প্রভৃতিতে কোনও অনুপস্থিত পদার্থের অন্বেষণ করে, তাহাকেও কালগৃহীত বুঝিতে হইবে।

অহাস্যহাসী সংমুহ্যন্ যো লেঢ়ি দশনচ্ছদৌ।
শীতপাদকরোচ্ছ্বাসো যো নরো ন স জীবতি॥

যে রোগী অজ্ঞান অবস্থায় হাস্যের অনুপযুক্ত বিষয়ে হাস্য করে, ওষ্ঠদ্বয় লেহন করে, এবং যাহার হস্ত পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, সে রোগী বাঁচে না।

আহ্বয়ংস্তং সমীপস্থং স্বজনং জনমেব বা।
মহামোহাবৃতমনাঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

আত্মীয় বা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও তাহাকে (দূরস্থের ন্যায়) যে রোগী আহ্বান করে, এবং নিকটের ব্যক্তিকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, তাহাকে মহামোহাবৃত অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু জানিবে।

অযোগমতিযোগং বা শরীরে মতিমান্ ভিষক্।
খাদীনাং যুগপদ্ দৃষ্ট্বা ভেষজং নাবচারয়েৎ॥

যে রোগীর শরীরে আকাশাদি পঞ্চভূতের এককালে অতিযোগ বা অযোগ লক্ষিত হয়, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করেন না।

অতিপ্রবৃদ্ধ্যা দোষাণাং মনসশ্চ বলক্ষয়াৎ।
বাসমুৎসৃজতি ক্ষিপ্রং শরীরী দেহসংজ্ঞকম্॥

বাতাদি দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি, এবং মনের বলক্ষয় হইলে, জীবাত্মা শীঘ্রই দেহবাস পরিত্যাগ করেন।

বর্ণস্বরাবগ্নিবলং বাগিন্দ্রিয়মনোবলম্।
হীয়তেঽহ্নক্ষয়ে নিদ্রা নিত্যা ভবতি বা ন বা॥

মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইলে, বর্ণ, স্বর, অগ্নিবল, বাগিন্দ্রিয়ের বল ও মনের বল নষ্ট হইয়া যায়, এবং সর্ব্বদা অতিনিদ্রা অথবা একবারে অনিদ্রা উপস্থিত হয়।

ভিষগ্‌ভেষজপানান্নগুরুমিত্রদ্বিষশ্চ যে।
বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বোদ্ধব্যাঃ সমবর্ত্তিনঃ॥
এতেষু রোগঃ ক্রমতে ভেষজং প্রতিহন্যতে।
নৈষামন্নানি ভুঞ্জীত ন চোদকমপি স্পৃশেৎ॥

যেসকল ব্যক্তি, চিকিৎসক ঔষধ পানীয় ও আহার্য্য পদার্থ গুরুজন এবং মিত্রবর্গকে দ্বেষ করে, তাহারা সকলেই সমদর্শী যমের বশীভূত হইয়াছে বুঝিবে। ঐসকল ব্যক্তির রোগ বর্দ্ধিত হয় এবং ঔষধ প্রযুক্ত হইলে তাহাও প্রতিহত হইয়া যায়, ঐরূপ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না ও জল স্পর্শ করিবে না।

পাদাঃ সমেতাশ্চত্বারঃ সম্পন্নাঃ সাধকৈর্গুণৈঃ।
ব্যর্থা গতায়ুষো দ্রব্যাদ্‌ বিনা নাস্তি গুণোদয়ঃ॥

ভিষগাদি পাদচতুষ্টয় আরোগ্যসাধক যথাযথ গুণসম্পন্ন হইলেও, গতায়ুঃ (অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত) ব্যক্তিতে ব্যর্থ হয়, যেহেতু দ্রব্য ব্যতীত গুণপ্রকাশ হইতে পারে না অর্থাৎ আয়ুঃ না থাকিলে চিকিৎসার সাফল্য অসম্ভব।

পরীক্ষ্যমায়ুর্ভিষজা নীরুজস্যাতুরস্য চ।
আয়ুর্ব্বেদফলং কৃৎস্নমায়ুর্দ্দেহ্যনুবর্ত্ততে॥

রোগী ও নীরোগ উভয়েরই আয়ুঃ চিকিৎসকের পরীক্ষণীয়, যেহেতু তাহাই আয়ুর্ব্বেদের ফল এবং দেহী আয়ুরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকঃ

ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্লুতাঃ।
দোষা যৎ কুর্ব্বতে চিহ্নং তদরিষ্টং নিরুচ্যতে॥

বাতাদি দোষ চিকিৎসার উপায় অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদায় শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাকেই অরিষ্ট লক্ষণ কহে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃত ইন্দ্রিয়স্থানে
অণুজ্যোতীয়মিন্দ্রিয়ং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
অণুজ্যোতীয় ইন্দ্রিয়নামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গোমরচূর্ণীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা গোমরচূর্ণীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব।

যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মূর্দ্ধনি জায়তে।
সস্নেহে ভ্রশ্যতে চৈব মাসান্তং তস্য জীবিতম্ ॥

যাহার মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় চূর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয়, এবং মস্তকে তৈলাদি স্নেহপদার্থ অভ্যঙ্গ করিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, একমাস পরে তাহার জীবনান্ত হয়।

নির্ঘর্ষন্নিব যঃ পাদৌ চ্যুতাংসঃ পরিধাবতি।
বিকৃত্যা ন স লোকেঽস্মিংশ্চিরং বসতি মানবঃ ॥

যে ব্যক্তি পদদ্বয় যেন ঘর্ষণ করিতে করিতে শিথিলস্কন্ধে দৌড়িয়া যায়, সে ইহলোকে অধিকদিন বাস করে না অর্থাৎ শীঘ্রই তাহার মৃত্যু ঘটে।

যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশম্।
আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি ॥

স্নান করিলে বা গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন করিলে, যাহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র থাকিতে থাকিতে কেবল বক্ষঃস্থল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, সে অর্দ্ধমাস জীবিত থাকে।

যমুদ্দিশ্যাতুরং বৈদ্যঃ সম্পাদয়িতুমৌষধম্।
যতমানো ন শক্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্ ॥

বৈদ্য যে রোগীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ঔষধ প্রস্তুত করিতে অসমর্থ না হন, তাহার জীবন দুর্লভ।

বিজ্ঞাতং বহুশঃ সিদ্ধং বিধিবচ্চাবচারিতম্।
ন সিধ্যত্যৌষধং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্ ॥

যে ঔষধ বৈদ্যের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত এবং বহুস্থলে যাহাদ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে, সেইসমস্ত ঔষধ যথাবিধি প্রযুক্ত হইয়াও যে রোগীর উপকার করিতে পারে না, তাহার আর চিকিৎসা নাই, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

আহারমপি ভুঞ্জানো ভিষজা সুপকল্পিতম্।
যঃ ফলং তস্য নাপ্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্ ॥

বৈদ্য কর্ত্তৃক বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থিত আহারও ভোজন করিয়া, যে তাহার ফল না পায়, তাহার জীবন দুর্লভ।

দূতাধিকারে বক্ষ্যন্তে লক্ষণানি মুমূর্ষতাম্।
যানি দৃষ্ট্বা ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রত্যাখ্যায়াদসংশয়ম্ ॥

(সম্প্রতি) মুমূর্ষুগণের দূতাধিকার অবলম্বন করিয়া অরিষ্টলক্ষণ সকল বলিব, বিজ্ঞ ভিষক্ এইসমস্ত লক্ষণ দেখিয়া, নিঃসংশয়ে রোগীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

শুক্লকেশেঽথবা নগ্নে রুদত্যপ্রযতেঽথবা।
ভিষগভ্যাগতং দৃষ্ট্বা দূতং মরণমাদিশেৎ ॥
সুপ্তে ভিষজি যে দূতাশ্ছিন্দত্যপি চ ভিন্দতি।
আগচ্ছন্তি ভিষক্ তেষাং ন ভর্ত্তারমনুব্রজেৎ ॥

চিকিৎসক যে সময়ে মুক্তকেশ বা উলঙ্গ হইয়া থাকেন, কিংবা রোদন করেন, অথবা অসংযত অবস্থায় থাকেন, সেই সময়ে দূত অর্থাৎ চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য লোক আসিলে, সে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। চিকিৎসক নিদ্রিত আছেন, অথবা কিছু কাটিতেছেন বা ভাঙ্গিতেছেন এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দূত আসিলে, চিকিৎসক সেই রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইবেন না।

জুহ্বত্যগ্নিং তথা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যো নির্ব্বপত্যপি।
বৈদ্যে দূতা য আয়ান্তি তে ঘ্নন্তি প্রজিঘাংসবঃ

চিকিৎসক অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন, অথবা পিতৃলোককে পিণ্ড দান করিতেছেন, এইরূপ সময়ে যে দূত আইসে তাহাকে সেই রোগীর মৃত্যুর কারণ বুঝিতে হইবে।

কথয়ত্যপ্রশস্তানি চিন্তয়ত্যথবা পুনঃ।
বৈদ্যে দূতা মনুষ্যাণামাগচ্ছন্তি মুমূর্ষতাম্‌ ॥

বৈদ্য কোন অশুভ বিষয়ের কথা কহিতেছেন বা চিন্তা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে দূত উপস্থিত হইলে, সেই রোগীর আসন্নমৃত্যু জানিবে।

মৃতদগ্ধবিনষ্টানি ভজতি ব্যাহরত্যপি।
অপ্রশস্তানি চান্যানি বৈদ্যে দূতা মুমূর্ষতাম্ ॥

চিকিৎসক যে সময়ে কোনও মৃত দগ্ধ বা বিনষ্ট বস্তু সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতেছেন, অথবা তদ্বিষয়ক কথা কহিতেছেন, কিংবা অপর কোন অশুভ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে দূত উপস্থিত হইলে, তাহাকে মুমূর্ষু রোগীর দূত বুঝিবে।

বিকারসামান্যগুণে দেশে কালেঽথবা ভিষক্।
দূতমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা নাতুরং তমুপাচরেৎ ॥

রোগের সহিত সমগুণবিশিষ্ট দেশে বা কালে দূত উপস্থিত হইলে, ভিষক্ সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিবেন না।

দীনভীতদ্রুতত্রস্তমলিনানসতীং স্ত্রিয়ম্।
ত্রীন্ ব্যাকৃতীংশ্চ পণ্ডাংশ্চ দূতান্ বিদ্যান্মুমূর্ষতাম্ ॥

দূত যদি দুঃখিতচিত্তে, ভীতমনে, দ্রুতপদে, ত্রস্তভাবে বা মলিনবেশে আসিয়া চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হয়, কোন অসতী স্ত্রী যদি দূত হইয়া আইসে, তিন জন লোক মিলিত হইয়া যদি চিকিৎসককে ডাকিতে আইসে, অথবা বিকৃতাঙ্গ বা নপুংসক ব্যক্তি যদি দূত হয়, তাহা হইলে সে রোগী মুমূর্ষু বুঝিতে হইবে।

অঙ্গব্যসনিনং দূতং লিঙ্গিনং ব্যাধিতং তথা।
সংপ্রেক্ষ্য চোগ্রকর্ম্মাণং ন বৈদ্যো গন্তুমর্হতি ॥

দূত হীনাঙ্গ, সন্ন্যাসী প্রভৃতির বেশধারী, রোগী অথবা উগ্রকর্ম্মা হইলে, চিকিৎসক সেই রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইবেন না।

আতুরার্থমনুপ্রাপ্তং খরোষ্ট্ররথবাহনম্।
দূতং দৃষ্ট্বা ভিষগ্বিদ্যাদাতুরস্য পরাভবম্ ॥

গর্দ্দভ, উষ্ট্র বা রথে আরোহণ করিয়া দূত যে রোগীর জন্ত চিকিৎসকের নিকট আইসে, চিকিৎসক সেই রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় করিবেন।

পলালবুষমাংসাস্থিকেশলোমনখদ্বিজান্।
মার্জ্জনীসূর্পমুষলানুপানদ্ভগ্নবিচ্যুতে॥
তৃণকাষ্ঠতুষাঙ্গারং স্পৃশন্তো লোষ্ট্রমশ্ম চ।
তৎপূর্ব্বদর্শনে দূতা ব্যাহরন্তি মুমূর্ষতাম্॥

যে দূত চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া, পলাল (পোয়াল), বুষ (আগড়া), মাংস, অস্থি, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মার্জ্জনী (ঝাঁটা), সূর্প (কুলা), মুষল, জুতার ভগ্ন বা বিচ্যুত চর্ম্ম, তৃণ, কাষ্ঠ, তুষ, অঙ্গার, লোষ্ট্র ও প্রস্তর স্পর্শ করে, সেই দূতের দর্শন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা জ্ঞাপন করে।

যস্মিংশ্চ দূতে ব্রুবতি বাক্যমাতুরসংশ্রয়ম্।
পশ্যন্নিমিত্তমশুভং তঞ্চ নানুব্রজেদ্ভিষক্॥

দূত যখন বৈদ্যের নিকট রোগিসম্বন্ধীয় বাক্য বলিতে থাকে, সেইসময়ে কোন অশুভ বিষয় দৃষ্ট হইলে চিকিৎসক সেই রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইবেন না।

তথা ব্যসনিনং প্রেতং প্রেতালঙ্কারমেব বা।
ভিন্নং দগ্ধং বিনষ্টং বা তদ্বাদীনি বচাংসি বা॥
রসো বা কটুকস্তীব্রো গন্ধো বা কৌণপো মহান্।
স্পর্শো বা বিপুলঃ ক্রূরো যদ্বান্যদশুভং ভবেৎ॥
তৎপূর্ব্বমভিতো বাক্যং বাক্যকালেঽথবা পুনঃ।
দূতানাং ব্যাহৃতং শ্রুত্বা ধীরো মরণমাদিশেৎ॥

দূত যে সময়ে চিকিৎসকের সহিত কথা কহে তাহার পূর্ব্বে বা সেই সময়ে, বিপন্ন কিংবা মৃত জীব, মৃতের অলঙ্কার, অথবা ভিন্ন দগ্ধ বা বিনষ্ট বস্তু দেখিতে পাইলে, কিংবা কাহাকেও ঐসমস্ত বিষয়ক কথা কহিতে দেখিলে, অথবা তদ্বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিলে, এবং তীব্র কটুরস, অত্যন্ত পূতিগন্ধ, অতিশয় ক্রূর স্পর্শ ও অন্যান্য অশুভ ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হইলে, ধীর চিকিৎসক সেই রোগীর মরণ নিশ্চয় করিবেন।

ইতি দূতাধিকারোঽয়মুক্তঃ কৃৎস্নো মুমূর্ষতাম্।
পথ্যাতুরকুলানাঞ্চ বক্ষ্যাম্যৌৎপাতিকং পুনঃ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির দূতাধিকার সমস্ত কথিত হইল। অতঃপর রোগী দেখিতে যাইবার সময়ে পথমধ্যে ও রোগীর গৃহে যেসমস্ত বিষয় ঔৎপাতিক অর্থাৎ রোগীর অশুভসূচক, সেগুলির বর্ণন করিব।

অবক্ষুতং তথোৎক্রুষ্টং স্খলনং পতনং তথা।
আক্রোশঃ সংপ্রহারো বা প্রতিষেধো বিগর্হণম্॥

বস্ত্রোষ্ণীষোত্তরাসঙ্গশ্ছত্রোপানদ্যুগাশ্রয়ম্।
পতনং দর্শনং বাপি মৃতং ব্যবসিতং তথা॥
চৈত্যধ্বজপতাকানাং পূর্ণানাং পতনানি চ।
হতানিষ্টপ্রবাদাশ্চ দূষণং ভস্মপাংশুভিঃ॥
পথচ্ছেদো বিড়ালেন শুনা সর্পেণ বা পুনঃ।
মৃগদ্বিজানাং ক্রূরাণাং গিরো দীপ্তাং দিশং প্রতি॥
ব্রজতাং দর্শনঞ্চৈবমুত্তানানাঞ্চ দর্শনম্।
ইত্যেতান্যপ্রশস্তানি সর্ব্বাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
এতানি পথি বৈদ্যেন পশ্যতাতুরবর্ত্মনি।
শৃণ্বতাপি ন গন্তব্যং তদাগারং বিপশ্চিতা॥

হাঁচি, উচ্চ রোদন, স্খলন, পতন, উচ্চ চিৎকার, প্রহার, নিষেধ, নিন্দা, বস্ত্র উষ্ণীষ ও উত্তরীয়ের আসঙ্গ (আট্‌কান), ছত্র ও জুতার দর্শন বা পতন, মৃত বা বিপন্ন প্রাণী, চৈত্য স্থানের ধ্বজ-পতাকার অথবা পূর্ণকুম্ভের পতন, মরণবাক্য বা বা ঐরূপ কোন অশুভ বাক্য, গাত্রে ভস্ম-ধূলি প্রভৃতির পতন, বিড়াল কুকুর বা সর্প কর্ত্তৃক পথচ্ছেদ অর্থাৎ ভেদ করিয়া গমন, ক্রূর পশু-পক্ষিগণের প্রদীপ্ত দিকে সম্মুখ হইয়া ধ্বনি, অথবা ঐ সমস্ত ক্রূর পশু-পক্ষীর গমন বা উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন, এইসমস্ত বিষয়কে পণ্ডিতগণ অপ্রশস্ত বলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগিগৃহে গমনের পথে এইসকল বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিলে, সে রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইবেন না।

ইত্যৌৎপাতিকমাখ্যাতং পথি বৈদ্যবিগর্হিতম্।
ইমামপি চ বুধ্যেত গৃহাবস্থাং মুমূর্ষতাম্॥

পথের বৈদ্যনিন্দিত উৎপাতের বিষয় কথিত হইল। রোগিগৃহের বক্ষ্যমান অবস্থাগুলিও রোগীর মৃত্যুজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রবেশে পূর্ণকুম্ভাগ্নিমৃদ্বীজফলসর্পিষাম্।
বৃষব্রাহ্মণরত্নানাং দেবতানাঞ্চ নির্গতিম্॥
অগ্নিপূর্ণানি পাত্রাণি ভিন্নানি বিশিখানি চ।
ভিষঙ্মুমূর্ষতাং বেশ্ম প্রবিশন্নেব পশ্যতি॥

চিকিৎসক রোগিগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে, যদি সেই গৃহ হইতে পূর্ণকুম্ভ, অগ্নি, মৃত্তিকা, বীজ, ফল, ঘৃত, বৃষ, ব্রাহ্মণ, রত্ন ও দেবতার নির্গম দেখিতে পান, অথবা অগ্নিপূর্ণ পাত্র ভিন্ন কিংবা অগ্নি শিখাহীন দেখিতে পান, তবে সেই গৃহের রোগী আসন্নমৃত্যু বিবেচনা করিবেন।

ছিন্নভিন্নাবভগ্নানি দগ্ধানি মৃদিতানি চ।
দুর্ব্বলানি চ সেবন্তে মুমূর্[illegible]কা জনাঃ॥

রোগিগৃহের ব্যক্তিগণকে ছিন্ন, ভিন্ন, ভগ্ন, দগ্ধ, মৃদিত বা দুর্ব্বল পদার্থ লইয়া কার্য্য করিতে দেখিলে, সেই গৃহের রোগী মুমূর্ষু বুঝিতে হয়।

শয়নং বসনং যানং গমনং ভোজনং রুতম্।
শ্রূয়তেঽমঙ্গলং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥

যে রোগীর শয়ন, বসন, যান, গমন, ভোজন ও রোদন সমস্ত বিষয়ে অমঙ্গল সূচিত হয়, তাহার চিকিৎসা নাই।

শয়নং বসনং যানমন্যদ্ বাপি পরিচ্ছদম্।
প্রেতবদ্ যস্য কুর্ব্বন্তি সুহৃদঃ প্রেত এব সঃ॥

আত্মীয়গণ যে রোগীর শয়ন, বসন, যান বা অন্যান্য পরিচ্ছদাদি প্রেতের ন্যায় অবস্থাগ্রস্ত করেন, সেই রোগীকে প্রেত (আসন্নমৃত্যু) বুঝিতে হইবে।

অন্নং ব্যাপদ্যতেঽত্যর্থং জ্যোতিশ্চৈবোপশাম্যতি।
নিবাতে সেন্ধনং যস্য তস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্॥

যে রোগীর আহার্য্য পদার্থ অত্যন্ত ব্যাপন্ন হয়, এবং যাহার গৃহে নিবাত স্থানে ইন্ধনযুক্ত অগ্নিও নিবিয়া যায়, তাহারও চিকিৎসা নাই।

আতুরস্য গৃহে যস্য ভিদ্যন্তে বা পতন্তি বা।
অতিমাত্রমমাত্রাণি দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

যে রোগীর গৃহে দ্রব্যসমূহ অতিমাত্র ভগ্ন বা পতিত হয়, তাহার জীবন দুর্ল্লভ।

ভবন্তি চাত্র

যদ্দ্বাদশভিরধ্যায়ৈর্ব্যাসতঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
মুমূর্ষতাং মনুষ্যাণাং লক্ষণং জীবিতান্তকৃৎ॥
তৎসমাসেন বক্ষ্যামি পর্য্যায়ান্তরমাশ্রিতম্।
পর্য্যায়বচনং শ্রুত্বা বিজ্ঞানায়োপকল্পতে॥
অত্যর্থং পুনরেবেয়ং বিবক্ষা নোপপদ্যতে।
তস্মিন্নেবাধিকরণে যৎ পূর্ব্বমভিদর্শিতম্॥

মুমূর্ষু মনুষ্যগণের যেসমস্ত প্রাণান্তকর লক্ষণ দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে কথিত হইল, সেইসমস্ত অরিষ্ট লক্ষণই পুনর্ব্বার পর্য্যায়ান্তরে অর্থাৎ তদর্থবাচক অন্য বাক্যদ্বারা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। যেহেতু পর্য্যায়বাক্য শ্রবণদ্বারা বিশেষরূপে জ্ঞান জন্মে। পূর্ব্বোক্ত অধিকারসমূহে যেসকল অরিষ্টলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, সেসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার বিষয় নাই।

বসতাং চরমে কালে শরীরেষু শরীরিণাম্।
অভ্যগ্রাণাং বিনাশায় দেহেভ্যঃ প্রবিবৎসতাম্॥
ইষ্টাংস্তিতিক্ষতাং প্রাণান্ কান্তং বাসং জিহাসতাম্।
তন্ত্রযন্ত্রেষু ভিন্নেষু তমোঽন্ত্যং প্রবিবিক্ষতাম্॥

বিনাশায়েহ রূপাণি যান্যবস্থান্তরাণি চ।
ভবন্তি তানি বক্ষ্যামি যথোদ্দেশং যথাগমম্॥

শরীরী (জীবাত্মা) যখন চরমকালে শরীরে বাস করেন, যখন পূর্ব্বদেহের বিনাশজন্য দেহান্তরে গমন করিবার উদ্যোগ করেন, যখন ইষ্ট প্রাণ পরিত্যাগ ও মনোরম বাস (স্থূল-শরীর) ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন, এবং দেহযন্ত্রতন্ত্র ভিন্ন হওয়ার পরে রূপের বিনাশজন্য যখন অন্ত্য তমঃ অর্থাৎ মৃত্যুতে প্রবেশ করিতে চান, সেই সময়ে যে সমস্ত অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, সেইসমস্ত যথোদ্দিষ্ট বিষয় শাস্ত্রানুসারে বর্ণন করিব।

প্রাণাঃ সমুপরুধ্যন্তে বিজ্ঞানমুপরুধ্যতে।
বমন্তি বলমঙ্গানি চেষ্টা হ্যুপরমন্তি চ॥
ইন্দ্রিয়াণি বিনশ্যন্তি খিলীভবতি বেদনা।
ঔৎসুক্যং ভজতে সত্ত্বং চেতো ভীরাবিশত্যপি॥
স্মৃতিস্ত্যজতি মেধা চ হ্রীশ্রিয়ৌ চাপসর্পতঃ।
উপপ্লবন্তে পাপ্মানঃ ক্রোধস্তেজশ্চ নশ্যতি॥
শীলং ব্যাবর্ত্ততেঽত্যর্থং শক্তিশ্চ পরিবর্ত্ততে।
বিক্রিয়ন্তে প্রতিচ্ছায়াশ্ছায়াশ্চ বিকৃতিং গতাঃ॥

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সংরুদ্ধ হইয়া আইসে, জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, অঙ্গ বলহীন হয়, কায়-মনোবাক্যের ক্রিয়া বিরত হয়, ইন্দ্রিয়সকল বিনষ্ট হয়, অনুভবশক্তি নষ্ট হয়, মন ঔৎসুক্য-যুক্ত হয়, চিত্তে ভয়ের আবির্ভাব হয়, স্মৃতি মেধা লজ্জা ও কান্তি দূরে যায়, ব্যাধি বর্দ্ধিত হয়, ক্রোধ ও তেজের নাশ হয়, স্বভাব ও শক্তি অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং শরীরের কান্তি ও প্রতিবিম্ব বিকৃত হইয়া যায়।

শুক্রং প্রচ্যবতে স্থানাদুন্মার্গং ভজতেঽনিলঃ।
ক্ষয়ং মাংসানি গচ্ছন্তি গচ্ছত্যসৃগপি ক্ষয়ম্॥
উষ্মাণঃ প্রলয়ং যান্তি বিশ্লেষং যান্তি সন্ধয়ঃ।
গন্ধা বিকৃতিমায়ান্তি ভেদং বর্ণস্বরৌ তথা॥
বৈবর্ণ্যং ভজতে কায়ঃ কায়চ্ছিদ্রং বিশুষ্যতি।
ধূমঃ সঞ্জায়তে মূর্দ্ধ্নি দারুণাখ্যশ্চ চূর্ণকঃ॥

শুক্র স্বস্থানচ্যুত হয়, বায়ু ঊর্দ্ধগত হয়, মাংস ও রক্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, শরীরোষ্মা লুপ্ত হয়, সন্ধিসমূহ বিশ্লিষ্ট হয়, দেহের গন্ধ বিকৃত হয়, বর্ণ ও স্বর ভিন্ন হইয়া যায়, শরীর বিবর্ণ হয়, দেহচ্ছিদ্র শুষ্ক হয়, এবং মস্তকে বাস্প ও দারুণ নামক চূর্ণ (খুস্কি) জন্মে।

সততস্পন্দনা দেশাঃ শরীরে যেঽভিলক্ষিতাঃ।
তে স্তম্ভানুগতাঃ সর্ব্বে ন চলন্তি কথঞ্চন॥
গুণাঃ শরীরদেশানাং শীতোষ্ণমৃদুদারুণাঃ।
বিপর্য্যাসেন বর্ত্তন্তে স্থানেষন্যে তদ্বিধাঃ॥

শরীরের যেসকল স্থানে সর্ব্বদা স্পন্দন লক্ষিত হয়, সেইসকল স্থান স্তব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং স্পন্দিত হয় না। শরীরাবয়বের শীতল উষ্ণ মৃদু ও কঠিন গুণ সকল বিপরীত ভাবাপন্ন হয় এবং অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নখেষু জায়ন্তে পুষ্পং পঙ্কো দন্তেষু জায়তে।
জটাঃ পক্ষ্মসু জায়ন্তে সীমন্তাশ্চাপি মূর্দ্ধনি ॥
ভেষজানি ন সংবৃত্তিং প্রাপ্নুবন্তি তথা রুচিম্।
যানি বাপ্যুপপদ্যন্তে তেষাং কর্ম্ম ন সিধ্যতি ॥
নান্যপ্রকৃতয়ঃ ক্রূরা বিকারা বিবিধৌষধাঃ।
ক্ষিপ্রং সমভিবর্ত্তন্তে প্রতিহত্য বলৌজসী ॥

নখসমূহে পুষ্প (শুক্লবর্ণ চিহ্নবিশেষ), দন্তসমূহে পঙ্কবৎ ক্লেদ, অক্ষিপক্ষ্মে জটা ও মস্তকের কেশে সীমন্ত (সীঁথি) জন্মে। যাহার ঔষধসকল সম্যক্ গুণসম্পন্ন অথবা উপকারী না হয়, এবং যাহার বল ও ওজঃপদার্থ নষ্ট করিয়া, বিবিধ ঔষধসাধ্য নানাপ্রকৃতি ক্রূর রোগ সকল সহসা বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের চিকিৎসা সফল হয় না।

শব্দঃ স্পর্শো রসো রূপং গন্ধশ্চেষ্টা বিচেষ্টিতম্।
উৎপদ্যন্তেঽশুভান্যেব প্রতিকর্ম্মপ্রবৃত্তিষু।
দৃশ্যন্তে দারুণাঃ স্বপ্না দৌরাত্ম্যমুপজায়তে ॥
প্রেষ্যাঃ প্রতীপতাং বান্তি প্রেতাকৃতিরুদীর্য্যতে।
প্রকৃতির্হীয়তেঽত্যর্থং বিকৃতিশ্চাভিবর্দ্ধতে ॥
কৃৎস্নমৌৎপাতিকং ঘোরমনিষ্টমুপলভ্যতে।
ইত্যেতানি মনুষ্যাণাং ভবন্তি বিনশিষ্যতাম্ ॥

চিকিৎসাকালে শব্দ স্পর্শ রস রূপ গন্ধ ক্রিয়া কর্ম্ম [illegible] সমস্ত বিষয়ে অশুভের উৎপত্তি, দারুণ স্বপ্নদর্শন, উৎকট উপদ্রবের উৎপত্তি, চিকিৎসার ফল না হওয়া, প্রেতের ন্যায় আকৃতি-প্রকাশ, প্রকৃতির অত্যন্ত হানি ও বিকৃতির বৃদ্ধি, এবং সমস্ত ঔৎপাতিক ঘটনা অতি ভয়ানক হওয়া, এইসকল অনিষ্ট লক্ষণ বিনষ্টপ্রায় মনুষ্যগণের প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণানি যথোদ্দেশং যান্যুক্তানি যথাগমম্।
মরণায়েহ রূপাণি পশ্যতাপি ভিষগ্বিদা ॥
অপৃষ্টেন ন বক্তব্যং মরণং প্রত্যুপস্থিতম্।
পৃষ্টেনাপি ন বক্তব্যং তত্র যচ্চোপঘাতুকম্ ॥
আতুরস্য ভবেদ্ দুঃখমথবান্যস্য কস্যচিৎ।
অধ্রুবং মরণং যস্য নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্ ॥

উদ্দেশানুসারে যেসকল শাস্ত্রোক্ত অরিষ্ট লক্ষণ কথিত হইল, সেইসমস্ত মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়া, জিজ্ঞাসিত না হইলে রোগীর উপস্থিত মৃত্যুর কথা চিকিৎসকের বলা উচিত নহে। জিজ্ঞাসিত হইলেও, রোগীর মৃত্যুকথা সেখানে বলিতে নাই, যেহেতু মৃত্যুকথা শুনিয়া রোগীর বা

অন্য কাহারও নিতান্ত কষ্ট হইতে পারে। অতএব "রোগীর মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু আমি ইহার চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করি না" এইরূপ বলা আবশ্যক।

লিঙ্গেভ্যো মরণাখ্যেভ্যো বিপরীতানি পশ্যতা।
লিঙ্গান্যারোগ্যমাগম্য বক্তব্যং ভিষজা ধ্রুবম্॥
দূতৈরৌৎপাতিকৈর্ভাবৈঃ পথ্যাতুরকুলাশ্রয়ৈঃ।
আতুরাচারশীলৈস্তু দ্রব্যসম্পত্তিলক্ষণৈঃ॥

মৃত্যুলক্ষণসমূহের বিপরীত লক্ষণ দেখিলে, চিকিৎসক সেই রোগীর নিশ্চিত আরোগ্য সংবাদ তাহাদিগকে বলিবেন। দূতের, পথের ও রোগিগৃহের ঔৎপাতিক ভাবসমূহ, রোগীর আচার ও স্বভাব, এবং ঔষধাদি দ্রব্যের গুণোৎকর্ষ কথিত লক্ষণদ্বারা তাহাদের বিপরীত লক্ষণ স্থির করিতে হইবে।

স্বাচারং হৃষ্টমব্যঙ্গং যশস্যং শুক্লবাসসম্।
অমুণ্ডজটিলং দূতং জাতিবেশক্রিয়াসমম্॥
অনুষ্ট্রখরযানস্থমসন্ধ্যাস্বগ্রহেষু চ।
অদারুণেষু নক্ষত্রেষ্বনুগ্রেষ্বধ্রুবেষু চ॥
বিনা চতুর্থীং নবমীং বিনা রিক্তাং চতুর্দ্দশীম্।
মধ্যাহ্নমর্দ্ধরাত্রঞ্চ ভূকম্পং রাহুদর্শনম্॥
বিনা দেশমশস্তঞ্চাশস্তৌৎপাতিকলক্ষণম্।
দূতং প্রশস্তমব্যগ্রং নির্দ্দিশেদাগতং ভিষক্॥

যে দূত সদাচারী, হৃষ্ট, পূর্ণাবয়ব, প্রশংসার উপযুক্ত, শুভ্রবস্ত্রধারী, যাহার মস্তকে মুণ্ডন বা জটা নাই, রোগীর সহিত যাহার জাতি বেশ ও ক্রিয়ার সাম্য আছে, উষ্ট্র বা গর্দ্দভাদি যানে যে উপস্থিত না হয়, সন্ধ্যাভিন্ন অন্য কালে, গ্রহ দারুণ উগ্র ও ধ্রুবনক্ষত্র ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে, চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী প্রভৃতি রিক্তাভিন্ন অন্য তিথিতে এবং মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধরাত্র, ভূমিকম্প বা রাহুদর্শন (গ্রহণ) সময় ব্যতীত অন্য সময়ে, প্রশস্ত স্থানে, যে ব্যগ্র না হইয়া উপস্থিত হয়, এবং যাহার আগমনকালে কোনরূপ অপ্রশস্ত ঔৎপাতিক লক্ষণ লক্ষিত না হয়, সেই দূতকে চিকিৎসক প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।

দধ্যক্ষতদ্বিজাতীনাং বৃষভাণাং নৃপস্য চ।
রত্নানাং পূর্ণকুম্ভানাং সিতস্য তুরগস্য চ॥
সুরধ্বজপতাকানাং ফলানাং পাবকস্য চ।
কন্যানাং বর্দ্ধমানানাং বদ্ধস্যৈকপশোস্তথা॥
পৃথিব্যা উদ্ধৃতায়াশ্চ বহ্নেঃ প্রজ্বলিতস্য চ।
মোদকানাং সুমনসাং শুক্লানাং চন্দনস্য চ॥
মনোজ্ঞস্যান্নপানস্য পূর্ণস্য শকটস্য চ।
নৃভির্ধেন্বাঃ সবৎসায়া বড়বায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥

জীবঞ্জীবকসিদ্ধার্থসারসপ্রিয়বাদিনাম্ ।
হংসানাং শতপত্রাণাং চাষাণাং শিখিনাং তথা ॥
মৎস্যাজদ্বিজশঙ্খানাং মাংসস্য চ ঘৃতস্য চ ।
রুচকাদর্শসিদ্ধার্থরোচনানাঞ্চ দর্শনম্ ॥
গন্ধঃ সুগন্ধোবর্ণশ্চ সুশুক্লো মধুরো রসঃ ।
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং প্রশস্তানাং গিরঃ শুভাঃ ॥
ছত্রধ্বজপতাকানামুৎক্ষেপণমভিপ্লুতিঃ ।
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং শব্দাঃ পুণ্যাহনিস্বনাঃ ॥
বেদাধ্যয়নশব্দাশ্চ সুখো বায়ুঃ প্রদক্ষিণঃ ।
পথি বেশ্মপ্রবেশে চ বিদ্যাদারোগ্যলক্ষণম্ ॥

দধি, আতপ তণ্ডুল, ব্রাহ্মণ, বৃষ, রাজা, রত্ন, পূর্ণকুম্ভ, শ্বেত অশ্ব, ইন্দ্রধ্বজা, পতাকা, ফল, অগ্নি, বর্দ্ধনশীলা কন্যা, একটি বদ্ধ পশু, কর্ষিত ভূমি, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, মোদক, শ্বেত পুষ্প, চন্দন, মনোরম আহার্য্য ও পানীয়, মনুষ্যপূর্ণ শকট, সবৎসা ধেনু ঘোটকী বা নারী, চকোর সিদ্ধার্থ সারস চাতক হংস শতপত্র চাষ ও ময়ূর এইসকল পক্ষী, মৎস্য, ছাগ, হস্তিদন্ত, শঙ্খ, মাংস, ঘৃত, রুচকলবণ, দর্পণ, শ্বেত সর্ষপ ও গোরোচনা, এইসমস্ত পদার্থের দর্শন ; সুগন্ধ, শুক্লবর্ণ, মধুর রস, প্রশস্ত পশু পক্ষি-মনুষ্যগণের শুভ শব্দ, ছত্র-ধ্বজ-পতাকার উৎক্ষেপণ বা সঞ্চালন, ভেরী মৃদঙ্গ বা শঙ্খের শব্দ, "পুণ্যাহ" এই শব্দ, বেদাধ্যয়ন শব্দ, এবং সুখস্পর্শ অনুকূল বায়ু, রোগিগৃহে গমনকালে অথবা গৃহপ্রবেশের সময়ে এই সমুদায়ের দর্শন-শ্রবণাদি আরোগ্যজনক বলিয়া জানিবে ।

মঙ্গলাচারসম্পন্নঃ সাতুরো বৈশ্মিকো জনঃ ।
শ্রদ্দধানোঽনুকূলশ্চ প্রভূতদ্রব্যসংগ্রহঃ ॥
ধনৈশ্বর্য্যসুখাবাপ্তিরিষ্টলাভঃ সুখেন চ ।
দ্রব্যাণাং তত্র যোগ্যানাং যোজনা সিদ্ধিরেব চ ॥

রোগী এবং তাহার পরিবারবর্গ ম[illegible]াচারী, [illegible] বান্ ও অনুকূল হইলে, চিকিৎসার উপকরণসমূহের প্রভূত সং[illegible]লে, তাহাদ্যগ[illegible] [illegible]শ্বর্য্য, সুখ, ও অভীষ্ট পদার্থ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলে, উপযুক্ত ঔষধসমূহ সংগৃহী[illegible] [illegible]ধন, এ[illegible]বং ঔষধের কার্য্য সফল হইলে, তাহাও আরোগ্যসূচক লক্ষণ ।

গৃহপ্রাসাদশৈলানাং নাগানাং [illegible] বৃষভস্য ।
হয়ানাং পুরুষাণাঞ্চ স্বপ্নে সমধিরোহণম্ ॥
অর্ণবানাং প্রতরণং বৃদ্ধিঃ সম্বাধনিঃসৃতিঃ ।
স্বপ্নে দেবৈঃ সপিতৃভিঃ প্রসন্নৈশ্চাভিভাষণম্ ॥
সোমার্কাগ্নিদ্বিজাতীনাং গবাং নৃণাং যশস্বিনাম্ ।
দর্শনং শুক্লবস্ত্রাণাং হ্রদস্য বিমলস্য চ ॥

মাংসমৎস্যবিষামেধ্যচ্ছত্রাদর্শপরিগ্রহঃ।
স্বপ্নে সুমনসাঞ্চৈব শুক্লানাং দর্শনং শুভম্॥
অশ্বগোরথযানঞ্চ যানং পূর্ব্বোত্তরেণ চ।
রোদনং পতিতোত্থানং দ্বিষতাঞ্চাবমর্দ্দনম্॥

গৃহ, প্রাসাদ, পর্ব্বত, বৃক্ষ, বৃষ, অশ্ব ও পুরুষের উপর আরোহণ, সমুদ্রে সন্তরণ, সমুদ্রের বৃদ্ধি দর্শন, বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ, প্রসন্ন দেবতা বা পিতৃগণের সহিত সম্ভাষণ; চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, যশস্বী-মনুষ্য, শুক্লবস্ত্র ও নির্ম্মল হ্রদের দর্শন; মাংস, মৎস্য বিষ, অপবিত্র দ্রব্য (বিষ্ঠাদি), ছত্র ও দর্পণের গ্রহণ; অশ্বযানে, গোযানে বা রথযানে এবং পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে গমন, এবং রোদন, পতিত হইয়া উত্থান, ও শত্রুগণকে পরাজিত করা, এই সমস্ত স্বপ্নদর্শন আরোগ্যলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সত্ত্বলক্ষণসংযোগো ভক্তির্বৈদ্যে দ্বিজাতিষু।
সাধ্যত্বং ন চ নির্ব্বেদস্তদারোগ্যস্য লক্ষণম্॥
আরোগ্যাদ্বলমায়ুশ্চ সুখঞ্চ লভতে মহৎ।
ইষ্টাংশ্চাপ্যপরান্ ভাবান্ পুরুষঃ শুভলক্ষণঃ॥

রোগী সত্ত্বলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ সৎস্বভাব এবং বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান হইলে, রোগ অসাধ্য না হইলে, এবং কোন বিষয়ে নির্ব্বেদ না থাকিলে, তাহাও আরোগ্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। শুভলক্ষণান্বিত পুরুষ আরোগ্যলাভ করিয়া, বল, আয়ুঃ, ও মহৎ সুখ এবং অন্যান্য অভীষ্ট লাভ করেন।

তত্র শ্লোকৌ।

উক্তং গোময়চূর্ণীয়ে মরণারোগ্যলক্ষণম্।
দূতস্বপ্নাতুরোৎপাতযুক্তিসিদ্ধিব্যপাশ্রয়ম্॥

এই গোময়চূর্ণীয় অধ্যায়ে দূত, স্বপ্ন, উৎপাত, যুক্তি ও সিদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক মরণ ও আরোগ্যের লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইল।

ইতীদমুক্তং নিখিলং যথাতথং তদন্ববেক্ষ্যং সততং ভিষগ্বিদা।
তথা হি সিদ্ধিঞ্চ যশশ্চ শাশ্বতং স সিদ্ধকর্ম্মা লভতে ধনানি চ॥

এই ইন্দ্রিয়স্থানে সমুদায় অরিষ্ট লক্ষণই যথাযথ কথিত হইয়াছে। চিকিৎসক সেইসমস্ত লক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে, সিদ্ধকর্ম্মা হইয়া, কার্য্যসিদ্ধি, যশঃ ও ধন নিত্য লাভ করিতে পারেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়স্থানে
গোময়চূর্ণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের ইন্দ্রিয়স্থানে
গোময়চূর্ণীয়নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ইতীন্দ্রিয়স্থানং সম্পূর্ণম্।

চিকিৎসার স্থানম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রসায়নপাদঃ।

অথাতোঽভয়ামলকীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অনন্তর আমরা অভয়ামলকীয় রসায়নপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

চিকিৎসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধং।
প্রায়শ্চিত্তংপ্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনং হিতং॥
বিদ্যাদ্ভেষজনামানি ভেষজং দ্বিবিধঞ্চ তৎ।
স্বস্থস্যোজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগনুৎ॥

চিকিৎসিত, ব্যাধিহর, পথ্য, সাধন, ঔষধ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রশমন, প্রকৃতিস্থাপন এবং হিত এই কয়েকটী শব্দ ভেষজকে বুঝায়। ভেষজ দুই প্রকার। এক প্রকার ভেষজে সুস্থের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়—এবং দ্বিতীয় প্রকার ভেষজে রোগীর রোগহানি হইয়া থাকে।

অভেষজঞ্চ দ্বিবিধং বাধনং সানুবাধনং।
স্বস্থস্যোজস্করং যত্তু তদ্বৃষ্যন্তদ্রসায়নং॥
প্রায়ঃ প্রায়েণ রোগাণাং দ্বিতীয়ং প্রশমে মতং।
প্রায়ঃ শব্দো বিশেষার্থো হ্যভয়ং হ্যভয়ার্থকৃৎ॥

অভেষজও আবার দ্বিবিধ—বাধন ও সানুবাধন। যাহা সদ্যঃ প্রাণহর তাহাকে বাধন কহে ও যাহা কালান্তরে অপকারক, তাহাকে সানুবাধন কহে। যে সকল ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির

ওজস্কর তাহাকে বৃষ্য ও রসায়ন কহে। বৃষ্য ও রসায়ন এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রসায়ন ঔষধ সকল প্রায় সমস্ত রোগেরই প্রশমক। বৃষ্যের রোগপ্রশমন শক্তি তাদৃশ নাই—তবে ইহাও রোগপ্রশমক বটে।

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণস্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয়বলং পরং॥
বাক্‌সিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নং॥

মনুষ্য রসায়ন সেবনে দীর্ঘায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণবয়স, প্রভা, বর্ণ, স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় বল, বাক্‌সিদ্ধি, বিনয় এবং কান্তি—এই সকল লাভ করিয়া থাকে। প্রশস্ত রসাদি ধাতু সকল লাভের উপায় বলিয়া ইহার নাম রসায়ন।

অপত্যসন্তানকরং যৎসদ্যঃ সংপ্রহর্ষণং।
বাজীবাতিবলো যেন যাত্যপ্রতিহতঃ স্ত্রিয়ঃ॥
ভবত্যতিপ্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যেন যেনোপচীয়তে।
জীর্য্যতোঽপ্যক্ষয়ং শুক্রং ফলবদ্‌যেন দৃশ্যতে॥
প্রভূতশাখঃ শাখীব যেন চৈত্যো যথা মহান্‌।
ভবত্যর্চ্চ্যো বহুমতঃ প্রজানাং সুবহুপ্রজঃ॥
সন্তানমূলং যেনেহ প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
যশঃ শ্রিয়ং বলং পুষ্টিং বাজীকরণমেব তৎ॥

যাহা বহু অপত্য জননের কারণ, সদ্যই মনের উল্লাসকর, যে ঔষধ সেবনে পুরুষ অশ্বের ন্যায় অতি বলবান্ হইয়া অপ্রতিহত ভাবে স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে; যাহা দ্বারা রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়া যায়; যে ভেষজ সেবনে জরাগ্রস্ত পুরুষেরও শুক্র অক্ষয় ভাবে উপচিত ও অপত্য জননশক্তিবিশিষ্ট হয়; যে ভেষজবলে বহুশাখা বিশিষ্ট মহান্ চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় পুরুষ বহু অপত্যবান্ হইয়া লোকপূজ্য হইয়া থাকে, যাহা বহু অপত্যের মূল; যদ্দ্বারা ইহ ও পরকালে অক্ষয় যশ, শ্রী, বল ও পুষ্টিলাভ করা যায়, তাহাকে বাজীকরণ বা বৃষ্য ভেষজ বলে।

স্বস্থস্যৌজস্করস্ত্বেতদ্‌দ্বিবিধং প্রোক্তমৌষধং।
যদ্ব্যাধিনির্ঘাতকরং বক্ষ্যতে তচ্চিকিৎসিতে॥
চিকিৎসিতার্থ এতাবান্ বিকারাণাং যদৌষধং।
রসায়নবিধিশ্চাগ্রে বাজীকরণমেব চ॥

সুস্থ ব্যক্তির ওজস্কর এই দ্বিবিধ বৃষ্য ও রসায়ন ঔষধের বিষয় বলা হইতেছে। ব্যাধি নিবৃত্তিকর ঔষধের বিষয় চিকিৎসা স্থানে বলা হইবে। কারণ রোগ সমূহের যাহা ঔষধ, তদ্দ্বারাই চিকিৎসাকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অগ্রে রসায়ন ও বাজীকরণ বিধি বলা যাইতেছে।

অভেষজমিতি জ্ঞেয়ং বিপরীতং যদৌষধাৎ।
তদসেব্যং নিষেব্যন্তু প্রবক্ষ্যামি যদৌষধং॥

যাহা ঔষধের বিপরীত তাহাকে অভেষজ বলে তাহা অসেব্য। পরন্তু যে ঔষধ সেবনীয় তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

রসায়নানাং দ্বিবিধং প্রয়োগমৃষয়ো বিদুঃ।
কুটীপ্রাবেশিকং চৈব বাতাতপিকমেব চ॥

ঋষিগণ রসায়নকে দ্বিবিধভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক কুটী প্রাবেশিক প্রয়োগ (বাতাতপরহিত গৃহকে কুটীগৃহ বলে) ও অপর বাতাতপিক প্রয়োগ।

কুটী প্রাবেশিকস্যাদৌ বিধিঃ সমুপদেক্ষ্যতে।
নৃপবৈদ্যদ্বিজাতীনাং সাধূনাং পুণ্যকর্ম্মণাং॥
নিবাসে নির্ভয়ে শস্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যান্তু সুভূমৌ কারয়েৎ কুটীং॥
বিস্তারোৎসেধসম্পন্নাং ত্রিগর্ভাং সূক্ষ্মলোচনাং।
ঘনভিত্তিমৃতুসুখাং সুস্পষ্টাং মনসঃ প্রিয়াং॥
শব্দাদীনামশস্তানামগম্যাং স্ত্রীবিবর্জ্জিতাং।
ইষ্টোপকরণোপেতাং সজ্জবৈদ্যৌষধদ্বিজাং॥

প্রথমে কুটীপ্রাবেশিক বিধি বলা যাইতেছে। নৃপ, বৈদ্য ও পুণ্যকর্ম্মা সাধু দ্বিজাতিগণ-বেষ্টিত, সর্প ও চোর প্রভৃতির ভয় রহিত, প্রশস্ত ও রসায়নের উপযোগী আবাস স্থানের নিকট এমন একটী স্থান মনোনীত করিবে যথায় দ্রব্যসকল অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ স্থানের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে উৎকৃষ্ট ভূমিতে একটী কুটী নির্ম্মাণ করাইবে। কুটী বিস্তার ও উচ্চতা সম্পন্ন হইবে, ত্রিগর্ভ হইবেক ও সূক্ষ্মলোচনা অর্থাৎ বহুবায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, একারণ উহার ভিত্তির উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ছিদ্র থাকিবে। উহা দৃঢ়ভিত্তি, সকল ঋতুতেই সুখকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মনের প্রীতিজনক হইবে। এরূপ স্থলে কুটী নির্ম্মিত হইবে যে লোক-কোলাহল বা কোন অপ্রশস্ত শব্দ ঐ কুটীতে প্রবেশ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিতে না পারে। ঐ কুটীটি স্ত্রীলোকের সম্পর্কশূন্য ও ইষ্টোপকরণযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং বৈদ্য ঔষধ ও দ্বিজগণ সংশ্রিত হওয়া উচিত।

অথোদগয়নে শুক্লে তিথি নক্ষত্রপূজিতে।
মুহূর্ত্তকরণোপেতে প্রশস্তে কৃতবাপনঃ॥
ধৃতিস্মৃতিবলং কৃত্বা শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ।
বিধূয় মানসান্ দোষান্ মৈত্রীং ভূতেষু চিন্তয়ন্॥
দেবতাঃ পূজয়িত্বাগ্রে দ্বিজাতীংশ্চ প্রদক্ষিণং।
দেবগোব্রাহ্মণান্ কৃত্বা ততস্তাং প্রবিশেৎ কুটীং॥

তস্যাং সংশোধনৈঃ শুদ্ধঃ সুখী জাতবলঃ পুনঃ।
রসায়নং প্রযুঞ্জীত তৎপ্রবক্ষ্যামি শোধনং॥

অনন্তর উত্তরায়ণের কোন শুক্লপক্ষে প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও করণের সুযোগ হইলে কৃতবাপন অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তর ধৃতি ও স্মৃতিবল বর্দ্ধিত করিয়া শ্রদ্ধাবান ও সমাহিত হইয়া রাগদ্বেষাদি মানসিক দোষ সকল পরিহার করতঃ সর্ব্বভূতে মিত্রভাব চিন্তা করিয়া অগ্রে গণেশাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া ও গোব্রাহ্মণ ও দেবতা প্রদক্ষিণ করতঃ কুটীতে প্রবেশ করিবে। কুটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বমন বিরেচনাদি সংশোধন ঔষধ দ্বারা সংশুদ্ধ, জাতবল ও সুখী হইয়া পশ্চাৎ রসায়ন সেবন করিবে। সংশোধনের প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে।

হরীতকীনাং চূর্ণানি সৈন্ধবামলকে গুড়ং।
বচাং বিড়ঙ্গং রজনীং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজং॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনা জন্তুঃ স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ।
তেন শুদ্ধশরীরায় কৃতসংসর্জ্জনায় চ॥
ত্রিরাত্রং যাবকং দদ্যাৎ পঞ্চাহং বাপি সর্পিষা।
সপ্তাহং বা পুরাণস্য যাবচ্ছুদ্ধেস্তু বর্চ্চসঃ॥
শুদ্ধকোষ্ঠন্তু তং জ্ঞাত্বা রসায়নমুপাচরেৎ।
বয়ঃপ্রকৃতিসাত্ম্যজ্ঞো যৌগিকং যস্য যদ্ভবেৎ॥

রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করার পূর্ব্বে কুটীপ্রবেশকারী ব্যক্তিকে স্নেহ ও স্বেদ দিয়া হরীতকী, সৈন্ধব, আমলকী, পুরাতন গুড়, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, বচ, হরিদ্রা এবং শুঁঠ এই সমুদয়ের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। এই বিরেচন দ্বারা শরীব সংশুদ্ধ হইলে পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিবে। তৎপরে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পর উহাকে তিন পাঁচ বা সাত দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না উহার কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় ততদিন উহাকে ঘৃত ও পুরাতন যবের যবাগু খাওয়াইবে। কুটী প্রবেশকারির উত্তমরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া উহার বয়স, প্রকৃতি এবং সাত্ম্যবিবেচনায় উহার পক্ষে যে রসায়ন হিতকর তাহাই প্রয়োগ করিবে।

হরীতকীং পঞ্চরসামুষ্ণামলবণাং শিবাং।
দোষানুলোমিনীং লঘ্বীং বিদ্যাদ্দীপনপাচনীং॥
আয়ুষ্যাং পৌষ্টিকীং ধন্যাং বয়সঃ স্থাপনীং পরাং।
সর্ব্বরোগপ্রশমনীং বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদাং॥
কুষ্ঠং গুল্মমুদাবর্ত্তং শোষং পাণ্ড্বাময়ং মদং।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং পুরাণং বিষমজ্বরং॥
হৃদ্রোগং সশিরোরোগমতীসারমরোচকং।
কাসং প্রমেহমানাহং প্লীহানমুদরং নবং॥

কফপ্রসেকং বৈস্বর্য্যং বৈবর্ণ্যং কামলাং ক্রিমীন্।
শ্বয়থুস্তমকং ছর্দ্দিং ক্লৈব্যমঙ্গাবসাদনং ॥
স্রোতোবিবন্ধান্ বিবিধান্ প্রলেপং হৃদয়োরসোঃ।
স্মৃতিবুদ্ধিপ্রমোহঞ্চ জয়েৎ শীঘ্রং হরীতকী ॥

হরীতকীর গুণ—হরীতকী মধুর, অম্ল, কষায়, তিক্ত এবং কটু—এই পঞ্চ রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, লবণরসবিরহিত, মাঙ্গল্য, দোষের অনুলোমক, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, আয়ুর হিতকর, পুষ্টিকর, ধন্য, যৌবনস্থাপক, সর্ব্বরোগপ্রশমন এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে। কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, রাজযক্ষ্মা, পাণ্ডু, মদরোগ, অর্শ, গ্রহণী, পুরাতন জ্বর, বিষমজ্বর, হৃদ্‌রোগ, শিরোরোগ, অতীসার, অরুচি, কাস, প্রমেহ, আনাহ, প্লীহা, নূতন উদররোগ, কফপ্রসেক, বৈস্বর্য্য, বৈবর্ণ্য, কামলা, ক্রিমি, শোথ, তমক, বমি, ক্লীবতা, অঙ্গাবসাদন, নানাপ্রকার স্রোতোবিবন্ধ, হৃদয় ও বক্ষঃস্থলের লিপ্ততা এবং বুদ্ধি ও স্মৃতির বিভ্রংশ—এই সমুদয় হরীতকী কর্ত্তৃক শীঘ্রই নিবারিত হইয়া থাকে।

অজীর্ণিনো রুক্ষভুজঃ স্ত্রীমদ্যবিষকর্ষিতাঃ।
সেবেরন্নাভয়ামেতে ক্ষুত্তৃষ্ণোষ্ণার্দ্দিতাশ্চ যে ॥

অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, রুক্ষান্নসেবী, স্ত্রী মদ্য ও বিষকর্ষিত ব্যক্তি এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও উষ্ণ পীড়িত ব্যক্তির হরীতকী সেবন করা উচিত নয়।

তান্ গুণাংস্তানি কর্ম্মাণি বিদ্যাদামলকীষ্বপি।
যান্যুক্তানি হরীতক্যা বীর্য্যস্য তু বিপর্য্যয়ঃ ॥
অতশ্চামৃতকল্পানি বিদ্যাৎ কর্ম্মভিরীদৃশৈঃ।
হরীতকীনাং শস্যানি ভিষগামলকস্য চ ॥

হরীতকীর যেসকল গুণ ও কর্ম্ম উক্ত হইল, আমলকীর গুণকর্ম্মও সেইরূপ। তবে আমলকীর বীর্য্য হরীতকীর বীর্য্যের বিপরীত অর্থাৎ হরীতকী উষ্ণবীর্য্য, আমলকী শীতবীর্য্য। ঈদৃশ গুণকর্ম্ম আছে বলিয়া হরীতকী ও আমলকীর শাঁসকে (আটীশূন্য ত্বক্) অমৃতকল্প বলিয়া জানিবে।

ওষধীনাং পরা ভূমির্হিমবান্ শৈলসত্তমঃ।
তস্মাৎ ফলানি তজ্জানি গ্রাহয়েৎ কালজানি চ ॥
আপূর্ণরসবীর্য্যাণি কালে কালে যথাবিধি।
আদিত্য সলিলচ্ছায়া পবনপ্রীণিতানি চ ॥
যান্যদগ্ধান্যপূতীনি নির্ব্রণান্যগদানি চ।
তেষাং প্রয়োগং বক্ষ্যামি ফলানাং কর্ম্ম চোত্তমং ॥

শৈলসত্তম হিমবান্‌পর্ব্বত ওষধি সমূহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎপত্তিস্থান। অতএব যথাকালজাত ওষধি সমুদয় হিমালয় হইতেই গ্রহণ করিবে। সম্পূর্ণ রস ও বীর্য্যবিশিষ্ট, যথাকালে ও যথাযথরূপে সূর্য্য, সলিল, ছায়া ও বায়ু কর্ত্তৃক সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত, দগ্ধ নয়, দুর্গন্ধবিশিষ্ট নয়,

কোনরূপ ক্ষত বা কোনরূপ দোষযুক্ত নয়, এইরূপ ওষধি সকল গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ওষধির প্রয়োগ ও কর্ম্মের বিষয় বলা যাইতেছে।

পঞ্চানাং পঞ্চমূলানাং ভাগান্ দশপলোন্মিতান্।
হরীতকীসহস্রঞ্চ ত্রিগুণামলকং নবং॥
বিদারিগন্ধাং বৃহতীং পৃশ্নিপর্ণীং নিদিগ্ধিকাং।
বিদ্যাদ্বিদারিগন্ধাখ্যং শ্বদংষ্ট্রা পঞ্চমং গণং॥
বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাকং কাশ্মর্য্যমথ পাটলীং।
পুনর্নবাসূর্পপর্ণ্যৌ বলামৈরণ্ডমেব চ॥
জীবকর্ষভকৌ মেদাং জীবন্তীং সশতাবরীং।
শরেক্ষুদর্ভকাশানাং শালীনাং মূলমেব চ॥
ইত্যেষাং পঞ্চমূলানাং পঞ্চানামুপকল্পয়েৎ।
ভাগান্ যথোক্তাংস্তৎ সর্ব্বং সাধ্যং দশগুণেঽম্ভসি॥
দশভাগাবশেষন্তু পূতন্তদ্‌গ্রাহয়েদ্রসং।
হরীতকীশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাণ্যামলকানি চ॥
তানি সর্ব্বাণ্যনস্থীনি ফলান্যাপোথ্য কূর্চ্চনৈঃ।
বিনীয় তস্মিন্নির্য্যূহে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ পিপ্পল্যাঃ শঙ্খপুষ্প্যাঃ প্লবস্য চ।
মুস্তানাং সবিড়ঙ্গানাং চন্দনাগুরুণোস্তথা॥
মধুকস্য হরিদ্রায়া বচায়াঃ কনকস্য চ।
ভাগাংশ্চতুষ্পলান্ কৃত্বা সূক্ষ্মৈলায়াস্ত্বচস্তথা॥
সিতোপলা সহস্রন্তু চূর্ণিতং তুলয়াধিকং।
তৈলস্যদ্ব্যাঢ়কং তত্র দদ্যাত্রীণি চ সর্পিষঃ॥
সাধ্যমৌডুম্বরে পাত্রে তৎসর্ব্বং মৃদুনাগ্নিনা।
জ্ঞাত্বা লেহমদগ্ধঞ্চ শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংসৃজেৎ॥
ক্ষৌদ্রপ্রমাণং স্নেহার্দ্ধং তৎ সর্ব্বং ঘৃতভাজনে।
তিষ্ঠেৎ সংমূর্চ্ছিতং তস্য মাত্রাং কালে প্রযোজয়েৎ॥
যা নোপরুন্ধ্যাদাহারমেবং মাত্রাং জরাংপ্রতি।
ষষ্টিকঃ পয়সা চাত্র জীর্ণে ভোজনমিষ্যতে॥
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথা চান্যে তপোধনাঃ।
রসায়নমিদং প্রাপ্য বভূবুরমিতায়ুষঃ॥
মুক্ত্বা জীর্ণং বপুশ্চাগ্র্যমবাপুস্তরুণং বয়ঃ।
বীততন্দ্রাক্লম শ্বাসা নিরাতঙ্কাঃ সমাহিতাঃ॥

মেধাস্মৃতিবলোপেতাশ্চিররাত্রং তপোধনাঃ।
ব্রাহ্ম্যং তপো ব্রহ্মচর্য্যং চেরুশ্চাত্যন্তনিষ্ঠয়া ॥
রসায়নমিদং ব্রাহ্ম্যমায়ুষ্কামঃ প্রযোজয়েৎ।
দীর্ঘমায়ুর্ব্বয়শ্চাগ্র্যং কামাংশ্চেষ্টান্ সমশ্নুতে ॥
ইতি ব্রাহ্ম্যরসায়নম্।

বিদারীগন্ধা (শালপর্ণী), বৃহতী (ব্যাকুড়), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলিয়া), নিদিগ্ধিকা (কণ্টকারী), ও শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর)—এই বিদারীগন্ধাদ্য স্বল্প পঞ্চমূল; বিল্ব (বেলছাল) অগ্নিমন্থ (গণিয়ারি ছাল), শ্যোনাক (শোনাছাল), কাশ্মর্য্য (গাম্ভারীছাল) ও পাটল (পারুলছাল)—এই বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূল; পুনর্ণবা (শ্বেতপুনর্ণবা), মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, বলা, (বেড়েলা), এবং এরণ্ডমূল (ভেরেণ্ডা) ইহারা পুনর্ণবাদি পঞ্চমূল; জীবক, ঋষভক, মেদা, জীবন্তি ও শতমূলী—এই জীবক প্রভৃতি পঞ্চমূল; কুশ, কাশ (কেশে), শর, উলূ ও কুশেক্ষু—এই তৃণপঞ্চমূল সমুদয়ে এই পাঁচটী পঞ্চমূলের প্রত্যেকে দুইপল, সমুদয়ে পঞ্চাশপল পরিমিত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া একত্রে দশগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দশ ভাগের একভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিতে হইবে। পরে ঐ ক্বাথে এক সহস্র হরীতকী ও তিন সহস্র নূতন আমলকী নিরাস্থি ও কুট্টিত করিয়া গুলিয়া লইবে। পরে তাহাতে গব্য ঘৃত ৩৮ সের দিয়া তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতে উহা পাক করিতে হইবে। আসন্ন পাকে মণ্ডুকপর্ণী (থুলকুড়), পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, প্লব (কৈবর্ত্তমুস্তক), মুস্তক (মুথা), বিড়ঙ্গ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, বচ, কনক, (পলাশ), এবং ছোট এলাচ—এই সমুদয়ের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিপল, মিছরি চূর্ণ একশত পল; ও তিল তৈল বত্রিস সের প্রক্ষেপ দিবে। যখন উহা লেহের ন্যায় গাঢ় হইয়াছে জানিবে, তখন উহা নামাইয়া শীতল করিবে। এবং শীতল হইলে পর উহাতে তৈল ও ঘৃতের অৰ্দ্ধেক পরিমিত মধু অর্থাৎ ৩০ সের মধু মিশ্রিত করিয়া উহা ঘৃতপাত্রে রাখিবে। পরে যে কালে ও যে মাত্রায় উহা সেবন করিলে আহারবিরোধী না হয়, সেইরূপ যথাকালে ও যথামাত্রায় ঐ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ পরিপাক হইলে দুগ্ধ ও ষষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করা বিধেয়। পুরাকালে বৈখানস ও বালখিল্য এবং অন্যান্য তপোধনগণ এই রসায়ন সেবন করিয়া অপরিমিত আয়ুঃ, জরাশূন্য উৎকৃষ্ট দেহ এবং তরুণ বয়স লাভ করিয়াছিলেন। এই রসায়ন সেবনে তাঁহারা বীততন্দ্রা, বীতশ্রম ও বীতশ্বাস হইয়া নীরোগী ও সমাহিত ভাবে দিনযাপন করিতেন। এই রসায়ন বলে তাঁহারা অত্যন্ত মেধাবী ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া অতিশয় নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মতপঃ ও ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। ইহাকে ব্রাহ্মরসায়ন কহে। ইহা সেবনে দীর্ঘায়ুঃ ও অভিলষিত বিষয় সকল লাভ হইয়া থাকে। ইতি ব্রাহ্মরসায়ন প্রয়োগ।

যথোক্তগুণানামামলকানাং সহস্রং পিষ্ট্বা স্বেদনবিধিনা পয়স উষ্মণা সুস্বিন্নমনাতপশুষ্কমনস্থি চূর্ণয়েৎ। তদামলকসহস্রস্বরসপরিপীতং স্থিরা পুনর্ণবা জীবন্তী নাগবলা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা মণ্ডুকপর্ণী শতাবরী শঙ্খপুষ্পী পিপ্পলী বচা বিড়ঙ্গ স্বয়ংগুপ্তামৃতাচন্দনাগুরুমধুকমধূকপুষ্পোৎপলপদ্ম মালতীযুবতীযূথিকাচূর্ণাষ্টভাগসংযুক্তং। পুনর্নাগবলাসহস্রপলস্বরসপরিপীতম-

নাতপশুষ্কং দ্বিগুণিতসর্পিষা ক্ষৌদ্রসর্পিষা বা ক্ষুদ্রগুড়াকৃতিং কৃত্বা শুচৌ দৃঢ়ে ঘৃতভাবিতেকুম্ভে ভস্মরাশেরধঃ স্থাপয়েৎ অন্তর্ভূমেঃ পক্ষং কৃতরক্ষাবিধানং অথর্ববেদবিদা। পক্ষাত্যয়ে চোদ্ধৃত্যকনকরজততাম্র প্রবালকালায়সচূর্ণাষ্টভাগসংযুক্তমর্দ্ধকর্ষবৃদ্ধ্যা যথোক্তেন বিধিনা প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জানোঽগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য জীর্ণে চ যষ্টিকং পয়সা সসর্পিষ্কমুপসেবমানো যথোক্তান্ গুণান্ সমশ্নুতে ইতি।

ভবন্তি চাত্র।

ইদং রসায়নং ব্রাহ্ম্যং মহর্ষিগণসেবিতং।
ভবত্যরোগো দীর্ঘায়ুঃ প্রযুঞ্জানো মহাবলঃ॥
কান্তঃ প্রজানাং সিদ্ধার্থশ্চন্দ্রাদিত্যসমদ্যুতিঃ।
শ্রুতং ধারয়তে সত্ত্বমার্ষং চাস্য প্রবর্ত্ততে॥
ধরণীধরসারশ্চ বায়ুনা সমবিক্রমঃ।
সভবত্যবিষং চাস্য গাত্রে সম্পদ্যতে বিষম্॥

ইতি দ্বিতীয় ব্রাহ্ম্যরসায়নযোগঃ।

পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত আমলকী একসহস্র লইয়া একটী বৃহৎ ভাণ্ডে গোদুগ্ধ রাখিয়া ভাণ্ডমুখ বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া তদুপরি ঐ আমলকী গুলিন রাখিয়া অথবা অন্যান্য প্রকারে দুগ্ধের বাষ্পদ্বারাই ঐ আমলকীগুলি উত্তম রূপে স্বিন্ন করিয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া আঁটী শূন্য করতঃ চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ অন্য আমলকীর স্বরসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে স্থিরা (শালপর্ণী), পুনর্ণবা, জীবন্তী, গোরক্ষচাকুলিয়া, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, মণ্ডুকপর্ণী, শতাবরী, শঙ্খপুষ্পী, পিপ্পলী, বচ, বিড়ঙ্গ, আত্মগুপ্তা, (আলকুশী) গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, মৌলপুষ্প, নীলোৎপল, পদ্ম, মালতী, যুবতী ও যূথিকা এই দ্বাবিংশতি দ্রব্যের চূর্ণ উক্ত আমলকী চূর্ণের আট ভাগের একভাগ পরিমিত লইয়া উক্ত আমলকী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাগবলার (গোরক্ষ চাকুলের) সহস্র পল দিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ঘৃত ও মধু অথবা কেবল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া পরিষ্কৃত ও দৃঢ় ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকার ভিতর ভস্মরাশির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া একপক্ষকাল রাখিবে। এবং রাখিবার সময় অথর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার রক্ষাবিধান করাইবে। একপক্ষ অতীত হইলে ঐ কুম্ভ উদ্ধৃত করিবে এবং স্বর্ণ, রজত, তাম্র ও প্রবাল—এই সমুদয়ের ভস্ম ঔষধের এক অষ্টমাংশ পরিমাণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবল বিবেচনা মতে প্রথম দিন এক তোলা এবং প্রতিদিন একতোলা বৃদ্ধি করিয়া বিধিমতে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে যষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ভোজন করিলে পূর্ব্বোক্ত রসায়ন গুণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষিগণ সেবিত এই দ্বিতীয় ব্রাহ্মরসায়ন সেবন করিলে আরোগ্য, দীর্ঘায়ু ও মহাবল লাভ হইয়া থাকে। ইহা সেবনে লোকের প্রিয়, সফলমনোরথ, চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন, শ্রুতিধর ও ঋষিভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সেবনে পর্ব্বতের ন্যায় সার ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন হওয়া যায়। ইহা দ্বারা বিষেরও বিষত্ব থাকে না। ইতি দ্বিতীয় ব্রাহ্মরসায়ন।

বিল্বাগ্নিমন্থৌ শ্যোনাকঃ কাশ্মর্য্যং পাটলির্ব্বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ং॥
শৃঙ্গীতামলকীদ্রাক্ষা জীবন্তীপুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্নবামেদা এলাচন্দনমুৎপলং।
বিদারীবৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাত্তদৈকত্র জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসং।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎসাধু সাধয়েৎ॥
ষট্ পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে সমাবপেৎ।
চতুষ্পলন্তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পলীদ্বিপলন্তথা॥
পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাং চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতং।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চাপ্যপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যোপরুন্ধ্যান্নভোজনং।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎপুনর্যুবা॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাং।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যং॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটীপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং রূপমপাস্য সর্ব্বং বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥

ইতি চ্যবনপ্রাশঃ।

বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, চারিপ্রকার পর্ণী অর্থাৎ শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), মুদ্গপর্ণী (মুগানি), মাষপর্ণী (মাষানি), পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতীদ্বয় অর্থাৎ বৃহতী ও কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যালকী (ভুঁই আমলা) দ্রাক্ষা (কিসমিস), জীবন্তী, পুষ্কর (কুড়), অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুথা, পুনর্নবা মেদা, ছোট এলাচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী

ও কাকনাসিকা—ইহাদের প্রত্যেকের একপল করিয়া লইবে এবং শ্লথ পুঁটলিবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০ পাঁচশত লইবে। এই সমুদয় একত্রে ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং পোটলীবদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ ছয়পল ঘৃত ও ৬ ছয়পল তিল তৈল একত্রে মিশাইয়া ভাজিয়া তাহা ঐ ক্কাথে পুনর্ব্বার পাক করিবে। পরে মিছরি অর্দ্ধতুলা (স ছয়সের বা পঞ্চাশ পল) তাহাতে মিশ্রিত করিবে। লেহবৎ হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল ২ দুই পল এবং গুড়ত্বক বা দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেকে এক এক পল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহার নাম চ্যবনপ্রাশ। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন। এই ঔষধ কাস ও শ্বাসনাশক এবং ক্ষত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক। ইহার দ্বারা স্বরভঙ্গ, ক্ষয়, বক্ষঃস্থল সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার রোগ, হৃদ্‌রোগ, বাতরক্ত, পিপাসা, মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়। এই ঔষধের মাত্রার কোন পরিমাণ নাই। সেই পরিমাণে ইহা সেবন করিবে যাহাতে ভোজনের কোনরূপ বাধা না হয়। এই ঔষধ প্রভাবে অতি বৃদ্ধ চ্যবনমুনি যুবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা সেবনে মেধা, স্মৃতি, কান্তি, অরোগিত্ব বা অনাময়ত্ব, আয়ুঃপ্রকর্ষ, ইন্দ্রিয় সমূহের বল, মৈথুনশক্তি, জঠরাগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধি, বর্ণের সুপ্রসন্নতা ও বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদিত হয়। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিও কুটী প্রবেশ পূর্ব্বক এই রসায়ন সেবন করিলে ইহার প্রভাবে তাহার জরাকৃত রূপ নষ্ট হইয়া নবযৌবনের ন্যায় রূপ হয়। ইতি চ্যবনপ্রাশ।

অথামলকহরীতকীনামামলকবিভীতকানামামলকহরীতকীবিভীতকানাং বা পলাশত্বগবনদ্ধানাং মৃদাবলিপ্তানাং কুকূলস্বিন্নানামকুলকানাং পলসহস্রমুদূখলে সংপোথ্য দধিঘৃতমধুপললতৈলশর্করাসংপ্রযুক্তং ভক্ষয়েদনন্নভুগ্‌ যথোক্তেন বিধিনা। তস্যান্তে যবাগ্বাদিভিঃ প্রত্যবস্থাপনমভ্যঙ্গোৎসাদনং সর্পিষা যবচূর্ণৈশ্চায়ঞ্চ রসায়নপ্রয়োগ প্রকর্ষোদ্বিস্তাবদগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য প্রতিভোজনং যূষেণ পয়সা বা যষ্টিকঃ সসর্পিষ্কোঽতঃপরং যথাসুখবিহারঃ কামভক্ষ্যঃ স্যাৎ। অনেন প্রয়োগেন বয়ঃ পুনর্যুবত্বমবাপুঃর্বভূবুশ্চানেকবর্ষশতজীবিনো নির্ব্বিকারাঃ পরং শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়বলসমুদিতাশ্চেরুঃ চাত্যন্তনিষ্ঠন্তপ ইতি।

ইতি চতুর্থামলকরসায়নম্।

সমান সংখ্যক আমলকী ও হরীতকী অথবা আমলকী ও বহেড়া কিম্বা আমলকী, হরিতকী ও বহেড়া—একটী বহু ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট হাঁড়িতে রাখিয়া সেই হাঁড়ীটী পলাশ ছালে বদ্ধ ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া আর একটী জলপূর্ণ হাঁড়ির উপর রাখিয়া নিম্নে জাল দিতে থাকিবে। যখন জলোত্থিত বাষ্পে ঐ আমলকী প্রভৃতি উত্তমরূপে স্বিন্ন হইবে, তখন উহাদের আঁটীগুলি ফেলিয়া উদূখলে কুট্টিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই পেষিত আমলকী প্রভৃতি সহস্র পল পরিমাণ লইবে এবং তাহাতে ঘৃত, দধি, মধু, তিলকল্ক, তৈল ও শর্করা মিলিত সহস্র পল মিশাইবে। কুটীপ্রবেশ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিবে। কুটীপ্রবেশ করিয়া যতদিন এই রসায়ন সেবন করিতে হইবে, ততদিন অন্নভোজন পরিত্যাগ

করিবে। ক্ষুধাকালে ফলমূল ও দুগ্ধ সেবন করিবে। ঔষধ খাওয়া শেষ হইলে রোগীকে মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী প্রভৃতি যথাক্রমে পান করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিবে। এবং যবচূর্ণ ও ঘৃতদ্বারা যথাক্রমে রোগীকে উৎসাদন ও অভ্যঙ্গ করিতে দিবে। পরে রোগীর অগ্নিবল বুঝিয়া তাহাকে যূষের সহিত বা দুধের সহিত ঘৃত মিশ্রিত ষষ্টিকান্ন একবার বা দুইবার করিয়া খাইতে দিবে। এইরূপে রোগীর প্রকৃতিস্থাপন হইলে পর তাহাকে স্বেচ্ছামত আহার বিহার করিতে দিবে। এই রসায়ন প্রয়োগে বৃদ্ধেরও পুনর্ব্বার যুবত্ব প্রাপ্তি হয়, অনেকশত বৎসর নীরোগে জীবিত থাকা যায় এবং শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বলে সমুদিত হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তপস্যাচরণ করিতে পারা যায়। ইতি চতুর্থামলক রসায়ন।

হরীতক্যামলকবিভীতকপঞ্চপঞ্চমূলনির্য্যূহেণ পিপ্পলীমধুমধুককাকোলীক্ষীরকাকোলী আত্মগুপ্তাজীবকর্ষভকক্ষীরশুক্লাকল্কসংপ্রযুক্তেন বিদারীস্বরসেন ক্ষীরাষ্টগুণসংপ্রযুক্তেন চ সর্পিষঃ কুম্ভং সাধয়িত্বা প্রযুঞ্জানোঽগ্নিবলসমবেক্ষ্যৈব। জীর্ণেচ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শালিষষ্টিকমুষ্ণোদকানুপানমশ্নন্ জরাব্যাধিপাপাভিচারভয়ঃব্যপগতশরীরঃবুদ্ধীন্দ্রিয়বলমতুলমুপলভ্যাপ্রতিহতসর্ব্বারম্ভঃ পরমায়ুরবাপ্নুয়াদিতি।

ইতি পঞ্চমহরীতকী।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং পঞ্চপঞ্চমূলের নির্য্যূহ অর্থাৎ কাথ, এবং পিপুল, যষ্টিমধু, মধুকপুষ্প বা মৌলফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, আত্মগুপ্তা অর্থাৎ আলকুশীবীজ, জীবক, ঋষভক ও ক্ষীরবিদারী এই সমুদয় দ্রব্যের কল্ক, আটগুণ দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৬৪ সের এবং ঘৃত ৬৪ সের—এই সমুদয় একত্রে যথাবিধানে পাক করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া রোগীর ঘৃতপানের পরিমাণ স্থির করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইলে পর রসায়নসেবী ব্যক্তিকে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শালি অথবা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে এবং উষ্ণজল পান করিতে দিবে। এই রসায়ন সেবনে জরা, ব্যাধি, পাপ ও অভিচার ভয় দূরীভূত হয় এবং শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অতুল বল জন্মাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অপ্রতিহত প্রভাবে সমুদয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারা যায় এবং দীর্ঘায়ু হওয়া যায়।

হরীতক্যামলকবিভীতকহরিদ্রাস্থিরাবচাবিড়ঙ্গামৃতবল্লীবিশ্বভেষজমধুকপিপ্পলীসোমবল্কসিদ্ধেন ক্ষীরসর্পিষা মধুশর্করাভ্যামপি চ সন্নীয়ামলকস্বরসশতপলপীতমামলকচূর্ণময়শ্চূর্ণচতুর্ভাগসম্প্রযুক্তং পাণিতলমাত্রম্প্রাতঃ প্রাতঃ প্রাশ্য যথোক্তেন বিধিনা সায়ং মুদ্গযূষেণ পয়সা বা সসর্পিষ্কং শালিষষ্টিকমশ্নীয়াৎ।

ত্রিবর্ষপ্রয়োগাদস্য বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতি শ্রুতমবতিষ্ঠতে সর্ব্বাময়াঃ প্রশাম্যন্তি বিষমবিষং ভবতি গাত্রে গাত্রমশ্মবৎ স্থিরীভবত্যদৃশ্যোভূতানাং ভবতীতি।

ভবন্তি চাত্র।

যথামরাণামমৃতং যথা ভোগবতাং সুধা।
তথা ভবন্মহর্ষীণাং রসায়নবিধিঃ পুরা॥

ন জরাং ন চ দৌর্ব্বল্যং নাতুর্য্যং নিধনং ন চ।
জগ্মু র্ব্বর্ষসহস্রাণি রসায়নপরাঃ পুরা॥
ন কেবলং দীর্ঘমিহায়ুরশ্নুতে,
রসায়নং যো বিধিবন্নিষেবতে।
গতিং সদেবর্ষিনিষেবিতাং শুভাং,
প্রপদ্যতে ব্রহ্ম তথেতি চাক্ষয়মিতি॥

হরিতকী, আমলকী, বিভীতকী, হরিদ্রা, স্থিরা (শালপর্ণী), বচ, বিড়ঙ্গ, অমৃতবল্লী (গুলঞ্চ), শুঁঠ, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, এবং সোমবল্ক (শ্বেত খদির)—এই সকল দ্রব্যের কাথ /১৬ ষোল সের এবং এই সকল দ্রব্যের কল্ক /১ এক সের—একত্রে যথাবিধানে পাক করিবে। এবং তাহাতে মিলিত মধু ও চিনি /১ সের মিশাইবে। আমলকী চূর্ণ শতপল আমলকীর স্বরসে ভাবিত করিয়া সেই চূর্ণ এবং তাহার চারিভাগের একভাগ জারিত লৌহচূর্ণ ঐ ঘৃতের সঙ্গে মিশাইবে। সেই রসায়ন ঘৃত পাণিতল অর্থাৎ ২ দুই তোলা পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিবে এবং রাত্রিতে মুগের যূষ বা দুধ দিয়া ঘৃত মিশ্রিত শালি বা ষষ্টিক অন্ন ভক্ষণ করিবে। ক্রমাগত তিন বৎসরকাল এই রসায়ন সেবনে নীরোগী থাকিয়া শতবর্ষ আয়ুঃলাভ করা যায়; বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয় না, এবং যাহা একবার শ্রুত হইবে তাহা চিরকাল মনে থাকিবে, সমস্ত রোগ নিবারিত হইবে. শরীরস্থ বিষ অবিষ হইবে; শরীর প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইবে এবং সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইবে।

দেবতাদিগের অমৃত যেমন, নাগলোকের সুধা যেমন, পুরাকালে রসায়নও তেমনি ঋষিগণের আদরের বস্তু ছিল। রসায়নপরায়ণ ঋষিগণ পুরাকালে রসায়ন প্রভাবে জরা, দৌর্ব্বল্য, আতুর্য্য ও নিধনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনেক সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। বিধিমতে যিনি রসায়ন সেবন করেন, তিনি যে কেবল দীর্ঘায়ু লাভ করেন এমন নহে, পরন্তু ইহা দ্বারা দেবর্ষিসেবিত শুভগতি, এমন কি অক্ষয় ব্রহ্ম পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকঃ।

অভয়ামলকীয়েঽস্মিন্ ষড়্যোগাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
রসায়নানাং সিদ্ধানামায়ুর্যৈরনুবর্ত্ততে॥

এই অভয়ামলকীয় রসায়ন পাদে ছয় প্রকার দৃষ্টফল রসায়নযোগ কথিত হইল। এই সকল রসায়ন সেবনে দীর্ঘায়ুলাভ করা যায়।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে চিকিৎসিতেঽভয়ামলকীয়ে রসায়নপাদঃ প্রথমঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের চিকিৎসা স্থানে অভয়ামলকীয়নামক প্রথম রসয়নপাদ সমাপ্ত।

অথাতঃ প্রাণকামীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অনন্তর আমরা প্রাণকামীয় রসায়ন পাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

প্রাণকামাঃ শুশ্রূষধ্বমিদমুচ্যমানমমৃতমিবাপরমদিতিসুতহিতকরম-চিন্ত্যাদ্ভুতপ্রভাবমায়ুষ্যমারোগ্যকরং বয়সঃ স্থাপনং নিদ্রাতন্দ্রাশ্রমক্লমা-লস্যদৌর্ব্বল্যাপহরমনিলকফপিত্তসাম্যকরং স্থৈর্য্যকরমবদ্ধমাংসহরমন্ত-রাগ্নিসন্ধুক্ষণং প্রভাবর্ণস্বরোত্তমকরং রসায়নবিধানম্। অনেন চ্যবনাদয়ো মহর্ষয়ঃ পুনর্যুবত্বমাপুঃ। নারীণাং চেষ্টতমা বভূবুঃ। স্থিরসমসুবিভক্ত-মাংসাঃ সুসংহতস্থিরশরীরাঃ সুপ্রসন্নবলবর্ণেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বত্রাপ্রতিহতপরা-ক্রমাঃ ক্লেশসহাশ্চ।

যাঁহারা দীর্ঘজীবন কামনা করেন, তাঁহারা মৎকথিত এই রসায়ন বিধি শ্রবণ করুন। এই রসায়ন দ্বিতীয় অমৃতের ন্যায় দেবতাদিগেরও হিতকর, অচিন্ত্য ও অদ্ভুত-প্রভাব, আয়ুষ্য ও আরোগ্যকর, বয়ঃস্থাপন, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রম, ক্লম, আলস্য ও দৌর্ব্বল্যহর; বায়ুপিত্ত ও কফের সমতাসাধক, স্থৈর্য্যকর, মাংস শৈথিল্যহর, অন্তরাগ্নির উদ্দীপনকর, এবং প্রভাব বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষজনক। এই রসায়ন প্রভাবে চ্যবনাদি ঋষিগণ পুনর্ব্বার যৌবনলাভ করিয়া নারীগণের ইষ্টতম হইয়াছিলেন। এই রসায়ন প্রভাবে তাঁহাদের দেহের মাংস দৃঢ়, সমভাবাপন্ন ও সুবিভক্ত ছিল, শরীর সুসংহত ও স্থির ছিল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন ছিল এবং তাঁহাদের পরাক্রমও সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইয়াছিল এবং এই রসায়ন প্রভাবে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন।

সর্ব্বে শরীরদোষা ভবন্তি গ্রাম্যাদাহারাদম্ললবণকটুকক্ষারশুষ্কশাক-মাষতিলপললপিষ্টান্নভোজিনাং বিরূঢ়নবশূকশমীধান্যবিরুদ্ধাসাত্ম্যরূক্ষ-ক্ষারাভিষ্যন্দিভোজিনাং ক্লিন্নগুরুপূতিপর্য্যুষিতভোজিনাং বিষমাশনাধ্যশ-নদিবাস্বপ্নস্ত্রীমদ্যনিত্যানাং বিষমাতিমাত্রব্যায়ামসংক্ষোভিতশরীরাণাং ভয়-ক্রোধশোকলোভমোহায়াসবহুলানাং। অতো নিমিত্তং হি শিথিলী ভবন্তি মাংসানি বিমুচ্যন্তে সন্ধয়ো বিদহ্যতে রক্তং বিষ্যন্দতে চানল্পং মেদো ন সন্ধীয়তেঽস্থিষু মজ্জা শুক্রং ন প্রবর্ত্ততে ক্ষয়মুপৈত্যোজঃ; স এবংভূতো গ্লায়তি সীদতি নিদ্রা তন্দ্রালস্যসমন্বিতো নিরুৎসাহঃ শ্বসিতি। অসমর্থঃ চেষ্টানাং শারীরমানসীনাং নষ্টস্মৃতিবুদ্ধিচ্ছায়ো রোগাণামধিষ্ঠানভূতো ন সর্ব্বমায়ুরবাপ্নোতি। তস্মাদেতান্ দোষানবেক্ষ্যমাণঃ সর্ব্বান্ যথোক্তান-হিতানপাস্যাহারবিহারান্ রসায়নানি প্রয়োক্তুমর্হতি।

বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি সমুদয় শারীরিক দোষই গ্রাম্য আহার হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অত্যন্ত অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, শুষ্কশাক, মাষকলাই, তিলকল্ক, পিষ্টান্ন, অঙ্কুরিত

ও নবজাত শূক-ধান্যকৃত অন্ন, সংযোগ—বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য, অভিষ্যন্দি, ক্লিন্ন, গুরু পূতি ও পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন, বিষমাশন, অধ্যশন (অজীর্ণের উপর ভোজন), সর্ব্বদা দিবানিদ্রা, মদ্যপান ও স্ত্রীসংসর্গ ; বিষম বা অতিমাত্র ব্যায়াম দ্বারা শরীর সংক্ষোভ, ভয়, ক্রোধ, শোক, লোভ, মোহ ও আয়াসবাহুল্য,—এই সকল গ্রাম্য আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া শরীরের মাংস সকল শিথিল, সন্ধি সকল শ্লথ, রক্ত দগ্ধপ্রায় এবং বহুপরিমাণে মেদের অভিষ্যন্দ হয়। এবং মজ্জা সকল অস্থি স্থানে মিলিত হয় না, শুক্রের অপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং ওজোধাতুর ক্ষয় হয়। এই কারণে গ্রাম্যব্যক্তিগণ সর্ব্বদা গ্লানি অনুভব করে, অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, এবং নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যযুক্ত হইয়া নিরুৎসাহ ভাবে জীবন বহন করিতে থাকে। তাহারা শারীরিক ও মানসিক চেষ্টায় অসমর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের স্মৃতি, বুদ্ধি ও কান্তি নষ্ট হয়। তাহারা রোগের আবাসভূমি হয় এবং সমগ্র আয়ুঃ ভোগ করিতে পারে না। অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করতঃ লোকের রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। আমলকানাং সুভূমিজানাং কালজানামনুপহতগন্ধবর্ণরসানামাপূর্ণরসপ্রমাণবীর্য্যাণাং স্বরসেন পুনর্নবা কল্কপাদসংপ্রযুক্তেন সর্পিষঃ সাধয়েদাঢ়কং। অতঃপরং বিদারীস্বরসেন জীবন্তীকল্কসংপ্রযুক্তেন। অতঃপরং চতুর্গুণেনপয়সা বা বলাতিবলা-কষায়েণ শতাবরী কল্কসংপ্রযুক্তেন। অনেন ক্রমেণৈকৈকং শতপাকং সহস্রপাকং বা শর্করা ক্ষৌদ্রচতুর্ভাগ সংপ্রযুক্তং সৌবর্ণে রাজতে মার্ত্তিকে বা শুচৌ দৃঢ়ে ঘৃতভাবিতে কুম্ভে স্থাপয়েৎ। তদ্‌যথোক্তেন বিধিনা যথাগ্নি প্রাতঃ প্রাতঃ প্রয়োজয়েৎ। জীর্ণে চ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শালিষষ্টিকমশ্নীয়াৎ। অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতং বয়োঽজরং তিষ্ঠতি শ্রুতমবতিষ্ঠতে সর্ব্বাময়াঃ প্রশাম্যন্তি অপ্রতিহতগতিঃ স্ত্রীষ্বপত্যবান্ ভবতি।

ইহা বলিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় কহিলেন ;—সুভূমিজাত, যথাকালজাত, অনুপহত গন্ধ, বর্ণ ও রসবিশিষ্ট, সম্যক্ রস, প্রমাণ ও বীর্য্যসম্পন্ন ৬৪ সের আমলকীর স্বরসে শ্বেত পুনর্ণবার কল্ক ৪ চারি সের সংযুক্ত করিয়া তাহাতে পুরাতন গব্য ঘৃত ১৬ সের দিয়া একত্রে যথাবিধানে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া সেই ঘৃতে আবার বিদারী অর্থাৎ ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস ৬৪ সের ও জীবন্তীর কল্ক ৪ সের সিদ্ধ করিবে। পাক শেষ হইলে সেই ঘৃতে আবার ৬৪ সের গব্যদুগ্ধের সহিত শতাবরী অর্থাৎ শতমূলীর কল্ক ৪ চারি সের এবং বেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলার কষায় ৬৪ সের সিদ্ধ করিবে। উক্ত ক্রমানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য দ্বারা শতবার সহস্রবার ঐ ঘৃত পাক করিবে। পাকশেষে উহাতে ২ সের চিনি ও ২ সের মধু মিশাইয়া স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা ঘৃতভাবিত কুম্ভে উহা রাখিবে। পরে রসায়নসেবীর অগ্নিবল অনুসারে পরিমাণমত যথোক্তবিধিতে উহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে পর রসায়নসেবীকে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শালি বা ষষ্টিক অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই রসায়ন সেবনে অজর হইয়া শতবর্ষ যাবৎ জীবিত থাকা যায় ; শ্রুতিধর হওয়া যায়, সমুদয় রোগ প্রশান্ত হয়, স্ত্রীসহবাসে অত্যধিক সামর্থ্য জন্মে এবং অপত্যবান্ হওয়া যায়।

ভবতি চাত্র।

বৃহচ্ছরীরং গিরিসারসারং স্থিরেন্দ্রিয়ং চাতিবলেন্দ্রিয়ঞ্চ।
অধৃষ্যমন্যৈরতিকান্তরূপং প্রশস্তপূজা সুখচিত্তভাক্ চ॥
বলং মহদ্বর্ণবিশুদ্ধিরগ্র্যা স্বরো ঘনৌঘস্তনিতানুকারী।
ভবত্যপত্যং বিপুলং স্থিরঞ্চ সমশ্নতো যোগমিমং নরস্য॥ ইতি।

ইত্যামলকঘৃতম্।

এ বিষয়ে শ্লোক এই যে :- এই রসায়ন সেবনে শরীর বৃদ্ধি পায় ও পর্ব্বতের ন্যায় সারবিশিষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল স্থির ও অতিশয় বলবান হয়। এই রসায়নসেবী শত্রুর অধৃষ্য হয়, তাহার রূপ অত্যন্ত কমনীয় হয়, সে প্রশস্ত সম্মান, প্রশস্ত সুখ ও প্রশস্ত চিত্তবিশিষ্ট হয়। তাহার অত্যন্ত বল, অতি বিশুদ্ধ বর্ণ এবং মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বর হয়। এমন কি, সে দীর্ঘজীবী বহু অপত্য লাভ করে। ইতি আমলকঘৃত।

আমলকসহস্রং পিপ্পলী সহস্রসংপ্রযুক্তং পলাশতরুভস্মনঃ ক্ষারোদকোত্তরং তিষ্ঠেত্তদনুগতক্ষারোদকমনাতপশুষ্কমনস্থিচূর্ণীকৃতঞ্চতুর্গুণাভ্যাং মধুসর্পির্ভ্যাং সংনীয় শর্করাচূর্ণচতুর্ভাগসম্প্রযুক্তং ঘৃতভাজনস্থং ষণ্মাসান্ স্থাপয়েদন্তর্ভূমে তস্যোত্তরকালমগ্নিবলসমাং মাত্রাং খাদেৎ পৌর্ব্বাহ্নিকঃ প্রয়োগঃ। সাত্ম্যপথ্যশ্চাহারবিধির্নাপরাহ্নিকঃ। অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতি সমং পূর্ব্বেণ।

ইত্যামলকাবলেহঃ।

একসহস্র আমলকী ও একসহস্র পিপ্পলী, সবল্কল পলাশকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করত সেই ক্ষার জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহাদিগকে ছায়ায় শুষ্ক করতঃ আমলকীর আঁটীগুলি ফেলিয়া দিবে। এবং আমলকী ও পিপ্পলী চূর্ণ করতঃ উভয়ে মিশাইয়া তাহাতে চতুর্গুণ মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া আমলক ও পিপুল চূর্ণের চারিভাগের একভাগ পরিমাণ শর্করা মিশাইয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ছয়মাস মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিবে। ছয়মাস পরে উহা তুলিয়া অগ্নিবল বিবেচনামতে উহা হইতে ঔষধের পরিমাণ স্থির করিয়া খাইবে। এই আমলকাবলেহ পূর্ব্বাহ্নে সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সাত্ম্য ও পথ্যকর ভোজন বিহিত পরন্তু তাহাও ঐ ঘৃত জীর্ণ হইলে পর। কখনও অপরাহ্নে পথ্য সেবন করিবে না। এই আমলকাবলেহ সেবনে মনুষ্য অজর হইয়া শতবর্ষ যাবৎ জীবিত থাকে। এই রসায়ন সেবনের ফল পূর্ব্বোক্ত রসায়নের ন্যায় জানিবে। ইতি আমলকাবলেহ।

আমলকচূর্ণাঢ়কমেকবিংশতিরাত্রমামলকসহস্রস্বরসপরিপীতং মধুঘৃতাঢ়কাভ্যাং দ্বাভ্যামেকীকৃতমষ্টভাগপিপ্পলীকং শর্করাচূর্ণচতুর্ভাগসম্প্রযুক্তং ঘৃতভাজনস্থং প্রাবৃষি ভস্মরাশৌ নিদধ্যাত্তদ্বর্ষান্তে সাত্ম্যপথ্যাশী প্রয়োজয়েৎ। অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরমায়ুস্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ।

ইত্যামলকচূর্ণং।

আমলকীচূর্ণ।—এক আঢ়ক অর্থাৎ আটসের পরিমিত আমলকী চূর্ণ একুশ দিন পর্য্যন্ত সহস্র আমলকীর স্বরসে ভাবনা দিয়া তাহাতে ১৬ সের মধু ও ১৬ সের ঘৃত এবং একসের

পিপুলচূর্ণ ও ছুই সের চিনি মিশাইয়া তাহা ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপন পূর্ব্বক বর্ষাকালে ভস্মরাশি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। বর্ষান্তে উহা উঠাইয়া লইয়া আমলকাবলেহের নিয়মে সেবন করিবে। ইহাতেও সাত্ম্য ও পথ্য ভোজন বিহিত। ইহার সেবনেও মনুষ্য অজর হইয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। ইহারও গুণ পূর্ব্বরসায়নবৎ। ইতি আমলকচূর্ণ।

বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণানামাঢ়কং পিপ্পলীতণ্ডুলানামধ্যর্দ্ধাঢ়কং সিতোপলাসর্পি-স্তৈলমধ্বর্দ্ধাঢ়কৈঃ ষড়্ভিরেকীকৃতঘৃতভাজনস্থং প্রাবৃষি ভস্মরাশাবিতি সর্ব্বং সমানং পূর্ব্বেণ যাবদাশীঃ।

ইতি বিড়ঙ্গাবলেহঃ।

বিড়ঙ্গাবলেহ।—বিড়ঙ্গ তণ্ডুল চূর্ণ ⁄৮ সের, পিপুল চূর্ণ ১২ সের, মিছরি ১২ সের, ঘৃত, তিলতৈল ও মধু ২৪ সের—এই ছয়টী দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক বর্ষাকালে পূর্ব্বের ন্যায় উহা ভস্মরাশিমধ্যে রাখিবে। বর্ষাশেষে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করিবে। পথ্যাদি অপরাপর বিষয় ও ইহার ফল পূর্ব্ব রসায়নের সমান। ইতি বিড়ঙ্গাবলেহ।

যথোক্তগুণানামামলকানাং সহস্রমার্দ্রপলাশদ্রোণ্যাং সপিধানায়াং বাষ্পমনুদ্বমন্ত্যামারণ্যগোময়াগ্নিভিরুপস্বেদয়েৎ। তানি সুস্বিন্নশীতানি উদ্ধৃত কুলকান্যাপোথ্যাঢ়কেন পিপ্পলীচূর্ণানামাঢ়কেন চ বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণা-নামধ্যর্দ্ধেন চাঢ়কেন শর্করাচূর্ণানাং দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামাঢ়কাভ্যাং তৈলস্য মধুনঃ সর্পিষশ্চ সংযোজ্য শুচৌ দৃঢ়ে ঘৃতভাবিতে কুম্ভে স্থাপয়েদেকবিংশ-তিরাত্রমত ঊর্দ্ধং প্রয়োগঃ। অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতীতি সমং পূর্ব্বেণ।

ইত্যামলকাবলেহঃ।

অপর আমলকাবলেহ – যথোক্তগুণসম্পন্ন একসহস্র আমলকী কাঁচা পলাশকাষ্ঠের একখানি দ্রোণীতে এরূপ ভাবে আবরণ করিয়া রাখিবে যে, জ্বাল দিলে উহা হইতে যেন বাষ্প বহির্গত হইতে না পারে। পরে তাহার চতুর্দ্দিক্ আরণ্য গোময় অর্থাৎ বনঘুঁটে দ্বারা জ্বাল দিতে থাকিবে। অগ্নিসন্তাপে আমলকীগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে তাহা হইতে আমলকীগুলি বাহির করিয়া শীতল করিবে। শীতল হইলে পর আঁটীগুলি ফেলিয়া দিয়া সেই আমলকীগুলিন কুট্টিত করতঃ চূর্ণ করিবে। সেই আমলকী চূর্ণ এবং পিপুল চূর্ণ এক আঢ়ক অর্থাৎ আট সের, বিড়ঙ্গচূর্ণ সার্দ্ধ আঢ়ক (বারসের), শর্করাচূর্ণ আট সের এবং মধু, তৈল ও ঘৃত—প্রত্যেকে ৩২ বত্রিশ সের মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত ও দৃঢ় ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপন করিয়া একবিংশতি রাত্রি পর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত রাখিবে। তৎপরে এই ঔষধ পূর্ব্ববৎ সেবন করিবে। এই আমলকাবলেহ সেবনে শতবর্ষ পর্য্যন্ত অজর হইয়া জীবিত থাকা যায়। ইহার অপরাপর গুণসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসায়নবৎ।

ইতি আমলকাবলেহ।

ধন্বনি কুশাস্তীর্ণে স্নিগ্ধকৃষ্ণমধুরমৃত্তিকে সুবর্ণবর্ণমৃত্তিকে বা ব্যপগত-বিষশ্বাপদপবনসলিলাগ্নিদোষে কর্ষণবল্মীকশ্মশানচৈত্যোষররসবর্জ্জিতে

দেশে যথর্ত্তুসুখপবনসলিলাদিত্যসেবিতে জাতান্যনুপহতান্যনধ্যারূঢ়ান্য-বালান্যজীর্ণান্যবিগতবীর্য্যাণি শীর্ণপুরাণপর্ণান্যসঞ্জাতকলানি তপসি তপস্যে বা মাসে শুচিঃ প্রয়তঃ কৃতদেবার্চ্চনঃ স্বস্তিবাচয়িত্বা দ্বিজাতীন্ সুমুহুর্ত্তে নাগবলামূলান্যুদ্ধরেৎ। তেষাং সুপ্রক্ষালিতানাং ত্বক্ পিণ্ডমাত্রমক্ষমাত্রং বা শ্লক্ষ্ণপিষ্টমালোড্য পয়সা প্রাতঃ প্রয়োজয়েৎ। চূর্ণীকৃতানি বা পিবেৎ। পয়সা মধুসর্পির্ভ্যাং বা সংযোজ্য ভক্ষয়েৎ। জীর্ণে চ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শালিষষ্টিকমশ্নীয়াৎ। সংবৎসরপ্রয়োগাদস্য বর্ষশতমজরমায়ুস্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ।

ইতি নাগবলারসায়নং।

নাগবলারসায়ন।

ধন্ব ও কুশব্যাপ্ত স্থানজাত; স্নিগ্ধ, মধুর ও কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, অথবা সুবর্ণ বর্ণ মৃত্তিকোৎপন্ন, বিষদোষ, বায়ুদোষ, জলদোষ ও অগ্নিদোষ প্রভৃতি দোষরহিত স্থানোৎপন্ন, বল্মীক, শ্মশান, চৈত্য এবং উষর দোষ বিরহিত স্থানোৎপন্ন; যথাঋতু বায়ু জল ও সূর্য্যাতপ কর্ত্তৃক সুসেবিত স্থানোৎপন্ন; কীটাদি দ্বারা অনুপহত, অনধ্যারূঢ় অর্থাৎ মূলান্তর যাহাতে আরোহণ করে নাই; অনভিনব ও অজীর্ণ অর্থাৎ যাহা অতি কচি গাছও নহে এবং অতি জীর্ণ গাছও নহে, অবিগতবীর্য্য, বিগলিত পুরাণপত্র অর্থাৎ যাহার পুরাণপত্র সকল বিগলিত হইয়া নূতন পত্রোদ্‌গম হইয়াছে, অসঞ্জাতফল অর্থাৎ যাহার ফল জন্মে নাই—এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট কতকগুলি নাগবলা অর্থাৎ গোরক্ষচাকুলের মূল মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে শুভমুহূর্ত্তে শুচি ও সুসংযত হইয়া দেবতার্চ্চন ও ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তুলাইবে। পরে সেই সকল মূল উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া তাহাদের ত্বক্ এক পল বা দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ তাহা গব্যদুগ্ধে আলোড়িত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধানে সেবন করিবে। অথবা চূর্ণ করিয়া পান করিবে। কিম্বা উহা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। এই নাগবলা-রসায়ন যথাবিধি একবৎসরকাল সেবন করিলে অজর হইয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়। ইহার অপরাপর গুণসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসায়নবৎ। ইতি নাগবলারসায়ন।

বলাতিবলাচন্দনাগুরুধবতিনিসখদিরশিংশপাসনস্বরসাঃ পুনর্নবান্তা-শ্চৌষধয়ো দশ যে বয়োস্থাপনব্যাখ্যাতাস্তেষাং স্বরসানাগব বৎস্বরসা-নামলাভেত্বয়ং স্বরসবিধিশ্চূর্ণানামাঢ়কমাঢ়কমুদকস্যাহোরাত্রস্থিতং মৃদিত-পূতং স্বরসবৎ প্রয়োজ্যং।

বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, রক্তচন্দন, কৃষ্ণ অগুরু, ধব (ধাওয়া), আবলুশ, শ্বেতখদির, শিশু ও পীতশাল—ইহাদের স্বরস এবং বয়ঃস্থাপক যে দশটী ঔষধের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, থানকুনী, শালপাণি ও পুনর্ণবা—ইহাদের স্বরস, একত্র করিয়া সেবন করিলে নাগবলা রসায়নের ন্যায়

উপকার করিয়া থাকে। ইহারাও নাগবলারসায়ন বিধানে সেব্য। শুকতা প্রযুক্ত রস বাহির করিতে না পারিলে সে স্থলে যে দ্রব্যের স্বরসের প্রয়োজন, সেই দ্রব্যের চূর্ণ ৴৮ সের, যোল সের জলে অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা মৃদিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই জল ও স্বরসের কার্য্য করিয়া থাকে।

ভল্লাতকান্যনুপহতান্যনাময়ান্যাপূর্ণরসপ্রমাণবীর্য্যাণি পক্কজাম্ববপ্রকাশানি শুচৌ শুক্রে বা মাসে সংগৃহ্য যবপল্লে মাষপল্লে বা নিধাপয়েৎ। তানি চতুর্মাসস্থিতানি সহসি সহস্যে বা মাসে প্রযোক্তুমারভেত। শীতস্নিগ্ধমধুরোপস্কৃতশরীরঃ পূর্ব্বন্দশভল্লাতকান্যাপোথ্যাষ্টগুণেনাম্ভসা সাধু সাধয়েৎ। তেষাং রসমষ্টভাগাবশিষ্টং পূতং সপয়স্কম্পিবেৎ সর্পিষান্তর্মুখমভ্যজ্য তান্যেকৈকভল্লাতকোৎকর্ষাপকর্ষেণ দশভল্লাতকান্যাত্রিংশতঃ প্রযোজ্যানি। নাতঃপরমুৎকর্ষঃ প্রয়োগবিধানে। নাসহস্রপরএব ভল্লাতকপ্রয়োগঃ। জীর্ণেচ সর্পিষা পয়সা শালিষষ্টিকাশনমুপচারঃ। প্রয়োগান্তে চ দ্বিস্তাবৎ পয়সৈবোপচারঃ। তৎ প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ।

ইতি ভল্লাতকক্ষীরং।

ভল্লাতক ক্ষীর।—কীটাদি কর্ত্তৃক অনুপহত, অনাময়, পূর্ণমাত্রায় রস, প্রমাণ ও বীর্য্য সম্পন্ন, পাকা জামের ন্যায়, এইরূপ কতকগুলি ভেলা জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া যবরাশি বা মাষরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। চারি মাসের পর ঐ সকল ভেলা যবরাশি বা মাষরাশির মধ্য হইতে উঠাইয়া লইয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে সেবন করিতে আরম্ভ করিবে। সেবন করিবার পূর্ব্বে শরীরকে স্নিগ্ধ শীতল ও মধুর আহার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইবে। প্রথম দিন ঐ ভল্লাতক হইতে দশটী ভেলা লইয়া কুট্টিত করিবে এবং তাহা আট গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টভাগাবশেষ থাকিতে নামাইবে। পরে তাহা বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে। এই ঔষধ পান করিবার পূর্ব্বে মুখের অভ্যন্তরভাগ ঘৃত দ্বারা শোধন করিয়া লইবে। দশটি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক একটি করিয়া ক্রমে বাড়াইয়া ত্রিশটী পর্য্যন্ত ভেলা উক্ত নিয়মে সেবন করিবে। ত্রিশসংখ্যা পূর্ণ হইলে এইরূপে আবার প্রত্যহ এক একটী করিয়া ভল্লাতক কমাইয়া পুনর্ব্বার দশটিতে আনিয়া ভল্লাতক সেবন ছাড়িয়া দিবে। ত্রিশটী ভল্লাতকের অধিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতেই ন্যূনাধিক অনুসারে সহস্র ভল্লাতক ব্যবহার করা হইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত ও দুগ্ধসহ শালি বা ষষ্টিক অন্ন ভোজন করিবে। সহস্র ভল্লাতক সেবনের পর দুইবেলা অন্নভোজন করিবে। এই ভল্লাতকক্ষীর সেবনে শতবর্ষ অজর হইয়া জীবিত থাকা যায়। ইহার অপরাপর গুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসায়নবৎ। ইতি ভল্লাতকক্ষীর।

ভল্লাতকানাঞ্জর্জ্জরীকৃতানাং পিষ্টস্বেদনং পূরয়িত্বা ভূমাবাকণ্ঠং নিখাতস্য স্নেহভাবিতস্য দৃঢ়স্যোপরি কুম্ভস্যারোপ্যোড়ুপেন পিধায় কৃষ্ণমৃত্তিকাবলিপ্তং গোময়াগ্নিভিরুপস্বেদয়েত্তেষাং যঃ স্বরসঃ কুম্ভং প্রপদ্যেত।

ততোঽষ্ট ভাগমধুসম্প্রযুক্তং দ্বিগুণঘৃতমদ্যাৎ। তৎপ্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ।

ইতি ভল্লাতকক্ষৌদ্রং।

ভল্লাতক ক্ষৌদ্র। পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন কতকগুলি ভল্লাতক পেষিত করিয়া তাহা একটী কলসীমধ্যে রাখিবে। ঐ কলসীটির মুখে একখানি শরা চাপা দিবে এবং উহার তলায় একটী ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে এক গোছা চুল প্রলম্বিত করিয়া রাখিবে। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঐ কলসীর সন্ধিস্থল উত্তম রূপে প্রলিপ্ত করিবে। অপর একটী ঘৃতভাবিত দৃঢ় কলসী আকণ্ঠ মাটিতে পুঁতিয়া ঐ ভল্লাতক কলসীটি তাহার উপরে রাখিবে এবং চতুর্দ্দিকে গোময়াগ্নি দ্বারা স্বেদ দিবে। অগ্নিসন্তাপে ভল্লাতকের স্বরস অর্থাৎ তৈল নীচের কলসে পড়িবে। সেই স্বরস আট ভাগের এক ভাগ মধু ও ঘৃত সহ পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে। এই ভল্লাতক ক্ষৌদ্র সেবন করিলে শত বৎসর অজর হইয়া জীবিত থাকা যায়। ইহার অপরাপর গুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসায়নবৎ। ইতি ভল্লাতক ক্ষৌদ্র

ভল্লাতকতৈলপাত্রং সপয়স্কং মধুকেন কল্কেনাক্ষমাত্রেণ শতপাকং কুর্য্যাৎ। সমানং পূর্ব্বেণ।

ইতি ভল্লাতকতৈলং।

পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে ভল্লাতক তৈল প্রস্তুত করিয়া ষোলসের পরিমাণ সেই তৈল কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নি দ্বারা জ্বাল দিয়া নিষ্ফেণ হইলে পর তাহা নামাইয়া শীতল করিয়া চতুর্গুণ অর্থাৎ ৬৪ সের গব্যদুগ্ধ ও দুই তোলা মাত্র যষ্টিমধু কল্ক উহাতে দিয়া যথানিয়মে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। এবং পুনর্ব্বার উহা ঐ রূপ দুগ্ধ ও যষ্টি-মধুর সহিত পাক করিবে। এই রূপে একশতবার পাক করিবে। ইহার পানাদির নিয়ম ও গুণসকল পূর্ব্ব পূর্ব্বের ন্যায়। ইতি ভল্লাতক তৈল।

ভল্লাতকক্ষীরং ভল্লাতকক্ষৌদ্রং ভল্লাতকতৈলমেবং গুড়ভল্লাতকং ভল্লাতকযূষো ভল্লাতকসর্পির্ভল্লাতকপললং ভল্লাতকশক্তবো ভল্লাতক-লবণং ভল্লাতকতর্পণমিতি ভল্লাতকবিধানমুক্তম্॥ ইতি ভল্লাতকবিধি।

ভল্লাতক ক্ষীর, ভল্লাতক ক্ষৌদ্র এবং ভল্লাতক তৈলের বিষয় কথিত হইল। এইরূপে গুড়ভল্লাতক, ভল্লাতকযূষ, ভল্লাতক ঘৃত, ভল্লাতক পলল, ভল্লাতক শক্তু, ভল্লাতক লবণ এবং ভল্লাতক তর্পণ এই সকল ভল্লাতক রসায়নের ভিন্ন ভিন্ন যোগ আছে।

ইতি ভল্লাতক বিধি।

ভবন্তি চাত্র।

ভল্লাতকানি তীক্ষ্ণানি পাকীন্যগ্নিসমানি চ।
ভবন্ত্যমৃতকল্পানি প্রযুক্তানি যথাবিধি॥
এতে দশবিধাস্ত্বেষাং প্রয়োগাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
রোগপ্রকৃতিসাত্ম্যজ্ঞস্তান্ প্রয়োগান্ প্রকল্পয়েৎ॥

কফজো ন স রোগোঽস্তি ন বিবন্ধোঽস্তি কশ্চন।
যং ন ভল্লাতকং হন্যাচ্ছীঘ্রং মেধাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
প্রাণকামাঃ পুরা জীর্ণাশ্চ্যবনাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
রসায়নৈঃ শিবৈরেতৈর্বভূবুরমিতায়ুষঃ॥
জ্ঞানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমধ্যাত্মং ধ্যানমেব চ।
দীর্ঘায়ুষো যথাকামং সংভুজ্য ত্রিদিবং গতাঃ॥
তস্মাদায়ুঃপ্রকর্ষার্থং প্রাণকামৈঃ সুখার্থিভিঃ।
রসায়নবিধিঃ সেব্যো বিধিবৎ সুসমাহিতৈঃ॥

ভল্লাতক অগ্নিবৎ তীক্ষ্ণ ও পাচক। যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে ইহা অমৃত তুল্য হিতকারী। ভল্লাতকের দশবিধ যোগ কথিত হইল। রোগ, প্রকৃতি ও সাত্ম্য বিচার পূর্ব্বক যথাযথ ভাবে ইহাদের প্রয়োগ করিবে। কফজনিত এমন কোন রোগ নাই, কিম্বা এমন কোন বিবন্ধ নাই, ভল্লাতক প্রয়োগে শীঘ্রই যাহার উপশম না হয়। ভল্লাতক মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধন। পুরাকালে জরাগ্রস্ত প্রাণাভিলাষী চ্যবনাদি মহর্ষিগণ এই সকল কল্যাণকর রসায়ন সেবনে অপরিমিত আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল রসায়ন সেবনে তাঁহারা জ্ঞান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যাত্ম, ধ্যান ও যথাভিলষিত পরমায়ু লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। একারণ প্রাণকামী ও সুখার্থীজনগণ সুসমাহিত ভাবে এই রসায়ন বিধিমত সেবন করিবেন।

তত্র শ্লোকঃ।

রসায়নানাং সংযোগাঃ সিদ্ধা ভূতহিতৈষিণা।
নির্দ্দিষ্টাঃ প্রাণকামীয়ে সপ্ত চৈবং দশর্ষিণা॥

সর্ব্বভূত হিতৈষী ঋষি কর্ত্তৃক এই প্রাণকামীয় রসায়ন পাদে রসায়নের সপ্তদশটী সিদ্ধযোগের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইতি প্রাণকামীয়ে রসায়নপাদো দ্বিতীয়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের চিকিৎসা স্থানে প্রাণকামীয় নামক দ্বিতীয় রসায়নপাদ সমাপ্ত।

করপ্রচিতীয় নামক তৃতীয় রসায়ন পাদ।

অথাতঃ করপ্রচিতীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা করপ্রচিতীয়নামক রসায়ন পাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

করপ্রচিতানাং যথোক্তগুণানামামলকানামুদ্ধৃতানাং শুষ্কচূর্ণিতানাং মাঘে ফাল্গুনে বা মাসে ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ স্বরসপরিপীতানাং পুনঃ শুষ্কচূর্ণীকৃতানামাঢ়কমেকং গ্রাহয়েৎ। অথ জীবনীয়ানাং বৃংহণীয়ানাং স্তন্য

জননানাং শুক্রবর্দ্ধনানাং বয়ঃস্থাপনানাং ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয়োক্তানামৌষধগণানাংচন্দনাগুরুধবখদিরশিংশপাসনসারাণাঞ্চাণুশশ্ছিন্নানাং ক্ষিপ্তানামভয়াবিভীতকপিপ্পলীবচাচব্যচিত্রকবিড়ঙ্গানাঞ্চ সমস্তানামাঢ়কমেকং দশগুণেনাম্ভসা সাধয়েৎ। তস্মিন্নাঢ়কাবশেষে রসে সুপূতে তান্যামলকচূর্ণানি দত্ত্বা গোময়াগ্নিভির্বংশবিদলশরতেজনাগ্নিভির্বা সাধয়েৎ। যাবদপনয়াদ্রসস্য তমনুপদগ্ধমুপহৃত্যায়সীষু পাত্রীষ্বাস্তীর্য্য শোষয়েৎ। সুশুষ্কং তৎ কৃষ্ণাজিনস্যোপরি দৃষদি শ্লক্ষ্ণপিষ্টময়ঃস্থাল্যাং নিধাপয়েৎ সম্যক্। তচ্চূর্ণময়শ্চূর্ণাষ্টভাগসম্প্রযুক্তং মধুসর্পির্ভ্যামগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য প্রয়োজয়েদিতি॥

যথোক্তগুণসম্পন্ন কতকগুলি আমলকী মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বৃক্ষ হইতে হাত দিয়া পাড়িয়া তাহাদের আঁটী ফেলিয়া দিবে এবং সেই সকল আমলকী শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। পরে তাহা একুশবার অপর অপর আমলকীর স্বরসে ভাবনা দিয়া তাহা পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। এবং ঐ চূর্ণ /৮ আটসের গ্রহণ করিবে। অনন্তর ষড়্বিরেচন শতাশ্রিতীয় অধ্যায়োক্ত জীবনীয়, বৃংহণীয়, শুক্রজনন, শুক্রবর্দ্ধন ও বয়ঃস্থাপন ঔষধ সমূহ এবং রক্তচন্দন, অগুরু, ধব, খদির, শিংশপা এবং অসন বা পীতশাল এই সকল বৃক্ষের সার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবে ছিন্ন ও কুট্টিত করিয়া লইবে। এবং হরীতকী, বহেড়া, পিপ্পলী, বচ, চই, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই গুলি ও কুট্টিত করিয়া লইবে। পরে ঐ জীবনীয়াদি ঔষধ সমূহ, রক্তচন্দনাদি ঔষধ সমূহ এবং হরীতক্যাদি ঔষধ সমূহ সমুদয়ে মিলিত আটসের পরিমাণে লইয়া দশগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর এক আঢ়ক অর্থাৎ /৮ আটসের পরিমিত জল অবশিষ্ট থাকিতে তাহা নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেইরস বা ক্বাথে পূর্ব্বকথিত ভাবনা দেওয়া আমলকীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা গোময়াগ্নিদ্বারা অথবা বংশপত্র বা শরের দ্বারা জ্বাল দিয়া সিদ্ধ করিবে। যখন দেখিবে যে রসভাগ অপনীত অথচ অনুপদগ্ধ অবস্থায় আছে, তখন উহা নামাইয়া লৌহপাত্রে বিস্তার করিয়া শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে পর কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের উপর একখানি শিলা রাখিয়া সেই শিলে চূর্ণগুলি অতি মসৃণ ভাবে পেষণ করিবে। শ্লক্ষ্ণপিষ্ট হইলে পর উহা লৌহ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ঢাকা দিয়া রাখিবে। অনন্তর আটভাগের একভাগ লৌহচূর্ণ সেই চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া অগ্নিবল বিবেচনামতে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

এতদ্রসায়নং পূর্ব্বং বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽঙ্গিরাঃ।
যমদগ্নির্ভরদ্বাজো ভৃগুরন্যে চ তদ্বিধাঃ॥
প্রযুজ্য প্রয়তা মুক্তাঃশ্রমব্যাধিজরাভয়াৎ।
যাবদৈচ্ছংস্তপস্তেপুস্তৎপ্রভাবান্মহাবলাঃ॥
তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যেণ ধ্যানেন প্রশমেন চ।
রসায়নবিধানেন কালযুক্তির্ন চায়ুষা॥

স্থিতা মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদ্রসায়নম্।
গ্রাম্যাণামন্যকার্য্যাণাং সিদ্ধিশ্চাপ্রয়তাত্মনাম্॥
ইদং রসায়নং চক্রে ব্রহ্মা বার্ষসহস্রিকম্।
জরাব্যাধিপ্রশমনং বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদম্॥
ইত্যামলকায়সং ব্রাহ্মরসায়নম্।

এ বিষয়ে শ্লোক এই যে।—পুরাকালে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অঙ্গিরা, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ এই রসায়ন প্রযতভাবে সেবন করিয়া শ্রম, ব্যাধি, ও জরা ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং ইচ্ছানুরূপ তপস্যাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। রসায়ন প্রভাবে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ধ্যান, শম ও তাঁহাদের আয়ু এরূপ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে তাহার সহিত কালের যোগ ছিল না। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ ছিলেন বটে, কিন্তু রসায়ন ছিলনা বলিয়া তাঁহারা গ্রাম্য, অন্যকার্য্যাসক্ত, অসংযতাত্মাও অসিদ্ধ ছিলেন। একারণ ব্রহ্মা বর্ষসহস্র ধরিয়া জরা ব্যাধিপ্রশমন এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়বলবৰ্দ্ধন এই রসায়নের সৃষ্টি করেন। ইতি আমলকায়স ব্রাহ্মরসায়ন।

সংবৎসরং পয়োবৃত্তির্গবাং মধ্যে বসেৎ সদা।
সাবিত্রীং মনসা ধ্যায়ন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সংবৎসরান্তে পৌষীং বা মাঘীং বা ফাল্গুনীং তিথিম্।
ত্র্যহোপবাসী শুক্লস্য প্রবিশ্যামলকীবনম্॥
বৃহৎফলাঢ্যমারুহ্য দ্রুমং শাখাগতং ফলম্।
গৃহীত্বা পাণিনা তিষ্ঠেজ্জপন্ ব্রহ্মামৃতাগমাৎ॥
তদা হ্যবশ্যমমৃতং বসত্যামলকে ক্ষণম্।
শর্করামধুকল্পানি স্নেহবন্তি মৃদুনি চ॥
ভবন্ত্যমৃতসংযোগাৎ তানি যাবন্তি ভক্ষয়েৎ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি তাবন্ত্যাগতযৌবনঃ॥
সৌহিত্যমেষাং গত্বা তু ভবত্যমরসন্নিভঃ।
স্বয়ঞ্চাস্যোপতিষ্ঠন্তে শ্রীর্বেদা বাক্ চ রূপিণী॥
ইতি কেবলামলকরসায়নম্।

কেবলামলকরসায়ন।

সম্বৎসরকাল পয়োবৃত্তি অর্থাৎ কেবল মাত্র দুগ্ধপান করিয়া গোসমূহ মধ্যে বাস করতঃ ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় ভাবে থাকিয়া মনে মনে ব্রহ্মগায়ত্রী ধ্যান করিবে। পরে সম্বৎসরান্তে তিনদিন উপবাসী থাকিয়া পৌষী, মাঘী, বা ফাল্গুনী শুক্লাতিথিতে আমলকীবনে প্রবেশ করিয়া তথায় কোন একটী বৃহৎ ও ফলাঢ্য আমলকী বৃক্ষে আরোহণ করতঃ শাখাগত কতকগুলি ফল স্বহস্তে পাড়িয়া ঐ ফল হাতে করিয়া উহাতে অমৃতাগম পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রণব জপ করিতে থাকিবে। তথাবিধ নিষ্ঠাবান্ পুরুষের জপ কার্য্য কখন বৃথা হইবার নহে।

অবশ্যই ক্ষণকালের জন্য ফলমধ্যে অমৃতাগম হইবে। অমৃতের সংযোগ বশতঃ আমলকী মৃত, সস্নেহ এবং শর্করা ও মধুতুল্য সুস্বাদু হয়। অমৃতাগত তাবৎ ফল ভক্ষণ করিবে। ঐরূপ আমলকী ভক্ষণে চিরযৌবন লাভ করিয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকা যায় এবং লোকে দেবতার ন্যায় কান্তিলাভ করে। লক্ষ্মী, বেদ এবং বাক্‌রূপিণী দেবী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। ইতি কেবলামলক রসায়ন।

ত্রিফলায়া রসে মূত্রে গবাং ক্ষারে চ লাবণে।
ক্রমেণ চেঙ্গুদীক্ষারে কিংশুকক্ষার এব চ ॥
তীক্ষ্ণায়সস্য পত্রাণি বহ্নিবর্ণানি বাপয়েৎ।
চতুরঙ্গুলদীর্ঘাণি তিলোৎসেধসমানি চ ॥
জ্ঞাত্বা তান্যঞ্জনাভানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
তানি চূর্ণানি মধুনা রসেনামলকস্য চ ॥
যুক্তানি লেহবৎ কুম্ভে স্থিতানি ঘৃতভাবিতে।
সংবৎসরং নিধেয়ানি যবপল্লে তদেব চ ॥
দদ্যাদালোড়নং মাসে সর্ব্বত্রালোড়য়ন্‌ বুধঃ।
সংবৎসরাত্যয়ে তস্য প্রয়োগো মধুসর্পিষা ॥
প্রাতঃপ্রাতর্বলাপেক্ষী সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্‌।
এষ এব চ লোহানাং প্রয়োগঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥
অনেনৈব বিধানেন হেম্নশ্চ রজতস্য চ।
আয়ুঃপ্রকর্ষকৃৎ সিদ্ধঃ প্রয়োগঃ সর্ব্বরোগনুৎ ॥
নাভিঘাতৈর্ন চাতঙ্কৈর্জরয়া ন চ মৃত্যুনা।
স বধ্যঃ স্যাদ্গজপ্রাণঃ সদা চাতিবলেন্দ্রিয়ঃ ॥
ধীমান্‌ যশস্বী বাক্‌সিদ্ধঃ শ্রুতধারী মহাবলঃ।
ভবেৎ সমাং প্রযুঞ্জানো নরো লৌহরসায়নম্‌ ॥
ইতি লৌহাদিরসায়নম্‌।

লৌহাদিরসায়ন। চারি অঙ্গুল দীর্ঘ এবং তিলের ন্যায় বেধ বিশিষ্ট এরূপ কান্তলৌহের পাত সকল অগ্নিতে দগ্ধ ও অগ্নিবর্ণ করিয়া অগ্রে ত্রিফলার রসে বা ক্বাথে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ক্বাথ হইতে তুলিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিদগ্ধ ও অগ্নিবর্ণ করিয়া ঐ সকল তীক্ষ্ণ লৌহপত্র গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে উহাদিগকে গোমূত্র হইতে তুলিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে দগ্ধ ও অগ্নিবর্ণ করতঃ তাহাদিগকে যবক্ষারের জলে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহার পর আবার পূর্ব্বের মত করিয়া সৈন্ধব লবণের জলে, ইঙ্গুদীক্ষারের জলে, পলাশকাষ্ঠের ভস্মকৃত ক্ষারের জলে ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই সমুদয় লৌহপত্র অঞ্জনবর্ণ হইলে তাহাদিগকে চূর্ণ করিবে। এবং সেই সকল চূর্ণ মধু ও আমলকী রসে মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ করতঃ একটি ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপন করিয়া সম্বৎসরকাল যবরাশির মধ্যে নিহিত রাখিবে। ঐ লেহবৎ লৌহ চূর্ণ ভিষক্‌ মাসে মাসে এক একবার আলোড়ন করিয়া তাহাতে একটু একটু

মধু ও আমলকীর রস সংযুক্ত করিবে। পরে সম্বৎসর অতীত হইলে সেই সিদ্ধ লৌহচূর্ণ ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া কুটীপ্রবেশকারীর বল ও অগ্নি বুঝিয়া নিয়মিত মাত্রায় তাহাকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এবং ঔষধজীর্ণ হইলে সাত্ম্য ভোজন করিতে দিবে। এই লৌহপ্রয়োগ কীর্ত্তিত হইল এবং এইরূপ বিধানেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধ লৌহাদিরসায়ন আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এবং সর্ব্বরোগ নাশক। এতদ্দ্বারা অভিঘাত ব্যাধি, জরা এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না। পরন্তু ইহা সেবনে গজতুল্য দৃঢ় প্রাণ, অতিবলেন্দ্রিয়, ধীমান্, যশস্বী, বাক্‌সিদ্ধ, মহাবল ও শ্রুতিধর হওয়া যায়। ইতি লৌহাদিরসায়ন।

ঐন্দ্রী মৎস্যাক্ষিকো ব্রাহ্মী বচা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা।
পিপ্পল্যো লবণং হেম শঙ্খপুষ্পী বিষং ঘৃতম্॥
এষাং ত্রিয়বকান্ ভাগান্ হেমসর্পির্বিষৈর্বিনা।
দ্বৌ যবৌ তত্র হেম্নস্তু তিলং দদ্যাদ্বিষস্য চ॥
সর্পিষশ্চ পলং দদ্যাৎ তদৈকধ্যং প্রয়োজয়েৎ।
ঘৃতপ্রভূতং সক্ষৌদ্রং জীর্ণে চান্নং প্রশস্যতে।
জরাব্যাধিপ্রশমনং স্মৃতিমেধাকরং পরম্॥
আয়ুষ্যং পৌষ্টিকং বল্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
পরমোজস্করঞ্চৈতৎ সিদ্ধমৈন্দ্রং রসায়নম্॥
নৈনং প্রসহতে কৃত্যা নালক্ষ্মীর্ন বিষং ন রুক্।
শ্বিত্রং সকুষ্ঠং জঠরাণি গুল্মাঃ, প্লীহা পুরাণো বিষমজ্বরশ্চ।
মেধাস্মৃতিজ্ঞানহরাশ্চ রোগাঃ, শাম্যন্ত্যনেনাতিবলাশ্চ বাতাঃ॥

ইত্যৈন্দ্রীরসায়নম্।

ঐন্দ্রীরসায়ন।—ঐন্দ্রী (রাখালশশার মূল), মৎস্যাক্ষিক (কাঁটানটের মূল), ব্রাহ্মীশাক, বচ, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে), পিপুল, ও সৈন্ধবলবণ—এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে তিন যব, স্বর্ণ দুই যব, কাষ্ঠবিষ একতিল, এবং ঘৃত আট তোলা—এই সমুদয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ কুটীপ্রবেশকারী ব্যক্তিকে প্রাতে যথামাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে পর তাহাকে ঘৃত বহুল ও মধু সংযুক্ত শালি অথবা ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল ভোজন করিতে দিবে। এই রসায়ন জরা ও ব্যাধিনাশক, স্মৃতি ও মেধা জনক, আয়ুর হিতকর, পুষ্টি, বল, স্বর ও বর্ণবর্দ্ধক এবং অত্যন্ত তেজস্কর। এই সিদ্ধ রসায়ন সেবনে পাপ, অলক্ষ্মী ও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ধবল, কুষ্ঠ, জঠর রোগ, প্লীহা, পুরাতন জ্বর, বিষমজ্বর, এবং যে সমস্ত রোগে মেধা, স্মৃতি ও জ্ঞানলোপ পায়, সেই সমস্ত রোগ নষ্ট হয় এবং বলবান্ বাতব্যাধি সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইতি ঐন্দ্রীরসায়ন।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্।
রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ॥

আয়ুঃপ্রদান্যাময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি।
মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ চ শঙ্খপুষ্পা॥
ইতি মেধ্যরসায়নানি।

মেধাকর রসায়ন।

মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস, যষ্টিমধুচূর্ণ ও গুলঞ্চের রস অথবা শঙ্খপুষ্পীর মূল ও পুষ্পের কল্ক দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে রসায়ন হয়। এই সকল রসায়ন আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, এবং বল, অগ্নি, বর্ণ ও স্বরবর্দ্ধক এবং মেধাজনক। বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী সাতিশয় মেধাকারক। ইতি মেধাকর রসায়ন সমূহ।

পঞ্চ ষট্ সপ্ত দশ বা পিপ্পলীর্মধুসর্পিষা।
রসায়নগুণান্বেষী সমামেকাং প্রযোজয়েৎ॥
তিস্রস্তিস্রস্তু পূর্ব্বাহ্নে ভুক্ত্বাগ্রে ভোজনস্য চ।
পিপ্পল্যঃ কিংশুকক্ষারভাবিতা ঘৃতভর্জ্জিতাঃ॥
প্রযোজ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং রসায়নগুণৈষিণা।
জেতুং কাসং ক্ষয়ং শোষং শ্বাসং হিক্কাং গলাময়ান্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং পাণ্ডুতাং বিষমজ্বরম্।
বৈস্বর্য্যং পীনসং শোফং গুল্মং বাতবলাসকম্॥
ইতি পিপ্পলীরসায়নম্।

পিপ্পলীরসায়ন।

যিনি রসায়ন গুণসকল লাভ করিতে ইচ্ছাকরেন, তিনি প্রতিদিন পাঁচটী, ছয়টী, সাতটী বা দশটী পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত এক বৎসরকাল নিয়ত সেবন করিবেন। কিম্বা রসায়ন গুণান্বেষী ব্যক্তি প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে তিন তিনটী পিপ্পলী, পলাশের ক্ষারজলে সাতবার ভাবনা দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিবেন। এই রসায়ন সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শোষ, শ্বাস, হিক্কা, গলরোগ, অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, বিষমজ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস, শোথ, গুল্ম, এবং বাতশ্লেষ্ম রোগের উপশম হইয়া থাকে।
ইতি পিপ্পলীরসায়ন।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপৈপ্পলিকং দিনম্।
বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ॥
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসার্পিষা।
পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোঽয়ং রসায়নম্॥
পিষ্টাস্তা বলিভিঃ সেব্যাঃ শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ।
শীতীকৃতা হ্রস্ববলৈর্যোজ্যা দোষাময়ান্ প্রতি॥
দশপৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রয়োগো যস্ত্রিপর্য্যন্তঃ স কনীয়ান্ স চাবলৈঃ॥

বৃংহণং স্বর্য্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্।
বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্॥
ইতি বর্দ্ধমানপিপ্পলীরসায়নম্।

বর্দ্ধমান পিপ্পলীরসায়ন।--দশটী করিয়া পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমদিন দশটী ও পর পরদিন দশ দশটী করিয়া ক্রমানুসারে বৃদ্ধি করিবে এবং দশম দিনের পরে আবার প্রতিদিন দশদশটী করিয়া ক্রমান্বয়ে কমাইয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। এইরূপে উনবিংশতি দিবসে সহস্রটী পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ঔষধজীর্ণ হইলে ঘৃত ও দুগ্ধসহ ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। বলবান্ ব্যক্তিরা পিপ্পলী সকল পেষণ করিয়া সেবন করিবে। মধ্যবল ব্যক্তিগণ পিপ্পলীর ক্বাথ সেবন করিবেন। আর হীনবল ব্যক্তিগণ পিপ্পলীর শীতকষায় সেবন করিবেন। দোষাশ্রিত ও রোগাশ্রিত শরীরেই পিপ্পলী রসায়ন বিশেষতঃ সেবন করিতে হয়। দশ দশটী করিয়া পিপ্পলী বর্দ্ধন শ্রেষ্ঠমাত্রা, ছয় ছয়টী করিয়া পিপ্পলী বর্দ্ধন মধ্যম মাত্রা এবং তিন তিনটী করিয়া পিপ্পলী বর্দ্ধন অল্পমাত্রা। এই অল্পমাত্রাই দুর্ব্বলদিগের উপযোগী। এই পিপ্পলী রসায়ন, বৃংহণ, স্বর ও আয়ুবর্দ্ধন, প্লীহোদরনাশন, বয়ঃস্থাপন এবং মেধাজনক। ইতি পিপ্পলী বর্দ্ধমান রসায়ন।

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্‌ভুক্তে দ্বে বিভীতকে।
ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ॥
প্রযোজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্।
জীবেদ্বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ॥
ইতি ত্রিফলারসায়নম্

ত্রিফলারসায়ন।—পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে একটা হরীতকী প্রাতঃকালে সেবন করিবে; আহারের কিছু পূর্ব্বে দুইটা বহেড়া এবং ভোজনের পর চারিটা আমলকী পেষিত বা চূর্ণিত করিয়া ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিবে। এই ত্রিফলা রসায়ন ক্রমাগত এক বৎসরকাল সেবন করিলে অজর ও অরোগ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকা যায়।

ত্রৈফলেনায়সীং পাত্রীং কল্কেনালেপয়েন্নবাম্।
তমহোরাত্রিকং লেপং পিবেৎ ক্ষৌদ্রোদকাপ্লুতম্॥
প্রভূতস্নেহমশনং জীর্ণে তত্র প্রশস্যতে।
অজরোঽরুক্ সমাভ্যাসাজ্জীবেচ্চৈব সমাঃ শতম্॥
ইতি ত্রিফলারসায়নম্।

অপর ত্রিফলা রসায়ন। কান্তলৌহের একখানি নূতন পাত্র ত্রিফলার কল্কে লেপন করিয়া অহোরাত্র রাখিবে। পরদিন সেই কল্ক মধু ও জলের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত সংযুক্ত অন্ন সেবন করিবে। এই রসায়ন সম্বৎসরকাল সেবন করিলে অজর ও নীরোগ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। ইতি ত্রিফলা রসায়ন।

মধুকেন তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
ত্রিফলা সিতয়া চাপি যুক্তা সিদ্ধং রসায়নম্॥

ত্রিফলার অপরাপর পাঁচটীযোগ।—ত্রিফলা যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত কিংবা বংশলোচন চূর্ণের সহিত কিংবা পিপ্পলী চূর্ণের সহিত কিংবা চিনির সহিত অথবা মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

সর্ব্বলৌহৈঃ সুবর্ণেন বচয়া মধুসর্পিষা।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীভ্যাঞ্চ ত্রিফলা লবণেন চ॥
সংবৎসরপ্রয়োগেণ মেধাস্মৃতিবলপ্রদা।
ভবত্যায়ুষ্প্রদা ধন্যা জরারোগনির্বর্হণী॥
ইতি ত্রিফলারসায়নমপরম্।

ত্রিফলার অপরযোগ সমূহ।—জারিত সর্ব্বপ্রকার লৌহচূর্ণের সহিত বা কেবল জারিত সুবর্ণের সহিত বা বচের সহিত বা ঘৃতমধুর সহিত বা বিড়ঙ্গ ও পিপুলচূর্ণের সহিত কিম্বা লবণ অর্থাৎ সৈন্ধবের সহিত সম্বৎসর ত্রিফলা সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি ও বলপ্রদ হয়। এই রসায়ন আয়ুঃপ্রদ, ধন্য ও জরারোগ নিবারক।

অনম্লঞ্চ কষায়ঞ্চ কটু পাকে শিলাজতু।
নাত্যুষ্ণশীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ॥
হেম্নশ্চ রজতাৎ তাম্রাদ্বরং কৃষ্ণায়সাদপি।
রসায়নং তদ্বিধিভিস্তদ্বৃষ্যং তচ্চ রোগনুৎ॥
বাতপিত্তকফঘ্নৈস্তু নির্য্যূহৈস্তৎ সুভাবিতম্।
বীর্য্যোৎকর্ষং পরং যাতি সর্ব্বৈরেকৈকশোঽপি বা॥
প্রক্ষিপ্তোদ্ধৃতমপ্যেনং পুনস্তৎ প্রক্ষিপেদ্রসে।
কোষ্ণে সপ্তাহমেতেন বিধিনা তস্য ভাবনা॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন লোহৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ সহ।
তৎ পীতং পয়সা দদ্যাদ্দীর্ঘমায়ুঃসুখান্বিতম্॥
জরাব্যাধিপ্রশমনং দেহদার্ঢ্যকরং পরম্।
মেধাস্মৃতিকরং বল্যং ক্ষীরাশী তৎ প্রযোজয়েৎ॥
প্রয়োগঃ সপ্তসপ্তাহস্ত্রয়শ্চৈকশ্চ সপ্তকঃ।
নির্দ্দিষ্টস্ত্রিবিধস্তস্য পরো মধ্যোঽবরস্তথা॥
পলমর্দ্ধপলং কর্ষো মাত্রা তস্য ত্রিধা মতা॥
ইতি শিলাজতু প্রয়োগঃ।

শিলাজতু রসায়ন।—শিলাজতু অনম্ল, কষায়, কটুবিপাক, এবং অতি উষ্ণ ও নয় এবং অতি শীতল ও নয়। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ও লৌহ এই চারিপ্রকার ধাতু হইতে ইহা জন্মায়। তন্মধ্যে লৌহজাত শিলাজতু উৎকৃষ্ট। শিলাজতু বিধিমতে সেবিত হইলে রসায়ন, বৃষ্য ও রোগনাশক হয়। ইহা বাতঘ্ন, পিত্তঘ্ন ও কফঘ্ন দ্রব্যের কাথে ভাবিত করিয়া লইলে ইহার বীর্য্যের উৎকর্ষতা হয়। এই তিন প্রকার কাথ একত্র করিয়া তাহাতে বা এক এক প্রকার

কাথ এক একবারে লইয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় শিলাজতু প্রক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পুনর্ব্বার সেই শিলাজতু উক্ত কাথে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, এইরূপে সাত দিন ভাবনা দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিধান ক্রমে জারিত লৌহচূর্ণ সমভাগে লইয়া ঐ শিলাজতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধসহ যথাবিধানে যথামাত্রায় পান করিলে দীর্ঘায়ুঃ ও সুখ লাভ করা যায়। ইহা জরাব্যাধি প্রশমক, দেহের দৃঢ়তাকারী এবং মেধাস্মৃতি ও বলকারক। শিলাজতু সেবন করিয়া দুগ্ধ পথ্য করিবে। শিলাজতুর প্রয়োগকাল সাত সপ্তাহই শ্রেষ্ঠ। তিন সপ্তাহ মধ্য প্রয়োগ ও এক সপ্তাহ অল্প প্রয়োগ। উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট ক্রমে উহার মাত্রা ও ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বলবান্ ব্যক্তি ৮ আট তোলা, মধ্যবল ব্যক্তি চারি তোলা এবং হীনবল ব্যক্তি ২ দুই তোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিবেন। ইতি শিলাজতু প্রয়োগ।

জাতের্বিশেষং সবিধিং তস্য বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ।
হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ ॥
জত্বাভং মৃদুমৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু॥
মধুরশ্চ সতিক্তশ্চ জবাপুষ্পনিভশ্চ যঃ ।
কটুর্বিপাকে শীতশ্চ স সুবর্ণস্য নিঃস্রবঃ ॥
রূপ্যস্য কটুকঃ শ্বেতঃ শীতঃ স্বাদুর্বিপচ্যতে ।
তাম্রস্য বর্হিকণ্ঠাভস্তিক্তোষ্ণঃ কটু পচ্যতে ॥
যস্তু গুগ্গুলুকাভাসস্তিক্তকো লবণান্বিতঃ ।
কটুর্বিপাকে শীতশ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ স চায়সঃ ॥
গোমূত্রগন্ধয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকর্ম্মসু যৌগিকাঃ ।
রসায়নপ্রয়োগেষু পশ্চিমস্তু বিশিষ্যতে ॥
যথাক্রমং বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু ।
বিশেষতঃ প্রশস্যন্তে মলা হেমাদিধাতুজাঃ ॥
শিলাজতুপ্রয়োগেষু বিদাহীনি গুরূণি চ ।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকালন্তু কুলত্থান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
তে হ্যত্যন্তবিরুদ্ধত্বাদশ্মনো ভেদনাঃ পরম্ ।
লোকদৃষ্টাস্ততস্তেষাং প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে ॥

পয়াংসি শুক্তানি রসাঃ সযূষাস্তোয়ং সমূত্রং বিবিধাঃ কষায়াঃ ।
আলোড়নার্থং গিরিজস্য শস্তাস্তেতে প্রযোজ্যাঃ প্রসমীক্ষ্যকার্য্যং ॥
ন সোঽস্তি রোগো ভুবি সাধ্যরূপঃ শিলাহ্বয়ং যং ন জয়েৎ প্রসহ্য ।
তৎকালযোগৈর্বিধিভিঃ প্রযুক্তং স্বস্থস্য চোর্জ্জাংবিপুলাং দদাতি ॥

ইতি শিলাজতুরসায়নম্ ।

অতঃপর আমরা শিলাজতুর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যাখ্যা করিতেছি। পর্ব্বতস্থ সুবর্ণ-প্রভৃতি ধাতু সকল সূর্য্যসন্তাপে তাপিত হইলে তাহা হইতে জতু অর্থাৎ গালার ন্যায়

আভাযুক্ত, কোমল, ও মৃত্তিকাবর্ণ মিশ্রিত যে মলপদার্থ স্রাবিত হইতে থাকে, তাহার নাম শিলাজতু। সুবর্ণজাত শিলাজতু-মধুর, ঈষৎতিক্ত, জবাপুষ্পের ন্যায়, বিপাকে কটু ও শীতল। রৌপ্য নিঃসৃত শিলাজতু কটুরস, শ্বেতবর্ণ, শীতবীর্য্য ও স্বাদুপাক। তাম্রজাত শিলাজতু ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় আভাযুক্ত, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও কটুবিপাক। লৌহ হইতে যে শিলাজতু উৎপন্ন হয়, তাহা গুগ্‌গুলুবর্ণ, তিক্ত, লবণরস, কটুবিপাক, শীতল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সকল শিলাজতুতে গোমূত্রের ন্যায় গন্ধ আছে, সেই সকল শিলাজতুই রসায়ন, বাজীকরণ ও রোগহরণাদি সকল কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রসায়ন কার্য্যে লৌহজাত শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুবর্ণজাত শিলাজতু বাতপিত্তে, রৌপ্যজাত শিলাজতু শ্লেষ্মপিত্তে, তাম্রজাত শিলাজতু কফে, এবং লৌহের শিলাজতু বাতাদি ত্রিদোষে বিশেষ উপকারী। শিলাজতু ব্যবহারকালে সর্ব্ব প্রকার বিদাহী ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিবে না। পরন্তু কুলথ কলাই সেবন একেবারেই নিষিদ্ধ। কুলথ কলাই শিলাজতুর অত্যন্ত বিরোধী। কেননা কুলথ শিলা ভেদ করে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এই জন্য শিলাজতু ব্যবহারকালে কুলথ সেবন করিবে না। দুগ্ধ, শুক্ত, মাংসরস, যূষ, জল, গোমূত্র ও বিবিধ প্রকার কষায় সংযোগে শিলাজতু গুলিয়া খাইতে হয়। রোগাদি ভেদে ঐ সকল অনুপানের সহিত শিলাজতু গুলিয়া খাইবে অর্থাৎ ঐ সকল অনুপানের মধ্যে যাহা উপযুক্ত বোধ হইবে তাহাই প্রয়োগ করিবে। পৃথিবীতে এমন কোন সাধ্য রোগ নাই, যাহা শিলাজতু বিনষ্ট করিতে পারে না অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রোগেই শিলাজতু বিশেষ উপকারক। অপিচ শিলাজতু যথাকালে এবং যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে সুস্থব্যক্তিরও বিপুল বল প্রদান করে।

তত্র শ্লোকঃ।

করপ্রচিতিকে পাদে দশ ষট্ চ মহর্ষিণা।
রসায়নানাং সিদ্ধানাং সংযোগাঃ সমুদাহৃতাঃ ॥
ইতি করপ্রচিতীয়ো নাম রসায়নপাদস্তৃতীয়ঃ।

এই করপ্রচিতীয় পাদে মহর্ষি কর্ত্তৃক ষোড়শ প্রকার সিদ্ধ রসায়নযোগ বর্ণিত হইয়াছে।
ইতি করপ্রচিতীয় নামক তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ সমুত্থানীয় রসায়ন পাদ।

অথাত আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা আয়ুর্ব্বেদ সমুত্থানীয় রসায়নপাদ ব্যাখ্যা করিব ইহা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

ঋষয়ঃ খলু কদাচিচ্ছালীনা যাযাবরাশ্চ গ্রাম্যৌষধ্যাহারাঃ সন্তঃ সাম্পন্নিকা মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশ্চ প্রায়েণ বভূবুঃ। তে সর্ব্বাসামিতিকর্ত্তব্যতানামসমর্থাঃ সন্তো গ্রাম্যবাসকৃতং দোষং মত্বা পূর্ব্বনিবাসমপগতগ্রাম্যদোষং মত্বা শিবং পুণ্যমুদারং মেধ্যমগম্যমসুকৃতিভির্গঙ্গাপ্রভবমমরগন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নরানুচরিতমনেকরত্ননিচয়মচিন্ত্যাদ্ভুতপ্রভাবং ব্রহ্ম-

র্ষিসিদ্ধচারণানুচরিতং দিব্যতীর্থৌষধিপ্রভাবমতিশরণ্যং হিমবন্তমমরাধিপভিগুপ্তং জগ্মুর্ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিবশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যপুলস্ত্যবামদেবাসিতগৌতমপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ ॥

কোন সময়ে ঋষিগণ সুশীলতা ও সময়ের স্বভাব বশতঃ গ্রাম্য ঔষধ ও আহার সেবন করিতে বাধ্য হইয়া সঙ্কুচী, অলস এবং অকল্যাণ গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে গ্রাম্যবাস দোষেই এই সকল ঘটিয়াছে। এই স্থির করিয়া ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য পুলস্ত্য, বামদেব, অসিত ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস গ্রাম্যদোষ রহিত বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার সেই মঙ্গলময়, পুণ্য, উদার, পবিত্র, পুণ্যহীনগণের অগম্য, গঙ্গার উদ্ভব স্থান, অমরগন্ধর্ব্ব-যক্ষ-কিন্নর সেবিত, নানারত্ন সমন্বিত, অচিন্ত্য অদ্ভুত প্রভাব, ব্রহ্মর্ষি-সিদ্ধচারণসেবিত, দিব্যতীর্থ, ওষধিপ্রভাবসমন্বিত, অতি শরণ্য, অমরাধিপতি রক্ষিত হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

তানিন্দ্রঃ সহস্রদৃগমরবরোঽব্রবীৎ, স্বাগতং ব্রহ্মবিদাং জ্ঞানতপোধনানাং ব্রহ্মর্ষীণামস্তি ননু বো গ্লানিরপ্রভাবত্বং বৈস্বর্য্যং বৈবর্ণ্যঞ্চ গ্রাম্যবাসকৃতমসুখমসুখানুবন্ধঞ্চ। গ্রাম্যোহি বাসো মূলমশস্তানাং তৎ কৃতঃ পুণ্যকৃদ্ভিরনুগ্রহঃ প্রজানাং স্বশরীরমরক্ষিভিঃ। কালশ্চায়মায়ুর্ব্বেদোপদেশস্য ব্রহ্মর্ষীণামাত্মনঃ প্রজানাঞ্চানুগ্রহার্থমায়ুর্ব্বেদমশ্বিনৌ মহ্যং প্রযচ্ছতাং প্রজাপতিরশ্বিভ্যাম্, প্রজাপতয়ে ব্রহ্মা, প্রজানামল্পমায়ুর্জ্জরাব্যাধিবহুলমসুখমসুখানুবন্ধম্, অল্পত্বাদল্পতপোদমনিয়মদানাধ্যয়নসঞ্চয়ং মত্বা, পুণ্যতমমায়ুঃপ্রকর্ষকরং জরাব্যাধিপ্রশমনমূর্জ্জস্করমমৃতং শিবং শরণ্যমুদারং ভবন্তো মত্তঃ শ্রোতুমর্হন্ত্যুপধারয়িতুং প্রকাশয়িতুঞ্চ প্রজানুগ্রহার্থমার্ষং ব্রহ্ম চ মৈত্রীং কারুণ্যমাত্মনশ্চানুত্তমং পুণ্যমুদারং, ব্রাহ্মমক্ষয়ং কর্ম্মেতি। তৎ শ্রুত্বা বিবুধপতিবচনমৃষয়ঃ সর্ব্ব এবামরবরমৃগ্ভিস্তুষ্টুবুঃ প্রহৃষ্টাস্তদ্বচনমভিননন্দুশ্চেতি ॥ অথেন্দ্রস্তদায়ুর্ব্বেদামৃতমৃষিভ্যঃ সংক্রম্যোবাচৈতৎ সর্ব্বমনুষ্ঠেয়ম্। অয়ঞ্চ শিবঃকালো রসায়নানাং দিব্যাশ্চৌষধয়ো হিমবতঃ প্রভবাঃ প্রাপ্তবীর্য্যাঃ ॥

ইতি সমুত্থানীয় রসায়নপাদঃ।

সহস্রনয়ন অমরাধিপ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ব্রহ্মবিৎ, জ্ঞানধন ও তপোধন ব্রহ্মর্ষিদিগের কুশল ত? গ্রাম্যবাসজনিত আপনাদের মালিন্য, প্রভাহীনতা, বিস্বরতা, বিষণ্ণতা, অসুখ ও অসুখজনিত অশুভ সকল দৃষ্ট হইতেছে। গ্রাম্যবাস অশান্তির মূল। আপনারা পুণ্যস্বভাব বশতঃ প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া নিজ শরীরের প্রতি উপেক্ষা করত গ্রামবাস করিয়াছিলেন। আপনাদের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রকৃত কাল উপস্থিত হইয়াছে। যে আয়ুর্ব্বেদ আমার নিজের, এবং ব্রহ্মর্ষিগণের ও প্রজাদিগের হিতার্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন;

প্রজাপতি দক্ষ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং জরাব্যাধি-বহুল, অসুখকর ও অশুভের ফলস্বরূপ অল্প আয়ু, ও তজ্জনিত অল্প তপস্যা, দম, নিয়ম, দান ও অধ্যয়ন নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে যে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন; যাহা পুণ্যতম; যাহা আয়ুবর্দ্ধক, জরাব্যাধিনিবারক, উর্জ্জস্বর, অমৃত স্বরূপ, মঙ্গলময়, শরণ্য ও উদার, সেই আয়ুর্ব্বেদ আপনারা আমার নিকট শ্রবণ করিয়া প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ প্রচার করুন। কারণ যে ব্রহ্ম ঋষিদিগের আয়ত্ত, সেই ব্রহ্মই মৈত্রী, মৈত্রীই কারুণ্য, আত্মার কারুণ্যই উৎকৃষ্ট পুণ্য এবং সেই পুণ্যই উদার ব্রাহ্ম এবং অক্ষয় কর্ম্ম। ঋষিগণ দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে বেদবাক্য সমূহ দ্বারা স্তব করিলেন এবং প্রহৃষ্টমনে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রদেব আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন সকল ব্যাখ্যা করিয়া ঋষিগণকে ঐ সকল রসায়ন অনুষ্ঠান করিতে কহিলেন। এবং রসায়ন সেবনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে ও এই হিমালয়েই রসায়নের উপযুক্ত পূর্ণবীর্য্য দিব্য ঔষধি সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাই কহিলেন।

ইতি সমুত্থানীয় রসায়ন পাদ।

তদ্‌যথা—ঐন্দ্রী ব্রাহ্মী পয়স্যা ক্ষীরপুষ্পী শ্রাবণী মহাশ্রাবণী শতাবরী বিদারী জীবন্তী পুনর্নবা নাগবলা স্থিরা বচা ছত্রাতিচ্ছত্রা মেদা মহামেদা জীবনীয়াশ্চান্যাঃ পয়সা প্রযুক্তাঃ। ষণ্মাসাৎ পরমায়ুর্ব্বয়শ্চ তরুণমনাময়ত্বং স্বরবর্ণসম্পদমুপচয়ং মেধাং স্মৃতিমুত্তমবলমিষ্টাংশ্চাপরান্ ভাবানাবহন্তি সিদ্ধাঃ॥　ইতীন্দ্রোক্তং রসায়নম্।

ইন্দ্রোক্ত রসায়ন।—রাখালশসা, ব্রাহ্মীশাকের রস, কাকোলী, ক্ষীরপুষ্পী, থুলকুড়ি, মহাশ্রাবণী, (বড় থুলকুড়ি), শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবন্তী, পুনর্ণবা (সিয়াপুণ্যে), গোরক্ষচাকুলে, স্থিরা (শালপর্ণী), বচ, আমলকী, অতিচ্ছত্রা (কুলে খাড়া), মেদ, মহামেদ ও অন্যান্য জীবনীয় ঔষধ সকল দুগ্ধের সহিত ছয়মাস সেবনে দীর্ঘ আয়ুঃ, তরুণ বয়স, আরোগ্য, স্বরবর্ণের উৎকর্ষ, পুষ্টি, মেধা, স্মৃতি, উত্তমবল, এবং অন্যান্য অভীষ্ট সকল সিদ্ধ হয়।

ইতি ইন্দ্রোক্ত রসায়ন।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামৌষধির্যা হিরণ্যক্ষীরা পুষ্করসদৃশপত্রা। আদিত্যপর্ণী নামৌষধির্যা সূর্য্যকান্তেতি বিজ্ঞায়তে সুবর্ণবর্ণক্ষীরা সূর্য্যমণ্ডলাকারপুষ্পা চ। নারী নামৌষধিরশ্ববলেতি বিজ্ঞায়তে যা পুনরজসদৃশপত্রা। কাষ্ঠগোধা নামৌষধির্গোধাকারা। সর্পা নামৌষধিঃ সর্পাকারা। সোমো নামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ। পদ্মা নামৌষধিঃ পদ্মাকারা পদ্মরক্তা পদ্মগন্ধা চ। অজানামৌষধিরজশৃঙ্গীতি বিজ্ঞায়তে। নীলা নামৌষধিস্তু নীলক্ষীরা নীলপুষ্পা লতাপ্রতানবহুলা। ইত্যাসামষ্টানামোষধীনাং যাং যামেবৌষধিং লভতে তস্যাস্তস্যাঃ স্বরসস্য সৌহিত্যং গত্বা স্নেহভাবিতায়ামার্দ্র্রপলাশদ্রোণ্যাং সপিধানায়াং দিগ্বাসাঃ শয়ীত। তত্র প্রলীয়তে ষণ্মাসেন পুনঃ পুনঃ সম্ভবতি। তস্যাজং পয়ঃ

প্রত্যবস্থাপনম্। ষণ্মাসেন দেবতানুকারী ভবতি বয়োবর্ণস্বরাকৃতিবল-প্রভাভিঃ। স্বয়ঞ্চাস্য সর্ব্ববাচোগতানি প্রাদুর্ভবন্তি। দিব্যঞ্চাস্য চক্ষুঃ শ্রোত্রং ভবতি যোজনসহস্রগতির্দশবর্ষসহস্রাণ্যায়ুরনুপদ্রবঞ্চেতি॥

ইতি দ্রোণীপ্রাবেশিক রসায়নম্।

দ্রোণীপ্রাবেশিক রসায়ন।—ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক এক প্রকার ওষধি আছে, উহার অপর নাম হিরণ্যক্ষীরা। উহার পত্র শঙ্খপত্রের ন্যায়। আদিত্যপর্ণী নামক আর একটী ওষধি আছে, উহার অপর নাম সূর্য্যকান্তা। ইহার ক্ষীর (আটা) সুবর্ণের ন্যায় ও পুষ্প সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় এবং সূর্য্য যখন যে দিকে থাকে ঐ পুষ্পের মুখও তখন সেই দিকে থাকে। নারী নামক এক ওষধি আছে। উহাকে অশ্ববলাও কহে। ইহার পত্র অজের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। কাষ্ঠ গোধা নামক এক ওষধি আছে উহা গোধাকৃতি। সর্পনামক এক ওষধি আছে উহা দেখিতে সর্পের ন্যায়। সোমলতা নামক যে ওষধিরাজ আছে, ইহার পঞ্চদশটী পত্র এবং শুক্ল-পক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্র প্রতিদিন যেমন এক এক কলা বৃদ্ধি পায়, ইহার পত্রও এক একটী করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র যেমন এক এক কলা করিয়া হ্রাস হয়, তদ্রূপ উহার পত্রও একটী একটী করিয়া প্রতিদিন ক্ষয় হইয়া থাকে। পদ্মা নামক এক প্রকার ওষধি আছে উহা পদ্মাকৃতি, পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধ বিশিষ্ট। অজা নামে এক প্রকার ওষধি আছে, উহা অজশৃঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ। নীলা নামে আর এক প্রকার ওষধি আছে, তাহার ক্ষীর ও পুষ্প নীলবর্ণ এবং উহা বহু লতপ্রতান বিশিষ্ট। এই আট প্রকার ওষধি অথবা ইহাদের মধ্যে যাহা যাহা প্রাপ্তব্য তাহাদের স্বরস তৃপ্তিপূর্ব্বক পান করিয়া কাঁচা পলাশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্ধুক স্নেহ ভাবিত করিয়া তন্মধ্যে নগ্ন হইয়া শয়ন করিবে। ঐ দ্রোণীর আচ্ছাদনে একটী গর্ত্ত রাখিবে ও ঐ গর্ত্ত দিয়া রসায়ন সেবীর প্রাণধারণার্থ একটু একটু ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। এই প্রকারে রসায়ন সেবী যদি ছয় মাস কাল থাকেন, তাহা হইলে তিনি বয়সে, বর্ণে, স্বরে, আকৃতিতে, বল এবং প্রভাতে দেবসদৃশ হয়েন এবং দেবতাদিগের ন্যায় তিনি অতীত ঘটনা সকল বলিতে সমর্থ হয়েন এবং দিব্য চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট হয়েন। দেবতাদের ন্যায় তাঁহার সহস্র যোজন গতি হইবে এবং তিনি নিরুপদ্রবে দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবেন।

ভবন্তি চাত্র।

দিব্যানামোষধীনাং যঃ প্রভাবঃ স ভবদ্বিধৈঃ।
শক্যঃ সোঢুমশক্যস্তু ন সোঢুমকৃতাত্মভিঃ॥
ওষধীনাং প্রভাবেণ তিষ্ঠতাং স্বে চ কর্ম্মণি।
ভবতাং নিখিলং শ্রেয়ঃ সর্ব্বমেবোপপৎস্যতে॥
বানপ্রস্থৈ গৃঁহস্থৈশ্চ প্রয়ত্নৈর্নিয়তাত্মভিঃ।
শক্যা ওষধয়ো হ্যেতাঃ সেবিতুং বিষয়াভিজাঃ॥
তাস্তু ক্ষেত্রগুণৈস্তেষাং মধ্যমেন চ কর্ম্মণা।
মৃদুবীর্য্যতয়া তাসাং বিধির্জ্জ্ঞেয়ঃ স এব তু॥

পর্য্যেষ্টুং তাঃ প্রযোক্তুং বা যেঽসমর্থাঃ সুখার্থিনঃ।
রসায়নবিধিস্তেষামযমন্যঃ প্রশস্যতে ॥

দিব্য ওষধি সমূহের প্রভাব আপনাদের ন্যায় সুকৃতাত্মব্যক্তিগণ ব্যতীত অকৃতাত্ম ব্যক্তিরা সহ্য করিতে অসমর্থ অর্থাৎ আপনারাই ইহাদের প্রভাব সহ্য করিতে পারেন। এই ওষধি সমূহের প্রভাবে আপনারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত থাকিতে পারিবেন এবং আপনাদের নিখিল শ্রেয়ঃ হইবে। বানপ্রস্থ ও গৃহস্থগণ যদি প্রযত ও সংযতাত্মা হয়েন এবং এই সকল রসায়ন ওষধি যদি তাঁহাদের দেশজাত হয় তাহা হইলে তাঁহারা ইহার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবেন। কারণ ক্ষেত্রগুণে ঐ সকল ওষধি মৃদুবীর্য্য হয় এবং উহাদের ক্রিয়া মধ্যম হয়। কিন্তু ঔষধের সেবনবিধি একই। যে সকল সুখী লোক ঐ ওষধি সকল অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে বা বিধিমতে সেবন করিতে অক্ষম, তাহাদের নিমিত্ত অন্য প্রকার রসায়ন বিধি কথিত হইতেছে।

বল্যানাং জীবনীয়ানাং বৃংহণীয়ানাংশ্চ যা দশ।
বয়সঃ স্থাপনানাঞ্চ খদিরস্যাসনস্য চ ॥
খর্জ্জুরাণাং মধূকানাং মুস্তানামুৎপলস্য চ।
মৃদ্বীকানাং বিড়ঙ্গানাং বচায়াশ্চিত্রকস্য চ ॥
শতাবর্য্যাঃ পয়স্যায়াঃ পিপ্পল্যা জোঙ্গকস্য চ।
ঋদ্ধ্যা নাগবলায়াশ্চ হরিদ্রায়া ধবস্য চ ॥
ত্রিফলাকণ্টকার্য্যোশ্চ বিদার্য্যাশ্চন্দনস্য চ।
ইক্ষূণাং শরমূলানাং শ্রীপর্ণ্যাস্তিনিশস্য চ ॥
রসাঃ পৃথক্ পৃথক্ গ্রাহ্যাঃ পলাশক্ষার এব চ।
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ পয়ো গব্যং চতুর্গুণম্ ॥
দ্বে পাত্রে তিলতৈলস্য দ্বে চ গব্যস্য সর্পিষঃ।
তৎ সাধ্যং সর্ব্বমেকত্র সুসিদ্ধং স্নেহমুদ্ধরেৎ ॥
তত্রামলকচূর্ণানামাঢ়কং শতভাবিতম্।
স্বরসেনৈব দাতব্যং ক্ষৌদ্রস্যাভিনবস্য চ ॥
শর্করাচূর্ণপাত্রঞ্চ প্রস্থমেকং প্রদাপয়েৎ।
তুগাক্ষীর্য্যাঃ সপিপ্পল্যাঃ স্থাপ্যং সংমূচ্ছিতঞ্চ তৎ ॥
শুচৌ ক্ষমার্ত্তিকে কুম্ভে মাসার্দ্ধং ঘৃতভাবিতে।
মাত্রামগ্নিসমাং তস্য তত ঊর্দ্ধং প্রয়োজয়েৎ ॥
হেমতাম্রপ্রবালানাময়সঃ স্ফটিকস্য চ।
মুক্তাবৈদূর্য্যশঙ্খানাং চূর্ণানাং রজতস্য চ ॥

প্রক্ষিপ্য ষোড়শীং মাত্রাং বিহায়ায়াসমৈথুনম্।
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা॥
সর্ব্বরোগপ্রশমনং বৃষ্যমায়ুষ্যমুত্তমম্।
সত্ত্বস্মৃতিশরীরাগ্নিবুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদম্॥
পরমূর্জ্জস্করঞ্চৈব বর্ণস্বরকরং তথা।
বিষালক্ষ্মীপ্রশমনং সর্ব্ববাচোগতপ্রদম্॥
সিদ্ধার্থতাঞ্চাভিনবং বয়শ্চ প্রজাপ্রিয়ত্বঞ্চ যশশ্চ লোকে।
প্রযোজ্যমিচ্ছদ্ভিরিদং যথাবদ্রসায়নং ব্রাহ্মমুদারবীর্য্যম্॥
ইতীন্দ্রোক্তরসায়নমপরম্।

ষড়্‌বিরেচন-শতাশ্রিতীয় অধ্যায়োক্ত যে দশ প্রকার বল্য, দশপ্রকার জীবনীয়, দশপ্রকার বৃংহণীয় ও দশ প্রকার বয়ঃস্থাপক ঔষধি, সেই সকল ঔষধ পৃথক্ পৃথক্ ৩২ সের, অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চৌষট্টি সের থাকিতে নামাইয়া তাহাদের কাথ এবং খদির, অশন (পীতশাল), পিণ্ড খর্জ্জূর, মধুক (মৌল ফুল) মুস্তক, নীলোৎপল, কিসমিস, বিড়ঙ্গ, বচ, চিতা, শতাবরী, পয়স্যা, পিপুল, কাকনাসা, ঋদ্ধি, গোরক্ষ-চাকুলে, হরিদ্রা, ধব (ধাওয়া), ত্রিফলা, কণ্টকারী, বিদারী, রক্তচন্দন, ইক্ষুমূল, শরমূল, গাম্ভারী ও আবলুস্ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ রস এক এক পল, পলাশক্ষার এক পল, গব্যদুগ্ধ ২৫৬ সের, তিলতৈল ৩২ বত্রিশ সের ও ঘৃত ৩২ বত্রিশ সের—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া তাহাদের স্নেহভাগ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে স্বরসে শতবারভাবিত আমলকীচূর্ণ এক আঢ়ক, নূতন মধু এক আঢ়ক, শর্করা এক আঢ়ক এবং বংশলোচন ও পিপুলচূর্ণ দুই সের মিশ্রিত করিয়া উহা একটী ঘৃতভাবিত কুম্ভে ১৫ দিবস রাখিবে। পরে অগ্নিবল অনুসারে ইহার মাত্রা ঠিক করিবে। ঔষধের সহিত উহার ষোড়শাংশ জারিত হেম, তাম্র, প্রবাল, লৌহ, স্ফটিক, মুক্তা, বৈদূর্য্য, শঙ্খ ও রজতচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। ঔষধ সেবন কালে শ্রম ও মৈথুন ত্যাগ করিবে। ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে পর দুগ্ধ ও ঘৃতসহ ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন সর্ব্বরোগনিবারক, বৃষ্য ও আয়ুষ্য এবং সত্ত্ব, স্মৃতি, শরীর, অগ্নি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলবর্দ্ধক। ইহা পরম উর্জ্জস্কর, বর্ণকর ও স্বরকর এবং ইহা দ্বারা বিষ ও অলক্ষ্মী দূরীভূত হয় ও বাক্‌সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই রসায়ন সেবনে অভিলাষ সিদ্ধি, নব্য বয়স, প্রজাপ্রিয়ত্ব ও যশোলাভ হয়। এই ব্রাহ্ম উদারবীর্য্য রসায়ন বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে ঐ সমুদায় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতি ইন্দ্রোক্ত অপর রসায়ন।

সমর্থানামরোগাণাং ধীমতাং নিয়তাত্মনাম্।
কুটীপ্রবেশঃ ক্ষমিণাং পরিচ্ছদবতাং হিতঃ॥
অতোঽন্যথা তু যে তেষাং সৌর্য্যমারুতিকো বিধিঃ।
তাভ্যাং শ্রেষ্ঠতরঃ পূর্ব্বো বিধিঃ স তু সুদুষ্করঃ॥

রসায়নবিধিভ্রংশাজ্জায়েরন্ ব্যাধয়ো যদি।
যথাস্বমৌষধং তেষাং কার্য্যং মুক্ত্বা রসায়নম্॥

যাঁহারা সমর্থ, নীরোগ, ধীমান, সংযতাত্মা, ক্ষমাবান ও ধনজনাদিসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষে কুটীপ্রাবেশিক রসায়নই উৎকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ সৌর্য্যমারুতিক রসায়ন সেবন করিবেন। কিন্তু সৌর্য্যমারুতিক বিধি অপেক্ষা কুটীপ্রাবেশিক বিধিই শ্রেষ্ঠ, তবে উহা পালন করা দুষ্কর। রসায়নবিধি সকল পালন না করিলে যদি রোগ জন্মে, তবে রসায়ন সেবন বন্ধ রাখিয়া রোগের উপযোগী ঔষধ সেবন করিবে।

সত্যবাদিনমক্রোধং নিবৃত্তং মদ্যমৈথুনাৎ।
অহিংসকমনায়াসং প্রশান্তং প্রিয়বাদিনম্।
জপশৌচপরং ধীরং দাননিত্যং তপস্বিনম্॥
দেবগোব্রাহ্মণাচার্য্যগুরুবৃদ্ধার্চ্চনে রতম্।
আনৃশংস্যপরং নিত্যং নিত্যং কারুণ্যবেদিনম্॥
সমজাগরণস্বপ্নং নিত্যং ক্ষীরঘৃতাশিনম্।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞং যুক্তিজ্ঞমনহঙ্কৃতম্॥
শস্তাচারমসংকীর্ণমধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
উপাসিতারং বৃদ্ধানামাস্তিকানাং জিতাত্মনাম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রপরং বিদ্যান্নরং নিত্যরসায়নম্॥
গুণৈরেতৈঃ সমুদিতৈঃ প্রযুঙ্ক্তে যো রসায়নম্।
রসায়নগুণান্ সর্ব্বান্ যথোক্তান্ স সমশ্নুতে॥

সত্যবাদী, অক্রোধ, মদ্য ও মৈথুনবিরত, অহিংসক, অপরিশ্রান্ত, প্রশান্ত, প্রিয়বাদী, জপশৌচপরায়ণ, ধীর, দাতা, তপস্বী, দেব, গো, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত, অহিংসাপরায়ণ, সতত কারুণ্যবেদী, নিত্য সমজাগরণ ও সমনিদ্রাশীল, নিত্য দুগ্ধ ও ঘৃতভোজী, দেশকাল প্রমাণজ্ঞ, যুক্তিজ্ঞ, অনহঙ্কারী, সদাচার, অসংকীর্ণ, আধ্যাত্ম-প্রবণেন্দ্রিয় (যাঁহার ইন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রবণ), আস্তিক, জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধগণের সেবক ও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ পুরুষই নিত্যরসায়ন অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির অপর কোন প্রকার রসায়ন আবশ্যক করে না। উক্তরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তি রসায়ন সেবন করিলে রসায়নের যথোক্ত সমুদয়গুণ প্রাপ্ত হন।

যথা স্থূলমনির্ব্বাহ্য দোষান্ শারীরমানসান্।
রসায়নগুণৈর্জন্তুর্যুজ্যতে ন কদাচন॥
যোগা হ্যায়ুঃপ্রকর্ষার্থা জরারোগনিবর্হণাঃ।
মনঃশরীরশুদ্ধানাং সিধ্যন্তি প্রয়তাত্মনাম্॥

শারীরিক ও মানসিক দোষ বিবর্জ্জিত না হইলে সে ব্যক্তি কখনই রসায়ন সেবনের ফল প্রাপ্ত হয়েন না। যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক দোষরহিত এবং যাহারা সংযতাত্মা তাঁহারা এই আয়ুঃপ্রকর্ষজনক ও জরা-ব্যাধি নিবারক রসায়ন যোগে সিদ্ধ হয়েন।

তদেতন্ন ভবেদ্বাচ্যং সর্ব্বমেব হতাত্মসু।
অরুজেভ্যোঽদ্বিজাতিভ্যঃ শুশ্রূষা যেষু নাস্তি চ॥

একারণ যাহাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, যাহারা নীরোগ ও যাহারা অদ্বিজাতি অর্থাৎ শূদ্র, রসায়নে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদিগকে এই রসায়ন যোগ বলিবে না।

যে রসায়নসংযোগা বৃষ্যা যোগাশ্চ যে মতাঃ।
যচ্চৌষধং বিকারাণাং সর্ব্বং তদ্বৈদ্যসংশ্রয়ম্॥
প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাদ্ধীমন্তং বেদপারগম্।
অশ্বিনাবিব দেবেন্দ্রঃ পূজয়েদতিশক্তিতঃ॥

সমস্ত রসায়ন যোগ ও বাজীকরণযোগ এবং রোগনাশক সমস্ত ঔষধ, বৈদ্যের আশ্রিত বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করেন, পণ্ডিত ব্যক্তি ও সেইরূপ বুদ্ধিমান্ বেদপারগ প্রাণাচার্য্য বৈদ্যকে যথাশক্তি পূজা করিবেন।

অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ যজ্ঞবাহাবিতি স্মৃতৌ।
যজ্ঞস্য হি শিরশ্ছিন্নং পুনস্তাভ্যাং সমাহিতম্॥
প্রশীর্ণা দশনাঃ পূষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ।
বজ্রিণশ্চ ভুজস্তম্ভস্তাভ্যামেব চিকিৎসিতঃ॥
চিকিৎসিতস্তু শীতাংশুর্গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা॥
সোমাল্লিপতিতশ্চন্দ্রঃ কৃতস্তাভ্যাং পুনঃ সুখী।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ॥
বীতবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতস্তাভ্যাং পুনর্যুবা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষগুত্তমৌ॥
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্।
গ্রহাঃ স্তোত্রাণি মন্ত্রাণি তথান্যানি হবীংষি চ॥
ধূম্রাশ্চ পশবস্তাভ্যাং প্রকল্প্যন্তে দ্বিজাতিভিঃ।
প্রাতশ্চ সবনে সোমং শক্রোঽশ্বিভ্যাং সহাশ্নুতে॥
সৌত্রামণ্যাঞ্চ ভগবানশ্বিভ্যাং সহ মোদতে।
ইন্দ্রাগ্নী চাশ্বিনৌ চৈব স্তূয়ন্তে প্রায়শো দ্বিজৈঃ॥
স্তূয়ন্তে বেদবাক্যেষু ন তথান্যা হি দেবতাঃ।
অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈর্ধ্রুবৈঃ॥
পূজ্যেতে প্রযতৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥
মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈর্দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশক্তিতঃ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদিগের চিকিৎসক। তাঁহারা দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞের ছিন্নমস্তক পুনর্যোজনা করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্যদেবের ভগ্নদন্ত, ভগের নষ্টনেত্র, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ এবং রাজযক্ষ্মারোগাক্রান্ত শীতাংশুকে ইঁহারাই (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য করেন। চন্দ্র সৌম্যাবভ্রষ্ট হইলে ইঁহারাই তাঁহাকে পুনঃ সুস্থ করেন। স্বর-বর্ণবিহীন, ভৃগুনন্দন চ্যবন বৃদ্ধবয়সে কামুক হইলে পর এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারাই তিনি পুনর্য্যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজ্য হন এবং এই জন্যই দ্বিজাতিগণ তাঁহাদিগের নিমিত্ত (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের) গ্রহ, স্তোত্র, মন্ত্র, ঘৃতাহুতি, ধূম ও পশুসকল সংকল্প করিয়া থাকেন। ইন্দ্রদেব প্রাতঃকালে নন্দনকাননে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত একত্রে সোমপান করেন এবং তাঁহাদিগের সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। দ্বিজগণ প্রায়ই ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তুতি করেন। তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বেদবাক্যদ্বারা যেমন স্তুতি করেন অন্য কোন দেবতাকে সেরূপ করেন না। এমন কি, অজর, ও অমর দেবগণ তাঁহাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত সংযতভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে চিকিৎসক বলিয়া পূজা করেন। অতএব জরা ব্যাধি মরণশীল দুঃখগ্রস্ত মনুষ্যগণ সুখার্থী হইয়া চিকিৎসকগণকে যে যথাশক্তি পূজা করিবেন তাহাতে আর কথা কি?

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তোদ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥
বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্ম্যং বা সত্ত্বমার্ষ্যমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥
নাভিধ্যায়েন্ন চাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ।
প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনিশ্বরম্॥
চিকিৎসিতস্তু সংশ্রুত্য যো বাসংশ্রুত্য মানবঃ।
নোপাকরোতি বৈদ্যায় নাস্তি তস্যেহ নিষ্কৃতিঃ॥
ভিষগপ্যাতুরান্ সর্ব্বান্ স্বসুতানিব যত্নবান্।
আবাধেভ্যো হি সংরক্ষেদিচ্ছন্ ধর্ম্মমনুত্তমম্॥
ধর্ম্মার্থঞ্চার্থকামার্থমায়ুর্ব্বেদো মহর্ষিভিঃ।
প্রকাশিতো ধর্ম্মপরৈরিচ্ছদ্ভিঃ স্থানমক্ষরম্॥
নাত্মার্থং নাপি কামার্থমথ ভূতদয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে॥
কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥

দারুণৈঃ কৃষ্যমাণানাং গদৈর্ব্বৈবস্বতঃ ক্ষয়ম্।
ছিত্ত্বা বৈবস্বতান্ পাশান্ জীবিতঞ্চ প্রযচ্ছতি॥
ধর্ম্মার্থদাতা সদৃশস্তস্য নেহোপলভ্যতে।
ন হি জীবিতদানাদ্ধি দানমন্যদ্বিশিষ্যতে॥
পরো ভূতদয়া ধর্ম্ম ইতি মত্বা চিকিৎসয়া।
বর্ত্ততে যঃ স সিদ্ধার্থঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥

সৎস্বভাব, মতিমান্, যুক্তিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ এবং দ্বিজাতি প্রাণাচার্য্যকে মনুষ্যগণ গুরুবৎ পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি বটে কিন্তু বেদজ্ঞ বৈদ্য ত্রিজাতি। বৈদ্য এই নাম পূর্ব্বজন্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি নাম গ্রহণ করেন, পরে যখন বেদ অধ্যয়ন এবং চিকিৎসাজ্ঞান প্রভাব দ্বারা ব্রাহ্ম বা আর্য্যসত্ত্ব অসংশয়িতরূপে তাঁহাতে আবিষ্ট হয়, তখন তিনি ত্রিজ অর্থাৎ বৈদ্য নামে অভিহিত হন। যিনি পরম আয়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন চিকিৎসকের প্রতি কোনরূপ আক্রোশ বা অহিত আচরণ না করেন। প্রতিশ্রুত থাকুক বা নাই থাকুক, যে ব্যক্তি বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া তাঁহাকে (বৈদ্যকে) কোন প্রকার উপকার না করে, সে ব্যক্তির ইহকালে নিষ্কৃতি নাই। বৈদ্য যদি অনুত্তম ধর্ম্মলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যেন আপন পুত্রনির্ব্বিশেষে রোগীদিগকে যত্ন করেন। অক্ষয় স্বর্গাভিলাষী ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছিলেন পরন্তু স্বার্থ বা কাম চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা করেন নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করা। যে চিকিৎসক সেইরূপ করেন, তিনি সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। যে চিকিৎসক অর্থলোভী হইয়া চিকিৎসারূপ পণ্য বিক্রয় করেন, তিনি কাঞ্চনরাশির পরিবর্ত্তে পাংশুরাশির উপাসনা করেন। প্রাণীগণ উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া যখন যমালয়ের প্রতি আকৃষ্যমান হয়, তখন যিনি সেই পীড়াগ্রস্তদিগকে যমালয় হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন দান করেন, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও দাতা এজগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন দানের ন্যায় উৎকৃষ্ট দান আর নাই। জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম— যিনি এই মনে করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত হন, তিনি সফলকাম হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করেন।

তত্র শ্লোকৌ।

আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানং দিব্যৌষধিবিধিঃ শুভঃ।
অমৃতাল্লান্তরগুণং সিদ্ধং রত্নরসায়নম্॥
সিদ্ধেভ্যো ব্রহ্মচারিভ্যো যদুবাচামরেশ্বরঃ।
আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানে তৎর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্॥
ইতি আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানীয়ো রসায়নপাদশ্চতুর্থঃ।

আয়ুর্ব্বেদের উত্থান, দিব্য রসায়ন সমূহের হিতকর বিধি এবং অমৃত অপেক্ষা অল্পই

গুণান্তর সিদ্ধরত্নরসায়ন যাহা যাহা অমরেশ্বর সিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণকে কহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এই আয়ুর্ব্বেদ সমুত্থানীয় রসায়ন পাদে সংপ্রকাশিত হইল।

ইতি আয়ুর্ব্বেদ সমুত্থানীয় নামক চতুর্থ রসায়ন পাদ।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে রসায়নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরক প্রতিসংস্কৃত চিকিৎসা স্থানের রসায়ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সংযোগশরমূলীয়ং বাজীকরণপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অনন্তর আমরা সংযোগশরমূলীয় বাজীকরণপাদ ব্যাখ্যা করিব—ইহা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

বাজীকরণমন্বিচ্ছেৎ পুরুষো নিত্যমাত্মবান্।
তদায়ত্তৌ হি ধর্ম্মার্থৌ প্রীতিশ্চ যশ এব চ॥
পুত্রস্যায়তনং হ্যেতদ্ গুণাশ্চৈতে সুতাশ্রয়াঃ।
বাজীকরণমগ্র্যঞ্চ ক্ষেত্রং স্ত্রী যা প্রহর্ষিণী॥

আত্মবান্ পুরুষ নিত্যই বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন; কারণ ধর্ম্ম, অর্থ, প্রীতি ও যশ এই বাজীকরণের আয়ত্ত এবং ইহাই পুত্রোৎপত্তির হেতুভূত এবং পুত্র এই ধর্ম্ম, অর্থ, প্রীতি ও যশের আধার। আর প্রহর্ষকারিণী স্ত্রী বাজীকরণের প্রধান ক্ষেত্র।

ইষ্টা হ্যেকৈকশোঽপ্যর্থাঃ পরং প্রীতিকরাঃ স্মৃতাঃ।
কিং পুনঃ স্ত্রীশরীরে যে সঙ্ঘাতেন ব্যবস্থিতাঃ॥

অভিলষিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যেকটীই পরম প্রতিজনক। স্ত্রী শরীরে এই পাঁচটীই একত্র বিদ্যমান, সেই হেতু স্ত্রীই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিদায়িনী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সঙ্ঘাতো হীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়ো হীন্দ্রিয়ার্থো যঃ স প্রীতিজননোঽধিকঃ॥
স্ত্রীষু প্রীতির্বিশেষেণ স্ত্রীষ্বপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থ একাধারে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু স্ত্রী শরীরে যে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা অধিকতর প্রীতিজনক। স্ত্রীতেই বিশেষরূপ প্রীতি, অপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, লক্ষ্মী ও লোকসকল বিদ্যমান।

সুরূপা যৌবনস্থা যা লক্ষণৈর্যা বিভূষিতা।
যা বশ্যা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা॥
নানাভুক্ত্যা তু লোকস্য দৈবযোগাচ্চ যোষিতাম্।
তং তং প্রাপ্য বিবর্দ্ধন্তে নরং রূপাদয়ো গুণাঃ॥
বয়োরূপবচোহাবৈর্যা যস্য পরমাঙ্গনা।
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্বা কর্ম্মণোহপি বা॥
হৃদয়োৎসবরূপা যা যা সমানমনোরমা।
সমানসত্ত্বা যা বশ্যা যা যস্য প্রীয়তে প্রিয়ৈঃ॥
যা পাশভূতা সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং পরৈর্গুণৈঃ।
যয়া বিযুক্তো নিস্ত্রীকমরতির্মন্যতে জগৎ।
যস্যা ঋতে শরীরং না ধত্তে শূন্যমিবেন্দ্রিয়ৈঃ।
শোকোদ্বেগারতিভয়ৈর্যাং দৃষ্ট্বা নাভিভূয়তে॥
যাতি যাং প্রাপ্য বিস্রম্ভং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্যতীব যাম্।
অপূর্ব্বামিব যাং যাতি নিত্যং হর্ষাতিবেগতঃ॥
গত্বা গত্বাপি বহুশো যাং তৃপ্তিং নৈব গচ্ছতি।
সা স্ত্রী বৃষ্যতমা তস্য নানাভাবা হি মানবাঃ॥

যে স্ত্রী সুরূপা, সুযৌবনা, সুলক্ষণা, বশ্যা ও সুশিক্ষিতা—সেই স্ত্রীই বাজীকরণের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। আবার পুরুষবিশেষের সংসর্গগুণে নানাবিধ লৌকিক ও ভাগ্যজ ভোগের একত্র মিলন হওয়াতে স্ত্রীদিগের রূপরসাদি গুণসকল বর্দ্ধিত হয়। যে পরমা স্ত্রী অদৃষ্ট বা কর্ম্মগুণে বা বয়স, রূপ, বচন বা হাবভাব দ্বারা অন্য পুরুষের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, যে স্ত্রী যাহার হৃদয়ের উৎসব স্বরূপা, যে স্ত্রী যে পুরুষের মনের মত বলিয়া মনোরমা, যে স্ত্রীর সত্ত্ব যাহার সত্ত্বের তুল্যরূপ, যে স্ত্রী যাহার বশীভূতা, যে স্ত্রী প্রিয়গুণ সমূহ যোগে যাহার আনন্দ বর্দ্ধক, যে স্ত্রী নিজের উৎকৃষ্ট গুণ সমূহ দ্বারা যাহার সকল ইন্দ্রিয়ের বন্ধনরজ্জু স্বরূপা, যে স্ত্রীর বিচ্ছেদে যে পুরুষ অস্থির হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে স্ত্রীশূন্য জ্ঞান করে, যে স্ত্রীর বিচ্ছেদে যে পুরুষ আপনার শরীরকে ইন্দ্রিয়শূন্য জ্ঞান করে, যে স্ত্রীকে দেখিলে পুরুষের অন্তঃকরণ শোক, উদ্বেগ, অনবস্থিতা ও ভয় রহিত হয়, যাহাকে পাইলে যে পুরুষ অন্তঃকরণের সমস্ত গোপনীয় ভাব সকল প্রকাশ করিয়া বলে, যাহাকে দেখিলে যে পুরুষ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, যাহাকে পাইলে যে পুরুষ হর্ষাতিবেগে সর্ব্বক্ষণ অতীব অপূর্ব্বা বোধ করে এবং যাহার কাছে যে পুরুষ অনেকবার গমন করিয়াও তৃপ্তিবোধ করে না—সেই স্ত্রীই সেই পুরুষের প্রধান বাজীকরণ ক্ষেত্র।

অতুল্যগোত্রাং বৃষ্যাঞ্চ প্রহৃষ্টাং নিরুপদ্রবাম্।
শুদ্ধস্নাতাং ব্রজেন্নারীমপত্যার্থী নিরাময়ঃ॥

পুত্রেচ্ছু ব্যক্তি নিরাময় হইয়া অসমান গোত্রা, বৃষ্যা, প্রহৃষ্টা, ব্যাধিহীনা ও ঋতুস্নাতা স্ত্রীতে সহবাস করিবেন।

অচ্ছায়শ্চৈকশাখশ্চ নিষ্ফলশ্চ যথা দ্রুমঃ।
অনিষ্টগন্ধশ্চৈকশ্চ নিরপত্যস্তথা নরঃ॥
চিত্রদীপঃ সরঃ শুষ্কমধাতুর্ধাতুসন্নিভঃ।
নিষ্প্রজস্তৃণপূলীতি জ্ঞাতব্যঃ পুরুষাকৃতিঃ॥
অপ্রতিষ্ঠশ্চ নগ্নশ্চ শূন্যশ্চৈকেন্দ্রিয়শ্চ না।
মন্তব্যো নিষ্ক্রিয়শ্চৈব যস্যাপত্যং ন বিদ্যতে॥

অপুত্রক পুরুষ ছায়াহীন, ফলহীন, এক শাখা বিশিষ্ট, এবং পুতিগন্ধযুক্ত বৃক্ষের ন্যায়। অপুত্রক পুরুষকে চিত্রাঙ্কিত দীপের ন্যায়, জলশূন্য সরোবরের ন্যায়, ধাতুর ন্যায় দৃশ্যমান অধাতব পদার্থের ন্যায়, এবং তৃণনির্ম্মিত পুরুষের ন্যায় জ্ঞান করা যায়। অপুত্রক পুরুষকে প্রতিষ্ঠারহিত, একচক্ষু, নগ্ন, শূন্য ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিবে।

বহুমূর্ত্তির্বহুমুখো বহুব্যূহো বহুক্রিয়ঃ।
বহুচক্ষুর্বহুজ্ঞানো বহ্বাত্মা চ বহুপ্রজঃ॥
মঙ্গল্যোঽয়ং প্রশস্তোঽয়ং ধন্যোঽয়ং বীর্য্যবানয়ম্।
বহুশাখোঽয়মিতি চ স্তূয়তে না বহুপ্রজঃ॥
প্রীতির্বলং সুখং বৃত্তির্বিস্তারো বিভবঃ কুলম্।
যশো লোকাঃ সুখোদর্কাস্তুষ্টিশ্চাপত্যসংশ্রিতাঃ॥
তস্মাদপত্যমন্বিচ্ছন্ গুণাংশ্চাপত্যসংশ্রিতান্।
বাজীকরণনিত্যঃ স্যাদিচ্ছন্ কামসুখানি চ॥
উপভোগসুখান্ সিদ্ধান্ বীর্য্যাপত্যবিবর্দ্ধনান্।
বাজীকরণসংযোগান্ প্রবক্ষ্যাম্যত উত্তরম্॥

বহু সন্তানবিশিষ্ট পুরুষকে বহুমূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুব্যূহ, বহুক্রিয়, বহুচক্ষু, বহুজ্ঞান ও বহু-আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা যায়। বহুপুত্রবিশিষ্ট পুরুষ জগতে এই বলিয়া প্রশংসিত হন যে ইনি মঙ্গলময়, ইনি প্রশস্ত, ইনি ধন্য, ইনিই বীর্য্যবান্ এবং ইনিই বহুশাখা বিশিষ্ট। প্রীতি, বল, সুখ, বৃত্তি, বিস্তার, ঐশ্বর্য্য, কুল, যশ, লোক সমূহ, ভাবিসুখ—ফল ও তুষ্টি—এই সমস্তই অপত্যের আশ্রিত। অতএব যিনি অপত্য, অপত্যাশ্রিত উক্ত গুণ সকল ও কাম্যসুখ সকল পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন নিত্য বাজীকরণপরায়ণ হন। ভোগসুখকর, বীর্য্যবর্দ্ধন, অপত্যবর্দ্ধন ও সিদ্ধফল বাজীকরণ সমূহ এক্ষণে বর্ণিত হইবে।

শরমূলেক্ষুমূলানি কাণ্ডেক্ষুং সেক্ষুবালিকম্।
শতাবরীং পয়স্যাঞ্চ বিদারীং কণ্টকারিকাম্॥
জীবন্তীং জীবকং মেদাং বীরাঙ্কর্ষভকং বলাম্।
ঋদ্ধিং গোক্ষুরকং রাস্নামাত্মগুপ্তাং পুনর্নবাম্॥
পৃথক্ ত্রিপলিকান্ কৃত্বা মাষাণামাঢ়কং নবম্।
বিপাচয়েজ্জলদ্রোণে চতুর্ভাগঞ্চ শেষয়েৎ॥

তত্র পেষ্যাণি মধুকং দ্রাক্ষাং ফল্গুনি পিপ্পলী।
আত্মগুপ্তাং মধূকানি খর্জ্জূরাণি শতাবরীম্॥
বিদার্য্যামলকেক্ষূণাং রসস্য চ পৃথক্ পৃথক্।
সর্পিষশ্চাঢ়কং দদ্যাৎ ক্ষীরদ্রোণঞ্চ তদ্ভিষক্॥
সাধয়েদ্ ঘৃতশেষঞ্চ সুপূতং যোজয়েৎ পুনঃ।
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাশ্চূর্ণৈঃ প্রস্থোন্মিতৈর্ভিষক্॥
পলৈশ্চতুর্ভির্মাগধ্যাঃ পলেন মরিচস্য চ।
ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ চূর্ণৈরর্দ্ধপলোন্মিতৈঃ॥
মধুনঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ দ্বাভ্যাং তৎ কারয়েদ্ ভিষক্।
পলিকা গুড়িকাঃ কৃত্বা তা যথাগ্নি প্রযোজয়েৎ॥
এষ বৃষ্যঃ পরো যোগো বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ।
অনেনাশ্ব ইবোদীর্ণো লিঙ্গমর্পয়তে স্ত্রিয়াম্॥
ইতি বৃংহণী গুড়িকা।

বৃংহণী গুড়িকা।

শরমূল, ইক্ষুমূল, কাণ্ডেক্ষুমূল (খাগড়া মূল) ইক্ষু বালিকা (কুলে খাড়া) শতমূলী, ক্ষীর কাঁকলা, বিদারী (ভুমি কুষ্মাণ্ড), কণ্টকারী, জীবন্তী, জীবক, মেদা, বীরা (কাকোলী), ঋষভক, বলা (বেড়েলা), ঋদ্ধি, গোক্ষুর, রাস্না, আত্মগুপ্তা (আলকুশী) এবং পুনর্নবা (সিয়াপুণ্যে)—এই সমুদয় প্রত্যেকে তিন পল করিয়া লইয়া আট সের মাষকলাই তাহাতে যোগ করিবে এবং এই সমস্ত ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ইহার চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইবে। পরে উহাতে মধুক (যষ্টিমধু) দ্রাক্ষা, যজ্ঞ ডুম্বুর, পিপ্পলী, আত্মগুপ্তা (আলকুশী), মধূক (মউলফুল), খর্জ্জূর এবং শতাবরী—ইহাদের কল্ক মিশ্রিত করিবে। এবং ভূমি কুষ্মাণ্ডরস, আমলকীরস ও ইক্ষুরস প্রত্যেকে এক এক আঢ়ক এবং ঘৃত এক আঢ়ক এবং দুগ্ধ এক দ্রোণ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে শর্করা এবং বংশলোচন প্রত্যেকে এক প্রস্থ /২ সের, মরিচ চূর্ণ চারি পল, পিপুলচূর্ণ একপল, ত্বক্ (দারুচিনি), এলাচি ও কেশরচূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধপল এবং মধু দুই সের তাহাতে পুনর্ব্বার প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর উহা হইতে এক এক পল লইয়া এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক পলই উৎকৃষ্ট মাত্রা। কিন্তু সহ্য মত অগ্নিবল বুঝিয়া মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। এই যোগটী পরম-বৃষ্য, বৃংহণ, ও বলবর্দ্ধন। ইহা সেবনে পুরুষ অশ্ববৎ মৈথুন করিতে সমর্থ হয়। ইতি বৃংহণী গুড়িকা।

মাষাণামাত্মগুপ্তায়া বীজানামাঢ়কং নবম্।
জীবকর্ষভকৌ বীরাং মেদামৃদ্ধিং শতাবরীম্॥
মধুকঞ্চাশ্বগন্ধাঞ্চ সাধয়েৎ কুড়বোন্মিতাম্।
রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং প্রস্থমিক্ষুরসস্য চ॥
বিদারীণাং রসপ্রস্থং গব্যং দশগুণং পয়ঃ।

দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা সাধ্যং সিদ্ধং সর্পির্নিধাপয়েৎ ॥
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ ক্ষৌদ্রস্য চ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগাংশ্চতুষ্পলাংস্তত্র পিপ্পল্যাশ্চাবপেৎ পলম্ ॥
পলং পূর্ব্বমতো লীঢ্বা ততোঽন্নমুপযোজয়েৎ।
য ইচ্ছেদক্ষয়ং শুক্রং শেফসশ্চোত্তমং বলম্ ॥
ইতি বাজীকরণং ঘৃতম্।

নূতন মাষকলাই /৮ আট সের, নূতন আলকুশী বীজ আট সের এবং জীবক, ঋষভক, কাকোলী, মেদা, ঋদ্ধি, শতাবরী, যষ্টি মধু ও অশ্বগন্ধা—প্রত্যেকে অর্দ্ধসের মোট এই অর্দ্ধমণ দ্রব্য চারিমণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক মণ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ একমণ, ঘৃত চারি সের, দুগ্ধ একমণ, ভুমি কুষ্মাণ্ডের রস ও ইক্ষুরস প্রত্যেকে চারি সের যথানিয়মে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাক শেষে তাহাতে চিনি, বংশলোচন, মধু ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে চারিপল মিশ্রিত করিবে। ইহারও একপল মাত্রায় সেবনবিধি। সহ্য না হইলে অগ্নিবলানুরূপ সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে অন্নভোজন করিবে। ইহা সেবনে শুক্র অক্ষয় হয় ও শেফের বল বর্দ্ধিত হয়। ইতি বাজীকরণ ঘৃত।

শর্করা মাষবিদলাস্তুগাক্ষীরী পয়ো ঘৃতম্।
গোধূমচূর্ণষষ্ঠানি সর্পিষ্যুৎকারিকাং পচেৎ ॥
তাং নাতিপক্কাং মৃদিতাং কৌক্কুটে মধুরে রসে।
সুগন্ধে প্রক্ষিপেদুষ্ণে যথা সান্দ্রীভবেদ্রসঃ ॥
এষ পিণ্ডরসো বৃষ্যঃ পৌষ্টিকো বলবর্দ্ধনঃ।
অনেনাশ্ব ইবোদীর্ণো বলী লিঙ্গং সমর্পয়েৎ ॥
শিখিতিত্তিরিহংসানামেবং পিণ্ডরসো মতঃ ॥
ইতি বাজীকরণপিণ্ডরসাঃ।

বাজীকরণ পিণ্ডরস।

শর্করা, মাষকলাইচূর্ণ, বংশলোচন, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোধূমচূর্ণ যথাযোগ্য পরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত উৎকারিকা পাক করিবে অর্থাৎ মোহনভোগের ন্যায় পাক করিবে। ঘৃতের সহিত প্রথমে মাষকলাই ও গোধূমচূর্ণ কিঞ্চিৎ ভাজিয়া লইয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করাই উৎকারিকা প্রস্তুতের নিয়ম। এই উৎকারিকা মধুর কুক্কুট মাংসরসে আলোড়িত করিয়া অর্থাৎ কুক্কুটমাংস রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা মধুর হইলে আলোড়ন করিয়া এলাদি সুগন্ধ দ্রব্য তাহাতে দিবে। উষ্ণ অবস্থায় আস্তে আস্তে আলোড়ন করিলে ঐ উৎকারিকা ঘন হইবে। ইহাকেই পিণ্ডরস বলে। এই পিণ্ডরস বৃষ্য, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। ইহা সেবনে পুরুষ বলবান্ হয় এবং অশ্বের ন্যায় উদ্ধত হইয়া মৈথুন করিতে সমর্থ হয়। ময়ূর, তিত্তিরি এবং হংসের মাংসরসেও পিণ্ডরস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঘৃতং মাষান্ সবস্তাণ্ডান্ সাধয়েন্মাহিষে রসে।
ভর্জ্জয়েৎ তং রসং পূতং ফলাম্লং নবসর্পিষি ॥

ঈষৎ সলবণং যুক্তং ধান্যজীরকনাগরৈঃ।
এষ বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বৃংহণশ্চ রসোত্তমঃ ॥
ইতি বৃষ্যরসাঃ।

বৃষ্যরস।

ঘৃত, মাষকলাই ও ছাগলের অণ্ডকোষ, মহিষমাংসের রসে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা নূতন ঘৃতে সন্তলন করিয়া দাড়িম ও আমলকীর রস তাহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া অম্ল রস হইলে তাহাতে অল্প সৈন্ধব লবণ, ধনে, জীরা ও শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহাকেই বৃষ্যরস কহে। ইহা বৃষ্য, বল্য, বৃংহণ ও উৎকৃষ্ট।

চটকাংস্তিত্তিরিরসে তিত্তিরীন্ কৌক্কুটে রসে।
কুক্কুটান্ বর্হিণরসে হাংসে বর্হিণমেব চ ॥
নবসর্পিষি সন্তপ্তান্ ফলাম্লান্ কারয়েদ্রসান্।
মধুরান্ বা যথাসাত্ম্যং গন্ধাঢ্যান্ বলবর্দ্ধনান্ ॥
ইত্যন্যে বৃষ্যরসাঃ।

অপরবৃষ্যরস সমূহ।

চটকের মাংস তিত্তিরি মাংসের রসে, তিত্তিরির মাংস কুক্কুটের মাংস রসে, কুক্কুটের মাংস ময়ূর মাংসের রসে এবং ময়ূরের মাংস হংসমাংসের রসে সিদ্ধ করিয়া নূতন ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহা দাড়িমাদির রসে অম্লাক্ত করিয়া এবং চিনি সংযোগে মধুর ও এলাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুগন্ধ করিয়া সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়।

তৃপ্তিং চটকমাংসানাং গত্বা যোঽনুপিবেৎ পয়ঃ।
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং স্যান্ন শুক্রক্ষয়ো নিশি ॥
ইতি বৃষ্যমাংসম্।

বৃষ্যমাংস।

চটকের মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ অনুপান করিলে সমস্ত রাত্রি তাহার শেফের শৈথিল্য বা শুক্রক্ষয় হইবে না।

মাষযূষেণ যো ভুক্ত্বা ঘৃতাঢ্যং ষষ্টিকৌদনম্।
পয়ঃ পিবতি রাত্রিং স কৃৎস্নাং জাগর্ত্তি বেগবান্ ॥
ইতি বৃষ্যমাষঃ।

বৃষ্যমাষ।

যে ব্যক্তি মাষকলায়ের যূষের সহিত ঘৃতাক্ত ষষ্টিকান্ন ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে সে ব্যক্তি কামবেগার্ত্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে।

ন না স্বপিতি রাত্রীষু নিত্যস্তব্ধেন চ শেফসা।
তৃপ্তঃ কুক্কুটমাংসানাং ভৃষ্টানাং নক্ররেতসি ॥
ইতি বৃষ্যশুক্ররসঃ।

বৃষ্য শুক্ররস।

কুম্ভীরের শুক্রে কুক্কুট মাংস ভাজিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিলে রাত্রিতে ঘুম হয়না এবং সমস্ত রাত্রি লিঙ্গ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

নিঃস্রাব্য মৎস্যাণ্ডরসং ভৃষ্টং সর্পিষি ভক্ষয়েৎ।
হংসবর্হিণদক্ষাণাং চৈবমণ্ডানি ভক্ষয়েৎ॥

ইত্যন্যো বৃষ্যরসঃ।

মৎস্যাণ্ডাদি বৃষ্যরস।

মৎস্য, হংস, ময়ূর বা কুক্কুটের ডিম্ব জলে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে সন্তলন করিয়া ভক্ষণ করিলে বাজীকরণের ফল পাওয়া যায়।

ভবতশ্চাত্র।

স্রোতঃসু শুদ্ধেষমলে শরীরে বৃষ্যং যদাল্পং হি তদত্তি কালে।
বৃষায়তে তেন পরং মনুষ্যস্তদ্‌বৃংহণঞ্চৈব বলপ্রদঞ্চ॥
তস্মাৎ পুরা শোধনমেব কার্য্যং বলানুরূপং ন হি সিদ্ধিযোগাঃ।
সিধ্যন্তি দেহে মলিনে প্রযুক্তা ক্লিষ্টে যথা বাসসি রাগযোগাঃ॥

শরীর এবং শরীরের স্রোতসমূহ শুদ্ধ হইলে পর যদি বৃষ্যযোগ সেবন করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য বৃষেরন্তায় শুক্রবান হইতে পারেন এবং তাহা হইলেই বৃষ্য যোগ সকল বৃংহণ ও বলপ্রদ হয়। অতএব বৃষ্য সেবনের পূর্ব্বে শরীর শোধন করা কর্ত্তব্য। মলিন বস্ত্রে যেমন রং দীপ্তপ্রভ হয় না, তদ্রূপ মলিন দেহে বৃষ্যযোগ সিদ্ধ হয় না।

তত্র শ্লোকৌ।

বাজীকরণসামর্থ্যং ক্ষেত্রং স্ত্রী যস্য চৈব যা।
যে দোষা নিরপত্যানাং গুণাঃ পুত্রবতাঞ্চ যে॥
দশ পঞ্চ চ সংযোগা বীর্য্যাপত্যবিবর্দ্ধনাঃ।
উক্তাস্তে শরমূলীয়ে পাদে পুষ্টিবলপ্রদাঃ॥

ইতি সংযোগশরমূলীয়ে বাজীকরণপাদঃ প্রথমঃ।

বাজীকরণ সামর্থ্য, যে স্ত্রী যে পুরুষের বাজীকরণ ক্ষেত্র, নিঃসন্তান পুরুষের দোষ, অপত্যবান পুরুষের গুণ এবং বীর্য্যবর্দ্ধক ও অপত্যবর্দ্ধক পঞ্চদশ প্রকার বৃষ্যযোগ—এই সংযোগশরমূলীয় বাজীকরণ পাদে বর্ণিত হইল।

ইতি সংযোগশরমূলীয় নামক প্রথম বাজীকরণ পাদ সমাপ্ত।

অথাত আসিক্তক্ষীরীয়ং বাজীকরণপাদং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

আসিক্তক্ষীরীয় বাজীকরণ পাদ।

অতঃপর আমরা আসিক্তক্ষীরীয় বাজীকরণ পাদ ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় কহিলেন।

আসিক্তক্ষীরমাপূর্ণমশুষ্কং শুদ্ধষষ্টিকম্।
উদূখলে সমাপোথ্য পীড়য়েৎ ক্ষীরমোদিতম্॥
ক্ষুণ্ণং বিমৃদিতং ক্ষীরে পীড়য়েৎ সুসমাহিতঃ।
গৃহীত্বা তং রসং পূতং গব্যেন পয়সা সহ॥
বাজানামাত্মগুপ্তায়া ধান্যমাষরসেন চ॥
বলায়াঃ সূপ্যপর্ণ্যোশ্চ জীবন্ত্যা জীবকস্য চ।
ঋদ্ধ্যর্ষভককাকোলী শ্বদংষ্ট্রা মধুকস্য চ॥
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ দ্রাক্ষাখর্জ্জুরয়োরপি।
সংযুক্তং মাত্রয়া বৈদ্যঃ সাধয়েৎ তত্র চাবপেৎ॥
তুগাক্ষীর্য্যাঃ সমাষাণাং শালীনাং ষষ্টিকস্য চ।
গোধূমানাঞ্চ চূর্ণানি যৈঃ স সান্দ্রীভবেদ্রসঃ॥
সান্দ্রীভূতঞ্চ তং কুর্য্যাৎ প্রভূতমধুশর্করম্।
গুড়িকা বদরৈস্তুল্যাস্তাশ্চ সর্পিষি ভর্জ্জয়েৎ॥
তা যথাগ্নি প্রযুঞ্জানঃ ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
পশ্যত্যপত্যং বিপুলং বৃদ্ধোঽপ্যাত্মজমক্ষয়ম্॥
ইত্যপত্যকরা যষ্টিকাদিগুড়িকা।

ষষ্টিকাদি গুড়িকা।

পূর্ণ, অশুষ্ক, বিশুদ্ধ এবং যাহাতে ক্ষীর জন্মাইয়াছে এমন কতকগুলি ষষ্টিকধান্য ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া দুগ্ধে ভিজাইয়া উদূখলে পেষণ করিবে। যখন ভালরূপ পিষ্ট হইবে তখন উহা দুগ্ধে উত্তমরূপে গুলিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া তৎপরিমাণে অর্থাৎ ছাঁকিয়া যে রস হইবে সেই পরিমাণে গব্যদুগ্ধ, আলকুশীবীজ, ধনে, মাষকলায়, বেড়েলা, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী, জীবন্তী, জীবক ঋদ্ধি, ঋষভক, কাকোলী, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর প্রত্যেকের ক্বাথ একত্রিত করিয়া পাক করিবে এবং চারিভাগের একভাগ থাকিতে উহা নামাইয়া তাহাতে বংশলোচন, মাষকলাইচূর্ণ, শালিচূর্ণ, ষষ্টিকচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ সমান সমান ভাগে প্রক্ষেপ দিয়া ঘন করিবে। যে পরিমাণে নিঃক্ষেপ করিলে গাঢ় হইবে সেই পরিমাণে নিঃক্ষেপ করিবে। উহা শীতল হইলে উহাতে প্রভূত পরিমাণে মধু ও শর্করা মিশাইবে। তৎপরে কুলের মত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেই বটিকা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এই বটিকা অগ্নিবল অনুসারে সেবন করিয়া দুগ্ধও মাংসরস ভূরি পরিমাণে পথ্য করিবে। ইহা সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তির ঔরসেও বহু সন্তান জন্মে এবং সেই সন্তানেরা দীর্ঘজীবী হয়।

চটকানাং সহংসানাং দক্ষাণাং শিখিনাং তথা।
শিশুমারস্য নক্রস্য ভিষক্ শুক্রাণি সংহরেৎ॥
গব্যং সর্পির্বারাহস্য কুলিঙ্গস্য বসামপি।
ষষ্টিকানাঞ্চ চূর্ণানি চূর্ণং গোধূমমেব চ॥

এভিঃ পূপলিকাঃ কার্য্যাঃ শষ্কুল্যো বর্ত্তিকাস্তথা।
পূপাধানাশ্চ বিবিধা ভক্ষ্যাশ্চান্যে পৃথগ্বিধাঃ ॥
এষাং প্রয়োগাদ্ভক্ষ্যাণাং স্তব্ধেনাপূর্ণরেতসা।
শেফসা বাজিবদ্ যাতি যাবদিচ্ছং স্ত্রিয়ো নরঃ ॥
ইতি বৃষ্যপূপ্‌লিকাদিযোগঃ।

বৃষ্য পূপলিকা যোগ।

চটক, হংস, কুক্কুট, ময়ূর ও নক্রের শুক্র সংগ্রহ করিয়া ঐ শুক্রের সহিত গব্য ঘৃত বরাহের বসা, চটকের বসা, ষষ্টিকচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ একত্র করিয়া তাহাতে পূপলিকা, শষ্কুলী, বর্ত্তিকা, পিষ্টক ও অন্য অন্য আকারের পূপ বা পৃথক্‌বিধ ভক্ষ্য সকল প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে শুক্রের পূর্ণতা ও লিঙ্গের দৃঢ়তা হয় এবং পুরুষ যথেচ্ছ মৈথুনে সমর্থ হয়।

আত্মগুপ্তাফলং মাষান্ খর্জ্জূরানি শতাবরীম্।
শৃঙ্গাটকানি মৃদ্বীকাং সাধয়েৎ প্রস্থসম্মিতাম্ ॥
ক্ষীরপ্রস্থং জলপ্রস্থমেতৎ প্রস্থাবশেষিতম্।
শুদ্ধেন বাসসা পূতং যোজয়েৎ প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ ॥
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ সর্পিষোঽভিনবস্য চ।
তৎ পায়য়েত সক্ষৌদ্রং ষষ্টিকান্নঞ্চ ভোজয়েৎ ॥
জরাপরীতোঽপ্যবলো যোগেনানেন বিন্দতি।
নরোঽপত্যং সুবিপুলং যুবৈব চ স হৃষ্যতি ॥
ইত্যপত্যকরঃ স্বরসঃ।

অপত্যকর স্বরস।

আলকুশীবীজ, মাষকলায়, খর্জ্জুর, শতমূলী, পানফলও কিস্‌মিস্—এই সকল দ্রব্য এক প্রস্থ অর্থাৎ দুই সের, দুগ্ধ এক প্রস্থ (চারি সের) এবং জল এক প্রস্থ (চারি সের) একত্র সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া শুদ্ধ বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে তাহাতে চিনি তিন পোয়া, বংশলোচন তিন পোয়া এবং ছয় পোয়া নূতন ঘৃত একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ মধুসহ পান করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। ইহা সেবনে জরাজীর্ণ ক্ষীণ ব্যক্তিও সযৌবন থাকিয়া বহু সন্তান সন্ততি লাভ করে।

খর্জ্জূরীমস্তকং মাষান্ পয়স্যাং সশতাবরীম্।
খর্জ্জূরাণি মধুকানি মৃদ্বীকামজড়াফলম্ ॥
পলোন্মিতানি মতিমান্ সাধয়েৎ সলিলাঢ়কে।
তেন পাদাবশেষেণ ক্ষীরপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
ক্ষীরশেষেণ তেনাদ্যাৎ ঘৃতাঢ্যং ষষ্টিকৌদনম্।
সশর্করেণ সংযোগ এষ বৃষ্যঃ পরং স্মৃতঃ ॥
ইতি বৃষ্যক্ষীরম্।

বৃষ্যক্ষীর।

খেজুরমাতি, মাষকলায়, ক্ষীরকাঁকলা, শতাবরী (শতমূলী), খর্জ্জুর, মৌলফুল, মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্‌), এবং আলকুশী—ইহাদের প্রত্যেকের এক এক পল পরিমাণে লইয়া ষোল সের পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাক শেষে চারিসের থাকিতে উহা ছাঁকিয়া লইয়া চারি সের দুগ্ধ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনশ্চ পাক করিবে। তৎপরে দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনের পর বহুল পরিমাণে ঘৃতযুক্ত ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। এই যোগটী অতি উৎকৃষ্ট বৃষ্যক্ষীর বলিয়া কথিত।

জীবকর্ষভকৌ মেদাং জীবন্তীং শ্রাবণীদ্বয়ম্।
খর্জ্জূরং মধুকং দ্রাক্ষাং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকীং বিদারীঞ্চ নবং সর্পিঃ পয়ো জলম্।
সিদ্ধং ঘৃতাবশেষং তচ্ছর্করাক্ষৌদ্রপাদিকম্॥
ষষ্টিকান্নেন সংযুক্তমুপযোজ্যং যথাবলম্।
বৃষ্যং বল্যঞ্চ বর্ণ্যঞ্চ কণ্ঠ্যং বৃংহণমুত্তমম্॥
ইতি বৃষ্যঘৃতম্।

বৃষ্যঘৃত।—জীবক, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, শ্রাবণীদ্বয় (দুই প্রকার থুলকুড়ী), খর্জ্জুর, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঁঠ, পানফল, বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), নব ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও জল একত্রে পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে চিনি ও মধু, ঘৃতের চতুর্থাংশের একাংশ মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত ষষ্টিকান্ন সহ প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিবে। এই ঘৃত বৃষ্য, বল্য, কণ্ঠ্য ও বৃংহণ।

দধ্নঃ সরং শরচ্চন্দ্রসন্নিভং দোষবর্জ্জিতম্।
শর্করাক্ষৌদ্রমরিচৈস্তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ বুদ্ধিমান্॥
যুক্ত্যাযুক্তং সুসূক্ষ্মৈলং নবে কুম্ভে শুচৌ পটে।
মার্জ্জিতং প্রক্ষিপেচ্ছীতে ঘৃতাঢ্যে ষষ্টিকৌদনে॥
পিবেন্মাত্রাং রসালায়াস্তং ভুক্ত্বা ষষ্টিকৌদনম্।
বর্ণস্বরবলোপেতঃ পুমাংস্তেন বৃষায়তে॥
ইতি বৃষ্যদধ্যাদি।

বৃষ্যদধ্যাদি।—পরিষ্কার ও নির্দ্দোষ দধির সর লইয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় চিনি, মধু, মরিচ, বংশলোচন ও এলাচির গুঁড়া এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া নূতন মাটির পাত্রে রাখিবে। পরে উহা ঘৃতমিশ্রিত শীতল ষষ্টিকান্নের সহিত ভোজন করিবে। পরে রসালা অনুপান করিবে। এই বৃষ্যদধি সেবন করিলে বর্ণ, স্বর, বল ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়।

চন্দ্রাংশুকল্পং পয়সা ঘৃতাঢ্যং ষষ্টিকৌদনম্॥
শর্করামধুসংযুক্তং প্রযুঞ্জানো বৃষায়তে॥
ইতি বৃষ্যদুগ্ধাদি।

বৃষ্য দুগ্ধাদি।—যে ব্যক্তি ঘৃতবহুল অতিশুভ্র ষষ্টিকান্ন, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ সহ ভোজন করেন, তিনি বৃষবৎ শুক্রশালী হন।

তপ্তে সর্পিষি নক্রাণ্ডং তাম্রচূড়াণ্ডমিশ্রিতম্।
যুক্তং ষষ্টিকচূর্ণেন সর্পিষাভিনবেন চ॥
পক্ত্বা পূপলিকাঃ খাদেদ্বারুণীমণ্ডপো নরঃ।
য ইচ্ছেদশ্ববদ্গন্তুং প্রসেক্তুং গজবচ্চ যঃ॥
ইতি নক্রাণ্ডপাকবৃষ্যযোগঃ।

নক্রাণ্ডপাক বৃষ্যযোগ।

কুম্ভীরের অণ্ড ও কুক্কুটের অণ্ড তপ্তঘৃতে সিদ্ধ করিয়া সেই অণ্ড ষষ্টিকচূর্ণ ও গব্যঘৃতের সহিত পাক করিয়া পূপলিকা প্রস্তুত করিবে। এবং সেই পূপলিকা ভোজনান্তে বারুণীমণ্ড পান করিলে অশ্বের ন্যায় স্ত্রী গমন এবং হস্তির ন্যায় রেতঃ প্রসেক করিতে সামর্থ্য জন্মে।

ভবন্তি চাত্র।

অসিক্তক্ষীরিকে পাদে যে যোগাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অষ্টাবপত্যকামৈস্তে প্রযোজ্যাঃ পৌরুষার্থিভিঃ॥
এতৈঃ প্রয়োগৈর্বিবিধৈর্বপুষ্মান্, স্নেহোপপন্নো বলবর্ণযুক্তঃ।
হর্ষান্বিতো বাজিবদষ্টবর্ষো, ভবেৎ সমর্থশ্চ বরাঙ্গনাসু॥
যদ্যচ্চ কিঞ্চিন্মনসঃ প্রিয়ং স্যাদ্, রম্যা বনান্তাঃ পুলিনানি শৈলাঃ।
ইষ্টাঃ স্ত্রিয়ো ভূষণগন্ধমাল্যং, প্রিয়া বয়স্যাশ্চ তদত্র যোগম্॥
ইতি আসিক্তক্ষীরিকেবাজীকরণপাদো দ্বিতীয়ঃ।

এই আসিক্তক্ষীরীয় বাজীকরণ পাদে যে আট প্রকার বৃষ্যযোগ বর্ণিত হইল, পুত্রাভিলাষী, পৌরুষার্থী মানবগণ সেই সকল যোগ প্রয়োগ করিবেন। এই সকল যোগ প্রয়োগ দ্বারা পুরুষ বপুষ্মান, স্নিগ্ধ, বলবর্ণযুক্ত হইয়া ক্রমাগত আটবৎসর সুন্দরী নারী গমনে সমর্থ হইবেন। মনঃ প্রিয় বস্তু সকল, রম্য বন, পুলিনবিহার, শৈল বিহার, অভীষ্ট স্ত্রী সকল, অভীষ্ট ভূষণ, গন্ধ ও মাল্য, এবং প্রিয়তম বয়স্যগণ—এই সমুদয় বস্তু বাজীকরণের সহকারী বলিয়া জানিবে। ইতি আসিক্তক্ষীরীয় নামক দ্বিতীয় বাজীকরণপাদ সমাপ্ত।

অথাতো মাষপর্ণভৃতীয়ং বাজীকরণপাদং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

মাষপর্ণ তৃতীয় বাজীকরণ পাদ।

অনন্তর আমরা মাষপর্ণ নামক তৃতীয় বাজীকরণ পাদ ব্যাখ্যা করিব, ইহা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

মাষপর্ণভৃতাং ধেনুং গৃষ্টিং পুষ্টাং চতুঃস্তনীম্।
সমানবর্ণবৎসাঞ্চ জীববৎসাঞ্চ বুদ্ধিমান্॥
রোহিণীমথবা কৃষ্ণামূর্দ্ধশৃঙ্গীমদারুণাম্।
ইক্ষ্বাদামর্জ্জুনাদাং বা সান্দ্রক্ষীরাঞ্চ ধারয়েৎ॥

কেবলস্তু পয়স্তস্যাঃ শৃতং বাশৃতমেব বা ।
শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং তদ্‌বৃষ্যমুত্তমম্ ॥

যে গাভী মাষকলায়ের পত্র ভোজন করে, যে গাভী প্রথম প্রসূতা ও পুষ্টা, চতুঃস্তন-বিশিষ্টা, যাহার বৎস সমান বর্ণ ও জীবিত, যাহা লোহিতবর্ণা অথবা কৃষ্ণবর্ণা, যাহা ঊর্দ্ধশৃঙ্গী অথচ শান্ত, যাহা ইক্ষুপত্র বা অর্জ্জুন পত্র ভোজন করে, যাহার দুগ্ধ ঘন, সেই গাভীর দুগ্ধ, শৃতই (সিদ্ধই) হউক বা অশৃতই হউক, কেবল শর্করা, ঘৃত ও মধু যোগে পান করিলে উত্তম বৃষ্য হয় ।

শুক্রলৈর্জীবনীয়ৈশ্চ বৃংহণৈর্বলবর্দ্ধনৈঃ ।
ক্ষীরসঞ্জননৈশ্চৈব পয়ঃ সিদ্ধং পৃথক্ পৃথক্ ॥
যুক্তং গোধূমচূর্ণেন সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্ ।
পর্য্যায়েণ প্রযোক্তব্যমিচ্ছতা শুক্রমক্ষয়ম্ ॥

শুক্রজনকগণ, জীবনীয়গণ, বৃংহণীয়গণ, বলবর্দ্ধনগণ এবং স্তন্যকরগণ - ইহাদের প্রত্যেকের সহিত দুগ্ধ পৃথক্ পৃথক সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ গোধূমচূর্ণ, ঘৃত ও চিনির সহিত পর্য্যায় ক্রমে পান করিলে অক্ষয় শুক্র লাভ হইয়া থাকে ।

মেদাং পয়স্যাং জীবন্তীং বিদারীং কণ্টকারিকাম্ ।
শ্বদংষ্ট্রাং ক্ষীরিকাং মাষান্ গোধূমান্ শালিষষ্টিকান্ ॥
পয়স্যর্দ্ধোদকে পক্ত্বা কার্ষিকানাঢ়কোন্মিতে ।
বিবর্জ্জয়েৎ পয়ঃশেষং তৎ পূতং ক্ষৌদ্রসর্পিষা ॥
যুক্তং সশর্করং পীত্বা বৃদ্ধঃ সাপ্ততিকোঽপি বা ।
বিপুলং লভতেঽপত্যং যুবেব চ স হৃষ্যতি ॥

মেদা, পয়স্যা (ক্ষীর কাকোলী), জীবন্তী, বিদারী, কণ্টকারিকা, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), ক্ষীরিকা, মাষকলায়, গোধূম, শালি ও ষষ্টিক - এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া যোল সের অর্দ্ধজলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । পরে ঘৃত, মধু, ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হয় ও বহু সন্তান সন্ততি লাভ করে ।

মণ্ডলৈর্জাতরূপস্য তস্যা এব পয়ঃ শৃতম্ ।
অপত্যজননং সিদ্ধং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥

পূর্ব্ববর্ণিত গাভির দুগ্ধ ও চক্রাকৃতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ খণ্ড একত্র পাক করিয়া সেই দুগ্ধ, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত পান করিবে । ইহা অপত্যজনক সিদ্ধফল বাজীকরণ ।

ত্রিংশৎ সুপিষ্টাঃ পিপ্পল্যঃ প্রকুঞ্চে তৈলসর্পিষোঃ ।
ভৃষ্ট্বা সশর্করক্ষৌদ্রাঃ ক্ষীরধারাবদোহিতাঃ ॥
পীত্বা যথাবলঞ্চোর্দ্ধং ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা ।
ভুক্ত্বা ন রাত্রিমস্তব্ধং লিঙ্গং পশ্যতি নাক্ষরৎ ॥

ত্রিশটী পিপুল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ১ এক পল পরিমিত মিশ্রিত ঘৃততৈলে ভাজিয়া উপযুক্ত পরিমাণে শর্করা ও মধু সংযুক্ত করিয়া দোহনপাত্রে রাখিয়া সেই পাত্রের মুখে

বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক দুগ্ধ দোহন করিবে। এই ধারোষ্ণ দুগ্ধ যথাশক্তি পান করিয়া পরে দুগ্ধ ও ঘৃতমিশ্রিত ষষ্টিকান্ন ভোজন করিলে সমস্ত রাত্রি লিঙ্গ শৈথিল্য বা শুক্রক্ষরিত হইবে না।

শ্বদংষ্ট্রায়া বিদার্য্যাশ্চ রসে ক্ষীরচতুর্গুণে।
ঘৃতাঢ্যঃ সাধিতো বৃষ্যো মাষষষ্টিকপায়সঃ॥

গোক্ষুর ও বিদারীর রস এবং ঐ রসের চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত মাষকলাই ও ষষ্টিকের পায়স ঘৃতাঢ্য করিয়া ভোজন করিলে বৃষ্য হয়।

ফলানাং জীবনীয়ানাং স্নিগ্ধানাং রুচিকারিণাম্।
কুড়বশ্চূর্ণিতানাং স্যাৎ স্বয়ংগুপ্তাফলস্য চ॥
কুড়বশ্চৈব মাষাণাং দ্বৌ দ্বৌ চ তিলমুদ্গয়োঃ।
গোধূমশালিচূর্ণানাং কুড়বঃ কুড়বো ভবেৎ॥
সর্পিষঃ কুড়বশ্চৈকস্তৎসর্ব্বং ক্ষীরসংযুতম্।
পক্ত্বা পূপলিকাঃ খাদেদ্বহ্ব্যঃ স্ত্র্যর্যস্য যোষিতঃ॥

যে সকল ফল জীবনীয়, স্নিগ্ধ ও রুচিকারক, সেই সকল ফলের চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ সের (অর্থাৎ জীবনীয় ফলগণের চূর্ণ অর্দ্ধসের, স্নিগ্ধোপগ ফলগণের চূর্ণ অর্দ্ধসের ও রুচিকারক ফলগণের চূর্ণ অর্দ্ধসের), আলকুশীবীজ চূর্ণ এক কুড়ব, অর্থাৎ অর্দ্ধ সের, মাষকলায় চূর্ণ এক কুড়ব, তিল ও মুদ্গ চূর্ণ দুই দুই কুড়ব, গোধূম ও শালিচূর্ণ এক এক কুড়ব এবং ঘৃত এক সের—এই সমুদয় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পূপলিকা প্রস্তুত করিবে। যাহার বহু স্ত্রী সেই ব্যক্তির এই পূপলিকা ভক্ষণ করা উচিত।

ঘৃতং শতাবরীগর্ভং ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
শর্করাপিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তং তদ্বৃষ্যমুত্তমম্॥

শতাবরীর কল্ক ও গব্যঘৃত এবং ইহাদের দশগুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিবে। এবং চিনি, পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত উহা পান করিবে। এই যোগটী উত্তম বৃষ্য।

কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমাংশিকম্।
প্রযুঙ্ক্তে যঃ পয়শ্চানু নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ॥

যষ্টিমধু চূর্ণ, মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিলে নিত্য কামবেগ উপস্থিত হয়।

ঘৃতক্ষীরাশনো নির্ভীর্নির্ব্যাধির্নিত্যগো যুবা।
সঙ্কল্পপ্রবণো নিত্যং নরঃ স্ত্রীষু বৃষায়তে॥

ঘৃতক্ষীর ভোজী, নির্ভীক, নির্ব্যাধি, নিত্যকর্ম্মপরায়ণ ও সংকল্পপ্রবণ যুবাপুরুষ স্ত্রীতে বৃষবৎ মৈথুনে সমর্থ হয়।

কৃতৈককৃত্যাঃ সিদ্ধার্থা যে চান্যোন্যানুবর্ত্তিনঃ।
কলাসু বাহ্যা যে তুল্যাঃ সত্ত্বেন বয়সা চ যে॥
কুলমাহাত্ম্যদাক্ষিণ্যশীলশৌচসমন্বিতাঃ।
যে কামনিত্যা যে হৃষ্টা যে বিশোকা গতব্যথাঃ॥

যে তুল্যশীলা যে ভক্তা যে প্রিয়া যে প্রিয়ংবদাঃ।
তৈর্নরঃ সহ বিশ্রব্ধঃ সুবয়স্যৈর্বৃষায়তে॥

পরস্পর একই কর্ম্মের কর্ম্মী, পরস্পর সিদ্ধ মনোরথ, পরস্পর পরস্পরের অনুবর্ত্তী, নৃত্য গীতাদি কলাসম্পন্ন, সত্ত্ব ও বয়সে পরস্পর তুল্য, সৎকুলোদ্ভব, দাক্ষিণ্য-পরায়ণ, সুশীল, শুচি স্বভাব, কাম-পরায়ণ, শোকহীন, ব্যথাহীন, তুল্যশীল, পরস্পর ভক্ত ও প্রিয় এবং প্রিয়ংবদ এইরূপ বয়স্যদিগের সহিত যে ব্যক্তি বিশ্রব্ধভাবে কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি বৃষত্বা লাভ করে।

অভ্যঙ্গোৎসাদনস্নানগন্ধমাল্যবিভূষণৈঃ।
গৃহশয্যাসনসুখৈর্বাসোভিরহতৈঃ প্রিয়ৈঃ॥
বিহঙ্গানাং রুতৈরিষ্টৈঃ স্ত্রীণাঞ্চাভরণস্বনৈঃ।
সংবাহনৈর্বরস্ত্রীণামিষ্টানাঞ্চ বৃষায়তে॥

অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, গন্ধ, মাল্য, ভূষণ, সুখময় গৃহ, শয্যা ও আসন, মনোহর নূতন বসন, মনোরম বিহঙ্গ নিনাদ, স্ত্রীলোকের শ্রুতিমধুর অলঙ্কার ধ্বনি এবং অভিলষিত সুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা সংবাহন (গা টেপান)—এই সকল বাজীকরণের উপায়।

মত্তদ্বিরেফাচরিতাঃ সপদ্মাঃ সলিলাশয়াঃ।
জাত্যুৎপলসুগন্ধীনি শীতগর্ভগৃহাণি চ॥
নদ্যঃ ফেণোত্তরীয়াশ্চ গিরয়ো নীলসানবঃ।
উন্নতির্নীলমেঘানাং রম্যচন্দ্রোদয়া নিশাঃ॥
বায়বঃ সুখসংস্পর্শাঃ কুমুদাকারগন্ধিনঃ।
রতিভোগক্ষমা রাত্র্যঃ সঙ্কোচাগুরুবল্লভাঃ॥
সুখাঃ সহায়াঃ পরপুষ্টঘুষ্টাঃ ফুল্লা বনান্তা বিশদান্নপানাঃ।
গান্ধর্ব্বশব্দাশ্চ সুগন্ধমাল্যাঃ সত্ত্বং বিশালং নিরুপদ্রবঞ্চ॥
সিদ্ধার্থতা চাভিনবশ্চ কামঃ স্ত্রী চায়ুধং সর্ব্বমিহাত্মজস্য।
বয়ো নবং জাতমদশ্চ কালো হর্ষস্য যোনিঃ পরমা নরাণাম্॥

মত্ত ভ্রমরগণ সেবিত পদ্মযুক্ত জলাশয়, জাতি ও উৎপলসৌগন্ধে আমোদিত এবং চন্দনাদি সম্পৃক্ত জলধারা সুশীতল গৃহ, ফেণোত্তরীয় নদী, নীলবর্ণ সানুশোভিত গিরি সকল, ঊর্দ্ধে বিরাজিত নীলবর্ণ মেঘমণ্ডল, চন্দ্রোদয়রমণীয় নিশা সকল, কুমুদাকরগন্ধিসুখস্পর্শবায়ু, রতিভোগোপযুক্ত রাত্রি সকল, গুরুজন সম্বন্ধ বিহীন মনোরম গৃহ সকল, সুখপ্রদ সহায় সকল, কোকিল কূজিত প্রফুল্ল উপবন সকল, বিশুদ্ধ অন্ন পান সকল, গীতবাদ্যের শব্দ সকল, সুগন্ধ মালা সকল, শান্ত-চিত্ততা, পূর্ণাভিলাষিতা, অভিনব কামশীলতা এবং স্ত্রী—এই সমুদয় দ্রব্য মদনের অস্ত্র স্বরূপ। নূতন বয়স ও বসন্ত কাল মানবদিগের হর্ষের (লিঙ্গোদ্গমের) প্রধান কারণ।

তত্র শ্লোকঃ।

প্রহর্ষযোনয়ো যোগা ব্যাখ্যাতা দশ পঞ্চ চ।
মাষপর্ণভৃতীয়েঽস্মিন্ পাদে শুক্রবলপ্রদাঃ॥
ইতি মাষপর্ণভৃতীয়োনাম বাজীকরণপাদস্তৃতীয়ঃ।

এই মাষপর্ণ তৃতীয় বাজীকরণ পাদে ইন্দ্রিয়হর্ষজনক, শুক্র ও বলপ্রদ, পঞ্চদশ প্রকার বৃষ্যযোগ বর্ণিত হইল।

ইতি মাষপর্ণ তৃতীয় নামক তৃতীয় বাজীকরণ পাদ সমাপ্ত।

অথাতঃ পুমান্জাতবলাদিকং বাজীকরণপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

পুমান্ জাতবলাদিক বাজীকরণ পাদ।

অনন্তর আমরা পুমান্ জাতবলাদিক বাজীকরণ পাদ ব্যাখ্যা করিব- ইহা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

পুমান্ যথা জাতবলো যাবদিচ্ছন্ স্ত্রিয়ো ব্রজেৎ।
যথা চাপত্যবান্ সদ্যো ভবেৎ তদুপদেক্ষ্যতে॥

পুরুষ যাহাতে জাতবল হইয়া যত ইচ্ছা স্ত্রীগমন করিতে পারে এবং যাহাতে সদ্য অপত্যবান্ হইতে পারে, তাহাই বর্ণনা করিব।

ন হি জাতবলাঃ সর্ব্বে নরাশ্চাপত্যভাগিনঃ।
বৃহচ্ছরীরা বলিনঃ সন্তি নারীষু দুর্ব্বলাঃ॥
সন্তি চাল্পায়ুষঃ স্ত্রীষু বলবন্তো বহুপ্রজাঃ।
প্রকৃত্যা চাবলাঃ সন্তি সন্তি চাময়দুর্ব্বলাঃ॥
নরাশ্চটকবৎ কেচিদ্ ব্রজন্তি বহুশঃ স্ত্রিয়ম্।
গজবচ্চ প্রসিঞ্চন্তি কেচিন্ন বহুগামিনঃ॥
কামযোগবলাঃ কেচিৎ কেচিদভ্যাসনধ্রুবাঃ।
কেচিৎ প্রযত্নৈর্বাহ্যন্তে বৃষাঃ কেচিৎ স্বভাবতঃ॥
তস্মাৎ প্রয়োগান্ বক্ষ্যামো দুর্ব্বলানাং বলপ্রদান্।
সুখোপভোগান্ বলিনাং ভূয়শ্চ বলবর্দ্ধনান্॥

পুরুষেরা বলবান্ হইলেই যে বহুপুত্রবান্ হয়, এমত নহে। এমন অনেক বৃহদাকার ও বলবান্ পুরুষ আছে যাহারা স্ত্রীগমনে অশক্ত। আবার এমন অনেক অল্পায়ুবিশিষ্ট ও দুর্ব্বল পুরুষ আছে যাহারা স্ত্রীগমনে শক্ত ও বহু পুত্রবান্। এমন অনেক পুরুষ আছে যাহারা স্ত্রীগমনে স্বভাবতই দুর্ব্বল, অনেকে বা রোগ বশতঃ দুর্ব্বল। অনেকে দেখিতে কৃশ হইলেও চটকবৎ বহুবার স্ত্রীগমন করিতে পারে; আবার কেহ কেহ বা বহুবারগমন করিতে পারে না বটে কিন্তু গজবৎ দৃঢ় মৈথুন ও বীর্য্য প্রসেক করে। অনেকে কামযোগে বলবান্ হয়, আবার

কেহ বা অভ্যাস বশে কামশীল হইয়া থাকে। কেহবা যত্ন (চুম্বনাদি) দ্বারা বৃষ হয়, কেহ বা স্বভাবতই বৃষ হইয়া থাকে। অতএব দুর্ব্বল ও বলবান্ ব্যক্তিদিগের যাহাতে বল এবং যথেচ্ছা স্ত্রীগমন করিতে সামর্থ্য হয়, এরূপ যোগ সকল বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বং শুদ্ধশরীরাণাং নিরূহান্ সানুবাসনান্।
বলাপেক্ষী প্রযুঞ্জীত শুক্রাপত্যাদিবর্দ্ধনান্॥
ঘৃততৈলরসক্ষীরশর্করামধুসংযুতাঃ।
বস্তয়ঃ সংবিধাতব্যাঃ ক্ষীরমাংসরসাশিনাম্॥

বলাপেক্ষী ব্যক্তি প্রথমে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ শরীর হইয়া পরে শুক্র ও অপত্যবর্দ্ধক দ্রব্য দ্বারা নিরূহ ও অনুবাসন গ্রহণ করিবেন। এবং ঘৃত, তৈল, মাংসরস, দুগ্ধ, চিনি ও মধুর সহিত বস্তি সকল গ্রহণ ও প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবেন।

পিষ্ট্বা বরাহমাংসানি দত্ত্বা মরিচসৈন্ধবে।
কোলবদ্‌গুড়িকাঃ কৃত্বা তপ্তে সর্পিষি ভর্জ্জয়েৎ॥
ভর্জ্জনস্তম্ভিতাস্তাশ্চ প্রক্ষেপ্যাঃ কৌক্কুটে রসে।
ঘৃতাঢ্যে গন্ধপিশুনে দধিদাড়িমসাধিতে॥
যথা ন ভিন্দ্যাদ্ গুড়িকাস্তথা তং সাধয়েদ্রসম্।
তং পিবন্ ভক্ষয়ংস্তাশ্চ লভতে শুক্রমক্ষয়ম্॥
মাংসানামেবমন্যেষাং মেধ্যানাং কারয়েদ্ভিষক্।
গুড়িকাঃ সুরসাস্তাসাং প্রয়োগঃ শুক্রবর্দ্ধনঃ॥

ইতি বৃষ্যা মাংসগুড়িকা।

বৃষ্যমাংসগুড়িকা।—বরাহ মাংস উত্তম রূপে পেষণ করিয়া তাহাতে মরিচচূর্ণ ও সৈন্ধব মিশাইয়া তাহাতে কুলের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া শক্ত হইলে পর কুক্কুট মাংসরসে প্রক্ষেপ করিবে। যেন ঐ কুক্কুট মাংসরস বহু ঘৃত ও সুগন্ধি দ্রব্য এবং দধি ও দাড়িম রসে সাধিত হয়। বটিকা ভগ্ন না হয়, এরূপ ভাবে সেই রসে পাক করিবে। এই বটিকা সেবনে শুক্র অক্ষয় হয়। এইরূপ অন্যান্য উৎকৃষ্ট মাংসের সুরস গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধি হয়।

মাষানঙ্কুরিতান্ শুদ্ধান্ নিস্তুষান্ সাজড়াফলান্।
ঘৃতাঢ্যে মাহিষরসে দধিদাড়িমসাধিতে॥
প্রক্ষিপেন্মাত্রয়া যুক্তো ধান্যজীরকনাগরৈঃ।
পীতো ভুক্তশ্চ সরসঃ কুরুতে শুক্রমক্ষয়ম্॥

ইতি বৃষ্যো মাহিষরসঃ।

বৃষ্য মাহিষরস।—তুষ রহিত নূতন বিশুদ্ধ অঙ্কুরিত মাষকলায় ও অজড়াফল (আলকুশী বীজ), দধি ও দাড়িমরসে সংসিদ্ধ ঘৃতাঢ্য মহিষমাংসরসে ছাড়িয়া দিবে। পরে তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ধনে, জীরা ও শুঁঠ চূর্ণ দিবে। এই সমস্ত দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে শুক্র অক্ষয় হয়।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি ভৃষ্টাংশ্চ শফরীশ্চ বা ।
তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্॥
ইতি ঘৃততলিতমৎস্যাঃ

বৃষ্য ঘৃততলিত মৎস্য।—যে ব্যক্তি সদ্যোমাংস, টাট্কা রোহিতাদি মৎস্য বা শফরী মৎস্য (পুঁটিমাছ) ঘৃতে ভাজিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করে, স্ত্রীসঙ্গমে সে কখন ক্ষীণ হয় না।

ঘৃতভৃষ্টান্ রসে চ্ছাগে রোহিতান্ ফলসাধিতে ।
অনুপীতরসান্ সিদ্ধানপত্যার্থী প্রয়োজয়েৎ ॥
ইতি গর্ভাধানকরো যোগঃ ।

গর্ভাধানকর যোগ।—টাট্কা রোহিত মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া দধি ও দাড়িম্ব রসে সাধিত ছাগমাংসরসে পাক করিয়া অগ্রে মৎস্য ও পরে রস আহার করিবে। ইহা একটী গর্ভাধান করযোগ।

কুট্টকং মৎস্যমাংসানাং হিঙ্গুসৈন্ধবধান্যকৈঃ ।
যুক্তং গোধূমচূর্ণেন ঘৃতে পূপলিকাঃ পচেৎ ॥
মাহিষে চ রসে মৎস্যান্ স্নিগ্ধাম্ললবণান্ পচেৎ ।
রসে চানুগতে মাংসং পোথয়েৎ তত্র চাবপেৎ ॥
মরিচং জীরকং ধান্যমল্পং হিঙ্গু নবং ঘৃতম্ ।
মাষপূপলিকানাং তদ্গর্ভার্থমুপকল্পয়েৎ ॥
এতৌ পূপলিকাযোগৌ বৃংহণৌ বলবর্দ্ধনৌ ।
হর্ষসৌভাগ্যদৌ পুত্র্যৌ পরং শুক্রাভিবর্দ্ধনৌ ॥
ইতি বৃষ্যৌ পূপলিকাযোগৌ ।

বৃষ্য পূপলিকা (পিষ্টক) যোগদ্বয়।—মৎস্য বা মাংস কুট্টিত করিয়া হিং, সৈন্ধব, ধনে ও গোধূমচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে পাক করতঃ পূপলিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। এইরূপে কুট্টিত মৎস্য, মহিষমাংসরসে ঘৃত, লবণ ও দাড়িম্ব রস সংযুক্ত করিয়া পাক করিবে। যখন ঐ মহিষমাংসরস কুট্টিত মৎস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখন উহা পেষিত করিয়া মরিচ, জীরা, ধনে, অল্প হিং ও নূতন ঘৃত মিশ্রিত করিবে। পরে মাষকলায়ের পূপলিকা প্রস্তুত করিয়া সেই মৎস্য মাংস তাহাতে পূর দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে। এই দুইটী পূপলিকা যোগ বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন, হর্ষপ্রদ, সৌভাগ্যজনন, পুত্রোৎপাদক ও শুক্রবর্দ্ধন।

মাষাত্মগুপ্তা গোধূমশালিষষ্টিকপৈষ্টিকম্ ।
শর্করায়া বিদার্য্যাশ্চ চূর্ণং ইক্ষুরসস্য চ ॥
সংযোজ্য মসৃণে ক্ষীরে ঘৃতে পূপলিকাঃ পচেৎ ।
পয়োঽনুপানাস্তাঃ শীঘ্রং কুর্ব্বন্তি বৃষতাং পরম্ ॥
ইতি বৃষ্যা মাষাদিপূপলিকাঃ ।

বৃষ্য মাষাদি পূপলিকা।—মাষকলাই, আলকুশী বীজ, গোধূম, শালিতণ্ডুল ও ষষ্টিক তণ্ডুল এবং শর্করা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কুলেখাড়া—এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করতঃ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পূপলিকা প্রস্তুত করিবে এবং ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিবে। পরে দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সেবনে শীঘ্রই উৎকৃষ্ট বৃষতা উৎপাদিত হয়।

শর্করায়াস্তুলৈকা স্যাদেকা গব্যস্য সর্পিষঃ।
প্রস্থো বিদার্য্যাশ্চূর্ণস্য পিপ্পল্যাঃ প্রস্থ এব চ॥
অর্দ্ধাঢ়কং তুগাক্ষীর্য্যাঃ ক্ষৌদ্রস্যাভিনবস্য চ।
তৎ সর্ব্বং মূর্চ্ছিতং তিষ্ঠেন্মার্ত্তিকে ঘৃতভাজনে॥
মাত্রামগ্নিসমাং তস্য প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ।
এষ বৃষ্যঃ পরো যোগো বল্যো বৃংহণ এব চ॥
ইতি বৃষ্যযোগঃ।

বৃষ্যযোগ।—শর্করা সাড়ে বার সের, গব্য ঘৃত পঁচিশ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ দুই সের, পিপ্পলীচূর্ণ দুই সের, তুগাক্ষীরী (বংশলোচন) অর্দ্ধ আঢ়ক (চারি সের) এবং নূতন মধু আটসের—এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃত ভাবিত মৃৎকলসে রাখিবে। ইহার মাত্রা অগ্নিবলানুরূপ এবং ইহা প্রাতঃকালে সেব্য। এই যোগ পরম বৃষ্য, বল্য ও বৃংহণ।

শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ তথা মাষাত্মগুপ্তয়োঃ।
শ্বদংষ্ট্রায়াশ্চ নিষ্ক্বাথে লব্ধণেষু পৃথক্ পৃথক্॥
সাধয়িত্বা ঘৃতপ্রস্থং পয়স্যষ্টগুণে পুনঃ।
শর্করামধুসংযুক্তমপত্যার্থী প্রযোজয়েৎ॥
ইত্যপত্যকরং ঘৃতম্।

অপত্যকর ঘৃত।—শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মাষকলাই, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুর—এই সকলের প্রত্যেকের কাথ বত্রিশ সের, ঘৃত চারি সের ও দুগ্ধ বত্রিশ সের—এই সমুদয় দ্রব্য একত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত, মধু ও চিনি সংযোগে সেবন করিলে বহু অপত্য জন্মে।

ঘৃতপাত্রং শতগুণে বিদারীস্বরসে পচেৎ।
সিদ্ধং পুনঃ শতগুণে গব্যে পয়সি সাধয়েৎ॥
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ ক্ষৌদ্রস্যেক্ষুরসস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ সজড়ায়াশ্চ ভাগৈঃ পাদাংশিকৈর্যুতম্॥
গুড়িকাঃ কারয়েদ্বৈদ্যো যথা স্থূলমুড়ুম্বরম্।
তাসাং প্রয়োগাৎ পুরুষঃ কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি॥
ইতি বৃষ্যগুড়িকা।

বৃষ্য গুড়িকা।—গব্য ঘৃত ষোল সের, এক হাজার ছয়শত সের ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে পাক করিবে। পাক শেষে ঐ ঘৃত শতগুণ দুগ্ধে পাক করিবে। পরে তাহাতে ঘৃতের চতুর্থাংশ চিনি, বংশলোচন, মধু, ইক্ষুরস, পিপুলচূর্ণ, অজড়াচূর্ণ, (আলকুশীচূর্ণ) প্রক্ষেপ দিয়া যজ্ঞ-

ডুমুরের ন্যায় স্থূল স্থূল বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই সকল গুড়িকা সেবনে পুরুষ চটকের ন্যায় বৃষতা লাভ করে।

সিতোপলাপলশতং তদর্দ্ধং নবসর্পিষঃ।
ক্ষৌদ্রপাদেন সংযুক্তং সাধয়েজ্জলপাদিকম্॥
সান্দ্রং গোধূমচূর্ণানাং পাদং স্তীর্ণে শিলাতলে।
শুচৌ শ্লক্ষ্ণে সমুৎকীর্য্য মর্দনেনোপপাদয়েৎ॥
শুদ্ধা উৎকারিকাঃ কার্য্যাশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভাঃ।
তাসাং প্রয়োগাদ্গজবন্নারীঃ সন্তর্পয়েন্নরঃ॥
ইতি বৃষ্যা লপ্সিকা।

বৃষ্যলপ্সিকা।—চিনি ১০০ একশত পল, নূতন ঘৃত ৫০ পঞ্চাশ পল এবং মধু ও জল ২৫ পঁচিশ পল একত্রে পাক করিবে। যখন দেখিবে উহা ঘন হইতেছে, তখন উহাতে গোধূমচূর্ণ ২৫ পঁচিশ পল নিক্ষেপ করিবে। এবং অল্প পাকের পরে নামাইয়া বিস্তৃত মসৃণ খলে উত্তমরূপ মর্দন করিবে। ইহাতে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্র, বিশুদ্ধ উৎকারিকা প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবন করিলে পুরুষ হস্তির ন্যায় স্ত্রীগমনে সমর্থ হয়।

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে॥
দ্রব্যৈরেবংবিধৈস্তস্মাদ্ভাবিতঃ প্রমদাং ব্রজেৎ।
আত্মবেগেন চোদীর্ণঃ স্ত্রীগুণৈশ্চ প্রহর্ষিতঃ॥
গত্বা স্নাত্বা পয়ঃ পীত্বা রসং চানুশয়ীত না।
তথাস্যাপ্যায়তে ভূয়ঃ শুক্রঞ্চ বলমেব চ॥

যে সকল দ্রব্য মধুর. স্নিগ্ধ, জীবনীয়, বৃংহণ, গুরু, ও মনের হর্ষজনক—তৎসমস্তই বৃষ্য বলিয়া কথিত আছে। অতএব এবম্বিধ দ্রব্য সেবন করিয়া স্ত্রীগমন করিবে। পুরুষ মনোবেগে উত্তেজিত এবং হাবভাবাদি স্ত্রীগুণে প্রহর্ষিত হইয়া স্ত্রীগমন করিবে। স্ত্রীগমনানন্তর স্নান করিবে এবং স্নানান্তে দুগ্ধ অথবা মাংসরস পান করিয়া শয়ন করিলে শুক্র ও বল পুনর্ব্বার আপ্যায়িত হইবে।

যথা মুকুলপুষ্পস্য সুগন্ধো নোপলভ্যতে।
লভ্যতে তদ্বিকাশাৎ তু তথা শুক্রং হি দেহিনাম্॥
নর্ত্তে বৈ ষোড়শাদ্বর্ষাৎ সপ্তত্যাঃ পরতো ন চ।
আয়ুষ্কামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি॥
অতিবালো হ্যসম্পূর্ণসর্ব্বধাতুঃ স্ত্রিয়ো ব্রজন্।
উপতপ্যেত সহসা তড়াগমিব কাজলম্॥

পুষ্প মুকুলের গন্ধ থাকিলেও গন্ধ যেমন অনুভূত হয় না, পরন্তু প্রস্ফুটিত হইলেই যেমন তাহার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহীদিগের শুক্র বাল্যকালে উপলব্ধ হয় না, পরন্ত

যৌবন কালেই উহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যিনি দীর্ঘ আয়ু কামনা করেন, তিনি যেন ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং সত্তর বৎসর বয়সের পরে স্ত্রীগমন না করেন। অতি বালকের সমস্ত ধাতুই অসম্পূর্ণ থাকে সুতরাং সে অবস্থায় স্ত্রীগমন করিলে অল্প জলবিশিষ্ট তড়াগের ন্যায় সে বালক শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়।

শুষ্কং রূক্ষং যথা কাষ্ঠং জন্তুজগ্ধং বিজর্জ্জরম্।
স্পৃষ্টমাশু বিশীর্য্যেত তথা বৃদ্ধঃ স্ত্রিয়ো ব্রজন্॥
জরয়া চিন্তয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ॥

যেমন শুষ্ক, রূক্ষ, কীটভক্ষিত ও জর্জ্জরিত কাষ্ঠ স্পর্শ মাত্রেই বিশীর্ণ হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধ পুরুষ স্ত্রীগমন করিলে সত্বই বিশীর্ণ হইয়া থাকে। জরা, চিন্তা, ব্যাধি, শ্রমজনক কার্য্য, অনশন ও অতিশয় স্ত্রীসঙ্গম—এই সমস্তই শুক্র হানির কারণ।

ক্ষয়াদ্ভয়াদবিশ্রম্ভাচ্ছোকাৎ স্ত্রীদোষদর্শনাৎ।
নারীণামরসজ্ঞত্বাদভিচারাদসেবনাৎ॥
তৃপ্তস্যাপি স্ত্রিয়ো গন্তুং ন শক্তিরুপজায়তে।
দেহসত্ত্ববলাপেক্ষী হর্ষঃ শক্তিশ্চ হর্ষজা॥

ধাতুক্ষয়, ভয়, অবিশ্বাস, শোক, স্ত্রীর দোষ দর্শন, স্ত্রীজনের অরসিকতা, অভিচার, নারীসঙ্গম বর্জ্জন অথবা মৈথুন দ্বারা অতি তৃপ্ত—এই সকল কারণে স্ত্রী সংসর্গে শক্তি জন্মে না। কারণ হর্ষ (কাম জন্য হৃষ্টতা) দেহ ও মনের বলকে অপেক্ষা করে, এবং শক্তি সেই হর্ষকে অপেক্ষা করে।

রস ইক্ষৌ যথা দধ্নি সর্পিস্তৈলং তিলে যথা।
সর্ব্বত্রানুগতং দেহে শুক্রং সংস্পর্শনে তথা॥
তৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগে চেষ্টাসঙ্কল্পপীড়নাৎ।
শুক্রং প্রচ্যবতে স্থানাজ্জলমার্দ্রাৎ পটাদিব॥
হর্ষাৎ তর্ষাৎ সরত্বাচ্চ পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদপি।
অণুপ্রবত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যাচ্চ দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ॥
অষ্টাভ্য এভ্য হেতুভ্যঃ শুক্রং দেহাৎ প্রসিচ্যতে।
চরতো বিশ্বরূপস্য রূপং দ্রব্যং যদুচ্যতে॥
বহলং মধুরং স্নিগ্ধমবিস্রং গুরু পিচ্ছিলম্।
শুক্রং বহু চ যচ্ছুক্রং ফলবৎ তদসংশয়ম্॥

যেমন ইক্ষুতে রস, দধিতে ঘৃত এবং তিলে তৈল অবস্থিতি করে, তদ্রূপ ত্বগেন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহের সর্ব্বত্রই শুক্র অবস্থিতি করে। আর্দ্র বস্ত্রাদি নিপীড়িত করিলে যেমন জল নির্গত হয়, তদ্রূপ শুক্রও স্ত্রীপুরুষের সংযোগে অথবা সংকল্প বা পীড়ন বশতঃ নির্গত হইয়া থাকে। হর্ষ, তর্ষ (কামনা), সরত্ব, পিচ্ছিলতা, গুরুতা, চলতা, সূক্ষ্মতা—এবং বায়ুর দ্রুততা এই আটটী

কারণে দেহ হইতে শুক্র ক্ষরিত হয়। শরীরচারী বিশ্বরূপ জীবের অব্যয় বা সাকার মূর্ত্তি বলিয়া শুক্রকে পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়া থাকেন। গাঢ়, মধুর, স্নিগ্ধ, দুর্গন্ধ রহিত, গুরু, পিচ্ছিল, শুক্লবর্ণ এবং বহুপরিমিত শুক্রই নিশ্চয় ফলদায়ক (অপত্যকর)।

যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ।
ব্রজেচ্চাভ্যধিকং যেন বাজীকরণমেব তৎ॥

যদ্বারা পুরুষ বাজী অর্থাৎ অশ্বের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গম এবং বহুক্ষণ ও বহুবার স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে, তাহাকেই বাজীকরণ কহে।

তত্র শ্লোকৌ।

হেতুর্যোগোপদেশস্য যোগা দ্বাদশ চোত্তমাঃ।
যৎ পূর্ব্বং মৈথুনাৎ সেব্যং সেব্যং যন্মৈথুনাদনু॥
যদা হি সেব্যাঃ প্রমদাঃ কৃৎস্নঃ শুক্রবিনিশ্চয়ঃ।
নিরুক্তঞ্চেহ নির্দ্দিষ্টং পুমান্ জাতবলাদিকে॥
ইতি পুমান্‌জাতবলাদিকো বাজীকরণপাদশ্চতুর্থঃ।
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
বাজীকরণপাদো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

অধ্যায়োক্ত বিষয়।—বাজীকরণ যোগ উপদেশ দিবার হেতু, দ্বাদশটী উত্তম বাজীকরণ যোগ; মৈথুনের পূর্ব্বে বা পরে যাহা যাহা সেব্য, যে সময় স্ত্রীসঙ্গম অনুচিত, শুক্র নির্ণয় এবং বাজীকরণ শব্দের নিরুক্তি—এই সমস্ত বিষয় পুমান্‌জাতবলাদি নামক বাজীকরণ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। ইতি পুমান্ জাতবলাদিনামক চতুর্থবাজীকরণপাদ সমাপ্ত।

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের চিকিৎসা স্থানে
বাজীকরণনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জ্বরচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা জ্বর চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—ইহা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন

বিজ্বরং জ্বরসন্দেহং পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনর্ব্বসুম্।
বিবিক্তে শান্তমাসীনমগ্নিবেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥
দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানো রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা॥
তস্য প্রাণিসপত্নস্য ধ্রুবস্য প্রলয়োদয়ে।
প্রকৃতিঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ প্রভাবং কারণানি চ॥

পূর্ব্বরূপমধিষ্ঠানং বলকালাত্মলক্ষণম্।
ব্যাসতো বিধিভেদঞ্চ পৃথগ্‌ভিন্নস্য চাকৃতিম্॥
লিঙ্গমামস্য জীর্ণস্য চৌষধং সক্রিয়াক্রমম্।
বিমুক্তঃ প্রশান্তস্য চিহ্নং যচ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
জ্বরাবসৃষ্টো রক্ষ্যশ্চ যাবৎকালং যতো যতঃ।
প্রশান্তঃ কারণৈর্যৈশ্চ পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ॥
যাশ্চাপি পুনরাবৃত্তিং ক্রিয়াঃ প্রশময়ন্তি তম্।
জগদ্ধিতার্থং তৎ সর্ব্বং ভগবন্ বক্তুমর্হসি॥

অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলিপুটে নির্জ্জনে উপবিষ্ট, শান্তস্বভাব, বিজ্বর (নিরাময়) পুনর্ব্বসুকে জ্বরবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে জ্বর দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপজনক, সর্ব্বরোগের অগ্রজ, সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ এবং সর্ব্ব রোগের প্রধান। প্রাণিগণের শত্রু, জন্ম ও মৃত্যুকালে অবশ্যম্ভাবী সেই জ্বর রোগের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, প্রভাব, কারণ, পূর্ব্বরূপ, অধিষ্ঠান (আশ্রয়), বল কাল, লক্ষণ, বিধি ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, আম জ্বর ও জীর্ণজ্বরের ঔষধ ও চিকিৎসাক্রম, জ্বর মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ, জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে যতদিন পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিতে হয়, যে সকল কারণে জ্বর শান্ত হইয়াও পুনরাবৃত্ত হয় এবং যে সকল চিকিৎসাদ্বারা সেই পুনরাবৃত্তির শান্তি হয়, হে ভগবন্! জগতের হিতার্থ সেই সমস্ত বিষয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হয়।

তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ।
জ্বরাধিকারে যদ্বাচ্যং তৎ সৌম্য নিখিলং শৃণু॥

অগ্নিবেশের এই সকল প্রশ্ন বাক্য শুনিয়া গুরুদেব পুনর্ব্বসু কহিলেন, সৌম্য! জ্বর সম্বন্ধে যাহা যাহা উপদেশ দিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

জ্বরো বিকারো রোগশ্চ ব্যাধিরাতঙ্ক এব চ।
একার্থনামপর্য্যায়ৈর্বিবিধৈরভিধীয়তে॥
তস্য প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা দোষাঃ শারীরমানসাঃ।
দেহিনং ন হি নির্দ্দোষং জ্বরঃ সমুপসেবতে॥

জ্বর, বিকার রোগ, ব্যাধি ও আতঙ্ক—এই সকল শব্দ একার্থ বাচক। এই সকল শব্দে ভিন্ন ভিন্ন নামে জ্বর অভিহিত হয়। শারীর দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) এবং মানস দোষ (রজঃ ও তমঃ) রোগের উৎপত্তির কারণ। যে হেতু নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে (শারীর ও মানস দোষ রহিত) রোগ আশ্রয় করে না।

ক্ষয়স্তমো জ্বরঃ পাপ্মা মৃত্যুশ্চোক্তোঽয়মাত্মজঃ।
কর্ম্মভিঃ ক্লিশ্যমানানাং পঞ্চত্বপ্রত্যয়াৎ নৃণাম্॥

ক্ষয়, তমঃ, পাপ্মা মৃত্যু ও আত্মজ (অর্থাৎ স্বকৃত দুষ্কৃতি হইতে উৎপন্ন) এই সকল জ্বরের নামান্তর। মনুষ্যগণ আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা ক্লিশ্যমান হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইত্যস্য প্রকৃতিঃ প্রোক্তা প্রবৃত্তিস্তু পরিগ্রহঃ।
নিদানে পূর্ব্বমুদ্দিষ্টা রুদ্রকোপাৎ সুদারুণাৎ॥
দ্বিতীয়ে হি যুগে সর্ব্বমক্রোধব্রতমাস্থিতম্।
দিব্যং সহস্রং বর্ষাণামসুরা অভিদুদ্রুবুঃ॥
তপোবিঘ্নং শমীকর্ত্তুং তপোবিঘ্নং মহাত্মনাম্।
পশ্যন্ সমর্থশ্চোপেক্ষাং চক্রে রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ॥
পুনর্মাহেশ্বরং ভাগং ধ্রুবং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
প্রায়ো ন কল্পয়ামাস প্রোচ্যমানঃ সুরৈরপি॥
পাশুপত্য ঋচো যাশ্চ শৈব্যশ্চাহুতয়শ্চ যাঃ।
যজ্ঞসিদ্ধিকৃতাস্তাভির্হীনশ্চৈব স ইষ্টবান্॥
অথোত্তীর্ণব্রতো দেবো বুদ্ধা দক্ষব্যতিক্রমম্।
রুদ্রো রৌদ্রং পুরস্কৃত্য ভাবমাত্মবিদাত্মনঃ॥
সৃষ্ট্বা ললাটে চক্ষুর্বৈ দগ্ধ্বা তানসুরান্ প্রভুঃ।
বাণং ক্রোধাগ্নিসন্তপ্তমসৃজচ্ছত্রুনাশনম্॥
ততো যজ্ঞঃ স বিধ্বস্তো ব্যথিতাশ্চ দিবৌকসঃ।
দাহব্যথাপরীতাশ্চ ভ্রান্তা ভূতগণা দিশঃ॥
অথেশ্বরং দেবগণঃ সহ সপ্তর্ষিভি র্বিভুম্।
বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্ স্থিতো যাবচ্ছিবে ভাবে শিবঃ স্থিতঃ॥
শিবং শিবায় ভূতানাং স্থিতং জ্ঞাত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
ক্রোধাগ্নিরুক্তবান্ দেবমহং কিং করবাণি তে॥
তমুবাচেশ্বরঃ ক্রোধং জ্বরো লোকে ভবিষ্যসি।
জন্মাদৌ নিধনে চ ত্বমপি চাবান্তরেষু চ॥
সন্তাপঃ সারুচিস্তৃষ্ণা চাঙ্গমর্দ্দো হৃদি ব্যথা।
জ্বরপ্রভাবো জন্মাদৌ নিধনে চ মহত্তমঃ॥

জ্বরের প্রকৃতির কথা বলা হইল। প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। নিদারুণ রুদ্রকোপ হইতে যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে নিদান স্থানে কথিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য সহস্র বৎসর সর্ব্বতোভাবে অক্রোধব্রত অবলম্বন করিলে অসুরেরা তাঁহার ও অন্যান্য মহর্ষিদিগের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার মানসে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। পাছে নিজের ও মহর্ষিদের তপোবিঘ্ন নিবারণ করিতে গিয়া তাঁহার অক্রোধব্রতের বিঘ্ন হয় এই জন্য তিনি বিঘ্ন বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি দক্ষ দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও মহেশ্বরের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই অর্থাৎ তিনি পাশুপত্য ঋকসমূহ ও যজ্ঞসিদ্ধিকর শৈব্য আহুতি সমূহ পরিহার করিয়াই যজ্ঞ

করিয়াছিলেন। আত্মবিৎ রুদ্রদেব নিজ ব্রত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিলেন। দক্ষের সেই ব্যতিক্রম হেতু রুদ্রদেব রৌদ্রভাব প্রকাশ, ও ললাটে অগ্নিময় চক্ষু ধারণ পূর্ব্বক প্রথমে অসুরদিগকে দগ্ধ করিয়া পরে শত্রুনাশক্ষম ক্রোধাগ্নিসন্তপ্ত বাণ সৃজন করিলেন। সেই বাণদ্বারা যজ্ঞ নষ্ট হইল, দেবতারা ব্যথিত হইলেন এবং ভূতগণ দাহ ব্যথায় আক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অতঃপর দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত বিভু মহাদেবকে নানা প্রকার স্তুতিবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে তিনি ভূতগণের মঙ্গলার্থ পুনর্ব্বার শৈব ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন মহাদেবের সেই ক্রোধাগ্নি কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে কহিলেন --হে দেব! আমি এক্ষণে কি করিব? মহাদেব কহিলেন, তুমি জীবগণের দেহে জন্মকালে, মৃত্যুকালে, ও জন্ম মৃত্যুর মধ্যকালে জ্বররূপে বাস করিবে। (এই জ্বরের উৎপত্তি কথিত হইল)। সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ ও হৃদয়ের ব্যথা—এই পাঁচটী জ্বরের প্রভাব অর্থাৎ কর্ম্ম। জ্বরের প্রভাবেই জন্ম ও মৃত্যুকালে জীবের মোহ উপস্থিত হয়।

প্রকৃতিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ প্রভাবশ্চ প্রদর্শিতঃ।
নিদানে কারণান্যষ্টৌ পূর্ব্বোক্তানি বিভাগশঃ॥

জ্বরের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও প্রভাব কথিত হইল এবং পূর্ব্বে নিদানস্থানে জ্বরের আটটী-কারণ ও কথিত হইয়াছে। (আটটী কারণ যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত শ্লেষ্মা ও আগন্তু)।

আলস্যং নয়নে সাস্রে জৃম্ভণং গৌরবং ক্লমঃ।
জ্বলনাতপবায়্বম্বুভক্তিদ্বেষাবনিশ্চিতৌ॥
অবিপাকাস্যবৈরস্যং হানিশ্চ বলবর্ণয়োঃ।
শীলবৈকৃতমল্পঞ্চ জ্বরলক্ষণমগ্রজম্॥

আলস্য, নয়নে জলপূর্ণতা, জৃম্ভণ (হাইতোলা), দেহের গুরুত্ব, (ভার ভার বোধ), ক্লান্তি, এবং অগ্নি, রৌদ্র, বায়ু ও জল—এই সমুদয় সেবনে কখন ইচ্ছা, কখন ও বা দ্বেষ, অবিপাক, মুখের বিরসতা, বল ও বর্ণের হানি এবং স্বভাবের অল্প অল্প বৈলক্ষণ্য—এই সকল জ্বরের পূর্ব্বরূপ।

কেবলং সমনস্কঞ্চ জ্বরাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
শরীরং বলকালস্তু নিদানে সম্প্রদর্শিতঃ॥

মনের সহিত শরীরই জ্বরের অধিষ্ঠান ভূমি। নিদান স্থানে ইহার প্রকোপকালের বিষয় কথিত হইয়াছে।

জ্বরপ্রত্যাত্মিকং লিঙ্গং সন্তাপো দেহমানসঃ।
জ্বরেণাবিশতা ভূতং ন হি কিঞ্চিন্ন তপ্যতে॥

দেহের ও মনের সন্তাপ (মনের ব্যাকুলত্ব)—এই দুইটী জ্বরের আত্মলক্ষণ। জগতে এমন প্রাণী নাই, জ্বর হইলে যাহার সন্তাপ না হয়।

দ্বিবিধো বিধিভেদেন জ্বরঃ শারীরমানসঃ।
পুনশ্চ দ্বিবিধো দৃষ্টঃ সৌম্যশ্চাগ্নেয় এব চ॥

অন্তর্ব্বেগো বহির্ব্বেগো দ্বিবিধঃ পুনরুচ্যতে।
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব সাধ্যশ্চাসাধ্য এব চ ॥
পুনঃ পঞ্চবিধো দৃষ্টো দোষকালবলাবলাৎ।
সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকৌ ॥
পুনরাশ্রয়ভেদেন ধাতূনাং সপ্তধা মতঃ।
ভিন্নঃ কারণভেদেন পুনরষ্টবিধো জ্বরঃ ॥

প্রকারভেদে জ্বর দুই প্রকার। যথা—শারীর ও মানস, সৌম্য ও আগ্নেয়, অন্তর্বেগ ও বহির্ব্বেগ; প্রাকৃত ও বৈকৃত; এবং সাধ্য ও অসাধ্য। আবার দোষ ও কালের বলাবল ভেদে জ্বর পঞ্চ প্রকার হয়। যথাঃ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চতুর্থক। আবার রসরক্তাদিধাতুসমূহের আশ্রয় ভেদে জ্বর সাতপ্রকার। যথা—রসাশ্রিত, রক্তাশ্রিত, মাংসাশ্রিত, মেদ-আশ্রিত, অস্থি-আশ্রিত, ও শুক্রাশ্রিত জ্বর। এবং বাতাদি কারণ ভেদে উহা আট প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুক জ্বর।

শারীরো জায়তে পূর্ব্বং দেহে মনসি মানসঃ।
বৈচিত্যমরতির্গ্লানির্মনস স্তাপলক্ষণম্ ॥
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈকৃত্যং দেহসন্তাপলক্ষণম্ ॥

শারীর জ্বর অগ্রে শরীরকে আশ্রয় করিয়া জন্মে এবং অগ্রে মনকে আশ্রয় করিয়া যে জ্বর জন্মে তাহাকে মানসজ্বর কহে। তন্মধ্যে চিত্তের বিহ্বলতা, মনের অনবস্থিতত্ব ও গ্লানি—এই সকল মানসিক সন্তাপের লক্ষণ। এবং ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ।

বাতপিত্তাত্মকঃ শীতমুষ্ণং বাতকফাত্মকঃ।
ইচ্ছত্যুভয়মেতৎ তু জ্বরো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ ॥

বাতপিত্তাত্মক জ্বরে শীতল এবং বাতকফাত্মক জ্বরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে কখন শীত কখনও উষ্ণ উভয়েই ইচ্ছা হয়।

যোগবাহঃ পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ।

বায়ু পরম যোগবাহ পদার্থ অর্থাৎ যখন যাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারই গুণানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সংযোগ বশতঃ ইহা উভয়ার্থকারী অর্থাৎ তেজের সহিত যুক্ত হইলে দাহ এবং সৌম্যাশ্রিত হইলে শীত জন্মায়। (এই কারণে বাতপিত্তাত্মক জ্বরে কেবল শীতল পদার্থ এবং বাতকফাত্মক জ্বরে কেবল উষ্ণ পদার্থের আকাঙ্ক্ষা হয়।)

অন্তর্দ্দাহোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
সন্ধ্যস্থিশূলমস্বেদো দোষবর্চ্চোবিনিগ্রহঃ ॥
অন্তর্ব্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরস্যৈতানি লক্ষয়েৎ ॥

অত্যন্ত অন্তর্দ্দাহ, পিপাসা, প্রলাপ, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ, ভ্রম, অস্থি ও সন্ধিস্থানে বেদনা, স্বেদাবরোধ এবং দোষ ও মলবদ্ধতা—এই সকল অন্তর্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

সন্তাপোঽভ্যধিকো বাহ্যস্তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দ্দবম্।
বহির্ব্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্যত্বমেব চ॥

বহির্ভাগে অত্যন্ত সন্তাপ, কিন্তু তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, এবং দোষ ও মলবদ্ধতা প্রভৃতির অল্পতা এই সকল বহির্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ। বহির্ব্বেগ জ্বর সুখসাধ্য।

প্রাকৃতঃ সুখসাধ্যস্তু বসন্তশরদুদ্ভবঃ।
কালপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য প্রোচ্যতে প্রাকৃতো জ্বরঃ॥
উষ্ণমুষ্ণেন সংবৃদ্ধং পিত্তং শরদি কুপ্যতি।
চিতঃ শীতে কফশ্চৈবং বসন্তে সমুদীর্য্যতে॥

বসন্ত ও শরৎকাল সম্ভূত প্রাকৃত জ্বর সুখসাধ্য। কালের প্রকৃতি অনুসারে যে জ্বর হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে। যথা—বসন্তে কফজ্বর, শরতে পিত্তজ্বর ও বর্ষায় বাত জ্বর তত্তৎ-কালজাত প্রাকৃত জ্বর। উষ্ণগুণ বিশিষ্ট পিত্ত শরৎকালে উষ্ণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া কুপিত হয়, এবং শীতকালের সঞ্চিত কফ, বসন্ত কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বর্ষাস্বম্লবিপাকাভিরদ্ভিরোষধীভিস্তথা।
সঞ্চিতং পিত্তমুদ্রিক্তং শরদ্যাদিত্যতেজসা॥
জ্বরং সঞ্জনয়ত্যাশু তস্য চানুবলঃ কফঃ।
প্রকৃত্যৈব বিসর্গাচ্চ তত্র নানশনাদ্ভয়ম্॥

বর্ষাকালে ওষধি সকল ও জল অম্লবিপাক হয়; একারণ ঐ কালে পিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। শরৎকালে সূর্য্যতেজে ঐ পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া জ্বর জন্মায়। এবং কফ তাহাতে যোগ দেয়। শরৎকাল বিসর্গ কাল বলিয়া এবং পিত্ত ও কফের দ্রবত্ব প্রকৃতি হেতু ঐ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে অনশনে কোন ভয় নাই।

অদ্ভিরোষধিভিশ্চৈব মধুরাভিশ্চিতঃ কফঃ।
হেমন্তে সূর্য্যসন্তপ্তঃ স বসন্তে প্রকুপ্যতি॥
তস্মাদ্ বসন্তে কফজো জ্বরঃ সমুপজায়তে।
আদানমধ্যে তস্যাপি বাতপিত্তং ভবেদনু॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্।
শরদ্বসন্তয়োর্বিদ্বান্ জ্বরস্য প্রতিকারয়েৎ॥

হেমন্তকালে ওষধি সকল ও জল মধুর বিপাক হয়; একারণ কফের সঞ্চয় হইয়া থাকে। বসন্তের সূর্য্য সন্তাপে গলিত হওয়াতে আবার সেই কফের প্রকোপ হয়। একারণ বসন্তে কফজনিত জ্বরের প্রাদুর্ভাব। ঐ জ্বর আদান কালের মধ্যে হইলেও বাতপিত্ত তাহার সহিত যোগ দেয়। এ কারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি শরৎ ও বসন্তকালীন জ্বরের আদি, অন্ত ও মধ্য কালে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতীকার করিবেন।

কালপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য নির্দ্দিষ্টঃ প্রাকৃতো জ্বরঃ।
প্রায়েণানিলজো দুঃখঃ কালেষ্বন্যেষু বৈকৃতঃ॥

কালের প্রকৃতি উদ্দেশ করিয়া প্রাকৃত জ্বর নির্দ্দিষ্ট হইল। বায়ুজনিত প্রাকৃত জ্বর এবং অন্যকাল জাত বৈকৃত জ্বর প্রায়ই দুঃখদায়ক হইয়া থাকে।

হেতবো বিবিধাস্তস্য নিদানে সম্প্রদর্শিতাঃ ॥

পূর্ব্বে নিদান স্থানে জ্বরের নানা প্রকার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ ॥

যদি রোগী বলবান্ হয় এবং দোষ সকল স্বল্প ও উপদ্রব [illegible] হয়, তাহা হইলে সেই জ্বর সুখসাধ্য জানিবে।

হেতুভির্বহুভির্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণঃ।
জ্বরঃ প্রাণান্তকৃদ্যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ ॥

যে জ্বর বহু বলবান্ হেতু হইতে জন্মায় ও বহু লক্ষণ বিশিষ্ট এবং যে জ্বরে ইন্দ্রিয় সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়; সেই জ্বর প্রাণান্তকারী।

সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা দ্বাদশাহাৎ তথৈব চ।
সপ্রলাপভ্রমশ্বাসঃ তীক্ষ্ণো হন্যাজ্জ্বরো নরম্ ॥

যে জ্বরে প্রলাপ, ভ্রম, ও শ্বাস এই তিনটী বিকার একত্রে বর্ত্তমান থাকে ও যাহা অত্যুগ্র বেগবিশিষ্ট সেই জ্বর সপ্তাহ, দশাহ বা দ্বাদশাহের মধ্যে মনুষ্যকে হনন করিয়া থাকে।

জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূনস্য গম্ভীরো দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।
অসাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জ্বরঃ ॥

ক্ষীণ ও শোথযুক্ত ব্যক্তির অন্তর্ধাতুস্থ জ্বর কিম্বা দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর অসাধ্য (দুরারোগ্য)। এবং যে বলবান্ জ্বরে মানুষের কেশে সীমন্ত (সিঁথি) পড়ে তাহাও অসাধ্য।

স্রোতোভির্বিসৃতা দোষা গুরবো রসবাহিভিঃ।
সর্ব্বদেহানুগাস্তব্ধা কুর্ব্বতে সন্ততং জ্বরম্ ॥

যে জ্বরে রসবাহী স্রোতসমূহ দ্বারা প্রবৃদ্ধদোষ সকল সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত ও সর্ব্ব শরীরকে স্তব্ধ করে, তাহার নাম সন্তত জ্বর।

দ্বাদশাহং দশাহং বা সপ্তাহং বা সুদুঃসহঃ।
স শীঘ্রং শীঘ্রকারিত্বাৎ প্রশমং যাতি হন্তি বা ॥

এই সুদুঃসহ সন্তত জ্বর দশাহ, দ্বাদশাহ অথবা সপ্তাহ অবিচ্ছেদে থাকিয়া শীঘ্রকারিত্ব হেতু হয় শীঘ্র প্রশমিত হয়, নতুবা প্রাণ সংহার করে।

কালদূষ্য প্রকৃতিভির্দোষস্তুল্যো হি সন্ততম্।
নিষ্প্রত্যনীকং কুরুতে তস্মাৎ জ্ঞেয়ঃ সুদুঃসহঃ ॥

কাল, (বসন্তাদি) দূষ্য (রসাদি) ও প্রকৃতি (বাতিকাদি)—এই সমুদয়ের তুল্য গুণ হইয়া বাতাদি দোষ সকল সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। এ কারণ ইহা নিষ্প্রত্যনীক অর্থাৎ প্রতিকার বিহীন ও সুদুঃসহ।

যথা ধাতুং তথামূত্রং পুরীষঞ্চানিলাদয়ঃ।
অনুবধ্নন্তি যুগপদবশ্যং সন্ততে জ্বরে ॥

কালের প্রকৃতি উদ্দেশ করিয়া প্রাকৃত জ্বর নির্দ্দিষ্ট হইল। বায়ুজনিত প্রাকৃত জ্বর এবং অন্যকাল জাত বৈকৃত জ্বর প্রায়ই দুঃখদায়ক হইয়া থাকে।

হেতবো বিবিধাস্তস্য নিদানে সম্প্রদর্শিতাঃ ॥

পূর্ব্বে নিদান স্থানে জ্বরের নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ ॥

যদি রোগী বলবান্ হয় এবং দোষ সকল স্বল্প ও উপদ্রব কম হয়, তাহা হইলে সেই জ্বর সুখসাধ্য জানিবে।

হেতুভির্বহুভির্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণঃ।
জ্বরঃ প্রাণান্তকৃদ্‌যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ ॥

যে জ্বর বহু বলবান্ হেতু হইতে জন্মায় ও বহু লক্ষণ বিশিষ্ট এবং যে জ্বরে ইন্দ্রিয় সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়; সেই জ্বর প্রাণান্তকারী।

সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা দ্বাদশাহাৎ তথৈব চ।
সপ্রলাপভ্রমশ্বাসঃ তীক্ষ্ণো হন্যাজ্জ্বরো নরম্ ॥

যে জ্বরে প্রলাপ, ভ্রম, ও শ্বাস এই তিনটী বিকার একত্রে বর্ত্তমান থাকে ও যাহা অত্যুগ্র বেগবিশিষ্ট সেই জ্বর সপ্তাহ, দশাহ বা দ্বাদশাহের মধ্যে মনুষ্যকে হনন করিয়া থাকে।

জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূনস্য গম্ভীরো দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।
অসাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জ্বরঃ ॥

ক্ষীণ ও শোথযুক্ত ব্যক্তির অন্তর্ধাতুস্থ জ্বর কিম্বা দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর অসাধ্য (দুরারোগ্য)। এবং যে বলবান্ জ্বরে মানুষের কেশে সীমন্ত (সিঁথি) পড়ে তাহাও অসাধ্য।

স্রোতোভির্বিসৃতা দোষা গুরবো রসবাহিভিঃ।
সর্ব্বদেহানুগাস্তব্ধা কুর্ব্বতে সন্ততং জ্বরম্ ॥

যে জ্বরে রসবাহী স্রোতসমূহ দ্বারা প্রবৃদ্ধদোষ সকল সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত ও সর্ব্ব শরীরকে স্তব্ধ করে, তাহার নাম সন্তত জ্বর।

দ্বাদশাহং দশাহং বা সপ্তাহং বা সুদুঃসহঃ।
স শীঘ্রং শীঘ্রকারিত্বাৎ প্রশমং যাতি হন্তি বা ॥

এই সুদুঃসহ সন্তত জ্বর দশাহ, দ্বাদশাহ অথবা সপ্তাহ অবিচ্ছেদে থাকিয়া শীঘ্রকারিত্ব হেতু হয় শীঘ্র প্রশমিত হয়, নতুবা প্রাণ সংহার করে।

কালদূষ্য প্রকৃতিভির্দোষস্তুল্যো হি সন্ততম্।
নিষ্প্রত্যনীকং কুরুতে তস্মাৎ জ্ঞেয়ঃ সুদুঃসহঃ ॥

কাল, (বসন্তাদি) দূষ্য (রসাদি) ও প্রকৃতি (বাতিকাদি)—এই সমুদয়ের তুল্য গুণ হইয়া বাতাদি দোষ সকল সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। এ কারণ ইহা নিষ্প্রত্যনীক অর্থাৎ প্রতিকার বিহীন ও সুদুঃসহ।

যথা ধাতুং তথামূত্রং পুরীষঞ্চানিলাদয়ঃ।
অনুবধ্নন্তি যুগপদবশ্যং সন্ততে জ্বরে ॥

দোষোঽস্থিমজ্জগঃ কুর্য্যাৎ তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
গতির্দ্ব্যৈকান্তরান্যেদ্যুর্দোসস্যোক্তান্যথাপরৈঃ॥
রক্তমেবাভিসংসৃজ্য কুর্য্যাদন্যেদ্যুকং জ্বরম্।
মাংস স্রোতাংস্যনুস্যতো জনয়েৎ তু তৃতীয়কম্॥
জ্বরং দোষঃ সংসৃতোহি মেদোমার্গং চতুর্থকম্।
অন্যেদ্যুষ্কঃ প্রতিদিনং দিনং ক্ষিপ্বা তৃতীয়কঃ॥
দিনদ্বয়ং যো বিশ্রাম্য প্রত্যেতি স চতুর্থকঃ॥

দোষ অস্থিগত হইলে তৃতীয়ক জ্বর অর্থাৎ এক দিন অন্তর জ্বর উৎপন্ন হয়। ও দোষ মজ্জাগত হইলে চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুই দিন অন্তর জ্বর হয়। চাতুর্থক জ্বরে, জ্বরের বেগ দুই দিন অন্তর, তৃতীয়ক জ্বরের এক দিন অন্তর ও অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে জ্বরের বেগ প্রতিদিন হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ ইহার অন্যথা বলেন। যথাঃ—দোষ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর উৎপাদন করে, মাংসস্রোতঃ সমূহে অনুগত হইয়া তৃতীয়ক জ্বর উৎপাদন করে ও দোষ মেদোমার্গ সংসৃত হইয়া চাতুর্থক জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর প্রতিদিন হয়, তৃতীয়ক জ্বর একদিন অন্তর হয় এবং চাতুর্থক জ্বর দিনদ্বয় বিশ্রাম করিয়া আগমন করে।

অধিশেতে যথা ভূমিং বীজং কালে চ রোহতি।
অধিশেতে তথা ধাতূন্ দোষঃ কালে চ কুপ্যতি॥
তে বৃদ্ধিং বলকালঞ্চ প্রাপ্য দোষাস্তৃতীয়কম্।
চতুর্থকঞ্চ কুরুতে প্রত্যনীকং বলক্ষয়াৎ॥
কৃত্বা বেগং গতবলাঃ শ্লেষ্মস্থানে ব্যবস্থিতাঃ।
পুনর্বিবৃদ্ধাঃ স্বে কালে জ্বরয়ন্তি নরং মলাঃ॥

যেমন বীজ সকল ভূমিতে রোপিত হইলে কালে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ দোষ সকল ধাতুতে অধিষ্ঠিত হইলে নিজ প্রকোপ কালে কুপিত হইয়া থাকে। রোগির বলক্ষয় হইলে তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরারম্ভক দোষ যদি নিজ বলকাল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত জ্বরদ্বয় উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। দোষ সকল এইরূপে বলপ্রাপ্ত হইয়া জ্বরের বেগ জন্মাইয়া বলহীন হইলে কফস্থানে অবস্থান করে এবং পুনর্ব্বার আপনাপনকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বরের বেগ বৃদ্ধি করে।

কফপিত্তাৎ ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥

তৃতীয়ক জ্বর কফপিত্ত সংসৃষ্ট হইলে ত্রিক স্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া পরে বেগবান্ হয়। বাতকফাত্মক হইলে অগ্রে পৃষ্ঠে বেদনা এবং বাতপিত্ত সংসৃষ্ট হইলে প্রথমতঃ শিরোদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয়। এইরূপে তৃতীয়ক জ্বরের ত্রিবিধ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ।
জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিলসম্ভবঃ॥

চাতুর্থক জ্বরের প্রভাব দ্বিবিধ। শ্লেষ্মোল্বণ হইলে অগ্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে ও বাতোল্বণ হইলে শিরোদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয়।

বিষমজ্বর এবান্যশ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
ত্রিবিধো ধাতুরেকৈকো দ্বিধাতুস্থঃ করোত্যয়ম্॥

চাতুর্থক জ্বরের বিপর্য্যয় আর এক প্রকার বিষমজ্বর আছে। এই জ্বর ত্রিবিধ অর্থাৎ বাতাত্মক, পিত্তাত্মক ও কফাত্মক এবং ইহা দ্বিধাতুস্থ অর্থাৎ অস্থি ও মজ্জাগত।

প্রায়শঃ সন্নিপাতেন দৃষ্টঃ পঞ্চবিধো জ্বরঃ।
সন্নিপাতে তু যো ভূয়ান্ স দোষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক এই পঞ্চবিধ জ্বরকে বিষম জ্বর কহে। এই পঞ্চবিধ জ্বরে প্রায় ত্রিদোষের লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু ত্রিদোষের মধ্যে যে দোষের আধিক্য, সেই দোষজ বলিয়াই উহার উল্লেখ হয়।

ঋত্বহোরাত্রদোষাণাং মনসশ্চ বলাবলাৎ।
কালমর্থবশাচ্চৈব জ্বরস্তং তং প্রপদ্যতে॥

মনুষ্য ঋতু, দিন, রাত্রি, দোষ ও মনের বলাবল অনুসারে এবং প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জ্বর ভোগ করে।

গুরুত্বং শীতমুদ্বেগঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
রসস্থিতে বহিস্তাপঃ সাঙ্গমর্দ্দো বিজৃম্ভণম্॥

রসস্থ জ্বরে শরীরের গুরুতা, শীত, উদ্বেগ, অবসাদ, বমন, অরুচি, বাহ্যতাপ, অঙ্গমর্দ্দ ও বিজৃম্ভণ হইয়া থাকে।

রক্তোত্থাঃ পিড়কাস্তৃষ্ণা সরক্তং ষ্ঠীবনং মুহুঃ।
দাহরাগভ্রমমদাঃ প্রলাপো রক্তসংস্থিতে॥

জ্বর রক্তস্থ হইলে রক্তজনিত পিড়কা, মুহুর্মুহুঃ তৃষ্ণা, রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, গাত্রলৌহিত্য, ভ্রম, মদ ও প্রলাপ জন্মিয়া থাকে।

অন্তর্দ্দাহোঽধিকস্তৃষ্ণা সগ্লানিঃ সৃষ্টবিট্‌কতা।
দৌর্গন্ধ্যং গাত্রবিক্ষেপো জ্বরে মাংসস্থিতে ভবেৎ॥

জ্বর মাংসস্থ হইলে অতিশয় অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা, গ্লানি, মলপ্রবর্ত্তন, দৌর্গন্ধ্য ও গাত্র বিক্ষেপ উপস্থিত হয়।

স্বেদস্তীব্রা পিপাসা চ প্রলাপারত্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্বগন্ধস্যাসহত্বঞ্চ মেদঃস্থে গ্লান্যরোচকৌ॥

জ্বর মেদঃস্থ হইলে ঘর্ম্ম, তীব্র পিপাসা, প্রলাপ, সতত অস্থিরতা, নিজের গন্ধ নিজের অসহ্য এবং গ্লানি ও অরুচি হয়।

বিরেকবমনে চোভে সাস্থিভেদং প্রকূজনম্।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণাং শ্বাসশ্চাস্থিগতে জ্বরে॥

জ্বর অস্থিগত হইলে বিরেক ও বমন উভয়ই হয়, অস্থিভেদবৎ যন্ত্রণা ও কণ্ঠকূজন হইতে থাকে এবং গাত্রবিক্ষেপ ও শ্বাস হয়।

হিক্কা শ্বাসস্তথা কাসস্তমসশ্চাপি দর্শনম্।
মর্ম্মচ্ছেদো বহিঃ শৈত্যং দাহোঽন্তশ্চৈব মজ্জগে॥

জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, তমোদর্শন, মর্ম্মচ্ছেদ, বাহিরে শৈত্য ও অভ্যন্তরে দাহ হয়।

শুক্রস্থানগতে শুক্রমোক্ষং কৃত্বা বিনাশ্য চ।
প্রাণং বায়্বগ্নিসোমৈশ্চ সার্দ্ধং গচ্ছত্যসৌ বিভুঃ॥

জ্বর শুক্রস্থ হইলে শুক্র ক্ষরণ হইতে থাকে এবং প্রাণ বিনাশ হয়। জীবাত্মা বায়ু অগ্নি ও সোম পদার্থের সহিত তখন প্রস্থান করেন।

রসরক্তাশ্রিতঃ সাধ্যো মেদোমাংসগতশ্চ যঃ।
অস্থিমজ্জগতঃ কৃচ্ছ্রঃ শুক্রস্থো নৈব সিধ্যতি॥

জ্বর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য; মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত এবং মজ্জাগত হইলে কৃচ্ছ্র সাধ্য এবং শুক্রস্থ হইলে অসাধ্য হয়।

হেতুভির্লক্ষণৈশ্চোক্তঃ পূর্ব্বমষ্টবিধো জ্বরঃ।
সমাসেনোপদিষ্টস্য ব্যাসতঃ শৃণু লক্ষণম্॥

পূর্ব্বে অষ্টবিধ জ্বরের হেতু ও লক্ষণ সকল সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছি শ্রবণ কর।

শিরোরুক্ পর্ব্বণাং ভেদো দাহো রোম্নাং প্রহর্ষণম্।
কণ্ঠাস্যশোষো বমথুস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমোঽরুচিঃ।
স্বপ্ননাশোঽতিবাগ্জৃম্ভা বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥

বাত পিত্তজ্বর -শিরোরুক্ (মাথা বেদনা), পর্ব্বভেদ (গাঁট কামড়ানি), দাহ, রোমাঞ্চ, কণ্ঠ্য শোষ, মুখশোষ, বমি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অরুচি, নিদ্রানাশ, অধিক কথন ও জৃম্ভা —এই কয়টী বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ।

শীতকো গৌরবং তন্দ্রা স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাঞ্চ রুক্।
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

বাত শ্লেষ্মজ্বর,—শৈত্য, গাত্রগুরুতা, তন্দ্রা, স্তৈমিত্য, পর্ব্ববেদনা, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, স্বেদের অপ্রবর্ত্তন, সন্তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ—এই সকল বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।

মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং স্বেদস্তম্ভো মুহুর্ম্মুহুঃ।
মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তপ্রবর্ত্তনম্ ॥
লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা শ্লেষ্মপিত্তজ্বরাকৃতিঃ।

পিত্ত শ্লেষ্মজ্বর ;—মুহুর্দাহ, মুহুঃশীত, মুহুর্ম্মুহুঃ ঘর্ম্ম ও স্তম্ভ, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রবৃত্তি, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা, আর তন্দ্রা—এই সকল পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ।

ইত্যেতে দ্বন্দ্বজাঃ প্রোক্তাঃ সন্নিপাতজ উচ্যতে ॥
সন্নিপাতজ্বরস্যোর্দ্ধং ত্রয়োদশবিধস্য চ।
প্রাক্ সূত্রিতস্য বক্ষ্যামি লক্ষণং বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥

দ্বন্দ্বজ জ্বর সকল কথিত হইল. সন্নিপাতজ্বর বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি।

ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসোঽতিরুক্।
বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে ॥

যে সন্নিপাতজ্বরে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য এবং কফের ন্যূনতা হয়, তাহাকে বাতপিত্তোল্বণ হীনকফ সন্নিপাতজ্বর বলে। বাতপিত্তোল্বণ হীনকফ জ্বরের লক্ষণ,—ভ্রম, পিপাসা, দাহ, গৌরব ও অত্যন্ত শিরোবেদনা—এই কয়টী বাতপিত্তোল্বণ হীনকফ জ্বরের লক্ষণ।

শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা পিপাসা দাহরুগ্ব্যথাঃ।
বাতশ্লেষ্মোল্বণে ব্যাধৌ লিঙ্গং পিত্তাবরে বিদুঃ ॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ ও হীনপিত্ত সন্নিপাতের লক্ষণ,—শৈত্য, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ, বেদনা ও যাতনা।

ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা।
মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে ॥

পিত্ত কফোল্বণ ও হীনবায়ু সন্নিপাতের লক্ষণ,—বমি, মুহুঃশৈত্য, মুহুর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও অস্থিবেদনা—এই কয়টী পিত্ত কফোল্বণ ও হীনবায়ু সন্নিপাতের লক্ষণ।

সন্ধ্যস্থিশিরসঃ শূলং প্রলাপো গৌরবং ভ্রমঃ।
বাতোল্বণে স্যাদ্দ্ব্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্যশুষ্কতা ॥

বাতোল্বণ ও হীনপিত্তকফ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা—সন্ধিশূল, অস্থিশূল, শিরঃশূল, প্রলাপ, গৌরব, ভ্রম, তৃষ্ণা, কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ এই কয়টী বাতোল্বণ ও হীনপিত্তকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃড়্ বলসংক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চাতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি ॥

পিত্তোল্বণ ও হীনবাতকফ সন্নিপাতের লক্ষণ,—রক্তভেদ, রক্তমূত্র, দাহ, স্বেদ, তৃষ্ণা, বলসংক্ষয় ও অতিশয় মূর্চ্ছা—এই কয়টী পিত্তোল্বণ ও হীনবাত কফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

আলস্যারুচিহৃল্লাসদাহতৃষ্ণাবমিভ্রমৈঃ।
কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রা কাসেন চাদিশেৎ ॥

শ্লেষ্মোল্বণ ও হীনবাতপিত্ত সন্নিপাতের লক্ষণ ;—আলস্য, অরুচি, হৃল্লাস (গা বমি), দাহ, বমি, তৃষ্ণা, ভ্রম, তন্দ্রা ও কাস—এই কয়েকটী শ্লেষ্মোল্বণ ও হীনবাতপিত্ত সন্নিপাতের লক্ষণ।

প্রতিশ্যা ছর্দ্দিরালস্যং তন্দ্রারুচ্যগ্নিমার্দ্দবম্।
হীনবাতে পিত্তমধ্যে চিহ্নং শ্লেষ্মাধিকে মতম্ ॥

প্রতিশ্যায়, বমি, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য—এই কয়টী হীনবাত পিত্তমধ্য ও শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ।

হারিদ্রমূত্রনেত্রত্বং দাহস্তৃষ্ণা ভ্রমোঽরুচিঃ।
হীনবাতে মধ্যকফে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতম্ ॥

মূত্র ও নেত্রের হরিদ্রাবর্ণত্ব, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও অরুচি এই কয়টী হীনবাত মধ্যকফ ও পিত্তোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ।

শিরোরুগ্বেপথুঃ শ্বাসঃ প্রলাপশ্ছর্দ্যরোচকাঃ।
হীনপিত্তে মধ্যকফে লিঙ্গং বাতাধিকে মতম্ ॥

শিরঃশূল, কম্প, শ্বাস, প্রলাপ, বমি ও অরুচি—এই কয়টী হীনপিত্ত, মধ্যকফ ও বাতোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ।

শীতকং গৌরবং তন্দ্রা প্রলাপোঽস্থিশিরোঽতিরুক্।
হীনপিত্তে বাতমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকে মতম্ ॥

শীত, গৌরব, তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থিশূল ও শিরঃশূল—এই কয়টী হীনপিত্ত, বাতমধ্য শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পর্ব্বভেদোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণা দাহোঽরুচির্ভ্রমঃ।
কফহীনে বাতমধ্যে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতম্ ॥

হীনকফ বাতমধ্য পিত্তোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা—পর্ব্বভেদ, অগ্নিমান্দ্য, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি ও ভ্রম।

শ্বাসঃ কাসঃ প্রতিশ্যায়ো মুখশোষোঽতিপার্শ্বরুক্।
কফহীনে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং বাতাধিকে মতম্ ॥

হীনকফ পিত্তমধ্য বাতোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা ;—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, মুখশোষ ও অত্যন্ত পার্শ্ববেদনা।

সন্নিপাতজ্বরস্যোর্দ্ধমতো বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজঃ।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি দর্শনে ॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ ॥

পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ॥
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা।
স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ॥
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্॥
মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ॥

অনন্তর সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ বলিতেছি। যথা,—ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থিশূল, সন্ধিশূল, শিরঃশূল; নয়নদ্বয় জলস্রাবযুক্ত ও কলুষিত, রক্তবর্ণ ও বিস্ফারিত বা অতি কুটিল, কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা; কণ্ঠ যেন শূক (শুয়াপোকা) দ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বা সদৃশ, অঙ্গ অত্যন্ত শিথিল ভাবাপন্ন; কফ মিশ্রিত রক্ত ও পিত্তের নিষ্ঠীবন; শিরোলোঠন (মাথা চালা), তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে অল্প অল্প স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের নির্গম; রোগীকে দেখিলে বিশেষ কৃশ বলিয়া বোধ না হওয়া; সর্ব্বদা কণ্ঠকূজন, শরীরে শ্যাব ও রক্তবর্ণ কোঠসমূহ ও মণ্ডল সমূহের দর্শন, মূকত্ব (বাক্‌রোধ), স্রোতঃসমূহে ক্ষত, উদরের গুরুত্ব ও দোষ সমূহের বিলম্বে পাক প্রাপ্তি এই সকল সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ।

দোষে বিবদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ।
সন্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা॥

দোষ বিবৃদ্ধ হইতে থাকিলে, অগ্নি নষ্ট হইলে এবং সমুদয় লক্ষণ সম্পূর্ণ হইলে সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য হইয়া থাকে; নতুবা কষ্ট সাধ্য হয়।

নিদানে ত্রিবিধা প্রোক্তা যা পৃথক্-জ্বরাকৃতিঃ।
সংসর্গসন্নিপাতানাং তথা চোক্তং স্বলক্ষণম্॥

নিদানস্থানে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও কফজ্বরের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই দোষের লক্ষণ মিলিত হইলে যে জ্বর হয়, তাহাকে সংসর্গজ কহে এবং ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সন্নিপাত কহে।

আগন্তুরষ্টমো যস্তু স নির্দ্দিষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ।
অভিঘাতাভিষঙ্গাভ্যামভিচারাভিশাপতঃ॥

অষ্টম প্রকার জ্বরের নাম আগন্তু। উহা চতুর্ব্বিধ। অভিঘাত হইতে উৎপন্ন, অভিষঙ্গ হইতে উৎপন্ন এবং অভিচার ও অভিশাপ হইতে উৎপন্ন।

শস্ত্রলোষ্ট্রকশাকাষ্ঠমুষ্ট্যরত্নিতলদ্বিজৈঃ।
তদ্বিধৈশ্চ হতে গাত্রে জ্বরঃ স্যাদভিঘাতজঃ॥
তত্রাভিঘাতজো বায়ুঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্।
সব্যথাশোফবৈবর্ণ্যং করোতি সরুজং জ্বরম্॥

তন্মধ্যে অভিঘাতজ জ্বর শস্ত্র, লোষ্ট্র, কশা, কাষ্ঠ, মুষ্টি, চপেটাঘাত ও দণ্ডাঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। অভিঘাত হইতে প্রকুপিত বায়ু প্রায় রক্তকে দূষিত করিয়া ব্যথা, শোথ, বৈবর্ণ্য ও বেদনাযুক্ত জ্বর উৎপাদন করে।

কামশোকভয়ক্রোধৈরভিষক্তস্য যো জ্বরঃ ।
সোঽভিষঙ্গজ্বরো জ্ঞেয়ো যশ্চ ভূতাভিষঙ্গজঃ ॥
কামশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ ।
ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ ।
ভূতাধিকারে ব্যাখ্যাতং তদষ্টবিধলক্ষণম্ ॥
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাৎ তথান্যৈর্বিষসম্ভবৈঃ ।
অভিষক্তস্য চাপ্যাহুর্জ্বরমেকেঽভিষঙ্গজম্ ॥
চিকিৎসয়া বিষঘ্ন্যৈব স শমং লভতে জ্বরঃ ॥

কাম, শোক, ভয় ও ক্রোধে অভিষক্ত হইলে যে জ্বর হয়, তাহাকে অভিষঙ্গজ জ্বর কহে। এই জ্বর ভূতাবেশ হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাম শোক ও ভয় হইতে বায়ু, ক্রোধ হইতে পিত্ত এবং ভূতাভিষঙ্গ হইতে ত্রিদোষ কুপিত হয়। ভূতাবেশে ভূতসদৃশ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় অর্থাৎ হাস্য, রোদন বা কম্পাদি, ভূতগ্রহের যে যে লক্ষণ, তাহা দেখা যায়। সেই অষ্টবিধ ভূতলক্ষণ ভূতোন্মাদাধিকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, বিষবৃক্ষের বায়ুস্পর্শে কিম্বা বিষ সম্ভূত অন্য কোন দ্রব্যের স্পর্শেও অভিষঙ্গ জ্বরের উৎপত্তি হয়। সে স্থলে বিষঘ্নী চিকিৎসা দ্বারাই রোগী শান্তিলাভ করে।

অভিচারাভিশাপাভ্যাং সিদ্ধানাং যঃ প্রবর্ত্ততে ।
সন্নিপাতজ্বরো ঘোরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুদুঃসহঃ ॥
সন্নিপাতজ্বরস্যোক্তং লিঙ্গং যৎ তস্য তৎ স্মৃতম্ ।
চিত্তেন্দ্রিয়শরীরাণামর্ত্তয়োঽন্যাশ্চ নৈকশঃ ॥

সিদ্ধদিগের অভিচার ও অভিশাপ হইতে যে ঘোর সন্নিপাত জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা সুদুঃসহ জানিবে। সন্নিপাত জ্বরের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সমুদয় লক্ষণ এই জ্বরে বিদ্যমান থাকে। এতদ্ব্যতীত, অভিচার বা অভিশাপ জনিত জ্বরে চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও শরীরের আরও অনেক প্রকার যাতনা হয়।

প্রয়োগস্ত্বভিচারস্য দৃষ্ট্বা শাপস্য চৈব হি ।
স্বয়ং শ্রুত্বানুমানেন লক্ষ্যতে প্রশমেন চ ॥
বৈবিধ্যাদভিচারস্য শাপস্য চ তদাত্মকে ।
যথাকর্ম্মপ্রয়োগেণ লক্ষণং স্যাৎ পৃথগ্বিধম্ ॥

অভিচার বা শাপ হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া বলা যায়, আর অনুমান করিয়াও বলা যাইতে পারে। আর যদি জ্বর শান্তিকর্ম্মদ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে। অভিচার ও অভিশাপের নানা প্রকারে প্রয়োগ হয় বলিয়া ঐ ঐ জ্বরের পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ লক্ষণ হয়।

ধ্যাননিঃশ্বাসবহুলং লিঙ্গং কামজ্বরে স্মৃতম্।
শোকজে বাষ্পবহুলং ত্রাসপ্রায়ং ভয়জ্বরে॥
ক্রোধজে বহুসংরম্ভং ভূতাবেশে ত্বমানুষম্।
মূর্চ্ছামোহমদগ্লানিভূয়িষ্ঠং বিষসম্ভবে॥
কেষাঞ্চিদেষাং লিঙ্গানাং সন্তাপো জায়তে পুরঃ।
পশ্চাৎ তুল্যন্তু কেষাঞ্চিদেষু কামজ্বরাদিষু॥

কামজ জ্বরে ধ্যান ও নিঃশ্বাস বাহুল্য; শোকজ জ্বরে বাষ্পবাহুল্য, ভয়জনিত জ্বরে ত্রাসবাহুল্য, ক্রোধজ জ্বরের লক্ষণ সংরম্ভ অর্থাৎ আস্ফালনাদি বহুল, ভূতজ জ্বরের অমানুষ লক্ষণ এবং বিষজ জ্বরে মূর্চ্ছা, মোহ, মদ ও গ্লানির অত্যাধিক্য হয়। এই সকল কামাদি জ্বরের স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ বা সমকালে সন্তাপ দেখা দেয়।

কামাদিজানামুদ্দিষ্টং জ্বরাণাং যদ্বিশেষণম্।
কামাদিজানাং রোগাণামন্যেষামপি তৎ স্মৃতম্॥

কামাদি জনিত জ্বরসমূহের চিন্তাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ কথিত হইল, কামাদি জনিত অন্যান্য রোগেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মনস্যভিদ্রুতে পূর্ব্বং কামাদ্যৈর্ন তথা বলম্।
জ্বরঃ প্রাপ্নোতি কামাদ্যৈর্মনো যাবন্ন দুষ্যতি॥

কামাদি দ্বারা মন অভিদ্রুত অর্থাৎ কেবলমাত্র চঞ্চলীকৃত হইলে প্রথমতঃ জ্বর তেমন বলপ্রাপ্ত হয় না। কামাদি দ্বারা মন দূষিত হইলেই জ্বর বলপ্রাপ্ত হয়।

তে পূর্ব্বং কেবলাঃ পশ্চান্নিজৈর্ব্যামিশ্রলক্ষণাঃ।
হেত্বৌষধিবিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবো জ্বরাঃ॥

কামাদি জনিত আগন্তুজ জ্বরে প্রথমতঃ কামাদির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ নিজ দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করতঃ উভয় লক্ষণ বিমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। আগন্তুজ জ্বর সমূহের হেতু ও ঔষধের বিশেষত্ব আছে।

সংসৃষ্টাঃ সন্নিপতিতাঃ পৃথগ্বা কুপিতা মলাঃ।
রসাখ্যং ধাতুমন্বেত্য পক্তিং স্থানান্নিরস্য চ॥
স্বেন তেনোষ্মণা চৈব কৃত্বা দেহোষ্মণো বলম্।
স্রোতাংসি রুদ্ধ্বা সম্প্রাপ্তাঃ কেবলং দেহমুল্বণাঃ॥
সন্তাপমধিকং দেহে জনয়ন্তি নরাস্তদা।
ভবত্যত্যুষ্ণসর্ব্বাঙ্গো জ্বরিতস্তেন চোচ্যতে॥
স্রোতসাং সংনিরুদ্ধত্বাৎ স্বেদং না নাধিগচ্ছতি।
স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতে চাগ্নৌ প্রায়শস্তরুণে জ্বরে॥

কুপিত বায়ুপিত্তাদি দোষ সকল এককই হউক আর দুই দোষ বা তিন দোষ মিলিতই বা হউক, আমাশয়স্থ রসকে দূষিত করত পাচকাগ্নিকে স্থানচ্যুত করে এবং সেই পাচকাগ্নির

উষ্মা দ্বারা দেহের উষ্মার বৃদ্ধি করিয়া স্রোতঃ সমূহ রুদ্ধ করতঃ দেহকে অধিকার করে ও দেহে সন্তাপ জন্মাইয়া থাকে। তখন মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ অতি উষ্ণ হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই জ্বর বলা যায়। নূতন জ্বরে অগ্নি প্রায়ই স্থানচ্যুত হয় এবং স্রোত সকল সংরুদ্ধ হওয়াতে মানুষের ঘর্ম্ম নির্গম হইতে পারে না।

অরুচিশ্চাবিপাকশ্চ গুরুত্বমুদরস্য চ।
হৃদয়স্যাবিশুদ্ধিশ্চ তন্দ্রা চালস্যমেব চ॥
জ্বরোঽবিসর্গী বলবান্ দোষাণামপ্রবর্ত্তনম্।
লালাপ্রসেকো হৃল্লাসঃ ক্ষুন্নাশোঽবিশদং মুখম্॥
স্তব্ধসুপ্তগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা।
ন বিড়্ জীর্ণা ন চাগ্লানির্জ্বরস্যামস্য লক্ষণম্॥

আমজ্বরের লক্ষণ যথা;—অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, জ্বরের অবিচ্ছেদ ও বলবত্তা, দোষের অনির্গম, লালাস্রাব, হৃল্লাস, অর্থাৎ বমনভাব, ক্ষুধানাশ, মুখের পিচ্ছিলতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা ও গুরুতা, মূত্রাধিক্য, মলের অপক্কতা ও শরীরের গ্লানি—এই সকল আমজ্বরের লক্ষণ।

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্॥

ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রবধাতু সকলেরশুষ্কতা, শরীরের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, দোষের নির্গম অর্থাৎ মলমূত্রাদির প্রবৃত্তি, এবং অষ্টাহ (সপ্তাহ অতীত হওয়া)—এই সকল নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

নবজ্বরে দিবাস্বপ্নস্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, অর্থাৎ তৈলাদিমর্দ্দন, অন্ন, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবাত (বায়ুযুক্ত স্থান), পরিশ্রম ও কষায়রস পরিহার করিবে।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥
লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নীতে দোষে সন্ধুক্ষিতেঽনলে।
বিজ্বরত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে॥
প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

জ্বরের প্রথমাবস্থায় কেবল লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই ব্যবস্থা। কিন্তু ধাতুক্ষয়জনিতজ্বর, বাতজ্বর, ভয়জ্বর, ক্রোধজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর ও শ্রমজনিতজ্বরে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দেওয়া বিহিত নয়। লঙ্ঘন দ্বারা দোষ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত ও অগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে রোগীর বিজ্বরত্ব, দেহের লঘুত্ব ও ক্ষুধার সঞ্চার হইয়া থাকে। পরন্তু লঙ্ঘনে যেন বলের ব্যাঘাত না হয়, অর্থাৎ লঙ্ঘনের উপকারিতা থাকিলেও রোগীকে এরূপ ভাবে উপবাস দেওয়াইবে, যেন তাহার

শরীর অধিক দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে। কেননা, রোগীর বলের উপরই আরোগ্য নির্ভর করে এবং চিকিৎসাও আরোগ্যের জন্য।

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকো রসঃ।
পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে॥

তরুণ জ্বরে উপবাস, স্বেদন ক্রিয়া, কাল, (অষ্টাহ) যবাগূ ও তিক্তরস এই সকল অবিপক্ক দোষদিগের পাচক।

তৃষ্যতে সলিলঞ্চোষ্ণং দদ্যাদ্বাতকফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে চাথ শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥
দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ঞ্চ তৎ।
স্রোতসাং শোধনং বল্যং রুচিস্বেদকরং শিবম্॥

বাত কফাত্মক জ্বরে রোগীর তৃষ্ণা হইলে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। মদ্যজনিত ও পৈত্তিক জ্বরে তিক্তকগণের সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। এই উভয় প্রকার জলই দীপন পাচন, জ্বরঘ্ন, স্রোতঃ শোধন, বল্য, রুচিকর, ঘর্ম্মকর ও মঙ্গলকর।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই বিশেষতঃ পৈত্তিক ও মদ্য জনিত জ্বরে, পিপাসা ও জ্বরশান্তির জন্য মুস্তক (মুতা), পর্পটক (ক্ষেত পাপড়া) উশীর (বেণার মূল), চন্দন (রক্ত চন্দন), উদীচ্য (বালা) ও নাগর (শুঁঠ)—এই সমুদয়ের সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া দিবে। (মুতা প্রভৃতি উক্ত ছয়টী দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, কুট্টিত করিয়া /৪ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ দুই সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান করিতে দিবে।)

কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতান্।
বুদ্ধাজ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ॥
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণে জ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ জনয়েদ্ ভৃশম্॥
সর্ব্বদেহানুগাঃ সামা ধাতুস্থা দুঃখনির্হরাঃ।
দোষাঃ ফলেভ্য আমেভ্যঃ স্বরসা ইব সাত্যয়াঃ॥

রোগীর আমাশয়স্থ জ্বরকারক দোষসকল কফপ্রধান ও উৎক্লিষ্ট (বমনোন্মুখ) বোধ হইলে যদি রোগী বমনযোগ্য হয়, তবে বমন দ্বারা দোষ সকল নিঃসারিত করিবে। কিন্তু দোষ সকল উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ না হইলে তরুণ জ্বরে বমন করান উচিত নয়। কারণ অনুপস্থিত দোষে বমন করাইলে দারুণ হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও মোহ উৎপন্ন হয়। যেমন কাঁচা ফল হইতে স্বরস নিঃসৃত করিতে গেলে ফলকে নষ্ট করা হয় মাত্র অথচ স্বরস নিঃসৃত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বদেহব্যাপ্ত ধাতুস্থ সাম দোষ সকল নিঃসারণ করা অতি কষ্টকর ও নানা বিপত্তিজনক।

বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ।
যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্ম্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ॥

নবজ্বরী বমিত ও লঙ্ঘিত হইলে তাহাকে সময়ে যবাগূ পান করিতে দিবে। সেই যবাগূ দোষানুসারে ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রথমতঃ মণ্ড তৎপরে পেয়া ও তৎপরে বিলেপী ক্রমে দেওয়া উচিত।

যাবজ্জ্বরমৃদুভাবাৎ ষড়হং বা বিচক্ষণঃ।
তস্যাগ্নির্দ্দীপ্যতে তাভিঃ সমিদ্ভিরিব পাবকঃ॥

যাবৎ জ্বর মৃদুতা প্রাপ্ত না হয় অথবা ছয় দিন গত না হয়, তাবৎ যবাগূ দেওয়া উচিত। ইন্ধন দ্বারা যেমন অগ্নি দীপ্ত হয়, যবাগূ দ্বারাও সেইরূপ জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

তাশ্চ ভেষজসংযোগাল্লঘুত্বাচ্চাগ্নিদীপনাঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং দোষাণাঞ্চানুলোমনাঃ॥

ঔষধসমূহের সহিত সংযোগ ও লঘুত্ব বশতঃ যবাগূ অগ্নিদীপন ও বাত মূত্র পুরীষ ও দোষদিগের অনুলোমন।

স্বেদনায় দ্রবৌষ্ণত্বদ্দ্রবত্বাৎ তৃট্প্রশান্তয়ে।
আহারভাবাৎ প্রাণায় সরত্বাল্ল ঘবায় চ॥
জ্বরঘ্ন্যো জ্বরসাত্ম্যত্বাৎ তস্মাৎ পূর্ব্বং সমাচরেৎ।
যবাগূভির্জ্জ্বরান্ বিদ্বানৃতে মদ্যসমুত্থিতাৎ॥

যবাগূ সকল দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বশতঃ স্বেদন হয়, দ্রবত্ব বশতঃ তৃষ্ণানাশক হয়, আহার বলিয়া প্রাণধারক হয়, সরত্ব হেতু দেহের লঘুত্ব সম্পাদন করে এবং জ্বরে সাত্ম্য বলিয়া জ্বরঘ্ন হয়। অতএব প্রথম প্রথম যবাগূযোগে জ্বর চিকিৎসা করিবে। কিন্তু ধীমান্ চিকিৎসক মদ্যজনিত জ্বর সকল যবাগূযোগে চিকিৎসা করিবেন না।

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাধিকে।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূর্ন হিতা জ্বরে॥

মদাত্যয় রোগীর জ্বরে, মদ্যনিত্য ব্যক্তির জ্বরে, গ্রীষ্মকালীন জ্বরে, কফাধিক্য জ্বরে, পিত্তাধিক্য জ্বরে, এতদুভয়াধিক্য জ্বরে, এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত জ্বরে যবাগূ অহিতকর।

তত্র তর্পণমেবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥

পূর্ব্ব কথিত মদাত্যয় প্রভৃতি যে সকল জ্বরে যবাগূ হিতকর নয়, সেই সকল জ্বরে খৈ চূর্ণ, কিস্‌মিস্ ও দাড়িম প্রভৃতি জ্বর নাশক ফল সকলের রস, মধু ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া আহার করিতে দিবেক। এই আহারের নাম তর্পণ।

দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জূরপিয়ালৈঃ সপরুষকৈঃ।
তর্পণার্হেষু কর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরশান্তয়ে॥

জ্বর শান্তির জন্য তর্পণযোগ্য ব্যক্তিকে কিস্‌মিস্, দাড়িম, খর্জ্জুর, পিয়াল ও পরুষক ফলের রসের দ্বারা লাজশক্তুর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া দিবে।

ততঃ সাত্ম্যবলাবেক্ষী ভোজয়েজ্জীর্ণতর্পণম্।
তনুনা মুদ্গযূষেণ জাঙ্গলানাং রসেন বা॥
অন্নকালেষু চাপ্যস্মৈ বিধেয়ং দন্তধাবনম্।
যোঽস্য বক্ত্রুরসস্তস্মাদ্বিপরীতং প্রিয়ঞ্চ যৎ॥
তদস্য মুখবৈশদ্যং প্রকাঙ্ক্ষাঞ্চান্নপানয়োঃ।
ধত্তে রসবিশেষাণামভিজ্ঞত্বং করোতি যৎ॥
বিশোধ্য দ্রুমশাখাগ্রৈরাস্যং প্রক্ষাল্য চাসকৃৎ।
মস্তিক্ষুরসমদ্যাদ্যৈর্যথাহারমবাপ্নুয়াৎ॥

তর্পণদ্বারা জ্বরের মৃদুভাব সাধিত হইলে জীর্ণতর্পণ ব্যক্তির সাত্ম্য ও বল বিবেচনা করিয়া পাত্‌লা মুগের যূষ অথবা জাঙ্গল মাংসের রসের সহিত অন্ন কালে অন্ন প্রদান করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে রোগীকে দন্তধাবন করাইবে। রোগীর মুখে যেরূপ রস বিদ্যমান থাকিবে, তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট অথচ জ্বররোগীর মুখপ্রিয় দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা মনোজ্ঞ বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ দ্বারা অনেকবার দন্তমার্জ্জন ও শুদ্ধ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করাইবে। দন্তধাবন দ্বারা মুখের বৈরস্য দূর হয়, অন্নপানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং রসের অভিজ্ঞতা হয়। অনন্তর আহারের পর রোগানুসারে দধিমাস্ত, ইক্ষুরস বা সুরা অনুপান করিবে।

পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েদ্ভিষক্।
জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্॥
স্তভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরম্।
দোষা বদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিত্বা তরুণে জ্বরে॥
ন তু কল্পনমুদ্দিশ্য কষায়ঃ প্রতিষিধ্যতে।
যঃ কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎ স বর্জ্জ্যস্তরুণজ্বরে॥

জ্বরিত ব্যক্তিকে উক্ত নিয়মে রাখিয়া সপ্তম দিনে লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবেক এবং তৎপর দিনে পাচনীয় ও শমনীয় কষায় তাহাকে পান করিতে দিবে। জ্বরের তরুণ অবস্থায় কষায় পান করাইলে দোষ সকল স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং পরিপাক না হওয়াতে বদ্ধ হইয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে। সূত্রস্থানোক্ত স্বরস ও কল্ক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার কষায়কল্পনাকে লক্ষ্য করিয়া এস্থলে কষায় প্রতিষেধ করা হয় নাই। পরন্তু যে কষায় কষায় রস, জ্বরের তরুণাবস্থায় তাহাই বর্জ্জনীয়।

যূষৈরম্লৈরনম্লৈর্বা জাঙ্গলৈর্বা রসৈর্হিতৈঃ।
দশাহং যাবদশ্নীয়াল্লঘ্বন্নং জ্বরশান্তয়ে॥

জ্বর শান্তির জন্য দাড়িম ও আমলকাদি জ্বরহিতকর অম্লরসের যূষ অথবা মুদ্গামস্থরাদি অনম্ল যূষ কিম্বা সম্বর এণ প্রভৃতি মাংসের যূষ, সম্বৎসরাতীত শালি ষষ্টিকাদি লঘু অন্নের সহিত রোগীকে নিরাম অবস্থায় সাতদিনের পর দশাহ যাবৎ ভোজন করিতে দিবে।

অত ঊর্দ্ধং কফে মন্দে বাতপিত্তোত্তরে জ্বরে।
পরিপক্কেষু দোষেষু সর্পিঃপানং যথামৃতম্॥

দশাহের পর কফের অল্পতা হইলে এবং বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে এবং দোষ সকল পরিপাক পাইলে ঘৃত পান অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ বৈদ্যঃ কষায়ৈস্তমুপাচরেৎ॥

কিন্তু দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য থাকে এবং লঙ্ঘনের ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে বৈদ্য রোগীকে ঘৃত পান করাইবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে কষায় দ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

যাবল্লঘুত্বাদশনং দদ্যান্মাংসরসেন চ।
ভবত্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চ তৎ॥

এবং যে পর্য্যন্ত না কফাধিক্য ঘুচিয়া তাহার শরীর লঘু হয়, সে পর্য্যন্ত মাংসরসের সহিত অন্ন পথ্য দিবেন। মাংসরসে দোষ সকলের অত্যন্ত নিগ্রহ এবং বল বৰ্দ্ধিত হয়।

দাহতৃষ্ণাপরীতস্য বাতপিত্তোত্তরং জ্বরম্।
বদ্ধপ্রচ্যুতদোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ॥

দাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত বাত ও পিত্তপ্রধান জ্বরে দোষ সকল শরীরে বদ্ধই থাকুক অথবা স্ব স্ব স্থান হইতে প্রচ্যুতই হউক, নিরামাবস্থায় ঐ দোষের নিবৃত্তির জন্য রোগীকে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

ক্রিয়াভিরাভিঃ প্রশমং ন প্রযাতি যদা জ্বরঃ।
অক্ষীণবলমাংসস্য শময়েৎ তং বিরেচনৈঃ॥

এই সকল ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ প্রথমতঃ লঙ্ঘন, বমনোচিত জ্বরিতকে বমন করান, স্ব স্ব ঔষধ সিদ্ধ মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী প্রদান, পাচন কষায়, নিরাম অবস্থায় মুদ্গাদি যূষ ও জাঙ্গল মাংস রসের দ্বারা লঘ্বন্ন ও শমনীয় কষায়, মন্দকফে ঘৃত পান ও দাহ তৃষ্ণাযুক্ত বাতপিত্তোত্তর জ্বরে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধ সেবন—এই সকল উপায় দ্বারা যদি জ্বর শান্তি না হয়, এবং রোগীর যদি বল ও মাংস ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে রোগীকে বিরেচন করাইবে।

জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং ন বিরেচনম্।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরূহৈর্বা হরেন্মলান্॥

জ্বরের দ্বারা যে রোগী ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে বমন বা বিরেচন হিতকর নয়। যথেষ্ট পরিমাণে তাহাকে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া অথবা নিরূহ অর্থাৎ পিচ্‌কারি দিয়া তাহার মল নিঃসারণ করাইবে।

নিরূহো বলমগ্নিঞ্চ বিজ্বরত্বং মুদং রুচিম্।
পরিপক্কেষু দোষেষু প্রযুক্তঃ শীঘ্রমাবহেৎ॥

দোষের পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, বিজ্বরত্ব, হর্ষ, এবং রুচি জন্মায়।

পিত্তং বা কফপিত্তং বা পিত্তাশয়গতং হরেৎ।
স্রংসনস্ত্রীন্ মলান্ বস্তির্হরেৎ পক্বাশয়স্থিতান্॥

কারণ স্রংসন (বিরেচন) বস্তি দ্বারা পিত্তাশয়গত পিত্ত বা কফপিত্ত অপহৃত হইয়া থাকে এবং পক্বাশয়স্থিত ত্রিদোষেরই নাশ হইয়া থাকে।

জ্বরে পুরাণে সংক্ষীণে কফপিত্তে দৃঢ়াগ্নয়ে।
রূক্ষবদ্ধপুরীষায় প্রদদ্যাদনুবাসনম্॥

পুরাতন জ্বরে কফপিত্তের ক্ষীণতায় সুতরাং বায়ুর আধিক্য এবং অগ্নির দৃঢ়তা থাকিলে, রুক্ষতা ও বদ্ধ পুরীষ নিঃসারণার্থ অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহবস্তি প্রদান করিবে।

গৌরবে শিরসঃ শূলে বিবদ্ধেম্বিন্দ্রিয়েষু চ।
জীর্ণে জ্বরে রুচিকরং কুর্য্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্॥

জীর্ণজ্বরে যদি মাথাভার, মাথা বেদনা, এবং ইন্দ্রিয় সকল বিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই জীর্ণজ্বরে শিরো-বিরেচন অর্থাৎ নস্য প্রয়োগ করিবে। তাহাতে রোগীর অরুচিও দূর হইবে।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্ম্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে॥

ভিষক্ জীর্ণজ্বরে বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে শীতল বা উষ্ণ অভ্যঙ্গ, প্রদেহ, অথবা স্নেহযুক্ত অবগাহন ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ অভ্যঙ্গ ও প্রলেপাদি দ্বারা বহির্ম্মার্গগত জ্বরের শীঘ্র উপশম হইয়া থাকে, এবং সমুদয় অঙ্গের সুখ, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ধূপনাঞ্জনযোগৈশ্চ যান্তি জীর্ণজ্বরাঃ শমম্।
ত্বঙ্মাত্রশেষো যেষাঞ্চ ভবন্ত্যাগন্তুরন্বয়ঃ॥

যে সমুদয় জীর্ণজ্বরে রোগীর চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং যে সকল জ্বরে আগন্তুক সম্বন্ধ আছে, ধূপ ও অঞ্জন প্রযোগে সেই সমুদয় জ্বরের শান্তি হয়।

ইতি ক্রিয়াক্রমঃ সিদ্ধো জ্বরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ।
যেষান্ত্বেষ ক্রমস্তানি দ্রব্যাণ্যূর্দ্ধমতঃ শৃণু॥

সিদ্ধফল জ্বরনাশক চিকিৎসার ক্রম এই প্রকারে সম্যক্ উক্ত হইল। যে সকল দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্রম মতে চিকিৎসা করিবে, এইক্ষণে সেই সকল দ্রব্যের কথা বলা যাইতেছে।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাগ্বোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥

জ্বরিত ব্যক্তিকে যে যবাগূ প্রভৃতি অর্থাৎ মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী এবং অন্ন ও খই দেওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই সকল প্রস্তুত করিবার জন্য পুরাতন রক্তশালি ও ষষ্টিক ধান্য প্রশস্ত। এই সকল ধান্য জ্বরাপহ।

অম্লাভিলাষী তামেব দাড়িমাম্লাং সনাগরাম্।
সৃষ্টবিট্ পৈত্তিকো বাথ শীতাং মধুযুতাং পিবেৎ॥

জ্বরিত ব্যক্তি অম্লাভিলাষী হইলে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত লাজ পেয়া প্রভৃতি, দাড়িমের রস ও শুঁঠের গুড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি জ্বরিত ব্যক্তির পিত্তাধিক্য থাকে এবং ভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ পেয়া প্রভৃতি শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্।
পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নিরাদিতঃ॥

পিপুল ও শুঁঠ দিয়া সিদ্ধ খৈ মণ্ড, সুখে জীর্ণ হয় এবং ইহা জ্বর নাশক। একারণ উপবাসের পর যখন রোগী ক্ষুধিত ও অল্পাগ্নি বিশিষ্ট হইবে, তখন তাহাকে প্রথমতঃ লাজ-পেয়া পান করিতে দিবে।

পেয়াং বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ॥

যদি রোগীর পার্শ্ব, বস্তি ও শিরঃ প্রদেশে বেদনা থাকে, তাহা হইলে গোক্ষুর ও কণ্টকারি সহ সিদ্ধ রক্তশালি চাউলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। ইহাতে জ্বর ও বেদনা প্রশমিত হইবেক।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ।
পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্বনাগরোৎপলধান্যকৈঃ॥

জ্বরে যদি অতিসার থাকে, তাহা হইলে চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বারা সিদ্ধ ও দাড়িমরসদ্বারা অম্লীকৃত রক্তশালি চাউলের পেয়া পান করিতে দিবে।

শৃতাং বিদারীগন্ধাদ্যৈর্দীপনীং স্বেদনীং নরঃ।
কাসী শ্বাসী চ হিক্কী চ যবাগূং জ্বরিতঃ পিবেৎ॥

জ্বরিত ব্যক্তির যদি কাস, শ্বাস ও হিক্কা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিদারীগন্ধাদিগণের সহিত সিদ্ধ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক ও স্বেদ কারক।

বিবদ্ধবর্চ্চাঃ সযবাং পিপ্পল্যামলকৈঃ শৃতাম্।
সর্পিষ্মতীং পিবেৎ পেয়াং জ্বরী দোষানুলোমনীম্॥

জ্বরিত ব্যক্তির যদি মল বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পিপুল ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃত সহযোগে পান করিতে দিবে। এই পেয়া দোষের প্রশমনকারক।

কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শৃতাং জ্বরী।
মৃদ্বীকাপিপ্পলীমূলচব্যামলকনাগরৈঃ॥

যদি জ্বর রোগীর কোষ্ঠ-বদ্ধ জনিত পক্বাশয়ে বেদনা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কস্‌মিস্, পিপুলের মূল, চই, আমলকী ও শুঁঠ দ্বারা সিদ্ধ রক্তশালির পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

পিবেৎ সবিল্বাং পেয়াং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে।
বলাবৃক্ষাম্লকোলাম্লকলশীধাবনীশৃতাম্॥

যদি মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জ্বরিত ব্যক্তিকে বেলশুঁঠ, বেড়েলা, তিন্তিড়ি, অম্লকুল, শুঁঠ, শালপর্ণী ও চাকুলে—এই সমুদয় দ্বারা সিদ্ধ পুরাতন রক্তশালির পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

অস্বেদনিদ্রস্তৃষ্ণার্ত্তঃ পিবেৎ পেয়াং সশর্করাম্।
নাগরামলকৈঃ সিদ্ধাং ঘৃতভৃষ্টাং জ্বরাপহাম্॥

যদি জ্বরিত ব্যক্তির ঘর্ম্ম কিম্বা নিদ্রা না হয় ও তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শুঁঠ ও আমলকী সিদ্ধ, ঘৃতে সাতলান এবং শর্করাযুক্ত পুরাতন রক্তশালির পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। এই পেয়া জ্বরনাশক।

মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমকুষ্ঠকান্।
যূষার্থে যূষসাত্ম্যায় জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

যে সমুদয় জ্বররোগী যূষসাত্ম্য, তাহাদিগকে মুগ, মসুর, ছোলা, কুলত্থিকলাই অথবা মকুষ্ঠকের (বন্য মুগের) যূষ পান করিতে দিবে।

পটোলপত্রং সফলং কুলকং পাপচেলিকাম্।
কর্কোটকং কটিল্লঞ্চ বিদ্যাচ্ছাকং জ্বরে হিতম্॥

জ্বরের পক্ষে পটোল, পটোলপত্র (পল্‌তা), কুলক (পল্‌তার ডাঁটা), পাপচেলিকা, অর্থাৎ আকনাদি, কর্কোটক অর্থাৎ কাঁকরোল এবং কটিল্লক অর্থাৎ করল্লা—এই সকল শাক হিতকর।

লাবান্ কপিঞ্জলানেণাংশ্চকোরানুপচক্রকান্।
কুরঙ্গান্ কালপুচ্ছাংশ্চ হরিণান্ পৃষতঃ শশান্॥
প্রদদ্যান্মাংসসাত্ম্যায় জ্বরিতায় জ্বরাপহান্।
ঈষদম্লাননম্লান্ বা রসান্ কালে বিচক্ষণঃ॥

যে সমুদয় জ্বরিত ব্যক্তি মাংসরসপ্রিয়, তাহাদিগকে লাব, কপিঞ্জল, এণ, চকোর, উপচক্রক, কুরঙ্গ, কালপুচ্ছ, হরিণ, পৃষৎ এবং শশ—এই সমুদয় মাংসের রস প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে এবং এই সকল মাংসরস দাড়িমাদি দ্বারা ঈষৎ অম্ল অথবা অনম্ল করিয়াও যথাকালে পান করিতে দিবে। এই সকল মাংসরস জ্বরাপহ।

কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্।
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ॥

কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তিরি, ক্রৌঞ্চ ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংস, গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক জ্বরে তাহার ব্যবস্থা করেন না।

লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ।
ভিষঙ্মাত্রাবিকল্পজ্ঞো দদ্যাত্তানপি কালবিৎ॥

যদি লঙ্ঘন দ্বারা জ্বরে বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে মাত্রা, কাল ও বিকারজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত লাবাদির মাংসরস তাহাকে প্রদান করিবে।

ঘর্ম্মাম্বু চানুপানার্থং তৃষিতায় প্রদাপয়েৎ।
মদ্যং বা মদ্যসাত্ম্যায় যথাদোষং যথাবলম্॥

জ্বরিত ব্যক্তি যবাগূ প্রভৃতি আহারের পর তৃষিত হইলে তাহাকে পিপাসা শান্তির জন্য উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। যাহারা মদ্যসাত্ম্য তাহাদিগকে দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া মদ্যপান করিতে দিবে।

গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরকষায়াংশ্চ নবজ্বরে।
আহারান্ দোষপক্ত্যর্থং প্রায়শঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

নবজ্বরে গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুর এবং কষায় দ্রব্য আহার করিতে দিবে না। তাহা হইলে দোষের পরিপাক হয় না।

অন্নপানক্রমঃ সিদ্ধো জ্বরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যন্তে কষায়া জ্বরনাশনাঃ॥

সিদ্ধফল, জ্বরঘ্ন, অন্ন পানের ক্রম সম্যক্ প্রকাশিত হইল। অনন্তর জ্বরনাশক কষায় সকলের কথা বলা যাইতেছে।

পাক্যং শীতকষায়ং বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ।
সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্বা সদুরালভম্॥
কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচীং বিশ্বভেষজম্।
পাঠামুশীরং সোদীচ্যং পিবেদ্বা জ্বরশান্তয়ে॥
জ্বরঘ্না দীপনাশ্চৈতে কষায়া দোষপাচনাঃ।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনা মুখবৈরস্যনাশনাঃ॥

জ্বর শান্তির জন্য মুতা এবং ক্ষেৎপাপড়া সিদ্ধ ক্বাথ অথবা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া, এবং দুরালভার ক্বাথ বা শীতকষায়; কিম্বা চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদ, বেণার মূল এবং বালা—এই সমুদয়ের কষায় বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। এই সমুদয় কষায় অগ্নিদীপক, দোষের পরিপাক কারক, তৃষ্ণা ও অরুচি নিবারক এবং মুখের বৈরস্যনাশক।

কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
পটোলং শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী॥
নিম্বঃ পটোলস্ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকৌ।
কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্॥
গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্॥
সন্ততসততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥

কলিঙ্গক (ইন্দ্রযব), পল্‌তা এবং কটুরোহিণী (কট্‌কী) এই তিনটী দ্রব্যের ক্বাথ সন্ততজ্বরনাশক। পল্‌তা, অনন্তমূল, মুতা, পাঠা (আকনদ) এবং কট্‌কী—এই পাঁচটী দ্রব্যের ক্বাথ সততজ্বর নাশক। নিম্ব, পল্‌তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কিস্‌মিস্‌, মুতা এবং ইন্দ্রযব এই আটটী দ্রব্যের ক্বাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর নাশক। চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঁঠ—এই চারিটী দ্রব্যের ক্বাথ তৃতীয়ক জ্বরনাশক ; এবং গুলঞ্চ, আমলকী এবং মুতা—এই সমুদয়ের ক্বাথ চাতুর্থক জ্বর নাশক। এই পাঁচ প্রকার কষায় যথাক্রমে ঐ সন্ততাদি পাঁচ প্রকার জ্বরের শান্তি করিয়া থাকে।

বৎসকারগ্বধৌ পাঠাং ষড়্‌গ্রন্থাং কটুরোহিণীম্‌।
মূর্ব্বাং সাতিবিষাং নিম্বং পটোলং ধন্বযাসকম্‌॥
বচামুস্তমুশারাণি মধুকং ত্রিফলাং বলাম্‌।
পাক্যং শীতকষায়ং বা পিবেজ্জ্বরহরং নরঃ॥

বৎসক (ইন্দ্রযব), আরগ্বধ (শোঁদাল), পাঠা (আকনাদ), ষড়্‌গ্রন্থা (শ্বেতবচ), কটুরোহিণী (কট্‌কী), মূর্ব্বা, অতিবিষা, নিম্ব, পল্‌তা, ধন্বযাসক (দুরালভা), বচ, মুতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, ত্রিফলা এবং বেড়েলা—এই সমুদয়ের সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ ক্বাথ জ্বরনাশক।

মধূকমুস্তমৃদ্বীকা কাশ্মর্য্যাণি পরূষকম্‌।
ত্রায়মাণামুশীরাণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্‌।
পীত্বা নিশিস্থিতং জন্তুর্জ্বরাচ্ছীঘ্রং বিমুচ্যতে॥

মধূক (মউয়াফুল), মুতা, কিস্‌মিস্‌, কাশ্মর্য্য (গাম্ভারি) পরূষক, (ফল্‌সাফল), ত্রায়মাণা (বলা ডুমুর), উশীর (বেণার মূল), ত্রিফলা (হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী) এবং কট্‌কী—এই সমুদয় দ্রব্য থেঁতো করিয়া রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে পান করিলে জ্বর হইতে শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়।

বৃহত্যৌ বৎসকং মুস্তং দেবদারু মহৌষধম্‌।
কোলবল্লী চ যোগোঽয়ং সন্নিপাতজ্বরাপহঃ॥

বৃহতীদ্বয় (ব্যাকুড় ও কণ্টকারী), ইন্দ্রযব, মুতা, দেবদারু, মহৌষধ (শুঁঠ) এবং কোলবল্লী (গজপিপ্পলি)—এই সমুদয়ের ক্বাথ সন্নিপাত জ্বর নাশক।

জাত্যামলকমুস্তানি তদ্বদ্ধন্বযবাসকম্‌।
বিবদ্ধদোষো জ্বরিতঃ কষায়ং সগুড়ং পিবেৎ॥

সন্নিপাত জ্বরে জ্বরিত ব্যক্তির যদি দোষ বিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীফল (জায়ফল), আমলকী, মুতা এবং দুরালভা—এই সকলের ক্বাথ পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

ত্রিফলাং ত্রায়মাণাঞ্চ মৃদ্বীকাং কটুরোহিণীম্‌।
পিত্তশ্লেষ্মহরস্ত্বেষ কষায়োহ্যানুলোমিকঃ॥
ত্রিবৃতাশর্করাযুক্তঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥

ত্রিফলা, বলাডুমুর, কিস্‌মিস্‌ এবং কট্‌কী—এই সমুদয়ের ক্বাথে শর্করা ও তেউড়ী চূর্ণ, প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দোষের অনুলোম ও পিত্তশ্লেষ্মার নাশ হইয়া থাকে।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী ॥
এষ শট্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তিশ্বাসতন্দ্রাসু শস্যতে ॥

শঠী, পুষ্করমূল, ব্যাঘ্রী (কণ্টকারী), কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পাঠা (আকনাদ), ও চিরতা, কটকী—এই শট্যাদি বর্গ সন্নিপাত জ্বরনাশক এবং এই জ্বরে যদি কাস, হৃদ্‌রোগ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং তন্দ্রা থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রশস্ত।

বৃহত্যৌ পৌষ্করং ভার্গী শটী শৃঙ্গী দুরালভা।
বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী ॥
বৃহত্যাদির্গণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দদ্যাৎ সোপদ্রবেষু চ ॥

বৃহতীদ্বয় (ব্যাকুড় ও কণ্টকারী), পুষ্করমূল (কুড়) ভার্গী (বামনহাটী) শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা এবং কট্‌কী—এই বৃহত্যাদিবর্গ সন্নিপাত জ্বরনাশক এবং পূর্ব্ব-কথিত কাসাদি উপদ্রব নষ্ট করিয়া থাকে।

কষায়াশ্চ যবাগ্বশ্চ পিপাসাজ্বরনাশনাঃ।
নির্দ্দিষ্টা ভেষজাধ্যায়ে ভিষক্ তানপি যোজয়েৎ ॥

যে সকল কষায় ও যবাগূ সূত্রস্থানের ভেষজাধ্যায়ে অর্থাৎ ষড়বিরেচন শতাশ্রিতীয়ে ও অপামার্গ তণ্ডুলীয়ে পিপাসা ও জ্বর নাশক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, চিকিৎসক সেই সকলও প্রয়োগ করিবেন।

জ্বরাঃ কষায়ৈর্ব্বমনৈর্ল্লঙ্ঘনৈর্ল্লঘুভোজনৈঃ।
রূক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্ ॥
রূক্ষং তেজো জ্বরকরং তেজসা রূক্ষিতস্য চ।
যঃ স্যাদনুবলো ধাতুঃ স্নেহসাধ্যঃ স চানিলঃ ॥

কষায়, বমন, লঙ্ঘন ও লঘুভোজন দ্বারা বায়ু প্রকোপবশতঃ রূক্ষ ব্যক্তির যে জ্বর উপশমপ্রাপ্ত না হয়, ঘৃত সেই জ্বরের মহৌষধ। জ্বরকারক উষ্মা আগ্নেয় বলিয়া রূক্ষ, সেই রূক্ষ তেজোদ্বারা জ্বরিত ব্যক্তি রূক্ষ হয়। রূক্ষিত রোগীর তেজোধাতু বায়ুর অনুগত থাকে ; বায়ু স্নেহসাধ্য, সুতরাং ঘৃত দ্বারা ঐরূপ জ্বরের শান্তি হয়।

কষায়াঃ সর্ব্ব এবৈতে সর্পিষা সহ যোজিতাঃ।
প্রযোজ্যা জ্বরশান্ত্যর্থমগ্নিসন্ধুক্ষণাঃ শিবাঃ ॥

কষায় সকল ঘৃতের সহিত প্রযুক্ত হইলে, জ্বরশান্তি, অগ্নি সন্ধুক্ষণ ও পরম মঙ্গলকর হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গকস্তামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা ॥

দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেভৈর্ঘৃতং সদ্যো জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥
ক্ষয়ং কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূলং হলীমকম্।
অংসাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সন্নিযচ্ছতি ॥
ইতি পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বেণারমূল, কট্‌কী, কলিঙ্গক (ইন্দ্রযব), ভুঁইআম্‌লা, অনন্তমূল, আতইচ, স্থিরা (শালপানি), কিস্‌মিস্‌, আমলকী, বেলছাল, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর), নিদিগ্ধিকা (কণ্টকারী) এই গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত সত্বই জীর্ণজ্বর নষ্ট করে। ক্ষয়, কাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, হলীমক, অংসশূল এবং অগ্নির বিষমতা—এই সমুদয় ও ইহার দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। ইতি পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত।

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্।
পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ ॥
পিপ্পলীমুস্তমৃদ্বীকাচন্দনোৎপলনাগরৈঃ।
কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেৎ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্ ॥
ইতি বাসাদ্যং ঘৃতম্।

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর) এবং দুরালভা—এই সমুদয়ের ক্বাথের সহিত ঘৃত ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, আর পিপুল, মুতা, কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ এই সমুদয়ের কল্ক একত্রে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

বলাং শ্বদংষ্ট্রাং বৃহতীং কলসীং ধাবনীং স্থিরাম্।
নিম্বং পর্পটকং মুস্তং ত্রায়মাণাং দুরালভাম ॥
কৃত্বা কষায়ং পেষ্যার্থে দদ্যাৎ তামলকীং শটীম্।
দ্রাক্ষাং পুষ্করমূলঞ্চ মেদামামলকানি চ ॥
ঘৃতং পয়শ্চ তৎ সিদ্ধং সর্পির্জ্বরহরং পরম্।
ক্ষয়কাসশিরঃশূলপার্শ্বশূলাংসতাপনুৎ ॥
ইতি বলাদ্যং ঘৃতম্।

বেড়েলা, গোক্ষুর, বৃহতী (ব্যাকুড়), কলসী (চাকুলে), ধাবনী (কণ্টকারী), স্থিরা (শালপাণি), নিম্ব, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর,) এবং দুরালভা ইহাদের কষায় এবং ভুঁইআম্‌লা শঠী, কিস্‌মিস্‌, পুষ্করমূল (কুড়) মেদা, এবং আমলকী—এই সমুদয়ের কল্ক; ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে জ্বরনাশ হয়। আর ইহার দ্বারা ক্ষয়, কাস, শিরঃশূল পার্শ্বশূল এবং অংস-সন্তাপ দূর হয়। ইতি বলাদ্য ঘৃত।

জ্বরিভ্যো বহুদোষেভ্য ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
দদ্যাৎ সংশোধনং কালে কল্পে যদুপদেক্ষ্যতে ॥

জ্বরে বহু দোষের প্রকোপ থাকিলে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক কল্পস্থানোক্ত ঊর্দ্ধশোধন (বমন) ও অধঃশোধন (বিরেচন) প্রয়োগ করিবেন।

মদনং পিপ্পলীভির্বা কলিঙ্গৈর্মধুকেন বা।
যুক্তমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বমনং জ্বরশান্তয়ে॥
ইতি জ্বরহরং বমনম্॥

মদনফল, পিপুলের সহিত অথবা ইন্দ্রযবের সহিত কিম্বা যষ্টিমধুর সহিত বাটিয়া উষ্ণজলসহ সেবন করিলে বমন হইয়া জ্বরের শান্তি হয়। ইতি জ্বরহর বমন।

ক্ষৌদ্রাম্বুনা রসেনেক্ষোরথবা লবণাম্বুনা।
জ্বরে প্রচ্ছর্দ্দনং শস্তং মদ্যৈর্বা তর্পণেন বা॥

জ্বরে মধু ও উষ্ণজল মিশ্রিত মদনফল বা ইক্ষুরস মিশ্রিত মদনফল, অথবা লবণোদক (সৈন্ধবলবণ) মিশ্রিত মদনফল, মদ্য মিশ্রিত মদনফল কিম্বা তর্পণ সহ মদনফল প্রশস্ত প্রচ্ছর্দ্দনকর অর্থাৎ বমনকারক।

মৃদ্বীকামলকানাং বা রসং প্রচ্ছর্দ্দনং পিবেৎ।
রসমামলকানাং বা ঘৃতভৃষ্টং জ্বরাপহম্॥

জ্বরে কিস্‌মিস্ ও আমলকীর ক্বাথে মদনফল বাটিয়া সেই ক্বাথ অথবা আমলকীর রসে মদনফল বাটিয়া তাহা ঘৃত দ্বারা সন্তলিত করিয়া সেবন করাইলে বমন হয়। ইহা জ্বরঘ্ন।

লিহ্যাদ্বা ত্রৈবৃতং চূর্ণং সংযুক্তং মধুসর্পিষা।
পিবেদ্বা ক্ষৌদ্রমাসাদ্য সঘৃতং ত্রিফলারসম্॥
আরগ্বধং বা পয়সা মৃদ্বীকানাং রসেন বা।
ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং বা পয়সা জ্বরিতঃ পিবেৎ॥
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে পীত্বা মৃদ্বীকাভিঃ সহাভয়াম্।
পয়োঽনুপানমুষ্ণং বা পীত্বা দ্রাক্ষারসং নরঃ॥

ঊর্দ্ধ শোধনের কথা বলিয়া এক্ষণে অধঃশোধনের কথা বলিতেছেন।— মধু ও ঘৃতযুক্ত তেউড়ী চূর্ণ জ্বরিত ব্যক্তি লেহন করিবে। অথবা জ্বরে ত্রিফলার ক্বাথ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিবে—এই দ্বিতীয় অধঃশোধন যোগ। অথবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত কিম্বা কিস্‌মিসের ক্বাথ সহ সোন্দাল আঠা অথবা ত্রিফলা চূর্ণ বা বলাডুমুর চূর্ণ দুগ্ধের সহিত বিরেচনার্থ জ্বরিত ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে। কিস্‌মিসের সহিত হরীতকীর ক্বাথ সেবন করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণদুগ্ধ পান কিম্বা কেবল কিস্‌মিসের ক্বাথ পান করিয়া উষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিলে শীঘ্র জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কাসাচ্ছ্বাসাচ্ছিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ।
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ॥
এরণ্ডমূলোৎক্বথিতং জ্বরাৎ সপরিকর্ত্তিকাৎ।
পয়ো বিমুচ্যতে পীত্বা তদ্বদ্বিল্বশলাটুভিঃ॥

বিল্বাদি পঞ্চমূল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, এবং পার্শ্বশূল ও পুরাতন জ্বর হইতে শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়। যদি পরিকর্ত্তিকাযুক্ত জ্বরে অর্থাৎ মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়াযুক্ত জ্বরে দুগ্ধের সহিত এরণ্ডমূলের ক্বাথ সেবন করা যায় তাহা হইলে পরিকর্ত্তিক জ্বর প্রশমিত হয়। বেলশুঁঠ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলেও পরিকর্ত্তিক জ্বর নিবারিত হয়।

ত্রিকণ্টকবলাব্যাঘ্রী গুড়নাগরসাধিতম্।
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথজ্বরহরং পয়ঃ॥

ত্রিকণ্টক (গোক্ষুর), বেড়েলা, ব্যাঘ্রী (কণ্টকারী), ও শুঁঠ—এই সমুদয় দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ তাহাতে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ এবং শোথ সংযুক্ত জ্বর নষ্ট হয়।

সনাগরং সমৃদ্বীকং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্।
শৃতং পয়ঃ সখর্জ্জুরং পিপাসাজ্বরনাশনম্॥

শুঁঠ, কিস্‌মিস্ এবং পিণ্ডখর্জ্জুর- ইহাদিগের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত, মধু ও চিনির প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিপাসা ও জ্বর নাশ হইয়া থাকে।

চতুর্গুণেনাম্ভসা বা শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ সদ্যো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

অথবা শুদ্ধ চতুর্গুণ জলের দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে পান করিলে, তাহাতে পুরাতন জ্বর নাশ হইয়া থাকে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ পুরাতন বাতপিত্ত জ্বরের বিনাশ হয়।

জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্।
পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বৈরৌষধৈঃ শৃতম্॥

সমুদয় প্রকারের জীর্ণজ্বর দুগ্ধের দ্বারা উপশমিত হয়। যেরূপ জ্বরে যে ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ঔষধ সহ সিদ্ধ দুগ্ধ উষ্ণই হউক বা শীতলই হউক, জীর্ণজ্বরের পরম উপকারক।

প্রযোজয়েৎ জ্বরহরান্ নিরূহান্ সানুবাসনান্।
পক্বাশয়গতে দোষে সিদ্ধৌ যানুপদেক্ষ্যতে॥

দোষ পক্বাশয়গত হইলে অনুবাসন ও জ্বর-হর নিরূহ সকল প্রয়োগ করিবে। সেই নিরূহ ও অনুবাসনের কথা সিদ্ধি স্থানে বলা হইয়াছে।

পটোলারিষ্টপত্রাণি সোশীরশ্চতুরঙ্গুলঃ।
হ্রীবেরং রৌহিণং তিক্তাশ্বদংষ্ট্রামদনানি চ॥
স্থিরা বলা চ তৎ সর্ব্বং পয়স্যর্দ্ধোদকে শৃতম্।
ক্ষীরাবশেষং নির্য্যূহং সংযুক্তং মধুসর্পিষা॥
কল্কৈর্মদনমুস্তানাং পিপ্পল্যা মধুকস্য চ।
বৎসকস্য চ সংযুক্তং বস্তিং দদ্যাৎ জ্বরাপহম্॥

পল্‌তা, অরিষ্টপত্র (নিম্বপত্র), বেণার মূল, চতুরঙ্গুল (শোঁদাল্), হ্রীবের (বালা), রৌহিণ (গন্ধতৃণ), তিক্তা, (কট্‌কী) শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েলা— এই সমুদয় অর্দ্ধোদক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে মধু ও ঘৃত সংযোগ করিয়া এবং মদনফল, মুতা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কল্ক মিশাইয়া জ্বররোগীকে বস্তি প্রদান করিবে। এই বস্তি জ্বরাপহ।

শুদ্ধে মার্গে হৃতে দোষে বিপ্রসন্নেষু ধাতুষু।
গতাঙ্গশূলো লঘ্বঙ্গঃ সদ্যো ভবতি বিজ্বরঃ ॥

এই বস্তির দ্বারা দেহস্থ স্রোত সকল শুদ্ধ হওয়াতে, দোষ সকল হৃত হওয়াতে এবং ধাতুসমূহ প্রসন্ন হওয়াতে, শরীরের বেদনা দূর হয়, শরীর লঘু এবং সদ্যই বিজ্বর হইয়া যায়।

আরগ্বধমুশীরাণি মদনস্য ফলানি চ।
পর্ণ্যশ্চতস্রোমধুকং নির্য্যূহমুপকল্পয়েৎ ॥
প্রিয়ঙ্গুর্মদনং মুস্তং শতাহ্বা মধুযষ্টিকা।
কল্কঃ সর্পির্গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং জ্বরঘ্নো বস্তিরুত্তমঃ ॥

সোঁদাল্, বেণারমূল, মদনফল, চারি প্রকার পর্ণী (শালপর্ণি, পৃশ্নিপর্ণি, মাষপর্ণী এবং মুদ্গপর্ণী) এবং যষ্টিমধু—এই সমুদয়ের ক্বাথ করিয়া তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ময়নাফল, মুথা, শতাহ্ব (শলুফা) এবং যষ্টিমধু—এই সমুদয়ের কল্ক এবং ঘৃত, গুড় ও মধু মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে; ইহা উত্তম জ্বরঘ্ন বস্তি।

গুড়ূচীং ত্রায়মাণাঞ্চ চন্দনং মধুকং বৃষম্।
স্থিরাং বলাং পৃশ্নিপর্ণীং মদনঞ্চেতি সাধয়েৎ ॥
রসং জাঙ্গলমাংসস্য রসেন সহিতং ভিষক্।
পিপ্পলীফলমুস্তানাং কল্কেন মধুকস্য চ ॥
ঈষৎ সলবণং যুক্তং নিরূহং মধুসর্পিষা।
জ্বরপ্রশমনং দদ্যাদ্বলস্বেদরুচিপ্রদম্ ॥

গুলঞ্চ, বলাডুমুর, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, বাসক, শালপাণি, বেড়েলা, পৃশ্নিপর্ণী এবং মদনফল — এই সমুদয় একত্রে সিদ্ধ করিবে। পরে ইহাদের ক্বাথের সহিত জাঙ্গল পশুর মাংসের রস মিশাইয়া ভিষক্ তাহাতে পিপুল, মদনফল, মুথা এবং যষ্টিমধু—ইহাদের কল্ক এবং ঈষৎ লবণ মিশ্রিত করিয়ামধু ও ঘৃত সংযোগে নিরূহ বস্তিপ্রয়োগ করিবে। ইহা জ্বর-প্রশমন এবং বল, স্বেদ ও রুচিকর।

জীবন্তীং মধুকং মেদাং পিপ্পলীং মরিচং বচাম্।
ঋদ্ধিং রাস্নাং বলাং বিশ্বং শতপুষ্পাং শতাবরীম্ ॥
পিষ্ট্বা ক্ষীরং জলং সর্পিস্তৈলঞ্চ বিপচেদ্ভিষক্।
আনুবাসনিকং স্নেহমেতদ্ দদ্যাজ্জ্বরাপহম্ ॥

জীবন্তী, যষ্টিমধু, মেদা, পিপুল, মরিচ, বচ, ঋদ্ধি, রাস্না, বেড়েলা, শুঁঠ, শলুকা এবং শতমূলী—এই সমুদয় দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহাতে দুগ্ধ, জল, ঘৃত ও তৈল দিয়া সিদ্ধ করিবে—এই আনুবাসনিক স্নেহ জ্বরনাশক।

পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং গুড়ূচ্যা মধুকেন চ।
মদনৈশ্চ শৃতঃ স্নেহো জরঘ্নমনুবাসনম্ ॥

পল্‌তা, পিচুমর্দ্দ (নিম্‌ছাল), গুলঞ্চ, যষ্টিমধু এবং মদনফলের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও তৈলের বস্তি অতি উৎকৃষ্ট জ্বরনাশক অনুবাসন।

চন্দনাগুরুকাশ্মর্য্যপটোলমধুকোৎপলৈঃ।
সিদ্ধঃ স্নেহো জ্বরহরঃ স্নেহবস্তিঃ প্রশস্যতে ॥

রক্তচন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, গাম্ভারী, পল্‌তা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল—এই সমুদয়ের ক্বাথের সহিত সিদ্ধ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা জ্বরনাশক।

যদুক্তং ভেষজাধ্যায়ে বিমানে রোগভেষজে।
শিরোবিরেচনং কুর্য্যাদ্যুক্তিজ্ঞস্তজ্জ্বরাপহম্ ॥
যচ্চ নাবনিকং তৈলং যাশ্চ প্রাগ্‌ধূমবর্ত্তয়ঃ।
মাত্রাশিতীয়ে নির্দ্দিষ্টাঃ প্রযোজ্যাস্তা জ্বরেষ্বপি ॥

সূত্র স্থানের ভেষজাধ্যায়ে ও বিমান স্থানের রোগভিষগ্‌জিতীয়াধ্যায়ে যে সকল জ্বরাপহ শিরোবিরেচন উক্ত হইয়াছে, যুক্তিজ্ঞ ভিষক্ তাহাও জীর্ণজ্বরে প্রয়োগ করিবেন। সূত্রস্থানের মাত্রাশিতীয় অধ্যায়ে যে নাবনিক তৈল ও ধূমবর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সমুদয় প্রয়োগ করিলে ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ পরিষেকাংশ্চ কারয়েৎ।
যথাভিলাষং শীতোষ্ণং বিভজ্য দ্বিবিধং জ্বরম্ ॥
সহস্রধৌতং সর্পির্বা তৈলং বা চন্দনাদিকম্।
দাহজ্বরপ্রশমনং দদ্যাদভ্যঞ্জনং ভিষক্ ॥

উষ্ণজ্বরে শীতল অভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক এবং শীতল জ্বরে উষ্ণ অভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করিবে। সহস্র ধৌত ঘৃত কিম্বা চন্দনাদি তৈলের দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

অথ চন্দনাদ্যং তৈলমুপদেক্ষ্যামঃ। চন্দনশৈলেয়ভদ্রশ্রিয়কালানুসার্য্য—ভণ্ডীকালীয়ক—পদ্মাপদ্মকোশীর—শারিবামধুকপ্রপৌণ্ডরীকনাগ—পুষ্পোদীচ্য-চব্যপদ্মোৎপলনলিনকুমুদ-সৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রবিসমৃণাল-শালূক-শৈবালকশেরুকানন্তাকুশ-কাশেক্ষুদর্ভশরনলশালিমূলজম্বুবেত্রবেতসবানীরগুন্দ্রাককুভাশনাশ্বকর্ণ-স্যন্দন-বাতপোথ-শালতালধবতিনিশখদিরকদরকদম্বকাশ্মর্য্যফল-সর্জ্জপ্লক্ষকপীতনোডুম্বরাশ্বত্থন্যগ্রোধলোধ্রধাতকী—দূর্ব্বেৎকটশৃঙ্গাটকমঞ্জিষ্ঠাজ্যোতিষ্মতীপুষ্করবীজক্রৌঞ্চাদনবদরকোবিদারকদলীসম্বর্ত্তকারিষ্টকশতপর্ব্বাশীতকুম্ভিকাশতাবরীশ্রীপর্ণী—রোহিণী-শ্রাবণী-মহাশ্রাবণীশীতপাক্যোদনপাকো—কালাবলা-পয়স্যাবিদারী—জীবকর্ষভক—মেদামহামেদা—মধুরসর্ষ্যপ্রোক্তা—তৃণশূন্য—মোচরসাটরূষক—বকুল-

কুটজ-পটোল-নিম্ব-শাল্মলী-নারিকেল-খর্জ্জুরমৃদ্বীকাপিয়াল-প্রিয়ঙ্গুধম্বনা-ত্মগুপ্তামধূকানামন্যেষাঞ্চ শীতবীর্য্যাণাং যথা-লাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ দ্বিগুণিতপয়সা তেষামেব চ কল্কেন কষায়ার্দ্ধ-মাত্রং মৃদ্বগ্নিনা সাধয়েৎ তৈলম্। এতৎ তৈলমভ্যঙ্গাদেব সদ্যোদাহ-জ্বরমপনয়তি। এতৈরেব চৌষধৈঃ সুশ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুশীতৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ। এতৈরেব চ শৃতশীতং সলিলমবগাহপরিষেকার্থং প্রযুঞ্জীত॥

ইতি চন্দনাদ্যং তৈলং।

অনন্তর চন্দনাদি তৈলের বিষয় উপদেশ দেওয়া যাইতেছে ;—রক্তচন্দন, শৈলেয়, ভদ্রশ্রিয় (শ্বেতচন্দন), কালানুসার্য্য (শৈলজ), ভণ্ডী, কালীয় (কালীয়ক কাষ্ঠ) পদ্মা (বামনহাটী), পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, নাগপুষ্প, উদীচ্য, চই, পদ্ম, নীলোৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক, শতপত্র, বিস, মৃণাল, শালুক, শৈবাল, কেশুর, অনন্তমূল, কুশ, কাশ, ইক্ষু, উলু শর, নল, শালিমূল, জম্বু, বেত্র, বেতস, বানীর, গুলঞ্চ, অর্জ্জুন, পীতশাল, অশ্বকর্ণ, নেমিবৃক্ষ, পলাশ, শাল, তাল, ধব, তিনিশ, খদির, বিট্‌খদির, কদর, গাম্ভারী, মদনফল, ধুনা, পাকুড়, আম্রাতক, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, বট, লোধ্রকাষ্ঠ, ধাইফুল, দূর্ব্বা, ইৎকট, শৃঙ্গাটক, (শিঙ্গেড়া) মঞ্জিষ্ঠা, জ্যোতিষ্মতী, পদ্মবীজ, ক্রৌঞ্চাদন, কুল, রক্তকাঞ্চন, কদলী, মুথা, নিম্ব, শতপর্ব্বা, শীতকুম্ভিকা (কুমুরিয়া লতা), শতাবরী, শ্রীপর্ণী, রোহিণী, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, শীতপাকী, ওদনপাকী, কালা, বলা, পয়স্যা, বিদারী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, মূর্ব্বা, আত্মগুপ্তা, মল্লিকা, মোচরস, অটরুষ, বকুল, কুটজ, পলতা, নিম্ব, শাল্মলী, নারিকেল, খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, পিয়াল, প্রিয়ঙ্গু, ধম্বন, আত্মগুপ্তা ও মধূক—এই সমুদয় এবং অন্যান্য শীতবীর্য্য ঔষধের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহার ক্বাথ লইবে। সেই ক্বাথ এবং ক্বাথের অর্দ্ধ পরিমিত তিল তৈল এবং তৈলের দ্বিগুণ দুগ্ধ ও উক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) যথাবিধানে মৃদু অগ্নিদ্বারা পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ মাত্রেই সদ্যো দাহ জ্বর নিবারিত হয়। ঐ সকল দ্রব্য উত্তম রূপে পেষণ করিয়া শীতল অবস্থায় শরীরে প্রলেপ দিলেও দাহজ্বরের শান্তি হয়। অথবা, এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল অবস্থায় সেই জলের অবগাহ বা পরিষেক করিলেও দাহ জ্বর নিবারণ হয়। ইতি চন্দনাদি তৈল।

মধ্বারনালক্ষীর-দধি-ঘৃত-সলিল-সেকাবগাহাশ্চ সদ্যোদাহজ্বরমপনয়ন্তি শীতস্পর্শত্বাদিতি॥

মধু, আরনাল (কাঁজী), দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও জল—ইহারা শীতস্পর্শ; ইহাদের দ্বারা পরিষেক ও অবগাহ করিলে দাহজ্বরের সদ্য শান্তি হয়।

ভবন্তি চাত্র।

পৌষ্করেষু সুশীতেষু পদ্মোৎপলদলেষু চ।
কদলীনাঞ্চ পত্রেষু ক্ষৌমেষু বিমলেষু চ॥
চন্দনোদকশীতেষু দাহার্ত্তঃ সংবিশেৎ সুখম্।
হিমাম্বুপূর্ণে সদনে শীতে ধারাগৃহেঽপি বা॥

হেমশঙ্খপ্রবালানাং মণীনাং মৌক্তিকস্য চ।
চন্দনোদকশীতানাং সংস্পর্শানুরসান্ স্পৃশেৎ ॥
স্রগ্ভির্নীলোৎপলৈঃ পদ্মৈর্ব্যজনৈর্বিবিধৈরপি।
শীতবাতকরৈর্ব্যজ্যেচ্চন্দনোদকবর্ষিভিঃ ॥

সুশীতল পুষ্কর পত্রে, পদ্মদলে, উৎপল পত্রের দলে, কদলীপত্রে এবং শীতল নির্ম্মল কোষের বস্ত্রের উপরে শ্বেতচন্দন লিপ্ত করিয়া দাহ পীড়িত ব্যক্তি সুখে শয়ন করিবে। অথবা, হিমজলপূর্ণ ভবনে বা সুশীতল সদনে কিংবা জলধারাযুক্ত গৃহে শয়ন করিবে। হেম, শঙ্খ, প্রবাল, মণি এবং মুক্তা স্পর্শ করিবে। অথবা চন্দন জল শীতল দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবে। মনোজ্ঞ, সুগন্ধি নীলোৎপল ও পদ্মের মালাদ্বারা এবং তাল, মান, কদলী প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের চন্দনোদকবর্ষী শীতল বায়ুবহ ব্যজন যোগে ব্যজন (বাতাস) সেবন করিবে।

নদ্যস্তড়াগাঃ পদ্মিন্যো হ্রদাশ্চ বিমলোদকাঃ।
অবগাহে হিতা দাহতৃষ্ণাগ্লানিজ্বরাপহাঃ ॥

সুপদ্ম ও বিমল জলযুক্ত নদী ও তড়াগ সকলে অবগাহন দাহজ্বরে হিতকর। তাহা হইলে দাহ, তৃষ্ণা, গ্লানি ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

প্রিয়াঃ প্রদক্ষিণাচারাঃ প্রমদাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
সান্ত্বয়েয়ুঃ পরৈঃ কামৈর্মণিমৌক্তিকভূষণাঃ ॥

প্রিয়তমা, অনুকুলাচারিণী, চন্দনলিপ্তাঙ্গী ও মণিমুক্তালঙ্কৃতা প্রমদাগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইলেও দাহ জ্বরের উপশম হয়।

শীতানি চান্নপানানি শীতান্যুপবনানি চ।
বায়বশ্চন্দ্রপাদাশ্চ শীতদাহজ্বরাপহাঃ ॥

শীতল অন্ন, শীতল পানীয়, কদলী প্রভৃতির কৃত্রিম উপবন, শীতলবায়ু ও সুশীতল জ্যোৎস্না সেবনেও দাহ জ্বরের শান্তি হয়।

অথোষ্ণাভিপ্রায়িণাং জ্বরিতানামভ্যঙ্গাদীনুপক্রমাননুব্যাখ্যাস্যামঃ।

অনন্তর আমরা উষ্ণাভিপ্রায়ী জ্বররোগীদিগের অভ্যঙ্গ প্রভৃতি চিকিৎসার কথা বলিতেছি।

অগুরুকুষ্ঠতগরনলদপত্রশৈলেয়কধ্যামকহরেণুকাস্থৌণেয়কক্ষেমিকৈলাবরাবরাঙ্গদলপুর-তমালপত্রভূতীকরৌ।-[illegible]শল্লকীদেবদার্ব্বগ্নিমন্থ-বিল্বশ্যোণাককাশ্মর্য্যপাটলা-পুনর্নবা-বৃহতী-কণ্টকারিকা--বৃশ্চীরশালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণী-মাষপর্ণীমুদ্গপর্ণীগোক্ষুরকৈরণ্ডশোভাঞ্জনক-বরুণার্কচিরিবিল্বতিল্বকশটীপুষ্করমূলভাণ্ডীরোরুবূকপত্তূরাক্ষীবাশ্মান্তকশিগ্রুমাতুলুঙ্গমূষকপর্ণীতিলপর্ণী-পিলুপর্ণীমেষশৃঙ্গীহিংস্রাদন্তশঠৈরাবতকভল্লাতকাস্ফোতককাণ্ডীরাত্মগুপ্তা-কাকাণ্ডেষীকা--করঞ্জধান্যকাজমোদাপৃথ্বীকাসুমুখসুরসককণ্ডীরকুঠেরক-কালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝকভূস্তৃণশৃঙ্গবেরপিপ্পলীসর্ষপাশ্বগন্ধারাস্নারুহাবরোহাবলাতিবলাগুড়ূচীশতপুষ্পাশীতবল্লীনাকুলীগন্ধনাকুলীশ্বেতাজ্যোতি

মতী--চিত্রকাধ্যণ্ডাম্লচাঙ্গেরী--তিল--বদরকুলত্থমাষাণামেবংবিধানামন্যেষাং চোষ্ণবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ তেষামেব চ কল্কেন সুরাসৌবীরকতুষোদকমৈরেয়মেদকদধিমণ্ডারনাল-কট্বরপ্রতিবিনীতেন তৈলপাত্রং বিপাচয়েৎ। তেন সুখোষ্ণেন তৈলেনো-ষ্ণাভিপ্রায়িণং জ্বরিতং সততমভ্যঞ্জ্যাৎ, তথা শীতজ্বরঃ প্রশাম্যতি। তৈরেব চোষধৈঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ। এতৈরেব চ শৃতং সুখোষ্ণং সলিলমবগাহার্থঞ্চ প্রযুঞ্জীত শীতজ্বরপ্রশমার্থমিতি ॥

ইতি শীতজ্বরে অগুর্ব্বাদি তৈলম্।

অগুরু, (কৃষ্ণাগুরু), কুষ্ঠ (কুড়), তগর (তগরপাদিকা), পত্র (তেজপাতা), নলদ (বেণার মূল), শৈলেয় (শৈলজ), ধ্যামক (গন্ধতৃণ), হরেণু (রেণুকা), স্থৌণেয়ক (গ্রন্থিপর্ণী বা গেঠেলা), ক্ষেমিক (হরিদ্রা), এলা (এলাচ), বরা (ত্রিফলা), বরাঙ্গদল (প্রিয়ঙ্গুপত্র), পুর (গুগ্গুল), তমালপত্র, ভূতীক (যমানী), রোহিষ (গন্ধতৃণ ভেদ), সরলকাষ্ঠ, শল্লকী (শিলারস), দেবদারু, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), বেলছাল, শ্যোণাক (শোণা ছাল), কাশ্মর্য্য (গাম্ভারী ফল), পাটলা (পারুল), পুনর্ণবা (শ্বেত পুনর্ণবা), বৃশ্চীর (রক্ত পুনর্ণবা), কণ্টকারী, বৃহতী (ব্যাকুড়), শালপর্ণী (শালপান), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) মাষপর্ণী (মাষাণী), মুদ্গপর্ণী (মুগানী), গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, শোভাঞ্জন (সজিনা), বরুণ (স্বনামখ্যাত বৃক্ষ), অর্ক (আকন্দ), চিরিবিল্ল (নক্তমাল—বা নাটাকরঞ্জ), তিল্বক (লোধ), শঠী, পুষ্করমূল (স্বনামখ্যাত, তদভাবে কুড়), ভাণ্ডীর, উরুবক (রক্ত এরণ্ডমূল), পত্তূর (বকম), অক্ষীবা (শোভাঞ্জন), অশ্মন্তক (লোহচূর ইতি লোকে), শিগ্রু (রক্ত শোভাঞ্জন), মাতুলুঙ্গ (গোঁড়া নেবু), মূষকপর্ণী (দন্তী), তিলপর্ণী (রক্ত চন্দন) পীলুপর্ণী (মূর্ব্বা), মেষশৃঙ্গী, হিংস্রা (কালিয়া কড়া), দন্তশঠ (জম্বীর), ভল্লাতক (ভেলা), ঐরাবত (হাতিশুঁড়া), আস্ফোতা (হাপর মালী), গণ্ডীর, আত্মগুপ্তা (শুকশিম্বী), ইষীকা, করঞ্জ (ডহর করঞ্জের মূল), ধান্যক (ধনে), অজমোদা (ফোকান্দি যমানী), পৃথ্বীকা (ছোট এলাচ), সুমুখ (তুলসী), সুরস (তুলসী), কুঠেরক (তুলসী) করক (তুলসী ভেদ) কণ্ডীর, কালমালক (কৃষ্ণতুলসী) ক্ষবক ও ফণিজ্ঝক (তুলসী ভেদ), ভূস্তৃণ (উলুর মূল), শৃঙ্গবের (শুঁঠ), পিপুল, সর্ষপ, অশ্বগন্ধা, রাস্না, রুহাবরোহা (দূর্ব্বাঙ্কুর), বচ, বলা (বেড়েলা), অতিবেলা (পীত বেড়েলা), গুড়ূচী (গুলঞ্চ), শতপুষ্পা (শুল্ফা), শীতবল্লী, নাকুলী (রাস্না ভেদ), গন্ধনাকুলী, শ্বেতা (শ্বেত অপরাজিতা), জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্কী), চিত্রক (চিতা), অধ্যণ্ডা (আলকুশী), অম্লচাঙ্গেরী (আমরুল) বদর (কুল), কুলত্থ (কুলথি কলাই) ও মাষকলাই—এই সমস্ত এবং অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য ঔষধ—যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের কষায় ও কল্ক এবং সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধিমণ্ড, আরনাল (কাঁজি) ও কট্বর (ঘোল)—এই সমুদায়ের সহিত ষোল সের তৈল পাক করিবে। এই তৈল অল্প উষ্ণ অবস্থায় অর্থাৎ শীতলপ্রায় হইলে উষ্ণাকাঙ্ক্ষী জ্বরিত ব্যক্তিকে অভ্যঙ্গ করিতে দিবে। এই সকল ঔষধ দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া শীতার্ত্ত রোগীর শরীরে প্রলেপ দিলেও শীত জ্বরের নিবারণ হয়। এই সকল ঔষধের সুখোষ্ণ কাথ দ্বারা পরিষেক এবং অবগাহন করাইলেও শীতজ্বর নিবারিত হয়। ইতি শীতজ্বরে অগুর্ব্বাদি তৈল।

ভবন্তি চাত্র।

ত্রয়োদশবিধঃ স্বেদঃ স্বেদাধ্যায়ে নিদর্শিতঃ।
মাত্রাকালবিদা যুক্তঃ স চ শীতজ্বরাপহঃ॥
সা কুটী তচ্চ শয়নং তচ্চাবচ্ছাদনং জ্বরম্।
শীতং প্রশময়ন্ত্যাশু ধূপাশ্চাগুরুজা ঘনাঃ॥

স্বেদাধ্যায়ে যে ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদ কথিত হইয়াছে, মাত্রা ও কাল বিবেচনা মতে সেই সকল স্বেদ প্রযুক্ত হইলে শীতজ্বর নাশ হইয়া থাকে। স্বেদাধ্যায়োক্ত সেই কুটী প্রবেশ, সেই মত শয়ন, সেই মত আচ্ছাদন, আশু শীতজ্বর প্রশমন করিয়া থাকে। আর, অগুরু কাষ্ঠের গাঢ় ধূপও শীতজ্বর নিবারণকারী।

চারূপচিতগাত্রাশ্চ তরুণ্যো যৌবনোষ্মণা।
আশ্লেষাচ্ছময়ন্ত্যাশু প্রমদাঃ শিশিরং জ্বরম্॥

যে যুবতী প্রমদাগণ চারু ও উপচিতাঙ্গী, তাহারা আলিঙ্গন করিলে তাহাদের যৌবন উষ্মা দ্বারা শীঘ্রই শীতজ্বর নিবারিত হয়।

স্বেদনান্যন্নপানানি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ।
শীতজ্বরং জয়ন্ত্যাশু সংসর্গবলযোজনাৎ॥

বাত শ্লেষ্মহর দ্রব্যের সংযোগে স্বেদ প্রদান এবং বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক অন্ন ও পানীয় সেবন দ্বারাও শীত জ্বরের শান্তি হয়।

শ্রমজে বাতজে চৈব পুরাণে ক্ষয়জে জ্বরে।
লঙ্ঘনং ন হিতং বিদ্যাচ্ছমনৈস্তমুপাচরেৎ॥

বাতজ, শ্রমজ, পুরাতন জীর্ণ জ্বরে এবং ধাতুক্ষয়জনিত জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে; সংশমন ঔষধ দ্বারা ঐ সকল জ্বরের চিকিৎসা করিবে।

বিক্ষিপ্যামাশয়োষ্মাণং যস্মাদ্গত্বা রসং নৃণাম্।
জ্বরং কুর্ব্বন্তি দোষাস্তু হীয়তেঽগ্নিবলং ততঃ॥

দোষ সকল রসস্থ হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, একারণ জ্বর হইলে অগ্নির বল হ্রাস পাইয়া থাকে।

যথাপ্রজ্বলিতো বহ্নিঃ স্থাল্যামিন্ধনবানপি।
ন পচত্যোদনং সম্যগনিলপ্রেরিতো বহিঃ॥
পক্তিস্থানাৎ তদা দোষৈরুষ্মা ক্ষিপ্তো বহির্নৃণাম্।
ন পচত্যভ্যবহৃতং কৃচ্ছ্রাৎ পচতি বা লঘু॥
অতোঽগ্নিবলরক্ষার্থং লঙ্ঘনাদিক্রমো হিতঃ।
সপ্তাহেন হি পচ্যন্তে সর্ব্বধাতুগতা মলাঃ॥

প্রজ্বলিত বহ্নি ইন্ধন যুক্ত হইলেও যেমন বায়ু কর্তৃক বহিঃ প্রেরিত হওয়াতে স্থালীস্থ অন্ন পাক করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ দোষ সমূহ কর্তৃক মানবগণের পাচকাগ্নি বহিঃ ক্ষিপ্ত হওয়ায় আহার্য্য দ্রব্য পাক করিতে পারে না, অথবা লঘু অন্ন অল্পে অল্পে পাক করিয়া থাকে। এ কারণ অগ্নির বল রক্ষার জন্য লঙ্ঘনাদি ক্রম হিতকর বলিয়া জানিবে। সমুদয় ধাতু গত মলই প্রায় সপ্তাহ কাল মধ্যে পরিপাক পায়।

নিরামশ্চাপ্যতঃ প্রোক্তো জ্বরঃ প্রায়োঽষ্টমেঽহনি।
উদীর্ণদোষস্ত্বল্পাগ্নিরশ্নন্ গুরু বিশেষতঃ॥
মূচ্যতে সহসা প্রাণৈশ্চিরং ক্লিশ্যতি বা নরঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিদ্বান্ বাতিকেঽপ্যাদিতো জ্বরে॥
নাতি গুর্ব্বতি বা স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ সহসা নরম্॥

এই হেতু সপ্তাহের পর অষ্টম দিনে প্রায়ই জ্বরকে নিরাম বলা যায়। উদীর্ণ দোষ (অর্থাৎ যাহার দোষ সকল প্রকুপিত হইয়াছে) ও অল্পাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুতর ভোজন করিলে, হয় সহসা প্রাণ বিমুক্ত হয়, না হয়, বহুদিন কষ্ট পায়। এই কারণে বিদ্বান্ বৈদ্য বাতিক জ্বরেও রোগীকে প্রথম প্রথম অতিগুরু বা অতিস্নিগ্ধ ভোজন করিতে সহসা দিবেন না।

জ্বরে মারুতজে ত্বাদাবনপেক্ষ্যাপি হি ক্রমম্।
কুর্য্যান্নিরনুবন্ধানামভ্যঙ্গাদীনুপক্রমান্॥
পায়য়িত্বা কষায়ঞ্চ ভোজয়েদ্রসভোজনম্।
জীর্ণজ্বরহরং কুর্য্যাৎ সর্ব্বশশ্চাপ্যুপক্রমম্॥

কিন্তু, যে বাতিক জ্বরে পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকে, তাহাতে লঙ্ঘনাদি ক্রম উপেক্ষা করিয়া প্রথম হইতেই অভ্যঙ্গাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। রোগীকে কষায় পান করাইয়া মাংসরস ভোজন করাইবে এবং জীর্ণজ্বরনাশক চিকিৎসার ক্রম সকল প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মলানামবাতানাং জ্বরোঽনুষ্ণে কফাধিকঃ।
পরিপাকং ন সপ্তাহে নাপি যাতি মৃদূষ্মণাম্॥
তং ক্রমেণ যথোক্তেন লঙ্ঘনাল্পাশনাদিনা।
আদশাহমুপক্রম্য কষায়াদ্যৈরুপাচরেৎ॥

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প অথচ কফের ভাগ অধিক, ও যাহাদের শরীর অনুষ্ণ তাহাদের সেই কফাধিক জ্বর, পাচক উষ্মার মৃদুতা বশতঃ সপ্তাহেও পরিপাক পায় না। একারণ, সেই জ্বরে দশদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কথিত লঙ্ঘন ও অল্পাশন প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সামা যে যে চ কফজাঃ কফপিত্তজ্বরাশ্চ যে।
লঙ্ঘনং লঙ্ঘনীয়োক্তং তেষু কার্য্যং প্রতি প্রতি॥

যে সকল জ্বর আমসংসৃষ্ট, কফজ ও কফপিত্তজ, সেই সকল জ্বরেই লঙ্ঘনীয়োক্ত লঙ্ঘন সকলের ব্যবস্থা করা উচিত।

বমনৈশ্চ বিরেকৈশ্চ বস্তিভিশ্চ যথাক্রমম্।
জ্বরানুপাচরেদ্ধীমান্ কফপিত্তানিলোদ্ভবান্॥

ধীমান্ ভিষক্, কফ, পিত্ত ও বায়ুজনিত জ্বরে যথাক্রমে বমন, বিরেচন এবং বস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

সংসৃষ্টান্ সন্নিপতিতান্ বুদ্ধ্বা তরতমৈঃ সমৈঃ।
জ্বরান্ দোষক্রমাপেক্ষী যথোক্তৈরৌষধৈর্জয়েৎ॥

সংসৃষ্ট ও সান্নিপাতিক জ্বরে দোষ সকলের ন্যূনাধিক্য ও সমভাব বিবেচনা করিয়া দোষ ক্রমানুসারে যথোক্ত ঔষধ সমূহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বর্দ্ধনেনৈকদোষস্য ক্ষপণেনোচ্ছ্রিতস্য বা।
কফস্থানানুপূর্ব্ব্যা বা সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ॥

সান্নিপাতিক জ্বরে বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটী দোষের মধ্যে যে দোষটী ক্ষীণ হইবে, অগ্রে তাহার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং বর্দ্ধিত দোষের হ্রাস করিতে হইবে এবং ত্রিদোষের সমতা থাকিলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত ও সর্ব্বশেষে বায়ুর চিকিৎসা করিতে হইবে। সাধারণতঃ সান্নিপাত জ্বরের চিকিৎসাক্রম এই রূপই হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥

সান্নিপাতিক জ্বরের অবসানে কর্ণমূলে যদি সুদারুণ শোথ জন্মে অর্থাৎ কর্ণমূল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাতে প্রায়ই জীবন রক্ষা হয় না।

রক্তাবসেচনৈঃ শীঘ্রং সর্পিঃপানৈশ্চ তং জয়েৎ।
প্রদেহৈঃ কফপিত্তঘ্নৈর্নাবনৈঃ কবলগ্রহৈঃ॥

রক্ত মোক্ষণ দ্বারা, কফ-পিত্তনাশক পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত পান এবং প্রলেপ সকল দ্বারা, অথবা নস্য ও কবল দ্বারা উক্ত শোথের শীঘ্রই প্রতীকার করিবে।

শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈর্জ্বরো যস্য ন শাম্যতি।
শাখানুসারী রক্তস্য সোঽবসেকাৎ প্রশাম্যতি॥

শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যাহার জ্বর প্রশমিত না হয়, তাহার সেই জ্বরকে শাখানুসারী অর্থাৎ রক্তগত বলিয়া জানিবে। রক্তমোক্ষণ দ্বারাই সেই জ্বরের প্রতীকার হইবে।

বীসর্পেণাভিঘাতেন যশ্চ বিস্ফোটকৈর্জ্বরঃ।
তত্রাদৌ সর্পিষঃ পানং কফপিত্তোত্তরো ন চেৎ॥

যে জ্বর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে জ্বরে যদি কফ ও পিত্তের আধিক্য না থাকে, তবে অগ্রেই ঘৃত পান করাইবে।

দৌর্ব্বল্যাদ্দেহধাতূনাং জ্বরো জীর্ণোঽনুবর্ত্ততে।
বল্যৈঃ সংবৃংহণৈস্তস্মাদাহারৈস্তমুপাচরেৎ॥

দৈহিক ধাতু সকলের দুর্ব্বলতা হেতু জীর্ণ জ্বরের উৎপত্তি হয়। এজন্য জীর্ণজ্বরে রোগীকে বলকর ও বৃংহণ আহারাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

কর্ম্ম সাধারণং কুর্য্যাৎ তৃতীয়কচতুর্থকে।
আগন্তুরনুবন্ধো হি প্রায়শো বিষমজ্বরে॥

তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে সাধারণ অর্থাৎ দৈবব্যাপাশ্রয় ও যুক্তি ব্যপাশ্রয়, এই উভয়বিধ চিকিৎসা করিবে। এই উভয়বিধ চিকিৎসাকে সাধারণ কর্ম্ম কহে। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বররূপ বিষম জ্বরে প্রায়ই আগন্তুক অর্থাৎ ভূতাবেশাদির অনুবন্ধ হইয়া থাকে, একারণ কেবলমাত্র যুক্তিব্যপাশ্রয় ঔষধ বলে তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের চিকিৎসা করিতে নাই।

বাতপ্রধানং সর্পির্ভির্বস্তিভিঃ সানুবাসনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণৈরন্নপানৈশ্চ শময়েদ্বিষমজ্বরম্॥

(বিষমজ্বরহর) ঘৃত পান, বস্তি ও অনুবাসন প্রয়োগ এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্নপান দ্বারা বাতপ্রধান বিষমজ্বরকে প্রশমিত করিবে।

বিরেচনেন পয়সা সর্পিষা সংস্কৃতেন চ।
বিষমং তিক্তশীতৈশ্চ জ্বরং পিত্তোত্তরং জয়েৎ॥

পিত্তপ্রধান বিষম জ্বর, বিরেচন ঔষধ দ্রব্য দ্বারা, সংস্কৃত অর্থাৎ পিত্তহর দ্রব্যপক দুগ্ধ ও ঘৃত পান দ্বারা এবং তিক্ত ও শীতবীর্য্য অন্নপান সেবনে নিবারিত হয়।

বমনং পাচনং রুক্ষমন্নপানং বিলঙ্ঘনম্।
কষায়োষ্ণঞ্চ বিষমে জ্বরে শস্তং কফোত্তরে॥

কফপ্রধান বিষমজ্বরে বমন, পাচন, রুক্ষ অন্নপান, বিশেষরূপে লঙ্ঘন এবং কষায় ও উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য সেবন প্রশস্ত।

যোগাঃ পরাঃ প্রবক্ষ্যন্তে বিষমজ্বরনাশনাঃ।
প্রযোক্তব্যা মতিমতা দোষাদীন্ প্রবিভজ্য যে॥

অতঃপর আমরা বিষম জ্বরনাশক কতিপয় উৎকৃষ্ট যোগের কথা বলিতেছি, মতিমান্ ভিষক্ দোষাদির বলাবল বিবেচনা করিয়া সেই সমুদয় ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

সুরা সমণ্ডা পানার্থে ভক্ষ্যার্থে চরণায়ুধাঃ।
তিত্তিরিশ্চ ময়ূরাশ্চ প্রযোজ্যা বিষমজ্বরে॥
পিবেদ্বা ষট্‌ফলং সর্পিরভয়াং বা প্রযোজয়েৎ।
ত্রিফলায়াঃ কষায়ং বা গুড়ূচ্যা রসমেব বা॥

বিষমজ্বরে রোগীকে পানার্থ সুরা ও সুরার মণ্ড এবং ভক্ষণের জন্য চরণায়ুধ (কুক্কুট) তিত্তিরি ও ময়ূরের মাংস প্রদান করিবে। বিষমজ্বরে ষট্‌পল ঘৃত, হরীতকী বা ত্রিফলার কাথ অথবা গুলঞ্চের স্বরস সেবন করিবে।

নীলিনীমজগন্ধাঞ্চ ত্রিবৃতাং কটুরোহিণীম্।
পিবেজ্জ্বরাগমে যুক্ত্যা স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ॥
সর্পিষো মহতীং মাত্রাং পীত্বা বা চ্ছর্দ্দয়েৎ পুনঃ।
উপযুজ্যান্নপানং বা প্রভূতং পুনরুল্লিখেৎ॥

বিষম জ্বরে জ্বরাগম দিনে যুক্তিপূর্ব্বক রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বেদযুক্ত করিয়া নীলিনী (বুনো নীলের মূল) যমানী, তেউড়ী এবং কটুকী,—এই সমুদয়ের কাথ পান করিতে দিবে। অথবা, জ্বরাগমদিনে অধিক মাত্রায় ঘৃত পান করাইয়া রোগীকে বমন করাইবে, কিম্বা প্রচুর অন্ন পান সেবন করাইয়া রোগীকে বমন করাইবে।

সান্নং মদ্যং প্রভূতং বা পীত্বা বা তদহঃ স্বপেৎ।
আস্থাপনং যাপনং বা কারয়েদ্বিষমজ্বরে॥

বিষমজ্বরে জ্বর আসিবার দিনে অন্নের সহিত অধিক পরিমাণে মদ্য পান করাইয়া রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে, অথবা যাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তির কথা সিদ্ধি স্থানে বলা হইবে।

পয়সা বৃষদংশস্য শকৃদ্বেগাগমে পিবেৎ।
বৃষস্য দধিমণ্ডেন সুরয়া বা সসৈন্ধবম্॥

অথবা জ্বরের দিনে দুগ্ধের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। কিংবা বৃষের বিষ্ঠা সৈন্ধবযুক্ত করিয়া দধিমস্তু বা সুরার সহিত পান করিবে।

পিপ্পল্যাস্ত্রিফলায়াশ্চ দধ্নস্তক্রস্য সর্পিষঃ।
পঞ্চগব্যস্য পয়সঃ প্রয়োগো বিষমজ্বরে॥

বিষমজ্বরে রসায়নোক্ত বর্দ্ধমানক্রমে পিপুল প্রয়োগ এবং ত্রিফলা, দধি, তক্র, পঞ্চগব্য ঘৃত, ও দুগ্ধের প্রয়োগ হিতকর।

লশুনস্য সতৈলস্য প্রাগ্‌ভক্তমুপসেবনম্।
মেধ্যানামুষ্ণবীর্য্যাণামামিষাণাঞ্চ ভক্ষণম্॥

বিষমজ্বরে ভোজনের পূর্ব্বে তিল তৈলের সহিত লশুনের কল্ক সেবন এবং ভোজন কালে পবিত্র উষ্ণবীর্য্য মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে।

ব্যাঘ্রীবসা হিঙ্গুসমা নস্যং কার্য্যং সসৈন্ধবা।
পুরাণসর্পিঃ সিংহস্য বসা তদ্বৎ সসৈন্ধবা॥

বিষমজ্বরে ব্যাঘ্রের বসা ও তাহার সমান পরিমাণ হিঙ্গু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা নস্য গ্রহণ করিবে, অথবা পুরাতন ঘৃত, সিংহের বসা ও সৈন্ধব একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য লইবে।

সৈন্ধবং পিপ্পলীনাঞ্চ তণ্ডুলং সমনঃশিলম্।
নেত্রাঞ্জনং তৈলপিষ্টং শস্যতে বিষমজ্বরে॥

বিষমজ্বরে সৈন্ধব, পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা, তিল তৈলের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে জ্বর নিবারিত হয়।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

পলঙ্কষা (গুগ্‌গুল), নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেত সর্ষপ, যব এবং ঘৃত—এই সমুদয় একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

যে ধূমা ধূপনং যচ্চ নাবনঞ্চাঞ্জনঞ্চ যৎ।
মনোবিকারে নির্দ্দিষ্টং কার্য্যং তদ্বিষমজ্বরে ॥

মনোবিকারে অর্থাৎ উন্মাদ ও অপস্মারাদি মানসিক রোগে যে সকল ধূম, ধূপন, নস্য এবং অঞ্জনের বিষয় বলা হইয়াছে, বিষমজ্বরেও সেই সকল ধূমাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মণীনামোষধীনাঞ্চ মঙ্গল্যানাং বিষস্য চ।
ধারণাদগদানাঞ্চ সেবনাম্ন ভবেজ্জ্বরঃ ॥

*মরাগাদি মাঙ্গল্য মণি, অপামার্গাদি মাঙ্গল্য ঔষধি ও বিষ ধারণ করিলে এবং অগদ সংজ্ঞক ঔষধ ধারণ করিলেও বিষমজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে।

সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তুবন্ নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বানপোহতি ॥
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরান্ ॥

প্রযত ও সমাহিতমনা হইয়া উমা ও নন্দী প্রভৃতি অনুচরবর্গ এবং ষোড়শ মাতৃকার সহিত ভগবান্ মহেশ্বরের অর্চনা করিলেও শীঘ্র বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়। চরাচরপতি, সহস্রশীর্ষ, বিভু বিষ্ণুর সহস্র নাম জপ করিলেও সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, অগ্নি, হিমালয়, গঙ্গা এবং মরুৎ সমূহকে ও ইষ্টদেবগণের পূজা করিলেও রোগী সমস্ত জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

ভক্ত্যা মাতুঃ পিতুশ্চৈব গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা সত্যেন নিয়মেন চ ॥
জপহোমপ্রদানেন বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ ॥

মাতা, পিতা, এবং গুরুজন দিগকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে এবং ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য, নিয়ম, জপ, হোম, দান, বেদশ্রবণ এবং সাধুদর্শন,—এই সকল পুণ্যানুষ্ঠান করিলেও শীঘ্র জ্বরমুক্ত হওয়া যায়।

জ্বরে রসস্থে বমনমুপবাসঞ্চ কারয়েৎ।
সেকপ্রদেহৌ রক্তস্থে তথা সংশমনানি চ ॥
বিরেচনং সোপবাসং মাংসমেদঃস্থিতে হিতম্।
অস্থিমজ্জগতে দেয়া নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ ॥

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস করাইবে; রক্তস্থ হইলে সেক, প্রলেপ ও সংশমন ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে, মাংস ও মেদঃস্থিত হইলে বিরেচন ও উপবাস করাইবে এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরুহ ও অনুবাসন প্রদান করিবে।

শোপাভিচারাদ্ ভূতানামভিষঙ্গাচ্চ যো জ্বরঃ।
দৈবব্যপাশ্রয়ং তত্র সর্ব্বমৌষধমিষ্যতে॥

শাপ, অভিচার এবং ভূতাভিষঙ্গ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, সেই সকল জ্বরে দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ সকল প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

অভিঘাতজ্বরো নশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ।
রক্তাবসেকৈর্মেধ্যৈশ্চ সাত্ম্যৈর্মাংসরসোদনৈঃ॥

ঘৃতপান, ঘৃতাভ্যঙ্গ, অভিহত প্রদেশ হইতে রক্তমোক্ষণ এবং মেধ্য ও সাত্ম্য মাংসরসযুক্ত অন্ন ভোজন দ্বারা অভিঘাত জ্বর অর্থাৎ পতন ও আঘাত জনিত জ্বর নষ্ট হয়।

পানাদ্বা মদ্যসাত্ম্যানাং মদিরারসভোজনৈঃ।
ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষতব্রণচিকিৎসয়া॥

অতিশয় মদ্যপান হইতে মদ্যসাত্ম্য ব্যক্তির যে সকল জ্বর হয়, তাহা মদিরাযুক্ত মাংসরস ভোজন দ্বারা শান্ত হয়। ক্ষত এবং ব্রণ রোগীর জ্বর, ক্ষত ও ব্রণ চিকিৎসা দ্বারাই শান্ত হইয়া থাকে।

আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ।
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ॥
কাম্যৈরর্থৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ পিত্তঘ্নৈশ্চাপ্যুপক্রমৈঃ।
সদ্বাক্যৈশ্চ শমং যান্তি জ্বরঃ ক্রোধসমুত্থিতঃ॥
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুত্থিতঃ॥

কাম, শোক ও ভয় জনিত জ্বর আশ্বাস, ইষ্টলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষ দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ সমুত্থিত জ্বর, কাম্য ও মনোজ্ঞ বস্তু দ্বারা, পিত্তঘ্ন চিকিৎসা দ্বারা এবং সদ্বাক্য দ্বারা শীঘ্রই শান্ত হয়। কামজনিত জ্বর ক্রোধ দ্বারা, ক্রোধ জনিত জ্বর কামের দ্বারা এবং ভয় ও শোক জনিত জ্বর কাম ও ক্রোধ এই উভয়ের দ্বারা শান্ত হইয়া থাকে।

জ্বরস্য বেগং কালঞ্চ চিন্তয়ন্ জ্বর্য্যতে তু যঃ।
তস্যেষ্টৈস্তু বিচিত্রৈশ্চ বিষয়ৈর্নাশয়েৎ স্মৃতিম্॥

যে ব্যক্তি জ্বরের কাল অর্থাৎ অমুক সময়ে আমার জ্বর আসিবে এবং এই স্থানে আমার জ্বরবেগ উপস্থিত হইবে, ইত্যাকার জ্বরবিষয়ক চিন্তা বশতঃ জ্বরাক্রান্ত হয়, অভিলষিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বারা তাহার জ্বর বিষয়ক উক্ত স্মৃতি নষ্ট করিবে। তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তি হইবে।

জ্বরপ্রমোক্ষে পুরুষঃ কূজন্ বমতি চেষ্টতে।
শ্বসন্ বিবর্ণঃ স্বিন্নাঙ্গো বেপতে লীয়তে মুহুঃ॥
প্রলপত্যুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ শীতাঙ্গশ্চ ভবত্যপি।
বিসংজ্ঞো জ্বরবেগার্ত্তঃ সক্রোধ ইব বীক্ষ্যতে॥

সদোষশব্দঞ্চ শকৃদ্ দ্রবং সৃজতি বেগবৎ।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াজ্জ্বরমোক্ষে বিচক্ষণঃ ॥

জ্বরত্যাগ কালে রোগীর কণ্ঠকূজন, বমন, অঙ্গচেষ্টা, শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরতা, কম্প, বারংবার শয়নের প্রবৃত্তি, বহুপ্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা বা শীতলতা, বিসংজ্ঞতা, এবং সক্রোধতা লক্ষিত হইয়া থাকে; রোগী শব্দের সহিত বেগযুক্ত, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট তরল বিষ্ঠা ত্যাগ করে। বিচক্ষণ জন এই সকল জ্বর মুক্তির লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

বহুদোষস্য বলবান্ প্রায়েণাভিনবোজ্বরঃ।
সক্রিয়াদোষপক্ত্যা চেদ্বিমুঞ্চতি সুদারুণম্ ॥

বহু দোষযুক্ত ব্যক্তির অভিনব জ্বর প্রায়ই বলবান্ হইয়া থাকে। সেই জ্বরে আশুকারিণী চিকিৎসা দ্বারা যদি অল্প অসময়ের মধ্যে দোষের পরিপাক করা যায়, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত দারুণ লক্ষণ সহ প্রায়ই জ্বরের ত্যাগ হইয়া থাকে।

কৃত্বা দোষবশাদ্বেগং ক্রমাদুপরমন্তি যে।
তেষামদারুণো মোক্ষো জ্বরাণাং চিরকারিণাম্ ॥

যে সকল জ্বর দোষবশতঃ বেগবান্ হইয়া লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি পায়; সেই সমুদয় জ্বর বিলম্বে নিবৃত্ত হইলেও পূর্ব্বকথিত দারুণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় না।

বিগতক্লমসন্তাপমব্যথং বিমলেন্দ্রিয়ম্।
যুক্তং প্রকৃতিসত্ত্বেন বিদ্যাৎ পুরুষমজ্বরম্ ॥

বিজ্বর হইলে লোকে বিগতক্লম, বিগত সন্তাপ, ব্যথাহীন, প্রসন্নেন্দ্রিয় ও প্রাকৃতিক সত্ত্বযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ রোগীকে জ্বরমুক্ত বলিয়া জানিবে।

সজ্বরো জ্বরমুক্তশ্চ বিদাহীনি গুরূণি চ।
অসাত্ম্যান্যন্নপানানি বিরুদ্ধানি চ বর্জ্জয়েৎ ॥
ব্যবায়মতিচেষ্টাশ্চ স্নানমত্যশনানি চ।
তথা জ্বরঃ শমং যাতি প্রশান্তো জায়তে ন চ ॥

লোকে জ্বরযুক্তই হউক, আর জ্বরমুক্তই হউক, বিদাহী, গুরু, অসাত্ম্য ও বিরুদ্ধ অন্নপান, স্ত্রীসংসর্গ, অতিচেষ্টা, স্নান ও অতিরিক্ত ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে। এইরূপ আচরণে জ্বরের উপশম হয় এবং নিবৃত্ত জ্বরের আর পুনরাগম হয় না।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥
অসঞ্জাতবলো যস্তু জ্বরমুক্তো নিষেবতে।
বর্জ্জ্যমেতন্নরস্তস্য পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন না বলবান হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যায়াম, ব্যবায় (স্ত্রীসংসর্গ), স্নান এবং অধিক পথ ভ্রমণ করিবে না। যদি জ্বরমুক্ত ব্যক্তি বলপ্রাপ্ত না হইতেই ঐ সকল ব্যায়াম প্রভৃতির আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার জ্বর পুনর্ব্বার দেখা দেয়।

দুর্হৃতেষু চ দোষেষু যস্য বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পেনাপ্যপচারেণ তস্য ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ॥

দোষ সকল অযথাক্রমে ও অসময়ে নিঃসারিত হওয়ায় যে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, অল্পমাত্র অপচার করিলেই সে জ্বর আবার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে।

চিরকালপরিক্লিষ্টং দুর্ব্বলং দীনচেতসম্।
অচিরেণৈব কালেন স হন্তি পুনরাগতঃ॥
অথবা বিপরীপাকং ধাতুষ্বেব ক্রমান্মলাঃ।
যান্তি জ্বরমকুর্ব্বন্তস্তে তথাপ্যপকুর্ব্বতে॥
দীনতাং শ্বয়থুং গ্লানিং পাণ্ডুতাং নান্নকামতাম্।
কণ্ডূরুৎকোঠপিড়কাঃ কুর্ব্বন্ত্যগ্নিঞ্চ তে মৃদুম্॥

যে জ্বরিত ব্যক্তি বহুকাল জ্বরভোগ করিয়া, পরিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও দীনচেতা হয়, সে ব্যক্তি জ্বরমুক্ত হইয়া যদি পুনর্ব্বার জ্বরাক্রান্ত হয়, তবে অল্পকালের মধ্যে তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। অথবা যদি বিনাশ সাধনও না হয়, তাহা হইলে তাহার দোষ সকল ধাতুক্ষয় পূর্ব্বক পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কৃশতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডুতা, অরুচি, কণ্ডু, উৎকোঠ, পিড়কা এবং অগ্নির মৃদুতা এই সকল অপকারের মধ্যে কোন না কোন একটী অপকার করিয়া থাকে।

এবমন্যেঽপি চ গদা ব্যাবর্ত্তন্তে পুনর্গতাঃ।
অনির্ঘাতেন দোষাণামল্পৈরপ্যহিতৈর্নৃণাম্॥

জ্বরের ন্যায় অতিসার ও রক্তপিত্তাদি অপরাপর রোগ সকলও বিশেষ রূপে নির্ম্মূলিত না হইলে অল্পমাত্র অহিতাচরণেই পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়।

নিবৃত্তেঽপি জ্বরে যস্মাদ্ যথাবস্থং যথাবলম্।
যথাপ্রাণং হরেদ্দোষং প্রয়োগৈর্বা শমং নয়েৎ।
মৃদুভিঃ শোধনৈঃ শুদ্ধির্যাপনা বস্তয়ো হিতাঃ।
হিতাশ্চ লঘবো যূষা জাঙ্গলামিষজা রসাঃ॥

অতএব, জ্বরের নিবৃত্তি হইলেও যদি বুঝা যায়, দোষ সম্যক্ নির্হৃত হয় নাই, তাহা হইলে জ্বরের পুনরাগম নিবারণার্থ রোগীর অবস্থা, বল ও প্রাণ অনুসারে দোষের নির্হরণ করা কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় মৃদু সংশোধন ঔষধ শুদ্ধি ও যাপনা বস্তিসমূহ হিতকর এবং লঘু মুগ প্রভৃতির যূষ ও জাঙ্গলের মাংসরস পথ্য।

অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনস্নানধূপনাঞ্জনানি চ।
হিতানি পুনরাবৃত্তে জ্বরে তিক্তঘৃতানি চ॥

পুনরাগত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অভ্যঞ্জন এবং পঞ্চতিক্তক প্রভৃতি ঘৃত প্রশস্ত।

গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যসাত্ম্যানাং ভোজনাৎ পুনরাগতে।
লঙ্ঘনোল্লেখোপচারাদিঃ ক্রমঃ কার্য্যশ্চ পূর্ব্ববৎ॥

গুরু, অভিষ্যন্দি ও অসাত্ম্য ভোজন হেতু জ্বরের পুনরাবর্ত্তন হইলে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ নবজ্বর চিকিৎসাবৎ লঙ্ঘন ও উষ্ণ উপচারাদি যথাক্রমে পালন করা কর্ত্তব্য।

কিরাততিক্তকং তিক্তা মুস্তং পর্পটকোঽমৃতা।
ঘ্নন্তি পীতানি চাভ্যাসাৎ পুনরাবর্ত্তকং জ্বরম্॥

চিরতা, কট্‌কি, মুথা, ক্ষেৎপাপড়া ও গুলঞ্চ—এই পাঁচটীর ক্বাথ কিছুদিন পান করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

তস্যাং তস্যামবস্থায়াং জ্বরিতানাং বিচক্ষণঃ।
জ্বরক্রিয়াক্রমাপেক্ষী কুর্য্যাৎ তত্তৎ চিকিৎসিতম্॥

বিচক্ষণ চিকিৎসক জ্বরিত ব্যক্তির অবস্থাভেদে নবজ্বরোক্ত ক্রিয়াক্রমের যেরূপ অনুসরণ করিয়া থাকেন, পুনরাবৃত্ত জ্বরেও সেইরূপ করিবেন।

রোগরাট্ সর্ব্বভূতানামন্তকৃদ্দারুণো জ্বরঃ।
তস্মাদ্বিশেষতস্তস্য যতেত প্রশমে ভিষক্॥

জ্বর-রোগ সমূহের রাজা—সমস্ত ভূতের প্রাণান্তকর ও দারুণ স্বভাব, একারণ ভিষক্ ইহার প্রশমন বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ন করিবেন।

তত্র শ্লোকঃ।

যথাক্রমং যথাপ্রশ্নমুক্তং জ্বরচিকিৎসিতম্।
আত্রেয়েণাগ্নিবেশায় ভূতানাং হিতমিচ্ছতা॥

মহর্ষি অত্রিনন্দন সর্ব্বভূতের হিত কামনায় যথাক্রমে অগ্নিবেশের প্রশ্নানুসারে জ্বর চিকিৎসার বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
জ্বরচিকিৎসিতং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরক-প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে জ্বর চিকিৎসিত নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রক্তপিত্তচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা রক্তপিত্ত চিকিৎসার ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

বিহরন্তং যতাত্মানং পঞ্চগঙ্গে পুনর্ব্বসুম্।
প্রণম্যোবাচ নির্ম্মোহমগ্নিবেশোঽগ্নিবর্চ্চসম্॥

ভগবন্! রক্তপিত্তস্য হেতুরুক্তঃ সলক্ষণঃ।
বক্তব্যং যৎ পরং তস্য বক্তুমর্হসি তদ্‌গুরো॥

নির্ম্মোহ, যতাত্মা ও অগ্নিসমতেজা পুনর্ব্বসু পঞ্চগঙ্গ প্রদেশে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহাকে প্রণাম করতঃ নিবেদন করিলেন, ভগবন্! রক্তপিত্তের হেতু ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অতঃপর তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, হে গুরো! আপনি তাহা আমাকে বলুন।

গুরুরুবাচ।

মহাগদং মহাবেগমগ্নিবচ্ছীঘ্রকারি চ।
হেতুলক্ষণবিচ্ছীঘ্রং রক্তপিত্তমুপাচরেৎ॥

গুরু কহিলেন, রক্তপিত্ত মহারোগ, মহাবীর্য্য ও অগ্নিবৎ শীঘ্রকারী একারণ হেতু ও লক্ষণবিৎ চিকিৎসক কালবিলম্ব না ক'রিয়া উহার চিকিৎসা করিবেন।

তস্যোষ্ণং তীক্ষ্ণমম্লঞ্চ কটূনি লবণানি চ।
ঘর্ম্মশ্চান্নবিদাহশ্চ হেতুঃ পূর্ব্বং নিদর্শিতঃ॥

উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অম্ল, কটু ও লবণ দ্রব্য এবং উত্তাপ ও ভুক্তান্নের বিদাহ পাক (কতক পাক ও কতক অপাক) এই গুলিকে রক্তপিত্তের হেতু বলিয়া পূর্ব্বে নিদানস্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তৈর্হেতুভিঃ সমুৎক্লিষ্টং পিত্তং রক্তং প্রপদ্যতে।
তদ্‌যোনিত্বাৎ প্রপন্নঞ্চ বর্দ্ধতে তৎ প্রদূষয়ৎ॥
তস্যোষ্মণা দ্রবো ধাতুর্ধাতোর্ধাতোঃ প্রসিচ্যতে।
স্বিদ্যতস্তেন সংবৃদ্ধিং ভূয়স্তদধিগচ্ছতি॥
সংযোগাদ্ দূষণাৎ তৎ তু সামান্যাদ্গন্ধবর্ণয়োঃ।
রক্তস্য পিত্তমাখ্যাতং রক্তপিত্তং মনীষিভিঃ॥

পিত্ত, ঐ সকল হেতু কর্ত্তৃক সমুৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ হইয়া রক্তকে প্রাপ্ত হয় এবং রক্তই পিত্তের উৎপত্তিকারণ বলিয়া সে প্রাপ্ত রক্তকে দূষিত করতঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই সরক্ত বর্দ্ধিত পিত্তের উষ্মার সংস্পর্শে প্রত্যেক ধাতু হইতে স্বেদ নির্গত হয় এবং প্রত্যেক ধাতু নিঃসৃত সেই দ্রবাংশ পিত্তের পরিমাণকে আরও বৃদ্ধি করে। পিত্তে রক্তের সংযোগ হয় বলিয়া, পিত্ত কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হয় বলিয়া এবং পিত্তের সহিত রক্তের গন্ধ ও বর্ণগত তুল্যতা আছে বলিয়া, মনীষিগণ সেই পিত্তকে "রক্তপিত্ত" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

প্লীহানঞ্চ যকৃচ্চাপি তদধিষ্ঠায় বর্ত্ততে।
স্রোতাংসি রক্তবাহীনি তন্মূলানি হি দেহিনাম্॥

প্লীহা ও যকৃৎ রক্তপিত্তের অধিষ্ঠান, যে হেতু রক্তবাহী স্রোত সকল প্লীহা ও যকৃৎ হইতে বহির্গত হইয়াছে।

সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্।
শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রুক্ষঞ্চ বাতিকম্॥

রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভম্ ।
মেচকাগারধূমাভমঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম্ ॥

কফান্বিত রক্তপিত্ত, ঘন, পাণ্ডুবর্ণ, স্নেহবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল; বাতাশ্রিত রক্তপিত্ত শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেণযুক্ত, পাত্‌লা এবং রুক্ষ। পিত্তপ্রধান রক্তপিত্ত কষায় সদৃশ, কৃষ্ণবর্ণ ও গোমূত্রের আভাবৎ, অথবা ইহার বর্ণ মেচক (নীলাঞ্জন) ও ঝুলের ন্যায় কিম্বা অঞ্জনের ন্যায়ও হইয়া থাকে।

সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্ ॥
একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে ।
যৎ ত্রিদোষমসাধ্যং তন্মন্দাগ্নেরতিবেগবৎ ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্নতশ্চ যৎ ॥

রক্তপিত্ত দুই দোষের সংসর্গে উৎপন্ন হইলে দুই দোষের লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিদোষের সন্নিপাতে উৎপন্ন হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক দোষানুগত রক্তপিত্ত সাধ্য; দ্বিদোষ প্রাপ্ত রক্তপিত্ত যাপ্য, অর্থাৎ আমূলতঃ নষ্ট না হইলেও কিয়দ্দিনের জন্য স্থগিত থাকে এবং ত্রিদোষজ রক্তপিত্ত অসাধ্য। মন্দাগ্নি ব্যক্তির অতিশয় বেগবান্ রক্তপিত্ত অসাধ্য। যাঁহার দেহ ব্যাধি কর্তৃক ক্ষীণ হইয়াছে তাহার, বৃদ্ধের এবং আহারাক্ষম ব্যক্তির রক্তপিত্ত ও অসাধ্য।

গতিরূর্দ্ধমধশ্চৈব রক্তপিত্তস্য দর্শিতা ।
ঊর্দ্ধা সপ্তবিধা দ্বারা দ্বিদ্বারা ত্বধরা গতিঃ ॥
সপ্ত চ্ছিদ্রাণি শিরসি দ্বে চাধঃ সাধ্যমূর্দ্ধগম্ ।
যাপ্যন্ত্বধোগমং মার্গৌ তু দ্বাবসাধ্যং প্রপদ্যতে ॥

রক্তপিত্তের ঊর্দ্ধ ও অধঃ, এই দুই প্রকার গতি পূর্ব্বে নিদানস্থানে বলা হইয়াছে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের দ্বার সাতটী যথা, কর্ণদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ এবং অধোগামী রক্তপিত্তের দ্বার দুইটী (যথা প্রস্রাব দ্বার ও মলদ্বার)। মস্তকের সাতটী ছিদ্র ইহার ঊর্দ্ধদ্বার এবং নীচের দুইটী দ্বার দিয়া উহা অধোগমন করে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগত রক্তপিত্ত যাপ্য এবং যুগপৎ ঊর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য হইয়া থাকে।

ছিদ্রেভ্য এভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো রোমকূপেভ্য এব চ ।
বর্ত্ততে তামসঙ্খ্যেয়াং গতিং তস্যাহুরন্তিকীম্ ॥

যখন কর্ণদ্বয় প্রভৃতি সমুদয় ঊর্দ্ধ ছিদ্র হইতে ও মলদ্বার প্রভৃতি অধোদ্বার এবং লোমকূপ হইতে রক্তপিত্ত নিঃসৃত হয়, পণ্ডিতেরা রক্তপিত্তের সেই অসংখ্যেয়া গতিকে অন্তকরী অর্থাৎ প্রাণঘাতিনী বলিয়া থাকেন।

যচ্চোভয়াভ্যাং মার্গাভ্যামতিমাত্রং প্রবর্ত্ততে ।
তুল্যং কুণপগন্ধেন রক্তং কৃষ্ণমতীব চ ॥
সংসৃষ্টং কফবাতাভ্যাং কণ্ঠে সজ্জতি চাপি যৎ ।
যচ্চাপ্যুপদ্রবৈঃ সর্ব্বৈর্যথোক্তৈঃ সমভিদ্রুতম্ ॥

-রিদ্রনীলহরিততাম্রৈর্বর্ণৈরুপদ্রুতম্।
ক্ষীণস্য কাসমানস্য যচ্চ তচ্চ ন সিধ্যতি॥

যে রক্তপিত্ত অধঃ ও উর্দ্ধ উভয় দ্বার দিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় নির্গত হয়, যাহার রক্ত কুণপগন্ধের ন্যায় (মড়ার গন্ধের ন্যায়) গন্ধযুক্ত ও অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, কফ ও বায়ুসংসৃষ্ট হওয়াতে যাহা নিঃসৃত না হইয়া কণ্ঠে আট্‌কাইয়া থাকে; যাহা পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার উপদ্রব কর্ত্তৃক উপদ্রুত; এবং যাহা হরিদ্র, নীল, হরিৎ বা তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট তাহা অসাধ্য এবং ক্ষীণ ব্যক্তিরও কাসযুক্ত ব্যক্তির যে রক্তপিত্ত, তাহাও অসাধ্য।

দ্বিদোষানুগং যদ্বা শান্তং ভূয়ঃ প্রবর্ত্ততে।
মার্গান্মার্গং চরেদ্ যদ্বা যাপ্যং পিত্তমসৃক্ চ তৎ॥

রক্তপিত্ত যদি দ্বিদোষ সংসৃষ্ট হয়, থাকিয়া থাকিয়া আবার প্রকাশ পায় অথবা কখন একমার্গ এবং কখন বা অন্যমার্গ দ্বারা নির্গত হয় তবে তাহা যাপ্য বলিয়া জানিবে।

একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতম্।
রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্॥

বলবান্ ব্যক্তির একমার্গগত, নবোত্থিত, নাতিবেগবিশিষ্ট এবং উপদ্রব শূন্য এবং সুখকর কালের রক্তপিত্ত প্রায়ই সহজে নিবৃত্ত হয়।

স্নিগ্ধোষ্ণমুষ্ণরুক্ষঞ্চ রক্তপিত্তস্য কারণম্।
অধোগস্যোত্তরং প্রায়ঃ পূর্ব্বং স্যাদূর্দ্ধগস্য তু॥
ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং মারুতানুগম্।
দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যামনুবর্ত্ততে॥

স্নিগ্ধোষ্ণ ও রুক্ষোষ্ণ, এই দুইটী রক্তপিত্তের কারণ। তন্মধ্যে স্নিগ্ধোষ্ণতা উর্দ্ধগ রক্তপিত্তের কারণ এবং রুক্ষোষ্ণতা অধোগ রক্তপিত্তের কারণ। উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত কফসংসৃষ্ট এবং অধোগ রক্তপিত্ত বায়ুসংসৃষ্ট; আর উভয় মার্গগামী রক্তপিত্ত কফ ও বায়ু উভয় সংসৃষ্ট।

অক্ষীণবলমাংসস্য রক্তপিত্তং যদশ্নতঃ।
তদ্দোষদুষ্টমুৎক্লিষ্টং নাদৌ স্তম্ভনমর্হতি॥

যাহার বল ও মাংসের ক্ষীণতা হয় নাই এবং যাহার আহার শক্তি উত্তমরূপ আছে, তাহার রক্তপিত্ত কফাদিদোষযুক্ত ও উৎক্লিষ্ট হইলেও ধারক ঔষধ দ্বারা তাহা স্তম্ভন (রোধ) করা উচিত নহে।

গলগ্রহং পূতিনস্যং মূর্চ্ছায়মরুচিং জ্বরম্।
গুল্মং প্লীহানমানাহং কিলাসং মূত্রকৃচ্ছ্রতাম্॥
কুষ্ঠান্যর্শাংসি বীসর্পং বর্ণনাশং ভগন্দরম্।
বুদ্ধীন্দ্রিয়োপরোধঞ্চ কুর্য্যাৎ স্তম্ভিতমাদিতঃ॥

রক্তপিত্ত প্রথম হইতেই হঠাৎ স্তম্ভিত করিলে গলগ্রহ, পূতিনস্য, মূর্চ্ছা, অরুচি, জ্বর, গুল্ম প্লীহা, অনাহ, কিলাস, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, কুষ্ঠ, অর্শ, বিসর্প, বর্ণনাশ, ভগন্দর এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উপরোধ হইয়া থাকে।

তস্মাদুপেক্ষ্যং বলিনো বলদোষবিচারিণা।
রক্তপিত্তং প্রথমতঃ প্রবৃত্তং সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥
প্রায়েণ হি সমুৎক্লিষ্টমামদোষাচ্ছরীরিণাম্।
বৃদ্ধিং প্রযাতি পিত্তাসৃক্ তস্মাত্তল্লঙ্ঘ্যমাদিতঃ ॥
মার্গৌ দোষানুবন্ধঞ্চ নিদানং প্রসমীক্ষ্য চ।
লঙ্ঘনং রক্তপিত্তাদৌ তর্পণং বা প্রযোজয়েৎ ॥

অতএব বলদোষবিচারক সিদ্ধিলাভাভিলাষী ভিষক্, বলবান্ ব্যক্তির রক্তপিত্ত প্রবৃদ্ধ হইলেও প্রথমতঃ তাহা উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ হঠাৎ তাহার রোধ করিতে চেষ্টা করিবে না। শরীরিদিগের সমুৎক্লিষ্ট রক্তপিত্ত প্রায়ই আমদোষ হেতু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অতএব রক্তপিত্তে প্রথমতঃ লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তের গমনমার্গ দোষানুবন্ধ ও নিদান বিবেচনা করিয়া রক্তপিত্তে প্রথমতই লঙ্ঘন অথবা তর্পণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

হ্রীবেরচন্দনোশীরমুস্তপর্পটকৈঃ শৃতম্।
কেবলং শৃতশীতং বা দদ্যাৎ তোয়ং পিপাসবে ॥
ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং পেয়াং পূর্ব্বমধোগতে।
কালসাত্ম্যানুবন্ধজ্ঞো দদ্যাৎ প্রকৃতিকল্পবিৎ ॥

রক্তপিত্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে হ্রীবের (বালা), চন্দন (রক্তচন্দন) উশীর (বেণার মূল), মুথা; পর্পটক (ক্ষেৎ পাপড়া)-এই সকল সিদ্ধ করিয়া তাহার জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। অথবা কেবল সিদ্ধ অথচ শীতল জল পান করিতে দিবে। কাল, সাত্ম্য ও দোষানুবন্ধজ্ঞ এবং প্রকৃতি ও কল্পবিৎ চিকিৎসক প্রথমে উর্দ্ধগামী রক্তপিত্তে তর্পণ এবং অধোগামী রক্তপিত্তে পেয়া প্রদান করিবেন।

জলং খর্জ্জূরমৃদ্বীকামধুকৈঃ সপরূষকৈঃ।
শৃতশীতং প্রযোক্তব্যং তর্পণার্থে সশর্করম্ ॥

তর্পণ যথা—পিণ্ড খর্জ্জুর, মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), মধুক (যষ্টিমধু), পরূষক (ফল্‌সাফল) এই সকল ঔষধির সহিত সিদ্ধ জল শীতল হইলে, শর্করা সংযুক্ত করিয়া তর্পণার্থ প্রয়োগ করিবে।

তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্রং লাজচূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি ॥

লাজচূর্ণ (খৈচূর্ণ), ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তর্পণ প্রদান করিবেক। উপরোক্ত তর্পণদ্বয় পান করিলে উর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের যথাকালে উপশম হইয়া থাকে।

মন্দাগ্নেরম্লসাত্ম্যায় তৎ সাম্লমপি কল্পয়েৎ।
দাড়িমামলকৈর্বিদ্বানম্লার্থঞ্চানুদাপয়েৎ ॥
শালিষষ্টিকনীবারকোরদূষপ্রশাতিকাঃ।
শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্ ॥

মুদ্গা মসূরাশ্চণকাঃ সমকুষ্ঠাঢ়কীফলাঃ।
প্রশস্তাঃ সূপযূষার্থে কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্ ॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগীর যদি অগ্নিমান্দ্য থাকে এবং অম্লরস যদি তাহার পক্ষে সাত্ম্য হয়, তাহা হইলে ঐ দুই তর্পণ অন্নের সহিত কল্পনা করিবে। দাড়িম ও আমলকীর রস অম্লতা জন্ম প্রয়োগ করিতে হইবেক। শালি ষষ্টিক নীবার (উড়ি ধান্য), কোরদূষ (কাদোধান্ত) প্রশাতিকা, শ্যামাক, এবং প্রিয়ঙ্গু, এই সমুদয় ধান্যের তণ্ডুল রক্তপিত্ত রোগীদিগের ভোজনে প্রশস্ত। রক্তপিত্ত রোগীর সূপ ও যূষের জন্ম মুগ, মসূর, চণক (ছোলা) বনমুগ ও আঢ়কী ফল (অড়হর ডাইল),—এই সমুদয় প্রশস্ত।

পটোলনিম্ববেত্রাগ্রপ্লক্ষবেতসপল্লবাঃ।
কিরাততিক্তকং শাকং গণ্ডীরং সকঠিল্লকম্ ॥
কোবিদারস্য পুষ্পাণি কাশ্মর্য্যস্যাথ শাল্মলেঃ।
অন্নপানবিধৌ শাকং যচ্চান্যদ্রক্তপিত্তনুৎ ॥
শাকার্থং শাকসাত্ম্যানাং তচ্ছস্তং রক্তপিত্তিনাম্।
স্বিন্নং বা সর্পিষা ভৃষ্টং যূষবদ্বা বিপাচিতম্ ॥

পল্‌তা, নিমপাতা, বেত্রাগ্র, প্লক্ষ (পাকুড় পাতা) বেতস পল্লব, কিরাততিক্তক চিরতা পত্র), গণ্ডীর, করলাশাক, কোবিদার পুষ্প (রক্তকাঞ্চন পুষ্প), কাশ্মর্য্য পুষ্প (গাম্ভারি ফুল) অথবা শাল্মলীফুল এবং অন্নপান বিষয়ক অধ্যায়ে যে সকল শাক রক্তপিত্ত নাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই সকল শাক, শাকসাত্ম্য রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত। এই সকল শাক সিদ্ধ করিয়া বা ঘৃতে ভাজিয়া অথবা যূষের ন্যায় পাক করিয়া ভোজন করিতে হইবে।

পারাবতান্ কপোতাংশ্চ লাবান্ রক্তাক্ষবর্ত্তকান্।
শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ হরিণান্ কালপুচ্ছকান্ ॥
রক্তপিত্তে হিতান্ বিদ্যাদ্রসাংস্তেষাং প্রযোজয়েৎ।
ঈষদম্লাননম্লান্ বা ঘৃতভৃষ্টান্ সশর্করান্ ॥

পারাবত, কপোত (ঘুঘু), লাব, রক্তাক্ষবর্ত্তক (রক্ত বটের), শশ, কপিঞ্জল, এণ, (হরিণ বিশেষ), হরিণ ও কালপুচ্ছক হরিণ, এই সকল পশু ও পক্ষীর মাংসের রস রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। এই সমুদায় মাংসরস ঈষৎ অম্লযুক্ত করিয়া কিম্বা অনম্ল রাখিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির সহিত খাইতে দিবে।

কফানুগে যূষশাকং দদ্যাদ্বাতানুগে রসম্ ॥
রক্তপিত্তে যবাগূনামতঃ কল্পঃ প্রচক্ষ্যতে ॥

কফানুগত রক্তপিত্তে উক্তমুদ্গাদির যূষ ও শাক পথ্য দিবে এবং বাতাশ্রিত রক্তপিত্তে উক্তপারাবতাদির মাংসরস প্রদান করিবে। অনন্তর রক্তপিত্ত রোগে যবাগূর কল্পনা বলা যাইতেছে।

পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ পৃশ্নিপর্ণী প্রিয়ঙ্গুকাঃ।
জলে সাধ্যা রসে তস্মিন্ পেয়া স্যাদ্রক্তপিত্তিনাম্ ॥
চন্দনোশীরলোধ্রাণাং রসে তদ্বৎ সনাগরে।
কিরাততিক্তকোশীরমুস্তানাং তদ্বদেব চ ॥

রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের কেশর, পৃশ্নিপর্ণী এবং প্রিয়ঙ্গু, এই চারিটী দ্রব্য জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করত রক্তপিত্তরোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা রক্তপিত্ত রোগীকে রক্তচন্দন, বেণারমূল, লোধ ও শুঁঠের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া উক্তরূপে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। সেইরূপ, কিরাততিক্তক (চিরতা), উশীর (বেণার মূল) মুথা, এই সমুদয়ের দ্বারা সিদ্ধ জলে পেয়া প্রস্তুত করিবে।

ধাতকীধন্বযাসাম্বুবিল্বানাং বা রসে শৃতাঃ।
মসূরপৃশ্নিপর্ণ্যোর্বা স্থিরা মুদ্গরসেঽথবা ॥
রসে হরেণুকানাং বা সঘৃতে সবলারসে।
সিদ্ধাঃ পারাবতাদীনাং রসে বা স্যুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥

অথবা, ধাতকী (ধাইফুল), ধন্বযাস (দুরালভা), অম্বু (বালা) ও বেলশুঁঠ দ্বারা সিদ্ধ জলে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। সেইরূপ, মসূর, ও পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) দ্বারা সিদ্ধ জলে কিম্বা স্থিরা (শালপর্ণী) ও মুগ সিদ্ধ জলে অথবা হরেণুকা সিদ্ধ জলে, অথবা সঘৃত বেড়েলা সিদ্ধ জলে পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। সেইরূপ পারাবত, কালপুচ্ছক প্রভৃতি পূর্ব্ব কথিত রক্তপিত্তঘ্ন নয় প্রকার পশু পক্ষীর মাংসরসে পেয়া প্রস্তুত করিয়া রক্তপিত্ত রোগীকে পান করিতে দিবে।

ইত্যুক্তা রক্তপিত্তঘ্ন্যঃ শীতাঃ সমধুশর্করাঃ।
যবাগ্বঃ কল্পনা চৈষাং কার্য্যা মাংসরসেষ্বপি ॥

রক্তপিত্তঘ্ন যবাগূর বিষয় বলা হইল; এই সকল পেয়া শীতল হইলে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাংসরসের পেয়াতে ও ঐরূপ মধু ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া দিবে।

শশঃ সবাস্তুকঃ শস্তো বিবন্ধে রক্তপিত্তিনাম্।
বাতোল্বণে তিত্তিরিঃ স্যাদুডুম্বররসে শৃতঃ ॥
ময়ূরঃ প্লক্ষনির্য্যূহে ন্যগ্রোধস্য চ কুক্কুটঃ।
রসে পদ্মোৎপলাদীনাং বর্ত্তকক্রকরৌ হিতৌ ॥

রক্তপিত্ত রোগীর যদি বিবদ্ধ অর্থাৎ মল বদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে সেই বিবন্ধের পক্ষে বাস্তুক শাকের সহিত সিদ্ধ শশক মাংসের যূষ পান প্রশস্ত। বাতপ্রধান রক্তপিত্তে যজ্ঞডুমুরের রসে সিদ্ধ তিত্তিরি মাংস, পাকুড়ের কাথে সিদ্ধ ময়ূরের মাংস এবং ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটের কাথে সিদ্ধ কুক্কুট মাংস প্রশস্ত এবং মৃণাল ও নীলোৎপলের কাথে সিদ্ধ বর্ত্তক ও ক্রকর (কররা পাখীর) মাংস রস প্রশস্ত।

তৃষ্যতে তিক্তকৈঃ সার্দ্ধং তৃণাম্বং বা ফলোদকম্।
সিদ্ধং বিদারিগন্ধাদ্যৈরথবাশৃতশীতলম্॥

রক্তপিত্ত রোগীকে পিপাসা শান্তির নিমিত্ত তিক্তক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৃণাম্ব জল কিম্বা রক্তপিত্ত নাশক বট, উডুম্বর, দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর প্রভৃতি ফলোদক কিম্বা বিদারি-গন্ধাদিগণের সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

জ্ঞাত্বা দোষাবনুবলৌ বলমাহারমেব চ।
জলং পিপাসবে দদ্যাদ্বহুশো বাল্পশোঽপি বা।
নিদানং রক্তপিত্তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সংপ্রকাশিতম্।
জীবিতারোগ্যকামৈস্তন্ন সেব্যং রক্তপিত্তিভিঃ॥

রক্তপিত্ত রোগী পিপাসিত হইলে, দোষানুবন্ধ, বল ও আহার বিবেচনা মতে তাহাকে বহু বা অল্প পরিমাণে জল পান করিতে দিবে। নিদান স্থানে এবং এই অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের যে কিছু নিদান বা উৎপত্তির কারণ কথিত হইয়াছে, জীবন ও আরোগ্যাভিলাষি রক্তপিত্তরোগীর কদাচ তাহা সেবন করা উচিত নহে।

ইত্যন্নপানং নির্দ্দিষ্টং ক্রমশো রক্তপিত্তনুৎ॥
বক্ষ্যতে বহুদোষাণাং কার্য্যং বলবতাঞ্চ যৎ।

রক্তপিত্তরোগে যে রূপ অন্ন ও পান ব্যবস্থেয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। এক্ষণে বহুদোষ বিশিষ্ট, সবল রক্তপিত্ত রোগীর চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে।

অক্ষীণবলমাংসস্য যস্য সন্তর্পণোত্থিতম্।
বহুদোষং বলবতো রক্তপিত্তং শরীরিণঃ॥
কালে সংশোধনার্হস্য তদ্ধরেন্নিরুপদ্রবম্।
বিরেচনেনোর্দ্ধভাগমধোগং বমনেন চ॥

যে রক্তপিত্ত রোগীর শারীরিক বল ও মাংসের ক্ষীণতা নাই, তাহার রক্তপিত্ত যদি সন্তর্পণজনিত অর্থাৎ প্রচুর আহারাদির দ্বারা উৎপন্ন হয় ও বহু দোষ বিশিষ্ট অথচ নিরুপদ্রব হয় এবং তাহাকে যদি সংশোধনার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাহার বহুদোষ অথচ নিরুপদ্রব রক্তপিত্ত মৃদু বিরেচন ও বমন দ্বারা নিবারিত করিবে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত বিরেচন দ্বারা ও অধোগামী রক্তপিত্ত বমন দ্বারা নিবারিত করিবে।

ত্রিবৃতামভয়াং প্রাজ্ঞঃ ফলান্যারগ্বধস্য বা।
ত্রায়মাণাং গবাক্ষ্যো বা মূলমামলকানি বা॥
বিরেচনং প্রযুঞ্জীত প্রভূতমধুশর্করম্।
রসঃ প্রশস্যতে তেষাং রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

প্রাজ্ঞ চিকিৎসক রক্তপিত্ত রোগে তেউড়ী ও হরীতকী চূর্ণ কিম্বা সোঁদাল ফলের মজ্জাচূর্ণ, কিম্বা বলাডুমুর চূর্ণ অথবা গবাক্ষীর মূল চূর্ণ অথবা আমলকী চূর্ণ প্রভূত মধু ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ, রক্তপিত্তে তেউড়ী প্রভৃতি এক একটী দ্রব্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত পারাবত প্রভৃতির সিদ্ধ মাংসরস অত্যন্ত প্রশস্ত।

বমনং মদনোম্মিশ্রো মন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
সশর্করং বা সলিলমিক্ষূণাং রস এব বা॥
বৎসকস্য ফলং মুস্তং মদনং মধুকং মধু।
অধোগে রক্তপিত্তে তু বমনং পরমুচ্যতে॥

মদন ফলের সহিত মধু ও শর্করা যুক্ত মন্থ (ঘৃত যুক্ত জল প্রভৃতি দ্রব দ্রব্যে আলোড়িত ছাতু), অথবা ময়না ফলের কল্কমিশ্রিত শর্করা যুক্ত উষ্ণ জল কিম্বা মদন ফলের কল্কমিশ্রিত ইক্ষুরস, রক্তপিত্তে বমনের জন্য প্রয়োগ করিবে। অধোবহ রক্তপিত্তে ইন্দ্রযব, মুতা ও যষ্টিমধু—এই কয়েকটী দ্রব্যের কাথে মদন ফল কল্ক ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া বমন করান প্রশস্ত।

ঊর্দ্ধগে শুদ্ধকোষ্ঠস্য তর্পণাদিক্রমো হিতঃ।
অধোগমে যবাগ্বাদির্ন চেৎ স্যান্মারুতো বলী॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে (বিরেচন দ্বারা) শুদ্ধকোষ্ঠ ব্যক্তির সম্বন্ধে পেয়াদিক্রম বিহিত। আর অধোগত রক্তপিত্তে বমনানন্তর যবাগূ প্রভৃতির আহার হিতকর; কিন্তু বায়ু যদি বলবান্ না থাকে।

বলমাংসপরিক্ষীণং শোকভারাধ্বকর্ষিতম্।
জ্বলনাদিত্যসন্তপ্তমন্যৈর্বা ক্ষীণমাময়ৈঃ॥
গর্ভিণীং স্থবিরং বালং রুক্ষাল্পপ্রমিতাশনম্।
অবম্যমবিরেচ্যং বা যং পশ্যেদ্রক্তপিত্তিনম্॥
শোষেণ সানুবন্ধং বা তস্য সংশমনী ক্রিয়া।
শস্যতে রক্তপিত্তস্য পরঞ্চাতঃ প্রবক্ষ্যতে॥

যে রক্তপিত্তরোগী বল ও মাংস হীন, শোক, ভারবহন অথবা পথশ্রম দ্বারা কৃশ, অগ্নি ও সূর্য্যের তাপে সন্তপ্ত অথবা অন্য কোন প্রকার রোগ দ্বারা ক্ষীণ, গর্ভিণী, স্থবির, বালক, অথবা রুক্ষ, অল্প এবং প্রমিতভোজী অথবা যদি অন্যান্য কারণে অবম্য ও অবিরেচ্য বলিয়া দেখা যায়, অথবা যদি তাহার শোষ থাকে, তবে সংশমনী ক্রিয়া দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। এক্ষণে সংশমনী ক্রিয়ার কথা বলা যাইতেছে।

অটরূষকমৃদ্বীকাপথ্যাকাথঃ সশর্করঃ।
মধুমিশ্রঃ শ্বাসকাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

অটরূষক (বাসক), মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), ও হরীতকী—এই তিনটী দ্রব্যের কাথ মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অটরূষকনির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গুং মৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং ক্ষৌদ্রঞ্চ রক্তপিত্তহরং পিবেৎ॥

বাসকমূলের কাথে প্রিয়ঙ্গু, মৃত্তিকা (গিরিমাটী), অঞ্জন (রসাঞ্জন) ও লোধ্র—এই চারিটী দ্রব্য কল্কীকৃত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা রক্তপিত্ত বিনাশক।

পদ্মকং পদ্মকিঞ্জল্কং দূর্ব্বা বাস্তুকমুৎপলম্।
নাগপুষ্পঞ্চ লোধ্রঞ্চ তেনৈব বিধিনা পিবেৎ॥

পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, দূর্ব্বা, বাস্তুক শাক, নীলোৎপল, নাগপুষ্প ও লোধ্র—এই সাতটী দ্রব্যের কল্ক বা চূর্ণ মধুর সহিত বাসক মূলের কাথে প্রক্ষেপ দিয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্তনাশক।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং মধু চাশ্বশকৃদ্রসে।
যবাসভৃঙ্গরজসোর্ম্মূলং বা গোশকৃদ্রসে॥
বিনীয় রক্তপিত্তঘ্নং পেয়ং স্যাৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
যুক্তং বা মধুসর্পির্ভ্যাং লিহ্যাদ্ গোঽশ্বশকৃদ্রসম্॥
খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূণাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পচূর্ণানি মধুনা লিহ্যাদ্বা রক্তপিত্তনুৎ॥

পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ ও যষ্টিমধুর কল্ক মধু মিশ্রিত করিয়া অশ্বপুরীষের রসে, অথবা দুরালভা ও ভৃঙ্গরাজের মূল চূর্ণ করিয়া গোময় রসে কিম্বা তণ্ডুল জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে। অথবা গোময় ও অশ্বপুরীষরস মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। অথবা রক্তপিত্ত রোগী খদির, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন এবং শাল্মলী, ইহাদের প্রত্যেকের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে।

শৃঙ্গাটকানাং লাজানাং মুস্তখর্জ্জুরয়োরপি।
লিহ্যাচ্চূর্ণানি মধুনা পদ্মানাং কেশরস্য চ॥
রক্তং লিহ্যাদ্ধন্বজানাং মধুনা মৃগপক্ষিণাম্।
সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ॥

শৃঙ্গাটক (সিঙেড়া), খৈ, মুতা, খেজুর কিম্বা পদ্মকেশর—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। রক্তপিত্তের রক্ত যদি গ্রথিতের ন্যায় বোধ হয়, তাহা হইলে জাঙ্গল দেশজাত মৃগ বা পক্ষীর রক্ত অথবা পারাবতের বিষ্ঠা মধুর সহিত লেহন করিবে।

উশীরকালীয়কলোধ্রপদ্মকপ্রিয়ঙ্গুকাকট্ফলশঙ্খগৈরিকাঃ।
পৃথক্ পৃথক্ চন্দনতুল্যভাগিকাঃ সশর্করাস্তণ্ডুলধাবনাপ্লুতাঃ॥
রক্তং সপিত্তং তমকং পিপাসাং দাহঞ্চ পীতাঃ শময়ন্তি সদ্যঃ।
কিরাততিক্তং ক্রমুকং সমুস্তং প্রপৌণ্ডরীকং কমলোৎপলে চ॥
হ্রীবেরমূলানি পটোলপত্রং দুরালভা পর্পটকা মৃণালম্।
ধনঞ্জয়োড়ুম্বরবৎসকত্বঙ্ন্যগ্রোধশালেয়যবাসকত্বক্॥
তুগা লতা বেতসতণ্ডুলীয়ং সশারিবং মোচরসঃ সমঙ্গা।
পৃথক্ পৃথক্ চন্দনযোজিতানি তেনৈব কল্পেন হিতানি তত্র॥

বেণার মূল, কালীয় কাষ্ঠ, লোধ্রকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শঙ্খ এবং গিরিমাটী এই আট্‌টী দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে লইয়া সমান পরিমাণ রক্তচন্দন ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া তণ্ডুলোদক মিশ্রিত করতঃ পান করিলে সদ্য সদ্য রক্তপিত্ত, তমক, পিপাসা ও দাহের প্রশমন হয়। (এই আটপ্রকার মুষ্টিযোগ সদ্যো রক্তপিত্তাদি প্রশমক)। চিরতা, সুপারি, মুথা, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, পদ্ম, নীলোৎপল, বালার মূল, পলতা, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, মৃণাল, অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, বেতস, বট, জামের ছাল, দুরালভার ছাল, বংশলোচন, শ্যামালতা, নাগকেশর, অনন্তমূল, মোচরস, বরাহক্রান্তা—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সমান পরিমাণ রক্তচন্দন ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া তণ্ডুল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

নিশি স্থিতা বা স্বরসীকৃতা বা কল্কীকৃতা বা মৃদিতাঃ শৃতা বা।
এতে সমস্তা গণশঃ পৃথগ্বা রক্তং সপিত্তং শময়ন্ত্যদীর্ণম্॥

ঐ দুইটী গণ একত্রে বা পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাদের বা প্রত্যেক দ্রব্যের শীতকষায়, অথবা স্বরস কিম্বা কল্ক অথবা কাথ পান করিলে রক্তপিত্তের প্রশমন হয়।

মুদ্গাঃ সলাজাঃ সযবাঃ সকৃষ্ণাঃ সোশীরমুস্তাঃ সহ চন্দনেন।
বলাজলে পর্য্যুষিতঃ কষায়ো রক্তং সপিত্তং শময়ন্ত্যদীর্ণম্॥

মুগ, খৈ, যব, পিপুল, বেণারমূল, মুতা এবং রক্তচন্দন, এই সাতটী দ্রব্য বেড়েলামূলের কাথে শীতকষায় বিধান মতে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং তাহা হইতে যে কষায় নিঃসৃত হয়, তাহা প্রাতঃকালে পান করিলে উদ্রিক্ত রক্তপিত্তের উপশম হইয়া থাকে।

বৈদূর্য্যমুক্তামণিগৈরিকাণাং মৃচ্ছঙ্খহেমামলকোদকানাম্।
মধূদকস্যেক্ষুরসস্য চৈব পানাচ্ছমং গচ্ছতি রক্তপিত্তম্॥

বৈদূর্য্য, মুক্তা, মণি; গৈরিক, শঙ্খ, সুবর্ণ ও আমলকী—এই সকলের চূর্ণের জল, অথবা মধু মিশ্রিত জল, কিম্বা ইক্ষুরস পান করিলেও রক্তপিত্তের উপশম হয়।

উশীরপদ্মোৎপলচন্দনানাং পক্কস্য লোধ্রস্য চ যঃ প্রসাদঃ।
সশর্করঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ সুশীতো রক্তাতিযোগপ্রশমায় পেয়ঃ॥

বেণার মূল, রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম, রক্তচন্দন, পঞ্চপর্পটী ও লোধ এই সমুদায়ের কাথ করিয়া তাহার উপরিভাগে যে স্বচ্ছাংশ, অর্থাৎ সর ভাগ থাকে শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনলোধ্রশারিবামধূকমুস্তাভয়ধাতকীজলম্।
সমৃৎপ্রসাদং সহ ষষ্টিকাম্বুনা সশর্করং রক্তনিবর্হণং পরম্॥

প্রিয়ঙ্গু রক্তচন্দন, লোধ্র, অনন্তমূল, মৌলফুল, মুথা, হরীতকী এবং ধাইফুল,—এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া জলে ভিজাইলে যে কাথ বাহির হইবেক, তাহাতে গৈরিক মৃত্তিকা প্রক্ষেপ দিলে যে সর উপরে ভাসিবে, সেই সরের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুল ধৌত জল ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্তের অত্যন্ত উপশম হইয়া থাকে।

কষায়যোগৈর্বিবিধৈর্যথোক্তৈর্দীপ্তেঽনলে শ্লেষ্মণি নির্জ্জিতে চ।
যদ্রক্তপিত্তং প্রশমং ন যাতি তত্রানিলঃ স্যাদনু তত্র কার্য্যম্ ॥
ছাগং পয়ঃ স্যাৎ প্রথমং প্রয়োগে গব্যং শৃতং পঞ্চগুণে জলে বা।
সশর্করং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং বিদারিগন্ধাদিগণৈঃ শৃতং বা ॥
দ্রাক্ষাশৃতং নাগরকৈঃ শৃতং বা বলাশৃতং গোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা।
সজীবকং সর্ষভকং সসর্পিঃ পয়ঃ প্রযোজ্যং সিতয়া শৃতং বা ॥
শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ।
রক্তং নিহন্ত্যাশু বিশেষতস্তু যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রয়াতি ॥

পূর্ব্ব কথিত বিবিধ কষায়যোগ দ্বারা জঠরাগ্নির দীপ্তি ও শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলেও যে রক্ত-পিত্তের প্রশমন না হয়, সে স্থলে বায়ুর প্রাধান্য আছে বুঝিয়া চিকিৎসা করিবে। ঐরূপ স্থলে কেবল ছাগলের দুগ্ধ, অথবা গোদুগ্ধ পঞ্চগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া শর্করা ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা গোদুগ্ধ বিদারীগন্ধাদিগণের দ্বারা সিদ্ধ কিম্বা দ্রাক্ষাফলের সহিত, অথবা শুণ্ঠির সহিত অথবা বেড়েলার সহিত কিম্বা গোক্ষুরের সহিত চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া শর্করা ও মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা জীবক, ঋষভক, চিনি ও ঘৃতের সহিত সিদ্ধ গব্যদুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। অথবা শতমূলী ও গোক্ষুরের সহিত কিম্বা শালপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী ও মাষপর্ণীর সহিত সিদ্ধ গব্য দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। এইপ্রকার সিদ্ধ গব্যদুগ্ধ রক্তপিত্তনাশক। বিশেষতঃ যে রক্তপিত্ত মূত্রপথ দ্বারা বেদনার সহিত নির্গত হয়, এই সকল যোগ তাহার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

বিশেষতো বিট্পথসংপ্রবৃত্তে পয়োহিতং মোচরসেন সিদ্ধম্।
বটাবরোহৈর্বটশুঙ্গকৈর্বা হ্রীবেরনীলোৎপলনাগরৈর্বা ॥

বিশেষতঃ যে রক্তপিত্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়, তাহার পক্ষে প্রথমতঃ মোচরসে সিদ্ধ গব্য দুগ্ধ, দ্বিতীয়তঃ বটের ঝুরি-সিদ্ধ গব্য দুগ্ধ, তৃতীয়তঃ বটের শুঙ্গ-সিদ্ধ গব্য দুগ্ধ এবং চতুর্থতঃ বালা, নীলপদ্ম অথবা শুঁঠের সহিত সিদ্ধ গব্য দুগ্ধের প্রয়োগ অতিশয় উপকারী।

কষায়যোগান্ পয়সা পুরা বা পীত্বাতু চাদ্যাৎ পয়সৈব শালীন্।
কষায়যোগৈরথবা বিপক্বমেতৈঃ পিবেৎ সর্পিরতিস্রবে চ ॥

এই কয়েকটী কষায় দুগ্ধের সহিত পান করিয়া পরে শালিধান্যের অন্ন দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে। অথবা রক্তপিত্তের অতিস্রাব হইতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কষায় সমূহের কাথে সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে।

বাসাং সশাখাং সফলাং সমূলাং কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ।
প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ঘৃতং তৎ সক্ষৌদ্রমাশ্বেব নিহন্তি রক্তম্ ॥
ইতি বাসাঘৃতম্।

শাখা, ফল ও মূলের সহিত বাসকের কাথ ও বাসক পুষ্পের কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে; ঐ ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে শীঘ্রই রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

পরিমাণ (যথা—বাসকের শাখা, ফল ও মূল মিলিত ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ⁄৮

সের। কল্কার্থ—বাসক পুষ্প ৪ পল, ঘৃত /৪ সের। পাকান্তে শীতল হইলে তাহাতে ৮ পল মধু সংযুক্ত করিবে।)* ইতি বাসা ঘৃত।

পলাশবৃন্তস্বরসেন সিদ্ধং তস্যৈব কল্কেন মধুদ্রবেণ।
লিহ্যাদ্‌ঘৃতং বৎসককল্কসিদ্ধং তদ্বৎ সমঙ্গোৎপললোধ্রসিদ্ধম্‌॥
স্যাৎ ত্রায়মাণা বিধিরেষ এব সোতুম্বরে চৈব পটোলপত্রে।
সর্পীংষি পিত্তজ্বরনাশনানি সর্ব্বাণি শস্তানি চ রক্তপিত্তে॥
ইতি রক্তপিত্তনাশক ঘৃতকাঃ।

পলাশ পত্রের বৃন্তের স্বরস ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। এইরূপ ইন্দ্রযবেরক্কাথ ও কল্কে সিদ্ধ ঘৃত; বরাহক্রান্ত, নীলোৎপল ও লোধ্রের ক্কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত; বলালতার ক্কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত এবং যজ্ঞডুমুর ও পলতার ক্কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। পিত্তজ্বরনাশক ঘৃত সকল ও রক্তপিত্ত রোগে প্রশস্ত।

ইতি রক্তপিত্তনাশক ঘৃত সমূহ।

অভ্যঙ্গযোগাঃ পরিষেচনানি সেকাবগাহাঃ শয়নানি বেশ্ম।
শীতো বিধির্ব্বস্তিবিধানমগ্র্যং পিত্তজ্বরে যৎ প্রশমায় দৃষ্টম্‌॥
তদ্রক্তপিত্তে নিখিলেন কার্য্যং কালঞ্চ মাত্রাঞ্চপুরা সমীক্ষ্য।
সর্পির্গুড়া যে চ হিতাঃ ক্ষতেভ্য স্তে রক্তপিত্তং শময়ন্তি সদ্যঃ॥

পিত্তজ্বরে যে সমুদয় অভ্যঙ্গ যোগ, পরিষেচন, অবগাহন, শয্যা, গৃহ, শীতক্রিয়া এবং বস্তিবিধির উল্লেখ হইয়াছে, মাত্রা ও কাল বিবেচনা মতে রক্তপিত্তেও সেই সমুদয় প্রয়োগ করিবে। এবং উরঃক্ষত রোগে যে সকল সর্পিঃ ও গুড় হিতকর, তৎসমুদয় রক্তপিত্তেও হিতকর।

কফানুবন্ধে রুধিরে সপিত্তে কণ্ঠাগমে স্যাদ্‌গ্রথিতে প্রয়োগঃ।
যুক্তস্য যুক্ত্যা মধুসর্পিষোশ্চ ক্ষারস্য চৈবোৎপলনালজস্য॥
মৃণালপদ্মোৎপলকেশরাণাং তথা পলাশস্য তথা প্রিয়ঙ্গোঃ।
তথা মধূকস্য তথাসনস্য ক্ষারাঃ প্রযোজ্যা বিধিনৈব তেন॥

কফানুবন্ধ রক্তপিত্তে রক্ত কণ্ঠদেশে গ্রথিত হইয়া লাগিয়া থাকে। এরূপ হইলে উৎপল নালের ক্ষার, মধু ও ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিবে। অথবা মৃণাল, রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের কেশর—ইহাদের ক্ষার অথবা পলাশ কিম্বা প্রিয়ঙ্গু কিম্বা মৌলফুলের ক্ষার অথবা পীত সালের ক্ষার মধু ও ঘৃত সংযোগে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে।

শতাবরীদাড়িমতিন্তিড়ীকং কাকোলীমেদে মধুকং বিদারীম্‌।
পিষ্ট্বা চ মূলং ফলপূরকস্য ঘৃতং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণেন॥
কাসজ্বরানাহবিবন্ধশূলং তদ্রক্তপিত্তঞ্চ ঘৃতং নিহন্যাৎ॥
যৎ পঞ্চমূলৈরথ পঞ্চভির্ব্বা সিদ্ধং ঘৃতং তচ্চ তদর্থকারি॥

ইতি শত[illegible]

শতাবরী, দাড়িম, তিন্তিড়ীক, কাকোলি, মেদা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং মাতুলুঙ্গের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কল্ক করতঃ উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। ঐ ঘৃত পান করিলে কাস, জ্বর, আনাহ, বিবন্ধ, শূল এবং রক্তপিত্ত নিবৃত্ত হয়। স্বল্প পঞ্চমূল অথবা পঞ্চ পঞ্চমূল-সিদ্ধ ঘৃত সেবনেও রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

কষায়যোগা য ইহোপদিষ্টা স্তে চাবপীড়ে ভিষজা প্রযোজ্যাঃ।
ঘ্রাণাৎ প্রবৃত্তং রুধিরং সপিত্তং যদা ভবেন্নিঃসৃতদুষ্টদোষম্ ॥
রক্তে প্রদুষ্টে হ্যবপীড়বন্ধে দুষ্টপ্রতিশ্যায়শিরোবিকারাঃ।
রক্তং সপূযং কুণপশ্চ গন্ধঃ স্যাদ্‌ঘ্রাণনাশঃ ক্রিময়শ্চ দুষ্টাঃ ॥

দূষিত রক্ত যদি পিত্তের সহিত নাসিকা দ্বারা নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে এই রক্তপিত্তাধ্যায়ে রক্তপিত্ত নাশক যে সকল কষায় যোগের বিষয় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ভিষক্ সেই সকল কষায় যোগোক্ত ঔষধ কল্কীকৃত করিয়া নস্যরূপে প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু (রক্তপিত্তের) দুষ্ট রক্ত হঠাৎ যদি উক্ত নস্য দ্বারা বন্ধ করা হয়, তাহা হইলে দুষ্ট প্রতিশ্যায়, শিরঃপীড়া, পূযের সহিত কুণপগন্ধি রক্তস্রাব, ঘ্রাণ শক্তির নাশ ও ক্রিমি রোগ জন্মাইয়া থাকে।

নীলোৎপলং গৈরিকশঙ্খযুক্তং সচন্দনং স্যাৎ তু সিতাজলেন।
নস্যং তথাম্রাস্থিরসঃ সমঙ্গাঃ সধাতকীমোচরসঃ সলোধ্রঃ ॥
দ্রাক্ষারসস্যেক্ষুরসস্য নস্যং ক্ষীরস্য দূর্ব্বাস্বরসস্য চৈব।
যবাসমূলানি পলাণ্ডুমূলং নস্যং তথা দাড়িমপুষ্পতোয়ম্ ॥

নীলপদ্ম, গৈরিক, শঙ্খ এবং রক্তচন্দন, এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া শর্করা জলে ছাঁকিয়া লইয়া নস্য দিলে নাসিকার রক্ত বন্ধ হয়। এইরূপ আমের আঁঠির মজ্জার রস দ্বারা নস্য; ধাইফুলের সহিত বরাহক্রান্তার নস্য অথবা লোধ্র কাষ্ঠের সহিত মোচরসের নস্য, দ্রাক্ষারসের নস্য, ইক্ষুরসের নস্য, দুগ্ধের নস্য, দূর্ব্বারসের নস্য, দুরালভার মূলের নস্য, পলাণ্ডু রসের নস্য ও দাড়িমপুষ্প রসের নস্য—এই সকল নস্য দ্বারা ও নাসিকা হইতে রক্তপিত্তের স্রাব নিবৃত্ত হয়।

পিয়ালতৈলং মধুকং পয়শ্চ সিদ্ধং ঘৃতং মাহিষমাজকং বা।
আম্রাস্থিপূর্ব্বৈঃ পয়সা চ নস্যং সশারিবৈঃস্যাৎ কমলোৎপলৈশ্চ ॥

পিয়াল তৈলের নস্য অথবা যষ্টিমধু দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহার নস্য কিংবা মহিষের বা ছাগের ঘৃত, আম্রাস্থি, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, মোচরস, অনন্তমূল, লোধ্র কাষ্ঠ, রক্তপদ্ম ও নীলপদ্ম ইহাদের কল্কসহ সিদ্ধ করিয়া সেই ঘৃতের নস্য লইলে তাহা দ্বারা নাসিকা প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত নিবৃত্ত হয়।

ভদ্রশ্রিয়ং লোহিতচন্দনঞ্চ প্রপৌণ্ডরীকং কমলোৎপলে চ।
উশীরবাণীরজলং মৃণালং সহস্রবীর্য্যং মধুকং পয়স্যা ॥
শালীক্ষুমূলানি যবাসগুন্দ্রামূলং নলানাং কুশকাশয়োশ্চ।
কুচন্দনং শৈবলমপ্যনন্তা কালানুসার্য্যা তৃণমূলমৃদ্ধিঃ ॥

মূলানি পুষ্পাণি চ বারিজানাং প্রলেপনং পুষ্করিণীমৃদশ্চ।
উদুম্বরাশ্বত্থমধূকলোধ্রাঃ কষায়বৃক্ষাঃ শিশিরাশ্চ সর্ব্বে॥
প্রদেহকল্পে পরিষেচনে চ তথাবগাহে ঘৃততৈলসিদ্ধৌ।
রক্তস্য পিত্তস্য চ শান্তিমিচ্ছন্ ভদ্রশ্রিয়াদীনি ভিষক্ প্রদদ্যাৎ।

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম, বেণার মূল, বানীর, বালা, মৃণাল, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, শালি ও ইক্ষুমূল, যবু, গুন্দ্রা (কম্পিষক), নল, কুশ ও কাশের মূল, বকম, শৈবাল, অনন্তমূল, কালানুসারী (শ্যামালতা) গন্ধতৃণের মূল, ঋদ্ধি, পদ্মের মূল ও পুষ্প এবং পুষ্করিণীর মৃত্তিকা এই সকলের প্রলেপ দিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, মউল, লোধ্র ও অপরাপর শীতবীর্য্য কষায় বৃক্ষ রক্তপিত্তরোগে প্রলেপার্থ, পরিষেকার্থ, অবগাহার্থ এবং ঘৃত ও তৈল পাকে ক্কাথ ও কল্কার্থ প্রয়োগ করিবে।

ধারাগৃহং ভূমিগৃহং সুশীতং বনঞ্চ রম্যং জলবাতশীতম্।
বৈদূর্য্যমুক্তামণিভাজনানাং স্পর্শাশ্চ দাহে শিশিরাম্বুশীতাঃ॥
পুষ্পাণি পত্রাণি চ বারিজানাং ক্ষৌমঞ্চ শীতং কদলীদলঞ্চ।
প্রচ্ছাদনার্থং শয়নাসনানাং পদ্মোৎপলানাঞ্চ দলাঃ প্রশস্তাঃ॥
প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানাং স্পর্শাঃ প্রিয়াণাঞ্চ বরাঙ্গনানাম্।
দাহে প্রশস্তাঃ সজলাঃ সুশীতাঃ পদ্মোৎপলানাঞ্চ কলাপবাতাঃ॥
সরিদ্ধ্রদানাং হিমবদ্দরীণাং চন্দ্রোদয়ানাং কমলাকরাণাম্।
মনোহনুকূলাঃ শিশিরাশ্চ সর্ব্বাঃ কথাঃ সরক্তং শময়ন্তি পিত্তম্॥

রক্তপিত্তে দাহ উপস্থিত হইলে ধারাগৃহ, ভূমিগৃহ, শীতল জল বায়ুযুক্ত রমণীয় বন, বৈদূর্য্য, মুক্তা এবং মণিময় পাত্র সমূহের সংস্পর্শ—এই সমস্ত প্রশস্ত। সুশীতল পদ্মপত্র, শীতল ক্ষৌম বসন, কদলীপত্র এবং পদ্ম ও নীল পদ্মের পত্র শয়ন ও আসনের আচ্ছাদনের জন্য প্রশস্ত। অথবা প্রিয়ঙ্গু ও চন্দন চর্চ্চিত বরাঙ্গনাগণের সুখসংস্পর্শ, পদ্ম ও উৎপল সমূহের সুশীতল ও সজল বায়ু সেবন, অথবা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন কিংবা সরিৎ, হ্রদ, হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, চন্দ্রোদয়, কমলপরিপূর্ণ সরোবর এবং মনের অনুকূল শীতল দ্রব্য বা কোমল বাক্যেও রক্তপিত্তের দাহ নিবারণ করে।

তত্র শ্লোকৌ।

হেতুং বৃদ্ধিঃ সংজ্ঞাং স্থানং লিঙ্গং পৃথক্ প্রদুষ্টস্য।
মার্গৌ সাধ্যমসাধ্যং যাপ্যং কার্য্যক্রমঞ্চৈব॥
পানান্নমিষ্টমেব চ বর্জ্জ্যং সংশোধনঞ্চ শমনঞ্চ।
গুরুরুক্তবান্ যথাবচ্চিকিৎসিতে রক্তপিত্তস্য॥

ভগবান্ আত্রেয় কর্ত্তৃক এই রক্তপিত্তচিকিৎসিত অধ্যায়ে রক্তপিত্তের হেতু, বৃদ্ধি, সংখ্যা, স্থান, লিঙ্গ, প্রদুষ্ট রক্তপিত্তের মার্গদ্বয়, সাধ্যতা, অসাধ্যতা, যাপ্যতা, চিকিৎসার

ক্রম, হিতকর অন্নপান, বর্জ্জনীয় বিষয় এবং সংশোধন ও সংশমন ক্রিয়া এই সকল বিষয় কথিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
রক্তপিত্তচিকিৎসিতং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশ কৃত চরক-প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে চিকিৎসিত স্থানে রক্তপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

গুল্ম-চিকিৎসিতম্।

অথাতো গুল্মচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা গুল্ম চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, ইহা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

সর্ব্বপ্রজানাং পিতৃবচ্ছরণ্যঃ পুনর্ব্বসুর্ভূতভবিষ্যদীশঃ।
চিকিৎসিতং গুল্মনির্বর্হণার্থং প্রোবাচ সিদ্ধং বদতাং বরিষ্ঠঃ ॥

সর্ব্বভূতের পিতৃবৎ শরণ্য, ভূত ভবিষ্যতের দ্রষ্টা, বাগ্মিবর পুনর্ব্বসু গুল্মরোগ নিবৃত্তির জন্য সিদ্ধফল চিকিৎসার বিষয় বলিয়াছিলেন।

বিট্শ্লেষ্মপিত্তাদিপরিস্রবাদ্বা তৈরেব বৃদ্ধৈরতিপীড়নাদ্বা।
বেগৈরুদীর্ণৈর্বিহতৈরধো বা বাহ্যাভিঘাতৈরতিপীড়নৈর্বা ॥
রুক্ষান্নপানৈরতিসেবিতৈর্বা শোকেন মিথ্যাপ্রতিকর্ম্মণা বা।
বিচেষ্টিতৈর্বা বিষমাতিমাত্রৈঃ কোষ্ঠে প্রকোপং সমুপৈতি বায়ুঃ ॥

বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রভৃতির পরিক্ষয় অথবা বৃদ্ধিহেতু বায়ু পরিপীড়িত হইলে অথবা উদীর্ণ অধোবেগের রোধহেতু বা কোন প্রকার বাহ্য আঘাত দ্বারা অত্যন্ত পীড়ন হেতু কিম্বা রুক্ষ অন্নপানের অতিসেবন হেতু অথবা শোকবশতঃ বা বমন বিরেচনাদির অযথা যোগহেতু কিম্বা বিষম ও অতিমাত্র শারীরিক চেষ্টাবশতঃ কোষ্ঠস্থ বায়ু প্রকুপিত হয়।

কফঞ্চ পিত্তঞ্চ স দুষ্টবায়ুরুদ্ধূয় মার্গান্ বিনিবধ্য তাভ্যাম্।
হৃন্নাভিপার্শ্বোদরবস্তিশূলং করোত্যধো যাতি ন বদ্ধমার্গঃ ॥

সেই বায়ু, কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এবং কফ ও পিত্তদ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া হৃদয়, নাভি, পার্শ্ব, উদর ও বস্তিদেশে শূল জন্মায়। বায়ু রুদ্ধমার্গ হইয়া আর অধোদিকে নিঃসৃত হইতে পারে না।

পক্বাশয়ে পিত্তকফাশয়ে বা স্থিতঃ স্বতন্ত্রঃ পরসংশ্রয়ো বা।
স্পর্শোঽপলভ্যঃ পরিপিণ্ডিতত্বাদ্গুল্মো যথাদোষমুপৈতি নাম ॥

গুল্ম বায়ু পক্কাশয়ে অথবা পিত্তকফাশয়ে স্বতন্ত্রভাবে বা পরতন্ত্রভাবে অর্থাৎ পিত্ত ও কফের সহিত অমিশ্রিত বা মিশ্রিত হইয়া অবস্থান করে। তখন ঐ কোষ্ঠস্থ বায়ুকে স্পর্শ করিলে সম্যক্‌রূপে গুড়কাকৃতি বা পিণ্ডাকৃতি বলিয়া বোধ হয় এবং এজন্যই উহাকে গুল্ম বলে। দোষানুসারে গুল্ম ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বাতগুল্ম, পিত্তগুল্ম ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়।

বস্তৌ চ নাভ্যাং হৃদি পার্শ্বয়োর্বা স্থানানি গুল্মস্য ভবন্তি পঞ্চ।
পঞ্চাত্মকস্য প্রভবস্তু তস্য বক্ষ্যামি লিঙ্গানি চিকিৎসিতঞ্চ॥

বস্তি, নাভি, হৃদয় এবং বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব,—এই পাঁচটী গুল্মের স্থান। গুল্ম পাঁচ প্রকার (বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ, আর্ত্তবজ)। তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় বলিতেছি।

রূক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং বিচেষ্টিতং বেগবিনিগ্রহশ্চ।
শোকোঽভিঘাতোঽতিমলক্ষয়শ্চ নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ॥

রুক্ষ অন্নপান, বিষম ও অতিমাত্রায় শারীরিক চেষ্টা, মলমূত্রাদি বেগের নিরোধ, শোক, অভিঘাত, অতিমাত্র মলক্ষয়, এবং উপবাস—এই সকল বাতগুল্মের হেতু।

যঃ স্থানসংস্থানরুজাং বিকল্পং বিড়্‌বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষম্।
শ্যাবারুণত্বং শিশিরজ্বরঞ্চ হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংসশিরোরুজঞ্চ॥
করোতি জীর্ণেঽভ্যধিকং প্রকোপং ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ।
বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রুক্ষং কষায়তিক্তং কটু চোপশেতে॥

সময়ে সময়ে যে গুল্মের স্থান, আকৃতি ও বেদনার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বা গোলাকৃতি, কখন বা দীর্ঘ ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হয়; যাহাতে মল ও বায়ুর অবরোধ হয়, যে গুল্মে গলদেশ ও মুখের শুষ্কতা জন্মে, শরীরের বর্ণ শ্যাব বা রক্ত হয়, যে গুল্মে শীতজ্বর হয় এবং হৃদয়, কুক্ষি, পার্শ্ব, অংস ও মস্তকে বেদনা হয়, যে গুল্মের যাতনা অন্নজীর্ণ হইবার পরে বৃদ্ধি পায় এবং ভোজন করিলে নিবৃত্ত হয়, যে গুল্মে কষায়, রুক্ষ, তিক্ত বা কটু বস্তু আহার করিলে সহ্য হয় না, সেই গুল্মকে বাতজনিত গুল্ম বলিয়া জানিবে।

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহিদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অতিরিক্ত মদ্যপান, রৌদ্র ও অগ্নির অত্যন্ত উত্তাপ সেবন—এই সকল কারণে এবং আমরসের আধিক্য ও দূষিত রক্ত হেতু পিত্তগুল্ম জন্মিয়া থাকে।

জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ।
স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপম্॥

জ্বর, পিপাসা, মুখ ও অঙ্গের রক্তবর্ণতা, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পাইবার সময় অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্ম, বিদাহ এবং ব্রণের ন্যায় গুল্মের স্পর্শাসহত্ব এই সকল লক্ষণ দ্বারা পিত্তগুল্ম জানা যায়।

শীতং গুরু স্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ সম্পূরণং প্রস্বপনং দিবা চ।
গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য সর্ব্বস্তু দৃষ্টো নিচয়াত্মকস্য॥

শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, চেষ্টাহীনতা, অতিভোজন ও নিদ্রা—এই সকল কারণে কফজ গুল্ম জন্মিয়া থাকে। সান্নিপাতিকগুল্মে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই নিদান বিদ্যমান থাকে।

স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদহৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি।
শৈত্যং রুগল্পা কঠিনোন্নতত্বং গুল্মস্য রূপাণি কফাত্মকস্য॥

স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, হৃল্লাস, গাত্রাবসাদ, কাস, অরুচি, শরীরের গুরুতা, শৈত্য, বেদনার অল্পত্ব, গুল্মের কঠিনতা ও উন্নতত্ব এই সকল লক্ষণ দ্বারা গুল্মকে কফজ বলিয়া জানিবে।

নিমিত্তলিঙ্গান্যুপলভ্য গুল্মে দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ।
ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংস্তু গুল্মাংস্ত্রীনাদিশেদৌষধকল্পনার্থম্॥

নিদান ও লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া এবং দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া দ্বিদোষজ গুল্মও নির্দ্দেশ করা যায়। দ্বিদোষজ গুল্মে দুই দোষের লক্ষণসকল মিলিত হয়। ঔষধ কল্পনার্থ উহা ও তিনপ্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

মহারুজং দাহপরীতমশ্মবদ্‌ঘনোন্নতং শীঘ্রবিদাহি দারুণম্।
মনঃশরীরাগ্নিবলাপহারিণং ত্রিদোষজং গুল্মমসাধ্যমাদিশেৎ॥

ত্রিদোষজ গুল্মকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। উহা মহাযাতনাপ্রদ ও অত্যন্ত দাহকর, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, উন্নত, শীঘ্র বিদাহী অর্থাৎ পাকশীল, ও দারুণ। ইহা মন, শরীর ও অগ্নির বল অপহরণ করিয়া থাকে।

ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন বিরুক্ষণৈর্বেগবিনিগ্রহৈশ্চ।
সংস্তম্ভনোল্লেখনযোনিদোষৈর্গুল্মঃ স্ত্রিয়ং রক্তভবোঽভ্যুপৈতি॥

ঋতুকালে অনাহার, ভয়, রুক্ষদ্রব্য সেবন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, স্তম্ভন ক্রিয়া অর্থাৎ মলবিবদ্ধতাজনক আহার বিহার, উল্লেখন অর্থাৎ বমন এবং যোনিদোষ হেতু স্ত্রীলোকের রক্তগুল্ম হয়।

যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈশ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ।
স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ॥

রক্তগুল্মের লক্ষণ, স্ত্রীলোকের গর্ভ লক্ষণের সমান অর্থাৎ ইহাতেও ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও আহারস্পৃহা বলবতী হয়। তবে বিশেষ এই যে, রক্তগুল্ম পিণ্ডিতভাবে বিলম্বে স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ গর্ভের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয় না। রক্তগুল্ম স্পন্দন কালে বেদনা উৎপাদন করে, পরন্তু গর্ভস্পন্দনে বেদনা হয় না। রক্ত হইতে এই গুল্মের উৎপত্তি এবং ইহা স্ত্রীলোকেরই হয়। দশম মাস অতীত হইলে রক্ত গুল্মের চিকিৎসা করিবে।

ক্রিয়াক্রমমতঃ সিদ্ধং গুল্মিনাং গুল্মনাশনম্।
প্রবক্ষ্যাম্যত ঊর্দ্ধঞ্চ যোগান্ গুল্মনিবর্হণান্॥

গুল্মরোগীর গুল্মরোগনাশন দৃষ্টফল চিকিৎসা এবং গুল্মনাশন যোগসমূহ অতঃপর বলা যাইতেছে।

রুক্ষব্যায়ামজং গুল্মং বাতিকং তীব্রবেদনম্।
বদ্ধবিণ্মারুতং স্নেহৈরাদিতঃ সমুপাচরেৎ ॥
ভোজনাভ্যঞ্জনৈঃ পানৈর্নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।
স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে ॥

রুক্ষসেবন ও শ্রমজনিত, তীব্রবেদনা বিশিষ্ট বাতিক গুল্মে বিষ্ঠা ও অধোবায়ু বদ্ধ হইলে রোগীকে সর্ব্ব প্রথমে স্নেহ দ্বারা উপচর্য্যা করিবে এবং স্নিগ্ধ অন্নপান, অভ্যঙ্গ এবং নিরূহ ও অনুবাসনযোগে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া গুল্ম শান্তির জন্য স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণম্।
ভিত্ত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মমপোহতি ॥

স্নিগ্ধ হইবার পর স্বেদ গ্রহণ করিলে সেই স্বেদ দ্বারা গুল্মরোগীর স্রোতসমূহের মৃদুতাসাধন, উল্বণ বায়ুর দমন, এবং মলমূত্রের বদ্ধতা ভেদ হইয়া তদ্দারা গুল্ম নষ্ট হইয়া থাকে।

স্নেহপানং হিতং গুল্মে বিশেষেণোর্দ্ধনাভিজে।
পক্বাশয়গতে বস্তিরুভয়ং জঠরাশ্রয়ে ॥

গুল্মে স্নেহপান প্রশস্ত ; বিশেষতঃ নাভির ঊর্দ্ধভাগস্থিত গুল্মে স্নেহপান পরম হিতকর। পক্বাশয়গত গুল্মে বস্তিক্রিয়া প্রশস্ত এবং উদরব্যাপ্ত গুল্মে স্নেহপান ও বস্তি উভয়ই হিতকর।

দীপ্তেঽগ্নৌ বাতিকে গুল্মে বিবন্ধেঽনিলবর্চ্চসোঃ।
বৃংহণান্যন্নপানানি স্নিগ্ধোষ্ণানি প্রযোজয়েৎ ॥
পুনঃপুনঃ স্নেহপানং নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ।
প্রযোজ্যা বাতগুল্মেষু কফপিত্তানুরক্ষিণা ॥

বাতিক গুল্মে জঠরাগ্নির দীপ্তি অথচ অধোবায়ু ও বিষ্ঠার বিবন্ধ থাকিলে বলকারক ও স্নিগ্ধোষ্ণ অন্নপান এবং পুনঃ পুনঃ স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। কফ পিত্তানুবন্ধী গুল্মরোগে নিরূহ ও তৎপরে অনুবাসন প্রয়োগ করা কফ পিত্তানুরক্ষী ভিষকের কর্ত্তব্য।

কফে বাতে জিতপ্রায়ে পিত্তং শোণিতমেব চ।
যদি কুপ্যতি বা তস্য ক্রিয়মাণে চিকিৎসিতে ॥
যথোল্বণস্য দোষস্য তত্র কার্য্যং ভিষগ্‌জিতম্
আদাবন্তে চ মধ্যে চ মারুতং পরিরক্ষতা ॥

গুল্মরোগের চিকিৎসাকালে যদি বায়ু ও কফ চিকিৎসা দ্বারা জিতপ্রায় হওয়াতে পিত্ত বা রক্তকুপিত হয়, অথবা পিত্তের চিকিৎসাকালে যদি বায়ু ও কফের প্রকোপ হয় ; তবে সেরূপ স্থলে যে দোষের প্রবলতা হইবে, তাহারই চিকিৎসা করিবে। পরন্তু গুল্ম চিকিৎ-

সার আদি, অন্ত ও মধ্য—সর্ব্বত্রই যেন বায়ুর সমতা রক্ষার প্রতি চিকিৎসকের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ●

বাতগুল্মে কফো বৃদ্ধো হত্বাগ্নিমরুচিং যদি।
হৃল্লাসং গৌরবং তন্দ্রাং জনয়েদুল্লিখেৎ তু তম্॥

বাতগুল্মে স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি সেবন দ্বারা বা অপর কারণে কফ বর্দ্ধিত হইয়া যদি জঠরাগ্নির নাশ করতঃ অরুচি, হৃল্লাস, গৌরব ও তন্দ্রা জন্মায়, তবে উল্লেখন অর্থাৎ বমন করাইবে।

শূলানাহবিবন্ধেষু গুল্মে বাতকফোল্বণে।
বর্ত্তয়ো গুড়িকাশ্চূর্ণং কফবাতহরং হিতম্॥

বায়ু ও কফপ্রধান, শূল, আনাহ ও বিবন্ধযুক্ত যে গুল্ম, তাহাতে বায়ু ও কফনাশক বর্ত্তি, গুড়িকা ও চূর্ণ প্রয়োগ করা প্রশস্ত।

পিত্তং বা যদি সংবৃদ্ধং সন্তাপং বাতগুল্মিনঃ।
কুর্য্যাদ্বিরেচ্যঃ স ভবেৎ সস্নেহৈরানুলোমিকৈঃ॥

বাত গুল্মে রোগীর যদি পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া সন্তাপ উৎপাদন করে, তবে তাহাকে বায়ুর অনুলোমকর স্নেহ দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবে।

গুল্মো যত্ননিলাদীনাং কৃতে সম্যগ্ ভিষগ্ জিতে।
ন প্রশাম্যতি রক্তস্য সোঽবসেকাৎ প্রশাম্যতি॥
স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতম্।
রুক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্॥

যদি বায়ু প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিলেও গুল্মের শান্তি না হয়, তবে রক্ত মোক্ষণ দ্বারা সেই গুল্ম প্রশমিত হইবে। স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রব্য সেবনে পৈত্তিক গুল্মের উদ্ভব হইলে বিরেচন হিতকর; এবং রুক্ষোষ্ণ সেবনে পৈত্তিক গুল্ম জন্মাইলে ঘৃত পান পরম হিতকর।

পিত্তং বা পিত্তগুল্মং বা জ্ঞাত্বা পক্বাশয়স্থিতম্।
কালবিন্নির্হরেৎ সদ্যঃ সতিক্তৈঃ ক্ষীরবস্তিভিঃ॥
পয়সা বা সুখোষ্ণেন সতিক্তেন বিরেচয়েৎ।
ভিষগগ্নিবলাপেক্ষী সর্পিষা তৈলকেন বা॥

পিত্ত কিম্বা পিত্তগুল্মকে পক্বাশয়স্থিত জানিয়া কালবিৎ চিকিৎসক সদ্যই তাহা সতিক্ত ক্ষীরবস্তিদ্বারা নিঃসারিত করিবে। অথবা রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সতিক্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দ্বারা বা তৈলযুক্ত ঘৃত দ্বারা বিরেচন প্রদান করিবে।

তৃষ্ণাজ্বরপরীদাহশূলস্বেদাগ্নিমার্দ্দবে।
গুল্মিনামরুচৌ চাপি রক্তমেবাবসেচয়েৎ॥
ছিন্নমূলা বিদহ্যন্তে ন গুল্মা যান্তি চ ক্ষয়ম্।
রক্তং হি ব্যম্লতাং যাতি তচ্চ নাস্তি ন চাস্তি রুক্॥

পৈত্তিক গুল্ম রোগীর তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, শূল, ঘর্ম্ম, অগ্নিমান্দ্য এবং অরুচি থাকিলে শিরাবেধ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ বস্তি প্রভৃতির দ্বারা পিত্ত নির্হরণ ও শিরাবেধ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইলে গুল্মের মূলোচ্ছেদ হয়। গুল্ম আর পাকিতে পারে না, অপিচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কেন না, পিত্ত ও রক্তের উষ্মায় ব্রণশোথ যেমন পাকে, পিত্ত গুল্মও তেমনি পাকিয়া থাকে। রক্তই ব্যম্লতা অর্থাৎ পাকপ্রাপ্ত হয়। রক্ত মোক্ষণে যদি সেই রক্তই না থাকে, তবে পাক ও বেদনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

হৃতদোষং পরিম্লানং জাঙ্গলৈস্তর্পিতং রসৈঃ।
সমাশ্বস্তং চ শেষার্ত্তিং সর্পিরভ্যাসয়েৎ পুনঃ॥

রক্তমোক্ষণ দ্বারা দোষের অপসারণ হইলে গুল্মরোগী যদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে জাঙ্গল মাংসের রসের দ্বারা সন্তর্পিত করিবে এবং তৎপরে অবশিষ্ট যাতনা দূর করিবার জন্য গুল্মনাশক ঘৃত পান করাইবে।

রক্তপিত্তাতিবৃদ্ধত্বাৎ ক্রিয়ামনুপলভ্য চ।
যদি গুল্মো বিদহ্যেত শস্ত্রং তত্র ভিষগ্জিতম্॥

রক্ত ও পিত্তের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, অথবা উপযুক্ত চিকিৎসা না হওয়ায়,—যদি গুল্ম পাকিয়া উঠে, তবে সেস্থলে শস্ত্র প্রয়োগই ঔষধ।

গুরুঃ কঠিনসংস্থানো গূঢ়মাংসোত্তরাশ্রয়ঃ।
অবিবর্ণঃ স্থিরঃ স্নিগ্ধো হ্যপক্কো গুল্ম উচ্যতে॥

গুরু, কঠিনাকৃতি, গূঢ় মাংস দ্বারা আবৃত, অবিবর্ণ অর্থাৎ বহিঃ প্রদেশে গাত্রসমবর্ণ; স্থির বা নিশ্চল এবং স্নিগ্ধ গুল্মকে অপক্ক গুল্ম বলা যায়।

দাহশূলাগ্নিসংক্ষোভস্বপ্ননাশারতিজ্বরৈঃ।
বিদহ্যমানং জানীয়াদ্গুল্মং তমুপনাহয়েৎ॥

দাহ, শূল, অগ্নিমান্দ্য, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা, ও জ্বর দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, গুল্ম পাকিতেছে। পচ্যমান গুল্মে উপনাহ অর্থাৎ পুল্টিশ্ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিদাহলক্ষণে গুল্মে বহিস্তুঙ্গে সমুন্নতে।
শ্যাবে সরক্তপর্য্যন্তে সংস্পর্শে বস্তিসন্নিভে॥
নিপীড়িতোন্নতে স্তব্ধে সুপ্তে তৎপার্শ্বপীড়নাৎ।
তত্রৈব পিণ্ডিতে শূলে সংপক্কং গুল্মমাদিশেৎ॥

উক্ত দাহশূলাদি পাকলক্ষণের পর, যদি গুল্ম বাহিরের দিকে ঠেলিয়া উচ্চ হইয়া উঠে এবং (মধ্যস্থলে) শ্যাববর্ণ ও পরিধিভাগে রক্তবর্ণ হয়, আর স্পর্শ করিলে যদি পুটকের (বস্তির) মত বোধ হয়, টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে (প্রথমে নীচু হইয়া পুনর্ব্বার) উচ্চ হইয়া উঠে; পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরিলে অসাড় ও নিশ্চল বলিয়া বোধ হয় ও সেই পার্শ্বেই পিণ্ডিত হইয়া থাকে এবং বেদনাযুক্ত হয়; তখন সেই গুল্ম উত্তমরূপে পাকিয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।
বৈদ্যানাং কৃতযোগানাং ব্যধশোধনরোপণে॥

গুল্মের সেইরূপ পক্কতাবস্থায় উহার ব্যধন, শোধন ও রোপণ বিষয়ে সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ভুক্ত বৈদ্যদিগেরই অধিকার।

অন্তর্ভাগস্য চাপ্যেতৎ পচ্যমানস্য লক্ষণম্।
হৃৎক্রোড়শূনতান্তঃস্থে বহিঃস্থে পার্শ্বনির্গতিঃ॥

অভ্যন্তরে পচ্যমান গুল্মের ও এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা, অন্তঃস্থ গুল্ম পাকিতে থাকিলে হৃদয় ও ক্রোড় (উদর) স্ফীত হয়, আর বহিঃস্থ গুল্মের পক্কতাবস্থায় পার্শ্বের দিকে গুল্ম স্ফীত হইয়া উঠে।

পক্কঃ স্রোতাংসি সংক্লিদ্য ব্রজত্যূর্দ্ধমধোঽপি চ।
স্বয়ংপ্রবৃত্তং তং দোষমুপেক্ষেত হিতাশনৈঃ॥
দশাহং দ্বাদশাহং বা রক্ষন্ ভিষগুপদ্রবান্।
তত ঊর্দ্ধং হিতং পানং সর্পিষঃ সবিশোধনম্॥

গুল্ম পাকিয়া আপনাপনি ফাটিয়া গেলে স্রোত সকলকে পূয়রক্তাদি ক্লেদযুক্ত করিয়া মুখনাসাদি ঊর্দ্ধ ও গুহ্যদ্বার প্রভৃতি অধোদিক দিয়া নির্গত হয়। গুল্মস্থ দোষ অর্থাৎ পূয় ও রক্তাদি স্বয়ং নির্গত হইতে থাকিলে, চিকিৎসক হিতকর ভোজনাদি দ্বারা রোগীর উপদ্রব সকল নিবারণ করতঃ দশ বা দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিবেন, অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা কোন প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন না। দশ বার দিন পর্য্যন্ত সমস্ত পূয়াদি আপনা-পনি নিঃশেষে নির্গত হইলে পর তখন রোগীকে ঔষধ ও হিতকর ঘৃত পান করাইবেন।

শুদ্ধস্য তিক্তং সক্ষৌদ্রং প্রয়োগে সর্পিরিষ্যতে।
অন্তর্বিদ্রধিবচ্চাত্র কার্য্যে শোধনরোপণে॥

এইরূপে শুদ্ধ হইলে পরে তাহাকে তিক্তরসযুক্ত ঘৃত মধুর সহিত পান করাইবে এবং বিদ্রধি রোগের ন্যায় ইহাতেও শোধন ও রোপণ চিকিৎসা করা বিধেয়। (ইতি পিত্তগুল্ম চিকিৎসা)।

শীতলৈর্গুরুভিঃ স্নিগ্ধৈর্গুল্মে জাতে কফাত্মকে।
অবম্যস্যাল্পকায়াগ্নেঃ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনমাদিতঃ॥

শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন দ্বারা কফাত্মক গুল্ম জন্মিলে পর যদি রোগী বমনের অযোগ্য ও অল্পাগ্নি হয়, তবে সেই রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন করাইবে।

মন্দোঽগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশা চারুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ॥

যে গুল্ম রোগীর অগ্নি মন্দ, বেদনা অল্প, যাহার কোষ্ঠ গুরু ও স্তিমিত এবং যাহার উৎক্লেশ ও অরুচি থাকে, সেই রোগী বমনের যোগ্য।

উষ্ণৈরেবোপচার্য্যশ্চ কৃতে বমনলঙ্ঘনে।
যোজ্যশ্চাহারসংসর্গো ভেষজৈঃ কটুতিক্তকৈঃ॥

বমন ও লঙ্ঘনের পর উক্ত উপচার করিবে ও আহারের সহিত কটু ও তিক্ত ঔষধ সকল মিশ্রিত করিয়া দিবে।

সানাহং সবিবন্ধঞ্চ গুল্মং কঠিনমুন্নতম্।
দৃষ্ট্বাদৌ স্বেদয়েদ্‌যুক্ত্যা স্বিন্নঞ্চ বিলয়েদ্ভিষক্॥

যে গুল্মে আনাহ ও বিবন্ধ (মলমূত্ররোধ) থাকে, যে গুল্ম কঠিন ও উন্নত, চিকিৎসক যুক্তি পূর্ব্বক সেই গুল্মে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদ প্রয়োগ করিলে গুল্ম বিলীন অর্থাৎ লয় হইয়া যায়।

লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেঽগ্নৌ সংপ্রধুক্ষিতে।
কফগুল্মে পিবেৎ কালে সক্ষারকটুকং ঘৃতম্॥

কফ গুল্মে বমন, লঙ্ঘন ও স্বেদ প্রয়োগের পর অগ্নির দীপ্তি হইলে কফগুল্মরোগী যথাকালে ক্ষার ও কটুদ্রব্য সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে।

স্থানাদপসৃতং জ্ঞাত্বা কফগুল্মং বিরেচনৈঃ।
সস্নেহৈর্বস্তিভির্বাপি শোধয়েদ্দশমূলকৈঃ॥

চিকিৎসক, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সমূহ দ্বারা কফগুল্ম পূর্ব্বস্থান হইতে অপসৃত অর্থাৎ স্থান-চ্যুত হইয়াছে জানিয়া দশমূলযুক্ত স্নিগ্ধ বিরেচন বা দশমূলযুক্ত স্নিগ্ধ বস্তি সমূহ দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে।

বৃদ্ধেঽগ্নাবনিলেঽমূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্।
গুল্মিকাশ্চূর্ণনির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্॥

কফগুল্মরোগীর অগ্নিবর্দ্ধিত, বায়ু অনুলোমগত ও আমাশয় স্নিগ্ধ থাকিলে তাহাকে গুড়িকা, চূর্ণ এবং কাথ প্রদান করিবে।

কৃতমূলং মহাবাস্তুং কঠিনং স্তিমিতং গুরুম্।
জয়েৎ কফকৃতং গুল্মং ক্ষারারিষ্টাগ্নিকর্ম্মভিঃ॥

কফ জনিত যে গুল্ম বদ্ধমূল, মহাবাস্ত অর্থাৎ অনেক স্থান ব্যাপী, কঠিন, স্তিমিত ও গুরু, তাহা ক্ষার, অরিষ্ট ও অগ্নি কার্য্যদ্বারা দমন করিবে।

দোষপ্রকৃতিগুল্মস্তু যোগং বুদ্ধা কফোল্বণে।
বলদোষপ্রমাণজ্ঞঃ ক্ষারং গুল্মে প্রযোজয়েৎ॥
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা ত্র্যহং বিশ্রাম্য বা পুনঃ।
শরীরবলদোষাণাং বৃদ্ধিক্ষপণকোবিদঃ॥
শ্লেষ্মাণং মধুরং স্নিগ্ধং মাংসক্ষীরঘৃতাশিনঃ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বাশয়াৎ ক্ষারঃ ক্ষরত্বাৎ ক্ষারয়ত্যধঃ॥

বলদোষ প্রমাণজ্ঞ ভিষক্, দোষের বল, প্রকৃতি, গুল্ম এবং যোগ বুঝিয়া, এক দিন, দুই দিন কিংবা তিন দিন অন্তর কফোল্বণ গুল্মে ক্ষার প্রয়োগ করিবেন। ক্ষার ক্ষরণশীল বলিয়া মাংস, দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজী ব্যক্তির আশয় সকল ভেদ করিয়া মধুর ও স্নিগ্ধ শ্লেষ্মা অধোদিকে ক্ষরণ করিয়া থাকে।

৮. মন্দেঽগ্নাবরুচৌ সাত্ম্যে মদ্যে সস্নেহমশ্নতাম্।
প্রযোজ্যাশ্চামশুদ্ধ্যর্থমরিষ্টাঃ কফগুল্মিনাম্॥

কফগুল্মরোগীর অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি থাকিলে এবং রোগী মদ্যসাত্ম্য হইলে তাহার আম শুদ্ধির নিমিত্ত অরিষ্ট প্রয়োগ করিবে।

লঙ্ঘনোল্লেখনৈঃ স্বেদৈঃ সর্পিঃপানৈর্বিরেচনৈঃ।
বস্তিভির্গুড়িকাচূর্ণক্ষারারিষ্টগণৈরপি॥
শ্লৈষ্মিকঃ কৃতমূলত্বাদ্ যস্য গুল্মো ন শাম্যতি।
তস্য দাহো হৃতে রক্তে শরলোহাদিভির্হিতঃ॥

লঙ্ঘন, উল্লেখন অর্থাৎ বমন, স্বেদ, ঘৃত পান, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, গুড়িকা, চূর্ণ, ক্ষার ও অরিষ্ট প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা ও যে কফজ গুল্মের উপশম না হয়, সেই শ্লৈষ্মিক গুল্ম নিবৃত্তির জন্য রক্তমোক্ষণ করিয়া শর ও লৌহাদি দ্বারা গুল্মস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে।

ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ শময়েদগ্নির্গুল্মে কফানিলৌ।
তয়োঃ শমাচ্চ সঙ্ঘাতো গুল্মস্য বিনিবর্ত্ততে॥

অগ্নি উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বলিয়া গুল্মের কফ ও বায়ুর উপশম করে; কফ ও বায়ুর উপশম হইলে গুল্মের ও সংঘাত ভাব (জমাট) নিবৃত্ত হয়।

দাহে ধান্বন্তরীয়াণামত্রাপি ভিষজাং বলম্।
ক্ষারপ্রয়োগে ভিষজাং ক্ষারতন্ত্রবিদাং বলম্॥
ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্র এষ এব ক্রিয়াক্রমঃ।
সিদ্ধানতঃ প্রবক্ষ্যামি যোগান্ গুল্মনিবর্হণান্॥

এই গুল্মের দাহকার্য্য ও ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ভুক্ত চিকিৎসক গণেরই অধিকার। আর ক্ষারপ্রয়োগ বিষয়ে ক্ষারতন্ত্রবিশারদ চিকিৎসক দিগেরই অধিকার জানিবে। মিশ্রিত দোষে বিমিশ্রিত চিকিৎসা আবশ্যক। অনন্তর আমরা গুল্ম নাশক সিদ্ধ যোগ সকল ব্যাখ্যা করিব।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা ধান্যং বিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ।
কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুল্মনুৎ॥
ইতি ত্র্যূষণাদিঘৃতম্।

ত্র্যূষণ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী, বহেড়া,) ধনে, বিড়ঙ্গ, চই এবং চিতা, এই সকলের কল্ক ও দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বাত গুল্ম বিনাশক।

(পরিমাণ যথা;—ঘৃত চারি সের, দুগ্ধ ষোল সের ও কল্কার্থ ত্র্যূষণাদি মিলিত এক সের একত্রে পাক করিবে)। ইতি ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত।

এত এব চ কল্কাঃ স্যুঃ কষায়ঃ পাঞ্চমূলিকঃ॥
দ্বিপঞ্চমূলিকো বাপি তদ্ঘৃতং গুল্মনুৎ পরম্।
ইতিত্র্যূষ[illegible] পরম্।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য গুলির কল্ক আর বিল্বাদি পঞ্চমূলের বা দশমূলের কাথ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বাতগুল্ম নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ।　　অপর ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত।

ষট্পলং বা পিবেদ্ সর্পির্যদুক্তং রাজযক্ষ্মণি।
প্রসন্নয়া বা ক্ষীরার্থঃ সুরয়া দাড়িমেন বা।
দধ্নঃ সরেণ বা কার্য্যং ঘৃতং মারুতগুল্মনুৎ॥
ইতি গুল্মষট্পল ঘৃতম্।

রাজযক্ষ্মা চিকিৎসায় যে ষট্পল ঘৃতের উল্লেখ আছে সেই ঘৃত, দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্রসন্না (সুরামণ্ড) দাড়িমরস বা দধির সর ইহাদের কাহারও সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয়।　　ইতি গুল্ম ষট্পল ঘৃত।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাজাজীবিড়দাড়িমদীপ্যকৈঃ।
পুষ্করব্যোষধন্যাকবেতসক্ষারচিত্রকৈঃ॥
শঠীবচাজগন্ধৈলাসুরসৈশ্চ বিপাচিতম্।
শূলানাহহরং সর্পির্দধ্না চানিলগুল্মিনাম্॥
ইতি হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাদ্যং ঘৃতম্।

হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ; কৃষ্ণজীরা; বিটলবণ; দাড়িম, যমানী, কুড়্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অম্লবেতস, যবক্ষার, চিত্রক, শঠী, বচ্, বনযমানী, ছোটএলাচী ও সুরস তুলসী—এই সমুদয়ের কল্ক ও দধি দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বাত গুল্মে প্রশস্ত। এই ঘৃত, শূল ও আনাহনাশক।　　ইতি হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাদি ঘৃত।

হবুষাব্যোষপৃথ্বীকাচব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
সাজাজীপিপ্পলীমূলদীপ্যকৈর্বিপচেদ্ঘৃতম্॥
মাতুলুঙ্গদধিক্ষীরকোলমূলকদাড়িমৈঃ।
রসৈশ্চ বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিমোক্ষণম্॥
যোন্যর্শোগ্রহণীদোষশ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বস্তিহৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥
ইতি হবুষাদ্যং ঘৃতম্।

হবুষা, ব্যোষ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) সুক্ষ্মজীরা, চই, চিতা, সৈন্ধব, অজাজী, (কৃষ্ণজীরা) পিপুল মূল এবং দীপ্যক (যমানী)—এই সমুদয়ের কল্ক এবং মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ গোঁড়ালেবুররস, দধি, দুগ্ধ, কুল, মূলক ও দাড়িমের রস সমভাগে লইয়া ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে বাত গুল্ম, শূল, আনাহ, যোনিদোষ, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বস্তি শূল, হৃৎশূল এবং পার্শ্বশূল নষ্ট হয়।　　ইতি হবুষাদ্য ঘৃত।

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধো দাড়িমাদ্দ্বিপলং পলম্।
ধান্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাৎ শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষং ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥

সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি।
যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্ ॥
ইতি পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপুল, আড়াই তোলা, দাড়িম ষোল তোলা, ধনে আটতোলা, ঘৃত পাঁচ পল, শুঁঠ দুই তোলা এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ; এই সমুদয় একত্রে ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে বাতগুল্মের সদ্য সদ্য উপকার হয়। আর এই ঘৃতে যোনিশূল, শিরঃশূল, অর্শ এবং বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ইতি পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত।

ঘৃতানামৌষধগণা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তে চূর্ণযোগা বর্ত্ত্যস্তাঃ কষায়াস্তে চ গুল্মিনাম্ ॥

যে সকল ঔষধ দ্বারা ঘৃত সমূহ পাক করিবার কথা বলা গেল, সেই সকল ঔষধ চূর্ণ, বর্ত্তি বা কষায় করিয়া ও গুল্ম রোগিকে প্রয়োগ করিবে।

কোলদাড়িমঘর্ম্মাম্বুসুরামণ্ডাম্লকাঞ্জিকৈঃ।
শূলানাহনুদঃ পেয়া বীজপূররসেন বা ॥
চূর্ণানি মাতুলুঙ্গস্য ভাবিতানি রসেন বা।
কুর্য্যাদ্বর্ত্তীঃ সগুড়িকা গুল্মানাহার্ত্তিশান্তয়ে ॥

কুল ও দাড়িমের রস, উষ্ণজল, সুরামণ্ড এবং অম্লকাঁজী, অথবা বীজপূরক অর্থাৎ গোঁড়ালেবুর রস দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গুল্ম রোগির শূল ও আনাহ নষ্ট হয়। অথবা মাতুলুঙ্গ মূলের চূর্ণ মাতুলুঙ্গ ফলের রসে ভাবনা দিয়া বর্ত্তি ও গুটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে গুল্ম ও আনাহের উপশম হয়।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ ॥
দাড়িমং পুষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণমেতৎ প্রযোক্তব্যমনুপানেষ্বনত্যয়ম্।
প্রাগ্ভক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ শূলে চ গুদযোনিজে ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহ্নি পাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং কাসে শ্বাসে গলগ্রহে ॥
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ম্মুকাঃ স্যুস্ততোঽধিকম্ ॥
ইতি হিঙ্গ্বাদিচূর্ণং গুড়িকা চ।

হিঙ্গু, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) আকনদ, হবুষা, হরিতকী, শঠী, ফোঁকাদি যমানী, অজগন্ধা (বনযমানী) তিন্তিড়ি, অম্লবেতস, দাড়িম, পুষ্করমূল (কুড়), ধনে, কৃষ্ণজীরা, চিত্রক (চিতা), বচ, দুই প্রকার ক্ষার অর্থাৎ সাচিক্ষার ও যবক্ষার, দুই প্রকার লবণ অর্থাৎ সৌবর্চ্চল ও সৈন্ধবলবণ এবং চই, এই সকল চূর্ণ একত্র করিবে। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগ করিবে। অথবা ঐ চূর্ণ গুল্ম রোগিকে আহারের পূর্ব্বে মণ্ড বা উষ্ণ-জলের সহিত পান করিতে দিবে। ইহাতে পার্শ্বশূল, হৃৎশূল, বস্তিশূল, কফবাতাত্মক গুল্ম, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদশূল, যোনিশূল, গ্রহণী, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, অরুচি, বক্ষস্থলের রোধ, কাস, হিক্কা, শ্বাস এবং গলগ্রহ—এই সকল রোগের উপশম হয়। আবার এই চূর্ণ মাতুলুঙ্গ রসের দ্বারা ভাবনা দিয়া বহুসংখ্যক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা, চূর্ণ অপেক্ষাও উপকারী।　　　　ইতি হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ও গুড়িকা।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবে।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্॥

মাতুলুঙ্গের রস, হিঙ্গু, দাড়িমত্বক্ চূর্ণ, বিট্ এবং সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয়।

শটীপুষ্করহিঙ্গ্বম্লবেতসক্ষারচিত্রকান্।
ধন্যাকঞ্চ যমানীঞ্চ বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং বচাম্॥
সচব্যপিপ্পলীমূলমজগন্ধাং সদাড়িমাম্।
অজাজীঞ্চাজমোদাঞ্চ চূর্ণং কৃত্বা প্রযোজয়েৎ॥
রসেন মাতুলুঙ্গস্য মধুযুক্তেন বা পুনঃ।
ভাবিতং গুড়িকাং কৃত্বা সুপিষ্টাং কোলসম্মিতাম্॥
গুল্মং প্লীহানমানাহং শ্বাসং কাসমরোচকম্।
হিক্কাং হৃদ্রোগমর্শাংসি বিবিধান্ শিরসো রুজান্॥
পাণ্ড্বাময়ং কফোৎক্লেশং সর্ব্বজাঞ্চ প্রবাহিকাম্।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ গুড়িকৈষা ব্যপোহতি॥

শঠী, পুষ্করমূল, হিং, অম্লবেতস, যবক্ষার, চিত্রক, ধনিয়া, যোয়ান, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বচ, চই, পিপুলের মূল, ফোঁকান্দি যোয়ান, দাড়িমের রস, কৃষ্ণজীরা এবং বনযমানী—এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ গুল্মরোগে প্রয়োগ করিবে। অথবা, ঐ চূর্ণ মাতুলুঙ্গ রসে কিংবা মধুর সহিত ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক কুলের আকার বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবনে গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, শ্বাস, কাস, অরুচি, হিক্কা, হৃদ্রোগ, অর্শ, বিবিধ প্রকার শিরোরোগ, পাণ্ডু, কফোৎক্লেশ, সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকা, পার্শ্বশূল, হৃৎশূল, এবং বস্তিশূল নিবারিত হয়।

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্ট্বা দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন না পিবেৎ॥

বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্॥
তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ।
শ্লেষ্মণ্যনুবলে পূর্ব্বং হিতং পিত্তানুগে পরম্॥

শুঁঠ অর্দ্ধপল অর্থাৎ চারি তোলা, নিস্তুষ তিল দুই পল অর্থাৎ ষোল তোলা, এবং পুরাতন গুড় এক পল অর্থাৎ আটতোলা, এই সমুদয় পেষণ করতঃ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নষ্ট হয়। অথবা বাতগুল্মী ব্যক্তি বারুণীমণ্ড মিশ্রিত ভেরেণ্ডা তৈল পান করিবে। অথবা সেই তৈল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। তন্মধ্যে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে পূর্ব্বোক্তটীর এবং পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে শেষোক্তটির প্রয়োগ হিতকর।

সাধয়েৎ সিদ্ধশুষ্কস্য লশুনস্য চতুষ্পলম্।
ক্ষীরোদকেঽষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ না পিবেৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্।
হৃদ্রোগং বিদ্রধিং শোথং সাধয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ॥
ইতি লশুনক্ষীরম্।

চারিপল পরিমাণে সিদ্ধ লশুন, শুষ্ক করিয়া আটগুণজলমিশ্রিতদুগ্ধে পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র শেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। এই দুগ্ধ পানে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদরোগ ও শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়। ইতি লশুনক্ষীর।

তৈলং প্রসন্না গোমূত্রমারনালং যবাগ্রজং।
গুল্মং জঠরমানাহ পীতমেকত্র সাধয়েৎ॥
ইতি তৈলপঞ্চকম্।

তিল তৈল, প্রসন্না (সুরামণ্ড), গোমূত্র, আরনাল (কাঁজি) এবং যবক্ষার, এই পাঁচটী দ্রব্য একত্র করিয়া পান করিলে গুল্মরোগ, উদররোগ এবং আনাহ নষ্ট হয়।
ইতি তৈলপঞ্চক।

পঞ্চমূলীকষায়েণ সক্ষীরেণ শিলাজতু।
পিবেৎ তস্য প্রয়োগেণ বাতগুল্মাৎ প্রমুচ্যতে॥
ইতি শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

বিল্বাদি পঞ্চমূলের কষায় সমপরিমাণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত শিলাজতু সেবন করিলে বাতগুল্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইতি শিলাজতু প্রয়োগ।

বাট্যং যূষেণ পিপ্পল্যা মূলকানাং রসেন বা।
ভুক্ত্বা স্নিগ্ধমুদাবর্ত্তাদ্বাতগুল্মাদ্বিমুচ্যতে॥

মুদ্গাদির যূষের সহিত কিম্বা পিপুলের ক্বাথের সহিত অথবা মূলার রসের সহিত ঘৃতযুক্ত বাট্য অর্থাৎ যবমণ্ড পান করিলে উদাবর্ত্ত ও বাতগুল্ম হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়।

শূলানাহবিবন্ধার্ত্তং স্বেদয়েদ্বাতগুল্মিনম্।
স্বেদৈঃ স্বেদবিধাবুক্তৈর্নাড়ীপ্রস্তরসঙ্করৈঃ ॥

শূল, আনাহ ও বিবন্ধপীড়িত বাতগুল্ম রোগিকে স্বেদাধ্যায়োক্ত নাড়ীস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ ও সঙ্কর স্বেদ দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

বস্তিকর্ম্ম পরং বিদ্যাৎ গুল্মঘ্নং তদ্ধি মারুতম্।
স্বে স্থানে প্রথমং জিত্বা সদ্যো গুল্মমপোহতি ॥
তস্মাদভীক্ষ্ণশো গুল্মা নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।
প্রযুজ্যমানৈঃ শাম্যন্তি বাতপিত্তকফাত্মকাঃ ॥
গুল্মঘ্না বিবিধা দৃষ্টাঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধিষু বস্তয়ঃ ॥
গুল্মঘ্নানি চ তৈলানি বক্ষ্যন্তে বাতরোগিকে।
তানি মারুতজে গুল্মে পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ।
প্রযুক্তান্যাশু সিদ্ধন্তি তৈলং হ্যনিলজিৎ পরম্ ॥
ইতি বস্তিক্রিয়া।

গুল্ম নাশের পক্ষে বস্তিকর্ম্ম পরমোপযোগী। উহা বায়ুকে স্বস্থানে দমন রাখিয়া, সত্বই গুল্মকে নাশ করে। সেই জন্য বারংবার নিরূহবস্তি ও অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিলে বাতাত্মক, কফাত্মক ও পিত্তাত্মক গুল্মের উপশম হয়। এই গ্রন্থের সিদ্ধিস্থানে নানাপ্রকার গুল্মনাশক সিদ্ধ বস্তির কথা বলা হইয়াছে এবং বাতব্যাধি চিকিৎসিতাধ্যায়ে ও গুল্মঘ্ন তৈল সকলের কথা বলা যাইবে। সেই সকল তৈলের পান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসন প্রযুক্ত হইলে বাতজনিত গুল্মকে শীঘ্রই নষ্ট করিয়া থাকে। কেননা তৈল অত্যন্ত বায়ুনাশক।

নীলিনীচূর্ণসংযুক্তং পূর্ব্বোক্তং ঘৃতমেব চ।
সমলায় প্রদেয়ং স্যাচ্ছোধনং বাতগুল্মিনে ॥
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী পথ্যা কম্পিল্লকৈঃ সহ।
শোধনার্থং ঘৃতং দেয়ং সবিড়ক্ষারনাগরম্ ॥

বাতগুল্ম রোগির মলবদ্ধ থাকিলে নীলিনী চূর্ণ সংযুক্ত পূর্ব্বোক্ত ত্র্যষণাদ্যাদি ঘৃত বিরেচনার্থ প্রদান করিবে। নীলিনী, তেউড়ী, দন্তী, হরিতকী, কমলাগুড়ি, বিটলবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ চূর্ণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বদ্ধমল বাতগুল্ম রোগিকে শোধনার্থ প্রদান করিবে।

নীলিনীং ত্রিফলাং রাস্নাং বলাং কটুকরোহিণীম্।
পচেদ্বিড়ঙ্গং ব্যাঘ্রীঞ্চ পলিকানি জলাঢ়কে ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দধ্নঃ প্রস্থেন সংযোজ্য সুধাক্ষীরপলেন চ ॥
ততো ঘৃতপলং দদ্যাদ্‌যবাগূমণ্ডমিশ্রিতম্।
জীর্ণে সম্যগ্বিরিক্তঞ্চ ভোজয়েদ্রসভোজনম্ ॥

গুল্মকুষ্ঠোদরব্যঙ্গশোফপাণ্ড্বাময়জ্বরান্।
শ্বিত্রং প্লীহানমুন্মাদং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥
ইতি নীলিন্যাদ্যং ঘৃতম্।

নীলিন্যাদি ঘৃত যথা;—নীলিনী (নীলগাছ), হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, রাস্না, বেড়েলা, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ, এবং কণ্টিকারী—এই নয়টী দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল অর্থাৎ সমুদয়ে নয় পল লইয়া ষোল সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট অর্থাৎ চারি সের জল শেষ থাকিতে নামাইবে। পরে উক্ত ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চারি সের দধি ও ঘোল তোলা মনসার ক্ষীর যোগ করিয়া তদ্দ্বারা এক প্রস্থ অর্থাৎ চারি সের ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত এক পল মাত্রায় লইয়া যবাগুমণ্ডের সহিত মিশাইয়া গুল্ম রোগিকে পান করিতে দিবে। ঐ ঘৃত সম্যক্ জীর্ণ হইলে ও তদ্দ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে উহাকে মাংস রস আহার করিতে দিবে। এই নীলিন্যাদি ঘৃত পানে গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর, ব্যঙ্গ, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, শ্বিত্র, প্লীহা ও উন্মাদরোগ নষ্ট হয়। ইতি নীলিন্যাদি ঘৃত।

কুক্কুটাশ্চ ময়ূরাশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকাঃ।
শালয়ো মদিরা সর্পির্বাতগুল্মভিষগ্জিতম্॥
হিতমুষ্ণং দ্রবং স্নিগ্ধং ভোজনং বাতগুল্মিনাম্।
সমণ্ডবারুণীপানং পক্বং বা ধান্যকৈর্জলম্॥

কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তিরি, বক, ও বর্ত্তক পাখী, ইহাদের মাংস রস এবং শালিধান্য, মদিরা ও ঘৃত—এই সমুদয় বাতগুল্মের অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। বাতগুল্ম রোগির পক্ষে উষ্ণ, দ্রব ও স্নিগ্ধ ভোজন এবং মণ্ডের সহিত বারুণী পান কিম্বা উষ্ণ ধনের ক্বাথ পান অত্যন্ত হিতকর।

মন্দেঽগ্নৌ বর্দ্ধতে গুল্মো দীপ্তে চাগ্নৌ প্রশাম্যতি।
তস্মান্না নাতিসৌহিত্যং কুর্য্যান্নাতিবিলঙ্ঘনম্॥

গুল্মরোগির অগ্নিমান্দ্য হইলে গুল্মের বৃদ্ধি হয়; আর জঠরাগ্নির দীপ্তি থাকিলে গুল্মের প্রশম থাকে। একারণ গুল্মরোগিকে অতি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন কিম্বা অত্যন্ত উপবাস দেওয়ান কর্ত্তব্য নহে।

সর্ব্বত্র গুল্মে প্রথমং স্নেহস্বেদোপপাদিতে।
যা ক্রিয়া ক্রিয়তে সিদ্ধিং সা যাতি ন বিরুক্ষিতে॥
ভিষগাত্যয়িকং বুদ্ধা পিত্তগুল্মমুপাচরেৎ।
বৈরেচনিকসিদ্ধেন পয়সা সর্পিষাপি বা॥

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, গুল্মে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিলে, সেই চিকিৎসাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু রুক্ষিত অবস্থায় চিকিৎসা করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। ভিষক্ পিত্তগুল্মকে অত্যন্ত সাংঘাতিক বিবেচনা করিবেন এবং পিত্তগুল্মে বিরেচক দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ অথবা ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া তদ্দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। বিরেচক দুগ্ধ ও ঘৃত কথিত হইতেছে।

রোহিণীকটুকানিম্বমধুকং ত্রিফলাত্বচঃ।
কর্ষাংশাস্ত্রায়মাণা চ পটোলত্রিবৃতোঃ পলে॥
দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণেঽম্ভসি।
শৃতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুঃপলম্‌॥
পিবেৎ সংমূর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।
জ্বরস্তৃষ্ণা চ শূলঞ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছারুচিস্তথা॥
ইতি রোহিণ্যাদ্যং ঘৃতম্‌।

কট্‌কী, নিমছাল, যষ্টিমধু, আঁটিশূন্য হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং বলাডুমুর; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা, পল্‌তা ও তেউড়ী প্রত্যেকে আট তোলা এবং মসুর ষোল তোলা, এই সকল দ্রব্য ঘৃতের আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতের সমান পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ ক্কাথসহ চারিপল ঘৃত একত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে পৈত্তিক গুল্ম, জ্বর, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, মূর্চ্ছা এবং অরুচির উপশম হইয়া থাকে।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুষ্পলম্‌।
পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ॥
রোহিণী কটুকা মুস্তা ত্রায়মাণা দুরালভা।
কল্কৈস্তামলকীবীরাজীবন্তীচন্দনোৎপলৈঃ॥
রসস্যামলকানাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ।
পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ॥
পিত্তরক্তভবং গুল্মং বীসর্পং পৈত্তিকং জ্বরম্‌।
হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেতদ্‌ ঘৃতোত্তমম্‌॥
ইতি ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্‌।

চারি পল বলাডুমুর দশগুণ জলে সিদ্ধ করিবে, পরে পাঁচ ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং তাহাতে কট্‌কী, মুথা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভুঁই আমলা, ক্ষীর কাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন এবং নীলোৎপল, এই সমুদয় দ্রব্যের কল্ক প্রত্যেকে দুই তোলা, আর আমলকীর রস, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে আট পল লইয়া একত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত পানে পিত্তজনিত গুল্ম, রক্তগুল্ম, বীসর্প, পৈত্তিকজ্বর, হৃদরোগ, কামলা ও কুষ্ঠ রোগ নষ্ট হয়। ইতি ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত।

রসেনামলকেক্ষূণাং ঘৃতপাদং বিপাচয়েৎ।
পথ্যাপাদং পিবেৎ সর্পিস্তৎ সিদ্ধং পিত্তগুল্মনুৎ॥
ইত্যামলকাদ্যং ঘৃতম্‌।

আমলকীর রস ও ইক্ষুরসের সহিত ইহাদের পাদপরিমিত ঘৃত পাক করিবে এবং ঘৃতের

পাদপরিমিত অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ হরিতকীর কল্ক উহাতে সিদ্ধ করিবে। এই ঘৃত পিত্তগুল্ম-নাশক।

দ্রাক্ষাং মধূকং খর্জ্জুরীং বিদারীং সশতাবরীম্।
পরূষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাম্॥
জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ।
ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়াকল্কপাদিকম্॥
সাধয়েৎ তদ্‌ঘৃতং সিদ্ধং শর্করাক্ষৌদ্রপাদিকম্।
প্রয়োগাৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ॥
ইতি দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতম্।

কিস্‌মিস্, মউলফুল, খর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফল্‌সাফল, হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী—প্রত্যেকে এক এক পল ষোল সের জলে পাক করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথের সহিত আমলকীর রস, ঘৃত, ইক্ষুরস ও দুগ্ধ এবং ঘৃতের চারি ভাগের এক ভাগ হরিতকীর কল্ক দিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে যে পরিমাণ ঘৃত থাকিবে, তাহার চতুর্থাংশ চিনি ও মধু উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত সেবনে পিত্তগুল্ম ও সর্ব্বপ্রকার পৈত্তিক বিকার নষ্ট হয়। ইতি দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত।

বৃষং সমূলমাপোথ্য পচেদষ্টগুণেঽম্ভসি।
শেষেঽষ্টভাগে তস্যৈব পুষ্পকল্কং প্রদাপয়েৎ॥
তেন সিদ্ধং ঘৃতং শীতং সক্ষৌদ্রং পিত্তগুল্মনুৎ।
রক্তপিত্তজ্বরশ্বাসকাসহৃদ্রোগনাশনম্॥
ইতি বাসাঘৃতম্।

ছাল ও মূলের সহিত বাসক কুটিয়া তাহা ঘৃতের আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া আটভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথের সহিত বাসক পুষ্পের কল্ক ও ঘৃত পাক করিবে। শীতল হইলে উহা মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। এই ঘৃত পানে পিত্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, জ্বর, কাস, শ্বাস এবং হৃদ্‌রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। ইতি বাসা ঘৃত।

দ্বিপলং ত্রায়মাণায়া জলদ্বিপ্রস্থসাধিতম্।
অষ্টভাগস্থিতং পূতং কোষ্ণং ক্ষীরসমং পিবেৎ
পিবেদুপরি তস্যোষ্ণং ক্ষীরমেব যথাবলম্।
তেন নির্হৃতদোষস্য গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ॥
ইতি ত্রায়মাণাদ্যং ক্ষীরম্।

দুই প্রস্থ অর্থাৎ আটসের জলে দুই পল বলাডুমুর সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে ছাঁকিয়া সেই পরিমাণ অর্থাৎ একসের পরিমাণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে। ইহা ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিবে। তাহার উপরে বল অনুসারে উষ্ণদুগ্ধ পান করিবে। এইরূপ করিলে দোষ সকল নিঃসারিত হইয়া পৈত্তিক গুল্মের শান্তি হয়। ইতি ত্রায়মাণাদ্য ক্ষীর।

দ্রাক্ষাভয়ারসং গুল্মে পৈত্তিকে সগুড়ং পিবেৎ।
লিহ্যাৎ কম্পিল্লকং বাপি বিরেকার্থং মধুদ্রবম্॥
দাহপ্রশমনোঽভ্যঙ্গঃ সর্পিষা পিত্তগুল্মিনাম্।
চন্দনাদ্যেন তৈলেন তৈলেন মধুকস্য বা॥

পৈত্তিক গুল্মে বিরেচনের জন্য দ্রাক্ষা ও হরিতকীর কাথ পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিবে। অথবা কমলাগুণ্ডির চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তরল করতঃ লেহন করিবে। পিত্তগুল্মে পুরাতন ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহ নাশ হয়। অথবা জ্বরোক্ত চন্দনাদ্য তৈল কিংবা যষ্টিমধুর তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলেও দাহ নাশ হইয়া থাকে।

যে চ পিত্তজ্বরার্ত্তানাং সতিক্তাঃ ক্ষীরবস্তয়ঃ।
হিতাস্তে পিত্তগুল্মিভ্যো বক্ষ্যন্তে যে চ সিদ্ধিষু॥

পিত্তজ্বর পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য যে সমস্ত সতিক্ত ক্ষীর বস্তি হিতকর বলিয়া সিদ্ধি স্থানে উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বস্তি পিত্তগুল্ম রোগিরপক্ষেও হিতকর।

শালয়ো জাঙ্গলং মাংসং গব্যাজ্যে পয়সী ঘৃতম্।
খর্জ্জূরামলকং দ্রাক্ষাং দাড়িমং সপরূষকম্॥
আহারার্থং প্রযোক্তব্যং পানার্থং সলিলং শৃতম্।
বলাবিদারীগন্ধাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মচিকিৎসিতম্॥

শালি তণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল মাংস, গব্য ও ছাগ দুগ্ধ, ঘৃত, খর্জ্জুর, আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও পরুষক ফল—এই সমুদয় পিত্তগুল্মে আহারের জন্য প্রয়োগ করিবে। এবং বেড়েলা ও বিদারীগন্ধাদিগণ দ্বারা সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পিত্তগুল্ম রোগীকে পান করিবার জন্য ব্যবস্থা করিবে।

আমান্বয়ে পিত্তগুল্মে সামে বা কফবাতিকে।
যবাগূভিঃ খড়ৈর্যূষৈঃ সন্ধুক্ষ্যোঽগ্নির্বিলঙ্ঘিতে॥
শমপ্রকোপৌ দোষাণাং সর্ব্বেষামগ্নিসংশ্রিতৌ।
তস্মাদগ্নিং সদা রক্ষেন্নিদানানি চ বর্জ্জয়েৎ॥

পিত্তগুল্মে আমের অনুবন্ধ থাকিলে, অথবা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মে রোগীর আমদোষ থাকিলে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া গুল্মনাশক দ্রব্যের সহিত যবাগু বা খড়যূষ পাক করিয়া তাহা অগ্ন্যুদ্দীপনার্থ আহার করিতে দিবে। সমস্ত দোষের শমতা এবং প্রকোপ অগ্নি-সংশ্রিত; একারণ সর্ব্বদা জঠরাগ্নির রক্ষা করিবে এবং রোগোৎপাদক হেতু সকল বর্জ্জন করিবে। পিত্তগুল্ম চিকিৎসার কথা বলা হইল। অতঃপর কফগুল্মের বিষয় বলা যাইতেছে।

বমনার্হায় বমনং প্রদদ্যাৎ কফগুল্মিনে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায় গুল্মে শৈথিল্যমাগতে॥
পরিবেষ্ট্য প্রদীপ্তাংস্তু বল্বজানথবা কুশান্।
ভিষক্ কুম্ভে সমাবাপ্য গুল্মং ঘটমুখে ন্যসেৎ॥

স গৃহীতো যদা গুল্মস্তদা ঘটমথোদ্ধরেৎ।
বস্ত্রান্তরং ততঃ কৃত্বা ছিন্দ্যাদ্‌গুল্মং প্রমাণবিৎ॥
বিমার্গাজপদাদর্শৈঃ যথালাভং প্রপীড়য়েৎ।
মৃদ্নীয়াদ্ গুল্মমেবৈকং ন ত্বত্রহৃদয়ং স্পৃশেৎ॥

কফগুল্ম রোগী যদি বমনোচিত হয়, তবে তাহাকে স্নেহ ও স্বেদ দেওয়ার পর বমন করাইবে। তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক গুল্ম শিথিল হইলে রোগীকে শোয়াইয়া একটী কুম্ভ মধ্যে বল্বজ তৃণ বা কুশ দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া সেই কুম্ভটী গুল্মের উপর চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে চাপিয়া ধরিলে যখন গুল্ম উন্নত হইয়া উঠিবে, তখন ঐ কলসটী উঠাইয়া লইবে। পরে গুল্মকে মধ্যে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে বস্ত্র জড়াইয়া বাঁধিবে। এবং উহা অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবে। পরে গুল্মের পরিসর পরীক্ষাপূর্ব্বক বিমার্গ, অজপাদ অথবা আদর্শ নামক যন্ত্রদ্বারা কেবল গুল্মকেই প্রপীড়ন ও মর্দ্দন করিবে, কিন্তু হৃদয় স্থান স্পর্শ করিবে না। এইরূপ করিলেই গুল্ম হইতে পুঁয রক্তাদি বাহির হইয়া যাইবে।

তিলৈরণ্ডাতসীবীজসর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ।
শ্লেষ্মগুল্মময়ঃপাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ভিষক্॥

তিল, এরণ্ডবীজ, মসিনা এবং শ্বেতসর্ষপ পেষণ করতঃ কফগুল্মে প্রলেপ দিয়া তাহার উপর সুখোষ্ণ লৌহ পাত্রের দ্বারা স্বেদ দিবে।

সব্যোষক্ষারলবণং দশমূলীশৃতং ঘৃতম্।
কফগুল্মং জয়ত্যাশু সহিঙ্গুবিড়দাড়িমম্॥
ইতি দশমূলীঘৃতম্।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার এবং সৈন্ধবলবণ—এই সকল কল্কী কৃত করিয়া দশমূলের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে এবং তাহা হিং, বিট্‌লবণ ও দাড়িম রস দিয়া সেবন করিলে, কফগুল্মের আশু শান্তি হয়। ইতি দশমূলাদ্য ঘৃত।

ভল্লাতকানাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্।
সাধ্যং বিদারীগন্ধাদ্যমাপোথ্য সলিলাঢ়কে॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গুং যাবশূকং বিড়ং শটীম্॥
চিত্রকং মধুকং রাস্নাং পিষ্ট্বা কর্ষসমং ভিষক্।
প্রস্থঞ্চ পয়সো দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ ভল্লাতকঘৃতং কফগুল্মহরং পরম্।
প্লীহপাণ্ড্বাময়শ্বাসগ্রহণীরোগকাসনুৎ॥
ইতি ভল্লাতকাদ্যং ঘৃতম্।

শোধিত ভল্লাতক দুই পল, এবং বিদারীগন্ধাদি পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—ইহাদের প্রত্যেকের এক এক পল লইয়া একত্রে কুটিয়া যোল

সের জলে জাল দিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত পিপুল, শুঁঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হিং, যবক্ষার, বিটলবণ, শঠী, চিতা, যষ্টিমধু এবং রাস্না কল্ক প্রত্যেকে দুই তোলা দিয়া চারিসের দুগ্ধের দ্বারা চারি সের ঘৃত পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত অতিশয় কফগুল্মনাশক। ইহা পান করিলে প্লীহা, শ্বাস, কাস, পাণ্ডুরোগ এবং গ্রহণীর শান্তি হয়। ইতি ভল্লাতক ঘৃত।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পলিকৈঃ সযবক্ষারৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎ সর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্ ॥
ইতি পঞ্চকোলঘৃতম্।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ এবং যবক্ষার—এই সমুদয় দ্রব্যের (কল্ক) এক এক পল লইয়া চারি সের দুগ্ধ ও চারিসের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে কফাত্মক গুল্ম নষ্ট হয় এবং গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, কাস এবং জ্বরেরও শান্তি হয়। ইতি পঞ্চকোল ঘৃত।

ত্রিবৃতাং ত্রিফলাং দন্তীং দশমূলং পলোন্মিতম্।
জলে চতুর্গুণে পক্ত্বা চতুর্ভাগস্থিতং রসম্ ॥
সর্পিরেরণ্ডতৈলঞ্চ ক্ষীরঞ্চৈকত্র সাধয়েৎ।
স সিদ্ধো মিশ্রকস্নেহঃ সক্ষৌদ্রঃ কফগুল্মনুৎ ॥
কফবাতবিবন্ধেষু কুষ্ঠপ্লীহোদরেষু চ।
প্রযোজ্যো মিশ্রকঃ স্নেহো যোনিশূলেষু চাধিকম্ ॥
ইতি মিশ্রকঃ স্নেহঃ।

তেউড়ী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, দন্তী ও দশমূল—ইহাদের প্রত্যেকটীর মূল এক এক পল অর্থাৎ সমুদয় পনর পল পরিমাণে লইয়া একত্রে কুটিয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ ক্বাথের সহিত পনরপল ঘৃত, পনরপল এরণ্ড তৈল ও পনরপল দুগ্ধ একত্রে পাক করিবে। এই মিশ্রক স্নেহ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কফগুল্ম নষ্ট হয়। কফবাতজনিত বিবন্ধে, কুষ্ঠ, প্লীহা ও উদরীরোগে, যোনিশূলে—এই মিশ্রক স্নেহের অধিক প্রয়োগ করিতে হয়। ইতি মিশ্রক স্নেহ।

যদুক্তং বাতগুল্মঘ্নং স্রংসনং নীলিনীঘৃতম্।
দ্বিগুণং তদ্বিরেকার্থং প্রযোজ্যং কফগুল্মিনাম্ ॥
সুধাক্ষীরদ্রবে চূর্ণং ত্রিবৃতায়াঃ সুভাবিতম্।
কার্ষিকং মধুসর্পির্ভ্যাং লীঢ়্বা সাধু বিরিচ্যতে ॥

বাতগুল্মনাশক, স্রংসনকর যে নীলিনী ঘৃতের কথা বলা হইয়াছে, সেই ঘৃত কফগুল্মরোগিকে বিরেচন করাইবার জন্য দ্বিগুণ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। তেউড়ীর চূর্ণ, মনসার ক্ষীরে উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত দুই তোলা পরিমাণে লেহন করিলে উত্তমরূপে বিরেচন হয়।

জলদ্রোণে বিপক্কব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ ॥
অষ্টভাগাবশেষস্তু রসং পূতমধিক্ষিপেৎ।
দন্তীসমং গুড়ং পূতং ক্ষিপেৎ তত্রাভয়াশ্চ তাঃ ॥
তৈলার্দ্ধকুড়বঞ্চৈব ত্রিবৃতায়াশ্চতুষ্পলম্।
চূর্ণিতঞ্চার্দ্ধপলিকং পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্ ॥
তৎ সাধ্যং লেহবচ্ছীতে তস্মিংস্তৈলসমং মধু।
দদ্যাচ্চূর্ণপলঞ্চৈকং ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ ॥
ততো লেহপলং লীঢ়্বা জগ্ধ্বা চৈকাং হরীতকীম্।
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষগস্থমনাময়ঃ ॥
গুল্মং শ্বয়থুমর্শাংসি পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
হৃদ্রোগং গ্রহণীদোষং কামলাং বিষমজ্বরম্ ॥
কুষ্ঠং প্লীহানমানাহমেতান্ঘ্নন্ত্যপযোজিতঃ।
নিরত্যয়ঃ ক্রমশ্চাস্যা দ্রবো মাংসরসৌদনঃ ॥
ইতি দন্তীহরীতকী।

পুটুলীবদ্ধ হরিতকী ২৫ পঁচিশটী, দন্তীমূল ২৫ পঁচিশপল এবং চিতার মূল ২৫ পঁচিশ পল এক দ্রোণ অর্থাৎ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া আট সের থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ কাথের সহিত পঁচিশ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ পুঁটলীবদ্ধ সিদ্ধ পঁচিশটী হরিতকী চারি পল তিল তৈলে ভাজিয়া পুনর্ব্বার ঐ কাথে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। ক্রমে ঐ কাথ ঘন হইয়া আসিলে নামাইবার কিছুপূর্ব্বে তেউড়ীচূর্ণ চারি পল, পিপুলচূর্ণ চারি তোলা এবং শুঁঠচূর্ণ চারি তোলা উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া লেহের ন্যায় হইলে নামাইবে। পরে, উহা নামাইয়া শীতল করতঃ উহাতে তৈলের সমপরিমাণ অর্থাৎ চারি পল মধু এবং দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপাতা, ও নাগেশ্বর এই চারিটী দ্রব্যের সমুদয়ে আটতোলা পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপে লেহ প্রস্তুত হইলে প্রতিদিন একপল (এক্ষণে ব্যবহার দুই তোলা পরিমাণ) সেই লেহ লেহন করিয়া একটী হরিতকী ভক্ষণ করিবে। এই লেহ সেবনে বিনাক্লেশে বিরেচন হয় ও রোগী নিরাময় হইয়া থাকে। এই লেহ সেবনে গুল্ম, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু-রোগ, অরুচি, হৃদ্রোগ, গ্রহণী-দোষ, কামলা, বিষমজ্বর, কুষ্ঠ ও আনাহ এই সমুদয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। এই লেহ সেবনকালে মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইতি দন্তী হরিতকী।

সিদ্ধাঃ সিদ্ধিষু বক্ষ্যন্তে নিরূহাঃ কফগুল্মিনাম্।
অরিষ্টযোগাঃ সিদ্ধাশ্চ গ্রহণ্যর্শশ্চিকিৎসিতে ॥
যচ্চূর্ণং গুড়িকা যাশ্চ বিহিতা বাতগুল্মিনাম্।
দ্বিগুণক্ষারহিঙ্গ্বম্লবেতসাস্তাঃ কফে হিতাঃ ॥

য এব গ্রহণীদোষে ক্ষারাস্তে কফগুল্মিনাম্।
সিদ্ধা নিরত্যয়াঃ শস্তা দাহস্তন্তে প্রশস্যতে ॥

কফগুল্মগ্রস্ত রোগিকে যে সমস্ত সিদ্ধ নিরূহ প্রদান করিতে হয়, সিদ্ধিস্থানে তাহার উপদেশ করা যাইবে। এবং গ্রহণী ও অর্শ চিকিৎসাধ্যায়ে যে সকল সিদ্ধ অরিষ্ট এবং বাতগুল্মে যে সকল চূর্ণ ও বটিকা বিহিত হইয়াছে, কফগুল্মে ও সেই সমুদয় অরিষ্টযোগ এবং চূর্ণও বটিকা ব্যবহার্য্য। কিন্তু সেই সকল চূর্ণ ও বটিকায় হিঙ্গু. যবক্ষার ও অম্ল বেতসের যে পরিমাণ লইতে বলা হইয়াছে. কফগুল্মে তাহার দ্বিগুণ লইতে হইবে। (ইহা ব্যতীত) গ্রহণী দোষে যে সকল ক্ষারের কথা বলা হইয়াছে, কফগুল্মে ও সেই সকল প্রশস্ত। পরন্তু (যদি এই সকল ঔষধ দ্বারা কোন ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে) অবশেষে গুল্মস্থানে দাহ প্রদান করা আবশ্যক।

প্রপুরাণানি ধান্যানি জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।
কৌলত্থো মুদ্গযূষশ্চ পিপ্পল্যা নাগরস্য চ ॥
শুষ্কমূলকযূষশ্চ বিল্বস্য তরুণস্য চ।
চিরবিল্বাঙ্কুরাণাঞ্চ যমান্যাশ্চিত্রকস্য চ ॥
বীজপূরকহিঙ্গ্বম্লবেতসক্ষারদাড়িমৈঃ।
তক্রেণ তৈলসর্পির্ভ্যাং ব্যঞ্জনান্যুপকল্পয়েৎ ॥

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীর মাংস, কুলত্থ কলায়ের যূষ্, মুদ্গযূষ্ এবং মুদ্গাদির সহিত পিপুল, শুঁঠ, শুষ্ক মূলা, কচিবেল, ডহর করঞ্জের অঙ্কুর, যমানী ও চিতা— ইহাদের কোন দ্রব্য মিশাইয়া সেই যূষ, অথবা গোঁড়ালেবু, হিং, অম্লবেতস্, যবক্ষার, দাড়িম, তক্র, তৈল, ঘৃত, ইহাদের (যাহা পাওয়া যায় তাহা) দ্বারা ব্যঞ্জন সকল প্রস্তুত করিয়া কফগুল্মিকে খাইতে দিবে।

পঞ্চমূলীশৃতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্।
কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা ॥

পিপাসাকালে কফগুল্মরোগী পঞ্চমূলীসিদ্ধ জল অথবা পুরাতন বারুণী (মদ্য) কিংবা পুরাতন মাধ্বীক যথাকালে পান করিবে।

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্।
পিবেৎ সন্দীপনং বাতকফমূত্রানুলোমনম্ ॥

যমানী চূর্ণ ও বিট্লবণ যুক্ত তক্র পান করিলে, অগ্নির সন্দীপন এবং বাত, কফ ও মূত্রের অনুলোমতা হইয়া থাকে।

সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ।
কৃতমূলঃ শিরানদ্ধো যদা কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ ॥
দৌর্ব্বল্যারুচিহৃল্লাসকাসবম্যরতিজ্বরৈঃ।
তৃষ্ণাতন্দ্রাপ্রতিশ্যায়ৈর্যুজ্যতে ন স সিধ্যতি ॥

যে গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া মহাপরিসর, বদ্ধমূল, শিরাজালে ব্যাপ্ত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত হয়, সেই গুল্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি দৌর্ব্বল্য, অরুচি, হৃল্লাস, কাস, বমি, অরতি, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রবের যোগ থাকে, তাহা হইলে সে গুল্ম অসাধ্য জানিবে।

গৃহীত্বা সজ্বরশ্বাসং বম্যতীসারপীড়িতম্।
হৃন্নাভিহস্তপাদেষু শোফঃ কর্ষতি গুল্মিনম্॥

যে গুল্মে রোগীর জ্বর, শ্বাস, বমি এবং অতিসার বর্ত্তমান থাকে এবং তাহার উপর যদি হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ দেখা দেয়, তবে নিশ্চয়ই সেই রোগীর বিনাশ হইয়া থাকে।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্॥

রক্ত গুল্মে গর্ভ কালের ব্যতিক্রমে অর্থাৎ দশ মাস অতীত হইলে, রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন প্রদান করিবে।

পলাশক্ষারপাত্রে দ্বে দ্বে পাত্রে তৈলসর্পিষোঃ।
গুল্মশৈথিল্যজননীং পক্ত্বা মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥
প্রভিদ্যতে ন যদ্যেবং দদ্যাদ্যোনিবিশোধনম্।
ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ॥

পলাশ ক্ষারের জল বত্রিশ সের, এবং ঘৃত ও তৈল মিলিত বত্রিশ সের একত্রে পাক করিয়া বত্রিশসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই স্নেহ ক্ষার উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম শিথিল হয়। যদি ইহাতে ও গুল্ম শান্তি না হয় অর্থাৎ রক্তগুল্ম মিলাইয়া না যায়, তাহা হইলে যোনিতে ক্ষারযুক্ত কিম্বা মনসার ক্ষীরযুক্ত পলল অর্থাৎ মাংসখণ্ড প্রদান করিবে।

তাভ্যাং বা ভাবিতান্ দদ্যাদ্যোনৌ কটুকমৎস্যকান্।
বরাহমৎস্যপিত্তাভ্যাং লক্তকান্ বা সুভাবিতান্॥
অধোহরৈশ্চোর্দ্ধহরৈর্ভাবিতান্ বা সমাক্ষিকৈঃ।
কিণ্বং বা সগুড়ক্ষারং দদ্যাদ্যোনিবিশোধনম্॥

কিংবা ক্ষার ও মনসাক্ষীর উভয় দ্বারা ভাবিত তিক্ত মৎস্য, অথবা বরাহ পিত্ত ও মৎস্য পিত্ত দ্বারা ভাবিত আল্‌তা, যোনি মধ্যে প্রবেশিত করিবে। অথবা মধু মিশ্রিত বমন বা বিরেচন কাথে আল্‌তা ভাবিত করিয়া তাহা জননেন্দ্রিয়ে দিবে অথবা গুড় ও ক্ষারের সহিত কিণ্ব (তিলকল্ক) মিশ্রিত করিয়া যোনিতে শোধনার্থ প্রদান করিবে।

রক্তপিত্তহরং ক্ষারং লেহয়েন্মধুসর্পিষা।
লশুনংমদিরাং তীক্ষ্ণাং মৎস্যাংশ্চাস্যৈ প্রদাপয়েৎ॥

রক্তগুল্ম রোগিকে রক্তপিত্ত নাশক ক্ষার, মধু ও ঘৃত সহকারে লেহন করিতে দিবে এবং লশুন, তীব্র মদিরা ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে।

বস্তিং সক্ষারগোমূত্রং সক্ষারং দাশমূলিকম্।
অদৃশ্যমানে রুধিরে দদ্যাদ্‌গুল্মপ্রভেদনম্॥
প্রবর্ত্তমানে রুধিরে দদ্যান্মাংসরসৌদনম্।
ঘৃততৈলেন চাভ্যঙ্গং পানার্থং তরুণীং সুরাম্॥
রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরীঃ ক্রিয়াঃ।
কুর্য্যাদ্বাতরুগার্ত্তায়াঃ সর্ব্বা বাতহরীঃ পুনঃ॥
ঘৃততৈলাবসেকাংশ্চ তিত্তিরীংশ্চরণায়ুধান্।
সুরাং সমণ্ডাং পূর্ব্বঞ্চ পানমম্লস্য সর্পিষঃ॥
প্রযোজয়েদুত্তরং বা জীবনীয়েন সর্পিষা।
অতিপ্রবৃত্তে রুধিরে সতিক্তেনানুবাসনম্॥

রক্তগুল্মে রক্ত বদ্ধ থাকিলে ঐ গুল্ম ভেদের নিমিত্ত ক্ষারযুক্ত গোমূত্র, অথবা ক্ষারযুক্ত দাশমূলিক ক্বাথের দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে এবং এই সকল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে মাংসরস ও অন্ন প্রদান করিবে এবং ঘৃত ও তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ এবং পানার্থ নূতন মদ্য প্রয়োগ করিবে। রক্তগুল্মে অতিশয় রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তপিত্ত-নাশক চিকিৎসা করিবে এবং বায়ুজনিত বেদনা সকল উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রকার বায়ু-নাশক চিকিৎসা করিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত বাতনাশক ঘৃত ও তৈলের অভ্যঙ্গ, রক্তাবসেক, তিত্তিরি ও কুক্কুটের মাংস, মণ্ড-সমন্বিত সুরার অনুপান এবং অম্লদ্রব্য দ্বারা সাধিত ঘৃত পান করিতে দিবে। অথবা জীবনীয়গণসিদ্ধ ঘৃত দ্বারা উত্তর বস্তি অথবা তিক্ত ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

স্নেহঃ স্বেদঃ সর্পির্বস্তিশ্চূর্ণানি বৃংহণং গুড়িকাঃ।
বমনবিরেকৌ মোক্ষঃ রুধিরস্য চ বাতগুল্মবতাম্॥

বাতগুল্মরোগ সম্বন্ধে স্নেহ, স্বেদ, ঘৃত, চূর্ণ, বৃংহণ ও গুড়িকা প্রয়োগ এবং বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত।

সর্পিঃ সতিক্তসিদ্ধং ক্ষীরং প্রস্রংসনং নিরূহাশ্চ।
রক্তস্য চাবসেচনমাশ্বাসনং সংশমনযোগাঃ॥
উপনাহনং সশস্ত্রং পক্বস্যাভ্যন্তরপ্রভিন্নস্য।
সংশোধনসংশমনে পিত্তপ্রভবস্য গুল্মস্য॥
স্নেহঃ স্বেদো ভেদো লঙ্ঘনমুল্লেখনং বিরেকশ্চ।
সর্পির্বস্তিগুড়িকাশ্চূর্ণমরিষ্টাশ্চ সক্ষারাঃ॥
গুল্মস্যান্তে দাহঃ কফজস্যাগ্রেঽপনীতরক্তস্য।
গুল্মস্য রৌধিরস্য ক্রিয়াক্রমঃ স্ত্রীভবস্যোক্তঃ॥

পথ্যান্নপানসেবা হেতূনাং বর্জ্জনং যথাস্বঞ্চ।
নিত্যঞ্চাগ্নিসমাধিঃ স্নিগ্ধস্য চ সর্ব্বকর্ম্মাণি॥
হেতুর্লিঙ্গং সিদ্ধিঃ ক্রিয়াক্রমঃ সাধ্যতানুযোগাশ্চ।
গুল্মচিকিৎসিতসংগ্রহ এতাবান্ অগ্নিবেশস্য॥

পিত্তগুল্মে সতিক্ত সিদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ, বিরেচন, নিরূহ, রক্তমোক্ষণ, আশ্বাসন, সংশমন যোগ, এবং পক্ব গুল্মে উপনাহ ও শস্ত্র প্রয়োগ; পিত্তজ গুল্মে সংশোধন ও সংশমন এবং কফজনিত গুল্মে স্নেহ, স্বেদ, ভেদ, লঙ্ঘন, বমন, বিরেচন, ঘৃত, বস্তি, গুড়িকা, চূর্ণ, অরিষ্ট, ক্ষার ও রক্তমোক্ষণ এবং শেষে দাহ। স্ত্রীদিগের রক্তজনিত গুল্মের ক্রিয়াক্রম এবং এই সকল গুল্মের অন্ন পান ব্যবস্থা, নিদান পরিবর্জ্জন; গুল্ম রোগির অগ্নি রক্ষার বিষয়; সমস্ত প্রকার চিকিৎসার পূর্ব্বে স্নেহ প্রয়োগের বিষয়; গুল্ম রোগের হেতু, লক্ষণ, সিদ্ধি এবং চিকিৎসার ক্রম এই গুল্ম চিকিৎসা সংগ্রহে ভগবান্ আত্রেয় অগ্নিবেশের নিকট বলিয়াছিলেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
গুল্মচিকিৎসিতং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশ কৃত চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে গুল্ম চিকিৎসানামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্রমেহচিকিৎসিতম্।

অথাতঃ প্রমেহচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা প্রমেহ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

নির্ম্মোহমানানুশয়ো নিরাশঃ পুনর্ব্বসুর্জ্ঞানতপোবিশালঃ।
কালেঽগ্নিবেশায় সহেতুলিঙ্গানুবাচ মেহান্ শমনঞ্চ তেষাম্॥

নির্ম্মোহ, নিরভিমান, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিখিলজ্ঞানশালী, মহাতপা ভগবান্ পুনর্ব্বসু যথাকালে অগ্নিবেশকে হেতু ও লিঙ্গের সহিত মেহের বিষয় এবং মেহনাশক চিকিৎসার বিষয় বলিয়াছিলেন।

আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥

উপবেশন সুখ, স্বপ্নসুখ, দধি, ছাগাদি গ্রাম্যপশুর মাংস ও ঔদক অর্থাৎ জলজাত মৎস্যাদির মাংস, বরাহাদি আনূপ পশুর মাংস, দুগ্ধ, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, নূতন জল,

এবং গুড়জাত বিকৃত দ্রব্যসমূহ এবং সর্ব্বপ্রকার কফকারক দ্রব্য নিত্য সেবন করা-কফজনিত প্রমেহের হেতু।

মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ ক্লেদং কফো বস্তিগতং প্রদূষ্য।
করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈস্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি॥
ক্ষীণেষু দোষেষ্ববকৃষ্য বস্তৌ ধাতূন্ প্রমেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ।
দোষো হি বস্তিং সমুপেত্য মূত্রং সন্দূষ্য মেহান্ জনয়েদ্‌যথাস্বম্॥

কফ, শরীরস্থ মেদ, মাংস ও ক্লেদকে দূষিত ও বস্তিগত করিয়া প্রমেহ জন্মায়। এই-রূপে পিত্ত ও উষ্ণ সেবন প্রভৃতি নিদানস্থানোক্ত কারণে প্রকুপিত হইয়া মেদ, মাংস ও ক্লেদকে দূষিত করে এবং বস্তিগত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মাইয়া থাকে। পিত্ত ও কফ লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতুসমূহ আকর্ষণ করিয়া বস্তিস্থানে আনয়ন ও দূষিত করিয়া বাতিক প্রমেহ জন্মায়। দোষই বস্তিদেশ অর্থাৎ মূত্রাশয়কে আক্রমণ করিয়া মূত্রকে দূষিত করতঃ স্ব স্ব লক্ষণাক্রান্ত প্রমেহ উৎপাদন করে।

সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্ যাপ্যা ন সাধ্যাঃপবনাচ্চতুষ্কাঃ।
সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বান্মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥

কফজনিত প্রমেহ দশপ্রকার, সমক্রিয়ত্ব হেতু তাহারা সাধ্য। পিত্তজনিত প্রমেহ ছয় প্রকার; বিষমক্রিয়ত্ব হেতু তাহারা যাপ্য। এবং বাতজনিত মেহ চারিপ্রকার; মহাত্যয়তা হেতু তাহারা অসাধ্য। (যে ঔষধে দোষের শান্তি হয়, সেই ঔষধ দ্বারা দূষ্যের ও শান্তি হইলে, সেস্থলে সমক্রিয়ত্ব বলা যায়। অন্যথা বিষমক্রিয়ত্ব)।

কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ।
মজ্জারসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥

সকল প্রমেহেই বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা দোষ; আর মেদ, রক্ত, শুক্র, দৈহিক জলীয় পদার্থ, বসা, লসীকা, মজ্জা, রস,ওজঃ ও মাংস—ইহারা দূষ্য। প্রমেহ বিংশতি প্রকার। যথা—

জলোপমঞ্চেক্ষুরসোপমং বা ঘনং ঘনঞ্চোপরি বিপ্রসন্নম্।
শুক্লং সশুক্রং শিশিরং শনৈর্বা লালেব বা বালুকয়া যুতং বা॥
বিদ্যাৎ প্রমেহান্ কফজান্ দশৈতান্ ক্ষারোপমং কালমথাপি রক্তম্
হারিদ্রমাঞ্জিষ্ঠমথাপি নীলমেতান্ প্রমেহান্ ষড়ুষন্তি পৈত্তান্॥
মজ্জৌজসা বা বসয়ান্বিতং বা লসীকয়া বা সততং বিবদ্ধম্।
চতুর্ব্বিধং মূত্রয়তেঽনিলেন শেষেষু ধাতুষ্ববকর্ষিতেষু॥

কফজ প্রমেহ দশ প্রকার—যথা (১) জলের মত প্রস্রাব; (২) ইক্ষু রসের মত মধুর প্রস্রাব; (৩) অত্যন্ত ঘন প্রস্রাব; (৪) উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘনীভূত প্রস্রাব; (৫) শুক্ল প্রস্রাব, (৬) শুক্রযুক্ত প্রস্রাব; (৭) শিশির বা শীতল প্রস্রাব; (৮) শনৈঃ অর্থাৎ অল্প অল্প প্রস্রাব; (৯) লালার ন্যায় প্রস্রাব; (১০) এবং বালুকাযুক্ত প্রস্রাব। পিত্তজনিত প্রমেহ ছয়

প্রকার, যথা—(১) ক্ষারের ন্যায় প্রস্রাব; (২) কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব; (৩) রক্তবর্ণ প্রস্রাব; (৪) হরিদ্রাবর্ণ প্রস্রাব; (৫) মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ প্রস্রাব; (৬) এবং নীলবর্ণ প্রস্রাব। এই ছয়প্রকার প্রমেহ পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। বায়ু জনিত প্রমেহ চারি প্রকার যথা;—(১) মজ্জাযুক্ত প্রস্রাব; (২) ওজোযুক্ত প্রস্রাব; (৩) বসাযুক্ত প্রস্রাব; (৪) এবং লসীকাযুক্ত প্রস্রাব। মজ্জাদি ধাতু সকল বায়ু দ্বারা অবকর্ষিত হইলে এই চারি প্রকার মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

বর্ণং রসং স্পর্শমথাপি গন্ধং যথাস্বদোষং ভজতে প্রমেহঃ।
শ্যাবারুণো বাতকৃতঃ সশূলো মজ্জাদিষাড়্‌গুণ্যমুপৈত্যসাধ্যঃ॥

প্রমেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, উহার বর্ণ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, সেই দোষানুরূপ হইয়া থাকে। বায়ুজনিত প্রমেহ শ্যাবারুণ বর্ণ, শূলযুক্ত ও মজ্জাদি ছয় ধাতুর গুণ প্রাপ্ত হয়। উহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

স্বেদোঽঙ্গগন্ধঃ শিথিলাঙ্গতা চ শয্যাসনস্বপ্নসুখে রতিশ্চ।
হৃন্নেত্রজিহ্বাশ্রবণোপদেহা ঘনাঙ্গতা কেশনখাতিবৃদ্ধিঃ॥
শীতপ্রিয়ত্বং গলতালুশোষো মাধুর্য্যমাস্যে করপাদদাহঃ।
ভবিষ্যতো মেহগদস্য রূপং মূত্রেঽভিধাবন্তি পিপীলিকাশ্চ॥

স্বেদ, অঙ্গের দুর্গন্ধতা, শরীরের শিথিলতা; শয্যা, উপবেশন, ও নিদ্রা সুখে আসক্তি; হৃদয়, নেত্র, জিহ্বা ও কর্ণের উপলিপ্ততা; অঙ্গের কাঠিন্য, কেশ ও নখের অতি বৃদ্ধি; শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, গলা ও তালুর শোষ, মুখের মধুরতা, হস্ত ও পাদদ্বয়ে দাহ এবং মূত্রে পিপীলিকা সঞ্চরণ, এই সকল ভাবি মেহ রোগের পূর্ব্ব চিহ্ন।

স্থূলঃ প্রমেহী বলবানিহৈকঃ কৃশস্তথৈকঃ পরিদুর্ব্বলশ্চ।
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং সংশোধনং দোষবলাধিকস্য॥

প্রমেহির মধ্যে কেহ বা স্থূল ও বলবান্, এবং কেহ বা কৃশ ও দুর্ব্বল। তন্মধ্যে কৃশ ও দুর্ব্বল প্রমেহিকে বৃংহণ ক্রিয়া অর্থাৎ পুষ্টিকর ঔষধ ও পথ্য দিবে এবং বলবান প্রমেহিকে দোষাধিক্য থাকিলে সংশোধন ক্রিয়া অর্থাৎ বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

স্নিগ্ধস্য যোগা বিবিধাঃ প্রযোজ্যাঃ কল্পোপদিষ্টা মলশোধনায়।
ঊর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেঽপনীতে মেহেষু সন্তর্পণমেব কার্য্যম্॥

প্রমেহ রোগিকে সংশোধন দিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া কল্পস্থানোক্ত মলশোধক বিবিধ যোগ প্রয়োগ করা উচিত। পরে ঊর্দ্ধ ও অধঃশোধন দ্বারা মল অপসৃত হইলে তর্পণ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গুল্মঃ ক্ষয়ো মেহনবস্তিশূলং মূত্রগ্রহশ্চাপ্যপতর্পণেন।
প্রমেহিণঃ স্যুঃ পরিবৃংহণানি কার্য্যাণি তস্য প্রসমীক্ষ্য বহ্নিম্॥

তর্পণ প্রয়োগ না করিলে ঐ বমন বিরেচনরূপ অপতর্পণে প্রমেহ রোগির গুল্ম, ক্ষয়, মেহন ও বস্তিদেশে শূল ও মূত্রগ্রহ হইতে পারে। এই কারণে প্রমেহ রোগির অগ্নিবল বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া তাহাকে তর্পণ অর্থাৎ পুষ্টিকর ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগ করিবে।

সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী তস্য ক্রিয়া সংশমনী প্রযোজ্যা।
মন্থাঃ কষায়া যবচূর্ণলেহাঃ প্রমেহশান্ত্যৈ লঘবশ্চ ভক্ষ্যাঃ॥

যে প্রমেহী সংশোধনোচিত নহে, তাহাকে সংশমনী ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এজন্য তাহাকে মন্থ, কষায়, যবচূর্ণের লেহ সকল এবং অপরাপর লঘুপাক আহারীয় দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

যে বিষ্কিরা যে প্রতুদা বিহঙ্গাস্তেষাং রসৈর্জাঙ্গলজৈর্মনোজ্ঞৈঃ।
যবৌদনং রুক্ষমথাপি বাট্যং মন্থান্ সশক্তূনপি চাপ্যপূপান্॥
মুদ্গাদিযূষৈরপি তিক্তশাকৈঃ পুরাণশাল্যোদনমাদদীত।
দন্তীঙ্গুদীতৈলযুতং প্রমেহী তথাতসীসর্ষপতৈলযুক্তম্॥
সষষ্টিকং স্যাৎ তৃণধান্যমন্নং যবপ্রধানস্তু ভজেৎ প্রমেহী।
যবস্য ভক্ষ্যান্ বিবিধাংস্তথাদ্যাৎ
কফপ্রমেহী মধুসম্প্রযুক্তান্॥

যে সকল পক্ষী বিষ্কির ও প্রতুদ জাতীয়, সেই সমুদয় পক্ষির এবং জাঙ্গল পশুর মাংসরস মনোজ্ঞভাবে প্রস্তুত করিয়া রুক্ষ যবান্নের সহিত অথবা যবমণ্ডের সহিত প্রমেহ রোগিকে ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা শক্তুর সহিত মন্থ কিংবা যবপিষ্টক ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা প্রমেহ রোগিকে মুদ্গাদি যূষের সহিত কিংবা তিক্ত শাকের সহিত দন্তী, ইঙ্গুদী, মসিনা, অথবা সর্ষপের তৈল যুক্ত করিয়া শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। প্রমেহির অন্ন ষষ্টিক ও তৃণ ধান্যের হওয়া উচিত, বিশেষতঃ যবান্ন সেবন প্রমেহির পক্ষে পরম উপকারী। কফপ্রমেহিকে যবের বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য মধু সহযোগে ভক্ষণ করিতে দিবে।

নিশিস্থিতানাং ত্রিফলাকষায়ে
স্যুস্তর্পণাঃ ক্ষৌদ্রযুতা যবানাম্।
তান্ সীধুযুক্তান্ প্রপিবেৎ প্রমেহী
প্রায়োগিকান্ মেহবধার্থমেব॥

রাত্রিতে ত্রিফলার ক্বাথে যবশক্তু ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই যবের অন্ন মধু মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে তর্পণ হয়। প্রমেহী প্রমেহ বিনাশের নিমিত্ত সেই তর্পণ সীধু মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

যে শ্লেষ্মমেহে বিহিতাঃ কষায়া-
স্তৈর্ভাবিতানাঞ্চ পৃথগ্যবানাম্।
শক্তূনপূপান্ সগুড়ান্ সধানান্
ভক্ষ্যাংস্তথান্যান্ বিবিধাংশ্চ খাদেৎ॥

শ্লেষ্ম প্রমেহনাশক যে সমুদয় কষায় বিহিত হইয়াছে, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ কষায়ে যব ভাবিত করিয়া ঐ যবের ছাতু, পিষ্টক, ধানা (ভাজা যব বা চিড়ে) প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া গুড়সহ কফপ্রমেহী ভক্ষণ করিবে।

খরাশ্বগোধেনুক সংভৃতানাং
তথা যবানাং বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ।
দেয়াস্তথা বেণুযবা যবানাং
কল্পেন গোধূমময়াশ্চ ভক্ষ্যাঃ ॥

গর্দ্দভ, অশ্ব, গো, ধেনু—ইহাদিগের পুরীষোৎপন্ন যব দ্বারা অথবা বেণুযব অর্থাৎ বাঁশের চাউল কিংবা গোধূম দ্বারা ঐরূপ নানা প্রকার ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া কফপ্রমেহিকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

সংশোধনোল্লেখনলঙ্ঘনানি কালপ্রযুক্তানি কফপ্রমেহান্।
জয়ন্তি পিত্তপ্রভবান্ বিরেকঃ সন্তর্পণঃ সংশমনো বিধিশ্চ ॥

সংশোধন, বমন এবং লঙ্ঘন যথাকালে প্রযুক্ত হইলে কফ প্রমেহের নিবৃত্তি হয়; আর পিত্ত প্রভব প্রমেহ যথাকালে বিরেচন, সন্তর্পণ ও সংশমন বিধি দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে।

দার্ব্বীং সুরাহ্বং ত্রিফলাং সমুস্তাং কষায়মুৎকাথ্য পিবেৎ প্রমেহী
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তামথবা হরিদ্রাং পিবেদ্রসেনামলকীফলানাম্ ॥

সকল প্রমেহেই দারুহরিদ্রা, দেবদারু, মুথা ও ত্রিফলা—এই সমুদয়ের কাথ করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা কাঁচা হরিদ্রা—আমলকীর রসের সহিত অথবা মধু সংযোগে পান করিতে দিবে।

হরীতকীকট্ফলমুস্তলোধ্রং পাঠাবিড়ঙ্গার্জ্জুনধম্বনাশ্চ।
উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গং কদম্বশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ ॥
দার্ব্বী বিড়ঙ্গং খদিরো ধবশ্চ সুরাহ্বকুষ্ঠাগুরুচন্দনানি।
দার্ব্ব্যগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা সপাঠা পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা ॥
যমান্যুশীরাণ্যভয়া গুড়ূচী জঙ্ঘাভয়াচিত্রকসপ্তপর্ণাঃ।
পাদৈঃ কষায়াঃ কফমেহিনাং তে দশোপদিষ্টা মধুসম্প্রযুক্তাঃ ॥

হরিতকী, কট্ফল, মুথা ও লোধ—এই সমুদয়ের কাথ; আকনদ, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন এবং ধন্বন্—এই সমুদয়ের কাথ; হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদুকা এবং বিড়ঙ্গ—এই সমুদয়ের কাথ; কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন এবং যমানী—এই সমুদয়ের কাথ; দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির ও ধাওয়া—ইহাদের কাথ; দেবদারু, কুড়, অগুরু এবং রক্তচন্দন—এই সমুদয়ের কাথ; দারুহরিদ্রা, গণিয়ারি, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী এবং আকনদ—এই সমুদয়ের কাথ; আকনাদি, মূর্ব্বামূল ও গোক্ষুর-ইহাদের কাথ; যমানী, বেণার মূল, হরিতকী ও গুলঞ্চ এই সমুদয়ের কাথ এবং কাকজঙ্ঘা, হরিতকী, চিতা ও ছাতিম—এই সমুদয়ের কাথ; এই দশ প্রকার কাথ বা কষায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কফপ্রমেহে প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

উশীরলোধ্রার্জ্জুনচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্।
পটোলনিম্বামলকামৃতানাং মুস্তাভয়াপদ্মকবৃক্ষকাণাম্ ॥

লোধ্রাম্বুকালীয়কধাতকীনাং নিম্বার্জ্জুনাম্রাতনিশোৎপলানাম্।
শিরীষসর্জ্জার্জ্জুনকেশরাণাং প্রিয়ঙ্গুপদ্মোৎপলকিংশুকানাম্॥
অশ্বত্থযাবাসনবেতসানাং কটঙ্কটেয়্যুৎপলমুস্তকানাম্।
পৈত্তেষু মেহেষু দশ প্রদিষ্টাঃ পাদৈঃ কষায়া মধুসম্প্রযুক্তাঃ॥

(১) বেণার মূল, লোধকাষ্ঠ, অর্জ্জুন ও রক্তচন্দন; (২) বেণার মূল, মুথা, আমলকী ও হরিতকী; (৩) পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ; (৪) মুথা, হরিতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুর্চ্চিছাল; (৫) লোধ, বালা, কালিয়া কাষ্ঠ ও ধাইফুল; (৬) নিমছাল, অর্জ্জুন, আম্‌ড়াছাল, হরিদ্রা ও নীলপদ্ম; (৭) শিরীষ, ধুনা, অর্জ্জুন ও নাগকেশর; (৮) প্রিয়ঙ্গু, রক্তপদ্ম, নীলোৎপল ও কিংশুক; (৯) অশ্বত্থ, দুরালভা, পীতশাল ও বেতস; (১০) এবং দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল ও মুথা—এই দশ সংখ্যক ক্বাথ বা কষায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পিত্ত প্রমেহে প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বেষু মেহেষু হিতৌ তু পূর্ব্বৌ কষায়যোগৌ বিহিতাস্তু সর্ব্বে।
মন্থস্য পানে যবভাবনায়াং স্যুর্ভোজনে পানবিধৌ পৃথক্‌চ॥

যে দুইটী কষায় যোগ সর্ব্ব প্রথমে বলা হইয়াছে, (দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ত্রিফলা ও মুথার ক্বাথ মধুর সহিত এবং কাঁচাহরিদ্রা— মধু বা আমলকীরসের সহিত) সেই দুইটী যোগ সর্ব্ববিধ মেহেই হিতকর। এই দুইটী যোগ এবং কফমেহ ও পিত্তমেহ নাশক যে দশটি করিয়া বিংশতিটি যোগ উক্ত হইল, সেই সমস্ত যোগই মন্থের সহিত বা যবের ভাবনা দ্রব্য রূপে এবং সর্ব্বপ্রকার ভোজন ও পানে বিবেচনামতে পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিবে।

সিদ্ধানি তৈলানি ঘৃতানি চৈব দেয়ানি মেহেম্বনিলাত্মকেষু।
মেদঃ কফশ্চৈব কষায়যোগৈঃ স্নেহৈশ্চ বায়ুঃ শমমেতি তেষাম্॥

ঐ সকল যোগোক্ত দ্রব্যের কষায় ও কল্ক সিদ্ধ ঘৃত ও তৈল বাতজমেহে প্রয়োগ করিবে। কষায় যোগ দ্বারা মেদ ও কফ এবং স্নেহ দ্বারা বায়ুর উপশম হইয়া থাকে।

কম্পিল্লসপ্তচ্ছদশালজানি বৈভীতরৌহীতককৌটজানি।
কপিত্থপুষ্পাণি চ চূর্ণিতানি ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী॥

কফপিত্তমেহে কমলাগুঁড়ি, ছাতিম ছাল ও ধুনা; অথবা বহেড়া, রোহিতক ও কুড়চি ছাল; এবং কয়েৎবেলের ফুল—ইহাদের চূর্ণ মধুসহ পান করিতে দিবে।

পিবেদ্রসেনামলকস্য চাপি কল্কীকৃতান্যক্ষসমানি কালে।
জীর্ণে চ ভুঞ্জীত পুরাণমন্নং মেহী রসৈর্জাঙ্গলজৈর্মনোজ্ঞৈঃ॥

অথবা এই তিনটি যোগের কল্ক অক্ষসম অর্থাৎ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আমলকীর-রসের সহিত মিশ্রিত করত যথাকালে পান করিতে দিবে। এবং ঔষধজীর্ণ হইলে পুরাণ তণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল পশুর মাংসরসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

দৃষ্ট্বানুবন্ধং পবনাৎ কফস্য পিত্তস্য বা স্নেহবিধির্বিকল্প্যঃ।
তৈলং কফে স্যাৎ স্বকষায়সিদ্ধং পিত্তে ঘৃতং পিত্তহরৈঃ কষায়ৈঃ॥

কফমেহে বা পিত্তমেহে যদি বায়ুর অনুবন্ধ থাকে, তাহা হইলে বিবেচনামতে স্নেহ প্রয়োগ করিতে হয়। তন্মধ্যে কফমেহে কফমেহহর দ্রব্যের কষায় সিদ্ধ তৈল এবং পিত্তমেহে পিত্তমেহহর দ্রব্যের কষায় সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকণ্টকাশ্মান্তকসোমবল্কৈর্ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ।
পাঠাপটোলার্জ্জুননিম্বমুস্তৈর্হরিদ্রয়া পদ্মকদীপ্যকৈশ্চ॥
মঞ্জিষ্ঠয়া চাগুরুচন্দনৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সমুস্তৈঃ কফবাতজেষু।
মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ঘৃতন্তু পৈত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু॥

গোক্ষুর, অশ্মন্তক, সোমবল্ক, (শ্বেতখদির) ও মুতা। ভেলা, এলাইচ, লোধ ও মুতা। আকনাদি, পলতা, অর্জ্জুন ছাল, নিম্ছাল ও মুতা। হরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী ও মুতা। মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু, রক্তচন্দন ও মুতা। এই পাঁচটী যোগের প্রত্যেক যোগোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া কফবাতজনিত প্রমেহে এবং ঘৃত পাক করিয়া পিত্তবাত জনিত প্রমেহে আর তৈল ও ঘৃত উভয়ই ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত মেহে প্রয়োগ করিবে।

ফলত্রিকং দারু নিশাবিশালা মুস্তা চ নিঃক্বাথ্য নিশা সকল্কা।
পিবেৎ কষায়ং মধুসম্প্রযুক্তং সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুদ্ধতেষু॥

ত্রিফলা, দেবদারু, হরিদ্রা, রাখালশশার মূল, ও মুতা—ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নষ্ট হয়।

লোধ্রং শটীং পুষ্করমূলমেলাং মূর্ব্বাং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং যমানীম্।
চব্যং প্রিয়ঙ্গুং ক্রমুকং বিশালাং কিরাততিক্তং কটুরোহিণীঞ্চ॥
ভার্গী নতং চিত্রকপিপ্পলীনাং মূলং সকুষ্ঠাতিবিষং সপাঠম্।
কলিঙ্গকান্ কেশরমিন্দ্রসাহ্বান্ নখং সপত্রং মরিচং প্লবঞ্চ॥
দ্রোণেঽম্ভসঃ কর্ষসমানি পক্ত্বা পূতে চতুর্ভাগজলাবশেষে।
রসেঽর্দ্ধভাগং মধুনঃ প্রদায় পক্ষং নিধেয়ো ঘৃতভাজনস্থঃ॥
লোধ্রাসবোঽয়ং কফপিত্তমেহান্ ক্ষিপ্রং নিহন্যাদ্দ্বিপলপ্রয়োগাৎ।
পাণ্ড্বাময়ার্শাংস্যরুচিং গ্রহণ্যা দোষং কিলাসং বিবিধঞ্চ কুষ্ঠম্॥
ইতি লোধ্রাসবঃ।

লোধ, শটী, কুড়, এলাইচ, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চৈ, প্রিয়ঙ্গু, সুপারি, রাখালশশা, চিরতা, কটকী, বামনহাটী, তগরপাদুকা, চিতামূল, পিপুল মূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, ইন্দ্রযব, নখী, তেজপাতা, মরিচ ও কৈবর্ত্তমুতা—ইহাদের প্রত্যেকের দুই তোলা পরিমাণ লইয়া এক দ্রোণ অর্থাৎ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া যোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে আটসের মধু মিশাইয়া একপক্ষকাল ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহার নাম লোধ্রাসব। এই আসব প্রতিদিন দুইপল পরিমাণে সেবন করিলে কফপিত্তমেহ, পাণ্ডু, অর্শঃ, অরুচি, গ্রহণীদোষ, কিলাস, ও বিবিধ প্রকার কুষ্ঠ শান্তি হয়। ইতি লোধ্রাসব।

ক্বাথঃ স এবাষ্টপলে চ দন্ত্যা ভল্লাতকানাঞ্চ চতুঃপলং স্যাৎ।
সিতোপলাত্বষ্টপলা বিশেষঃ ক্ষৌদ্রঞ্চ তাবৎ পৃথগাসবৌ তৌ॥

পূর্ব্বোক্ত লোধ্র প্রভৃতির ক্বাথেই দন্তী চূর্ণ আট পল, মিশ্রী আট পল এবং মধু আট পল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দন্ত্যাসব প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আবার ঐ ক্বাথে ভল্লাতক ৪ চারি পল, মিশ্রি আট পল এবং মধু আটপল মিশ্রিত করিয়া ভল্লাতকাসব নামে আর একটী পৃথক্ আসব প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই দুইটী আসবেরও গুণ লোধ্রাসবের ন্যায়।

সারোদকং বাথ কুশোদকং বা মধূদকং ব ত্রিফলারসং বা।
সীধুং পিবেদ্বা নিগদং প্রমেহী মাধ্বীকমগ্র্যং চিরসংস্থিতং বা॥

সারোদক, অর্থাৎ খদির সারের ক্বাথ, কুশোদক অর্থাৎ কুশমূলের ক্বাথ, অথবা মধূদক অর্থাৎ মধুমিশ্রিত জল, অথবা ত্রিফলার রস অথবা শীধু কিম্বা পুরাতন মাধ্বীক মদ্য, প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাংসানি শূল্যানি মৃগদ্বিজানাং খাদেদ্ যবানাং বিবিধাংশ্চ ভক্ষ্যান্।
সংশোধনারিষ্টকষায়লেহৈঃ সন্তর্পণোত্থান্ শময়েৎ প্রমেহান্॥

প্রমেহ রোগী মৃগ ও পক্ষীর শূল্যমাংস, আর যবপ্রস্তুত নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। সংশোধন, অরিষ্ট, কষায় ও লেহ দ্বারা সন্তর্পণজনিত প্রমেহের চিকিৎসা করিবে।

ভৃষ্টান্ যবান্ ভক্ষয়তঃ প্রয়োগান্ শুষ্কাংশ্চ শক্তূন্ন ভবন্তি মেহাঃ।
শ্বিত্রঞ্চ কৃচ্ছ্রং কফজঞ্চ কুষ্ঠং তথৈব মুদ্গামলকপ্রয়োগান্॥

ভৃষ্ট যব ও শুষ্ক ছাতু ভক্ষণ এবং মুদ্গ ও আমলকী কৃত বিবিধ ভক্ষণ ভোজন দ্বারা প্রমেহরোগ জন্মেনা। এবং শ্বিত্র, কফজ কুষ্ঠ ও মূত্রকৃচ্ছের শান্তি হয়।

সন্তর্পণোত্থেষু গদেষু যোগা মেদস্বিনাং যে চ ময়োপদিষ্টাঃ।
বিরুক্ষণার্থং কফপিত্তজেষু সিদ্ধাঃ প্রমেহেষ্বপি তে প্রযোজ্যাঃ॥

সন্তর্পণজনিত রোগ সকল নিবারণ জন্য ও মেদস্বীব্যক্তিদিগের রুক্ষণের জন্য মৎকর্তৃক যে সকল যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, (সূত্রস্থানে সন্তর্পণীয় অধ্যায়ে ও অষ্টৌনিন্দিতীয় অধ্যায়ে) কফপিত্ত মেহে সেই সকল দৃষ্ট ফল যোগ প্রয়োগ করিবে।

ব্যায়ামযোগৈর্বিবিধৈঃ প্রগাঢ়ৈরুদ্বর্ত্তনৈঃ স্নানজলাবসেকৈঃ।
সেব্যত্বগেলাগুরুচন্দনাদ্যৈর্বিলেপনৈশ্চাশু ন সন্তি মেহাঃ॥

বিবিধ প্রকার ব্যায়াম, প্রগাঢ় উদ্বর্ত্তন, স্নান, জলাবসেচন এবং বেণারমূল, দারুচিনি, এলাচী, অগুরু ও রক্তচন্দন দ্বারা বিলেপন করিলে প্রমেহের আশু নিবৃত্তি হয়।

ক্লেদশ্চ মেদশ্চ কফশ্চ বৃদ্ধঃ প্রমেহহেতুঃ প্রসমীক্ষ্য তস্মাৎ।
বৈদ্যেন পূর্ব্বং কফপিত্তজেষু মেহেষু কার্য্যাণ্যপতর্পণানি॥

বর্দ্ধিত ক্লেদ, মেদ এবং কফ অপতর্পণ দ্বারা শীঘ্রই নষ্ট হয়, এ কারণ বৈদ্য সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কফপিত্তজনিত প্রমেহে প্রথমতঃ অপতর্পণ প্রয়োগ করিবেন।

যা বাতমেহান্ প্রতিপূর্ব্বমুক্তা
বাতোল্বণানাং বিহিতা ক্রিয়া সা।
বায়ুর্হি মেহেষ্বতিকর্ষিতানাং
কুপ্যত্যসাধ্যান্ প্রতি নাস্তি চিন্তা॥

বাতপ্রমেহে যে সকল চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, প্রমেহে ত্রিদোষের মধ্যে বায়ুর উগ্রতা দৃষ্ট হইলে সে স্থলে বাত প্রমেহের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কারণ প্রকুপিত বায়ুই প্রমেহ রোগীকে সত্বর কর্ষিত করিয়া অসাধ্য প্রমেহ সকল উৎপাদন করে। বাতোল্বণ কফজ বা পিত্তজ মেহেরই এই চিকিৎসা বিধি। কিন্তু অসাধ্য মেহ সকলের চিকিৎসা বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, তাহাদের চিকিৎসাই নাই।

যৈর্হেতুভির্যে প্রভবন্তি মেহা-
স্তেষু প্রমেহেষু ন তে নিষেব্যাঃ।
হেতোরসেবা বিহিতা যথৈব
জাতস্য রোগস্য ভবেচ্চিকিৎসা॥

যে যে কারণ হইতে যে যে প্রমেহের উৎপত্তি হয়, সেই সেই প্রমেহ রোগে সেই সেই কারণের পরিহার করিবে। কারণ নিদান পরিবর্জ্জন, রোগের চিকিৎসা মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

হারিদ্রবর্ণং রুধিরঞ্চ মূত্রং
বিনা প্রমেহস্য হি পূর্ব্বরূপৈঃ।
যো মূত্রয়েৎ তং ন বদেৎ প্রমেহং
রক্তস্য পিত্তস্য হি স প্রকোপঃ॥

যদি প্রমেহ রোগী হরিদ্রাবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ প্রস্রাব করে, অথচ যদি প্রমেহের পূর্ব্ব চিহ্ন সকল দেখা না যায়, তবে তাহার রোগকে প্রমেহ না বলিয়া রক্তপিত্তের প্রকোপ বলিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসা করিবে।

দৃষ্ট্বা প্রমেহং মধুরং সপিচ্ছং
মধূপমং স্যাদ্বিবিধোবিচারঃ।
ক্ষীণেষু দোষেষ্বনিলাত্মকাঃ স্যুঃ
সন্তর্পণাদ্বা কফসম্ভবাঃ স্যুঃ॥

প্রমেহের প্রস্রাব যদি মধুর ন্যায় মধুর ও পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে ইহা বাতজনিত বা কফজনিত তাহার বিচার করিবে। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও মলের ক্ষয় হইলে বাত প্রমেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে আর সন্তর্পণ হেতু মধুমেহকে কফাত্মক বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

সপূর্ব্বরূপাঃ কফপিত্তমেহাঃ
ক্রমেণ যে বাতকৃতাশ্চ মেহাঃ।
সাধ্যা ন তে পিত্তকৃতাস্তু যাপ্যাঃ
সাধ্যাস্তু মেদো যদি ন প্রদুষ্টম্॥

কফজ প্রমেহ বা পিত্তজনিত প্রমেহ উৎপন্ন হইবার পরেও যদি সেই সকল মেহে পূর্ব্ব-রূপের বিদ্যমানতা থাকে, অথবা প্রমেহ বাত কৃত হইলে, সেই সমুদয় প্রমেহ অসাধ্য। পিত্ত-জনিত প্রমেহ সাধ্য নহে, পরন্তু যাপ্য। এবং মেদ বিশেষ ভাবে দূষিত না হইলে কফজ প্রমেহ সাধ্য।

জাতপ্রমেহী মধুমেহিনো বা
ন সাধ্য উক্তঃ স হি বীজদোষাৎ।
যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা
ভবন্তি তাংশ্চ প্রবদন্ত্যসাধ্যান্॥

মধুমেহীর সন্তান বীজদোষবশতঃ প্রমেহী হইলে, তাহার মেহ অসাধ্য থাকে। পরন্তু কেবল যে বীজদোষোৎপন্ন প্রমেহ রোগই অসাধ্য এমত নহে, কৌলিক রোগ মাত্রেই অসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রমেহিণাং যাঃ পিড়কা ময়োক্তাঃ
রোগাধিকারে পৃথগেব সপ্ত।
তাঃ শল্যবিদ্ভিঃ কুশলৈশ্চিকিৎস্যাঃ
শস্ত্রেণ সংশোধনরোপণৈশ্চ॥

প্রমেহ রোগিদিগের সপ্তপ্রকার পিড়কা জন্মায় বলিয়া পূর্ব্বে যে উল্লিখিত হই-য়াছে, শল্যহারী সুকুশল চিকিৎসকেরা শস্ত্র দ্বারা সংশোধন ও রোপণ করিয়া সেই সকল পিড়কার চিকিৎসা করিবেন।

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতুর্দোষো দূষ্যং মেহানাং সাধ্যতানুরূপঞ্চ।
মেহী দ্বিবিধ স্ত্রিবিধং ভিষগ্‌জিতং তল্লক্ষণং॥
আদ্যা যবান্নবিকৃতির্মন্থা মেহাপহাঃ কষায়াশ্চ।
তৈলঘৃতলেহযোগা ভক্ষ্যাঃ প্রবরাসবাঃ সিদ্ধাঃ॥
ব্যায়ামবিধির্বিবিধঃ স্নানান্যুদ্বর্ত্তনানি গন্ধাশ্চ।
মেহানাং প্রশমার্থং চিকিৎসিতে দৃষ্টমেতাবৎ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
প্রমেহচিকিৎসিতং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

এই প্রমেহ চিকিৎসিত অধ্যায়ে প্রমেহের হেতু, দোষ ও দূষ্য, সাধ্যতা, অনুরূপ, দ্বিপ্রকার মেহ, তিন প্রকার চিকিৎসা লক্ষণ, মেহনাশক যবান্ন, যববিকৃতি ও যবমন্থ, কষায়, তৈল, ঘৃত, লেহ, ভক্ষ্য, দৃষ্ট ফল উৎকৃষ্ট আসব, বিবিধ প্রকার ব্যায়াম, স্নান, উদ্বর্ত্তন এবং সুগন্ধ দ্রব্যের অনুলেপন, এই সকল বিষয় মেহ প্রশমনার্থ বলা হইল।

ইতি অগ্নিবেশ কৃত চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে চিকিৎসিত স্থানে
প্রমেহ চিকিৎসা সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

কুষ্ঠ চিকিৎসিতম্।

অথাতঃ কুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা কুষ্ঠ চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, ইহা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।

হেতুং দ্রব্যং লিঙ্গং কুষ্ঠানামাশ্রয়ং প্রশমনঞ্চ।
শৃণ্বগ্নিবেশ সম্যগ্বিশেষতঃ স্পর্শনঘ্নানাম্॥

হে অগ্নিবেশ! কুষ্ঠ সকল বিশেষরূপে স্পর্শেন্দ্রিয় বিনাশকারী; কুষ্ঠ সকলের নানাপ্রকার নিদান, উপাদান সামগ্রী, লক্ষণ, আশ্রয় ও প্রশমোপায় ঔষধের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাম্॥
ব্যায়ামমতিসন্তাপমতিভুক্ত্বা নিষেবিণাম্।
শীতোষ্ণলঙ্ঘনাহারান্ ক্রমং মুক্ত্বা নিষেবিণাম্॥
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্।
অজীর্ণাধ্যশিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্॥
নবান্নদধিমৎস্যাতিলবণাম্লনিষেবিণাম্।
মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীরগুড়াশিনাম্॥
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা।
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্॥
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ।
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ॥
ততঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ।
ন চৈকদোষজং কিঞ্চিৎ কুষ্ঠং সমুপলভ্যতে॥

বিরোধী অন্নপান, গুরুপাক ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, উপস্থিত বমি ও অন্যান্য মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, অতিরিক্ত ভোজনের অব্যবহিত পরেই ব্যায়াম ও সন্তাপ সেবন, অযথাক্রমে শীত ও উষ্ণ সেবন, লঙ্ঘন এবং আহার। সূর্য্য বা অগ্নির সন্তাপে সন্তপ্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া তাড়াতাড়ি শীতল জল পান করা; অজীর্ণ অবস্থায় আহার করা, অধ্যশন, বমন, বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের অপচার করা, নূতন অন্ন, দধি, মৎস্য, অতিশয় লবণ ও অম্ল দ্রব্য সেবন; মাষকলাই, মূলক, পিষ্টান্ন, গুড়, দুগ্ধ ও তিলের অতি সেবন; অন্নের অজীর্ণাবস্থায় ব্যবায়, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের অবজ্ঞা করণ এবং পাপ কর্ম্মের আচরণ করিলে বায়ুপিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া ত্বক, রক্ত, মাংস এবং অম্বু (জলিকা) ধাতুকে দূষিত করে।

বাতাদি দোষত্রয় এবং রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সাতটীই সমস্ত কুষ্ঠ রোগের উৎপাদন দ্রব্য। এই সপ্তবিধ কারণ হইতে সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ এবং একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কুষ্ঠকেই একটী মাত্র দোষ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

স্পর্শান্যত্বমতিস্বেদো ন বা বৈবর্ণ্যমুন্নতিঃ।
কোঠানাং লোমহর্ষশ্চ কণ্ডূস্তোদঃ শ্রমঃ ক্লমঃ॥
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
দাহঃ সুপ্তাঙ্গতা চেতি কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্॥

স্পর্শের অন্যথাভাব, অতিঘর্ম্ম বা একেবারে ঘর্ম্মরোধ, বৈবর্ণ, কোঠের উৎপত্তি, রোমাঞ্চ, কণ্ডু, তোদ (সূচীবেধের ন্যায় বেদনা), শ্রম, ক্লম, শরীরের ক্ষত স্থানে অত্যন্ত যাতনা, ক্ষতসকলের শীঘ্র উৎপত্তি এবং বহুকাল স্থিতি, দাহ এবং সুপ্তাঙ্গতা অর্থাৎ অঙ্গ সমূহের অসাড়তা, এইসব কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ বা পূর্ব্বলক্ষণ।

অত ঊর্দ্ধমষ্টাদশানাং কপালোডুম্বরমণ্ডলর্ষ্যজিহ্ব-পুণ্ডরীকসিধ্মকাক-ণৈককুষ্ঠচর্ম্মাখ্যকিটিমবিপাদিকালসকদদ্রুচর্ম্মদল-পামাবিস্ফোটক-শতারু-বিচর্চ্চিকানাং লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যামঃ॥

অনন্তর- আমরা কাপাল, ঔডুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম, কাকণক, এক কুষ্ঠ, চর্ম্ম, কিটিম, বিপাদিকা, অলসক, দদ্রু, চর্ম্মদল, পামা, বিস্ফোটক, শতারু ও বিচর্চ্চিকা- এই অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠের লক্ষণ বলিতেছি।

কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রুক্ষং পরুষং তনু।
কপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্॥

যে কুষ্ঠের বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ ও রক্তাভ, কপালের (খাপ্‌রার) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, রুক্ষ, খরস্পর্শ, তনুত্বক, অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট, সেই কুষ্ঠকে কাপাল কুষ্ঠ বলে। ইহা বিষম অর্থাৎ অসাধ্য বলিয়া কথিত আছে।

রুগ্‌দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতং লোমপিঞ্জরম্।
উডুম্বরফলাভাস' কুষ্ঠমৌডুম্বরং বদেৎ॥

যে কুষ্ঠ, কণ্ডু, দাহ, বেদনা, রক্তিমাভা ও পিঙ্গলবর্ণ লোম বিশিষ্ট এবং যাহা যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় আকৃতি সেই কুষ্ঠকে ঔডুম্বর কুষ্ঠ বলে।

শ্বেতং রক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলম্।
কৃচ্ছ্রমন্যোন্যসংসক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে॥

যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ, স্থির, আর্দ্র, স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্বেদ বিশিষ্ট, উৎসন্ন মণ্ডল, অর্থাৎ যাহা চক্রাকার, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও পরস্পর সংলগ্ন, তাহাকে মণ্ডল কুষ্ঠ কহে।

কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তঃশ্যাবং সবেদনম্।
যদৃষ্যজিহ্বাসংস্থানমৃষ্যজিহ্বং তদুচ্যতে॥

যে কুষ্ঠ কর্কশ, পর্য্যন্তভাগে রক্তবর্ণ, মধ্যমভাগে শ্যাববর্ণ, বেদনাযুক্ত এবং হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, তাহাকে ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ বলে।

শ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্।
সোৎসেধঞ্চ সদাহঞ্চ পুণ্ডরীকং প্রচক্ষতে॥

যে কুষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, যাহার পর্য্যন্তভাগ রক্তবর্ণ এবং আকৃতি পদ্মপত্রের ন্যায়, উৎসেধ (উচ্চতা) ও দাহযুক্ত তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ বলে।

শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
অলাবুপুষ্পবর্ণঞ্চ তৎ সিধ্মং প্রায়েণচোরসি॥

যে কুষ্ঠ শ্বেত ও তাম্রবর্ণ, যাহার চামড়া পাত্‌লা, যাহা ঘর্ষণ করিলে ধূলার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, এবং যাহার বর্ণ অলাবু পুষ্পের সদৃশ, তাহাকে সিধ্ম কুষ্ঠ বলে। ইহা প্রায়ই বক্ষঃস্থলে জন্মে।

যৎ কাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং তৎ কুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥
ইতি সপ্ত মহাকুষ্ঠানি।

যে কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ ও অন্তে রক্তবর্ণ, যাহা পাকে না ও তীব্র বেদনাবিশিষ্ট এবং যাহা ত্রিদোষাশ্রিত, তাহাকে কাকণ কুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠ অসাধ্য। ইতি সপ্তমহাকুষ্ঠ।

অস্বেদনং মহাবাস্তু যন্মৎস্যশকলোপমম্।
তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহলং হস্তিচর্ম্মবৎ॥

যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা মহা-পরিসর এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের আঁইসের ন্যায়, তাহাকে এক কুষ্ঠ বলে। যে কুষ্ঠে শরীরের চর্ম্ম গজচর্ম্মের ন্যায় ঘন ও রুক্ষ হয়, তাহাকে চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ বলে।

শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্।
বৈপাদিকং পাণিপাদস্ফুটনং তীব্রবেদনম্॥

যে কুষ্ঠে চর্ম্মের বর্ণ শ্যাম ও কিণ অর্থাৎ কড়ার ন্যায় খরস্পর্শ হয় তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ বলে। বৈপাদিক কুষ্ঠে হস্ত ও পাদস্ফুটিত ও তীব্র বেদনাযুক্ত হয়।

কণ্ডুমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং চিতম্।
সকণ্ডুরাগপিড়কং দদ্রুর্মণ্ডলমুদ্গতম্॥

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডুয়নযুক্ত গণ্ড অর্থাৎ স্ফোটক থাকে, তাহাকে অলসক বলে। কণ্ডুয়নযুক্ত রক্তবর্ণ পিড়কা বিশিষ্ট ও মণ্ডলাকার ঈষৎ উন্নত কুষ্ঠকে দদ্রুকুষ্ঠ বলে।

রক্তং সশূলং কণ্ডুমৎ সস্ফোটং যদ্ দলত্যপি।
তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং সংস্পর্শাসহমুচ্যতে॥

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, কণ্ডুয়নবিশিষ্ট, স্ফোটক ও বেদনা বিশিষ্ট এবং যাহা ফাটিয়া যায় ও স্পর্শাসহ, তাহাকে চর্ম্মদল কুষ্ঠ কহে।

পামাঃ শ্বেতারুণশ্যাবাঃ কণ্ডুরা পিড়কা ভৃশম্।
শ্বেতাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ॥

যে কুষ্ঠ শ্বেত, অরুণ ও শ্যামবর্ণ, অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত ও পিড়কা বিশিষ্ট তাহাকে পামা বলে। এবং যে কুষ্ঠে শ্যামারুণ আভাযুক্ত, পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট বিস্ফোটক জন্মে তাহাকে বিস্ফোটক কুষ্ঠ বলে।

রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাদ্বহুব্রণম্।
সকণ্ডুঃ পিড়কাঃ শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকাঃ॥
ইত্যেকাদশ ক্ষুদ্রকুষ্ঠানি।

শতারু কুষ্ঠের বর্ণ রক্ত ও শ্যাম; ইহা অত্যন্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত এবং ইহাতে অনেক ব্রণ জন্মে। আর যে কুষ্ঠ কণ্ডুয়ন যুক্ত, শ্যামবর্ণ ও বহুস্রাবশীল পিড়কা বিশিষ্ট তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে। ইতি একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

বাতেঽধিকতরে কুষ্ঠং কাপালং মণ্ডলং কফে।
পিত্তে ত্বৌডুম্বরং বিদ্যাৎ কাকণন্তু ত্রিদোষজম্॥

কাপাল কুষ্ঠে বায়ুর আধিক্য; মণ্ডলকুষ্ঠে কফের আধিক্য, পিত্তের আধিক্য থাকিলে ঔডুম্বর কুষ্ঠ ও ত্রিদোষাধিক্যে কাকণ কুষ্ঠ জন্মে।

বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে বাতশ্লেষ্মণি চাধিকে।
ঋষ্যজিহ্বং পুণ্ডরীকং সিধ্মকুষ্ঠঞ্চ জায়তে॥

বাত পিত্তের আধিক্যে ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ, শ্লেষ্মপিত্তের আধিক্যে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে সিধ্ম কুষ্ঠ জন্মে।

চর্ম্মাখ্যমেককুষ্ঠঞ্চ কিটিমং সবিপাদিকম্।
কুষ্ঠঞ্চালসকং জ্ঞেয়ং প্রায়ো বাতকফাধিকম্॥

চর্ম্মাখ্য, এক কুষ্ঠ, কিটিম, বিপাদিকা এবং অলসক—ইহারা প্রায়ই বাত ও কফের আধিক্যে জন্মিয়া থাকে।

পামাশতারুর্বিস্ফোটং দদ্রুশ্চর্ম্মদলং তথা।
পিত্তশ্লেষ্মাধিকং প্রায়ঃ কফপ্রায়া বিচর্চ্চিকা॥

দদ্রু, চর্ম্মদল, পামা, বিস্ফোটক এবং শতারু কুষ্ঠে প্রায় পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, আর বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ প্রায়ই কফের আধিক্য বশতঃ জন্মে।

সর্ব্বং ত্রিদোষজং কুষ্ঠং দোষাণাঞ্চ বলাবলম্।
যথাস্বৈর্লক্ষণৈর্বুদ্ধ্বা কুষ্ঠানাং ক্রিয়তে ক্রিয়া॥

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষ জনিত, তবে কুষ্ঠ ভেদে দোষের বলাবল ভেদ হইয়া থাকে; সেই সকল কুষ্ঠের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বুঝিয়া চিকিৎসা করিবে।

দোষস্য যস্য পশ্যেৎ কুষ্ঠেষু বিশেষলিঙ্গমুদ্রিক্তম্।
তস্যৈব শমং কুর্য্যাৎ ততঃ পরঞ্চানুবন্ধস্য॥

কুষ্ঠ রোগীর যে দোষের বিশেষ আধিক্য দেখিবে, প্রথমতঃ সেই দোষের চিকিৎসা করিবে, তাহার পর অনুবন্ধ অর্থাৎ হীনবল দোষের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠবিশেষৈর্দোষা দোষবিশেষৈঃ পুনঃ কুষ্ঠানি।
জ্ঞায়ন্তে তে হেতুং হেতুস্তাংশ্চ প্রকাশয়তি॥

কুষ্ঠ বিশেষ দ্বারা দোষ সকল এবং দোষ বিশেষ দ্বারা কুষ্ঠ সকল জানা যায়। আবার দোষ বিশেষ দ্বারা হেতু এবং হেতু বিশেষ দ্বারাও দোষ বিশেষ জানা যায়।

রৌক্ষ্যং শোষস্তোদঃ শূলং সঙ্কোচনং তথায়াসঃ।
পারুষ্যং খরভাবো হর্ষঃ শ্যাবারুণত্বঞ্চ॥
কুষ্ঠেষু বাতলিঙ্গং দাহো রাগঃ পরিস্রবঃ পাকঃ।
বিস্রো গন্ধঃ ক্লেদস্তথাঙ্গপতনঞ্চ পিত্তকৃতম্॥

কুষ্ঠ সমূহে রুক্ষতা, শোষ, তোদ, শূল, সংকোচ, আয়াস, পারুষ্য খরতা, লোমহর্ষ এবং শ্যাম ও অরুণবর্ণতা দৃষ্ট হইলে, বায়ুর লক্ষণ জানিবে। আর কুষ্ঠে দাহ, স্রাব, রক্তিমা, পাক, ক্লেদ ও অঙ্গপতন (খসিয়া যাওয়া) থাকিলে তাহা পিত্তের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

শ্বৈত্যং শৈত্যং কণ্ডুঃ স্থৈর্য্যং সোৎসেধগৌরবস্নেহাঃ।
কুষ্ঠেষু তু কফলিঙ্গং জন্তুভিরভিভক্ষণং ক্লেদঃ॥
সর্ব্বৈরেতৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তং মতিমান্ বিবর্জ্জয়েদবলম্।
তৃষ্ণাদাহপরীতং শান্তাগ্নিং জন্তুভির্জগ্ধম্॥

কুষ্ঠে শ্বৈত্য, শৈত্য, কণ্ডু, কাঠিন্য, উৎসেধ, গুরুতা ও স্নেহযুক্ততা থাকিলে, তাহাকে কফের চিহ্ন বলা যায়। যে কুষ্ঠ কীটাদি কর্তৃক ভক্ষিত, স্রাবযুক্ত ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষের লক্ষণযুক্ত হয় এবং যাহাতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; মতিমান ভিষক্ সেই কুষ্ঠের চিকিৎসা করিবেন না এবং তৃষ্ণা ও দাহে অভিভূত, মন্দাগ্নিযুক্ত ও জন্তু দ্বারা ভক্ষিত কুষ্ঠরোগিকেও ভিষক্ পরিত্যাগ করিবেন।

বাতকফপ্রবলং যদ্যদেকদোষোল্বণং ন তৎ কৃচ্ছ্রম্।
কফপিত্তবাতপিত্তপ্রবলানি তু কৃচ্ছ্রকুষ্ঠানি॥

যে কুষ্ঠে বাত শ্লেষ্মা বা একটী মাত্র দোষের আধিক্য থাকে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে। কিন্তু, কফপিত্তাধিক বা বাতপিত্তাধিক কুষ্ঠ সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য।

বাতোত্তরেষু সর্পির্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষো রক্তস্য বিরেচনঞ্চাগ্রে॥

বায়ু প্রধান কুষ্ঠে প্রথমেই ঘৃতপান, শ্লেষ্মাধিক কুষ্ঠে প্রথমে বমন এবং পিত্তাধিক কুষ্ঠে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন কর্ত্তব্য।

বমনবিরেচনযোগাঃ কল্পোক্তাঃ কুষ্ঠিনাং প্রযোক্তব্যাঃ।
প্রচ্ছনমল্পে কুষ্ঠে মহতি চ শস্তং শিরাব্যধনম্॥

কল্প স্থানে কুষ্ঠ চিকিৎসা জন্য যে সকল বমন ও বিরেচন যোগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। ক্ষুদ্র কুষ্ঠে প্রচ্ছন (সূচি দ্বারা খুটিয়া দেওয়া) এবং মহাকুষ্ঠে শিরাব্যধন প্রশস্ত।

বহুদোষঃ সংশোধ্যঃ কুষ্ঠী বহুশোঽনুরক্ষতা প্রাণান্।
দোষে হৃতিমাত্রহৃতে বায়ুর্হন্যাদবলমাশু ॥
স্নেহস্য পানমিষ্টং শুদ্ধে কোষ্ঠে প্রবাহিতে রুধিরে।
বায়ুর্হি শুদ্ধকোষ্ঠং কুষ্ঠিনমবলং বিশতি শীঘ্রম্ ॥

বহু দোষযুক্ত কুষ্ঠ রোগীকে তাহার বল রক্ষা করিয়া সংশোধন প্রয়োগ করিবে, যে হেতু দুর্ব্বল কুষ্ঠ রোগীর দোষ অত্যন্ত হৃত অর্থাৎ নিষ্কাশিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া অচিরাৎ তাহার প্রাণ সংহার করে। কোষ্ঠশুদ্ধি ও রক্তমোক্ষণের পর কুষ্ঠ রোগীর পক্ষে স্নেহ পান অত্যন্ত হিতকর, যে হেতু কোষ্ঠশুদ্ধি দ্বারা দুর্ব্বল হইলে অতি শীঘ্রই সেই কুষ্ঠ রোগীর শরীরে বায়ু প্রবেশ করে।

দোষোৎক্লিষ্টে হৃদয়ে বম্যঃ কুষ্ঠেষু চোর্দ্ধভাগেষু।
কুটজফলমদনমধুকৈঃ সপটোলৈর্নিম্বরসযুক্তৈঃ॥

শরীরের উর্দ্ধ ভাগে কুষ্ঠ সকল জন্মিলে এবং কুষ্ঠ রোগীর হৃদয়স্থ দোষ উৎক্লিষ্ট হইলে তাহাকে ইন্দ্রযব, মদন ফল, যষ্টিমধু নিমপাতা ও পলতার রস, এই সমুদায় দ্বারা বমন করাইবে।

শীতরসঃ পক্করসো মধূনি চ মধুকঞ্চ বমনানি।
কুষ্ঠে ত্রিবৃতা দন্তী ত্রিফলা চ বিরেচনে শস্তা ॥

কুষ্ঠে শীতকষায়, ক্বাথ, মধু ও যষ্টিমধু, এই সমুদায় দ্বারা বমন এবং তেউড়ী, দন্তী ও ত্রিফলা দ্বারা বিরেচন করান প্রশস্ত।

সৌবীরকতুষোদকমালোড়নমাসবাংশ্চ সীধূনি।
শংসন্ত্যধোহরাণাং যথাবিরেকং ক্রমশ্চেষ্টঃ ॥

কুষ্ঠ রোগে বিরেচন ঔষধ গুলিয়া লইতে হইলে সৌবীরক (কাজি বিশেষ), তুষোদক (কাজি বিশেষ), আসব (মদ্য বিশেষ), এবং সীধু (মদ্য বিশেষ) দ্বারা গুলিয়া লইবে। আর বিরেচনের পর যে সমুদায় পেয়াদি ক্রম উল্লিখিত আছে সে সকল পালন করা উচিত।

দার্ব্বীবৃহতীসেব্যৈঃ পটোলপিচুমর্দ্দমদনকৃতমালৈঃ।
সস্নেহৈরাস্থাপ্যঃ কুষ্ঠী সকলিঙ্গফলমুস্তৈঃ ॥

দারুহরিদ্রা, ব্যাকুড়, বেণার মূল, পলতা, নিমছাল, ময়নাফল, ডহরকরঞ্জ, ইন্দ্রযব ও মুথা, এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠ রোগীকে আস্থাপন দিবে।

বাতোল্বণং বিরিক্তং নিরূঢ়মনুবাসনার্হমালক্ষ্য।
ফলমধুকনিম্বকুটজৈঃ সপটোলৈঃ সাধয়েৎ স্নেহম্ ॥

বাতাধিক কুষ্ঠ রোগীকে, বিরেচন ও আস্থাপন দিবার পর, আবশ্যক বোধ হইলে ময়নাফল, যষ্টিমধু, নিমছাল, কুর্চ্চিছাল ও পলতা, এই সমুদয়ের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া অনুবাসন প্রদান করিবে। কষায় দ্বারা পিচ্‌কারী দেওয়াকে আস্থাপন বা নিরূহ এবং তৈলাদি স্নেহ দ্বারা পিচকারী দেওয়াকে অনুবাসন কহে।

সৈন্ধবদন্তীমধুকং ফণিজ্ঝকং সপিপ্পলীকরঞ্জফলম্।
নস্যং স্যাৎ সবিড়ঙ্গং ক্রিমিকুষ্ঠকফপ্রদোষঘ্নম্॥

দন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, ফণিঝক তুলসী, পিপুল, ডহকরঞ্জার ফল ও বিড়ঙ্গ, এই সমুদয় দ্বারা নস্য প্রস্তুত করত প্রয়োগ করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কফ নষ্ট হয়।

বৈরেচনিকৈর্ধূমৈঃ শ্লোকস্থানেরিতৈঃ প্রশাম্যন্তি।
ক্রিময়ঃ কুষ্ঠকিলাসাঃ প্রযোজিতৈরুত্তমাঙ্গস্থাঃ॥

সূত্রস্থানে যে সকল বৈরেচনিক ধূমের কথা উক্ত আছে, সেই সমুদয় ধূম সেবন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কিলাস নষ্ট হয়।

স্থিরকঠিনমণ্ডলানাং স্বিন্নানাং প্রস্তরপ্রণাড়ীভিঃ।
কূর্চ্চৈর্বিঘট্টিতানাং রক্তোৎক্লেশোঽপনেতব্যঃ॥

স্থির কঠিন ও মণ্ডলাকার কুষ্ঠকে প্রস্তর স্বেদ ও নাড়ী স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া এবং কূঁচ দ্বারা বিঘট্টিত করত উৎক্লিষ্ট রক্ত অপনোদন করিবে।

আনূপবারিজানাং মাংসানাং পোট্টলৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ।
স্বিন্নোৎসিন্নং বিলিখেৎ কুষ্ঠং তীক্ষ্ণেন শস্ত্রেণ॥
রুধিরাগমার্থমথবা শৃঙ্গালাবুভিরাহরেদ্রুধিরম্।
প্রচ্ছিতমল্পং কুষ্ঠং বিরেচয়েদ্বা জলৌকাভিঃ॥

কুষ্ঠরোগে রক্ত মোক্ষণ জন্য ঈষদুষ্ণ, আনূপ ও বারিজ সিদ্ধ মাংস পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা মণ্ডল কুষ্ঠকে স্বিন্ন ও স্ফীত করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আচড়াইয়া দিবে; তাহাতে রক্ত মোক্ষণ না হইলে, শৃঙ্গ বা অলাবু যন্ত্র দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। আর ক্ষুদ্র কুষ্ঠ প্রচ্ছিত অর্থাৎ সূচ দ্বারা খুঁটিয়া জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে।

যে লেপাঃ কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্হৃতাস্রদোষাণাম্।
সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেৎ তেষাম্॥

কোষ্ঠ শুদ্ধি ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা সংশোধিত হইলে কুষ্ঠরোগীকে যে সমুদায় প্রলেপ দেওয়া যায়, সেই সমুদায়ের ফল সদ্য সদ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যেষু ন শস্ত্রং ক্রমতে স্পর্শেন্দ্রিয়নাশনানি যানি স্যুঃ।
তেষু নিপাত্যঃ ক্ষারো রক্তঞ্চ দোষঞ্চ নিঃস্রাব্য॥

যে সমুদায় কুষ্ঠে শস্ত্র প্রয়োগ খাটেনা এবং স্পর্শ শক্তির ও একেবারে লোপ হয়, সেই সমুদয় কুষ্ঠে রক্ত ও দোষের নিঃসারণ ক্ষার প্রয়োগ করিয়া করিবে।

পাষাণকঠিনপরুষে সুপ্তে কুষ্ঠে স্থিরে পুরাণে চ।
পীতাগদস্য কার্য্যো বুধৈঃ প্রদেহোঽগদৈশ্চানু॥

যে কুষ্ঠ পাষাণের ন্যায় কঠিন, খরস্পর্শ, সুপ্ত, স্থির এবং পুরাতন, সেই কুষ্ঠে রোগিকে কুষ্ঠ নাশক অগদ পান করাইয়া পরে সেই অগদ বিশেষ দ্বারা প্রলেপ দিবে।

স্তব্ধানি সুপ্ত সুপ্তান্যস্বেদনকণ্ডুলানি কুষ্ঠানি।
কূর্চ্চৈর্দন্তীত্রি [illegible]তাকরবীরকরঞ্জ[illegible]নাম্॥

জাত্যর্কনিম্বজৈর্বা পত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ সমুদ্রফেনৈর্বা।
ঘৃষ্টানি গোময়ৈর্বা ততঃ প্রদেহৈঃ প্রদেহ্যানি ॥

যে সকল কুষ্ঠ স্তব্ধ, অত্যন্ত সুপ্ত, স্বেদ হীন এবং কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট, সে সমুদয় কুষ্ঠ কুর্চ্চির, দ্বারা অথবা দন্তী, তেউড়ী, করবীর, করঞ্জ, অথবা জাতি, আকন্দ, বা নিম্ব, ইহাদের কাহারও পত্র দ্বারা কিম্বা শস্ত্র দ্বারা অথবা সমুদ্র ফেন দ্বারা অথবা গোময় দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

মারুতকফকুষ্ঠঘ্নং কর্ম্মোক্তং পিত্তকুষ্ঠানাং কার্য্যম্।
কফপিত্তরক্তহরণং তিক্তকষায়ৈঃ প্রশমনঞ্চ ॥
সর্পীংষি তিক্তকানি চ যচ্চোক্তং রক্তপিত্তনুৎ কর্ম্ম।
বাহ্যাভ্যন্তরমগ্র্যং তৎ কার্য্যং পিত্তকুষ্ঠেষু ॥

বায়ু ও কফজ কুষ্ঠ-বিনাশক চিকিৎসার বিষয় উক্ত হইল। পিত্ত কুষ্ঠে কফপিত্ত-হারক চিকিৎসা করিবে, রক্তের মোক্ষণ করিবে এবং তিক্তকষায়, তিক্তকঘৃত ও অপরাপর রক্ত-পিত্ত নাশক বাহ্য ও আভ্যন্তরিক চিকিৎসা করিবে। ইহাতে পিত্তকুষ্ঠের উপশম হয়।

দোষাধিক্যবিভাগাদিত্যেতৎ কর্ম্ম কুষ্ঠনুৎ প্রোক্তম্।
বক্ষ্যামি কুষ্ঠশমনং প্রায়স্ত্বগ্দোষসামান্যাৎ ॥

দোষাধিক্যের বিভাগ অনুসারে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইল। এক্ষণে ত্বক্দুষ্টি লক্ষ্য করিয়া কুষ্ঠনাশক সাধারণ ঔষধসকলের বিষয় বলা যাইতেছে।

দার্ব্বী রসাঞ্জনং বা গোমূত্রেণ প্রবাধতে কুষ্ঠম্।
অভয়া প্রযোজিতা বা হ্ মাংস সব্যোষগুড়তৈলাঃ ॥

দারুহরিদ্রা বা রসাঞ্জন অথবা হরীতকী গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠের উপশম হয়, এবং ইহা সেবনকালে মাংস, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, গুড় ও তৈল ব্যবহার করিবে না।

মূলং পটোলস্য তথা গবাক্ষ্যাঃ পৃথক্পলাংশং ত্রিফলা ত্রিবৃচ্চ।
স্যাৎ ত্রায়মাণা কটুরোহিণী চ ভাগার্দ্ধিকা নাগরপাদযুক্তা ॥
পলং তথৈষাং সহ চূর্ণিতানাং জলে শৃতং দোষহরং পিবেদ্বা।
জীর্ণে রসে ধন্বমৃগদ্বিজানাং পুরাণশাল্যোদনমাদদীত ॥
কুষ্ঠানি শোফং গ্রহণীপ্রদোষমর্শাংসি কৃচ্ছ্রাণি হলীমকঞ্চ।
যোগঃ প্রয়োগেণ নিহন্তি চৈষাং হৃদ্বস্তিশূলং বিষমজ্বরঞ্চ ॥

ইতি পটোলমূলাদি চূর্ণম্।

পলতার মূল ও রাখালশশার মূল প্রত্যেকে আটতোলা, ত্রিফলা প্রত্যেকে আট-তোলা, তেউড়ী আটতোলা, বলাডুমুর চারিতোলা, কটকী চারিতোলা এবং শুঁঠ দুই তোলা, সমুদয় একত্রে চূর্ণ করিবে; এবং তাহা হইতে প্রতিদিন একপল চূর্ণ লইয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল পশু পক্ষির মাংস রসের সহিত পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠ, শোথ, গ্রহণী, কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্শ সকল, হলীমক, হৃৎশূল, বস্তিশূল ও বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

মুস্তং ব্যোষং ত্রিফলা মঞ্জিষ্ঠা দারু পঞ্চমূলে দ্বে।
সপ্তচ্ছদনিম্বত্বক্ সবিশালা চিত্রকো মূর্ব্বা ॥
চূর্ণং তর্পণভাগৈ র্নবভিঃ সংযোজিতং সমধ্বাজ্যম্।
সিদ্ধং কুষ্ঠনিবর্হণমেতৎ প্রায়োগিকং ভক্ষ্যম্ ॥
শ্বয়থুং সপাণ্ডুরোগং শ্বিত্রং গ্রহণীপ্রদোষমর্শাংসি।
ব্রধ্নভগন্দরপিড়কাকণ্ডুকোঠাংশ্চ বিনিহন্তি ॥
ইতি সর্ব্বকুষ্ঠনাশক যোগঃ।

মুথা, শুঁঠ পিপুল মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, দশমূল, ছাতিমছাল, নিমছাল, রাখালশশার মূল, চিতা মূল ও মূর্ব্বা মূল এই সমুদয়ের প্রত্যেকের সমান সমান চূর্ণ লইয়া এবং যবের ছাতুর তর্পণ নয়ভাগ মিলিত করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠের উপশম হয় এবং শোথ, পাণ্ডু, শ্বিত্র, গ্রহণী, অর্শ, ব্রধ্ন, ভগন্দর, পিড়কা, কণ্ডু ও কোঠ নিবৃত্ত হয়।

ইতি সর্ব্বকুষ্ঠনাশক যোগ।

ত্রিফলাতিবিষাকটুকানিম্বকলিঙ্গকবচাপটোলানাম্।
মাগধিকারজনীদ্বয়পদ্মকমূর্ব্বাবিশালানাম্ ॥
ভূনিম্বপলাশানাং দদ্যাদ্দ্বিপলং ততস্ত্রিবৃদ্দ্বিগুণা।
তস্যাশ্চ পুনর্ব্রাহ্মী তচ্চূর্ণ সুপ্তিনুৎ পরম্ ॥
ইতি সুপ্তিকুষ্ঠে যোগঃ।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আতইচ্, কটুকী, নিমছাল, ইন্দ্রযব, বচ, পলতা, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বামূল, রাখালশশার মূল, চিরতা ও পলাশের ছাল—এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে দুই দুই পল, সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ তেউড়ী চূর্ণ এবং তেউড়ীর দ্বিগুণ ব্রাহ্মীশাক চূর্ণ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠজনিত সুপ্ততা অর্থাৎ চর্ম্মের অসাড়তা নষ্ট হয়। ইতি সুপ্তিকুষ্ঠে যোগ।

খদিরসুরদারুসারং শ্রপয়িত্বা তদ্রসেন তোয়ার্থম্।
ক্ষৌদ্রপ্রস্থে কার্য্যঃ কার্য্যে তে বাষ্টপলিকে চ ॥
তত্রায়শ্চূর্ণানামষ্টপলং প্রক্ষিপেৎ তথামূনি।
ত্রিফলৈলে ত্বঙ্ মরিচং পত্রং কনকঞ্চ কর্ষাংশম্ ॥
মৎস্যাণ্ডিকা মধুসমা তন্মাসং জাতমায়সে ভাণ্ডে।
মধ্বাসবমাচরতঃ কুষ্ঠকিলাসে শমং যাতঃ ॥
ইতি মধ্বাসবঃ।

খদির কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠের সার (জলে পাক না করিয়া) ঐ দুই কাষ্ঠের কাথে পাক করতঃ পাক শেষে মধু আট সের; খদির ও দেবদারু কাষ্ঠের সার চূর্ণ প্রত্যেকে আটপল, লৌহচূর্ণ আটপল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ছোট এলাচী, দারুচিনি

মরিচ, তেজপাতা ও ধুস্তুর বীজের চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা, এবং মধুর সমান পরিমাণ অর্থাৎ আটসের মৎস্যাণ্ডিক (মিছরী) এই সমুদায় এক লৌহ পাত্রে একমাস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহার নাম মধ্বাসব। এই মধ্বাসব পানে কিলাস ও কুষ্ঠ নাশ হয়। ইতি মধ্বাসব।

খদিরকষায়দ্রোণং কুম্ভে ঘৃতভাবিতে সমাবাপ্য।
দ্রব্যাণি চূর্ণিতানি ত্বষ্টপলিকান্যত্র দেয়ানি॥
ত্রিফলাব্যোষবিড়ঙ্গরজনীমুস্তাটরূষকেন্দ্রযবাঃ।
সৌবর্ণী চ তথা ত্বক্ ছিন্নরুহা চেতি তন্মাসম্॥
নিদধীত ধান্যমধ্যে প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্ততো যুক্ত্যা।
মাসেন মহাকুষ্ঠং হন্ত্যেবাল্পন্তু পক্ষেণ॥
অর্শঃশ্বাসভগন্দরকাসকিলাসপ্রমেহশোষাংশ্চ।
না ভবতি কনকবর্ণঃ পীত্বারিষ্টং কনকবিন্দুম্॥
ইতি কনকবিন্দ্বরিষ্টম্।

খদির সারের ক্বাথ এক দ্রোণ অর্থাৎ চৌষট্টিসের একটী ঘৃতভাবিত কুম্ভে রাখিয়া হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা মুথা, বাসক, ইন্দ্রযব, কনক ধুস্তুরের মূলের ছাল এবং গুলঞ্চ—এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত আটপল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। এবং ঐ কুম্ভটী একমাস যাবৎ ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তাহার পর প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ ঔষধ যুক্তি পূর্ব্বক যথামাত্রায় সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে মহাকুষ্ঠ ও এক পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুষ্ঠ সকল নষ্ট হয়। এই কনকবিন্দু অরিষ্ট সেবনে রোগী অর্শ, শ্বাস, ভগন্দর, কাস, কিলাস, প্রমেহ ও শোথ রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইতি কনকবিন্দু অরিষ্ট।

কুষ্ঠেষ্বনিলকফকৃতেষ্বেবং পেয়াস্তথা পিত্তেষু।
কৃতমালক্বাথশ্চাপ্যেষ বিশেষাৎ কফকৃতেষু॥

বায়ু পিত্ত ও কফজনিত কুষ্ঠে এইরূপ পেয়া সকল পান করা বিহিত। যে, কফ কুষ্ঠে সোঁদালের ক্বাথ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিফলাসবশ্চ গৌড়ঃ সচিত্রকঃ শ্বিত্ররোগকুষ্ঠঘ্নঃ।
ক্রমুকদশমূলদন্তীবরাঙ্গমধুযোগসংযুক্তঃ॥

ত্রিফলার ক্বাথে গুড় ও চিতা, ক্রমুক (সুপারি), দশমূল, দন্তী ও বরাঙ্গ (দারুচিনি), এ সকলের চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া সেবন করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

লঘূনিচান্নানি হিতানি বিদ্যাৎ কুষ্ঠেষু শাকানি চ তিক্তকানি।
ভল্লাতকৈঃ সত্রিফলৈঃ সনিম্বৈর্যুক্তানি চান্নানি ঘৃতানি চৈব॥
পুরাণধান্যান্যথ জাঙ্গলানি মাংসানি মুদ্গাশ্চ পটোলযুক্তাঃ।
শস্তা ন গুর্ব্বম্লপয়োদধীনি নানূপমৎস্যা ন গুড়স্তিলাশ্চ॥

লঘু অন্ন ও তিক্তক শাক কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর এবং ভল্লাতক, ত্রিফলা ও নিম্বযুক্ত অন্ন এবং ঘৃত; পুরাতন ধান্য, জাঙ্গল মাংস, মুগ এবং পটল ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর বলিয়া জানিবে। কিন্তু গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, দুগ্ধ, দধি, আনুপ মৎস্য, গুড় এবং তিল কুষ্ঠ রোগে হিতকর নয়।

এলা কুষ্ঠং দার্ব্বী শতপুষ্পা চিত্রকো বিড়ঙ্গশ্চ।
কুষ্ঠালেপনমিষ্টং রসাঞ্জনঞ্চাভয়া চৈব॥

ছোট এলাচী, কুড়, দারুহরিদ্রা, শলুফা, চিতা, বিড়ঙ্গ, রসাঞ্জন ও হরীতকী, ইহাদের প্রলেপ কুষ্ঠে উপকারী।

চিত্রকমেলাং বিম্বীং বৃষকং ত্রিবৃদর্কনাগরকম্।
চূর্ণীকৃতমষ্টাহং ভাবয়িতব্যং পলাশস্য॥
ক্ষারেণ গবাং মূত্রে স্রুতেন তেনাস্য মণ্ডলান্যাশু।
ভিদ্যন্তে বিলয়ন্তি চ লিপ্তান্যর্কাভিতপ্তানি॥

চিতা, এলাচী, তেলাকুচা, বাসক, তেউড়ী, আকন্দ ও শুঁঠ,—এই সমুদয়ের চূর্ণ গোমূত্রে আট দিবস ভাবনা দিবে। ভাবনা দিবার পূর্ব্বে ঐ গোমূত্র পলাশ ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার দ্বারা কুষ্ঠে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রের তাপ লাগাইলে মণ্ডল কুষ্ঠ সকল শীঘ্র শীঘ্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলীন হয়।

মাংসীং মরিচং লবণং রজনী তগরং সুধা গৃহধূমঃ।
মূত্রং গোঃ পিত্তঞ্চ ক্ষারঃ পালাশঃ কুষ্ঠহা লেপঃ॥

জটামাংসী, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, তগর পাদিকা, মনসা, গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল, গোমূত্র, গোপিত্ত এবং পলাসের ক্ষার, এই সমুদায়ের প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

ত্রপু সীসময়শ্চূর্ণং মণ্ডলনুৎ ফল্গুচিত্রকৌ বৃহতী।
গোধারসঃ সলবণং দারু চ মূত্রঞ্চ মণ্ডলনুৎ॥

রঙ্গ, সীসা, লৌহচূর্ণ, চিতা, বৃহতী এবং যজ্ঞডুম্বুর—এই সমুদায়ের প্রলেপ মণ্ডলকুষ্ঠ নাশক। আর গোয়ালিয়া পাতার রস, সৈন্ধব লবণ, দেবদারু এবং গোমূত্র—এই সমুদয়ের প্রলেপ দিলেও মণ্ডল কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

কদলীপলাশপাটলিনিচুলক্ষারাম্ভসা প্রসন্নেন।
মাংসেষু তোয়কার্য্যং কার্য্যং পিষ্টে চ কিণ্বে চ॥
তৈর্মোদকঃ সুজাতঃ কিণ্বৈর্জনিতঃ প্রলেপনং শ্রেষ্ঠম্।
মণ্ডলকুষ্ঠবিনাশনমাতপসংস্থং ক্রিমিঘ্নঞ্চ॥

কদলী, পলাস, পারুল ও হিজ্জল—এই সমুদয়ের পরিস্কৃত ক্ষার জলে মাংস, তণ্ডুল চূর্ণ ও সুরা কিণ্ব একত্রে পাক করিবে। পরে উহা মোদকাকার হইলে সেই মোদক হইতে কিণ্ব গ্রহণ করিয়া প্রলেপ দিলে মণ্ডল কুষ্ঠ নষ্ট হয়। আর ঐ প্রলেপ কুষ্ঠে মাখাইয়া রৌদ্রে থাকিলে কুষ্ঠের কৃমি নষ্ট হয়।

মুস্তং ত্রিফলা মদনং করঞ্জ আরগ্বধং কলিঙ্গযবাঃ।
দার্ব্বী সসপ্তপর্ণা স্নানং সিদ্ধার্থকং নাম॥

এষ কষায়ো বমনং বিরেচনং বর্ণকস্তথোদ্বর্ষঃ।
ত্বগ্দোষশোফকুষ্ঠপ্রবাধনঃ পাণ্ডুরোগঘ্নঃ॥

মুথা, মদন ফল, ত্রিফলা, করঞ্জ, সোঁদাল, ইন্দ্রযব, যব, দারুহরিদ্রা, ছাতিম ও শ্বেত-সর্ষপ—এই সকলের সিদ্ধ জলে কুষ্ঠ রোগীকে স্নান করাইবে। এবং এই সকল সিদ্ধ করিয়া পান করাইলে বমন ও বিরেচন দ্বারা কুষ্ঠের উপশম হয়। আবার ইহাদের কল্ক দ্বারা কুষ্ঠ রোগীর উদ্বর্ষণ করাইলে তাহার বর্ণ সুপ্রসন্ন হয় এবং ত্বগদোষ, কুষ্ঠ, শোথ ও পাণ্ডু-রোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং করঞ্জবীজান্যেড়গজঃ কুষ্ঠসূদনো লেপঃ।
প্রপুন্নাড়বীজসৈন্ধবরসাঞ্জনকপিত্থলোধ্রাশ্চ॥
করবীরমূলবল্কঃ কুটজকরঞ্জয়োঃ ফলং ত্বচো দার্ব্ব্যাঃ।
সুমনঃপ্রবালযুক্তো লেপঃ কুষ্ঠাপহঃ সিদ্ধঃ॥

কুড়, ডহরকরঞ্জের বীজ এবং চাকুন্দে বীজের প্রলেপ কুষ্ঠ নাশক। প্রপুন্নাড় বীজ, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, কপিত্থ, লোধ, করবীর মূলের ছাল, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, দারুহরিদ্রার ছাল এবং জাতি পল্লব—এই সকল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

লোধ্রস্য ধাতকীনাং বৎসকবীজস্য নক্তমালস্য।
কল্কশ্চ মালতীনাং কুষ্ঠেষূদ্বর্ত্তনালেপৌ॥

লোধ, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, ডহর করঞ্জ এবং মালতী—ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক দ্বারা কুষ্ঠে উদ্বর্ত্তন ও প্রলেপ দিবে।

শৈরীষী ত্বক্ পুষ্পং কার্পাস্যা রাজবৃক্ষপত্রাণি।
পিষ্টা চ কাকমাচী চতুর্ব্বিধঃ কুষ্ঠনুল্লেপঃ॥
ইতি চত্বারোলেপাঃ।

শিরীষের ত্বক্, বন কার্পাসের পুষ্প, সোঁদালুর পাতা, এবং কাকমাচীর কল্ক, এই চতুর্ব্বিধ প্রলেপ কুষ্ঠ নাশক। ইতি চতুর্ব্বিধ প্রলেপ।

দার্ব্ব্যা রসাঞ্জনস্য চ নিম্বপটোলস্য খদিরসারস্য।
আরগ্বধবৃক্ষকয়োস্ত্রিফলায়াঃ সপ্তপর্ণস্য॥
ইতি ষট্কষায়যোগাঃ কুষ্ঠঘ্না সপ্তমশ্চ তিনিশস্য।
স্নানে পানে চ হিতাস্তথাষ্টমশ্চাশ্বমারস্য॥
আলেপনং প্রঘর্ষণমবচূর্ণনমেত এব চ কষায়াঃ।
তৈলঘৃতপাকযোগে চেষ্যন্তে কুষ্ঠশান্ত্যর্থম্॥

দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জনের কাথ (১), নিমছাল ও পলতার কাথ (২), খদির ত্বক্ ও খদির সারের কাথ (৩) সোনালু ও ইন্দ্রযবের কাথ (৪), ত্রিফলার কাথ (৫) ছাতিমের কাথ এবং তিনিসের কাথ (৭) এই সাতটী কষায় যোগ কুষ্ঠঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সমুদয় যোগ দ্বারা স্নান ও পান প্রশস্ত এবং করবীর মূলের ছালের কাথ ও কুষ্ঠঘ্ন অষ্টম যোগ।

কুষ্ঠ নাশের জন্য ঐ সকল দ্রব্য প্রলেপ, ঘর্ষণ, অবচূর্ণন ও কষায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্যের তৈল এবং ঘৃত সেবনেও কুষ্ঠনাশ হইয়া থাকে।

ত্রিফলা নিম্বপটোলমঞ্জিষ্ঠা রোহিণী বচা রজনী।
এষ কষায়োঽভ্যস্তো নিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্॥
এতৈরেব চ সর্পিঃ সিদ্ধং বাতোল্বণং জয়তি কুষ্ঠম্।
এষ চ কল্পো দৃষ্টঃ খদিরাসনদারুনিম্বানাম্॥

ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটুকী, বচ ও হরিদ্রা—এই সমস্তের কষায় পান প্রতিদিন অভ্যাস করিলে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে কফপিত্ত জনিত কুষ্ঠের শান্তি হয় এবং ঐ ত্রিফলা প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বাতোত্থ কুষ্ঠ নাশ করে। আর, খদির, অসনকাষ্ঠ, দেবদারু ও নিম্বের কষায় প্রভৃতি ও পূর্ব্বের মত কল্পনা করিয়া কুষ্ঠে প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠার্কতুত্থকট্‌ফলমূলকবীজানি রোহিণী কটুকা।
কুটজফলোৎপলমুস্তং বৃহতীকরবীরকাশীশম্॥
এড়গজনিম্বপাঠা দুরালভা চিত্রকো বিড়ঙ্গশ্চ।
তিক্তেক্ষ্বাকুবীজং কম্পিল্লকসর্ষপবচা দার্ব্বী॥
এতৈস্তৈলং সিদ্ধং কুষ্ঠঘ্নং যোগ এষ চালেপঃ।
উদ্বর্ত্তনং প্রঘর্ষণমবচূর্ণনমেষ এব চেষ্টঃ॥

কুড়, আকন্দ, তুত্থ (তুতিয়া), কট্‌ফল, মূলার বীজ, কটুকী, ইন্দ্রযব, নীলোৎপল, মুথা, ব্যাকুড়, করবীর, কাশীশ অর্থাৎ হীরাকস, চাকুন্দে, নিমছাল, আকনাদ, দুরালভা, চিতা, বিড়ঙ্গ, তিৎলাউয়ের বীজ, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতসর্ষপ, বচ এবং দারুহরিদ্রা—এই সমুদয়ের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া কুষ্ঠে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। আর এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ, উদ্বর্ত্তন, ঘর্ষণ এবং অবচূর্ণন ও কুষ্ঠ নাশক।

শ্বেতকরবীরকরসো গোমূত্রং চিত্রকো বিড়ঙ্গশ্চ।
কুষ্ঠেষু তৈলযোগঃ সিদ্ধোঽয়ং সম্মতো ভিষজাম্॥
ইতি শ্বেতকরবীরাদ্যং তৈলম্।

শ্বেত করবীর রস, গোমূত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ তৈল কুষ্ঠ নাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ভিষক্ সম্মত। ইতি শ্বেত করবীরাদ্য তৈল।

শ্বেতকরবীরপল্লবমূলত্বক্ বৎসকো বিড়ঙ্গশ্চ।
কুষ্ঠার্কমূলসর্ষপশিগ্রুত্বগ্রোহিণী কটুকা॥
এতৈস্তৈলং সিদ্ধং কল্কৈঃ পাদাংশিকৈর্গবাং মূত্রম্।
দত্ত্বা তৈলচতুর্গুণমভ্যঙ্গাৎ কুষ্ঠকণ্ডুঘ্নম্॥
ইতি শ্বেতকরবীরপল্লবাদ্যং তৈলম্।

শ্বেত করবীর পাতা ও মূলের ত্বক্, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, কুড়, আকন্দের মূল, সর্ষপ, সজিনা মূলের ছাল এবং কটকী—এই সমুদয়ের কল্ক এবং কল্কের চতুর্গুণ তৈল এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র একত্র পাক করিয়া কুষ্ঠে অভ্যঙ্গ করিলে কুষ্ঠ ও কণ্ডু নষ্ট হয়।

ইতি শ্বেত করবীর পল্লবাদ্য তৈল।

তিক্তেক্ষ্বাকুবীজং দ্বে তুত্থে রোচনা হরিদ্রে দ্বে।
বৃহতীফলমেরণ্ডঃ সবিশালশ্চিত্রকো মূর্ব্বা॥
কাশীশহিঙ্গুশিগ্রু ত্র্যূষণসুরদারুতুম্বুরুবিড়ঙ্গম্।
লাঙ্গলকং কুটজত্বক্ কটুকাখ্যারোহিণী চৈব॥
সর্ষপতৈলং কল্কৈরেতৈর্মূত্রে চতুর্গুণে সাধ্যম্।
কণ্ডুকুষ্ঠবিনাশনমভ্যঙ্গাদ্বাতকফহন্তৃ॥

ইতি তিক্তেক্ষ্বাকুতৈলম্।

তিত্ লাউয়ের বীজ, দুই প্রকার তুঁতে, গোরোচনা, দুই প্রকার হরিদ্রা (হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা) ব্যাকুড়ের ফল, এরণ্ড, বিশালা, চিতা, মূর্ব্বা, কাশীশ, হিং, শিগ্রু (সজিনা), ত্র্যূষণ (শুঁঠ, পিপুল মরিচ.), দেবদারু, তুম্বুরু, (নেপালিধনে), বিড়ঙ্গ, বিষলাঙ্গলিয়া, কুরচীর ছাল, ও কটকী—এই সমুদায়ের কল্ক এবং কল্কের চতুর্গুণ সর্ষপ তৈল ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র একত্র পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাত ও কফ নষ্ট হয়।

ইতি তিক্তেক্ষ্বাকু তৈল।

কনকক্ষীরীশৈলা ভার্গী দন্ত্যাঃ ফলানি মূলঞ্চ।
জাতীপ্রবালসর্ষপলশুনবিড়ঙ্গং করঞ্জত্বক্॥
সপ্তচ্ছদার্কপল্লবমূলত্বঙ্নিম্বচিত্রকাস্ফোতাঃ।
গুঞ্জৈরণ্ডং বৃহতীমূলকসুরসার্জ্জকফলানি॥
কুষ্ঠং পাঠা মুস্তং তুম্বুরুমূর্ব্বাবচাঃ সষড়্গ্রন্থাঃ।
এড়গজকুটজশিগ্রুত্র্যূষণভল্লাতকক্ষবকাঃ॥
হরিতালমবাক্পুষ্পী তুত্থং কম্পিল্লকোঽমৃতাসঙ্গঃ।
সৌরাষ্ট্রী কাশীশং দার্ব্বীত্বক্ সর্জ্জিকা লবণম্॥
কল্কৈরেতৈস্তৈলং করবীরকমূলপল্লবকষায়ে।
সার্ষপমথবা তৈলং গোমূত্রচতুর্গুণং সাধ্যম্॥
কটুকালাবুনি স্থাপ্যং তৎ সিদ্ধং তেন মণ্ডলান্যাশু।
ভিন্দ্যাদ্ভিষগভ্যঙ্গাৎ ক্রিমীংশ্চ কণ্ডুঞ্চ বিনিহন্যাৎ॥

ইতি কনকক্ষীরীতৈলম্।

কনকক্ষীরী, মনঃশিলা, বামনহাটী, দন্তীমূল, ও ফল, জাতিপল্লব, সর্ষপ, লশুন, বিড়ঙ্গ, ডহরকরঞ্জার ছাল, ছাতিমছাল, আকন্দের পত্র, মূল ও ত্বক, নিমছাল, চিতা, আস্ফোতা (হাপরমালী), গুঞ্জা (কুঁচ), এরণ্ড, ব্যাকুড়, মূলা, শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসীর বীজ, কুড়, আকনাদি,

মুথা, তুম্বুরু, মূর্ব্বা, বচ, বড়গ্রন্থা, এড়গজ, কুটজ, সজিনা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেলা, ক্ষবক (তুলসী বিশেষ), হরিতাল, অবাক পুষ্পী, (গুলঞ্চ) ; তুত্তিয়া, কমলাগুঁড়ি, অমৃতাসঙ্গ, (তুত্তিয়া বিশেষ), সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, কাশীশ, দারুহরিদ্রা, সার্জ্জিকাক্ষার এবং সৈন্ধবলবণ, এই সমুদয়ের কল্ক এবং করবীর মূল ও পত্রের কাথ, সর্ষপ তৈল এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র একত্র সিদ্ধ করিবে। পরে তৈল প্রস্তুত হইলে ঐ তৈল তিত্ লাউয়ের খোলের মধ্যে রাখিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে মণ্ডল কুষ্ঠ, কৃমি ও কণ্ডু শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ইতি কনকক্ষীরী তৈল।

কুষ্ঠং তমালপত্রং মরিচং সমনঃশিলং সকাশীশম্।
তৈলেন যুক্তমুষিতং সপ্তাহং ভাজনে তাম্রে॥
তেনালিপ্তং সিধ্মং সপ্তাহাদ্‌ঘর্ম্মসেবিনো ব্যেতি।
মাসান্নবং কিলাসং স্নানং মুক্ত্বা বিশুদ্ধতনোঃ॥
ইতি সিধ্মে লেপঃ।

কুড়, তমালপত্র, মরিচ, মনঃশিলা এবং হিরাকশ—এই সমুদায় দ্রব্য পেষিত এবং সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাম্রপাত্রে রাখিবে। এই তৈল কুষ্ঠে লেপন করিয়া রৌদ্রে থাকিলে সপ্তাহের মধ্যে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। আর স্নান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিষ্কৃত শরীরে একমাস পর্য্যন্ত এই তৈল মর্দ্দন করিলে কিলাস কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।
ইতি সিধ্মে লেপ।

সর্ষপকরঞ্জকোষাতকীনাং তৈলান্যথেঙ্গুদীনাঞ্চ।
কুষ্ঠেষু হিতান্যাহুস্তৈলং যচ্চাপি খদিরস্য॥
ইতি তৈলানি।

সর্ষপ তৈল, ডহরকরঞ্জ বীজের তৈল, ঘোষাফলের তৈল, ইঙ্গুদী ফলের তৈল এবং খদির তৈল—এই সমুদায় তৈল প্রত্যেকে কুষ্ঠরোগে হিতকর জানিবে। ইতি তৈলসমূহ।

জীবন্তী মঞ্জিষ্ঠা দার্ব্বী কম্পিল্লকং পয়স্তুল্যম্।
এষ ঘৃততৈলপাকঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধে চ সর্জ্জরসো দেয়ঃ॥
সমধূচ্ছিষ্টো বিপাদিকা তেন শাম্যতীত্যুক্তম্।
চর্ম্মৈককুষ্ঠং কিটিমং কুষ্ঠং শামত্যলকসঞ্চ॥
ইতি বিপাদিকাস্নেহঃ।

জীবন্তী, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, ও কমলাগুঁড়ি—এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা ঘৃত ও তৈল এবং সমপরিমিত দুগ্ধ একত্রে পাক করিয়া তাহাতে চতুর্থাংশ ধুনা ও মোম প্রক্ষেপ দিবে। ইহা লেপন করিলে বিপাদিকা, চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম কুষ্ঠ এবং অলসক নষ্ট হয়।
ইতি বিপাদিকাস্নেহ।

কিণ্বং বরাহরুধিরং পৃথ্বীকা সৈন্ধবঞ্চ লেপঃ স্যাৎ।
লেপো যোজ্যঃ কুস্তুম্বুরূণি কুষ্ঠঞ্চ মণ্ডলঘ্নং॥
ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে লেপঃ।

কিণ্ব (সুরাবীজ), বরাহরক্ত, কৃষ্ণজীরা এবং সৈন্ধব—এই সমুদায় একত্রে মণ্ডলকুষ্ঠে লেপ দিবে। অপর ধনে ও কুড় উভয়দ্বারা লেপ দিলেও মণ্ডলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে লেপ।

পূতিকাদারুজটিলাঃ পকস্থরা ক্ষৌদ্রমুদ্গপর্ণ্যৌ চ।
লেপঃ সকাকনাসো মণ্ডলকুষ্ঠাপহঃ সিদ্ধঃ॥

ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে দ্বিতীয়োলেপঃ।

নাটাকরঞ্জারমূল, দেবদারু, জটামাংসী, পকস্থরা, মধু, মুদ্গপর্ণী এবং কাকনাসিকা—এই সমুদায় দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপ দিলে মণ্ডলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। এই যোগটী দৃষ্টফল।

ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে লেপ।

চিত্রকশোভাঞ্জনকৌ গুড়ূচ্যপামার্গদেবদারূণি।
খদিরো ধবশ্চ লেপঃ শ্যামা দন্তী দ্রবন্তী চ॥
লাক্ষারসাঞ্জনৈলাপুনর্নবাচেতি কুষ্ঠানাং লেপাঃ।
দধিমণ্ডযুতাঃ সর্ব্বে দেয়াঃ ষণ্মারুতকফঘ্নাঃ॥

ইতি ষট্‌লেপাঃ।

চিত্রক ও শোভাঞ্জন (১), গুলঞ্চ, অপামার্গ ও দেবদারু (২), খদির (৩), ধব (৪), শ্যামমূলা তেউড়ী, দন্তী ও দ্রবন্তী (৫), লাক্ষা, রসাঞ্জন, এলাচী এবং পুনর্নবা (৬)—এই ছয়টী যোগের প্রত্যেকটীই দধির মাতদ্বারা পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রলেপ দিবে। ইহাতে বায়ু ও কফের শান্তি হয়। ইতি ষট্‌লেপ।

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধবসৌবীরকসর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈশ্চ।
ক্রিমিকুষ্ঠমণ্ডলাখ্যং দদ্রুকুষ্ঠঞ্চ নাশয়তি॥

ইতি এড়গজাদি লেপঃ।

কালকাসুন্দা, কুড়, সৈন্ধব, সৌবীরক, সর্ষপ এবং বিড়ঙ্গ—এই সমুদয়ের প্রলেপ দিলে ক্রিমিকুষ্ঠ, মণ্ডলকুষ্ঠ এবং দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ইতি এড়গজাদি প্রলেপ।

এড়গজঃ সর্জ্জরসো মূলকবীজঞ্চ সিধ্মকুষ্ঠানাম্।
কাঞ্জিকযুক্তস্তু পৃথগ্ব্রতমিদমুদ্বর্ত্তনং ক্রমশো লেপাঃ॥

ইতি সিধ্মকুষ্ঠে লেপঃ।

কালকাশুন্দা বীজ, ধুনা এবং মুলার বীজ এই সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ কাঁজীর দ্বারা পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন ও তৎপরে প্রলেপ দিলে সিধ্ম কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ইতি সিধ্মকুষ্ঠে লেপ।

বাসা ত্রিফলা পানে স্নানে চোন্মর্দ্দনে প্রদেহে চ।
বৃহতী সেব্যপটোলাঃ সশারিবা রোহিণী চৈ ব॥
খদিরাবঘাতককুভরোহিতকলোধ্রকুটজধবনিম্বাঃ।
সপ্তচ্ছদকরবীরাঃ শস্তস্তে স্নানপানেষু॥

ইতি কুষ্ঠে স্নানং পানঞ্চ।

কুষ্ঠ শান্তির জন্ত বাসক এবং ত্রিফলা পান, স্নান, উদ্বর্ত্তন ও প্রলেপে প্রশস্ত। ব্যাকুড়, বেণারমূল, পল্তা, অনন্তমূল, কটুকী, খদিরসার, অর্জ্জুন, রয়না, লোধ, কুটজ, ধব, নিমছাল, ছাতিম এবং করবী—এই সমুদয় দ্রব্যের কষায়াদি কুষ্ঠরোগীর পক্ষে স্নান ও পানে প্রশস্ত। ইতি কুষ্ঠে স্নান ও পান।

জলবাপ্যলোহকেশরপত্রপ্লবচন্দনংমৃণালানি।
ভাগোত্তরাণি সিদ্ধং প্রলেপনং পিত্তকফকুষ্ঠে॥

বালা, কুড়, লৌহচূর্ণ, নাগকেশর, তেজপত্র, কৈবর্ত্তমুস্তক, রক্তচন্দন এবং মৃণাল—এই সমুদয় দ্রব্য পর পর এক এক ভাগ অধিক পরিমাণে লইয়া পেষণকরতঃ পিত্তকফজনিত কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হয়। ইহা দৃষ্টফল জানিবে।

যষ্ট্যাহ্বলোধ্রপদ্মকপটোলপিচুমর্দ্দচন্দনরসাশ্চ।
স্নানে পানে চ হিতাঃ সুশীতলাঃ পিত্তকুষ্ঠেভ্যঃ॥

যষ্টিমধু, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, পল্তা, নিম এবং রক্তচন্দন—এই সমুদয়ের কাথ সুশীতল করিয়া স্নান ও পান করিলে পিত্তকুষ্ঠের উপশম হয়।

আলেপনং প্রিয়ঙ্গুর্হরেণুকা বৎসকস্য চ ফলানি।
সাতিবিষা চ সেব্যা সচন্দনা রোহিণী কটুকা॥
তিক্তঘৃতৈর্ধৌতঘৃতৈরভ্যঙ্গো দহ্যমানকুষ্ঠেষু।
ইতি অভ্যঙ্গঃ।

কুষ্ঠে দাহ থাকিলে প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আতুষ, বেণারমূল, রক্তচন্দন এবং কটুকী—এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা আলেপন বা তিক্তঘৃত অথবা শতধৌত ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করিবে।
ইতি অভ্যঙ্গ।

তৈলৈশ্চন্দনমধুকপ্রপৌণ্ডরীকোৎপলযুতৈশ্চাভ্যঙ্গঃ॥
ইতি দ্বিতীয়োঽভ্যঙ্গঃ।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীয়কাষ্ঠ এবং নীলোৎপল—এই সমুদয়ের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলেও কুষ্ঠে দাহের শান্তি হয়। ইতি দ্বিতীয় অভ্যঙ্গ।

ক্লেদে প্রপততি চাঙ্গে দাহে বিস্ফোটকে সচর্ম্মদলে।
শীতাঃ প্রদেহসেকা ব্যধো বিরেকো ঘৃতং তিক্তম্॥
খদিরঘৃতং নিম্বঘৃতং দার্ব্বীঘৃতমুত্তমং পটোলঘৃতম্।

কুষ্ঠে ক্লেদ, অঙ্গপতন এবং দাহ থাকিলে এবং বিস্ফোটক ও চর্ম্মদলকুষ্ঠে প্রলেপ, সেক, শিরাব্যধন, বিরেচন, তিক্তকঘৃত, নিম্বঘৃত, খদিরঘৃত, দার্ব্বীঘৃত এবং পটোলঘৃত প্রশস্ত।

কুষ্ঠেষু রক্তপিত্তপ্রবলেষু ভিষগ্জিতং সিদ্ধম্॥
ত্রিফলাত্বচোঽর্দ্ধপলিকাঃ পটোলপত্রঞ্চ কার্ষিকাঃ শেষাঃ।
কটুরোহিণী সনিম্বা যষ্ট্যাহ্বা ত্রায়মাণা চ॥

এষ কষায়ঃ সাধ্যো দত্ত্বা দ্বিপলং মসূরবিদলানাম্।
সলিলাঢ়কেঽষ্টভাগে শেষে পূতো রসো গ্রাহ্যঃ॥
তত্র কষায়েঽষ্টপলে চতুষ্পলং সর্পিষশ্চ পক্তব্যম্।
যাবৎ স্যাদষ্টপলং শেষং পেয়ং ততঃ কোষ্ণম্॥
তদ্বাতপিত্তকুষ্ঠং বীসর্পং বাতশোণিতং প্রবলম্।
জ্বরদাহগুল্মবিদ্রধিবিভ্রমবিস্ফোটকান্ হন্তি॥

রক্তপিত্তপ্রধান কুষ্ঠে এই যোগটী দৃষ্টফল। ত্রিফলার ত্বক্ এবং পটোলপত্র প্রত্যেকে অৰ্দ্ধপল (চারি তোলা), কট্‌কী, নিমছাল, যষ্টিমধু ও বলালতা প্রত্যেকে দুই দুই তোলা এবং মসুর কলায় ষোল তোলা—এই সমুদায় দ্রব্য আট সের জলে সিদ্ধ করিয়া আটভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া সেই ক্বাথে চারি পল ঘৃত পাক করিয়া ক্বাথ ও ঘৃতে আট পল শেষ থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিবে। ইহার দ্বারা বাতপিত্তকুষ্ঠ, বীসর্প, প্রবল বাতরক্ত, জ্বর, দাহ, গুল্ম, বিদ্রধী, বিভ্রম এবং বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

নিম্বপটোলং দার্ব্বীং দুরালভাং তিক্তরোহিণীং ত্রিফলাম্।
কুর্য্যাদর্দ্ধপলাংশং পর্পটকং ত্রায়মাণাঞ্চ॥
সলিলাঢ়কসিদ্ধানাং রসেঽষ্টভাগস্থিতে ক্ষিপেৎ পূতে।
চন্দনকিরাততিক্তকমাগধিকাস্ত্রায়মাণাঞ্চ॥
মুস্তং বৎসকবীজং কল্কীকৃত্যার্দ্ধকার্ষিকান্ ভাগান্।
নবসর্পিষশ্চ ষট্‌পলমেতৎ তিক্তকং ঘৃতং পেয়ম্॥
কুষ্ঠজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীপাণ্ড্বাময়শ্বয়থুহারি।
পামাবীসর্পপিড়কাকণ্ডুমদগণ্ডনুৎ সিদ্ধং তিক্তম্॥
ইতি তিক্তষট্‌পলকং ঘৃতম্।

নিমছাল, পল্‌তা, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, কট্‌কী, ত্রিফলা, ক্ষেৎপাপড়া এবং বলালতা-এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে অৰ্দ্ধ পল লইয়া ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া আটভাগের একভাগ অর্থাৎ দুই সের শেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া তাহাতে রক্তচন্দন, চিরতা, পিপুল, বলালতা, মুথা এবং ইন্দ্রযব-এই সমুদয়ের কল্ক প্রত্যেকে এক এক তোলা এবং নূতনঘৃত ছয় পল প্রদান করিয়া সিদ্ধ করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ, বীসর্প, পীড়কা, পামা, কণ্ডু, মদ এবং গণ্ড এই সমুদয় রোগ বিনষ্ট হয়। ইতি তিক্তষট্‌পল ঘৃত।

সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষং শম্পাকং তিক্তরোহিণীং পাঠাম্।
মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকম্॥
ধন্বযবাসং চন্দনমুপকুল্যাং পদ্মকং হরিদ্রে দ্বে।
ষড়্‌গ্রন্থাং সবিশালাং শতাবরীং শারিবে চোভে॥

বৎসকবীজং বাসাং মূর্ব্বামমৃতাং কিরাততিক্তকঞ্চ।
কল্কান্ কুর্য্যান্মতিমান্ যষ্ট্যাহ্বং ত্রায়মাণাঞ্চ॥
কল্কশ্চাতুর্থভাগো জলমষ্টগুণং রসোঽমৃতফলানাম্।
দ্বিগুণো ঘৃতাৎ প্রদেয়স্তৎ সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্॥
কুষ্ঠানি রক্তপিত্তপ্রবলান্যর্শাংসি রক্তবাহীনি।
বীসর্প অম্লপিত্তং বাতাসৃক্পাণ্ডুরোগঞ্চ॥
বিস্ফোটকান্ সপামানুন্মাদং কামলাং জ্বরং কণ্ডুম্।
হৃদ্রোগগুল্মপিড়কা অসৃগ্দরং গণ্ডমালাঞ্চ॥
হন্যাদেতৎ সর্পিঃ পীতং কালে যথাবলং সদ্যঃ।
যোগশতৈরপ্যজিতান্ মহাবিকারান্ মহাতিক্তম্॥
ইতি মহাতিক্তকং ঘৃতম্।

ছাতিম, আতুষ, শোনালু, কট্‌কী, আকনদ, মুথা, বেণারমূল, ত্রিফলা, পল্‌তা, নিম, ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, গোরক্ষকর্কটী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু এবং বলালতা —এই সমুদায়ের কল্ক ঘৃতের চারিভাগের এক ভাগ এবং ঘৃতের আটগুণ জল, ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকীর রস ও নূতন ঘৃত এই সমুদায় একত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, রক্তবাহি প্রবল অর্শ, বীসর্প, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোটক, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, গুল্ম, পীড়কা, প্রদর এবং গণ্ডমালা, এই সমুদায় ব্যাধির শান্তি হয়। এই ঘৃত যথাবল ও যথাকাল পান করা কর্ত্তব্য। শত শত যোগেও যে সকল বিকারের শান্তি না হয়, এই মহাতিক্ত ঘৃত পানে সেই সকলও নষ্ট হয়।

ইতি মহাতিক্ত ঘৃত।

দোষে হৃতেঽপনীতে রক্তে বাহ্যান্তরে কৃতেশ্চমনে।
স্নেহে চ কালযুক্তে ন কুষ্ঠমনুবর্ত্ততে সাধ্যম্॥

দোষহরণ, রক্তমোক্ষণ, অন্তঃপরিমার্জ্জন, বহিঃপরিমার্জ্জন এবং যথাকালে স্নেহ প্রয়োগ করিলে সাধ্যকুষ্ঠ নিবৃত্ত হয়।

খদিরস্য তুলাঃ পঞ্চ শিংশপাসনয়োস্তুলে।
তুলার্দ্ধা সর্ব্ব এবৈতে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ॥
পর্পটঃ কুটজশ্চৈব বৃষঃ ক্রিমিহরস্তথা।
হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ূচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
সপ্তপর্ণশ্চ সংক্ষুণ্ণা দশদ্রোণেষু বারিণঃ।
অষ্টভাগাবশিষ্টস্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
ধাত্রীরসঞ্চ তুল্যাংশং সর্পিষশ্চাঢ়কং পচেৎ।
মহাতিক্তককল্কৈস্তু যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ॥

নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যঙ্গনিষেবণাৎ।
মহাখদিরমিত্যেতৎ পরং কুষ্ঠবিকারনুৎ॥
ইতি মহাখদিরং ঘৃতম্।

খদির পঞ্চতুলা, শিশুকাষ্ঠ ও অশন প্রত্যেকে এক তুলা (১২॥ সের), নাটাকরঞ্জ, নিম, অম্লবেতস, কেৎপাপড়া, কুটজ, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোঁদাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী এবং ছাতিম—সমুদায় দ্রব্য মিলিয়া অর্দ্ধতুলা (/৬। সের); এই সমুদায় দ্রব্য কুটিয়া দশদ্রোণ (১৬ মণ) জলে সিদ্ধ করিয়া আটভাগের একভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর ঐ কাথ, আমলকীর স্বরস ষোল সের, ঘৃত ষোল সের এবং মহাতিক্তক ঘৃতোক্ত ছাতিমছালাদির কল্ক প্রত্যেকে এক এক পল লইয়া ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ইহাকে কুষ্ঠনাশক মহাখদির ঘৃত বলে। ইতি মহাখদির ঘৃত।

প্রপতৎসু লসীকাপ্রস্রুতেষু গাত্রেষু জন্তুজগ্ধেষু।
মূত্রং নিম্ববিড়ঙ্গে স্নানং পানং প্রদেহশ্চ॥
ইতি চ ক্রিমিকুষ্ঠে।

কুষ্ঠরোগে লসীকাস্রাব, অঙ্গবিশেষের পতন এবং জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষণে নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ গোমূত্রে কাথ করিয়া সেই কাথ দ্বারা স্নান পান ও প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।
ইতি ক্রিমিকুষ্ঠে।

বৃষকুটজসপ্তপর্ণাঃ করবীরকরঞ্জনিম্বখদিরাশ্চ।
স্নানে পানে লেপে ক্রিমিকুষ্ঠনুদঃ সগোমূত্রাঃ॥
ইতি বা ক্রিমিকুষ্ঠে।

বাসক, কুটজ, ছাতিম, করবীর, নাটাকরঞ্জ, নিম এবং খদির-ইহাদের ছাল গোমূত্রে কথিত করিয়া অথবা ঐ সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান, পান ও লেপ দিলে ক্রিমিকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

পানাহারবিধানে প্রসেচনে ধূপনে প্রদেহে চ।
ক্রিমিনাশনং বিড়ঙ্গং বিশিষ্যতে কুষ্ঠহা খদিরঃ॥
ইতি বা ক্রিমিকুষ্ঠে।

ক্রিমিকুষ্ঠরোগির পান, আহার, প্রসেক, ধূপন এবং প্রদেহ কার্য্যে বিড়ঙ্গ প্রয়োগ করিলে বিশেষরূপে ক্রিমির নাশ; আর খদির প্রয়োগ করিলে বিশেষরূপে কুষ্ঠের নাশ হয়।
ইতি ক্রিমিকুষ্ঠে।

এড়গজঃ সবিড়ঙ্গো মূলান্যারগ্বধস্য কুষ্ঠানাম্।
উদ্দালনং শ্বদন্তা গোঽশ্ববরাহোষ্ট্রদন্তাশ্চ॥

চাকুন্দের বীজ, বিড়ঙ্গ, সোঁদালেরমূল, এবং কুকুরদন্ত, গোদন্ত, অশ্বদন্ত, বরাহদন্ত এবং উষ্ট্রদন্ত এই সমুদায় দ্বারা সমস্ত কুষ্ঠেই উদ্বর্ত্তন করিবে।

এড়গজঃ সবিড়ঙ্গো দ্বে চ নিশে রাজবৃক্ষমূলঞ্চ।
কুষ্ঠোদ্দালনমগ্র্যং সপিপ্পলীপাকলং যোজ্যম্॥

কালকাশুন্দা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোণালুর মূল, পিপুল এবং পারুলছাল এই সমুদায় দ্রব্য কুষ্ঠের উদ্দালনে ব্যবহার করা যায়।

শ্বিত্রাণাং প্রশমার্থং প্রযোক্তব্যং সর্ব্বতো বিশুদ্ধানাম্।
শ্বিত্রে স্রংসনমগ্র্যং মলপূরস ইষ্যতে সগুড়ঃ॥
তং পীত্বা সুস্নিগ্ধো যথাবলং সূর্য্যপাদসন্তাপম্।
সংসেবেত বিরিক্তস্ত্র্যহং পিপাসুঃ পিবেৎ পেয়াম্॥

অতঃপর শ্বিত্ররোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। শ্বিত্রে প্রথমতঃ সর্ব্বতোভাবে শোধন প্রদান করিয়া পরে শ্বিত্র প্রশমনকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শ্বিত্ররোগে বিরেচনের নিমিত্ত গুড়ের সহিত কাকডুম্বুরের রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অগ্রে স্নিগ্ধ হইয়া বলানুসারে উহা পান করিয়া সূর্য্যসন্তাপ সেবন করিবে। তাহাতে বিরেচন হইবে। বিরিক্তরোগী পিপাসু হইলে তিন দিবস পর্য্যন্ত পেয়া পান করিবে।

শ্বিত্রেঽঙ্গে যে স্ফোটা জায়ন্তে কণ্টকেন তান্ ভিন্দ্যাৎ।
স্ফোটেষু বিস্রুতেষু প্রাতঃ প্রাতঃপিবেৎ পক্ষম্॥
মলপূমসনং প্রিয়ঙ্গুং শতপুষ্পাঞ্চাম্ভসা সমুৎক্কাথ্য।
পালাশং বা ক্ষারং যথাবলং ফাণিতোপেতম্॥
যচ্চান্যৎ কুষ্ঠঘ্নং শ্বিত্রাণাং সর্ব্বমেতচ্ছস্তম্।
খদিরোদকসংযুক্তং খদিরোদকপানমগ্র্যম্ বা॥

শ্বিত্ররোগে শরীরে যে সকল স্ফোটক জন্মে, কণ্টক দ্বারা সেই সমুদয় স্ফোটক ভেদ করিবে। আর ঐ স্ফোটক হইতে পূযাদি নিঃসৃত হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাকডুমুর, অসন, প্রিয়ঙ্গু এবং শলুকা-এই সমুদয়ের ক্বাথ পান করিবে। অথবা পলাশের ক্ষার ফাণিতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বলানুসারে পান করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে কুষ্ঠঘ্ন ঔষধমাত্রেই শ্বিত্ররোগে প্রশস্ত। অপর শ্বিত্ররোগে খদিরোদক সংযুক্ত প্রলেপাদি ও খদিরোদক পান করাই শ্রেয়ঃ।

সমনঃশিলং বিড়ঙ্গং কাশীশং রোচনাং কনকপুষ্পীম্।
শ্বিত্রাণাং প্রশমার্থং সসৈন্ধবং লেপনং দদ্যাৎ॥
ইতি শ্বিত্রে লেপঃ।

শ্বিত্র প্রশমনের নিমিত্তি মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, হিরাকশ, গোরোচনা এবং কনকপুষ্পী—এই সমুদয় দ্রব্য সৈন্ধবের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইতি শ্বিত্রেলেপ।

কদলীক্ষারযুক্তং বা খরাস্থি দগ্ধং গবাং রুধিরযুক্তম্।
হস্তিমদাধ্যুষিতং বা মালত্যাঃ ক্ষারকক্ষারম্॥
ইতি লেপঃ।

শ্বিত্ররোগে কদলীর ক্ষার ও গর্দ্দভাস্থির ভস্ম গোরক্তে মিশ্রিত করিয়া অথবা মালতীর কুঁড়ির ক্ষার হস্তীর মদ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইতি লেপ।

নীলোৎপলং সকুষ্ঠং সসৈন্ধবং হস্তিমূত্রপিষ্টং বা।
মূলকবীজাবল্গুজলেপঃ পিষ্টো তাবদ্ গবাং মূত্রে॥

ইতি দ্বৌলেপৌ।

শ্বিত্ররোগে নীলোৎপল, কুড় এবং সৈন্ধব—এই সমুদয় হস্তিমূত্রে পেষণ করিয়া অথবা মূলকবীজ ও সোমরাজীবীজ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

ইতি শ্বিত্রে লেপদ্বয়।

কাকোদুম্বরিকাবাসাবল্গুজচিত্রকৌ গবাং মূত্রে।
পিষ্টাঃ মনঃশিলা বা সংযুক্তা বর্হিপিত্তেন॥

ইতি শ্বিত্রে লেপৌ।

কাকডুমুর, বাসক, সোমরাজী এবং চিতা—এই সমুদয় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া অথবা মনঃশিলা ময়ূরের পিত্তে পেষণ করিয়া শ্বিত্ররোগে প্রলেপ দিবে।

ইতি শ্বিত্রে প্রলেপদ্বয়।

কিলাসহন্তা মূলান্যবল্গুজানি লাক্ষা চ।
গোপিত্তমঞ্জনে দ্বে পিপ্পল্যঃ কাললোহরজঃ॥

ইতি শ্বিত্রেপ্রলেপঃ।

সোমরাজীর বীজ, লাক্ষা, গোপিত্ত, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, পিপুল এবং কান্তলৌহ ভস্ম এই সমুদয় একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিলাস বিনষ্ট হয়। ইতি শ্বিত্রে লেপ।

শুদ্ধ্যা শোণিতমোক্ষৈর্বিরুক্ষণৈর্ভক্ষণৈশ্চ শক্তূনাম্।
শ্বিত্রং কস্যচিদেব প্রশাম্যতি ক্ষীণপাপস্য॥

প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতিদ্বারা পাপক্ষয় হইলে কাহার কাহার সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষবস্তু সেবন এবং শক্তু ভক্ষণদ্বারা শ্বিত্রের উপশম হয়।

দারুণঞ্চারুণং শ্বিত্রং কিলাসং নামভিস্ত্রিভিঃ।
যদুচ্যতে তৎ ত্রিবিধং ত্রিদোষং প্রায়শস্তু তৎ॥
দোষে রক্তাশ্রিতে রক্তং তাম্রং মাংসসমাশ্রিতে।
শ্বেতং মেদঃশ্রিতে শ্বিত্রং গুরু তচ্চোত্তরোত্তরম্॥

দারুণ, অরুণ এবং কিলাস নামক তিন প্রকার শ্বিত্রই প্রায় ত্রিদোষঘটিত হইয়া থাকে। দোষ সকল রক্তাশ্রিত হইলে শ্বিত্র রক্তবর্ণ, মাংসাশ্রিত হইলে তাম্রবর্ণ এবং মেদাশ্রিত হইলে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। ইহারা উত্তরোত্তর দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

যৎ পরস্পরতোঽভিন্নং বহু যদ্রক্তলোমবৎ।
যচ্চ বর্ষগণোৎপন্নং তচ্ছিত্রং নৈব সিধ্যতি

যে সকল শ্বিত্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতে থাকে, যাহা রক্তবর্ণ লোমে আবৃত এবং বহু বর্ষোৎপন্ন, সেই শ্বিত্র অসাধ্য।

বচাংস্যতথ্যানি কৃতঘ্নভাবো নিন্দা সুরাণাং গুরুধর্ষণঞ্চ।
পাপক্রিয়া পূর্ব্বকৃতঞ্চ কর্ম্ম হেতুঃ কিলাসস্য বিরোধি চান্নম্॥

মিথ্যাকথা, কৃতঘ্নতা, দেবনিন্দা, গুরুলোকের অপমান, পাপক্রিয়া, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম এবং বিরুদ্ধ অন্নপানাদি ভোজন কিলাস রোগের কারণ।

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতুর্দ্রব্যলিঙ্গং সমাসতো দোষনির্দ্দেশাৎ॥
সাধ্যমসাধ্যং কৃচ্ছ্রং কুষ্ঠং কুষ্ঠাপহাশ্চ যে যোগাঃ।
সিদ্ধাঃ কিলাসহেতুর্লিঙ্গং গুরুলাঘবং তথা শান্তিঃ॥
ইতি সংগ্রহঃ প্রণীতো মহর্ষিণা কুষ্ঠনাশনেঽধ্যায়ে।
স্মৃতিবুদ্ধিবর্দ্ধনার্থং শিষ্যায় হুতাশবেশায়॥

ভগবান্ পুনর্ব্বসু ঋষি এই কুষ্ঠরোগ চিকিৎসিতাধ্যায়ে কুষ্ঠরোগের হেতু, দ্রব্য, রূপ, দোষানুসারে সাধ্যতা, অসাধ্যতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্যতা, কুষ্ঠনাশক দৃষ্টফল কতিপয় যোগ, কিলাসের হেতু, রূপ, গুরুত্ব, লঘুত্ব ও চিকিৎসা স্মৃতি ও বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রিয়শিষ্য অগ্নিবেশের নিকট বলিয়াছিলেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
কুষ্ঠচিকিৎসিতং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃততন্ত্রে চিকিৎসিত স্থানে কুষ্ঠচিকিৎসিত নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

দিবৌকসাং কথয়তামৃষিভির্ব্বৈ শ্রুতা কথা।
কামব্যসনসংযুক্তা পৌরাণী শশিনং প্রতি॥
রোহিণ্যামতিসক্তস্য শরীরং নানুরক্ষতঃ।
আজগামাল্পতামিন্দোর্দ্দেহঃ স্নেহপরিক্ষয়াৎ॥

দুহিতৃণামসম্ভোগাচ্ছেষাণাঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ক্রোধো নিশ্বাসরূপেণ মূর্ত্তিমান্ নিঃসৃতো মুখাৎ ॥
প্রজাপতের্হি দুহিতৃরষ্টাবিংশতিমংশুমান্।
ভার্য্যার্থং প্রতিজগ্রাহ ন চ সর্ব্বাস্ববর্ত্তত ॥
গুরুণা তমবধ্যাতং ভার্য্যাস্বসমবর্ত্তিনম্।
রজঃপরীতমবলং যক্ষ্মা শশিনমাবিশৎ ॥

ভগবান্ চন্দ্রের কামাসক্তি বিষয়ে যে পৌরাণিকী কথা আছে, কোন সময়ে ঋষিগণ সেই সমুদায় কথা দেবতাদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। কথা এই :—কোন সময়ে ভগবান্ চন্দ্র আপনার শরীরের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রোহিণীতে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায় তাঁহার শরীরের স্নেহাংশ অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এজন্য তাঁহার শরীরও অতিশয় ক্ষীণ হইয়া যায়। ভগবান্ চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির অষ্টাবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে একমাত্র রোহিণীতেই সবিশেষ আসক্ত হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট সমস্ত কন্যা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র রোহিণীর প্রতি চন্দ্রকে অত্যন্ত আসক্ত দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ক্রোধ মূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে বহির্গত হইয়াছিল। চন্দ্র রজোগুণে অন্ধ হইয়া ভার্য্যাদিগের প্রতি অসম ব্যবহার করিলে গুরু অর্থাৎ দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর যক্ষ্মা তাঁহার অভিশাপে চন্দ্রের শরীরে প্রবেশকরে।

সোঽভিভূতোঽতিবলিনা গুরুক্রোধেন নিষ্প্রভঃ।
দেবদেবর্ষিসহিতো জগাম শরণং গুরুম্ ॥
অথ চন্দ্রমসঃ শুদ্ধাং মতিং বুদ্ধা প্রজাপতিঃ।
প্রসাদং কৃতবান্ সোমস্ততোঽশ্বিভ্যাং চিকিৎসিতঃ ॥
স বিমুক্তো গ্রহশ্চন্দ্রো বিররাজ বিশেষতঃ।
ওজসা বর্দ্ধিতোঽশ্বিভ্যাং শুদ্ধং সত্ত্বমবাপ চ ॥

দক্ষের দুঃসহ ক্রোধে অভিভূত হইয়া চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি দেবতা ও দেবর্ষিদিগের সহিত দক্ষের শরণাগত হন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ, চন্দ্রের মতি শুদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর চন্দ্রগ্রহ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত ও রোগবিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে শোভমান হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক ওজঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছিলেন।

ক্রোধো যক্ষ্মা জ্বরো রোগ একোঽর্থো দুঃখসংজ্ঞকঃ।
যস্মাৎ স রাজ্ঞঃ প্রাগাসীদ্রাজযক্ষ্মা ততো মতঃ ॥

ক্রোধ, যক্ষ্মা, জ্বর, রোগ ও দুঃখ—এই সমুদায় শব্দ একই অর্থের প্রতিপাদন করে। যক্ষ্মা প্রথমতঃ নক্ষত্ররাজ চন্দ্রদেবের হয় বলিয়া রাজযক্ষ্মা শব্দে অভিহিত হয়।

স যক্ষ্মা হুঙ্কৃতোঽশ্বিভ্যাং মানুষং লোকমাগতঃ।
লব্ধ্বা চতুর্ব্বিধং হেতুং সমাবিশতি মানবম্ ॥

অযথাবলমারম্ভো বেগসন্ধারণং ক্ষয়ম্।
যক্ষ্মণঃ কারণং বিদ্যাচ্চতুর্থং বিষমাশনম্॥

যক্ষ্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপে দূরীকৃত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছে। উহা চারিপ্রকার হেতু উপলক্ষ্য করিয়া মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। সেই চারিপ্রকার হেতু যথা—অযথাবলারম্ভ, বেগধারণ, ধাতুক্ষয় এবং বিষমাশন।

যুদ্ধাধ্যয়নভারাধ্বলঙ্ঘনপ্লবনাদিভিঃ।
পতনৈরভিঘাতৈর্বা সাহসৈর্বা তথাপরৈঃ॥
অযথাবলমারম্ভৈর্জন্তোরুরসি বিক্ষতে।
বায়ুঃ প্রকুপিতো দোষাবুদীর্য্যোভৌ বিধাবতি॥
স শিরস্থঃ শিরঃশূলং করোতি গলমাশ্রিতঃ।
কণ্ঠোদ্ধ্বংসঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকম্॥
পার্শ্বশূলঞ্চ পার্শ্বস্থো বর্চ্চোভেদং গুদে স্থিতঃ।
জৃম্ভাং জ্বরঞ্চ সন্ধিস্থ উরস্থশ্চোরসো রুজম্॥
ক্ষণনাদুরসঃ কাসাৎ কফং ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
জর্জ্জরেণোরসা কৃচ্ছ্রমুরঃশূলাতিপীড়িতঃ॥
ইতি সাহসিকো যক্ষ্মা রূপৈরেতৈঃ প্রপদ্যতে।
একাদশভিরাত্মজ্ঞঃ সেবেতাতো ন সাহসম্॥

বলাতিরিক্ত যুদ্ধ, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অতিভারবহন, অতি লঙ্ঘন ও অত্যন্ত সন্তরণ, পতন, অভিঘাত বা অপর কোন সাহসিক কর্ম্ম কিংবা কোন অযথাবলারম্ভের দ্বারা মনুষ্যগণের বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও কফ এই দুইটী দোষকে ঊর্দ্ধগত করিয়া মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শিরঃশূল, গলদেশে অবস্থানপূর্ব্বক কণ্ঠোধ্বংস (গলা খুস্ খুস্ করা), কাস, স্বরভেদ ও অরুচি; পার্শ্বে অবস্থান করত পার্শ্বশূল; মলদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক মলভেদ, সন্ধিস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক জৃম্ভা ও জ্বর এবং বক্ষঃস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে বেদনা জন্মায়। ইহাতে বক্ষঃস্থল ক্ষত হয় বলিয়া কাসিবার সময়ে অতিকষ্টে রক্তের সহিত কফ নির্গত হয় এবং বক্ষঃস্থল জর্জ্জরিত হয় বলিয়া অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। সাহসজনিত রাজযক্ষ্মাতে শিরঃশূলাদি এই একাদশটী লক্ষণ লক্ষিত হয়। অতএব আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কখন উচিত নহে।

হ্রীমত্ত্বাদ্বা ঘৃণিত্বাদ্বা ভয়াদ্বা বেগমাগতম্।
বাতমূত্রপুরীষাণাং নিগৃহ্লাতি যদা নরঃ॥
তদা বেগপ্রতীঘাতাৎ কফপিত্তে সমীরয়ন্।
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব বিকারান্ কুরুতেঽনিলঃ॥

মনুষ্য যখন লজ্জা, ঘৃণা বা ভয়বশতঃ বাত, মূত্র ও পুরীষের বেগরোধ করে, তখন সেই বেগরোধহেতু বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্ত এই দুইটী দোষকে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ এবং অধোদিকে সঞ্চালিত করিয়া এই সকল বিকার জন্মাইয়া থাকে।

প্রতিশ্যায়ঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকম্।
পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং জ্বরমংসাবমর্দ্দনম্॥
অঙ্গমর্দ্দো মুহুশ্ছর্দ্দির্বর্চ্চোভেদং ত্রিলক্ষণম্।
রূপাণ্যেকাদশৈতানি যক্ষ্মা যৈরুচ্যতে মহান্॥

যথা:—প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, জ্বর, অংসস্থানে বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, পুনঃ পুনঃ বমি এবং মলভেদ। ত্রিদোষ লক্ষণ এই একাদশ উপদ্রব বেগধারণ জনিত যক্ষ্মায় উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য ইহা ভয়ঙ্কর ব্যাধি বলিয়া অভিহিত হয়।

হর্ষোৎকণ্ঠাভয়ত্রাসক্রোধশোকাতিকর্ষণাৎ।
অতিব্যবায়ানশনাচ্ছুক্রমোজশ্চ হীয়তে॥
ততঃ স্নেহক্ষয়াদ্বায়ুর্বৃদ্ধো দোষানুদীরয়ন্।
প্রতিশ্যায়ং জ্বরং কাসমঙ্গমর্দ্দং শিরোরুজম্॥
শ্বাসং বিড়্ভেদমরুচিং পার্শ্বশূলং স্বরক্ষয়ম্।
করোতি চাংসসন্তাপমেকাদশমিহাঙ্গহৃৎ॥
রূপাণ্যাবেদয়ন্ত্যেতান্যেকাদশ মহাগদম্।
সংপ্রাপ্তং রাজযক্ষ্মাণং ক্ষয়াৎ প্রাণক্ষয়াবহম্॥

ধাতু ক্ষয়হেতু যক্ষ্মার উৎপত্তি। যথা:—হর্ষ, উৎকণ্ঠা, ভয়, ত্রাস, ক্রোধ ও শোক এই সমুদায় দ্বারা অতিকর্ষণ হেতু অথবা অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ এবং অনশনবশতঃ শরীরস্থ শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হয়; এইরূপে স্নেহক্ষয় হইলে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং এই প্রবৃদ্ধ বায়ু কফ ও পিত্তকে সঞ্চালিত করিয়া প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরঃপীড়া, শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, স্বরক্ষয় এবং অংসস্থানে বেদনা—এই একাদশটী দেহক্ষয়কারক লক্ষণ জন্মায়। এই একাদশটী লক্ষণযুক্ত মহারোগ যক্ষ্মা ধাতুক্ষয়কারক বলিয়া শীঘ্রই প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

বিবিধান্যন্নপানানি বৈষম্যেণ সমশ্নতাম্।
জনয়ন্ত্যাময়ান্ ঘোরান্ বিষমান্ মারুতাদয়ঃ॥
স্রোতাংসি রুধিরাদীনাং বৈষম্যাদ্বিষমং গতাঃ।
রুদ্ধ্বা রোগায় কল্পন্তে পুষ্যন্তি চ ন ধাতবঃ॥
প্রতিশ্যায়ং প্রসেকঞ্চ কাসং ছর্দ্দিমরোচকম্।
জ্বরমংসাভিতাপঞ্চ ছর্দ্দনং রুধিরস্য চ॥
পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং স্বরভেদমথাপি চ।
কফপিত্তানিলকৃতং লিঙ্গং বিদ্যাদ্যথাক্রমম্॥

বিরুদ্ধভোজনহেতু যক্ষ্মোৎপত্তি। যে ব্যক্তি বিষমভাবে নানা প্রকার অন্ন পানাদি সেবন করে, তাহার বায়ু প্রভৃতিদোষ সকল বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ঘোরতর ব্যাধি সকল উৎপাদন করে। ঐ বায়ু প্রভৃতি বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া বিষমভাবে রক্তবাহিস্রোত সকল রুদ্ধ করত যক্ষ্মা-

রোগের কারণ হয়। বাতাদি দ্বারা রক্তাদির মার্গরোধ হেতু ধাতু সকলও পুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। প্রতিশ্যায়, প্রসেক, কাস, ছর্দ্দি, অরুচি, জ্বর, অংসাভিতাপ, রক্তবমন, পার্শ্ববেদনা, শিরঃশূল এবং স্বরভেদ—এই একাদশ প্রকার রূপ যথাক্রমে কফপিত্ত ও বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয়।

ইতি ব্যাধিসমূহস্য রোগরাজস্য হেতুজম্।
রূপমেকাদশবিধং হেতুশ্চোক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

এইরূপে বহুব্যাধিসঙ্কুল রোগরাজ রাজযক্ষ্মার সাহসাদি প্রত্যেক হেতু জনিত একাদশবিধ রূপ এবং চতুর্ব্বিধ হেতু উক্ত হইল।

পূর্ব্বরূপং প্রতিশ্যায়ো দৌর্ব্বল্যং দোষদর্শনম্।
অদোষেম্বপি ভাবেষু কায়ে বীভৎসদর্শনম্॥
ঘৃণিত্বমশ্নতশ্চাপি বলমাংসপরিক্ষয়ঃ।
স্ত্রীমদ্যমাংসপ্রিয়তা প্রিয়তা চাবগুণ্ঠনে॥
মক্ষিকাঘুণকেশানাং তৃণানাং পতনানি চ।
প্রায়োঽন্নপানে কেশানাং নখানাঞ্চাভিবর্দ্ধনম্॥
পতত্রিভিঃ পতঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈশ্চাভিধর্ষণম্।
স্বপ্নে কেশাস্থিরাশীনাং ভস্মনশ্চাধিরোহণম্॥
জলাশয়ানাং শৈলানাং বনানাং জ্যোতিষামপি।
শুষ্যতাং ক্ষীয়মাণানাং পততাং যচ্চ দর্শনম্॥
প্রাগ্রূপং বহুরূপস্য তজ্জ্ঞেয়ং রাজযক্ষ্মণঃ।
রূপং ত্বস্য যথোদ্দেশং পরং শৃণু সভেষজম্॥

প্রতিশ্যায়, দৌর্ব্বল্য, নির্দ্দোষ পদার্থে দোষদর্শন, স্বশরীরে বীভৎস দর্শন, সর্ব্বদা ঘৃণাশীলতা, রীতিমত ভোজন সত্ত্বেও বলমাংসের ক্ষয়, স্ত্রী সম্ভোগ, মদ্য পানে ও মাংস ভোজনে ভালবাসা, অবগুণ্ঠন প্রিয়তা, অর্থাৎ সদাসর্ব্বদা পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা শরীরাবরণ করিতে ভালবাসা, পেয় ও ভক্ষ্যদ্রব্যে প্রায়ই মক্ষিকা, ঘুণ, কেশ ও তৃণের পতন; নখ ও কেশপ্রভৃতির বৃদ্ধি, স্বপনে পক্ষী, পতঙ্গ এবং শিকারী জন্তু কর্ত্তৃক পরাভব, কেশরাশি, অস্থিরাশি ও ভস্মরাশির উপর অধিরোহণ এবং শুষ্ক ও ক্ষীয়মাণ জলাশয়, পর্ব্বত, বন ও সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ পতনের দর্শন—এই সমুদয় বহুরূপ রাজযক্ষ্মারোগের পূর্ব্বরূপ। সংপ্রতি ঔষধের সহিত রাজযক্ষ্মার অপর কতকগুলি যথোদ্দেশ লক্ষণ বলিতেছি।

যথাস্বেনোষ্মণা পাকং শারীরা যান্তি ধাতবঃ।
স্রোতসা চ যথাস্বেন ধাতুঃ পুষ্যতি ধাতুতঃ॥
স্রোতসাং সংনিরোধাচ্চ রক্তাদীনাঞ্চ সংক্ষয়াৎ।
ধাতূষ্মণাঞ্চাপচয়াদ্রাজযক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে॥
তস্মিন্ কালে পচত্যগ্নির্যদন্নং কোষ্ঠসংশ্রিতম্।
মলীভবতি তৎ প্রায়ঃ কল্পতে কিঞ্চিদোজসে॥

তস্মাৎ পুরীষং সংরক্ষ্যং বিশেষাদ্রাজযক্ষ্মিণঃ।
সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্তস্য বলং তস্য হি বিড়্‌বলম্ ॥

যক্ষ্মারোগে শরীরস্থ ধাতু সকল আপনাপন উষ্মাদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং আপনাপন স্রোত দ্বারা আপনাপনি পুষ্ট হইতে থাকে। স্রোতরোধহেতু তাহারা ধাত্বন্তরের সাহায্য পায়না। অতএব স্রোতের নিরোধ হেতু, রক্তাদি ধাতুর ক্ষয়হেতু এবং ধাতুষ্মার অপচয়-বশতঃ রাজযক্ষ্মার উৎপত্তি হয়। এই সময়ে অগ্নি কোষ্ঠাশ্রিত যে অন্ন পাক করে, সেই অন্ন প্রায়ই মলরূপে ও অল্পমাত্রায় ওজোরূপে পরিণত হয়। অতএব রাজযক্ষ্মারোগীর মলরক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা উচিত। যেহেতু রোগী সমস্ত ধাতুর ক্ষয়বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া একমাত্র মলের বলেই বলী হইয়া জীবিত থাকে।

রসঃ স্রোতঃসু রুদ্ধেষু স্বস্থানস্থো বিবর্দ্ধতে ॥
স ঊর্দ্ধং কাসবেগেন বহুরূপঃ প্রবর্ত্ততে ॥
জায়ন্তে ব্যাধয়শ্চাতঃ ষড়েকাদশ বা পুনঃ।
যেষাং সজ্ঘাতযোগেন রাজযক্ষ্মেতি কল্প্যতে ॥

স্রোত সকল রুদ্ধ হইলে রস স্বস্থানে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর সেই বর্দ্ধিত রস বহুরূপ হইয়া কাসবেগের দ্বারা মুখনাসাদি ঊর্দ্ধ মার্গ দিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে। তখন ছয় অথবা একাদশটী উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই সকল উপদ্রবের সমষ্টিই রাজযক্ষ্মা বলিয়া অভিহিত হয়।

কাসোঽংসতাপো বৈস্বর্য্যং জ্বরঃ পার্শ্বশিরোরুজৌ।
শোণিতশ্লেষ্মণোশ্ছর্দ্দিঃ শ্বাসঃ কোষ্ঠাময়োঽরুচিঃ ॥
রূপাণ্যেকাদশৈতানি যক্ষ্মিণঃ ষড়িমানি বা।
কাসো জ্বরঃ পার্শ্বশূলং স্বরবর্চ্চোগদোঽরুচিঃ ॥

কাস, অংসাভিতাপ, স্বরভেদ, জ্বর, পার্শ্ববেদনা, শিরঃপীড়া, রক্তযুক্ত কফবমন, শ্বাস, কোষ্ঠরোগ (অজীর্ণাদি) এবং অরুচি এই একাদশটী রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তির লক্ষণ; অথবা কাস, জ্বর, পার্শ্বশূল, স্বর ও বর্চ্চঃভেদ এবং অরুচি—এই ছয়টী মাত্রই রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তির লক্ষণ।

সর্ব্বৈরর্দ্ধৈস্ত্রিভির্বাপি লিঙ্গৈর্মাংসবলক্ষয়ে।
যুক্তো বর্জ্জ্যশ্চিকিৎস্যস্তু সর্ব্বরূপোঽপ্যতোঽন্যথা ॥

রাজযক্ষ্মা রোগীর যদি মাংস ও বলের ক্ষয় হয়, আর পূর্ব্বোক্ত একাদশটী অথবা ছয়টী কিংবা জ্বর,কাস ও রক্তপিত্ত এই তিনটী লক্ষণ ও লক্ষিত হয়, তবে সেই রোগীকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অপর ইহার অন্যথা অর্থাৎ মাংস ও বল থাকিলে সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হইলেও চিকিৎসার যোগ্য হয়।

ঘ্রাণমূলে স্থিতঃ শ্লেষ্মা রুধিরং পিত্তমেব বা।
মারুতাধ্মাতশিরসো মারুতং শ্যায়তে প্রতি ॥

প্রতিশ্যায়স্ততো ঘোরো জায়তে দেহকর্ষণঃ।
তস্য রূপং শিরঃশূলং গৌরবং ঘ্রাণবিপ্লবঃ॥
জ্বরঃ কাসঃ কফোৎক্লেশঃ স্বরভেদোঽরুচিঃ ক্লমঃ।
ইন্দ্রিয়াণামসামর্থ্যং যক্ষ্মা চাতঃ প্রবর্ত্ততে॥

বায়ু কর্ত্তৃক মস্তক আঘাত হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়মূলস্থিত শ্লেষ্মা, রক্ত অথবা পিত্ত বাতাভিমুখে গমন করে। তাহাতেই দেহনাশক প্রতিশ্যায় রোগের উৎপত্তি হয়। শিরঃশূল, শরীরের গুরুতা, ঘ্রাণশক্তির বিনাশ, জ্বর, কাস, কফের উৎক্লেশ, স্বরভেদ, অরুচি, ক্লান্তি এবং ইন্দ্রিয়গণের অসামর্থ্য—এই সমুদায় সেই প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এবং ইহা হইতেই রাজযক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয়।

পিচ্ছিলং বহলং বিস্রং হরিতং শ্বেতপীতকম্।
ব্যাপন্নং ষ্ঠীবতি রসং যক্ষ্মী কাসন্ কফানুগম্॥

যক্ষ্মারোগী যখন কাসিতে থাকে, তখন পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ, হরিত, শ্বেত বা পীতবর্ণ এবং কফযুক্ত রস নিঃক্ষেপ করে।

অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ।
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥

অংশ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্ত ও পদে দাহ এবং রসরক্তাদি সার্ব্বাঙ্গিক জ্বর—এই তিনটী রাজযক্ষ্মার বৈশেষিক লক্ষণ।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাৎ কাসবেগাৎ সপীনসাৎ।
স্বরভেদো ভবেদ্ বাতাদ্রুক্ষঃ ক্ষামশ্চলঃ স্বরঃ॥
তালুকণ্ঠপরীদাহঃ পিত্তাদ্ বক্তুমসূয়তে।
কফাদ্মন্দো বিবদ্ধশ্চ স্বরঃ খুনখুনায়তে॥
সন্নো রক্তবিবদ্ধত্বাৎ স্বরঃ কৃচ্ছ্রাৎ প্রবর্ত্ততে।
কাসাতিবেগাৎ করুণঃ পীনসাৎ কফবাতিকঃ॥

এই যক্ষ্মারোগে বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, কাস এবং পীনস হইতে স্বরভেদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাতজনিত স্বরভেদে স্বরের চাঞ্চল্য, রুক্ষতা ও ক্ষীণতা; পিত্তজনিত স্বরভেদে কণ্ঠ ও তালুর দাহ এবং রক্তস্রাব; কফজনিত স্বরভেদে স্বর মন্দ, বিবদ্ধ এবং খুন্ খুন্ শব্দযুক্ত, রক্তবিবদ্ধজনিত স্বরভেদে স্বরের অবসন্নতা ও কষ্টে প্রবৃত্তি; কাসবেগজনিত স্বরভেদে স্বরের কাতরতা এবং পীনসজনিত স্বরভেদে কফ ও বাতজনিত স্বরভেদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পার্শ্বশূলন্ত্বনিয়তং সঙ্কোচায়ামলক্ষণম্।
শিরঃশূলং সসন্তাপং যক্ষ্মিণঃ স্যাৎ সগৌরবম্॥

যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তির সংকোচ ও আয়ামযুক্ত অনিয়ত পার্শ্বশূল এবং সন্তাপ ও গৌরবযুক্ত শিরঃশূল হয়।

অতিখিন্নে শরীরে তু যক্ষ্মিণো বিষমাশনাৎ।
কণ্ঠাৎ প্রবর্ত্ততে রক্তং শ্লেষ্মা চোৎক্লিষ্টসঞ্চিতঃ॥

বিষমাশনবশতঃ দুর্ব্বল যক্ষ্মারোগীর শরীর অতিখিন্ন হইলে কণ্ঠ হইতে রক্তনির্গম এবং সঞ্চিত ও উৎক্লিষ্ট শ্লেষ্মার নির্গম হইতে থাকে।

রক্তং বিবদ্ধমার্গত্বান্ মাংসাদীন্ নানুপদ্যতে।
আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টং বহুত্বাৎ কণ্ঠমেতি বা॥

রক্তবাহি স্রোত সকল রুদ্ধ হয় বলিয়া রক্ত, মাংসাদি ধাতুতে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে পোষণ করিতে পারে না। পরন্তু, নিবৃত্তগতি হইয়া আমাশয়ে উপস্থিত হইলে উৎক্লেশের বাহুল্য হয়। ইহাতেই রক্ত কখন বা কণ্ঠদেশে আসিয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মবিবন্ধত্বাদুরসঃ শ্বাসমৃচ্ছতি॥

যক্ষ্মারোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা দ্বারা শ্বাসনালী রুদ্ধ হয় বলিয়া বক্ষঃস্থল হইতে শ্বাসের গতি অতিকষ্টে হইতে থাকে।

দোষৈরুপহতে চাগ্নৌ সপিচ্ছমতিসার্য্যতে॥

যক্ষ্মারোগে জঠরাগ্নি বায়ু প্রভৃতি দোষসমূহ দ্বারা উপহত হইলে অপরিপাকহেতু পিচ্ছিল ও দ্রব মল অতিমাত্রায় নিঃসৃত হয়।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈর্ব্বা জিহ্বাহৃদয়সংশ্রিতৈঃ।
জায়তেঽরুচিরাহারৈর্দ্বিষ্টৈরর্থৈশ্চ মানসৈঃ॥

বায়ু পিত্ত ও কফ পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই হউক বা মিলিত হইয়াই হউক, দূষিত হইয়া জিহ্বা, ও হৃদয় আশ্রয় করতঃ যক্ষ্মারোগীর অরুচি জন্মাইয়া থাকে। দুষ্ট আহার ও মানসিক অর্থ অর্থাৎ শোক ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা ও অরুচি হইতে পারে।

কষায়তিক্তমধুরৈর্বিদ্যান্মুখরসৈঃ ক্রমাৎ।
বাতাদ্যৈররুচিং জাতাং মানসীং দোষদর্শনাৎ॥

মুখের রস বাতজনিত অরুচিতে কষায়, পিত্তজনিত অরুচিতে তিক্ত, এবং শ্লেষ্মজনিত অরুচিতে মধুর হইয়া থাকে। আর ভয়শোকাদি দোষ দর্শনদ্বারা মানসিক অরুচি হইয়াছে বুঝিতে হইবেক।

অরোচকাৎ কাসবেগাদ্দোষোৎক্লেশাদ্ভয়াদপি।
ছর্দ্দির্যা সা বিকারাণামন্যেষামপ্যুপদ্রবঃ॥

যক্ষ্মারোগীর অরুচি হইতে, কাসবেগ হইতে, বাতাদিদোষের উৎক্লেশ হইতে এবং ভয়বশতঃ যে বমন উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপদ্রব বলিয়া জানিবে। অরোচকাদি হইতে যে বমন উৎপন্ন হয়, তাহা অন্যান্য বিকারের ও উপদ্রব মধ্যে গণ্য।

সর্ব্বস্ত্রিদোষজো যক্ষ্মা দোষাণাস্তু বলাবলম্।
পরীক্ষ্যাবস্থিতং বৈদ্যঃ শোষিণং সমুপাচরেৎ॥

সকল যক্ষ্মাই ত্রিদোষজনিত, কিন্তু তাহার মধ্যে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া রাজযক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষের নিবৃত্তি করিয়া পরে অন্যান্য দোষের চিকিৎসা করিবে।

প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে।
পার্শ্বশূলে চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ সাধারণীঃ শৃণু॥

প্রতিশ্যায়, শিরঃশূল, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, এবং পার্শ্বশূল—এই সমুদয়ের বিবিধপ্রকার সাধারণ চিকিৎসার বিষয় শ্রবণ কর।

পীনসে স্বেদমভ্যঙ্গং ধূমমালেপনানি চ।
পরিষেকাবগাহাংশ্চ পানকং বাট্যমেব চ॥
লবণাম্লকটূষ্ণাংশ্চ রসান্ স্নেহোপবৃংহিতান্।
লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং বর্ত্তকানাঞ্চ কল্পয়েৎ॥
সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্।
দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজং রসং পিবেৎ।
তেন ষড়্ বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ॥

প্রতিশ্যায়ে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, ধূম, আলেপন, পরিষেক ও অবগাহন করিবে। আর পানক (পানা) ও যবমণ্ড খাইতে দিবে। লবণ, অম্ল ও কটুরসযুক্ত এবং ঘৃত তৈলাদি স্নেহ সংস্কৃত লাব, তিত্তিরি, কুক্কুট এবং বর্ত্তক এই সমুদায়ের মাংসরস এবং পিপুল, যব, কুলথিকলাই, শুঁঠ, দাড়িম এবং আমলকীর সহিত স্নেহসংস্কৃত ছাগমাংসরস পান করিতে দিবে। এই সমুদয় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিশ্যায় প্রভৃতি ছয়টী বিকারের শান্তি হয়।

মূলকানাং কুলত্থানাং যূষৈর্ব্বা সূপসংস্কৃতৈঃ।
যবগোধূমশাল্যন্নৈর্যথাসাত্ম্যমুপাচরেৎ॥

অথবা সাত্ম্য বুঝিয়া প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে মূলক ও কুলথিকলাইয়ের যূষ বা ব্যঞ্জন কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা যব, গোধূম ও শালিধান্যের অন্ন যথাসাধ্য ভোজন করিবে।

পিবেৎ প্রসাদং বারুণ্যা জলং বা পাঞ্চমূলিকম্।
ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তামলক্যাথ বা শৃতম্॥
পর্ণিনীভিশ্চসৃভিস্তেন চান্নানি কল্পয়েৎ॥

পীনসাদি ছয়টী রোগে বারুণী নামক মদ্যের প্রসাদ (উপরিতন স্বচ্ছভাগ অর্থাৎ মণ্ড) কিম্বা বিল্বাদি পঞ্চমূলসিদ্ধ বা ধনিয়া ও শুঁঠ দ্বারা সিদ্ধ বা ভূম্যামলকী দ্বারা সিদ্ধ অথবা শালপর্ণী প্রভৃতি চারিটী পর্ণীদ্বারা সিদ্ধ জল পান এবং ঐ সমুদায় জলের সহিত অন্ন সিদ্ধ করিবে।

কৃশরোৎকারিকামাষকুলত্থযবপায়সৈঃ।
সঙ্করস্বেদবিধিনা কণ্ঠং পার্শ্বমুরঃ শিরঃ॥
স্বেদয়েৎ পত্রভঙ্গেণ শিরশ্চ পরিষেচয়েৎ।
বলাগুড়ূচীমধুকশৃতৈর্ব্বা বারিভিঃ সুখৈঃ॥

কণ্ঠ, পার্শ্ব ও শিরোদেশে কৃশর, (তিলকল্ক), উৎকারিকা, মাষকলাই, কুলত্থ, যব ও পায়স এই সমুদায় দ্বারা সঙ্কর স্বেদোক্ত নিয়মানুসারে অথবা বেড়েলা, গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ

পত্রভঙ্গ অর্থাৎ একত্রে কতকগুলি পত্র ঐ উষ্ণ জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গাত্রে জলসেক করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে।

বস্তমৎস্যশিরোভির্বা নাড়ীস্বেদং প্রযোজয়েৎ।
কণ্ঠে শিরসি পার্শ্বে চ পয়োভির্বা সবাতিকৈঃ ॥

অথবা কণ্ঠ, পার্শ্ব ও মস্তকে ছাগমস্তক কিম্বা মৎস্যমস্তক সিদ্ধ করিয়া বা বাতঘ্ন ঔষধযুক্ত দুগ্ধদ্বারা নাড়ীস্বেদের বিধিঅনুসারে স্বেদ প্রদান করিবে।

ঔদকানূপমাংসানি সলিলং পাঞ্চমূলিকম্।
সস্নেহমারনালং বা নাড়ীস্বেদং প্রযোজয়েৎ ॥

অথবা ঔদকমাংস, আনূপমাংস, পঞ্চমূলীর ক্বাথ বা স্নেহযুক্ত আরনাল (কাঁজী) এই সমুদয় দ্বারা নাড়ী স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

জীবন্ত্যাঃ শতপুষ্পায়া বলায়া মধুকস্য চ।
বচায়া বেশবারস্য বিদার্য্যা মূলকস্য চ ॥
ঔদকানূপমাংসানামুপনাহাশ্চ সংস্কৃতাঃ।
শস্যন্তে চ চতুঃস্নেহাঃ শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্ ॥

মস্তক, পার্শ্ব ও অংস দেশে বেদনা থাকিলে জীবন্তী, শলুফা, বেড়েলা, যষ্টিমধু, বচ, বেশবার, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলকী, ঔদক মাংস ও আনূপমাংস এই সমুদায়ের কল্ক ঘৃতাদি চতুঃ স্নেহ সংযুক্ত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিবে। ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ মস্তকাদি বেদনায় প্রশস্ত।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ ॥

শলুফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদিকা এবং রক্তচন্দন, এই সমুদায় দ্রব্য বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃশূল, পার্শ্বশূল এবং অংসশূল নিবৃত্ত হয়।

বলারাস্নাতিলাঃ সর্পির্মধুকং নীলমুৎপলম্।
পলঙ্কষা দেবদারু চন্দনং কেশরং ঘৃতম্ ॥
বীরা বলা বিদারী চ কৃষ্ণগন্ধা পুনর্নবা।
শতাবরী পয়স্যা চ কতৃণং মধুকং ঘৃতম্ ॥
চত্বার এতে শ্লোকার্দ্ধৈঃ প্রদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শস্তাঃ সংসৃষ্টদোষাণাং শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্ ॥

বেড়েলা, রাস্না, তিল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল (১); গুগ্‌গুল, দেবদারু, রক্তচন্দন, নাগকেশর ও ঘৃত (২); ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, সজিনা ও পুনর্নবা (৩) এবং শতাবরী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত (৪); এই চারিটী যোগের প্রদেহ বা পুলটিস্ দিলে সান্নিপাতিক দোষ জনিত শিরঃশূল প্রভৃতি বেদনা নিবৃত্ত হয়।

নাবনং ধূমপানানি স্নেহাশ্চোত্তরভক্তিকাঃ।
তৈলাভ্যঙ্গযোগাশ্চ বস্তিকর্ম্ম তথা পরম্॥

অপর ঐ সান্নিপাতিক শিরঃশূল প্রভৃতি বেদনায় নস্য, ধূমপান, উত্তরভক্তিক স্নেহ পান, তৈলাভ্যঙ্গ ও বস্তিকর্ম্ম প্রশস্ত।

জলৌকালাবুশৃঙ্গৈর্ব্বা প্রচ্ছষ্টং ব্যধনেন বা।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলেষু রুধিরং তস্য নির্হরেৎ॥

অথবা শিরঃ, পার্শ্ব ও অংসদেশে শূল হইলে জলৌকা, অলাবু এবং শৃঙ্গদ্বারা শিরা ব্যধন করিয়া দুষ্টরক্তের মোক্ষণ করিবে।

প্রদেহঃ সঘৃতশ্চেষ্টঃ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ
দূর্ব্বামধুকমঞ্জিষ্ঠাকেশরৈর্ব্বা ঘৃতাপ্লুতৈঃ॥
প্রপৌণ্ডরীকনির্গুণ্ডীপদ্মকেশরমুৎপলম্।
কশেরুকা পয়স্যা চ সসর্পিষ্কং প্রলেপনম্॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল এবং রক্তচন্দন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, এবং নাগকেশর—এই সমুদায় ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কিম্বা পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, নিশিন্দা, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, কেশুর এবং ক্ষীরকাকোলী—এই সমুদায় বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ শিরঃ প্রভৃতি স্থানের বেদনায় প্রলেপ দিবে।

চন্দনাদ্যেন তৈলেন শতধৌতেন সর্পিষা।
অভ্যঙ্গঃ পয়সা সেকঃ শস্তশ্চ মধুকাম্বুনা॥
মাহেন্দ্রেণ সুশীতেন চন্দনাদিশৃতেন বা।
পরিষেকঃ প্রযোক্তব্য ইতি সংশমনী ক্রিয়া॥

জ্বরাধিকারোক্ত চন্দনাদি তৈল বা শতধৌত ঘৃতদ্বারা অভ্যঙ্গ, দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা পরিষেক কিম্বা চন্দনাদিগণ সিদ্ধ জল, অথবা সুশীতল বৃষ্টির জল দ্বারা ঐ শিরঃ প্রভৃতি বেদনায় পরিষেক করিবে। ইতি সংশমনী ক্রিয়া।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্॥

যক্ষ্মা রোগীর বাতাদি দোষের আধিক্য থাকিলে স্নেহ ও স্বেদ প্রদানের পর স্নেহযুক্ত বমন ও বিরেচন প্রদান করিবে; পরন্তু ঐ বমন ও বিরেচন এরূপে প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে রোগীর কর্ষণ না হয়।

শোষী মুঞ্চতি গাত্রাণি পুরীষস্রংসনাদপি।
অবলাপেক্ষিণীং মাত্রাং কিং পুনর্যো বিরিচ্যতে॥

যক্ষ্মা রোগীর মল ভেদেই শরীর ধ্বংস হয়, সুতরাং বলের অপেক্ষা না রাখিয়া অতিরিক্ত বিরেচন দিলে যে শরীর ধ্বংস হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

যোগান্ সংশুদ্ধকোষ্ঠানাং কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলেষু সিদ্ধানেতান্ প্রযোজয়েৎ॥

এইরূপে বমন ও বিরেচন দ্বারা কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয়, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল এবং অংসশূল নিবৃত্তির জন্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টফল যোগগুলি প্রয়োগ করিবে।

বলাবিদারিগন্ধাহ্বৈ পিপ্পল্যা মধুকেন চ।
সিদ্ধং সলবণং সর্পির্নস্যং স্যাৎ স্বর্য্যমুত্তমম্॥

বেড়েলা, শালপর্ণ্যাদিগণ, পিপুল, যষ্টিমধু এবং সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ ঘৃতের নস্য স্বরক্ষয়ে হিতকর।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পিপ্পলী বৃহতী বলা।
সাধিতং ক্ষীরসর্পিশ্চ তৎ স্বর্য্যং নাবনং ঘৃতম্॥

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, ব্যাকুড়, বেড়েলা, এবং দুগ্ধ—এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ ঘৃতের নস্য লইলে স্বরক্ষয় বিনষ্ট হয়।

শিরঃপার্শ্বাংসশূলঘ্নং কাসশ্বাসনিবর্হণম্।
প্রযুজ্যমানং বহুশো ঘৃতঞ্চোত্তরভক্তিকম্॥

ঔত্তরভক্তিক (যে ঘৃত ভোজনের পর পান করা যায়) নানা প্রকার ঘৃত প্রয়োগ করিলে শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অংসশূল, কাস এবং শ্বাসের নিবৃত্ত হয়।

দশমূলেন পয়সা সিদ্ধং মাংসরসেন চ।
বলাগর্ভং ঘৃতং সদ্যো রোগানেতান্ প্রবাধতে॥

দশমূলের কাথ, দুগ্ধ, মাংসের কাথ, ও বেড়েলার কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ঐ শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ সদ্য বিনষ্ট হয়।

ভক্তস্যোপরি মধ্যে বা যথাগ্নিপ্রবিচারিতম্।
রাস্নাঘৃতং বা সক্ষীরং সক্ষীরং বা বলাঘৃতম্॥

আহারের পর বা আহারের মধ্যে যথা মাত্রায় রাস্নাঘৃত বা বলাঘৃত দুগ্ধের সহিত পান করিলে পূর্ব্বোক্ত শিরঃশূলাদির নিবৃত্তি হয়।

লেহান্ কাসাপহান্ স্বর্য্যান্ শ্বাসহিক্কানিবর্হণান্।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলঘ্নান্ স্নেহাংশ্চাতঃ পরং শৃণু॥

অনন্তর কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয়, হিক্কা, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল এবং অংসশূল নাশক লেহ এবং স্নেহের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

ঘৃতং খর্জ্জুরমৃদ্বীকামধুকৈঃ সপরূষকৈঃ।
সপিপ্পলীকৈর্বৈস্বর্য্যকাসশ্বাসনিবর্হণম্॥

খেজুর, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, ফলসা এবং পিপুল ইহাদের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে স্বরভঙ্গ, কাস এবং শ্বাসের নিবৃত্তি হয়।

দশমূল-তাৎ ক্ষীরাৎ সর্পির্যদুদিয়ান্নবম্।
সপিপ্পলীকং সক্ষৌদ্রং তৎ পরং স্বরবোধনম্।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলঘ্নং কাসশ্বাসজ্বরাপহম্॥

দশমূলের দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উঠাইয়া সদ্য সদ্য পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরের উৎকর্ষ হয় এবং শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অংসশূল, কাস, শ্বাস ও জ্বরের বিনাশ হইয়া থাকে।

পঞ্চভিঃ পঞ্চমূলৈর্বা শৃতাদ্ যদুদিয়াদ্ঘৃতম্।
পঞ্চানাং পঞ্চমূলানাং রসে ক্ষীরচতুর্গুণে॥
সিদ্ধং সর্পির্জয়ত্যেতদ্ যক্ষ্মণঃ সপ্তকং বলম্॥

পাঁচপ্রকার পঞ্চমূল দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ হইতে ঘৃত উদ্ধৃত করিয়া ঐ ঘৃত আবার পঞ্চ পঞ্চমূলের কাথে এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে উপরি লিখিত স্বরভেদ প্রভৃতি যক্ষ্মার সাতটী বলের (উপদ্রবের) শান্তি হয়।

খর্জ্জুরং পিপ্পলী দ্রাক্ষা পথ্যা শৃঙ্গী দুরালভা।
ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং শৃঙ্গাটগুড়শর্করাঃ॥
বীরা শটী পুষ্করাখ্যং সুরসঃ শর্করা গুড়ঃ।
নাগরং চিত্রকো লাজাঃ পিপ্পল্যামলকং গুড়ঃ॥
শ্লোকার্দ্ধৈর্বিহিতানেতান্ লিহ্যান্না ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
কাসশ্বাসাপহান্ স্বর্য্যান্ পার্শ্বশূলাপহাংস্তথা॥

খেজুর, পিপুল, কিস্‌মিস্, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ও দুরালভা (১); ত্রিফলা, পিপুল, মুথা, পানিফল ও ইক্ষুগুড়ের চিনি (২); ক্ষীরকাকোলী, শটী, পুষ্কর, সুরস (তুলসী বিশেষ), ও ইক্ষুগুড়ের চিনি (৩); এবং শুঁঠ, চিত্রক, খৈ, পিপুল, আমলকী ও গুড় (৪); এই চারিটী যোগ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ এবং পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয়।

সিতোপলাং তুগাক্ষীরীং পিপ্পলীং বহুলাং ত্বচম্।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েন্মধুসর্পিষা॥
চূর্ণিতং প্রাশয়েদ্বৈতচ্ছ্বাসকাসজ্বরাপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনমল্পাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্॥
হস্তপাদাঙ্গদাহেষু জ্বরে রক্তে তথোর্দ্ধগে।
বাসাঘৃতং শতাবর্য্যা সিদ্ধং বা পরমং হিতম্॥

চিনি ১৬ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, এলাচী ২ ভাগ ও দারুচিনি ১ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া (পরেরটী অপেক্ষা পূর্ব্বটী ক্রমে দ্বিগুণ লইয়া) মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে অথবা কেবল মাত্র চূর্ণ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, জিহ্বার সুপ্ততা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও পার্শ্বশূল, বিনষ্ট হয়। হস্ত, পাদ ও শরীরের দাহ, জ্বর এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বাসক ঘৃত অথবা শতাবরী সিদ্ধ ঘৃত ও অতি হিতকর।

শ্বদংষ্ট্রাং সদুরালভাং চতস্রঃ পর্ণিনীর্বলাম্।
ভাগান্ পলোন্মিতান্ কৃত্বা পলং পর্পটকস্য চ ॥
পচেদ্দশগুণে তোয়ে দশভাগাবশেষিতে।
রসে সুপূতে দ্রব্যাণামেষাং কল্কান্ সমাবপেৎ ॥
শট্যাঃ পুষ্করমূলস্য পিপ্পলীত্রায়মাণয়োঃ।
তামলক্যাঃ কিরাতানাং তিক্তস্য কুটজস্য চ ॥
ফলানাং শারিবায়াশ্চ সুপিষ্টান্ কর্ষসম্মিতান্।
সাধয়েত্তু ঘৃতপ্রস্থং ক্ষীরদ্বিগুণিতং ভিষক্ ॥
জ্বরং দাহং ভ্রমং কাসমংসপার্শ্বশিরোরুজম্।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিরতীসারমেতৎ সর্পির্ব্যপোহতি ॥
ইতি গোক্ষুরাদ্যঘৃতম্।

দুরালভা, গোক্ষুর, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী, বেড়েলা এবং ক্ষেৎপাপড়া—এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক পল লইয়া দশগুণ জলে পাক করিয়া দশ ভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া তাহা এবং শটী, পুষ্কর-মূল, পিপুল, বলালতা, ভূম্যামলকী, চিরতা, কট্কী, ইন্দ্রযব, এবং অনন্তমূল—এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে দুই দুই তোলা, চারিসের ঘৃত ও ঘৃতের দ্বিগুণ অর্থাৎ আটসের দুগ্ধ এই সমুদয় একত্রে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে জ্বর, দাহ, ভ্রম, কাস, অংসশূল, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, তৃষ্ণা, বমি, এবং অতীসার বিনষ্ট হয়। ইতি গোক্ষুরাদ্য ঘৃত।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্ ॥
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ ॥
এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপমেকাদশবিধং সর্পিরগ্র্যং ব্যপোহতি ॥
ইতি জীবন্ত্যাদ্যঘৃতম্।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ইন্দ্রযব, শটী, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূম্যামলকী, বলাডুমুর, দুরালভা এবং পিপুল এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক সমভাগে লইয়া তদ্দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত ব্যাধিসমূহের সমষ্টি স্বরূপ রোগরাজ রাজযক্ষ্মার উদ্রিক্ত একাদশবিধ লক্ষণ বিনাশে অত্যন্ত উপযোগী।

বলাং স্থিরাং পৃশ্নিপর্ণীং বৃহতীং সনিদিগ্ধিকাম্।
সাধয়িত্বা রসে তস্মিন্ পয়ো গব্যং সনাগরম্ ॥

দ্রাক্ষাখর্জ্জুরসর্পির্ভিঃ পিপ্পল্যা চ শৃতং সহ।
সক্ষৌদ্রং জ্বরকাসঘ্নং স্বর্য্যঞ্চৈতৎ প্রযোজয়েৎ ॥

বেড়েলা, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, ব্যাকুড় এবং কণ্টকারী—এই সমুদায় দ্রব্যের কাথ, গব্যদুগ্ধ এবং শুঁঠ, কিস্‌মিস্, খেজুর ও পিপুল ইহাদের কল্ক এবং ঘৃত একত্রে পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে জ্বর, কাস এবং স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়।

আজস্য পয়সশ্চৈব প্রয়োগো জাঙ্গলা রসাঃ।
যূষার্থং চণকা মুদ্গা মুকুষ্টাশ্চোপকল্পিতাঃ ॥
জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
যক্ষ্মিণাং জ্বরদাহেষু সসর্পিষ্কঃ প্রশস্যতে ॥

যক্ষ্মারোগে ছাগদুগ্ধ, জাঙ্গলমাংসরস এবং যূষের নিমিত্ত চণক (ছোলা), মুদ্গ ও বনমুদ্গ প্রয়োগ করা বিধেয়। এবং যক্ষ্মারোগীর জ্বর ও দাহে জ্বরাধিকারোক্ত শমনীয় যোগ সকল ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিবে।

কফপ্রসেকে বলবান্ শ্লৈষ্মিকশ্ছর্দ্দয়েন্নরঃ।
পয়সা ফলযুক্তেন মধুরেণ রসেন বা ॥
সর্পিষ্মত্যা যবাগ্বা বা বমনীয়োপসিদ্ধয়া।

যক্ষ্মারোগে রোগী বলবান্ এবং শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠ হইলে তাহার কফ প্রসেকাবস্থায় মদনফল যুক্ত দুগ্ধ অথবা মদনফলযুক্ত মধুররস কিম্বা ঐ মদনফলযুক্ত বমনীয় ঔষধদ্বারা সিদ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত যবাগূ পান করাইয়া বমন করাইবে।

বান্তোঽন্নকালে লঘ্বন্নমাদদীত সদীপনম্ ॥
যবগোধূমমাধ্বীকসীধ্বরিষ্টসুরাসবান্।
জাঙ্গলানি চ শূল্যানি সেবমানঃ কফং জয়েৎ ॥

অনন্তর বমিত ব্যক্তি ভোজন কালে অগ্নিদীপক লঘু দ্রব্য সাধিত অন্ন ভোজন করিবে এবং যব ও গোধুম, মাধ্বীক, সীধু, অরিষ্ট, সুরা ও আসব এবং শূল্য জাঙ্গলমাংস সেবন করিবে। ইহাতে কফের উপশম হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মণোঽতিপ্রসেকেন বায়ুঃ শ্লেষ্মাণমস্যতি।
কফপ্রসেকং তং বিদ্বান্ স্নিগ্ধোষ্ণেনৈব নির্জ্জয়েৎ ॥

শ্লেষ্মার অতি প্রসেকস্থলে বায়ুই শ্লেষ্মাকে উৎক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব বিচক্ষণ বৈদ্য স্নিগ্ধোষ্ণ প্রয়োগ দ্বারা সেই কফপ্রসেকের উপশম করিয়া থাকেন।

ক্রিয়া কফপ্রসেকে যা বম্যাং সৈব প্রশস্যতে।
হৃদ্যানি চান্নপানানি বাতঘ্নান্যগুরূণি চ ॥

যক্ষ্মা রোগীর কফ প্রসেকে যে সমস্ত চিকিৎসার ক্রম উক্ত হইল, তাহার বমিতেও সেই সকল ক্রিয়া এবং মনোজ্ঞ, বাতঘ্ন ও লঘু অন্ন পান প্রশস্ত।

প্রায়েণোপহতাগ্নিত্বাৎ সপিচ্ছমতিসার্য্যতে।
প্রাপ্নোতি চাস্যবৈরস্যং ন চান্নমভিনন্দতি॥
তস্যাগ্নিদীপনান্ যোগানতীসারনিবর্হণান্।
বক্ত্রশুদ্ধিকরান্ কুর্য্যাদরুচিপ্রতিবাধকান্॥

যক্ষ্মারোগীর অগ্নিমান্দ্য হইলে প্রায়ই পিচ্ছিল মল নির্গত হয় এবং মুখের বৈরস্য এবং আহারে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে তাহাকে অগ্নিদীপক ও অতীসার নাশক ঔষধ সকল প্রদান করিবে; আর মুখের বৈরস্য ও অরুচিনাশক যোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

সনাগরানিন্দ্রযবান্ পিবেদ্বা তণ্ডুলাম্বুনা।
সিদ্ধাং যবাগূং জীর্ণান্তে চাঙ্গেরীতক্রদাড়িমৈঃ॥

অগ্নিদীপক যোগ। যথাঃ—তণ্ডুলধৌতজলের সহিত শুঁঠ ও ইন্দ্রযব চূর্ণ পান করিবে। এবং এই ঔষধ জীর্ণ হইলে আমরুলের রস, তক্র এবং দাড়িম রসের দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ পান করিবে।

পাঠাং বিল্বং যমানীঞ্চ পাতব্যং তক্রসংযুতম্।
দুরালভাং শৃঙ্গবেরং পাঠাঞ্চ সুরয়া সহ॥
জম্বাম্রমধ্যং বিল্বঞ্চ সকপিত্থং সনাগরম্।
সুরামণ্ডেন পাতব্যমতীসারনিবৃত্তয়ে॥

অপর আকনদ, বিল্ব ও যমানী কল্কীকৃত করিয়া তক্রের সহিত পান করিবে কিম্বা দুরালভা, শুঁঠ এবং আকনদ কল্কীকৃত করিয়া সুরার সহিত পান করিবে।

অথবা যক্ষ্মারোগে অতীসার নিবৃত্তির জন্য আমের আঁটি, জামের আঁটি, বেলশুঁঠ, কদ্‌বেল এবং শুঁঠ, এই সমুদায় কল্কীকৃত করিয়া পেয়া বা মণ্ডের সহিত পান করিতে দিবে।

এতানেব চ যোগাংস্ত্রীন্ পাঠাদীন্ কারয়েৎ খড়ান্।
সচুক্রধান্যান্ সস্নেহান্ সাম্লান্ সাংগ্রাহিকান্ পরান্॥

পূর্ব্বোক্ত আকনদ্ প্রভৃতি তিনটী যোগোক্ত কাথে পৃথক্ পৃথক্ আমরুল বা চুকাপালং, ঘৃতাদি স্নেহ এবং অম্লের সহিত মুদ্গাদির যূষ পাক করিবে। ইহাতে পৃথক্ পৃথক্ তিনটী খড়যূষ প্রস্তুত হইবে। এই সকল যূষ অত্যন্ত সংগ্রাহী।

বেতসার্জ্জুনজম্বূনাং মৃণালীকৃষ্ণগন্ধয়োঃ।
শ্রীপর্ণ্যা মদয়ন্ত্যাশ্চ যূথিকায়াশ্চ পল্লবান্॥
মাতুলুঙ্গস্য ধাতক্যা দাড়িমস্য চ কারয়েৎ।
স্নেহাম্ললবণোপেতান্ খড়ান্ সাংগ্রাহিকান্ পরান্॥

বেতস, অর্জ্জুন ও জাম—ইহাদের পল্লব (১); বেণা ও সজিনার পল্লব (২); গাম্ভারি ও কাঠমল্লিকার পল্লব (৩); যুঁইয়ের পল্লব (৪); ছোলঙ্গলেবুর পল্লব (৫); ধাইফুলের পল্লব (৬); অথবা দাড়িমের পল্লব (৭)—এই সাতটীর প্রত্যেকের কাথ করিয়া সেই কাথে মুদ্গাদির

যূষ পাক করিবে এবং তাহাতে ঘৃত ও দাড়িমের রস ও লবণ মিশ্রিত করিবে। এই সাতটী খড়যূষ অত্যন্ত সংগ্রাহী।

চাঙ্গের্য্যাশ্চুক্রিকায়াশ্চ ছুঞ্চিকায়াশ্চ কারয়েৎ।
খড়ান্ দধিসরোপেতান্ সসর্পিষ্কান্ সদাড়িমান্॥

চাঙ্গেরী অর্থাৎ আমরুল, চুকাপালং কিম্বা ছুঞ্চিকা—ইহাদের পল্লবের কাথে দধির সর, দাড়িমের রস ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুদ্গাদির খড়যূষ প্রস্তুত করিবে। এই তিনটী খড়যূষও যক্ষ্মারোগির মলসংগ্রাহক।

মাংসানাং লঘুপাকানাং রসাঃ সাংগ্রাহিকৈর্যুতাঃ।
ব্যঞ্জনার্থং প্রশস্যন্তে ভোজ্যার্থং রক্তশালয়ঃ॥
স্থিরাদিপঞ্চমূলেন পানে শস্তং শৃতং জলম্।
তক্রং সুরা সচুক্রীকা দাড়িমস্যাথবা রসঃ॥

অতিসারযুক্ত যক্ষ্মারোগীকে রক্তশালির অন্ন, এবং ব্যঞ্জনার্থ সাংগ্রাহিক দ্রব্যের সহিত লঘুপাক মাংস সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে। এবং পানার্থ শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুর ইহাদের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অথবা তক্র, সুরা, চুক্র বা দাড়িমের রস প্রয়োগ করিবে।

ইত্যুক্তং ভিন্নশকৃতাং দীপনং গ্রাহি ভেষজম্।
বক্ষ্যাম্যূর্দ্ধং রুচিকরং মুখবৈরস্যনাশনম্॥

অতিসারযুক্ত যক্ষ্মারোগীর অগ্ন্যুদ্দীপক ও মলধারক ঔষধের বিষয় বলিলাম। অতঃপর আমরা রুচিকর ও মুখবৈরস্যনাশক ঔষধের বিষয় বলিব।

দ্বৌ কালৌ দন্তপবনং ভক্ষয়েন্মুখধাবনম্।
তদ্বৎ প্রক্ষালয়েদাস্যং ধারয়েৎ কবলগ্রহান্॥
পিবেদ্ধূমং ততো ভৃষ্টমদ্যাদ্দীপনপাচনম্।
ভেষজং পানমন্নঞ্চ হিতমিষ্টোপকল্পিতম্॥

দুইবেলা মুখ পরিষ্কারের নিমিত্ত দন্ত কাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। দুই বেলাই মুখ প্রক্ষালন ও কবল ধারণ করিবে এবং ধূমপান করিবে। তাহার পর ভৃষ্ট, অগ্নিদীপক ও পাচক দ্রব্য (এলাচ, লবঙ্গ যোয়ান প্রভৃতি) ভক্ষণ করিবে। এবং মনোজ্ঞ বস্তুদ্বারা কল্পিত ঔষধ, পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য সেবন করিবে।

ত্বঙ্মুস্তমেলাধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচম্॥
ত্বচো দার্ব্বী যমানী চ পিপ্পল্যস্তেজবত্যপি॥
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখধাবনাঃ।
শ্লোকপাদেষ্বভিহিতা রোচনা মুখশোধনাঃ॥

দারুচিনি, মুতা, এলাচি ও ধনে (১); মুতা, আমলকী, ও দারুচিনি (২); দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যোয়ান (৩); পিপুল ও চই (৪); এবং যমানী ও তিন্তিড়ীক (৫); এই

পাঁচটী মুখধাবন যোগের প্রত্যেকের ক্বাথ করিয়া মুখধাবন করিলে মুখের শুদ্ধি এবং আহারে রুচি হয়।

গুড়িকাং ধারয়েদাস্যে চূর্ণৈর্ব্বা শোধয়েন্মুখম্।
এষামালোড়িতানাং বা ধারয়েৎ কবলগ্রহান্॥

অথবা ঐ মুখধাবন প্রত্যেক যোগের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ অথবা উহাদের চূর্ণের দ্বারা মুখ শোধন কিম্বা ঐ চূর্ণ আলোড়িত করিয়া কবল গ্রহণ করিবে।

সুরামাধ্বীকসীধুনাং তৈলস্য মধুসর্পিষোঃ।
কবলান্ ধারয়েদিষ্টান্ ক্ষীরস্যেক্ষুরসস্য চ॥

সুরা, মাধ্বীক (মদ্যবিশেষ), সীধু (মদ্যবিশেষ), ইহাদের প্রত্যেকটী কিম্বা তৈল, কিম্বা মিলিত মধু ও ঘৃত, কিম্বা দুগ্ধ অথবা ইক্ষুরস এই সমুদায় মুখমধ্যে রাখিয়া কবল করিলে মুখ শুদ্ধি ও রুচি হয়।

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরং সাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকঞ্চোপকল্পয়েৎ॥
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজীবরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈকং দ্বে শতে মরিচস্য চ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্॥
হৃৎপ্লীহপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ॥
যমানীষাড়বম্।

যমানী, তিন্তিড়ীক, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্ল কুল, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, ধনে, সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরা, ও দারুচিনি—এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা, একশত পিপুল, দুইশত মরিচ, চিনি চারিপল—এই সমুদায় একত্রে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ অতিশয় জিহ্বাশোধক, অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং খাদ্যদ্রব্যে রুচিকারক। ইহা সেবনে হৃদয়, প্লীহা ও পার্শ্বের শূল, বিবন্ধ, আনাহ, কাস, শ্বাস, গ্রহণী এবং অর্শরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত সংগ্রাহী। ইতি যমানী ষাড়ব।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষশোষপ্লীহজ্বরাপহম্।
বম্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥

কল্পয়েদ্গুড়িকাশ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরাঃ স্মৃতাঃ॥
ইতি তালীশাদ্যং চূর্ণং গুড়িকা চ।

তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল এবং বংশলোচন এই সকল পর পর এক এক ভাগ বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ তালীশপত্র ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, পিপুলের ৪ ভাগ, এবং বংশলোচন ৫ ভাগ গ্রহণ করিবে। আর দারুচিনি ও এলাচী প্রত্যেকে প্রথম অর্থাৎ তালিশ পত্রের অর্দ্ধ পরিমাণে এবং চিনি পিপুলের আট গুণ, অর্থাৎ ৩২ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও অরুচি নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিদীপক এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ, শোষ, প্লীহা, জ্বর, বমি, অতীসার ও শূল নষ্ট করে। ইহা বায়ুর অতিশয় অনুলোমক। অপর এই চূর্ণ চিনির সহিত পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। গুড়িকা অগ্নিসংযোগে চূর্ণ অপেক্ষা অতিশয় লঘুপাক হয়। ইতি তালীশাদ্য চূর্ণও গুড়িকা।

শুষ্যতে ক্ষীণমাংসায় কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যান্মাংসাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ॥

বিধানজ্ঞ চিকিৎসক ক্ষীণ মাংস যক্ষ্মা রোগীকে বিশেষরূপে রসাদি ধাতুবর্দ্ধক মাংসভক্ষক জন্তুর মাংস নানা প্রকারে কল্পনা করিয়া প্রদান করিবেন।

শোষিণে বর্হিণং দদ্যাদ্বর্হিশব্দেন বাপরান্।
গৃধ্রানুলূকাংশ্চাষাংশ্চ বিধিবৎ সূপকল্পিতান্॥

যক্ষ্মারোগীকে ময়ূর অথবা ময়ূরের নাম করিয়া গৃধ্র, উলুক এবং অন্যান্য চাষ প্রভৃতি পক্ষীর মাংস বিধিপূর্ব্বক ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া খাইতে দিবে।

কাকাংস্তিত্তিরিশব্দেন বর্ম্মিশব্দেন চোরগান্।
সমৃভৃষ্টান্মৎস্যশব্দেন দদ্যাদ্গণ্ডুপদানপি॥
লোমশান্ স্থূলনকুলান্ বিড়ালাংশ্চোপকল্পিতান্।
শৃগালশাবাংশ্চ ভিষক্ শশশব্দেন দাপয়েৎ॥
সিংহানৃক্ষাংস্তরক্ষূংশ্চ ব্যাঘ্রানেবংবিধাংস্তথা।
মাংসাদান্ মৃগশব্দেন দদ্যান্মাংসাভিবৃদ্ধয়ে॥
গজখড়্গিতুরঙ্গাণাং বেশবারীকৃতং ভিষক্।
দদ্যান্মহিষশব্দেন মাংসং মাংসাভিবৃদ্ধয়ে॥

যক্ষ্মারোগীকে সেইরূপ তিত্তিরিমাংস বলিয়া কাকের মাংস, বর্ম্মি (বান্) মৎস্য বলিয়া সর্পের মাংস এবং মৎস্যের নাড়ী বলিয়া গণ্ডূপদ (কেঁচো) ভাজিয়া খাইতে দিবে।

যক্ষ্মারোগীকে শশক বলিয়া লোমশ স্থূল নকুল (বড়বেজী), বিড়াল এবং শৃগাল শাবক ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে। যক্ষ্মারোগীর মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত মৃগমাংস বলিয়া সিংহ, ভল্লুক, তরক্ষু (নেকড়েবাঘ), ব্যাঘ্র এবং এই প্রকার অন্যান্য মাংসভক্ষক

পশুর মাংস ব্যঞ্জনাদিরূপে প্রদান করিবে। যক্ষ্মারোগীর মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত মহিষমাংস বলিয়া হস্তী, গণ্ডার এবং অশ্বমাংস দ্বারা বেশবার প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে।

মাংসেনোপচিতাঙ্গানাং মাংসং মাংসকরং পরম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণলাঘবাচ্ছস্তং বিশেষান্ মৃগপক্ষিণাম্॥

যে সমুদায় জন্তুর শরীর মাংসের দ্বারা পরিপুষ্ট অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বদা মাংসাশী, সেই সমুদায় জন্তুর মাংসই বিশেষরূপে মাংসবৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ হরিণ ও পক্ষীর মাংস তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং লঘু বলিয়া যক্ষ্মারোগে অত্যন্ত প্রশস্ত।

মাংসানি যান্যনভ্যাসাদনিষ্টানি প্রযোজয়েৎ।
তেষূপধা সুখং ভোক্তুং তথা শক্যানি তানি হি॥
জানন্ জুগুপ্সাম্নৈবাদ্যাজ্জগ্ধং বা পুনরুল্লিখেৎ।
তস্মাৎ ছদ্মোপসিদ্ধানি মাংসান্যেতানি দাপয়েৎ॥

যে সকল মাংস অনভ্যাস বশতঃ অপ্রিয়, সেই সকল মাংস ছলপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ভক্ষণসুখকর হইতে পারে, এজন্য ছলপূর্ব্বক ঐ সকল মাংস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি জানিতে পারাতে রোগী ঘৃণা করিতে থাকে, তবে ঐরূপ মাংস ভক্ষণ করান উচিত নহে; পরন্তু ভক্ষিত মাংসও বমন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। অতএব ছলপূর্ব্বকই এই সকল মাংস যক্ষ্মারোগীকে দেওয়াইবে।

শিখিতিত্তিরিদক্ষাণাং হংসানাং শূকরোষ্ট্রয়োঃ।
খরগোমহিষাণাঞ্চ মাংসং মাংসকরং পরম্॥
যোনিরষ্টবিধা প্রোক্তা মাংসানামন্নপানিকে।
তাং পরীক্ষ্য ভিষগ্বিদ্বান্ দদ্যান্মাংসানি শোষিণে॥

ময়ূর, তিত্তিরি, কুক্কুট, হংস, শূকর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, গো এবং মহিষ এই সমুদয়ের মাংসই অত্যন্ত মাংসকর। সূত্রস্থানে অন্নপানাদিক অধ্যায়ে মাংসের আট প্রকার উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে। সেই সমুদায় সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া যে সকল মাংস উপযুক্ত বোধ হয়, সেই সকল মাংস যক্ষ্মারোগীকে প্রদান করিবে।

প্রসহা ভূশয়ানূপবারিজা বারিচারিণঃ।
আহারার্থে প্রদাতব্যা মাত্রয়া বাতশোষিণে॥
প্রতুদা বিষ্কিরাশ্চৈব ধন্বজাশ্চ মৃগদ্বিজাঃ।
কফপিত্তপরীতানাং প্রযোজ্যাঃ শোষরোগিণাম্॥
বিধিবৎ সূপসিদ্ধানি মনোজ্ঞানি মৃদূনি চ।
রসবন্তি সুগন্ধীনি মাংসান্যেতানি ভক্ষয়েৎ॥

বাতবহুল যক্ষ্মারোগে আহারের নিমিত্ত পরিমিত মাত্রায় প্রসহ, ভূশয়, আনূপ, জলজ এবং জলচর জন্তুর মাংস প্রদান করিবে। কফ ও পিত্তপ্রধান যক্ষ্মারোগে আহারের নিমিত্ত প্রতুদ, বিষ্কির ও ধন্বজ (মরুভূমিজ) পশু এবং পক্ষীর মাংস প্রদান করিবে।

পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রসহাদি পশু ও পক্ষীর মাংস বিবিধপ্রকারে ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া মনোজ্ঞ, মৃদু, সুস্বাদু এবং সুগন্ধি যুক্ত করিয়া দিবে।

মাংসমেবাশ্নতঃ শোষে মাধ্বীকং পিবতোঽপি বা।
নিয়তানল্পচিত্তস্য চিরং কায়ে ন তিষ্ঠতি॥

যদি ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যক্ষ্মারোগী কেবল মাংস আহার ও মাধ্বীক যথানিয়মে পান করে এবং যদি ঐ রোগী প্রশান্তচেতা হয়, তাহা হইলে যক্ষ্মারোগ তাহার শরীরে অধিক-কাল থাকিতে পারে না।

বারুণীমণ্ডনিত্যস্য বহির্ম্মার্জ্জনসেবিনঃ।
অবিধারিতবেগস্য যক্ষ্মা ন লভতেঽন্তরম্॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বারুণীমদ্যের মণ্ড পান ও যথানিয়মে বহির্ম্মার্জ্জন সেবা করে, এবং মলমূত্রাদির বেগরোধ না করে, যক্ষ্মারোগ তাহার শরীরে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। (সূত্রস্থানের ১১ অধ্যায়ে এই বহির্ম্মার্জ্জনের বিষয় বলা হইয়াছে।)

প্রসন্নাং বারুণীং সীধুমরিষ্টানাসবান্ মধু।
যথার্হমনুপানার্থং পিবেন্মাংসানি ভক্ষয়েৎ॥

যক্ষ্মারোগী যথাযোগ্য মাংস ভোজন করিয়া অনুপানের নিমিত্ত প্রসন্না, বারুণী, সীধু, অরিষ্ট এবং মধু পান করিবে।

মদ্যং তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যবৈশদ্যসূক্ষ্মত্বাৎ স্রোতসাং মুখম্।
প্রমথ্য বিবৃণোত্যাশু তন্মোক্ষাৎ সপ্ত ধাতবঃ॥
পুষ্যন্তি ধাতুপোষাচ্চ শীঘ্রং শোষঃ প্রশাম্যতি।

প্রসন্নাদি মদ্য তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিশদ এবং সূক্ষ্ম বলিয়া যক্ষ্মারোগে যে সকল স্রোতের মুখ দোষ সকল কর্তৃক অবরুদ্ধ থাকে, তাহা বিলোড়িত করিয়া শীঘ্র বিকশিত করে। ঐরূপে স্রোত সকলের মুখ মদ্য দ্বারা বিকশিত হয় বলিয়া রসাদি সাতটী ধাতু পুষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ধাতুর পোষণ বশতঃ শীঘ্রই যক্ষ্মারোগের উপশম হইয়া থাকে।

মাংসাদমাংসস্বরসে সিদ্ধং সর্পিঃ প্রযোজয়েৎ॥
সক্ষৌদ্রং পয়সা সিদ্ধং সর্পির্দ্দশগুণেন বা।

যক্ষ্মারোগে মাংসাদ (মাংস ভক্ষক) জন্তুর মাংসের কাথে ঘৃত পাক করিয়া অথবা দশগুণ দুগ্ধের দ্বারা ঘৃত সিদ্ধ করিয়া সেই ঘৃত মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

সিদ্ধং মধুরকৈর্দ্রব্যৈর্দশমূলকষায়কৈঃ॥
ক্ষীরমাংসরসোপেতৈর্ঘৃতং শোষহরং পরম্।

মধুরাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্ক, দশমূলের কাথ, দুগ্ধ এবং মাংসরস ইহাদের সহিত সিদ্ধ ঘৃত অত্যন্ত যক্ষ্মানাশক।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ॥
সযাবশূকৈঃ সক্ষীরৈঃ স্রোতঃসংশোধনং ঘৃতম্।

পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার এই সকলের কল্ক এবং দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে স্রোত সকল পরিষ্কৃত হয়।

রাস্নাবলাগোক্ষুরকং স্থিরা বর্ষাভূসাধিতম্ ॥
জীবন্তীপিপ্পলীগর্ভং সক্ষীরং শোষনুদ্ ঘৃতম্।
যবাগ্বা বা পিবেন্মাত্রাং লিহ্যাদ্বা মধুনা সহ ॥
সিদ্ধানাং সর্পিষামেষামন্যাদন্নেন বা সহ।

রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শালপর্ণী, এবং পুনর্নবা এই সমুদায়ের কাথ; আর জীবন্তী ও পিপুলের কল্ক এবং দুগ্ধ এই সমুদায়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে যক্ষ্মার নিবৃত্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত ঘৃত সকল পরিমিত মাত্রায় যবাগূর সহিত বা মধুর সহিত বা অন্নের সহিত সেবন করিবে।

শুষ্যতামেষ নির্দ্দিষ্টো বিধিরাভ্যবহারিকঃ ॥
বহিঃস্পর্শনমাশ্রিত্য বক্ষ্যতেঽতঃপরং বিধিঃ।

এই প্রকারে যক্ষ্মারোগীর আহারবিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, অনন্তর বহিঃপরিমার্জ্জন বিধি বলা যাইতেছে।

স্নেহক্ষীরাম্বুকোষ্ঠে তং স্বভ্যক্তমবগাহয়েৎ ॥
স্রোতোবিবন্ধমোক্ষার্থং বলপুষ্ট্যর্থমেব চ।
উত্তীর্ণং মিশ্রকৈঃ স্নেহৈঃ পুর্ব্বমুক্তৈঃ সুখৈঃ করৈঃ ॥
মৃদ্নীয়াৎ সুখমাসীনং সুখঞ্চোৎসাদয়েন্নরম্ ॥

স্রোতবিশুদ্ধি এবং বল ও পুষ্টির নিমিত্ত যক্ষ্মারোগীকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া স্নেহপূর্ণ, দুগ্ধপূর্ণ অথবা জলপূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন করাইবে। তাহাতে স্রোতের বিবদ্ধতা দূর হইবে এবং বল ও পুষ্টি বাড়িবে। অনন্তর তাহা হইতে উঠিয়া সুখে উপবেশন করিলে শরীরে সুখাবহ মিশ্রক স্নেহ মর্দ্দন করিবে। মিশ্রক স্নেহ মর্দ্দন করা হইলে উদ্বর্ত্তন আবশ্যক হয়। অতঃপর উদ্বর্ত্তনের বিষয় বলা যাইতেছে।

জীবন্তীং শতবীর্য্যাঞ্চ বিকসাং সপুনর্নবাম্।
অশ্বগন্ধামপামার্গং তর্কারীং মধুকং বলাম্ ॥
বিদারীং সর্ষপং কুষ্ঠং তণ্ডুলানতসীফলম্।
মাষাংস্তিলাংশ্চ কিণ্বঞ্চ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
যবচূর্ণং ত্রিগুণিতং দধ্না যুক্তং সমাক্ষিকম্।
এতদুৎসাদনং কার্য্যং পুষ্টিবর্ণবলপ্রদম্ ॥

জীবন্তী, শ্বেতদূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, অপামার্গ, জয়ন্তী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, তণ্ডুল, মসিনা, মাষকলাই, তিল, এবং কিণ্ব—এই সমুদায় একত্রে চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের ত্রিগুণ যবচূর্ণ দধি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উৎসাদন করিবে। ইহাদ্বারা পুষ্টি, বল, এবং বর্ণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গৌরসর্ষপকল্কেন গন্ধৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
স্নায়াদৃতুসুখৈস্তোয়ৈর্জীবনীয়ৌষধৈঃ শৃতৈঃ ॥
গন্ধৈঃ সমাল্যৈর্বাসোভির্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতঃ।
স্পৃশ্যান্ সংস্পৃশ্য সংপূজ্য দেবতাঃ সভিষগ্দ্বিজান্ ॥
ইষ্টবর্ণরসস্পর্শগন্ধবৎ পানভোজনম্।
ইষ্টমিষ্টৈরুপহিতং হিতমদ্যাৎ সুখপ্রদম্ ॥

শ্বেতসর্ষপের কল্ক এবং সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য দ্বারা শরীর মর্দ্দন করিয়া যে ঋতুতে যে জল প্রশস্ত, সেই ঋতুতে সেই জল জীবনীয় গণোক্ত ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া স্নান করিবে। স্নান করিয়া গন্ধমাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া মণিমুক্তাদি স্পৃশ্যদ্রব্য স্পর্শ এবং দেবতা, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া অভিমত বর্ণ, রস, স্পর্শ এবং গন্ধযুক্ত সুখজনক মনোজ্ঞ অন্ন ও পান প্রিয়জন সহ সুখে ভোজন করিবে।

সমাতীতানি ধান্যানি কল্পনীয়ানি শুষ্যতাম্।
লঘূনি হীনবীর্য্যাণি স্বাদূনি গন্ধবন্তি চ ॥
যানি প্রহর্ষকারীণি তানি পথ্যতমানি চ।
যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিৎ ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতে ॥
যক্ষ্মিণস্তৎ প্রযোক্তব্যং বলমাংসাভিবৃদ্ধয়ে ॥

যক্ষ্মারোগীর আহারের জন্য একবৎসরের সুস্বাদু সুগন্ধি ও আনন্দজনক পুরাতন ধান্য প্রশস্ত; যেহেতু এই ধান্য লঘু ও হীনবীর্য্য বলিয়া অত্যন্ত হিতকর।

ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসায় যে সমুদায় পথ্যের উপদেশ করা যাইবে, যক্ষ্মারোগীর বল ও মাংস বৃদ্ধির জন্য সেই সকল পথ্যও প্রশস্ত।

অভ্যঙ্গোৎসাদনৈঃ স্নানৈরবগাহৈর্বিমার্জ্জনৈঃ।
বস্তিভিঃ ক্ষীরসর্পির্ভির্মাংসৈর্মাংসরসৌদনৈঃ ॥
ইষ্টৈর্মদ্যৈর্মনোজ্ঞানাং গন্ধানামুপসেবনৈঃ।
যথর্ত্তুবিহিতৈঃ স্নানৈর্বাসোভিরহতৈঃ প্রিয়ৈঃ ॥
সুহৃদাং রমণীয়ানাং প্রমদানাঞ্চ দর্শনৈঃ।
গীতবাদিত্রশব্দৈশ্চ প্রিয়শ্রুতিভিরেব চ ॥
হর্ষণাশ্বাসনৈর্নিত্যং গুরূণাং সমুপাসনৈঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ দানেন তপসা দেবতার্চ্চনৈঃ ॥
সত্যেনাচারযোগেণ মঙ্গলৈরপ্যহিংসয়া।
বৈদ্যবিপ্রার্চ্চনাচ্চৈব রোগরাজো নিবর্ত্ততে ॥

অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, অবগাহন বিমার্জ্জন, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধ ও ঘৃতপান, মাংস, মাংসরসের সহিত অন্ন, মনোজ্ঞ মদ্য, মনোজ্ঞ গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির সেবা, ঋতুযোগ্য স্নান, অখণ্ড ও মনোজ্ঞ বস্ত্র, সুহৃদ্ এবং রমণীয় প্রমদাগণের দর্শন, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি মনোজ্ঞ

শম, প্রীতিজনক বাক্য শ্রবণ, হর্ষোৎপাদন, আশ্বাস প্রদান, সর্ব্বদা গুরুজনের উপাসনা, ব্রহ্মচর্য্য, দান, তপস্যা, দেবতার্চ্চন, সত্যবাক্য কথন, সদাচার, মঙ্গলক্রিয়া, অহিংসা এবং বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা দ্বারা যোগরাজ যক্ষার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যথা প্রযুক্তয়া চেষ্ট্যা রাজযক্ষ্মা পুরাজিতঃ।
তাং বেদবিহিতামিষ্টিমারোগ্যার্থং প্রযোজয়েৎ ॥

পূর্ব্বে যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রাজযক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছিল, যক্ষারোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, বেদবিহিত সেই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

প্রাগুৎপত্তিনিমিত্তানি প্রাগ্‌রূপং রূপসংগ্রহঃ।
সমাসাদ্‌ ব্যাসতশ্চোক্তং ভেষজং রাজযক্ষ্মণঃ ॥
নাম হেতুরসাধ্যত্বং সাধ্যত্বং কৃচ্ছ্রসাধ্যতা।
ইত্যুক্তঃ সংগ্রহঃ কৃৎস্নো রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতে ॥

এই রাজযক্ষা চিকিৎসিতাধ্যায়ে যক্ষারোগের আদ্যোৎপত্তির কারণ, পূর্ব্বরূপ, রূপ, এবং রাজযক্ষার ঔষধ এই সমুদায় সংক্ষেপে ও বিস্তার পূর্ব্বক, আর রাজযক্ষার নাম, হেতু, অসাধ্যতা, সাধ্যতা এবং কৃচ্ছ্রসাধ্যতা এই সমুদায় কথিত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতি সংস্কৃত তন্ত্রে রাজযক্ষা চিকিৎসা সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উন্মাদচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা উন্মাদ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় বলিলেন।

বুদ্ধিস্মৃতিজ্ঞানতপোনিবাসঃ পুনর্ব্বসুঃ প্রাণভৃতাং শরণ্যঃ।
উন্মাদহেত্বাকৃতিভেষজানি কালেঽগ্নিবেশায় শশংস পৃষ্টঃ ॥

বুদ্ধি, স্মৃতি, জ্ঞান ও তপস্যার নিবাস স্বরূপ এবং প্রাণীসমূহের শরণ্য ভগবান্‌ পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক যথাকালে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদের হেতু, লক্ষণ এবং ঔষধের বিষয় বলিয়াছিলেন।

বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্‌।
উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ ॥

তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টাঃ বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য।
স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ॥

বিরুদ্ধ, দুষ্ট ও অপবিত্র ভোজন, দেব, গুরু ও দ্বিজগণের অবমাননা, ভয় ও হর্ষের দ্বারা মনের অভিঘাত এবং বিষমচেষ্টা—এই সমুদয় উন্মাদ রোগের হেতু। ঐ সকল হেতুদ্বারা অল্পসত্ত্বব্যক্তির বাতাদি দোষ সকল প্রদুষ্ট হইয়া বুদ্ধির আশ্রয় হৃদয়কে দূষিত করতঃ মনোবহ স্রোতঃ সকলে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অতিশীঘ্রই অন্তঃকরণকে বিকৃত করে।

ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ।
অবদ্ধবাক্যং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্॥

বুদ্ধিবিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য, পর্য্যাকুলদৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বন্ধবচন এবং হৃদয়ের শূন্যতা—এইগুলি সমুদয় উন্মাদরোগের সামান্য লক্ষণ।

স মূঢ়চেতা ন সুখং ন দুঃখং নাচারধর্ম্মৌ কুত এব শান্তিম্।
বিন্দত্যপাস্তস্মৃতিবুদ্ধিসংজ্ঞো ভ্রমত্যয়ং চেত ইতস্ততশ্চ॥

ঐরূপে চিত্ত মুগ্ধ হইলে মনুষ্য না সুখ, না দুঃখ, না ধর্ম্ম, না আচার এবং না কোথাও শান্তি পায়। পরন্তু এই অবস্থায় স্মৃতি, বুদ্ধি ও সংজ্ঞা নষ্ট হওয়ায় সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে।

সমুদ্ভ্রমং বুদ্ধিমনঃস্মৃতীনামুন্মাদমাগন্তুনিজোত্থমাহুঃ।
তস্যোদ্ভবং পঞ্চবিধং পৃথক্ তু বক্ষ্যামি লিঙ্গানি চিকিৎসিতঞ্চ॥

বুদ্ধি, মন এবং স্মৃতির সমুদ্ভ্রম বা বিভ্রংশকেই উন্মাদ কহে। উহা নিজ ও আগন্তু-ভেদে দুইপ্রকার। এবং দোষাদিভেদে পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার উন্মাদের পৃথক্ পৃথক্ হেতু, লক্ষণ এবং চিকিৎসা বলিতেছি।

রূক্ষাল্পশীতান্নবিরেকধাতুক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ।
চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রম্॥

যথা—রূক্ষ, অল্প ও শীতল অন্ন ভোজন, বিরেক, ধাতুক্ষয় ও উপবাস এই সমুদয় হেতুতে বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চিন্তাগ্রস্ত হৃদয়কে দূষিত করতঃ অতিশীঘ্র বুদ্ধি ও স্মৃতির নাশ করিয়া থাকে।

অস্থানহাসস্মিতনৃত্যগীতবাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি।
পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতা চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম্॥

এই বাতজনিত উন্মাদে অযথা স্থানে হাস্য, স্মিত, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন; শরীরের রুক্ষতা, কৃশতা ও অরুণবর্ণতা, এবং ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে রোগের বলবৃদ্ধি এই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অজীর্ণকট্বম্লবিদাহিশীতৈর্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগম্।
উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ॥

ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে হইতে ভোজন এবং কটু, অম্ল, বিদাহি ও উষ্ণদ্রব্যের সেবন-

হেতু পিত্ত সঞ্চিত ও অত্যন্ত বেগপ্রাপ্ত এবং পূর্ব্ববৎ হৃদয়স্থ হইয়া হীনসত্ত্ব পুরুষের বুদ্ধি স্মৃতির বিনাশপূর্ব্বক শীঘ্র অতি উগ্র উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে।

অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ সন্তর্জ্জনাভিদ্রবণৌষ্ণ্যরোষাঃ।
প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষাঃ পীতা চ ভাঃ পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্ ॥

পিত্তজনিত উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, সংরম্ভ, বিবস্ত্রতা, সন্তর্জ্জন, পলায়ন, গাত্রের উষ্ণতা, ক্রোধ এবং ছায়া ও শীতল অন্ন পান প্রভৃতিতে অভিলাষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সংপূরণৈর্ম্মন্দবিচেষ্টিতস্য সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সম্প্রবৃদ্ধঃ।
বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহত্য চিত্তং প্রমোহয়ন্ সঞ্জনয়েদ্বিকারম্ ॥

সংপূরণ (অতি ভোজন) ও আলস্য দ্বারা কফ, পিত্তের সহিত হৃদয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি ও স্মৃতির বিনাশপূর্ব্বক চিত্ত মোহিত করিয়া উন্মাদরোগ জন্মায়।

বাক্‌চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ নারীবিবিক্তপ্রিয়তাতি নিদ্রা।
ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে নখাদিশৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকস্য ॥

এই কফজনিত উন্মাদে অল্প বাক্য প্রয়োগ, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, নির্জ্জনপ্রিয়তা, অতিনিদ্রা, বমন, লালাস্রাব, ভোজনমাত্র রোগের বৃদ্ধি এবং নখ ও মুখ প্রভৃতির শুক্লতা এই সমুদয় লক্ষণ লক্ষিত হয়।

যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স তু হেতুভিঃ স্যাৎ
সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃগ্ বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধিবিবর্জ্জ্যঃ ॥

বাত পিত্ত ও কফজনিত উন্মাদে পৃথক্ পৃথক্ যে সকল নিদান উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত নিদান হইতে অতি ভয়ঙ্কর ত্রিদোষজনিত সান্নিপাতিক উন্মাদ উৎপন্ন হয়। এই উন্মাদে বাতাদিজনিত উন্মাদে পৃথক্ পৃথক্ যে সমুদয় লক্ষণ দেখা যায় সেই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বিরুদ্ধ চিকিৎসনীয় অর্থাৎ ইহাতে একটী দোষের শান্তি করিতে গেলে অন্য দোষের বৃদ্ধি হয়। এই হেতু সান্নিপাতিক উন্মাদ বর্জ্জনীয়।

দেবর্ষিগন্ধর্ব্বপিশাচযক্ষরক্ষঃপিতৃণামভিধর্ষণানি।
আগন্তুহেতুর্নিয়মব্রতাদি মিথ্যাকৃতং কর্ম্ম চ পূর্ব্বদেহে ॥

দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ এবং রাক্ষস ও পিতৃগণের অবমাননা, অবিধিকৃত নিয়ম ও ব্রতাদিকর্ম্ম ও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম এই সকল আগন্তু উন্মাদের হেতু।

অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টা জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভির্যঃ।
উন্মাদকালোঽনিয়তশ্চ যস্য ভূতোত্থমুন্মাদমুদাহরেত্তম্ ॥

যে উন্মাদে মনুষ্যের অমানুষিক বীর্য্য, চেষ্টা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বল হয়, এবং যে উন্মাদের হ্রাসবৃদ্ধির স্থিরতা নাই, তাহা ভূতজনিত উন্মাদ বলিয়া অভিহিত হয়।

অদূষয়ন্তঃ পুরুষস্য দেহং দেবাদয়ঃ স্বৈস্তু গুণপ্রভাবৈঃ।
বিশন্ত্যদৃশ্যাস্তরসা যথৈব ছায়াতপৌ দর্পণসূর্য্যকান্তৌ ॥

যেমন প্রতিবিম্ব ও সূর্য্যকিরণ অদৃশ্য হইয়া দর্পণ ও সূর্য্যকান্তমণিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ দেবতাদি, মনুষ্য শরীরে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকে।

আয়াতকালাস্তু সপূর্ব্বরূপাঃ প্রোক্তো নিদানেঽথ সুরাদিভিশ্চ।
উন্মাদরূপাণি পৃথঙ্‌নিবোধ কালঞ্চ গম্যান্ পুরুষাংশ্চ তেষাম্॥

পূর্ব্বে নিদানস্থানে দেবতা ও অসুর প্রভৃতির আবেশকাল ও দেবতাদি জনিত উন্মাদের পূর্ব্বরূপ সামান্যতঃ বলা হইয়াছে। সংপ্রতি উন্মাদের রূপ, কাল, দেবতা ও অসুর প্রভৃতির গম্য পুরুষ—এই সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে শ্রবণ কর।

তদ্‌যথা—সৌম্যদৃষ্টিং গম্ভীরমধৃষ্যমকোপনমস্বপ্নমভোজনাভিলাষিণমল্পস্বেদমূত্রপুরীষবাতং শুভগন্ধং ফুল্লপদ্মবদনমিতি দেবোন্মত্তং বিদ্যাৎ।

যথা—দেবোন্মত্ত পুরুষ সৌম্যদৃষ্টি, গম্ভীর, অপ্রধৃষ্য, অকোপন, নিদ্রাহীন এবং ভোজনানভিলাষী হইয়া থাকে। দেবোন্মত্ত পুরুষের অল্প ঘর্ম্ম, অল্প মূত্র, অল্প পুরীষ ও অল্প অধোবায়ুর নির্গম এবং সুগন্ধ দেহ ও প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখ হয়।

গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষীণামভিশাপাভিচারাভিধ্যানানুরূপচেষ্টাহারব্যাহারং তৈরুন্মত্তং বিদ্যাৎ।

গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ এবং ঋষিদিগের অভিশাপাদিহেতু যে উন্মাদ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পুরুষের ঐ সকল গুরুপ্রভৃতির ন্যায় আচার, অভিধ্যান, চেষ্টা, আহার ও ব্যবহার হইয়া থাকে।

অপ্রসন্নদৃষ্টিমপশ্যন্তং নিদ্রালুং প্রতিহতবচনমনন্নাভিলাষিণমরোচকাবিপাকপরীতঞ্চ পিতৃভিরুন্মত্তং বিদ্যাৎ।

পিতৃলোক কর্ত্তৃক উন্মাদ হইলে দৃষ্টিমালিন্য, দর্শনাসামর্থ্য, অতিনিদ্রা, প্রতিহতবাক্য (বলিবার সময় কথা বদ্ধ হওয়া) অনন্নাভিলাষ, অরুচি এবং অবিপাক এই সমুদয় লক্ষণ লক্ষিত হয়।

চণ্ডং সাহসিকং তীক্ষ্ণং গম্ভীরমধৃষ্যং মুখবাদ্যনৃত্যগীতান্নপানস্নানমাল্যধূপগন্ধরতিং রক্তবস্ত্রবলিকর্ম্মহাস্যকথানুযোগপ্রিয়ং শুভগন্ধঞ্চ গন্ধর্ব্বোন্মত্তং বিদ্যাৎ।

গন্ধর্ব্বোন্মাদে পুরুষ অতিচণ্ড (অতিকোপন), সাহসিক, তীক্ষ্ণ, গম্ভীর, অনভিভবনীয়, এবং মুখবাদ্য, নৃত্য, পান, অন্ন, স্নান, মাল্য, ধূপ, গন্ধ, বলিকর্ম্ম, হাস্যকথা ও যোগ এই সমুদয়ে অত্যন্ত অনুরক্ত এবং শুভগন্ধ হইয়া থাকে।

অসকৃৎস্বপ্নরোদনহাসিনং নৃত্যগীতবাদ্যপাঠকথান্নপানস্নানমাল্যধূপগন্ধরতিং রক্তবিপ্লুতাক্ষং দ্বিজাতিবৈদ্যপরিবাদিনং রহস্যভাষিণং যক্ষোন্মত্তং বিদ্যাৎ।

যক্ষোন্মত্ত পুরুষ পুনঃ পুনঃ নিদ্রা, রোদন ও হাস্য করে। ঐ পুরুষ নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলাপ, অন্নপান, স্নান, মাল্য ও ধূপগন্ধে অত্যন্ত আসক্ত, রক্তাক্ষ, চঞ্চলাক্ষ, দ্বিজ ও বৈদ্যনিন্দুক এবং রহস্যভাষী (যে গোপনীয় কথা বলে) হইয়া থাকে।

নষ্টনিদ্রমন্নপানদ্বেষিণমনাহারমপ্রতিবলংশস্ত্রশোণিতমাংসরক্তমাল্যাভিলাষিণং সংতর্জ্জকং রাক্ষসোন্মত্তং বিদ্যাৎ।

রাক্ষসোন্মত্ত পুরুষ নষ্টনিদ্র, অন্ন ও পানবিদ্বেষী, অনাহার, অসাধারণ বলবান; শস্ত্র শোণিত, মাংস ও মাল্যাভিলাষী এবং তর্জ্জনশীল হইয়া থাকে।

প্রহাসানৃতবাদিনং দেববিপ্রবৈদ্যদ্বেষাবজ্ঞাভিঃ স্তুতিবেদমন্ত্রশাস্ত্রোদাহরণৈঃ কাষ্ঠাদিভিরাত্ম পীড়নেন চ ব্রহ্মরাক্ষসোন্মত্তং বিদ্যাৎ।

ব্রহ্মরাক্ষসোন্মত্ত পুরুষ অত্যন্ত হাস্ত করে ও মিথ্যা কহে৷ সে দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যবিদ্বেষী ও অবজ্ঞার সহিত স্তুতিপাঠক এবং বেদ, মন্ত্র ও শাস্ত্রের উদাহরণকারী হইয়া থাকে। সে আপনাকে কাষ্ঠাদির দ্বারা পীড়ন করিয়া থাকে।

অস্বস্থচিত্তংস্থানমলভমানং নৃত্যগীতহাসিনং বদ্ধাবদ্ধপ্রলাপিনং সঙ্কটকূটমলিনরথ্যাচেলতৃণাশ্মকাষ্ঠাধিরোহণরতিং ভিন্নরুক্ষবর্ণস্বরং নগ্নং বিধাবন্তং নৈকত্র তিষ্ঠন্তং দুঃখান্যাবেদয়ন্তং নষ্টস্মৃতিং চ পিশাচোন্মত্তং বিদ্যাৎ॥

পিশাচোন্মত্ত পুরুষ আকুলচিত্ত, চঞ্চল, নৃত্য, গীত ও হাস্তশীল, সম্বদ্ধ ও অসম্বদ্ধভাষী এবং সঙ্কটস্থান, কুৎসিত পথ, গিরিশৃঙ্গ, বস্ত্র, তৃণ, প্রস্তর এবং কাষ্ঠ এই সমুদয়ে আরোহণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। তাহার বর্ণ ও স্বর বিকৃত ও রুক্ষ হয়; সে উলঙ্গ থাকে; দৌড়িয়া বেড়ায়, এক স্থানে স্থির থাকে না, দুঃখ সকল লোককে জানায় এবং তাহার স্মৃতিভ্রংশ হয়।

তত্র শৌচাচারতপঃস্বাধ্যায়কোবিদং নরং প্রায়ঃ শুক্লপ্রতিপদি ত্রয়োদশ্যাঞ্চ দেবাঃ॥

তন্মধ্যে যে পুরুষ শৌচ, আচার, তপস্যা ও বেদপরায়ণ দেবতাগণ, দোষ দেখিয়া প্রায় শুক্ল প্রতিপদ অথবা ত্রয়োদশী তিথিতে সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকেন।

স্নানশুচিবিবিক্তসেবিনং ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রুতিকাব্যকুশলং প্রায়ঃ ষষ্ঠীনবম্যো ঋষয়ঃ॥

যে পুরুষ স্নানপরায়ণ, শুচি ও নির্জ্জনস্থানসেবী এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, শ্রুতি ও কাব্যকুশল, ঋষিগণ প্রায় ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে দোষ দেখিয়া সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকেন।

মাতৃপিতৃগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যোপসেবিনং প্রায়ো দশম্যামমাবস্যায়াঞ্চ পিতরঃ॥

যে পুরুষ পিতৃ, মাতৃ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যদিগকে সবিশেষ সেবা করে, পিতৃলোক, দোষ দর্শন করিলে প্রায়ই দশমী ও অমাবস্যা তিথিতে সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকেন।

গন্ধর্ব্বাঃ স্তুতিগীতবাদিত্ররতিং পরদারগন্ধমাল্যপ্রিয়ং শৌচাচারং প্রায়ো দ্বাদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ॥

যে পুরুষ স্তুতি, গীত ও বাদ্যে রত, পরদারপ্রিয়, মাল্যপ্রিয় ও শৌচাচারসম্পন্ন, গন্ধর্ব্বগণ দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়ই সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকেন।

সত্ত্ববলরূপগর্ব্বশৌর্য্যযুক্তং মাল্যানুলেপনহাস্যপ্রিয়মতিবাক্প্রবলং প্রায়ঃ শুক্লৈকাদশ্যাং সপ্তম্যাঞ্চ যক্ষাঃ ॥

যে পুরুষ সত্ত্ববান্, বলবান্, রূপবান্, অহঙ্কারী ও শৌর্য্যশালী, মাল্যপ্রিয়, অনুলেপনপ্রিয়, হাস্যপ্রিয় এবং অতি বাচাল, যক্ষগণ শুক্ল একাদশী ও সপ্তমীতিথিতে প্রায়ই সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকেন।

স্বাধ্যায়তপোনিয়মোপবাসব্রহ্মচর্য্যদেবযতিগুরুপূজারতিং নষ্টশৌচং ব্রাহ্মণমব্রাহ্মণং বা ব্রহ্মবাদিনং শূরমানিনং দেবাগারসলিলক্রীড়নরতিং প্রায়ঃ শুক্লপঞ্চম্যাং পূর্ণচন্দ্রদর্শনে চ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥

যে পুরুষ স্বাধ্যায়, তপস্যা, নিয়ম, উপবাস, ব্রতচর্য্যা, দেবপূজা, যতিপূজা ও গুরুপূজা- এই সকলে রত, ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবাদী, শূরাভিমানী এবং দেবালয় ও জলক্রীড়ারত, ব্রহ্মরাক্ষসগণ প্রায়ই শুক্লপঞ্চমী ও পূর্ণিমাতিথিতে সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকে।

রক্ষঃপিশাচাস্তু হীনসত্ত্বপিশুনস্ত্রৈণলুব্ধান্ প্রায়োদ্বিতীয়াতৃতীয়াষ্টমীষু পুরুষান্ ছিদ্রমবেক্ষ্যাভিধর্ষয়ন্তি ॥

যে পুরুষ লঘুচিত্ত, খল, স্ত্রৈণ ও লুব্ধ, রাক্ষসগণ ও পিশাচগণ প্রায়ই দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া-তিথিতে সেই পুরুষকে অভিভূত করিয়া থাকে।

ইত্যপরিসংখ্যেয়ানাং গ্রহাণামাবিষ্কৃততমা হ্যষ্টাবেতে ব্যাখ্যাতাঃ ॥

গ্রহ অসংখ্য হইলেও এই আটপ্রকার গ্রহই প্রধান বলিয়া এই কয়টীই ব্যাখ্যাত হইল।

সর্ব্বেষ্বপি তু খল্বেতেষু যো হস্তাবুদ্যম্য রোষসংরম্ভান্নিঃশঙ্কমন্যেষ্বাত্মনি বা নিপাতয়েৎ স হ্যসাধ্যো বিজ্ঞেয়ঃ। তথা যঃ সাশ্রুনেত্রো মেঢ্রপ্রবৃত্তরক্তঃ ক্ষতজিহ্বঃ প্রস্রুতনাসিকশ্ছিদ্যমানমর্ম্মা প্রতিহন্যমানপাণিঃ সততং কূজন্ দুর্ব্বর্ণঃ তৃষ্ণার্ত্তঃ পূতিগন্ধিশ্চ হিংসার্থী উন্মত্তো জ্ঞেয়স্তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

এই সমুদয় উন্মাদের মধ্যে যে উন্মাদে রোগী হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোধ ও সংরম্ভ (ভ্রুকুটীভঙ্গাদি) বশতঃ নিঃশঙ্কভাবে আপনার বা অন্যের শরীরে তাহা ফেলিয়া দেয়, সেই উন্মাদ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। আরও যে উন্মাদে রোগীর চক্ষু হইতে অশ্রু, মেঢ্র হইতে রক্তপাত, জিহ্বাতে ক্ষত এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হয়, তাহাও অসাধ্য। অপর যে উন্মাদে রোগী আপনার মর্ম্মস্থান ছেদন, হস্তে হস্তে আঘাত (হাততালী দেওয়া) ও সর্ব্বদা কণ্ঠকূজন করে এবং দুর্ব্বর্ণ, তৃষ্ণাতুর, পূতিগন্ধি ও হিংসুক হয় তাহাকে অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

রত্যর্চ্চনাকামোন্মাদিনৌ তু ভিষগভিশাপাভিচারাভ্যাং বুদ্ধা তদঙ্গোপহারবলিমিশ্রণে মন্ত্রভৈষজ্যবিধিনোপক্রমেৎ।

গ্রহগণ রতিকামনায় যাহাকে আক্রমণ করে এবং পূজাকামনায় যাহাকে আক্রমণ করে, সেই দ্বিবিধ উন্মাদ রোগীকে অভিচার ও অভিশাপ দ্বারা উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তদুপযুক্ত পূজা, বলি, মন্ত্র ও ভেষজ প্রয়োগ করিবে।

তত্র দ্বয়োরপি নিজাগন্তুনিমিত্তয়োরুন্মাদয়োঃ সমাসবিস্তরাভ্যাং ভেষজবিধিমনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

সম্প্রতি নিজ ও আগন্তুক দুই প্রকার নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন উন্মাদের ঔষধবিধি সংক্ষেপ ও বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব।

উন্মাদে বাতজে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিশেষবিৎ।
কুর্য্যাদাবৃতমার্গে তু সস্নেহং মৃদু শোধনম্ ॥

বাতজ উন্মাদে প্রথমতঃ স্নেহ পান বিধেয়; যদি স্রোতঃ সকল আবৃত থাকে, তবে স্নেহযুক্ত মৃদু বিরেচন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

কফপিত্তোদ্ভবেঽপ্যাদৌ বমনং সবিরেচনম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য কর্ত্তব্যং শুদ্ধে সংসর্জ্জনক্রমঃ ॥
নিরূহান্ স্নেহবস্তিঞ্চ শিরসশ্চ বিরেচনম্।
ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাদোষং তেষাং ভূয়স্ত্বমাচরেৎ ॥

কফ ও পিত্তজনিত উন্মাদে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচন উভয়ই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্নেহ ও স্বেদ প্রদানানন্তর বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ হইলে, সংসর্জ্জন ক্রম (বমন ও বিরেচনের পর আহারাদির ক্রম) করা উচিত। তাহার পর নিরূহ, স্নেহবস্তি ও শিরো বিরেচন কর্ত্তব্য। অনন্তর দোষানুসারে (দোষের আধিক্য দেখিলে) বমনাদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

হৃদিন্দ্রিয়শিরঃকোষ্ঠে সংশুদ্ধে বমনাদিভিঃ।
মনঃপ্রসাদমাপ্নোতি স্মৃতিং সংজ্ঞাঞ্চ বিন্দতি ॥

বমনাদির দ্বারা কোষ্ঠ, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও মস্তক শুদ্ধ হইলে উন্মাদরোগী মনের প্রসন্নতা, স্মৃতি ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শুদ্ধস্যাচারবিভ্রংশে তীক্ষ্ণং নাবনমঞ্জনম্।
তাড়নঞ্চ মনোবুদ্ধিদেহসংবেজনং হিতম্ ॥
যঃ শক্তো বিনয়েৎ পট্টৈঃ সংযম্য সুদৃঢ়ৈঃ সুখৈঃ।
অপেতলোষ্ট্রকাষ্ঠাদ্যৈঃ সংরোধ্যশ্চ তমোগৃহে ॥

পরন্ত এইরূপে শুদ্ধ হওয়ার পরও যদি রোগী আচার বিভ্রংশ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ নস্য, অঞ্জন ও তাড়ন প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে মনঃ, বুদ্ধি ও দেহের উদ্বেজন অত্যন্ত হিতকর। যদি রোগীর শক্তি থাকে তবে তাহাকে সুদৃঢ় বস্ত্রের দ্বারা বান্ধিয়া অন্ধকার ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ ঘরে যেন লোষ্ট্র ও কাষ্ঠাদি না থাকে।

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং হর্ষণং সান্ত্বনং ভয়ম্।
বিস্ময়ো বিস্মৃতের্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ ॥

তর্জ্জন, ত্রাসন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষণ, ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন প্রভৃতি উপায়ে বিস্মৃত নিবন্ধন উন্মাদ রোগীর মনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

প্রদেহোৎসাদনাভ্যঙ্গধূমাঃ পানঞ্চ সর্পিষঃ।
প্রযোক্তব্যং মনোবুদ্ধিস্মৃতিসংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥

প্রদেহ, উৎসাদন, অভ্যঙ্গ, ধূম ও ঘৃত পান—এই সমুদায়ের প্রয়োগ করিলে মনঃ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও সংজ্ঞা প্রভৃতির উদ্বোধ হইয়া থাকে।

সর্পিঃপানাদিরাগন্তোর্মন্ত্রাদিশ্চেষ্যতে বিধিঃ।
অতঃ সিদ্ধতমান্ যোগান্ শৃণূন্মাদনিবর্হণান্ ॥

আগন্তু উন্মাদে ঘৃত পান ও মন্ত্র প্রয়োগ প্রভৃতি বিধি অভিমত। অনন্তর উন্মাদ বিনাশের নিমিত্ত কতিপয় দৃষ্ট ফল যোগ বলিতেছি শ্রবণ কর।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমুন্মাদনাশনম্ ॥

হিঙ্গু, সাচিলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে দুই পল কল্ক করিয়া ঘৃত ।৬ সের চতুর্গুণ (১৷৪) গোমূত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ বিনষ্ট হয়। ইহা দৃষ্ট ফল।

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম্।
স্থিরা নতং রজন্যৌ দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকা ॥
নীলোৎপলৈলামঞ্জিষ্ঠাদন্তীদাড়িমকেশরম্।
তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্ ॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকম্।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতৈঃ কল্কৈঃ কর্ষসমন্বিতৈঃ
চতুর্গুণে জলে সম্যগ্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে ॥
বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে তৃতীয়কচতুর্থকে।
ছর্দ্দ্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রেষু বীসর্পোপহতেষু চ ॥
পাণ্ডুপামাবিষোন্মাদবিষমেহগদেষু চ।
ভূতোপহতচিত্তানাং গদ্গদানামরেতসাম্ ॥
শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং ধন্যমায়ুর্বলপ্রদম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহবিনাশনম্।
কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ ॥

ইতি কল্যাণকং ঘৃতম্।

রাখালশশার মূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণি, তগরপাদিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোটএলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, পৃশ্নিপর্ণী, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ, এই আটাইশটি দ্রব্যের কল্ক প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃতের চারিগুণ (।৬) জল এবং একপ্রস্থ (/৪ সের) ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শ্বাস, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, বাতরোগ, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়ক জ্বর, চতুর্থক জ্বর, ছর্দ্দি, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, কণ্ডু, উন্মাদ, বিষরোগ, প্রমেহ এবং গরদোষ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত ভূতোন্মাদ, গদ্‌গদ ভাষণ ও শুক্রহীনতায় এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত। ইহা ধন্য, আয়ুষ্কর, বলপ্রদ, অলক্ষ্মীনাশন, পাপহর এবং রাক্ষস প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গ্রহ নাশক। এই ঘৃতের নাম কল্যাণক। ইহা পুংসবনে অতি উৎকৃষ্ট। ইতি কল্যাণক ঘৃত।

এভ্য এব স্থিরাদীনি জলে পক্ত্বৈকবিংশতিম্।
রসে তস্মিন্ পচেৎ সর্পির্গৃষ্টিক্ষীরে চতুর্গুণে॥
বীরাদ্বিমাষকাকোলীস্বয়ংগুপ্তর্ষভকর্দ্ধিভিঃ।
মেদয়া চ সমৈঃ কল্কৈস্তৎ স্যাৎ কল্যাণকং মহৎ॥
বৃংহণীয়ং বিশেষেণ সন্নিপাতহরং পরম্॥

ইতি মহাকল্যাণকং ঘৃতম্।

কল্যাণক ঘৃতোক্ত ২৮ খানি কল্ক দ্রব্যের মধ্যে শালপাণি হইতে পদ্ম কাষ্ঠ পর্য্যন্ত এক বিংশতি দ্রব্যের কাথ, চারিগুণ গৃষ্টিদুগ্ধ (একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ); এবং পৃশ্নিপর্ণী, রাজমাষ, ক্ষেত্রমাষ, কাকোলী, আলকুশী, ঋষভক, ঋদ্ধি ও মেদা—এই সমুদয়ের কল্ক প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া তদ্দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম মহাকল্যাণক ঘৃত। এই ঘৃত বৃংহণীয় ও অত্যন্ত সন্নিপাতনাশক। ইতি মহাকল্যাণক ঘৃত।

জটিলাং পূতনাং কেশীং চারটীং মর্কটীং বচাম্।
ত্রায়মাণাং জয়াং বীরাং চোরকং কটুরোহিণীম্॥
কায়স্থাং শূকরীং ছত্রামতিচ্ছত্রাং পলঙ্কষাম্।
মহাপুরুষদন্তাঞ্চ বয়ঃস্থাং নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরাং বৃশ্চিকালীং স্থিরাঞ্চাহৃত্য তৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং চতুর্থকোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনম্॥
মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্‌যথামৃতম্।
বুদ্ধিস্মৃতিকরঞ্চৈব বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥

ইতি মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্।

জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুম্ভাড়ু, আলকুশীবীজ, বচ, বলালতা, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরপুষ্পী, কট্‌কী, আম্‌লকী, বারাহীকন্দ, মধুরিকা, শলুফা, গুগ্‌গুল, শতমূলী, বহেড়া, রাস্নাম্বর, কটভী (গন্ধ, ভাদুলিয়া), বৃশ্চিকপত্রী এবং শালপর্ণী এই সমুদয়

কল্কেরদ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত চাতুর্থকজ্বর, উন্মাদ, গ্রহ এবং অপস্মার এই সমুদয় রোগের নাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম মহাপৈশাচিক ঘৃত। ইহা অমৃতের স্থায় উপকারী এবং বুদ্ধি স্মৃতি ও বালকের অঙ্গবর্দ্ধক। ইতি মহাপৈশাচিক ঘৃত।

লশুনানাং শতং ত্রিংশদভয়া ত্র্যূষণাৎ পলম্।
গবাং চর্ম্মমসীপ্রস্থমাঢ়কং ক্ষীরমূত্রয়োঃ ॥
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থমেভিঃ সিদ্ধং প্রযোজয়েৎ।
হিঙ্গুচূর্ণপলং শীতে দত্ত্বা চ মধুমাণিকাম্ ॥
তদ্দোষাগন্তুসম্ভূতানুন্মাদান্ বিষমজ্বরান্।
অপস্মারঞ্চ হন্ত্যাশু পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ ॥
ইতি লশুনাদ্যং ঘৃতম্।

বিশুদ্ধ রশুন এক শত, হরীতকী ত্রিশটী, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এক পল, গোচর্ম্মভস্ম এক প্রস্থ, দুগ্ধ ষোল সের এবং গোমূত্র ষোল সের এই সমুদায়ের দ্বারা চারিসের পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে উহাতে আট তোলা হিঙ্গু চূর্ণ ও এক সের মধু প্রদান করিবে। এই ঘৃত পানে, অভ্যঙ্গে এবং নস্যে প্রয়োগ করিলে দোষজ ও আগন্তুক উন্মাদ, বিষমজ্বর এবং অপস্মার এই সকল রোগ অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইতি লশুনাদ্য ঘৃত।

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্দ্ধং নিস্তুষীকৃতম্।
তদর্দ্ধং দশমূল্যাস্তু দ্ব্যাঢ়কেঽপাং বিপাচয়েৎ ॥
পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসং তথা।
কোলমূলকবৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গার্দ্রকৈ রসৈঃ ॥
দাড়িমাম্লসুরামস্তুকাঞ্জিকাদ্যৈস্তদর্দ্ধিকৈঃ।
সাধয়েৎ ত্রিফলাদারুলবণব্যোষদীপ্যকৈঃ ॥
যমানীচব্যহিঙ্গ্বম্লবেতসৈশ্চ পলার্দ্ধিকৈঃ।
সিদ্ধমেতৎ পিবেচ্ছূলগুল্মার্শোজঠরাপহম্ ॥
ব্রধ্নপাণ্ড্বাময়প্লীহযোনিদোষজ্বরক্রিমীন্।
বাতশ্লেষ্মাময়ান্ সর্ব্বানুন্মাদাংশ্চাপকর্ষতি ॥
ইত্যপরং লশুনাদ্যং ঘৃতম্।

বিশুদ্ধ ও খোসাহীন লশুন পঞ্চাশ পল (৴৬।), দশমূল সমুদায়ে পঞ্চবিংশতি পল (৴৩৷৹ সের) এই সকল একত্র কুট্টিত ও দুই আঢ়ক (৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ঐ কাথ, এক প্রস্থ (৴৪ সের) ঘৃত ও লশুনের রস এক প্রস্থ (৴৪ সের), কুল, মূলক, থৈকুল, ছোলঙ্গলেবু, আর্দ্রক ও দাড়িমের রস, সুরা, মস্তু (দধির মাত) এবং কাঁজী প্রত্যেকে দুই সের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, খোরাসানীযমানী, চৈ, হিঙ্গু এবং অম্লবেতস প্রত্যেকের কল্ক চারি তোলা দ্বারা যথানিয়মে একত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত নিয়মিত মাত্রায় সেবন

করিলে শূল, গুল্ম, অর্শঃ, উদরী, ব্রধ্ন, পাণ্ডু, প্লীহা, যোনিদোষ, জ্বর, ক্রিমি, বাত ও শ্লেষ্মজনিত বিকার এবং সর্ব্ব প্রকার উন্মাদ বিনষ্ট হয়। ইতি লশুনাদ্য ঘৃত।

হিঙ্গুনা হিঙ্গুপর্ণ্যা চ সকায়স্থাবয়ঃস্থয়া।
সিদ্ধং সর্পির্হিতং তদ্বদ্বয়ঃস্থাহিঙ্গুচোরকৈঃ॥
কেবলং সিদ্ধমেভির্বা পুরাণং পায়য়েদ্ঘৃতম্।
পায়য়িত্বোত্তমাং মাত্রাং শ্বভ্রে রুন্ধ্যাদ্গৃহেঽপি বা॥

হিঙ্গু, হিঙ্গুপর্ণী, ব্রাহ্মী এবং ছোট এলাচী—এই সমুদায়ের দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত উন্মাদরোগে অত্যন্ত হিতকর; এইরূপ ছোটএলাচী, হিঙ্গু, রাজপলাণ্ডু প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ ঘৃতও হিতকর, অথবা, কেবল (সিদ্ধ না করিয়া) পুরাতন ঘৃত উন্মাদ রোগীকে প্রচুরপরিমাণে পান করাইবে। উন্মাদ রোগীকে এইরূপ ঘৃত পান করাইয়া গর্ত্তে অথবা গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

বিশেষতঃ পুরাণঞ্চ ঘৃতং তং পায়য়েদ্ ভিষক্।
ত্রিদোষঘ্নং পবিত্রত্বাৎ বিশেষাদ্ গ্রহমোক্ষণম্॥
গুণকর্ম্মাধিকং স্থানাদাস্বাদাৎ কটুতিক্তকম্।
উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্দশবর্ষস্থিতং ঘৃতম্॥
লাক্ষারসনিভং শীতং তদ্ধিসর্ব্ব গ্রহাপহম্।
মেধ্যং বিরেচনেষ্বগ্রং প্রপুরাণমতঃ পরম্॥
নাসাধ্যং নাম তস্যাস্তি যৎ স্যাদ্বর্ষশতস্থিতম্।
দৃষ্টং স্পৃষ্টং অথাঘ্রাতং তদ্ধিসর্ব্বগ্রহাপহম্॥
অপস্মারগ্রহোন্মাদবতাং শস্ত্রং বিশেষতঃ।
এতৈরেৌষধগৈর্বা বিধেয়ত্বং স গচ্ছতি।
অঞ্জনোৎসাদনালেপনাবনাদিষু যোজয়েৎ॥
শিরীষং মধুকং হিঙ্গু লশুনং তগরং বচাম্।
কুষ্ঠঞ্চ বস্তমূত্রেণ পিষ্টং স্যান্নাবনাঞ্জনম্॥
ইতি নস্যমঞ্জনঞ্চ।

পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষঘ্ন এবং পবিত্র বলিয়া বিশেষ রূপে গ্রহাদি নাশক। অতএব উন্মাদ রোগে রোগীকে বিশেষরূপে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। যে ঘৃত কটু তিক্ত, উগ্রগন্ধ, দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্থিত, লাক্ষা রসের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং শীতল সেই ঘৃত পুরাতন ঘৃত বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা সর্ব্ব প্রকার গ্রহ নাশক, পবিত্র এবং বিরেচন বিষয়ে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। দশ বৎসরের অধিক হইলে তাহাকে প্রপুরাতন ঘৃত কহে। এক শত বৎসরের পুরাতন ঘৃতে সাধ্য না হয়, এতাদৃশ কোন রোগই নাই। ইহার দর্শন, স্পর্শন ও আঘ্রাণে সমস্ত গ্রহই বিনষ্ট হয়, পরন্তু ইহা অপস্মার ও উন্মাদ রোগের প্রধান ও উৎকৃষ্ট শস্ত্র স্বরূপ। উন্মাদরোগী যদি উক্ত কল্যাণাদি ঘৃত সকল পান না করে, তবে ঐ সকল যোগ, অঞ্জন, উৎসাদন, আলেপন এবং নস্য প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে। শিরীষ

বীজ, যষ্টিমধু, হিঙ্গু রশুন, তগরপাদিকা, বচ এবং কুড় এই সমুদায় ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উন্মাদ রোগে নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ইতি নস্য ও অঞ্জন।

তদ্বন্ব্যোষং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠাহিঙ্গুসর্ষপাঃ।
শিরীষবীজঞ্চোন্মাদগ্রহাপস্মার নাশনম্॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ ও শিরীষবীজ এই সমুদায় ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্য ও অঞ্জন প্রদান করিলে উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মার বিনষ্ট হয়।

পিষ্ট্বা তুল্যমপামার্গ হিঙ্গুলং হিঙ্গুপত্রিকাম্।
বর্ত্তিঃ স্যান্মরিচার্দ্ধাংশা পিত্তাভ্যাং গোশৃগালয়োঃ॥
তয়াঞ্জয়েদপস্মারভূতোন্মাদজ্বরার্দ্দিতান্।
ভূতার্ত্তানমরার্ত্তাংশ্চ নরাংশ্চৈব দৃগাময়ে॥

অপামার্গবীজ, হিঙ্গুল, ও হিঙ্গু পত্রিকা মূল—প্রত্যেকে সমভাগ ও মরিচ সমুদায়ের অর্দ্ধাংশ এই সকল দ্রব্য গো ও শৃগাল পিত্তদ্বারা পেষণ করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে ভূতোন্মাদ, জ্বর, ভূতপীড়া, দেবপীড়া ও নরপীড়া ও নেত্র রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

মরিচঞ্চাতপে মাসং সপিত্তং স্থিতমঞ্জনম্।
বৈকৃতং পশ্যতঃ কার্য্যং দোষভূতহতস্মৃতেঃ॥

গো পিত্ত ও শৃগাল পিত্তের সহিত মরিচ চূর্ণ এক মাস রৌদ্রে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে দর্শনবিকৃতি এবং দোষ ও ভূত জনিত নষ্ট স্মৃতি নিবৃত্ত হয়। ইতি অঞ্জন।

সিদ্ধার্থকো বচা হিঙ্গু করঞ্জো দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রিকম্॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্॥
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা।
অপস্মারবিষোন্মাদকৃত্যালক্ষ্মীজ্বরাপহঃ॥
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে।
সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ॥

শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, শ্বেতাপরাজিতা, কটভীত্বক, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা এই সকল প্রত্যেকে সমানাংশে লইয়া ছাগ মূত্রেদ্বারা পেষণ করিয়া পান, অঞ্জন, নস্য, আলেপন, স্নান ও উদ্বর্ত্তনে প্রয়োগ করিলে অপস্মার, বিষজনিত উন্মাদ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও ভূতভয় বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহাদের অঞ্জনাদি করিয়া রাজসমীপে গমন করিলে অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল শ্বেতসর্ষপ ও বচ প্রভৃতি দ্রব্যের কল্ক এবং গোমূত্রের দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত সেবন করিলেও অপস্মার উন্মাদ প্রভৃতি রোগের বিনাশ হইয়া থাকে।

প্রসেকে পীনসে গন্ধৈর্ধূমবর্ত্তিং কৃতাং পিবেৎ।
বৈরেচনিকধূমোক্তৈঃ শ্বেতাদ্যৈর্বা সহিঙ্গুভিঃ॥

ভূতোন্মাদ রোগীর প্রসেকে ও পীনসে বৈরেচনিক ধূমোক্ত অগুর্ব্বাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা অথবা হিঙ্গু ও শ্বেতাপ্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম পান করাইবে।

ইতি ধূমপান।

শল্লকোলূকমার্জ্জারজম্বুকবৃকবস্তজৈঃ।
মূত্রপিত্তশকৃল্লোমনখৈশ্চর্ম্মভিরেবঁ চ॥
সেকাঞ্জনং প্রধমনং নস্যং ধূমঞ্চ কারয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মাত্মকে প্রায়ঃ পৈত্তিকে চ প্রশস্যতে॥
তিক্তকং জীবনীয়ঞ্চ সর্পিঃ স্নেহশ্চ মিশ্রকঃ।
শীতানি চান্নপানানি মধুরাণি মৃদূনি চ॥

বাতশ্লেষ্মাত্মক ও উন্মাদে শজারু, উলূক (পেঁচা), বিড়াল, শৃগাল, নেকড়াবাঘ ও ছাগ এই সকল পশুর মূত্র, পিত্ত, বিষ্ঠা, লোম এবং নখ ও চর্ম্ম দ্বারা সেক, অঞ্জন প্রধমন, নস্য এবং ধূম প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক উন্মাদে তিক্তকঘৃত, জীবনীয়ঘৃত ও মিশ্রক স্নেহ প্রশস্ত। পৈত্তিক উন্মাদে শীতল, মধুর, মৃদু অন্ন ও পান হিতকর।

শঙ্খে কেশান্তসন্ধৌ বা মোক্ষয়েজ্জ্ঞো ভিষক্ শিরাম্
উন্মাদে বিষমে চৈব জ্বরেঽপস্মার এব চ॥

বিজ্ঞ ভিষক, উন্মাদ, বিষমজ্বর ও অপস্মার রোগে শঙ্খদেশ ও কেশান্ত এই উভয়ের সন্ধিস্থলের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকেন।

ঘৃতমাংসবিতৃপ্তং বা নিবাতে স্থাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্ত্বা মতিস্মৃতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধা প্রমুচ্যতে॥

অথবা উন্মাদ রোগীকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ঘৃত ও মাংস খাওয়াইয়া নির্ব্বাত স্থলে সুখে রাখিবে। ইহা দ্বারা রোগী মতিভ্রংশ ও স্মৃতিভ্রংশ ত্যাগ করিয়া সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক চেতনা প্রাপ্ত হয়।

আশ্বাসয়েৎ সুহৃদ্বা তং বাক্যৈর্ধর্ম্মার্থসংহিতৈঃ।
ব্রূয়াদিষ্টবিনাশং বা দর্শয়েদদ্ভুতানি চ॥
বদ্ধং সর্ষপতৈলাক্তং ন্যসেদ্বোত্তানমাতপে।
কপিকচ্ছ্বাথবা তপ্তৈর্লৌহতৈলজলৈঃ স্পৃশেৎ॥
কশাভিস্তাড়য়িত্বা বা বদ্ধস্তু বিজনে গৃহে।
রুন্ধ্যাচ্চেতো হি বিভ্রান্তং ব্রজত্যস্য তথা শমম্॥

অথবা সুহৃদজনেরা উন্মাদরোগীকে ধর্ম্ম ও অর্থজনক হিতকর বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিবে, ইষ্ট বস্তুর বিনাশের কথা বলিবে এবং অদ্ভুত বস্তু দর্শন করাইবে। কিংবা উন্মাদরোগীকে সর্ষপতৈল মাখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক উত্তানভাবে রৌদ্রে রাখিবে। বা আলু-

কুম্ভী, তপ্ত লৌহ, তৈল ও জল স্পর্শ করাইবে। অথবা বেত্রাঘাত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক নির্জ্জন গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে রোগীর চিত্তবিভ্রমের শান্তি হয়।

সর্পেণোদ্ধৃতদংষ্ট্রেণ দান্তৈঃ সিংহৈর্গজৈশ্চ তম্।
ত্রাসয়েচ্ছস্ত্রহস্তৈর্বা তস্করৈঃ শত্রুভিস্তথা॥

অথবা সর্পের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া সেই সর্প দ্বারা কিম্বা বশীভূত সিংহ বা হস্তি কর্ত্তৃক অথবা শস্ত্রধারি পুরুষ দ্বারা ভয় দেখাইবে, অথবা চোরের ও শত্রুর ভয় দেখাইবে।

অথবা রাজপুরুষা বহির্নীত্বা সুসংযতম্।
ত্রাসয়েয়ুর্বধেনৈনং তর্জ্জয়ন্তো নৃপাজ্ঞয়া॥

অথবা রাজপুরুষগণ উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে বাহিরে লইয়া গিয়া বন্ধন করিয়া তর্জ্জন করিবেন এবং রাজার আজ্ঞায় তোমাকে হত্যা করিব এইরূপ ভয় দেখাইবেন।

দেহদুঃখভয়েভ্যো হি পরং প্রাণভয়ং স্মৃতম্।
তেন যাতি শমং তস্য সর্ব্বতো বিস্মৃতং মনঃ॥

কারণ দেহ ভয় ও দুঃখের ভয় অপেক্ষা প্রাণের ভয় মহৎ। অতএব প্রাণনাশের ভয়দ্বারা তাহার ভ্রান্ত মন স্থির হইতে পারে।

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাৎ তু মনো যস্যোপহন্যতে।
তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা শান্ত্যাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ॥

ইষ্টদ্রব্য নাশে উন্মাদ রোগ হইলে তাহাকে সেইরূপ দ্রব্য দান করিয়া আশ্বাস বচনে তাহার ভ্রান্ত মনকে স্থির করিবে।

কামশোকভয়ক্রোধহর্ষের্ষ্যালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা ও লোভ হইতে উন্মাদ রোগ জন্মিলে কামাদির প্রতিদ্বন্দ্বিভাব উপস্থিত করিয়া রোগের শান্তি করিবে অর্থাৎ কামজ উন্মাদে শোক এবং ভয়জ উন্মাদে ক্রোধ উৎপন্ন করিয়া রোগের চিকিৎসা করিবে।

বুদ্ধা দেশং বয়ঃ সাত্ম্যং দোষং কালং বলাবলে।
চিকিৎসিতমিদং কুর্য্যাদুন্মাদে দোষভূতজে॥

বাতাদিদোষজ ও ভূতগ্রহাদি আগন্তু কারণজ উন্মাদে দেশ, বয়স সাত্ম্য, দোষ, কাল ও বলাবলাদি বুঝিয়া উক্ত প্রকারে চিকিৎসা করিবে।

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বৈরুন্মত্তস্য তু বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরকর্ম্ম চ॥
সর্পিষ্পানাদি তস্যেহ মৃদুভৈষজ্যমাচরেৎ।
পূজাং বল্যুপহারাংশ্চ মন্ত্রাঞ্জনবিধীংস্তথা॥
শান্তিকর্ম্মেষ্টিহোমাংশ্চ জপস্বস্ত্যয়নানি চ।
বেদোক্তান্নিয়মাংশ্চাপি প্রায়শ্চিত্তানি বাচরেৎ॥

ভূতানামধিপং দেবমীশ্বরং জগতঃ প্রভুম্।
পূজয়ন্ প্রযতোনিত্যং জয়ত্যুন্মাদজং ভয়ম্॥
রুদ্রস্য প্রমথা নাম গণা লোকে চরন্তি যে।
তেষাং পূজাঞ্চ কুর্ব্বাণ উন্মাদেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥
বলিভির্মঙ্গলৈর্হোমৈরোষধ্যগদধারণৈঃ।
সত্যাচারতপোজ্ঞানপ্রদাননিয়মব্রতৈঃ॥
দেবগুহ্যকবিপ্রাণাং গুরূণাং পূজনেন চ।
আগন্তুঃ প্রশমং যাতি সিদ্ধৈর্মন্ত্রৌষধৈস্তথা॥

বুদ্ধিমান্ বৈদ্য দেব, ঋষি, পিতৃ, ও গন্ধর্ব্ব গ্রহ কর্তৃক উন্মাদ রোগে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি ও প্রহারাদি নিষ্ঠুর আচরণ করিবেন না। সে স্থলে ঘৃতপান প্রভৃতি মৃদু ভৈষজ্য ব্যবহার করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে পূজা, বলি, উপহার, মন্ত্র, অঞ্জন শান্তিকর্ম্ম, যজ্ঞ, হোম, জপ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, নিয়মও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিবেন। ভূতনাথ জগৎ প্রভু মহেশ্বরকে প্রযতভাবে নিত্যপূজা করিলে ভূতোন্মাদ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রুদ্রদেবের প্রমথনামক যে সকল গণ লোকে বিচরণ করে, তাহাদের পূজা করিলেও ভূতোন্মাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বলি, মঙ্গল, হোম, ওষধিধারণ, সত্য, আচার, তপস্যা, জ্ঞান দান, নিয়ম, ব্রত, দেব, বিপ্র ও গুরুদিগের পূজা এবং সিদ্ধমন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা আগন্তু উন্মাদের উপশম হয়।

যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে।
উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্ধেতুদৃষ্যয়োঃ॥

এতদ্ব্যতিরেকে অপস্মাররোগে যে কিছু উপদেশ করা হইবে উন্মাদরোগে সেই সমুদয়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কারণ উন্মাদ ও অপস্মার উভয়রোগের হেতু ও দুষ্য একই প্রকার।

নিবৃত্তামিষমদ্যো যো হিতাশী প্রযতঃ শুচিঃ।
নিজাগন্তুভিরুন্মাদৈঃ সত্ত্ববান্ ন স যুজ্যতে॥

যে ব্যক্তি মাংস ও মদ্য হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া পবিত্র ও শুচিভাবে অবস্থান করেন, ও নিয়ত হিতকর দ্রব্য ভোজন করেন, তাদৃশ সত্ত্ববান্ পুরুষ কখনও নিজ বা আগন্তুজ কোন প্রকার উন্মাদকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না।

প্রসাদশ্চেন্দ্রিয়ার্থানাং বুদ্ধ্যাত্মমনসাং তথা।
ধাতূনাং প্রকৃতিস্থত্বং বিগতোন্মাদলক্ষণম্॥

ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা ও মনের প্রসন্নতা জন্মিলে এবং ধাতু সকল প্রকৃতিস্থ হইলে উন্মাদরোগের নিবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবেক।

তত্র শ্লোকঃ।

উন্মাদানাং সমুত্থানং লক্ষণং সচিকিৎসিতম্।
নিজাগন্তুনিমিত্তানামুক্তবান্ ভিষগুত্তমঃ॥

চিকিৎসকশিরোমণি ভগবান্ আত্রেয় এই উন্মাদ চিকিৎসিত অধ্যায়ে নিজ ও আগন্তুজ উন্মাদ সমুদায়ের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে উন্মাদচিকিৎসিতং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃততন্ত্রে উন্মাদ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽপস্মারচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা অপস্মার চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

স্মৃতেরপগমং প্রাহুরপস্মারং ভিষগ্বিদঃ।
তমঃপ্রবেশং বীভৎসচেষ্টং ধীসত্ত্বসংপ্লবাৎ ॥

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, বুদ্ধি ও মনের বিপ্লব বশতঃ যে ব্যাধিতে স্মৃতিশক্তির অপগম, অন্ধকারে প্রবেশ ও জঘন্য চেষ্টা হয়, সেই ব্যাধিকে অপস্মার বলিয়া থাকেন।

বিভ্রান্তবহুদোষাণামহিতাশুচিভোজিনাম্।
রজস্তমোভ্যাং বিহতে সত্ত্বে দোষাবৃতে হৃদি ॥
চিন্তাকামভয়ক্রোধশোকোদ্বেগাদিভিস্তথা।
মনস্যভিহতে নৃণামপস্মারঃ প্রবর্ত্ততে ॥

বিভ্রান্ত চিত্ত, বহুদোষক্রান্ত, অহিত ও অশুচিভোজী ব্যক্তিদিগের রজঃ ও তমঃ গুণে সত্ত্বগুণ অভিভূত হওয়ায় হৃদয় দোষের দ্বারা আবৃত এবং মন কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক ও উদ্বেগের দ্বারা বিহ্বল হইলে অপস্মাররোগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ধমনীভিঃ শ্রিতা দোষা হৃদয়ং পীড়য়ন্তি হি।
সংপীড্যমানো ব্যথতে মূঢ়ো ভ্রান্তেন চেতসা ॥
পশ্যত্যসন্তি রূপাণি পততি প্রস্ফুরত্যতি।
জিহ্মাক্ষিভ্রূঃ স্রবল্লালো হস্তৌ পাদৌ চ বিক্ষিপন্।
দোষবেগে চ বিগতে সুপ্তবৎ প্রতিবুধ্যতে ॥

অপস্মাররোগে দোষ সকল ধমনীসমূহ আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়া জন্মায়। ইহাতে চিত্তের অত্যন্ত বিভ্রম হয় বলিয়া মোহ, ব্যথা, অলীকরূপ দর্শন, ভূমিতে পতন, অত্যন্ত কম্পন, চক্ষু ও ভ্রূদেশের কুটিলতা, লালাস্রাব এবং হস্ত ও পাদ বিক্ষেপ—এই সমুদয় লক্ষণ হয়। অনন্তর দোষের বেগ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার সে স্বপ্নের ন্যায় জাগরিত হইয়া থাকে।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ বক্ষ্যতে স চতুর্ব্বিধঃ।

অপস্মার বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতিক ভেদে চারিপ্রকার। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিব।

কম্পতে প্রদশেদ্দন্তান্ ফেনোদ্বামী শ্বসিত্যপি।
পরুষারুণকৃষ্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ ॥

বাতজনিত অপস্মারে কম্প, দন্তদংশন (দাঁত কড়মড় করা) ফেণোদ্গম, শ্বাস, এবং পরুষ, অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ রূপ দর্শন—এই সমুদয় লক্ষণ হইয়া থাকে।

পীতফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃগ্রূপদর্শনঃ।
স তৃষ্ণোষ্ণানলব্যাপ্তলোকদর্শী চ পৈত্তিকঃ ॥

পিত্তজনিত অপস্মারে রোগীর মুখনিঃসৃত ফেণ, অঙ্গ, মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। সে পীত ও রক্তবর্ণরূপ দর্শন করে এবং তৃষ্ণার্ত্ত, ও উষ্ণদেহ হয়। তাহার বোধ হয়, যেন সমস্ত জগৎ অনল ব্যাপ্ত হইয়াছে।

শুক্লফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ শীতোহৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ।
পশ্যন্ শুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকো মুচ্যতে চিরাৎ ॥
সর্ব্বৈরেতৈঃ সমস্তৈস্তু লিঙ্গৈর্জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজঃ।
অপস্মারঃ স চাসাধ্যো যঃ ক্ষীণস্যানবশ্চ যঃ ॥

শ্লেষ্মজনিত অপস্মারে ফেণ, অঙ্গ, মুখ ও চক্ষু শুক্লবর্ণ হয়; গাত্রশীতল, লোমাঞ্চ ও গুরু হয়; সে শুক্লরূপদর্শন করে এবং বিলম্বে তাহার মূর্চ্ছা নিবৃত্তি হয়। ত্রিদোষজ অপস্মারে এই সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। সেই ত্রিদোষজ অপস্মার, আর ক্ষীণ ব্যক্তির অপস্মার এবং বহুদিনের অপস্মাররোগ অসাধ্য।

পক্ষাদ্বা দ্বাদশাহাদ্বা মাসাদ্বা কুপিতা মলাঃ।
অপস্মারায় কুর্ব্বন্তি বেগং কিঞ্চিদথান্তরম্ ॥

অপস্মারারম্ভক কুপিত দোষসকলের মধ্যে কেহবা একপক্ষ, কেহবা দ্বাদশ দিবস এবং কেহবা এক মাস পরে অথবা ইহাদের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ কালে অপস্মাররোগের প্রকাশ করিয়া থাকে।

তৈরাবৃতানাং হৃৎস্রোতো মনসাং সংপ্রবোধনম্।
তীক্ষ্ণৈরাদৌ ভিষক্ কুর্য্যাৎ কর্ম্মভির্বমনাদিভিঃ ॥
বাতিকং বস্তিভূয়িষ্ঠৈঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ।
শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ॥

দোষাবৃত হৃদয়স্রোত ও মনের চৈতন্য সম্পাদনার্থ প্রথমতঃ তীক্ষ্ণ বমনাদি কর্ম্মের প্রয়োগ করিবে। তন্মধ্যে বাতজনিত অপস্মারে বস্তি, পিত্তজনিত অপস্মারে বিরেচন ও কফজনিত অপস্মারে বমনক্রিয়াই অধিকরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বতঃ সুবিশুদ্ধস্য সম্যগাশ্বাসিতস্য চ।
অপস্মারবিমোক্ষার্থং যোগান্ সংশমনান্ শৃণু ॥

রোগ ঊর্দ্ধ ও অধঃ সংশোধনের দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে সম্যক্‌রূপে তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া অপস্মার নিবৃত্তির নিমিত্ত উহাকে যে সকল সংশমন যোগ প্রদান করিতে হয়, সেই সকল যোগের উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর।

গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং পিবেদপস্মারকামলাজ্বরনাশনম্॥
ইতি পঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

ঘৃতের সমান গোময়রস, দধি, কাঁজী, দুগ্ধ ও মূত্র এই সমুদায়ের দ্বারা ঘৃত সিদ্ধ করিয়া নিয়মিত মাত্রায় পান করিলে, অপস্মার কামলা ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ইতি পঞ্চগব্য ঘৃত।

দ্বে পঞ্চমূল্যৌ ত্রিফলা রজন্যৌ কুটজত্বচম্।
সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্॥
শম্পাকং ফল্গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে॥
ভার্গীং পাঠাং ত্রিকটুকং ত্রিবৃতাং নিচুলানি চ।
শ্রেয়সীমাঢ়কীং মূর্ব্বাং দন্তীং ভূনিম্বচিত্রকৌ॥
দ্বে শারিবে রোহিষঞ্চ ভূতীকং মদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎ পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি তৈঃ প্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ॥
গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ।
পঞ্চগব্যমিতি খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম্॥
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরেষু চ।
গুল্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে॥
অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থিকবিনাশনম্॥
ইতি মহাপঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

বিল্ব, শোনাকছাল, গাম্ভারি, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চীরছাল, ছাতিমছাল, অপাঙ্গ, নীলবুহ্না, কট্‌কী, সোনালুকল, ডুমুরের মূল, কুড় এবং দুরালভা এই সমুদয় প্রত্যেকে দুই পল লইয়া এক দ্রোণ (৬৪ সের) জলে জ্বাল দিয়া চারিভাগের একভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। সেই কাথ ও বামনহাটী, আকনাদি, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেউড়ী, হিজ্জল, গজপিপ্পলী, অড়হর, সূচীমুখী, দন্তী, চিরতা, চিতা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, গন্ধতৃণ, যমানী, এবং মল্লিকা; এই সমুদায়ের কল্ক প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া সেই কল্ক এবং ঘৃতের সমান গোময় রস, দধি, কাঁজি, দুগ্ধ ও গোমূত্র এই সমুদায়ের সহিত ঘৃত চারিসের পাক করিবে। এই ঘৃত অমৃত সদৃশ, ইহার নাম মহাপঞ্চগব্যঘৃত। অগ্নি ও বলানুসারে নিয়মিত মাত্রায় ইহা পান করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোথ, উদরী, গুল্ম, অর্শ, পাণ্ডু, কামলা, ভগন্দর, অলক্ষ্মী, গ্রহ, এবং চতুর্থক জ্বর এই সমুদয় রোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি মহাপঞ্চগব্যঘৃত।

ব্রাহ্মীরসবচাকুষ্ঠশঙ্খপুষ্পীভিরেব চ ।
পুরাণং ঘৃতমুন্মাদযক্ষ্মাপস্মারপাপনুৎ ॥

ব্রাহ্মীরস, বচ, কুড়, এবং শঙ্খপুষ্পী এই সমুদয়ের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া যথা নিয়মে পান করিলে উন্মাদ অপস্মার, যক্ষ্মা ও পাপ বিনষ্ট হয় ।

ঘৃতং সৈন্ধবহিঙ্গুভ্যাং বার্ষে বাস্তে চতুর্গুণে ।
মূত্রে সিদ্ধমপস্মারহৃদ্গ্রহাময়নাশনম্ ॥

সৈন্ধব লবণ ও হিঙ্গু কল্ক সর্ব্বসমেত ঘৃতের চতুর্থাংশ ; ঘৃতের চারিগুণ ছাগমূত্র ও গোমূত্র এবং চারিসের ঘৃত একত্র পাক করিয়া যথানিয়মে পান করিলে অপস্মার হৃদ্গ্রহ প্রভৃতি রোগ নিবৃত্ত হয়।

বচাশম্পাককৈটর্য্যবয়ঃস্থাহিঙ্গুচোরকৈঃ ।
সিদ্ধং পলঙ্কষাযুক্তৈর্বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্ ॥

বচ, সোনালু, কটফল, বহেড়া, হিঙ্গু, রাজপলাণ্ডু এবং গুগগুল এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মাত্মক ব্যাধির নিবৃত্ত হয়।

তৈলপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ ।
ক্ষীরদ্রোণে পচেৎ সিদ্ধমপস্মারবিনাশনম্ ॥

একপ্রস্থ তৈল ও একপ্রস্থ ঘৃত, এক পল পরিমিত জীবনীয় গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্যের কল্কের সহিত একদ্রোণ দুগ্ধের পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

কংসে ক্ষীরেক্ষুরসয়োঃ কাশ্মর্য্যেঽষ্টগুণে রসে ।
কার্ষিকৈ জীবনীয়ৈশ্চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
বাতপিত্তোদ্ভবং ক্ষিপ্রমপস্মারং নিযচ্ছতি ।
তদ্বৎ কাশবিদারীক্ষুকুশক্বাথশৃতং ঘৃতম্ ॥

দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পৃথক্ পৃথক্ এক কংস অর্থাৎ যোল সের, ঘৃতের আট গুণ গাম্ভারীর রস এবং জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ ২ তোলা—এই সমুদায়ের সহিত এক প্রস্থ ঘৃতপাক করিয়া যথানিয়মে পান করিলে বাতপিত্তজনিত অপস্মারের উপশম হয়। সেইরূপ জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য সকলের কল্ক এবং কেশে, ভূমি কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও কুশের ক্বাথের দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত ও বাতপিত্তজনিত অপস্মারের বিনাশ করিয়া থাকে।

মধুকদ্বিপলে কল্কে দ্রোণে চামলকীরসাৎ ।
তদ্বৎ সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং পিত্তাপস্মারভেষজম্ ॥

দুই পল যষ্টিমধু কল্ক, আমলকীর স্বরস একদ্রোণ এবং এক প্রস্থ ঘৃত একত্রে পাক করিবে। ইহা পিত্তাপস্মাররোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অভ্যঙ্গঃ সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে ।
সিদ্ধং স্যাদ্গোশকৃন্মূত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেব চ ॥

অপস্মার রোগে চারিগুণ ছাগমূত্রের সহিত সর্ষপের তৈল সিদ্ধ করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। এইরোগে গোমূত্রের দ্বারা স্নান ও গোময়ের দ্বারা উৎসাদন করা কর্ত্তব্য।

কটভীনিম্বকট্বঙ্গমধুশিগ্রুবচাং রসে।
সিদ্ধং মূত্রসমং তৈলমভ্যঙ্গার্থে প্রশস্যতে॥

অপস্মাররোগে কটভী (লতাফট্কী), নিম, কট্বঙ্গ (শোনাক ছাল), যষ্টিমধু, শোভাঞ্জন ও বচ—এই সমুদয়ের ক্বাথ সর্ষপ-তৈল এবং তৈলের সমান গোমূত্র একত্রে সিদ্ধ করিবে। ইহা অভ্যঙ্গে অত্যন্ত প্রশস্ত।

পলঙ্কষাবচাপথ্যাবৃশ্চিকাল্যর্কসর্ষপৈঃ।
জটিলাপূতনাকেশীনাকুলীহিঙ্গুচোরকৈঃ॥
লশুনাতিরসাচিত্রাকুষ্ঠৈ র্বিড়্ভিশ্চ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে॥
সিদ্ধমভ্যঞ্জনং তৈলমপস্মারবিনাশনম্।
এতৈশ্চৈবৌষধৈঃ কার্য্যং ধূপনং সম্প্রলেপনম্॥

গুগ্‌গুল, বচ, পথ্যা (হরিতকী) বৃশ্চিকালী (বিছুটী), আকন্দ, শ্বেতসর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, রাস্না, হিঙ্গু, চোরপুষ্পী, রশুন, যষ্টিমধু, চিতা, কুড়, এবং মাংসভোজী পক্ষীর বিষ্ঠা এই সমুদয় ঔষধের মধ্যে যা যা পাওয়া যায়, সেই সকলের কল্ক সহিত চারিগুণ ছাগমূত্র ও তৈলপাক করত: অভ্যঙ্গ করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়। এই সমুদয় ঔষধের দ্বারা ধূপ ও প্রলেপ দিলেও অপস্মার নিবৃত্ত হয়।

পিপ্পলীং লবণং শিগ্রুং হিঙ্গু হিঙ্গুশিবাটিকাম্।
কাকোলীং সর্ষপান্ কাকনাসাং কৈটর্য্যচন্দনে॥
শুনঃস্কন্ধাস্থিনখরান্ পর্শুকাংশ্চেতি পেষয়েৎ।
বস্তমূত্রেণ পুষ্যর্ক্ষে প্রদেহঃ স্যাৎ সধূপনঃ॥

অপস্মাররোগে পিপুল, সৈন্ধব, শোভাঞ্জন, হিঙ্গু, শিবাটিকা (রাধুনী), কাকোলী, শ্বেতসর্ষপ, কাকনাসা (কেওঠুটী), কৈটর্য্য, নাটাকরঞ্জ, রক্তচন্দন এবং কুকুরের স্কন্ধাস্থি, নখ ও পার্শ্বাস্থি এই সমুদয় ছাগমূত্রের দ্বারা পেষণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে প্রলেপ ধূপ ও প্রদান করিবে।

অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠপূতনাকেশিচোরকৈঃ।
উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈর্মূত্রৈরেবাবসেচনম্॥

অপস্মার রোগে কৃষ্ণতুলসী, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী এবং চোরপুষ্পী, গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উৎসাদন করিবে অথবা কেবল গোমূত্র দ্বারা অবসেচন করিবে।

জতুকাশকৃতা তদ্বদ্দগ্ধৈর্বা বস্তলোমভিঃ।
খরাস্থিভির্হস্তিনখৈস্তথা গোপুচ্ছলোমভিঃ॥

কিম্বা জতুকার (চামচিকার) বিষ্ঠা বা দগ্ধ ছাগলোম বা দগ্ধ গর্দ্দভাস্থি বা দগ্ধ হস্তিনখ অথবা দগ্ধ গোপুচ্ছলোম দ্বারা প্রলেপ দিবে।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্।
শ্বশৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে॥

অপস্মাররোগে কপিলবর্ণ গাভীর, কুকুরের, শৃগালের, বিড়ালের ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রের ও নস্য প্রশস্ত।

ভার্গী বচা নাগদন্তী শতশ্বেতা বিষাণিকা।
জ্যোতিষ্মতী নাগদন্তী পাদোক্তা মূত্রপেষিতাঃ॥
যোগাস্ত্রয়োঽতঃ ষড়্‌বিন্দূন্ পঞ্চ বা নাবয়েদ্ভিষক্॥

বামনহাটী, বচ ও হাতীশুঁড়া; শ্বেতাপরাজিতা, শ্বেতদূর্ব্বা ও মেষশৃঙ্গী, এবং লতাফট্‌কী ও নাগদন্তীমূল এই তিনটী যোগ পৃথক্ পৃথক্ গোমূত্রের দ্বারা পেষণ করিয়া তাহার পাঁচ বা ছয় বিন্দু নস্য প্রয়োগ করিবে।

ত্রিফলাব্যোষপীতদ্রুযবক্ষারফণিজ্ঝকৈঃ।
শ্যামাপামার্গকরঞ্জৈঃফলৈর্মূত্রেচ বস্তজে।
সাধিতং নাবনং তৈলমপস্মারবিনাশনম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সরলকাষ্ঠ, যবক্ষার, ফণিজ্ঝক (তুলসী বিশেষ), শ্যামা (তুলসী বিশেষ), অপামার্গ, এবং ডহরকরঞ্জার ফল এই সমুদায়ের কল্ক ও ছাগমূত্রের দ্বারা তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রদান করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলীবৃশ্চিকালী চ কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ।
ভার্গী চ চূর্ণিতং নস্তঃ কার্য্যং প্রধমনং পরম্॥

পিপুল, বৃশ্চিকালী, কুড়, পঞ্চলবণ ও বামনহাটী, এই সমুদায়ের চূর্ণ নাসিকাতে প্রধমন নস্যরূপে প্রয়োগ করিবে।

কায়স্থান্ শারদান্ মুদ্গান্ মুস্তোশীরযবাংস্তথা।
সব্যোষান্ বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা বর্ত্তিঃ প্রকল্পয়েৎ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে গরার্দ্দিতে।
বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

ছোটএলাচী, শারদীয় মুদ্গ, মুতা, বেণারমূল, যব, মরিচ, পিপুল, এবং শুঁঠ—এই সমুদয় ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অপস্মার, উন্মাদ, সর্পদংশন, অর্দ্দিত, বিষপান ও জলমগ্ন ব্যক্তির মৃতপ্রায় অবস্থায় অমৃতের ন্যায় হিতকর হইয়া থাকে।

মুস্তং বয়ঃস্থাং ত্রিফলাং কায়স্থাং হিঙ্গু শাদ্বলম্।
ব্যোষং মাষান্ যবান্ মূত্রৈর্বাস্তমেষার্ষভৈস্ত্রিভিঃ॥
পিষ্ট্বা কৃত্বা চ তাং বর্ত্তিমপস্মারে প্রযোজয়েৎ।
কিলাসেচ তথোন্মাদে জ্বরেষু বিষমেষু চ॥

মুতা, সূক্ষ্মেলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিসিন্দা, হিঙ্গু, শাদ্বল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, মাষ এবং যব এই সমুদয় ছাগ, মেষ ও ষাঁড়ের মূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ অপস্মার, কিলাস, উন্মাদ এবং বিষমজ্বর প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং মতম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে অপস্মাররোগ বিনষ্ট হয়। আর ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ পিত্তের ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে।

নকুলোলূকমার্জ্জারগৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ভিষক্॥

নকুল, (বেজী), উলুক (পেঁচা), বিড়াল, গৃধ্র, কীটাহি (পশ্চিম দেশজ বৃশ্চিক বিশেষ), এবং কাক এই সকল পক্ষীর যথাসম্ভব ঊর্ণা, পাখা এবং বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিলে অপস্মার রোগের বিনাশ হয়।

আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভির্হৃদয়ং সংপ্রবুধ্যতে।
স্রোতাংসি চাস্য শুধ্যন্তি স্মৃতিং সংজ্ঞাং স বিন্দতি॥

এই সমস্ত দৃষ্টফল ক্রিয়ার দ্বারা অপস্মার রোগীর হৃদয় প্রবুদ্ধ, স্রোতঃ সকল বিশুদ্ধ এবং স্মৃতি ও সংজ্ঞার লাভ হইয়া থাকে।

যস্যানুবন্ধস্ত্বাগন্তুর্দোষলিঙ্গাধিকাকৃতিম্।
পশ্যেৎ তস্য ভিষক্ কুর্য্যাদাগন্তূন্মাদভেষজম্॥

যে অপস্মার রোগে দেবাদিগ্রহের অনুবন্ধ থাকে, এবং যাহাতে বাতাদিলিঙ্গ অপেক্ষা অধিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই অপস্মারে আগন্তুক উন্মাদের ভেষজ প্রয়োগ করিবে।

অনন্তরমুবাচেদমগ্নিবেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টঃ শ্লোকস্থানে মহাগদঃ॥
অতত্ত্বাভিনিবেশো যস্তদ্ধেত্বাকৃতিভেষজম্।
তত্র নোক্তং ততঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তদিহোচ্যতাম্॥
শুশ্রূষবে বচঃ শ্রুত্বা শিষ্যায়াহ পুনর্ব্বসুঃ।
মহাগদং সৌম্য শৃণু সহেত্বাকৃতিভেষজম্॥

অনন্তর অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে সূত্রস্থানে যে অতত্ত্বাভিনিবেশ নামক মহাগদের বিষয় বলিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। ভগবান্ শিষ্যের সেই শ্রবণেচ্ছা দেখিয়া বলিলেন, হে সৌম্য! অভিনিবেশপূর্ব্বক সেই মহাগদ ও তাহার হেতু, আকৃতি ও ঔষধ সকল শ্রবণ কর।

মলিনাহারশীলস্য বেগান্ প্রাপ্তান্ নিগৃহ্ণতঃ।
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈর্হেতুভিশ্চাতিসেবিতৈঃ॥
হৃদয়ং সমুপাশ্রিত্য মনোবুদ্ধিবহাঃ শিরাঃ।
দোষাঃ সংদূষ্য তিষ্ঠন্তি রজোমোহাবৃতাত্মনঃ॥

রজস্তমোভ্যাং বৃদ্ধাভ্যাং সত্ত্বে মনসি সংবৃতে।
হৃদয়ে ব্যাকুলে দোষৈরথ মূঢ়াল্পচেতসঃ॥
বিষমাং কুর্ব্বতে বুদ্ধিং নিত্যানিত্যে হিতাহিতে।
অতত্ত্বাভিনিবেশং তমাহুরাপ্তা মহাগদম্॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অপরিস্কৃত আহার, উপস্থিত বেগের নিগ্রহ, অতিরিক্ত পরিমাণে শীতল, রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যের সেবা করে, সেই রজঃ ও তমঃ আবৃতাত্মা ব্যক্তির কুপিত দোষ সকল হৃদয় আশ্রয় করতঃ মনঃ ও বুদ্ধিবহ শিরাসকল দূষিত করিয়া অবস্থান করে। রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা সত্ত্ব ও বুদ্ধি আবৃত ও দোষের দ্বারা হৃদয় ব্যাকুল হইলে সেই লঘুচেতা ব্যক্তি মূঢ় হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক হিত ও অহিতবিষয়ে বিপরীত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপ্ত পুরুষেরা ইহাকেই অতত্ত্বাভিনিবেশ নামক মহাগদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

স্নেহস্বেদোপপন্নং তং সংশোধ্য বমনাদিভিঃ।
কৃতসংসর্জ্জনং মেধ্যৈরন্নপানৈরুপাচরেৎ॥

এতাদৃশ মহাগদ প্রপীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান এবং বমনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া বমন ও বিরেচনের পর পেয়াদি সংসর্জ্জনক্রম পালন করাইয়া পবিত্র অন্ন ও পান প্রদান করিবে।

ব্রাহ্মীস্বরসযুক্তং যৎ পঞ্চগব্যমুদাহৃতম্।
তৎ সেব্যং শঙ্খপুষ্পী চ যচ্চ মেধ্যং রসায়নম্॥

মহাগদ প্রপীড়িত ব্যক্তি শোধনাদির পর ব্রাহ্মী স্বরসের সহিত পঞ্চগব্য ঘৃত, শঙ্খপুষ্পী স্বরস বা মেধ্য রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে।

হৃদয়স্থানুকূলাশ্চ কথাঃ সিদ্ধার্থবাদিনঃ।
সংযোজয়েয়ুর্বিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ॥

পণ্ডিতজনের উপদেশপূর্ণ মনোজ্ঞ বাক্যসকল তাহাকে শুনাইবে এবং তাহার বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

প্রযোজ্যং তৈললশুনং পয়সা বা শতাবরী।
ব্রাহ্মীরসঃ কুষ্ঠরসো বচা বা মধুসংযুতা॥

মহাগদপীড়িত ব্যক্তি তৈলসংযুক্ত রশুন বা দুগ্ধের সহিত শতমূলী বা ব্রাহ্মী বা কুড়ের রস কিম্বা মধু যুক্ত বচ সেবন করিবে।

দুশ্চিকিৎস্যো হ্যপস্মারশ্চিরকারী কৃতাস্পদঃ।
তস্মাদ্রসায়নৈরেনং প্রায়শঃ সমুপাচরেৎ॥

অপস্মার মাত্রেই দুশ্চিকিৎস্য, চিরকারী ও কৃতাস্পদ (বদ্ধমূল) হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ রোগে প্রায়শঃই রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য।

জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা।
রক্ষেদুন্মাদিনঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণহরা হি তে॥

অপস্মারী ও উন্মাদীরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও বিষমপ্রদেশ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। কারণ জল প্রভৃতি উহাদের সম্ভই প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকৌ।

হেতুঃ কুর্ব্বন্ত্যপস্মারং দোষাঃ প্রকুপিতা যথা।
সামান্যতঃ পৃথক্‌ত্বাচ্চ লিঙ্গং তেষাঞ্চ ভেষজম্॥
মহাগদসমুত্থানং লিঙ্গঞ্চোবাচ সৌষধম্।
প্রজাহিতার্থং ভগবানপস্মারচিকিৎসিতে॥

ভগবান্ আত্রেয়ঋষি, এই অপস্মার চিকিৎসিতাধ্যায়ে অপস্মারের হেতু ও দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া যেরূপে অপস্মার রোগ জন্মায়, সান্নিপাতিক ও পৃথক্ দোষোৎপন্ন অপস্মারের সামান্য ও পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ এবং তাহাদের ঔষধ, মহাগদ, মহাগদের নিদান, রূপ ও ঔষধ এই সমুদয় সংক্ষেপ ও বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
অপস্মারচিকিৎসিতং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে অপস্মার চিকিৎসা সমাপ্ত॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অনন্তর আমরা ক্ষত ও ক্ষীণরোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন।

উদারকীর্ত্তির্ব্রহ্মর্ষিরাত্রেয়ঃ পরমার্থবিৎ।
ক্ষতক্ষীণচিকিৎসার্থমিদমাহ চিকিৎসিতম্॥

উদারকীর্ত্তি পরমার্থবিদ্ ব্রহ্মর্ষি আত্রেয় ক্ষত ও ক্ষীণের চিকিৎসার্থ এই চিকিৎসা বলিলেন্।

ধনুষায়স্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্।
পততো বিষমোচ্চেভ্যো বলিভিঃ সহ যুদ্ধতঃ॥
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্লতঃ।
শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্॥
অধীয়ানস্য বাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদী র্বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ॥
সহসোৎপততোঽত্যর্থং তূর্ণঞ্চাতিপ্রনৃত্যতঃ।

তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা ॥
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে।

ধনুর সহিত অতি পরিশ্রম, দুর্ব্বহ ভার বহন, বিষম ও উচ্চস্থান হইতে পতন, অধিক বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, বৃষ, অশ্ব বা অন্য কোন দমনীয় জন্তু দৌড়িয়া যাইবার সময় বলপূর্ব্বক ধারণ, শিলা, কাষ্ঠ, প্রস্তর এবং নির্ঘাত (অস্ত্রবিশেষ) এই সকল সবলে ক্ষেপণ, শত্রু প্রহরণ, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অতিদ্রুতভাবে দূরগমন, সন্তরণদ্বারা মহানদী উত্তীর্ণ হওয়া, ধাবিত অশ্ব বা হস্তীর পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া, সহসা অত্যন্ত লম্ফপ্রদান, অত্যন্ত দ্রুত নৃত্য এবং এতাদৃশ অন্যান্য ক্রূর কর্ম্মের দ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বলবান্ ক্ষতব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ ॥
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে।
প্রপীড্যতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে ॥
ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে।
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্ভেদোঽগ্নিবধস্তথা ॥
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ।
কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাস্রঃ প্রবর্ত্ততে ॥
সক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ।
অব্যক্তং লক্ষণং তস্য পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্ ॥

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, রুক্ষ, অল্প ও প্রমিতাশন হইতেও এই বলবন্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন, বিদীর্ণ ও বিভক্তবৎ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে পার্শ্ববেদনা, শরীরের শুষ্কতা, কম্প, বীর্য্য, বল, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হীনতা জন্মে এবং জ্বর, ব্যথা, মনের দীনতা, বিষ্ঠাভেদ, অগ্নিমান্দ্য এবং কাসিবার সময় দুষ্ট, শ্যাববর্ণ, দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ, গ্রথিত, বহুপরিমাণ ও রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এইরূপে ক্ষতবান্ পুরুষ অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকে। শুক্র ও ওজো ধাতুর ক্ষয় নিবন্ধন সে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়। ক্ষত ক্ষীণরোগ উৎপন্ন হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও সেই সকল লক্ষণ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সুতরাং জ্বরাদিরোগের ন্যায় ক্ষতক্ষীণ রোগের স্বতন্ত্র পূর্ব্বরূপ নাই।

উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে।
ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহঃ ॥

অত্যন্ত বক্ষোবেদনা, রক্তবমন, ও কাস এই সমুদয় ক্ষতরোগের, আর রক্তমূত্রতা, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিগ্রহ এই সমুদয় ক্ষীণরোগের বৈশেষিক অর্থাৎ অসাধারণ লক্ষণ।

অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ।
পরিসংবৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥

যদি ক্ষত ও ক্ষীণরোগে লক্ষণের অল্পতা, অগ্নির দীপ্তি ও বল থাকে, এবং রোগ যদি নব অর্থাৎ অচিরোৎপন্ন হয়, তবে রোগ সাধ্য, আর যদি এক বৎসর অতীত হয় তবে যাপ্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ক্ষত ও ক্ষীণরোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উরো মত্বা ক্ষতং লাক্ষাং পয়সা মধুসংযুতাম্।
সদ্য এব পিবেজ্জীর্ণে পয়সাদ্যাৎ সশর্করম্॥

বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে বুঝিলে তৎক্ষণাৎ লাক্ষাচূর্ণ, মধু ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে। অনন্তর উহা জীর্ণ হইলে চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

পার্শ্ববস্তিরুজশ্চাল্পপিত্তাগ্নিস্তাং সুরাযুতাম্।

রোগীর পার্শ্ব ও বস্তিদেশে বেদনা এবং পিত্ত ও অগ্নির অল্পতা থাকিলে সুরার সহিত সেই লাক্ষাচূর্ণ পান করিবে।

ভিন্নবিট্কঃ সমুস্তাতিবিষাং পাঠাং সবৎসকাম্॥
লাক্ষাং সর্পির্মধূচ্ছিষ্টং জীবনীয়গণং সিতাম্।
ত্বক্ক্ষীরীং সমিতাং ক্ষীরে পক্ত্বা দীপ্তানলঃ পিবেৎ॥

উরঃক্ষত রোগীর মলভেদ হইলে মুথা, আতুষ, আকনদ ও ইন্দ্রযবের কাথ করিয়া সেই কাথের সহিত লাক্ষাচূর্ণ পান করিবে। রোগীর যদি অগ্নির দীপ্তি থাকে তাহা হইলে তাহাকে লাক্ষা, ঘৃত, মধুচ্ছিষ্ট (মোম), জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য, চিনি এবং বংশলোচন, এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পান করিতে দিবে।

ইক্ষ্বালিকাবিসগ্রন্থিপদ্মকেশরচন্দনৈঃ।
শৃতং পয়ো মধুযুতং সন্ধানার্থং পিবেৎ ক্ষতী॥

উরঃক্ষত সন্ধানার্থ ইক্ষ্বালিকা (কাশতৃণ), মৃণাল, পিপুল মূল, পদ্মকেশর এবং রক্ত-চন্দন এই সমুদায়ের কাথ করিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিবে।

যবানাং চূর্ণমাদায় ক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতপ্লুতম্।
জ্বরে দাহে সিতাক্ষৌদ্রশক্তূন্ বা পয়সা পিবেৎ॥

ক্ষতরোগে জ্বর ও দাহের উপশমার্থ, দুগ্ধের দ্বারা যবচূর্ণ সিদ্ধ ও ঘৃতাপ্লুত করিয়া কিম্বা শক্তু, মধু ও চিনি দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

কাসী পর্ব্বাস্থিশূলী চ লিহ্যাৎ সঘৃতমাক্ষিকাঃ।
মধূকমধুকদ্রাক্ষাত্বক্ক্ষীরীপিপ্পলীবলাঃ॥

ক্ষতরোগে কাস, পর্ব্বশূল ও অস্থিশূল এই সকল নিবৃত্তির জন্য মধূক (মউয়া), যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, দারুচিনি, দুগ্ধিকা, পিপুল, এবং বেড়েলা এই সমুদায়ের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে।

এলাপত্রত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা।
সিতামধুকখর্জ্জুরমৃদ্বীকাশ্চ পলোম্মিতাঃ॥

সঞ্চূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ সংপ্রকল্পয়েৎ।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাঃ ভক্ষয়েন্না দিনে দিনে ॥
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্‌।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্‌ ॥
শোষপ্লীহাঢ্যবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতং ক্ষয়ম্‌।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তশ্চ নাশয়েৎ ॥

ইত্যেলাদিগুড়িকা।

ছোট এলাচি, তেজপত্র ও দারুচিনি—প্রত্যেকে এক এক তোলা, এবং পিপুল চারি তোলা একত্রে চূর্ণ করিবে এবং চিনি, যষ্টিমধু, খর্জ্জুর ও কিস্‌মিস্‌ প্রত্যেকে আট আট তোলা লইয়া সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ দুই তোলা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ এক একটী ভক্ষণ করিবে। এই গুড়িকা সেবনে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, মদ, ভ্রম, রক্তনিষ্ঠীবন, তৃষ্ণা, পার্শ্বশূল, অরুচি, শোষ, প্লীহা, উরুস্তম্ভ, স্বরভেদ, ক্ষত, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত এই সমুদয় ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। ইহা তর্পণ ও বৃষ্য। ইতি এলাদিগুড়িকা।

রক্তেঽতিবৃত্তে দক্ষাণ্ডং যূষৈস্তোয়েন বা পিবেৎ।
চটকাণ্ডরসং বাপি রক্তং বা চ্ছাগজাঙ্গলম্‌ ॥

ক্ষতক্ষীণরোগীর রক্তের অতি প্রবৃত্তি হইলে, মুদ্গাদির যূষ, বা জলের সহিত কুক্কুটের অণ্ড, অথবা চটক পক্ষীর (চড়াই পক্ষীর) অণ্ড পাক করিয়া খাইবে; কিম্বা ছাগরক্ত বা জাঙ্গল পশুর রক্ত পান করিবে।

চূর্ণং পৌনর্নবং রক্তশালিতণ্ডুলশর্করম্‌।
রক্তষ্ঠীবী পিবেৎ সিদ্ধং দ্রাক্ষারসপয়োঘৃতৈঃ ॥
মধূকমধুকক্ষীরসিদ্ধং বা তণ্ডুলীয়কম্‌।
মূঢ়বাতস্ত্বজামেদঃ সুরাভৃষ্টং সসৈন্ধবম্‌ ॥

পুনর্নবা চূর্ণ, রক্তশালি তণ্ডুলচূর্ণ, চিনি, কিস্‌মিসের কাথ, দুগ্ধ ও ঘৃত এই সকল একত্রে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে রক্তনিষ্ঠীবন নিবৃত্ত হয়। অথবা মধূক (মউয়াফুল), যষ্টিমধু ও দুগ্ধের সহিত তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটের মূল), সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ পান করিবে। ইহাতেও রক্ত নিষ্ঠীবনের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর মূঢ়বাত থাকিলে সৈন্ধব সংযুক্ত ছাগমেদ সুরাসহ পান করিবে।

ক্ষামঃ ক্ষীণঃ ক্ষতোরস্কস্ত্বনিদ্রসবলেঽনিলে।
শৃতক্ষীররসেনাদ্যাৎ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্‌ ॥

ক্ষীণ ও ক্ষতোরস্ক ব্যক্তির নিদ্রার অভাবে ও বায়ুর প্রবলতা হইলে আবর্ত্তিত দুগ্ধ, মাংসরস এবং মধু, ঘৃত ও চিনি দ্বারা অন্ন ভোজন করিবে।

শর্করা যবগোধূমৌ জীবকর্ষভকৌ মধু।
শৃতক্ষীরানুপানং বা লিহ্যাৎ ক্ষীণঃ ক্ষতী কৃশঃ॥

অথবা রোগী যদি কৃশ হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে যব, গোধুম, জীবক ও ঋষভক ইহাদের চূর্ণ এবং শর্করা সমভাগ মধু সংযোগে লেহন করিতে দিবে। পরে সিদ্ধ দুগ্ধ অনুপান করিতে দিবে।

ক্রব্যাদমাংসনির্য্যূহং ঘৃতভৃষ্টং পিবেচ্চ সঃ।
পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুক্তং মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্॥

ক্ষত, ক্ষীণ ও কৃশ রোগী মাংসাশী জন্তুর মাংসরস ঘৃতে সন্তলিত করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিলে তাহার মাংস ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষশালপ্রিয়ঙ্গুভিঃ।
তালমস্তকজম্বুত্বক্‌পিয়ালৈশ্চ সপদ্মকৈঃ॥
সাশ্বকর্ণৈঃ শৃতাৎ ক্ষীরাদগ্যাজ্জাতেন সর্পিষা।
শাল্যোদনং ক্ষতোরস্কঃ ক্ষীণশুক্রশ্চ মানবঃ॥

ক্ষতোরস্ক ও ক্ষীণশুক্র পুরুষ বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, শাল, প্রিয়ঙ্গু, তালমস্তক, জামছাল, পিয়াল, পদ্মকাষ্ঠ এবং অশ্বকর্ণ এই সকলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ হইতে ঘৃত উঠাইয়া তদ্দ্বারা শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে।

যষ্ট্যাহ্বনাগবলয়োঃ ক্বাথে ক্ষীরসমং ঘৃতম্।
পয়স্যাপিপ্পলীবাংশীকল্কসিদ্ধং ক্ষতে হিতম্॥
কোললাক্ষারসে তদ্বৎ ক্ষীরাষ্টগুণসাধিতম্।
কল্কৈঃ কটুঙ্গদার্ব্বীত্বগ্বৎসকত্বক্‌ফলৈর্ঘৃতম্॥

যষ্টিমধু ও গোরক্ষচাকুলের ক্বাথ তিনভাগ, ঘৃত একভাগ ও দুগ্ধ একভাগ এবং কল্কার্থ ক্ষীরকাকোলী, পিপুল, এবং বংশলোচন এই সমুদয়ের চতুর্থভাগ একত্রে পাক করিয়া পান করিলে ক্ষত রোগের হিত হয়।

ঘৃত /৪ সের। কুলশুঁঠ ও লাক্ষার ক্বাথ যথোপযুক্ত, দুগ্ধ ৩২ সের। শোনাছাল, দারুহরিদ্রার ছাল, কুড়চির ছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের কল্ক /১ সের যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ক্ষত ক্ষীণ রোগে উপকারী।

জীবকর্ষভকৌ বীরাং জীবন্তীং নাগরং শঠীম্।
চতস্রঃ পর্ণিনীর্মেদে কাকোল্যৌ দ্বে নিদিগ্ধিকে॥
পুনর্নবে দ্বে মধুকেসাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
ঋদ্ধিং পরুষকং ভার্গীং মৃদ্বীকাং বৃহতীং তথা॥
শৃঙ্গাটকং তামলকীং পয়স্যাং পিপ্পলীং বলাম্।
বদরাক্ষোটখর্জ্জুরবাতামাভিষুকাণ্যপি॥

ফলানি চৈবমাদীনি কল্কান্ কুর্ব্বীত কার্ষিকান্ ॥
ধাত্রীবিদারীক্ষুচ্ছাগমাংসরসং পয়ঃ ॥
দত্ত্বা প্রস্থোন্মিতান্ ভাগান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা ॥
পলার্দ্ধকঞ্চ মরিচত্বগেলাপত্রকেশরাৎ।
বিনীয় চূর্ণিতং তস্মাল্লিহ্যান্মাত্রাং সদা নরঃ ॥
অমৃতপ্রাশমিত্যেতন্নরাণামমৃতং ঘৃতম্।
সুধামৃতরসংপ্রাশ্যক্ষীরমাংসরসাশিনা ॥
নষ্টশুক্রক্ষতক্ষীণদুর্ব্বলব্যাধিকর্ষিতান্।
স্ত্রীপ্রসক্তান্ কৃশান্ বর্ণস্বরহীনাংশ্চ বৃংহয়েৎ ॥
কাসহিক্কাজ্বরশ্বাসদাহতৃষ্ণাস্রপিত্তনুৎ।
পুত্রদং বমিমূর্চ্ছাহৃদ্‌যোনিমূত্রাময়াপহম্ ॥
ইত্যমৃতপ্রাশঘৃতম্।

কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঁঠ, শটী, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী, শতমূলী, ঋদ্ধি, পরুষক, বামনহাটী, কিস্‌মিস্, বৃহতী, পাণিফল, ভূম্যামলকী, পিপুল, বেড়েলা, কুল, আক্ষোট (আকরোট,), খর্জ্জুর, বাতাম, অভিযুক এবং এইরূপ গুণাবিশিষ্ট অন্যান্য ফল সকল প্রত্যেকে ২ তোলা; আমলকী রস, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, ইক্ষু রস, ছাগমাংস রস ও দুগ্ধ, সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকে এক প্রস্থ, এই সমস্তের দ্বারা একপ্রস্থ (চারি সের) ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। পরে ঘৃত শীতল হইলে মধু প্রস্থার্দ্ধ (দুই সের), আর চিনি (সওয়া ছয় সের), তেজপত্র, ছোট এলাচী, নাগকেশর ও মরিচ এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া নিয়মিত মাত্রায় পান করিবে। ইহার নাম অমৃতপ্রাশ ঘৃত। ইহা মনুষ্যের পক্ষে অমৃত স্বরূপ। এই ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবে। ইহা নষ্ট শুক্র, ক্ষত, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও ব্যাধিকর্ষিত, স্ত্রী আসক্ত, কৃশ, হীনবর্ণ ও হীনস্বর ব্যক্তিদের রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। এই ঘৃত পানে কাস, শ্বাস. হিক্কা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, যোনিদোষ এবং মূত্রদোষ প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ও পুত্রজনন শক্তি জন্মিয়া থাকে। 　ইতি অমৃতপ্রাশঘৃত।

শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠাবলাকাশ্মর্য্যকর্ত্তৃণম্।
দর্ভমূলং পৃথক্‌পর্ণীং পলাশর্ষভকৌ স্থিরাম্ ॥
পলিকান্ সাধয়েৎ তেষাং রসে ক্ষীরচতুর্গুণে।
কল্কৈঃ স্বগুপ্তাজীবন্তীমেদর্ষভকজীবকৈঃ ॥
শতাবর্য্যৃদ্ধিমৃদ্বীকাশর্করাশ্রাবণীবিসৈঃ।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাতপিত্তহৃদ্‌দ্রবশূলনুৎ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমেহার্শঃকাসশোষক্ষয়াপহঃ।
ধনুঃস্ত্রীমদ্যভারাধ্বখিন্নানাং বলমাংসদঃ॥
ইতি শ্বদংষ্ট্রাদি ঘৃতম্।

গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কাশমূল, চাকুলে, পলাশ, ঋষভক এবং শালপাণি, প্রত্যেকে এক পল লইয়া তাহার কাথ ও ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ, আর কল্কার্থ আলকুশী, জীবন্তী, মেদ, ঋষভক, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, কিস্‌মিস্‌, চিনি, খলকুড়ী ও মৃণাল এই সমুদয়ের দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া অগ্নির বল বুঝিয়া নিয়মিত মাত্রায় পান করিলে বাতপিত্ত, হৃচ্ছূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, শোষ ও ক্ষয় এই সমুদয় ব্যাধির শান্তি এবং ধনুঃ, স্ত্রী, মদ্য, ভার ও পথশ্রম দ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তির বল ও মাংসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইতি শ্বদংষ্ট্রাদি ঘৃত।

মধ্বষ্টপলং দ্রাক্ষাপ্রস্থক্কাথে পচেদ্ ঘৃতম্।
পিপ্পল্যষ্টপলে কল্কে প্রস্থং সিদ্ধে চ শীতলে॥
পৃথগষ্টপলং ক্ষৌদ্রশর্করাভ্যাং বিমিশ্রয়েৎ।
সমং শক্তু ক্ষতক্ষীণে রক্তগুল্মেচ তদ্ধিতম্॥
ইতি শক্তুপ্রয়োগঃ।

কিস্‌মিসের কাথ এক প্রস্থ ও কল্কার্থ যষ্টিমধু আটপল ও পিপুল আটপল দ্বারা ঘৃত প্রস্থ সিদ্ধ করিবে। তার পর ঐ ঘৃত শীতল হইলে মধু এক সের, চিনি এক সের, শক্তু দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে সেবন করিলে ক্ষত, ক্ষীণ ও রক্তগুল্মে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে।

ইতি শক্তু প্রয়োগ॥

ধাত্রীফলবিদারীক্ষুজীবনীয়রসৈর্ঘৃতম্।
অজাগোপয়সোশ্চৈব সপ্ত প্রস্থান্ পচেদ্ভিষক্॥
সিদ্ধশীতে সিতাক্ষৌদ্রং দ্বিপ্রস্থং বিনয়েৎ ততঃ।
যক্ষ্মাপস্মারপিত্তাসৃক্ কাসমেহক্ষয়াপহম্॥
বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং মাংসশুক্রবলপ্রদম্॥

আমলকী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের কাথ এক এক প্রস্থ, ঘৃত এক প্রস্থ, ছাগদুগ্ধ এক প্রস্থ, এবং গোদুগ্ধ এক প্রস্থ একত্র পাক করিয়া সিদ্ধ ও শীতল হইলে চিনি ও মধু উভয়ে এক এক প্রস্থ প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, অপস্মার, রক্তপিত্ত, কাস, মেহ ও ক্ষয় এই সমুদয়ের উপশম এবং বয়ঃস্থৈর্য্য, আয়ু, মাংস ও বলের বৃদ্ধি হয়। ইহার নাম ধাত্রীঘৃত।

ঘৃতন্তু পিত্তেঽভ্যধিকে লিহ্যাদ্বাতেঽধিকে পিবেৎ॥
লীঢ়ং নির্ব্বাপয়েৎ পিত্তমল্পত্বাদ্ধন্তি নানিলম্।
আক্রামত্যনিলং পীতমুষ্মাণং নিরুণদ্ধি চ॥

পিত্তের আধিক্যে ঘৃত লেহন এবং বাতের আধিক্যে ঘৃত পান করিবে। কারণ লীঢ় ঘৃত অল্পত্বহেতু পিত্তের নির্ব্বাপণ করে অথচ অগ্নিকে নষ্ট করে না। আবার ঘৃত পান করিলে

বায়ুর শান্তি হয় অথচ উষ্মাকে রোধ করে না। এই নিমিত্ত বাতাধিক্যে ঘৃত পান ও পিত্তাধিক্যে ঘৃত লেহন করার বিধি উক্ত হইয়াছে।

ক্ষামক্ষীণকৃশাঙ্গানামেতান্যেব ঘৃতানি তু।
ত্বক্‌ক্ষীরীপিপ্পলীলাজচূর্ণৈঃস্ত্যানানি যোজয়েৎ ॥
সর্পিগুড়ান্ সমধ্বংশান্ জগ্ধ্বা চানু পয়ঃ পিবেৎ।
রেতো বীর্য্যং বলং পুষ্টিং তৈরাশুতরমাপ্নুয়াৎ ॥

ক্ষত, ক্ষীণ, এবং কৃশতার নিবৃত্তি জন্য এই সকল ঘৃত বংশলোচন, পিপুলচূর্ণ ও লাজচূর্ণ (খয়ের চূর্ণ) দ্বারা গাঢ় করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর যে সর্পিগুড়ে মধুর উল্লেখ নাই, তাহাতে চতুর্থাংশ মধু দিয়া সেই সমধুসর্পিগুড় ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহাতে রোগী অতি শীঘ্রই শুক্র, বীর্য্য, বল ও পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বলা বিদারী হ্রস্বাচ পঞ্চমূলী পুনর্নবা।
পঞ্চানাং ক্ষীরিবৃক্ষাণাং শুঙ্গা মুষ্ট্যংশিকা অপি ॥
এষাং কষায়ে দ্বিক্ষীরে বিদার্য্যাজরসাংশিকে।
জীবনীয়ৈঃ পচেৎ কল্কৈরক্ষমাত্রৈর্ঘৃতাঢ়কম্ ॥
সিতোপলানি পূতেঽস্মিন্ শীতে দ্বাত্রিংশদাবপেৎ।
গোধূমপিপ্পলীবাংশীচূর্ণং শৃঙ্গাটকস্য চ ॥
সমাক্ষিকং কৌড়বিকং তৎ সর্ব্বং খজমূর্চ্ছিতম্।
স্ত্যানং সর্পিগুড়ান্ কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥
তান্ জগ্ধ্বা পলিকান্ ক্ষীরং মদ্যং চানুপিবেৎ কফে।
শোষে কাসে ক্ষতে ক্ষীণে শ্রমস্ত্রীভারকর্ষিতে ॥
রক্তনিষ্ঠীবনে তাপে পীনসে চোরসি স্থিতে।
শস্তাঃ পার্শ্বশিরঃশূলে ভেদে চ স্বরবর্ণয়োঃ ॥
ইতি সর্পিগুড়ঃ।

বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পুনর্নবা, যজ্ঞডুম্বুর, বট, অশ্বত্থ, বেতস এবং পাকুড়ের কুঁড়ী প্রত্যেকের এক এক পল লইয়া অষ্টগুণ জলে জাল দিয়া পাদাবশিষ্ট কাথ, কাথের দ্বিগুণ দুগ্ধ, ঘৃত ষোলসের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ষোলসের, ছাগ মাংসের কাথ ষোলসের এবং জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা একত্রে সমুদয় পাক করিবে। শীতল হইলে ছাকিয়া ঐ ঘৃতে বত্রিশ পল মিছিরি ও গম, পিপুল, বংশলোচন, শৃঙ্গাটক (পাণিফল) চূর্ণ ও মধু প্রত্যেকে এক কুড়ব (অর্দ্ধ সের) করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া মন্থন দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়া গাঢ় হইলে সর্পিগুড় প্রস্তুত করিবে। এবং শক্তির উৎকর্ষার্থ ভূর্জপত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। উহা হইতে প্রত্যহ এক এক পল ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ এবং কফাধিক্যে মদ্য অনুপান করিবে। ইহা শোষ, কাস, ক্ষত ও ক্ষীণ এবং শ্রম, স্ত্রী ও ভারজন্য কৃশতা, রক্তনিষ্ঠীবন, তাপ, পীনস, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, স্বরভেদ ও বিবর্ণতা এই সমুদয় রোগে অত্যন্ত প্রশস্ত। ইতি সর্পিগুড়।

"ত্বক্‌ক্ষীরীশ্রাবণীদ্রাক্ষামূর্ব্বর্ষভকজীবকৈঃ।
বীরর্দ্ধিক্ষীরকাকোলীবৃহতীকপিকচ্ছুভিঃ॥
খর্জ্জুরফলমেদাভিঃ ক্ষীরপিষ্টৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
ধাত্রীবিদারীক্ষুরসপ্রস্থৈঃ প্রস্থং ঘৃতাৎ পচেৎ॥
শকরার্দ্ধতুলাং শীতে ক্ষৌদ্রার্দ্ধপ্রস্থমেব চ।
ক্ষিপ্ত্বা সর্পির্গুড়ান্ কুর্য্যাৎ কাসহিক্কাজ্বরাপহান্॥
যক্ষ্মাণং তমকং শ্বাসং রক্তপিত্তং হলীমকম্।
শুক্রনিদ্রাক্ষয়ং তৃষ্ণাং হন্যুঃ কার্শ্যং সকামলম্॥
ইতি সর্পির্গুড়কঃ।

বংশলোচন, থুলকুড়ী, কিস্‌মিস্‌, মূর্ব্বামূল, জীবক, শালপাণি, ঋদ্ধি, ক্ষীর-কাকোলী, বৃহতী, আলকুশী, খর্জ্জুরফল ও মেদ প্রত্যেকে এক এক পল লইয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। পরে ঐ কল্ক এবং আমলকীরস এক প্রস্থ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এক প্রস্থ, ইক্ষুরস একপ্রস্থ, এই সমস্তের দ্বারা এক প্রস্থ ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এবং পাকশেষে শীতল হইলে উহাতে চিনি অর্দ্ধতুলা (/৬।) ও মধু অর্দ্ধপ্রস্থ (/২) প্রক্ষেপ করতঃ সর্পি গুড় প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, হিক্কা, জ্বর, যক্ষ্মা, শ্বাস, রক্তপিত্ত, হলীমক, শুক্রক্ষয়, নিদ্রানাশ, তৃষ্ণা, কৃশতা ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইতি সর্পিগুড়।

নবমামলকং দ্রাক্ষামাত্মগুপ্তাং পুনর্নবাম্।
শতাবরীং বিদারীঞ্চ সমাংশাং পিপ্পলীং তথা॥
পৃথগ্দশপলান্ ভাগান্ পলান্যষ্টৌ চ নাগরাৎ।
যষ্ট্যাহ্বসৌবর্চ্চলয়োর্দ্বিপলং মরিচস্য চ॥
ক্ষীরতৈলঘৃতানাঞ্চ ত্র্যাঢ়কে শর্করাশতে।
ক্বথিতে তানি চূর্ণানি দত্ত্বা বিল্বসমান্ গুড়ান্॥
কুর্য্যাৎ তান্ ভক্ষয়েৎ ক্ষীণঃ ক্ষতশুক্রশ্চ মানবঃ।
তেন সদ্যো রসাদীনাং বৃদ্ধ্যা পুষ্টিং স বিন্দতি॥
ইতি তৃতীয় সর্পির্গুড়কঃ।

কিস্‌মিস্‌, নূতন আমলকী, আলকুশী, পুনর্নবা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও পিপ্পলীচূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দশ পল শুঁঠচূর্ণ আট পল, যষ্টিমধু চূর্ণ দুই পল, সৌবর্চ্চল চূর্ণ দুই পল, এবং মরিচ চূর্ণ দুই পল এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে গব্য দুগ্ধ যোলসের, তৈল যোলসের, ঘৃত যোলসের ও চিনি সাড়ে বারসের একত্র পাক করিবে। দুগ্ধ নিঃশেষিত হইলে মিলিত দ্রব্যের পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। তখন উহাতে পূর্ব্বোক্ত আমলকী প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে /৮ সের মধু মিশাইয়া এক এক পল পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নির বল

বিবেচনা পূর্ব্বক ইহা সেবন করিলে ক্ষীণ, ক্ষত ও শুষ্ক মনুষ্য শীঘ্রই রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি হওয়ায় পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ইতি তৃতীয় সর্পিগুড়।

গোক্ষীরাৎ দ্ব্যাঢ়কং সর্পিঃপ্রস্থমিক্ষুরসাঢ়কম্।
বিদার্য্যাঃ স্বরসাৎ প্রস্থং রসাৎ প্রস্থঞ্চ তৈত্তিরাৎ॥
দদ্যাৎ সিধ্যতি তস্মিংস্তু পিষ্টানিক্ষুরসৈরিমান্।
মধূকপুষ্পং কুড়বং পিয়ালকুড়বং তথা॥
কুড়বার্দ্ধং তুগাক্ষীর্য্যা খর্জ্জূরাণাঞ্চ বিংশতিম্।
পৃথগ্বিভীতকানাক্ষঃ পিপ্পল্যাশ্চ চতুর্থিকাম্॥
ত্রিংশৎ পলানি খণ্ডাচ্চ মধুকাৎ কর্ষমেব চ।
তথার্দ্ধপলিকান্যত্র জীবনীয়ানি দাপয়েৎ॥
সিদ্ধেঽস্মিন্ কুড়বং ক্ষৌদ্রাচ্ছীতে ক্ষিপ্ত্বাথ মোদকান্।
কারয়েন্মরিচাজাজীপলচূর্ণাবচূর্ণিতান্॥
বাতাসৃক্পিত্তরোগেষু ক্ষতকাসক্ষয়েষু চ।
শুষ্যতাং ক্ষীণশুক্রাণাং রক্তে চোরসি সংস্থিতে॥
কৃশদুর্ব্বলবৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্ণবলার্থিনাম্।
যোনিদোষকৃতস্রাবহতানাঞ্চাপি যোষিতাম্॥
গর্ভার্থিনীনাং গর্ভশ্চ স্রবেদ্ যাসাং ম্রিয়েত বা।
ধন্যা বল্যা হিতাস্তাভ্যঃ শুক্রশোণিতবর্দ্ধনাঃ॥
ইতি সর্পির্মোদকঃ।

গো দুগ্ধ বত্রিশ সের, ঘৃত এক প্রস্থ, ইক্ষু রস ষোল সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এক প্রস্থ এবং তিত্তিরি মাংস রস এক প্রস্থ, এই সমুদয় সিদ্ধ করিবে। পরে উহাতে মউয়া ফুল এক পুয়া, পিয়াল এক পুয়া, বংশলোচন অর্দ্ধ পুয়া, খর্জ্জুর ফল বিশটী, বহেড়া দুই তোলা, পিপুল এক পল, খাঁড়গুড় পোনে চারি সের, যষ্টিমধু দুই তোলা এবং জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য প্রত্যেকে এক ছটাক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ইক্ষুরসে নিঃক্ষেপ করিবে এবং সিদ্ধ হইয়া শীতল হইলে মধু অর্দ্ধ সের, মরিচ ও কৃষ্ণজীরা চূর্ণ আধপুয়া প্রক্ষেপ দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। উহা নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত, পিত্তজনিত রোগ, ক্ষতরোগ, ক্ষয়, শোষ, শুক্রক্ষয় এবং বক্ষঃস্থলে বদ্ধরক্ত, এই সকল ব্যাধির উপশম হয়, আর কৃশ, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পুষ্টি, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিদোষ আছে, যাহারা গর্ভার্থিনী এবং যাহাদের গর্ভস্রাব ও গর্ভস্থ সন্তান মরিয়া যায়, এই ঘৃত তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। অপর ইহা শুক্র ও শোণিতের বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বস্তিদেশে বিকুর্ব্বাণে স্ত্রীপ্রসক্তস্য মারুতে।
বাতঘ্নান্ বৃংহণান্ বৃষ্যান্ যোগাংস্তস্য প্রযোজয়েৎ॥

অত্যন্ত স্ত্রী আসক্ত ব্যক্তির বস্তিদেশে বায়ুবিকৃতি জন্মাইলে, বাতঘ্ন, বৃংহণীয় ও বৃষ্যকর যোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

শর্করাপিপ্পলীচূর্ণৈঃ সর্পিষা মাক্ষিকেণ চ।
সংযুক্তং বা শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ কাসজ্বরাপহম্ ॥

দুগ্ধ অর্দ্ধাবর্ত্তিত করিয়া তাহাতে উপযুক্ত চিনি ও পিপুলের চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। অথবা ঐ দুগ্ধে ঘৃত বা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে কাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফলাম্লং সর্পিষা ভৃষ্টং বিদারীক্ষুরসে শৃতম্।
স্ত্রীষু ক্ষীণঃ পিবেদ্যূষং জীবনং বৃংহণং পরম্ ॥

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ বশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তি বৃক্ষাম্ল ঘৃতে ভাজিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসে সিদ্ধ যূষ পান করিবে। ইহাতে জীবনীশক্তি ও রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শক্তূনাং বস্ত্রপূতানাং মন্থং ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতম্।
যাবন্ন সাত্ম্যো দীপ্তাগ্নিঃ ক্ষতক্ষীণঃ পিবেন্নরঃ ॥

যবশক্তু বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা জলে গুলিয়া মন্থ প্রস্তুত করিবে। এবং তাহা মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিবে। ইহাতে ক্ষত ও ক্ষীণ রোগের শান্তি হয়। যে পর্য্যন্ত রোগীর অগ্নিবৃদ্ধি না হয় এবং তাহা অভ্যস্ত হইয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত তাহা পান করিবে।

জীবনীয়োপসিদ্ধং বা ঘৃতভৃষ্টস্তু জাঙ্গলম্।
রসং প্রযোজয়েৎ ক্ষীণে ব্যঞ্জনার্থং সশর্করম্ ॥

ক্ষীণরোগীকে জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ জাঙ্গল মাংসরস ঘৃতের দ্বারা সন্তলিত ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যঞ্জনার্থ প্রদান করিবে।

গোমহিষাশ্বনাগাজৈঃ ক্ষীরৈর্মাংসৈরসৈস্তথা।
যথাগ্নি ভোজয়েদ্ যূষৈঃ ফলাম্লৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ।
দীপ্তেঽগ্নৌ বিধিরেষ স্যান্মন্দে দীপনপাচনঃ ॥

অথবা ক্ষীণ রোগে অগ্নির বল অনুসারে গো, মহিষী, ঘোটকী, হস্তিনী ও ছাগী—এই সকলের দুগ্ধ, বা মাংস অথবা মাংস রস অথবা বৃক্ষাম্ল দ্বারা সংস্কৃত যূষের সহিত অন্ন-ভোজন করিতে দিবে। অগ্নির দীপ্তি থাকিলে এই বিধি। কিন্তু অগ্নিমান্দ্য থাকিলে দীপন ও পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

যক্ষ্মিণাং বিহিতো গ্রাহী ভিন্নে শকৃতি চেষ্যতে ॥

ক্ষত বা ক্ষীণ রোগে মলভেদ থাকিলে যক্ষ্মারোগে যে সকল সংগ্রাহক যোগের উল্লেখ হইয়াছে, সেই সমুদয় ব্যবস্থেয়।

পলিকং সৈন্ধবং শুণ্ঠী দ্বে চ সৌবর্চ্চলাৎ পলে।
কুড়বাংশানি বৃক্ষাম্লং দাড়িমং পত্রমর্জ্জকাৎ ॥
একৈকং মরিচাজাজ্যার্ধান্যকাদ্দ্বে চতুর্থিকে।
শর্করায়াঃ পলান্যত্র দশ দ্বে চ প্রদাপয়েৎ ॥

কৃত্বা চূর্ণং ততো মাত্রামন্নপানে প্রযোজয়েৎ।
রোচনং দীপনং বল্যং পার্শ্বার্ত্তিশ্বাসকাসনুৎ॥
ইতি সৈন্ধবাদিচূর্ণম্।

এক্ষণে দীপন ও পাচন যোগ, সকল বলা হইতেছে। সৈন্ধব এক পল, শুঁঠ এক পল, সৌবর্চ্চল লবণ দুই পল, বৃক্ষাম্ল এক পল, দাড়িম ছাল এক পল, তুলসীপত্র এক পল, মরিচ এক পল, কৃষ্ণজীরা এক পল, ধনিয়া দুই পল এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করতঃ দ্বাদশ পল—চিনি সহ মিশ্রিত করিয়া পরিমিত মাত্রায় অন্ন ও পানে প্রয়োগ করিলে রুচি, অগ্নি দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি হয় এবং পার্শ্বশূল, শ্বাস ও কাস নিবৃত্তি হইয়া থাকে।
ইতি সৈন্ধবাদি চূর্ণ।

একা ষোড়শিকা ধান্যাদ্দ্বে দ্বেহজাজ্যজমোদয়োঃ।
তাভ্যাং দাড়িমবৃক্ষাম্লং দ্বির্দ্বিঃ সৌবর্চ্চলাৎ পলম্॥
শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষং কপিত্থস্য মধ্যাৎ পঞ্চ পলানি চ।
তচ্চূর্ণং ষোড়শপলে শর্করায়া বিমিশ্রয়েৎ॥
ষাড়বোঽয়ং প্রদেয়ঃ স্যাদন্নপানেষু পূর্ব্ববৎ।
মন্দানলে শকৃদ্ভেদে যক্ষ্মিণামগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
ইতি ষাড়বঃ।

যক্ষ্ম রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও মলভেদ থাকিলে, ধনিয়া এক পল, কৃষ্ণজীরা দুই পল, যমানী দুই পল, দাড়িম ত্বকচূর্ণ চারি পল, বৃক্ষাম্ল চারি পল, সৌবর্চ্চল লবণ এক পল, শুঁঠ ২ তোলা, পাকা কদবেলের শাঁস পাঁচ পল এই সমুদয়ের চূর্ণ ও ষোল পল শর্করা একত্র মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবর্দ্ধক এই ষাড়ব অন্ন পানে পূর্ব্ববৎ প্রয়োগ করিবে। ইতি ষাড়ব।

পিবেন্নাগবলামূলমর্দ্ধকর্ষবিবর্দ্ধনম্।
পলং ক্ষীরযুতং মাসং ক্ষীরবৃত্তিরনন্নভুক্॥
এষ প্রয়োগঃ পুষ্ট্যায়ুর্বলারোগ্যকরঃ পরঃ।
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ কল্কোঽয়ং শুণ্ঠীমধুকয়োস্তথা॥

গোরক্ষচাকুলার মূল অর্দ্ধ কর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি দিন অর্দ্ধ কর্ষ বৃদ্ধি করিয় দুগ্ধের সহিত এক পল পর্য্যন্ত পান করিয়া পরে ঐরূপ প্রতিদিন অর্দ্ধ কর্ষ করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। কেবলমাত্র দুগ্ধভোজী হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত ইহা সেবন করিলে, ইহাতে পুষ্টি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। এই নিয়মে থুলকুড়ি, শুঁঠ এবং যষ্টিমধু প্রয়োগ করিলেও ঐরূপ ফল পাওয়া যায়।

যদ্যৎ সন্তর্পণং শীতমবিদাহি হিতং লঘু।
অন্নপানং নিষেব্যং তৎ ক্ষতক্ষীণৈঃ সুখার্থিভিঃ॥

যে যে অন্নপান সন্তর্পণ (রসাদি ধাতুবর্দ্ধক) সেই সেই দ্রব্য এবং শীতল, অবিদাহি, লঘু ও হিতকর অন্ন এবং পানীয় সেবন করিলে ক্ষত ও ক্ষীণ রোগের শান্তি হয়।

যচ্চোক্তং যক্ষ্মিণাং পথ্যং কাসিনাং রক্তপিত্তিনাম্।
তচ্চ কুর্য্যাদবেক্ষ্যাগ্নিং ব্যাধিং সাত্ম্যং বলন্তথা॥

যক্ষ্মা, কাস ও রক্তপিত্তে যে যে পথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগ্নি, ব্যাধিবল, সাত্ম্য, ও বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষত ও ক্ষীণ রোগে সেই সমুদয়ের প্রয়োগ করিবে।

উপেক্ষিতে ভবেৎ তস্মিন্ননুবন্ধো হি যক্ষ্মণঃ।
প্রাগেবাগমনাৎ তস্য তস্মাৎ তং ত্বরয়া জয়েৎ॥

ক্ষত ও ক্ষীণরোগ উপেক্ষিত হইলে যক্ষ্মারূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যক্ষ্মার আগমনের পূর্ব্বে শীঘ্র তাহাদের নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

ক্ষতক্ষয়সমুত্থানং সামান্যপৃথগাকৃতিম্।
অসাধ্যযাপ্যসাধ্যত্বং সাধ্যানাং সিদ্ধিরেব চ॥
উক্তবান্ জ্যেষ্ঠশিষ্যায় ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতে।
তত্ত্বার্থবিদ্ বীতরজস্তমোমোহঃ পুনর্ব্বসুঃ॥

রজঃ ও তমোদোষশূন্য তত্ত্বার্থবিদ্ ভগবান্ পুনর্ব্বসু এই ক্ষত ক্ষীণ চিকিৎসিতে প্রধান শিষ্য অগ্নিবেশের নিকট ক্ষত ও ক্ষীণ রোগের নিদান, সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ, সাধ্যতা, যাপ্যতা, অসাধ্যতা এবং সাধ্য রোগের উপশমোপায় বলিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃততন্ত্রে ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসা সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শ্বয়থুচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা শোথের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি বলিলেন।

ভিষগ্বরিষ্ঠং সুরসিদ্ধজুষ্টং মুনীন্দ্রমত্র্যাত্মজমগ্নিবেশঃ।
মহাগদস্য শ্বয়থোর্যথাবৎ প্রকোপরূপপ্রশমানপৃচ্ছৎ॥

অগ্নিবেশ, দেবতা ও সিদ্ধপুরুষ সেবিত ভিষকশ্রেষ্ঠ মুনীন্দ্র অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসুকে মহাব্যাধি শোথের নিদান, লক্ষণ ও প্রশমোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তস্মৈ জগাদাগদবেদসিন্ধুঃ প্রবর্ত্তনাদ্রিপ্রবরোঽত্রিজন্মা।
বাতাদিভেদাস্ত্রিবিধস্য সম্যঙ্‌নিজানিজৈকাঙ্গ[illegible]॥

অগদ বেদসিন্ধুর প্রবর্ত্তক মহাত্রিস্বরূপ মহাত্মা অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু, বাতাদি দোষ ভেদে ত্রিবিধ নিজ, আগন্তুক, একাঙ্গিক ও সার্ব্বাঙ্গিক শোথের সেই সকল নিদান প্রভৃতি অগ্নিবেশকে বলিলেন।

শুদ্ধ্যাময়াভক্তকৃশাবলানাং ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণগুরূপসেবা।
দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিদুষ্টগরোপসৃষ্টান্ননিষেবণঞ্চ॥
অর্শাংস্যচেষ্টা ন চ দেহশুদ্ধির্মর্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ॥

সংশোধন (বমন ও বিরেচন), ব্যাধি ও অভোজনাদি দ্বারায় কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ক্ষার অম্ল, তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও গুরুপাকী দ্রব্য, দধি, অপক্ব মৃত্তিকা, শাক, বিরুদ্ধ, দুষ্ট ও বিষোপসৃষ্ট অন্ন সেবন করা, অর্শঃ, নিশ্চেষ্টতা, দেহাশুদ্ধি মর্ম্মোপঘাত, অকালে প্রসব এবং প্রতিকর্ম্ম,—বমন বিরেক অনুবাসন আস্থাপন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ; এই সমুদয় নিজ শোথের হেতু।

বাহ্যত্বচো দূষয়িতাভিঘাতঃ কাষ্ঠাগ্নিশল্যাশ্মবিষায়সাদ্যৈঃ।
আগন্তুহেতুস্ত্রিবিধো নিজশ্চ সর্ব্বার্দ্ধগাত্রাবয়বাশ্রিতত্বাৎ॥

কাষ্ঠ, প্রস্তর, শস্ত্র, অগ্নি, অশনি ও বিষ প্রভৃতি দ্বারা অভিহত বাহ্যত্বকের দোষ জন্মাইয়া আগন্তু শোথের কারণ হইয়া থাকে। আগন্তুক ও নিজ শোথ প্রত্যেকই, সার্ব্বাঙ্গিক, অর্দ্ধাঙ্গিক ও একাঙ্গিক ভেদে ত্রিবিধ।

বাহ্যাঃ শিরাঃ প্রাপ্য যদা কফাসৃক্পিত্তানি সন্দূষয়তীহ বায়ুঃ।
তৈর্বদ্ধমার্গঃ স তদা বিসর্পন্নুৎসেধলিঙ্গং শ্বয়থুং করোতি॥

বায়ু বাহ্য শিরাতে উপস্থিত হইয়া কফ, রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিলে, ঐ দূষিত কফ, রক্ত ও পিত্ত, বায়ুর মার্গ রোধ করিয়া থাকে, এই প্রকারে মার্গ রোধ হওয়ায় বায়ু, বিসর্পিত হইয়া উৎসেধ লক্ষণ শোথ জন্মাইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধস্থিতৈরূর্দ্ধমধশ্চ বায়োঃ স্থানস্থিতৈর্মধ্যগতৈশ্চ মধ্যে।
সর্ব্বাঙ্গগঃ সর্ব্বগতৈঃ ক্বচিৎস্থৈর্দোষৈঃ ক্বচিৎ স্যাচ্ছ্বয়থুস্তদাখ্যঃ॥

এই সকল দোষ বক্ষঃস্থলস্থ হইলে ঊর্দ্ধ দিকে, পক্বাশয়স্থ হইলে অধঃদিকে শরীরের মধ্যগত হইলে শরীরের মধ্যে, সর্ব্বাঙ্গস্থ হইলে সর্ব্বগত শোথ জন্মিয়া থাকে, এতদ্ব্যতিরেকে যদি কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থান করিয়া শোথ জন্মায়, তবে সেই সেই স্থানের নামানুসারে তদঙ্গগত শোথ বলিয়া অভিহিত হয়।

উষ্মা তথা স্যাদ্দবথুঃ শিরাণামায়াম ইত্যেব চ পূর্ব্বরূপম্।
সর্ব্বস্ত্রিদোষোঽধিকদোষলিঙ্গৈস্তৎসংজ্ঞমভ্যেতি ভিষগ্জিতঞ্চ॥

শরীরের উষ্ণতা, দবথু (চক্ষুঃপ্রভৃতি স্থানে অসহ্য উত্তাপ) এবং শিরায়াম (শিরাসকল যেন বিস্তৃত হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়) এই সকল শোথের পূর্ব্বরূপ। সমস্ত শোথই ত্রিদোষোৎপন্ন হইলেও যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষের নামানুসারে আখ্যা ও ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং সোৎসেধমুষ্মাথ শিরাতনুত্বম্।
সলোমহর্ষাঙ্গবিবর্ণতা চ সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্॥

শোথের গুরুতা ও অনবস্থিতত্ব (কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি), উৎসেধ (উন্নত হইয়া উঠা) ও উষ্ণতা, শিরা সকলের তনুতা (সূক্ষ্ম হওয়া) রোমাঞ্চ এবং শরীরের বিবর্ণতা এই সমুদয় শোথের সামান্য লক্ষণ।

চলস্তনুত্বক্ পরুষোঽরুণোঽসিতঃ প্রসুপ্তিহর্ষার্তিযুতোঽনিমিত্ততঃ।
প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো দিবা বলীচ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ॥

চলতা (শোথের সর্ব্বদা শরীরের একস্থানে না থাকা), চর্ম্মের তনুতা (পাতলা হওয়া) পারুষ্য, অরুণবর্ণতা, কৃষ্ণ বর্ণতা ও সুষুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা), হর্ষ (ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বেদনা হওয়া অথবা লোমহর্ষ), অকারণ শোথের উপশম, শোথ অঙ্গুলির দ্বারা পীড়ন করিলে নীচু ভাবে না থাকিয়া শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠা, দিবসে শোথের বলবৃদ্ধি, এই সমুদায় বাতজনিত শোথের লক্ষণ।

মৃদুঃ সগন্ধোঽসিতপীতরাগবান্ ভ্রমজ্বরস্বেদতৃষামদান্বিতঃ।
য উষ্যতে স্পর্শরুগক্ষিরাগকৃৎ স পিত্তশোথো ভৃশদাহপাকবান্॥

কোমলতা, সগন্ধতা ; কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণতা, ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা মত্ততা, ঊষ, (সমীপস্থঅগ্নি সন্তাপবৎসন্তাপ বোধ), তীব্র বেদনা, চক্ষের রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত দাহ এবং শোথের পক্কতা এই সমুদয় পিত্তজনিত শোথের লক্ষণ।

গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ।
প্রসেকনিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ।
সকৃচ্ছ্রজন্মপ্রশমো নিপীড়িতো
নচোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফাত্মকঃ॥

শোথের গুরুতা ও স্থিরতা (কাঠিন্য) পাণ্ডুবর্ণতা, অরুচি, প্রসেক (মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব) নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য, অনেককালে উৎপন্ন হওয়া, দীর্ঘকালে উপশম হওয়া, অঙ্গুলির দ্বারা পীড়ন করিলে নীচু হইয়া থাকা এবং রাত্রিতে শোথের বল বৃদ্ধি, এই সমুদয় কফজনিত শোথের লক্ষণ।

কৃশস্য রোগৈরবলস্য যো ভবেদুপদ্রবৈর্ব্বমিপূর্ব্বকৈর্যুতঃ।
স হন্তি মর্ম্মানুগতোঽথ রাজিমান্ পরিস্রবেদ্ধীনবলস্য সর্ব্বগঃ॥

রোগেরদ্বারা কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির যে শোথ জন্মিয়া বমি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত, যে শোথ ও মর্ম্মানুগত, রাজীবিশিষ্ট (রেখাবিশিষ্ট), স্রাবযুক্ত এবং হীনবল ব্যক্তির পক্ষে যে শোথ, তাহা সকলই প্রাণনাশক।

অহীনমাংসস্য য একদোষজো নবো বলস্থস্য সুখঃ স সাধনে।
নিদানদোষর্ত্তুবিপর্য্যয়ক্রমৈরুপাচরেৎ তং বলদোষকালবিৎ॥

যে শোথরোগীর বল ও মাংসের হীনতা না থাকে, এবং শোথ যদি এক দোষোৎপন্ন অথচ নূতন হয়, তবে সেই শোথ সুখসাধ্য। বলদোষকালবিৎ বৈদ্য তাদৃশ সুখসাধ্য শোথ নিদান, দোষ ও ঋতুর বিপরীত উপক্রমের দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈর্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাশ্রিতম্।
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধোবিরেচনৈরূর্দ্ধমধস্তথোর্দ্ধগম্॥

তাহার মধ্যে আমদোষোৎপন্ন শোথ নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রধান দোষ অবলম্বন করিয়া লঙ্ঘন, পাচন এবং শোধন প্রভৃতি উপক্রমের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শিরোগত দোষ শিরোবিরেচন, অধোগত শোথ উর্দ্ধ বিরেচন (বমনাদি) দ্বারা এবং উর্দ্ধগত শোথ অধো বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরুক্ষণৈঃ প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রুক্ষজে।
বিবদ্ধবিট্কেঽনিলজে নিরূহণং ঘৃতন্তু পিত্তানিলজে সতিক্তকম্॥
পয়শ্চ মূর্চ্ছারতিদাহতর্ষিতে বিশোধনীয়ে তু সমূত্রমিষ্যতে।
কফোত্থিতং ক্ষারকটুষ্ণসংযুতৈঃ সমূত্রতক্রাসবযুক্তিভির্জয়েৎ॥

শোথে স্নিগ্ধতা দৃষ্ট হইলে রুক্ষ এবং রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে স্নেহবিধি প্রয়োগ করিবে বাতজশোথে মলবদ্ধ হইলে নিরূহ, বাতপিত্তজনিত শোথে তিক্তকযুক্ত ঘৃত, পরন্ত মূর্চ্ছা, অরতি, দাহ, ও তৃষ্ণা থাকিলে দুগ্ধ, বিশোধনীয় অবস্থায় মূত্রযুক্ত দুগ্ধ এবং কফজনিত শোথে ক্ষার ও কটু দ্রব্যযুক্ত মূত্র, তক্র ও আসব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গ্রাম্যাব্জানূপং পিশিতলবণং শুষ্কশাকং নবান্নং।
গৌড়ং পিষ্টান্নং দধি সকৃশরং বিজ্জলং মদ্যমম্লম্॥
ধানা বল্লূরং সমশনমথো গুর্ব্বসাত্ম্যং বিদাহি।
স্বপ্নঞ্চরাত্রৌ শ্বয়থুগদবান্ বর্জ্জয়েন্মৈথুনঞ্চ॥

শোথী ব্যক্তির, গ্রাম্য, জলজ ও আনূপ জন্তুর মাংস ও লবণ, শুষ্কশাক, নবান্ন, গৌড় (গুড় কৃত চিনি প্রভৃতি), পিষ্টান্ন (পিষ্টক), দধি, কৃশরা, পিচ্ছিল দ্রব্য, মদ্য, অম্ল, ধানা (ভৃষ্টযবের ছাতু), বল্লুর (শুষ্ক মাংস), সমশন (পথ্যাপথ্যে একত্র করিয়া ভোজন), গুরু, অসাত্ম্য, বিদাহিবস্তু, (অম্লজনকবস্তু) দিবানিদ্রা এবং মৈথুন প্রভৃতি পরিত্যাগ একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্যোষত্রিবৃত্তিক্তকরোহিণীচ সায়োরজস্কাস্ত্রিফলারসেন।
পীত্বা কফোত্থং শময়েত্তু শোথং মূত্রেণ গব্যেন হরীতকীং বা॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেউড়ী, কট্কী, ও লৌহচূর্ণ, ত্রিফলার কাথের সহিত অথবা হরীতকী চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিলে কফজনিত শোথের নিবৃত্তি হয়।

হরীতকীনাগরদেবদারু সুখাম্বুযুক্তং সপুনর্নবং বা।
সর্ব্বং পিবেৎ ত্রিম্বপি মূত্রযুক্তং স্নাতশ্চ জীর্ণে পয়সান্নমদ্যাৎ॥

বাত, পিত্ত ও কফজনিত তিন প্রকার শোথেই হরীতকী, শুঁঠ, দেবদারু ও পুনর্নবা উষ্ণজল অথবা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ঐ ঔষধ জীর্ণ হইলে স্নান করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে।

পুনর্নবানাগরমুস্তকল্কান্ প্রস্থেন ধীরঃ পয়সোঽক্ষমাত্রান্।
ময়ূরকং মাগধিকাং সমূলাং সনাগরাং বা প্রপিবেৎ সবাতে॥

বাতজনিত শোথে পুনর্নবা, শুঁঠ, ও মুতা এই সমুদয়ের কল্ক দুই তোলা পরিমাণে লইয়া অথবা অপামার্গ চূর্ণ, পিপুল, পিপুলমূল ও শুঁঠ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ করতঃ অর্দ্ধাবর্ত্তিত /৪ সের দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

দন্তীত্রিবৃৎত্র্যূষণচিত্রকৈর্বা পয়ঃ শৃতং দোষহরং পিবেদ্বা।
দ্বিপ্রস্থমাত্রঞ্চ পলার্দ্ধিকৈস্তৈরর্দ্ধাবশিষ্টং পবনে সপিত্তে॥

দন্তী, তেউড়ী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও চিতা এই সমুদয় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে দোষ সকল নির্গত হইয়া থাকে। অপর বাত ও পিত্তজনিত শোথে ঐ সকল দ্রব্য প্রত্যেকটী চারি তোলা লইয়া দ্বিপ্রস্থ (/৮ সের) দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ও অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিবে।

সশুণ্ঠিপীতদ্রুরসং প্রযোজ্যং শ্যামোরুবূকোষণসাধিতং বা।
ত্বগ্দারুবর্ষাভুমহৌষধৈর্বা গুড়ূচিকানাগরদন্তিভির্বা॥

কিম্বা শোথরোগে কাথবিধানে শুঁঠ ও দারুহরিদ্রার কাথ করিয়া সমপরিমিত সেই কাথসহ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা শ্যামমূলা তেউড়ীর মূল, পিপুল মূল ও এরণ্ড মূলের সহিত কিম্বা দারুচিনি, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, কিম্বা গুলঞ্চ, শুঁঠ ও দন্তীসহ দুগ্ধ পান পান করিয়া শুঁঠ সহ সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

সপ্তাহমৌষ্ট্রন্ত্বথবাপি মাসং পয়ঃ পিবেদ্ভোজনবারিবর্জ্জী।
গব্যং সমূত্রং মহিষীপয়ো বা ক্ষীরাশনং মূত্রমথো গবাং বা॥

বাতপিত্ত শোথে এক সপ্তাহ অথবা একমাস পর্য্যন্ত অন্ন জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উষ্ট্রদুগ্ধ পান করিবে। অথবা কেবল দুগ্ধপায়ী হইয়া মূত্রের সহিত গব্যদুগ্ধ বা মহিষীদুগ্ধ কিম্বা কেবল গোমূত্র পান করিলে ঐরূপ শোথের উপশম হইয়া থাকে।

তক্রং পিবেদ্বা গুরুভিন্নবর্চ্চাঃ সব্যোষসৌবর্চ্চলমাক্ষিকঞ্চ।
গুড়াভয়াং বা গুড়নাগরাং বা সদোষভিন্নামবিবদ্ধবর্চ্চাঃ॥

শোথরোগে মলভেদ থাকিলে, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সৌবর্চ্চললবণ ও মধুর সহিত তক্র, আর দোষ ও আমের সহিত মল বিবদ্ধ থাকিয়া অল্প অল্প নির্গত হইলে গুড় ও হরীতকী বা গুড় ও শুঁঠ সেবন করিবে।

বিড়্বাতসঙ্গে পয়সা রসৈর্বা প্রাগ্ভক্তমপ্যাহুরুবূকতৈলম্।
স্রোতোবিবন্ধেঽগ্নিরুচিপ্রণাশে
মদ্যান্যরিষ্টাংশ্চ পিবেৎ সুজাতান্॥

শোথরোগে মল ও বায়ু বদ্ধ হইলে ভোজনের পূর্ব্বে দুগ্ধ অথবা জাঙ্গল মাংস রসের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে। শোথরোগে স্রোতোবিবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি থাকিলে উৎকৃষ্ট মস্ত ও অরিষ্ট পান করিবে।

গণ্ডীরভল্লাতকচিত্রকাংশ্চ ব্যোষং বিড়ঙ্গং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ।
দ্বিপ্রাস্থিকং গোময়পাবকেন দ্রোণে পচেৎ কূর্চ্চিকমস্তুনস্তু॥
ত্রিভাগশেষস্তু সুপূতশীতং দ্রোণেন তৎ প্রাকৃতমস্তুনা চ।
সিতোপলায়াশ্চ শতেন যুক্তং লিপ্তে ঘটে চিত্রকপিপ্পলীভ্যাম্॥
বৈহায়সে স্থাপিতমাদশাহাৎ প্রযোজয়ংস্তদ্‌বিনিহন্তি শোথান্।
ভগন্দরার্শঃক্রিমিকুষ্ঠমেহান্ বৈবর্ণ্যকার্শ্যানিলহিক্কনঞ্চ॥
ইতি গণ্ডীরাদ্যরিষ্টঃ।

গণ্ডীর (শমঠশাক), ভেলা, চিতা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী. সর্ব্বসমেত চারি সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের কুর্চ্চিকমস্তুর সহিত গোময়াগ্নি দ্বারা জাল দিয়া তিনভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে দধি মস্ত এক দ্রোণ (১।॥৪ সের) ও মিছরি এক শত পল (।২॥ সের) একত্র মিশ্রিত করিয়া চিতা ও পিপুলের দ্বারা প্রলিপ্ত ঘটে স্থাপন পূর্ব্বক দশ দিবস পর্য্যন্ত শূন্যে রাখিয়া পরে উহা নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিলে, শোথ, ভগন্দর, ক্রমি, কুষ্ঠ, মেহ, বৈবর্ণ্য, কৃশতা ও বাতজনিত হিক্কা প্রভৃতি নিবৃত্তি হয়। (কুর্চ্চিকা দুই প্রকার; তপ্ত দুগ্ধে তক্র প্রক্ষেপ দিয়া এক প্রকার কূর্চ্চিকা এবং দধি ও অম্লের প্রক্ষেপ দ্বারা আর একপ্রকার কূর্চ্চিকা হয়। কূর্চ্চিকার জলকে কূর্চ্চিকমস্তু বলে)। ইতি গণ্ডীরাদি অরিষ্ট।

কাশ্মর্য্যধাত্রীমরিচাভয়ানাংদ্রাক্ষাফলানাঞ্চ সপিপ্পলীনাম্।
শতং শতং ক্ষৌদ্রগুড়াৎ পুরাণাত্তুলাস্তু কুম্ভে মধুনা প্রলিপ্তে॥
সপ্তাহমুষ্ণে দ্বিগুণন্তু শীতে স্থিতং জলদ্রোণযুতং পিবেন্না।
শোথান্ বিবদ্ধান্ কফবাতজাংশ্চ নিহন্ত্যরিষ্টোঽষ্টশতোঽগ্নিকৃচ্চ॥
ইত্যষ্টশতোঽরিষ্টঃ

গাম্ভারীফল, আমলকী, মরিচ, হরীতকী, কিসমিস্ ও পিপুল প্রত্যেকে এক শত পল (।২॥ সের), মধু ও গুড় উভয়ে এক তুলা (১২॥ সের) এবং এক দ্রোণ জল, মধুদ্বারা লিপ্ত কুম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক এক সপ্তাহ উষ্ণে (উষ্ণকালে অথবা ধান্য রাশি বা যব রাশিতে) দুই সপ্তাহ শীতে (শীতকালে বা শীতল জল প্রভৃতিতে) রাখিয়া উহা হইতে নিয়মিত মাত্রায় পান করিলে কফ ও বাতজনিত শোথ ও বিবদ্ধ নষ্ট এবং অগ্নি দীপ্ত হইয়া থাকে। ইহা অষ্ট শত অরিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ইতি শতোঽরিষ্ট।

পুনর্নবে দ্বে চ বলে সপাঠে বাসা গুড়ূচী সহ চিত্রকেণ।
নিদিগ্ধিকা চ ত্রিপলানি পক্ত্বা দ্রোণার্দ্ধশেষে সলিলে ততস্তু॥

পূত্বা রসং দ্বে চ গুড়াৎ পুরাণাৎ তুলে মধুপ্রস্থযুতং সুশীতম্।
মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং পলে যবানাং পরতশ্চ মাসাৎ॥
চূর্ণীকৃতৈরর্দ্ধপলাংশিকৈস্তং হেমত্বগেলামরিচাম্বুপত্রৈঃ।
গন্ধান্বিতং ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রদিগ্ধং জীর্ণে পিবেদ্ব্যাধিবলং সমীক্ষ্য॥
হৃৎপাণ্ডুরোগং শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধং প্লীহভ্রমারোচকমেহগুল্মান্।
ভগন্দরং ষড়্ জঠরাণি কাসং শ্বাসং গ্রহণ্যাময়কুষ্ঠকণ্ডূঃ॥
শাখানিলং বদ্ধপুরীষতাঞ্চ হিক্কাং কিলাসঞ্চ হলীমকঞ্চ।
ক্ষিপ্রং জয়েদ্বর্ণবলায়ুরোজস্তেজোন্বিতো মাংসরসান্নভোজী॥
ইতি পুনর্নবাদ্যরিষ্টঃ।

রক্তপুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নবা, বেড়েলা, নাগবলা, আকনদ, বাসক, গুড়ূচী, চিতা ও কণ্টকারী, প্রত্যেকে তিন পল, এক দ্রোণ জল পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথে পুরাতন গুড় দুই তুলা, (॥৫ সের) ও মধু একপ্রস্থ (৴৪ সের) দিয়া ঘৃত ভাবিত পাত্রে স্থাপন করতঃ এক মাস যবের পালে (খড়ে) আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পরে নাগকেশর, দারুচিনি, মরিচ, বালা ও তেজপত্র এই সমুদয় প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল (৪ তোলা) লইয়া তদ্দ্বারা সুগন্ধ করিয়া বল বিবেচনা পূর্ব্বক মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিবে। ইহাতে হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডু, শোথ, প্লীহা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, প্রমেহ, গুল্ম, ভগন্দর, উদর কাস, শ্বাস, গ্রহণী, কুষ্ঠ, কণ্ডু, শাখাগতবায়ু, বিবন্ধ, হিক্কা, কিলাস এবং হলীমক, এই সমুদয় রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া জীর্ণ হইলে মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপ পথ্যের সহিত এই অরিষ্ট পান করিলে, বল, বর্ণ, আয়ুঃ, ওজঃ ও তেজঃ বৃদ্ধি হয়। ইতি পুনর্নবাদ্যরিষ্ট।

ফলত্রিকং চিত্রকপিপ্পলী চ সদীপ্যকং লোহরজো বিড়ঙ্গম্॥
চূর্ণীকৃতং কৌড়বিকং দ্বিরংশং ক্ষৌদ্রং পুরাণস্য তুলাং গুড়স্য॥
মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং যবেষু তানেব নিহন্তি রোগান্॥
ইতি ফলত্রিকাদ্যরিষ্টঃ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, চিতা, পিপ্পলী, লৌহভস্ম ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধ সের, মধু (এক সের), পুরাতন গুড় এক তুলা (১২॥ সের) এই সমুদয় ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এক মাস পর্য্যন্ত যবরাশির মধ্যে রক্ষা করিয়া উহা নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত হৃদ্রোগ প্রভৃতি ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। ইতি ত্রিফলাদ্যরিষ্ট।

যেচার্শসাম্পাণ্ডুবিকারিণাঞ্চ
প্রোক্তা হিতাঃ শোফিষু তেঽপ্যরিষ্টাঃ॥

এতদ্ব্যতিরেকে অর্শ ও পাণ্ডুরোগে যে সমুদয় অরিষ্ট উক্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় শোথরোগে প্রয়োগ করিলেও শুভ ফল হইয়া থাকে।

কৃষ্ণা সপাঠা গজপিপ্পলী চ নিদিগ্ধিকা চিত্রকনাগরঞ্চ।
সপিপ্পলীমূলরজন্যজাজীমুস্তঞ্চ চূর্ণং সুখতোয়পীতম্॥
হন্যাৎ ত্রিদোষং চিরজঞ্চ শোফং কল্কশ্চ ভূনিম্বমহৌষধস্য।
অয়োরজস্ত্র্যূষণযাবশূকং চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন॥

পিপুল, আকনদ, গজপিপুল, কণ্টকারী, চিতা, শুঁঠ, পিপুলের মূল, হরিদ্রা, কৃষ্ণজীরা ও মুথা এই সমুদয়ের চূর্ণ অথবা চিরতা ও শুঁঠের কল্ক, উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে ত্রিদোষজনিত ও দীর্ঘকালোৎপন্ন শোথের উপশম হইয়া থাকে। লৌহচূর্ণ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার এই সমুদয়ের চূর্ণ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কাথের সহিত পান করিলে ত্রিদোষজনিত ও দীর্ঘ কালোৎপন্ন শোথের উপশম হইয়া থাকে।

ক্ষারদ্বয়ং স্যাল্লবণানি চত্বার্য্যয়োরজো ব্যোষফলত্রিকে চ।
সপিপ্পলীমূলবিড়ঙ্গসারং মুস্তাজমোদামরদারুবিল্বম্॥
কলিঙ্গকা চিত্রকমূলপাঠে যষ্ট্যাহ্বয়ং সাতিবিষং পলাংশম্।
সহিঙ্গুকর্ষস্তু সুসূক্ষ্মচূর্ণং দ্রোণং তথা মূলকশুণ্ঠকানাম্।
স্যাদ্ভস্মনস্তৎ সলিলেন সাধ্যমালোড্য যাবদ্ঘনমপ্রদগ্ধম্।
স্ত্যানং ততঃ কোলসমাস্তু মাত্রাং কৃত্বা সুশুষ্কাং বিধিনোপযুঞ্জ্যাৎ॥
প্লীহোদরশ্বিত্রহলীমকার্শঃপাণ্ড্বাময়ারোচকশোষশোফান্।
বিসূচিকাগুল্মগরাশ্মরীশ্চ সশ্বাসকাসান্ প্রদহেৎ সুকস্টান্॥

ইতি ক্ষারগুড়িকা।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট ও ঔদ্ভিদলবণ, লৌহভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুলের মূল, বিড়ঙ্গতণ্ডুল, মুথা, ক্ষেত্রযমানী, দেবদারু, বেলছাল, ইন্দ্রযব, চিতামূল, পাঠা, যষ্টিমধু ও অতিবিষা এই সমুদয় প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল আর ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্গু দুই তোলা গ্রহণ করত: শুষ্ক মূলার ক্ষার এক দ্রোণ দ্বারা যথানিয়মে ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া সেই ক্ষারজলের সহিত ঐ সমুদয় চূর্ণ দগ্ধ হইয়া না যায়, এইরূপে পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে তাহা নামাইয়া কুলের পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত ও শুষ্ক করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাতে প্লীহা, উদর, শ্বিত্র, হলীমক, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরুচি, শোষ, শোথ, বিসূচিকা, গুল্ম, গরদোষ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, এবং কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইতি ক্ষারগুড়িকা।

প্রযোজয়েদার্দ্রকনাগরং বা তুল্যং গুড়েনার্দ্ধপলাভিবৃদ্ধ্যা।
মাত্রা পলং পঞ্চ পলানি মাসং জীর্ণে পয়োযূষরসান্নভোক্তা॥
গুল্মোদরার্শঃশ্বয়থুপ্রমেহান্ শ্বাসপ্রতিশ্যালসকাবিপাকান্।
সকামলাশোষমনোবিকারান্ শ্বাসং কফঞ্চৈব জয়েৎ প্রয়োগঃ॥

ইতি গুড়ার্দ্রকপ্রয়োগঃ।

আদা ও পুরাতন গুড় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন অর্দ্ধপল বৃদ্ধি করিয়া যখন এক দিনে পাঁচ পল মাত্রা হইবে, তখন আর মাত্রা না বাড়াইয়া সেই পাঁচ মাত্রায় একমাস

পর্য্যন্ত সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, যূষ ও মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিলে গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শোথ, প্রমেহ, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, অলসক, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, শোষ, ক্রোধাদি মনোবিকার, কাস, এবং কফ এই সমুদয়ের উপশম হয়। ইতি গুড়ার্দ্রকপ্রয়োগ।

রসস্তথৈবার্দ্রকনাগরস্য পেয়োঽথ জীর্ণে পয়সান্নমদ্যাৎ।
শিলাহ্বয়ঞ্চ ত্রিফলারসেন হন্যাৎ ত্রিদোষং শ্বয়থুং প্রসহ্য॥
ইতি শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

কাঁচা আদার রস অর্দ্ধপল মাত্রায় খাইতে আরম্ভ করিবে। এবং প্রতিদিন অর্দ্ধপল করিয়া মাত্রা বাড়াইবে। যখন পাঁচ পল মাত্রা হইবে, তখন আর মাত্রা না বাড়াইয়া সেই পাঁচ পল মাত্রায় এক মাস পর্য্যন্ত আদার রস সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ ফল হইয়া থাকে। ত্রিফলার কাথের সহিত নিয়মিত রূপে শিলাজতু পান করিলেও ত্রিদোষজ শোথের নিবৃত্তি হয়।

দ্বিপঞ্চমূল্যাস্তু পচেৎ কষায়ে কংসেঽভয়ানাঞ্চ শতং গুড়স্য।
লেহে সুসিদ্ধেঽথ বিনীয় চূর্ণং ব্যোষং ত্রিসৌগন্ধ্যমুষাস্থিতে চ॥
প্রস্থার্দ্ধমাত্রং মধুনঃ সুশীতে কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহাচ্ছুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধম্॥
শ্বাসজ্বরারোচকমেহ গুল্মপ্লীহত্রিদোষোদরপাণ্ডুরোগান্।
কার্শ্যামবাতাবসৃগম্লপিত্তং বৈবর্ণ্যমূত্রানিলশুক্রদোষান্॥
ইতি কংসহরীতকী।

বেল, শোনাক, গামাইর, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদয়ের এক কংস (১৬ সের) কাথে, হরীতকী এক শত এবং গুড় এক তুলা (১২॥ সের) লেহের ন্যায় পাক ও শীতল হইলে, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার এই সমুদয়ের চূর্ণ চারি পল, দারুচিনি, ছোট এলাচী ও তেজপত্র প্রত্যেকের দুই তোলা পরিমিত চূর্ণ ও মধু (দুই সের) প্রক্ষেপ দিবে পরে উহা হইতে প্রতি দিন এক একটী হরীতকী ও এক শুক্তি পরিমাণ (এক ছটাক পরিমাণে) লেহ সেবন করিলে, অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শোথ, শ্বাস, জ্বর, অরুচি প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা; ত্রিদোষজনিত উদর, পাণ্ডু, কৃশতা, আমবাত, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বিবর্ণতা, মূত্রদোষ, বাতদোষ, ও শুক্রদোষ এই সকলের উপশম হইয়া থাকে। ইতি কংস হরীতকী।

পটোলমূলামরদারুদন্তীত্রায়ন্তিপিপ্পল্যভয়াবিশালাঃ॥
যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণী চ সচন্দনা স্যাম্নিচুলানি দার্ব্বী॥
কর্ষোন্মিতৈস্তৈঃ ক্বথিতঃ কষায়ো ঘৃতেন পেয়ঃ কুড়বেন যুক্তঃ।
বীসর্পদাহজ্বরসন্নিপাততৃষ্ণাবিষাণি শ্বয়থুঞ্চ হন্তি॥

পটোলমূল, দেবদারু, দন্তী, বলালতা, পিপুল, হরীতকী, গোরক্ষক কর্কটী যষ্টিমধু, কটকী, রক্তচন্দন, হিজ্জল ও দারুহরিদ্রা এই সকল প্রত্যেক কর্ষ পরিমাণে লইয়া তাহার

কাথে ঘৃত এক সের পাক করিয়া যথামাত্রায় পান করিবে। ইহাতে বীসর্প, দাহ, জ্বর সন্নিপাত, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও শোথ বিনষ্ট হয়।

যমানিকাচিত্রকধান্যপাঠাঃ সদীপ্যকত্র্যূষণবেতসাম্লাঃ।
বিল্বাৎ ফলং দাড়িমযাবশূকে সপিপ্পলীমূলমথাপি চব্যম্॥
পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি জলাঢ়কেন পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থমথ প্রদদ্যাৎ।
অর্শাংসি গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ কৃচ্ছ্রং
নিহন্তি বহ্নিঞ্চ করোতি দীপ্তম্॥
ইতি যমানিকাদিঘৃতম্।

যমানী, চিতা, ধনিয়া, ক্ষেত্রযমানী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, বেলশুঁঠ, দাড়িম, যবক্ষার, পিপুলমূল এবং চৈ এই সমুদয় প্রত্যেকে ২ দুই তোলা পরিমাণ লইয়া এক আঢ়ক (ষোল সের) জলেরদ্বারা এক প্রস্থ (চারি সের) ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে, এই ঘৃত নিয়মিত মাত্রায় পান করিলে, অর্শঃ, গুল্ম ও দুঃখকর শোথের ধ্বংস এবং জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। ইতি যমানিকাদি ঘৃত।

পিবেদ্ঘৃতং বাষ্টগুণাম্বুসিদ্ধং সচিত্রকক্ষারমুদারবীর্য্যম্।
কল্যাণকং বাপি সপঞ্চগব্যং তিক্তং মহদ্বাপ্যথ তিক্তকং বা॥

চিতামূল ও যবক্ষারের ক্ষার কল্ক করিয়া আট গুণ জলের দ্বারা ঘৃত পাক করিবে, এই ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট বীর্য্যশালী, ইহা কিম্বা কল্যাণক ঘৃত, পঞ্চগব্য ঘৃত, তিক্তক ঘৃত, বা মহাতিক্তক ঘৃত পান করিলে শোথের উপশম হয়।

ক্ষারং ঘটে চিত্রককল্কলিপ্তে দধ্যাগতং সাধু বিমথ্য তেন।
তজ্জং ঘৃতং চিত্রকমূলগর্ভং তক্রেণ সিদ্ধং শ্বয়থুঘ্নমগ্র্যম্॥
অর্শাংসি সামানিলগুল্মমেহাংস্তদ্ধন্তি দীপ্তঞ্চ করোতি বহ্নিম্।
তক্রেণ চাদ্যাৎ সঘৃতেন তেন ভোজ্যানি সিদ্ধামথবা যবাগূম্।
ইতি চিত্রকঘৃতম্।

চিতার কল্কের দ্বারা পাত্র লেপন করিয়া তাহাতে দুগ্ধ রাখিবে, ঐ দুগ্ধ দধি হইলে মন্থন করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উঠাইবে। পরে সেই ঘৃত চিতার কল্ক এবং তক্রের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া যথা নিয়মে পান করিবে, ইহা অত্যন্ত শোথঘ্ন এবং অর্শঃ, অতীসার, বাতগুল্ম ও প্রমেহ ধ্বংস করিয়া অগ্নির বল বৃদ্ধি করে। শোথরোগে ঘৃতযুক্ত সেই তক্রের দ্বারা অন্ন অথবা তদ্দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ পাক করিয়া সেবন কর্ত্তব্য। ইতি চিত্রকঘৃত।

জীবন্ত্যজাজীশটীপৌষ্করাহ্বৈঃ সকারবীচিত্রকবিল্বমধ্যৈঃ।
সযাবশূকৈর্বদরপ্রমাণৈর্ব্যক্ষাম্লযুক্তা ঘৃততৈলভৃষ্টা॥
অর্শোঽতিসারানিলগুল্মশোফহৃদ্রোগমন্দাগ্নিহিতা যবাগূঃ।

জীবন্তী, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কুড়, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, বেলশুঁঠ, যবক্ষার ও থৈকল এই সমুদয়ের কোল প্রমান কল্কের সহিত যবাগূ প্রস্তুত এবং ঘৃত ও তৈলে সন্তলিত করিয়া পান করিলে অর্শঃ, অতীসার, বাতগুল্ম, শোথ, হৃদ্রোগ ও অগ্নিমান্দ্যের উপশম হয়।

যা পঞ্চমূলৈ র্বিধিনৈব তেন সিদ্ধা ভবেৎ সা চ সমা তয়ৈব ॥

ঐ প্রকারে পঞ্চমূলদ্বারা সিদ্ধ যবাগূ প্রদান করিলে তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুলত্থযূষশ্চ সপিপ্পলীকো মৌদ্গশ্চ সত্র্যূষণয়াবশূকঃ।
রসস্তথা বিষ্কিরজাঙ্গলানাং সকূর্ম্মগোধাশিখিশল্লকানাম্ ॥
সুবর্চ্চলা গৃঞ্জনকং পটোলং সবায়সীমূলকবেত্রনিম্বম্।
শাকার্থিনাং শাকমিতি প্রশস্তং ভোজ্যে পুরাণশ্চ যবঃ সশালিঃ ॥

পিপুলের সহিত কুলথী কলাইয়ের যূষ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষারের সহিত মুগের যূষ এবং বিষ্কির, জাঙ্গল, কূর্ম্ম, গোধা, ময়ূর ও শজারু এই সমুদয় জন্তুর মাংসের রস; সুবর্চ্চিকা (লতাবিশেষ), রশুন, পটোল, কাকমাচী, মূলক, বেত্র এবং নিম্ব এই সমুদয় শাক এবং পুরাতন যব ও শালিধান্যের অন্ন শোথরোগে একান্ত হিতকর বলিয়া জানিবে।

আভ্যন্তরং ভেষজমুক্তমেতদ্ বহির্হিতং যচ্ছৃণু তদ্‌যথাবৎ।

পূর্ব্বে যে সমুদয় ঔষধ উক্ত হইল তৎ সমুদয় আভ্যন্তরিক ঔষধ; সংপ্রতি শরীরের বহিঃপ্রদেশে হিতকর ঔষধ সকল যথানিয়মে বলা হইতেছে শ্রবণ কর।

স্নেহান্ প্রদেহান্ পরিষেচনানি স্বেদাংশ্চ বাতপ্রবলস্য কুর্য্যাৎ ॥

বাতপ্রবল শোথে স্নেহ, প্রদেহ, পরিষেচন ও স্বেদ এই সমুদয় প্রয়োগ করিবে।

শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদারুকৌন্তীত্বক্ পদ্মকৈলাম্বুপলাশমুস্তৈঃ।
প্রিয়ঙ্গুস্থৌণেয়কহেমমাংসীতালীশপত্রপ্লবপত্রধান্যৈঃ ॥
শ্রীবেষ্টকধান্যকপিপ্পলীভিঃ পৃক্কানখৈশ্চৈব যথোপলাভম্।
বাতান্বিতেঽভ্যঙ্গমুষন্তি তৈলং সিদ্ধং সুপিষ্টৈরপি চ প্রদেহম্ ॥
ইতি শৈলেয়াদিতৈলপ্রদেহৌ ॥

শৈলজ, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুক, গুড়ত্বক, পদ্মকাষ্ঠ, ছোটএলাচী, বালা, পলাশ, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, গাঠিয়ালা, নাগকেশর, জটামাংসী, তালীশ পত্র, কৌবর্ত্তমুস্তক, তেজপত্র, ধনিয়া, কুঁদুরখোটী, গন্ধতৃণ, পিপুল, পিড়িঙ্গশাক এবং পদ্মনখী এই সমুদয় যথালাভ গ্রহণ করতঃ ইহাদের চতুর্গুণ ক্কাথ ও কল্কদ্বারা সিদ্ধ তৈল বাত জনিত শোথে অভ্যঙ্গার্থ ও উক্ত দ্রব্য সমূহ প্রলেপার্থ প্রদান করিবে। ইতি শৈলেয়াদি তৈল।

জলৈস্তথৈরণ্ডবৃষার্কশিগ্রুকাশ্মর্য্যপত্রার্জ্জকজৈশ্চ সিদ্ধৈঃ।
স্বিন্নঃ কবোষ্ণৈরবিতপ্ততোয়ৈঃ স্নাতশ্চ গন্ধৈরনুলেপনীয়ঃ ॥

বাতজনিত শোথে এরণ্ড বাসক, আকন্দ, ডহরকরঞ্জ, শোভাঞ্জন, গামাইর, তেজপত্র, অর্জ্জক (তুলসীবিশেষ) এই সমুদয়ের দ্বারা সিদ্ধ জলে স্বেদ ও রৌদ্রে মৃদু উত্তপ্ত জলের দ্বারা স্নান এবং গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলেপন করিবে।

সবেতসাঃ ক্ষীরবতাং দ্রুমাণাং ত্বচঃ সমঞ্জিষ্ঠলতামৃণালাঃ।
সচন্দনাঃ পদ্মকবালকৌ চ পৈত্তে প্রদেহস্তু সতৈলপাকঃ ॥

পৈত্তিক শোথে বেতস, ক্ষীরীবৃক্ষের (যজ্ঞডুমুর বট, অশ্বত্থ ও পাকুড়) ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ ও বালা এই সমুদয়ের দ্বারা প্রদেহ এবং তৈলপাক করিয়া যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে।

আক্তস্য তেনাম্বু রবিপ্রতপ্তং সচন্দনং সাভয়পদ্মকঞ্চ।
স্নানে হিতং ক্ষীরবতাং কষায়ঃ ক্ষীরোদকং চন্দনলেপনঞ্চ॥

পৈত্তিক শোথে শরীরে ঐ তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত, রক্তচন্দন হরীতকী ও পদ্মকাষ্ঠযুক্ত জল, ক্ষীরীবৃক্ষের কষায় ও দুগ্ধ মিশ্রিত জল স্নানে এবং রক্তচন্দন অনুলেপনে প্রশস্ত।

কফে তু কৃষ্ণাসিকতাপুরাণপিণ্যাকশিগ্রুত্বগুমাপ্রলেপঃ।
কুলত্থশুণ্ঠীজলমূত্রসেকশ্চণ্ডাগুরুভ্যামনুলেপনঞ্চ॥

কফজনিত শোথে, পিপুল, বালুকা পুরাতনপিণ্যাক (সর্ষপখৈল), সজনার ছাল এবং মসিনা দ্বারা প্রলেপ অতি প্রশস্ত। কফজনিত শোথে কুলত্থ ও শুঁঠের কাথ এবং গোমূত্রের দ্বারায় পরিষেক আর চণ্ড (চোর কুঞ্জী নামক গন্ধদ্রব্য) ও অগুরুদ্বারা অনুলেপন হিতকর।

বিভীতকানাং ফলমধ্যলেপঃ সর্ব্বেষু দাহার্ত্তিহরঃ প্রদিষ্টঃ।

সর্ব্বপ্রকার শোথেই বহেড়ার বিচিরদ্বারা প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে দাহ ও বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যষ্ট্যাহ্বমুস্তৈঃ সকপিত্থপত্রৈঃ সচন্দনৈস্তৎ পিড়কাসু লেপঃ॥

যষ্টিমধু, মুথা, কদবেলেরপত্র ও রক্তচন্দনের দ্বারা শোথের পিড়কা সমূহে প্রলেপ দিবে।

রাস্নাবৃষার্কত্রিফলাবিড়ঙ্গং শিগ্রুত্বচো মূষিকপর্ণিকা চ।
নিম্বার্জ্জকৌ ব্যাঘ্রনখঃ সমূর্ব্বা সুবর্চ্চলা তিক্তকরোহিণী চ॥
সকাকমাচী বৃহতী সকুষ্ঠা পুনর্নবা চিত্রকনাগরে চ।
উন্মর্দ্দনং শোফিষু মূত্রপিষ্টং শস্তস্তথা মূলকতোয়সেকঃ॥

শোথরোগে রাস্না, বাসক, আকন্দ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া বিড়ঙ্গ, সজিনার ছাল, ইন্দুরকানী পানা, নিম, অর্জ্জক (তুলসীবিশেষ), ব্যাঘ্রনখী সূচীমুখী, সৌবর্চ্চল, কটুকী, কাকমাচী, বৃহতী, কুড়, পুনর্নবা এবং শুঁঠ এই সমুদয় গোমূত্রের দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দারা উন্মর্দন ও মূলার কাথের দ্বারা পরিষেক অতি প্রশস্ত।

শোফাস্তু গাত্রাবয়বাশ্রিতা যে তে স্থানদূষ্যাকৃতিনামভেদাৎ।
শোথা বহুত্বাদতিবৃত্তসংখ্যাস্তেষাস্তু কাংশ্চিদ্ গদতো নিবোধ॥

যে সকল শোথ গাত্রের অবয়ব বিশেষে উৎপন্ন, সেই সকল শোথ স্থান, দূষ্য, আকৃতি ও নাম ভেদে অনেক প্রকার; উদাহরণার্থ তাহার মধ্যে কতকগুলি বলিতেছি শ্রবণ কর।

দোষাস্ত্রয়ঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ কুর্ব্বন্তি শোথং শিরসঃ সুঘোরম্।

দোষসকল স্বীয় স্বীয় নিদানের দ্বারা কুপিত হইয়া শিরঃপ্রদেশে অতি ভয়ঙ্কর শোথ জন্মায়।

অন্তর্গলেশ্বর্ঘুরকান্বিতশ্চ শালুকমুচ্ছ্বাসনিরোধকারি ॥

আরও ঐ রূপে কুপিত দোষসকল গলার মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যে এক প্রকার শোথ জন্মায়, তাহাতে ঘুর্ঘুরিকা শব্দ ও নিশ্বাসরোধ হইয়া থাকে। এই শোথ শালুক বলিয়া অভিহিত হয়।

গলস্য সন্ধৌ চিবুকে গলে বা সদাহরাগঃ শ্বসনোচ্ছ্বসোগ্রঃ।

গলসন্ধি, চিবুক ও গলদেশে দাহযুক্ত রক্তবর্ণ ও শ্বাসবিশিষ্ট সুচোগ্র নামক একপ্রকার শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোথো ভৃশার্ত্তিস্তু বিড়ালিকা স্যাদ্ধন্যাদ্গলে চেদ্বলয়ীকৃতা সা ॥

কিন্তু ঐ শোথ অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হইলে বিড়ালিকা নামে অভিহিত হয়, পরন্তু উহা যদি মণ্ডলাকার হইয়া উৎপন্ন হয়, তবে অতিশীঘ্র প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

স্যাদ্বিদ্রধির্মাংসবিদাহরাগঃ পাকান্বিতস্তালুনি সত্রিদোষঃ।

তালুতে রক্তবর্ণ ও দাহবিশিষ্ট যে তালুবিদ্রধী জন্মে, তাহা ত্রিদোষ জনিত বলিয়া জানিবে।

জিহ্বোপরিষ্টাদুপজিহ্বিকা স্যাৎ কফাদধস্তাদধিজিহ্বিকা চ ॥

কফ হইতে জিহ্বার উপর একপ্রকার শোথ জন্মে তাহা উপজিহ্বিকা আর জিহ্বার নীচে যে শোথ জন্মে তাহা অধিজিহ্বিকা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যো দন্তমাংসেষু তু রক্তপিত্তাৎ পাকো ভবেৎ সোপকুশঃ প্রদিষ্টঃ।

দন্তমাংসে রক্ত ও পিত্ত হইতে যে পক্ক শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা উপকুশ বলিয়া কথিত হয়।

স্যাদ্দন্তবিদ্রধ্যপি দন্তমাংসে শোফঃ কফাচ্ছোণিতসঞ্চয়োত্থঃ ॥

দন্তমাংসে কফ ও সঞ্চিত রক্ত হইতে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহা দন্তবিদ্রধি বলিয়া অভিহিত হয়।

গলস্য পার্শ্বে গলগণ্ড একঃ স্যাদ্গণ্ডমালা বহুভিস্তু গণ্ডৈঃ।

গলার পার্শ্বে এক গণ্ড জন্মিলে গলগণ্ড, আর অনেক গণ্ড জন্মিলে গণ্ডমালা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সাধ্যাঃ স্মৃতাঃ পীনসপার্শ্বশূলকাসজ্বরচ্ছর্দ্দিযুতাস্ত্বসাধ্যাঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত শোথ সাধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা যদি পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত হয় তাহা হইলে অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

তেষাং শিরাকায়শিরোবিরেকা ধূমঃ পুরাণস্য ঘৃতস্য পানম্।
স্যাল্লঙ্ঘনং বক্ত্রভবেষু চাপি প্রঘর্ষণং স্যাৎ কবলগ্রহশ্চ ॥

সেই সমুদয় শোথের নিবৃত্তির নিমিত্ত শিরাব্যধন, বিরেচন, শিরোবিরেচন, ধূম, ও পুরাতন ঘৃতপান, আর মুখজাত শোথ সকলে লঙ্ঘন, প্রঘর্ষণ ও কবলগ্রহণ হিতকর।

অঙ্গৈকদেশেষ্বনিলাদিভিঃ স্যাৎ স্বরূপধারী স্ফুরণং শিরাভিঃ।
গ্রন্থির্মহান্মাংসভবস্তুনর্ত্তির্মেদোভবঃ স্নিগ্ধতমশ্চলশ্চ ॥

কোন কোন অঙ্গের এক দেশে কুপিত বায়ু প্রভৃতি দোষের দ্বারা তত্তৎদোষের রূপ বিশিষ্ট গ্রন্থি জন্মিয়া থাকে, শিরা দ্বারা তাহার স্ফুরণ হয়; গ্রন্থি,—মাংসে জন্মিলে আকারে বৃহৎ ও বেদনা শূন্য এবং মেদে জন্মিলে অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও চল (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন বিশিষ্ট) হইয়া থাকে।

সংশোধিতে স্বেদিতমশ্মকাষ্ঠৈঃ সাঙ্গুষ্ঠদণ্ডৈর্বিলয়েদপক্বম্।
বিপাট্য চোদ্ধৃত্য ভিষক্ সকোষং শস্ত্রেণ দগ্ধ্বা ব্রণবচ্চিকিৎসেৎ ॥
অদগ্ধ ঈষৎপরিশোষিতশ্চ প্রয়াতি ভূয়োঽপি শনৈর্বিবৃদ্ধিম্।

গ্রন্থিরোগে অপক্ক অবস্থায় সংশোধন ও স্বেদ প্রদান করিবে; প্রস্তর, কাষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, বা দণ্ডের দ্বারা টিপিয়া নরম করিবে, তাহার পর পাকিলে অস্ত্রেরদ্বারা বিপাটিত করিয়া গ্রন্থির কোষের সহিত গ্রন্থি উঠাইবে, অনন্তর দগ্ধ করিয়া ব্রণ রোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। যদি দগ্ধ না করা হয় তবে অল্পমাত্র শুকাইলেই পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তস্মাদশেষঃ কুশলৈঃ সমস্তাচ্ছেদ্যো ভবেদ্বীক্ষ্য শরীরদেশান্ ॥
শেষে কৃতে পাকবশেন শীর্য্যেত্ততঃ ক্ষতোত্থঃ প্রসরেদ্বিসর্পঃ।

এই জন্য সুকুশল চিকিৎসক শরীরের স্থান বিশেষের প্রতি দৃষ্টিরাখিয়া সমূল গ্রন্থি ছেদন করিবে। যদি গ্রন্থি রাখিয়া ছেদন করা যায়, তাহা হইলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্ষতজ বিসর্প জন্মিয়া থাকে।

উপদ্রবং তং প্রবিচার্য্য তজ্জ্ঞস্তৈর্ভেষজৈঃ পূর্ব্বতরৈর্যথোক্তৈঃ ॥
নিবারয়েদাদিত এব যত্নাদ্বিধানবিৎ স্বস্থবিধিং বিধায়।
ততঃ ক্রমেণাস্য যথাবিধানং ব্রণং ব্রণজ্ঞস্ত্বরয়া চিকিৎসেৎ ॥

বিজ্ঞ সুচিকিৎসক সেই উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত পূর্ব্বে বিষর্পরোগোক্ত ঔষধ প্রয়োগ ও তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিধিপূর্ব্বক অতি শীঘ্র ব্রণের চিকিৎসা করিবে।

বিবর্জ্জয়েৎ কুক্ষ্যুদরাশ্রিতঞ্চ তথা গলে মর্ম্মণি সংশ্রিতঞ্চ।
স্থূলঃ খরশ্চাপি ভবেদ্বিবর্জ্জ্যো যশ্চাপি বালস্থবিরাবলানাম্ ॥

যে সকল গ্রন্থি কুক্ষি, উদর, গণ্ডস্থল ও মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন ও যে সকল গ্রন্থি অত্যন্ত স্থূল ও খর সেই সমুদয় গ্রন্থি অসাধ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে বালক ও বৃদ্ধের গ্রন্থি ও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাঞ্চ যতোঽবিশেষঃ প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ।
ততশ্চিকিৎসেদ্ভিষগর্ব্বুদানি বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন ॥

যেহেতু গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ সমুদয়ের স্থান, হেতু, রূপ, দোষ ও দূষ্যেরদ্বারা কোন বিশেষত্ব নাই, সেই হেতু বিজ্ঞ ভিষক্ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসার বিধিঅনুসারে অর্ব্বুদ রোগের চিকিৎসাও করিবেন।

তাম্রা সমূলা পিড়কা ভবেদ্যা সা চালজী নাম পরিস্রুতাগ্রা।

শরীরে তাম্রবর্ণ, শূল বিশিষ্ট যে এক প্রকার পিড়কা জন্মে, তাহা অলজী বলিয়া অভিহিত হয়, এই অলজীর অগ্রভাগে অল্প অল্প স্রাবনির্গত হইয়া থাকে।

রোগে ক্ষতশ্চর্ম্মনখান্তরে স্যান্মাংসাস্রদূষী ভৃশশীঘ্রপাকঃ ॥

চর্ম্ম ও নখের মধ্যে এক প্রকার শোথ জন্মে, ইহাতে মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া, এই শোথ অতি শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

জ্বরান্বিতা বঙ্‌ক্ষণকক্ষজা যা বর্ত্তির্নিরর্ত্তিঃ কঠিনায়তা চ।

বিদারিকা সা কফমারুতাভ্যাং তেষাং যথাদোষমুপক্রমঃ স্যাৎ ॥

আর বঙ্ক্ষণ ও কক্ষস্থলে বর্ত্তিবৎ বেদনা শূন্য ও জ্বরান্বিত এক প্রকার শোথ জন্মে, ইহা অত্যন্ত কঠিনায়ত হইয়া থাকে। এই শোথ বাত ও কফ হইতে উৎপন্ন ও বিদারিকা বলিয়া অভিহিত হয়। দোষানুসারে ইহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে।

বিস্রাবণং পিণ্ডিকযোপনাহঃ পক্কেষু চৈব ব্রণবচ্চিকিৎসা ॥

এই সকল শোথ পাকিলে যাহাতে স্রাব হয়, তাহা ও পিণ্ডিকা দ্বারা (যবাদির পুল্‌টিস্) উপনাহ এবং ব্রণের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বিস্ফোটকাঃ সর্ব্বশরীরগাস্তু স্ফোটাঃ সদাহা জ্বরতর্ষযুক্তাঃ ॥

সর্ব্বশরীরেই বিস্ফোটাখ্য একপ্রকার শোথ জন্মে, সেই সকল স্ফোটক রক্তবর্ণ এবং ইহাতে জ্বর ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

যজ্ঞোপবীতপ্রতিমাঃ প্রভূতাঃ পিত্তানিলাভ্যাং জনিতাস্তু কক্ষাঃ।

বায়ু ও পিত্ত হইতে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বহুসংখ্যকপ্রকার শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা কক্ষা বলিয়া অভিহিত হয়।

যাশ্চাপরাঃ স্যুঃ পিড়কাঃ প্রকীর্ণাঃ

স্থূলাণুমধ্যা অপি পিত্তজাস্তাঃ ॥

কেবল পিত্ত হইতে অপর কতকগুলি প্রকীর্ণ নামক পিড়কা জন্মে, সেই সকল পিড়কা স্থূলমধ্য ও সূক্ষ্মমধ্য হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রপ্রমাণাঃ পিড়কাঃ শরীরে সর্ব্বাঙ্গগাঃ সজ্বরদাহতৃষ্ণ্যাঃ।

কণ্ডুযুতাঃ সারুচিসপ্রসেকা রোমান্তিকাঃ পিত্তকফাৎ প্রদিষ্টাঃ ॥

যাঃ সর্ব্বগাত্রেষু মসূরমাত্রা মসূরিকাঃ পিত্তকফাৎ প্রদিষ্টাঃ।

কফ পিত্তজনিত ক্ষুদ্রাবয়ব, কণ্ডু, অরুচি ও প্রসেকযুক্ত রোমান্তি নামক একপ্রকার পিড়কা জন্মে, ইহাতে রোগী জ্বর গাত্রদাহ ও তৃষ্ণা দ্বারার অভিভূত হয়। পিত্ত ও কফ হইতে সমস্ত গাত্রে মসূর কলায়ের ন্যায় যে শোথ জন্মে, তাহা মসূরিকা বলিয়া অভিহিত হয়।

বীসর্পশান্ত্যৈ বিহিতা ক্রিয়া যা

তাং তাঞ্চ কুষ্ঠেচ হিতাং বিদধ্যাৎ ॥

বিসর্প শান্তির নিমিত্ত যে, যে ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই ক্রিয়া এবং কুষ্ঠের হিতকর ক্রিয়া সকলও মসূরিকাতে প্রয়োগ করিবে।

বৃদ্ধেঽনিলাদ্যৈর্ব্বৃষণে স্বলিঙ্গৈরন্ত্রান্ নিরেতি প্রবিশেন্মুহুশ্চ।

বঙ্ক্ষণস্থ বাতাদি দূষিত হইয়া পুনঃপুনঃ অন্ত্র (নাড়ী) হইতে বৃষণে (অণ্ডকোষে) যায় এবং পুনঃ পুনঃ স্বস্থানে প্রবেশ করে, যে দোষ দূষিত হইয়া অন্ত্র হইতে ঐরূপে নির্গত ও প্রবিষ্ট হয় তাহাতে সেই দোষের চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়।

মূত্রেণ পূর্ণং মৃদু মেদসা চেৎ
স্নিগ্ধঞ্চ বিদ্যাৎ কঠিনঞ্চ শোথম্ ॥
বিরেচনাভ্যঙ্গনিরূহলেপাঃ পক্কেষু চৈব ব্রণবচ্চিকিৎসা।

এই অন্ত্রবৃদ্ধি শোথের মধ্যে, যে শোথ মৃদু, তাহাতে প্রথমে মূত্র সেচন, আর কঠিন হইলে মেদের (চর্ব্বি) দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। পরে বিবেচনা পূর্ব্বক বিরেচন, অভ্যঙ্গ, নিরূহ ও প্রলেপ দিবে, তাহার পর যখন উহা পাকিবে তখন ব্রণের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

স্যান্মূত্রমেদঃ কফজং বিপাট্য বিশোধ্য সীব্যং ব্রণবচ্চ পক্কম্ ॥

কফজনিত অন্ত্রবৃদ্ধি শোথে, মূত্র সেচন পূর্ব্বক বিপাটিত করিয়া পরিষ্কার ও সীবন (শেলাই) করিবে, আর পক্ক হইলে ব্রণের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

ক্রিমেস্তৃণাদিক্ষণনব্যবায়প্রবাহনাত্যুৎকটুকাশ্বপৃষ্ঠৈঃ।
গুদস্য পার্শ্বে পিড়কা ভৃশার্ত্তিঃ
পাকপ্রভিন্না তু ভগন্দরঃ স্যাৎ ॥
বিরেচনৈষণপাটনঞ্চ বিশুদ্ধমার্গস্য চ তৈলদাহঃ।
স্যাৎ ক্ষারসূত্রেণ সুপাচিতস্য ভিন্নস্য চাস্য ব্রণবচ্চিকিৎসা ॥

ক্রিমি ও তৃণাদিদ্বারা ক্ষণন, ব্যবায়, প্রবাহন, (কুন্থন) উৎকটুক (উবু হইয়া বসা) ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহনাদি দ্বারা মলদ্বারের পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট পিড়কার উৎপত্তি হইয়া পাকিয়া ভগন্দর জন্মে। এই রোগে বিরেচন এষণ ও পাটন এই সকল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে, তদনন্তর স্রোতঃসকল শুদ্ধ হইলে উষ্ণ তৈলের দ্বারা ভগন্দর দগ্ধ ও ক্ষার এবং মূত্র উত্তমরূপে পাক করিয়া তদ্দ্বারা ভিন্ন করিয়া পরে ব্রণের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জঙ্ঘাসু পিণ্ডীষু পদোপরিষ্টাৎ স্যাচ্ছ্লীপদং মাংসকফাস্রদোষাৎ।
শিরাকফঘ্নশ্চ বিধিঃ সমগ্রস্তত্রেষ্যতে সর্ষপলেপনঞ্চ ॥

মাংস রক্ত ও কফ দূষিত হইয়া জঙ্ঘা পিণ্ডিকা ও পদের উপরিভাগে শ্লীপদ রোগ জন্মাইয়া থাকে। এই রোগে শিরাস্থিত কফনাশ করে, এরূপ সমস্ত বিধি ও শ্বেত সর্ষপের-দ্বারা প্রলেপ প্রদান কর্ত্তব্য।

মন্দাস্তু পিত্তপ্রবলাঃ প্রদুষ্টা দোষাঃ সুতীব্রং তনুরক্তপাকম্।
কুর্ব্বন্তি শোথং জ্বরতর্ষযুক্তং বিসর্পিণং জালকগর্দ্দভাখ্যম্ ॥

বাত কফ মন্দভাবে এবং পিত্ত প্রবলভাবে থাকিয়া দূষিত হইলে অতি তীব্র জালক গর্দ্দভাখ্য রোগ জন্মিয়া থাকে, এই শোথে পাতলা, রক্তবর্ণ ও পাকবিশিষ্ট, ইহাতে জ্বর ও তৃষ্ণা এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহা সর্ব্বদা একস্থানে না থাকিয়া বিসর্প রোগের ন্যায় গতিশীলা হইয়া থাকে।

বিলেপনং রক্তবিমোক্ষণঞ্চ বিরূক্ষণং কায়বিশোধনঞ্চ।
ধাত্রীপ্রয়োগান্ শিশিরপ্রদেহান্ কুর্য্যাৎ সদা জালকগর্দ্দভস্য ॥

এই আত্মকগর্দ্দভাখ্য শোথে প্রায় সর্ব্বদাই লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ, বিরুক্ষণ, কায়বিরেচন, আমলকী প্রয়োগ ও সর্ব্বদা সুশীতল প্রদেহ (প্রলেপ) প্রদান করিবে।

এবংবিধাংশ্চাপ্যপরান্ পরীক্ষ্য শোথপ্রকারাননিলাদিলিঙ্গৈঃ।
শান্তিং নয়েদ্দোষহরৈর্যথাস্বমালেপনচ্ছেদনভেদদাহৈঃ॥

এতদ্ব্যতিরেকে অন্য প্রকার যে সকল শোথ আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তাহাতে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, সেই দোষের প্রত্যনীক আলেপন, ছেদন, ভেদন ও দাহ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের উপশম করা কর্ত্তব্য।

প্রায়োঽভিঘাতাদনিলঃ সরক্তঃ শোথং সরাগং প্রকরোতি তত্র।
বীসর্পনুন্মারুতরক্তনুচ্চ কার্য্যং বিষঘ্নং বিষজেচ কর্ম্ম॥

কোন প্রকার আঘাত হইলে তদ্দ্বারা বায়ু ও রক্ত দূষিত হইয়া রক্তবর্ণ শোথ জন্মাইয়া থাকে, ইহাতে বীসর্পনাশক ও বাতরক্ত নাশক ক্রিয়া এবং বিষজনিত শোথে বিষ নাশক কর্ম্ম করিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

ত্রিবিধস্য দোষভেদাৎ সর্ব্বার্দ্ধাবয়বগাত্রভেদাচ্চ।
শ্বয়থোর্বিবিধস্য তথা লিঙ্গানি চিকিৎসিতঞ্চোক্তম্॥

ত্রিবিধ দোষ, সর্ব্বাঙ্গ, অর্দ্ধাঙ্গ ও অবয়ব ভেদানুসারে দ্বিবিধ শোথের রূপ ও চিকিৎসা উক্ত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
শ্বয়থুচিকিৎসিতং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতিঅগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতি সংস্কৃত তন্ত্রে শ্বয়থু চিকিৎসা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উদরচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা উদর রোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিলেন।

সিদ্ধবিদ্যাধরাকীর্ণে কৈলাসে নন্দনোপমে।
তপ্যমানং তপস্তীব্রং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতম্॥
আয়ুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠং ভিষগ্বিদ্যাপ্রবর্ত্তকম্।
পুনর্ব্বসুং জিতাত্মানমগ্নিবেশোঽব্রবীদ্বচঃ॥
ভগবন্নুদরৈর্দুঃখৈর্দৃশ্যন্তে হ্যর্দ্দিতা নরাঃ।
শুষ্কবক্ত্রাঃ কৃশৈর্গাত্রৈরাধ্মাতোদরকুক্ষয়ঃ॥

প্রণষ্টাগ্নিবলাহারাঃ সর্ব্বচেষ্টাস্বনীশ্বরাঃ।
দীনাঃ প্রতিক্রিয়াভাবাজ্জহতোঽসূননাথবৎ॥
তেষামায়তনং সংখ্যাং প্রাগ্রূপাকৃতিভেষজম্।
যথাবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি গুরুণা সম্যগীরিতম্॥

একদা আয়ুর্ব্বেদবিদ্ শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক, জিতেন্দ্রিয় ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় বর্ত্তমান ভগবান্ পুনর্ব্বসু, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরাকীর্ণ নন্দন বন সদৃশ কৈলাসে, তপস্যা করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, মনুষ্যগণ উদররোগে আক্রান্ত, শুষ্কমুখ, কৃশগাত্র, উদরাধ্মান ও কুক্ষিআধ্মান, অগ্নিমান্দ্য ও দৌর্ব্বল্য পীড়িত, আহার ও শারীরিক কি মানসিক সর্ব্ব প্রকার চেষ্টায় অসমর্থ এবং দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব সেই সকল উদর রোগের নিদান সংখ্যা, পূর্ব্বরূপ, রূপ ও ঔষধ বিষয়ের সম্যক্ রূপ উপদেশ আমরা—ভগবানের নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।

সর্ব্বভূতহিতায়র্ষিঃ শিষ্যেণৈবং প্রচোদিতঃ।
সর্ব্বভূতহিতং বাক্যং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে॥

ভগবান্ পুনর্ব্বসু সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনার্থ শিষ্য কর্ত্তৃক এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইলে সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অগ্নিদোষান্মনুষ্যাণাং রোগসঙ্ঘাঃ পৃথগ্বিধাঃ।
মলবৃদ্ধ্যা প্রবর্দ্ধন্তে বিশেষেণোদরাণি চ॥

মনুষ্যদিগের অগ্নিদোষ হইতে পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ, মলবৃদ্ধি হইলে উদররোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মন্দেঽগ্নৌ মলিনৈর্ভুক্তৈরপাকাদ্দোষসঞ্চয়ঃ।
প্রাণাগ্ন্যপানান্ সংদূষ্য মার্গান্ রুদ্ধাধরোত্তরান্॥
ত্বঙ্মাংসান্তরমাগত্য কুক্ষিমাধ্মাপয়ন্ ভৃশম্।
জনয়ত্যুদরং তস্য হেতুং শৃণু সলক্ষণম্॥

কুৎসিত ভোজনাদিদ্বারা অগ্নিমান্দ্য হইলে ক্রমশঃ দোষ সকল সঞ্চিত হইয়া ঊর্দ্ধাধঃ স্রোতঃ সকল বদ্ধ করতঃ প্রাণ, অগ্নি ও অপান বায়ু, দূষিত করে। তাহারা ত্বক্ ও মাংসের মধ্যে আসিয়া কুক্ষিতে আধ্মান জন্মাইয়া উদর রোগ করে, সংপ্রতি সেই উদরের নিদান ও লক্ষণ বলা হইতেছে, শ্রবণ কর।

অত্যুষ্ণলবণক্ষারবিদাহ্যম্লগরাশনাৎ।
মিথ্যাসংসর্জ্জনাদ্রুক্ষবিরুদ্ধাশুচিভোজনাৎ॥
প্লীহার্শোগ্রহণীদোষকর্ষণাৎ কর্ম্মবিভ্রমাৎ।
ক্লিষ্টানামপ্রতীকারাদ্রৌক্ষ্যাদ্বেগবিধারণাৎ॥
স্রোতসাং দূষণাদামাৎ সংক্ষোভাদতিপূরণাৎ
অর্শোবালশকৃদ্রোধাদন্ত্রস্ফুটনভেদনাৎ।

অতিসঞ্চিতদোষাণাং পাপং কর্ম্মচ কুর্ব্বতাম্।
উদরাণ্যুপজায়ন্তে মন্দাগ্নীনাং বিশেষতঃ॥

অত্যন্ত উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, বিদাহী ও অম্লদ্রব্যসেবন; বিষভোজন বমনাদি সংশোধনের পর অন্যথা আহারক্রম, রুক্ষ ও বিরুদ্ধ ও অপবিত্র দ্রব্য ভোজন; প্লীহা অর্শঃ ও গ্রহণীদোষ জনিত অত্যন্ত অভিভব; বমন ও বিরেচনের বিপর্য্যয়; পূর্ব্বসঞ্চিত রোগের অপ্রতীকার, রুক্ষতা, বেগরোধ, স্রোতের দোষজনকক্রিয়া, বা অপক্ক রস, সংক্ষোভ, অতিভোজন, অর্শঃ বাতরোধ, মলরোধ, অন্ত্রস্ফুটন এবং অন্ত্রভেদ এই সমুদয় কারণে দোষের অত্যন্ত সঞ্চয় হইলে, কিম্বা পাপকর্ম্ম করিলে বিশেষতঃ মন্দাগ্নি ব্যক্তির উদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্ষুন্নাশং স্বাদুতা স্নিগ্ধগুর্ব্বন্নং পচ্যতে চিরাৎ।
ভুক্তং বিদহ্যতে সর্ব্বং জীর্ণাজীর্ণং ন বেত্তি চ॥
সহতে নাতিসৌহিত্যমীষচ্ছোফশ্চ পাদয়োঃ।
শশ্বদ্বলক্ষয়েঽল্পেঽপি ব্যায়ামে শ্বাসমৃচ্ছতি॥
বৃদ্ধিঃ পুরীষনিচয়ে রুক্ষোদাবর্ত্তহেতুকা।
বস্তিসন্ধৌ রুগাধ্মানং বর্দ্ধতে পাট্যতেঽপি চ॥
আতন্যতে চ জঠরং লঘ্বল্পভোজনৈরপি।
রাজীজন্ম বলীনাশ ইতি লিঙ্গং ভবিষ্যতাম্॥

ক্ষুধানাশ; মিষ্ট, সিক্ত, ও গুরু অন্নের বিলম্বে পরিপাক, ভুক্ত দ্রব্যের বিদাহপাক, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইয়াছে কি না বুঝিতে না পারা, অতি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজনে অসমর্থ্য, পাদ-দ্বয়ে অল্প শোথ, অল্প মাত্র পরিশ্রমেই সর্ব্বদা বলক্ষয় ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতন, মলসঞ্চয়ে শ্বাসের বৃদ্ধি, উদাবর্ত্তজনিত শূল, বস্তিশূল, সন্ধিশূল, লঘু ও অল্প ভোজনে উদরাধ্মান, উদরের উপর রেখার উৎপত্তি, ত্রিবলীরনাশ এই সমুদয় উদর রোগের পূর্ব্বরূপ।

রুদ্ধ্বা স্বেদাম্বুবাহীনি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ।
প্রাণাগ্ন্যপানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্॥

সঞ্চিত দোষ সকল, ঘর্ম্ম ও স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে দূষিত করিয়া মনুষ্যদিগের উদররোগ উৎপত্তির কারণ হয়।

কুক্ষেরাধ্মানমাটোপঃ শোফঃ পাদকরস্য চ।
মন্দাগ্নিঃ শ্লক্ষ্ণগণ্ডত্বং কার্শ্যঞ্চোদরলক্ষণম্॥

কুক্ষির আধ্মান, আটোপ, হস্ত ও পাদে শোথ, অগ্নিমান্দ্য, গণ্ডস্থলে মসৃণতা, এবং শারীরিক কৃশতা এই সমুদয় উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ।
সম্ভবন্ত্যুদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু॥

বাতাদি পৃথক্ ও সমস্ত দোষ, প্লীহা বদ্ধ, ক্ষত ও জল, এই আট প্রকার কারণ হইতে আট প্রকার উদর রোগ জন্মে। পৃথক্রূপে তাহাদের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

রুক্ষাল্পভোজনায়াসবেগোদাবর্ত্তকর্ষণৈঃ।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুক্ষিহৃদ্বস্তিগুদমার্গগঃ॥
হত্বাগ্নিং কফমুদ্ধূয় তেন রুদ্ধগতিস্ততঃ।
আচিনোত্যুদরং জন্তোস্ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতঃ॥

রুক্ষ ও অল্প ভোজন, পরিশ্রম, বেগরোধ ও উদাবর্ত্ত এই সমুদয় কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কুক্ষি, হৃদয়, বস্তি মলদ্বার ও স্রোতঃ সমূহে গমন পূর্ব্বক অগ্নির নাশ করিয়া, কফের উদ্রেক করে। অনন্তর সেই কফের দ্বারা গতিরোধ হওয়ায় বায়ু ত্বক ও মাংসের মধ্যে অবস্থান করিয়া উদর রোগের উৎপাদন করে।

তস্য রূপাণি—কুক্ষিপাদবৃষণশ্বয়থূদরবিপাটনমনিয়তৌ চ বৃদ্ধিহ্রাসৌ কুক্ষিপার্শ্বশূলোদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দপর্ব্বভেদ শুষ্ককাসকার্শ্যদৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকা অধোগুরুত্বং বাতবর্চ্চোমূত্রসঙ্গঃ শ্যাবারুণত্বঞ্চ নখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রবর্চ্চসামপিচোদরং তন্বসিতরাজীশিরাসন্ততমাহতমাধ্মাতদৃতিশব্দবদ্ভবতি। বায়ুশ্চাত্রোর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ সশূলশব্দশ্চরত্যেতদ্বাতোদরমিতি বিদ্যাৎ॥

সেই বাতজনিত উদরের লক্ষণ যথা—কুক্ষি, হস্ত, পাদ ও বৃষণে, শোথ; উদরে সূচীভেদনবৎ বেদনা, কখনও শরীরের বৃদ্ধি ও কখন হ্রাস, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, পর্ব্বভেদ, শুষ্ককাস, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, শরীরের অধোভাগে গুরুতা, বাতনিরোধ, মলসঙ্গ, নখ, নয়ন, বদন, ত্বক, মূত্র ও মলস্রাবের অরুণবর্ণতা, উদর সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ রেখা ও শিরা সমুদয়েরদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া, উদরে আঘাত করিলে বাতপূর্ণ দৃতির (ভিস্তি) ন্যায় শব্দ এবং বায়ু ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক সকল দিকেই শূল জন্মাইয়া বিচরণ করিতে থাকে। এই সমুদয় বাতজনিত উদরের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণাগ্ন্যাতপসেবনৈঃ।
বিদাহ্যজীর্ণাধ্যশনৈশ্চাশু পিত্তং সমাচিতম্॥
প্রাপ্যানিলকফৌ রুদ্ধা মার্গমুন্মার্গমাস্থিতম্।
নিহন্ত্যামাশয়ে বহ্নিং জনয়ত্যুদরং ততঃ॥

কটু, অম্ল লবণ, অতিউষ্ণ ও অতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য, অগ্নি, আতপ ও বিদাহী দ্রব্যের সেবন, অধ্যশন এবং অজীর্ণের দ্বারা পিত্ত অতি শীঘ্র সঞ্চিত হওতঃ বায়ু ও কফের সহিত মিলিত হইয়া স্রোতোরোধ ও উন্মার্গে গমন পূর্ব্বক আমাশয়ে গমন করিয়া অগ্নির নাশ করতঃ উদর রোগ জন্মাইয়া থাকে।

তস্য রূপাণি—দাহজ্বরতৃষ্ণামূর্চ্ছাতীসারভ্রমাঃ কটুকাস্যত্বং হরিতহারিদ্রত্বঞ্চ নখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রবর্চ্চসামপি চোদরং নীলপীতহারিদ্রহরিততাম্ররাজীশিরাবনদ্ধং দহ্যতে দূয়তে ধূপ্যত উষ্মায়তে স্বিদ্যতে ক্লিদ্যতে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকঞ্চ ভবত্যেতৎ পিত্তোদরমিতি বিদ্যাৎ।

পিত্তজনিত উদরের লক্ষণ যথা—দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম, মুখে কটুতা; নখ, নয়ন, মুখ, ত্বক্, মূত্র ও মলের হরিত বা হরিদ্রাবর্ণতা; উদরে নীল, পীত হারিদ্র ও

তাম্রবর্ণ রেখা এবং শিরা দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া আর দাহ, সন্তাপ, উদ্গারে ধূম নির্গম, উষ্ণতা, ঘর্ম্ম, ক্লেদ, মৃদুস্পর্শ ও শীঘ্র পাক এই সমুদয় পিত্তজনিত উদরের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

অব্যায়ামদিবাস্বপ্নস্বাদ্বতিস্নিগ্ধপিচ্ছিলৈঃ।
দধিদুগ্ধোদকানূপমাংসৈশ্চাপ্যতিসেবিতৈঃ॥
ক্রুদ্ধেন শ্লেষ্মণা স্রোতঃস্বাবৃতেষ্বাবৃতোঽনিলঃ।
তমেব পীড়য়ন্ কুর্য্যাদুদরং বহিরন্তরম্॥

অব্যায়াম, দিবাস্বপ্ন, অতি মধুর, অতি স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে দধি, দুগ্ধ, জল ও আনূপ মাংস সেবন হেতু শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া স্রোতঃ সকল আবৃত করিলে তদ্দ্বারা বায়ু আবৃত হইয়া ঐ শ্লেষ্মাকেই পীড়ন করিয়া বহিরন্তাশ্রিত উদর জন্মাইয়া থাকে।

তস্য রূপাণি—গৌরবারোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দাঃ সুপ্তিপাণিপাদমুষ্কোরুশোফোৎক্লেশনিদ্রাকাসশ্বাসাঃ শুক্লত্বঞ্চ নখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রবর্চ্চসামপি চোদরং শুক্লরাজীশিরাসন্ততং গুরু স্তিমিতং স্থিরং কঠিনঞ্চ ভবত্যেতৎ শ্লেষ্মোদরমিতি বিদ্যাৎ॥

শ্লেষ্মজনিত উদরের লক্ষণ যথা—শরীরে গুরুতা, অরুচি, অপরিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, সুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা), হস্ত, পাদ, অণ্ডকোষ ও ঊরুতে শোথ, উৎক্লেশ, নিদ্রা, কাস, শ্বাস, নখ নয়ন, বদন, ত্বক্, মূত্র, ও মলের শুক্লতা এবং উদর শুক্লবর্ণরেখা ও শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া, এই সমুদয় শ্লেষ্মজনিত উদরের লক্ষণ, ইহাতে উদর অত্যন্ত গুরু, স্তিমিত, স্থির ও কঠিন হইয়া থাকে।

দুর্ব্বলাগ্নেরপথ্যাদিবিরোধিগুরুভোজনাৎ।
স্ত্রীদত্তৈশ্চ রজোরোমবিণ্মূত্রাস্থিনখাদিভিঃ॥
বিষৈশ্চ মন্দৈর্বাতাদ্যাঃ কুপিতাঃ সঞ্চিতাস্ত্রয়ঃ।
শনৈঃ কোষ্ঠে প্রকুর্ব্বন্তো জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্॥

অগ্নির দুর্ব্বলাবস্থায় অপক্ব, বিরুদ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, বশীকরণার্থে স্ত্রী দত্ত রজঃ, রোম, বিষ্ঠা, মূত্র, অস্থি ও নখ প্রভৃতি এবং দূষিত বিষ এই সমুদয় সেবনে বাতাদি তিন প্রকার দোষই কুপিত ও কোষ্ঠে সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ উদররোগ জন্মাইয়া থাকে।

তস্য রূপাণি—সর্ব্বেষামেব দোষাণাং সমস্তানি লিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে বর্ণাশ্চ সর্ব্বে নখাদিষূদরমপি চ নানাবর্ণরাজীশিরাসন্ততং ভবত্যেতৎ সন্নিপাতোদরমিতি বিদ্যাৎ॥

ত্রিদোষজনিত উদরের লক্ষণ যথা—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষের যে যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সে সমুদয় লক্ষণ, নখ ও নেত্র প্রভৃতিতে নানারূপ বর্ণ এবং উদরে নানারূপ বর্ণের রেখা ও শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া, এই সমুদয় ত্রিদোষজনিত উদরের লক্ষণ।

অত্যাশিতস্য সংক্ষোভাদ্ যানযানাতিচেষ্টিতৈঃ।
অতিব্যবায়ভারাধ্ববমনব্যাধিকর্ষণৈঃ॥

বামপার্শ্বাশ্রিতঃ প্লীহা চ্যুতঃ স্থানাৎ প্রবর্দ্ধতে।
শোণিতং বা রসাদিভ্যো বিবৃদ্ধং তং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

অত্যন্ত ভোজনের পর সংক্ষোভ, যান গমন, পান ও অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালন অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, ভারবহন, পথশ্রম, বমন ও ব্যাধিদ্বারা কর্শনহেতু বামপার্শ্বস্থিত প্লীহা স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অথবা রসাদি দ্বারা রক্ত সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া সেই বর্দ্ধমান প্লীহার বৃদ্ধি সাধন করে।

তস্য—প্লীহা কঠিনো নীরুজো বর্দ্ধমানঃ কচ্ছপসংস্থান উপলভ্যতে স চোপেক্ষিতঃ ক্রমেণ কুক্ষিং জঠরমগ্ন্যধিষ্ঠানঞ্চ পরিক্ষিপন্নুদরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ॥

এই প্রকারে সেই প্লীহা প্রথমে অষ্ঠীলার ন্যায় কঠিন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহার আকার,—কচ্ছপের আকারের ন্যায় হয়, যদি ঐ বর্দ্ধিত প্লীহা উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা জঠর ও অগ্নির অধিষ্ঠানকে পরিক্ষিপ্ত করিয়া (সরাইয়া দিয়া) উদররোগ জন্মায়।

তস্য রূপাণি—দৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকবর্চ্চোমূত্রগ্রহতমঃপ্রবেশপিপাসাঙ্গমর্দ্দমূর্চ্ছাঙ্গসাদকাসশ্বাসমৃদুজ্বরানাহাগ্নিনাশকার্শ্যাস্যবৈরস্যপর্ব্বভেদাঃ কোষ্ঠেবাতশূলঞ্চাপিচোদরমরুণবর্ণমবিবর্ণং বা নীলহরিতহারিদ্ররাজিমদ্ভবতীত্যেবমেব যকৃদপি দক্ষিণপার্শ্বস্থং কুর্য্যাৎ তুল্যহেতুলিঙ্গৌষধত্বাৎ। তস্য প্লীহজঠর এবাবরোধ ইত্যেতদ্ যকৃৎ প্লীহোদরমিতি বিদ্যাৎ ॥

সেই প্লীহোদরের লক্ষণ যথা দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অপরিপাক, মল ও মূত্রের বিবন্ধ, তমঃপ্রবেশ (অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ) পিপাসা, অঙ্গমর্দ্দ, বমন, মূর্চ্ছা, অলস, মন্দজ্বর আনাহ, অগ্নিমান্দ্য, কৃশতা, মুখের বিরসতা পর্ব্বভেদ, কোষ্ঠে বাতশূল এবং উদর অরুণবর্ণ বা বিবর্ণ ও নীল, হরিত বা হরিদ্রাবর্ণ রেখা দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া, এই সমুদয় প্লীহোদরের লক্ষণ, এইরূপে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ যকৃৎও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদর রোগ জন্মাইয়া থাকে, কিন্তু উহার হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসা সমস্তই প্লীহোদরের সদৃশ, এই জন্য পৃথক্‌রূপে উল্লেখ না করিয়া প্লীহোদরের মধ্যেই তাহাকে সন্নিবিষ্ট করা হইল, ইহাই যকৃৎ ও প্লীহোদর বলিয়া জানিবে।

পক্ষবালৈঃ সহান্নেন ভুক্তৈর্ব্বদ্ধায়তে গুদে।
উদাবর্ত্তৈস্তথার্শোভিরন্ত্রসংমূর্চ্ছনেন বা ॥
অপানো মার্গসংরোধাদ্ধাত্বগ্নিং কুপিতোঽনিলঃ।
বর্চ্চঃপিত্তকফান্ রুদ্ধ্বা জনয়ত্যুদরং ততঃ ॥

পক্ষ (পক্ষ্মপালক) লোম ও কেশের সহিত অন্ন ভোজন, উদাবর্ত্ত বা অর্শঃ, কিম্বা অন্ত্র সংমূর্চ্ছন (উপলেপী অন্নের দ্বারা লিপ্ত হওয়া) এই সমুদয় কারণে অপান বায়ু, স্বকীয় পথরোধ হওয়া প্রযুক্ত কুপিত হইয়া ধাত্বগ্নি, মল, পিত্ত ও কফের গতিরোধ করিয়া উদররোগ জন্মাইয়া থাকে।

তস্য রূপাণি—তৃষ্ণাদাহজ্বরমুখতালুশোষোরুসাদকাসশ্বাসদৌর্ব্বল্যা-রোচকা-বিপাকবর্চ্চোমূত্র সঙ্গাধ্মানচ্ছর্দ্দিক্ষবথুশিরোহৃন্নাভিগুদশূলান্যপি চোদরং মূঢ়বাতং স্থিরমরুণনীলরাজীশিরাবনদ্ধমরাজিকং বা প্রায়ো নাভ্যুপরি গোপুচ্ছবদভিনিবর্ত্তত ইত্যেতদ্বদ্ধগুদোদরমিতি বিদ্যাৎ।

সেই উদরের লক্ষণ যথা—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মুখশোষ, তালুশোষ, উরুর অবসাদ, কাস, শ্বাস, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অপরিপাক, মল ও মূত্রের রোধ, আধ্মান, বমি, ক্ষবথু, মস্তক, হৃদয়, নাভি ও গুহ্যদেশে শূল, এবং উদরে বাতস্তম্ভ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, পরন্তু ইহাতে উদর স্থির, অরুণ ও নীলবর্ণ রেখা ও শিরাসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, অথবা রেখা বিশিষ্ট হইয়া নাভির উপরে গোপুচ্ছের আকারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহাকে বদ্ধগুদোদর বলিয়া জানিবে।

শর্করাতৃণকাষ্ঠাস্থিকণ্টকৈরন্নসংযুতৈঃ।
ভিদ্যেতান্ত্রং যদা ভুক্তৈর্জৃম্ভায়াত্যশনেন বা॥
পাকং গচ্ছেদ্ রসস্তেভ্যশ্ছিদ্রেভ্যঃ প্রস্রবেদ্ বহিঃ।
পূরয়ন্ গুদমন্ত্রঞ্চ জনয়ত্যুদরং ততঃ॥

অন্নের সহিত শর্করা (কাঁকর), তৃণ, কাষ্ঠ, অস্থি বা কণ্টক ভুক্ত হইলে, জৃম্ভা ও অতি ভোজন জনিত, তদ্দ্বারা যখন অন্ত্র ভেদ হয়, তখন পরিপাকের অবস্থায় অন্ত্র হইতে সেই সকল ছিদ্র দিয়া অন্নরস বহিঃপ্রস্রুত হইয়া মলদ্বার ও অন্ত্রপূরণ করিতে থাকে। তৎপরে ইহা হইতে উদর জন্মিয়া থাকে।

তস্য রূপাণি—তদধো নাভেঃ প্রায়ো বর্দ্ধমানমুদকোদরং স্যাদ্যথাবলঞ্চ দোষাণাং রূপাণি দর্শয়ত্যপি চাতুরঃ স লোহিতনীলপীতপিচ্ছিলকুণপ-গন্ধ্যামবর্চ্চ উপবেশতে হিক্কাশ্বাসকাসতৃষ্ণাপ্রমেহারোচকাবিপাক-দৌর্ব্বল্যপরীতশ্চ ভবত্যেতচ্ছিদ্রোদরমিতি বিদ্যাৎ॥

সেই অন্নরস নাভির অধোভাগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উদকোদর ও বাতাদি দোষের মধ্যে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষের রূপ সকল প্রকাশ করে। এই উদরে রোগীর লোহিত, নীল, পীত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ ও অপক্ব মল নির্গমন এবং হিক্কা, শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, প্রমেহ, অরুচি, অপরিপাক ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, এই উদরকে ছিদ্রোদর বলিয়া জানিবে।

স্নেহপীতস্য মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য চ।
অত্যম্বুপানান্নষ্টেঽগ্নৌ মারুতঃ ক্লোম্নি সংস্থিতঃ॥
স্রোতঃসু রুদ্ধমার্গেষু কফশ্চোদকমূর্চ্ছিতঃ।
বর্দ্ধয়েতাং তদেবাম্বু স্বস্থানাদুদরায় তৌ॥

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে স্নেহপান করিয়াছে, কিম্বা যাহার অগ্নিমান্দ্য আছে, বা যে ব্যক্তি ক্ষীণ কিম্বা অতি কৃশ, সেই ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত মাত্রায় জলপান করে, তাহা হইলে অগ্নি সহসা নষ্ট হইয়া, ক্লোমস্থান (পিপাসাস্থান) স্থিত বায়ু এবং রুদ্ধস্রোতঃ সমূহে

কফ, ঐ পীতজলের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া, উভয়েই স্বস্থান হইতে উদরে পূর্ব্বোক্ত পীত জলের বৃদ্ধি করিয়া উদররোগ জন্মায়।

তস্য রূপাণি—নিরন্নকাঙ্ক্ষাপিপাসাগুদস্রাবশূলশ্বাসকাসদৌর্ব্বল্যান্যপি চোদরং নানাবর্ণরাজীশিরাসন্তমুদকপূর্ণদৃতিক্ষোভসমস্পর্শং ভবতীত্যেত-দুদকোদরমিতি বিদ্যাৎ ॥

তাহার রূপ যথা—অন্নে অনভিলাষ, পিপাসা, গুদস্রাব, শূল, শ্বাস, কাস ও দৌর্ব্বল্য এবং উদরে নানাবর্ণ রেখা ও শিরা সমূহের উৎপত্তি এবং উদর জলপূর্ণ দৃতির (ভিস্তির) ন্যায় ক্ষুব্ধ ও কোমলস্পর্শ হইয়া থাকে, ইহা উদকোদর নামে অভিহিত।

তত্রাচিরোৎপন্নমনুপদ্রবমনুদকপূর্ণমুদরং ত্বরমাণশ্চিকিৎসেৎ। উপেক্ষিতানাং হ্যেষাং দোষাঃ স্বস্থানাদপবৃত্তা অপরিপাকাদ্ দ্রবীভূতাঃ সন্ধীন্ স্রোতাংসি চোপক্লেদয়ন্তি স্বেদশ্চ বাহ্যেষু স্রোতঃসু প্রতিহতগতি-স্তির্য্যগবতিষ্ঠমানস্তদেবোদকমাপ্যায়য়তি।

যে উদর অচিরোৎপন্ন, উপদ্রব শূন্য এবং যাহাতে জল জন্মে নাই, অতি শীঘ্র সেই উদরের চিকিৎসা করিবে। কারণ উপেক্ষিত হইলে, এই সমুদয় উদরের দোষ সকল, স্ব স্ব স্থান হইতে অপগত ও আহারের অপরিপাক হেতু দ্রবীভূত হইয়া সন্ধি ও স্রোত সকলকে ক্লিন্ন করিয়া থাকে এবং স্বেদও বাহ্যস্রোতঃসমূহে রুদ্ধগতি হওয়ায়, স্বপথ পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যক্পথে অবস্থান পূর্ব্বক সেই জলেরই বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

তত্র পিচ্ছোৎপত্তৌ মণ্ডলমুদরং গুরু স্তিমিতমাকোঠিতমশব্দং মৃদুস্পর্শমপরিগতরাজীকমাক্রান্তং নাভ্যামেবোপসর্পতীতি ॥ ততোঽ-নন্তরমুদকপ্রাদুর্ভাবঃ। তস্য রূপাণি কুক্ষেরতিমাত্রাভিবৃদ্ধিঃ শিরান্তর্দ্ধান-গমনমুদকপূর্ণদৃতিসংক্ষোভসমস্পর্শঞ্চ।

এইরূপে জলের বৃদ্ধিতে পিচ্ছার উৎপত্তি হইলে উদর মণ্ডলাকার, গুরু, স্তিমিত, অল্প কোঠযুক্ত, শব্দশূন্য, মৃদুস্পর্শ ও রেখাশূন্য হয় এবং আক্রান্ত হইলে (টিপিলে) নাভিতে সর্পিত হইয়া থাকে। তদনন্তর জলোৎপত্তি হয়। সেই জল প্রাদুর্ভাবের রূপ যথা—কুক্ষির অত্যন্ত বৃদ্ধি, সিরাসমূহের অদর্শন, জলপূর্ণ দৃতির ন্যায় উদরের সংক্ষোভ ও স্পর্শ হইয়া থাকে।

তদাতুরমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি——ছর্দ্দ্যতীসারতমকতৃষ্ণাশ্বাসকাসহিক্কা-দৌর্ব্বল্যপার্শ্বশূলারুচিস্বরভেদমূত্রসঙ্গাদয়স্তথাবিধমচিকিৎস্যং বিদ্যাদিতি।

তদবস্থায় বমন, অতীসার, তমক, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দৌর্ব্বল্য, পার্শ্বশূল, অরুচি, স্বরভেদ, মূত্ররোধ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এইরূপ উপদ্রবযুক্ত রোগীকে অচিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

ভবন্তি চাত্র।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ প্লীহ্নঃ সন্নিপাতাৎ তথোদকাৎ।
পরং পরং কৃচ্ছ্রতমমুদরং ভিষগাদিশেৎ ॥

চিকিৎসক এই সকল উদরের মধ্যে বাতজনিত হইতে পিত্তজনিত, পিত্তজনিত হইতে কফজনিত, কফজনিত হইতে প্লীহজনিত, প্লীহজনিত হইতে সান্নিপাতিক এবং সান্নিপাতিক উদর হইতে উদকোদর কষ্টসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

পক্ষাদ্বদ্ধগুদন্তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকং তথা।
প্রায়ো ভবত্যভাবায় চ্ছিদ্রান্ত্রঞ্চোদরং নৃণাম্॥

বদ্ধগুদোদর, সমস্ত জাতোদক উদর এবং ছিদ্রান্ত্রোদর এই সমুদয় উদর প্রায়ই এক পক্ষের পরে মনুষ্যদিগের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে।

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমুপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বলশোণিতমাংসাগ্নিপরিক্ষীণঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

উদর রোগে যে ব্যক্তির চক্ষুতে শোথ, উপস্থের বক্রতা, চর্ম্ম ক্লেদযুক্ত ও তনু (পাতলা) এবং বল, রক্ত, মাংস ও অগ্নির ক্ষীণতা লক্ষিত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

শ্বয়থুঃ সর্ব্বমর্ম্মোত্থঃ শ্বাসো হিক্কারুচিস্তথা।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিরতীসারো নিহন্ত্যুদরিণং নরম্॥

মর্ম্মস্থানসমূহে শোথ, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমন ও অতীসার এই সকল উপদ্রব উদর রোগীকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

জন্মনৈবোদরং সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতম্।
বলিনস্তদজাতাম্বু যত্নসাধ্যং নবোত্থিতম্॥

উদর রোগ সকল উৎপন্নমাত্রই প্রায়ই কষ্টসাধ্য হয়। কিন্তু যদি রোগীর বল থাকে এবং উদরে জল না জন্মে এবং রোগ অতি অল্প দিনের হয়, তাহা হইলে সেই উদর যত্নসাধ্য।

অজাতশোথমরুণং সশব্দং নাতিভারিকম্।
সদা গুড়্গুড়াবন্তং শিরাজালগবাক্ষিতম্॥
নাভিং বিষ্টভ্য বায়ুস্তু বেগং কৃত্বা প্রণশ্যতি।
হৃন্নাভিবঙ্ক্ষণকটীগুদপ্রত্যেকশূলিনঃ॥
কর্কশং সৃজতো বাতং নাতিমন্দে চ পাবকে।
লালয়া বিরসে চাস্যে মূত্রেঽল্পে সংহতে বিষি॥
অজাতোদকমিত্যেতৈর্লিঙ্গৈর্বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
উপক্রমেৎ ভিষগ্দোষবলকালবিশেষবিৎ॥

যে উদর অল্প শোথযুক্ত, অরুণবর্ণ, সশব্দ, অনতিভার, সর্ব্বদা গুড়্গুড় শব্দবিশিষ্ট ও সিরাসমূহ দ্বারা গবাক্ষের ন্যায় লক্ষিত হয় এবং যাহাতে বায়ু নাভিকে বিষ্টব্ধ করিয়া বেগ জন্মাইয়া নিবৃত্ত হয়। পরন্তু যে উদরে হৃদয়, নাভি, বঙ্ক্ষণ, কটী ও মলদ্বার প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে শূল, কর্কশ শব্দে অধোবায়ুর নিঃসরণ, অগ্নির অনতিমান্দ্য, মূত্রের অল্পতা, মলের সংহত ভাব ও মুখ লালা দ্বারা বৈরস্যযুক্ত হয় তাহাকে অজাতোদক উদর বলিয়া জানিবে। চিকিৎসক দোষ, কাল ও বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অজাতোদক উদরের চিকিৎসা করিবেন।

বাতোদরং বলবতঃ পূর্ব্বং স্নেহৈরুপাচরেৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্॥

বাতোদরে বলবান্ রোগীকে প্রথমতঃ যথাবিধি স্নেহ প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা রোগী স্নিগ্ধ হইলে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক স্নেহযুক্ত বিরেচন প্রদান করিবে।

হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।
তথাস্যানবকাশত্বাদ্বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ॥

এইরূপে বিরেচন দ্বারা দোষের নিঃসরণ হইয়া উদর সর্ব্বতোভাবে ম্লান হইলে বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিবে। ইহাতে বায়ু স্থানাভাবহেতু পুনর্ব্বার উদর পূর্ণ করিতে পারিবে না।

দোষাতিমাত্রোপচয়াৎ স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ।
সম্ভবত্যুদরং তস্মাৎ নিত্যমেব বিরেচয়েৎ॥

দোষের অত্যন্ত সঞ্চয় ও স্রোতঃসকলের রোধ হয় বলিয়া উদর রোগের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহাতে নিত্য বিরেচন প্রদান করিবে।

শুদ্ধং সংসৃজ্য চ ক্ষীরং বলার্থং পায়য়েৎ তু তম্।
প্রাগুৎক্লেশান্নিবর্ত্ত্যৈবং বলে লব্ধে ক্রমাৎ পয়ঃ॥
যূষৈ রসৈর্ব্বা মন্দাম্ললবণৈরেধিতানলম্।
সোদাবর্ত্তং পুনঃ স্নিগ্ধং স্বিন্নমাস্থাপয়েন্নরম্॥

উদররোগী শোধনের দ্বারা বিশুদ্ধ কায় হইলে যথাক্রমে মণ্ড পেয়াদি প্রদান করিয়া বলাধানার্থ তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। যতক্ষণ বমনভাব উপস্থিত না হয় ততক্ষণ দুগ্ধ দিবে। রোগীর বলাধান হইলে দুগ্ধপান ক্রমশঃ নিবৃত্তি করিয়া ঈষৎ অম্ল ও লবণ মিশ্রিত মুদ্গাদির যূষ ও মাংস রস সেবন করাইবে। এতদ্দ্বারা অগ্নিদীপ্তি হইলেও যদি উদাবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া নিরূহ প্রদান বিধেয়।

স্ফুরণাক্ষেপসন্ধ্যস্থিপার্শ্বপৃষ্ঠত্রিকার্ত্তিষু।
দীপ্তাগ্নিং বদ্ধবিড়্বাতং রুক্ষমপ্যনুবাসয়েৎ॥

যদি রোগীর উদরে স্ফুরণ, আক্ষেপ এবং সন্ধি, অস্থি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও ত্রিকদেশে বেদনা এবং অগ্নির দীপ্তি, মলবাতবদ্ধতা ও কায়িকরুক্ষতা থাকে তাহা হইলে অনুবাসন প্রদান করিবে।

তীক্ষ্ণাধোভাগযুক্তোঽস্য নিরূহো দাশমূলিকঃ।
বাতঘ্নাম্লশৃতৈরণ্ডতিলতৈলানুবাসনম্॥

উদর রোগে দশমূলের কাথের সহিত তীক্ষ্ণ বিরেচক দ্রব্য মিশাইয়া তদ্দ্বারা নিরূহ আর বাতঘ্ন (ভদ্রদার্ব্বাদিগণ) ও কাঁজীদ্বারা সিদ্ধ এরণ্ডতৈল ও তিলতৈলের দ্বারা অনুবাসন প্রদান করিবে।

অবিরেচ্যং তু যং বিদ্যাদ্দুর্ব্বলং স্থবিরং শিশুম্।
সুকুমারং প্রকৃত্যাল্পদোষং বাথোল্বণানিলম্॥

তং ভিষক্‌শমনৈঃ সর্পির্যূষমাংসরসৌদনৈঃ।
বস্ত্যভ্যঙ্গানুবাসৈশ্চ ক্ষীরৈশ্চোপাচরেদ্বুধঃ॥

বিচক্ষণ চিকিৎসক অবস্থানুরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক বিরেচনের অযোগ্য দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, শিশু, সুকুমার, স্বভাবতঃ অল্পদোষ ও বাতাধিক ব্যক্তিকে দোষোপশমক ঘৃত যূষ ও মাংসরসসহ অন্ন এবং বস্তি, অভ্যঙ্গ, অনুবাসন ও দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পিত্তোদরে তু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ।
দুর্ব্বলন্ত্বনুবাস্যাদৌ শোধয়েৎ ক্ষীরবস্তিনা॥
সংজাতবলকায়াগ্নিং পুনঃ স্নিগ্ধং বিরেচয়েৎ।
পয়সা সত্রিবৃৎকল্কেনোরুবুকশৃতেন বা॥
সাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শৃতেনারগ্বধেন বা।
সকফে বা সমূত্রেণ সবাতে তিক্তসর্পিষা॥

পিত্তোদরে রোগী বলবান্ হইলে প্রথমতঃ বিরেচন প্রদান করিবে। আর যদি রোগী দুর্ব্বল হয়, তবে প্রথমতঃ অনুবাসন, তাহার পর ক্ষীরবস্তি প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হইলে রোগীকে পুনর্ব্বার স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তেউড়ী কল্কের সহিত দুগ্ধ, অথবা এরণ্ডবীজ বা চর্ম্মকষা ও বলাডুমুর কিংবা সোন্দালের কাথ সাধিত দুগ্ধ দ্বারা বিরেচন প্রদান করিবে। অপর, কফের অনুবন্ধ থাকিলে, পুর্ব্বোক্ত তেউড়ীর কল্ক অথবা ভেরেণ্ডা প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ গোমূত্র এবং বাতের অনুবন্ধ থাকিলে, পঞ্চতিক্তক ঘৃতের দ্বারা বিরেচন করাইবে।

পুনঃ ক্ষীরপ্রয়োগঞ্চ বস্তিকর্ম্ম বিরেচনম্।
ক্রমেণ ধ্রুবমাতিষ্ঠন্ যুক্তঃ পিত্তোদরং জয়েৎ॥

পিত্তজনিত উদরে ক্রমশঃ যুক্তিপূর্ব্বক ঐরূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষীর প্রয়োগ বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই পিত্তোদরের উপশম হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধস্বিন্নবিশুদ্ধন্তু কফোদরিণমাতুরম্।
সংসর্জ্জয়েৎ কটুক্ষারযুক্তৈরন্নৈঃ কফাপহৈঃ॥
গোমূত্রারিষ্টপানৈশ্চ চূর্ণায়স্কৃতিভিস্তথা।
সক্ষারৈস্তৈলপানৈশ্চ শময়েৎ তু কফোদরম্॥

কফজনিত উদরে রোগীকে, স্নেহ স্বেদ ও বিরেচন প্রদান করিয়া কটু ও ক্ষারযুক্ত কফনাশক পেয়াদি ক্রমে অন্ন প্রদান করিবে। এবং গোমূত্র ও অরিষ্টপান, লৌহচূর্ণ প্রয়োগ ও ক্ষারসিদ্ধ তৈলপানের দ্বারা কফজনিত উদরের উপশম করিবে।

সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ।
সোপদ্রবন্তু নির্ব্বৃত্তং প্রত্যাখ্যেয়ং বিজানতা॥

বাতাদিজ উদরে যে সকল ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, সান্নিপাতিক উদরেও সে সমুদায়ই প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক উদররোগে উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

উদাবর্ত্তরুজানাহৈর্দাহমোহতৃষাজ্বরৈঃ।
গৌরবারুচিকাঠিন্যৈশ্চানিলাদীন্ যথাক্রমম্॥
লিঙ্গৈঃ প্লীহ্ন্যধিকা তৃষ্ণা রক্তঞ্চ পিত্তলক্ষণৈঃ।
বিদ্যাৎ সমস্তৈঃ সর্ব্বৈস্তু সন্নিপাতং তথা ভিষক্॥
চিকিৎসাং সংপ্রকুর্ব্বীত যথাদোষং যথাবলম্॥

প্লীহোদরে—উদাবর্ত্ত, আনাহ ও বেদনা দ্বারা বায়ুর; দাহ, মোহ, তৃষ্ণা ও জ্বর দ্বারা পিত্তের এবং গৌরব, অরুচি ও কাঠিন্য এই সকল লক্ষণ দ্বারা কফের প্রকোপ বুঝিবে। সন্নিপাতজ প্লীহোদরে উক্ত ত্রিদোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তের প্রকোপ থাকিলে উক্ত পিত্ত লক্ষণ সমূহ ও অত্যন্ত তৃষ্ণা হয়। ইহাতে রোগির দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

স্নেহং স্বেদং বিরেকঞ্চ নিরূহমনুবাসনম্।
সমীক্ষ্য কারয়েদ্বাহৌ বামে বা ব্যধয়েচ্ছিরাম্॥
ষট্পলং পায়য়েৎ সর্পিঃ পিপ্পলীর্ব্বা প্রযোজয়েৎ।
সগুড়ামভয়াং বাপি ক্ষারারিষ্টগণাংস্তথা॥

বিবেচনা পূর্ব্বক প্লীহোদরে স্নেহ, স্বেদ, বিরেচন, নিরূহ ও অনুবাসন ক্রিয়া করিবে অথবা বাম বাহুর শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে, কিংবা অবস্থানুসারে ষট্পল ঘৃত, পিপুল, গুড়যুক্ত হরীতকী, অথবা ক্ষার ও অরিষ্ট সমূহ প্রয়োগ করিবে।

এষ ক্রিয়াক্রমঃ প্রোক্তো যোগান্ সংশমনান্ শৃণু॥

প্লীহোদররোগের ইহা সাধারণ চিকিৎসাক্রম বলা হইল, অতঃপর সংশমন যোগ সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পিপ্পলী নাগরং দন্তী চিত্রকং দ্বিগুণাভয়ম্।
বিড়ঙ্গাংশযুতং চূর্ণমেতদুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥

পিপুল, শুঁঠ, দন্তী ও চিতা প্রত্যেক ১ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ২ ভাগ ও বিড়ঙ্গ সিকি ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

বিড়ঙ্গং চিত্রকং শুণ্ঠীং সঘৃতং সৈন্ধবং বচাম্।
দগ্ধ্বা কপালে পয়সা গুল্মপ্লীহাপহং পিবেৎ॥

বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, সৈন্ধব ও বচ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া কপালে (খোলাতে) ভাজিবে। এই ক্ষার দুগ্ধের সহিত পান করিলে গুল্ম ও প্লীহা রোগের উপশম হয়।

রোহীতকলতানাস্তু কাণ্ডকানভয়াজলে।
মূত্রে বাসুনুয়াত্তচ্চ সপ্তরাত্রস্থিতং পিবেৎ॥
কামলাগুল্মমেহার্শঃপ্লীহসর্ব্বোদরক্রিমীন্।
তদ্ধন্যাজ্জাঙ্গলরসৈর্জীর্ণে স্যাচ্চাত্র ভোজনম্॥

রোহিতক শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া হরীতকীর ক্বাথে অথবা গোমূত্রে সপ্ত রাত্র ভিজাইবে, সপ্তরাত্রির পর এই ক্বাথ বা গোমূত্র উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে কামলা, গুল্ম, প্রমেহ, অর্শ, প্লীহা, সর্ব্বপ্রকার উদর ও ক্রিমি এই সমুদয় রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসরস সহ আহার বিধেয়।

রোহীতকত্বচঃ কৃত্বা পলানি পঞ্চবিংশতিম্।
কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং কষায়মুপকল্পয়েৎ ॥
পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া।
রোহীতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়ত্যেতদাশু প্রয়োজিতম্।
তথা গুল্মোদরশ্বাসক্রিমিপাণ্ডুত্বকামলাঃ ॥
ইতি রোহিতকঘৃতম্।

রোহিতক বৃক্ষের বল্কল পঁচিশ পল (৩৷০ সের), শুষ্ক কুল দুই প্রস্থ (চারি সের) এই সমুদায়ের ক্বাথ ও পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল এবং রোহিতকবল্কল পাঁচ পল ইহাদের কল্কে এক প্রস্থ (চারি সের) ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত নিয়মিত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র অত্যন্ত বৃহৎ প্লীহা, গুল্ম, উদর, শ্বাস, ক্রিমি ও পাণ্ডু এই সমুদয় রোগের উপশম হইয়া থাকে। ইতি রোহিতক ঘৃত।

অগ্নিকর্ম্ম চ কুর্ব্বীত ভিষগ্বাতকফোল্বণে।
পৈত্তিকে জীবনীয়ানি সর্পীংষি ক্ষীরবস্তয়ঃ ॥
রক্তাবসেকঃ সংশুদ্ধিঃ ক্ষীরপানঞ্চ সর্পিষঃ।
যূষৈর্মাংসরসৈশ্চাপি দীপনীয়রসান্বিতৈঃ ॥
লঘূন্যন্নানি সংসৃজ্য দদ্যাৎ প্লীহোদরে ভিষক্।

প্লীহোদর বাতকফোল্বণ হইলে অগ্নিকর্ম্ম করিবে। আর পিত্তপ্রবল হইলে জীবনীয়-গণোক্ত দ্রব্য সাধিত ঘৃত, ক্ষীরবস্তি, রক্তমোক্ষণ, সংশোধন ও দুগ্ধ এবং ঘৃতপান ব্যবস্থা করিবে। প্লীহোদরে অগ্নিদীপক ঔষধ সিদ্ধ যূষ ও মাংস রসের সহিত লঘুপাক অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

যকৃতি প্লীহবৎ সর্ব্বং তুল্যত্বাদ্ ভেষজং মতম্ ॥

প্লীহা ও যকৃতের তুল্যকারণতা হেতু প্লীহোদরের সর্ব্বপ্রকার ঔষধ যকৃৎরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বিন্নায় বদ্ধোদরিণে মূত্রং তীক্ষ্ণৌষধান্বিতম্।
সতৈললবণং দদ্যান্নিরূহং সানুবাসনম্ ॥
পরিস্রংসীনি চান্নানি তীক্ষ্ণঞ্চৈব বিরেচনম্।
উদাবর্ত্তহরং কর্ম্ম কার্য্যং বাতঘ্নমেব চ ॥

বদ্ধোদরে রোগিকে প্রথমতঃ স্বেদ প্রদান করিয়া তীক্ষ্ণ ঔষধ; লবণ ও তৈলের সহিত

মিশ্রিত গোমূত্রের নিরূহ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ অনুবাসন দিবে। ইহাতে বিরেচনোপযোগী অন্ন, তীক্ষ্ণ বিরেচন, এবং উদাবর্ত্তনাশক ও বাতনাশক ক্রিয়া অতিপ্রশস্ত।

ছিদ্রোদরমৃতে স্বেদাৎ শ্লেষ্মোদরবদাচরেৎ।
জাতং জাতং জলং স্রাব্যমেবং তদ্ যাপয়েদ্ভিষক্॥

ছিদ্রোদরে স্বেদ ব্যতিরেকে শ্লেষ্মোদরোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করিবে। উদরে যেমন জল জন্মিবে, তেমনি (ট্যাপ্ করিয়া) সেই জল স্রাব করাইবে। এইরূপে পীড়া যাপ্য রাখিবে।

তৃষ্ণাকাসজ্বরার্ত্তন্তু ক্ষীণমাংসাগ্নিভোজনম্।
বর্জ্জয়েচ্ছ্বাসিনং তদ্বচ্ছূলিনং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্॥

ক্ষতোদরীর তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, মাংসক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, ভোজনের অল্পতা, শ্বাস, শূল ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য দৃষ্ট হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অপাং দোষহরাণ্যাদৌ প্রদদ্যাদুদকোদরে।
মূত্রযুক্তানি তীক্ষ্ণানি বিবিধক্ষারবন্তি চ॥
দীপনীয়ৈঃ কফঘ্নৈশ্চ তমাহারৈরুপাচরেৎ।
দ্রবেভ্যশ্চোদকাদিভ্যো নিযচ্ছেদনুপূর্ব্বশঃ॥

উদকোদরে জলের দোষ নাশক মূত্র ও নানাবিধ ক্ষারযুক্ত তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের প্রয়োগ বিধেয়। পরন্তু ইহাতে অগ্ন্যুদ্দীপক ও কফনাশক আহার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর ক্রমশঃ দ্রবপদার্থ ও জল বন্ধ করিবে।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসঙ্ঘাতজং মতম্।
তস্মাৎ ত্রিদোষশমনীং ক্রিয়াং সর্ব্বত্র কারয়েৎ॥

সর্ব্বপ্রকার উদরই ত্রিদোষের সংমিলন হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব সকল উদরেই ত্রিদোষ নাশক ক্রিয়া করিবে।

দোষৈঃ কুক্ষৌ হি সংপূর্ণে বহ্নির্মন্দত্বমৃচ্ছতি।
তস্মাদ্ যোজ্যানি ভোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ॥
রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
পয়োমূত্রাসবারিষ্টান্ মধু শীধুংস্তথা সুরাম্॥
যবাগূমোদনং বাপি যূষৈরদ্যাদ্রসৈরপি।
মন্দাম্লস্নেহকটুভিঃ পঞ্চমূলোপসাধিতৈঃ॥

বাতাদি দোষ সমূহ দ্বারা কুক্ষি পরিপূর্ণ হইলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে; অতএব এরূপ স্থলে লঘু ও অগ্নির উদ্দীপক ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিবে। যথা—রক্তশালি, যব, মুগ, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীর মাংস, দুগ্ধ, গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট, মধু, শীধু, সুরা। রোগিকে অগ্নি বলানুসারে পঞ্চমূল কাথ দ্বারা সাধিত এবং ঈষদম্ল, স্নেহ ও কটুদ্রব্য সংস্কৃত যূষ এবং মাংস রসের সহিত যবাগূ ও অন্ন প্রদান করিবে।

ঔদকানূপজং মাংসং শাকং পিষ্টকৃতাংস্তিলান্।
ব্যায়ামাধ্বদিবাস্বপ্নং যানযানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

তথোষ্ণলবণাম্লানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
নাদ্যাদন্নানি জঠরী তোয়পানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

উদররোগী ঔদক ও আনূপমাংস, শাক, তিলপিষ্টক, ব্যায়াম, পথশ্রম, দিবাস্বপ্ন, যানারোহণে গমন, উষ্ণদ্রব্য, লবণ, অম্ল, বিদাহি ও গুরুপাক অন্ন এবং জলপান পরিত্যাগ করিবে।

নাতিসান্দ্রং হিতং পানে স্বাদু তক্রমপেলবম্।
ত্র্যূষণক্ষারলবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী॥

সকল উদরেই অনতিগাঢ় সুস্বাদু তক্র সুপথ্য। সন্নিপাতোদরে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ক্ষার ও লবণের সহিত মিশ্রিত তক্র পান করাইবে।

বাতোদরী পিবেৎ তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্।
শর্করামধুকোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানীসৈন্ধবাজাজীব্যোষযুক্তং কফোদরী।
পিবেন্মধুযুতং তক্রং ব্যক্তাম্লং নাতিপেলবম্॥
মধুতৈলবচাশুণ্ঠীশতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরী জাতং সব্যোষন্তূদকোদরী॥
বদ্ধোদরী তু হবুষাযমান্যজাজিসৈন্ধবৈঃ।
পিবেচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতম্॥

বাতোদরী পিপুল ও লবণযুক্ত, পিত্তোদরী শর্করা ও যষ্টিমধুচূর্ণযুক্ত সুস্বাদু, কফোদরী যমানী, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও মধুর সহিত নাতিবিরল অম্ল, প্লীহোদরী মধু, তৈল, বচ, শুঁঠ, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধবযুক্ত, দকোদরী মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ মিশ্রিত, বদ্ধোদরী হবুষ, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব সংযুক্ত এবং ছিদ্রোদরী পিপুল ও মধুর সহিত মিশ্রিত তক্র পান করিবে।

গৌরবারোচকার্ত্তানাং সমন্দাগ্ন্যতিসারিণাম্।
তক্রং বাতকফার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

শরীরের গুরুতা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও অতীসারযুক্ত এবং বায়ুকফজনিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে।

শোফানাহার্ত্তিতৃণ্মূর্চ্ছাপীড়িতে কারভং পয়ঃ।
শুদ্ধানাং ক্ষামদেহানাং গব্যং ছাগং সমাহিষম্॥

উদর রোগীর শোথ, আনাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা রোগ থাকিলে হস্তির দুগ্ধ এবং শোধনের পর শরীর ক্ষীণ হইলে গব্য, মাহিষ ও ছাগ দুগ্ধ প্রশস্ত।

দেবদারুপলাশার্কহস্তিপিপ্পলিশিগ্রুকৈঃ।
সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিহ্যাদুদরং সমৈঃ॥

দেবদারু, পলাশ, আকন্দ, গজপিপুল, সজিনার ছাল এবং অশ্বগন্ধা এই সমুদয় সমভাগে লইয়া গোমূত্রের সহিত প্রলেপ দিলে উদররোগ উপশমিত হয়।

বৃশ্চিকালীং বচাং কুষ্ঠং পঞ্চমূলীং পুনর্নবাম্।
বর্ষাভূং নাগরং ধান্যং জলে পক্ত্বাবসেচয়েৎ ॥
পলাশং কতৃণং রাস্নাং তদ্বৎ পক্ত্বাবসেচয়েৎ।

বৃশ্চিকালী (বিছুটী) মুগ, বচ, কুড়, পঞ্চমূল, শ্বেত পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, শুঁঠ ও ধনে এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা অথবা পলাশ, গন্ধতৃণ ও রাস্নার কাথ দ্বারা উদর সিক্ত করিবে।

মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ ॥

হস্তিমূত্র প্রভৃতি আট প্রকার মূত্রই, উদররোগে পান ও পরিষেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

রুক্ষাণাং বহুবাতানাং তথা সংশোধনার্থিনাম্।
দীপনীয়ানি সর্পীংষি জঠরঘ্নানি বক্ষ্যতে ॥

রুক্ষ, বাতবহুল ও সংশোধনার্থী উদররোগির অগ্নির দীপক ও উদরনাশক ঘৃতের কথা বলা যাইতেছে।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
সক্ষারৈরর্দ্ধপলিকৈর্দ্বিপ্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ ॥
কল্কৈর্দ্বিপঞ্চমূল্যাস্তু তুলার্দ্ধস্বরসেন চ।
দধিমণ্ডাঢ়কোপেতং তৎ সর্পির্জঠরাপহম ॥
শ্বয়থুং বাতবিষ্টম্ভং গুল্মানর্শাংসি নাশয়েৎ ॥

ইতি পঞ্চকোলঘৃতম্।

পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার এই সমুদয়ের কল্ক প্রত্যেকে অর্দ্ধপল, ঘৃত আট সের, তুলার্দ্ধ (ছয়সের এক পুয়া) দশমূলের কাথ ও আঢ়ক পরিমিত (১৬ ষোল সের) দধির মাত ; যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উদর, শোথ, বাতজনিত বিষ্টম্ভ গুল্ম ও অর্শ এই সকল রোগের বিনাশ হইয়া থাকে। ইতি পঞ্চকোল ঘৃত।

নাগরং ত্রিফলা প্রস্থং ঘৃতং তৈলং তথাঢ়কম্।
মস্তুনঃ সাধয়িত্বৈতৎ পিবেৎ সর্ব্বোদরাপহম্ ॥
কফমারুতসম্ভূতে গুল্মে চৈতৎ প্রশস্যতে ॥

ইতি নাগরঘৃতম্।

শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কল্ক প্রত্যেক ২ পল এবং ১৬ সের দধির মাতের সহিত এক প্রস্থ (মিলিত চারি সের) ঘৃত ও তৈল, পাক করিয়া যথাবিধি পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর এবং কফবায়ুজনিত গুল্মরোগের শান্তি হয়। ইতি নাগরঘৃত।

চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাৎ পলে।
কল্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ॥
ইতি চিত্রকঘৃত।

এক প্রস্থ (চারিসের) ঘৃত, চারিগুণ (ষোলসের) জল ও দ্বিগুণ (আটসের) গোমূত্রের সহিত, চিতা এক পল (আটতোলা) কল্ক করিয়া যথাবিধি পাক করত যবক্ষারের সহিত পান করিবে। ইতি চিত্রক ঘৃত।

যবকোলকুলত্থানাং পঞ্চমূলরসেন চ।
সুরাসৌবীরকাভ্যাঞ্চ সিদ্ধং বাপি পিবেদ্ ঘৃতম্॥
ইতি যবাদ্যঘৃতম্।

যব, কুলগুঁঠ ও কুলথকলাই ইহাদের কল্ক এবং পঞ্চমূলের কাথ, সুরা ও সৌবীরকের সহিত সিদ্ধ ঘৃত উদর রোগিকে পান করাইবে। ইতি যবাদ্য ঘৃত।

এভিঃ স্নিগ্ধায় সংজাতে বলে শান্তে চ মারুতে।
শস্তে দোষাশয়ে দদ্যাৎ কল্পদৃষ্টং বিরেচনম্॥

রোগী এই সমুদায় ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ ও বলবান্ হইলে এবং তাহার বায়ু শান্ত ও দোষাশয় প্রশস্ত হইলে কল্পস্থানোক্ত বিরেচন প্রদান করিবে।

পটোলমূলং রজনী বিড়ঙ্গং ত্রিফলাত্বচম্।
কম্পিল্লকং নীলিনী চ ত্রিবৃতা চেতি চূর্ণয়েৎ॥
ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাংস্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুর্গুণান্।
কৃত্বা চূর্ণং ততো মুষ্টিং গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥
বিরিক্তো মৃদু ভুঞ্জীত ভোজনং জাঙ্গলৈ রসৈঃ।
মণ্ডং পেয়াঞ্চ পীত্বা চ সব্যোষং ষড়হং পয়ঃ॥
শৃতং পিবেৎ ততশ্চূর্ণং পিবেদেবং পুনঃ পুনঃ।
হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চাপকর্ষতি।
পটোলাদ্যমিদং চূর্ণমুদরেষু প্রপূজিতম্॥
ইতি পটোলাদ্যং চূর্ণম্।

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কমলাগুড়ী, নীলবুহ্না ও তেউড়ী এই সকল চূর্ণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পটোলমূলাদি বহেড়া পর্য্যন্ত ছয়টী প্রত্যেকে এক কর্ষ পরিমিত, কমলাগুড়ী প্রভৃতি তিনটী যথাক্রমে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ অর্থাৎ কমলাগুড়ী দুই কর্ষ, নীলবুহ্না তিনকর্ষ ও তেউড়ী চারি কর্ষ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা এক পল মাত্রার গোমূত্রের সহিত পান করিবে। তৎপরে বিরেচন হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত মৃদু (লঘু পাক) মণ্ড ও পেয়াদি ভোজন এবং মরিচ, পিপুল ও শুঁঠের দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ ছয় দিন পর্য্যন্ত পান করিবে। অতঃপর উক্তরূপে

পুনর্ব্বার ঐ চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর, এমন কি জাতোদক উদর পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। পরন্ত ইহা দ্বারা কামলা, পাণ্ডু ও শোথের উপশম হইয়া থাকে।

ইতি পটোলাদ্য চূর্ণ।

গবাক্ষীং শঙ্খিনীং দন্তীং তিল্বকস্য ত্বচং বচাম্।
পিবেদ্দ্রাক্ষাম্বুগোমূত্রকোলকর্কন্ধুশীধুভিঃ॥

রাখালশশা, চোরপুষ্পী, দন্তী, লোধছাল ও বচ এই সমুদায়ের চূর্ণ দ্রাক্ষার কাথ, গোমূত্র, কুল শুঁঠের কাথ, শেয়ালকুলের কাথ ও শীধু (মদ্যবিশেষ) ইহাদের কোন একটীর সহিত পান করিবে।

যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা চোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শটী বচা॥
শতাহ্বা চিত্রকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা।
দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়স্তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এতন্নারায়ণং নাম চূর্ণং রোগগণাপহম্।
নৈতৎ প্রাপ্যাতিবর্ত্তন্তে রোগা বিষ্ণুমিবাসুরাঃ॥
তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ং গুল্মিভির্বদরাম্বুনা।
আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া॥
দধিমণ্ডেন বিট্‌সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসৈঃ।
পরিকর্ত্তে সবৃক্ষাম্লমুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে॥
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে।
হৃদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠে মন্দেঽনলে জ্বরে॥
দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে।
যথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনম্॥

ইতি নারায়ণচূর্ণম্।

যমানী, হবুষা, ধনে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ক্ষুদ্রকৃষ্ণজীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, ক্ষেত্র যমানী, শটী, বচ, শুলফা, চিতামূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিড়, ওদ্ভিদলবণ, সামুদ্রলবণ এবং বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে সমপরিমাণ এক এক ভাগ, এবং দন্তী তিন ভাগ, তেউড়ী দুই ভাগ, রাখালশশার মূল দুই ভাগ, চর্ম্মকষা চারিভাগ এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম নারায়ণচূর্ণ, অসুরগণ যেমন বিষ্ণুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না—তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার রোগ এই চূর্ণকে অতিবর্ত্তন করিতে পারে না। এই চূর্ণ উদররোগী তক্র, গুল্মরোগী কুলের কাথ, আনাহরোগী সুরা, বাতরোগী প্রসন্না, মলবদ্ধে দধিমণ্ড, অর্শোরোগী

দাড়িমাম্বু, পরিস্রুস্তিকার থৈকল এবং অজীর্ণরোগী উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। এতদ্ভিন্ন ভগন্দর, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, গলগ্রহ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, দংষ্ট্রাবিষ, মূলবিষ, গরবিষ এবং কৃত্রিম বিষে উষ্ণ জলসহ এই চূর্ণ পান করিতে হয়। প্রথমে যথোপযুক্ত স্নেহ পান দ্বারা রোগীর কোষ্ঠ স্নিগ্ধ করিয়া এই বিরেচন চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

ইতি নারায়ণচূর্ণ।

হবুষাং কাঞ্চনক্ষীরী ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
নীলিনীং ত্রায়মাণাঞ্চ সাতলাং ত্রিবৃতাং বচাম্॥
সৈন্ধবং কাললবণং পিপ্পলীঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।
দাড়িমত্রিফলামাংসরসমূত্রসুখোদকৈঃ॥
পেয়োঽয়ং সর্ব্বগুল্মেষু প্লীহ্নি সর্ব্বোদরেষু চ।
কুষ্ঠে শ্বিত্রে সরুজকে সবাতে বিষমাগ্নিষু॥
শোথার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে।
বাতপিত্তকফাংশ্চাশু বিরেকাৎ সংপ্রসাধয়েৎ॥

ইতি হবুষাদ্যচূর্ণম্।

হবুষা, স্বর্ণক্ষীরী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটুকী, নীলবুহ্না, বলাডুমুর, চর্ম্মকষা, তেউড়ী, বচ, সৈন্ধব, কাললবণ ও পিপুল সমভাবে এই সকলের চূর্ণ দাড়িমের রস, ত্রিফলা কাথ, মাংসরস, গোমূত্র অথবা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে, বিরেচন হেতু সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, প্লীহা ও সকলপ্রকার উদর, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, শূল, বাতব্যাধি, বিষমাগ্নি, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগ এবং কুপিত বাতপিত্ত ও কফ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইতি হবুষাদ্য চূর্ণ।

নীলিনীনিচুলং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
চিত্রকঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং সর্পিষোদরগুল্মনুৎ॥

ইতি নীলিন্যাদ্যং চূর্ণম্।

নীলবুহ্না, হিজ্জল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ এবং চিতা মূল, এই সকলের চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে উদর ও গুল্ম রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ইতি নীলিন্যাদ্যচূর্ণ।

ক্ষীরদ্রোণং সুধাক্ষীরপ্রস্থার্দ্ধসহিতং দধি।
জাতং মথিত্বাতো মাত্রাং ত্রিবৃৎসিদ্ধাৎ পিবেদ্ঘৃতাৎ॥
তথা সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং পয়স্যষ্টগুণে পিবেৎ।
স্নুক্‌ক্ষীরপলকল্কেন ত্রিবৃতা ষট্‌পলেন চ॥
দধিমণ্ডাঢ়কে সিদ্ধাৎ স্নুক্‌ক্ষীরপলকল্কিতাৎ।
ঘৃতপ্রস্থাৎ পিবেন্মাত্রাং তদ্বজ্জঠরশান্তয়ে॥

ইতি স্নুক্‌ক্ষীরঘৃতানি।

দুগ্ধ এক দ্রোণ (এক মণ চব্বিশ সের) ও মনসার ক্ষীর অর্দ্ধপ্রস্থ (দুই সের) একত্র সন্ধান

করিয়া রাখিয়া, দধি হইলে, উহা মন্থন করিয়া মাখন উঠাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ঐ ঘৃত, তেউড়ী কল্কের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া উদররোগী যথাবিধি পান করিবে। তদ্রূপ এক প্রস্থ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ এবং মনসার ক্ষীর এক পল (আট তোলা) ও তেউড়ী ৪৮ তোলা এই কল্কের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া উদর রোগী পান করিবে। তদ্রূপ দধির মাত এক আঢ়ক (ষোলসের) ও মনসাক্ষীর এক পল কল্ক করিয়া এক প্রস্থ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে উদররোগের শান্তি হইয়া থাকে।

এষাঞ্চানুপিবেদেব পয়ো বা স্বাদু বা রসম্।
ঘৃতে জীর্ণে বিরিক্তস্তু কোষ্ণং নাগরকৈঃ শৃতম্॥
পিবেদম্বু ততঃ পেয়াং যূষং কৌলত্থকং ততঃ।
পিবেদ্রুক্ষস্ত্র্যহন্ত্বেবং পয়োঽম্নং প্রতিভোজিতঃ॥
পুনঃ পুনঃ পিবেৎ সর্পিরানুপূর্ব্ব্যা তথৈব চ।
ঘৃতান্যেতানি সিদ্ধানি বিদধ্যাৎ কুশলো ভিষক্॥
গুল্মানাং গরদোষাণামুদরাণাঞ্চ শান্তয়ে॥

এই সকল ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ অথবা মাংস রস অনুপান করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইয়া বিরেচন হইলে শুঁঠ সিদ্ধ জল ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিতে হইবে। পরে পেয়া ও কুলথকলায়ের যূষ পথ্য দিবে। রুক্ষ উদর রোগী এইরূপ পথ্য করিয়া ৩ দিন দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে। সুকুশল বৈদ্য গুল্ম, গরদোষ ও উদর শান্তির নিমিত্ত আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বোক্ত এই সমুদয় ঘৃত ও পথ্য পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবেন।

পীলুকল্কোপসিদ্ধং বা ঘৃতমানাহভেদনম্।
গুল্মঘ্নং নৌলিনীসর্পিঃ স্নেহং বা মিশ্রকং পিবেৎ॥
ক্রমান্নির্হৃতদোষাণাং জাঙ্গলপ্রতিভোজিনাম্॥

উদর রোগীর আনাহ শান্তির জন্য পিলুর (ঔত্তরাপথিক বৃক্ষ) কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা গুল্মঘ্ন নৌলিনীঘৃত কিংবা মিশ্রক স্নেহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা রোগীর দোষ সকল নির্হৃত হইলে তাহাকে জাঙ্গল মাংস রসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

দোষশেষনিবৃত্ত্যর্থং যোগান্ বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
চিত্রকামরদারুভ্যাং কল্কং ক্ষীরেণ না পিবেৎ॥

অতঃপর দোষাবশেষ নিবৃত্তির নিমিত্ত যে সকল যোগ প্রয়োগ করা উচিত তাহা বলিতেছি। চিতা ও দেবদারুর কল্ক দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

মাসং যুক্তং তথা হস্তিপিপ্পলীবিশ্বভেষজম্।
বিড়ঙ্গং চিত্রকং দন্তী চব্যং ব্যোষঞ্চ তৈঃ পয়ঃ॥
কল্কৈঃ কোলসমৈঃ পীত্বা প্রবৃদ্ধমুদরং জয়েৎ।

এক মাস যাবৎ, গজপিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী, চৈ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মিলাইয়া দুই তোলা পরিমিত কল্ক সহ পরিমিত দুগ্ধপান করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত উদরেরও শান্তি হইয়া থাকে।

পিবেৎ কষায়ং ত্রিফলাদন্তীরোহীতকৈঃ শৃতম্ ॥
ব্যোষক্ষারযুতং জীর্ণে রসৈরন্নান্তু জাঙ্গলৈঃ।
মাংসং বা ভোজনং যোজ্যং সুধাক্ষীরঘৃতান্বিতম্ ॥

এক মাস পর্য্যন্ত হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী ও রোহিতক ইহাদের কাথে, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, কাথ জীর্ণ হইলে জাঙ্গলমাংস রসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে বা মনসা ক্ষীর ও ঘৃতের সহিত মাংস পাক করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতে দিবে।

ক্ষীরানুপানং গোমূত্রেণাভয়াং বা প্রযোজয়েৎ।

উদরিকে গোমূত্রসহ হরীতকী সেবন করাইয়া দুগ্ধানুপান প্রয়োগ করিবে।

সপ্তাহং মাহিষং মূত্রং ক্ষীরঞ্চানন্নভুক্ পিবেৎ।
মাসমৌষ্ট্রং পয়শ্ছাগং ত্রীন্ মাসান্ ব্যোষসংযুতম্ ॥

অথবা উদররোগী অনন্নভুক্ হইয়া (অন্ন না খাইয়া) এক সপ্তাহ মাহিষ মূত্র ও দুগ্ধ পান করিবে। ত্রিকটুযুক্ত উষ্ট্র দুগ্ধ এক মাস কিংবা ত্রিকটুসহ ছাগদুগ্ধ তিন মাস যাবৎ পান করিলে উদরের শান্তি হয়।

হরীতকীসহস্রং বা ক্ষীরাশী বা শিলাজতু ॥
শিলাজতুবিধানেন গুগ্‌গুলুং বা প্রযোজয়েৎ।

কেবল দুগ্ধপায়ী হইয়া এক সহস্র হরীতকী বা শিলাজতুবিধানানুসারে শিলাজতু কিংবা গুগ্‌গুলু সেবন করিবে।

শৃঙ্গবেরার্দ্রকরসঃ পানে ক্ষীরসমো হিতঃ ॥
তৈলং রসেন তেনৈব সিদ্ধং দশগুণেন বা।

সমভাগে দুগ্ধ ও আদার রস অথবা দশগুণ আদার রস দ্বারা সিদ্ধ তৈল যথা মাত্রায় পান করিলে উদর নষ্ট হয়।

দন্তীদ্রবন্তীফলজং তৈলং দূষ্যোদরে হিতম্ ॥
শূলানাহবিবন্ধে মস্তুযূষরসাদিভিঃ।

দন্তী ও দ্রবন্তীর (দন্তীবিশেষ) ফলের তৈল দূষ্যোদরে বিশেষ হিতকর। রোগির শূল আনাহ ও মলবদ্ধতা থাকিলে ঐ তৈল দধির মাত, মুদ্গাদির যূষ বা মাংস রস প্রভৃতির সহিত প্রয়োগ করিবে।

সরলামধুশিগ্রূণাং বীজেভ্যো মূলকস্য চ ॥
তৈলান্যভ্যঙ্গপানার্থং শূলঘ্নান্যনিলোদরে।

বাতজনিত উদরে শূল নিবৃত্তির নিমিত্ত সরলকাষ্ঠ, রক্ত সজিনাবীজ এবং মূলার বীজের তৈল অভ্যঙ্গ ও পানে প্রশস্ত।

স্তৈমিত্যারুচিহৃল্লাসে স্বল্পাগ্নৌ মদ্যপায় চ ॥
অরিষ্টান্ দাপয়েৎ ক্ষারান্ কফস্ত্যানস্থিরোদরে।
শ্লেষ্মণো বিলয়ার্থন্তু দোষং বীক্ষ্য ভিষগ্বরঃ ॥

কফোদরে স্তৈমিত্য, অরুচি, উৎক্লেশ ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, কফজন্ত উদর পিণ্ডীভূত ও শক্ত হইলে এবং রোগী মদ্যপায়ী হইলে দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কফনাশার্থ অরিষ্ট অথবা ক্ষার প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পলীং তিন্দুকং হিঙ্গু নাগরং হস্তিপিপ্পলীম্।
ভল্লাতকং শিগ্রুফলং ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্॥
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে সরলাতিবিষে স্থিরাম্।
কুষ্ঠং মুস্তং তথা পঞ্চ লবণানি প্রকল্প্য চ॥
দধিসর্পির্বসামজ্জতৈলযুক্তানি দাহয়েৎ।
অন্তর্ধূমমতঃ ক্ষারাদ্ বিড়ালপদকং পিবেৎ॥
মদিরাদধিমণ্ডোষ্ণজলারিষ্টসুরাসবৈঃ।
হৃদ্রোগং শ্বয়থুং গুল্মং প্লীহার্শোজঠরাণি চ॥
বিসূচিকামুদাবর্ত্তং বাতাষ্ঠীলাঞ্চ নাশয়েৎ॥

পিপুল, লোধ, হিঙ্গু, শুঁঠ, গজপিপুল, ভেলার মুটী, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, আতইচ, শালপানি, কুড়, মুথা ও পঞ্চলবণ এই সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দধি, ঘৃত, বসা, তৈল ও মজ্জার সহিত মিশাইয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার করিবে। এই ক্ষার দুই তোলা পরিমিত লইয়া মদ্য, দধিমণ্ড, উষ্ণজল, অরিষ্ট, সুরা অথবা আসবের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, শোথ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শঃ, উদর, বিসূচিকা, উদাবর্ত্ত ও বাতাষ্ঠীলার বিনাশ হইয়া থাকে।

ক্ষারঞ্চাজকরীষাণাং শৃতং মূত্রৈর্বিপাচয়েৎ॥
কার্ষিকং পিপ্পলীমূলং পঞ্চৈব লবণানি চ॥
পিপ্পলীং চিত্রকং শুণ্ঠীং ত্রিফলাং ত্রিবৃতাং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ শাতলাং দন্তীং স্বর্ণক্ষীরীং বিষাণিকাম্॥
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং পিবেৎ সৌবীরসংযুতাম্।
শ্বয়থাববিপাকে চ প্রবৃদ্ধে চ দকোদরে॥

ছাগলনাদি পোড়াইয়া সেই ক্ষার (৪০ তোলা) ও গোমূত্র একত্র যথাবিধানে পাক করিবে। আসন্ন পাকে পিপুলমূল, পঞ্চলবণ, (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র), পিপুল, চিতা, শুঁঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, তেউড়ী, বচ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চর্ম্মকষা, দন্তী, স্বর্ণক্ষীরী ও মেষশৃঙ্গী এই সমুদয়ের প্রত্যেকের কর্ষ পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ১ তোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকা সৌবীরকের (মদ্যবিশেষ) সহিত সেবন করিলে শোথ, অবিপাক, এবং অতিপ্রবৃদ্ধ উদররোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ভাবিতানাং গবাং মূত্রৈঃ ষষ্টিকানাস্তু তণ্ডুলৈঃ।
যবাগূং পয়সা সিদ্ধাং প্রকামং ভোজয়েন্নরম্॥

পিবেদিক্ষুরসঞ্চানু জঠরাণাং নিবৃত্তয়ে।
স্বং স্বং স্থানং ব্রজন্ত্যেবং তথা পিত্তকফানিলাঃ॥

উদররোগের শান্তির নিমিত্ত ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল, গোমূত্রের দ্বারা সাতবার ভাবিত করিয়া দুগ্ধের সহিত ঐ তণ্ডুলের যবাগূ প্রস্তুত করিবে। ইহা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া ইক্ষুরস অনুপান করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া থাকে।

ত্রিবৃতাশঙ্খিনীদন্তীসুধাপূতিকপল্লবৈঃ।
শাকং পক্ত্বা প্রযুঞ্জীত প্রাগ্‌ভক্তং গাঢ়বর্চ্চসি॥

যে উদরীর মল অত্যন্ত গাঢ়, তাহাকে ভোজনের পূর্ব্বে তেউড়ী, চোরপুষ্পী, মনসা, দন্তী ও ডহরকরঞ্জ প্রভৃতির কোমল পল্লব শাকার্থ প্রদান করিবে।

ততোঽস্মৈ শিথিলীভূতবর্চ্চোদোষায় শাস্ত্রবিৎ।
দদ্যাম্মূত্রযুতং ক্ষীরং দোষশেষহরং পরম্॥

উক্ত শাক ভোজন করিয়া মল শিথিল হইলে, দোষশেষের উপশমার্থ শাস্ত্রবিৎ বৈদ্য বিধিপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

পার্শ্বশূলমূরুস্তম্ভং হৃদ্‌গ্রহঞ্চাপি মারুতম্।
জনয়েৎ যস্য তত্তৈলং বিল্বক্ষারেণ না পিবেৎ॥

বায়ু যে উদর রোগির পার্শ্বশূল, উরুস্তম্ভ ও হৃদ্‌রোগ জন্মায়, তাহাকে বিল্বক্ষারের সহিত পূর্ব্বোক্ত তৈল পান করিতে দিবে।

তথাগ্নিমন্থশ্যোণাকপলাশতিলনালজৈঃ।
বলাকদল্যপামার্গক্ষারৈঃ প্রত্যেকশঃ স্রুতৈঃ॥
তৈলং পক্ত্বা ভিষগ্ দদ্যাদুদরাণাং প্রশান্তয়ে।
নিবর্ত্ততে চোদরিণাং হৃদ্‌গ্রহশ্চানিলোদ্ভবঃ॥

গণিয়ারি, শোনাক, পলাশ, তিলনাল, শ্বেত বেড়েলা, কদলী ও আপাঙ্গ এই সকলের ক্ষার হইতে স্রুতজল চতুর্গুণ দ্বারা তৈল পাক করিয়া উদররোগ শান্তির নিমিত্ত প্রদান করিবে। এই তৈল ব্যবহারে উদর রোগীর বাতজ হৃদয়ব্যথার উপশম হইয়া থাকে।

কফে বাতেন পিত্তেন তাভ্যাং বাপ্যাবৃতেঽনিলে।
বলিনস্বৌষধযুতং তৈলমেরণ্ডজং হিতম্॥

উদররোগে বায়ু বা পিত্তের দ্বারা কফ, অথবা কফ ও পিত্তের দ্বারা বায়ু আবৃত হইলে বলবান রোগীকে স্ব স্ব অর্থাৎ বাতঘ্ন ও কফঘ্ন প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ এরণ্ড তৈল প্রয়োগ করিবে।

সুবিরিক্তো নরো যস্তু পুনরাধ্মাপিতো ভিষক্।
সুস্নিগ্ধৈরম্ললবণৈর্নিরূহৈস্তমুপাচরেৎ॥

যথাবিধি বিরেচনের পরও যাহার পেটে আধ্মান (ফাঁপ) হয়, তাহাকে চিকিৎসক অধিক পরিমাণে স্নেহ, অম্ল ও লবণের সহিত নিরূহ প্রদান করিবে।

সোপস্তম্ভোঽপি বা বায়ুরাধ্মাপয়তি যং নরম্।
তীক্ষ্ণৈঃ সক্ষারগোমূত্রৈর্বস্তিভিস্তমুপাচরেৎ॥

অথবা সম্যক্ বিরেচনের পরও যাহার পুনর্ব্বার বায়ু উপষ্টব্ধ হইয়া উদরাধ্মান করে, তাহাকে ক্ষার ও গোমূত্রের সহিত তীক্ষ্ণ বস্তি প্রদান করা বিধেয়।

ক্রিয়াতিবৃত্তে জঠরে ত্রিদোষে চাপ্রশাম্যতি।
জ্ঞাতীন্ সসুহৃদো দারান্ ব্রাহ্মণান্ নৃপতীন্ গুরূন্॥
অনুজ্ঞাপ্য ভিষক্ কর্ম্ম বিদধ্যাৎ সংশয়ং ব্রুবন্।
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ॥
এবমাখ্যায় তস্যেদমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্‌গণৈঃ।
পানভোজনসংযুক্তং বিষমস্মৈ প্রযোজয়েৎ॥

উক্ত বিধ চিকিৎসা দ্বারা যদি উদররোগের শান্তি না হয় এবং ত্রিদোষ প্রশমিত না হয় তাহা হইলে রোগীর জ্ঞাতি, সুহৃৎ, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, রাজা ও গুরু ইঁহাদিগকে জানাইবে যে, আমি সমস্ত চিকিৎসাই করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, অতএব রোগীর জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ। এক্ষণে যে চিকিৎসা অবশিষ্ট আছে, তাহা যদি না করা যায় তবে নিশ্চয়ই মৃত্যু, আর ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে বাঁচিতেও পারে মরিতেও পারে। ইত্যাকার সংশয় প্রকাশ করিবার পর, রোগীর আত্মীয় সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে রোগীকে পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্যের সহিত বিষ প্রয়োগ করিবে।

যস্মিন্ বা কুপিতঃ সর্পো বিসৃজেদ্ধি ফলে বিষম্।
ভক্ষয়েত্তদুদরিণং প্রবিচার্য্য ভিষগ্বরঃ॥
তেনাস্য দোষসঙ্ঘাতঃ স্থিরো লীনো বিমার্গগঃ॥
বিষেণাশু প্রমাথিত্বাদাশু ভিন্নঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষেণ হৃতদোষং তং শীতাম্বুপরিষেচিতম্॥
পায়য়েত ভিষগ্ দুগ্ধং যবাগূং বা যথাবলম্।
ত্রিবৃন্মণ্ডূকপর্ণ্যোশ্চ শাকং সযববাস্তুকম্।
ভক্ষয়েৎ কালশাকং বা স্বরসোদকসাধিতম্॥
নিরম্ললবণস্নেহং স্বিন্নাস্বিন্নমনন্নভুক্।
মাসমেকং ততশ্চৈব তৃষিতঃ স্বরসং পিবেৎ॥

সর্প কুপিত হইয়া যে ফলে বিষ ত্যাগ করে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য বিচার করিয়া সেই বিষযুক্ত ফল রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে, তদ্দ্বারা রোগির স্থির, লীন ও বিপথগামী দোষসঙ্ঘাত মথিত ও ভিন্ন হইয়া আশু নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপে বিষের দ্বারা দোষ সকল নিঃসৃত হইলে রোগীকে শীতল জলের দ্বারা পরিষেচন করতঃ বলানুসারে দুগ্ধ কিম্বা যবাগূ পান করাইবে। অতঃপর তেউড়ীশাক, থুলকুড়ি, যবশাক, বাস্তুকশাক অথবা কালশাক উহাদেরই স্বরস ও কিঞ্চিৎ জলের সহিত কতক সিদ্ধ কতক অসিদ্ধ করিয়া এবং

তাহাতে তৈলাদিস্নেহ লবণ ও অম্লরস না দিয়া একমাস যাবৎ ভক্ষণ করাইবে। অন্ন দিবে না, তাহার পর তৃষ্ণা হইলে উক্ত শাকেরই স্বরস পান করিতে দিবে।

এবং বিনির্হৃতে দোষে শাকৈর্মাসাৎ পরং ততঃ।
দুর্ব্বলায় প্রযুঞ্জীত প্রাণভৃৎ কারভং পয়ঃ॥

এইরূপে একমাসকাল শাক সেবন দ্বারা দোষ অপহৃত হইলে দুর্ব্বল রোগিকে হস্তিনীর দুগ্ধ পান করাইবে।

ইদন্তু শল্যহর্তৃণাং কর্ম্ম স্যাদ্ দৃষ্টকর্ম্মণাম্।

উদররোগে দৃষ্টকর্ম্মা শল্যহর্ত্তাদিগের যে চিকিৎসা তাহা বলা যাইতেছে।

বামং কুক্ষিং মাপয়িত্বা নাভ্যধশ্চতুরঙ্গুলম্॥
মাত্রাযুক্তেন শস্ত্রেণ পাটয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
বিপাট্যান্ত্রং ততঃ পশ্চাদ্বীক্ষ্য বদ্ধক্ষতান্ত্রয়োঃ॥
সর্পিষাভ্যজ্য কেশাদীনবমৃজ্য বিমোক্ষয়েৎ।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বামকুক্ষিতে নাভির অধঃ চারি অঙ্গুল পরিমিত স্থান মাপিয়া মাত্রাযুক্ত শস্ত্রের দ্বারা বিপাটিত করিবে। তাহার পর বদ্ধোদর ও ক্ষতোদরে বিবেচনা পূর্ব্বক অন্ত্রের যে স্থানে কেশাদি আছে, সেই স্থান ঘৃতাভ্যক্ত ও মার্জ্জিত করিয়া অস্ত্র দ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক অন্ত্র মধ্যস্থ কেশ প্রভৃতি বাহির করিবে।

মূর্চ্ছনাৎ যচ্চ সংমূঢ়মন্ত্রং তচ্চাবমোক্ষয়েৎ॥
ছিদ্রাণ্যন্ত্রস্য তু স্থূলৈর্দংশয়িত্বা পিপীলিকৈঃ।
বহুশঃ সংগৃহীতানি জ্ঞাত্বা ছিত্ত্বা পিপীলিকান্॥
প্রতিযোগৈঃ প্রবেশ্যান্ত্রং বহিঃ সীব্যেদ্ ব্রণং ততঃ।

কেশাদির সম্মিলনে মল দ্বারা অন্ত্র বিবদ্ধ হইলে সেই অন্ত্র বাহির করিয়া তাহার স্থানে স্থানে ছিদ্র করতঃ কেশাদি বাহির করিয়া ফেলিবে, এবং বড় পিপীলিকা সেই ছিদ্রের মুখে ধরাইবে, পিপীলিকা যখন ছিদ্রের দুই মুখ বেশ কামড়াইয়া ধরিবে, তখন তাহাদের মুখ ব্যতীত অপর অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিবে, অতঃপর অন্ত্রকে বিপরীত ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া পাটিত স্থান সেলাই করিয়া দিবে।

তথা জাতোদকং সর্ব্বমুদরং ব্যধয়েদ্ভিষক্॥
বামভাগে ত্বধো নাভের্নাড়ীং দত্ত্বা চ গালয়েৎ॥
নিঃস্রাব্য চ বিমৃদ্যৈতদ্বেষ্টয়েদ্বাসসোদরং॥
তথা বস্তিবিরেকাদ্যৈর্ম্লানং সর্ব্বঞ্চ বেষ্টয়েৎ।
নিঃস্রুতে লঙ্ঘিতঃ পেয়ামস্নেহলবণাং পিবেৎ।
অতঃ পরন্তু ষণ্মাসান্ ক্ষীরবৃত্তির্ভবেন্নরঃ।
ত্রীন্ মাসান্ পয়সা পেয়াং পিবেৎ ত্রীংশ্চাপি ভোজয়েৎ॥

শ্যামাকং কোরদূষং বা পয়সালবণং নরঃ।
সংবৎসরেণৈব জয়েৎ প্রাপ্তঞ্চৈব জলোদরম্॥

এইরূপ সর্ব্বপ্রকার জাতোদক উদর বিদ্ধ করিবে। এই জাতোদক উদরে অধোনাভির বামভাগে বিদ্ধ করিয়া নাড়ী দিয়া জল গালিয়া ফেলিবে। নিঃশেষরূপে জলস্রাব হইলে পর উদর মর্দ্দিত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিবে। এইরূপে বস্তি ও বিরেকাদির দ্বারা উদর ম্লান হইলেও বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করা উচিত। উদরের জল নিঃশ্রুত হইলে সম্যক্‌রূপ লঙ্ঘন প্রদান করিয়া লঙ্ঘনের ফল দৃষ্ট হইলে স্নেহ ও লবণ শূন্য পেয়া পান করতঃ ছয়মাস পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়াই থাকিবে, তৎপরে দুগ্ধের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া তিন মাস যাবৎ পান করিবে, তদনন্তর দুগ্ধের দ্বারা অল্পপরিমাণে শ্যামাক বা কোদধান্যের অন্ন ভোজন করিতে হইবে। লবণ বন্ধ রাখিবে, একবৎসর কাল এইরূপ করিলে জাতোদক উদরের উপশম হয়।

প্রয়োগাণাঞ্চ সর্ব্বেষামনুক্ষীরং প্রযোজয়েৎ।
দোষা-নুবন্ধরক্ষার্থং বলস্থৈর্য্যার্থমেব চ॥
প্রয়োগাপচিতাঙ্গানাং হিতং হ্যুদরিণাং পয়ঃ।
সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্তানাং দেবানামমৃতং যথা॥

উদররোগে সকল প্রকার প্রয়োগেই দোষের অনুবন্ধ এবং রোগির বল ও স্থৈর্য্য রক্ষার্থ দুগ্ধ অনুপান প্রয়োগ করিবে। কেননা ক্রিয়া দ্বারা শরীরের অপচয় হইলে সর্ব্বধাতুক্ষয়পীড়িত উদররোগীর পক্ষে দুগ্ধ, দেবতাদিগের অমৃতের ন্যায় হিতকর হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকৌ।

হেতুং প্রাগ্রূপমষ্টানাং লিঙ্গং ব্যাসসমাসতঃ।
উপদ্রবান্ গরীয়স্ত্বং সাধ্যাসাধ্যত্বমেব চ॥
জাতাজাতাম্বুলিঙ্গানি চিকিৎসাঞ্চোক্তবানৃষিঃ।
সমাসব্যাসনির্দ্দেশৈরুদরাণাং চিকিৎসিতে॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থান-
উদরচিকিৎসিতং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

ভগবান্ পুনর্ব্বসু এই উদর চিকিৎসাধিকারে সংক্ষেপ ও বিস্তার পূর্ব্বক আট প্রকার উদরের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপদ্রব, গুরুত্ব, সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব, জাতোদক এবং অজাতোদক উদরের লক্ষণ ও সংক্ষেপ এবং বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার উদরের চিকিৎসা বলিয়াছেন।

ইতি অগ্নিবেশকৃত চরকপ্রতিসংস্কৃততন্ত্রে উদর চিকিৎসা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽর্শসাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা অর্শোরোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

আসীনং মুনিমব্যগ্রং কৃতজাপ্যং কৃতক্ষণম্।
পৃষ্টবানর্শসাং মুক্তিমগ্নিবেশঃ পুনর্ব্বসুম্॥
প্রকোপহেতুং সংস্থানং স্থানং লিঙ্গং চিকিৎসিতম্।
সাধ্যাসাধ্যবিভাগঞ্চ তস্মৈ তন্মুনিরব্রবীৎ॥

ভগবান পুনর্ব্বসু (আত্রেয় ঋষি) জপ সমাপনান্তে নিশ্চিন্ত ভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহাকে অর্শোরোগের মুক্তি অর্থাৎ প্রকোপের হেতু, আকৃতি, উৎপত্তির স্থান, লক্ষণ, চিকিৎসা এবং সাধ্যাসাধ্য বিভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর মহামুনি আত্রেয় অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে তৎসমুদায় উপদেশ প্রদান করেন।

ইহ খল্বগ্নিবেশ, দ্বিবিধান্যর্শাংসি, সহজানি কানিচিৎ, কানিচিজ্জাতস্যোত্তরকালজানি। তত্র বীজং গুদবলিবীজোপতপ্তমায়তনমর্শসাং সহজানাম্। তত্র দ্বিবিধো বীজোপতপ্তৌ হেতুঃ, মাতাপিত্রোরপচারঃ, পূর্বকৃতঞ্চ কর্ম্ম; তথান্যেষামপি সহজাতানাং বিকারাণাম্। তত্র সহজানি সহজাতানি শরীরেণার্শাংসীত্যধিমাংসবিকারাঃ॥

আত্রেয় ঋষি কহিলেন—হে অগ্নিবেশ! অর্শঃ সকল দুই প্রকার—কতকগুলি জন্মসহজাত, (যাহা পিতৃমাতৃ দোষে উৎপন্ন হয়) এবং কতকগুলি জন্মোত্তর কালজাত (যাহা জন্মিবার পরে নিজের অহিতাচার দ্বারা উৎপন্ন হয়)। সহজার্শের কারণ—এই গুহ্য দেশজ বলির উৎপাদক বীজ অর্থাৎ শুক্র শোণিত উপতপ্ত হইলে সহজ অর্শঃ জন্মে। ঐ বীজও দুই প্রকারে দূষিত হয়।—যথা—(১) মাতা পিতার অপচার অর্থাৎ অবৈধ আহার বিহার; (২) নিজের পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কৃতি। এইরূপ অন্যান্য সহজ বিকারেরও এই দুইটী কারণ জানিবে। দেহোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জন্মে বলিয়া ঐ অর্শকে সহজ অর্শঃ বলে। অর্শঃ অধিমাংস রোগ অর্থাৎ যাহাতে মাংস বৃদ্ধি হয়।

সর্ব্বেষাঞ্চার্শসাং ক্ষেত্রং গুদস্যার্দ্ধপঞ্চমাঙ্গুলাবকাশে ত্রিভাগান্তরাস্তিস্রো গুদবলয়ঃ। কেচিৎ তু ভূয়াংসমেব দেশমুপদিশন্ত্যর্শসামপত্যপথশিশ্নগলতালু-মুখনাসাকর্ণাক্ষিবর্ত্মানি ত্বক্ চ, তদস্ত্যধিমাংসদেশতয়া, গুদবলিজানি ত্বর্শাংসীতি সংজ্ঞা তন্ত্রেঽস্মিন্। সর্ব্বেষাঞ্চার্শসামধিষ্ঠানং মেদো মাংসং ত্বক্ চ॥

অর্শঃ সকলের উৎপত্তির স্থান—মলদ্বার হইতে ভিতরের দিকে যে একটী স্থূল অন্ত্র আছে, তাহার সাড়ে চারি আঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদ নাড়ী কহে। গুদনাড়ীর ঐ অংশ মধ্যে ত্রিভাগান্তরিত তিনটী বলি আছে। এই তিনটী বলিই অর্শের উৎপত্তি স্থান। কেহ কেহ শিশ্ন (পুরুষাঙ্গ), অপত্যপথ (যোনি), গলদেশ, তালু, মুখ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুর পাতা এবং চর্ম্ম প্রভৃতি অর্শের অনেক স্থান অর্থাৎ অর্শের ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল স্থান জাত বর্দ্ধিত মাংস অধিমাংস নামে কথিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই গ্রন্থে গুদবলিসম্ভূত মাংসাঙ্কুরই অর্শনামে অভিহিত হইয়াছে। মেদ মাংস ত্বকই সকল অর্শের অধিষ্ঠান।

তত্র সহজান্যর্শাংসি কানিচিদণূনি কানিচিন্মহান্তি কানিচিদ্দীর্ঘাণি কানিচিদ্ধ্রস্বানি কানিচিদ্ বৃত্তানি কানিচিদ্বিষমবিসৃতানি কানিচিদন্তঃ-কুটিলানি কানিচিদ্বহিঃকুটিলানি কানিচিজ্জটিলানি কানিচিদন্তর্ম্মুখানি যথাস্বং দোষানুবন্ধবর্ণানি॥

সহজ অর্শঃ নানাপ্রকার, কেহ অণু (সূক্ষ্ম), কেহ স্থূল (বৃহৎ), কেহ দীর্ঘ, কেহ হ্রস্ব, কেহ বৃত্তাকার (বর্ত্তুলাকার), কেহ বিষমভাবে প্রসৃত, কেহ অভ্যন্তরে কুটিল, কেহ বাহিরে কুটিল, কেহ জটিল, এবং কেহ বা অন্তর্ম্মুখ। এই সমুদয় অর্শের মধ্যে যে অর্শঃ যে দোষে জন্মে সেই অর্শের বর্ণ তদ্দোষানুরূপই হইয়া থাকে।

তৈরভিভূতো জন্মপ্রভৃতি ভবত্যতিকৃশো বিবর্ণঃ ক্ষামো দীনঃ প্রচুর-বিবদ্ধবাতমূত্রপুরীষঃ শর্করাশ্মরীমান্ তথানিয়তবিবদ্ধমুক্তপকামশুষ্কভিন্ন-বর্চ্চা অন্তরান্তরাশ্বেতপাণ্ডুহরিতপীতরক্তারুণদ্রবসান্দ্রপিচ্ছিলকুণপগন্ধাম-পুরীষোপবেশী নাভিবস্তিবংক্ষণোদ্দেশে প্রচুরপরিকর্ত্তিকান্বিতঃ সগুদশূল-প্রবাহিকঃ পরিহর্ষ-প্রমেহ-প্রসক্ত-বিষ্টম্ভাটোপান্ত্রকূজোদাবর্ত্ত-হৃদয়ে-ন্দ্রিয়োপলেপঃ প্রচুরবিবদ্ধতিক্তাম্লোদ্গারঃ সুদুর্ব্বলো দুর্ব্বলাগ্নিরল্পশুক্রঃ ক্রোধনো দুঃখোপচারশীলঃ কাসশ্বাসতমকতৃষ্ণাহৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাক-পীনসক্ষবথুপরীতস্তৈমিরিকঃ শিরঃশূলী ক্ষামভিন্নসংসক্তজর্জ্জরস্বরঃ কর্ণ-রোগী শূনপাণিপাদবদনাক্ষিকূটঃ সজ্বরঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সর্ব্বপর্ব্বাস্থিশূলী চান্ত-রান্তরা পার্শ্বকুক্ষিবস্তিহৃদয়পৃষ্ঠত্রিকগ্রহোপতপ্তঃ প্রধ্যানপরঃ পরমালস-শ্চেতি। জন্মপ্রভৃত্যস্য হি গুদমার্গোপরোধাদ্বায়ুরপানঃ প্রত্যারোহন্ সমানব্যানপ্রাণোদানান্ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ চ প্রকোপয়তি। এতে সর্ব্ব এব প্রকুপিতাঃ পঞ্চ বায়বঃ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ চার্শসমভিদ্রবন্তঃ তান্ বিকারা-জনয়ন্তীত্যুক্তানি সহজান্যর্শাংসি॥

সহজার্শোরোগাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মকাল হইতে অতিকৃশ, বিবর্ণ, ক্ষীণ এবং দীনতাপন্ন হয়। তাহার বায়ু, মূত্র ও মল অতি বিবদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তির শর্করা মেহ ও অশ্মরী বিদ্যমান থাকে। তাহার কখন বিবদ্ধ, কখন মুক্ত, কখন পক্ক, কখন অপক্ক, কখন শুষ্ক, কখন

বা ভাজা মল হয়। মধ্যে মধ্যে শ্বেত পাণ্ডু হরিত পীত রক্ত ও অরুণ বর্ণ পাতলা ঘন পিচ্ছিল ও শবদুর্গন্ধিবৎ আমময় মল হইয়া থাকে। ঐ সহজ অর্শোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাভি, বস্তি ও বঙ্‌ক্ষণ প্রদেশে অত্যন্ত পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ কর্ত্তনবৎ বেদনা, গুহ্য নাড়ীতে শূলনী এবং প্রবাহিকা, রোমাঞ্চ, প্রমেহ, নিয়ত বিষ্টম্ভ (উদরে স্তব্ধতা), অন্ত্রকূজন, উদাবর্ত্ত, হৃদয়ের উপলেপ (শ্লেষ্মার দ্বারা বিবদ্ধতা), ইন্দ্রিয়ের জড়তা, অত্যন্ত বিবদ্ধভাবে তিক্ত ও অম্লোদ্গার, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রের অল্পতা, ক্রোধ, দুঃখজনক উপচার শীলতা, কাস, শ্বাস, তমকশ্বাস, তৃষ্ণা, বমনোদ্বেগ, বমন, অরুচি, অবিপাক, পীনস, হাঁচি, তিমিররোগ, শিরঃশূল, স্বরভঙ্গ, স্বরের ক্ষীণতা, সংঘাততা (তোতলা), স্বরের জর্জ্জরতা, কর্ণরোগ, হস্তপদ মুখ ও অক্ষিগোলকে শোথ, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ (আড়ামোড়া), প্রত্যেক পর্ব্বাস্থিতে শূলবৎ বেদনা, মধ্যে মধ্যে পার্শ্ব, কুক্ষি, বস্তি, হৃদয়, পৃষ্ঠ এবং ত্রিকস্থানে বেদনা এবং সর্ব্বদা অকারণ চিন্তা এবং অত্যন্ত আলস্য হইয়া থাকে। পরন্তু জন্ম হইতে তাহার অপান বায়ু গুদজঅর্শের মাংসাঙ্কুর দ্বারা উপরুদ্ধ হয় বলিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া সমান, ব্যান প্রাণ ও উদান বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দূষিত করে, সেই সকল দূষিত পঞ্চ অপানাদি বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা অর্শোরোগীকে আক্রমণ করে এবং তজ্জন্যই পূর্ব্বোক্ত বিকার সমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। সহজ অর্শঃ বর্ণিত হইল।

অত ঊর্দ্ধং জাতস্যোত্তরকালজাতানি চার্শাংসি ব্যাখ্যাস্যামঃ। গুরুমধুর-শীতাভিষ্যন্দি-বিদাহি-বিরুদ্ধাজীর্ণ-প্রমিতাশনাসাত্ম্য-ভোজনাদ্‌গব্যমাৎস্য-কৌক্কুটবারাহমাহিষাজাবিকপিশিতভক্ষণাৎ কৃশশুষ্কপূতিমাংসপৈষ্টিক-পরমান্ন-ক্ষীরদধিমণ্ডকতিলগুড়বিকৃতিসেবনান্মাষযূষেক্ষুরসপিণ্যাক--পিণ্ডা-লুক-শুষ্কশাক-শুক্তলশুন-কিলাটতক্রপিণ্ডক-বিসমৃণালশালূকক্রৌঞ্চাদন-কশেরুকশৃঙ্গাটকতরুট-বিরূঢ়নবশূকশমীধান্যামমূলকোপযোগাদ্‌গুরুফল-শাকরাগ-হরিত-করমর্দ্দকবসাশিরস্পদ-পর্য্যুষিতপূতি-শীতলসঙ্কীর্ণান্নাভ্যব-হারান্মন্দকাতিক্রান্তমদ্যপানাদ্ ব্যাপন্নগুরুসলিল-পানাদতিস্নেহপানাদ-সংশোধনাদ্বস্তি-কর্ম্মবিভ্রমাদব্যায়ামাদব্যবায়াদ্ দিবাস্বপ্নাৎ সুখ-শয়নাসন-স্থানসেবনাচ্চোপহতাগ্নের্মলোপচয়ো ভবত্যতিমাত্রম্। তথোৎকটবিষম-কঠিনাসন-সেবনাদুদ্‌ভ্রান্তযানোষ্ট্রযানাদতিব্যবায়াদ্ বাস্তিনেত্রাসম্যক্‌প্রণি-ধানাদ্ গুদক্ষণনাদভীক্ষ্ণং শীতাম্বুসংস্পর্শাচ্চেলোষ্টতৃণাদিঘর্ষণাৎ প্রত-তাভিনিবেশাদ্বাতমূত্রপুরীষবেগোদীরণাৎ সমুদীর্ণবেগবিনিগ্রহাৎ স্ত্রীণা-ঞ্চামগর্ভভ্রংশাদ্ গর্ভোৎপীড়নাদ্বহুবিষমপ্রসূতিভিশ্চ প্রকুপিতো বায়ু-রপানস্থমলমুপচিতমধোগমাসাদ্য গুদবলিম্বাধত্তে, ততস্তাস্বর্শাংসি প্রাদুর্ভবন্তি।

অতঃপর জন্মোত্তর কালজাত অর্শঃ ব্যাখ্যা করিব।—গুরু, মধুর, শীতল, অভিষ্যন্দী ও বিদাহী দ্রব্য সেবা, বিরুদ্ধ আহার, অজীর্ণে ভোজন, প্রমিতাশন (অতি অল্প ভোজন বা

অভোজন), অসাত্ম্য ভোজন, গোমৎস্ত কুক্কুট বরাহ মহিষ ছাগ ও মেষ এই সমুদায়ের মাংস নিরন্ত ভোজন, কৃশ জন্তুর মাংস, শুষ্ক মাংস ও দুর্গন্ধ মাংস ভোজন, পিষ্টক, পরমান্ন, দুগ্ধ, দধির মাত, তিল ও গুড় বিকৃতি অর্থাৎ গুড়জদ্রব্য ভোজন, মাষকলায়ের যূষ, ইক্ষুরস, তিলকল্ক, পিণ্ডালু, শুষ্কশাক, শুক্ত, লশুন (রশুন), কিলাট (ছানা), তক্রপিণ্ডক, বিস (পদ্ম-ডাঁটা), মৃণাল (পাঁকের মধ্যস্থিত ডাঁটা), শালুক, ক্রোঞ্চাদন (ঘেঁচু), কেশুর, পানিফল, তরুট (চিচিঞ্চা) অঙ্কুরিত নূতন যবাদি ও মুদগাদি এবং কাঁচামূলো এই সমুদায় দ্রব্যের সেবন; গুরুপাক ফল ও শাক, রাগ (আচার বিশেষ), হরিত (আদা), করঞ্জ, পশুপক্ষ্যাদির বসা, মস্তক ও পাদ, পর্য্যুষিত দুর্গন্ধ শীতল এবং সঙ্কীর্ণ (নানাদ্রব্য সংমিলিত) অন্ন আহার, অসময়ে মন্দজাত মদ্যপান, গুরুপাক দূষিত জলপান, অতিশয় স্নেহপান, অসংশোধন, বস্তিকর্ম্মের বিভ্রাট, ব্যায়াম রাহিত্য, মৈথুন ত্যাগ, দিবা নিদ্রা, সর্ব্বদা সুখজনক শয়ন আসন অথবা স্থান; এই সকল কারণে অগ্নি নষ্ট হইলে অতি মাত্র মলের সঞ্চয় হয়, এবং উৎকটুক ভাবে (উঁচু হইয়া), বিষমভাবে বা কঠিন আসনে উপবেশন; দুর্দ্দম অশ্বযান, উষ্ট্রযান, অতি মৈথুন, বস্তিনেত্রের অসম্যক প্রয়োগ দ্বারা মলদ্বারে ক্ষত; শীতল জলের সংস্পর্শ, বস্ত্র লোষ্ট্র ও তৃণাদি দ্বারা মলদ্বার ঘর্ষণ, নিরন্তর অতি কুন্থন, অধোবায়ু ও মলমূত্রের বেগ না হইলেও বেগ দেওয়া এবং বেগ হইলে ধারণ করা, স্ত্রীলোকদিগের অপক্ক গর্ভপাত, গর্ভের উৎপীড়ন এবং বহু প্রসব অথবা বিষমভাবে প্রসব, এই সকল কারণে অপান বায়ু প্রকুপিত হইয়া মলদ্বারে পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত ও অধোগত মলের সহিত মিলিত হইয়া গুদ-বলিকে আট্‌কাইয়া রাখে, সেই কারণে বলিতে অর্শঃ সকল উৎপন্ন হয়।

সর্ষপ-মসূরমাষমুদ্গ-মুকুষ্টক-যবকলায়পিণ্ডিটিণ্টিকেরককেবুতিন্দুক-কাকণন্তিকা--কর্কন্ধু-বিম্বী--বদর-করীরোড়ুম্বর-খর্জ্জুর-জাম্ববগোস্তনাঙ্গুষ্ঠ-কশেরুক-শৃঙ্গাটক দক্ষ-শিখিশুক-তুণ্ডজিহ্বা-পদ্মমুকুল-কর্ণিকাসংস্থানানি সামান্যাদ্বাতপিত্তকফপ্রবলানি।

বাতপ্রবল পিত্তপ্রবল ও কফপ্রবল অর্শঃ সমূহের সাধারণতঃ আকৃতি সর্ষপ, মসূর, মাষ, মুদ্গ (মুগ), বনমুদ্গ, যব, মটর, পিণ্ড (পিণ্ডাকৃতি), টিণ্টিকের (বাঁসের কোড়াবৎ বস্তু), কেঁউ, গাব, কুঁচ, শেয়াকুল, তেলাকুচ, কুল, বংশাঙ্কুর, যজ্ঞডুম্বুর, খর্জ্জুর, জাম, গাভীর বাঁট, অঙ্গুষ্ঠাগ্র, কেশুর, পানিফল, কুক্কুট শুক ও ময়ূরের ঠোঁট ও জিহ্বা এবং পদ্মের মুকুল ও কর্ণিকা, এই সমস্ত দ্রব্যের ন্যায়।

তেষামন্যং বিশেষঃ,—শুষ্কম্লানকঠিনপরুষরুক্ষশ্যাবানি তীক্ষ্ণাগ্রাণি বক্রাণি স্ফুটিতমুখানি বিষমবিসৃতানি শূলাক্ষেপভেদস্ফুরণচিমিচিমসংহর্ষ-পরীতানি স্নিগ্ধোষ্ণোপশয়ানি প্রবাহিকাধ্মানশিশ্নবৃষণবস্তি-বঙ্ক্ষণহৃদ্-গ্রহাঙ্গমর্দ্দহৃদয়দ্রব-প্রবলানি প্রততবিবদ্ধবাতমূত্রবর্চ্চাংস্যূরুকটীপৃষ্ঠত্রিক-পার্শ্বকুক্ষিবস্তিশূল-শিরোঽভিতাপক্ষবথূদ্গার-প্রতিশ্যায়কাসোদাবর্ত্তায়া--শোষশোথমূর্চ্ছারোচক-মুখবৈরস্যতৈমির্য্যকণ্ডূনাসাকর্ণশঙ্খশূল-স্বরোপ-ঘাতকরাণি শ্যাবারুণপরুষনখনয়নবদনত্বঙ্মূত্র-পুরীষস্য বাতোল্বণান্যর্শাংসীতি বিদ্যাৎ॥

ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে, যথা—বাতোল্বণ অর্শঃ—শুষ্ক, ম্লান, কঠিন, পরুষ, রুক্ষ, শ্যাববর্ণ, তীক্ষ্ণাগ্র, বক্র, স্ফুটিত মুখ ও বিষমভাবে বিস্তৃত। ইহাতে শূল, আক্ষেপ, ভেদবৎ ব্যথা, স্ফুরণ (দপদপানি), চিম্‌চিমে বেদনা ও রোমাঞ্চ হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়ায় বাতপ্রবল অর্শের উপশয় হয়, ইহাতে প্রবাহিকা ও আধ্মান হইয়া থাকে। ইহাতে শিশ্নে (লিঙ্গে), কোষে, বস্তিদেশে, বঙ্ক্ষণদেশে ও হৃদয়ে বেদনা; অঙ্গ মর্দ্দ (আড়া-মোড়া) ও সহজে হৃদয়দ্রব হয়। বাত মূত্র ও মল সর্ব্বদা বিবদ্ধ থাকে, উরু, কটী, পৃষ্ঠ ত্রিক, পার্শ্ব, কুক্ষি ও বস্তিদেশে শূলবদ্ বেদনা হয়। শিরঃপীড়া, হাঁচি, উদ্গার, প্রতিশ্যায়, কাস, উদাবর্ত্ত, বিনাশ্রমে শ্রান্তি, শোষ, শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, মুখবৈরস্য, তিমির রোগ, কণ্ডু, নাসিকা কর্ণ ও শঙ্খ স্থানে শূলবেদনা এবং স্বরভঙ্গ ইত্যাদি পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাত প্রবল অর্শে রোগীর নখ, নয়ন, বদন, ত্বক, মূত্র ও মল শ্যাববর্ণ বা অরুণ বর্ণ হয় এবং পরুষ (খস্‌খসে) হয়।

ভবতশ্চাত্র।

কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণমদ্যমৈথুনসেবনম্ ॥
লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ।
শোকো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতার্শসাং মতঃ ॥

বাতজ অর্শের নিদান।—কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘুদ্রব্য ভোজন, অতি অল্প বা মাত্রাহীন ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, অত্যন্ত মৈথুন, উপবাস, শীত প্রধান দেশ, শীতকাল, ব্যায়াম, শোক, প্রবল বায়ু ও আতপ সেবন, এই সমুদায় বাতার্শের নিদান।

মৃদুশিথিলসুকুমারাণ্যস্পর্শসহানি রক্তপীতনীলকৃষ্ণানি স্বেদোপক্লেদবহুলানি বিস্রগন্ধীনি তনুপীতরক্তস্রাবীণি রুধিরবহানি দাহকণ্ডূশূলনিস্তোদপাকবন্তি শীতোপশয়ানি সংভিন্নপীতহরিতবর্চ্চাংসি পীতবিস্রগন্ধপ্রচুরবিণ্মূত্রাণি পিপাসাজ্বরতমকসংমোহভোজনদ্বেষকরাণি পীতনখনয়নত্বঙ্মূত্রপুরীষস্য পিত্তোল্বণান্যর্শাংসীতি বিদ্যাৎ ॥

পিত্তোল্বণ অর্শঃ সমূহ—মৃদু, শিথিল, সুকুমার, স্পর্শাসহিষ্ণু, রক্ত, পীত, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ, স্বেদ ও ক্লেদ বহুল, আমগন্ধি, ইহাতে পাতলা ও পীতবর্ণের রক্তস্রাব বা সহজ রক্তস্রাব, দাহ, কণ্ডু, শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনা হয়। ইহা পাকযুক্ত অর্থাৎ পিত্তার্শ পাকে, এবং শৈত্য ক্রিয়ায় উপশয় হয়। ইহাতে ভিন্ন (ছেঁড়া ছেঁড়া) পীত বা হরিতবর্ণের মল এবং অত্যন্ত আমগন্ধযুক্ত পীতবর্ণের প্রচুর মলমূত্র হয়, এবং পিপাসা, জ্বর, তমকশ্বাস, সংমোহ, অন্নদ্বেষ ও নখ, নয়ন, ত্বক্, মূত্র ও পুরীষ, পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

ভবতশ্চাত্র।

কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ।
দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্ ॥

বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভেষজম্।
পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাম্॥

পিত্তজ অর্শের নিদান। কটু অম্ল লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও আতপ তাপ, উষ্ণ প্রধানদেশ ও উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া (গুণে দোষারোপ) এবং বিদাহি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য পানীয় অন্ন ও ঔষধসমূহ এই গুলি পিত্তার্শের হেতু।

তত্র যানি প্রমাণবন্ত্যুপচিতানি শ্লক্ষ্ণানি স্পর্শসুখানি শ্বেতপাণ্ডু-পিচ্ছিলানি স্তব্ধানি গুরূণি স্তিমিতানি সুপ্তানি স্থিরশ্বয়থূনি কণ্ডূবহুলানি বহুপ্রততপিঙ্গরশ্বেতরক্তশুক্লপিচ্ছাস্রাবীণি গুরুপিচ্ছিলশ্বেতমূত্রপুরীষাণি রুক্ষোষ্ণোপশয়ানি প্রবাহিকাতিমাত্রোত্থানবঙ্ক্ষণানাহবস্তি পরিকর্ত্তিকাহৃল্লাসনিষ্ঠীবন-কাসারোচক-প্রতিশ্যায়গৌরবচ্ছর্দ্দিমূত্রকৃচ্ছ্র শোষ-শোথপাণ্ডুরোগ-শীতজ্বরাশ্মরীশর্করা-হৃদয়েন্দ্রিয়োপলেপাস্যমাধুর্য্য-প্রমেহ-করাণি তথা চিরকালানুবন্ধীন্যতিমাত্রমগ্নিমার্দ্দবক্লৈব্যকরাণ্যামবিকার-করপ্রবলানি শুক্লনখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রপুরীষস্য শ্লেষ্মোল্বণান্যর্শাংসীতি বিদ্যাৎ॥

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শঃসমূহ—বৃহদাকৃতি, পুষ্টাবয়ব, মসৃণ, স্পর্শসুখ, শ্বেত ও পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, স্তব্ধ, গুরু, স্তিমিত, স্পর্শানভিজ্ঞ, স্থিরশোথ এবং কণ্ডূ বহুল হয়। এই সকল অর্শে নিরন্তর পিঙ্গলবর্ণ শ্বেতবর্ণ বা শ্বেতরক্তবর্ণ ও অতি পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়। মল ও মূত্র গুরু পিচ্ছিল ও শ্বেতবর্ণ হয়। রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্যবস্তু দ্বারা ইহার উপকার হইয়া থাকে। এই অর্শে অত্যন্ত প্রবাহিকা (অত্যন্ত কুন্থনসহ মলত্যাগ) ও বারংবার মলত্যাগ, বঙ্ক্ষণানহ (কুঁচকি স্থানে টানিয়া ধরা), পরিকর্ত্তিকা (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবদ্ বেদনা), বমনোদ্বেগ, নিষ্ঠীবন, কাস, অরুচি, প্রতিশ্যায় দেহের গুরুতা, বমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোষ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, শীতজ্বর, অশ্মরী, শর্করা, হৃদয়লিপ্ততা, ইন্দ্রিয়ের জড়তা, মুখের মধুরতা ও প্রমেহরোগ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মোল্বণ অর্শঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া অত্যন্ত অগ্নিমান্দ্য, ক্লীবতা ও আমজনিত বিকার সকল উৎপন্ন করে। এই অর্শে রোগির নখ, নয়ন, বদন, ত্বক মল ও মূত্র শুক্লবর্ণ হয়।

ভবন্তি চাত্র।

মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।
অব্যায়ামো দিবাস্বপ্নঃ শয্যাসনসুখে রতিঃ॥
প্রাগ্বাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্।
শ্লৈষ্মিকাণাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্॥

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের নিদান।—মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন; ব্যায়াম রাহিত্য, দিবা নিদ্রা, সুখ শয্যা ও সুখাসনে নিতান্ত আসক্তি, পূর্ব্ব বায়ুসেবন শীতপ্রধান দেশ ও শীতকাল এবং চিন্তাশূন্যতা এই সমস্ত শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের হেতু।

হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানি চ ।
সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণৈঃ সমম্ ॥

দুই দোষের হেতু ও লক্ষণ সংমিলিত হইলে, তাহাকে দ্বিদোষজ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ বাতপিত্তাধিক অর্শঃ, বাতশ্লেষ্মাধিক অর্শঃ এবং পিত্তশ্লেষ্মাধিক অর্শঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ত্রিদোষাধিক্য অর্শে বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই হেতু বর্ত্তমান থাকে। এই ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ সহজ অর্শের লক্ষণের তুল্য হয়।

বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ ।
কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্‌কতা ॥
গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তেরাশঙ্কা চোদরস্য চ ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে ॥

অর্শের পূর্ব্বরূপ যথা।—অন্নের বিষ্টব্ধতা, শরীরের দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে আটোপ অর্থাৎ সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি, কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, উরুদ্বয়ের অবসাদ, মলের অল্পতা, এবং গ্রহণী, পাণ্ডু ও উদর রোগের আশঙ্কা, এই সকল লক্ষণ অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়।

অর্শাংসি খলু জায়ন্তে নাসন্নিপতিতৈস্ত্রিভিঃ ।
দোষৈর্দোষবিশেষৈস্তু বিশেষঃ কল্প্যতেঽর্শসাম্ ॥

কোন অর্শই দোষত্রয়ের সম্মিলন ভিন্ন উৎপন্ন হয় না, তবে অর্শের যে প্রকার ভেদ কথিত হইল, তাহা দোষের আধিক্যানুসারে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অর্শোরোগ মাত্রই ত্রিদোষজনিত, দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষ অধিক থাকে, সেই দোষের অনুসারেই অর্শের নাম ভেদ হয়।

পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফো গুদবলিত্রয়ম্ ।
সর্ব্ব এব প্রকুপ্যন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে ।
তস্মাদর্শাংসি দুঃখানি বহুব্যাধিকরাণি চ ।
সর্ব্বদেহোপতাপীনি প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমানি চ ॥

প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু, আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক ও ভ্রাজক এই পঞ্চপিত্ত, অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক এই পঞ্চ কফ; এবং প্রবাহিণী, বিসর্জ্জনী ও সংবরণী এই তিনটী গুহ্য দোষের বলি সমস্তই প্রকুপিত হইয়া অর্শোরোগ জন্মাইয়া থাকে; সেই জন্যই অর্শোরোগ সমূহ অতীব দুঃখপ্রদ, অনেক ব্যাধির উৎপাদক, সমস্ত দেহের সন্তাপকারক ও প্রায়ই কষ্ট সাধ্যতম হইয়া থাকে।

হস্তে পাদে মুখে নাভ্যাং গুদে বৃষণয়োস্তথা ।
শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোঽর্শসো হি সঃ ॥
হৃৎপার্শ্বশূলং সংমোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গস্য রুগ্ জ্বরঃ ।
তৃষ্ণা গুদস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরম্ ॥

যে অর্শোরোগীর হস্তে, পদে, মুখে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও কোষদ্বয়ে শোথ এবং হৃদয় ও

পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা হয়, সে অর্শোরোগীকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। যাহার হৃদয়েও পার্শ্বদেশে শূল এবং মোহ, বমি, অঙ্গের বেদনা, জ্বর, পিপাসা ও গুহ্যদেশে ক্ষত হয় তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিম্।
জায়ন্তেঽর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ।

সহজ অর্শঃ ত্রিদোষজ অর্শঃ এবং যে অর্শঃ অভ্যন্তর বলিতে জন্মে, তাহা অসাধ্য।

শেষত্বাদায়ুষস্তানি চতুষ্পাদসমন্বিতে।*
যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ প্রত্যাখ্যেয়ান্যতোঽন্যথা॥

আয়ুর শেষ থাকিলে, জঠরাগ্নির বল থাকিলে এবং চতুষ্পাদ সমন্বিত (উপযুক্ত চিকিৎসক, ঔষধ পরিচারক ও নিয়ম পালনে সমর্থ রোগী) হইলে অর্শরোগ সকল যাপ্য হয়, নতুবা বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরাণি চ॥

যে সকল অর্শঃ দ্বন্দ্বজ, যাহা দ্বিতীয় বলিকে অর্থাৎ মধ্য বলিকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়াছে, যাহা এক বৎসরের অধিককাল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল অর্শঃ কষ্ট সাধ্য বলিয়া জানিবে।

বাহ্যায়াস্তু বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ॥

যে অর্শঃ বাহ্য বলিতে জন্মে, একদোষাধিক ও অল্পদিন জাত সেই অর্শঃ সুখসাধ্য।

তেষাং প্রশমনে যত্নমাশু কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
তান্যাশু হি গুদং বদ্ধা কুর্য্যুর্বদ্ধগুদোদরম্॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি অর্শঃসমূহের প্রশমনে আশু যত্ন করিবেন, কারণ বিলম্ব হইলে অর্শঃ সকল গুহ্যদেশ রুদ্ধ করিয়া বদ্ধগুদোদর রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

তত্রাহুরেকে শস্ত্রেণ কর্ত্তনং হিতমর্শসাম্।
দাহং ক্ষারেণ চাপ্যেকে দাহমেকে তথাগ্নিনা॥
অস্ত্যেতদ্ভূরিতন্ত্রেণ ধীমতা দৃষ্টকর্ম্মণা।
ক্রিয়তে ত্রিবিধং কর্ম্ম ভ্রংশস্তত্র সুদারুণঃ॥
পুংস্ত্বোপঘাতঃ শ্বয়থুর্গুদবেগবিনিগ্রহঃ।
আধ্মানং দারুণং শূলং ব্যথা রক্তাতিবর্ত্তনম্॥
পুনর্ব্বিরোহো রূঢ়ানাং ক্লেদো ভ্রংশো গুদস্য বা।
মরণং বা ভবেচ্ছীঘ্রং শস্ত্রক্ষারাগ্নিবিভ্রমাৎ॥
যৎ তু কর্ম্ম সুখোপায়মল্পভ্রংশমদারুণম্।
তদর্শসাং প্রবক্ষ্যামি সমূলানাং নিবৃত্তয়ে॥

অর্শোরোগসমূহের চিকিৎসা বিষয়ে, কেহ বলেন, শস্ত্রের দ্বারা অর্শের কর্ত্তন হিতকর, কেহ বলেন ক্ষারদ্বারা দাহ হিতকর; অপর চিকিৎসকেরা বলেন; অগ্নির দ্বারা দাহ করা প্রশস্ত। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বুদ্ধিমান দৃষ্টকর্ম্মা চিকিৎসকগণ এই ত্রিবিধ চিকিৎসাই করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে সুদারুণ বিপদ আছে, এবম্বিধ চিকিৎসায় শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি সমূহের বিভ্রম ঘটিলে অর্থাৎ অযথা প্রয়োগ হইলে পুংস্ত্ব নাশ, গুহ্যদেশে শোথ, মলাদির বেগরোধ, উদরাধ্মান (পেটফাঁপা), দারুণ শূলবেদনা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অর্শের পুনর্ব্বার উৎপত্তি, ক্ষত রূঢ় হইলেও ক্লেদস্রাব, গুহ্যদেশের ভ্রংশ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, অতএব সমূলে অর্শঃসমূহের শান্তির জন্য যে চিকিৎসা সুখ সাধ্য, অল্প ক্লেশকর ও বিপদ রহিত তাহাই এস্থলে বলিব।

বাতশ্লেষ্মোল্বণান্যাহুঃ শুষ্কাণ্যর্শাংসি তদ্বিদঃ।
প্রস্রাবীণি তথার্দ্রাণি রক্তপিত্তোল্বণানি চ।
ততঃ শুষ্কার্শসাং পূর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসিতম্॥

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ বাতোল্বণ ও শ্লেষ্মোল্বণ অর্শঃ সকলকে শুষ্কার্শ এবং রক্তোল্বণ পিত্তোল্বণ অর্শঃসমূহকে প্রস্রাবী ও আর্দ্র অর্শঃ কহেন, এই উভয় প্রকার অর্শের মধ্যে প্রথমত শুষ্ক অর্শের চিকিৎসা বর্ণনা করিব।

স্তব্ধানি স্বেদয়েৎ পূর্ব্বং শোথশূলান্বিতানি চ।
চিত্রকক্ষারবিল্বানাং তৈলেনাভ্যজ্য স্বেদয়েৎ॥
যবমাষকুলত্থানাং পুলাকানাময়োদৃশৎ।
গোখরাশ্বশকৃৎপিণ্ডৈস্তিলকল্কৈস্তুষৈস্তথা॥
বচাশতাহ্বাপিণ্ডৈর্ব্বা সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ।
শক্তূনাং পিণ্ডিকাভির্ব্বা স্নিগ্ধানাং তৈলসর্পিষা॥
শুষ্কমূলকপিণ্ডৈর্ব্বা পিণ্ডৈর্ব্বা কাঞ্চগন্ধিকৈঃ।
রাস্নাপিণ্ডৈঃ সুখোষ্ণৈর্ব্বা সস্নেহৈর্হাবুষৈরপি॥
ইষ্টকস্য খরাহ্বায়াঃ শাকৈর্গৃঞ্জনকস্য বা।
অভ্যজ্য কুষ্ঠতৈলেন স্বেদয়েৎ পোট্টলীকৃতৈঃ॥
বৃষার্কৈরণ্ডবিল্বানাং পত্রোৎকাথৈশ্চ স্বেদয়েৎ॥

শুষ্কার্শ যদি স্তব্ধ এবং শোথ ও শূলযুক্ত হয়; তাহা হইলে প্রথমে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদ যথা;—চিতা যবক্ষার ও বেল ছালের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল অর্শে মাখাইয়া তদনন্তর যব মাষকলায় কুলথকলায় ও আগড়ার পোট্টলী দ্বারা লৌহদ্বারা, প্রস্তরদ্বারা, গো গর্দ্দভ ও অশ্বের পুরীষ পিণ্ড দ্বারা, তিলকল্ক বা তুষদ্বারা অথবা সুখোষ্ণ ও স্নেহযুক্ত বচ ও শুলফা পিণ্ড দ্বারা কিংবা ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত শক্তুর পিণ্ডদ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। অথবা শুষ্ক মূলক পিণ্ডদ্বারা, সজিনাত্বক্ পিণ্ড দ্বারা, স্নেহযুক্ত সুখোষ্ণ রাস্নাপিণ্ড দ্বারা ও হবুষ পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিবে, কিংবা ইষ্টকচূর্ণ বা পারসীয় যমানী বা রসুনশাক কুষ্ঠের তৈলে মিশ্রিত এবং তাহা পোট্টলী বদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ

করিবে, অথবা অতিশয় বেদনা থাকিলে বাসক, আকন্দ, এরণ্ড ও বিষ ইহাদের পত্রের কাথ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে।

ত্রিফলায়া মূলকস্য বেণূনাং বরুণস্য চ।
অগ্নিমন্থস্য শিগ্রূণাং পত্রাণ্যশ্মন্তকস্য চ॥
জলেনোৎকাথ্য শূলার্ত্তং স্বভ্যক্তমবগাহয়েৎ।
কোলোৎকাথেঽথবা কোষ্ণে সৌবীরকতুষোদকে॥
বিল্বকাথেঽথবা তক্রে দধিমণ্ডাম্লকাঞ্জিকে।
গোমূত্রে বা সুখোষ্ণে তং স্বভ্যক্তমবগাহয়েৎ॥

অর্শোরোগে শূল নিবারণার্থ রোগিকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া ত্রিফলা মূলা বাঁশ বরুণ গণিয়ারি সজিনা ও অশ্মন্তক (অম্লকুচা বা পাষাণভেদী) এই সমুদায়ের পত্রের কাথে অবগাহন করাইবে, অথবা সুখোষ্ণ কুলপত্রের কাথে, সৌবীর সন্ধানে বা তুষোদকে বা বিল্ব-পত্রের কাথে অথবা ঈষদুষ্ণ তক্রে, দধির মাতে, কাঁজিতে কিংবা গোমূত্রে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে।

কৃষ্ণসর্পবরাহোষ্ট্রজতুকাবৃষদংশজাম্।
বসামভ্যঞ্জনে দদ্যাদ্ ধূপনঞ্চার্শসাং হিতম্॥
নৃকেশাঃ সর্পনির্ম্মোকো বৃষদংশস্য চর্ম্ম চ।
অর্কমূলং শমীপত্রমর্শোভ্যো ধূপনং হিতম্॥
তুম্বুরূণি বিড়ঙ্গানি দেবদার্ব্বক্ষতং ঘৃতম্।
বৃহতী চাশ্বগন্ধা চ পিপ্পল্যঃ সুরসা ঘৃতম্॥
বরাহবৃষবিট্ চৈব ধূপনং শক্তবো ঘৃতম্।
কুঞ্জরস্য পুরীষঞ্চ ঘৃতং সর্জ্জরসো রসঃ॥

কৃষ্ণসর্প, শূকর, উষ্ট্র, চামচিকী ও বিড়ালের বসা অর্শে অভ্যঙ্গ করাইবে। যন্ত্রণাদায়ক অর্শে ধূপ প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। ধূপ যথা,—মনুষ্যের কেশ সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) বিড়ালের চর্ম্ম, আকন্দের মূল ও শমীপত্র (শাঁইপাতা) ইহাদের ধূপ হিতকর। ধনে, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, আতপ চাউল ও ঘৃত, অথবা বৃহতী, অশ্বগন্ধা, পিপুল, তুলসীপত্র ও ঘৃত কিংবা শূকর ও বৃষের বিষ্ঠা, যবশক্তু ও ঘৃত; অথবা হস্তীর মল, ধুনা, শিলারস ও ঘৃত ইহা-দের ধূপও উপকারী।

হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্তং সুধাক্ষীরং প্রলেপনম্।
গোপিত্তপিষ্টাঃ পিপ্পল্যঃ সহরিদ্রাঃ প্রলেপনম্॥
শিরীষবীজং কুষ্ঠঞ্চ পিপ্পল্যঃ সৈন্ধবং গুড়ঃ।
অর্কক্ষীরং সুধাক্ষীরং ত্রিফলা চ প্রলেপনম্॥
পিপ্পল্যশ্চিত্রকঃ শ্যামা কিণ্বং মদনতণ্ডুলাঃ।
প্রলেপঃ কুক্কুটশকৃদ্ধরিদ্রাগুড়সংযুতঃ॥

দন্তীশ্যামামৃতাসঙ্গঃ পারাবতশকৃদ্‌গুড়ঃ ।
প্রলেপঃ স্যাদ্‌গজাস্থীনি নিম্বো ভল্লাতকানি চ ॥
প্রলেপঃ স্যাদলং কোষ্ঠো বাসন্তকবসাযুতঃ ।
শূলশ্বয়থুহৃদ্‌ যুক্তশ্চ লূকীবসয়া সহ ॥
অর্কপত্রং সুধাকাণ্ডং কটুকালাবুপল্লবাঃ ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্‌ ॥

মনসার আটা হরিদ্রাচূর্ণের সহিত মিশাইয়া অর্শে প্রলেপ দিলে উপকার হয় । পিপুল ও হরিদ্রাচূর্ণ গোপিত্তে পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে । শিরীষবীজ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, গুড়, আকন্দের আঠা, মনসার আঠা ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে । পিপুল, চিতা, তেউড়ীমূল, সুরাবীজ, ময়না ফল, কুক্কুটের বিষ্ঠা, হরিদ্রা ও গুড় একত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে । দন্তী, তেউড়ী, অমৃতাসঙ্গ (খর্পর), পায়রার বিষ্ঠা ও গুড় এবং হস্তীর অস্থি, নিম ও ভেলা ইহাদের প্রলেপ উপকারী । উষ্ট্রের অথবা শুকরের বসার সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অর্শের বেদনা ও শোথ নিবারণ হয়, আকন্দের পাতা, মনসার ডাঁটা, তিক্ত লাউয়ের পাতা ও ডহর করঞ্জ এই সমুদায় ছাগ মূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, ইহাই অর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রলেপ ।

অভ্যঙ্গাদ্যাঃ প্রদেহান্তা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
স্তম্ভশ্বয়থুকণ্ড্বর্ত্তিশমনাস্তেঽর্শসাং হিতাঃ ॥
প্রদেহান্তৈরুপক্রান্তা গুদজাঃ প্রস্রবন্তি হি ।
সঞ্চিতং দুষ্টরুধিরং ততঃ সম্পাদ্যতে সুখম্‌ ॥

অভ্যঙ্গ হইতে প্রলেপ পর্য্যন্ত যে সকল যোগ কথিত হইল, এই সকল যোগের দ্বারা, অর্শের শুব্ধতা, শোথ, কণ্ডু ও বেদনার শান্তি হয় । প্রদেহান্ত এই যোগ সমূহ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, অর্শের সঞ্চিত দুষ্ট রুধির প্রস্রুত হয়, এই হেতু রোগী সুখী হইয়া থাকে ।

শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষৈর্হি ন ব্যাধিরুপশাম্যতি ।
রক্তে দুষ্টে ভিষক্‌ তস্মাদ্রক্তমেবাবসেচয়েৎ ॥
জলৌকোভিস্তথা শস্ত্রৈঃ সূচীভির্বা পুনঃপুনঃ ।
অবর্ত্তমানরুধিরং রক্তার্শোভ্যঃ প্রবাহয়েৎ ॥

অর্শে দুষ্ট রক্ত সঞ্চিত থাকিলে, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ কোন চিকিৎসা দ্বারাই তাহার উপকার হয়না, সেই হেতু চিকিৎসক অর্শের দুষ্ট রক্তের স্রাব করাইবেন । জলৌকা, শস্ত্র, অথবা সূচীদ্বারা রক্তার্শের অপ্রবর্ত্তমান রক্তের স্রাব করাইতে হয় ।

গুদশ্বয়থুশূলার্ত্তং মন্দাগ্নিং পায়য়েৎ তু তম্‌ ।
ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং পাঠাং হিঙ্গু সচিত্রকম্‌ ॥
সৌবর্চ্চলং পুষ্করাখ্যমজাজীং বিল্বপেষিকাম্‌ ।
বিড়ং যমানীং হবুষাং বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং বচাম্‌ ॥

তিন্তিড়ীকঞ্চ মণ্ডেন মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা ।
তথার্শোগ্রহণীদোষশূলানাহাদ্বিমুচ্যতে ॥

অর্শোরোগীর গুহ্যদেশে শোথ ও শূল থাকিলে এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে তাহাকে শুঁঠ পিপুল, মরিচ, পিপুল মূল, আকনাদি, হিঙ্গু, চিতা, সচললবণ, পুষ্কর মূল, কৃষ্ণজীরা, বেল-শুঁঠ, বিটলবণ, জোয়ান, হবুষ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বচ ও তিন্তিড়ী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, মণ্ড, মদ্য বা গরম জলসহ পান করাইবে, ইহা দ্বারা অর্শঃ গ্রহণী শূল ও আনাহের শান্তি হয়।

পাচনং পায়য়েদ্বা তদ্ যদ্ বক্ষ্যাম্যতিসারিণে ।
সগুড়ামভয়াং বাপি প্রাশয়েৎ পৌর্ব্বভক্তিকীম্ ॥
পায়য়েদ্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণং ত্রিফলারসসংযুতম্ ।
হৃতে গুদাশ্রয়ে দোষে গুদজা যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥
গোমূত্রাধ্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্ ।
হরীতকীং তক্রযুতাং ত্রিফলাং বা প্রয়োজয়েৎ ॥
সনাগরং চিত্রকং বা শীধুযুক্তং প্রদাপয়েৎ ।
দাপয়েচ্চব্যযুক্তং বা শীধুং সাজাজীচিত্রকম্ ॥
সুরাং সপাঠাহবুষাং দদ্যাৎ সৌবর্চ্চলান্বিতাম্ ।
দধিত্থং বিল্বসংযুক্তং যুক্তং বা চব্যচিত্রকম্ ॥
ভল্লাতকযুতং বাপি প্রদদ্যাৎ তক্রতর্পণম্ ।
বিল্বনাগরযুক্তং বা যমান্যা চিত্রকেণ চ ॥
চিত্রকং হবুষাং হিঙ্গুং দদ্যাদ্বা তক্রসংযুতম্ ।
পঞ্চকোলযুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ ॥

অথবা রক্তাতিসারোক্ত পাচন ব্যবস্থা করিবে, কিংবা ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ বা ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইবে, ইহা দ্বারা গুহ্যদেশ-স্থিত দোষ নষ্ট হওয়ায় অর্শোরোগের ক্ষয় হইয়া থাকে। গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া পর দিন সেই হরীতকী গুড়ের সহিত খাওয়াইবে। হরীতকী বা ত্রিফলা তক্রের সহিত সেবন করাইবে ; শুঁঠ ও চিতামূলচূর্ণ সীধুর সহিত কিংবা চই, কৃষ্ণজীরা ও চিতামূলচূর্ণ সীধুর সহিত পান করাইবে, অথবা হবুষ, আকনাদি ও সচললবণ, সুরার সহিত খাওয়াইবে বা কয়েত-বেল ও বেলশুঁঠযুক্ত বা চই ও চিতাসংযুক্ত বা ভল্লাতকচূর্ণ সংযুক্ত তক্র তর্পণ প্রয়োগ করিবে, অথবা বেলশুঁঠ ও শুঁঠযুক্ত বা যোয়ান বা চিতামূল সংযুক্ত তক্রতর্পণ (তর্পণ তক্রের সহিত আলোড়িত শক্তু) পান করাইবে, কিংবা চিতামূল, হবুষ ও হিঙ্গু অথবা পঞ্চকোল চূর্ণ ঘোলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

হবুষোৎকুঞ্চিকা ধান্যমজাজী কারবী শটী ।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী ॥

যমানী চাজমোদাচ তচ্চূর্ণং তক্রসংযুতম্।
মন্দাম্লকটুকং বিদ্বান্ স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে ॥
ব্যক্তাম্লকটুকং জাতং তক্রারিষ্টং মুখপ্রিয়ম্।
প্রপিবেন্মাত্রয়া কালেঽন্নস্য তৃষিতস্ত্রিষু ॥
দীপনং রোচনং বর্ণ্যং কফবাতানুলোমনম্।
গুদশ্বয়থুকণ্ডার্ত্তিনাশনং বলবর্দ্ধনম্ ॥

ইতি তক্রারিষ্টম্।

হবুষ, সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, যোয়ান, বনযোয়ান এই সকল চূর্ণ উপযুক্ত তক্রের সহিত মিশাইয়া ঈষদম্ল ও কটুরসান্বিত করিয়া ঘৃত ভাবিত পাত্রে রাখিবে; ইহার স্বাদ, স্পষ্ট অম্ল ও কটুরস হইলে তক্রারিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তকালে ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। এই অরিষ্ট দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, বর্ণের প্রসন্নতা, কফ ও বায়ুর অনুলোম, বলের বৃদ্ধি এবং গুহ্যদেশের শোথ কণ্ডূ ও বেদনার নাশ হইয়া থাকে।

ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ ॥

চিতামূলের ছাল বাঁটিয়া তদ্দ্বারা একটী কলসের অভ্যন্তরঃভাগ প্রলিপ্ত করিবে; তাহাতে দুগ্ধ দিয়া দধি পাতিবে, এই দধি বা তাহার তক্র পান করিলে অর্শের শান্তি হয়।

বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্।
তৎ প্রয়োজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব বা ॥
সপ্তাহং দ্বাদশাহং বা পক্ষং মাসমথাপি বা।
বলকালবিশেষজ্ঞো ভিষক্ তক্রং প্রযোজয়েৎ ॥

বাতশ্লেষ্মাধিক অর্শে তক্রের ন্যায় উত্তম ঔষধ আর নাই। বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া সস্নেহ বা রুক্ষ তক্র প্রয়োগ করিবে। দোষের বল ও কাল বুঝিয়া ৭ দিন ১০ দিন ১৫ দিন বা একমাস তক্র পান করাইবে।

অত্যর্থমৃদুকায়াগ্নেস্তক্রমেবাবচারয়েৎ।
সায়ং বা লাজসক্তূনাং দদ্যাৎ তক্রাবলেহিকাম্ ॥
জীর্ণে তক্রে প্রদদ্যাদ্বা তক্রপেয়াং সসৈন্ধবাম্।
তক্রানুপানং সস্নেহং তক্রৌদনং [illegible]ঃপরম্ ॥
যূষৈর্মাংসরসৈর্বাপি ভোজয়েৎ তক্রসংযুতৈঃ।
যূষে রসেন বাপ্যর্দ্ধং তক্রসিদ্ধেন ভোজয়েৎ ॥
কালক্রমজ্ঞঃ সহসা নচ তক্রং নিবর্ত্তয়েৎ।
তক্রপ্রয়োগো মাসান্তঃ ক্রমেণোপরমো হিতঃ ॥

অপকর্ষো যথোৎকর্ষো ন ত্বস্মাদপকৃষ্যতে।
শক্ত্যাগমনরক্ষার্থং দার্ঢ্যার্থমনলস্য চ ॥
বলোপচয়বর্ণার্থমেষ নির্দ্দিশ্যতে ক্রমঃ।
রুক্ষমর্দ্ধোদ্ধৃতস্নেহং যতশ্চানুদ্ধৃতং ঘৃতম্ ॥
তক্রং দোষাগ্নিবলবিৎ ত্রিবিধং তৎ প্রযোজয়েৎ।
হতানি ন বিরোহন্তি তক্রেণ গুদজানি চ ॥
ভূম্যাবপি নিষিক্তং তৎ দহেৎ তক্রং তৃণোপলম্।
কিং পুনর্দীপ্তকায়াগ্নেঃ শুষ্কাণ্যর্শাংসি দেহিনঃ ॥
স্রোতঃসু তক্রশুদ্ধেষু রসঃ সম্যগুপৈতি যঃ।
তেন পুষ্টির্বলং বর্ণঃ প্রহর্ষশ্চোপজায়তে ॥
বাতশ্লেষ্মবিকারাণাং শতঞ্চাপি নিবর্ত্ততে।
নাস্তি তক্রাৎ পরং কিঞ্চিদৌষধং কফবাতজে ॥

যে অর্শোরোগীর জঠরাগ্নি অত্যন্ত মৃদু, তাহাকে কেবল তক্রপান করাইবে, কিংবা খইয়ের ছাতু তক্রে আলোড়িত করিয়া সায়ংকালে খাইতে দিবে, অথবা পূর্ব্বাহ্ণে পীত তক্র জীর্ণ হইলে তক্রের সহিত পেয়া পাক করিয়া সৈন্ধবলবণসহ খাইতে দিবে, পূর্ব্বাহ্ণে কেবল তক্রপান করাইয়া, তক্রসাধিত অন্ন ঘৃতাদি স্নেহসহ ভোজন ও তক্র অনুপান করাইবে। তক্রান্নভোজীর যদি যূষাদি খাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যূষ বা মাংসরস তক্রের সহিত প্রস্তুত করিয়া দিবে, কিংবা তক্রসিদ্ধ যূষ বা মাংসের রসের সহিত ভোজন করাইবে। কালক্রমজ্ঞ চিকিৎসক হঠাৎ তক্রপান নিবারণ করিবেন না। একমাস পর্য্যন্ত তক্রপান করাইয়া তক্রের মাত্রা কমাইয়া দিবে, যে নিয়মে তক্রের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, সেই নিয়মেই মাত্রাহ্রাস করিবে, কিন্তু ভোজনার্থ যে পরিমিত তক্র প্রয়োগ করা হইতেছিল, তাহার মাত্রা হ্রাস করিবে না। অর্শের পুনরুৎপত্তি নিবারণার্থ, জঠরাগ্নির দৃঢ়তার জন্য এবং বল উপচয় ও বর্ণের নিমিত্ত এই তক্র সেবন ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দোষ ও অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক রুক্ষ, অর্দ্ধোদ্ধৃত স্নেহ ও অনুদ্ধৃত স্নেহ, এই তিন প্রকার তক্র প্রয়োগ করিবেন। তক্র সেবনে অর্শঃ বিনষ্ট হইলে তাহার আর পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়না। ভূমিতেও তক্র নিষিক্ত হইলে যখন তজ্জাত তৃণাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তখন যে দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির শুষ্কার্শ তক্রদ্বারা অবশ্য বিনষ্ট হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? স্রোতঃ সকল তক্রের দ্বারা সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে আহারজ রস, তাহাতে গমন করে, সেই রস দ্বারা অর্শোরোগির পুষ্টি বল বর্ণ ও প্রহর্ষ জন্মিয়া থাকে, এবং বাতশ্লেষ্মজনিত শত শত বিকারেরও শান্তি হয়, অতএব বাতশ্লেষ্মরোগে তক্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই।

পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্।
শৃঙ্গবেরমজাজীঞ্চ কারবীং ধান্যতুম্বুরুম্ ॥
বিল্বং কর্কটকং পাঠাং পিষ্ট্বা পেয়াং বিপাচয়েৎ।
ফলাম্লাং যমকেভৃষ্টাং তাং দদ্যাদ্ গুদজাপহাম্ ॥

এতৈরেব খড়ান্ কুর্য্যাদেতৈশ্চ বিপচেজ্জলম্।
এতৈশ্চৈব ঘৃতং সাধ্যমর্শসাং বিনিবর্ত্তয়ে॥
শটীপলাশসিদ্ধাং বা পিপ্পল্যা নাগরেণ বা।
দদ্যাদ্ যবাগূং তক্রাম্লাং মরিচৈরবচূর্ণিতাম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, শুঁঠ, জীর', ক্ষুদ্রকৃষ্ণজীরা, ধনে, তুম্বুরু, বেলশুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও আকনাদি এই সকল দ্রব্য পিষ্ট ও জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা পেয়া পাক করিবে, তাহা দাড়িমাদি রসে অম্লীকৃত ও যমকস্নেহে (মিশ্রিত ঘৃত তৈলে) সন্তলিত করিয়া অর্শোরোগিকে পান করাইবে, ইহা অর্শোরোগ নাশক। পূর্ব্বোক্ত পিপুল প্রভৃতির সহিত খড়যূষ পাক করিয়া কিংবা জল সিদ্ধ করিয়া কিংবা ঘৃতপাক করিয়া অর্শঃ শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে। শঠী ও পলাশ বীজের সহিত কিংবা পিপুল অথবা শুঁঠের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহা তক্রদ্বারা অম্ল ও মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া অর্শোরোগিকে প্রদান করিবে।

শুষ্কমূলকযূষং বা যূষং কৌলত্থমেব বা।
দধিত্থবিল্বযূষং বা সকুলত্থমুকুষ্টকম্॥
ছাগলং বা রসং দদ্যাদ্ঘৃতৈরেভির্বিমিশ্রিতম্।
লাবাদীনাং ফলাম্লং বা সতক্রং গ্রাহিভির্যুতম্॥

শুষ্ক মূলার যূষ, কুলথ কলায়ের যূষ, কিংবা কয়েতবেল ও বেল শুঁঠের সহিত কুলথ বা বনমুগের যূষ বা ছাগমাংস রস, অথবা উক্ত যূষের সহিত ঘৃতমিশ্রিত ছাগমাংস রস, অর্শোরোগিকে প্রদান করিবে; অথবা লাবাদি পক্ষির মাংসরস দাড়িমাদি ফল রসের দ্বারা অম্লীকৃত তক্রমিশ্রিত ও সংগ্রাহি ঔষধের সহিত সংযুক্ত করিয়া অর্শোরোগিকে পান করাইবে।

রক্তশালির্মহাশালিঃ কলমো জাঙ্গলঃ সিতঃ।
শারদঃ ষষ্টিকশ্চৈব স্যাদন্নবিধিরর্শসাম্॥
ইত্যুক্তো ভিন্নশকৃতামর্শসানাং ক্রিয়াক্রমঃ॥

অর্শোরোগে রক্তশালি মহাশালি কলম জাঙ্গল সিত শারদ ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন খাইতে দিবে। যে সকল অর্শোরোগির মল ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়, তাহাদের পক্ষে এই চিকিৎসা ক্রম কথিত হইল।

যেঽত্যর্থং গাঢ়শকৃতস্তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥
সস্নেহৈঃ শক্তুভির্যুক্তাং প্রসন্নাং লবণীকৃতাম্।
দদ্যান্মৎস্যণ্ডিকাং পূর্ব্বং ভক্ষয়িত্বা সনাগরাম্॥

অতঃপর যে সকল অর্শোরোগির মল অত্যন্ত কঠিন, তাহাদের ঔষধ বলিব। কঠিনমল অর্শোরোগিকে প্রথমে, শুঁঠচূর্ণ সহ মাৎগুড় খাওয়াইবে, পরে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত লবণ মিশ্রিত শক্তুর সহিত প্রসন্না পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

গুড়ং সনাগরং পাঠাং ফলাম্লং পায়য়েচ্চ তম্।
গুড়ং ঘৃতং যবক্ষারং যুক্তং বাপি প্রযোজয়েৎ ॥
যমানীং নাগরং পাঠাং দাড়িমস্য রসং গুড়ম্।
সতক্রলবণং দদ্যাদ্বাতবর্চ্চোহনুলোমনম্ ॥
দুঃস্পর্শকেন বিল্বেন যমান্যা নাগরেণ চ।
একৈকেনাপি সংযুক্তা পাঠা হন্ত্যর্শসাং রুজম্ ॥
প্রাগুক্তান্ যমকে ভৃষ্টান্ শক্তুভিশ্চাবচুর্ণিতান্।
করঞ্জপল্লবান্ দদ্যাদ্ বাতবর্চ্চোহনুলোমনান্ ॥
মদিরাং বা সলবণাং শীধুং সৌবীরকং তথা।
সগুড়ামভয়াং বাথ প্রাশয়েৎ পৌর্ব্বভক্তিকীম্ ॥

শুঁঠ ও আকনাদি চূর্ণ, গুড়ের সহিত মিলাইয়া ও দাড়িমাদি ফলের রসে অম্লীকৃত করিয়া অর্শোরোগিকে পান করাইবে, অথবা গুড় ঘৃত ও যবক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যোয়ান শুঁঠ ও আকনাদি চূর্ণ, দাড়িমের রস, গুড়, তক্র ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্শোরোগিকে পান করাইবে, তদ্দারা বায়ু ও মলের অনুলোম হইবে। ছুরালতা বেলশুঁঠ যোয়ান ও শুঁঠ ইহাদের সহিত অথবা ইহাদের কোন একটির সহিত আকনাদিচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইলে অর্শের বেদনা নষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সমুদায় যমকে অর্থাৎ ঘৃততৈলে ভাজিয়া, অথবা করঞ্জপত্র শক্তুর সহিত ঘৃততৈলে ভাজিয়া তাহা সেবন করাইবে, ইহা দ্বারা বায়ু ও মলের অনুলোম হয়। অর্শোরোগিকে লবণের সহিত মদিরা শীধু অথবা সৌবীর পান করাইবে; কিংবা ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ খাওয়াইবে।

পিপ্পলীনাগরক্ষারকারবীধান্যজীরকৈঃ।
ফাণিতেন চ সংযোজ্য ফলাম্লং সাধয়েদ্ ঘৃতম্ ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শৃঙ্গবেরযবক্ষারৌ তৈঃ সিদ্ধং পায়য়েদ্ ঘৃতম্ ॥
চব্যচিত্রকসিদ্ধং বা গুড়ক্ষারসমন্বিতম্।
পিপ্পলীমূলসিদ্ধং বা গুড়ক্ষারসমন্বিতম্ ॥
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলদধিনাগরধান্যকৈঃ।
সিদ্ধং সর্পির্বিধাতব্যং বাতবর্চ্চোবিবন্ধনুৎ ॥

ইতি পিপ্পল্যাদ্যঘৃতানি।

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত। পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার, কৃষ্ণজীরা, ধনে ও জীরা ইহাদের কল্ক, খাংগুড় ও অম্লফল সহ ঘৃত পাক করিয়া অর্শোরোগিকে পান করাইবে। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, শুঁঠ ও যবক্ষার ইহাদের সহিত পক্ক ঘৃত অর্শোরোগীকে পানার্থ দিবে। চৈ, চিতা, গুড় ও যবক্ষার কিংবা পিপুলমূল, গুড় ও যবক্ষার ইহাদের

সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা, অথবা পিপুল পিপুলমূল শুঁঠ ও ধনে, ইহাদের কল্ক এবং দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত অর্শোরোগীকে পান করাইবে। এই ঘৃত পানে বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কুস্তুম্বুরূণি চ।
যমানীং পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে ॥
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
শকৃদ্বাতানুলোম্যার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে ॥
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্।
গুদবঙ্ক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি ॥

ইতি চব্যাদ্যঘৃতম্।

চব্যাদ্য ঘৃত। চৈ, ত্রিকটু, আক্‌নাদি, যবক্ষার, ধনে, যোয়ান, পিপুলমূল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, বেলশুঁঠ ও হরীতকী ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ দধির সহিত ঘৃত পাক করিবে। ইহা দ্বারা মল ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুহ্যদেশের স্রাব, গুহ্যদেশে ও কুঁচিকেতে শূলবদ্ বেদনা নষ্ট হইয়া থাকে।

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা ॥
চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দধ্না চ তদ্ঘৃতং কফবাতনুৎ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি ॥

ইতি নাগরাদ্যঘৃতম্।

নাগরাদি ঘৃত। শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যোয়ান ইহাদের কল্ক, আমরুলের স্বরস ও চতুর্গুণ দধির সহিত যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কফ, বায়, অর্শ; গ্রহণীদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, গুহ্যদেশে বেদনা ও আনাহ নষ্ট হয়।

পিপ্পলীং নাগরং পাঠাং শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগাংস্ত্রিপলিকান্ কৃত্বা কষায়মুপকল্পয়েৎ ॥
গণ্ডীরং পিপ্পলীমূলং ব্যোষং চব্যঞ্চ চিত্রকম্।
পিষ্ট্বা কষায়ে বিনয়েৎ পূতে দ্বিপলিকং পৃথক্ ॥
পলানি সর্পিষস্তস্মিংশ্চত্বারিংশৎ প্রয়োজয়েৎ।
চাঙ্গেরীস্বরসং তুল্যং সর্পিষো দধি ষড়্গুণম্ ॥

মৃদ্বগ্নিনা সাধয়েত্তৎ সিদ্ধং সর্পির্নির্ধাপয়েৎ ।
তদাহারে প্রযোক্তব্যং পানে প্রায়োগিকে বিধৌ ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং গুল্মহৃদ্রোগনাশনম্ ।
শোথপ্লীহোদরানাহমূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরাপহম্ ॥
কাসহিক্কারুচিশ্বাসসূদনং পার্শ্বশূলনুৎ ।
বলপুষ্টিকরং বর্ণ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥

ইতি পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্ ।

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত। পিপুল, শুঁঠ, আকনাদি ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য তিন পল পরিমাণে লইয়া তাহার কাথ করিবে, সেই কাথে গণ্ডীর (শমঠশাক), পিপুলমূল, ত্রিকটু, চৈ ও চিতা প্রত্যেক দ্রব্য দুই পল পরিমাণে মিলাইবে। এই কাথ, ঘৃত /৫ সের, আমরুলের রস /৫ সের ও দধি ৮০ ত্রিশ সের সমস্ত একত্র মিলাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত ভোজনের সহিত বা কেবল পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অর্শোরোগ, গুল্ম, হৃদ্‌রোগ, শোথ, প্লীহা, উদর, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, কাস হিক্কা, অরুচি, শ্বাস ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয় এবং বলপুষ্টি বর্দ্ধিত, বর্ণ প্রসন্ন, ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তাং ঘৃতভৃষ্টাং হরীতকীম্ ।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্ ॥
বিড়্বাতকফপিত্তানামানুলোম্যেন নির্ম্মলে ।
গুদেঽর্শাংসি প্রশাম্যন্তি পাবকশ্চাভিবর্দ্ধতে ॥

অর্শোরোগিকে ঘৃতভৃষ্ট হরীতকী, গুড় ও পিপুলচূর্ণ সহ অথবা তেউড়ীমূল, ও দন্তীমূল চূর্ণ সহ সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা মল, বায়ু কফ ও পিত্তের অনুলোম হওয়ায় গুহ্যদেশ, বিশুদ্ধ হয় বলিয়া অর্শঃ প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নি বর্দ্ধক।

বর্হিতিত্তিরিলাবানাং রসানম্লান্ সুসংস্কৃতান্ ।
দক্ষাণাং বর্ত্তকানাঞ্চ দদ্যাদ্বিড়্বাতসংগ্রহে ॥

ময়ূর, তিত্তিরি, লাব, কুক্কুট ও বটের পাখির মাংসরস, অম্লরসান্বিত ও ঘৃতাদি দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া অর্শোরোগিকে পান করাইবে। ইহা দ্বারা মল ও বায়ুর বিবদ্ধতা নষ্ট হইবে।

ত্রিবৃদ্দন্তীপলাশানাং চাঙ্গের্য্যাশ্চিত্রকস্য চ ।
যমকে ভর্জ্জিতং দদ্যাচ্ছাকং দধিসমন্বিতম্ ॥
উপোদিকাং তণ্ডুলীয়ং বীরাং বাস্তুকপল্লবান্ ।
সুবর্চ্চলাং সলোণীকাং যবশাকমবল্গুজম্ ॥
কাকমাচীং রুহাপত্রং মহাপত্রীং তথাম্লিকাম্ ।
জীবন্তীশঠিশাকঞ্চ শাকং গৃঞ্জনকস্য চ ॥

দধিদাড়িমসিদ্ধানি যমকৈর্ভর্জ্জিতানি চ।
ধান্যনাগরযুক্তানি শাকান্যেতানি দাপয়েৎ ॥

তেউড়ী, দন্তী, পলাশ, আমরুল ও চিতা, ইহাদের শাক, ঘৃত তৈলে ভাজিয়া, দধির সহিত অর্শোরোগিকে সেবন করাইবে। পুঁইশাক, নটেশাক, ক্ষীরকাঁকলাশাক, বেতো-শাক, ব্রাহ্মীশাক, নুনেশাক, সোমরাজী শাক, কাকমাচীর শাক, নীলদূর্ব্বা, মহাপত্রী, তেঁতুল-পাতা, জীবন্তীশাক, শঠীশাক, গাজরশাক, এই সকল শাক, দধি ও দাড়িম রসে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত তৈলে ভাজিবে এবং ধনে ও শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া, তাহা অর্শোরোগিকে প্রদান করিবে।

গোধাশ্বাবিৎসলোপাকমার্জ্জারোষ্ট্রগবামপি।
কূর্ম্মশল্লকয়োশ্চৈব সাংয়েচ্ছাকবদ্রসান্ ॥
রক্তশাল্যোদনং দদ্যাদ্রসৈস্তৈর্বাতশান্তয়ে।
জ্ঞাত্বা বাতোল্বণং রুক্ষং মন্দাগ্নিং গুদজাতুরম্ ॥
মদিরাং শর্করাজাতাং শীধুং তক্রং তুষোদকম্।
অরিষ্টং দধিমণ্ডং বা শৃতং বা শিশিরং জলম্ ॥
কণ্টকার্য্যা শৃতং বাপি শৃতং নাগরধান্যকৈঃ।
অনুপানং ভিষগ্ দদ্যাদ্ বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্ ॥

গোসাপ, সজারু, খেঁকশিয়ালী, বিড়াল, উট, গরু, কচ্ছপ ও সল্লক ইহাদের মাংসরস, পূর্ব্বোক্ত শাক পাক বিধানে প্রস্তুত করিবে, এই মাংসরসের সহিত রক্তশালি চাউলের অন্ন, অর্শোরোগিকে ভোজন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অর্শোরোগির বায়ুর শান্তি হয়। অর্শরোগির বায়ু প্রবল, শরীর রুক্ষ ও অগ্নি মন্দ হইলে, তাহাকে শর্করাজাত মদ্য, শীধু; তক্র, তুষোদক, অরিষ্ট, দধির মণ্ড, গরমজল শীতল করিয়া সেই জল, কণ্টকারিসিদ্ধ জল, অথবা ধনে ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল, অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অর্শো-রোগীর বায়ু ও মলের অনুলোম হয়।

উদাবর্ত্তপরীতা যে যে চাত্যর্থং বিরুক্ষিতাঃ।
বিলোমবাতাঃ শূলার্ত্তাস্তেষ্বিষ্টমনুবাসনম্ ॥

যে সকল অর্শোরোগী উদাবর্ত্ত রোগাক্রান্ত, যাহাদের শরীর অত্যন্ত রুক্ষ, যাহাদের বায়ু বিলোমগত, এবং যাহারা শূলবেদনায় পীড়িত, তাহাদের পক্ষে অনুবাসন প্রশস্ত।

পিপ্পলীং মদনং বিল্বং শতাহ্বাং মধুকং বচাম্।
কুষ্ঠং শটীং পুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ ॥
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং পয়সা দ্বিগুণেন চ।
অর্শসাং মূঢ়বাতানাং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুবাসনম্ ॥
গুদনিঃসরণং শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
কট্যূরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণাশ্রয়ম্ ॥

পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোফং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্ ।
উত্থানং বহুশো যচ্চ জয়েৎ তচ্চানুবাসনাৎ ॥

পিপুল, মদনফল, বেলশুঁঠ, শুল্ফা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, শঠী, পুষ্করমূল, চিতামূল, ও দেবদারু ইহাদের কল্ক এবং দ্বিগুণ দুগ্ধসহ তৈলপাক করিবে। এই তৈল দ্বারা মূঢ়বাত অর্শোরোগীদিগকে, অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। এই তৈলের অনুবাসনে ;গুহ্যভ্রংশ, অর্শে শূলবদ্ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, কটী উরু ও পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা, কুঁচকিতে বন্ধনবদ্ বেদনা, পিচ্ছা (আঠার মত) স্রাব, গুহ্যদেশে শোথ, বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা এবং বারংবার অল্প অল্প মলভেদ এই সকল নিবারিত হয়।

আনুবাসনিকৈঃ পিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ ।
দর্ব্ব্যা তৈরৌষধৈর্দেহ্যাঃ স্তব্ধাঃ শূনা গুদেরুহাঃ ॥
দিগ্ধাস্তৈঃ প্রসবন্ত্যাশু শ্লেষ্মপিচ্ছাং সশোণিতাম্ ।
কণ্ডূঃ স্তম্ভঃ সরুক্ শোফঃ শ্রুতানাং বিনিবর্ত্ততে ॥
নিরূহং বা প্রযুঞ্জীত সক্ষীরং দাশমূলিকম্ ।
সমূত্রস্নেহলবণং কল্কৈর্যুক্তং ফলাদিভিঃ ॥

অর্শোবলি সমূহ স্তব্ধ ও শোথযুক্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত পিপুল প্রভৃতি অনুবাসনোক্ত দ্রব্য সকল পিষ্ট, ঘৃতাদি স্নেহ মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে, বলি হইতে রক্ত ও শ্লেষ্মযুক্ত পিচ্ছার স্রাব হয়। তদ্দ্বারা অর্শের কণ্ডূ, স্তব্ধতা, বেদনা, ও শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। অথবা, দশমূলের কাথে, দুগ্ধ, গোমূত্র, ঘৃতাদি স্নেহ, সৈন্ধব লবণ ও মদনফলাদির কল্ক মিশাইয়া তদ্বারা নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে।

হরীতকীনাং প্রস্থার্দ্ধং প্রস্থমামলকস্য চ ।
স্যাৎ কপিত্থাদ্দশপলং পলার্দ্ধেনেন্দ্রবারুণী ॥
বিড়ঙ্গং পিপ্পলী লোধ্রং মরিচং সৈলবালুকম্ ।
দ্বিপলাংশং জলস্যৈতচ্চতুর্দ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
দ্রোণশেষে রসে তস্মিন্ পূতে শীতে সমাবপেৎ ।
গুড়স্য দ্বিশতং তিষ্ঠেৎ তৎ পক্ষং ঘৃতভাজনে ॥
পক্ষাদূর্দ্ধং ভবেৎ পেয়া ততো মাত্রা যথাবলম্ ।
অস্যাভ্যাসাদরিষ্টস্য গুদজা যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥
গ্রহণীপাণ্ডুহৃদ্রোগপ্লীহগুল্মোদরাপহঃ ।
কুষ্ঠশোফারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥
সিদ্ধোঽয়মভয়ারিষ্টঃ কামলাশ্বিত্রনাশনঃ ।
ক্রিমিগ্রন্থ্যর্ব্বুদব্যঙ্গরাজযক্ষ্মজ্বরান্তকৃৎ ॥ ইত্যভয়ারিষ্টঃ ।

অভয়ারিষ্ট। হরীতকী /১ একসের, আমলকী /২ সের, কয়েত বেলের শাঁস /১।০ পাঁচপোয়া, রাখাল শশার মূল ৪ তোলা, এবং বিড়ঙ্গ, পিপুল, লোধ, মরিচ ও এলবালুক, প্রত্যেক

দ্রব্য ১৬ তোল তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র ৪ দ্রোণ (২৫৬ সের) জলে পাক করিয়া ১ দ্রোণ অর্থাৎ ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে ইহার সহিত ২৫ সের গুড় মিশাইয়া ঘৃত ভাবিত মৃৎকলসে ১৫ দিন কাল মুখ আবদ্ধ পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। অতঃপর রোগীর বল বুঝিয়া এই অরিষ্ট উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে অর্শোবলিসমূহ এক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, হৃদ্‌রোগ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, কুষ্ঠ, শোথ, অরুচি, কামলা, শ্বিত্র, ক্রিমি, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, ব্রণ, রাজযক্ষ্মা ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অভয়ারিষ্ট বল বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক এবং নির্দ্দোষ।

দন্তীচিত্রকমূলানামুভয়োঃ পঞ্চমূলয়োঃ।
ভাগান্ পলাংশানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
ত্রিপলং ত্রিফলায়াশ্চ দলানাং তত্র দাপয়েৎ।
রসে চতুর্থশেষে তু পূতে শীতে সমাবপেৎ॥
তুলাং গুড়স্য তৎ তিষ্ঠেন্মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে।
তন্মাত্রয়া পিবেন্নিত্যমর্শোভ্যোঽপি প্রমুচ্যতে॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্।
দীপনঞ্চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যরিষ্টমিমং বিদুঃ॥

ইতি দন্ত্যরিষ্টঃ।

দন্ত্যরিষ্ট। দন্তিমূল, চিতামূল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি, ইহাদের মূলের ছাল প্রত্যেক ৮ তোলা একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাক কালে হরীতকী আমলকী ও বহেড়া ইহাদের বীজ ত্যাগ করিয়া ত্বক্ প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ১৬ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া উহার সহিত ।২॥০ সাড়ে বার সের গুড় মিশাইবে। ইহা একটী ঘৃতভাবিত পাত্রে মুখ বদ্ধ করিয়া মাসার্দ্ধকাল রাখিবে। তৎপরে ইহা নিত্য উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অর্শোরোগ, গ্রহণী ও পাণ্ডু রোগের শান্তি হয়। এই দন্ত্যরিষ্ট বায়ু ও মলের অনুলোমকারী, অগ্নিবর্দ্ধক ও অরুচিনাশক।

হরীতকীফলপ্রস্থং প্রস্থমামলকস্য চ।
বিশালায়া দধিত্থস্য পাঠাচিত্রকমূলয়োঃ॥
দ্বে দ্বে পলে সমাপোথ্য দ্বিদ্রোণে সাধয়েদপাম্।
পাদাবশেষে পূতে চ রসে তস্মিন্ প্রদাপয়েৎ॥
গুড়স্যৈকাং তুলাং বৈদ্যঃ তৎ স্থাপ্যং ঘৃতভাজনে।
পক্ষস্থিতং পিবেদেনং গ্রহণ্যর্শোবিকারবান্॥
হৃৎপাণ্ডুরোগং প্লীহানং কামলাং বিষমজ্বরম্।
বর্চ্চোমূত্রানিলকৃতান্ বিবন্ধানগ্নিমার্দ্দবম্॥

কাসং গুল্মমুদাবর্ত্তং ফলারিষ্টো ব্যপোহতি।
অগ্নিসন্দীপনো হ্যেষ কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতঃ॥

ইতি ফলারিষ্টঃ।

ফলারিষ্ট। হরীতকী ১ প্রস্থ, আমলকী ১ প্রস্থ, রাখালশশার মূল, কয়েতবেল, আকনাদি, ও চিতামূল, প্রত্যেক ২ পল, একত্র কুটিয়া ২ দ্রোণ (১২৮সের) জলে পাক করিবে। ৩২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, শীতল হইলে ইহার সহিত ।২॥॰ সাড়ে বার সের গুড় মিশাইয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে ১৫ দিন কাল রাখিবে। পক্ষান্তে ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডু, প্লীহা, কামলা, বিষমজ্বর, মল মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, গুল্ম ও উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

দুরালভায়াঃ প্রস্থস্তু চিত্রকস্য বৃষস্য চ।
পথ্যামলকয়োশ্চৈব পাঠায়া নাগরস্য চ॥
দন্ত্যাশ্চ দ্বিপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদাবশেষে পূতে চ সুশীতে শর্করাশতম্॥
দত্ত্বা কুম্ভে দৃঢ়ে স্থাপ্যং মাসার্দ্ধং ঘৃতভাবিতে।
প্রলিপ্তে পিপ্পলীচব্যপ্রিয়ঙ্গুক্ষৌদ্রসর্পিষা॥
তস্য মাত্রাং পিবেৎ কালে শার্করস্য যথাবলম্।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমুদাবর্ত্তমরোচকম্॥
শকৃন্মূত্রানিলোদ্গারবিবন্ধানগ্নিমার্দ্দবম্।
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্বমেতেন সাধয়েৎ॥

ইতি শর্করারিষ্টঃ।

শর্করারিষ্ট। দুরালভা /২ সের, চিতামূল /২ সের, বাসক ছাল /২ সের এবং হরীতকী আমলা আকনাদি শুঁঠ ও দন্তীমূল, প্রত্যেক ১৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে, ।২॥॰ সাড়ে বার সের চিনি উহার সহিত মিশাইবে। একটী ঘৃতভাবিত দৃঢ় কলসীর মধ্যভাগ, পিপুল, চৈ, প্রিয়ঙ্গু, মধু ও ঘৃতের দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, তন্মধ্যে উক্ত কাথাদি দ্রব্য রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। ১৫ দিন পরে এই শর্করারিষ্ট বাহির করিয়া বলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অর্শঃ, গ্রহণী, উদাবর্ত্ত, অরুচি, মল মূত্র বায়ু ও উদ্গারের বিবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্‌রোগ ও পাণ্ডুরোগ এই সমস্ত নিবারিত হয়।

নবস্যামলকস্যৈকাং কুর্য্যাজ্জর্জ্জরিতাং তুলাম্।
কুড়বাংশাশ্চ পিপ্পল্যো বিড়ঙ্গং মরিচং তথা॥
যবাসঃ পিপ্পলীমূলং ক্রমুকং চব্যচিত্রকৌ।
মঞ্জিষ্ঠা নালুকং লোধ্রং পলিকান্যুপকল্পয়েৎ॥

কুষ্ঠং দারুহরিদ্রাচ সুরাহ্বঃ শারিবাদ্বয়ম্।
ইন্দ্রাহ্বং ভদ্রমুস্তঞ্চ কুর্য্যাদর্দ্ধপলোম্মিতান্॥
চত্বারি নাগপুষ্পস্য পলান্যভিনবস্য চ।
দ্রোণাভ্যামম্ভসো দ্বাভ্যাং সাধয়িত্বাবতারয়েৎ॥
দ্রোণাবশেষে পূতে চ শীতে তস্মিন্ সমাবপেৎ।
মৃদ্বীকাদ্ব্যাঢ়করসং শীতং নির্য্যূহসংমিতম্॥
শর্করায়াশ্চ ভিন্নায়া দত্বাদ্বিগুণিতাং তুলাম্।
কুসুমস্য রসস্যৈকমর্দ্ধপ্রস্থং নবস্য চ॥
ত্বগেলাপ্লবপত্রাম্বুসেব্যক্রমুককেশরান্।
চূর্ণয়িত্বা তু মতিমান্ কার্ষিকানত্র চাবপেৎ॥
তৎ সর্ব্বং স্থাপয়েৎ পক্ষং সুচৌক্ষে ঘৃতভাজনে।
প্রলিপ্তে সর্পিষা কিঞ্চিচ্ছর্করাগুরুধূপিতে॥
পক্ষাদূর্দ্ধমরিষ্টোঽয়ং কনকো নাম বিশ্রুতঃ।
পেয়ঃ স্বাদুরসো হৃদ্যঃ প্রয়োগাদ্ভক্তরোচনঃ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমানাহমুদরং জ্বরম্।
হৃদ্রোগঃ পাণ্ডুতাং শোথং গুল্মবর্চ্চোবিনিগ্রহম্॥
কাসং শ্লেষ্মাময়াংশ্চোগ্রান্ সর্ব্বানেবাপকর্ষতি।
বলীপলিতখালিত্যং দোষজন্তু ব্যপোহতি॥

ইতি কনকারিষ্টঃ।

কনকারিষ্ট। বীজ রহিত নূতন আমলকী ১২॥০ সাড়েবার সের, পিপুল ./॥০ অর্দ্ধসের এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ, হুরালভা, পিপুলমূল, সুপারি, চৈ, চিতা, মঞ্জিষ্ঠা, নালুক ও লোধ, প্রত্যেক ৮ তোলা ; কুড়, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, ও ভদ্রমুতা, প্রত্যেক ৪ তোলা, নূতন নাগেশ্বরফুল ৩২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে দ্রাক্ষার শীতল কাথ ৩২ সের, চিনি ২৫ সের, নূতন মধু ৬ সের এবং দারুচিনি, এলাচ, কৈবর্ত্তমুতা, তেজপাতা, বালা, বেণার মূল, সুপারি ও নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশাইবে। অনন্তর ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত, শর্করা ও অগুরুদ্বারা ধূপিত একটী পরিষ্কৃত ঘৃতপাত্রে উক্ত কাথ ১৫ দিন কাল রাখিবে। পক্ষান্তে এই কনকারিষ্ট পান করিবে। ইহা মধুর রস, হৃদ্য, অন্নরোচক এবং বলি পলিত ও খালিত্য নাশক। ইহা দ্বারা অর্শঃ, গ্রহণী দোষ, আনাহ, উদর, জ্বর, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, মলবিবদ্ধতা, কাস ও সর্ব্বপ্রকার উগ্র শ্লেষ্ম রোগ বিনষ্ট হয়

পত্রভঙ্গোদকৈঃ শৌচং কুর্য্যাদুষ্ণেন চাম্ভসা।
ইতি শুষ্কার্শসাং সিদ্ধমুক্তমেতচ্চিকিৎসিতম্॥

শুষ্কার্শ রোগিকে, ঘোষাপত্র প্রভৃতি অর্শোঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথে অথবা উষ্ণ জলে, শৌচক্রিয়া করাইবে। শুষ্কার্শের সিদ্ধফল চিকিৎসা কথিত হইল।

চিকিৎসিতমতঃ সিদ্ধং স্রাবিণাং সংপ্রচক্ষ্যতে।
তত্রানুবন্ধো দ্বিবিধঃ শ্লেষ্মণো মারুতস্য চ॥

অতঃপর রক্তস্রাব বিশিষ্ট অর্শের দৃষ্টফল চিকিৎসা কথিত হইতেছে। রক্তার্শে বায়ু ও শ্লেষ্ম এই দুই দোষের দুই প্রকার অনুবন্ধ থাকে।

বিট্ শ্যাবং কঠিনং রুক্ষঞ্চাধোবায়ুর্ন বর্ত্ততে।
তনু চারুণবর্ণঞ্চ ফেনিলঞ্চাসৃগর্শসাম্॥
কট্যূরুগুদশূলঞ্চ দৌর্ব্বল্যং যদি চাধিকম্।
তত্রানুবন্ধো বাতস্য হেতুর্যদি চ রুক্ষণম্॥
শিথিলং শ্বেতপীতঞ্চ বিট্ স্নিগ্ধং গুরু শীতলম্।
যদ্যর্শসাং ঘনঞ্চাসৃক্ তন্তুমৎ পাণ্ডু পিচ্ছিলম্॥
গুদং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরু স্নিগ্ধঞ্চ কারণম্।
শ্লেষ্মানুবন্ধো বিজ্ঞেয়স্তত্র রক্তার্শসাং বুধৈঃ॥

যদি অর্শোরোগীর মল শ্যাববর্ণ কঠিন ও রুক্ষ হয়, অধোবায়ুর প্রবর্ত্তন না হয়; স্রুত-রক্ত পাতলা, অরুণবর্ণ ও ফেনাযুক্ত হয়, কটী, ঊরু ও গুহ্যদেশে শূলবদ্ বেদনা থাকে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে এবং রুক্ষহেতুতে রক্তার্শের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই রক্তার্শে বায়ুর অনুবন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। আর রক্তার্শ রোগির মল, যদি শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ স্নিগ্ধ গুরু ও শীতল হয়, রক্ত যদি ঘন, তন্তু বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল হয়, গুহ্য দেশ, যদি পিচ্ছাযুক্ত স্তিমিত ও ভার বিশিষ্ট হয়; এবং স্নিগ্ধ কারণে যদি রক্তার্শের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই রক্তার্শে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ আছে বুঝিবে।

স্নিগ্ধশীতং হিতং বাতে রুক্ষশীতং কফানুগে।
চিকিৎসিতমিদং তস্মাৎ সম্প্রধার্য্য প্রযোজয়েৎ॥

বাতপ্রধান রক্তার্শে স্নিগ্ধ ও শীতল বস্তু এবং কফপ্রধান রক্তার্শে শীতল ও রুক্ষ বস্তু হিতকর; এই বিবেচনা করিয়া রক্তার্শের চিকিৎসা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাধিকং মত্বা শোধনেনোপপাদয়েৎ।
স্রবণঞ্চাপ্যুপেক্ষেত লঙ্ঘনৈর্বা সমাচরেৎ॥

অর্শঃ পিত্তশ্লেষ্মাধিক হইলে বমন বিরেচনাদির দ্বারা চিকিৎসা করিবে। রক্তস্রাব থাকিলে তাহা উপেক্ষা করিয়া লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবে।

প্রবৃত্তমাদাবর্শোভ্যো যো নিগৃহ্লাত্যবুদ্ধিমান্।
শোণিতং দোষমলিনং তদ্রোগান্ জনয়েদ্বহূন্॥
রক্তপিত্তং জ্বরং তৃষ্ণামগ্নিসাদমরোচকম্।
কামলাং শ্বয়থুং শূলং গুদবঙ্ক্ষণসংশ্রয়ম্॥

কণ্ড্বরুঃকোঠপিড়কাঃ কুষ্টং পাণ্ড্বাহ্বয়ং গদম্।
বাতমূত্রপুরীষাণাং বিবন্ধং শিরসো রুজম্॥
স্তৈমিত্যং গুরুগাত্রত্বং তথান্যান্ রক্তজান্ গদান্।
তস্মাৎ স্রুতে দুষ্টরক্তে রক্তসংগ্রহণং হিতম্॥

মূর্খ ব্যক্তি অর্শঃ হইতে প্রবৃত্ত রক্ত প্রথমে বন্ধ করিলে সেই দোষমলিনরক্ত রোগীর বহুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা—রক্তপিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কামলা, শোথ, শূল, গুহ্য ও বঙ্ক্ষণদেশে শূল, কণ্ডু, ব্রণ, কোঠ, পিড়কা, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, বাতমূত্রপুরীষের বিবদ্ধতা, শিরোরোগ, স্তৈমিত্য, গাত্র গৌরব ও অন্যান্য রক্তজনিত রোগ সকলের উৎপত্তি হয়। অতএব দুষ্টরক্তের সম্যক্ স্রাব হইলে, সংগ্রাহী ঔষধ দ্বারা রক্ত বন্ধ করা উচিত।

হেতুলক্ষণকালজ্ঞো বলশোণিতকালবিৎ।
কালং তাবদুপেক্ষেত যাবন্নাত্যয়মাপ্নুয়াৎ॥

হেতু লক্ষণ ও কাল, বল ও রক্তবর্ণবিদ্ চিকিৎসক যতদিন পর্য্যন্ত কোন বিপদাশঙ্কা না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত অর্শের রক্তস্রাব উপেক্ষা করিবেন, অর্থাৎ রক্ত বন্ধ করিবেন না।

অগ্নিসন্দীপনার্থঞ্চ রক্তসংগ্রহণায় চ।
দোষাণাং পাচনার্থঞ্চ পরং তিক্তৈরুপাচরেৎ॥
যৎ তু প্রক্ষীণদোষস্য রক্তং বাতোল্বণস্য চ।
বর্ত্ততে স্নেহসাধ্যং তৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥
যৎ তু পিত্তোল্বণং রক্তং ঘর্ম্মকালে প্রবর্ত্ততে।
স্তম্ভনীয়ং তদেকান্তান্ন চেদ্বাতকফানুগম্॥

অর্শোরোগীর অগ্নি সন্দীপনার্থ রক্তস্রাব নিবারণার্থ ও দোষের পাচনার্থ তিক্তক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু যে রোগীর পিত্তাদি দোষের অল্পতা থাকে এবং বায়ুরই আধিক্য থাকে, তাহার রক্তস্রাব হইলে, স্নেহপান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসন প্রভৃতি স্নেহ ক্রিয়া করিবে। যে রক্তাংশ পিত্তোল্বণ এবং যাহাতে বায়ু ও শ্লেষ্মার অনুবন্ধ না থাকে, সেই অর্শঃ হইতে গ্রীষ্মকালে রক্তস্রাব হইলে, স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা রক্তস্রাব এককালে বন্ধ করিয়া দিবে।

কুটজত্বঙ্ নির্য্যূহঃ সনাগরঃ স্নিগ্ধো রক্তসংগ্রহণঃ।
ত্বগ্ দাড়িমস্য তদ্বৎ সনাগরশ্চন্দনরসশ্চ॥
চন্দনকিরাততিক্তধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতা।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ॥
সাতিবিষা কুটজত্বক্ ফলঞ্চ রসাঞ্জনং মধুযুতানি।
রক্তাপহানি দদ্যাৎ পিপাসবে তণ্ডুলজলেন॥

কুড়চিছালের কাথ, শুঁঠচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। কিংবা দাড়িমছালের কাথ, অথবা চন্দনের কাথ শুঁঠ চূর্ণসহ পান করিবে। ইহাদ্বারা রক্তস্রাব

বন্ধ হয়। রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও শুঁঠ অথবা দারুহরিদ্রার ছাল, বেণার মূল ও শিরছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। রক্তার্শরোগির পিপাসা থাকিলে আতইচ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

কুটজত্বচো বিপাচ্যং পলশতমার্দ্রং মহেন্দ্রসলিলেন।
যাবত্ স্যাদর্দ্ধরসং তদ্দ্রব্যং পূতো রসস্ততো গ্রাহ্যঃ॥
মোচরসঃ সসমঙ্গঃ ফলিনী চ পলাংশিকৈস্ত্রিভিস্তৈশ্চ।
বৎসকবীজং তুল্যং চূর্ণীকৃতমত্র দাতব্যম্॥
পূতোত্ক্বথিতঃ সান্দ্রঃ স রসো দর্ব্বীপ্রলেপনো গ্রাহ্যঃ।
মাত্রাকালোপহিতা রসক্রিয়ৈষা জয়ত্যসৃক্স্রাবম্॥
ছগলীপয়সা যুক্তা পেয়া মণ্ডেন বা যথাগ্নিবলম্।
জীর্ণৌষধশ্চ শালীন্ পয়সা ছাগেন ভুঞ্জীত॥
রক্তার্শাংস্যতিসারং রক্তং সাসৃক্ রুজো নিহন্ত্যাশু।
বলবচ্চ রক্তপিত্তং রসক্রিয়ৈষা জয়ত্যুভয়ভাগম্॥
ইতি কুটজাদিরসক্রিয়া।

কুটজাদি রসক্রিয়া।—কাঁচা কুড়চির ছাল ১২॥ সাড়ে বার সের, বৃষ্টির জল ৬৪ সের, একত্র পাক করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া তাহাতে মোচরস, বরাহক্রান্তা ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২৪ তোলা, এবং ইন্দ্রযব চূর্ণ ৯ পল (৭২ তোলা) প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় পাক করিবে। যখন উত্তমরূপে ঘন হইবে এবং হাতায় লাগিবে, তখন নামাইয়া অগ্নিবল বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায়, উপযুক্ত কালে প্রয়োগ করিবে। ইহা অগ্নিবলানুসারে, ছাগ দুগ্ধ, পেয়া, বা মণ্ডের সহিত প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে, ছাগদুগ্ধের সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। এই রসক্রিয়া দ্বারা রক্তার্শ, রক্তাতিসার, রক্তস্রাব জন্য বেদনা, এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়ভাগগত বলবান রক্তপিত্ত সত্বর নিবারিত হয়।

নীলোৎপলং সমঙ্গা মোচরসশ্চন্দনং তিলা লোধ্রম্।
পীত্বা চ্ছগলীপয়সা ভোজ্যং পয়সৈব শাল্যন্নম্॥
ছগলীপয়ঃ প্রযুক্তং নিহন্তি রক্তং সবাস্তুকরসঞ্চ।
ধন্ববিহঙ্গমৃগাণাং রস নিরম্লঃ কদম্লো বা॥
পাঠা বত্সকবীজং রসাঞ্জনং নাগরং যমান্যশ্চ।
বিল্বমিতি চার্শসৈশ্চূর্ণিতানি পেয়ানি সশূলেষু॥
দার্ব্বীকিরাততিক্তং মুস্তং দুঃস্পর্শকশ্চ রুধিরঘ্নম্।

নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, মোচরস, রক্তচন্দন, তিল ও লোধ, ইহাদের চূর্ণ বা কল্ক ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া, ছাগ দুগ্ধের সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন খাইবে। ছাগদুগ্ধ

ও বেতোশাকের রস একত্র প্রযুক্ত হইলে রক্তস্রাবের শান্তি হয়। ধন্বদেশজাত পক্ষী ও মৃগের মাংসরস, দাড়িমাদি রসে ঈষদম্ল করিয়া অথবা অম্ল রহিত করিয়া পান করিলে রক্ত স্রাব নিবারিত হয়। আকনাদি, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, শুঁঠ, যোয়ান ও বেলশুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ পান করিলে শূল বেদনান্বিত রক্তার্শের শান্তি হয়। দারুহরিদ্রা, চিরতা, মুতা, দুরালভা ইহাদের চূর্ণ দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

রক্তেঽতিবর্ত্তমানে শূলে চ ঘৃতং বিধাতব্যম্।
কুটজফলকল্কৈঃ কেশরনীলোৎপললোধ্রধাতকীকল্কৈঃ॥
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলে রক্তার্শসাং ভিষজা॥
সর্পিঃ সদাড়িমরসং সয়াবশূকং শৃতং জয়ত্যাশু।
রক্তং সশূলমথবা নিদিগ্ধিকাদুগ্ধিকাসিদ্ধম্॥

রক্তার্শে যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, এবং শূলবদ্ বেদনা থাকে, তাহা হইলে, ইন্দ্রযবের কল্কসহ, অথবা নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাঁইফুল ইহাদের কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া অথবা পূর্ব্বোক্ত রক্ত রোধক যোগসমূহ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। দাড়িমের রস ও যবক্ষারের কল্ক সহ অথবা কণ্টকারী ও দুগ্ধিকার কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিবে। ইহাতে রক্তস্রাব ও শূল বেদনার শান্তি হয়।

লাজপেয়া পাতা চুক্রিকাকেশরীৎপলৈঃ সিদ্ধা।
হন্ত্যাশবস্রস্রাবং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্॥
হ্রীবেরবিল্বনাগরনির্য্যূহে সাধিতাং সনবনীতাম্।
বৃক্ষাম্লদাড়িমাম্লামম্লীকাম্লাং সকোলাম্লাম্॥
গৃঞ্জনকসুরাসিদ্ধং দদ্যাদ্ যমকেন ভর্জ্জিতাং পেয়াম্।
রক্তাতিসারশূলপ্রবাহিকাশোথনিগ্রহণীম্॥

আমরুল, নাগকেশর ও নীলোৎপল ইহাদের সহিত কিংবা বেড়েলা ও চাকুলের সহিত পেয়া পাক করিয়া পান করিলে আশু রক্তস্রাব নষ্ট হয়। বালা, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ ইহাদের কাথে পেয়া পাক করিবে, সেই পেয়া মাখনের সহিত মিশাইয়া এবং মহাদা ও দাড়িমের রসে অথবা তেঁতুলের রসে কিংবা কুলশুঁঠের কাথে অম্লিকৃত করিয়া পান করিবে। রসুন ও মদের সহিত পেয়া পাক করিয়া তাহা যমক স্নেহে অর্থাৎ ঘৃত তৈলে ভাজিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা রক্তাতিসার, শূল প্রবাহিকা ও শোথ নিবারণ হয়।

কাশ্মর্য্যামলকানাং সকর্ব্বুদারফলাম্লানাম্।
গৃঞ্জনকশাল্মলীকানাং দুগ্ধিকানাং চুক্রিকানাঞ্চ॥
নগ্রোধশুঙ্গকানাং খড়াংস্তথা কোবিদারপুষ্পাণাম্।
দধ্নঃ সরেণ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রক্তে প্রবৃত্তেঽতি॥

গাম্ভারী, আমলকী, শ্বেতকাঞ্চন ও অম্লফল, কিংবা গৃঞ্জন ও শিমুল, অথবা দুগ্ধিকা,

চুকাপালঙ্, বটশুঙ্গ বা রক্তকাঞ্চন পুষ্প ইহাদের সহিত দধির সর সংযোগে খড়যূষ পাক করিয়া পান করিলে অর্শঃ হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব প্রশমিত হয়।

সিদ্ধং পলাণ্ডুশাকং তক্রেণোপোদিকাং সবদরাম্লম্ ।
রুধিরস্রুতৌ প্রদদ্যান্মসূরয়ূষঞ্চ তক্রাম্লম্ ॥
পয়সা শৃতেণ যূষৈঃ সতীনমুদ্গাঢ়কীমসূরাণাম্ ।
ভোজনমদ্যাদম্লৈঃ শালিশ্যামাককোদ্রবজম্ ॥
শশহরিণলাবমাংসৈঃ কপিঞ্জলৈণেয়কৈঃ সুসিদ্ধৈশ্চ ।
ভোজনমদ্যান্মধুরৈরম্লৈরীষৎ সমরিচৈর্বা ॥
দক্ষশিখিতিত্তিরিরসৈর্দ্বিককুদলোপাকজৈশ্চ মধুরাম্লৈঃ ।
অদ্যাদ্রসৈরতিবহেষ্বর্শঃস্বনিলোল্বণশরীরঃ ॥
রসখড়শাকয়বাগূসংযুক্তঃ কেবলোঽথবা জয়তি ।
রক্তমতিবর্ত্তমানং বাতঞ্চ পলাণ্ডুরুপযুক্তঃ ॥
ছাগান্তরাধিতরুণং সরুধিরমুপসাধিতং বহু পলাণ্ডু ।
ব্যত্যাসান্মধুরাম্লং বিট্শোণিতসংক্ষয়ে দেয়ম্ ॥

তক্রের সহিত পলাণ্ডুশাক, কুলশুঁঠের কাথ সহ পূঁইশাক বা অম্লতক্রের সহিত মসুর যূষ পাক করিয়া রক্তস্রাব নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। আর অর্দ্ধশৃত দুগ্ধ, মটর কলায়, মুগ, অড়হর বা মসুরের যূষ ও অম্লরসের সহিত শালি শ্যামা বা কোদোধান্যের অন্ন ভোজন করাইবে। শশ হরিণ লাব কপিঞ্জল ও ত্রণ ইহাদের মাংস সুসিদ্ধ করিয়া তাহা মধুর ও ঈষদম্লরসান্বিত এবং মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তৎসহ শাল্যন্ন ভোজন করাইবে। কুক্কুট, ময়ুর, তিত্তির, উষ্ট্র ও খেঁকশেয়ালের মাংসরস মধুরাম্লরসান্বিত করিয়া সেবন করিলে বাতোল্বণ ও অর্শের অতিশয় রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়। মাংসরস, খড়যূষ শাক ও যবাগূর সহিত পলাণ্ডু ভক্ষণ করিলে অথবা কেবল পলাণ্ডু ভক্ষণ করিলে অতিপ্রবর্ত্তমান রক্ত ও বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে। তরুণবয়স্ক একটী ছাগলের রক্তযুক্ত মধ্যদেহ বহুপলাণ্ডুর সহিত পাক করিবে। ইহা বলক্ষয়ে মধুররসান্বিত ও রক্তক্ষয়ে অম্লরসান্বিত করিয়া অর্শোরোগীকে ভোজন করাইবে। এতদ্দারা তাহার মল ও রক্তের অতিক্ষয় জনিত দোষের শান্তি হয়।

নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ ।
দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্ গুহ্যাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ ॥

মাখন ও কৃষ্ণতিল বা নাগকেশর, মাখন ও চিনি কিংবা দধির সর ও মথিত নিত্য সেবন করিলে রক্তজ অর্শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নবনীতঘৃতং ছাগং মাংসং সষষ্টিকঃ শালিঃ ।
তরুণশ্চ সুরামণ্ডস্তরুণী চ সুরা নিহন্ত্যাস্রম্ ॥

নবনীতঘৃত (অর্থাৎ মাখন জ্বালান ঘৃত ✓০ এক ছটাক), ছাগমাংস, ষষ্টিক ও শালি তণ্ডুলের অন্ন নূতন সুরামণ্ড ও নূতন সুরা এই সকল রক্তস্রাব রোধক।

প্রায়েণ বাতবহুলান্যর্শাংসি ভবন্ত্যতিস্রুতে রক্তে।
দৃষ্টেঽপি কফপিত্তে তস্মাদনিলোঽধিকো জ্ঞেয়ঃ॥
দৃষ্ট্বা তু রক্তপিত্তং প্রবলং কফবাতলিঙ্গমল্পঞ্চ।
শীতাঃ ক্রিয়াঃ প্রয়োজ্যা যথেরিতা বক্ষ্যতে চান্যাঃ॥

অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে অর্শঃ সমূহ প্রায়ই বাতাধিক হইয়া থাকে। সেই হেতু অতিস্রাবযুক্ত অর্শে কফের বা পিত্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও তাহাকে বাতাধিক বলিয়াই জানিবে। অর্শে যদি রক্তপিত্ত লক্ষণ অধিক ও কফবাতের লক্ষণ অল্প দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণোক্ত শীতল ক্রিয়া করিবে।

মধুকং সপঞ্চবল্কং বদরীত্বগুদম্বরধবপটোলম্।
পরিষেচনে প্রয়োজ্যং বৃষককুভয়বাসনিম্বাশ্চ॥

রক্তপিত্তাধিক অর্শে যষ্টিমধু, পঞ্চবল্কল, কুলছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, ধাওয়া ছাল ও পলতা ইহাদের ক্বাথ অথবা বাসকছাল, অর্জ্জুনছাল দুরালভা ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ দ্বারা পরিষেক করিবে।

রক্তেঽতিবর্ত্তমানে দাহে ক্লেদে চ সম্যগবগাহাঃ।
মধুকামৃণালপদ্মকচন্দনকুশকাশমূলনিক্বাথাঃ॥
ইক্ষুরসমধুকবেতসনির্য্যূহে শীতলে পয়সি বা তম্।
অবগাহয়েৎ প্রদিগ্ধং পূর্ব্বং তৈলেন শিশিরেণ॥

অর্শে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ক্লেদ ও দাহ থাকিলে রোগীকে প্রথমে শীতবীর্য্য তৈল মাখাইয়া—যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, কুশমূল ও কাসমূল ইহাদের ক্বাথে, বা ইক্ষুরস মিশ্রিত যষ্টিমধু ও অম্লবেতসের ক্বাথে অথবা শীতল দুগ্ধে অবগাহন করাইবে।

দত্ত্বা ঘৃতং সশর্করমুপস্থদেশে ত্রিকদেশে চ।
শিশিরজলস্পর্শসুখধারা সংস্তম্ভনী যোজ্যা॥
কদলীদলৈরভিনবৈঃ পুষ্করপত্রৈশ্চ শীতজলসিক্তৈঃ।
প্রচ্ছাদনং মুহুর্ম্মুহুরিষ্টং পদ্মোৎপলদলৈশ্চ॥
দূর্ব্বাঘৃতং প্রদেহং শতধৌতসহস্রধৌতমপি সর্পিঃ।
ব্যজনপবনঃ সুশীতো রক্তস্রাবং জয়ত্যাশু॥

রক্তার্শোরোগীর উপস্থদেশে ও ত্রিকদেশে শর্করামিশ্রিত ঘৃত মালিস করিয়া শীতল জলের স্পর্শসুখকর ধারা দিবে। ইহা দ্বারা রক্তের স্তম্ভন হয়। নূতন কদলীপত্র, পদ্মপত্র, বা পদ্মের ও কুমুদের (পাপড়ি) শীতল জল সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা বারংবার অর্শঃ আচ্ছাদিত করিবে। দূর্ব্বাদ্যঘৃত, শতধৌত ঘৃত বা সহস্র ধৌত ঘৃত দ্বারা প্রলেপ ও তালবৃন্তের সুশীতল দ্বারা সত্বর রক্তস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে।

সমঙ্গামধুকাভ্যাং তিলমধুকাভ্যাং রসাঞ্জনঘৃতাভ্যাম্।
সর্জ্জরসঘৃতাভ্যাং নিম্বঘৃতাভ্যাং মধুঘৃতাভ্যাঞ্চ॥

দার্ব্বীত্বক্সর্পির্ভ্যাং সচন্দনাভ্যামথোৎপলঘৃতাভ্যাম্।
দাহে ক্লেদে চ গুদভ্রংশে গুদজাঃ প্রতিসারণীয়াঃ স্যুঃ ॥

অর্শে দাহ ক্লেদস্রাব এবং গুদভ্রংশ থাকিলে বরাহক্রান্তা যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, তিল যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, রসাঞ্জন রক্তচন্দন ও ঘৃত, ধুনা রক্তচন্দন ও ঘৃত, নিম্ব রক্তচন্দন ও ঘৃত, রক্তচন্দন মধু ও ঘৃত, দারুহরিদ্রার ছাল রক্তচন্দন ও ঘৃত, অথবা নীলোৎপল রক্তচন্দন ও ঘৃত দ্বারা প্রলেপ দিবে।

আভিঃ ক্রিয়াভিরথবা শীতাভির্যস্য ন তিষ্ঠতি রক্তম্।
তং কালে স্নিগ্ধোষ্ণৈর্মাংসরসৈস্তর্পয়েন্মতিমান্ ॥

এই সমস্ত শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত বন্ধ না হইলে রোগীকে উপযুক্ত সময়ে স্নিগ্ধোষ্ণ মাংসরস সেবন করাইয়া তর্পিত করিবে।

অবপীড়কসর্পির্ভিঃ কোষ্ণৈর্ঘৃততৈলিকৈস্তথাভ্যঙ্গৈঃ।
ক্ষীরঘৃততৈলসেকৈঃ কোষ্ণৈঃ সমুপাচরেচ্চাশু ॥

অবপীড়ক ঘৃত ও ঈষদুষ্ণ ঘৃত তিল দ্বারা অভ্যঙ্গ এবং ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ঘৃত তৈলের পরিষেক দ্বারা রোগিকে আশু চিকিৎসা করিবে।

কোষ্ণেন বাতপ্রবলে ঘৃতমণ্ডেনানুবাসয়েচ্ছীঘ্রম্।
পিচ্ছাবস্তিং দদ্যাৎ কালে তস্যাথবা সিদ্ধম্ ॥

বাত প্রবল রক্তার্শোরোগীকে ঈষদুষ্ণ ঘৃতমণ্ড দ্বারা শীঘ্র অনুবাসন দিবে। অথবা উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধফল পিচ্ছাবস্তি দিবে।

যবাসকুশকাশানাং মূল পুষ্পঞ্চ শাল্মলম্।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ ॥
দ্বিপ্রস্থং সলিলস্যৈতৎ ক্ষীরপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ক্ষীরশেষং কষায়ঞ্চ পূতং কল্কৈর্বিমিশ্রয়েৎ ॥
কল্কাঃ শাল্মলিনির্য্যাসসমঙ্গাচন্দনোৎপলম্।
বৎসকস্য চ বীজানি প্রিয়ঙ্গুঃ পদ্মকেশরম্ ॥
পিচ্ছাবস্তিরয়ং সিদ্ধঃ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করঃ।
প্রবাহিকাগুদভ্রংশরক্তস্রাবজ্বরাপহঃ ॥

ইতি পিচ্ছাবস্তিঃ।

পিচ্ছাবস্তি। দুরালভা, কুশমূল, কাশমূল, শিমুল মূল, বটশুঙ্গ, যজ্ঞডুমুর শুঙ্গ ও অশ্বত্থ শুঙ্গ প্রত্যেক ১৬ তোলা, পাকার্থ জল ১২ সের, দুগ্ধ ৪ সের; একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই দুগ্ধের সহিত নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্য মিশাইবে। যথা মোচরস, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু ও পদ্মকেশর এবং ঘৃত মধু ও চিনি। ইহা দ্বারা প্রযুক্ত বস্তিকে পিচ্ছাবস্তি কহে। এই সিদ্ধফলপ্রদ পিচ্ছাবস্তি প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, রক্তস্রাব ও জ্বর নিবারণ করে।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পেষ্যান্ বস্তৌ যথেরিতান্।
পিষ্ট্বানুবাসনং স্নেহং ক্ষীরদ্বিগুণিতং পচেৎ ॥

পিচ্ছাবস্তি কথিত কল্কদ্রব্য, পুণ্ডরিয়া লতা ও যষ্টিমধু একত্র বাটিয়া সেই কল্ক ও দ্বিগুণ দুগ্ধ সহ তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা অনুবাসন দিবে।

হ্রীবেরমুৎপলং লোধ্রং সমঙ্গাচব্যচন্দনম্।
পাঠা সাতিবিষা বিল্বং ধাতকী দেবদারু চ ॥
দার্ব্বী ত্বঙ্‌নাগরং মাংসী মুস্তং ক্ষারো যবাগ্রজঃ।
চিত্রকশ্চেতি পেষাণি চাঙ্গেরীস্বরসে ঘৃতম্ ॥
ঐকধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং তৎ সর্পিঃ পরমৌষধম্।
অর্শোঽতিসারগ্রহণীপাণ্ডুরোগে জ্বরেঽরুচৌ ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে গুদভ্রংশে বস্ত্যাধ্মানে প্রবাহণে।
পিচ্ছাস্রাবেঽর্শসাং শূলে যোজ্যমেতৎ ত্রিদোষনুৎ ॥
ইতি হ্রীবেরাদিঘৃতম্।

হ্রীবেরাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, আমরুল শাকের রস ১৬ সের; কল্কার্থ বালা নীলোৎপল, লোধ, বরাহক্রান্তা, চৈ, রক্তচন্দন, আকনাদি, আতইচ, বেলশুঠ, ধাইফুল, দেবদারু, দারুহরিদ্রার ছাল, শুঁঠ, জটামাংসী, মুতা, যবক্ষার ও চিতামূল মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঘৃত পানে অর্শঃ অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদভ্রংশ, বস্তির আধ্মান, প্রবাহিকা, পিচ্ছাস্রাব ও অর্শের শূল বেদনা নিবারিত হয়। এই ঘৃত ত্রিদোষ নাশক।

অবাক্‌পুষ্পা বলা দার্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকণ্টকঃ।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ ॥
কষায় এষাং পেষ্যাস্তু জীবন্তী কটুরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং সুরদারু চ ॥
কলিঙ্গাঃ শাল্মলং পুষ্পং বীরা চন্দনমঞ্জনম্।
কট্‌ফলং চিত্রকো মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষাস্থিরাঃ ॥
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ সমঙ্গা সনিদিগ্ধিকা
বিল্বং মোচরসঃ পাঠা ভাগাঃ কর্ষসমাঃ পৃথক্ ॥
চতুঃপ্রস্থশৃতপ্রস্থং কষায়মবতারয়েত্।
ত্রিংশৎপলানি প্রস্থোঽত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ ॥
সুনিষণ্ণকচাঙ্গের্য্যোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

এতদর্শঃস্বতীসারে রক্তস্রাবে ত্রিদোষজে।
প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ ॥
উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলে গুদাশ্রয়ে।
মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দেহগ্নাবরুচাবপি ॥
প্রযোজ্যং বিধিবৎ সর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বিবিধেষন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়ম্ ॥

ইতি সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরীঘৃতম্।

সুনিষণ্ণক চাঙ্গেরী ঘৃত।—ঘৃত ১ প্রস্থ, শুষুণিশাকের রস ১ প্রস্থ, আমরুল শাকের রস ১ প্রস্থ, ক্বাথার্থ মৌরী, বেড়েলা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে গোক্ষুর এবং বট, যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থের শুঙ্গ প্রত্যেক দুইপল, পাকার্থ জল ৪ প্রস্থ, শেষ এক প্রস্থ। (এখানে ৩২ পলে প্রস্থ বুঝিতে হইবে।) কল্কার্থ—জীবন্তী, কট্‌কী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমুল ফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, চিতামূল, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, শালপানি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাহক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলশুঁঠ, মোচরস ও আকনাদি প্রত্যেক ২ তোলা। একত্র যথাবিধি পাক করিয়া বিবিধ অন্নপানের সহিত অথবা কেবল মাত্র এই ঘৃত পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ অতীসার রক্তস্রাব প্রবাহিকা গুদভ্রংশ বিবিধ পিচ্ছাস্রাব বারংবার অল্প অল্প মলত্যাগ গুহ্যদেশের শোথ ও শূল মূত্রগ্রহ মূঢ়বাত অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ভবন্তি চাত্র।

ব্যত্যাসো মধুরাম্লানাং শীতোষ্ণানাঞ্চ যোজিতঃ।
নিত্যমগ্নিবলাপেক্ষী জয়ত্যর্শঃকৃতান্ গদান্।
ত্রয়ো বিকারাঃ প্রায়েণ যে পরস্পরহেতবঃ।
অর্শাংসি চাতিসারশ্চ গ্রহণীদোষ এব চ ॥
এষামগ্নিবলে হীনে বৃদ্ধির্বৃদ্ধে পরিক্ষয়ঃ।
তস্মাদগ্নিবলং রক্ষ্যমেষু ত্রিষু বিশেষতঃ ॥

অর্শোরোগীর অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া নিত্য বিপরীত ক্রমে মধুর ও অম্লরস এবং শীত ও উষ্ণ ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে অর্শোসম্ভূত রোগ সকলের নিবৃত্তি হয়। প্রায়ই দেখা যায় অর্শঃ অতিসার ও গ্রহণী এই তিনটী রোগ পরস্পর পরস্পরের হেতু হইয়া থাকে। অগ্নির বল কমিয়া গেলে এই তিনটী রোগের বৃদ্ধি ও অগ্নিবল বৃদ্ধি হইলে এই রোগত্রয়ের নাশ হয়, অতএব ইহাদের চিকিৎসায় অগ্নিবল বিশেষ ভাবে রক্ষা করিবে।

ভৃষ্টৈঃ শাকৈর্যবাগূভির্যূষৈর্মাংসরসৈঃ শুভৈঃ।
ক্ষীরতক্রপ্রয়োগৈশ্চ বিবিধৈর্গুদজান্ জয়েৎ ॥

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অন্নপানৌষধদ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ॥
যদতো বিপরীতং স্যান্নিদানে যৎ প্রদর্শিতম্।
গুদজাভিপরীতেন তৎ সেব্যং ন কদাচন॥

বিবিধ ভৃষ্ট শাক, যবাগূ, যূষ (মুদ্গাদি কৃত) মাংসরস, ক্ষীরপ্রয়োগ ও তক্রপ্রয়োগ দ্বারা অর্শোরোগ সকলকে বিনষ্ট করিবে। যে সকল অন্ন, পানীয় ও ঔষধদ্রব্য দ্বারা বায়ুর অনুলোম ও অগ্নির বল বৃদ্ধি হয়, অর্শোরোগীর সেই সকল নিত্য সেবন করা কর্ত্তব্য। আর যে সকল অন্নপানাদি ইহার বিপরীত ও নিদানে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কদাচ সেবন করা উচিত নহে।

তত্র শ্লোকাঃ।

অর্শসাং দ্বিবিধং জন্ম পৃথগায়তনানি চ।
স্থানসংস্থানলিঙ্গানি সাধ্যাসাধ্যত্বনিশ্চয়ঃ॥
অভ্যঙ্গাঃ স্বেদনং ধূমাঃ সাবগাহাঃ প্রলেপনম্।
শোণিতস্যাবসেকশ্চ যোগা দীপনপাচনাঃ॥
পানান্নবিধিরগ্র্যশ্চ বাতবর্চ্চোঽনুলোমনঃ।
যোগাঃ সংশমনীয়াশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ॥
বস্তয়স্তক্রযোগাশ্চ বরারিষ্টাঃ সশর্করাঃ।
শুষ্কার্শসাং প্রশমনাঃ স্রাবিণাং লক্ষণানি চ॥
দ্বিবিধং সানুবন্ধানাং তাভ্যাঞ্চেষ্টং যদৌষধম্।
রক্তসংগ্রহণাঃ ক্বাথাঃ পেয্যাশ্চ বিবিধাত্মকাঃ॥
স্নেহাহারবিধিশ্চাগ্র্যো যোগাশ্চ প্রতিসারণাঃ।
প্রক্ষালনাবগাহাশ্চ প্রদেহাঃ সেচনানি চ॥
অতিবৃত্তস্য রক্তস্য বিধাতব্যং যদৌষধম্।
তৎ সর্ব্বমিহ নির্দ্দিষ্টং গুদজানাং চিকিৎসিতম্॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিত-
স্থানেঽর্শশ্চিকিৎসিতং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥

অর্শঃ সমূহের দ্বিবিধ জন্ম, পৃথক পৃথক নিদান, অধিষ্ঠান, আকৃতি, লক্ষণ, সাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব নির্ণয়, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, ধূম, অবগাহন, প্রলেপ, শোণিতাবসেক, দীপন ও পাচন যোগ সকল, বায়ু ও মলের অনুলোমকারী পানান্নবিধি, সংশমনযোগ, বিবিধ ঘৃত, বস্তি, তক্রপ্রয়োগ, শ্রেষ্ঠ সবার্কর অরিষ্ট, শুষ্কার্শের প্রশমন, রক্তস্রাবযুক্ত অর্শের লক্ষণ, অর্শের দ্বিবিধ অনুবন্ধ, ও তাহার ঔষধ, রক্ত সংগ্রহণ বিবিধ কাথ, ও কল্ক, উৎকৃষ্ট স্নেহবিধি ও আহার বিধি, প্রতিসারণ যোগসমূহ, প্রক্ষালন, অবগাহন, প্রলেপ, পরিষেক, অতিক্রান্ত রক্তের বিহিত ঔষধ, এই সকল অর্শোরোগ চিকিৎসা, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রহণীরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা গ্রহণীরোগ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছিলেন।

আয়ুর্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥
শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
রোগী স্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥

আয়ু, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, উপচয়, প্রভা ওজ, তেজ, অগ্নি ও প্রাণ এই সকল দেহাগ্নি হেতুক, অর্থাৎ জীবের আবর্ণাদির মূল কারণ জাঠরাগ্নি। এই জাঠরাগ্নি শান্ত (নষ্ট) হইলে প্রাণীরা মরিয়া যায়, উপযুক্ত রূপে থাকিলে নিরাময় হইয়া চিরকাল জীবিত থাকে এবং উহা বিকৃত হইলে রোগযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অগ্নিই মূল কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যদন্নং দেহধাত্বোজোবলবর্ণাদিপোষকম্।
তত্রাগ্নির্হেতুরাহারান্ন হ্যপক্বাদ্রসাদয়ঃ॥

অন্ন যে, দেহ ধাতু ওজঃ পদার্থ বল বর্ণ প্রভৃতির পোষক হয় তাহাতে অগ্নিই কারণ,—যেহেতু অগ্নি দ্বারা অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই দেহধাত্বাদির পুষ্টি হইয়া থাকে। অপরিপক আহার হইতে রসাদি ধাতুর উৎপত্তি হয় না।

অন্নমাদানকর্ম্মা তু প্রাণঃ কোষ্ঠং প্রকর্ষতি।
তদ্দ্রবৈর্ভিন্নসঙ্ঘাতং স্নেহেন মৃদুতাং গতম্॥
সমানেনাবধূতোঽগ্নিরুদীর্য্যঃ পবনেন তৎ।
কালে ভুক্তং সমং সম্যক্ পচত্যায়ুর্বিবৃদ্ধয়ে॥
এবং রসমলায়ান্নমাশয়স্থমধঃস্থিতঃ।
পচত্যগ্নির্যথা স্থাল্যামোদনায়াম্বু তণ্ডুলম্॥

আদানকর্ম্মা হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু ভুক্তান্নাদিকে আদান (গ্রহণ) করিয়া কোষ্ঠে (আমাশয়ে) আকর্ষণ করে। আমাশয়স্থ দ্রব পদার্থ দ্বারা ভুক্তান্ন ভিন্ন সংঘাত (শিথিল) হয় এবং স্নেহ দ্বারা মৃদু হইয়া থাকে। তৎপরে নাভিস্থ সমান বায়ু দ্বারা কম্পিত ও উদীর্ণবেগ অগ্নি উপযুক্ত কালে সমপরিমিত ভুক্তান্নকে সম্যক্পরিপাক করে। ইহাতে আয়ুর বৃদ্ধি হয়। যেমন চুল্লীস্থ অগ্নি স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে পাক করিয়া অন্ন ও ফেন রূপে পরিণত করে, তদ্রূপ জাঠরাগ্নি আমাশয়স্থ দ্রবধাতু ও ভুক্তান্নকে পরিপাক করিয়া রস ও মলরূপে পরিণত করিয়া থাকে।

অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড়্রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাখ্যাৎ কফো ভাবাৎ ফেনভাব উদীর্য্যতে॥
পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।
আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে॥
পক্বাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য শোষ্যমাণস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিতপক্বস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ॥

ষট্রসান্বিত অন্ন ভোজনের পরই পরিক্রিয়া আরম্ভ হইলে মধুরভাব হয়, তাহা হইতে যে কোন ভাব উৎপন্ন হয় তাহা কফ নামক মল। তৎপরে পচ্যমান সেই অন্ন বিদগ্ধ ও অম্লভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাশয় হইতে পক্বাশয়ে যাইবার সময় যে স্বচ্ছ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা পিত্ত নামক মল। তাহার পর পক্বাশয় প্রাপ্ত অগ্নিদ্বারা শোষ্যমাণ ভুক্তান্ন পরিপক্ক ও পিণ্ডাকৃতি হইলে কটুভাব প্রাপ্ত হয়; তাহা হইতে বায়ু নামক মলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অন্নমিষ্টং হ্যুপকৃতমিষ্টৈর্গন্ধাদিভিঃ পৃথক্।
দেহে প্রীণাতি গন্ধাদীন্ ঘ্রাণাদীনিন্দ্রিয়াণি চ॥

ইষ্ট গন্ধাদিযুক্ত উপকারী প্রিয় অন্ন ভোজন করিলে শরীরে গন্ধাদি ঘ্রাণাদি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রীণিত হইয়া থাকে।

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদান্ পচন্তি হি॥
যথাস্বৈরেব পুষ্যন্তে দেহে দ্রব্যগুণাঃ পৃথক্।
পার্থিবাঃ পার্থিবানেব শেষাঃ শেষাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥

ভৌম, আপ্য (জলীয়), আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পঞ্চোষ্মা অর্থাৎ পাঁচ প্রকার অগ্নি, পাঞ্চভৌতিক আহারের স্ব স্ব অংশকে পরিপাক করে, অর্থাৎ (পার্থিব) ভৌমঅগ্নি ভৌম অংশকে অপ্য অগ্নি অপ্যাংশকে এইরূপে পাঞ্চভৌতিক অগ্নি পাঞ্চভৌতিক আহারকে পরিপাক করিয়া থাকে। আবার পাঞ্চভৌতিক আহার দ্রব্য গুণে পাঞ্চভৌতিক শরীরকে পুষ্ট করে, অর্থাৎ পার্থিব আহার শরীরের পার্থিব অংশকে পুষ্ট করে, এইরূপ অবশিষ্ট পদার্থ গুলি শেষ অংশকে পুষ্ট করিয়া থাকে।

সপ্তভির্দেহধাতারো ধাতবো দ্বিবিধং পুনঃ।
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্টপ্রসাদতঃ॥

দেহধারক রসরক্তাদি সপ্তধাতু, সপ্তধাত্বগ্নিদ্বারা দ্বিবিধ পাক প্রাপ্ত হইয়া কিট্ট (মল) ও প্রসাদ (সার) রূপে পরিণত হয়।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্গর্ভঃ প্রসাদজঃ॥

ভুক্ত দ্রব্যের প্রসাদ ভাগজাত যে রস, তাহা হইতে রক্ত; রক্ত হইতে মাংস; মাংস হইতে

মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র ও শুক্র হইতে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

রসাৎ স্তন্যং স্ত্রিয়া রক্তমসৃজঃ কণ্ডরাঃ শিরাঃ।
মাংসাদ্বসা ত্বচঃ ষট্ চ মেদসঃ স্নায়ুসম্ভবঃ॥

রস হইতে গর্ভবতী দিগের স্তনদুগ্ধ ও রক্ত উৎপন্ন হয়। (যাহারা গর্ভবতী নহে, তাহাদের কেবল রক্তই হইয়া, থাকে।) রক্ত হইতে কণ্ডরা ও শিরা, মাংস হইতে বসা ও ষড়বিধ ত্বক্ এবং মেদ হইতে স্নায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কিট্টমন্নস্য বিণ্মূত্রং রসস্য তু কফোঽসৃজঃ।
পিত্তং মাংসস্য খমলা মলঃ স্বেদস্ত মেদসঃ॥
স্যাত্ কিট্টং কেশলোমাস্থ্নো মজ্জ্ঞঃ স্নেহোঽক্ষিবিট্ত্বচাম্।
প্রসাদকিট্টে ধাতুনাং পাকাদেবাবিগর্হিতঃ॥
পরস্পরোপসংস্তম্ভাদ্ধত্তো দেহে পরস্পরম্।
বৃষ্যাদীনাং প্রভাবস্তু পুষ্ণাতি বলমাশু হি॥
ষড়্ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈরিচ্ছন্তি পরিবর্ত্তনম্।
সন্তত্যা ভোজ্যধাতুনাং পরিবর্ত্তস্তু চক্রবৎ॥

ভুক্ত আহারের কিট্ট (মল) ভাগ হইতে মল ও মূত্র; রসের মলভাগ হইতে কফ, রক্তের মলভাগ হইতে পিত্ত, মাংসের মলভাগ হইতে খমল অর্থাৎ কর্ণাদিগত মল, মেদের কিট্টভাগ হইতে স্বেদ, অস্থির কিট্টাংশ হইতে কেশ ও লোম, এবং মজ্জার মলাংশ হইতে চক্ষু, ত্বক্ ও মলের স্নেহ উৎপন্ন হয়। আহার পরিণামজ ধাতু সমূহের সম্যক্ পাক হইতেই উক্তবিধ প্রসাদ ও কিট্ট ভাগ জন্মিয়া থাকে। ইহারা শরীরে পরস্পরের দ্বারা উপষ্টব্ধ হইয়া পরস্পরকে ধারণ করে। বৃষ্যাদি ঔষধের প্রভাবে আশু বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কেহ কেহ ব'লন ছয় অহোরাত্রে ধাতুসমূহের পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ আহারসম্ভূত রস শরীরস্থ রস ধাতুগত হইয়া পাঁচ দিন তদীয় উষ্মায় পরিপাক প্রাপ্ত হয়; পরে ষষ্ঠদিনে রক্তে পরিণত হইয়া থাকে। এই রূপ রক্ত ও ছয় দিনে মাংসে পরিণত হয়। অন্যান্য ধাতুরও এই নিয়ম জানিবে। কেহ বলেন ভোজ্যদ্রব্যের ও রসাদি ধাতুসমূহের নিরন্তরই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ইত্যুক্তবন্তমাচার্য্যং শিষ্যস্ত্বিদমচোদয়ৎ।
রসাদ্রক্তং বিসদৃশাৎ কথং দেহেঽভিজায়তে॥
রসস্য চ ন রাগোঽস্তি স কথং যাতি রক্ততাম্।
দ্রবাদ্রক্তাৎ স্থিরং মাংসং কথং তজ্জায়তে নৃণাম্॥
দ্রবধাতোঃ স্থিরাৎ মাংসাম্মেদসঃ সম্ভবঃ কথম্।
শ্লক্ষ্ণাভ্যাং মাংসমেদোভ্যাং খরত্বং কথমস্থিষু॥

খরেম্বস্থিষু মজ্জা চ কেন স্নিগ্ধো মৃদুস্তথা।
মজ্জ্ঞশ্চ পরিণামেন যদি শুক্রং প্রবর্ত্ততে॥
সর্ব্বদেহগতং শুক্রং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
তথাস্থিমধ্যমজ্জ্ঞশ্চ শুক্রং ভবতি দেহিনাম্॥
ছিদ্রং ন দৃশ্যতেঽস্থ্নাঞ্চ তন্নিঃসরতি বা কথম্॥

আদৃষ্ঠ আত্রেয় এইরূপ বলিলে শিষ্য অগ্নিবেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিসদৃশ রস হইতে শরীরে কিরূপে রক্তের উৎপত্তি হয়। (বিসদৃশ) কেননা, রসের লৌহিত্য নাই, তবে তাহা কিরূপে রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হয়? আর রক্ত দ্রব পদার্থ, তাহা হইতে কিরূপেই বা স্থির মাংস জন্মিয়া থাকে? স্থির মাংস হইতে দ্রব ধাতু মেদের জন্ম কিরূপে হয়? আর মাংস ও মেদ মসৃণ পদার্থ, তাহাদের দ্বারা অস্থিতে কিরূপে খরত্ব উৎপন্ন হয়? খরস্পর্শ অস্থিসমূহে কিরূপে স্নিগ্ধ ও মেদ মজ্জা জন্মে? আরও মজ্জার পরিপাক হইতে যদি শুক্রের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে মনীষিগণ শুক্র সর্ব্বদেহগত এ কথা কি প্রকারে বলেন এবং অস্থির মধ্যস্থিত মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইলে তাহা অস্থির ভিতরেই থাকিবে, অস্থিতে ত ছিদ্র নাই, তবে শুক্র কি প্রকারে বা বাহিরে নিঃসৃত হইবে?

এবমুক্তস্তু শিষ্যেণ গুরুঃ প্রাহেদমুত্তরম্॥
তেজো রসানাং সর্ব্বেষাং মনুজানাং যদুচ্যতে।
পিত্তোষ্মণঃ স রাগেণ রসো রক্তত্বমৃচ্ছতি॥
বায়্বম্বুতেজসা রক্তমুষ্মণা চাভিসংযুতম্।
স্থিরতাং প্রাপ্য মাংসং স্যাৎ স্বোষ্মণা পক্বমেব তৎ॥
স্বতেজোঽম্বুগুণস্নিগ্ধোদ্রিক্তং মেদোঽভিজায়তে।
পৃথিব্যগ্ন্যনিলাদীনাং সঙ্ঘাতঃ স্বোষ্মণা কৃতঃ॥
খরত্বং প্রকরোত্যস্য জায়তেঽস্থি ততো নৃণাম্।
করোতি তত্র শৌষির্য্যমস্থ্নাং মধ্যে সমীরণঃ॥
মেদসাস্থীনি পূর্য্যন্তে স্নেহো মজ্জা ততঃ স্মৃতঃ।
তস্মান্মজ্জ্ঞস্তু যঃ স্নেহঃ শুক্রং সঞ্জায়তে ততঃ॥
বায়্বাকাশাদিভির্ভাবৈঃ শৌষির্য্যং জায়তেঽস্থিষু।
তেন স্রবতি তচ্ছুক্রং নবাৎ কুম্ভাদিবোদকম্॥
স্রোতোভিঃ স্যন্দতে দেহাৎ সমন্তাচ্ছুক্রবাহিভিঃ।
হর্ষেণোদীরিতং বেগাৎ সঙ্কল্পাচ্চ মনোভবাৎ॥
বিলীনং ঘৃতবদ্ ব্যায়ামোষ্মণা স্থানবিচ্যুতম্।
বস্তৌ সংভৃত্য নির্যাতি স্থলান্নিম্নমিবোদকম্॥

শিষ্য অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া গুরু আত্রেয় এইরূপ উত্তর করিলেন যে।

মানবসমূহের আহার জনিত রসের যে তেজ আছে, তাহা পিত্তোষ্মার মার্গ দ্বারা রস রক্ত রূপে পরিণত হয়। রক্ত স্বকীয় উষ্মা দ্বারা পক্ব এবং বায়ু ও জলের তেজ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে মাংসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। মাংসও স্বকীয় উষ্মাদ্বারা পক্ব এবং স্বকীয় তেজ ও অম্বুগুণে স্নিগ্ধ ও উত্রিক্ত মেদোভাব ধারণ করে। মেদ স্বকীয় উষ্মা এবং পৃথিবী, অগ্নি ও বাতাদির উষ্মা দ্বারা সংহত ও খরত্ব প্রাপ্ত হইয়া অস্থি হইয়া থাকে। বায়ু সেই অস্থির মধ্যে ছিদ্র করে। অস্থিস্নেহ মেদোদ্বারা অস্থিসকল পূর্ণ থাকে। সেই স্নেহই মজ্জা, এই মজ্জার স্নেহ হইতে শুক্র জন্মে। বায়ু ও আকাশাদি ভাবে অস্থি সকলে ছিদ্র হইয়া থাকে। সেই ছিদ্রপথে শুক্রের স্রাব হয়। যেমন নূতন মৃৎকলসী হইতে জল চোয়াইয়া পড়ে, সেইরূপ অস্থি হইতেও শুক্র ক্ষরিত হইয়া থাকে। মনোমত রমণীর স্পর্শনাদিজনিত হর্ষ, মৈথুনাকাঙ্ক্ষা ও কন্দর্পজনিত বেগ বশতঃ শুক্রবাহি স্রোতোদ্বারা দেহ হইতে শুক্র ক্ষরিত হয়। সেই শুক্র মৈথুনাদি ব্যায়ামের দ্বারা ঘৃতবৎ বিলীন ও স্থানচ্যুত হইয়া বস্তিতে সঞ্চিত হয় এবং জল যেমন উচ্চস্থল হইতে নিম্নাভিমুখে গমন করে সেইরূপ শুক্রও দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে।

ব্যানেন রসধাতুর্হি বিক্ষেপোচিতকর্ম্মণা।
যুগপৎ সর্ব্বতোঽজস্রং দেহে বিক্ষিপ্যতে সদা॥
ক্ষিপ্যমাণঃ খবৈগুণ্যাদ্রসঃ সজ্জতি যত্র সঃ।
তস্মিন্ বিকারান্ কুরুতে বিবর্ষমিব তোয়দঃ॥
দোষাণামপি চৈবং স্যাত্তত্র দেশে প্রকোপণম্।
ইতি ভৌতিকধাত্বন্নপক্তৃণাং কর্ম্ম ভাষিতম্॥

বিক্ষেপকারী ব্যানবায়ু সর্ব্বদাই রসধাতুকে শরীরের সমস্ত স্থানে যুগপৎ বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। বিক্ষিপ্যমান সেই রসধাতু স্রোতবৈগুণ্যহেতু যে স্থানে আটকাইয়া যায়, সেই স্থানেই নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে। যেমন মেঘ বায়ুচালিত হইয়া আকাশের যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানেই বৃষ্টি হয়, সেইরূপ রসও ব্যানবায়ুচালিত হইয়া শরীরের যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই রোগোৎপাদন করে এবং দোষসমূহেরও সেই স্থানে প্রকোপ হইয়া থাকে। পাঞ্চভৌতিক ধাতুসমূহ ও অন্নরসপাচকাগ্নির কর্ম্ম কথিত হইল।

অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৃণামধিপো মতঃ।
তন্মূলাস্তে হি তদ্বৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকাঃ॥
তস্মাৎ তং বিধিবদ্যুক্তৈরন্নপানেন্ধনৈর্হিতৈঃ।
পালয়েৎ প্রযতস্তস্য স্থিতৌ হ্যায়ুর্ব্বলস্থিতিঃ॥

পাচকাগ্নি সমূহের মধ্যে অন্নপাচক অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ অন্নপক্তা অগ্নিই সকল অগ্নির মূল; যেহেতু পাচকাগ্নির বৃদ্ধিতেই সকল অগ্নির বৃদ্ধি এবং পাচকাগ্নির ক্ষয় হইলে অন্য সকল অগ্নির ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক যথাবিধি প্রযুক্ত হিতকর অন্ন ও পানরূপ ইন্ধন দ্বারা সেই পাচকাগ্নিকে রক্ষা করিবে। পাচকাগ্নিকে রক্ষা করিলে আয়ু ও বল রক্ষিত হইবে।

যো হি ভুক্তেও বিধিং ত্যক্ত্বা গ্রহণীদোষজান্ গদান্।
স লৌল্যাল্লভতে শীঘ্রং বক্ষ্যন্তেঽতঃ পরন্তু যে॥

যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত বিধি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অবিধিপূর্ব্বক ভোজন করে, সে ব্যক্তি সত্বরই গ্রহণীদোষজনিত রোগসমূহ লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল রোগ অতঃপর কথিত হইতেছে।

অভোজনাদজীর্ণাতিভোজনাদ্বিষমাশনাৎ।
অসাত্ম্যগুরুশীতাতিরূক্ষসংদুষ্টভোজনাৎ॥
বিরেকবমনস্নেহবিভ্রমাদ্ব্যাধিকর্ষণাৎ।
দেশকালর্ত্তুবৈষম্যাদ্বেগানাঞ্চ বিধারণাৎ॥
দুষ্যত্যগ্নিঃ স দুষ্টোঽন্নং ন তৎ পচতি লঘ্বপি।
অপচ্যমানং শুক্তত্বং যাত্যন্নং বিষতাঞ্চ তৎ॥

অভোজন, অজীর্ণ ভোজন, অতিভোজন, বিষম ভোজন, স্বাস্থ্যের অনুপযোগী, গুরু, অতিশীতল, অতি রূক্ষ ও দুষ্ট ভোজন; বিরেচন বমন ও স্নেহের বিভ্রম, অর্থাৎ অসম্যক প্রয়োগ; ব্যাধির দ্বারা কর্ষণ, দেশ কাল ও ঋতুর বৈষম্য, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ; এই সকল কারণে জঠরাগ্নি দুষ্ট হয়। সেই দুষ্ট অগ্নি লঘুপাক অন্নও পরিপাক করিতে পারেনা। সেই অপচ্যমান ভুক্তান্ন, অম্লত্ব ও বিষভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তস্য লিঙ্গমজীর্ণস্য বিষ্টম্ভঃ সদনং তথা।
শিরসো রুক্ চ মূর্চ্ছা চ ভ্রমঃ পৃষ্ঠকটীগ্রহঃ॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দস্তৃষ্ণা চ জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ প্রবাহণম্।
অরোচকোঽবিপাকশ্চ ঘোরমন্নং বিষঞ্চ তৎ॥
পিত্তেন সহ সংসৃষ্টং দাহতৃষ্ণামুখাময়ান্।
জনয়ত্যম্লপিত্তঞ্চ পিত্তজাংশ্চাপরান্ গদান্॥
যক্ষ্মপীনসমেহাদীন্ কফজান্ কফসঙ্গতম্।
করোতি বাতসংসৃষ্টং বাতজাংশ্চাপরান্ গদান্॥
মূত্ররোগাংশ্চ মূত্রস্থং কুক্ষিরোগান্ শকৃদ্গতম্।
রসাদিভিশ্চ সংসৃষ্টং কুর্য্যাদ্রোগান্ রসাদিজান্॥

অজীর্ণ অন্নের লক্ষণ। উদরের স্তব্ধতা, শরীরের অবসাদ, মস্তকে বেদনা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা, হাইউঠা, অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা, জ্বর, বমি, প্রবাহণ, অরুচি, ও অপরিপাক। এই অজীর্ণঅন্ন ভয়ানক বিষ, ইহা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া দাহ, তৃষ্ণা, মুখরোগ অম্লপিত্ত ও পিত্তজনিত আরও রোগসকল উৎপাদন করে। কফের সহিত মিলিত হইয়া যক্ষা, পীনস, মেহাদি রোগ, ও অন্যান্য কফজ রোগ সকল জন্মাইয়া থাকে। বায়ুর সহিত সংসৃষ্ট

হইয়া নানাবিধ নানা রোগ আনয়ন করে। উক্ত অন্নবিষ, মূত্রস্থ হইয়া মূত্ররোগ, মলগত হইয়া কুক্ষি রোগ এবং রসাদি সংসৃষ্ট হইয়া রসাদিজনিত রোগসমূহ জন্মাইয়া থাকে।

বিষমো ধাতুবৈষম্যং করোতি বিষমং পচন্।
তীক্ষ্ণো মন্দেন্ধনো ধাতূন্ বিশোষয়তি পাবকঃ॥
যুক্তং ভুক্তবতো যুক্তো ধাতুসাম্যং সমং পচন্।
দুর্ব্বলো বিদহত্যন্নং তদ্‌যাত্যূর্দ্ধমধোঽপি বা॥
অধস্তু পক্কমামং বা প্রবৃত্তং গ্রহণীগদঃ।
উচ্যতে সর্ব্বমেবান্নং প্রায়ো হ্যস্য বিদহ্যতে॥

বিষমাগ্নি বিষম ভাবে পাক করিয়া অর্থাৎ কখন সম্যকরূপে কখন অসম্যকরূপে করিয়া পাক ধাতু সকলের বৈষম্য জন্মাইয়া থাকে। তীক্ষ্ণাগ্নি আহাররূপ ইন্ধন অল্প প্রাপ্ত হইলে ধাতু সকলকে বিশুষ্ক করে। সমাগ্নি উপযুক্ত আহারকে সম্যকরূপে পাক করিয়া ধাতু সকলের সমতা করিয়া থাকে। দুর্ব্বল অগ্নি অর্থাৎ মন্দাগ্নি আহার্য্য দ্রব্যকে সম্যক পাক করিতে পারে না; সেই জন্য ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হইয়া বমন বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গে গমন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহা আম বা পক্ক অবস্থায় অধোমার্গে গমন করে, তাহাকে গ্রহণীরোগ কহে। গ্রহণী রোগীর সমস্ত অন্নই প্রায় বিদগ্ধ হইয়া থাকে।

অতিসৃষ্টং বিবদ্ধং বা দ্রবং তদুপবেশ্যতে।
তৃষ্ণারোচকবৈরস্যপ্রসেকতমকান্বিতঃ॥
শূনপাদকরঃ সাস্থিপর্ব্বরুক্ ছর্দ্দনং জ্বরঃ।
লোহামগন্ধিতিক্তাম্ল উদ্গারশ্চাস্য জায়তে॥

গ্রহণী রোগের লক্ষণ।—গ্রহণী রোগীর মল, অতিসৃষ্ট বিবদ্ধ বা দ্রব হয়। এবং তাহার তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের বিরসতা, প্রসেক (মুখ দিয়া জলউঠা), তমকশ্বাস, হস্তে ও পায়ে শোথ, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে বেদনা, বমি এবং লৌহগন্ধ বিশিষ্ট তিক্ত ও অম্ল উদ্গার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপস্তু তস্যেদং তৃষ্ণালস্যং বলক্ষয়ঃ।
বিদাহোঽন্নস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবম্॥

গ্রহণীরোগের পূর্ব্বরূপ।—তৃষ্ণা, আলস্য, বলক্ষয়, অন্নের বিদাহ ও বিলম্বে পাক এবং শরীরের গুরুত্ব এই গুলি গ্রহণীরোগের পূর্ব্বরূপ।

অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥
অপক্কং ধারয়ত্যন্নং পক্কং সৃজতি পার্শ্বতঃ।
দুর্ব্বলাগ্নিবলাদ্ দুষ্টা ত্বামমেব বিমুঞ্চতি॥

গ্রহণী নাড়ী পাচকাগ্নির অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়। উহা ভুক্তান্নকে গ্রহণ করে বলিয়া, গ্রহণী নামে খ্যাত। এই গ্রহণী নাড়ী নাভির উপরিভাগে অবস্থিত। গ্রহণী নাড়ীর নীচে,

পাচকাগ্নির স্থান। পাচকাগ্নির বলে উহা উপষ্টব্ধ (স্থির থাকা) ও লব্ধবল হইয়া ভুক্ত অপক্ক অন্নকে ধারণ করে ও পক্বান্নকে পার্শ্ব দিয়া মল মূত্ররূপে বিসর্জ্জন করে। অগ্নি দুর্ব্বল হইলে গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হয়, এবং আম অর্থাৎ অপক্ক অন্নকে ত্যাগ করে।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাচ্চ স্যাৎ তদ্রোগস্ত্রিভ্য এব চ।
হেতুং লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ শৃণু তস্য পৃথক্ পৃথক্॥

বায়ু পিত্ত কফ ও ত্রিদোষ প্রকোপহেতু গ্রহণী রোগ জন্মিয়া থাকে। এই চারি প্রকার গ্রহণী রোগের হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক পৃথক বলিতেছি।

কষায়কটুতিক্তাতিরুক্ষশীতাল্পভোজনৈঃ।
প্রমিতানশনাত্যধ্ববেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ॥
মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সংছাদ্য কুরুতে গদান্।
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা॥
কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুৎ তৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবারুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা॥
হৃৎপীড়া কার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা।
গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনং তথা॥
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
স বাতগুল্মহৃদ্রোগপ্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ॥
চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ।
পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ॥

কষায় কটু তিক্ত অতিরুক্ষ অতিশীতল ও অল্প ভোজন, মাত্রাহীন ভোজন, অনশন; পথশ্রম, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ ও মৈথুন এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। ইহা বাতজ গ্রহণী। এই রোগে ভুক্তান্ন অতি কষ্টে ও অম্লরসে পরিপাক হয়। ইহাতে রোগীর শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তিমির (নেত্ররোগ বিশেষ), কর্ণদ্বয়ে শব্দ, পার্শ্ব উরু কুঁচকি ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা, হৃদয়ে বেদনা, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, পরিকর্ত্তিকা (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা) মধুরাদি সকল রস সেবনে আকাঙ্ক্ষা, মনের অবসাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে, বা জীর্ণ হইবার সময় পেট ফাঁপিয়া থাকে। কিঞ্চিৎ আহার করিলে রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে। ইহাতে বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহারোগের আশঙ্কা হয়। রোগী কখন দ্রব, কখন শুষ্ক, কখন অল্প পরিমিত শব্দ ও ফেনবিশিষ্ট, অপক্ক মল, অতি কষ্টে বারংবার ত্যাগ করে এবং শ্বাস কাসে পীড়িত হইয়া থাকে।

কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্।
আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবানলম্॥

সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্।
পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ॥

কটু, অজীর্ণ, বিদাহি, অম্ল ও ক্ষারাদি দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে। যেমন তপ্তজল অগ্নিকে নষ্ট করিয়া থাকে। পিত্তজ গ্রহণী রোগী অপরিপক্ক, নীল বা পীতবর্ণ পাতলা মল ত্যাগ করে। রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃদয় ও কণ্ঠে জ্বালা, অরুচি ও পিপাসা এই সকল লক্ষণ দ্বারা রোগী পীড়িত হইয়া থাকে।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদিভোজনাদতিভোজনাৎ।
ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ॥
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
আস্যোপদেহমাধুর্য্যকাসষ্ঠীবনপীনসাঃ॥
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু।
দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্॥
ভিন্নামশ্লেষ্মভূয়িষ্ঠগুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে॥

গুরুপাক, অতি স্নিগ্ধ (ঘৃত তৈল বহুল) ও প্রভৃতি অতি শীতল দ্রব্য ভোজন, মাত্রাধিক ভোজন, দিবসে ভোজনের পরই নিদ্রা, এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে। তজ্জন্য শ্লেষ্মজ গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মজ গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতি দুঃখে পরিপাক হয়। এবং হৃল্লাস, বমি, অরুচি, মুখ শ্লেষ্মদ্বারা লিপ্ত ও মধুরাস্বাদযুক্ত, কাস, নিষ্ঠীবন (মুখ দিয়া জল উঠা), পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও গুরুত্ব, দুষ্ট ও মধুর উদ্গার" শরীরের অবসন্নতা এবং স্ত্রীতে আনন্দাভাব হইয়া থাকে। রোগীর হৃদয় ঘন দ্রব পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আম ও শ্লেষ্ম বহুল গুরু (ভারি) ও ভিন্ন (ভাঙ্গা ভাঙ্গা) মলভেদ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী কৃশ না হইলেও দুর্ব্বল ও অলস হয়।

যশ্চাগ্নিঃ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টো রোগানীকে চতুর্ব্বিধঃ।
তস্যাপি গ্রহণীদোষং সমবর্জ্জং প্রচক্ষতে॥

পূর্ব্বে রোগানীকবিমানে যে চতুর্ব্বিধ পাচকাগ্নির কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে সমাগ্নি ব্যতীত অপর তিন প্রকার অগ্নিকে গ্রহণী দোষ বলিয়া থাকে।

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্টহেতুলিঙ্গসমাগমে।
ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥

পূর্ব্বোক্ত বায়ু, পিত্ত ও কফজগ্রহণী রোগের হেতু ও লক্ষণসমূহ একত্র সম্মিলিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ গ্রহণী বলে। তাহাদের ঔষধ বলিতেছি।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষং বিদগ্ধাহারমূর্চ্ছিতম্।
সবিষ্টম্ভপ্রসেকার্ত্তিবিদাহারুচিগৌরবৈঃ॥

আমলিঙ্গান্বিতং জ্ঞাত্বা সুখোষ্ণেনাম্বুনোদ্ধরেৎ।
ফলানাং বা কষায়েণ পিপ্পলীসর্ষপৈস্তথা॥
লীনং পক্বাশয়স্থং বাপ্যামং স্রাব্যং সদীপনৈঃ।
শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্॥
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভিঃ শৃতম্।
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্॥

গ্রহণী সমাশ্রিত দোষ, বিদগ্ধ আহার দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে, এবং উদরের স্তব্ধতা ও বেদনা, মুখপ্রসেক, বিদাহ, অরুচি, গাত্রগৌরব এই সকল আমলক্ষণ উপস্থিত করিলে ঈষদুষ্ণ জল পান করাইয়া কিংবা মদন ফলের কাথে পিপুল ও সর্ষপ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করাইয়া বমন করাইবে। পক্বাশয়স্থিত বিলীন আমদোষ দ্বারা উক্ত বিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, অগ্নিদীপক ঔষধ মিশ্রিত বিরেচন দ্বারা বিরেচন করাইবে। আম রস সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে উপবাস এবং পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা আমাশয় বিশুদ্ধ হইলে পঞ্চকোল প্রভৃতি অগ্নিদীপক ঔষধের কাথের সহিত পেয়াদি লঘুপাক অন্ন পাক করিয়া সেবনার্থ প্রয়োগ করিবে এবং অগ্নি বর্দ্ধক যোগ সকল ব্যবস্থা করিবে।

জ্ঞাত্বা তু পরিপক্বামং মারুতগ্রহণীগদম্।
দীপনীয়যুতং সর্পিঃ পায়য়েতাল্পশো ভিষক্॥
কিঞ্চিৎ সন্ধুক্ষিতে ত্বগ্নৌ সক্তবিণ্মূত্রমারুতম্।
দ্ব্যহং ত্র্যহং বা সংস্নিহ্য স্বিন্নাভ্যক্তং নিরূহয়েৎ॥
তত এরণ্ডতৈলেন সর্পিষা তৈল্বকেন বা।
সক্ষারেণানিলে শান্তে স্রস্তদোষং বিরেচয়েৎ॥
শুদ্ধং রূক্ষাশয়ং জ্ঞাত্বা সর্ব্বশশ্চানুবাসয়েৎ।
দীপনীয়াম্লবাতঘ্নসিদ্ধতৈলেন মাত্রয়া॥
নিরূঢ়ঞ্চ বিরিক্তঞ্চ সম্যক্ চৈবানুবাসিতম্।
লঘ্বন্নপ্রতিসংভুক্তং সর্পিরভ্যাসয়েৎ পুনঃ॥

বাতজ গ্রহণী রোগে আমের পরিপাক হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধযুক্ত ঘৃত অল্প মাত্রায় পান করাইবে। এতদ্দ্বারা অগ্নি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে এবং মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে ২ বা ৩ দিন রোগীকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন ও তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। এতদ্দ্বারা বায়ুর শান্তি ও দোষের শৈথিল্য হইলে, ক্ষারযুক্ত এরণ্ড তৈল, বা তৈল্বক ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ রোগীকে রুক্ষাশয় বলিয়া বুঝিতে পারিলে দীপনীয় দ্রব্য অম্লদ্রব্য ও বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ তৈলের দ্বারা উপযুক্ত মাত্রায় অনুবাসন করাইবে। নিরূহ বস্তি, বিরেচন, ও অনু-

বাসন সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে লঘু অন্ন পথ্য দিবে এবং পুনরায় ঘৃত পান অভ্যাস করাইবে।

দ্বে পঞ্চমূল্যৌ সরলং দেবদারু সনাগরম্।
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্॥
শণবীজং যবান্ কোলান্ কুলত্থান্ সুষবীস্তথা।
পাচয়েদারনালেন দধ্না সৌবীরকেণ বা॥
চতুর্ভাগাবশেষেণ পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্।
স্বর্জ্জিকায়াবশূকাখ্যৌ ক্ষারৌ দত্ত্বা চ যুক্তিতঃ॥
সৈন্ধবৌদ্ভিদসামুদ্রবিড়ানাং রোমকস্য চ।
সসৌবর্চ্চলপাক্যানাং ভাগান্ দ্বিপলিকান্ পৃথক্॥
বিনীয় চূর্ণিতান্ সিদ্ধাৎ ততো দ্বে দ্বে পলে পিবেৎ।
করোত্যগ্নিং বলং বর্ণং বাতঘ্নং ভক্তপাচনম্॥
ইতি দশমূলাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলাদ্য ঘৃত। বেল, শোণা, গাম্ভারি, পারুল ও গণিয়ারি ইহাদের মূলের ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের মূল; সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, শোণের বীজ, যব, কুল, কুলত্থ কলাই ও কৃষ্ণ জীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া (৩২ সের) উপযুক্ত (২৫৬ সের) কাঁজি, দধি বা সৌবীরকের সহিত পাক করিয়া চতুর্থভাগ (১৬ সের) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অতঃপর এই কাথের সহিত (১৬ সের) উপযুক্ত পরিমাণে সাচিক্ষার ও যবক্ষার দিয়া ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে ঘৃত ছাঁকিয়া তাহাতে সৈন্ধব, উদ্ভিদ, সমুদ্র, বিটলবণ, সচল ও পাংশুলবণ প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত দুই পল পরিমাণে (উপযুক্ত পরিমাণে) পান করিলে, অগ্নি বল ও বর্ণের বৃদ্ধি, বায়ুর নাশ ও অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণত্রিফলাকল্কে বিল্বমাত্রে গুড়াৎ পলে।
সর্পিষোঽষ্টপলং পক্ত্বা মাত্রাং মন্দানলঃ পিবেৎ॥
ইতি ত্র্যূষণাদ্যং ঘৃতম্।

ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত। ঘৃত /১ এক সের, ত্রিকটু ও ত্রিফলা মিলিত এক পল (৮ তোলা) গুড় ১ পল। একত্র পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী রোগির অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

পঞ্চমূলাভয়াজাজীপিপ্পলীমূলসৈন্ধবৈঃ।
বিড়ঙ্গত্র্যূষণশঠীরাস্নাক্ষারদ্বয়ৈর্ঘৃতম্॥
শুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনার্দ্রকস্য চ।
শুষ্কমূলককোলাম্বুচুক্রিকাদাড়িমস্য চ॥

তক্রমস্তুসুরামণ্ডসৌবীরকতুষোদকৈঃ।
কাঞ্জিকেন চ তৎ পক্কমগ্নিদীপ্তিকরং পরম্ ॥
শূলগুল্মোদরশ্বাসকাসানিলকফাপহম্।
সবীজপূরকরসং সিদ্ধং বা পায়য়েদ্ ঘৃতম্ ॥
তৈলমভ্যঞ্জনার্থ্যঞ্চ সিদ্ধমেতৈঃ প্রযোজয়েৎ।
এতেষামৌষধানাং বা পিবেচ্চূর্ণং সুখাম্বুনা ॥
বাতে শ্লেষ্মাবৃতে সামে কফে বা বায়ুনোদ্ধতে ॥

ইতি পঞ্চমূলাদ্যং ঘৃতং তৈলং চূর্ণঞ্চ।

পঞ্চমূলাদ্য ঘৃত, তৈল ও চূর্ণ। পঞ্চমূল (বৃহৎ), হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, শটী, রাস্না, যবক্ষার ও সাচিক্ষার এই সকলের কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ, শুক্ত, ছোলঙ্গ লেবুর রস ও আদার রস, শুষ্ক মূলা, কুল, বালা এবং আমরুল ও দাড়িম, ইহাদের কাথ, তক্র, দধিরমাত, সুরামণ্ড, সৌবীর, তুষোদক ও কাঁজি প্রত্যেক ঘৃতের সমান; এই সকলের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শূল, গুল্ম, উদর, শ্বাস, কাস, বায়ু ও কফ নষ্ট হইয়া থাকে। অথবা পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ পঞ্চমূলাদির কল্ক ও টাবা লেবুর রস সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। পূর্ব্বোক্ত কল্ক ও স্বরসাদির সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা অভ্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করাইবে। কিংবা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করাইবে। এতদ্দ্বারা শ্লেষ্মাবৃত বায়ু ও বাতোদ্ধৃত কফের শান্তি হয় এবং আমদোষের পরিপাক হয়।

মজ্জত্যামা গুরুত্বাদ্বিট্ পক্কা তূৎপ্লবতে জলে।
বিনাতিদ্রবসঙ্ঘাতশৈত্যশ্লেষ্মপ্রদূষণাৎ ॥
পরীক্ষ্যৈবং পুরা সামং নিরামঞ্চামদোষিণম্।
বিধিনোপাচরেৎ সম্যক্ পাচনেনেতরেণ বা ॥

আম ও পক্ক মলের লক্ষণ। আম অর্থাৎ অপক্ক মল ভারি হয় বলিয়া জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এবং পক্ক মল জলে ভাসে। কিন্তু পক্ক মলও যদি অতিদ্রব, অতি কঠিন, অথবা শৈত্য ও শ্লেষ্মাযুক্ত হয় তাহা হইলে উহা জলে ভাসে না। গ্রহিণী রোগীর, আম ও নিরাম অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বিধি পূর্ব্বক পাচন ও সংশমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ আমযুক্ত গ্রহণীতে পাচন ঔষধ ও নিরাম গ্রহণীতে সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্ ॥

ইতি চিত্রকাদ্যগুড়িকা।

চিত্রকাদ্য গুড়িকা। চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, বনযমানী, ও চৈ ইহাদের চূর্ণ ছোলঙ্গ লেবুর রসে ও দাড়িমের রসে ভাবনা দিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে আমের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

নাগরাতিবিষামুস্তক্কাথঃ স্যাদামপাচনঃ।
মুস্তান্তকল্কঃ পথ্যা বা নাগরঞ্চোষ্ণবারিণা॥
দেবদারুবচামুস্তনাগরাতিবিষাভয়াঃ।
বারুণ্যামাস্থতাস্তোয়ে কোষ্ণে বালবণাঃ পিবেৎ॥

শুঁঠ, আতইচ ও মুতার ক্কাথ পান করিলে, কিংবা ইহাদের কল্ক বা হরীতকী চূর্ণ কিংবা শুঁঠ চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে আমের পরিপাক হয়। দেবদারু, মুতা, বচ, শুঁঠ আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য বারুণী মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে, সন্ধান বিধি অনুসারে প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। দেবদারু প্রভৃতির চূর্ণ ও অল্প সৈন্ধব লবণ একত্র মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ জলসহ পান করাইবে, ইহা দ্বারাও আমের পরিপাক হয়।

বর্চ্চস্যামে সশূলে চ পিবেদ্বা দাড়িমাম্বুনা।
বিড়েন লবণং পিষ্টং বিল্বং চিত্রকনাগরম্॥
সামে বা সকফে বাতে কোষ্ঠশূলকরে পিবেৎ।
কলিঙ্গহিঙ্গ্বতিবিষাবচাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ॥

মল আম সংযুক্ত হইলে ও পেটে শূল বেদনা থাকিলে দাড়িমের ক্কাথে বেল শুঁঠ, শুঁঠ ও চিতামূল বাটিয়া এবং তাহা বিটলবণ দ্বারা লবণাক্ত করিয়া পান করিবে।

ছর্দ্দ্যর্শোগ্রন্থিশূলেষু পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
পথ্যাসৌবর্চ্চলাজাজীচূর্ণং মরিচসংযুতম্॥

বায়ু আমসংযুক্ত অথবা কফান্বিত হইয়া কোষ্ঠে শূল বেদনা জন্মাইলে ইন্দ্রযব, হিং, বচ, আতইচ, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সেবন করিবে।

হরীতকী, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীদোষগত বমি অর্শঃ ও গ্রন্থি শূল নিবারিত হয়।

অভয়াং পিপ্পলীমূলং বচাং কটুকরোহিণীম্।
পাঠাং বৎসকবীজানি চিত্রকং বিশ্বভেষজম্॥
পিবেন্নিষ্ক্বাথ্য চূর্ণানি কৃত্বা কোষ্ণেন বারিণা।
পিত্তশ্লেষ্মাভিভূতায়াং গ্রহণ্যাং শূলনুদ্ধিতম্।

হরীতকী, পিপুলমূল, বচ, কটুকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে অথবা ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীর শূল নিবারিত হয়।

সামে সাতিবিষং ব্যোষং লবণক্ষারহিঙ্গুমৎ।
নিঃকাথ্য পায়য়েচ্চূর্ণং কৃত্বা বা কোষ্ণবারিণা॥

পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীতে আমদোষ থাকিলে আতইচ শুঁঠ পিপুল ও মরিচ ইহাদের কাথে সৈন্ধব লবণ যবক্ষার ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে কিংবা উহাদের চূর্ণ গরম জল সহ সেবন করিবে।

পিপ্পলীং নাগরং পাঠাং শারিবাং বৃহতীদ্বয়ম্।
চিত্রকং কৌটজং বীজং লবণান্যথ পঞ্চ চ॥
তচ্চূর্ণং সযবক্ষারং দধ্যুষ্ণাম্বুসুরাদিভিঃ।
পিবেদগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থং কোষ্ঠবাতহরং নরঃ॥

ইতি পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। পিপুল, শুঁঠ, আকনাদি, অনন্তমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, চিতামূল, ইন্দ্রযব, পঞ্চলবণ ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ দধি উষ্ণ জল বা সুরা প্রভৃতির সহিত সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নির বৃদ্ধি ও কোষ্ঠগত বায়ুর শান্তি হয়।

মরিচাম্বষ্ঠাবৃক্ষাম্লকুঞ্চিকাঃ কুড়বাঃ পৃথক্।
দশাম্লবেতসপলানীমাংশ্চাপি পলাংশিকান্॥
সৌবর্চ্চলং বিড়ং পাক্যং যবক্ষারং সসৈন্ধবম্।
শঠীপুষ্করমূলানি হিঙ্গু হিঙ্গুশিরাটিকা॥
তৎ সর্ব্বমেকতঃ সূক্ষ্মং চূর্ণ কৃত্বা প্রয়োজয়েৎ।
স্থিতং বাতাভিভূতায়াং গ্রহণ্যামরুচৌ তথা॥

ইতি মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

মরিচাদ্য চূর্ণ। মরিচ, আকনাদি ও তেঁতুল প্রত্যেক অর্দ্ধসের, অম্ল বেতস দশ পল (১৶০) সচল লবণ, বিট লবণ, পাংশু লবণ, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ, শটী, পুষ্কর মূল, হিং ও হিঙ্গু পত্রী প্রত্যেক ১ পল এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে বাতজ গ্রহণী ও অরুচি নষ্ট হয়।

চতুর্ণাং প্রস্থমম্লানাং ত্র্যূষণস্য পলত্রয়ম্।
লবণানাঞ্চ চত্বারি শর্করায়াঃ পলাষ্টকম্॥
সংচূর্ণ্য শাকসূপান্নরাগাদিষ্ববচারয়েৎ।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎপাণ্ড্বাময়শূলনুৎ॥

চতুরম্লের ১ প্রস্থ অর্থাৎ অম্লবেতস কুল দাড়িম ও তেঁতুল প্রত্যেকের অর্দ্ধসের, শুঁঠ পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, সৈন্ধব সচল বিট ও ঔদ্ভিদ লবণ প্রত্যেক ১ পল, চিনি ১ সের একত্র চূর্ণ করিয়া তাহা শাক সূপ অন্ন ও রাগাদির সহিত সেবন করিবে। ইহা ব্যবহারে কাস অজীর্ণ অরুচি শ্বাস হৃদ্রোগ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

চব্যত্বক্‌পিপ্পলীমূলধাতকীব্যোষচিত্রকান্।
কপিত্থং বিল্বমধ্যষ্ঠাং শাল্মলং হস্তিপিপ্পলীম্॥
শিলোদ্ভেদং তথাজাজীং পিষ্ট্বা বদরসম্মিতাম্।
ঘৃতেন ভর্জ্জিতাং দধ্না যবাগূং সাধয়েন্তিষক্॥
রসৈঃ কপিত্থচুক্রীকাবৃক্ষাম্লৈর্দাড়িমস্য চ।
সর্ব্বাতিসারগ্রহণীরোগার্শঃপ্লীহনাশিনীম্॥

চৈ, দারুচিনি, পিপুলমূল, ধাইফুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, কয়েতবেল, বেল শুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, গজপিপ্পলী, শালিঞ্চ ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য ১ তোলা পরিমাণে লইয়া বাঁটিয়া, ঘৃতে ভাজিবে। পরে ভর্জ্জিত এই কল্ক এবং দধি, কয়েতবেল, আম রুল, তেঁতুল ও দাড়িমের রস সহ যবাগূ পাক করিবে। এই যবাগূ পান করিলে সর্ব্ব প্রকার অতিসার গ্রহণীরোগ অর্শঃ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

পঞ্চকোলকযূষশ্চ মূলকানাঞ্চ সোষণঃ।
স্নিগ্ধো দাড়িমতক্রাম্লো জাঙ্গলঃ সংস্কৃতো রসঃ॥
ক্রব্যাদস্য রসঃ শস্তো ভোজনার্থে সদীপনঃ।
তক্রারনালমদ্যানি পানার্থেঽরিষ্ট এব চ॥

পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ) অথবা শুষ্ক মূলার সহিত মুদ্গাদির যূষ পাক করিয়া ও তাহাতে মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া গ্রহণীরোগীকে পানার্থ দিবে। কিংবা জাঙ্গল মাংসের রস ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ এবং দাড়িম রস ও তক্র দ্বারা অম্লীকৃত করিয়া পানার্থ দিবে। ক্রব্যাদ (মাংসাশী) পশু পক্ষীর মাংস রস অগ্নিদীপক ঔষধ সহ মিশ্রিত করিয়া ভোজনার্থ ব্যবস্থা করিবে। তক্র, কাঁজি, মদ্য বা অরিষ্ট পানার্থ প্রয়োগ করিবে। এই সকল যূষ ও মাংস রসাদি গ্রহণীরোগে সুপথ্য।

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
শ্রেষ্ঠং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তং প্রকোপয়েৎ॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ॥
তস্মাৎ তক্রপ্রয়োগা যে জঠরাণাং তথার্শসাম্।
বিহিতা গ্রহণীদোষে সর্ব্বশস্তান্ প্রযোজয়েৎ॥

গ্রহণীদোষাক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে তক্র একান্ত হিতকর। কারণ ইহা লঘুগুণবিশিষ্ট বলিয়া অগ্নিদীপক ও মল সংগ্রাহক; মধুর বিপাক বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে; কষায়রস উষ্ণবীর্য্য বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর, এবং অম্ল মধুর রস ও গাঢ় বলিয়া বাতে প্রশস্ত। পরন্তু সদ্যোজাত তক্র বিদাহীও নহে। অতএব উদর রোগে ও অর্শোরোগে যে সমস্ত তক্র প্রয়োগ বলা হইয়াছে, তাহা গ্রহণীদোষে সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবে।

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশিকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
তক্রকং সাস্থতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথগুল্মার্শঃক্রিমিমেহোদরাপহম্ ॥
ইতি তক্রারিষ্টঃ।

তক্রারিষ্ট। যোয়ান, হরীতকী, আমলকী ও মরিচ প্রত্যেকে ৩ তিন পল, সৌবর্চ্চলাদি পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ পল একত্র চূর্ণ করিয়া ১৬ সের ঘোলের সহিত মিশাইয়া একটী মৃৎকলসে রাখিয়া দিবে। অতঃপর অরিষ্ট প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, শোথ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি, মেহ ও উদর রোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

স্বস্থানগতমুৎক্লিষ্টমগ্নিনির্ব্বাপকং ভিষক্।
পিত্তং জ্ঞাত্বা বিরেকেণ নির্হরেদ্বমনেন বা ॥
অবিদাহিভিরন্নৈশ্চ লঘুভিস্তিক্তসংযুতৈঃ।
জাঙ্গলানাং রসৈর্যূষৈর্মুদ্গাদীনাং খড়ৈরপি ॥
দাড়িমাম্লৈঃ সসর্পিষ্কৈর্দীপনগ্রাহিসংযুতৈঃ।
তস্যাগ্নিং দীপয়েচ্চূর্ণৈঃ সর্পির্ভিশ্চাপি তিক্তকৈঃ ॥

স্বস্থানগত পিত্তকে অগ্নি নির্ব্বাপক বলিয়া বুঝিতে পারিলে বুদ্ধিমান চিকিৎসক বিরেচন দ্বারা এবং উৎক্লিষ্ট বুঝিলে বমন দ্বারা পিত্তের নিঃসারণ করিবে। অতঃপর অবিদাহি লঘুপাক ও তিক্তক দ্রব্য সাধিত অন্ন জাঙ্গল জন্তুর মাংস রস, মুদ্গ প্রভৃতির খড় যূষ, দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত ঘৃতসম্বলিত অগ্নি দীপক ও মল সংগ্রাহক ঔষধ সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী রোগীর অগ্নি দীপ্ত হইবে। ঘৃতের সহিত তিক্তক দ্রব্যের চূর্ণ সেবন করিলেও অগ্নির দীপ্তি হয়।

চন্দনং পদ্মকোশীরং পাঠাং মূর্ব্বাং কুটন্নটম্।
ষড়্গ্রন্থাশারিবাস্ফোতাসপ্তপর্ণাটরূষকান্ ॥
পটোলোড়ুম্বরাশ্বত্থবটপ্লক্ষকপীতনান্।
কটুকারোহিণীং মুস্তং নিম্বঞ্চ দ্বিপলাংশিকম্ ॥
দ্রোণেঽপাং সাধয়েৎ পাদশেষে প্রস্থং ঘৃতাৎ পচেৎ।
কিরাততিক্তেন্দ্রযববীরামাগধিকোৎপলৈঃ ॥
কল্কৈরক্ষসমৈঃ পেয়ং তৎ পিত্তগ্রহণীগদে।
তিক্তকং যদ্ ঘৃতঞ্চোক্তং কৌষ্ঠিকে তচ্চ দাপয়েৎ ॥
ইতি চন্দনাদ্যং ঘৃতম্।

চন্দনাদ্য ঘৃত। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর (খস্‌খস্), আকনাদি, মূর্ব্বা, কৈবর্ত্তমুস্তা,

বচ, অনন্তমূল, হাপরমালী, ছাতিম, বাসক, পটোলপত্র, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, আমড়া, কট্‌কী, মুতা ও নিমছাল প্রত্যেক দ্রব্য ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—চিরতা, ইন্দ্রযব, শালপাণি, পিপুল ও নীলোৎপল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। একত্র যথাবিধি পাক করিয়া পিত্তজ গ্রহণীরোগে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠাধিকারোক্ত তিক্তক ঘৃতও পিত্তজ গ্রহণীরোগে প্রদান করিবে।

নাগরাতিবিষে মুস্তং ধাতকীং সরসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং বিল্বং পাঠাং কটুকরোহিণীম্॥
পিবেৎ সমাংশং তচ্চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
অর্শাংসি চ গুদে শূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকম্।
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্॥

ইতি নাগরাদ্যং চূর্ণম্।

নাগরাদ্য চূর্ণ। শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কট্‌কী প্রত্যেক সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও চাউল ধোওয়া জলসহ প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ গ্রহণী রোগে রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে এই চূর্ণ দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হয়। ইহাতে অর্শঃ গুহ্যদেশের শূল ও প্রবাহিকা নষ্ট হয়। এই নাগরাদ্য চূর্ণ কৃষ্ণাত্রেয় কর্ত্তৃক পূজিত।

ভূনিম্বকটুকব্যোষমুস্তকেন্দ্রযবান্ সমান্।
দ্বৌ চিত্রকাদ্বৎসকত্বগ্‌ ভাগান্ ষোড়শ চূর্ণয়েৎ॥
গুড়শীতাম্বুনা পীতং গ্রহণীদোষগুল্মনুৎ।
কামলাজ্বরপাণ্ডুত্বমেহারুচ্যতিসারনুৎ॥

ইতি ভূনিম্বাদ্যং চূর্ণম্।

ভূনিম্বাদ্য চূর্ণ। চিরতা, কট্‌কী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগ; চিতামূল দুই ভাগ, এবং কুড়চি ছাল ১৬ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা গুড় মিশ্রিত শীতল জলের সহিত পান করিলে গ্রহণীদোষ, গুল্ম, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, অরুচি ও অতিসার নষ্ট হয়।

বচামতিবিষাং পাঠাং সপ্তপর্ণং রসাঞ্জনম্।
শ্যোণাকোদীচ্যকট্বঙ্গবৎসকত্বগ্দুরালভাঃ॥
দার্ব্বীং পর্পটকং পাঠাং যমানীং মধুশিগ্রুকম্।
পটোলপত্রং সিদ্ধার্থান্ যূথিকাং জাতিপল্লবান্॥
জম্ব্বাম্রবিল্বমধ্যানি নিম্বশাকফলানি চ।
তদ্রোগশমমন্বিচ্ছন্ ভূনিম্বাদ্যেন যোজয়েৎ॥

বচ, আতইচ, আকনাদি, ছাতিম ছাল, রসাঞ্জন, শোনা, বালা, শ্যোনাছাল, কুড়চি ছাল, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, ক্ষেত পাঁপড়া, আকনাদি, যোয়ান, রক্ত সজিনা, পটোল পত্র, শ্বেত সর্ষপ, যূঁই পাতা, চামেলী পাতা, জামের আঁটি, আমের আঁটি, বেলের মধ্য, নিমের ফল ও পত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত ভূনিম্বাদ্য চূর্ণের সহিত যথাযোগ্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহ, নিবারিত হইয়া থাকে।

কিরাততিক্তং ষড়্গ্রন্থা ত্রায়মাণা কটুত্রিকম্।
চন্দনং পদ্মকোশীরং দার্ব্বী ত্বক্ কটুরোহিণী॥
কুটজত্বক্‌ফলং মুস্তং যমানী দেবদারু চ।
পটোলনিম্বপত্রৈলাসৌরাষ্ট্র্যাতিবিষাত্বচঃ॥
মধুশিগ্রোশ্চ বীজানি মূর্ব্বা পর্পটকং তথা।
তচ্চূর্ণং মধুনা লেহ্যং পেয়ং মদ্যৈর্জলেন বা॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগগুল্মশূলারুচিজ্বরান্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মুখরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥
ইতি কিরাতাদ্যং চূর্ণম্।

কিরাতাদি চূর্ণ। চিরতা, বচ, বলাডুম্বুর, ত্রিকটু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, খশ্‌খশ্, দারুহরিদ্রার ত্বক্, কট্‌কী, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, মুতা, যোয়ান, দেবদারু, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, এলাচ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, আতইচ, দারুচিনি, রক্তসজিনার বীজ, মূর্ব্বা ও ক্ষেত পাঁপড়া, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা মদ্য কিংবা জলের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শূল, অরুচি, জ্বর, কামলা, পাণ্ডুরোগ ও মুখরোগ নিবারিত হয়।

গ্রহণ্যাং শ্লেষ্মদুষ্টায়াং বমিতস্য যথাবিধি।
কট্‌ম্ললবণক্ষারৈস্তিক্তৈশ্চাগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥
পলাশং চিত্রকং চব্যং মাতুলুঙ্গং হরীতকীম্।
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং পাঠাং নাগরধান্যকম্॥
কার্ষিকাণ্যুদকপ্রস্থে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে।
পানার্থং তৎ প্রযুঞ্জীত যবাগূং তৈশ্চ সাধিতাম্॥

গ্রহণী শ্লেষ্মদুষ্ট হইলে শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে রোগীকে যথাবিধি বমন করাইবে। পরে কটু অম্ল লবণ ক্ষার ও তিক্ত দ্রব্য সেবন করাইয়া রোগীর অগ্নি বৃদ্ধি করিবে।

পলাশ, চিতামূল, চৈ, ছোলঙ্গলেবুর মূল, হরীতকী, পিপুল, পিপুলমূল, আকনাদি, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ২ তোলা, ৪ সের জলে পাক করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই জল পানার্থ ব্যবস্থা করিবে অথবা এই কাথজলে যবাগূ পাক করিয়া তাহা রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শুষ্কমূলকযূষেণ কৌলত্থেনাথবা পুনঃ।
কট্বম্লক্ষারপটুনা লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ॥
অন্নস্যানুপিবেৎ তক্রং তক্রারিষ্টমথাপি বা।
মদিরাং মধ্বরিষ্টং বা নিগদং শীধুমেব বা॥

শুষ্ক মূলার সহিত পক্ব মুদ্গাদির যূষে বা কুলথ কলাইয়ের যূষে কটু অম্ল ক্ষার ও লবণ দ্রব্য মিশাইয়া তাহার সহিত লঘুপাক অন্ন রোগীকে ভোজন করাইবে। আহারান্তে অন্ন তক্র, তক্রারিষ্ট, মদ্য, মধ্বরিষ্ট অথবা নিগদ শীধু পান করাইবে।

দ্রোণং মধূকপুষ্পাণাং বিড়ঙ্গঞ্চ ততোঽর্দ্ধতঃ।
চিত্রকস্য ততোঽর্দ্ধঞ্চ তথা ভল্লাতকাঢ়কম্॥
মঞ্জিষ্ঠাত্রিপলঞ্চৈব ত্রিদ্রোণেঽপাং বিপাচয়েৎ।
দ্রোণশেষঞ্চ তচ্ছীতং মধ্বর্দ্ধাঢ়কসংযুতম্॥
এলামৃণালাগুরুভিশ্চন্দনেন চ রূষিতে।
কুম্ভে মাসস্থিতং জাতমাসবং তং প্রযোজয়েৎ॥
গ্রহণীং দীপয়ত্যেষ বৃংহণোঽনিলরোগজিৎ।
শোথকুষ্ঠকিলাসানাং প্রমেহাণাঞ্চ নাশনঃ॥

ইতি মধূকাসবঃ।

মধূকাসব। মৌলফুল ৩২ সের, বিড়ঙ্গ ১৬ সের, চিতামূল ৮ সের, ভেলার মুটি ৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা তিন পল (২৭ তোলা) এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ৩ দ্রোণ অর্থাৎ ১৯২ সের জলে পাক করিয়া এক দ্রোণ (৬৪ সের) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া ১৬ ষোল সের মধু তাহার সহিত মিশাইবে। পরে একটি ঘৃত ভাবিত কলসের অভ্যন্তর ভাগ এলাচ, বেণার মূল, অগুরু ও চন্দনের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া তন্মধ্যে উক্ত কাথ রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। এক মাস পরে এই আসব বাহির করিয়া পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে গ্রহণীর দীপ্তি, শরীরের পুষ্টি, বায়ু জন্য রোগের নাশ এবং শোথ, কুষ্ঠ কিলাস ও প্রমেহ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মধূকপুষ্পস্বরসং শৃতমর্দ্ধক্ষয়ীকৃতম্।
ক্ষৌদ্রপাদযুতং শীতং পূর্ব্ববৎ সন্নিধাপয়েৎ॥
তং পিবন্ গ্রহণীদোষান্ জয়েৎ সর্ব্বান্ হিতাশনঃ।
তদ্বদ্ দ্রাক্ষেক্ষুকাশ্মর্য্যস্বরসানাসুতান্ পিবেৎ॥

মৌলফুলের স্বরস পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে ইহার সহিত চতুর্থাংশ মধু মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত মধূকাসবের ন্যায় এক মাস রাখিয়া দিবে। হিতাশী হইয়া এই আসব পান করিলে সর্ব্ব প্রকার গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। এইরূপে দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, বা গাম্ভারীর স্বরসের আসব প্রস্তুত করিয়া পান করিবে।

দুরালভায়াঃ প্রস্থৌ দ্বৌ প্রস্থমামলকস্য চ।
মুষ্টী চিত্রকদন্ত্যোর্দ্ধে প্রত্যগ্রঞ্চাভয়াশতম্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা শীতং দ্রোণাবশেষিতম্।
সগুড়দ্বিশতং পূতং মধুনঃ কুড়বাযুতম্॥
তদ্বৎ প্রিয়ঙ্গোঃ পিপ্পল্যা বিড়ঙ্গানাঞ্চ চূর্ণিতৈঃ।
কুড়বৈর্ঘৃতকুম্ভস্থং পক্ষাদূর্দ্ধং পিবেন্নরঃ॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকুষ্ঠবীসর্পমেহনুৎ।
স্বরবর্ণকরশ্চৈব রক্তপিত্তকফাপহঃ॥

ইতি দুরালভাসবঃ।

দুরালভাসব। দুরালভা ৪ সের, আমলকী ২ সের, চিতামূল ও দন্তীমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, নূতন হরীতকী ১০০ টা, একত্রে ৪ দ্রোণ (২৫৬ সের) জলে পাক করিয়া ১ দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহার সহিত গুড় ২৫ সের মধু অর্দ্ধসের এবং প্রিয়ঙ্গু, পিপুল ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধসের মিশাইয়া ঘৃত ভাবিত কলসে ১৫ দিন কাল রাখিবে। তদনন্তর ইহা পান করিবে। এই দুরালভাসব পান করিলে গ্রহণী রোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, বিসর্প, মেহ, রক্তপিত্ত ও কফ নষ্ট হয় এবং স্বর ও বর্ণ প্রসন্ন হয়।

দ্বিপঞ্চমূল্যৌ রজনী বীরর্ষভকজীবকান্।
পৃথক্ পঞ্চ পলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
দ্রোণশেষে রসে পূতে গুড়স্য দ্বিশতং ভিষক্।
চূর্ণিতান্ কুড়বার্দ্ধাংশান্ প্রক্ষিপেচ্চ সমাক্ষিকান্॥
প্রিয়ঙ্গুমুস্তমঞ্জিষ্ঠাবিড়ঙ্গমধুকপ্লবান্।
লোধ্রং শাবরকঞ্চৈব মাসার্দ্ধস্থং পিবেত্তু তম্॥
এষ মূলাসবঃ সিদ্ধো দীপনো রক্তপিত্তজিৎ।
আনাহকফহৃদ্রোগপাণ্ডুরোগাঙ্গসাদনুৎ॥

ইতি মূলাসবঃ।

মূলাসব।—দশমূল, হরিদ্রা, শালপাণি, ঋষভক, জীবক, প্রত্যেক ৪০ তোলা, একত্র ৪ দ্রোণ (২৫৬ সের) জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া ইহার সহিত গুড় ২৫ সের মিশাইবে। অনন্তর প্রিয়ঙ্গু, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, কৈবর্ত্তমুস্তক, লোধ ও সাবর লোধ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক পোয়া ও মধু এক পোয়া উক্ত কাথে মিশাইয়া ঘৃতভাবিত কলসে ১৫ দিন কাল রাখিবে। এই আসব পান করিলে রক্তপিত্ত, আনাহ, কফ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও অঙ্গাবসাদ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

প্রাস্থিকীং পিপ্পলীং পিষ্ট্বা গুড়ং মধ্যং বিভীতকাৎ।
উদকপ্রস্থসংযুক্তং যবপল্লে নিধাপয়েৎ ॥
তস্মাৎ পলং সুজাতাত্তু সলিলাঞ্জলিসংযুতম্।
পিবেৎ পিপ্পাসবো হ্যেষ রোগানীকবিনাশনঃ ॥
স্বস্থোঽপ্যেনং পিবেন্মাসং নরঃ সিদ্ধরসায়নম্।
ইচ্ছংস্তেষামনুৎপত্তিং রোগাণাং যে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ইতি পিপ্পাসবঃ।

পিপ্পাসব।—পেষিত পিপুল ২ সের, বহেড়ার মজ্জা ২ সের, গুড় ২ সের ও জল ৪ সের একত্র মিশাইয়া একটি ঘটের মধ্যে রাখিবে। এই ঘট যবপল্লের মধ্যে একমাসকাল রাখিয়া সন্ধিত হইলে উত্তোলন করিবে। এই আসব ৮ তোলা মাত্রায় অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশাইয়া পান করিলে বহুবিধ রোগের শান্তি হয়। সুস্থ ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহের অনুৎপত্তি ইচ্ছা করিলে এই সিদ্ধ রসায়ন একমাসকাল পান করিবেন।

নবে পিপ্পলীমধ্বক্তে কলসেঽগুরুধূপিতে।
মধ্বাঢ়কং জলসমং চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ॥
কুড়বার্দ্ধং বিড়ঙ্গানাং পিপ্পল্যাঃ কুড়বং তথা।
চতুর্থিকাংশাং ত্বক্ক্ষীরীং কেশরং মরিচানি চ ॥
ত্বগেলাপত্রকশটীক্রমুকাতিবিষাঘনম্।
হরেণ্বেলুকতেজোহ্বাপিপ্পলীমূলচিত্রকান্ ॥
কার্ষিকাংস্তান্ স্থিতং মাসমত ঊর্দ্ধং প্রয়োজয়েৎ।
মন্দং সন্দীপয়ত্যগ্নিং করোতি বিষমং সমম্ ॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগকুষ্ঠার্শঃশ্বয়থুজ্বরান্।
বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যান্ মধ্বরিষ্টো ব্যপোহতি ॥

ইতি মধ্বরিষ্টঃ।

মধ্বরিষ্ট। একটী নূতন মৃৎকলসের মধ্যভাগ পিপুল ও মধু দ্বারা প্রলিপ্ত এবং অগুরুর ধূমে ধূপিত করিয়া তাহার মধ্যে ১৬ সের মধু ও ১৬ সের জল রাখিবে। অনন্তর তাহাতে বিড়ঙ্গচূর্ণ এক পোয়া, পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের, বংশলোচন ৴০ পোয়া, নাগেশ্বর, মরিচ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাত্তা, শঠী, সুপারী, আতইচ, মুতা, রেণুক, এলবালুক, চৈ, পিপুলমূল ও চিতামূল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া মুখ বন্ধ করতঃ একমাসকাল রাখিবে। একমাসের পর এই আসব প্রয়োগ করিবে, ইহা দ্বারা মন্দ অগ্নি সন্দীপিত ও বিষম অগ্নি সমতা প্রাপ্ত হয়। মধ্বরিষ্ট পানে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, জ্বর ও বাতশ্লেষ্মা জনিত অন্যান্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সমূলাং পিপ্পলীং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ।
মাতুলুঙ্গাভয়ারাস্নাশটীমরিচনাগরম্ ॥
কৃত্বা সমাংশং তচ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা।
শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীদোষে বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥

ইতি পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ছোলঙ্গ লেবুর মূল, হরীতকী, রাস্না, শটী, মরিচ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সম ভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সুখোষ্ণ জলসহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

এতৈরেবৌষধৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ পেয়ং সমারুতে।
গৌল্মিকং ষট্পলং প্রোক্তং ভল্লাতকঘৃতঞ্চ যৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত (পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণোক্ত) ঔষধ সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে অথবা গুল্মরোগাধিকারোক্ত ষট্পল ঘৃত কিংবা ভল্লাতক ঘৃত পান করিলে বাতজ গ্রহণীরোগের শান্তি হয়।

বিড়ং কালোত্থলবণং সর্জ্জিকাযাবশূকজম্।
সপ্তলাং কণ্টকারীঞ্চ চিত্রকঞ্চেতি দাহয়েৎ ॥
সপ্তকৃত্বঃ স্রুতস্যাথ ক্ষারস্যার্দ্ধাঢ়কেন তু।
আঢ়কং সর্পিষঃ পক্ত্বা পিবেদগ্নিবিবর্দ্ধনম্ ॥

ইতি ক্ষারঘৃতম্।

ক্ষারঘৃত। বিটলবণ, কাল লবণ, সাচীক্ষার, যবক্ষার, সপ্তলা (চর্ম্মকষা), কণ্টকারী ও চিতা সমভাগে একত্র দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ছয়গুণ জলে গুলিয়া ৭ বার ছাঁকিবে। এই ক্ষার জল ৮ সের ও ঘৃত ১৬ সের একত্র যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে অগ্নিবর্দ্ধিত হয়।

সমূলাং পিপ্পলীং পাঠাং চব্যেন্দ্রযবনাগরম্।
চিত্রকাতিবিষে হিঙ্গু শ্বদংষ্ট্রাং কটুরোহিণীম্ ॥
বচাঞ্চ কার্ষিকান্ পঞ্চলবণানাং পলানি চ।
দধ্নঃ প্রস্থদ্বয়ে তৈলসর্পিষোঃ কুড়বদ্বয়ে ॥
চূর্ণীকৃতানি নিক্বাথ্য শনৈরন্তর্গতে রসে।
অন্তর্ধূমং ততো দগ্ধ্বা চূর্ণং কৃত্বা ঘৃতাপ্লুতম্ ॥
খাদেৎ পাণিতলং তস্মিন্ জীর্ণে স্যান্মধুরাশনঃ।
বাতশ্লেষ্মাময়ান্ সর্ব্বান্ হন্ত্যাদ্বিষগরাংশ্চ সঃ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, আকনাদি, চৈ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, চিতামূল, আতইচ, হিং, গোক্ষুর, কটকী ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, দধি ৮ সের, তৈল অর্দ্ধ সের

ও ঘৃত অর্দ্ধ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। রস শুষ্ক হইলে একটী হাঁড়ীতে পূরিয়া এবং হাঁড়ীর মুখ শরাদ্বারা রুদ্ধ ও মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ক্ষার চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় লইয়া ঘৃতের সাহত মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুররসান্বিত দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মজনিত রোগসমূহ ও গরবিষ নষ্ট হয়।

ভল্লাতকং ত্রিকটুকং ত্রিফলাং লবণত্রয়ম্।
অন্তর্ধূমং দ্বিপলিকং গোপুরীষাগ্নিনা দহেৎ॥
সক্ষারঃ সর্পিষা পীতো ভোজ্যে বাপ্যবচারিতঃ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষগুল্মোদাবর্ত্তশূলনুৎ॥

ভেলার মুটী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, করকচলবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া অন্তর্ধূমে গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এই ক্ষার চূর্ণ ঘৃতের সহিত পান করিবে অথবা ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীদোষ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও শূল নষ্ট হয়।

দুরালভাকরঞ্জৌ চ সপ্তপর্ণং সবৎসকম্।
ষড়্গ্রন্থাং মদনং মূর্ব্বাং পাঠামারগ্বধং তথা॥
গোমূত্রেণ সমাংশানি কৃত্বা চূর্ণানি দাহয়েৎ।
দগ্ধ্বা চ তং পিবেৎ ক্ষারং গ্রহণীবলবর্দ্ধনম্॥

দুরালভা, ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, কুড়চীছাল, বচ, ময়নাফল, মূর্ব্বা, আকনাদি ও সোন্দাল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রের সহিত মিশাইবে। পরে যথাবিধি অন্তর্ধূমে পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী নাড়ীর বল বর্দ্ধিত হয়।

ভূনিম্বং রোহিণীং তিক্তাং পটোলং নিম্বপর্পটম্।
দহেন্মাহিষমূত্রেণ ক্ষার এষোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

চিরতা, কটুকী, পলতা, নিমছাল ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মাহিষ মূত্রের সহিত মিশাইয়া অন্তর্ধূমে পাক করিবে। এই ক্ষার অগ্নিবর্দ্ধক।

দ্বে হরিদ্রে বচা কুষ্ঠং চিত্রকঃ কটুরোহিণী।
মুস্তঞ্চ বস্তমূত্রেণ সিদ্ধঃ ক্ষারোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, চিতামূল, কটুকী ও মুতা ইহাদের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া ছাগ মূত্রের সহিত মিশাইয়া অন্তর্ধূমে পাক করিবে। এই ক্ষার সেবনে অগ্নিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চতুঃপলং সুধাকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাক্যাঃ কুড়বঞ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥

পঞ্চানি বার্ত্তাকুরসে গুড়িকা ভোজনোত্তরাঃ।
ভুক্তং ভুক্তং পচন্ত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতাঃ॥
বিসূচিকাপ্রতিশ্যায়হৃদ্রোগশমনাশ্চ তাঃ।
ইত্যেষা ক্ষারগুড়িকা কৃষ্ণাত্রেয়েণ কীর্ত্তিতা॥
ইতি ক্ষারগুড়িকা।

ক্ষারগুড়িকা। স্বগ রহিত মনসার ডাল ৩২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৮ তোলা, সচল লবণ ৮ তোলা, বিট্‌লবণ ৮ তোলা, শুষ্ক বার্ত্তাকু (বেগুণ) অর্দ্ধসের, আকন্দ ছাল এক সের ও চিতামূল ১৬ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র দগ্ধ করিয়া, সেই দগ্ধ ক্ষার বেগুণের রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ভোজনের পর এই গুড়িকা সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা বারংবার ভুক্ত দ্রব্যও আশু পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষার গুড়িকা সেবনে কাস, শ্বাস, অর্শঃ, বিসূচিকা, প্রতিশ্যায় ও হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

বৎসকাতিবিষে পাঠাং দুঃস্পর্শং হিঙ্গু চিত্রকম্।
চূর্ণীকৃত্য পলাশাগ্রক্ষারে মূত্রস্রুতে পচেৎ॥
আয়সে ভাজনে সান্দ্রাৎ তস্মাৎ কোলং সুখাম্বুনা।
মদ্যৈর্বা গ্রহণীদোষে শোথার্শঃপাণ্ডুমান্ পিবেৎ॥

কুড়চীছাল, আতইচ, আকনাদি, দুরালভা, হিং ও চিতামূল এই সকল চূর্ণ সম ভাগে লইয়া, যথাবিধি গোমূত্রে পরিস্রুত পলাসক্ষারোদক সহ লৌহপাত্রে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া ১ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জল অথবা মদ্যসহ পান করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণীদোষ, শোথ, অর্শঃ ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাং কটভীং চব্যং বিল্বমধ্যমযোরজঃ।
রোহিণীং কটুকাং কুষ্ঠং মুস্তং পাঠাঞ্চ হিঙ্গু চ॥
মধুকং মুষ্ককযবক্ষারৌ ত্রিকটুকং বচাম্।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং স্বর্জ্জিকাং নিম্বচিত্রকৌ॥
মূর্ব্বাজমোদেন্দ্রযবান্ গুড়ূচীং দেবদারু চ।
কার্ষিকং লবণানাঞ্চ পঞ্চানাং পলিকান্ পৃথক্॥
ভাগান্ দধ্নি ত্রিকুড়বে ঘৃততৈলেন মূর্চ্ছিতান্।
অন্তর্ধূমং শনৈর্দগ্ধ্বা তস্মাৎ পাণিতলং পিবেৎ॥
সর্পিষা কফবাতার্শোগ্রহণীপাণ্ডুরোগবান্।
প্লীহমূত্রগ্রহশ্বাসহিক্কাকাসক্রিমিজ্বরান্॥
শোষাতিসারশ্বয়থুপ্রমেহান্ হৃদ্গ্রহাংস্তথা।
হন্যাৎ সর্ব্ববিষঞ্চৈব ক্ষারোঽগ্নিজননো বরঃ॥
জীর্ণে রসৈর্বা মধুরৈরশ্নীয়াৎ পয়সা সহ॥

ত্রিফলা, কাঁটাশিরীষ, চৈ, বিষমধ্য, লৌহচূর্ণ, কটকী, কুড়, মুতা, আকনাদি, হিং, যষ্টিমধু, অপাঙ্গ ক্ষার, যবক্ষার, ত্রিকটু, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সাচীক্ষার, নিমছাল, চিতামূল, মূর্বা, বনযোয়ান, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ ও দেবদারু, প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক এক এক পল অর্থাৎ পঞ্চলবণ মিলিত ৫ পল, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত ঘৃত ও তৈল এবং দেড় সের দধির সহিত একত্র মিশাইয়া অন্তর্ধূমে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাকান্তে ঔষধ বাহির করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুর রস বা দুগ্ধ সহ ভোজন করিবে। এই ক্ষার সেবনে কফবাতজ অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, মূত্রাঘাত, শ্বাস, হিক্কা, কাস, ক্রিমি, জ্বর, শোথ, অতীসার, প্রমেহ, হৃদ্রোগ ও সর্ব্ববিধ বিষ নষ্ট হয়। ইহা অতীব অগ্নিজনক।

ত্রিদোষে বিধিবদ্বৈদ্যঃ পঞ্চ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
ঘৃতক্ষারাসবারিষ্টান্ দদ্যাচ্চাগ্নিবিবর্দ্ধনান্॥
ক্রিয়া যা চানিলাদীনাং নির্দ্দিষ্টা গ্রহণীং প্রতি।
ব্যত্যাসাৎ তাং সমস্তাঞ্চ কুর্য্যাদ্দোষবিশেষবিৎ॥

ত্রিদোষ জনিত গ্রহণীরোগে চিকিৎসক প্রথমে যথাবিধি বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করাইয়া পরে অগ্নিবর্দ্ধক ঘৃত, ক্ষার, আসব ও অরিষ্ট প্রয়োগ করিবেন। বাতাদি জনিত গ্রহণীরোগে যে সকল চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দোষবিশেষজ্ঞ ভিষক ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সেই সকল চিকিৎসা বিপর্য্যয় ভাবে করিবেন। অর্থাৎ সন্নিপাত স্থলে দোষের আধিক্য অনুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

স্বেদনং স্নেহনং শুদ্ধির্লঙ্ঘনং দীপনঞ্চ যৎ।
চূর্ণানি মধুরক্ষারমধ্বরিষ্টসুরাসবাঃ॥
তক্রপ্রয়োগা বিবিধা দীপনানাঞ্চ সর্পিষাম্।
গ্রহণীদোষিভিঃ সেব্যাঃ ক্রিয়াঞ্চাবস্থিকীং শৃণু॥

গ্রহণীদোষাক্রান্ত রোগীকে স্বেদ, স্নেহ, সংশোধন, লঙ্ঘন, দীপনীয় ঔষধ, পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ, মধুর দ্রব্য, ক্ষার, মধু, অরিষ্ট, সুরা, আসব, বিবিধ তক্র ও অগ্নিদীপক ঘৃতসমূহ প্রয়োগ করিবে। অতঃপর অবস্থোচিত চিকিৎসা বলিতেছি শুন।

ষ্ঠীবনং শ্লৈষ্মিকে রুক্ষং দীপনং তিক্তসংযুতম্।
সকৃদ্রুক্ষং সকৃৎস্নিগ্ধং কৃশে বহুকফে হিতম্॥

শ্লেষ্মপ্রধান ত্রিদোষজ গ্রহণী রোগে রুক্ষদীপন তিক্তক দ্রব্যের কাথ কবল করাইয়া নিষ্ঠীবন করাইবে। রোগী যদি কৃশ হয় এবং তাহার বহুকফ থাকে তাহা হইলে একবার রুক্ষ ও একবার স্নিগ্ধ কবল দ্বারা নিষ্ঠীবন করাইবে।

পরীক্ষ্যামং শরীরস্য দীপনং স্নেহসংযুতম্।
দীপনং বহুপিত্তস্য তিক্তং মধুরসংযুতম্॥
বহুবাতস্য তু স্নেহলবণাম্লযুতং হিতম্।
সন্ধুক্ষতি যথা বহ্নিরেষাং বিধিবদিন্ধনৈঃ॥

গ্রহণী রোগীর আমদোষ থাকিলে স্নেহ সংযুক্ত দীপন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আম-গ্রহণীতে পিত্তের আধিক্য থাকিলে তিক্ত মধুর সংযুক্ত দীপন ঔষধ এবং বায়ুর আধিক্য থাকিলে স্নেহ লবণ অম্ল সংযুক্ত দীপন ঔষধ হিতকর। যথাবিধি ইন্ধন দ্বারা যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, দীপন ঔষধ দ্বারা গ্রহণী রোগীর ও সেইরূপ অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

স্নেহমেব পরং বিদ্যাদ্ দুর্ব্বলানাং প্রদীপনম্।
নালং স্নেহসমিদ্ধস্য শমায়ান্নং সুগুর্ব্বপি ॥

দুর্ব্বল গ্রহণী রোগীর অগ্নি বর্দ্ধিত করিতে স্নেহই প্রধান ঔষধ। কারণ স্নেহপ্রবর্দ্ধিত অগ্নিকে অতি গুরুপাক অন্নও প্রশমন করিতে সমর্থ হয় না।

মন্দাগ্নিরবিপকন্তু পুরীষং যোঽতিসার্য্যতে।
দীপনীয়ৌষধৈর্যুক্তাং ঘৃতমাত্রাং পিবেৎ তু সঃ ॥
তয়া সমানঃ পবনঃ প্রসন্নো মার্গমাশ্রিতঃ।
অগ্নেঃ সমীপচারিত্বাদাশু প্রকুরুতে বলম্ ॥
কাঠিন্যাদ্ যঃ পুরীষন্তু কৃচ্ছ্রান্মুঞ্চতি মানবঃ।
সঘৃতং লবণৈর্যুক্তং নরোঽন্নাবগ্রহং পিবেৎ ॥
রৌক্ষ্যান্মন্দে পিবেৎ সর্পিস্তৈলং বা দীপনৈর্যুতম্।
অতিস্নেহাত্তু মন্দেঽগ্নৌ চূর্ণারিষ্টাসবা হিতাঃ ॥
ভিন্নে গুদোপলেপাত্তু মলে তৈলসুরাসবাঃ।
উদাবর্ত্তাত্তু মন্দেঽগ্নৌ নিরূহাঃ স্নেহবস্তয়ঃ ॥
দোষবৃদ্ধ্যা তু মন্দেঽগ্নৌ শুদ্ধো দোষবিধিং চরেৎ।
ব্যাধিযুক্তস্য মন্দে তু সর্পিরেবাগ্নিদীপনম্ ॥
উপবাসাচ্চ মন্দেঽগ্নৌ যবাগূভিঃ পিবেদ্ঘৃতম্।
অন্নাবপীড়িতে চালং দীপনং বৃংহণঞ্চ তৎ ॥

যে গ্রহণী রোগী অগ্নিমান্দ্য হেতু অপক্বমল ত্যাগ করে তাহাকে দীপনীয় ঔষধ যুক্ত ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। তাহাতে সমান বায়ু প্রসন্ন হইয়া স্বমার্গে গমন করিবে এবং অগ্নির সমীপচারিত্ব হেতু শীঘ্র অগ্নির বল বৃদ্ধি করিবে। আর যে ব্যক্তি অতিকষ্টে কঠিন মল ত্যাগ করে, তাহাকে ঘৃত ও লবণ সহ অন্ন ভোজন করাইবে। রুক্ষতা প্রযুক্ত অগ্নি মন্দ হইলে দীপনীয় ঔষধযুক্ত ঘৃত বা তৈল পান করাইবে এবং অতিস্নেহ পানে অগ্নি মন্দ হইলে চূর্ণ অরিষ্ট ও আসব পান করিতে দিবে। গুহ্য নাড়ীর উপলেপ হেতু মল ভিন্ন হইলে তিল সুরা ও আসব হিতকর। উদাবর্ত্ত হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে নিরূহ বস্তি ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। দোষবৃদ্ধি হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে রোগীকে বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অন্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্নিদীপক ঘৃতপান করাইবে। উপবাস হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে যবাগূর সহিত ঘৃত এবং অতিভোজনে অগ্নিমান্দ্য হইলে দীপন ও বৃংহণ ঘৃত পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

দীর্ঘকালপ্রসঙ্গাত্তু কামক্ষীণকৃশান্ নরান্।
প্রসহানাং রসৈঃ সাম্লৈর্ভোজয়েৎ পিশিতাশিনাম্ ॥
লঘূতীক্ষ্ণোষ্ণশোধিত্বাদ্দীপয়ন্ত্যাশু তেঽনলম্।
মাংসোপচিতমাংসত্বাৎ তথাশুতরবৃংহণাঃ ॥

যে সকল প্রাণী রোগী দীর্ঘকাল স্ত্রীপ্রসঙ্গ হেতু অত্যন্ত ক্ষীণ ও কৃশ হইয়াছে, তাহাদিগকে মাংসাশী প্রসহজন্তুর মাংস রস দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত করিয়া খাইতে দিবে। এই মাংসরস লঘু তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য ও সংশোধক বলিয়া শীঘ্র অগ্নি সন্দীপিত করে। মাংসাশী প্রসহজন্তুগণ অন্য মাংস ভক্ষণে পুষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের মাংসকৃত রস অতিশয় শরীর পুষ্ট করিয়া থাকে।

নাভোজনেন কায়াগ্নির্দীপ্যতে নাতিভোজনাৎ।
যথা নিরিন্ধনো বহ্নিরল্পো বাতীন্ধনাবৃতঃ ॥
স্নেহান্নপানৈর্বিবিধৈশ্চূর্ণারিষ্টসুরাসবৈঃ।
প্রযুক্তৈর্ভিষজা সম্যগ্বলমগ্নেঃ প্রবর্দ্ধতে ॥
যথা হি সারদার্ব্বগ্নিঃ স্থিরঃ সন্তিষ্ঠতে চিরম্।
স্নেহান্নবিধিভিস্তদ্বদন্তরগ্নির্ভবেৎ স্থিরঃ ॥

অন্ন অগ্নি যেমন ইন্ধন (কাষ্ঠ) বিহীন হইলে প্রজ্বলিত হয় না এবং অতিরিক্ত কাষ্ঠ দ্বারাও যেমন প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ জঠরাগ্নি উপবাস দ্বারাও প্রদীপ্ত হয় না এবং অতিভোজনেও প্রদীপ্ত হয় না। সেই জন্য ভিষক্ যথাবিধি স্নেহ অন্ন পান চূর্ণ অরিষ্ট সুরা ও আসব প্রয়োগ করিয়া অগ্নির বল বর্দ্ধিত করিবেন। সারবিশিষ্ট কাষ্ঠে অগ্নি যেমন স্থিরভাবে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে, সেইরূপ স্নেহান্নবিধি দ্বারা বর্দ্ধিত অগ্নি দীর্ঘকাল স্থির ভাবে থাকে।

হিতং জীর্ণে মিতঞ্চাশ্নংশ্চিরমারোগ্যমশ্নুতে।
অবৈষম্যেণ ধাতূনামগ্নিবৃদ্ধৌ যতেত না ॥
সমৈর্দোষৈঃ সমো মধ্যে দেহস্যোষ্মাগ্নিসংস্থিতঃ।
পচত্যন্নং তদারোগ্যপুষ্ট্যায়ুর্বলবর্দ্ধনম্ ॥
দোষৈর্মন্দোঽতিবৃদ্ধো বা বিষমৈর্জনয়েদ্গদান্।
পাচ্যং মন্দস্য তত্রোক্তমুতিবৃদ্ধস্য বক্ষ্যতে ॥

পূর্ব্বভুক্ত অন্নাদি সম্যক্ জীর্ণ হইবার পর হিতকর পরিমিত অন্নাদি ভোজন করিলে মানব চিরকাল আরোগ্য লাভ করে। ধাতু সমূহের বৈষম্য না ঘটে এই রূপে অগ্নি বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিবে। দেহ মধ্যগত অগ্নি সংস্থিত উষ্মা বাতাদি সমদোষে সমভাবাপন্ন হইয়া অন্নকে সম্যক্ পাক করে, তদ্দ্বারা আরোগ্য পুষ্টি আয়ু ও বল বর্দ্ধিত হয়। বিষম দোষ দ্বারা অগ্নি মন্দ বা অতিবৃদ্ধি হইয়া বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। তন্মধ্যে মন্দ অগ্নির বিষয় বলা হইয়াছে। তারপর অতিবৃদ্ধ অগ্নির চিকিৎসা বর্ণন করিতেছি।

নরে ক্ষীণকফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগম্।
স্বোষ্মণা পাবকস্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি॥
তথা লব্ধবলো দেহে বিরুক্ষে সানিলোঽনলঃ।
পরিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্ম্মুহুঃ॥
পক্ত্বান্নং স ততো ধাতূন্ শোণিতাদীন্ পচত্যপি।
ততো দৌর্ব্বল্যমাতঙ্কান্ মৃত্যুঞ্চোপনয়েন্নরম্॥
ভুক্তেঽন্নে লভতে শান্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি।
তৃট্শ্বাসদাহমূর্চ্ছাদ্যা ব্যাধয়োঽত্যগ্নিসম্ভবাঃ॥

তীক্ষ্ণাগ্নি চিকিৎসা। ক্ষীণকফ মনুষ্যের পিত্ত প্রকুপিত ও বায়ুর অনুগামী হইয়া অগ্নিস্থানে গমন করে এবং তথায় স্বকীয় উষ্মা দ্বারা অগ্নির বল বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কফ ক্ষীণ ও বায়ু পিত্ত প্রকুপিত হয় বলিয়া মানবের দেহও রুক্ষ হয়, সেই রুক্ষ দেহে অগ্নি বায়ুর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় অধিক বললাভ করে এবং তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত বারংবার সত্বর ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া থাকে। অনন্তর কোনরূপ অন্নপাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতুসমূহকে পাক করিয়া থাকে। সেই জন্য মানবের দৌর্ব্বল্য, রোগসমূহ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তি কিছু খাইলে শান্তি লাভ করে, খাদ্য জীর্ণ হইলে আবার বিহ্বল হইয়া পড়ে। ইহার অত্যগ্নি সম্ভূত তৃষ্ণা শ্বাস দাহ মূর্চ্ছা প্রভৃতি ব্যাধি সকল জন্মে।

তমত্যগ্নিং গুরুস্নিগ্ধশীতমধুরবিজ্জলৈঃ।
অন্নপানৈর্নয়েচ্ছান্তিং দীপ্তমগ্নিমিবাম্বুভিঃ॥
মুহুর্মুহুরজীর্ণেঽপি ভোজ্যান্যস্যোপহারয়েৎ।
নিরিন্ধনোঽন্তরং লব্ধ্বা যথৈনং ন বিপাদয়েৎ॥

প্রদীপ্ত অগ্নিকে যেমন জল দ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ অত্যগ্নিকে গুরুপাক স্নিগ্ধ শীতল মধুর ও পিচ্ছিল অন্নপান দ্বারা শান্তি করিবে। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে পূর্ব্বভুক্তান্ন জীর্ণ না হইলেও আহার্য্য প্রদান করিবে। কারণ আহার্য্য না পাইলে ইন্ধন হীন অগ্নি অবকাশ পাইয়া রোগীকে বিনাশ করিয়া থাকে।

কৃশরাং পায়সং স্নিগ্ধং পৈষ্টিকং গুড়বৈকৃতম্।
অদ্যাৎ তথৌদকানূপপিশিতানি ঘৃতানি চ॥
মৎস্যান্ বিশেষতঃ শ্লক্ষ্ণান্ স্থিরতোয়চরাংস্তথা।
আবিকঞ্চ ঘৃতং মাংসমদ্যাদত্যগ্নিবারণম্॥
যবাগূং সমধূচ্ছিষ্টাং ঘৃতং বা ক্ষুধিতঃ পিবেৎ।
গোধূমচূর্ণমন্থং বা ব্যধয়িত্বা শিরাং পিবেৎ॥

পয়ো বা শর্করাং সর্পিৰ্জীবনীয়ৌষধৈঃ শৃতম্।
ফলানি তৈলযোনীনাং মৃৎকুষ্কাশ্চ সশর্করাঃ॥
মার্দ্দবং জনয়ন্ত্যগ্নেঃ স্নিগ্ধা মাংসরসাস্তথা।
পিবেচ্ছীতাম্বুনা সর্পির্মধূচ্ছিষ্টেন বা যুতম্॥
গোধূমচূর্ণং পয়সা সসর্পিষ্কং পিবেন্নরঃ।
আনূপরসসিদ্ধান্ বা ত্রীন্ স্নেহাংস্তৈলবর্জ্জিতান্॥
পয়সা সমিতাং বাপি ঘনাং ত্রিস্নেহসংযুতাম্।
নারীস্তন্যেন সংযুক্তাং পিবেদৌড়ুম্বরীং ত্বচম্।
তাভ্যাং বা পায়সং সিদ্ধমশ্নীয়াদত্যগ্নিশান্তয়ে॥

কৃশরা (খিচুড়ী), ঘৃতাদিযুক্ত পায়স, পিষ্টক, গুড়বিকৃতি, জলজ ও অনূপদেশজ মাংস, মৎস, বিশেষতঃ স্থির জলচর মৎস্য, মেষীদুগ্ধ, মাংস এই সকল দ্রব্য ভোজনে অত্যগ্নি নিবারিত হয়। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে মোমের সহিত যবাগূ বা ঘৃত পান করাইবে। অথবা শিরাবেধ করিয়া গোধূম চূর্ণের সহ পান করিতে দিবে। দুগ্ধ, চিনি, বা জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের সহিত পক্ব ঘৃত খাইতে দিবে। তৈলযোনি ফল (বাদাম পেস্তা প্রভৃতি), চিনি মিশ্রিত মৃৎপিণ্ড ও স্নিগ্ধ মাংসরস অত্যগ্নির মৃদুতা জন্মায়। শীতল জলযুক্ত ঘৃত বা মোম সংযুক্ত ঘৃত পান করিলে বা ঘৃতযুক্ত গোধূম চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অথবা তৈল বর্জ্জিত ত্রিবিধ স্নেহ (ঘৃত বসা ও মজ্জা) সহ আনূপ মাংস রস পাক করিয়া ভোজন করিলে অত্যগ্নির শান্তি হয়। ময়দা দুগ্ধে বাঁধিয়া ঘন করিয়া তাহাতে ত্রিবিধ স্নেহ মিশাইবে। ইহা অত্যগ্নিব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে। যজ্ঞডুমুরের ছাল স্তন দুগ্ধে বাটিয়া খাইলে অথবা যজ্ঞডুমুরের কল্ক তণ্ডুল ও নারীদুগ্ধ সহ পায়স পাক করিয়া খাইলে অত্যগ্নির প্রশমিত হয়।

শ্যামাত্রিবৃদ্বিপক্বং বা পয়ো [illegible]।
অসকৃৎ পিত্তশান্ত্যর্থং পায়সং প্রতিভোজনম্॥

পিত্তশান্তির জন্য শ্যাম মূলা তেউড়ীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে বারংবার বিরেচন দিবে এবং পায়স প্রতিভোজন করাইবে।

যৎকিঞ্চিন্মধুরং মেধ্যং শ্লেষ্মলং গুরু ভোজনম্।
তদত্যগ্নিহিতং সর্ব্বং ভুক্ত্বা চ স্বপনং দিবা॥
মেধ্যান্যন্নানি যোঽত্যগ্নাবপ্রতান্তঃ সমশ্নুতে।
ন তন্নিমিত্তমাপ্নোতি ব্যসনং পুষ্টিমেতি সঃ॥

যে সকল ভোজন দ্রব্য মধুর রস, মেধ্য, শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক, তাহা অত্যগ্নি হিতকর। ইহাতে ভোজনের পর দিবানিদ্রা প্রশস্ত। অত্যগ্নিরোগাক্রান্ত যে ব্যক্তি গ্লানি রহিত হইয়া মেধ্য অন্ন ভোজন করে, সে ব্যক্তি অত্যগ্নি জনিত বিপদ প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু পুষ্টি লাভ করে।

কফে বৃদ্ধে জিতে পিত্তে মারুতে চানলঃ সমঃ।
সমধাতোঃ পচত্যন্নং পুষ্ট্যায়ুর্বলবৃদ্ধয়ে ॥

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা দ্বারা কফ বর্দ্ধিত ও বায়ুপিত্ত প্রশমিত হইলে অগ্নি ও ধাতু সমতা প্রাপ্ত হয়। সমধাতু ও সমাগ্নি ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন সম্যক্ পরিপাক পায় এবং পুষ্টি আয়ু ও বল বর্দ্ধিত করে।

ভবন্তি চাত্র।

পথ্যাপথ্যমিহৈকত্র ভুক্তং সমশনং মতম্।
বিষমং বহু চাল্পং বাপ্যপ্রাপ্তাতীতকালয়োঃ ॥
ভুক্তং পূর্ব্বান্নশেষে তু পুনরধ্যশনং মতম্।
ত্রীণপ্যেতানি মৃত্যুং বা ঘোরান্ ব্যাধীন্ সৃজন্তি বা ॥

পথ্য ও অপথ্য একত্র ভোজন করাকে সমশন, অপ্রাপ্তভোজন কালে বা অতীত কালে বহু বা অল্প ভোজনকে বিষমাশন এবং পূর্ব্ব আহার অজীর্ণ থাকিতে পুনর্ভোজন করাকে অধ্যশন কহে। এই তিন প্রকার ভোজনে ঘোর ব্যাধি বা মৃত্যু উপস্থিত হয়।

প্রাতরাশে ত্বজীর্ণেঽপি সায়মাশো ন দুষ্যতি।
দিবা প্রবুধ্যতেঽর্কেণ হৃদয়ং পুণ্ডরীকবৎ ॥
তস্মিন্ বিবুদ্ধে স্রোতাংসি স্ফুটত্বং যান্তি সর্ব্বশঃ।
ব্যায়ামাচ্চ বিচারাচ্চ বিক্ষিপ্তত্বাচ্চ চেতসঃ ॥
ন ক্লেদমুপগচ্ছন্তি দিবা তেনাস্য ধাতবঃ।
অক্লিন্নেষ্বন্নমাসিক্তমন্যৎ তেষু ন দুষ্যতি ॥
অবিদগ্ধ ইব ক্ষীরে ক্ষীরমন্যদ্বিমিশ্রিতম্।
নৈব দুষ্যতি তেনৈব সমং সম্পদ্যতে যথা ॥

প্রাতর্ভোজন জীর্ণ না হইলেও সায়ংকালীন ভোজন দোষাবহ হয় না। কারণ দিবসে সূর্য্যকিরণে পুণ্ডরীকের ন্যায় হৃদয় প্রবুদ্ধ হয়। হৃদয় প্রবুদ্ধ হইলে স্রোত সকল স্ফুটত্ব পাইয়া থাকে। দিবসে ব্যায়াম বিচরণ ও চিত্তবিক্ষেপ হেতু ধাতুসকল ক্লিন্নতা প্রাপ্ত হয় না। অবিদগ্ধ (অম্লীভূত) দুগ্ধে অন্য দুগ্ধ মিশ্রিত করিলে তাহা যেমন দূষিত হয় না, পরন্তু তৎতুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দিবাভুক্ত অক্লিন্ন অন্নে অন্য অন্ন মিশ্রিত হইলে তাহাও বিকৃত না হইয়া তৎসমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাত্রৌ তু হৃদয়ে ম্লানে সংবৃতেষ্বয়নেষু চ।
যান্তি কোষ্ঠে চ বিক্লেদং সংবৃতে দেহধাতবঃ ॥
ক্লিন্নেষ্বন্যদপক্বেষু তেম্বাসিক্তং প্রদুষ্যতি।
বিদগ্ধেষু পয়ঃস্বন্যৎ পয়স্তপ্তেষ্বিবার্পিতম্ ॥

নৈশেষ্বাহারজাতেষু নাবিপক্কেষু বুদ্ধিমান্।
তস্মাদন্যৎ সমশ্নীয়াৎ পালয়িষ্যন্ বলায়ুষী॥

রাত্রিতে সূর্য্যকিরণাভাবে পুণ্ডরীকের ন্যায় হৃদয় ম্লান হইয়া থাকে। স্রোতঃ সকল ও কোষ্ঠ সংবৃত হয়। সেই জন্য রসরক্তাদি ধাতু সকলও ক্লিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। বিদগ্ধ ও তপ্ত দুগ্ধে অন্য দুগ্ধ মিশ্রিত করিলে তাহা যেমন বিকৃত হয়, তদ্রূপ ক্লিন্ন ও অপক্ক অন্নে অন্য অন্ন মিশ্রিত হইলে তাহাও প্রদূষিত হইয়া থাকে। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বল ও আয়ু রক্ষার্থ নৈশ আহার সম্যক্ জীর্ণ না হইলে আর অন্য অন্ন দিবসে বভোজন করিবেন না।

তত্র শ্লোকাঃ।

অন্তরগ্নিগুণা দেহং যথা সন্ধারয়েচ্চ সঃ।
যথান্নং পচ্যতে যশ্চ যথাহারঃ করোত্যপি॥
যেঽগ্নয়ো যাংশ্চ পুষ্যন্তি যাবন্তো যে পচন্তি যান্।
রসাদীনাং ক্রমোৎপত্তির্মলানাং তেভ্য এব চ॥
বৃষাণামাশুকৃদ্ধেতুর্ধাতুকালোদ্ভবক্রমঃ।
রোগৈকদেশকৃদ্ধেতুরন্তরগ্নির্যথাধিকঃ॥
সন্দূষ্যতি যথাদুষ্টো যান্ রোগান্ জনয়ত্যপি।
গ্রহণী যা সমাসাচ্চ গ্রহণীদোষলক্ষণম্॥
পূর্ব্বরূপং পৃথক্ চৈব ব্যঞ্জনং সচিকিৎসিতম্।
চতুর্ব্বিধস্য নির্দ্দিষ্টা তথা চাবস্থিকী ক্রিয়া॥
জায়তে চ যথাত্যগ্নির্যচ্চ তস্য চিকিৎসিতম্।
উক্তবানিহ তৎ সর্ব্বং গ্রহণীদোষকে মুনিঃ॥

অন্তরগ্নির গুণ, অন্তরগ্নি যে প্রকারে দেহধারণ করে, অন্ন যে প্রকারে পরিপাক পায়, আহার যাহা করে, যত প্রকার অগ্নি, অগ্নি যাহা পুষ্ট করে, যাহা পাক করে, রসাদি ধাতুর ক্রমোৎপত্তি, রসাদি ধাতু হইতে মলের উৎপত্তি, বৃষ্য দ্রব্যসমূহের আশুকারী হেতু, ধাতু সমূহের কালোৎপত্তি ক্রম, রোগের একদেশকারী হেতু জাঠরাগ্নি যে প্রকার অধিক হইলে বিকৃত হয়, জাঠরাগ্নি যে প্রকারে দুষ্ট হইয়া যে যে রোগ উৎপাদন করে, যাহাকে গ্রহণী বলে, সমাসতঃ গ্রহণী দোষের লক্ষণ, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, চিকিৎসা, চতুর্ব্বিধ গ্রহণী রোগের বিবরণ ও তাহার অবস্থোচিত চিকিৎসা, যে প্রকারে অত্যগ্নি জন্মে ও তাহার চিকিৎসা এই সমস্ত বিষয় গ্রহণী রোগাধ্যায়ে আত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
গ্রহণীরোগচিকিৎসিতং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে চিকিৎসাস্থানে গ্রহণীরোগচিকিৎসা
নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

**অথাতঃ পাণ্ডুরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥**

অতঃপর আমরা পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদঃ॥

পাণ্ডুরোগ—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃদ্‌ভক্ষণজ এই পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

দোষাঃ পিত্তপ্রধানাস্তু যস্য কুপ্যন্তি ধাতুষু।
শৈথিল্যং তস্য ধাতূনাং গৌরবঞ্চোপজায়তে॥
ততো বর্ণবলস্নেহা যে চান্যেঽপ্যোজসো গুণাঃ।
ব্রজন্তি ক্ষয়মত্যর্থং দোষদূষ্যপ্রদূষণাৎ॥
সোঽল্পরক্তোঽল্পমেদস্কো নিঃসারঃ শিথিলেন্দ্রিয়ঃ।
বৈবর্ণ্যং ভজতে তস্য হেতুং শৃণু সলক্ষণম্॥

পিত্তপ্রধান (পাণ্ডুরোগে পিত্তের প্রাধান্য থাকে বলিয়া পিত্তপ্রধান বলা হইল) বাতাদি দোষ সকল যাহার রসরক্তাদি ধাতুতে প্রকুপিত হয়, তাহার দোষ ও দূষ্যের দূষণ হেতু ধাতুসমূহের শৈথিল্য ও গুরুত্ব জন্মে এবং বল বর্ণ স্নেহ ও ওজোগুণ সমূহ অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি অল্প রক্ত, অল্প মেদ, সারহীন, শিথিলেন্দ্রিয় ও বিবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগের হেতু ও লক্ষণ বলিতেছি।

ক্ষারাম্ললবণাত্যুষ্ণবিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনাৎ।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ॥
বিদগ্ধেঽন্নে দিবাস্বপ্নাদ্ব্যায়ামান্মৈথুনাৎ তথা।
প্রতিকর্ম্মর্তুবৈষম্যাদ্ বেগানাঞ্চ বিধারণাৎ॥
কামচিন্তাভয়ক্রোধশোকোপহতচেতসঃ।
সমুদীর্ণং যদা পিত্তং হৃদয়ে সমবস্থিতম্॥
বায়ুনা বলিনা ক্ষিপ্তং স্রোতোভির্দশভিঃ সৃতম্।
প্রপন্নং কেবলং দেহং ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতম্॥
প্রদূষ্য কফবাতাসৃগ্ত্বঙ্মাংসানি করোতি তৎ।
বর্ণান্ হরিতহারিদ্রান্ পাণ্ডুন্ বহুবিধাংস্ত্বচি॥

স পাণ্ডুরোগ ইত্যুক্তস্তস্য লিঙ্গং ভবিষ্যতঃ।
হৃদয়স্পন্দনং রৌক্ষ্যং স্বেদাভাবঃ শ্রমস্তথা॥

ক্ষার, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, সংযোগবিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য দ্রব্য ভোজন; শিম, মাষকলায়, তিলকল্ক ও তিল তৈল সেবন; ভুক্তান্নের বিদগ্ধাবস্থায় দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও মৈথুন, পঞ্চকর্ম্ম ও ঋতুর বৈষম্য, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, কাম, চিন্তা, ভয়, ক্রোধ ও শোক দ্বারা মনোবিঘাত এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করে। কুপিত বলবান্ বায়ু দ্বারা উক্ত পিত্ত বিক্ষিপ্ত ও হৃদয়স্থ দশটী ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরে প্রসৃত হইয়া ত্বক ও মাংসের মধ্যে আশ্রিত হয় এবং কফ, বায়ু রক্ত ত্বক্ ও মাংসকে প্রদুষ্ট করিয়া ত্বকে হরিত হারিদ্র পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ উৎপাদন করে। ইহাকেই পাণ্ডুরোগ কহে। পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ যথা—হৃৎস্পন্দন, রুক্ষতা, স্বেদাভাব ও বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ।

সঞ্জাতেঽস্মিন্ ভবেৎ সর্ব্বঃ কর্ণক্ষ্বেড়ী হতানলঃ।
দুর্ব্বলঃ সদনোঽন্নবিট্ শ্রমভ্রমনিপীড়িতঃ॥
গাত্রশূলজ্বরশ্বাসগৌরবারুচিমান্ নরঃ।
মৃদিতৈরিব গাত্রৈশ্চ পীড়িতোন্মথিতৈরিব॥
শূনাক্ষিকূটো হরিতঃ শীর্ণলোমা হতপ্রভঃ।
কোপনঃ শিশিরদ্বেষী নিদ্রালুঃ ষ্ঠীবনোঽল্পবাক্॥
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টকট্যূরুপাদরুক্সদনানি চ।
স্ফুরণারোহণায়াসৈর্বিশেষশ্চাস্য বক্ষ্যতে॥

সকল পাণ্ডুরোগেই এই সকল সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয় যথা—কর্ণক্ষ্বেড় (কর্ণে বিবিধ শব্দ), অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, অন্ন দ্বেষ, শ্রান্তি, ভ্রম, গাত্রশূল, জ্বর, শ্বাস, শরীরের গুরুত্ব, অরুচি, গাত্রে মর্দ্দনবৎ পীড়নবৎ ও মন্থনবদ্ বেদনা, অক্ষিগোলকে শোথ, হরিদ্বর্ণতা, শীর্ণলোমতা, প্রভানাশ, কোপ, শীতদ্বেষ, নিদ্রালুতা, কফাদির নিষ্ঠীবন, বাক্যের অল্পতা, ভ্রমণ ও যানাদিতে আরোহণ জনিত শ্রমে পিণ্ডিকায় (পায়ের ডিমে) উদ্বেষ্টনবৎ বেদনা; কটি, উরু ও পাদদ্বয়ে ব্যথা এবং অবসাদ। ইহার বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে।

আহারৈরুপচারৈশ্চ বাতলৈঃ কুপিতোঽনিলঃ।
জনয়েৎ কৃচ্ছ্রপাণ্ডুত্বং তথা রুক্ষারুণাঙ্গতাম্॥
অঙ্গমর্দ্দং জ্বরং তোদং কম্পং পার্শ্বশিরোরুজম্।
বর্চ্চঃশোষাস্যবৈরস্যশোফানাহবলক্ষয়ান্॥

বাতল আহার ও উপচার দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া কষ্টসাধ্য পাণ্ডুরোগ জন্মায়। ইহাতে শরীর রুক্ষ ও অরুণবর্ণ হয় এবং অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, সূচীবেধবৎ বেদনা, কম্প, পার্শ্ববেদনা, শিরোবেদনা, মলশোষ, মুখবৈরস্য, শোথ, আনাহ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে।

পিত্তলস্যাচিতং পিত্তং যথোক্তৈঃ স্বৈঃ প্রকোপণৈঃ।
দূষয়িত্বা তু রক্তাদীন্ পাণ্ডুরোগায় কল্পতে॥
স পীতো হরিতাভো বা জ্বরদাহসমন্বিতঃ।
ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপিপাসার্ত্তঃ পীতমূত্রশকৃন্নরঃ॥
স্বেদনঃ শীতকামশ্চ ন চান্নমভিনন্দতি।
কটুকাস্যো ন চাস্যোষ্ণমুপশেতেঽম্লমেব চ॥
উদ্গারোঽম্লো বিদাহশ্চ বিদগ্ধান্নস্য জায়তে।
দৌর্গন্ধ্যং ভিন্নবর্চ্চস্ত্বং দৌর্ব্বল্যং তম এব চ॥

পিত্তপ্রকোপক আহার বিহারাদি দ্বারা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পিত্ত কুপিত হইয়া রক্তাদি ধাতুকে দূষিত করতঃ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। পিত্তজ পাণ্ডুরোগীর শরীর পীত বা হরিতবর্ণ হয় এবং মল মূত্রও হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগে জ্বর, দাহ, বমি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, ঘর্ম্ম, শীতল দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, অনন্নাভিলাষ, মুখের কটুতা, অন্নের অম্লপাক হেতু অম্লোদ্গার ও বিদাহ, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, দৌর্ব্বল্য ও তম (অন্ধকার দেখা) এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে মল ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয় এবং উষ্ণ ও অম্লদ্রব্যে অনুপশয় হইয়া থাকে।

বিবৃদ্ধঃ শ্লেষ্মলৈঃ শ্লেষ্মা পাণ্ডুরোগং স পূর্ব্ববৎ।
করোতি গৌরবং তন্দ্রাং ছর্দ্দিং শ্বেতাবভাসতাম্॥
প্রসেকং লোমহর্ষঞ্চ সাদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং ক্লমম্।
শ্বাসকাসৌ তথালস্যমরুচিং বাক্স্বরগ্রহম্॥
শুক্লমূত্রাক্ষিবর্চ্চস্ত্বং কটুরুক্ষোষ্ণকামতাম্।
শ্বয়থুং লবণাস্যত্বমিতি পাণ্ড্বাময়ঃ কফাৎ॥

শ্লেষ্মল আহার বিহারাদি দ্বারা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। এই শ্লেষ্মজনিত পাণ্ডুরোগে শরীরের গুরুত্ব, তন্দ্রা, বমি, মুখপ্রসেক, লোমহর্ষ, শরীরের অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস, আলস্য, অরুচি, বাক্যগ্রহ, স্বরভেদ, শোথ ও মুখে লবণাস্বাদ হয়। ইহাতে শরীর শ্বেতাভ ও মল মূত্র চক্ষু শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। রোগীর কটু উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে।

সর্ব্বান্নসেবিনঃ সর্ব্বে দুষ্টা দোষাস্ত্রিদোষজম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং কুর্ব্বন্তি পাণ্ডুরোগং সুদুঃসহম্॥

বাতাদি ত্রিদোষবর্দ্ধক অন্ন সেবন করিলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া দুঃসহ সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ।
কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরাঃ কফম্॥

কোপয়েন্মৃত্তিকা রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ ভুক্তঞ্চ রূক্ষয়েৎ।
পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজো বীর্য্যৌজসী তথা।
পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্॥
শূনাক্ষিকূটগণ্ডভ্রূঃ শূনপান্নাভিমেহনঃ
ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যেত মলং সাসৃক্ কফান্বিতম্॥

মৃত্তিকাভক্ষণশীল ব্যক্তির বাতাদি ত্রিদোষের অন্যতম দোষ প্রকুপিত হইয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। কষায়রস মৃত্তিকা বায়ুর, লবণরস মৃত্তিকা পিত্তের ও মধুর রস বিশিষ্ট মৃত্তিকা কফের প্রকোপ করিয়া থাকে। ভুক্ত মৃত্তিকা রূক্ষতা হেতু রসাদি ধাতুকে ও ভুক্ত দ্রব্যকে রূক্ষ করে এবং অপরিপক্ক হইয়া স্রোতঃ সমূহকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করে। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলের বল, তেজ, বীর্য্য ও ওজঃ পদার্থ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নিনাশক পাণ্ডু-রোগ আশু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগী ক্রিমিকোষ্ঠ হইলে তাহার অক্ষিকূট, গণ্ড, ভ্রূ, পদদ্বয়, নাভি ও লিঙ্গে শোথ হয়। রোগী কফ ও রক্ত মিশ্রিত মল ত্যাগ করে।

পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ খরীভূতো ন সিধ্যতি।
কালপ্রকর্ষাচ্ছূনানাং যশ্চ পীতানি পশ্যতি॥
বদ্ধাল্পবিট্ সহরিতং সকফং যোঽতিসার্য্যতে।
দীনঃ শ্বেতাতিদিগ্ধাঙ্গশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ॥
স নাস্ত্যসৃক্ক্ষয়াদ্ যশ্চ পাণ্ডুঃ শ্বেতত্বমাপ্নুয়াৎ।
ইতি পঞ্চবিধস্যোক্তং পাণ্ডুরোগস্য লক্ষণম্॥

পাণ্ডুরোগ বহুদিনজাত হইলে এবং রোগীর সমস্ত ধাতু রূক্ষ হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। কালপ্রকর্ষ হেতু শোথযুক্ত পাণ্ডুরোগী যদি সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহা হইলে সে রোগও অসাধ্য হয়। যে পাণ্ডুরোগী হরিদ্বর্ণ কফযুক্ত বদ্ধ ও অল্প মলত্যাগ করে, যে পাণ্ডু রোগী গ্লানিযুক্ত শ্বেতবর্ণ দ্বারা লিপ্তাঙ্গ, বমি, মূর্চ্ছা ও পিপাসাপীড়িত, এবং যে পাণ্ডুরোগী রক্তক্ষয় হেতু শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে। পঞ্চবিধ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ বর্ণিত হইল।

পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে।
তস্য পিত্তমসৃঙ্ মাংসং দগ্ধ্বা রোগায় কল্পতে॥
হারিদ্রনেত্রঃ স ভৃশং হারিদ্রত্বঙ্নখাননঃ।
রক্তপীতশকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥
দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্যসদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা॥

কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা।
কৃষ্ণনেত্রশকৃন্মূত্রো ভৃশং শূনশ্চ মানবঃ॥
সরক্তাক্ষিমুখচ্ছর্দ্দিবিণ্মূত্রো যশ্চ তাম্যতি।
দাহারুচিতৃড়ানাহতন্দ্রামোহসমন্বিতঃ।
নষ্টাগ্নিসংজ্ঞঃ ক্ষিপ্রং হি কামলাবান্ বিপদ্যতে॥

যে পাণ্ডুরোগী পিত্তজনক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করে, তাহার পিত্ত কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দগ্ধ করিয়া রোগ (কামলা) উৎপাদন করে। কামলা রোগীর নেত্র ত্বক্ নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মল ও মূত্র রক্ত বা পীতবর্ণ এবং শরীরের বর্ণ ভেকবৎ হইয়া থাকে। ইহাতে দাহ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, অরুচি ও ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট হয়। এই কামলা বহুপিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোষ্ঠ ও শাখাকে (রক্তাদি ধাতু) আশ্রয় করিয়া বিবিধ কামলা রোগ উৎপন্ন হয়। কামলা কালাধিক্য বশতঃ খরীভূত (রুক্ষিত সর্ব্বধাতু) হইয়া কষ্টসাধ্য কুম্ভকামলা রূপে পরিণত হয়। যে কামলারোগীর মল মূত্র ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত শোথ হয় অথবা যাহার নেত্র মুখ বমি মল ও মূত্র রক্তবর্ণ এবং মূর্চ্ছা হয়; যাহার দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ, অগ্নিমান্দ্য ও সংজ্ঞারাহিত্য হয়, সে কামলা রোগী সত্বরই বিপন্ন (মৃত) হইয়া থাকে।

সাধ্যানামিতরেষাস্তু প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসিতম্॥
তত্র পাণ্ড্বাময়ী স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণৈরূর্দ্ধানুলোমিকৈঃ।
সংশোধ্যো মৃদুভিস্তিক্তৈঃ কামলাবান্ বিরেচনৈঃ॥
তাভ্যাং সংশুদ্ধকোষ্ঠাভ্যাং পথ্যান্যন্নানি দাপয়েৎ।
শালীন্ সযবগোধূমান্ পুরাণান্ যূষসংহিতান্॥
মুদ্গাঢ়কীমসূরৈশ্চ জাঙ্গলৈশ্চ রসৈর্হিতৈঃ।
যথাদোষং বিশিষ্টঞ্চ তয়োর্ভৈষজ্যমাচরেৎ॥
পঞ্চগব্যং মহাতিক্তং কল্যাণকমথাপি বা।
স্নেহনার্থং ঘৃতং দদ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগিণে॥

অনন্তর সাধ্য পাণ্ডুরোগাদির চিকিৎসা বলিতেছি। প্রথমতঃ পাণ্ডুরোগীকে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বমন বিরেচন দ্বারা সংশোধন করিবে; এবং কামলা রোগীকে তিক্ত দ্রব্যসাধিত মৃদু বিরেচন দিবে, এতদ্দ্বারা পাণ্ডু ও কামলা রোগীর কোষ্ঠ সংশুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে পুরাণ শালি তণ্ডুলের অন্ন, অথবা যব বা গোধূমকৃত ভক্ষ্য, মুগ, অড়হর বা মসুর যূষের সহিত বা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন করাইবে। তৎপরে দোষানুসারে বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পাণ্ডু ও কামলা রোগে স্নেহনার্থ পঞ্চগব্য ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত বা কল্যাণ ঘৃত পান করাইবে।

দাড়িমাৎ কুড়বং ধান্যাৎ কুড়বার্দ্ধং পলং পলম্।
চিত্রকাচ্ছৃঙ্গবেরাচ্চ পিপ্পল্যষ্টমিকা তথা

তৈর্দ্বাত্রিংশৎ পলং কল্কৈর্ঘৃতস্য সলিলাঢ়কে।
সিদ্ধং হৃৎপাণ্ডুগুল্মার্শঃপ্লীহবাতকফার্ত্তিনুৎ॥
দীপনং শ্বাসকাসঘ্নং মূঢ়বাতে চ শস্যতে।
দুঃখপ্রসবিনীনাঞ্চ বন্ধ্যানাঞ্চৈব গর্ভদম্॥
ইতি দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমাদ্য ঘৃত। দাড়িমত্বক্ অর্দ্ধসের, ধনে ১ পোয়া, চিতা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, ও পিপুল ৮ তোলা এই সকল কল্ক এবং এক আঢ়ক (১৬ সের) জল সহ ৩২ পল (৪ সের) ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, বাতশ্লেষ্মজ পীড়া, শ্বাস, কাস ও মূঢ়বাত প্রশমিত হয়। এই ঘৃত অগ্নিবর্দ্ধক, দুঃখপ্রসবিনী নারীদিগের হিতকর এবং বন্ধ্যাদিগের গর্ভপ্রদ।

কটুকাং রোহিণীং মুস্তং হরিদ্রে বৎসকাৎ ফলম্।
পটোলং চন্দনং মূর্ব্বাং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্॥
সপিপ্পলীং পর্পটকং ভূনিম্বং দেবদারু চ।
পিষ্ট্বাক্ষমাত্রৈস্তৈঃ সর্পিঃপ্রস্থং ক্ষীরাঢ়কে পচেৎ॥
রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
অর্শাংস্যসৃগ্দরঞ্চৈব হন্তি বিস্ফোটকাংস্তথা॥
ইতি কটুকাদ্যং ঘৃতম্।

কটুকাদ্য ঘৃত। ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—কটকী, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, পলুতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, বলাডুমুর, দুরালভা, পিপুল, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও দেবদারু প্রত্যেক ২ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, শোথ, ভগন্দর, অর্শঃ, প্রদর ও বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

পথ্যাশতরসে পথ্যাবৃন্তার্দ্ধশতকল্কবান্।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাৎ পেয়ঃ সপাণ্ড্বাময়গুল্মনুৎ॥
ইতি পথ্যাঘৃতম্।

পথ্যাঘৃত। ঘৃত ৪ সের। হরীতকী ১০০ পল। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। হরীতকীবৃন্তের কল্ক ৫০ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডু ও গুল্ম রোগ প্রশমিত হয়।

দন্ত্যাঃ শতপলরসে পিষ্টৈর্দন্তীশলাটুভিঃ।
তদ্বৎ প্রস্থো ঘৃতাৎ সিদ্ধঃ প্লীহপাণ্ড্বর্ত্তিশোকজিৎ॥
ইতি দন্তীঘৃতম্।

দন্তীঘৃত। ১০০ পল দন্তীমূলের স্বরস অথবা ১০০ পল দন্তীমূল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ ও দন্তীর শুষ্ক কচি ফলের কল্ক /১ সের সহ যথাবিধানে ৪ চারি সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ প্রশমিত হয়।

পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ।
কামলাগুল্মপাণ্ড্বর্ত্তিজ্বরমেহোদরাপহঃ॥
ইতি দ্রাক্ষাঘৃতম্।

দ্রাক্ষাঘৃত। দ্রাক্ষার কল্ক ১ সের সহ পুরাতন ঘৃত ৪ সের যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে কামলা, গুল্ম, পাণ্ডু, জ্বর, মেহ ও উদর রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হরিদ্রাত্রিফলানিম্ববলামধুকসাধিতম্।
সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্॥
ইতি হরিদ্রাঘৃতম্।

হরিদ্রা ঘৃত। কল্কার্থ —হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, মাহিষ ঘৃত ৪ সের; যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কামলা নষ্ট হয়।

গোমূত্রদ্বিগুণো দার্ব্বীকল্কাক্ষদ্বয়সাধিতঃ।
দার্ব্ব্যাঃ পঞ্চপলক্বাথে কল্কে কালীয়কেহপরঃ॥
মাহিষাজ্যস্য তু প্রস্থঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বে পরে পরঃ।
স্নেহৈরেভিরুপক্রম্য স্নিগ্ধং মত্বা বিরেচয়েৎ॥
পয়সা মূত্রযুক্তেন বহুশঃ কেবলেন বা।
দন্তীফলরসে কোষ্ণে কাশ্মর্য্যাঞ্জলিনা শৃতম্॥
দ্রাক্ষাঞ্জলিং মৃদিত্বা বা দদ্যাৎ পাণ্ড্বাময়াপহম্।
দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকঃ পিবেৎ॥

দার্ব্বীঘৃত। দ্বিগুণ গোমূত্র ও দারুহরিদ্রার কল্ক ৪ তোলা সহ মহিষঘৃত ৪ সের যথাবিধি পাক করিবে।

কালীয়ক ঘৃত। দারুহরিদ্রা ৫ পল, চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ ও কল্কার্থ কালীয়ক (পীতচন্দন, কলম্বা) ৪ তোলা সহ মাহিষ ঘৃত ৪ সের যথাবিধি পাক করিবে। পাণ্ডুরোগে দার্ব্বীঘৃত ও কামলা রোগে কালীয়ক ঘৃত প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত পান করিয়া রোগী স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে গোমূত্রযুক্ত দুগ্ধ পান করাইয়া বা কেবল দুগ্ধ বারংবার পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। উপযুক্ত পরিমাণ দন্তীফলের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে গাম্ভারীফল অর্দ্ধসের ও দ্রাক্ষা অর্দ্ধসের প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় পাক করিবে, কিংবা চতুর্থাংশাবশিষ্ট ঈষদুষ্ণ ক্বাথে দ্রাক্ষা ও গাম্ভারী ফল (১ সের) মর্দ্দিত করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে বিরেচন হইয়া পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। পিত্তজ পাণ্ডুরোগী তেউড়ীচূর্ণ ১ ভাগ ও চিনি ২ ভাগ একত্র মিশাইয়া ৪ তোলা (উপযুক্ত) মাত্রায় সেবন করিবে।

কফপাণ্ডুস্তু গোমূত্রযুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্।
আরগ্বধং রসেনেক্ষোর্বিদার্য্যামলকস্য চ॥

সক্ষ্যোষণং বিল্বপত্রং পিবেদ্বা কামলাপহম্।
দন্ত্যর্দ্ধপলকল্কং বা দ্বিগুড়ং শীতবারিণা॥

হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া ক্লিন্ন হইলে তাহা অথবা সোন্দালের আটা, ইক্ষুরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস বা আমলকীর রস সহ কফজ পাণ্ডু রোগীকে সেবন করাইবে। কামলা রোগীকে ত্রিকটু ও বিল্বপত্র সমভাগে পেষণ করিয়া তাহা অথবা দন্তীফল ৪ তোলা ও গুড় ৮ তোলা একত্র বাটিয়া তাহা শীতল জল সহ পান করিতে দিবে।

পিবেদ্বা কামলাবান্ না ত্রিবৃতাং ত্রিফলারসৈঃ।
বিশালাত্রিফলামুস্তকুষ্ঠদারুকলিঙ্গকান্॥
কর্ষোন্মিতানতিবিষাং কর্ষার্দ্ধাঞ্চ প্রদাপয়েৎ।
কর্ষৌ মধুরসায়া দ্বৌ সর্ব্বমেতৎ সুখাম্বুনা॥
মৃদিতং তং রসং পূতং পীত্বা লিহ্যাচ্চ মধ্বনু।
কাসং শ্বাসং জ্বরং দাহং পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
গুল্মানাহামবাতাংশ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥

কামলা রোগী ত্রিফলার কাথসহ তেউড়ীচূর্ণ পান করিবে। রাখালশশার মূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুতা, কুড়, দেবদারু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক ২ তোলা, আতইচ ১ তোলা, মূর্ব্বা ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে মর্দ্দিত করিবে। পরে তাহা ছাঁকিয়া উপযুক্ত পরিমাণে পান করিয়া মধু লেহন করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, গুল্ম, আনাহ, আমবাত ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসম্।
শীতং মধুযুতং প্রাতঃ কামলার্ত্তঃ পিবেন্নরঃ॥
ক্ষীরং মূত্রং পিবেৎ পক্ষং গব্যং মাহিষমেব বা।
পাণ্ডুর্গোমূত্রযুক্তং বা সপ্তাহং ত্রিফলারসম্॥
তরুজান্ জ্বলিতান্ মূত্রে নির্ব্বাপ্যামৃদ্য চাঙ্কুরান্।
মাতুলুঙ্গস্য তৎ পূতং পাণ্ডুশোথহরং পিবেৎ॥

ত্রিফলার রস, গুলঞ্চের রস, দারুহরিদ্রার রস বা নিমের রস মধুসংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা নষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগীকে গোদুগ্ধ ও গোমূত্র অথবা মহিষ দুগ্ধ ও মহিষী মূত্র এক পক্ষকাল পান করাইবে। অথবা ত্রিফলার কাথে গোমূত্র মিশাইয়া এক সপ্তাহ পান করিতে দিবে। ছোলঙ্গ লেবুর পল্লব অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। পরে তাহা মর্দ্দিত করিয়া ছাঁকিবে। এই গোমূত্র পান করিলে পাণ্ডুশোথ নিবারিত হয়।

স্বর্ণক্ষীরীং ত্রিবৃচ্ছ্যামে ভদ্রদারু সনাগরম্।
গোমূত্রাঞ্জলিনা পিষ্টং মূত্রে বা কথিতং পিবেৎ॥
ক্ষীরমেভিঃ শৃতং বাপি পিবেদ্দোষানুলোমনম্॥

স্বর্ণক্ষীরী, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে অর্দ্ধসের গোমূত্রে বাটিয়া বা ৮ গুণ গোমূত্র সহ ইহাদের কাথ করিয়া তাহা পান করিবে কিংবা উক্ত দ্রব্যসমূহ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পান করিলে দোষের অনুলোম হয়।

হরীতকীং মূত্রযুতাং প্রয়োগেনাথবা পিবেৎ।
জীর্ণে ক্ষীরেণ ভুঞ্জীত রসেন মধুরেণ বা ॥
সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা পায়য়েদ্ ভিষক্ ॥

যথাবিধি গোমূত্রের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধসহ অথবা মধুর মাংস রস সহ ভোজন করিবে। লৌহভস্ম গোমূত্রে সাতদিন ভাবনা দিয়া দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

ত্র্যূষণত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গচিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসর্পিষা ॥
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডুহৃদ্রোগকুষ্ঠার্শঃকামলাপহম্।
নবায়সমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্ ॥

ইতি নবায়সং চূর্ণম্।

নবায়স চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল প্রত্যেক ১ ভাগ, জারিত লৌহচূর্ণ ৯ ভাগ, একত্র মিশাইয়া লইবে। এই নবায়স চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কামলা প্রশমিত হয়। ইহা কৃষ্ণাত্রেয় ভাষিত।

গুড়নাগরমণ্ডুরতিলাংশান্ মানতঃ সমান্।
পিপ্পলীদ্বিগুণান্ কুর্য্যাদ্ গুটিকাং পাণ্ডুরোগিণে ॥

গুড়, নাগর, মণ্ডূর ও তিল সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পিপুল চূর্ণ একত্র গুটিকা প্রস্তুত করিয়া পাণ্ডুরোগে প্রয়োগ করিবে।

ত্রিফলাং ত্র্যূষণং মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বী ত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকো দেবদারু চ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগাংশ্চূর্ণং কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
মণ্ডুরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্ ॥
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তৎ প্রক্ষিপেৎ পুনঃ।
উড়ুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নিনা ॥
উপযুঞ্জীত তক্রেণ জীর্ণে সাত্ম্যং চ ভোজনম্।
মণ্ডুরবটকা হেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্ ॥

কুষ্ঠাম্লজরকং মেহমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্।
অর্শাংসি কামলাং মেহং প্লীহানং শময়ন্তি চ ॥

ইতি মণ্ডূরবটকাঃ।

মণ্ডূরবটক। ত্রিফলা, ত্র্যূষণ, মুতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতামূল, দারুহরিদ্রার বল্ক, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, অঞ্জনসদৃশ শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ। ৮ গুণ গোমূত্রে এই মণ্ডূর পাক করিয়া আমন্ন পাকে ত্রিফলাদির চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পাকান্তে উডুম্বর সম বটক বাঁধিবে। অগ্নিবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই বটক তক্রসহ সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ভোজন কর্ত্তব্য। এই মণ্ডূর বটক পাণ্ডুরোগীগণের প্রাণদাতা। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, অজীর্ণ, মেহ, উরুস্তম্ভ, কফজ রোগ, অর্শঃ, কামলা ও প্লীহার শান্তি হয়।

তাপ্যাদ্রিজতুরূপ্যায়োমলাঃ পঞ্চ পলাঃ পৃথক্।
চিত্রকত্রিফলাব্যোষবিড়ঙ্গৈঃ পালিকৈঃ সহ ॥
শর্করাষ্টপলোন্মিশ্রাশ্চূর্ণিতা মধুনাপ্লুতাঃ।
অভ্যস্যাস্তুক্ষমাত্রা হি জীর্ণে নিয়মিতাশিনা ॥
কুলত্থকাকমাচ্যাদিকপোতপরিহারিণা ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রৌপ্যমাক্ষিক ও মণ্ডূর প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পল; চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক এক এক পল, চিনি ৮ পল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। মাত্রা ২ দুই তোলা। ঔষধ জীর্ণ হইলে নিয়মিতাশী হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে কুলত্থকলায়, কাকমাচী ও কপোত প্রভৃতি পরিহার করিবে অর্থাৎ ভোজন করিবে না।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাং তথৈব চ ॥
পঞ্চাশ্মজতুনো ভাগাস্তথা রূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য চ শুদ্ধস্য লোহস্য রজসস্তথা ॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎ সর্ব্বং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
মাক্ষিকেণাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে ॥
উডুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্ যথাগ্নিনা।
দিনে দিনে প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ভোজ্যং যথেপ্সিতম্ ॥
বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থানি কাকমাচীং কপোতকম্।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং শিবম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বরম্ ॥

কুষ্ঠান্যজরকং মেহং শ্বাসং হিক্কামরোচকম্।
বিশেষাদ্ধন্ত্যপস্মারং কামলাং গুদজানি চ॥
ইতি যোগরাজঃ।

যোগরাজ। ত্রিফলা ৩ ভাগ ত্রিকটু ৩ ভাগ, চিতামূল ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ ১ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, রৌপ্যমাক্ষিক ৫ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, লৌহচূর্ণ ৫ ভাগ, চিনি ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণ মধুতে আপ্লুত করিয়া লৌহ পাত্রে রাখিবে। অগ্নিবল বুঝিয়া উডুম্বর সম মাত্রায় প্রতিদিন ইহা সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে যথেপ্সিত ভোজন করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে কুলথকলাই, কাকমাচী ও কপোত বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ কুলখাদি খাইবে না। এই যোগরাজ অমৃতসদৃশ শ্রেষ্ঠ রসায়ন, মঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বরোগনাশক। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ, বিষদোষ, কাস, যক্ষ্মা, বিষমজ্বর, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, মেহ, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি বিশেষত অপস্মার কামলা ও অর্শরোগসমূহ নিবারিত হয়।

কৌটজত্রিফলানিম্বপটোলঘননাগরৈঃ।
ভাবিতানি দশাহানি রসৈর্দ্বিত্রিগুণানি বা॥
শিলাজতুপলান্যষ্টৌ তাবতী সিতশর্করা।
ত্বক্ক্ষীরী পিপ্পলীধাত্রীকটুকাখ্যাঃ পলোন্মিতাঃ॥
নিদিগ্ধ্যাঃ ফলমূলাভ্যাং পলং যুক্ত্যা ত্রিগন্ধকম্।
মধুত্রিপলসংযুক্তং কুর্য্যাদক্ষসমান্ গুড়ান্॥
দাড়িমাম্বুপয়ঃপক্ষিরসতোয়সুরাসবান্।
তান্ ভক্ষয়িত্বানুপিবেন্নিরন্নো ভুক্ত এব বা॥
পাণ্ডুকুষ্ঠজ্বরপ্লীহতমকার্শোভগন্দরান্।
পূতিহৃচ্ছুক্রমূত্রাগ্নিদোষশোথগরোদরান্॥
কাসাসৃগ্দরপিত্তাসৃক্শোষগুল্মজ্বরাময়ান্।
তে চ সর্ব্বব্রণান্ হন্যুঃ সর্ব্বরোগহরাঃ শিবাঃ॥
ইতি শিলাজতুবটকাঃ।

শিলাজতু বটক। শিলাজতু ৮ পল (১ সের) পরিমাণে লইয়া ইন্দ্রযব. ত্রিফলা, নিমছাল, পল্‌তা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের কাথে ১০ দিন ২০ দিন বা ৩০ দিন ভাবনা দিবে। পরে তাহার সহিত পরিষ্কৃত চিনি ১ সের এবং বংশলোচন, পিপুল, আমলকী ও কটুকী প্রত্যেক ১ পল, কণ্টকারীর ফল ও মূল ১ পল, তেজপত্র, এলাচ ও দারুচিনি মিলিত ১ পল এবং মধু ৩ পল (২৪ তোলা) এই সকল দ্রব্য মিশাইয়া ২ তোলা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অভুক্ত বা ভুক্ত অবস্থায় এই গুড়িকা সেবন করিয়া দাড়িমরস, দুগ্ধ, পক্ষীমাংস রস, জল, সুরা বা আসব অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, প্লীহা, তমকশ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, শুক্রদোষ, মূত্রদোষ, অগ্নিদোষ, শোথ, গরোদর, কাস, রক্তপ্রদর, শোষ, গুল্ম জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়। এই শিলাজতু বটক সর্ব্বরোগহর ও শিবপ্রদ।

পুনর্নবা ত্রিব্যোষবিড়ঙ্গং দারু চিত্রকম্।
কুষ্ঠং হরিদ্রে ত্রিফলা দন্তী চব্যং কলিঙ্গকাঃ ॥
কটুকা পিপ্পলীমূলং মুস্তঞ্চেতি পলোন্মিতম্।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাদ্ গোমূত্রে দ্ব্যাঢ়কে পচেৎ।
কোলবদ্ গুড়িকাঃ কৃত্বা তক্রেণালোড্য না পিবেৎ।
তাঃ পাণ্ডুরোগং প্লীহানমর্শাংসি বিষমজ্বরম্।
শ্বয়থুং গ্রহণীদোষং হন্যুঃ কুষ্ঠং ক্রিমীংস্তথা ॥

ইতি পুনর্নবামণ্ডূরম্।

পুনর্নবা মণ্ডূর। পুনর্নবা, তেউড়ী ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চৈ, ইন্দ্রযব, কটকী, পিপুলমূল ও মুতা প্রত্যেক এক পল (৮ তোলা), এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ মণ্ডূর চূর্ণ। ৩২ সের গোমূত্রে এই সমস্ত চূর্ণ যথাবিধি পাক করিয়া কোলবৎ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। তক্রের সহিত আলোড়ন করিয়া এই গুড়িকা সেব্য। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, অর্শঃ, বিষমজ্বর, শোথ, গ্রহণীদোষ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নিহত হইয়া থাকে।

দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গময়সো রজঃ।
মধুসর্পির্যুতং লিহ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগবান্ ॥

দারুহরিদ্রার ছাল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণ সমষ্টির সমান লৌহ চূর্ণ, একত্র মিশাইয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ নষ্ট হয়।

তুল্যা অয়োরজঃপথ্যাহরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাদ্ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াম্ ॥

কামলা রোগী লৌহ চূর্ণ, হরীতকী ও হরিদ্রা চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশাইয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিবে।

ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ কটুরোহিণ্যয়োরজঃ।
চূর্ণিতং ক্ষৌদ্রসর্পির্ভ্যাং লেহয়েৎ কামলাপহম্ ॥

ত্রিফলা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটকী ও লৌহচূর্ণ একত্র ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া লেহন করিলে কামলা অপগত হয়।

দ্বিপলাংশাং তুগাক্ষীরীং নাগরং মধুযষ্টিকাম্।
প্রাস্থিকীং পিপ্পলীং দ্রাক্ষাং শর্করার্দ্ধতুলাং তথা ॥
ধাত্রীফলরসদ্রোণে চূর্ণিতং লেহবৎ পচেৎ।
শীতান্ মধুপ্রস্থযুতান্ লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চৈব নাশয়েৎ ॥

ইতি ধাত্র্যবলেহঃ।

ধাত্র্যবলেহ। বংশলোচন ১৬ তোলা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, পিপুল ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ২ সের, চিনি ৬।০ সওয়া ছয় সের, এই সমস্ত ৬৪ সের আমলকীর রসে পাক করিয়া লেহবৎ করিবে। শীতল হইলে এই লেহের সহিত ৪ সের মধু মিশাইবে। ইহা দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিলে হলীমক, পাণ্ডুরোগ ও কামলা নিবারিত হয়।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা চব্যং চিত্রকো দেবদারু চ।
বিড়ঙ্গান্যথ মুস্তঞ্চ বৎসকঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ ॥
মণ্ডূরতুল্যং তচ্চূর্ণং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
শনৈঃ সিদ্ধাস্তথা শীতাঃ কার্য্যাঃ কর্ষসমা গুড়াঃ ॥
যথাগ্নি ভক্ষণীয়াস্তে প্লীহপাণ্ড্বাময়াপহাঃ।
গ্রহণ্যর্শোঽমুদশ্চৈব তক্রবাট্যাশিনঃ স্মৃতাঃ ॥

ইতি মণ্ডূরবটকাঃ।

মণ্ডূর বটক। ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, চিতামূল, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণ সমষ্টির সমান মণ্ডূর চূর্ণ; এই সমস্ত চূর্ণ ৮ গুণ গোমূত্রে ধীরে ধীরে পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর অগ্নিবল বুঝিয়া এই গুড়িকা-ভক্ষণীয়। ইহা সেবনে প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, অর্শরোগ দূরীভূত হয়। এই মণ্ডূর বটক সেবনকালে তক্র ও যবমণ্ড খাইতে দিবে।

মঞ্জিষ্ঠা রজনী দ্রাক্ষা বলামূলাস্ত্রয়োরজঃ।
লোধ্রঞ্চৈতেষু গৌড়ঃ স্যাদরিষ্টঃ পাণ্ডুরোগিণাম্ ॥

ইতি গৌড়োঽরিষ্টঃ।

গৌড় অরিষ্ট। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দ্রাক্ষা, বেড়েলা মূল, লৌহ ও লোধ ইহাদের চূর্ণ এবং গুড় সহ যথাবিধি অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া পাণ্ডুরোগীকে পান করাইবে।

বীজকাৎ ষোড়শপলং ত্রিফলায়াশ্চ বিংশতিঃ।
দ্রাক্ষায়াঃ পঞ্চ লাক্ষায়াঃ সপ্ত দ্রোণে জলস্য তৎ ॥
সাধ্যং পাদাবশেষে তু পূতশীতে সমাবপেৎ ॥
শর্করায়াস্তুলাং প্রস্থং মাক্ষিকস্য চ কার্ষিকম্।
ব্যোষব্যাঘ্রনখোশীরং ক্রমুকং শৈলবালুকম্।
মধুকং কুষ্ঠমিত্যেতচ্চূর্ণিতং ঘৃতভাজনে ॥
যবেষু দশরাত্রস্থং গ্রীষ্মে দ্বিঃ শিশিরে স্থিতম্।
পিবেৎ তদ্‌গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃশোথগুল্মনুৎ ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীমেহকামলাসন্নিপাতনুৎ ॥

ইতি বীজকারিষ্টম্।

বীজকারিষ্ট। বীজক (কাঁজির নিম্নস্থ মণ্ড) ২ সের, ত্রিফলা ২॥০ সের, দ্রাক্ষা ॥৶০ দশ ছটাক, লাক্ষা ৸৶০ চৌদ্দ ছটাক, এই সমস্ত ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিবে। পরে এই কাথের সহিত চিনি ১২॥০ সের, মধু ৪ সের, ত্রিকটু, ব্যাঘ্রনখ, বেণামূল, সুপারী, এলবালুক, মৌল ফুল ও কুড় প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া ঘৃত ভাবিত পাত্রে রাখিবে। এই পাত্রটী গ্রীষ্মকালে ১০ দিন এবং শীতকালে ২০ দিন যবরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। অরিষ্ট প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, শোথ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, কামলা ও সন্নিপাত বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীফলসহস্রে দ্বে পীড়য়িত্বা রসং ভিষক্।
ক্ষৌদ্রাষ্টভাগং পিপ্পল্যাশ্চূর্ণার্দ্ধকুড়বাযুতম্॥
শর্করার্দ্ধতুলোন্মিশ্রং পক্কং স্নিগ্ধঘটে স্থিতম্।
প্রপিবেন্মাত্রয়া প্রাতর্জীর্ণে মিতহিতাশনঃ॥
কামলাপাণ্ডুহৃদ্রোগবাতাসৃগ্বিষমজ্বরান্।
কাসহিক্কারুচিশ্বাসাংশ্চৈষোঽরিষ্টঃ প্রণাশয়েৎ॥

ইতি ধাত্র্যরিষ্টঃ।

ধাত্র্যরিষ্ট। আমলকী ২০০০ দুই হাজার কুট্টিত ও নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার রস বাহির করিবে। এই রসে অষ্টমভাগ মধু, পিপুল চূর্ণ এক পোয়া ও চিনি ৬।০ সের মিশাইয়া তাহা একটী ঘৃত ভাবিত কলসে ১৫ দিন রাখিবে। পরে এই অরিষ্ট উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে পান করিবে, ঔষধ জীর্ণ হইলে হিতকর অন্নাদি পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে। ইহাতে কামলা, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, কাস, হিক্কা, অরুচি ও শ্বাস বিনষ্ট হয়।

স্থিরাদিভিঃ শৃতং তোয়ং পানাহারে প্রশস্যতে।
পাণ্ডুনাং কামলার্ত্তানাং মৃদ্বীকামলকাদ্রসঃ॥

স্থিরাদি পঞ্চমূলের কাথ পাণ্ডুরোগীর পান ও আহারে এবং দ্রাক্ষা ও আমলকীর রস কামলা রোগীর পানাহারে প্রশস্ত।

পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থমিদমুক্তং চিকিৎসিতম্।
বিকল্প্যমেতদ্ভিষজা পৃথগ্দোষবলং প্রতি॥
বাতিকে স্নেহভূয়িষ্ঠং পৈত্তিকে তিক্তশীতলম্।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণং মিশ্রং স্যাৎ সান্নিপাতিকে॥
নিপাতয়েচ্ছরীরাত্তু মৃত্তিকাং ভক্ষিতাং ভিষক্।
যুক্তিজ্ঞঃ শোধনৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্॥
শুদ্ধকায়স্য সর্পীংষি বলাধানানি যোজয়েৎ॥

পাণ্ডুরোগ শান্তির জন্য এই চিকিৎসা উক্ত হইল। চিকিৎসক দোষবল বুঝিয়া ইহা

পৃথক পৃথক কল্পনা করিবেন। যেমন পাণ্ডু ও কামলা রোগ বাতজ হইলে স্নেহভূয়িষ্ঠ ঔষধ, পিত্তজ হইলে তিক্ত ও শীতবীর্য্য ঔষধ, শ্লেষ্মজ হইলে কটু রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ এবং সন্নিপাতজ হইলে বাতাদি দোষোক্ত ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগে দোষের বলাবল বুঝিয়া তীক্ষ্ণ বমন বিরেচন দ্বারা রোগীর ভক্ষিত মৃত্তিকা শরীর হইতে নিপাতিত করিবেন। এতদ্দ্বারা রোগী শুদ্ধদেহ হইলে তাহার বলাধানার্থ ঘৃত প্রয়োগ করিবেন।

ব্যোষং বিল্বং হরিদ্রে দ্বে ত্রিফলা দ্বে পুনর্নবে।
মুস্তান্যয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষারৈস্তৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সাধয়িত্বা পিবেদ্ যুক্ত্যা নরো মৃদ্দোষপীড়িতঃ॥
তদ্বৎ কেশরযষ্ট্যাহ্বপিপ্পলীক্ষারশাদ্বলৈঃ॥

ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটী, বামুনহাটী ও যবক্ষার মিলিত কল্ক একসের ও ষোল সের জলসহ ৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগে পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। নাগকেশর, যষ্টিমধু, পিপুল, যবক্ষার ও শাদ্বল (হরিদ্বর্ণ নূতন ঘাস) ইহাদের কল্কসহ পূর্ব্ববৎ ঘৃত পাক করিয়া তাহা মৃত্তিকাভক্ষণজ পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে।

মৃদ্ভক্ষণাদাতুরস্য লৌল্যাদবিনিবর্ত্তিনঃ।
দ্বেষার্থং ভাবিতাং কামং দদ্যাৎ তদ্দোষনাশনৈঃ॥
বিড়ঙ্গৈলাতিবিষয়া নিম্বপত্রেণ পাঠয়া।
বার্ত্তাকৈঃ কটুরোহিণ্যা কৌটজৈর্মূর্ব্বয়াপি বা॥
যথাদোষং প্রকুর্ব্বীত ভেষজং পাণ্ডুরোগিণাম্।
ক্রিয়াবিশেষ এষোঽস্য মতো হেতুবিশেষতঃ॥

এই পাণ্ডুরোগী যদি লোভবশতঃ মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে মৃত্তিকায় বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য তদ্দোষনাশক ঔষধ দ্বারা ভাবিত মৃত্তিকা যথেষ্ট ভোজন করিতে দিবে। বিড়ঙ্গ, এলাচ, আতইচ, নিম্বপত্র, আকনাদি, বেগুণ, কটুকী, ইন্দ্রযব অথবা মূর্ব্বা ইহাদের কাহারও রসে মৃত্তিকা ভাবিত করিয়া সেই মৃত্তিকা সেবন করাইবে। মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দোষানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগের হেতুবিশেষে চিকিৎসা বিশেষ কথিত হইল।

তিলপিষ্টনিভং যস্তু কামলাবান্ সৃজেন্মলম্।
শ্লেষ্মণা রুদ্ধমার্গং তং কফপিত্তহরৈর্জয়েৎ॥

যে কামলারোগী শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধমার্গ হওয়ায় তিলপিষ্টসদৃশ মল ত্যাগ করে, তাহার কফপিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

রুক্ষশীতগুরুস্বাদুব্যায়ামৈর্বেগনিগ্রহৈঃ।
কফসংমূর্চ্ছিতো বায়ুঃ স্থানাৎ পিত্তং ক্ষিপেদ্বলী॥
হারিদ্রমূত্রনেত্রত্বক্ শ্বেতবর্চ্চাস্তদা নরঃ।
ভবেৎ সাটোপবিষ্টম্ভো গুরুণা হৃদয়েন চ॥
দৌর্ব্বল্যাল্পাগ্নিপার্শ্বার্ত্তিহিক্কাশ্বাসারুচিজ্বরৈঃ।
ক্রমেণাল্পেন সজ্যেত পিত্তে শাখাসমাশ্রিতে॥

রুক্ষ, শীতল, গুরুপাক ও মধুর দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ইত্যাদি কারণে কুপিত বলবান্ বায়ু কফসহ মিলিত হইয়া পিত্তকে স্বস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত করে। এই বায়ু বিক্ষিপ্ত পিত্ত রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিলে রোগীর মূত্র নেত্র ও ত্বক হরিদ্রাবর্ণ এবং মল শ্বেতবর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি), বিষ্টম্ভ (উদরের স্তব্ধতা), হৃদয়ের গুরুত্ব, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা, শ্বাস, অরুচি ও জ্বর এই সকল লক্ষণ ও ক্রমশঃ অল্পে অল্পে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং রুক্ষাম্লকটুকৈ রসৈঃ।
শুষ্কমূলককৌলত্থৈর্যূষৈশ্চান্নানি ভোজয়েৎ॥
মাতুলুঙ্গরসং ক্ষৌদ্রপিপ্পলীমরিচান্বিতম্।
সনাগরং পিবেৎ পিত্তং তথাস্যেতি স্বমাশয়ম্॥

এই শাখাশ্রিত (রক্তাদি ধাতুগত) কামলা রোগে, ময়ূর, তিত্তিরি ও কুক্কুট মাংসের রস, রুক্ষ অম্ল ও কটুরস সংযুক্ত করিয়া সেই রস সহ এবং শুষ্কমূলক ও কুলথ কলায়ের যূষ সহ অন্ন ভোজন করাইবে। ছোলঙ্গ লেবুর রসে পিপুল মরিচ শুঁঠ চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে। এতদ্দ্বারা কামলারোগীর স্থানচ্যুত পিত্ত স্বকীয় আশয়ে আগমন করে।

কটুতীক্ষ্ণৈস্তু লবণৈর্ভূয়োঽম্লৈশ্চাপ্যুপক্রমঃ।
আপিত্তরোগাচ্চ কৃতো বায়োশ্চাপ্রশমাদ্ভবেৎ॥
স্বস্থানমাগতে পিত্তে পুরীষে পিত্তরঞ্জিতে।
নিবৃত্তোপদ্রবস্যাস্য পূর্ব্বং কামলিকো বিধিঃ॥

যতদিন পিত্তরোগসমূহের শান্তি না হয়, এবং বায়ুর প্রশমন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কটু, তীক্ষ্ণ, লবণ ও অম্ল দ্রব্য দ্বারা কামলারোগীকে চিকিৎসা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা পিত্ত স্বস্থানে আগত, মল পিত্ত রঞ্জিত ও উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইলে, কামলার পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিবে।

যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতশ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ শ্বাসতৃষ্ণারুচিভ্রমঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥

হলীমক।* যখন পাণ্ডুরোগীর বর্ণ, হরিত, শ্যাব ও পীতবর্ণ হইবে এবং বল ও উৎসাহের ক্ষয়, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, অল্প জ্বর, স্ত্রীতে আনন্দাভাব, অঙ্গমর্দ্দ, শ্বাস, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ ঘটিবে, তখন সেই পাণ্ডুরোগ হলীমক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। এই রোগ বাত পিত্তজ।

গুড়ূচীস্বরসক্ষরসাধিতং মাহিষং ঘৃতম্।
স পিবেৎ ত্রিবৃতাং স্নিগ্ধো রসেনামলকস্য তু॥
বিরিক্তো মধুরপ্রায়ং ভজেৎ পিত্তানিলাপহম্।
দ্রাক্ষালেহং চ পূর্ব্বোক্তং সর্পীংষি মধুরাণি চ॥
যাপনান্ ক্ষীরবস্তীংশ্চ শীলয়েৎ সানুবাসনান্।
মার্দ্বীকারিষ্টযোগাংশ্চ পিবেদ্ যুক্ত্যাগ্নিবৃদ্ধয়ে॥
কাসিকঞ্চাভয়ালেহং পিপ্পলীং মধুকং বলাম্।
পয়সা বা প্রযুঞ্জীত যথাদোষং যথাবলম্॥

গুলঞ্চের রস ও দুগ্ধসহ মহিষ ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেই ঘৃত হলীমক রোগীকে পান করাইবে। তদ্দ্বারা রোগী স্নিগ্ধ হইলে, আমলকী রসের সহিত তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার বিরেচন দিবে। বিরেচন হইলে মধুর রসান্বিত বাত পিত্তঘ্ন ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রাক্ষাবলেহ মধুর ঘৃতসমূহ সিদ্ধিস্থানোক্ত যাপনাবস্তি ক্ষীর বস্তি ও অনুবাসন প্রদান করিবে। যুক্তিপূর্ব্বক মার্দ্বীকারিষ্ট প্রভৃতি যোগসমূহ প্রদান করিয়া অগ্নিবৃদ্ধি করিবে। কাসাধিকারোক্ত অভয়ালেহ সেবন করাইবে এবং দোষবলানুসারে, পিপুল যষ্টিমধু ও বেড়েলা চূর্ণ, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

তত্র শ্লোকৌ।

পাণ্ডোঃ পঞ্চবিধস্যোক্তং হেতুলক্ষণভেষজম্।
কামলা দ্বিবিধা তেষাং সাধ্যাসাধ্যত্বমেব চ॥
তেষাং বিকল্পো যশ্চান্যো মহাব্যাধির্হলীমকঃ।
তস্য চোক্তং সমাসেন লক্ষণং সচিকিৎসিতম্॥

পঞ্চবিধ পাণ্ডুরোগের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ; দ্বিবিধ কামলা তাহাদের সাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব ও অন্য প্রকার বিকল্প মহাব্যাধি, হলীমকের লক্ষণ ও চিকিৎসা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
পাণ্ডুরোগচিকিৎসিতং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো হিকাশ্বাসচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা হিকা শ্বাস চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব; এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিয়াছিলেন।

বেদলোকার্থতত্ত্বজ্ঞমাত্রেয়মৃষিমুত্তমম্ ।
অপৃচ্ছৎ সংশয়ং ধীমানগ্নিবেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥
য ইমে দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাস্ত্রিদোষাস্ত্রিপ্রকোপণাঃ ।
রোগা নানাত্মকাস্তেষাং কঃ কো ভবতি দুর্জ্জয়ঃ ॥

বুদ্ধিমান্ অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া বেদজ্ঞ লোকার্থতত্ত্বজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ আত্রেয়কে এই সংশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন রোগসমূহ দ্বিবিধ (সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে দ্বিবিধ নিজ ও আগন্তুক ভেদে দ্বিবিধ এবং শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ), তাহারা ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের ত্রিবিধ প্রকোপন যথা—অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই নানাত্মক রোগসমূহ মধ্যে কোন্ কোন্ রোগ দুঃসাধ্য।

ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃ শ্রুত্বা মতিমতাং বরঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ পরমার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥
কামং প্রাণহরা রোগা বহবো ন তু তে তথা ।
যথা শ্বাসশ্চ হিকা চ প্রাণানাশু নিকৃন্ততঃ ॥
অন্যৈরপ্যুপসৃষ্টস্য রোগৈর্জন্তোঃ পৃথগ্বিধৈঃ ।
অন্তে সঞ্জায়তে হিক্কা শ্বাসো বা তীব্রবেদনঃ ॥
কফবাতাত্মকাবেতৌ পিত্তস্থানসমুদ্ভবৌ ।
হৃদয়স্য রসাদীনাং ধাতূনাঞ্চোপশোষণৌ ॥
তস্মাৎ সাধারণাবেতৌ মতৌ মম সুদুর্জ্জয়ৌ ।
মিথ্যোপচরিতৌ ক্রুদ্ধৌ হত আশীবিষাবিব ॥
পৃথক্ পঞ্চবিধাবেতৌ নির্দ্দিষ্টৌ রোগসংগ্রহে ।
তয়োঃ শৃণু সমুত্থানং লিঙ্গঞ্চ সভিষগ্‌জিতম্ ॥

অগ্নিবেশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত মহামতি আত্রেয় তদীয় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রাণনাশক রোগ অনেক আছে, কিন্তু হিকা শ্বাস যেরূপ আশু প্রাণনাশক তাহারা সেরূপ নহে। অন্যান্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিরও শেষে তীব্র বেদন হিকা ও শ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হিকা শ্বাস বাতশ্লেষ্মজনিত, পিত্তস্থান হইতে

সমুদ্ভূত ও হৃদয়স্থ রসাদি ধাতুর উপশোষক তজ্জন্য এই হিক্কা শ্বাস সাধারণতঃ অতীব দুর্জ্জয়; ইহাই আমার মত। এই রোগদ্বয় মিথ্যোপচরিত হইলে ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় মানবকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সূত্রস্থানে রোগ সংগ্রহে অধ্যায়ে হিক্কা শ্বাস পৃথক পঞ্চবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাদের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

রজসা ধূমবাতাভ্যাং শীতস্থানাম্বুসেবনাৎ।
ব্যায়ামাদ্ গ্রাম্যধর্ম্মাধ্বরুক্ষান্নবিষমাশনাৎ॥
আমপ্রদোষাদানাহাদ্রৌক্ষ্যাদত্যপতর্পণাৎ।
মর্ম্মাভিঘাতাদ্ দৌর্ব্বল্যাদ্দ্বন্দ্বাৎ শুদ্ধ্যতিযোগতঃ॥
অতীসারজ্বরচ্ছর্দ্দিপ্রতিশ্যায়ক্ষয়ক্ষতাৎ।
রক্তপিত্তাদুদাবর্ত্তাদ্বিসূচ্যলসকাদপি॥
পাণ্ডুরোগাদ্বিষাচ্চৈব প্রবর্ত্তেতে গদাবিমৌ।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ॥
পিষ্টশালূকবিষ্টম্ভিবিদাহিগুরুভোজনাৎ।
জলজানূপপিশিতদধ্যামক্ষীরসেবনাৎ॥
অভিষ্যন্দ্যুপচারাচ্চ শ্লেষ্মলানাঞ্চ সেবনাৎ।
কণ্ঠোরসোঃ প্রতীঘাতাদ্বিবন্ধৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ॥
মারুতঃ প্রাণবাহীনি স্রোতাংস্যাবিশ্য কুপ্যতি।
উরস্থঃ কফমুদ্ধূয় হিক্কাশ্বাসান্ করোতি সঃ॥
ঘোরান্ প্রাণোপরোধায় প্রাণিনাং পঞ্চ পঞ্চ চ॥

নাসিকা ও মুখে ধূম, ধূলি ও বায়ুর প্রবেশ, শীতল স্থানে অবস্থান, শীতল জলপান, ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, পথশ্রম, রুক্ষান্ন ভোজন, বিষমাশন, আমদোষ, আনাহ, রুক্ষতা, অতি অপতর্পণ, মর্ম্মস্থানে আঘাত, দৌর্ব্বল্য, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসেবন, শুদ্ধির (বমন বিরেচনাদির) অতিযোগ, অতিসার, জ্বর, বমি, প্রতিশ্যায়, ক্ষয়, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, উদাবর্ত্ত, বিসূচিকা, অলসক, পাণ্ডুরোগ ও বিষদৃষ্টি এই সমস্ত কারণে এবং শীম, মাষকলাই, তিলকল্ক, তিলতৈল, পিষ্ট, শালূক, বিষ্টম্ভি, বিদাহি ও গুরুপাক ভোজন, জলজ ও আনূপ মাংস সেবন, দধি ও অপক্ক দুগ্ধপান, অভিষ্যন্দি দ্রব্য ও শ্লেষ্মল দ্রব্যের সেবন, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে আঘাত এবং মলমূত্র প্রভৃতির বিবদ্ধতা, এই সকল কারণে কুপিত বায়ু প্রাণবাহি স্রোতসমূহে প্রবেশ করিয়া হৃদয় হইতে কফকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ অতি ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক পঞ্চ পঞ্চপ্রকার হিক্কা ও শ্বাস রোগ জন্মাইয়া থাকে।

উভয়োঃ পূর্ব্বরূপাণি শৃণু বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা॥
হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ॥

আনাহঃ পার্শ্বশূলঞ্চ পীড়নং হৃদয়স্ত চ।
প্রাণস্ত চ বিলোমত্বং শ্বাসানাং পূর্ব্বলক্ষণম্ ॥

অতঃপর হিক্কা শ্বাসরোগের পূর্ব্বরূপ বলিতেছি শ্রবণ কর। হিক্কা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, মুখে কষায় রস এবং কুক্ষিদেশে আটোপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শ্বাসের পূর্ব্বরূপ যথা—আনাহ, পার্শ্বশূল, হৃদয়ের বেদনা ও প্রাণ বায়ুর বিলোমতা।

প্রাণোদকান্নবাহীনি স্রোতাংসি সকফোঽনিলঃ।
হিক্কাঃ করোতি সংরুধ্য তাসাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু ॥

কফান্বিত বায়ু প্রাণবহ উদকবহ ও অন্নবহ স্রোত সকলকে রুদ্ধ করিয়া হিক্কা রোগ উৎপাদন করে। তাহাদের পৃথক লক্ষণ বলিতেছি।

ক্ষীণমাংসবলপ্রাণতেজসঃ সকফোঽনিলঃ।
গৃহীত্বা সহসা কণ্ঠমুচ্চৈর্ঘোষবতীং ভৃশম্ ॥
করোতি সততং হিক্কামেকদ্বিত্রিগুণাং তথা।
প্রাণঃ স্রোতাংসি মর্ম্মাণি সংরুধ্যোষ্মাণমেব চ ॥
সংজ্ঞাং মুষ্ণাতি গাত্রস্য স্তম্ভং সঞ্জয়নত্যপি।
মার্গঞ্চৈবান্নপানানাং রুণদ্ধ্যুপহতস্মৃতেঃ ॥
সাশ্রুবিপ্লুতনেত্রস্য স্তব্ধশঙ্খচ্যুতভ্রুবঃ।
সক্তজল্পপ্রলাপস্য নির্ব্বৃতিং নাধিগচ্ছতঃ ॥
মহাতেজা মহাবেগা মহাশব্দা মহাবলা।
মহাহিক্কেতি সা নৃণাং সদ্যঃ প্রাণহরা মতা ॥
ইতি মহাহিক্কা।

মানবের মাংস, বল, প্রাণ ও তেজ ক্ষীণ হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া কফের সহিত মিলিত হয়। এই কফান্বিত কুপিত বায়ু কণ্ঠদেশকে আশ্রয় করিয়া উচ্চশব্দবিশিষ্ট হিক্কা নিরন্তর উৎপাদন করে। এই হিক্কা কাহার একবার, কাহারও দুইবার, কাহারও বা উপর্য্যুপরি তিনবার হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু স্রোতসমূহ, মর্ম্মসমূহ ও শারীর উষ্মাকে সংরুদ্ধ করিয়া রোগীর সংজ্ঞা নাশ করে; শরীরের স্তব্ধতা জন্মায় ও অন্ন পানের পথ রোধ করে। ইহা দ্বারা স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়। এই রোগে নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ, শঙ্খদ্বয় স্তব্ধ; ভ্রূদ্বয় স্বস্থান চ্যুত, বাক্যাদির অস্পষ্টতা হইয়া থাকে। রোগী কোন অবস্থায় শান্তিলাভ করে না। এই হিক্কা মহাতেজ, মহাবেগ, মহাশব্দবিশিষ্ট ও মহাবলবান্ বলিয়া মহাহিক্কা নামে কথিত হইয়া থাকে। মহাহিক্কা সদ্য মানবের প্রাণ হরণ করে।

হিকতে যঃ প্রবৃদ্ধস্তু কৃশো দীনমনা নরঃ।
জর্জ্জরেণোরসা কৃচ্ছ্রং গম্ভীরমনুনাদয়ন্ ॥

সংক্ষিপন্ জৃম্ভমাণশ্চ তথাঙ্গা ন প্রসারয়ন্ ।
পার্শ্বে চোভে সমায়স্য কূজন্ স্তম্ভরুগর্দ্দিতঃ ॥
নাভেঃ পক্বাশয়াদ্বাপি হিক্কা চাস্যোপজায়তে ।
ক্ষোভয়ন্তী ভৃশং দেহং নাময়ন্তীব তাম্যতঃ ॥
রুণদ্ধ্যুচ্ছ্বাসমার্গন্তু প্রনষ্টবলচেতসঃ ।
গম্ভীরা নাম সা তস্য হিক্কা প্রাণান্তিকী মতা ॥

ইতি গম্ভীরা হিক্কা ।

প্রবলভাবে যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, যাহ তে রোগী কৃশ ও দীনচিত্ত হয়, যে রোগে রোগীর বক্ষঃস্থল জীর্ণ হয়, যে হিক্কা অতি কষ্টদায়ক ও গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট, যাহাতে রোগী হস্তপদাদি অঙ্গ সকল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করে, হাই তুলে, পার্শ্বদ্বয় বিস্তৃত বোধ হয়, অব্যক্ত শব্দ করে, শরীরের স্তব্ধতা ও বেদনায় পীড়িত হয় ; যে হিক্কা নাভি বা পক্বাশ হইতে উৎপন্ন হয় ; যাহাতে সমস্ত শরীর অত্যন্ত ক্ষুভিত ও নমিত হইয়া পড়ে, যে রোগে রোগীর বিহ্বলতা, উচ্ছ্বাস মার্গের রোধ, বলের নাশ, চিত্তের বিভ্রংশ হয় তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে। এই হিক্কা প্রাণনাশক ।

ব্যপেতা জায়তে হিক্কা যান্নপানে চতুর্ব্বিধে ।
আহারপরিণামান্তে ভূয়শ্চ লভতে বলম্ ॥
প্রলাপচ্ছর্দ্দ্যতীসারতৃষ্ণার্ত্তস্য বিচেতসঃ ।
জৃম্ভিণো বিপ্লুতাক্ষস্য শুষ্কাস্যস্য বিনামিনঃ ॥
পর্য্যাধ্মাতস্য হিক্কা যা জত্রুমূলাদসম্ভৃতা ।
সা ব্যপেতেতি বিজ্ঞেয়া হিক্কা প্রাণোপরোধিনী ॥

ইতি ব্যপেতা বা যমিকা হিক্কা ।

যে হিক্কা চারিপ্রকার অন্নপান ভোজনে উৎপন্ন হয় এবং আহার পরিপাকান্তে পুনর্ব্বার বললাভ করে, যে হিক্কাতে প্রলাপ, বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, বৈচিত্ত্য, জৃম্ভা, সজলনেত্রতা, মুখ শোষ, শরীরের বিনাম (নুইয়া পড়া) ও উদরাধ্মান, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়—যাহা জত্রুমূল হইতে উদ্গত হইয়া বিলম্বে বিলম্বে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে ব্যপিতা হিক্কা বলে। ইহা প্রাণরোধিণী ।

ক্ষুদ্রবাতো যদা কোষ্ঠাদ্ব্যায়ামপরিঘট্টিতঃ ।
কণ্ঠং প্রপদ্যতে হিক্কাং ক্ষুদ্রাং সংজনয়েৎ তদা ॥
অতিদুঃখা ন সা নোরঃশিরোমর্ম্মপ্রবাধিনী ।
ন চাচ্ছ্বাসান্নপানানাং মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
বৃদ্ধিমায়স্যতো যাতি ভুক্তমাত্রে চ মার্দ্দবম্ ।
যতঃ প্রবর্ত্তেত পূর্ব্বং তত এব নিবর্ত্ততে ॥

হৃদয়ং ক্লোম কণ্ঠঞ্চ তালুকঞ্চ সমাশ্রিতা।
মৃদ্বী সা ক্ষুদ্রহিক্কেতি নৃণাং সাধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

ইতি ক্ষুদ্রহিক্কা।

ব্যায়ামপ্রকুপিত বায়ু যখন কোষ্ঠ হইতে কণ্ঠদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ক্ষুদ্রা হিক্কা জন্মাইয়া থাকে। এই হিক্কা অতি দুঃখপ্রদ নহে; এবং বক্ষ মস্তক ও মর্ম্মস্থানে কোন রূপ বাধা উৎপাদন করে না। ইহা উচ্ছ্বাস মার্গ ও অন্নপানবাহি স্রোত আবৃত করিয়া থাকে না। পরিশ্রম করিলে এই ক্ষুদ্রাহিক্কা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কিছু খাইবামাত্র কমিয়া যায়। যাহা হইতে ক্ষুদ্রাহিক্কা উৎপন্ন হয় তাহাতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে; ইহা হৃদয়, ক্লোম, কণ্ঠ ও তালুকে আশ্রয় করিয়া জন্মে। ইহাকে ক্ষুদ্রাহিক্কা কহে। এই হিক্কা অল্পবেগবিশিষ্ট ও সাধ্য।

সহসাত্যভ্যবহৃতৈঃ পানান্নৈঃ পীড়িতোঽনিলঃ।
ঊর্দ্ধং প্রপদ্যতে কোষ্ঠান্ মদ্যৈর্বাতিমদপ্রদৈঃ॥
তথাতিরোষভাষ্যাধ্বহাস্যভারাতিবর্ত্তনৈঃ।
বায়ুঃ কোষ্ঠগতো ধাবন্ পানভোজ্যপ্রপীড়িতঃ॥
উরঃস্রোতঃ সমাবিশ্য কুর্য্যাদ্ধিক্কাং ততোঽন্নজাম্।
তাং [illegible]দ্ধং ক্ষুবংশ্চাপি স হিক্কতে॥
ন মর্ম্মবাধাজননী নেন্দ্রিয়াণাং প্রবাধিনী।
হিক্কা পীতে তথা ভুক্তে শমং যাতি চ সান্নজা॥

ইত্যন্নজা হিক্কা।

অন্নপানের অতিভোজন, বা অতীব মাদক-মদ্যের অতিপান হেতু বায়ু সহসা পীড়িত হইয়া কোষ্ঠদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশে আশ্রয় করে; অথবা অতিরোষ, অতিভাষণ (বেশী কথ কওয়া), অধিক পথশ্রম, অতি হাস্য ও গুরুভার বহন জন্য পানভোজন পীড়িত সেই কোষ্ঠগত বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া বক্ষঃস্রোতকে আশ্রয়করতঃ অন্নজা হিক্কা উৎপাদন করে। এই হিক্কা কখন কখন অন্নপানাদির সম্বন্ধ ব্যতীত ও কেবল হাঁছিতে হাঁছিতে উৎপন্ন হয় এবং কিছু পান বা ভোজন করিলে শান্তি প্রাপ্ত হয়। ইহা মর্ম্মস্থান বা ইন্দ্রিয়-সমূহের কোনরূপ পীড়া উৎপাদন করে না।

অতিসঞ্চিতদোষস্য ভক্তচ্ছেদ[illegible]শস্য চ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ॥
আসাং যা সা সমুৎপন্না হিক্কা হন্ত্যাশু জীবিতম্॥
যমিকা চ প্রলাপার্ত্তিতৃষ্ণামোহসমন্বিতা।
অক্ষীণশ্চাপ্যদীনশ্চ স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়শ্চ যঃ॥
তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা॥

যাহাদের বাতাদি দোষের অতিসঞ্চয় হইয়াছে, যাহারা আহার করিতে না পাওয়ায় কৃশ; যাহা ব্যাধির দ্বারায় ক্ষীণদেহ; যাহারা বৃদ্ধ অথবা অতি স্ত্রীসংসর্গশীল, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ হিক্কা উৎপন্ন হইলে আশু প্রাণনাশ করিয়া থাকে। যমিকা (যাপেতা) হিক্কা, প্রলাপার্ত্তি তৃষ্ণা ও মোহযুক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু রোগী যদি অক্ষীণ অদীন (প্রসন্নমনা) স্থিরধাতু ও স্থিরেন্দ্রিয় হয় তাহা হইলে, তাহার যমিকা হিক্কা সাধ্য হয় নচেৎ প্রাণনষ্ট করিয়া থাকে।

যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ।
বিষগ্ ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ॥

যখন কফান্বিত বায়ু স্রোতঃসকলকে রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সেই কফ কর্তৃক রুদ্ধ হয়, তখন স্বমার্গে গমন করিতে না পাওয়ায় শরীরের অন্য স্থানে গমন করে সুতরাং তখনই শ্বাস উৎপাদন করে।

উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্দুঃখিতো নরঃ।
উচ্চৈঃ শ্বসিতি সংরুদ্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশম্॥
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানস্তথা বিভ্রান্তলোচনঃ।
বিবৃতাক্ষ্যাননো বদ্ধমূত্রবর্চ্চা বিশীর্ণবাক্॥
দীনঃ প্রশ্বসিতঞ্চাস্য দূরাদ্বিজ্ঞায়তে ভৃশম্।
মহাশ্বাসোপসৃষ্টঃ স ক্ষিপ্রমেব বিপদ্যতে॥

ইতি মহাশ্বাসঃ।

মহাশ্বাস। মহ শ্বাসে বায়ু উর্দ্ধগত হওয়ায়, রোগী অতি দুঃখিত হইয়া বদ্ধ মত্ত বৃষের ন্যায় নিরন্তর, সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ইহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নষ্ট, নেত্রদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তৃত, মুখ বিবৃত, মল মূত্র বিবদ্ধ, বাক্য বিশীর্ণ ও মন অবসন্ন হইয়া থাকে। রোগীর শ্বাস শব্দ দূর হইতে শুনা যায়। এই মহাশ্বাসাক্রান্ত ব্যক্তি শীঘ্রই বিপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করে।

ঊর্দ্ধং শ্বসিতি যো দীর্ঘং ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ।
শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোতাঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দ্দিতঃ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টির্বিপশ্যংশ্চ বিভ্রান্তাক্ষ ইতস্ততঃ।
প্রমুহ্যন্ বেদনার্ত্তশ্চ শুষ্কাস্যোঽরতিপীড়িতঃ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রকুপিতে হ্যধঃশ্বাসো নিরুধ্যতে।
মুহ্যতস্তাম্যতশ্চোর্দ্ধং শ্বাসস্তস্যৈব হন্ত্যসূন্॥

ইত্যূর্দ্ধশ্বাসঃ।

ঊর্দ্ধশ্বাস। ঊর্দ্ধশ্বাসে রোগী যেরূপ ঊর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে, সেরূপ অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। এই রোগে রোগীর মুখ ও স্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মাবৃত হয়, বায়ু প্রকুপিত হয়, তজ্জন্য রোগী পীড়িত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও চঞ্চল নয়ন হইয়া,

ইতস্ততঃ বিস্তৃত দর্শন করে ও মূর্চ্ছিত হয়; নানাবিধ বেদনায় কাতর হয়; মুখ শুষ্ক হয় এবং সর্ব্বদা অসুস্থ হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইলে, অধঃশ্বাস নিরুদ্ধ হয়; সেইজন্য রোগী বিহ্বল ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ইহাতে রোগীর প্রাণ নষ্ট হয়।

যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নং সর্ব্বপ্রাণেন পীড়িতঃ।
ন বা শ্বসিতি দুঃখার্ত্তো মর্ম্মচ্ছেদরুগর্দ্দিতঃ॥
আনাহস্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো দহ্যমানেন বস্তিনা।
বিপ্লুতাক্ষঃ পরিক্ষীণঃ শ্বসন্ রক্তৈকলোচনঃ॥
বিচেতাঃ পরিশুষ্কাস্যো বিবর্ণঃ প্রলপন্ নরঃ।
ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং বিজহাত্যসূন্॥

ইতি ছিন্নশ্বাসঃ।

ছিন্নশ্বাস। ছিন্নশ্বাসাক্রান্ত রোগী শারীরিক সমস্ত বলে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। অথবা শ্বাস গ্রহণ করিতেই পারে না। সেই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মচ্ছেদবৎ যন্ত্রণায় কাতর হয়; ইহাতে আনাহ স্বেদ, মূর্চ্ছা, বস্তিতে দাহ; অশ্রুপূর্ণ নেত্রতা, ক্ষীণতা; এক চক্ষুর রক্তবর্ণতা, চিত্তের বিকৃতি, মুখের শুষ্কতা, বৈবর্ণ ও প্রলাপ; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ছিন্নশ্বাসাক্রান্ত ব্যক্তি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

প্রতিলোমং যদা বায়ুঃ স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে।
গ্রীবাং শিরশ্চ সংগৃহ্য শ্লেষ্মাণং সমুদীর্য্য চ॥
করোতি পীনসং তেন রুদ্ধো ঘুর্ঘুরকং তথা।
অতীব তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণপ্রপীড়কম্॥
প্রতাম্যতি স বেগেন কাসতে সন্নিরুধ্যতে
প্রমোহং কাসমানশ্চ স গচ্ছতি মুহুর্ম্মুহুঃ॥
শ্লেষ্মণ্যমুচ্যমানে চ ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
তস্যৈব চ বিমোক্ষান্তে মুহূর্ত্তং লভতে সুখম্॥
তথাস্যোদ্ধ্বংসতে কণ্ঠঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছক্নোতি ভাষিতুম্।
ন চাপি লভতে নিদ্রাং শয়ানঃ শ্বাসপীড়িতঃ॥
পার্শ্বে তস্যাবগৃহ্ণাতি শয়ানস্য সমীরণঃ।
আসীনো লভতে সৌখ্যমুষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি॥
উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমর্ত্তিমান্।
বিশুষ্কাস্যো মুহুঃ শ্বাসো মুহুশ্চৈবাবধম্যতে॥

মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ প্রবর্দ্ধতে।
স যাপ্যস্তমকঃ শ্বাসঃ সাধ্যো বা স্যান্নবোত্থিতঃ ॥

ইতি তমকশ্বাসঃ।

তমকশ্বাস। যখন বায়ু প্রতিলোমভাবে স্রোতঃসমূহকে আশ্রয় করে; তখন ঐ বায়ু গ্রীবা ও মস্তককে বেদনান্বিত এবং শ্লেষ্মাকে সমুদীর্ণ করিয়া সেই শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়; এবং পীনস ও ঘুর ঘুর শব্দবিশিষ্ট প্রাণান্তকারক অতীব তীব্রবেগশ্বাস উৎপাদন করে। ইহাতে রোগী অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, অত্যন্ত কাসে ও চেষ্টাহীন হয়। বারংবার কাসিতে কাসিতে মূর্চ্ছা যায়; যতক্ষণ শ্লেষ্মা নির্গত না হয়, ততক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়, শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে মুহূর্ত্তকাল সুখলাভ করে, ইহাতে উৎকাসি হয় অর্থাৎ গলা সুড় সুড় করে, কথা কহিতে অতি কষ্ট হয়; শয়ন করিলেও নিদ্রা হয় না। কারণ শ্বাস পীড়িত ব্যক্তি শয়ন করিলে কুপিত বায়ু তাহার পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা জন্মায়, তজ্জন্য রোগী বসিয়া থাকিলে সুখলাভ করে। এই শ্বাসে উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত, ললাট ঘর্ম্মযুক্ত, শরীরে অত্যন্ত যন্ত্রণা, মুখ শুষ্ক ও মুহুর্মুহু শ্বাস হয়। গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় রোগীর শরীর বারংবার আন্দোলিত হইয়া থাকে। মেঘ, বৃষ্টি, শীত, পূর্ব্ব বায়ু ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে এই শ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই তমকশ্বাস যাপ্য। অল্প দিনজাত হইলে কখন বা সাধ্যও হইতে পারে।

জ্বরমূর্চ্ছাপরীতস্য বিদ্যাৎ প্রতমকস্তু তম্।
উদাবর্ত্তরজোঽজীর্ণক্লিন্নকায়নিরোধজঃ ॥
তমসা বর্দ্ধতেঽত্যর্থং শীতৈশ্চাশু প্রশাম্যতি।
মজ্জতস্তমসীবাস্য বিদ্যাৎ সন্তমকস্তু তম্ ॥

ইতি প্রতমকসন্তমকশ্বাসৌ।

প্রতমক শ্বাস ও সন্তমকশ্বাস। উক্ত তমকশ্বাসে যদি জ্বর ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতমকশ্বাস বলে। উদাবর্ত্ত, মুখনাসাদিতে ধূলি প্রবেশ; অজীর্ণ বিদগ্ধাজীর্ণ ও কায়নিরোধি অর্থাৎ শরীরে বেগের রোধ এই সকল কারণে প্রতমকশ্বাস জন্মে। এই শ্বাস অন্ধকারে, অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং [illegible] আশু প্রশমিত হয়। রোগীর মনে হয় যেন আমি অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। প্রতমক শ্বাসকেই সন্তমক শ্বাস কহে।

রুক্ষায়াসোদ্ভবঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রো বাত উদীরয়ন্।
ক্ষুদ্রশ্বাসো ন সোঽত্যর্থং দুঃখেনাঙ্গপ্রবাধকঃ ॥
হিনস্তি ন স গাত্রাণি ন চ দুঃখো যথেতরে।
ন চ ভোজনপানানাং নিরুণদ্ধ্যুচিতাং গতিম্ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং ব্যথাং নাপি কাঞ্চিদাপাদয়েৎরুজ ।

ইতি ক্ষুদ্রশ্বাসঃ।

ক্ষুদ্রশ্বাস। রুক্ষদ্রব্য সেবন ও পরিশ্রম হেতু কুপিত কোষ্ঠস্থ বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া শ্বাসরোগ উপস্থিত করে। ইহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা অত্যন্ত দুঃখপ্রদ বা শরীরের পীড়াকর নহে। এবং শরীরের কোন হিংসা করে না। পান ভোজনের অভ্যন্ত গতিও রোধ করে না। ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যথা বা কোন প্রকার পীড়া জন্মায় না।

স সাধ্য উক্তো বলিনঃ সর্ব্বে চাব্যক্তলক্ষণাঃ।
ইতি শ্বাসাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ হিক্কাশ্চৈব স্বলক্ষণৈঃ॥

বলবান রোগির ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য এবং অব্যক্তলক্ষণ অন্য সকল প্রকার শ্বাসই সাধ্য হইয়া থাকে। শ্বাস ও হিক্কার লক্ষণ সকল লিখিত হইল।

এষাং প্রাণহরা বর্জ্জ্যা ঘোরাস্তে হ্যাশুকারিণঃ॥
ভেষজৈঃ সাধ্যযাপ্যাংস্তু ক্ষিপ্রং ভিষগুপাচরেৎ।
উপেক্ষিতা দহেয়ুর্হি শুষ্কং কক্ষমিবানলঃ॥

উক্ত হিক্কা ও শ্বাসের মধ্যে যাহারা প্রাণ নাশক, অতি ভয়ঙ্কর ও আশুকারী, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ তাহাদের চিকিৎসা করিবে না। যে সকল হিক্কা শ্বাস সাধ্য ও যাপ্য বলিয়া কথিত, চিকিৎসক শীঘ্রই ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিবেন, কারণ অগ্নি যেমন কক্ষস্থিত শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ফেলে সেইরূপ ইহারাও উপেক্ষিত হইলে, শরীরকে শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া ফেলে।

কারণস্থানমূলৈক্যাদেকমেব চিকিৎসিতম্।
দ্বয়োরপি যথাদৃষ্টমৃষিভিস্তন্নিবোধত॥

হিক্কা ও শ্বাস রোগের কারণ, মূল ও স্থান একই প্রকার সুতরাং তাহাদের চিকিৎসাও এক প্রকার। ঋষিগণ চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

হিক্কাশ্বাসার্দ্দিতং স্নিগ্ধৈরাদৌ স্বেদৈরুপাচরেৎ।
আক্তং লবণতৈলেন নাড়ীপ্রস্তরসঙ্করৈঃ॥
তৈরস্য গ্রথিতঃ শ্লেষ্মা স্রোতঃস্বপি বিলীয়তে।
খানি মার্দ্দবমায়ান্তি বাতশ্চাপ্যনুলোমতাম্॥
যথাদ্রিকুঞ্জেষর্কাংশুতপ্তং বিষ্যন্দতে হিমম্।
শ্লেষ্মা তপ্তঃ স্থিরো দেহে স্বেদৈর্বিষ্যন্দতে তথা॥
স্বিন্নং জ্ঞাত্বা ততস্তূর্ণং ভোজয়েৎ স্নিগ্ধমোদনম্।
মৎস্যানাং শূকরাণাং বা রসৈর্দধ্যুত্তরেণ বা॥
ততঃ শ্লেষ্মণি সংবৃদ্ধে বমনং পায়য়েৎ তু তম্।
পিপ্পলীসৈন্ধবক্ষৌদ্রৈর্যুক্তং বাতাবিরোধি যৎ॥

নির্হৃতে সুখমাপ্নোতি সকফে দুষ্টবিগ্রহে।
স্রোতঃসু হি বিশুদ্ধেষু চরত্যবিহতোঽনিলঃ ॥

হিক্কাশ্বাসাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত তৈল মাখাইয়া দিবে। অতঃপর নাড়ী স্বেদ, প্রস্তর স্বেদ বা শঙ্কর স্বেদ দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা স্রোতোগত গ্রথিত শ্লেষ্মা সকল বিলীন হইবে ও বায়ুর অনুলোম হইবে। যেমন, পর্ব্বতকুঞ্জস্থ হিম (বরফ) সূর্য্যকিরণ সন্তপ্ত হইয়া ক্ষরিত হয়, সেইরূপ দেহস্থ স্থির শ্লেষ্মা স্বেদদ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। রোগিকে স্বিন্ন জানিয়া মৎস্য বা শূকর মাংসের রসের সহিত বা দধির সহিত স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিযুক্ত) অন্ন শীঘ্র ভোজন করাইবে। এইরূপ আহার দ্বারা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে বমনের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে ঔষধ বায়ুর বিরোধি নহে তাহা পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ ও মধুসংযুক্ত করাইয়া পান করাইবে। এতদ্দ্বারা দুষ্ট কফ নির্হৃত হইলে রোগী সুস্থ হইয়া থাকে। কারণ কফনির্গম হেতু স্রোতঃ সকল বিশুদ্ধ হইলে বায়ু অপ্রতিহত ভাবে বিচরণ করে।

লীনশ্চেদ্দোষশেষঃ স্যাদ্ ধূমৈস্তং নির্হরেদ্বুধঃ।
হরিদ্রাং যবমেরণ্ডমূলং লাক্ষাং মনঃশিলাম্ ॥
সদেবদার্ব্বলং মাংসীং পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
তাং ঘৃতাক্তাং পিবেদ্ধূমং যবৈর্বা ঘৃতসংযুতৈঃ ॥
মধূচ্ছিষ্টং সর্জ্জরসং ঘৃতং মল্লকসংপুটে।
কৃত্বা ধূমং পিবেচ্ছৃঙ্গং বালং বা স্নায়ু বা গবাম্ ॥
শ্যোণাকবর্দ্ধমানানাং নাড়ীং শুষ্কাং কুশস্য বা।
পদ্মকং গুগ্‌গুলুং লোধ্রং শল্লকীং বা ঘৃতাপ্লুতাম্ ॥

বমন ক্রিয়া দ্বারা কফ নিঃসারিত হইলেও যদি দোষের শেষ থাকে অর্থাৎ কফ স্রোতঃসমূহে লীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধূমপান দ্বারা তাহার নির্হরণ করিবে। হরিদ্রা, যব, এরণ্ডমূল, লাক্ষা, মোনছাল, দেবদারু, হরিতাল ও জটামাংসী এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া তাহার ধূমপান করাইবে। অথবা যবকৃতবর্ত্তি ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার ধূমপান করাইবে। একখানি শরার উপরে অগ্নি রাখিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত মোম ও ধূনা প্রক্ষেপ দিয়া তদুপরি একখানি সচ্ছিদ্র সরা চাপা দিবে; এবং সেই শরার ছিদ্রমুখে একটী নল দিয়া ধূমপান করাইবে। এইরূপে গরুর শৃঙ্গ, লোম বা স্নায়ুর ধূমপান করাইবে। অথবা শোনা এরণ্ড বা কুশের নল, শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করাইবে। কিংবা পদ্মকাষ্ঠ, গুগ্‌গুলু, লোধ, শল্লকী এই সকল দ্রব্য ঘৃতাপ্লুত করিয়া তাহার ধূমপান করাইবে।

স্বরক্ষীণাতিসারাসৃক্‌পিত্তদাহানুবন্ধজা[illegible]।
মধুরস্নিগ্ধশীতাদ্যৈর্হিক্কাশ্বাসানুপাচরেৎ ॥

হিক্কা ও শ্বাস রোগীর যদি স্বরক্ষয় অতিসার রক্তপিত্ত ও দাহের অনুবন্ধ থাকে তাহা হইলে মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতাদি দ্রব্যদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

ন স্বেদ্যাঃ পিত্তদাহার্ত্তা রক্তস্বেদাতিবর্ত্তিনঃ।
ক্ষীণধাতুবলা রুক্ষা গর্ভিণ্যশ্চাপি পিত্তলাঃ॥

যে সকল—হিক্কা ও শ্বাস রোগী পিত্তজ রোগার্ত্ত, বা দাহ পীড়িত, যাহাদের রক্ত ও ঘর্ম্মের অতিস্রাব হয়; যাহারা ক্ষীণধাতু ও দুর্ব্বল, রুক্ষ বা গর্ভিণী অথবা পিত্তপ্রধান ধাতু তাহাদিগকে স্বেদ দিবে না।

কামং কণ্ঠমুরঃ কোষ্ণৈঃ স্নেহসেকৈঃ সশর্করৈঃ।
উৎকারিকোপনাহৈশ্চ স্বেদয়েন্মৃদুভিঃ ক্ষণম্॥
তিলোমামাষগোধূমচূর্ণৈর্বাতহরৈঃ সহ।
স্নেহৈশ্চোৎকারিকা সাম্লৈঃ সক্ষীরৈর্বা কৃতা হিতা॥

এই সকল রোগিকে যদি স্বেদ দেওয়া অতীব প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈষদুষ্ণ স্নেহে শর্করা মিশাইয়া তাহা রোগীর কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে মালিশ করিবে। অথবা মৃদু উৎকারিকাদি পুল্টিশ দ্বারা অল্পক্ষণ স্বেদ দিবে। তিল মসিনা, মাষকলাই ও গোধূমচূর্ণ বায়ু নাশক তিল তৈল প্রভৃতি কোন স্নেহের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অম্লরস দিয়া বা অম্লের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ দিয়া উৎকারিকা প্রস্তুত করিবে। এই উৎকারিকা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিতে হয়।

নবজ্বরামদোষেষু রুক্ষস্বেদং বিলঙ্ঘনম্।
সমীক্ষ্যোল্লেখনং বাপি কারয়েল্লবণাম্বুনা॥
অতিযোগোদ্ধতং বাতং দৃষ্ট্বা বাতহরৈর্ভিষক্।
রসাদ্যৈর্নাতিশীতোষ্ণৈরভ্যঙ্গৈশ্চ শমং নয়েৎ॥

নবজ্বর ও আমদোষে রুক্ষ স্বেদ ও লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবে। অথবা বিবেচনা পূর্ব্বক লবণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। বমনাদির অতিযোগ হেতু বায়ু কুপিত হইলে বাতনাশক নাতিশীতোষ্ণ মাংসরস পান দ্বারা বা তৈলাদি অভ্যঙ্গ দ্বারা তাহার শান্তি করিবে।

উদাবর্ত্তে তথাধ্মানে মাতুলুঙ্গাম্লবেতসৈঃ।
হিঙ্গুপীলুবিড়ৈশ্চান্নং যুক্তং স্যাদনুলোমনম্॥

উদাবর্ত্ত বা আধ্মান থাকিলে, ছোলঙ্গালেবু, অম্লবেতস, হিঙ্গ, পীলু, ও বিট্লবণযুক্ত অন্ন ভোজন করাইবে; তাহাতে বায়ুর অনুলোম হইবে।

হিক্কাশ্বাসাময়ী ত্বেকো বলবান্ দুর্ব্বলোঽপরঃ।
কফাধিকস্তথৈবৈকো রুক্ষো বহ্বানিলোঽপরঃ॥
কফাধিকে বলস্থে চ বমনং সবিরেচনম্।
কুর্য্যাৎ পথ্যাশিনে ধূমলেহ্যাদি শমনং ততঃ॥
বাতিকান দুর্ব্বলান্ বালান বৃদ্ধাংশ্চানিলসূদনৈঃ॥
তর্পয়েদেব শমনৈঃ স্নেহযূষরসাদিভিঃ॥

হিক্কা ও শ্বাস রোগির মধ্যে কেহ বলবান, কেহ দুর্ব্বল, কেহ বা কফপ্রধান, কেহ বা রুক্ষ ও বাতপ্রধান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কফপ্রধান বলবান রোগিকে প্রথমে বমন ও বিরেচন প্রদান করিবে। তদনন্তর পথ্য ভোজন করাইয়া ধূম লেহাদি শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আর বাতপ্রধান দুর্ব্বল বালক বা বৃদ্ধ রোগিকে বাতনাশক স্নেহ যূষরসাদি শমন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তর্পিত করিবে।

অনুৎক্লিষ্টকফাস্বিন্নদুর্ব্বলানাং বিশোধনাৎ।
বায়ুর্লব্ধাস্পদো মর্ম্ম সংশোষ্যাশু হরেদসূন্‌॥
দৃঢ়ান্‌ বহুকফাংস্তস্মাদ্রসৈরানূপবারিজৈঃ।
তৃপ্তান্‌ বিশোধয়েৎ স্বিন্নান্‌ বৃংহয়েদিতরান্‌ ভিষক্‌॥

হিক্কা শ্বাস রোগির মধ্যে যাহারা অনুৎক্লিষ্ট কফ অর্থাৎ যাহাদের কফ বহির্গমনোন্মুখ হয় নাই বা যাহাদিগকে স্বেদদ্বারা স্বিন্ন করা হয় নাই; অথবা যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদিগকে শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিলে বায়ু স্থান প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মস্থানকে শুষ্ক করে এবং প্রাণনষ্ট করিয়া থাকে। সেইহেতু শ্লেষ্মবহুল বলবান রোগিকে আনূপ ও জলজ মাংসরস দ্বারা তৃপ্ত করিয়া বমন বিরেচনাদি শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদিতর ব্যক্তিকে স্বেদদ্বারা স্বিন্ন করিয়া পুষ্টিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বর্হিতিত্তিরিদক্ষাশ্চ জাঙ্গলাশ্চ মৃগদ্বিজাঃ।
দশমূলীরসে সিদ্ধাঃ কৌলত্থে বা রসে হিতাঃ॥

দশমূল, বা কুলত্থকলায়ের সহিত ময়ূর, তিত্তিরি ও কুক্কুট প্রভৃতি জাঙ্গল মৃগ পক্ষীর মাংস পাক করিয়া সেই মাংসরস হিক্কা শ্বাস রোগিকে খাইতে দিবে।

নিদিগ্ধিকাং বিল্বমধ্যং কর্কটাখ্যাং দুরালভাম্‌।
ত্রিকণ্টকং গুড়ূচীঞ্চ কুলত্থাংশ্চ সচিত্রকান্‌॥
জলে পক্ত্বা রসঃ পূতঃ পিপ্পলীঘৃতভর্জ্জিতঃ।
সনাগরঃ সলবণঃ স্যাদ্‌ যূষো ভোজনে হিতঃ॥
রাস্নাং বলাং পঞ্চমূলং হ্রস্বং মুদ্গান্‌ সচিত্রকান্‌।
পক্ত্বাম্ভসি রসে তস্মিন্‌ যূষঃ সাধ্যশ্চ পূর্ব্ববৎ॥
পল্লবান্‌ মাতুলুঙ্গস্য নিম্বস্য কুলকস্য চ।
পক্ত্বা মুদ্গাংশ্চ সব্যোষান্‌ ক্ষারযূষং বিপাচয়েৎ॥
দত্ত্বা সলবণং ক্ষারং শিগ্রূণি মরিচানি চ।
যুক্ত্যা সংসাধিতো যূষো হিক্কাশ্বাসবিকারনুৎ॥
কাসমর্দ্দকপত্রাণাং যূষঃ শোভাঞ্জনস্য চ।
শুষ্কমূলকযূষশ্চ হিক্কাশ্বাসনিবর্হণঃ॥
সদধিব্যোষসর্পিষ্কো যূষো বার্ত্তাকজো হিতঃ॥

কণ্টকারী, বেলের শাঁস, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য ও কুলথ কলাই একত্র জলে পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে, সেই যূষে, পিপুল-চূর্ণ শুঁঠচূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ঘৃতে সাঁৎলাইয়া লইবে। এই যূষ হিক্কা খাস রোগে হিতকর। রাস্না, বেড়েলা, স্বল্প পঞ্চমূল ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যের সহিত মুগের যূষ পাক করিবে। সেই যূষ পূর্ব্ববৎ পিপুল চূর্ণাদি মিশ্রিত ও ঘৃত সন্তলিত করিয়া হিক্কা শ্বাস রোগিকে পান করাইবে। ছোলঙ্গলেবুর পাতা, নিমের পাতা, পটোল পাতা ও ত্রিকটু ইহাদের সহিত মুগের যূষ পাক করিয়া তাহাতে লবণ, যবক্ষার, সজিনাবীজ ও মরিচচূর্ণ যুক্তিপূর্ব্বক দিয়া পাক সমাধা করিবে। এই ক্ষারযূষ হিক্কা শ্বাস নাশক। কাল কাসিন্দে পাতা সজিনাপাতা বা শুষ্ক মূলার সহিত মুদ্গাদির যূষ পাক করিয়া পান করিলে হিক্কা শ্বাস নষ্ট হয়। দধি ও ত্রিকটুর সহিত বেগুণের যূষ পাক করিবে, তাহা ঘৃতে সাঁৎলাইয়া হিক্কা শ্বাস রোগিকে প্রয়োগ করিবে।

শালিষষ্টিকগোধূমযবান্নান্যনবানি চ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাজাজীবিড়পৌষ্করচিত্রকৈঃ॥
সিদ্ধা কর্কটশৃঙ্গ্যা চ যবাগূঃ শ্বাসহিক্কিনাম্॥
দশমূলীশঠীরাস্নাপিপ্পলীবিল্বপৌষ্করৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গীগুড়ূচিনাগরর্দ্ধিভিঃ॥
যবাগূং বিধিনা সিদ্ধাং কষায়ং বা পিবেন্নরঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিহিক্কাশ্বাসপ্রশান্তয়ে॥

হিঙ্গ, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, বিট্লবণ, পুষ্করমূল, চিতামূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সকল দ্রব্যের সহিত পুরাতন শালী ষষ্টিক গোধূম অথবা যবের যবাগূ পাক করিয়া তাহা হিক্কা শ্বাস রোগিকে প্রয়োগ করিবে। দশমূল, শঠী, রাস্না, পিপুল, বেলশুঁঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ঋদ্ধি ইহাদের সহিত যথা বিধানে পূর্ব্বোক্ত শালি তণ্ডুল প্রভৃতির চূর্ণ দিয়া যবাগূ পাক করিবে। এই যবাগূ কিংবা পূর্ব্বোক্ত দশমূল প্রভৃতির কষায় পান করিলে কাস হৃদ্রোগ পার্শ্ববেদনা হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

পুষ্করাহ্বশঠীব্যোষমাতুলুঙ্গাম্লবেতসৈঃ।
যোজয়েদন্নপানানি সসর্পির্বিড়হিঙ্গুভিঃ॥
দশমূলস্য বা ক্বাথমথবা দেবদারুণঃ।
তৃষিতো মদিরাং বাপি হিক্কাশ্বাসী পিবেন্নরঃ॥
পাঠাং মধুরসাং রাস্নাং সরলং দেবদারু চ।
প্রক্ষাল্য জর্জ্জরীকৃত্য সুরামণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
তন্মন্দলবণং কৃত্বা ভিষক্ প্রসৃতিসম্মিতম্।
পায়য়েৎ তু ততো হিক্কা শ্বাসশ্চৈবোপশাম্যতি॥

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং কোলং সমঙ্গাং পিপ্পলীং বলাম্।
মাতুলুঙ্গরসে পিষ্টমারনালেন বা পিবেৎ॥
সৌবর্চ্চলং নাগরঞ্চ ভার্গী দ্বিশর্করাযুতম্।
উষ্ণাম্বুনা পিবেদেতদ্ধিকাশ্বাসবিকারনুৎ॥
ভার্গীনাগরয়োঃ কল্কং মরিচক্ষারয়োস্তথা।
পীতদ্রুচিত্রকাস্ফোতামূর্ব্বাণাঞ্চাম্বুনা পিবেৎ॥

পুষ্করমূল, শঠী, ত্রিকটু, ছোলঙ্গলেবু ও অম্লবেতস ইহাদের ক্বাথে ঘৃত, বিট্‌লবণ ও হিঙ্গুচূর্ণ মিশাইয়া তৎসহ অন্নপানাদি প্রয়োগ করিবে। দশমূলের ক্বাথ অথবা দেবদারুর ক্বাথ, কিংবা মস্তপান করিলে হিক্কা ও শ্বাস রোগীর পিপাসা নিবারিত হয়। আকনাদি, মূর্ব্বা, রাস্না, সরলকাষ্ঠ ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য জলে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া সুরামণ্ডে স্থাপিত করিবে, তদ্দ্বারা দ্রব্য সকল জীর্ণ হইলে ঐ সুরামণ্ড ছাঁকিয়া তাহাতে অল্প লবণ মিশাইয়া দুই পল পরিমাণে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা হিক্কা ও শ্বাস উপশমিত হয়। কিংবা হিক্কা শ্বাস রোগে হিঙ্গু সচল লবণ, কুলশুঁঠ, বরাহাক্রান্তা, পিপুল ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য ছোলঙ্গলেবুর রসে বাঁটিয়া তাহা কাঁজির সহিত পান করিতে দিবে সচল লবণ শুঁঠ ও বামুনহাটী প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ, চিনি ২ ভাগ একত্র মিশাইয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা হিক্কা ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়। হিক্কা ও শ্বাস রোগিকে বামুনহাটী ও শুঁঠের কল্ক কিংবা মরিচ ও যবক্ষার অথবা দারুহরিদ্রা, চিতামূল, হাপরমালী ও মূর্ব্বা ইহাদের কল্ক জলের সহিত পান করাইবে।

মধূলিকা তুগাক্ষীরী নাগরং পিপ্পলী তথা।
উৎকারিকা ঘৃতে সিদ্ধা শ্বাসে পিত্তানুবন্ধজে॥
শ্বাবিধং শশমাংসঞ্চ শল্লকস্য চ শোণিতম্।
পিপ্পলীঘৃতসিদ্ধানি শ্বাসে বাতানুবন্ধজে॥
সুবর্চ্চলারসো দুগ্ধং ঘৃতং ত্রিকটুকাযুতম্।
শাল্যোদনস্যানুপানং বাতপিত্তানুগে হিতম্॥
শিরীষপুষ্পস্বরসঃ সপ্তপর্ণস্য বা পুনঃ।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তঃ কফপিত্তানুগে হিতঃ॥
মধুকং পিপ্পলীমূলং গুড়ো গোশকৃতো রসঃ।
ঘৃতং ক্ষৌদ্রং শ্বাসকাসহিক্কাভিষ্যন্দিনাং হিতম্॥

মধূলিকা (জলজ যষ্টিমধু), বংশলোচন, শুঁঠ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ও উপযুক্ত ঘৃতসহ উৎকারিকা প্রস্তুত করিবে। এই উৎকারিকা সেবন করিলে পিত্তানুবন্ধজ শ্বাস প্রশমিত হয়। সজারু, খরগোসের মাংস ও সল্লকের (ছোট জাতীয় সজারু) রক্ত, পিপুল ও ঘৃতসহ পাক করিয়া বাতাজনুবন্ধজশ্বাসে প্রয়োগ করিবে। শ্বাসে বায়ুপিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত কিংবা দুগ্ধ অথবা হুড় হুড়ের রস

অনুপান করিবে। কফপিত্তানুগত হিক্কাশ্বাসে শিরীষ পুষ্পের স্বরস অথবা ছাতিমের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। শ্বাস কাস হিক্কা ও অভিষ্যন্দ নাশার্থ যষ্টিমধু, পিপুলমূল, গুড়, গোময়ের রস, ঘৃত ও মধু একত্র লেহন করিবে।

খরাশ্বোষ্ট্রবরাহাণাং মেষস্য চ গজস্য চ।
শকৃদ্রসং বহুকফেম্বেকৈকং মধুনা পিবেৎ॥
ক্ষারং বাপ্যশ্বগন্ধায়া লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
ময়ূরপাদনালং বা শললং শল্লকস্য বা॥
শ্বাবিদ্রোহকচাষাণাং রোমাণি কুররস্য বা।
একদ্বিশফশৃঙ্গাণি চর্ম্মাস্থীনি খুরাংস্তথা॥
সর্ব্বাণ্যেকৈকশো বাপি দগ্ধ্বা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতম্।
চূর্ণং লীঢ্বা জয়েৎ কাসং হিক্কাং শ্বাসঞ্চ দারুণম্॥
এতে হি কফসংরুদ্ধগতিপ্রাণপ্রকোপহাঃ।
তস্মাৎ তন্মার্গশুদ্ধ্যর্থং দেয়া লেহা ন নিষ্কফে॥

বহুকফান্বিত শ্বাসরোগকে গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, শূকর, মেষ ও হস্তী ইহাদের মধ্যে কোন একটির পুরীষের রস মধুসহ পান করাইবে কিংবা অশ্বগন্ধার ক্ষার ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে, ময়ূরের পায়ের নাল কিংবা সজারুর কাঁটা বা শ্বাবিৎ (বৃহৎ জাতীয় সজারু), রোহক, চাষপক্ষী ও কুরর পক্ষীর লোম এবং একটী ক্ষুর বিশিষ্ট বা দুইটী ক্ষুর বিশিষ্ট পশুর শৃঙ্গ চর্ম্ম অস্থি ও ক্ষুর এই সকল দ্রব্য একত্র বা এক একটী করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, সেই ভস্ম মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে দারুণ কাস, হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়। প্রাণ বায়ু কফ দ্বারা রুদ্ধগতি হইলে তাহার যে প্রকোপ হয়। উক্তলেহ সেবনে সেই প্রকোপের শান্তি হইয়া থাকে। কফরুদ্ধ প্রাণ বায়ুর মার্গরোধক কফের নাশার্থ ঐ লেহ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কফহীন ব্যক্তিকে ইহা কখন দিবে না।

কাসিনে চ্ছর্দ্দনং দদ্যাৎ স্বরভঙ্গে চ বুদ্ধিমান্।
বাতশ্লেষ্মহরৈর্যুক্তং তমকে তু বিরেচনম্॥
উদীর্য্যতে ভৃশতরং মার্গরোধাদ্বহজ্জলম্।
যথা তথানিলস্তস্য মার্গং নিত্যং বিশোধয়েৎ॥

বুদ্ধিমান চিকিৎসক, শ্বাস রোগে, কাস ও স্বরভঙ্গ থাকিলে বমন প্রদান করিবেন। কিন্তু তমকশ্বাসে, বাতশ্লেষ্মনাশক বিরেচন ব্যবস্থা করিবেন। যেরূপ বৃহজ্জলবিশিষ্ট নদ নদী প্রভৃতি রুদ্ধমার্গ হইলে অত্যন্ত উদীর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ শ্বাস রোগির বায়ু মার্গ রোধ হওয়ায় অতীব কুপিত হইয়া থাকে, সেই জন্য শ্বাস রোগির বায়ুর গমন মার্গ নিত্য বিশুদ্ধ রাখিবে।

শঠীচোরকজীবন্তীত্বঙ্মুস্তং পুষ্করাহ্বয়ম্।
সুরসং তামলক্যেলা পিপ্পল্যগুরুনাগরম্॥

বালকঞ্চ সমং চূর্ণং কৃত্বাষ্টগুণশর্করম্।
সর্ব্বথা তমকে শ্বাসে হিক্কায়াঞ্চ প্রযোজয়েৎ ॥

ইতি শট্যাদি চূর্ণম্।

শঠ্যাদি চূর্ণ। শঠী, চোরকাঁচকি, জীবন্তী, দারুচিনি, মুতা, পুষ্করমূল, তুলসী, ভুঁই আমলা, ছোট এলাচ, পিপুল, অগুরুকাষ্ঠ, শুঁঠ ও বালা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত ৮ গুণ চিনি মিশাইবে। এই চূর্ণ তমকশ্বাস ও হিক্কা রোগে প্রযোজ্য।

মুক্তাপ্রবালবৈদূর্য্যং শঙ্খঃ স্ফটিকমঞ্জনম্।
সসারকাচগন্ধার্কসূক্ষ্মৈলালবণদ্বয়ম্ ॥
তাম্রায়োরজসী রূপ্যং সৌগন্ধিককশেরুকম্।
জাতীফলং শণাদ্বীজমপামার্গস্য তণ্ডুলাঃ ॥
এষাং পাণিতলং চূর্ণং তুল্যানাং ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ লীঢ়মাশু নিযচ্ছতি ॥
অঞ্জনাৎ তিমিরং কাচং নীলিকাং পিষ্টকং তমঃ।
পিল্লং কণ্ডূমভিষ্যন্দমর্ম্মচৈব প্রণাশয়েৎ ॥

ইতি মুক্তাদ্যচূর্ণম্।

মুক্তাদ্য চূর্ণ। মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি, শঙ্খ, স্ফটিক, রসাঞ্জন, সারবিশিষ্ট কাচ, গন্ধক, আকন্দমূল, ছোট এলাচ, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, ইহাদের চূর্ণ, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, রৌপ্যভস্ম, কহ্লার পুষ্প, কেশুর, জায়ফল, শণবীজ ও আপাঙ্গবীজ চূর্ণ এই সকল সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইবে। এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে হিক্কা শ্বাস ও কাস শীঘ্র নষ্ট হয়। এবং এই চূর্ণের অঞ্জন দিলে তিমির, কাচ, নীলিকা, পিষ্টক, তম, পিল্ল, কণ্ডু, অভিষ্যন্দ ও অর্ম এই সকল নেত্র রোগের বিনাশ হইয়া থাকে।

শঠীপুষ্করমূলানাং চূর্ণমামলকস্য চ।
মধুনা সংযুতং লেহ্যং চূর্ণং বা কাললোহজম্ ॥
সশর্করাং তামলকীং দ্রাক্ষাং গোঽশ্বশকৃদ্রসম্।
তুল্যং গুড়ং নাগরঞ্চ প্রাশয়েৎ নাবয়েৎ তথা ॥
লশুনস্য পলাণ্ডোর্ব্বা মূলং গৃঞ্জনকস্য বা।
নাবয়েচ্চন্দনং বাপি নারীক্ষীরেণ সংযুতম্ ॥
সুখোষ্ণং ঘৃতমণ্ডং বা সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্।
নাবয়েন্মক্ষিকাবিষ্ঠামলক্তকরসেন বা ॥
স্ত্রিয়াঃ স্তন্যেন সিক্তং বা সর্পির্ম্মধুরকৈরপি।
পীতং নস্তো নিষিক্তং বা সদ্যো হিক্কাং নিযচ্ছতি ॥

সক্তুচূর্ণং সকৃচ্ছীতং ব্যত্যাসাদ্ধিক্কিনাং পয়ঃ।
পানে নস্তঃক্রিয়ায়াং বা শর্করামধুসংযুতম্॥

শঠী ও পুষ্করমূল চূর্ণ কিংবা আমলকী চূর্ণ অথবা কাল লৌহচূর্ণ মধুর সহিত হিক্কা শ্বাস রোগিকে লেহন করাইবে। চিনি, ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা এবং গো ও অশ্বের পুরীষের রস, গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ একত্র সমভাগে মিশাইয়া সেবন করিলে বা ইহার নস্ত লইলে হিক্কা ও শ্বাসের শান্তি হয়। হিক্কা ও শ্বাস রোগে লশুন পলাণ্ডু গাজর অথবা রক্তচন্দন, স্তন দুগ্ধে ঘষিয়া তাহার নস্ত দিবে। ঘৃতমণ্ড ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইবে। ইহার নস্ত লইলে অথবা মক্ষিকার বিষ্ঠা আলতায় অথবা স্তন দুগ্ধে গুলিয়া তাহার নস্য লইলে হিক্কা ও শ্বাসের উপশম হয়। জীবনীয়াদি মধুরগণের কল্ক ও স্ত্রীদুগ্ধের সহিত যথাবিধি, ঘৃত পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে কিংবা ইহার নস্য লইলে সত্ব হিক্কা নিবারিত হয়। বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ একবার গরম একবার শীতল দুগ্ধ পান করিলে কিংবা শীতল দুগ্ধে চিনি ও মধু মিশাইয়া তাহার নস্য লইলে হিক্কার শান্তি হয়।

অধোভাগে ঘৃতং সিদ্ধং সদ্যো হিক্কাং নিযচ্ছতি।
পিপ্পলীমধুযুক্তৌ বা রসৌ ধাত্রীকপিত্থয়োঃ॥
লাক্ষালাজমধুদ্রাক্ষাপিপ্পল্যশ্বশকৃদ্রসান্।
লিহ্যাৎ কোলং মধুদ্রাক্ষাপিপ্পলীনাগরাণি বা॥
শীতাম্বুসেকঃ সহসা ত্রাসো বিস্মাপনং ভয়ম্।
ক্রোধহর্ষপ্রিয়োদ্বেগা হিক্কাপ্রচ্যবনা মতাঃ॥

বিরেচক দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে কিংবা আমলকী অথবা কয়েত বেলের রসে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা প্রশমিত হয়। লাক্ষা, খৈ, মধু, দ্রাক্ষা, পিপুল ও অশ্বপুরীষের রস একত্র মিশাইয়া লেহন করিলে অথবা কুল, দ্রাক্ষা, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। হঠাৎ শীতল জলসেক, ত্রাসোৎপাদন, বিস্ময়োৎপাদন, বা ভয় প্রদর্শন করিলে কিংবা ক্রোধ, হর্ষ, ও প্রিয়োদ্বেগ জন্মাইয়া দিলে হিক্কা নিবারণ হইয়া থাকে।

হিক্কাশ্বাসবিকারাণাং নিদানং যৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
বর্জ্জ্যমারোগ্যকামৈস্তদ্ধিক্কাশ্বাসবিকারিভিঃ॥

হিক্কা ও শ্বাস রোগের যে নিদান কথিত হইয়াছে—আরোগ্যকামীহিক্কাশ্বাসরোগির সেই নিদান পরিত্যাগ করা উচিত।

শুষ্কক্ষীণকফোরস্কা হিক্কাশ্বাসানুবন্ধিনঃ।
প্রকৃত্যা রুক্ষদেহা যে সর্পির্ভিস্তানুপাচরেৎ॥

যে সকল পুরাতন হিক্কাশ্বাস রোগির বক্ষঃস্থলস্থ কফ শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়াছে এবং যাহারা স্বভাবতঃ রুক্ষ দেহ, তাহাদিগকে ঘৃতদ্বারা চিকিৎসা করিবে।

দশমূলরসে সর্পির্দ্দধিমণ্ডেন সাধয়েৎ।
কৃষ্ণাসৌবর্চ্চলক্ষারবয়ঃস্থাহিঙ্গুচোরকৈঃ॥
কায়স্থয়া চ সংসিদ্ধং হিক্কাশ্বাসৌ প্রণাশয়েৎ॥
ইতি দশমূলাদ্যঘৃতম্।

দশমূলাদ্য ঘৃত। দশমূলের ক্বাথ /৮ সের, দধির মাত /৮ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ— পিপুল, সচল লবণ, যবক্ষার, হরীতকী, হিঙ্গ, চোরপুষ্পী, ও ছোট এলাচ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে হিক্কা শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

তেজোবত্যভয়া কুষ্ঠং পিপ্পলী কটুরোহিণী।
ভূতীকং পৌষ্করং মূলং পলাশশ্চিত্রকঃ শঠী॥
সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেশিকা।
তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসম্মিতৈঃ॥
হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে।
এতদ্ যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ॥
শোথানিলার্শোগ্রহণীহৃৎপার্শ্বরুজ এব চ॥
ইতি তেজোবত্যাদিঘৃতম্।

তেজোবত্যাদ্য ঘৃত। ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—চৈ, হরীতকী কুড়, পিপুল, কট্কী, যোয়ান, পুষ্কর মূল, পলাশ, চিতা, শঠী সৌবর্চ্চল লবণ, ভুঁই আমলা, সৈন্ধবলবণ, বেলশুঁঠ, তালীশ পত্র, জীবন্তী ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা; হিঙ্গ অর্দ্ধ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ ষোল সের যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে হিক্কা শ্বাস শোথ লিঙ্গার্শ গ্রহণী হৃদ্‌রোগ ও পার্শ্বশূল নিবারণ হইয়া থাকে।

মনঃশিলাসর্জ্জরসলাক্ষারজনিপদ্মকৈঃ।
মঞ্জিষ্ঠৈলৈশ্চ কর্ষাংশৈঃ প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্ধিতঃ॥
ইতি মনঃশিলাদি ঘৃতম্।

মনঃশিলাদি ঘৃত। কল্কার্থ—মনছাল, ধুনা, লাক্ষা, হরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা ও ছোট এলাচ প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ ষোল সের, ঘৃত /৪ সের। একত্র পাক করিবে। ইহা হিক্কা শ্বাস রোগে হিতকর।

জীবনীয়োপসিদ্ধং বা সক্ষৌদ্রং লেহয়েদ্ ঘৃতম্।
বাসাঘৃতং দাধিকং বা পিবেৎ ত্র্যুষণমেব চ॥

জীবনীয় গণের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিলে কিংবা বাসা ঘৃত দাধিক ঘৃত অথবা ত্র্যূষণ ঘৃত পান করিলে হিক্কা শ্বাসের শান্তি হয়।

যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
ভেষজং পানমন্নং বা তদ্ধিতং শ্বাসহিক্কিনে ॥
বাতকৃদ্বা কফহরং কফকৃদ্বানিলাপহম্।
কার্য্যং নৈকান্তিকং তাভ্যাং প্রায়ঃ শ্রেয়োঽনিলাপহম্ ॥
সর্ব্বেষাং বৃংহণে হ্যল্পঃ শক্যশ্চ প্রায়শো ভবেৎ।
অবশ্যং শমনেঽপায়ো ভৃশোঽশক্যশ্চ কর্ষণে ॥
তস্মাচ্ছুদ্ধানশুদ্ধাংশ্চ শমনৈর্ব্বৃংহণৈরপি।
হিক্কাশ্বাসার্দ্দিতান্ জন্তূন্ প্রায়শঃ সমুপাচরেৎ ॥

যে কোন ঔষধ অন্ন বা পান কফবাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুর অনুলোমকারী, তাহা হিক্কা ও শ্বাস রোগে হিতকর। যে সকল দ্রব্য বাতজনক কিন্তু কফনাশক অথবা যে সকল দ্রব্য কফজনক কিন্তু বাতনাশক সেই সকল দ্রব্য একান্ত ভাবে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করিবে না। বরং তাহাদের মধ্যে যাহা কেবল বাতনাশক তাহাই প্রয়োগ করা মঙ্গলজনক। হিক্কাশ্বাসাক্রান্ত ব্যক্তিগণ বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধই হউক বা শুদ্ধ না হউক তাহাদিগকে শমন ও বৃংহণ ঔষধ পথ্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কর্ষণ ঔষধাদি দ্বারা কদাচই চিকিৎসা করিবে না কারণ দেখাযায় যে, বৃংহণ ঔষধ অন্নপান দ্বারা হিক্কা শ্বাস রোগের অল্প প্রতিকার হয় এবং শমন ঔষধ দ্বারা ইহাদিগের অবশ্য বিনাশ করিতে পারা যায়; কিন্তু কর্ষণ ঔষধ দ্বারা হিক্কা শ্বাস রোগের কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে পারা যায় না।

তত্র শ্লোকঃ।

দুর্জ্জয়ত্বে সমুৎপত্তৌ ক্রিয়ৈকত্বে চ কারণম্।
লিঙ্গং পথ্যঞ্চ হিক্কানাং শ্বাসানাঞ্চেহ দর্শিতম্ ॥

হিক্কা ও শ্বাস রোগের দুশ্চিকিৎসত্ব বিষয়ে উৎপত্তি বিষয়ে ও চিকিৎসার একত্ব বিষয়ে কারণ, ইহাদের উভয়ের লক্ষণ ও পথ্য; হিক্কা শ্বাস চিকিৎসিত অধ্যায়ে কথিত হইল।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কাসচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা কাস চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিয়াছিলেন।

তপসা তেজসা ধৃত্যা ধিয়া চ পরয়ান্বিতঃ।
আত্রেয়ঃ কাসশান্ত্যর্থমিদমাহ চিকিৎসিতম্ ॥
বাতাদিজাস্ত্রয়ো যে চ ক্ষতজঃ ক্ষয়জস্তথা।
পঞ্চৈতে স্যুর্নৃণাং কাসা বর্দ্ধমানাঃ ক্ষয়প্রদাঃ ॥

তপস্যা, তেজঃ, ধৃতি ও পরাধীশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি আত্রেয় কাসশান্তির নিমিত্ত এই কথা বলিয়াছিলেন।—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ এই পাঁচ প্রকার কাস জন্মিয়া থাকে। সকল কাসই বর্দ্ধমান হইলে অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে ক্ষয়রোগে পরিণত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে ॥

কাসরোগের পূর্ব্বরূপ। কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও গলদেশ শূক পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ গলা সুড় সুড় বা খুস খুস করে। কণ্ঠে কণ্ডূ (চুলকণা) হয় এবং ভোজ্য দ্রব্যের অবরোধ হয়।

অধঃপ্রতিহতো বায়ুরূর্দ্ধস্রোতঃসমাশ্রিতঃ।
উদানভাবমাপন্নঃ কণ্ঠে সক্তস্তথোরসি ॥
আবিশ্য শিরসঃ খানি সর্ব্বাণি প্রতিপূরয়ন্।
আভঞ্জন্নাক্ষিপন্ দেহং হনুমন্যে তথাক্ষিণী ॥
নেত্রপৃষ্ঠমুরঃপার্শ্বে নির্ভুজ্য স্তম্ভয়ংস্ততঃ।
শুষ্কো বা সকফো বাপি কাসনাৎ কাস উচ্যতে ॥
প্রতিঘাতবিশেষেণ তস্য বায়োঃ সরংহসঃ।
বেদনাশব্দবৈশেষ্যং কাসানামুপজায়তে ॥

প্রাণবায়ু অধঃ প্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধ স্রোতকে আশ্রয়পূর্ব্বক উদান বায়ুর সহিত মিলিত হয় পরে কণ্ঠদেশে ও বক্ষঃস্থলে সংসক্ত হইয়া মস্তকের ছিদ্র সকলকে (মুখ নাসাদিতে) প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ করে এবং সমস্ত দেহ বিশেষতঃ হনু, মন্যা ও নেত্রদ্বয়কে আভগ্ন ও আক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। তদনন্তর নেত্র, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদ্বয়কে কুটিল ও স্তব্ধ করিয়া শুষ্ক বা কফান্বিত হইয়া এক প্রকার শব্দ করে. তাহাই কাস বলিয়া কথিত হয়। সেই বেগবান বায়ু প্রতিঘাত বিশেষ দ্বারা কাসের বেদনা ও শব্দ জন্মাইয়া থাকে।

রূক্ষশীতকষায়াল্পপ্রমিতানশনং স্ত্রিয়ঃ।
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্ত্তকাঃ ॥

রুক্ষ, শীতল ও কষায় দ্রব্য ভোজন, অপরিমিত বা অত্যল্প ভোজন, উপবাস, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও পরিশ্রম এই সমস্ত বাতজ কাসের নিদান।

হৃৎপার্শ্বোরঃশিরঃশূলস্বরভেদকরো ভৃশম্।
শুষ্কোরঃকণ্ঠবক্ত্রস্য হৃষ্টলোম্নঃ প্রতাম্যতঃ॥
নির্ঘোষদৈন্যক্ষামাস্যদৌর্ব্বল্যক্ষোভমোহকৃৎ।
শুষ্কঃ কাসঃ কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্মুক্ত্বাল্পতাং ব্রজেৎ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণৈশ্চ ভুক্তপীতৈশ্চ শাম্যতি।
ঊর্দ্ধবাতস্য জীর্ণেঽন্নে বেগবান্ মারুতো ভবেৎ॥

বাতজ কাসে হৃদয়, পার্শ্বদেশ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, স্বরভঙ্গ, হৃদয় কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, লোমাঞ্চ, গ্লানি, কাসের অত্যন্ত শব্দ, দীনতা, মুখের ক্ষীণতা, শরীরের দুর্ব্বলতা ও ক্ষোভ, মোহ, শুষ্ক কাস এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে শুষ্ক কফ অতি কষ্টে নির্গত হইলে কাসের অল্পতা হয়। স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন বা পান করিলে বাতজ কাসের উপশম হয়। ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও বলবান বেগ হইয়া থাকে।

কটূষ্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাণামতিসেবনম্।
পিত্তকাসকরং ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্নিসূর্য্যজঃ॥

কটু, উষ্ণ, বিদাহি, অম্ল ও ক্ষার দ্রব্যের অতি সেবন, ক্রোধ ও সূর্য্যাগ্নির সন্তাপ এই গুলি পিত্তজ কাসের হেতু।

পীতনিষ্ঠীবনাক্ষিত্বং তিক্তাস্যত্বং স্বরাময়ঃ।
উরোধূমায়নং তৃষ্ণা দাহো মোহোঽরুচির্ভ্রমঃ॥
প্রততং কাসমানশ্চ জ্যোতীংষীব চ পশ্যতি।
শ্লেষ্মাণং পিত্তসংসৃষ্টং নিষ্ঠীবতি চ পৈত্তিকে॥

পিত্তজ কাসে পীতবর্ণ কফ নিষ্ঠীবন, চক্ষুর পীতবর্ণতা, মুখের তিক্ততা, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, অরুচি ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তজ কাসগ্রস্ত রোগী অত্যন্ত কাসিতে কাসিতে জ্যোতিঃ পদার্থবৎ দর্শন করে এবং পিত্তযুক্ত কফের নিষ্ঠীবন করে।

গুর্ব্বভিষ্যন্দিমধুরস্নিগ্ধস্বপ্নাবিচেষ্টনৈঃ।
বৃদ্ধঃ শ্লেষ্মানিলং রুদ্ধা কফকাসমুদীরয়েৎ॥

গুরুপাক, অভিষ্যন্দি, মধুর ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন, নিদ্রা, চেষ্টারাহিত্য এই সকল কারণে কফ বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুকে অবরোধ পূর্ব্বক কফজ কাস উৎপাদন করে।

মন্দাগ্ন্যরুচিচ্ছর্দ্দিপীনসোৎক্লেশগৌরবৈঃ।
লোমহর্ষাস্যমাধুর্য্যক্লেদসংসদনৈর্যুতম্॥

বহুলং মধুরং স্নিগ্ধং নিষ্ঠীবতি ঘনং কফম্
কাসমানো হ্যরুগ্বক্ষঃ সম্পূর্ণমিব মন্যতে ॥

এই কফজ কাসে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, পীনস, বমনবেগ, শরীরের গুরুত্ব, লোমাঞ্চ, মুখের মধুরতা, ক্লেদ, শরীরের অবসাদ এবং বহু পরিমিত মধুর রস, স্নিগ্ধ ঘন কফের নিষ্ঠীবন, বক্ষঃস্থলের কফ পূর্ণতা ও অল্প বেদনা এই সকল উপস্থিত হয়।

অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ ॥

অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, ভারবহন, পথশ্রম, যুদ্ধাশ্বগজের বলপূর্ব্বক ধারণ এই সকল কারণে রুক্ষশরীর ব্যক্তির বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাস উৎপাদন করে।

স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা ॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা ॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ ॥

এই রোগে প্রথমে শুষ্ক অর্থাৎ শ্লেষ্মহীন কাস হয়, পরে কাসের সহিত রক্ত নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবদ্ যাতনা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবদ্ ও শূলবদ্ যন্ত্রণা এবং পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দুঃখস্পর্শ শূলনিখাতবদ্ যন্ত্রণা ও ভঙ্গবদ্ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। আর পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই ক্ষতজ কাসে কাসবেগে কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ ॥
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্ ॥

বিষম ও অসাত্ম্য ভোজন, অতিব্যবায়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, আত্মঘৃণা ও শোক এই সকল কারণে পাচকাগ্নি দূষিত হইলে, বাতাদি ত্রিদোষ কুপিত হয় এবং দেহক্ষয়কারক এই ক্ষয়জকাস উৎপাদন করে।

দুর্গন্ধং হরিতং রক্তং ষ্ঠীবেৎ পূযোপমং কফম্।
কাসমানশ্চ হৃদয়ং স্থানভ্রষ্টং স মন্যতে ॥
অকস্মাদুষ্ণশীতার্ত্তো বহ্বাশী দুর্ব্বলঃ কৃশঃ।
স্নিগ্ধাচ্ছমুখবর্ণত্বক্ শ্রীমদ্দশনলোচনঃ ॥
পাণিপাদতলৌ শ্লক্ষ্ণৌ ঘৃণাবানভ্যসূয়কঃ।
জ্বরো মিশ্রাকৃতিস্তস্য পার্শ্বরুক্ পীনসোঽরুচিঃ ॥

ত্রিমসঙ্ঘাতবর্চ্চস্কং স্বরভেদোঽনিমিত্ততঃ।
ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ॥
সাধ্যো বলবতাং বা স্যাদ্ যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ।
নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামেতৌ পাদগুণান্বিতৌ।
স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এই ক্ষয়জ কাসে রোগী দুর্গন্ধ. হরিত বা রক্তবর্ণ পূযসদৃশ কফ নিষ্ঠীবন করে। কাসিতে কাসিতে তাহার মনে হয় যেন হৃদয় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল, সে হঠাৎ উষ্ণার্ত্ত বা শীতার্ত্ত হইয়া থাকে এবং বহুভোজী. দুর্ব্বল ও কৃশ হয়। ইহাতে রোগীর মুখ বর্ণ ও ত্বক্ স্নিগ্ধ (চাকচিক্যশালী) ও নির্ম্মল, দন্ত ও চক্ষুর্দ্বয় সুন্দর এবং হস্ত পদতল মসৃণ হইয়া থাকে। মনে সর্ব্বদা ঘৃণা ও পরস্ত্রীকামতা হয়। এতদ্ব্যতীত মিশ্রাকৃতি (দ্বন্দ্ব বা সান্নিপাতিক) জ্বর, পার্শ্ববেদনা, পীনস, অরুচি, গুট্‌লে মিশ্রিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা মল ও অকারণে স্বরভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই ক্ষয়জকাস ক্ষীণব্যক্তিগণের দেহ নাশ করে। এবং বলবান্ ব্যক্তিগণের সাধ্য বা যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষতজকাসও বলবান ব্যক্তিগণের সাধ্য বা যাপ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষতজকাস বা ক্ষয়জকাস যদি অল্পদিন জাত হয়, ও সৌভাগ্য বশতঃ যদি উপযুক্ত চিকিৎসক পরিচারক ও ঔষধ এবং অগ্নিবল যদি সম্পন্ন রোগী ইহাদের একত্র মিলন হয়,. তাহা হইলে এই কাসদ্বয় কখন সাধ্য হইতে পারে। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের বার্দ্ধক্য জনিত যে কাস হয়, সেই জরাকাসও যাপ্য বলিয়া কীর্ত্তিত।

ত্রীন্ সাধ্যান্ সাধয়েৎ পূর্ব্বান্ পথ্যৈর্যাপ্যাংস্তু যাপয়েৎ।
চিকিৎসামত ঊর্দ্ধন্তু শৃণু কাসনিবর্হিণীম্॥

পূর্ব্বোক্ত বাতজ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ এই ত্রিবিধ কাস সাধ্যভাবাপন্ন হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে। এবং যাপ্য লক্ষণান্বিত হইলে পথ্যাদি দ্বারা তাহাকে যাপিত করিয়া রাখিবে। অতঃপর কাসবিনাশিনী চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

রুক্ষস্যানিলজং কাসমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
সর্পির্ভির্বস্তিভিঃ পেয়া যূষক্ষীররসাদিভিঃ॥
বাতঘ্নসিদ্ধৈঃ স্নেহাদ্যৈর্ধূমৈর্লেহৈশ্চ যুক্তিতঃ।
অভ্যঙ্গৈঃ পরিষেকৈশ্চ স্নিগ্ধৈঃ স্বেদৈশ্চ বুদ্ধিমান্॥
বস্তিভির্বদ্ধবিড়্ বাতং শুদ্ধোর্দ্ধঞ্চোর্দ্ধভক্তিকৈঃ।
ঘৃতৈঃ সপিত্তং সকফং জয়েৎ স্নেহবিরেচনৈঃ॥

রুক্ষ ব্যক্তির বাতজ কাস প্রথমত স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই কাসে ঘৃত পান, বস্তি প্রয়োগ, পেয়া, যুষ, ক্ষীর, মাংসরসাদি সেবন ; বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ স্নেহাদি প্রয়োগ, ধূমপান, লেহ সেবন, অভ্যঙ্গ. পরিষেক, স্নিগ্ধ স্বেদ প্রভৃতি যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। বস্তিক্রিয়া দ্বারা মলের ও বায়ুর বিবদ্ধতা এবং আহারান্তে ঘৃত পান দ্বারা শুষ্ক ও ঊর্দ্ধগত মলবাতের প্রশমন করিবে। এবং স্নেহযুক্ত বিরেচন দ্বারা পিত্ত কফানুবদ্ধ বায়ুর নাশ করিবে।

কণ্টকারীগুড়ূচীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎপলাদ্রসে।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাতকাসনুদ্বহ্নিদীপনঃ॥

ইতি কণ্টকারীঘৃতম্।

কণ্টকারী ঘৃত। কণ্টকারী ৩০ পল, গুলঞ্চ ৩০ পল, একত্র আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। উক্ত কাথে /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতজ কাসের নিবৃত্তি এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
ধান্যপাঠাবচারাস্নাযষ্ট্যাহ্বক্ষারহিঙ্গুভিঃ॥
কোলমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থাদ্দশমূলীরসাঢ়কে।
সিদ্ধাচ্চতুর্থিকাং পীত্বা পেয়াং মণ্ডং পিবেদনু॥
তচ্ছ্বাসকাসহৃৎপার্শ্বগ্রহণীদোষগুল্মনুৎ।
পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতঞ্চৈতদাত্রেয়েণ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ইতি পিপ্পল্যাদিঘৃতম্।

পিপ্পল্যাদি ঘৃত। ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ।৬ ষোল সের। কল্কার্থ—পিপুল পিপুলমূল চৈ, চিতা, শুঁঠ, ধনে, আকনাদি, বচ, রাস্না, যষ্টিমধু, যবক্ষার ও হিঙ্গু প্রত্যেক ১ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এক পল মাত্রায় (উপযুক্ত মাত্রায়) পান করিয়া পেয়া বা মণ্ড অনুপান করিবে। ইহাতে শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, গ্রহণীদোষ ও গুল্মরোগের নিবৃত্তি হয়।

ত্র্যূষণং ত্রিফলাং দ্রাক্ষাং কাশ্মর্য্যাণি পরূষকম্।
দ্বে পাঠে দেবদার্ব্বৃদ্ধিং স্বগুপ্তাং চিত্রকং শঠীম্॥
ব্যাঘ্রীং তামলকীং মেদাং কাকনাসাং শতাবরীম্।
ত্রিকণ্টকং বিদারীঞ্চ পিষ্ট্বা কর্ষসমান্ ঘৃতাৎ॥
প্রস্থং চতুর্গুণক্ষীরে সিদ্ধং কাসহরং পিবেৎ।
জ্বরগুল্মারুচিপ্লীহশিরোহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ॥
কামলার্শোঽনিলাষ্ঠীলাক্ষতশোষক্ষয়াপহম্।
ত্র্যূষণাদ্যমিতি খ্যাতমেতদ্ ঘৃতমনুত্তমম্॥

ইতি ত্র্যূষণাদ্যং ঘৃতম্।

ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত। ঘৃত /৪ সের; দুগ্ধ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কিস্‌মিস্, গাম্ভারীফল, পরূষক (ফলসা), দুইপ্রকার আকনাদি (ছোট ও বড়), দেবদারু, ঋদ্ধি, আলকুশী বীজ; চিতামুল, শঠী, কণ্টকারী, ভুঁই আমলা, মেদা, কাকনাসা (কেওঠুঁটা), শতমূলী, গোক্ষুর, ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা পান করিলে বাতকাস, জ্বর, গুল্ম, অরুচি, প্লীহা, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, কামলা, অর্শঃ, বাতাষ্ঠীলা, উরঃক্ষত, শোষ ও ক্ষয়রোগের উপশম হয়।

দ্রোণেঽম্ভসাং সাধয়েদ্রাস্নাং দশমূলীং শতাবরীম্।
পলিকান্ মানিকাংশাংস্ত্রীন্ কুলত্থান্ বদরান্ যবান্॥
তুলার্দ্ধঞ্চাজমাংসস্য পাদশেষেণ তেন চ।
ঘৃতাঢ়কং সমক্ষীরং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ॥
সিদ্ধং তদ্দশভিঃ কল্কৈর্নস্যপানানুবাসনৈঃ।
সমীক্ষ্য বাতরোগেষু যথাবস্থং প্রযোজয়েৎ॥
পঞ্চকাসান্ শিরঃকম্পং শূলং বঙ্ক্ষণযোনিজম্।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ সপ্লীহোর্দ্ধানিলান্ জয়েৎ॥

ইতি রাস্নাঘৃতম্।

রাস্নাঘৃত। ঘৃত।৬ সের। দুগ্ধ।৬ সের। কাথার্থ—রাস্না, বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শতমূলী, প্রত্যেকে এক এক পল (৮ তোলা); কুলথকলায়, কুলশুঁঠ ও যব প্রত্যেকে ৮ পল করিয়া, এবং ছাগমাংস (নপুংসক) /৬। সওয়া ছয়সের এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া এক দ্রোণ (৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া।৬ ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্কার্থ—জীবনীয়গণোক্ত দশটী দ্রব্যের প্রত্যেকটীর এক একপল। এই কাথ, কল্ক ও দুগ্ধসহ উল্লিখিত।৬ ষোল সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃতের অবস্থানুসারে নস্য, পান ও অনুবাসন করিলে বাতজনিত রোগসমূহ, পাঁচ প্রকার কাস, শিরঃকম্প, বঙ্ক্ষণ ও যোনিজাতশূল, সার্ব্বাঙ্গিক ও একাঙ্গিক রোগ, প্লীহা ও উদ্ধবাতের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গং নাগরং রাস্না পিপ্পলী হিঙ্গুসৈন্ধবম্।
ভার্গী ক্ষারশ্চ তচ্চূর্ণং পিবেদ্বা ঘৃতমাত্রয়া॥
সকফেঽনিলজে কাসে শ্বাসে হিক্কাহতাগ্নিষু।
দ্বৌ ক্ষারৌ পঞ্চকোলানি পঞ্চৈব লবণানি চ॥
শঠীনাগরকোদীচ্যকল্কং বা বস্ত্রগালিতম্।
পায়য়েত্তদ্ ঘৃতোন্মিশ্রং বাতকাসনিবর্হণম্॥
দুরালভাং শঠীং দ্রাক্ষাং শৃঙ্গবেরং সিতোপলাম্।
লিহ্যাৎ কর্কটশৃঙ্গীঞ্চ কাসে তৈলেন বাতজে॥
দুঃস্পর্শাং পিপ্পলীং মুস্তং ভার্গীং কর্কটকীং শঠীম্।
পুরাণগুড়তৈলাভ্যাং চূর্ণিতং বাপি লেহয়েৎ॥
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিলাম্॥
হিক্কাশ্বাসে চ কাসে চ লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রঘৃতাপ্লুতান্॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, রাস্না, পিপুল, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বামুনহাটী ও যবক্ষার এই সমুদায়ের চূর্ণ উপযুক্ত (চতুর্গুণ) ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কফানুবন্ধ বাতজকাস, শ্বাস, হিক্কা ও

মন্দাগ্নির উপশম হয়। যবক্ষার সাচিক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, সৈন্ধব সৌবর্চ্চল, বিট্, উদ্ভিদ ও সামুদ্র এই পঞ্চলবণ; শঠী, শুঁঠ ও বালা এই সমুদায় দ্রব্যের কল্ক অথবা এই সকল দ্রব্য শিলায় পেষণ করতঃ বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজ কাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দুরালভা, শঠী, দ্রাক্ষা, শুঁঠ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান, সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি, তিলতৈলের সহিত পান করিলে বাতজনিত কাস নিবারিত হয়। দুরালভা, পিপুল, মুতা, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শঠী ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড় ও তিলতৈলে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বাতজকাসের বিনাশ হইয়া থাকে। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু ও মনঃশিলা ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও কাস নিবৃত্তি হয়।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং ব্যোষং মুস্তং দুরালভাম্।
শঠীং পুষ্করমূলঞ্চ শ্রেয়সীং সুরসাং বচাম্॥
ভার্গীং ছিন্নরুহাং রাস্নাং কর্কটাহ্বাঞ্চ কার্ষিকান্।
কল্কান্ নিদিগ্ধ্যর্দ্ধতুলাং নিকাথ্য পলবিংশতিম্॥
দত্ত্বা মৎস্যণ্ডিকায়াশ্চ ঘৃতাচ্চ কুড়বং পচেৎ।
সিদ্ধং শীতং পৃথক্ ক্ষৌদ্রপিপ্পলীকুড়বান্বিতম্॥
চতুষ্পলং তুগাক্ষীর্য্যাশ্চূর্ণিতং তত্র দাপয়েৎ।
লেহয়েৎ কাসহৃদ্রোগশ্বাসগুল্মনিবারণম্॥

ইতি চিত্রকাদিলেহঃ।

চিত্রকাদিলেহ। চিতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, দুরালভা, শঠী, পুষ্করমূল, গজপিপ্পলী, সুরসা (তুলসী বিশেষ), বচ, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, রাস্না ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের প্রত্যেকের দুই দুই তোলা কল্ক; কণ্টকারী /৬।• সওয়া ছয় সের, জল ৫২ বত্রিশ সের, শেষ /৮ আট সের; মৎস্যণ্ডিকা অর্থাৎ খাঁড় গুড় /২॥• আড়াই সের; ঘৃত /॥• অর্দ্ধসের। যথাবিধি পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে তাহাতে /॥• অর্দ্ধসের মধু, /॥• অর্দ্ধসের পিপুলচূর্ণ এবং /॥• অর্দ্ধসের বংশলোচন চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা নিয়মিত মাত্রায় লেহন করিলে শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ এবং গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শঠীং বলাম্।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গপিপ্পলীমূলচিত্রকান্॥
ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকীশতং ভদ্রং জলে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ॥
যবৈঃ স্বিন্নৈঃ কষায়ং তং পূতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেদ্ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথক্ ঘৃতাৎ॥
তৈলাৎ সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধশীতে চ মাক্ষিকাৎ।
লিহ্যাদ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ॥

তদবলিপলীতং হন্তি বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাশ্চ বিষমজ্বরান্ ॥
হন্যাৎ তথার্শোগ্রহণীহৃদ্রোগারুচিপীনসান্।
অগস্ত্যবিহিতং শ্রেষ্ঠং রসায়নমিদং শুভম্ ॥

ইত্যগস্ত্যহরীতকী।

অগস্ত্য হরীতকী। দশমূল, আলকুশীবীজ, শঙ্খপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতামূল, বামুনহাটী ও পুষ্কর মূল প্রত্যেক ২ পল, যব /৮ আট সের, উত্তম হরীতকী ১০০ শত, এই সকল দ্রব্য একত্র ৮০ সের জলে পাক করিবে। পাককালে হরীতকী ও যবগুলি একটী পোটলীবদ্ধ করিয়া দিবে। যবগুলি সিদ্ধ হইলে, কাথ নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর হরীতকী সমূহের বীজগুলি বাদ দিয়া, তাহা /১ সের ঘৃত ও /১ সের তৈল একত্র করিয়া ভাজিয়া লইবে এবং উক্ত কাথে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর উহাতে ।২॥০ সাড়ে বার সের গুড় গুলিয়া একত্র পাক করিবে। পাক শেষ হইলে পিপুলচূর্ণ /॥০ সের মিশাইয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে /১ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায় লেহ ও দুইটী হরীতকী প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পঞ্চবিধ শ্বাস, কাস, হিক্কা, বিষমজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, হৃদ্রোগ, অরুচি ও পীনস রোগ নষ্ট হয়। অগস্ত্য বিহিত এই হরীতকী শ্রেষ্ঠরসায়ন বলিপলিত নাশক এবং বর্ণ আয়ু ও বলবর্দ্ধক।

সৈন্ধবং পিপ্পলীং ভার্গীং শৃঙ্গবেরং দুরালভাম্।
দাড়িমাম্লেন কোষ্ণেন ভার্গীনাগরমম্বুনা ॥
পিবেৎ খদিরসারং বা মর্দ্দরাদধিমস্তুভিঃ।
অথবা পিপ্পলীকল্কং ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্ ॥

সৈন্ধবলবণ, পিপুল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ, অম্লদাড়িমের রসের সহিত অথবা বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ গরম জলের সহিত, কিংবা খদিরসারচূর্ণ মস্ত ও দধির-মাতের সহিত বা সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত পিপ্পলি কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া খাইবে।

শিরসঃ পীড়নে স্রাবে নাসায়া হৃদি তাম্যতি।
কাসপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ ॥
দশাঙ্গুলোন্মিতাং নাড়ীমথবাষ্টাঙ্গুলোন্মিতাম্।
শরাবসংপুটে ছিদ্রে কৃত্বা জিহ্মাং বিচক্ষণঃ ॥
বৈরেচনং মুখেনৈব কাসবান্ ধূমমাপিবেৎ।
তমুরঃ কেবলং প্রাপ্তং মুখেনৈবোদ্বমেৎ পুনঃ ॥
স হন্ত তৈক্ষ্ণ্যাদ্বিচ্ছেদ্য শ্লেষ্মাণমুরসি স্থিতম্।
নিষ্কৃষ্য শময়েৎ কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ ॥
মনঃশিলালমধুকমাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং তস্যানু চ ক্ষীরং সুখোষ্ণং সগুড়ং পিবেৎ ॥

এব কাসান্ পৃথগ্দোষসন্নিপাতসমুদ্ভবান্।
ধূমো হন্যাদসংসিদ্ধানন্যৈর্যোগশতৈরপি॥
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং শার্ঙ্গেষ্টাং সমনঃশিলাম্।
মরিচং পিপ্পলীং দ্রাক্ষামেলাং সুরসমঞ্জরীম্॥
কৃত্বা বর্ত্তিং পিবেদ্ধূমং ক্ষৌমচেলানুবর্ত্তিতাম্।
ঘৃতাক্তামনু চ ক্ষীরং গুড়োদকমথাপি বা॥
মনঃশিলৈলামরিচক্ষারাঞ্জনকুটন্নটৈঃ।
বংশলোচনসেব্যালক্ষৌমলক্তকরোহিষৈঃ॥
পূর্ব্বকল্পেন ধূমোঽয়ং সানুপানো বিধীয়তে।
আলং মনঃশিলা তদ্বৎ পিপ্পলীনাগরৈঃ সহ॥
ত্বগেঙ্গুদী বৃহত্যৌ চ তালমূলী মনঃশিলা।
কার্পাসাস্থ্যশ্বগন্ধা চ ধূমঃ কাসবিনাশনঃ॥

কাস ও প্রতিশ্যায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মস্তকে বেদনা, নাসিকার স্রাব ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে চিকিৎসক, তাহাকে ধূম প্রয়োগ করিবেন।

ধূম প্রয়োগ বিধি। ধূমপানার্থ নল দশ অঙ্গুল বা অষ্টাঙ্গুল পরিমিত ও বক্রাকার করিবে। একখানি শরাতে ঔষধ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। আর একখানি শরা তাহার উপর চাপা দিয়া উভয়ের সংযোগ স্থল প্রলিপ্ত করিয়া দিবে। উপরস্থ শরাব মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নলটী এরূপভাবে সংযোগ করিয়া দিবে যেন, ফাঁক না থাকে। কাসরোগী সেই নলে মুখ দিয়া বিরেচন ধূম পান করিবে। পীতধূম যখন বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত গমন করিবে, তখন তাহা মুখ দিয়াই বাহির করিয়া দিবে। এই ধূম তীক্ষ্ণতাগুণে হৃদয়স্থিত শ্লেষ্মাকে বিচ্ছিন্ন ও আকৃষ্ট করিয়া বাতশ্লেষ্মজনিত কাসের শান্তি করিয়া থাকে।

মনছাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীফল, চূর্ণ করিয়া তাহাদের ধূম পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পান করিবে। ধূমপানের পর ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে গুড় মিশাইয়া তাহা পান করিবে। এই ধূমপান দ্বারা বাতাদি পৃথক দোষজ ও সন্নিপাতজ কাস যাহা অন্যান্য শতযোগ সেবনে নিবারিত হয় নাই, তাহা প্রশমিত হয়।

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, শাল্ঝ্টী, মনছাল, মরিচ, পিপুল, দ্রাক্ষা, এলাচ ও তুলসীমঞ্জরী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া একখণ্ড ক্ষৌমবস্ত্রে প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্ববৎ ইহার ধূমপান করিবে। ধূমপানের পরে দুগ্ধ বা গুড়মিশ্রিত জল পান করিবে।

মনছাল, এলাচ, মরিচ, যবক্ষার, রসাঞ্জন, কৈবর্ত্তমুতা, বংশলোচন, বেণারমূল, হরিতাল, মসিনা, লাক্ষা, গন্ধতৃণ এই সকল দ্রব্যের, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ধূমপান করিবে এবং দুগ্ধ গুড়জল অনুপান করিবে। এই নিয়মে—হরিতাল, মনছাল, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের ধূমপান করিলে কিংবা ইঙ্গুদীরছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, তালমূলী, মনছাল, কাপাস-বীজ ও অশ্বগন্ধা ইহাদের ধূমপান করিলে কাস বিনষ্ট হয়।

গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালিযবগোধূমষষ্টিকান্ ॥
রসৈর্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্বা ভোজয়েদ্ধিতান্ ।

শালি ও ষষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন, বা যব ও গোধূমকৃত ভক্ষ্য, গ্রামজ, অনূপদেশজাত বা জলজ মাংস রসের সহিত, কিংবা মাষকলাই ও আলকুশীবীজের যূষের সহিত ভোজন করাইবে।

যমানীপিপ্পলীবিল্বশঠীচিত্রকপুষ্করৈঃ।
রাস্নাজাজীপৃথক্‌পর্ণীপলাশবিশ্বভেষজৈঃ ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণাং সিদ্ধাং পেয়ামনিলজে পিবেৎ।
কটীহৃৎপার্শ্বকোষ্ঠার্ত্তিশ্বাসহিক্কাপ্রণাশিনীম্ ॥
দশমূলীরসে তদ্বৎ পঞ্চকোলগুড়ান্বিতাম্।
সিদ্ধাং সমতিলাং দদ্যাৎ ক্ষীরে বাপি সসৈন্ধবাম্ ॥
মাৎস্যকৌক্কুটবারাহৈরামিষৈর্বা ঘৃতান্বিতাম্।
সসৈন্ধবাং পায়য়েত যবাগূং বাতকাসিনম্ ॥

যমানী, পিপুল, বেলশুঁঠ, শঠী, চিতামূল, পুষ্করমূল, রাস্না, কৃষ্ণজীরা, চাকুলে, পলাশ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে যথাবিধি পেয়া পাক করিবে। সেই পেয়া ঘৃতাদি দ্বারা স্নিগ্ধ, দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে বাতজ কাস, এবং কটী, হৃদয়, পার্শ্বদেশ ও কোষ্ঠের বেদনা, এবং শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়। এইরূপ দশমূলের কাথে পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পঞ্চকোল চূর্ণ ও গুড় মিশাইয়া বাতকাসার্ত্ত রোগিকে পান করিতে দিবে। অথবা তুল্যভাগে তিল ও তণ্ডুলচূর্ণ গ্রহণ করিয়া, দুগ্ধের সহিত পেয়া পাক করিবে। তাহাতে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া বাতকাস রোগিকে সেবন করাইবে। মৎস্য কুক্কুট, বা বরাহমাংসের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত মিশাইয়া বাতকাসার্ত্ত রোগিকে সেবন করিতে দিবে।

বাস্তুকো বায়সীশাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ ॥
দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ।
শস্যন্তে বাতকাসেষু স্বাদ্বম্ললবণানি চ ॥

বেতোশাক, কাকমাচীশাক, মূলার শাক, সুযুণিশাক, তৈলাদি স্নেহ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়কৃত খাদ্য, দধি, কাঁজি, অম্লফল, প্রসন্না (মদ্যবিশেষ) এবং মধুর অম্ল ও লবণ রস এই সকল দ্রব্য বাতজ কাসে প্রশস্ত।

পিত্তকাসেতু সকফে বমনং সর্পিষা হিতম্।
তথা মদনকাশ্মর্য্যামধুককথিতৈর্জলৈঃ ॥
যষ্ট্যাহ্বফলকল্কৈর্বা বিদারীক্ষুরসাযুতৈঃ।
হৃতদোষস্ততঃ শীতং মধুরঞ্চ ভজেৎ ক্রমম্ ॥

পৈত্তে কাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্॥
স্নিগ্ধশীতস্তনুকফে রুক্ষশীতঃ ঘনে কফে।
ক্রমঃ কার্য্যঃ পরং ভোজ্যৈঃ স্নেহৈর্লেহৈশ্চ শস্যতে॥

পিত্তজ কাস। পিত্তজ কাসে কফাধিক্য থাকিলে ঘৃত পান করাইয়া অথবা ময়না ফল, গাম্ভারিফল ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথ পান করাইয়া কিংবা ভুঁইকুমড়ার রসে ও ইক্ষুরসে, ময়নাফল ও যষ্টিমধু চূর্ণ মিশাইয়া তাহা পান করাইয়া রোগিকে বমন করাইবে। বমন দ্বারা দোষ হৃত হইলে শীতল ও মধুর দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ কাসে কফ পাত্‌লা হইলে, মধুর দ্রব্য সংযুক্ত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে এবং কফ ঘন হইলে তিক্তদ্রব্য সংযুক্ত তেউড়ীচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইবে। তনুকফান্বিত পিত্তজ কাসে স্নিগ্ধশীতল ও ঘন কফান্বিত পিত্তজ কাসে, রুক্ষশীতল চিকিৎসা কর্ত্তব্য। তদনন্তর স্নেহের সহিত লেহ ও ভোজ্য প্রয়োগ বিধেয়।

শৃঙ্গাটকং পদ্মবীজং নীলি সারণিঃ পিপ্পলী।
পিপ্পলীমুস্তযষ্ট্যাহ্বদ্রাক্ষামূর্ব্বামহৌষধম্॥
লাজামৃতাফলং দ্রাক্ষা ত্বক্‌ক্ষীরী পিপ্পলী সিতা।
পিপ্পলী পদ্মকং দ্রাক্ষা বৃহত্যাশ্চ ফলাদ্রসঃ॥
খর্জ্জূরং পিপ্পলী বাংশী শ্বদংষ্ট্রা চেতি পঞ্চতে।
ঘৃতক্ষৌদ্রযুতা লেহাঃ শ্লোকার্দ্ধৈঃ পিত্তকাসিনাম্॥
শর্করাচন্দনদ্রাক্ষামধুধাত্রীফলোৎপলৈঃ।
পৈত্তে সমুস্তমরিচঃ সকফে সঘৃতোঽনিলে॥

পানিফল, পদ্মবীজ, নীল, গন্ধভাদুলে ও পিপুল; পিপুল, মুতা যষ্টিমধু দ্রাক্ষা, মূর্ব্বা ও শুঁঠ; খই, আমলকী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, পিপুল ও চিনি; পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও বৃহতী ফলের রস; খেজুর, পিপুল, বংশলোচন ও গোক্ষুর এই পাঁচটী যোগ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পিত্তজ কাসের শান্তি হয়। শর্করা, চন্দন, দ্রাক্ষা, আমলকী ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ কাসে; এই সকল চূর্ণের সহিত মুতা ও মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া কফান্বিত পিত্তজ কাসে; এবং ঐ সকল চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বাতান্বিত পিত্তজ কাসে প্রয়োগ করিবে।

মৃদ্বীকার্দ্ধশতং ত্রিংশৎ পিপ্পলীঃ শর্করাপলম্।
লেহয়েন্মধুনা গোর্ব্বা ক্ষীরে পক্ত্বা শকৃদ্রসম্॥
ত্বগেলাব্যোষমৃদ্বীকাপিপ্পলীমূলপৌষ্করৈঃ।
লাজামুস্তশঠীরাস্নাধাত্রীফলবিভীতকৈঃ॥
শর্করাক্ষৌদ্রসর্পির্ভির্লেহঃ কাসবিনাশনঃ।
শ্বাসং হিক্কাং ক্ষয়ঞ্চৈব হৃদ্রোগঞ্চ প্রণাশয়েৎ॥

পিপ্পল্যামলকং দ্রাক্ষাং লাক্ষাং লাজান্ সিতোপলাম্।
ক্ষীরে পক্ত্বা ঘনং শীতং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রাষ্টভাগিকম্॥
বিদারীক্ষুমৃণালানাং রসাৎ ক্ষীরং সিতোপলাম্।
পিবেদ্ বা মধুসংযুক্তং পিত্তকাসহরং পরম্॥

দ্রাক্ষা ৫০টী, পিপুল ৩০টী ও চিনি ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা গব্যদুগ্ধের সহিত গোময় রস পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাই লেহন করিবে। গুড়ত্বক্, এলাচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুলমূল, পুষ্করমূল, খই, মুতা, শঠী, রাস্না, আমলকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয় ও হৃদ্‌রোগ নষ্ট হয়। পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, খই, মিছরি এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে; শীতল হইলে উহার সহিত অষ্টমভাগ মধু মিশ্রিত করিবে। এই লেহ পিত্তকাস নাশক। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুরস, বেণা মূলের কাথ, দুগ্ধ ও চিনি এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত লেহন বা পান করিবে। ইহা দ্বারা পিত্ত কাস নিবারিত হয়।

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদযূষৈঃ শাকৈর্ব্বা তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ॥
ঘনশ্লেষ্মণি লেহাস্তু তিক্তা মধুরসংযুতাঃ।
শালয়ঃ স্যুস্তনুকফে ষষ্টিকাশ্চ রসাদিভিঃ॥
শর্করাম্ভোঽনুপানার্থং দ্রাক্ষেক্ষূণাং রসাঃ পয়ঃ।
সর্ব্বঞ্চ মধুরং শীতমবিদাহি প্রশস্যতে॥

পিত্তজকাসে মধুর জাঙ্গলমাংসরস, মুদ্গাদির যূষ বা তিক্তশাকের সহিত শ্যামাধান্য বা কোদোধান্যের অন্ন বা যবকৃত ভক্ষ্য উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করাইবে। পিত্তজ কাসে শ্লেষ্মা ঘন হইলে, মধুর ও তিক্ত লেহ এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন ব্যবস্থেয়; এবং কফ পাতলা হইলে মধুর জাঙ্গল মাংসরসাদির সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজ্য। পিত্তজকাসে অনুপানার্থ শর্করোদক (চিনির সরবৎ), দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ কিংবা মধুর ও শীতল অবিদাহী সমস্ত দ্রব্য প্রশস্ত।

কাকোলীবৃহতীমেদাযুগ্মৈঃ সবৃষনাগরৈঃ।
পিত্তকাসে রসান্ ক্ষীরং যূষাংশ্চাপ্যুপকল্পয়েৎ॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী. কণ্টকারী, মেদা, মহামেদা, বাসক ছাল ও শুঁঠ এই এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংসরস দুগ্ধ বা মুদ্গাদির যূষ পাক করিয়া পিত্তকাসাক্রা রোগিকে প্রয়োগ করিবে।

শরাদিপঞ্চমূলস্য পিপ্পলীদ্রাক্ষয়োস্তথা।
কষায়েণ শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ সমধুশর্করম্॥

সিতাস্বরাপৃশ্নিপর্ণীশ্রাবণীবৃহতীযুগৈঃ।
বার্ষভককাকোলীতামলক্যৃদ্ধিজীবকৈঃ ॥
শৃতং পয়ঃ পিবেৎ কাসী জ্বরী দাহী ক্ষতক্ষয়ী ॥
তজ্জং বা সাধয়েৎ সর্পিঃ সক্ষীরেক্ষুরসং ভিষক্।
জীবকাদ্যৈর্মধুরকৈঃ ফলৈশ্চাভিষুকাদিভিঃ ॥
কল্কৈস্ত্রিকার্ষিকৈঃ সিদ্ধে পূতশীতে প্রদাপয়েৎ।
শর্করাপিপ্পলীচূর্ণং ত্বক্‌ক্ষীর্য্যা মরিচস্য চ ॥
শৃঙ্গাটকস্য চাবাপ্য ক্ষৌদ্রগর্ভান্ পলোম্মিতান্।
গুড়ান্ গোধূমচূর্ণেন কৃত্বা খাদেদ্ধিতাশনঃ ॥
শুক্রাসৃগ্‌দোষশোষেষু কাসে ক্ষীণক্ষতেষু চ ॥

শরাদি পঞ্চমূল (শর, কুশ, কাস, উলু ও কৃষ্ণেক্ষু ইহাদের মূল) পিপুল ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সহিত চিনি ও মধু মিশাইবে। ইহা পান করিলে পিত্তজ কাসের শান্তি হয়। চিনি, শালপানি, চাকুলে, থুলকুড়ী, বড় থুলকুড়ী, বৃহতী, কণ্ঠকারী, শতমূলী, ঋষভক, কাকোলী ভুঁইআমলা, ঋদ্ধি ও জীবক এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা কাস, জ্বর, দাহ ও ক্ষতক্ষয় নষ্ট হয়। অথবা উক্ত দ্রব্য সকলের কাথসিদ্ধ দুগ্ধ হইতে ঘৃত তুলিয়া সেই ঘৃত সমপরিমিত দুগ্ধ ও ইক্ষু রসের (তিন গুণ) সহিত পাক করিবে ইহা পান করিলেও পূর্ব্বোক্ত কাসাদি প্রশমিত হয় জীবকাদি মধুরগণ ও বাদাম পেস্তা প্রভৃতি ফল ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক ৬ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে চিনি, পিপুল, বংশলোচন, মরিচ ও পানিফল চূর্ণ (মিলিত চূর্ণ ঘৃতের সিকি) প্রক্ষেপ দিবে। তদনন্তর ঐ ঘৃতের সহিত গোধূম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বড় বড় বটক প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বটকের অভ্যন্তরে মধুর পুর (পিষ্টক প্রস্তুতের ন্যায়) দিবে। হিত ভোজী হইয়া এই বটক সেবন করিলে শুক্রদোষ, রক্তদোষ, শোষ, কাস ও ক্ষতক্ষীণ রোগের শান্তি হয়।

(কেহ বলেন—উল্লিখিত কাথসিদ্ধ দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং এবং ইক্ষুরস ।২ বার সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ ও বাদাম পেস্তা ইত্যাদি ফল প্রত্যেক ৬ তোলা। একত্রে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পরে এই ঘৃত হইতে উক্ত প্রকারে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে।)

শর্করানাগরোদীচ্যং কণ্টকারীং শঠীং সমাম্।
পিষ্ট্বা রসং পিবেৎ পূতং বস্ত্রেণ ঘৃতমূর্চ্ছিতম্ ॥
মহিষ্যজাবিগোক্ষীরধাত্রীফলরসৈঃ সমৈঃ।
সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেদ্ যুক্ত্যা পিত্তকাসনিবর্হণম্ ॥

শুঁঠ, বালা, কণ্টকারী ও শঠী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র বাটিয়া তাহার রস

বাহির করিবে। সেই রসে ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। মহিষ, ছাগ, মেষ ও গো ইহাদিগের দুগ্ধ এবং আমলকীর রস প্রত্যেকে ঘৃতের সমান লইয়া ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পানে পিত্তকাসের শান্তি হয়।

বলিনং বমনৈরাদৌ শোধয়েৎ কফকাসিনম্ ।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ ॥

কফকাসগ্রস্ত বলবান্ রোগিকে প্রথমে (স্নেহ স্বেদ প্রদানানন্তর) বমন ঔষধ দ্বারা শোধন করিবে। তদনন্তর কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ যব অন্ন, এবং কফঘ্ন ভোজ্য প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পলীক্ষারকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ ।
লঘূন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্বা কটুকান্বিতৈঃ ॥
ধান্ববৈল্যরসৈঃ স্নেহৈঃ তিলসর্ষপবিল্বজৈঃ ।
মধ্বম্লোষ্ণাম্বুতক্রং বা মদ্যং বা নিগদং পিবেৎ ॥

পিপুলচূর্ণ ও যবক্ষারের সহিত কুলথ কলায়ের যূষ বা শুষ্ক মূলার যূষ প্রস্তুত করিয়া সেই যূষের সহিত, অথবা কটুরসান্বিত ধন্ব দেশজাত বা বিলেশয় জন্তুর মাংসরস পাক করিয়া, সেই মাংস রসের সহিত কিংবা তিল সর্ষপ বিল্ববীজজাত স্নেহসহ লঘু অন্ন ভোজন করাইবে। ভোজনান্তে মধু, কাঁজি, উষ্ণজল, তক্র বা মদ্য কিংবা নিগদ সীধু পান করাইবে।

পৌষ্করারগ্বধং মূলং পটোলং তৈর্নিশাস্থিতম্ ।
জলং মধুযুতং পেয়ং কালেষ্বন্নস্য রাত্রিষু ॥
কট্‌ফলং কত্তৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যবচাভয়াঃ ।
শুণ্ঠী পর্পটকঃ শৃঙ্গী সুরাহ্বঞ্চ শৃতং জলে ॥
মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে ।
কণ্ঠরোগে মুখে শূনে শ্বাসহিক্কাজ্বরেষু চ ॥
পাঠাং শুণ্ঠীং শঠীং মূর্ব্বাং গবাক্ষীং মুস্তপিপ্পলীম্ ।
পিষ্ট্বা ঘর্ম্মাম্বুনা হিঙ্গুসৈন্ধবাভ্যাং যুতং পিবেৎ ॥
নাগরাতিবিষামুস্তং শৃঙ্গীকর্কটকস্য চ ।
হরীতকীং শঠীঞ্চৈব তেনৈব বিধিনা পিবেৎ ॥

পুষ্কর মূল, সোঁদালমূল, পল্‌তা এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সেই জল ছাঁকিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া, ভোজন কালে ও রাত্রিতে পান করিতে দিবে। কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধনে, বচ, হরীতকী, শুঁঠ, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও হিঙ্গুচূর্ণ দিবে। এই কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মজকাস, কণ্ঠরোগ, মুখশোথ, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বর প্রশমিত হয়। আকনাদি, শুঁঠ, শঠী, মূর্ব্বা, রাখালশসা, মুতা ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া, তাহাতে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া গরমজলের

সহিত পান করিবে। শুঁঠ, আতইচ, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী ও শঠী, ইহাদের কল্ক পূর্ব্ববৎ পান করিবে।

তৈলে ভৃষ্টঞ্চ পিপ্পল্যাঃ কল্কাক্ষং সসিতোপলম্।
পিবেদ্বা শ্লেষ্মকাসঘ্নং কুলত্থসলিলাপ্লুতম্॥

পিপুল কল্ক ২ তোলা, তৈলে ভাজিয়া তাহা সমপরিমিত চিনির সহিত মিশাইবে। এই কল্ক কুলথ কলায়ের কাথের সহিত পান করিলে শ্লেষ্মজ কাসের শান্তি হয়।

কাসমর্দ্দাশ্ববিড়্ভৃঙ্গরাজো বার্ত্তাকজা রসাঃ।
সক্ষৌদ্রাঃ কফকাসঘ্নাঃ সুরসস্যাসিতস্য চ॥

কাল কাসুন্দে, অশ্ব-পুরীষ, ভীমরাজ, বেগুণ ও কালতুলসীর রস মধুর সহিত পান করিলে কফজকাস নিবারিত হয়।

দেবদারু শঠী রাস্না কর্কটাখ্যা দুরালভা।
পিপ্পলী নাগরং মুস্তং পথ্যাধাত্রীসিতোপলাঃ॥
মধুতৈলযুতাবেতৌ লেহৌ বাতানুগে কফে।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী॥
পথ্যা তামলকী ধাত্রী ভদ্রমুস্তানি পিপ্পলী।
দেবদার্ব্বভয়া মুস্তং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
বিশালা পিপ্পলী মুস্তং ত্রিবৃতা চেতি লেহয়েৎ।
চতুরো মধুনা লেহান্ কফকাসহরান্ ভিষক্॥

দেবদারু, শঠী, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা এবং পিপুল, শুঁঠ, মুতা, হরীতকী, আমলকী ও চিনি এই দুইটী যোগ মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বাতানুগ শ্লেষ্মজকাসের শান্তি হয়। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল ও গজপিপ্পলী; হরীতকী, ভুঁই আমলা, আমলকী, ভদ্রমুতা ও পিপুল; দেবদারু, হরীতকী, মুতা, পিপুল ও শুঁঠ এবং রাখালশসা, পিপুল, মুতা ও তেউড়ী এই চারিটী যোগ পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহবৎ করিবে। এই লেহ সেবন করিলে কফজ কাস নষ্ট হয়।

সৌবর্চ্চলাভয়াধাত্রীপিপ্পলীক্ষারনাগরম্।
চূর্ণিতং সর্পিষা বাতকফকাসহরং পিবেৎ॥

সচললবণ, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, যবক্ষার ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে বাতশ্লেষ্মজকাস নষ্ট হয়।

দশমূলাঢ়কে প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ।
পুষ্করাহ্বশঠীবিল্বসুরসব্যোষহিঙ্গুভিঃ॥
পেয়ানুপেয়ং তৎ পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ॥

ইতি দশমূলাদিঘৃতম্।

দশমূলাদি ঘৃত। দশমূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ।৬ ষোল সের। ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—পুষ্করমূল, শঠী, বিল্বমূল, তুলসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং প্রত্যেক ২ তোলা একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিয়া পেয়া অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা বাতকফাত্মক কাস এবং বাতকফাত্মক সর্ব্বপ্রকার শ্বাস নিবারিত হয়।

সমূলপত্রশাখায়াঃ কণ্টকার্য্যা রসাঢ়কে।
ঘৃতপ্রস্থং বলাব্যোষবিড়ঙ্গশঠীচিত্রকৈঃ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষারবিল্বামলকপৌষ্করৈঃ।
বৃশ্চীরবৃহতীপথ্যাযমানীদাড়িমর্দ্ধিভিঃ॥
দ্রাক্ষাপুনর্নবাচব্যদুরালভাম্লবেতসৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গীরাস্নাগোক্ষুরকৈঃ পচেৎ॥
কল্কৈস্তৎ সর্ব্বকাসেষু হিক্কাশ্বাসেষু শস্যতে।
কণ্টকারীঘৃতং হ্যেতৎ কফব্যাধিনিসূদনম্॥

ইতি কণ্টকারীঘৃতম্।

কণ্টকারী ঘৃত। ঘৃত /৪ সের। মূল, পত্র ও শাখার সহিত কুট্টিত কণ্টকারীর স্বরস বা কাথ ।৬ ষোল সের। কল্কার্থ—বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শঠী, চিতামূল, সচললবণ, যবক্ষার, বিল্বমূলের ছাল, আমলকী, পুষ্করমূল, শ্বেত পুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যোয়ান, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, পুনর্নবা, চৈ, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁইআমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর মিশ্রিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সর্ব্বপ্রকার কাস ও হিক্কা শ্বাসে প্রয়োগ করিবে। এই কণ্টকারী ঘৃত কফব্যাধি নিসূদন।

কুলত্থরসসংযুক্তং পঞ্চমূলশৃতং ঘৃতম্।
পায়য়েৎ কফজে কাসে হিক্কাশ্বাসে চ শস্যতে॥

ইতি কুলত্থাদি ঘৃতম্।

কুলত্থাদি ঘৃত। কুলথ কাথ ।৬ ষোল সের ও বৃহৎ পঞ্চমূলের কল্ক /১ সেরের সহিত যথাবিধি /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। এই ঘৃত কফজকাসে ও হিক্কাশ্বাসে প্রশস্ত।

ধূমাংস্তানেব দদ্যাচ্চ যে প্রোক্তা বাতকাসিনাম্।
কোশাতকীফলামধ্যং পিবেদ্বা সমনঃশিলম্॥

পূর্ব্বোক্ত বাতকাসে যে সকল, ধূমপ্রয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই কফকাসে প্রয়োগ করিবে। অথবা ঘোষাফলের মজ্জা ও মনঃশিলার ধূমপান করিবে।

তমকঃ কফকাসে তু স্যাচ্চেৎ পিত্তানুবন্ধজে।
পিত্তকাসক্রিয়াং তত্র যথাবস্থং প্রয়োজয়েৎ॥
বাতে কফানুবন্ধে তু কুর্য্যাৎ কফহরীং ক্রিয়াম্।
পিত্তানুবন্ধয়োর্ব্বাতকফয়োঃ পিত্তনাশিনীম্॥

পিত্তানুবন্ধ কফকাসে যদি তমক শ্বাস হয়, তাহা হইলে অবস্থানুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত পিত্ত কাসোক্ত চিকিৎসা করিবে। বাতকাসে কফানুবন্ধ থাকিলে কফ নাশক চিকিৎসা করিবে। এবং পিত্তানুবন্ধ বাতজ বা কফজ কাসে পিত্ত নাশক চিকিৎসা করিবে।

আর্দ্রে বিরূক্ষণং শুষ্কে স্নিগ্ধং বাতকফাত্মকে।
কাসেঽন্নপানং কফজে সপিত্তে তিক্তসংযুতম্॥

বাতশ্লেষ্মজ কাসে কফ আর্দ্র থাকিলে, রুক্ষ অন্নপান এবং কফ শুষ্ক থাকিলে স্নিগ্ধ অন্নপান ব্যবস্থা করিবে। পিত্তানুবন্ধ কফজ কাসে তিক্ত সংযুক্ত অন্নপান প্রয়োগ করিবে।

কাসমাত্যয়িকং মত্বা ক্ষতজং ত্বরয়া জয়েৎ।
মধুরৈর্জীবনীয়ৈশ্চ বলমাংসবিবর্দ্ধনৈঃ॥

ক্ষতজ কাসকে ভয়ঙ্কর বলিয়া বুঝিলে, মধুর দ্রব্য, জীবনীয় দ্রব্য ও বল মাংস বর্দ্ধক অন্যান্য ঔষধাদি দ্বারা সত্বর তাহার প্রতিকার করিবে।

পিপ্পলীমধুকং পিষ্টং কার্ষিকং সসিতোপলম্।
প্রাস্থিকং গব্যমাজঞ্চ ক্ষীরমিক্ষুরসস্তথা॥
যবগোধূমমৃদ্বীকাচূর্ণমামলকাদ্রসঃ।
তৈলঞ্চ প্রসৃতাংশানি তৎ সর্ব্বং মৃদুনাগ্নিনা॥
পচেল্লেহং ঘৃতক্ষৌদ্রযুক্তঃ স ক্ষতকাসহা।
শ্বাসহৃদ্রোগকার্শ্যেষু হিতো বৃদ্ধাল্পরেতসে॥

ইতি পিপ্পল্যাদি লেহঃ।

পিপ্পল্যাদি লেহ। পিপুল ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা, চিনি ২ তোলা, গব্য দুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের, যব, গোধূম, কিস্‌মিস্ চূর্ণ, (কল্ক) আমলকীর রস ও তৈল প্রত্যেক /।০ এক পোয়া এই সমস্ত দ্রব্য মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে ক্ষতকাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ ও কার্শ্য নিবারিত হয়। ইহা বৃদ্ধ ও অল্প শুক্র ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর।

ক্ষতকাসাভিভূতানাং বৃত্তিঃ স্যাৎ পিত্তকাসিকী।
ক্ষীরসর্পির্মধুপ্রায়া সংসর্গে তু বিশেষণম্॥
বাতপিত্তার্দ্দিতেঽভ্যঙ্গো গাত্রভেদে ঘৃতৈর্হিতঃ।
তৈলৈর্মারুতরোগঘ্নৈঃ পীড্যমানে চ বায়ুনা॥
হৃৎপার্শ্বার্ত্তিষু পানং স্যাজ্জীবনীয়স্য সর্পিষঃ।
সদাহং কাসিনো রক্তং ষ্ঠীবতঃ সবলেঽনলে॥
মাংসোচিতেভ্যঃ ক্ষামেভ্যো লাবাদীনাং রসা হিতাঃ।
তৃষ্ণার্ত্তানাং পয়শ্ছাগং শরমূলাদিভিঃ শৃতম্॥

রক্তে স্রোতোভ্য আস্যাদ্বাপ্যাগতে ক্ষীরজং ঘৃতম্।
নস্যং পানং যবাগূর্বা শ্রান্তে ক্ষামে হতানলে ॥
স্তম্ভায়ামেষু মহতীং মাত্রাং বা সর্পিষঃ পিবেৎ।
কুর্য্যাদ্বা বাতরোগঘ্নং পিত্তরক্তাবিরোধি যৎ ॥

ক্ষতকাসাক্রান্ত রোগিদিগকে, পিত্তকাসোক্ত পথ্যাদি প্রদান করিবে। তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ ঘৃত ও মধু যুক্ত ভোজ্য প্রশস্ত। কিন্তু দোষদ্বয়ের সংসর্গে পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষত্ব আছে। ক্ষতকাস রোগী বায়ু ও পিত্ত লক্ষণ দ্বারা পীড়িত হইলে এবং তাহার গাত্রে বেদনা থাকিলে ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করা উচিত। বায়ুর দ্বারা পীড়িত হইলে বাত রোগঘ্ন তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করা কর্ত্তব্য। ক্ষতকাস রোগির হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, জীবনীয় ঘৃত পান করাইবে। ক্ষতকাস রোগির যদি দাহ থাকে, রক্ত নির্গম হয়, অগ্নি বলবান্ থাকে, শরীর দুর্ব্বল হয়, এবং তাহার মাংস সেবন করা অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে তাহাকে লাবাদি পক্ষির মাংসের রস সেবন করিতে দিবে। রোগী পিপাসার্ত্ত হইলে শরমূলাদির (তৃণ-পঞ্চমূলের) সহিত ছাগ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। ক্ষতকাসাক্রান্ত রোগির মুখ হইতে বা অন্যকোন স্রোতঃ হইতে রক্ত নির্গত হইলে তাহাকে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত পান করাইবে বা সেই ঘৃতের নস্য দিবে। রোগী পরিশ্রান্ত ক্ষীণ ও নষ্টাগ্নি হইলে তাহাকে যবাগূ পান করা-ইবে। এই রোগির শরীরের স্তব্ধতা বা অন্তরায়ামাদি রোগ উপস্থিত হইলে তাহাকে অধিক মাত্রায় ঘৃত পান করাইবে। যাহা রক্তপিত্তের অবিরোধী ও বাত রোগ নাশক সেই সমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগ করিবে।

নিবৃত্তে ক্ষতদোষে তু কফে বৃদ্ধ উরঃক্ষতে।
দাল্যতে কাসিনো যস্য স ধূমান্ না পিবেদিমান্ ॥
দ্বে মেদে মধুকং দ্বে চ বলে তৈঃ ক্ষৌমলক্তকৈঃ।
বর্ত্তিতৈর্ধূমমাপীয় জীবনীয়ঘৃতং পিবেৎ ॥
মনঃশিলাপলাশাজগন্ধাত্বক্ক্ষীরিনাগরৈঃ।
ভাবয়িত্বা পিবেৎ ক্ষৌমং শর্করেক্ষুগুড়োদকম্ ॥
পিষ্ট্বা মনঃশিলাং তুল্যামার্দ্রয়া বটশুঙ্গয়া।
সসর্পিষ্কং পিবেদ্ধূমং তিত্তিরিপ্রতিভোজনম্ ॥
ভাবিতং জীবনীয়ৈর্বা কুলিঙ্গাণ্ডরসায়ুতৈঃ।
ক্ষৌমং ধূমং পিবেৎ ক্ষীরং শৃতক্বাথোগুড়ৈরনু ॥

উরঃক্ষত রোগে উক্তরূপ চিকিৎসা দ্বারা ক্ষতদোষ নিবৃত্ত হইলে যদি কফের আধিক্য লক্ষিত হয়, এবং হৃদয়ে দলিতবদ্ বেদনা থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে নিম্নলিখিত ধূম পান করাইবে। যথা—মেদা, মহামেদা, যষ্টিমধু, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই সকল দ্রব্য একত্র পেষিত করিয়া এক খণ্ড ক্ষৌম বস্ত্র ও অলক্তকে মাখাইয়া বর্ত্তি পাকাইবে। সেই বর্ত্তি পূর্ব্ববৎ শরাবসম্পুটে রাখিয়া ধূম পান করিবে। ধূমপানানন্তর জীবনীয় ঘৃত পান করিবে। মনঃশিলা, পলাশবীজ, বনযোয়ান, বংশলোচন ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য দ্বারা এক খণ্ড ক্ষৌম

বস্ত্র ভাবিত করিয়া পূর্ব্ববৎ তাহার ধূমপান করিবে। ধূম পানের পর শর্করোদক, ইক্ষুরস বা গুড়োদক পান করিবে। মনঃশিলা ও আর্দ্র বটশুঙ্গ সমভাগে বাটিয়া তদ্দ্বারা একখণ্ড ক্ষৌমবস্ত্র প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, সেই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্ববৎ ধূমপান করিবে। ধূম পানের পরে তিত্তিরি মাংসের রসের সহিত ভোজন করিবে। অথবা জীবনীয়গণের কাথে চটকপক্ষীর ডিমের তরল অংশ মিশাইয়া তদ্দ্বারা একখণ্ড ক্ষৌমবস্ত্র ভাবনা দিবে। এই ক্ষৌম বস্ত্রের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যথাবৎ ধূমপান করিবে। ধূমপানান্তে লৌহ গোলক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপণ পূর্ব্বক সেই দুগ্ধ অনুপান করিবে।

সম্পূর্ণরূপং ক্ষয়জং দুর্ব্বলস্য বিবর্জ্জয়েৎ।
নবোত্থিতং বলবতঃ প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্॥

ক্ষয়কাসাক্রান্ত রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, এবং তাহার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে। আর রোগী যদি বলবান্ হয়, এবং রোগও অল্পদিনজাত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ রোগির আত্মীয় স্বজনদিগকে বলিবে যে, এই রোগ অসাধ্য ইহাতে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়। রোগির রোগমুক্ত হওয়া সুকঠিন; এই কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

তস্মৈ বৃংহণমেবাদৌ কুর্য্যাদগ্নেশ্চ দীপনম্।
বহুদোষায় সস্নেহং মৃদু দদ্যাৎ বিরেচনম্॥
শম্পাকেন ত্রিবৃতয়া মৃদ্বীকারসযুক্তয়া।
তিল্বকস্য কষায়েণ বিদারীস্বরসেন চ॥
সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেদ্ যুক্ত্যা ক্ষীণদেহবিশোধনম্॥

ক্ষয়কাসাক্রান্ত রোগিকে প্রথমে পুষ্টিকারক ও অগ্নিদীপক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। রোগী বহুদোষাক্রান্ত হইলে, তাহাকে স্নেহযুক্ত মৃদু বিরেচন প্রদান করিবে। বিরেচন যথা—সোন্দাল ও তেউড়ীর কল্ক এবং দ্রাক্ষার রস, লোধের কাথ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের কাথসহ ঘৃতপাক করিয়া ক্ষীণদেহ রোগিকে যুক্তি পূর্ব্বক পান করাইবে; ইহাতে তাহার বিরেচন হইবে।

পিত্তে কফে চ সংক্ষীণে পরিক্ষীণেষু ধাতুষু।
ঘৃতং কর্কটকীক্ষীরদ্বিবলাসাধিতং পিবেৎ॥
বিদারীভিঃ কদম্বৈর্বা তালশস্যৈস্তথা শৃতম্।
ঘৃতং পয়শ্চ মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্রনির্গমে॥
শূনে সবেদনে মেঢ্রে পায়ৌ সশ্রোণিবঙ্ক্ষণে।
ঘৃতমণ্ডেন মধুনানুবাস্যো মিশ্রকেণ বা॥
জাঙ্গলৈঃ প্রতিভুক্তস্য বর্ত্তকাদ্যা বিলেশয়াঃ।
ক্রমশঃ প্রসহাশ্চৈব প্রযোজ্যাঃ পিশিতাশিনঃ॥

উষ্ণ্যাৎ প্রমাথিভাবাচ্চ স্রোতোভ্যশ্চ্যাবয়ন্তি তে।
কফং শুদ্ধস্তু তৈঃ পুষ্টিং কুর্য্যাৎ সম্যগ্বহন্ রসঃ॥

ক্ষয়রোগির পিত্ত, কফ ও ধাতুসমূহ ক্ষীণ হইলে তাহাকে নিম্নলিখিত ঘৃত পান করিতে দিবে। কাঁকড়াশৃঙ্গী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে ইহাদের কল্ক (ঘৃতের চতুর্থাংশ) এবং দুগ্ধ (ঘৃতের চতুর্গুণ) সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিতে দিবে। এই রোগে রোগির মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রের বিবর্ণতা থাকলে ভূমিকুষ্মাণ্ড কদম্ব বা তালাঙ্কুরের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত ও দুগ্ধ পান করাইবে। রোগির লিঙ্গ, গুহ্যদেশ, শ্রোণী ও কুঁচকিস্থানে বেদনা ও শোথ থাকিলে মধু মিশ্রিত ঘৃতমণ্ডের অনুবাসন দিবে। অথবা ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহার অনুবাসন দিবে। অনুবাসনের পর তাহাকে জাঙ্গল মাংস রসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ক্রমশঃ বর্ত্তকাদিপক্ষিমাংস বিলেশয় জন্তুর মাংস, এবং মাংসাশি প্রসহ জন্তুর মাংস প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত মাংসাশি পশুর মাংস উষ্ণবীর্য্য ও প্রমাথি-গুণান্বিত বলিয়া তাহারা স্রোতঃ হইতে কফকে নিষ্কাশিত করিয়া থাকে। কফ স্রোতঃ হইতে নিষ্কাশিত হইলে স্রোতঃসমূহ বিশুদ্ধ হয়; সেই বিশুদ্ধ স্রোতঃ পথে রস সম্যক্ প্রবাহিত হওয়ায় রোগির রক্তাদি ধাতুসমূহ পুষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চমূলীস্ত্রিফলাচবিকাভার্গিচিত্রকৈঃ।
কুলত্থপিপ্পলীমূলপাঠাকোলযবৈর্জলে॥
শৃতে নাগরদুঃস্পর্শাপিপ্পলীশটিপৌষ্করৈঃ।
কল্কৈঃ কর্কটশৃঙ্গ্যা চ সমৈঃ সর্পির্বিপাচয়েৎ॥
সিদ্ধেঽস্মিংশ্চূর্ণিতৌ ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ।
দত্ত্বা যুক্ত্যা পিবেন্মাত্রাং ক্ষয়কাসনিপীড়িতঃ॥

ইতি দ্বিপঞ্চমূল্যাদিঘৃতম্।

দ্বিপঞ্চমূল্যাদি ঘৃত। দশমূল, ত্রিফলা, চৈ, বামুনহাটী, চিতামূল, কুলত্থ কলাই, পিপুলমূল, আকনাদি, কুলশুঁঠ ও যব, ইহাদের কাথ ১৬ ষোল সের; কল্কার্থ শুঁঠ, দুরালভা, শঠী, পিপুল, পুষ্করমূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের কল্ক মিলিত /১ একসের; ঘৃত /৪ চারিসের; যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষে ঘৃত ছাঁকিয়া তাহাতে যবক্ষার, সাচিক্ষার ও পঞ্চলবণ চূর্ণ যুক্তি পূর্ব্বক মিশাইবে। এই ঘৃত ক্ষয়কাস পীড়িত ব্যক্তিকে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিতে দিবে।

গুড়ূচীং ত্রিফলাং মূর্ব্বাং হরিদ্রাং শ্রেয়সীং বচাম্।
নিদিগ্ধিকাং কাসমর্দ্দং পাঠাং চিত্রকনাগরম্॥
জলে চতুর্গুণে পক্ত্বা পাদশেষেণ তৎ সমম্।
সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেদ্ গুল্মশ্বাসার্ত্তিক্ষয়কাসনুৎ॥

ইতি গুড়ূচ্যাদিঘৃতম্।

গুড়ূচ্যাদি ঘৃত। কাথার্থ—গুলঞ্চ, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, হরিদ্রা, গজপিপ্পলী, বচ, কণ্টকারী, কালকাসিন্দে, আকনাদি, চিতামূল, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ৪ গুণ জলে

পাক করিবে, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথসহ রসপরিমিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, গুল্ম, শ্বাস ও ক্ষয়কাস নিবারিত হয়।

কাসমর্দ্দাভয়ামুস্তপাঠাকট্‌ফলনাগরৈঃ।
পিপ্পলীকটুকাদ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যসুরসৈস্তথা॥
অক্ষমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং ক্ষীরদ্রাক্ষারসাঢ়কে।
পচেচ্ছোষজ্বরপ্লীহসর্ব্বকাসহরং শিবম্॥

ইতি কাসমর্দ্দাদিঘৃতম্।

কাসমর্দ্দাদিঘৃত। ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ /৮ সের ও দ্রাক্ষার কাথ /৮ সের। কল্কার্থ—কালকাসিন্দে হরীতকী, মুতা, আকনাদি, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিপুল, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী ফল ও রাস্না প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে শোষ, জ্বর, প্লীহা ও সর্ব্বপ্রকার কাস প্রশমিত হয়।

ধাত্রীফলৈঃ ক্ষীরসিদ্ধৈঃ সর্পির্বাপ্যবচূর্ণিতম্।
দ্বিগুণে দাড়িমরসে সিদ্ধং বা ব্যোষসংযুতম্॥
পিবেদুপরি ভক্তস্য যবক্ষারঘৃতং নরঃ।
পিপ্পলীগুড়সিদ্ধং বা চ্ছাগক্ষীরযুতং ঘৃতম্॥
এতান্যগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থং সর্পীংষি ক্ষয়কাসিনাম্।
স্যুর্দোষবদ্ধকোষ্ঠোরঃস্রোতসাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে॥

কতকগুলি আমলকী, দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিবে। পরে তাহা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। অথবা দ্বিগুণ দাড়িমের রস ও চতুর্থাংশ ত্রিকটু কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। বা আহারের পর যবক্ষারের সহিত পক্ক ঘৃত পান করাইবে কিংবা পিপুল ও গুড় (ঘৃতের চতুর্থ ভাগ) এবং চারিগুণ ছাগদুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। এই সকল ঘৃত পান করিলে ক্ষয়কাস রোগির অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং দোষবদ্ধ কোষ্ঠ ও উরঃস্রোতের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

হরীতকীর্যবকাথদ্ব্যাঢ়কে বিংশতিং পচেৎ।
স্বিন্না মৃদিত্বা তাস্তস্মিন্ পুরাণগুড়ষট্‌পলম্॥
দত্ত্বাম্নঃশিলাকর্ষং কর্ষার্দ্ধঞ্চ রসাঞ্জনম্।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ পিপ্পল্যাঃ স লেহঃ শ্বাসকাসনুৎ॥

ইতি হরীতকীলেহঃ।

হরীতকী লেহ। যবের ৩২ সের কাথে ২০টী হরীতকী পাক করিবে। হরীতকীগুলি সিদ্ধ হইলে তাহার বীজগুলি ফেলিয়া দিয়া মর্দ্দিত করিয়া লইবে এই পেষিত হরীতকী ও পুরাতন গুড় ৬ পল উক্ত কাথে মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। পাক শেষ হইলে মনছাল ২ তোলা, রসাঞ্জন ১ তোলা ও পিপুল /।০ এক পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া লেহবদ্ ঘন হইলে নামাইবে। এই লেহ শ্বাস কাস বিনাশক।

শ্বাবিধাং সূচয়ো দগ্ধাঃ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাঃ।
শ্বাসকাসহরা বর্হিপাদৌ বা ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥
এরণ্ডপত্রক্ষারং বা ব্যোষতৈলগুড়ান্বিতম্।
লিহ্যাদেতেন বিধিনা সুরসৈরণ্ডপত্রজম্॥
দ্রাক্ষাপদ্মকবার্ত্তাকুপিপ্পলীঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
লিহ্যাৎ ত্র্যুষণচূর্ণং বা পুরাণগুড়সর্পিষা॥
চিত্রকং ত্রিফলাজাজীকর্কটাখ্যং কটুত্রিকম্।
দ্রাক্ষাঞ্চ ক্ষৌদ্রসর্পির্ভ্যাং লিহ্যাদদ্যাদ্ গুড়েন বা॥

সজারুর কাঁটা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। কিংবা ময়ূরের পাদদ্বয় অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে, ইহার দ্বারা শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়। এরণ্ড পত্রের ক্ষার কিংবা তুলসী ও এরণ্ডপত্রের ক্ষার সমভাগ ত্রিকটু চূর্ণের সহিত মিশাইয়া তাহা তৈল ও গুড়ের সহিত লেহন করিবে। দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, বেগুণ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত কিংবা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ পুরাতন গুড় ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। চিতামূল, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু ও দ্রাক্ষা ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত লেহন করিবে।

পদ্মকং ত্রিফলাং ব্যোষং বিড়ঙ্গং সুরদারু চ।
বলাং রাস্নাঞ্চ তুল্যানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণৈঃ পৃথক্‌ক্ষৌদ্রং ঘৃতং সিতাম্।
বিমথ্য লেহয়েল্লেহং সর্ব্বকাসহরং শিবম্॥
ইতি পদ্মকাদিলেহঃ।

পদ্মকাদি লেহ। পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বেড়েলা ও রাস্না এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের সমান, ঘৃত মধু ও চিনি মিশাইয়া একত্র মথিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ সর্ব্ববিধ কাস নিবারক।

জীবন্তীং মধুকং পাঠাং ত্বক্‌ক্ষীরীং ত্রিফলাং শঠীম্।
মুস্তৈলে পিপ্পলীং দ্রাক্ষাং দ্বে বৃহত্যৌ কিতুন্নকম্॥
শারিবাং পৌষ্করং মূলং কর্কটাখ্যং রসাঞ্জনম্।
পুনর্নবাং লোহরজস্ত্রায়মাণাং যমানিকাম্॥
ভার্গীং তামলকীং বিড়ঙ্গং ধন্বযাসকম্।
ক্ষারচিত্রকচব্যাম্লবেতসব্যোষদারু চ॥

চূর্ণীকৃত্য সমাংশানি লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণাৎ পাণিতলং পঞ্চ কাসানেতদ্‌ ব্যপোহতি॥
ইতি জীবন্ত্যাদ্যং চূর্ণমবলেহশ্চ।

জীবন্ত্যাদ্য চূর্ণ ও অবলেহ। জীবন্তী যষ্টিমধু, আকনাদি, বংশলোচন, ত্রিফলা শঠী, মুতা, এলাইচ, পিপুল, দ্রাক্ষা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিতুন্নক (ধনে বিশেষ), অনন্তমূল, পুষ্করমূল কাঁকড়াশৃঙ্গী, রসাঞ্জন, পুনর্নবা, লৌহচূর্ণ, বলাডুমুর, যমানী, বামুনহাটী, ভুঁইআমলা, ঋদ্ধি. বিড়ঙ্গ, দুরালভা, যবক্ষার, চিতামূল, চৈ. অম্ল বেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ বা চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়।

লিহ্যান্মরিচচূর্ণং বা সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্।
সর্ব্বকাসহরং শ্রেষ্ঠং লেহং কাসার্দ্দিতো নরঃ॥
বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেতং প্রযোজয়েৎ॥

মরিচচূর্ণ, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে, সর্ব্ববিধ কাস নষ্ট হয়। ইহা কাসের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কুলের পাতা বাটিয়া, তাহা ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিবে। ইহা স্বরভঙ্গে ও কাসে শ্রেষ্ঠ।

পত্রকল্কং ঘৃতৈর্ভৃষ্টং তিল্বকস্য সশর্করম্।
পেয়া চোৎকারিকা ছর্দ্দিতৃট্‌কাসামাতিসারনুৎ॥
গৌরসর্ষপগণ্ডীরবিড়ঙ্গব্যোষচিত্রকান্।
সাভয়ান্ সাধয়েৎ তোয়ে যবাগূং তেন চাম্ভসা॥
সসর্পির্লবণাং কাসে হিক্কাশ্বাসে সপীনসে।
পাণ্ড্বাময়ে ক্ষয়ে শোষে কর্ণশূলে চ শস্যতে॥

লোধের পত্র বাটিয়া ঘৃতে ভাজিবে, পরে তাহাতে চিনি মিশাইয়া পেয়া বা উৎকারিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা বমি, পিপাসা, কাস ও আমাতিসার বিনষ্ট হয়। শ্বেত সর্ষপ, গণ্ডীর শাক (বা শমট শাক), বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চিতামূল ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণে লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে যবাগূ পাক করিয়া তাহা ঘৃত ও লবণের সহিত পান করিবে। এই যবাগূ, কাস, হিক্কা, শ্বাস, পীনস, পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়, শোষ ও কর্ণশূলে প্রশস্ত।

কণ্টকারীরসে সিদ্ধো মুদ্গযূষঃ সুসংস্কৃতঃ।
সগৌরামলকঃ সাম্লঃ সর্ব্বকাসে ভিষগ্‌জিতম্॥

কণ্টকারী রসে মুগের যূষ পাক করিয়া, তাহা হরিদ্রা ও ঘৃতাদি দ্বারা সুসংস্কৃত ও আমলকীর রসে অম্লীকৃত করিয়া সর্ব্ববিধ কাস রোগে রোগিকে সেবন করাইবে।

বাতঘ্নৌষধনিঃকাথং ক্ষীরং যূষান্ রসানপি।
বৈষ্কিরান্ প্রাতুদান্ বৈলান্ দাপয়েৎ ক্ষয়কাসিনে॥
ক্ষতকাসে চ যে ধূমাঃ সানুষ্ঠানা নিদর্শিতাঃ।
ক্ষয়কাসেঽপি তানেব যথাবস্থং প্রযোজয়েৎ॥
দীপনং বৃংহণঞ্চৈব স্রোতসাঞ্চ বিশোধনম্।
ব্যত্যাসাৎ ক্ষয়কাসিভ্যো বল্যং সর্ব্বং হিতং ভবেৎ॥
সন্নিপাতোদ্ভবো হ্যেষ ক্ষয়কাসঃ সুদারুণঃ।
সন্নিপাতহিতং তস্মাৎ কার্য্যমত্র ভিষগ্জিতম্॥
দোষানুবলযোগাচ্চ ভবেদ্রোগবলাবলম্।
কাসেষ্বেষু গরীয়াংসং জানীয়াদুত্তরোত্তরম্॥

বাতঘ্ন (ভদ্রদার্ব্বাদিগণ) ঔষধের কাথ এবং সেই কাথের সহিত পক্ক দুগ্ধ, মুগাদির যূষ, বিষ্কির প্রতুদ ও বিলেশয় জন্তুর মাংসরস ক্ষয়কাস রোগিকে পান করাইবে। ক্ষত কাসে, যে সকল ধূম ও ধূমপানের অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, অবস্থা বুঝিয়া ক্ষয় কাসেও সেই সকল ধূমপানের ব্যবস্থা করিবে। ক্ষয়কাস রোগিকে অগ্নিদীপক, পুষ্টিকারক, স্রোতে বিশোধক, বলবর্দ্ধক, সমস্ত অন্নপান ব্যবস্থা করিবে। এই সুদারুণ ক্ষয়কাস রোগ সান্নিপাতিক, অতএব ইহাতে ত্রিদোষহিতকর চিকিৎসা করিবে। ক্ষয়কাস রোগে দোষের বলানুসারে রোগেরও বলাবল হয়। বাতজাদি পঞ্চবিধ কাসের মধ্যে উত্তরোত্তরটী বলবান জানিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

ভোজ্যং পানানি সর্পীংষি লেহাশ্চ সহ পানকৈঃ।
ক্ষীরং সর্পিগুর্ড়া ধূমাঃ কাসভৈষজ্যসংগ্রহঃ॥
সংখ্যা নিমিত্তং রূপাণি সাধ্যাসাধ্যত্বমেব চ।
কাসানাং ভেষজং প্রোক্তং গরীয়স্ত্বঞ্চ কাসিনাম্॥

কাস চিকিৎসাধ্যায়ে ভোজ্য, পান, ঘৃত, লেহ পানক, দুগ্ধ, সর্পিরগুড়, ধূম, ও কাসঘ্ন ঔষধ সমূহ; এবং কাস রোগের সংখ্যা, নিদান, রূপ, সাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব এবং প্রত্যেক কাসের ঔষধ ও বলবত্তা বর্ণিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
কাসচিকিৎসিতং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—•—

অথাতোঽতীসারচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অতঃপর আমরা অতিসার চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, ভগবান আত্রেয় এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবন্তং খল্বাত্রেয়ং কৃতাহ্নিকং হুতাগ্নিহোত্রমাসীনমৃষিগণপরিবৃতং হিমবতঃ পার্শ্বে বিনয়াদুপেত্যাভিবাদ্যাগ্নিবেশ উবাচ—ভগবন্নতীসারস্য প্রাগুৎপত্তিনিমিত্তলক্ষণোপশমনানি তু প্রজানুগ্রহার্থমাখ্যাতুমর্হসীতি।

ভগবান আত্রেয় আহ্নিক ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহার নিকটে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন! প্রজানুগ্রাহার্থ অতিসারের পূর্ব্বোৎপত্তি, নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎস', আমাদিগ'ক বলুন।

অথ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়স্তদগ্নিবেশবচনমনুনিশম্যোবাচ— শ্রূয়তা-মগ্নিবেশ সর্ব্বমেতদখিলেন ব্যাখ্যায়মানম্। আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশবঃ সমালভনীয়া বভূবুর্নালম্ভায় প্রক্রিয়ন্তে স্ম। ততো দক্ষযজ্ঞং প্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রাণাং নরিষ্যন্নাভাগেক্ষ্বাকুবিশাশযযাত্যাদীনাঞ্চ ক্রতুষু পশূনামেবাভ্যনুজ্ঞানাৎ পশবঃ প্রোক্ষণমেবাপুঃ। অতঃ প্রত্যবর-কালং পৃথধ্রেণ দীর্ঘসত্রেণ যজতা পশূনামলাভাদ্গবামালম্ভঃ প্রবর্ত্তিতঃ, তদ্দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতা ভূতগণাঃ। তেষাঞ্চোপযোগাদুপাকৃতানাং গবাং গৌরবাদৌষ্ণ্যাদসাত্ম্যত্বাদশস্তোপযোগাৎ স্বাদপযোগাচ্চোপহতাগ্নীনা-মুপহতমনসাঞ্চাতীসারঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ পৃথধ্রয়জ্ঞে।

অনন্তর ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; অগ্নিবেশ! আমি এই সমস্ত বিষয় বশেষভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আদিকালে যজ্ঞে পশুদিগকে বলিযোগ্য করা হইত কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করা হইত না। তৎপরে দক্ষ যজ্ঞের পরবর্ত্তী সময়ে মনুর পুত্র নরিষন্, নাভাগ, ইক্ষাকু, বিশাশ ও যযাতি প্রভৃতির যজ্ঞে পশুদিগেরই অভ্যনুজ্ঞাহেতু তাহাদিগকে কেবল প্রোক্ষণ মাত্র করা হইত। তাহার পরবর্ত্তী কালে পৃথধ্র নামক রাজা দীর্ঘকাল ব্যাপী একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া পশুদিগের বলিদান আরম্ভ করেন। ক্রমে অন্যান্য পশুর অপ্রাপ্তিতে শেষে গো বলিদান প্রবর্ত্তন করেন। তাহা দেখিয়া প্রাণীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠেন। এবং সেই যজ্ঞার্থ হত গো মাংস ভক্ষণে গো মাংসের গুরুত্ব, উষ্ণত্ব, অসাত্ম্যত্ব, অপ্রশস্ততা ও বিস্বাদত্ব হেতু, উহাদের অগ্নি-

মান্দ্য এবং মন উপহত হওয়ায় অতিসার রোগ জন্মে। এই প্রকারে পৃথপ্রবন্ধে প্রথমে অতিসার উৎপন্ন হইয়াছিল।

অথাবরকালং বাতলস্য বাতাতপব্যায়ামাতিমাত্রনিষেবিণো রুক্ষাল্প-প্রমিতাশিনস্তীক্ষ্ণমদ্যব্যবায়নিত্যস্যোদাবর্ত্তয়তশ্চ বেগান্বায়ুঃ প্রকোপ-মাপদ্যতে, পক্তা চোপহন্যতে। স বায়ুঃ প্রকুপিতোঽগ্নাবুপহতে মূত্র-স্বেদৌ পুরীষাশয়মুপহৃত্য তাভ্যাং পুরীষং দ্রবীকৃত্যাতীসারায় কল্পতে।

তৎপরবর্ত্তীকালে অধুনা যে প্রকারে অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি। যে বাতপ্রধান ব্যক্তি অতিমাত্র বায়ু আতপ ও ব্যায়াম সেবন করে; যে ব্যক্তি রুক্ষ, অল্প বা মাত্রাহীন ভোজন করে; যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ মদ্যপান ও নিত্য স্ত্রীসংসর্গ করে এবং মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করে, তাহার বায়ু প্রকুপিত ও অগ্নি নষ্ট হয়। অগ্নি নষ্ট হইলে সেই প্রকুপিত বায়ু মূত্র ও স্বেদকে মলাশয়ে আনিয়া তদ্দ্বারা মলকে দ্রবীভূত করিয়া অতিসার রোগ জন্মাইয়া থাকে।

তস্য রূপাণি বিজ্জলমামবিপ্লুতমবসাদি রুক্ষং দ্রবং সশূলমামগন্ধমীষ-চ্ছব্দং বা বিবদ্ধমূত্রবাতমতিসার্য্যতে পুরীষম্। বায়ুশ্চান্তঃকোষ্ঠে সশব্দ-শূলস্তির্য্যক্ চরতি বিবদ্ধ ইত্যামাতিসারো বাতাৎ। পক্কং বিবদ্ধমল্পাল্পং সশব্দশূলফেনপিচ্ছাপরিকর্ত্তিকং হৃষ্টরোমা বিনিশ্বসন্ শুষ্কমুখঃ কট্যুরু-ত্রিকজানুপৃষ্ঠপার্শ্বশূলী ভ্রষ্টগুদো মুহুর্মুহুর্বিগ্রথিতমুপবেশ্যতে পুরীষং বাতাৎ। তমাহুরনুগ্রথিতকমিত্যেকে বাতানুগ্রথিতবর্চ্চস্ত্বাৎ।

বাতজ আমাতিসারের লক্ষণ। এই অতিসারে পিচ্ছিল, আমমিশ্রিত, অবসাদক, রুক্ষ, দ্রব (পাত্‌লা) ও আমগন্ধযুক্ত মল ঈষৎ শব্দ ও শূলবদ্ বেদনার সহিত নিঃসারিত হয়। ইহাতেও মধ্যে মধ্যে মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা হইয়া থাকে। বায়ু কোষ্ঠের অভ্যন্তরে শব্দ ও শূলবদ্ বেদনা জন্মায় এবং বিবদ্ধ হইয়া তির্য্যক্‌ভাবে বিচরণ করে। ইহাকে বাতজ আমাতিসার বলে। বাতজনিত পক্কাতিসারে মল বিবদ্ধ, অল্প অল্প, শব্দবিশিষ্ট, শূল বেদনান্বিত, সফেন, পিচ্ছিল ও পরিকর্ত্তিকাযুক্ত হয়। এই রোগে রোগির লোমাঞ্চ, শ্বাস, মুখ শুষ্ক, কটী উরু ত্রিক জানু পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা, গুদভ্রংশ ও বারংবার গ্রথিত (গুট্‌লে) মল নিঃসরণ হইয়া থাকে। বায়ুর দ্বারা মল গ্রথিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে অনুগ্রথিত রোগ বলিয়া থাকে।

পিত্তলস্য পুনরম্ললবণকটুকক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণাতিমাত্রনিষেবিণঃ প্রততাগ্নি-সূর্য্যসন্তাপোষ্ণমারুতোপহতগাত্রস্য ক্রোধের্ষ্যাবহুলস্য পিত্তং প্রকোপ-মাপদ্যতে। তৎ প্রকুপিতং দ্রবত্বাদূষ্মাণমুপহত্য পুরীষাশয়মাশ্রিত-মৌষ্ণ্যাদ্দ্রবত্বাৎ সরত্বাচ্চ ভিত্ত্বা পুরীষমতিসারায় কল্পতে।

পিত্তজ অতিসার। পিত্তপ্রধান ব্যক্তি অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য অতি-মাত্র সেবন করিলে বা নিরন্তর অগ্নি ও সূর্য্যের সন্তাপ, এবং উষ্ণ বায়ুর দ্বারা উপহত শরীর হইলে কিংবা ক্রোধ ও ঈর্ষা পরায়ণ হইলে তাহার পিত্ত আরও প্রকুপিত হয়। সেই

প্রকুপিত পিত্ত স্বকীয় দ্রবত্ব গুণে অগ্নিকে নষ্ট করিয়া পক্বাশয়ে গমন করে। এবং নিজের উষ্ণত্ব, দ্রবত্ব ও সারকত্ব হেতু মলকে ভেদ করিয়া অতিসার উৎপাদন করিয়া থাকে।

তস্য রূপাণি হারিদ্রং হরিতং নীলং কৃষ্ণং রক্তপিত্তোপগতমতি-দুর্গন্ধমতিসার্য্যতে পুরীষং, তৃষ্ণাদাহস্বেদমূর্চ্ছাশূলব্রধ্নসন্তাপপাকপরীত ইতি পিত্তাতিসারঃ।

পিত্তাতিসারের লক্ষণ। পিত্তজ অতিসারে মল হারিদ্র, হরিত, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ, রক্তপিত্ত মিশ্রিত ও অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। এই অতিসারে রোগির তৃষ্ণা দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, শূল, কুঁচকীস্থানে বেদনা, গুহ্যদেশে জ্বালা ও পাক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মলস্য তু গুরুমধুরশীতস্নিগ্ধোপসেবিনঃ সম্পূরকস্যাচিন্তয়তো দিবাস্বপ্নপরস্যালসস্য শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে। স স্বভাবাদ্ গুরুমধুর-শীতস্নিগ্ধঃ পুংসোঽগ্নিমুপহত্য সৌম্যস্বভাবাৎ পুরীষাশয়মুপগত্যোপ-ক্লেদ্য পুরীষমতিসারায় কল্পতে।

শ্লেষ্মজ অতিসার। যে শ্লেষ্মল ব্যক্তি গুরুপাক, মধুর রস, শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করে; যে ব্যক্তি অত্যন্ত ভোজনশীল, চিন্তারহিত, দিবানিদ্রাপরায়ণ ও অলস, তাহার শ্লেষ্মা আরও প্রকুপিত হয়। সেই প্রকুপিত শ্লেষ্মা, স্বভাবত গুরু, মধুর, শীত ও স্নিগ্ধ্বত ব্যক্তির অগ্নিকে নাশ করিয়া সৌম্যস্বভাবহেতু মলাশয়ে গমনপূর্ব্বক, মলকে উপক্লিন্ন করিয়া অতিসার উৎপাদন করে।

তস্য রূপাণি স্নিগ্ধং শ্বেতং পিচ্ছিলং তন্তুমদামং গুরু দুর্গন্ধমনুবদ্ধশূল-মত্যল্পমভীক্ষ্ণ মতিসার্য্যতে সপ্রবাহিকং গুরুতরং গুরূদরগুদবস্তিবঙ্ক্ষণ-দেশঃ কৃতাপকৃতসঙ্গঃ সলোমহর্ষঃ সোৎক্লেশো নিদ্রালস্যপরীতঃ সদনোঽন্নদ্বেষী চেতি শ্লেষ্মাতিসারঃ।

শ্লেষ্মজ অতিসারের লক্ষণ। শ্লেষ্মজ অতিসারে স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট, অপক্ক, গুরু, দুর্গন্ধ, অতি অল্প মল বেদনার সহিত বারংবার নিঃসৃত হয়। ইহাতে অত্যন্ত প্রবাহিকা উপস্থিত হয় এবং উদর, মলদ্বার, বস্তি ও বঙ্ক্ষণদেশে গুরুতা; কখন মলবিবদ্ধতা কখনও বা মলের অবদ্ধতা; লোমাঞ্চ, উৎক্লেশ, নিদ্রা, আলস্য, অবসন্নতা এবং অন্নদ্বেষ হইয়া থাকে।

অতিশীতস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণগুরুখরকঠিনবিশদবিষমবিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনাদ-ভোজনাৎ কালাতীতভোজনাচ্চ যৎকিঞ্চিদভ্যবহরণাৎ প্রদুষ্টমদ্যপানীয়-পানাদতিমদ্যপানীয়পানাদসংশোধনাৎ প্রতিকর্ম্মণাঃ বিষমগমনাদনুপচারা-জ্জ্বলনাদিত্যপবনসলিলাতিসেবনাদস্বপ্নাদ্বেগাবধারণাদৃতুবিপর্য্যযাদযথাবল-মারম্ভাদ্ভয়শোকচিন্তোদ্বেগাতিযোগাৎ ক্রিমিশোথজ্বরার্শোবিকারাতি-কর্ষণৈর্ব্ব্যাপন্নাগ্নে স্ত্রয়ো দোষাঃ প্রকুপিতা ভূয় এবাগ্নিমুপহত্য পক্বাশয়মনু-প্রবিশ্যাতীসারং সর্ব্বদোষলিঙ্গং জনয়ন্তি।

সন্নিপাতজ অতিসার। অতিশীতল, অতিরুক্ষ, অতিস্নিগ্ধ, অত্যুষ্ণ, অতিগুরু, অতিখর, অতিকঠিন ও বিষদ গুণান্বিত দ্রব্য ভোজন, বিষম ভোজন, সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, উপবাস, অতীতকালে ভোজন, প্রদুষ্ট মদ্য ও পানীয় পান, অত্যধিক মদ্য ও পানীয় পান, সংশোধনার্হ ব্যক্তির অসংশোধন, বমন বিরেচনাদি পঞ্চ-কর্ম্মের ও চিকিৎসার বিষম গমন অর্থাৎ অসম্যক্ প্রয়োগ বা অযথা প্রয়োগ, অনুপচার, অগ্নি সূর্য্য বায়ু ও জলের অতি সেবন, নিদ্রারাহিত্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ঋতু বিপর্য্যয়, শারীরিক বলের অনুপযোগী কার্য্যকরা, ভয় শোক চিন্তা ও উদ্বেগের আধিক্য এবং ক্রিমি, শোথ, জ্বর ও অর্শোরোগে অতিকর্ষণ হেতু অগ্নি নষ্ট ও বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হয়। প্রকুপিত এই দোষত্রয় ব্যাপন্ন অগ্নিকে পুনর্ব্বার আরও উপহত করিয়া পক্বাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত দোষের লক্ষণান্বিত অতিসার রোগ জন্মাইয়া থাকে।

অপি চ শোণিতাদীন্ ধাতূনতিপ্রদুষ্টান্ দূষয়ন্তো ধাতুদোষস্বভাব-কৃতানতীসারবর্ণানুপদর্শয়ন্তি। তত্র শোণিতাদিষু ধাতুষ্বতিপ্রদুষ্টেষু হারিদ্রহরিতনীলমাঞ্জিষ্ঠমাংসধাবনসঙ্কাশং রক্তং কৃষ্ণং শ্বেতং বা বরাহ-মেদঃসদৃশমনুবদ্ধবেদনমবেদনং বা সমাসব্যাসাদুপবেশ্যতে শকৃদ্।

অপিচ দোষ সকল প্রদুষ্ট শোণিতাদি ধাতুকে দূষিত করিয়া, পুরীষে (মলে), ধাতু ও দোষের স্বভাবকৃত বর্ণ সকল জন্মাইয়া থাকে। শোণিতাদি ধাতু অত্যন্ত দুষ্ট হইলে মল হরিদ্রা, হরিত, নীল বা মাঞ্জিষ্ঠবর্ণ, মাংস ধোয়া জলের ন্যায়, রক্ত, কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ কিংবা শূকরের মেদ সদৃশ হইয়া থাকে। ইহাতে উদরে নিয়ত বেদনা থাকে ; অথবা বেদনা থাকে না, পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত বা ইহার কতকগুলি লক্ষণযুক্ত মলত্যাগ করে।

মহদ্ গ্রথিতমামং শকৃদপি বা পক্বমনতিক্ষীণমাংসশোণিতবলো মন্দাগ্নিবিহতমুখরসশ্চ তাদৃশমাতুরং কৃচ্ছ্রসাধ্যং বিদ্যাৎ। এভির্বর্ণৈরতি-সার্য্যমাণং সোপদ্রবমাতুরমসাধ্যোঽয়মিতি প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌যথা— কাথশোণিতাভং যকৃৎপিণ্ডোপমং মেদোমাংসোদকসদৃশং দধিঘৃতমজ্জ-তৈলবসাক্ষীর-বেশবারাভমতিনীল-মতিরক্তমতিকৃষ্ণমুদকমিবাচ্ছং পুনর্মেচ-কাভমতিস্নিগ্ধং হরিতাভং নীলকষায়বর্ণং কর্ব্বুরবর্ণমাবিলং পিচ্ছিলং তন্তুমদামং চন্দ্রকোপগতমতিকুণপপূতিপূযগন্ধ্যামমৎস্যগন্ধি মক্ষিকাক্রান্তং কথিতবহুধাতুস্রাবমল্পপুরীষমপুরীষং বাতিসার্য্যমাণং তৃষ্ণাদাহজ্বরভ্রমতমো-হিক্কাশ্বাসানুবন্ধমতিবেদনমবেদনং বা স্রস্তপক্বগুদং পতিতগুদবলিং মুক্তনালমতিক্ষীণবলমাংসশোণিতং সর্ব্বপর্ব্বাস্থিশূলিনমরোচকারতি-প্রলাপসংমোহপরীতং সহসোপরতবিকারমতিসারিণমচিকিৎস্যং বিদ্যা দিতি সন্নিপাতাতিসারঃ।

সন্নিপাতজ অতিসারে মল যদি অধিক পরিমিত গ্রথিত, আম অথবা পক্ব লক্ষণান্বিত হয়, এবং রোগের বল, মাংস ও শোণিত অতি ক্ষীণ না হয় ; অগ্নিমান্দ্য ও মুখের রস নষ্ট হয়,

তাহা হইলে তথাবিধ রোগিকে কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। এই অতিসারে রোগির মল যদি নিম্নলিখিত লক্ষণান্বিত এবং রোগীও যদি পরোক্ত উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। অসাধ্য লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি। রোগির মল যদি কাথবৎ বর্ণবিশিষ্ট বা রক্তাভ বা যকৃৎখণ্ড সদৃশ, মেদঃসদৃশ বা মাংস ধাবন জল সদৃশ, কিংবা দধি ঘৃত মজ্জা তৈল বসা দুগ্ধ বা বেশবার সদৃশ, বা অতিনীল, অতিলোহিত কিংবা অতি কৃষ্ণবর্ণ হয়, অথবা জলের ন্যায় স্বচ্ছ, মেচকের ন্যায় ঈষৎ কৃষ্ণরুক্ষ, অতিস্নিগ্ধ হয় কিংবা সবুজবর্ণ বা নীলবৎ কষায়বর্ণ, অথবা নানাবর্ণবিশিষ্ট হয়; কিংবা আবিল (ঘোলাটে), পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট (সুতার ন্যায়) ও আমযুক্ত হয়, অথবা ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, পচা মড়ার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, পূতি পূযগন্ধবিশিষ্ট বা কাঁচা মৎস্যের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট হয়; অথবা এই মল যদি মক্ষিকাক্রান্ত কিংবা মলে যদি কথিত অনেক দ্রবধাতু দৃষ্ট হয়; এবং মল যদি অল্প পুরীষ ও পুরীষশূন্য হয় এবং রোগির যদি তৃষ্ণা দাহ জ্বর ভ্রম তম হিক্কা ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, এবং তাহার উদরে যদি অত্যন্ত বেদনা থাকে বা বেদনা একেবারেই না থাকে; রোগির গুহ্যদেশ স্রস্ত ও পক্ব হয় অথবা গুদবলি পতিত হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রবিষ্ট না হয়; কিংবা গুহ্যদ্বার বিবৃত হইয়া থাকিলে, অথবা বল মাংস ও রক্ত অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে, পর্ব্বাস্থিসমূহে শূলবদ্ বেদনা হইলে, অরুচি অস্বস্থচিত্ততা প্রলাপ ও মোহ থাকিলে, অথবা সহসা অতিসার রোগ নিবৃত্ত হইলে, সেই অতিসারগ্রস্ত ব্যক্তিকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। ইহা সন্নিপাতজ অতিসার।

তমসাধ্যমসাধ্যতামসংপ্রাপ্তং চিকিৎসেদ্ যথাপ্রধানেনোপক্রমেণ হেতূপশয়দোষবিশেষপরীক্ষয়া চেতি।

এই অসাধ্য অতিসারও অসাধ্যভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা করিবে। যে অতিসারে যে দোষের প্রাধান্য থাকিবে, সেই দোষের হেতু উপশয় ও দোষবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

ভবন্তি চাত্র।

আগন্তূ দ্বাবতীসারৌ মানসৌ ভয়শোকজৌ।
যৌ তয়োর্লক্ষণং বায়োর্যদতীসারলক্ষণম্॥

পূর্ব্বোক্ত অতিসার ব্যতীতও আরও দুই প্রকার আগন্তুক অতিসার আছে। ইহারা মানস, ভয় ও শোক হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ বাতজ অতিসারের লক্ষণের ন্যায়।

মারুতো ভয়শোকাভ্যাং শীঘ্রং হি পরিকুপ্যতি।
তয়োঃ ক্রিয়া বাতহরী হর্ষণাশ্বাসনানি চ॥
ইত্যুক্তাঃ ষড়তীসারাঃ সাধ্যানাং সাধনন্ত্বতঃ।
প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বেণ যথাবৎ তন্নিবোধত॥

ভয় ও শোক হইতে শীঘ্রই বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে, সেই জন্য ভয়জ ও শোকজ অতিসারে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে বায়ুনাশক চিকিৎসা, হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাস প্রদান কর্ত্তব্য। এই ছয় প্রকার (দোষজ চারিপ্রকার ও আগন্তুজ দুই প্রকার)

অতিসার উক্ত হইল, ইহাদের মধ্যে সাধ্য অতিসারের চিকিৎসা বিধি যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

দোষাঃ সন্নিচিতা যস্য বিদগ্ধাহারমূর্চ্ছিতাঃ।
অতীসারায় কল্পন্তে ভূয়স্তান্ সংপ্রবর্ত্তয়েৎ ॥
ন তু সংগ্রহণং দেয়ং পূর্ব্বমামাতিসারিণে।
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্ ॥
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহকুষ্ঠগুল্মোদরজ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মানগ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা ॥
তস্মাদুপেক্ষেতোৎক্লিষ্টান্ বর্ত্তমানান্ স্বয়ং মলান্।
কৃচ্ছ্রং বা বহতাং দদ্যাদভয়াং সংপ্রবর্ত্তিনীম্ ॥
তথা প্রবাহিতে দোষে প্রশাম্যত্যুদরাময়ঃ।
জায়তে দেহলঘুতা জঠরাগ্নিশ্চ বর্দ্ধতে ॥

আহারের অজীর্ণভাবশতঃ দোষ সকল সঞ্চিত হইয়া যে ব্যক্তির অতিসার জন্মায়, বিরেচন ঔষধ দ্বারা তাহার সেই সকল দোষ নিঃসারিত করিবে। আমাতিসারে প্রথমেই মলস্তম্ভক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যেহেতু প্রথমাবস্থায় ঐ সকল দোষের অবরোধ করিলে শোথ পাণ্ডু প্লীহা কুষ্ঠ গুল্ম উদর জ্বর দণ্ডক অলসক আধ্মান গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব বহির্গমনোন্মুখ বা স্বয়ং প্রবর্ত্তমান মলের অবরোধ করিবে না, অর্থাৎ উপেক্ষা করিবে। পরন্তু অল্প অল্প মল কষ্টে নিঃসৃত হইলে হরীতকী প্রয়োগ করিবে। হরীতকী দ্বারা দোষ সকল নিঃসারিত হইলে উদরাময়ের শান্তি হয়, উদরের লঘুতা জন্মে এবং জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রমথ্যাং মধ্যদোষেভ্যো দদ্যাদ্দীপনপাচনীম্।
লঙ্ঘনঞ্চাল্পদোষাণাং প্রশস্তমতিসারিণাম্ ॥

অতিসারে, দোষের বল মধ্যমরূপ হইলে নিম্নলিখিত অগ্নিদীপক ও পাচন যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। এবং দোষের বল অল্প হইলে লঙ্ঘনই প্রশস্ত।

পিপ্পলী নাগরং ধান্যং ভূতীকমভয়া বচা।
হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তানি বিল্বং নাগরধান্যকম্ ॥
পৃশ্নিপর্ণী শ্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা।
তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতিসারিণাম্ ॥
বচাপ্রতিবিষাভ্যাং বা মুস্তপর্পটকেন বা।
হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং পক্বং বা পায়য়েজ্জলম্ ॥

(১) পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ; (২) বালা, নাগরমুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে; (৩) চাকুলে, গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা ও কণ্টকারী এই তিনটী যোগ, পাচক ও

অগ্নিদীপক। অতিসারে—বচ ও আতইচ; মুতা ও ক্ষেতপাপড়া; অথবা বালা ও শুঁঠসহ সিদ্ধ জল পান করিবে।

যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ।
তথা স শীঘ্রমাপ্নোতি রুচিমগ্নিবলং বলম্॥

অতিসার রোগী ক্ষুধা দ্বারা ক্ষীণ হইলে তাহাকে ভোজনোচিতকালে লঘুপাক অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তাহাতে রোগী শীঘ্রই রুচি অগ্নিবল ও দৈহিক বল প্রাপ্ত হইবে।

তক্রেণাবন্তিসোমেন যবাগ্বা তর্পণেন বা।
সুরয়া মধুনা বাদৌ যথাসাত্ম্যমুপাচরেৎ॥
যবাগূভির্বিলেপীভিঃ খড়ৈর্যূষৈ রসৌদনৈঃ।
দীপনগ্রাহিসংযুক্তৈঃ ক্রমশ্চ স্যাদতঃ পরম্॥

অতিসাররোগিকে প্রথমে তক্র, কাঁজী, যবাগূ, তর্পণ, সুরা বা মধু ইহাদের মধ্যে যাহা সাত্ম্য বিবেচনা করিবে, অবস্থা বিশেষে তাহাই প্রয়োগ করিবে। অনন্তর অগ্নিদীপক ও সংগ্রাহি ঔষধযুক্ত যবাগূ, বিলেপী, খড়যূষ ও মাংস রসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে।

শালপর্ণীং পৃশ্নিপর্ণীং বৃহতীং কণ্টকারিকাম্।
বলাশ্বদংষ্ট্রাবিল্বানি পাঠাং নাগরধান্যকম্॥
শঠীং পলাশং হবুষাং বচাজীরকপিপ্পলীঃ।
যমানীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্॥
বৃক্ষাম্লং দাড়িমঞ্চাম্লং সহিঙ্গু বিড়সৈন্ধবম্।
প্রযোজয়েদন্নপানে বিধিনা সূপকল্পিতম্॥
বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ গণো দীপনপাচনঃ।
গ্রাহী বল্যো রোচনশ্চ তস্মাচ্ছস্তোঽতিসারিণাম্॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আকনাদি, শুঁঠ, ধনে, শঠী, পলাশ, হবুষ, বচ, জীরা, পিপুল, যমানী, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, থৈকল, অম্লদাড়িম, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ ও বিট্‌লবণ এই সমস্ত দ্রব্য কিংবা ইহাদের মধ্যে যাহা পাওয়া যায় তাহা, বিধি পূর্ব্বক ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া অন্ন ও পানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই শালপর্ণ্যাদিগণ বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক, ধারক, বলকারক এবং রুচিজনক; অতএব ইহা অতিসারে প্রশস্ত।

আমে পরিণতে যস্তু বিবদ্ধমতিসার্য্যতে।
সশূলপিচ্ছমল্পাল্পং বহুশঃ সপ্রবাহিকম্॥
তং মূলকানাং যূষেণ বদরাণামথাপি বা।
উপোদিকায়াঃ ক্ষীরিণ্যা যমান্যা বাস্তুকস্য চ॥

সুবর্চ্চলায়াশ্চঞ্চোর্বা শাকেনাবল্গুজস্য বা।
শট্যাঃ কর্কারুকাণাং বা জীবন্ত্যাশ্চির্ভিটস্য বা॥
লোণিকায়াঃ সপাঠায়াঃ শুষ্কশাকেন বা পুনঃ।
দধিদাড়িমসিদ্ধেন বহুস্নেহেন ভোজয়েৎ॥

উল্লিখিত চিকিৎসা দ্বারা আমদোষ পরিপাক হইলেও রোগী যদি বেদনান্বিত পিচ্ছিল প্রবাহিকা লক্ষণযুক্ত বিবদ্ধ মল বারংবার অল্প অল্প ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে মূলক বা কুলসংযুক্ত মুদ্গাদির যূষের সহিত এবং পুদিনাশাক, ক্ষীরুইশাক, যমানীশাক, বেতোশাক, সূর্য্যমুখীশাক, এরণ্ডপত্রশাক সোমরাজীশাক, শঠীশাক, বড়জাতীয় কাঁকুড়শাক, জীবন্তী শাক, ছোটজাতীয় কাঁকুড়শাক, মুণেশাক ও আকনাদিশাক এই সকল শুষ্ক পত্রশাক দধি ও দাড়িমরস দ্বারা সিদ্ধ করিয়া বহুপরিমিত ঘৃত তৈলাদি স্নেহসহ পাক করিয়া সেই শাকের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

কল্কঃ স্যাদ্বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃ সরোঽম্লস্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্‌॥

কচিবেলের কল্ক ও তিলের (খোসা তোলা) কল্ক সমভাগে লইয়া তাহাতে দধির সর, অম্ল-দাড়িমাদির রস ও ঘৃতাদি স্নেহ মিশ্রিত করিয়া খড়যূষ প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে প্রবাহিকা নষ্ট হয়।

যবানাং মুদ্গমাষাণাং শালীনাঞ্চ তিলস্য চ।
কোলানাং বালবিল্বানাং কাম্লং যূষং প্রকল্পয়েৎ॥
ঐকধ্যং যমকে ভৃষ্টং দধিদাড়িমসাধিতম্‌।
বর্চ্চঃক্ষয়ে শুষ্কমুখং শাল্যন্নং তেন ভোজয়েৎ॥
দধ্নঃ সরং বা যমকে ভৃষ্টং সগুড়নাগরম্‌।
সুরাং বা যমকে ভৃষ্টাং ব্যঞ্জনার্থে প্রদাপয়েৎ॥
ফলাম্লং যমকে ভৃষ্টং যূষং গৃঞ্জনকস্য বা।
লোপাকরসমম্লং বা স্নিগ্ধাম্লং কচ্ছপস্য বা॥
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং বর্ত্তকানাং তথা রসঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণাঃ শালয়শ্চাগ্র্যা বর্চ্চঃক্ষয়রুজাপহাঃ॥
অন্তরাধিরসং পূত্বা রক্তং মেষস্য চোভয়ম্‌।
পচেদ্দাড়িমসারাম্লং সধান্যস্নেহনাগরম্‌॥
ভোজনে রক্তশালীনাং তেনাদ্যাৎ প্রপিবেচ্চ তম্‌।
তথা বর্চ্চঃক্ষয়কৃতৈর্ব্যাধিভির্বিপ্রমুচ্যতে॥

অতিসার রোগে অতিশয় মলক্ষয়হেতু রোগির মুখ শুষ্ক হইলে যব, মুগ, মাষকলাই, শালিতণ্ডুল, তিল, কুল, কচি বেল ইহাদের যূষ পাক করিয়া তাহা দধি ও দাড়িমরসসংযুক্ত

করত ঘৃত তৈলে (একত্রে) সাঁত্লাইয়া সেই যূষসহ শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। অথবা দধির সর ঘৃততৈলে (যমকে) সাঁত্লাইয়া তাহাতে গুড় ও শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা অথবা সুরা ঘৃততৈলে সাঁত্লাইয়া তাহা ব্যঞ্জনার্থ প্রদান করিবে। কিংবা তিন্তিড়ীকাদি অম্ল ফল ঘৃততৈল-যমকে সাঁত্লাইয়া বা গাজোরের যূষ বা খাঁকশিয়ালীর মাংসরস বা কচ্ছপ মাংসরস স্নেহযুক্ত ও আমলক্যাদি অম্লরসে অম্লীকৃত করিয়া সেই যূষ ও মাংসরস ব্যঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ময়ূর, তিত্তিরি, কুক্কুট এবং বর্ত্তক এই সমুদায়ের মাংসরসসহ স্নিগ্ধোক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। মলক্ষয়জনিত রোগে এই সকল পথ্য, বিশেষ উপযোগী। মেষের মধ্যদেহের মাংস পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহার রস এবং মেষের রক্ত একত্রে পাক করিবে। পাক শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহাতে অম্লদাড়িমের রস এবং ধনেচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া তাহা ঘৃতাদি স্নেহে সাঁত্লাইয়া পাক শেষ করিবে। এই মাংসরসের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এবং ঐ মাংসরস অনুপান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অতিসার রোগের নিবৃত্তি হইবে।

গুদনিঃসরণে শূলে পানমম্লস্য সর্পিষঃ।
প্রশস্যতে নিরামাণামথবাপ্যনুবাসনম্॥

অতিসার রোগে কুন্থনসহকারে মলনাড়ী বাহির (গুদভ্রংশ) হইলে অম্লরসযুক্ত ঘৃত (চাঙ্গেরি ঘৃত ইত্যাদি) পান করাইবে, অথবা আমরহিত অতিসারে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

চাঙ্গেরীকোলদধ্যম্লনাগরক্ষারসংযুতম্।
ঘৃতমুৎকথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্॥
ইতি চাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরীঘৃত। আমরুল, কুল, দধি, কাঁজি, শুঁঠ ও যবক্ষার এই সকলের সহিত ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা পান করিলে গুদভ্রংশ রোগের শান্তি হয়।

সচব্যপিপ্পলীমূলং সব্যোষগুড়দাড়িমম্।
পেয়মম্লং ঘৃতং যুক্ত্যা সাজাজীধান্যনাগরম্॥
ইতি গুদভ্রংশে চব্যাদিঘৃতম্।

চব্যাদিঘৃত। চৈ, পিপুলমূল, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, গুড়, অম্লদাড়িম, ধনে, কৃষ্ণজীরা, ও শুঁঠ এই সকলের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা গুদভ্রংশ রোগ উপশমিত হয়।

দশমূল্যুপসিদ্ধং বা সবিল্বমনুবাসনম্।
শঠীশতাহ্বাকুষ্ঠৈর্বা বচয়া চিত্রকেণ বা॥
স্তব্ধভ্রষ্টগুদে পূর্ব্বং স্নেহস্বেদৌ প্রযোজয়েৎ।
সুস্বিন্নং তং মৃদুভূতং পিচুনা সংপ্রবেশয়েৎ॥

দশমূলের কাথ এবং বেলশুঁঠ, শঠী, শুল্ফা, কুড়, বচ বা চিতামূল ইহাদের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রদান করিবে। মলদ্বার স্তব্ধ ও ভ্রষ্ট হইলে

প্রথমে তাহাতে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিবে ; অতঃপর নাড়ী সুস্নিগ্ধ ও মৃদুভূত হইলে তুলা দ্বারা ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

বিবদ্ধবাতবর্চ্চাস্তু বহুশূলপ্রবাহিকঃ।
সরক্তপিচ্ছস্তৃষ্ণার্ত্তঃ ক্ষীরসৌহিত্যমর্হতি ॥
যমকস্যোপরি ক্ষীরং ধারোষ্ণং বা পিবেৎ স না।
শৃতমেরণ্ডমূলেন বালবিল্বেন বা পুনঃ ॥
এবং ক্ষীরপ্রয়োগেণ রক্তং পিচ্ছা চ শাম্যতি।
শূলং প্রবাহিকা চৈব বিবন্ধশ্চোপশাম্যতি ॥

অতিসার রোগির বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, অত্যন্ত শূল, প্রবাহিকা ও পিপাসা থাকিলে এবং মল রক্ত মিশ্রিত ও পিচ্ছাযুক্ত হইলে তাহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক দুগ্ধপান করাইবে। কিংবা শালিতণ্ডুল ও মুদ্গ একত্র পাক করিয়া যমকান্ন ভোজন ও ধারোষ্ণ দুগ্ধপান করাইবে। অথবা এরণ্ডমূল বা বেলশুঁঠসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধপান করাইবে। এইরূপ ক্ষীর প্রয়োগ দ্বারা রক্তস্রাব, মলের পিচ্ছিলতা, শূল, প্রবাহিকা এবং মল ও বায়ুর বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

পিত্তাতিসারং পুনর্নিদানোপশয়াকৃতিভিরামান্বয়মুপলভ্য যথাবলং লঙ্ঘনপাচনাভ্যামুপাচরেৎ। তৃষ্যতস্তু মুস্তপর্পটকোশীরশারিবাচন্দন-কিরাততিক্তকোদীচ্য-বারিভিরুপচারঃ। লঙ্ঘিতস্য তস্য চাহারকালে বলাতিবলাসূর্পপর্ণীশালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীবৃহতী-কণ্টকারিকাশতাবরীশ্বদংষ্ট্রা-নির্যূহসংযুক্তেন যথাসাত্ম্যং যবাগূমণ্ডাদিনা তর্পণাদিনা বা ক্রমেণোপ-চারঃ। মুদ্গামসূরহরেণুমুকুষ্টকাঢ়কীযূষৈর্বা লাবকপিঞ্জলশশহরিণৈনকাল পুচ্ছকরসৈরীষদম্লৈরনম্লৈর্বা ক্রমশোঽগ্নিং সন্ধুক্ষয়েৎ। অনুবন্ধে ত্বস্য দীপনীয়পাচনীয়োপশমনীয়সংগ্রহণীয়ান্ যোগান্ প্রযোজয়েদিতি।

পিত্তাতিসারে, নিদান উপশয় ও লক্ষণ দ্বারা আম সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে রোগিকে বলানুসারে লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ইহাতে পিপাসা থাকিলে মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, চিরতা ও বালা ইহাদের কাথ পান করাইবে। রোগিকে উপযুক্ত লঙ্ঘন দেওয়ার পর আহারকালে বেড়েলা, পীত বেড়েলা, মুগানী, শালপানী চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, শতমূলী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথের সহিত সাত্ম্যানুকূল যবাগূ মণ্ড ও তর্পণাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবনার্থ প্রয়োগ করিবে। মুগ, মসুর, মটর, বনমুগ বা অড়হর ইহাদের যূষের সহিত অথবা লাব, কপিঞ্জল বা খরগোস, হরিণ, এন ও কালপুচ্ছ, ইহাদের মাংসরস দাড়িমাদি রসে অম্লীকৃত করিয়া বা অম্লরসান্বিত না করিয়া তাহার সহিত ক্রমে ক্রমে অন্নভোজন করাইবে। ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হইবে। এই সকল চিকিৎসার দ্বারা পিত্তাতিসারের শান্তি না হইয়া যদি তাহাতে বাত কফাদির অনুবন্ধ থাকে, তাহা হইলে দীপনীয়, পাচনীয়, উপশমনীয় ও সংগ্রহণীয় যোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

ভবন্তি চাত্র।

সক্ষৌদ্রাতিবিষাং পিষ্ট্বা বৎসকস্য ফলত্বচম্।
পিবেৎ পিত্তাতিসারঘ্নং তণ্ডুলোদকসংযুতম্ ॥

আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল সমভাগে বাটিয়া মধু ও তণ্ডুলোদকের (চেলুনী জলের) সহিত পান করিবে। ইহা পিত্তাতিসার নাশক।

কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকঃ সরসাঞ্জনঃ।
বিল্বং দারুহরিদ্রা চ হ্রীবেরং সদুরালভম্ ॥
চন্দনঞ্চামৃণালঞ্চ নাগরং লোধ্রমুৎপলম্।
তিলা মোচরসো লোধ্রং সমঙ্গা কমলোৎপলম্ ॥
নাগরং ধাতকীপুষ্পমুৎপলং দাড়িমত্বচঃ।
কট্‌ফলং নাগরং পাঠা জম্ব্বাম্রাস্থিদুরালভাঃ ॥
যোগাঃ ষড়েতে সক্ষৌদ্রাস্তণ্ডুলোদকসংযুতাঃ।
পেয়াঃ পিত্তাতিসারঘ্নাঃ শ্লোকার্দ্ধেন নির্দর্শিতাঃ ॥

(১) চিরতা, মুতা, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জন; (২) বেলশুঁঠ, দারুহরিদ্রা, বালা ও দুরালভা; (৩) চন্দন, বেণার মূল শুঁঠ, লোধ ও নীলোৎপল; (৪) তিল, মোচরস, লোধ, বরাহক্রান্তা, পদ্ম ও নীলোৎপল; (৫) শুঁঠ, ধাইফুল, নীলোৎপল ও দাড়িমছাল; (৬) কট্‌ফল, শুঁঠ, আকনাদি, জামের আঁটীর শাঁস, আমের আঁটীর শাঁস ও দুরালভা এই ছয়টী যোগ মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়।

জীর্ণৌষধানাং শস্যন্তে যথাযোগোপকল্পিতৈঃ।
রসৈঃ সাংগ্রাহিকৈর্যুক্তাঃ পুরাণা রক্তশালয়ঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে যথাযোগোপকল্পিত মল সংগ্রাহক মাংসরসের সহিত পুরাতন রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে।

পিত্তাতিসারো দীপ্তাগ্নেঃ ক্ষিপ্রং সমুপশাম্যতি।
অজাক্ষীরপ্রয়োগেণ বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে ॥
বহুদোষস্য দীপ্তাগ্নেঃ সপ্রাণস্য ন তিষ্ঠতি।
পৈত্তিকো যস্ত্বতীসারঃ পয়সা তং বিরেচয়েৎ ॥
পলাশফলনির্য্যূহং পয়সা পায়য়েত তম্।
ততোঽনুপায়য়েৎ কোষ্ণং ক্ষীরমেব যথাবলম্ ॥
প্রবাহিতে তেন মলে প্রশাম্যত্যুদরাময়ঃ।
পলাশবৎ প্রযোজ্যা বা ত্রায়মাণা বিশোধিনী ॥

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসার দ্বারা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে ছাগদুগ্ধ প্রয়োগ করিলে তাহার পিত্তাতিসার সত্বর প্রশমিত হয়, এবং বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ দীপ্তাগ্নি ব্যক্তি যদি

বহুদোষাম্বিত ও বলবান্ হয় এবং পিত্তাতিসার যদি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুগ্ধপান করাইয়া বিরেচন করাইবে। তাহাকে পলাশ ফলের কাথ দুগ্ধসহ পান করাইয়া ঈষদুষ্ণদুগ্ধ বলানুসারে অনুপান করাইবে। ইহা দ্বারা মল প্রবাহিত হওয়ায় উদরাময় প্রশমিত হয়। পলাশ ফলের ন্যায় বলাডুমুরের কাথ প্রয়োগ করাইয়া দুগ্ধপান করাইবে। ইহাও মলসংশোধনী।

সাংসর্গ্যাং ম্রিয়মাণায়াং শূলং যস্যানুবর্ত্ততে।
স্রুতদোষস্য তং শীঘ্রং যথাবদনুবাসয়েৎ॥
শতপুষ্পাবরীভ্যাঞ্চ পয়সা মধুকেন চ।
তৈলপাদং ঘৃতং সিদ্ধং সাবল্পমনুবাসনম্॥

এই প্রকার বিরেচনাদি সংশোধন ক্রিয়ার পর পেয়াদিক্রম করিলেও যদি শূলের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে যথাবৎ অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। শুলফা, শতমূলী, যষ্টিমধু ও কচিবেল, ইহাদের কল্ক এক ভাগ; ঘৃত এবং ঘৃতের চতুর্থাংশ তিল তৈল, (মিশ্রিত স্নেহ কল্কের চতুর্গুণ) এবং স্নেহের চতুর্গুণ দুগ্ধ একত্র যথাবিধি পাক করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

কৃতানুবাসনস্যাস্য কৃতসংসর্জ্জনস্য চ।
বর্ত্ততে যদ্যতীসারঃ পিচ্ছাবস্তিরতঃ পরম্॥
পরিবেষ্ট্য কুশৈরার্দ্রৈরার্দ্রবৃন্তানি শাল্মলেঃ।
কৃষ্ণমৃত্তিকয়ালিপ্য স্বেদয়েদ্ গোময়াগ্নিনা॥
সুশুষ্কাং মৃত্তিকাং জ্ঞাত্বা তানি বৃন্তানি শাল্মলেঃ।
শৃতে পয়সি মৃদ্নীয়াদাপোথ্যোলূখলে ততঃ॥
পিণ্ডং মুষ্টিসমং প্রস্থে তৎ পূতং তৈলসর্পিষোঃ।
স্নেহিতং মাত্রয়া যুক্তং কল্কেন মধুকস্য চ॥
বস্তিমভ্যক্তগাত্রায় দদ্যাৎ প্রত্যাগতে ততঃ।
স্নাত্বা ভুঞ্জীত পয়সা জাঙ্গলানাং রসেন বা॥
পিত্তাতিসারজ্বরশোথগুল্মজীর্ণাতিসারগ্রহণীপ্রদোষান্।
জয়ত্যয়ং শীঘ্রমতিপ্রবৃদ্ধান্ বিরেচনাস্থাপনয়োশ্চ বস্তিঃ॥

ইতি পিচ্ছাবস্তিঃ।

অনুবাসন ও সংসর্জ্জন ক্রিয়ার (পেয়াদিক্রম) পর যদি অতিসার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিবে। পিচ্ছাবস্তি যথা—শাল্মলীর কতকগুলি কাঁচাবোঁটা লইয়া কাঁচা কুশ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে; তদুপরি কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া তাহা গোময়াগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। উহার উপরিস্থ মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে শাল্মলীবৃন্তগুলি বাহির করিয়া পেষণ করিবে; ঐ পেষিত শাল্মলীবৃন্ত ৮ তোলা, /৪ সের পকদুগ্ধে (জ্বাল দেওয়া দুগ্ধে) গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ দুগ্ধে উপযুক্ত মাত্রায় তৈল ঘৃত ও যষ্টি-

মধুর কল্ক মিশাইয়া বস্তি প্রদান করিবে। বস্তি প্রদানের পূর্ব্বে রোগিকে তৈল মাখাইবে। বস্তি প্রত্যাগত হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া দুগ্ধ বা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এই পিচ্ছাবস্তি, বিরেচনবস্তি ও আস্থাপনবস্তি অতি প্রবৃদ্ধ পিত্তাতিসার, জ্বর, শোথ, গুল্ম, জীর্ণাতিসার গ্রহণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত করে।

পিত্তাতিসারী যস্ত্বেতাং ক্রিয়াং মুক্ত্বা নিষেবতে।
পিত্তলান্যন্নপানানি তস্য পিত্তং মহাবলম্॥
রক্তাতিসারং কুরুতে রক্তমাশু প্রদূষয়ৎ।
তৃষ্ণাং শূলং বিদাহঞ্চ গুদপাকঞ্চ দারুণম্॥

পিত্তাতিসারগ্রস্ত যে ব্যক্তি এই সমস্ত চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া পিত্তবর্দ্ধক অন্নপান সেবন করে, তাহার মহাবল পিত্ত রক্তকে প্রদূষিত করিয়া আশু রক্তাতিসার উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, শূল, দাহ ও দারুণ গুহ্যপাক হইয়া থাকে।

তত্র চ্ছাগং পয়ঃ শস্তং শীতং সমধুশর্করম্।
পানার্থং ব্যঞ্জনার্থং চ গুদপ্রক্ষালনে তথা॥
ভোজনং রক্তশালীনাং পয়সা তেন ভোজয়েৎ।
রসৈঃ পারাবতাদীনাং ঘৃতভৃষ্টৈঃ সশর্করৈঃ॥
শশানাং ধন্বজানাঞ্চ শীতানাং মৃগপক্ষিণাম্।
রসৈরনম্লৈঃ সঘৃতৈর্ভোজয়েৎ তু সশর্করৈঃ॥
রুধিরং মার্গমাজং বা ঘৃতভৃষ্টং প্রশস্যতে।
কাশ্মর্য্যফলযূষো বা কিঞ্চিদম্লঃ সশর্করঃ॥
নীলোৎপলং মোচরসং সমঙ্গাং পদ্মকেশরম্।
অজাক্ষীরযুতং দদ্যাজ্জীর্ণে চ পয়সৌদনম্॥
দুর্ব্বলং পায়য়িত্বা বা তস্যৈবোপরি ভোজয়েৎ।
প্রাগ্‌ভক্তং নবনীতং বা দদ্যাৎ সমধুশর্করম্॥
প্রাশ্য ক্ষীরোত্থিতং সর্পিঃ কপিঞ্জলরসাশনঃ।
ত্র্যহাদারোগ্যমাপ্নোতি পয়সা ক্ষীরভুক্ তথা॥
পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্ জয়েৎ।
রক্তাতিসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ॥

রক্তাতিসারীকে পানার্থ ব্যঞ্জনার্থ ও গুহ্যদেশের প্রক্ষালনার্থ মধু ও চিনি মিশ্রিত শীতল ছাগদুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত রক্তশালি তণ্ডুলের অন্নভোজন করাইবে। পারাবতাদির মাংসরস ঘৃতভৃষ্ট ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া অথবা খরগোস ও ধন্বদেশজ শীতবীর্য্য মৃগ পক্ষীর মাংসরস ঘৃতে সাঁতলাইয়া ও চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত রক্তশালি প্রভৃতির অন্ন ভোজন করাইবে। ছাগলের রক্ত বা হরিণের রক্ত ঘৃত সন্তলিত করিয়া

প্রয়োগ করিবে। পারাবারি ফলের যূষ দাড়িমাদির রসে কিঞ্চিদম্ল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। নীলোৎপল, মোচরস, বরাহক্রান্তা ও পদ্মকেশর ইহাদের চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। রক্তাতিসারগ্রস্ত রোগী দুর্ব্বল হইলে তাহাকে ঔষধ সেবনের পরেই দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে দিবে। অথবা ভোজনের পূর্ব্বে মধু ও চিনির সহিত নবনীত সেবন করাইবে। কিংবা দুগ্ধজাত ঘৃত পান করিয়া কপিঞ্জল মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে। অথবা দুগ্ধের সহিত উক্ত ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে ৩ দিবসেই রক্তাতিসারের উপশম হয়। দুগ্ধের সহিত শতমূলীর কল্ক সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে, অথবা শতমূলীর কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

ঘৃতং যবাগূমণ্ডেন কুটজস্য ফলৈঃ শৃতম্।
পেয়ং তস্যানুপাতব্যা পেয়া রক্তোপশান্তয়ে॥

কুড়চিফলের (ইন্দ্রযবের) কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত যবাগূমণ্ডের সহিত পান করিবে। তদনন্তর পেয়া অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা রক্তাতিসার রোগির রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়।

ত্বক্ চ দারুহরিদ্রায়াঃ কুটজস্য ফলানি চ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষা কটুকরোহিণী॥
ষড়্ভিরেতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং পেয়ামণ্ডাবচারিতম্।
অতীসারং জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্॥

দারুহরিদ্রার ছাল, ইন্দ্রযব, পিপুল, শুঁঠ, দ্রাক্ষা ও কট্‌কী এই ছয়টী দ্রব্যের কল্ক (ঘৃতের চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ জলসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পেয়া ও মণ্ডের সহিত পান করিলে দারুণ ত্রিদোষ জনিত অতিসারও প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণামৃন্মধুকং শঙ্খং রুধিরং তণ্ডুলোদকম্।
পীতমেকত্র সক্ষৌদ্রং রক্তসংগ্রহণং পরম্॥
পীতঃ প্রিয়ঙ্গুকাকল্কঃ সক্ষৌদ্রস্তণ্ডুলাম্বুনা।
রক্তস্রাবং জয়েচ্ছীঘ্রং ধন্বমাংসরসাশনঃ॥
কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করাপঞ্চভাগিকঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥

কালমাটী, যষ্টিমধু, শঙ্খভস্ম, ও কুম্‌কুম্ (কেহ বলেন—গিরিমাটী) এই সকল চূর্ণ একত্র চেলুনী জলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসারের রক্ত বন্ধ হয়। প্রিয়ঙ্গুর কল্ক মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিয়া জাঙ্গলমাংস রসসহ ভোজন করিলে, শীঘ্র রক্তস্রাব প্রশমিত হয়। কৃষ্ণতিল ১ ভাগ, চিনি ৫ ভাগ একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যো রক্তনিবারিত হয়।

পলং বৎসকবীজস্য শ্রপয়িত্বা রসং পিবেৎ।
যো রসাশী জয়েচ্ছীঘ্রং স পৈত্তং জঠরাময়ম্॥

শীতা সশর্করাক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
দাহতৃষ্ণাপ্রমেহেভ্যো রক্তস্রাবাচ্চ মুচ্যতে॥

৮ তোলা ইন্দ্রযবের কাথ পান করিয়া মাংসরস পান করিলে, পিত্তজ উদরাময় শীঘ্র প্রশমিত হয়। রক্তচন্দন, চিনি ও মধু তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ ও রক্তস্রাব উপশমিত হয়।

গুদো বহুভিরুত্থানৈর্যস্য পিত্তেন পচ্যতে।
সেচয়েৎ তং সুশীতেন পটোলমধুকাম্বুনা॥
পঞ্চবল্কমধুকানাং রসৈরিক্ষুরসৈর্ঘৃতৈঃ।
ছাগৈর্গব্যৈঃ পয়োভির্বা শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতৈঃ॥
প্রক্ষালনানাং কল্কৈর্বা সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপয়েৎ।
এষাং বা সুকৃতৈশ্চূর্ণৈস্তং গুদং প্রতিসারয়েৎ॥
ধাতকীলোধ্রচূর্ণৈর্বা সমাংশৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
তথা রক্তং ন স্রবতি গুদং তৈঃ প্রতিসারিতম্॥
যথোক্তৈঃ সেচনৈঃ শীতৈঃ শোণিতে নিঃস্রবত্যপি।
গুদবঙ্ক্ষণকট্যূরু সেচয়েদ্ ঘৃতভাবিতম্॥
চন্দনাদ্যেন তৈলেন শতধৌতেন সর্পিষা।
কার্পাসসংগৃহীতেন ভাবয়েদ্ গুদবঙ্ক্ষণৌ॥

বহুবিধ কারণে পিত্তদ্বারা যাহার গুহ্যনাড়ী পাকিয়া যায়, তাহার সেই পক্ব গুহ্যনাড়ী পল্তা ও যষ্টিমধুর সুশীতল কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা আম জাম প্রভৃতি পঞ্চ বল্কল ও মৌউলের কাথ, ইক্ষুরস, ঘৃত, শর্করা ও মধু মিশ্রিত ছাগ বা গব্য দুগ্ধ দ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত পল্তা যষ্টিমধু প্রভৃতি দ্রব্যের কল্ক, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্যনাড়ীতে প্রলেপ দিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ বা সমপরিমিত ধাইফুল ও লোধচূর্ণ দ্বারা গুহ্যনাড়ী প্রতিসারণ করিবে; অর্থাৎ গুহ্যনাড়ীর উপরে ঐ সকল চূর্ণ ছড়াইয়া মাখাইয়া দিবে। এই প্রতিসারণ দ্বারা গুহ্যনাড়ী হইতে রক্তস্রাব হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সুশীতল কাথ দ্বারা পরিষেক করিলেও যদি রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে গুহ্যনাড়ী, বঙ্ক্ষণ কটী ও উরুস্থানে ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত পল্তা প্রভৃতির কাথ সেবন করিবে। জরাধিকারোক্ত চন্দনাদি তৈল বা শতধৌত ঘৃত কার্পাস তুলা দ্বারা গুহ্যনাড়ী ও বঙ্ক্ষণদেশে মাখাইবে।

অল্পাল্পং বহুশো রক্তং সশূলমুপবেশ্যতে।
যদা বায়ুর্বিবদ্ধশ্চ কৃচ্ছ্রং চরতি বা ন বা॥
পিচ্ছাবস্তিং তদা তস্য যথোক্তমুপকল্পয়েৎ।
প্রপৌণ্ডরীকসিদ্ধেন সর্পিষা চানুবাসয়েৎ॥

অতিসার রোগির যদি অল্প অল্প বারংবার রক্তভেদ হয়, পেটে শূলবৎবেদনা থাকে, এবং

বায়ু বিবদ্ধ হইয়া থাকে, বা অতিকষ্টে উদরে সঞ্চরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিবে। বা পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

প্রায়শো দুর্ব্বলগুদাশ্চিরকালাতিসারিণঃ।
তস্মাদতীক্ষ্ণস্তেষাং গুদে স্নেহং প্রযোজয়েৎ॥
পবনোঽতিপ্রবৃত্তো হি স্বে স্থানে লভতেঽধিকম্।
বলং তস্য সপিত্তস্য জয়ার্থে বস্তিরুত্তমঃ॥

যে সকল রোগির অতিসার বহুদিনজাত, তাহাদের গুহ্যনাড়ী প্রায়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে, সেইজন্য তাহাদের গুহ্যদেশে বারংবার স্নেহ প্রয়োগ করিবে। বহুদিন অতিসার থাকিলে বায়ু স্বস্থানে অধিক বল লাভ করে। এবং পিত্ত সেই বায়ুর বল উৎপাদন করে, সেই সপিত্ত বায়ুর নাশার্থ বস্তি দানই প্রশস্ত।

রক্তং বিট্‌সহিতং পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা যোঽতিসার্য্যতে।
শতাবরীঘৃতং তস্য লেহার্থমুপকল্পয়েৎ॥
শর্করার্দ্ধাংশিকং লীঢ়ং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
ক্ষৌদ্রপাদং জয়েচ্ছীঘ্রং তং বিকারং হিতাশিনঃ॥
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গানাপোথ্য বাসয়েৎ।
অহোরাত্রং জলে তপ্তে ঘৃতং তেনাম্ভসা পচেৎ॥
তদর্দ্ধশর্করাযুক্তং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রপাদিকম্।
অধো বা যদি বাপ্যূর্দ্ধং যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে॥

যে অতিসারগ্রস্ত রোগির পূর্ব্বে বা পশ্চাতে মলের সহিত রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে শতাবরী ঘৃত লেহার্থ প্রয়োগ করিবে। সদ্য উদ্ধৃত মাখন অর্দ্ধাংশ চিনি ও সিকিভাগ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে এবং হিতকর পথ্য দিবে। বট, যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থ ইহাদের শুঙ্গা কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ উষ্ণজলে দিবা রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। এই জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে অর্দ্ধাংশ চিনি ও চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিবে। সেই ঘৃত সেবন করিলে অধোগত বা উর্দ্ধগত রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

যস্ত্বেবং দুর্ব্বলো মোহাৎ পিত্তলান্যেব সেবতে।
দারুণং স বলীপাকং প্রাপ্য শীঘ্রং বিপদ্যতে॥

যে রক্তাতিসারাক্রান্ত রোগী রক্তস্রাব হেতু দুর্ব্বল হইয়া মোহ প্রযুক্ত পিত্তকর দ্রব্য ভোজন করে, সে ব্যক্তির বলি শীঘ্রই পাকিয়া উঠে। বলি পাকিয়া উঠার জন্য দারুণ যন্ত্রণা হেতু তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়।

শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমং হিতং লঙ্ঘনপাচনম্।
যোজ্যশ্চামাতিসারঘ্নো যথোক্তো দীপনো গণঃ॥

লঙ্ঘিতস্যানুপূর্ব্যাঞ্চ কৃতায়াং ন নিবর্ত্ততে।
কফজো যো হ্যতীসারঃ কফঘ্নৈস্তমুপাচরেৎ ॥

শ্লেষ্মজন্য অতিসারে প্রথমে উপবাস দিবে, পরে পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। আমাতিসারনাশক পূর্ব্বোক্ত অগ্নিবর্দ্ধক যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। লঙ্ঘনের পর পাচন দীপনাদি ঔষধ প্রয়োগেও যদি কফজ অতিসার নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে কফঘ্ন ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

বিল্বকর্কটিকামুস্তমভয়া বিশ্বভেষজম্।
বচা বিড়ঙ্গং ভূতীকং ধান্যকং দেবদারু চ ॥
কুষ্ঠং সাতিবিষা পাঠা চব্যং কটুকরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী ॥
যোগাঃ শ্লোকার্দ্ধবিহিতাশ্চতুরস্তান্ প্রযোজয়েৎ।
শৃতান্ শ্লেষ্মাতিসারেষু কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনান্ ॥

বেলশুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, হরীতকী ও শুঁঠ; বচ, বিড়ঙ্গ, যোয়ান, ধনে ও দেবদারু; কুড়, আতইচ, আকনাদি, চৈ ও কটকী; পিপুল, পিপুলমূল, চিতামুল ও গজপিপ্পলী, এই চারিটী যোগের কাথ প্রস্তুত করিয়া শ্লেষ্মাতিসারে প্রয়োগ করিবে। ইহা জঠরাগ্নির বলবর্দ্ধক।

অজাজীমতিসতাং পাঠাং নাগরং মরিচানি চ।
ধাতকীদ্বিগুণং দদ্যান্মাতুলুঙ্গরসাপ্লুতম্ ॥
রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলানি চ।
ধাতকীদ্বিগুণং দদ্যাৎ পাতুং সক্ষৌদ্রনাগরম্ ॥

শ্লেষ্মাতিসারে কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, শুঁঠ, মরিচ প্রত্যেক এক এক ভাগ, ধাইফুল দুই ভাগ, এই সমুদায়ের চূর্ণ, মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত পান করাইবে। অথবা রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব প্রত্যেক চূর্ণ এক এক ভাগ, ধাইফুল চূর্ণ ২ ভাগ এই সমস্ত চূর্ণ মধুতে আপ্লুত করিয়া ও তাহাতে শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে।

ধাতকী নাগরং বিল্বং লোধ্রং পদ্মস্য কেশরম্।
জম্ব্বত্বঙ্নাগরং ধান্যং পাঠা মোচরসো বলা ॥
সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমধ্যং জম্ব্বাম্রয়োস্ত্বচা।
কপিত্থানি বিড়ঙ্গানি নাগরং মরিচানি চ ॥
চাঙ্গেরীকোলতক্রাম্লাংশ্চতুরস্তান্ কফোত্তরে।
শ্লোকার্দ্ধবিহিতান্ দদ্যাৎ সস্নেহলবণান্ খড়ান্ ॥

ধাইফুল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, লোধ ও পদ্মকেশর; জামছাল, শুঁঠ, ধনে, আকনাদি, মোচরস ও বেড়েলা; বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলের শাঁস, জামছাল ও আমছাল; কয়েতবেল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও মরিচ, এই চারিটী যোগের প্রত্যেকটী আমরুল রস, কুলের কাথ ও তক্রদ্বারা

অম্ল রসান্বিত করিয়া এবং তাহাতে উপযুক্ত স্নেহ ও লবণ মিশাইয়া খড়যোগ প্রস্তুত করিবে। এই খড় শ্লেষ্মাতিসারে প্রযোজ্য।

কপিত্থমধ্যং লীঢ়্বা তু সব্যোষক্ষৌদ্রশর্করম্।
কট্ফলং মধুযুক্তং বা মুচ্যতে জঠরাময়াৎ॥
কণাং মধুযুতাং লীঢ়্বা তক্রং পীত্বা সচিত্রকম্।
জগ্ধ্বা বা বালবিল্বানি মুচ্যতে জঠরাময়াৎ॥
বালবিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ॥
ভোজ্যং মূলকযূষেণ বাতঘ্নৈশ্চোপসেবনৈঃ।
বাতাতিসারবিহিতৈর্যূষৈর্মাংসরসৈঃ খড়ৈঃ॥
পূর্ব্বোক্তমম্লসর্পির্বা ষট্পলং বা যথাবলম্।
পুরাণং বা ঘৃতং দদ্যাদ্ যবাগূমণ্ডমিশ্রিতম্॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ চূর্ণ, মধু ও চিনি সহ কয়েতবেলের শাঁস লেহন করিলে, অথবা মধুর সহিত কট্ফল চূর্ণ লেহন করিলে শ্লেষ্মজ উদরাময় নিবারিত হয়। পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে কিংবা চিতামূল চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে, অথবা কচিবেল পোড়াইয়া তাহা ভক্ষণ করিলে, শ্লেষ্মজ অতিসারের উপশম হয়। কচিবেল পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ গুড় ও তৈল মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মাতিসারে প্রতিহত বায়ু শূল ও প্রবাহিকা নষ্ট হয়। শ্লেষ্মাতিসারগ্রস্ত রোগিকে শুষ্কমূলার যূষের সহিত বায়ুনাশক ব্যঞ্জনের সহিত এবং বাতাতিসার বিহিত যূষ, মাংসরস ও খড়ের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। কিংবা পূর্ব্বোক্ত অম্লঘৃত ষট্পল ঘৃত বা পুরাণ ঘৃত যবাগূমণ্ড মিশ্রিত করিয়া বলানুসারে পান করাইবে।

বাতশ্লেষ্মবিবন্ধে বা কফে বাতিস্রবত্যপি।
শূলে প্রবাহিকায়াং বা পিচ্ছাবস্তিং প্রযোজয়েৎ॥
পিপ্পলীবিল্বকুষ্ঠানাং শতাহ্বাবচয়োরপি।
কল্কৈঃ সলবণৈর্যুক্তং পূর্ব্বোক্তং সন্নিধাপয়েৎ॥

অতিসার রোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার বিবন্ধ, কফের অতিস্রাব, শূল ও প্রবাহিকা থাকিলে রোগিকে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছাবস্তির সহিত পিপুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শুলফা ও বচ, ইহাদের কল্ক এবং সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে।

প্রত্যাগতে সুখে স্নাতং কৃতাহারং দিনাত্যয়ে।
বিল্বতৈলেন মতিমান্ সুখোষ্ণেনানুবাসয়েৎ॥
বচাস্তৈরথবা কল্কৈস্তৈলং পক্ত্বানুবাসয়েৎ।
বহুশঃ কফবাতার্ত্তস্তথা স লভতে সুখম্॥

বস্তি সুখে প্রত্যাগত হইলে রোগিকে স্নান করাইয়া ভোজন করাইবে; এবং দিনান্তে ঈষদুষ্ণ বিল্বতৈল দ্বারা অনুবাসন করাইবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত পিপুল হইতে বচ পর্য্যন্ত পাঁচটী দ্রব্যের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ (তৈলের) জলসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন দিবে। বারংবার এইরূপ করিলে কফবাতার্ত্ত রোগী সুখলাভ করে।

স্বস্থানে মারুতোঽবশ্যং বর্দ্ধতে কফসংক্ষয়াৎ।
স বৃদ্ধঃ সহসা হন্যাৎ তস্মাত্তং ত্বরয়া জয়েৎ॥
বাতস্যানুজয়েৎ পিত্তং পিত্তস্যানুজয়েৎ কফম্।
ত্রয়াণাং বা জয়েৎ পূর্ব্বং যো ভবেদ্ বলবত্তমঃ॥

ত্রিদোষজ অতিসারে কফের ক্ষয় হইলে, বায়ু স্বস্থানে অবশ্য বর্দ্ধিত হয়; এবং সেই বৃদ্ধ বায়ু রোগিকে সহসা বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব সত্বরে সেই বায়ুকে জয় করিবে। দোষত্রয়ের মধ্যে প্রথমে বায়ুর, তৎপরে পিত্তের, তদনন্তর কফের শান্তি করিবে। অথবা তিনটী দোষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটী বলবত্তম হইবে, প্রথমে তাহাকেই জয় করিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

প্রাগুৎপত্তির্নিমিত্তানি লক্ষণং সাধ্যতা ন চ।
ক্রিয়া চাবস্থিকী সিদ্ধা নির্দ্দিষ্টা হ্যতিসারিণাম্॥

এই অধ্যায়ে অতিসারের প্রাগুৎপত্তি, হেতু, লক্ষণ, সাধ্যতা, অসাধ্যতা, এবং অবস্থোচিত সিদ্ধ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানেঽতীসারচিকিৎসিতং নামোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্ছর্দ্দিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অতঃপর আমরা ছর্দ্দি (বমি) চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

যশস্বিনং ব্রহ্মতপোদ্যুতিভ্যাং জ্বলন্তমগ্ন্যর্কসমপ্রভাবম্।
পুনর্ব্বসুং ভূতহিতে নিবিষ্টং পপ্রচ্ছ শিষ্যোঽগ্নিজমগ্নিবেশঃ॥
যাশ্ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ পুরা ত্বয়োক্তা রোগাধিকারে ভিষজাং বরিষ্ঠ।
তাসাং চিকিৎসাং সনিদানলিঙ্গাং যথাবদাচক্ষ্ব হিতায় নৃণাম্॥

যশস্বী ব্রহ্মতেজস্তপোদ্যুতি দ্বারা দীপ্যমান, সূর্য্যাগ্নিসম প্রভাববান, ভূতহিতনিবিষ্টচিত্ত ভগবান্ পুনর্ব্বসুকে শিষ্য অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন; হে ভিষকশ্রেষ্ঠ! আপনি

পূর্ব্বে রোগধিকারে যে পঞ্চপ্রকার বমির কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা লোকহিতার্থ যথাবৎ বর্ণনা করুন।

তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য প্রীতো ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ ইদং জগাদ।
যাশ্ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ পুরা ময়োক্তাস্তা বিস্তরেণ ব্রুবতো নিবোধ॥

ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীত হইয়া বলিলেন—অগ্নিবেশ! আমি পূর্ব্বে যে পঞ্চবিধ ছর্দ্দির কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি, তাহা সবিস্তর বলিতেছি শ্রবণ কর।

দোষৈঃ পৃথক্ ত্রিপ্রভবা চতস্রো দ্বিষ্টার্থযোগাদপি পঞ্চমী স্যাৎ।
তাসাং হৃদুৎক্লেশকফপ্রসেকৌ দ্বেষোঽশনে চৈব হি পূর্ব্বরূপম্॥

পৃথক দোষে ত্রিবিধ অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এবং ত্রিদোষজ এই চারি প্রকার দোষজ, আর বিদ্বিষ্ট বিষয় সংযোগজ (যে সকল বিষয় অর্থাৎ রূপ রস গন্ধাদি মনের গ্লানিজনক) এক প্রকার, ইহা আগন্তুজ, সমুদায়ে পাঁচ প্রকার ছর্দ্দি। ছর্দ্দির পূর্ব্বরূপ যথা হৃদয়ের উৎক্লেশ, কফ প্রসেক, (মুখদিয়া জল উঠা) ও ভোজনে দ্বেষ।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধশোকরোগভয়োপবাসাদ্যতিকর্ষিতস্য।
ক্রুদ্ধো মহাস্রোতসি মাতরিশ্বা দোষান্ সমুৎক্লিশ্য তদূর্দ্ধমস্যন্॥
আমাশয়োৎক্লেশকৃতাঞ্চ মর্ম্ম প্রপীড়য়ংশ্ছর্দ্দিমুদীরয়েত্তু॥

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ বীর্য্য ঔষধ সেবন, শোক, রোগ, ভয় ও উপবাস প্রভৃতি কারণে অতিকর্ষিত ব্যক্তির মহাস্রোতে কুপিত বায়ু দোষসমূহকে সমুৎক্লিষ্ট ও উর্দ্ধে উৎখিপ্ত করিয়া হৃদয়াদি মর্ম্মসমূহকে পীড়ন পূর্ব্বক আমাশয়ের উৎক্লেশ জনিত ছর্দ্দিরোগ জন্মায়।

হৃৎপার্শ্বপীড়ামুখশোষমূর্দ্ধনাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ॥
উদ্গারশব্দপ্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ম্।
কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগেনার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখম্॥

বাতজ ছর্দ্দিরোগে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখের শুষ্কতা, মস্তকে ও নাভিদেশে বেদনা, কাস, স্বরভঙ্গ ও সূচীবেধবদ্ বেদনা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়; এবং রোগী অতিকষ্টে অত্যন্ত বেগে প্রবল উদ্গার ও প্রবল শব্দের সহিত ফেনযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কষায় রস অল্পমাত্র পদার্থ বমন করে। ইহাতে বিচ্ছিন্নভাবে, অর্থাৎ থামিয়া থামিয়া বমির বেগ হয়।

অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈরামাশয়ে পিত্তমুদীর্ণবেগম্।
রসায়নীভির্বিস্থতং প্রপীড্য মর্ম্মোর্দ্ধমাগম্য বমিং করোতি॥

অজীর্ণ, কটু, অম্ল, বিদাহি ও উষ্ণদ্রব্য ভোজনহেতু পিত্ত আমাশয়ে উদীর্ণবেগ হইয়া রসবাহিনী ধমনীসমূহ দ্বারা বিসৃত হইয়া পড়ে এবং মর্ম্মকে পীড়িত করিয়া উর্দ্ধে আগমনপূর্ব্বক বমনোৎপাদন করে।

মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধতাল্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ।
পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্॥

এই পিত্তজ বমন রোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, তম (চক্ষে অন্ধকার দৃষ্টি) ও ভ্রম (গা ঘোরা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর বমনদ্রব্য পীত, হরিত বা ধূম্রবর্ণ, তিক্ত রসান্বিত ও অত্যন্ত উষ্ণ হয়; এবং বমনকালে গলা জ্বালা করে।

স্নিগ্ধাতিগুর্ব্বামবিদাহিভোজ্যৈঃ স্বপ্নাদিভিশ্চৈব কফোঽতিবৃদ্ধঃ।
উরঃশিরোমর্ম্মরসায়নীশ্চ সর্ব্বাঃ সমাবৃত্য বমিং করোতি॥
তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেকসন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ।
স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদুকফং বিশুদ্ধং সলোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেত্তু॥

অতি স্নিগ্ধ, অতিগুরু, অপক্ব ও বিদাহি দ্রব্য সেবন, এবং দিবা নিদ্রাদি দ্বারা কফ অতিবৃদ্ধ হইয়া, বক্ষ, মস্তক, হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী সকলকে আবৃত করিয়া, বমন রোগ জন্মায়। এই কফজ বমন রোগে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফ প্রসেক, ভোজনে অনভিলাষ, নিদ্রা, অরুচি ও শরীরের গুরুত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রোগী স্নিগ্ধ, ঘন, মধুররস ও বিশুদ্ধ কফ বমন করে। বমন কালে লোমাঞ্চ ও অল্প বেদনা হয়।

সমশ্নতঃ সর্ব্বরসান্ প্রসক্তমামপ্রদোষর্ত্তুবিপর্য্যয়ৈশ্চ।
সর্ব্বে প্রকোপং যুগপৎ প্রপন্নাশ্ছর্দ্দিস্ত্রিদোষাং জনয়ন্তি দোষাঃ॥

নিরন্তর মধুরাদি সর্ব্ব প্রকার রসের ভোজন, আমদোষ ও ঋতুবিপর্য্যয় এই সকল কারণে বাতাদি সমস্ত দোষ যুগপৎ কুপিত হইয়া ত্রিদোষজনিত বমি উৎপাদন করে।

শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণাশ্বাসপ্রমোহপ্রবলা প্রসক্তম্।
ছর্দ্দিস্ত্রিদোষা লবণাম্লনীলসান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥

এই ত্রিদোষজনিত বমন রোগে শূল, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা, শ্বাস ও প্রমোহ এই সকল লক্ষণ প্রবল ভাবে নিরন্তর প্রকাশিত হয়। ইহাতে বমনদ্রব্য লবণাম্লরস নীলবর্ণ, ঘন, উষ্ণ ও রক্তমিশ্রিত হইয়া থাকে।

বিট্স্বেদমূত্রাম্বুবহানি বায়ুঃ স্রোতাংসি সংরুধ্য যদোর্দ্ধমেতি।
উৎসন্নদোষস্য সমাচিতং তং দোষং সমুদ্ধূয় নরস্য কোষ্ঠাৎ॥
বিণ্মূত্রয়োস্তৎসমবর্ণগন্ধং তৃট্শ্বাসহিক্কার্ত্তিযুতং প্রসক্তম্।
প্রচ্ছর্দ্দয়েদ্দুষ্টমিহাতিযোগাৎ তয়ার্দ্দিতশ্চাশু বিনাশমেতি॥

কুপিত বায়ু যখন মল, স্বেদ, মূত্র ও অম্বুবহ স্রোতঃ সকলকে রোধ করিয়া ঊর্দ্ধগত হয়, তখন সেই ঊর্দ্ধগতদোষাক্রান্ত রোগির পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্তকফাদি দোষকে কোষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধগত করিয়া অতি বেগে উদ্গীরিত করিয়া থাকে। ইহাতে ঐ বমনদ্রব্য মলমূত্রের সমান গন্ধ ও বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং রোগির নিরন্তর পিপাসা, শ্বাস ও হিক্কা হয়। এই ছর্দ্দির দ্বারা আক্রান্ত রোগী সত্বর বিনষ্ট হয়।

দ্বিষ্টপ্রতীপাশুচিপূত্যমেধ্যবীভৎসগন্ধাশনদর্শনৈশ্চ।
যশ্ছর্দ্দয়েত্তপ্তমনা মনোঘ্নৈর্দ্বিষ্টার্থসংযোগভবা মতা সা॥

দ্বিষ্ট, প্রতীপ (স্বাস্থ্যের অনমুকূল), অশুচি, দুর্গন্ধ, অমেধ্য ও বীভৎস এরূপ কোন মনোজ্ঞ দ্রব্যের গন্ধ গ্রহণ, ভোজন বা দর্শন হেতু মনে অত্যন্ত ঘৃণা হওয়ার যে বমি হয়, তাহাকে দ্বিষ্টার্থ সংযোগজ বমি কহে।

ক্ষীণস্য যাচ্ছর্দ্দিরতিপ্রসক্তা সোপদ্রবা শোণিতপূযযুক্তা।
সচন্দ্রিকাং তাং প্রবদন্ত্যসাধ্যাং সাধ্যাং চিকিৎসেদনুপদ্রবাঞ্চ ॥

ক্ষীণ ব্যক্তির যদি নিরন্তর রক্ত ও পূযযুক্ত বা ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ বমন হয় এবং কাসাদি উপদ্রব থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু যদি উপদ্রব না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সাধ্য বোধে চিকিৎসা করিবে।

আমাশয়োৎক্লেশভবং হি সর্ব্বং ছর্দ্দির্ম্মতং লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
প্রাকারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য সংশোধনং বা কফপিত্তহারি ॥

সর্ব্বপ্রকার বমন রোগেই আমাশয়ের উৎক্লেশ হইয়া থাকে, অতএব সকল বমিতেই প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। অথবা সকল প্রকার বমিতেই কফপিত্তনাশক সংশোধন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কেবল বাতজ বমিতে এই সংশোধন প্রয়োগ করিবে না।

চূর্ণানি লিহ্যান্মধুনাভয়ানাং হৃদ্যানি বা যানি বিরেচনানি।
মদ্যৈঃ পয়োভিশ্চ যুতানি যুক্ত্যা নয়ন্ত্যধো দোষমুদীর্ণমূর্দ্ধম্ ॥

মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিবে। অথবা যে সকল বিরেচন দ্রব্য হৃদ্য (কফ-পিত্তঘ্ন), সেই সকল দ্রব্য মদ্য বা দুগ্ধের সহিত পান করিবে। তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধগত দোষ অধোগত হইয়া থাকে।

বল্লীফলাদ্যৈর্ব্বমনং পিবেদ্বা যো দুর্ব্বলস্তং শমনৈশ্চিকিৎসেৎ।
রসৈর্ম্মনোজ্ঞৈর্লঘুভির্বিশুষ্কৈর্ভক্ষ্যৈঃ সভোজ্যৈর্বিবিধৈশ্চ পানৈঃ ॥

এই রোগে তিক্তলাউ প্রভৃতি লতাফল দ্বারা বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে রোগী দুর্ব্বল, তাহাকে বমন না দিয়া শমন ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। মনোজ্ঞ মাংসরস, লঘুপাক বিশুষ্ক ভক্ষ্যদ্রব্য (পিষ্টকাদি) ও বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য এবং পানীয় পথ্য দিবে।

সুসংস্কৃতাস্তিত্তিরিবর্হিলাবরসা ব্যপোহন্ত্যনিলপ্রবৃত্তাম্।
ছর্দ্দিং তথা কোলকুলত্থধান্যবিল্বাদিমূলাম্লযবৈশ্চ যূষঃ ॥

তিত্তিরি, ময়ূর ও লাবপক্ষীর মাংসরস, ঘৃত মরিচচূর্ণাদি দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া পান করিলে বাতজ ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়। এবং কুল, কুলত্থ, ধনে, বিল্বাদি পঞ্চমূল, অম্ল, কাঁজি ও যব ইহাদের সহিত যূষ পাক করিয়া সেই যূষ পান করিলেও বাতজ বমির শান্তি হয়।

বাতাত্মিকায়াং হৃদয়দ্রবার্ত্তঃ নরঃ পিবেৎ সৈন্ধববদ্ ঘৃতন্তু।
সিদ্ধং তথা ধান্যকনাগরাভ্যাং দধ্না চ তোয়েন চ দাড়িমস্য ॥
ব্যোষেণ যুক্তাং লবণৈস্ত্রিভিশ্চ তস্যৈব মাত্রামথবা প্রদদ্যাৎ।
স্নিগ্ধানি হৃদ্যানি চ ভোজনানি রসৈঃ সযূষৈর্দধিদাড়িমৈশ্চ ॥

বাতজ বমনাক্রান্ত রোগির হৃদয়দ্রব অর্থাৎ হৃদয় ধক্ ধক্ করিয়া স্পন্দিত হইলে তাহাকে সৈন্ধবের সহিত পক্ক ঘৃত পান করাইবে। অথবা শুঁঠ ও ধনের কল্ক এবং চতুর্গুণ

দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত অথবা দাড়িমরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা দাড়িমরস সিদ্ধ ঘৃতে ত্রিকটুচূর্ণ এবং সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া পান করিতে দিবে। মাংসরস, মুদ্গাদির যূষ, দধি ও দাড়িমরসের সহিত স্নিগ্ধ ও হৃদ্য অন্নাদি ভোজন করাইবে।

পিত্তাত্মিকায়ামনুলোমনার্থং দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎ স্যাৎ।
কফাশয়স্থন্ত্বতিমাত্রবৃদ্ধং পিত্তং হরেৎ স্বাদুভিরূর্দ্ধমেব॥

পিত্তজ ছর্দ্দিরোগে পিত্তের অনুলোমনার্থ দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ পান করাইবে। কিন্তু কফাশয়স্থ পিত্ত অতি মাত্র বর্দ্ধিত হইলে, তাহাকে মধুর বমনদ্রব্য দ্বারা বমন করাইয়া নির্হরণ করিবে।

শুদ্ধায় কালে মধুশর্করাভ্যাং লাজৈশ্চ মন্থং যদি বাপি পেয়াম্।
প্রদাপয়েন্মুদ্গরসেন বাপি শাল্যোদনং জাঙ্গলজৈ রসৈর্বা॥

পূর্ব্বোক্ত বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ রোগিকে মধু ও শর্করা মিশ্রিত খইয়ের মণ্ড বা পেয়া পান করিতে দিবে। অথবা অগ্নির বল বুঝিয়া, মুদ্গযূষ, বা জাঙ্গলমাংস রসের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করাইবে।

সিতোপলামাক্ষিকপিপ্পলীভিঃ কুল্মাষলাজাযবশক্তু গৃঞ্জান্।
খর্জ্জূরমাংসান্যথ নারিকেলং দ্রাক্ষামথো বা বদরাণি লিহ্যাৎ॥
স্রোতোঞ্জলাজোৎপলকোলমজ্জচূর্ণানি লিহ্যান্মধুনাভয়াং বা।
কোলাস্থিমজ্জাঞ্জনমক্ষিকাবিড়্লাজাসিতামাগধিকাকণান্ বা॥

ছোলা, খই ও যবের ছাতু এবং গাজোর ইহাদের চূর্ণ, পিপুলচূর্ণ মধু ও মিছরিচূর্ণসহ লেহন করিবে। খেজুরমাতি, নারিকেল, দ্রাক্ষা, অথবা কুল ইহাদের কোনটি পিপুলচূর্ণ, মধু ও মিছরি চূর্ণের সহিত লেহন করিবে। রসাঞ্জন, খই, উৎপল, ও কুলআঁটীর শাঁস ইহাদের চূর্ণ বা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা কুলআঁটীর শাঁস, রসাঞ্জন, মক্ষিকার বিষ্ঠা, খই, চিনি ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে এই সকল যোগ পিত্তজ বমি নাশক।

দ্রাক্ষারসং বাপি পিবেৎ সুশীতং মৃদ্‌ভৃষ্টলোষ্ট্রপ্রভবং জলং বা।
জম্ব্বাম্রয়োঃ পল্লবজং কষায়ং পিবেৎ সুশীতং মধুসংযুতং বা॥
নিশি স্থিতং বারি সমুদ্গকৃষ্ণং সোশীরধান্যং চণকোদকং বা।
গবেধুকামূলজলং গুড়ূচ্যা জলং পিবেদিক্ষুরসং পয়ো বা॥

এই রোগে দ্রাক্ষার শীতল কাথ পান করিবে; বা লোষ্ট্র অগ্নিতে পোড়াইয়া জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে সেই জল পান করিবে। অথবা, জামপাতা ও আমপাতার শীতল কাথ, মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। কিংবা মুগ ও পিপুল অথবা বেণার মূল, ধনে ও ছোলা বা গবেধুকার (দেধান) মূল অথবা গুলঞ্চ ইহাদের কোন একটী যোগ, সন্ধ্যার সময়ে জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল পান করিলে অথবা ইক্ষুরস বা দুগ্ধপান করিলে পিত্তজ বমির শান্তি হয়।

সেব্যং পিবেৎ কাঞ্চনগৈরিকং বা সবালকং তণ্ডুলধাবনেন।
কল্কং তথা চন্দনসেব্যমাংসীদ্রাক্ষোত্তমাবালকগৈরিকাণাম্ ॥
শীতাম্বুনা গৈরিকশালিচূর্ণং মূর্ব্বাং তথা তণ্ডুলধাবনেন।
ধাত্রীরসেনোত্তমচন্দনং বা তৃষ্ণাবমিঘ্নানি সমাক্ষিকাণি ॥

তৃষ্ণা ও বমি নিবারক যোগসমূহ। বেণার মূল চূর্ণ, বা স্বর্ণগৈরিক ও বালা চূর্ণ অথবা চন্দন, বেণার মূল, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, প্রিয়ঙ্গু, বালা ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলোদকের (চেলুনী জলের) সহিত পান করিবে। স্বর্ণগৈরিক ও শালিতণ্ডুল চূর্ণ শীতল জলের সহিত অথবা মূর্ব্বা চূর্ণ তণ্ডুলোদকের সহিত বা শ্বেতচন্দন আমলকীর রসের সহিত পান করিবে। কিংবা স্বর্ণগৈরিক, শালিতণ্ডুল ও মূর্ব্বা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কফাত্মিকায়াং বমনং প্রশস্তং সপিপ্পলীসর্ষপনিম্বতোয়ৈঃ।
পিণ্ডীতকৈঃ সৈন্ধবসম্প্রযুক্তৈশ্ছর্দ্দ্যাং কফামাশয়শোধনার্থম্ ॥

কফজনিত ছর্দ্দির চিকিৎসা। ইহাতে কফাশয় ও আমাশয় সংশোধনার্থ পিপুল, সর্ষপ ও নিমের কাথে ময়নাফলের কল্ক ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া পান দ্বারা বমন প্রশস্ত।

গোধূমশালীন্ সযবান্ পুরাণান্ যূষৈঃ পটোলামৃতচিত্রকাণাম্।
ব্যোষস্য নিম্বস্য চ তক্রসিদ্ধৈর্যূষৈঃ ফলাম্লৈঃ কটুভিস্তথাদ্যাৎ ॥
রসাংশ্চ শূল্যানি চ জাঙ্গলানাং মাংসানি জীর্ণাম্মধুশীধ্বরিষ্টান্ ॥
রাগাংস্তথা ষাড়বপানকানি দ্রাক্ষাকপিত্থৈঃ ফলপূরকৈশ্চ ॥

পল্তা, গুলঞ্চ, চিতামূল, অথবা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ কিংবা নিম ইহাদের তক্রসিদ্ধ যূষসহ অথবা কুলশুঁঠ ইত্যাদি ফলাম্ল ত্রিকটু দ্বারা কটুরসান্বিত করিয়া তাহার সহিত গোধূম, শালিতণ্ডুল বা যবকৃত ভক্ষ্য খাইতে দিবে। জাঙ্গলমৃগপক্ষীর মাংসরস ও শূল্য মাংস, পুরাতন মধু, সীধু, অরিষ্ট এবং দ্রাক্ষা, কয়েতবেল ও টাবালেবু কৃত রাগষাড়ব ও পানক সেবন করাইবে।

মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কলায়ান্ ভৃষ্টান্ যুতান্নাগরমাক্ষিকাভ্যাম্।
লিহ্যাৎ তথৈব ত্রিফলাবিড়ঙ্গচূর্ণং বিড়ঙ্গপ্লবয়োরসং বা ॥
সজাম্ববং বা বদরস্য চূর্ণং মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্।
দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্ ॥
মনঃশিলায়াঃ ফলপূরকস্য রসৈঃ কপিত্থস্য চ পিপ্পলীনাম্।
ক্ষৌদ্রেণ চূর্ণং মরিচৈশ্চ যুক্তং লিহন্ জয়েচ্ছর্দ্দিমুদীর্ণবেগাম্ ॥

কফজ বমনরোগে মুগ, মসুর, ছোলা ও মটর ভাজিয়া শুঁঠচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। আমলা হরীতকী, বহেড়া ও বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন এবং বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত্তমুতার কাথ পান করিবে। জামের বা অম্লকুলের চূর্ণ অথবা মুতা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ কিংবা দুরালভা চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। এই সকল যোগ কফজনিত ছর্দ্দিনাশক।

টাবালেবু বা কয়েতবেলের রস মনঃশিলা চূর্ণের সহিত অথবা পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উদীর্ণবেগ বমির‌ও উপশম হয়।

এষা পৃথক্তেন ময়া ক্রিয়োক্তা তাং সন্নিপাতেঽপি সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা।
দোষর্ত্তুরোগাগ্নিবলান্যবেক্ষ্য প্রযোজয়েচ্ছাস্ত্রবিদপ্রমত্তঃ॥

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ছর্দ্দিরোগের চিকিৎসা পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিলাম। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক সাবধানে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ও দোষ সকল ঋতু, রোগ, অগ্নি ও বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্নিপাতজ বমন রোগেও সেই চিকিৎসা করিবে।

মনোঽভিঘাতে তু মনোঽনুকূলা বাচঃ সমাশ্বাসনহর্ষণানি।
লোকপ্রসিদ্ধাঃ শ্রুতয়ো বয়স্যাঃ শৃঙ্গারযুক্তাশ্চ হিতা বিকারাঃ॥
গন্ধা বিচিত্রা মনসোঽনুকূলামৃৎপুষ্পযুক্তাম্রফলাদিকানাম্।
শাকানি ভোজ্যান্যথ পানকানি সুসংস্কৃতাঃ ষাড়বরাগলেহাঃ॥
যূষা রসাঃ কাম্বলিকাঃ খড়াশ্চ মাংসানি ধানা বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ।
ফলানি মূলানি চ গন্ধবর্ণরসৈরুপেতানি বমিং জয়ন্তি॥
গন্ধং রসং স্পর্শমথাপি শব্দং রূপঞ্চ যদ্‌যৎ প্রিয়মপ্যসাত্ম্যম্।
তদেব দদ্যাৎ প্রশমায় তস্যাস্তজ্জো হি রোগঃ সুখমেব জেতুম্॥

মনের অভিঘাতজনিত বমনরোগে—মনের অনুকূল বাক্যকথন, আশ্বাস প্রদান হর্ষোৎপাদন, লোকপ্রসিদ্ধশ্রুতি (ইতিহাস পুরাণোক্ত হর্ষোৎপাদক আখ্যায়িকা), স্নিগ্ধবয়স্য এবং শৃঙ্গারিক বিহার হিতকর। মনের অনুকূল নানাবিধ বিচিত্র গন্ধ; আমফলাদি পুষ্প বাসিত মৃত্তিকার গন্ধ গ্রহণ; এবং মনোমত শাক, মনোজ্ঞ অন্ন ও পানীয়দ্রব্য, সুসংস্কৃতগন্ধবর্ণাদিযুক্ত, রাগ ষাড়ব, লেহ, মুদ্গাদি যূষ, মাংসরস, কাম্বলিক (দধিরমাত ও অম্ল সিদ্ধ যূষ), খড়যূষ, মাংস, ধানা (ভাজা যবের ছাতু), প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য এবং ফল মূল হিতকর। যেরূপ গন্ধ, যেরূপ রস, যেরূপ স্পর্শ, যেরূপ শব্দ এবং যেপ্রকার রূপ বমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রিয়, তাহা যদি অসাত্ম্যও হয়, তথাপি বমন নিবারণার্থ তাহা প্রয়োগ করিবে। কারণ মনের অভিঘাতজনিত রোগের জন্য মনের অনুকূল গন্ধাদিই অতি প্রশস্ত।

ছর্দ্দ্যুত্থিতানাঞ্চ চিকিৎসিতাৎ স্বাচ্চিকিৎসিতং কার্য্যমুপদ্রবাণাম্।
অতিপ্রবৃত্তাসু বিরেচনস্য কর্ম্মাতিযোগেবিহিতং বিধেয়ম্॥
ছর্দ্দিপ্রসঙ্গাৎ পবনোঽপ্যবশ্যং ধাতুক্ষয়াদ্‌ বৃদ্ধিমুপৈতি তস্মাৎ।
চিরপ্রবৃত্তাস্বনিলাপহানি কার্য্যাণ্যুপস্তম্ভনবৃংহণানি॥
সর্পির্গুড়াঃ ক্ষীরবিধির্ঘৃতানি কল্যাণকত্র্যূষণজীবনানি।
বৃষ্যাস্তথা যা সরসাঃ সলেহাশ্চিরপ্রসক্তাঞ্চ বমিং জয়ন্তি॥

বমিজাত উপদ্রবের চিকিৎসা বমির চিকিৎসার ন্যায়ই করিতে হয়। অতিরিক্ত বমি হইলে, বিরেচনের অভিযোগ বিহিত যে চিকিৎসা তাহাই করিবে। বমন প্রসঙ্গে প্রায়ই ধাতুক্ষয় হয় বলিয়া বায়ু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; অতএব দীর্ঘকালস্থায়ী বমন রোগে বাতয় স্তম্ভনীয় ও বৃংহণীয় যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। যথা—ক্ষতক্ষীণোক্ত সর্পিগুড়, ক্ষীরবিধি, কল্যাণক ত্র্যূষণাদ্য ও জীবনীয় ঘৃত সকল, বৃষ্য মাংসরস এবং স্নেহ সমূহ সেবনে ও পানে দীর্ঘকালোৎপন্ন বমন রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়।

তত্র শ্লোকঃ।

সংখ্যাহেতুং লক্ষণমুপদ্রবান্ সাধ্যতাং তদ্‌যোগাংশ্চ।
ছর্দ্দীনাং প্রশমার্থং চিকিৎসিতং প্রাহ মুনিবর্য্যঃ॥

মুনিবর ভগবান্ আত্রেয় ছর্দ্দিরোগের উপশমার্থ বমিরোগের সংখ্যা নিদান, লক্ষণ, উপদ্রব, সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব এবং বমিনিবারক যোগ সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
ছর্দ্দিচিকিৎসিতং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি ছর্দ্দি চিকিৎসা নামক বিংশ অধ্যায়।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বীসর্পচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা বিসর্প চিকিৎসা অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিয়াছিলেন।

কৈলাসে কিন্নরাকীর্ণে বহুপ্রস্রবণৌষধে।
পাদপৈর্বিবিধৈঃ স্নিগ্ধে নিত্যং কুসুমসম্পদা॥
বমদ্ভির্মধুরান্ গন্ধান্ সর্ব্বতঃ স্বভ্যলঙ্কৃতে।
বিহরন্ত জিতাত্মানমাত্রেয়মৃষিবন্দিতম্॥
মহর্ষিভিঃ পরিবৃতং সর্ব্বভূতহিতে রতম্।
অগ্নিবেশো গুরুং কালে বিনয়াদিদমুক্তবান্॥
ভগবন্ দারুণং রোগমাশীবিষবিষোপমম্।
সংসর্পন্তং শরীরেষু দেহিনামুপলক্ষয়ে॥
সহসৈব নরান্তেন পরীতাঃ শীঘ্রকারিণা।
বিনশ্যন্ত্যনুপক্রান্তাস্তত্র মে সংশয়ো মহান্॥

স নাম্না কেন বিজ্ঞেয়ঃ সংজ্ঞিতঃ কেন হেতুনা।
কতিধাতুঃ কতিবিধো জায়তে কৈশ্চ হেতুভিঃ॥
সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো জ্ঞেয়ো যশ্চানুপক্রমঃ।
কথং কৈর্লক্ষণৈঃ কিঞ্চ ভগবংস্তত্র ভেষজম্॥

একদা বহু প্রস্রবণ ও ঔষধ সমন্বিত, মধুরগন্ধবাহী কুসুমালীকৃত বিবিধ স্নিগ্ধ পাদপবিশিষ্ট, ঋষিগণকৃত স্বস্তিকর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বতো অলঙ্কৃত ও কিন্নরাকীর্ণ কৈলাস পর্ব্বতে, জিতাত্মা ঋষি-বন্দিত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত সর্ব্বপ্রাণী হিতাকাঙ্ক্ষী বিভু ভগবান আত্রেয়ঋষি বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আশীবিষবিষসদৃশ ভয়ঙ্কর রোগ মনুষ্য শরীরে বিসর্পিত হইতে দেখা যায়। সেই শীঘ্রকারি রোগসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইবামাত্র চিকিৎসা না করিলে মানুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে; এই রোগ সম্বন্ধে আমার মহান্ সংশয় আছে। রোগটির নাম কি? কি হেতু তাহারা সেই নামে অভিহিত? তাহার ভেদ কত প্রকার? তাহা কোন্ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, উহার নিদান ও আশ্রয় কি? কোন্ লক্ষণের দ্বারায় তাহা সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য, ও অসাধ্য বলিয়া জানা যায় এবং তাহার ঔষধ কি?

তদগ্নিবেশস্য বচঃ শ্রুত্বাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ।
যথাবদখিলং সর্ব্বং প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহার যথাবৎ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

বিবিধং সর্পতি যতো বিসর্পস্তেন স স্মৃতঃ।
পরিসর্পোঽথবা নাম্না সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ॥

এই রোগ বিবিধ প্রকারে বিসর্পিত হয় বলিয়া উহার নাম বিসর্প; এবং শরীরের সর্ব্বত্র সর্পণ করে বলিয়া পরীসর্প নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

স চ সপ্তবিধো দোষৈর্বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তধাতুকঃ।
পৃথক্ ত্রয়স্ত্রিভিশ্চৈকো বীসর্পো দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ॥
বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ।
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ॥
আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ।
যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ॥

এই বিসর্প রোগ দোষভেদে সাত প্রকার; রক্ত লসীকা ত্বক ও মাংস এই চারিটি ধাতু এবং বাত পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে সপ্তধাতুক বলা যায়। সপ্তবিধ বিসর্প যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ এবং সন্নিপাতজ এই চারি প্রকার এবং অপর দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার। দ্বন্দ্বজবিসর্প তিন প্রকার যথা—বাতপিত্তজ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থি বিসর্প ও পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প বলে। এই কর্দ্দমক বিসর্প অতি ভয়ঙ্কর।

রক্তং লসীকা ত্বঙ্মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ ।
বীসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত ধাতবঃ ॥

রক্ত, লসীকা, ত্বক ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ এই সাতটি ধাতু বিসর্পরোগের উপাদান।

লবণাম্লকটূষ্ণানাং রসানামতিসেবনাৎ ।
দধ্যম্লমস্তুশুক্তানাং সুরাসৌবীরকস্য চ ॥
ব্যাপন্নবহুমদ্যোষ্ণরাগষাড়বসেবনাৎ ।
শাকানাং হরিতানাঞ্চ সেবনাচ্চ বিদাহিনাম্ ॥
কূর্চ্চিকানা কিলাটানাং সেবনাম্মস্তুকস্য চ ।
দধ্নঃ শিণ্ডাকিপূর্ব্বাণামাসুতানাঞ্চ সেবনাৎ ॥
তিলমাষকুলত্থানাং তৈলানাং পিষ্টকস্য চ ।
গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ মাংসানাং লশুনস্য চ ॥
প্রক্লিন্নানাঞ্চ মৎস্যানাং বিরুদ্ধানাঞ্চ সেবনাৎ ।
অত্যাদানাদ্দিবাস্বপ্নাদজীর্ণাধ্যশনাশনাৎ ॥
ক্ষতবন্ধপ্রপতনাদ্ঘর্ম্মকর্ম্মাতিসেবনাৎ ।
বিষবাতাগ্নিদোষাচ্চ বীসর্পাণাং সমুদ্ভবঃ ॥

লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণবীর্য্য রসের অতিসেবন ; অম্লদধি, দধিরমাত্ ও তদ্দ্বারা প্রস্তুত শুক্ত সুরা ও সৌবীরক, দূষিত মদ্য, বহুপরিমিত মদ্য, উষ্ণ রাগওষাড়ব, হরিত. (আর্দ্রকাদি) শাক বিদাহিদ্রব্য, দধিকূর্চ্চিকা, তক্রকূর্চ্চিকা, দধিরমাত্ ও শিণ্ডাকি প্রভৃতি আসবের অতিসেবন ; তিল, মাষকলাই, কুলত্থকলাই, তৈল, পিষ্টক, গ্রাম্য আনূপ ও ঔদকমাংস, লশুন, পচা ও সংযোগ বিরুদ্ধ মৎস্য সেবন ; অতিরিক্ত ভোজন, দিবানিদ্রা, অপক্কদ্রব্য ভোজন, অধ্যশন, ক্ষত, বন্ধন, পতন, রৌদ্র ও অগ্নি সেবন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দূষিত বিষ, দূষিতবায়ু ও দূষিত অগ্নির সেবন ইত্যাদি কারণে বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়।

এতৈর্নিদানৈর্ব্যামিশ্রৈঃ কুপিতা মারুতাদয়ঃ ।
দূষ্যান্ সংদূষ্য রক্তাদীন্ বিসর্পন্ত্যহিতাশিনাম্ ॥
বহিঃশ্রিতঃ শ্রিতশ্চান্তস্তথা চোভয়সংশ্রিতঃ ।
বীসর্পো বলমেষাং তু জ্ঞেয়ং গুরু যথোত্তরম্ ॥
বহির্ম্মার্গাশ্রিতং সাধ্যমসাধ্যমুভয়াশ্রিতম্ ।
বীসর্পং দারুণং বিদ্যাৎ সুকৃচ্ছ্রন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্ ॥

এই সকল মিশ্রনিদান দ্বারা বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া অহিতাশি ব্যক্তির রক্তাদি দূষ্য পদার্থ সকলকে দূষিত করিয়া শরীরে বিসর্পিত হয় অর্থাৎ বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। বিসর্প শরীরের বহিঃ বা অন্তঃ কিংবা অন্তর্বহি উভয়দেশকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই অন্তর্ভাগাশ্রিত বহির্ভাগাশ্রিত এবং অন্তর্বহিঃ উভয় ভাগাশ্রিত বিসর্প সকলের মধ্যে পর পরটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। পরন্তু বহির্ভাগাশ্রিত বিসর্প সকল সাধ্য, অন্তর্ভাগাশ্রিত বিসর্প কষ্টসাধ্য, এবং উভয় ভাগাশ্রিত বিসর্প অসাধ্য। এই উভয়মার্গাশ্রিত বিসর্প অতি ভয়ঙ্কর।

অন্তঃপ্রকুপিতা দোষা বিসর্পন্ত্যন্তরাশ্রয়ে।
বহির্বহিঃপ্রকুপিতাঃ সর্ব্বত্রোভয়সংশ্রিতাঃ ॥

বাতাদি দোষত্রয় অভ্যন্তরে প্রকুপিত হইয়া অন্তরাশ্রিত, বহির্ভাগে প্রকুপিত হইয়া বহিরাশ্রিত এবং উভয়ভাগে প্রকুপিত হইয়া উভয়াশ্রিত বিসর্প উৎপন্ন করে।

মর্ম্মোপঘাতাৎ সংরোধাদয়নানাং বিঘট্টনাৎ।
তৃষ্ণাতিযোগাদ্বেগানাং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ ॥
বিদ্যাদ্বীসর্পমন্তর্যদাশু চাগ্নিবলক্ষয়াৎ।
অতো বিপর্য্যয়াদ্বাহ্যমন্যং বিদ্যাৎ স্বলক্ষণৈঃ ॥

অন্তর্বিসর্পের লক্ষণ যথা—বক্ষোমর্ম্মের উপঘাত, মল মূত্র-শ্বাস প্রশ্বাসাদির মার্গসংরোধ, অতিশয় তৃষ্ণা, মলমূত্রাদির বেগধারণ বা বিষমভাবে প্রবর্ত্তন এবং অগ্নিবলের আশুক্ষয়, এই সমুদায় লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ বহির্বিসর্পে প্রকাশ পায় অর্থাৎ বক্ষোমর্ম্মের অনুপঘাত, মল-মূত্রাদি মার্গের অসংরোধ, তৃষ্ণার অযোগ, মল মূত্রাদির বেগের অযথা প্রবৃত্তি ও অগ্নিবলের অসংক্ষয়। সাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব লক্ষণ দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তর বিসর্প নির্ণয় করিবে।

যস্য লিঙ্গানি সর্ব্বাণি বলবদ্ যস্য কারণম্।
যস্য চোপদ্রবাঃ কষ্টা মর্ম্মগো যশ্চ হন্তি সঃ ॥

যে বিসর্পান্বিত সমস্ত লক্ষণ যাহা বলবান্ হেতু হইতে উৎপন্ন হয়, যাহার উপদ্রব সকল অতি কষ্টকর হয় এবং যাহা মর্ম্মস্থানে জাত, সেই বিসর্প রোগির প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

রুক্ষোষ্ণৈঃ কারণৈর্বায়ুঃ পূরণৈর্বা সমাহিতঃ।
প্রদুষ্টো দূষয়ন্ দূষ্যান্ বিসর্পতি যথাবলম্ ॥

বাতজ বিসর্পের নিদান। রুক্ষোষ্ণ কারণে অথবা রুক্ষোষ্ণ দ্রব্যের অতিভোজনে সঞ্চিত বায়ু কুপিত হইয়া রসাদি দূষ্য পদার্থের দূষণ পূর্ব্বক বলানুসারে বিসর্প রোগ জন্মায়।

তস্য রূপাণি। ভ্রমদবথুপিপাসানিস্তোদশূলাঙ্গমর্দ্দোদ্বেষ্টনকম্পজ্বর-তমককাসাস্থিসন্ধিভেদবিবর্ণবমনারোচকাবিপাকাশ্চক্ষুষোরাকুলত্বমস্রাগমনং পিপীলিকাসঞ্চার ইব চাঙ্গেষু, যস্মিংশ্চাবকাশে বীসর্পোঽনুবিসর্পতি সোঽবকাশঃ শ্যাবারুণাবভাসো বা শ্বয়থুমান্ নিস্তোদভেদশূলায়াসসঙ্কোচ-হর্ষস্ফুরণৈরতিমাত্রং প্রপীড্যতে। অনুপক্রান্তশ্চোপচীয়তে শীঘ্রভেদৈঃ স্ফোটকৈস্তনুভিররুণাভৈঃ শ্যাবৈর্বা তনুবিষমদারুণাল্পস্রাবৈর্বিবদ্ধবাত-মূত্রপুরীষশ্চ ভবতি। নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি বাতবীসর্পঃ।

বাতজ বিসর্পের লক্ষণ। এই বিসর্পে ভ্রম, উপতাপ, পিপাসা, তোদ (সূচীবেধবদ্ বেদনা), শূলবেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, উদ্বেষ্টন, (বষ্টাদি দ্বারা মর্দ্দনবৎ বেদনা), কম্প, জ্বর, তমকশ্বাস, কাস, অস্থি ও সন্ধিতে বিদারণবৎ বেদনা, বৈবর্ণ্য, বমন, অরুচি, অপরিপাক, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলত্ব ও সজলভাব, গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চরণের ন্যায় বোধ, গাত্রের যে স্থানে বিসর্প বিসর্পিত হয় সেই স্থান শ্যাব বা অরুণবর্ণ, শোথযুক্ত, তোদ, ভেদ ও শূলবদ্ বেদনান্বিত, শ্রান্তিযুক্ত, সঙ্কুচিত, হর্ষযুক্ত (লোমাঞ্চিত) ও স্ফুরণযুক্ত (চিড়িক মারা) হয়; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় রোগী অতিমাত্র প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ইহা অচিকিৎসিত হইলে সেই সেই স্থান পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, অরুণ বা শ্যাববর্ণ, শীঘ্রবিদারি স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্ফোটক ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে পাতলা বিষম দারুণ ও অল্প স্রাব নির্গত হয় এবং রোগির মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা হইয়া থাকে। নিদানোক্ত বিষয় সমূহ দ্বারা ইহার অনুপশয় এবং নিদান বিপরীত দ্রব্য দ্বারা ইহার উপশয় হইয়া থাকে।

পিত্তমুক্তোপচারেণ বিদাহ্যন্নাদিভিশ্চিতম্।
দূষ্যান্ সংদূষ্য ধমনীঃ পূরয়ন্ বৈ বিসর্পতি॥

পিত্তজ বিসর্পের নিদান ও সংপ্রাপ্তি। উক্ত উপচার ও বিদাহি অন্নদ্রব্যাদি সেবন দ্বারা সঞ্চিত পিত্ত কুপিত হইয়া দূষ্য পদার্থ সমূহকে দূষিত ও ধমনী সকলকে পূর্ণ করিয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে।

তস্য রূপাণি। জ্বরস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা চ্ছর্দ্দিররোচকোঽঙ্গভেদঃ স্বেদোঽতিমাত্রমন্তর্দাহঃ প্রলাপঃ শিরোরুক্ চক্ষুষোরাকুলত্বমস্বপ্নোঽরতির্ভ্রমঃ শীতবাতবারিতর্ষোঽতিমাত্রং হরিতহারিদ্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বং হারিদ্রদর্শনং, যস্মিংশ্চাবকাশে বীসর্পোঽনুসর্পতি সোঽবকাশস্তাম্র-হরিত-হারিদ্র-নীল-কৃষ্ণ-রক্তানাং বর্ণানামন্যতমং পুষ্যতি। সোৎসেধৈশ্চাতিমাত্রং দাহসম্ভেদনপরীতৈঃ স্ফোটকৈরুপচীয়তে তুল্যবর্ণস্রাবিভিরচিরপাকশ্চ ভবতি। নিদানোক্তান্যস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি পিত্তবিসর্পঃ।

পিত্তজ বিসর্পের লক্ষণ। এই বিসর্পে জ্বর, পিপাসা, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, অঙ্গে ভেদবদ্ বেদনা, স্বেদ, অত্যন্ত অন্তর্দ্দাহ, প্রলাপ, শিরোবেদনা, চক্ষুর আকুলত্ব, অনিদ্রা, অসুস্থচিত্ততা, ভ্রম, শীতল বায়ু ও শীতলজলে অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা, মল ও মূত্রের হরিদ্বর্ণতা বা হারিদ্র বর্ণতা ও পীতদর্শন এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং শরীরের যে স্থানে বিসর্প বিসর্পিত হয়, সেই স্থান তাম্র, হরিত, হারিদ্র, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। বিসর্পাক্রান্ত স্থান উন্নত, অত্যন্ত দাহ ও ভেদবৎ পীড়াগ্রস্ত, স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং তাহা হইতে পিত্তের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। নিদানোক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা অনুপশয় ও তদ্বিপরীত দ্রব্য সেবনে উপশয় হইয়া থাকে।

স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধগুর্ব্বন্নস্বপ্নসঞ্চিতঃ।
কফঃ সংদূষয়ন্ দূষ্যান্ কৃৎস্নমঙ্গং বিসর্পতি॥

কফজ বিসর্পের নিদান। মধুর অম্ল লবণ স্নিগ্ধ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন এবং দিবানিদ্রা হেতু সঞ্চিত কফ কুপিত হইয়া দুষ্যপদার্থকে দূষিত করতঃ সমস্ত অঙ্গে বিসর্পিত হইয়া বিসর্প রোগ উৎপন্ন করে।

তস্য রূপাণি। শীতজ্বরো গৌরবং নিদ্রা তন্দ্রারোচকোঽবিপাকো মধুরাস্যত্বমাস্যোপলেপঃ প্রসেকশ্ছর্দ্দিরালস্যং স্তৈমিত্যমগ্নিসাদো দৌর্ব্বল্যং, যস্মিংশ্চাবকাশে বিসর্পোঽনুসর্পতি সোঽবকাশঃ শ্বয়থুমান্ পাণ্ডুর্নাতিরক্তঃ স্নেহসুপ্তিস্তম্ভগৌরবৈরন্বিতোঽল্পবেদনঃ কৃচ্ছ্রপাকৈশ্চির-কারিভিঃ বহলত্বগুপলেপৈঃ স্ফোটৈঃ শ্বেতপাণ্ডুভিরনুবধ্যন্তে। প্রভিন্নস্তু শ্বেতং পিচ্ছিলং তন্তুমদ্ঘনমনুবদ্ধং দুর্গন্ধমাস্রাবং স্রবত্যূর্দ্ধঞ্চ গুরুভিঃ স্থিরৈর্জ্জালাবততৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বহলত্বগুপলেপৈর্ব্রণৈরনুবধ্যতেঽনুষঙ্গী চ ভবতি শ্বেতত্বঙ্নখনয়নবদনমূত্রবর্চ্চস্ত্বম্। নিদানোক্তান্যস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি শ্লেষ্মবীসর্পঃ।

কফজ বিসর্পের লক্ষণ। এই বিসর্পে শীতজ্বর, শরীরের গুরুত্ব, নিদ্রা, তন্দ্রা, অরুচি, অপরিপাক, মুখের মধুরতা, মুখের লিপ্ততা, কফপ্রসেক, বমি, আলস্য, স্তৈমিত্য, অগ্নিমান্দ্য ও দৌর্ব্বল্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শরীরের যে যে স্থানে বিসর্প বিসর্পিত হয়, সেই সেই স্থান শোথযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, বা নাতিরক্তবর্ণ, চিক্কণ, স্পর্শশক্তিহীন, স্তব্ধ, গুরু ও অল্প বেদনান্বিত হয়। এবং কৃচ্ছ্রপাক, চিরকারী, ঘনত্বক, উপলেপযুক্ত শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহা ফাটিয়া গেলে, শ্বেত, পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট, ঘন, গ্রথিত ও দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়। স্ফোটকের উপরিভাগে গুরু, কঠিন, জালব্যাপ্ত, ও চিক্কণ ব্রণ সকল জন্মিয়া থাকে। এই ব্রণের চামড়া পুরু হয়। ইহা উপলেপযুক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। এই বিসর্পে রোগির ত্বক, নখ, নেত্র, মুখ, মূত্র ও মল শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। নিদানোক্ত দ্রব্য সেবনে অনুপশম এবং তদ্বিপরীত দ্রব্য সেবনে উপশম হইয়া থাকে।

বাতপিত্তং প্রকুপিতমতিমাত্রং স্বহেতুভিঃ।
পরস্পরং লব্ধবলং শীঘ্রমঙ্গে বিসর্পতি॥

বায়ু ও পিত্ত স্বকীয় প্রকোপ করণে অতিমাত্র প্রকুপিত ও পরস্পর লব্ধবল হইয়া শরীরে শীঘ্র বিসর্প রোগ (আগ্নেয় বিসর্প,) উৎপাদন করিয়া থাকে।

তদুপতাপাদাতুরঃ সর্ব্বশরীরমঙ্গারৈরিবাকীর্য্যমাণং মন্যতে। ছর্দ্দ্যতীসারমূর্চ্ছাদাহমোহজ্বরতমকারোচকাস্থিসন্ধিভেদতৃষ্ণাবিপাকাঙ্গভে-দাদিভিশ্চাভিভূয়তে। যং চাবকাশং বীসর্পোঽনুসর্পতি সোঽবকাশঃ শান্তাঙ্গারপ্রকাশোঽতিরক্তো বা ভবত্যগ্নিদগ্ধপ্রকারৈশ্চ স্ফোটৈরুপ-চীয়তে। স শীঘ্রগত্বাদাশ্বেব মর্ম্মাণ্যনুসরতি মর্ম্মণি চোপতপ্তে পবনো-ঽতিবলো ভিনত্ত্যঙ্গান্যতিমাত্রং প্রমোহয়তি সংজ্ঞাং হিক্কাশ্বাসৌ জনয়তি নাশয়তি নিদ্রাম্। স নষ্টনিদ্রঃ প্রমূঢ়সংজ্ঞো ব্যথিতচেতা ন কচিৎ

সুখমুপলভতে, পরিতঃ স্থানাদাসনাৎ শয্যাং ক্রান্তুমিচ্ছতি ক্লিষ্টভূয়িষ্ঠশ্চাশু নিদ্রাং লভতে দুঃখপ্রবোধশ্চ ভবতি, তমেবংবিধমাতুরমগ্নিবীসর্পপরীতমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ ।

এই বাতপৈত্তিক বিসর্পের উপতাপ হেতু রোগী মনে করে যেন তাহার সর্ব্বশরীর প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বমি, অতিসার, মূর্চ্ছা, দাহ, মোহ, জ্বর, তমকশ্বাস, অরুচি, অস্থি ও সন্ধিতে ভেদবদ্ বেদনা, তৃষ্ণা, অপরিপাক ও অঙ্গভেদাদি লক্ষণ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। বিসর্প শরীরের যে স্থানে গমন করে সেই স্থান, শান্ত অঙ্গারবৎ, কৃষ্ণবর্ণ বা অতিরক্তবর্ণ হয়। অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকের ন্যায় স্ফোটকসমূহ দ্বারায় সেই স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিসর্প শীঘ্রগামিত্ব হেতু অতি সত্বর মর্ম্মস্থানে অনুগমন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মর্ম্ম উপতপ্ত হইলে বায়ু অতি বলবান্ হইয়া অঙ্গসমূহে অতিমাত্র ভেদবদ্ বেদনা জন্মায়, জ্ঞান লোপ করে, হিক্কা ও শ্বাস জন্মায় এবং নিদ্রা নষ্ট করিয়া থাকে। নিদ্রাহীন, প্রমূঢ়সংজ্ঞ ও ব্যথিতচেতা রোগী কোন স্থানে সুখলাভ করে না; আসনে বসিয়া কিংবা শয্যায় শয়ন করিয়া সুখলাভ করে না। শয্যায় চারিপাশে অস্থির হইয়া বেড়ায়; এবং অত্যন্ত ক্লেশযুক্ত হইয়া সত্বর এমন নিদ্রা লাভ করে, যে অতিদুঃখে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। এবম্বিধ আতুরকে অগ্নিবিসর্পাক্রান্ত বলিয়া জানিবে।

কফপিত্তং প্রকুপিতং বলবৎ স্বেন হেতুনা ।
বিসর্পত্যেকদেশে তু প্রক্লেদয়তি চাধিকম্ ॥

কফ ও পিত্ত স্বকীয় প্রকোপ কারণে প্রকুপিত ও বলবান হইয়া শরীরের কোন এক স্থানে বিসর্পরোগ (কর্দ্দমাখ্য) উৎপাদন করে। ইহাতে সেই স্থান ক্লিন্ন হয়।

তদ্বিকারাঃ—শীতজ্বরঃ শিরোরুগ্ দাহঃ স্তৈমিত্যমঙ্গাবসদনং নিদ্রা তন্দ্রা প্রমোহোঽন্নদ্বেষঃ প্রলাপোঽগ্নিনাশো দৌর্ব্বল্যমস্থিভেদো মূর্চ্ছা পিপাসা স্রোতসাং প্রলেপো জাড্যমিন্দ্রিয়াণামামোপবেশনমঙ্গবিক্ষেপোঽঙ্গমর্দ্দোঽরতিরৌৎসুক্যঞ্চোপজায়তে। প্রায়শ্চামাশয়ে বিসর্পত্যলস একদেশগ্রাহী চ স্যাৎ। যস্মিংশ্চাবকাশে বিসর্পো বিসর্পতি সোঽবকাশো রক্তপীতপাণ্ডুপিড়কাবকীর্ণ ইব মেচকাভো মলিনঃ স্নিগ্ধো বহুষ্মা গুরুঃ স্তিমিতবেদনঃ শ্বয়থুমান্ গম্ভীরপাকো নিরাস্রাবঃ শীঘ্রক্লেদনশ্চ ভবতি, স্বিন্নক্লিন্নপূতিমাংসশ্চ ক্রমেণাল্পরুক্ সংজ্ঞাস্মৃতিহন্তা ভবেৎ, পরামৃষ্টোঽবদীর্য্যতে স কর্দ্দম ইবাবপীড়িতোঽন্তরং প্রযচ্ছত্যুপক্লিন্নমাংসত্যাগী শিরাস্নায়ুসংদর্শী কুণপগন্ধী চ ভবতি, তং কর্দ্দমবীসর্পপরীতমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ ।

কর্দ্দমাখ্য বিসর্পের লক্ষণ। শীতজ্বর, শিরোরোগে, দাহ, স্তৈমিত্য, শরীরের অবসাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, প্রমোহ, অন্নদ্বেষ, প্রলাপ, অগ্নিনাশ, দৌর্ব্বল্য, অস্থিভেদ, মূর্চ্ছা, পিপাসা স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা, ইন্দ্রিয় সকলের জড়তা, আমযুক্ত মলভেদ, অঙ্গবিক্ষেপ (হাত

পা ফোলা), অঙ্গমর্দ, অনবস্থিতচিত্ততা ও ঔৎসুক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিসর্প আমাশয়স্থানে জন্মায় এবং অলসীভূত হইয়া আমাশয়ের কোনস্থানে অবস্থিতি করে। কর্দ্দমাখ্য বিসর্প যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থান রক্ত পীত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কাযুক্ত, মেচকাভ, মলিন, স্নিগ্ধ, বহুউষ্মান্বিত, গুরু, স্তিমিতবেদন, শোথযুক্ত, গম্ভীরপাক, স্রাবরহিত ও ক্লেদযুক্ত হয় এবং সেই স্থানের মাংস স্বিন্ন ক্লিন্ন ও পূতি হয়। এই বিসর্পে বেদনা কম থাকে কিন্তু সংজ্ঞা ও স্মৃতি থাকে না। কর্দ্দমাখ্য বিসর্পাক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে কাটিয়া যায় এবং টিপিলে বসিয়া যায়। সেই স্থানের মাংস পচিয়া বাহির হয় শিরা ও স্নায়ু সকল বাহির হইয়া পড়ে এবং মড়ার ন্যায় গন্ধ হয়। এই কর্দ্দমাখ্য বিসর্প অচিকিৎস্য জানিবে।

স্থিরগুরুকঠিনমধুরশীতস্নিগ্ধান্নপানাভিষ্যন্দিসেবিনামব্যায়ামসেবিনাম-প্রতিকর্ম্মশীলানাঞ্চ শ্লেষ্মা বায়ুশ্চ প্রকোপমাপদ্যতে, তাবুভৌ দুষ্টপ্রবৃদ্ধাবতিবলৌ প্রদূষ্য দূষ্যান্ বিসর্পায় কল্পেতে। তত্র বায়ুঃ শ্লেষ্মণা বিবদ্ধমার্গস্তমেব শ্লেষ্মাণমনেকধা ভিন্দন্ ক্রমেণ গ্রন্থিমালাং কৃচ্ছ্রপাকসাধ্যাং কফাশয়ে সংজনয়তি, উৎসন্নরক্তস্য বা প্রদূষ্য রক্তং শিরাস্নায়ুমাংসত্বগাশ্রিতানাং গ্রন্থীনাং মালাং কুরুতে তীব্ররুজানাং স্থূলানামণূনাং দীর্ঘবৃত্তরক্তানাম্। তদুপতাপাজ্জ্বরাতীসারহিক্কাশ্বাসকাস-শোষপ্রমোহবৈবর্ণ্যারোচকাবিপাকপ্রসেকচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গনিদ্রারতিসদনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যুপদ্রবাঃ। এতৈরুপদ্রবৈরুপদ্রুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং বিষয়মতিপতিতো বিবর্জ্জনীয়ো ভবতীতি গ্রন্থিবীসর্পঃ।

স্থির গুরু কঠিন মধুর শীতল স্নিগ্ধ ও অভিষ্যন্দি অন্নপান সেবন, সঞ্চিত দোষের কোনরূপ প্রতিকার না করিয়া বসিয়া থাকা, এই সকল কারণে শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রকুপিত হয়। ঐ প্রকুপিত বলবান শ্লেষ্মা ও বায়ু রক্তাদি দূষ্য চতুষ্টয়কে দূষিত করিয়া গ্রন্থিবিসর্প উৎপাদন করে। দূষিত বায়ু দূষিত কফ কর্ত্তৃক রুদ্ধমার্গ হইয়া সেই অবরোধক কফকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া কফাশয়ে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে। ঐ সকল গ্রন্থি পাকে না এবং উহার চিকিৎসা করিলেও প্রায় উপশম হয় না। ঐ প্রকার দূষিত বায়ু রক্তবহুল ব্যক্তির রক্তকে দূষিত করিয়া, শিরা, স্নায়ু মাংস ও ত্বকে গ্রন্থিমালা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ গ্রন্থিমালা স্থূল সূক্ষ্ম দীর্ঘ বা বৃত্তাকার ও রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে তীব্র বেদনা থাকে। গ্রন্থিমালার উপতাপে জ্বর অতিসার, হিক্কা, শ্বাস, কাস, শোষ, মোহ, বৈবর্ণ্য, অরুচি, অপরিপাক, প্রসেক, বমি মূর্চ্ছা, ভঙ্গবৎ বেদনা, নিদ্রা, অরতি ও অবসাদ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই সকল উপদ্রবযুক্ত বিসর্প, সকল প্রকার চিকিৎসার বহির্ভূত ও বিবর্জ্জনীয়।

উপদ্রবস্তু খলু রোগোত্তরকালজো রোগাশ্রয়ো রোগ এব স্থূলোঽণুর্ব্বা রোগাৎ পশ্চাজ্জায়ত ইত্যুপদ্রবসংজ্ঞঃ। তত্র প্রধানং ব্যাধির্ব্যাধের্গুণভূত উপদ্রবস্তস্য প্রায়ঃ প্রধানপ্রশমে প্রশমো ভবতি। স তু

পীড়াকরতরো ভবতি পশ্চাদুৎপদ্যমানো ব্যাধিপরিক্লিষ্টশরীরধাতুকত্বাৎ, তস্মাদুপদ্রবং ত্বরমাণোঽভিবাধেত।

মূল পীড়া উৎপন্ন হইবার পরে, সেই রোগকে আশ্রয় করিয়া অন্য যে রোগ জন্মে তাহাকেই উপদ্রব বা উপসর্গ বলে। উপদ্রবও রোগ, তাহা অভিব্যক্তই হউক আর অনভিব্যক্তই হউক, মূল পীড়ার পশ্চাৎ জন্মায় বলিয়া উপদ্রব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মূল ব্যাধিই প্রধান, উপদ্রব অপ্রধান বা মূলব্যাধির গুণভূত। মূল রোগের উপশম হইলে প্রায়ই উপদ্রবের শান্তি হইয়া থাকে, কদাচিৎ উপদ্রবের উপশম হয় না। কিন্তু যে উপদ্রবের উপশম হয় না, তাহা অতি পীড়াদায়ক। যে হেতু মূল ব্যাধিতে ভুগিয়া শরীর নিতান্ত কাতর থাকে, অধিকন্তু তৎপরে উপদ্রব জন্মাইয়া যদি একসঙ্গে উপশম না হয়, তাহা হইলে অধিকতর ক্লেশ পাইবারই সম্ভাবনা। অতএব সেরূপ স্থলে শীঘ্র উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে।

সর্ব্বায়তনসমুত্থং সর্ব্বলিঙ্গং সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনং সর্ব্বধাত্বনুসারিণমাশুকারিণং মহাত্যয়িকমিতি চ মত্বা সন্নিপাতবীসর্পমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ।

সান্নিপাতিক বিসর্প। যাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত নিদান ও লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, যাহা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত সর্ব্বধাতুগত ও আশুকারী এবং মহাবিপজ্জনক তাহাই সান্নিপাতিক বিসর্প। এই সান্নিপাতিক বিসর্প অচিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

তত্র বাতপিত্তশ্লেষ্মনিমিত্তা বীসর্পাস্ত্রয়ঃ সাধ্যা ভবন্তি। অগ্নিকর্দ্দমাখ্যৌ পুনরনুপসৃষ্টৌ মর্ম্মণ্যনুপহতে বা শিরাস্নায়ুমাংসক্লেদে সাধারণক্রিয়াভিরুভাবেবাভ্যস্যমানৌ প্রশান্তিমাপদ্যেয়াতাম্। অনাদরোপক্রান্তঃ পুনস্তয়োরন্যতরো দহেদ্ দেহমাশ্বেবাশীবিষবিষবৎ। তথা গ্রন্থিবীসর্পমজাতোপদ্রবমারভেত চিকিৎসিতুমুপদ্রবেণোপক্রান্তস্ত্বেনং পরিহরেৎ। সন্নিপাতজস্তু সর্ব্বধাত্বনুসারিত্বাদাশুকারিত্বাদ্বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চাসাধ্যং বিদ্যাৎ। তত্র সাধ্যানাং সাধনমনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

যাহা এক দোষজ অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ বা কফজ তাহাই সাধ্য। অগ্নিবিসর্প ও কর্দ্দমাখ্য বিসর্পও পূর্ব্বে অচিকিৎস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যদি জ্বরাদি উপদ্রব না থাকে, বক্ষোমর্ম্ম আক্রান্ত না হয়, শিরা স্নায়ু ও মাংস কেবল ক্লিন্নমাত্র হয়; অর্থাৎ মাংস পচিয়া খসিয়া না পড়ে ও তজ্জন্য শিরা স্নায়ু দেখা না যায় এবং যদি সাধারণ চিকিৎসা অর্থাৎ স্বস্ত্যয়নাদি দৈব ব্যপাশ্রয় ও ঔষধাদিপ্রয়োগরূপ যুক্তিব্যপাশ্রয় এই উভয়বিধ চিকিৎসাই সম্যক্‌কৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিসর্পদ্বয়ের শান্তি হইতে পারে। কিন্তু যদি অগ্নিবিসর্প ও কর্দ্দমাখ্য বিসর্পের চিকিৎসা যত্নপূর্ব্বক না হয়, তাহা হইলে উহা সর্প-বিষ বিষবৎ সত্বর প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। এইরূপ গ্রন্থিবিসর্পও যদি জ্বরাতিসারাদি উপদ্রব শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অচিকিৎস্য জানিয়া ত্যাগ করিবে। সান্নিপাতিক

বিসর্প সর্ব্বধাতুগামী আশুকারী ও বিরুদ্ধ-চিকিৎস্য বলিয়া উহাকে ত্যাগ করিবে। এস্থলে সাধ্য বিসর্প সকলের সাধনোপায় ব্যাখ্যা করিব।

লঙ্ঘনোল্লেখনে শস্তে তিক্তকানাঞ্চ সেবনম্।
কফস্থানগতে সামে রুক্ষশীতৈশ্চ লেপনম্॥
পিত্তস্থানগতেঽপ্যেতৎ সামে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
শোণিতস্রাবসেকঞ্চ বিরেকঞ্চ বিশেষতঃ॥
মারুতাশয়সম্ভূতেঽপ্যাদিতঃ স্যাদ্বিরুক্ষণম্।
রক্তপিত্তান্বয়েঽপ্যাদৌ স্নেহনং ন হিতং মতম্॥
বাতোল্বণে তিক্তঘৃতং পৈত্তিকে চ প্রশস্যতে।
লঘুদোষে মহাদোষে পৈত্তিকে স্যাদ্বিরেচনম্॥
ন ঘৃতং বহুদোষায় দেয়ং তং চ বিরেচয়েৎ॥
তেন দোষো হ্যবষ্টব্ধস্ত্বঙ্মাংসরুধিরং পচেৎ।
তস্মাদ্বিরেকমেবাদৌ শস্তং দদ্যাদ্বিসর্পিণঃ॥
শোণিতস্রাবসেকঞ্চ তদ্ধ্যপাশ্রয়সংজ্ঞিতম্।
ইতি বীসর্পিণামুক্তং সমাসেন চিকিৎসিতম্॥
এতদেব পুনঃ সর্ব্বং ব্যাসতঃ সংপ্রবক্ষ্যতে।

কফস্থানগত আমদোষান্বিত বিসর্পে উপবাস, বমন, তিক্তকদ্রব্য সেবন এবং রুক্ষ ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ হিতকর। আমান্বিত বিসর্প পিত্তস্থানগত হইলেও ঐরূপ চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ ইহাতে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন প্রশস্ত। আমান্বিত বিসর্প পক্কাশয়গত হইলে এবং তাহাতে রক্ত ও পিত্তের সম্বন্ধ থাকিলে, প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে। কারণ ইহাতে আমসম্বন্ধ থাকায় স্নেহক্রিয়া হিতকর নহে। বাতপ্রধান ও পিত্তপ্রধান বিসর্প অল্পদোষান্বিত হইলে তিক্তক ঘৃত পান এবং পিত্তজ বিসর্প বহুদোষান্বিত হইলে বিরেচন প্রশস্ত। বহুদোষান্বিত বিসর্প রোগে ঘৃত প্রয়োগ করিবে না; তাহাতে বিরেচন দিবে। কারণ বহুদোষযুক্ত বিসর্পে ঘৃত প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা দোষ সকল স্তব্ধীভূত হইয়া ত্বক, মাংস ও রক্তকে পাক করিয়া থাকে। সেই হেতু ইহাতে প্রথমে বিরেচনই প্রশস্ত, রক্তমোক্ষণও কর্ত্তব্য। কারণ রক্তকে আশ্রয় করিয়া বিসর্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিসর্প রোগের চিকিৎসা এই স্থানে সংক্ষেপে উক্ত হইল; অতঃপর উহার বিস্তারিত চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকস্য ফলানি চ॥
বমনং সংবিধাতব্যং বীসর্পে কফপিত্তজে।
পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ॥
বীসর্পে বমনং শস্তং তথা চেন্দ্রযবৈঃ সহ।

যাংশ্চ যোগান্ প্রবক্ষ্যামি কল্পেষু কফপিত্তিনাম্।
বীসর্পাণাস্তু যোজ্যাস্তে দোষনির্হরণাঃ শিবাঃ॥

কফজ, পিত্তজ এবং কফপিত্তজ বিসর্পে যষ্টিমধু নিম ও ইন্দ্রযবের কাথে ময়নাফলের কল্ক মিশাইয়া তাহা পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা বমনার্থ পল্‌তা ও নিমের কাথে বা পিপুলের কাথে কিংবা ইন্দ্রযবের কাথে ময়নাফলের কল্ক মিশাইয়া তাহা পান করাইবে। কফপিত্তাক্রান্ত রোগিদিগের জন্য যে সকল যোগ কল্প স্থানে বর্ণনা করিব, সেই সকল যোগ বিসর্প রোগেও প্রয়োগ করিবে। সেই সকল যোগ দোষনাশক ও শুভপ্রদ।

মুস্তনিম্বপটোলানাং চন্দনোৎপলয়োরপি।
শারিবামলকোশীরমুস্তানাং বা বিচক্ষণঃ॥
কষায়ান্ যোজয়েদ্বৈদ্যঃ সিদ্ধান্ বীসর্পনাশনান্।
কিরাততিক্তকং লোধ্রং চন্দনং সদুরালভম্॥
নাগরং পদ্মকিঞ্জল্কমুৎপলং সবিভীতকম্।
মধুকং নাগপুষ্পঞ্চ দদ্যাদ্বীসর্পশান্তয়ে॥
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পদ্মকিঞ্জল্কমুৎপলম্।
নাগপুষ্পঞ্চ লোধ্রঞ্চ তেনৈব বিধিনা পিবেৎ॥

মুতা নিমছাল ও পল্‌তা; রক্তচন্দন ও নীলোৎপল বা অনন্তমূল, আমলকী, বেণার মূল ও মুতা; ইহাদের কাথ বিসর্প রোগে প্রয়োগ করিবে। অথবা চিরতা, লোধ, রক্তচন্দন, দুরালভা, শুঁঠ, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, বহেড়া, যষ্টিমধু ও নাগেশ্বর ইহাদের কাথ বিসর্প নাশার্থ পান করিতে দিবে। পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, নাগেশ্বর ও লোধ ইহাদেরও কাথ পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া পান করাইবে।

দুরালভাং পর্পটকং গুড়ূচীং বিশ্বভেষজম্।
নিশাপর্য্যুষিতং দদ্যাৎ তৃষ্ণাবীসর্পনাশনম্॥
পটোলং পিচুমর্দ্দঞ্চ দার্ব্বীং কটুকরোহিণীম্।
যষ্ট্যাহ্বং ত্রায়মাণাঞ্চ দদ্যাদ্বীসর্পশান্তয়ে॥

দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও বিসর্প নষ্ট হয়। পল্‌তা, নিমছাল, দারুহরিদ্রা, কটুকী, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর ইহাদেরও শীতকষায় বিসর্প শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে।

পটোলাদিকষায়ং বা সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
মসূরবিদলৈর্যুক্তং ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ।
পটোলপত্রমুদ্গানাং রসমামলকস্য চ।
পায়য়েত ঘৃতোন্মিশ্রং নরং বীসর্পপীড়িতম্॥

যচ্চ সর্পির্মহাতিক্তং পিত্তকুষ্ঠনিবর্হণম্।
নির্দ্দিষ্টং তদপি প্রাজ্ঞো দদ্যাদ্বীসর্পশান্তয়ে॥
ত্রায়মাণাঘৃতং সিদ্ধং গৌল্মিকে যদুদাহৃতম্।
বীসর্পাণাং প্রশান্ত্যর্থং দদ্যাৎ তদপি বুদ্ধিমান্॥

বিসর্পাক্রান্ত রোগিকে পূর্ব্বোক্ত পল্‌তা প্রভৃতির শীতকষায়ে ঘৃত ও তেউড়ী চূর্ণ মিশাইয়া, অথবা মসুর চূর্ণ ও ঘৃত মিশাইয়া তাহা পান করাইবে। পটোলপত্র ও মুগের যূষ বা আমলকীর রস ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বিসর্প রোগে প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠচিকিৎসাধ্যায়ে পিত্তকুষ্ঠ নাশক যে মহাতিক্তক ঘৃত এবং গুল্মরোগে যে ত্রায়মাণা ঘৃত উক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞ চিকিৎসক বিসর্প নাশার্থ তাহাও প্রয়োগ করিবেন।

ত্রিবৃচ্চূর্ণং সমালোড্য সর্পিষা পয়সাপি বা।
ঘর্ম্মাম্বুনা বা সংযোজ্য মৃদ্বীকানাং রসেন বা॥
বিরেকার্থং প্রযোক্তব্যং সিদ্ধং বীসর্পনাশনম্।
ত্রায়মাণাশৃতং বাপি পয়ো দদ্যাদ্বিরেচনম্॥
ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
প্রযোক্তব্যং বিরেকার্থং বীসর্পজ্বরশান্তয়ে॥
রসমামলকানাং বা ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ।
স এব গুরুকোষ্ঠায় ত্রিবৃচ্চূর্ণযুতো হিতঃ॥

বিসর্পাক্রান্ত রোগীকে ঘৃত, দুগ্ধ, উষ্ণজল বা দ্রাক্ষারসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ, মিশাইয়া বিরেচন দিবে। অথবা বলাডুমুরের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা বিরেচনার্থ পান করাইবে। বিসর্প রোগে বিরেচনার্থ তেউড়ীচূর্ণ ও ত্রিফলা কাথসংযুক্ত ঘৃত পান করিতে দিবে। ইহা পান করিলে বিসর্প জনিত জ্বর নিবারণ হয়। অথবা আমলকীর রসে ঘৃত মিশাইয়া পান করিতে দিবে। কোষ্ঠের গুরুত্ব থাকিলে এই আমলকীর রস তেউড়ী চূর্ণের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে।

দোষে কোষ্ঠগতে ভূয় এতৎ কুর্য্যাদ্ভিষগ্‌জিতম্।
শাখাদুষ্টে তু রুধিরে রক্তমেবাদিতো হরেৎ॥
ভিষগ্বাতান্বিতং রক্তং বিষাণেন বিনির্হরেৎ।
পিত্তান্বিতং জলৌকোভিরলাবুভিঃ কফান্বিতম্॥
যথাসন্নং বিকারস্য ব্যধয়েদাশু বা সিরাম্।
ত্বঙ্মাংসস্নায়ুসংক্লেদো রক্তক্লেদাদ্ধি জায়তে॥
এবং নির্হৃতদোষাণাং দোষে ত্বঙ্মাংসসংশ্রিতে।
আদিতো বাহ্যদোষাণাং ক্রিয়া বাহ্যা প্রবক্ষ্যতে॥

বিসর্প রোগে দোষ কোষ্ঠগত হইলে আমলকীর রস তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অধিক মাত্রায় পান করাইবে। শাখা অর্থাৎ হস্ত পদে রক্ত দূষিত হইলে প্রথমে সেই রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতলক্ষণান্বিত রক্ত শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তলক্ষণযুক্ত রক্ত জলৌকা দ্বারা ও কফান্বিত রক্ত অলাবু দ্বারা নির্হরণ করিবে। বিসর্প রোগে বিসর্পাক্রান্ত স্থানের সমীপস্থ শিরা আশুবিদ্ধ করিবে। কারণ যদি রক্তমোক্ষণ না করা যায়, তাহা হইলে সেই রক্ত ক্লিন্ন হয় এবং ত্বক মাংস ও স্নায়ু সমূহে ক্লেদ জন্মায়। এই প্রকারে দোষ সকল নির্হৃত হইলে যদি অল্প দোষ ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অল্পদোষান্বিত বিসর্পে প্রথমে যে বাহ্যক্রিয়া করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।

উড়ুম্বরত্বঙ্মধুকং পদ্মকিঞ্জল্কমুৎপলম্।
নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুশ্চ প্রদেহঃ সঘৃতো হিতঃ॥
ন্যগ্রোধপাদাস্তরুণাঃ কদলীগর্ভসংযুতাঃ।
বিসগ্রন্থিশ্চ লেপঃ স্যাচ্ছতধৌতঘৃতাপ্লুতঃ॥
কালীয়ং মধুকং হেম বন্যং চন্দনপদ্মকৌ।
পত্রং মৃণালং ফলিনী প্রলেপঃ স্যাদ্ ঘৃতাপ্লুতঃ॥
শালূকঞ্চ মৃণালঞ্চ শঙ্খং চন্দনমুৎপলম্।
বেতসস্য চ মূলানি প্রদেহঃ স্যাদ্ ঘৃতপ্লুতঃ॥
শারিবা পদ্মকিঞ্জল্কমুশীরং নীলমুৎপলম্।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং লোধ্রমভয়া চ প্রলেপনম্॥
নলদঞ্চ হরেণুশ্চ লোধ্রং মধুকমুৎপলম্।
দূর্ব্বা সর্জ্জরসশ্চৈব সঘৃতং স্যাৎ প্রলেপনম্॥
যাবকাঃ শক্তবশ্চোক্তাঃ সর্পিষা সহ যোজিতাঃ।
প্রদেহা মধুকং বীরা সঘৃতা যবশক্তবঃ॥
বলামুৎপলশালূকং বীরামগুরুচন্দনম্।
দদ্যাদালেপনং বৈদ্যো মৃণালানি বিসানি চ॥
যবচূর্ণং সমধুকং সঘৃতঞ্চ প্রলেপনম্।
হরেণবো মসূরাশ্চ সমুদ্গাঃ শ্বেতশালয়ঃ।
পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্যুঃ সর্ব্বে বা সর্পিষা সহ॥
পদ্মিনীকর্দ্দমঃ শীতো মৌক্তিকং পিষ্টমেব বা।
শঙ্খঃ প্রবালাঃ শুক্তির্বা গৈরিকো বা ঘৃতাপ্লুতঃ॥
পৃথগেতে প্রদেহাশ্চ হিতা জ্ঞেয়া বিসর্পিণাম্।

যজ্ঞডুমুরের ছাল, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, নাগকেশর ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া তদ্দ্বারা অল্পদোষান্বিত বিসর্পে প্রলেপ দিবে। বটের নূতন

শিকড়, কদলীগর্ভ (থোড়) ও মৃণালের গেঁড়ো এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া শতধৌত ঘৃত সহ প্রলেপ দিবে। পীতচন্দন, যষ্টিমধু, নাগকেশর, কৈবর্ত্তমুস্তা, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, বেণার মূল ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। শালুক, মৃণাল, শঙ্খচূর্ণ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও বেতের মূল ইহাদের প্রলেপ ঘৃতাপ্লুত করিয়া বিসর্প রোগে প্রয়োগ করিবে। অনন্তমূল, পদ্মকেশর, বেণার মূল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, লোধ ও হরীতকী ইহাদের প্রলেপ বিসর্পে প্রশস্ত। বেণার মূল, রেণুক, লোধ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও ধুনা ইহাদের প্রলেপ ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিবে। যবের ছাতুতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু, শালপানী ও যবের ছাতু ঘৃতের সহিত ইহাদের প্রলেপ বিসর্পে প্রশস্ত। বেড়েলা, নীলোৎপল, শালুক, শালপানী, অগুরু ও রক্তচন্দন অথবা মৃণাল ও বিস ইহাদের প্রলেপ, বিসর্পে প্রদেয়। যবচূর্ণ ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মটর কলাই, মসুর, মুগ ও শ্বেতশালি তণ্ডুল, ইহাদের প্রত্যেকটি বা সমস্ত গুলি ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। পদ্মিনীমূলের শীতল কর্দ্দম, মুক্তা, শঙ্খ, প্রবাল, শুক্তি বা গিরিমাটি ইহাদের প্রত্যেকটি ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বিসর্পে প্রলেপ দিবে।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং বলা শালূকমুৎপলম্ ॥
ন্যগ্রোধপত্রং ডুণ্ডীকা সঘৃতং স্যাৎ প্রলেপনম্।

পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শালূক, নীলোৎপল, বটপত্র ও ডুণ্ডিকা এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃতাপ্লুত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

বিসানি চ মৃণালানি সঘৃতাশ্চ কশেরুকাঃ ॥
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ কন্দৌ ধৌতঘৃতং তথা।

বিস, মৃণাল ও কেশুর ইহাদের প্রলেপ ঘৃতসহ প্রয়োগ করিবে। অথবা শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতধৌত ঘৃত ইহাদের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরপ্লক্ষবেতসাশ্বত্থজাম্ববৈঃ ॥
ত্বক্-কল্কৈর্বহুসর্পিষ্কৈঃ শীতৈরালেপনং হিতম্।

বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বেতস, অশ্বত্থ ও জাম ইহাদের ছাল বাটিয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে ঘৃত মিশাইবে। এবং শীতল অবস্থায় তাহার প্রলেপ দিবে।

শৈবালং নলমূলানি গোজিহ্বা বৃষকর্ণিকা ॥
ইন্দ্রাণীশাকং সঘৃতং দেয়ং বা দাহশান্তয়ে।
প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে রক্তপিত্তোল্বণে হিতাঃ ॥

শেওলা, নলমূল, গোজিয়া শাক, বৃষকর্ণিকা (পদ্মগুলঞ্চ) ও নিসিন্দাশাক এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে দাহ নষ্ট হয়। উক্ত সমস্ত প্রলেপ রক্তপিত্তোল্বণ বিসর্পে হিতকর।

কফজে তু প্রবক্ষ্যামি প্রদেহানপরান্ হিতান্।
ত্রিফলাপদ্মকোশীরং সমঙ্গা করবীরকম্ ॥

নলমূলান্যনন্তা চ প্রদেহমুপকল্পয়েৎ ।
খদিরং সপ্তপর্ণঞ্চ মুস্তমারগ্বধং ধবম্ ॥
কুরণ্টকং দেবদারু দদ্যাদালেপনং হিতম্ ।
আরগ্বধস্য পত্রাণি ত্বচং শ্লেষ্মাতকস্য চ ॥
ইন্দ্রাণীশাকং কাকাহ্বাং শিরীষকুসুমানি চ ।
শৈবালং নলমূলানি বীরাং গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকাম্ ॥
ত্রিফলাং মধুকং বীরাং শিরীষকুসুমানি চ ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং দার্ব্বীত্বগভয়াং বলাম্ ॥
পৃথগালেপনং দদ্যাদ্দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশোঽপি বা ।
প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাপ্লুতাঃ ॥
বাতপিত্তোল্বণে যে তু প্রদেহাস্তে ঘৃতাধিকাঃ ।
ঘৃতেন শতধৌতেন প্রদিহ্যাৎ কেবলেন বা ॥

কফজ বিসর্পে ফলপ্রদ, প্রলেপ সকল এক্ষণে বর্ণন করিব। ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল ইহাদের প্রলেপ কফজনিত বিসর্পে প্রয়োগ করিবে। খদির, ছাতিমছাল মুতা, সোন্দালপত্র, ধাওয়া, নীলঝিণ্টী ও দেবদারু ইহাদের প্রলেপ কফ জনিত বিসর্পে ফলপ্রদ। সোন্দালপত্র চালতাছাল, নিসিন্দাপাতা, কাকমাচী ও শিরীষপুষ্প ; শৈবাল, নলমূল, প্রিয়ঙ্গু, শালপানি ও গন্ধ প্রিয়ঙ্গু ; ত্রিফলা, যষ্টিমধু, শালপানি ও শিরীষপুষ্প ; পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, বালা, দারুহরিদ্রার ছাল, হরীতকী ও বেড়েলা ; এই যোগ সকলের মধ্যে প্রত্যেকটির প্রলেপ বা মিলিত দুই দুইটি যোগের কি মিলিত সমস্ত যোগের প্রলেপ কফজ বিসর্পে ব্যবহার করিবে। ত্রিফলাদি উক্ত সমস্ত যোগ অল্প ঘৃত মিশ্রিত করিয়া কফজ বিসর্পে প্রয়োগ করিবে। কিংবা বাতপিত্তোল্বণ বিসর্পে যে সমস্ত প্রলেপ বিহিত, সেই সমস্ত প্রলেপ অধিক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া কিংবা কেবল শতধৌত ঘৃত কফজ বিসর্পে প্রয়োগ করিবে।

ঘৃতমণ্ডেন শীতেন পয়সা মধুকাম্বুনা ।
পঞ্চবল্ককষায়েণ সেচয়েচ্ছীতলেন বা ॥
বাতাসৃক্‌পিত্তবহুলং বীসর্পং বহুশঃ পৃথক্ ।
সেচনাস্তে প্রদেহা যে ত এব ঘৃতসাধনাঃ ॥
তে চূর্ণযোগা বীসর্পব্রণানামবচূর্ণনাঃ ।
দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধঞ্চ ঘৃতং স্যাদ্ ব্রণরোপণম্ ॥
দার্ব্বীত্বঙ্মধুকং লোধ্রং কেশরঞ্চাবচূর্ণিতম্ ॥
পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকোৎপলে ।
এতৎ প্রক্ষালনং সর্পিব্রণে চূর্ণং প্রলেপনম্ ॥

বাত-রক্ত ওপিত্তবহুল বিসর্পে ঘৃতমণ্ড বা ঠাণ্ডাজল, অথবা যষ্টিমধুর কাথ কিংবা পঞ্চবল্কলের শীতল কাথ বারংবার সেবন করিবে। পূর্ব্বে প্রলেপার্থে যে সকল যোগ উক্ত হইয়াছে তাহাদের কাথ দ্বারা বিসর্প সেচন করিবে; তাহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বিসর্পে লাগাইবে বা ঐ সকলের চূর্ণ বিসর্পের ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিবে। দূর্ব্বার স্বরসের সঙ্গে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বিসর্পে মাখাইলে বিসর্পক্ষত শুষ্ক হয়। দারুহরিদ্রার ছাল, যষ্টিমধু, লোধ ও নাগেশ্বর এই সকলের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে বিসর্পক্ষত আরোগ্য হয়। পলতা, নিম, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল. এই সকলের কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে, কিংবা ইহাদের কাথ কল্কসহ ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত লাগাইলে অথবা ইহাদের চূর্ণ বা কল্ক প্রয়োগ করিলে বিসর্প ক্ষত শুষ্ক হয়।

প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে কর্ত্তব্যাঃ সংপ্রধাবনাঃ।
ক্ষণে ক্ষণে প্রযোক্তব্যাঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য লেপনম্॥
অধাবনোদ্ধৃতে সর্ব্বে প্রদেহা বহুশোঽঘনাঃ।
দেয়াঃ প্রদেহাঃ কফজে পর্য্যাধানোদ্ধৃতে ঘনাঃ॥
ত্রিভাগাঙ্গুষ্ঠমাত্রং স্যাৎ প্রলেপঃ কল্কপেষিতঃ।
নাতিস্নিগ্ধো ন রুক্ষশ্চ ন পিণ্ডো ন দ্রবঃ সমঃ॥
ন চ পর্য্যুষিতং লেপং কদাচিদবচারয়েৎ।
ন চ তেনৈব লেপেন পুনর্জাতু প্রলেপয়েৎ॥
ক্লেদবীসর্পশূলানি সোষ্মভাবাৎ প্রবর্ত্তয়েৎ।
লেপো হ্যুপরি পট্টস্য কৃতঃ স্বেদয়তি ব্রণম্॥
স্বেদজাঃ পিড়কাস্তস্য কণ্ডূশ্চৈবোপজায়তে।
উপর্য্যুপরি লেপস্য লেপো যশ্চাবচার্য্যতে॥
তানেব দোষান্ জনয়েৎ পট্টস্যোপরি যান্ কৃতঃ।
অতিস্নিগ্ধোঽতিদ্রবশ্চ লেপো যশ্চাবচার্য্যতে॥
ত্বচি ন শ্লিষ্যতে সম্যঙ্ ন দোষং শময়ত্যপি।
তস্মালিপ্তং ন কুর্ব্বীত সংশুষ্কো হ্যাপুটায়তে॥
ন চৌষধিরসো ব্যাধিং প্রাপ্নোত্যপি চ শুষ্যতি।
তস্মালিপ্তেন যে দোষাস্তানেব জনয়েদ্ ভৃশম্॥
সংশুষ্কঃ পীড়য়েদ্ ব্যাধিং নিস্নেহো হ্যবচারিতঃ॥

পূর্ব্বে দোষজ বিসর্পে যে প্রলেপ কথিত হইয়াছে, সেই প্রলেপোক্ত দ্রব্যের কাথ দ্বারা তদ্দোষজ বিসর্প প্রক্ষালন করিবে।. প্রক্ষালনের পূর্ব্বে প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে। যদি ধৌত করিলেও প্রলেপ না উঠিয়া যায় তাহা হইলে, তাহার উপরে বারংবার অতি পাতলা প্রলেপ দিবে। চতুর্দ্দিকের লিপ্ত প্রলেপ সমুদয় যদি উদ্ধৃত হয়, তবে কফজ বিসর্পে ঘন প্রলেপ দিবে। প্রলেপের দ্রব্য সকল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া

তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। প্রলেপ সকল অঙ্গুষ্ঠের তিন ভাগের একভাগ পরিমাণ পুরু হওয়া আবশ্যক; এবং উহা অতিস্নিগ্ধ অতিরুক্ষ অতিগাঢ় বা অতিদ্রব না হয়, অর্থাৎ উহা যেন সমভাবান্বিত হয়। পর্য্যুষিত (বাসি) প্রলেপ কখন দিবে না, কিংবা যে প্রলেপ একবার দেওয়া হইয়াছে, তাহা তুলিয়া তদ্দ্বারা পুনরায় কখন প্রলেপ দিবে না। কারণ যে প্রলেপ একবার দেওয়া হইয়াছে, তাহা উষ্ণত্বগুণ প্রাপ্ত হয়, সেই উষ্ণত্বগুণযুক্ত প্রলেপ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বিসর্পে ক্লেদ ও শূলনি উপস্থিত হইয়া থাকে। বস্ত্রখণ্ড মধ্যে প্রলেপ দ্রব্যের কল্ক রাখিয়া যেরূপে পুলটিস দেওয়া যায়, বিসর্প রোগে যদি সেইরূপ প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিসর্পক্ষত স্বিন্ন হয় এবং তাহাতে স্বেদজ পিড়কা ও কণ্ডু জন্মিয়া থাকে। পুলটিসের ন্যায় প্রলেপ দিলে যে সমুদায় দোষ জন্মে, প্রলেপের উপর প্রলেপ দিলেও সেই সমুদায় দোষ ঘটিয়া থাকে। যদি অতিস্নিগ্ধ বা অতিদ্রব প্রলেপ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রলেপ ত্বকে ভালরূপে মিলিত না হওয়ায় তাহার দ্বারা সম্যক্ দোষের শান্তি হয় না। অতি পাতলা করিয়া প্রলেপ দিবে না, কারণ ঐ পাতলা লেপ শুকাইয়া আপুটিত অর্থাৎ চটা উঠার ন্যায় হয়, এবং ঔষধের রস পীড়িত স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই উহা শুকাইয়া যায়। অত্যন্ত পাতলা প্রলেপ দিলে যে সমুদায় দোষ ঘটে, নিঃস্নেহ প্রলেপেও সেই সকল দোষই প্রবলভাবে ঘটিয়া থাকে, কারণ নিঃস্নেহ প্রলেপ সংশুষ্ক হইয়া ব্যাধিকে প্রপীড়িত করে।

অন্নপানানি বক্ষ্যামি বীসর্পাণাং নিবৃত্তয়ে ॥
লঙ্ঘিতেভ্যো হিতো মন্থো রুক্ষঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
মধুরঃ কিঞ্চিদম্লো বা দাড়িমামলকান্বিতঃ ॥
সপরূষকমৃদ্বীকঃ সখর্জ্জূরঃ শৃতাম্বুনা।
তর্পণৈর্যবশালীনাং সস্নেহা চাবলেহিকা ॥
জীর্ণে পুরাণশালীনাং যূষৈর্ভুঞ্জীত ভোজনম্।
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ যূষার্থমুপকল্পয়েৎ ॥
অনম্লান্ দাড়িমাম্লান্ বা পটোলামলকৈঃ সহ।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসানাং রসাংস্তস্যোপকল্পয়েৎ ॥
রুক্ষান্ পরূষকদ্রাক্ষাদাড়িমামলকান্বিতান্।
রক্তাঃ শ্বেতা মহাহ্বাশ্চ শালয়ঃ ষষ্টিকৈঃ সহ ॥
ভোজনার্থে প্রশস্যন্তে পুরাণাঃ সুপরিপ্লুতাঃ ॥
যবগোধূমশালীনাং সাত্ম্যমেব প্রদাপয়েৎ।
যেষাং নাত্যুচিতঃ শালির্নরা যে চ কফাধিকাঃ ॥

যে সকল অন্নপান দ্বারা বিসর্প রোগের শান্তি হয়, এক্ষণে সেই সকল বিষয় বর্ণন করিব। চিনি ও মধুসংযুক্ত রুক্ষমন্থ লঙ্ঘিত বিসর্পরোগির পক্ষে হিতকর। অথবা মধুরদ্রব্য সংযুক্ত মন্থ দাড়িম ও আমলকী প্রভৃতির রসে সামান্য অম্লীকৃত করিয়া সেই মন্থ পান ফলপ্রদ। সিদ্ধজলে ছাতু গুলিয়া মধুসহ [illegible] যবের ও শালিতণ্ডুলের তর্পণ প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত করিয়া বিসর্প

রোগিকে পান করিতে দিবে। এবং উহা পরিপাক হইলে মুদগাদির যূষের সহিত পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। মুগ, মসুর ও ছোলার যূষ প্রস্তুত করিয়া তাহা দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত করিয়া অথবা অম্লীকৃত না করিয়াই পটোল ও আমলকীর সহিত প্রয়োগ করিবে। জাঙ্গলমাংসরস পাক করিয়া সেই রুক্ষ রসে ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও আমলকী সংযুক্ত করিয়া ভোজনার্থ প্রদান করিবে। বিসর্পরোগে পুরাতন রক্তশালি, শ্বেতশালি, মহাশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন ভোজনার্থ প্রযোজ্য। যব গোধূম ও শালিতণ্ডুল ইহাদের মধ্যে বিসর্পরোগির যাহা অভ্যস্ত তাহাকে তাহাই ভোজন করিতে দিবে। শালিতণ্ডুলের অন্ন যাহাদের অনুপযোগী, তাহাদিগকে শালিতণ্ডুল না দিয়া যাহা উপযোগী তাহাই দিবে। কফাধিক্য রোগির পক্ষে যাহা সাত্ম্য তাহাকে তাহাই ভোজনার্থ প্রদান করিবে।

বিদাহীন্যন্নপানানি বিরুদ্ধং স্বপনং দিবা।
ক্রোধব্যায়ামসূর্য্যাগ্নিপ্রবাতাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

বিদাহি অন্নপান, ক্ষীর-মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, ব্যায়াম, সূর্য্যাগ্নির সন্তাপ এবং প্রবল বায়ু বিসর্পরোগে অহিতকর।

কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতাদস্মাৎ শীতপ্রায়াণি পৈত্তিকে।
রুক্ষপ্রায়াণি কফজে স্নৈহিকান্যনিলাত্মকে॥
বাতপিত্তপ্রশমনমগ্নিবীসর্পিণে হিতম্।
কফপিত্তপ্রশমনং প্রায়ঃ কর্দ্দমসংজ্ঞকে॥

পূর্ব্বে যে সমস্ত চিকিৎসা উক্ত হইল, তন্মধ্যে পিত্তজ বিসর্পে শীতবহুল চিকিৎসা, কফজ বিসর্পে রুক্ষবহুল, বাতজ বিসর্পে স্নেহবহুল, অগ্নিবিসর্পে বাতপিত্তনাশক ও কর্দ্দমক বিসর্পে কফপিত্তনাশক চিকিৎসা হিতকর।

রক্তপিত্তোল্বণং জ্ঞাত্বা গ্রন্থিবীসর্পমাদিতঃ।
রুক্ষৈর্লঙ্ঘনৈঃ সেকৈঃ প্রদেহৈঃ পাঞ্চবল্কলৈঃ॥
শিরামোক্ষৈর্জলৌকোভির্বমনৈঃ সবিরেচনৈঃ।
শৃতৈঃ কষায়তিক্তৈশ্চ কালজ্ঞঃ সমুপাচরেৎ॥
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শুদ্ধায় রক্তে চাপ্যবসেচিতে।
বাতশ্লেষ্মহরং কর্ম্ম গ্রন্থিবীসর্পিণে হিতম্॥

গ্রন্থিবিসর্পে রক্তপিত্তের আধিক্য থাকিলে, প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়া, লঙ্ঘন, পঞ্চবল্কলের কাথ দ্বারা সেক ও কল্কদ্বারা প্রলেপ, শিরামোক্ষণ ও জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং কষায়তিক্ত দ্রব্যের কাথ দ্বারা বমন বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বমন বিরেচনাদি দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধঃ শুদ্ধ হইলে এবং রক্ত অবসেচিত হইলে গ্রন্থিবিসর্পে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

উৎকারিকাভিরুষ্ণাভিরুপনাহঃ প্রশস্যতে ।
স্নিগ্ধাভির্বেশবারৈর্বা গ্রন্থিবীসর্পশূলিনাম্ ॥
দশমূলোপসিদ্ধেন তৈলেনোষ্ণেন সেচয়েৎ ।
কুষ্ঠতৈলেন চোষ্ণেন পক্কক্ষারযুতেন বা ।
গোমূত্রৈঃ পত্রনির্য্যূহৈরুক্ষোষ্ণৈঃ পরিষেচয়েৎ ॥

উষ্ণ উৎকারিকা ঘৃতাদি স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তদ্দারা অথবা বেশবার দ্বারা প্রলেপ দিলে, গ্রন্থিবিসর্পের শূলবেদনা নিবারিত হয়। দশমূলসিদ্ধ (দশমূলের কাথ ও কল্কসহ সিদ্ধ) তৈল উষ্ণ করিয়া গ্রন্থিবিসর্পে পরিষেক করিবে। অথবা কুষ্ঠতৈলে ক্ষার মিশাইয়া উষ্ণ করিয়া সেই তৈল দ্বারা, গোমূত্র দ্বারা অথবা রুক্ষ ও উষ্ণ পত্রকাথ দ্বারা পরিষেক করিবে।

সুখোষ্ণয়া প্রদিহ্যাদ্বা পিষ্টয়া চাশ্বগন্ধয়া ।
শুষ্কমূলককল্কেন নক্তমালত্বচাথবা ॥
বিভীতকস্য বা গ্রন্থিং কল্কেনোষ্ণেন লেপয়েৎ ।
বলাং নাগবলাং পথ্যাং ভূর্জ্জগ্রন্থিং বিভীতকম্ ॥
বংশপত্রাণ্যগ্নিমন্থং দদ্যাদ্ গ্রন্থিবিলেপনম্ ।
দন্তী চিত্রকমূলত্বক্ সুধার্কপয়সী গুড়ঃ ॥
ভল্লাতকাস্থি কাসীসং লেপো ভিন্দ্যাচ্ছিলামপি ।
বহির্ম্মার্গাশ্রিতং গ্রন্থিং কিং পুনঃ কফসম্ভবম্ ॥

অশ্বগন্ধা, শুষ্কমূলা, ডহরকরঞ্জের ছাল, অথবা বহেড়ার ছাল ইহাদের কোনটি বাটিয়া তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, বহেড়া, বংশপত্র ও গণিয়ারি এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া গ্রন্থিবিসর্পে তাহার প্রলেপ দিবে। দন্তীমূলের ছাল, চিতামূলের ছাল, মনসার আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার মুটী ও হিরাকস্ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে প্রস্তরও বিদারিত হইয়া যায়। সুতরাং বহির্মার্গাস্থিত কফজগ্রন্থি যে বিদীর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

দীর্ঘকালস্থিতং গ্রন্থিং ভিন্দ্যাদেভিশ্চ ভেষজৈঃ ।
মূলকানাং কুলত্থানাং যূষৈঃ সক্ষারদাড়িমৈঃ ॥
গোধূমান্নৈর্যবান্নৈশ্চ সশীধুমধুশর্করৈঃ ।
সক্ষৌদ্রৈর্বারুণীমণ্ডৈর্মাতুলুঙ্গরসান্বিতৈঃ ॥
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগৈশ্চ পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতৈঃ ।
দেবদারুপটুব্যোষপ্রয়োগৈর্গৈরিকস্য চ ॥
মুস্তভল্লাতশক্তূনাং প্রয়োগৈর্মাক্ষিকস্য চ ।

ধূমৈর্বিরেকৈঃ শিরসঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুল্মভেদনৈঃ ॥
অয়োলবণপাষাণহেমতপ্তপ্রপীড়নৈঃ ॥

যবক্ষার ও দাড়িম রস মিশ্রিত শুষ্কমূলা ও কুলত্থকলায়ের যূষ ; সীধু মধু ও চিনি মিশ্রিত গোধূমান্ন বা যবান্ন ; মধু ও টাবালেবুর রস মিশ্রিত বারুণীমণ্ড ; পিপুলচূর্ণ ও মধুসংযুক্ত ত্রিফলা ; দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু ; গিরিমাটী, মুতা, ভেলা ও ছাতু ; স্বর্ণমাক্ষিক ; পূর্ব্বোক্ত ধূমপান, শিরোবিরেচন ও গুল্মভেদক ঔষধ অথবা উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড, উত্তপ্ত লবণ, উত্তপ্ত প্রস্তর ও উত্তপ্ত স্বর্ণ ইহাদের দ্বারা পীড়ন এই সকল যোগ প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকাল জাত গ্রন্থিবিসর্প প্রভিন্ন হইয়া থাকে।

ক্রিয়াভিরাভিঃ সিদ্ধাভির্বিবিধাভির্বলী স্থিরঃ।
গ্রন্থিঃ পাষাণকঠিনো যদি নৈবোপশাম্যতি ॥
অথাস্য দাহঃ ক্ষারেণ শরৈর্হেম্নাথ বা হিতঃ।
পাকিভিঃ পাচয়িত্বা বা পাটয়িত্বা সমুদ্ধরেৎ ॥
মোক্ষয়েদ্ বহুশশ্চাস্য রক্তমুৎক্লেশমাগতম্।
পুনরস্য হৃতে রক্তে বাতশ্লেষ্মজিদৌষধম্ ॥
ধূমো বিরেকঃ শিরসঃ স্বেদনং পরিমর্দ্দনম্।
অপ্রশাম্যতি দোষে চ পাচনং বা প্রশস্যতে ॥
প্রক্লিন্নং দাহপাকাভ্যাং ভিষক্ শোধনরোপণৈঃ।
বাহ্যৈশ্চাভ্যন্তরৈর্বাপি ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥

এই সকল সিদ্ধফল বিবিধ চিকিৎসা দ্বারা যদি বলবান্ স্থির পাষাণবৎ কঠিন গ্রন্থি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে ক্ষার দ্বারা, তপ্তশর দ্বারা বা তপ্তস্বর্ণ দ্বারা দাহ করিবে। অথবা পাচক ঔষধ দ্বারা পাকাইয়া গ্রন্থি উৎপাটিত করিবে। তদনন্তর উৎক্লিষ্ট রক্ত পুনঃপুনঃ মোক্ষণ করিবে। রক্ত নির্হরণের পর বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ, ধূম, শিরোবিরেক, স্বেদ ও মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারাও যদি দোষের শান্তি না হয়, তাহা হইলে পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং দাহ ও পাক দ্বারা গ্রন্থি প্রক্লিন্ন হইয়াছে বুঝিলে বাহ্য ও আভ্যন্তর শোধন ও রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে অথবা ব্রণশোথবৎ চিকিৎসা করিবে।

কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গানি ত্বচো দার্ব্যাস্তথৈব চ।
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং গ্রন্থিব্রণচিকিৎসিতম্ ॥
দ্বিব্রণীয়োপদিষ্টেন কর্ম্মণা বাপ্যুপাচরেৎ।
দেশকালবিভাগজ্ঞো ব্রণান্ বীসর্পজান্ বুধঃ ॥

কমলাগুঁড়ী, বিড়ঙ্গ ও দারুহরিদ্রার ছাল, ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে, সেই তৈল দ্বারা গ্রন্থিজ ক্ষতের চিকিৎসা করিবে। অথবা দেশ কালজ্ঞ চিকিৎসক দ্বিব্রণীয় উপদিষ্ট চিকিৎসা দ্বারা বিসর্প জনিত ব্রণের চিকিৎসা করিবে।

য এব বিধিরুদ্দিষ্টো গ্রন্থীনাং বিনিবৃত্তয়ে।
স এব গলগণ্ডানাং কফজানাং নিবৃত্তয়ে ॥
গলগণ্ডাস্তু বাতোত্থা যে কফানুবলা নৃণাম্‌।
ঘৃতক্ষীরকষায়াণামভ্যাসাম্ন ভবন্তি তে ॥

গ্রন্থিবিসর্প শান্তির নিমিত্ত যে সকল বিধি উক্ত হইল, কফজ গলগণ্ড প্রশমনার্থ সেই সকল বিধি অবলম্বন করিবে। যে সকল গলগণ্ড বাত জনিত এবং যাহাতে কফের অনুবন্ধ আছে, তাহাতে ঘৃত দুগ্ধ ও কাথ প্রয়োগ করিবে। ঘৃতাদি সেবন দ্বারা উক্ত গলগণ্ডের শান্তি হয় এবং পুনরুৎপত্তি হয় না।

যানীহোক্তানি কর্ম্মাণি বীসর্পানাং নিবৃত্তয়ে।
একতস্তানি সর্ব্বাণি রক্তমোক্ষণমেকতঃ ॥
বিসর্পো ন হ্যসংসৃষ্টো রক্তপিত্তেন লক্ষ্যতে।
তস্মাৎ সাধারণং সর্ব্বমুক্তমেতচ্চিকিৎসিতম্‌ ॥
বিশেষো দোষবৈষম্যাম্ন চ নোক্তঃ সমাসতঃ।
সমাসব্যাসনির্দ্দিষ্টাং ক্রিয়াং বিদ্বানুপাচরেৎ ॥

বিসর্প শান্তির নিমিত্ত যে সমুদায় চিকিৎসা কথিত হইল, সেই সমস্ত চিকিৎসা একদিকে এবং রক্তমোক্ষণ একদিকে অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ ইহার অর্দ্ধেক চিকিৎসা। রক্তপিত্ত দ্বারা অসংসৃষ্ট বিসর্প দৃষ্ট হয় না. সেইজন্ত এই সকল সাধারণ চিকিৎসা উক্ত হইল। দোষের বৈষম্যহেতু অন্যান্য রোগের ন্যায় দোষভেদে বিশেষ চিকিৎসা উক্ত হইল না; এবং সংক্ষেপেও উক্ত হইল না। বুদ্ধিমান্‌ চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া সমাসব্যাস নির্দ্দিষ্ট এই চিকিৎসা করিবেন।

তত্র শ্লোকাঃ।

নিরুক্তানামভেদাশ্চ দোষা দূষ্যাশ্চ হেতবঃ।
আশ্রয়ো মার্গতশ্চৈব বীসর্পগুরুলাঘবম্‌ ॥
লিঙ্গান্যুপপদ্রবা যে চ যল্লক্ষণ উপদ্রবঃ।
সাধ্যত্বং ন চ সাধ্যত্বং সাধনঞ্চ যথাক্রমম্‌ ॥
ইতি পিপ্রীষবে সিদ্ধমগ্নিবেশায় ধীমতে।
পুনর্ব্বসুরুবাচেদং বীসর্পাণাং চিকিৎসিতম্‌ ॥

এই অধ্যায়ে বিসর্প রোগের নিরুক্তি, নামভেদ, দোষ, দূষ্য, হেতু, আশ্রয়, মার্গানুসারে বিসর্পের গুরুত্ব ও লঘুত্ব, লক্ষণ, উপদ্রব, যে উপদ্রব যল্লক্ষণযুক্ত, সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব ও যথাক্রমে চিকিৎসা এই সকল বিষয় পুনর্ব্বসু জিজ্ঞাসু বুদ্ধিমান অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
বীসর্পচিকিৎসিতং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

———:*:———

অথাতস্তৃষ্ণাচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অনন্তর আমরা তৃষ্ণা চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, ভগবান্ আত্রেয়ঋষি এই কথা বলিয়াছিলেন।

জ্ঞানপ্রশমতপোভিঃ খ্যাতোঽত্রিসুতো জগদ্ধিতেঽভিরতঃ ।
তৃষ্ণাণাং প্রশমার্থং চিকিৎসিতং প্রাহ পঞ্চানাম্ ॥

জ্ঞান, প্রশম ও তপস্যা দ্বারা বিখ্যাত এবং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু পঞ্চবিধ তৃষ্ণার প্রশমনার্থ চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ক্ষোভাদ্ভয়াচ্ছ্রমাদপি শোকাৎ ক্রোধাদ্বিলঙ্ঘনান্মদ্যাৎ ।
ক্ষারাম্ললবণকটুকোষ্ণরূক্ষশুষ্কান্নসেবাভিঃ ॥
ধাতুক্ষয়গদকর্ষণবমনাদ্যতিযোগসূর্য্যসন্তাপৈঃ ।
পিত্তানিলৌ প্রবৃদ্ধৌ সৌম্যান্ ধাতূংশ্চ শোষয়তঃ ॥
রসবাহিনীশ্চ ধমনীর্জ্জিহ্বামূলগলতালুকক্লোম্নঃ ।
সংশোষ্য নৃণাং দেহে কুরুতস্তৃষ্ণামতিবলাং তৌ ॥
পীতং পীতং হি জলং শোষয়তস্তাবতিবলৌ ন যাতি শমম্ ।
ঘোরব্যাধিকৃশানাং প্রভবত্যুপসর্গভূতা সা ॥

ক্ষোভ, ভয়, শ্রম, শোক, ক্রোধ, অতিলঙ্ঘন, মদ্যপান, এবং ক্ষার অম্ল লবণ কটু উষ্ণ রূক্ষ ও শুষ্ক অন্ন সেবন, ধাতুক্ষয়, রোগের দ্বারা অতিকর্ষণ, বমনাদির অতিযোগ ও সূর্য্যের উত্তাপ এই সকল কারণে বায়ু ও পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, রসাদি সৌম্যধাতু সকলকে রসবাহিনী স্রোতঃ সকলকে এবং জিহ্বামূল গল তালু ও ক্লোমকে (পিপাসা স্থানকে) শোষণ করিয়া মনুষ্য শরীরে প্রবল তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই তৃষ্ণা রোগে রোগী বারংবার জলপান করে এবং পিত্তানিল তাহা শোষণ করিতে থাকে, সুতরাং জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। এই তৃষ্ণা ব্যাধি দ্বারা কৃশব্যক্তির অতি ভয়ঙ্কর উপসর্গ স্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রাগ্রূপং মুখশোষঃ স্বলক্ষণং সর্ব্বদাম্বুকামিত্বম্ ।
তৃষ্ণানাং সর্ব্বাসাং লিঙ্গানাং লাঘবমপায়ঃ ॥

মুখশোষ তৃষ্ণার পূর্ব্বরূপ; সর্ব্বদা জলপানের ইচ্ছা তৃষ্ণার রূপ এবং সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণার রূপের লাঘবই তৃষ্ণার অপায়।

মুখশোষস্বরভেদভ্রমসন্তাপপ্রলাপসংস্তম্ভান্ ।
তাল্বোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বাকর্কশতাং চিত্তনাশঞ্চ ॥

জিহ্বানির্গমমরুচিং বাধির্য্যং মর্ম্মদূষনং সাদম্।
তৃষ্ণোদ্ভূতা কুরুতে পঞ্চবিধা লিঙ্গতঃ শৃণু তাঃ ॥

প্রবল তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ। মুখশোষ, স্বরভঙ্গ, ভ্রম, সন্তাপ, প্রলাপ, স্তব্ধতা, তালু ওষ্ঠ কণ্ঠ ও জিহ্বার কর্কশতা, চিত্তবিভ্রম, জিহ্বা নির্গম, অরুচি, বধিরতা, বক্ষের উপতাপ ও অঙ্গের অবসন্নতা এই সমুদায় তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর পঞ্চবিধ তৃষ্ণার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

অব্ধাতুং দেহস্থ কুপিতঃ পবনো যদা বিশোষয়তি।
তস্মিন্ শুষ্কে শুষ্যত্যবলস্তৃষ্যত্যথ বিশুষ্যন্ ॥
নিদ্রানাশঃ শিরসো ভ্রমস্তথা শুষ্কবিরসমুখতা চ।
স্রোতোঽবরোধ ইতি চ স্যাল্লিঙ্গং বাততৃষ্ণায়াঃ ॥

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ। বায়ু কুপিত হইয়া যখন দেহস্থ জলীয় ধাতুকে শোষণ করে, সেই সময় মানব দুর্ব্বল শুষ্ক ও তৃষ্ণার্দ্দিত হয়। নিদ্রানাশ, মস্তক ঘূর্ণন, মুখশোষ, মুখ-বৈরস্য, স্রোতোবরোধ (কাণে তালা লাগা) এই সমুদায় বাতজনিত তৃষ্ণার লক্ষণ।

পিত্তং মতমাগ্নেয়ং কুপিতং চেৎ তাপয়ত্যব্ধাতুম্
সন্তপ্তঃ সংজনয়েৎ তৃষ্ণাং দাহোল্বণাং নৃণাম্ ॥
তিক্তাস্যত্বং শিরসো দাহঃ শীতাভিনন্দতা মূর্চ্ছা।
পীতাক্ষিমূত্রবর্চ্চস্ত্বমাকৃতিঃ পিত্ততৃষ্ণায়াঃ ॥

পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ। পিত্তকে অগ্নি বলিয়া জানিবে। সেই পিত্ত কুপিত হইয়া যদি জলীয় ধাতুকে উত্তপ্ত করে, তাহা হইলে সেই উত্তপ্ত জলীয় ধাতু দাহ প্রধান তৃষ্ণা উৎপাদন করে। পিত্ত জনিত তৃষ্ণায় মুখের তিক্ততা, মস্তকে দাহ, শীতাভিনন্দন, মূর্চ্ছা এবং নেত্র মূত্র ও মলের পীতবর্ণতা এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তৃষ্ণা যামপ্রভবা সাপ্যাগ্নেয়ী নপিত্তজনিতত্বাৎ।
লিঙ্গং তস্যাশ্চারুচিরাধ্মানকফপ্রসেকৌ চ ॥

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ। যে তৃষ্ণা আম (অপক্ব রস) হইতে উৎপন্ন তাহাও আগ্নেয়ী, কারণ যে অন্নরস আগ্নের অগ্নি হইতে উৎপন্ন, সেই অন্নরসই অপরিপক্ব হইলে তাহা আম নামে অভিহিত হয়। অতএব আমজ পিপাসাও আগ্নেয়ী, পিত্তজনিতত্বহেতু উহা আগ্নেয়ী নহে। আম জনিত তৃষ্ণায় অরুচি, আধ্মান ও কফপ্রসেক এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

দেহো রসজোঽম্বুভবো রসশ্চ তস্য ক্ষয়াচ্চ তৃষ্যেদ্ধি।
দীনস্বরঃ প্রতাম্যন্ সংশুষ্কহৃদয়গলতালুঃ ॥

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ। অন্নরস হইতে দেহ, আবার জল হইতে অন্নরস উৎপন্ন হয়। অতএব সেই রসের ক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। এই রসক্ষয় জনিত তৃষ্ণায় স্বরের ক্ষীণতা, মোহ এবং হৃদয় গলদেশ ও তালুর শোষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ভবতি খলু যোপসর্গাৎ তৃষ্ণা সা শোষিণী কষ্টা।
জ্বরমোহক্ষয়কাসশ্বাসাদ্যুপসৃষ্টদেহানাম্ ॥
সর্ব্বাস্ত্বতিপ্রসক্তা রোগকৃশানাং বমিপ্রসক্তানাম্।
ঘোরোপদ্রবযুক্তাস্তৃষ্ণা মরণায় বিজ্ঞেয়াঃ ॥

উপসর্গাত্মিকা তৃষ্ণা। জ্বর, মোহ, ক্ষয়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উপসর্গাত্মিকা যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহা শোষিণী অর্থাৎ মুখশোষকারিণী এবং তাহা অতি কষ্টসাধ্য ও কষ্টদায়ক। রোগকৃশ ও অনবরত বমনকারি ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা, ঘোর উপদ্রবযুক্ত তৃষ্ণা এবং সমুদায় তৃষ্ণা প্রায়শঃই মরণের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

নাগ্নের্বিনা হি তর্ষঃ পবনাদ্বা তৌ হি শোষণে হেতূ।
অব্ধাতোরতিবৃদ্ধাবপাং ক্ষয়ে তৃষ্যতে নরো হি ॥
গুর্ব্বন্নপয়ঃস্নেহৈঃ সংমূর্চ্ছিতৈর্বিদাহকালে চ।
যস্তৃষ্যেন্নরস্তমার্গে তত্রাপ্যনিলানলৌ হেতূ ॥

অগ্নি ও বায়ু ব্যতিরেকে তৃষ্ণা জন্মে না, কারণ অতি বৃদ্ধ বায়ু ও অগ্নি জলীয় ধাতু শোষণের হেতু; সুতরাং অগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক জলীয় ধাতুর শোষ হওয়ায় মানবের তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। গুরুপাক অন্ন দুগ্ধ এবং ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ ভোজন করিলে পরিপাককালে উহারা একত্র সংমিলিত হইয়া অগ্নি ও বায়ুর পথ অবরুদ্ধ করে, তজ্জন্য মানবের তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই তৃষ্ণারও অগ্নি এবং বায়ু কারণ।

তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষভাবান্মদ্যং পিত্তানলৌ প্রকোপয়তি।
শোষয়তোঽপাং ধাতুং তাবেব হি মদ্যশীলানাম্ ॥
তপ্তাস্বিব সিকতাসু হি তোয়মাশু শুষ্যতি ক্ষিপ্তম্।
তেষাং সন্তপ্তানাং হিমজলপানাদ্ভবতি শর্ম্ম ॥
শিশিরস্নাতস্যোষ্মা রুদ্ধঃ কোষ্ঠং প্রপদ্য তর্ষয়তি।
তস্মাদ্ ভজেত সহসা নোষ্ণঃ স্নানে জলং শীতম্ ॥
লিঙ্গং সর্ব্বাস্বেতাস্বনিলক্ষয়াৎ পিত্তজং ভবত্যথ তু।
পৃথগাগমাচ্চিকিৎসিতমতঃ প্রবক্ষ্যামি তৃষ্ণানাম্ ॥

মদ্যজ তৃষ্ণা। মদ্য, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষভাব হেতু পিত্ত ও বায়ুকে প্রকুপিত করে, এই প্রকুপিত পিত্ত ও বায়ু মদ্যপায়ী ব্যক্তিদিগের জলীয় ধাতুকে শোষণ করিয়া থাকে। উত্তপ্ত বালুকারাশি মধ্যে জল পড়িলে তাহা যেমন সত্বর শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ মদ্যসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের পীত জল শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। মদ্যপায়ীদিগের শীতল জল পানে সুখবোধ হইয়া থাকে। সন্তপ্ত হইয়া শীতল জলে স্নান করিলে শরীরের উষ্মা রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। অতএব উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির সহসা শীতল জলে স্নান করা উচিত নহে। এই সকল তৃষ্ণায় বায়ুর ক্ষয় হওয়ায় পিত্তজ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতঃপর তৃষ্ণাসমূহের যথাশাস্ত্র চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ বলিব।

অপাং ক্ষয়াদ্ধি তৃষ্ণা সংশোষ্য নরং মারয়েদাশু ।
তস্মাদৈন্দ্রং তোয়ং সমধু পিবেত্তদ্গুণং বান্যৎ ॥
কিঞ্চিত্তু বরাম্লরসং তনু লঘু শীতং সুগন্ধি সুরসঞ্চ ।
অনভিষ্যন্দি চ যত্তৎ ক্ষিতিস্থিতমপ্যৈন্দ্রবজ্ জ্ঞেয়ম্ ॥
শৃতশীতং সসিতোপলমথবা শরপূর্ব্বপঞ্চমূলেন ।

জলীয় ধাতুর ক্ষয় হেতু সঞ্জাত তৃষ্ণা মানবকে শোষণ পূর্ব্বক নাশ করিয়া থাকে। সেই হেতু বৃষ্টির জলে মধু মিশাইয়া সেই জল তৃষ্ণার্ত্ত রোগীকে পান করিতে দিবে, অথবা যে জল বৃষ্টির জলের তুল্য গুণান্বিত তাহা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ভূমিস্থ যে জল কিঞ্চিৎ কষায়াম্লরস, তনু (পাত্লা), লঘু, শীতল, সুগন্ধি, সুরস ও অনভিষ্যন্দি তাহা বৃষ্টির জলের ন্যায় জানিবে। জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই জল কিংবা শরাদি তৃণপঞ্চমূল সিদ্ধ জল, চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে।

লাজানাং সক্তূনাং সমধুসিতং মন্থমৈন্দ্রেণ ॥
বাট্যং বাময়বানাং শীতং মধুশর্করাযুতং দদ্যাৎ ।
পেয়াং বা শালীনাং দদ্যাদ্বা কোরদূষাণাম্ ॥

খইয়ের ছাতু বৃষ্টির জলে গুলিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া সেই মন্থ অথবা কাঁচা যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। অথবা শালিতণ্ডুলের বা কোদতণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনির সহিত খাইতে দিবে।

পয়সা শৃতেন ভোজনমথবা মধুশর্করাযুতং যোজ্যম্ ।
পারাবতাদিকরসৈর্ঘৃতভৃষ্টৈর্ব্বাপ্যলবণাম্লৈঃ ॥
তৃণপঞ্চমূলৈর্মুঞ্জাতকৈঃ পিয়ালজৈশ্চ জাঙ্গলাঃ সুকৃতাঃ ।
শস্তা রসাঃ পয়ো বা তৈঃ সিদ্ধং শর্করামধুমৎ ॥
শতধৌতঘৃতেনাক্তঃ পয়ঃ পিবেচ্ছীততোয়মবগাহ্য ।
মুদ্গমসূরচণকজা রসাশ্চ ঘৃতভর্জ্জিতা দেয়াঃ ॥

মধু ও চিনি মিশ্রিত অন্ন আবর্ত্তিত দুগ্ধ সহ ভোজন করাইবে। পারাবতাদির মাংসরস ঘৃতে সাঁৎলাইয়া তাহাতে লবণ ও অম্ল না দিয়া তৎসহ অন্ন ভোজন করাইবে। তৃণপঞ্চমূল, মুঞ্জাতক ও পিয়াল ফলের কাথের সহিত মাংসরস পাক করিয়া সেই মাংসরস অথবা উক্ত তৃণপঞ্চমূলাদির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া শীতল জলে অবগাহন করাইবে। স্নানান্তে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। মুগ, মসূর ও ছোলার যূষ ঘৃতে সাঁৎলাইয়া তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

মধুরৈঃ সজীবনীয়ৈঃ শীতৈশ্চ সতিক্তকৈঃ শৃতং ক্ষীরম্ ।
পানাভ্যঞ্জনয়োগেম্বিষ্টং মধুশর্করাযুতম্ ॥

তজ্জং বা তমিশ্রং পানাভ্যঙ্গেষু নস্যমপি চ স্যাৎ।
নারীপয়ঃ সশর্করমুষ্ট্র্যা অপি নস্যমিক্ষুরসঃ॥
ক্ষীরেক্ষুরসোগুড়োদকসিতোপলাক্ষৌদ্রশীধুমাধ্বীকৈঃ।
বৃক্ষাম্লৈর্মাতুলুঙ্গৈর্গণ্ডূষাস্তালুশোষঘ্নাঃ॥

মধুরগণ, জীবনীয়গণ, শীতবীর্য্য দ্রব্য ও তিক্তক দ্রব্য ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিবে, সেই দুগ্ধে মধু ও চিনি মিশাইয়া তাহা পান ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে বা ঐ দুগ্ধজাত ঘৃত পান অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে। নারীদুগ্ধে বা উষ্ট্রের দুগ্ধে শর্করা মিশাইয়া তাহার নস্য লইবে বা ইক্ষুরসের নস্য লইবে। তৃষ্ণারোগে তালুশোষ থাকিলে দুগ্ধ ইক্ষুরস গুড়োদক চিনি ও মধুযুক্ত জল, সীধু মাধ্বিক বৃক্ষাম্লরস ও টাবালেবুর রস ইহাদের গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

জম্বাম্রাতকবদরীবেতসপঞ্চপল্লবৈশ্চাম্লাঃ।
হৃন্মুখশিরঃপ্রদেহাঃ সংশ্রিতমূর্চ্ছাভ্রমতৃষ্ণাঘ্নাঃ॥
দাড়িমদধিত্থলোধ্রৈঃ সবিদারীবীজপূরকৈঃ শিরসঃ।
লেপো গৌরামলকৈর্ঘৃতারনালযুতৈশ্চ হিতঃ॥
শৈবালপঙ্কাম্বুরুহৈঃ সাম্লৈঃ সঘৃতৈশ্চ শক্তুভির্লেপাঃ॥

জাম, আমড়া, কুল, অম্লবেতস্, পঞ্চপল্লব ও ঘৃত ইহাদের প্রলেপ অম্লরসান্বিত ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া হৃদয় মুখ ও মস্তকে প্রলেপ দিবে। তদ্দ্বারা মূর্চ্ছা ভ্রম ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। দাড়িম, কয়েতবেল, লোধ, ভূমিকুষ্মাণ্ড টাবালেবু এই সকল দ্রব্য বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। হরিদ্রা ও আমলকী কাঁজিতে বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। শেওলা, পঙ্ক ও পদ্ম ইহাদের প্রলেপ দিলে অথবা ঘৃত মিশ্রিত অম্লরসান্বিত ছাতুর প্রলেপ দিলে তৃষ্ণাদি নিবারিত হয়।

মস্ত্বারনালার্দ্রবসনকমলমণিহারসংস্পর্শাঃ।
শিশিরাম্বুচন্দনার্দ্রস্তনতটপাণিতলগাত্রসংস্পর্শাঃ।
মৌক্তিকক্ষৌমার্দ্রনিবসনানাং বরাঙ্গনানাং প্রিয়াণাঞ্চ॥
হিমবদ্দরিবনসরিৎসরোঽম্বুজপ্রবনেন্দুপাদশিশিরাণাম্।
রম্যোদকযুক্তানাং স্মরণং কথাশ্চ তৃষ্ণাঘ্নাঃ॥

দধির মাত্ ও কাঁজিতে কাপড় ভিজাইয়া সেই কাপড় সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিলে বা পদ্ম ও মণিহার স্পর্শ করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়। প্রিয় বরাঙ্গনা, শীতল জল ও চন্দনে স্তনতট ও করতল আর্দ্র করিয়া এবং মুক্তাহার ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজ গাত্রদ্বারা তৃষ্ণার্ত্ত রোগির গাত্র স্পর্শ করিলে তৃষ্ণা দূরীভূত হয়। সুশীতল গুহা, বন, সরিৎ, সরোবর পদ্ম, বায়ু, জ্যোৎস্না, রম্য উদকযুক্ত স্থানাদি স্মরণ করিলে ও তত্তৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়।

বাতঘ্নমন্নপানং মৃদু লঘু শীতঞ্চ বাততৃষ্ণায়াঃ।
ক্ষয়কাসনুদ্ ঘৃতং ক্ষীরমূর্ধ্বংবাততৃষ্ণাঘ্নম্॥

বাতনাশক মৃদু লঘু ও শীতল অন্নপান সেবনে বাতজ তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ক্ষয়কাস নাশক যে যে ঘৃত উক্ত হইয়াছে, বাতজ তৃষ্ণা নিবারণার্থে সেই সেই ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে।

স্যাজ্জীবনীয়সিদ্ধং ক্ষীরং ঘৃতং বাতপিত্তজে তর্ষে।
পৈত্তে দ্রাক্ষাচন্দনখর্জ্জুরোশীরমধুযুতং তোয়ম্॥
লোহিতশালিপ্রস্থঃ সলোধ্রমধুকাঞ্জনোৎপলঃ ক্ষুণ্ণঃ।
পক্বামলোষ্ট্রমধুজলসমাযুতো মৃন্ময়ে পেয়ঃ॥
বটমাতুলুঙ্গবেতসপল্লবকুশকাশমূলযষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সিদ্ধেঽম্ভস্যগ্নিনিভাং কৃষ্ণাংমৃদং কৃষ্ণসিকতাং বা॥
তপ্তানি নবকপালান্যথবা নির্ব্বাপ্য পায়য়েত্তাচ্ছম্।
অল্পাপক্কশর্করা মৃতবল্লীজলং বা তৃষং হন্তি॥
ক্ষীরবতাং মধুরাণাং শীতানাং শর্করামধুমিশ্রা।
শীতকষায়া মৃদ্ভৃষ্টসংযুক্তাঃ ক্ষয়তৃষ্ণাঘ্নাঃ॥
ব্যোষবচাভল্লাতকতিক্তকষায়াস্তথামতৃষ্ণাঘ্নাঃ।
যচ্চোক্তং কফজায়াং বম্যাং তচ্চৈব কার্য্যং স্যাৎ॥

জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ তৃষ্ণার শান্তি হয়। দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, খর্জ্জুর ও বেণারমূলের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। রক্তশালি তণ্ডুল একপ্রস্থ (/২ দুই সের), লোধ, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া মৃণ্ময় পাত্রে জলের সহিত পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তাহাতে আমলোষ্ট্র মধু ও বালা প্রক্ষেপ দিয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিবে। বট, টাবালেবু ও বেতসের পল্লব এবং কুশমূল, কাশমূল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের সহিত জলসিদ্ধ করিবে, অতঃপর সেই জলে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বা কৃষ্ণবর্ণ বালুকা কিংবা নূতন ঘটাদির খোলা অগ্নিতে পোড়াইয়া নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। গুড়ূচীর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে বা অল্প চিনি মিশ্রিত জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। বট প্রভৃতি ক্ষীরিবৃক্ষ, কাকোল্যাদি মধুরগণোক্ত দ্রব্য ও আমলকী প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্যের দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিবে, পরে মৃত্তিকা অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা ঐ শীতকষায়ে নির্ব্বাপিত করিবে। এই কষায় ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্ষয়জ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। ত্রিকটু, বচ, ভেলারমুটি ও তিক্ত দ্রব্য ইহাদের ক্বাথ পান করিলে আমজতৃষ্ণা প্রশমিত হয়। কফজ বমিতে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহা আমজ তৃষ্ণাতেও ব্যবস্থা করিবে।

স্তম্ভারুচ্যবিপাকালস্যচ্ছর্দিষু কফানুগাং তৃষ্ণাম্।
জ্ঞাত্বা দধিমধুতর্পণলবণোষ্ণজলৈর্বমনমিষ্টম্॥
দাড়িমমদনফলং বাপ্যন্যতমকষায়মথ লেহম্।
পেয়মথবা প্রদদ্যাদ্রজনীমধুশর্করাযুতম্॥

শরীরের স্তব্ধতা, অরুচি, অপরিপাক, আলস্য, ও বমি এই সকল লক্ষণ থাকিলে তাহাকে কফানুগ তৃষ্ণা জানিয়া রোগিকে দধি, মধু, তর্পণ (দ্রবালোড়িত লাজশক্তু), লবণ ও উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা বমনার্থ দাড়িম ও ময়না ফলের কাথ, কিংবা অন্যতম বমনকারক কষায়, লেহ বা পেয় হরিদ্রাচূর্ণ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ক্ষয়কাসেনতুল্যা ক্ষয়তৃষ্ণা সা গরীয়সী নৃণাম্।
ক্ষীণক্ষতশোষহিতৈস্তস্মাৎ তাং ভেষজৈঃ শময়েৎ॥

ধাতুক্ষয়জনিত তৃষ্ণা ক্ষয়কাসের ন্যায় গুরুতর। ইহাকে ক্ষীণ ক্ষত ও শোষ রোগোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রশমিত করিবে।

পানতৃষ্ণার্ত্তঃ পানম্বর্দ্ধোদকমম্ললবণগন্ধাঢ্যম্।
শিশিরস্নাতঃ পানং মদ্যাম্বু গুড়াম্বু বা তৃষিতঃ॥
ভক্তোপরোধতৃষিতঃ স্নেহতৃষার্ত্তোঽথবা তনুং যবাগূম্।
প্রপিবেদ্ গুরুণা তৃষিতো ভক্তেন তদুদ্ধরেদ্ ভক্তম্॥
মদ্যাম্বু বাম্বু চোষ্ণং বলবাংস্তৃষিতঃ সমুল্লিখেৎ পীত্বা।
মাগধিকাবিশদমুখঃ সশর্করং বা পিবেন্মদ্যম্॥

মদ্যপানজনিত তৃষ্ণায় পীড়িত রোগীকে অর্দ্ধজল মিশ্রিত মদ্য অম্ললবণরসান্বিত ও সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা গন্ধাঢ্য করিয়া পান করাইবে। শিশিরস্নাত ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাহাকে জল মিশ্রিত মদ্য বা গুড়জল পান করিতে দিবে। ভক্তোপরোধ জনিত তৃষ্ণায় অর্থাৎ ক্ষুধার সময় না পাইলে যে তৃষ্ণা হয়, তাহাতে বা ঘৃতাদি স্নেহপানজনিত তৃষ্ণারোগে পাত্‌লা যবাগূ খাইতে দিবে। গুরুপাক অন্নভোজনে যে তৃষ্ণা জন্মে তাহাতে বমন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ভুক্তান্ন বমন করাইবে। এই রোগী বলবান্ হইলে তাহাকে মদ্যাম্বু বা উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। বমনান্তে পিপ্পলী চর্ব্বণ করিয়া মুখ বিশদ হইলে রোগী চিনি মিশ্রিত মদ্য পান করিবে।

বলবাংস্তু তালুশোষীপিবেদ্ ঘৃতং বৃষ্যমনু মদ্যম্।
সর্পির্ভৃষ্টং ক্ষীরং মাংসরসাংশ্চাবলঃ স্নিগ্ধান্॥
অতিরুক্ষদুর্ব্বলানাং তৃষ্ণাং শময়েন্নৃণামথাশু পয়ঃ।
ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ॥
স্নিগ্ধেঽন্নে ভুক্তে যা তৃষ্ণা স্যাত্তাং গুড়াম্বুনা শময়েৎ।
তর্ষং মূর্চ্ছাভিহতস্য রক্তপিত্তাপহৈর্হন্যাৎ॥

তালুশোষাক্রান্ত রোগী বলবান হইলে তাহাকে বৃষ্যঘৃত পান করাইয়া মন্ত অনুপান করিতে দিবে। এবং দুর্ব্বল হইলে ঘৃতমিশ্র গরম দুগ্ধ এবং স্নিগ্ধ মাংসরস পানার্থ প্রদান করিবে। দুগ্ধ, ঘৃতভৃষ্ট ছাগমাংসরস বা শীতবীর্য্য মধুররস ও হ্রস্ব মাংসরস পান করিলে অতিরুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তৃষ্ণা আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধান্ন ভোজন জনিত তৃষ্ণা গুড়জল পান দ্বারা প্রশমিত হয়। মূর্চ্ছাভিহত তৃষ্ণারোগীর পিপাসা রক্তপিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা নিবারিত করিবে।

শীতমুষ্ণঞ্চ জলং কুত্র দেয়ং বর্জ্জ্যং বা কুত্রেত্যাহ॥
ছর্দ্দ্যম্লদাহমূর্চ্ছাভ্রমক্লমমদাত্যয়াস্রবিষপিত্তে।
শস্তং স্বভাবশীতং শৃতশীতং সন্নিপাতেঽস্তঃ॥
হিক্কাশ্বাসনবজ্বরপীনসঘৃতপীতপার্শ্বগলরোগে।
কফবাতকৃতে ত্যানে সদ্যঃ শুদ্ধে চ হিতমুষ্ণম্॥
পাণ্ডূদরপীনসমেহগুল্মমন্দানলাতিসারেষু।
প্লীহ্নি চ ন তোয়ং হিতং কামমশক্যে পিবেদল্পম্॥

কোন্ স্থলে শীতল জল প্রয়োগ করিতে হয়, কোথায় উষ্ণজল ব্যবস্থা করিতে হয় এবং কোন্ স্থলেই বা শীতল ও উষ্ণ জল বর্জ্জন করিতে হয় তাহা বলা যাইতেছে। বমি, অম্লপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন), ক্লম, মদাত্যয়, রক্তদুষ্টি, বিষরোগ ও পিত্তদোষে স্বভাবশীতল জল প্রশস্ত। সন্নিপাতজ রোগে শৃতশীত জল প্রয়োজ্য, অর্থাৎ দোষঘ্ন ঔষধের সিদ্ধ জল শীতল করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। হিক্কা, শ্বাস, নবজ্বর, পীনস, ঘৃতপান জন্য রোগ, পার্শ্ববেদনা, গলরোগ, কফবাতজনিত রোগ, ও ঘন কফ, এই সকল রোগে এবং সদ্যঃ শুদ্ধিক্রিয়ার পর (বমন বিরেচনাদির পর) উষ্ণ জল হিতকর। পাণ্ডুরোগ, উদর, পীনস, মেহ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্লীহরোগে জলপান প্রশস্ত নহে। তবে পিপাসা অসহ্য হইলে অল্প জল পান করিবে।

পূর্ব্বাময়াতুরঃ সন্ দীনস্তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং কাঙ্ক্ষন্।
ন লভেত চেন্মরণমাশ্বেব চাপ্নুয়াদ্দীর্ঘরোগং বা॥
তস্মাদ্ধান্যাম্বু পিবেৎ তৃষ্যন্ রোগী সশর্করাক্ষৌদ্রম্।
যদ্বা তস্যান্যৎ স্যাৎ সাত্ম্যং রোগস্য তচ্চেষ্টম্॥
তস্যাং বিনিবৃত্তায়াং তজ্জোঽন্য উপদ্রবঃ সুখং জেতুম্।
তস্মাৎ পূর্ব্বং তৃষ্ণাং জয়েদ্বহুভ্যোঽপি রোগেভ্যঃ॥

পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহে আক্রান্ত রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অতিদীন ভাবে জল আকাঙ্ক্ষা করিলে যদি সে সময় জল না পায় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে বা রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত রোগে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে ধনের সহিত সিদ্ধ জল মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিবে। কিংবা যাহা কিছু সেই রোগের সাত্ম্য তাহাই ব্যবস্থা করিবে। তৃষ্ণোপদ্রব নিবারিত হইলে রোগজনিত অন্য উপদ্রব সুখে জয় করা যায়, সেই হেতু বহুরোগের পূর্ব্বে তৃষ্ণা জয় করা উচিত।

তত্র শ্লোকঃ ।

হেতু যথাগ্নিপবনৌ কুরুতঃ সোপদ্রবং পঞ্চানাম্ ।
তৃষ্ণানাং পৃথগাকৃতিরসাধ্যতা সাধনঞ্চোক্তম্ ॥

অগ্নি ও বায়ু যে প্রকারে তৃষ্ণারোগের হেতু হইয়া উপদ্রব যুক্ত তৃষ্ণা জন্মায় তাহা পঞ্চবিধ তৃষ্ণার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ, অসাধ্যতা, ও চিকিৎসা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
তৃষ্ণাচিকিৎসিতং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো বিষচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা বিষচিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব —এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

প্রাগুৎপত্তিং গুণান্ যোনিং বেগান্ লিঙ্গান্যুপক্রমান্ ।
বিষস্য ব্রুবতঃ সম্যগগ্নিবেশ নিবোধ মে ॥

অগ্নিবেশ! আমি বিষের প্রথম উৎপত্তি, গুণ, উৎপত্তিস্থান, বেগ, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি শ্রবণ কর।

অমৃতার্থং সমুদ্রে তু মথ্যমানে সুরাসুরৈঃ ।
জজ্ঞে প্রাগমৃতোৎপত্তেঃ পুরুষো ঘোরদর্শনঃ ॥
দীপ্ততেজাশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রো হরিৎকেশোঽনলেক্ষণঃ ।
জগদ্ বিষণ্ণং তং দৃষ্ট্বা তেনাসৌ বিষসংজ্ঞিতঃ ॥
জঙ্গমস্থাবরায়াং তদ্ যোনৌ ব্রহ্মা ন্যয়োজয়ৎ ॥

দেব ও অসুরগণ অমৃত লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অমৃতোৎপত্তির পূর্ব্বেই ঘোরদর্শন, দীপ্ততেজা, চতুর্দণ্ডবিশিষ্ট, হরিৎকেশ অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত চক্ষুঃ বিশিষ্ট এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাকে অবলোকন করিয়া সমস্ত জগৎ বিষণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া সেই পুরুষ বিষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। ব্রহ্মা সেই জগজ বিষকে স্থাবর ও জঙ্গম যোনিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তদম্বুসম্ভবং তস্মাদ্দ্বিবিধং পাবকোপমম্ ।
অষ্টবেগং দশগুণং চতুর্ব্বিংশত্যুপক্রমম্ ॥
তদ্বর্ষাস্বম্বুযোনীত্বাৎ সংক্লেদং গুড়বদ্ গতম্ ।

সর্পত্যম্বুধরাপায়ে তদগস্ত্যো নিহন্তি চ ॥
প্রয়াতি মন্দবীর্য্যত্বং বিষং তস্মাদ্ঘনাত্যয়ে।

জল হইতে উৎপন্ন, অগ্নিসম সেই বিষ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দ্বিবিধ। ইহার বেগ আট প্রকার, গুণ দশ প্রকার ও চিকিৎসা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। বিষ জলজ সেই জন্য বর্ষাকালে গুড়ের ন্যায় ক্লিন্ন হইয়া বিসর্পিত হয়, এবং বর্ষান্তে অর্থাৎ শরৎকালে অগস্ত্য প্রভাবে নষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য শরৎকালে সকল বিষই মন্দবীর্য্য হয়।

সর্পাঃ কীটোন্দুরা লূতা বৃশ্চিকা গৃহগোধিকাঃ।
জলৌকা মৎস্যমণ্ডূকাঃ শলভাঃ সর্পকণ্টকাঃ ॥
শ্বসিংহব্যাঘ্রগোমায়ুতরক্ষুনকুলাদয়ঃ।
দংষ্ট্রিণো যে বিষং তেষাং দংষ্ট্রোত্থং জঙ্গমং মতম্ ॥

জঙ্গম বিষ। সর্প, কীট, ইন্দুর, মাকড়সা, বৃশ্চিক, টিকটিকী, জলৌকা, মৎস্য, মণ্ডূক (ভেক,) শলভ, সর্পকণ্টক কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, তরক্ষু ও নকুল প্রভৃতি প্রাণি-সমূহের বিষ এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা দংষ্ট্রীপ্রধান, তাহাদের দন্তোত্থিত বিষকে জঙ্গম বিষ বলা যায়।

মুস্তকং পৌষ্করং ক্রৌঞ্চং বৎসনাভং বলাহকম্।
কর্কটং কালকূটঞ্চ করবীরকসংজ্ঞকম্ ॥
পালকেন্দ্রায়ুধং তৈলং মেঘকং কুশপুষ্পকম্।
রোহিষং পুণ্ডরীকঞ্চ লাঙ্গলিক্যঞ্জনাভকম্ ॥
সঙ্কোচং মর্কটং শৃঙ্গীবিষং হালাহলং তথা।
এবমাদীনি চান্যানি মূলজানি স্থিরাণি চ ॥

স্থাবর বিষ। মুতা, পুষ্করমূল, ক্রৌঞ্চ, বৎসনাভ, বলাহক, কর্কট, কালকূট, করবীর, পালক, ইন্দ্রায়ুধ, তৈল, মেঘক, কুশপুষ্প, রোহিষ, পুণ্ডরীক, ঈশলাঙ্গলা, অঞ্জনাভ, সঙ্কোচ, মর্কট, শৃঙ্গীবিষ, ও হালাহল এই সকল দ্রব্য এবং এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের মূল স্থাবর বিষ নামে অভিহিত।

গরং সংযোগজঞ্চান্যদ্ গরসংজ্ঞং গদপ্রদম্।
কালান্তরবিপাকিত্বান্ন তদাশু হরত্যসূন্ ॥

আর একপ্রকার সংযোগজ বিষ আছে, তাহাকে গরবিষ বলে। গরবিষ রোগজনক। কালান্তরে (দীর্ঘকালান্তে) ইহার বিপাক হয় বলিয়া ইহা সেবন মাত্র প্রাণ নষ্ট করে না। গরবিষ সেবনের কিছুকাল পরে কোন উৎকট রোগ উৎপন্ন হইয়া প্রাণ বিনষ্ট করে।

নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণম্।
শোফং চৈবাতিসারঞ্চ কুরুতে জঙ্গমং বিষম্ ॥
স্থাবরং তু জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্।
ফেনবম্যরুচিশ্বাসমূর্চ্ছাশ্চ জনয়েদ্ভৃশম্ ॥

জঙ্গম বিষ সেবন করিলে নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপরিপাক, লোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

স্থাবর বিষে জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলরোগ, ফেনের মত বমি, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জঙ্গমং স্যাদূর্দ্ধভাগ মধোভাগং তু মূলজম্।
তস্মাদ্দংষ্ট্রাবিষং মৌলং হন্তি মূলং চ দংষ্ট্রিজম্॥

জঙ্গম বিষ অধোগামী ও স্থাবর বিষ উর্দ্ধগামী, অর্থাৎ জঙ্গম বিষের গতি অধোদিকে, তজ্জন্য অতিসারাদি উৎপন্ন হয় এবং স্থাবর বিষের গতি উর্দ্ধদিকে সেই জন্য বমনাদি হইয়া থাকে। অতএব জঙ্গম বিষ স্থাবর বিষকে এবং স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষকে নষ্ট করিয়া থাকে।

তৃণ্মোহদন্তহর্ষপ্রসেকবমথুক্লমা ভবন্ত্যাদ্যে।
বেগে রসপ্রদোষাদসৃক্প্রদোষাদ্ দ্বিতীয়ে তু॥
বৈবর্ণ্যভ্রমবেপথুজৃম্ভামূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গচিমিচিমাতঙ্কাঃ।
দুষ্টপিশিতাত্তৃতীয়ে মণ্ডলকণ্ডুশ্বয়থুকোঠাঃ॥
বাতাদিজাশ্চতুর্থে দাহশ্ছর্দ্দ্যঙ্গশূলমূর্চ্ছাদ্যাঃ।
নীলাদীনাং তমসশ্চ দর্শনং পঞ্চমে বেগে॥
ষষ্ঠে হিক্কা ভঙ্গঃ স্কন্ধে স্যাত্তু সপ্তমেঽষ্টমে মরণম্।
নৃণাং চতুষ্পদাং স্যাচ্চতুর্ব্বিধঃ পক্ষিণাং ত্রিবিধঃ॥

বিষবেগ আট প্রকার ; তাহাই বর্ণিত হইতেছে—স্থাবর বিষের প্রথম বেগে রসধাতুর দুষ্টি হেতু পিপাসা, মোহ, দন্তহর্ষ, প্রসেক (মুখনাসাদি হইতে জলস্রাব), বমি ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বেগে রক্তধাতুর দুষ্টি হওয়ায় শরীরের বিবর্ণতা, ভ্রম, কম্প, জৃম্ভা (হাই উঠা) মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ, গাত্রে চিমিচিমিবৎ বেদনা ও আতঙ্ক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। তৃতীয় বেগে মাংসদুষ্টি হেতু মণ্ডল (শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি), কণ্ডূ, শোথ, ও কোঠ (বোল্‌তাদংশনজাত শোথবৎ), চতুর্থ বেগে বাতাদি জনিত দাহ, বমি, অঙ্গেশূলবদ্ বেদনা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি ; পঞ্চম বেগে নীলাদিবর্ণ দর্শন ও অন্ধকার দর্শন ; ষষ্ঠ বেগে হিক্কা ; সপ্তমবেগে স্কন্ধভঙ্গ (স্কন্ধে ভঙ্গবৎ বেদনা), ও অষ্টম বেগে মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইল। স্থাবর বিষ দ্বারা চতুষ্পদ জন্তুদিগের চারি প্রকার বেগ পক্ষিগণের তিন প্রকার বেগ হইয়া থাকে।

সীদত্যাদ্যে ভ্রমতি চ চতুষ্পাদো বেপতে ততঃ শূনঃ।
মন্দাহারো ম্রিয়তে শ্বাসেন চতুর্থবেগে তু॥
ধ্যায়তি বিহগঃ প্রথমে বেগে প্রভ্রাম্যতি দ্বিতীয়ে তু।
স্রস্তাঙ্গশ্চ তৃতীয়ে বিষবেগে যাতি পঞ্চত্বম্॥

চতুষ্পাদ জন্তুগণের প্রথম বেগে অবসন্নতা, দ্বিতীয় বেগে ভ্রম (ঘূর্ণন) ও কম্প, তৃতীয় বেগে শোথ ও অল্পাহার, এবং চতুর্থবেগে শ্বাস ও মৃত্যু হইয়া থাকে। পক্ষিগণের প্রথম বেগে ধ্যান, দ্বিতীয় বেগে ভ্রম ও অঙ্গের শিথিলতা, এবং তৃতীয় বেগে মৃত্যু হয়।

লঘু রুক্ষ মাশুবিশদং ব্যবায়ি তীক্ষ্ণং বিকাশি সূক্ষ্মঞ্চ।
উষ্ণমনির্দ্দেশ্যরসং দশগুণমুক্তং বিষং তজ্জ্ঞৈঃ॥
রৌক্ষ্যাদ্বাতমশৈত্যাৎ পিত্তং সৌক্ষ্ম্যাদসৃক্ প্রকোপয়তি।
কফমব্যক্তরসত্বাদন্নরসাংশ্চানুবর্ত্ততে শীঘ্রম্॥
শীঘ্রং ব্যবায়িভাবাদাশু ব্যাপ্নোতি কেবলং কায়ম্।
তীক্ষ্ণত্বান্ মর্ম্মঘ্নং প্রাণঘ্নং তদ্ বিকাসিত্বাৎ॥
দুরুপক্রমং লঘুত্বাদ্বৈশদ্যাৎ স্যাদসক্তগতিদোষাৎ।

বিষের গুণ। বিষ লঘু, রুক্ষ, আশুকারি, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্য রস এই দশগুণান্বিত বলিয়া, উক্ত বিষ স্বকীয় রুক্ষতাগুণে বায়ুকে, উষ্ণতাগুণে পিত্তকে, সূক্ষ্মতা গুণে রক্তকে এবং অব্যক্ত রসত্ব (অনির্দ্দেশ্য রসত্ব হেতু) গুণে কফকে প্রকুপিত করে। ইহা শীঘ্র অন্নরসেরও অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। বিষ আশুকারি ও ব্যবায়ী বলিয়া সত্বরে সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা তীক্ষ্ণগুণান্বিত বলিয়া মর্ম্মঘাতী ও বিকাশিত্ব গুণে প্রাণঘাতী হইয়া থাকে এবং লঘুত্ব ও বিশদত্ব গুণে অসক্ত গতি অর্থাৎ অনিবারিত গতি হেতুক দুশ্চিকিৎস্য।

দোষস্থানপ্রকৃতীঃ প্রাপ্যান্যতমং হ্যুদীরয়তি॥
স্যাদ্বাতিকস্য বাতস্থানে কফপিত্তলিঙ্গমীষত্তু।
তৃণ্মূর্চ্ছারতিমোহগলগ্রহচ্ছর্দ্দিফেনাদি॥
পিত্তাশয়স্থিতং পৈত্তিকস্য কফবাতয়োর্বিষং তদ্বৎ।
তৃট্কাসজ্বরবমথুক্লমদাহতমোঽতিসারাদি॥
কফদেশগতং কফাধিকস্য বাতপিত্তয়োশ্চ দর্শয়তি।
লিঙ্গং শ্বাসগলগ্রহকণ্ডুলালাবমথ্বাদি॥

দোষ স্থান ও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া বিষ তাহাদের অন্যতম লক্ষণ প্রকাশ করে। বাতপ্রকৃতিক সর্পের বিষ বাত স্থানে আশ্রয় করিলে পিপাসা, মূর্চ্ছা, অরতি, মোহ, গলগ্রহ, বমি ও ফেনাদি এই সকল লক্ষণ এবং কফত্ত‌পিত্তের অল্প প্রকাশ করিয়া থাকে। পিত্ত-প্রকৃতিক সর্পের বিষ পিত্তাশয় আশ্রয় করিলে পিপাসা, কাস, জ্বর, বমি, ক্লান্তি, দাহ, অন্ধকার দর্শন ও অতিসারাদি এই সকল লক্ষণ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার অল্প লক্ষণ প্রকাশ করে। কফপ্রকৃতিক সর্পের বিষ কফাস্থানস্থিত হইলে শ্বাস, গলগ্রহ, কণ্ডু, লালাস্রাব ও বমনাদি লক্ষণ এবং বায়ুপিত্তের অল্প লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

দূষীবিষং তু শোণিতদুষ্ট্যারুঃকিটিমকোঠলিঙ্গঞ্চ।
বিষমেকৈকং দোষং সন্দূষ্য হরত্যসূনেবম্॥
ক্ষরতি বিষতেজসাসৃক্ তৎ খানি নিরুধ্য মারয়তি জন্তুম্।
পীতং মৃতস্য হৃদি তিষ্ঠতি দষ্টবিদ্ধয়োর্দংশদেশো স্যাৎ॥
নীলৌষ্ঠদন্তশৈথিল্যকেশপতনাঙ্গভঙ্গবিক্ষেপাঃ।

শিশিরৈর্ন লোমহর্ষো নাভিহতে দণ্ডরাজী স্যাৎ ॥
ক্ষতজং ক্ষতাচ্চ নায়াত্যেতানি ভবন্তি মরণলিঙ্গানি ॥

দূষীবিষ রক্তকে দূষিত করিয়া অরু (ব্রণ) কিটিম ও কোঠ এই সকল লক্ষণ আনয়ন করে। বিষ এক একটী দোষকে সম্যক্ দূষিত করিয়া এই প্রকারে মানবের প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। যথা—বিষের তেজে রক্ত ক্ষরিত হয়, সেই রক্ত দেহের রোমকূপাদি রন্ধ্র সকল রুদ্ধ করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনষ্ট করে। বিষপান করিয়া মৃত্যু হইলে সেই পীত বিষ মৃত ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করে। সর্পাদি দ্বারা দষ্ট বা বিষদিগ্ধশরাদি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বিষ, মৃত ব্যক্তির দংশ স্থানে বা বেধস্থানে অবস্থিতি করে। ওষ্ঠ নীলবর্ণ, দন্ত শিথিল, কেশ স্খলিত (কেশাকর্ষণে), অঙ্গসমূহ বিদারণবৎ বেদনান্বিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে এবং শিশির স্পর্শে লোমাঞ্চ না হইলে, বেত্রাদি দ্বারা আঘাত করিলে সেই আহত স্থানে দাগ না পড়িলে অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন করিলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তের অনির্গম হইলে জানিবে যে রোগীর মৃত্যু হইবে। এই গুলি মরণ চিহ্ন।

এভ্যোঽন্যথা চিকিৎস্যাস্তেষাঞ্চোপক্রমান্ শৃণু মে।
মন্ত্রারিষ্টোৎকর্ত্তননিষ্পীড়নচূষণাগ্নিপরিষেকাঃ ॥
অবগাহনরক্তমোক্ষণবমনবিরেকোপধানানি।
হৃদয়াবরণাঞ্জননস্যধূমলেহৌষধপ্রধমনানি ॥
প্রতিসারণং প্রতিবিষং সংজ্ঞাসংস্থাপনং লেপঃ।
মৃতসঞ্জীবনমেব চ বিংশতিরেতে চতুর্ভিরধিকাঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত মরণ লক্ষণ গুলি উপস্থিত না হইলে, বিষার্ত্ত রোগিকে চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসা বলিতেছি শুন। পূর্ব্বে চিকিৎসা চতুর্বিংশতি প্রকার বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বর্ণিত হইতেছে। মন্ত্র (ঝাড়ফুঁক্), অরিষ্টা (মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দংশন স্থানের উপর বন্ধন), উৎকর্ত্তন, নিষ্পীড়ন, চূষণ, অগ্নিকর্ম্ম, দাগাদি পরিষেক, অবগাহন, রক্তমোক্ষণ, বমন, বিরেচন, উপধান, হৃদয়াবরণ, অঞ্জন, নস্য, ধূমপান, লেহ, ঔষধ, প্রধমন, প্রতিসারণ, প্রতিবিষ, সংজ্ঞা স্থাপন, প্রলেপ ও মৃতসঞ্জীবন, এই চতুর্বিংশতি প্রকার চিকিৎসা।

স্যুরুপক্রমা যথা যে যত্র যোজ্যাঃ শৃণু তথা তাৎ ॥
দংশাত্তু বিষং দষ্টস্য বিসৃতং বেণিকাং ভিষগ্ বদ্ধা।
নিষ্পীড়য়েদ্ দ্রুতং দংশমুদ্ধরেন্মর্ম্মবর্জ্জং বা ॥
তং দংশং বা চূষেন্মুখেন যবচূর্ণপাংশুপূর্ণেন।
প্রচ্ছন্ শৃঙ্গজলৌকোব্যধনৈঃ স্রাব্যং ততো রক্তম্ ॥
রক্তে বিষপ্রদুষ্টে দুষ্যেৎ প্রকৃতিস্ততস্ত্যজেৎ প্রাণান্।
তস্মাৎ প্রধর্ষণৈরসৃগ্ বর্ত্তমানং প্রবর্ত্ত্যং স্যাৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার চিকিৎসার মধ্যে যে চিকিৎসা যেখানে প্রয়োজ্য, তাহা বলিতেছি শুন। দষ্ট ব্যক্তির বিষ দংশনস্থান হইতে বিসৃত হইতেছে (ছড়াইয়া পড়িতেছে)

বুঝিলে, সত্বর সেই স্থানের উপর দড়ি দ্বারা বেণিকা বন্ধন করিয়া নিষ্পীড়িত করিবে ; অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বিষকে চুঁচিয়া ক্ষতস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক নিষ্কাশিত করিবে। অথবা মর্ম্মস্থান বর্জ্জন পূর্ব্বক দষ্ট স্থান চিরিয়া বিষ রক্তের সহিত বাহির করিয়া দিবে। কিংবা যবচূর্ণ বা পাংশু দ্বারা মুখপূর্ণ করিয়া দষ্টস্থান চুষিবে। অনন্তর শস্ত্র দ্বারা সেইস্থান চিরিয়া শৃঙ্গ ও জলৌকা দ্বারা বা শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। বিষদ্বারা রক্তদূষিত হইলে প্রকৃতি দূষিত হয়, প্রকৃতি দূষিত হইলে মানবের মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব রক্তমোক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত উপায়ে রক্তনির্গত না হইলে প্রধর্ষণদ্বারা বর্ত্তমান দুষ্টরক্ত প্রবর্ত্তিত করিবে।

ত্রিকটুগৃহধূমরজনীপঞ্চলবণাঃ সবার্ত্তাকাঃ ।
ঘর্ষণমতিপ্রবৃত্তে বটাদিভিঃ শীতলৈর্লেপঃ ॥
রক্তং হি বিষাধানং বায়ুরিবাগ্নেঃ প্রদেহসেকৈস্তৎ ।
শীতৈঃ স্কন্দতি তস্মিন্ স্কন্নে ব্যপয়াতি বিষবেগঃ ॥
বিষবেগান্মদমূর্চ্ছাবিষাদহৃদয়দ্রবাঃ প্রবর্ত্তন্তে ।
শীতৈর্নির্ব্বর্ত্তয়েত্তান্ ন বীজ্যশ্চ লোমহর্ষঃ স্যাৎ ॥
তরুরিব মূলচ্ছেদাদ্দংশচ্ছেদান্ন বৃদ্ধিমেতি বিষম্ ।
আচূষণমানয়নং জলস্য সেতুর্যথা তথারিষ্টাঃ ॥

ত্রিকটু, ঝুল, হরিদ্রা, পঞ্চলবণ ও বার্ত্তাকু ইহাদের চূর্ণদ্বারা দষ্টস্থান ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। যদি রক্তের অতিস্রাব হয়, তাহা হইলে ক্ষতস্থানে বট প্রভৃতির বল্কল দ্বারা শীতল প্রলেপ দিবে। বায়ু যেমন অগ্নির আধান, সেইরূপ রক্তও বিষের আধান ; বিষাধান রক্ত শীতল প্রদেহ ও সেক দ্বারা জমিয়া যায়। রক্ত জমিয়া গেলে বিষবেগ অপগত হইয়া, বিষবেগে মত্ততা মূর্চ্ছা বিষাদ ও হৃদয়দ্রব হইয়া থাকে। শীতল প্রলেপাদি দ্বারা উক্ত উপদ্রব সমূহের শান্তি করিবে। রোগিকে ব্যজন করিবে না কারণ তাহাতে লোমাঞ্চ হয়। বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে সেই বৃক্ষ যেমন বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সেইরূপ দংশস্থান ছেদন করিলে বিষ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আচূষণ দ্বারা বিষকে স্বস্থানে আনয়ন করিবে। তৎপরে সেই বিষ নিষ্কাশিত করিলে তাহা আর দেহে বিসর্পিত হইতে পারিবে না। সেতুবন্ধন করিলে (বাঁধ দিলে) যেমন জলের বেগ রুদ্ধ হওয়ায় তাহা কোন দিকে যাইতে পারে না, সেইরূপ অরিষ্টা বন্ধন করিলে বিষ কোন দিকে যাইতে পারে না।

ত্বঙ্মাংসগতো দাহো দহতি বিষং স্রাবণং রক্তাৎ ।
পীতং বমনৈঃ সদ্যো হরেদ্বিরেকৈর্দ্বিতীয়ে তু ॥
আদৌ হৃদয়ং রক্ষ্যং তস্যাবরণং পিবেদ্ যথালাভম্ ।
মধুসর্পির্মজ্জানং গৈরিকমথ গোময়রসং বা ॥
ইক্ষুং সুপক্কমথবা কাকং নিষ্পীড্য তদ্রসং বামলম্ ।
ছাগাদীনাং বাসৃগ্ ভস্মমৃদং বা পিবেদাশু ॥
ক্ষারোঽগদস্তৃতীয়ে শোথহরং ছর্দ্দনং সমধ্বস্বু ।

গোময়রসশ্চতুর্থে বেগে সকপিত্থমধুসর্পির্ভিঃ ॥
কাকাণ্ডশিরীষাভ্যাং স্বরসেনাশ্চ্যোতনাঞ্জনে নস্তম্।
স্যাৎ পঞ্চমেঽথ ষষ্ঠে সংজ্ঞাসংস্থাপনং কার্য্যম্ ॥
গোপিত্তযুক্তারজনীমঞ্জিষ্ঠামরিচপিপ্পলীপানম্।
বিষপানং দষ্টানাং বিষপীতে দংশনঞ্চান্তে ॥

দাহ করিলে ত্বক্ ও মাংসগত বিষ নষ্ট হয়। রক্তমোক্ষণ করিলে রক্তগত বিষ নির্গত হয়। সদ্যোবমন করাইলে পীত-বিষ বহির্গত হয়। দ্বিতীয় বেগে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিষার্ত্ত রোগীর হৃদয় প্রথমে রক্ষা করিবে। বিষ হৃদ্গত না হইতেই আবরণ ঔষধ যথালাভ সেবন করিবে। আবরণ ঔষধ যথা—মধু ঘৃত মজ্জা গিরিমাটী গোময় রস ইক্ষুরস অথবা সুসিদ্ধ কাকমাংস নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার নির্ম্মল রস কিংবা ছাগাদির রক্ত, ভস্ম বা মৃত্তিকা আশু সেবন করিবে। তৃতীয় বেগে ক্ষার অগদ এবং মধু অল্প জল মিশ্রিত শোথঘ্ন বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিষের চতুর্থ বেগে গোময়রস কয়েতবেল মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। পঞ্চম বিষ বেগে কাকাণ্ড (কৃষ্ণসীম) ও শিরীষের রসের দ্বারা চক্ষুতে আশ্চ্যোতন দিবে, অঞ্জন দিবে এবং উহাদের স্বরসের নস্ত প্রয়োগ করিবে। ষষ্ঠবেগে রোগীর সংজ্ঞাস্থাপন করিবে। গোপিত্ত, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ ও পিপুল ইহাদের কাথ বা কল্ক পান করিবে। ইহা সংজ্ঞাস্থাপক। দষ্ট-ব্যক্তিকে বিষ (স্থাবর) পান করাইবে। এবং বিষপীত ব্যক্তিকে শেষ বিষবেগে বিষাক্ত সর্পাদিদ্বারা দংশন করাইবে।

শিখিপিত্তার্দ্ধযুতং স্যাৎ পলাশবীজমগদো মৃতেষু বরঃ ॥
বার্ত্তাকুফাণিতাগারধূমগোপিত্তনিম্বং বা ॥
গোপিত্তযুতৈগুড়িকাঃ সুরসাগ্রন্থিদ্বিরজনীমধুককুষ্ঠৈঃ।
শস্তাঽমৃতেন তুল্যা শিরীষপুষ্পকাকাণ্ডকরসৈর্বা ॥
কাকাণ্ডসুরসগবাক্ষীপুনর্নবাবায়সীশিরীষফলৈঃ।
উদ্বদ্ধবিষজলমৃতে লেপৌষধনস্তপানানি ॥

ময়ূর পিত্ত ১ ভাগ ও পলাশবীজ ২ ভাগ একত্র বাটিয়া অগদ (প্রবিষঘ্ন ঔষধ) প্রস্তুত করিবে। এই অগদ পান করিলে কিংবা দষ্ট স্থানে ইহার প্রলেপ দিলে মৃতকল্প রোগীও জীবন লাভ করে। বার্ত্তাকু, ফাণিত (মাৎগুড়), ঝুল, গোপিত্ত ও নিম এই সকল দ্রব্য দ্বারা অগদ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। সুরসা, গেঁটেলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও কুড় এই সমুদায় দ্রব্য গোপিত্তে অথবা শিরীষপুষ্প ও কৃষ্ণসীমের রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা বিষমৃত ব্যক্তিদের পক্ষে অমৃত তুল্য হিতকর। কৃষ্ণসীম, সুরসা, রাখালশশা, পুনর্নবা, কাকমারী ও শিরীষফল এই সমুদায় দ্রব্য প্রলেপে নস্তে ও পানে ব্যবহার করিলে উদ্বন্ধনমৃত বিষমৃত এবং জলমগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবন লাভ করে।

পৃক্কাপ্লবস্থৌণেয়কাক্ষীশৈলেয়রোচনাতগরম্।
ধ্যামককুঙ্কুমমাংসীসুরসাগ্রৈলালকুষ্ঠঘ্নম্॥
বৃহতী শিরীষপুষ্পং শ্রীবেষ্টকপদ্মচারটীবিশালাঃ।
সুরদারুপদ্মকেশরশাবরকমনঃশিলাকৌন্ত্যঃ॥
জাত্যর্কপুষ্পরসরজনীদ্বয়হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ।
জলমুদ্গপর্ণীচন্দনমধুকমদনসিন্দুবারাশ্চ॥
শম্পাকলোধ্রময়ূরকগন্ধফলীনাকুলীবিড়ঙ্গাশ্চ।
পুষ্যে সংহৃত্য সমং পিষ্ট্বা গুড়িকা বিধেয়াঃ স্যুঃ॥
সর্ব্ববিষঘ্নো জয়কৃদ্বিষমৃতসঞ্জীবনো জ্বরনিহন্তা।
ত্রৈয়বিলেপনধারণধূমগ্রহণৈর্গৃহস্থশ্চ॥
ভূতবিষজন্ত্বলক্ষ্মীকার্ম্মণমন্ত্রাগ্ন্যশন্যরীন্ হন্যাৎ।
দুঃস্বপ্নস্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ম্॥
ধনধান্যকার্য্যসিদ্ধিশ্রীপুষ্ট্যায়ুর্ব্বিবর্দ্ধনো ধন্যঃ।
মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্ ব্রহ্মণা বিহিতঃ॥

ইতি মৃতসঞ্জীবনোঽগদঃ।

মৃতসঞ্জীবন অগদ। পিড়িংশাক, কৈবর্ত্তমুস্তক, গেঁটেলা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শৈলেয়, গোরোচনা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, তুলসীমঞ্জরী, এলাইচ, হরিতাল, চাকুন্দে, বৃহতী, শিরীষফুল, নবনীতখোটী, কুন্তারুলতা, রাখালশশা, দেবদারু, পদ্মকেশর, শাবরলোধ, মনছাল, রেণুক, জাতীপুষ্প ও আকন্দপুষ্পরস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, পিপুল, লাক্ষা, বালা, মুগানি, চন্দন, যষ্টিমধু, ময়নাফল, নিসিন্দা, সোন্দাল, লোধ, অপামার্গ, প্রিয়ঙ্গু, নাকুলী (রাস্নাভেদ), ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রহ পূর্ব্বক জলে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবনার্থ বিলেপনার্থ নস্যার্থ ধারণার্থ ও ধূমগ্রহণার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ বিষ, জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দুঃস্বপ্ননাশক, স্ত্রীদোষ নিবারক এবং অকালমৃত্যু, জলমৃত্যু ও চৌরভয়ের অপহারক, বিষমৃতব্যক্তির সঞ্জীবন ও জয়প্রদ। এই অগদ ঔষধ গৃহে থাকিলে ভূত, বিষজন্তু (বিষাক্ত প্রাণী) অলক্ষ্মী, কার্ম্মণ মন্ত্র (পরদ্রোহোপায়), অগ্নিভয়, বজ্র ও শত্রুভয় নষ্ট হয়। ধনধান্য বৃদ্ধি হয়, কার্য্যসিদ্ধি হয়, এবং দেহের কান্তি পুষ্টি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই অগদ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্রহ্মা অমৃতসৃষ্টির পূর্ব্বে এই মৃতসঞ্জীবন অগদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মন্ত্রৈর্ধমনীবন্ধোঽপামার্জ্জনং কার্য্যমাত্মরক্ষা চ॥
দোষস্য বিষং যস্য স্থানে স্যাৎ তং জয়েৎ পূর্ব্বম্।
বাতস্থানে স্বেদো দধ্না নতকুষ্ঠকল্কপানঞ্চ॥
ঘৃতমধুপয়োঽম্বুপানাবগাহসেকাশ্চ পিত্তস্থে।

ক্ষারোঽগদঃ কফস্থানগতে স্বেদস্তথা শিরাব্যধনম্ ॥
দূষীবিষেঽথ রক্তস্থিতে শিরাকর্ম্ম পঞ্চবিধম্।
ভেষজমেবং কল্প্যং ভিষজা বিজ্ঞায় সর্ব্বদা সর্ব্বম্।
স্থানং জয়েচ্চ পূর্ব্বং স্থানস্থস্যাবিরুদ্ধঞ্চ ॥

বিষঘ্ন মন্ত্র দ্বারা ধমনী বন্ধন (মন্ত্রপূত তাগা বন্ধন) করিবে। তাহা হইলে দষ্টস্থানস্থ বিষ ইতস্ততঃ বিসৃত হইতে পারিবে না। মন্ত্রদ্বারা অপামার্জ্জন ও আত্মরক্ষা করিবে। বিষ যে দোষের স্থানে অবস্থিতি করে, প্রথমে সেই দোষের শান্তি করিবে। দোষ বাত স্থানে থাকিলে স্বেদ দিবে এবং তগরপাদুকা ও কুড় দধিতে বাটিয়া সেই কল্ক পান করিবে। বিষ পিত্ত স্থানস্থ হইলে ঘৃত মধু দুগ্ধ ও জল পান, শীতল জলে অবগাহন ও শীতল জলের পরিষেক কর্ত্তব্য। বিষ কফস্থানে অবস্থিতি করিলে ক্ষারঅগদ স্বেদপ্রয়োগ ও শিরাবেধ করিবে। দূষীবিষ রক্তস্থিত হইলে পঞ্চবিধ শিরাকর্ম্ম হিতকর। চিকিৎসক সকল বিষয় সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঔষধ কল্পনা করিবেন। স্থানস্থ দোষের অবিরোধী এইরূপ ঔষধাদি দ্বারা প্রথমে দোষস্থানকে জয় করিবে।

বিষদূষিতকফমার্গঃ স্রোতঃসংরোধরুদ্ধবায়ুস্তু।
মৃত ইব শ্বসেন্মর্ত্ত্যঃ স্যাদসাধ্যলিঙ্গৈর্ব্বিহীনশ্চ ॥
চর্ম্মকষায়াঃ কল্কং বিল্বসমং মূর্দ্ধ্নি কাকপদমস্য।
কৃত্বা দদ্যাৎ কটভীকটুককট্‌ফলপ্রধমনঞ্চ ॥
ছাগগব্যমাহিষাবিককৌক্কুটাজমাংসম্।
দদ্যাৎ কাকপদোপরি মত্তে বিষৈণৈব সহসা ॥
ঘ্রাণাক্ষিকর্ণজিহ্বাকণ্ঠনিরোধেষু কর্ম্ম নস্তঃ স্যাৎ।
বার্ত্তাকুবীজপূরকজ্যোতিষ্মত্যাদিভিঃ পিষ্টৈঃ ॥
অঞ্জনমক্ষ্যুপরোধে কর্ত্তব্যং বস্তমূত্রপিষ্টৈস্তু।
[illegible]হরিদ্রাকরবীকরঞ্জনিম্বসুরসৈস্তু ॥

বিষার্ত্ত ব্যক্তির বিষ দূষিত কফদ্বারা মার্গ ও স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে বায়ুরও গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে; তজ্জন্য মানব মৃতব্যক্তির ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করে অর্থাৎ মৃত্যুকালে যেমন মহাশ্বাস উপস্থিত হয় সেইরূপ শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এরূপ অবস্থায় রোগীর মস্তকে কাকপদাকারে অস্ত্র ছেদন করিয়া তাহাতে চামার কষার কল্ক এক পল প্রয়োগ করিবে। অথবা কাঁটা শীরিষ, কটুকী ও কট্‌ফল চূর্ণের প্রধমন নস্য লইবে। বিষ দ্বারা যদি সহসা রোগী মত্ত হইয়া উঠে তাহা হইলে মস্তকের সেই কাকপদের উপর গো মহিষ মেষ কুক্কুট অথবা ছাগমাংসের প্রলেপ দিবে। রোগীর নাসিকা চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ও কণ্ঠরুদ্ধ হইলে বার্ত্তাকু, টাবালেবু ও লতা-কটকী প্রভৃতি পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য দিবে। দেবদারু, ত্রিকটু, হরিদ্রা, করবী, করঞ্জ, নিম ও সুরসা (রান্নাভেদ গন্ধ নাকুলা) এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে বাটিয়া তাহার অঞ্জন দিলে নেত্ররোধ নিবারিত হয়।

শ্বেতাবচাশ্বগন্ধাহিঙ্গুমৃতাকুষ্ঠসৈন্ধবং লশুনম্।
সর্ষপকপিত্থমধ্যং টুণ্টুকমূলকরঞ্জবীজানি॥
ব্যোষং শিরীষপুষ্প দ্বেচ নিশে বংশলোচনঞ্চ সমম্।
পিষ্ট্বাথ বস্তমূত্রেণ চ গোশ্চ পিত্তেন সপ্তাহম্॥
ব্যত্যাসভাবিতোঽয় নিহন্তি শিরসি স্থিতং বিষং ক্ষিপ্রম্।
সর্ব্বজ্বরভূতগ্রহবিসূচিকাজীর্ণমূর্চ্ছার্ত্তি॥
উন্মাদাপস্মারৌ কাচপটলনীলিকাশিরোদোষান্।
শুক্রাক্ষিপাকপিল্লার্ব্বুদার্শকণ্ডুতমোদোষান্॥
ক্ষয়দৌর্ব্বল্যমদাত্যয়পাণ্ডুগদাংশ্চাঞ্জনাৎ তথা মোহান্।
লেপাদ্দিগ্ধক্ষতলীঢ়দষ্টবিদ্ধপীতবিষঘাতী॥
অর্শঃস্বানহ্বেষু চ গুদলেপো যোনিলেপনং স্ত্রীণাম্।
মূঢ়ে গর্ভে দুষ্টে ললাটলেপঃ প্রতিশ্যায়ে॥
বৃদ্ধৌ কিটিমে কুষ্ঠে শ্বিত্রে বিচর্চ্চিকাদিষু চ লেপঃ।
গজ ইব তরূন্ বিষগদান্ নিহন্ত্যগদো গন্ধহস্ত্যেষঃ॥

ইতি গন্ধহস্তীনামা অগদঃ।

গন্ধহস্তীনামা অগদ। শ্বেত অপরাজীতা, বচ, অশ্বগন্ধা, হিং, গুলঞ্চ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, রশুন, সর্ষপ, কয়েতবেলের শাঁস, সোণামুখ, ডহরকরঞ্জ বীজ, ত্রিকটু, শিরীষ পুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বংশলোচন এই সকল দ্রব্য সমভাবে লইয়া ছাগ মূত্রে একদিন ও গোপিত্তে একদিন এইরূপে ৭ দিন ভাবনা দিবে। এই অগধ ঔষধ মস্তকে দিয়া রাখিলে বিষ শীঘ্র নষ্ট হয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ভূতগ্রহ, বিসূচিকা, অজীর্ণ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, কাচ, পটোল নীলিকা, শিরোরোগ শুক্রাক্ষিপাক, পিল্ল, আর্ব্বুদ, অর্শ, কণ্ডু, তিমির রোগ, ক্ষয়, দৌর্ব্বল্য, মাদত্যয় ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। এই অগদের অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা নষ্ট হয়, এবং প্রলেপ দিলে বিষবিদ্ধশরাদি দ্বারা ক্ষত লীঢ়, দষ্ট বিদ্ধ ও পীত বিষ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা অর্শঃ ও আনাহ রোগে গুহ্যদেশে, মূঢ় ও দুষ্ট গর্ভে স্ত্রীলোক দিগের যোনিদেশে, প্রতিশ্যায়ে ললাটে প্রলেপ দিবে। বৃদ্ধি কীটিম কুষ্ঠ শ্বিত্র ও বীর্চর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগে ইহার প্রলেপ প্রশস্ত। হস্তী যেমন বৃক্ষসকল ভগ্ন করে, এই রূপ গন্ধহস্তী নামক অগদ বিষজনিত রোগ সকল নষ্ট করিয়া থাকে।

পত্রাগুরুমুস্তৈলা নির্য্যাসাঃ পঞ্চ চন্দনং পৃক্কা।
ত্বঙ্ নলদোৎপলবালকহরেণুকোশীরব্যাঘ্রনখাঃ॥
সুরদারুকণককুঙ্কুমধ্যামককুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গুবস্তগরম্।
পঞ্চাঙ্গানি শিরীষাদ্ব্যোষালমনঃশিলাজাজ্যঃ॥
শ্বেতাকটভী করঞ্জৌ রক্ষোঘ্নঃ সিন্ধুবারিকা রজনী।

সুরসরসাঞ্জনগৈরিকমঞ্জিষ্ঠানিম্বপত্রনির্য্যাসাঃ ॥
বংশত্বগশ্বগন্ধাহিঙ্গুর্দধিথাম্লবেতসং বৃক্ষাঃ।
মধুমধূকসোমরাজীবচারুহারোচনাতগরম্ ॥
অগোদহয়ং বৈশ্রবণায়থ্যাতস্ত্র্যম্বকেণ ষষ্ট্যঙ্গঃ।
অপ্রতিহতপ্রভাবঃ খ্যাতো মহাগন্ধহস্তীতি ॥
পিত্তেন গবাং পেষ্যা গুড়িকা সিদ্ধাৎ পুষ্যযোগেণ।
পানাঞ্জনপ্রলেপৈঃ প্রসাধয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি ॥
পিল্লং কণ্ডুং তিমিরং রাত্র্যান্ধং কাচমর্ব্বুদং পটলম্।
হন্তি সততং প্রয়োগাদ্ধিতমিতপথ্যাশিনাং পুংসাম্ ॥
বিষমজ্বরানজীর্ণং দদ্রুকণ্ডুবিসূচিকাপামাঃ।
কুষ্ঠং কিটিমং শ্বিত্রং বিচর্চ্চিকাং চোপহন্তি নৃণাম্ ॥
বিষং মূষিকলূতানাং সর্ব্বেষাং পন্নগানাঞ্চ।
আশু বিষং নাশয়তি মূলজমথ কন্দজং সর্ব্বম্ ॥
এতেন লিপ্তগাত্রঃ সর্পান্ গৃহ্লাতি ভক্ষয়েচ্চ বিষম্।
কালপরীতোঽপি নরো জীবতি নিত্যং নিরাতঙ্কঃ ॥
আনদ্ধে গুদলেপো যোনিলেপশ্চ মূঢ়গর্ভাণাম্।
মূর্চ্ছার্ত্তিষু চ ললাটে লেপনমাহুঃ প্রধানতমম্ ॥
ভেরীমৃদঙ্গপটহান্ ছত্রাণ্যমুনা তথা ধ্বজপতাকাঃ।
লিপ্ত্বাহিবিষনিরস্ত্যে প্রধ্বনয়েদ্দর্শয়েন্মতিমান্ ॥
যত্র চ সন্নিহিতোঽয়ং ন তত্র বালগ্রহা ন রক্ষাংসি।
ন চৈব কার্ম্মণমন্ত্রা ভজন্তি নাথর্ব্বণো মন্ত্রাঃ ॥
সর্ব্বগ্রহা ন তত্র প্রভবন্তি ন চাগ্নিশস্ত্রনৃপচৌরাঃ]
লক্ষ্মীশ্চ তত্র ভজতে যত্র মহাগন্ধহস্ত্যস্তি ॥
পিষ্যমাণ ইমঞ্চাত্র সিদ্ধং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
মম মাতা জয়া নাম বিজয়ো নাম মে পিতা ॥
সোঽহং জয়ো জয়াপুত্রো বিজয়োঽথ জয়ামি চ।
নমঃ পুরুষসিংহায় বিষ্ণবে বিশ্বকর্ম্মণ ॥
সনাতনায় কৃষ্ণায় ভবায় বিভবায় চ।
তেজো বৃষাকপেঃ সাক্ষাৎ তেজো ব্রহ্মেন্দ্রয়োর্যমে ॥
যথাহং নাভিজানামি বাসুদেবপরাজয়ম্।

মাতুশ্চ পাণিগ্রহণং সমুদ্রস্ত চ শোষণম্ ॥
অনেন সত্যবাক্যেন সিধ্যত্বামগদো হ্যয়ম্।
হিলিহিলিমিলিমিলিসংস্পৃষ্টে রক্ষ সর্ব্বংভেষজোত্তমেস্বাহা।

ইতি মহাগন্ধহস্তী নামাগদঃ।

মহাগন্ধহস্তীনাম। অগদ। তেজপত্র, অগুরু, মুতা, এলাচ, পঞ্চনির্জ্জাস (ধূনা, গুগ্‌গুলু, আফিং, শিলারস ও লোবান), চন্দন, পিড়িংশাক, দারুচিনি, জটামাংসী, নীলোৎপল, বালা, রেণুক, বেণার মূল, নখী. দেবদারু, নাগেশ্বর, কুম্কুম্, গন্ধতৃণ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, তগরপাদুকা, শিরীষের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ মূল ত্বক পত্র পুষ্প ও ফল, ত্রিকটু, হরিতাল, মনঃশিলা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত অপরাজিতা, কাঁটাশিরীষ করঞ্জ, সর্ষপ, নিসিন্দা, হরিদ্রা, তুলসী, রসাঞ্জন, গিরিমাটী, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, নিমের আঠা, বাঁসের নীল, অশ্বগন্ধা, হিং, করেতবেল, অম্লবেতস, লাক্ষা, যষ্টিমধু, মৌউল, সোমরাজী, বচ, দূর্ব্বা, পীত তগরপাদুকা এই সকল দ্রব্য পুষ্যা নক্ষত্রে গোপিত্তে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অপ্রতিহত প্রভাব মহাগন্ধহস্তীনামক এই অগদ মহাদেব কুবেরকে বলিয়াছিলেন। ইহা ষষ্ট্যাঙ্গ (৬০ খানি দ্রব্যে প্রস্তুত)। পান অভ্যঙ্গ ও প্রলেপে এই অগদ প্রয়োগ করিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই যোগ ব্যবহার কালে হিতকর ও পরিমিত পথ্য ভোজন করিতে হয়। ইহ দ্বারা পিল্ল, কণ্ডু, তিমির, রাত্র্যান্ধ্য, কাচ অর্ব্বুদ, পটল, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, দদ্রুকণ্ডু, বিসূচিকা, পামা, কুষ্ঠ, কিটিম, শ্বিত্র, বিচর্চ্চিকা, মূষিকবিষ, লূতাবিষ (মাকড়সা বিষ) সর্ব্বপ্রকার সর্পবিষ, মূলজ ও কন্দজ বিষ সদ্যঃ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ গাত্রে মাখিয়া সর্প ধরিতে ও সর্পের বিষ ভক্ষণ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ প্রভাবে কালপ্রাপ্ত রোগীও রোগমুক্ত হইয়া জীবিত থাকে। আনাহ রোগে (মলমূত্রাদির বিবদ্ধতায়) গুহ্য দেশে, মূঢ়গর্ভরোগে স্ত্রীলোকদিগের যোনি দেশে এবং মূর্চ্ছারোগে কপালে ইহার প্রলেপ দিবে। এই অগদ দ্বারা ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ এবং ছত্র, ধ্বজ ও পতাকা প্রলিপ্ত করিয়া ভেরী প্রভৃতির বাদ্য করিবে এবং ছত্রাদি প্রদর্শন করিবে। তাহা হইলে বিষ নিবৃত্ত হইবে। এই মহাগন্ধহস্তী যেখানে থাকে, সেখানে স্কন্দাদি বালগ্রহ বা রাক্ষস, কিংবা কার্ম্মণ মন্ত্র (পরদ্রোহোপায় মন্ত্র) অথবা আথর্ব্বণ মন্ত্র (আভিচারিক মন্ত্র) কিছুই করিতে পারে না। সকল গ্রহ অথবা অগ্নি, শস্ত্র, নৃপ ও চৌর কোন প্রকার প্রভাব দেখাইতে পারে না। পরন্তু সেস্থানে লক্ষ্মী বিরাজ করিয়া থাকেন। এই ঔষধ প্রস্তুত কালে "মম মাতো" প্রভৃতি সিদ্ধমন্ত্রপাঠ করিবেন।

ঋষভকজীবকভার্গীমধুকোৎপলধান্যকেশরাজ্যঃ।
সসিতগিরিকোলমধ্যাঃ পেয়াঃ শ্বাসজ্বরাদিহরাঃ ॥
হিঙ্গু চ কৃষ্ণাযুক্তং কপিত্থরসযুক্তমগ্র্যলবণঞ্চ।
সমধুসিতৌ পাতব্যৌ জ্বরহিক্কাশ্বাসকাসঘ্নৌ ॥
লেহঃ কোলাস্থ্যঞ্জনলাজোৎপলমধুঘৃতৈর্বম্যাম্।
বৃহতীদ্বয়াঢ়কীপত্রধূমবর্ত্তিস্তু হিক্কাঘ্নী ॥

শিখিবর্হবলাকাস্থীনি সর্ষপাশ্চন্দনঞ্চ ঘৃতযুক্তং।
ধূমো গৃহশয়নাসনবস্ত্রাদিষু শস্যতে বিষনুৎ॥
ঘৃতযুক্তে নতকুষ্ঠে ভুজগপতিশিরঃ শিরীষকুসুমং বা।
ধূমোঽগদঃ স্মৃতোঽয়ং সর্ব্ববিষঘ্নঃ শ্বয়থুহৃচ্চ॥
জৎসেব্যপত্রগুগ্গুলুভল্লাতকককুভপুষ্পসর্জ্জরসাঃ।
শ্বেতা ধূমা উরগাখুকীটবস্ত্রকৃমিহরাঃ স্যুঃ॥

যষভক, জীবক, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, ধনে, কেশরাজ, কৃষ্ণজীরা, চিনি, গিরিমাটী ও কোলমজ্জা (কুলের আঁটীর শাঁস) এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া সেবন করিলে বিষজন্য শ্বাসজ্বরাদি নষ্ট হয়। পিপুল চূর্ণ ও হিং এবং সৈন্ধবলবণ ও কয়েতবেলের রস এই দুইটী যোগ মধু ও চিনি সহ মিশাইয়া সেবন করিলে জ্বর হিক্কা শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। কুল আঁটির শাঁস, রসাঞ্জন, খৈ ও নীলোৎপল, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে বিষার্ত্ত রোগীর বমি নষ্ট হয়। বিষার্ত্ত রোগীর হিক্কা উপস্থিত হইলে বৃহতী কণ্টকারী ও অড়হর পত্র পেষণ করিয়া তাহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সেই বর্ত্তির ধূম পান করাইবে। ময়ূরপুচ্ছ, বকের অস্থি, সর্ষপ ও চন্দন এই সকল দ্রব্য কুট্টিত এবং ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বিষার্ত্ত ব্যক্তির গৃহে, শয্যায়, আসনে ও বস্ত্রাদিতে ধূম দিবে। এই ধূম বিষনাশক। তগরপাদুকা ও কুড় কুট্টিত ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তাহার ধূম অথবা দর্ব্বিকরাদি সর্পের মস্তক ও শিরীষপুষ্প কুট্টিত করিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ ও শোথ নষ্ট হয়। লাক্ষা, বেণামূল, তেজপত্র, গুগ্গুলু, ভেলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ধুনা ও শ্বেত অপরাজিতা ইহাদের ধূম প্রয়োগ করিলে সর্প ইন্দুর কীট ও বস্ত্রকীট নষ্ট হয়।

তরুণপলাশক্ষারং স্রুতং পচেচ্চূর্ণিতৈঃ সহ সমাংশৈঃ।
লোহিতমৃদ্রজনীদ্বয়শুক্লসুরসমঞ্জরীমধুকৈঃ॥
লাক্ষাসৈন্ধবমাংসীহরেণুহিঙ্গুত্রিশারিবাকুষ্ঠৈঃ।
সব্যোষৈর্বাহ্লীকৈর্দর্ব্বীলেপেন ঘট্টয়েদ্ যাবৎ॥
সর্ব্ববিষশোফগুল্মত্বগ্দোষার্শোভগন্দরপ্লীহ্নঃ।
শোথাপস্মারক্রিমিভূতস্বরভেদকণ্ঠপাণ্ডুগদান্॥
মন্দাগ্নিত্বং কাসং সোন্মাদং নাশয়েয়ুরথ পুংসাম্।
গুড়িকাশ্ছায়াশুষ্কাঃ কোলসমাস্তাঃ সমুপযুক্তাঃ॥

ইতি ক্ষারোঽগদঃ।

নূতন পলাশবৃক্ষ পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। সেই ক্ষার চারিগুণ বা ছয়গুণ জলে গুলিয়া একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর সেই ক্ষারজলে রক্তবর্ণ গিরিমাটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত তুলসীমঞ্জরী, যষ্টিমধু, লাক্ষা, সৈন্ধব, জটামাংসী, রেণুক, হিঙ্গু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, কুড়, ত্রিকটু ও বাহ্লীক (কুঙ্কুম) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমুদায় চূর্ণের চারিগুণ ক্ষারজলসহ পাক করিবে। পাক করিতে করিতে গাঢ়

হইয়া হাতায় লাগিলে পাক শেষ করিবে। অনন্তর নামাইয়া তোলক পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া বাতাসে শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার বিষ, শোথ, গুল্ম, চর্ম্মদোষ, অর্শঃ, ভগন্দর, প্লীহা, শোষ, অপস্মার, ক্রিমি, ভূতগ্রহ, স্বরভেদ্, কণ্ঠরোগ, পাণ্ডু-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও উন্মাদ বিনষ্ট হয়।

পীতবিষদষ্টবিদ্ধেষ্বেতদ্দিগ্ধে চ বাচ্যমুদ্দিষ্টম্।
সামান্যতঃ পৃথক্ত্বান্ নির্দ্দেশমতঃ শৃণু যথাবৎ ॥

পীতবিষ, দষ্টবিষ, বিদ্ধবিষ ও দিগ্ধবিষের চিকিৎসা সাধারণভাবে বর্ণিত হইল। অতঃপর পৃথক্‌ভাবে তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর।

রিপুযুক্তেভ্যো নৃভ্যঃ স্ত্রীভ্যোঽথবা ভয়ং নৃপতেঃ।
আহারবিহারগতং তস্মাৎ প্রেষ্যান্ পরীক্ষেত ॥

শত্রুগণ প্রেরিত লোক হইতে অথবা নিজের ব্যভিচারিণী স্ত্রী হইতে আহার বিহারাদিতে রাজার (অথবা সাধারণ ব্যক্তির) ভয়ের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আহার্য্য বস্তুতে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে। সেই সমস্ত লোককে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অত্যর্থশঙ্কিতঃ স্যাদ্বহুবাগথবাল্পবাগ্বিগতলক্ষ্মীঃ।
প্রাপ্তঃ প্রকৃতিবিকারং বিষপ্রদাতা নরো জ্ঞেয়ঃ ॥
দৃষ্টৈ্বং ন তু সহসা ভোজ্যং নস্যেৎ তদগ্রমগ্নৌ তু।
সবিষং হি প্রাপ্যাগ্নিং বহূন্ বিকারান্ ভজত্যগ্নিঃ ॥
শিখিবর্হবিচিত্রার্চ্চিস্তীক্ষ্ণঃ সরুক্ষকুণপগন্ধিশ্চ।
স্ফুটতি চ সশব্দমেকাবর্ত্তো বিহতার্চ্চিরপি চ স্যাৎ ॥
পাত্রস্থঞ্চ বিবর্ণং ভোজ্যং স্যান্মক্ষিকাশ্চ মারয়তি।
ক্ষামস্বরাংশ্চ কাকান্ কুর্য্যাদ্বিরজেকোরাক্ষি॥
পানে নীলা রাজী বৈবর্ণং স্যাঞ্চ নেক্ষতে চ্ছায়াম্।
বিকৃতামথবা পশ্যতি লবণাক্তে ফেনমালা স্যাৎ ॥

বিষদাতার পরীক্ষা। অত্যন্ত শঙ্কিত, বহুভাষী হইয়াও অল্পবাক্, কান্তিহীন এবং স্বভাবের অন্যথাভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেখিলেই সেই ব্যক্তি বিষদাতা বলিয়া জানিবে। এইরূপ লোক দেখিলে সহসা ভোজন করা অকর্ত্তব্য। সেই ভোজ্যদ্রব্য প্রথমে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। সবিষ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি নানা প্রকারে বিকৃতি হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই অগ্নির শিখা ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় বিবিধ বর্ণে চিত্রিত হয়; অগ্নি হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ রুক্ষ ও শবগন্ধ বিশিষ্ট ধূম নির্গত হইতে থাকে; সশব্দে বা নিঃশব্দে ফুটিতে থাকে এবং একাবর্ত্ত হইয়া বিহিতশিখ হয় অর্থাৎ হীনতেজ হইয়া যায়। পাত্রস্থ অন্ন বিবর্ণ হয়, এবং সেই অন্নে মক্ষিকা বসিলে বা খাইলে মরিয়া যায়। সবিষ অন্ন দর্শনে কাকের স্বর ক্ষীণ এবং চকোরের চক্ষু বিবর্ণ হয়। জল দুগ্ধাদি পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত হইলে তাহা নীলরেখান্বিত বা বিবর্ণ হয়। সেই সবিষ পানীয় দ্রব্যে প্রতিবিম্ব পড়ে না; অথবা বিকৃত ছায়া দৃষ্ট হয়। বিষাক্ত পানীয় দ্রব্যে লবণ নিক্ষেপ করিলে ফেন উঠিয়া থাকে।

পানান্নয়োঃ সবিষয়োর্গন্ধেন শিরোরুজা হৃদি চ মূর্চ্ছা চ।
স্পর্শেন পাণিশোথঃ সুপ্ত্যঙ্গুলিদাহতোদনখভেদাঃ॥
মুখতাল্বোষ্ঠচিমিচিমা জিহ্বা শূনবতী জড়া বিবর্ণা চ।
দ্বিজহর্ষহনুস্তম্ভাস্যদাহলালাগলবিকারাঃ॥
আমাশয়ং প্রবিষ্টে বৈবর্ণ্যং স্বেদসদনমুৎক্লেদঃ।
দৃষ্টিহৃদয়োপরোধো বিন্দুশতৈশ্চীয়তে চাঙ্গম্॥
পক্বাশয়স্তু যাতে মূর্চ্ছামদমোহদাহবলনাশাঃ।
তন্দ্রা কার্শ্যঞ্চ বিষে পাণ্ডুত্বঞ্চোদরস্থে স্যাৎ॥

বিষমিশ্রিত অন্নপানের গন্ধে শিরোবেদনা হৃদয় বেদনা, মূর্চ্ছা, স্পর্শ করিলে হস্তে শোথ অনুভব, অঙ্গুলি সকল স্পর্শশক্তিহীন, অঙ্গুলির দাহ ও ভেদবৎ বেদনা, নখভেদ, এবং বিষাক্ত অন্নপান মুখে লাগিলে মুখ, তালু ও ওষ্ঠে চিমি চিমি বেদনা; জিহ্বা স্ফীত জড়বৎ ও বিবর্ণ; দন্তহর্ষ, হনুস্তম্ভ, মুখের দাহ ও গলরোগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষ মিশ্রিত অন্নপান আমাশয়গত হইলে বৈবর্ণ, স্বেদ, অবসন্নতা, বমনোদ্বেগ, দৃষ্টি ও হৃদয়ের উপরোধ এবং শরীরে শত শত বিন্দুর উৎপত্তি হয়। বিষ পক্বাশয়ে প্রবেশ করিলে মূর্চ্ছা. মত্ততা, মোহ, দাহ ও বলনাশ হইয়া থাকে। উহা উদরস্থ হইলে তন্দ্রা, কৃশতা এবং বর্ণের পাণ্ডুত্ব হইয়া থাকে।

দন্তৌষ্ঠমাংসশোফাঃ শীর্য্যন্তে দন্তপবনে কূর্চ্চাস্তু।
কেশচ্যুতিঃ শিরোরুগ্ গ্রন্থয়ো বিশীর্ণশ্চ কূর্চ্চঃ স্যাৎ॥
দুষ্টৈঃঞ্জনেঽক্ষিদাহঃ স্রাবোঽত্যুপদেহশোথরাগাশ্চ।
আভ্যৈরাদৌ কোষ্ঠঃ স্পর্শৈস্ত্বগ্ দহ্যতে দুষ্টৈঃ॥
স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনবস্ত্রালঙ্কারবর্ণকৈর্দুষ্টৈঃ।
কণ্ডূর্ত্তিলোমহর্ষাঃ কোঠপিড়কাচিমিচিমাঃ শোথাঃ॥
এতে চ করচরণদাহতোদরুমা বিপাকাশ্চ।
তুপাদুকাশ্বগজচর্ম্মকেতুশয়নাসনৈর্দুষ্টৈঃ॥
মাল্যমগন্ধং ম্লায়তি শিরোরুজারোমহর্ষকরম্।
স্তম্ভ্যয়তি খানি নাসামুপহন্ত্যথ দর্শনে ধূমঃ॥
কূপতড়াগাদিজলং দুর্গন্ধং সকলুষং বিবর্ণঞ্চ।
পীতং শ্বয়থুং কোঠান্ পিড়কাশ্চ করোতি মরণঞ্চ॥

দাঁতনকাটাতে বিষ লাগিলে ঐ কাটী ও উহার অগ্রভাগস্থ কূর্চ্চ (অগ্রভাগস্থ কুঁচি) শীর্ণ হয় এবং দন্ত ও ওষ্ঠ মাংসে শোথ হইয়া থাকে। বিষযুক্ত তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশচ্যুতি, মস্তকে বেদনা ও মস্তকে শিরাগ্রন্থি হইয়া থাকে। বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহার করিলে চক্ষুতে দাহ, ক্লেদস্রাব হয়, ফুলিয়া উঠে ও জুড়িয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্য বিষদুষ্ট হইলে, তাহা ভোজনে কোষ্ঠ দাহ; স্পৃশ্যদ্রব্য বিষদুষ্ট হইলে তাহা স্পর্শনে চর্ম্মদাহ; স্নান, অভ্যঙ্গ ও উৎসাদন দ্রব্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বর্ণোৎপাদক দ্রব্য বিষদুষ্ট হইলে কণ্ডু, লোমাঞ্চ, কোঠ, পীড়কা, গাত্রে চিমিচিমিবৎ বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হয়। অবস্থিতি স্থান, পাদুকা, অশ্ব, গজ, চর্ম্ম, কেতু, শয্যা ও আসন বিষদুষ্ট হইলে উল্লিখিত কণ্ডু রোমাঞ্চাদি লক্ষণ এবং হস্তপদে দাহ ও বেদনা, ক্লান্তি ও অজবিপাকাদি হইয়া থাকে। পুষ্পমালা বিষদুষ্ট হইলে তাহা গন্ধশূন্য ও ম্লান হয় এবং তাহা ব্যবহার করিলে শিরঃপীড়া এবং লোমহর্ষ হয়। ধূম বিষদুষ্ট হইয়া নাসা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শরীরের ছিদ্রপথ সকল স্তম্ভিত হয় এবং নাসিকার ঘ্রাণ শক্তি ও চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়। কূপ ও তড়াগাদির জল বিষদুষ্ট হইলে তাহার জল কলুষিত ও বিবর্ণ হয় এবং তাহা পানে শোথ, কোঠ, পিড়কা এমন কি মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আদাবামাশয়গে বমনং ত্বকৃস্থে প্রদেহসেকাদি।
কুর্য্যাস্তিষক্ চিকিৎসাং দোষবলঞ্চৈব হি সমীক্ষ্য ॥
ইতি মূলবিষবিশেষাঃ প্রোক্তাঃ শৃণু জঙ্গমস্থাতঃ ॥

বিষ আমাশয়গত হইলে প্রথমে বমন এবং ত্বগ্‌গত হইলে প্রথমে প্রদেহ ও পরিষেকাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে; চিকিৎসক দোষের বলাবলের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিবেন। মূলবিষ বিষয়ের চিকিৎসা বিশেষ রূপে ব্যাখ্যাত হইল; অতঃপর জঙ্গমবিষের বিশেষ চিকিৎসা বর্ণনা করিব শ্রবণ কর।

দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈব চ।
সর্পা যথাক্রমং বাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপণাঃ ॥
দর্ব্বীকরঃ ফণী জ্ঞেয়ো মণ্ডলী মণ্ডলাঃ ফণাঃ।
বিন্দুলেখো বিচিত্রাঙ্গঃ পন্নগঃ স্যাত্তু রাজিমান্ ॥
বিশেষাদ্রূক্ষকটুকমম্লোষ্ণং স্বাদুশীতলম্।
বিষং যথাক্রমং তেষাং তস্মাদ্বাতাদিকোপনম্ ॥

দার্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজিমান এই ত্রিবিধ সর্প যথাক্রমে বাত পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষের প্রকোপক। যে সকল সর্প ফণাবিশিষ্ট তাহারা দার্ব্বীকর, যে সমুদায় সর্পের ফণা মণ্ডলাকার তাহারা মণ্ডলী এবং যাহাদের অঙ্গ বিচিত্র বিন্দু ও রেখা দ্বারা চিত্রিত তাহারা রাজিমান নামে অভিহিত। এই ত্রিবিধ সর্পের বিষ যথাক্রমে রুক্ষ ও কটু, অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য এবং মধুর ও শীতবীর্য্য বলিয়া বাতাদি দোষের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে। অর্থাৎ দার্ব্বীকর সর্পের বিষ কটু ও রুক্ষ বলিয়া বায়ুর, মণ্ডলীসর্পের বিষ অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া পিত্তের এবং রাজিমান সর্পের বিষ মধুর ও শীতবীর্য্য বলিয়া কফের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে।

দর্ব্বীকরকৃতো দংশঃ সূক্ষ্মদংষ্ট্রাপদোঽসিতঃ।
নিরুদ্ধরক্তঃ কূর্ম্মাভো বাতব্যাধিকরো মতঃ ॥
পৃথ্বর্পিতঃ সশোথশ্চ দংশো মণ্ডলিভিঃ কৃতঃ।

পীতাভঃ পীতরক্তশ্চ পিত্তরক্তবিকারকৃৎ ॥
রাজিমদ্ভিঃ কৃতো দংশঃ পিচ্ছিলঃ স্থিরশোফকৃৎ।
স্নিগ্ধঃ পাণ্ডুশ্চ সান্দ্রাসৃক্ শ্লেষ্মব্যাধিসমীরণঃ ॥

দার্ব্বীকর সর্পের দন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাদের দংশন চিহ্নও সূক্ষ্ম হয়, অর্থাৎ ক্ষতস্থানে সূক্ষ্ম ছিদ্র হয়। সুতরাং তাহাতে অধিক রক্তস্রাব হয় না এবং রক্তের রোধ হয় বলিয়া সেই স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ও কূর্ম্মাভ (মধ্যোন্নত) হয় ও ইহার দংশনে বাতব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। মণ্ডলী সর্পের দংশচিহ্ন স্থূল, শোথ বিশিষ্ট, পীতাভ বা পীতরক্তবর্ণ এবং সর্ব্ব প্রকার পিত্তরক্ত-ব্যাধিজনক হয়। রাজিমান সর্পের দংশচিহ্ন পিচ্ছিল, কঠিন, শোথযুক্ত, স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ, গাঢ় রক্তবর্ণ এবং শ্লেষ্মা রোগকারক হয়।

বৃত্তভোগো মহাকায়ঃ শ্বসন্নূর্দ্ধেক্ষণঃ পুমান্।
সমাঙ্গঃ শিরসা স্থূলঃ স্ত্রীত্বতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়াৎ ॥
ক্লীবঃ প্রস্তস্ত্বধোদৃষ্টিঃ স্বরহীনঃ প্রকম্পতে।
স্ত্রিয়া দষ্টো বিপর্য্যস্তৈরেতৈঃ পুংসা নরো মতঃ ॥
ব্যামিশ্রলিঙ্গৈরেতৈস্তু ক্লীবদষ্টং নরং বদেৎ।
ইত্যেতদুক্তং সর্পাণাং স্ত্রীপুংক্লীবনিদর্শনম্ ॥

এই সমুদায় সর্পের মধ্যে যাহাদের দেহ বৃহৎ, ফণা গোল, শ্বাস ও দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত, অঙ্গ সমান, মস্তক স্থূল, তাহারা পুরুষ জাতীয় সর্প এবং তদ্বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত স্ত্রী জাতীয় বলিয়া জানিবে। উল্লিখিত উভয় জাতীয় সর্পের বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট সর্পকে ক্লীব জাতীয় সর্প বলিয়া জানিবে। স্ত্রীজাতি সর্প দংশন করিলে দষ্টব্যক্তি স্রস্তাঙ্গ অর্থাৎ ভ্রষ্টগতি, অধো-দৃষ্টি ও হীন স্বর এবং কম্পিত কলেবর বিশিষ্ট হয়। পুংজাতি সর্প দংশনে তদ্বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্লীবজাতীয় সর্পে দংশন করিলে স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় উভয়ের লক্ষণ মিশ্রভাবে লক্ষিত হয়। স্ত্রীজাতি, পুংজাতি ও পুরুষজাতি সর্পের এই নিদর্শন উক্ত হইল।

পাণ্ডুবক্ত্রস্তু গর্ভিণ্যা শূনোষ্ঠোঽপ্যসিতেক্ষণঃ।
জৃম্ভাক্রোধোপজিহ্বার্ত্তঃ সূতয়া রক্তমূত্রবান্ ॥

গর্ভবতী সর্পিনী দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির মুখ পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠ স্ফীত এবং নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হয়; হাই উঠে ও অত্যন্ত ক্রোধ হয় এবং তাহার উপজিহ্বা আক্রান্ত হয়। প্রসূত সর্পী কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির মূত্র রক্তবর্ণ হয়।

সর্পো গোধেরকো নাম গোধায়াঃ স্যাচ্চতুষ্পদঃ।
কৃষ্ণসর্পেণ তুল্যঃ স্যান্নানা স্যুর্মিশ্রজাতয়ঃ ॥

গোধা হইতে জাত এক প্রকার সর্প আছে তাহাকে গোধেরক বলে; তাহারা চতুষ্পাদ ও কৃষ্ণ সর্পের তুল্য। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার মিশ্র জাতীয় সর্প আছে।

গূঢ়সম্পাদিতং বৃত্তং পীড়িতং লম্বিতার্পিতম্।
সর্পিতঞ্চ ভৃশাবাধং দংশা যেঽন্যে ন তে ভৃশাঃ ॥

যে সকল দংশন গূঢ়সম্পাদিত (গভীর), গোলাকার, পীড়িত (কোমল বস্তু টিপিলে যেমন বসিয়া যায় তদ্বৎ), বা লম্বাকৃতি এবং যাহা প্রসারণশীল তাহা অতি কষ্টপ্রদ। অন্য দংশন তাদৃশ কষ্টপ্রদ নহে।

তরুণাঃ কৃষ্ণসর্পাস্তু গোনসাঃ স্থবিরাস্তথা।
রাজিমন্তো বয়োমধ্যে ভবন্ত্যাশীবিষোপমাঃ॥

যৌবনকাল প্রাপ্ত কৃষ্ণসর্প, স্থবির গোনস (মণ্ডলী) সর্প এবং প্রৌঢ়াবস্থাপন্ন রাজিমান সর্পের বিষ আশীবিষ সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর॥

সর্পদংষ্ট্রাশ্চতস্রস্তু তাসাং বামাধরাসিতা।
পীতা বামোত্তরা দংষ্ট্রা রক্তা শ্যাবাধোত্তরা॥
যন্মাত্রঃ পততে বিন্দুর্গোবালাৎ সলিলোদ্ধৃতাৎ।
বামাধরায়াং দংষ্ট্রায়াং তন্মাত্রং স্যাদহেবিষম্॥
একদ্বিত্রিচতুর্বৃদ্ধির্বিষতাগোত্তরোত্তরা।
সবর্ণাস্তৎকৃতা দংশা বহূত্তরবিষা ভৃশাঃ॥

সর্পের বৃহৎ চারিটী দন্ত আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন মাড়ীর বামভাগে যে দন্ত আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্দ্ধ মাড়ীতে যে দন্ত আছে তাহা পীতবর্ণ, আর নিম্ন মাড়ীর দক্ষিণ ভাগে যে দন্ত আছে তাহা লোহিতবর্ণ এবং ঊর্দ্ধ মাড়ীর দক্ষিণভাগে যে দন্ত আছে তাহা শ্যাববর্ণ।

উল্লিখিত নিম্ন মাড়ীর বামদিকস্থ দন্তে যে বিষ থাকে, তাহার পরিমাণ এক গাছি গো পুচ্ছ জলে মগ্ন করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিলে তাহা হইতে যে জলবিন্দু পড়ে, তাহার সমান। অন্যান্য দন্তে যথাক্রমে তদনুরূপ দুই তিন ও চারি বিন্দু বিষ থাকে অর্থাৎ বামদিকের ঊর্দ্ধ মাড়ির দন্তে ২ বিন্দু, দক্ষিণদিকের নিম্ন মাড়ীস্থ দন্তে ৩ বিন্দু, এবং ঊর্দ্ধ মাড়ীর দক্ষিণদিকের দন্তে ৪ বিন্দু, বিষ থাকে। সর্প ঐ চারিটী দন্তের মধ্যে যে দন্তের দ্বারা দংশন করে, দংশ স্থান সেই দন্তের তুল্য বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এবং বিষও উল্লিখিত নিয়মানুসারে পতিত হয়। সুতরাং দংশন ও যথাক্রমে অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠে।

সর্পাণামেব বিণ্মূত্রাৎ কীটাঃ স্যুঃ কীটসম্মতাঃ।
দূষীবিষাঃ প্রাণহরা ইতি সংক্ষেপতো মতাঃ।

সর্পের মলমূত্র হইতে যে সকল কীট জন্মগ্রহণ করে তাহারা দ্বিবিধ, অর্থাৎ কতকগুলি দূষীবিষ এবং কতকগুলি প্রাণহর বিষবিশিষ্ট কীট।

গাত্রং রক্তং সিতং কৃষ্ণং শ্যাবং বা পিড়কান্বিতম্॥
সকণ্ডূরাগবীসর্পপাকি স্যাৎ কুথিতং তথা।

দূষীবিষ বিশিষ্ট কীটের দংশনে দষ্টস্থান পীড়কাযুক্ত, কুথিত (পচা) ও কণ্ডূরাগযুক্ত এবং বিসর্পান্বিত ও পাকযুক্ত হয়। দূষীবিষ বিশিষ্ট কীটের লক্ষণ বর্ণনা করা হইল, অতঃপর প্রাণহর কীটের লক্ষণ বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর।

কীটৈর্দূষীবিষৈর্দষ্টং লিঙ্গং প্রাণহরং শৃণু॥
সর্পদষ্টে তথা শোফো বর্দ্ধতে সোগ্রগন্ধ্যসৃক্॥

সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থানে যেমন শোথ হয়, ক্ষতস্থান হইতে যেমন দুর্গন্ধি রক্তস্রাব হয়, প্রাণহর কীটে দংশন করিলে সেইরূপ লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায়।

দংশেঽক্ষিগৌরবং মূর্চ্ছা সরুগার্ত্তঃ শ্বসিত্যপি।
তৃষ্ণারুচিপরীতশ্চ ভবেদ্দূষীবিষার্দ্দিতঃ॥

দূষীবিষ কীটে দংশন করিলে চক্ষুর গুরুতা, মূর্চ্ছা, বেদনা, শ্বাস, তৃষ্ণা ও অরুচি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দংশমধ্যে তু যৎ কৃষ্ণং শ্যাবং বা জালকান্বিতম্।
দগ্ধাকৃতি ভৃশং পাকক্লেদকোথজ্বরান্বিতম্॥
দূষীবিষাভির্লূতাভিস্তং দষ্টমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
সর্ব্বাসামেব তাসাঞ্চ দংশে লক্ষণমুচ্যতে।
শোফাঃ শ্বেতাঃ সিতা রক্তাঃ পীতা বা পিড়কাজ্বরঃ॥
প্রাণান্তকো ভবেদ্দাহো শ্বাসহিক্কাশিরোগ্রহাঃ॥
আদংশাচ্ছোণিতং পাণ্ডু মণ্ডলানি জ্বরোঽরুচিঃ।
রোমহর্ষশ্চ দাহশ্চাপ্যাখুদূষীবিষার্দ্দিতে॥
মূর্চ্ছাঙ্গশোফবৈবর্ণ্যক্লেদশব্দাশ্রুতিজ্বরাঃ।
শিরোগুরুত্বং লালাসৃক্ ছর্দ্দিশ্চাসাধ্যমূষিকৈঃ॥
শ্যাবত্বমথ কার্ষ্ণ্যং বা নানাবর্ণত্বমেব বা।
মোহোঽথ বর্চ্চসোভেদো দষ্টে স্যাৎ কৃকলাসকৈঃ॥
দহত্যগ্নিরিবাদৌ তু ভিনত্তীবোর্দ্ধমাশু চ।
বৃশ্চিকস্য বিষং যাতি দংশে পশ্চাৎ তু তিষ্ঠতি॥
দষ্টোঽসাধ্যস্তু হৃদ্ঘ্রাণরসনোপহতো নরঃ।
মাংসৈঃ পতদ্ভিরত্যর্থং বেদনার্ত্তো জহাত্যসূন্॥
বীসর্পঃ শ্বয়থুঃ শূলং জ্বরশ্ছর্দ্দিরথাপি বা।
লক্ষণং কণভৈর্দষ্টে দংশশ্চৈব বিশীর্য্যতে॥
হৃষ্টরোমোচ্চিটিঙ্গেন স্তব্ধলিঙ্গো ভৃশার্ত্তিমান্।
দষ্টঃ শীতোদকেনৈব সিক্তান্যঙ্গানি মন্যতে॥
একদংষ্ট্রার্দ্দিতঃ শূনঃ সরুক্ স্যাৎ পীতকঃ সতৃট্।
ছর্দ্দির্নিদ্রা চ মণ্ডূকৈঃ সবিষৈর্দষ্টলক্ষণম্॥
মৎস্যাস্তু সবিষাঃ কুর্য্যুর্দাহশোথরুজস্তথা।
কণ্ডুং শোফং জ্বরং মূর্চ্ছাং সবিষাস্তু জলৌকসঃ॥
বিদাহং শ্বয়থুং তোদং স্বেদস্তু গৃহগোধিকা।

দংশে স্বেদং রুজং দাহ কুর্য্যাচ্ছতপদীবিষম্ ॥
কণ্ডূমান্ মশকৈরীষচ্ছোফঃ স্যাম্মন্দবেদনঃ।
অসাধ্যকীটসদৃশমসাধ্যমশকক্ষতম্ ॥
সদ্যঃপ্রস্রাবিণী শ্যাবা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতা।
পিড়কা মক্ষিকাদংশে তাসান্তু স্থগিকাঽসুহৃৎ ॥

দূষীবিষ লূতায় (মাকড়সায়) দংশন করিলে দষ্টস্থান কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ, জালকাবৃত ও দদ্রুবৎ আকৃতি বিশিষ্ট (পাঠান্তরে দগ্ধাকৃতি), অত্যন্ত পাকবান, ক্লেদ ও কোথযুক্ত এবং জ্বরযুক্ত এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়।

লূতায় (মাকড়সায়) দংশন করিলে যদি দংশস্থানে শোথ ও শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত বা পীতবর্ণ পীড়কাযুক্ত এবং জ্বর, দাহ, শ্বাস, হিক্কা ও শিরোবেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রায়ই প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

মূষিকে (ইন্দুরে) দংশন করিলে পাণ্ডুবর্ণ রক্তস্রাব, গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, জ্বর, অরুচি, লোমাঞ্চ ও দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মূষিক দংশনের পরে যদি মূর্চ্ছা, শোথ, বিবর্ণতা, ক্লেদ, শব্দের অশ্রবণ, জ্বর, মস্তকের গুরুতা, লালাস্রাব ও রক্তবমন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অসাধ্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

কৃকলাসে (গিরগীটিতে) দংশন করিলে শ্যাববর্ণত্ব, কৃষ্ণবর্ণত্ব অথবা নানাপ্রকার বর্ণত্ব, মোহ এবং মলভেদ এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

বৃশ্চিক দংশন করিবামাত্রেই তাহার বিষ উর্দ্ধে উঠিয়া অতঃপর পুনরায় দংশস্থানে আসে এবং অগ্নিদাহবৎ জ্বালা ও ভেদবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

মনুষ্যের যদি বৃশ্চিক কর্ত্তৃক হৃদয়, নাসিকা ও জিহ্বা উপহত হয় অর্থাৎ ঐ তিন স্থানে যদি বৃশ্চিক দংশন করে এবং দংশস্থান হইতে মাংস পচিয়া খসিয়া পড়ে ও তাহা যদি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দংশন অসাধ্য এবং শীঘ্রই তাহার প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

কণভ (ভ্রমর বিশেষ) কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও দংশস্থানের বিশীর্ণতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

উচ্চিটিঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে লোমাঞ্চ, লিঙ্গের স্তব্ধতা ও অত্যন্ত অঙ্গবেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং দংশন মাত্রেই দষ্ট ব্যক্তি মনে করে যেন তাহার সর্ব্বশরীর শীতল জলে সিক্ত হইতেছে।

সবিষ মণ্ডূক এক দংষ্ট্রা দ্বারা দংশন করিলে শোথ, বেদনা, পীতবর্ণত্ব, তৃষ্ণা, বমি ও নিদ্রা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সবিষ মৎস্যে দংশন করিলে দাহ, শোথ ও বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সবিষ জলৌকায় দংশন করিলে কণ্ডূ, শোথ, জ্বর ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

গৃহ গোধিকাতে (টিকটিকিতে) দংশন করিলে দাহ, শোথ, সূচীবেধবদ্ বেদনা ও ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

শতপদী (কেন্দাই বা কাণকোটারি) দংশন করিলে ঘর্ম্ম, বেদনা ও দাহ হয়। মশকে দংশক করিলে কণ্ডূ, অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

এক প্রকার পার্ব্বতীয় মশক আছে, তাহার দংশনে অসাধ্য লূতাদি কীট দংশনের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ষড়বিধ মক্ষিকার (কাণ্ডারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধূলিকা, কাষায়ী ও স্থগিকা) মধ্যে স্থগিকা নাম্নী মক্ষিকার দংশন প্রাণহরকর। ইহার দংশনে দষ্টস্থান শ্যাববর্ণ ও সদ্যোস্রাব বিশিষ্ট পীড়কাযুক্ত এবং দাহ মূর্চ্ছা ও জ্বর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়।

শ্মশানচৈত্যবল্মীকযজ্ঞাশ্রয়সুরালয়ে।
পক্ষসন্ধিষু মধ্যাহ্নেঽর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীষু চ॥
ন সিধ্যন্তি নরা দষ্টাঃ পাষণ্ডায়তনেষু চ।
দৃষ্টিশ্বাসমলস্পর্শবিষৈরাশীবিষৈস্তথা॥
বিনশ্যন্ত্যাশু সম্প্রাপ্তা দষ্টাঃ সর্ব্বেষু মর্ম্মসু॥

শ্মশান, চৈত্য, বল্মীক, যজ্ঞস্থান ও দেবালয় এই সকল স্থানে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের সন্ধি সময়ে মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রিতে, অষ্টমী তিথিতে, পাষাণ্ডস্থানে (সাধু বেশধারী ভণ্ডদিগের আবাসস্থানে) মনুষ্য সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে তাহার প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে। দৃষ্টি-বিষ (যাহাদের দর্শনে ও শ্বাস প্রশ্বাস স্পর্শে বিষোৎপত্তি হয়), শ্বাসবিষ, মলবিষ বা স্পর্শবিষ প্রাণিগণ কর্ত্তৃক এবং আশীবিষ সর্প কর্ত্তৃক দষ্টব্যক্তির সত্বর প্রাণ নষ্ট হয়। মর্ম্মস্থানে দষ্ট হইলে দষ্টব্যক্তির জীবন রক্ষা হয় না।

ভীতমত্তাবলোষ্ণক্ষুত্তৃষার্ত্তে বর্দ্ধতে ভৃশম্।
বিষং প্রকৃতিকালৌ চেত্তুল্যৌ প্রাণাল্পমন্যথা॥
বারিধিপ্রহতাঃ ক্ষীণা ভীতা নকুলনির্জ্জিতাঃ।
মুক্তত্বচো বৃদ্ধবালাঃ সর্পা মন্দবিষাঃ স্মৃতাঃ॥

ভীত, মত্ত, দুর্ব্বল, উষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি বিষার্দ্দিত হইলে সেই বিষ অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুল্য প্রকৃতি ও কালপ্রাপ্ত বিষও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বিষ অল্প-বল প্রাপ্ত হয়।

জলপ্রবাহে আহত সর্প, পীড়াক্রান্ত বা অনাহারাদিতে ক্ষীণ সর্প, বিরোধী পক্ষী বা দাবাগ্নি প্রভৃতি দ্বারা ভীত সর্প, নকুল নির্জ্জিত সর্প, মুক্তনির্ম্মোক (খোলস ত্যাগ করা) সর্প এবং তরুণ ও বৃদ্ধ সর্প অল্পবিষ বলিয়া জানিবে।

সর্ব্বদেহাশ্রিতং ক্রোধাদ্বিষং সর্পা বিমুঞ্চতি।
তদেবাহারহেতোর্বা ভয়াদ্বা ন প্রমুঞ্চতি॥

সর্প ক্রোধবশতঃ স্বকীয় দেহ হইতে বিষ পরিত্যাগ করে। কিন্তু আহার করিলে বা ভয় পাইলে বিষ ত্যাগ করে না। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দংশন করিলে বড়ই বিপজ্জনক হয়।

বাতোল্বণবিষাঃ প্রায় উচ্চিটিঙ্গাঃ সবৃশ্চিকাঃ।
বাতপিত্তোল্বণাঃ কীটাঃ শ্লৈষ্মিকাঃ কণভাদয়ঃ॥
যস্য যস্য তু দোষ স্যলিঙ্গাধিক্যং প্রতর্কয়েৎ।
তস্য তস্যৌষধৈঃ কুর্য্যাদ্বিপরীতগুণৈঃ ক্রিয়াম্॥

উচ্চিটিঙ্গা ও বৃশ্চিকের বিষ বাতপ্রধান, কীটগণের বিষ পিত্তপ্রধান এবং কণভাদির বিষ শ্লেষ্মা প্রধান। যে যে দোষের লক্ষণ অধিকরূপে প্রকাশিত হয় সেই সেই দোষের বিপরীত গুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

হৃৎপীড়োর্দ্ধানিলঃ স্তম্ভঃ শিরায়ামোঽস্থিপর্ব্বরুক্।
ঘূর্ণনোদ্বেষ্টনং গাত্রে শ্যাবতা বাতিকে বিসে॥
সংজ্ঞানাশোষ্ণনিশ্বাসৌ হৃদ্দাহঃ কটুকাস্যতা।
দংশাবদরণং শোথো রক্তপীতশ্চ পৈত্তিকে॥
বম্যরোচকহৃল্লাসপ্রসেকোৎক্লেশগৌরবৈঃ।
সশৈত্যমুখমাধুর্য্যৈর্বিদ্যাৎ শ্লেষ্মাধিকং বিষম্॥

বাতোল্বণবিষে হৃৎপীড়া, বায়ুর উর্দ্ধগতি, সিরাবিস্তার, দেহের স্তব্ধতা, অস্থিপর্ব্বে বেদনা, গাত্রঘূর্ণন, উদ্বেষ্টন (দণ্ডাদিদ্বারা পীড়নবৎ বেদনা) এবং গাত্রের শ্যাববর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পিত্তোল্বণ বিষে সংজ্ঞানাশ, উষ্ণ নিশ্বাস, হৃদ্দাহ, মুখে কটুরসতা, দংশাবদরণ এবং রক্ত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট শোথ এই সমুদায় লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্লেষ্মোল্বণ বিষে বমি, অরুচি, হৃল্লাস, মুখপ্রসেক, বমনোদ্বেগ, গাত্রগুরুতা, শৈত্য ও মুখমাধুর্য্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

খণ্ডেন চ ব্রণালেপস্তৈলাভ্যঙ্গশ্চ বাতিকে।
স্বেদো নাড়ীপুলাকাদ্যৈর্বৃংহণশ্চ বিধিহিতঃ॥
সুশীতৈঃ স্তম্ভয়েৎ সেকৈঃ প্রদেহৈশ্চাপি পৈত্তিকম্।
লেখনচ্ছেদনস্বেদবমনৈঃ শ্লৈষ্মিকং জয়েৎ॥
বিষেষ্বপি চ সর্ব্বেষু সর্ব্বস্থানগতেষু চ।
অবৃশ্চিকোচ্চিটিঙ্গেষু প্রায়ঃ শীতো বিধিহিতঃ॥

বাতিকবিষে খাণ্ডগুড়ের প্রলেপ দিবে, তৈল মর্দ্দন করিবে, নাড়ী ও পুলাকাদি দ্বারা স্বেদ দিবে এবং পুষ্টিকর পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবে।

সুশীতল পরিষেক ও সুশীতল প্রলেপ দ্বারা পৈত্তিক বিষের এবং লেখন, ছেদন বমন ও স্বেদ দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিষের নিবারণ করিবে।

বৃশ্চিক ও উচ্চিটিঙ্গ বিষ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার বিষে ও সর্ব্বস্থান গত বিষে প্রায় শীতক্রিয়াই হিতকর হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকে স্বেদমভ্যঙ্গং ঘৃতেন লবণেন চ।
সেকাংশ্চোষ্ণান্ প্রযুঞ্জীত ভোজং পানঞ্চ সর্পিষঃ॥
এতদেবোচ্চিটিঙ্গেঽপি প্রতিলোমঞ্চ পাংশুভিঃ।
উদ্বর্ত্তনং সুখাম্বুষ্ণৈস্তথাবচ্ছাদনং ঘনৈঃ॥

ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা স্বেদ ও অভ্যঙ্গ, উষ্ণজলাদি দ্বারা পরিষেক, উষ্ণভোজ্য ভোজন এবং ঘৃতপান দ্বারা বৃশ্চিক বিষের উপশম করিবে। উল্লিখিত বিধি অবলম্বন এবং পাংশু দ্বারা প্রতিলোমভাবে উদ্বর্ত্তন ও ঘন আচ্ছাদন উষ্ণজলে ভিজাইয়া দষ্টস্থান আচ্ছাদিত করিলে উচ্চিটিঙ্গ বিষের শান্তি হইয়া থাকে।

স্যাৎ ত্রিদোষপ্রকোপাত্তু তথা ধাতুবিপর্য্যয়াৎ।
শিরোঽভিতাপলালাস্রবব্যথাবক্ত্রক্কদেব চ॥
অন্যেঽপ্যেবংবিধা ব্যালাঃ কফবাতপ্রকোপণাঃ।
হৃচ্ছিরোরুগ্‌জ্বরস্তম্ভ্যতৃষ্‌মূর্চ্ছাকরা স্মৃতাঃ॥
কণ্ডূনিস্তোদবৈবর্ণ্যং সুপ্তিক্লেদোপশোষণম্।
বিদাহরাগরুক্‌পাকাঃ শোফা গ্রন্থিনিকুঞ্চনম্॥
দংশাবদরণং স্ফোটাঃ কর্ণিকামণ্ডলানি চ।
জ্বরশ্চ সবিষে লিঙ্গং বিপরীতন্তু নির্ব্বিষে॥
তত্র সর্ব্বে যথাদোষং প্রযোজ্যাঃ স্যুরুপক্রমাঃ।
পূর্ব্বোক্তং বিধিমন্যঞ্চ যথাবৎ ব্রুবতঃ শৃণু॥

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ হেতু ধাতুবিপর্য্যয় অর্থাৎ শারীর ধাতুর বিপরীত গুণবত্তা প্রযুক্ত উচ্চিটিঙ্গ বিষ শিরঃপীড়া, লালাস্রাব এবং অবাঙ্মুখতা জন্মাইয়া থাকে।

এইরূপ কফবাতপ্রকোপক অন্যান্য বিষধর প্রাণীর দংশনে হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, জ্বর, শরীরের স্তব্ধতা, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা জন্মিয়া থাকে।

মনুষ্যের সবিষ-শরীরে কণ্ডূ, তোদ (শরীরে সূচীবেধবদ্ ব্যথা), বৈবর্ণ, স্পর্শনাভিজ্ঞতা, ক্লেদ, উপদুষণ (শরীরের শোষণ), বিদাহ, লৌহিত্য, জ্বালাযন্ত্রণা, পাক, শোথ, গ্রন্থিকুঞ্চন, দংশাবদরণ, স্ফোটোৎপত্তি, কর্ণিকা (গাত্রে পদ্মকর্ণিকাবৎ মণ্ডলোৎপত্তি) ও জ্বর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। নির্ব্বিষ শরীরে ইহার বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সেই সবিষ অবস্থায় বাতাদি দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার উপক্রম অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে।* পূর্ব্বোক্ত বিধি সমুদায় বর্ণনা করা হইল একণে অন্যবিধ চিকিৎসা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

হৃদ্বিদাহে প্রসেকে চ বিরেকবমনং ভৃশম্।
যথাবস্থং প্রযোক্তব্যং শুদ্ধে সংসর্জ্জনক্রমঃ॥

শিরোগতে বিষে নস্তঃ কুর্য্যান্মূলানি বুদ্ধিমান্ ।
বন্ধুজীবস্য ভার্গ্যাশ্চ সুরসস্যাসিতস্য চ ॥
দক্ষকাকময়ূরাণাং মাংসাসৃগ্ মস্তকে ক্ষতে ।
মূর্দ্ধ্নি দেয়মধো দষ্টস্যোর্দ্ধদষ্টস্য পাদয়োঃ ॥
পিপ্পলীমরিচক্ষারবচাসৈন্ধবশিগ্রুকাঃ ।
পিষ্ট্বা রোহিতপিত্তেন হন্ত্যক্ষিগতমঞ্জনাৎ ।
কপিত্থমামং সসিতাক্ষৌদ্রং কণ্ঠগতে বিষে ॥
লিহ্যাদামাশয়গতে তাভ্যাং চূর্ণপলং নতাৎ ।
বিষে পক্বাশয়প্রাপ্তে পিপ্পলীরজনীদ্বয়ম্ ॥
মঞ্জিষ্ঠাঞ্চ সমং পিষ্ট্বা গোপিত্তেন পিবেন্নরঃ ।
মাংসং রক্তঞ্চ গোধায়াঃ শুষ্কং চূর্ণীকৃতং হিতম্ ॥
বিষে রসগতে পানং কপিত্থরসসংযুতম্ ।
শেলোমূলত্বগগ্রাণি বাদরৌডুম্বরাণি চ ॥
কটভ্যাশ্চ পিবেদ্রক্তগতে মাংসগতে পিবেৎ ।
সক্ষৌদ্রং খদিরারিষ্টং কৌটজং মূলমম্ভসা ॥
সর্ব্বেষু চ বলে দ্বে তু মধুকং মধুকং নতম্ ।
পিপ্পলীং মরিচং ক্ষারং নবনীতেন মূর্চ্ছিতম্ ॥
কফে ভিষগুদীর্ণে তু প্রদদ্যাৎ প্রতিসারণম্ ।

বিষার্দ্দিত ব্যক্তির হৃদ্দাহ ও মুখপ্রসেক থাকিলে অবস্থানুসারে বমন বা বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া লইবে ; অতঃপর পেয়াদি পথ্যক্রম যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

বিষ শিরোগত হইলে বুদ্ধিমান চিকিৎসক, বন্ধুজীবের, বামুনহাটীর অথবা কৃষ্ণতুলসীর মূল ছেঁচিয়া তাহার রস দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। সবিষ প্রাণী মস্তকে দংশন করিলে কুক্কুটের, কাকের বা ময়ূরের মাংস ও রক্ত দষ্টস্থানে দিবে। পদতলে দংশন করিলে উল্লিখিত জন্তুর রক্ত মস্তকে দিবে। পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, বচ, সৈন্ধবলবণ, ও সজীনা বীজ এই সকল দ্রব্য রোহিৎ মৎস্যের পিত্তে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে অক্ষিগত বিষ নষ্ট হয়। বিষ কণ্ঠগত হইলে কাঁচা কয়েতবেলের শাঁস চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। বিষ আমাশয়গত হইলে তগরপাদুকা চূর্ণ ১ পল মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। বিষ পক্বাশয়গত হইলে পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা এই সমুদায় দ্রব্য গোপিত্তে পেষণ করিয়া পান করিবে। বিষ রসধাতুগত হইলে গোধার শুষ্ক মাংস ও রক্ত চূর্ণ করিয়া কয়েতবেলের রসের সহিত পান করিবে। বিষ রক্তগত হইলে চাল্‌তামূলের ছাল এবং কুলশাখার ও যজ্ঞডুমুরের শাখার ও কাঁটাশিরীষ শাখার অগ্রভাগ পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিবে। বিষ মাংসগত হইলে মধুর সহিত খদিরারিষ্ট

এবং কুড়চিমূল জলে পেষণ করিয়া পান করিবে। বিষ সর্ব্বধাতুগত হইলে বেড়েলা, গোরক্ষতণ্ডুলা, যষ্টিমধু ও তগরপাদুকা জলে পেষণ করিয়া পান করিবে। কফের প্রকোপ থাকিলে পিপুল মরিচ ও যবক্ষার চূর্ণ নবনীতের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে।

মাংসীকুঙ্কুমপত্রত্বগ্ রজনীনতচন্দনৈঃ॥
মনঃশিলাব্যাঘ্রনখসুরসৈরম্বুপেষিতৈঃ।
পাননস্যাঞ্জনালেপাঃ সর্ব্বশোথবিষাপহাঃ॥

জটামাংসী, তেজপত্র, কুঙ্কুম, দারুচিনি, হরিদ্রা তগরপাদুকা, চন্দন, মনঃশিলা, নখী ও তুলসী এই সমুদায় দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া তাহা পান করিলে, নস্য লইলে, অঞ্জন লইলে এবং প্রলেপ দিলে সকল বিষ ও তজ্জনীত শোথ নষ্ট হয়।

চন্দনং তগরং কুষ্ঠং হরিদ্রে দ্বে ত্বগেব চ।
মনঃশিলা তমালশ্চ রসঃ কেশর এব চ॥
শার্দ্দূলস্য নখশ্চৈব সুপিষ্টং তণ্ডুলাম্বুনা।
হন্তি সর্ব্ববিষাণ্যেব বজ্রিবজ্রমিবাসুরান্॥

রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, মনঃশিলা, তমালফলেররস, নাগেশ্বর ও ব্যাঘ্র নখ এই সকল দ্রব্য চাউল ধোয়া জলে মর্দ্দণ করিয়া প্রয়োগ করিলে সমস্ত বিষ নষ্ট হয়। ইন্দ্রের বজ্র যেমন অসুরগণকে নাশ করিয়া থাকে, উক্ত যোগও সেইরূপ সকল প্রকার বিষকে নষ্ট করিয়া থাকে।

শিরীষপুষ্পস্বরসে সপ্তাহং মরিচং সিতম্।
ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্॥
দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্রং চতুষ্পলম্।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্॥

সজিনাবীজ শিরীষফুলের রসে ৭ সাত দিবস ভাবনা দিয়া তাহা নস্যে ও পানে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিলে সর্প দষ্ট ব্যক্তির বিশেষ উপকার হয়। তগরপাদুকা ১ পল, কুড় ১ পল ঘৃত ২ পল ও মধু ২ পল এক সঙ্গে পেষণ করিয়া সেবন করিলে তক্ষক দষ্ট ব্যক্তিও বিষ বিমুক্ত হয়।

সিন্ধুবারস্য মূলত্বক্ শ্বেতা চ গিরিকর্ণিকা।
পানং দর্ব্বীকরৈর্দষ্টে নস্যং সমধুপাকলম্॥
মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্ট্যাহ্বা জীবকর্ষভকৌ সিতা।
কাশ্মর্য্যং বটশুঙ্গানি পানং মণ্ডলিনাং বিষে॥
ব্যোষং সাতিবিষং কুষ্ঠং গৃহধূমো হরেণুকা।
তগরং কটুকা ক্ষৌদ্রং হন্তি রাজীমতাং বিষম্॥

গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাপ্লুতম্ ॥
ক্ষীরিবৃক্ষত্বগালেপঃ শুদ্ধে কীটবিষাপহঃ।
মুক্তালেপো বরঃ শোফদাহতোদজ্বরাপহঃ ॥

দর্ব্বীকর সর্পে কামড়াইলে নিসিন্দামূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূল জলে বাটিয়া তাহা পান করিলে এবং কুড়চূর্ণ মধু মিশাইয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মণ্ডলী সর্প দংশনে মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের ঝুরি, এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া পান করিবে। ইহা মণ্ডলি-বিষে বিশেষ হিতকর। রাজীমান্ সর্পে দংশন করিলে ত্রিকটু, আতইচ কুড়, ঝুল, রেণুক, তগরপাদুকা ও কট্‌কী এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া মধুর সহিত পান করিবে। এই যোগের দ্বারা রাজীমান্ সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সমূল কাঁটানটে পেষণ করিয়া দধি ও ঘৃতের সহিত পান করিলে বাসুকী দংশনজনিত বিষও নিরাময় হয়। কীটদষ্ট রোগীকে বমন দ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষত্বকের প্রলেপ দিলে কীটবিষ নষ্ট হয়। মুক্তা জলে বাটিয়া তাহার প্রলেপ প্রদান করিলে কীট বিষজনিত শোথ, দাহ, তোদ ও জ্বর নিরাময় হইয়া থাকে।

চন্দনং পদ্মকোশীরং শিরীষঃ সিন্ধুবারকাঃ।
ক্ষীরশুক্লা নতং কুষ্ঠং শারিবোদীচ্যপাটলাঃ ॥
শেলুস্বরসপিষ্টোঽয়ং লূতানাং সার্ব্বকার্ম্মিকঃ।
যথাযোগং প্রযোক্তব্যঃ সমীক্ষ্যালেপনাদিষু ॥
মধূকং মধুকং কুষ্ঠ শারিবোদীচ্যপাটলাঃ।
সনিম্বশারিবাক্ষৌদ্রং পানং লূতাবিষপহম্ ॥
কুসুম্ভপুষ্পং গোদন্তঃ স্বর্ণক্ষীরী কপোতবিট্।
দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধবৈলে কর্ণিকাপাতনং তয়োঃ ॥
কটভ্যর্জ্জুনশৈরীষশেলুক্ষীরীদ্রুমত্বচঃ।
কষায়কল্কচূর্ণাঃ স্যুঃ কীটলূতাব্রণাপহাঃ ॥

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, শিরীষ ছাল, নিসিন্দা, ক্ষীরবিদারী (যে ভুঁইকুমড়ার রস শ্বেত বর্ণ) তগরপাদুকা, কুড়, অনন্তমূল, বালা ও পারুল, এই সকল দ্রব্য চালিতা ফলের রসদ্বারা বাটিয়া ইহা পানে, নস্তে ও অঞ্জনে এবং প্রলেপাদিতে ব্যবহার করিলে লূতাবিষ (মাকড়সারবিষ) নষ্ট হয়। যষ্টিমধু, মৌলফুল, কুড়, অনন্তমূল, বালা, পারুল, নিম ও শ্যামালতা এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া মধু মিশাইয়া পান করিলে লূতাবিষ নষ্ট হয়। কুসুম পুষ্প, গোদন্ত হরীতাল, স্বর্ণক্ষীরি (শেয়াল কাঁটা) কপোত দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব, ছোট এলাচ জলে বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে কীট ও লূতাবিষ জনিত দারুণ পীড়াও নিরাময় হয়। কাঁটা শিরীষ, অর্জ্জুন, শিরীষ, চালিতা ও বটাদিক্ষীরি

বৃক্ষ, এই সকল দ্রব্যের ছাল কষায় কল্ক ও চূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইলে, কীট ও লূতাকৃতক্ষত নিবারণ হয়।

ত্বচঞ্চ নাগরঞ্চৈব সমাংশং শ্লক্ষ্ণপেষিতম্।
পেয়মুষ্ণাম্বুনা সর্ব্বং মূষিকাণাং বিষাপহম্॥
কুটজস্য ফলং পিষ্টং তগরং জালমালিনী।
তিক্তেক্ষ্বাকুশ্চ যোগোঽয়ং পানপ্রধমনাদিভিঃ॥
বৃশ্চিকোন্দুরলূতানাং সর্পাণাঞ্চ বিষাপহম্।
সমানমমৃতেনেদং গরাজীর্ণঞ্চ নাশয়েৎ॥
সর্ব্বেঽগদা যথাদোষং প্রয়োজ্যাঃ স্যুঃ কৃকণ্ঠকে।

দারুচিনি ও শুঁঠ সমপরিমাণে পেষণ করিয়া গরম জলে মিশাইয়া পান করিলে, সকল প্রকার মূষিকবিষ বিনাশ হয়। ইন্দ্রযব, তগরপাদুকা, জালিনী, কটুকী ও তিত লাউ, এই যোগ পানে ও নস্যে ব্যবহৃত হইলে বৃশ্চিক ইন্দুর, লূতা, ও সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ইহা অমৃতের সমান ও গরজনিত অজীর্ণ বিনাশক। কৃকণ্টকের (কাঁকলাস) বিষ নিবারণহেতু বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অগদ সকল প্রয়োগ করিবে।

কপোতবিট্ মাতুলুঙ্গং শিরীষকুসুমাদ্রসঃ॥
শঙ্খিন্যার্কপয়ঃ শুণ্ঠী করঞ্জো মধু বাশ্চিকে।
স্নুক্ক্ষীরপিষ্টং শৈরীষং ফলং দর্দ্দুরজে হিতম্॥
মূলানি শ্বেতভণ্ডানাং ব্যোষং সর্পিশ্চ মৎস্যজে।
কীটদষ্টক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমানাঃ [illegible]ৌকসাম্॥

পারাবতবিষ্ঠা, টাবালেবু, শিরীষ পুষ্পেররস, চোরপুষ্পী, আকন্দআঠা, শুঁঠ, করঞ্জ ও মধু এইযোগ প্রয়োগে বৃশ্চিক বিষ উপশম হয়। শিরীষ ফল মনসা সীজের আঠায় বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভেক বিষ নষ্ট হয়। শ্বেত তেউড়ীর মূল ও ত্রিকটু পেষণ করিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে মৎস্যবিষ নষ্ট হয়। কীট দংশনে যে যে ক্রিয়ার উল্লেখ হইয়াছে, জলৌকাদংশনে ও সেই সেই ক্রিয়া করিবে।

বাতপিত্তহরীপ্রায়া ক্রিয়া প্রায় প্রশস্যতে।
বাশ্চিকস্যোচ্চিটিঙ্গস্য কণভস্যোন্দুরেঽগদঃ॥

যে সমস্ত ক্রিয়া বাত পিত্তনাশক সেই সমস্ত ক্রিয়াই বৃশ্চিক, উচ্চিটিঙ্গ, কণভ ও ইন্দুরের বিষের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রখ্যাত। নিম্নলিখিত অগদও উহাদের বিষনাশের মহৌষধ।

বচাং বংশত্বচং পাঠাং নতং সুরসমঞ্জরীম্॥
দ্বে বলে নাকুলীং কুষ্ঠং শিরীষং রজনীদ্বয়ম্।
গুহামতিগুহাং শ্বেতাং চাজগন্ধাং শিলাজ[illegible]॥

কর্পূরং কটভীং ক্ষারং গৃহধূমং মনঃশিলাম্।
রোহীতকস্ত পিত্তেন পিষ্ট্বায়ং পরমোঽগদঃ ॥
নস্যাঞ্জনাদিলেপেষু হিতো বিষস্তরাদিষু।

ইতি পরমোগদঃ।

পরম অগদ। বচ, বংশনীল, আকনাদি, তগরপাদুকা, তুলসীমঞ্জরী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, নাকুলী, কুড়, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপাণি, চাকুলে, শ্বেতাপরাজিতা, যমানী, শিলাজতু, কর্পূর, কাঁটাশিরীষ, যবক্ষার, ঝুল ও মনঃশিলা, এই সমস্ত দ্রব্য রোহিত মৎস্যের পিত্তের দ্বারা পেষণ করিয়া নস্য অঞ্জন ও প্রলেপাদিরূপে প্রয়োগ করিলে বিষস্তরাদি সমস্ত প্রকার কীট বিষ নষ্ট হয়।

স্বর্জিকাজশকৃৎক্ষারঃ সুরসোঽথাক্ষিপীড়কঃ ॥
মদিরামণ্ডসংযুক্তো হিতঃ শতপদীবিষে।
কপিত্থমক্ষিপীড়োঽর্কবীজং ত্রিকটুকং তথা ॥
করঞ্জৌ দ্বে হরিদ্রে চ গৃহগোধাবিষং জয়েৎ।
কাকাণ্ডরসসংযুক্তো বিষাণাং তণ্ডুলীয়কঃ ॥
প্রধানং বর্হিপিত্তেন তদ্বদ্বায়সপীলুকঃ ॥

সাচিক্ষার, ছাগবিষ্ঠার ক্ষার, তুলসী, অক্ষিপীড়ক এই সমস্ত দ্রব্য মদিরামণ্ডের সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শতপদী বিষদোষ নষ্ট হয়।

কপিত্থকের (কয়েতবেলের) শাঁস ও অক্ষিপীড়ক ; আকন্দের বীজ, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ ; এবং উভয় করঞ্জ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই তিন যোগ দ্বারা টিকটাকির বিষ নষ্ট হয়।

কাঁটানটে, কালসিমের রসে, ও কাকজঙ্ঘা ময়ূরপিত্তের দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার বিষেরই প্রতিকার হয়।

শিরীষফলমূলত্বক্পুষ্পপত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতৈঃ।
শ্রেষ্ঠঃ পঞ্চশিরীষোঽয়ং বিষাণাং প্রবরো বধে ॥
চতুষ্পাদ্ভির্দ্বিপদ্ভির্বা নখদন্তবিষঞ্চ যৎ।
শূয়তে পচ্যতে বাপি স্রবতি জ্বরয়ত্যপি ॥

ইতি পঞ্চশিরীষোঽগদঃ।

পঞ্চশিরীষ অগদ। পঞ্চশিরীষ (শিরীষবৃক্ষের ফল মূল ত্বক পুষ্প ও পত্র,) সম পরিমাণ ঘৃতে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা সকল প্রকার বিষের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চতুষ্পদ বা দ্বিপদ প্রাণীর নখ ও দন্তের দ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থানে শোথ, পাক, স্রাব এবং জ্বর হয়, এই পঞ্চশিরীষ অগদ তাহার পক্ষে পরম কল্যাণকর ঔষধ জানিবে।

সোমবল্কো শ্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি।
রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ ॥

ঘোরন্ধকারে দষ্টস্য কেনচিদ্ বিষশঙ্কয়া।
বিষোদ্বেগাজ্জ্বরশ্ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা দাহোঽপি বা ভবেৎ॥
গ্লানির্মোহোঽতিসারো বাপ্যেতচ্ছঙ্কাবিষং মতম্।
চিকিৎসিতমিদং তস্য কুর্য্যাদাশ্বাসনং বুধঃ॥

সোমবল্ক (শ্বেতখদির), অশ্বকর্ণ (শালবিশেষ), গোজীশাক, হংসপদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গিরিমাটী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে নখ ও দন্ত বিষ নষ্ট হয়।

ঘোর অন্ধকারে কোন নির্ব্বিষ প্রাণীতে দংশন করিলে বিষশঙ্কা হয় এবং সেই উদ্বেগ হেতু জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ, বা অতিসার হয়। ইহাকে শঙ্কাবিষ বলে। ইহাতে আশ্বাস বচন এবং চিনি, শোধিত গন্ধক, কিসমিস, শ্বেত হুড়হুড়ে, যষ্টিমধু, ও মধু এই সকল দ্রব্য বাটিয়া সেবন, মন্ত্রপূত জল প্রোক্ষণ, মনোজ্ঞ ও আনন্দজনক বাক্য এইগুলি শঙ্কাবিষ নাশের প্রশস্ত উপায়।

সিতা বৈগন্ধিকো দ্রাক্ষা পয়স্যা মধুকং মধু।
পানং সমন্ত্রপূতাম্বুপ্রোক্ষণং সান্ত্বহর্ষণম্॥
শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চৈব কোরদূষাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ।
ভোজনার্থং প্রশস্যন্তে লবণার্থং চ সৈন্ধবম্॥
তণ্ডুলীয়কজীবন্তীবার্ত্তাকুস্থনিষণ্ণকাঃ।
মণ্ডুকপর্ণী কুলকং শাকং চুঞ্চোশ্চ শস্যতে॥
হরেণুমুদ্গান্ যূষার্থমম্লার্থং ধাত্রীদাড়িমম্।
রসাশ্চৈণাশ্চ শিখিনাং লাবতৈত্তিরপার্ষতাঃ॥
বিষঘ্নৌষধসংযুক্তা রসা যূষাশ্চ সংস্কৃতাঃ।
অবিদাহীনি চান্নানি বিষার্ত্তানাং ভিষগ্জিতম্॥

শঙ্কাবিষযুক্ত ব্যক্তিদিগের আহারার্থ শালি, ষষ্টিক, কোদ ও প্রিয়ঙ্গুর অন্ন; সৈন্ধব লবণ; শাকহেতু নটেশাক, জীবন্তীশাক, বার্ত্তাকু, শুষুনিশাক, মণ্ডুকপর্ণীশাক, পলতা ও চুঞ্চুশাক; অম্লার্থ আমলকী ও দাড়িম; যূষার্থ মটর ও মুগের দাইল; মাংসার্থ হরিণ, ময়ূর, লাব, তিত্তিরি ও পৃষৎ (মৃগবিশেষ) ইহাদের যূষ প্রশস্ত। মাংসরস ও যূষ বিষঘ্ন ঔষধের সহিত সংস্কৃত করিয়া প্রদান করিবে। অবিদাহী সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য বিষার্দ্দিত মানবগণের ঔষধ বলিয়া জানিবে।

বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধ ক্ষুদ্ভয়ায়াসমৈথুনম্।
বর্জ্জয়েদ্বিষমুক্তোঽপি দিবাস্বপ্নং বিশেষতঃ॥

বিষমুক্ত হইলেও বিরুদ্ধ ভোজন, জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, ক্রোধ, ক্ষুধা হইলে ভোজন না করা, পরিশ্রম, মৈথুন ও দিবানিদ্রা এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে।

মুহুর্ম্মুহুঃ শিরোন্যাসঃ শোকঃ শুষ্কৌষ্ঠকণ্ঠতা।
জ্বরঃ স্তব্ধাক্ষিগাত্রত্বং হনুকম্পোঽঙ্গমর্দ্দনম্॥

রোমাপগমনং গ্লানিররতির্বৈপথুর্ভ্রমঃ।
চতুষ্পাদাং ভবত্যেতদ্দষ্টানামিহ লক্ষণম্ ॥

গবাদি চতুষ্পদ জন্তু সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, মুহুর্মুহুঃ শিরঃচালনা, শোথ, ওষ্ঠ ও কণ্ঠের গুরুতা বা শিথিলতা, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দন, চক্ষের ও শরীরের স্তব্ধতা, হনুস্থানের কম্পন, লোম খসিয়া যাওয়া, গ্লানি, অস্থিরতা, কম্পন ও ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ জন্মে।

দেবদারু হরিদ্রে দ্বে সুরসং চন্দনাগুরু॰।
রাস্না গোরোচনাজাজী গুগ্গুল্বিক্ষুরসো নতম্ ॥
চূর্ণং সসৈন্ধবানন্তং গোপিত্তমধুসংযুতম্।
চতুষ্পদানাং দষ্টানামগদঃ সার্ব্বকার্ম্মিকঃ ॥

দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তুলসী (অন্য মতে সরল কাষ্ঠ), রক্ত চন্দন, অগুরু, রাস্না, গোরোচনা, কৃষ্ণজীরা, গুগ্গুলু, ইক্ষুরস, তগরপাদুকা, সৈন্ধব, অনন্তমূল এই সকলের চূর্ণ গোপিত্ত ও মধুর সহিত পেষণ করিবে। এই অগদ পান, লেপন ও পরিষেকাদি সর্ব্ব-কর্ম্মে প্রয়োগ করা যায়। ইহার দ্বারা সর্পাদি দষ্ট চতুষ্পদ জীবদিগের বিষ বিনষ্ট হয়।

সৌভাগ্যার্থং স্ত্রিয়ঃ স্বেদরজোলালাঙ্গজান্ মলান্।
শত্রুপ্রযুক্তাংশ্চ গরান্ প্রযচ্ছন্ত্যন্নমিশ্রিতান্ ॥
তৈঃ স্যাৎ পাণ্ডুঃ কৃশোঽল্পাগ্নির্গরশ্চাস্যোপজায়তে।
মর্ম্মপ্রধমনাধ্মানং শ্বয়থুর্হস্তপাদয়োঃ ॥
জঠরং গ্রহণীদোষো যক্ষ্মা গুল্মঃ ক্ষয়ো জ্বরঃ।
এবংবিধস্য চান্যস্য ব্যাধের্লিঙ্গানি দর্শয়েৎ ॥

দুষ্টা স্ত্রী নিজ সৌভাগ্যার্থ স্বামী বা পরপুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য স্বেদ রজঃ লালা ও শরীরজাত বিষাক্ত মল সকল অজ্ঞাতভাবে অন্নের সহিত ভোজন করায়। বৈরশাধনার্থ শত্রু-গণও ঐ রূপে গরবিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্বেদাদি সকল অপরিপাক হেতু উদরে গর রূপে অবস্থান করে। ইহার দ্বারা পাণ্ডু, কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, মর্ম্মব্যথা, উদরাধ্মান হস্ত পদে শোথ, জঠর রোগ, গ্রহণী, যক্ষ্মা, গুল্ম, ক্ষয়, জ্বর ও এইরূপ অন্যান্য পীড়া উৎপন্ন হয়।

স্বপ্নে মার্জ্জারগোমায়ুব্যালান্ সনকুলান্ কপীন্।
প্রায়ঃ পশ্যতি নদ্যাদীন্ শুষ্কাংশ্চ সবনস্পতীন্ ॥
কালশ্চ গৌরমাত্মনং স্বপ্নে গৌরশ্চ কালকম্।
বিকর্ণনাসিকং বাপি প্রপশ্যেদ্দহতেন্দ্রিয়ঃ ॥
তমবেক্ষ্য ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ পৃচ্ছেৎ কিং কৈঃ কদা সহ।
জগ্ধমিত্যবগম্যাশু প্রদদ্যাদ্বমনং বুধঃ।
সূক্ষ্মং তাম্ররজস্তস্মৈ সক্ষৌদ্রং হৃদ্বিশোধনম্ ॥

শুদ্ধে হৃদি ততঃ শাণং হেমচূর্ণস্য দাপয়েৎ।
হেম সর্ব্ববিষাণ্যাশু গরাংশ্চ বিনিযচ্ছতি।
ন সজ্জতে হেমপাঙ্গে বিষং পদ্মদলেঽম্বুবৎ॥

দুষ্টাস্ত্রী বা শত্রুকর্ত্তৃক বিষভোজী ব্যক্তি প্রায় স্বপ্নে, বিড়াল, শৃগাল, হিংস্রজন্তু, নকুল, বানর, শুকনদী ও শুষ্কবৃক্ষ দর্শন করে। সেই ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ হইলে স্বপ্নে আপনাকে গৌরবর্ণ ও গৌরবর্ণ হইলে কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে। সে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় হতইন্দ্রিয় না হইয়াও আপনাকে নাসা কর্ণ বিহীন দর্শন করে। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ তাহাকে এই প্রকার ভাবাপন্ন দেখিয়া (জানিয়া) জিজ্ঞাসা করিবেন যে. ওহে তুমি কোন সময়ে কাহার সহিত কি ভক্ষণ করিয়াছ? তদুত্তরে সেই ব্যক্তি স্বেদাদি ভক্ষণ করিয়াছে বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সূক্ষ্ম তাম্রচূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বমন করিয়া তাহার হৃদয় শুদ্ধ হইলে, অর্দ্ধতোলা স্বর্ণ ভস্ম সেবন করাইবে। স্বর্ণ ভস্ম সেবন করিলে সকল প্রকার বিষ ও গর দোষ আশু নষ্ট হয়। পদ্মপত্রের উপর জল যেমন স্থির থাকে না, স্বর্ণ ভস্ম সেবন করিলে সেইরূপ বিষও দেহমধ্যে অবস্থান করিতে পারে না।

নাগদন্তীত্রিবৃদ্দন্তী দ্রবন্তীস্নুক্পয়ঃফলৈঃ।
সাধিতং মাহিষং সর্পির্গোমূত্রাঢ়কপাচিতম্॥
সর্পকীটবিষার্ত্তানাং গরার্ত্তানাঞ্চ শান্তয়ে।

পুরাতন মাহিষ ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ নাগদন্তী (বৃহৎ মূলবিশিষ্ট দন্তী) তেউড়ী, দন্তী (ক্ষুদ্র মূলবিশিষ্ট দন্তী) দ্রবন্তী, (বৃক্ষ ও ক্ষুদ্র মূল ও ক্ষুদ্র) মনসাসীজের আঠা ও ময়না ফল এই সমুদায় মিলিত /১ সের। পাকার্থ গোমূত্র ১৬ সের। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে সর্প কীটাদির বিষ, ও গরবিষ নষ্ট হয়।

শিরীষত্বক্ ত্রিকটুকং ত্রিফলা চন্দনোৎপলে।
দ্বে বলে শারিবাস্ফোতাহ্বয়ভীনিম্বপাটলাঃ॥
বন্ধুজীবাঢ়কীমূর্ব্বাবালাহ্বয়সবৎসকান্।
পাঠাস্ফোট.শ্বগন্ধার্কমূলযষ্ট্যাহ্বপদ্মকান্॥
বিশালাং বৃহতীং দ্রাক্ষাং কোবিদারং শতাবরীম্।
কটভীদন্ত্যপামার্গান্ পৃশ্নিপর্ণীং রসাঞ্জনম্॥
শ্বেতভণ্ডশ্চ খুরকৌ কুষ্ঠদারুপ্রিয়ঙ্গুকান্।
বিদারীমধুকাৎ সারং করঞ্জস্য ফলত্বচৌ।
রজন্যৌ লোধ্রমক্ষাংশং পিষ্ট্বা সাধ্যং ঘৃতাঢ়কম্॥
তুল্যাম্বুচ্ছাগগোমূত্রজ্যাঢ়কে তদ্ বিষাপহম্।
অপস্মারক্ষয়োন্মাদভূতগ্রহগরোদরম্॥
পাণ্ডুরোগান্ ক্রিমীন্ গুল্মান্ প্লীহোরুস্তম্ভকামলাঃ।
হনুস্তম্ভগ্রহাদীংশ্চ পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ॥

হন্যাৎ সঞ্জীবয়েচ্চাপি বিষোদ্বেগমৃতান্ নরান্।
নাম্নেদমমৃতং সর্ব্ববিষাণাং স্যাদ্ ঘৃতোত্তমম্॥

ইত্যমৃতং ঘৃতম্।

অমৃত ঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। কল্কার্থ—শিরীষছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রক্তচন্দন, নিলোৎপল, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, অনন্তমূল, হাপরমালী, গন্ধরাস্না, নিমছাল, পারুল ছাল, বন্ধুজীব, (বাঁধুলী বৃক্ষ), অড়হর, মূর্ব্বা, বাসক, তুলসী, কুড়চী, আকনাদি, আঁকোড়, অশ্বগন্ধা, আকন্দমূল, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, রাখালশসা, বৃহতী, দ্রাক্ষা রক্তকাঞ্চন শতমূলী, কাঁটাশিরীষ, দন্তী, আপাং, চাকুলে, রসাঞ্জন, শ্বেতাপরাজিতা, কৃষ্ণাপরাজিতা, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, ভুঁইকুমড়া, মৌলবৃক্ষের সার, ডহর করঞ্জের ফল ও ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধকাষ্ঠ, প্রত্যেকে ২ তোলা। জল ১৬ সের, ছাগমূত্র ২৪ সের, গোমূত্র ২৪ সের। যথাবিধি পাক সম্পন্ন করিবে। পানার্থ নস্যার্থ অভ্যঞ্জনার্থ এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে, বিষ, অপস্মার, ক্ষয়, উন্মাদ, ভূতগ্রহ, গরোদর, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, গুল্ম, প্লীহা, উরুস্তম্ভ, কামলা, হনুস্তম্ভ, ও অঙ্গগ্রহাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ নিরাময় হয়। এই ঘৃত বিষপায়ী মৃতকল্প ব্যক্তিকে জীবিতকরে। এই হেতু ইহা অমৃত ঘৃত নামে অভিহিত। সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ নাশের পক্ষে এই ঘৃত শ্রেষ্ঠ।

ভবন্তি চাত্র।

ছত্রী ঝর্ঝরপাণিশ্চ চরেদ্ রাত্রৌ তথা দিবা।
তচ্ছায়াশব্দবিত্রস্তাঃ প্রণশ্যন্তি হি পন্নগাঃ॥

রাত্রিতে ও দিবসে ছত্র এবং ঝর ঝর শব্দবিশিষ্ট কোন দ্রব্য হাতে লইয়া ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। কারণ সর্প সকল ছত্রের ছায়া ও শব্দ শ্রবণ করিলে পলায়ন করে।

দষ্টমাত্রং দশেদাশু তং সর্পং লোষ্ট্রমেব বা।
উপর্য্যরিষ্টাং বধ্নীয়াদ্দংশং ছিন্দ্যাদ্ দহেৎ তথা॥
বজ্রং মরকতং সারং পিচুকী বিষমুষ্টিকা।
কর্কোটকং সর্পমণির্বৈদূর্য্যং গজমৌক্তিকম্॥
ধার্য্যং বরমণির্যাশ্চ বরৌষধ্যো বিষাপহাঃ
খগাশ্চ শারিকাক্রৌঞ্চশিখিহংসশুকাদয়ঃ॥

সর্পে দংশন করিবামাত্রেই তাহাকে সাহস পূর্ব্বক ধরিয়া তাহার যে কোন স্থানে কামড়াইয়া দিবে। যদি ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটী লোষ্ট্রকে কামড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। দুষ্ট স্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে মন্ত্রপূত তাগা বন্ধন করিবে অথবা সেই স্থান চিরিয়া দিয়া অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিবে।

হীরক, মরকত, সারমণি, কাঁটা ময়না, কুঁচলে, কাঁকরোল, সর্পমণি, গজমুক্তা ও বরমণি ও বৈদূর্য্যমণি এই সকল বিষনাশক দ্রব্য এবং অন্যান্য বিষনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ সকল সর্পাদি বিষধর প্রাণীর দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ধারণ করিবে। বিষ

হইতে আত্ম রক্ষার্থ এবং বিষাবিজ্ঞানার্থ শুক, শারিকা, বক, হংস ও ময়ূর প্রভৃতি বিষাপহ পক্ষী সকল সর্ব্বদা নিকটে রাখিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

ইতীদমুক্তং দ্বিবিধস্য বিস্তরৈর্বহুপ্রকারং বিষরোগভেষজম্।
অধীত্য যঃ সম্যগিহ প্রযোজয়েদ্ ব্রজেদ্বিষাণামবিষহ্যতাং ভিষক্॥

ভগবান আত্রেয় ঋষি এই অধ্যায়ে দ্বিবিধ বিষ, তজ্জনিত বহু প্রকার বিষরোগ ও তাহার চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছেন। যে বিজ্ঞ চিকিৎসক এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা করেন, বিষ তাঁহার শরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
বিষচিকিৎসিতং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতচরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে বিষচিকিৎসা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়।

অথাতো মদাত্যয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা মদাত্যয় রোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই বাক্য ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

সুরৈঃ সুরেশসহিতৈর্যা পুরা পরিপূজিতা।
সৌত্রামণ্যাং হূয়তে যা কর্ম্মভির্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যজ্ঞে হি যা চ শক্রস্য সোমোঽতিপতিতো যয়া।
নীরজস্তমসাবিষ্টস্তস্মাদ্ দুর্গাৎ সমুদ্ধৃতঃ॥
বিধিভির্বেদবিহিতৈর্যা যজস্তি মহাত্মভিঃ।
দৃশ্যা স্পৃশ্যা প্রকল্প্যা চ যজ্ঞীয়া যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥
যোনিসংস্কারনামাদ্যৈর্বিশেষৈর্বহুধা চ যা।
ভূত্বা ভবত্যেকবিধা সামান্যান্মদলক্ষণাৎ॥
যা দেবানমৃতং ভূত্বা স্বধা ভূত্বা পিতৃংশ্চ যা।
সোমো ভূত্ব দ্বিজাতীন্ যা যুঙ্ক্তে শ্রেয়োভিরুত্তমৈঃ॥
আশ্বিনং যা মহৎ তেজো বীর্য্যং সারস্বতঞ্চ যা।
বলমৈন্দ্রঞ্চ যা নিত্যা সোমে সৌত্রামণৌ চ যা॥

শোকারতিভয়োদ্বেগনাশিনী যা মহাবলাঃ।
যা প্রীতির্যা রতির্যা বাগ্ যা পুষ্টির্যা চ নির্বৃতিঃ॥
যা সুরাসুরগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসমানুষৈঃ।
রতিঃ সুরেত্যভিহিতা তাং সুরাং বিধিনা পিবেৎ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা মণ্ডলীর দ্বারা যে সুরা পূর্ব্বকালে পূজিত হইয়াছিল; সৌত্রামণির যজ্ঞে যে সুরার আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, যে সুরা বৈদিক কর্ম্ম সমূহ দ্বারা স্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; যে সুরা ইন্দ্রের যজ্ঞে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; যে সুরা তমসাবিষ্ট নিপতিত চন্দ্রদেবকে, তম আবেশরূপ দুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল; যে সুরা যজ্ঞ সম্পন্নহেতু যাজ্ঞিক মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক বেদবিহিত বিধানুযায়ী দৃশ্য স্পৃশ্য ও প্রকল্প্য হইয়াছিল; বিশেষ বিশেষ যোনি (উৎপাদক বস্তু) বিশেষ বিশেষ নাম ও সংস্কার দ্বারা সুরা বহুবিধ হইয়াও সামান্যতঃ মত্ততা সকল সুরায় জন্মায় বলিয়া একপ্রকার গণ্য করা যায়। যে সুরা অমৃত হইয়া দেবতাদিগের, স্বধা হইয়া পিতৃযজ্ঞে পিতৃলোকদিগের এবং সকল যজ্ঞেই সোম হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরম শ্রেয়ঃ সম্পাদন করে; যে সুরা অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের মহৎতেজ; সরস্বতীর তীক্ষবীর্য্য, ইন্দ্রের প্রধান বল, যজ্ঞে সিদ্ধিপ্রদ, সৌত্রামণি যজ্ঞের সিদ্ধিদাতা; যে সুরা শোক শত্রুভয় ও উদ্বেগনাশক, অত্যন্ত বলকারক, প্রীতিরূপা, রতিরূপা, বাক্যরূপা, পুষ্টিরূপা, নির্বৃতিরূপা; দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ ও মানব প্রভৃতি সকলেরই রতিরূপা, সেই সুরাই সুরা তাহাই বিধিপূর্ব্বক পান করিবে।

শরীরকৃতসংস্কারঃ শুচিরুত্তমগন্ধবান্।
প্রাবৃতো নির্ম্মলৈর্বস্ত্রৈর্যথর্ত্তুদামগন্ধিভিঃ॥
বিচিত্রবিবিধস্রগ্বী রত্নাভরণভূষিতঃ।
দেবদ্বিজাতীন্ সংপূজ্য স্পৃষ্ট্বা মঙ্গলমুত্তমম্॥
দেশে যথর্ত্তুকে শস্তে কুসুমপ্রকরীকৃতে।
সংবাসসংমতে মুখ্যে ধূপসং[illegible]তে॥
সূপধানে সুসংস্তীর্ণে বিহিতে শয়নাসনে।
উপবিষ্টোঽথবা তির্য্যক্ স্বশরীরসুখে স্থিতঃ॥
সৌবর্ণৈ রাজতৈশ্চাপি তথা মণিময়ৈরপি।
ভাজনৈর্বিবিধৈশ্চিত্রৈঃ সুকৃতৈশ্চ পিবেৎ সদা॥
রূপযৌবনমত্তাভিঃ শিক্ষিতাভির্বিশেষতঃ।
বস্ত্রাভরণমাল্যৈশ্চ ভূষিতাভির্যথর্ত্তুকৈঃ॥
শৌচানুরাগযুক্তাভিঃ প্রমদাভিরিতস্ততঃ।
সংচার্য্যমানমিষ্টাভিঃ পিবেন্মদ্যমনুত্তমম্॥

শরীর সংস্কার পূর্ব্বক শুচি ও সুগন্ধ দ্রব্যে গন্ধযুক্ত হইয়া, সুগন্ধিকৃত নির্ম্মল বসন পরিধান ও বিবিধ বিচিত্র পুষ্পমাল্য এবং নানাবিধ রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া, দেবতা ও ব্রাহ্মণ

দিগের পূজা ও পরম মঙ্গলজনক বিষয় সকল স্মরণপূর্ব্বক, ঋতুর উপযোগী প্রশস্ত স্থানে, এবং সেই স্থান ভূপতি-নিবাস যোগ্য বিবিধ বিলাস দ্রব্যে সজ্জিত করিয়া কুসুমাকীর্ণ মনোহর গৃহে সুন্দর উপধান ও সুন্দর আস্তরণ বিশিষ্ট শয্যাসনে উপবেশন করিয়া ও তীর্য্যক্‌ভাবে উপবিষ্ট হইয়া, রূপ-যৌবন বিশিষ্টা শিক্ষিতা এবং সময়োপযোগী সৌগন্ধ দ্রব্যে ও বস্ত্রাভরণ মাল্যে বিভূষিতা ও শৌচানুরাগযুক্তা প্রিয় প্রমদাগণ সহ সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত বা মণিময় রত্নাদি খচিত বিবিধ বর্ণে চিত্রিত সুগঠিত পাত্রে টলটলায়মান উৎকৃষ্ট মদ্য পান করিবে।

পিবেন্মদ্যানুকূলৈর্বা ফলৈর্হরিতকৈঃ শুভৈঃ।
লবণৈর্গন্ধপিশুনৈরন্নদংশৈর্যথর্ত্তুকৈঃ॥
ভৃষ্টৈর্মাংসৈর্বহুবিধৈর্ভূজলাম্বরচারিণাম্।
পৌরোগবৈশ্চ বিহিতৈর্ভক্ষ্যেশ্চ বিবিধাত্মকৈঃ॥
পিবেৎ সংপূজ্য বিবুধানাশিষঃ সংপ্রযুজ্য চ।
প্রদায় মজ্জনকাগ্রে স্বর্থিভ্যঃ পৃথিবীতলে॥

দেবতাদিগের পূজা ও মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক মদ্যানুকূল হরিতক দ্রব্য, হিতজনক ফল, লবণযুক্ত গন্ধাঢ্য এবং ঋতু উপযোগী চাট্‌নি, স্থলচর, জলচর ও খেচর জন্তুর নানারূপ ভৃষ্ট মাংস ও নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিবে। অগ্রে জলের সহিত অল্প মদ্য মিশাইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতঃপর মদ্যপান করিবে।

অভ্যঙ্গোৎসাদনস্নানবাসোধূমানুলেপনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণৈর্ভাবিতশ্চান্যৈর্বাতিকো মদ্যমাচরেৎ॥
শীতোপচারৈর্বিবিধৈর্মধুরস্নিগ্ধশীতলৈঃ।
পৈত্তিকো ভাবিতশ্চান্যৈঃ পিবন্মদ্যং ন সীদতি॥
উপচারৈরশিশিরৈর্যবগোধূমভুক্ পিবেৎ।
শ্লৈষ্মিকো ধন্বজৈর্মাংসৈর্মদ্যং মারিচকৈঃ সহ॥
বিধির্বস্তুমতামেব ভবিষ্যদ্বিভবাশ্চয়ে।
যথোপপত্তিকৈর্মদ্যং পাতব্যং মাত্রয়া হিতম্॥

বাতপ্রধান ব্যক্তি অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন ও স্নান করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, ধূমগ্রহণ করিয়া ও চন্দনাদি শরীরে লেপন করিয়া এবং অন্যান্য স্নিগ্ধোষ্ণ উপচার দ্বারা ভাবিত হইয়া মদ্য পান করিবে।

পিত্ত প্রধান ব্যক্তি শীতল উপচার এবং মধুর স্নিগ্ধ ও শীতল উপচার দ্বারা ভাবিত হইয়া মদ্য পান করিবে। পিত্ত প্রধান ব্যক্তি উল্লিখিত উপচারে ভাবিত হইয়া মদ্য পান করিলে অবসন্ন হয় না।

শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তি উষ্ণ উপচারে ভাবিত হইয়া ও গোধূম কৃত ভোজ্য এবং মরিচযুক্ত জাঙ্গলমাংস সহিত মদ্যপান করিবে।

বাতিকেভ্যো হিতং মদ্যং প্রায়ো গৌড়িকপৈষ্টিকম্।
কফপিত্তাধিকেভ্যস্তু মাধ্বীকং মাধবঞ্চ যৎ॥
বহুদ্রবং বহুগুণং বহুকর্ম্ম মদাত্মকম্।
গুণৈর্দোষৈশ্চ তন্মদ্যমুভঞ্চোপলক্ষ্যতে॥
বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলম্।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমম্॥
যথোপেতং পুনর্মদ্যং প্রসঙ্গাদ্‌য়েন পীয়তে।
রুক্ষব্যায়াম নিত্যেন বিষবৎ যাতি তস্য তৎ॥

বাতিক ব্যক্তিদের পক্ষে প্রায়ই গৌড়িক ও পৈষ্টিক মদ্য, কফপিত্তাধিক ব্যক্তিদের পক্ষে মাধ্বীক মদ্য, ও মধুজাত মদ্য প্রশস্ত। বহুজল যুক্ত মদ্য বহুগুণান্বিত ও বহুকার্য্যকারক অথচ মত্ততাজনক। গুণ ও দোষদ্বারা মদ্যের উভয় ভাবই লক্ষ্য করিবে। যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় শীতগ্রীষ্মাদি কাল বিবেচনা করিয়া হিতকর অন্নাদির সহিত বলানুসারে মদ্যপান করে, তাহার পক্ষে মদ্য অমৃততুল্য হয়। আর যে ব্যক্তি রুক্ষশরীর ও ব্যায়াম-নিত্য হইয়া প্রসঙ্গাধীন আসক্তিবশতঃ যথোপেত (যখন তখন যেমন মদ্য পায় তেমনি) মদ্যপান করে, তাহার পক্ষে সেই মদ্য বিষবৎ কার্য্য করে।

মদ্যং হৃদয়মাবিশ্য স্বগুণৈরোজসো গুণান্।
দশভির্দশ সংক্ষোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াম্॥
লঘূষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মাম্লব্যবায়াশুগমেব চ।
রুক্ষং বিকাসি বিশদং মদ্যং দশগুণং স্মৃতম্॥

মদ্যপান করিলে সেই পীতমদ্য হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্বকীয় দশটীগুণে ওজোধাতুর দশটী গুণকে সংক্ষোভিত করিয়া চিত্তের বিকার উৎপাদন করে। মদ্যের দশটীগুণ যথা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ; সূক্ষ্ম, অম্লরস, ব্যবায়ী, আশুগামী, রুক্ষ, বিকাসী ও বিশদ এই দশগুণান্বিত। হৃদয়স্থ ওজঃ পদার্থ—গুরু, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, বহল (ঘন), মধুর রস, স্থির, প্রসন্ন, পিচ্ছিল ও শ্লক্ষ্ণ এই দশগুণান্বিত।

গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং মধুরং স্থিরম্।
প্রসন্নং পিচ্ছিলং শ্লক্ষ্ণমোজো দশগুণং স্মৃতম্॥
গৌরবং লাঘবাচ্ছৈত্যমৌষ্ণ্যাদম্লস্বভাবতঃ।
মাধুর্য্যংমার্দ্দবং তৈক্ষ্ণ্যাৎ প্রসাদঞ্চাশুভাবনাৎ॥
রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং ব্যবায়িত্বাৎ স্থিরত্বং শ্লক্ষ্ণতামপি।
বিকাশিভাবাৎ পৈচ্ছিল্যং বৈশদ্যাৎ সান্দ্রতাং তথা॥
সৌক্ষ্ম্যান্মদ্যং নিহন্ত্যেবমোজসঃ স্বগুণৈর্গুণান্।

মদ্য স্বকীয় যে সকল গুণদ্বারা ওজোধাতুর গুণকে সংক্ষোভিত করে, তাহা কথিত হইতেছে। মদ্য স্বকীয় লঘুত্বগুণে ওজোধাতুর গুরুত্ব গুণকে, শৈত্যগুণে উষ্ণত্বগুণকে অম্লত্বগুণে মধুরত্বগুণকে, তীক্ষ্ণত্বগুণে মৃদুত্বগুণকে, আশুগামিত্ব গুণদ্বারা প্রসাদগুণকে রৌক্ষ্যগুণে স্নিগ্ধত্বগুণকে, ব্যবায়িত্বগুণদ্বারা স্থিরত্বগুণকে, বিকাশিত্বগুণে শ্লক্ষ্ণতাগুণকে, বৈশদ্যগুণে পৈচ্ছিল্যগুণকে, এবং সূক্ষ্মত্বগুণে সান্দ্রত্বগুণকে এইরূপ দশটী গুণে ওজোধাতুর দশটী গুণকে নষ্ট করিয়া থাকে।

সত্ত্বং তদাশ্রয়শ্চাশু সংক্ষোভ্য কুরুতে মদম্॥
রসবাতাদিমার্গাণাং সত্ত্ববুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনাম্।
প্রধানস্যৌজসশ্চৈব হৃদয়ং স্থানমুচ্যতে॥
অতিপীতেন মদ্যেন বিহতেনৌজসা চ তৎ।
হৃদয়ং বিকৃতিং যাতি তত্রস্থা যে চ ধাতবঃ॥

মদ্য উক্ত প্রকারে ওজোগুণ সমূহকে নষ্ট করিয়া মন ও মনের স্থান হৃদয়কে সংক্ষোভিত করিয়া মত্ততা জন্মায়। রসবাতাদি বহুধমনীসমূহের, মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়সমূহ ও আত্মার এবং প্রধান ধাতু ওজঃ পদার্থের আশ্রয়স্থান হৃদয়। অতিপীত মদ্যদ্বারা এবং মদ্যহত ওজোদ্বারা সেই হৃদয় এবং হৃদয়স্থ ধাতুসকল বিকৃত (বিকৃতি প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।

ওজস্যবিহতে পূর্ব্বো হৃদি চ প্রতিবোধিতে।
মধ্যমো বিহতেঽল্পে তু বিহতে তূত্তমো মদঃ॥
নৈবং বিঘাতং কুরুতে মদ্যং পৈষ্টিকমোজসঃ।
বিকাশিরুক্ষবিশদা গুণাস্তত্র হি নোল্বণাঃ॥

প্রথম মধ্যম ও উত্তম মদের এই তিন প্রকার অবস্থা। যে পরিমিত মদ্যপান করিলে ওজো নষ্ট না হয় এবং হৃদয় প্রবুদ্ধ থাকে তাহাকে প্রথম মদ; যে পরিমিত মদ্যপান করিলে ওজোধাতু অল্প নষ্ট ও হৃদয় অল্প প্রতিবোধিত হয় তাহাকে মধ্যম মদ এবং যে পরিমিত মদ্যপান করিলে ওজোধাতু নষ্ট ও হৃদয় একবারে অপ্রবুদ্ধ (তমঃপ্রবিষ্ট) হয় তাহাকে উত্তম (উৎকট) মদ কহে। কিন্তু পৈষ্টিক মদ্য ওজোধাতুর এই প্রকার নাশ করে না, কারণ তাহাতে বিকাশী রুক্ষ ও বিশদগুণ প্রবলভাবে থাকে না।

হৃদি মদ্যগুণাবিষ্টে হর্ষস্তর্ষো রতিঃ সুখম্॥
বিকারাশ্চ যথাসত্ত্বং চিত্রা রাজসতামসাঃ॥
জায়ন্তে মোহনিদ্রান্তা মদ্যস্যাতিনিষেবণাৎ।
স মদ্যবিভ্রমো নাম্না মদ ইত্যভিধীয়তে॥

হৃদয় মদ্যগুণাবিষ্ট হইলে হর্ষ, পিপাসা, রতিও সুখ হইয়া থাকে। এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তির সাত্ত্বিকাদি মনোভেদে বিবিধ রাজস তামস মনোবিকার জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ মদ্যপায়ী ব্যক্তি রজোগুণান্বিত হইলে রাজসিক, তমোগুণান্বিত হইলে তামসিক বিকার সকল জন্মে। অতিমাত্রায় মদ্য পান করিলে মোহ ও নিদ্রা উপস্থিত হয়। এই মদ্যবিভ্রম মদনামে কথিত হইয়া থাকে।

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ।
প্রথমো মধ্যমোঽন্তশ্চ লক্ষণৈস্তান্ প্রবক্ষ্যতে॥

পীয়মান মদ্যের মদ অর্থাৎ মত্ততা তিন প্রকার হইয়া থাকে যথা প্রথম মদ, মধ্যম মদ ও অন্ত মদ। এই সকল মদের লক্ষণ বলিতেছি।

প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ।
পাঠগীতপ্রভাষ্যাণাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥
ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েষু ন চাক্ষমঃ]
সুখং নিদ্রা প্রবোধশ্চ প্রথমঃ সুখদো মদঃ॥

প্রথম মদ প্রহর্ষজনক, প্রীতিকর, অন্নপানের গুণদর্শক, শাস্ত্রাদিপাঠ, সঙ্গীত, প্রভাষ (উত্তমরূপে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করা) ও বাক্যের প্রবর্ত্তক। এই মদে বুদ্ধি ও স্মৃতি নষ্ট হয় না, এবং বিষয়েও অসমর্থ হইতে হয় না। ইহা দ্বারা সুখে নিদ্রা ও সুখে জাগরণ হইয়া থাকে। এই প্রথম মদ অতি সুখজনক।

মুহুঃ স্মৃতির্মুহুর্মোহো ব্যক্তাঽব্যক্তা চ বাঙ্মুহুঃ।
যুক্তাযুক্তপ্রলাপশ্চ প্রবলায়নমেব চ॥
স্থানপানান্নসংকথ্যযোজনাঃ সবিপর্য্যয়াঃ।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে॥

মধ্যম মদে আবিষ্ট হইলে মুহুর্ম্মুহু স্মৃতি ও মুহুর্ম্মুহু মোহ হয়। কখন স্পষ্ট বাক্য, কখনও অস্পষ্ট বাক্য, কখনও যুক্তিপূর্ব্বক বচন, কখন অযুক্তিযুক্ত বচন, পলায়ন, স্থান পান অন্ন ও বাক্যকথনের বিপরীত ভাবে যোজনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মধ্যমং মদমুৎক্রম্য মদঞ্চ প্রাপ্য চোত্তমম্।
ন কিঞ্চিন্নাশুভং কুর্য্যুর্নরা রাজসতামসাঃ॥
কো মদং তাদৃশং বিদ্বানুন্মাদমিব দারুণম্।
কুর্য্যাদধ্বানমাসন্নং বহুদোষমিবাধ্বগঃ॥

রাজস ও তামস ব্যক্তিগণ মধ্যম মদ অতিক্রম করিয়া অন্তমদাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যম ও অন্তমদের মধ্যাবস্থায় (সন্ধিমদে) এইরূপ মত্ত হয় যে, এমন অশুভ কর্ম্ম কিছুই নাই, যাহা তাহারা করিতে না পারে। বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তি হিংস্র প্রাণীসঙ্কুল ভয়ঙ্কর পথ সদৃশ বিপজ্জনক দারুণ উন্মাদস্বরূপ মদকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে?

তৃতীয়স্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
বহুমোহাবৃতমনা জীবন্নপি মৃতৈঃ সমঃ॥
রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্।
যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি॥

কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্।
যদবস্থো ন জানাতি কোঽবস্থাং তাং ব্রজেদ্বুধঃ॥
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ।
ব্যসনিত্বাদুদর্কে চ স দুঃখং ব্যাধিমশ্নুতে॥

মানব তৃতীয় মদে (অন্তমদে) ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিক্রিয় হয়, এবং প্রবল মোহ দ্বারা তাহার মন এরূপ আচ্ছন্ন হয় যে সে জীবিত থাকিয়াও মৃতের তুল্য (সংজ্ঞাদি রহিত) হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি রমনীয় বিষয় সকল জানিতে পারে না, সুহৃজ্জনকে বুঝিতে পারে না, যে রতির জন্য মদ্য পান করে সে রতিও লাভ করিতে পারে না। যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানব কার্য্য অকার্য্য সুখ দুঃখ এবং হিত ও অহিত কিছুই বুঝিতে পারে না কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেরূপ অবস্থা পাইতে ইচ্ছা করে? সেই ব্যক্তি ব্যসনিত্ব হেতু (মদ্যপানে অত্যন্ত আসক্তি হেতু তজ্জনিত নানাদোষ বশতঃ) সর্ব্বপ্রাণির দূষ্য নিন্দনীয় অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। এবং পরিণামে কষ্টপ্রদ ব্যাধিসমূহে আক্রান্ত হয়।

প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষেচ যৎ পরম্।
মনঃসমাধৌ তৎ সর্ব্বমায়ত্তং সর্ব্বদেহিনাম্॥

ইহকালে ও পরকালে যাহা কল্যাণ প্রদ, মোক্ষ বিষয়ে যাহা পরম শ্রেয়ঃ, সেই সমস্ত মানবগণের মনঃসমাধিক আয়ত্ত। অর্থাৎ যেরূপ মদ্যপান করিলে মনের সমাধি হয়, ইহলোক পরলোক ও মোক্ষবিষয়ক শ্রেয়োলাভার্থ সেইরূপ মদ্য যুক্তিপূর্ব্বক পান করা কর্ত্তব্য।

মদ্যেন মনসশ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্।
মহামারুতবেগেন তটস্থস্যেব শাখিনঃ॥
মদ্যপ্রসঙ্গং তং জ্ঞাত্বা মহাদোষং মহাগদম্।
সুখমিত্যধিগচ্ছন্তি রজোমোহপরাজিতাঃ॥
মদ্যোপহতবিজ্ঞানাদ্ বিযুক্তাঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদ্যলালসাঃ॥

প্রচণ্ড বায়ুবেগে তটস্থ বৃক্ষসমূহ যেমন আন্দোলিত হয়, অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে মনের সেইরূপ মহান্ সংক্ষোভ হয়। রজোমোহাভিভূত ব্যক্তিগণ এই মদ্য প্রসঙ্গকে মহাদোষজনক ও মহারোগকর জানিয়াও সুখজ্ঞানে ইহাতে আসক্ত হইয়া থাকে। মদান্ধ ও মদ্যলোলুপ মনুষ্যগণের মদ্যপানে বিজ্ঞান নষ্ট হয় তজ্জন্য তাহারা সাত্ত্বিকগুণ বর্জ্জিত হওয়ায় শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতঃ।
সোন্মাদমদমূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপতানকাঃ॥
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশস্তত্র সর্ব্বমসাধুবৎ।
ইত্যেবং মদ্যদোষজ্ঞা মদ্যং নিন্দন্তি তত্ত্বতঃ॥

মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ ও মৃত্যু মদ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মদ্যপানে উন্মাদ মদ, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতি রোগ জন্মে, যাহাতে একমাত্র স্মৃতি বিভ্রংশ হয়, তাহাতে সমস্তই অসাধুবৎ অর্থাৎ অমঙ্গলকর হইয়া থাকে, এই প্রকারে মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ মদ্যকে নিন্দা করিয়া থাকেন।

সতমেতে মহাদোষা মদ্যস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাতিমাত্রস্য পীতস্যাতো বিবর্জ্জিতম্॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্॥

পূর্ব্বোক্ত দোষসকল যে মদ্যে বিদ্যমান আছে তাহা সত্য। আর অহিতজনক মদ্য অধিক পরিমাণে পান করিলে যে উক্তপ্রকার রোগ সকল উৎপন্ন হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। অতএব এইরূপ মদ্যপান বিবর্জ্জনীয়। কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের ন্যায় জানিবে অর্থাৎ অন্নপান যেমন মানবগণের স্বভাবতঃ হিতকর, মদ্যও সেইরূপ স্বভাবতঃ হিতজনক। তবে তাহা অযুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিলে রোগজনক ও যুক্তিযুক্ত হইলে অমৃতের ন্যায় গুণকারী হইয়া থাকে।

প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

অন্ন প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, সেই অন্নও অবিধি পূর্ব্বক সেবন করিলে প্রাণনষ্ট করে। আর বিষ প্রাণনাশক, কিন্তু তাহাও যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে রসায়ন (জরাব্যাধি বিধ্বংসি) হইয়া থাকে।

হর্ষমূর্জ্জো বলং পুষ্টিমারোগ্যং পৌরুষং পরম্।
যুক্ত্যা পীতং করোত্যাশু মদ্যং মদসুখপ্রদম্॥
রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্॥
স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্বিশোধনম্।
বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ॥
বধবন্ধপরিক্লেশদুঃখানাঞ্চাপ্যবোধনম্।
মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব প্রবাধকম্॥
রতির্বিষয়সংযোগে প্রীতিসন্তোগবর্দ্ধনম্।
অপি প্রবয়সাং মদ্যমুৎসবামোদকারকম্॥

যুক্তিপূর্ব্বক মদ্য পান করা হইলে তাহা আশুমদজনিত সুখপ্রদ হয় এবং হর্ষ, তেজ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য, পৌরুষ আহারে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, হৃদয়ের শুদ্ধি, স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতা, প্রীতি, শরীরের বৃহত্ব, বলবৃদ্ধি ও ভয়শোক শ্রমনাশ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা নষ্ট নিদ্রা ব্যক্তিগণের নিদ্রা হয়, মূক ব্যক্তির বাক্যবিশুদ্ধি, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তির বোধন

(জাগরণ) ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ নষ্ট হয়। ইহা বধ (অস্ত্রপাত) ও বন্ধন জনিত ক্লেশের দুঃখের অবোধক (অপ্রকাশক), মদ্যপানজ রোগ সমূহের প্রবাধক, বিষয় সংযোগে রতি, প্রীতি ও সম্ভোগ বর্দ্ধক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিগণেরও উৎসব ও আমোদজনক।

পঞ্চস্বর্থেষু কাম্যেষু যা রতিঃ প্রথমে মদে।
যূনাং বা স্থবিরাণাং বা তস্য নাস্ত্যপমা ভুবি॥
বহুদুঃখক্ষতস্যাস্য শোকৈরুপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥

যুবক বা বৃদ্ধগণের প্রথম মদে কাম্য পঞ্চবিধ রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থে যে রতি হয়, ভুবনে তাহার উপমা নাই।

বহুদুঃখ ক্ষত ও শোকোপহত জীবলোকের যুক্তিপূর্ব্বক সেবিত মদ্য একমাত্র বিশ্রাম।

অন্নপানবয়োব্যাধিবলকালত্রিকাণি ষট্।
ত্রীন্ দোষাংস্ত্রিবিধং সত্ত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ সদা॥
এষাং ত্রিকাণামষ্টানাং যোজনা যুক্তিরিষ্যতে।
যয়া যুক্ত্যা পিবন্মদ্যং মদ্যদোষৈর্ন যুজ্যতে॥
মদ্যস্য চ গুণান্ সর্ব্বান্ যথোক্তান্ স সমশ্নুতে।
ধর্ম্মার্থয়োরপীড়ায়ৈ নরঃ সত্ত্বগুণোত্থিতঃ॥

মদ্যপানে যুক্তি—ত্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান (পার্থিব আপ্য ও তৈবজ), ত্রিবিধ বয়স, (বাল্য মধ্য ও বার্দ্ধক্য), ত্রিবিধ ব্যাধি (বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক) ত্রিবিধ বল (প্রবর অবর ও মধ্য,) ত্রিবিধ কাল (শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা) এই ষড়্‌বিধ ত্রিক এবং ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ত্ব (সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক) এই দ্বিবিধ ত্রিক, এই সমুদায় এই আট প্রকার ত্রিকের যোজনাকে যুক্তি কহে। অষ্টবিধ ত্রিক অবগত হইয়া মদ্য পান করিতে হয়। এই যুক্তি দ্বারা মদ্য পান করিলে মানব মদ্যপান জন্য দোষে আক্রান্ত হয় না, পরন্তু মদ্যের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে পীত মদ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হওয়ায় ধর্ম্ম ও অর্থের কোনরূপ বাধা হয় না।

সত্ত্বানি তু প্রবুধ্যন্তে প্রায়শঃ প্রথমে মদে।
দ্বিতীয়ে ব্যক্ততাং যান্তি মধ্যে চোত্তমমধ্যয়োঃ॥
সত্ত্বসম্বোধকং হর্ষমোহপ্রকৃতিদর্শকম্।
হুতাশ ইব ভূতানাং মদ্যস্তু ভয়কারকম্॥
প্রধানাবরমধ্যানাং রুক্মাণাং ব্যক্তিদর্শকঃ।
যথাগ্নিরেবং সত্ত্বানাং মদ্যং প্রকৃতিদর্শকম্॥

প্রথম মদে মন প্রায়ই প্রবুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় মদে এবং মধ্যম ও উত্তম মদের মধ্যে (সন্ধিমদে) মন ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। মদ্য মনের বোধক (প্রকাশক) এবং হর্ষ ও মোহের প্রকৃতি দর্শক। অগ্নির ন্যায় ইহা প্রাণিগণের উভয়কারক (সাত্ত্বিকাদি) মনের

প্রকাশক ও হর্ষমোহ প্রকৃতির দর্শক হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন স্বর্ণের উত্তমত্ব মধ্যমত্ব ও অধমত্ব প্রকাশ করে (অগ্নিতে পোড়াইলে স্বর্ণ উত্তম কি মধ্যম তাহা জানা যায়) সেইরূপ মদ্যও (পান করিলে) সাত্ত্বিক মন, রাজসিক মন বা তামসিক মন তাহার স্বভাব দেখাইয়া থাকে।

স্থগন্ধিমাল্যগন্ধৈর্বা স্থপ্রণীতমনাকুলম্ ।
মিষ্টান্নপানবিশদং সদা মধুরসংকথম্ ॥
সুখপ্রমাণং স্থমদং হর্ষপ্রীতিবিবর্দ্ধনম্ ।
স্বর্ত্তু সাত্ত্বিকমাপানাং ন চোত্তমমদপ্রদম্ ॥
বৈগুণ্যং সহসা যান্তি মদ্যদোষৈর্ন সাত্ত্বিকাঃ ।
সহসা ন চ গৃহ্নাতি মদঃ সত্ত্ববলাধিকম্ ॥

সাত্ত্বিক মদ্যপান লক্ষণ। সুগন্ধি মাল্য ও গন্ধ দ্রব্যযুক্ত, সুসংস্কৃত ও অনাকুল হইয়া মধুর বাক্যে আলাপ করিতে করিতে মিষ্ট অন্নপানের সহিত বিশদ যে মদ্য পান করা যায়, যে মাত্রায় পান করিলে সুখবোধ হয়, যাহা সুমত্ততা জনক, হর্ষ ও প্রীতিবর্দ্ধক, এবং ঋতুসুখকর, যাহা উত্তমমদ প্রদ নহে, তাহাই সাত্ত্বিক মদ্যপান। সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগণ সহসা মদ্যদোষে বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয় না। এবং মদ (মত্ততা) সত্ত্বল প্রধান ব্যক্তিকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না।

সৌম্যাসৌম্যকথাপ্রায়ং বিশদাবিশদং ক্ষণাৎ ।
চিত্রং রাজসমাপানং প্রায়েণাশ্বন্তমাকুলম্ ॥
হর্ষপ্রীতিকথোপেতমতুষ্টং পানভোজনে ॥

রাজসিক মদ্যপানের লক্ষণ। যে মদ্যপান করিলে মানব কখন সৌম্যভাষী, কখন অসৌম্য ভাষী, কখন নির্ম্মল, কখনও বা কলুষিত ও আকুল হয়, এবং হর্ষ ও প্রীতির সহিত কথা কহে; আর পান ভোজনেও মদ্য তুষ্ট না হয়, যে পানে মদ প্রায়ই আশু নষ্ট হয়, তাহাকে রাজস পান কহে।

সম্মোহক্রোধনিদ্রান্তমাপানং তামসং স্মৃতম্ ॥

তামসিক পানের লক্ষণ। যে মদ্য পানে সম্মোহ ক্রোধ ও নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহাকে তামস পান কহে।

আপানে সাত্ত্বিকান্ বুদ্ধা তথা রাজসতামসান্ ।
জহ্যাৎ সহান্যৈঃ পীত্বা তু মদ্যদোষানুপাশ্র তে ॥
সুখশীলাঃ সুসম্ভাষাঃ সুমুখাঃ সম্মতাঃ সতাম্ ।
কলাস্ববাক্যবিষয়া বিষয়প্রবণাশ্চ যে ॥
পরস্পরবিধেয়া যে যেষামৈক্যং সুহৃত্তয়া ।
প্রহর্ষপ্রীতিমাধুর্য্যৈরাপানং বর্দ্ধয়ন্তি তে ॥

মদ্যপান বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা মদ্যপায়িকে সাত্বিক রাজস বা তামস বুঝিয়া তাহাদের সহিত (সাত্বিক ব্যক্তি সাত্বিক ব্যক্তির সহিত) মদ্য পান করিবে, অন্যকে ত্যাগ করিবে। অন্যের সহিত মদ্যপান করিলে অসমান ব্যক্তির সহিত মদ্যপান করিলে অর্থাৎ সাত্বিক ব্যক্তি রাজসিক ব্যক্তির সহিত বা তামসিক ব্যক্তির সহিত মদ্যপান করিলে) মদ্য জনিত দোষ সকল প্রাপ্ত হইতে হয়। (সমান ব্যক্তির সহিত মদ্যপান কর্ত্তব্য।) যাহারা সুখশীল, সুসম্ভাষী, প্রসন্নমুখ ও সাধুসম্মত, যাহাদের কলাশাস্ত্রে (নৃত্যগীতবাদ্যাদি-শাস্ত্রে) বাক্যাতীত নৈপুণ্য আছে, যাহারা বিষয় প্রবল, যাহারা পরস্পরের অনুগত এবং সৌহার্দ্দ্য দ্বারা পরস্পর একতাপন্ন, তাহারা একত্র মদ্যপান করিলে প্রহর্ষ প্রীতি ও মাধুর্য্য দ্বারা আপান (মদ্যপান) বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উৎসবাদুৎসবতরং যেষাঞ্চান্যোহন্যদর্শনম্।
যে সহায়াঃ সুখং পানে তৈঃ পিবন্ সহ মোদতে ॥
রূপগন্ধরসস্পর্শৈঃ শব্দৈশ্চাপি মনোরমৈঃ।
পিবন্তি সুসহায়া যে তে বৈ সুকৃতিভিঃ সমাঃ ॥
পঞ্চভির্বিষয়ৈরিষ্টৈরুপে তৈর্মনসঃ প্রিয়ৈঃ।
দেশে কালে পিবেন্মদ্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥
স্থিরসত্ত্বশরীরা যে পুরাণা মদ্যপান্বয়াঃ।
বহুমদ্যোচিতা যে চ মাদ্যন্তি সহসা ন তে ॥

যাহাদের পরস্পর দর্শন উৎসব হইতেও উৎসবতর, এবং পানে যাহারা সুখকর সহায়, তাহাদের সহিত মদ্যপান করিলে অতীব আনন্দলাভ হইয়া থাকে। যাহারা মনোরম শব্দ স্পর্শরূপ রসগন্ধ দ্বারা সহায়বান্ হইয়া মদ্যপান করে তাহারা সুকৃতিবান্। মনপ্রিয় অভিলষিত রূপরসাদি পঞ্চইন্দ্রিয়ার্থের সহিত প্রশস্ত দেশে ও প্রশস্ত কালে প্রহৃষ্ট মনে মদ্যপান করিবে।

যাহাদের মন স্থির, ও শরীর দৃঢ়বদ্ধ, যাহারা বহু দিন হইতে মদ্য পান করিতেছে, যাহারা মদ্যপায়িদের বংশে জন্মিয়াছে, যাহাদের প্রচুর মদ্যপানকরা অভ্যাস আছে, তাহাদের মদ্যপান করিয়া সহসা মত্ততা জন্মে না।

ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ দুর্ব্বলা বাতপৈত্তিকাঃ।
রূক্ষাল্পপ্রমিতাহারা বিশ্রবাঃ সত্ত্বদুর্ব্বলাঃ ॥
ক্রোধিনোহমুচিতাঃ ক্ষীণাঃ পরিশ্রান্তা মদক্ষতাঃ।
স্বল্পেনাপি মদং শীঘ্রং যান্তি মদ্যেন মানবাঃ ॥

যাহারা ক্ষুৎপীড়িত, পিপাসার্ত্ত, দুর্ব্বল, বাতপিত্ত প্রধান ধাতু, বিশ্রব্ধ, দুর্ব্বলমনাঃ, ক্রোধশীল, ক্ষীণ, পরিশ্রান্ত ও মদ্যক্ষত, যাহাদের মদ্য পান করা অভ্যাস নাই এবং যাহারা রূক্ষ অন্ন ও প্রমিত ভোজন করে, তাহারা অত্যল্প মদ্য পান করিলেও শীঘ্রই মত্ত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধং মদাত্যয়স্যাতঃ সম্ভবং সস্বলক্ষণম্।
অগ্নিবেশ চিকিৎসাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্॥

অগ্নিবেশ! অতঃপর আমরা মদাত্যয় রোগের সম্ভব (উৎপত্তি) লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে বর্ণন করিব।

স্ত্রীশোকভয়ভারাধ্বকর্ম্মভির্য়োঽতিকর্ষিতঃ।
রুক্ষাল্পপ্রমিতাশী চ যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া॥
রুক্ষং পরিণতং মদ্যং নিশি নিদ্রাং নিহত্য চ।
করোতি তস্য তচ্ছীঘ্রং বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
হিক্কাশ্বাসশিরঃকম্পপার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

যাহারা স্ত্রীসংসর্গ, শোক, ভয়, ভারবহন বা পথশ্রমে, অতিকর্ষিত হইয়া বা যাহারা রুক্ষ অল্প ও প্রমিত ভোজন করিয়া বা যাহারা রাত্রি জাগরণ করিয়া রুক্ষ ও পরিণত মদ্য পান করে। তাহাদের সেই পীতমদ্য শীঘ্রই বাতাধিক মদাত্যয় রোগ উৎপাদন করে। এই মদাত্যয়ে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, প্রজাগর (অনিদ্রা) ও বহু প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

তীক্ষ্ণোষ্ণং মদ্যমম্লং বা যোঽতিমাত্রং নিষেবতে।
অম্লোষ্ণতীক্ষ্ণভোজী চ ক্রোধনোঽগ্ন্যাতপপ্রিয়ঃ॥
তস্যোপজায়তে পিত্তাদ্বিশেষেণ মদাত্যয়ঃ।
লক্ষণানি ভবন্ত্যস্য যানি তানি নিবোধ মে॥
তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদমোহাতীসারবিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

যে ব্যক্তি অম্ল উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন করে, যে ব্যক্তি ক্রোধন, অগ্নি ও আতপ-প্রিয় সে ব্যক্তি যদি তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য ও অম্ল মদ্য অতি মাত্রায় সেবন করে, তাহা হইলে তাহার পিত্তজ মদাত্যয় রোগ জন্মে। এই পিত্তাধিক মদাত্যয়ে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা বলিতেছি শুন। এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, স্বেদ, মোহ, অতীসার ও বিভ্রম এবং রোগীর গাত্রের হরিতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তরুণং মধুরপ্রায়ং গৌড়ং পৈষ্টিকমেব বা।
মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বাশী যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া॥
অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ।
মদাত্যয়ং কফপ্রায়ং স শীঘ্রমধিগচ্ছতি॥
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসতন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

যে ব্যক্তি মধুর স্নিগ্ধ ও গুরুপাক অন্নভোজী, যে ব্যক্তি অব্যায়াম, দিবানিদ্রা, শয্যাসুখ ও আসন সুখে রত, তাহারা যদি তরুণ মধুর রস গৌড় বা পৈষ্টিক মদ্য অতি মাত্রায় পান করে, তাহা হইলে তাহাদের শ্লেষ্মপ্রধান মদাত্যয় রোগ শীঘ্র উৎপন্ন হয়। ইহাতে বমি, অরুচি; বমনভাব, তন্দ্রা, স্তৈমিত্য গাত্রগুরুতা ও শীত হইয়া থাকে।

বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাতপ্রকোপকাঃ।
ত এব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ ॥
হন্ত্যাশু হি বিষং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ রোগায় কল্পতে।
যথা বিষং তথৈবান্ত্যো জ্ঞেয়ো মদ্যকৃতো মদঃ ॥
তস্মাৎ ত্রিদোষজং লিঙ্গং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
দৃশ্যতে রূপবৈশেষ্যাৎ পৃথক্ত্বঞ্চাপি লক্ষ্যতে ॥

বিষের সন্নিপাত প্রকোপক যে সকল গুণ দৃষ্ট হয়, সেই সকল গুণ মদ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে বিষে সেই সকল গুণ প্রবল ভাবে থাকে। কোন বিষ আশু প্রাণ নষ্ট করে, কোন বিষ রোগ উৎপাদন করে। বিষের যেমন গুণ মদ্যকৃত অন্ত্যমদেরও গুণ তদ্রূপ, অর্থাৎ ইহা বিষের ন্যায় প্রাণনাশক ও রোগোৎপাদক। মদ্য ত্রিদোষ প্রকোপক বলিয়া সকল মদাত্যয়েই ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। লক্ষণ দেখিয়া দোষের আধিক্য অনুসারে নাম নির্দ্দেশ করিবে।

শরীরদুঃখং বলবৎ প্রমোহো হৃদয়ব্যথা।
অরুচিঃ প্রততা তৃষ্ণা জ্বরঃ শীতোষ্ণলক্ষণঃ ॥
শিরঃপার্শ্বাস্থিসন্ধীনাং বেদনাঽভিক্ষতে যথা।
জায়তেঽতিবলা জৃম্ভা স্ফুরণং বেপনং শ্রমঃ ॥
উরোবিবন্ধঃ কাসশ্চ হিক্কা শ্বাসঃ প্রজাগরঃ।
শরীরকম্পঃ কর্ণাক্ষিমুখরোগস্ত্রিকগ্রহঃ ॥
ছর্দ্দ্যতীসার উৎক্লেশো বাতপিত্তকফাত্মকঃ।
ভ্রমঃ প্রলাপো রূপাণামসতাঞ্চৈব দর্শনম্ ॥
তৃণভস্মলতাপর্ণপাংশুভিশ্চাবপূরণম্।
প্রধর্ষণং বিহঙ্গৈশ্চ ভ্রান্তচেতাঃ স মন্যতে ॥
ব্যাকুলানামশস্তানাং স্বপ্নানাং দর্শনানি চ।
মদাত্যয়স্য রূপাণি সর্ব্বাণ্যেতানি লক্ষয়েৎ ॥

মদাত্যয়ের সাধারণ লক্ষণ। শরীরের বলবৎ দুঃখ, প্রমোহ (অতোমোহ), হৃদয়ে বেদনা, অরুচি, নিয়ত তৃষ্ণা, শীতোষ্ণলক্ষণ জ্বর (এই জ্বরে কখন শীত কখন দাহ হয়), মস্তক পার্শ্ব অস্থি ও সন্ধিসমূহে ক্ষতবেদনাবৎ বেদনা, বলবতী জৃম্ভা, গাত্রস্ফুরণ, কম্প, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ, হৃদয়ের বিবন্ধ, কাস, হিক্কা, শ্বাস, নিদ্রাহীনতা, শরীরের কম্প, কর্ণ চক্ষু ও মুখের রোগ, ত্রিকস্থানে বেদনা, বমি, অতিসার, বমনভাব, ভ্রম, প্রলাপ,

অবিদ্যমানরূপের দর্শন এই গুলি মদাত্যয়ের সাধারণ লক্ষণ। ইহাতে রোগী ভ্রান্তচিত্ত হইয়া মনে করে যেন তৃণ-ভস্ম লতা, পত্র ও পাংশু দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। বিহঙ্গগণ কর্তৃক প্রধর্ষিত হইতেছে এবং ব্যাকুলতাজনক অপ্রশস্ত নানাপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করে। সকল মদাত্যয়ই বাতপিত্তকফাত্মক।

সর্ব্বং মদাত্যয়ং বিদ্যাৎ ত্রিদোষমধিকন্তু যম্ ।
দোষং মদাত্যয়ে পশ্যেৎ তমাদৌ প্রতিকারয়েৎ ॥
কফস্থানানুপূর্ব্ব্যা বা ক্রিয়া কার্য্যা মদাত্যয়ে ।
পিত্তমারুতপর্য্যন্তঃ প্রায়েণ হি মদাত্যয়ঃ ॥

সকল মদাত্যয়ই ত্রিদোষজনিত। কিন্তু ইহাতে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করিবে। ত্রিদোষের তুল্যতা থাকিলে কফস্থানানুপূর্ব্বী চিকিৎসা কর্ত্তব্য অর্থাৎ (প্রথমে কফের পরে পিত্ত ও বায়ুর প্রশম করিতে হয়) কারণ মদাত্যয় রোগে শেষে পিত্ত ও বায়ু বলবান্ হইয়া থাকে।

মিথ্যাতিহীনপীতেন যো ব্যাধিরূপজায়তে ।
সম্যক্ পীতেন তেনৈব স মদ্যেনোপশাম্যতি ॥

মিথ্যা (অবিধিপূর্ব্বক) পীত, অতিমাত্রায় পীত বা হীন মাত্রায় পীত মদ্য হইতে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সম্যক পীত (বিধি পূর্ব্বক পীত) মদ্য দ্বারা সেই ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে।

জীর্ণান্নে মদ্যদোষায় মদ্যমেব প্রদাপয়েৎ ।
প্রকাঙ্ক্ষা লাঘবে জাতে মদ্যমস্মৈ হিতং ভবেৎ ॥
সৌবর্চ্চলানুসংবিদ্ধং শীতং সবিড়সৈন্ধবম্ ।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকোপেতং জলযুক্তং প্রমাণবৎ ॥

মদাত্যয় রোগীর শরীর জীর্ণ হইলে তাহাকে মদ্যপান করিতে দিবে। আকাঙ্ক্ষা লঘু হইলে সচল বিট্ ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত, টাবালেবু ও আদার রসমিশ্রিত জলযুক্ত পরিমিত মদ্যপান মদাত্যয় রোগীর হিতকর হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণোষ্ণেনাতিমাত্রেণ পীতেনাম্লবিদাহিনা ।
মদ্যেনাম্লরসক্লেদো বিদগ্ধঃ ক্ষারতাং গতঃ ॥
অন্তর্দ্দাহং জ্বরং তৃষ্ণাং প্রমোহং বিভ্রমং মদম্ ।
জনয়ত্যাশু তচ্ছান্ত্যৈ মদ্যমেব প্রদাপয়েৎ ॥
ক্ষারো হি যাতি মাধুর্য্যং শীঘ্রমম্লোপসংহিতঃ ।
শ্রেষ্ঠমম্লেষু মদ্যঞ্চ যৈগুণৈস্তান্ প্রবক্ষ্যতে ॥

তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য অতিমাত্রায় পীত অম্লবিদাহী মদ্য দ্বারা অম্লরস ক্লিন্ন ও বিদগ্ধ হইয়া ক্ষারভাব প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য অন্তর্দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, প্রমোহ, বিভ্রম ও মত্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্ষারভাবান্বিত অম্লরসের প্রতিকারার্থ রোগীকে আশু]

মদ্যই প্রদান করিবে কারণ ক্ষার অম্লসংযুক্ত হইলে শীঘ্রই মধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অম্লদ্রব্য সমূহের মধ্যে মদ্য যে সকল গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা যাইতেছে।

মদ্যস্যাম্লস্বভাবস্য চত্বারোঽনুরসাঃ স্মৃতাঃ।
মধুরশ্চ কষায়শ্চ তিক্তঃ কটুক এব চ॥
গুণাশ্চ দশ পূর্ব্বোক্তাস্তৈশ্চতুর্দ্দশভির্গুণৈঃ।
সর্ব্বেষাং মদ্যমেম্লানামুপর্য্যুপরি বর্ত্ততে॥

অম্লস্বভাব মদ্যের চারিটী অনুরস; যথা মধুররস, কষায়রস, তিক্তরস ও কটুরস। এই চারিটী গুণ ও পূর্ব্বোক্ত দশটী (লঘু উষ্ণ প্রভৃতি) গুণ সমুদায়ে এই চতুর্দ্দশটী গুণ মদ্যে আছে। এত অধিক গুণ আর কোন অম্লদ্রব্যে নাই। সুতরাং মদ্যই সমস্ত দ্রব্যের উপরে বর্ত্তমান অর্থাৎ অম্লদ্রব্য সমূহের মধ্যে মদ্যই শ্রেষ্ঠ।

মদ্যোৎক্লিষ্টেন দোষেণ রুদ্ধঃ স্রোতঃসু মারুতঃ।
করোতি বেদনাং তীব্রাং শিরস্যস্থিষু সন্ধিষু॥
দোষবিষ্যন্দনার্থং হি তস্মৈ মদ্যং বিশেষতঃ।
ব্যবায়িতীক্ষ্ণোষ্ণতয়া দেয়মন্যেষু সৎস্বপি॥
স্রোতোবিবন্ধনুন্মদ্যং মারুতস্যানুলোমনম্।
রোচনং দীপনঞ্চাগ্নেরভ্যাসাৎ সাত্ম্যমেব চ॥
উরঃস্রোতঃসু শুদ্ধেষু মারুতে চানুলোমিতে।
নিবর্ত্তন্তে বিকারাশ্চ সাত্ম্যস্তস্য মদোদয়ঃ॥

মদ্যোৎক্লিষ্ট দোষদ্বারা স্রোতঃসমূহে বায়ু কুপিত (রুদ্ধ) হইয়া মস্তকে অস্থিসমূহে ও সন্ধিস্থানে তীব্রবেদনা উৎপাদন করে। সেই দোষের বিষ্যন্দনার্থ (নিঃসারণার্থ) অন্যান্য অম্লরস সত্ত্বেও তাহাকে বিশেষ ভাবে মদ্যই প্রদান করিবে। কারণ মদ্য ব্যবায়ি, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য, স্রোতোবিবন্ধ নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, রুচিকর, অগ্নিদীপক ও অভ্যাস সাত্ম্য। মদ্যপান দ্বারা উরঃস্রোতঃ সমূহ শুদ্ধ ও বায়ুর অনুলোম হইলে মদ্যজ রোগ সকল নিবৃত্ত হয় এবং মদোদয় সাত্ম্য হইয়া থাকে।

বীজপূরকবৃক্ষাম্লকোলদাড়িমসংযুতম্।
যমানীহবুষাজাজীশৃঙ্গবেরাবচূর্ণিতম্॥
সস্নেহৈঃ শক্তুভির্যুক্তমবদংশৈশ্চিরোত্থিতম্।
দদ্যাৎ সলবণং মদ্যং পৈষ্টিকং বাতশান্তয়ে॥

টাবালেবু, তেঁতুল, কুল ও দাড়িম রস মিশ্রিত, যোয়ান হবুষ কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত লবণান্বিত পুরাতন পৈষ্টিক মদ্য স্নেহসমন্বিত শক্তু অবদংশের (চাটের) সহিত পান করিলে বায়ুর শান্তি হয়।

দৃষ্ট্বা বাতোল্বণং লিঙ্গং রসৈশ্চৈনমুপাচরেৎ।
লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং স্নিগ্ধাম্লৈঃ শিখিনামপি॥

পক্ষিণাং মৃগমৎস্যানামানূপানাঞ্চ সংস্কৃতৈঃ ।
ভূশয়প্রসহানাঞ্চ রসৈঃ শাল্যোদনেন চ ॥

মদাত্যয়ে বাতপ্রাধন লক্ষণ দৃষ্ট হইলে লাব তিত্তিরি কুক্কুট ও ময়ূর এই সকল পক্ষী, আনুপ মৃগ ও মৎস্য এবং ভূশয় ও প্রসহ জন্তুর মাংসের রস ঘৃতাদি স্নেহ ও অম্লরস সংযুক্ত করিয়া রোগিকে সেবন করাইবে ও শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

স্নিগ্ধোষ্ণলবণাম্লৈশ্চ বেশবারৈর্মুখপ্রিয়ৈঃ ।
স্নিগ্ধৈর্গোধূমিকৈশ্চান্নৈর্বারুণীমণ্ডসংযুতৈঃ ॥
পিশিতার্দ্রকগর্ভাভিঃ স্নিগ্ধাভিঃ পূপবর্ত্তিভিঃ ।
মাষপূপলিকাভিশ্চ বাতিকং সমুপাচরেৎ ॥

স্নিগ্ধ উষ্ণ লবণান্বিত ও অম্লসংযুক্ত মুখরোচক বেশবার, বারুণীমণ্ড সমন্বিত স্নিগ্ধ গোধূম-জাত অন্ন মাংসও আর্দ্রক গর্ভ (মাংস ও আদার পূর দেওয়া) স্নিগ্ধ পিষ্টক, এবং মাষপূপলিকা (পিষ্টক) দ্বারা বাতিক মদাত্যয়ের চিকিৎসা করিবে।

নাতিস্নিগ্ধং ন চাম্লেন যুক্তং সমরিচার্দ্রকম্ ।
মেধ্যং প্রাগুদিতং মাংসং দাড়িমস্য রসেন বা ॥
পৃথক্‌ত্রিজাতকোপেতং সধান্যমরিচার্দ্রকম্ ।
রসপ্রলেহযূষৈশ্চ সুখোষ্ণৈঃ সহ দাপয়েৎ ॥
ভক্তেন বারুণীমণ্ডং দদ্যাৎ পাতুং পিপাসবে ।
দাড়িমস্য রসং বাপি জলং বা পাঞ্চমূলিকম্ ॥
ধান্যনাগরতোয়ং বা দধিমণ্ডমথাপি বা ।
অম্লকাঞ্জিকমণ্ডং বা শুক্তোদকমথাপি বা ॥
কর্ম্মণা তেন সিদ্ধেন বিকার উপশাম্যতি ।
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে ॥

পূর্ব্বোক্ত মেধ্য মাংস সমূহের রস (অতি-পাতলা রস) প্রলেহ (অপেক্ষাকৃত ঘন রস) ও প্রলেহ (অতিগাঢ় রস) প্রস্তুত করিবে। মাংসরস পাককালে তাহাতে অধিক স্নেহ দিবে না। অম্লরস দিবে না, প্রয়োজন হইলে দাড়িমের রস মিশাইবে। মরিচ চূর্ণও আদা উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। অথবা ধনে মরিচচূর্ণ ও আদা মিশাইবে। সুগন্ধার্থ ত্রিজাতক (তেজপাতা এলাইচ ও দারুচিনি) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। পাকান্তে ঈষদুষ্ণ এই মাংস রসসহ অন্ন রোগিকে ভোজন করাইবে। পিপাসা হইলে বারুণীমণ্ড, দাড়িমের রস, পঞ্চমূলের কাথ, ধনে ও শুঁঠ সিদ্ধ জল, দধিমণ্ড, অম্লকাঞ্জিকমণ্ড অথবা শুক্রোদক পান করিতে দিবে। মাত্রাকালপ্রযুক্ত এই সকল সিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা মদাত্যয় (বাতিক) উপশমিত এবং বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

রাগষাড়বসংযোগৈর্বিবিধৈর্ভক্তরোচনৈঃ ।
পিশিতৈঃ শাকপিষ্টান্নৈর্যবগোধূমশালিভিঃ ॥

অভ্যঙ্গোৎসাদনৈঃ স্নানৈরুষ্ণৈঃ প্রাবরণৈর্ঘনৈঃ।

নারীণাং যৌবনোষ্ণানাং নির্দ্দয়ৈরুপগূহনৈঃ।
শ্রোণ্যুরুকুচভারৈশ্চ সংরোধোষ্ণসুখপ্রদৈঃ॥
শয়নাচ্ছাদনৈরুষ্ণৈরুষ্ণৈশ্চান্তর্গৃহৈঃ সুখৈঃ।
মারুতপ্রবলঃ শীঘ্রং প্রশাম্যতি মদাত্যয়ঃ॥

রাগষাড়ব, ভক্তরোচক নানাপ্রকার মাংস, শাক, যব গোধূম ও শালিতণ্ডুলের বিবিধ পিষ্টান্ন, অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, উষ্ণ ও ঘন (পুরু) আবরণবস্ত্র, অগুরুর ঘন প্রলেপ, অগুরুর ঘন ধূপ, যৌবনোষান্বিত রমণীগণের শ্রোণী উরুও কুচভার দ্বারা সংরোধ হেতু উষ্ণ ও সুখপ্রদ গাঢ় আলিঙ্গন, উষ্ণ শয়ন, উষ্ণ আচ্ছাদন, উষ্ণ ও সুখকর অন্তর্গৃহ এই সকল দ্বারা বাতপ্রবল মদাত্যয় সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

মদ্যং খর্জ্জুরমৃদ্বীকাপরূষকরসৈর্যুতম্।
সদাড়িমরসং শীতং শক্তুভিশ্চাবচূর্ণিতম্॥
সশর্করং শার্করং বা মাধ্বীকমথবাপরম্।
দদ্যাদ্ বহূদকং কালে পাতুং পিত্তমদাত্যয়ে॥

খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, ফলসা ফল ও দাড়িম ইহাদের রসের সহিত সম্মিশ্রিত এবং শক্তু দ্বারা অবচূর্ণিত শীতবীর্য্য (পৈষ্টিকাদি) মদ্য অথবা শার্করমদ্য কিংবা মাধ্বীক মদ্য বা তৎসদৃশ অন্য মদ্য বহুজল মিশ্রিত ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া উপযুক্ত কালে পিত্তমদাত্যয়াক্রান্ত রোগিকে পান করিতে দিবে।

শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ লাবানসিতপুচ্ছকান্।
মধুরাম্লান্ প্রযুঞ্জীত ভোজনে শালিষষ্টিকান্॥
পটোলযূষমিশ্রং বা চ্ছাগলং কল্পয়েদ্রসম্।
সতীনমুদ্গমিশ্রং বা দাড়িমামলকান্বিতম্॥
দ্রাক্ষামলকখর্জ্জুরপরূষকরসেন বা।
কল্পয়েৎ তর্পণান্ যূষান্ রসাংশ্চ বিবিধাত্মকান্॥

পিত্তমদাত্যয়রোগে শশ, কপিঞ্জল, এণ, লাবপক্ষী ও কৃষ্ণপুচ্ছ (শৃঙ্গবিহীন হরিণের ন্যায় জন্তু) ইহাদের মাংসরস প্রস্তুত করিবে। সেই মাংসরস মধুরাম্লরসান্বিত করিয়া তৎসহ শালিতণ্ডুল বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজনার্থ প্রয়োগ করিবে। ছাগমাংস রস পটোল যূষ মিশ্রিত বা মটরকলায় ও মুদ্গযূষ মিশ্রিত করিয়া তাহা দাড়িম ও আমলকীর রসে অম্লীকৃত করিয়া পিত্তমদাত্যয়ে প্রদান করিবে। দ্রাক্ষা, আমলকী, খর্জ্জুর ও ফলসা ফলের রসের সহিত নানাবিধ তর্পণ যূষ ও মাংসরস কল্পনা করিবে।

আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টং কফপিত্তং মদাত্যয়ে।
বিজ্ঞায় বহুদোষস্য তৃড়্বিদাহান্বিতস্য চ॥

মদ্যং দ্রাক্ষারসং তোয়ং দত্ত্বা তর্পণমেব বা ।
নিঃশেষং বাময়েচ্ছীঘ্রমেবং রোগাদ্বিমুচ্যতে ॥

বহুদোষান্বিত এবং তৃষ্ণা ও বিদাহযুক্ত পিত্তমদাত্যয় রোগীর আমাশয়স্থ কফ ও পিত্ত উৎক্লিষ্ট (বমনোন্মুখ) হইলে তাহাকে মদ্য দ্রাক্ষারস জল অথবা তর্পণ দ্রব্যে মিশাইয়া পান করাইবে। তাহা হইলে নিঃশেষে বমন হওয়ায় রোগী পিত্তমদাত্যয় হইতে শীঘ্র শান্তিলাভ করিবে।

কালে পুনস্তর্পণঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাৎ প্রকাঙ্ক্ষিতে ।
তেনাগ্নির্দীপ্যতে তস্য দোষশেষান্নপাচকঃ ॥

বমনের পর রোগীর অন্নাকাঙ্ক্ষা হইলে তাহাকে উপযুক্ত সময়ে তর্পণাদিক্রম করিবে অর্থাৎ তর্পণ ও পেয়াদি পান করিতে দিবে। তদ্বারা অগ্নির দীপ্তি এবং দোষ শেষ ও অন্নের পরিপাক হইবে।

কাসে সরক্তনিষ্ঠীবে পার্শ্বস্তনরুজাসু চ ।
তৃষ্যতে সবিদাহে চ সোৎক্লেশে হৃদয়োরসি ॥
গুড়ূচীভদ্রমুস্তানাং পটোলস্যাথবা ভিষক্ ।
রসং সনাগরং দদ্যাৎ তিত্তিরৈঃ প্রতিভোজনম্ ॥

পিত্তমদাত্যয় রোগীর কাস, রক্ত নিষ্ঠীবন, পার্শ্ব ও স্তনদেশে বেদনা, পিপাসা, বিদাহ থাকিলে এবং হৃদয় ও বক্ষঃস্থল উৎক্লেশযুক্ত হইলে গুলঞ্চ ও ভদ্রমুস্তার কাথ অথবা পটোলের রস শুঁঠচূর্ণের সহিত পানার্থ দিবে। এবং তিত্তিরি মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে।

তৃষ্যতে চাতিবলবদ্বাতপিত্তসমুদ্ভবে ।
দদ্যাদ্ দ্রাক্ষারসং পাতুং শীতং দোষানুলোমনম্ ॥
জীর্ণেচ মধুরাম্লেন চ্ছাগমাংসরসেন তম্ ।
ভোজনং ভোজয়েন্মদ্যমনুতর্ষঞ্চ পায়য়েৎ ॥
অনুতর্ষস্য মাত্রা সা যথা নো হন্যতে মনঃ ।
তৃষ্যতে মদ্যমম্লাম্লং প্রদেয়ং স্যাদ্ বহূদকম্ ॥
তৃষ্ণা যেনোপশাম্যেত মদং যেন চ নাপ্নুয়াৎ ।
পরুষকাণাং পীলুনাং রসং শীতমথাম্বু বা ॥
পর্ণিনীণাং চতসৃণাং পিবেদ্বা শীতলং জলম্ ।
মুদগদাড়িমলাজানাং তৃষ্ণাঘ্নং বা পিবেদ্রসম্ ॥
কোলদাড়িমবৃক্ষাম্লচুক্রিকাচুক্রিকারসঃ ।
পঞ্চাম্লকো মুখালেপঃ সদ্যস্তৃষ্ণাং নিযচ্ছতি ॥

অতিপ্রবলবাতপিত্তজ মদাত্যয়ে রোগীর পিপাসা হইলে তাহাকে শীতল দোষানুলোমন দ্রাক্ষারস পান করাইবে। দ্রাক্ষারস জীর্ণ হইলে মধুরাম্লরসান্বিত ছাগমাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে এবং পিপাসা হইলে মদ্যপান করিতে দিবে। যে পরিমিত মদ্যপান করিলে মন উপহত না হয় তাহাই অনুপানের মাত্রা জানিবে। তৃষ্ণার্ত্তমদাত্যয় রোগিকে বহু জল মিশ্রিত মদ্য এরূপ অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে, যদ্দ্বারা পিপাসার শান্তি হয় অথচ মত্ততা না জন্মে। অথবা ফল্‌সা বা পীলুরস, শৃতশীতল জল, কিংবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষাণি ইহাদের অর্দ্ধশৃত শীতল কাথ, বা মুগ দাড়িম ও খৈ সহ জলসিদ্ধ করিয়া সেই অর্দ্ধপক জল পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা তৃষ্ণার শান্তি হইবে। কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চুকাপালং ও আমরুল এই পঞ্চাম্লের রসদ্বারা মুখালেপ করিলে তৃষ্ণা সদ্য নিবারিত হয়।

শীতলান্যন্নপানানি শীতশয্যাসনানি চ।
শীতবাতজলস্পর্শাঃ শীতান্যুপবনানি চ॥
ক্ষৌমপদ্মোৎপলানাঞ্চ মণীনাং মৌক্তিকস্য চ।
চন্দনোদকশীতানাং স্পর্শাশ্চন্দ্রাংশুশীতলাঃ॥
হৈমরাজতকাংস্যানাং পাত্রাণাং শীতবারিভিঃ।
পূর্ণানাং হিমপূর্ণানাং দৃতীনাং পবনাহতাঃ॥
সংস্পর্শাশ্চন্দনার্দ্রাণাং স্ত্রীণাং পিত্তমদাত্যয়ে।
শীতবীর্য্যং যদন্যচ্চ তৎ সর্ব্বং বিনিযোজয়েৎ॥
কুমুদোৎপলপত্রাণাং সিক্তানাং চন্দনাম্বুনা।
হিতাঃ স্পর্শা মনোজ্ঞানাং দাহে মদ্যসমুত্থিতে॥
কথাশ্চ বিবিধাশ্চিত্রাঃ শব্দাশ্চ শিখিনাং শিবাঃ।
তোয়দানাঞ্চ সংশব্দাঃ শময়ন্তি মদাত্যয়ম্॥
জলযন্ত্রাণি বর্ষাণি বাতযন্ত্রবহানি চ।
কল্পনীয়ানি ভিষজা দাহে ধারাগৃহাণ্যপি॥
পরিষেকাবগাহেষু ব্যর্জনানাঞ্চ সেচনে।
শস্যতে শিশিরং তোয়ং দাহতৃষ্ণাপ্রশান্তয়ে॥

শীতল অন্নপান, শীতল শয্যা ও আসন, শীতল বায়ু ও শীতল জল স্পর্শ, শীতল উপবন, ক্ষৌমবস্ত্র পদ্ম উৎপল মণি ও মুক্তাধারণ, চন্দনোদক শীতল দ্রব্য স্পর্শ, চন্দ্রাংশুশীতল স্পর্শ, শীতল বারিপরিপূর্ণ হৈমরাজতকাংস্য পাত্রস্পর্শ, হিমপূর্ণ চর্ম্মপুটকস্পর্শ, পবনাহত দ্রব্যের স্পর্শ এবং চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গী স্ত্রীগণের অঙ্গসংস্পর্শ এই সকল পিত্তজ মদাত্যয়ে ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য যাহা কিছু শীতবীর্য্য তৎসমস্তই ইহাতে বিনিয়োগ করিবে। মদ্যসমুত্থিত দাহশান্তির জন্য চন্দন জলসিক্ত মনোজ্ঞ কুমুদ উৎপলপত্র স্পর্শ হিতকর। নানাপ্রকার বিচিত্র কথা, ময়ূরগণের শিব শব্দ ও মেঘের ধ্বনি মদাত্যয়ের শান্তি করে। দাহশান্তির

জন্য চিকিৎসক, জলবর্ষণ যন্ত্র, বাতবহযন্ত্র ও ধারাগৃহ কল্পনা করিবেন। পরিষেকে অবগাহন ও ব্যজনের সেবনে তোলবৃন্তাদির পরিষেকার্থ) শীতল জল প্রশস্ত। ইহাতে মদ্যজনিত দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়।

ফলিনীসেব্যলোধ্রাম্বুহেমপত্রং কুটন্নটম্।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্॥
বদরীপল্লবোত্থশ্চ তথৈবারিষ্টকোদ্ভবঃ।
ফেনিলায়াশ্চ যঃ ফেনস্তৈর্দাহে লেপনং হিতম্॥
সুরা সমণ্ডা দধ্যম্লং মাতুলুঙ্গরসো মধু।
সেকে প্রদেহে শস্যন্তে দাহঘ্নাঃ সাম্লকাঞ্জিকাঃ॥
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন কর্ম্মণানেন শাম্যতি।
ধীমতো বৈদ্যবশ্যস্য শীঘ্রং পিত্তমদাত্যয়ঃ॥

প্রিয়ঙ্গু বেনারমূল, লোধ, বালা, নাগেশ্বরপুষ্প, তেজপত্র ও কৈবর্ত্তমুতা এই সকল দ্রব্য কালিয়াকাষ্ঠের রসে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা মদ্যজ দাহে প্রশস্ত। কচি কুলপাতা বা নিমপাতা জলে বা কাঁজিতে প্রস্তরপাত্রে ঘর্ষিত করিলে যে ফেন জন্মে তাহা গাত্রে মাখিলে বা রীটাফলের ফেন গাত্রে মাখিলে দাহ নিবারিত হয়। সমণ্ড সুরা অম্লদধি, ছোলঙ্গলেবুর রস ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য অম্লকাঁজিতে মিশাইয়া তাহার পরিষেক বা প্রলেপ দাহে প্রশস্ত। উপযুক্তমাত্রায় ও উপযুক্তকালে প্রযুক্ত এই সকল যোগদ্বারা বুদ্ধিমান বৈদ্যবশ্য রোগীর পিত্তজ মদাত্যয় আশু প্রশমিত হয়।

উল্লেখনোপবাসাভ্যাং জয়েৎ কফমদাত্যয়ম্।
তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ দদ্যাদ্ধ্রীবেরসাধিতম্॥
বলয়া পৃশ্নিপর্ণ্যা বা কণ্ঠকার্য্যাথবা শৃতম্।
সনাগরাভিঃ সর্ব্বাভিরাভির্বা শৃতশীতলম্॥
ভূ-স্পর্শেন সমুস্তেন শৃতং পর্পটকেন বা।
জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদ্দোষবিপাচনম্॥
এতদেব চ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসাজ্বরনাশনম্॥

কফজ মদাত্যয় রোগে বমন ও উপবাস ব্যবস্থা করিবে। তদ্দ্বারা উহার শান্তি হইবে। রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাহাকে বালা, সিদ্ধজল বেড়েলা, ও চাকুলে সিদ্ধজল বা কণ্টকারী সিদ্ধজল অথবা শুঁঠ ও উক্ত সমস্ত দ্রব্যগুলি সিদ্ধ ও শীতল করিয়া তাহা পানার্থ প্রদান করিবে। দুরালভা, ও মুতা অথবা ক্ষেতপাপড়া কিংবা মুতার সহিত শৃতশীতল জলপান পান করিলে দোষের পরিপাক হয়। সমস্ত মদাত্যয়েই এই সকল নির্দ্দোষ পানীয় প্রদান করিবে। এই সকল পানীয় পিপাসা ও জ্বরনাশক।

নিরামং কাঙ্‌ক্ষিতং কালে পায়য়েদ্বহুমাক্ষিকম্।
শার্করং মধু বাজীর্ণমরিষ্টং শীধুমেব বা॥
রুক্ষং তর্পণসংযুক্তং যবান্নং বা প্রদাপয়েৎ।
ব্যোষযূষমথাম্লং বা সিদ্ধং বা সাম্লবেতসম্॥
ছাগমাংসরসং রুক্ষমম্লং বা জাঙ্গলং রসম্।
স্থাল্যাং বাথ কপালে বা ভৃষ্টং নীরসবর্ত্তিতম্॥
কট্বম্ললবণং মাংসং ভক্ষয়ন্ বৃণুয়ান্মধু।
ব্যক্তমারিচকং মাংসং মাতুলুঙ্গরসান্বিতম্॥
প্রভূতকটুসংযুক্তং যমানীনাগরান্বিতম্।
যবগোধূমকং চান্নং রুক্ষং যূষেণ ভোজয়েৎ॥
কুলত্থানাং সুশুষ্কানাং মূলকানাং রসেন বা।
ভৃষ্টং দাড়িমপঞ্চাম্লমুদ্গযূষং যবাষ্টমম্॥
যথাগ্নি ভক্ষয়েৎ কালে প্রভূতার্দ্রকপেষিতম্।
পিবেচ্চ নিগদং মদ্যং কফপ্রায়ে মদাত্যয়ে॥

পূর্ব্বোক্ত পানীয় পান দ্বারা আমদোষ নষ্ট ও ভোজনাকাঙ্ক্ষা হইলে কফমদাত্যয়িকে পিপাসার সময় বহু মধুমিশ্রিত জল, শর্করা মিশ্রিত জল, পুরাতন মধু অরিষ্ট বা শীধু পান করিতে দিবে। ক্ষুধাকালে রুক্ষ তর্পণ, বা যবান্ন প্রদান করিবে। ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত মুদ্গাদি যূষ, অম্লবেতস সাধিত অম্ল, রুক্ষ ও অম্ল ছাগমাংস রস বা জাঙ্গল মাংস রস আহারার্থ দিবে। স্থালীতে বা কপালে ছাগমাংস বা জাঙ্গল মাংস ভাজিয়া তাহাতে কটু অম্ল ও লবণ মিশাইয়া নীরসবর্ত্তি করিবে; সেই মাংস কফমদাত্যয়াক্রান্ত রোগিকে খাওয়াইয়া মধুপান করিতে দিবে। মাংস পাক করিয়া তাহাতে প্রভূত মরিচচূর্ণ ও টাবালেবুর রস মিশাইয়া সেই মাংস অথবা প্রচুর পরিমাণে মরিচাদি কটুদ্রব্য যোয়ান ও শুঁঠের সহিত মাংস পাক করিয়া সেই মাংস এবং শুষ্কমূলা বা কুলত্থ কলায়ের যূষের সহিত যব ও গোধূমকৃত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। দাড়িম ছাল, পঞ্চাম্ল (দাড়িম, কুল, থৈকল, তেঁতুল ও চুকাপালঙ্), মুগ ও যব এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত যূষ ভর্জ্জিত করিয়া পেষিত প্রচুর আদার সহিত যথাগ্নি ভোজন করিবে। তৎপরে নিগদ মদ্যপান করিবে।

সৌবর্চ্চলমজাজী চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসম্।
ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশং শর্করাভাগযোজিতম্॥
এতল্লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥
এতদেব পুনর্যুক্ত্যা মথুরাম্লৈর্দ্রবীকৃতম্।
গোধূমান্নযবান্নানাং মাংসানাঞ্চাতিরোচনম্॥

অষ্টাঙ্গলবণ। সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, তেঁতুল, ও অম্লবেতস প্রত্যেক ১ ভাগ দারুচিনি, এলাচ ও মরিচ প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ ও চিনি ১ ভাগ একত্র চূর্ণ করিবে। ইহার নাম অষ্টাঙ্গলবণ। ইহা কফজ মদাত্যয়ে স্রোতোবিশোধনার্থ সেবন করিবে। এই অষ্টাঙ্গলবণ অত্যন্ত অগ্নিসন্দীপক। মধুর ও অম্লরসে দ্রবীকৃত করিয়া এই লবণ সেবন করিলে যবান্ন গোধূমান্ন ও মাংসে অত্যন্ত রুচি হয়।

পেষয়েৎ কটুকৈর্যুক্তাং শ্বেতাং বীজবিবর্জ্জিতাম্‌ ।
মৃদ্বীকাং মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা ॥
সৌবর্চ্চলৈলামরিচৈরজাজীভৃঙ্গদীপ্যকৈঃ ।
সরাগঃ ক্ষৌদ্রসংযুক্তঃ শ্রেষ্ঠো রোচনদীপনঃ ॥

বীজরহিত শ্বেত দ্রাক্ষা মরিচাদি কটুদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া টাবালেবুর রসে বা দাড়িমের রসে পেষণ করিবে। পরে তাহার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সচল লবণ, এলাচ, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি বনযমানীচূর্ণ এবং মধুমিশ্রিত করিয়া রাগ প্রস্তুত করিবে। এইরাগ রুচিকর ও অগ্নিদীপক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মৃদ্বীকায়া বিধানেন কারয়েৎ কারবীমপি।
শুক্তং মৎস্যণ্ডিকোপেতং রাগং রোচনদীপনম্‌ ॥
আম্রামলকপেশীনাং রাগান্‌ কুর্য্যাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ।
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজীকারবীমরিচান্বিতান্‌ ॥
গুড়েন মধুশুক্তেন ব্যক্তাম্লমধুরীকৃতান্‌ ।
তৈরন্নং রুচ্যতে দিগ্ধং ভুক্তং সম্যক্‌ চ জীর্য্যতি ॥

পূর্ব্বোক্ত মৃদ্বীকারাগ বিধানে কৃষ্ণজীরার ও রাগ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মৎস্যণ্ডিকা (দানা বিশিষ্ট মাৎগুড়) মিশাইবে। ইহাকে শুক্তরাগ কহে। এই রাগ রুচিকর ও অগ্নিদীপক আম্রপেশী (আমচুর, আমসী) ও আমলকী পেশীরও পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাগ প্রস্তুত করিবে। আম্রপেশী বা আমলকী পেশী সহিত ধনে, সচল লবণ জীরা, কৃষ্ণজীরা ও মরিচচূর্ণ এবং গুড় ও মধুশুক্ত মিশাইয়া স্পষ্ট অম্লমধুর রসান্বিত করিবে। তাহা হইলে রাগ প্রস্তুত হইবে। এই রাগ অন্নে মিশাইয়া সেবন করিলে সম্যক জীর্ণ ও অন্নে রুচি হয়।

রুক্ষান্নে নানুপানেন সোষ্ণেণ শিশিরেণ বা ।
ব্যায়ামলঙ্ঘনাভ্যাঞ্চ যুক্ত্যা জাগরণেন চ ॥
কালযুক্তেন রুক্ষেণ স্নানেনোদ্বর্ত্তনেন চ ।
প্রাণবর্ণকরাণাঞ্চ প্রহর্ষাণাঞ্চ সেবয়া ॥
সেবয়া বসনানাঞ্চ গুরূণামগুরোরপি ।
সকামোষ্ণসুখাঙ্গানামঙ্গনানাঞ্চ সেবয়া ॥

সুখশিক্ষিতহস্তানাং স্ত্রীণাং সংবাহনেন চ।
মদাত্যয়ঃ কফপ্রায়ঃ শীঘ্রমেবোপশাম্যতি॥

উষ্ণ বা শীতল রুক্ষ ও অম্ল অনুপান, যুক্তিপূর্ব্বক ব্যায়াম লঙ্ঘন ও রাত্রিজাগরণ, কালোপযোগী রুক্ষ স্নান ও উদ্বর্ত্তন, প্রাণবর্দ্ধক, বর্ণকারক ও হর্ষোৎপাদক বিষয় সেবন, গুরু বসন সেবন, অগুরু লেপন, কামার্ত্তা উষ্ণসুখাঙ্গী অঙ্গনা সেবন, সুখশিক্ষিত হস্ত স্ত্রীগণের দ্বারা সংবাহন (গ্লাটেপান) এই সমস্ত উপায় দ্বারা কফজ মদাত্যয় শীঘ্র উপশমিত হয়।

যদিদং কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টং পৃথগ্দোষোল্বণং প্রতি।
সন্নিপাতে দশবিধে তদ্বিকল্প্যং ভিষগ্বিদা॥
যস্তু দোষবিকল্পজ্ঞো যশ্চৌষধবিকল্পবিৎ।
স সাধ্যান্ সাধয়েদ্ব্যাধীন্ সাধ্যাসাধ্যবিভাগবিৎ॥

পৃথক্ পৃথক বাতাদিদোষোল্বণ মদাত্যয়ের যে চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইল; চিকিৎসক সেই সমস্ত চিকিৎসা দশবিধ সন্নিপাতজ মদাত্যয়ে ব্যবস্থা করিবেন। যে চিকিৎসক দোষবিকল্পজ্ঞ, ঔষধ বিকল্পজ্ঞ, ও রোগের সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞ, সেই চিকিৎসক সাধ্যব্যাধি সমূহের প্রতিকার করিতে পারেন।

বনানি রমণীয়ানি সপদ্মাঃ সলিলাশয়াঃ।
বিশদান্যন্নপানানি সহায়াশ্চ প্রহর্ষণাঃ॥
মাল্যানি গন্ধযোগাশ্চ বাসাংসি বিমলানি চ।
গান্ধর্ব্বশব্দাঃ কান্তাশ্চ গোষ্ঠ্যশ্চ হৃদয়প্রিয়াঃ॥
সঙ্কথাহাস্যগীতানাং বিশদাশ্চৈব যোজনাঃ।
প্রিয়াশ্চানুগতা নার্য্যো নাশয়ন্তি মদাত্যয়ম্॥

রমণীয় বন, পদ্মযুক্ত জলাশয়, বিশদ অন্নপান, হর্ষবর্দ্ধক সহায়, মাল্য, সুগন্ধ দ্রব্য, নির্ম্মলবস্ত্র, মনঃপ্রিয় সঙ্গীত শব্দ, হৃদয় প্রিয় সঙ্গিগণ, কথা হাস্য ও গীতের বিশদ যোজনা, প্রিয় ও অনুগত স্ত্রী; এই সমস্ত উপায়ে মদাত্যয় নষ্ট হইয়া থাকে।

নাক্ষোভ্য হি মনো মদ্যং শরীরমবিহত্য চ।
কুর্য্যান্মদাত্যয়ং তস্মাদেষ্টব্যা হর্ষিণী ক্রিয়া॥
আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভিঃ শমং যাতি মদাত্যয়ঃ।
ন চেন্মদ্যক্রমং মুক্ত্বা ক্ষীরমস্য প্রয়োজয়েৎ॥

মদ্য মনকে ক্ষুভিত ও শরীরকে বিহত না করিয়া মদাত্যয় রোগ উৎপাদন করে না। অর্থাৎ মদ্যপানে মন ক্ষুব্ধ ও শরীর উপহত হইলে মদাত্যয় রোগ জন্মে। অতএব ইহাতে হর্ষজনক কর্ম্মসকল করিবে। এই সমস্ত সিদ্ধক্রিয়া দ্বারা যদি মদাত্যয় প্রশমিত না হয় তাহা হইলে মদ্যক্রম ত্যাগ করিয়া মদাত্যয় রোগিকে দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে।

লঙ্ঘনৈঃ পাচনৈর্দোষশোধনৈঃ শমনৈরপি ।
বিমদ্যস্য কফে ক্ষীণে জাতে দৌর্ব্বল্যলাঘবে ॥
তস্য মদ্যবিদগ্ধস্য বাতপিত্তাধিকস্য চ ।
গ্রীষ্মোপতপ্তস্য তরোর্যথা বষং তথা পয়ঃ ॥
পয়সা বিহতে রোগে বলে জাতে নিবর্ত্তয়েৎ ।
ক্ষীরপ্রয়োগং মদ্যঞ্চ ক্রমেণাল্পাল্পমাচরেৎ ॥

লঙ্ঘন, পাচন, দোষশোধন ও শমন ঔষধ দ্বারা বিগত মদ্য ব্যক্তির কফক্ষীণ এবং শরীর দুর্ব্বল ও লঘু হইলে তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। গ্রীষ্ম সন্তপ্ত তরুর পক্ষে বৃষ্টি যেমন হিতকর, সেইরূপ মদ্যবিদগ্ধ ও বাতপিত্তপ্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে দুগ্ধও হিতকর। ক্ষীর প্রয়োগ দ্বারা মদাত্যয় রোগ নষ্ট হইলে এবং শরীরে বল জন্মিলে তখন দুগ্ধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া ক্রমশঃ অল্প অল্প মদ্যপান করাইবে।

বিচ্ছিন্নমদ্যঃ সহসা যোঽতিমদ্যং নিষেবতে ।
ধ্বংসোবিক্ষেপকশ্চৈব রোগস্তস্যোপজায়তে ॥
ব্যাধ্যুপক্ষীণদেহস্য দুশ্চিকিৎস্যতমৌ হি তৌ ।
তয়োর্লিঙ্গং চিকিৎসা চ যথাবদুপদেক্ষ্যতে ॥

মদ্যপান ত্যাগ করার পর যদি কোন ব্যক্তি সহসা অতিরিক্ত মদ্যপান করে। তাহা হইলে তাহার ধ্বংস ও বিক্ষেপক নামক রোগ জন্মে। ব্যাধিক্ষীণ শরীরে এই রোগ দুইটী দুশ্চিকিৎস্যতম হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাযথ উপদেশ দিতেছি।

শ্লেষ্মপ্রসেকঃ কণ্ঠাস্যশোষঃ শব্দাসহিষ্ণুতা ।
মোহস্তন্দ্রাতিযোগশ্চ জ্ঞেয়ং ধ্বংসকলক্ষণম্ ॥

ধ্বংসকলক্ষণ। শ্লেষ্মপ্রসেক, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ শব্দশ্রবণে অসহিষ্ণুতা, মোহ ও অতিশয় তন্দ্রা এই গুলি ধ্বংসকরোগ লক্ষণ।

হৃৎকণ্ঠরোগঃ সম্মোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গরুজা জ্বরঃ ।
তৃষ্ণা কাসঃ শিরঃশূলমেতদ্বিক্ষেপলক্ষণম্ ॥

বিক্ষেপ লক্ষণ। হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, সম্মোহ, বমি, অঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, ও শিরঃশূল এই সকল বিক্ষেপক রোগের লক্ষণ।

তয়োঃ কর্ম্ম তদেবেষ্টং বাতিকে যন্মদাত্যয়ে ।
তৌ হি প্রক্ষীণদেহস্য জায়েতাং দুর্ব্বলস্য বৈ ॥
বস্তয়ঃ সপিষঃ পানং প্রয়োগঃ ক্ষীরসর্পিষোঃ ।
অভ্যঙ্গোৎসাদনস্নানান্যন্নপানঞ্চ বাতনুৎ ॥
বিক্ষেপকো ধ্বংসকশ্চ কর্ম্মণানেন শাম্যতঃ ।

বাতপ্রধান মদাত্যয়ের যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে ধ্বংসক ও বিক্ষেপক রোগেও সেই সমস্ত চিকিৎসা করিবে। ক্ষীণদেহ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরই এই রোগদ্বয় জন্মিয়া থাকে। বস্তি প্রয়োগ, ঘৃত পান, ক্ষীর প্রয়োগ, ঘৃত প্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান ও বাতঘ্ন অন্ন পান এই সকল কর্ম্মদ্বারা ধ্বংস ও বিক্ষেপক রোগ প্রশমিত হয়।

যুক্তমদ্যস্য মদ্যোত্থো ন ব্যাধিরুপজায়তে ॥
নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদ্যেভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শারীরমানসৈর্ধীমান্ বিকারৈর্ন স যুজ্যতে ॥

যে ব্যক্তি যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করে, তাহার মদ্যজনিত ব্যধিসমূহ উৎপন্ন হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার মদ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় হয় সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শারীর ও মানস ব্যাধিসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

তত্র শ্লোকাঃ।

যৎপ্রভাবা ভগবতী সুরা পেয়া যথা চ সা।
যৎদ্রব্যা যস্য যা চেষ্টা যোগাঞ্চাপেক্ষতে যথা ॥
যথা মদয়তে যৈশ্চ গুণৈর্যুক্তা মহাগুণা।
যো মদো মদভেদাশ্চ যে ত্রয়ঃ স্বস্বলক্ষণাঃ ॥
যে চ মদ্যকৃতা দোষা গুণা যে চ মদাত্মকাঃ।
যচ্চ ত্রিবিধমাপানং যথাসত্ত্বঞ্চ লক্ষণম্ ॥
যে সহায়াঃ সুখাঃ পানে চিরক্ষিপ্রমদা নরাঃ।
মদাত্যয়স্য যো হেতুর্লক্ষণং চ যথাযথম্ ॥
মদ্যং মদ্যোত্থিতান্ রোগান্ হন্তি যশ্চ ক্রিয়াক্রমঃ।
সর্ব্বং তদুক্তমখিলং মদাত্যয়চিকিৎসিতে ॥

সুরার প্রভাব, উহা যে প্রকারে পেয়, যে দ্রব্যের সহিত পেয়, যাহার পক্ষে যে সুরা হিতকর ইহা যে প্রকারে যে যোগ অপেক্ষা করে, যেরূপে মত্ততা জন্মে, মহাগুণান্বিতা, সুরা যে যে গুণযুক্ত, মদ, তিন প্রকার মদভেদ, প্রত্যেকের স্ব স্ব লক্ষণ, মদ্যকৃত দোষ সকল, মদাত্মক গুণসমূহ, ত্রিবিধ আপান, যথাসত্ত্ব লক্ষণ, মদ্যপানে সুখকর সহায়, যাহাদের বিলম্বে বা যাহাদের শীঘ্র মত্ততা জন্মে, মদাত্যয়ের হেতু ও লক্ষণ, যথাযথ মদ্য মদ্যজনিত রোগনাশক, চিকিৎসাক্রম, এই সমস্ত মদাত্যয় চিকিৎসিতে উক্ত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
মদাত্যয়চিকিৎসিতং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অগ্নিবেশকৃত চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে চিকিৎসা স্থানে মদাত্যয় চিকিৎসানামক চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা দ্বিব্রণীয় চিকিৎসিত নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

পরাবরজ্ঞমাত্রেয়ং গতমানমদব্যথম্ ।
অগ্নিবেশো গুরুং কালে পূজয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥
ভগবন্ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টৌ দ্বৌ ব্রণৌ রোগসংগ্রহে ।
তয়োর্লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ বক্তুমর্হসি শর্ম্মদ ॥

পরাবরজ্ঞ নিরভিমান, দম্ভহীন, ব্যথারহিত গুরু আত্রেয়কে পূজা করিয়া অগ্নিবেশ উপযুক্ত অবসরে বলিয়াছিলেন ভগবান্! পূর্ব্বে রোগসংগ্রহ অধ্যায়ে দুইটীব্রণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সুখদ! এক্ষণে সেই দুইটীব্রণের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণন করুন।

ইত্যগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ ।
যৌ ব্রণৌ পূর্ব্ব মুদ্দিষ্টৌ নিজশ্চাগন্তুরেব চ ॥
শ্রূয়তাং বিধিবৎ সৌম্য তয়োর্লিঙ্গঞ্চ ভেষজম্ ।
নিজঃ শরীরদোষোত্থ আগন্তুর্বাহ্যহেতুজঃ
বধবন্ধপ্রপতনাদ্দংষ্ট্রাদন্তনখক্ষতাৎ ।
আগন্তবো ব্রণাস্তদ্বদ্বিষস্পর্শাগ্নিশস্ত্রজাঃ ॥
মন্ত্রাগদপ্রলেপাদ্যৈর্ভেষজৈর্হেতুভিশ্চ তে ।
লিঙ্গৈকদেশৈর্ভির্দ্দিষ্টা বিপরীতা নিজৈর্ব্রণাঃ ॥
ব্রণানাং নিজহেতুনামাগন্তুনামশাম্যতাম্ ।
কুর্য্যাদ্দোষবলাবেক্ষী নিজানামৌষধং যথা ॥
যথাস্বৈর্হেতুভির্দুষ্টা বাতপিত্তকফা নৃণাম্ ।
বহির্ম্মার্গং সমাশ্রিত্য জনয়ন্তি নিজান্ ব্রণান্ ॥

অগ্নিবেশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুদেব আত্রেয় বলিলেন সৌম্য! পূর্ব্বে নিজ ও আগন্তু ভেদে যে দুইটী ব্রণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণ ও ঔষধ যথা বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। শারীর দোষ (বায়ুপিত্ত ও কফ) হইতে যে ব্রণ জন্মে তাহাকে নিজব্রণ এবং বাহ্য হেতু হইতে যে ব্রণ জন্মে তাহাকে আগন্তুব্রণ কহে। বাহ্য হেতু যথা অস্ত্রপাত, বন্ধন, পতন, দংষ্ট্রাঘাত, দন্তাঘাত ও নখাঘাত। বিষস্পর্শ, অগ্নি ও শস্ত্রজ ক্ষতকেও আগন্তু ব্রণকহে। আগন্তু ব্রণের মন্ত্র অগদ ও প্রলেপাদি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট

হয়, হেতুদ্বারা (অস্ত্রপাতাদি বাহ্যহেতু দ্বারা) ইহাদের উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় এবং লিঙ্গৈক দেশ দ্বারা (কারণানুরূপ বাতাদি দোষলক্ষণ দ্বারা) ইহাদের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিজব্রণ আগন্তু ব্রণের বিপরীত। আগন্তু ব্রণ প্রশমিত না হইলে আগন্তু কারণ জাত বাতাদি দোষের বলাবলজ্ঞ চিকিৎসক নিজ ব্রণের ঔষধ সমূহ আগন্তু ব্রণে প্রয়োগ করিবেন। স্ব স্ব প্রকোপন কারণে কুপিত বাত পিত্ত ও কফ বহির্মার্গ আশ্রয় করিয়া নিজ ব্রণ সমূহ উৎপাদন করে।

স্তব্ধঃ খরোঽগ্নিসংস্পর্শো মন্দস্রাবো মহারুজঃ।
তুদ্যতে স্ফুরতি শ্যাবো ব্রণো মারুতসম্ভবঃ॥
সংপূরণৈঃ স্নেহপানৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্বেদোপনাহনৈঃ।
প্রদেহৈঃ পরিষেকৈশ্চ বাতব্রণমুপাচরেৎ॥

বাতজব্রণের লক্ষণ। এই ব্রণ স্তব্ধ, খরস্পর্শ, অগ্নিবৎ স্পর্শ বিশিষ্ট (ব্রণে হাত দিলে অগ্নিরন্যায় উত্তপ্ত বোধহয়), অল্প স্রাবযুক্ত, অত্যন্ত বেদনান্বিত ও শ্যাববর্ণ হয়। বাতজ ব্রণে সূচীবেধবৎ বেদনা ও স্ফুরণ দপ্‌দপানি) হইয়া থাকে। (চিকিৎসা) সংপূরণ (বাতঘ্ন দ্রবদ্রব্যের দ্বারা উদর পূর্ত্তি) স্নেহপান, স্নিগ্ধ স্বেদ ও স্নিগ্ধ উপনাহ (পুল্টিস্) প্রদেহ (প্রলেপ) ও পরিষেক দ্বারা বাতজ ব্রণের চিকিৎসা করিবে।

তৃষ্ণামোহজ্বরক্লেদদাহদুষ্ট্যবদারণৈঃ।
ব্রণং পিত্তকৃতং বিদ্যাৎ গন্ধৈঃ স্রাবৈশ্চ পূতিকৈঃ॥
শীতলৈর্ম্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈঃ প্রদেহপরিষেচনৈঃ।
সর্পিঃপানৈর্বিরেকৈশ্চ পৈত্তিকং শময়েদ্‌ব্রণম্॥

পিত্তজব্রণলক্ষণ। এই ব্রণে তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, ক্লেদ, দাহ, দুষ্টি, বিদারণ ও পূতিগন্ধস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চিকিৎসা) শীতল মধুররস ও স্নিগ্ধ প্রলেপ ও পরিষেক, ঘৃতপান ও বিরেচন এই সকল ক্রিয়া দ্বারা পিত্তজ ব্রণ প্রশমিত হয়।

বহুপিচ্ছো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ স্তিমিতো মন্দবেদনঃ।
পাণ্ডুবর্ণোঽল্পসংক্লেদশ্চিরকারী কফব্রণঃ॥
কষায়কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ প্রদেহপরিষেচনৈঃ।
কফব্রণং প্রশময়েৎ তথা লঙ্ঘনশোধনৈঃ॥

শ্লেষ্মজব্রণলক্ষণ। এই ব্রণ অত্যন্ত পিচ্ছিল, গুরু (ভারবিশিষ্ট), স্নিগ্ধ, স্তিমিত, অল্পবেদনাযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, অল্পক্লেদান্বিত, ও চিরকারী (ইহা বিলম্বে পাকে)। (চিকিৎসা) কষায় কটু রুক্ষ ও উষ্ণ প্রদেহ ও পরিষেক এবং লঙ্ঘন ও শোধন দ্বারা কফ ব্রণ প্রশমিত হয়।

তৌ দ্বৌ নানাত্বভেদেন ভিন্নাঃ স্যুর্বিংশতির্ব্রণাঃ।
তেষাং পরীক্ষা ত্রিবিধা প্রদুষ্টা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥

স্থানান্যষ্টৌ তথা গন্ধাঃ পরিস্রাবাশ্চতুর্দ্দশ।
ষোড়শোপদ্রবা দোষাশ্চত্বারো বিংশতিস্তথা॥
তথা চোপক্রমাঃ সিদ্ধাঃ ষট্ত্রিংশৎ সমুদাহৃতাঃ।
বিভজ্যমানান্ শৃণু মে সর্ব্বানেতান্ যথেরিতান্॥

উক্ত দ্বিবিধ ব্রণ নানাত্বভেদে বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। ইহাদের পরীক্ষা ত্রিবিধ, প্রদুষ্টি দ্বাদশপ্রকার, স্থান আটটী, গন্ধ আটপ্রকার, স্রাব চতুর্দ্দশ প্রকার, উপদ্রব ষোড়শ প্রকার, দোষ চতুর্বিংশতি প্রকার ও সিদ্ধ চিকিৎসা ষট্ত্রিংশৎ প্রকার। এই সকল বিষয় যথাযথ বিভাগ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

কৃত্যোৎকৃত্যস্থা দুষ্টস্তথা মর্ম্মস্থিতো নবঃ।
সংবৃতো দারুণোৎসন্নঃ সবিষো বিষমস্থিতঃ॥
অস্রাব্যুৎসঙ্গ্যথৈবৈমাং ব্রণান্ বিদ্যাদ্বিপর্য্যয়াত্।
ইতি নানাত্বভেদেন নিরুক্তা বিংশতির্ব্রণাঃ॥

নানাত্বভেদে বিংশতি প্রকার ব্রণ কথিত হইতেছে—কৃত্যোৎকৃত্য (সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্র-সাধ্য ভেদে দ্বিবিধ সাধ্য) দুষ্ট, মর্ম্মস্থিত, নূতন উৎপন্ন, সংবৃত, দারুণোৎসন্ন (অত্যন্ত উদ্গত), সবিষ, বিষমস্থিত, অস্রাবীও উৎসঙ্গী (কোটর বিশিষ্ট), এই দশপ্রকার এবং ইহার বিপরীত দশ প্রকার (অর্থাৎ অকৃত্যোৎকৃত্য, অদুষ্ট ইত্যাদি) সমুদায়ে ব্রণ বিংশতি প্রকার কথিত।

দর্শনপ্রশ্নসংস্পর্শৈঃ পরীক্ষা ত্রিবিধা স্মৃতা।
বয়োবর্ণশরীরাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ দর্শনাৎ॥
হেত্বর্ত্তিসাত্ম্যাগ্নিবলং পরীক্ষ্যং বচনাদ্বুধৈঃ।
স্পর্শান্ মার্দ্দবশৈত্যে চ পরীক্ষ্যে সবিপর্য্যয়ে॥

ব্রণের ত্রিবিধ পরীক্ষা। দর্শন প্রশ্ন ও স্পর্শ দ্বারা ব্রণের পরীক্ষা তিন প্রকার হয়। বয়স, বর্ণ, শরীর ও ইন্দ্রিয় সমুহের পরীক্ষা দর্শন দ্বারা, হেতু পীড়া সাত্ম্য ও অগ্নিবলের পরীক্ষা বাক্য প্রশ্নদ্বারা এবং ব্রণের মৃদুত্ব কঠিনত্ব শীতত্ব ও উষ্ণত্বের পরীক্ষা স্পর্শ দ্বারা করিতে হয়।

শ্বেতোঽবসন্নচর্ম্মাতিস্থূলচর্ম্মাতিপিঞ্জরঃ।
নীলঃ শ্যাবোঽতিপিড়কো রক্তঃ কৃষ্ণোঽতিপূতিকঃ॥
রোপ্যঃ কুম্ভীমুখশ্চেতি প্রদুষ্টা দ্বাদশ ব্রণাঃ॥

প্রদুষ্টব্রণ দ্বাদশ প্রকার। শ্বেত, অবসন্নচর্ম্মা, অতিস্থূল চর্ম্মা, অতিপিঞ্জর চর্ম্মা, নীল, শ্যাব, অতিপিড়কাবিশিষ্ট, রক্ত, কৃষ্ণ, অতিপূতিক, রোপ্য ও কুম্ভীমুখ এই দ্বাদশ প্রকার প্রদুষ্ট ব্রণ।

ত্বক্‌শিরামাংসমেদোঽস্থিস্নায়ুমর্ম্মান্তরাশ্রয়াঃ।
ব্রণাস্থানানি নির্দ্দিষ্টান্যষ্টাবেতানি সংগ্রহে॥

ব্রণের স্থান। ত্বক্ শিরা মাংস মেদ অস্থি স্নায়ু মর্ম্ম ও অভ্যন্তরদেশ এই আটটী ব্রণের স্থান অর্থাৎ এই আটটীস্থানে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্পিস্তৈলবসাপূয়রক্তশ্যাবাম্লপূতিকাঃ।
ব্রণানাং ব্রণগন্ধজ্ঞৈরষ্টৌ গন্ধাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ব্রণগন্ধ। ঘৃত তৈল বসা পূয রক্ত শ্যাব (ধোঁয়াটে) অম্ল ও পূতি গন্ধ ব্রণে এই আটপ্রকার গন্ধ ব্রণগন্ধজ্ঞ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

লসীকাজলপূয়াসৃগ্হরিদ্রারুণপিঞ্জরাঃ।
কষায়নীলহরিতস্নিগ্ধরুক্ষসিতাসিতাঃ॥
ইতি রূপৈঃ সমুদ্দিষ্টা ব্রণস্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

ব্রণস্রাব। ব্রণের স্রাব চতুর্দ্দশ প্রকার। যথা লসীকাস্রাব, জলস্রাব, পূযস্রাব, রক্ত-স্রাব, হরিদ্রাবর্ণ স্রাব, অরুণবর্ণস্রাব, পিঙ্গলবর্ণস্রাব, কষায়স্রাব, নীলস্রাব, হরিতবর্ণ স্রাব, স্নিগ্ধস্রাব, রুক্ষস্রাব, শুক্লবর্ণ স্রাব ও কৃষ্ণবর্ণ স্রাব।

বীসর্পঃ পক্ষধাতশ্চ শিরস্তম্ভোঽপতানকঃ।
মোহোন্মাদব্রণরুজা জ্বরস্তৃষ্ণা হনুগ্রহঃ॥
কাসশ্ছর্দ্দিরতীসারো হিক্কা শ্বাসঃ সবেপথুঃ।
ষোড়শোপদ্রবাঃ প্রোক্তা ব্রণানাং ব্রণচিন্তকৈঃ॥

ব্রণের উপদ্রব। বীসর্প, পক্ষাঘাত, শিরঃস্তম্ভ, অপতানক, মোহ, উন্মাদ, ব্রণ বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, হনুগ্রহ, কাস, বমি, অতিসার, হিক্কা, শ্বাস, ও কম্প ব্রণের এই ষোড়শোপদ্রব কথিত হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশতিরুদ্দিষ্টা দোষাঃ কল্পান্তরেণ চ।
স্নায়ুক্লেদাচ্ছিরাচ্ছেদাদ্গাম্ভীর্য্যাৎ ক্রিমিভক্ষণাৎ॥
অস্থিভেদাৎ সশল্যত্বাৎ সবিষত্বাচ্চ সর্পণাৎ।
নখকাষ্ঠাববাধাচ্চ চর্ম্মলোমাতিঘট্টনাৎ॥
মিথ্যাবন্ধাদতিস্নেহাদতিভৈষজ্যকর্ষণাৎ।
অজীর্ণাদতিভুক্তাচ্চ বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনাৎ॥
শোকাৎ ক্রোধাদ্ দিবাস্বপ্নাদ্ব্যবায়াৎ ক্ষোভণাৎ তথা।
ব্রণা ন প্রশমং যান্তি নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ দেহিনাম্॥

ব্রণদোষ। কল্পান্তরে অর্থাৎ বাতাদি দোষ বিনা ব্রণের দোষ চতুর্বিংশতি প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। যথা স্নায়ুক্লেদ, শিরাচ্ছেদ, গাম্ভীর্য্য (গভীরতা), ক্রিমি দ্বারা ভক্ষণ (দংশনাদি), অস্থিভেদ, সশল্যত্ব, সবিষত্ব, বিসর্প, নখাঘাত, কাষ্ঠাঘাত, চর্ম্মের ও লোমের অতিঘট্টন, মিথ্যাবন্ধ (ব্রণের অনুপযুক্তবন্ধন) অতিস্নেহ প্রয়োগ, অতিভৈষজ্য কর্ষণ, অজীর্ণ, অতিভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, অসাত্ম্যভোজন, শোক, ক্রোধ, দিবানিদ্রা, স্ত্রীসংসর্গ

ও ক্ষোভণ (টেপা টেপী করা)। এই চতুর্বিংশতি প্রকার দোষ ঘটিলে এবং চিকিৎসা না করিলে ব্রণের প্রশম হয় না।

পরিস্রাবাচ্চ গন্ধাচ্চ দোষাচ্চোপদ্রবৈঃ সহ।
ব্রণানাং বহুদোষাণাং কৃচ্ছ্রত্বঞ্চোপজায়তে॥

পূর্ব্বোক্ত পরিস্রাব গন্ধ দোষ ও উপদ্রব সমূহ সঙ্ঘটিত হইলে বহুদোষান্বিত ব্রণ কৃচ্ছ্র-সাধ্য হইয়া থাকে।

ত্বঙ্মাংসজঃ সুখে দেশে তরুণস্যানুপদ্রবঃ।
ধীমতোঽভিনবঃ কালে সুখে সাধ্যঃ সুখং ব্রণঃ॥
গুণৈরন্যতমৈর্হীনস্ততঃ কৃচ্ছ্রো ব্রণঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বৈর্বিহীনো বিজ্ঞেয়স্ত্বসাধ্যো নিরুপক্রমঃ॥

তরুণবয়স্ক ও বুদ্ধিমান্ (হিতাহিতজ্ঞ) ব্যক্তির হেমন্ত শিশিরাদিকালে ত্বক্ বা মাংসে অথবা সুখকর স্থানে (মর্ম্ম রহিত স্থানে) জাত, তৃষ্ণাদি উপদ্রব রহিত, অভিনব (অল্পকাল জাত), ব্রণ সুখসাধ্য। এই সকলের মধ্যে কোন গুণেহীন হইলে কষ্টসাধ্য এবং সমস্ত গুণে বর্জ্জিত হইলে ব্রণ অসাধ্য হয়। অসাধ্য ব্রণের চিকিৎসা করিবে না।

ব্রণানামাদিতঃ কার্য্যং যথাসত্বং বিশোধনম্।
উর্দ্ধভাগৈরধোভাগৈঃ শস্ত্রৈর্বস্তিভিরেব চ॥
সদ্যঃ শুদ্ধশরীরাণাং প্রশমং যান্তি হি ব্রণাঃ।
যথাক্রমমতশ্চোর্দ্ধং শৃণু সর্ব্বানুপক্রমান্॥

ব্রণরোগে প্রথমে রোগীর বল অনুসারে বমন, বিরেচন, শস্ত্র প্রয়োগ বা বস্তিকর্ম্ম দ্বারা বিশোধন কর্ত্তব্য। কারণ বমনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ শরীর রোগীর ব্রণ সদ্যঃ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর যথাক্রমে ব্রণের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

শোথঘ্নং ষড়্বিধঞ্চৈব শস্ত্রকর্ম্মাবপীড়নম্।
নির্ব্বাপণং সসন্ধানং স্বেদঃ শমনমেব চ॥
শোধনরোপণৌ চৈব কষায়ৌ সপ্রলেপনৌ।
দ্বে তৈলে তদ্‌ঘৃতং পত্রং চ্ছাদনে দ্বে চ বন্ধনে॥
আদ্যমুৎসাদনং দাহো দ্বিবিধঃ সাবসাদনঃ।
কাঠিন্যমার্দ্দবকরে ধূপনে লেপনে শুভে॥
ব্রণাবচূর্ণনং বর্ণ্যং রোপণং লোমরোহণম্।
ইতি ষট্‌ত্রিংশদুদ্দিষ্টা ব্রণানাং সমুপক্রমাঃ॥

ব্রণের চিকিৎসা ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। যথা—শোথঘ্ন ছয় প্রকার কর্ম্ম, শস্ত্রকর্ম্ম, অব-পীড়ন, নির্ব্বাপণ, সন্ধান, স্বেদ, শমন, শোধন, কষায়, রোপণ, কষায় শোধন প্রলেপ, রোপণ প্রলেপ, শোধন তৈল, রোপণ তৈল, শোধন ঘৃত রোপণ ঘৃত, শোধন, পত্রাচ্ছাদন রোপণ পত্রাচ্ছাদন, দ্বিবিধ বন্ধন (সব্যবন্ধন ও দক্ষিণ বন্ধন), উৎসাদন, দ্বিবিধ দাহ,

অবসাদন, কাঠিন্যকর ধূপ, মৃদুত্বকারক ধূপ, কাঠিন্যকর লেপন, মার্দ্দবকর লেপন, ব্রণাবচূর্ণন, বর্ণকরণ, রোপণ ও লোমরোহণ।

পূর্ব্বরূপং ভিষগ্‌বুদ্ধা ব্রণানাং শোথমাদিতঃ।
রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদজাতব্রণশান্তয়ে॥
শোধয়েদ্বহুদোষাংস্তু স্বল্পদোষান্ বিলঙ্ঘয়েৎ॥
পূর্ব্বং কষায়সর্পির্ভির্জয়েদ্বা মারুতোত্তরম্॥

ব্রণের পূর্ব্বে শোথ হয়। চিকিৎসক কোন শোথকে ব্রণের পূর্ব্বরূপ বলিয়া বুঝিলে অজাত ব্রণের শান্তির নিমিত্ত (সেই শোথ হইতে ব্রণ জন্মিবার পূর্ব্বে) সেই শোথ হইতে রক্তমোক্ষণ করিবেন। ব্রণশোথে বহুদোষ দেখিলে রোগিকে বমন বিরেচনাদি শোধন এবং স্বল্পদোষ দৃষ্ট হইলে লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে। ব্রণশোথ বাতপ্রধান হইলে বাতনাশক কষায় ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে জয় করিবে।

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ।
সসর্পিষ্কৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছোথনির্ব্বাপণঃ পরঃ॥
বিজয়া মধুকং বীরা বিসগ্রন্থিঃ শতাবরী।
নীলোৎপলং নাগপুষ্পং প্রদেহঃ স্যাৎ সচন্দনঃ॥
শক্তবো মধুকং সর্পিঃ প্রদেহঃ স্যাৎ সশর্করঃ।
অবিদাহীনি চান্নানি শোথে ভেষজমুত্তমম্॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, ও বেতস ইহাদের ছাল বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে শোথের শান্তি হয়। সিদ্ধি, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাকোলী, পদ্মের মূল, শতমূলী, নীলোৎপল, নাগকেশর ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রলেপ দিবে। যবশক্তু, যষ্টিমধু ঘৃত ও চিনি ইহাদের প্রলেপ এবং অবিদাহি অন্ন শোথের উত্তম ঔষধ।

স চেদেবমুপক্রান্তঃ শোথো ন প্রশমং ব্রজেৎ।
তস্যোপনাহৈঃ পকস্য পাটনং হিতমুচ্যতে॥
তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা।
সুখোষ্ণা শোথপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে॥
সতিলা সাতসীবীজা দধ্যম্লা শক্তুপিণ্ডিকা।
সকিণ্বকুষ্ঠলবণা শস্তা স্যাদুপনাহনে॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিকিৎসিত হইলে যদি ব্রণ শোথের শান্তি না হয়; তাহা হইলে উপনাহ (পুলটিশ) দ্বারা পাকাইয়া অস্ত্র দ্বারা বিদারণ করিবে। এ অবস্থায় শস্ত্রদ্বারা বিদারণ হিতকর। ছাতুতে জল দিয়া পিণ্ডাকার করিবে। সেই শক্তুপিণ্ডে তৈল বা ঘৃত অথবা ঘৃততিল উভয়ই মিশাইয়া উষ্ণ করিয়া তাহার পুলটিশ দিবে। এই উপনাহ শোথ-পাকার্থ প্রশস্ত। কৃষ্ণতিল, মশিনা, সুরাকিণ্ব, কুড় ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্যও শক্তু-পিণ্ড একত্র মিলিত এবং অম্লদধি দ্বারা অম্লীকৃত করিয়া তাহার পুলটিশ দিবে।

রুগ্দাহরাগতোদৈশ্চ বিদগ্ধং শোফমাদিশেৎ।
জলবস্তিসমস্পর্শং সংপক্বং পীড়িতোন্নতম্॥
উমাথ গুগ্গুলুঃ সৌধং পয়ো দক্ষকপোতয়োঃ।
বিট্ পলাশভবঃ ক্ষারো হেমক্ষীরী মুকূলকঃ॥
ইত্যুক্তো ভেষজগণঃ পক্বশোথপ্রভেদনঃ।
সুকুমারস্য কৃষ্টস্য শস্ত্রন্তু পরমুচ্যতে॥

ব্রণশোথে বেদনা দাহ রক্তবর্ণতা ও সূচীবেধবদ্ বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে বুঝিবে যে শোথ পাকিতেছে। আর শোথ যদি জলপূর্ণ বস্তির ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট হয় এবং উহা পীড়িত হইলে যদি উন্নত হয় অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি পূর্ব্ববৎ সমান হইয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা সম্যক্ পাকিয়াছে।

মসিনা, গুগ্গুলু, মনসাসিজের আঠা, মুরগী ও পায়রার বিষ্ঠা, পলাশক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী, ও দন্ত এই সমস্ত ঔষধ পক্বশোথের ভেদক। সুকুমার ও রোগকর্ষিত (শস্ত্রভীরু) ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ শস্ত্র।

পাটনং ব্যধনঞ্চৈব চ্ছেদনং লেখনং তথা।
প্রচ্ছনং সীবনঞ্চৈব ষড়্বিধং শস্ত্রকর্ম্ম তৎ॥
নাড়ীব্রণাঃ পক্বশোথাস্তথা ক্ষতগুদোদরম্।
অন্তঃশল্যাশ্চ যে দেশাঃ পাঠ্যাস্তে তদ্বিধাশ্চ যে॥
দকোদরাণি সংপক্বা গুল্মা যে যে চ রক্তজাঃ।
ব্যধ্যাঃ শোণিতরোগাশ্চ বীসর্পপিড়কাদয়ঃ॥
অর্শঃপ্রভৃত্যধীমাংসং ছেদনেনোপপাদয়েৎ।
উদ্বৃত্তান্ স্থূলপর্য্যন্তানুৎসন্নান্ কঠিনান্ ব্রণান্॥
কিলাসানি সকুষ্ঠানি লিখেল্লেখ্যানি বুদ্ধিমান্।
বাতাসৃগ্গ্রন্থিপিড়কাঃ সকোঠা রক্তমণ্ডলাঃ॥
কুষ্ঠান্যভিহতঞ্চাঙ্গং শোথাংশ্চ প্রচ্ছয়েদ্ভিষক্।
সৌব্যং কুক্ষ্যুদরাদ্যন্তু গম্ভীরং যদ্বিপাটিতম্॥
ইতি ষড়্বিধমুদ্দিষ্টং শস্ত্রকর্ম্ম মনীষিভিঃ॥

শস্ত্রকর্ম্ম ষড়্বিধ। যথা পাটন, ব্যধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন ও সীবন। এই সমস্ত শস্ত্রকর্ম্ম যেখানে প্রযোজ্য তাহা কথিত হইতেছে। নাড়ীব্রণ, পক্বশোথ, ক্ষতোদর, বদ্ধ গুদোদর ও অন্তঃশল্য স্থান (যে স্থানের ভিতর শল্যআছে) এবং এতদ্বিধ অন্যস্থান পাট্য (অর্থাৎ অস্ত্রদ্বারা পাটন ক্রিয়ার যোগ্য)। জলদর, পক্বগুল্ম, রক্তজ গুল্ম, এবং রক্তজ বীসর্প পিড়কাদি রোগ সকল ব্যধ্য অর্থাৎ ব্যধন ক্রিয়ার যোগ্য। অর্শঃপ্রভৃতি অধিমাংস রোগ সকল ছেদন করিয়া চিকিৎসা করিবে। উদ্বৃত্ত, স্থূলপর্য্যন্ত, উন্নত ও কঠিন ব্রণ সকল এবং কিলাস ও কুষ্ঠ রোগ লেখন করিবে অর্থাৎ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা চাচিয়া দিবে।

বাতরক্ত, গ্রন্থি, পিড়কা, কোঠ রক্ত মণ্ডল, কুষ্ঠ, অভিহত অঙ্গ, ও শোথ ইহাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিবে (তীক্ষ্নাস্ত্র) অস্ত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চিরিয়া দিবে। কুক্ষি ও উদর প্রভৃতি যে সকল স্থান অস্ত্রদ্বারা গম্ভীর বিপাটিত হয়, সেই সকল স্থান সীবন করিবে অর্থাৎ সূচীদ্বারা সেলাই করিবে। মনীষিগণ কর্ত্তৃক এই ষড়্‌বিধ শস্ত্রকর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মাননাঃ কোষবন্তো যে ব্রণাস্তান্ প্রপীড়য়েৎ।
কলায়াশ্চ মসূরাশ্চ গোধূমাঃ সহরেণবঃ।
কল্কীকৃতাঃ প্রশস্যন্তে নিঃস্নেহা ব্রণপীড়নে॥

সূক্ষ্মমুখ ও অভ্যন্তরে কোষ বিশিষ্ট ব্রণ সকল পীড়ন ঔষধ দ্বারা প্রপীড়ন করিবে। ব্রণপীড়ন দ্রব্য যথা তেওড়া, মসূর, গোধূম, ও মটর এই সকল দ্রব্য বাটিয়া এবং তাহাতে ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ না মিশাইয়া তদ্দ্বারা ব্রণ পীড়নার্থ প্রলেপ দিবে। ব্রণ পীড়নে এই প্রলেপ প্রশস্ত।

শাল্মলীত্বগ্বলামূলং তথা ন্যগ্রোধপল্লবাঃ।
ন্যগ্রোধাদিকমুদ্দিষ্টং বলাদিকমথাপি বা॥
আলেপনং নির্ব্বাপণং তদ্বিধান্যৈশ্চ সেচনম্।
সর্পিষা শতধৌতেন পয়সা মধুকাম্বুনা॥
নির্ব্বাপয়েৎ সুশীতেন রক্তপিত্তোত্তরান্ ব্রণান্॥

শিমুলছাল, বেড়েলামূল, বটের কচিপাতা ন্যগ্রোধাদিগণ বলাদিগণ এবং তদ্বিধ অন্যদ্রব্য সমূহ দ্বারা প্রলেপ দিবে তাহাদের কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা শতধৌত ঘৃত দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা পরিষেক করিলে ব্রণ নির্ব্বাপিত হয় (ব্রণের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়)। শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্তপিত্তোত্তর ব্রণ সকল নির্ব্বাপনীয়।

লম্বানি ব্রণমাংসানি প্রলিপ্য মধুসর্পিষা।
সংদধীত সমং নৈপুণ্যো বন্ধনৈশ্চোপপাদয়েৎ॥
তান্ মাংসসংস্থিতান্ জ্ঞাত্বা ফলিনীলোধ্রকট্‌ফলৈঃ।
সমঙ্গাধাতকীযুক্তৈশ্চূর্ণিতৈরবচূর্ণয়েৎ॥
পঞ্চবল্কলচূর্ণৈর্ব্বা শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈঃ।
ধাতকীলোধচূর্ণৈর্ব্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ॥

ব্রণমাংস সকল লম্বিত হইলে (ঝুলিয়া পড়িলে) তাহা মধু ও ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত এবং উত্তমরূপে সংযোজিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডন দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণের মাংস সকল সুসংস্থিত হইয়াছে বুঝিলে তখন সেই ব্রণ প্রিয়ঙ্গু, লোধ, কট্‌ফল, বরাক্রান্তা ও ধাইফুল এই সকল চূর্ণ দ্বারা কিংবা পঞ্চবল্কল চূর্ণ বা শুক্তিচূর্ণ অথবা ধাইফুল ও লোধচূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে অর্থাৎ ইহাদের চূর্ণ ব্রণের উপর ছাড়াইয়া দিবে। অবচূর্ণন দ্বারা ব্রণ সকল সংরূঢ় হয় (ক্ষতপুরিয়া উঠে)।

অস্থিভগ্নং চ্যুতং সন্ধিং সংদধীত সমং পুনঃ।
সমেন সমমঙ্গেন কৃত্বাঙ্গেন বিচক্ষণঃ॥
স্থিরৈঃ কবলিকাবন্ধৈঃ কুশিকাভিশ্চ সংস্থিতম্‌।
পট্টৈঃ প্রভূতসর্পিষ্কৈর্বধ্নীয়াদচলং সুখম্‌॥

অস্থি ভগ্ন বা সন্ধি চ্যুত হইলে তাহা সমান ভাবে সন্ধান করিবে ও অন্য সমান অঙ্গের সহিত মিলাইয়া স্থির কবলিকা বন্ধন বা কুশিকা বন্ধন দ্বারা সংস্থিত করিয়া প্রচুর ঘৃতযুক্ত পট্ট দ্বারা এমন ভাবে বান্ধিবে যেন তাহা (বন্ধন) নিশ্চল হয় এবং রোগীর সুখ বোধ হয়।

অবিদাহিভিরন্নৈশ্চ পৈষ্টিকৈস্তমুপাচয়েৎ।
গ্লানির্হি ন হিতা তস্য সন্ধিবিশ্লেষকারিকা॥

অনন্তর উক্ত রোগিকে অবিদাহি অন্ন ও পৈষ্টিক মদ্য (বা পিষ্টক) সেবন করাইয়া চিকিৎসা করিবে। যাহাতে রোগীর গ্লানি হয় এমন কাজ করিবে না। কারণ গ্লানি দ্বারা সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

বিচ্যুতাভিহতাঙ্গানাং বীসর্পাদীনুপদ্রবান্‌।
উপক্রমেদ্‌ যথাকালং কালজ্ঞঃ স্বাচ্চিকিৎসিতাৎ॥

চ্যুতসন্ধি ও অভিহতাঙ্গ ব্যক্তিদের বিসর্পাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে কালজ্ঞ চিকিৎসক যথা সময়ে স্বকীয় চিকিৎসা দ্বারা সেই উপদ্রবের চিকিৎসা করিবেন।

শুষ্কা মহারুজঃ স্তব্ধা যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ।
স্বেদ্যাঃ সঙ্করকল্পেন তে স্যুঃ কৃশরপায়সৈঃ॥
গ্রাম্যবৈলাম্বুজানূপৈবশাবারৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ।
উৎকারিকাভিশ্চোষ্ণাভিঃ সুখী স্যাদ্র ব্রণিতস্তথা॥

যে সকল ব্রণ শুষ্ক, মহাবেদনান্বিত, স্তব্ধ ও বাতপ্রধান, তাহাতে সঙ্করস্বেদ করে স্বেদ দিবে। কৃশর (তিলকল্ক), পায়স দ্বারা গ্রাম্য বিলেশয় জলজ ও আনূপ জন্তুর মাংসের সুসংস্কৃত বেশবার দ্বারা ও উষ্ণ উৎকারিকা দ্বারা স্বেদ দিবে। ইহাতে ব্রণিত ব্যক্তি সুখী হয়।

সদাহা বেদনাবন্তো যে ব্রণা মারুতোত্তরা।
তেষাং তিলানুমাশ্চৈব ভৃষ্টান্‌ পয়সি নির্ব্বৃতান্‌॥
তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা দদ্যাদালেপনং ভিষক্‌।
বলা গুড়ূচী মধুকং পৃশ্নিপর্ণী শতাবরী॥
জীবন্তী শর্করা ক্ষীরং তৈলংমৎস্যবসা ঘৃতম্‌।
সংসিঙ্গা সমধুচ্ছিষ্টা শুলঘ্নী স্নেহশর্করা॥

যে সকল বাতপ্রধান ব্রণ দাহান্বিত ও বেদনাযুক্ত, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণতিল ও মসিনা খোলায় ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত এবং সেই দুগ্ধের সহিত পেষিত করিয়া তদ্বারা উক্তব্রণে প্রলেপ দিবে।

স্নেহশর্করা। বেড়েলা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, চাকুলে, শতমূল ও জীবন্তী ইহাদের কল্ক মিলিত ১ ভাগ; তৈল, মৎস্যবসা ও ঘৃত মিলিত ৪ ভাগ এবং গব্যদুগ্ধ ১৬ ভাগ, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পাকান্তে ইহার সহিত অষ্টমাংশ মোম ও অষ্টমাংশ চিনি মিশাইয়া লইবে। ইহাকে স্নেহশর্করা কহে এই স্নেহশর্করা ব্রণের শূলনাশক।

দ্বিপঞ্চমূলক্বথিতেনাম্ভসা মস্তুনাথবা।
সর্পিষা বা সতৈলেন কোষ্ণেন পরিষেচয়েৎ॥

দশমূলের কাথ, দধির মাত্ বা ঈষদুষ্ণ সতৈল ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিলে বাত প্রধান ব্রণের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

যবচূর্ণং সমধুকং সতিলং সহ সর্পিষা।
দদ্যাদালেপনং কোষ্ণং দাহশূলোপশান্তয়ে॥

যব, যষ্টিমধু ও কৃষ্ণতিল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দাহও শূলবেদনান্বিত ব্রণের শান্তি হয়।

উপনাহশ্চ কর্ত্তব্যঃ সতিলো মুদ্গপায়সঃ।
রুগ্দাহয়োঃ প্রশমনো ব্রণেষ্বেবং বিধিঃ স্মৃতঃ॥
সূক্ষ্মাননা বহুস্রাবাঃ কোষবন্তশ্চ যে ব্রণাঃ।
ন চ মর্ম্মাশ্রিতাস্তেষামেষণং হিতমুচ্যতে॥
দ্বিবিধামেষণাং বিদ্যান্মৃদ্বীঞ্চ কঠিনামপি।
ঔদ্ভিদৈর্ম্মৃদুভির্নালৈর্লোহানাং বা শলাকয়া॥
গম্ভীরং মাংসলে দেশে পাঠ্যং লৌহশলাকয়া।
এষং বিদ্যাৎ ব্রণং নালৈর্বিপরীতো ভিষক্॥

যে সকল ব্রণ সূক্ষ্মমুখ, বহুস্রাববিশিষ্ট, ও অভ্যন্তরে কোষযুক্ত (কোটর বা নালীযুক্ত) সে সকল ব্রণ যদি মর্ম্মস্থানজাত না হয়, তাহা হইলে শলাকা প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের এষণর হিতকর, (অর্থাৎ ব্রণাভ্যন্তরে, কোষ বা, নালী কতদূর পর্য্যন্ত আছে, শলাকা দিয়া তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য।) এই এষণা শলাকা দ্বিবিধ, মৃদু ও কঠিন। উদ্ভিদজাত মৃদু নাল দ্বারা মৃদু এষণা ও লৌহশলাকা দ্বারা কঠিন এষণা প্রস্তুত হয়। মাংসল স্থানে জাত গম্ভীর ব্রণ লৌহশলাকা দ্বারা এষণ করিয়া পাটিত করিবে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ মাংসহীন বা অল্পমাংসযুক্ত স্থানে জাত অগম্ভীর ব্রণ উদ্ভিদ নাল দ্বারা এষণ করিয়া পাটন ক্রিয়া করিবে।

পূতিগন্ধান্ বিবর্ণাংশ্চ বহুস্রাবান্ মহারুজঃ।
ব্রণানশুদ্ধান্ বিজ্ঞায় শোধনৈঃ সমুপাচরেৎ॥
ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধাদির্বলা কুশঃ।
নিম্বকুলকপত্রাণি কষায়াঃ শোধনে হিতাঃ॥

তিলকল্কঃ সলবণো দ্বে হরিদ্রে ত্রিবৃদ্ ঘৃতম্ ।
মধুকং নিম্বপত্রাণি লেপঃ স্যাদ্ ব্রণশোধনঃ ॥

যে সকল ব্রণে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়াছে, যাহাদের বর্ণ খারাপ হইয়াছে, যে সকল ব্রণ হইতে বহুস্রাব নির্গত হয় এবং যাহাতে মহা বেদনা আছে, সেই সকল ব্রণ অশুদ্ধ জানিয়া শোধন ঔষধ দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করিবে। ত্রিফলা, খদির কাষ্ঠ, দারু হরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও পটোলপত্র এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা ব্রণ ধৌত করিবে। ইহা ব্রণ শোধনে প্রশস্ত। তিলকল্ক, সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমপাতা ইহাদের প্রলেপ ব্রণশোধক।

নাতিরক্তো নাতিপাণ্ডুর্নাতিশ্যাবো ন চাতিরুক্ ।
ন চোৎসন্নো ন চোৎসঙ্গী শুদ্ধো রোপ্যঃ পরং ব্রণঃ ॥
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থকদম্বপ্লক্ষবেতসাঃ ।
করবীরার্ককুটজাঃ কষায়া ব্রণরোপণাঃ ॥
চন্দনং পদ্মকিঞ্জল্কং দার্ব্বীত্বঙ্ নীলমুৎপলম্ ।
মেদা মূর্ব্বা সমঙ্গা চ যষ্ট্যাহ্বং ব্রণরোপণম্ ॥
প্রপৌণ্ডরীকং জীবন্তীং গোজিহ্বাং ধাতকীং বলাম্ ।
রোপণং সতিলং দদ্যাৎ প্রদেহং সঘৃতং ব্রণে ॥
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং কাকোল্যৌ দ্বে চ চন্দনে ।
সিদ্ধমেতৈঃ সমৈস্তৈলং পরং স্যাদ্ ব্রণরোপণম্ ॥
দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন বা ।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম্ ॥

যে সকল ব্রণ অতি রক্ত বর্ণ, অতি পাণ্ডু বর্ণ, অতি শ্যাব (ধোঁয়াটে) বর্ণ, অতি বেদনান্বিত, উন্নত বা উৎসঙ্গী (কোটর বা নালী বিশিষ্ট) নহে ; সেই সকল ব্রণ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। শুদ্ধ ব্রণ রোপ্য, ইহাকে শুষ্ক করিবার জন্য রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোপণ ঔষধ যথা—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, পাকুড়, বেতস, করবীর, আকন্দ ও কুড়চি ইহাদের কাথ ব্রণরোপণ (এই কাথে ব্রণ ধৌত করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া থাকে।)

রক্তচন্দন, পদ্মকেশর দারুহরিদ্রার ছাল, নীলোৎপল, মেদা, মূর্ব্বা, বরাক্রান্তা ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রলেপ ব্রণের রোপণ করে।

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, গোজিয়া শাক, ধাইফুল, বেড়েলা ও কৃষ্ণতিল এই সকল দ্রব্য নিষ্পেষিত ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণরোপণ হয়।

কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গানি বৎসকং ত্রিফলাং বলাম্ ।
পটোলং পিচুমর্দ্দঞ্চ লোধ্রং মুস্তং প্রিয়ঙ্গুকম্ ॥
খদিরং ধাতকীং সর্জ্জমেলামগুরুচন্দনম্ ।
পিষ্ট্বা সাধ্যং ভবেৎ তৈলং তৎ পরং ব্রণরোপণম্ ॥

কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ, কুড়চিছাল, ত্রিফলা, বেড়েলা, পল্তা, নিমপাতা, লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, খদিরকাষ্ঠ, ধাইফুল, ধুনা, ছোটএলাচ, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ব্রণে প্রয়োগ করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ ব্রণ রোপণ।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং কাকোল্যৌ দ্বে চ চন্দনে।
সিদ্ধমেতৈঃ সমৈস্তৈলং পরং স্যাদ্ ব্রণরোপণং॥

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, এই সকল কল্কের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্রণরোপণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন বা।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণং॥

দূর্ব্বাঘাসের স্বরস বা কমলাগুঁড়ি কিংবা দারুহরিদ্রার ত্বকের সহিত পক্ক তৈল প্রধান ব্রণরোপণ।

যেনৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ।
রক্তপিত্তোত্তরং জ্ঞাত্বা রোপণে ঘৃতমুত্তমম্॥

পূর্ব্বে কমলাগুঁড়ি প্রভৃতি যে সকল কল্ক দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল কল্কসহ ব্রণরোপক ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্তোল্বণ ব্রণের রোপণার্থ উত্তম ঔষধ।

কদম্বার্জ্জুননিম্বানাং পাটল্যাঃ পিপ্পলস্য চ।
ব্রণপ্রচ্ছাদনে বিদ্বান্ পত্রাণ্যর্কস্য চাদিশেৎ॥

কদম্ব, অর্জ্জুন, নিম, পারুল, পিপ্পল ও আকন্দ ইহাদের পত্রদ্বারা ব্রণ প্রচ্ছাদন করিবে।

বাসোঽথবাপ্যবামশ্চ পট্টো ব্রণহিতঃ স্মৃতঃ।
বন্ধশ্চ দ্বিবিধঃ শস্তো ব্রণানাং সব্যদক্ষিণঃ॥

বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাম বা দক্ষিণ আবর্ত্তে ব্রণের বন্ধন হিতকর। ব্রণসমূহের সব্য দক্ষিণ-ভেদে দ্বিবিধ বন্ধন উক্ত হইয়াছে।

লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি ব্রণী মৈথুনমেব চ॥

ব্রণরোগী লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহি ও গুরুপাক অন্নপান এবং মৈথুন বর্জ্জন করিবে।

নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধমবিদাহি যথাব্রণম্।
অন্নপানং ব্রণহিতং হিতঞ্চাস্বপনং দিবা॥

ব্রণরোগীর ব্রণানুসারে নাতিশীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও অবিদাহি অন্নপান এবং দিবসে অনিদ্রা এই সকল হিতকর।

স্তন্যানি জীবনীয়ানি বৃংহণীয়ানি যানি চ।
উৎসাদনার্থং নিম্নানাং ব্রণানাং তানি কল্পয়েৎ॥

স্তন্যবর্দ্ধক, জীবনীয় ও বৃংহণীয় দ্রব্য সকলের প্রলেপ দিলে নিম্নব্রণের উৎসাদন হয়। অর্থাৎ উহাদের প্রলেপে নিম্ন ব্রণ উদ্গত হইয়া থাকে।

ভূর্জ্জগ্রন্থ্যশ্মকাশীশং সমভাগানি গুগ্গুলুঃ।
ব্রণাবসাদনং তদ্বৎ কলবিঙ্ককপোতবিট্॥

ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, পাথরকুচি, হীরাকস ও গুগ্গুলু সমভাগে ইহাদের প্রলেপ দিলে অথবা চড়ুইপাখী ও পায়রার বিষ্ঠার প্রলেপ দিলে ব্রণের অবসাদন হয় (উন্নত ব্রণ নিম্ন হইয়া থাকে।)

রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু ভিন্নে চ্ছেদ্যেঽধিমাংসকে।
কফগ্রন্থিষু গণ্ডেষু বাতস্তম্ভেষু রুক্ষু চ॥
গূঢ়পূযলসীকেষু গম্ভীরেষু স্থিরেষু চ।
সুপ্তেষু চাঙ্গদেশেষু কর্ম্মাগ্নেঃ সংপ্রশস্যতে॥

রক্তের অতিস্রাবে, ভিন্ন স্থানে, ছেদ্যস্থানে, অধিমাংসে, কফগ্রন্থিতে, গণ্ডে (গণ্ডমালায়) বাতস্তম্ভে, বেদনা স্থানে, গূঢ়পূযলসীক গম্ভীর ব্রণে, স্থির ব্রণে ও স্পর্শজ্ঞানরহিত স্থানে অগ্নি কর্ম্ম (অগ্নি দ্বারা দাহ) প্রশস্ত।

মধূচ্ছিষ্টেন তৈলেন মজ্জক্ষৌদ্রবসাঘৃতৈঃ।
তপ্তৈর্বা বিবিধৈর্লোহৈর্দহেদ্দাহবিশেষবিৎ॥
রূক্ষাণাং সুকুমারাণাং গম্ভীরান্ মারুতোত্তরান্।
দহেৎ স্নেহমধূচ্ছিষ্টৈর্লোহৈঃ ক্ষৌদ্রৈস্ততো ঘৃতৈঃ॥

দাহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মধূচ্ছিষ্ট (মোম), তৈল, মজ্জা, মধু, বসা, ঘৃত ও শলাকাদি নানাপ্রকার লৌহ দ্রব্য অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করিবে। রুক্ষদেহ বা সুকুমার দেহ রোগিগণের বাত প্রধান গম্ভীর ব্রণসমূহ উত্তপ্ত স্নেহতৈলাদি, মোম, বা লৌহ দ্রব্য, কিংবা মধু অথবা ঘৃত দ্বারা দগ্ধ করিবে।

বালদুর্ব্বলবৃদ্ধানাং গর্ভিণ্যা রক্তপিত্তিনাম্।
তৃষ্ণাজ্বরপরীতানামবলানাং বিষাদিনাম্॥
নাগ্নিকর্ম্মোপদেষ্টব্যং স্নায়ুমর্ম্মব্রণেষু চ।
সবিষেষু সশল্যেষু নেত্রকোষ্ঠব্রণেষু চ॥

বালক, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, রক্তপিত্তরোগী, তৃষ্ণা ও জ্বর পীড়িত ব্যক্তি, ভীরু ব্যক্তি ও বিষভোজি ব্যক্তিগণের অগ্নি কর্ম্ম করিবে না। অপর স্নায়ুজাতব্রণে, মর্ম্মস্থানজাত ব্রণে, বিষান্বিত বা শল্যযুক্ত ব্রণে এবং নেত্রকোষ্ঠগত ব্রণেও অগ্নিকর্ম্ম বিধেয় নহে।

রোগদোষবলাপেক্ষী মাত্রাকালাগ্নিকোবিদঃ।
শস্ত্রাকর্ম্মগ্নিকৃত্যেষু ক্ষারমপ্যবচারয়েৎ॥

অগ্নিকর্ম্মনিপুণ চিকিৎসক রোগ, দোষবল, মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া শস্ত্র কর্ম্ম সাধ্য ও অগ্নিকৃত্য রোগে ক্ষারও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

কঠিনত্বং ব্রণা যান্তি গন্ধসারৈশ্চ ধূপিতাঃ।
সর্পির্মজ্জবসাতৈলৈঃ শৈথিল্যং যান্তি হি ব্রণাঃ॥
রুজঃ স্রাবাশ্চ গন্ধাশ্চ ক্রিময়শ্চ ব্রণাশ্রিতাঃ।
কাঠিন্যং মার্দ্দবঞ্চাপি ধূপনেনোপশাম্যতি॥

কোমল ব্রণ সমূহ গন্ধসারের (শ্বেতচন্দনের) ধূপে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং কঠিন ব্রণ সমূহ ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা প্রয়োগে কোমল হইয়া থাকে। ব্রণের বেদনা, স্রাব গন্ধ, ক্রিমি, কাঠিন্য ও মৃদুভাব ধূপ প্রয়োগে উপশমিত হয়।

লোধ্রন্যগ্রোধশুঙ্গাশ্চ খদিরস্ত্রিফলাঘৃতম্।
প্রলেপো ব্রণশৈথিল্যসৌকুমার্য্যপ্রসাধকঃ॥

লোধ, বটশুঙ্গা, খদির কাষ্ঠ ও ত্রিফলা ইহাদের কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণের শৈথিল্য ও সৌকুমার্য্য প্রসাধিত হয়।

সরুজঃ কঠিনাঃ স্তব্ধা নিরাস্রাবাশ্চ যে ব্রণাঃ!
যবচূর্ণৈঃ সসর্পিষ্কৈর্বহুশস্তান্ প্রলেপয়েৎ॥

বেদনান্বিত, কঠিন, স্তব্ধ ও স্রাবহীন (শুষ্ক) ব্রণসমূহে ঘৃত মিশ্রিত যব চূর্ণ দ্বারা বহুবার প্রলেপ দিবে।

মুদ্গষষ্টিকশালীনাং পায়সৈর্বা যথাক্রমম্।
সঘৃতৈর্জীবনীয়ৈর্বা তর্পয়েৎ তানভীক্ষ্ণশঃ॥

মুগ, ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের পায়স করিয়া তদ্দ্বারা বা ঘৃত মিশ্রিত জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা ব্রণসমূহ পুনঃপুনঃ তর্পিত (প্রলিপ্ত) করিবে।

ককুভোডুম্বরাশ্বত্থলোধ্রজাম্ববকট্‌ফলৈঃ।
ত্বচমাশ্বেব গৃহ্নন্তি ত্বক্‌চূর্ণৈশ্চূর্ণিতা ব্রণাঃ॥

অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, লোধ, জাম ও কট্‌ফল ইহাদের ত্বক্ চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিলে ব্রণে আশু ত্বক্ জন্মে।

মনঃশিলালে মঞ্জিষ্ঠা শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বগ্বিশুদ্ধিকরঃ পরঃ॥

মনছাল, হরিতাল, মঞ্জিষ্ঠা, শুল্‌ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কল্কে ঘৃত ও মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ত্বকের বিশুদ্ধি হয়।

অয়োরজঃ সকাসীসং ত্রিফলাকুসুমানি চ।
করোতি লেপঃ কৃষ্ণত্বং সদ্য এব নবত্বচি॥
কালীয়কনতাম্রাস্থিহেমকালায়সোত্তমৈঃ।
লেপঃ সগোময়রসৈঃ সবর্ণীকরণঃ পরঃ॥
ধ্যামকাশ্বত্থনিচুলমূলং লাক্ষাথ গৈরিকম্।
সহেম সাম্রতাসঙ্গং কাসীসঞ্চেতি বর্ণকৃৎ॥

লৌহ চূর্ণ, হীরাকস্ ও ত্রিফলার কুসুম ইহাদের প্রলেপ দিলে নূতন ত্বক্ (ব্রণের শ্বেতবর্ণত্বক্) সত্বই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। কালীয়া কাষ্ঠ, তগরপাদুকা, আমের আঁটির শস্য নাগকেশর ও কৃষ্ণলৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য গোময়ের রসে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণস্থান গাত্রসম বর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধতৃণ, অশ্বত্থ মূল, স্থলবেতস মূল (কেহ বলেন হিজ্জল মূল) লাক্ষা, গিরিমাটী, নাগেশ্বর তুঁতে ও হীরাকস্ ইহাদের প্রলেপও বর্ণকারক।

চতুষ্পদানাং ত্বগ্রোমখুরশৃঙ্গাস্থিভস্মনা।
তৈলাক্তা চূর্ণিতা ভূমির্ভবেল্লোমবতী পুনঃ॥

চতুষ্পদ জন্তুর ত্বক্ রোম খুর শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম তৈলাক্ত ব্রণস্থানে ম খাইবে। ইহাতে ব্রণস্থানে লোম উদ্গত হয়।

ষোড়শোপদ্রবা যে চ ব্রণানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং চিকিৎসা নির্দ্দিষ্টা যথা স্বস্বচিকিৎসিতে॥

ব্রণের যে ষোড়শ উপদ্রব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহাদের স্বকীয় অধিকারে যেরূপ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে এস্থানেও ব্রণোপদ্রবের চিকিৎসা করিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

দ্বৌ ব্রণৌ ব্রণভেদাশ্চ পরীক্ষা দুষ্টিরেব চ।
স্থানানি গন্ধাঃ স্রাবাশ্চ সোপসর্গাঃ ক্রিয়াশ্চ যাঃ॥
ব্রণাধিকারে সপ্রশ্নমেতন্নবকমুক্তবান্।
মুনির্ব্যাসসমাসাভ্যামগ্নিবেশায় ধীমতে॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ব্রণাধিকারে আত্রেয়মুনি বুদ্ধিমান অগ্নিবেশকে এই দ্বিবিধ ব্রণ, ব্রণের ভেদ, পরীক্ষা, দুষ্টি, স্থান, গন্ধ, স্রাব, উপসর্গ ও চিকিৎসা এই নয়টী বিষয় প্রশ্নের সহিত সঙ্ক্ষেপে ও বিস্তারে বলিয়াছিলেন।

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসিত নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

সপ্তোত্তরং মর্ম্ম শতং যদুক্তং শরীরসংখ্যামধিকৃত্য তেভ্যঃ।
মর্ম্মাণি বস্তিং হৃদয়ং শিরশ্চ প্রধানভূতানি বদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥
প্রাণাশ্রয়াৎ তানি হি পীড়য়ন্তো বাতাদয়োঽসূনপি পীড়য়ন্তি।
তৎসংশ্রিতানামনুপালনার্থং মহাগদানাং শৃণু সৌম্য রক্ষাম্॥

পূর্ব্বে শারীরস্থানে শরীরসংখ্যা নামক অধ্যায়ে যে একশত সাতটী মর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বস্তি হৃদয় ও মস্তক, এই তিনটী মর্ম্মই প্রধানভূত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্ণন করেন। কারণ এই তিনটী মর্ম্ম প্রাণের আশ্রয়। বাতাদি দোষ সকল উক্ত মর্ম্মত্রয়কে পীড়িত করিয়া প্রাণকেও পীড়িত করে, অতএব প্রাণরক্ষার্থ মর্ম্মত্রয় সংশ্রিত মহারোগ সমূহ হইতে যাহাতে রক্ষা পাওয়া যায়, হে সৌম্য! তাহা শ্রবণ কর।

কষায়তিক্তোষণরূক্ষভোজ্যৈঃ সন্ধারণোদীরণমৈথুনৈশ্চ।
পক্বাশয়ে কুপ্যতি চেদপানঃ স্রোতাংস্যধোগানি বলী স রুদ্ধা।
করোতি বিণ্মারুতমূত্রসঙ্গং ক্রমাদুদাবর্ত্তমতঃ সুঘোরম্॥

কষায় তিক্ত কটু ও রুক্ষ ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অনুপস্থিত বেগে বেগ প্রদান ও মৈথুন, এই সকল কারণে যদি বায়ু পক্বাশয়ে কুপিত হয়, তাহা হইলে কুপিত বলবান্ সেই অপান বায়ু অধোগ স্রোতঃ সমূহকে রুদ্ধ এবং মলমূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ করে। স্রোতোরোধ ও মলাদি বিবদ্ধত হেতু ক্রমশঃ অতি ভয়ঙ্কর উদাবর্ত্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

রুগ্‌বস্তিহৃৎকুক্ষ্যুদরেষ্বভীক্ষ্ণং সপৃষ্ঠপার্শ্বেষ্বতিদারুণা স্যাৎ।
আধ্মানহৃল্লাসবিকর্ত্তিকাশ্চ তোদোঽবিপাকশ্চ সবস্তিশোথঃ॥
বর্চ্চোঽপ্রবৃত্তির্জঠরে চ গণ্ডো
হূর্দ্ধঞ্চ বায়ৌ বিহতে গুদে স্যাৎ।
কৃচ্ছ্রেণ শুষ্কস্য চিরাৎ প্রবৃত্তিঃ
স্যাদ্বা তনুঃ সা খররূক্ষশীতা॥

উদাবর্ত্তরোগের লক্ষণ। এই উদাবর্ত্ত রোগে বস্তি হৃদয় কুক্ষি উদর পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে অতি দারুণ বেদনা, উদরাধ্মান, বমনভাব, বিকর্ত্তিকা (গুহ্য দেশে কর্ত্তনবদ্ বেদনা), তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা), অপরিপাক, বস্তি দেশে শোথ, মলের অপ্রবৃত্তি (অনির্গম), জঠরে গণ্ড (গণ্ডবৎ স্ফীতি), গুহ্যদেশে বিহত হওয়ায় বায়ুর ঊর্দ্ধগমন, বিলম্বে শুষ্ক মলের অতিকষ্টে প্রবর্ত্তন বা খরস্পর্শ রুক্ষ শীতল ও পাত্‌লা মলের প্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ততশ্চ রোগা জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্র-
প্রবাহিকাহৃদ্‌গ্রহণীপ্রদোষাঃ।
বম্যান্ধ্যবাধির্য্যশিরোঽভিতাপা
বাতোদরাষ্ঠীলমনোবিকারাঃ॥

তৃষ্ণাস্রপিত্তারুচিগুল্মকাসশ্বাসপ্রতিশ্যার্দ্দিতপার্শ্বরোগাঃ।
অন্যেচ রোগা বহবোঽনিলোত্থা ভবন্ত্যুদাবর্ত্তকৃতাঃ সুঘোরাঃ॥

ক্রমে এই উদাবর্ত্ত হইতে জ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, বমি, আন্ধ্য বাধির্য্য, শিরোরোগ, বাতোদর, অষ্ঠিলা, মনোবিকার, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, অরুচি, গুল্ম, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, অর্দ্দিত ও পার্শ্ব রোগ, এই সকল পীড়া এবং উদাবর্ত্তকৃত বাতজ অন্য সুঘোর রোগ সমূহ জন্মিয়া থাকে।

তং তৈলশীতজ্বরনাশনাক্তং স্বেদৈর্যথোক্তৈঃ প্রবিলীনদোষম্।
উপাচরেদ্বর্ত্তিনিরূহবস্তিস্নেহৈর্বিরেকৈরনুলোমনান্নৈঃ॥

শীতজ্বরনাশক দ্রব্য মিশ্রিত তৈলে উদাবর্ত্ত রোগিকে অভ্যক্ত করিয়া যথোক্ত স্বেদ বর্ত্তি· নিরূহবস্তি স্নেহবস্তি বিরেচন এবং অনুলোমন অন্নদ্বারা তাহার দোষকে প্রবিলীন করিয়া চিকিৎসা করিবে।

শ্যামাত্রিবৃন্মাগধিকাং সদন্তীং গোমূত্রপিষ্টাং দশমাষভাগাম্।
সনীলিকাং দ্বিলবণাং গুড়েন বর্ত্তিং করাঙ্গুষ্ঠনিভাং বিদধ্যাৎ॥
পিণ্যাকসৌবর্চ্চলহিঙ্গুভির্বা সসর্ষপত্র্যূষণযাবশূকৈঃ।
ক্রিমিঘ্নকম্পিল্লকশঙ্খিনীভিঃ সুধার্কজক্ষীরগুড়ৈর্যুতাভিঃ।
স্যাৎ পিপ্পলীসর্ষপরাঠবেশ্মধূমৈঃ সগোমূত্রগুড়ৈশ্চ বর্ত্তিঃ॥

শ্যামমূলা, তেউড়ী, পিপুল, দন্তী প্রত্যেক দশমাষা (।১০ তোলা), নীল ও লবণ প্রত্যেক ২০ মাষা (২॥০ তোলা) এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষিত ও গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া হস্তের অঙ্গুষ্ঠবৎ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অথবা তিলকল্ক, সচল লবণ, হিঙ্গু, সর্ষপ, ত্রিকটু ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য কিংবা বিড়ঙ্গ কমলাগুঁড়ি, শঙ্খপুষ্পী, মনসাসীজের ও আকন্দের আঠা এবং গুড় এই সকল দ্রব্য বা পিপুল, সর্ষপ, মদন ফল ও ঝুল এই সকল দ্রব্য গোমূত্র ও গুড়ের সহিত মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিতে হয়।

শ্যামাফলেক্ষ্বাকুসপিপ্পলীকং নাড্যাথবা তৎ প্রধমেত চূর্ণম্।
রক্ষোঘ্নতুম্বীকরহাটকৃষ্ণাচূর্ণং সজীমূতকসৈন্ধবং বা॥
স্নিগ্ধে গুদে তান্যনুলোময়ন্তি নরস্য বর্চ্চোঽনিলমূত্রসঙ্গম্॥

শ্যামমূলা তেউড়ী, ময়নাফল, তিতলাউ ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা সর্ষপ তিতলাউ, ময়নাফল, পিপুল, ঘোষাফল ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের চূর্ণ একটী নলে পুরিয়া ফুৎকার দ্বারা তাহা গুহ্যদেশের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। এই প্রধমন চূর্ণ প্রয়োগের পূর্ব্বে গুহ্যদেশ ঘৃত বা তৈল দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তি ও চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মল মূত্র ও অধোবায়ুর অনুলোম হইয়া থাকে।

তেষাং বিঘাতে তু ভিষগ্বিদধ্যাৎ স্বভ্যক্তসুস্বিন্নতনোর্নিরূহম্।
ঊর্দ্ধানুলোমৌষধমূত্রতৈলক্ষারাম্লবাতঘ্নযুতং সুতীক্ষ্ণম্॥

বাতেঽধিকেঽম্লং লবণং সতৈলং ক্ষীরেণ পিত্তে তু কফে সমূত্রম্।
স মূত্রবর্চোঽনিলসঙ্গমাশু গুদং শিরাশ্চ প্রগুণীকরোতি॥

পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তিচূর্ণাদি দ্বারা চিকিৎসা যদি বিফল হয়, তাহা হইলে উদাবর্ত্তরোগীকে স্নেহ দ্বারা অভ্যক্ত ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহ উদাবর্ত্তানুলোমক ঔষধ মূত্র তৈল ক্ষার অম্ল ও বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত সুতীক্ষ্ণভাবে প্রস্তুত করিবে। বাতাধিক উদাবর্ত্তে দুগ্ধের এবং কফপ্রধান উদাবর্ত্তে মূত্রসংযুক্ত অনুলোমক দ্রব্যের নিরূহ দ্বারা মূত্রমল ও বায়ুর বিবদ্ধতা আশু দূরীভূত এবং গুহ্যনাড়ী ও শিরাসমূহের বৈগুণ্যভাব নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃৎসুধাপত্রতিলাদিশাকগ্রাম্যোদকানূপরসৈর্যবান্নম্।
অন্যৈশ্চ সৃষ্টানিলমূত্রবিড়্ভিরদ্যাৎ প্রসন্নাং গুড়শীধুপায়ী।
ভূয়োঽনুবন্ধে তু ভবেদ্বিরেচ্যো মূত্রপ্রসন্নাদধিমণ্ডশুক্তৈঃ॥

তেউড়ীপত্র, মনসাপত্র, ও তিল প্রভৃতির শাক, গ্রাম্য জলজ ও আনূপ মাংসরস এবং মলমূত্র ও বায়ুর নিঃসারক অন্য যে কোন দ্রব্যের সহিত যবান্ন ভোজন করিবে। ভোজনের পরে প্রসন্না গুড় ও সীধু অনুপান করিবে। এবংবিধ পথ্যাদি সেবন করিলেও যদি দোষাদির অনুবন্ধ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রসন্না গোমূত্র দধিমাত্ ও শুক্ত সংযুক্ত বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গুল্মোদরব্রধ্নার্শঃপ্লীহোদাবর্ত্তযোনিশুক্রগদে।
মেদঃকফসংসৃষ্টে মারুতরক্তেঽবগাঢ়ে চ॥
গৃধ্রসীপক্ষবধাদিষু বিরেচনার্হেষু বাতরোগেষু।
বাতে বিবদ্ধমার্গে মেদঃকফপিত্তরক্তেন॥
পয়সা মাংসরসৈর্বা ত্রিফলারসযূষমূত্রমদিরাভিঃ॥
দোষানুবন্ধযোগাৎ প্রশস্তমেরণ্ডজং তৈলম্।
তদ্বাতঘ্নং স্বভাবাৎ সংযোগবশাদ্বিরেচনাচ্চ জয়েৎ॥
মেদোঽসৃক্পিত্তকফোন্মিশ্রানিলরোগজিৎ স্যাৎ॥
বলকোষ্ঠব্যাধিবশাদাপঞ্চপলা ভবেন্মাত্রা।
মৃদুকোষ্ঠবলানাং সহভোজ্যং তৎ প্রযোজ্যং স্যাৎ॥

গুল্ম, উদর, ব্রধ্ন (বাগি), অর্শঃ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, যোনিরোগ, শুক্ররোগ, মেদ ও কফ সংসৃষ্ট গম্ভীর বাতরক্ত, গৃধ্রসী, পক্ষাঘাতাদি বিরোচনার্হ বাতরোগ, এবং মেদ কফ পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক বিবদ্ধ মার্গ বাতরোগে দোষের অনুবন্ধানুসারে বিরেচনার্থ দুগ্ধ বা মাংসরস, অথবা ত্রিফলার কাথ, মুদ্গাদির যূষ, গোমূত্র বা মদিরার সহিত এরণ্ডতৈল প্রয়োগ প্রশস্ত। এরণ্ডতৈল স্বভাবত বায়ুনাশক, এবং সংযোগ প্রভাবে ও বিরেচন হেতু ইহা মেদঃ রক্ত পিত্ত ও কফ সংযুক্ত বায়ুরোগ নাশ করে। রোগির বল কোষ্ঠ ও ব্যাধি অনুসারে এই তৈল পাঁচ

পল পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। মৃদুকোষ্ঠ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কোন ভৌজ্যের সহিত এই তৈল সেবন করিতে দিবে।

স্বস্থস্ত পশ্চাদনুবাসয়েত্তং রৌক্ষ্যাদ্ধি সঙ্গোঽনিলবর্চ্চসোঃ স্যাৎ ॥

বিরেচন দ্বারা রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিলে পশ্চাৎ তাহাকে অনুবাসন দিবে। কারণ বিরেচন জনিত রুক্ষভাব বশতঃ বায়ু ও মলের বিবন্ধ হইয়া থাকে। অনুবাসন বস্তি দ্বারা রোগী স্নিগ্ধ হইলে আর সে আশঙ্কা থাকে না।

দ্বিরুত্তরং হিঙ্গু বচা সকৃষ্ণা সুবর্চ্চিকা চৈব বিড়ঙ্গচূর্ণম্ ।
সুখাম্বুনানাহবিসূচিকার্ত্তিহৃদ্রোগগুল্মোর্দ্ধসমীরণঘ্নম্ ॥
বচাভয়াচিত্রকযাবশূকান্ সপিপ্পলীন্ সাতিবিষান্ সকুষ্ঠান্ ।
উষ্ণাম্বুনানাহবিমূঢ়বাতান্ পীত্বা জয়েদাশু রসৌদনাশী ॥

হিং একভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, সচল লবণ ৮ ভাগ ও বিড়ঙ্গ ১৬ ভাগ এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা আনাহ, বিসূচিকা, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও উর্দ্ধগ বাত নষ্ট হয়।

বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড় ইহাদের চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করিয়া মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা আনাহ ও মূঢ়-বাত আশু নিবারিত হয়।

হিঙ্গূগ্রগন্ধাবিড়শুণ্ঠ্যজাজীহরীতকীপুষ্করমূলকুষ্ঠম্ ।
যথোত্তরং ভাগবিবৃদ্ধমেতৎ প্লীহোদরাজীর্ণবিসূচিকাসু ॥

হিং এক ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পুষ্করমূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকা নষ্ট হয়।

স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্নবায়াঃ শ্যামাকপূতীককরঞ্জয়োশ্চ ।
সিদ্ধঃ কষায়ে দ্বিপলাংশিকানাং প্রস্থো ঘৃতাৎ স্যাৎ প্রতিবদ্ধবাতে ॥

ঘৃত ।৪ সের। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পুনর্নবা, শ্যামামূলা তেউড়ী ও পূতিকরঞ্জ প্রত্যেক দুই পল; পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বায়ুর বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

ফলঞ্চ মূলঞ্চ বিরেচনোক্তং হিঙ্গ্বর্কমূলং দশমূলমগ্র্যম্ ।
স্নুক্ চিত্রকশ্চৈব পুনর্নবা চ তুল্যানি সর্ব্বৈর্লবণানি পঞ্চ ॥
স্নেহৈঃ সমূত্রৈঃ সহ জর্জ্জরাণি শরাবসন্ধৌ বিপচেৎ সুলিপ্তে ।
পক্বং সুপিষ্টং লবণং তদন্নৈঃ পানৈস্তথানাহরুজাঘ্নমদ্যাৎ ॥

বিরেচনবর্গোক্ত ফল ও মূল, হিং, আকন্দমূল, মহাদশমূল, মনসা, চিতা ও পুনর্নবা প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান পঞ্চলবণ, সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃততৈলাদি

কোন স্নেহ এবং গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তাহা শরাবসম্পুটে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিতে পাক করিবে। অন্তর্ধূমে শরাবদ্বয় মধ্যস্থ ঔষধ দগ্ধ হইলে নামাইয়া পেষণ করিবে। এই লবণ ঔষধ অন্নপানের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আনাহজনিত পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

হৃৎস্তম্ভমূর্দ্ধাময়গৌরবাভ্যামুদ্গারসঙ্গেন সপীনসেন।
আনাহমামপ্রভবং জয়েত্তু প্রচ্ছর্দ্দনৈর্লঙ্ঘনপাচনৈশ্চ ॥

ইত্যুদাবর্ত্তচিকিৎসা।

আমজ আনাহ লক্ষণ। আমজনিত আনাহে হৃদয়ের স্তব্ধতা, ঊর্দ্ধগরোগ (শিরঃপীড়া প্রভৃতি), অঙ্গের গুরুত্ব, উদ্গার রোধ ও পীনস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বমন, লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ দ্বারা আমজ আনাহের প্রতিকার করিবে।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধরুক্ষমদ্যপ্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ।
আনূপমাংসাধ্যশনাদজীর্ণাৎ স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্র নিদান। ব্যায়াম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষ মদ্য এই সকল দ্রব্য নিরন্তর সেবন, প্রতিদিন দ্রুত পৃষ্ঠযান (অশ্বাদিযান), আনূপ মাংস, অধ্যশন, অজীর্ণ এই সকল কারণে মানবের আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়।

পৃথঙ্মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ।
মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ ॥

বায়ু পিত্ত ও কফ অথবা মিলিত ত্রিদোষ স্বকীয় নিদানে কুপিত হইয়া বস্তিদেশে গমন পূর্ব্বক যখন মূত্রপথকে পরিপীড়িত করে, তখন অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হয়। ইহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে।

তীব্রা হি রুগ্বঙ্ক্ষণবস্তিমেঢ্রে স্বল্পং মুহুর্মূত্রয়তীহ বাতাৎ।
পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং কৃচ্ছ্রান্মুহুর্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ ॥
বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে।
সর্ব্বাণি রূপাণি চ সন্নিপাতাদ্ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমন্তু কৃচ্ছ্রম্ ॥

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রনিদানম্।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি), বস্তি ও লিঙ্গে তীব্র বেদনা হয় এবং বারংবার অল্প পরিমাণে মূত্র প্রবর্ত্তিত হয়। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, জ্বালা ও বেদনার সহিত পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র অতিকষ্টে বারংবার নির্গত হইয়া থাকে। কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তিতে ও লিঙ্গে গুরুত্ব ও শোথ হয়। ইহাতে মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে। ত্রিদোষজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে উক্ত সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হয়। এই সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্যতম।

বিশোষয়েদ্বস্তিগতং সশুক্রং মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা।
যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা গোঃ ॥

কদম্বপুষ্পাকৃতিরশ্মতুল্যা শ্লক্ষ্ণা ত্রিপুট্যপ্যথবাপি মৃদ্বী ।
মূত্রস্য চেন্মার্গমুপৈতি রুদ্ধ্বা মূত্রং রুজাং তস্য করোতি বস্তৌ ॥
মৃদ্নাতি মেঢ্রং স তু বেদনার্ত্তো মুহুঃ শকৃন্মুঞ্চতি বেপতে চ ।
সসীবনীমেহনবস্তিশূলং বিশীর্ণধারঞ্চ করোতি মূত্রম্ ॥
ক্ষোভাৎ ক্ষতে মূত্রয়তীহ সাস্রং তস্যাঃ সুখং মূত্রয়তি ব্যপায়াৎ ।
এষাশ্মরী মারুতভিন্নমূর্ত্তিঃ স্যাচ্ছর্করা মূত্রপথাৎ ক্ষরন্তী ॥

অশ্মরীনিদান। কুপিত বায়ু বস্তিগত শুক্র ও মূত্র অথবা পিত্ত ও কফকে বিশুষ্ক করিয়া অশ্মরীরূপে পরিণত করে। গোপিত্ত বায়ুকর্ত্তৃক শুষ্ক হইয়া যেমন ক্রমশঃ গোরোচনারূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও সেইরূপ জানিবে। অশ্মরী নানাপ্রকা'র আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কোন অশ্মরী কদম্বফুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কোন অশ্মরী প্রস্তরতুল্য, কোন অশ্মরী মসৃণ, কোন অশ্মরী ত্রিপুটী (খেসারীদাল) তুল্য বা কোমল হইয়া থকে। অশ্মরী যদি মূত্রপথে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মূত্রকে রোধ করিয়া বস্তিতে বেদনা উৎপাদন করে। এই বেদনায় রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া বারংবার লিঙ্গ মর্দ্দন করে, মলত্যাগ করে ও কম্পিত হয়। রোগীর সীবনী লিঙ্গ ও বস্তিতে শূলবদ্ বেদনা, এবং (টেপাটেপি করায়) মূত্রমার্গ ক্ষত হইলে রক্তমিশ্রিত মূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থকে। যখন সেই অশ্মরী মূত্র পথ হইতে সরিয়া যায় তখন সুখে মূত্র নির্গত হয়। এই অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক ভিন্নমূর্ত্তি (সূক্ষ্মসূক্ষ্মীকৃত) ও মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইলে শর্করা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শুক্রং মলাশ্চৈব পৃথক্ পৃথগ্বা মূত্রাশয়স্থাঃ পরিপীড়য়ন্তি ।
তদ্ব্যাহতং মেহনবস্তিশূলং মূত্রং সশুক্রং কুরুতে বিবদ্ধম্ ॥
স্তব্ধশ্চ শূনো ভৃশবেদনশ্চ তুদ্যেত বস্তির্বৃষণৌ চ তস্য ॥

শুক্র ও বাতাদি দোষে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বা পরস্পর মিলিত হইয়া মূত্রপথে গমন পূর্ব্বক উহাকে পীড়িত করিলে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে শূলবদ্ বেদনা হয় এবং শুক্রবাতাদি-ব্যাহত মূত্র শুক্রমিশ্র ও বিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে বস্তি স্তব্ধ শোথযুক্ত ও অত্যন্ত বেদনান্বিত হয় এবং অণ্ডকোষ ও বস্তিতে সূচীবেধবদ্ বেদনা হইয়া থাকে।

ক্ষতাভিঘাতাৎ ক্ষতজং ক্ষয়াদ্বা প্রকোপিতং বস্তিগতং বিবদ্ধম্ ।
তীব্রার্ত্তিমূত্রেণ সহাশ্মরীত্বমায়াতি তস্মিন্নতিসঞ্চিতে চ ॥
আধ্মাততাবস্তিসু গৌরবঞ্চ বস্তের্লঘুত্বঞ্চ বিনিঃসৃতে স্যাৎ ॥

ইত্যশ্মরী-নিদানম্ ।

বস্তিদেশ কোন কারণে ক্ষত বা আহত হইলে অথবা রসাদি ধাতুর ক্ষয় হইলে বস্তিগত রক্ত বিবদ্ধ ও তীব্র বেদনাযুক্ত হইয়া মূত্রের সহিত অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। সেই প্রকুপিত রক্ত অতিসঞ্চিত হইলে বস্তিদেশ আধ্মাত ও গৌরব যুক্ত হইয়া থাকে এবং উহা বিনির্গত হইলে বস্তি লঘু হয়।

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তিস্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্।
স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা। অভ্যঙ্গ, স্নেহপান, নিরূহ বস্তি, স্বেদ, উপনাহ, উত্তরবস্তি পরিষেক এবং শালপাণি প্রভৃতি স্বল্প পঞ্চমূলের ও বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথের সহিত পক্ক মাংস-রস বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে।

পুনর্নবৈরণ্ডশতাবরীভিঃ পত্তূরবৃশ্চীরবলাশ্মভিদ্ভিঃ।
দ্বিপঞ্চমূলেন কুলত্থকোলযবৈশ্চ তোয়োৎকথিতে কষায়ে ॥
তৈলং বরাহর্ক্ষবসাঘৃতঞ্চ তৈরেব কল্কৈর্লবণৈশ্চ সাধ্যম্।
তস্য ত্রয়াশু প্রতিহন্তি পীতং শূলান্বিতং মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥

পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও শতমূলী; শালিঞ্চশাক, শ্বেত পুনর্নবা, বেড়েলা ও পাথরকুচি; দশমূল, কিংবা কুলত্থকলায়, কুলশুঁঠ ও যব ইহাদের কাথ ও ইহাদেরই কল্ক এবং পঞ্চ লবণের সহিত তৈল বরাহবসা ভল্লুকবসা বা ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে শূলান্বিত বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

এতানি চান্যানি বরৌষধানি হিতানি পিষ্টান্যপি চোপনাহে।
স্যুর্লাভতস্তৈলফলানি চৈব স্নেহাম্লযুক্তানি সুখোষ্ণবস্তি ॥

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ, অন্যান্য হিতকর শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও তৈল ফল (এরণ্ড ফল মসিনা প্রভৃতি) যথালাভ সংগ্রহ পূর্ব্বক একত্র বাটিয়া ঘৃত তৈলাদি স্নেহ মিশ্রিত, তিন্তিড়ীকাদি অম্লরসে অম্লীকৃত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া, বস্তিতে তাহার উপনাহ (পুলটিশ্) দিলে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তিপয়োবিরেকাঃ।
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ ॥

পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিষেক, অবগাহন, প্রলেপ, গ্রীষ্মঋতুচর্য্যোক্ত বিধি এবং দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃতের সহিত সাধিত বস্তি দুগ্ধ ও বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রাবিদারিশালীক্ষুকশেরুকাণাম্।
ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাভ্যাং যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রী ॥
পিবেৎ কষায়ং কমলোৎপলানাং শৃঙ্গাটকানামথবা বিদার্য্যাঃ।
দণ্ডোৎপলানামথবাপি মূলং পূর্ব্বেণ কল্পেন তথাম্বু শীতম্ ॥

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী—শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিমূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে সেই কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। পদ্ম ও নীলোৎপল, বা পানিফল কিংবা ভূমিকুষ্মাণ্ড অথবা ডানকুনিমূলের কাথ মধু ও চিনির সহিত অথবা কেবল শীতল জল মধুচিনি সহ পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

এর্ব্বারুবীজং ত্রপুষাৎ কুসুম্ভাৎ সকুঙ্কুমঃ স্যাদ্ বৃষকশ্চ পেয়ঃ।
দ্রাক্ষারসেনাশ্মরিশর্করাসু সর্ব্বেষু কৃচ্ছ্রেষু প্রশস্ত এষঃ॥

কাঁকুড় বীজ, শসাবীজ, কুসুমফুলের বীজ, কুঙ্কুম ও ব সকছাল দ্রাক্ষারসের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী শর্করা ও সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

এর্ব্বারুবীজং মধুকং সদার্ব্বি পৈত্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন।
দার্ব্বী তথৈবামলকীরসেন সমাক্ষিকাং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে॥

কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া অথবা দারুহরিদ্রা আমলকী রসে বাটিয়া ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তকৃত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহাঃ।
তক্রং সতিক্তোষণসিদ্ধতৈলমভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

ক্ষার উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ঔষধ সাধিত অন্নপান, স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহবস্তি, তক্র, এবং তিক্ত ও কটুদ্রব্য সাধিত তৈলের অভ্যঙ্গ ও পান কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর।

ব্যোষং শ্বদংষ্ট্রা ত্রুটিসারসাস্থি কোলপ্রমাণং মধু মূত্রযুক্তম্।
পিবেৎ ত্রুটিং ক্ষৌদ্রযুতাং কদল্যা রসেন কৈটর্য্যরসেন বাপি॥
তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্য বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিঘাতহেতোঃ।
পিবেৎ তথা তণ্ডুলধাবনেন প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥
সপ্তচ্ছদারগ্বধকেবুকৈলা ধবং করঞ্জং কুটজং গুড়ূচীম।
পক্ত্বা জলে তেন পিবেদ্ যবাগূং সিদ্ধং কষায়ং মধুস যুতং বা॥

ত্রিকটু, গোক্ষুর, ছোট এলাচ ও সারসাস্থি একতোলা পরিমাণে লইয়া মধু ও গোমূত্রের সহিত কফজমূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে। কদলী মূলের রসে বা কৈবর্ত্তমুস্তকের রসে ছোট এলাচ বাটিয়া মধুর সহিত পান করিবে।

শালিঞ্চবীজ তক্রের সহিত বা প্রবাল ভস্ম চাউল ধোওয়া জলের সহিত সেবন করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ছাতিমছাল, সোন্দাল, কেঁউমূল, এলাইচ, ধাওয়া, করঞ্জ, কুড়চী, ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য জলে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ জলে যবাগূ পাক করিবে। এই যবাগূ বা উক্তদ্রব্য সমূহের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

সর্ব্বং ত্রিদোষপ্রভবে তু বায়োঃ স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্।
ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্বমনং কফে তু পিত্তে বিরেকঃ পবনে তু বস্তিঃ॥

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাতাদি প্রত্যেক দোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের মিলিত চিকিৎসা করিবে। তবে ইহাতে যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে প্রথমে বস্তি, কফাধিক্যে বমন ও পিত্তাধিক্যে বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

ক্রিয়া হিতা স্বশ্মরিশর্করাভ্যাং যা মূত্রকৃচ্ছ্রে কফমারুতোথে।
কার্য্যাশ্মরীভেদনপাতনায় বিশেষযুক্তং শৃণু কর্ম্ম সিদ্ধম্‌॥

অশ্মরীচিকিৎসা। কফবাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যে চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে, অশ্মরীজাত ও শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্রে সেই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অতঃপর অশ্মরীর ভেদন ও পাতনের নিমিত্ত সিদ্ধফল বিশেষ চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পাষাণভেদং বৃষকং শ্বদংষ্ট্রা পাঠাভয়াব্যোষশটীনিকুম্ভাঃ।
হিংস্রাখরাহ্বাশিতিমারকাণামেৰ্ব্বারুকাণাং ত্রপুষস্য বীজম্‌॥
উৎকুঞ্চিকা হিঙ্গু সবেতসাম্লং স্যাদ্‌ দ্বে বৃহত্যৌ হপুষাবচা চ।
চূর্ণং পিবেদশ্মরিভিদ্বিপক্বং সর্পিশ্চ গোমূত্রচতুর্গুণস্তৈঃ॥

পাথরকুচি, বাসকছাল, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শটী, দন্তী, কণ্টকারীবীজ, পারসীকযমানী, শাকবীজ, কাঁকুড়বীজ, শশারবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অম্লবেতস, বৃহতী কণ্টকারী, হবুষ ও বচ ইহাদের চূর্ণ অশ্মরীভেদক। এই সমস্ত কল্ক (ঘৃতের চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ গোমূত্রসহ ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে অশ্মরীভেদ হইয়া থাকে।

মূলং শ্বদংষ্ট্রাক্ষুরকোরুবুকাৎ ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ।
আলোড্য দধ্না মধুরেণ পেয়ং দিনানি সপ্তাশ্মরিভেদনার্থম্‌॥

গোক্ষুরমূল, কুলেখাড়ার মূল ও এরণ্ডমূল, দুগ্ধে পেষণ করিয়া অথবা বৃহতী ও কণ্টকারী চূর্ণ মধুররস দধিতে আলোড়িত করিয়া তাহা অশ্মরীভেদনার্থ সাত দিন পান করিবে।

পুনর্নবায়োরজনীশ্বদংষ্ট্রাফল্গুপ্রবালাশ্চ সদর্ভপুষ্পাঃ।
ক্ষীরাম্বুমদ্যেক্ষুরসৈঃ প্রপিষ্টং পেয়ং ভবেদশ্মরিশর্করাসু॥

পুনর্নবা, লৌহভস্ম, হরিদ্রা, গোক্ষুর, কাকডুমুর ও প্রবালভস্ম ও উলুখফুল এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধ জল মদ্য বা ইক্ষুরসের সহিত বাটিয়া অশ্মরী ও শর্করা রোগে পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্রুটিঃ শতাহ্বা লবণানি পঞ্চ যবাগ্রজং কুন্দুরুকাশ্মভেদৌ।
কম্পিল্লকং গোক্ষুরকস্য বীজমেৰ্ব্বারুবীজং ত্রপুষস্য বীজম্‌॥
চূর্ণীকৃতং চিত্রকহিঙ্গুমাংসীযমানিতুল্যং ত্রিফলা দ্বিরংশম্‌।
অম্লৈরনুষ্ণৈ রসমদ্যযূষৈঃ পেয়ং হি গুল্মাশ্মরিভেদনার্থম্‌॥

ছোটএলাচ, শুল্‌ফা, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, কুন্দুরুখোটী, পাথরকুচি, কমলাগুঁড়ি, গোক্ষুরবীজ, কাঁকুড়বীজ, শশারবীজ, ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১ ভাগ, চিতামূল, হিং, জটামাংসী ও যোয়ান ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা চূর্ণ মিলিত ২ ভাগ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া অনুষ্ণবীর্য্য কোন অম্ল বা মাংস রস অথবা মদ্য কিংবা মুদ্গাদি যূষের সহিত পান করিলে গুল্ম ও অশ্মরীর ভেদ হইয়া থাকে।

বিল্বপ্রমাণো ঘৃততৈলভৃষ্টো যূষঃ কৃতঃ শিগ্রুকমূলকল্কাৎ।
শীতোঽশ্মভিৎ স্যাদ্দধিমণ্ডযুক্তঃ পেয়ঃ প্রকামং লবণেন যুক্তঃ॥
জলেন শোভাঞ্জনমূলকল্কঃ শীতো হিতশ্চাশ্মরিশর্করাভ্যাম্॥

মুদ্গাদির যূষ যথাবিধি পাক করিয়া তাহা ঘৃত ও তৈলে সাঁতলাইয়া লইবে। সেই যূষ আট তোলা, শজিনা মূলের ছাল শিলায় বাটিয়া সেই কল্ক ২ তোলা, উপযুক্ত পরিমাণ দধিরমাত্ ও সৈন্ধবলবণ এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া শীতল অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পান করিবে। সজিনামূলের কল্ক জলে পাক করিয়া শীতল হইলে সেই কাথ পান করিবে। ইহারা অশ্মরী ও শর্করারোগে হিতকর।

সিতোপলা বা সমযাবশূকাঃ কৃচ্ছ্রেষু সর্ব্বেষ্বপি ভেষজং স্যাৎ॥

তুল্য পরিমিত যবক্ষার ও চিনি একত্র মিশাইয়া জলের সহিত পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের উত্তম ঔষধ।

পীত্বা চ মদ্যং নিগদং রথেন হয়েন বা শীঘ্রজবেন যায়াৎ।
তৈঃ শর্করা প্রচ্যবতেঽশ্মরী চ শাম্যেন্নচেচ্ছল্যবিদুদ্ধরেত্তাম্॥

নিগদ মদ্যপান করিয়া শীঘ্রগামী রথ বা অশ্বে গমন করিলে অশ্মরী ও শর্করা স্খলিত হইয়া থাকে। যদি স্খলিত না হয়, তাহা হইলে শল্যবিৎ চিকিৎসক অস্ত্র দ্বারা উহা উদ্ধৃত করিবেন।

রেতোবিঘাতপ্রভবে তু কৃচ্ছ্রে সমীক্ষ্য দোষং প্রতিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।
কার্পাসমূলং বৃষকাশ্মভেদৌ বলাস্থিরাদীনি গবেধুকা চ॥
বৃশ্চীর ঐন্দ্রী চ পুনর্নবা চ শতাবরী মধ্বশনাম্বুপর্ণ্যৌ।
তৎকাথসিদ্ধং পবনে নরস্য পিত্তাধিকে ক্ষীরমথাপি সর্পিঃ॥
কফে তু যূষাদিকমন্নপানং সংসর্গজে সর্ব্বহিতঃ ক্রমঃ স্যাৎ॥

শুক্রবেগধারণ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, দোষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ তাহাতে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ দেখিবে, তাহারই প্রতিকার করিবে। কার্পাসমূল, বাসকছাল, পাথরকুচি, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গবেধুকা (দেধান), শ্বেতপুনর্নবা, রাখালশশার মূল, পুনর্নবা, শতমূল, যষ্টিমধু, পিয়াসাল ও ইন্দুরকাণি, ইহাদের কাথে দুগ্ধপাক করিয়া তাহা বাতাধিক শুক্রবিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পিত্তের আধিক্য থাকিলে উক্ত দ্রব্যসমূহের কল্কসহ ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত ও কফের আধিক্য থাকিলে উক্ত কল্কসহ মুদ্গাদির যূষ প্রভৃতি এবং অন্নপান পাক করিয়া তাহা সেবনার্থ প্রদান করিবে। আর দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের সংসর্গ থাকিলে তত্তৎ দোষ হিতকর চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবে।

এবং ন চেচ্ছাম্যতি তস্য দদ্যাৎ সুরাং পুরাণাং মধুমাধ্বিকং বা।
বিহঙ্গমাংসানি চ বৃংহণার্থং বস্তীংশ্চ শুক্রাশয়শোধনার্থম্॥
শুদ্ধস্য তৃপ্তস্য চ বৃষ্যযোগাঃ প্রিয়ানুকূলাঃ প্রমদা বিধেয়াঃ॥

এই সমস্ত চিকিৎসা দ্বারা যদি শুক্রবেগধারণজ মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি না হয়, তাহা হইলে রোগিকে পুরাণ সুরা, পুরাণ মধু বা মাধ্বীক পান করাইবে। রোগির পুষ্টির জন্য পক্ষী-মাংস খাইতে দিবে ও শুক্রাশয় শোধনার্থ বস্তিপ্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা রোগী তৃপ্ত ও শুদ্ধ হইলে অর্থাৎ পক্ষীমাংস ভোজন দ্বারা তৃপ্ত ও বস্তি দ্বারা শুক্রাশয় শুদ্ধ হইলে তাহাকে বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) যোগসমূহ এবং প্রিয় ও অনুকূল প্রমদার সহিত সহবাস ব্যবস্থা করিবে।

রক্তোদ্ভবে তূৎপলনালতালকাশেক্ষুবালীক্ষুকশেরুকাণি ;
পিবেৎ সিতাক্ষৌদ্রযুতানি খাদেদিক্ষুং বিদারীং ত্রপুষাণি চৈব ॥
ঘৃতং শ্বদংষ্ট্রাস্বরসেন সিদ্ধং ক্ষীরেণ চৈবাষ্টগুণেন পেয়ম্ ॥
স্থিরাদিকানাং কতকাদিকানামেকৈকশো বা বিধিনৈব তেন ॥

রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে উৎপলনাল, তালমূলী, কাশ, খাগড়ামূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ইহাদের কাথ বা কল্ক চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অথবা গোক্ষুরের স্বরস (৮ ভাগ) ও আটভাগ দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। কিংবা স্থিরাদিবর্গের (স্বল্পপঞ্চমূলের) ও কতকাদি (নির্ম্মলীফলাদি) দ্রব্যসমূহের কোনটীর সহিত বা সমস্ত গুলির সহিত পূর্ব্বোক্ত বিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

ক্ষীরেণ বস্তির্মধুরৌষধৈঃ স্যাত্তৈলেন বা স্বাদুফলোত্থিতেন।
যন্মূত্রকৃচ্ছ্রে বিহিতস্তু পৈত্তে কার্য্যস্তু তচ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

রক্তোদ্ভব মূত্রকৃচ্ছ্রে দুগ্ধের বা মধুরগণের কাথের বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা স্বাদুফল (বাদাম আক্রোট প্রভৃতি) জাত তৈলের বস্তি দিবে। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যে চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে, শোণিতজ মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়ামসন্ধারণশুষ্কভক্ষ্যপিষ্টান্নবাতার্ককরব্যবায়ান্।
খর্জ্জুরশালূককপিত্থজম্বুবিসং কষায়ঞ্চ রসং ভজেন ॥

ইত্যশ্মরীচিকিৎসা।

অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শুষ্ক ভক্ষ্য দ্রব্য, পিষ্টান্ন, প্রবল বায়ু, সূর্য্যতাপ, মৈথুন, খর্জ্জুর, শালূক, কয়েতবেল, জাম, মৃণাল ও কষায় রস ত্যাগ করিবে।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণাতিবিরেকবস্তিচিন্তাভয়ত্রাসমদাভিচারাঃ।
ছর্দ্দ্যামসন্ধারণকর্ষণানি হৃদ্রোগকর্ত্তৄণি তথাভিঘাতঃ ॥

হৃদ্রোগ। ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ বিরেচন, অতি বিরেচন, অতি বস্তিপ্রয়োগ, অতি চিন্তা, অতিভয়, ত্রাস, মদ (মত্ততা), অভিচার, বমন, আমদোষ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রোগাদি দ্বারা কর্ষণ ও অভিঘাত এইগুলি হৃদ্রোগের কারণ।

বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাজ্বরকাসহিক্কাশ্বাসাস্যবৈরস্যতৃষাপ্রমোহাঃ।
ছর্দ্দিঃ কফোৎক্লেশরুজারুচিশ্চ হৃদ্রোগজাঃ স্যুর্বিবিধাস্তথান্যে ॥

হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ। বৈবর্ণ্য, মূর্চ্ছা, জ্বর, কাস, হিক্কা, শ্বাস, মুখবৈরস্য, তৃষ্ণা, প্রমোহ, বমি, কফের উৎক্লেশ (বহির্গমনোন্মুখতা), বেদনা, অরুচি ও অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব এইগুলি হৃদ্রোগের লক্ষণ।

হৃচ্ছূন্যভাবদ্রবশোষভেদস্তম্ভাঃ সমোহাঃ পবনাদ্বিশেষঃ।
পিত্তাত্তমোদূয়নদাহমোহাঃ সন্ত্রাসতাপজ্বরপীতভাবাঃ॥
স্তব্ধং গুরু স্যাৎ স্তিমিতঞ্চ মর্ম্ম কফাৎ প্রসেকজ্বরকাসতন্দ্রাঃ।
বিদ্যাৎ ত্রিদোষস্ত্বপি সর্ব্বলিঙ্গং তীব্রার্ত্তিতোদং কৃমিজং সকণ্ডুম্॥

বাতজ হৃদ্রোগ। বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ের শূন্যভাব, দ্রবভাব (ধক্‌ধক্ করা), শোষ, হৃদয়ে ভেদবৎ পীড়া ও স্তব্ধতা এবং মোহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ হৃদ্রোগ। তমঃ (অন্ধকার দর্শন), গ্লানি, দাহ, মোহ, অতিত্রাস, সন্তাপ, জ্বর ও শরীরের পীতবর্ণতা, এইগুলি পিত্তজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।

কফজ হৃদ্রোগ। কফজ হৃদ্রোগে হৃদয়ের স্তব্ধতা, গুরুত্ব ও স্তৈমিত্য এবং প্রসেক (মুখাদি হইতে জলস্রাব), জ্বর, কাস ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষজনিত হৃদ্রোগে উক্ত বাতাদিজ হৃদ্রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে হৃদয়ে তীব্র বেদনা, তোদ (সূচীবেধবদ্ বেদনা) ও কণ্ডু হইয়া থাকে।

তৈলং সসৌবীরকমস্তু তক্রং বাতে প্রপেয়ং লবণং সুখোষ্ণম্।
মূত্রাম্বুসিদ্ধং লবণৈশ্চ তৈলমানাহগুল্মার্ত্তিহৃদাময়ঘ্নম্॥
পুনর্ন্নবাং দারু সপঞ্চমূলং রাস্নাং যবান্ বিল্বকুলত্থকোলম্।
পক্ত্বা জলে তেন বিপাচ্য তৈলমভ্যঙ্গপানেঽনিলহৃদ্গদঘ্নম্॥

হৃদ্রোগ চিকিৎসা। বাতজ হৃদ্রোগে সৌবীর দধিমস্তু ও তক্রের সহিত মিশ্রিত তৈল পান করিবে। অথবা গোমূত্র ও জলের সহিত সিদ্ধ লবণ সুখোষ্ণ অবস্থায় পান করিলে কিংবা পঞ্চলবণের সহিত তৈল পান করিলে বাতজ হৃদ্রোগ, আনাহ ও গুল্মবেদনা প্রশমিত হয়। পুনর্ন্নবা, দেবদারু, পঞ্চমূল, রাস্না, যব, বেলশুঁঠ, কুলথকলায় ও কুল শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল অভ্যঙ্গ ও পান করিলে বাতজ হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

হরীতকীনাগরপুষ্করাহ্বৈর্ব্বয়ঃকয়স্থালবণৈশ্চ কল্কৈঃ।
সহিঙ্গুভিঃ সাধিতমগ্র্যসর্পির্গুল্মে সহৃৎপার্শ্বগদেঽনিলোত্থে॥

হরীতকী, শুঁঠ, পুষ্করমূল, আমলকী, ছোট এলাচ, সৈন্ধবলবণ ও হিং ইহাদের কল্কে (ঘৃত চতুর্থাংশ) যথাবিধি ঘৃত (চতুর্গুণ জল সহ) পাক করিয়া পান করিলে বাতজ গুল্ম, হৃদ্রোগ ও পার্শ্ববেদনা নিবারিত হয়।

সপুষ্করাহ্বং ফলপূরমূলং মহৌষধং শঠ্যভয়া চ কল্কাঃ।
ক্ষারাম্বুসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রাঃ স্যুর্ব্বাতহৃদ্রোগবিকর্ত্তিকায়াঃ॥

পুষ্করমূল (কুড়), গোঁড়ালেবুর মূল, শুঁঠ, শটী ও হরীতকী ইহাদের কল্ক ক্ষারজল, ঘৃত ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে বাতজ হৃদ্রোগ ও পরিকর্ত্তিকা (গুহে কর্ত্তনবৎ পীড়া) প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্বাথঃ কৃতঃ পৌষ্করমাতুলুঙ্গপলাশপূতীকশটীসুরাহ্বৈঃ।
সনাগরাজাজিবচা যমানী সক্ষার উষ্ণো লবণশ্চ পেয়ঃ॥

পুষ্করমূল, গোঁড়ালেবুর মূল, পলাশ, নাটাকরঞ্জ, শটী ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথে শুঁঠ কৃষ্ণজীরা, বচ ও যোয়ান চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। অথবা যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা বাতজ হৃদ্রোগনাশক।

পথ্যাশটীপৌষ্করপঞ্চকোলাৎ সমাতুলুঙ্গাদ্ যমকেন কল্কঃ।
গুড়প্রসন্নালবণৈশ্চ ভৃষ্টো হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠোদরযোনিশূলে॥

হরীতকী, শটী, পুষ্করমূল, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও গোড়ালেবু ইহাদের কল্ক গুড় প্রসন্না ও লবণের সহিত মিশ্রিত এবং ঘৃততৈলে সম্ভলিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠশূল, উদরশূল ও যোনিশূল প্রশমিত হয়।

স্যাৎ ত্র্যূষণং দ্বে ত্রিফলে সপাঠে নিদগ্ধিকাগোক্ষুরকৌ বলে দ্বে।
মেদে ত্রুটিস্তামলকী স্বগুপ্তা ত্রুটির্মধূকং মধুকং স্থিরা চ॥
শতাবরী জীবকপৃশ্নিপর্ণ্যৌ দ্রব্যৈরিমৈরক্ষসমৈঃ সুপিষ্টৈঃ।
প্রস্থং ঘৃতস্য প্রপচেদ্বিধিজ্ঞঃ প্রস্থেন দধ্না ত্বথ মাহিষেণ॥
মাত্রাং পলঞ্চার্দ্ধপলং পিচুং বা প্রযোজয়েন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তম্।
শ্বাসে সকাসে ত্বথ পাণ্ডুরোগে হলীমকে হৃদ্গ্রহণীপ্রদোষে॥
ইতি ত্র্যূষণাদ্যঘৃতম্।

ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত: গব্যঘৃত /৪ সের। মাহিষ দধি /৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু—দ্বিবিধ ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া এবং দ্রাক্ষা গাম্ভারী ফল ও ফল্‌সা ফল), আকনাদি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মেদা, মহামেদা, এলাচ, ভুঁইআমলা, আলকুশীবীজ, ছোট এলাচ, মৌলফল, যষ্টিমধু, শালপাণি, শতমূলী, জীবক ও চাকুলে প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া শীতল হইলে চতুর্থাংশ মধু মিশাইবে। অগ্নিবল বুঝিয়া ইহা ৮ তোলা ৪ তোলা বা ২ তোলা মাত্রায় পান করিলে শ্বাস, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, হৃদ্রোগ ও গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়।

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনঞ্চ তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে
দ্রাক্ষাসিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যাচ্ছুদ্ধে তু পিত্তাপহমন্নপানম্॥

পিত্তজ হৃদ্রোগে শীতল প্রলেপ ও পরিষেক ব্যবস্থা করিবে। দ্রাক্ষা চিনি মধু ও ফল্‌সা ফল দ্বারা বিরেচন দিবে। বিরেচন দ্বারা রোগী শুদ্ধ হইলে তাহাকে পিত্তনাশক অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ পিষ্ট্বা পিবেচ্চাপি সিতাজলেন।
ক্ষতেষু সর্পীংষি হিতানি সর্পিগুড়াশ্চ যে তান্ প্রসমীক্ষ্য সম্যক্ ॥

যষ্টিমধু ও কট্‌কী বাটিয়া চিনির জলের সহিত সেবন করিবে। উরঃক্ষত রোগে যে সকল ঘৃত ও সর্পিগুড় হিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে বিবেচনা পূর্ব্বক তৎসমস্ত এই পিত্তজ হৃদ্রোগে ব্যবস্থা করিবে।

দদ্যাদ্ ভিষগ্ ধন্বরসান্নগব্যক্ষীরাশিনাং পিত্তহৃদামযেষু।
তৈরেব সর্ব্বে প্রশমং প্রয়ান্তি পিত্তাময়াঃ শোণিতসংশ্রয়া যে ॥

পিত্তজ হৃদ্রোগে চিকিৎসক জাঙ্গল মাংসরস ও গব্য দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন ব্যবস্থা করিবেন। এই সকল ঔষধাদি দ্বারা পিত্তজরোগ ও রক্তজ রোগসমূহের শান্তি হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাবলাশ্রেয়সিশর্করাভিঃ খর্জ্জূরবীরর্ষভকোৎপলৈশ্চ।
কাকোলিমেদাযুগজীবকৈশ্চ ক্ষীরেণ সিদ্ধং মহিষীঘৃতং স্যাৎ ॥

দ্রাক্ষা, বেড়েলা, গজপিপ্পলী ও চিনি; অথবা খর্জ্জূর, ক্ষীরকাকোলী, ঋষভক ও নীলোৎপল, কিংবা কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা ও জীবক ইহাদের কোন একটী কল্ক ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি মাহিষ ঘৃত পাক করিবে। ইহা পিত্তজ হৃদ্রোগ নাশক।

কশেরুকাশৈবলশৃঙ্গবেরপ্রপৌণ্ডরীকং মধুকং বিসস্য।
গ্রন্থিশ্চ সর্পিঃ পয়সা পচেত্তৈঃ ক্ষৌদ্রান্বিতং পিত্তহৃদাময়ঘ্নম্ ॥

কেশুর, শৈবাল, শুঁঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও মৃণালগ্রন্থি ইহাদের কল্ক (ঘৃতের চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। শীতল হইলে এই ঘৃতে চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা পিত্তজহৃদ্রোগঘ্ন।

স্থিরাদিকল্কৈঃ পয়সা চ সিদ্ধং দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি।
সর্পির্হিতং স্বাদুফলেক্ষুজাশ্চ রসাঃ সুশীতা হৃদি পিত্তদুষ্টে ॥

স্থিরাদিবর্গের (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) কল্ক এবং দুগ্ধ অথবা দ্রাক্ষারস কিংবা ইক্ষুরসের সহিত ঘৃতপাক করিয়া পিত্তজ হৃদ্রোগে ব্যবস্থা করিবে। এইরোগে দ্রাক্ষাদি মধুর ফল ও ইক্ষুর সুশীতল রস হিতকর।

স্বিন্নস্য বান্তস্য বিলঙ্ঘিতস্য ক্রিয়া কফঘ্নী কফমর্ম্মরোগে।
কৌলত্থধান্যৈশ্চ রসৈর্যবান্নপানানি তীক্ষ্ণানি সশর্করাণি ॥
মূত্রে শৃতাঃ কট্‌ফলশৃঙ্গবেরপীতদ্রুপথ্যাতিবিষাঃ প্রদেয়াঃ।
তৃক্ষাশঠীপুষ্করমূলরাস্নাবচাভয়ানাগরচূর্ণকশ্চ ॥
উডুম্বরাশ্বত্থবটার্জ্জুনাখ্যে পলাশরোহীতকখাদিরে চ।
কাথে ত্রিবৃৎত্র্যূষণচূর্ণসিদ্ধো লেহঃ কফঘ্নো যুত উষ্ণতোয়ৈঃ ॥

শিলাহ্বয়ং বা ভিষগপ্রমত্তঃ প্রযোজয়েৎ কল্পবিধানদৃষ্টম্।
প্রাশ্যাথবাগস্ত্যহরীতকী চ রসায়নং ব্রাহ্মমথামলক্যাঃ॥

কফজ হৃদ্রোগে রোগিকে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া বমন করাইবে। বমনের পর লঙ্ঘন দিয়া কফনাশক চিকিৎসা করিবে। কুলথকলায় ও ধনের অর্দ্ধশৃত কাথে সাধিত মাংসরস সহ যবান্ন পাক করিবে। সেই তীক্ষবীর্য্য যবান্ন শর্করা মিশ্রিত করিয়া রোগিকে ভোজন করাইবে। কট্‌ফল, শুঁঠ, সরলকাষ্ঠ, হরীতকী ও আতইচ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পাক করিয়া তাহা পান করাইবে। পিপুল, শটী, পুষ্করমূল, রাস্না, বচ, হরীতকী ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে কফজ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। যজ্ঞডুমুর অশ্বথ, বট ও অর্জ্জুন ছাল ইহাদের কাথে কিংবা পলাশ, রোহিতক ও খদির কাষ্ঠের কাথে তেউড়ী ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। এই লেহ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কফনাশ হয়। চিকিৎসক সাবধানে শিলাজতু রসায়ন, অগস্ত্য হরীতকী, ব্রাহ্ম্যরসায়ন ও আমলকী রসায়ন কফজ হৃদ্রোগে ব্যবস্থা করিবেন।

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্।
হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥
ভুক্তেঽধিকঞ্জীর্য্যতি শূলমল্পং জীর্ণে স্থিতং স্যাৎ সুরদারু কুষ্ঠম্।
সতিল্বকং দ্বে লবণে বিড়ঙ্গমুষ্ণাম্বুনা সাতিবিষং পিবেৎ সঃ॥
জীর্ণেঽধিকে স্নেহবিরেচনং স্যাৎ ফলৈর্বিরেচ্যো যদি জীর্য্যতি স্যাৎ।
ত্রিষ্বেব কালেম্বধিকে তু শূলে তীক্ষ্ণং হিতং মূলবিরেচনং স্যাৎ॥

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমতঃ রোগিকে লঙ্ঘন দিবে এবং যে সকল অন্নপান বাতাদিদোষ সমূহে হিতকর, তাহা ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দোষের অল্পতা আধিক্য বা মধ্যত্ব দেখিয়া সেই তিন দোষেরই অনুরূপ প্রশস্ত কর্ম্ম সকল করিবে। ত্রিদোষজনিত হৃদ্রোগে যদি ভোজনের পরই অধিক বেদনা হয় ও ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায় অল্প বেদনা হয় এবং ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে যদি বেদনা না থাকে, তাহা হইলে রোগীকে দেবদারু, কুড়, লোধ, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ ও আতইচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। আর ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে যদি অধিক বেদনা হয় তাহা হইলে স্নেহ (এরণ্ড তৈলাদি) দ্বারা বিরেচন দিবে। জীর্ণ হইবার সময় অধিক বেদনা হইলে বিরেচনোক্ত ফলিনীবৃক্ষের ফল দ্বারা বিরেচন প্রয়োগ করিবে। আর তিন কালেই অর্থাৎ ভোজনের পর, ভুক্তান্ন জীর্ণ হইবার সময় ও ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে যদি অধিক বেদনা হয় তাহা হইলে যে সকল মূলপ্রধান বৃক্ষের মূল তীক্ষ্ণ বিরেচক তাহা দ্বারা বিরেচন দিবে।

প্রায়োঽনিলো রুদ্ধগতিঃ প্রকুপ্যত্যামাশয়ে শোধনমেব তস্মাৎ।
কার্য্যং তথা লঙ্ঘনপাচনঞ্চ সর্ব্বং ক্রিমিঘ্নং ক্রিমিহৃদ্‌গদে চ॥

ইতি হৃদ্রোগচিকিৎসা।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বায়ু রুদ্ধগতি হইয়া প্রায়ই আমাশয়ে প্রকুপিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে শোধন ঔষধ অবশ্য প্রয়োগ করিবে। আর লঙ্ঘন, পাচন ও ক্রিমিনাশক ঔষধ সমস্ত ব্যবস্থা করিবে।

সন্ধারণাজীর্ণরজোঽতিভাষ্যক্রোধর্ত্তুবৈষম্যশিরোঽভিতাপৈঃ।
প্রজাগরাতিস্বপনাম্বুশীতৈরবশ্যয়া মৈথুনবাষ্পধূমৈঃ।
সংস্ত্যানদোষে শিরসি প্রদুষ্টো বায়ুঃ প্রতিশ্যায়মুদীরয়েৎ তু॥
ঘ্রাণার্ত্তিতোদৈঃ ক্ষবথুর্জলাভঃ স্রাবোঽনিলাৎ সস্বরমূর্দ্ধরোগঃ।
নাসাগ্রপাকজ্বরবক্ত্রশোষতৃষ্ণাস্রপীতস্রবণানি পিত্তাৎ॥
কাসারুচিস্রাবঘনপ্রসেকাঃ কফাদ্ গুরুঃ স্রোতসি চাপি কণ্ডুঃ।
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ স্যুঃ পীনসে তীব্ররুজেঽতিদুঃখে॥

নাসারোগ নিদান। মল মূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসাপথে ধূলি প্রবেশ, অতিভাষ্য (অধিক কথা বলা), ক্রোধ, ঋতুবৈষম্য, শিরোঽভিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতল জল, শৈত্য, মৈথুন, বাষ্প (রোদন রোধ জন্য গলাদি গত অশ্রু) ও ধূম এই সমস্ত কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। বাতজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকায় বেদনা ও তোদ, ক্ষবথু (হাঁচি), নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব, স্বরভেদ ও শিরোরোগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্তজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকার অগ্রভাগে পাক, জ্বর, মুখশোষ, তৃষ্ণা, এবং রক্ত বা পীতবর্ণ স্রাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। কফজ প্রতিশ্যায়ে কাস, অরুচি, নাসাস্রাব, ঘন প্রসেক, মুখ নাসাদি স্রোতঃ সকলে গুরুত্ব ও কণ্ডু এই সকল লক্ষণ এবং ত্রিদোষজ প্রতিশ্যায়ে বাতাদি দোষত্রয়েরই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে অতি দুঃখপ্রদ তীব্র বেদনা হইয়া থাকে।

সর্ব্বোঽতিবৃদ্ধোঽহিতভোজনাত্তু দুষ্টপ্রতিশ্যায় উপেক্ষিতঃ স্যাৎ।
ততশ্চ রোগাঃ ক্ষবথুশ্চ নাশাশোষঃ প্রতীনাহপরিস্রবৌ চ॥
ঘ্রাণস্য পূতিত্বমপীনসশ্চ সপাকশোথার্ব্বুদপূয়রক্তঃ।
অরুংষি শীর্ষশ্রবণাক্ষিরোগাঃ খালিত্যহর্য্যর্জ্জুনলোমভাবাঃ॥
তৃট্শ্বাসকাসজ্বররক্তপিত্তবৈস্বর্য্যশোষাশ্চ ততো ভবন্তি॥

সমস্ত প্রতিশ্যায় অহিত ভোজনে অতি বর্দ্ধিত হয়। ইহা উপেক্ষিত হইলে দুষ্টপ্রতিশ্যায় হইয়া থাকে। দুষ্টপ্রতিশ্যায়ে ক্ষবথু (হাঁচি), নাসাশোষ, প্রতিনাহ, পরিস্রব, নাসিকার পূতিত্ব, পাক, শোথ ও অর্ব্বুদ, অপীনস, পূযরক্ত, অরুংষি, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, খালিত্য, লোমের কপিলবর্ণতা বা শ্বেতবর্ণতা, পিপাসা, শ্বাস, কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত, স্বরভঙ্গ ও শোষ এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে।

রোধাভিঘাতস্রবশোষপাকৈর্ঘ্রাণং যুতং যশ্চ ন বেত্তি গন্ধম্।
দুর্গন্ধি চাস্যং বহুশঃ প্রকোপি দুষ্টপ্রতিশ্যায়মুদাহরেৎ তম্॥

সংস্পৃশ্য মর্ম্মাণ্যনিলস্তু মূর্দ্ধ্নি বিঘ্নকৃপথস্থঃ ক্ষবথুং করোতি।
ক্রুদ্ধঃ স সংশোষ্য কফন্তু নাশাশৃঙ্গাটকঘ্রাণবিশোষণঞ্চ ॥
উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদাহরেৎ তম্।
যো মস্তুলুঙ্গাদ্ঘনপীতপকঃ কফঃ স্রবেদেষ পরিস্রবস্তু॥
বৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যমুপেক্ষয়াত্তু স্যাৎ পূতিনস্যং শ্বয়থুর্ভ্রমশ্চ।
আনহ্যতে যস্য বিশুষ্যতে চ প্রক্লিদ্যতে ধূপ্যতি যস্য নাসা॥
ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তুর্জুষ্টং ব্যবস্যেত্তমপীনসেন।
তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং ব্রুয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গম্॥

দুষ্ট প্রতিশ্যায় লক্ষণ। দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে নাসারোধ, নাসাভিঘাত, নাসাস্রাব, নাসাশোষ, নাসাপাক, ঘ্রাণশক্তি নাশ ও মুখে দুর্গন্ধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহার বারংবার প্রকোপ হইয়া থাকে।

ক্ষবথু। কুপিত বায়ু মস্তকের সমস্ত পথে অবস্থান পূর্ব্বক নাসামর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া ক্ষবথুরোগ উৎপাদন করে।

নাসাশোষ। ক্রুদ্ধ বায়ু কফকে শুষ্ক করিয়া নাসাশৃঙ্গাটক (নাসিকার কোমলাস্থি) ও নাসার শোষণ করে। ইহাকে নাসাশোষ রোগ কহে।

প্রতিনাহ। কুপিত কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক উচ্ছ্বাস মার্গ রুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রতিনাহ রোগ কহে।

পরিস্রব। মস্তুলুঙ্গ হইতে ঘন পীতবর্ণ ও পক্ক কফ নির্গত হইলে তাহাকে পরিস্রব রোগ কহে।

পূতিনস্য। প্রতিশ্যায়কে উপেক্ষা করিলে নাসিকার বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য ও শোথ এবং ভ্রম (গা ঘোরা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকে পূতিনস্য রোগ কহে।

অপীনস বা পীনস। যে রোগে নাসারন্ধ্র শ্লেষ্মাদ্বারা রুদ্ধ, কখন শুষ্ক ও কখন প্রক্লিন্ন, এবং ধূম নির্গমবৎ পীড়ায় পীড়িত হয়, যাহাতে ঘ্রাণশক্তি ও রসগ্রহণ শক্তি নষ্ট হয়। তাহাকে অপীনস রোগ কহে। অপীনস বাতশ্লেষ্মজ রোগ; ইহা বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের তুল্য লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে।

সদাহরাগঃ শ্বয়থুঃ সপাকঃ স্যাদ্ঘ্রাণপাকোঽপি চ রক্তপিত্তাৎ।
ঘ্রাণাশ্রিতাসৃক্প্রভৃতীন্ প্রদুষ্য কুর্ব্বন্তি নাসাশ্বয়থুং মলাশ্চ॥
ঘ্রাণে তথোচ্ছ্বাসগতিং নিরুধ্য মাংসপ্রদোষাদপি চার্ব্বুদানি।
ঘ্রাণাৎ স্রবেদ্বা শ্রবণান্মুখাদ্বা পিত্তাক্তমস্রন্ত্বপি পূযরক্তম্।
কুর্য্যাৎ সপিত্তঃ পবনস্ত্বগাদীন্ সন্দুষ্য চারুংষি সদাহপাকম্॥

ইতি নাসারোগনিদানম্।

নাসাপাক। নাসাপাকরোগে নাসিকায় শোথ হয়, এই শোথ পাকে, জ্বালা করে ও রক্তবর্ণ হয়। নাসাপাক রক্তপিত্তজ ব্যাধি।

নাসাশোথ। বাতাদিদোষ সমূহ ঘ্রাণাশ্রিত রক্তপ্রভৃতি ধাতুকে প্রদূষিত করিয়া নাসাশোথ উৎপাদন করে।

নাসার্ব্বুদ। বাতাদিদোষ নাসিকাতে মাংসপ্রভৃতি হেতু উচ্ছ্বাসগতি রোধ করিয়া অর্ব্বুদ রোগ উৎপাদন করে।

পূযরক্ত। এই রোগে নাসিকা, কর্ণ বা মুখ হইতে পিত্তমিশ্রিত রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

অরুংষি। পিত্তযুক্ত বায়ু ত্বগাদি ধাতুকে দূষিত করিয়া অরুঃ অর্থাৎ ব্রণ সকল উৎপাদন করে। ইহাতে দাহ ও পাক হইয়া থাকে।

তৃশার্ত্তিশূলং স্ফুরণং হি বাতাৎ পিত্তাৎ সদাহার্ত্তি কফাদ্ গুরু স্যাৎ।
সর্ব্বৈস্ত্রিদোষং ক্রিমিজং সকণ্ডু দৌর্গন্ধ্যতোদার্ত্তিযুতং শিরঃ স্যাৎ॥

ইতি শিরোরোগনিদানম্।

শিরোরোগ নিদান। বাতজ শিরোরোগে মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, শূল ও স্ফুরণ (দপ্‌দপানি) হয়। পিত্তজ শিরোরোগে মস্তকে জ্বালা ও বেদনা হয়। কফজ শিরোরোগে মস্তক গুরু (ভারবিশিষ্ট) হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ শিরোরোগে বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকে কণ্ডু দৌর্গন্ধ্য ও তোদ (সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা) হইয়া থাকে।

মুখাময়ে মারুতজে তু শোষ,কার্কশ্যরৌক্ষ্যেঽতিবলা রুজশ্চ।
কৃষ্ণারুণং নিষ্পতনং সশীতং প্রস্র সনস্পন্দনতোদভেদাঃ॥
তৃষ্ণাজ্বরস্ফোটকদাহপাকা ধূমায়নক্লাস্যবদীর্ণতা চ।
পিত্তাৎ সমূর্চ্ছা বিবিধা রুজশ্চ বর্ণাশ্চ শুক্লারুণপাণ্ডুবর্জ্জ্যাঃ॥
কণ্ডূর্গুরুত্বং সিতবিজ্জলত্বং স্বেদোঽরুচির্জ্জাড্যকফপ্রসেকৌ।
উৎক্লেশমন্দানলতা চ তন্দ্রা রুজশ্চ মন্দাঃ কফবক্ত্ররোগে॥
সর্ব্বাণি রূপাণি তু বক্ত্ররোগে ভবন্তি যস্মিন্ স তু সন্নিপাতাৎ॥

মুখরোগনিদান। বাতজ মুখরোগে শোষ, কর্কশতা, রুক্ষতা, অতিবল বেদনা, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ শীতল স্রাব, প্রস্রংসন, স্পন্দন, তোদ ও ভেদ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্তজ মুখরোগে তৃষ্ণা, জ্বর, স্ফোটক, দাহ, পাক, ধূমায়ন (ধূমনির্গমবৎপ্রতীতি), অবদীর্ণতা, মূর্চ্ছা, বিবিধ বেদনা, এবং শুক্ল অরুণ ও পাণ্ডুবর্জ্জিত বর্ণের উৎপত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কফজ মুখরোগে কণ্ডূ, গুরুত্ব, শ্বেতবর্ণতা, পিচ্ছিলতা, স্বেদ, অরুচি, জড়তা, কফপ্রসেক, বমনভাব, মন্দাগ্নিতা, তন্দ্রা ও মন্দ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সন্নিপাতজ মুখরোগে উক্ত বাতাদিদোষ সমূহের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সংস্থানদূষ্যাকৃতিনামভেদাচ্চৈতে চতুঃষষ্টিবিধা ভবন্তি॥
শালাক্যতন্ত্রে বিহিতানি তেষাং নিমিত্তরূপাকৃতিভেষজানি।
যথাপ্রদেশঞ্চ চতুর্ব্বিধস্য ক্রিয়াং প্রবক্ষ্যামি মুখাময়স্য॥

ইতি মুখরোগনিদানম্।

এই মুখরোগ চতুষ্টয় সংস্থান দূষ্য আকৃতি ও নামভেদে চতুঃষষ্টি প্রকার হইয়া থাকে। শালাক্যতন্ত্রে ইহাদের নিদান লক্ষণ আকৃতি ও ঔষধ সমূহ উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্রে যথাস্থানে চতুর্ব্বিধ মুখরোগের চিকিৎসা বলিব।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভক্রোধৈর্ম্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ।
অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তকষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন॥
কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্।
মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্যগুরুত্বশৈত্যবিবদ্ধসম্বদ্ধযুতং কফেন॥

অরোচক নিদান। বায়ু পিত্ত কফ ও সন্নিপাত এই সকল এবং শোক, ভয়, অতি লোভ, অতিক্রোধ, মনের উদ্বেগজনক (ঘৃণাজনক) আহার রূপ ও গন্ধ, এই সকল আগন্তুকারণে অরোচক (পাঁচ প্রকার) হইয়া থাকে। বাতজ অরোচকে দন্তহর্ষ (দাঁত শিড়্‌শিড়্ করা) ও মুখে কষায় রস হয়। পিত্তজ অরোচকে মুখ কটু ও অম্ল রসান্বিত, উষ্ণ, বিরস এবং পূতি-গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কফজনিত অরোচকে মুখ মধুরলবণরস, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, আহারাসমর্থ ও কফলিপ্ত হয়।

অরোচকে শোকভয়াতিলোভক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ।
স্বাভাবিকশ্চাস্যরসোঽরুচিশ্চ ত্রিদোষজে নৈকরসং ভবেৎ তু॥

ইত্যরোচকনিদানম্।

শোক ভয় অতিলোভ ও অতিক্রোধাদি এবং অহৃদ্য ও অশুচিগন্ধ জনিত (আগন্তু) অরোচকে মুখ স্বাভাবিক থাকে অর্থাৎ রসবোধের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা কিন্তু অরুচি হয়। ত্রিদোষ জনিত অরোচকে মুখ একরসবিশিষ্ট থাকে না। (ইহাতে বাতাদিদোষ জনিত অরোচক কথিত সকল রসই মুখে প্রকাশ পায়।)

নাদোঽতিরুক্কর্ণমলস্য শোষঃ স্রাবস্তনুশ্চাশ্রবণঞ্চ বাতাৎ।
শোফঃ সরাগো দরণং বিদাহঃ সপীতপূতিস্রবণঞ্চ পিত্তাৎ॥
বৈশ্রুত্যকণ্ডুস্থিরশোফশুক্লস্নিগ্ধস্রুতিঃ শ্লেষ্মভবেঽল্পরুক্ চ।
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ স্রাবশ্চ তত্রাধিকদোষবর্ণঃ॥

ইতি কর্ণরোগনিদানম্।

কর্ণরোগ। বায়ুজনিত কর্ণরোগে কর্ণে নাদ (বিবিধ শব্দোৎপত্তি), অত্যন্ত বেদনা, কর্ণমলের শুষ্কতা, পাতলা স্রাব ও শ্রবণ শক্তি হীনতা এই লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পিত্তজ কর্ণরোগে কর্ণে শোথ, রক্তবর্ণতা, বিদীর্ণ ভাব (কাণ ফাটা ফাটা হওয়া) এবং পীতবর্ণ ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট স্রাব হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ কর্ণরোগে বৈশ্রুত্য (শ্রবণের বৈপরীত্য), কণ্ডু, স্থিরশোথ, শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ স্রাব ও অল্পবেদনা হয়। সন্নিপাতজ কর্ণরোগে উক্ত ত্রিবিধদোষেরই লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। ইহাতে যে দোষের আধিক্য থাকে, স্রাবের বর্ণ ও তদ্দোষানুরূপ হইয়া থাকে।

অল্পস্তু রাগোঽনুপদেহবাংশ্চ সতোদভেদোঽনিলজাক্ষিরোগে।
পিত্তাত্তু দাহাতিরুজোঽতিরাগাঃ পীতোপদেহঃ সুভৃশোষ্ণমস্রু॥
শুক্লোপদেহো বহুপিচ্ছিলাস্রু নেত্রং কফাৎ স্যাদ্ গুরুতা সকণ্ডুঃ।
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ ষট্সপ্ততির্নেত্রগদাস্তুভেদাৎ॥

নেত্ররোগ। বাতজ চক্ষুরোগে নেত্রে অল্পরাগ (লৌহিত্য), শ্লেষ্মলেপহীনতা, সূচীবেধবৎ ও ভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। পিত্তজ নেত্ররোগে, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, অতি লৌহিত্য অতি উষ্ণ অশ্রুস্রাব ও পীতবর্ণ কফদ্বারা চক্ষুর লিপ্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্লেষ্মজ নেত্ররোগে চক্ষুতে শুক্লবর্ণ লেপ, বহু পিচ্ছিল অশ্রুস্রাব হয়। ইহাতে চক্ষু গুরু ও কণ্ডু বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ নেত্ররোগে উক্ত সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হয়। এই নেত্ররোগ সংস্থানাদিভেদে ছিয়াত্তর প্রকার হইয়া থাকে।

তেষামভিব্যক্তিরভিপ্রদিষ্টা শালাক্যতন্ত্রেষু চিকিৎসিতঞ্চ।
পরাধিকারে তু ন বিস্তরোক্তিঃ শস্তেতি তেনাত্র ন নঃ প্রয়াসঃ॥

ইতি নেত্ররোগনিদানম্।

এই সমস্ত নেত্ররোগের বিবরণ ও চিকিৎসা শালাক্যতন্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। পরাধিকারে বিস্তরোক্তি প্রশস্ত নহে বলিয়া আমরা এ বিষয়ে যত্ন করিলাম না। অর্থাৎ নেত্ররোগ সমূহ ও তাহাদের চিকিৎসা বাহুল্যরূপে বর্ণন করিলাম না।

তেজঃ সবাতং খলু কেশভূমিং দগ্ধ্বাতু কুর্য্যাৎ খলিতিং নরস্য।
কিঞ্চিত্তু দগ্ধ্বা পলিতানি কুর্য্যাদ্ধারিৎপ্রভত্বঞ্চ শিরোরুহাণাম্॥

খালিত্যরোগনিদান। বায়ু ও পিত্ত কেশভূমিকে দগ্ধ করিয়া খালিত্যরোগ জন্মায়। (পিত্ত কেশমূলকে পক্ব করে এবং বায়ু ঐ পক্বকেশ মূলকে শুষ্ক করে, সুতরাং কেশ সকল শীর্ণ হইয়া উঠিয়া যায়।) পিত্ত ও বায়ু কেশভূমিকে অল্প দগ্ধ করিয়া কেশ সকলকে হরিত-বর্ণ করিলে তাহাকে পালিত্য কহে।

ইত্যূর্দ্ধজত্রুস্থগদৈকদেশঃ প্রোক্তশ্চিকিৎসাঞ্চ পরং নিবোধ।
অতঃপরং ভেষজসংগ্রহস্তু নিবোধ সংক্ষেপত উচ্যমানম্॥

ইতি খালিত্যরোগনিদানম্।

উর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহের এক দেশ মাত্র উক্ত হইল। অতঃপর চিকিৎসা ও ঔষধসংগ্রহ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বাতাৎ সকাসবৈস্বর্য্যে সক্ষারং পীনসে ঘৃতম্।
পিবেদ্রসং পয়শ্চোষ্ণং স্নৈহিকং ধূমমেব বা॥
শতাহ্বাত্বগ্‌বলামূলং শ্যোণাকৈরণ্ডবিল্বজম্।
আরগ্বধং পিবেদ্বর্ত্তিং মধুচ্ছিষ্টবসান্বিতৈঃ॥
অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বা মল্লকসম্পুটে।
নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥

চিকিৎসা। বায়ুজনিত পীনসরোগে কাস ও স্বরভঙ্গ থাকিলে যবক্ষার যুক্ত ঘৃত, মাংসরস, উষ্ণদুগ্ধ ও স্নৈহিক ধূম পান করিবে। গুলফা, দারুচিনি ও বেড়েলামূল; শোণামূল, এরণ্ড-মূল ও বিল্বমূল অথবা সোন্দালমূল, মোম, বসা ও ঘৃতসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অথবা ঘৃতমিশ্রিত শক্তু শরাবসম্পুটে রাখিয়া যথাবিধি তাহার ধূমপান করিবে। ইহাতে নূতন প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

শঙ্খমূর্দ্ধললাটার্ত্তৌ পাণিস্বেদোপনাহনম্।
স্বভ্যক্তে ক্ষবথুস্রাবরোধাদৌ সঙ্করাদয়ঃ॥

নূতন প্রতিশ্যায় রোগে শঙ্খদেশ মস্তক ও ললাটে বেদনা থাকিলে পাণিস্বেদ ও উপনাহ (পুল্‌টিশ্) দিবে। এবং ক্ষবথু (হাঁচি) ও কফস্রাব রুদ্ধ হইলে রোগিকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া সঙ্করাদি স্বেদ ব্যবস্থা করিবে।

শ্রেয়াশ্চ রোহিষাজাজীবচাতর্কারিচোরকাঃ।
ত্বক্পত্রমরিচৈলানাং চূর্ণাং বা সোপকুঞ্চিকাঃ॥

গন্ধতৃণ, কৃষ্ণজীরা, বচ, জয়ন্তী ও চোরপুষ্পী ইহাদের চূর্ণের অথবা দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচ, এলাইচ ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণের নস্য দিলে নূতন প্রতিশ্যায় নিবারিত হয়।

স্রোতঃশৃঙ্গাটনাসাক্ষিশোষে তৈলং সনাবনম্।
প্রভাবাঙ্গে তিলান্ ক্ষীরে তেন পিষ্টাংস্তদূষ্মণা॥
মন্দস্বিন্নান্ সযষ্ট্যাহ্বচূর্ণাংস্তেনৈব পীড়য়েৎ॥
দশমূলস্য নিষ্ক্বাথে রাস্নামধুককল্কবৎ।
সিদ্ধং সসৈন্ধবং তৈলং দশকৃত্বো নু তৎ স্মৃতম্॥
স্নিগ্ধস্যাস্থাপনৈর্দোষং নির্হরেদ্বাতপীনসে।
স্নিগ্ধাম্লোষ্ণৈশ্চ লঘ্বন্নং গ্রাম্যাদীনাং রসৈর্হিতম্॥
উষ্ণাম্বুনা স্নানপানে নিবাতোষ্ণপ্রতিশ্রয়ঃ।
চিন্তাব্যায়ামবাক্চেষ্টাব্যবায়বিরতো ভবেৎ॥
বাতজে পীনসে ধীমানিচ্ছন্নেবাত্মনো হিতম্॥

স্রোতঃসকল, নাসাশৃঙ্গাটক, নাসিকা ও চক্ষুর শোষ থাকিলে নিম্নোক্ত নাবন তৈলের নস্য দিবে। নাবন তৈল (অনুতৈল) যথা,—কৃষ্ণতিল ছাগ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া ছাগ দুগ্ধেরই সহিত তাহা পেষণ করিবে। পরে ঐ পিষ্টতিল ছাগদুগ্ধের উষ্মায় অল্প স্বিন্ন করিয়া যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত একত্র মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পীড়ন পূর্ব্বক তিল নিষ্কাশিত করিবে। এই তিল, দশমূলের কাথ (তৈলের চতুর্গুণ) এবং রাস্না, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) সহ দশবার পাক করিতে হইবে। প্রত্যেক পাকেই উক্ত কাথ ও কল্ক দিবে।

বাতপীনসাক্রান্ত রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া আস্থাপন বস্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার দোষ নির্হরণ করিবে। গ্রাম্য জন্তুর মাংস রস প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতাদি স্নেহ

দ্বারা স্নিগ্ধ ও দাড়িমাদি রস দ্বারা অম্লীকৃত করিবে। এবং উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তৎসহ লঘু অন্ন রোগিকে ভোজন করাইবে। রোগীর স্নানার্থ ও পানার্থ উষ্ণ জল ব্যবস্থা করিবে। এবং বায়ুরহিত উষ্ণ গৃহে তাহাকে বাস করাইবে। আত্মাহিতেচ্ছু বাতপীনসাক্রান্ত রোগী চিন্তা, ব্যায়াম, অধিক বাক্য, চেষ্টা ও মৈথুন হইতে বিরত হইবে।

পৈত্তে সর্পিঃ পিবেৎ সিদ্ধং শৃঙ্গবের শৃতং পয়ঃ ॥

পিত্তজ পীনসে পিত্তঘ্নদ্রব্যসাধিত ঘৃত ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

পাচনার্থং পিবেৎ পক্বে কার্য্যং মূর্দ্ধবিরেচনম্।
পাঠাদ্বিরজনীমূর্ব্বাপিপ্পলীজাতিপল্লবৈঃ ॥
দন্ত্যা চ সাধিতং তৈলং নস্যং স্যাৎ পক্বপীনসে ॥

পক্ব পীনসে মূর্দ্ধবিরেচন অর্থাৎ নস্য ব্যবস্থা করিবে। আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, পিপ্পলী, জাতীপত্র ও দন্তী ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য দিলে পক্ব পীনস প্রশমিত হয়।

পূযাস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া নাবনানি চ ॥
পাকদাহাঢ্যরূক্ষেষু পীতাঃ সেকাঃ প্রলেপনাঃ।
স্নেহনস্যোপচারাশ্চ কষায়াঃ স্বাদুশীতলাঃ ॥

পূযরক্তে রক্তপিত্ত নাশক কাথ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। যদি দাহ পাক ও রুক্ষতা থাকে, তাহা হইলে শীতল সেক, প্রলেপ, মধুরশীতল কষায় ও স্নেহনস্য ব্যবস্থা করিবে।

মন্দপিত্তে প্রতিশ্যায়ে স্নিগ্ধৈঃ কুর্য্যাদ্বিরেচনম্।
ঘৃতং ক্ষীরং যবাঃ শালির্গোধূমা জাঙ্গলা রসাঃ ॥
শীতাম্লাস্তিক্তশাকানি যূষা মুদ্গাদিভির্হিতাঃ।

প্রতিশ্যায়ে পিত্তের অল্পতা থাকিলে স্নিগ্ধদ্রব্য দ্বারা বিরেচন দিবে। ইহাতে ঘৃত দুগ্ধ যব শালিক তণ্ডুল গোধূম জাঙ্গল মাংসরস, শীতল দ্রব্য, অম্লরস, তিক্তশাক ও মুদ্গাদির যূষ হিতকর।

গৌরবারোচকেষ্বাদৌ লঙ্ঘনং কফপীনসে।
স্বেদাঃ সেকাশ্চ পাকার্থং লিপ্তে শিরসি সর্পিষা ॥
লশুনং মুদ্গচূর্ণেন ব্যোষক্ষারঘৃতৈর্যুতম্।
দেয়ং কফঘ্নবমনমুৎক্লিষ্টশ্লেষ্মণে হিতম্ ॥
অপীনসে পূতিনস্যে ঘ্রাণস্রাবে সকণ্ডুকে।
ধূমঃ শস্তোঽবপীড়শ্চ কটুভিঃ কফপীনসে ॥
মনঃশিলা বচা ব্যোষং বিড়ঙ্গং হিঙ্গু গুগ্গুলুঃ।
চূর্ণৈঃ প্রায়ঃ প্রধমনঃ কটুভিস্ত্রিফলৈঃ সহ ॥

ভার্গীমদনতর্কারীসুরসাদিবিপাচিতম্।
তৈলং সর্ষপজং বল্যং কফপীনসশান্তয়ে॥
আর্ত্তকালবচালং বা বিড়ঙ্গং কুষ্ঠপিপ্পলী।
কৃত্বা কল্কং করঞ্জঞ্চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ॥
পাকাম্মুক্তে ঘনে নস্যমেতন্মেদে হ্স্বিতে কফে।
স্নিগ্ধস্য ব্যাহতে বেগে ছর্দ্দনং কফপীনসে॥
বমনীয়শৃতক্ষীরতিলমাসযবাম্বুনা।
যবাগ্বা মদনক্ষীরতিলমাষোপসিদ্ধয়া॥

কফজ পীনসে শিরোগুরুত্ব ও অরুচি থাকিলে প্রথমে লঙ্ঘন দিবে। পরে কফের পাকার্থ মস্তকে ঘৃত মাখাইয়া স্বেদ ও পরিষেক প্রদান করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা উৎক্লিষ্ট হইলে (বহির্গমনোন্মুখ হইলে) মুদগ চূর্ণ, ত্রিকটু চূর্ণ, যবক্ষার ও ঘৃতসহ লশুন সেবন করাইয়া বমন করাইবে। ইহা দ্বারা কফের নাশ হয়। কফজ পীনসে (প্রতিশ্যায়ে) অপীনস পূতিনস্য নাসাস্রাব ও কণ্ডূ থাকিলে ধূম ও কটুদ্রব্যের অবপীড়নস্য প্রদান করিবে। মনছাল, বচ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হিং, ও গুগ্গুলু ইহাদের চূর্ণ অথবা কটুদ্রব্য ও ত্রিফলা চূর্ণ দ্বারা প্রধমন নস্য দিবে। বামুনহাটী, ময়নাফল, জয়ন্তী ও সুরসাদিগণের কল্কসহ সর্ষপ তৈল পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কফ পীনসের শান্তি ও মস্তকের বল বৃদ্ধি হয়। কুড়, অগুরু, বচ ও হরিতাল ইহাদের কল্ক অথবা বিড়ঙ্গ, কুড়, পিপুল ও করঞ্জ ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধি সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য দিলে পক ঘন কফস্রাব ও মেদোম্বিত কফ নিবারিত হয়। কফপীনস রোগে কফের বেগ ব্যাহত হইলে অর্থাৎ কফস্রাব না হইলে রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত বমন করাইবে। বমনীয় দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ তিল মাষকলায় ও যব জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল কিংবা ময়নাফল, দুগ্ধ ও মাষকলায় এই সকল দ্রব্যের সহিত যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ বমনার্থ সেবন করাইবে।

কফঘ্নমন্নং বার্ত্তাককুলত্থাঢ়কিমুদ্গজাঃ।
যূষাঃ সকুলকব্যোষাঃ শস্তাস্তোয়োষ্ণসেবিনঃ॥

কফঘ্ন অন্ন, এবং বেগুণ, কুলথকলায়, অড়হর, মুগ, পল্তা ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্যের যূষ ও উষ্ণ জল পান কফপীনসে প্রশস্ত।

সর্ব্বজিৎ পীনসে দুষ্টে কার্য্যং শোফে তু শোফমুৎ।
ক্ষারো হর্ব্বুদাধিমাংসেষু ক্রিয়া সর্ব্বেষ্ববেক্ষ্য চ॥

ইতি নাসারোগচিকিৎসা।

দুষ্টপীনসে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা, প্রতিশ্যায়জাত শোথে শোথঘ্নী চিকিৎসা, এবং তজ্জ অর্ব্বুদ ও অধিমাংসে ক্ষারপ্রয়োগ প্রশস্ত। ইহাতে রোগবিশেষ লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে।

বাতিকে শিরসো রোগে স্নেহান্ স্বেদান্ সনাবনান্
পানান্নমুপহারাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্॥
তৈলভৃষ্টৈরগুর্ব্বাদ্যৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চোপনাহনম্।
জীবনীয়ৈঃ সুমনসা মৎস্যৈর্মাংসৈশ্চ শস্যতে॥

শিরোরোগ। বাতজনিত শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, নস্য এবং বাতরোগনাশক অন্ন, পান ও উপহার ব্যবস্থা করিবে। জ্বরচিকিৎসোক্ত অগুর্ব্বাদি তৈলের দ্রব্যসমূহ তৈলে ভাজিয়া সুখোষ্ণ অবস্থায় মস্তকে তাহাদের প্রলেপ (পুল্‌টিশ্) দিবে। ইহাতে মস্তকে জীবনীয়-গণোক্ত দ্রব্যের মালতী প্রভৃতি পুষ্পের মৎস্যের ও মাংসের প্রলেপ হিতকর।

রাস্নাস্থিরাদিভিঃ সিদ্ধং সক্ষীরং নস্যমর্ত্তিনুৎ।
তৈলং রাস্নাদ্বিকাকোলীশর্করাভিরথাপি বা॥

রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অথবা রাস্না, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও শর্করার কল্ক সহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য লইলে বাতজ শিরোবেদনা নষ্ট হয়।

বলামধুকযষ্ট্যাহ্ববিদারীচন্দনোৎপলৈঃ।
জীবকর্ষভকদ্রাক্ষাশর্করাভিশ্চ সাধিতঃ॥
প্রস্থস্তৈলস্য সক্ষীরো জাঙ্গলার্দ্ধতুলা রসে।
নস্যং সর্ব্বোর্দ্ধজত্রুত্থবাতপিত্তাময়াপহম্॥

তৈল /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের; জাঙ্গল পশুর মাংসরস ১২৷৷০ সের। কল্কার্থ—বেড়েলা যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা ও শর্করা মিলিত /১ সের। এই তৈলের নস্য লইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত বাতপিত্তজ রোগ সকল নিবারিত হয়।

দশমূলবলারাস্নাত্রিফলামধুকৈঃ সহ।
ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্রশকৃত্তুণ্ডাঙ্ঘ্রিবর্জ্জিতম্॥
জলে পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ।
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্॥
কর্ণাক্ষিনাসিকাজিহ্বাতাল্বাস্যগলরোগনুৎ।
মায়ূরমিতি বিখ্যাতমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥

ইতি মায়ূরঘৃতম্।

মায়ূর ঘৃত। ঘৃত /৪ সের। দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, ত্রিফলা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য এবং পক্ষ-পিত্ত-অন্ত্র মল-মুখ ও পাদবর্জ্জিত ময়ূর একটা একত্র ৬৪ চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—মধুরগণ (জীবক, ঋষভক মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানি ও মাষাণি প্রত্যেক ২ তোলা।) যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। এই মায়ূর ঘৃত পান

করিলে শিরোরোগ, অর্দ্দিত, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, নাসারোগ, জিহ্বাগত রোগ, তালুরোগ, মুখরোগ, গলরোগ নষ্ট হয়। ইহা উর্দ্ধজত্রুগতরোগনাশক বিখ্যাত ঔষধ।

এতেনৈব কষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন কল্কৈরেভিশ্চ কার্ষিকৈঃ॥
জীবন্তীত্রিফলামেদামৃদ্বীকর্দ্ধিপরূষকৈঃ।
সমঙ্গাচবিকাভার্গীকাশ্মরীকর্কটাহ্বয়ৈঃ॥
আত্মগুপ্তামহামেদাতালখর্জ্জূরমস্তকৈঃ।
মৃণালবিসখর্জ্জুরমধূকৈশ্চ সজীবকৈঃ॥
শতাবরীবিদারীক্ষুবৃহতীশারিবাযুগৈঃ।
মূর্ব্বাশ্বদংষ্ট্রর্ষভকশৃঙ্গাটককশেরুকৈঃ॥
রাস্নাস্থিরাতামলকীসূক্ষ্মৈলাশটিপৌষ্করৈঃ।
পুনর্নবাতুগাক্ষীরীকাকোলীধন্বযাসকৈঃ॥
মধুকাক্ষোড়বাতামমুঞ্জাতাভিষুকৈরপি।
দ্রব্যৈরেভির্যথালাভং পূর্ব্বকল্পেন সাধিতম্॥
তৎ পক্বং নাবনেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ প্রয়োজয়েৎ।
শিরোরোগেষু সর্ব্বেষু কাসে শ্বাসে চ দারুণে॥
মন্যাপৃষ্ঠগ্রহে শোষে স্বরভেদে তথার্দ্দিতে।
যোন্যসৃক্ শুক্রদোষেষু শস্তং বন্ধ্যাসুতপ্রদম্॥
ঋতুস্নাতা তথা নারী পীত্বা পুত্রং প্রসূয়তে।
মহামায়ূরমিত্যেতদ্ঘৃতমাত্রেয়পূজিতম্॥

ইতি মহামায়ূরঘৃতম্।

মহামায়ূর ঘৃত। ঘৃত /৪ সের, পূর্ব্বোক্ত মায়ূর ঘৃতোক্ত দশমূল প্রভৃতির কাথ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, ত্রিফলা, মেদা, দ্রাক্ষা, ঋদ্ধি, ফল্সাফল, বরাক্রান্তা, চৈ, বামুনহাটী, গাম্ভারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, আলকুশী, মহামেদা, তালের মাতি, খর্জ্জূর মাতি, মৃণাল, বিস, খর্জ্জুর, মৌল, জীবক শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু, বৃহতী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মূর্ব্বা, গোক্ষুর, ঋষভক, শিঙ্গেড়া, কেশুর, রাস্না, শালপাণি, ভূঁই-আমলা, ছোটএলাচ, শটী, পুষ্করমূল, পুনর্নবা, বংশলোচন, কাকোলী, দুরালভা, যষ্টিমধু, আক্রোট, বাদাম, মুঞ্জাতক ও অভিষুক এই সকল দ্রব্য যথালাভ (যতগুলি লওয়া যায়) প্রত্যেক ২ তোলা। পূর্ব্ববৎ নিয়মে পাক করিবে। এই পক্ব ঘৃত নস্য অভ্যঙ্গ পান ও বস্তি ক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ, দারুণ কাস, শ্বাস, মন্যাগ্রহ পৃষ্ঠগ্রহ, শোষ, স্বরভেদ, অর্দ্দিত, যোনিদোষ, রক্তদোষ ও শুক্রদোষ প্রশমিত হয়।

অন্নের পূজিত এই মহামায়ূর ঘৃত বন্ধ্যার গর্ভপ্রদ। ঋতুস্রাবের পর নারী এই ঘৃত পান করিলে পুত্র প্রসব করে।

আম্বুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্।
কল্পেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্॥

এই মায়ূর ঘৃত বিধানে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশ (খরগোস) মাংসের কাথ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই সকল ঘৃত উর্দ্ধজত্রুগত রোগ নাশ করিয়া থাকে।

পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতা লেপাঃ সনাবনাঃ।
জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ॥
চন্দনোশীরযষ্ট্যাহ্ববলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছৃতৈর্বা পরিষেচনম্॥
ত্বক্‌পত্রশর্করাকল্কঃ সুপিষ্টস্তণ্ডুলাম্বুনা।
কার্য্যোহবপীড়ঃ সর্পিশ্চ নস্যং তৎ স্যাৎ তু পৈত্তিকে॥
যষ্ট্যাহ্বচন্দনানন্তাক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতং হিতম্।
নাবনং শর্করাদ্রাক্ষামধুকৈশ্চাপি পিত্তজে॥

পিত্তজ শিরোরোগে ঘৃত, দুগ্ধ, শীতল পরিষেক ও প্রলেপ,নস্য, জীবনীয়গণ সাধিত ঘৃত, ও পিত্তঘ্ন অন্ন ও পান হিতকর। চন্দন, বেণার মূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নখী ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিবে। অথবা এই সমস্ত দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ জল দ্বারা মস্তক পরিষিক্ত করিবে। ইহাতে পিত্তজ শিরো-রোগ প্রশমিত হয়। পৈত্তিক শিরোরোগে দারুচিনি, তেজপত্র ও চিনি তণ্ডুল জলে (চাউল ধোওয়া জলে) বাটিয়া তাহার অবপীড়নস্য দিবে; তৎপরে ঘৃতের নস্য দিবে। যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধ সহ অথবা শর্করা, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক ও দুগ্ধ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে পিত্তজ শিরোরোগের শান্তি হয়।

কফজে স্বেদিতং নস্যধূমপ্রধমনাদিভিঃ।
শুদ্ধং প্রলেপপানান্নৈ কফঘ্নৈঃ সমুপাচরেৎ॥

কফজ শিরোরোগে রোগিকে প্রথমে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া নস্য ধূম ও প্রধমন নস্য দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে। তৎপরে কফনাশক অন্ন পান ও প্রলেপ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পুরাণসর্পিষঃ পানৈস্তীক্ষ্ণৈর্বস্তিভিরেব চ।
কফানিলোদ্ভবে দাহঃ শোষয়ো রক্তমোক্ষণম্॥
এরণ্ডনলদক্ষৌমগুগ্‌গুল্বগুরুচন্দনৈঃ।
ধূমবর্ত্তিং পিবেদ্গন্ধৈরকুষ্ঠতগরৈস্তথা॥

কফবাতজ শিরোরোগে পুরাণ ঘৃত পান, তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ ও মস্তকে দাহ কর্ত্তব্য। ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজ শিরোরোগে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত।

এরণ্ডমূল, বেণারমূল, মসিনা; গুগ্‌গুলু, অগুরু ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্য এবং কুড় ও তগরপাদুকা ব্যতীত সমস্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা বর্ত্তিপ্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির ধূমপান করিলে ত্রিদোষজ শিরোরোগের শান্তি হয়।

সন্নিপাতোদ্ভবে কার্য্যা সন্নিপাতহরী ক্রিয়া।
ক্রিমিজে চাপি কর্ত্তব্যং তীক্ষ্ণং মূর্দ্ধবিরেচনম্ ॥

সন্নিপাতজ শিরোরোগে সন্নিপাতহরী চিকিৎসা করিবে। এবং ক্রিমিজ শিরোরোগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে।

ত্বগ্‌দন্তীব্যাঘ্রকরজবিড়ঙ্গনবমালিকাঃ।
অপামার্গফলং বীজং নক্তমালশিরীষয়োঃ ॥
ক্ষবকোঽশ্মান্তকো বিল্বং হরিদ্রা হিঙ্গু যূথিকা।
ফণিজ্ঝকশ্চ তৈস্তৈলমবীমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধং স্যান্নাবনং চূর্ণৈশ্চৈষাং প্রধমনং হিতম্ ॥

দারুচিনি, দন্তী, ব্যাঘ্রনখ, বিড়ঙ্গ নবমালিকা আপাঙ্গবীজ, করঞ্জবীজ, শিরীষবীজ, হাঁচুটীবীজ, অশ্মান্তক, বেলছাল, হরিদ্রা হিং, যুঁইফুল ও তুলসীমঞ্জরী ইহাদের কল্ক /১ সের ও মেষমূত্র ১৬ সের সহ /৪ সের তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের অথবা দারুচিনি প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া তাহার প্রধমন নস্য গ্রহণ করিলে ত্রিদোষজ শিরোরোগ নষ্ট হয়।

ফলং শিগ্রুকরঞ্জাভ্যাং সব্যোষঞ্চাবপীড়কঃ।
কষায়ঃ স্বরসঃ ক্ষারশ্চূর্ণং কল্কোঽবপীড়কঃ ॥

ইতি শিরোরোগচিকিৎসা।

সাজিনাবীজ, করঞ্জবীজ ও ত্রিকটু জলে পেষণ করিয়া তাহার অবপীড় নস্য লইলে অর্থাৎ পেষিত ঐ সকল দ্রব্য ন্যাকড়ায় পোটলীবদ্ধ করিয়া ও নিংড়াইয়া সেই রসের নস্য লইবে। উক্ত সজিনাবীজ, প্রভৃতি দ্রব্যের কষায়, স্বরস, ক্ষার, চূর্ণ ও কল্কেরও অবপীড় নস্য গ্রহণ করিবে।

শুক্তিক্তকটুক্ষৌদ্রকষায়ৈঃ কবলগ্রহঃ।
ধূমঃ প্রধমনং শুদ্ধিরধশ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনে ॥
ভোজ্যঞ্চ মুখরোগেষু যথাস্বং দোষনুদ্ধিতম্ ॥

মুখরোগ। শুক্ত তিক্ত কটু মধু ও কষায় দ্রব্যের কবল ধারণ, ধূম, প্রধমন নস্য, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন ও যথাযথ দোষ নাশক অন্নপান মুখরোগে ব্যবস্থা করিবে।

পিপ্পল্যগুরুদাব্বীত্বগ্‌যবক্ষারো রসাঞ্জনম্।
পাঠাং তেজোবতীং পথ্যাং সমভাগং সুচূর্ণিতম্ ॥
মুখরোগেষু সর্ব্বেষু সক্ষৌদ্রং তদ্বিধারয়েৎ ॥
শীধুমাধ্বমাধ্বীকৈঃ শ্রেষ্ঠোঽয়ং কবলগ্রহঃ।
তেজোহ্বামভয়ামেলাং সমঙ্গাং কটুকাং ঘনম্ ॥

পাঠাং জ্যোতিষ্মতীং লোধ্রং দার্ব্বীং কুষ্ঠঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
দন্তানাং ঘর্ষণং রক্তস্রাবকণ্ডুরুজাপহম্॥
পঞ্চকোলকতালীশপত্রৈলামরিচত্বচঃ।
পলাশমুষ্ককক্ষারযবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ॥
গুড়ে পুরাণে দ্বিগুণে কথিতে গুড়িকাঃ কৃতাঃ।
কর্কন্ধুমাত্রাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি॥
কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

পিপুল, অগুরু, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, যবক্ষার, রসাঞ্জন, আকনাদি, চৈ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সকল প্রকার মুখরোগে তাহার কবল ধারণ করিবে। ইহাতে সীধু, মাধব ও মাধ্বীক মদ্য দ্বারা কবল ধারণ প্রশস্ত। চৈ, হরীতকী, এলাচ, বরাক্রান্তা, কটুকী, মুতা, আকনাদি, লতাকটুকী, লোধ, দারুহরিদ্রা ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিলে দন্তের রক্তস্রাব কণ্ডূ ও বেদনা নষ্ট হয়। পঞ্চকোল, তালীশ পত্র, এলাচ, মরিচ ও দারুচিনি, এই সকল চূর্ণ এবং পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলেরক্ষার ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দ্বিগুণ পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করত কুলপ্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। সেই সকল গুড়িকা এক সপ্তাহকাল ঘণ্টাপারুলের ক্ষারের মধ্যে রাখিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার কণ্ঠরোগে অমৃতের ন্যায় উপকার হয়।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষং রসাঞ্জনম্।
তেজোহ্বা ত্রিফলা লোধ্রং চিত্রকশ্চেতি চূর্ণিতম্॥
সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্ গলরোগবিনাশনম্।
কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্তাস্যগলরোগনুৎ॥

ইতি কালকচূর্ণম্।

কালক চূর্ণ। ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চৈ, ত্রিফলা, লোধ ও চিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মুখে ধারণ করিবে। এই কালক চূর্ণ দন্তরোগ মুখরোগ ও গলরোগ নাশ করে।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্।
দার্বীত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥
মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥

ইতি পীতকচূর্ণম্।

পীতকচূর্ণ। মনছাল, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মধুতে মর্দ্দিত ও ঘৃতমণ্ডে আলোড়িত করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ ও মুখরোগ প্রশমিত হয়। ইহাকে পীতক চূর্ণ কহে।

মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষং দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলা ঘনম্।
পাঠা রসাঞ্জনং মূর্ব্বা তেজোহ্বেতি চ চূর্ণিতম্॥
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগে ভিষগ্জিতম্।
যোগাস্ত্বেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তা বাতপিত্তকফাপহাঃ॥

দ্রাক্ষা, কট্কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, ত্রিফলা, মুতা, আকনাদি, রসাঞ্জন, মূর্ব্বা ও চৈ, এই সকল চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া গলরোগে মুখে ধারণ করিবে। কালক চূর্ণ পীতক চূর্ণ ও মৃদ্বীকাদি চূর্ণ এই যোগত্রয় বাতজ পিত্তজ ও কফজ মুখরোগ নাশ করে।

কটুকাতিবিষাপাঠাদারুমুস্তকলিঙ্গকাঃ।
গোমূত্রক্বথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥
স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া।
সক্ষৌদ্রা মুখরোগাসৃগ্দোষনাড়ীব্রণাপহা॥

কট্কী, আতইচ, আকনাদি, দেবদারু, মুতা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের গোমূত্রসহ কাথ করিয়া সেই কাথ পান করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। দারুহরিদ্রার স্বরস পাক করিয়া ঘনীভূত করিবে, এবং তাহা মধু সংযুক্ত করিয়া মুখে ধারণ করিবে। এই যোগের নাম রসক্রিয়া। এই রসক্রিয়া দ্বারা মুখরোগ রক্তদুষ্টি ও নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয়।

তালুশোষে সতৃষ্ণস্য সর্পিরৌত্তরভক্তিকম্।
নাবনং মধুরাঃ স্নিগ্ধা শীতাশ্চৈব রসা হিতাঃ॥

তালুশোষ রোগে রোগীর তৃষ্ণা থাকিলে তাহাকে ঔত্তর ভক্তিক (ভোজনের উপর) ঘৃত পান করাইবে। এই রোগে নস্য এবং মধুররস, স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য মাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

মুখপাকে শিরাকর্ম্ম শিরঃকায়বিরেচনম্।
মূত্রতৈলঘৃতক্ষীরক্ষৌদ্রৈশ্চ কবলগ্রহঃ॥
সক্ষৌদ্রাস্ত্রিফলাপাঠামৃদ্বীকাজাতিপল্লবাঃ।
কষায়তিক্তাঃ ক্বাথাশ্চ শীতাঃ স্যুর্মুখধাবনাঃ॥

মুখপাকরোগে শিরাবেধ, শিরোবিরেচন, কায় বিরেচন (বমনবিরেচন) এবং গোমূত্র তৈল ঘৃত দুগ্ধ ও মধু ইহাদের কোন একটী দ্বারা কবল ধারণ কর্ত্তব্য। ত্রিফলা, আকনাদি, দ্রাক্ষা, ও জাতিপত্র ইহাদের কাথ করিয়া সেই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া মুখ ধাবন করিবে। কষায় ও তিক্তদ্রব্যের শীতল কাথে মুখ ধৌত করিবে। ইহা মুখপাক নাশক।

তুলাং খদিরসারস্য দ্বিতুলামরিমেদসঃ।
প্রক্ষাল্য জর্জ্জরীকৃত্য চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
দ্রোণশেষং কষায়ং তং পক্ত্বা ভূয়ঃ পচেচ্ছনৈঃ।
ততস্তস্মিন্ ঘনীভূতে চূর্ণীকৃত্যাক্ষভাগিকম্॥

চন্দনং পদ্মকোশীরং মঞ্জিষ্ঠাধাতকীঘনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং যষ্ট্যাহ্বত্বগেলাপদ্মকেশরম্॥
লাক্ষারসাঞ্জনং মাংসী ত্রিফলালোধ্রবালকম্।
রজন্যৌ ফলিনীমেলাং সমঙ্গাং কট্‌ফলং বচাম্॥
যবাসাগুরুপত্তঙ্গগৈরিকাঞ্জনমাবপেৎ।
লবঙ্গজাতীকক্কোলজাতিকোশান্ পলোন্মিতান্॥
কর্পূরকুড়বঞ্চাপি ক্ষিপেৎ শীতেঽবতারিতে।
ততস্তু গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ শুষ্কাশ্চাস্যেন ধারয়েৎ॥
তৈলঞ্চানেন কল্কেন কষায়েণ চ সাধয়েৎ।
দন্তানাং চালনভ্রংশশৌষির্য্যক্রিমিরোগনুৎ॥
মুখপাকাস্যদৌর্গন্ধ্যজাড্যারোচকনাশনম্।
স্রাবোপলেপপৈচ্ছিল্যবৈস্বর্য্যগলশোষনুৎ॥
দন্তাস্যগলরোগেষু সর্ব্বেষ্বেতৎ পরায়ণম্।
খদিরাদিগুড়িকেয়ং তৈলঞ্চ খদিরাদিকম্॥

ইতি খদিরাদিগুড়িকা তৈলঞ্চ।
ইতি মুখরোগচিকিৎসা।

খদিরাদিগুড়িকা ও তৈল। খদিরসার ১২॥০ সের বিট্‌খদিরসার ২৫ সের, জলে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া চারিদ্রোণ (২৫৬) সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং একদ্রোণ (৬৪ সের) জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই কাথ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। যথা—রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল, মুতা, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, পদ্মকেশর, লাক্ষা, রসাঞ্জন, জটামাংসী, ত্রিফলা, লোধ, বালা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, বড়এলাচ, বরাক্রান্তা, কট্‌ফল, বচ, দুরালভা, অগুরু, বকমকাষ্ঠ, গিরিমাটী ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ২ তোলা। অনন্তর উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে লবঙ্গ, জায়ফল, কক্কোল ও জৈত্রী চূর্ণ প্রত্যেক একপল এবং কর্পূর অর্দ্ধসের প্রক্ষেপ দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। গুড়িকা সকল শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত কাথ, কল্ক ও লবঙ্গাদি গন্ধদ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মুখে ধারণ করিবে। এই খদিরাদি গুড়িকা বা তৈল ব্যবহারে দন্তচাল, দন্তভ্রংশ, শৌষির্য্যদন্ত, ক্রিমি, মুখপাক, মুখদৌর্গন্ধ্য, মুখজাড্য, অরুচি, মুখেরস্রাব, লিপ্ততা, পৈচ্ছিল্য, বিস্বরতা, গলশোষ এবং সর্ব্বপ্রকার দন্ত মুখ ও গলদেশের রোগ নষ্ট হয়।

অরুচৌ কবলগ্রাহা ধূমাঃ সমুখধাবনাঃ।
মনোজ্ঞমন্নপানঞ্চ হর্ষণাশ্বাসনানি চ॥

কুষ্ঠসৌবর্চ্চলাজাজীশর্করামরিচং বিড়ম্ ।
ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীরপিপ্পল্যুৎপলচন্দনম্ ॥
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্ ।
আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজীশর্করাযুতঃ ॥
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবলগ্রহাঃ ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্ ॥

অরোচকচিকিৎসা। কবলধারণ, ধূমপান, মুখধাবন, মনোহর অন্নপান, হর্ষণ ও আশ্বাসন এই সমস্ত অরুচিরোগে প্রশস্ত। কুড়, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্লবণ; (১) আমলকী, এলাচ পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, পিপুল, নীলোৎপল ও চন্দন; (২) লোধ, চৈ. হরীতকী, ত্রিকটু ও যবক্ষার (৩) এবং আদা, দাড়িমরস, কৃষ্ণজীরা ও চিনি (৪) এই চারিটী যোগ মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কবল ধারণ করিলে যথাক্রমে বাতজ পিত্তজ কফজ ও ত্রিদোষজ আরোচক নিবারিত হয়।

কারবীমরিচাজাজীদ্রাক্ষাবৃক্ষাম্লদাড়িমম্ ।
সৌবর্চ্চলং গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্ ॥

কৃষ্ণজীরা, মরিচ, জীরা, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল, দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু এই সকল দ্রব্যের কবল ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি প্রশমিত হয়।

বস্তিঃ সমীরণে পিত্তে বিরেকো বমনং কফে ।
কুর্য্যাদ্ হৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে ॥
ইত্যরোচকচিকিৎসা ।

বাতজ অরোচকে বস্তি, পিত্তজ অরোচকে বিরেচন, কফজ অরোচকে বমন এবং মনোভিঘাতজ অরোচকে হৃদ্য ও অনুকূল আহারাদি এবং হর্ষোৎপাদক ক্রিয়া হিতকর।

সর্পীংষ্যুপরিভক্তানি স্বরভেদেঽনিলাত্মকে ।
চতুষ্প্রয়োগৈস্তৈস্তৈশ্চ বলারাস্নামৃতাহ্বয়ৈঃ ॥
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং পঞ্চমূলীশৃতান্ রসান্ ।
মায়ূরং ক্ষীরসর্পির্বা পিবেৎ ত্র্যূষণমেব বা ॥
পৈত্তিকে তু বিরেকঃ স্যাৎ পয়শ্চ মধুরৈঃ শৃতম্ ।
সর্পির্গুড়ো ঘৃতং তিক্তং জীবনীয়ং বৃষস্য বা ।
কফজে স্বরভেদে তু তীক্ষ্ণং মূর্দ্ধবিরেচনম্ ।
বিরেকো বমনং ধূমো যবান্নকটুসেবনম্ ॥
বচাভার্গ্যভয়াব্যোষক্ষারমাক্ষিকচিত্রকান্ ।
লিহাদ্বা পিপ্পলীপথ্যে তীক্ষ্ণং মদ্যং পিবেচ্চ সঃ ॥

রক্তজে স্বরভেদে তু সংস্কৃতা জাঙ্গলা রসাঃ।
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসাঃ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাঃ॥
যচ্চোক্তং ক্ষয়কাসঘ্নং তচ্চ সর্ব্বং চিকিৎসিতম্।
পিত্তজস্বরভেদঘ্নং শিরাবেধশ্চ রক্তজে॥
সন্নিপাতে হিতাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া ন তু শিরাব্যধঃ।
ইত্যুক্তং স্বরভেদস্য সমাসেন চিকিৎসিতম্॥

ইতি স্বরভেদচিকিৎসা।

স্বরভেদ চিকিৎসা। বাতজ স্বরভেদে আহারান্তে (অন্নভোজনের পরই) ঘৃতপান প্রশস্ত। বেড়েলা, রাস্না, ও গুলঞ্চ ইহাদের চতুর্ব্বিধ প্রয়োগ দ্বারা (অর্থাৎ কাথ, চূর্ণ, অবলেহ ও কবল দ্বারা) বাতাত্মক স্বরভেদের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে পঞ্চমূলের অর্দ্ধশৃত কাথের সহিত ময়ূর তিত্তিরি অথবা কুক্কুট মাংসের রস যথাবিধি পাক করিয়া সেই মাংসরস পান করিতে দিবে। কিংবা মায়ূরঘৃত, ক্ষীরসর্পি অথবা ত্রিকটু চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তজ স্বরভেদে বিরেচন, জীবনীয়াদি মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, সর্পিগুড়, তিক্তঘৃত, জীবনীয় ঘৃত ও বৃষ্যঘৃত প্রয়োগ করিবে।

কফজ স্বরভেদে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, বিরেচন, বমন, ধূমপান এবং যবান্ন ও কটুদ্রব্য সেবন হিতকর। কফজস্বরভেদাক্রান্ত রোগী বচ, বামুনহাটী, হরীতকী, ত্রিকটু, যবক্ষার ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ অথবা পিপুল ও হরীতকীর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন ও তীক্ষ্ণ মদ্যপান করিবে।

রক্তজ স্বরভেদে ঘৃতাদিসংস্কৃত জাঙ্গল মাংসরস পান করাইবে। ইহাতে দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসে ঘৃত মধু ও চিনি মিশাইয়া তাহা পান করিতে দিবে। এবং ক্ষয়কাসোক্ত সমস্ত চিকিৎসা করিবে। পিত্তজস্বরভেদয় চিকিৎসা ও শিরাবেধ রক্তজ স্বরভেদে হিতকর।

সন্নিপাতজ স্বরভেদে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত চিকিৎসাই করিবে, কেবল রক্তমোক্ষণ করিবে না। স্বরভেদ চিকিৎসা সংক্ষেপে উক্ত হইল।

কর্ণশূলে তু বাতঘ্নী হিতা পীনসবৎ ক্রিয়া।
প্রদেহাঃ পূরণং নস্যং পাকস্রাবে ব্রণক্রিয়াঃ।
ভোজ্যানি চ যথাদোষং কুর্য্যাৎ স্নেহাংশ্চ পূরণান্॥

কর্ণরোগ চিকিৎসা। কর্ণশূলে বাতজপীনসের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বাতঘ্ন প্রলেপ ও নস্য এবং বায়ুনাশক দ্রব্যের রসাদি দ্বারা কর্ণপূরণ প্রশস্ত। কর্ণে পাক ও স্রাব থাকিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে দোষানুরূপ ভোজন ও স্নেহদ্বারা কর্ণপূরণ হিতকর।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু মহৌষধম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসাঞ্জনম্॥

সৌবর্চ্চলং যবক্ষারঃ স্বর্জ্জিকোদ্ভিদসৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জগ্রন্থির্বিমূড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্॥
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈঃ ক্ষারতৈলং বিপাচয়েৎ॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূযস্রাবশ্চ দারুণঃ।
ক্রিময়ঃ কর্ণশূলঞ্চ পূরণাদস্য নশ্যতি॥

ইতি ক্ষারতৈলম্।

ক্ষার তৈল। তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শুষ্ক কচি মূলার ক্ষার, (কচি মূলা শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিবে, এবং সেই ভস্ম হইতে যথাবিধি ক্ষার প্রস্তুত করিবে), হিং, শুঁঠ, শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনা, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ঔদ্ভিদলবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জপত্র গ্রন্থি, বিট্‌লবণ ও মুতা মিলিত /১ সের। মধুশুক্ত ।৮ সের, গোঁড়ালেবুর রস ।৮ সের ও কদলীমূলের রস ।৮ সের। একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে বাধির্য্য, কর্ণনাদ, পূযস্রাব, ক্রিমি ও কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

হিঙ্গুতুম্বুরুশুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্।
এতদ্ধি পূরণং শ্রেষ্ঠং কর্ণশূলনিবারণম্॥

হিং, তুম্বুরু (ধনে) ও শুঁঠের কল্কসহ যথাবিধি সর্ষপ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

দেবদারুবচাশুণ্ঠীশতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
তৈলং সিদ্ধং বস্তমূত্রে কর্ণশূলনিবারণম্॥

দেবদারু, বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) ও চারি গুণ ছাগমূত্রের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

বরাটকান্ সমাহৃত্য দহেন্মৃদ্ভাজনে শুভে।
তদ্ভস্ম স্রাবয়েৎ তেন গন্ধতৈলং বিপাচয়েৎ॥
রসাঞ্জনস্য শুণ্ঠ্যাশ্চ কল্কাভ্যাং কর্ণশূলনুৎ॥

ইতি গন্ধতৈলম্।

গন্ধতৈল। কতকগুলি কড়ি মৃৎপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই ভস্ম চারিগুণ বা ছয়গুণ জলে গুলিয়া একুশ বার ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্ষার জল এবং রসাঞ্জন ও শুঁঠের কল্কসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়।

মুখকর্ণাক্ষিরোগেষু যথোক্তং পীনসে বিধিম্।
কুর্য্যাদ্ভিষক্ সমীক্ষ্যাদৌ দোষকালবলাবলম্॥

ইতি কর্ণরোগচিকিৎসা।

পীনস রোগে বাতাদি দোষের যে বিধান উক্ত হইয়াছে, চিকিৎসক দোষ কাল ও বলাবল বিবেচনা করিয়া মুখরোগ, কর্ণরোগ ও নেত্ররোগে সেই সকল বিধি অবলম্বন করিবেন।

উৎপন্নমাত্রে তরুণে নেত্ররোগে বিড়ালকঃ।
কার্য্যো দাহোপদেহাশ্রুশোফরাগনিবারণঃ॥
নাগরং সৈন্ধবং সর্পির্ম্মণ্ডেন চ রসক্রিয়া।
নিঘৃষ্টং বাতিকে তদ্বন্মধুসৈন্ধবগৈরিকম্॥
তথা শাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ।
কার্য্যা হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা রুজাপহা॥

নেত্ররোগ চিকিৎসা। নেত্ররোগ উৎপন্ন হইবামাত্র নূতন অবস্থায় বিড়ালক প্রলেপ (নেত্রের বহির্ভাগে পক্ষ্ম বাদ দিয়া যে প্রলেপ দেওয়া যায় তাহাকে বিড়ালক প্রলেপ কহে) দিবে। ইহাতে নেত্রের দাহ, উপদেহ (শ্লেষ্মলিপ্ততা), অশ্রুস্রাব, শোথ ও রাগ (রক্তবর্ণতা) প্রশমিত হয়। বাতিক নেত্ররোগে শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ ঘৃতমণ্ডে মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা মধু সৈন্ধব লবণ ও গিরিমাটী ঘৃতমণ্ডে মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কিংবা শাবরলোধ বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে নেত্রের বেদনা নিবৃত্ত হয়। ইহাকে বিড়ালক প্রলেপ কহে। ইহাই নেত্রের রসক্রিয়া।

পৈত্তিকে চন্দনানন্তামঞ্জিষ্ঠাভির্বিড়ালকঃ।
কার্য্যঃ পদ্মকযষ্ট্যাহ্বমাংসীকালীয়কৈস্তথা॥
রোচনামুস্তলবণগৈরিকৈশ্চ রসক্রিয়া।
কফে কার্য্যস্তথা ক্ষৌদ্রং প্রিয়ঙ্গুঃ সমনঃশিলা॥
সন্নিপাতে তু সর্ব্বৈঃ স্যাদ্বহিরক্ষ্ণোঃ প্রলেপনম্।
পক্ষ্মাণ্যস্পৃশতা কার্য্যং সম্যঙ্ নেত্রাঞ্জনং ত্র্যহাৎ॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল ও মঞ্জিষ্ঠা, কিংবা পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, জটামাংসী ও কালীয়কাষ্ঠ ইহাদের দ্বারা পিত্তজ নেত্ররোগে বিড়ালক প্রলেপ দিবে। গোরোচনা, মুতা, সৈন্ধবলবণ ও গিরিমাটী এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পিত্তজ নেত্ররোগে রসক্রিয়া করিবে।

কফজ নেত্ররোগে প্রিয়ঙ্গু, মনছাল ও মধু একত্র করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। সন্নিপাতজ নেত্ররোগ বাতজাদি নেত্ররোগোক্ত প্রলেপ সকল মিলিত করিয়া প্রদান করিবে। এবং তিন দিন অন্তর চক্ষু ধৌত করিয়া পক্ষ্মলোমে না লাগে এরূপ ভাবে নেত্রে অঞ্জন দিবে।

আশ্চ্যোতনং মারুতজে ক্বাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ।
কোষ্ণঃ সৈরণ্ডতর্কারীবৃহতীমধুশিগ্রুভিঃ॥
দ্রাক্ষাদার্ব্বীসমঞ্জিষ্ঠালাক্ষাযষ্টিমধুকোৎপলৈঃ।
ক্বাথঃ সশর্করঃ শীতঃ পূরণং রক্তপিত্তনুৎ॥

নাগরত্রিফলানিম্ববাসালোধ্ররসঃ কফে।
কোঞ্চমাশ্চ্যোতনং মিশ্রৈরৌষধৈঃ সান্নিপাতিকে ॥

বিল্বাদি পঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, জয়ন্তী, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথ দ্বারা বাতজ নেত্র রোগে আশ্চ্যোতন করিবে। দ্রাক্ষা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, যষ্টিমধু, জলজযষ্টিমধু ও উৎপল ইহাদের কাথ সুশীতল হইলে তাহাতে চিনি মিশাইবে। সেই কাথ দ্বারা নেত্রপূরণ করিলে নেত্রের রক্তপিত্তদুষ্টি প্রশমিত হয়। শুঁঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, বাসকছাল ও লোধ ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তদ্দ্বারা নেত্রপূরণ করিলে কফজ নেত্ররোগের শান্তি হয়। সান্নিপাতিক নেত্ররোগে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ মিলিত করিয়া তাহার কাথ দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে।

বৃহত্যেরণ্ডমূলত্বক্ শিগ্রোর্ম্মূলং সসৈন্ধবম্।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্বর্ত্তির্বাতাক্ষিরোগনুৎ ॥
সুমনঃক্ষারকং শঙ্খং ত্রিফলাং মধুকং বলাম্।
পিত্তরক্তাপহা বর্ত্তিঃ পিষ্ট্বা দিব্যেন বারিণা ॥
সৈন্ধবং ত্রিফলা ব্যোষং শঙ্খনাভিঃ সমুদ্রজঃ।
ফেনঃ শৈলেয়কং সর্জ্জো বর্ত্তিঃ শ্লেষ্মাক্ষিরোগনুৎ ॥
অমৃতাহ্বা বিসং বিল্বং পটোলং ছাগলং শকৃৎ।
প্রপৌণ্ডরীকং যষ্ট্যাহ্বং দার্ব্বী কালানুসারিবা ॥
সুধৌতং জর্জ্জরীকৃত্য কৃত্বা চার্দ্ধপলাংশিকান্।
তোয়ে পক্ত্বা রসে পূতে ভূয়ঃ পকে ঘনে রসে ॥
কর্ষঞ্চ শুক্লমরিচাজ্জাতীপুষ্পান্নবাৎ পলম্।
চূর্ণং দত্ত্বা ত্রিদোষঘ্নী বর্ত্তির্দৃষ্টিপ্রসাদনী ॥

বৃহতীমূল, এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনা মূলের ছাল ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি দ্বারা অঞ্জন দিলে বাতজ নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

মালতীর ক্ষার, শঙ্খভস্ম, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য বৃষ্টির জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নেত্রের রক্তপিত্ত দুষ্টি নাশ করে।

সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, শঙ্খনাভি, সমুদ্রফেন, শৈলজ ও ধুনা এই সকল দ্রব্যে প্রস্তুত বর্ত্তি শ্লেষ্মজ নেত্ররোগ নাশ করে।

গুলঞ্চ, মৃণাল, বেলশুঁঠ, পলতা, ছাগবিষ্ঠা, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া জলে ধৌত ও কুট্টিত করিবে। এবং জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ করিবে। পরে সেই কাথ ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে শজিনাবীজ চূর্ণ ২ তোলা ও নূতন জাতীফুল চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে ত্রিদোষজনিত নেত্ররোগ নষ্ট হয়। ইহা দৃষ্টিপ্রসাদক।

শঙ্খপ্রবালবৈদূর্য্যলৌহতাম্রপ্লবাস্থিভিঃ।
স্রোতোজশ্বেতমরিচৈর্বর্ত্তিঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ ॥
শাণার্দ্ধং মরিচাদ্দ্বৌ চ পিপ্পল্যর্ণবফেনয়োঃ।
শাণার্দ্ধং সৈন্ধবাচ্ছাণং কৃত্বা সৌবীরকাঞ্জনাৎ ॥
পিষ্টং সুসূক্ষ্মং চিত্রায়াং চূর্ণাঞ্জনমিদং শুভম্।
কাচকণ্ডুকফার্ত্তানাং মলানাঞ্চ বিশোধনম্ ॥
বস্তমূত্রে ত্র্যহং স্থাপ্যং বিড়চূর্ণং সুভাবিতম্।
চূর্ণাঞ্জনঞ্চ তৈমির্য্যক্রিমিপৈল্ল্যমলাপহম্ ॥
সৌবীরমঞ্জনং তুত্থং তাপ্যো ধাতুর্মনঃশিলা।
চক্ষুষ্যা মধুকং লোহমণয়ঃ পৌষ্পমঞ্জনম্ ॥
সৈন্ধবং শৌকরী দংষ্ট্রা কতকস্যাঞ্জনং শুভম্।
তিমিরাদিষু চূর্ণং বা বর্ত্তির্বেয়মনুত্তমা ॥
কতকস্য ফলং শঙ্খঃ সৈন্ধবং ত্র্যূষণং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা ॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচং মলঞ্চাশু সুখাবতী ॥

ইতি সুখাবতী বর্ত্তিঃ।

শঙ্খভস্ম, প্রবালভস্ম, জারিত বৈদূর্য্যমণি, জারিত লৌহ, তাম্রভস্ম, ভেকাস্থিভস্ম, স্রোতোঽঞ্জন ও মরিচবীজ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিদ্বারা অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

মরিচ।০ আনা, পিপুল ॥০ তোলা, সমুদ্রফেন ॥০ তোলা, সৈন্ধব লবণ।০ আনা, সৌবীরাঞ্জন ॥০ তোলা এই সকল দ্রব্য চিত্রানক্ষত্রে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। ইহাকে চূর্ণাঞ্জন কহে। ইহার অঞ্জন দিলে কাচ, কণ্ডু এবং নেত্রের কফদুষ্টি নষ্ট ও নেত্র মলের শোধন হয়।

বিট্লবণ ছাগমূত্রে তিন দিন স্থাপন করিয়া সুভাবিত হইলে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের অঞ্জন দিলে তিমির রোগ, ক্রিমি পৈল্ল ও নেত্রমল নিবারিত হয়।

সৌবীরাঞ্জন, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, মনছাল, যষ্টিমধু, অয়স্কান্তমণি ও পুষ্পকাসীস এই সকল দ্রব্য চক্ষুর হিতকর।

সৈন্ধবলবণ, শূকরদন্ত ও নির্ম্মলীফল ইহাদের চূর্ণ বা বর্ত্তি তিমিরাদি নেত্ররোগ সমূহে অত্যুত্তম।

সুখাবতী বর্ত্তি। নির্ম্মলীফল, শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও মুরগীর ডিমের খোসা এই সকল দ্রব্যের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে তিমির, পটল, কাচ ও নেত্রমল আশু অপগত হইয়া থাকে।

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাসীসময়সো রজঃ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং পতেঃ ॥
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েৎ তাম্রভাজনে।
সপ্তরাত্রং স্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ ॥
এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ ॥

ইতি দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিঃ।

দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তি। ত্রিফলা, কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্, হীরাকস, লৌহভস্ম, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে ৭ দিন ভাবনা দিবে। পুনঃরায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন অভিন্ননেত্র অন্ধেরও দৃষ্টিপ্রদ।

বদনে কৃষ্ণসর্পস্য নিহিতং মাসমঞ্জনম্।
ততস্তস্মাৎ সমুদ্ধৃত্য সুশুষ্কং চূর্ণয়েৎ বুধঃ ॥
সুমনঃক্ষারকৈঃ শুষ্কৈরর্দ্ধাংশৈঃ সৈন্ধবেন চ।
এতন্নেত্রাঞ্জনং কার্য্যং তিমিরঘ্নমনুত্তমম্ ॥

কৃষ্ণসর্পের মুখে রসাঞ্জন পুরিয়া একমাস কাল রাখিবে। পরে সেই রসাঞ্জন উত্তোলন করিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুইভাগ, মালতীপুষ্প ক্ষার ১ ভাগ ও সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র মিলিত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে। ইহা তিমিররোগ নাশক।

পিপ্পল্যঃ কিংশুকরসো বসা সর্পস্য সৈন্ধবম্।
জীর্ণং ঘৃতঞ্চ সর্ব্বাক্ষিরোগঘ্নী স্যাদ্রসক্রিয়া ॥

পিপুল, সর্পের বসা, সৈন্ধবলবণ, পুরাতন ঘৃত ও পলাশমূলের রস (পলাশমূল ছেদন করিলে যে রস নির্গত হয় সেই রস) এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নেত্রে রসক্রিয়া করিলে সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণসর্পবসা ক্ষৌদ্রং রসো ধাত্র্যা রসক্রিয়া ॥
শস্তা সর্ব্বাক্ষিরোগেষু কাচার্ব্বুদমলেষু চ ॥
ধাত্রীরসাঞ্জনক্ষৌদ্রসর্পির্ভিস্তু রসক্রিয়া।
পিত্তরক্তাক্ষিরোগঘ্নী তৈমির্য্যপটলাপহা ॥
ধাত্রীসৈন্ধবপিপ্পল্যঃ স্যুরম্লমরিচাঃ সমাঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তা নিহন্ত্যাক্ষ্যং পটলঞ্চ রসক্রিয়া ॥

ইতি নেত্ররোগচিকিৎসা।

কৃষ্ণসর্পের বসা, মধু ও আমলকী এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া রসক্রিয়া করিবে। ইহা কাচ অর্ব্বুদ নেত্রমল ও সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে প্রশস্ত।

আমলকী, রসাঞ্জন, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা কৃত রসক্রিয়া পিত্তরক্তজ নেত্ররোগ, তিমির ও পটল রোগ নাশ করে।

আমলকী, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক সমভাগ এবং অল্প মরিচ এই সকল দ্রব্য মধুতে আলোড়িত করিয়া রসক্রিয়া করিবে। ইহা দ্বারা কাচ্য ও পটল রোগ নষ্ট হয়।

খালিত্যে পলিতে বল্যাং হরিলোম্নি চ শোধিতম্।
নস্যৈস্তৈলৈঃ শিরোবক্তু প্রদেহৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ ॥

খালিত্য, পালিত্য, বলি (শ্লথচর্ম্মতা) রোগে ও হরিলোম (লোমের হরিতবর্ণতা) রোগে রোগিকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিবে। পরে নস্য তৈল শির প্রলেপ ও মুখপ্রলেপ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সিদ্ধং বিদারীগন্ধাদ্যৈর্জীবনীয়ৈরথাপি চ
নস্যং স্যাদণুতৈলং বা খালিত্যপলিতাপহম্ ॥
ক্ষীরাৎ সহচরাদ্ ভৃঙ্গরাজাচ্চ সুরসাৎ রসাৎ।
প্রস্থৈস্তু কুড়বস্তৈলাদ্যষ্ট্যাহ্বপলকল্কিতঃ ॥
সিদ্ধঃ শিলাসমে পাত্রে মেষশৃঙ্গাদিষু স্থিতঃ।
নস্যং স্যাদ্ ভিষজা সম্যগ্ যোজিতং পলিতাপহম্ ॥

বিদারীগন্ধাদিগণের (স্বল্প পঞ্চমূলের) অথবা জীবনীয়গণের কল্ক সহ সিদ্ধ তৈলের নস্য লইলে অথবা অণুতৈলের নস্য লইলে খালিত্য ও পালিত্য রোগ নষ্ট হয়। তৈল অর্দ্ধসের, যষ্টিমধুর কল্ক ৮ তোলা; দুগ্ধ, ঝাঁটির রস, ভীমরাজের রস ও তুলসীর রস প্রত্যেক চারি সের। যথাবিধি পাক করিয়া প্রস্তরতুল্য পাত্রে বা মেষশৃঙ্গে রাখিবে। এই তৈলের নস্য লইলে পলিত রোগ বিনষ্ট হয়।

ভিষজা ক্ষীরপিষ্টৌ বা দুগ্ধিকাকরবীরকৌ।
উৎপাট্য পলিতে দেয়ৌ তাবুভৌ পলিতাপহৌ ॥

দুগ্ধিকা (ক্ষীরুই, হাঁচুটী) ও করবীর মূলের ছাল দুগ্ধে বাটিবে। পরে পলিত কেশগুলি উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানে উক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা পলিত নাশক।

মার্কবস্বরসাৎ ক্ষীরাদ্দ্বিপ্রস্থং মধুকোৎপলে।
তৈঃ পচেৎ কুড়বং তৈলাৎ তন্নস্যং পলিতাপহম্ ॥

ভীমরাজের রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের কল্ক ৮ তোলা সহ অর্দ্ধসের তৈল যথাবিধি পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য লইবে। ইহা পলিত নাশক।

আদিত্যবল্ল্যমূলানি কৃষ্ণসৈরীয়কস্য চ।
সুরসস্য চ পত্রাণি পত্রং কৃষ্ণশণস্য চ ॥
মার্কবঃ কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথগ্দশপলাংশানি পিপ্পলী ত্রিফলাঞ্জনম্ ॥
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরূৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালং রক্তচন্দনম্ ॥

নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যসনঃ শস্ত্রং কৃষ্ণৌ পিণ্ডীতচিত্রকৌ ॥
পুষ্করার্জ্জুনকাশ্মর্য্যাণ্যাম্রজম্বুফলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চপলাংশানি তৈঃ পিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ ॥
বৈভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরসচতুর্গুণম্
কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবচ্ছুষ্কো ভবেদ্রসঃ ॥
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ।
পানে নস্তঃক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোঽভ্যঙ্গে তথৈব চ ॥
এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্ ॥

ইতি মহানীলতৈলম্।

মহানীল তৈল। কল্কার্থ—সূর্য্যমুখীর মূল, নীলঝাঁটীর মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের পত্র, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু, প্রত্যেক দশপল; পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়াকাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল আমের আঁটির শাঁস, কৃষ্ণকর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীল, ভেলার মুটি, হীরাকস, মল্লিফাফুল, সোমরাজী, অসনছাল, লৌহচূর্ণ, মদনফল, চিতামূল, পুষ্করমূল, অর্জ্জুনছাল, গাম্ভারীছাল, আম্র-কণী ও জাম প্রত্যেক ৫ পল। বহেড়ার তৈল ১৬ সের। আমলকীর রস ৬৪ সের। যথাবিধি অগ্নিতাপে পাক করিবে। অথবা রস শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্যতাপে পাক করিবে। পাক শেষে তৈল ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে। এই তৈল পানে নস্যে ও শিরোভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়। ইহা চক্ষুর হিতকর, আয়ুর বর্দ্ধক ও পালিত্যের নাশক শ্রেষ্ঠ তৈল, ইহা মহানীল নামে খ্যাত।

প্রপৌণ্ডরীকমধুকপিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বো দ্বিগুণামলকীরসঃ।
সিদ্ধঃ সপ্রতিমর্শঃ স্যাৎ সর্ব্বমূর্দ্ধগদাপহঃ ॥

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, ইহাদের কল্ক প্রত্যেক ২ তোলা, তৈল অর্দ্ধসের, আমলকীর রস /১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া ইহার প্রতিমর্শ নস্য লইলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয়।

ক্ষীরং পিয়ালযষ্ট্যাহ্বে জীবকাদ্যো গণস্তিলাঃ।
কৃষ্ণা বক্তে প্রলেপঃ স্যাদ্দারুণোর্ম্মনিবারণঃ ॥
যষ্ট্যাহ্বতিলকিঞ্জল্কলোধ্রমামলকানি চ।
বৃংহয়েদ্রঞ্জয়েচ্চৈতৎ কেশান্ মূর্দ্ধপ্রলেপনাৎ ॥

পচেৎ সৈন্ধবশুক্তাম্লৈরয়শ্চূর্ণং সতণ্ডুলম্।
তেনালিপ্তং শিরঃ শুদ্ধমস্নিগ্ধমুষিতং নিশি॥
তৎ প্রাতস্ত্রিফলাধৌতং স্যাৎ কৃষ্ণং তেন মূর্দ্ধজম্॥
অয়শ্চূর্ণোঽম্লপিষ্টশ্চ রাগঃ সত্রিফলারসঃ॥

পিয়াল, যষ্টিমধু, জীবকাদিগণ (জীবনীয় দশক), কৃষ্ণতিল ও পিপুল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে হরিতলোম নিবারণ হয়। যষ্টিমধু, কৃষ্ণতিল, পদ্মকেশর, মধু ও আমলকী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশ বর্দ্ধিত ও রঞ্জিত হইয়া থাকে। সৈন্ধবলবণ, লৌহচূর্ণ ও তণ্ডুল শুক্তাম্লে পাক করিবে। পরে মস্তক শুদ্ধ করিয়া (সাবান বেশম প্রভৃতি দ্বারা কেশ ধৌত করিয়া) সেই রুক্ষ কেশে উক্ত প্রলেপ দিবে। প্রলেপ সমস্ত রাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথে মস্তক ধৌত করিবে। ইহাতে কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ হইবে। লৌহচূর্ণ ত্রিফলা রস ও অম্লরসের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কেশ সকল রঞ্জিত হয়।

কুর্য্যাচ্ছেষেষু রোগেষু ক্রিয়াং স্বাং স্বাচ্চিকিৎসিতাৎ।
শেষেষ্বাদৌ চ নির্দ্দিষ্টা সিদ্ধৌ চান্যা প্রবক্ষ্যতে॥

ইতি খালিত্যচিকিৎসা।

এতদ্ভিন্ন এই প্রকার অন্যান্য রোগে তাহাদের স্ব স্ব চিকিৎসা করিবে। অনেক রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট রোগের চিকিৎসা সিদ্ধিস্থানে বলিব।

ভবন্তি চাত্র।

বাতপিত্তকফা নৃণাং বস্তিহৃন্মূর্দ্ধসংশ্রয়াঃ।
তস্মাৎ তৎ স্থানসামীপ্যাদ্ধর্ত্তব্যা বমনাদিভিঃ॥
অধ্যাত্মলোকো বাতাদ্যৈর্লোকো বাতরবীন্দুভিঃ।
পীড্যতে ধার্য্যতে চৈব বিকৃতাবিকৃতৈস্তথা॥
বিরুদ্ধৈরপি ন ত্বেতে গুণৈর্ঘ্নন্তি পরস্পরম্।
দোষাঃ সহজসাত্ম্যত্বাদ্বিষং ঘোরমহীনিব॥

মনুষ্যের বায়ু পিত্ত ও কফ বস্তি হৃদয় ও মস্তককে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। সেই জন্য তাহাদের সমীপস্থ স্থান দিয়া বমনাদি দ্বারা দোষ সকল নির্হরণ করিবে। বায়ু সূর্য্য ও চন্দ্র বিকৃত হইলে যেমন জগৎকে পীড়িত করে এবং অবিকৃত থাকিলে জগৎকে ধারণ করে; সেইরূপ বায়ু পিত্ত ও কফ বিকৃত এবং অবিকৃত হইলে মানুষকে পীড়ন ও ধারণ করিয়া থাকে। দোষ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গুণান্বিত হইলেও সহজ সাত্ম্যত্ব হেতু পরস্পরকে নষ্ট করে না। যেমন ঘোর বিষ সহজাতত্বহেতু সর্পকে বিনাশ করে না। সেই রূপ বায়ু পিত্ত কফ ও জন্মসহজাতত্বহেতু মানবকে নষ্ট করে না।

তত্র শ্লোকঃ।

ত্রিমর্ম্মজানাং রোগাণাং নিদানাকৃতিভেষজম্।
বিস্তরেণ পৃথগ্দিষ্টং ত্রিমর্ম্মীয়ে চিকিৎসিতে॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিতং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রিমর্ম্মজ (বস্তি হৃদয় ও মস্তক জাত) রোগ সমূহের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ ভাবে এই ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসিতাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসিতাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত ঊরুস্তম্ভচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা ঊরুস্তম্ভ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

শ্রিয়া পরময়া ব্রাহ্ম্যা পরয়া চ তপঃশ্রিয়া।
অহীনং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং সুমেরুমিব পর্ব্বতম্॥
ধীধৃতিস্মৃতিবিজ্ঞানজ্ঞানকীর্ত্তিক্ষমালয়ম্।
অগ্নিবেশো গুরুং কালে সংশয়ং পরিপৃষ্টবান্॥
ভগবন্ পঞ্চকর্ম্মাণি সমস্তানি পৃথক্ তথা।
নির্দ্দিষ্টান্যাময়ানাস্তু সর্ব্বেষামেব ভেষজম্॥
দোষজোঽস্ত্যাময়ঃ কশ্চিদ্ যস্যৈতানি ভিষগ্বর।
ন স্যুঃ শক্যানি শমনে সাধ্যস্য ক্রিয়য়া সতঃ॥
অস্ত্যূরুস্তম্ভ ইত্যুক্তে গুরুণা তস্য কারণম্।
সলিঙ্গভেষজং ভূয়ঃ পৃষ্টস্তেনাব্রবীদ্গুরুঃ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা দীপ্তিশালী সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় যিনি পরমা ব্রাহ্মীশ্রী ও তপঃশ্রী দ্বারা দীপ্তিমান্ এবং যিনি ধী-ধৃতিস্মৃতি-বিজ্ঞান জ্ঞান-কীর্ত্তি ও ক্ষমার আশ্রয় স্বরূপ, সেই গুরুদেব আত্রেয়কে শিষ্য অগ্নিবেশ উপযুক্ত সময়ে এই সংশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে ভগবন্! 'আপনি সমস্ত পঞ্চকর্ম্ম ও সকল রোগের ঔষধ পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু হে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ! এমন কোন রোগ আছে কি না, যাহা সাধ্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম ও ভেষজ সমূহ তাহার প্রশমনে সমর্থ হয় না। এই কথা শুনিয়া গুরুদেব

কহিলেন—এরূপ রোগ আছে তাহার নাম উরুস্তম্ভ। পুনরায় অগ্নিবেশ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সুত্রের উরুস্তম্ভের লক্ষণ ও ভেষজ বলিয়াছিলেন।

স্নিগ্ধোষ্ণগুরুশীতানি জীর্ণাজীর্ণে সমশ্নতঃ।
দ্রবশুষ্কদধিক্ষীরগ্রাম্যানূপৌদকামিষৈঃ॥
পিষ্টব্যাপন্নমদ্যাতিদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।
লঙ্ঘনাধ্যশনায়াসভয়বেগবিধারণৈঃ॥
স্নেহাচ্চামং চিতং কোষ্ঠে বাতাদীন্ মেদসা সহ।
রুদ্ধ্বাশু গৌরবাদূরূ যাত্যধোগৈঃ শিরাদিভিঃ॥
পূরয়েৎ সক্থিজঙ্ঘোরূ দোষো মেদোবলোৎকটঃ।
অবিধেয়পরিস্পন্দং জনয়ত্যল্পবিক্রমম্॥

স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও শীতল দ্রব্য সেবন; ভুক্তদ্রব্য কতক জীর্ণ ও কতক অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন; দ্রব ও শুষ্ক দ্রব্য, দধি, দুগ্ধ এবং গ্রাম্য আনূপ ও জলজ মাংস ভোজন; পিষ্টক সেবন; ব্যাপন্ন মদ্য (দূষিতমদ্য) পান, অধিক দিবানিদ্রা, ও অতিশয় রাত্রিজাগরণ, লঙ্ঘন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন), পরিশ্রম, ভয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ও স্নেহপান, এই সকল কারণে সঞ্চিত আমরস মেদের সহিত বাতাদি দোষকে কোষ্ঠে রুদ্ধ করিয়া গুরুত্বহেতু অধোগত শিরাসমূহ দ্বারা সত্বর উরুদেশে গমন করে এবং মেদোবলবর্দ্ধিত সেই দোষ সক্থি জঙ্ঘা ও উরুকে পূর্ণ করিয়া থাকে। তাহাতে ঐ সকল স্থান স্পন্দন শক্তিহীন ও অল্পবিক্রম হয়, তজ্জন্য গমনাগমনাদিতে শক্তি থাকে না।

মহাসরসি গম্ভীরে পূর্ণেঽম্বু স্তিমিতং যথা।
তিষ্ঠতি স্থিরমক্ষোভ্যং তদ্বদূরুগতঃ কফঃ॥
গৌরবায়াসসঙ্কোচদাহরুক্সুপ্তিকম্পনৈঃ।
ভেদস্ফুরণতোদৈশ্চ যুক্তো দেহং নিহন্ত্যসূন্॥

পরিপূর্ণ গম্ভীর মহাসরোবরে জল যেমন স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ উরুদেশস্থিত কফ স্থির ও অচঞ্চল হইয়া থাকে। ইহাতে গুরুত্ব, আয়াস, (বিনাশ্রমে শ্রান্তি বোধ) সঙ্কোচ, দাহ, বেদনা, সুপ্তি (স্পর্শজ্ঞতা), কম্পন, ভেদবৎ ও সূচীবেধবৎ বেদনা, ও স্ফুরণ (দপ্দপানি) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং রোগির প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

উরূ শ্লেষ্মা সমেদস্কো বাতপিত্তেঽভিভূয় তু।
স্তম্ভয়েৎ স্থৈর্য্যশৈত্যাভ্যামূরুস্তম্ভস্ততো মতঃ॥

মেদোযুক্ত শ্লেষ্মা বায়ু ও পিত্তকে অভিভূত করিয়া নিজের স্থিরত্ব ও শৈত্য গুণে উরুকে স্তব্ধ করে, সেই জন্য ইহাকে উরুস্তম্ভ কহে।

প্রাগ্রূপং তস্য নিদ্রাতিধ্যানং স্তিমিততা জ্বরঃ।
রোমহর্ষোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সদনং তথা॥

বাতশঙ্কিভিরজ্ঞানাৎ তস্য স্যাৎ স্নেহনাৎ পুনঃ।
পাদয়োঃ সদনং সুপ্তিঃ কৃচ্ছ্রাদুদ্ধরণং তথা॥
জঙ্ঘোরুগ্লানিরত্যর্থং শশ্বচ্চাদাহবেদনে।
পদঞ্চ ব্যথতে ন্যস্তং শীতস্পর্শং ন বেত্তি চ॥
সংস্থানে পীড়নে গত্যাং চালনে চাপ্যনীশ্বরঃ।
অন্যনেয়ৌ হি সংভগ্নাবূরূ পাদৌ চ মন্যতে॥

অতিনিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, স্তৈমিত্য, জ্বর, লোমহর্ষ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদ, এইগুলি উরুস্তম্ভের পূর্ব্বরূপ।

এই রোগে বায়ুরোগের লক্ষণ দেখিয়া বায়ুরোগ স্থির করত যদি অজ্ঞানতা বশতঃ স্নেহক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে পাদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা স্পর্শশক্তিহীনতা ও কষ্টে উদ্ধরণ (উত্তোলনসঞ্চালনাদি) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে জঙ্ঘা ও উরুর অত্যন্ত গ্লানি, নিরন্তর দাহ ও বেদনা, এবং পাদন্যাসে ব্যথা হইয়া থাকে। শীতস্পর্শ বোধ হয় না, পাদদ্বয় কোন স্থানে রাখিতে টিপিতে নাড়িতে বা চালনা করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, অন্য কর্তৃক চালিত হইলেও বোধ হয় যেন পা ও উরু ভাঙ্গিয়া গেল।

যদা দাহার্ত্তিতোদার্ত্তো বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ।
উরুস্তম্ভস্তদা হন্যাৎ সাধয়েদন্যথা নবম্॥

উরুস্তম্ভরোগে যদি দাহ বেদনা তোদ ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পীড়া অল্পদিন জাত হয় (এবং অন্য কোন উপদ্রব না থাকে) তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে।

তস্য ন স্নেহনং কার্য্যং ন বস্তির্ন বিরেচনম্।
ন চৈব বমনং যস্মাৎ তন্নিবোধত কারণম্॥
বৃদ্ধয়ে শ্লেষ্মণো নিত্যং স্নেহনং বস্তিকর্ম্ম চ।
তৎস্থস্যোদ্ধরণে চৈব ন সমর্থং বিরেচনম্॥
শ্লেষ্মস্থানগতঃ শ্লেষ্মা পিত্তঞ্চ বমনাৎ সুখম্।
হর্ত্তুমামাশয়স্থৌ চ স্রংসয়েৎ তাবুভাবপি॥
পক্বাশয়স্থাঃ সর্ব্বেঽপি বস্তিভির্মূলনির্জ্জয়াৎ।
শক্যা ন ত্বামমেদোভ্যাং রুদ্ধা জঙ্ঘোরুসংস্থিতাঃ॥
বাতস্থানে হি তচ্ছিদ্রাস্তয়োঃ স্তম্ভশ্চ তদ্গতাঃ।
ন শক্যাঃ সুখমুদ্ধর্ত্তুং জলং নিম্নাদিব স্থলাৎ॥
তস্য সংশমনং কুর্য্যাৎ ক্ষপণং শোষণং তথা।
আধিক্যাদামকফয়োর্যুক্ত্যপেক্ষঃ সদা ভিষক্॥

উরুস্তম্ভরোগে স্নেহক্রিয়া, বস্তি, বিরেচন ও বমন ক্রিয়া করিবে না। কারণ স্নেহক্রিয়া ও বস্তিকর্ম্ম দ্বারা নিত্য শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। বিরেচন উরুস্থিত কফের নির্হরণে সমর্থ নহে। বমন দ্বারা শ্লেষ্মস্থান গত শ্লেষ্মা ও পিত্তস্থান গত পিত্ত সুখে বিহৃত হইয়া থাকে। আর যে শ্লেষ্মা ও পিত্ত আমাশয় গত, তাহাদিগকেও বমন দ্বারা নির্হরণ করা যায়। বস্তিদ্বারা পকাশয়স্থিত বায়ু পিত্ত ও কফের সমূলে নির্ম্মূল করা যায়। কিন্তু জঙ্ঘা ও উরুদেশস্থিত এবং আম ও মেদোদ্বারা স্তব্ধ দোষের (বাতপিত্তকফের) নির্হরণ করা যায় না। কারণ বায়ুর শৈত্য এবং জঙ্ঘা ও উরুর স্তব্ধতা বশতঃ বাতস্থানগত দোষসকল সহজে নির্হৃত হয় না। যেমন নিম্ন ভূমি হইতে জলকে সুখে নিষ্কাশিত করা যায় না, সেইরূপ জঙ্ঘোরু-স্থিত দোষেরও সহজে প্রতিকার করিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে উরুস্তম্ভরোগে স্নেহ ক্রিয়া বস্তি প্রভৃতির প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে আম ও কফের আধিক্যহেতু চিকিৎসক যুক্তিপূর্ব্বক উহাদের সংশমন, ক্ষপণ ও শোধনক্রিয়া সর্ব্বদা করিবেন।

সদা রুক্ষোপচারায় যবশ্যামাককোদ্রবান্।
শাকৈরলবণৈরদ্যাজ্জলতৈলোপসাধিতৈঃ ॥
সুনিষণ্ণকনিম্বার্কবেত্রাগ্রখপল্লবৈঃ।
বায়সীবাস্তুকৈরন্যৈস্তিক্তৈশ্চ কুলকাদিভিঃ ॥

উরুস্তম্ভরোগীর সর্ব্বদা রুক্ষ উপচার করিবে। ইহাতে যব, শ্যামাধান ও কোদোধানের তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে; এবং সুষুণিশাক, নিমপাতা, আকন্দপাতা, বেতের ডগা, সোন্দালের পাতা, কাকমাচীশাক, বেতোশাক, এবং পলতা প্রভৃতি তিক্তশাক খাইতে দিবে। এই সকল শাক জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে লবণ না দিয়া কেবল তৈলে সাঁতলাইয়া লইবে। এই শাকের সহিত উক্ত যবাদিকৃত অন্ন রোগিকে সেবন করাইবে।

ক্ষারারিষ্টপ্রয়োগাশ্চ হরীতক্যাস্তথৈব চ।
মধূদকস্য পিপ্পল্যা উরুস্তম্ভবিনাশনাঃ ॥

উরুস্তম্ভরোগে ক্ষার অরিষ্ট ও হরীতকী প্রয়োগ, মধুমিশ্রিত জলপান এবং পিপ্পলী রসায়ন প্রশস্ত। ইহারা উরুস্তম্ভ নাশক।

সমঙ্গাশাল্মলীবিল্বং মধুনা সহ না পিবেৎ।
তথা শ্রীবেষ্টকোদীচ্যদেবদারুনতান্যপি ॥
চন্দনং ধাতকী কুষ্ঠং তালীশং নলদং তথা।
মুস্তং হরীতকী লোধ্রং পদ্মকং তিক্তরোহিণী ॥
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে বচা কটুকরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং সুরসং দেবদারু চ ॥
চব্যং চিত্রকমূলঞ্চ দেবদারু হরীতকী।
সক্ষৌদ্রানদ্ধলেপোত্থান্ কল্কানুরুগ্রহাপহান্ ॥

বরাক্রান্তা, শিমুলছাল ও বেলছাল (১); নবনীতখোটী, বালা, দেবদারু ও তগর পাদুকা (২); রক্তচন্দন, ধাইফুল, কুড়, তালীশপত্র ও বেণামূল (৩); মুতা, হরীতকী,

লোধ, পদ্মকাষ্ঠ ও কটকী (৪); দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ ও কটকী (৫); পিপুল, পিপুলমূল, তুলসী ও দেবদারু (৬); চৈ, চিতামূল, দেবদারু ও হরীতকী (৭); এই কয়টী যোগের মধ্যে যে কোনটীর কল্ক মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

শার্ঙ্গেষ্টাং মদনং দন্তীং বৎসকস্য ফলং বচাম্।
ভল্লাতকং সমূলাঞ্চ পিপ্পলীং কথিতান্ পিবেৎ॥
মূর্ব্বামারগ্বধং পাঠাং করঞ্জং কুলকং তথা।
পিবেন্মধুযুতং তুল্যং চূর্ণং বা বারিণাপ্লুতম্॥
সক্ষৌদ্রং দধিমণ্ডৈর্বা উরুস্তম্ভবিনাশনম্।

ডহরকরঞ্জা, ময়নাফল, দন্তী, ইন্দ্রযব, বচ, ভেলার মুটী, পিপুল ও পিপুলমূল ইহাদের কাথ পান করিবে। মূর্ব্বা, সোন্দাল, আকনাদি, করঞ্জ ও পল্তা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুসংযুক্ত ও জলে বা দধির মাতে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহারা উরুস্তম্ভ বিনাশক।

মূর্ব্বামতিবিষাং কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণীম্॥
পূর্ব্ববদ্গুগ্গুলুং মূত্রে রাত্রিস্থিতমথাপি বা।
স্বর্ণক্ষীরীমতিবিষাং মুস্তং তেজোবতীং বচাম্॥
সুরাহ্বং কটুকং কুষ্ঠং পাঠাং কটুকরোহিণীম্।
লেহয়েন্মধুনা চূর্ণং সক্ষৌদ্রং বা জলান্বিতম্॥

মূর্ব্বা, আতইচ, কুড়, চিতামূল ও কটকী ইহাদের চূর্ণ মধু ও জল অথবা মধু ও দধি মণ্ডের সহিত সেবন করিবে। গুগ্গুলু একরাত্রি গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন পূর্ব্ববৎ (মধু ও জল বা মধু ও দধিমণ্ডসহ) সেবন করিবে। স্বর্ণক্ষীরী, আতইচ, মুতা, চৈ, বচ, দেবদারু, কট্কী, কুড়, আকনাদি ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে বা মধুমিশ্রিত করিয়া জলের সহিত সেবন করিবে।

ফলীং ব্যাঘ্রনখং হেম পিবেদ্বা মধুসংযুতম্।
লিহ্যাদ্বা চূর্ণয়িত্বা তদূরুস্তম্ভনিবারণম্॥
ত্রিফলাং পিপ্পলীং মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণীম্।
লিহ্যাদ্বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ॥

প্রিয়ঙ্গু, ব্যাঘ্রনখ ও নাগকেশর ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে বা পান করিবে। ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চৈ ও কট্কী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। এই সকল চূর্ণ সেবনে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপতর্পণজশ্চেৎ স্যাদ্দোষঃ সন্তর্পয়েত্তু তম্।
যুক্ত্যা জাঙ্গলজৈর্মাংসৈঃ পুরাণৈশ্চৈব শালিভিঃ॥

রুক্ষণাদ্ বাতকোপশ্চেন্নিদ্রানাশার্ত্তিপূর্ব্বকঃ।
স্নেহস্বেদক্রমস্তত্র কার্য্যো বাতাময়াপহঃ ॥

উরুস্তম্ভে অপতর্পণ ক্রিয়া দ্বারা দোষ বর্দ্ধিত হইলে, সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। জাঙ্গল-মাংসের সহিত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন খাইতে দিবে। ইহাতে রুক্ষ ক্রিয়া করিলে যদি বায়ুর প্রকোপ অধিক হয় এবং নিদ্রানাশাদি উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহা হইলে বায়ু-রোগ নাশক স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

পীলুপর্ণী পয়স্যা চ রাস্না গোক্ষুরকো বচা।
সরলাগুরুপাঠাশ্চ তৈলমেভির্বিপাচয়েৎ ॥
সক্ষৌদ্রং প্রসৃতং তস্মাদঞ্জলিং বাপি বা পিবেৎ।
অপতর্পণতো রৌক্ষ্যাদূরুস্তম্ভী বিমুচ্যতে ॥

মূর্ব্বা, ভুঁইকুমড়া, রাস্না, গোক্ষুর, বচ, সরলকাষ্ঠ, অগুরু ও আক্‌নাদি ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মধু মিশ্রিত করিয়া দুই পল বা অর্দ্ধসের পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) পান করিবে। ইহা দ্বারা উরুস্তম্ভরোগী অপতর্পণ ও রুক্ষতা দোষ হইতে বিমুক্ত হয়।

কুষ্ঠশ্রীবেষ্টকোদীচ্যসরলং দারু কেশরম্।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ ॥
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তচ্চাপ্যূরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ ॥

কুড়, নবনীত খোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধা ইহা-দের কল্ক সহ যথাবিধি সর্ষপ তৈল পাক করিবে। এই তৈল মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়।

দ্বে পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ।
দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতির্দ্বে তথাঢ়কে ॥
আরনালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলস্যৈতৈরপত্যদম্।
গৃধ্রস্যূরুগ্রহার্শোঽর্ত্তিসর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥

তৈল /৪ সের, কাঁজি ৩২ সের, কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ ২ পল, শুঁঠ ৫ পল, বচ ২ পল, চিতা ২ পল ও ভেলার মুটী ২০ টী। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল প্রয়োগে গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। এই তৈল সন্তানপ্রদ।

পলাভ্যাং পিপ্পলীমূলনাগরাদষ্টকট্বরঃ।
তৈলপ্রস্থঃ সমো দধ্না গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ ॥

ইত্যষ্টকট্বরতৈলম্।

অষ্টকট্বর তৈল। তৈল /৪ সের। কট্বর (সমার দধির তক্র) ৩২ সের ও দধি /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুলমূল ১ পল ও শুঁঠ ১ পল। যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিলে গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।

ইত্যাভ্যন্তরমুদ্দিষ্টমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্।
শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যত্তু বাহ্যং শৃণু চিকিৎসিতম্॥

উরুস্তম্ভ রোগের আভ্যন্তর ঔষধসমূহ উক্ত হইল। অতঃপর শ্লেষ্মনাশক বাহ্য চিকিৎসা বলিতেছি শুন।

বল্মীকমৃত্তিকা মূলং করঞ্জাৎ সফলত্বচম্।
ইষ্টকানাং ততশ্চূর্ণৈঃ কুর্য্যাদুৎসাদনং ভৃশম্॥
মূলৈর্ব্বাপ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরর্কস্য বা ভিষক্।
পিচুমর্দ্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ॥
ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকাসংযুতৈর্ভিষক্।
গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদুরুস্তম্ভে প্রলেপনম্॥

বল্মীকমৃত্তিকা (উইমাটি), ডহরকরঞ্জের মূল ফল ও ছাল, এবং ইষ্টক ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উরুস্তম্ভে গাঢ় উৎসাদন করিবে। কিংবা অশ্বগন্ধার মূল অথবা আকন্দের মূল বা নিম্বের মূল অথবা দেবদারুর মূল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মধু শ্বেতসর্ষপ ও বল্মীক মৃত্তিকা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা উরুস্তম্ভে গাঢ় উৎসাদন করিবে ও প্রলেপ দিবে।

দন্তীদ্রবন্তীসুরসাসর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্।
তর্কারীবিশ্বসুরসশিগ্রুবৎসকনিম্বজৈঃ॥
পত্রমূলফলৈস্তোয়ং শৃতমুষ্ণঞ্চ সেচনম্।
পিষ্টস্তু সর্ষপং মূত্রেঽধ্যুষিতং স্যাৎ প্রলেপনম্॥

উরুস্তম্ভে দন্তী, দ্রবন্তী, তুলসী ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। অথবা জয়ন্তী, শুঁঠ, তুলসী, সজিনা, কুড়চি ও নিম ইহাদের পত্র মূল ও ফল জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ সেই কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে। শ্বেতসর্ষপ গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন তাহা বাটিয়া উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে।

উরুস্তম্ভবিনাশায় ভিষজা জানতা ক্রমম্।
বৎসকঃ সুরসঃ কুষ্ঠং গন্ধা তুম্বুরুশিগ্রুকৌ॥
হিংস্রার্কমূলবল্মীকমৃত্তিকাঃ সকুঠেরকাঃ।
দধিসৈন্ধবসংযুক্তং কার্য্যমেতৈঃ প্রলেপনম্॥

উরুস্তম্ভ নাশার্থ বিজ্ঞচিকিৎসক নিম্নলিখিত ক্রম করিবেন। কুড়চিছাল, তুলসী, কুড়, অশ্বগন্ধা, তুম্বুরু (ধনে বিশেষ), সজিনাছাল, গুড়কাউলী, আকন্দমূল, বল্মীকমৃত্তিকা ও কৃষ্ণতুলসী এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহাতে দধি ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

শ্যোণাকং খদিরং বিল্বং বৃহত্যৌ সরলাসনৌ।
শোভাঞ্জনকতর্কারীশ্বদংষ্ট্রাসুরসার্জ্জকান্॥

অগ্নিমন্থকরঞ্জৌ চ জলেনোৎকাথ্য সেচয়েৎ।
প্রলেপো মূত্রপিষ্টৈর্বাপ্যূরুস্তম্ভনিবারণঃ॥

শোনাছাল, খদিরকাষ্ঠ বেলছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, সরলকাষ্ঠ, অসনকাষ্ঠ, সজিনাছাল, জয়ন্তী, গোক্ষুর, তুলসী, কৃষ্ণতুলসী, গণিয়ারী ও করঞ্জ এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথ দ্বারা উরুস্তম্ভে পরিষেক করিবে। অথবা এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা উরুস্তম্ভ নিবারণ হয়।

কফক্ষয়ার্থং ব্যায়ামেষ্বেনং শক্যেষু যোজয়েৎ।
স্থানান্যাক্রাময়েৎ কালং শর্করাঃ সিকতাস্তথা॥
প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতো নদীং শীতজলাং শিবাম্।
সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃ পুনঃ॥
তথা বিশুষ্কেঽস্য কফে শান্তিমূরুগ্রহো ব্রজেৎ॥

উরুস্তম্ভ রোগির কফনাশার্থ তাহাকে সাধ্য ব্যায়ামে নিযুক্ত করিবে। ধীরে ধীরে গমন, শর্করা (কাঁকড়) যুক্ত বা বালুকাময় ভূমিতে পাদচারণ, শীতলজলবিশিষ্টা ও ভয়শূন্যা নদীর স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ অথবা নির্ম্মল শীতল স্থির জলবিশিষ্ট সরোবরে পুনঃ পুনঃ সন্তরণ এই সকল ক্রিয়া দ্বারা কফ বিশুষ্ক হইলে উরুগ্রহ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়।

শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যৎ স্যান্ন চ মারুতকোপনম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্।
শরীরং বলমগ্নিঞ্চ কার্য্যো রক্ষতা ক্রিয়া।

যাহা শ্লেষ্মার নাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, তাহাই উরুস্তম্ভের ঔষধ। সেই ঔষধই সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। শরীর বল ও অগ্নিকে রক্ষা করিয়া উরুস্তম্ভরোগে এই সকল ক্রিয়া করিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

হেতুপ্রাগ্রূপলিঙ্গানি কর্ম্মাযোগ্যত্বকারণম্।
দ্বিবিধং ভেষজঞ্চোক্তমূরুস্তম্ভচিকিৎসিতে॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
উরুস্তম্ভচিকিৎসিতং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

উরুস্তম্ভের নিদান, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অযোগ্যত্বকারণ, এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ ভেষজ এই উরুস্তম্ভ চিকিৎসিতাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

উরুস্তম্ভ চিকিৎসিতনামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতব্যাধিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা বাতব্যাধি চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুর্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুর্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥

শরীরধারিদিগের বায়ু আয়ু, বায়ু বল, বায়ু বিধাতা, বায়ু এই বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহার শরীরস্থ বায়ু অব্যাহত গতি, স্বস্থানস্থিত ও স্বাভাবিক (ক্ষয়বৃদ্ধি রহিত), সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া একশতবিংশ বৎসর জীবিত থাকে।

প্রাণোদানসমানাখ্যব্যানাপানৈঃ স পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষ্বব্যাহতশ্চরন্॥

এই বায়ু প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান ভেদে পঞ্চবিধ হয় এবং অব্যাহত গতিতে স্ব স্ব স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক শরীরকে ধারণ করে।

স্থানং প্রাণস্য শীর্ষোরঃকর্ণজিহ্বাস্যনাসিকাঃ।
ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গারশ্বাসাহারাদি কর্ম্ম চ॥
উদানস্য পুনঃ স্থানং নাভ্যুরঃ কণ্ঠ এব চ॥
বাক্‌প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নোর্জ্জোবলবর্ণাদি কর্ম্ম চ॥
স্বেদদোষাম্বুবাহীনি স্রোতাংসি সমধিষ্ঠিতঃ।
অন্তরগ্নেশ্চ পার্শ্বস্থঃ সমানোঽগ্নিবলপ্রদঃ॥
দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বস্তু ব্যানঃ শীঘ্রগতির্নৃণাম্।
গতিপ্রসরণাক্ষেপনিমেষাদিক্রিয়ঃ সদা॥
বৃষণৌ বস্তিমেঢ্রঞ্চ নাভ্যুরূ বঙ্ক্ষণৌ গুদম্।
অপানস্থানমন্ত্রস্থঃ শুক্রমূত্রশকৃৎক্রিয়ঃ।
সৃজত্যার্ত্তবগর্ভৌ চ যুক্তাঃ স্থানস্থিতাশ্চ তে॥
স্বকর্ম্ম কুর্ব্বতে দেহো ধার্য্যতে তৈরনাময়ঃ।
বিমার্গস্থা হ্যযুক্তা বা রোগৈঃ স্বস্থানকর্ম্মজৈঃ॥
শরীরং পীড়য়ন্ত্যেতে প্রাণানাশু হরন্তি বা॥

প্রাণবায়ুর স্থান যথা—মস্তক, বক্ষঃস্থল, কর্ণ, জিহ্বা, মুখ ও নাসিকা। ষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, শ্বাস ও আহার প্রভৃতি প্রাণবায়ুর কার্য্য। উদান বায়ুর স্থান—নাভি, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ। তাহার কার্য্য বাক্‌প্রবৃত্তি (কথা বলা), প্রযত্ন (ইচ্ছা-দ্বেষাদিকৃত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি), তেজ, বল ও বর্ণাদি। সমান বায়ুর স্থান—স্বেদবহ, বাতাদিদোষবহ ও অম্বুবহ স্রোতঃ সকল। ইহা অন্তরগ্নির (জাঠর অগ্নির) পার্শ্বে থাকিয়া অগ্নির বল প্রদান করে। সমস্ত দেহই ব্যান বায়ুর স্থান। ইহা শীঘ্রগতি। ব্যান বায়ু দ্বারা গমন, প্রসরণ, হস্তপদাদি সঞ্চরণ, আক্ষেপ (হস্তপদাদি সঙ্কোচন) ও নিমেষাদিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অপান বায়ুর স্থান—বৃষণ (কোষ) দ্বয়, বস্তি, লিঙ্গ, নাভি, উরু, কুঁচকী ও গুহ্যদেশ। অপান বায়ু অন্ত্রনাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক শুক্র, মূত্র ও মলের বহির্নির্গমন এবং আর্ত্তব ও গর্ভের নিঃসরণ করিয়া থাকে। সমযোগযুক্ত ও স্বস্থানস্থিত প্রাণাদি পঞ্চবায়ু স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে; এবং উহারাই শরীরকে নীরোগ ভাবে রক্ষা করে। আর প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বিপথগামী ও অসম যোগযুক্ত (অর্থাৎ অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ যুক্ত) হইলে স্বস্থানানুরূপ কর্ম্মদ্বারা রোগ উৎপাদন পূর্ব্বক শরীরকে পীড়িত ও প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে।

সংখ্যামপ্যতিবৃত্তানাং তজ্জানাং হি প্রধানতঃ।
অশীতির্নখভেদাদ্যা রোগাঃ সূত্রে নিদর্শিতাঃ॥
তানুচ্যমানান্ পর্য্যায়ৈঃ সহেতূপক্রমান্ শৃণু।
কেবলং বায়ুমুদ্দিশ্য স্থানভেদাৎ তথাবৃতম্॥

বাতজ রোগসমূহ সংখ্যাতিরিক্ত হইলেও প্রধানতঃ নখভেদাদি যে অশীতি প্রকার বাত-ব্যাধি সূত্রস্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের কারণ ও চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর; এবং স্থানভেদে কেবল বায়ুর ও আবৃত বায়ুরও বিবরণ বলিতেছি শুন।

রূ[illegible]লঘ্বন্নব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃক্‌স্রবণাদতি॥
লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্বব্যায়ামাতিবিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সংক্ষয়া[illegible]করোগাতিকর্ষণাৎ॥
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাবাধাদ্গজোষ্ট্রাশ্বশীঘ্রযানাবতংসনাৎ॥
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী।
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ান্॥

বায়ুরোগের নিদান। রুক্ষ শীতল অল্প বা লঘু অন্ন ভোজন, অতি ব্যবায়, অতি রাত্রি-জাগরণ, বিষম উপচার, দোষের অতিস্রাব (বমনবিরেচনাদি), অধিক রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত লঙ্ঘন, জল সন্তরণ, পথপর্য্যটন, ব্যায়ামাদি শারীর চেষ্টা, ধাতুক্ষয়, চিন্তা, শোক ও রোগ দ্বারা অতিকর্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আমদোষ, দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি, উপবাস, হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানে আঘাত, এবং গজ উষ্ট্র ও অশ্ব প্রভৃতি শীঘ্রগামী যান হইতে পতন; এই

সকল কারণে কুপিত বায়ু দেহে শূন্য স্রোতঃ সকল পূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গ গত রোগসমূহ উৎপাদন করে।

অব্যক্তং লক্ষণং তেষাং পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্।
আত্মরূপং তদ্ব্যক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ॥

পূর্ব্বরূপ। তত্তৎ ব্যাধির অব্যক্ত লক্ষণই বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ বাতব্যাধি উৎপন্ন হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে সেই সকল লক্ষণ অল্পমাত্রায় প্রকাশিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে। ইহার বিশেষ কোন পূর্ব্বরূপ নাই। এই পূর্ব্বরূপ ব্যক্ত হইলে তাহাকে বাতব্যাধির লক্ষণ কহে। আর বায়ুর চলত্বহেতু সেই সকল লক্ষণের যে অভাব তাহাকে, এবং বায়ু কর্ত্তৃক ধাতুশোষহেতু দেহের যে লঘুতা তাহাকেও বাতব্যাধির লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সঙ্কোচঃ পর্ব্বণাং স্তম্ভো ভেদোঽস্থ্নাং পর্ব্বণামপি।
লোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপাদশিরোগ্রহঃ॥
খাঞ্জ্যপাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোঽঙ্গানামনিদ্রতা।
গর্ভশুক্ররজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা॥
শিরোনাসাক্ষিজত্রূণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্।
ভেদস্তোদোঽর্ত্তিরাক্ষেপো মোহশ্চায়াস এব চ॥
এবংবিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ।
হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ

কুপিত বায়ু নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ করে যথা—পর্ব্বসকলের সঙ্কোচ ও স্তব্ধতা, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভেদবৎ ব্যথা, লোমহর্ষ, প্রলাপ, হস্ত পদ ও মস্তকে বেদনা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জত্ব, অঙ্গসকলের শোষ, নিদ্রাহীনতা, গর্ভ শুক্র ও আর্ত্তবের নাশ, স্পন্দন, গাত্রসুপ্ততা, এবং মস্তক নাসিকা চক্ষু জত্রু (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) ও গ্রীবার হুণ্ডন (অন্তঃ প্রবেশ বা বক্রতা), শ্রোণীপার্শ্বাদি স্থলে ভেদবৎ পীড়া, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, আক্ষেপ (খেঁচুনি), মোহ ও বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ। হেতুবিশেষে ও স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ রোগকারক হইয়া থাকে।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃপার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে॥
সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনে।
বেদনাভিঃ পরীতাশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ॥
গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ।
জঙ্ঘোরুত্রিকপাৎপৃষ্ঠরোগশোষৌ গুদে স্থিতে॥
রুক্ পার্শ্বোদরহৃন্নাভেস্তৃট্ শোদগারবিসূচিকাঃ।
কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে॥

পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ।
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্॥
শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়েষ্বেবং কুর্য্যাদ্দুষ্টসমীরণঃ॥

কুপিত বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত হইলে মল ও মূত্রের রোধ, ব্রধ্ন (বাগি), হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ বায়ু সর্ব্বাঙ্গগত হইলে, গাত্রে স্ফুরণ ও ভঞ্জনবৎ বেদনা, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা ও স্ফুটনবৎ ব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু গুহ্যদেশকে (মলাশয়কে) আশ্রয় করিলে মলমূত্র ও অধোবায়ুর রোধ, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী, শর্করা (প্রস্রাবে চিনি), এবং জঙ্ঘা উরু ত্রিক পাদ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও শোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু আমাশয় গত হইলে পার্শ্ব উদর হৃদয় ও নাভিতে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্গার, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা এবং শ্বাস হয়। কুপিত বায়ু পক্বাশয়কে আশ্রয় করিলে অন্ত্রকূজন, উদরে শূলবেদনা ও আটোপ (সবেদন গুড়গুড় শব্দ), মূত্র ও মলের কৃচ্ছ্রতা, আনাহ ও ত্রিকস্থানে বেদনা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়স্থান গত হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়কে নষ্ট করে।

ত্বগ্রূক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে॥
আতন্যতে সরাগা চ পর্ব্বরুগ্ ত্বগ্গতেঽনিলে।
রুজস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ॥
গাত্রে চারূংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্গতেঽনিলে।
গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা॥
সরুক্‌শ্রমিতমত্যর্থং মাংসমেদোগতেঽনিলে।
ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষয়ঃ॥
অস্বপ্নঃ সন্ততা রুক্ চ মজ্জাস্থিকুপিতেঽনিলে।
ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি শুক্রং গর্ভমথাপি বা॥
বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনিলঃ।

কুপিত বায়ু ত্বক্‌কে আশ্রয় করিলে ত্বক্ রূক্ষ, স্ফুটিত, সুপ্ত (স্পর্শ শক্তিহীন), কৃশ, কৃষ্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত ও বিস্তৃত হয়। ইহাতে পর্ব্বসমূহে বেদনা হইয়া থাকে। কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বৈবর্ণ্য, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণোৎপত্তি এবং ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কুপিত বায়ু মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিলে অঙ্গ সকল গুরু (ভারি), বেদনান্বিত ও বিনাশ্রমে শ্রান্তি বোধ হয় এবং মনে হয় যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ বা দণ্ড দ্বারা বা মুষ্টি দ্বারা আহত হইতেছে। কুপিত বায়ু মজ্জাগত ও অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহে ও পর্ব্বসমূহে ভেদবৎ ব্যথা, সন্ধিশূল, মাংসক্ষয়, বলক্ষয়, নিদ্রাহীনতা ও নিরন্তর বেদনা হয়। কুপিত বায়ু শুক্রস্থ হইলে, শুক্র ও গর্ভকে হয় শীঘ্র মোচন করে অথবা দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখে কিংবা বিকৃত করিয়া ফেলে।

বাহ্যাভ্যন্তরয়ামং খল্লীং কুজমেব চ।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোহনিলঃ॥
শরীরং মন্দরুক্ শোফং শুষ্যতি [illegible] তথা।
সুপ্তাস্তন্বো মহত্যো বা শিরা বাতে শিরাগতে॥
বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শঃ শোফঃ সন্ধিগতেহনিলে।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োরপ্রবৃত্তিঃ সবেদনা॥
ইত্যুক্তং স্থানভেদেন বায়োর্লক্ষণমেব চ॥

কুপিত বায়ু স্নায়ুগত হইয়া বাহ্যায়াম অন্তরায়াম খল্লী কুজত্ব এবং সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গগত রোগসমূহ উৎপাদন করে। কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে, শরীরে অল্প বেদনাযুক্ত শোথ হয়। ইহাতে শরীর শুষ্ক ও স্পন্দিত এবং শিরা সকল সূক্ষ্ম স্থূল বা স্পর্শশক্তি রহিত হইয়া থাকে। কুপিত বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিলে সন্ধিতে বায়ু পূর্ণ ভিস্তির ন্যায় স্পর্শ বিশিষ্ট শোথ, বেদনা এবং সন্ধিস্থলের প্রসারণ ও আকুঞ্চনে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। স্থানভেদে বায়ুর লক্ষণ উক্ত হইল।

অতিবৃদ্ধঃ শরীরার্দ্ধমেকং বায়ুঃ প্রপদ্যতে।
যদা তদোপশোষ্যাসৃক্ বাহুং পাদঞ্চ জানু চ॥
তস্মিন্ সঙ্কোচয়ত্যর্দ্ধে মুখং জিহ্মং করোতি চ।
বক্রীকরোতি নাসাভ্রূললাটাক্ষিহনূস্তথা॥
ততো বক্রং ব্রজত্যাস্যে ভোজনং বক্রনাসিকম্।
স্তব্ধং নেত্রং কথয়তঃ ক্ষবথুশ্চ নিগৃহ্যতে॥
দীনা জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্তাঽকলা সজ্জতি চাস্য বাক্।
দন্তাশ্চলন্তি বধ্যেতে শ্রবণৌ ভিদ্যতে স্বরঃ॥
পাদহস্তাক্ষিজঙ্ঘোরুশঙ্খশ্রবণগণ্ডরুক্।
অর্দ্ধে তস্মিন্ মুখার্দ্ধে বা কেবলে স্যাত্তদর্দ্দিতম্॥

অর্দ্দিত। অতিপ্রবৃদ্ধ বায়ু যখন শরীরার্দ্ধকে (বামার্দ্ধ বা দক্ষিণার্দ্ধকে) আশ্রয় করে, তখন সেই অর্দ্ধভাগের রক্ত, বাহু, পাদ ও জানুকে শুষ্ক করিয়া সঙ্কুচিত করে এবং সেই পার্শ্বে মুখ নাসা ভ্রূ ললাট চক্ষু ও হনুদেশকে বক্র করে। ইহাতে ভোজনদ্রব্য মুখে বক্রভাবে গমন করিয়া থাকে। কথা কহিবার সময় নাসিকা বক্র এবং নেত্র স্তব্ধ হয়। হাঁচি বন্ধ হয়। জিহ্বা ম্লান সমুন্নত ও দুর্ব্বল হয়। বাক্য সংসক্ত হয় (কথা জড়াইয়া যায়)। দন্ত সকল চলিত, কর্ণদ্বার রুদ্ধ (শ্রবণশক্তি হীন), স্বর ভগ্ন এবং পাদ, হস্ত, চক্ষু, জঙ্ঘা, ঊরু, শঙ্খদেশ, কর্ণ ও গণ্ডদেশে বেদনা, মুখার্দ্ধে, শরীরার্দ্ধে বা সর্ব্বশরীরে বেদনা হইয়া থাকে। ইহাকে অর্দ্দিত রোগ কহে।

মন্যে সংশ্রিত্য বাতোঽন্তর্যদা নাড়ীঃ প্রপদ্যতে।
মন্যাস্তম্ভং তদা কুর্য্যাদন্তরায়ামসংজ্ঞিতম্॥
অন্তরায়ম্যতে গ্রীবা মন্যা চ স্তভ্যতে ভৃশম্।
দন্তানাং দংশনং লালা পৃষ্ঠাক্ষেপঃ শিরোগ্রহঃ।
জৃম্ভা বদনসঙ্গাশ্চাপ্যন্তরায়ামলক্ষণম্॥

কুপিত বায়ু মন্যাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যখন অভ্যন্তরস্থ শিরাসমূহকে আশ্রয় করে, তখন অন্তরায়ামসংজ্ঞক মন্যাস্তম্ভ রোগ জন্মায়। এই রোগে গ্রীবা ও মন্যা অভ্যন্তরভাগে (ভিতরের দিকে) আয়ত এবং অত্যন্ত স্তব্ধ হয়। ইহাতে দন্তদংশন, লালাস্রাব, পৃষ্ঠাক্ষেপ (পৃষ্ঠদেশে বক্রতা), শিরোগ্রহ, জৃম্ভা ও বদনসঙ্গ (মুখ নাড়িতে না পারা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাকে অন্তরায়াম কহে।

পৃষ্ঠমন্যাশ্রিতা বাহ্যাঃ শোষয়িত্বা শিরা বলী।
ততঃ কুর্য্যাদ্ধনুস্তম্ভং বহিরায়ামসংজ্ঞকম্॥
চাপবন্নাম্যমানস্য পৃষ্ঠতো নীয়তে শিরঃ।
উর উৎক্ষিপ্যতে মন্যে স্তব্ধে গ্রীবা চ মৃদ্যতে॥
দন্তানাং দংশনং জৃম্ভা লালাস্রাবশ্চ বাগ্গ্রহঃ।
জাতবেগো নিহন্ত্যেষ বৈকল্যং বা প্রযচ্ছতি॥

কুপিত বলবান্ বায়ু পৃষ্ঠস্থিত ও মন্যাদেশস্থিত বাহ্যশিরাসমূহ শোষিত করিয়া বাহ্যায়াম-সংজ্ঞক ধনুঃস্তম্ভ রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে রোগী ধনুকের ন্যায় নুইয়া পড়ে, মস্তক পৃষ্ঠের দিকে নীত হয় বক্ষঃস্থল উচ্চ হইয়া উঠে, মন্যাদ্বয় স্তব্ধ ও গ্রীবা অবমর্দ্দিত হয় এবং দন্তদ্বারা দন্তদংশন, জৃম্ভা, লালাস্রাব ও বাক্যগ্রহ (বাক্‌রোধ) হইয়া থাকে। ইহা বর্দ্ধিত-বেগ হইলে রোগিকে নষ্ট করে অথবা বিকলাঙ্গ করিয়া থাকে।

হনুমূলে স্থিতো বন্ধাৎ স্রংসয়ত্যনিলো হনূ।
বিবৃতাস্যত্বমথবা কুর্য্যাৎ সংবৃতমাননম্।
হনুগ্রহঞ্চ সংস্তভ্য হনূ সংবৃতবক্ত্রতাম্॥

কুপিত বায়ু হনুমূলস্থ হইলে হনুদ্বয়কে বন্ধস্থান হইতে স্রস্ত (শিথিল) করিয়া মুখ বিবৃত বা সংবৃত করে। অর্থাৎ হনুসন্ধি শিথিল হওয়ায় মুখ বিবৃত হইয়া (হাঁ হইয়া) যায়, আর বুজিতে পারে না অথবা মুখ বুজিয়া যায়, আর হাঁ করিতে পারে না। কুপিত বায়ু হনুদ্বয়কে স্তব্ধ করিয়া হনুগ্রহ ও সংবৃতবক্ত্রতা (মুখ বুজিয়া যাওয়া) রোগ জন্মায়।

মুহুর্মুহুরাক্ষিপতি গাত্রাণ্যাক্ষেপকোঽনিলঃ।
পাণিপাদৌ চ সংশোষ্য সশিরাঃ স্নায়ুকণ্ডরাঃ।
পাণিপাদশিরঃপৃষ্ঠশ্রোণীঃ স্তভ্নাতি মারুতঃ।
দণ্ডবৎ স্তব্ধগাত্রস্য দণ্ডকঃ সোঽনুপক্রমঃ॥

আক্ষেপক ও দণ্ডক। কুপিত বায়ু হস্ত পদ এবং শিরা স্নায়ু ও কণ্ডরা সমূহকে শোষিত করিয়া বারংবার শরীরকে আক্ষিপ্ত করে, ইহাকে আক্ষেপক (খেঁচুনি) রোগ কহে। আর ঐ বায়ু যদি হস্তপদ মস্তক পৃষ্ঠদেশ ও শ্রোণীদেশকে স্তম্ভিত করে এবং তাহাতে শরীর দণ্ডবং (যষ্ট্যাদিবৎ) স্তব্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডক রোগ কহে। ইহা অচিকিৎস্য ব্যাধি।

স্বস্থঃ স্যাদৰ্দ্দিতাদীনাং মুহুর্ব্বেগে গতে গতে ॥

পূর্ব্বোক্ত অর্দ্দিতাদি রোগে বায়ুর বেগ বারংবার আগত ও বারংবার অপগত হয়। রোগী, বায়ুর বেগ গত হইলে স্বস্থ ও আগত হইলে পীড়িত হইয়া থাকে।

হত্বৈকং মারুতঃ পক্ষং দক্ষিণং বামমেব বা।
করোতি চেষ্টাবিরতিং রুজং বাকৃস্তম্ভমেব চ ॥
গৃহীত্বা বা শরীরার্দ্ধং শিরাঃ স্নায়ুর্বিশোষ্য চ।
পাদং সঙ্কোচয়ত্যেকং হস্তং বা তোদশূলকৃৎ।
একাঙ্গরোগং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদেহগম্ ॥

পক্ষাঘাত। কুপিত বায়ু বাম বা দক্ষিণ এক পক্ষকে নষ্ট করিয়া ক্রিয়াহীন করে। ইহাতে বেদনা ও বাকৃস্তম্ভ হয়। ইহাকে পক্ষাঘাত কহে। অথবা যদি ঐ বায়ু শরীরার্দ্ধকে আশ্রয় করিয়া সেই অর্দ্ধের শিরা ও স্নায়ুসমূহকে শোষণ পূর্ব্বক একপাদ বা একহস্তকে সঙ্কুচিত করে এবং তাহাতে সূচীবেধবৎ বা শূলনিখাতবৎ বেদনা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও একাঙ্গ রোগ অর্থাৎ পক্ষাঘাত বলে। আর যদি ঐ বায়ু সর্ব্বাঙ্গের শিরা ও স্নায়ুসমূহকে শোষণ করিয়া শরীরকে ক্রিয়াহীন করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ রোগ কহে।

স্ফিক্‌পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরুজানুজঙ্ঘাপদং ক্রমাৎ।
গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্‌তোদৈর্গৃহ্ণাতি স্পন্দতে মুহুঃ ॥
বাতাদ্বাতকফাৎ তন্দ্রাগৌরবারোচকান্বিতা।
খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরুকরমূলাবমোটনী ॥

গৃধ্রসী ও খল্লী। কুপিত বায়ু প্রথমে স্ফিক্ (পাছা) পরে ক্রমশঃ কটী পৃষ্ঠ উরু জানু জঙ্ঘা ও পদে, স্তব্ধতা বেদনা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা জন্মায়। ইহাকে গৃধ্রসী রোগ কহে। বাতপ্রধান গৃধ্রসীতে তন্দ্রা গৌরব ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। খল্লীনামক বাতব্যাধিতে (খাইলধরা রোগে) পাদ জঙ্ঘা উরু ও করমূলে অবমোটন (মোচড়ানবৎ ব্যথা) হয়।

স্থাননামানুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দিশেৎ।
সর্ব্বেম্বেতেষু সংসর্গং পিত্তাদ্যৈরুপলক্ষয়েৎ ॥

এতদ্ব্যতীত যে সকল বাতব্যাধি উক্ত হইল না, সেই সকল বাতব্যাধি স্থানানুরূপ ও নামানুরূপ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে (স্থানানুরূপ কুক্ষিশূলাদি, নামানুরূপ সূচীবেধবৎ বেদনা স্থলে তোদ ইত্যাদি)। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাতব্যাধিতে পিত্তাদির সম্পর্ক লক্ষ্য করিবে।

অর্থাৎ বাতব্যাধিতে পিত্তের লক্ষণ দেখিলে পিত্তানুবন্ধ এবং কফের লক্ষণ দেখিলে কফানুবন্ধ বাতব্যাধি স্থির করিবে।

বায়োর্ধাতুক্ষয়াৎ কোপো মার্গস্যাবরণেন চ।
বাতপিত্তকফা দেহে সর্ব্বস্রোতোঽনুসারিণঃ॥
বায়ুরেব হি সূক্ষ্মত্বাদ্বায়োস্তত্রাপ্যুদীরণঃ।
কুপিতস্তৌ সমুদ্ধূয় তত্র তত্রাক্ষিপন্ গদান্।
করোত্যাবৃতমার্গত্বাদ্ রসাদীংশ্চোপশোষয়ন্॥

ধাতুক্ষয় ও মার্গাবরণ হেতু বায়ু প্রকুপিত হয়। বায়ু পিত্ত ও কফ দেহের সমস্ত স্রোতেই অনুগমন করিয়া থাকে। তথাপি এক বায়ু সূক্ষ্মত্বহেতু অপর বায়ুর প্রকোপে মুখ্য প্রেরক হয়। সুতরাং স্রোতোগামি বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। সেই কুপিত বায়ু স্রোতোগত পিত্ত ও কফকে অভিভূত ও আক্ষিপ্ত করিয়া এবং মার্গাবরোধহেতু রসাদি ধাতু সমূহকে শোষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে।

লিঙ্গং পিত্তাবৃতে দাহস্তৃষ্ণা শূলং ভ্রমঃ ক্লমঃ।
কট্বম্ললবণোষ্ণৈশ্চ বিদাহঃ শীতকামিতা॥
শৈত্যগৌরবশূলানি কট্বাদ্যুপশয়োঽধিকম্।
লঙ্ঘনায়াসরূক্ষোষ্ণকামিতা চ কফাবৃতে॥

বায়ু পিত্তাবৃত হইলে—দাহ তৃষ্ণা শূল ভ্রম ও ক্লম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কটু অম্ল লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবনে বিদাহ হয় এবং শীতল দ্রব্যে ও শীতল স্থানে অভিলাষ জন্মে। বায়ু কফকর্ত্তৃক আবৃত হইলে শৈত্য দেহের গুরুত্ব ও শূলবদ্ বেদনা জন্মে। কটুরসাদি দ্রব্যে অধিক উপশম বোধ হয় এবং লঙ্ঘন পরিশ্রম রুক্ষ দ্রব্য ও উষ্ণ দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা হয়।

রক্তাবৃতে সদাহার্ত্তিস্ত্বঙ্মাংসান্তরজোভৃশম্।
ভবেৎ সরাগঃ শ্বয়থুর্জায়ন্তে মণ্ডলানি চ॥
কঠিনাশ্চ বিবর্ণাশ্চ পিড়কাঃ শ্বয়থুস্তথা।
হর্ষঃ পিপীলিকানাঞ্চ সঞ্চার ইব মাংসগে॥
চলঃ স্নিগ্ধো মৃদুঃ শীতঃ শোফোঽঙ্গেষ্বরুচিস্তথা।
আঢ্যবাত ইতি জ্ঞেয়ঃ স কৃচ্ছ্রো মেদসাবৃতঃ॥
স্পর্শমস্থ্যাবৃতে তূষ্ণং পীড়নঞ্চাভিনন্দতি।
সংভজ্যতে সীদতি চ সূচীভিরিব তুদ্যতে॥
মজ্জাবৃতে বিনামঃ স্যাজ্জৃম্ভণং পরিবেষ্টনম্।
শূলঞ্চ পীড্যমানে তু পাণিভ্যাং লভতে সুখম্॥
শুক্রাবেগোঽতিবেগো বা নিষ্ফলত্বঞ্চ শুক্রগে।

বায়ু রক্তকর্ত্তৃক আবৃত হইলে ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরে দাহ, রক্তবর্ণ শোথ ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু মাংসগত হইলে কঠিন ও বিবর্ণ পিড়কা, শোথ ও পিপীলিকা সঞ্চারবৎ হর্ষ (শিড়্ শিড়্ করা) হয়। বায়ু মেদ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে শরীরে চলনশীল, স্নিগ্ধ কোমল ও শীতল শোথ এবং অরুচি জন্মে। ইহাকে আঢ্যবাত কহে। এই রোগ কষ্টসাধ্য। বায়ু অস্থিদ্বারা আবৃত হইলে উষ্ণ স্পর্শে ও পীড়নে (টেপাটেপিতে) সুখানুভব হয়। শরীর ভঙ্গবৎ ও সূচীবেধবৎ বেদনান্বিত এবং অবসন্ন হইয়া থাকে। বায়ু মজ্জাবৃত হইলে বিনাম (নুইয়া পড়া), জৃম্ভা, পরিবেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধনবৎ বেদনা) ও শূল হইয়া থাকে। ইহাতে হস্তদ্বারা পীড়ন করিলে (টিপিলে) রোগী সুখলাভ করে। বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্রের অবেগ বা অতিবেগ এবং নিষ্ফলত্ব (গর্ভজননে অক্ষমতা) হয়।

ভুক্তে কুক্ষৌ রুজা জীর্ণে শাম্যত্যন্নাবৃতেঽনিলে॥
মূত্রাপ্রবৃত্তিরাধ্মানং বস্তৌ মূত্রাবৃতেঽনিলে।
বর্চ্চসোঽতিবিবন্ধোঽধঃ স্বে স্থানে পরিকৃন্ততি॥
ব্রজত্যাশু জরাং স্নেহো ভুক্তে চাধ্মায়তে নরঃ।
চিরাৎ পীড়িতমন্নেন দুঃখং শুষ্কং শকৃৎ সৃজেৎ॥
শ্রোণীবংক্ষণপৃষ্ঠেষু রুগ্বিলোমশ্চ মারুতঃ।
অস্বস্থং হৃদয়ঞ্চৈব বর্চ্চসা ত্বাবৃতেঽনিলে॥

বায়ু অন্ন দ্বারা আবৃত হইলে ভোজনের পর উদরে বেদনা এবং ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে বেদনার শান্তি হয়। বায়ু মূত্রদ্বারা আবৃত হইলে মূত্রের অনির্গম ও বস্তিতে আধ্মান (ফাঁপ) হয়। বায়ু মলদ্বারা আবৃত হইলে উদরের অধোদেশে মলের অতিবিবদ্ধতা, বিবদ্ধমলান্বিত স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা, পীত স্নেহের আশু জীর্ণতা, ভোজনান্তে আনাহ, অন্নকর্ত্তৃক পীড়িত শুষ্ক মলের অতিকষ্টে ও বিলম্বে নির্গমন, শ্রোণী বঙ্ক্ষণ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, বায়ুর বিলোমতা ও হৃদয়ের অস্বস্থতা হইয়া থাকে।

সন্ধিচ্যুতির্হনুস্তম্ভঃ কুঞ্চনং কুব্জতার্দ্দিতঃ।
পক্ষাঘাতোঽঙ্গসংশোষঃ পঙ্গুত্বং খুড্ডবাতিতা॥
স্তম্ভনঞ্চাঢ্যবাতশ্চ রোগা মজ্জাস্থিগাশ্চ যে।
এতে স্থানস্য গাম্ভীর্য্যাদ্ যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা ন বা।
নাবান্ বলবন্তেতান্ সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্॥

সন্ধিচ্যুতি, হনুস্তম্ভ, আকুঞ্চন, কুব্জতা, অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত, অঙ্গশোষ, পঙ্গুত্ব, খুড্ডবাত, স্তম্ভন, আঢ্যবাত এবং মজ্জাস্থিগত রোগসমূহ, ইহারা আশ্রয়স্থানের গাম্ভীর্য্য হেতু যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসিত হইলে প্রশমিত হয়, নতুবা প্রশমিত হয় না। এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যদি বল থাকে এবং রোগ যদি অল্পদিনজাত ও উপদ্রবশূন্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের চিকিৎসা করিবে নতুবা অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

ক্রিয়ামতঃপরং সিদ্ধাং বাতরোগাপহাং শৃণু ॥
কেবলং নিরুপস্তম্ভমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
বায়ুং সর্পির্বসাতৈলমজ্জপানৈর্নরং ততঃ ॥
স্নেহক্লান্তং সমাশ্বাস্য পয়োভিঃ স্নেহয়েৎ পুনঃ।
যূষৈর্গ্রাম্যাম্বুজানূপরসৈর্বা স্নেহসংযুতৈঃ ॥
কৃশরাপায়সৈঃ সাম্ললবণৈঃ সানুবাসনৈঃ।
নাবনৈস্তর্পণৈশ্চান্নৈঃ সুস্নিগ্ধং স্বেদয়েত্তু তম্ ॥
স্বভ্যক্তং স্নেহসংযুক্তৈর্নাড়ীপ্রস্তরসঙ্করৈঃ।
তথান্যৈর্বিবিধৈঃ স্বেদৈর্যথাযোগমুপাচরেৎ ॥

অতঃপর বাতরোগনাশক সিদ্ধফল চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর। নিরুপস্তম্ভ (পিত্তাদি দ্বারা স্তব্ধীভূত নয়) কেবল বায়ুর প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃত বসা তৈল ও মজ্জা পান করাইবে। তৎপরে স্নেহপানে ক্লান্ত রোগিকে দুগ্ধ পান করাইয়া সমাশ্বাসিত করিবে এবং পুনরায় স্নেহপান করিতে দিবে। মুদগাদিকৃত যূষ, গ্রাম্য জলজ ও আনূপ মাংসরস, কৃশরা ও পায়স ঘৃতাদি স্নেহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা এবং অম্ললবণরসান্বিত অনুবাসন, নস্য, তর্পণ ও অন্ন প্রয়োগ দ্বারা রোগিকে সুস্নিগ্ধ করিবে। রোগী স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া স্নেহসংযুক্ত নাড়ীস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ ও সঙ্করস্বেদ দ্বারা বা রোগোপযোগী অন্যান্য বিবিধ স্বেদদ্বারা সুস্বিন্ন করিয়া যথাযোগ চিকিৎসা করিবে।

স্নেহাক্তং স্বিন্নমঙ্গন্তু বক্রং স্তব্ধমথাপি বা।
শনৈর্নময়িতুং শক্যং যথেষ্টং শুষ্কদারুবৎ ॥
হর্ষতোদরুগায়াসশোষস্তম্ভগ্রহাদয়ঃ।
স্বিন্নস্যাশু প্রশাম্যন্তি মার্দ্দবঞ্চোপজায়তে ॥
স্নেহশ্চ ধাতূন্ সংশুষ্কান্ পুষ্ণাত্যাশু প্রয়োজিতঃ।
বর্দ্ধমগ্নিবলং পুষ্টিং প্রাণাংশ্চাপ্যস্তিবর্দ্ধয়েৎ ॥
অসকৃৎ তং পুনঃ স্নেহৈঃ স্বেদৈশ্চাপ্যুপপাদয়েৎ।
তথা স্নেহমৃদৌ কোষ্ঠে ন তিষ্ঠন্ত্যনিলাময়াঃ ॥

শুষ্ক কাষ্ঠকে স্নেহাক্ত করিয়া স্বেদ দিলে যেমন ধীরে ধীরে তাহাকে ইচ্ছামত নোয়াইতে পারা যায়, সেইরূপ বক্র স্তব্ধ অঙ্গকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ এবং স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিলে তাহাকে যথেষ্ট নোয়াইতে (কিম্বা ঘোরাইতে) পারা যায়। স্বিন্ন ব্যক্তির হর্ষ (শিড় শিড় করা), তোদ, বেদনা, শ্রান্তি, শোষ, স্তব্ধতা, ও অঙ্গগ্রহাদি আশু প্রশমিত ও অঙ্গ সকল কোমল হইয়া থাকে। প্রযুক্ত স্নেহ আশু সংশুষ্ক ধাতুসমূহকে পুষ্ট করে এবং বল,* অগ্নিবল, পুষ্টি ও আয়ুর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বাতরোগিকে পুনঃ পুনঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্নেহ দ্বারা কোষ্ঠ কোমল হইলে বায়ুরোগ সকল থাকিতে পারে না।

যদ্যনেন সদোষত্বাৎ কর্ম্মণা ন প্রশাম্যতি।
মৃদুভিঃ স্নেহসংযুক্তৈরৌষধৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥

এই চিকিৎসা দ্বারা যদি দোষের একবারে শান্তি না হওয়ায় দোষাবশেষ থাকে এবং তজ্জন্য বাতরোগের প্রশম না হয়, তাহা হইলে রোগিকে স্নেহসংযুক্ত মৃদু বিরেচন ঔষধ দ্বারা বিশোধিত করিবে।

ঘৃতং তিল্বকসিদ্ধং বা সাতলাসিদ্ধমেব বা।
পয়স্যৈরণ্ডতৈলং বা পিবেদ্দোষহরং শিবম্ ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণাদ্যৈরাহারৈর্হি মলশ্চিতঃ।
স্রোতো বদ্ধানিলং রুন্ধ্যাৎ তস্মাৎ তমনুলোময়েৎ ॥

লোধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা সাতলার (মনসা বিশেষ) সহিত সিদ্ধ ঘৃত কিংবা দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে। ইহা দোষনাশক উত্তম মৃদু বিরেচক। স্নিগ্ধ অম্ল লবণ ও উষ্ণ প্রভৃতি আহার দ্বারা সঞ্চিত মল স্রোতোরোধ করিয়া বায়ুকে রুদ্ধ করে। অতএব অনুলোমন ঔষধ দ্বারা মল নির্হরণ করিয়া বায়ুর পথ মুক্ত করিয়া দিবে।

দুর্ব্বলো যো বিরেচ্যঃ স্যাৎ তং নিরূহৈরুপাচরেৎ।
পাচনৈর্দীপনীয়ৈর্বা ভোজনৈস্তদ্‌যুতৈর্নরম্।
সংশুদ্ধস্যোত্থিতে চাগ্নৌ স্নেহস্বেদৌ পুনর্হিতৌ ॥
স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধৈরাহারৈঃ সততং পুনঃ।
নাবনৈর্ধূমপানৈশ্চ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ ॥

দুর্ব্বল রোগিকে বিরেচন দিবার প্রয়োজন হইলে তাহাকে অন্য কোন বিরেচক ঔষধ না দিয়া নিরূহ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। পাচন ও দীপনীয় অন্ন ভোজন করাইবে। বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ রোগির অগ্নি বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিবে এবং নিরন্তর মধুর অম্ল লবণ রসান্বিত স্নিগ্ধ আহার, নস্য ও ধূমপান করাইয়া সর্ব্ব প্রকার বাতরোগের চিকিৎসা করিবে।

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষীরং পিবেন্নরঃ
পাচনৈর্দীপনীয়ৈস্তৈরন্নৈর্বা পাচয়েন্মলান্ ॥
গুদপক্বাশয়স্থে তু কর্ম্মোদাবর্ত্তনুদ্ধিতম্।
আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথাদোষহরী ক্রিয়া ॥
সর্ব্বাঙ্গকুপিতেঽভ্যঙ্গো বস্তয়ঃ সানুবাসনাঃ।
স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ হৃদ্যঞ্চান্নং ত্বগাশ্রিতে ॥
শীতাঃ প্রদেহা রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
বিরেকো মাংসমেদঃস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ ।
হর্ষোঽন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্ ॥
বিবদ্ধমার্গং দৃষ্ট্বা চ শুক্রং দদ্যাদ্‌বিরেচনম্ ।
বিরিক্তপ্রতিভুক্তস্য পূর্ব্বোক্তাং কারয়েৎ ক্রিয়াম্ ॥

বাতরোগের সাধারণ চিকিৎসা উক্ত হইল। অতঃপর বিশেষ চিকিৎসা বলিতেছি।—বায়ু কোষ্ঠগত হইলে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা পাচনীয় দীপনীয় ও অম্লরস দ্রব্য দ্বারা মলের পাক করিবে। গুহ্যনাড়ীস্থিত ও পক্কাশয়স্থিত বাতে উদাবর্ত্তনাশক চিকিৎসা হিতকর। আমাশয়গত বাতে রোগিকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দোষানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাঙ্গকুপিত বাতে অভ্যঙ্গ বস্তি ও অনুবাসন প্রশস্ত। ত্বগ্‌গত বাতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও হৃদ্য অন্ন প্রয়োজ্য। রক্তগত বাতে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ হিতকর। মাংসগত ও মেদোগত বাতে বিরেচন, নিরূহ ও শমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বাহ্য ও অভ্যন্তর স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ স্নেহাভ্যঙ্গ ও স্নেহপান দ্বারা অস্থিগত ও মজ্জগত বাতের শান্তি করিবে। শুক্রস্থিত বাতে হর্ষ (স্ত্রীসংযোগ জনিত), এবং বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক অন্নপান হিতকর। শুক্রের মার্গ বিবদ্ধ হইলে বিরেচন প্রয়োজ্য। বিরেচনের পর ভোজন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ বলকর ও শুক্রজনক অন্নপান এবং হর্ষাদি ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্ ।
সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ ॥
হৃদি প্রকুপিতে সিদ্ধমংশুমত্যা পয়ো হিতম্ ।
মৎস্যান্ নাভিপ্রদেশস্থে সিদ্ধান্ বিল্বশলাটুভিঃ ॥
বায়ুনা বেষ্ট্যমানে তু গাত্রে স্যাদুপনাহনম্ ।
তৈলং সঙ্কুচিতেঽভ্যঙ্গো মাষসৈন্ধবসাধিতম্ ॥
বাহুশীর্ষগতে নস্যং পানঞ্চৌত্তরভক্তিকম্ ।
বস্তিকর্ম্ম ত্বধোনাভেঃ শস্যতে চাবপীড়কঃ ॥

কুপিতবায়ু দ্বারা গর্ভ শুষ্ক হইলে, গর্ভস্থ শুষ্ক বালকের উত্থাপনার্থ (পোষণার্থ) চিনি যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। হৃদ্‌গত বায়ুর প্রকোপ হইলে শালপাণির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। নাভিপ্রদেশস্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে বেলশুঁঠের সহিত মৎস্য সিদ্ধ করিয়া সেই মৎস্য খাইতে দিবে। বায়ুকর্ত্তৃক শরীর বেষ্ট্যমান হইলে উপনাহ (পুলটিশ্) এবং সঙ্কুচিত হইলে মাষকলায় ও সৈন্ধবলবণ সহ পকতৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। বাহুগত ও শীর্ষগত বাতে নস্য ও ভোজনের পর ঘৃতপান প্রশস্ত। নাভির অধোদেশস্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে বস্তিকর্ম্ম ও অবপীড়ক নস্য প্রয়োজ্য। (শিরোবিরেচক কোন দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ন্যাকড়ার দ্বারা তাহার পুটলী বাঁধিবে। সেই পুটলী মর্দ্দিত করিয়া তাহার রসের নস্য লওয়াকে অবপীড় নস্য কহে।)

অর্দ্দিতে নাবনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং তর্পণমেব চ।
নাড়ীস্বেদোপনাহাশ্চাপ্যানূপপিশিতৈর্হিতাঃ॥
স্বেদনং স্নেহসংযুক্তং পক্ষাঘাতে বিরেচনম্।
অন্তরা কণ্ডরাঙ্গুল্যোঃ শিরাবস্ত্যগ্নিকর্ম্ম চ॥
গৃধ্রসীষু প্রযুঞ্জীত খল্ল্যান্তূকোপনাহনম্।
পায়সৈঃ কৃশরৈশ্চৈব শস্তং তৈলঘৃতান্বিতৈঃ॥

অর্দ্দিত রোগে নস্য, মস্তকে তৈল প্রদান, তর্পণ, এবং আনূপ মাংস দ্বারা নাড়ীস্বেদ ও উপনাহ হিতকর। পক্ষাঘাতে স্নেহসংযুক্ত স্বেদ, বিরেচন, এবং কণ্ডরা ও অঙ্গুলির মধ্যে শিরাবস্তি (শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ) ও অগ্নিকর্ম্ম (দাহাদি) কর্ত্তব্য। গৃধ্রসী রোগেও এই প্রকার চিকিৎসা প্রযোজ্য। খল্লীরোগে তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত পায়স ও কৃশরা দ্বারা উষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ করিবে।

ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ।
প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নাম্য চিবুকোন্নামনং হিতম্॥
স্রস্তং সঙ্গময়েৎ স্থানং স্তব্ধং স্বিন্নং বিনাময়েৎ।
প্রত্যেকং স্থানদূষ্যাদি ক্রিয়াবৈশেষ্যমাচরেৎ॥

ব্যাদিতাস্য হনুস্তম্ভে (যে হনুস্তম্ভে মুখ হাঁ হইয়া যায়) হনুতে স্বেদ দিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুইটী হনু পীড়ন করিবে এবং তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চিবুককে উন্নামিত করিয়া মুখ মিলাইয়া দিবে। এই রোগে চিবুককে তুলিয়া দেওয়াই হিতকর।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জপানাভ্যঞ্জনবস্তয়ঃ।
স্নিগ্ধাঃ স্বেদা নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ॥
রসাঃ পয়াংসি ভোজ্যানি স্বাদ্বম্ললবণানি চ।
বৃংহণং যচ্চ তৎ সর্ব্বং প্রশস্তং বাতরোগিণাম্॥

কোন সন্ধিস্থান স্রস্ত হইলে (স্বস্থান ভ্রষ্ট হইলে) সেই স্থানে স্বেদ দিয়া তাহাকে যথাযথ স্থাপিত করিবে। এবং স্তব্ধ হইলে (উপরে উঠিয়া গেলে) সেই স্থানে স্বেদ দিয়া যথাস্থানে নামাইয়া দিবে। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগেই স্থান দূষ্যাদির উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে

বাতরোগে ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা। পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি, স্নিগ্ধ স্বেদ, নিবাতস্থান, স্থূল-বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্রাবরণ, মাংসরস, দুগ্ধ, মধুরাম্ললবণরসান্বিত ভোজন দ্রব্য এবং পুষ্টিকারক সর্ব্বপ্রকার আহার বিহার প্রশস্ত।

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে।
অজশীর্ষাম্বুজানূপক্রব্যাদপিশিতৈঃ পৃথক্॥
সাধয়িত্বা রসান্ স্নিগ্ধান্ দধ্যম্লব্যোষসংস্কৃতান্।
ভোজয়েদ্বাতরোগার্ত্তং তৈর্ব্যক্তলবণৈর্নরম্॥

এতৈরেবোপনাহাংশ্চ পিশিতৈঃ সংপ্রকল্পয়েৎ।
ঘৃততৈলযুতৈঃ সাম্লৈঃ ক্ষুণ্ণস্বিন্নৈরনস্থিভিঃ ॥

ছাগলের মস্তক, জলজ আনূপ ও ক্রব্যাদ মাংস ইহাদের কোন একটী, বেড়েলা পঞ্চমূল বা দশমূলের কাথে পাক করিয়া মাংসরস প্রস্তুত করিবে। সেই মাংসরসে অম্লদধি, ত্রিকটু চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় লবণ মিশাইয়া তাহা ঘৃতাদি স্নেহে সাঁতলাইয়া লইবে। বাতরোগার্ত্ত ব্যক্তিকে এই মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। আর ঐ সকল মাংস অস্থিরহিত ও কুট্টিত করিয়া সিদ্ধ করিবে, এবং তাহাতে ঘৃত তৈল ও অম্লকাঁজি মিশাইয়া রোগ স্থানে তাহার পুলটিশ দিবে।

পত্রোৎকাথপয়স্তৈলদ্রোণ্যঃ স্যুরবগাহনে।
স্বভ্যক্তানাং প্রশস্তস্তে সেকাশ্চানিলরোগিণাম্ ॥

বাতহর পত্রের (এরণ্ড পত্রাদির) কাথ, দুগ্ধ অথবা তৈল দ্বারা দ্রোণী (টব) পূর্ণ করিয়া তাহাতে বাতরোগিকে অবগাহন করিতে দিবে। বাতরোগার্ত্তকে তৈলাদিদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বাতহর দ্রব্যের কাথে পরিষিক্ত করিবে।

আনূপৌদকমাংসানি দশমূলং শতাবরীম্।
কুলত্থান্ বদরান্ মাষাংস্তিলান্ রাস্নাবলাযবান্ ॥
বসাদধ্যারনালাম্লৈঃ সহ কুম্ভ্যাং বিপাচয়েৎ।
নাড়ীস্বেদং প্রযুঞ্জীত পিষ্টৈশ্চেবোপনাহনম্ ॥
তৈশ্চ সিদ্ধং ঘৃতং তৈলমভ্যঙ্গঃ পানমেব চ ॥

আনূপ মাংস, ঔদকমাংস, দশমূল, শতমূল, কুলথকলায়, কুলগুঁঠ, মাষকলায়, তিল, রাস্না, বেড়েলা ও যব এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণ বসা দধি ও অম্ল কাঁজির সহিত একটী কলসে রাখিবে। সেই কলসের মুখে একখানি ছিদ্রবিশিষ্ট শরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লেপিয়া দিবে। পরে ইহা চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে অগ্নির জ্বাল দিবে। যখন শরার ছিদ্র দিয়া বাষ্প নির্গত হইবে, তখন একটী নল ঐ ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট করাইয়া সেই নল দ্বারা রোগির গাত্রে বাষ্পস্বেদ দিবে। নল দ্বারা স্বেদ দেওয়া যায় বলিয়া ইহাকে নাড়ীস্বেদ কহে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল বাটিয়া উষ্ণ করিয়া তাহার উপনাহ দিবে। এবং ঐ সকল দ্রব্যসহ যথাবিধি ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া তাহা বাতরোগিকে পানার্থ ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে।

মুস্তং কিণ্বং তিলাঃ কুষ্ঠং সুরাহ্বং লবণং নতম্।
দধিক্ষীরচতুঃস্নেহৈঃ শস্তং স্যাদুপনাহনম্ ॥

মুতা, কিণ্ব (সুরাবীজ), তিল, কুড়, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও তগরপাদুকা এই সকল দ্রব্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জার সহিত বাটিয়া বাতরোগে তাহার উপনাহ দেওয়া প্রশস্ত।

উৎকারিকাবেশবারক্ষীরমাষতিলৌদনৈঃ।
এরণ্ডবীজগোধূমযবকোলস্থিরাদিভিঃ ॥

সস্নেহৈঃ সকুষ্ঠং গাত্রমালিপ্য বহলং ভিষক্।
এরণ্ডপত্রৈর্ব্বধ্নীয়াদ্ রাত্রৌ কল্যং বিমোক্ষয়েৎ॥
ক্ষীরাম্বুনা ততঃ সিক্তং পুনশ্চৈবোপনাহিতম্।
মুক্তেদ্রাত্রৌ দিবাবদ্ধং চর্ম্মভিস্তং সলোমভিঃ॥

বেশবার, দুগ্ধ, মাষকলায় ও তিলতণ্ডুল এই সকল দ্রব্য দ্বারা উৎকারিকা করিয়া তাহার উপনাহ দিবে। এরণ্ডবীজ, গোধুম, যব, কুলত্থ এবং শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য পেষিত ও স্নেহসংযুক্ত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। ইহা দ্বারা রাত্রিতে বাতরোগির বেদনান্বিত স্থানে ঘন প্রলেপ দিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা তাহা বাঁধিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে বন্ধন মোচন করিয়া দুগ্ধ মিশ্রিত জলে উক্ত স্থান ধৌত করিবে। পুনর্ব্বার দিবাভাগে উক্ত দ্রব্যের নূতন উপনাহ দিয়া তাহা লোমযুক্ত চর্ম্ম দ্বারা বাঁধিবে এবং রাত্রিতে বন্ধন খুলিয়া দিবে।

ফলানাং তৈলযোনীনামম্লপিষ্টান্ সুশীতলান্।
প্রদেহানুপনাহাংশ্চ গন্ধৈর্ব্বাতহরৈরপি॥
পায়সৈঃ কৃশরৈশ্চৈব কারয়েৎ স্নেহসংযুতৈঃ॥

এরণ্ডবীজ মসিনা প্রভৃতি তৈল ও যোনি ফল সকল কাঁজিতে বাটিয়া সুশীতল অবস্থায় তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা এলাচ প্রভৃতি বাতঘ্ন গন্ধ দ্রব্য কিংবা কৃশরা বা পায়স স্নেহসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ বা উপনাহ প্রদান করিবে।

রূক্ষশুদ্ধানিলার্ত্তানামতঃ স্নেহান্ প্রবক্ষ্যতি।
বিবিধান্ বিবিধব্যাধিপ্রশমায়ামৃতোপমান্॥

রুক্ষদেহ ও শুদ্ধ বাতরোগার্ত্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার্থ বিবিধ ব্যাধিনাশনে অমৃতোপম বিবিধ স্নেহ অতঃপর কথিত হইতেছে।

দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেত্তোগান্ দশমূলাচ্চতুষ্পলান্।
যবকোলকুলত্থানাং ভাগৈঃ প্রস্থোন্মিতৈঃ সহ॥
পাদশেষরসৈঃ পিষ্টৈর্জীবনীয়ৈঃ সশর্করৈঃ।
তথা খর্জ্জূরকাশ্মর্য্যদ্রাক্ষাবদরফল্গুভিঃ॥
সক্ষীরৈঃ সর্পিষঃ প্রস্থঃ সিদ্ধঃ কেবলবাতনুৎ।
নিরত্যয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ পানাভ্যঞ্জনবস্তিষু॥

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেকটী ৪ পল, যব, কুলত্থ ও কুলথকলায় প্রত্যেক /২ সের; পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবনীয় গণোক্ত দশটী দ্রব্য, এবং চিনি, খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, কুলশুঁঠ ও যজ্ঞডুমুর মিলিত /১ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত পান অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা কেবল বাতনাশক নিরাপদ্ ঔষধ।

চিত্রকং নাগরং রাস্নাং পৌষ্করং পিপ্পলীং শটীম্‌ ।
পিষ্ট্বা বিপাচয়েৎ সর্পির্বাতরোগহরং পরম্‌ ॥

চিতামূল, শুঁঠ, রাস্না, পুষ্করমূল, পিপুল ও শটী এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা বাতনাশক শ্রেষ্ঠ ঘৃত।

বলাবিল্বশৃতে ক্ষীরে ঘৃতমণ্ডং বিপাচয়েৎ ।
তস্য শুক্তিঃ প্রকুঞ্চো বা নস্যং মূর্দ্ধগতেঽনিলে ॥

বেড়েলা ও বেলশুঁঠের কল্ক মিলিত ॥০ অর্দ্ধসের, দুগ্ধ ৪ সের, জল ১৬ সের; একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ সহ /১ সের ঘৃতমণ্ড পাক করিয়া এক পল বা অর্দ্ধপল মাত্রায় তাহার নস্য লইলে মস্তক মূর্দ্ধগত বায়ুর শান্তি হয়।

গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ ভিত্ত্বাস্থীনি পচেজ্জলে ।
তং স্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃ পচেৎ ॥
জীবকর্ষভকাস্ফোতাবিদারীকপিকচ্ছুভিঃ ।
বাতঘ্নৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্কৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্‌ ॥
তৎ সিদ্ধং নাবনাভ্যঙ্গাৎ তথা পানানুবাসনাৎ ।
শিরাপর্ব্বাস্থিকোষ্ঠস্থং প্রণুদত্যাশু মারুতম্‌ ॥
যে স্যুঃ প্রক্ষীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌজসশ্চ যে ।
বলপুষ্টিকরং তেষামেতৎ স্যাদমৃতোপমম্‌ ॥

গ্রাম্য, আনূপ ও জলজ জন্তুর অস্থিসমূহ কুট্টিত করিয়া জলে পাক করিবে। তাহাতে জলের উপর যে স্নেহ ভাসিয়া উঠিবে, তাহা তুলিয়া লইবে। এই স্নেহ দশমূলের কাথ, দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুর্থাংশ জীবক, ঋষভক, হাপরমালী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও আলকুশীবীজ ইহাদের কল্ক অথবা জীবনীয়গণের কল্ক সহ যথাবিধানে পাক করিবে। এই মজ্জস্নেহ নস্য অভ্যঙ্গ পান ও অনুবাসন কার্য্যে প্রয়োগ করিলে শিরাগত, পর্ব্বগত, অস্থিগত ও কোষ্ঠগত বায়ু আশু নষ্ট করে। যাহাদের মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই স্নেহ বল-পুষ্টিকারক ও অমৃতোপম।

তদ্বৎ সিদ্ধা বসা নক্রমৎস্যকূর্ম্মচুলুকজাঃ ।
প্রত্যগ্রা বিধিনানেন নস্যপানেষু শস্যতে ॥

কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ ও শুশুকের নূতন বসা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাক করিয়া তাহা নস্যে ও পানে প্রয়োগ করিবে। বাতরোগে ইহা প্রশস্ত।

প্রস্থঃ স্যাৎ ত্রিফলায়াস্তু কুলত্থকুড়বদ্বয়ম্‌ ।
কৃষ্ণগন্ধাত্বগাঢ়ক্যোঃ পৃথক্‌ পঞ্চপলং ভবেৎ ॥
রাস্নাচিত্রকয়োর্দ্বে দ্বে দশমূলং পলোন্মিতম্‌ ।
জলদ্রোণে পচেৎ পাদশেষে প্রস্থোন্মিতং পৃথক্‌ ॥

সুরারনালদধ্যম্লসৌবীরকতুষোদকম্।
কোলদাড়িমবৃক্ষাম্লরসং তৈলং বসাং ঘৃতম্॥
মজ্জানঞ্চ পয়শ্চৈব জীবনীয়পলানি ষট্।
কল্কান্ দত্ত্বা মহাস্নেহং সম্যগেনং বিপাচয়েৎ॥
শিরামজ্জাস্থিগে বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিষু।
বেপনাক্ষেপশূলেষু তদভ্যঙ্গে প্রযোজয়েৎ॥

মহাস্নেহ। ত্রিফলা /২ সের, কুলথকলায় /১ সের, সজিনামূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রাস্না ১ পল, চিতামূল ২ পল, দশমূল প্রত্যেক একপল, এই সকল দ্রব্য একত্র কুটিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ ১৬ সের এবং সুরা, কাঁজি, অম্লদধি, সৌবীর, তুষোদক, কুলের রস, দাড়িমের রস, তেঁতুলের রস, তৈল, বসা, ঘৃত, মজ্জা ও দুগ্ধ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়-গণ প্রত্যেক ৬ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই মহাস্নেহ শিরাগত মজ্জাগত ও অস্থিগত বাতরোগে, সর্ব্বাঙ্গগত রোগে, একাঙ্গগত রোগে, কম্পন, আক্ষেপ ও শূল রোগে প্রয়োগ করিবে।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীকুষ্ঠানিলার্ত্তিষু॥
হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জনপূরণম্।
কার্পাসাস্থিকুলত্থানাং রসে সিদ্ধঞ্চ বাতনুৎ॥

সমূলপত্র নিসিন্দা কুট্টিত করিয়া তাহার রস বাহির করিবে। এই রসের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা পান অভ্যঙ্গ ও পূরণার্থ প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, বাতবেদনা, পামা ও অপচী রোগ নিবারিত হয়। কার্পাস বীজ ও কুলথকলায়ের কাথে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতরোগ নষ্ট হয়।

মূলকস্বরসে ক্ষীরসমে স্থাপ্যং ত্র্যহং দধি।
তস্যাম্লস্য ত্রিভিঃ প্রস্থৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
যষ্ট্যাহ্বশর্করারাস্নালবণার্দ্রকনাগরৈঃ।
সুপিষ্টৈঃ পলিকৈঃ পানাৎ তদভ্যঙ্গাচ্চ বাতনুৎ॥

মূলার স্বরস ও দুগ্ধ সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইবে। অনন্তর তাহাতে কিঞ্চিৎ দধি মিশ্রিত করিয়া তিন দিন রাখিবে। ইহাতে ঐ দুগ্ধ অম্লরসান্বিত হইয়া দধিরূপে পরিণত হইবে। এই দধি ১২ সের, এবং যষ্টিমধু, চিনি, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, আদা ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক প্রত্যেক ১ পল সহ /৪ সের তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ বা পানার্থ প্রয়োগ করিলে বাতরোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চমূলীকষায়েণ পিণ্যাকং বহুবার্ষিকম্।
পক্বাম্ভসি রসে তস্মিংস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥

পয়সাষ্টগুণেনৈতৎ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
সংসৃষ্টে শ্লেষ্মণা চৈতদ্বাতে শস্তং বিশেষতঃ॥

তৈল /৪ সের। পঞ্চমূলের কাথ /৪ সের। বহুদিনের পুরাতন পিণ্যাক (তিলের খইল) চারিগুণ জলে পাক করিয়া সেই জল /৪ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া ইহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। শ্লেষ্মসংসৃষ্ট বাতরোগে ইহা বিশেষ প্রশস্ত।

যবকোলকুলত্থানাং শ্রেয়স্যাঃ শুষ্কমূলকাৎ।
বিল্বাচ্চাঞ্জলিমেকৈকং দ্রবৈরম্লৈর্বিপাচয়েৎ॥
তেন তৈলং কষায়েণ ফলাম্লৈঃ কটুভিস্তথা।
পিষ্টৈঃ সিদ্ধং মহাবাতৈরার্ত্তে শীতে প্রযোজয়েৎ॥

যব, কুলশুঁঠ, কুলথকলায়, রাস্না (গজপিপ্পলী), শুষ্কমূলা ও বেলছাল প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অৰ্দ্ধসের পরিমাণে লইয়া আটগুণ অম্লকাঁজিতে পাক করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং তেঁতুল ও ত্রিকটুর কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মহাবায়ু দ্বারা পীড়িত ও শীতার্ত্ত রোগিকে প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্ববাতবিকারাণাং তৈলান্যন্যান্যতঃ শৃণু।
চতুষ্প্রয়োগাণ্যায়ুষ্যবলবর্ণকরাণি চ॥
রজঃশুক্রপ্রদোষঘ্নান্যপত্যজননানি চ।
নিরত্যযানি সিদ্ধানি সর্ব্বদোষহরাণি চ॥

অতঃপর সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নাশক অন্যান্য যে সকল তৈল আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই সকল তৈল চারি প্রকারে (পান অভ্যঙ্গ অনুবাসন ও নস্তক্রিয়ায়) প্রযোজিত হইলে আয়ু বল ও বর্ণ বৃদ্ধি করে, রজোদোষ ও শুক্রদোষ নষ্ট করে, অপত্যজননে দোষের শান্তি করে, এবং সর্ব্বদোষ হরণ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রয়োগে কোন বিপদ ঘটে না।

সহচরতুলায়াশ্চ রসে তৈলাঢ়কং পচেৎ।
মূলকল্কাদ্দশপলং পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
সিদ্ধেঽস্মিন্ শর্করাচূর্ণাদষ্টাদশপলং ভিষক্।
বিনীয় দারুণেষ্বেতদ্বাতব্যাধিষু যোজয়েৎ॥

ঝাঁটীর মূল ।২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ।৮ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুষ্কমূলা ১০ পল। যথাবিধি পাক করিয়া পাকান্তে ছাঁকিয়া ইহার সহিত চিনি ১৮ পল মিশ্রিত করিবে। এই তৈল দারুণ বাতব্যাধিতে প্রযোজ্য।

শ্বদংষ্ট্রাস্বরসপ্রস্থৌ দ্বৌ সমৌ পয়সা সহ।
ঘৃটপলং শৃঙ্গবেরস্য গুড়স্যাষ্টপলং তথা॥

তৈলপ্রস্থং বিপক্কং তৈর্দত্যাৎ সর্ব্বানিলার্ত্তিষু।
জীর্ণে তৈলে চ দুগ্ধেন পেয়াকল্পঃ প্রশস্যতে॥

গোক্ষুরের স্বরস /৮ সের। দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ শুঁঠ ৬ পল ও গুড় ৮ পল। তৈল /৪ সের। একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতবেদনা নিবারিত হয়। পীত তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও পেয়াদি পথ্য দিবে।

বলাশতং গুড়ূচ্যাশ্চ পাদং রাস্নাষ্টভাগিকম্।
জলাঢ়কশতে পক্ত্বা দশভাগস্থিতে রসে॥
দধিমস্ত্বিক্ষুনির্য্যাসশুক্তৈস্তৈলাঢ়কং সমৈঃ।
পচেৎ সাজপয়োহর্দ্ধাংশৈঃ কল্কৈরেভিঃ পলোন্মিতৈঃ॥
শটীসরলদার্ব্বেলামঞ্জিষ্ঠাগুরুচন্দনৈঃ।
পদ্মকাতিবিষামুস্তসূপ্যপর্ণীহরেণুভিঃ॥
যষ্ট্যাহ্বসুরসব্যাঘ্রনখর্ষভকজীবকৈঃ।
পলাশরসকস্তূরীনলিকাজাতিকোষকৈঃ॥
স্পৃক্কাকুঙ্কুমশৈলেয়জাতীকটুফলাম্বুভিঃ।
ত্বক্‌চন্দনৈলাকর্পূরতুরুষ্কশ্রীনিবাসকৈঃ॥
লবঙ্গনখকক্কোলকুষ্ঠমাংসীপ্রিয়ঙ্গুভিঃ।
স্থৌণেয়তগরধ্যামবচামদনকপল্লবৈঃ॥
সনাগকেশরৈঃ সিদ্ধে ক্ষিপেচ্চাত্রাবতারিতে।
পত্রকল্কং ততঃ পূতং বিধিনা তৎ প্রযোজয়েৎ॥
শ্বাসং কাসং জ্বরং মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং গুল্মান্ ক্ষতং ক্ষয়ম্।
প্লীহশোষাবপস্মারমলক্ষ্মীঞ্চ প্রণাশয়েৎ॥
বলাতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং বাতব্যাধিবিনাশনম্॥

ইতি বলাতৈলম্।

বলা তৈল। তৈল ।৬ সের। কাথার্থ—বেড়েলা ১০০ পল, গুলঞ্চ ২৫ পল, রাস্না ২০০ পল, এই সকল দ্রব্য ৪০/ মণ জলে পাক করিয়া দশভাগ (৪/ মণ) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া সেই কাথ ৪/ মণ এবং দধির মাত্, ইক্ষুর রস ও শুক্ত প্রত্যেক ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের এবং নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা একত্র যথাবিধানে পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য যথা—শটী, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, আতইচ, মুতা, মুগানি, মাষাণি, রেণুক, যষ্টিমধু, তুলসী, ব্যাঘ্রনখ, ঋষভক, জীবক, পলাশনির্য্যাস, কস্তূরী, নালুকা, জৈত্রী, পিড়িংশাক, কুঙ্কুম, শৈলজ, জায়ফল, লতাকস্তূরী (তিত্‌লাউ) বালা দারুচিনি, চন্দন, ছোটএলাইচ, কর্পূর, শিলারস, কাঁটা, লবঙ্গ, নখী, কক্কোল, কুড়, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, গেঁটেলা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, বচ, ময়নাফল

কৈবর্ত্তমুতা ও নাগকেশর (প্রত্যেক ৮ তোলা)। পাক শেষ হইলে এই তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া গন্ধ বৃদ্ধির জন্ত তাহাতে উষ্ণাবস্থায় পত্রকল্ক (গন্ধদ্রব্য) দিয়া পাক শেষ করিবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, জ্বর, মূর্চ্ছা, বমি, গুল্ম, উরঃক্ষত, ক্ষয়, প্লীহা, শোষ, অপস্মার ও অলক্ষ্মী নিবারিত হয়। এই বলাতৈল বাতব্যাধি নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অমৃতায়াস্তুলাঃ পঞ্চ দ্রোণেষ্বষ্টস্বপাং পচেৎ।
পাদশেষে সমং ক্ষীরং তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ॥
এলামাংসীনতোশীরশারিবাকুষ্ঠচন্দনৈঃ।
শতপুষ্পাবলামেদামহামেদর্দ্ধিজীবকৈঃ॥
কাকোলীক্ষীরকাকোলীশ্রাবণ্যাতিবলানখৈঃ।
মহাশ্রাবণিজীবন্তীবিদারীকপিকচ্ছুভিঃ॥
বচাগোক্ষুরকৈরণ্ডরাস্নাকালাসহাচরৈঃ।
শতাবরীতামলকীকর্কটাখ্যাহরেণুভিঃ॥
বীরাশল্লকিমুস্তত্বক্‌পত্রর্ষভকবালকৈঃ।
সহৈলাকুঙ্কুমস্পৃক্কাত্রিদশাহ্বৈশ্চ কার্ষিকৈঃ॥
মঞ্জিষ্ঠায়াস্ত্রিকর্ষেণ মধুকাষ্টপলেন চ।
কল্কৈস্তৎ ক্ষীণবীর্য্যাগ্নিবলসংমূঢ়চেতসা॥
উন্মাদারত্যপস্মারৈরার্ত্তাংশ্চ প্রকৃতিং নয়েৎ।
বাতব্যাধিহরং শ্রেষ্ঠং তৈলাগ্র্যমমৃতাহ্বয়ম্॥

ইত্যমৃতাদ্যং তৈলম্।

অমৃতাদ্য তৈল। তৈল ৵৮ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ৫০০ পল, পাকার্থ জল ৮ দ্রোণ (৫১২ সের), শেষ ১২৮ সের। দুগ্ধ ৵৮। কল্কদ্রব্য—ছোটএলাচ, জটামাংসী, তগর-পাদুকা, বেণামূল, অনন্তমূল, কুড়, রক্তচন্দন, শুল্ফা, বেড়েলা, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুণ্ডীরী (ছোট থুলকুড়ি), গোরক্ষচাকুলে, নখী, মহাশ্রাবণী গুল্মমুণ্ডেরী, (বড় থুলকুড়ি), জীবন্তী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশী, বচ, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, রাস্না, কালিয়াকড়া, নীলঝিণ্টী, শতমূলী, ভুঁইআমলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রেণুক, চাকুলে, শল্লকী মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, ঋষভক, বালা, ঝাঁটী, এলাইচ, কুঙ্কুম, পিড়িংশাক ও দেবদারু প্রত্যেকটী ২ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ৬ তোলা, যষ্টিমধু ৵১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল ক্ষীণবীর্য্য, মন্দাগ্নি, দুর্ব্বল সংমূঢ়চেতাঃ (যাহাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত), এবং উন্মাদ, অরতি ও অপস্মারগ্রস্ত রোগীদিগকে প্রকৃতিস্থ করে। এই অমৃতাদ্যতৈল বাতব্যাধি নাশক শ্রেষ্ঠ তৈল।

রাস্নাসহস্রনির্য্যূহে তৈলদ্রোণং বিপাচয়েৎ।
গন্ধৈর্হৈমবতৈঃ পিষ্টৈরেলাদ্যৈশ্চানিলার্ত্তিনুৎ॥

ইতি রাস্নাদি তৈলম্।

রাস্নাদি তৈল। সহস্রপল রাস্নার কাথ (পাকার্থ জল ৬৪০ সের শেষ ১৬০ সের) এবং অমৃতাখ্য তৈলোক্ত এলাইচ প্রভৃতি দ্রব্যের কল্ক ও গন্ধার্থ শ্বেত বচের কল্কসহ ৬৪ সের তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়।

এষ কল্পস্তু বলয়োঃ প্রসারণ্যশ্বগন্ধয়োঃ।
কাথকল্কপয়োভির্বা বলাদীনাং পচেৎ পৃথক্॥

এই রাস্না তৈলের ন্যায় বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধভাদুলে বা অশ্বগন্ধার কাথ ও অমৃতাখ্য তৈলের কল্কসহ তৈল পাক করিবে। (বেড়েলা বা গোরক্ষ চাকুলে কোন একটী ১০০০ পল, পাকার্থ জল ১০ দ্রোণ, শেষ ২॥০ দ্রোণ এবং অমৃতাখ্য তৈলের কল্ক ও গন্ধার্থ শ্বেতবচের কল্ক, তৈল ৬৪ সের) অথবা বেড়েলা প্রভৃতি কোন একটী দ্রব্যের কাথ ও কল্ক এবং সমপরিমিত দুগ্ধসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এইরূপে বলা তৈল, নাগবলা তৈল, প্রসারণী তৈল ও অশ্বগন্ধা তৈল পাক করিবে।

মূলকস্বরসং ক্ষীরং তৈলং দধ্যম্লকাঞ্জিকম্।
তুল্যং বিপাচয়েৎ কল্কৈর্বলাচিত্রকসৈন্ধবৈঃ॥
পিপ্পল্যতিবিষারাস্নাচবিকাগুরুচিত্রকৈঃ।
ভল্লাতকবচাকুষ্ঠশ্বদংষ্ট্রাবিশ্বভেষজৈঃ॥
পুষ্করাহ্বশটীবিল্বশতাহ্বানতদারুভিঃ।
তৎ সিদ্ধং পীতমত্যুগ্রান্ হন্তি বাতাত্মকান্ গদান্॥
ইতি মূলকাদ্যতৈলম্।

মূলকাদ্য তৈল। তৈল /৪ সের। মূলার স্বরস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, অম্ল দধি /৪ সের, এবং কাঁজি /৪ সের। কল্কার্থ বেড়েলা, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আতইচ, রাস্না, চৈ, অগুরু, রক্তচিতা, ভেলার মুটী, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল, শটী, বেলশুঁঠ, শুলফা, তগরপাদুকা ও দেবদারু মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল পান করিবে। ইহাতে অত্যুগ্র বাতরোগ সকল নষ্ট হয়।

বৃষমূলগুড়ূচ্যোশ্চ দ্বিশতস্য শতস্য চ।
অশ্বগন্ধাচিত্রকয়োঃ কাথে তৈলাঢ়কং পচেৎ॥
সক্ষীরং বায়ুনা ভগ্নে দত্যাজ্জর্জ্জরিতে তথা।
প্রাক্ তৈলাবাপসিদ্ধঞ্চ ভবেদেতদ্গুণোত্তরম্॥
ইতি বৃষমূলাদি তৈলম্।

বৃষমূলাদি তৈল। তৈল /১৬ সের। কাথার্থ—বাসক মূল ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিতা ১০০ পল জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথা বিধি পাক করিবে। এই তৈলে কল্ক নাই। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত মূলকাদ্য তৈলের কল্ক সহ এই তৈল পাক করা যায়, তাহা হইলে ইহা অধিক গুণান্বিত হইয়া থাকে। বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্ন বা জর্জ্জরিত স্থানে এই তৈল মালিস করিবে।

রাস্নাশিরীষযষ্ট্যাহ্বশুণ্ঠীসহচরামৃতাঃ ।
শ্যোণাকদারুসম্পাকা হয়গন্ধাত্রিকণ্টকাঃ ॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ কষায়মুপকল্পয়েৎ ।
ততস্তেন কষায়েণ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ ॥
দধ্যারনালমাষাম্লমূলকেক্ষুরসৈঃ শুভৈঃ ।
পৃথক্ প্রস্থোম্মিতৈঃ সার্দ্ধং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
প্লীহপার্শ্বগ্রহশ্বাসকাসমারুতরোগনুৎ ।
রাস্নাতৈলমিতি খ্যাতং বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্ ॥

ইতি রাস্নাতৈলম্ ।

রাস্নাতৈল। তৈল /৪ সের। কাথার্থ— রাস্না, শিরীষ, যষ্টিমধু, শুঁঠ, ঝাঁটী, গুলঞ্চ, শোনাছাল, দেবদারু, সোন্দাল, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১০ পল, আটগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, মাষকলায়ের কাথ /৪ সের, অম্লমূলক রস /৪ সের ও ইক্ষুরস /৪ সের। কল্কার্থ— সর্ব্বগন্ধদ্রব্য (দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, কাঁকলা, লবঙ্গ, অগুরু ও শিলারস) প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিলে প্লীহা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস, কাস ও বাতজ রোগসমূহ নিবারিত এবং বর্ণ আয়ু ও বল বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

যবকোলকুলত্থানাং মৎস্যানাং শিগ্রু বিল্বয়োঃ ।
রসেন মূলকানাঞ্চ তৈলং দধি পয়োঽন্বিতম্ ॥
সাধয়িত্বা ভিষগ্দদ্যাৎ সর্ব্ববাতাময়াপহম্ ।
লশুনস্বরসে সিদ্ধং তৈলমেভিশ্চ বাতনুৎ ॥
তৈলান্যেতান্যৃতুস্নাতামঙ্গনাং পায়য়েৎ চ ।
পীত্বান্যতমমেতেষাং বন্ধ্যাপি জনয়েৎ সুতম্ ॥

যব, কুলশুঁঠ ও কুলথকলায়ের কাথ, মৎস্যের কাথ, সজিনাছাল ও বেলছালের কাথ, মূলার স্বরস (বা কাথ) এবং দধি ও দুগ্ধ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা বাতরোগ নষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত কাথাদি ও লশুনের স্বরস সহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৈল পাক করিয়া এই তৈল প্রয়োগ করিলেও বাতরোগ বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত তৈল সমূহের মধ্যে কোন একটী তৈল ঋতুস্নাতা রমণীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বন্ধ্যা নারীও পুত্র প্রসব করিবে।

যচ্চ শীতজ্বরে তৈলমগুর্ব্বাদ্যমুদাহৃতম্ ।
অনেকশতশস্তচ্চ সিদ্ধং স্যাদ্বাতরোগনুৎ ॥
বক্ষ্যন্তে যানি তৈলানি বাতশোণিতকেঽপি চ ।
তানি চানিলশান্ত্যর্থং সিদ্ধিকামঃ প্রযোজয়েৎ ॥

পূর্ব্বে জ্বরচিকিৎসিতাধ্যায়ে শীতজ্বর নাশক যে অগুর্ব্বাদ্য তৈল কথিত হইয়াছে, সেই তৈল বহু শতবার পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতরোগ নষ্ট হয় (কেহ বলেন—উক্ত অগুর্ব্বাদ্য তৈল বাতরোগ নাশক সিদ্ধফল ঔষধ, তাহা বহুশতবার দেখা গিয়াছে)। পরে বাতরক্ত চিকিৎসাধ্যায়ে যে সকল তৈল বলিব, সিদ্ধিকাম চিকিৎসক বায়ুশান্তির জন্য সেই সকল তৈল প্রয়োগ করিবেন।

নাস্তি তৈলাৎ পরং কিঞ্চিদৌষধং মারুতাপহম্।
ব্যবায়্যুষ্ণগুরুস্নেহাৎ সংস্কারাদ্বলবত্তরম্ ॥
গণৈর্ব্বাতহরৈস্তস্মাচ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ।
সিদ্ধং ক্ষিপ্রতরং হন্তি সূক্ষ্মমার্গস্থিতান্ গদান্ ॥

তৈল হইতে শ্রেষ্ঠ বায়ুনাশক কোন ঔষধ নাই। তৈল ব্যবায়ী উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও স্নিগ্ধ গুণান্বিত (তৈল বায়ুর বিপরীত গুণযুক্ত) এবং সংস্কারবাহী অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করা যায়, ইহা সেই দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই জন্য সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা তৈলের বায়ুনাশ করিবার শক্তি অধিক। অতএব বায়ুনাশক বিবিধগণের (ভদ্রদার্ব্বাদিগণ প্রভৃতি) সহিত শতবার বা সহস্রবার তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ব্যবহার করিবে। ইহা দ্বারা সূক্ষ্মমার্গস্থিত রোগ সকল শীঘ্র নিবারিত হইবে।

ক্রিয়া সাধারণী সর্ব্বা সংসৃষ্টে চাপি শস্যতে।
বাতপিত্তাদিভিঃ স্রোতঃস্বাবৃতেষু বিশেষতঃ ॥
পিত্তাবৃতে বিশেষেণ শীতামুষ্ণাং তথা ক্রিয়াম্।
ব্যত্যাসাৎ কারয়েৎ সর্পির্জীবনীয়ঞ্চ শস্যতে ॥
ধন্বমাংসং যবাঃ শালির্যাপনাঃ ক্ষীরবস্তয়ঃ।
বিরেকঃ ক্ষীরপানঞ্চ পঞ্চমূলীবলাশৃতম্ ॥
মধুযষ্টীবলাতৈলঘৃতক্ষীরৈশ্চ সেচনম্।
পঞ্চমূলীকষায়েণ কুর্য্যাদ্বা শীতবারিণা ॥

বায়ুজন্য রোগে যে সকল সাধারণ চিকিৎসা উক্ত হইল, সংসৃষ্ট বাতেও এই সকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বায়ুপিত্তাদিদ্বারা স্রোতঃসকল আবৃত হইলে উক্ত ক্রিয়াসমূহই প্রশস্ত। বায়ু পিত্তাবৃত হইলে ব্যত্যাসক্রমে শীতল ও উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। (অর্থাৎ একবার শীত ক্রিয়া ও একবার উষ্ণ-ক্রিয়া করিবে। ইহাতে জীবনীয় ঘৃত প্রশস্ত। জাঙ্গল মাংস, যব, শালিতণ্ডুল, যাপনাবস্তি, ক্ষীর বস্তি, বিরেচন, স্বল্প পঞ্চমূল ও বেড়েলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান, এবং যষ্টিমধুর কাথ, বলাতৈল, ঘৃত বা দুগ্ধের দ্বারা পরিষেক অথবা স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ বা শীতল জল দ্বারা পরিষেক করিলে পিত্তাবৃত বায়ুর শান্তি হয়।

কফাবৃতে যবান্নানি জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।
স্বেদা নিরূহাস্তীক্ষ্ণশ্চ বমনং সবিরেচনম্ ॥

জীর্ণং সর্পিস্তথা তৈলং তিলসর্ষপজং হিতম্।
সংসৃষ্টে কফপিত্তাভ্যাং পিত্তমাদৌ বিনির্জ্জয়েৎ ॥

বায়ু কফাবৃত হইলে যবান্ন, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস, স্বেদ, নিরূহ, তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, পুরাতন ঘৃত, তিলতৈল ও সর্ষপ তৈল ব্যবস্থা করিবে। বায়ু, কফ ও পিত্ত কর্তৃক সংসৃষ্ট হইলে প্রথমে পিত্তকে নষ্ট করিবে।

আমাশয়গতং মত্বা কফং বমনমাচরেৎ।
পক্কাশয়ে বিরেকস্তু পিত্তে সর্ব্বত্রগে তথা ॥
স্বেদৈর্বিষ্যন্দিতঃ শ্লেষ্মা যদা পক্কাশয়ে স্থিতঃ।
পিত্তং বা দর্শয়েল্লিঙ্গং বস্তিভিস্তৌ বিনির্হরেৎ ॥
শ্লেষ্মণানুগতং বাতমুষ্ণৈর্গোমূত্রসংযুতৈঃ।
নিরূহৈঃ পিত্তসংসৃষ্টং নির্হরেৎ ক্ষীরসংযুতৈঃ ॥
মধুরৌষধসিদ্ধৈশ্চ তৈলৈস্তমনুবাসয়েৎ।

কফ আমাশয় গত হইলে রোগিকে বমন করাইবে। এবং পক্কাশয় গত হইলে বিরেচন দিবে। পিত্ত সর্ব্বশরীরগত হইলেও বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মা স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া পক্কাশয়কে আশ্রয় করিলে অথবা পিত্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা সেই শ্লেষ্মা ও পিত্তের নির্হরণ করিবে। বায়ু শ্লেষ্মানুগত হইলে গোমূত্র সংযুক্ত উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের নিরূহ দ্বারা এবং পিত্তসংসৃষ্ট হইলে দুগ্ধ মিশ্রিত মধুরগণোক্ত দ্রব্যের কাথ দ্বারা তাহার নির্হরণ করিবে। পিত্তানুগত বায়ুর শান্তির জন্য মধুরৌষধ সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিবে।

শিরোগতে তু সকফে ধূমনস্যাদি কারয়েৎ ॥
হৃতে পিত্তে কফে যঃ স্যাদুরঃস্রোতোঽনুগোঽনিলঃ।
সর্ব্বেষাং স্যাৎ ক্রিয়া তত্র কার্য্যা কেবলবাতিকী ॥
শোণিতেনাবৃতে কুর্য্যাদ্বাতশোণিতিকীং ক্রিয়াম্।
প্রমেহবাতমেদোঘ্নীমামবাতে প্রযোজয়েৎ ॥
দোভ্যঙ্গরসক্ষীরস্নেহা মাংসাবৃতে মতাঃ।
মহাস্নেহোঽস্থিমজ্জস্থে পূর্ব্ববদ্রেতসাবৃতে ॥
অন্নাবৃতে তু বমনং পাচনং দীপনং লঘু।
মূত্রলানি তু মূত্রস্থে স্বেদাঃ সোত্তরবস্তয়ঃ ॥
এরণ্ডতৈলং বর্চ্চঃস্থে বস্তিঃ স্নেহাশ্চ ভেদিনঃ।
স্বস্থানস্থো বলী দোষঃ প্রাক্তং স্বৈরৌষধৈর্জয়েৎ ॥
বমনৈর্ব্বা বিরেকৈর্ব্বা বস্তিভিঃ শমনেন বা ॥

কফান্বিত বায়ু শিরোগত হইলে ধূমপান ও নস্যাদি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত ও কফের নির্হরণ করিলে বায়ু যদি বক্ষঃ স্রোতোগামী হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার বাতেরই কেবল

বায়ুনাশক সাধারণ চিকিৎসা করিবে। বায়ু রক্তদ্বারা আবৃত হইলে বাতরক্তোক্ত চিকিৎসা করিবে। আমযুক্ত বাতে প্রমেহ বাত ও মেদোনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। মাংসাবৃত বায়ুতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, মাংস রস, দুগ্ধ ও স্নেহ প্রয়োগ প্রশস্ত। বায়ু অস্থি ও মজ্জা কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মহাস্নেহ প্রয়োগ করিবে। শুক্রাবৃত বায়ুতে পূর্ব্ববৎ (শুক্রগত বাতের যে চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই) চিকিৎসা করিবে। বায়ু অন্ন দ্বারা আবৃত হইলে বমন, পাচন, দীপন ও লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। মূত্রগত বায়ুতে মূত্রকারক ঔষধ স্বেদ ও উত্তরবস্তি এবং পুরীষগত বায়ুতে এরণ্ডতৈল, বস্তি ও ভেদক স্নেহ প্রয়োগ করিবে। বাতাদি দোষ সকল যদি স্বস্থানে থাকিয়াই বলবান্ হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদের স্ব স্ব ঔষধ দ্বারা শান্তি করিবে। স্বস্থানস্থিত কফ প্রবল হইলে বমন দ্বারা, পিত্ত প্রবল হইলে বিরেচন দ্বারা, বায়ু প্রবল হইলে বস্তিদ্বারা বা শমন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের শান্তি করিবে।

মারুতানাঞ্চ পঞ্চানামন্যোন্যাবরণং শৃণু।
লিঙ্গং ব্যাসসমাসাভ্যামুচ্যমানং ময়ানঘ ॥

হে অনঘ! প্রাণোদানাদি পঞ্চপ্রকার বায়ুর পরস্পর আবরণ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রাণো বৃণোত্যুদানাদীন্ প্রাণং বৃণ্বন্তি তেঽপি চ।
উদানাদ্যাস্তথান্যোঽন্যং সর্ব্ব এব যথাক্রমম্ ॥
বিংশতির্বরণান্যেতান্যুল্বণানাং পরস্পরম্।
মারুতানাঞ্চ পঞ্চানাং তানি সম্যক্ প্রতর্কয়েৎ ॥

প্রাণবায়ু উদানাদি চারিপ্রকার বায়ুকে আবৃত করে এবং উদানাদি চারিপ্রকার বায়ুও প্রাণবায়ুকে আবৃত করিয়া থাকে। উদানাদি সর্ব্বপ্রকার বায়ু যথাক্রমে পরস্পরকে আবরণ করে। অতএব কুপিত পঞ্চবিধ বায়ুর পরস্পর আবরণ বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। এই সমস্ত আবরণ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিবে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শূন্যত্বং জ্ঞাত্বা স্মৃতিবলক্ষয়ম্।
ব্যানে প্রাণাবৃতে লিঙ্গং কর্ম্ম তত্রোর্দ্ধজত্রুকম্ ॥

বায়ুর আবরণ সংক্ষেপে উক্ত হইল, অতঃপর বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইতেছে। ব্যান বায়ু প্রাণবায়ু দ্বারা আবৃত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শূন্যতা, স্মৃতিক্ষয় ও বলক্ষয় এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে উর্দ্ধজত্রুগতরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

স্বেদোঽত্যর্থং লোমহর্ষস্ত্বগ্দোষঃ সুপ্তগাত্রতা।
প্রাণে ব্যানাবৃতে তত্র স্নেহযুক্তং বিরেচনম্ ॥

প্রাণবায়ু ব্যানাবৃত হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, লোমহর্ষ, ত্বগ্দোষ ও গাত্রের স্পর্শশক্তি হীনতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্নেহযুক্ত বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

প্রাণাবৃতে সমানে স্যুর্জড়গদ্গদমূকতাঃ।
চতুষ্প্রয়োগাঃ শস্যন্তে স্নেহাস্তত্র সযাপনাঃ ॥

সমানবায়ু প্রাণাবৃত হইলে জড়তা, গদ্গদবচনতা ও মূকতা (অল্প ভাষিত্ব) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে চারি প্রকারে স্নেহ প্রয়োগ (পান অভ্যঙ্গ অনুবাসন ও নস্যে) স্নেহবস্তি ও যাপনা বস্তি হিতকর।

সমানেনাবৃতেঽপানে গ্রহণী পার্শ্ববেদনা।
শূনে চামাশয়ে তত্র দীপনং সর্পিরিষ্যতে॥
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ো নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চাপ্যুদানে প্রাণসংবৃতে।
তত্রোর্দ্ধভাগিকং কর্ম্ম কার্য্যমাশ্বাসনং তথা॥
কর্ম্মৌর্জ্জোবলবর্ণানাং নাশো মৃত্যুরথাপি বা।
উদানেনাবৃতে প্রাণে তং শনৈঃ শীতবারিণা।
সিক্তেদাশ্বাসয়েচ্চৈব সুখৈশ্চৈবোপপাদয়েৎ॥
ঊর্দ্ধগেনাবৃতেঽপানে ছর্দ্দিশ্বাসাদয়ো গদাঃ।
স্যুর্বাতে তত্র বস্ত্যাদির্ভোজ্যশ্চৈবানুলোমনম্॥
মোহোঽল্পোঽগ্নিরতীসার ঊর্দ্ধগেঽপানসংবৃতে।
বাতে স্যুর্বমনং তত্র দীপনং গ্রাহী চাশনম্॥

সমান বায়ু কর্ত্তৃক অপান বায়ু আবৃত হইলে গ্রহণী রোগ, পার্শ্ববেদনা ও আমাশয়ে শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে দীপন ঘৃত প্রয়োজ্য। উদানবায়ু প্রাণবায়ু দ্বারা সংবৃত হইলে শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের অবরোধ হৃদ্রোগ ও মুখশোষ হইয়া থাকে। ইহাতে ঊর্দ্ধভাগিক চিকিৎসা ও আশ্বাসন কর্ত্তব্য। প্রাণবায়ু উদানবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে শারীরিক ও মানসিক কার্য্য, সাহস, বল এবং বর্ণের নাশ, কিংবা মৃত্যু হয়। ইহাতে রোগিকে ধীরে ধীরে শীতল জলে পরিষিক্ত ও আশ্বস্ত করিবে। এস্থলে রোগির সুখজনক কার্য্য কর্ত্তব্য। অপান বায়ু ঊর্দ্ধগ প্রাণবায়ু দ্বারা আবৃত হইলে বমি ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। এইরোগে বস্ত্যাদি বাতে ও অনুলোমন ভোজ্য প্রশস্ত। ঊর্দ্ধগ প্রাণবায়ু অপান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে মোহ অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ঐরূপ স্থলে বমন, এবং অগ্নিবর্দ্ধক ও মলসংগ্রাহক ভোজন ব্যবস্থেয়।

বম্যাধ্মানমুদাবর্ত্তো গুল্মার্ত্তিঃ পরিকর্ত্তিকা।
লিঙ্গং ব্যানাবৃতেঽপানে তং স্নিগ্ধৈরনুলোময়েৎ॥
অপানেনাবৃতে ব্যানে ভবেদ্বিণ্মূত্ররেতসাম্।
অতিপ্রবৃত্তিস্তত্রাপি সর্ব্বং সংগ্রহণং মতম্॥
মূর্চ্ছা তন্দ্রা প্রলাপোঽঙ্গসাদোঽগ্ন্যোজোবলক্ষয়ঃ।
সমানেনাবৃতে ব্যানে ব্যায়ামো লঘুভোজনম্॥

স্তব্ধতাল্পাগ্নিতাস্বেদশ্চেষ্টাহানির্নিমীলনম্।
উদানেনাবৃতে ব্যানে তত্র পথ্যং মিতং লঘু॥
পঞ্চান্যোঽন্যাবৃতানেবং বাতান্ বুধ্যেত লক্ষণৈঃ।
এষাং স্বকর্ম্মণাং হানির্বৃদ্ধির্বাবরণে মতা॥

অপানবায়ু ব্যানবাতাবৃত হইলে বমি, উদরাধ্মান, উদাবর্ত্ত, গুল্মবেদনা ও পরিকর্ত্তিকা (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা) হয়। ইহাতে স্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর অনুলোমন কর্ত্তব্য। ব্যানবায়ু অপান বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মল মূত্র ও শুক্রের অতি প্রবৃত্তি হয়। ইহাতে সংগ্রাহক অন্নপানাদি ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ব্যানবায়ু সমানবায়ু দ্বারা আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, প্রলাপ, অঙ্গাবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, ওজোনাশ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যায়াম ও লঘু ভোজন প্রশস্ত। ব্যানবায়ু উদানবায়ু কর্ত্তৃক সংবৃত হইলে শরীরের স্তব্ধতা, অল্পাগ্নিতা, ঘর্ম্ম, চেষ্টাহানি (কার্য্যকরণ শক্তি নাশ) ও নিমীলন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে পথ্য পরিমিত ও লঘু ভোজন হিতকর। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা পরস্পর আবৃত পঞ্চপ্রকার বায়ুর অবধারণ করিবে। ইহাতে (এই আবরণে) পঞ্চবিধ বায়ুর স্ব স্ব কর্ম্মের হানি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যথাস্থূলং সমুদ্দিষ্টমেতদাবরণং পৃথক্।
সলিঙ্গভেষজং সম্যক্ শৃণু মে বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে॥

এই আবরণ পৃথকভাবে যথাস্থূল নির্দ্দিষ্ট হইল। অতঃপর বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য লক্ষণ ও ঔষধের সহিত পুনরায় ইহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

স্থানান্যবেক্ষ্য বাতানাং বৃদ্ধিং হানিঞ্চ কর্ম্মণাম্।
দ্বাদশাবরণান্যন্যান্যভিলক্ষ্য ভিষগ্জিতম্॥
কুর্য্যাদভ্যঞ্জনস্নেহপানবস্ত্যাদি সর্ব্বশঃ।
ক্রমমুক্তমনুক্তং বা ব্যত্যাসাদবচারয়েৎ॥
উদানে যোজয়েদূর্দ্ধমপানে চানুলোমনম্।
সমানং শময়েচ্চৈব ত্রিধা ব্যানন্তু যোজয়েৎ॥
প্রাণো রক্ষ্যশ্চতুর্ভ্যোপি স্থানে হ্যস্য স্থিতির্ধ্রুবা।
স্বস্থানং গময়েদেবং বৃতানেতান্ বিমার্গগান্॥

পঞ্চবিধ বায়ুর স্থান এবং তাহাদের কর্ম্মের বৃদ্ধি ও হানি লক্ষ্য করিয়া অন্য দ্বাদশ প্রকার আবরণ নির্ণয় পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অভ্যঙ্গ স্নেহপান ও বস্ত্যাদি ক্রিয়া হিতকর এবং বিপরীতক্রমে উষ্ণ বা শীতল কর্ম্ম কর্ত্তব্য। উদান বায়ু আবৃত হইলে বমনাদি ঊর্দ্ধভাগের চিকিৎসা, অপান বায়ু আবৃত হইলে বিরেচনাদি অনুলোমন ঔষধ, সমান বায়ু আবৃত হইলে শমনক্রিয়া, এবং ব্যানবায়ু আবৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়াই করিবে অর্থাৎ বমনাদি ঊর্দ্ধক্রিয়া বিরেচনাদি অনুলোমন ক্রিয়া এবং শমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। উদানাদি বায়ু অপেক্ষা প্রাণবায়ুকেই বিশেষভাবে রক্ষা করিবে। প্রাণবায়ু যাহাতে স্বস্থানে স্থিত হয় তাহা কর্ত্তব্য। বিমার্গগত ও আবৃত সকল বায়ুকেই স্বস্থানে আনয়ন করিবে।

মূর্চ্ছা দাহো ভ্রমঃ শূলং বিদাহঃ শীতকামিতা।
ছর্দ্দনঞ্চ বিদগ্ধস্য প্রাণে পিত্তসমাবৃতে॥
ষ্ঠীবনং ক্ষবথূদ্গারনিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
প্রাণে কফাবৃতে রূপাণ্যরুচিশ্ছর্দ্দিরেব চ॥

প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর আবরণাদি ও চিকিৎসা কথিত হইল, অতঃপর উহাদের পিত্তাদি দ্বারা আবরণ বর্ণন করিব। প্রাণ বায়ু পিত্তসমাবৃত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, শূল, বিদাহ, শীতাভিলাষ ও বিদগ্ধ অন্নাদি বমন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাণ বায়ু কফাবৃত হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় যথা - নিষ্ঠীবন, ক্ষবথু, উদ্গার, নিশ্বাসপ্রশ্বাস রোধ, অরুচি ও বমি।

মূর্চ্ছাদ্যানি চ রূপাণি দাহো নাভ্যুরসোঃ ক্লমঃ।
ওজোভ্রংশশ্চ শ্বাসশ্চাপ্যুদানে পিত্তসংবৃতে॥
আবৃতে শ্লেষ্মণোদানে বৈবর্ণ্যং বাক্স্বরগ্রহঃ।
দৌর্ব্বল্যং গুরুগাত্রত্বমরুচিশ্চোপজায়তে॥

উদান বায়ু পিত্তসংবৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ এবং নাভি ও হৃদয়ে দাহ, ক্লান্তি, ওজোভ্রংশ ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। উদান বায়ু শ্লেষ্ম কর্তৃক আবৃত হইলে গাত্রবৈবর্ণ্য, বাক্যরোধ, স্বরভঙ্গ, দৌর্ব্বল্য, গুরুগাত্রতা ও অরুচি হয়।

অতিস্বেদস্তৃষা দাহো মূর্চ্ছা চারতিরেব চ।
পিত্তাবৃতে সমানে স্যাদুপতাপাস্তথোষ্মণঃ॥
অস্বেদো বহ্নিমান্দ্যঞ্চ লোমহর্ষস্তথৈব চ।
কফাবৃতে সমানে স্যুর্গাত্রাণাঞ্চাতিশীততা॥

সমান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, অরতি ও শরীরোষ্মাহেতু সন্তাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমান বায়ু কফাবৃত হইলে ঘর্ম্মাভাব, অগ্নিমান্দ্য, লোমাঞ্চ, ও গাত্রের অতিশীতত্ব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ব্যানে পিত্তাবৃতে তু স্যাদ্দাহঃ সর্ব্বাঙ্গগঃ ক্লমঃ।
গাত্রবিক্ষেপসঙ্গশ্চ সন্তাপশ্চ সবেদনঃ॥
গুরুতা সর্ব্বগাত্রাণাং সর্ব্বসন্ধ্যস্থিজা রুজা।
ব্যানে কফাবৃতে লিঙ্গং গতিসঙ্গস্তথা রুজঃ॥

ব্যান বায়ু পিত্তকর্তৃক আবৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গে দাহ, ক্লম, গাত্রবিক্ষেপরোধ সন্তাপ ও বেদনা হয়। ব্যান বায়ু কফাবৃত হইলে সমস্ত শরীরে ভারবোধ, সমস্ত সন্ধিতে ও অস্থিতে বেদনা, গমন শক্তি লোপ ও বেদনা হয়।

হারিদ্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বং তাপশ্চ গুদমেঢ্রযোঃ।
লিঙ্গং পিত্তাবৃতেঽপানে রজসঃ সংপ্রবর্ত্তনম্॥

ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্টগুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্ ।
শ্লেষ্মণা সংবৃতেঽপানে কফমেহস্য চাগমঃ ॥

অপান বায়ু পিত্তকর্ত্তৃক আবৃত হইলে মলমূত্রের হারিদ্রবর্ণতা, গুহ্যদেশে ও লিঙ্গে সন্তাপ ও অধিক রক্তস্রাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অপান বায়ু শ্লেষ্মাবৃত হইলে আম ও শ্লেষ্ম-মিশ্রিত ভিন্ন (ভাঙ্গা ভাঙ্গা), গুরু (ভারি), মলের প্রবর্ত্তন ও কফজ মেহের উৎপত্তি হয়।

লক্ষণানাস্তু মিশ্রত্বং পিত্তস্য চ কফস্য চ।
উপলক্ষ্য ভিষগ্বিদ্বান্ মিশ্রমাবরণং বদেৎ ॥

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে যদি পিত্ত ও কফের মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিদ্বান্ চিকিৎসক তাহাকে মিশ্র আবরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।

যদ্‌যস্য বায়োর্নির্দ্দিষ্টং স্থানং তত্রেতরৌ স্থিতৌ।
দোষৌ বহুবিধান্ ব্যাধীন্ দর্শয়েতাং যথানিজম্ ॥
আবৃতং শ্লেষ্মপিত্তাভ্যাং প্রাণঞ্চোদানমেব চ।
গরীয়স্ত্বেন পশ্যন্তি ভিষজঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ ॥
বিশেষাজ্জীবিতং প্রাণে উদানে সংশ্রিতং বলম্।
স্যাৎ তয়োঃ পীড়নাদ্ধানিরায়ুষশ্চ বলস্য চ ॥

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে যে বায়ুর যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই স্থানে ইতর দোষদ্বয় অর্থাৎ পিত্ত ও কফ সংস্থিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণান্বিত বহুবিধ ব্যাধি প্রদর্শন করে। শাস্ত্রচক্ষু চিকিৎসকগণ শ্লেষ্মা ও পিত্তদ্বারা আবৃত প্রাণ ও উদান বায়ুকে গরীয়ান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কারণ প্রাণবায়ুতে আয়ু ও উদানবায়ুতে বল বিশেষভাবে অবস্থিতি করে। ইহারা কফ পিত্ত দ্বারা পীড়িত হইলে আয়ু ও বলের হানি হইয়া থাকে।

সর্ব্বেঽপ্যেতেঽপরিজ্ঞাতাঃ পরিসংবৎসরাস্তথা।
উপেক্ষণাদসাধ্যাঃ স্যুরথবা দুরুপক্রমাৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত আবৃত বায়ু সকল যদি অপরিজ্ঞাত থাকে, অর্থাৎ কোন আবরণে কোন বায়ু আবৃত, তাহা যদি ঠিক জানিতে না পারা যায়, কিংবা বৎসরাধিক কাল এইরূপ আবৃত অবস্থায় থাকে, অথবা উপেক্ষা করিয়া যদি চিকিৎসা না করা যায়, বা কুচিকিৎসা হয়, তাহা হইলে উক্ত সমস্ত আবৃত বায়ু অসাধ্য হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগো বিদ্রধিঃ প্লীহা গুল্মোঽতীসার এব চ।
ভবন্ত্যপদ্রবাস্ত্বেষামাবৃতানামুপেক্ষণাৎ ॥
তস্মাদাবরণং বৈদ্যঃ পবনস্যোপলক্ষয়েৎ।
পঞ্চাত্মকস্য বাতেন পিত্তেন শ্লেষ্মণাপি বা ॥
ভিষগ্‌ জিতৈরতঃ সম্যগুপলক্ষ্য সমাচরেৎ।
অনভিষ্যন্দিভিঃ স্নিগ্ধৈঃ স্রোতসাং শুদ্ধিকারিভিঃ ॥

এই সমস্ত আবৃত বায়ুকে উপেক্ষা করিলে হৃদ্রোগ, বিদ্রধি, প্লীহা, গুল্ম, অতিসার প্রভৃতি-উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব বৈদ্য বায়ুর এই সকল আবরণ লক্ষ্য করিবেন। পঞ্চাত্মক বায়ু, বায়ু দ্বারা আবৃত কি পিত্ত দ্বারা আবৃত কি শ্লেষ্ম দ্বারা আবৃত, তাহা সম্যক্রূপে নির্ণয় করিয়া অনভিষ্যন্দি, স্নিগ্ধ ও স্রোতঃশুদ্ধিকারক ঔষধ দ্বারা তাহাদের প্রতিকার করিবে।

কফপিত্তাবিরুদ্ধং যদ্যচ্চ বাতানুলোমনম্।
সর্ব্বস্থানাবৃতেঽপ্যাশু তৎকার্য্যং মারুতে হিতম্॥
যাপনা বস্তয়ঃ প্রায়ো মধুরাঃ সানুবাসনাঃ।
প্রসমীক্ষ্য বলাধিক্যং মৃদু বা স্রংসনং হিতম্॥
রসায়নানাং সর্ব্বেষামুপযোগঃ প্রশস্যতে।
শৈলস্য জতুনোঽত্যর্থং পয়সা গুগ্‌গুলোস্তথা॥
লেহং বা ভার্গবপ্রোক্তমভ্যসেৎ ক্ষীরভুঙ্‌নরঃ।
অভয়ামলকীযোক্তানেকাদশ মিতাশনঃ॥

সর্ব্বস্থানাবৃত বায়ুতে কফপিত্তের অবিরোধী ও বায়ুর অনুলোমকারী ঔষধ আশু ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে বায়ুর বলাধিক্য বুঝিয়া যাপনাবস্তি, মধুরবস্তি, অনুবাসন অথবা মৃদু বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। আবৃত বায়ুতে সর্ব্বপ্রকার রসায়ন প্রয়োগ হিতকর। ইহাতে দুগ্ধের সহিত শিলাজতু বা গুগ্‌গুলুর অধিক মাত্রায় প্রয়োগ প্রশস্ত। ক্ষীরভোজী হইয়া ভার্গব প্রোক্ত লেহ (চ্যবনপ্রাশ) বা মিতাশী হইয়া অভয়ামলকীয়োক্ত একাদশ রসায়ন যোগ সেবন করিলে আবৃত বাতের শান্তি হয়।

অপানেনাবৃতে সর্ব্বং দীপনং গ্রাহি ভেষজম্।
বাতানুলোমনং যচ্চ পক্বাশয়বিশোধনম্॥
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাবৃতানাং চিকিৎসিতম্।
প্রাণাদীনাং ভিষক্ কুর্য্যাদ্বিতর্ক্য স্বয়মেব তৎ॥

প্রাণাদি বায়ু অপান বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে সকল প্রকার অগ্নিদীপন, মলসংগ্রাহক, বাতানুলোমক, ও পক্বাশয়বিশোধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আবৃত প্রাণাদি বায়ুর এই চিকিৎসা সংক্ষেপে উক্ত হইল। চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া স্বয়ং বাহুল্য রূপে ইহার চিকিৎসা করিবেন।

পিত্তাবৃতে তু পিত্তঘ্নৈর্মারুতস্যানুলোমনৈঃ।
কফাবৃতে কফঘ্নৈস্তু ভিষক্ কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্॥

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পিত্তাবৃত হইলে পিত্তনাশক ও বায়ুর অনুলোম ঔষধ দ্বারা এবং কফাবৃত হইলে কফনাশক ও বায়ুর অনুলোম ঔষধ দ্বারা তাহাদের প্রতিকার করিবে।

লোকে বায়্বর্কসোমানাং দুর্বিজ্ঞেয়া যথা গতিঃ।
তথা শরীরে বাতস্য পিত্তস্য চ কফস্য চ॥

ক্ষয়ং বৃদ্ধিং সমত্বঞ্চ তথৈবাবরণং ভিষক্।
বিজ্ঞায় পবনাদীনাং ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু ॥

ভুবনে বায়ু সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি যেরূপ দুর্বিজ্ঞেয়, শরীরে বায়ুপিত্ত ও কফের গতিও সেই প্রকার দুর্বিজ্ঞেয়। যে চিকিৎসক বাতাদির ক্ষয় বৃদ্ধি সমত্ব ও আবরণ সম্যক অবগত আছেন, তিনি চিকিৎসাকার্য্যে মুগ্ধ হয়েন না।

তত্র শ্লোকৌ।

পঞ্চাত্মনঃ স্থানবশাচ্ছরীরে স্থানানি কর্ম্মাণি চ দেহধাতোঃ।
প্রকোপহেতুঃ কুপিতশ্চ রোগান্ স্থানেষু চান্যেষু বৃতোঽবৃতশ্চ ॥
প্রাণেশ্বরঃ প্রাণভৃতাং করোতি ক্রিয়া চ তেষামখিলা নিরুক্তা।
তাং দেশসাত্ম্যর্ত্তুবলান্যবেক্ষ্য প্রয়োজয়েচ্ছাস্ত্রমতানুসারী ॥

শরীরে স্থান ভেদে বায়ুর পঞ্চাত্মকত্ব, বায়ুর স্থান, বায়ুর কর্ম্ম, বায়ু প্রকোপেরহেতু, কুপিত বায়ু, আবৃত বায়ু ও অনাবৃত বায়ু কর্ত্তৃক স্বস্থানে ও অন্য স্থানে কৃত রোগসমূহ ও তাহাদের সমস্ত চিকিৎসা এই বাতব্যাধি চিকিৎসিতাধ্যায়ে উক্ত হইল। শাস্ত্রমতানুগামী চিকিৎসক দেশ, সাত্ম্য, ঋতু ও বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই চিকিৎসা প্রয়োগ করিবেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
বাতব্যাধিচিকিৎসিতং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি বাতব্যাধি চিকিৎসিত নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়

অথাতো বাতশোণিতচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা বাতশোণিত চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

হুতাগ্নিহোত্রমাসীনমৃষিমধ্যে পুনর্ব্বসুম্।
পৃষ্টবান্ গুরুমেকাগ্রমগ্নিবেশোঽগ্নিবর্চ্চসম্ ॥
অগ্নিমারুততুল্যস্য সংসর্গস্যানিলাসৃজোঃ।
হেতুলক্ষণভৈষজ্যান্যথাস্মৈ গুরুরব্রবীৎ ॥

একদা অগ্নিহোত্র সমাপনান্তর ঋষিগণ মধ্যে সমাসীন, অগ্নিতুল্য তেজঃশালী একাগ্রচিত্ত গুরু পুনর্ব্বসুকে অগ্নিবেশ, অগ্নিমারুত তুল্য মিলিত বায়ু রক্তের হেতু লক্ষণ ও ভৈষজ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে গুরুদেব আত্রেয় এই সমস্ত বিষয় অগ্নিবেশকে বলিয়াছিলেন।

লবণাম্লকটুক্ষারস্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ।
ক্লিন্নশুষ্কাম্বু জানূপমাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ ॥

কুলথমাষনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ ।
দধ্যারনালসৌবীরশুক্তক্রসুরাসবৈঃ ॥
বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্ ॥
অচংক্রমণশীলানাং কুপ্যতে বাতশোণিতম্ ।
অভিঘাতাদশুদ্ধাচ্চ প্রদুষ্টে শোণিতে নৃণাম্ ॥
কষায়কটুতিক্তাল্পরুক্ষাহারাদভোজনাৎ ।
হয়োষ্ট্রযানযানাম্বুক্রীড়াপ্লবনলঙ্ঘনাৎ ॥
উষ্ণে চাত্যধ্বগমনাদ্ব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ ।
বায়ুর্বিবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবরিতঃ পথি ॥
কৃৎস্নং সংদূষয়েদ্রক্তং তজ্জ্ঞেয়ং বাতশোণিতম্ ।
খুড্ডং বাতবলাসাখ্যমাঢ্যবাতঞ্চ নামভিঃ ॥

বাতরক্তের নিদান। লবণ অম্ল কটু ক্ষার স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য ও অজীর্ণ দ্রব্য সেবন, ক্লিন্ন (পচা), শুষ্ক, আনুপ বা জলজ মাংস ভোজন, তিলকল্ক, মূলা, কুলথকলায়, মাষকলায়, সিম, শাকাদি দ্রব্য, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সৌবীর, শুক্ত, (আচারবিশেষ), তক্র, সুরা ও আসব সেবন এবং বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণে সুকুমার মিথ্যাহার বিহারকারি ব্যক্তিদের এবং অচংক্রমণশীল (যাহারা কেবল বসিয়া থাকে) ব্যক্তিদের বাতরক্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। অভিঘাত হেতু এবং অশোধনহেতু (যে সকল ব্যক্তি শোধনার্থ, তাহাদিগকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধন না করিলে) শোণিত দুষ্ট হয়, সেই অবস্থায় যদি কষায় কটু তিক্ত অল্প ও রুক্ষ আহার করে, অথবা উপবাস করে কিংবা অশ্ব ও উষ্ট্রাদি যানে গমন, জলক্রীড়া, সন্তরণ, লঙ্ঘন, উষ্ণ অবস্থায় অধিক পথ গমন, মৈথুন ও মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করে, তাহা হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হয় এবং কুপিত বৃদ্ধ রক্ত কর্ত্তৃক রুদ্ধ পথ হইয়া সমস্ত রক্তকে দূষিত করিয়া থাকে। ইহাকে ও বাত শোণিত কহে। বাতরক্তের অপর নাম খুড্ডবাত, বাতবলাস ও আঢ্যবাত।

তস্য স্থানং করৌ পাদবঙ্গুল্যঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ ।
কৃত্বাদৌ হস্তপাদে তু মূলং দেহং বিধাবতি ॥
সৌক্ষ্ম্যাৎ সর্ব্বসরত্বাচ্চ পবনস্যাসৃজস্তথা ।
তদ্দ্রবত্বাৎ সরত্বাচ্চ দেহং গচ্ছেৎ সিরায়নৈঃ ॥
পর্ব্বস্বভিহতং ক্রুদ্ধং বক্রত্বাদবতিষ্ঠতে ।
স্থিতং পিত্তাদিসংসৃষ্টং তাস্তাঃ সৃজতি বেদনাঃ ॥
করোতি দুঃখং তেষ্বেব তস্মাৎ প্রায়েণ সন্ধিষু ॥

হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহ বাতরক্তের স্থান। বাতরক্ত হস্তে ও পদে উৎপন্ন হইয়া বায়ু ও রক্তের সূক্ষ্মত্ব ও সর্ব্বসরত্ব হেতু সমস্ত দেহে প্রধাবিত হইয়া থাকে। দ্রবত্ব ও

সরত্বাহেতু বায়ু ও রক্ত শিরাপথে সমস্ত শরীরে গমন করে। কিন্তু পর্ব্বস্থানে গমন করিলে সেই স্থানের বক্রত্বহেতু কুপিত বাতরক্ত অভিহত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করে এবং পিত্তাদির সহিত স মিলিত হইয়া সেই সেই (পিত্তাদিকৃত) বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। সেইজন্য বাতরক্ত সন্ধিস্থান সমূহেই অধিক দুঃখ প্রদান করে।

স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং ক্ষতেঽরুক্।
সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্গমঃ॥
জানুজঙ্ঘোরুকট্যংসহস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু।
নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ॥
কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ।
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্‌পূর্ব্বলক্ষণম্॥

বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ। অত্যন্ত স্বেদ, বা একবারে স্বেদাভাব, শরীরের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নোৎপত্তি, স্পর্শশক্তিহীনতা, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, আলস্য, অবসাদ, পিড়কোৎপত্তি, এবং জানু, জঙ্ঘা, ঊরু, কটি, স্কন্ধ হস্ত, পাদ ও শরীরের সন্ধিসমূহে সূচীবেধবৎ বেদনা, স্ফুরণ (চিড়িক্‌মারা), ভেদবৎ যন্ত্রণা, গুরুত্ব (ভারিবোধ হওয়া), সুপ্তি (অসাড়ত.) ও কণ্ডূ হয় এবং সন্ধিসমূহে বারংবার বেদনা হয় ও বারংবার বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শরীরে বৈবর্ণ্য ও মণ্ডলাকার চিহ্ন (চাকাচাকা দাগ) উৎপন্ন হয়। বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং তৎ প্রচক্ষ্যতে।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্॥
কণ্ডূদাহরুগায়ামতোদস্ফুরণকুঞ্চনৈঃ।
অন্বিতা শ্যাবরক্তা ত্বগ্ বাহ্যে তাম্রা তথোচ্যতে॥
গম্ভীরে শ্বয়থুঃ স্তব্ধঃ কঠিনোঽথ ভৃশার্ত্তিমান্।
শ্যাবস্তাম্রোঽথবা দাহতোদস্ফুরণপাকবান্॥
রুগ্বিদাহান্বিতোঽভীক্ষ্ণং বায়ুঃ সন্ধ্যস্থিমজ্জসু।
ছিন্দন্নিব চরত্যন্তং বক্রীকুর্ব্বংশ্চ বেগবান্।
করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরে সর্ব্বতশ্চরন্॥
সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈস্তু বিজ্ঞেয়ং বাতাসৃগুভয়াশ্রয়ম্॥

উত্তান ও গম্ভীর ভেদে বাতরক্ত দ্বিবিধ হইয়াথাকে। উত্তান বাতরক্ত ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া এবং গম্ভীর বাতরক্ত মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। বাহ্য বাতরক্তে অর্থাৎ উত্তান বাতরক্তে চর্ম্ম শ্যাবরক্তবর্ণ বা তাম্রবর্ণ এবং কণ্ডূ দাহ বেদনা আয়াম (বিস্তারবৎ) তোদ স্ফুরণ ও কুঞ্চন এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। গম্ভীর বাতরক্তে স্তব্ধ কঠিন অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ ও শ্যাব বা তাম্রবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়। এই

শোথ দাহ, তোদ, স্ফুরণ ও পাক বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কুপিত বায়ু সন্ধি অস্থি ও মজ্জায় বেদনা দাহ ও ছেদনবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া অভ্যন্তরে বিচরণ করে। বেগবান্ বায়ু হস্তপদাদিকে বক্রীকৃত করে এবং সমস্ত শরীরে বিচরণ পূর্ব্বক মনুষ্যকে খঞ্জ বা পঙ্গু করিয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে উভয়াশ্রয় বাতরক্ত বলিয়া জানিবে।

তত্র বাতেঽধিকে বা স্যাদ্রক্তে পিত্তে কফেঽপি বা।
সংসৃষ্টেষু সমস্তেষু যচ্চ তচ্ছৃণু লক্ষণম্॥

এই উভয়াশ্রয় বাতরক্তে বায়ু রক্ত পিত্ত বা কফ অধিক হইলে অথবা দ্বন্দ্বদোষ বা সমস্ত দোষ অধিক হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিশেষতঃ শিরায়ামতোদস্ফুরণভেদনম্।
শোথস্য কার্ষ্ণ্যরূক্ষত্বশ্যাবতাবৃদ্ধিহানয়ঃ॥
ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্।
কুঞ্চনস্তম্ভনে শীতপ্রদ্বেষশ্চানিলোত্তরে॥
রক্তে শোথোঽতিরুক্ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে।
স্নিগ্ধরূক্ষৈঃ শমং নৈতি কণ্ডুক্লেদান্বিতো ভৃশম্॥
বিদাহো বেদনা মূর্চ্ছা স্বেদস্তৃষ্ণা মদো ভ্রমঃ।
রাগঃ পাকশ্চ ভেদশ্চ শোষশ্চোক্তানি পৈত্তিকে॥
স্তৈমিত্যং গৌরবং স্নেহঃ সুপ্তির্মন্দা চ রুক্ কফে।
হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্বন্দ্বং ত্রিদোষজম্॥

ইহাতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে বিশেষভাবে শিরায়াম তোদ স্ফুরণ ও ভেদবৎ পীড়া, শোথের কৃষ্ণবর্ণতা রুক্ষত্ব, শ্যাবতা, কখন বৃদ্ধি কখন বা হ্রাস, ধমনী অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গগ্রহ অতিশয় বেদনা, সঙ্কোচ, স্তব্ধতা ও শীতদ্বেষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তাধিক্য থাকিলে শোথ—অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, সূচীবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ ও চিমিচিমিবৎ বেদনান্বিত এবং অত্যন্ত কণ্ডু ও ক্লেদযুক্ত হয়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়ায় ইহার শান্তি হয় না। পিত্তের আধিক্য থাকিলে বিদাহ, বেদনা, মূর্চ্ছা, স্বেদ, তৃষ্ণা, মদ, ভ্রম, শোথের রক্তবর্ণতা পাক ও ভেদ এবং শোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কফের আধিক্য থাকিলে স্তৈমিত্য, গাত্র-গৌরব, গাত্র চিক্কণতা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দ্বিদোষের হেতু ও লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের হেতু লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ বাতরক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

একদোষানুগঃ সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজম্।
ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাদ্ যস্য চ স্যুরুপদ্রবাঃ॥

এক দোষানুগ ও অল্পদিনজাত বাতরক্ত সাধ্য, দ্বিদোষজনিত বাতরক্ত যাপ্য, এবং ত্রিদোষজনিত ও উপদ্রব যুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য।

অস্বপ্নারোচকশ্বাসমাংসকোথশিরোগ্রহাঃ।
মূর্চ্ছা চ মদরুক্ তৃষ্ণা জ্বরমোহপ্রবেপকাঃ॥
হিক্কাপাঙ্গুল্যবীসর্পপাকতোদভ্রমক্লমাঃ।
অঙ্গুলীবক্রতা স্ফোটা দাহমর্ম্মগ্রহার্ব্বুদাঃ॥

বাতরক্তের উপদ্রব। অনিদ্রা, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন, শিরোরোগ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, তৃষ্ণা, জ্বর, মোহ, কম্প, হিক্কা, পাঙ্গুল্য (পঙ্গুতা), বীসর্প, শোথের পকতা, তোদ, ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলির বক্রত্ব, স্ফোটক নির্গম, দাহ, মর্ম্মস্থানে বেদনা ও অর্ব্বুদ এইগুলি বাতরক্তের উপদ্রব।

এতৈরুপদ্রুতং বর্জ্জ্যং মোহেনৈকেন বাপি যৎ।
সংপ্রস্রাবি বিবর্ণঞ্চ স্তব্ধমর্ব্বুদকৃচ্চ যৎ॥
বর্জ্জয়েদ্ যচ্চ সঙ্কোচকরমিন্দ্রিয়তাপনম্।
অকৃৎস্নোপদ্রবং যাপ্যং সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্॥

এই সকল উপদ্রবযুক্ত অথবা একমাত্র মোহযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য। যে বাতরক্ত হইতে স্রাব নির্গত হয় ও যাহা বিবর্ণ স্তব্ধ ও অর্ব্বুদজনক, তাহাকে অসাধ্য জানিয়া ত্যাগ করিবে। আর যে বাতরক্তে শরীর সঙ্কুচিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হয় তাহাকেও বর্জ্জন করিবে। যে বাতরক্তে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই তাহা যাপ্য। আর যে বাতরক্ত উপদ্রব রহিত তাহা সাধ্য।

রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখাসন্ধিষু মারুতঃ।
নিবেশ্যান্যোন্যমাবাধ্য বেদনাভির্হরেদসূন্॥
তত্র মুঞ্চেদসৃক্ শৃঙ্গজলৌক্যঃসূচ্যলাবুভিঃ।
প্রচ্ছনৈর্বা শিরাভির্বা যথাদোষং যথাবলম্॥
রুগ্দাহতোদরাগার্ত্তাদসৃক্ স্রাব্যং জলৌকসা।
শৃঙ্গৈস্তু বৈ চিমিচিমাকণ্ডূরুগ্দূষনাদ্ধরেৎ॥
দেশাদ্দেশং ব্রজৎ স্রাব্যং শিরাভি প্রচ্ছনেন বা।
অঙ্গগ্লানৌ তু ন স্রাব্যং রুক্ষে বাতোত্তরে চ যৎ॥
গম্ভীরং শ্বয়থুং স্তম্ভং কম্পং স্নায়ুশিরাময়ান্।
গ্লানিঞ্চাপি সসঙ্কোচাং কুর্য্যাদ্বায়ুরসৃক্ক্ষয়াৎ॥
খাঞ্জ্যাদীন্ বাতরোগাংশ্চ মৃত্যুঞ্চাত্যবসেচনাৎ।
কুর্য্যাৎ তস্মাৎ প্রমাণেন স্নিগ্ধাদ্রক্তং বিনির্হরেৎ॥

কুপিত বায়ু শাখাসন্ধিতে (হস্ত পদ সন্ধিতে) গমনপূর্ব্বক রক্তমার্গকে নষ্ট করে। পরে রক্ত ও বায়ু পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিয়া বেদনা উৎপাদন পূর্ব্বক বাতরক্তরোগির প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে রোগির বল বুঝিয়া দোষানুসারে শৃঙ্গ, জলৌকা, সূচ বা

অলাবু দ্বারা অথবা শিরাবেধ দ্বারা কিংবা প্রচ্ছন দ্বারা (অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া) রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্তে যদি বেদনা (টাটানি), দাহ, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রাগ (শোথের লৌহিত্য) থাকে, তাহা হইলে জলোকা দ্বারা; আর চিমিচিমিবৎ বেদনা, কণ্ডূ, বেদনা ও সন্তাপ থাকিলে শৃঙ্গ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্ত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিসর্পিত হইলে শিরাবেধ বা প্রচ্ছন দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্তব্য। যে বাতরক্তে শরীরে গ্লানি থাকে বা যাহা রুক্ষ ও বাতপ্রধান, তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে না। কারণ এইরূপ বাতরক্ত হইতে রক্তস্রাব করাইলে রক্তক্ষয়হেতু বায়ু কুপিত হইয়া গম্ভীর শোথ, খঞ্জতা, কম্প, স্নায়ুরোগ, শিরারোগ, গ্লানি ও শরীরের সঙ্কোচ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করে। কোন বাতরক্ত হইতেই অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব করাইবে না। কারণ অতিরিক্ত রক্তস্রাবে খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ সমূহ ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব স্নিগ্ধ বাতরক্ত রোগির উপযুক্ত মাত্রায় রক্ত নির্হরণ কর্তব্য।

বিরেচ্যঃ স্নেহয়িত্বাদৌ স্নেহযুক্তৈর্বিরেচনৈঃ।
রুক্ষৈর্বা মৃদুভিঃ শস্তমসকৃদ্বস্তিকর্ম্ম চ ॥
সেকাভ্যঙ্গপ্রদেহান্নস্নেহাঃ প্রায়োঽবিদাহিনঃ।
বাতরক্তে প্রশস্যন্তে বিশেষস্তু নিবোধ মে ॥

বাতরক্তরোগিকে প্রথমে স্নেহ পান করাইয়া স্নেহযুক্ত বিরেচন অথবা রুক্ষ মৃদু বিরেচন দ্বারা বিরেচন করাইবে। বাতরক্তে বারংবার বস্তিপ্রয়োগ এবং অবিদাহী সেক, অভ্যঙ্গ, প্রলেপ ও অন্নমিশ্রিত স্নেহ প্রশস্ত। বিশেষ প্রলেপাদি বলিতেছি শ্রবণ কর।

বাহ্যমালেপনাভ্যঙ্গপরিষেকোপনাহনৈঃ।
বিরেকাস্থাপনস্নেহপানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ ॥

বাহ্য (উত্তান) বাতরক্তে প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপনাহ (পুল্‌টীশ্) ব্যবস্থা করিবে। এবং বিরেচন আস্থাপন ও স্নেহ পান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জপানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ বাতোত্তরমুপাচরেৎ ॥
বিরেচনৈর্ঘৃতক্ষীরপানৈঃ সেকৈঃ সবস্তিভিঃ।
শীতৈর্নির্ব্বাপণৈশ্চাপি রক্তপিত্তোত্তরং জয়েৎ ॥
বমনং মৃদু নাত্যর্থং স্নেহসেকৌ বিলঙ্ঘনম্।
কোষ্ণলেপাশ্চ শস্যন্তে বাতরক্তে কফোত্তরে ॥
কফবাতোত্তরে শীতৈঃ প্রলিপ্তে বাতশোণিতে।
বিদাহশোথরুক্‌কণ্ডূবিবৃদ্ধিঃ স্তম্ভনাদ্ভবেৎ ॥
পিত্তরক্তোত্তরে দাহঃ ক্লেদোঽবদরণং ভবেৎ।
উষ্ণৈস্তস্মাদ্বিৎপ্রয়োগবলং বুদ্ধা চরেৎ ক্রিয়াম্ ॥

বাতপ্রধান বাতরক্তে ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও সুখোষ্ণ উপনাহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বিরেচন, ঘৃতপান, দুগ্ধপান, পরিষেক, বস্তিক্রিয়া ও শীতল নির্ব্বাপণ দ্বারা রক্তপ্রধান ও পিত্তপ্রধান বাতরক্তকে জয় করিবে। অনতিমৃদু বমন, স্নেহ-পান, পরিষেক, লঙ্ঘন ও ঈষদুষ্ণ প্রলেপ এইগুলি কফপ্রধান বাতরক্তে হিতকর।

কফবাত প্রধান বাতরক্তে শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিলে স্তম্ভন হেতু বিদাহ শোথ বেদনা ও কণ্ডূ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান ও রক্তপ্রধান বাতরক্তে উষ্ণ দ্রব্যের প্রলেপ দিলে দাহ ক্লেদস্রাব ও অবদরণ হয়। অতএব চিকিৎসক দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া ইহাতে উপযুক্ত চিকিৎসা করিবেন।

দিবাস্বপ্নং সসন্তাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
কটূষ্ণং গুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণাম্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

বাতরক্ত রোগী দিবানিদ্রা সূর্য্যের ও অগ্নির তাপ, ব্যায়াম, মৈথুন, এবং কটু, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য, লবণ ও অম্লরস পরিত্যাগ করিবে।

পুরাণা যবগোধূমনীবারাঃ শালিষষ্টিকাঃ।
ভোজনার্থে রসার্থে তু বিষ্কিরপ্রতুদা হিতাঃ॥
আঢ়ক্যশ্চণকা মুদ্গা মসূরাঃ সমুকুষ্টকাঃ।
যূষার্থে বহুসর্পিষ্কাঃ প্রশস্তা বাতশোণিতে॥
সুনিষণ্ণকবেত্রাগ্রকাকমাচীশতাবরীঃ।
বাস্তুকোপোদিকাশাকং শাকং সৌবর্চ্চলং তথা॥
ঘৃতমাংসরসৈর্ভৃষ্টং শাকসাত্ম্যায় দাপয়েৎ।
ব্যঞ্জনার্থং তথা গব্যং মাহিষাজং পয়ো হিতম্॥
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং বাতরক্তচিকিৎসিতম্।
এতদেব পুনঃ সর্ব্বং ব্যাসতঃ সংপ্রবক্ষ্যতে॥

বাতরক্তাক্রান্ত রোগীর ভোজনার্থ পুরাতন যব, গোধূম, নীবার (তৃণধান্য বিশেষ), শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন; মাংসরসার্থ—বিষ্কির (কুক্কুটাদি) ও প্রতুদ (কাকাদি) পক্ষী মাংস; যূষার্থ—অড়হর, ছোলা, মুগ, মসুর ও বনমুগ প্রদান করিবে। এই যূষে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করিতে দিবে। শাকসাত্ম্য বাতরক্ত রোগিকে সুষুনী, বেতের ডগি, কাকমাচী, শতমূলী, বেতোশাক, পুঁইশাক ও সুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে বা ব্রাহ্মী) এই সকল শাক ঘৃত ও মাংসরসে ভাজিয়া ব্যঞ্জনার্থ প্রদান করিবে। ইহাতে গব্য মাহিষ ও ছাগদুগ্ধ হিতকর। সংক্ষিপ্তভাবে বাতরক্তচিকিৎসা কথিত হইল। এই চিকিৎসাই বিস্তৃতভাবে পুনরায় বলিতেছি।

শ্রাবণীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধং সমধুকৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরং বাতরক্তনুৎ॥

শ্রাবণী (মুণ্ডিরী), ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক ও যষ্টিমধু সমভাগে ইহাদের কল্ক (ঘৃত চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

বলামতিবলাং মেদামাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
কাকোলীং ক্ষীরকাকোলীং রাস্নামৃদ্ধিঞ্চ পেষয়েৎ ॥
ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং তৈঃ সিদ্ধং বাতরক্তনুৎ।
হৃৎপাণ্ডুরোগবীসর্পকামলাদাহনাশনম্ ॥

কল্কার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মেদা, আলকুশীবীজ, শতমূলী, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, রাস্না ও ঋদ্ধি মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতরক্ত, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, কামলা ও দাহ নিবারিত হয়।

ত্রায়ন্তিকা তামলকী দ্বিকাকোলী শতাবরী।
কশেরুকা কষায়েণ কল্কৈরেভিঃ পচেদ্‌ঘৃতম্ ॥
দত্ত্বা পরূষকদ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যেক্ষুরসান্ সমান্।
পৃথগ্বিদার্য্যাঃ স্বরসং তথা ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥
এতৎ প্রায়োগিকং সর্পিঃ পারূষকমিতি স্মৃতম্।
বাতরক্তে ক্ষতে ক্ষীণে বীসর্পে পৈত্তিকে জ্বরে ॥

ইতি পারূষকং ঘৃতম্।

পারূষক ঘৃত। ঘৃত /৪ সের। ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, ও ইক্ষুরস প্রত্যেক /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। বলাডুমুর, ভূঁইআমলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূল ও কেশুর ইহাদের মিলিত কাথ ৪ সের এবং ইহাদের কল্ক /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত বাতরক্ত ক্ষতক্ষীণ বিসর্প ও পৈত্তিক জ্বর নিত্যপ্রয়োগ করিবে। ইহাকে পারূষক ঘৃত কহে।

দ্বে পঞ্চমূলে বর্ষাভূমেরণ্ডং সপুনর্নবম্।
মুদ্গপর্ণীং মহামেদাং মাষপর্ণীং শতাবরীম্ ॥
শঙ্খপুষ্পীমবাকপুষ্পীং রাস্নামতিবলাং বলাম্।
পৃথগ্ দ্বিপলিকান্ কৃত্বা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পাদশেষং সমং ক্ষীরং ধাত্রীক্ষুচ্ছাগলান্ রসান্।
ঘৃতাঢ়কেন সংযোজ্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
কল্কানাবাপ্য মেদে দ্বে কাশ্মর্য্যফলমুৎপলম্।
ত্বক্ক্ষীরীং পিপ্পলীং দ্রাক্ষাং পদ্মবীজং পুনর্নবাম্ ॥
নাগরং ক্ষীরকাকোলীং পদ্মকং বৃহতীদ্বয়ম্।
বীরাং শৃঙ্গাটকং অব্যমুরুমানং নিকোঠকম্ ॥
খ-[illegible]টিবাতামমুঞ্জাতাভিষুকাংস্তথা।
এতৈর্ঘৃতাঢ়কে সিদ্ধে ক্ষৌদ্রং শীতে প্রদাপয়েৎ ॥

সম্যক্ সিদ্ধঞ্চ বিজ্ঞায় সুগুপ্তং সন্নিধাপয়েৎ।
কৃতরক্ষাবিধিং তচ্চ প্রাশয়েদক্ষসম্মিতম্॥
পাণ্ডুরোগং জ্বরং হিক্কাং স্বরভেদং ভগন্দরম্।
পার্শ্বশূলং ক্ষয়ং কাসং প্লীহানং বাতশোণিতম্॥
ক্ষতশোষমপস্মারমশ্মরীং শর্করাস্তথা।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ মূত্রসঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ॥
বলবর্ণকরং ধন্যং বলীপলিতনাশনম্।
জীবনীয়মিদং সর্পির্বৃষ্যং বন্ধ্যাসুতপ্রদম্॥
ইতি জীবনীয়ং ঘৃতম্।

জীবনীয় ঘৃত। কাথার্থ—দশমূল, শ্বেতপুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, মুগানি, মাষাণি, মহামেদা, শতমূল, শঙ্খপুষ্পী, অধঃপুষ্পী (শুলফা), রাস্না, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলা, প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আমলকীর রস ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংস রস ১৬ সের। কল্কার্থ—মেদা, মহামেদা, গাম্ভারী-ফল, নীলোৎপল, বংশলোচন, পিপুল, দ্রাক্ষা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, শুঁঠ, ক্ষীরকাকোলী, পদ্মকাষ্ঠ, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকোলী, শিঙ্গেড়া, চালতে, উরুমান (পশ্চিমদেশজাত ফল বিশেষ), আঁকোড়, খর্জ্জুর, আক্রোট, বাদাম, মুঞ্জাতক (তালমাতি) ও পেস্তা, মিলিত ৪ সের। এই সকল কাথ ও কল্কসহ যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে ক্রমে ক্রমে ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে ইহার সহিত ⁄৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে এবং সুগোপনে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, জ্বর, হিক্কা, স্বরভঙ্গ, ভগন্দর, পার্শ্বশূল, ক্ষয়রোগ, কাস, প্লীহা, বাতরক্ত, উরঃক্ষত, শোষ, অপস্মার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রবিবদ্ধতা, এবং সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গগত রোগ সমূহ নিবারিত হয়। এই ঘৃত বলবর্দ্ধক বর্ণকারক, বলীপলিতনাশক, বৃষ্য, ধন্য ও বন্ধ্যার পুত্রজনক।

দ্রাক্ষামধুকতোয়াভ্যাং সিদ্ধং বা সসিতোপলম্।
পিবেদ্ঘৃতং তথা ক্ষীরং গুড়ূচীস্বরসে শৃতম্॥

দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর কাথসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতে মিছরী মিশাইবে। গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধসহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে চতুর্থাংশ মিছরী মিশাইবে। এই ঘৃতদ্বয় বাতরক্ত নাশক।

জীবকর্ষভকৌ মেদামৃদ্ধ্যৌ(?) শতাবরীম্।
মধুকং মধুপর্ণীঞ্চ কাকোলীদ্বয়মেব চ॥
মুদ্গমাষাখ্যপর্ণিন্যৌ দশমূলং পুনর্নবাম্।
বলামৃতাবিদারীশ্চ মাষপর্ণ্যাশ্মভেদকাঃ॥
এষাং কল্ককষায়াভ্যাং সর্পিস্তৈলঞ্চ সাধয়েৎ।
বাতরক্তশ্চ বলামজ্জ প্রায়প্রাদুর্ভবক্রিয়ম্॥

চতুর্গুণেন পয়সা তৎ সিদ্ধং বাতশোণিতম্।
সর্ব্বদেহাশ্রিতং হন্তি ব্যাধীন্ ঘোরাংশ্চ বাতজান্॥

জীবক, ঋষভক, মেদা, আলকুশীবীজ, শতমূলী, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানি, মাষাণি, দশমূল, পুনর্নবা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও পাথরকুচি ইহাদের কাথ ও কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধসহ যথানিয়মে ঘৃতটৈল (মিশ্রিত) পাক করিবে। জাঙ্গল, প্রতুদ ও বিষ্কির জন্তুর বসা বা মজ্জা পাওয়া গেলে অথবা বসা ও মজ্জা উভয়ই পাওয়া গেলে তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘৃত তৈলের সহিত মিশাইয়া একত্র (চতুঃস্নেহ) পূর্ব্বোক্ত কাথ কল্ক ও দুগ্ধসহ যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বদেহগত বাতরক্ত ও উৎকট বাতজরোগ সকল নিবারিত হয়।

স্থিরা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতী শারিবা সশতাবরী।
কাশ্মর্য্যাণ্যাত্মগুপ্তা চ বৃশ্চীরং দ্বে বলে তথা॥
এষাং কাথে চতুঃক্ষীরে পৃথক্ তৈলং পৃথগ্ ঘৃতম্।
মেদাশতাবরীযষ্টীজীবন্তীজীবকর্ষিতৈঃ॥
পক্ত্বা মাত্রা ততঃ ক্ষীরত্রিগুণাধ্যর্দ্ধশর্করা।
খজেন মথিতা পেয়া বাতরক্তে ত্রিদোষজে॥

ঘৃত বা তৈল /৪ সের। কাথার্থ-শালপাণি, গোক্ষুর, বৃহতী, অনন্তমূল, শতমূলী, গাম্ভারী, আলকুশীবীজ, শ্বেতপুনর্নবা, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক দশপল, পাকার্থ জল ৬২, সের শেষ ।৬ সের। দুগ্ধ ।৮ সের। কল্কার্থ—মেদা, শতমূলী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া তাহার তিন গুণ দুগ্ধ ও দেড়গুণ চিনি একত্র মন্থনদণ্ড দ্বারা আলো-ড়িত করিয়া ত্রিদোষজ বাতরক্তাক্রান্ত রোগিকে পান করিতে দিবে।

তৈলং পয়ঃ শর্করাঞ্চ পায়য়েদ্বা সুমূর্চ্ছিতাম্।
সর্পিস্তৈলবসাক্ষৌদ্রৈর্মিশ্রং বাপি পিবেৎ পয়ঃ॥
অংশুমত্যা শৃতঃ প্রস্থঃ পয়সঃ সসিতোপলঃ।
পানে প্রশস্যতে তদ্বৎ পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতঃ॥

বাতরক্ত রোগিকে তৈল দুগ্ধ ও চিনি একত্র মর্দ্দিত করিয়া পান করিতে দিবে, অথবা ঘৃত তৈল বসা ও মধু মিশ্রিত দুগ্ধপান করাইবে। শালপাণির সহিত অথবা পিপুল ও শুঁঠের সহিত /৪ সের দুগ্ধ (।৬ সের জল সহ) পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই দুগ্ধে একসের চিনি বা মিছরী মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় বাতরক্ত রোগে প্রয়োগ করিবে।

বলাশতাবরীরাস্নাদশমূলৈঃ সপীলুভিঃ।
শ্যামৈরণ্ডস্থিরাভিশ্চ বাতার্ত্তিঘ্নং শৃতং পয়ঃ॥

ধারোষ্ণং মূত্রযুক্তং বা ক্ষীরং দোষানুলোমনম্।
পিবেদ্বা সত্রিবৃচ্চূর্ণং পিত্তরক্তেঽনিলাত্মকে॥

বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না ও দশমূল ইহাদের সহিত কিংবা শ্যামালতা এরণ্ডমূল ও শালপাণির সহিত যথাবিধি সিদ্ধ দুগ্ধ বাতরক্তনাশক। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্রের সহিত অথবা তেউড়ী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্তোল্বণ ও বাতোল্বণ বাতরক্তে দোষের অনুলোম হয়।

ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা প্রয়োগেণ পিবেন্নরঃ।
বহুদোষো বিরেকার্থং জীর্ণে ক্ষীরৌদনাশনঃ॥
কষায়মভয়ানাং বা ঘৃতভৃষ্টং পিবেন্নরঃ।
ক্ষীরানুপানং ত্রিবৃতাচূর্ণং দ্রাক্ষারসেন বা॥

বহুদোষযুক্ত বাতরক্ত রোগী বিরেচনার্থ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। অথবা শুলঞ্চের কাথ ঘৃতে সাঁতলাইয়া দুগ্ধের সহিত কিংবা তেউড়ীচূর্ণ দ্রাক্ষারসের সহিত সেবন করিবে।

কাশ্মর্য্যং ত্রিবৃতাং দ্রাক্ষাং ত্রিফলাং সপরূষকাম্।
শৃতাং পিবেদ্বিরেকার্থং লবণক্ষৌদ্রসংযুতাম্॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়ং বা পিবেৎ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
ধাত্রীহরিদ্রামুস্তানাং কষায়ং বা কফাধিকে॥

বাতরক্তরোগে গাম্ভারীফল, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা ও ফল্সা ইহাদের কাথ সৈন্ধবলবণ ও মধুসংযুক্ত করিয়া বিরেকার্থ পান করিবে। অথবা ত্রিফলার কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। বাতরক্তে কফাধিক্য থাকিলে আমলকী হরিদ্রা ও মুস্তার কাথ পান করাইবে।

যোগৈশ্চ কল্পবিহিতৈরসকৃৎ তং বিরেচয়েৎ।
মৃদুভিঃ স্নেহসংযুক্তৈর্জ্ঞাত্বা বাতং মলাবৃতম্॥
নির্হরেদ্বা মলং তস্য সঘৃতৈঃ ক্ষীরবস্তিভিঃ।
ন হি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্বাতরক্তচিকিৎসিতম্॥

বাতরক্ত রোগীর বায়ু মলদ্বারা আবৃত হইয়াছে বুঝিলে, তাহাকে কল্পস্থানোক্ত বিরেচক মৃদু যোগসকল স্নেহসংযুক্ত করিয়া বারংবার প্রয়োগ করত বিরেচন করাইবে। কিংবা ঘৃতমিশ্রিত ক্ষীরবস্তি দ্বারা মল নির্হরণ করিবে। বাতরক্তে বস্তির ন্যায় আর চিকিৎসা নাই।

বস্তিবংক্ষণপার্শ্বোরুপর্ব্বাস্থিজঠরার্ত্তিষু।
উদাবর্ত্তে চ শস্যন্তে নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ॥
দদ্যাৎ তৈলানি চেমানি বস্তিকর্ম্মণি বুদ্ধিমান্।
মর্দ্দনাভ্যঞ্জনেকে চ দাহশূলোপশান্তয়ে॥

বস্তি (মূত্রাশয়), বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি), পার্শ্বদেশ, উরু, পর্ব্বস্থান, অস্থি ও পেটে বেদনা থাকিলে এবং উদাবর্ত্তরোগে নিরূহ ও অনুবাসনক্রিয়া প্রশস্ত। বুদ্ধিমান চিকিৎসক দাহ ও শূলবেদনা শান্তির নিমিত্ত বস্তিকর্ম্ম নস্য অভ্যঙ্গ ও পরিষেকে নিম্নলিখিত তৈল প্রয়োগ করিবেন।

মধুপর্ণ্যাঃ পলশতং কষায়ে পাদশেষিতে।
তৈলাঢ়কং সমক্ষীরং পচেৎ কল্কৈঃ পলোন্মিতৈঃ ॥
শতপুষ্পাবরীমূর্ব্বাপয়স্যাগুরুচন্দনৈঃ।
স্থিরাহংসপদীমাংসীদ্বিমেদামধুপর্ণিভিঃ ॥
কাকোলীক্ষীরকাকোলীতামলক্যৃদ্ধিপদ্মকৈঃ।
জীবকর্ষভজীবন্তীত্বক্‌পত্রনখবালকৈঃ ॥
প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাশারিবৈন্দ্রীবিতুন্নকৈঃ।
চতুঃপ্রয়োগাৎ তদ্ধন্তি তৈলং মারুতশোণিতম্ ॥
সোপদ্রবং সাঙ্গশূলং সর্ব্বগাত্রানুগং তথা।
বাতাসৃক্‌পিত্তদাহার্ত্তিজ্বরঘ্নং বলবর্ণকৃৎ ॥

ইতি মধুপর্ণ্যাদিতৈলম্।

মধুপর্ণ্যাদি তৈল। গুলঞ্চ ।২॥ সাড়ে বার সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। তৈল ।৬ সের। কল্কার্থ—শুল্‌ফা, শতমূলী, মূর্ব্বা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অগুরু, রক্তচন্দন, শালপাণি, গোয়ালে লতা জটামাংসী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, ভুঁই আমলা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, দারুচিনি, তেজপত্র, নখী বালা পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, রাখালশশার মূল ও বিতুন্নক (ধনে), প্রত্যেক ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিবে। এই মধুপর্ণ্যাদি তৈল চারি প্রকারে প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ বস্তিক্রিয়া, নস্য অভ্যঙ্গ ও পরিষেকে ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত অঙ্গশূলাদি উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত এবং বাত ও রক্তপিত্ত, দাহ ও জ্বর নষ্ট হয়। এই তৈল বলকারক ও বর্ণপ্রসাদক।

মধুকস্য শতং দ্রাক্ষা খর্জ্জূরাণি পরূষকম্।
মধুকোদনপাক্যৌ চ প্রস্থং মুঞ্জাতকস্য চ ॥
কাশ্মর্য্যাঢ়কমিত্যেতচ্চতুর্দ্রোণে পচেদপাম্।
শেষেঽষ্টভাগে পূতে চ তস্মিংস্তৈলাঢ়কং পচেৎ ॥
তথামলককাশ্মর্য্যবিদারীরসৈঃ সমৈঃ।
চতুর্দ্রোণেন পয়সা কল্কং দত্ত্বা পলোন্মিতম্ ॥
কদম্বারলকাকোটপদ্মবীজকশেরুকম্।
শৃঙ্গাটকং শৃঙ্গবেরং লবণং পিপ্পলীং সিতাম্ ॥

জীবনীয়ৈশ্চ সংসিদ্ধং ক্ষৌদ্রপ্রস্থেন সংসৃজেৎ।
নস্যাভ্যঞ্জনপানেষু বস্তৌ চাপি নিয়োজয়েৎ ॥
বাতব্যাধিষু সর্ব্বেষু মন্যাস্তম্ভে হনুগ্রহে।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গবাতে চ ক্ষতক্ষীণে ক্ষতজ্বরে ॥
সুকুমারকমিত্যেতদ্ বাতাস্রাময়নাশনম্।
স্থিরবর্ণকরং তৈলমারোগ্যবলপুষ্টিদম্ ॥

ইতি সুকুমারকতৈলম্।

সুকুমারক তৈল। ক্বাথার্থ—যষ্টিমধু ।।৷৷ সাড়ে বার সের, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ফল্‌সা, মউল, নীলঝিণ্টা ও মুঞ্জাতক (অভাবে তালের মাতি) প্রত্যেক ⁄২ সের, গাম্ভারীফল ⁄৮ সের, এই সকল দ্রব্য ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৩২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এই কাথ এবং আমলকীর রস ।৬ সের, গাম্ভারী রস ।৬ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস ।৬ সের, ইক্ষুরস ।৬ সের ও দুগ্ধ ২৫৬ সের, ইহাদের সহিত ।৮ সের তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ—কদম, আমলকী, আখ্‌রোট, পদ্মবীজ, কেশুর, শিঙ্গেড়া, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, চিনি, (দূর্ব্বা) এবং জীবনীয়গণোক্ত দশটী দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা। পাক শেষ হইলে তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে; এবং শীতল অবস্থায় ইহার সহিত ⁄৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও বস্তিক্রিয়ায় এই তৈল প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি, মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ, সর্ব্বাঙ্গগত একাঙ্গগত বাত, ক্ষতক্ষীণ, ক্ষতজ্বর ও বাতরক্ত নষ্ট হয়। এই সুকুমারক তৈল আরোগ্যপ্রদ, বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বর্ণের স্থিরতাকারক।

গুড়ূচীং মধুকং হ্রস্বং পঞ্চমূলং পুনর্নবাম্।
রাস্নামেরণ্ডমূলঞ্চ জীবনীয়ানি লাভতঃ ॥
পলানাং শতকৈর্ভাগৈর্ব্বলাপঞ্চশতং তথা।
কোলবিল্বযবান্ মাষান্ কুলত্থাংশ্চাঢ়কোন্মিতান্ ॥
কাশ্মর্য্যাণাং শুষ্কাণাং দ্রোণং দ্রোণশতেঽম্ভসি।
সাধয়েজ্জর্জ্জরং ধৌতং চতুর্দ্রোণঞ্চ শেষয়েৎ ॥
তৈলদ্রোণং পচেৎ তেন দত্ত্বা পঞ্চগুণং পয়ঃ।
পিষ্ট্বা ত্রিপলিকাংশ্চৈব চন্দনোশীরকেশরান্ ॥
পত্রৈলাগুরুকুষ্ঠানি তগরং মধুযষ্টিকাম্ ॥
মঞ্জিষ্ঠাষ্টপলঞ্চৈব তৎসিদ্ধং সার্ব্বযৌগিকম্ ॥
বাতরক্তে ক্ষতে ক্ষীণে ভারার্ত্তে ক্ষীণরেতসি।
বেপনোৎক্ষিপ্তভগ্নানাং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিণাম্ ॥

যোনিদোষমপস্মারমুন্মাদং বিষমজ্বরম্।
হন্যাৎ পুংসবনঞ্চৈতৎ তৈলাগ্র্যমমৃতাহ্বয়ম্॥

ইত্যমৃতাদ্যং তৈলম।

অমৃতাদ্য তৈল। তৈল ৬৪ সের। কাথার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, স্বল্প পঞ্চমূল, পুনর্নবা, রাস্না, এরণ্ডমূল এবং যথালাভ জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য ইহাদের প্রত্যেকটী ১০০ পল (।২॥ সাড়ে বার সের), বেড়েলা ৫০০ পল কুলশুঁঠ, বেলশুঁঠ, যব, মাষকলাই ও কুলথকলায় প্রত্যেক ⁄৮ সের। শুষ্ক গাম্ভারী ফল ৩২ সের, এই সকল দ্রব্য ১০০ শত দ্রোণ (৬৪০০ সের) জলে পাক করিয়া ৪ দ্রোণ (২৫৬ সের) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং দুগ্ধ ৫ দ্রোণ (৩২০ সের)। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বেণার মূল, নাগকেশর, তেজপাতা, এলাচ অগুরু, কুড়, তগরপাদুকা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল (২৪ তোলা) এবং মঞ্জিষ্ঠা ⁄১ সের যথাবিধানে পাক করিবে। এই অমৃতাদ্য তৈল সার্ব্বযৌগিক ;অর্থাৎ পান অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, ক্ষতক্ষীণ, ভারবহন শ্রম, শুক্রের ক্ষীণতা, কম্প, উৎক্ষেপ, ভগ্ন, সর্ব্বাঙ্গগত একাঙ্গগত রোগ যোনিদোষ, অপস্মার, উন্মাদ ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই তৈল শ্রেষ্ঠ ও পুংসক।

পদ্মবেতসযষ্ট্যাহ্বফেনিলাপদ্মকোৎপলৈঃ।
পৃথক্ পঞ্চপলৈর্দ্দর্ভবলাচন্দনকিংশুকৈঃ॥
জলে শৃতৈঃ পচেৎ তৈলপ্রস্থং সৌবীরসম্মিতম্।
লোধ্রকালীয়কোশীরজীবকর্ষভকেশরৈঃ॥
মদয়ন্তীলতাপত্রপদ্মকেশরপদ্মকৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীককাশ্মর্য্যমাংসীমেদাপ্রিয়ঙ্গুভিঃ॥
কুঙ্কুমস্য পলার্দ্ধেন মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলেন চ।
মহাপদ্মমিদং তৈলং বাতাসৃগ্ জ্বরনাশনম্॥

ইতি মহাপদ্মং তৈলম্।

মহাপদ্ম তৈল। কাথার্থ—পদ্মফুল, বেতস, যষ্টিমধু, রীটে, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, উলুখড়, বেড়েলা, রক্তচন্দন ও পলাশ প্রত্যেক ৫ পল। পাকার্থ জল ৫০সের, শেষ ১২॥০ সাড়ে বার সের; সৌবীর অম্ল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—লোধ, কালীয়াকাষ্ঠ, উশীর, (বেণামূল,) জীবক, ঋষভক, নাগেশ্বর, মল্লিকা, মাধবীলতার পত্র, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, গাম্ভারী, জটামাংসী, মেদা, প্রিয়ঙ্গু ও কুঙ্কুম, প্রত্যেক ৪ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ৮ তোলা, এই কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ⁄৪ সের তৈল পাক করিবে। ইহাকে মহাপদ্ম তৈল কহে। এই তৈল বাতরক্ত জ্বর-নাশক।

পদ্মকোশীরযষ্ট্যাহ্বরজনীকাথসাধিতম্।
স্যাৎ পিষ্টৈঃ সর্জ্জমঞ্জিষ্ঠাবীরাকাকোলিচন্দনৈঃ ॥
খুড্ডাকপদ্মকমিদং তৈলং বাতাস্রদাহনুৎ ॥
ইতি খুড্ডাকপদ্মতৈলম্।

খুড্ডাকপদ্ম তৈল। পদ্মপুষ্প, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ (১৬সের) এবং ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও রক্তচন্দন ইহাদের কল্ক (/১ সের) সহ যথাবিধি /৪ সের তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতরক্ত ও দাহ নষ্ট হয়।

মধুপর্ণ্যাঃ পলং পিষ্ট্বা তৈলপ্রস্থং চতুর্গুণে।
ক্ষীরে সাধ্যং শতকৃত্বস্তদেবং মধুকাম্বুভিঃ ॥
সিদ্ধং দেয়ং বিষোন্মাদবাতাস্রশ্বাসকাসনুৎ।
হৃৎপাণ্ডুরোগবীসর্পকামলাদাহনাশনম ॥
ইতি শতপাকমধুপর্ণীতৈলম্।

শতপাকমধুপর্ণ্যাদি তৈল। তৈল /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ ৮ তোলা একত্র যথাবিধি পাক করিবে। পাকান্তে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া গুলঞ্চ ৮ তোলা ও ১৬ সের দুগ্ধ সহ এই তৈল পুনরায় পাক করিবে। এইরূপে একশত বার পাক করিবে। তৎপরে যষ্টিমধু ।২॥ সাড়ে বার সের ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথের সহিত পুনরায় এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে বিষজরোগ, উন্মাদ, বাতরক্ত, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, কামলা ও দাহ প্রশমিত হয়।

বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরসমং তথা।
সহস্রং শতপাকং বা বাতাসৃগ্‌বাতরোগনুৎ ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠমিন্দ্রিয়াণাং প্রসাদনম্।
জীবনং বৃংহণং স্বর্য্যং শুক্রাসৃগ্‌দোষনাশনম্ ॥
ইতি সহস্রপাকং বা শতপাকং বলাতৈলম্।

সহস্রপাক ও শতপাক বলাতৈল। তৈল /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। বেড়েলার কাথ ১৬ সের। বেড়েলার কল্ক /১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পুনরায় এই তৈল পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধ ও বেড়েলার কাথ প্রভৃতির সহিত পাক করিবে। এইরূপে শত বার বা সহস্র বার পাক করিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। এই তৈল বাতরক্ত ও বাতরোগ নাশক। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন; ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা কারক; জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, পুষ্টি-কারক, স্বরবর্দ্ধক, এবং শুক্রদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

গুড়ূচীকাথদুগ্ধাভ্যাং তৈলং দ্রাক্ষারসেন বা।
সিদ্ধং মধুককাশ্মর্য্যরসৈর্বা বাতরক্তনুৎ ॥

[illegible] কাথ ও দুগ্ধের সহিত অথবা দ্রাক্ষারসের সহিত কিংবা যষ্টিমধু ও গাম্ভারীর কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

আরনাল'ঢকে তৈলং পাদসর্জ্জরসং ঘৃতম্।
প্রভূতে মথিতং তোয়ে জ্বরদাহার্ত্তিনুৎ পরম্॥

তৈল /৪ সের। কাঁজি ১৬ সের। ঘৃত /৪ সের। ধুনা /১ সের। একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া পাকান্তে প্রভূত জলের সহিত ইহা মথিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। ইহা দ্বারা বাতরক্ত জন্ম জ্বর ও দাহ নিবারিত হয়।

সমধূচ্ছিষ্টমঞ্জিষ্ঠং সসর্জ্জরসশারিবম্।
পিণ্ডতৈলং তদভ্যঙ্গাদ্বাতরক্তরুজাপহম্॥

ইতি পিণ্ডতৈলম্।

পিণ্ডতৈল। তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা ও অনন্তমূল মিলিত /১ সের। কল্ক পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্তবেদনা নষ্ট হয়।

দশমূলশৃতং ক্ষীরং সদ্যঃ শূলনিবারণম্।
পরিষেকোঽনিলপ্রায়ে তদ্বৎ কোষ্ণেন সর্পিষা॥
স্নেহৈর্ম্মধুরসিদ্ধৈর্ব্বা চতুর্ভিঃ পরিষেচয়েৎ।
স্তম্ভাক্ষেপকশূলার্ত্তে কোষ্ণৈর্দাহে তু শীতলৈঃ॥
তদ্বদ্গব্যাবিকচ্ছাগৈঃ ক্ষীরৈস্তৈলবিমিশ্রিতৈঃ।
নিঃকাথৈর্জীবনীয়ানাং পঞ্চমূলস্য বা ভিষক্॥
দ্রাক্ষেক্ষুরসমদ্যানি দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকম্।
সেকার্থং তণ্ডুলক্ষৌদ্রশর্করাম্বু চ শস্যতে॥

দশমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ (দশমূল ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হইবে,) দ্বারা অথবা ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিলে বাতপ্রধান বাতরক্তের শূলবদ্ বেদনা সদ্যো নষ্ট হয়।

মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ (ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা) পাক করিবে। এই স্নেহ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পরিষেক করিলে বাতরক্তের স্তব্ধতা আক্ষেপ ও শূলবেদনা নষ্ট হয়। বাতরক্তে দাহ থাকিলে এই চতুঃস্নেহ শীতল হইলে তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে।

গাভীদুগ্ধ ছাগীদুগ্ধ অথবা মেষীদুগ্ধে তৈল মিশাইয়া তদ্দ্বারা কিংবা জীবনীয়গণের বা পঞ্চমূলের কাথ দ্বারা বাতরক্ত পূর্ব্ববৎ পরিষিক্ত করিবে।

দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, মদ্য, দধির মাত্, অম্লকাঁজি, তণ্ডুলজল, মধুমিশ্রিত জল ও চিনি মিশ্রিত জল ইহাদের দ্বারা বাতপ্রধান বাতরক্তে পরিষেক প্রশস্ত।

কুমুদোৎপলপদ্মাদ্যৈর্ম্মণিহারৈঃ সচন্দনৈঃ।
শীততোয়ানুগৈর্দাহে প্রোক্ষণং স্পর্শনং হিতম্॥

চন্দ্রপাদাম্বুসংসিক্তে ক্ষৌমপদ্মদলচ্ছদে।
শয়নে পুলিনস্পর্শে শীতমারুতবীজিতে ॥
চন্দনার্দ্রস্তনকরাঃ প্রিয়া নার্য্যঃ প্রিয়ংবদাঃ।
স্পর্শশীতাঃ সুখস্পর্শা ঘ্নন্তি দাহং রুজং ক্লমম্ ॥

শীতল জলসিক্ত কুমুদ উৎপল ও পদ্মাদির স্পর্শ, চন্দনচর্চ্চিত মণিহার ধারণ এবং চন্দনাক্ত শীতল জল দ্বারা প্রোক্ষণ বাতরক্ত জনিত দাহে হিতকর।

চন্দ্রিকাবিধৌত, অম্বুকণসংসিক্ত, শীতল বাতবীজিত পুলিন দেশ, ক্ষৌমবস্ত্র ও পদ্মদল-সংস্কৃত শয়ন, এবং চন্দনচর্চ্চিতস্তনকরা, সুখস্পর্শা স্পর্শশীতলা, প্রিয়ভাষিণী, প্রিয়া রমণী বাতরক্তজ দাহ বেদনা ও ক্লম নাশ করিয়া থাকে।

সরাগে সরুজে দাহে রক্তং বিস্রাব্য লেপয়েৎ।
মধুকাশ্বত্থত্বঙ্মাংসীবীরোড়ুম্বরশাদ্বলৈঃ ॥
জলজৈর্যবচূর্ণৈর্বা সযষ্ট্যাহ্বপয়োঘৃতৈঃ।
সর্পিষা জীবনীয়ৈর্বা পিষ্টৈর্লেপোঽর্ত্তিদাহনুৎ ॥

বাতরক্তে রাগ (রক্তবর্ণতা), বেদনা ও দাহ থাকিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে; এবং নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা তাহাতে প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু অশ্বত্থছাল জটামাংসী, কাকোলী, যজ্ঞডুমুর ও নূতন ঘাস; অথবা যষ্টিমধু ঘৃত ও দুগ্ধসহ পদ্মপ্রভৃতি জলজ দ্রব্য কিংবা যবচূর্ণ, অথবা জীবনীয়গণ ঘৃতের সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহাতে দাহ ও বেদনা নষ্ট হয়।

এলাঃ পিয়ালং মধুকং বিসং মূলঞ্চ বেতসাম্।
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা প্রদেহো দাহরাগনুৎ ॥

এলাইচ, পিয়াল, যষ্টিমধু, মৃণাল, বেতের মূল, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বাতরক্তের দাহ ও রাগ নষ্ট হয়।

প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাদার্ব্বীমধুকচন্দনৈঃ।
সিতোপলৈরকাসক্তুমসূরোশীরপদ্মকৈঃ ॥
লেপো রুগ্দাহবীসর্পরাগশোফনিবর্হণঃ।
পিত্তরক্তোত্তরে হ্যেতে লেপা বাতোত্তরে শৃণু ॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, চিনি, হোগলামূল, যবের ছাতু, মসূর ডাইল, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে বেদনা দাহ বীসর্প লৌহিত্য ও শোথ নিবারিত হয়। পিত্তোত্তর ও রক্তোল্বণ বাতরক্তে প্রলেপ কথিত হইল। অতঃপর বাতপ্রধান বাতরক্তের প্রলেপ বলিতেছি শুন।

বাতঘ্নৈঃ সাধিতাঃ স্নিগ্ধাঃ সক্ষীরমুদ্গপায়সৈঃ।
তিলসর্ষপপিণ্ডৈর্বাপ্যুপনাহা রুজাপহাঃ ॥

ঔদকপ্রসহানূপবেশবারাঃ সুসংস্কৃতাঃ।
জীবনীয়ৌষধস্নেহযুক্তাঃ স্যুরুপনাহনে ॥
স্তম্ভতোদরুগায়াসশোথাঙ্গগ্রহনাশনাঃ।
জীবনীয়ৌষধৈঃ সিদ্ধা সপয়স্কা বসাপি বা ॥
ঘৃতং সহচরান্মূলং জীবন্তী চ্ছাগলং পয়ঃ।
লেপাঃ পিষ্টাস্তিলাস্তদ্বদ্ ভৃষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ ॥
ক্ষীরপিষ্টমুমালেপমেরণ্ডস্য ফলানি চ।
কুর্য্যাচ্ছূলনিবৃত্ত্যর্থং শতাহ্বাং বানিলেঽধিকে ॥

বাতঘ্ন দ্রব্য সাধিত (ভদ্রদার্ব্বাদিগণ দ্বারা সাধিত) স্নিগ্ধ উপনাহ, দুগ্ধসংযুক্ত মুদ্গ ও পায়সের উপনাহ, অথবা তিল ও সর্ষপপিণ্ডের উপনাহ বাতরক্তের বেদনা নাশক।

জলজ, প্রসহ ও আনূপ জন্তুর মাংসে বেশবার প্রস্তুত করিবে। সেই বেশবারে জীবনীয়গণোক্ত ঔষধ ও ঘৃতাদি স্নেহ মিশাইয়া তদ্দারা উপনাহ (পুল্‌টিশ) দিবে। ইহাতে স্তব্ধতা, তোদ, বেদনা, আয়াস, শোথ ও অঙ্গগ্রহ নিবারিত হয়। অথবা জীবনীয়গণ ও দুগ্ধের সহিত বসা পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে।

ঘৃত, ঝাঁটীর মূল, জীবন্তী ও ছাগদুগ্ধ একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা কৃষ্ণতিল ভাজিয়া দুগ্ধে ফেলিবে। পরে তিল ঐ দুগ্ধসহ বাটিয়া তদ্দারা বাতরক্তে প্রলেপ দিবে। মসিনা, এরণ্ডবীজ অথবা শুল্‌ফা, দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতপ্রধান বাতরক্তের শূল বেদনা নিবৃত্ত হয়।

সমূলাগ্রচ্ছদৈরণ্ডকাথে দ্বিপ্রস্থিকং পৃথক্।
ঘৃতং তৈলং বসা মজ্জা চানূপমৃগপক্ষিণাম্ ॥
কল্কার্থে জীবনীয়ানি গব্যং ক্ষীরমথাজকম্।
হরিদ্রোৎপলকুষ্টৈলাশতাহ্বাবরুণচ্ছদান্ ॥
বিল্বমাত্রান্ পৃথক্ পুষ্পং কাকুভঞ্চাপি সাধয়েৎ।
মধূচ্ছিষ্টপলান্যষ্টৌ দত্ত্বা শীতেঽবতারিতে ॥
শূলেনৈবাঽর্দ্দিতাঙ্গানাং লেপঃ সন্ধিগতেঽনিলে।
বাতরক্তে ক্ষতে ভগ্নে খঞ্জে কুষ্ঠে চ শস্যতে ॥

ঘৃত বা তৈল কিংবা আনূপ মৃগপক্ষীর বসা বা মজ্জা /৮ সের। গব্য দুগ্ধ /৮ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের, মূল শাখা ও পত্রসমন্বিত এরণ্ডের কাথ ৩২ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণ (দশটী দ্রব্য), হরিদ্রা, উৎপল, কুড়, এলাচ, শুল্‌ফা, বরুণ-পত্র ও অর্জ্জুনফুল প্রত্যেক ৮ তোলা। যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে একসের মোম ইহার সহিত মিশাইবে। এই স্নেহ লেপন করিলে অঙ্গের শূল বেদনা, সন্ধিগত বাত, ক্ষত বাতরক্ত, ভগ্ন, খঞ্জতা ও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

শোফগৌ বকণ্ড্বাৈদ্ব্যর্থ্যক্তে ত্বস্মিন্ কফোত্তরে।
মূত্রক্ষারসুরাপক্কঘৃতমভ্যঞ্জনে হিতম্ ॥
পদ্মকং ত্বক্ সমধুকং শারিবা চেতি তৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং সমধুশুক্তং স্যাৎ সেকাভ্যঙ্গঃ কফোত্তরে ॥
ক্ষীরং তৈলং গবাং মূত্রং ঘৃতঞ্চ কটুকৈঃ শৃতম্।
পরিষেকে প্রশংসন্তি বাতরক্তে কফোত্তরে ॥

গোমূত্র ক্ষার ও সুরার সহিত পক্ক ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে কফোত্তর বাতরক্তের শোথ, গুরুতা ও কণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়।

পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল, ইহাদের কল্ক ও মধুশুক্ত সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত দ্বারা পরিষেক ও অভ্যঙ্গ করিলে কফোত্তর বাতরক্ত নষ্ট হয়। ত্রিকটুর সহিত দুগ্ধ তৈল গোমূত্র ও ঘৃত পৃথক্ পাক করিবে। কফোত্তর বাতরক্তে ইহাদের পরিষেক প্রশস্ত।

লেপঃ সর্ষপনিম্বার্কহিংস্রাক্ষীরতিলৈর্হিতঃ।
শ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধঃ কপিত্থত্বগ্ঘৃতক্ষীরৈঃ সশক্তুভিঃ ॥

সর্ষপ, নিমছাল, আকন্দছাল, কেলেকড়া ও কৃষ্ণতিল দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা কয়েতবেলের ছাল ও যবের ছাতু দুগ্ধে পেষণ করিয়া ও তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া তদ্দ্বারা কফোত্তর বাতরক্তে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধফল।

তগরং ত্বক্ শতাহ্বৈলা কুষ্ঠং মুস্তং হরেণুকা।
দারু ব্যাঘ্রনখঞ্চাম্লপিষ্টং বাতকফার্ত্তিনুৎ ॥
মধুশিগ্রোর্হিতং তদ্বদ্বীজং ধান্যাম্লপেষিতম্।
মুহূর্ত্তং লিপ্তমম্লৈশ্চ সিঞ্চেদ্বাতকফোত্তরে ॥

তগরপাদুকা, দারুচিনি, শুলফা, এলাইচ, কুড়, মুতা, রেণুকা, দেবদারু ও ব্যাঘ্রনখ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতকফজ বেদনা নষ্ট হয়। বাতকফপ্রধান বাতরক্তে রক্তসজিনার বীজ ধান্যাম্লে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ দেওয়ার মুহূর্ত্তকাল পরে কাঁজি দ্বারা তাহা পরিষিক্ত করিবে।

ত্রিফলাব্যোষপত্রৈলাত্বক্ক্ষীরীচিত্রকং বচাম্।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং লোমশাং বৃষকত্বচম্ ॥
ঋদ্ধিং লাঙ্গলিকাং চব্যং সমভাগানি পেষয়েৎ।
কল্কৈর্লিপ্তায়সীং পাত্রীং মধ্যাহ্নে ভক্ষয়েৎ ততঃ ॥
বর্জ্জয়েদ্দধিশুক্তানি ক্ষারং বৈরোধিকানি চ।
বাতাস্রে সর্ব্বদোষেঽপি হিতং শূলার্দ্দিতে পরম্ ॥

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, বংশলোচন, চিতা, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, জটামাংসী, বাসকছাল, ঋদ্ধি, ঈশলাঙ্গলা, ও চৈ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দিয়া

বাটিবে। পরে এই কল্ক দ্বারা প্রাতঃকালে একটী লৌহপাত্র প্রলিপ্ত করিবে, মধ্যাহ্ন কালে উক্ত প্রলেপ তুলিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে দধি শুক্ত ক্ষার ও বিরুদ্ধ আহার বর্জ্জনীয়। এই ঔষধ সর্ব্বদোষান্বিত শূলযুক্ত বাতরক্তে পরম হিতকর।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ শূলনুদ্বাতরক্তে বাতকফোত্তরে॥

বাতকফোল্বণ বাতরক্তে ঝুল, বচ, কুড, শুলফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের প্রলেপ দিলে শূলবেদনা নষ্ট হয়।

বুদ্ধা স্থানবিশেষাংশ্চ দোষাণাঞ্চ বলাবলম্।
চিকিৎসিতমিদং কুর্য্যাদূহাপোহবিকল্পবিৎ॥

উহাপোহ (তর্কবিতর্ক) বিকল্পজ্ঞ চিকিৎসক দোষের স্থান বিশেষ ও বলাবল বুঝিয়া এই চিকিৎসা করিবেন।

কুপিতে মার্গসংরোধান্মেদসো বা কফস্য বা।
অতিবৃদ্ধেঽনিলেনাদৌ শস্তং স্নেহনবৃংহণম্॥
ব্যায়ামশোধনারিষ্টমূত্রপানৈর্বিরেচনৈঃ।
তক্রাভয়াপ্রয়োগৈশ্চ ক্ষপয়েৎ কফমেদসী॥

মেদ বা কফের মার্গরোধ হেতু বায়ু কুপিত এবং বাতরক্ত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে প্রথমে স্নেহন ক্রিয়া বা বৃংহণ ক্রিয়া প্রশস্ত নহে, এরূপ স্থলে ব্যায়াম, শোধন, অরিষ্ট পান, গোমূত্র পান, বিরেচন, তক্রপ্রয়োগ ও হরীতকী প্রয়োগ দ্বারা সেই কফ ও মেদকে নষ্ট করিবে।

বোধিবৃক্ষকষায়ন্তু প্রপিবেন্মধুনা সহ।
বাতরক্তং জয়ত্যাশু ত্রিদোষমপি দারুণম্॥
পুরাণযবগোধূমসীধ্বরিষ্টসুরাসবৈঃ।
শিলাজতুপ্রয়োগৈশ্চ গুগ্‌গুলোর্মাক্ষিকস্য চ॥
পশ্চাদ্বাতে ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্‌ বাতরক্তপ্রসাদনীম্‌।
গম্ভীররক্তমাক্রান্তং স্যাচ্চেদ্বা তদ্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অশ্বত্থছালের কাথ মধুর সহিত পান করিবে। ইহাতে ত্রিদোষ জনিত অতি দারুণ বাতরক্তও নিবারিত হয়।

পুরাতন যব, গোধুম, সীধু, অরিষ্ট, সুরা ও আসব এবং শিলাজতু গুগ্‌গুলু বা মাক্ষিক প্রয়োগ করিয়া কফ ও মেদের নাশ করিবে। পশ্চাৎ বাতে বাতরক্তপ্রসাদনী চিকিৎসা করিবে। বাতরক্ত যদি গম্ভীররক্তকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তাধিকে স্থানাৎ পাকমাশু নিযচ্ছতি।
ভিন্নং স্রবতি বা রক্তং বিদগ্ধং পূযমেব চ॥

তয়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা ব্যধশোধনরোপণৈঃ।
কুর্য্যাদুপদ্রবাণাঞ্চ ক্রিয়াং স্বাং স্বাঞ্চিকিৎসয়া॥

রক্তপিত্তাধিক বাতরক্ত আমাবস্থাতেই পাকিয়া উঠে। এবং তাহা ফাটিয়া রক্তস্রাব অথবা বিদগ্ধ পক হইয়া পূয স্রাব করিয়া থাকে। এই উভয়বিধ বাতরক্তে ব্যধ শোধন ও রোপণাদি ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এবং উপদ্রব সকলের স্ব স্ব চিকিৎসা করণীয়।

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতুঃ স্থানানি মূলঞ্চ যস্মাৎ প্রায়েণ সন্ধিষু।
কুপ্যতি প্রাক্ চ তদ্রূপং দ্বিবিধস্য চ লক্ষণম্॥
পৃথগ্ ভিন্নস্য লিঙ্গঞ্চ দোষাধিক্যমুপদ্রবাঃ।
সাধ্যং যাপ্যমসাধ্যঞ্চ ক্রিয়া সাধ্যস্য চাখিলা॥
বাতরক্তস্য নির্দ্দিষ্টা সমাসব্যাসতস্তথা।
মহর্ষিণাগ্নিবেশায় তথৈবাবস্থিকী ক্রিয়া॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
বাতরক্তচিকিৎসিতং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

বাতরক্তের হেতু, স্থান, মূলস্থান, প্রায়ই সন্ধিস্থানে প্রকোপের কারণ, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ দ্বিবিধ বাতরক্তের লক্ষণ, পৃথক্ লক্ষণ, সংসৃষ্ট লক্ষণ, দোষাধিক্য, উপদ্রব, সাধ্যত্ব, যাপ্যত্ব, অসাধ্যত্ব, সাধ্যবাতরক্তের সংক্ষেপে ও বিস্তরে সমস্ত চিকিৎসা, এবং আবস্থিকী ক্রিয়া এই সকল বিষয় বাতরক্ত চিকিৎসাধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়াছেন।

ইতি একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অনন্তর আমরা যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিতাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

তীর্থদিব্যৌষধিমতশ্চিত্রধাতুশিলাবতঃ।
পুণ্যে হিমবতঃ পার্শ্বে সুরসিদ্ধর্ষিসেবিতে॥
বিহরন্তং তপোযোগাৎ তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শিনম্।
কৃষ্ণাত্রেয়ং জিতাত্মানমগ্নিবেশোঽনুপৃষ্টবান্॥

ভগবন্ যদপত্যানাং মূলং নার্য্যঃ পরং নৃণাম্।
তদ্বিঘাতো গদৈশ্চাসাং ক্রিয়তে যোনিমাশ্রিতৈঃ ॥
তাসাং তেষাং সমুৎপত্তিমুৎপন্নানাঞ্চ লক্ষণম্।
সৌষধং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রজানুগ্রহকাম্যয়া ॥
ইতি শিষ্যেণ পৃষ্টস্তু প্রোবাচর্ষিবরোঽত্রিজঃ ॥

তীর্থ ও দিব্য ওষধি সম্পন্ন, বিচিত্র ধাতু ও শিলা সমন্বিত হিমালয় পর্ব্বতের দেব-ঋষি-সিদ্ধগণসেবিত পবিত্র পাদদেশে বিহারকারী এবং তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শী জিতাত্মা কৃষ্ণাত্রেয়কে অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! নারীগণ মানবদিগের অপত্যের মূল কারণ; কিন্তু তাহাদের যোনি-সমাশ্রিত রোগের দ্বারায় সেই অপত্যের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। আমি প্রজানুগ্রহকামনায় স্ত্রীলোকগণের সেই সমস্ত রোগের উৎপত্তি, উৎপন্নরোগের লক্ষণ ও ঔষধ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঋষিবর অত্রিনন্দন শিষ্য পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে।
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্ ॥

পূর্ব্বে রোগসংগ্রহাধ্যায়ে (সূত্রস্থানোক্ত অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে) বিংশতি প্রকার যোনি-ব্যাপদ কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত রোগ স্ত্রীলোকদিগের মিথ্যা আহারবিহার, দূষিত আর্ত্তব, (ঋতু শোণিত) এবং বীজদোষ হেতু ও প্রাক্তন কর্ম্মফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি সেই সকল রোগ পৃথক ভাবে বর্ণনা করিতেছি।

বাতলাহারচেষ্টায়া বাতলায়াঃ সমীরণঃ।
বিবৃদ্ধো যোনিমাশ্রিত্য যোনেস্তোদং সবেদনম্ ॥
স্তম্ভং পিপীলিকাসৃপ্তিমিব কর্কশতাং তথা।
করোতি সুপ্তিমায়াসং বাতজাংশ্চাপরান্ গদান্ ॥
সা স্যাৎ সশব্দরুক্ফেনতনুরুক্ষার্ত্তবানিলাৎ ॥

বাত প্রকৃতি নারী বাতবর্দ্ধক আহার বিহার করিলে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া ও যোনিকে আশ্রয় করে এবং তাহাতে তোদ, বেদনা, স্তব্ধতা, পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ প্রতীতি, যোনির কর্কশতা, সুপ্তি (স্পর্শ শক্তি হীনতা), শ্রান্তি ও বাতজ অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে। বাতাধিক্য হেতু এই নারীর ঋতু-শোণিত ফেনযুক্ত পাত্‌লা ও রুক্ষ হয় এবং নির্গমনকালে শব্দ ও বেদনা হইয়া থাকে।

ব্যাপৎ কট্বম্ললবণক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তজা ভবেৎ।
দাহপাকজ্বরোষ্ণার্ত্তা নীলপীতসিতার্ত্তবা ॥
ভৃশোষ্ণকুণপস্রাবা যোনিঃ স্যাৎ পিত্তদূষিতা ॥

কটু অম্ল ও লবণরসান্বিত এবং ক্ষারাদিবহুল দ্রব্য সেবন করিলে পিত্তজ যোনিব্যাপদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে যোনিতে দাহ, পাক ও উষ্ণতা হয়; রোগিণীর জ্বর হয়; ঋতুশোণিত নীল, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। এবং এই পিত্ত দূষিত যোনি হইতে অত্যন্ত উষ্ণ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

কফোঽভিষ্যন্দিভির্বৃদ্ধো যোনিঞ্চেদ্ দূষয়েৎ স্ত্রিয়াঃ।
সশীতাং পিচ্ছিলাং কুর্য্যাৎ কণ্ডূগ্রস্তামবেদনাম্
পাণ্ডুবর্ণাং তথা পাণ্ডুপিচ্ছিলার্ত্তববাহিনীম্ ॥

অভিষ্যন্দি দ্রব্য সেবন করিলে কফ বর্দ্ধিত হইয়া যদি স্ত্রীলোকের যোনিকে দূষিত করে, তাহা হইলে সেই যোনি শীতল, পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত, অল্প বেদনান্বিত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং এই যোনি হইতে পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল ঋতু স্রাব হইয়া থাকে।

সমাশ্রিত্য রসান্ সর্ব্বান্ দূষয়িত্বা ত্রয়ো মলাঃ।
যোনিগর্ভাশয়স্থাঃ স্বৈর্যোনিং যুঞ্জন্তি লক্ষণৈঃ ॥
সা ভবেদ্দাহশূলার্ত্তা শ্বেতপিচ্ছিলবাহিনী ॥

প্রকুপিত বাতাদি দোষত্রয় যোনি ও গর্ভাশয়ে উপস্থিত হইয়া সমস্ত রসকে দূষিত করে; এবং যোনিতে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহাতে যোনি দাহ ও শূল বেদনান্বিত এবং শ্বেতবর্ণ পিচ্ছিল স্রাবযুক্ত হয়।

রক্তপিত্তকরৈর্নার্য্যা রক্তং পিত্তেন দূষিতম্।
অতিপ্রবর্ত্ততে যোন্যাং লব্ধে গর্ভেঽপি সাসৃজা ॥
যোনিগর্ভাশয়স্থং চেৎ পিত্তং সংদূষয়েদসৃক্।
সারজস্কা মতা কার্শ্যবৈবর্ণ্যজননী ভৃশম্ ॥

রক্তপিত্তজনক দ্রব্য সেবনাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের রক্ত পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইয়া অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। গর্ভ উৎপন্ন হইলেও যোনি হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে; এইরূপ যোনিকে সাসৃজাযোনি কহে। আর দুষ্টপিত্ত যোনি ও গর্ভাশয়গত হইয়া যদি রক্তকে সংদূষিত করে, তাহা হইলে সেই যোনি অরজস্কা হয় অর্থাৎ ইহাদের রজঃস্রাব হয় না। রোগিণীর শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগিকে অরজস্কা যোনি কহে।

যোন্যামধাবনাৎ কণ্ডুং জাতাঃ কুর্ব্বন্তি জন্তবঃ।
সা স্যাদচরণা কণ্ড্বা তয়াতিনরকাঙ্ক্ষিণী ॥

যোনি ধৌত না করিলে তাহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া যোনিতে কণ্ডূ (চুলকণা) জন্মায়। তজ্জন্য স্ত্রীলোক পুরুষ সংসর্গ কামনা করিয়া থাকে। ইহাকে অচরণা যোনি কহে।

পবনোঽতিব্যবায়েন শোফসুপ্তিরুজঃ স্ত্রিয়াঃ।
করোতি কুপিতো যোনৌ সা চাতিচরণা মতা ॥

অতি ব্যবায় হেতু বায়ু কুপিত হইলে যোনিতে শোথ, সুপ্তি (অসাড়তা) ও বেদনা জন্মায়। ইহাকে অতিচরণা যোনি কহে।

মৈথুনাদতিবালায়াঃ পৃষ্ঠকট্যূরুবংক্ষণম্‌ ।
রুজয়ন্‌ দূষয়েদ্‌ যোনিং বায়ুঃ প্রাক্‌চরণা হি সা ॥

অতি বালিকার মৈথুন হেতু বায়ু কুপিত হইয়া পৃষ্ঠ, কটিদেশ, উরু ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচ-কিতে) বেদনা উৎপাদন পূর্ব্বক যোনিকে দূষিত করে। ইহাকে প্রাক্‌চরণা যোনি কহে।

গর্ভিণ্যাঃ শ্লেষ্মলাভ্যাসাচ্ছর্দ্দিশ্বাসবিনিগ্রহাৎ ।
বায়ুর্ব্বৃদ্ধঃ কফং যোনিমুপনীয় প্রদূষয়েৎ ॥
পাণ্ডুং সতোদমাস্রাবং শ্বেতং স্রবতি বা কফম্‌ ।
কফবাতাময়ব্যাপ্তা সা স্যাদ্‌ যোনিরুপপ্লুতা ॥

গর্ভিণী স্ত্রী নিত্য শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন এবং বমি ও শ্বাসের বেগ ধারণ করিলে তাহার বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া কফকে যোনি মুখে আনয়ন পূর্ব্বক যোনিকে দূষিত করিয়া থাকে। তাহাতে যোনি হইতে পাণ্ডুবর্ণ ও তোদ বিশিষ্ট স্রাব কিংবা শ্বেতবর্ণ কফ নির্গত হয় এবং যোনি বাতশ্লেষ্মজ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাকে উপপ্লুতা যোনি কহে।

পিত্তলায়া নৃসংবাসে ক্ষবথূদ্‌গারধারণাৎ ।
পিত্তসংমূর্চ্ছিতো বায়ুর্যোনিং দূষয়তি স্ত্রিয়াঃ ॥
শূনা স্পর্শাসহা সার্ত্তির্নীলপীতমসৃক্‌ স্রবেৎ ।
শ্রোণিবঙ্‌ক্ষণপৃষ্ঠার্ত্তিজ্বরার্ত্তায়াঃ পরিপ্লুতা ॥

পিত্তপ্রকৃতি নারী মৈথুন সময়ে হাঁচি ও উদ্‌গারের বেগ ধারণ করিলে তাহার বায়ু কুপিত হইয়া পিত্তের সহিত সম্মিলিত হয় এবং যোনিকে দূষিত করিয়া থাকে। ইহাতে যোনিতে শোথ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও বেদনা এবং নীল বা পীতবর্ণ রক্তস্রাব হয়। রোগীণীর শ্রোণি, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) ও পৃষ্ঠে বেদনা এবং জ্বর হইয়া থাকে। এই যোনিকে পরিপ্লুতা যোনি কহে।

বেগোদাবর্ত্তনাদ্‌ যোনিমুদাবর্ত্তয়তেঽনিলঃ ।
সা রুগার্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণোদাবৃত্য বিমুঞ্চতি ॥
আর্ত্তবে সা বিমুক্তে তু তৎক্ষণং লভতে সুখম্‌ ।
রজসো গমনাদূর্দ্ধং জ্ঞেয়োদাবর্ত্তিনী বুধৈঃ ॥

বেগে উদাবর্ত্ত করিলে (বায়ুর উর্দ্ধবেগ প্রদান করিলে) কুপিত বায়ু যোনিকে উদা-বর্ত্তগ্রস্ত করে। ইহাতে যোনি বেদনার্ত্ত হইয়া অতি কষ্টে উদাবর্ত্তযুক্ত রজঃ মোচন করে। রজোনিঃসৃত হইলে রোগিণীর তৎক্ষণাৎ সুখ বোধ হয়। এই রোগে রজঃ উর্দ্ধগামী হয় বলিয়া বুধগণ এই যোনিকে উদাবর্ত্তিনী যোনি বলিয়া থাকেন।

অকালে বাহমানায়া গর্ভেণ পিহিতোঽনিলঃ ।
কর্ণিকাং জনয়েদ্‌ যোনৌ শ্লেষ্মরক্তেন মূর্চ্ছিতঃ ॥
রক্তমার্গাবরোধিন্যা তয়া কর্ণিকয়ান্বিতা ।
সা যোনিঃ সর্ব্বভিষজা নামতঃ কর্ণিনী মতা ॥

গর্ভিণী নারী অসময়ে কুন্থন করিলে তাহার গর্ভকর্তৃক বায়ু আচ্ছাদিত ও শ্লেষ্মরক্তের সহিত সম্মিলিত হইয়া যোনিতে কর্ণিকা (পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়) উৎপাদন করে। এই কর্ণিকা দ্বারা রক্তস্রাবমার্গ রুদ্ধ হয়। তজ্জন্য চিকিৎসকগণ এই যোনিকে কর্ণিনী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যদা গর্ভং জাতং জাতং বিনাশয়েৎ।
দুষ্টশোণিতজং নার্য্যাঃ পুত্রঘ্নী নাম সা মতা॥

রুক্ষাদিকারণে বায়ু কুপিত হইয়া নারীর দুষ্ট রক্তজ গর্ভকে বারংবার নষ্ট করে। এই যোনিকে পুত্রঘ্নী যোনি কহে।

ব্যবায়মতিতৃপ্তায়া ভজন্ত্যাস্ত্বন্নপীড়িতঃ।
বায়ুর্মিথ্যাস্থিতাঙ্গায়া যোনিস্রোতসি সংস্থিতঃ॥
যোনের্মুখং বক্রয়তি সাস্থিমাংসানিলার্ত্তিভিঃ।
ভৃশার্ত্তির্মৈথুনাসক্তা যোনিরন্তর্মুখী মতা॥

অতিরিক্ত ভোজনের পর অযথাভাবে শয়ন করিয়া পুরুষসংসর্গ করিলে বায়ু ভুক্তান্ন দ্বারা পীড়িত হয়। অন্নপীড়িত বায়ু যোনিস্রোতে অবস্থিত হইয়া যোনির মুখকে বক্র করে; এবং যোনির অস্থি ও মাংসে বায়ু জন্য বেদনা সকল উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহাতে যোনি অত্যন্ত বেদনান্বিত ও মৈথুনে অসমর্থ হয়। এই যোনিকে অন্তর্মুখী কহে।

গর্ভস্থায়াঃ স্ত্রিয়া রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যোনিং প্রদূষয়ন্।
মাতৃদোষাদণুদ্বারাং কুর্য্যাৎ সূচীমুখী তু সা॥

মাতৃদোষে অর্থাৎ মাতার অনুচিত আহারাদি দ্বারা প্রকুপিত বায়ু রুক্ষতাহেতু গর্ভস্থ কন্যার যোনিকে দূষিত করিয়া সূক্ষ্মদ্বারবিশিষ্ট করে। এই যোনিকে সূচীমুখী কহে।

ব্যবায়কালে রুন্ধন্ত্যা বেগান্ প্রকুপিতোঽনিলঃ।
কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রসঙ্গার্ত্তিং শোষং যোনিমুখস্য চ॥
ষড়হাৎ সপ্তরাত্রাদ্বা শুক্রং গর্ভাশয়ং গতম্।
সরুজং নীরুজং বাপি যা স্রবেৎ সা তু বামিনী॥

মৈথুন সময়ে মলমূত্রাদির বেগধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া যোনিতে মলমূত্ররোধ জনিত বেদনা উৎপাদন ও যোনিমুখকে শুষ্ক করে। আর যোনি গর্ভাশয়গত শুক্রকে ছয় দিন বা সাত দিন পরে বেদনার সহিত বা বিনা বেদনায় স্রাব করিয়া থাকে। ইহাকে বামিনী যোনি কহে।

বীজদোষাৎ তু গর্ভস্থমারুতোপহতাশয়া।
ঋতুদ্বেষিণ্যস্তনী চ ষণ্ডী স্যাদনুপক্রমা॥

বীজদোষে (গর্ভারম্ভক শুক্রশোণিত দোষে) গর্ভস্থ বায়ু কর্তৃক যে স্ত্রীর গর্ভাশয় নষ্ট হয়, এবং ঋতু হয় না ও স্তন উঠে না, তাহাকে ষণ্ডী কহে। ষণ্ডী অচিকিৎস্য।

বিষমদুঃখশয্যাতিমৈথুনাৎ কুপিতোঽনিলঃ।
গর্ভাশয়স্য যোন্যাশ্চ মুখং বিষ্টম্ভয়েৎ স্ত্রিয়াঃ॥
অসংবৃতমুখী সার্ত্তিঃ সফেনার্ত্তববাহিনী।
মাংসোৎসন্না মহাযোনিঃ পর্ব্ববঙ্‌ক্ষণশূলিনী।

বিষম (উচ্চনীচ) ও দুঃখপ্রদ শয্যায় শয়ন করিয়া মৈথুন করাইলে তাহার বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভাশয় ও যোনির মুখকে বিষ্টব্ধ করে। ইহাতে যোনির মুখ অসম্বৃত (ফাঁক) ও মাংস উন্নত হয় এবং যোনিতে বেদনা হইয়া থাকে। সেই যোনি হইতে ফেনযুক্ত আর্ত্তব স্রাব হয়। রোগিণীর পর্ব্ব ও কুঁচকীতে বেদনা হইয়া থাকে। এই যোনিকে মহাযোনি কহে।

ইত্যেতৈর্লক্ষণৈঃ প্রোক্তা বিংশতির্যোনিজা গদাঃ॥
ন শুক্রং ধারয়ত্যেভির্দোষৈর্যোনিরুপদ্রুতা।
তস্মাদ্গর্ভং ন গৃহ্ণাতি স্ত্রী গচ্ছত্যাময়ান্ বহূন্॥
গুল্মার্শঃপ্রদরাদীংশ্চ বাতাদ্যৈশ্চাতিপীড়নম্॥

বিংশতি প্রকার যোনিজ রোগ বর্ণনা করা হইল। উল্লিখিত দোষে দূষিত যোনি শুক্র ধারণে সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারও হয় না। রোগিণী গুল্ম অর্শঃ ও প্রদরাদি রোগে আক্রান্ত হয় এবং বাতাদি বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকে।

আসাং ষোড়শ যাস্ত্বন্ত্যা আদ্যে দ্বে পিত্তদোষজে।
পরিপ্লুতা বামিনী চ বাতপিত্তাত্মিকে মতে॥
কর্ণিন্যুপপ্লুতে বাতকফাচ্ছেষাস্তু বাতজাঃ।
দেহং বাতাদয়স্তাসাং স্বৈর্লিঙ্গৈঃ পীড়য়ন্তি হি॥

উল্লিখিত বিংশতি প্রকার যোনিরোগের বিষয় যাহা বলা হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত ষোলটীর মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী অর্থাৎ সাস্রজা ও অরজস্কা যোনি পিত্তজ এবং অপর চতুর্দ্দশটী বাতজ। পরিপ্লুতা ও বামিনী যোনি বাতপিত্তাত্মিকা এবং কর্ণিনী ও উপপ্লুতা যোনি বাতশ্লেষ্মজা, বায়ু পিত্ত ও কফ নিজ নিজ লক্ষণ দ্বারা যোনিরোগাক্রান্ত নারীগণের দেহকে পীড়িত করে।

স্নেহনস্বেদবস্ত্যাদি বাতজাস্বনিলাপহম্।
কারয়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং শীতং পিত্তকৃতাসু চ॥
শ্লেষ্মলাসু চ রুক্ষোষ্ণং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
সন্নিপাতে বিমিশ্রস্তু সংসৃষ্টাসু চ কারয়েৎ॥

স্নেহ স্বেদ ও বস্তি প্রয়োগ প্রভৃতি বাতনাশক চিকিৎসা দ্বারা বাতজ যোনিরোগসমূহের; রক্তপিত্তনাশক শীতলক্রিয়া দ্বারা পিত্তজ যোনিরোগসমূহের এবং রুক্ষোষ্ণক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মজ যোনিরোগসমূহের শান্তি করিবে। দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক যোনিরোগসমূহের তত্তদ্দোষানুরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

স্নিগ্ধস্বিন্নাং তথা যোনিং দুঃস্থিতাং স্থাপয়েৎ পুনঃ।
পাণিনা নময়েজ্জিহ্মাং সংবৃতাং বর্দ্ধয়েৎ পুনঃ॥
প্রবেশয়েন্নিঃসৃতাঞ্চ বিবৃতাং পরিবর্ত্তয়েৎ।
যোনিঃ স্থানাপবৃত্তা হি শল্যভূতা স্ত্রিয়া মত:॥
সর্ব্বাং ব্যাপন্নযোনিস্তু কর্ম্মভির্বমনাদিভিঃ।
মৃদুভিঃ পঞ্চভির্নারীং স্নিগ্ধস্বিন্নামুপাচরেৎ॥
সর্ব্বতঃ সুবিশুদ্ধায়াঃ শেষং কর্ম্ম বিধীয়তে।

দুঃস্থিত অর্থাৎ অযথাভাবে স্থিত যোনিতে স্নেহ ও স্বেদ দিয়া তাহাকে যথাভাবে স্থাপিত করিবে। যোনি কুটিল বা বক্র হইলে তাহাকে হস্তদ্বারা সমান করিয়া দিবে। যোনি সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইলে তাহাকে হস্তদ্বারা টানিয়া বর্দ্ধিত করিবে। নিঃসৃত যোনিকে অর্থাৎ যোনি বাহির হইয়া পড়িলে, ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। বিবৃতা যোনিকে যথাভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া সংবৃত করিবে। যোনি স্বস্থান হইতে চ্যুত হইলে স্ত্রীলোকের শল্যস্বরূপ হইয়া থাকে। ব্যাপন্নযোনি সমস্ত স্ত্রীলোককে স্নেহ স্বেদ প্রদানান্তর মৃদু বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিবে। সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধশরীরা (বমন বিরেচনাদি দ্বারা উর্দ্ধাধঃশুদ্ধা) নারীর শেষ চিকিৎসা বলিতেছি।

বাতব্যাধিহরং কর্ম্ম বাতার্ত্তানাং সদা হিতম্।
ঔদকানূপজৈর্মাংসৈঃ ক্ষীরৈঃ সতিলতণ্ডুলৈঃ॥
সবাতঘ্নৌষধৈর্নাড়ীকুম্ভীস্বেদৈরুপাচরেৎ॥
অক্তাং লবণতৈলেন সাশ্মপ্রস্তরসঙ্করৈঃ।
স্বিন্নাং কোষ্ণাম্বুসিক্তাঙ্গীং বাতঘ্নৈর্ভোজয়েদ্রসৈঃ॥

বাতার্ত্ত যোনিরোগগ্রস্ত নারীগণের বাতব্যাধি নাশক চিকিৎসা সর্ব্বদা হিতকর। ঔদক ও আনূপ মাংস দ্বারা; অথবা তিল তণ্ডুল বা বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা, তাহাদের চিকিৎসা করিবে। নাড়ীস্বেদ বা কুম্ভীস্বেদ প্রয়োগ; সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ; প্রস্তরস্বেদ বা সঙ্করস্বেদ দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ ও ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা পরিষেক এবং বাতঘ্ন মাংস রসের সহিত অন্নভোজন বাতঘ্ন যোনিরোগে হিতকর।

বলাদ্রোণদ্বয়কাথে ঘৃততৈলাঢ়কং পচেৎ।
স্থিরাপয়স্যাজীবন্তীবীরর্ষভকজীবকৈঃ॥
শ্রাবণীপিপ্পলীমূলপীলুমাষাখ্যপর্ণিভিঃ।
শর্করাক্ষীরকাকোলীকাকনাসাভিরেব চ॥
পিষ্টৈশ্চতুর্গুণক্ষীরে সিদ্ধং পেয়ং যথাবলম্।
বাতপিত্তকৃতান্ রোগান্ হত্বা গর্ভং দদাতি তৎ॥

বেড়েলার কাথ দুই দ্রোণ (১২৮ সের); দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, ক্ষীরবিদারী, জীবন্তী, কাকোলা, ঋষভক, জীবক, মুণ্ডিরী, পিপুলমূল, পিলু, মাষপর্ণী চিনি,

ক্ষীরকাকোলী ও কাকনাসা (কেও ঠুঁটী) মিলিত ⁄৪ সের সহ ১৬ সের তৈল বা ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃত যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বাতপিত্তজনিত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। ইহা গর্ভপ্রদ।

কাশ্মর্য্যত্রিফলাদ্রাক্ষাকাসমর্দ্দপরূষকৈঃ।
পুনর্নবাদ্বিরজনীকাকনাসাসহাচরৈঃ॥
শতাবর্য্যা গুড়ূচ্যাশ্চ প্রস্থমক্ষসমৈর্ঘৃতাৎ।
সাধিতং যোনিবাতঘ্নং গর্ভদং পরমং পিবেৎ॥

ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ—গাম্ভারীফল, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কালকাসুন্দা, ফলসাফল, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কাকনাসা (কেও ঠুঁটী), ঝিণ্টী, শতমূলী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ২ তোলা; জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত গর্ভপ্রদ ও বাতজ যোনিরোগনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পিপ্পলীঃ কিংশুকাজাজীবৃষকং সৈন্ধবং বচাম্।
যবক্ষারাজমোদে চ শর্করাং চিত্রকং তথা॥
পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য ঘৃতভৃষ্টানি দাপয়েৎ।
যোনিপার্শ্বার্ত্তিহৃদ্রোগগুল্মার্শোবিনিবৃত্তয়ে॥

পিপুল, পলাশ, কৃষ্ণজীরা, বাসক, সৈন্ধব, বচ, যবক্ষার, বনযমানী, শর্করা ও চিতা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রসন্নার (সুরাবিশেষ) সহিত আলোড়িত করিয়া ঘৃতে সন্তলন পূর্ব্বক পান করিলে যোনি বেদনা, পার্শ্ববেদনা, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শঃ রোগ প্রশমিত হয়।

বৃষকং মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মদয়ন্তিকাম্।
পিবেৎ সলবণৈর্মদ্যৈঃ পিপ্পলীকুঞ্চিকে তথা॥

বাসকছাল টাবালেবুর মূল ও মল্লিকা ফুল মদ্যে পেষিত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, এবং পিপুল ও জীরা মদ্যে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে।

রাস্নাশ্বদংষ্ট্রাবৃষকৈঃ পিবেচ্ছূলে পয়ঃ শৃতম্।
গুড়ূচীত্রিফলাদন্তীকাথৈশ্চ পরিষেচয়েৎ॥

রাস্না, গোক্ষুর ও বাসকের সহিত দুগ্ধ পাক বিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পান করিলে এবং ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও দন্তীর কাথ দ্বারা পরিষেক করিলে বেদনার শান্তি হয়।

সৈন্ধবং তগরং কুষ্ঠং বৃহতী দেবদারু চ।
সমাংশৈঃ সাধিতং কল্কৈস্তৈলং ধার্য্যং রুজাপহম্॥

সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, কুড়, বৃহতী ও দেবদারু প্রত্যেকে তুল্য পরিমাণে লইয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈলে সিক্ত পিচু যোনিদেশে ধারণ করিলে যোনির বেদনা উপশমিত হয়।

গুড়ূচীমালতীরাস্নাবলামধুকচিত্রকৈঃ।
নিদিগ্ধিকাদেবদারুযূথিকাভিশ্চ কার্ষিকৈঃ॥
তৈলপ্রস্থং গবাং মূত্রে ক্ষীরে চ দ্বিগুণে পচেৎ।
বাতার্ত্তানাঞ্চ যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ॥

তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—গোমূত্র /৮ সের; দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, মালতীপুষ্প, রাস্না, বেড়েলা, যষ্টিমধু, চিতামূল, কণ্টকারী, দেবদারু ও যাঁইফুল প্রত্যেক ২ তোলা সহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। বাতার্ত্ত যোনিতে এই তৈলের পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও পিচু প্রয়োগ হিতকর।

বাতার্ত্তায়াঃ পিচুং দদ্যাদ্ যোনৌ চ প্রণয়েত্ততঃ।
হিংস্রাকল্কন্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ॥
পঞ্চবল্কস্য পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফাতুরা।
পিত্তলানান্তু যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ॥
শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ।
পিত্তঘ্নৌষধসিদ্ধানি কার্য্যাণি ভিষজা তথা॥

বাতজ যোনি রোগাক্রান্ত নারীগণের যোনিতে ঐ তৈলসিক্ত পিচু প্রয়োগ করিবে। অনন্তর সেই যোনি তৈলাভ্যক্ত করিয়া তাহাতে ঈষদুষ্ণ কণ্টকারীর কল্ক ধারণ করাইবে। পিত্তজ যোনি রোগাক্রান্ত নারীর যোনিতে আম্রাদি পঞ্চ বল্কের কল্ক এবং কফজ যোনি-রোগাক্রান্ত নারীর যোনিতে অনন্তমূলাদির কল্ক প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ যোনিতে পিত্তঘ্ন শীতল পরিষেক অভ্যঙ্গ ও পিচুক্রিয়া করিবে। এবং স্নেহনার্থ পিত্তঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

শতাবরীমূলতুলাশ্চতস্রঃ সংপ্রপীড়য়েৎ।
রসেন ক্ষীরতুল্যেন পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্॥
জীবনীয়ৈঃ শতাবর্য্যা মৃদ্বীকাভিঃ পরূষকৈঃ।
পিষ্টৈঃ পিয়ালৈশ্চাক্ষাংশৈর্দ্বিযষ্টিমধুকৈর্ভিষক্॥
সিদ্ধে শীতে চ মধুনঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
দত্ত্বা দশপলঞ্চাত্র সিতায়াস্তদ্বিমিশ্রিতম্॥
ব্রাহ্মণান্ প্রাশয়েৎ পূর্ব্বং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ।
যোন্যসৃক্শুক্রদোষঘ্নং বৃষ্যং পুংসবনঞ্চ তৎ॥
ক্ষতং ক্ষয়ং রক্তপিত্তং কাসং শ্বাসং হলীমকম্।
কামলাং বাতরক্তঞ্চ বীসর্পং হৃচ্ছিরোগ্রহম্।
[illegible]পস্মারান্ বাতপিত্তাত্মকান্ জয়েৎ॥

ইতি বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত। ঘৃত ১৬ সের। ৫০ সের শতমূলী পেষণ করিয়া তাহার রস ও এই রসের সমান দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—জীবনীয়গণ, শতমূলী, দ্রাক্ষা, কমলা, পিয়াল ফল, জলজ যষ্টিমধু ও স্থলজ যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া তৎসহ মধু /১ সের, পিপুলচূর্ণ /১ সের ও চিনি /১।০ পাঁচ পোয়া মিশাইয়া রাখিবে। এই ঘৃত প্রথমে ব্রাহ্মণকে সেবন করাইবে। পরে যোনিরোগাক্রান্তা স্ত্রীকে খাইতে দিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃত সেবনে যোনিদোষ, রক্তদোষ, শুক্রদোষ, ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বিসর্প, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ এবং বাতপিত্তজনিত উন্মাদ অরতি ও অপস্মার বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত শুক্রবর্দ্ধক ও পুংসবন।

এবমেব ক্ষীরসর্পির্জীবনীয়োপসাধিতম্।
গর্ভদং পিত্তলানাঞ্চ যোনীনাং স্যাদ্ভিষগ্‌জিতম্॥

দুগ্ধোত্থিত ঘৃত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবনীয়গণের কল্কের সহিত পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত গর্ভপ্রদ ও পিত্তল যোনিরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যোন্যাঃ শ্লেষ্মপ্রদুষ্টায়া বর্ত্তিঃ সংশোধনী হিতা।
বারাহে বহুশঃ পিত্তে ভাবিতৈর্লক্তকৈঃ কৃতা॥
ভাবিতং পয়সার্কেণ যবচূর্ণং সসৈন্ধবম্।
বর্ত্তিঃ কৃতা মুহুর্ধার্য্যা ততঃ সেচ্যা সুখাম্বুনা॥
পিপ্পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধনী॥

যোনি শ্লেষ্মদ্বারা দূষিত হইলে সংশোধনার্থ তাহাতে বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। বর্ত্তি যথা—শূকরের পিত্ত দ্বারা আলতার বহুবার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে। যব চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ আকন্দের আঠায় ভাবিত করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি বারংবার যোনিতে ধারণ করিবে। তৎপরে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা যোনি পরিষিক্ত করিবে। পিপুল, মরিচ, মাষকলায়, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া প্রদেশিনী অঙ্গুলির ন্যায় বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি যোনিবিশোধিনী।

উডুম্বরশলাটূনাং দ্রোণমব্‌দ্রোণসংযুতম্।
সপঞ্চবল্কলকমালতীনিম্বপল্লবম্॥
নিশাং স্থাপ্যং জলে তস্মিংস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
লাক্ষাধবপলাশত্বঙ্‌নির্য্যাসৈঃ শাল্মলেন চ॥
পিষ্টৈঃ সিদ্ধস্তু তৎ তৈলং পিচুর্যোনৌ রুজাপহঃ।
সশর্করৈঃ কষায়ৈশ্চ শীতৈঃ কুর্ব্বীত সেচনম্॥
পিচ্ছিলা বিবৃতা কালদুষ্টা যোনিশ্চ দারুণা।
সপ্তাহাৎ সিধ্যতি ক্ষিপ্রমপত্যঞ্চাপি বিন্দতি॥

উডুম্বর শলাটু (যজ্ঞডুমুরের কচি ফল শুষ্ক করিয়া সেই ফল) ৩২ সের, এবং পঞ্চবল্কল, পলতা, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র মিলিত ৩২ সের, ৬৪ সের জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহা মর্দ্দিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। লাক্ষা, ধাওয়া ছালের আঠা, পলাশছালের আঠা ও শিমুলের আঠা এই সকল কল্ক ও পূর্ব্বোক্ত জল সহ যথাবিধি /৪ সের তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা যোনিতে পিচু ধারণ করিলে যোনির বেদনা নিবারিত হয়। পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞডুমুর হইতে নিম্বপত্র পর্য্যন্ত দ্রব্য সমূহের কাথ করিয়া সেই কাথের সহিত চিনি মিশাইবে। শীতল হইলে এই কাথ যোনিতে সেচন করিবে। ইহা দ্বারা এক সপ্তাহে যোনির পিচ্ছিলতা, বিবৃতত্ব, কালদুষ্টত্ব প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব নষ্ট হয় এবং রোগিণী সত্বর গর্ভধারণ করে।

উডুম্বরস্য দুগ্ধেন ষট্কৃত্বো ভাবিতাৎ তিলাৎ।
তৈলং কাথেন তস্যৈব সিদ্ধং ধার্য্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥

যজ্ঞডুমুরের আঠায় কতকগুলি কৃষ্ণতিল ছয়বার ভাবিত করিবে। পরে সেই কৃষ্ণতিল হইতে তৈল বাহির করিয়া তাহা যজ্ঞডুমুরের ছালের (তৈলের চতুর্গুণ) কাথসহ পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা পূর্ব্ববৎ যোনিতে পিচু ধারণ ও যজ্ঞডুমুরের কাথ (চিনি মিশ্রিত) সেচন করিলে পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সমূহ নষ্ট হইয়া থাকে।

ধাতক্যামলকীপত্রস্রোতোজমধুকোৎপলৈঃ।
জম্ব্বাম্রমধ্যকাসীসলোধ্রকট্ফলতিন্দুকৈঃ ॥
সৌরাষ্ট্রিকাদাড়িমত্বগুডুম্বরশলাটুভিঃ।
অক্ষমাত্রৈরজামূত্রে ক্ষীরে চ দ্বিগুণে পচেৎ ॥
তৈলপ্রস্থং পিচুং তস্মাদ্‌যোনৌ চ প্রণয়েৎ ততঃ।
কটীপৃষ্ঠত্রিকাভ্যঙ্গং স্নেহবস্তিঞ্চ দাপয়েৎ ॥
পিচ্ছিলা স্রাবিণী যোনির্বিপ্লুতোপপ্লুতা তথা।
উত্তানা চোন্নতা শূনা সিধ্যেৎ সস্ফোটশূলিনী ॥

ধাইফুল, আমলকীপত্র, স্রোতোঽঞ্জন, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, জামের আঁটির মজ্জা, আমের আঁটির মজ্জা, হীরাকস, লোধ, কায়ফল, গাব, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, দাড়িমফলের ত্বক, ও যজ্ঞডুমুরশলাটু (যজ্ঞডুমুরের কচি ফল শুষ্ক) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল কল্ক, ছাগদুগ্ধ /৮ সের ও ছাগমূত্র /৮ সের সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের পিচু ধারণ করিবে। এই তৈল কটী পৃষ্ঠদেশ ও ত্রিকস্থানে মর্দ্দন করিবে এবং ইহার দ্বারা স্নেহবস্তি দিবে। ইহা ব্যবহারে পিচ্ছিলা, স্রাবিণী, বিপ্লুতা, উপপ্লুতা, উত্তানা, উন্নতা, শোথযুক্তা ও স্ফোটশূলবিশিষ্টা যোনি দোষ মুক্ত হয়।

করীরধবনিম্বার্কবেণুকোশাম্রজাম্ববৈঃ।
জিঙ্গিনীবৃষমূলানাং কাথৈর্ম্মার্দ্বীকশীধুভিঃ ॥

সংযুক্তৈর্ধাবনং মিশ্রৈর্যোন্যাস্রাববিনাশনম্।
কুর্য্যাৎ সতক্রগোমূত্রশুক্তৈর্বা ত্রিফলারসৈঃ ॥
পিপ্পল্যাঃ লোহচূর্ণং বা পথ্যাপ্রয়োগা মধুনা হিতাঃ ॥

করীর (মরুভূমি জাত বৃক্ষ), ধাওয়াছাল, নিমছাল, আকন্দছাল, বাঁশের ছাল, কেওড়া, জামছাল, মঞ্জিষ্ঠা ও বাসক মূল ইহাদের কাথে মার্দ্বীক মদ্য ও সীধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা যোনি ধৌত করিলে অথবা ত্রিফলার কাথে তক্র, গোমূত্র ও শুক্ত মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা যোনি ধৌত করিলে স্রাব নষ্ট হয়। মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ, লৌহচূর্ণ, অথবা হরীতকী চূর্ণ রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা যোনিস্রাবে হিতকর।

শ্লেষ্মলায়াং কটুপ্রায়াঃ সমূত্রা বস্তয়ো হিতাঃ।
পিত্তে সমধুরক্ষীরা বাতে তৈলাম্লসংযুতাঃ ॥
সন্নিপাতসমুত্থায়াঃ কর্ম্ম সাধারণং মতম্।

শ্লেষ্মপ্রধান যোনিতে কটুরসান্বিত দ্রব্যযুক্ত গোমূত্রের বস্তি, পিত্তলা যোনিতে মধুর দ্রব্যযুক্ত দুগ্ধের বস্তি ও বাতপ্রধান যোনিতে অম্লসংযুক্ত তৈল বস্তি প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতজ যোনিরোগে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

রক্তযোন্যামসৃগ্‌বর্ণৈরনুবন্ধং সমীক্ষ্য চ ॥
ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাদোষং রক্তস্থাপনমৌষধম্।
তিলচূর্ণং দধি ঘৃতং ফাণিতং শৌকরী বসা।
ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং পেয়ং বাতাসৃগ্দরনাশনম্ ॥
বরাহস্য রসো মেধ্যঃ সকৌলত্থোঽনিলাধিকে।
শর্করাক্ষৌদ্রযষ্ট্যাহ্বনাগরৈর্বা যুতং দধি ॥
পয়স্যোৎপলশালূকবিসকালীয়কাম্বুদান্।
সপয়ঃশর্করাক্ষৌদ্রানেকশোঽসৃগ্দরে পিবেৎ ॥

রক্তস্রাবযুক্ত যোনিতে রক্তের বর্ণ ও বাতাদি দোষের অনুবন্ধ দেখিয়া দোষানুসারে রক্তস্রাবক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। তিলচূর্ণ দধি ঘৃত মাত্গুড় ও শূকরের বসা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজন্য অসৃগ্দর নষ্ট হয়। বরাহের মাংসরস ও কুলথ যূষ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা অথবা চিনি, মধু, যষ্টিমধু চূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত দধি বাতপ্রধান প্রদরে প্রয়োগ করিবে। প্রদর রোগাক্রান্তা নারীকে ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, শালুক, মৃণাল, কালীয়াকাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য দুগ্ধ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করাইবে।

পাঠাজম্ব্বাম্রয়োর্মধ্যং শিলোদ্ভেদং রসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকীং মোচরসং সমঙ্গাং পদ্মকেশরম্ ॥
বাহ্লীকাতিবিষে বিল্বং মুস্তং লোধ্রং সগৈরিকম্।
কট্‌ফলং মরিচং শুণ্ঠীং মৃদ্বীকাং রক্তচন্দনম্ ॥

কুট্‌ঙ্গবৎসকানন্তাধাতকীমধুকার্জ্জুনম্‌।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা।
অর্শঃসু চাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ।
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্‌॥
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ প্রসহ্য বিনিবর্ত্তয়েৎ।
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্‌॥

ইতি পুষ্যানুগং চূর্ণম্‌।

পুষ্যানুগ চূর্ণ। আকনাদি, জামের আঁটির শস্য, আমের আঁটির শস্য, পাথরকুচি, রসাঞ্জন, আকনাদি, মোচরস, (শিমূলের আঠা), বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, বেলশুঁঠ, মুতা, লোধ, গিরিমাটী, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, সোণা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল, এই সকল দ্রব্য পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ ও অতিসার হইতে নির্গত রক্ত বন্ধ হয়; বালকদিগের দোষজ ও আগন্তুক রোগ, যোনিদোষ, রজোদোষ, শ্বেত নীল পীত শ্যাব বা অরুণবর্ণ রজঃস্রাব সত্বর নিবারিত হয়। ইহাকে পুষ্যানুগ চূর্ণ কহে। এই চূর্ণ আত্রেয় কর্ত্তৃক পূজিত।

তণ্ডুলীয়কমূলন্তু সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
রসাঞ্জনঞ্চ লাক্ষাঞ্চ চ্ছাগেন পয়সা পিবেৎ॥

কাঁটানটের মূল বাটিয়া মধু ও চেলুনী জলের সহিত অথবা রসাঞ্জন কিংবা লাক্ষা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়।

পত্রকল্কৌ ঘৃতে ভৃষ্টৌ রাজাদনকপিত্থয়োঃ।
পিত্তানিলহরৌ পৈত্তে সর্ব্বথৈবাস্রপিত্তজিৎ॥
মধুকং ত্রিফলাং লোধ্রং মুস্তং সৌরাষ্ট্রিকাং মধু।
মদ্যৈর্নিম্বগুড়ূচ্যৌ বা কফজেঽসৃগ্দরে হিতম্‌॥
বিরেচনং মহাতিক্তং পিত্তজেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
হিতং গর্ভপরিস্রাবে যচ্চোক্তং তচ্চ কারয়েৎ॥

রাজাদন (ক্ষীরিণী) বা কপিত্থের পত্র বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে পিত্তদুষ্টি ও বাতদুষ্টি নষ্ট হয়। পিত্তজ রক্তপ্রদরে রক্তপিত্ত নাশক চিকিৎসা করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, লোধ, মুতা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া মদ্যের সহিত সেবন করিলে অথবা নিমছাল ও গুলঞ্চচূর্ণ মদ্যের সহিত সেবন করিলে কফজ রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। পিত্তজ রক্তপ্রদরে বিরেচক মহাতিক্ত ঘৃত পান করাইবে এবং গর্ভস্রাবে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাও ব্যবহা করিবে।

কাশ্মর্য্যকুটজক্বাথসিদ্ধমুত্তরবস্তিনা।
রক্তযোন্যরজস্কানাং পুত্রঘ্ন্যাশ্চ হিতং ঘৃতম্ ॥

গাম্ভারীফল ও কুড়চিছালের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা রক্তযোনি, অরজস্কাযোনি ও পুত্রঘ্নীযোনিতে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে।

মৃগাজাবিবরাহাসৃগ্দধ্যম্লক্ষৌদ্রসর্পিষা।
অরজস্কা পিবেৎ সিদ্ধং জীবনীয়ৈঃ পয়োঽপি বা ॥

হরিণ, ছাগ, মেষ বা শূকরের রক্ত অম্ল দধি মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কিংবা জীবনীয়গণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে অরজস্কা যোনি প্রকৃতিস্থ হয়।

কর্ণিন্যচরণাশুষ্কযোনিপ্রাক্চরণাসু তু।
কফবাতে চ দাতব্যং তৈলমুত্তরবস্তিনা ॥
গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং ত্রিঃসপ্তভাবিতম্।
মধুনা কিণ্বচূর্ণং বা দদ্যাদচরণাপহম্ ॥
স্রোতসাং শোধনং কণ্ডূক্লেদশোফহরঞ্চ তৎ ॥

কর্ণিনী, অচরণা, শুষ্কা ও প্রাক্চরণা যোনিতে ও বাতশ্লেষ্মদূষিত যোনিতে তৈলের উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। গোপিত্ত বা মৎস্যপিত্ত দ্বারা এক খণ্ড ক্ষৌমবস্ত্রে একুশবার ভাবনা দিবে। এই বস্ত্রখণ্ড যোনিতে নিহিত করিলে অথবা মদ্যের কিণ্ব চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে অচরণা যোনির দোষ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা যোনিমার্গের বিশুদ্ধি এবং কণ্ডু ক্লেদ ও শোথ নষ্ট হয়।

বাতঘ্নৈঃ শতপাকৈস্তু তৈলৈঃ প্রাগতিচারিণী।
আস্থাপ্যা চানুবাস্যা চ স্বেদ্যা চানিলসূদনৈঃ।
স্নেহদ্রব্যৈস্তথাহারৈরুপনাহৈশ্চ যুক্তিতঃ ॥
শতাহ্বাযবগোধূমকিণ্বকুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গুভিঃ।
বলাখুপর্ণিকাস্নেহৈঃ সংযাবা ধারণে মতাঃ ॥

বাতঘ্ন তৈলের বা শতপাক তৈলের আস্থাপন ও অনুবাসন অতিচরণা যোনিতে প্রয়োগ করিবে। পরে বাতঘ্ন স্নেহদ্রব্যের স্বেদ ও যুক্তিপূর্ব্বক উপনাহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতঘ্ন আহার ব্যবস্থেয়। শুল্ফা, যব, গোধূম, কিণ্ব, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বেড়েলা ও ইন্দুরকাণি ইহাদের কল্ক স্নেহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা এক খণ্ড অলক্তক প্রলিপ্ত করিবে; সেই অলক্ত যোনিতে ধারণ করিবে।

বামিন্যুপপ্লুতানাঞ্চ স্নেহস্বেদাদিকঃ ক্রমঃ।
কার্য্যস্ততঃ স্নেহপিচুস্ততঃ সন্তর্পণং ভবেৎ ॥

বামিনী ও উপপ্লুতা যোনিতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া, স্নেহযুক্ত পিচু ধারণ ও সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে।

শল্লকীজিঙ্গিনীজম্বু-ধবত্বক্‌পঞ্চবল্কলৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহপিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ ॥

শল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, জামের ছাল, ধাওরা ছাল ও পঞ্চবল্কল ইহাদের কাথে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলসিক্ত পিচু বিপ্লুতা যোনিতে প্রয়োগ করিবে।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্ধিতম্ ॥

কুড়, পিপুল, আকন্দের ডগী ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি কর্ণিনী যোনিতে প্রযোজ্য। ইহাতে শ্লেষ্মঘ্ন সমস্ত চিকিৎসাই হিতকর।

ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদো গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ।
দশমূলপয়োবস্তিশ্চোদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু ॥
ত্রৈবৃতেনানুবাস্যৈব বস্তিশ্চোত্তরসংজ্ঞিতঃ।
এতদেব মহাযোন্যাং অস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে ॥

তেউড়ী প্রয়োগ, স্নেহনক্রিয়া, স্বেদক্রিয়া, গ্রাম্য আনূপ ও জলজ মাংসরস সেবন, দশমূলসিদ্ধ দুগ্ধপান ও বস্তি এই সমস্ত, উদাবর্ত্ত যোনিতে বাতজন্য বেদনা থাকিলে প্রয়োগ করিবে। উদাবর্ত্ত যোনিতে ত্রৈবৃত স্নেহের অনুবাসন ও উত্তরবস্তি প্রশস্ত। মহাযোনি ও অস্তাযোনিতে এই চিকিৎসাই বিধান করিবে।

বরাহকুক্কুটবসা ঘৃতঞ্চ মধুরৈঃ শৃতম্।
পূরয়িত্বা মহাযোনিং বধ্নীয়াৎ ক্ষৌমলক্তকৈঃ ॥
প্রস্রস্তাং সর্পিষাভ্যজ্য ক্ষীরস্বিন্নাং প্রবেশ্য চ।
বধ্নীয়াদ্বেশবারস্য পিণ্ডেনামূত্রকালতঃ ॥
যচ্চ বাতবিকারাণাং কর্ম্মোক্তং তচ্চ কারয়েৎ।
সর্ব্বব্যাপৎসু মতিমান্ মহাযোন্যাং বিশেষতঃ ॥
ন হি বাতাদৃতে যোনির্নারীণাং সংপ্রদুষ্যতি।
শময়িত্বা তমন্যস্য কুর্য্যাদ্দোষস্য ভেষজম্ ॥

শূকরের বসা, কুক্কুটের বসা ও ঘৃত একত্র মধুরগণের সহিত পাক করিবে। এই স্নেহ মহাযোনিতে পূরণ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্র ও আলতা দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। প্রস্রস্তাযোনি ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত ও উষ্ণ দুগ্ধ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং বেশবারের পিণ্ড দ্বারা যোনি রুদ্ধ, বদ্ধ করিয়া বস্ত্রাদি বাঁধিয়া রাখিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূত্রবেগ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ এই ভাবেই বাঁধা থাকিবে। বাতরোগে যে সমস্ত চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সর্ব্বপ্রকার যোনিব্যাপদে বিশেষতঃ মহাযোনিতে সেই চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবেন। বায়ু ব্যতিরেকে নারীদের যোনি দুষ্ট হয় না; অতএব প্রথমে বায়ুর শান্তি করিয়া পরে অন্য দোষের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রোহিতকা-মূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
জলেনামলকীবীজকল্কং বা সসিতামধুম্॥
মধুনামলকং চূর্ণং রসং বা লেহয়েচ্চ তাম্।
ন্যগ্রোধত্বক্‌কষায়েণ লোধ্রকল্কং তথা পিবেৎ॥
আস্রাবে ক্ষৌমপট্টং বা ভাবিতং তেন ধারয়েৎ।
শ্লক্ষ্ণত্বক্‌চূর্ণপিণ্ডং বা ধারয়েন্মধুনা কৃতম্॥
যোন্যা স্নেহাক্তয়া লোধ্রপ্রিয়ঙ্গুমধুকস্য চ।
ধার্য্যা মধুযুতা বর্ত্তিঃ কষায়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
স্রাবচ্ছেদার্থমভ্যক্তাং ধূপয়েদ্বা ঘৃতাপ্লুতৈঃ।
সরলাগুগ্‌গুলুযবৈঃ সতৈলকটুমৎস্যকৈঃ॥

রোহিতকের (রোড়ার) মূল বাটিয়া জলের সহিত, অথবা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত, কিংবা আমলকীর চূর্ণ বা রস মধুর সহিত বা লোধছাল বাটিয়া তাহা বটের ছালের কাথের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুবর্ণ অসৃগ্দর নষ্ট হয়। যোনি হইতে স্রাব নির্গত হইলে বটছালের কাথে অথবা লোধের কল্কে ক্ষৌমবস্ত্র ভাবিত করিয়া তাহা যোনিতে ধারণ করিবে। অথবা লোধছালের কিংবা বটছালের কল্ক বা চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে ধারণ করিবে। স্নেহাভ্যক্ত যোনিতে লোধ প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর চূর্ণকৃত বর্ত্তি মধুসহ প্রয়োগ করিলে স্রাব নষ্ট হয়। যোনিস্রাবে কষায়রস দ্রব্যের বর্ত্তি প্রয়োগ ও পরিষেকাদি সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবে। সরলকাষ্ঠ, গুগ্‌গুলু, যব, তৈল ও কটু মৎস্য (পুঁটি প্রভৃতি) একত্র পেষণ করিয়া তাহা ঘৃতপ্লুত করিবে। ইহা দ্বারা স্নেহাভ্যক্ত যোনিতে ধূপ প্রদান করিলে স্রাব নিবারিত হইবে।

কাসীসং ত্রিফলাকাঙ্ক্ষীসমঙ্গাম্রাস্থিধাতকী।
পৈচ্ছিল্যে ক্ষৌদ্রসংযুক্তশ্চূর্ণো বৈশদ্যকারকঃ॥
পলাশসর্জ্জজম্বুত্বক্‌সমঙ্গামোচধাতকী।
সপিচ্ছিলা পরিক্লিন্না স্তম্ভনঃ কল্ক ইষ্যতে॥
স্তব্ধানাং কর্কশানাঞ্চ কার্য্যং মার্দ্দবকারকম্।
ধারয়েদ্বেশবারং বা কৃশরাং পায়সং তথা॥
দুর্গন্ধীনাং কষায়ঃ স্যাৎ তৌবরঃ কল্ক এব চ।
চূর্ণং বা সর্ব্বগন্ধানাং পূতিগন্ধাপকর্ষণম্॥

হীরাকস, ত্রিফলা, অড়হরমূল, বরাহক্রান্তা, আমের আঁটি, ও ধাইফুল ইহাদের চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া পিচ্ছিলা যোনিতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে যোনির পিচ্ছিলতা নষ্ট ও বৈশদ্য সম্পাদিত হয়। পলাশছাল, শালছাল, জামছাল, বরাক্রান্তা, মোচা (অপক্ব কদলী) ও ধাইফুল ইহাদের কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিলে যোনির পৈচ্ছিল্য ও ক্লিন্নতা নষ্ট হয়। ইহা স্তম্ভন। স্তব্ধা ও কর্কশা যোনিতে মার্দ্দব-কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই যোনিতে

বেশবার কৃশরা বা পায়স ধারণ করিলে স্তব্ধতা ও কর্কশতা দূরীভূত হইয়া যোনি কোমল হইয়া থাকে। দুর্গন্ধ যোনিতে কষায় দ্রব্যের অথবা অগুরুর ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ বা কল্ক ধারণ করাইবে। ইহাতে যোনির পূতিগন্ধ নষ্ট হইবে।

এবং যোনিষু শুদ্ধাসু গর্ভং বিন্দন্তি যোষিতঃ।
অদুষ্টে প্রাকৃতে বীজে গর্ভাবক্রমণে সতি॥
পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধস্য পুরুষস্যাপি চেন্দ্রিয়ম্।
পরীক্ষ্য বর্ণৈর্দোষাণাং দুষ্টিঘ্নৈস্তমুপাচরেৎ॥

এই সকল চিকিৎসা দ্বারা যোনি বিশুদ্ধ হইলে, পুরুষের অদুষ্ট ও প্রাকৃত বীজ তাহাতে নিষিক্ত হইলে এবং জীব গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিলে নারীগণ গর্ভধারণ করিয়া থাকে। পুরুষেরও শুক্রদোষ আছে কি না তাহা শুক্রের বর্ণ দেখিয়া নির্ণয় করিবে। এবং দোষ থাকিলে তাহাকে বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া তত্তৎ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক শুক্রদোষের প্রতিকার করিবে।

ভবতি চাত্র।

সলিঙ্গা ব্যাপদো যোনেঃ সনিদানচিকিৎসিতাঃ।
উক্তা বিস্তরতঃ সম্যক্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা॥

যোনিব্যাপদের লক্ষণ, নিদান, চিকিৎসা তত্ত্বদর্শী মুনি আত্রেয় কর্ত্তৃক সবিস্তরে ও সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইল।

পুনরেবাগ্নিবেশস্তু পপ্রচ্ছ ভিষজাং বরম্।
আত্রেয়মুপসঙ্গম্য শুক্রদোষাস্ত্বয়ানঘ॥
রোগাধ্যায়ে সমুদ্দিষ্টা হ্যষ্টৌ পুংসামশেষতঃ।
তেষাং হেতুং ভিষক্শ্রেষ্ঠ দুষ্টাদুষ্টস্য চাকৃতিম্॥
চিকিৎসিতঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন ক্লৈব্যং যচ্চ চতুর্ব্বিধম্।
উপদ্রবেষু যোনীনাং প্রদরো যশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
তেষাং নিদানং লিঙ্গঞ্চ চিকিৎসাঞ্চৈব তত্ত্বতঃ।
সমাসব্যাসভেদেন ব্রূহি নো ভিষজাং বর॥

অগ্নিবেশ ভিষক্শ্রেষ্ঠ আত্রেয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হে অনঘ। আপনি অষ্টোদরীয়াধ্যায়ে পুরুষের আট প্রকার শুক্রদোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাদের হেতু, দুষ্ট ও অদুষ্ট শুক্রের চিকিৎসা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন। এবং সেই অধ্যায়ে যে চারি প্রকার ক্লৈব্য রোগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের ও এই অধ্যায়ে প্রদররোগের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতরূপে উপদেশ প্রদান করুন।

তস্মৈ শুশ্রূষমাণায় প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবঃ ॥
বীজং যস্মাদ্ব্যবায়েষু হর্ষযোনিসমুত্থিতম্।
শুক্রং পৌরুষমিত্যুক্তং তস্মাদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥

মুনিপুঙ্গব আত্রেয় জিজ্ঞাসু অগ্নিবেশকে বলিয়াছিলেন যে, মৈথুনকালে স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা কামোদ্রেক বশতঃ যে শুক্র সমুত্থিত হয়, সেই শুক্রই পুরুষের পুরুষত্ব বলিয়া অভিহিত, অতএব শুক্রের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

যথা বীজমকালাম্বু-কৃমিকীটাগ্নিদূষিতম্।
ন বিরোহতি সন্দুষ্টং তথা শুক্রং শরীরিণাম্ ॥

অকালবর্ষণ, ক্রিমি, কীট ও অগ্নি দ্বারা ধান্যাদির বীজ দূষিত হইলে যেমন তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ নিম্নলিখিত কারণে পুরুষের শুক্রও সন্দূষিত হইলে তাহা হইতে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

অতিব্যবায়াদ্ব্যায়ামাদসাত্ম্যানাঞ্চ সেবনাৎ।
অকালে বাপ্যযোনৌ বা মৈথুনং ন চ গচ্ছতঃ ॥
রুক্ষতিক্তকষায়াতিলবণাম্লোষ্ণসেবনাৎ।
নারীণামরসজ্ঞত্বাৎ স্রবণাজ্জরয়া তথা ॥
চিন্তাশোকাদবিস্রম্ভাচ্ছস্ত্রক্ষারাগ্নিবিভ্রমাৎ।
ভয়াৎ ক্রোধাদতীসারাদ্ ব্যাধিভিঃ কর্ষিতস্য চ ॥
বেগাঘাতাৎ ক্ষয়াচ্চাপি ধাতূনাং সংপ্রদূষণাৎ।
দোষাঃ পৃথক্ সমস্তা বা প্রাপ্য রেতোবহাঃ শিরাঃ ॥
শুক্রং সংদূষয়ন্ত্যাশু তদ্বক্ষ্যামি বিভাগশঃ ॥

কারণ যথা—অতিশয় পরিশ্রম, অতিশয় মৈথুন, অসাত্ম্য সেবন, অসময়ে মৈথুন বা অযোনিতে মৈথুন বা একেবারে মৈথুন ত্যাগ, অরসজ্ঞ নারীতে গমন, অবিস্রম্ভ (প্রকাশ্য স্থানে মৈথুন), রুক্ষ তিক্ত কষায় লবণ অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্যের অতিসেবন, শুক্রস্রাব, জরা, চিন্তা, শোক, লিঙ্গে শস্ত্রক্ষার ও অগ্নির অযথা প্রয়োগ, ভয়, ক্রোধ, অতিসার, রোগসমূহ দ্বারা কর্ষণ, শুক্রাদির বেগধারণ, ধাতুসমূহের ক্ষয় ও অন্যান্য দূষণক্রিয়া দ্বারা বাতাদি দোষ পৃথক পৃথকভাবে বা পরস্পর মিলিতভাবে শুক্রবহ শিরা মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুক্রকে সন্দূষিত করিয়া থাকে। এক্ষণে পৃথকভাবে শুক্রদোষের বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর।

ফেনিলং তনু রুক্ষঞ্চ বিবর্ণং পূতি পিচ্ছিলম্।
অন্যধাতূপসংসৃষ্টমবসাদি তথাষ্টমম্ ॥

ফেনিল, তনু (পাতলা), রুক্ষ, বিবর্ণ, পূতি, পিচ্ছিল, অন্যধাতু সংযুক্ত এবং অবসাদী এই আট প্রকার দূষিত শুক্র।

ফেনিলং তনু রূক্ষঞ্চ কৃচ্ছ্রেণাল্পঞ্চ মারুতাৎ।
ভবত্যুপহতং শুক্রং ন তদ্গর্ভায় কল্পতে ॥

সনীলমথবা পীতমত্যুষ্ণং পূতিগন্ধি চ।
দহল্লিঙ্গং বিনির্যাতি শুক্রং পিত্তেন দূষিতম্ ॥
শ্লেষ্মণা রুদ্ধমার্গন্তু ভবত্যত্যর্থপিচ্ছিলম্ ॥
স্ত্রীণামত্যর্থগমনাদভিঘাতাৎ ক্ষতাদপি।
শুক্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোঃ প্রায়েণ রুধিরান্বয়ম্ ॥
বেগসন্ধারণাচ্ছুক্রং বায়ুনা বিহতে পথি।
কৃচ্ছ্রেণ যাতি গ্রথিতমবসাদি তথাষ্টমম্ ॥
ইতি দোষাঃ সমাখ্যাতাঃ শুক্রস্যাষ্টৌ সলক্ষণাঃ ॥

বাতপ্রধান ব্যক্তির শুক্র—ফেনাযুক্ত, পাত্‌লা ও রুক্ষ হয় এবং অতি কষ্টে অল্প পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে। এই শুক্রের গর্ভোৎপত্তি শক্তি নাই।

পিত্তপ্রধান ব্যক্তির শুক্র—নীল বা পীত বর্ণ, অতি উষ্ণ ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। এই শুক্র নির্গমকালে লিঙ্গে জ্বালানুভব হয়।

শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির শুক্র—শ্লেষ্ম রুদ্ধমার্গ ও পিচ্ছিল হয়। অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অভিঘাত ও ক্ষত এই সকল কারণে রক্তান্বিত শুক্র নিঃসরণ হয়। শুক্রবেগ ধারণহেতু শুক্র গমনপথে বায়ু কর্ত্তৃক বিহত, গ্রথিত ও অবসাদী হইয়া কষ্টে নিঃসৃত হয়। শুক্রের আট প্রকার দোষ কথিত হইল।

স্নিগ্ধং ঘনং পিচ্ছিলঞ্চ মধুরঞ্চাবিদাহি চ।
রেতঃ শুদ্ধং বিজানীয়াচ্ছ্বেতং স্ফটিকসন্নিভম্ ॥

বিশুদ্ধ শুক্রের লক্ষণ যথা—শুক্র স্নিগ্ধ, ঘন, ঈষৎ পিচ্ছিল, মধুররস, অবিদাহী এবং শুভ্রবর্ণ।

বাজীকরণযোগোক্তৈরুপযোগৈঃ সুখৈর্হিতৈঃ।
রক্তপিত্তহরৈর্যোগৈর্যোনিব্যাপদিকৈস্তথা ॥
দুষ্টং যদা ভবেদ্রেতঃ তদা তৎ সমুপাচরেৎ ॥

বাজীকরণোক্ত হিতকর ঔষধ দ্বারা, রক্তপিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং যোনিরোগহর ঔষধ দ্বারা দুষ্ট শুক্রের চিকিৎসা করিবে।

ঘৃতঞ্চ জীবনীয়ং যচ্চ্যবনপ্রাশ এব চ।
গিরিজস্য প্রয়োগশ্চ রেতোদোষান্ ব্যপোহতি ॥
বাতান্বিতে হিতাঃ শুক্রে নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ।
ব্রাহ্ম্যামলকীয়ঞ্চ পৈত্তে শস্তং বিরেচনং।
মাগধ্যমৃতলোহানাং ত্রিফলায়া রসায়নম্।
কফোত্থং শুক্রদোষং হন্যাদ্ভল্লাতকস্য চ ॥

অন্যধাতুপসংসৃষ্টং শুক্রং বীক্ষ্য ভিষক্ ক্রিয়াম্।
যথাদোষং প্রযুঞ্জীত দোষধাতুভিষগ্‌জিতম্॥
সর্পিঃ পয়ো রসাঃ শালির্যবগোধূমষষ্টিকাঃ।
প্রশস্তাঃ শুক্রদোষেষু বস্তিকর্ম্ম বিশেষতঃ॥

জীবনীয় ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ ও শিলাজতু প্রয়োগ দ্বারা শুক্রদোষ নিবারিত হয়। বাত প্রকোপক শুক্রে নিরূহ ও অনুবাসন প্রশস্ত। পিত্তদুষ্ট শুক্রে ব্রাহ্ম্য রসায়ন, আমলকীর রসায়ন ও বিরেচন প্রশস্ত। পিপ্পলীরসায়ন, অমৃতলৌহ, ত্রিফলারসায়ন ও ভল্লাতক রসায়ন প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মদুষ্ট শুক্রের দোষ বিনষ্ট হয়। অন্য ধাতু সংসৃষ্ট শুক্রের যে দোষের দুষ্টি থাকিবে তাহাতে সেই দোষেরই চিকিৎসা করিতে হইবে। এবং তাহা যে ধাতুর সহিত সংসৃষ্ট, তদ্ধাতু উপযোগী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শুক্রদোষে ঘৃত, দুগ্ধ, মাংসরস, শালিতণ্ডুল, যব, গোধূম ও ষষ্টিক তণ্ডুল এবং বস্তিকর্ম্ম প্রশস্ত।

রেতোদোষোদ্ভবং ক্লৈব্যং যস্মাচ্ছুদ্ধ্যৈব সিধ্যতি।
অতো বক্ষ্যামি তে সম্যগগ্নিবেশ যথাযথম্॥
বীজধ্বজোপঘাতাভ্যাং জরয়া শুক্রসংক্ষয়াৎ।
ক্লৈব্যং সম্পদ্যতে তস্য শৃণু সামান্যলক্ষণম্॥

শুক্রদোষ হেতু ক্লৈব্যের উৎপত্তি এবং শুক্র শুদ্ধ হইলেই ক্লৈব্যেরও উপশম হয়। অতএব শুক্রদোষোদ্ভব ক্লৈব্যের বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর। শুক্রের উপঘাত লিঙ্গের উপঘাত জরা ও শুক্রক্ষয় হেতু চারিপ্রকার ক্লৈব্যের উৎপত্তি হয়। ক্লৈব্যের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

সঙ্কল্পপ্রবণো নিত্যং প্রিয়াং বশ্যামপি স্ত্রিয়ম্।
ন যাতি লিঙ্গশৈথিল্যাৎ কদাচিদ্ যাতি বা যদি॥
শ্বাসার্ত্তঃ স্বিন্নগাত্রশ্চ মোঘসঙ্কল্পচেষ্টিতঃ।
ম্লানশিশ্নশ্চ নির্ব্বীর্য্যঃ স্যাদেতৎ ক্লৈব্যলক্ষণম্॥
সামান্যলক্ষণং হ্যেতদ্বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যতে॥

পুরুষ নিত্য মৈথুনেচ্ছু হইলেও এবং বশীভূতা ও প্রিয়া স্ত্রী হইলেও লিঙ্গশৈথিল্য বশতঃ স্ত্রীতে উপগত হইতে না পারে বা কদাচিৎ গমন করে, আর সঙ্গম সময়ে শ্বাসার্ত্ত, স্বিন্নগাত্র, বিফল মনোরথ, লিঙ্গ শিথিল ও নির্ব্বীর্য্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্লীব বলা যায়। ঐ সকল লক্ষণই ক্লীবের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অতঃপর বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

শীতরূক্ষাল্পসংক্লিষ্টবিষমাসাত্ম্যভোজনাৎ।
শোকচিন্তাভয়ত্রাসাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ॥
অভিচারাদবিস্রম্ভাদ্রসাদীনাঞ্চ সংক্ষয়াৎ।
বাতাদীনাঞ্চ বৈষম্যাদ্ বিরুদ্ধাধ্যশনাচ্ছ্রমাৎ॥

নারীণামরসজ্ঞত্বাৎ পঞ্চকর্ম্মাপচারতঃ।
বীজোপঘাতাদ্ ভবতি পাণ্ডুবর্ণঃ সুদুর্ব্বলঃ॥
অল্পপ্রাণোঽল্পহর্ষশ্চ প্রমদাসু ভবেন্নরঃ।
হৃৎপাণ্ডুকামলারোগতমকশ্রমপীড়িতঃ॥
ছর্দ্দ্যতীসারশূলার্ত্তঃ কাসজ্বরনিপীড়িতঃ।
বীজোপঘাতজঃ ক্লৈব্যং ধ্বজভঙ্গকৃতং শৃণু॥

শীতল রুক্ষ দূষিত, বিষম ও অসাত্ম্য ভোজন, শোক, চিন্তা, ভয়, ত্রাস, অধিক স্ত্রী সংসর্গ, অভিচার, অবিশ্রম্ভ, রসাদি ধাতুর ক্ষয়, বাতাদি ধাতুবৈষম্য, বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, পরিশ্রম, স্ত্রীলোকদিগের অরসজ্ঞত্ব এবং বমন বিরেচনাদির অতি প্রয়োগ, এই সকল কারণে শুক্রের উপঘাত হেতু ক্লৈব্য রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে পুরুষ দুর্ব্বল, পাণ্ডুবর্ণ, অল্পপ্রাণ, স্ত্রীতে অল্প হর্ষ হয়। এবং সেই পুরুষ হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, কামলা, তমকশ্বাস, অল্প শ্রমে কাতর, বমি, অতিসার, শূল, কাস ও জ্বর এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে। শুক্রের উপঘাত হেতু ক্লৈব্য রোগের বিষয় বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে ধ্বজভঙ্গ হেতু ক্লৈব্য রোগের বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর।

অত্যম্ললবণক্ষারবিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনাৎ।
অত্যম্বুপানাদ্বিষমপিষ্টান্নগুরুভোজনাৎ॥
দধিক্ষীরানূপমাংসসেবনাদ্ব্যাধিকর্ষণাৎ।
কন্যানাঞ্চৈব গমনাদযোনিগমনাদপি॥
দীর্ঘরোগাং চিরোৎসৃষ্টাং তথৈব চ রজস্বলাম্।
দুর্গন্ধাং দুষ্টযোনিঞ্চ তথৈব চ পরিস্রুতাম্।
ঈদৃশীঃ প্রমদাং মোহাদ্ যো গচ্ছেৎ কামহর্ষিতঃ॥
চতুষ্পদাভিগমনাচ্ছেফসশ্চাভিঘাততঃ।
অধাবনাদ্বা মেঢ্রস্য শস্ত্রদন্তনখক্ষতাৎ॥
কাষ্ঠপ্রহারনিষ্পেষাৎ শূকানাঞ্চাতিসেবনাৎ।
রেতসশ্চ প্রতীঘাতাদ্ধ্বজভঙ্গঃ প্রবর্ত্ততে॥

অতি অম্ল লবণ ক্ষার বিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য ভোজন, অধিক জলপান, বিষম ভোজন, পিষ্টান্ন ভোজন, গুরুভোজন, দধি দুগ্ধ আনূপ মাংস সেবন, রোগ দ্বারা কর্ষণ, বালিকাতে গমন ও অযোনিতে গমন, এবং কামহর্ষিত হইয়া চিররোগিণী চিরত্যক্তা মৈথুনা রজস্বলা দুর্গন্ধযোনি দুষ্টযোনি বা পরিস্রুতযোনি স্ত্রীতে মোহবশতঃ গমন, চতুষ্পদ জন্তুতে গমন, লিঙ্গে অভিঘাত, লিঙ্গের অধাবন (অপ্রক্ষালন), লিঙ্গে দন্ত বা নখের আঘাত, কাষ্ঠাঘাতে লিঙ্গের নিষ্পেষণ, শূকের অতি ব্যবহার, এই সকল কারণে শুক্রের প্রতিঘাত হেতু ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হয়।

শ্বয়থুর্বেদনা মেঢ্রে রাগশ্চৈবোপজায়তে।
স্ফোটাশ্চ তীব্রা জায়ন্তে লিঙ্গপাকো ভবত্যপি॥
মাংসবৃদ্ধির্ভবেচ্চাস্য ব্রণাঃ ক্ষিপ্রং ভবন্ত্যপি।
পুলাকোদকসঙ্কাশঃ শ্যাবঃ শ্যাবারুণপ্রভঃ॥
বলয়ীকুরুতে চাপি কঠিনশ্চ পরিগ্রহঃ।
জ্বরস্তৃষ্ণা ভ্রমো মূর্চ্ছা ছর্দ্দিশ্চাস্যোপজায়তে॥
রক্তং কৃষ্ণং স্রবেচ্চাপি নীলমাবিললোহিতম্।
অগ্নিনেব চ দগ্ধস্য তীব্রো দাহঃ প্রবর্ত্ততে।
বস্তৌ বৃষণয়োর্বাপি সেবন্যাং বংক্ষণেষু চ॥
কদাচিৎ পিচ্ছিলো বাপি পাণ্ডুঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
শ্বয়থুশ্চ ভবেন্মন্দঃ স্তিমিতোঽল্পপরিস্রবঃ॥
চিরাচ্চৈতি বা পাকং শীঘ্রং বাথ প্রমুচ্যতে।
জায়ন্তে ক্রিময়শ্চাপি ক্লিদ্যতে পূতিগন্ধি চ॥
বিশীর্য্যতে মণিশ্চাস্য মেঢ্রং মুষ্কমথাপি চ।
ধ্বজভঙ্গকৃতং ক্লৈব্যমিত্যেতৎ সমুদাহৃতম্।
এতং পঞ্চবিধং কেচিৎ ধ্বজভঙ্গং বদন্ত্যপি॥

ধ্বজভঙ্গ রোগির লিঙ্গে শোথ, বেদনা, লৌহিত্য, তীব্র স্ফোটক, পাক, মাংসবৃদ্ধি ও ব্রণোৎপত্তি হয়। লিঙ্গ পুলাকোদকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা শ্যাববর্ণ অথবা শ্যাবারুণ বর্ণ, গোলাকৃতি কঠিন ও স্ফীত হয়। জ্বর, তৃষ্ণা, গাত্রঘূর্ণন, মূর্চ্ছা ও বমি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। লিঙ্গের শোথ থাকিলে তাহা হইতে কৃষ্ণ নীল বা আবিল লোহিত বর্ণের রক্তস্রাব হইয়া থাকে। বস্তি, অণ্ডকোষ সেবনী ও বঙ্ক্ষণদেশে অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালা উপস্থিত হয়। কখন বা পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ স্রাব নির্গত হয়। কখন শোথ মন্দ স্তিমিত ও অল্প স্রাবান্বিত হয়। ঐ শোথ হয় শীঘ্র পাকে, নয় বিলম্বে পাকে। কখন বা চিকিৎসা দ্বারা শীঘ্রই শোথের উপশম হয়। উপেক্ষা করিলে তাহাতে ক্রিমি জন্মায় এবং পূতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। লিঙ্গমণি বা সমস্ত লিঙ্গ অথবা মুষ্ক বিশীর্ণ হয়। এই অবস্থাতেই ধ্বজের (লিঙ্গের) ভঙ্গ হয়। সুতরাং ক্লৈব্য হইয়া থাকে। এই ধ্বজভঙ্গ কেহ কেহ পাঁচ প্রকার কহেন।

ক্লৈব্যং জরাসম্ভবং হি প্রবক্ষ্যাম্যথ তচ্ছৃণু।
জঘন্যমধ্যপ্রবরং বয়স্ত্রিবিধমুচ্যতে॥
অথ প্রবয়সাং শুক্রং প্রায়শঃ ক্ষীয়তে নৃণাম্।
রসাদীনাং সংক্ষয়াচ্চ তথৈবাবৃষ্যসেবনাৎ॥
বলবীর্য্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রমেণৈব পরিক্ষয়াৎ।
পরিক্ষয়াদায়ুষশ্চাপ্যনাহারাচ্ছ্রমাৎ ক্লমাৎ॥

জরাসম্ভবজং ক্লৈব্যমিত্যেতৈর্হেতুভির্নৃণাম্।
জায়তে তেন স ক্ষিপ্রং ক্ষীণধাতুঃ সুদুর্ব্বলঃ ॥
বিবর্ণো দুর্ব্বলো দীনঃ ক্ষিপ্রং ব্যাধিমথাশ্নুতে।
এতজ্জরাসম্ভবং হি চতুর্থং ক্ষয়জং শৃণু ॥

অতঃপর জরাসম্ভূত ক্লৈব্য বলিতেছি শ্রবণ কর। বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভেদে বয়স তিন প্রকার। বৃদ্ধ বয়সে মানবের শুক্র প্রায়ই ক্ষীণ হইতে থাকে। দশাদি ধাতুর ক্ষয়, অবৃষ্য দ্রব্য সেবন (শুক্রবর্দ্ধক ঔষধাদি সেবন না করা), বল বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রমশঃ ক্ষয়, আয়ুক্ষয়, অনাহার (অল্পাহার), পরিশ্রম ও ক্লম এই সমস্ত কারণে মানবের জরাসম্ভূত ক্লৈব্য জন্মে। ইহাতে মনুষ্য শীঘ্র ক্ষীণধাতু, অত্যন্ত দুর্ব্বল, বিবর্ণ, বিহ্বল, দীন (ক্লান্তমনা) ও সত্বরে নানা ব্যাধিগ্রস্ত হয়। জরাসম্ভূত ক্লৈব্য উক্ত হইল। এক্ষণে ক্ষয়জনিত চতুর্থ ক্লৈব্য বলিতেছি শ্রবণ কর।

অতীবচিন্তনাচ্চৈব শোকাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদপি।
ঈর্ষ্যোৎকণ্ঠামদোদ্বেগান্ সদা বিশতি যো নরঃ ॥
কৃশো বা সেবতে রুক্ষমন্নপানং তথৌষধম্।
দুর্ব্বলপ্রকৃতিশ্চৈব নিরাহারো ভবেদ্‌যদি ॥
অসাত্ম্যভোজনো বাপি হৃদয়ে যা ব্যবস্থিতঃ।
রসঃ প্রধানধাতুর্হি ক্ষীয়েতাশু ততো নৃণাম্ ॥
রক্তাদয়শ্চ ক্ষীয়ন্তে ধাতবস্তস্য দেহিনঃ।
শুক্রাবসানাস্তেভ্যো হি শুক্রং ধাম পরং মতম্ ॥
চেতসো বাতিহর্ষেণ ব্যবায়ং সেবতেঽতি যঃ।
তস্যাশু ক্ষীয়তে শুক্রং ততঃ প্রাপ্নোতি স ক্ষয়ম্ ॥
ঘোরং ব্যাধিমবাপ্নোতি মরণং বা স গচ্ছতি।
শুক্রং তস্মাদ্বিশেষেণ রক্ষ্যমারোগ্যমিচ্ছতা ॥

অতীব চিন্তা, শোক, ক্রোধ, ভয়, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, মদ ও উদ্বেগ দ্বারা যাহারা সর্ব্বদা আবিষ্ট হয় বা যে ব্যক্তি কৃশ অথচ রুক্ষ অন্নপান ও রুক্ষ ঔষধ সেবন করে কিংবা দুর্ব্বল প্রকৃতি ব্যক্তি যদি আহার না করে বা যে ব্যক্তি অসাত্ম্য ভোজন করে, তাহার হৃদয়স্থিত প্রধান ধাতু রস শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তৎপরে রক্তাদি ধাতুসমূহ ও শেষ শুক্র পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত ধাতু অপেক্ষা শুক্রই জীবনের প্রথম প্রধান আশ্রয় স্থান। (ইহাকে অনুলোম ক্ষয় বলে)। যে ব্যক্তি মনের অত্যন্ত হর্ষবশতঃ অতিরিক্ত মৈথুন করে, তাহার শুক্র শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শুক্রক্ষয়হেতু মানবও ক্ষয়ক্ষীণ হইয়া থাকে; এবং তাহার ঘোর ব্যাধি জন্মে ও মৃত্যু হয়। সেইজন্য আরোগ্যাভিলাষী ব্যক্তি বিশেষ যত্নের সহিত শুক্রকে রক্ষা করিবে। (ইহাকে বিলোমক্ষয় কহে।)

এতন্নিদানলিঙ্গাভ্যা-ক্তং ক্লৈব্যং চতুর্ব্বিধম্।
কেচিৎ ক্লৈব্যে ত্বসাধ্যে দ্বে ধ্বজভঙ্গক্ষয়োদ্ভবে॥
বদন্তি শেফসশ্ছেদাদ্ বৃষণোৎপাটনেন বা।
মাতাপিত্রোর্বীজদোষাদশুভৈশ্চাকৃতাত্মনঃ॥
গর্ভস্থস্য যদা দোষাঃ প্রাপ্য রেতোবহাঃ শিরাঃ।
শোষয়ন্ত্যাশু তন্নাশাদ্রেতশ্চাপ্যুপহন্যতে॥
তত্র সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গঃ স ভবত্যপুমান্ পুমান্
এতে ত্বসাধ্যা ব্যাখ্যাতাঃ সন্নিপাতসমুচ্ছ্রয়াৎ॥

চতুর্ব্বিধ ক্লৈব্যের নিদান ও লক্ষণ কথিত হইল। কেহ কেহ বলেন, যে ধ্বজভঙ্গজনিত ক্লৈব্য ও ক্ষয়জনিত ক্লৈব্য অসাধ্য। লিঙ্গচ্ছেদ ও কোষোৎপাটনহেতু ক্লৈব্য রোগ জন্মে। পিতা মাতার বীজ দোষ ও প্রাক্তন অশুভ কর্ম্ম হেতু অকৃতাত্ম গর্ভস্থ জীবের দোষ সকল কুপিত হইয়া রেতঃবহ শিরাকে শুষ্ক করে। শুক্রবাহী শিরার শোষ হেতু শুক্রও নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে পুরুষ পূর্ণাঙ্গ হইলেও অপুরুষ (পুরুষত্ব হীন) হইয়া থাকে। ত্রিদোষাধিক্য হেতু এই সমস্ত ক্লৈব্য অসাধ্য বলিয়া কথিত হয়।

চিকিৎসিতমতস্তূর্দ্ধং সমাসব্যাসতঃ শৃণু।
শুক্রদোষেষু নির্দ্দিষ্টং ভেষজং যন্ময়ানঘ॥
ক্লৈব্যোপশান্তয়ে কুর্য্যাৎ ক্ষীণক্ষতাহতঞ্চ যৎ।
বস্তয়ঃ ক্ষীরসর্পীংষি বৃষ্যযোগাশ্চ যে মতাঃ॥
রসায়নপ্রয়োগাশ্চ সর্ব্বানেতান্ প্রয়োজয়েৎ।
সমীক্ষ্য দেহদোষাগ্নিবলং ভৈষজকালবিৎ॥

অতঃপর ক্লৈব্য রোগের চিকিৎসা সংক্ষেপে ও বিস্তরে কথিত হইতেছে শ্রবণ কর। হে অনঘ! আমি শুক্রদোষে যে সমস্ত ঔষধ বলিয়াছি সেই সমস্ত ঔষধ এবং ক্ষতক্ষীণহিত ঔষধ সকল ক্লৈব্যশান্তির নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে। ভৈষজ্যকালবিৎ চিকিৎসক দেহ দোষ ও অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ক্লৈব্যরোগে বস্তি, ক্ষীরসর্পি, বৃষ্যযোগসমূহ ও রসায়নযোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

ব্যবায়হেতুজং ক্লৈব্যং যৎ স্যাদ্ধেতুবিপর্য্যয়াৎ।
দৈবব্যপাশ্রয়ৈশ্চৈব ভেষজৈশ্চাভিচারজম্॥
সমাসেনৈতদুদ্দিষ্টং ভেষজং ক্লৈব্যশান্তয়ে।
বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি ক্লৈব্যানাং ভেষজং পুনঃ॥

অতিরিক্ত মৈথুন জন্য যে ক্লৈব্য জন্মে, সেই ক্লৈব্যের হেতু-বিপরীত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অভিচারজনিত ক্লৈব্যের দৈবব্যপাশ্রয় (শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি) ও যুক্তিব্যপাশ্রয় (ঔষধাদি) চিকিৎসার দ্বারা শান্তি করিবে। সংক্ষেপে ক্লৈব্য রোগের ঔষধ কথিত হইল, অতঃপর বিস্তরে ক্লৈব্যের ঔষধ বলিতেছি।

সুস্নিগ্ধস্বিন্নগাত্রস্য স্নেহযুক্তং বিরেচনম্।
প্রদদ্যান্মতিমান্ বৈদ্যস্ততস্তমনুবাসয়েৎ।
পলাশৈরণ্ডমুস্তাদ্যৈঃ পশ্চাদাস্থাপয়েৎ ততঃ॥
বাজীকরণযোগাশ্চ পূর্ব্বং যে সমুদাহৃতাঃ।
ভিষজা তে প্রযোজ্যাঃ স্যুঃ ক্লৈব্যে বীজোপঘাতজে॥

বীজোপঘাতজ ক্লৈব্য রোগে রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া স্নেহযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ করিবে। তৎপরে মতিমান চিকিৎসক অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অতঃপর পলাশ, এরণ্ড ও মুতা প্রভৃতির ক্বাথ দ্বারা আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বে যে সমস্ত বাজীকরণযোগ উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধ সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে।

ধ্বজভঙ্গকৃতং ক্লৈব্যং জ্ঞাত্বা তস্যাচরেৎ ক্রিয়াম্।
প্রদেহান্ পরিষেকাংশ্চ কুর্য্যাদ্বা রক্তমোক্ষণম্॥
স্নেহপানঞ্চ কুর্ব্বীত সস্নেহং বা বিরেচনম্।
অনুবাসং ততঃ কুর্য্যাদথবাস্থাপনং পুনঃ॥
ব্রণবচ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্ততঃ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥

ধ্বজভঙ্গকৃত ক্লৈব্য রোগে আক্রান্ত হইলে প্রলেপ, পরিষেক, রক্তমোক্ষণ ও স্নেহপান অথবা স্নেহযুক্ত বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে অনুবাসন বস্তি অথবা আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে। অতঃপর বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্রণরোগের ন্যায় সমস্ত চিকিৎসা করিবে।

জরাসম্ভবজে ক্লৈব্যে ক্ষয়জে চাপি কারয়েৎ।
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য সস্নেহং শোধনং হিতম্॥
ক্ষীরসর্পির্বৃষ্যযোগা বস্তয়শ্চৈব যাপনাঃ।
রসায়নপ্রয়োগাশ্চ তয়োর্ভেষজমুচ্যতে।
বিস্তরেণৈতদুদ্দিষ্টং ক্লৈব্যানাং ভেষজং পরম্॥

ইতি ক্লৈব্যচিকিৎসা।

জরাসম্ভব ক্লৈব্য ও ক্ষয়জ ক্লৈব্যে রোগিকে স্নেহ স্বেদ দিয়া, স্নেহ সংযুক্ত সংশোধন দিবে। এই ক্লৈব্যদ্বয়ে ক্ষীরসর্পি, বৃষ্যযোগ, যাপনাবস্তি ও রসায়ন প্রয়োগসমূহ হিতকর। বিস্তর ভাবে ক্লৈব্যের ঔষধ কথিত হইল। ইতি ক্লৈব্য চিকিৎসা।

যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ প্রদরঃ শৃণু হেত্বাদিভিস্তু তম্॥
যাত্যর্থং সেবতে নারী লবণাম্লগুরূণি চ।
কটূন্যথ বিদাহীনি স্নিগ্ধানি পিশিতানি চ॥
গ্রাম্যৌদকানি মেদ্যানি কৃশরাং পায়সং দধি।
শুক্তমস্তুসুরাদীনি ভজন্ত্যাঃ কুপিতোঽনিলঃ॥

রক্তং প্রমাণমুৎক্রম্য গর্ভাশয়গতাঃ শিরাঃ।
রজোবহাঃ সমাশ্রিত্য রক্তমাদায় তদ্রজঃ॥
যস্মাদ্বিবর্দ্ধয়ত্যাশু রসভাবাদ্বিমানতা॥
তস্মাদসৃগ্দরং প্রাহুরেতৎ তন্ত্রবিশারদাঃ।
রজঃ প্রদীর্য্যতে যস্মাৎ প্রদরস্তেন স স্মৃতঃ॥

প্রদর চিকিৎসা। পূর্ব্বে যে প্রদর রোগ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত লবণ, অম্ল, গুরুপাক, কটু, বিদাহী ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, গ্রাম্য ও ঔদক মেধ্য মাংস, কৃশরা, পায়স, দধি, শুক্ত, মৎস্য ও সুরাদি সেবন করে, তাহার বায়ু কুপিত হইয়া শোনিতকে, স্বকীয় পরিমাণ অপেক্ষা বর্দ্ধিত করে। তদনন্তর সেই বর্দ্ধিত শোণিতকে গ্রহণ করিয়া গর্ভাশয়গত রজোবহ শিরাসমূহ আশ্রয়পূর্ব্বক তত্রস্থ রজকে আশু বর্দ্ধিত করে। অতএব রস অপেক্ষা রজের পরিমাণ অধিক হয়। সেই হেতু তন্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে অসৃগ্দর কহিয়া থাকে। আর রজঃ প্রদীর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে প্রদর কহে।

সামান্যতঃ সমুদ্দিষ্টং কারণং লিঙ্গমেব চ।
চতুর্ব্বিধং ব্যাসতস্তু বাতাদ্যৈঃ সন্নিপাততঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি হেত্বাকৃতিভিষগ্জিতম্॥

সামান্যভাবে প্রদর রোগের কারণ ও লক্ষণ উদ্দিষ্ট হইল। অতঃপর বিস্তরভাবে, বাতাদি পৃথক দোষে তিন প্রকার ও সন্নিপাতজনিত এক প্রকার এই চারি প্রকার প্রদরের হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিব।

রুক্ষাদিভির্মারুতস্তু রক্তমাদায় পূর্ব্ববৎ।
কুপিতঃ প্রদরং কুর্য্যাল্লক্ষণং তস্য মে শৃণু॥

রুক্ষাদি কারণে কুপিত বায়ু পূর্ব্ববৎ রক্তকে গ্রহণ করিয়া প্রদর রোগ জন্মায়; তাহার লক্ষণ বলিতেছি শুন।

ফেনিলং তনু রুক্ষঞ্চ শ্যাবঞ্চারুণমেব চ।
কিংশুকোদকসঙ্কাশং সরুজং বাথ নীরুজম্॥
কটীবংক্ষণহৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠশ্রোণিষু মারুতঃ।
করোতি বেদনাং তীব্রামেতদ্বাতাত্মকং বিদুঃ॥

বায়ুজনিত যে প্রদর রোগে রক্ত ফেনাযুক্ত, পাতলা, রুক্ষ, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, কিংশুক জল সদৃশ এবং স্রাব কালে বেদনা থাকে কিংবা থাকে না; যে রোগিণীর কটি, বঙ্ক্ষণ, হৃদয়, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও শ্রোণিতে তীব্র বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাতজ প্রদর কহে।

অম্লোষ্ণলবণক্ষারৈঃ পিত্তং প্রকুপিতং যদা।
পূর্ব্ববৎ প্রদরং কুর্য্যাৎ পৈত্তিকং লিঙ্গতঃ শৃণু॥

অম্ল, উষ্ণদ্রব্য, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রদর রোগ উৎপাদন করে। পিত্তজ প্রদর রোগের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

সনীলমথবা পীতমত্যুষ্ণমসিতং তথা।
নিতান্তরক্তং স্রবতি মুহুর্ম্মুহুরথার্ত্তিমৎ॥
বিদাহরাগতৃণ্মোহজ্বরভ্রমসমাযুতম্।
অসৃগ্দরং পৈত্তিকন্তু, শ্লৈষ্মিকন্তু প্রবক্ষ্যতে॥

যে প্রদরে রক্ত নীল পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ রক্ত বারংবার যন্ত্রণার সহিত স্রাব হইয়া থাকে, যাহাতে বিদাহ, রক্তবর্ণতা, পিপাসা, মোহ, জ্বর ও ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে পৈত্তিক অসৃগ্দর কহে। শ্লৈষ্মিক প্রদরের লক্ষণ বলিতেছি।

গুর্ব্বাদিভির্হেতুভিশ্চ পূর্ব্ববৎ কুপিতঃ কফঃ।
প্রদরং কুরুতে তস্য লক্ষণং তত্ত্বতঃ শৃণু॥
পিচ্ছিলং পাণ্ডুবর্ণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধঞ্চ শীতলম্।
স্রবত্যসৃক্ শ্লেষ্মলঞ্চ তথা মন্দরুজাকরম্।
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসশ্বাসকাসসমন্বিতম্॥

গুর্ব্বাদি দ্রব্যাদি সেবন হেতু কফ কুপিত হইয়া প্রদর রোগ উৎপাদন করে, তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্লেষ্মজ প্রদরে রক্ত—পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল ও শ্লেষ্মযুক্ত হয়। রক্তস্রাব কালে অল্পবেদনা হইয়া থাকে। রোগিণীর বমি, অরুচি, হৃল্লাস, শ্বাস ও কাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বক্ষ্যতে ক্ষীরদোষাণাং সামান্যমিহ কারণম্।
যৎ তদেব ত্রিদোষস্য কারণং প্রদরস্য তু॥
ত্রিলিঙ্গসংযুতং বিদ্যাদ্বৈকাবস্থমসৃগ্দরম্॥

পরে ক্ষীরদোষের যে সকল সামান্য কারণ বর্ণন করিব, ত্রিদোষজ প্রদরে সেই সমস্ত কারণ জানিবে। ত্রিদোষজনিত প্রদরে বাতাদি তিন দোষেরই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই প্রদর এক অবস্থায় থাকে না। অর্থাৎ নানারূপ অবস্থা প্রকাশ পায়।

নারী ত্বতিপরিক্লিষ্টা যদা প্রক্ষীণশোণিতা।
সর্ব্বহেতুসমাচারাদতিবৃদ্ধস্তদানিলঃ॥
রক্তমার্গেণ সৃজতি প্রত্যনীককরং কফম্।
দুর্গন্ধং পিচ্ছিলং শীতং বিদগ্ধং পিত্ততেজসা॥
বসাং মেদশ্চ যাবদ্ধি সমুপাদায় বেগবান্।
সৃজত্যার্ত্তবমার্গেণ সর্পির্মজ্জবসোপমম্॥
শশ্বৎ স্রবত্যথাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতম্।
ক্ষীণরক্তাং দুর্ব্বলাঞ্চ তামসাধ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

যে স্ত্রীলোক অত্যন্ত পরিক্লিষ্ট ও ক্ষীণশোণিত সেই স্ত্রী যদি সমস্ত (দোষের প্রকোপক) কারণ সেবন করে, তাহা হইলে বায়ু অতি বর্দ্ধিত হইয়া অসাধ্যতা জনক দুর্গন্ধ পিচ্ছিল শীতলাস্পর্শ ও পিত্ততেজে বিদগ্ধ কফকে রক্তমার্গ দিয়া বিসর্জ্জন করে। ঐ কুপিত বায়ু বসা ও মেদকে আশ্রয় করিয়া আর্ত্তব-স্রাবপথে ঘৃত মজ্জা ও বসার ন্যায় নিরন্তর স্রাব নির্গত করে। ইহাতে রোগিণী তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরান্বিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ প্রদরা-ক্রান্তা রোগিণী ক্ষীণরক্ত ও দুর্ব্বল হইলে তাহাকে অসাধ্য জানিয়া ত্যাগ করিবে।

মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ।
নৈবাতিবহুলাত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ॥
গুঞ্জাফলসবর্ণঞ্চ যদ্বালক্তকসন্নিভম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ॥

শুদ্ধ আর্ত্তবের লক্ষণ। যে আর্ত্তব-শোণিত মাসে মাসে নির্গত হয়, যাহাতে পিচ্ছিলতা, দাহ বা বেদনা থাকে না, যাহার পাঁচ রাত্রি পর্য্যন্ত অনুবন্ধ থাকে এবং যাহা পরিমাণে অধিক বা অল্প নহে, তাহাকে শুদ্ধ আর্ত্তব বলিয়া জানিবে। যে শোণিত গুঞ্জার (কুঁচের) ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, বা যাহা অলক্তক বর্ণসদৃশ অথবা যাহা ইন্দ্রগোপকীট (বর্ষাকাল জাত কীট বিশেষ) সদৃশ রক্তবর্ণ, সেই ঋতু শোণিতকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

যোনীনাং বাতলাদ্যানাং যদুক্তমিহ ভেষজম্।
চতুর্ণাং প্রদরাণাঞ্চ তৎ সর্ব্বং কারয়েদ্ভিষক্॥
রক্তাতিসারিণাঞ্চৈব তথা লোহিতপিত্তিনাম্।
রক্তার্শসাঞ্চ যৎ প্রোক্তং ভেষজং তচ্চ কারয়েৎ॥

ইতি প্রদরচিকিৎসা।

বাতলাদ্যা যোনির যে সকল ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চতুর্ব্বিধ প্রদরে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শ রোগে কথিত ঔষধ সকল, প্রদররোগে ব্যবস্থা করিবে।

ধাত্রীস্তনস্তন্যসম্পদুক্তা বিস্তরতঃ পুরা।
স্তন্যসঞ্জননঞ্চৈব স্তন্যস্য চ বিশোধনম্॥
বাতাদিদুষ্টলিঙ্গঞ্চ ক্ষীণস্য চ চিকিৎসিতম্।
তৎ সর্ব্বমুক্তং যে ত্বষ্টৌ ক্ষীরদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
বাতাদিষ্বেব তান্ বিদ্যাচ্ছাস্ত্রচক্ষুর্ভিষগ্বরঃ।
ত্রিবিধাস্তু যতঃ শিষ্যাস্ততো বক্ষ্যামি বিস্তরম্॥

স্তন্যচিকিৎসা। পূর্ব্বে ধাত্রীর স্তন ও স্তনদুগ্ধের বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। স্তন্যজনক, স্তন্য বিশোধক, স্তন্যের বাতাদি দুষ্ট লক্ষণ ও ক্ষীণ স্তন্যের চিকিৎসা, সমস্ত বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। আট প্রকার ক্ষীরদোষের বিষয়ও কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রচক্ষু চিকিৎসক বাতাদি দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত অষ্টবিধ ক্ষীরদোষ নির্ণয় করিবেন।

উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে শিষ্য তিন প্রকার। উত্তমবুদ্ধি শিষ্য পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুসারে ক্ষীর দোষের প্রতিকার করিতে পারিবেন। মধ্যম ও অধম বুদ্ধি শিষ্যের জন্য সবিস্তরে ক্ষীরদোষের বিষয় বলিতেছি।

অজীর্ণাসাত্ম্যবিষমবিরুদ্ধাত্যর্থভোজনাৎ।
লবণাম্লকটুক্ষারপ্রক্লিন্নানাঞ্চ সেবনাৎ॥
মনঃশরীরসন্তাপাদস্বপ্নান্নিশি চিন্তনাৎ।
প্রাপ্তবেগপ্রতীঘাতাদপ্রাপ্তোদীরণেন চ॥
পরমান্নং গুড়কৃতং মৎস্যঞ্চ কৃশরাং দধি।
অভিষ্যন্দীনি মাংসানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ॥
ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা দিবাস্বপ্নান্মদ্যস্যাতিনিষেবণাৎ।
অনায়াসাদভীঘাতাৎ ক্রোধাচ্চাতঙ্ককর্ষণৈঃ॥
দোষাঃ ক্ষীরবহাঃ প্রাপ্য শিরাঃ স্তন্যং প্রদূষ্য চ।
কুর্য্যুরষ্টবিধং ভূয়ো দোষতস্তন্নিবোধ মে॥

অজীর্ণ, অসাত্ম্য, বিরুদ্ধ ও মাত্রাধিক ভোজন, লবণ অম্ল কটু ক্ষার ও প্রক্লিন্ন (পচা) দ্রব্য সেবন মনের ও শরীরের সন্তাপ, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগ ধারণ, অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, গুড়কৃত পরমান্ন, মৎস্য, কৃশরা, দধি, অভিষ্যন্দি দ্রব্য, গ্রাম্য আনূপ ও ঔদকমাংস, ভোজনের পরই দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত মদ্যপান, পরিশ্রমরাহিত্য, অভিঘাত, ক্রোধ, ভয় ও ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা কর্ষণ এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় ক্ষীরবাহিনী শিরাকে আশ্রয় করিয়া স্তন্যকে প্রদূষিত করে। ইহাতে অষ্টবিধ স্তন্যদোষ উৎপন্ন হয়। বাতাদি দোষানুসারে এই অষ্টবিধ স্তন্যদুষ্টি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৈরস্যং ফেনসঙ্ঘাতো রৌক্ষ্যঞ্চেত্যনিলাত্মকে।
পিত্তাদ্বৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যে স্নেহপৈচ্ছিল্যগৌরবম্॥
কফাদ্ভবতি রূক্ষাদ্যৈরনিলঃ স্বৈঃ প্রকোপণৈঃ।
ক্রুদ্ধঃ ক্ষীরাশ্রয়ং প্রাপ্য রসং স্তন্যস্য দূষয়েৎ॥
বিরসং বাতসংসৃষ্টং কৃশো ভবতি তৎ পিবন্।
ন চাস্য স্বদতে ক্ষীরং কৃচ্ছ্রেণ চ বিবর্দ্ধতে॥
তথৈব বায়ুঃ কুপিতঃ স্তন্যমন্তর্বিলোড়য়ন্।
করোতি ফেনসঙ্ঘাতং ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ প্রবর্দ্ধতে॥
তেন ক্ষামস্বরো বালো বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ।
বাতিকং শীর্ষরোগং বা পীনসং বাধিগচ্ছতি॥
পূর্ব্ববৎ কুপিতঃ স্তন্যে স্নেহং শোষয়তেঽনিলঃ।
রূক্ষং তৎ পিবতো রৌক্ষ্যাদ্বলহ্রাসশ্চ জায়তে॥

স্তনদুগ্ধ বায়ু-দূষিত হইলে তাহা বিরস, ফেনযুক্ত ও রুক্ষ হয়। পিত্তদুষ্ট স্তন্য বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ এবং কফদুষ্ট স্তন্য স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ও গুরু হয়। রুক্ষাদি প্রকোপণ হেতুতে বায়ু কুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধের রসকে দূষিত করে। তাহাতে স্তনদুগ্ধ বিস্বাদ হয়। সেই স্তন্য পান করিয়া শিশু কৃশ হইয়া থাকে; স্তন্য পান করিতে চাহে না এবং অতিকষ্টে শিশুর শরীর বৃদ্ধি পায়। কুপিত বায়ু স্তনদুগ্ধকে স্তনের মধ্যে আলোড়িত করিয়া তাহাতে ফেন উৎপাদন করে। এই ফেনিল দুগ্ধ পানে শিশুর স্বর ক্ষীণ মলমূত্র এবং বায়ুর রুদ্ধ হয়; এবং বাতিক শিরোরোগ বা পীনস রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দুগ্ধপানে শিশু অতিকষ্টে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (বাড়ে না)। কুপিত বায়ু পূর্ব্ববৎ স্তন্য আশ্রয় করিয়া তাহার স্নেহকে শুষ্ক করিয়া থাকে। এই রুক্ষ স্তনদুগ্ধ পান হেতু শিশুর শরীর রুক্ষ ও বল হ্রাস হয়।

পিত্তমুষ্ণাদিভিঃ ক্রুদ্ধং স্তন্যাশ্রয়মভিপ্লুতম্।
করোতি স্তন্যবৈবর্ণ্যং নীলপীতাসিতাদিকম্॥
বিবর্ণগাত্রঃ স্বিন্নঃ স্যাৎ তৃষ্ণালুর্ভিন্নবিট্ শিশুঃ।
নিত্যমুষ্ণশরীরশ্চ নাভিনন্দতি তং স্তনম্॥

উষ্ণাদি কারণে কুপিত পিত্ত স্তন্যকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে দূষিত করে। ইহাতে স্তন্য নীল, পীত ও কৃষ্ণাদিবর্ণ বিশিষ্ট হয়। পিত্ত দূষিত স্তন্য পান করিলে শিশু বিবর্ণ গাত্র স্বেদযুক্ত ও তৃষ্ণালু হয়। তাহার মলভেদ হইয়া থাকে, এবং শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে। শিশু সেই স্তন্য পান করিতে চাহে না।

পূর্ব্ববৎ কুপিতে পিত্তে দৌর্গন্ধ্যং ক্ষীরমৃচ্ছতি।
পাণ্ডামযস্তৎ পিবতঃ কামলা চ ভবেচ্ছিশোঃ॥

পিত্ত পূর্ব্ববৎ কুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে দুর্গন্ধ করে। এই দুর্গন্ধযুক্ত স্তন পান করিয়া শিশু পাণ্ডু ও কামলা রোগে আক্রান্ত হয়।

ক্রুদ্ধো গুর্ব্বাদিভিঃ শ্লেষ্মা ক্ষীরাশ্রয়গতঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নেহান্বিতং বা তৎ ক্ষীরমতিস্নিগ্ধং করোতি সঃ॥
ছর্দ্দনঃ কুন্থনস্তেন লালালুর্জায়তে শিশুঃ।
নিত্যোপদিগ্ধৈঃ স্রোতোভির্নিদ্রাক্লমসমন্বিতঃ॥
শ্বাসকাসপরীতশ্চ প্রসেকতমকান্বিতঃ।
অভিভূয় কফঃ স্তন্যং পিচ্ছিলং কুরুতে যদা॥
লালালুঃ শূনবক্ত্রাক্ষির্জড়ঃ স্যাৎ তৎ পিবন্ শিশুঃ।
কফঃ ক্ষীরাশ্রয়গতো গুরুত্বাৎ ক্ষীরগৌরবম্॥
কুর্য্যাৎ স্নেহান্বিতং পীতং তদ্ভাবাৎ কফরোগবান্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ কুর্য্যাৎ ক্ষীরসমাশ্রিতান্॥

গুর্ব্বাদি কারণে কুপিত শ্লেষ্মা স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে স্নেহান্বিত বা অতি স্নিগ্ধ করে। শিশু এই স্তন্য পান করিয়া বমি করে, কুন্থন করে ও তাহার মুখ

হইতে লালাস্রাব হয়। শিশুর মুখনাসাদি স্রোতঃ সকল ঐ কফ দ্বারায় উপলিপ্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বদা নিদ্রা, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস, প্রসেক ও বমকশ্বাস হইয়া থাকে। ঐ কুপিত কফ স্তন্যকে অভিভূত করিয়া পিচ্ছিল করে। এই পিচ্ছিল স্তন্য পান করিলে শিশুর মুখ হইতে লাল পড়ে, তাহার মুখ ও চোখ্ ফুলিয়া উঠে ও শিশু জড়বৎ অবস্থিতি করে। কুপিত কফ ক্ষীরাশ্রয় গত হইয়া, স্বকীয় গুরুত্ব হেতু স্তনদুগ্ধকে গুরুপাক করিয়া থাকে; এবং স্নিগ্ধতা গুণে স্তন্যকেও স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। এই দুগ্ধ পান করিলে শিশুর কফ রোগ এবং ক্ষীর সমাশ্রিত অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

ক্ষীরে বাতাদিভির্দুষ্টে সম্ভবন্তি যদাত্মকাঃ।
তত্রাদৌ স্তন্যশুদ্ধ্যর্থং ধাত্রীং স্নেহোপপাদিতাম্॥
সংস্বেদ্য বিধিবদ্বৈদ্যো বমনেনোপপাদয়েৎ॥

বায়ু পিত্ত প্রভৃতি দোষ দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, বৈবর্ণ্যাদি যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকারার্থ ও স্তন্য শুদ্ধির নিমিত্ত, ধাত্রীকে প্রথমে স্নেহ পান করাইবে। তদ্দ্বারা ধাত্রী স্নিগ্ধ হইলে চিকিৎসক তাহাকে স্বেদ দিয়া যথাবিধি বমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

বচাপ্রিয়ঙ্গুযষ্ট্যাহ্বফলবৎসকসর্ষপৈঃ।
কল্কৈর্নিম্বপটোলানাং ক্বাথৈঃ সলবণৈর্বমেৎ॥
সম্যগ্বান্তাং যথান্যায়ং কৃতসংসর্জ্জনাং ততঃ।
দোষকালবলাপেক্ষী স্নেহয়িত্বা বিরেচয়েৎ॥
ত্রিবৃতামভয়াং বাপি ত্রিফলারসসংযুতাম্।
পায়য়েন্মধুসংযুক্তাং বিরেকার্থং ভিষগ্বরঃ॥
সম্যগ্ বিরিক্তাং মতিমান্ কৃতসংসর্জ্জনাং পুনঃ।
ততো দোষাবশেষঘ্নৈরন্নপানৈরুপাচরেৎ॥

বচ, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ময়নাফল, কুড়চি ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের কল্ক নিম্ব ও পটোলের (পল্তা) ক্বাথে মিশ্রিত ও লবণ সংযুক্ত করিয়া ধাত্রীকে বমনার্থ পান করাইবে। তদ্দ্বারা সম্যক্ বমন হইলে ধাত্রীকে পেয়াদি ক্রমে পথ্য ভোজন করাইবে। তদনন্তর চিকিৎসক দোষ, কাল, ও বল বিবেচনা করিয়া ধাত্রীকে স্নেহ প্রয়োগ করিবেন। সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে বিরেচক দিবে। ত্রিফলার কাথে তেউড়ীচূর্ণ বা হরীতকী চূর্ণ মিশাইয়া তাহা মধু সংযুক্ত করতঃ ধাত্রীকে বিরেচনার্থ পান করাইবে। সম্যক্ বিরেচনের পর পেয়াদিক্রমে পথ্য দিবে। অতঃপর অবশিষ্ট দোষ নাশক অন্নপান প্রয়োগ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

শালয়ঃ ষষ্টিকা বাপি শ্যামাকা ভোজনে হিতাঃ।
প্রিয়ঙ্গবঃ কোরদূষা যবা বেণুযবাস্তথা॥
বংশবেত্রকলায়াশ্চ শাকাশ্চ স্নেহসংস্কৃতাঃ।
মুদ্গান্ মসূরান্ যূষার্থে কুলত্থাংশ্চ প্রকল্পয়েৎ॥

শালি, ষষ্টিক ও শ্যামাধান্য, প্রিয়ঙ্গু, কোদো, যব, বেণুযব (বাঁশের চাউল) এই সকলের অন্ন ধাত্রীকে ভোজনার্থ প্রদান করিবে। শাকার্থ—বাঁশের কোঁড়, বেতের ডগী ও মটর শাক তৈলাদি স্নেহসহ পাক করিয়া প্রদান করিবে; এবং মুগ মসুর ও কুলথকলায়ের যূষ ব্যবস্থা করিবে।

নিম্ববেত্রাগ্রকুলকবার্ত্তাকামলকৈঃ শৃতান্।
সব্যোষসৈন্ধবান্ যূষান্ দাপয়েৎ স্তন্যশোধনান্॥
শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ সংস্কৃতাংশ্চ প্রকল্পয়েৎ।
শার্ঙ্গেষ্টাসপ্তপর্ণত্বগ্বস্তগন্ধাশৃতং জলম্॥
পায়য়েত্তাথবা স্তন্যশুদ্ধয়ে রোহিণীশৃতম্॥

নিমপাতা, বেতের ডগী, পলতা বেগুণ ও আমলকী ইহাদের কাথসহ মুদ্গ প্রভৃতির যূষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ত্রিকটু চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মিশাইবে। এই যূষ পান করিলে স্তন দুগ্ধ বিশোধিত হয়। শশক কপিঞ্জল ও হরিণের মাংস পাক করিয়া খাইতে দিবে। কাকজঙ্ঘা ছাতিমছাল্ ও বনযমানী ইহাদের সহিত অথবা কটকীর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল স্তন্য শুদ্ধির নিমিত্ত ধাত্রীকে পান করাইবে।

অমৃতাসপ্তপর্ণত্বক্কাথকৈব সনাগরম্॥
কিরাততিক্তককাথং শ্লোকপাদেরিতান্ পিবেৎ।
ত্রীনেতাৎ স্তন্যশুদ্ধ্যর্থমিতি সামান্যভেষজম্॥

গুলঞ্চ ও ছাতিমছালের কাথ শুঁঠ চূর্ণের সহিত অথবা গুলঞ্চ ও ছাতিমছালের কল্ক জলের সহিত পান করিলে কিংবা চিরতার কাথ পান করিলে স্তন্য শুদ্ধি হয়। সামান্যতঃ স্তন্য শুদ্ধির ঔষধ কথিত হইল।

কীর্ত্তিতং স্তন্যদোষাণাং পৃথগন্যং নিবোধ মে।
পায়য়েদ্ দ্বিরসক্ষীরা দ্রাক্ষামধুকশারিবাঃ॥
শ্লক্ষ্ণপিষ্টাং পয়স্যাঞ্চ সমালোড্য সুখাম্বুনা।
স্তন্যসংশোধনার্থন্তু ধাত্রীং তু পায়য়েদ্ ভিষক্॥

স্তন্যদোষের বিশেষ ঔষধ পৃথক্‌ভাবে বলিতেছি শ্রবণ কর। দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল ইহাদের কল্ক (অষ্টমাংস) ও দ্বিগুণ জলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া ধাত্রীকে পান করাইবে। অথবা [illegible] বাটিয়া তাহা গরম জলে আলোড়িত করিয়া ধাত্রীকে পান করাইবে। ইহাতে স্তনদুগ্ধ বিশোধিত হয়।

পঞ্চকোলকুলথৈশ্চ পিষ্টেরালেপয়েৎ স্তনৌ।
শুষ্কৌ প্রক্ষাল্য নির্দুহ্যাৎ তথা স্তন্যং বিশুধ্যতি॥

পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ) ও কুলথ কলাই বাটিয়া তদ্দ্বারা স্তনদ্বয় প্রলিপ্ত করিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহা জলে ধৌত করিয়া স্তন গালিয়া ফেলিবে। ইহাতে স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ হইবে।

ফেনসঙ্ঘাতবৎ ক্ষীরং যস্যাস্তাং পায়য়েৎ স্ত্রিয়ম্।
পাঠানাগরশাঙ্গেষ্টামূর্ব্বাঃ পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা॥
অঞ্জনং নাগরং দারুবিল্বমূলপ্রিয়ঙ্গবঃ।
স্তনয়োঃ পূর্ব্ববৎ কার্য্যং লেপনং ক্ষীরশোধনম্॥
কিরাততিক্তকং শুণ্ঠীং সামৃতাং ক্বাথয়েদ্ভিষক্।
তং ক্বাথং পায়য়েদ্‌ধাত্রীং স্তন্যদোষনিবর্হণম্॥
স্তনৌ চালেপয়েৎ পিষ্টৈর্যবগোধূমসর্ষপৈঃ।
ষড়্‌বিরেকাশ্রিতীয়োক্তৈরৌষধৈঃ স্তন্যশোধনৈঃ॥

স্তনদুগ্ধ ফেনবহুল হইলে আকনাদি, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য জলের সহিত বাটিয়া ধাত্রীকে পান করাইবে। রসাঞ্জন, শুঁঠ, দেবদারু, বেলমূলের ছাল ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য বাটিয়া স্তনে পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিবে। অর্থাৎ প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহা তুলিয়া স্তনদ্বয় ধৌত করিবে ও স্তনদুগ্ধ নিঃশেষ করিয়া গালিয়া ফেলিবে। ইহাতে স্তনদুগ্ধ বিশোধিত হয়। চিরতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ করিয়া সেই কাথ ধাত্রীকে পান করাইলে, স্তনদুগ্ধের দোষ নষ্ট হয়। যব, গোধূম ও সর্ষপ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিবে। অথবা ষড়্‌বিরেচন শতাশ্রিতীয় অধ্যায়োক্ত স্তন্য শোধনগণ দ্বারা স্তনদ্বয় প্রলিপ্ত করিবে।

রূক্ষক্ষীরা পিবেৎ ক্ষীরং তৈর্বা সিদ্ধং ঘৃতং পিবেৎ॥
পূর্ব্ববজ্জীবকাদ্যঞ্চ পঞ্চমূলঞ্চ লেপনম্।
স্তনয়োঃ সংবিধাতব্যং সুখোষ্ণং স্তন্যশোধনম্॥

যে ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ রুক্ষ, তাহাকে স্তন্যবিশোধন দশটী দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ বা ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে; এবং জীবকাদ্যগণ ও বৃহৎ পঞ্চমূলের কল্ক ঈষদুষ্ণ করিয়া স্তনদ্বয়ে পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিবে। ইহাতে স্তন্য বিশোধিত হয়।

যষ্টীমধুকমৃদ্বীকাপয়স্যাসিন্ধুবারিকাঃ।
শীতাম্বুনা পিবেৎ কল্কং ক্ষীরবৈবর্ণ্যনাশনম্॥
দ্রাক্ষামধুককল্কেন স্তনৌ চাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ।
প্রক্ষাল্য বারিণা চৈব নির্দুহ্যাৎ তৌ পুনঃ পুনঃ॥

যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী ও নিসিন্দা ইহাদের কল্ক শীতল জলের সহিত পান করাইবে। ইহাতে স্তনদুগ্ধের বিবর্ণতা নষ্ট হয়। দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু বাটিয়া তদ্দ্বারা স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহা তুলিয়া স্তনদ্বয় জল দ্বারা ধৌত করিবে; এবং স্তনের দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিলে স্তন্য-বৈবর্ণ্য নষ্ট হইবে।

বিষাণিকাজশৃঙ্গ্যৌ চ ত্রিফলাং রজনীং বচাম্
পিবেৎ ক্ষীরাম্বুনা পিষ্ট্বা ক্ষীরদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥
লিহ্যাদ্বাপ্যভয়াচূর্ণং সব্যোষং মাক্ষিকাপ্লুতম্।
ক্ষীরদৌর্গন্ধ্যনাশার্থং ধাত্রী পথ্যাশিনী তথা॥

শারিবোশীরমঞ্জিষ্ঠাশ্লেষ্মাতৈর্বা সচন্দনৈঃ।
পত্রাম্বুচন্দনোশীরৈঃ স্তনৌ চাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেড়াশৃঙ্গী, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও বচ সজল দুগ্ধে বাটিয়া পান করিলে স্তন দুগ্ধের দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। হরীতকী ও ত্রিকটু চূর্ণ মধুর সহিত ধাত্রীকে লেহন করাইয়া পথ্য ভোজন করাইবে। ইহাতে স্তনদুগ্ধের দুর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। স্তনদুগ্ধের দৌর্গন্ধ্য নাশার্থ অনন্তমূল, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, চাল্‌তেমূল ও চন্দন ইহাদের কল্ক দ্বারা অথবা তেজপত্র, বালা, চন্দন ও বেণার মূল ইহাদের কল্ক দ্বারা স্তনদ্বয় প্রলিপ্ত করিবে।

স্নিগ্ধক্ষীরা দারুমুস্তপাঠাঃ পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা।
পীত্বা সসৈন্ধবাঃ ক্ষিপ্রং ক্ষীরশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

দেবদারু, মুতা, আকনাদি ইহাদের কল্ক সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া গরম জলের সহিত স্নিগ্ধক্ষীরা ধাত্রীকে সেবন করাইবে। ইহাতে শীঘ্র স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ হইবে।

পায়য়েৎ পিচ্ছিলক্ষীরাং শার্ঙ্গেষ্টামভয়াং বচাম্।
মুস্তনাগরপাঠাশ্চ পীতাঃ স্তন্যবিশোধনাঃ ॥
তক্রারিষ্টমপি পিবেদর্শসাং যন্নিদর্শিতম্।
বিদারীবিল্বমধুকৈঃ স্তনৌ চাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ ॥

ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ পিচ্ছিল হইলে তাহাকে, কাকজঙ্ঘা, হরীতকী, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আকনাদি ইহাদের কল্ক বা ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক জলের সহিত পান করাইবে। এই সকল কল্ক স্তন্য বিশোধক। অর্শোরোগে বিহিত তক্রারিষ্ট পান করাইলে এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেলমূলের ছাল ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক দ্বারা স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিলে স্তন্য বিশুদ্ধ ও পিচ্ছিলত্ব দোষ বর্জ্জিত হয়।

ত্রায়মাণামৃতানিম্বপটোলত্রিফলাশৃতম্।
গুরুক্ষীরা পিবেদেতৎ স্তন্যদোষবিশুদ্ধয়ে ॥
পিবেদ্বা পিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরম্।
বলানাগরশার্ঙ্গেষ্টামূর্ব্বাভির্লেপয়েৎ স্তনৌ ॥
পৃশ্নিপর্ণীপয়স্যাভ্যাং স্তনৌ চাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ ॥

যে ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ গুরু, তাহার স্তন্যদোষ নাশার্থ বলাডুমুর, গুলঞ্চ, নিমছাল, পল্‌তা ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে। পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করাইলে এবং বেড়েলা, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মূর্ব্বা ইহাদের কল্ক দ্বারা কিংবা চাকুলে ও ক্ষীরকাকোলী ইহাদের কল্ক দ্বারা স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিলে গুরুক্ষীরবিশিষ্টা ধাত্রীর স্তন্য বিশোধিত হয়।

অষ্টাবেতে ক্ষীরদোষা হেতুলক্ষণভেষজৈঃ।
নির্দ্দিষ্টাঃ ক্ষীরদোষোত্থাস্তথোক্তাঃ কেচিদাময়াঃ ॥

হেতু লক্ষণ ও ঔষধের সহিত এই অষ্টপ্রকার ক্ষীরদোষ ও স্তন্যদোষোত্থ কতিপয় রোগ বর্ণনা করা হইল।

দোষদূষ্যমলাশ্চৈব মহতাং ব্যাধয়শ্চ যে।
ত এব সর্ব্বে বালানাং মাত্রা স্বল্পতরা মতা ॥
নিবৃত্তির্বমনাদীনাং মৃদুতাং পরতন্ত্রতাম্।
বাক্‌চেষ্টয়োরসামর্থ্যং বীক্ষ্য বালেষু শাস্ত্রবিৎ ॥
ভেষজঞ্চাল্পমাত্রন্তু যথাব্যাধি প্রযোজয়েৎ।
মধুরাণি কষায়াণি ক্ষীরবন্তি মৃদূনি চ ॥

বালরোগ চিকিৎসা। মহৎ ব্যক্তির অর্থাৎ যুবক ও বৃদ্ধগণের যে যে দোষ দূষ্য ও মল এবং ব্যাধি কথিত হইয়াছে। বালকদিগেরও তৎসমুদয় আছে; তবে তাহাদের মাত্রা অল্পতরা। বালকদিগকে বমনাদি সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক বালকদিগের কোমলতা, পরাধীনতা, বাক্য ও চেষ্টায় অসমর্থতা বিবেচনা করিয়া ব্যাধি অনুসারে মধুর কষায় রসান্বিত মৃদুবীর্য্য ঔষধ দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবেন।

অত্যর্থস্নিগ্ধরূক্ষোষ্ণমম্লং কটুবিপাকি চ।
গুরু চৌষধপানান্নমেতদ্বালেষু গর্হিতম্ ॥

বালকের পক্ষে অত্যন্ত স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ, অম্ল, কটুবিপাক, ও গুরুপাক ঔষধ এবং অন্নপান গর্হিত।

সমাসাৎ সর্ব্বরোগাণামেতদ্‌বালেষু ভেষজম্।
নির্দ্দিষ্টং শাস্ত্রবুদ্ধ্যা তৎ প্রবিভজ্য প্রযোজয়েৎ ॥

ইতি স্তন্যদোষবালরোগৌ।

বালকগণের সর্ব্ব প্রকার রোগের এই সকল ঔষধ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইল। চিকিৎসক যথাশাস্ত্র তৎসমুদায় বিভাগ করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

ভবন্তি চাত্র।

সলিঙ্গব্যাপদো যোনেঃ সনিদানচিকিৎসিতাঃ।
উক্তা বিস্তরশঃ সম্যঙ্‌ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥

যোনিরোগের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা সবিস্তরে তত্ত্বদর্শী মুনি আত্রেয় কর্ত্তৃক সম্যক্‌ বর্ণিত হইল।

ইতি সর্ব্ববিকারাণামুক্তমেতচ্চিকিৎসিতম্।
স্থানমেতদ্ধি তন্ত্রস্য রহস্যং পরমুচ্যতে ॥
অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্পাঃ সিদ্ধয় এব চ।
নাসাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরকসংস্কৃতে ॥
তানেতান্ কাপিলবলিঃ শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোৎ।
তন্ত্রস্যাস্য মহার্থস্য পূরণার্থং যথাতথম্ ॥

এই চিকিৎসা স্থানে সর্ব্বরোগের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। এই চিকিৎসিত স্থান এই তন্ত্রের পরম রহস্য স্থান। এই চিকিৎসিত স্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায়, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান চরক-সংস্কৃত অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কপিলবলির পুত্র দৃঢ়বল অগ্নিবেশের মূল তন্ত্র হইতে ঐ সকল অধ্যায় সংগ্রহ করিয়া তাহা এই মহান অর্থযুক্ত তন্ত্রের পূরণার্থ ইহাতে যথাবথ সন্নিবেশিত করেন।

রোগা যেঽপাত্র নোদ্দিষ্টা বহুত্বান্নামরূপতঃ ।
তেষামপ্যেতদেব স্যাদ্দোষাদীন্ বীক্ষ্য ভেষজম্ ॥
দোষদূষ্যনিদানানাং বিপরীতং হিতং ধ্রুবম্ ।
উক্তানুক্তান্ গদান্ সর্ব্বান্ সম্যগ্ যুক্তং নিযচ্ছতি ॥
দেশকালপ্রমাণানাং তথা সাত্ম্যস্য চৈব হি ।
সম্যগ্ যোগোঽন্যথা হ্যেষাং পথ্যমপ্যন্যথা ভবেৎ ॥

বহুত্বহেতু নাম ও লক্ষণের সহিত যে সকল রোগ এই তন্ত্রে উক্ত হয় নাই, সেই সকল রোগে দোষাদি বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহই ব্যবস্থা করিবে। কোন নূতন রোগ উপস্থিত হইলে তাহার দোষ দূষ্য ও নিদান নির্ণয় করিয়া তদ্বিপরীত হিতকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দোষাদি নির্ণয় পূর্ব্বক এই ঔষধ সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে এবং দেশকাল প্রমাণ ও সাত্ম্যের সম্যক্ যোগ হইলে উক্ত অনুক্ত ব্যাধি সকল নিশ্চয় নিবারিত হইবে। ইহাদের অন্যথা হইলে হিতকর ঔষধও অন্য প্রকার (অহিতকর) হইয়া যাইবে।

আস্যাদামাশয়স্থাংশ্চ রোগান্ নস্তঃ শিরোগতান্ ।
গুদাৎ পক্কাশয়স্থাংশ্চ হন্ত্যাশু দ্রবমৌষধম্ ॥
শরীরাবয়বোত্থেষু বীসর্পপিড়কাদিষু ।
যথাদোষং প্রদেহাদি শমনং স্যাদ্বিশেষতঃ ॥

মুখ হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত, নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং গুহ্যদেশ হইতে পক্কাশয় পর্য্যন্ত স্থানে জাত রোগ সকল দ্রব ঔষধ সেবনে আশু নিবারিত হয়। শরীরের কোন অবয়বে বিসর্প পিড়কাদি রোগ জন্মিলে, তাহাদের দোষানুসারে প্রলেপাদি শমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

দিনাতুরৌষধব্যাধিজীর্ণলিঙ্গর্ত্তবেক্ষণম্ ।
কালং বিদ্যাদ্দিনাবেক্ষ্যং পূর্ব্বাহ্ণে বমনং যথা ॥
রোগ্যবেক্ষ্যা যথা প্রাতর্নিরন্নো বলবান্ পিবেৎ ।
ভেষজং লঘুপথ্যান্নৈর্যুক্তমদ্যাৎ তু দুর্ব্বলঃ ॥
ভৈষজ্যকালো ভক্তাদৌ মধ্যে পশ্চান্মুহুর্মুহুঃ ।
সামুদ্গং ভক্তসংযুক্তং গ্রাসে গ্রাসান্তরে দশ ॥
অপানে বিগুণে পূর্ব্বং সমানে মধ্যভোজনম্ ।
ব্যানে তু প্রাতরেবাস্যমুদানে ভোজনোত্তরম্ ॥

বায়ৌ প্রাণে প্রদুষ্টে তু গ্রাসে গ্রাসান্তরিষ্যতে।
শ্বাসকাসপিপাসাসু ত্ববচার্য্যং মুহুর্মুহুঃ ॥
সামুদ্গং হিক্কিনে দেয়ং লঘুনাম্নেন সংযুতম্।
সভোজ্যস্ত্বৌষধং ভোজ্যৈর্বিচিত্রৈররুচৌ হিতম্ ॥
জ্বরে পেয়াঃ কষায়াশ্চ ক্ষীরসর্পির্বিরেচনম্।
ষড়হে ষড়হে দেয়ং কালং বীক্ষ্যাময়স্য তু ॥
ক্ষুদ্বেগমোক্ষৌ লঘুতা বিশুদ্ধির্জীর্ণলক্ষণম্।
তদা ভেষজমাদেয়ং স্যাদ্ দোষবদতোন্যথা ॥
চয়াদয়শ্চ দোষাণাং বর্জ্জ্যং সেব্যঞ্চ যত্র যৎ।
ঋতাববেক্ষ্য যৎ কর্ম্ম সর্ব্বং পূর্ব্বমুদাহৃতম্ ॥

চিকিৎসার কাল নির্ণয় করিবার সময় দিন, আতুর, ঔষধ, ব্যাধি, জীর্ণলক্ষণ ও ঋতু এই কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। দিনাবেক্ষা কালনির্ণয় যথা—পূর্ব্বাহ্নে বমন, ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রোগী দেখিয়া—বলবান্ রোগিকে প্রাতঃকালে শূন্যোদরে ঔষধ খাইতে দিবে এবং দুর্ব্বল রোগিকে লঘুপাক ও পথ্য অন্নের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধাবেক্ষণ যথা—ভোজনের প্রথমে, ভোজনের মধ্যে, ভোজনের পরে, মুহুর্মুহু, সামুদ্গ অর্থাৎ দুই আহারের মধ্য সময়ে, অন্নের সহিত, প্রতি গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে এই আট প্রকার কাল এবং পূর্ব্বোক্ত সবল ও দুর্ব্বল রোগীর ঔষধ সেবন কাল এই দশটী কালে সেবনার্থ ঔষধ প্রয়োজ্য। কোন্ রোগে কোন্ সময়ে ঔষধ সেব্য, তাহা কথিত হইতেছে। অপান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে, সমানবায়ু কুপিত হইলে ভোজনের মধ্যে, ব্যানবায়ু কুপিত হইলে প্রাতঃকালে, উদান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের পরে, প্রাণবায়ু দুষ্ট হইলে প্রতিগ্রাসে বা গ্রাসান্তরে, শ্বাস কাস ও পিপাসা রোগে মুহুর্মুহু ঔষধ সেবন করিবে। হিক্কারোগে লঘুপাক অন্নের সহিত সামুদ্গ ঔষধ প্রয়োজ্য। অরোচক রোগে বিচিত্র ভোজ্যের সহিত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ব্যাধি অবেক্ষণ যথা—জ্বরে পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ঘৃত ও বিরেচন ঔষধ ছয় ছয় দিন অন্তর প্রয়োগ করিবে (প্রথম দিন লঙ্ঘনের পর ৬ দিন পেয়া, তৎপরে ৬ দিন কষায় এই নিয়মে প্রযোজ্য।) ব্যাধির কাল দেখিয়া এইরূপে ঔষধি প্রয়োগ করিতে হইবে। জীর্ণলক্ষণ অবেক্ষণ যথা—ক্ষুধার বোধ, মলমূত্রাদির বেগ ও প্রবৃত্তি, শরীরের লঘুতা ও উদ্গারশুদ্ধি এইগুলি জীর্ণ লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ঔষধ দিবে। নতুবা তাহা দোষবিশিষ্ট হইবে। ঋতু অবেক্ষা যথা—ঋতুভেদে দোষের চয় প্রকোপ ও প্রশম, এবং যে ঋতুতে যাহা ত্যাজ্য ও যাহা সেব্য, তাহা পূর্ব্বে সূত্রস্থানে উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে।

উপক্রমাণাং করণপ্রতিষেধে চ কারণম্।
ব্যাখ্যাতমবলানাং সবিকল্পানামবেক্ষণে ॥

চিকিৎসার করণ প্রতিষেধে (বিমানোক্তভেষজাদি উপায়ের) কারণ এবং দুর্ব্বল ও সবল রোগিগণের অবেক্ষণ বিষয়ে কারণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মুহুর্ম্মুহুশ্চ রোগাণামবস্থামাতুরস্য চ।
অবেক্ষমাণস্তু ভিষক্ চিকিৎসায়াং ন মুহ্যতি॥

যে চিকিৎসক রোগীর ও রোগের অবস্থা মুহুর্মুহু অবেক্ষণ করেন, তিনি চিকিৎসাকার্য্যে মোহ প্রাপ্ত হন না।

ইত্যেবং ষড়্বিধং কালমনবেক্ষ্য ভিষগ্জিতম্।
প্রযুক্তমহিতায় স্যাচ্ছস্যস্যাকালবর্ষবৎ॥

অকাল বৃষ্টি হইলে তাহা যেমন শস্যের পক্ষে অহিতকর হয়, সেইরূপ পরোক্ত এই ষড়্বিধ কালের বিষয় বিবেচনা না করিয়া চিকিৎসা করিলে তাহা রোগীর পক্ষে অহিতজনক হইয়া থাকে।

ব্যাধীনামৃত্বহোরাত্রবয়সাং ভোজনস্য চ।
বিশেষো ভিদ্যতে যস্তু কালাবেক্ষঃ স উচ্যতে॥

ব্যাধি, ঋতু, দিন, রাত্রি, বয়স ও ভোজন এই ছয়টী বিষয়ের বিশেষত্ব বুঝিয়া যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে কালবিদ্ ভিষক্ বলে। উক্ত রোগাদি ছয়টী বিষয়ের ভেদ করিয়া যে কালে যে রোগের যেরূপ চিকিৎসা উপযুক্ত সেইরূপ চিকিৎসাকে কালাবেক্ষা কহে।

বসন্তে শ্লেষ্মজা রোগাঃ শরৎকালে তু পিত্তজাঃ।
বর্ষাসু বাতজাশ্চৈব প্রায়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি॥
নিশান্তে দিবসান্তে চ বর্ষান্তে বাতজা গদাঃ।
প্রাতঃক্ষপাদৌ কফজাস্তয়োর্মধ্যে তু পিত্তজাঃ॥
বয়োঽন্তমধ্যপ্রথমে বাতপিত্তকফাময়াঃ।
বলবন্তো ভবন্ত্যেব স্বভাবাদ্বয়সো নৃণাম্॥
জীর্ণান্তে বাতজা রোগা জীর্য্যমাণে তু পিত্তজাঃ।
শ্লেষ্মজা ভুক্তমাত্রে তু লভন্তে প্রায়শো বলম্॥

ঋতু অবেক্ষা—বসন্তকালে শ্লেষ্মজ রোগসমূহ, শরৎকালে পিত্তজ রোগসমূহ ও বর্ষাকালে বাতজ রোগসমূহ প্রায়ই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। রাত্রির শেষে, দিবসের শেষে ও বর্ষার শেষে বাতজ রোগসমূহ, প্রাতঃকালে ও রাত্রির প্রথমভাগে কফজরোগ সকল, এবং মধ্যাহ্নে ও মধ্যে রাত্রে পিত্তজ রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। (দিন ও রাত্রি অবেক্ষণ কথিত হইল।) বয়সের শেষভাগে, মধ্যভাগে ও প্রথমভাগে বায়ু পিত্ত এবং কফজনিত রোগ সকল স্বভাবত বলবান্ হইয়া থাকে। (বয়োঽবেক্ষণ কথিত হইল। ভোজনাবেক্ষা কথিত হইতেছে।)—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে বাতজ রোগ, জীর্ণ হইবার সময় পিত্তজ রোগ, এবং ভোজনের পরেই কফজ রোগসমূহ প্রায়ই বললাভ করে।

নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাপোঽল্পা মহানলম্।
দোষবচ্চাতিমাত্রং স্যাচ্ছস্যমত্যুদকং যথা॥

সংপ্রধার্য্য বলং তস্মাদাময়স্যৌষধস্য চ।
নৈবাতিবহুলাত্তাল্পং ভৈষজ্যমবচারয়েৎ॥

অল্পজল যেমন প্রচণ্ড অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হয় না সেইরূপ অল্প ঔষধও ব্যাধিকে নষ্ট করিতে পারে না। বহুজল যেমন শস্যের ক্ষতিকারক, সেইরূপ মাত্রাধিক ঔষধও দোষাবহ। অতএব রোগের ও ঔষধের বল বিবেচনা করিয়া নাত্যল্প ও নাতি স্থূল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ঔচিত্যাদ্ যস্য যৎ সাত্ম্যং দেশস্য পুরুষস্য চ।
অপথ্যমপি নৈকান্তাৎ সংত্যজ্য লভতে সুখম্॥

ঔচিত্য হেতু অর্থাৎ নিয়ত অভ্যস্ত হেতু যে দ্রব্য যে দেশের বা যে পুরুষের সাত্ম্য হইয়াছে, সেই দ্রব্য অপথ্য হইলেও তাহা একবারে ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ তাহা হঠাৎ ত্যাগ করিলে সুখলাভ হয় না, পরন্তু নানাদোষ ঘটিয়া থাকে।

বাহ্লীকাঃ শাদ্বলাশ্চীনাঃ শূলীকাঃ যবনাঃ শকাঃ।
মাংসগোধূমমাধ্বীকশস্ত্রবৈশ্বানরোচিতাঃ॥
মৎস্যসাত্ম্যাস্তথা প্রাচ্যাঃ ক্ষীরসাত্ম্যাশ্চ সৈন্ধবাঃ।
অশ্মকাবন্তিকানান্তু তৈলাম্লং সাত্ম্যমুচ্যতে॥
কন্দমূলফলং সাত্ম্যং বিদ্যাম্মলয়বাসিনাম্।
সাত্ম্যং দক্ষিণতঃ পেয়া মণ্ডশ্চোত্তরপশ্চিমে॥
মধ্যদেশে ভবেৎ সাত্ম্যং যবগোধূমগোরসাঃ।
তেষাং তৎ সাত্ম্যমুদ্দিশ্য ভৈষজ্যান্যবচারয়েৎ॥
সাত্ম্যং হ্যাশু বলং ধত্তে নাতিদোষঞ্চ বহ্বপি॥

বাহ্লীক, শাদ্বল, চীন, শূলীক যবন ও শক এই সকল দেশবাসী জনগণের মাংস গোধূম, মাধ্বীক, শস্ত্র ও অগ্নি এই সকল দ্রব্য সাত্ম্য। প্রাচ্যদেশবাসিদিগের (পূর্ব্বদেশীয়-দিগের) মৎস্য সাত্ম্য, সিন্ধুদেশবাসিগণের দুগ্ধ সাত্ম্য, অশ্মক ও অবন্তিদেশীয় লোকের তৈল ও অম্ল সাত্ম্য, মলয়বাসিদের কন্দ মূল ও ফল, দাক্ষিণাত্যদের পেয়া, পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় লোকদিগের মণ্ড, এবং মধ্যদেশস্থ লোকের যব গোধূম ও গোরস (দুগ্ধাদি) সাত্ম্য। এই সকল সাত্ম্য বিবেচনা করিয়া তত্তদ্দেশবাসিগণের চিকিৎসা করিবে। কারণ সাত্ম্য দ্রব্য সেবনে শরীরে আশু বল হয়, এবং তাহা পরিমাণে অধিক হইলেও অতিদোষকর হয় না।

যোগৈরেবং চিকিৎসন্ হি দেশাদ্যজ্ঞোঽপরাধ্যতি।
বয়োবলশরীরাদিভেদা হি বহবো মতাঃ।
তথান্তঃসন্ধিমার্গাণাং দোষাণাং গূঢ়চারিণাম্॥
ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি বিরুদ্ধাভিমতা ক্রিয়া॥
পিত্তমন্তর্গতং গূঢ়ং স্বেদসেকোপনাহনৈঃ।
নীয়তে বহিরুষ্ণৈর্হি তথোষ্ণং শময়ন্তি তে॥

বাহ্যৈশ্চ শীতৈঃ সেকাদ্যৈরুষ্মান্তর্যো হি পীড়িতঃ।
সোঽন্তর্পূয়ং কফং হন্তি শীতঃ শীতৈস্তথা ব্রজেৎ ॥
শ্লক্ষ্ণপিষ্টো ঘনো লেপশ্চন্দনস্যাপি দাহকৃৎ।
সূক্ষ্মপিষ্টস্তোয়ঘনো রোধাদ্দাহহৃত্ত্বন্যথাগুরোঃ ॥
ছর্দিঘ্নী মক্ষিকাবিষ্ঠা মক্ষিকৈব তু বাময়েৎ।
দ্রব্যেষু চ বিদগ্ধেষু চৈবং তেষু চ বিক্রিয়া ॥
এতস্মাদৌষধাদীনি পরীক্ষ্য দশ তত্ত্বতঃ।
কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতং প্রাজ্ঞো ন যোগৈরেব কেবলম্ ॥

উক্ত দেশাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ চিকিৎসক যথোক্ত যোগসমূহ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া অপরাধী হয়েন। অর্থাৎ দেশাদি বিচার না করিয়া চিকিৎসা করিলে সুফল হয় না, বরং অহিতই হইয়া থাকে। বয়স বল ও শরীরাদির অবস্থা বহুপ্রকারে ভিন্ন হয়; এবং সন্ধির অভ্যন্তরগত ও স্রোতের অভ্যন্তরগত গূঢ়চারী দোষসমূহেরও বহুপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কোন স্থলে কদাচিৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ চিকিৎসাও অনুমোদিত হইয়া থাকে। যেমন—স্ফোটকাদির অন্তর্গত গূঢ় পিত্তকে উষ্ণ গুণান্বিত স্বেদ পরিষেক ও উপনাহ দ্বারা বহির্দ্দেশে আনয়ন করিতে হয় এবং ঐ উষ্ণ স্বেদ প্রভৃতির দ্বারায় তাহার শান্তি হইয়া থাকে। উষ্ণবীর্য্য পিত্তের শান্তি নিমিত্ত শীতল ক্রিয়াই শাস্ত্র বিহিত; কিন্তু এস্থলে তদ্বিপরীত উক্ত উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা পিত্তের শান্তি করিতে হইল। অপর—কফজন্য রোগে শীতলক্রিয়া প্রশস্ত নহে। কিন্তু স্ফোটকাদির অভ্যন্তরস্থ পূযভাবাপন্ন কফ শীতল পরিষেকাদির দ্বারা প্রশমিত হয়। যেহেতু স্ফোটকের উপরে শীতল পরিষেক প্রলেপাদি প্রয়োগ করিলে উহার অন্তর্গত উষ্মা বাহির হইতে না পারিয়া তন্মধ্যস্থ কফকে নষ্ট করে। এস্থলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা শীতগুণান্বিত কফের শান্তি হইল। চন্দন শীতবীর্য্য ও দাহ নাশক কিন্তু ইহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘন প্রলেপ দিলে তাহা দাহকারক হইয়া থাকে। কারণ ঘন প্রলেপে, ত্বক্‌গত উষ্মা বাহির হইতে না পারিয়া অভ্যন্তরে দাহ উৎপাদন করে। অগুরু উষ্ণ বীর্য্য ও দাহকারক হইলেও তাহার পাতলা প্রলেপ দিলে দাহনাশক হইয়া থাকে। কারণ পাতলা প্রলেপের দ্বারা ত্বক্‌গত উষ্মা বাহির হইয়া যায়। সুতরাং দাহ জন্মায় না। অধিকন্তু কফনাশ করিয়া থাকে। (আবার দ্রব্যের অংশ বিশেষেও কর্ম্ম বিশেষ হইয়া থাকে) মক্ষিকা বমনকারক কিন্তু মক্ষিকার বিষ্ঠা বমন নাশক। দ্রব্য সকল অম্লপাক হইলেও তাহাদের বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব প্রাজ্ঞ চিকিৎসক ঔষধাদি দশটী বিষয় যথাযথ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিবেন, কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগ সমূহ প্রয়োগ দ্বারাই চিকিৎসা করিবেন না।

নিবৃত্তোঽপি পুনর্ব্যাধিঃ স্বল্পেনায়াতি হেতুনা।
ক্ষীণে মার্গীকৃতে দোষে শেষঃ সূক্ষ্ম ইবানলঃ ॥
তস্মাৎ তমনুবধ্নীয়াৎ প্রয়োগেণানপায়িনা।
দত্ত্বার্থং প্রাক্‌প্রযুক্তস্য সিদ্ধার্থস্যৌষধস্য তু ॥

যেমন অল্পাবশিষ্ট অগ্নি, সামান্য ইন্ধন পাইলেই পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সেইরূপ রোগারম্ভক দোষ চিকিৎসার দ্বারা ক্ষীণ ও স্বপথ গামী হইলেও যদি তাহার কিঞ্চিৎ শেষ থাকে, তাহা হইলে নিবৃত্ত-ব্যাধিও অতি অল্প কারণে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব রোগ প্রশমিত হইলেও পূর্ব্ব প্রযুক্ত সিদ্ধার্থ ঔষধের ফলের দৃঢ়তার জন্য কিছুদিন নির্দ্দোষ ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

কাঠিন্যাদূনভাবাদ্বা দোষোঽন্তঃ কুপিতো মহান্।
পথ্যৈর্ম্মৃদুল্পতাং নীতো মৃদুর্দোষকরো ভবেৎ॥
পথ্যমপ্যশ্নতস্তস্মাদ্ যো ব্যাধিরুপজায়তে।
জ্ঞাত্বৈবং বুদ্ধিমভ্যাসমথবান্যস্য কারয়েৎ॥
সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ॥
মনসো বাহ্নুকূলত্বাৎ তুষ্টিরূর্জ্জা রুচির্বলম্।
সুখোপভোগতা চ স্যাদ্ব্যাধেশ্চাতো বলক্ষয়ঃ॥
লৌল্যাদ্দোষক্ষয়াদ্ব্যাধির্বৈধর্ম্ম্যাদ্বাপি যারুচিঃ।
তাসু পথ্যোপচারঃ স্যাদ্যোগেনাস্যং বিকল্পয়েৎ॥

পথ্য কঠিন ও অল্প হইলেও তদ্দারা, অভ্যন্তরে-কুপিত-উৎকট দোষও মৃদু এবং অল্প হইয়া এবং মৃদু দোষকারক হইয়া থাকে। পথ্য সেবনকারি ব্যক্তিরও কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহাকে এইরূপ বুদ্ধি জানিয়া (অল্পদোষকারক) অন্যবিধ পথ্য সেবন করাইবে। সতত সেবন হেতু অথবা সুস্বাদের অভাবহেতু যদি পথ্য দ্বেষ্যতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পথ্য দ্রব্যে দ্বেষ জন্মে, তাহা হইলে পথ্য নানাপ্রকারে কল্পনা করিয়া যাহাতে রোগীর প্রিয় হয় এরূপে প্রস্তুত করিয়া দিবে। পথ্য মনের অনুকূল হইলে তুষ্টি, তেজ, রুচি, বল ও সুখসেবনীয়তা এই সকল হইয়া থাকে। তজ্জন্য ব্যাধির বল নষ্ট হয়। লোলুপতা, বা দোষক্ষয় কিংবা ব্যাধির বৈধর্ম্ম্যবশতঃ যে অরুচি জন্মে, তাহাতে পথ্য প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং অরুচিনাশক যোগ সকল দ্বারা খাদ্য কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

বিংশতির্ব্ব্যাপদো যোনের্নিদানং লিঙ্গমেব চ।
চিকিৎসা চাপি নির্দ্দিষ্টা শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া॥
শুক্রদোষাস্তথা চাষ্টৌ নিদানাকৃতিভেষজৈঃ।
ক্লৈব্যান্যুক্তানি চত্বারি চত্বারঃ প্রদরাস্তথা।
তেষাং নিদানং লিঙ্গঞ্চ ভৈষজ্যঞ্চৈব কীর্ত্তিতম্॥
স্তন্যদোষাস্তথা চাষ্টৌ হেতুলিঙ্গভিষগ্জিতৈঃ।
তেষাং চিকিৎসা নির্দ্দিষ্টা সমাসব্যাসতো ময়া॥

রেতসো রজসশ্চৈব কীর্ত্তিতং শুদ্ধিলক্ষণম্।
উক্তানুক্তচিকিৎসা চ সম্যগ্‌যোগস্তথৈব চ॥
দেশাদিগুণশংসা চ কালঃ ষড়্‌বিধ এব চ।
দেশে দেশে চ যৎ সাত্ম্যং যথা বৈদ্যোঽপরাধ্যতি॥
চিকিৎসা চাপি নির্দ্দিষ্টা দোষাণাং গূঢ়চারিণাম্।
যোনিব্যাপদিকেঽধ্যায়ে তৎ সর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্॥
যো হি সম্যঙ্‌ন জানাতি শাস্ত্রং শাস্ত্রার্থমেব চ।
ন কুর্য্যাৎ স ক্রিয়াং চিত্রমচক্ষুরিব চিত্রকৃৎ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে
যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিতং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি চিকিৎসাস্থানম্।

বিংশতি প্রকার যোনিব্যাপদ, তাহাদের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা এই সকল বিষয়, শিষ্যহিতকামী ভগবান্ পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অষ্টবিধ শুক্রদোষ, তাহাদের নিদান লক্ষণ ও ঔষধ; চারি প্রকার ক্লৈব্য, চারি প্রকার প্রদর, তাহাদের নিদান লক্ষণ ও ঔষধ; অষ্টবিধ ক্ষীরদোষ এবং তাহাদের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কথিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ শুক্রলক্ষণ, রজঃশুদ্ধি লক্ষণ, উক্তানুক্ত রোগের চিকিৎসা, সম্যক যোগ, দেশাদির গুণ বর্ণনা, ষড়বিধ কাল, প্রত্যেক দেশের সাত্ম্য, বৈদ্য যে প্রকার চিকিৎসায় অপরাধী হয় তাহা, গূঢ়চারিদোষের চিকিৎসা, সমস্ত বিষয় এই যোনিব্যাপদধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ সম্যক্ অবগত নহে, সে ব্যক্তির অন্ধ চিত্রকরের চিত্রণবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ অন্ধ চিত্রকর যেমন চিত্রাঙ্কন করিতে পারে না, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানহীন চিকিৎসকও চিকিৎসা করিতে সমর্থ হয় না।

যোনিব্যাপদচিকিৎসা সমাপ্ত।

চিকিৎসাস্থান সম্পূর্ণ।

কল্পস্থানম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো মদনফলকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা মদনফলকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন ।

অথ খলু বমনবিরেচনার্থং মদনফলাদিত্রিবৃতাদীনাং বমনবিরেচনদ্রব্যাণাং সুখোপভোগ্যতমৈঃ সহান্যৈশ্চ দ্রব্যৈর্বিবিধৈস্তদ্‌যোগানাং ক্রিয়াবিধৌ সুখোপায়স্য সম্যগুপকল্পনার্থং কল্পস্থানমখিলেনোপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ ॥

হে অগ্নিবেশ ! সূত্রস্থানে মূলপ্রধান ও ফল প্রধান বমন দ্রব্য ও বিরেচন দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে মদনফল প্রভৃতি বমন দ্রব্যের এবং তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্যের বমনবিরেচন বিষয়ে সুখসেব্যত্ব হেতু সুখোপভোজ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যের সহিত বমনযোগের ও বিরেচনযোগের সম্যক্ কল্পনার্থ এই কল্পস্থান সমগ্রভাবে উপদেশ প্রদান করিব ।

তত্র দোষহরণমূর্দ্ধভাগং বমনসংজ্ঞকমধোভাগং বিরেচনসংজ্ঞকং, উভয়ং বা শরীরমলবিরেচনাদ্বিরেচনশব্দং লভতে । তত্রোষ্ণতীক্ষ্ণলঘুসূক্ষ্মব্যবায়িবিকাশীন্যৌষধানি স্ববীর্য্যেণ হৃদয়মুপেত্য ধমনীরনুসৃত্য স্থূলাণুস্রোতোভ্যঃ কেবলং শরীরগতং দোষসঙ্ঘাতমাগ্নেয়ত্বাদ্বিষ্যন্দয়ন্তি তৈক্ষ্ণ্যাদ্বিচ্ছিন্দন্তি ॥

তন্মধ্যে যে দ্রব্য মুখাদি ঊর্দ্ধমার্গ দ্বারা দোষ হরণ করে, তাহাকে বমন এবং যাহা গুহ্যাদি অধোমার্গ দ্বারা দোষ হরণ করে তাহাকে বিরেচন কহে। অথবা শারীর মলের রেচন (বহিঃ নিকাশন) করে বলিয়া বমন ও বিরেচন এই উভয়কেই বিরেচন শব্দে অভিহিত করা যায়। উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, ব্যবায়ী ও বিকাশী এই সকল গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্রব্য স্বকীয় বীর্য্য দ্বারা হৃদয়ে উপগত হইয়া ধমনী সকলে অনুগমন করে। তৎপরে নিজের আগ্নেয়ত্ব গুণে স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোতঃ হইতে শরীরগত দোষসঙ্ঘাতকে বিষ্যন্দিত ও তৈক্ষ্ণ্য গুণে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে।

স বিচ্ছিন্নঃ পরিপ্লবঃ স্নেহভাবিতে কায়ে স্নেহাক্তভাজনস্থমিব ক্ষৌদ্রমসজ্জন্ প্রবণভাবাদামাশয়মাগত্যোদানপ্রণুন্নোঽগ্নিবায়্বাত্মকত্বাদূর্দ্ধভাগ-প্রভাবাদৌষধস্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্যতে। সলিলপৃথিব্যাত্মকত্বাদধোভাগ-প্রভাবাচ্চৌষধস্যাধঃ প্রবর্ত্ততে। উভয়তশ্চোভয়গুণত্বাদিতি লক্ষণোদ্দেশঃ॥

বমন বিরেচন প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগিকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে স্নেহসংযুক্ত পাত্রস্থ মধু যেমন সেই পাত্রে লগ্ন হয় না, সেইরূপ উক্ত বিচ্ছিন্ন ও পরিপ্লব দোষসঙ্ঘাত স্নেহাক্ত শরীরে সংসক্ত হইতে পারে না। পরন্তু বমন ঔষধের প্রবণভাব (গমনস্বভাবত্ব) হেতু উহা আমাশয়ে গিয়া তথায় উদানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নি ও বায়ু গুণাত্মকত্ব হেতু ঊর্দ্ধগমন প্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তজ্জন্য বমন হইয়া থাকে। অপর বিরেচন ঔষধের জল ও পৃথিবীস্বরূপত্বহেতু অধোভাগ গমনপ্রভাববশতঃ উক্ত বিচ্ছিন্ন ও পরিপ্লব দোষসঙ্ঘাত অধোগমন করে, তজ্জন্য বিরেচন হয়। আর উভয়গুণান্বিতত্ব অর্থাৎ অগ্নি বায়ু সলিল ও পৃথিব্যাত্মকত্ব হেতু যে দ্রব্য উক্ত বিচ্ছিন্ন ও পরিপ্লব দোষসঙ্ঘাতকে ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গে প্রেরণ করে, তাহাকে উভয়ভাগহর কহে। তদ্দ্বারা বমন বিরেচন উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

(অগ্নি ও বায়ুর গতি ঊর্দ্ধগামী। বমন দ্রব্য অগ্নি ও বায়ু গুণবহুল। সেইজন্য বমন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে তাহা স্ববীর্য্যপ্রভাবে ঊর্দ্ধগামী হইয়া সমস্ত স্রোতে ও ধমনীতে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে দোষসঙ্ঘাতকে আমাশয়ে আনয়ন করে। এবং ঊর্দ্ধমার্গ (মুখাদি দ্বারা নিকাশিত করে। আর ক্ষিতি ও জলের গতি নিম্নাভিমুখী। বিরেচন দ্রব্যও ক্ষিতিজলগুণবহুল। সেই জন্য বিরেচন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে তাহা স্বপ্রভাবে শরীরের সমস্ত স্থান হইতে দোষসঙ্ঘাতকে আনয়ন পূর্ব্বক অধোমার্গ দ্বারা (গুহ্যাদি দ্বারা) নিকাশিত করিয়া দেয়। বমনার্থ বা বিরেচনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগিকে স্নেহ পান করাইতে হয়। ইহার ফল এই হয় যে, যেমন কোন স্নেহাক্ত পাত্রে মধু রাখিলে তাহা সেই পাত্রে লগ্ন হয় না, পাত্র হইতে সমস্ত মধু অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায়, সেইরূপ স্নেহাক্ত শরীরে বমনবিরেচনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা শরীরের সমস্ত দোষকে বাহির করিয়া দেয়। স্রোতের স্নিগ্ধত্ব হেতু তাহাতে সংলগ্ন হইয়া দোষসঙ্ঘাত অবস্থিতি করিতে পারে না।)

তত্র ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকৃতবেধনানাং, শ্যামাত্রিবৃ-চ্চতুরঙ্গুলতিল্বকমহাবৃক্ষসপ্তলাশঙ্খিনীদন্তীদ্রবন্তীনাঞ্চ, নানাবিধদেশকাল-সম্ভবস্বাদুরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবগ্রহণানাং দেহদোষপ্রকৃতিবয়োবলাগ্নি-

ভূমিকালসাত্ম্যরোগাবস্থাদীনাং নানাত্মকত্বাচ্চ, বিচিত্রগন্ধবর্ণরসস্পর্শানামুপ-যোগসুখার্থমপরিসংখ্যেয়োপযোগানামপি চ সতাং দ্রব্যাণাম্, বিকল্পমার্গ-দর্শনার্থং ষড়্ বিরেচনযোগশতানি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

মদনাফল, ঘোষা, তিক্ত লাউ, তিক্ত ঘোষা, কুড়চি ও শ্বেত পুষ্পঘোষা এই ছয়টী বমন দ্রব্য এবং শ্যামমূলা তেউড়ী, রক্তমূলা তেউড়ী, সোন্দাল, লোধ, মনসাসিজ, সপ্তলা (মনসা বিশেষ), শঙ্খিনী, দন্তী ও দ্রবন্তী এই নয়টী বিরেচন দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য প্রায় সকল দেশে ও সকল কালেই জন্মে। ইহারা মধুররস ও মধুর বিপাক। ইহাদের বীর্য্য ও প্রভাব অতুলনীয়। সেই জন্য বমন বিরেচন দ্রব্যসমূহের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। ইহাদের সহিত অন্যান্য দ্রব্য যোগ করিয়া কল্পনা করিলে অসংখ্য যোগ হইতে পারে। মানবেরও দেহ, দোষ, প্রকৃতি, বয়স, বল, অগ্নি, ভোজন, সাত্ম্য ও রোগের অবস্থাদি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। মনুষ্যের দেহদোষাদি লক্ষ্য করিয়া অবস্থানুসারে ঐ সকল বমনবিরেচন দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। কেবল বিকল্পমার্গ দর্শনার্থ এই স্থলে বিচিত্র গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট সুখসেব্য ছয়শত বিরেচন যোগ ব্যাখ্যা করিব।

তানিতু দ্রব্যাণি দেশকালগুণভাজনসম্পদ্বীর্য্যবলাধানাৎ ক্রিয়াসমর্থ-তমানি ভবন্তি ॥

ঐ সকল দ্রব্য যেরূপ গুণভাজন সম্পৎযুক্ত বীর্য্যবান ও বলধারক, তাহাতে উহারা সকল দেশে ও সকল কালে চিকিৎসা কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে।

ত্রিবিধঃ খলু দেশো জাঙ্গলোঽনূপঃ সাধারণশ্চেতি। তত্র জাঙ্গলঃ পর্য্যাকাশভূয়িষ্ঠঃ, তরুভিরপি কদরখদিরাসনাশ্বকর্ণধবতিনিশশল্লকীশাল-সোমবল্কবদরীতিন্দুকাশ্বত্থবটামলকীবনগহনঃ, অনেকশমীককুভ-শিংশপাপ্রায়ঃ স্থিরশুষ্কপবনবলবিধূয়মানপ্রনৃত্যত্তরুণবিটপঃ, প্রততমৃগ-তৃষ্ণাকূপোপগূঢ়তনুখরপরুষসিকতাশর্করাবহুলঃ, লাবতিত্তিরিচকোরানু-প্রচিতভূমিভাগো বাতপিত্তবহুলঃস্থিরকঠিনমনুষ্যপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ ॥

জাঙ্গল আনূপ ও সাধারণভেদে দেশ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে জাঙ্গলদেশ চতুর্দ্দিকেই আকাশ ভূয়িষ্ঠ (মরুভূমি সদৃশ)। এই দেশে বাবলা, খদির, অশ্বকর্ণ (শাল বিশেষ), ধাওয়া, তিনিশ (জারুল গাছ), শল্লকী (শাল বিশেষ), শাল, সোমবল্ক (শ্বেত খদির), বদরী, তিন্দুক, অশ্বত্থ, বট ও আমলকী এই সকল বৃক্ষই অধিক জন্মে। শমী (শাঁই), অর্জ্জুন ও শিংশপা এই তিন বৃক্ষও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জাঙ্গল দেশের তরুণ বৃক্ষ সকল চিরশুষ্ক পবনবলে আন্দোলিত হইলে মনে হয় যেন নৃত্য করিতেছে। এই স্থানে সর্ব্বদা মরীচিকা দেখা যায়। নদ নদী নাই বলিয়া কূপই অধিক দৃষ্ট হয়; এই দেশে তনু (সূক্ষ্ম) খর ও পুরুষ বালুকা এবং কাঁকর বিশিষ্ট স্থানই অধিক। জাঙ্গল দেশের অধিকাংশ মনুষ্য স্থির-কঠিন-দেহবিশিষ্ট এবং বাতপিত্তবহুল। এই দেশের সর্ব্বত্রই লাব, তিত্তিরি ও চকোর পক্ষী দৃষ্ট হয়।

অথানূপো হিন্তালতালতমালনারিকেলকদলীবনগহনঃ, সরিৎসমুদ্র-পর্য্যন্তপ্রায়ঃ শিশিরপবনবহুলো বঞ্জুলবানীরোপশোভিততীরাভিঃ সরিদ্ভিরুপগতভূমিভাগোঽক্ষিতিধরো নিকুঞ্জোপশোভিতো মন্দপবনানুবীজিত-ক্ষিতিরুহগহনোঽনেকবনরাজীপুষ্পিতবনগহনভূমিভাগঃ, স্নিগ্ধতরুপ্রতানোপগূঢ়ো হংসচক্রবাকবলাকানন্দীমুখপুণ্ডরীক কাদম্বমদ্গুকোযষ্টি-ভৃঙ্গরাজশতপত্রমত্তকোকিলমুদিততরুণবিটপঃ সুকুমারপুরুষঃ পবনকফ-প্রায়ো জ্ঞেয়ঃ ॥

আনূপদেশ। এই দেশে হিন্তাল, তাল, তমাল, নারিকেল ও কদলীর বন অধিক দেখা যায়। আনূপদেশ নদীবহুল, ইহার সীমান্তে সমুদ্র অবস্থিত। এই দেশে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার নদীর তীর বেতস ও বাণির (জল বেতস) বৃক্ষদ্বারা সুশোভিত। সেই নদীর দ্বারা বহুল ভূমিভাগ ব্যাপ্ত। এইদেশে পর্ব্বত থাকে না। এই দেশ নিকুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত, মৃদুমন্দ পবনবীজিতমহীরুহযুক্ত, অনেক বনরাজী ও পুষ্পিত বনগহন দ্বারা ইহার ভূমিভাগ ব্যাপ্ত। আনূপদেশের তরুলতা সকল চাক্‌চিক্যশালী। এই দেশের তরুণ তরু সকল, হংস, চক্রবাক্, বক, নন্দীমুখ, পুণ্ডরীক, কলহংস, মদ্গু (পানকৌরী), কোযষ্টি, ভীমরাজ, শতপত্র (ময়ূর) ও মত্ত কোকিলের ধ্বনিতে মুখরিত। আনূপদেশের মনুষ্যগণ সুকুমার ও বাতশ্লেষ্ম প্রকৃতি হইয়া থাকে।

অনয়োরেব দ্বয়োর্দেশয়োর্বীরুদ্বনস্পতিবানস্পত্যশকুনিমৃগগণযুতঃ স্থিরসুকুমার-বর্ণসংহননোপপন্নসাধারণগুণযুক্তপুরুষঃ সাধারণো জ্ঞেয়ঃ ॥

সাধারণ দেশ। জাঙ্গল ও আনূপদেশের বীরুৎ, বনস্পতি, বানস্পত্য, পক্ষী ও মৃগসমূহ যে দেশে দৃষ্ট হয় তাহাকে সাধারণ দেশ কহে। এই সাধারণ দেশজাত লোক সকল স্থির শরীর, সুকুমার সুন্দর সংহতাবয়ব ও সাধারণ গুণযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ জাঙ্গল ও আনূপদেশের লোকসমূহ যেরূপ গুণযুক্ত তৎগুণান্বিত হইয়া থাকে।

তত্র দেশে জাঙ্গলে সাধারণে বা যথাকালং শিশিরাতপপবনসলিল-সেবিতে সমে শুচৌ প্রদক্ষিণে শ্মশানচৈত্যদেবযজনাগারশ্বভ্রারামবল্মীকো-ষরবিরহিতে কুশরোহিষাস্তীর্ণে স্নিগ্ধকৃষ্ণসুবর্ণবর্ণমধুরমৃত্তিকে মৃদাব-ফালকৃষ্টেঽনুপহতেঽন্যৈর্বলবত্তরৈর্দ্রুমৈরৌষধানি জাতানি প্রশস্যন্তে ॥ তত্র যানি কালজাতান্যুপগতসম্পূর্ণপ্রমাণরসবীর্য্যগন্ধানি কালাতপাগ্নি-সলিলপবনজন্তুভিরনুপহতগন্ধবর্ণরসস্পর্শপ্রভাবাণি প্রত্যগ্রাণ্যুদীচ্যাং দিশি স্থিতানি, তেষাং শাখাপলাশমচিরপ্ররূঢ়ং বর্ষাবসন্তয়োর্গ্রাহ্যং, গ্রীষ্মে মূলানি শিশিরে বা শীর্ণপ্ররূঢ়পর্ণানাং, শরদি ত্বক্‌কন্দক্ষীরাণি, হেমন্তে সারাণি পর্ণপুষ্পফলঞ্চেতি মঙ্গলাচারঃ কল্যাণবৃত্তঃ শুচিঃ শুক্লবাসাঃ সংপূজ্য দেবতামশ্বিনৌ গোব্রাহ্মণাংশ্চ কৃতোপবাসঃ প্রাঙ্মুখ

উদঙ্মুখো বা গৃহ্লীয়াৎ। গৃহীত্বা চানুরূপগুণবদ্ভাজনে সংস্থাপ্যাগারেষু প্রাগুদগ্দ্বারেষু নিবাতপ্রবাতৈকদেশেষু নিত্যপুষ্পোপহারবলিকর্ম্মবৎ-স্বগ্নিসলিলোপস্বেদধূমরজোমূষিক-চতুষ্পদামনভিগমনীয়ানি স্ববচ্ছন্নানি শিক্যে চাসজ্য স্থাপয়েৎ। তানি চ যথাদোষং প্রযুঞ্জীত সুরাসৌবীরক-তুষোদকমৈরেয়মেদকধান্যাম্লফলাম্লদধ্যম্লাদিভির্বাতে। মৃদ্বীকামলক-মধুকপরূষককাণিতক্ষীরাদিভিঃ পিত্তে। শ্লেষ্মণি তু মধুমূত্রকষায়াদিভি-র্ভাবিতান্যালোড়িতানি চেত্যুদ্দেশঃ। তং বিস্তরেণ দ্রব্যদেহদোষ-সাত্ম্যাদীনি প্রবিভজ্য ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

এই জাঙ্গল বা সাধারণ দেশে যথা সময়ে শীত, আতপ, পবন ও জলসেবিত, সমতল, শুচি, অনুকূল এবং শ্মশান, চৈত্য, দেবমন্দির, গর্ত্ত, উপবন, বল্মীক ও ক্ষার মৃত্তিকা বিবর্জ্জিত, কুশ ও গন্ধতৃণাস্তীর্ণ, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণ বা সুবর্ণবর্ণ মধুর রসান্বিত মৃত্তিকাযুক্ত, মৃদু, লাঙ্গল দ্বারা অকর্ষিত, অন্য বলবান বৃক্ষ দ্বারা অনুপহত ভূমিতে জাত ঔষধ সকল চিকিৎসা কার্য্যে প্রশস্ত হইয়া থাকে। উক্ত লক্ষণান্বিত স্থানে যে সকল ওষধি যথাকালে জন্মে; যাহাদের প্রমাণ রসবীর্য্য গন্ধ যথোপযুক্ত হইয়াছে; যাহাদের গন্ধ বর্ণ রস স্পর্শ ও প্রভাব—কাল আতপ অগ্নি জল বায়ু বা কীট দ্বারা উপহত হয় নাই; যে সকল ওষধি নূতন ও উক্তবিধ ভূমির উত্তরদিকজাত সেই সকল ওষধিই গ্রহণ করিবে। মঙ্গলাচার-সম্পন্ন কল্যাণ-যুক্ত, শুচি, শুক্লবাসা ও উপবাসী চিকিৎসক দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গো ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তর মুখে ঐ সকল ওষধি নিম্নলিখিত নিয়মে গ্রহণ করিবেন। ওষধি সকলের পুরাতন শাখা ও পত্র বসন্ত ও বর্ষাকালে গ্রহণ করিবে। যে সকল বৃক্ষের পত্র পতিত হইয়াছে এবং নূতন পত্র অঙ্কুরিত হইতেছে, সেই বৃক্ষ সমূহের মূল গ্রীষ্ম বা শিশির কালে গ্রহণীয়। শরৎকালে ত্বক কন্দ ও আঠা এবং হেমন্তকালে বৃক্ষের সার পত্র, পুষ্প ও ফল গ্রহণ করিবে। এই সকল ওষধি সংগ্রহ পূর্ব্বক দ্রব্যগুণানুরূপ পাত্রে স্থাপন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে শিক্যের উপর রাখিয়া দিবে। যে গৃহ পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তর দ্বারী, যে গৃহের একাংশে বায়ু প্রবাহিত হয় ও অন্য অংশে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যে গৃহে পুষ্পোপহার দ্বারা নিত্য দেবপূজা সম্পন্ন হয়, যে গৃহে অগ্নি, সলিল, উপস্বেদ, ধূম, ধূলী, ইঁদুর ও চতুষ্পদ জন্তু থাকে না, সেই গৃহে ঔষধ সকল যত্নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এইরূপে সংগৃহীত ঔষধ সকল রোগিকে দোষা-নুসারে প্রয়োগ করিবে। বায়ুরোগাক্রান্ত রোগিকে সুরা, সৌবীর, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, ধান্যাম্ল, ফলাম্ল ও অম্লদধি প্রভৃতির সহিত ঔষধ প্রদান করিবে। পিত্তরোগে দ্রাক্ষা, আমলকী যষ্টিমধু, ফল্সা, মাংগুড়, ও দুগ্ধাদির সহিত এবং শ্লেষ্মরোগে মধু, গোমূত্র ও কষায়াদির সহিত ভাবিত ও আলোড়িত করিয়া ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। সংক্ষেপতঃ ঔষধ প্রয়োগবিধি কথিত হইল। অতঃপর দ্রব্য দেহ দোষ ও সাত্ম্যাদি বিভাগ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ বিধি সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিব।

বমনদ্রব্যাণাং মদনফলানি শ্রেষ্ঠতমান্যাচক্ষতেঽনপায়িত্বাৎ, তানি

বসন্তগ্রীষ্ময়োরন্তরে পুষ্যাশ্বযুগ্ভ্যাং মৃগশিরসা বা গৃহ্নীয়াৎ মৈত্রে মুহূর্ত্তে। যানি পকান্যহরিতানি পাণ্ডূন্যক্রিমীণ্যকুশান্যহ্রস্বান্যপূতীন্য-জগ্ধানি, তানি প্রগৃহ্য কুশপুটে বদ্ধা গোময়েনালিপ্য যবতুষমাষশালিব্রীহি-কুলত্থমুদ্গপর্ণীনামন্যতমেনাচ্ছাদ্য নিদধ্যাদষ্টরাত্রম্। অত ঊর্দ্ধং মৃদু-ভূতানি তানি মধিষ্টগন্ধান্যুদ্ধৃত্য শোষয়েৎ। সুশুষ্কাণাং ফলানাং পিপ্পলীরুদ্ধরেৎ, তাসাং ঘৃতদধিমধুপললবিমৃদিতানাং পুনঃ শুষ্কাণাং নবং কলসং সুপ্রমৃষ্টবালুকারজস্কমাকণ্ঠং পূরয়িত্বা স্ববচ্ছন্নং স্বনুগুপ্তং শিক্যে-ষ্ববসজ্য সংস্থাপয়েৎ॥

বমন দ্রব্য মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা অপকারী নহে। বসন্ত বা গ্রীষ্মঋতুর মধ্যে পুষ্যা অশ্বিনী বা মৃগশিরা নক্ষত্রে মৈত্রমুহূর্ত্তে মদনফল সকল গ্রহণ করিবে। যে সকল মদনফল পক্ব, পাণ্ডুবর্ণ, ক্রিমিরহিত, পুষ্ট, দীর্ঘ, পূতিগন্ধহীন ও কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত এবং যাহা হরিতবর্ণ নহে, সেই সকল মদনফল গ্রহণ করিয়া কুশের মধ্যে বাঁধিবে; তদুপরি গোময় দ্বারা প্রলেপ দিবে, তদনন্তর কুশবদ্ধ ও গোময়প্রলিপ্ত এই মদনফল যব, তুষ, মাষকলাই, শালিধান্য, ব্রীহিধান্য বা মুদ্গপর্ণীর রাশির মধ্যে অষ্টরাত্রি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। অতঃপর উহা কোমল ও মধুবৎ ইষ্টগন্ধ যুক্ত হইলে কুশপুট হইতে বাহির করিয়া শুষ্ক করিবে। শুষ্ক মদনফল হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে উহা ঘৃত, দধি, মধু ও তিলকল্কে মৃদিত করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিবে। অনন্তর একটী নূতন কলস বালুকা ও ধূলি রহিত করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে। ঐ কলসীর গলা পর্য্যন্ত উক্ত ফল দ্বারা পূর্ণ করিয়া এবং কলসীর মুখ আচ্ছাদিত করিয়া সাবধানে শিকার উপর গুপ্তভাবে স্থাপন করিবে।

অথ ছর্দ্দনীয়মাতুরং দ্ব্যহং ত্র্যহং বা স্নেহস্বেদোপপন্নং শ্বশ্ছর্দ্দিতব্য-মিতি গ্রাম্যানূপৌদকমাংসরসক্ষীরদধিতিলমাষতণ্ডুলপললশাকাদিভিঃ সমুৎক্লেশিতশ্লেষ্মাণং ব্যুষিতং জীর্ণাহারং পূর্ব্বাহ্ণে কৃতবলিহোমমঙ্গলপ্রায়-শ্চিত্তং নিরন্নমনতিস্নিগ্ধং যবাগ্বা ঘৃতমাত্রাং পীতবন্তম্, তাসাং ফলপিপ্পলী-নামন্তর্নখমুষ্টিং যাবদ্বা সাধু মন্যেত জর্জ্জরীকৃত্য যষ্টিমধুককষায়েণ কোবিদারকর্ব্বুদারনীপবিদুল-বিম্বী-শণপুষ্পীসদাপুষ্পীপ্রত্যকপুষ্পী-কষা য়াণামন্যতমেন বা রাত্রিমুষিতং বিমৃদিতং মধুসৈন্ধবসংযুক্তং সুখোষ্ণং কৃত্বা পূর্ণং শরাবং মন্ত্রেণানেনাভিমন্ত্রয়েৎ।

ওঁ ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধিগ্রামা ভূতসঙ্ঘাশ্চ পান্তু তে॥
রসায়নমিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে॥

ইত্যেবমভিমন্ত্র্য ভিষগুদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখমাতুরং পায়য়েৎ শ্লেষ্মজ্বরগুল্ম-প্রতিশ্যায়বন্তং বিশেষেণ পুনঃ পুনরাপিত্তগমনাৎ তেন সাধু বমতি ॥

যে রোগিকে বমন করাইতে হইবে, তাহাকে দুই দিন বা তিন দিন স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। তৎপরে বমন করাইবার পূর্ব্ব দিবসে রোগিকে গ্রাম্য আনূপ ও ঔদকমাংসের রস, দুগ্ধ, দধি, তিল, মাষকলাই, তণ্ডুল, মাংস ও শাকাদি ভোজন করাইয়া শ্লেষ্মাকে উৎক্লেশিত করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে বলি, হোম, মঙ্গল, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করাইয়া অনতিস্নিগ্ধ রোগিকে অন্ন আহার করিতে না দিয়া যবাগুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত পান করিতে দিবে। বমন করাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে সেই পূর্ব্বস্থাপিত মদনপিপ্পলী এক অন্তর্নখমুষ্টি অথবা বমন কার্য্যে যে মাত্রা উপযুক্ত সেই মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিবে। অতঃপর কুট্টিত সেই মদনফল যষ্টিমধুর কাথের সহিত কিংবা শ্বেতকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, কেলিকদম্ব, জলবেতস, তেলাকুচা, শণপুষ্পী, শ্বেতআকন্দ ও আকন্দ ইহাদের মধ্যে কোন একটীর কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে, পরদিন প্রভাতে উহা মর্দ্দিত এবং মধু ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া ঈষদুষ্ণ করিবে। এই ঔষধ পূর্ণ একসের মাত্রায় লইয়া তাহা ব্রহ্ম দক্ষাদি মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। তদনন্তর চিকিৎসক স্বয়ং উত্তরমুখে বসিবেন এবং রোগিকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া অভিমন্ত্রিত উক্ত বমন ঔষধ পান করাইবেন। শ্লেষ্ম, জ্বর, গুল্ম ও প্রতিশ্যায় [illegible] রোগিদিগের যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিত্ত বমন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঔষধ পান করাইবে। পিত্ত বমন হইলেই জানিবে যে, সম্যগ্ বমন হইয়াছে।

হীনবেগস্তু পিপ্পল্যামলকবচাসর্ষপকল্কলবণোষ্ণোদকৈঃ পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তয়েদাপিত্তদর্শনাদিত্যয়ং সর্ব্বচ্ছর্দ্দনযোগবিধিঃ। সর্ব্বেষু তু মধুসৈন্ধবং কফবিলয়নচ্ছেদার্থং বমনেষু বিদধ্যাৎ। ন চোষ্ণবিরোধো মধুনশ্ছর্দ্দ-নযোগযুক্তস্যাবিপক্বপ্রত্যাগমনাদ্দোষনির্হরণাচ্চেতি ॥

রোগির সম্যগ্ বমন হইবার পূর্ব্বেই যদি বমনের বেগ কমিয়া যায়, তাহা হইলে পিপুল, আমলকী, বচ ও সর্ষপ ইহাদের কল্ক সৈন্ধবলবণ ও গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ পান করাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পিত্তবমন হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপে বমনবেগ উৎপাদন করিবে। সকল প্রকার বমন যোগেরই এই বিধি জানিবে। কফের বিলয় ও নাশ করিবার জন্য বমনযোগ সকলে মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিবে। মধু উষ্ণবিরোধী হইলেও বমন যোগে উহা বিরুদ্ধ হয় না। কারণ উহা পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই নির্গত হয় ও দোষের নির্হরণ করে, সেই জন্য বমন দ্রব্যে মধু প্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে।

ফলপিপ্পলীনাং দ্বৌ ভাগৌ কোবিদারাদিকষায়েণ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ স্রাবয়েৎ, তেন রসেন তৃতীয়ং ভাগং পিপ্পলীঃ পিষ্ট্বা হরীতকীভির্বিভীত-কৈরামলকৈর্বা তুল্যাং বর্ত্তয়েৎ, তাসামেকাং দ্বে বা পূর্ব্বোক্তানাং

কষায়াণামন্যতমস্যাঞ্জলিমাত্রেণ বিমৃদ্য বলবৎশ্লেষ্মপ্রসেকগ্রন্থিরোগজ্বরা-রুচিষু পায়য়েদিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৃহীত মদনফলপিপ্পলী ২ ভাগ, পূর্ব্বোক্ত রক্তকাঞ্চন প্রভৃতি কোন একটীর কাথে একুশবার ভাবনা দিবে। আর একভাগ মদনফলপিপ্পলী উক্ত কাথের সহিত বাঁটিয়া পূর্ব্বোক্ত ২ ভাগের সহিত মিশাইবে। পরে হরীতকী বহেড়া বা আমলকীর ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুড়িকা ১টী কি ২টী পূর্ব্বোক্ত রক্তকাঞ্চনাদি কোন দ্রব্যের অর্দ্ধসের পরিমিত কাথে মর্দ্দিত করিয়া অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রসেক, জ্বর, গ্রন্থিরোগ, উদর ও অরুচি রোগে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহার অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে।

ফলপিপ্পলীক্ষীরং তেন বা ক্ষীরযবাগূমধোভাগে রক্তপিত্তে হৃদ্দাহে চ, তজ্জস্য বা দধ্ন উত্তরকং কফচ্ছর্দ্দিতমকমুখপ্রসেকেষু পূর্ণশরাবং, তস্যৈব পয়সঃ শীতস্য সন্তানিকাঞ্জলিং পিত্তে প্রকুপিতে উরঃকণ্ঠহৃদয়ে চ তনুকফোপদিগ্ধে ইতি সমানং পূর্ব্বেণ। ফলপিপ্পলীশৃতক্ষীরান্নবনীতমুৎ-পন্নং ফলাদিকল্ককষায়সিদ্ধং কফাভিভূতাগ্নিং বিশুদ্ধদেহঞ্চ মাত্রয়া পায়-য়েদিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥

মদনফলপিপ্পলীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ অথবা সেই দুগ্ধে পক্ক যবাগূ অধোগরক্তপিত্তে ও হৃদয়দাহে প্রয়োগ করিবে। অথবা সেই দুগ্ধে দধি পাতিয়া তাহার মাত্ /১ এক সের পরিমাণে লইয়া কফজ বমিতে, তমকরোগে ও মুখপ্রসেকে পান করিতে দিবে। সেই দুগ্ধজাত সর অর্দ্ধসের পরিমাণে লইয়া শীতল হইলে তাহা পিত্তদুষ্ট রোগিকে সেবন করিতে দিবে। বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ ও হৃদয় পাতলা কফে প্রলিপ্তবৎ হইলে ঐ সর সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্বের সহিত সমান। মদনফল পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া তাহার মাখন তুলিবে। সেই মাখন মদনফলাদির কল্ক ও কাথের সহিত পাক করিবে। যে রোগির অগ্নি কফাভিভূত ও দেহ বিশুদ্ধ, তাহাকে উপযুক্ত মাত্রায় এই মাখন খাইতে দিবে। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

ফলপিপ্পলীনাং যষ্ট্যাদিকষায়েণ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পরিভাবিতেন পুষ্প-রজঃপ্রকাশেন চূর্ণেন সরসি সঞ্জাতং বৃহৎসরোরুহং সায়াহ্নেঽবচূর্ণয়েৎ, তদ্রাত্রিব্যুষিতং প্রভাতে পুনরবচূর্ণিতমুদ্ধৃত্য হরিদ্রাকৃশরাক্ষীরযবাগূনাম-ন্যতমং সৈন্ধবফাণিতযুক্তমাকণ্ঠং পীতবন্তমাঘ্রাপয়েৎ সুকুমারমুৎক্লিষ্ট-পিত্তকফমৌষধ-দ্বিষমিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥

মদনফলপিপ্পলী যষ্টিমধু প্রভৃতির কাথে একুশবার ভাবনা দিয়া তাহা পুষ্পরেণুবৎ চূর্ণ করিবে। তৎপরে বৃহৎ সরোবরজাত একটী বৃহৎ পদ্মে সন্ধ্যাকালে ঐ চূর্ণ মাখাইয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিবে। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ পদ্ম পুনরায় পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। হরিদ্রা, কৃশরা, দুগ্ধ বা যবাগূ সৈন্ধব ও খাণ্ডের সহিত মিশ্রিত

করিয়া তাহা রোগিকে আকণ্ঠ পান করাইবে এবং উক্ত পয়ের আঘ্রাণ লইতে দিবে। ইহা দ্বারা সুকুমার দেহ, উৎক্লিষ্ট পিত্তকফ ঔষধদ্বেষী ব্যক্তির বমন হইয়া থাকে। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

ফলপিপ্পলীনাং ভল্লাতকবিধিপরিস্রুতং স্বরসং পক্ত্বা ফাণিতেনাতন্তুলীভাবাল্লেহয়েৎ। তাপশুষ্কং বা চূর্ণীকৃতং জীমূতাদিকষায়েণ পিত্তে কফস্থানগতে পায়য়েত্তেতি সমানং পূর্ব্বেণ। ফলপিপ্পলীচূর্ণানি পূর্ব্ববৎ কোবিদারাদীনাং ষণ্ণামন্যতমকষায়ভাবিতানি বর্ত্তিক্রিয়াঃ কোবিদারাদিকষায়োপসর্জ্জনাঃ পেয়া ইতি সমানং পূর্ব্বেণ॥

ভল্লাতকবিধানে পরিস্রুত মদনফলপিপ্পলীর স্বরস মাংগুড়ের সহিত পাক করিয়া তন্তুলীভাব হইলে নামাইয়া লইবে। এই লেহ বমনার্থ প্রযোজ্য। পিত্ত কফস্থান গত হইলে মদনফল পিপ্পলী চূর্ণ ঘোষা প্রভৃতির কাথের সহিত পান করাইবে। অন্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। মদনফলপিপ্পলী চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত রক্তকাঞ্চন প্রভৃতি ছয়টী দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী দ্রব্যের কাথে ভাবিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত কোন একটী কাথের সহিত বমনার্থ সেবন করিতে দিবে। অন্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

ফলপিপ্পলীনামারগ্বধকুটজস্বাদুকণ্টকপাঠাপাটলীশার্ঙ্গেষ্টামূর্ব্বাসপ্তপর্ণনক্তমালপিচুমর্দ্দপটোলসুষবীগুড়ূচীসোমবল্কদীপিকানাং পিপ্পলীপিপ্পলীমূলহস্তিপিপ্পলীচিত্রকশৃঙ্গবেরাণাঞ্চান্যতমস্য কষায়েণ সিদ্ধো লেহ ইতি সমানং পূর্ব্বেণ॥

সোন্দাল, কুড়চি, বঁইচী, আকনাদি, পারুল, কাকজঙ্ঘা, মূর্ব্বা, ছাতিম, করঞ্জ, নিম, পটোলপত্র, করোলা, গুলঞ্চ, শ্বেত খদির, যমানী, পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপ্পলী, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের কোন একটীর কাথের সহিত মদনফলপিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া লেহবৎ পাক করিবে। ইহা বমনার্থ ব্যবস্থেয়। ফল পূর্ব্ববৎ।

ফলপিপ্পলীষেলাহরেণুকাশতপুষ্পাকুস্তুম্বুরুতগরকুষ্ঠত্বক্‌চোরকমরুবকগুগ্‌গুল্বেলবালুকশ্রীবেষ্টকপরিপেলবমাংসীশৈলেয়কস্থৌণেয়কসরলপারাবতপদশোকরোহিণীনাং বিংশতেরন্যতমস্য কষায়েণ সাধয়িত্বোৎকারিকা বাপ্যুৎকারিকাকল্পেন মোদকো বা মোদককল্পেন যথাদোষরোগবিভক্তি প্রযোজ্যা ইতি সমানং পূর্ব্বেণ। ফলপিপ্পলীস্বরসকষায়পরিভাবিতানি তিলতণ্ডুলপিষ্টানি তৎকষায়োপসর্জ্জনানি শষ্কুলীকল্পেন শষ্কুল্যঃ পূপকল্পেন বা পূপা ইতি সমানং পূর্ব্বেণ॥

এলাচ, রেণুকা, শুলফা, ধনে, তগরপাদুকা, কুড়, দারুচিনি, চোরপুষ্পী, মরুবক (তুলসী বিশেষ), গুগ্‌গুলু, এলবালুক, নবনীতখোটী, কৈবর্ত্তমুস্তা, জটামাংসী, শৈলজ, গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ, লতাকস্তুরী, অশোক ও কটকী এই বিংশতিটী দ্রব্যের মধ্যে কোন একটীর কাথের সহিত মদনফল পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া উৎকারিকাবৎ পাক করিবে। অথবা

মোদক বিধানে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই উৎকারিকা বা মোদক দোষানুসারে বা রোগানুসারে বমনার্থ সেবন করাইবে। ইহার ফল পূর্ব্ববৎ। মদনফল-পিপ্পলীর স্বরসে বা কাথে তিলতণ্ডুলচূর্ণ ভাবনা দিবে, পরে ঐ কাথের সহিত তিল তণ্ডুলচূর্ণ বাটিয়া শষ্কুলী বা পূপ বিধানে পিষ্টক পাক করিবে। এই শষ্কুলী বা পিষ্টক সেবন করিলে বমি হয়। ফল পূর্ব্ববৎ।

এতেনৈব চ কল্পেন সুমুখসুরসকুঠেরকগণ্ডীরকালমালকপর্ণাসক্ষব-কফণিজ্ঝকশৃঙ্গবেরগৃঞ্জনকভূস্তৃণকাসমর্দ্দভৃঙ্গরাজনামিক্ষুবালিকাকাণ্ডেক্ষু-গাঞ্চাগ্যতমস্য কষায়েণ কারয়েৎ। যথাবৎ ষাড়বরাগলেহমোদকোৎ কারিকাতর্পণপানকমাংসরসযূষমদ্যানি মদনফলপাচিতানি তেনোপসৃজ্য যথাদোষরোগবিভক্তি দদ্যাৎ তৈঃ সাধু বমতীতি ॥

সুমুখ, সুরস, কুঠেরক, গণ্ডীর, কালমালক, পর্ণাস ও ফণিজ্ঝক, (এই কয়টী শব্দ তুলসী বাচক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তুলসীর নাম) এবং শুঁঠ, গাজোর, গন্ধতৃণ ; কালকাসুন্দে, ভীমরাজ, ইক্ষুবালিকা ও কাণ্ডেক্ষু ইহাদের কোন একটীর কাথের সহিত মদনফলপিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া ষাড়ব, রাগ, লেহ, মোদক, উৎকারিকা, তর্পণ, পানক, মাংসরস, যূষ ও মদ্য যথাবিধি পাক করিয়া দোষ ও রোগের বিভাগানুসারে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা উত্তমরূপে বমন হইয়া থাকে।

ভবতি চাত্র।

মদনঃ করহাটশ্চ রাঠঃ পিণ্ডীতকঃ ফলম্।
শ্বসনশ্চেতি পর্য্যায়ৈরুচ্যতে তস্য কল্পনা ॥

মদন, করহাট, রাঠ, পিণ্ডীতক, ফল ও শ্বসন এই গুলি মদনফলের পর্য্যায়। এই মদন ফলের কল্পনা কথিত হইতেছে।

তত্র শ্লোকাঃ।

নব যোগাঃ কষায়েষু বর্ত্তিষ্বষ্টৌ পয়োমুখাঃ।
পঞ্চৈকঃ ফাণিতে চূর্ণে ত্রেয়ে বর্ত্তিক্রিয়াসু ষট্ ॥
বিংশতির্বিংশতির্লেহমোদকোৎকারিকাসু চ।
শষ্কুলীপূপয়োশ্চোক্তা যোগাঃ ষোড়শ ষোড়শ ॥
দশাদ্যে ষাড়বাদ্যেষু ত্রয়স্ত্রিংশদিদং শতম্।
যোগানাং বিধিবদ্দৃষ্টং ফলকল্পে মহর্ষিণা ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
ফলকল্পো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

যষ্টিমধু প্রভৃতি নয়টী দ্রব্যের কষায়ে নয়টী যোগ, বর্ত্তিতে ৬টী যোগ, দুগ্ধ প্রভৃতিতে পাঁচটী যোগ, ফাণিতে একটী, চূর্ণে একটী, স্নেহে একটী, বর্ত্তি ক্রিয়াতে ছয়টী, লেহে, মোদকে ও উৎকারিকায় প্রত্যেকে ২০টী, শষ্কুলী ও পূপে ষোল যোগটী, বাড়বাদি দশটীতে ১০টী এই সমুদায়ে ১৩৩টী মদনফল যোগ, মদনফল কল্পাধ্যায়ে মহর্ষি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

ফলকল্পনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জীমূতকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা জীমূতকল্প ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

কল্পং জীমূতকস্যেমং ফলপুষ্পাশ্রয়ং শৃণু।
খরাগরী চ বেণী চ তথা স্যাদ্দেবতাড়কঃ॥
জীমূতকং ত্রিদোষঘ্নং যথাস্বৌষধকল্পিতম্।
প্রযোক্তব্যং জ্বরশ্বাসহিক্কাকোষ্ঠাময়েষু চ॥

জীমূতকল্প (ঘোষার) ফলপুষ্পাশ্রয় কল্প বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ঘোষার ফল ও পুষ্প উভয়ই বমনকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। খরা, গরী, বেণী, দেবতাড়ক ও জীমূতক এই গুলি ঘোষার নামান্তর। ঘোষা যথাযোগ্য ঔষধের সহিত কল্পিত হইলে ত্রিদোষঘ্ন হইয়া থাকে। জ্বর, শ্বাস, হিক্কা ও কোষ্ঠরোগে ঘোষা প্রয়োগ করিতে হয়।

যথোক্তগুণযুক্তানাং দেশজানাং যথাবিধি।
পয়ঃ পুষ্পেষু নির্ব্বৃত্তং ফলে পেয়াং শৃতং পয়ঃ॥
লোমশে ক্ষীরসন্তানং দধ্যুত্তরমলোমশে।
শৃতে পয়সি দধ্যম্লং জাতং হরিতপাণ্ডরে॥
জীর্ণানাঞ্চ সুশুষ্কাণাং ন্যস্তানাং ভাজনে শুচৌ।
চূর্ণস্য পয়সা শুক্তিং বাতপিত্তার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥

যথোক্ত গুণান্বিত দেশজাত ঘোষার পুষ্পের সহিত অথবা ফলের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ বমন কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। যদি রোগীর বাতাদি দোষ অনুলোমগত হয়, তাহা হইলে ঘোষাফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ঘনীভূত করিবে, এবং সেই ঘনদুগ্ধ বমনার্থ পান করাইবে। আর বাতাদি দোষ বিলোমগত হইলে উক্ত ঘনীভূত দুগ্ধ পান করাইয়া তৎপরে দধি সেবন করাইবে। পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর হরিত বা শ্বেতবর্ণ

হইলে, যে যাজ্ঞসিদ্ধ দুগ্ধে দধি পাতিবে এবং সেই দধি অম্ল হইলে তাহা বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে। সুপক্ব যোষাফল শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া পরিষ্কৃত পাত্রে রাখিবে। এই চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে বাতপিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির বমি হইবে। (কেবল দুগ্ধের ছয়টী যোগ কথিত হইল।)

আসুত্য চ সুরামণ্ডে মৃদিত্বা প্রস্রুতং পিবেৎ।
কফজেঽরোচকে কাসে পাণ্ডুরোগে সযক্ষ্মণি॥
দ্বে বাপোথ্যাথবা ত্রীণি গুড়ূচ্যা মধুকস্য বা।
কোবিদারাদিকানাং বা নিম্বস্য কুটজস্য বা॥
কষায়েষ্বাসুতং পূত্বা তেনৈব বিধিনা পিবেৎ।
অথবারগ্বধাদীনাং সপ্তানাং পূর্ব্ববৎ পিবেৎ॥
একৈকশঃ কষায়েণ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরার্দ্দিতঃ।
বর্ত্তয়ঃ ফলবচ্চাঽষ্টৌ কোলমাত্রাস্তু তা মতাঃ॥

যোষাফল সুরামণ্ডে ভিজাইয়া তাহার আসব প্রস্তুত করিবে। আসব প্রস্তুত হইলে তাহা সুরামণ্ডেই উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। কফজনিত অরোচক, কাস, পাণ্ডুরোগ ও যক্ষ্মারোগে এই আসব বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। কুট্টিত যোষাফল ২টী বা ৩টী লইয়া তাহা গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কেলিকদম্ব, জলবেতস, তেলাকুচা, শণপুষ্পী, শ্বেতআকন্দ, আকন্দ, নিম ও কুড়চি ইহাদের প্রত্যেকের কাথে, ভিজাইয়া পৃথক্ পৃথক্ আসব প্রস্তুত করিবে। এই দ্বাদশবিধ আসব বমনার্থ প্রযোজ্য। অথবা আরগ্বধাদি সাতটী দ্রব্যের (যথা—সোন্দাল, কুড়চি, বঁইচ, আক্‌নাদি, পারুল, শাঙ্গ'ষ্টা ও মূর্ব্বা) প্রত্যেকের কাথে যোষাফল পূর্ব্ববৎ ভিজাইয়া আসুত ও মর্দ্দিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাদের কোন একটী আসব পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাক্রান্ত রোগিকে বমনার্থ পান করাইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যেরূপ রক্তকাঞ্চনাদির সহিত মদনফলের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে, যোষাফলেরও সেইরূপ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে।

জীবকর্ষভকেক্ষূণাং শতাবর্য্যা রসেন বা।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে দদ্যাদ্বাতপিত্তজ্বরেতথা॥

জীবক, ঋষভক, ইক্ষু ও শতমূলী ইহাদের কোন একটীর রসের সহিত যোষাফল বাটিয়া পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ও বাতপিত্তজ্বরে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে।

তথা জীমূতকক্ষীরাৎ সমুৎপন্নং পচেদ্‌ঘৃতম্।
ফলাদীনাং কষায়েণ শ্রেষ্ঠং তদ্বমনং মতম্॥

যোষাফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত মদন ফলাদির কাথসহ পাক করিয়া বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বমন ঔষধ।

তত্র শ্লোকৌ।

দ্বৌ ক্ষীরে মদিরামণ্ডে একৌ দ্বাদশ চাসবে।
সপ্ত চারগ্বধাদীনাং কষায়েঽষ্টৌ চ বর্ত্তিষু॥

জীবকাদিষু চত্বারো ঘৃতকৈকং প্রকীর্ত্তিতম্।
কল্পে জীমূতকানাঞ্চ যোগাস্ত্রিংশন্নবাধিকাঃ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
জীমূতকল্পো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

দুগ্ধে ছয়টী যোগ, সুরামণ্ডে ১টী যোগ, আসবে ১২টী যোগ, সোল্লাল প্রভৃতির কষায়ে ৭টী যোগ, বর্ত্তিতে ৮টী যোগ, জীবকাদির গণে ৪টী যোগ ও ঘৃতে একটী যোগ, সমুদায়ে ৩৯টী যোগ, এই জীমূতকল্পাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জীমূতকল্প নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাত ইক্ষ্বাকুকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা ইক্ষ্বাকুকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

সিদ্ধং বক্ষ্যাম্যথেক্ষ্বাকুকল্পং যেষাং প্রশস্যতে।
পঞ্চচত্বারিংশদুক্তা যোগা অস্মিন্ মহর্ষিণা॥

পূর্ব্বে সূত্রস্থানে ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, ইক্ষ্বাকুর (তিত্‌লাউয়ের) ৪৫টী যোগ কল্পনা করা হয়। সেই সমস্ত যোগ ও তাহা যে সকল ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত, তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

লম্বাচ কটুকালাবূ তুম্বী পিণ্ডফলা তথা।
ইক্ষ্বাকুঃ ফলিনী চৈব প্রোচ্যতেঽস্যাস্তু কল্পনা॥
কাসশ্বাসকফচ্ছর্দ্দিতৃড়র্ত্তিকফকর্ষিতে।
প্রতাম্যতি নরে চৈব বমনার্থং তু সেষ্যতে॥

লম্বা, কটুকা, অলাবু, তুম্বী, পিণ্ডফলা, ইক্ষ্বাকু ও ফলিনী এইগুলি তিত্‌লাউয়ের পর্য্যায়শব্দ। কাস, শ্বাস, কফজবমি, পিপাসা, কফজরোগ ও মূর্চ্ছারোগে ইক্ষ্বাকুবমনার্থ প্রশস্ত।

অপুষ্পাণাং প্রবালানাং মুষ্টিং প্রাদেশসম্মিতম্।
ক্ষীরপ্রস্থে শৃতং দদ্যাৎ পিত্তোদ্রিক্তে কফজ্বরে॥

যাহার পুষ্প হয় নাই এরূপ তিক্তলাউয়ের লতার নূতন অগ্রভাগ (ডগি) প্রাদেশ প্রমাণে গ্রহণ করিবে। পরে তাহা ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া /৪ সের দুগ্ধে যথাবিধি পাক করিবে। এই দুগ্ধ পিত্তপ্রধান কফজ্বরে রোগিকে পান করাইয়া বমন করাইবে।

পুষ্পাদিষু চ চত্বারিঃ ক্ষীরে জীমূতকে যথা।
যোগা হরিতপাণ্ডূনাং সুরামণ্ডেন পঞ্চমঃ॥

যোষার ফলপুষ্পাদির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া যেমন চারিটী যোগের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ ইক্ষ্বাকুরও চারিটী যোগ কল্পনা করিবে। পাণ্ডুরোগে শরীর হরিত বা পাণ্ডুবর্ণ হইলে এই সকল যোগ দ্বারা বমন করাইবে। ইক্ষ্বাকুফল সুরামণ্ডে আলুক্ত করিয়া পঞ্চমযোগ কল্পনা করিবে।

ফলস্বরসভাগঞ্চ ত্রিগুণক্ষীরসাধিতম্।
উরঃস্থিতে কফে দদ্যাৎ স্বরভেদে সপীনসে॥

তিক্তলাউয়ের স্বরস এক ভাগ এবং দুগ্ধ তিন ভাগ একত্র পাক করিয়া তাহা পান করিলে বমন হইয়া উরঃস্থিত কফ এবং স্বরভেদ ও পীনস রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হৃতমধ্যে ফলে জীর্ণে স্থিতং ক্ষীরং যদা দধি।
জাতং স্যাৎ কফজে কাসে শ্বাসে বম্যাঞ্চ তৎ পিবেৎ॥

একটী সুপক্ব তিক্ত অলাবুর অভ্যন্তর ভাগ হইতে শস্যাদি বাহির করিয়া তাহাতে দুগ্ধ দিয়া দধি পাতিবে। এই দধি কফজ কাস, শ্বাস ও বমন রোগে পান করিতে দিবে।

মস্তুনা বা ফলান্মধ্যং পাণ্ডুকুষ্ঠবিষার্দ্দিতঃ।
তেন তক্রং বিপকং বা সক্ষৌদ্রলবণং পিবেৎ॥

ইক্ষ্বাকুফলের শস্য দধির মাতের সহিত বাটিয়া তাহা অথবা উক্ত শস্য তক্রের সহিত পাক করিয়া তাহাতে মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহা পাণ্ডু কুষ্ঠ ও বিষার্ত্তরোগিকে পান করিতে দিবে।

অজাক্ষীরেণ বীজানি ভাবয়েৎ পায়য়েত চ।
বিষগুল্মোদরগ্রন্থিগণ্ডেষু শ্লীপদেষু চ॥

ইক্ষ্বাকুবীজ ছাগ দুগ্ধে ভাবনা দিবে। পরে ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া তাহা বিষরোগ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, গণ্ডরোগ ও শ্লীপদ রোগে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে।

তুম্ব্যাঃ ফলরসৈঃ শুষ্কৈঃ সপুষ্পৈরবচূর্ণিতম্।
ছর্দ্দয়েন্মাল্যমাঘ্রায় গন্ধং সম্যক্সুখোচিতঃ॥

তুম্বীফলের রসে উহারই পুষ্পচূর্ণ মিশাইয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর এই চূর্ণ দ্বারা এক গাছি মাল্য অবচূর্ণিত করিয়া তাহার গন্ধের ঘ্রাণ লইলে সুখী ব্যক্তির সম্যক্ বমন হইয়া থাকে।

ভক্তস্তেৎ ফলমধ্যং বা গুড়েন পললেন চ।
ইক্ষ্বাকুফলতৈলং বা সিদ্ধং বা পূর্ব্ববদ্ ঘৃতম্॥

বমনার্থ ইক্ষ্বাকুফলের শস্ত গুড়ের সহিত সেবন করিবে। অথবা উক্ত শস্য মাংসের সহিত পাক করিয়া তাহা খাইবে। কিংবা ইক্ষ্বাকু বীজের তৈল পান করিবে বা পূর্ব্ববৎ (ধোবাফলবৎ) ইক্ষ্বাকুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধজাত ঘৃত মদনফলাদির কল্ক সহ পাক করিয়া তাহা খাইতে দিবে।

পঞ্চাশদ্দশবৃদ্ধানি ফলিনীনাং যথোত্তরম্।
পিবেদ্বিমৃদ্য বীজানি কষায়েষাসুতং পৃথক্॥

তিৎলাউয়ের বীজ বমনদ্রব্যের কাথে মর্দ্দিত ও ক্রমশ দশটী দশটী করিয়া বর্দ্ধিত করত সেবন করিবে। এইরূপে পঞ্চাশটী বীজ বমনার্থ খাইতে দিবে। ইক্ষ্বাকুবীজ বমন-দ্রব্যের কাথের সহিত সন্ধিত করিয়া আসব প্রস্তুত করিবে। এই আসব বমনার্থ প্রযোজ্য।

যষ্ট্যাহ্বকোবিদারাদ্যৈর্মুষ্টিমন্তর্নখং পিবেৎ।
কষায়ৈঃ কোবিদারাদ্যৈর্বর্ত্তয়ঃ ফলবৎ স্মৃতাঃ॥

ইক্ষ্বাকুবীজ অন্তর্নখমুষ্টি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাহা যষ্টিমধুর কাথে ও পূর্ব্বোক্ত রক্তকাঞ্চনাদি আটটী দ্রব্যের প্রত্যেকের কষায়ের সহিত বাটিয়া বমনার্থ পান করিবে। অথবা রক্তকাঞ্চনাদি আটটী দ্রব্যের প্রত্যেকের কাথের সহিত পূর্ব্ববৎ (মদনফল বর্ত্তিবৎ) ইক্ষ্বাকুবীজের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহাও বমন কার্য্যে প্রযোজ্য।

বিল্বমূলকষায়েণ তুম্বীবীজাঞ্জলিং পচেৎ।
পূতস্যাস্য ত্রয়ো ভাগাশ্চতুর্থঃ ফাণিতস্য তু॥
সঘৃতো বীজভাগশ্চ পিষ্টানর্দ্ধাশিকাংস্তথা।
মহাজালিনিজীমূতকৃতবেধনবৎসকান্॥
তং লেহং সাধয়েদ্দর্ব্ব্যা ঘট্টয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
যাবৎ স্যাৎ তন্তুমৎ তোয়ে পতিতঞ্চ ন শীর্য্যতে॥
তং লিহ্যান্মাত্রয়া লেহং প্রমথ্যাঞ্চ পিবেদনু।
কল্প এষোঽগ্নিমন্থাদৌ চতুষ্কে পৃথগুচ্যতে॥

তিৎলাউয়ের বীজ অর্দ্ধসের লইয়া তাহা বিল্বমূলের কাথের সহিত পাক করিবে। পাকান্তে ছাঁকিয়া সেই বীজ চূর্ণ তিন ভাগ, মাৎগুড় ১ ভাগ, ঘৃত এক ভাগ, ইক্ষ্বাকুবীজ চূর্ণ ১ ভাগ, এবং পীতপুষ্প ঘোষা, ঘোষা, শ্বেতপুষ্প ঘোষা ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ. এই সকল দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং হাতাদ্বারা বারংবার নাড়িবে। ইহা লেহবৎ ঘন ও তন্তুবিশিষ্ট হইলে এবং জল সংযোগে শিথিল না হইলে পাক ঠিক হইয়াছে জানিয়া নামাইবে। এই লেহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া প্রমথ্যা অনুপান করিবে। এই নিয়মে শোণা, গাম্ভার, পারুল ও গণিয়ারী এই চারিটি দ্রব্যের কাথে পৃথক্ পৃথক্ লেহ কল্পনা করিবে।

শক্তুভির্বা পিবেন্মন্থং তুম্বীস্বরসভাবিতৈঃ।
কফজে তু জ্বরে শ্বাসে কণ্ঠরোগেষ্বরোচকে॥

শুল্মে মেহে প্রসেকে চ কল্পং মাংসরসৈঃ পিবেৎ।
নরঃ সাধু বমত্যেবং ন চ দৌর্ব্বল্যমশ্নুতে ॥

তিক্ত অলাবূর রস দ্বারা শক্তু ভাবিত করিয়া সেই শক্তু জলে বা মাংসরসে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। এই যোগ দ্বারা উত্তমরূপে বমন হয় অথচ বমন জন্ত দৌর্ব্বল্য জন্মে না। কফজজ্বর, শ্বাস, কণ্ঠরোগ, অরুচি, গুল্ম, মেহ ও মুখাদি হইতে জল স্রাবে এই যোগ বমনার্থ প্রশস্ত।

তত্র শ্লোকাঃ।

পয়স্যষ্টৌ সুরামণ্ডমস্তুতক্রেষু চ ত্রয়ঃ।
শ্রেয়ং সপললং তৈলং বর্দ্ধমানাসবেষু ষট্ ॥
ঘৃতমেকং কষায়েষু নবান্যে মধুকাদিষু।
অষ্টৌ বর্ত্তিক্রিয়া লেহাঃ পঞ্চ মন্থো রসস্তথা ॥
যোগা ইক্ষ্বাকুকল্পেঽস্মিন্ চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
উক্তা মহর্ষিণা সম্যক্ প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
ইক্ষ্বাকুকল্পো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

প্রজাহিতকাম মহর্ষি আত্রেয় এই ইক্ষ্বাকু কল্পাধ্যায়ে ৪৫টী বমন যোগ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—দুগ্ধে ৮টী যোগ, সুরামণ্ডে ১টী, দধিমণ্ডে ১টী, তক্রে ১টী, শ্রেয় যোগে ১টী, পলল যোগে একটী, তৈল যোগে ১টী, বর্দ্ধমান ও আসব যোগে ৬টী, ঘৃতে ১টী যষ্টিমধু প্রভৃতির কষায়যোগে নয়টী, বর্ত্তিক্রিয়া ৮টী, লেহযোগে ৫টী, মন্থযোগে একটী ও মাংসরস যোগে একটী, সমুদায়ে ৪৫টী ইক্ষ্বাকু যোগ।

ইক্ষ্বাকুকল্পনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ধামার্গবকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা ধামার্গবকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

কর্কোটকী কোঠফলা মহাজালিনিরেব চ।
ধামার্গবস্য পর্য্যায়া রাজকোশাতকী তথা ॥

গরে গুল্মোদরে কাসে বাতশ্লেষ্মাময়ে স্থিতে।
কফে চ কণ্ঠবক্ত্রস্থে কফসঞ্চয়জেষু চ॥
রোগেষ্বেষু প্রযোজ্যাঃ স্যুঃ স্থিরাশ্চ গুরবশ্চ যে।
ফলং পুষ্পং প্রবালঞ্চ বিধিনা তস্য সংহরেৎ॥

কর্কোটকী, কোঠফলা, মহাজালিনী ও রাজকোশাতকী এইগুলি ধামার্গবের (ঘোষার, ধুঁধুলের) পর্য্যায় শব্দ। গরছুষ্টি, গুল্ম, উদর, কাস, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কণ্ঠগত ও মুখগত কফদুষ্টি ও কফসঞ্চয় জনিত রোগে এবং যে সকল রোগ কষ্টসাধ্য ও বহুদিন স্থায়ী, সেই সমস্ত রোগে ধামার্গব কল্প প্রয়োগ করিবে। উপযুক্ত সময়ে বিধি পূর্ব্বক এই ধামার্গবের পুষ্প, ফল ও প্রবাল (কচি পল্লব) গ্রহণ করিবে।

প্রবালস্বরসং শুষ্কং কৃত্বা চ গুড়িকাঃ পৃথক্।
কোবিদারাদিভিঃ পেয়াঃ কষায়ৈর্ম্মধুকস্য চ॥

ধামার্গবের কচি পল্লবের রস শুষ্ক করিয়া তাহার বটী প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা রক্তকাঞ্চন প্রভৃতির আটটীর কোন একটীর কাথ অথবা যষ্টিমধুর কাথ সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বমন হইয়া থাকে।

পুষ্পাদিভিঃ ক্ষীরযোগাশ্চত্বারঃ পঞ্চমী সুরা।
পূর্ব্ববজ্জীর্ণশুষ্কাণামতঃ কল্পঃ প্রবক্ষ্যতে॥

ধামার্গবের পুষ্প ফল ও পল্লবের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ৩টী যোগ; ধামার্গবপল্লবের সহিত দুগ্ধ পাক করিলে ঘনীভূত করিবে। সেই ঘনীভূত দুগ্ধ দ্বারা একটী যোগ এবং ধামার্গবের পক্ক ও শুষ্কফল সুরাতে সিক্ত ও মর্দ্দিত করিয়া লইয়া ১টী যোগ কল্পনা করিবে। সমুদায়ে এই পাঁচটী কল্প কথিত হইল।

মধুকস্য কষায়েণ বীজকণ্ঠোদ্ধৃতং ফলম্।
সগুড়ং ব্যুষিতং রাত্রৌ কোবিদারাদিভিস্তথা॥
দদ্যাদ্গুল্মোদরার্ত্তেভ্যো যে চাপ্যন্যে কফাময়াঃ।
দদ্যাদন্নেন বা যুক্তং ছর্দ্দিহৃদ্রোগশান্তয়ে॥

বীজরহিত ধামার্গব ফল, যষ্টিমধুর কাথে অথবা রক্তকাঞ্চনাদি আটটী দ্রব্যের কোন একটীর কাথে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহা গুড়ের সহিত মিশাইয়া, গুল্মরোগী উদররোগী ও কফরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে। এই ফলচূর্ণ অন্নের সহিত খাইলে বমি ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

চূর্ণৈর্ব্বাপ্যুৎপলাদীনি ভাবিতানি প্রভূতশঃ।
রসক্ষীরযবাগ্বাদিতৃপ্তো ঘ্রাত্বা বমেৎ সুখম্॥

ধামার্গবফল চূর্ণ দ্বারা উৎপলাদি পুষ্প বারংবার অবচূর্ণিত করিবে। মাংসরস, ক্ষীর ও যবাগু প্রভৃতি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া উক্ত পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে সুখে বমি হইয়া থাকে

চূর্ণীকৃতস্য বর্ত্তিং বা কৃত্বা বদরসম্মিতাম্।
বিনীয়াঙ্গুলিমাত্রে তু পিবেদ্গোঽশ্বশকৃদ্রসে॥
পৃষতর্ক্ষকুরঙ্গাবিগজোষ্ট্রাশ্বতরস্য চ।
শ্বদংষ্ট্রাখরখড়্গানাঞ্চৈব পেয়াং শকৃদ্রসে॥

ধামার্গববীজ জলে বাটিয়া কুলপরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি, গো, অশ্ব, হরিণ, ভল্লুক, কুরঙ্গ, মেষ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্বতর, শ্বদংষ্ট্রা (ব্যাঘ্র বিশেষ), গর্দ্দভ ও গণ্ডার ইহাদের পুরীষের অর্দ্ধসের রসের সহিত মিশাইয়া বমনার্থ পান করাইবে।

জীবকর্ষভকৌ বীরামাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
কাকোলীং শ্রাবণীং মেদাং মহামেদাং মধূলিকাম্॥
একৈকশোঽভিসঞ্চূর্ণ্য সহ ধামার্গবেণ তু।
শর্করামধুসংযুক্তা লেহা হৃদ্দাহকাসিনাম্॥
সুখোদকানুপানাঃ স্যুঃ পিত্তোষ্মসহিতে কফে।
ধান্যতুম্বুরুযূষেণ কল্কস্তস্য বিষাপহঃ॥

জীবক, ঋষভক, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশী বীজ, শতমূলী, কাকোলী, শ্রাবণী (থুলকুড়ি বা মুণ্ডিরী), মেদা, মহামেদা ও জলজ যষ্টিমধু ইহাদের এক একটীর চূর্ণ ধামার্গব চূর্ণের সহিত মিশাইয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহ প্রস্তুত করিবে। হৃদ্দাহ, কাস ও পিত্তোষ্মযুক্ত কফরোগিকে এই লেহ গরম জলের সহিত সেবন করাইবে। ধামার্গবফলের কল্ক ধনে ও তুম্বুরুর যূষের সহিত সেবন করিলে বিষদোষ নষ্ট হয়।

জাত্যাঃ সৌমনসায়িন্যা রজন্যাশ্চোরকস্য বা।
বৃশ্চীরস্য মহাক্ষুদ্রসহাহৈমবতস্য চ॥
বিম্ব্যাঃ পুনর্নবায়া বা কাসমর্দ্দস্য বা পৃথক্॥
একং ধামার্গবং দ্বে বা কষায়ে পরিমৃদ্য তু।
তচ্ছৃতক্ষীরজং সর্পিঃ সাধিতং বা ফলাদিভিঃ।
পূতং মনোবিকারেষু পিবেদ্ বমনমুত্তমম্॥

মালতী, হরিদ্রা, চোরক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), শ্বেতপুনর্নবা, মহাসহা, ক্ষুদ্রসহা, বচ, তেলাকুচা, পুনর্নবা ও কালকাসুন্দে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ কাথে একটী বা দুইটী ধামার্গব ফল মর্দ্দিত করিয়া তাহার সহিত দুগ্ধপাক করিবে। এই দুগ্ধজাত ঘৃত, মদনফলাদি কল্কের সহিত পাক করিবে। এই ঘৃত মনোবিকার জন্য রোগসমূহে বমনার্থ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

তত্র শ্লোকৌ।

পল্লবে নব চত্বারঃ ক্ষীর একঃ সুরাসবে।
ক্বাথে নরেকোঽন্যে ত্রেয়ে দশ দ্বৌ চ শকৃদ্রসে॥

দশ লেহাস্ত্রয়ঃ কল্কা দশ চৈব ঘৃতে তথা।
কল্পে ধামার্গবস্যোক্তাঃ ষষ্টির্যোগা মহর্ষিণা॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
ধামার্গবকল্পো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

এই ধামার্গব কল্পাধ্যায়ে পল্লবে ৯টী যোগ, দুগ্ধে ৪টী, সুরাসবে ১টী, কাথে ৯টী, অম্লে ১টী, শ্লেষ্মে ১টী, গোময় প্রভৃতির রসে ১২টী, লেহে ১০টী, কল্কে ৩টী ও ঘৃতে ১০টী যোগ, সমুদায়ে ৬০টী বমন যোগ মহর্ষি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

ধামার্গবকল্পনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বৎসককল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা বৎসককল্প ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

অথ বৎসকনামানি ভেদং স্ত্রীপুংসয়োস্তথা।
কল্পঞ্চাস্য প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ যথাতথম্॥

বৎসকের নাম, স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় বৎসকের ভেদ এবং বৎসকের (কুড়চির) কল্প যথাযথ ভাবে সবিস্তরে বর্ণন করিব।

বৎসকঃ কুটজঃ শক্রো বৃক্ষকো গিরিমল্লিকা।
বীজানীন্দ্রযবাস্তস্য তথোচ্যন্তে কলিঙ্গকাঃ॥
বৃহৎফলঃ শ্বেতপুষ্পঃ স্নিগ্ধপত্রঃ পুমান্ ভবেৎ।
শ্যামা চারুণপুষ্পী স্ত্রী ফলবৃন্তৈস্তথাণুভিঃ॥
রক্তপিত্তকফঘ্নস্তু সুকুমারেষ্বনত্যয়ঃ।
হৃদ্রোগজ্বরবাতাসৃগ্বীসর্পাদিষু শস্যতে॥

বৎসক, কুটজ, শক্র, বৃক্ষক ও গিরিমল্লিকা এই গুলি কুড়চির পর্য্যায় শব্দ। কুড়চির বীজকে ইন্দ্রযব ও কলিঙ্গক বলে। পুরুষজাতীয় বৎসকের ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেতবর্ণ ও পত্র চিক্কণ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতীয় বৎসকের বর্ণ শ্যাম, পুষ্প অরুণবর্ণ এবং ফল ও বৃন্ত সূক্ষ্ম। বৎসক সুকুমার ব্যক্তিগণের অনপকারী, রক্তপিত্তঘ্ন ও কফনাশক। ইহা হৃদ্রোগ, জ্বর, বাতরক্ত ও বীসর্পাদিরোগে প্রশস্ত।

কালে ফলানি সংগৃহ্য তয়োঃ শুষ্কাণি সংক্ষিপেৎ।
তেষামন্তর্নখং মুষ্টিং জর্জ্জরীকৃত্য ভাবয়েৎ॥
মধুকস্ত কষায়েণ কোবিদারাদিভিস্তথা।
নিশি স্থিতং বিমৃদ্যৈতল্লবণক্ষৌদ্রসংযুতম্‌॥
পিবেত্তদ্বমনং শ্রেষ্ঠং পিত্তশ্লেষ্মনিবর্হণম্‌॥

উপযুক্তকালে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় বৎসকের কতকগুলি শুষ্কফল অন্তর্নখমুষ্টি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে তাহা যষ্টিমধু ও রক্তকাঞ্চন প্রভৃতি আটটী দ্রব্যের কোন একটীর কাথে ভাবিত করিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিবে। পরদিন তাহা মর্দ্দিত এবং মধু ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া বমনার্থ পান করাইবে। ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক শ্রেষ্ঠ বমন।

অষ্টাহং পয়সার্কেণ তেষাং চূর্ণানি ভাবয়েৎ।
জীবকস্য কষায়েণ ততঃ পাণিতলং পিবেৎ।
ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুজীবন্তীনাং পৃথক্‌ তথা॥

ইন্দ্রযবচূর্ণ আকন্দের আঠায় আট দিন ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় লইয়া তাহা জীবক, মদনফল, ঘোষা, তিক্ত লাউ ও জীবন্তী ইহাদের কোন একটীর কষায়ের সহিত মিশাইয়া বমনার্থ পান করাইবে।

সর্ষপাণাং মধুকানাং লবণস্যাম্বুনা পুনঃ।
কৃশরেণাথবা যুক্তং বিদধ্যাদ্‌ বমনং ভিষক্‌॥

কুড়চিবীজচূর্ণ (উপযুক্ত মাত্রায়) সর্ষপচূর্ণ মিশ্রিত জল, যষ্টিমধুর জল বা লবণসংযুক্ত জলের সহিত অথবা কৃশরার সহিত বমনার্থ সেবন করিবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

কষায়ৈর্নব চূর্ণৈশ্চ পঞ্চোক্তাঃ সলিলৈস্ত্রয়ঃ।
একশ্চ কৃশরায়াং স্যাদ্‌ যোগাস্তেঽষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
বৎসককল্পো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

এই বৎসককল্পাধ্যায়ে কষায়যোগে ৯টি, চূর্ণে ৫টি, জলে ৩টি ও কৃশরায় ১টি এই সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টি যোগ কথিত হইয়াছে।

বৎসককল্পনামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃতবেধনকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা কৃতবেধনকল্প ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

কৃতবেধননামানি কল্পঞ্চাস্য নিবোধত।
ক্ষ্বেড়ঃ কোশাতকী জালী মৃদঙ্গফলমেব চ ॥
অত্যর্থং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং গাঢ়েষ্বিষ্টং গদেষু চ।
কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়প্লীহশোফগুল্মগরাদিষু ॥

কৃতবেধনের নাম ও কল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। ক্ষ্বেড়, কোশাতকী, জালী ও মৃদঙ্গফল, এই গুলি কৃতবেধনের (শ্বেতপুষ্প ঘোষার) নামান্তর। কৃতবেধন অত্যন্ত কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য। গাঢ়রোগ সমূহে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, শোথ, গুল্ম ও গরবিষাদি রোগে বমনার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে।

ক্ষীরাদিকুসুমাদীনি সুরা চৈতেষু পূর্ব্ববৎ।
সুশুষ্কাণাস্তু বীজানামেকং দ্বৌ বা যথাবলম্ ॥
কষায়ৈর্মধুকাদীনাং নবভিঃ ফলবৎ পিবেৎ ॥

কৃতবেধনের পুষ্প ফল ও পল্লবের সহিত পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধ পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ চারি প্রকার যোগ কল্পনা করিবে। অর্থাৎ পুষ্পসহ সিদ্ধ দুগ্ধ, ফলসহ সিদ্ধ দুগ্ধ, পল্লব সহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও কৃতবেধন ফলের সহিত সিদ্ধ ও গাঢ়ীভূত দুগ্ধ এই চারি প্রকার যোগ কল্পনীয়। পূর্ব্ববৎ সুরামণ্ডে কৃতবেধন আসুত ও মর্দ্দিত করিয়া সেই সুরাসব দ্বারা এক প্রকার বমন, কৃতবেধনের ১টি বা ২টি বীজ লইয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। তাহা যষ্টিমধুর কাথ ও রক্তকাঞ্চনাদি আটটি দ্রব্যের কোন একটির কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া (মদন ফলবৎ) এই নয়টি বমন যোগ পান করাইবে।

কাথয়িত্বা ফলং তস্য পূত্বা লেহং নিধাপয়েৎ।
কৃতবেধনকল্কাংশং ফলাধ্যর্দ্ধাংশসংযুতম্ ॥
পৃথক্ চারগ্বধাদীনাং ত্রয়োদশভিরাসুতম্ ॥

কৃতবেধনের ফলের কাথ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লইবে, পরে সেই কাথের সহিত কৃতবেধনের কল্ক দেড়গুণ (কাথ্য কৃতবেধনের দেড়গুণ) মিশাইয়া পুনরায় লেহবৎ পাক করিবে। এই লেহ আরগ্বধাদি ত্রয়োদশটী দ্রব্যের কোন একটীর কাথের সহিত মিশাইয়া আসব প্রস্তুত করিবে। এই ত্রয়োদশবিধ আসব বমনার্থ প্রযোজ্য।

শাল্মলীমূলবৃন্তান্তপিচ্ছাভির্দশভিস্তথা।
বর্ত্তয়ঃ ফলবৎ ষট্ স্যুঃ ফলাদীনাং ঘৃতং তথা॥

শিমুলের মূল হইতে বৃন্তপর্য্যন্ত দশটী অঙ্গের (মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প, কণ্টক, মজ্জা, নির্য্যাস, ফল, বেষ্টক ও বৃন্ত) এই দশটী দ্রব্যের পিচ্ছার পূর্ব্বোক্ত কৃতবেধনের লেহ মিশাইয়া আসব প্রস্তত করিবে। পূর্ব্বাধ্যায়ে যেরূপ মদন ফলের বর্ত্তি উক্ত হইয়াছে, সেই রূপ কৃতবেধনেরও ছয় প্রকার বর্ত্তি প্রস্তত করিবে। কৃতবেধনের কল্ক ও মদনফলাদির কষায় সহ পূর্ব্ববৎ ঘৃত পাক করিয়া তাহা বমনার্থ প্রয়োগ করিবে।

কোশাতকানি পঞ্চাশৎ কোবিদাররসৈঃ পচেৎ।
তং কষায়ং ফলাদীনাং কল্কৈর্লেহং পুনঃ পচেৎ॥
ক্ষ্বেড়স্তু তত্র ভাগঃ স্যাচ্ছেষাণ্যর্দ্ধাংশিকানি চ।
কষায়ৈঃ কোবিদারাদ্যৈরেবং পক্ত্বা পিবেৎ পৃথক্॥

রক্তকাঞ্চনের স্বরসে ৫০টী কৃতবেধন ফল পাক করিয়া সেই কাথে মদন ফলাদির কল্ক মিশাইয়া পুনরায় পাক করত লেহবৎ করিবে। এই কৃতবেধন ফল গুলির ওজন যত হইবে, মদন ফলাদি প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ তাহার অর্দ্ধেক হইবে। এই লেহ রক্তকাঞ্চন প্রভৃতি আটটী দ্রব্যের কোন একটীর কাথের সহিত সেব্য।

কষায়েষু ফলাদীনামানূপং পিশিতং পৃথক্।
কোশাতক্যাঃ সমং পক্ত্বা রসং সলবণং পিবেৎ॥
ফলাদিপিপ্পলীতুল্যং তদ্বন্মাংসরসং পিবেৎ॥
ক্ষ্বেড়ং কাথে পিবেৎ সিদ্ধং মিশ্রমিক্ষুরসেন চ॥

মদন ফলাদির কাথে আনূপ মাংস ও কোশাতকীফল সমপরিমাণে মিশাইয়া পাক করিবে। সেই মাংস রসে লবণ মিশাইয়া পান করিলে সম্যক বমন হইয়া থাকে। এইরূপ মদনফল, যষ্টিমধু, নিম, জীমূত, কৃতবেধন ও পিপুল ইহাদের কোন একটীর কাথ সহ উক্ত আনূপমাংস পাক করিয়া তাহার রস লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। মদন ফলাদি ছয় প্রকার দ্রব্যের কাথে কৃতবেধন ফল সিদ্ধ করিয়া তাহা ইক্ষুরস সহ পান করিতে দিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

ক্ষীরে দ্বৌ দ্বৌ সুরা চৈকা কাথা দ্বাবিংশতিস্তথা।
দশ পিচ্ছা ঘৃতঞ্চৈকং ষট্ চ বর্ত্তিক্রিয়াঃ শুভাঃ॥
লেহেঽষ্টৌ সপ্ত মাংসে চ যোগ ইক্ষুরসেঽপরঃ।
কৃতবেধনকল্পেঽস্মিন্ ষষ্টির্যোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে।
কৃতবেধনকল্পো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

দুগ্ধে দুইটী করিয়া ৪টী যোগ, সুরাসবে ১টি, কাথে ২২টি, পিচ্ছায় ১০টি, ঘৃতে ১টি, বর্ত্তি ক্রিয়ায় ৬টি, লেহে ৮টি, মাংসে ৭টি, ইক্ষুরসে ১টি, সর্ব্বশুদ্ধ কৃতবেধনের এই ৬০টি, বমনযোগ মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

ইতি কৃতবেধনকল্পনামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

—*○—

অথাতঃ শ্যামাত্রিবৃৎকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা শ্যামাত্রিবৃৎকল্প ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

বিরেচনে ত্রিবৃন্মূলং শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্যাঃ সংজ্ঞা গুণাঃ কর্ম্ম ভেদঃ কল্পশ্চ বক্ষ্যতে॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন, যে, বিরেচন কার্য্যে ত্রিবৃন্মূলই প্রশস্ত, এক্ষণে সেই তেউড়ীর নাম, গুণ, কর্ম্ম, ভেদ ও কল্পনা বর্ণনা করিব।

ত্রিভণ্ডী ত্রিবৃতা চৈব শ্যামা কুটরণা তথা।
সর্ব্বানুভূতিঃ সুবহা শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ॥
কষায়া মধুরা রুক্ষা বিপাকে কটুকা চ সা।
কফপিত্তপ্রশমনী রৌক্ষ্যাচ্চানিলকোপনী॥
সেদানীমৌষধৈর্যুক্তা বাতপিত্তকফাপহৈঃ।
কল্পে বৈশেষ্যমাসাদ্য সর্ব্বরোগহরা ভবেৎ॥

ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, শ্যামা, কুটরণা, সর্ব্বানুভূতি ও সুবহা এই গুলি তেউড়ীর পর্য্যায়বাচক শব্দ। তেউড়ী কষায়মধুররস, কটু বিপাক, রুক্ষ ও কফপিত্ত প্রশমক। ইহা রুক্ষতাগুণে বায়ুর প্রকোপ করিয়া থাকে। কিন্তু বাত পিত্ত কফনাশক ঔষধের সহিত সংযোগ করিয়া কল্পনা করিলে ইহা বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বরোগ নাশক হইয়া থাকে।

মূলন্তু দ্বিবিধং তস্যাঃ শ্যামঞ্চারুণমেব চ।
তয়োর্মুখ্যতরং বিদ্ধি মূলং যদরুণপ্রভম্॥
সুকুমারে শিশৌ বৃদ্ধে মৃদুকোষ্ঠে চ তচ্ছুভম্
মোহয়েদাশুকারিত্বাচ্ছ্যামা কণ্ঠং ক্ষিণোত্যপি॥
তৈক্ষ্যাৎ কর্ষতি হৃৎকণ্ঠমাশু দোষং হরত্যপি।
শস্যতে বহুদোষাণাং ক্রূরকোষ্ঠাশ্চ যে নরাঃ॥

তেউড়ীর মূল দুই প্রকার। এক প্রকার শ্যামবর্ণ ও অপর প্রকার অরুণ বর্ণ। এই দুই প্রকার তেউড়ীর মধ্যে অরুণবর্ণমূলবিশিষ্ট ত্রিবৃৎই শ্রেষ্ঠতর। সুকুমারদেহ, শিশু, বৃদ্ধ ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই অরুণমূল তেউড়ী শুভপ্রদ। শ্যামমূল তেউড়ী আশুকারিত্ব হেতু (শীঘ্র বিরেচকত্ব হেতু) মোহ উৎপাদন করে, কণ্ঠের ক্ষীণতা জন্মায়; তীক্ষ্ণবীর্য্য বলিয়া হৃদয় ও কণ্ঠকে কর্ষিত করে এবং আশু দোষ হরণ করিয়া থাকে। বহু দোষান্বিত ব্যক্তিদিগের এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তদিগের পক্ষে শ্যামমূলা তেউড়ী প্রশস্ত।

গুণবত্যাং তয়োর্ভূমৌ জাতং মূলং সমুদ্ধরেৎ।
উপোষ্য প্রযতঃ শুক্লে শুক্লবাসাঃ সমাহিতঃ॥
গম্ভীরানুগতং শ্লক্ষ্ণং ন তির্য্যগ্বিসৃতঞ্চ যৎ।
গৃহীত্বা বিসৃজেৎ কাষ্ঠং ত্বচং শুষ্কাং নিধাপয়েৎ॥

উপবাসী সংযতচিত্ত ও সমাহিত চিকিৎসক শুক্লপক্ষে শুক্লবাস পরিধানপূর্ব্বক প্রশস্ত ভূমিজাত উভয়বিধ তেউড়ীর মূল উত্তোলন করিবেন। যে মূল গভীরভাবে মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট ও মসৃণ, সেই মূলই গ্রহণীয়। যে মূল তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তৃত, সে মূল গ্রাহ্য নহে। তেউড়ীর মূল তুলিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠভাগ ত্যাগ করিবে এবং মূলের ত্বক্ শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে।

স্নিগ্ধস্বিন্নো বিরেচ্যস্তু পেয়ামাত্রাশিতঃ সুখম্।
অক্ষমাত্রং তয়োঃ পিণ্ডং বিনীয়াম্লেন না পিবেৎ॥
গোঽব্যজামহিষীমূত্রসৌবীরকতুষোদকৈঃ।
প্রসন্নয়া ত্রিফলয়া শৃতয়া চ পৃথক্ পৃথক্॥

যে ব্যক্তিকে বিরেচন দিতে হইবে, তাহাকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পেয়া পান করাইবে। তৎপরে উভয় প্রকার তেউড়ীমূলের ছালের কল্ক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কাঁজি প্রভৃতি অম্লরসে গুলিয়া তাহা বিরেচ্য ব্যক্তিকে পান করাইবে। ইহা দ্বারা সুখে বিরেচন হয়। গোমূত্র, মেষমূত্র, ছাগমূত্র, মাহিষমূত্র, সৌবীরক, তুষোদক, প্রসন্না ও ত্রিফলার কাথ ইহাদের কোন একটির সহিত তেউড়ী মূলকল্ক ২ তোলা মিশাইয়া তাহা বিরেচ্য ব্যক্তিকে সেবন করাইবে।

একৈকং সৈন্ধবাদীনাং দ্বাদশানাং সনাগরম্।
ত্রিবৃৎত্রিগুণসংযুক্তং চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥

সৈন্ধবাদি চারিপ্রকার লবণ ও অষ্টপ্রকার মূত্র এই দ্বাদশ প্রকার দ্রব্যের অন্যতমের সহিত তাহার তিন গুণ তেউড়ীমূল চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া গরম জলের সহিত পান করাইবে।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং হস্তিপিপ্পলী।
সরলঃ কিণিহী হিঙ্গু ভার্গী তেজোবতী তথা॥

মুস্তং হৈমবতী পথ্যা চিত্রকো রজনী বচা।
স্বর্ণক্ষীর্য্যজমোদা চ শৃঙ্গবেরঞ্চ তৈঃ পৃথক্ ॥
একৈকার্দ্ধাংশসংযুক্তং পিবেদ্ গোমূত্রসংযুতম্ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, হিং, বামুনহাটি, চৈ, মুতা, শ্বেতবচ, হরীতকী, চিতা, হরিদ্রা, বচ, স্বর্ণক্ষীরী, বনযমানী ও শুঁঠ এই আঠারটি দ্রব্যের কোন একটির সহিত তাহার দ্বিগুণ তেউড়ীমূল চূর্ণ মিশাইয়া গোমূত্র সহ পান করাইবে।

মধুকার্দ্ধাংশসংযুক্তং শর্করাম্বুযুতং পিবেৎ।

তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ ভাগ, যষ্টিমধু চূর্ণ ১ ভাগ একত্র মিশাইয়া চিনির জলের সহিত পান করাইবে।

জীবকর্ষভকৌ মেদাং শ্রাবণীং কর্কটাহ্বয়ম্।
মুদ্গমাষাখ্যপর্ণ্যৌ চ মহতীং শ্রাবণীং তথা ॥
কাকোলীং ক্ষীরকাকোলীং ক্ষুদ্রাং ছিন্নরুহাং তথা।
ক্ষীরশুক্লাং পয়স্যাঞ্চ যষ্ট্যাহ্বং বিধিনা পিবেৎ ॥
বাতপিত্তহিতান্যেতান্যন্যানি তু কফানিলে ॥

জীবক, ঋষভক, মেদা, শ্রাবণী (মুণ্ডেরী বা থুলকুড়ি) কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুগানি, মাষাণি, মহাশ্রাবণী (শ্বেতমুণ্ডেরী বা বড়থুলকুড়ি), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সহ সমপরিমিত তেউড়া চূর্ণ মিশাইয়া বিধি পূর্ব্বক পান করাইবে। এই সকল যোগ বাতপিত্তে হিতকর। পরবর্তী অন্যান্য যোগ (সাতটি যোগ) বাতশ্লেষ্মায় হিতকর।

ক্ষীরমাংসেক্ষুকাশ্মর্য্যদ্রাক্ষাপীলুরসৈঃ পৃথক্।
সর্পিষা বা ত্রয়োশ্চূর্ণমভয়ার্দ্ধাংশিকং পিবেৎ ॥
লিহ্যাদ্বা মধুসর্পির্ভ্যাং সংযুক্তং সসিতোপলম্ ॥

শ্যামমূলা ও অরুণমূলা তেউড়ী চূর্ণ ২ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ১ ভাগ একত্র মিশাইয়া তাহা দুগ্ধ, মাংসরস, ইক্ষুরস, গাম্ভারীফলরস, দ্রাক্ষারস ও পীলুরস ইহাদের কোন একটি রসের সহিত বা ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিতে দিবে।

অজগন্ধা তুগাক্ষীরী বিদারী শর্করা ত্রিবৃৎ।
চূর্ণিতং ক্ষৌদ্রসর্পির্ভ্যাং লীঢ়ং সাধু বিরিচ্যতে ॥
সন্নিপাতজ্বরস্তম্ভদাহতৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ ॥

যোয়ান, বংশলোচন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও তেউড়ীমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে সুন্দর বিরেচন হয়। সন্নিপাত জ্বরে স্তব্ধতা, দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে এই বিরেচন প্রযোজ্য।

শ্যামাত্রিবৃৎকষায়েণ কল্কেন চ সশর্করম্।
সাধয়েদ্বিধিবল্লেহং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ॥

শ্যামমূলা তেউড়ীর কাথ ও কল্ক এবং চিনি একত্র যথাবিধানে লেহ পাক করিবে। বিরেচনার্থ এই লেহন ২ তোলা পরিমাণে লেহন করিতে হয়।

সক্ষৌদ্রাং শর্করাং পক্ত্বা কুর্য্যান্মৃন্ময়ভাজনে নবে।
ক্ষিপেচ্ছীতে ত্রিবৃচ্চূর্ণং ত্বক্‌পত্রমরিচৈঃ সহ॥
মাত্রয়া লেহয়েদেতদীশ্বরাণাং বিরেচনম্॥

মধু ও চিনি জলে গুলিয়া একত্র নূতন মৃৎপাত্রে লেহবৎ পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে উহাতে তেউড়ী চূর্ণ ৩ ভাগ এবং দারুচিনি, তেজপাতা ও মরিচ এক এক ভাগ প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ উপযুক্ত মাত্রায় রাজকল্প ব্যক্তিকে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

কুড়বাংশান্ রসানিক্ষুদ্রাক্ষাপীলুপরূষকাৎ।
সিতোপলাৎ পলং ক্ষৌদ্রাৎ কুড়বার্দ্ধঞ্চ সাধয়েৎ॥
তং লেহং যোজয়েচ্ছীতং ত্রিবৃচ্চূর্ণেন শাস্ত্রবিৎ।
এতদুৎসন্নপিত্তানামীশ্বরাণাং বিরেচনম্॥

ইক্ষু, দ্রাক্ষা, পীলু ও ফল্‌সা ইহাদের প্রত্যেকের রস অর্দ্ধসের পরিমিত এবং চিনি ৮ তোলা একত্র লেহবৎ পাক করিবে। শীতল হইলে তাহাতে এক পোয়া মধু ও উপযুক্ত তেউড়ী চূর্ণ মিশাইবে। ইহা উৎক্লিষ্ট পিত্ত ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

শর্করামোদকান্ বর্ত্তিগুড়িকামাংসপূপকান্।
অনেন বিধিনা কুর্য্যাৎ পৈত্তিকানাং বিরেচনম্॥

তেউড়ীচূর্ণের সহিত শর্করামোদক, বর্ত্তি গুড়িকা ও মাংসপিষ্টক পূর্ব্বোক্ত লেহবিধানে পাক করিয়া পিত্তপ্রধান ব্যক্তিদিগকে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পলীং নাগরং ক্ষারং শ্যামাত্রিবৃতয়া সহ।
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধং শ্লেষ্মলানাং বিরেচনম্॥

পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার এক এক ভাগ ও শ্যামমূলা তেউড়ী চূর্ণ ৩ ভাগ একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে বিরেচনার্থ লেহন করাইবে।

মাতুলুঙ্গাভয়াধাত্রীশ্রীপর্ণীকোলদাড়িমাৎ।
সুভৃষ্টান্ স্বরসাংস্তৈলে সাধয়েৎ তত্র চাবপেৎ॥
সহকারাৎ কপিত্থাচ্চ মধ্যমস্ক যৎ ফলম্।
পূর্ব্ববল্লেহীভূতে ত্রিবৃচ্চূর্ণং সমাবপেৎ॥
ত্বক্‌পত্রকেশরৈলানাং চূর্ণঞ্চ মধুমাত্রয়া।
লেহোঽয়ং কফপূর্ণানামীশ্বরাণাং বিরেচনম্॥

পানকানি রসান্ যূষান্ মোদকান্ রাগষাড়বান্।
অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্বিরেকার্থং কফাধিকে॥

ছোলঙ্গলেবু, হরীতকী, আমলকী, গাম্ভারী, কুল ও দাড়িম্ব ইহাদের প্রত্যেকের রস তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া তাহার সহিত আম, কয়েতবেল ও তেঁতুল প্রভৃতি অম্লফলের শস্ত প্রক্ষেপ দিয়া লেহের ন্যায় পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তেউড়ী চূর্ণ এবং দারুচিনি, তেজপাতা, নাগকেশর ও এলাচ চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে এই লেহে মধু মিশাইবে। এই লেহ কফপ্রধান ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

শ্যামমূলা তেউড়ী বা অরুণমূলা তেউড়ী দ্বারা পানক, মাংসরস, যূষ, মোদক, রাগষাড়ব যথাবিধানে পাক করিয়া কফাধিক্য রোগিকে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্বগেলাভ্যাং সমং নীতং ত্রিবৃতায়াঃ সশর্করম্।
চূর্ণং ফলরসক্ষৌদ্রশক্তুভিস্তর্পণং পিবেৎ॥
বাতপিত্তকফোত্থেষু রোগেষল্পানলেষু চ।
নরেষু সুকুমারেষু নিরপায়ং বিরেচনম্॥

দারুচিনি, এলাচ ও তেউড়ী চূর্ণ এক এক ভাগ, চিনি ৩ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে যবের ছাতু জলে গুলিয়া তাহাতে দাড়িমাদি কোন অম্ল ফলের রস ও মধু মিশাইয়া পানক প্রস্তুত করিবে। এই পানকের সহিত পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সেবন করাইবে। ইহা বায়ু পিত্ত ও কফজরোগে, অল্পাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে ও সুকুমার ব্যক্তিগণের নিরুপদ্রব বিরেচন।

শর্করা ত্রিফলা শ্যামা ত্রিবৃন্মাগধিকা মধু।
মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধরক্তপিত্তজ্বরাপহঃ॥

ত্রিফলা, শ্যামমূলা তেউড়ী, পিপুল ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ, এই সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধি মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। সন্নিপাত, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও জ্বরে বিরেচনার্থ এই মোদক প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃদ্ভাগাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রিভিশ্চ ত্রিফলাত্বচঃ।
বিড়ঙ্গক্ষারপিপ্পল্যঃ সমাস্তিস্রশ্চ চূর্ণিতাঃ॥
লিহ্যাৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ মোদকং বা গুড়েন চ।
ভক্ষয়েন্নিরাহারমেতচ্ছোধনমুত্তমম্॥
গুল্মং প্লীহোদরং শ্বাসং হলীমকমরোচকম্।
কফবাতকৃতাংশ্চান্যান্ ব্যাধীনেতদ্ব্যপোহতি॥

তেউড়ী তিন ভাগ, ত্রিফলার ত্বক্ তিন ভাগ, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে অথবা দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করিবে। ইহা উত্তম বিরেচক। এই বিরেচন দ্বারা গুল্ম, প্লীহা, উদর, শ্বাস, হলীমক, অরুচি ও কফবাতজনিত অন্যান্য রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন কালে কোন প্রকার নিয়ম পালন করিতে হয় না।

বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূলত্রিফলাধান্যচিত্রক ।
মরিচেন্দ্রযবাজাজীপিপ্পলীহস্তিপিপ্পলী ॥
লবণান্যজমোদা চ চূর্ণিতং কার্ষিকং পৃথক্ ।
তিলতৈলত্রিবৃচ্চূর্ণভাগৌ চাষ্টপলোন্মিতৌ ॥
ধাত্রীফলরসপ্রস্থাংস্ত্রীন্ গুড়ার্দ্ধতুলাং তথা ।
পক্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা খাদেদ্বদরোডুম্বরোপমান্ ॥
গুড়ান্ কৃত্বা ন চাত্র স্যাদ্বিহারাহারযন্ত্রণা ।
মন্দাগ্নিত্বং জ্বরং মূর্চ্ছাং মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকম্ ।
অস্বপ্নং গাত্রশূলঞ্চ কাস শ্বাসং ভ্রমং ক্ষয়ম্ ॥
কুষ্ঠার্শঃকামলামেহগুল্মোদরভগন্দরম্ ॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগাংশ্চ হন্যুঃ পুংসবনাশ্চ তে ।
কল্যাণকা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্বেষৃতুষু যৌগিকাঃ ॥

ইতি কল্যাণকগুড়ঃ ।

কল্যাণগুড় । বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, ত্রিফলা, ধনে, চিতামূল, মরিচ, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, গজপিপুল, পঞ্চলবণ ও বনযমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, তিলতৈল ১ সের, তেউড়ী চূর্ণ ১ সের, আমলকীর রস ১২ সের ও পুরাতন গুড় ৬।০ সওয়া ছয় সের। প্রথমে আমলকীর রস ও গুড় একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া যথাবিধানে চূর্ণাদি প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। অতঃপর কুল বা যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে আহার বিহারের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। এই ঔষধ সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, নিদ্রাহীনতা, গাত্রবেদনা, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রম, ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, মেহ, গুল্ম, উদর, ভগন্দর, গ্রহণীরোগ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। এই কল্যাণগুড় পুংসবন।

ব্যোষত্বক্‌পত্রমুস্তৈলাবিড়ঙ্গামলকাভয়াঃ ।
সমভাগা ভিষগদদ্যাদ্ দ্বিগুণঞ্চ মুকূলকম্ ॥
ত্রিবৃতোহষ্টগুণং ভাগং শর্করায়াশ্চ ষড়্‌গুণম্ ।
চূর্ণিতং গুড়িকাঃ কার্য্যা ক্ষৌদ্রেণ পলসম্মিতাঃ ॥
ভক্ষয়েৎ কল্যমুত্থাপ্য শীতঞ্চানুপিবেজ্জলম্ ।
মূত্রকৃচ্ছ্রে জ্বরে বম্যাং কাসে শ্বাসে ভ্রমে ক্ষয়ে ॥
তাপে পাণ্ড্বাময়েহল্লেহগ্নৌ শস্তা নির্যন্ত্রিতাশিনঃ ।
যোগঃ সর্ব্ববিষাণাঞ্চ মতঃ শ্রেষ্ঠো বিরেচনে ॥
মূত্রজানাঞ্চ রোগাণাং বিধিজ্ঞেনাবচারিতঃ ॥

ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, মুতা, এলাচ, বিড়ঙ্গ, আমলকী ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, দন্তী চূর্ণ ২ ভাগ, তেউড়ী চূর্ণ ৮ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্র মধুতে মাড়িয়া এক পল পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে এই গুড়িকা ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, বমি, কাস, শ্বাস, ভ্রম, ক্ষয়, সন্তাপ, পাণ্ডুরোগ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে এই গুড়িকা প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার বিষরোগে ও মূত্রঘ্ন রোগে এই যোগ শ্রেষ্ঠ বিরেচন। এই ঔষধ সেবন কালে আহার বিহারের কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ত্রিবৃৎপলং দ্বিপ্রস্থতং পথ্যাস্বগুরুবূকয়োঃ।
দশৈতান্ মোদকান্ কুর্য্যাদীশ্বরাণাং বিরেচনম্॥

তেউড়ী চূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকী চূর্ণ এক পোয়া ও এরণ্ডফল চূর্ণ এক পোয়া; এই সকল চূর্ণ একত্র মিশাইয়া তদ্বারা ১০টি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

শ্যামা ত্রিবৃদ্ধৈমবতী নীলিনী হস্তিপিপ্পলী।
সমূলা পিপ্পলী মুস্তমজমোদা ছুরালভা॥
কার্ষিকং নাগরপলং গুড়স্য পলবিংশতিঃ।
চূর্ণিতং মোদকান্ কুর্য্যাদুডুম্বরফলোপমান্॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলব্যোষযমানীবিড়জীরকৈঃ।
বচাজগন্ধাত্রিফলাচব্যচিত্রকধান্যকৈঃ।
মোদকান্ বেষ্টয়েচ্চূর্ণৈস্তাংস্তু তুম্বুরুদাড়িমৈঃ॥
ত্রিকবঙ্ক্ষণহৃদ্বস্তিকোষ্ঠার্শঃপ্লীহশূলিনাম্।
হিক্কাকাসারুচিশ্বাসকফোদাবর্ত্তিনাং হিতাঃ॥

শ্যামমূলা তেউড়ী, অরুণমূলা তেউড়ী, শ্বেতবচ, নীলবুহ্না, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, পিপুল, মুতা, বনযমানী, দুরালভা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় /২॥ আড়াই সের এই সকল দ্রব্যের দ্বারা যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ ডুমুর পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। তৎপরে হিং, সচললবণ, ত্রিকটু, যোয়ান, বিট্ লবণ ও জীরা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ কিংবা বচ, বনযমানী, ত্রিফলা, চৈ, চিতা ও ধনে ইহাদের চূর্ণ, অথবা ধনে ও দাড়িম ইহাদের চূর্ণ দ্বারা ঐ মোদকগুলি অবচূর্ণিত করিবে অর্থাৎ এই সকল চূর্ণ উক্ত মোদকে মাখাইবে। ইহা সেবন করিলে ত্রিক, [illegible]ণ, হৃদয়, বস্তি, কোষ্ঠ, অর্শঃ ও প্লীহার বেদনা নিবারিত এবং হিক্কা, কাস, অরুচি, শ্বাস [illegible] উদাবর্ত্তের শান্তি হয়।

ত্রিবৃতা কৌটজং বীজং পিপ্পলী বিশ্বভেষজ[illegible]।
১ ভাগ, [illegible]দ্রাক্ষারসোপেতং বর্ষাস্বেতদ্বিরেচন[illegible]॥
গুড়ের সা[illegible]
বিরেচন দ্বা[illegible]বীজ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ মধু ও দ্রাক্ষারসের সহিত মিশাইয়া [illegible]র্থ প্রয়োগ করিবে।
নিবারিত হয়।

ত্রিবৃদ্দুরালভামুস্তশর্করোদীচ্যচন্দনম্ ।
দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বসাতলং জলদাত্যয়ে ॥

তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, চিনি, বালা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও চর্ম্মকষা। ইহাদের চূর্ণ দ্রাক্ষারসের সহিত শরৎকালে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃতাং চিত্রকং পাঠামজাজীং সরলং বচাম্ ।
স্বর্ণক্ষীরীঞ্চ হেমন্তে চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ ॥

তেউড়ী, চিতা, আকনাদি, কৃষ্ণজীরা, সরলকাষ্ঠ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। এই চূর্ণ হৈমন্তকালে বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

শর্করা ত্রিবৃতা তুল্যা [illegible] বিরেচনম্ ।
ত্রিবৃৎত্রায়ন্তীহবুষাং সাতলাং কটুরোহিণীম্ ।
স্বর্ণক্ষীরীঞ্চ সংচূর্ণ্য গোমূত্রে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্ ॥
এষ সর্ব্বর্ত্তুকো যোগঃ স্নিগ্ধানাং মলদোষহৃৎ ॥

তেউড়ী চূর্ণ ও চিনি, সমভাগে মিশাইয়া গ্রীষ্মকালে বিরেচনার্থ পান করাইবে। তেউড়ী, বলাডুমুর, হবুষ, সাতলা (চর্ম্মকষা) ও স্বর্ণক্ষীরী। এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্র দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিবে। রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া এই বিরেচন যোগ সেবন করাইলে মলদোষ নিবারিত হয়। এই যোগ সকল ঋতুতেই প্রযোজ্য।

দুরালভা ত্রিবৃচ্ছ্যামা বৎসকং হস্তিপিপ্পলী ।
নীলিনী ত্রিফলা মুস্তং কটুকাচ সুচূর্ণিতম্ ॥
সর্পির্মাংসরসোষ্ণাম্বু-যুক্তং পাণিতলং ততঃ ।
পিবেৎ সুখতমং হেতদ্রুক্ষাণামপি শস্যতে ॥

দুরালভা, তেউড়ী, শ্যামমূলা তেউড়ী, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, বননীল, ত্রিফলা, মুতা ও কট্‌কী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। ঘৃত ও মাংসরস বা গরম জলের সহিত এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রুক্ষ ব্যক্তিরও সুখে বিরেচন হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণত্রিফলাহিঙ্গুকার্ষিকং ত্রিবৃতাপলম্ ।
সৌবর্চ্চলার্দ্ধকর্ষঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চাম্লবেতসাৎ ॥
তচ্চূর্ণং শর্করাতুল্যং মদ্যেনাম্লেন বা পিবেৎ ।
গুল্মপার্শ্বার্ত্তিমুৎ সিদ্ধং জীর্ণে চাদ্যাদ্রসৌদনম্ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা ও হিঙ্গু প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, সচল লবণ ১ তোলা, অম্লবেতস ৪ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া তৎসম পরিমিত চিনি তাহার সহিত মিশাইবে। ইহা মদ্য বা অম্লরসের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও পার্শ্ববেদনা নষ্ট হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে।

সপ্তলাং ত্রিফলাং দন্তীং ত্রিবৃতাং ব্যোষসৈন্ধবম্।
কৃত্বা চূর্ণন্তু সপ্তাহং ভাব্যমামলকীরসে।
তদ্‌যোজ্যং তর্পণে যূষে পিশিতে রাগযুক্তিষু॥

সপ্তলা (মনসা বিশেষ), ত্রিফলা, দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ তর্পণ, যূষ, মাংসরস ও রাগের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়।

তুল্যাম্লং ত্রিবৃতাকল্কসিদ্ধং গুল্মহরং ঘৃতম্॥
মূলং শ্যামাত্রিবৃতয়োঃ পচেদামলকৈঃ সহ।
জলে তেন কষায়েণ পক্ত্বা সর্পিঃ পিবেন্নরঃ॥

তেউড়ীর কল্ক ও কাঁজির সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে গুল্ম নষ্ট হয়। শ্যামমূলা তেউড়ী ও অরুণমূলা তেউড়ী জলে পাক করিয়া সেই কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

শ্যামাত্রিবৃৎকষায়েণ সিদ্ধং ক্ষীরং পিবেৎ তথা।
সাধিতং বা পয়স্তাভ্যাং সুখং তেন বিরিচ্যতে॥

শ্যামমূলা তেউড়ী, অরুণমূলা তেউড়ী কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া বিরেচনার্থ সেই দুগ্ধ পান করাইবে কিংবা উভয়বিধ তেউড়ী জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে সুখে বিরেচন হইয়া থাকে।

ত্রিবৃন্মুষ্টীংস্তু সনখানষ্টৌ দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
পাদশেষং কষায়ং তং পূতং গুড়তুলাযুতম্॥
স্নিগ্ধে স্থাপ্যং ঘটে ক্ষৌদ্রপিপ্পলীফলচিত্রকৈঃ।
প্রলিপ্তে বিধিনা মাসং জাতং তন্মাত্রয়া পিবেৎ॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং গুল্মশ্বয়থুনাশনম্।
সুরাং বা ত্রিবৃতাপাদকল্কাং তৎকাথসংযুতাম্॥

তেউড়ীমূল অষ্ট মুষ্টি (হাতের মুটোর আট মুটো) লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে। ১৬ সের অবশিষ্ট থাকতে নাবাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ১২॥০ সাড়ে বার সের গুড় মিশাইবে। অতঃপর স্নেহভাবিত একটী কলসীর অভ্যন্তর ভাগ মধু, পিপুল, মদনফল ও চিতামূলের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া তন্মধ্যে ঐ গুড় মিশ্রিত কাথ একমাস কাল বিধিপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। এক মাস পরে ইহা তুলিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, গুল্ম, ও শোথ প্রশমিত হয়। অথবা উক্ত তেউড়ীর কাথে তাহার চতুর্থ ভাগ তেউড়ীর কল্ক ও কাথতুল্য সুরা মিশাইয়া একমাস কাল রাখিয়া দিবে। ইহা সেবনে পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহ নষ্ট হয়।

যবৈঃ শ্যামাত্রিবৃৎকাথস্বিন্নৈঃ কুল্মাষমণ্ডলা।
আসুতং ষড়হং পর্ণে জাতং সৌবীরকং পিবেৎ॥

ভৃষ্টান্ বা সতুষান্ শুষ্কান্ যবাংস্তচ্চূর্ণসংযুতান্।
আসুত্যানম্ভসা তদ্বৎ পিবেজ্জাতং তুষোদকম্॥

শ্যামমূলা ও অরুণমূলা তেউড়ীর কষায়ে যব সিদ্ধ করিয়া সেই যবে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া কুল্মাষ অর্থাৎ কাঁজি প্রস্তুত করিবে। এই কাঁজি একটি কলসে রাখিয়া সেই কলস্ যবতুষের (যবের গাছের) ভিতর ৬ দিন রাখিবে। ইহাতে যে সৌবীরক প্রস্তুত হইবে, তাহা পান করিতে দিবে। অথবা সতুষ যব বা ভৃষ্ট সতুষ যব, তুল্য পরিমিত তেউড়ী চূর্ণের সহিত মিশাইয়া তাহাতে উপযুক্ত জল দিয়া ৬ দিন যবতুষ রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই তুষোদক বিরেচনার্থ পান করাইবে।

তথা মদনকল্পোক্তান্ ষাড়বাদীন্ পৃথগ্দশ।
ত্রিবৃচ্চূর্ণেন সংযোজ্য বিরেকার্থং প্রযোজয়েৎ॥

মদনকল্পোক্ত ষাড়ব প্রভৃতি পৃথক্ দশটী যোগে তেউড়ী চূর্ণ মিশাইয়া তাহা বিরেকার্থ পান করাইবে।

ভবন্তি চাত্র।

ত্বকেশরাম্রাতকদাড়িমৈলাসিতোপলামাক্ষিকমাতুলুঙ্গৈঃ।
মদ্যৈস্তথাম্লৈশ্চ মনোঽনুকূলৈর্যুক্তানি দেয়ানি বিরেচনানি॥
শীতাম্বুনা শীতবতশ্চ তস্য সিঞ্চেন্মুখং ছর্দ্দিবিঘাতহেতোঃ।
হৃদ্যাংশ্চ মৃৎপুষ্পফলপ্রবালানম্লাংশ্চ দদ্যাদুপজিঘ্রণার্থম্॥

দারুচিনি, নাগেশ্বর, আমড়া, দাড়িম, এলাচ, চিনি, মধু, ছোলঙ্গলেবু ও মদ্য এই সকল দ্রব্যের সহিত ও মনের অনুকূল অম্লাক্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া বিরেচন ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। বিরেচন ঔষধ সেবনের পর বমন নিবারণার্থ শীতল জলে মুখ ধুইবে এবং সুগন্ধি মৃত্তিকা, পুষ্প, ফল, পল্লব ও অম্লদ্রব্য সকলের আঘ্রাণ লইবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

একোঽম্লাদিভিরষ্টৌ চ দশ দ্বৌ সৈন্ধবাদিভিঃ।
মূত্রেঽষ্টাদশ যষ্ট্যা দ্বৌ জীবকাদৌ চতুর্দ্দশ॥
ক্ষীরাদৌ সপ্ত লেহেঽষ্টৌ চত্বারঃ সিতয়াপি চ।
পানকাদিষু পঞ্চৈব ষড়্ তৌ পঞ্চ মোদকাঃ॥
চত্বারশ্চ ঘৃতক্ষীরে দ্বৌ চূর্ণে তর্পণে তথা।
দ্বৌ মদ্যে কাঞ্জিকে দ্বৌ চ দশান্যে ষাড়বাদিষু॥
শ্যামাত্রিবৃতায়াশ্চ কল্পেঽস্মিন্ সমুদাহৃতম্।
শতং দশোত্তরং সিদ্ধং যোগানাং পরমর্ষিণা॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
শ্যামাত্রিবৃৎকল্পো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই শ্যামা ত্রিবৃৎকল্পাধ্যায়ে একশত দশটি সিদ্ধ যোগ কথিত হইয়াছে। যথা অম্লাদির সহিত ১টি ও ৮টি সমুদায়ে ৯টি, সৈন্ধবাদির সহিত ১০টি ও ২টি ১২টি, মূত্রে ১৮টি, ষষ্টিমধুর সহিত ২টি, জীবকাদিতে চতুর্দ্দশটি, ক্ষীরাদিতে ৭টি, লেহে ৮টি, শর্করাতে ৪টি, পানকাদিতে ৫টি, ঋতুভেদে ৬টি, মোদকে ৫টি, ঘৃত ও দুগ্ধে ৫টি, চূর্ণে ও তর্পণে ২টি, মন্থে ২টি, কাঁজিতে ১টি ও ষাড়বাদিতে ১০টি সমুদায়ে ১১০টি।

শ্যামাত্রিবৃৎ কল্প নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্চতুরঙ্গুলকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা চতুরঙ্গুলকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিয়াছিলেন।

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ।
প্রগ্রহঃ কৃতমালশ্চ কর্ণিকা রোগঘাতকঃ॥ *

আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, প্রগ্রহ, কৃতমাল, কর্ণিকা (কর্ণী) ও রোগঘাতক এইগুলি চতুরঙ্গুলের (সোন্দালের) পর্য্যায় শব্দ।

জ্বরহৃদ্রোগবাতাসৃগুদাবর্ত্তাদিরোগিষু।
রাজবৃক্ষোঽধিকঃ পথ্যো মৃদুর্মধুরশীতলঃ॥
বালে বৃদ্ধে ক্ষতে ক্ষীণে সুকুমারে চ মানবে।
দেয়ো মৃদ্বনপায়িত্বাদ্বিশেষাচ্চতুরঙ্গুলঃ॥

জ্বর, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত ও উদাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগে রাজবৃক্ষের অর্থাৎ সোন্দালের বিরেচন অধিক হিতকর। ইহা মৃদুবীর্য্য, মধুররস ও শীতল। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগকে বিরেচন করাইবার জন্য সোন্দাল বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহা মৃদু ও অনপায়ী (ইহাতে কোন বিপদ ঘটে না)।

ফলকালে ফলং তস্য গ্রাহ্যং পরিণতঞ্চ যৎ।
তেষাং গুণবতাং ভারং সিকতাসু নিধাপয়েৎ॥
সপ্তরাত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য শোষয়েদাতপে ভিষক্।
ততো মজ্জানমুদ্ধৃত্য শুচৌ ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥

সোন্দালের ফল পাকিলে সেই সময়ে তাহার শক ফল গ্রহণ করিবে। সেই সোন্দালের মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট হইবে, সেইগুলি লইয়া বালুকার মধ্যে ৭ দিন রাখিয়া দিবে।

---

* কর্ণিকারোঽথবাতক ইত্যপি পাঠঃ।

তদনন্তর বালুকা হইতে তুলিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিবে। সেই শুষ্ক দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ মজ্জা একটি পরিষ্কৃত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে।

ত্রাক্ষারসেন তং দদ্যাদ্দাহোদাবর্ত্তপীড়িতে।
চতুর্ব্বর্ষে সুখং বালে যাবদ্ দ্বাদশবার্ষিকে॥

দাহ ও উদাবর্ত্ত পীড়িত ব্যক্তির বিরেচনার্থ দ্রাক্ষারসের সহিত সেই সোন্দাল মজ্জা প্রয়োগ করিবে। চারি বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের পক্ষে, সোন্দালমজ্জার বিরেচন সুখকর।

চতুরঙ্গুলমজ্জ্ঞস্তু প্রসৃতং বাথবাঞ্জলিম্।
সুরামণ্ডেন সংযুক্তমথবা কোলশীধুনা॥
দধিমণ্ডেন বা যুক্তং রসেনামলকস্য বা।
কৃত্বা শীতকষায়ং তং পিবেৎ সৌবীরকেণ বা॥

সোন্দাল মজ্জা এক পোয়া বা অর্দ্ধসের পরিমাণে গ্রহণ করিয়া রোগির কোষ্ঠানুসারে সুরামণ্ডের সহিত, কুলের সীধুর সহিত, দধিমণ্ডের সহিত, আমলকীর রসের সহিত অথবা সৌবীরকের সহিত তাহার শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া বিরেচনার্থ পান করাইবে।

ত্রিবৃতো বা কষায়েণ মজ্জকল্কং তথা পিবেৎ।
তথা বিল্বকষায়েণ লবণক্ষৌদ্রসংযুতম্॥

অথবা তেউড়ীর কাথের সহিত সোন্দালমজ্জার কল্ক পান করাইবে। কিংবা বেলমূলের কাথের সহিত মধু ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত মজ্জাকল্ক পান করিতে দিবে।

কষায়েণাথবা তস্য ত্রিবৃচ্চূর্ণগুড়ান্বিতম্।
সাধয়িত্বা শনৈর্লেহং লেহয়েন্মাত্রয়া নরম্॥

অথবা বিল্বমূলের কাথে সোন্দালের মজ্জা এবং তেউড়ী চূর্ণ ও গুড় সমভাগে মিশাইয়া লেহবৎ ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই লেহ বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

চতুরঙ্গুলসিদ্ধাদ্বা ক্ষীরাদ্ যত্নুদিয়াদ্ ঘৃতম্।
মজ্জকল্কেন ধাত্রীণাং রসে তৎ সাধিতঃ পিবেৎ॥
তদেব দশমূলস্য কুলত্থানাং যবস্য চ।
কষায়ৈঃ সাধিতং সর্পিঃ কল্কৈঃ শ্যামাদিভিঃ পিবেৎ॥

যথাবিধি সোন্দালমজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধজাত ঘৃত সোন্দালমজ্জার কল্ক ও আমলকীর রসের সহিত পাক করিবে। বিরেচনার্থ ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। উক্ত বিধানে প্রস্তুত ঘৃত দশমূলের কাথ, যবের কাথ, কুলত্থকলায়ের কাথ এবং শ্যামমূলা তেউড়ী প্রভৃতির কল্ক সহিত যথাবিধি পাক করিয়া তাহা বিরেচনার্থ পান করাইবে।

[illegible] মজ্জ্ঞঃ [illegible] চ।
দত্বা [illegible] পায়য়েত চ॥

দন্তীমূলের ক্বাথ /২ সের, সোদালমজ্জা /১০ অৰ্দ্ধসের ও গুড় /৪০ সের একত্র একটি কলসের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করতঃ ১৫ দিন বা একমাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। বিরেচনার্থ এই অরিষ্ট উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে।

ভবতি চাত্র।

যস্য যৎ পানমন্নঞ্চ হৃদ্যং স্বাদ্বথবা কটু।
লবণং বা ভবেৎ তেন যুক্তং দদ্যাদ্বিরেচনম্॥

যে ব্যক্তির যেরূপ অন্নপান প্রিয়, তাহা মধুর রসই হউক, কটু রসই হউক বা লবণ রসান্বিতই হউক—সেইরূপ অন্ন পানের সহিত বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে।

তত্র শ্লোকৌ।

দ্রাক্ষারসে সুরাশীধ্বোর্দধ্নি চামলকীরসে।
সৌবীরকেঽথ ত্রিবৃতাবিল্বানাঞ্চ কষায়কে॥
লেহারিষ্টে ঘৃতে দ্বে চ যোগা দ্বাদশ কীৰ্ত্তিতাঃ।
চতুরঙ্গুলকল্পেঽস্মিন্ সুকুমারাঃ সুখোদয়াঃ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
চতুরঙ্গুলকল্পো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

এই চতুরঙ্গুলকল্লাধ্যায়ে দ্রাক্ষারস, সুরা, সীধু, দধিমণ্ড, আমলকীর রস, সৌবীরক, তেউড়ীর ক্বাথ, বেলমূলের ক্বাথ, লেহ ও অরিষ্টে এক একটি যোগ; ও ঘৃতে দুইটি যোগ এই সমুদায়ে ১২ বারটি যোগ, মহর্ষি আত্রেয় কর্তৃক কথিত হইয়াছে। এই যোগগুলি সুকুমার ও সুখজনক।

চতুরঙ্গুলকল্প নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্তিল্বককল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা তিল্বক (লোধ) কল্প ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

তিল্বকস্তু মতো লোধ্রো বৃহৎপত্রস্তিরীটকঃ।
তস্য মূলত্বচং শুষ্কামন্তর্বল্কলবর্জ্জিতাম্॥
চূর্ণয়েত্ত্রিধা কৃত্বা দ্বৌ ভাগৌ কাথয়েৎ ভিষক্।
লোধ্রস্যৈব কষায়েণ তৃতীয়ং তেন ভাবয়েৎ॥

ভাগং তং দশমূলস্য পুনঃ কাথেন ভাবয়েৎ।
শুষ্ক চূর্ণং পুনঃ কৃত্বা তত ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ ॥
দধিতক্রসুরামণ্ডমাত্রৈর্বদরশীধুনা।
রসেনামলকানাং বা ততঃ পাণিতলং পিবেৎ ॥

তিবক, লোধ্র, বৃহৎ পত্র ও তিরীটক এইগুলি তিবকের পর্য্যায় শব্দ। লোধ মূলের অভ্যন্তরস্থ বল্কল ত্যাগ করিয়া তাহার ছাল গ্রহণ করিবে। এই ছাল চূর্ণ করিয়া ৩ ভাগে বিভক্ত করিবে। এক ভাগ চূর্ণ রাখিয়া, অবশিষ্ট ২ ভাগ চূর্ণের কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথের দ্বারা উক্ত চূর্ণে ভাবনা দিবে। পরে পুনরায় দশমূলের কাথ দ্বারা ঐ চূর্ণে ভাবনা দিবে। তৎপরে ২ তোলা মাত্রায় উক্ত চূর্ণ গ্রহণ করিয়া তাহা দধি, তক্র, সুরামণ্ড ও কুলের শীধু বা আমলকীর রসের সহিত বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

সুরাং লোধ্রকষায়েণ জাতাং পক্ষস্থিতাং পিবেৎ।
মেষশৃঙ্গ্যভয়াকৃষ্ণাচিত্রকৈঃ সলিলৈঃ শৃতৈঃ ॥
তণ্ডুলাং সুনুয়াৎ তচ্চ জাতং সৌবীরকং যদা।
ভবেদঞ্জলিনা তস্য লোধ্রকল্কং পিবেৎ তদা ॥

লোধের কাথের সহিত তুল্য পরিমিত সুরা মিশাইয়া তাহা এক পক্ষকাল কোন পাত্র মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর বিরেচনার্থ ঐ সুরা পান করাইবে। মেড়াশৃঙ্গী, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যের যথাবিধি কাথ করিয়া সেই কাথ ।২॥• সাড়ে বার সের (সুরা অথবা গুড় মিশ্রিত করিয়া) একটি কলসী মধ্যে রাখিয়া দিবে। উহা আস্রুত ও সন্ধিত হইয়া সৌবীরকরূপে পরিণত হইলে উহার অর্দ্ধসের লইয়া তৎসহ লোধের কল্ক পান করাইবে।

দন্তীচিত্রকয়োর্দ্রোণে সলিলস্যাঢ়কং পৃথক্।
সমুৎকাথ্য গুড়স্যৈকাং তুলাং লোধ্রস্য চাঞ্জলিম্।
আবপেৎ তৎ পরং পক্ষান্ মদ্যপানাদ্বিরেচনম্ ॥

দন্তী ও চিতামূল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পৃথক পৃথক কাথ করিবে। এই কাথ দুইটির মধ্যে প্রত্যেকটি ।৬ ষোল সের পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ।২॥• সাড়ে বার সের গুড় ও লোধের ৴॥• অর্দ্ধ সের কল্ক মিশাইবে। ইহা এক পক্ষকাল একটি পাত্রের অভ্যন্তরে রাখিয়া মদ্যরূপে পরিণত হইলে গ্রহণ করিবে। বিরেচনার্থ এই অরিষ্ট প্রযোজ্য।

তিল্বকস্য কষায়েণ দশকৃত্বঃ সুভাবিতাম্।
মাত্রাং কম্পিল্লকস্যেব কষায়েণ পুনঃ পিবেৎ ॥

লোধমূলের কল্ক লোধমূলের কাথে দশবার ভাবনা দিয়া পুনরায় কমলাগুঁড়ীর কাথে দশবার উত্তমরূপে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ কমলাগুঁড়ীর কাথের সহিত পান করাইলে বিরেচন হয়।

চতুরঙ্গুলকল্পেন লোধ্রেহপ্যতঃ কার্য্য এব চ।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সর্পির্মধুকান্বিতঃ ॥

গোধ্রচূর্ণযুতঃ পিবো লেহঃ শ্রেষ্ঠং বিরেচনম্।
তিল্বকস্য কষায়েণ কল্কেন চ সশর্করঃ ॥
সঘৃতঃ সাধিতো লেহঃ স চ শ্রেষ্ঠং বিরেচনম্ ॥

চতুরঙ্গুলকল্পবৎ লোধমূলের ছালেরও লেহ প্রস্তুত করিবে। ত্রিফলার কাথের সহিত ঘৃত ও খাংগুড় একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে লোধ্রচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে উহাতে উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশাইবে। ইহা বিরেচনার্থ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। লোধমূলের ছালের কাথ, কল্ক, চিনি ও ঘৃত সহ যথাবিধি লেহ পাক করিয়া সেবন করাইবে। এই লেহ শ্রেষ্ঠ বিরেচন।

অষ্টাষ্টৌ ত্রিবৃতাদীনাং মুষ্টীংশ্চ সবথান্ পৃথক্।
দ্রোণেঽপাং সাধয়েৎ পাদশেষে প্রস্থং ঘৃতাৎ পচেৎ ॥
পিষ্টৈস্তৈরেব বিল্বাংশৈঃ সমূত্রলবণৈরথ।
পক্বা মাত্রাং পিবেৎ কালে শ্রেষ্ঠমেতদ্বিরেচনম্ ॥
লোধ্রকল্কেন মূত্রাম্ললবণৈশ্চ পচেদ্ঘৃতম্।
চতুরঙ্গুলকল্পেন সর্পিষী দ্বে চ সাধয়েৎ ॥

তেউড়ী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের (সূত্রস্থানে অপা-মার্গতণ্ডুলীয় অধ্যায়োক্ত দ্রব্যের) প্রত্যেকটি আটমুষ্টি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ ও উহাদের কল্ক (মিলিত তৈলের চতুর্থাংশ) সহ যথাবিধি ৴৪ ঘৃত পাক করিবে। পুনরায় এই ঘৃত গোমূত্র ও লবণের সহিত পাক করিয়া পাক শেষ করিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত সময়ে বিরেচনার্থ পান করাইবে। এই ঘৃত শ্রেষ্ঠ বিরেচন।

তত্র শ্লোকৌ।

পঞ্চ দধ্যাদিভিস্ত্বেকা সুরা সৌবীরকেণ চ।
একোঽরিষ্টৈস্তথা যোগ একঃ কম্পিল্লকেন চ ॥
লেহাস্ত্রয়ো ঘৃতেনাপি চত্বারঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ।
যোগাস্তে লোধ্রমূলানাং কল্পে ষোড়শ কল্পিতাঃ ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
লোধ্রকল্পো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

লোধ ও লবণের কল্ক এবং গোমূত্র সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পূর্বোক্ত চতুরঙ্গুল কল্পবৎ লোধের ছালের সহিত দুইটি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতদ্বয়ও বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

এই তিবকল্প অধ্যায়ে দধি প্রভৃতির সহিত ৫টি যোগ, সুরার সহিত ১টি, সৌবীরকের সহিত ১টি, অরিষ্টের সহিত ১টি, কমলাগুঁড়ীর সহিত ১টি, লেহে ৩টি ও ঘৃতে ৪টি সমুদায়ে ১৬টি লোধ্রযোগ মহর্ষি আত্রেয় কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

লোধ্রকল্প নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমো ধ্যায়ঃ ।

অথাতো মহাবৃক্ষকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা মহাবৃক্ষকল্প ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

বিরেচনানাং সর্ব্বেষাং সুধা তীক্ষ্ণতমা মতা।
সঙ্ঘাতন্তু ভিনত্ত্যাশু দোষাণাং কোষ্ঠবিভ্রমাৎ ॥
তস্মান্নৈষা মৃদৌ কোষ্ঠে প্রযোক্তব্যা কদাচন।
ন দোষনিচয়ে চাল্পে সতি মার্গপরিক্রমে ॥

সমস্ত বিরেচন ঔষধের মধ্যে সুধা (মনসা) তীক্ষ্ণতম বিরেচক। কোষ্ঠ বিভ্রম হেতু ইহা দোষের সঙ্ঘাতকে আশু ভেদ করে। সেই জন্য এই মহাবৃক্ষ বিরেচনার্থ মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে কখন প্রয়োগ করিবে না। দোষের সঞ্চয় অল্প হইলেও ইহা প্রযোজ্য নহে। যদি দোষসমূহ অন্য বিরেচন দ্রব্য দ্বারা নির্হরণ করা যায়, তাহা হইলেও মহাবৃক্ষের বিরেচন প্রয়োগ করিবে না।

পাণ্ডুরোগোদরে গুল্মে কুষ্ঠে দূষীবিষার্দ্দিতে।
শ্বয়থৌ মধুমেহে চ দোষবিভ্রান্তচেতসি ॥
রোগৈরেবংবিধৈর্গ্রস্তং জ্ঞাত্বা সপ্রাণমাতুরম্।
প্রযোজয়েন্মহাবৃক্ষং সম্যক্ স হ্যবচারিতঃ ॥
সদ্যো হরতি দোষাণাং মহান্তমপি সঞ্চয়ম্ ॥

পাণ্ডুরোগ, উদর, গুল্ম, কুষ্ঠ, দূষীবিষ, শোথ, মধুমেহ, দোষবিভ্রান্তচিত্ত (উন্মাদ অপস্মারাদি রোগ) ও এই প্রকার অন্য রোগে আক্রান্ত হইলে এবং রোগির বল থাকিলে এই মহাবৃক্ষের বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইহা যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে মহাদোষ সঞ্চয়কেও সদ্যো হরণ করে।

দ্বিবিধঃ স মতো যশ্চ বহুভিশ্চৈব কণ্টকৈঃ।
সুতীক্ষ্ণৈঃ কণ্টকৈরল্পৈঃ প্রবরো বহুকণ্টকঃ।
স নাম্না স্নুক্ গুড়া নন্দা সুধা নিস্ত্রিংশপত্রকঃ ॥

এই মহাবৃক্ষ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক প্রকার বহুকণ্টক বিশিষ্ট অপর প্রকার তীক্ষ্ণাগ্র অল্প কণ্টক বিশিষ্ট। এই দুইপ্রকার মনসার মধ্যে বহুকণ্টকযুক্ত মনসাই শ্রেষ্ঠ। গুড়া, নন্দা, সুধা ও নিস্ত্রিংশপত্র এই গুলি মহাবৃক্ষের পর্য্যায়।

তাং বিপাট্য হরেৎ ক্ষীরং শস্ত্রেণাত্মবান্ ভিষক্।
দ্বিবর্ষাং বা ত্রিবর্ষাং বা শিশিরান্তে বিশেষতঃ ॥

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক দুই বৎসর বা তিনবৎসরের মনসাগাছ শস্ত্র দ্বারায় চিরিয়া তাহার ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধের ন্যায় আঠা গ্রহণ করিবে। শীতান্তে এই আঠা গ্রহণ করা উচিত।

বিল্বাদীনাং বৃহত্যা বা কণ্টকার্য্যাস্তথৈকশঃ।
কষায়েণ সমাপন্নং কৃত্বাঙ্গারেষু শোষয়েৎ॥
ততঃ কোলসমাং মাত্রাং পিবেৎ সৌবীরকেণ বা।
তুষোদকেন কোলানাং রসেনামলকস্য বা॥
সুরয়া দধিমণ্ডেন মাতুলুঙ্গরসেন বা।

বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথের সহিত, বৃহতীর কাথের সহিত ও কণ্টকারী কাথের সহিত যথাক্রমে মনসার আঠা সংযুক্ত করিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে শুষ্ক করিবে। এই শোষিত মনসার আঠা কুল পরিমাণে (উপযুক্ত পরিমাণে) লইয়া তাহা সৌবীরক, তুষোদক, কুলের রস, আমলকীর রস, সুরা, দধিমণ্ড বা টাবালেবুর রস অনুপানে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

সাতলাং কাঞ্চনক্ষীরীং শ্যামাদন্তীং ফলত্রিকম্॥
যথোপপত্তি সপ্তাহং সুধাক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
কোলমাত্রাং ঘৃতেনাতঃ পিবেন্মাংসরসেন বা॥

সাতলা, স্বর্ণক্ষীরী, শ্যামা, দন্তী, ত্রিফলা ইহাদের যথালাভ চূর্ণ মনসার আঠায় এক সপ্তাহ ভাবিত করিবে। তৎপরে ঐ চূর্ণ কুল পরিমাণে (কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে) ঘৃতের সহিত বা মাংসরসের সহিত পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্র্যূষণং ত্রিফলাং দন্তীং চিত্রকং ত্রিবৃতাং তথা।
স্নুক্‌ক্ষীরভাবিতাং সম্যগ্বিদধ্যাদ্ গুড়পানকে॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, চিতা ও তেউড়ী ইহাদের চূর্ণ মনসার আঠায় ভাবনা দিয়া এই চূর্ণ গুড়ের পানার সহিত বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃতারগ্বধো দন্তী শঙ্খিনী সপ্তলা সমম্।
নিশিস্থিতং গবাং মূত্রে শোষয়েদাতপে ততঃ॥
সপ্তাহং ভাবয়িত্বৈবং স্নুক্‌ক্ষীরেণাপরং পুনঃ।
সপ্তাহং ভাবয়েচ্চূর্ণং ততস্তেনাপি ভাবিতম্॥
গন্ধমাল্যং সমাঘ্রায় প্রাবৃত্য পটমেব চ।
সুখমাশু বিরিচ্যন্তে মৃদুকোষ্ঠা নরাধিপাঃ॥

তেউড়ী, সোন্দাল, দন্তী, শঙ্খিনী ও সপ্তলা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তাহা রাত্রিতে গোমূত্র ভিজাইয়া রাখিবে। এবং দিবসে সূর্য্য তাপে শুষ্ক করিবে। এই নিয়মে এক সপ্তাহ ভাবনা দিতে হইবে। মনসার আঠাতেও ৭ সাতদিন এই নিয়মে ভাবনা দিবে। তৎপরে শুষ্ক করিয়া ঐ চূর্ণ সুগন্ধ ফুলের মালাতে মাখাইবে। অতঃপর শরীর বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া এই মাল্যের আঘ্রাণ লইলে মৃদুকোষ্ঠ রাজগণের সুখে বিরেচন হইয়া থাকে।

শ্যামাত্রিবৃৎকষায়েণ স্নুক্‌ক্ষীরঘৃতফাণিতৈঃ।
লেহং পক্ত্বা বিরেকার্থং লেহয়েন্মাত্রয়া নরম্‌॥

শ্যামমূলা তেউড়ী ও অরুণমূলা তেউড়ীর কাথ; মনসার আঠা, ঘৃত ও মাংগুড় এই সকল উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি লেহবৎ পাক করিবে। বিরেচনার্থ এই লেহ উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য।

পায়য়েত্তু সুধাক্ষীরং যূষৈর্মাংসরসৈর্ঘৃতৈঃ।
ভাবিতং শুষ্কমৎস্যং বা মাংসং বা ভক্ষয়েন্নরম্‌॥

মুদ্গাদির যূষের সহিত বা মাংসরসের সহিত অথবা ঘৃতের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সুহী ক্ষীর পান করাইবে। কিংবা মনসার আঠার শুষ্ক মৎস্য বা মাংস ভাবিত করিয়া তাহা খাইতে দিবে।

ক্ষীরেণামলকৈঃ সর্পিশ্চতুরঙ্গুলবৎ পচেৎ।
সুরাং বা কারয়েৎ ক্ষীরে সুতাং বা পূর্ব্ববৎ পিবেৎ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুরঙ্গুলকল্পের ন্যায় দুগ্ধ ও আমলকীর রসের সহিত দুই প্রকার ঘৃত পাক করিবে। [বিধি যথা—মনসার আঠার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত তুলিয়া সেই ঘৃত, চতুর্গুণ আমলকীর রস ও চতুর্থাংশ মনসার আঠার সহিত পাক করিবে। দ্বিতীয় প্রকার যথা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত ঘৃত, দশমূল কুলথকলায় ও যবের কাথ (মিলিত ঘৃতের চতুর্গুণ) এবং তেউড়ী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের কল্ক সহ যথাবিধি পাক করিবে।] মনসার আঠা সুরামণ্ডে পূর্ব্ববং আসুত করিয়া তাহা বিরেচনার্থ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে।

তত্র শ্লোকৌ।

সৌবীরকাদিভিঃ সপ্ত সর্পিষা চ রসেন চ।
পানকং শ্রেয়লেহৌ চ যোগা যূষাদিভিস্ত্রয়ঃ॥
দ্বৌ শুষ্কমৎস্যমাংসাভ্যাং সুরৈকা দ্বে চ সর্পিষী।
মহাবৃক্ষস্য যোগাস্তে বিংশতিঃ সমুদাহৃতাঃ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
মহাবৃক্ষকল্পো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

এই মহাবৃক্ষ কল্পাধ্যায়ে সৌবীরকাদির সহিত ৭টি যোগ; ঘৃত, মাংসরস, পানক, শ্রেয় ও লেহের সহিত এক একটি যোগ; যূষাদির সহিত ৩টি যোগ, শুষ্ক মৎস্য ও শুষ্ক মাংসে ২টি যোগ; সুরার সহিত ১টি ও ঘৃতের সহিত ২টি যোগ সমুদায়ে বিংশতিটি যোগ মহর্ষি আত্রেয় কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

মহাবৃক্ষকল্প নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা সপ্তলাশঙ্খিনীকল্প ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

সপ্তলা চর্ম্মসাহ্বা চ বহুফেনঃসা চ সা।
শঙ্খিনী তিক্তলা চৈব যবতিক্তাক্ষিপীড়কঃ ॥

সপ্তলা, চর্ম্মসাহ্বা ও বহুফেনরসা এইগুলি সপ্তলার (চামারকষার) এবং শঙ্খিনী তিক্তলা, যবতিক্তা ও অক্ষিপীড়ক এইগুলি শঙ্খিনীর (চোরপুষ্পী বা চোরহুলীর) পর্য্যায়বাচক শব্দ।

তে গুল্মগরহৃদ্রোগকুষ্ঠশোফোদরাদিষু।
বিকাশিতীক্ষ্ণরুক্ষত্বাদ্‌যোজ্যঃ শ্লেষ্মাধিকেষু তু ॥

সপ্তলা ও শঙ্খিনী বিকাশি, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ গুণান্বিত বলিয়া গুল্ম, গরবিষ, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, শোথ ও উদর প্রভৃতি রোগে এবং শ্লেষ্ম প্রধান রোগে বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

নাতিশুষ্কং ফলং গ্রাহ্যং শঙ্খিন্যা নিস্তুষীকৃতম্।
সপ্তলায়াশ্চ মূলানি গৃহীত্বা ভাজনে ক্ষিপেৎ ॥

শঙ্খিনীর অনতি শুষ্ক ফল গ্রহণ করিয়া খোসা রহিত করতঃ তাহা কোন পাত্রে রাখিবে এবং সপ্তলার মূল গ্রহণ করিয়া তাহা কোন পাত্রে রাখিবে।

অক্ষমাত্রং তয়োঃ পিণ্ডং প্রসন্নালবণাযুতম্।
হৃদ্রোগে বাতকফজে গুল্মে চৈব প্রযোজয়েৎ ॥
পিয়ালপী[illegible]কোষাম্রাম্লকদাড়িমৈঃ।
দ্রাক্ষাপন[illegible]রবদরাম্লপরূষকৈঃ ॥
মৈরেয়দ[illegible]ধাম্লৈঃ সৌবীরকতুষোদকৈঃ।
শীধো চা[illegible] কল্পঃ স্যাৎ সুখং শীঘ্রবিরেচনম্ ॥

সপ্তলা ও শঙ্খিনীর ২ তোলা পরিমিত কল্ক প্রসন্না ও লবণের সহিত মিশাইয়া তাহা পিয়াল, পীলু, কর্কন্ধু (শেয়াকুল), কেওড়া, অম্লদাড়িম, দ্রাক্ষা, কাঁটাল, খেজুর, অম্লকুল ও ফলসা ইহাদের কোন একটির কাথের সহিত কিংবা মৈরেয়, দধির মাতু, কাঁজি, সৌবীরক ও তুষোদক বা সীধুর সহিত বাতশ্লেষ্মজ গুল্ম রোগে ও হৃদ্রোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা সুখে বিরেচন হইয়া থাকে।

তৈর্ব্বা বিদারিগন্ধাদ্যৈঃ পয়সি কথিতে পচেৎ।
সপ্তলাশঙ্খিনীকল্কে ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধভাগিকে।
দধিমণ্ডেন সংনীয় সিদ্ধং তৎ পায়য়েত চ॥
শঙ্খিনীচূর্ণভাগৌ দ্বৌ তিলচূর্ণস্থ চাপরঃ।
হরীতকীকষায়েণ তৈলং তৎ পীড়িতং পিবেৎ॥
অতসীসর্ষপৈরণ্ডকরঞ্জেষ্বেষ সংবিধিঃ॥

স্বল্প পঞ্চ মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ।৬ ষোল সের গ্রহণ করিবে। এই ।৬ সের দুগ্ধ এবং কল্কার্থ সপ্তলার মূল দুই ভাগ, শঙ্খিনীর বীজ ২ ভাগ. শ্যামমূলা তেউড়ী ১ ভাগ ও অরুণমূলা তেউড়ী ১ ভাগ (মিলিত /১ সের) সহ /৪ সের তৈল যথাবিধি পাক করিবে। বিরেচনার্থ এই তৈল দধিমণ্ডের সহিত পান করিতে দিবে। শঙ্খিনীচূর্ণ ২ ভাগ ও তিলচূর্ণ ১ ভাগ একত্র করিয়া তৈল নিষ্পীড়ন-যন্ত্র যোগে (ঘানিতে) তাহার তৈল বাহির করিবে। এই তৈল হরীতকীর কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় পেয়। এই নিয়মে অতসী (মসিনা), সর্ষপ, এরণ্ডফল ও করঞ্জবীজের তৈল বাহির করিয়া তাহা বিরেচনার্থ পান করাইবে।

শঙ্খিনীসপ্তলাসিদ্ধাৎ ক্ষীরাদ্ যদুদিয়াদ্ ঘৃতম্।
কল্কভাগং তয়োরেব ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধসংযুতম্॥
ক্ষীরেণালোড্য সম্পক্বং পিবেৎ তচ্চ বিরেচনম্॥

সপ্তলা ও শঙ্খিনীর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃত /১ এক সের, সপ্তলা এক ভাগ, শঙ্খিনী এক ভাগ, অরুণমূলা তেউড়ী এবং শ্যামমূলা তেউড়ী মিলিত এক ভাগ, এই সকল দ্রব্যের কল্ক মিলিত ।০ এক পোয়া ও দুগ্ধ /৪ সের একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

তথা দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ স্যাদজশৃঙ্গ্যজগন্ধয়োঃ।
ক্ষীরিণ্যা নীলিকায়াশ্চ তথৈব চ করঞ্জয়োঃ॥
মসূরবিদলায়াশ্চ প্রত্যক্শ্রেণ্যাস্তথৈব চ।
দ্বিভাগার্দ্ধাংশকল্কেন তদ্বৎ সাধ্যং ঘৃতং পুনঃ॥
শঙ্খিনীসপ্তলাধাত্রীকষায়ে সাধয়েদ্ঘৃতম্।
ত্রিবৃৎকল্কেন সর্পিশ্চ ত্রয়ো লেহাশ্চ পূর্ব্ববৎ॥

উক্ত সপ্তলা শঙ্খিনীর কল্কবৎ দন্তী দ্রবন্তীরও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। অর্থাৎ উল্লিখিত ঘৃত ১ সের, দন্তী ১ ভাগ, দ্রবন্তী ১ ভাগ, অরুণমূলা তেউড়ী ও শ্যামমূলা তেউড়ী মিলিত এক ভাগ এই চারিপ্রকার দ্রব্যের মিলিত কল্ক /।০ এক পোয়া এবং দুগ্ধ /৪ সের সহ যথাবিধি পাক করিবে। অজশৃঙ্গী (মেড়াশৃঙ্গী) ও অজগন্ধা (বনযমানী); ক্ষীরিণী ও নীলিকা; করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ ও মসূরকলায় এবং দ্রবন্তী; ইহাদের কল্কেও ঐ ঘৃত পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া বিরেচনার্থ পান করাইবে।

শঙ্খিনী ও সপ্তলার কল্ক এবং আমলকীর কষায়ে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতও বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবৃৎকল্পবৎ (শঙ্খিনী ও সপ্তলার কল্ক চতুর্থাংশ, ত্রিফলাদির কাথ সম পরিমিত এবং জল তিন গুণ সহ যথাবিধি।) ঘৃত পাক করিয়া তাহা বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃৎকল্পবৎ তিন প্রকার লেহও প্রস্তুত করিয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ত্রিবিধ লেহ যথা ;—(১) শঙ্খিনী ও সপ্তলার কল্ক সম পরিমিত চিনি লইয়া ঐ সপ্তলা ও শঙ্খিনীর কষায়ের সহিত লেহ পাক করিবে। (২) চিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে, তন্তুলীভূত হইলে তাহাতে শঙ্খিনী ও সপ্তলা চূর্ণ এবং তাহার সমান দারুচিনি তেজপত্র ও মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহ পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশাইয়া রাখিবে। (৩) ইক্ষু, দ্রাক্ষা, পীলু ও ফল্‌সা ইহাদের প্রত্যেকের রস ⁄॥০ অর্দ্ধসের লইয়া তৎসহ ৮ তোলা চিনি মিশাইয়া পাক করিবে। তন্তুলীভূত হইলে নামাইবে। অতঃপর শীতল হইলে তাহাতে ⁄।০ এক পোয়া মধু মিশাইবে।

সুরাকম্পিল্লয়োর্যোগঃ কার্য্যো লোধ্রবদেব চ ॥
দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ কল্পেন সৌবীরকতুষোদকে।
অজগন্ধাজশৃঙ্গ্যোশ্চ তদ্বৎ স্যাতাং বিরেচনে ॥

লোধ্রকল্পবৎ সুরা ও কমলাগুঁড়ির যোগ প্রস্তুত করিয়া তাহা বিরেচনার্থ পান করাইবে। অর্থাৎ শঙ্খিনী ও সপ্তলার কষায়ের সহিত সমপরিমাণে সুরা মিশাইয়া এক পক্ষকাল রাখিয়া দিবে। এই সুরাযোগ, শঙ্খিনী ও সপ্তলার কষায়ে শঙ্খিনী ও সপ্তলার চূর্ণ দশবার ভাবিত করিয়া তাহা কমলাগুঁড়ীর কষায়ের সহিত পান করাইবে। ইহাকে কম্পিল্লক যোগ কহে।

দন্তী, দ্রবন্তী, অজগন্ধা ও অজশৃঙ্গী এই চারিটি দ্রব্য যোগে চারিপ্রকার সৌবীরক ও চারিপ্রকার তুষোদক প্রস্তুত করিয়া বিরেচনার্থ পান করাইবে। অর্থাৎ দন্ত্যাদির কষায়ে তাহার চতুর্থাংশ নিস্তুষ যবচূর্ণ এবং যবচূর্ণের সমান সপ্তলা ও শঙ্খিনীর কল্ক একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলে তাহা অম্লত্বপ্রাপ্ত হইয়া সৌবীরকরূপে পরিণত হইবে। ঐ কষায়ে সতুষ যবচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলে তুষোদক হইবে। এই সৌবীরক ও তুষোদক বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

তত্র শ্লোকৌ।

কষায়া দশ ষট্ চূর্ণ ষট্ তৈলেহস্টৌ চ সর্পিষি।
পঞ্চ মদ্যে ত্রয়ো লেহা যোগাঃ কম্পিল্লকে তথা ॥
সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পে ত্রিংশদুক্তা নবাধিকাঃ।
যোগাঃ সিদ্ধাঃ সমস্তানামেকশোহপি চ তে হিতাঃ ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে
সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পো নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥

কষায়াদিতে ১০টি ও বৈরেয়াদিতে ৬টি, তৈলে ৬টি, ঘৃতে ৮টি, এই সপ্তলাশঙ্খিনী কল্পাধ্যায়ের মধ্যে ৫টি, লেহে ৩টি ও কমলাগুণ্ডিতে ১টি সমুদায়ে এই ৩৯টি যোগ মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই সকল যোগের প্রত্যেকটিই সিদ্ধফল।

ইতি সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পনামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দন্তীদ্রবন্তীকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা দন্তী-দ্রবন্তীকল্প ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

দন্ত্যুদুম্বরপর্ণী চ নিকুম্ভোঽথ মুকূলকঃ।
দ্রবন্তীনামতশ্চিত্রা ন্যগ্রোধী মূষিকাহ্বয়া॥
তথা মূষিকপর্ণী চাপ্যুপচিত্রা চ শম্বরী।
প্রত্যক্শ্রেণী সুতশ্রেণী দন্তী রণ্ডা চ কীর্ত্তিতা॥
তয়োর্মূলানি সংগৃহ্য স্থিরাণি বহলানি চ।
হস্তিদন্তপ্রকারাণি শ্যাবতাম্রাণি বুদ্ধিমান্॥
পিপ্পলীমধুলিপ্তানি স্বেদয়েন্মৃৎকুশান্তরে।
শোষয়েদাতপেঽর্কাগ্নী হ্যো হর্তা হ্যেষাং বিকাশিতা॥

দন্তী, উডুম্বরপর্ণী, নিকুম্ভ ও মুকূলক এইগুলি দন্তীর এবং দ্রবন্তী, চিত্রা, ন্যগ্রোধী, মূষিকা, মূষিকপর্ণী, উপচিত্রা, শম্বরী, প্রত্যকশ্রেণী, সুতশ্রেণী দন্তী ও রণ্ডা এইগুলি দন্তীর পর্য্যায় শব্দ। (চিরিতপত্র দন্তীকে দ্রবন্তী কহে।) দন্তী ও দ্রবন্তীর যে সকল মূল, সংহতাবয়ব, স্থূল, হস্তীদন্তসদৃশ ও শ্যাব বা তাম্রবর্ণ, সেই সকল মূল সংগ্রহ করিয়া পিপুলের কল্ক ও মধুর দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা কুশ দ্বারা বেষ্টিত ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জলে ধৌত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। কারণ সূর্য্য ও অগ্নির তাপে ইহার বিকাশিত্ব গুণ নষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণোষ্ণাশুকারীণি বিকাশীনি গুরূণি চ।
বিলাপয়ন্তি দোষৌ দ্বৌ মারুতং কোপয়ন্তি চ॥

দন্তীর মূল ও দ্রবন্তীর মূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, আশুকারী, বিকাশী ও গুরুপাক। ইহারা পিত্ত ও কফ এই দোষকে নষ্ট এবং বায়ুকে প্রকুপিত করে।

দধিতক্রসুরামণ্ডৈঃ পিণ্ডমক্ষসমং তয়োঃ।
পিয়ালকোলবদরপীলুশীধুভিরেব চ॥
পিবেদ্গুল্মোদরী দোষৈরভিখিন্নশ্চ যো নরঃ।
গোমৃগাজরসৈঃ পাণ্ডুক্রিমিকুষ্ঠী ভগন্দরী॥

দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল পেষণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় (উপযুক্ত মাত্রায়) তাহা দধি, তক্র বা সুরামণ্ডের সহিত অথবা পিয়াল, কুল বড়কুল বা পীলুর রসের সহিত কিংবা সীধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহা গুল্মরোগী, উদররোগী ও বাতাদি দোষ দ্বারা ক্ষীণ রোগিগণের বিরেচনার্থ প্রশস্ত। গোদুগ্ধ, মৃগমাংসের রস বা ছাগমাংসের রসের সহিত দন্তী বা দ্রবন্তীর মূলকল্ক সেবন করিলে পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ভগন্দর রোগীর বিরেচন হয়।

তয়োঃ কল্কে কষায়ে চ দশমূলরসাযুতে।
কক্ষালজীবিসর্পেষু দাহে চ বিপচেদ্ ঘৃতম্॥
তৈলং মেহে চ গুল্মে চ সোদাবর্ত্তে কফানিলে।
চতুঃস্নেহং শকৃচ্ছুক্রবাতসঙ্গানিলার্ত্তিষু॥

দন্তী ও দ্রবন্তীর কল্ক (/১ এক সের), দন্তী ও দ্রবন্তীর কাথ (/৮ আট সের) ও দশমূলের কাথ (/৮ সের) ইহাদের সহিত ঘৃত (/৪ চারি সের) পাক করিয়া তাহা কক্ষা, অলজী, বিসর্প ও দাহ রোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। উক্ত কাথ ও কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা মেহ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও কফবাতজ রোগে প্রয়োগ করিবে। মল, শুক্র ও বায়ুর বিবদ্ধতায় এবং বাত বেদনায় পূর্ব্বোক্ত কাথ ও কল্কের সহিত চতুঃস্নেহ পাক করিয়া বিরেচনার্থ পান করাইবে।

রসে দন্ত্যজশৃঙ্গ্যোশ্চ গুড়ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতঃ।
লেহঃ সিদ্ধো বিরেকার্থে দাহসন্তাপমেহনুৎ॥
পিত্তজ্বরে বাততর্ষে স্যাৎ স এবাজগন্ধয়া।
মূলং দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ পচেদামলকীরসে॥
ত্রীংস্তু তস্য কষায়স্য ভাগৌ দ্বৌ ফাণিতস্য চ।
তপ্তে সর্পিষি তৈলে বা ভর্জ্জয়েৎ তত্র চাবপেৎ॥
কল্কং দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ শ্যামাদীনাঞ্চ ভাগশঃ।
তৎ সিদ্ধং প্রাশয়েল্লেহং সুখং তেন বিরিচ্যতে॥
রসে চ দশমূলস্য তথা বৈভীতকে রসে।
রীতকারসে চৈব লেহানেবং পচেৎ পৃথক্॥

দন্তীমূল ও মেড়াশৃঙ্গীমূলের কাথে উপযুক্ত পরিমাণে গুড় ও ঘৃত মিশাইয়া যথাবিধি লেহ পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে তাহাতে মধু বিমিশ্র করিয়া লইবে। এই লেহ বিরেচনার্থ সেবন করিলে দাহ, সন্তাপ ও মেহ নিবারিত হয়। বোয়ানের মূলের (৩ দন্তীর

মূলের) কাথের সহিত পূর্ব্ববৎ লেহ পাক করিয়া সেবন করিলে পিত্তজর ও বাতজনিত পিপাসা নষ্ট হয়। দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল আমলকীর রসের (৮ গুণ) সহিত পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ ৩ ভাগ, ফাণিত অর্থাৎ মাৎগুড় ২ ভাগ একত্র করিয়া ঘৃতে বা তৈলে সাঁৎলাইয়া লইবে। অতঃপর উষ্ণাবস্থায় তাহাতে দন্তী দ্রবন্তী এবং তেউড়ী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের কল্ক এক এক ভাগ প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। এই লেহ সেবন করিলে বিনাক্লেশে বিরেচন হয়। দশমূলের কাথে, বহেড়ার কাথে ও হরীতকীর কাথে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পৃথক্ পৃথক্ লেহ পাক করিয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। (পাকবিধি যথা—দন্তী ও দন্তীমূলের কল্ক, দশমূল দ্রব হরীতকী বা বহেড়া কোন একটীর কাথে পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ ৩ ভাগ ফাণিত ২ ভাগ একত্র করিয়া ঘৃতে বা তৈলে সাঁৎলাইয়া তাহাতে তেউড়ী প্রভৃতির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। এই লেহ বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।)

তয়োর্ব্বিল্বসমং চূর্ণং তদ্রসেনৈব ভাবিতম্।
অস্বষ্টবিষি বাতোত্থগুল্মে চাম্লযুতং শুভম্॥

দন্তী ও দ্রবন্তী মূলের কল্ক ১ পল (চলিত মাত্রা ২ তোলা) অম্লরসে ভাবিত করিয়া ঐ দন্তী ও দ্রবন্তীর কষায়ের সহিত মলবদ্ধ রোগিকে ও গুল্মরোগিকে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

পাটয়িত্বেক্ষুকাণ্ডং বা কল্কেনালিপ্য চান্তরা।
স্বেদয়িত্বা ততঃ খাদেৎ সুখং তেন বিরিচ্যতে॥

ইক্ষুকাণ্ড সমান ভাগে চিরিয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ দন্তীদ্রবন্তীমূলের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর ঐ উভয় ভাগ একত্র সংযোজিত করিয়া কুশপত্র দ্বারা বাঁধিয়া তদুপরি মৃত্তিকার লেপ দিবে এবং পরে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া লইবে। অতঃপর উহা ধৌত করিয়া সেবন করিলে সুখে বিরেচন হইয়া থাকে।

মূলং দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ সহ মুদ্গৈর্বিপাচয়েৎ।
লাবতিত্তিরিকাদ্যৈশ্চ তে রসাঃ স্যুর্বিরেচনম্॥

মুগের সহিত বা লাব তিত্তিরি প্রভৃতি মাংসের সহিত দন্তী দ্রবন্তীর মূল সিদ্ধ করিয়া সেই মুদ্গযূষ বা মাংসরস প্রয়োগ করিলে সুখে বিরেচন হইয়া থাকে।

তয়োর্ব্বাপি কষায়েণ যবাগূং জাঙ্গলং রসম্।
মাষযূষাংশ্চ সংস্কৃত্য দদ্যাৎ তৈশ্চ বিরিচ্যতে॥

দন্তীদ্রবন্তীমূলকষায়ে যবাগূ, জাঙ্গল মাংসরস ও মাষকলায়ের যূষ পাক করিয়া তাহা ঘৃতে সাঁৎলাইয়া পান করিলে বিরেচন হইয়া থাকে।

তৎকষায়াৎ ত্রয়ো ভাগা দ্বৌ সিতায়াস্তথৈব চ।
একো গোধূমচূর্ণানাং কার্য্যা চোৎকারিকা শুভা॥

দন্তী-দ্রবন্তীমূলেরকষায় ৩ ভাগ, চিনি ২ ভাগ এবং গোধূম চূর্ণ এক ভাগ একত্র পাক করিয়া উৎকারিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বিরেচনার্থ প্রযোজ্য।

মোদকো বাস্ত কল্পেন কার্য্যস্তচ্চ বিরেচনম্।
তয়োর্ব্বাপি কষায়েণ মন্থমন্তোপকল্পয়েৎ॥

দন্তী দ্রবন্তীমূলের কষায় ৩ ভাগ চিনি ২ ভাগ এবং গোধূম চূর্ণ ১ ভাগ একত্র যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক বিরেচনার্থ প্রযোজ্য। দন্তী ও দ্রবন্তী মূল কুট্টিত করিয়া তাহা সুরামণ্ডে সন্ধিত ও আসুত করিবে। ইহা বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে।

দন্তীকাথেন চালোড্য দন্তীতৈলেন সাধিতান্।
গুড়লাবণিকান্ ভক্ষ্যান্ বিবিধান্ ভক্ষয়েন্নরঃ॥

সুজী বা তণ্ডুল চূর্ণ প্রভৃতি কোন দ্রব্য দন্তীর কাথে আলোড়িত ও তাহাতে গুড় লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দন্তীর তৈলে পাক করিবে। এই ভক্ষ্য দ্রব্য সেবনে বিরেচন হইয়া থাকে।

দ্রবন্তীং মরিচং দন্তীং যমানীমুপকুঞ্চিকাম্।
নাগরং হেমদুগ্ধীঞ্চ চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণিতম্॥
সপ্তাহং ভাবয়েন্মূত্রে গবাং পাণিতলং ততঃ।
পিবেদ্ঘৃতেন চূর্ণস্ত বিরিক্তশ্চাপি তর্পণম্॥
সর্ব্বরোগহরং মুখ্যং সর্ব্বেষ্বৃতুষু যৌগিকম্।
চূর্ণং তদনপায়িত্বাদ্বালবৃদ্ধেষু পূজিতম্॥
দুর্ভক্তাজীর্ণপার্শ্বার্ত্তিগুল্মপ্লীহোদরেষু চ।
গণ্ডমালাসু বাতে চ পাণ্ডুরোগে চ শস্যতে॥

দ্রবন্তী, মরিচ, দন্তী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, যজ্ঞডুমুর ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহা এক সপ্তাহ গোমূত্রে ভাবিত করিবে। ইহা ২ তোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত পান করিলে বিরেচন হইয়া থাকে। বিরেচনের পর রোগিকে তর্পণ পান করিতে দিবে। এই বিরেচন যোগ সর্ব্বরোগ নাশক শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত ঋতুতে যৌগিক। কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই বলিয়া বালক বৃদ্ধ সকলকেই এই বিরেচন চূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। দুষ্ট ভোজন জনিত অজীর্ণ রোগে, পার্শ্ববেদনায়, গুল্ম প্লীহা উদর গণ্ডমালা বাত ও পাণ্ডুরোগে ইহা প্রশস্ত।

পলং চিত্রকদন্ত্যোশ্চ হরীতক্যাশ্চ বিংশতিঃ।
ত্রিবৃৎপিপ্পলীকর্ষৌ দ্বৌ গুড়স্যাষ্টপলেন তু॥
বিনীয় মোদকান্ কুর্য্যাদ্দশৈকং ভক্ষয়েৎ ততঃ।
উষ্ণাম্বু চ পিবেচ্চানু দশমে দশমেঽহ্নি চ॥
বিরেচনং পিত্তকালে পাণ্ডুরোগে চ শস্যতে॥
এতে নিষ্পরিহারাঃ স্যুঃ সর্ব্বরোগনিবর্হণাঃ।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকণ্ডুকোঠানিলাপহাঃ॥

চিতামূল ৮ তোলা, দন্তী ৮ তোলা, হরীতকী ২০টি, তেউড়ী ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, ইহাদের চূর্ণ ৮ পল গুড়ের সহিত পাক করিয়া দশটি মোদক (গুলি) প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ১টি সেবন করিয়া গরম জল অনুপান করিবে। প্রতি দশ দিন অন্তর এই মোদক ১টি করিয়া সেব্য। এই বিরেচন পিত্তকাসে ও পাণ্ডুরোগে প্রশস্ত। এই বিরেচন ঔষধ সেবন কালে আহারাদির কোন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। ইহা দ্বারা গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অর্শ, কণ্ডু, কোঠ ও বায়ুজন্য রোগ প্রশমিত হয়। এই যোগ সর্ব্বরোগ নিবারক।

দন্তীদ্বিপলনির্য্যূহং দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতম্।
দন্তীকল্কং সমগুড়ং শীতবারাস্থিতং পিবেৎ।
বিরেচনং মুখ্যতমং কামলাহরমুত্তমম্ ॥

দন্তীমূল /।০ এক পোয়া /২ সের জলে পাক করিয়া /৷০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথের সহিত দ্রাক্ষার কাথ /২ সের মিশাইবে। পরে তাহাতে দন্তীর কল্ক /।০ পোয়া ও গুড় /।০ এক পোয়া মিশাইয়া একটি কলসের মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা আসবে পরিণত হইলে তুলিয়া শীতল জলের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচন ও কামলা নাশক।

শ্যামাদন্তীরসে গৌড়ঃ পিপ্পলীফলচিত্রকৈঃ।
লিপ্তেঽরিষ্টোঽনিলশ্লেষ্মপ্লীহপাণ্ডূদরাপহঃ ॥
তথা দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ কষায়ে সাজগন্ধয়োঃ।
গৌড়ঃ কার্য্যোঽজশৃঙ্গ্যা বা রসৈঃ সুখবিরেচনম্ ॥

শ্যামমূলা তেউড়ী ও দন্তীমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় গুড় মিশাইবে। পরে একটি কলসের মধ্যভাগ, পিপুল মদনফল ও চিতামূলের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া তাহাতে ঐ গুড়মিশ্রিত কাথ রাখিয়া দিবে। ইহা অরিষ্টরূপে পরিণত হইলে তুলিয়া বিরেচনার্থ পান করাইবে। ইহা দ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, প্লীহা, পাণ্ডু ও উদর রোগ নষ্ট হয়। এইরূপ দন্তীমূল, দ্রবন্তীমূল ও বনযমানী মূলের কাথে গুড় মিশাইয়া; অথবা মেড়াশিঙ্গীর কাথে গুড় মিশাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে সুখে বিরেচন হয়।

তচ্চূর্ণকাথমাষাম্বু-কিণ্বতোয়সুরোদ্ভবা।
মদিরা কফগুল্মাগ্নিরুক্পার্শ্বকটীগ্রহে ॥

দন্তী ও দ্রবন্তী মূলের চূর্ণ ও কাথ, মাষকলায়ের কাথ, কিণ্বের (মদের মাতার) জল ও সুরা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। পরে উহা মদ্য রূপে পরিণত হইলে বিরেচনার্থ উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই মদিরা কফগুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, পার্শ্ববেদনা, ও কটি বেদনায় প্রশস্ত।

অম্লগন্ধাকষায়েণ সৌবীরকতুষোদকে।
সুরাকম্পিল্লকে যোগো লোধ্রবচ্চ তয়োঃ স্মৃতঃ॥

অম্লগন্ধার কাথের সহিত সৌবীরক ও তুষোদক প্রস্তুত করিবে। অর্থাৎ অম্লগন্ধার কাথে দন্তী ও দ্রবন্তীমূলের কল্ক ও তৎসম তুষ রহিত যব মিশাইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিলে, তাহা অম্লকৃৎসিক্ত হইয়া সৌবীরক উৎপন্ন হইবে। ঐ নিস্তুষ যবের পরিবর্ত্তে সতুষ যব দিয়া সন্ধান করিলে কিছুদিন পরে তুষোদক প্রস্তুত হইবে। পূর্ব্বোক্ত লোধ্র-কল্পবৎ দন্তী ও দ্রবন্তীমূলের চূর্ণ সুরার সহিত পান করিবে এবং দন্তী দ্রবন্তীমূলের চূর্ণ উহাদের মূলের কাথে দশবার ও কমলাগুঁড়ির কাথে দশবার পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। লোধ্রকল্পের ন্যায় দন্তীদ্রবন্তী যোগে ঘৃত পাক করিয়া বিরেচনযোগ প্রস্তুত করিবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

দধ্যাদিষু ত্রয়ঃ পঞ্চ পিয়ালাদ্যৈস্ত্রয়ো রসে।
স্নেহেষু বৈ ত্রয়ো লেহাঃ ষট্ চূর্ণে ত্বেক এব চ॥
ইক্ষাবেকস্তথা মুদ্গমাংসানাঞ্চ রসাত্রয়ঃ।
যবাগ্বাদৌ ত্রয়শ্চৈক উক্ত উৎকারিকাবিধৌ॥
একশ্চ মোদকে মদ্যে চৈকস্তৎক্বাথতৈলকে।
চূর্ণমেকং পুনশ্চৈকো মোদকঃ পঞ্চ চাসবে॥
একঃ সৌবীরকেঽথৈকযোগঃ স্যাৎ তু তুষোদকে।
একা সুরা কম্পিল্লকে চৈকঃ পঞ্চ ঘৃতে স্মৃতাঃ॥
দন্তীদ্রবন্তীকল্পেঽস্মিন্ প্রোক্তাঃ ষোড়শকাস্ত্রয়ঃ।
নানাবিধানাং যোগানাং ভুক্তিদোষাময়ান্ প্রতি॥

দধি প্রভৃতির সহিত ৩টি যোগ, পিয়াল প্রভৃতির সহিত ৫টি, কাথে ৩টি, স্নেহে ৩টি, লেহে ৬টি, চূর্ণে টি, ইক্ষুরসে ১টি, মুদ্গযূষে ও মাংসরসে ৩টি, যবাগূ প্রভৃতিতে ৩টি, উৎকারিকাতে টি, মোদকে ১টি, মদ্যে ১টি, কাথ ও তৈলে ১টি, চূর্ণে ১টি, মোদকে ১টি, আসবে ৫টি, সৌবীরকে ১টি, তুষোদকে ১টি, সুরাযোগে ১টি, কম্পিল্লকযোগে ১টি, ও ঘৃতযোগে ৫টি, সমুদায়ে ৪৮টি যোগ মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই দন্তীদ্রবন্তী কল্পাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ভোজন দোষ ও রোগানুসারে ইহাদের নানাপ্রকার যোগ কল্পিত হইয়া থাকে।

ভবন্তি চাত্র।

ত্রিংশতং পঞ্চপঞ্চাশদ্ যোগানাং বমনে স্মৃতম্।
দ্বে শতে নবকাঃ পঞ্চ যোগানান্তু বিরেচনে॥
ঊর্দ্ধানুলোমভাগানামিত্যুক্তানি শতানি ষট্।
প্রাধান্যতঃ সমাশ্রিত্য দ্রব্যাণি দশ পঞ্চ চ॥

যদ্ধি যেন প্রধানেন দ্রব্যং সমুপসৃজ্যতে।
তৎসংজ্ঞকো হি সংযোগো ভবতীতি বিনিশ্চিতম্ ॥

৩৫৫টি বমন যোগ, ২৪৫টি বিরেচন যোগ এই কল্পস্থানে উক্ত হইয়াছে। এই কল্পস্থানের প্রথম ছয় অধ্যায়ে বমনযোগ, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে বিরেচন যোগ সমূহ সমুদায়ে ৬০০ শত যোগ ইহাতে উক্ত হইয়াছে। মদনফলাদি পঞ্চদশটি প্রধান দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত বমন বিরেচন যোগ উক্ত হইয়াছে। যে দ্রব্য যে প্রধান দ্রব্যের সহিত সম্মিলিত হয়, সেই প্রধান দ্রব্যের নামেই যোগেরও নাম হইয়া থাকে।

ফলাদীনাং প্রধানানাং গুণভূতাঃ সুরাদয়ঃ।
তে হিতান্যনুবর্ত্তন্তে মনুজেন্দ্রমিবেতরে ॥

সুরা প্রভৃতি দ্রব্য সকল মদনফলাদি প্রধান দ্রব্যের অনুগত হইয়া থাকে। যেমন প্রজাগণ রাজার অনুগামী হইয়া থাকে, সুরাদিও সেইরূপ মদন ফলের অনুগমন করিয়া থাকে। সেই জন্য প্রধান ও অপ্রধানের সংযোগস্থলে প্রধানেরই নাম হইয়া থাকে।

বিরুদ্ধবীর্য্যমপ্যেষাং প্রধানানামবাধকম্।
সমানবীর্য্যন্ত্বধিকং ক্রিয়াসামান্যমিষ্যতে ॥

প্রধান ও অপ্রধান দ্রব্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধবীর্য্য হইলেও অপ্রধান দ্রব্য প্রধানের বাধক হয় না। কিন্তু পরস্পর সমান বীর্য্য হইলে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইষ্টবর্ণরসস্পর্শগন্ধার্থং প্রতি চাময়ম্।
অতো বিরুদ্ধবীর্য্যাণাং প্রয়োগ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দ্রব্য সকল তুল্য বীর্য্য বিশিষ্ট হইলে যদি অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ বীর্য্য দ্রব্যের যোগ করিবার প্রয়োজন কি ?

তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, রোগানুসারে যেরূপ বর্ণ রস স্পর্শ ও গন্ধ অভিলষিত, সেইরূপ বর্ণাদির উৎপাদক দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য বিরুদ্ধ বীর্য্য দ্রব্যসমূহের সংযোগ কথিত হইয়াছে। (ফলকথা প্রধান দ্রব্য রোগ নষ্ট করে আর বিরুদ্ধবীর্য্য অপ্রধান দ্রব্য বর্ণাদি উৎপাদন করিয়া থাকে।)

ভূয়শ্চৈষাং বলাধানং কার্য্যং স্বরসভাবনৈঃ।
সুভাবিতং হ্যল্পমপি দ্রব্যং স্যাদ্বহুকর্ম্মকৃৎ ॥
স্বরসৈস্তুল্যবীর্য্যৈর্বা তস্মাদ্ দ্রব্যাণি ভাবয়েৎ।
অল্পস্যাপি মহার্থত্বং প্রভূতস্যাল্পকর্ম্মতাম্ ॥
কুর্য্যাৎ সংশ্লেষবিশ্লেষকালসংস্কারযুক্তিভিঃ।

এই সমস্ত প্রধান ও অপ্রধান দ্রব্যে তত্তৎ স্বরসের দ্বারা ভাবনা দিয়া তাহাদের বলাধান করিবে। কারণ দ্রব্য অল্প হইলেও তাহা ভাবনা দ্বারা বহুকার্য্যকারক হইয়া থাকে। অতএব তুল্যবীর্য্য স্বরস দ্বারা দ্রব্য সকলকে সুভাবিত করিবে। সংযোগ, বিয়োগ, কাল, সংস্কার ও যুক্তির দ্বারা অল্প দ্রব্যও মহাকার্য্যকারী এবং প্রচুর দ্রব্যও অল্প কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

প্রদেশমাত্রমেতাবদ্‌দ্রষ্টব্যমিহ ষট্‌শতম্ ॥
স্ববুদ্ধ্যৈবং সহস্রাণি কোটীর্বাপি প্রকল্পয়েৎ।
বহুদ্রব্যবিকল্পত্বাদ্ যোগসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥

এই কল্পস্থানে যে ছয়শত বিরেচন যোগ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র জানিবে অর্থাৎ কেবল মোটামুটী যোগ গুলির উল্লেখ করা হইল। চিকিৎসক স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারায় ইহাতে সহস্র বা কোটী যোগ কল্পনা করিবেন। দ্রব্যের বহুবিকল্পত্বহেতু যোগের সংখ্যা বলা যাইতে পারে না।

তীক্ষ্ণমধ্যমৃদূনাস্তু তেষাং শৃণুত লক্ষণম্ ॥
সুখং ক্ষিপ্রং মহাবেগমসক্তং যৎ প্রবর্ত্ততে।
নাতিগ্লানিকরং পায়ৌ হৃদয়ে ন চ রুক্‌করম্ ॥
অন্নাশয়মনুৎক্লিশ্যন্ কৃৎস্নং দোষং নিরস্যতি।
বিরেচনং নিরূহং বা তৎ তীক্ষ্ণমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥

তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদুবীর্য্য বমন বিরেচন দ্রব্যের লক্ষণ শ্রবণ কর। যে বমন বিরেচন বা নিরূহ দ্রব্য প্রদত্ত হইলে কোষ্ঠে অসংসক্ত হইয়া মহাবেগে বিনাক্লেশে সত্বর প্রবর্ত্তিত হয়; যাহা অত্যন্ত গ্লানিকর নহে; যাহা গুহ্যদেশে ও হৃদয়ে বেদনা জন্মায় না। এবং যাহা অন্নাশয়কে ক্ষোভিত করিয়া সমস্ত দোষকে নিষ্কাশিত করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ বলিয়া জানিবে।

জলাগ্নিকীটৈরস্পৃষ্টং দেশকালগুণান্বিতম্।
ঈষন্মাত্রাধিকৈর্যুক্তং তুল্যবীর্য্যৈঃ সুভাবিতম্ ॥
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য তীক্ষ্ণত্বং যাতি ভেষজম্ ॥

যে সকল ঔষধ জল, অগ্নি ও কীট দ্বারা অস্পৃষ্ট; দেশ ও কাল গুণান্বিত; অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত ও তুল্যবীর্য্য ঔষধ দ্বারায় ভাবিত, সেই ঔষধ স্নিগ্ধ স্বিন্ন ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিঞ্চিদেভিগুণৈর্হীনং পূর্ব্বোক্তৈর্মাত্রয়া তথা।
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য বা সম্যঙ্মধ্যং ভবতি ভেষজম্ ॥

যে সকল ঔষধ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ বিশিষ্ট ও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন মাত্রায় প্রযুক্ত সেই ঔষধ স্নিগ্ধ-স্বিন্ন ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে মধ্যতা প্রাপ্ত হয়।

মন্দবীর্য্যং বিরুক্ষস্য হীনমাত্রস্তু ভেষজম্।
অতুল্যবীর্য্যৈঃ সংযুক্তং মৃদু স্যান্মন্দবেগবৎ ॥

যে ঔষধ মন্দবীর্য্য, অল্প মাত্রা বিশিষ্ট, অতুল্যবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা ভাবিত; মন্দ বেগ বিশিষ্ট ও রুক্ষ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত তাহাই মৃদু ঔষধ জানিবে।

অকৃৎস্নদোষহরণাদশুদ্ধৌ তে বলীয়সাম্।
মধ্যাবরবলানান্তু প্রয়োজ্যে সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥

এই মধ্য ও মৃদু ঔষধ বলীয়ান্ ব্যক্তিদের সমস্ত দোষ হরণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের সম্যক্ সংশোধন হয় না। অতএব সিদ্ধিলাভেচ্ছু চিকিৎসক মধ্যবল ও হীনবল ব্যক্তিদিগকে মধ্য ও মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। এই ঔষধ বলবান ব্যক্তিদিগকে প্রয়োগ করিবে না।

তীক্ষ্ণো মধ্যো মৃদুর্ব্যাধিঃ সর্ব্বমধ্যাল্পলক্ষণঃ ।
তীক্ষ্ণাদীনি ভিষক্ তেষু বলাপেক্ষী প্রযোজয়েৎ ॥

যে সকল ব্যাধিতে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহাকে তীক্ষ্ণব্যাধি ; যাহাতে মধ্যলক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহাকে মধ্যব্যাধি এবং যাহাতে অল্প লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহাকে মৃদু ব্যাধি বলে। চিকিৎসক ব্যাধির বল বুঝিয়া তীক্ষ্ণাদি ব্যাধিতে তীক্ষ্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

দেয়স্ত্বনির্হৃতে পূর্ব্বং পীতে পশ্চাৎ পুনঃপুনঃ ।
ভেষজং বমনার্থায় প্রায় আপিত্তদর্শনাৎ ॥

বমনার্হ রোগির পূর্ব্ব পীত বমন ঔষধ দ্বারা দোষ অনির্হৃত হইলে অর্থাৎ সম্যগ্ বমন না হইলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বমন ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বমনে পিত্ত দর্শন হইলে আর বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

বলং ত্রৈবিধ্যমালক্ষ্য দোষাণামাতুরস্য চ ।
পুনঃ প্রদদ্যাদ্ভেষজ্যং সর্ব্বশো বা বিবর্জ্জয়েৎ ॥

দোষের ও আতুরের তীক্ষ্ণত্ব মধ্যত্ব ও মৃদুত্ব এই ত্রিবিধ বল লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার ঔষধ প্রয়োগ করিবে কিংবা একেবারে ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিবে।

নির্হৃতে বাপি জীর্ণে বা দোষনির্হরণে বুধঃ ।
ভেষজেঽন্যৎ প্রযুঞ্জীত প্রার্থয়ন্ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥

দোষ নির্হরণার্থ সেবিত ঔষধ তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গেলে বা জীর্ণ হইয়া গেলে উত্তম ফললাভেচ্ছু চিকিৎসক সম্যগ্ বমনার্থ তাহাকে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

অপক্বং বমনং দোষং পচ্যমানং বিরেচনম্ ।
নির্হরেদ্বমনস্যাতঃ পাকং ন প্রতিকল্পয়েৎ ॥

বমন ঔষধ অপক্ব অবস্থায় এবং বিরেচন ঔষধ পচ্যমান অবস্থায় দোষের নির্হরণ করে। অতএব বমন ঔষধ পরিপাকের অপেক্ষা করিবে না।

পীতে প্রস্রংসনে দোষান্ ন নির্হৃত্য জরাং গতে ।
বমিতে চৌষধে ধীরঃ পায়য়েদৌষধং পুনঃ ॥

বিরেচন ঔষধ বা বমন ঔষধ পান করার পর যদি তাহা দোষ সমূহকে নিহরণ না করিয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগিকে পুনর্ব্বার উক্ত ঔষধ সেবন করাইবেন।

দীপ্তাগ্নিং বহুদোষঞ্চ দৃঢ়স্নেহগুণং নরম্।
দুঃশোধ্যং ঙদহভুর্ক্তং শ্বো ভূতে পায়য়েৎ পুনঃ॥

যে ব্যক্তি দীপ্তাগ্নি, বহুদোষযুক্ত ও দৃঢ়স্নেহগুণবিশিষ্ট তাহাকে দু:সংশোধ্য জানিয়া পূর্ব্বদিন দোষোৎক্লেদজনক অন্নাদি ভোজন করাইয়া পর দিন বমন ঔষধ সেবন করাইবে।

দুর্ব্বলো বহুদোষশ্চ দোষপাকেন যো নরঃ।
বিরিচ্যতে রসৈর্ভোজ্যৈর্ভূয়স্তমনুসারয়েৎ॥

যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও বহুদোষান্বিত, এবং যাহার দোষের পরিপাক হইয়া বিরেচন হয়, তাহাকে ভোজ্য রসের সহিত বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে।

বমনৈশ্চ বিরেকৈশ্চ বিশুদ্ধস্যাপ্রমাণতঃ।
ভোজনান্তরপানাভ্যাং দোষশেষং শমং নয়েৎ॥

বমন বিরেচন ঔষধ দ্বারা রোগির দোষ সকল সম্যক্ প্রকারে নির্হৃত না হইলে অবশিষ্ট দোষের শান্তির জন্ম তাহাকে উপযুক্ত অন্নপান প্রদান করিবে।

দুর্ব্বলং শোধিতং পূর্ব্বমল্পদোষঞ্চ মানবম্।
অপরিজ্ঞাতকোষ্ঠঞ্চ পায়য়েদৌষধং মৃদু॥
শ্রেয়ো মৃদ্বসকৃৎপীতমল্পবাধং নিরত্যয়ম্।
ন চাতিতীক্ষ্ণং যৎ ক্ষিপ্রং জনয়েৎ প্রাণসংশয়ম্॥

দুর্ব্বল, অল্পদোষান্বিত বা অপরিজ্ঞাতকোষ্ঠ রোগিকে, অথবা যাহাকে পূর্ব্বে সংশোধন ঔষধ সেবন করান হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মৃদু ঔষধ বারংবার পান করা শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে কোনরূপ পীড়ার বা বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নহে। যেহেতু তাহাতে শীঘ্র প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে।

দুর্ব্বলোঽপি মহাদোষো বিরেচ্যো বহুশোঽল্পশঃ।
মৃদুভির্ভেষজৈর্দোষা হন্যুর্যে ন বিনির্হৃতাঃ॥

দুর্ব্বল ব্যক্তি মহাদোষান্বিত হইলেও তাহাকে মৃদু ঔষধ অল্প অল্প করিয়া বারংবার বিরেচনার্থ পান করাইবে, কারণ দোষ সকল বিনির্হৃত না হইলে রোগিকে নাশ করিয়া থকে।

যস্যোর্দ্ধং কফসংযুক্তং পিত্তং যাত্যনুলোমিকম্।
বমিতং কবলৈঃ শুদ্ধং লঙ্ঘিতং পায়য়েত তম্॥

যাহার আনুলোমিকপিত্ত কফসংযুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধগত হয়, তাহাকে কবল দ্বারা বমন করাইবে। পরে রোগী শুদ্ধ হইলে তাহাকে লঙ্ঘন দিয়া বিরেচন ঔষধ পান করাইবে।

বিবদ্ধেঽল্পং চিরাদ্দোষে স্রবত্যুষ্ণং পিবেজ্জলম্।
তেনাধ্মানং সতৃট্ ছর্দ্দির্বিবদ্ধশ্চৈব শাম্যতি॥

দোষের বিবদ্ধতা হেতু যদি বমন বা বিরেচন ঔষধ দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ দোষ নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে গরম জল পান করাইবে। তদ্দ্বারা আধ্মান, পিপাসা, বমি ও দোষের বিবদ্ধতা প্রশমিত হইবে।

ভেষজং দোষরুদ্ধঞ্চেয়োর্দ্ধং নাধঃ প্রবর্ত্ততে।
সোদগারঞ্চ সশূলং বা স্বেদং তত্রাবচারয়েৎ॥

বমন বা বিরেচন ঔষধ যদি দোষ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিকেই নির্গত না হয়, এবং তজ্জন্য উদ্গার ও উদরে শূলবৎ বেদনা হয়, তাহা হইলে স্বেদ ব্যবস্থা করিবে।

সুবিরিক্তস্তু সোদগারমাশ্বেবৌষধমুল্লিখেৎ।
অতিপ্রবর্ত্তনং জীর্ণে সুশীতৈঃ স্তম্ভয়েদ্ভিষক্॥

বিরেচন ঔষধ সেবন করিয়া যদি সম্যক্ বিরেচন হওয়ার পরেই সেই বিরেচন ঔষধের গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার উঠিতে থাকে, তাহা হইলে রোগিকে বমন করাইবে, নচেৎ অতিরিক্ত বিরেচন হইবে। আর ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পর, যদি অতিরিক্ত বিরেচন হয়, তাহা হইলে বিরেচন বন্ধ করিবার জন্য শীতল জল পান করাইবে।

কদাচিৎ শ্লেষ্মণা রুদ্ধং তিষ্ঠত্যুরসি ভেষজম্।
ক্ষীণে শ্লেষ্মণি সায়াহ্নে রাত্রৌ বা তৎ প্রবর্ত্ততে॥

পীত ভেষজ কখন কখন শ্লেষ্মা দ্বারা বক্ষঃস্থলে আটকাইয়া যায়, শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে সন্ধ্যার সময়ে অথবা রাত্রিতে উহা নির্গত হইয়া থাকে।

বিরুক্ষানাহরোর্জীর্ণে বিষ্টভ্যোর্দ্ধং গতেঽপি বা।
বায়ুনা ভেষজে ত্বন্যৎ সস্নেহলবণং পিবেৎ॥

সংশোধন ঔষধ সেবনের পরে শোধনার্হ ব্যক্তির রুক্ষতাহেতু যদি তাহার আনাহ উপস্থিত হয়, অথবা সেই ঔষধ জীর্ণ হইয়া যায় এবং বায়ু কর্ত্তৃক বিষ্টব্ধ হইয়া ঊর্দ্ধগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্নেহলবণ সংযুক্ত অন্য সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

তৃণ্মোহভ্রমমূর্চ্ছাদ্যাঃ স্যুশ্চেজ্জীর্য্যতি ভেষজে।
পিত্তঘ্নং স্বাদু শীতঞ্চ ভেষজং তত্র শস্যতে॥

পীত বিরেচন ঔষধ জীর্ণ হইবার সময়ে যদি পিপাসা, মোহ, গাত্রঘূর্ণন ও মূর্চ্ছাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় শোধনার্হ ব্যক্তিকে সুস্বাদু শীতবীর্য্য পিত্তনাশক ঔষধ সকল ব্যবস্থা করিবে।

লালাহৃল্লাসবিষ্টম্ভলোমহর্ষাঃ কফাবৃতে।
ভেষজং তত্র তীক্ষ্ণোষ্ণং কট্বাদি কফনুজ্জিতম্॥

বিরেচন ঔষধ কফসহ সম্মিলিত হওয়ায় যদি লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, বিষ্টব্ধতা ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য কটুরসাদি কফঘ্ন ঔষধ সকল প্রশস্ত।

স্নিগ্ধং ক্রূরকোষ্ঠঞ্চ লঙ্ঘয়েদবিরেচিতম্।
তেনাস্য স্নেহজঃ শ্লেষ্মসঙ্গশ্চৈবোপশাম্যতি॥

স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করার পরে যদি বিরেচন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবে। ইহা দ্বারা স্নেহজনিত শ্লেষ্মবিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

রুক্ষবহ্বনিলক্রূরকোষ্ঠব্যায়ামশীলিনাম্।
দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ ভৈষজ্যমবিরিচ্যৈব জীর্য্যতি॥
তেভ্যো বস্তিং পুরা দত্ত্বা পশ্চাদ্দদ্যাদ্বিরেচনম্।
বস্তিপ্রবর্ত্তিতং দোষং হরেৎ সম্যগ্‌ বিরেচনম্॥

রুক্ষ, বাতবহুল, ক্রূরকোষ্ঠ, ব্যায়ামশীল এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগকে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ না করিয়াই জীর্ণ হইয়া যায়। ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে প্রথমে বস্তি প্রদান করিয়া তৎপরে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই বিরেচন দ্বারা বস্তিপ্রবর্ত্তিত দোষ সম্যক্ প্রকারে নির্হৃত হইয়া থাকে।

রুক্ষাশনাঃ কর্ম্মনিত্যা যে নরা দীপ্তপাবকাঃ।
তেষাং দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি কর্ম্মবাতাতপাগ্নিভিঃ॥
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণাদ্ দোষানপি হরন্তি তে।
স্নেহাস্তে মারুতাদ্রক্ষ্যা নাব্যাধ্যৌ তান্ বিরেচয়েৎ॥

রুক্ষভোজী, নিয়ত পরিশ্রমী ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের সঞ্চিত দোষ সকল, শ্রমজনক কর্ম্ম, বায়ু, আতপ ও অগ্নির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন ও অজীর্ণ জনিত দোষসমূহও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ও বাতাদি দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিকে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া কুপিত বায়ু হইতে রক্ষা করিবে। কারণ রুক্ষাদি ভোজন দ্বারা ইহাদের বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন বিশেষ ব্যাধি উপস্থিত না হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে না।

নাতিস্নিগ্ধশরীরায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্।
স্নেহোৎক্লিষ্টশরীরায় রুক্ষং দদ্যাদ্ বিরেচনম্॥

রোগির শরীর অতিস্নিগ্ধ হইলে তাহাকে স্নেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। স্নেহক্লিষ্ট শরীরে রুক্ষ বিরেচন প্রদান করিবে।

এবং জ্ঞাত্বা বিধিং ধীরো দেশকালপ্রমাণবিৎ।
বিরেচনং বিরেচ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ নাপরাধ্যতি॥

দেশ-কাল-প্রমাণজ্ঞ ধীর ব্যক্তি এই সকল বিধি অবগত হইয়া বিরেচনার্হ ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ করিলে অপরাধ ভাগী হয়েন না।

বিভ্রংশো বিষবদ্ যস্য সম্যগ্‌যোগো যথামৃতম্।
কালেম্ববশ্যং পেয়ঞ্চ তস্মাদ্ যত্নাৎ প্রযোজয়েৎ॥

যে ঔষধের বিভ্রংশ অর্থাৎ অবথা প্রয়োগ বিষবৎ অনিষ্টকারক এবং যাহার সম্যক্ প্রয়োগ অমৃতের ন্যায় গুণকারী, তাহা উপযুক্ত সময়ে যত্নপূর্ব্বক পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

ভবতি চাত্র।

দ্রব্যপ্রমাণন্তু যদুক্তমস্মিন্ মধ্যেষু তৎ কোষ্ঠবয়োবলেষু।
তন্মূলমালম্ব্য ভবেদ্বিকল্পস্তেষাং বিকল্পোঽভ্যধিকোনভাবঃ॥

এই শাস্ত্রে ঔষধ দ্রব্যের যে পরিমাণ কথিত হইয়াছে, তাহা মধ্যকোষ্ঠ, মধ্যবয়স্ক ও মধ্যবল ব্যক্তিদের পক্ষে জানিবে। এই পরিমাণকে মূলীভূত করিয়া মাত্রার কল্পনা করিবে। অর্থাৎ রোগীর তীক্ষ্ণ কোষ্ঠ হইলে এই পরিমাণ অপেক্ষা অধিক মাত্রায় এবং রোগী মৃদুকোষ্ঠ হইলে ইহা অপেক্ষা হীন মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ষড় বংশ্যস্তু মরীচিঃ স্যাৎ ষণ্মরীচ্যস্তু সর্ষপঃ।
অষ্টৌ তে সর্ষপা রক্তিস্তণ্ডুলশ্চাপি তদ্দ্বয়ম্॥
ধান্যমাষো ভবেদেকো ধান্যমাষদ্বয়ং যবঃ।
অণ্ডকাস্তে তু চত্বারস্তাশ্চতস্রস্তু মাষকঃ॥
হেমশ্চ ধানকশ্চোক্তো ভবেচ্ছাণস্তু তে ত্রয়ঃ।
শাণৌ দ্বৌ দ্রঙ্ক্ষণং বিদ্যাৎ কোলং বদরমেব চ॥
বিদ্যাদ্দ্বৌ দ্রংঙ্ক্ষণৌ কর্ষং সুবর্ণঞ্চাক্ষমেব চ।
বিড়ালপদকং তচ্চ পিচুং পাণিতলং তথা॥
তিন্দুকঞ্চ বিজানীয়াৎ কবড়গ্রহমেব চ।
দ্বে সুবর্ণে পলার্দ্ধং স্যাচ্ছুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
দ্বে পলার্দ্ধে পলং মুষ্টিঃ প্রকুঞ্চোঽথ চতুর্থিকা।
বিল্বং ষোড়শিকঞ্চাম্রং দ্বে পলে প্রসৃতং বিদুঃ॥
অষ্টমানস্তু বিজ্ঞেয়ং কুড়বৌ দ্বৌ তু মানিকা।
পলং চতুর্গুণং বিদ্যাদঞ্জলিং কুড়বং তথা॥
চত্বারঃ কুড়বাঃ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থমথাঢ়কম্।
পাত্রং তদেব বিজ্ঞেয়ং কংসঃ প্রস্থাষ্টকং তথা॥
কংসশ্চতুর্গুণো দ্রোণশ্চার্ম্মণং নল্বণঞ্চ তৎ।
স এব কলসঃ খ্যাতো ঘট উন্মান এব চ॥
ঘটস্তু দ্বিগুণঃ সূর্পো বিজ্ঞেয়ঃ কুম্ভ এব চ।
গোণীং সূর্পদ্বয়ং বিদ্যাৎ খারীং ভারং তথৈব চ॥
দ্বাত্রিংশচ্চৈব জানীয়াদ্বাহং সূর্পাণি বুদ্ধিমান্।
তুলাং শতপলং বিদ্যাৎ পরিমাণবিশারদঃ॥

পরিমাণ কথিত হইতেছে।—৬ বংশীতে ১ মরীচি, ৬ মরীচিতে এক সর্ষপ; ৮ সর্ষপে ১ রক্তি বা তণ্ডুল; ২ রক্তিতে এক ধান্যমাষ; ২ ধান্যমাষে এক যব; ৪ যবে এক অণ্ডকা; ৪ অণ্ডকাতে এক মাষা। মাষাকে হেম ও ধানক কহে। ৩ মাষাতে ১ শাণ, ২ শাণে এক দ্রঙ্ক্ষণ, দ্রঙ্ক্ষণের অপর নাম কোল ও বদর। ২ কোলে এক কর্ষ, কর্ষের অন্য নাম সুবর্ণ, অক্ষ, বিড়ালপদক, পিচু, পাণিতল, তিন্দুক ও কবড়গ্রহ। ২ সুবর্ণে এক পলার্দ্ধ, পলার্দ্ধকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। দুই পলার্দ্ধে এক পল, মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব, ষোড়শিকা, ও আম্র এইগুলি পলের পর্য্যায়বাচী। ২ পলে এক প্রসৃত, ২ প্রসৃতে এক অষ্টমান বা কুড়ব, ২ কুড়বে এক মাণিকা, ৪ পলে এক অঞ্জলি বা কুড়ব, ৪ কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ক, আঢ়ককে পাত্র কংস বা প্রস্থাষ্টক কহে। ৪ কংসে এক দ্রোণ, অর্ম্মণ, নল্বণ, কলস, ঘট, উন্মান এইগুলি দ্রোণের পর্য্যায় শব্দ। ২ ঘটে এক শূর্প, শূর্পকে কুম্ভ কহে। ২ শূর্পে এক গোণী, গোণীর অপর নাম খারী ও ভার। ৩২ শূর্পে এক বাহ এবং একশত পলে এক তুলা হয়।

শুষ্কদ্রব্যেষ্বিদং মানমেবমাদি প্রকীর্ত্তিতম্।
দ্বিগুণং তদ্ দ্রবেষ্বিষ্টং সদ্যশ্চৈবোদ্ধৃতেষু চ॥
যদ্ধি মানং তুলা প্রোক্তা পলং বা তৎ প্রযোজয়েৎ।
অনুক্তে পরিমাণে তু তুল্যং মানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

এই পরিমাণ শুষ্ক দ্রব্যের বিষয়ে কথিত হইল। কিন্তু দ্রবদ্রব্যের ও সদ্য উদ্ধৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন কোন দ্রব্য এক প্রস্থ বলিলে তাহা যদি শুষ্ক হয়, তাহা হইলে /২ সের এবং স্বরস হইলে /৪ সের গ্রহণ করিতে হইবে। এবং জল দুগ্ধাদি দ্রব দ্রব্য /২ সের বলিলে /৪ সের লইতে হইবে। তুলা বা পল শব্দ দ্বারা যে স্থলে মানের উল্লেখ থাকিবে, সে স্থলে দ্বিগুণ লইতে হইবে না, অর্থাৎ সমানই লইবে। যে সকল দ্রব্যের কোন পরিমাণের উল্লেখ না থাকে, সে স্থলে সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইতে হয়।

দ্রবকার্য্যেঽপি চানুক্তে সর্ব্বত্র সলিলং স্মৃতম্।
যতশ্চ পাদনির্দ্দেশশ্চতুর্ভাগস্ততশ্চ সঃ॥
জলস্নেহৌষধনান্তু প্রমাণং যত্র নেরিতম্।
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্॥

দ্রবকার্য্যে কোন দ্রবের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে কেবল জল গ্রহণ করিবে। পাদ শব্দের উল্লেখ থাকিলে চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিবে। যে স্থলে জল স্নেহ বা কল্ক দ্রব্যের কোন পরিমাণ উক্ত হয় নাই, সে স্থলে ঔষধের চতুর্গুণ স্নেহ এবং স্নেহের চতুর্গুণ জল গ্রহণ করিতে হইবে।

স্নেহপাকস্ত্রিধা জ্ঞেয়ো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
তুল্যে কল্কেন নির্য্যাসে ভেষজানাং মৃদুঃ স্মৃতঃ॥
সম্পাক ইব নির্য্যাসে মধ্যো দর্ব্বীং বিমুঞ্চতি।
শীর্য্যমাণে তু নির্য্যাসে বর্দ্ধমানে খরস্তথা॥

খরোঽভ্যঙ্গে স্মৃতঃ পাকো মৃদুর্নস্তঃক্রিয়াসু চ।
মধ্যপাকস্তু পানার্থে বস্তৌ চ বিনিযোজয়েৎ ॥

মৃদু মধ্য ও খরভেদে স্নেহপাক তিন প্রকার। যে স্নেহপাকে ভেষজের নির্য্যাস কল্কের তুল্য হয়, তাহাকে মৃদুপাক; যে স্নেহ পাকে ভেষজের নির্য্যাস মোমাদের আঠার ন্যায় হয় এবং হাতায় না লাগে, তাহাকে মধ্যপাক এবং যে স্নেহপাকে স্নেহ-নির্য্যাস শীর্ণ হইয়া যায়, তাহাকে খরপাক কহে। খরপাক স্নেহ অভ্যঙ্গে, মৃদুপাক স্নেহ নস্য ক্রিয়ায় এবং মধ্যপাক স্নেহ পানার্থ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে।

মানঞ্চ দ্বিবিধং প্রাহুঃ কালিঙ্গং মাগধং তথা।
কালিঙ্গান্মাগধং শ্রেষ্ঠমেবং মানবিদো বিদুঃ ॥

মান দ্বিবিধ। কালিঙ্গ মান ও মাগধমান। মানজ্ঞ পণ্ডিতগণ কালিঙ্গমান অপেক্ষা মাগধ মানকে শ্রেষ্ঠ বলেন।

তত্র শ্লোকৌ।

কল্পার্থঃ শোধনে সংজ্ঞা পৃথগ্‌ যত্র প্রবর্ত্ততে।
দেশাদীনাং ফলাদীনাং গুণা যোগশতানি ষট্‌ ॥
বিকল্পহেতুর্নামানি তীক্ষ্ণমধ্যাল্পলক্ষণম্‌।
বিধিশ্চাবশ্যিকো মানং স্নেহপাকশ্চ দর্শিতঃ ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে।
দন্তীদ্রবন্তীকল্পো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি কল্পস্থানং সমাপ্তম্‌।

এই কল্পস্থানে কল্পার্থ, শোধনের বিরেচন সংজ্ঞা, জাঙ্গল দেশ প্রভৃতির গুণ, মদন ফলাদির গুণ, ছয়শত যোগ, বিকল্পহেতু, নাম, তীক্ষ্ণ মধ্য ও অল্পলক্ষণ, আবশ্যিক বিধি, মান ও স্নেহ পাক ভগবান আত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি দন্তীদ্রবন্তীকল্পনামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।
ইতি কল্পস্থান সমাপ্ত।

সিদ্ধিস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কল্পনাসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা কল্পনাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

কা কল্পনা পঞ্চসু কর্ম্মসূক্তা ক্রমশ্চ কঃ কিঞ্চ কৃতাকৃতেষু।
লিঙ্গং তথৈবাতিকৃতেষু সংখ্যা কা কিংগুণাঃ কেষু চ কশ্চ বস্তিঃ ॥
কিং বর্জ্জনীয়ং প্রতিকর্ম্মকালে কৃতে কিয়ান্ বা পরিহারকালঃ।
প্রণীয়মানশ্চ ন যাতি বস্তিঃ কেনৈতি শীঘ্রং সুচিরাচ্চ কেন।
সাধ্যা গদাঃ স্বৈঃ শমনৈশ্চ কেচিৎ কস্মাৎ প্রযুক্তৈর্ন শমং ব্রজন্তি ॥
প্রচোদিতঃ শিষ্যবরেণ সম্যগিত্যগ্নিবেশেন ভিষগ্বরিষ্ঠঃ।
পুনর্ব্বসুস্তন্ত্রবিদাহ তস্মৈ সর্ব্বপ্রজানাং হিতকাম্যয়েদম্ ॥

বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের কল্পনা কি? তাহাদের ক্রম কি প্রকার? সম্যক্কৃত, অসম্যক্কৃত ও অতিকৃত পঞ্চকর্ম্মের কি লক্ষণ? সংখ্যা কি? কাহার কি গুণ? কোন্ রোগে কোন্ বস্তি প্রযোজ্য? বস্তি কি? পঞ্চকর্ম্মকালে কি বর্জ্জনীয়? বর্জ্জনের কাল কতদিন? প্রণীয়মান বস্তি কেন প্রবেশ করে না? কি হেতুইবা বস্তি শীঘ্র প্রত্যাগমন করে? কি জন্যই বা বিলম্বে প্রত্যাগত হয়? সাধ্য কোন্ কোন্ রোগ স্বকীয় শমন ঔষধ দ্বারা কি জন্য প্রশমিত না হয়? এই দ্বাদশটি প্রশ্ন শিষ্যবর অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভিষক্শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ পুনর্ব্বসু সমস্ত প্রজার হিতার্থ তাঁহাকে উক্ত প্রশ্ন সকলের এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্র্যহাবরং সপ্তদিনং পরন্তু স্নিগ্ধো নরঃ স্বেদয়িতব্য উক্তঃ।
নাতঃ পরং স্নেহনমাদিশন্তি সাত্ম্যীভবেৎ সপ্তদিনাৎ পরং হি॥

স্নেহ প্রয়োগের অবরকাল তিন দিন ও শ্রেষ্ঠকাল সাত দিন। ইহার পর অর্থাৎ সাত দিনের পরে আর স্নেহ প্রয়োগ করিবে না। (পূর্ব্বে সূত্রস্থানে স্নেহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে,—অচ্ছস্নেহ পান দ্বারা মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি তিন রাত্রিতে ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি সাত রাত্রিতে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।) সাত দিনের পরেও স্নেহ প্রয়োগ করিলে তাহা রোগির সাত্ম্য হইয়া থাকে। রোগী সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে স্বেদ প্রদান করিবে।

স্নেহোঽনিলং হন্তি মৃদুং করোতি দেহং মলানাং বিনিহন্তি সঙ্গম্।
স্নিগ্ধস্য সূক্ষ্মেষ্বয়নেষু লীনং স্বেদস্তু দোষং নয়তি দ্রবত্বম্॥

স্নেহ পান করিলে বায়ুর শান্তি হয়, শরীর মৃদু হয় ও মলের বিবদ্ধতা নষ্ট হয়। স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্বেদ প্রদান করিলে সেই স্বেদ রোগির সূক্ষ্মস্রোতঃ পথে লীনদোষসমূহকে দ্রবীভূত করিয়া থাকে।

গ্রাম্যৌদকানূপরসৈঃ সমাংসৈরুৎক্লেশনীয়ঃ পয়সা চ বম্যঃ।
রসৈস্তথা জাঙ্গলজৈঃ সযূষৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কফাবৃদ্ধিকরৈর্বিরেচ্যঃ॥
শ্লেষ্মোত্তরশ্ছর্দ্দয়তি হ্যদুঃখং বিরিচ্যতে মন্দকফস্তু সম্যক্।
অধঃ কফেঽল্পে বমনং নিয়চ্ছেদ্বিরেচনং বৃদ্ধকফে তথোর্দ্ধম্॥
স্নিগ্ধায় দেয়ং বমনং যথোক্তং বান্তস্য পেয়াদিরনুক্রমশ্চ।
স্নিগ্ধস্য সুস্বিন্নতনোর্যথাবদ্ বিরেচনং যোগ্যতমং প্রযোজ্যম্॥

বমনার্হ ব্যক্তিকে বমন ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বদিন গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ মাংস এবং মাংসরস ও দুগ্ধ সেবন করাইয়া তাহার দোষ সমূহকে উৎক্লেশিত করিবে। বিরেচনার্হ ব্যক্তিকে কফের অবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, জাঙ্গল মাংসরস ও মুগাদির যূষ পান করাইবে। শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির বিনাক্লেশে বমন হয়। অতএব তাহাকে বমনের পূর্ব্বদিন কফবর্দ্ধক দ্রব্য গ্রাম্য ঔদকাদি মাংস সেবন করান উচিত। আর মন্দকফ ব্যক্তির সহজে বিরেচন হয়; সেই জন্য তাহাকে কফের অনুৎপাদক জাঙ্গল মাংসরসাদি পান করাইবে। যে হেতু কফ অল্প হইলে বমন ঔষধ অধোগামী হয় এবং কফ অধিক হইলে বিরেচন ঔষধ ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া উপযুক্ত বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বমনের পরে বান্তব্যক্তিকে পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিবে। স্নিগ্ধ স্বিন্ন ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিরেচন ঔষধ যথাবৎ প্রয়োগ করিবে।

পেয়াং বিলেপীমকৃতং কৃতঞ্চ যূষং রসং ত্রির্দ্বিরথৈকশশ্চ।
ক্রমেণ সেবেত বিশুদ্ধকায়ঃ প্রধানমধ্যাবরশুদ্ধিশুদ্ধঃ॥
যথাণুরগ্নিস্তৃণগোময়াদ্যৈঃ সন্ধুক্ষ্যমাণো ভবতি ক্রমেণ।
মহান্ স্থিরঃ সর্ব্বপচস্তথৈব শুদ্ধস্য পেয়াদিভিরন্তরগ্নিঃ॥

প্রধান মধ্য ও হীন সংশোধন দ্বারা সংশোধিত রোগী শুদ্ধদেহ হইলে তাহাকে ঘৃতাদি সংস্কৃত বা ঘৃতাদি বিহীন পেয়া, বিলেপী, যূষ অথবা মাংসরস যথাক্রমে তিনবার দুইবার বা একবার পান করাইবে। অতি সামান্য অগ্নি যেমন তৃণ গোময়াদি দ্বারা সন্ধুক্ষ্যমান হইয়া মহান স্থির ও সর্ব্বসহ হয়, সেইরূপ শুদ্ধ ব্যক্তির ও পেয়াদি সেবনে জঠরাগ্নি ক্রমশঃ উদ্দীপিত হইয়া মহান স্থির ও সর্ব্বসহ হইয়া থাকে।

জঘন্যমধ্যপ্রবরেষু বেগাশ্চত্বার ইষ্টা বমনে ষড়ষ্টৌ।
দশৈব তে দ্বিত্রিগুণা বিরেকে প্রস্থস্তথা দ্বিত্রিচতুর্গুণশ্চ ॥

হীন মধ্য ও শ্রেষ্ঠ বমনে, যথাক্রমে চারিবার, ছয়বার ও আটবার বেগ উপস্থিত হয়। অল্প মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ বিরেচনে যথাক্রমে দশবার, কুড়িবার ও ত্রিশবার বেগ উপস্থিত হয়। হীন বিরেচনে দুই প্রস্থ, মধ্য বিরেচনে তিন প্রস্থ ও উত্তম বিরেচনে মলভেদ চারি প্রস্থ হইয়া থাকে। (বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষণে ১২॥ সাড়ে বার পলে এক প্রস্থ ধরিতে হয়।

পিত্তান্তমিষ্টং বমনং তথোর্দ্ধমধঃকফান্তঞ্চ বিরেকমাহুঃ।
দ্বিত্রীন্ সবিট্কানপনীয় বেগান্ মেয়ং বিরেকে বমনে তু পীতম্ ॥

পিত্তান্ত বমন ও কফান্ত বিরেচনকে পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ বমন করিতে করিতে যখন পিত্ত বমন হইবে, তখন জানিবে যে, সম্যক্ বমন হইয়াছে। বিরেচন হইতে হইতে যখন কফ নির্গত হইবে তখন জানিবে যে সম্যক্ বিরেচন হইয়াছে। বিরেচনে যে বেগের সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা গণনার রীতি যথা—বিরেচন ঔষধ সেবনের পরে যতক্ষণ মল সংযুক্ত বিরেচন হইবে, ততক্ষণ তাহার সংখ্যা ধরিবে না। অতঃপর বিরেচনের সংখ্যা গণনা করিতে হইবে। সেইরূপ বমনসহ যতক্ষণ ঔষধ নির্গত হইবে, ততক্ষণ বমনের সংখ্যা না ধরিয়া অতঃপর গণনা করিবে।

বিরেচন ঔষধ সেবনের পর প্রথম ২।৩ দাস্ত বাদ দিয়া বেগ গণনা করিবে এবং বমনের যে কয়টী বেগে ঔষধ বমি হইয়া যায়, সেই কয়টী বেগ ত্যাগ করিয়া গণনা করিতে হইবে।

ক্রমাৎ কফঃ পিত্তমথানিলশ্চ যস্যৈতি সম্যগ্বমিতঃ স ইষ্টঃ।
হৃৎপার্শ্বমূর্দ্ধেন্দ্রিয়মার্গশুদ্ধৌ তথা লঘুত্বেঽপি চ লক্ষ্যমাণে ॥
দুশ্ছর্দ্দিতে স্ফোটককোঠকণ্ডুহৃৎখাবিশুদ্ধিগুরুগাত্রতা চ।
তৃণ্মোহমূর্চ্ছানিলকোপনিদ্রাবলাদিহানির্বমিতেঽতি চ স্যাৎ ॥

সম্যক্কৃত, অসম্যক্ কৃত ও অতিকৃত বমনের লক্ষণ। কফ, পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হইলে, হৃদয়, পার্শ্বদেশ, মস্তক ও ইন্দ্রিয়মার্গসমূহ বিশুদ্ধ হইলে এবং শরীর লঘু বোধ হইলে জানিবে যে সম্যক্ বমন হইয়াছে। বমন অসম্যক কৃত হইলে স্ফোটক কোঠ ও কণ্ডু নির্গম, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়মার্গের অবিশুদ্ধি, এবং গাত্রের গুরুতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিকৃত বমনে তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা বায়ুর প্রকোপ, এবং নিদ্রা ও বলের অতি হানি হইয়া থাকে।

স্রোতোবিশুদ্ধীন্দ্রিয়সংপ্রসাদৌ লঘুত্বমূর্জ্জোঽগ্নিরনাময়ত্বম্।
প্রাপ্তিশ্চ বিট্পিত্তকফানিলানাং সম্যগ্বিরিক্তস্য ভবেৎ ক্রমেণ ॥

স্যাৎ শ্লেষ্মপিত্তানিলসংপ্রকোপঃ স্বেদোঽগ্নিবহ্নিগুরুগাত্রতা চ।
তন্দ্রা তথা ছর্দ্দিররোচকশ্চ বাতানুলোম্যং ন চ দুর্বিরিক্তে॥
কফাস্রপিত্তক্ষয়জানিলোত্থাঃ সুপ্ত্যঙ্গমর্দ্দক্লমবেপনাদ্যাঃ।
নিদ্রাবলাভাবতমঃপ্রবেশাঃ সোন্মাদহিক্কাশ্চ বিরেচিতেঽতি॥

সম্যক্‌কৃত অসম্যক্‌কৃত ও অতিকৃত বিরেচনের লক্ষণ। স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা, শরীরের লঘুত্ব, বলাধান, অগ্নিদীপ্তি, অনাময়ত্ব, এবং মল পিত্ত কফ ও বায়ুর যথাবৎ প্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ সম্যক্‌কৃত বিরেচনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অসম্যক্‌কৃত বিরেচনে শ্লেষ্মা পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ, স্বেদ নির্গম, অগ্নিমান্দ্য, গুরুগাত্রতা তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বায়ুর অননুলোম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কফ রক্তপিত্ত ও ক্ষয়জনিত এবং বায়ুজনিত বিবিধ রোগোৎপত্তি, স্পর্শশক্তির অভাব, অঙ্গমর্দ্দ, ক্লান্তি ও কম্প প্রভৃতি রোগ, নিদ্রাহীনতা, বলাভাব, অন্ধকার দর্শন, উন্মাদ ও হিক্কা এইগুলি অতিবিরেচনের লক্ষণ।

সংসৃষ্টভক্তং নবমেঽহ্নি সর্পিস্তং পায়য়েতাপ্যনুবাসয়েদ্বা।
দদ্যাৎ ত্র্যহাদ্বা বুভুক্ষিতায় তৈলাক্তগাত্রায় ততো নিরূহম্॥
প্রত্যাগতে ধন্বরসেন ভোজ্যঃ সমীক্ষ্য দোষবলং যথার্হম্।
নরস্ততো নিশ্যনুবাসনার্হো নাত্যাশিতঃ স্যাদনুবাসনীয়ঃ॥

সম্যক্‌কৃত বমন বা বিরেচনের পর রোগিকে পেয়াদিক্রমে পথ্য দিয়া নবম দিবসে অন্ন পথ্য দিবে, তৎপরে ঘৃত পান করাইবে বা অনুবাসন বস্তি দিবে। তিন দিন পরে অনতি-বুভুক্ষিত (সম্যক ক্ষুধার্ত্ত না হইলে) রোগিকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। বস্তি প্রত্যাগত হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্ন অথবা দোষবলানুসারে উপযুক্ত অন্ন পথ্য দিবে। রোগী অনুবাসনার্হ হইলে তাহাকে পূর্ব্বদিন রাত্রিতে অল্প ভোজন দিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

শীতে বসন্তে চ দিবানুবাস্যো
রাত্রৌ শরদ্‌গ্রীষ্মঘনাগমেষু।
তানেব দোষান্ পরিরক্ষিতা যে
স্নেহস্য পানং প্রতি কীর্ত্তিতাঃ প্রাক্॥

শীত ও বসন্তকালে দিবসে এবং শরৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রাত্রিতে অনুবাসন দিবে। পূর্ব্বে স্নেহাধ্যায়ে স্নেহপানে যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, অনুবাসন প্রয়োগ কালেও সেই সকল দোষ হইতে রোগীকে রক্ষা করিবে।

প্রত্যাগতে চাপ্যনুবাসনীয়ে
দিবা প্রদেয়ং ক্ষুধিতায় ভোজ্যম্।
সায়ঞ্চ ভোজ্যং পরতস্ত্র্যহে বা
ত্র্যহেঽহে বাতোঽহনি পঞ্চমে বা॥

ঘ্যহে ত্র্যহে ঘাপ্যথ পঞ্চমে বা
দত্ত্বান্নিরূহাদনুবাসনঞ্চ।
একং তথা ত্রীন্ কফজে বিকারে
পিত্তাত্মকে পঞ্চ তু সপ্ত বাপি ॥
বাতে নবৈকাদশ বা পুনর্ব্বা
বস্তীনযুগ্মান্ কুশলো বিদধ্যাৎ ॥

অনুবাসনীয় স্নেহ প্রত্যাগত হইলে সেদিন রোগিকে উপবাস দিয়া পর দিন দিবসে অন্ন পথ্য দিবে। কিংবা তৃতীয় দিবসে সায়ংকালে অন্ন ভোজন করাইবে। পুনরায় তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে অনুবাসন বস্তি দিবে। অথবা দোষানুসারে দ্বিতীয় তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে নিরূহ প্রদান করিয়া তৎপরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। নিপুণ চিকিৎসক কফজ রোগসমূহে একবার বা তিনবার, পিত্তজরোগে পাঁচবার বা সাতবার ও বাতজ রোগে নয়বার বা একাদশ বার বস্তি প্রদান করিবেন। অযুগ্মবস্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। যুগ্মবস্তি প্রয়োগ করিবে না।

নরো বিরিক্তস্তু নিরূহদানং বিবর্জ্জয়েৎ সপ্তদিনান্যবশ্যম্।
শুদ্ধো বিরেকেণ নিরূহদানং তদ্ধ্যস্য শূন্যং বিকৃষেচ্ছরীরম্ ॥

বিরিক্ত ব্যক্তি সাতদিন পর্য্যন্ত নিরূহবস্তি অবশ্য বর্জ্জন করিবেন। বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তিকে সাতদিনের মধ্যে নিরূহ প্রয়োগ করিলে সেই নিরূহ তাহার শরীরকে বিকর্ষিত করিয়া থাকে।

বস্তির্ব্বয়ঃস্থাপয়িতা সুখায়ুর্ব্বলাগ্নিমেধাস্বরবর্ণকৃচ্চ।
সর্ব্বার্থকারী শিশুবৃদ্ধযূনাং নিরত্যয়ঃ সর্ব্বগদাপহশ্চ ॥
বিট্শ্লেষ্মমূত্রানিলপিত্তকর্ষী স্থিরত্বকৃচ্ছুক্রবলপ্রদশ্চ।
বিশ্বক্স্থিরং দোষচয়ং নিরস্য সর্ব্বান্ বিকারান্ শময়েন্নিরূহঃ ॥
দেহে নিরূহেণ বিশুদ্ধমার্গে সংস্নেহনং বর্ণবলপ্রদঞ্চ ॥

বস্তির গুণ। বস্তি সুখ, আয়ু, বল, অগ্নি, মেধা, স্বর ও বর্ণজনক, বয়সের স্থাপয়িতা, সর্ব্বার্থকারী, শিশু বৃদ্ধ ও যুবকদিগের কল্যাণপ্রদ, সর্ব্বরোগনাশক, মল, মূত্র শ্লেষ্মা বায়ু ও পিত্তের কর্ষক, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, শুক্রজনক ও বলকারক। নিরূহবস্তি শরীরের স্থির দোষসমূহকে দূরীভূত করিয়া সমস্ত বিকারের শান্তি করে। নিরূহ দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ-মার্গ হইলে স্নেহন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হয়।

ন তৈলদানাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ দ্রব্যং বিশেষেণ সমীরণার্ত্তে।
স্নেহাদ্ধি রৌক্ষ্যং লঘুতাং গুরুত্বাদৌষ্ণ্যাচ্চ শৈত্যং পবনস্য হত্বা ॥
তৈলং দদাত্যাশু মনঃপ্রসাদং বীর্য্যং বলং বর্ণমথাগ্নিপুষ্টিম্ ॥

বাতজ রোগে তৈলের তুল্য বিশেষ ঔষধ আর কিছুই নাই। তৈল স্বকীয় স্নেহগুণে বায়ুর রুক্ষতা, গুরুত্বগুণে লঘুতা ও উষ্ণত্বগুণে শৈত্য নাশ করিয়া আশু মনের প্রসন্নতা, বীর্য্য, বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি সাধন করে।

মূলে নিষিক্তে হি যথা দ্রুমঃ স্যান্নীলচ্ছদঃ কোমলপল্লবাগ্রঃ।
কালে মহান্ পুষ্পফলপ্রদশ্চ তথা নরঃ স্যাদনুবাসনেন॥

বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে সেই বৃক্ষ যেমন নীলপত্র ও কোমল পল্লবাগ্র হয় এবং কালে বৃহৎ ও পুষ্পফলপ্রদাতা হইয়া থাকে, অনুবাসন দ্বারা মানবও সেইরূপ (তরুণ ও উৎকৃষ্টবর্ণাদি সম্পন্ন) হইয়া থাকে।

স্তব্ধাশ্চ যে সঙ্কুচিতাশ্চ যেঽপি যে পঙ্গবো যেঽপিচ রুগ্নভগ্নাঃ।
যেষাঞ্চ শাখাসু চরন্তি বাতাঃ শস্তো বিশেষেণ হি তেষু বস্তিঃ॥
আধ্মাপনে বিগ্রথিতে পুরীষে শূলে চ ভক্তানভিনন্দনে চ।
এবংপ্রকারাশ্চ ভবন্তি কুক্ষৌ যে চাময়াস্তেষু চ বস্তিরিষ্টঃ॥
যাশ্চ স্ত্রিয়ো বাতকৃতোপসর্গাদ্গর্ভং ন গৃহ্নন্তি নৃভিঃ সমেতাঃ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া যে চ নরাঃ কৃশাশ্চ তেষাঞ্চ বস্তিঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ॥

যাহাদের শরীর বাত দ্বারা স্তব্ধ বা সঙ্কুচিত, যাহারা পঙ্গু, যাহারা রুগ্ন বা ভগ্ন, যাহাদের রসরক্তাদি ধাতুসমূহে বায়ু বিচরণ করে, তাহাদের পক্ষে বস্তি বিশেষ প্রশস্ত। যাহাদের পুরীষ আধ্মাপিত বা বিগ্রথিত (গুট্লে), উদরে শূল বেদনা আছে, যাহাদের অন্নে রুচি হয় না; অথবা যাহাদের কুক্ষিদেশে এই প্রকার কোন রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে বস্তি হিতকর। যে সকল স্ত্রী বাতজ উপসর্গ দ্বারা পীড়িত হওয়ায় পুরুষ সংসর্গে গর্ভগ্রহণ করে না এবং যে সকল পুরুষ ক্ষীণেন্দ্রিয় ও কৃশ তাহাদের পক্ষে বস্তিই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

উষ্ণাভিভূতেষু বদন্তি শীতান্ শীতাভিভূতেষু তথা সুখোষ্ণান্।
তৎপ্রত্যনীকৌষধসংপ্রযুক্তান্ সর্ব্বত্র বস্তীন্ প্রবিভজ্য যুঞ্জ্যাৎ॥

উষ্ণকারণজাত ব্যাধিতে শীতল এবং শীতকারণোৎপন্ন ব্যাধিতে সুখোষ্ণ বস্তি তদ্বিপরীত ঔষধদ্রব্য সংযুক্ত করিয়া (উষ্ণকারণজ ব্যাধিতে শীতবীর্য্য ঔষধ এবং শীতকারণজ ব্যাধিতে উষ্ণবীর্য্য ঔষধ সংযুক্ত করিয়া) প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বত্র এইরূপ বিভাগানুসারে বস্তি প্রযোজ্য।

ন বৃংহণীয়ান্ বিদধীত বস্তীন্ বিশোধনীয়েষু গদেষু বৈদ্যঃ।
কুষ্ঠপ্রমেহাদিষু মেদুরেষু নরেষু যে চাপি বিশোধনীয়াঃ॥
ক্ষীণক্ষতানাং ন বিশোধনীয়ান্ ন শোষিণাং নো ভৃশদুর্ব্বলানাম্।
ন মূর্চ্ছিতানাঞ্চ ন শোধিতানাং যেষাঞ্চ রোগেষু নিবদ্ধবায়ুঃ॥

কুষ্ঠ প্রমেহ প্রভৃতি যে সকল রোগ বিশোধনীয় অর্থাৎ বমন বিরেচনার্হ, সেই সকল বিশোধনীয় রোগে এবং মেদস্বিব্যক্তিতে বৃংহণবস্তি প্রয়োগ করিবে না।

আর ক্ষতক্ষীণ, শোষরোগাক্রান্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, বমনাদি দ্বারা বিশোধিত ব্যক্তিদিগকে এবং যাহাদের বায়ু দোষদ্বারা বিবদ্ধ তাহাদিগকে সংশোধনীয় বস্তি প্রদান করিবে না।

শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা মর্ম্মোর্দ্ধসর্ব্বাবয়বাঙ্গতাশ্চ।
যে সন্তি তেষাং ন তু কশ্চিদন্যো বায়োঃ পরং জন্মনি হেতুরস্তি ॥
বিণ্মূত্রপিত্তাদিমলাশয়ানাং বিক্ষেপসংঘাতকরঃ স যস্মাৎ।
তস্যাতিবৃদ্ধস্য শমায় নান্যদ্বস্তের্বিনা ভেষজমস্তি কিঞ্চিৎ।
তস্মাচ্চিকিৎসার্দ্ধমিতি ব্রুবন্তি সর্ব্বাং চিকিৎসামপি বস্তিমেকে ॥

যে সকল রোগ রসরক্তাদি শাখাগত, বা কোষ্ঠগত, অথবা মর্ম্মস্থান জাত, কিংবা ঊর্দ্ধদেহগত বা সর্ব্বাবয়বগত, সেই সকল রোগের উৎপত্তি বিষয়ে বায়ুই কারণ, বায়ু ভিন্ন আর অন্য কারণ নাই। কারণ বায়ুই মল মূত্র পিত্তাদি মলাশয় সমূহের বিক্ষেপকারক ও সংঘাতকারক। অতএব সেই অতিবৃদ্ধ বায়ুর প্রশমনার্থ বস্তি ভিন্ন আর অন্য ঔষধ নাই। সেই জন্য বুধগণ এক বস্তিকেই অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা বস্তিকে সমস্ত চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত করেন (বস্তি দ্বারাই সমস্ত রোগের প্রশান্তি হইয়া থাকে)।

নাভিপ্রদেশঞ্চ কটিঞ্চ গত্বা কুক্ষিং সমালোড্য পুনশ্চ পৃষ্ঠম্ ॥
সংস্নেহ্য কায়ং শিথিলাংশ্চ কৃত্বা দোষান্ পুরীষং গ্রথিতং বিমথ্য।
অসক্তবেগঃ সপুরীষদোষঃ প্রত্যাগতো বস্তিরিতি প্রশস্তঃ ॥

প্রযুক্ত বস্তি নাভি ও কটীদেশে গমন করিয়া কুক্ষি ও পৃষ্ঠদেশকে সম্যকরূপে আলোড়িত, শরীরকে স্নিগ্ধ, দোষসমূহকে শিথিল ও গ্রথিত পুরীষকে বিমথিত করিয়া অকীয়বেগে মল ও দোষের সহিত প্রত্যাগত হয় এই জন্য তাহাকে প্রশস্ত (শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা) বলিয়া জানিবে।

সনাভিদেশং কটিপার্শ্বকুক্ষিং গত্বা শকৃদ্দোষচয়ং নিরস্য।
সংক্ষিপ্তবেগঃ সপুরীষদোষঃ সম্যক্ সুখেনৈতি চ যশ্চ বস্তিঃ ॥
প্রসৃষ্টবিণ্মূত্রসমীরণত্বং রুচ্যগ্নিবৃদ্ধ্যাশয়লাঘবানি।
রোগোপশান্তিঃ প্রকৃতিস্থতা চ বলঞ্চ তৎস্যাৎ সুনিরূঢ়লিঙ্গম্ ॥

যে বস্তি নাভিদেশ, কটী, পার্শ্ব ও কুক্ষিতে গমন করিয়া মল ও দোষসমূহকে নিরসন পূর্ব্বক পুরীষ ও দোষের সহিত সংক্ষিপ্ত বেগে সুখে প্রত্যাগমন করে তাহাকে সম্যক বস্তি কহে। বস্তি সম্যক প্রযুক্ত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যথা মলমূত্র ও বায়ুর সম্যক বিসর্গ, আহারে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, আশয়সমূহের লাঘবাদি, রোগের শান্তি, প্রকৃতিস্থতা ও বলবৃদ্ধি। এইগুলি সুনিরূঢ় লক্ষণ।

বাহ্বস্থিশিরোরুগ্গুদকুক্ষিলিঙ্গে-ষ্বর্ত্তিঃ প্রতিশ্যায়বিকর্ত্তিকে চ ॥
হৃল্লাসকা শাঙ্গরুচিমূত্রসঙ্গঃ শ্বাসো ন সম্যক্ চ নিরূহিতে স্যাৎ ॥
লিঙ্গং যদেবাতিবিরেচিতস্য ভবেৎ তদেবাতিনিরূঢ়লিঙ্গং ৩৩ ॥

আর বস্তুক নিরূঢ় না হইলে হৃদয় ও মস্তকে পীড়া, গুহ্যদেশ কুক্ষি ও লিঙ্গে বেদনা, প্রতিশ্যায়, বিকর্ত্তিকা (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা), হৃল্লাস, কাস, অরুচি, মূত্রবিবদ্ধতা ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং অতি বিরেচিত ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেই সকল লক্ষণও অতি নিরূহিত ব্যক্তির প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেত্যসক্তং সশকৃচ্চ তৈলং রক্তাদিবুদ্ধীন্দ্রিয়সংপ্রসাদঃ।
স্বপ্নানুবৃত্তির্লঘুতা বলঞ্চ সৃষ্টাশ্চ বেগাঃ স্বনুবাসিতে স্যুঃ ॥

অনুবাসন সম্যককৃত হইলে অনুবাসনার্থ প্রদত্ত তৈল মলের সহিত অসক্তভাবে প্রত্যাগত হয় এবং রক্তাদি ধাতু ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা, শরীরের লঘুতা, বলবৃদ্ধি ও মলমূত্রাদির বেগের প্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধঃশরীরোদরবাহুপৃষ্ঠপার্শ্বেষু রুগ্ রুক্ষখরঞ্চ বর্চ্চঃ।
গ্রহশ্চ বিণ্মূত্রসমীরণানামসম্যগেতান্যনুবাসিতে স্যুঃ ॥

অসম্যককৃত অনুবাসনে শরীরের অধোভাগ, উদর, বাহু, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মলের রুক্ষতা ও কর্কশতা, এবং মলমূত্র ও বায়ুর রোধ এই সকল লক্ষণ জন্মে।

হৃল্লাসমোহক্লমসাদমূর্চ্ছা বিকর্ত্তিকা চাত্যনুবাসিতে স্যুঃ ॥

অতিকৃত অনুবাসনে বমনভাব, মোহ, ক্লান্তি, অবসাদ, মূর্চ্ছা ও গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া হইয়া থাকে।

যস্যেহ যামাননুবর্ত্ততে ত্রীন্ স্নেহো নরঃ স্যাৎ স বিশুদ্ধদেহঃ।
আশ্বাগতেঽন্যস্তু পুনর্বিধেয়ঃ স্নেহো ন সংস্নেহয়তি হ্যতিষ্ঠন্ ॥

অনুবাসনার্থ প্রযুক্ত স্নেহ যাহার শরীরে তিন প্রহর থাকিয়া প্রত্যাগমন করে, তাহার দেহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত স্নেহ সত্বর প্রত্যাগত হইলে পুনর্ব্বার অন্য অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। কারণ স্নেহ শরীর মধ্যে কিয়ৎকাল না থাকিলে শরীরকে স্নিগ্ধ করিতে পারে না।

ত্রিংশন্মতাঃ কর্ম্মসু বস্তয়ো হি কালস্ততোঽর্দ্ধেন ততশ্চ যোগঃ।
সান্বাসনা দ্বাদশ বৈ নিরূহাঃ প্রাক্ স্নেহ একঃ পরতশ্চ পঞ্চ ॥
কালে ত্রয়োঽন্তঃ পুরতস্তথৈকঃ স্নেহা নিরূহান্তরিতাশ্চ ষট্ সু।
যোগে নিরূহাস্ত্রয় এব দেয়াঃ স্নেহাস্তথা পঞ্চ পরাদিমধ্যাঃ ॥

বস্তি তিন প্রকার যথা—কর্ম্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগবস্তি। কর্ম্মবস্তি ৩০টি, কালবস্তি ১৫টি ও যোগবস্তি ৮টি। কর্ম্মবস্তি নিম্নলিখিত নিয়মে প্রয়োগ করিবে। প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বারশটি নিরূহ বস্তি ও বারশটী অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে; অর্থাৎ একটি নিরূহবস্তি তৎপরে একটি স্নেহবস্তি পুনরায় নিরূহবস্তি এই নিয়মে ২৪টি বস্তি দিবে। অতঃপর উপর্য্যুপরি ৫টি স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সমুদায়ে ৩০টি বস্তি প্রয়োগ করা হইবে। কালবস্তি প্রয়োগের নিয়ম যথা;—প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি দিবে, তৎপরে একটি নিরূহবস্তি ও একটি স্নেহ বস্তি এই নিয়মে ১২টি বস্তি দিবে। অনন্তর উপর্য্যুপরি ২টি স্নেহবস্তি দিবে। যোগবস্তি প্রয়োগের নিয়ম যথা;—প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি

তৎপরে ৩টি নিরূহবস্তি ও ৫টি স্নেহবস্তি এবং শেষে একটি স্নেহবস্তি, সমুদায়ে ৮টি বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ত্রীন্ পঞ্চ বাহুশ্চতুরোঽথ ষড়্ বা বাতাধিকেভ্যস্ত্বনুবাসনীয়ান্।
স্নেহান্ প্রদায়াশু ভিষগ্বিদধ্যাৎ স্রোতোবিশুদ্ধ্যর্থমতো নিরূহান্॥

বাতপ্রধান ব্যক্তিকে তিনবার বা পাঁচবার, চারিবার বা ছয়বার অনুবাসনীয় স্নেহবস্তি প্রদান করিয়া তৎপরে স্রোতঃশোধনার্থ আশু নিরূহবস্তি প্রদান করিবে।

বিশুদ্ধকায়স্য ততঃ ক্রমেণ স্নিগ্ধস্য তৈঃ স্বেদিতমুত্তমাঙ্গম্।
বিরেচয়েদ্দ্বিস্ত্রিরথৈকশো বা বলং সমীক্ষ্য ত্রিবিধং মলানাম্॥

এই প্রকারে অর্থাৎ বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহবস্তি প্রয়োগের পরে রোগির শরীর বিশুদ্ধ হইলে তাহার মস্তক পূর্ব্বোক্ত স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। এবং বাতাদি দোষের ত্রিবিধ বল (উত্তম মধ্যম ও অধম) বিবেচনা করিয়া একবার দুইবার বা তিনবার নস্য প্রয়োগ করিয়া শিরোবিরেচন করিবে।

উরঃশিরোলাঘবমিন্দ্রিয়াণাং স্রোতোবিশুদ্ধিশ্চ ভবেদ্বিশুদ্ধে।
গলোপলেপঃ শিরসো গুরুত্বং নিষ্ঠীবনঞ্চাপ্যথ দুর্বিরিক্তে॥

শিরোবিরেচন সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে হৃদয় মস্তক ও ইন্দ্রিয়সমূহের লঘুত্ব এবং স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি হয়। শিরোবিরেচন অসম্যক্ প্রযুক্ত হইলে গলদেশে উপলেপ, মস্তকের গুরুত্ব ও নিষ্ঠীবন (মুখ হইতে জল উঠা) হইয়া থাকে।

শিরোঽক্ষিশঙ্খশ্রবণার্ত্তিতোদশ্চাত্যর্থশুদ্ধে তিমিরঞ্চ পশ্যেৎ॥
স্যাৎ তর্পণং তত্র মৃদু দ্রবঞ্চ স্নিগ্ধস্য তীক্ষ্ণস্য পুনর্নযোগে।
ইত্যাতুরস্বস্থবিধিঃ প্রয়োগে বলায়ুষোর্বৃদ্ধিকৃদাময়ঘ্নঃ॥

মস্তক অতিবিরেচিত হইলে অর্থাৎ অধিক মাত্রায় নস্য প্রযুক্ত হইলে মস্তক, চক্ষু, শঙ্খদেশ ও কর্ণে পীড়া এবং সূচীবেধবৎ বেদনা ও অন্ধকার দর্শনবৎ প্রতীতি হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া মৃদু ও দ্রব তর্পণ প্রদান করিবে। তর্পণে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ দিবে না। পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগে, আতুরের এই স্বস্থবিধি বল ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক এবং রোগ সকলের নাশক।

কালস্তু বস্ত্যাদিষু যাতি যাবাং-স্তাবান্ ভবেদ্বিঃ পরিহারকালঃ॥

বস্ত্যাদি প্রয়োগে যত দিন লাগে, বস্ত্যাদি পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগের পরে তাহার দ্বিগুণ দিন অপথ্য পরিহার করিবে।

অত্যাশনস্থানবচাংসি যানং স্বপ্নং দিবা মৈথুনবেগরোধান্।
শীতোপচারাতপশোকরোষাং-স্ত্যজেদকালাহিতভোজনঞ্চ॥

বস্ত্যাদি প্রয়োগের পরে অতিভোজন, নিরন্তর একস্থানে অবস্থিতি, অধিক বাক্যকথন, যানারোহণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শীতক্রিয়া, আতপ, শোক, রোষ, অকালভোজন ও অহিতভোজন ত্যাগ করিবে।

বদ্ধে প্রণীতে বিষমে চ নেত্রে মার্গে তথার্শঃকফবিড়্বিবদ্ধে।
ন যাতি বস্তির্ন সুখং নিরেতি দোষাবৃতোঽল্পো যদি বাল্পবীর্য্যঃ॥

প্রদত্ত বস্তির নল যদি বিবদ্ধ বা বিষম হয়, অথবা গুহ্যদেশ যদি অর্শঃ কফ ও মল দ্বারা বিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে বস্তি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। বস্তি গমনের পথ দোষ দ্বারা আবৃত হইলে কিংবা বস্তিদ্রব্য অল্প বা অল্পবীর্য্য হইলে সেই বস্তি বিনা ক্লেশে প্রত্যাগত হয় না।

প্রাপ্তে তু বর্চ্চোঽনিলমূত্রবেগে বাতে বিবৃদ্ধেঽল্পবলে গুদে বা।
অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণশ্চ মৃদৌ চ কোষ্ঠে প্রণীতমাত্রঃ পুনরেতি বস্তিঃ॥

মল মূত্র বা অধোবায়ুর বেগ উপস্থিত হইলে কিংবা বায়ু বর্দ্ধিত হইলে, অথবা গুহ্যদেশ অল্প বলান্বিত হইলে বা কোষ্ঠ মৃদু হইলে অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণবস্তি প্রণিহিত মাত্রেই পুনরাগমন করে।

মেদঃকফাভ্যামনিলো নিরুদ্ধঃ শূলাঙ্গসুপ্তিশ্বয়থূন্ করোতি।
স্নেহং প্রযুঞ্জন্নবুধস্তু তস্মৈ সংবর্দ্ধয়ত্যেব হি তান্ বিকারান্॥
রোগাস্তথান্যেঽপ্যবিতর্ক্যমাণাঃ পরস্পরেণাবগৃহীতমার্গাঃ।
সন্দূষিতা ধাতুভিরেব চান্যৈঃ স্বৈর্ভেষজৈর্নোপশমং ব্রজন্তি॥

বায়ু মেদঃ ও কফ দ্বারা রুদ্ধ হইলে শূলবদ্ বেদনা, অঙ্গের সুপ্ততা ও শোথ উৎপাদন করে। অবোধ চিকিৎসক এইরূপ স্থলে রোগিকে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া সেই সকল রোগকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে; এবং এই অবিধি প্রযুক্ত স্নেহ দ্বারা অন্যান্য রোগও পরস্পর গৃহীতমার্গ হইয়া অচিন্তিতরূপে আসিয়া উপস্থিত হয় ও অন্যান্য ধাতুর সহিত সন্দূষিত হইয়া স্বকীয় ভেষজ দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

সর্ব্বঞ্চ রোগপ্রশমায় কর্ম্ম হীনাতিমাত্রং বিপরীতকালম্।
মিথ্যোপচারাচ্চ ন তং বিকারং শান্তিং নয়েৎ পথ্যমপি প্রযুক্তম্॥

রোগের শান্তির নিমিত্ত কৃতকর্ম্ম সকল হীন, অতিমাত্র, বিপরীতকাল প্রযুক্ত ও মিথ্যোপচরিত হইলে সেই বিকারের শান্তি হয় না; এবং পথ্য প্রযুক্ত হইলেও কোন উপকার দর্শে না।

তত্র শ্লোকঃ।

প্রশ্নানিমান্ দ্বাদশ পঞ্চকর্ম্মা-ণ্যুদ্দিশ্য সিদ্ধাবিহ কল্পনায়াম্।
প্রজাহিতার্থং ভগবান্ মহার্থান্ সম্যগ্ জগাদর্ষিবরোঽত্রিপুত্রঃ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
কল্পনাসিদ্ধির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

ভগবানাত্রেয় ঋষি প্রজাহিতার্থ এই কল্পনাসিদ্ধি অধ্যায়ে পঞ্চকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিয়াছেন।

ইতি কল্পনাসিদ্ধিনামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পঞ্চকর্ম্মীয়াং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা পঞ্চকর্ম্মীয়া সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

যেষাং যস্মাৎ পঞ্চ কর্ম্মাণ্যগ্নিবেশ ন কারয়েৎ।
যেষাঞ্চ কারয়েত্তানি তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যতে॥

হে অগ্নিবেশ! যে কারণে যাহাদের পঞ্চকর্ম্ম করা উচিত নহে এবং যাহাদের পঞ্চ কর্ম্ম করা উচিত, তৎসমস্ত বিষয় বলিতেছি।

চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যগ্র এব চ।
সদ্বৈদ্যনৃপতিদ্বেষ্টা তদ্দ্বিষ্টঃ শোকপীড়িতঃ॥
যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী বৈদ্যাভিমানী চ শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥
ভিষজামবিধেয়শ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুপচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥

যে সকল ব্যক্তি প্রচণ্ড স্বভাব, দুঃসাহসী, ভীরু, কৃতঘ্ন, ব্যগ্র, সদ্বৈদ্য ও নৃপতির দ্বেষ্টা এবং সদ্বৈদ্য ও নৃপতিকর্ত্তৃক বিষ্ট, শোকপীড়িত, যথেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়বিহীন, বৈরী, বৈদ্যাভিমানী, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত, কিংবা চিকিৎসকের অবিধেয়, তাহাদের চিকিৎসা করিবে না। এই সকল লোকের চিকিৎসা করিলে চিকিৎসককে বহু দোষ প্রাপ্ত হইতে হয়।

এভ্যোঽন্যে সমুপক্রম্যা নরাঃ সর্ব্বৈরুপক্রমৈঃ।
অবস্থাং প্রবিভজ্যৈষাং কার্য্যাকার্য্যঞ্চ বক্ষ্যতে॥

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য লোকসমূহের সর্ব্বপ্রকারে চিকিৎসা করিবে। ইহাদের বিভাগানুসারে যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি।

অচ্ছর্দ্দনীয়াস্তাবৎ ক্ষতক্ষীণাতিস্থূলকৃশবালবৃদ্ধদুর্ব্বলশ্রান্ত-পিপাসিত-ক্ষুধিত-কর্ম্মভারাধ্বহতোপবাস মৈথুনাধ্যয়ন-ব্যায়ামচিন্তা-প্রসক্তক্ষাম গর্ভিণী-সুকুমার-সং [illegible] চ্ছর্দ্দনোর্দ্ধরক্তপিত্ত-প্রসক্তচ্ছর্দ্দিরূর্দ্ধবাতাস্থাপিতানুবাসিতহৃদ্রোগোদাবর্ত্ত-মূত্রাঘাত-প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলাস্বরোপঘাত-তিমিরশিরঃ-শঙ্খকর্ণাক্ষিপার্শ্বশূলার্ত্তাঃ॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। যথা—যাহারা ক্ষতার্ত্ত, ক্ষীণ, অতিস্থূল, অতিকৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত, ক্ষুধিত, কর্ম্ম ভার ও পথশ্রমে

কাতর, উপবাসী, মৈথুনাসক্ত, অধ্যয়নরত, ব্যায়ামনিষ্ঠ, চিন্তাপরায়ণ কৃশ, গর্ভিণী, সুকুমার দেহ, সংবৃতকোষ্ঠ, দুর্ব্বমনীয়, ঊর্দ্ধগবাতপীড়িত, আস্থাপিত বা অনুবাসিত, অথবা যাহারা ঊর্দ্ধগরক্তপিত্ত, নিরন্তর বমন, হৃদ্রোগ, উদাবর্ত্ত, মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, স্বরভেদ, তিমির রোগ, শিরঃশূল, শঙ্খশূল, কর্ণশূল, নেত্রশূল বা পার্শ্বশূল এই সকল রোগে আক্রান্ত, তাহারা বমনের অযোগ্য।

তত্র ক্ষতস্য চ ভূয়ঃ ক্ষণনাৎ রক্তাতিপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। ক্ষীণাতিস্থূলকৃশবালবৃদ্ধদুর্ব্বলানামৌষধবলাসহত্বাৎ প্রাণোপরোধঃ। শ্রান্তপিপাসিতক্ষুধিতানাঞ্চ তদ্বৎ। কর্ম্মভারাধ্বাহতোপবাসমৈথুনাধ্যয়ন-ব্যায়ামচিন্তাপ্রসক্তক্ষামাণাং রৌক্ষ্যাদ্বাতরক্তচ্ছেদক্ষতভয়ং স্যাৎ। গর্ভিণ্যা গর্ভব্যাপদামগর্ভভ্রংশাচ্চ দারুণরোগপ্রাপ্তিঃ। সুকুমারস্য হৃদয়স্য বিকর্ষণাদূর্দ্ধমধো বা রুধিরাতিপ্রবৃত্তিঃ। সংবৃৎকোষ্ঠদুশ্ছর্দ্দন-য়োরতিমাত্রপ্রবাহণাদ্দোষাঃ সমুৎক্লিষ্টা হ্যন্তঃকোষ্ঠে বিসর্পন্তো জনয়ন্তি স্তম্ভং জাড্যং বৈচিত্ত্যং মরণং বা। ঊর্দ্ধরক্তপিত্তস্যোদান-ঊর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য প্রাণান্ হরেদ্রক্তঞ্চাতিপ্রবর্ত্তয়েৎ। প্রসক্তচ্ছর্দ্দেস্তু তদ্বৎ। ঊর্দ্ধবাতাস্থাপিতানুবাসিতানামূর্দ্ধং বাতাতিপ্রবৃত্তিঃ। হৃদ্রোগিণো হৃদয়োপরোধঃ। উদাবর্ত্তিনো ঘোরতর উদাবর্ত্তঃ স্যাচ্ছীঘ্রতরহন্তা। মূত্রাঘাতাদিভিরার্ত্তানাং তীব্রতরশূলপ্রাদুর্ভাবঃ। তিমিরার্ত্তানাং তিমিরাতিবৃদ্ধিঃ। শিরঃশূলাদিষু শূলাতিবৃদ্ধিঃ। তস্মাদেতে ন বাম্যাঃ॥

(বমনাযোগ্য ব্যক্তিকে বমন করাইলে যে দোষ ঘটে তাহা কথিত হইতেছে।) ক্ষত ব্যক্তিকে বমন ঔষধ প্রদান করিলে বমনবেগে তাহার ক্ষতস্থান ক্ষণিত হওয়ায় অধিক রক্ত নির্গত হয়। ক্ষীণ, অতিস্থূল, অতিকৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে বমন ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহারা বমনের বেগ সহ্য করিতে পারে না, এবং বমনের অতিবেগে তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও ক্ষুধিত ব্যক্তিকে বমন করাইলে তাহাদের মৃত্যু হয়। কর্ম্ম, ভারবহন ও পথশ্রমে কাতর ব্যক্তিগণের অথবা উপবাসী, মৈথুনাসক্ত, অধ্যয়নরত, ব্যায়ামনিষ্ঠ, চিন্তাপরায়ণ ও কৃশ ব্যক্তিগণের রুক্ষতা হেতু বায়ু ও রক্তের প্রকোপ, আভ্যন্তর যন্ত্রাদির ছেদন, ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থলে ক্ষত হইয়া থাকে। গর্ভিণীকে বমন ঔষধ দিলে তাহার গর্ভব্যাপদ্ ও আমগর্ভস্রাব হেতু দারুণ রোগ জন্মে। বমন দ্বারা সুকুমারদেহ ব্যক্তির হৃদয়ের বিকর্ষণ হেতু ঊর্দ্ধমার্গ বা অধোমার্গ দ্বারা অতিশয় রক্তস্রাব হয়। সংবৃত-কোষ্ঠ বা দুর্ব্বমনীয় ব্যক্তিগণের অতিরিক্ত প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থনহেতু দোষ সকল সমুৎক্লিষ্ট ও অন্তঃকোষ্ঠে বিসর্পিত হওয়ায় স্তব্ধতা, জাড্য, চিত্তের বৈকৃত্য বা মৃত্যু ঘটে। ঊর্দ্ধগরক্ত-পিত্ত রোগির বমন দ্বারা উদান বায়ু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণনাশ ও রক্তের অতিপ্রবর্ত্তন করিয়া থাকে। বমন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বমন ঔষধ দিলেও উক্তফল হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগ-বাত পীড়িত, আস্থাপিত ও অনুবাসিত ব্যক্তিকে বমন ঔষধ দিলে ঊর্দ্ধগ বায়ুর অতিপ্রবর্ত্তন হয়। হৃদ্রোগির বমনে হৃদয়োপরোধ হয়। উদাবর্ত্তরোগির বমন দ্বারা ঘোরতর উদাবর্ত্ত

ও তজ্জন্য সত্বরে প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। মূত্রাঘাতাদিপীড়িত ব্যক্তিগণের বমন দ্বারা তীব্রতর শূলোৎপত্তি হয়। তিমিরার্ত্ত ব্যক্তির তিমিররোগের অতিবৃদ্ধি এবং শিরঃশূলাদি পীড়িত ব্যক্তির শূলবেদনার অতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এই সকল ব্যক্তিকে বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

সর্ব্বেষপি খল্বেতেষু বিষগরবিরুদ্ধাভ্যবহারামকৃতেষ্বপ্রতিষিদ্ধং শীঘ্রকারিত্বাদ্ দোষাণামিতি ॥

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষতক্ষীণাদি অবমনার্হ ব্যক্তিদের যদি বিষভোজন, গরসেবন, বিরুদ্ধ আহার ও আমদোষজনিত কোন রোগ জন্মে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও বমনৌষধ সেবন করাইবে। কারণ বমন দ্বারা উক্তদোষের নির্হরণ না করিলে দোষের শীঘ্রকারিত্বহেতু বিপদ ঘটিতে পারে।

শেষাস্তু বাম্যাঃ, পীনসকুষ্ঠনবজ্বররাজযক্ষ্ম-কাসশ্বাসগলগ্রহগলগণ্ডশ্লীপদমেহমন্দাগ্নিবিরুদ্ধাজীর্ণান্ন-বিসূচিকালসক-বিষগরপীতদষ্টদিগ্ধ—বিদ্ধাধঃশোণিতপিত্তপ্রসেকদুর্নামহৃল্লাসারোচকা—বিপাকাপচ্যপস্মারো - ন্মাদাতিসার-শোষ পাণ্ডু-রোগমুখপাকদুষ্টস্তন্যাদয়ঃ শ্লেষ্মব্যাধয়ো বিশেষেণ মহারোগাধ্যায়োক্তাশ্চ। তেষু হি বমনং প্রধানতমমিত্যুক্তং কেদারসেতুভেদে শাল্যাদিশোষদোষবিনাশবৎ ॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বমন ঔষধ প্রদান করিবে। যাহারা পীনস, কুষ্ঠ, নবজ্বর, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, গলগণ্ড শ্লীপদ, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক, অধোগ রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মপ্রসেক, অর্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি, অপরিপাক, অপচী, অপস্মার, উন্মাদ, অতিসার, শোষ, পাণ্ডুরোগ, মুখপাক বা দুষ্টস্তন্যাদি রোগাক্রান্ত অথবা যে সকল ব্যক্তি মহারোগাধ্যায়োক্ত শ্লেষ্মজ ব্যাধিসমূহে আক্রান্ত কিংবা যাহারা বিরুদ্ধান্নভোজী, যাহারা বিষ বা গরবিষপান করিয়াছে বা সর্পাদি বিষধর প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কারণ এই সকল ব্যক্তির বমনই শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ক্ষেত্রের আইল ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন শালি ধান্যাদি শুষ্ক ও নষ্ট হয়, সেইরূপ বমনক্রিয়া দ্বারা উক্ত রোগ সমূহেরও শোষ ও বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

অবিরেচ্যাস্তু সুভগক্ষতগুদমুক্তনালাধোভাগরক্তপিত্ত-বিলঙ্ঘিত-দুর্ব্বলেন্দ্রিয়াল্পাগ্নিনিরূঢ়কামাদিব্যগ্রাজীর্ণনবজ্বর-মদাত্যয়িতাধ্মাতশল্যার্দ্দিতাভিহতাতিস্নিগ্ধ-রূক্ষদারুণকোষ্ঠাঃ ক্ষতাদয়শ্চ গর্ভিণ্যন্তাঃ ॥

অবিরেচ্য ব্যক্তি নির্দ্দেশ। যাহারা সুকুমার, ক্ষতগুহ্য, মুক্তনাল, অধোগ রক্তপিত্তাক্রান্ত, বিলঙ্ঘিত, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, অল্পাগ্নি, নিরূঢ়, কামাদি ব্যগ্রচিত্ত, এবং অজীর্ণ, নবজ্বর, মদাত্যয় ও আধ্মান রোগে পীড়িত, যাহারা শল্যার্দ্দিত, অভিহত, অতিস্নিগ্ধ, অতিরূক্ষ বা দারুণকোষ্ঠ তাহাদিগকে এবং পূর্ব্বোক্ত ক্ষত রোগী হইতে গর্ভিণী পর্য্যন্ত ব্যক্তিদিগকে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

তত্র সুভগস্য সুকুমারোক্তো দোষঃ স্যাৎ। ক্ষতগুদস্য ক্ষতে গুদে বায়ুঃ প্রাণোপরোধকরীং রুজাং জনয়েৎ। মুক্তনালমতি-প্রবৃত্ত্যা হন্যাৎ। অধোভাগরক্তপিত্তিনঞ্চ তদ্বদেব। বিলম্বিতদুর্ব্বলে-ন্দ্রিয়াল্পাগ্নিনিরূঢ়া ঔষধবেগং ন সহেরন্। কামাদিব্যগ্রমনসো ন প্রবর্ত্ততে কৃচ্ছ্রেণ বা প্রবর্ত্তমানময়োগদোষান্ কুর্য্যাৎ। অজীর্ণিনি আমদোষঃ স্যাৎ। নবজ্বরস্যাবিপক্বান্ দোষান্ ন নির্হরেদ্ বাতমেব চ কোপয়েৎ। মদাত্যয়িতস্য মদ্যক্ষীণে দেহে বৃদ্ধো বায়ুঃ প্রাণোপরোধং কুর্য্যাৎ। আধ্মাতস্যাধ্মায়মানস্য বা পুরীষকোষ্ঠনিচিতো বায়ুর্বিসর্পন্ সহসানাহং তীব্রতরং মরণং বা জনয়েৎ। শল্যার্দ্দিতাভিহতয়োঃ ক্ষতে বায়ুরাশ্রিতো জীবিতং হিংস্যাৎ। অতিস্নিগ্ধস্যাতিযোগভয়ং ভবেৎ। রূক্ষস্য বায়ুরঙ্গগ্রহং কুর্য্যাৎ দারুণকোষ্ঠস্য বিরেচনোদ্ধতা দোষা হৃচ্ছূলপর্ব্বভেদানাহাঙ্গমর্দ্দচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাক্লমান্ জনয়িত্বা প্রাণান্ হন্যুঃ। ক্ষতাদীনাং গর্ভিণ্যন্তানাং ছর্দ্দনোক্তো দোষঃ স্যাৎ। তস্মাদেতে ন বিরেচ্যাঃ।

(এই সকল ব্যক্তিকে বিরেচন দিলে যে দোষ জন্মে, তাহা কথিত হইতেছে।) পূর্ব্বে সুকুমার ব্যক্তির বমনে যে দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, সুভগ ব্যক্তিকে বিরেচন দিলেও সেই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। ক্ষতপায়ু ব্যক্তির বিরেচনে কুপিত বায়ু গুহ্যদেশের ক্ষতস্থলে প্রাণান্তকরী অত্যন্ত যন্ত্রণা জন্মায়। মুক্তনাল ব্যক্তির মলের অতিপ্রবৃত্তি হেতু মৃত্যু ঘটে এবং অধোগ রক্তপিত্তাক্রান্ত ব্যক্তিরও বিরেচনে রক্তের অতিস্রাব হেতু মৃত্যু হয়। বিলম্বিত, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অল্পাগ্নি ও নিরূঢ় ব্যক্তিগণ ঔষধের বেগ সহ্য করিতে পারে না। কামাদি দ্বারা ব্যগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণের বিরেচনে মল সম্যক্ প্রবর্ত্তিত হয় না, অথবা অতিকষ্টে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া অযোগ দোষ সকল ঘটিয়া থাকে। অজীর্ণাক্রান্ত ব্যক্তির বিরেচনে অবিপক্ব দোষ সকল নির্হৃত হয় না তজ্জন্য বায়ু প্রকুপিত হয়। মদাত্যয়গ্রস্ত ব্যক্তির বিরেচনে মদ্যক্ষীণদেহে বায়ু কুপিত হইয়া প্রাণ নষ্ট করে। আধ্মাত ব্যক্তির বা আধ্মায়মান ব্যক্তির মলাশয়ে সঞ্চিত বায়ু বিসর্পিত হইয়া হঠাৎ তীব্রতর আনাহ বা মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। শল্যার্দ্দিত ও অভিহত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে বায়ু আশ্রিত হইয়া প্রাণ হিংসা করে। অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তির বিরেচনে অতিযোগ ভয় উপস্থিত হয়। রূক্ষব্যক্তির বিরেচনে বায়ু অঙ্গে বেদনা উপস্থিত করে। দারুণকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচনে প্রকুপিত বাতাদি দোষ, হৃচ্ছূল, পর্ব্বভেদ, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, বমি, মূর্চ্ছা ও ক্লান্তি উৎপাদন করিয়া প্রাণ হরণ করে। আর ক্ষতাদি রোগী হইতে গর্ভিণী পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণের বমনোক্ত দোষ জন্মিয়া থাকে। সেই জন্যই ইহারা বিরেচনীয় নহে।

শেষাস্তু বিরেচ্যাঃ, কুষ্ঠজ্বরমেহোর্দ্ধরক্তপিত্তভগন্দরোদরার্শোব্রধ্ন-প্লীহ-

গুল্মার্ব্বুদগলগণ্ডগ্রন্থি--বিসূচিকালসক--মূত্রাঘাতক্রিমিকোষ্ঠবীসর্প-পাণ্ডুরোগশিরঃপার্শ্বশূলোদাবর্ত্ত-নেত্রাস্যদাহ-হৃদ্রোগব্যঙ্গনীলিকানেত্রনাসিকাস্যশ্রবণরোগগুদমেঢ়্রপাক--হলীমকশ্বাসকাসকামলাপচ্যপস্মারোন্মাদবাতরক্তযোনিরেতোদোষতৈমির্য্যারোচকাবিপাকচ্ছর্দ্দিশ্বয়থুজ্বরবিস্ফোটকাদয়ঃ পিত্তব্যাধয়ো বিশেষেণ মহারোগাধ্যায়োক্তাশ্চ, এতেষু হি বিরেচনপ্রধানতমমিত্যুক্তমগ্ন্যুপশমেঽগ্নিগৃহবৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণ বিরেচনার্হ। কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, উর্দ্ধগরক্তপিত্ত ভগন্দর, উদর, অর্শঃ, ব্রধ্ন (বাগি), প্লীহা, গুল্ম, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গ্রন্থি, বিসূচিকা, অলসক মূত্রাঘাত, ক্রিমিকোষ্ঠ, বিসর্প, পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত্ত, নেত্রদাহ, মুখদাহ হৃদ্রোগ, ব্যঙ্গ, নীলিকা, নেত্ররোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, গুদপাক, মেঢ়্রপাক হলীমক, শ্বাস, কাস, কামলা, অপচী, অপস্মার, উন্মাদ, বাতরক্ত, যোনিদোষ, শুক্রদোষ তিমিররোগ, অরুচি, অপরিপাক, বমি, শোথ, জ্বর ও বিস্ফোটকাদি রোগসমূহে বিশেষতঃ মহারোগাধ্যায়োক্ত পিত্তজ ব্যাধিসমূহে বিরেচন ঔষধ প্রযোজ্য। অগ্নিনির্ব্বাণ হইলে অগ্নিগৃহ যেমন প্রশান্ত হয়; বিরেচন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের উপশম হইলে রোগির শরীরও সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য এই সকল রোগে বিরেচনই শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসা।

অনাস্থাপ্যাস্ত্বজীর্ণাতিস্নিগ্ধপীতস্নেহোৎক্লিষ্টদোষাল্পাগ্নি--যানক্লান্তাতিদুর্ব্বল-ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমার্ত্তাতিকৃশভুক্তভক্তপীতোদক-বমিতবিরিক্তকৃতনস্তঃকর্ম্মক্রুদ্ধভীতমত্তমূর্চ্ছিতপ্রসক্তচ্ছর্দ্দিনিষ্ঠীবিকাশ্বাসকাসহিক্কাবদ্ধচ্ছিদ্রদকোদরাধ্মানালসকবিসূচিকা-মপ্রজাতাতিসারমধুমেহকুষ্ঠার্ত্তাঃ ॥

অনাস্থাপ্যব্যক্তি নির্দ্দেশ। যে সকল ব্যক্তি অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অতিস্নিগ্ধ, পীতস্নেহ, উৎক্লিষ্ট দোষ, অল্পাগ্নি, যানক্লান্ত, অতিদুর্ব্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর, অতিকৃশ, ভুক্তভক্ত (যাহারা অন্ন আহার করিয়াছে), পীতজল বমিত, বিরিক্ত, কৃতনস্য কর্ম্ম (যাহাদের নস্য কর্ম্ম দ্বারা শিরোবিরেচন করা হইয়াছে), ক্রুদ্ধ, ভীত, মত্ত, মূর্চ্ছিত, প্রসক্তচ্ছর্দ্দি (যাহাদের প্রায়ই বমন হয়), এবং যাহারা নিষ্ঠীবন, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর, আধ্মান, অলসক, বিসূচিকা, আমগর্ভপ্রসব, অতিসার, মধুমেহ, অথবা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, তাহাদিগকে আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে না।

তত্রাজীর্ণাতিস্নিগ্ধপীতস্নেহানাং দূষ্যোদরং মূর্চ্ছা শ্বয়থুর্ব্বা স্যাৎ। উৎক্লিষ্টদোষমন্দাগ্ন্যোররোচকস্তীব্রঃ। যানক্লান্তস্য ক্ষোভব্যাপন্নো বস্তিরাশু দেহং শোষয়েৎ। অতিদুর্ব্বলক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমার্ত্তানাং পূর্ব্বোক্তো দোষঃ স্যাৎ। অতিকৃশস্য কার্শ্যং পুনর্জ্জনয়েৎ। ভুক্তভক্তপীতোদকয়োরুৎক্লিশ্যোর্দ্ধমধো বা বায়ুর্ব্বস্তিমুৎক্ষিপ্য ক্ষিপ্রং ঘোরান্

বিকারান্ জনয়েৎ। বমিতবিরিক্তয়োস্তু-রুক্ষশরীরং নিরূহঃ ক্ষতং ক্ষার ইব নির্দহেৎ। কৃতনস্তঃকর্ম্মণো বিভ্রংশং ভৃশসংরুদ্ধস্রোতসং কুর্য্যাৎ। ক্রুদ্ধভীতয়োর্বস্তিরূর্দ্ধমুপপ্লবেৎ। মত্তমূর্চ্ছিতয়োর্ভ্রংশং বিচলিতায়াং সংজ্ঞায়াং চিত্তোপঘাতব্যাপৎ স্যাৎ। প্রসক্তচ্ছর্দ্দিনিষ্ঠীবিকাশ্বাস-কাসহিক্কার্ত্তানামূর্দ্ধীভূতো বায়ুরূর্দ্ধং বস্তিং নয়েৎ। বদ্ধচ্ছিদ্রদকোদরা-ধ্মাতানাং ভৃশতরমাধ্মাপ্য বস্তিঃ প্রাণান্ হিংস্যাৎ। অলসকবিসূচিকা-মপ্রজাতাতিসারিণামামকৃতো দোষঃ স্যাৎ। মধুমেহকুষ্ঠিনো ব্যাধেঃ পুনর্বৃদ্ধিঃ। তস্মাদেতে নাস্থাপ্যাঃ॥

(আস্থাপনাযোগ্য ব্যক্তির আস্থাপনে দোষ) অজীর্ণাক্রান্ত, অতিস্নিগ্ধ বা পীতস্নেহ ব্যক্তিকে আস্থাপন দিলে দূষোদররোগ, মূর্চ্ছা বা শোথ উৎপন্ন হয়। উৎক্লিষ্টদোষ ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির আস্থাপনে তীব্র অরোচক জন্মে। যানক্লান্ত ব্যক্তির আস্থাপন বস্তি শরীর সঞ্চালনে ব্যাপন্ন হওয়ায় শরীরকে শুষ্ক করিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শ্রমার্ত্ত ও অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিকে আস্থাপন দিলে উক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। অতিকৃশ ব্যক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই ব্যক্তি আরও কৃশ হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তিকে ভোজন ও জলপানের পর বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বায়ু তাহার অন্ত দোষকে উর্দ্ধাধঃ উভয় ভাগে উৎক্লেশিত এবং বস্তিকে (মূত্রাশয়কে) উৎক্লিষ্ট করিয়া তাহাতে ঘোর বিকার সকল উৎপাদন করে। কোন ব্যক্তিকে বমন বিরেচন দেওয়ার পরে আস্থাপন দিলে ক্ষতস্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে যেরূপ দাহ উৎপাদন হয়, সেই বমিত ও বিরিক্ত ব্যক্তির রুক্ষ শরীরেও সেইরূপ দাহ উৎপন্ন হয়। কোন ব্যক্তিকে নস্য প্রয়োগ করার পর আস্থাপন দিলে পূর্ব্বপ্রযুক্ত নস্যক্রিয়ার ফল নষ্ট হইয়া যায়। ক্রুদ্ধ ও ভীত ব্যক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি উপরে ঠেলিয়া উঠে। মত্ত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তির আস্থাপনে তাহার সংজ্ঞা বিচলিত হওয়ায় চিত্তোপঘাত-ব্যাপৎ (উন্মাদাদি) ঘটিয়া থাকে। যাহাদের নিরন্তর বমন হয় বা নিষ্ঠীবন হয়, অথবা যাহারা শ্বাস কাস বা হিক্কারোগে পীড়িত, সেই সকল ব্যক্তির আস্থাপন দ্বারা বায়ু উর্দ্ধীভূত হইয়া বস্তিকে উর্দ্ধে প্রেরণ করে। বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর ও আধ্মান-যুক্ত রোগিদিগকে আস্থাপন বস্তি দিলে, তাহা অত্যন্ত আধ্মাপিত হইয়া প্রাণ নষ্ট করে। অলসক, বিসূচিকা, আমগর্ভপাত ও অতিসার পীড়িত ব্যক্তিদিগের আস্থাপন দ্বারা আমজনিত দোষ হয়। মধুমেহ ও কুষ্ঠরোগির আস্থাপনে ব্যাধি পুনরায় বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য ইহাদিগকে আস্থাপন বস্তি দিবে না।

শেষাস্ত্বাস্থাপ্যাঃ, সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গকুক্ষিরোগবাতবর্চ্চোমূত্রশুক্রসঙ্গ-বলবর্ণ মাংসরেতঃ-ক্ষয়দোষাধ্মানাঙ্গসুপ্তিক্রিমিকোষ্ঠোদাবর্ত্তস্তব্ধাঙ্গাতিসারসর্ব্বাঙ্গা-ভিতাপপ্লীহগুল্মহৃদ্রোগভগন্দরোন্মাদজ্বরব্রধ্নশিরঃকর্ণশূলহৃদয়পার্শ্ব--পৃষ্ঠ--কটী গ্রহবেপনাক্ষেপকগৌরবা তিলাঘবরজঃক্ষয়ানার্ত্তব--বিষমাগ্নি --স্ফিক্-জানু--জঙ্ঘোরু-গুল্ফ--পার্ষ্ণি প্রপদযোনিবাহ্বঙ্গুলিস্তনান্ত-দন্তনখপর্ব্বাস্থি-

শূল-শোথ-স্তম্ভান্ত্রকূজনপরিকর্ত্তিকাল্পাল্পশব্দোগ্রগন্ধোত্থানাদয়ো বাতব্যাধয়ো বিশেষেণ মহারোগাধ্যায়োক্তাশ্চ। এতেষ্বাস্থাপনং প্রধানতমমিত্যুক্তং বনস্পতের্মূলচ্ছেদবৎ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগকে (নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে) আস্থাপন বস্তি দিবে। সর্ব্বাঙ্গগত বাত, একাঙ্গগত বাত, কুক্ষিরোগ, এবং বায়ু, মল, মূত্র ও শুক্রের বিবদ্ধতা, বল বর্ণ মাংস ও শুক্রের ক্ষয়জনিত দোষ, উদরাধ্মান, অঙ্গসুপ্তি, ক্রিমিকোষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, শুদ্ধাতিসার, সর্ব্বাঙ্গে অভিতাপ, প্লীহা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, উন্মাদ, জ্বর, ব্রধ্ন, শিরঃশূল, কর্ণশূল, এবং হৃদ্গ্রহ, পার্শ্বগ্রহ, পৃষ্ঠগ্রহ, কটীগ্রহ, কম্পন, আক্ষেপ, শরীরের অতি গুরুত্ব ও লঘুত্ব, রজঃক্ষয়, রজোহীনতা, বিষমাগ্নি, এবং স্ফিক্ (পাছা), জানু, জঙ্ঘা, উরু, গুল্ফ, পার্ষ্ণি, প্রপদ (পায়ের পাতা), যোনি, বাহু, অঙ্গুলি, স্তনদেশ, দন্ত, নখ, পর্ব্ব ও অস্থিসমূহে শূলবদ্ বেদনা, শোথ, স্তব্ধতা, অন্ত্রকূজন, পরিকর্ত্তিকা (উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়া), উদরে অল্প অল্প শব্দ, ও উগ্রগন্ধের উৎপত্তি এই সকল রোগে বিশেষতঃ মহারোগাধ্যায়োক্ত বাতব্যাধিসমূহে আস্থাপন বস্তি প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বনস্পতির মূলচ্ছেদ করিলে তাহা যেমন একবারে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলও আস্থাপন দ্বারা একবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

য এবানাস্থাপ্যাস্ত এবানন্বাস্যাঃ স্যুঃ। বিশেষতস্ত্বভুক্তভক্ত-নবজ্বর-পাণ্ডুরোগকামলাপ্রমেহার্শঃ-প্রতিশ্যায়ারোচকমন্দাগ্নি-দুর্ব্বলপ্লীহ-কফোদরোরুস্তম্ভবর্চ্চোভেদপীত-বিষগর-পিত্তকফাভিষ্যন্দ-গুরুকোষ্ঠশ্লীপদ-গলগণ্ডাপচীক্রিমিকোষ্ঠিনশ্চ॥

যে সকল ব্যক্তি অনাস্থাপ্য (আস্থাপনের অযোগ্য) তাহারা অনন্বাস্য অর্থাৎ তাহাদিগকে অনুবাসনবস্তি দিবে না। বিশেষতঃ নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা, প্রমেহ, অর্শঃ, প্রতিশ্যায়, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, প্লীহা, কফোদর, উরুস্তম্ভ, পিত্তকফজ অভিষ্যন্দ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, অপচী ও ক্রিমিকোষ্ঠ এই সকল রোগে এবং যাহারা অভুক্তভক্ত অর্থাৎ অন্ন ভোজন করে নাই, তাহাদিগকে বা যাহাদের কোষ্ঠ গুরু বা যাহারা বিষ বা গরবিষ পান করিয়াছে, তাহাদিগকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে না।

তত্রাভুক্তভক্তস্যানাবৃতমার্গত্বাদূর্দ্ধমতিবর্ত্ততে স্নেহঃ। নবজ্বরপাণ্ডুরোগকামলাপ্রমেহিণাং দোষানুৎক্লেশ্যোদরং জনয়েৎ। অর্শসোর্শাংস্যভিষ্যন্দ্যাধ্মানং কুর্য্যাৎ। অরোচকার্ত্তস্যান্নগৃদ্ধিং পুনর্হন্যাৎ। মন্দাগ্নিদুর্ব্বলয়োর্মন্দতরমগ্নিং কুর্য্যাৎ। প্রতিশ্যায়প্লীহাদিমতাঞ্চ ভৃশতরমুৎক্লিষ্টদোষাণাং ভূয় এব দোষং বর্দ্ধয়েৎ। তস্মাদেতে নানুবাস্যাঃ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে অনুবাসন দিলে যে দোষ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। অভুক্তভক্ত ব্যক্তির অনুবাসন দ্বারা অনুবাসনের স্নেহ অনাবৃতমার্গহেতু ঊর্দ্ধগামী হয়। নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও মেহরোগির অনুবাসনে দোষ সকল উৎক্লেশিত হইয়া উদর রোগ

উৎপাদন করে। অর্শোঃরোগিকে অনুবাসন দিলে সেই অনুবাসনের স্নেহ অংশকে অভিষ্যন্দিত করিয়া উদরাধ্মান জন্মায়। অরোচকার্ত্ত ব্যক্তির অনুবাসনে অন্নভোজনেচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। মন্দাগ্নি ও দুর্ব্বল ব্যক্তির অনুবাসনে অগ্নি আরও মন্দ হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায় ও প্লীহাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অনুবাসন দ্বারা দোষ সকল অতিশয় উৎক্লিষ্ট হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাদিগকে অনুবাসন দিবে না।

য এবাস্থাপ্যাস্ত এবানুবাস্যাঃ, বিশেষতস্তু রুক্ষতীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ কেবলবাতরোগার্ত্তাশ্চ। এতেষু হ্যনুবাসনং প্রধানতমমিত্যুক্তং বনস্পতিমূলচ্ছেদনবন্ মূলে দ্রুমাণাং প্রসেকবচ্চেতি ॥

যাহারা আস্থাপ্য, তাহারাই অনুবাস্য। বিশেষতঃ রুক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্নি ও কেবল বাতার্ত্ত রোগিগণের পক্ষে অনুবাসন বস্তি প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বনস্পতির মূলচ্ছেদ করিলে তাহা যেমন নষ্ট হইয়া যায়, অনুবাসন দ্বারাও রোগ সকলও সেইরূপ নষ্ট হইয়া যায়। মূলে জলসেক করিলে যেমন বৃক্ষের নূতন পল্লব উদ্গত হয়, অনুবাসন দ্বারা রোগ নাশ হইয়া নূতন ধাতু সকলেরও সেইরূপ উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অশিরোবিরেচনার্হাস্তু পুনরজীর্ণিভুক্তভক্তপীতস্নেহমদ্যতোয়পাতুকামস্নাতশিরঃস্নাতুকামক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমার্ত্তমত্তমূর্চ্ছিত-শস্ত্রদণ্ডাহত-ব্যবায়ব্যায়ামপানক্লান্তনবজ্বরশোকাভিতপ্তবিরিক্তানুবাসিত-গর্ভিণীনবপ্রতিশ্যায়ার্ত্তা অনৃতুদুর্দ্দিনে চেতি ॥

যাহারা শিরোবিরেচনের যোগ্য নহে, তাহাদের বিষয় বলা যাইতেছে। অজীর্ণী, ভুক্তান্ন, পীতস্নেহ, মদ্যপানেচ্ছু বা জলপানাকাঙ্ক্ষী, স্নানার্থী, বা স্নাতশিরা, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শ্রমক্লান্ত, মত্ত, মূর্চ্ছিত, শস্ত্রহত বা দণ্ডাহত, ব্যবায়শ্রান্ত, ব্যায়ামক্লান্ত, মদ্যপান ক্লিষ্ট, নবজ্বরী, শোকাভিতপ্ত, বিরিক্ত, অনুবাসিত, গর্ভিণী ও নব প্রতিশ্যায়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে শিরোবিরেচন দিবে না। আর অকালে দুর্দ্দিনে (মেঘ বৃষ্টি হইলে) শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে না।

তত্রাজীর্ণিভুক্তভক্তয়োর্দোষ ঊর্দ্ধবহানি স্রোতাংস্যাবৃত্য কাসশ্বাসচ্ছর্দ্দিপ্রতিশ্যায়ান্ জনয়েৎ। পীতস্নেহমদ্যতোয়পাতুকামানাং কৃতে চ পিবতাং মুখনাসাস্রাবাক্ষ্যুপদেহতিমিরশিরোরোগান্ জনয়েৎ। স্নাতশিরসঃ কৃতে চ স্নাতস্য প্রতিশ্যায়ং ক্ষুধার্ত্তস্য বাতপ্রকোপং, তৃষ্ণার্ত্তস্য পুনস্তৃষ্ণাভিবৃদ্ধিং মুখশোষঞ্চ। শ্রমার্ত্তমত্তমূর্চ্ছিতানামাস্থাপনোক্তো দোষঃ স্যাৎ। শস্ত্রদণ্ডহতয়োস্তীব্রতরাং রুজং জনয়েৎ। ব্যবায়ব্যায়ামপানক্লান্তানাং শিরঃস্কন্ধদেহোরঃপীড়নম্। নবজ্বরশোকাভিতপ্তয়োরুষ্মা নেত্রনাড়ীরনুসৃত্য তিমিরং জ্বরবৃদ্ধিঞ্চ কুর্য্যাৎ। বিরিক্তস্য বায়ুরিন্দ্রিয়োপঘাতং কুর্য্যাৎ। অনুবাসিতস্য কফঃ শিরোগুরুত্বকণ্ডূক্রিমিদোষান্

জনয়েৎ। গর্ভিণ্যা গর্ভং স্তম্ভয়েৎ স কাণঃ কুণিঃ পক্ষহতঃ পীঠসর্পী বা স্যাৎ। নবপ্রতিশ্যায়স্য স্রোতাংসি ব্যাপাদয়েৎ। অনৃতুদুর্দ্দিনে শীত-দোষাৎ পূতিনস্যং শিরোরোগশ্চ স্যাৎ। তস্মাদেতে ন শিরো-বিরেচনার্হাঃ ॥

(পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে শিরোবিরেচন দিলে যে দোষ ঘটে তাহা কথিত হইতেছে।) অজীর্ণী ও ভুক্তান্ন ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন দিলে দোষ সকল ঊর্দ্ধবহ স্রোতঃ সমূহকে আবৃত করিয়া কাস শ্বাস বমি ও প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। পীতস্নেহ, মদ্যপানার্থী বা জলপানেচ্ছু ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন দিলে বা শিরোবিরেচনের পর জলপান করিলে মুখস্রাব, নাসাস্রাব, মুখ ও নাসিকার অতিলিপ্ততা, তিমির ও শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। শিরঃস্নাত ব্যক্তিকে বা স্নানের পর শিরোবিরেচন দিলে প্রতিশ্যায়, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির শিরোবিরেচনে বাতপ্রকোপ, এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শিরোবিরেচনে তৃষ্ণাবৃদ্ধি ও মুখশোষ হইয়া থাকে। শ্রমার্ত্ত, মত্ত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন দিলে আস্থাপনোক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। শস্ত্রহত ও দণ্ডাভিহত ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন দিলে আহতস্থানে তীব্রতর বেদনা উৎপন্ন হয়। ব্যবায় ব্যায়াম ও পানক্লান্ত ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন দিলে, মস্তক স্কন্ধ নেত্র ও বক্ষঃস্থলে বেদনা হয়। নবজ্বরী ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তির শিরোবিরেচনে উষ্মা নেত্রনাড়ীর অনুসরণ করিয়া তিমির রোগ উৎপাদন ও জ্বর বর্দ্ধিত করে। বিরিক্ত ব্যক্তির শিরোবিরেচনে কুপিত বায়ু ইন্দ্রিয়নাশ করে। অনুবাসিত ব্যক্তির শিরোবিরেচন দ্বারা কুপিত কফ শিরোগুরুত্ব কণ্ডু ও ক্রিমি দোষ জন্মায়। গর্ভিণীর শিরোবিরেচনে গর্ভ স্তম্ভিত হয় অথবা সেই গর্ভ কাণা কুণি (নুলো), পক্ষহত বা পীঠসর্পী হইয়া থাকে। নবপ্রতিশ্যায়াক্রান্ত ব্যক্তির শিরোবিরেচনে স্রোতঃ সকল ব্যাপন্ন হয়। অকাল দুর্দ্দিনে শিরোবিরেচন দিলে শীতদোষ হেতু পূতিনস্য ও শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। সেই জন্য ইহারা শিরোবিরেচনার্হ নহে।

শেষাস্ত্বর্হাঃ, বিশেষতস্তু শিরোদন্তমন্যাস্তম্ভহনুগ্রহপীনসগলশুণ্ডিকা-শালূকশুক্র—তিমিরবর্ত্মরোগব্যঙ্গোপজিহ্বিকার্দ্ধাবভেদক—গ্রীবাস্কন্ধাস্য-নাসিকাকর্ণাক্ষি-মূর্দ্ধকপালশিরোরোগার্দ্দিতাপতন্ত্রকাপতানকগলগণ্ডদন্ত-শূলহর্ষচালাক্ষিরাগনাড্যর্ব্বুদস্বরভেদবাগ্‌গ্রহগদ্গদকথনাদয় ঊর্দ্ধজত্রুগতা বাতবিকারাঃ পরিপক্বাশ্চ। এতেষু শিরোবিরেচনং প্রধানতমমিত্যুক্তম্। তদ্ধ্যুত্তমাঙ্গমনুপ্রবিশ্য মুঞ্জাদিষীকামিবাসক্তং দোষং বিকারকরমপকর্ষতি ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগকে শিরোবিরেচন দিবে। বিশেষতঃ যাহারা শিরঃস্তম্ভ, দন্তস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ, পীনস, গলশুণ্ডিকা, শালূক, শুক্রদোষ, তিমির, বর্ত্মরোগ, ব্যঙ্গ, উপজিহ্বিকা, অর্দ্ধাবভেদক এবং গ্রীবা স্কন্ধ মুখ নাসিকা কর্ণ চক্ষু মস্তক কপাল ও শিরোদেশের রোগ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, গলগণ্ড, দন্তশূল, দন্তহর্ষ, দন্তচাল, নেত্ররাগ (নেত্র লৌহিত্য), নেত্রনাড়ী, অর্ব্বুদ, স্বরভেদ, বাক্‌রোধ ও গদ্গদ কথন এই সকল রোগে অথবা ঊর্দ্ধজত্রুগত পরিপক্ক বাতরোগে পীড়িত, তাহাদিগকে

শিরোবিরেচন দিবে। কারণ এই সকল রোগে শিরোবিরেচন প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই শিরোবিরেচন উত্তমাঙ্গে প্রবেশ করিয়া মজ্জা ও পেশীসংসক্ত বিকার জনক দোষ সমূহকে আকর্ষণ করে।

প্রাবৃট্‌শরদ্বসন্তেম্বিতরেষাত্যয়িকেষু রোগেষু নাবনং কুর্য্যাৎ, গ্রীষ্মে পূর্ব্বাহ্লে, শীতে মধ্যাহ্নে, বর্ষাসু ছুর্দ্দিনে বেতি ॥

প্রাবৃট্ শরৎ ও বসন্তকালে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কোন বিপজ্জনক রোগ উপস্থিত হইলে, অন্যকালেও নস্য প্রয়োগ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পূর্ব্বাহ্লে, শীতকালে মধ্যাহ্নে এবং বর্ষাকালে বা ছুর্দ্দিনে মধ্যাহ্নে নস্য প্রয়োগ করিবে।

তত্র শ্লোকাঃ।

ইতি পঞ্চবিধঃ কর্ম্ম বিস্তরেণ নিদর্শিতম্।
যেভ্যো যৎ স্বহিতং যস্মাৎ কর্ম্ম যেভ্যশ্চ যহ্নিতম্ ॥
ন চৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টমেকান্তেন সমাশ্রয়েৎ।
স্বয়মপ্যত্র বৈদ্যেন তর্ক্যং বুদ্ধিমতা ভবেৎ ॥
উৎপদ্যতে হি সাবস্থা দেশকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যঞ্চ গর্হিতম্ ॥
ছর্দ্দিহৃদ্রোগগুল্মানাং বমনং স্বে চিকিৎসিতে।
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দ্দিষ্টং কুষ্ঠিনাং বস্তিকর্ম্ম চ ॥
তস্মাৎ সত্যপি নির্দ্দেশে কুর্য্যাদূহ্যং স্বয়ং ধিয়া।
বিনা তর্কেণ যা সিদ্ধির্যদৃচ্ছাসিদ্ধিরেব সা ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে পঞ্চকর্ম্মীয়সিদ্ধির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

এই অধ্যায়ে পঞ্চবিধ কর্ম্ম বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে কারণে যাহাদের পক্ষে যাহা হিতকর এবং যাহাদের পক্ষে যাহা অহিতকর তৎসমস্তও কথিত হইয়াছে। যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সকল নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা নহে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক স্বয়ং তর্ক বিতর্ক দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। দেশ কাল ও বল অনুযায়ী কখন কর্ত্তব্য বিষয় অকর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিষয়ও কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমিত হয়। বমনরোগ হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগে বমন এবং কুষ্ঠরোগে বস্তিকর্ম্ম অকর্ত্তব্য হইলেও উহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ভিষক্ নিজের বুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। তর্কবিনা যাহা সিদ্ধি হয় তাহা যদৃচ্ছা সিদ্ধি বলিয়াই বিবেচনা করিবে।

পঞ্চকর্ম্মীয় সিদ্ধি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বস্তিসূত্রীয়াং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা বস্তিসূত্রীয়া সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

কৃতক্ষণং শৈলবরস্য রম্যে স্থিতং বনেশায়তনস্য পার্শ্বে।
মহর্ষিসংঘৈর্বৃতমগ্নিবেশঃ পুনর্ব্বসুং প্রাঞ্জলিরন্বপৃচ্ছৎ॥
বস্তির্নরেভ্যঃ কিমবেক্ষ্য দত্তঃ স্যাৎ সিদ্ধিমান্ কিম্ময়মস্য নেত্রম্।
কীদৃক্প্রমাণাকৃতি কিংগুণঞ্চ কেষাঞ্চ কিংযোনিগুণশ্চ বস্তিঃ॥
নিরূহকল্পঃ প্রণিধানমাত্রাঃ স্নেহস্য বা কাঃ শমনে বিধিঃ কঃ।
কে বস্তয়ঃ কেষু হিতা ইতীদং শ্রুত্বোত্তরং প্রাহ বচো মহর্ষিঃ॥

বনেশায়তন শৈলবর হিমালয়ের রম্য পার্শ্বদেশে অবসরান্তে মহর্ষিসঙ্ঘ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ভগবান পুনর্ব্বসুকে অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া মানবগণকে বস্তি প্রদান করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই বস্তির নল কোন্ কোন্ দ্রব্যে নির্ম্মিত? বস্তিনলের পরিমাণ, প্রমাণ ও আকৃতি কি প্রকার? তাহার গুণই বা কি? কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ দ্রব্যের বস্তি দিলে কি প্রকার গুণ হয়? নিরূহকল্প কি? স্নেহের প্রয়োগ মাত্রা কত? শমনে কি ব্যবস্থা? কোন্ কোন্ বস্তি কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে হিতকর? অগ্নিবেশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি আত্রেয় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

সমীক্ষ্য দোষৌষধদেশকালসাত্ম্যাগ্নিসত্ত্বাদিবয়োবলানি।
বস্তিঃ প্রযুক্তো নিয়তং গুণায় স্যাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি চ সিদ্ধিমন্তি॥

রোগির দোষ, ঔষধ, দেশ, কাল, সাত্ম্য, অগ্নি, সত্ত্বাদি, বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা নিশ্চিত গুণকারক হয়, এবং সকল কর্ম্ম সিদ্ধি হইয়া থাকে।

সুবর্ণ-রূপ্যত্রপুতাম্ররীতি-কাংস্যাস্থিলৌহদ্রুমবেণুদন্তৈঃ।
নলৈর্বিষাণৈর্মণিভিশ্চ তৈস্তৈঃ কার্য্যাণি নেত্রাণি ত্রিকর্ণিকানি॥
ষড়্দ্বাদশাষ্টাঙ্গুলসম্মিতানি ষড়্বিংশতির্দ্বাদশবর্ষজানাম্।
স্যুর্ম্মুদ্গকর্কন্ধুসতীনবাহি-চ্ছিদ্রাণি বর্ত্ত্যা পিহিতানি চাপি॥
যথাবয়োহঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠকাভ্যাং মূলাগ্রয়োঃ স্যুঃ পরিণাহবন্তি।
ঋজূনি গোপুচ্ছসমাকৃতীনি শ্লক্ষ্ণানি চ স্যুর্গুড়িকামুখানি॥

স্যাৎ কর্ণিকৈকাগ্রচতুর্থভাগে মূলাশ্রিতে বস্তিনিবন্ধনে দ্বে ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, তাম্র, পিত্তল, কাঁসা, লৌহ, অস্থি, বৃক্ষ, বংশদণ্ড, নাল, শৃঙ্গ ও মণি এই সকল দ্রব্য দ্বারা বস্তির নল প্রস্তুত করিতে হয়। বস্তির নল প্রস্তুত কালে তাহার তিন স্থানে তিনটি কর্ণিকা অর্থাৎ ছত্রাকৃতি দ্রব্য সংযুক্ত করিতে হয়। এই নলের পরিমাণ ছয় বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির ছয় আঙ্গুল; সাত হইতে বার বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির আট আঙ্গুল; তের বৎসর হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির বার আঙ্গুল করিতে হইবে। আর নলের ছিদ্র পরিমাণ যথাক্রমে মুগ মটর ও কুল প্রবেশ যোগ্য হইবে। বস্তিনলের মুখ বর্ত্তি দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। যে বয়সের ব্যক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই বয়সের ব্যক্তির কনিষ্ঠাঙ্গুলির পরিবেষ্টন যত, বস্তি নলের অগ্রভাগের পরিমাণও সেইরূপ হইবে। বস্তির নল ঋজু অর্থাৎ সরল, গোপুচ্ছাকৃতি, শ্লক্ষ্ণ ও গোল মুখ হইবে। নলের মুখের দিকে চতুর্থভাগ-স্থানে একটি কর্ণিকা, মূলদেশে বস্তি বন্ধনার্থ দুইটি কর্ণিকা বান্ধিয়া দিবে। প্রথম কর্ণিকা দ্বারা বস্তিনল গুহ্যমার্গে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারে না। দ্বিতীয় তৃতীয় কর্ণিকার সন্ধিস্থানে বস্তিপুট বাঁধিতে হয়।

জারদ্গবো মাহিষহারিণো বা স্যাচ্ছৌকরো বস্তিরজস্য বাপি ॥
দৃঢ়স্তনুর্নষ্টশিরো বিগন্ধঃ কষায়রক্তঃ সুমৃদুঃ সুশুদ্ধঃ।
নৃণাং বয়ো বীক্ষ্য যথানুরূপং নেত্রেষু যোজ্যস্তু সুবদ্ধসূত্রঃ ॥

বৃদ্ধ গো, মহিষ, হরিণ, শূকর বা ছাগলের বস্তি গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা বস্তির পুট নির্ম্মাণ করিবে। এই বস্তিপুটক দৃঢ়, তনু (পাতলা), শিরা রহিত, গন্ধবিহীন, কষায়বর্ণে রঞ্জিত, সুকোমল ও শুদ্ধ হইবে। মানবের বয়সের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত বস্তি প্রস্তুত করিবে আর ঐ বস্তি পূর্ব্বোক্ত কোন নলের সহিত সূত্র দ্বারা সুন্দররূপে বান্ধিবে।

বস্তেরভাবে প্লবজো গলো বা স্যাদঙ্কপাদঃ সুঘনঃ পটো বা।
নেত্রস্য চালাভত এব নাড়ী হিতাস্থিজা বংশভবো নলো বা ॥

গো প্রভৃতির বস্তির অভাবে (উহাদের বস্তি না পাইলে) ভেকের চর্ম্ম দ্বারা বা ছাগাদির কোমল চর্ম্মদ্বারা বা ঘন (পুরু) বস্ত্র দ্বারা বস্তিপুটক প্রস্তুত করিবে। আর ধাতুময় বস্তি-নলের অভাবে অস্থি বা বংশ দ্বারা নল প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবহার করিবে।

আস্থাপনার্হং পুরুষং বিধিজ্ঞঃ সমীক্ষ্য পুণ্যেঽহনি শুক্লপক্ষে।
প্রশস্তনক্ষত্রমুহূর্ত্তযোগে জীর্ণান্নমেকাগ্রমুপক্রমেত ॥

শুক্লপক্ষে প্রশস্তনক্ষত্রমুহূর্ত্তযোগযুক্ত পবিত্র দিবসে আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আস্থাপনার্হ ব্যক্তির ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে বিধিজ্ঞ চিকিৎসক একাগ্রমনে তাহাকে আস্থাপন প্রদান করিবেন।

বলাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং সরাস্নাং দ্বে পঞ্চমূলে চ পলোন্মিতানি।
অষ্টৌ পলান্যর্দ্ধতুলাঞ্চ মাংসাচ্ছাগাৎ পচেদপ্সু চতুর্থশেষম্ ॥
পূতং যবানীফলবিল্বকুষ্ঠ-বচাশতাহ্বাঘনপিপ্পলীনাম্।
কল্কৈর্গুড়ক্ষৌদ্রঘৃতৈঃ সতৈলৈ-র্যুতং সুখোষ্ণৈস্তু পিচুপ্রমাণৈঃ ॥

গুড়াৎ পলং দ্বিপ্রসৃতা তু মাত্রা স্নেহাচ্চ যুক্ত্যা মধুসৈন্ধবঞ্চ।
স্নেহং সুনির্মথ্য ততোঽনুকল্কং প্রক্ষিপ্য বস্তৌ মথিতং খজেন॥
বস্তিং ততঃ সব্যকরে নিধায় সুবদ্ধমুচ্ছ্বাস্য চ নির্ব্ব্যলীকম্।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যেন মুখং পিধায় নেত্রাগ্রসংস্থামপনীয় বর্ত্তিম্॥
তৈলাক্তগাত্রং কৃতমূত্রবিট্কং নাতিক্ষুধার্ত্তং শয়নে মনুষ্যম্।
সমেঽথ কিঞ্চিন্নতশীর্ষকে বা নাত্যুচ্ছ্রিতে স্বাস্তরণোপপন্নে॥
সব্যেন পার্শ্বেন সুখে শয়ানং কৃত্বর্জ্জুদেহং স্বভুজোপধানম্।
নিকুঞ্চ্য সব্যেতরমস্য সক্থিসব্যং প্রসার্য্য প্রণয়েৎ শনৈস্তম্॥
স্নিগ্ধে গুদে নেত্রচতুর্থভাগং স্নিগ্ধং শনৈর্ম্মৃদ্বৃজুপৃষ্ঠবংশম্।
অকম্পনাবেপনলাঘবাদীন্ পাণ্যোর্গুণাংশ্চাপি হি দর্শয়ংস্তম্।
প্রপীড্য চৈকগ্রহণেন দত্তং নেত্রং শনৈরেব ততোঽপকর্ষেৎ॥

বেড়েলা, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, রাস্না ও দশমূল, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল (মোট ১৬ পল), ও ছাগমাংস ৭।০ সওয়া সাত সের, এই সকল দ্রব্য একত্র আটগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথে যোয়ান, মদনফল, বেলশুঁঠ, কুড়, বচ, শুল্‌ফা, মুতা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা এবং গুড় আট তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা, তৈল ১৬ তোলা ও যথোপযুক্ত মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা ঈষদুষ্ণ করিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা মথিত করিবে। মন্থন দ্বারা সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহা বস্তিপুটে নিক্ষিপ্ত করিয়া বস্তিনলের মুখ একটি ন্যাকড়ার বর্ত্তি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত নিয়মে বস্তি প্রয়োগ করিবে। যথা—সুবদ্ধ বস্তিটি বাম হস্তে ধরিবে এবং বস্তিনলের বর্ত্তিটি খুলিয়া ঐ নলের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিবে (এই সময়ে বস্তির নলটীতে তৈল মাখাইয়া লইবে)। অতঃপর বস্তিটিকে সাবধানে নাড়িয়া বস্তিপুটমধ্যস্থ দ্রব্যকে উচ্ছ্বাসিত করিবে। তৎপরে বস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে মলমূত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার গাত্রে তৈলাভ্যক্ত করিবে। বস্তি প্রদান কালে রোগী যেন ক্ষুধার্ত্ত না থাকে। তদনন্তর তাহকে শয্যায় শয়ন করাইবে। শয্যাটী সমতল করিবে কিংবা যাহাতে মস্তকের দিক্ কিঞ্চিৎ নত হয়, এইরূপ করিবে। শয্যা অধিক উচ্চ হইবে না এবং তাহা উত্তম চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে। এরূপ শয্যায় রোগী বাম হস্তে মস্তক রাখিয়া, বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণপদ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া বামপার্শ্বে সুখে শয়ন করিবে। অর্থাৎ শয়নে যেন রোগীর কোন অসুবিধা না হয়। তাহার পর রোগীর গুহ্যদেশ তৈলাক্ত করিয়া উক্ত বস্তিনলের চতুর্থভাগ তাহাতে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। এবং বামহস্তস্থিত বস্তিকে পৃষ্ঠবংশে সমান ও সরলভাবে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা বস্তিপুটকে এমন ভাবে টিপিবে যেন একবার পীড়নেই বস্তিগত অধিকাংশ দ্রব্য গুহ্যদেশের মধ্যে যায় এবং বস্তিতে সামান্য অবশিষ্ট থাকে। বস্তিপুট টিপিবার সময় যেন হস্ত না কাঁপে, বা চঞ্চল না হয় ও লাঘবাদি দোষে দূষিত না হয়। বস্তিপ্রয়োগের পর বস্তিনলটী ধীরে২ বাহির করিয়া লইবে।

তির্য্যক্‌প্রণীতে তু ন যাতি ধারা গুদে ব্রণঃ স্যাচ্চলিতে চ নেত্রে।
দত্তঃ শনৈর্নাশয়মেতি বস্তিঃ কণ্ঠং প্রধাবত্যতিপীড়িতশ্চ॥

বস্তিনল যদি গুহ্যমধ্যে তির্য্যকভাবে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ঔষধের ধারা ভিতরে প্রবেশ করে না। আর বস্তিনেত্র চঞ্চল হইলে গুহ্যদেশে ক্ষত হয়। বস্তিপুট আস্তে আস্তে টিপিলে বস্তিস্থ দ্রব্য আশয় পর্য্যন্ত যায় না। আর বলপূর্ব্বক টিপিলে বস্তিস্থিত দ্রব্য কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করে। অতএব বস্তিনেত্র সরলভাবে প্রবিষ্ট করাইবে এবং স্থিরভাবে রাখিবে। নাতিবলে ও নাত্যল্প বলে বস্তিপুট টিপিবে।

শীতস্ত্বতিস্তম্ভকরো বিদাহং মূর্চ্ছাঞ্চ কুর্য্যাদতিমাত্রমুষ্ণঃ।
স্নিগ্ধোঽতিজাড্যং পবনন্তু রুক্ষ-স্তন্বল্পমাত্রালবণস্ত্বযোগম্ ॥
করোতি মাত্রাভ্যধিকোঽতিযোগং ক্ষামস্তু সান্দ্রঃ সুচিরেণ চৈতি।
দাহাতিসারৌ লবণোঽতিকুর্য্যাৎ তস্মাৎ প্রযুক্তং সমমেব দদ্যাৎ ॥

বস্তিদ্রব্য অতিশীতল হইলে শরীরকে স্তব্ধ করে। অত্যুষ্ণ হইলে মূর্চ্ছা ও দাহ জন্মায়। অতিস্নিগ্ধ বস্তিদ্বারা শরীরের জড়তা, রুক্ষ বস্তিতে বায়ুর প্রকোপ, তনু মাত্রাহীন ও অল্প লবণযুক্ত বস্তিদ্বারা অযোগ ও মাত্রাধিক বস্তিদ্রব্য দ্বারা অতিযোগ হয়। অল্প ও গাঢ় বস্তি বিলম্বে প্রত্যাগত হয়। অতি লবণ মিশ্রিত বস্তিদ্বারা দাহ ও অতিসার জন্মে। অতএব বস্তিদ্রব্য সমভাবে প্রয়োগ করিবে।

পূর্ব্বং হি যোজ্যং মধুসৈন্ধবাভ্যাং স্নেহং বিনির্ম্মথ্য ততোদকল্কম্।
বিমথ্য সংযোজ্য পুনর্দ্রবৈস্তদ্-বস্তৌ নিদধ্যান্মথিতং খজেন ॥

প্রথমে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যের সহিত মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া মথিত করিবে। তৎপরে দ্রবদ্রব্য (কাথাদি) ও কল্ক দ্রব্য মিশাইয়া মথিত করিবে। অনন্তর সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও মথিত করিয়া বস্তিপুটে নিক্ষিপ্ত করিবে।

বামাশ্রয়োঽগ্নিগ্র্হণী গুদঞ্চ তৎপার্শ্বসংস্থস্য সুখোপলব্ধিঃ।
লীয়ন্ত এবং বলয়শ্চ তস্মাৎ সব্যং শয়ানোঽর্হতি বস্তিদানম্ ॥

বস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে বাম পার্শ্বে শোয়াইয়া বস্তি দিতে হয়। কারণ বামপার্শ্বে জাঠরাগ্নি গ্রহণীনাড়ী ও গুদনাড়ী অবস্থিত। বামপার্শ্বে শায়িত ব্যক্তির গুহ্যনাড়ীর তিনটী বলি লীন থাকে ও বস্তি সুখে উপলব্ধি হয়। অতএব রোগিকে বামপার্শ্বে শোয়াইয়া বস্তিদান প্রশস্ত।

বিড়্বাতবেগো যদি চার্দ্ধদত্তে নিষ্কৃষ্য মুক্তে প্রণয়েদশেষম্।
উত্তানদেহশ্চ কৃতোপধানঃ স্যাদ্বীর্য্যমাপ্নোতি তথাস্য দেহম্ ॥

বস্তি অর্দ্ধ পরিমিত প্রদত্ত হইলে যদি মল ও অধোবায়ুর বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বস্তির নল বাহির করিয়া লইবে এবং মল ও বায়ু নির্গত হইলে পুনর্ব্বার অবশিষ্ট বস্তি প্রদান করিবে। বস্তি দেওয়া হইলে রোগী বালিশে মস্তক রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইবে। তাহা হইলে ঔষধের বীর্য্য তাহার সমস্ত দেহে গমন করিবে।

একোঽপকর্ষত্যনিলং স্বমার্গাৎ পিত্তং দ্বিতীয়স্তু কফং তৃতীয়ঃ।
প্রত্যাগতে কোষ্ঠজলাধিসিক্তঃ শ[illegible]তনুনা রসেন ॥

এক বস্তিতে বায়ু, দ্বিতীয় বস্তিতে পিত্ত ও তৃতীয় বস্তিতে কফ স্বমার্গ হইতে অপগত হয়। প্রদত্ত বস্তি প্রত্যাগত হইলে রোগির গাত্র ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ধুইয়া দিবে এবং তাহাকে পাত্‌লা মাংসরসের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য প্রদান করিবে।

জীর্ণেতু সায়ং লঘু চাল্পমাত্রং ভুক্তোঽনুবাস্যঃ পরিবৃংহণার্থম্।
নিরূহপাদাংশসমেন তৈলেনাম্লানিলঘ্নৌষধসাধিতেন॥
দত্ত্বা স্ফিচৌ পাণিতলেন হন্যাৎ স্নেহস্য শীঘ্রাগমরক্ষণার্থম্।
ঈষৎ পদাঙ্গুষ্ঠযুগঞ্চ কর্ষেদ্-উত্তানদেহস্য তলৌ প্রমৃজ্যাৎ॥
স্নেহেন পার্ষ্ণ্যঙ্গুলিপিণ্ডিকাশ্চ যে চাস্য গাত্রাবয়বা রুগার্ত্তাঃ।
তাংশ্চাবমৃজ্যাৎ সসুখং ততশ্চ নিদ্রামুপাসীত কৃতোপধানঃ॥

ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে রোগিকে সায়ংকালে লঘুপাক অল্পমাত্র দ্রব্য ভোজন করাইবে। আর বৃংহণার্থ অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে। অম্ল দ্রব্য ও বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত পক্ব তৈলের অনুবাসন দিতে হয়। অনুবাসনার্থ তৈলের পরিমাণ নিরূহের চতুর্থ ভাগ। প্রদত্ত অনুবাসনস্নেহ যাহাতে শীঘ্র প্রত্যাগত না হয়, তজ্জন্য চিকিৎসক পাণিতল দ্বারা রোগির স্ফিক্‌দ্বয়ে (পাছাদ্বয়ে) আঘাত করিবেন। উত্তানভাবে শায়িত রোগির পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অল্প অল্প আকর্ষণ করিবে। আর রোগির পদতল পার্ষ্ণি অঙ্গুলি ও পিণ্ডিকা এবং যে যে অবয়ব বেদনার্ত্ত, সেই সমস্ত স্থান তৈল দ্বারা ধীরে ধীরে সুখজনকভাবে মার্জ্জিত করিবে। রোগির মস্তক উপাধানেই থাকিবে। ইহা দ্বারা অনুবাসিত ব্যক্তির নিদ্রা আসিবে।

ভাগাঃ কষায়স্য তু পঞ্চ পিত্তে স্নেহস্য ষষ্ঠঃ প্রকৃতৌ স্থিতে চ।
বাতে বিবৃদ্ধে তু চতুর্থভাগো মাত্রা নিরূহেষু কফেঽষ্টভাগঃ॥
নিরূহমাত্রা প্রসৃতার্দ্ধমাদ্যে বর্ষে ততোঽর্দ্ধপ্রসৃতাভিবৃদ্ধিঃ।
আদ্বাদশাৎ স্যাৎ প্রসৃতাভিবৃদ্ধি-রষ্টাদশাদ্দ্বাদশতঃ পরং স্যুঃ॥
আসপ্ততেরূর্দ্ধমিদং প্রমাণ-মতঃপরং ষোড়শবদ্বিধেয়ম্।
নিরূহমাত্রা প্রসৃতপ্রমাণা বালে চ বৃদ্ধে চ মৃদুর্বিশেষঃ॥

নিরূহদ্রব্যের মাত্রা। পিত্তপ্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা পাঁচ ভাগ, স্নেহের মাত্রা এক ভাগ মোট ছয় ভাগ। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলেও এইরূপ মাত্রাই প্রযোজ্য। বাতাধিক রোগে কাথের মাত্রা চারিভাগ ও স্নেহ এক ভাগ। কফপ্রধান রোগে কাথের মাত্রা আট ভাগ ও স্নেহ এক ভাগ। প্রথম বৎসরে অর্থাৎ এক বৎসর বয়স্ক শিশুর নিরূহ মাত্রা ৮ তোলা; দ্বিতীয় বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক পল করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে; অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসরে ২ পল, তৃতীয় বৎসরে ৩ পল এই হিসাবে মাত্রা বাড়াইবে। দ্বাদশ বৎসরের পর অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ২ পল করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। অষ্টাদশ বৎসরের পর হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত এই মাত্রাতেই নিরূহ প্রদেয়। সত্তর বৎসরের পর ষোড়শ বর্ষের ন্যায় নিরূহ মাত্রা প্রযোজ্য। শিশু ও বৃদ্ধদিগের নিরূহমাত্রা ২ পল হইবে এবং নিরূহ দ্রব্য মৃদুবীর্য্য হইবে।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাপ্যতিনীচপাদং সপাদপীঠং শয়নং প্রশস্তম্।
প্রধানমৃদ্বাস্তরণোপপন্নং প্রাক্‌শীর্ষকং শুক্লপটোত্তরীয়ম্॥

বস্তিযোগ্য ব্যক্তির শয্যা অনতি উচ্চ, অনতি নীচ, পাদপীঠ সমন্বিত এবং উৎকৃষ্ট কোমল ও শুক্লবর্ণ আস্তরণে আচ্ছাদিত হইবে। এই শয্যায় রোগী পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে।

ভোজ্যং পুনর্ব্যাধিমবেক্ষ্য সম্যক্ প্রকল্পয়েদ্ যূষপয়োরসাদ্যৈঃ।
সর্ব্বেষু বিদ্যাদ্বিধিমেতমাদ্যং বক্ষ্যামি বস্তীনত উত্তরীয়ান্॥

বস্তিযোগ্য ব্যক্তির ব্যাধি বিবেচনা করিয়া মুদ্গাদির যূষ, দুগ্ধ ও মাংসরসাদি দ্বারা ভোজ্য কল্পনা করিবে। সমস্ত বস্তিতেই ভোজনের এই ব্যবস্থা। অতঃপর উত্তরবস্তি সকল বলিতেছি।

দ্বিপঞ্চমূলস্য রসোঽম্লযুক্তঃ সচ্ছাগমাংসস্য সপূর্ব্বশেষঃ।
ত্রিস্নেহযুক্তঃ প্রবরো নিরূহঃ সর্ব্বানিলব্যাধিহরঃ প্রদিষ্টঃ॥

দশমূল ও ছাগমাংস আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ প্রস্তুত করিবে। এবং সেই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে অম্লরস মিশ্রিত করিবে। এই কাথ ৩ ভাগ এবং তৈল ঘৃত ও বসা মিলিত ১ ভাগ। এই কাথ ও স্নেহ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে বাতজ রোগ সমূহ নিবারিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট নিরূহ।

স্থিরাদিবর্গস্য বলাপটোলত্রায়ন্তিকৈরণ্ডযবৈর্যুতস্য।
প্রস্থো রসাচ্ছাগরসার্দ্ধযুক্তঃ সাধ্যঃ পুনঃ প্রস্থরসশ্চ যাবৎ॥
প্রিয়ঙ্গুকৃষ্ণাঘনকল্কযুক্তঃ সতৈলসর্পির্মধুসৈন্ধবশ্চ।
স্যাদ্দীপনো মাংসবলপ্রদশ্চ চক্ষুর্বলঞ্চাপি দদাতি সদ্যঃ॥

শালপাণী প্রভৃতি স্বল্পপঞ্চমূল এবং বেড়েলা, পল্‌তা বলাডুমুর, এরণ্ডমূল ও যব এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ ১প্রস্থ ও ছাগমাংসরস /২ দুই সের একত্র পাক করিয়া চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অনন্তর এই কাথে প্রিয়ঙ্গু, পিপুল ও মুতার কল্ক এবং তৈল, ঘৃত, মধু ও সৈন্ধব লবণ যথোপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি দিবে। এই বস্তি অগ্নিদীপক, মাংস—বর্দ্ধক, বলকারক ও সদ্যঃ চক্ষুর শক্তি বর্দ্ধক।

এরণ্ডমূলং ত্রিপলং পলানি হ্রস্বানি মূলানি চ যানি পঞ্চ।
রাস্নাশ্বগন্ধাতিবলাগুড়ূচীপুনর্নবারগ্বধদেবদারু॥
ভাগাঃ পলাংশা মদনাষ্টযুক্তা জলদ্বিকংসে কথিতেঽষ্টশেষে।
পেষ্যাঃ শতাহ্বাহবুষাপ্রিয়ঙ্গু সপিপ্পলীকং মধুকং বচা চ॥
রসাঞ্জনং বৎসকবীজমুস্তমক্ষপ্রমাণং লবণাংশযুক্তম্।
সমাক্ষিকস্তৈলঘৃতঃ সমূত্রো বস্তির্নৃণাং দীপনলেখনীয়ঃ॥

জঙ্ঘোরুপাদত্রিকপৃষ্ঠশূলং কফাবৃতং মারুতনিগ্রহঞ্চ।
বিণ্মূত্রবাতগ্রহণং সশূলমাধ্মানতামশ্মরিশর্করাঞ্চ ॥
আনাহমর্শোগ্রহণীপ্রদোষানেরণ্ডবস্তিঃ শময়েৎ প্রযুক্তঃ ॥

এরণ্ডমূল ৩ পল, স্বল্পপঞ্চমূল প্রত্যেক এক পল (মিলিত ৫ পল), অশ্বগন্ধা, রাস্না, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, সোন্দাল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেক এক এক পল এবং মদনফল ৮ পল এই সকল দ্রব্য ৷৩২ বত্রিশ সের জলে পাক করিয়া ৷৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে শুল্‌ফা, হবুষ, প্রিয়ঙ্গু, পিপুল, যষ্টিমধু, বচ, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; সৈন্ধবলবণ ২ তোলা এবং উপযুক্ত মধু, তৈল ও গোমূত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই এরণ্ডবস্তি অগ্নিদীপক, লেখনীয়, জঙ্ঘা উরু পাদ ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশের শূল বেদনা নাশক। ইহা দ্বারা কফাবৃত বায়ু জন্ম বেদনা, মলমূত্র ও বায়ুর অপ্রবৃত্তি, উদরের বেদনা, আধ্মান, অশ্মরী, শর্করা, আনাহ, অর্শঃ ও গ্রহণীদোষ নষ্ট হয়।

চতুষ্পলে তৈলঘৃতস্য ভৃষ্টশ্ছাগাচ্ছতার্দ্ধাদ্ দধিদাড়িমাম্লঃ।
রসঃ সপেয়্যো বলবর্ণমাংসরেতোহগ্নিদশ্চান্ধ্যশিরোরুজাঘ্নঃ ॥

ছাগমাংস ৷৬।০ সওয়া ছয়সের আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৈল ৷।০ এক পোয়া ও ঘৃত ৷।০ এক পোয়া একত্র মিলিত করিয়া তাহাতে ঐ মাংসরস সাঁৎলাইয়া লইবে। পরে এই মাংসরস দধি ও দাড়িম রসে অম্লীকৃত এবং সৈন্ধবলবণ ও মদনফলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিদীপক এবং আন্ধ্য ও শিরোরোগ নাশক।

জলদ্বিকংসেঽষ্টপলং পলাশাৎ পক্ত্বা রসোঽর্দ্ধাঢ়কমাত্রশেষঃ।
কল্কৈর্বচামাগধিকাপলাভ্যাং যুক্তঃ শতাহ্বাদ্বিপলেন চাপি ॥
সসৈন্ধবক্ষৌদ্রঘৃতঃ সতৈলো দেয়ো নিরূহো বলবর্ণকারী।
আনাহপার্শ্বাময়যোনিদোষান্ গুল্মানুদাবর্ত্তরুজঞ্চ হন্যাৎ ॥

পলাশছাল ৷১ এক সের ৷৩২ বত্রিশ সের জলে পাক করিয়া ৷৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া তাহাতে বেড়েলামূল ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুল্‌ফা ১৬ তোলা এবং উপযুক্ত মাত্রায় সৈন্ধবলবণ মধু ও তৈল মিশাইবে। এই কাথে নিরূহবস্তি প্রদান করিলে আনাহ, পার্শ্ববেদনা, যোনিরোগ, গুল্ম ও উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয়। এই বস্তি বলকারক ও বর্ণ জনক।

যষ্ট্যাহ্বমূলাষ্টপলেন সিদ্ধং পয়ঃ শতাহ্বাফলপিপ্পলীভিঃ।
যুক্তং সসর্পির্মধু বাতরক্তবৈস্বর্য্যবীসর্পহিতো নিরূহঃ ॥

যষ্টিমধুর মূল ৷১ এক সের, দুগ্ধ ৷৮ আট সের এবং দুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। সেই দুগ্ধ ছাঁকিয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় শুল্‌ফার

মদনফল ও পিপুলের কল্ক এবং ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহবস্তি বাতরক্ত, স্বরভেদ ও বিসর্প রোগে হিতকর।

যষ্ট্যাহ্বলোধ্রাভয়চন্দনৈশ্চ শৃতং পয়োঽগ্র্যং কমলোৎপলৈশ্চ ।
সশর্করক্ষৌদ্রযুতং সুশীতং পিত্তাময়ান্ হন্তি সজীবনীয়ম্ ॥

যষ্টিমধু, লোধ, উশীর, রক্তচন্দন, কমল ও নীলোৎপল, ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দুগ্ধ পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে এই দুগ্ধে জীবনীয়গণের কল্ক মধু ও চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

দ্বিকার্ষিকাশ্চন্দনপদ্মকর্দ্ধিযষ্ট্যাহ্বরাস্নাবৃষশারিবাশ্চ ।
সলোধ্রমঞ্জিষ্ঠমথাপ্যনন্তাবলাস্থিরাদ্যং তৃণপঞ্চমূলম্ ॥
নিঃকাথ্য তোয়েন রসেন তেন শৃতং পয়োর্দ্ধাঢ়কমম্বু হীনম্ ।
মেদর্দ্ধিজীবন্তিশতাবরীভির্বীরাদ্বিকাকোলিকশেরুকাভিঃ ॥
সিতোপলাজীবকপদ্মরেণুপ্রপৌণ্ডরীকৈঃ কমলোৎপলৈশ্চ ।
লোধ্রাত্মগুপ্তা-মধুকৈর্বিদারী মুঞ্জাতকৈঃ কেশরচন্দনৈশ্চ ॥
পিষ্টৈর্ঘৃতক্ষৌদ্রযুতৈর্নিরূহং সসৈন্ধবং শীতলমেব দদ্যাৎ ।
প্রত্যাগতে ধন্বরসেন শালীন্ ক্ষীরেণ বাদ্যাৎ পরিষিক্তগাত্রঃ ॥
দাহাতিসারৌ প্রদরাস্রপিত্তহৃৎপাণ্ডুরোগান্ বিষমজ্বরঞ্চ ॥
সগুল্মমূত্রগ্রহকামলাদীন্ সর্ব্বাময়ান্ পিত্তকৃতান্নিহন্তি ॥

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, যষ্টিমধু, রাস্না, বাসক, শ্যামালতা, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, বেড়েলা, শালপাণি প্রভৃতি পঞ্চমূল, ও তৃণপঞ্চমূল প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা, একত্র ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে এই কাথের সহিত ৮ সের দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর এই দুগ্ধে উপযুক্ত মাত্রায় নিম্নলিখিত কল্ক সকল এবং ঘৃত মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশাইবে। কল্ক যথা—মেদা, ঋদ্ধি, জীবন্তী, শতমূলী, শালপাণি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কেশুর, মিছরী, জীবক, পদ্মরেণু, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, কমল, নীলোৎপল, লোধ, আলকুশী বীজ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মুঞ্জাতক, নাগকেশর ও রক্তচন্দন। এই বস্তি শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। বস্তি সম্যক্ প্রত্যাগত হইলে রোগীর গাত্র ঈষদুষ্ণ জলে পরিষিক্ত করিয়া জাঙ্গল মাংসরসের সহিত বা দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই বস্তি দ্বারা দাহ, অতিসার, প্রদর, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিষমজ্বর, গুল্ম, মূত্রাঘাত ও কামলা প্রভৃতি পিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদ্বিকাশ্মর্য্যমধূকসেব্যৈঃ সশারিবাচন্দনশীতপাকৈঃ ।
পয়ঃ শৃতং শ্রাবণিমুদ্গপর্ণীতুগাত্মগুপ্তামধুযষ্টিকৈশ্চ ॥

গোধূমচূর্ণৈশ্চ তথাক্ষমাত্রৈঃ সক্ষৌদ্রসর্পির্মধুযষ্টিতৈলৈঃ।
পথ্যাবিদারীক্ষুরসৈর্গুড়েন বস্তিং যুতং পিত্তহরং বিদধ্যাৎ॥
হৃন্নাভিপার্শ্বোদরদেহদাহে দাহেঽন্তরস্থে চ সমূত্রকৃচ্ছ্রে।
ক্ষীণক্ষতে রেতসি চাপি নষ্টে পৈত্তেঽতিসারেচ নৃণাং প্রশস্তঃ॥

দ্রাক্ষা প্রভৃতি দশটি বিরেচনোপগ দ্রব্য, গাম্ভারীফল, মৌলফল, উশীর, অনন্তমূল, রক্তচন্দন ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ পূর্ব্ব নিয়মে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে, মুগেরী, মুগানি, বংশলোচন, আলকুশী বীজ ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক ও গোধূম চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে এবং উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত, যষ্টিমধু, তৈল, হরীতকী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও গুড় উত্তমরূপে মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি পিত্তনাশক। ইহা দ্বারা হৃদয়, নাভি, পার্শ্ব, উদর ও শরীরের দাহ, অন্তর্দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষীণক্ষত, শুক্রনাশ ও পৈত্তিক অতিসারের শান্তি হয়।

কোশাতকারগ্বধদেবদারুদূর্ব্বাশ্বদংষ্ট্রাকুটজার্কপাঠাঃ।
পক্ত্বা কুলত্থান্ বৃহতীঞ্চ তোয়ে রসস্য তস্য প্রসৃতা দশ স্যুঃ॥
তান্ সর্ষপৈলামদনৈঃ সকুষ্ঠৈরক্ষপ্রমাণৈঃ প্রসৃতৈশ্চ যুক্তান্।
ফলাহ্বতৈলস্য সমাক্ষিকস্য ক্ষারস্য তৈলস্য চ সার্ষপস্য॥
দদ্যান্নিরূহং কফরোগিণে জ্ঞো মন্দাগ্নয়ে চাপ্যশনদ্বিষে চ।
পটোলপথ্যামরদারুভির্বা সপিপ্পলীকৈঃ ক্বথিতৈর্জলাখ্যৈঃ॥

ঘোষাফল, সোন্দাল, দেবদারু, দূর্ব্বা, গোক্ষুর, কুড়চি, আকন্দ, আকনাদি, কুলথকলায় ও বৃহতী এই সকল দ্রব্যের যথাবিধি কৃত ক্বাথ ২০ পল, সর্ষপ এলাচ মদনফল ও কুড় প্রত্যেকের কল্ক ২ তোলা, মদনফলের তৈল /।০ পোয়া, মধু /।০ এক পোয়া, যবক্ষার /।০ এক পোয়া ও সর্ষপ তৈল /।০ এক পোয়া, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশাইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসক কফরোগী, মন্দাগ্নি ও অন্নদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে এই নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবেন। পলতা, হরীতকী, দেবদারু ও পিপুল ইহাদের ক্বাথের দ্বারায় প্রদত্ত নিরূহবস্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর।

দ্বিপঞ্চমূলে ত্রিফলাং সবিল্বাং ফলানি গোমূত্রযুতঃ কষায়ঃ।
কলিঙ্গপাঠাফলমুস্তকল্কঃ সসৈন্ধবঃ ক্ষারযুতঃ সতৈলঃ॥
নিরূহমুখ্যঃ কফজান্ বিকারান্ সপাণ্ডুরোগালসকামদোষান্।
হন্যাত্তথা মারুতমূত্রসঙ্গং বস্তেস্তথাটোপমথাতিঘোরম্॥

দশমূল, ত্রিফলা, বেলশুঁঠ ও মদনফল ইহাদের ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় ইন্দ্রযব, আকনাদি, মদনফল ও মুতা ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্র, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও তৈল মিশাইয়া তদ্দ্বারা নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহ বস্তির দ্বারা কফজ রোগসমূহ, পাণ্ডুরোগ, অলসক, আমদোষ, বাতমূত্রের বিবদ্ধতা ও মূত্রাশয়ের দারুণ আটোপ নষ্ট হয়।

রাস্নামৃতৈরণ্ডবিড়ঙ্গদারুসপ্তচ্ছদোশীরসুরাহ্বনিম্বৈঃ।
শ্যামাকভূনিম্বপটোলপাঠাতিক্তাখুপর্ণীদশমূলমুস্তৈঃ॥
ত্রায়ন্তিকাশিগ্রুফলত্রিকৈশ্চ ক্বাথঃ সপিণ্ডীতকতোয়মূত্রঃ।
যষ্ট্যাহ্বকৃষ্ণাফলিনীশতাহ্বারসাঞ্জনশ্বেতবচাবিড়ঙ্গৈঃ॥
কলিঙ্গপাঠাম্বুদসৈন্ধবৈশ্চ কল্কৈঃ সসর্পির্মধুতৈলমিশ্রঃ।
অয়ং নিরূহঃ ক্রিমিকুষ্ঠমেহব্রধ্নোদরাজীর্ণকফাতুরেভ্যঃ॥
রুক্ষৌষধৈরত্যপতর্পিতেভ্য এতেষু রোগেম্বপি সংস্থ দত্তঃ।
নিহত্য বাতং জ্বলনং প্রদীপ্য বিজিত্য রোগাংশ্চ বলং করোতি॥
হন্যাৎ তথা মারুতমূত্রসঙ্গং বস্তেস্তথাটোপমথাপি ঘোরম্॥

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, ছাতিমছাল, উশীর, দেবদারু, নিমছাল, শ্যামামূল, চিরতা, পল্‌তা, আকনাদি, কট্‌কী, ইন্দুরকাণি, দশমূল, মুতা, বলাডুমুর, সজিনা ছাল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় মদনফল, বালা, যষ্টিমধু, পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, শুল্‌ফা, রসাঞ্জন, শ্বেতবচ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, মুতা ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্র, ঘৃত, মধু ও তৈল মিশাইয়া তদ্দ্বারা নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। এই নিরূহবস্তি ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ব্রধ্ন, উদর, অজীর্ণ ও কফজ রোগে হিতকর। যে সকল ব্যক্তি রুক্ষ ঔষধ সেবন দ্বারা অপতর্পিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ও পূর্ব্বোক্ত রোগে এই নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা বায়ুর নাশ, অগ্নির দীপ্তি ও রোগ সমূহকে জয় করিয়া বলের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই বস্তি দ্বারা বাতমূত্রের বিবদ্ধতা এবং মূত্রাশয়ের ঘোর আটোপ নিবারিত হয়।

পুনর্নবৈরণ্ডবৃষাশ্মভেদবৃশ্চীরভূতীকবলাপলাশাঃ।
দ্বিপঞ্চমূলানি পলাংশিকানি ক্ষুণ্ণানি ধৌতানি পলানি চাষ্টৌ॥
বিল্বং যবান্ কোলকুলত্থধান্যফলানি চৈকপ্রস্থতোন্মিতানি।
পয়োজলার্দ্ধাঢ়কয়োঃ শৃতং তৎ ক্ষীরাবশেষং কৃতবস্ত্রপূতম্॥
বচাশতাহ্বামরদারুকুষ্ঠযষ্ট্যাহ্বসিদ্ধার্থকপিপ্পলীনাম্।
কল্কৈর্যমান্যা মদনৈশ্চ যুক্তং নাত্যুষ্ণশীতং গুড়সৈন্ধবাক্তম্॥
ক্ষৌদ্রস্য তৈলস্য চ সর্পিষশ্চ তথৈব যুক্তং প্রসৃতত্রয়েণ।
দদ্যান্নিরূহং বিধিনা বিধিজ্ঞঃ স সর্ব্বসংসর্গকৃতাময়ঘ্নঃ॥

পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, পাথরকুচী, শ্বেতপুনর্নবা, যমানী, বেড়েলা, পলাসছাল ও দশমূল প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল; বেলশুঁঠ আট পল; যব, কুলথকলায়, কুলশুঁঠ, ধনে ও মদনফল প্রত্যেক ২ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে। এই সকল কল্ক, দুগ্ধ /৮ সের ও জল /৮ সের একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধে বচ, শুল্‌ফা, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু,

শ্বেতসর্ষপ, পিপুল ও মদনফল এই সকল দ্রব্যের কল্ক উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইবে। পরে এই কল্কমিশ্রিত দুগ্ধে উপযুক্ত গুড় ও সৈন্ধব এবং মধু ২ পল, তৈল ২ পল ও ঘৃত ২ পল উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। বিধিজ্ঞ চিকিৎসক যথা নিয়মে এই দ্রব্যের দ্বারা নিরূহবস্তি প্রদান করিবেন। এই নিরূহ বাতাদি পৃথক দোষজনিত ও দ্বিদোষজনিত ব্যাধি সমূহ নষ্ট করিয়া থাকে।

স্নিগ্ধোষ্ণ একঃ পবনে নিরূহো দ্বৌ স্বাদুশীতৌ পয়সাচ পিত্তে।
ত্রয়ঃ সমূত্রাঃ কটুকোষ্ণতীক্ষ্ণাঃ কফে নিরূহা ন পরং বিধেয়াঃ॥

বাত প্রকোপে স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য একটি নিরূহ, পিত্ত প্রকোপে মধুর শীতল ও দুগ্ধ সমন্বিত ২টি নিরূহ; এবং কফে কটু উষ্ণ তীক্ষ্ণ বীর্য্য এবং গোমূত্র সমন্বিত ৩টি নিরূহবস্তি; ইহার অধিক নিরূহবস্তি এক সময়ে আর প্রয়োগ করিবে না।

রসেন বাতে প্রতিভোজনং স্যাৎ ক্ষীরেণ পিত্তে তু কফেতু যূষৈঃ।
তথানুবাস্যেষু চ বিল্বতৈলং স্যাজ্জীবনীয়ং ফলসাধিতঞ্চ॥

নিরূহ ব্যক্তি বাতপ্রধান হইলে মাংসরসের সহিত, পিত্তপ্রধান হইলে দুগ্ধের সহিত এবং কফপ্রধান হইলে মুদ্গাদির যূষের সহিত প্রতিভোজন করাইবে। নিরূহ ব্যক্তিকে অনুবাসন দিতে হইলে বাতাদি দোষক্রমে বিল্বতৈল, জীবনীয়গণসাধিত তৈল ও মদনফল সাধিত তৈল প্রয়োগ করিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

ইতীদমুক্তং নিখিলং যথাবদ্ বস্তিপ্রদানস্য বিধানমগ্র্যম্।
যোঽধীত্য বিদ্বানিহ বস্তিকর্ম্ম করোতি লোকে লভতে স সিদ্ধিম্॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
বস্তিসূত্রীয়াসিদ্ধির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

এই অধ্যায়ে বস্তিপ্রদানের সমস্ত বিধি যথাবৎ কথিত হইল। যে বিদ্বান ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিয়া বস্তি কর্ম্ম করেন, তিনি লোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

ইতি সিদ্ধিস্থানে বস্তিসূত্রীয়া নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নেহব্যাপদিকীং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা স্নেহব্যাপদিকী সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

স্নেহবস্তীন্ প্রবক্ষ্যামি বাতপিত্তকফাপহান্।
মিথ্যাপ্রণিহিতানাঞ্চ ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥

বাতপিত্তকফনাশক স্নেহবস্তি, মিথ্যাপ্রণিহিত স্নেহ বস্তির ব্যাপদ ও তাহার চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

দশমূলং বলাং রাস্নামশ্বগন্ধাং পুনর্নবাম্।
গুড়ূচ্যেরণ্ডভূতীকভার্গীবৃষকরোহিষান্॥
শতাবরীং সহচরং কাকনাসাং পলাংশিকাম্।
যবমাষাতসীকোলকুলত্থান্ প্রসৃতোন্মিতান্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষেণ তেন চ।
তৈলাঢ়কং সমক্ষীরং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ॥
অনুবাসনমেতদ্ধি সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
আনূপানাং বসা তদ্বজ্জীবনীয়োপসাধিতা॥

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, যমানী, বামুনহাটী, বাসক, গন্ধতৃণ, শতমূলী, ঝাঁটী ও কাকনাসা প্রত্যেক ১ পল, যব, মাষকলাই, মসিনা, কুল, কুলত্থকলাই প্রত্যেক ২ পল; ৪ দ্রোণ জলে পাক করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ ৬৪ সের, তিল তৈল ১৬ ষোল সের, দুগ্ধ ১৬ সের, এবং কল্কার্থ জীবনীয়গণের প্রত্যেকটী ২ পল পরিমিত। একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন বস্তি প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার নষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত নিয়মে বরাহাদি আনূপ জন্তুর বসা পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ দুগ্ধ ও জীবনীয়গণের কল্কসহ পাক করিবে। এই অনুবাসনও সর্ব্ববাতবিকারনাশক।

শতাহ্বাযববিল্বাম্লৈঃ সিদ্ধং তৈলং সমীরণে।
সৈন্ধবেনাগ্নিবর্ণেন তপ্তঞ্চানিলনুদ্ ঘৃতম্॥

শুল্‌ফা, যব ও বেলশুঁঠের কল্ক এবং কাঁজির সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসনে বায়ুর শান্তি হয়। সৈন্ধবলবণ অগ্নিতে পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ করত ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। এই ঘৃতের বস্তি দিলেও বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

জীবন্তীং মদনং মেদাং শ্রাবণীং মধুকং বলাম্।
শতাহ্বর্ষভকৌ কৃষ্ণাং কাকনাসাং শতাবরীম্॥
স্বগুপ্তাং ক্ষীরকাকোলীং কর্কটাখ্যাং শটীং বচাম্।
পিষ্ট্বা তৈলং ঘৃতং ক্ষীরে সাধয়েৎ তচ্চতুর্গুণে॥
বৃংহণং বাতপিত্তঘ্নং বলশুক্রাগ্নিবর্দ্ধনম্।
মূত্ররেতোরজোদোষান্ হরেৎ তদনুবাসনাৎ॥

জীবন্তী, মদনফল, মেদা, থুলকুড়ি, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শুল্‌ফা, ঋষভক, পিপুল, কাকনাসা, শতমূলী, আলকুশীবীজ, ক্ষীরকাকোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী ও বচ ইহাদের কল্ক মিলিত /১ সের। মিলিত ঘৃত ও তৈল /৪ সের, দুগ্ধ চতুর্গুণ (১৬ সের) একত্র যথাবিধি পাক করিয়া এই স্নেহের বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা শরীরের পুষ্টি, বাত-

পিত্তের নাশ, বল শুক্র ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং মূত্রদোষ, শুক্রদোষ ও রজোদোষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

লাভতশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ পিষ্টৈঃ ক্ষীরচতুর্গুণম্।
তৈলপাদং ঘৃতং সিদ্ধং পিত্তঘ্নমনুবাসনম্॥

তিলতৈল /১ সের, ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—পূর্ব্বোক্ত চন্দনাদি তৈলের কল্ক (যথালাভ) /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ইহার অনুবাসন দিলে পিত্ত নষ্ট হয়।

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বা নিচুলং বলা।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গী দেবদারু সকট্ফলম্॥
নাগরং পুষ্করং মেদা চবিকা চিত্রকঃ শটী।
বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামা হরেণুঃ কিণিহী স্থিরা॥
বিল্বাজমোদে কৃষ্ণা চ দন্তী রাস্না চ তৈঃ সমৈঃ।
সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফরোগনুৎ॥
ব্রধ্নোদাবর্ত্তগুল্মার্শঃপ্লীহমেহাঢ্যমারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ॥

সৈন্ধবলবণ, মদনাফল, কুড়, শুলফা, হিজ্জলবীজ, বেড়েলা, বালা, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, দেবদারু, কট্ফল, শুঁঠ, পুষ্করমূল, মেদা, চৈ, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যামমূলা তেউড়ী, রেণুক, শ্বেত অপরাজিতা, শালপাণি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তী ও রাস্না, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিবে। ইহাদের কল্ক (ও ক্বাথ) সহ এরণ্ড তৈল বা তিল তৈল পাক করিয়া তাহার অনুবাসন দিলে কফজরোগে, ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, মেহ, আঢ্যবাত, আনাহ ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয়।

মদনৈর্বাম্লসংযুক্তৈর্বিল্বাদ্যেন গণেন বা।
তৈলং কফহরৈর্বাপি কফঘ্নং কল্পয়েদ্ভিষক্॥

মদনফল ও অম্লদ্রব্যের সহিত বা বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথ ও কল্কের সহিত অথবা কফহর (পিপ্পল্যাদি) গণের ক্বাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল অনুবাসনার্থ প্রয়োগ করিলে কফ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গৈরণ্ডরজনীপটোলত্রিফলামৃতাঃ
জাতিপ্রবালনির্গুণ্ডীদশমূলাখুপর্ণিকাঃ॥
নিম্বপাঠাসহচরশম্পাকরবীরকম্।
এষাং ক্বাথেন বিপচেৎ তৈলমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ॥
ফলবিল্বত্রিবৃৎকৃষ্ণারাস্নাভূনিম্বদারুভিঃ।
সপ্তপর্ণবচোশীরদার্বীকুষ্ঠকলিঙ্গকৈঃ॥

লতাযষ্টিশতাহ্বাগ্নিশটীচোরকপৌষ্করৈঃ ।
তৎ কুষ্ঠানি ক্রিমীন্ মেহানর্শাংসি গ্রহণীগদম্ ॥
ক্লীবতাং বিষমাগ্নিত্বং মলং দোষত্রয়ং তথা ।
প্রযুক্তং প্রণুদত্যাশু পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ ॥
ব্যাধিব্যায়ামকর্ম্মাধ্বক্ষীণাবলনিরোজসাম্ ।
ক্ষীণশুক্রস্য চাতীব স্নেহবস্তির্বলপ্রদঃ ॥
পাদজঙ্ঘোরুপৃষ্ঠাংসকটীনাং স্থিরতাং পরাম্ ।
জনয়েদপ্রজানাঞ্চ প্রজাং স্ত্রীণাং তথা নৃণাম্ ॥

বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, হরিদ্রা, পলতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ জাতিপল্লব, নিসিন্দা, দশমূল, ইন্দুরকাণি, নিমছাল, আকনাদি, ঝাঁটী, সোন্দাল ও করবীর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আটগুণ জলে পাক করত চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং নিম্নলিখিত কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—মদনফল, বেলশুঁঠ, তেউড়ী, পিপুল, রাস্না, চিরতা, দেবদারু, ছাতিমছাল, বচ, বেণামূল, দারুহরিদ্রা, কুড়, ইন্দ্রযব, লতাকস্তূরী, যষ্টিমধু, শুলফা, চিতামূল, শটী, চোরক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) ও পুষ্করমূল। এই তৈল পান অভ্যঙ্গ ও অনুবাসনার্থ প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, ক্লীবতা, বিষমাগ্নিতা, মলদোষ ও বাতাদি ত্রিদোষ আশু নিবারিত হয়। যাহারা ব্যাধি, ব্যায়াম বা পথশ্রমে ক্ষীণ বা যাহারা দুর্ব্বল বা ওজঃশক্তি হীন, বা ক্ষীণশুক্র তাহাদের পক্ষে এই স্নেহবস্তি অত্যন্ত বলকারক। এই স্নেহবস্তি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ স্কন্ধ ও কটীদেশের স্থিরতাকারক এবং সন্ততিহীন নরনারীর অপত্যজনক।

বাতপিত্তকফাত্যন্নপুরীষৈরাবৃতস্য চ ।
অভুক্তে চ প্রণীতস্য স্নেহবস্তেঃ ষড়াপদঃ ॥
শীতোঽল্পো বাধিকে বাতে পিত্তেঽত্যুষ্ণঃ কফে মৃদুঃ ।
অতিভুক্তে গুরুর্বর্চ্চঃ সঞ্চয়েঽল্পবলস্তথা ॥
দত্তস্তৈরাবৃতঃ স্নেহো ন যাত্যভিভবাদধঃ ।
অভুক্তেঽনাবৃতত্বাচ্চ যাত্যূর্দ্ধং তস্য লক্ষণম্ ॥

(স্নেহবস্তির ব্যাপৎ কথিত হইতেছে)। স্নেহবস্তি বায়ু, পিত্ত, কফ, অতিভুক্ত অন্ন ও পুরীষ দ্বারা আবৃত হইলে এবং অভুক্ত অবস্থায় প্রদত্ত হইলে ইহার (স্নেহবস্তির) ছয় প্রকার ব্যাপত্তি ঘটে। বাতাধিক ব্যক্তিকে শীতল ও অল্পমাত্র স্নেহবস্তি, পিত্তাধিক ব্যক্তিকে উষ্ণ স্নেহবস্তি, কফাধিক ব্যক্তিকে মৃদু, অতিভুক্তান্ন ব্যক্তিকে গুরু ও সঞ্চিতমল ব্যক্তিকে অল্পবল স্নেহবস্তি প্রদান করিলে তাহা তত্তদ্দোষাদি দ্বারা আবৃত হওয়ায় অধঃ প্রত্যাগত হয় না। আর অভুক্ত (শূন্যোদর) ব্যক্তিকে স্নেহবস্তি দিলে অনাবৃতত্ব হেতু তাহা উপর দিকে উঠিয়া যায়। এই সকল স্নেহব্যাপত্তির লক্ষণ বলিতেছি।

স্তম্ভোরুসদনাধ্মানজ্বরশূলাঙ্গমর্দ্দনৈঃ।
পার্শ্বরুগ্বেষ্টনৈর্বিদ্যাৎ স্নেহং বাতাবৃতং ভিষক্ ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণৈস্তং রাস্নাপীতদ্রুতিল্বকৈঃ।
সৌবীরকসুরাকোলকুলত্থযবসাধিতৈঃ ॥
নিরূহৈর্নির্হরেৎ সম্যক্ সমূত্রৈঃ পাঞ্চমূলিকৈঃ।
তাভ্যামেব চ তৈলাভ্যাং সায়ং ভুক্তেঽনুবাসয়েৎ ॥

স্নেহবস্তির স্নেহ বাতাবৃত হইলে স্তব্ধতা, উরুদেশের অবসাদ, উদরাধ্মান, জ্বর, শূল, অঙ্গমর্দ্দ, পার্শ্ববেদনা ও উৎবেষ্টনবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিকারার্থ নিম্নলিখিত ক্রম অবলম্বন করিবে। সৌবীরক, সুরা, এবং কুলশুঁঠ, কুলথকলায় ও যবের কাথসহ রাস্না, দারুহরিদ্রা ও লোধের কল্ক মিশাইয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় তৈলাদি স্নেহ, সৈন্ধবলবণ ও কাঁজি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে এই মিশ্রিত দ্রব্য অল্প উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলের কল্ক গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহবস্তি দিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ নিরূহ দ্রব্যের প্রত্যেকটীর সহিত তৈল পাক করিয়া সায়ং ভোজনের পর সেই তৈলদ্বয়ের কোন একটী তৈলের অনুবাসন বস্তি দিবে। ইহা দ্বারা বাতাবৃত স্নেহ প্রত্যাগত হইবে।

দাহরাগতৃষামোহতমকজ্বরদূষণৈঃ।
বিদ্যাৎ পিত্তাবৃতং স্বাদুতিক্তৈস্তং বস্তিভির্হরেৎ ॥

স্নেহ পিত্তদ্বারা আবৃত হইলে দাহ, দেহের রক্তবর্ণতা, পিপাসা, মোহ, তমকশ্বাস ও জ্বর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্নেহের নিঃসারণার্থ মধুর ও তিক্তদ্রব্যের নিরূহ প্রদান করিবে।

তন্দ্রাশীতজ্বরালস্যপ্রসেকারুচিগৌরবৈঃ।
সংমূর্চ্ছাগ্লানিভির্বিদ্যাৎ শ্লেষ্মণা স্নেহমাবৃতম্ ॥
কষায়কটুতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ সুরামূত্রোপসাধিতৈঃ।
ফলতৈলযুতৈঃ সাম্লৈর্বস্তিভিস্তং বিনির্হরেৎ ॥

তন্দ্রা, শীতজ্বর, আলস্য, মুখাদির প্রসেক, অরুচি, গাত্রগুরুতা, মূর্চ্ছা ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে জানিবে যে স্নেহ, শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হইয়াছে। ইহার প্রতিকারার্থ—সুরা ও গোমূত্রের সহিত কষায় কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের কল্ক পাক করিয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় মদনফলের কল্ক তৈল ও অম্লরস মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা স্নেহ প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

ছর্দ্দিমূর্চ্ছারুচিগ্লানিজ্বরশূলাঙ্গমর্দ্দনৈঃ।
আমলিঙ্গৈঃ সদাহৈস্তং বিদ্যাদত্যশনাবৃতম্ ॥
কটূনাং লবণানাঞ্চ কাথৈশ্চূর্ণৈশ্চ পাচনম্।
মৃদুর্বিরেকস্তত্রামবিহিতা চ ক্রিয়া হিতা ॥

স্নেহ অতিভুক্ত অন্ন দ্বারা আবৃত হইলে বমি, মূর্চ্ছা, অরুচি, গ্লানি, জ্বর, উদরে শূল বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, এবং আমজনিত লক্ষণ সমূহ ও দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কটুদ্রব্যের ও লবণ দ্রব্যের কাথ ও চূর্ণ সেবন করাইয়া ভুক্তান্নের পরিপাক কর্ত্তব্য। ইহাতে মৃদুবিরেচন ও আমবিহিত চিকিৎসা হিতকর।

বিণ্মূত্রানিলসঙ্গার্ত্তিগুরুত্বাধ্মানহৃদ্গ্রহৈঃ।
স্নেহং বিড়াবৃতং জ্ঞাত্বা স্নেহস্বেদৈঃ সবর্ত্তিভিঃ॥
শ্যামাবিল্বাদিসিদ্ধৈশ্চ নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।
নির্হরেদ্বিধিনা সম্যগুদাবর্ত্তহরেণ চ॥

মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা, বেদনা, শরীরের গুরুতা, উদরাধ্মান ও হৃদয়ে বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে বুঝিবে যে স্নেহ, পুরীষ দ্বারা আবৃত হইয়াছে। স্নেহবস্তির স্নেহ পুরীষাবৃত হইলে স্নেহস্বেদ ও বর্ত্তিপ্রয়োগ করিবে। শ্যামমূলা তেউড়ী ও বিল্বাদি পঞ্চ মূলের কাথ ও কল্কসহ নিরূহ অথবা এই কাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া তাহার অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। কিংবা উদাবর্ত্ত নাশক চিকিৎসা করিবে। ইহা দ্বারা স্নেহ প্রত্যাগত হইবে।

অভুক্তে শূন্যপায়ৌ বা বেগাৎ স্নেহোঽতিপীড়িতঃ।
ধাবত্যূর্দ্ধং ততঃ কণ্ঠাদূর্দ্ধেভ্যঃ খেভ্য এত্যপি॥
মূত্রশ্যামাত্রিবৃৎসিদ্ধো যবকোলকুলত্থবান্।
তৎসিদ্ধতৈলমিষ্টোঽত্র নিরূহঃ সানুবাসনঃ॥

অভুক্ত ব্যক্তিকে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে পায়ুদেশের শূন্যতা হেতু সেই স্নেহ অতিপীড়িত হইয়া বেগে উর্দ্ধগত হয় এবং কণ্ঠোর্দ্ধগত স্রোতঃ (মুখনাসাদি) দিয়া বহির্নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শ্যামমূলা তেউড়ী, অরুণমূলা তেউড়ী, যব, কুলশুঁঠ, কুলথ কলায় এবং গোমূত্র ইহাদের কাথ দ্বারা নিরূহবস্তি অথবা উহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে।

কণ্ঠাদাগচ্ছতঃ স্তম্ভঃ কণ্ঠগ্রহবিরেচনৈঃ।
ছর্দ্দিঘ্নীভিঃ ক্রিয়াভিশ্চ তস্য কুর্য্যান্নিবর্ত্তনম্॥

কণ্ঠদেশ দিয়া উক্ত স্নেহ নির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ কণ্ঠদেশ টিপিয়া ধরিয়া স্নেহনির্গম বন্ধ করিয়া দিবে। পরে বিরেচন ও বমননাশক চিকিৎসা করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা স্নেহ নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিঃসৃতঃ।
সর্ব্বোঽল্পো বাবৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যঃ স বিজানতা॥

স্নেহ আবৃত হওয়ায় যদি সমস্ত বা অল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয় এবং তজ্জন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই স্নেহকে উপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ তাহার নিঃসারণের জন্য কোন প্রতিকার না করিয়া রুক্ষকর্ম্ম করিবে।

মুক্তস্নেহং দ্রবোষ্ণঞ্চ লঘু পথ্যোপসেবনম্।
ভুক্তবান্মাত্রয়া ভোজ্যমনুবাস্যস্ত্র্যহাৎ ত্র্যহাৎ॥
ধান্যনাগরসিদ্ধঞ্চ তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
ব্যুষিতায় নিশাঃ কল্যমুষ্ণং বা কেবলং জলম্॥

আবৃত বস্তিস্নেহ প্রত্যাগত হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগিকে দ্রব, উষ্ণ ও লঘুপাক পথ্য উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করাইয়া তিন তিন দিন অন্তর অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবেন; এবং পানার্থ ধনে ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল পর্য্যুসিত করিয়া প্রদান করিবে, কিংবা কেবল উষ্ণ জল পান করিতে দিবে।

স্নেহাজীর্ণং জরয়তি শ্লেষ্মাণঞ্চ ভিনত্তি চ।
মারুতস্যানুলোম্যঞ্চ কুর্য্যাদুষ্ণোদকং নৃণাম্॥
বমনে চ বিরেকে চ নিরূহে সানুবাসনে।
তস্মাদুষ্ণোদকং সেব্যং বাতশ্লেষ্মপ্রশান্তয়ে॥

উষ্ণজল পান করিলে তাহা অজীর্ণস্নেহকে জীর্ণ করে, শ্লেষ্মাকে ভিন্ন করে ও বায়ুর অনুলোম করে। অতএব বমন, বিরেচন, নিরূহ ও অনুবাসনে বাতশ্লেষ্মার শান্তি জন্য উষ্ণজল পান করিবে।

রূক্ষনিত্যস্তু দীপ্তাগ্নির্ভৃশং ব্যায়ামপীড়িতঃ।
বঙ্‌ক্ষণশ্রোণ্যুদাবর্ত্তবাতার্ত্তাশ্চ দিনে দিনে॥
এষাঞ্চাশু জরাং স্নেহো যাত্যম্বু সিকতাস্বিব।
অতোঽন্যেষাং ত্র্যহাৎ প্রায়ঃ স্নেহং পচতি পাবকঃ॥

যে সকল ব্যক্তি নিত্য রূক্ষসেবী, দীপ্তাগ্নি, অত্যন্ত ব্যায়াম-পীড়িত, বঙ্ক্ষণ ও শ্রোণীগত বাত পীড়িত, ও উদাবর্ত্তযুক্ত, তাহাদের নিত্যসেবিত স্নেহ বালুকারাশি পতিত জলের ন্যায় আশু জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির স্নেহ জঠরাগ্নির দ্বারা জীর্ণ হইতে তিন দিন সময় লাগে।

নত্বামং প্রণয়েৎ স্নেহং স হ্যভিষ্যন্দয়েদ্‌গুদম্।
সাবশেষঞ্চ কুর্ব্বীত বায়ুঃ কোষ্ঠে হি তিষ্ঠতি॥
ন চৈব গুদকণ্ঠাভ্যাং দদ্যাৎ স্নেহমনন্তরম্।
সঙ্গতঃ স হ্যভয়তো বাতমগ্নিঞ্চ দূষয়েৎ॥
স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ।
উৎক্লেশাগ্নিবধৌ স্নেহান্নিরূহাৎ পবনাদ্ভয়ম্॥
তস্মান্নিরূঢ়ঃ স্নেহ্যঃ স্যান্নিরূহ্যশ্চানুবাসিতঃ।
স্নেহশোধনযুক্ত্যৈবং বস্তিকর্ম্ম ত্রিদোষনুৎ॥

অনুবাসনার্থ আমস্নেহ, অর্থাৎ অপক্ক তৈলাদি কখন প্রয়োগ করিবে না। কারণ অপক্ক তৈল দ্বারা গুহ্যদেশ অভিষ্যন্দিত হইয়া থাকে। বস্তিমধ্যস্থ সমস্ত স্নেহ একবারে প্রয়োগ না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে। কারণ কোষ্ঠে বায়ু অবস্থিতি করে। গুহ্যদেশ ও মুখ দ্বারা এক সময়ে স্নেহ প্রয়োগ করিবে না। কারণ একসঙ্গে উভয় পথে স্নেহ প্রযুক্ত হইলে তাহা উভয়দিকে সংসক্ত হইয়া বায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া থাকে। স্নেহবস্তি বা নিরূহ উভয়ের একটির অতি প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু কেবল স্নেহবস্তি উপর্য্যুপরি প্রয়োগ করিলে সেই স্নেহদ্বারা উৎক্লেশ ও অগ্নি নাশ হয় এবং কেবল নিরূহ প্রয়োগ করিলে বায়ু কুপিত হয়। অতএব নিরূহ ব্যক্তিকে স্নেহ বস্তি দ্বারায় স্নিগ্ধ করিবে এবং অনুবাসিত ব্যক্তিকে পুনরায় নিরূহ বস্তি প্রদান করিবে। এইরূপ স্নেহশোধন যুক্তি দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে।

কর্ম্মব্যায়ামভারাধ্বযানস্ত্রীকর্ষিতেষু চ।
দুর্ব্বলে বাতভগ্নে চ মাত্রাবস্তিঃ সদা মতঃ॥

যাহারা শ্রমজনক কর্ম্ম, ব্যায়াম, ভারবহন, পথশ্রম, যানে ভ্রমণ বা স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা কর্ষিত অথবা যাহারা দুর্ব্বল বা বাতভগ্ন তাহাদের পক্ষে মাত্রাবস্তিই সর্ব্বদা প্রশস্ত।

হ্রস্বায়াঃ স্নেহমাত্রায়া মাত্রাবস্তিঃ সমো ভবেৎ।
যথেষ্টাহারচেষ্টস্য সর্ব্বকালং নিরত্যয়ঃ॥
বল্যং সুখোপচর্য্যঞ্চ সুখং সৃষ্টপুরীষকৃৎ।
স্নেহমাত্রাবিধানং হি বৃংহণং বাতরোগনুৎ॥

মাত্রাবস্তি স্নেহের হ্রস্বমাত্রায় সমান হয় অর্থাৎ যে বস্তিতে অল্পমাত্রায় স্নেহ প্রযুক্ত হয়, তাহাকে মাত্রাবস্তি বলে। যথেচ্ছ আহারবিহারপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে এই মাত্রাবস্তি সকল সময়েই নিরাপদ। ইহা বলকর, সুখোপচর্য্য, সুখজনক, মলনিঃসারক, বৃংহণ ও বাতরোগ নাশক।

তত্র শ্লোকৌ ঃ

বাতাদীনাং শমায়োক্তাঃ প্রবরাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
তেষাঞ্চাজ্ঞপ্রযুক্তানাং ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥
প্রাগ্ভোজ্যং স্নেহবস্তের্যদ্ ধ্রুবং যেঽহাস্ত্র্যহাচ্চ যে।
স্নেহবস্তিবিধিশ্চোক্তো মাত্রাবস্তিবিধিস্তথা॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
স্নেহব্যাপদিকী সিদ্ধির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

বাতাদি দোষের প্রশমনার্থ শ্রেষ্ঠ স্নেহবস্তি, অজ্ঞব্যক্তিপ্রযুক্ত স্নেহবস্তির ব্যাপদ ও তাহাদের চিকিৎসা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। স্নেহবস্তির পূর্ব্বে যাহা ভোজ্য, যাহারা বস্তি প্রয়োগের যোগ্য, যে সকল ব্যক্তিকে তিন দিন পরে বস্তি দিতে হয়, তাহাদের বিষয় এবং স্নেহবস্তির বিধি ও মাত্রাবস্তিও এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

স্নেহব্যাপদিকী সিদ্ধি নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নেত্রবস্তিব্যাপদিকীং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা নেত্রবস্তি ব্যাপদিকীসিদ্ধিনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

অথ নেত্রাণি বস্তীংশ্চ শৃণু বর্জ্জ্যানি কর্ম্মসু।
নেত্রস্যাজ্ঞপ্রণীতস্য ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥

বস্তিকার্য্যে যে প্রকার বস্তিনল ও বস্তিপুট বর্জ্জনীয় তাহা এবং অজ্ঞপ্রদত্ত বস্তিনেত্রজনিত ব্যাপদ্ ও তাহার চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হ্রস্বং দীর্ঘং তনু স্থূলং জীর্ণং শিথিলবন্ধনম্।
পার্শ্বোচ্ছ্রিতং তথা বক্রমষ্টৌ নেত্রাণি বর্জ্জয়েৎ॥
অপ্রাপ্ত্যতিগতিক্ষোভকর্ষণক্ষণনস্রবাঃ।
গুদপীড়া গতির্জিহ্মা তেষাং দোষা যথাক্রমম্॥

যে বস্তিনেত্র হ্রস্ব, দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, স্থূল, জীর্ণ, শিথিলবন্ধন, পার্শ্বদেশে উন্নত ও বক্র তাহা পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ বস্তিনলের অপ্রাপ্তি, অতিগতি, ক্ষোভ, কর্ষণ, ক্ষনন, স্রাব, গুহ্যপীড়া ও বক্রগতি যথাক্রমে এই আটটি দোষ। অর্থাৎ বস্তির নল ছোট হইলে বস্তিপুটস্থ দ্রব পদার্থ যথাস্থানে যাইতে পারে না। দীর্ঘ হইলে দ্রবপদার্থ অধিক দূরে গমন করে। সূক্ষ্ম হইলে উহার ক্ষোভ হয়। স্থূল হইলে মলমার্গের কর্ষণ, জীর্ণ হইলে গুহ্য-নাড়ীতে ক্ষত, শিথিলবন্ধন হইলে বন্ধনস্থান দিয়া দ্রবপদার্থের স্রাব, পার্শ্বোন্নত হইলে গুহ্যদেশে বেদনা এবং বক্র হইলে দ্রবপদার্থের বক্রগতি হইয়া থাকে।

বিষমমাংসলচ্ছিদ্রস্থূলজালকবাতলাঃ।
ছিন্নঃ ক্লিন্নশ্চ তানষ্টৌ বস্তীন্ কর্ম্মসু বর্জ্জয়েৎ॥
গতিবৈষম্যবিস্রস্বস্রাবদৌর্গ্রাহ্যনিস্রবাঃ।
ফেনিলচ্যুতধার্য্যত্বং বস্তেঃ স্যাদ্ বস্তিদোষতঃ॥

যে সকল বস্তির অর্থাৎ বস্তিপুটকের চর্ম্ম বিষম, মাংসযুক্ত, ছিদ্রান্বিত, স্থূল, শিরাজাল-বিশিষ্ট, বাতল (বাতপ্রধান পশুর বস্তিজাত), ছিন্ন ও ক্লিন্ন সেই সকল বস্তি বস্তিকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। বস্তিচর্ম্মের দোষহেতু গতিবৈষম্য, বিস্রত্ব, স্রাব, দুর্গ্রহণীয়তা, নিঃস্রব, ফেনিলত্ব, চ্যুতত্ব ও ধার্য্যত্ব এই সকল দোষ যথাক্রমে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বস্তিচর্ম্ম বিষম হইলে বস্তিস্থ দ্রবপদার্থের গতিবৈষম্য, মাংসযুক্ত হইলে দ্রবপদার্থের দুর্গন্ধতা, ছিদ্রযুক্ত হইলে দ্রবের স্রাব, স্থূল হইলে কষ্টে গ্রহণ, শিরাজালবিশিষ্ট হইলে দ্রবের নিঃস্রব, বাতল হইলে দ্রবের ফেনিলত্ব, ছিন্ন হইলে দ্রবের চ্যুতি ও ক্লিন্ন হইলে দ্রবপদার্থের ধার্য্যত্ব (বস্তিতে জড়াইয়া যাওয়া) এই সকল দোষ ঘটে।

সবাতাতিদ্রুতোৎক্ষিপ্ততির্য্যগুৎক্ষিপ্তকম্পিতাঃ।
অতিবাহ্যগমন্দাতিবেগদোষাঃ প্রণেতৃতঃ॥

অজ্ঞ প্রণীত বস্তিতে নিম্নলিখিত দোষ ঘটিয়া থাকে। সবাতবস্তি প্রয়োগ (বস্তিস্থ সমস্ত দ্রবপদার্থের প্রয়োগ), অতি দ্রুতত্ব (তাড়াতাড়ি), উৎক্ষিপ্ততা, তির্য্যক্ ভাবে উৎক্ষেপ, কম্পন, নেত্রের অতি বাহ্যগত্ব, মন্দবেগ ও অতিবেগ এই আট প্রকার দোষ হইয়া থাকে।

অনুচ্ছ্বাস্যানুবন্ধে বা দত্তে নিঃশেষ এব বা।
প্রবিশ্য কুপিতো বায়ুঃ শূলতোদকরো ভবেৎ॥
তত্রাভ্যঙ্গো গুদে স্বেদো বাতঘ্নান্যশনানি চ॥

বস্তিনলের মুখ উচ্ছ্বাসিত না করিয়া বস্তি প্রদান করিলে বা নিঃশেষে সবাতবস্তি প্রদান করিলে, বস্তিপুটস্থিত বায়ু উদরে প্রবেশ করিয়া শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনা জন্মায়। এইরূপ অবস্থায় অভ্যঙ্গ, গুহ্যদেশের স্বেদ ও বায়ুনাশক অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

দ্রুতং প্রণীতে নিষ্কৃষ্টে সহসোৎক্ষিপ্ত এব বা।
স্যাৎ কটীগুদজঙ্ঘার্ত্তিবস্তিস্তম্ভোরুবেদনাঃ॥
ভোজনং তত্র বাতঘ্নং স্নেহস্বেদাঃ সবস্তয়ঃ॥

বস্তি দ্রুতবেগে প্রয়োগ করিলে বা দ্রুতবেগে নিষ্কৃষ্ট হইলে (তাড়াতাড়ি বাহির করিলে) কিংবা সহসা উৎক্ষিপ্ত হইলে, কটী গুহ্যদেশ ও জঙ্ঘাতে বেদনা, বস্তিদেশের স্তব্ধতা ও উরুদ্বয়ে বেদনা হয়। এরূপ স্থলে বাতঘ্ন ভোজনদ্রব্য স্নেহ স্বেদ ও বস্তি প্রয়োগ করিবে।

তির্য্যগ্বল্যাবৃতদ্বারে বন্ধেনাপি ন গচ্ছতি।
নেত্রং তদূর্দ্ধং নিষ্কৃষ্য সংশোধ্য চ পুনর্নয়েৎ॥
পীড্যমানেঽন্তরা মুক্তে গুদে প্রতিহতোঽনিলঃ।
উরঃশিরোঽর্ত্তিমূর্ব্বোশ্চ সদনং জনয়েদ্বলী॥
বস্তিঃ স্যাৎ তত্র বিল্বাদিফলশ্যামাদিমূত্রবান্॥

তির্য্যকভাবে স্থিত বলি দ্বারা গুহ্যদেশ আবৃত হইলে এবং বস্তির নল তির্যকভাবে বদ্ধ হইলে বস্তিগত দ্রবপদার্থ ভিতরে প্রবেশ করে না। এই অবস্থায় বস্তির নল বাহির করিয়া তাহার তির্য্যক বন্ধন মোচন করতঃ উপযুক্তরূপে বন্ধন পূর্ব্বক পুনরায় বস্তি প্রদান করিবে। তাহা না করিয়া বস্তিপুট টিপিলে বস্তিগত দ্রবপদার্থ গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সমস্ত

দ্রবপদার্থ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে বস্তির নল নিষ্কাশিত হওয়ায় বায়ু গুহ্যনাড়ীতে প্রতিহত ও বলবান্ হইয়া হৃদয় ও মস্তকে বেদনা এবং উরুদ্বয়ে অবসাদ ঘটাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বিল্বাদি পঞ্চমূল, মদনফল ও শ্যামাদিগণ ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্র একত্র যথাবিধি পাক করিয়া তাহাতে স্নেহ ও সৈন্ধবলণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রদান করিবে।

স্যাদ্দাহো দবথুঃ শোফঃ কম্পনাভিহতে গুদে।
কষায়মধুরা শীতাঃ সেকাস্তত্র সবস্তয়ঃ॥

বস্তিপুট টিপিবার সময়ে হাত কাঁপিয়া গেলে, বস্তিনল দ্বারা গুহ্যদেশ আহত হয়। তজ্জন্য দাহ, নয়নাদিতে সন্তাপ ও শোথ হয়। এইরূপ অবস্থায় কষায় মধুররসান্বিত শীতবীর্য্য দ্রব্যের পরিষেক ও বস্তি প্রদান করিবে।

অতিমাত্রপ্রণীতেন নেত্রেণ ক্ষণনাদ্বলেঃ।
স্যাৎ সার্ত্তিদাহনিস্তোদগুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্॥
তত্র সর্পিঃ পিচুঃ ক্ষীরং পিচ্ছাবস্তিশ্চ শস্যতে॥

বস্তির নল অতিমাত্র প্রদত্ত হইলে তদ্দ্বারা গুহ্যদেশের বলিতে ক্ষত হয়। তজ্জন্য বেদনা, দাহ, তোদ ও গুরুমলের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে ঘৃত সংযুক্ত পিচু, দুগ্ধ ও পিচ্ছাবস্তি প্রশস্ত।

ন বা বহতি মন্দস্তু বাহ্যস্ত্বাশু নিবর্ত্ততে।
স্নেহস্তত্র পুনঃ সম্যক্ প্রণেয়ঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা॥
অতিপ্রপীড়িতঃ কোষ্ঠে তিষ্ঠত্যায়াতি বা গলম্।
তত্র বস্তির্বিরেকশ্চ গলপীড়াদিকর্ম্ম চ॥

বস্তি মন্দবেগে প্রয়োগ করিলে বস্তিস্থ দ্রবপদার্থ অভ্যন্তরে যাইতে পারে না, কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সিদ্ধিলাভার্থ পুনরায় স্নেহবস্তি সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিবে। অতিবেগে বস্তি প্রয়োগ করিলে বস্তিস্থ দ্রব পদার্থ কোষ্ঠে অবস্থান করে বা গলদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় বস্তি-প্রয়োগ, বিরেচন এবং গলপীড়াদি (গলা টিপিয়া ধরা) কর্ম্ম প্রশস্ত।

তত্র শ্লোকঃ।

নেত্রবস্তিপ্রণেতৃণাং দোষানেতান্ সভেষজান্।
বেত্তি তত্ত্বেন মতিমান্ বস্তিকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
নেত্রব্যাপদিকী সিদ্ধির্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

বস্তির নেত্র, বস্তি, অজ্ঞপ্রণীত বস্তির দোষ ও তাহার চিকিৎসা যে মতিমান ব্যক্তি যথার্থ অবগত আছেন তিনিই বস্তিকর্ম্ম করিবেন।

নেত্রব্যাপদিকী সিদ্ধি নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা বমনবিরেচন ব্যাপৎসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

অথ শোধনয়োঃ সম্যগ্বিধিমূর্দ্ধানুলোময়োঃ।
অসম্যক্কৃতয়োশ্চৈব দোষান্ বক্ষ্যামি সৌষধান্ ॥

ঊর্দ্ধশোধন (বমন) ও অনুলোমশোধনের (বিরেচনের) সম্যক বিধি, অসম্যক্কৃত বমন বিরেচনের দোষ ও তাহাদের প্রতিকারার্থ ঔষধ বর্ণন করিব।

অত্যুষ্ণবর্ষশীতা হি গ্রীষ্মবর্ষাহিমাগমাঃ।
তদন্তরে প্রাবৃড়াদ্যাস্তেষাং সাধারণাস্ত্রয়ঃ ॥

প্রধান ঋতু তিনটি—গ্রীষ্ম বর্ষা ও শিশির। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত উষ্ণ, বর্ষকালে অত্যন্ত বৃষ্টি ও শিশিরকালে অত্যন্ত শীত হইয়া থাকে। এই তিনটি ঋতুর মধ্যে প্রাবৃট্ শরৎ ও বসন্ত নামে অপর তিনটি ঋতু আছে। এই ঋতুত্রয় সাধারণ লক্ষণান্বিত। অর্থাৎ প্রাবৃট-কাল নাত্যুষ্ণ বর্ষান্বিত ; শরৎকাল নাতিবর্ষান্বিত এবং বসন্তকাল নাতি শীতোষ্ণ।

প্রাবৃট্ শুচির্নভা জ্ঞেয়ৌ শরদূর্জ্জঃ সহাঃ পুনঃ।
তপস্যশ্চ মধুশ্চৈব বসন্তঃ শোধনং প্রতি ॥
এতানৃতূন্ বিচিন্ত্যৈব দদ্যাৎ সংশোধনং নৃণাম্।
স্বস্থবৃত্তমভিপ্রেত্য ব্যাধৌ ব্যাধিবশেন তু ॥
কর্ম্মণাং বমনাদীনামন্তরেষ্বন্তরেষু চ।
স্নেহস্বেদৌ প্রযুঞ্জীত স্নেহাদ্যন্তে প্রযোজয়েৎ ॥

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস প্রাবৃটকাল ; কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস শরৎকাল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। এই সাধারণ ঋতুত্রয় শোধন কার্য্যে প্রশস্ত। মনুষ্যদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ এই তিনটি ঋতু লক্ষ্য করিয়া শোধনক্রিয়া করিবে। কিন্তু কোন রোগ উপস্থিত হইলে সেই রোগানুসারে সাধারণ ব্যতীত তাহার মধ্যে মধ্যে (বর্ষা শিশির ও গ্রীষ্ম ঋতুতে) বমন বিরেচন প্রদান করিবে। বমন বিরেচনের পূর্ব্বে স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং স্নেহাদি প্রয়োগের পরে বমন বিরেচন দিবে।

বীসর্পপিড়কাশোফকামলাপাণ্ডুরোগিণঃ।
অভিঘাতবিষার্ত্তাংশ্চ নাতিস্নিগ্ধান্ বিরেচয়েৎ ॥

নাতিস্নিগ্ধশরীরায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্।
স্নেহোৎক্লিষ্টশরীরায় রুক্ষং দদ্যাদ্বিরেচনম্॥

বিসর্প, পীড়কা, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং অভিঘাতার্ত্ত ও বিষভোজী ব্যক্তিদিগকে অতিস্নিগ্ধ না করিয়া বিরেচন দিবে। নাতিস্নিগ্ধশরীর ব্যক্তিদিগকে স্নেহ বিরেচন এবং স্নেহোৎক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে রুক্ষবিরেচন দিবে।

স্নেহস্বেদোপপন্নেন জীর্ণে মাত্রাবদৌষধম্।
একাগ্রমনসা পীতং সম্যগ্‌যোগায় কল্পতে॥
স্নিগ্ধাৎ পাত্রাদ্‌যথা তোয়মযত্নেন প্রণুদ্যতে।
কফাদয়ঃ প্রণুদ্যন্তে স্নিগ্ধাদ্দেহাৎ তথৌষধৈঃ॥
আর্দ্রকাষ্ঠং যথা বহ্নির্বিষ্যন্দয়তি সর্ব্বতঃ।
তথা স্নিগ্ধস্য বৈ দোষান্ স্বেদো বিষ্যন্দয়েৎ স্থিরান্॥
ক্ষারোৎক্লিষ্টো যথা বস্ত্রে মলঃ সংশোধ্যতেঽম্ভসা।
স্নেহস্বেদৈস্তথোৎক্লেশ্য শোধ্যতে শোধনৈর্ম্মলঃ॥

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে রোগী স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন হইয়া একান্ত মনে উপযুক্ত মাত্রায় সংশোধন ঔষধ পান করিলে সংশোধনের সম্যগ্ যোগ হইয়া থাকে। তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য দ্বারা অভ্যক্ত পাত্র হইতে যেমন অনায়াসেই জল নিষ্কাশিত হয়, সেইরূপ স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ শরীরে সংশোধন ঔষধ পান করিলে বিনাক্লেশে কফাদি নিঃসারিত হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ হইতে তাহার জলীয় অংশকে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়, স্বেদ দ্বারাও সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তরস্থ দোষ সকল অভিষ্যন্দিত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্রকে ক্ষারধারা জলে ধৌত করিলে তাহা যেমন বিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ শরীরস্থ মল স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়া সংশোধন ঔষধ দ্বারা বিশুদ্ধ (নিঃসারিত) হইয়া থাকে।

অজীর্ণে বর্দ্ধতে গ্লানির্বিবন্ধশ্চাপি জায়তে।
পীতং সংশোধনঞ্চৈব বিপরীতং প্রবর্ত্ততে॥

অজীর্ণাবস্থায় সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীরের গ্লানি বর্দ্ধিত হয়, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা জন্মে এবং পীত ঔষধ বিপরীতভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অল্পমাত্রং মহাবেগং বহুদোষহরং সুখম্।
লঘুপাকং সুখাস্বাদং প্রীণনং ব্যাধিনাশনম্॥
অবিকারাবিপন্নঞ্চ নাতিগ্লানিকরঞ্চ যৎ।
গন্ধবর্ণরসোপেতং বিদ্যান্মাত্রাবদৌষধম্॥

যে সংশোধন ঔষধ মাত্রায় অল্প হইলেও মহাবেগবান্, বহুদোষ নাশক, সুখকর, লঘুপাক, সুখসেব্য, প্রীতিপ্রদ, ব্যাধিনাশক, অবিকারী, অবিপন্ন, নাতিগ্লানিকর, এবং যথোপযুক্ত গন্ধবর্ণ রসান্বিত হয়, সেই ঔষধকে মাত্রাবৎ (উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত) বলিয়া জানিবে।

বিধূয় মানসান্ দোষান্ কামক্রোধভয়াদিকান্ ।
একাগ্রমনসা পীতং সম্যগ্ যোগায় কল্পতে ॥

কাম, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি মানস দোষ সকল ত্যাগ করিয়া একাগ্র মনে সংশোধন ঔষধ পান করিলে, তাহার সম্যগ্ যোগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিকে কল্য বমন ঔষধ পান করাইতে হইবে, তাহাকে তাহার পূর্ব্বদিন কফবর্দ্ধক আহার্য্য প্রদান করিবে। আর যে ব্যক্তিকে পরদিন বিরেচন ঔষধ সেবন করাইতে হইবে তাহাকে তৎপূর্ব্বদিনে লঘুপাক, দ্রববহুল ও সুখজারক পথ্য দিবে, এইরূপ আহার দ্বারা কফের উৎক্লেশ ও অল্পতা হেতু দোষ সকল শীঘ্রই নির্গত হইয়া থাকে।

নরঃ শ্বো বমনং পাতা ভুঞ্জীত কফবর্দ্ধনম্ ।
সুজরং দ্রবভূয়িষ্ঠং লঘু পীতং বিরেচনম্ ॥
উৎক্লিষ্টাল্পকফত্বেন ক্ষিপ্রং দোষাঃ স্রবন্তি হি ॥
পীতৌষধস্য তু ভিষক্ শুদ্ধিলিঙ্গানি লক্ষয়েৎ ॥
ঊর্দ্ধং কফানুগে পিত্তে বিট্ পিত্তানুগতে ত্বধঃ ।
হৃতদোষং বদেৎ কার্শ্যং দৌর্ব্বল্যং চাত্মলাঘবম্ ॥
বাময়েৎ তু ততঃ শেষমৌষধং ন ত্বলাঘবে ।
স্তৈমিত্যেঽনিলসঙ্গে চ নিরুদ্গারেঽপি বাময়েৎ ॥
আলাঘবাদণুত্বাচ্চ কফস্যাপৎ পরং ভবেৎ ।
বমিতে বর্দ্ধতে বহ্নিঃ শমং দোষা ব্রজন্তি চ ॥
বমিতং লঙ্ঘয়েৎ সম্যগ্ জীর্ণে লিঙ্গানি লক্ষয়েৎ ।
তানি দৃষ্ট্বা তু পেয়াদিক্রমং কুর্য্যান্ন লঙ্ঘনম্ ॥

চিকিৎসক সংশোধন ঔষধসেবী ব্যক্তির শুদ্ধি লক্ষণ লক্ষ্য করিবেন। বমন ঔষধ সেবনের পর বমন দ্বারা শেষে কফের পর পিত্ত নির্গত হইলে এবং বিরেচন ঔষধ সেবনের পর মল পিত্ত ও শেষে কফ নির্গত হইলে বুঝিবে যে দোষ সকল অপনীত হইয়াছে। সংশোধনের পর রোগীর শরীর কৃশ দুর্ব্বল ও লঘু বোধ হইলে পীত অবশিষ্ট ঔষধ বমন দ্বারা নিষ্কাশিত করিবে। কিন্তু শরীর লঘু না হইলে পীত ঔষধ বমন করাইবে না। আর স্তৈমিত্য, বায়ুর বিবদ্ধতা ও উদ্গার রাহিত্য (উদ্গার না উঠা) হইলেও বমন করাইবে। দেহের লঘুতা ও কফের অল্পতা না হওয়া পর্য্যন্ত বমন প্রযোজ্য, তাহার পরে বমন দিলে বিপদ্ ঘটে। সম্যক্রূপে বমন হইলে অগ্নি বর্দ্ধিত ও দোষের শান্তি হয়। বমিত ব্যক্তিকে সম্যক লঙ্ঘন দিয়া পীত ঔষধের জীর্ণলক্ষণ লক্ষ্য করিবে। জীর্ণলক্ষণ দেখিলে পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিবে। আর লঙ্ঘন দিবে না।

সংশোধনাভ্যাং শুদ্ধস্য হৃতদোষস্য দেহিনঃ ।
যাত্যগ্নির্ম্মন্দতাং তস্মাৎ ক্রমং পেয়াদিমাচরেৎ ॥

সংশোধনশুদ্ধ ব্যক্তির দোষ সকল হৃত হইলে তৎকালে অগ্নি দুর্ব্বল হয়। সেই জন্য পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিয়া অগ্নি বর্দ্ধিত করিবে।

কফপিত্তে বিশুদ্ধেঽল্পমদ্যপে বাতপৈত্তিকে।
তর্পণাদি ক্রমং কুর্য্যাৎ পেয়াভিষ্যন্দয়েদ্ধি তান্॥

সংশোধন (বমন বিরেচন) দ্বারা কফ ও পিত্ত অল্প বিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ সম্যক্ বিশুদ্ধ না হইলে রোগিকে পেয়াদি ক্রমে পথ্য না দিয়া তর্পণাদিক্রমে পথ্য দিবে। মদ্যপায়ী ও বাতপিত্তপীড়িত ব্যক্তিদিগকেও তর্পণ ব্যবস্থা করিবে। ইহাদিগকে তর্পণ না দিয়া পেয়াদি পথ্য দিলে তদ্দ্বারা দোষ অভিষ্যন্দিত হইয়া থাকে।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃডূর্জ্জো মনস্বিতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ॥

জীর্ণৌষধের লক্ষণ। বায়ুর অনুলোমতা, স্বাস্থ্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উৎসাহ, মনস্বিতা, দেহের লঘুত্ব, এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ও উদ্গারের বিশুদ্ধি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে জানিবে যে পীত ঔষধ জীর্ণ হইয়াছে।

ক্লমো দাহোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা।
অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

সাবশেষ (অজীর্ণ) ঔষধের লক্ষণ। ক্লম, দাহ, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, অরতি (অস্থির চিত্ততা) ও বলহানি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বুঝিবে পীত ঔষধ সম্যক জীর্ণ হয় নাই ; অবশিষ্ট আছে।

অকালেঽল্পাতিমাত্রঞ্চ পুরাণং ন চ ভাবিতম্।
অসম্যক্ সংস্কৃতঞ্চৈব ব্যাপদ্যেতৌষধং ধ্রুবম্॥

অকালে ঔষধ পান করিলে বা অল্প মাত্রায় কিংবা অধিক মাত্রায় ঔষধ পান করিলে, অথবা পুরাতন, অভাবিত (যাহাতে সেই ঔষধ দ্বারা ভাবনা দেওয়া হয় নাই) বা অসম্যক্ সংস্কৃত ঔষধ সেবন করিলে তাহাতে নিশ্চিত বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

আধ্মানং পরিকর্ত্তিশ্চ স্রাবো হৃদ্গাত্রয়োর্গ্রহঃ।
জীবাদানং সবিভ্রংশঃ স্তম্ভঃ সোপদ্রবঃ ক্লমঃ॥
অযোগাদতিযোগাচ্চ দশৈতা ব্যাপদো মতাঃ।
প্রেষ্যভৈষজ্যবৈদ্যানাং বৈগুণ্যাদাতুরস্য চ॥
শুদ্ধোৎক্লিষ্টেন দুর্গন্ধমহৃদ্যমতিবাধ্যতে॥

ঔষধের অযোগ বা অতিযোগ হেতু নিম্নলিখিত দশটী ব্যাপত্তি ঘটিয়া থাকে। যথা—উদরাধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, স্রাব (লালাদিস্রুতি), হৃদয় বেদনা, গাত্রবেদনা, জীবাদান, বিভ্রংশ, স্তব্ধতা, উপদ্রব ও ক্লান্তি। পরিচারক, ঔষধ, বৈদ্য ও রোগির বৈগুণ্য হেতু শুদ্ধ দোষও উৎক্লিষ্ট হওয়ায় দুর্গন্ধ ও অহৃদ্য হইয়া থাকে এবং রোগিকে দুঃখ প্রদান করে।

যোগঃ সম্যক্‌প্রবৃত্তিঃ স্যাদতিযোগোঽতিবর্ত্তনম্ ।
অযোগঃ প্রাতিলোম্যেন ন চাল্পং বা প্রবর্ত্তনম্ ॥

সম্যকযোগ, অতিযোগ ও অযোগের লক্ষণ। বমন বিরেচন ঔষধের সম্যক প্রয়োগ হইলে দোষের সম্যক প্রবৃত্তি, অতিযোগ হইলে অতিপ্রবৃত্তি এবং অযোগ হইলে প্রতিলোম ভাবে প্রবৃত্তি, অল্প প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

উৎক্লিষ্টশ্লেষ্ম দুর্গন্ধমহৃদ্যং নাতি বা বহু ।
বিরেচনমজীর্ণে চ পীতমূর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে ॥
ক্ষুধার্ত্তমৃদুকোষ্ঠাভ্যাং পীতং স্বল্পকফেন বা ।
তীক্ষ্ণং স্থিরং সংক্ষুভিতং বমনং স্যাদ্বিরেচনম্ ॥
প্রাতিলোম্যেন দোষাণাং হরণাৎ তে হৃকৃৎস্নশঃ ।
অযোগসংজ্ঞে কৃচ্ছ্রেণ যদাগচ্ছতি চাল্পশঃ ॥

অজীর্ণাবস্থায় বিরেচন ঔষধ সেবন করিলে, তাহা শ্লেষ্মাকে উৎক্লিষ্ট করিয়া অল্প বা বহুপরিমাণে দুর্গন্ধ ও অহৃদ্য বিরেচন ঊর্দ্ধদিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত্ত, মৃদুকোষ্ঠ অথবা স্বল্প কফান্বিত ব্যক্তিকে বমন ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা তীক্ষ্ণ, স্থিরগুণান্বিত ও সংক্ষুভিত হইয়া বিরেচনে পরিণত হয়। এইরূপ প্রতিলোমভাবে বমন বিরেচন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দোষ সকল নির্হৃত হয় না। সেই জন্য এই বমন ও বিরেচনের অযোগ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বমন ও বিরেচনের অযোগ হইলে দোষ সকল অতি কষ্টে নির্গত হয় বা অল্প অল্প নির্গত হয়।

পীতৌষধো ন শুদ্ধশ্চেজ্জীর্ণে তস্মিন্ পুনঃ পিবেৎ ।
ঔষধং ন ত্বজীর্ণেঽন্যত্তদ্ধং স্যাদতিযোগতঃ ॥
কোষ্ঠস্য গুরুতাং জ্ঞাত্বা লঘুত্বং বলমেব চ ।
অযোগে মৃদু বা দদ্যাদৌষধং তীক্ষ্ণমেব বা ॥
বমনং ন তু দুশ্ছর্দ্দ্যাং মৃদুকোষ্ঠে বিরেচনম্ ।
পায়য়েত্তৌষধং ভূয়ো হন্যাৎ পীতং পুনর্হি তৌ ॥

বমন বিরেচনার্থ ঔষধ সেবন করিয়া যদি রোগী বিশুদ্ধ না হয়, অর্থাৎ তাহার বমন বিরেচনের অপ্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্ব ঔষধ জীর্ণান্তে তাহাকে পুনর্ব্বার বমন বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু পূর্ব্বপীত ঔষধের অজীর্ণাবস্থায় পুনরায় সংশোধন ঔষধ সেবন করাইবে না। কারণ তাহাতে ঔষধের অতিযোগের ভয় থাকে। বমন ঔষধের যদি অযোগ হয়, তাহা হইলে রোগির কোষ্ঠের গুরুত্ব, লঘুত্ব এবং শারীরিক বল বুঝিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ বা মৃদু বমন ঔষধ পুনর্ব্বার পান করাইবে। কিন্তু দুর্ব্বমিত ব্যক্তিকে বমন ঔষধ সেবন করাইবে না। আর বিরেচনের যদি অযোগ হয়, তাহা হইলে মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ তদ্দ্বারা তাহাদের অতিযোগ হেতু প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

অস্নিগ্ধাস্বিন্নদেহে তু রুক্ষস্থানবমৌষধম্।
দোষানুৎক্লিশ্য নির্হর্তুমশক্তং জনয়েদ্গদান্॥
বিভ্রংশং শ্বয়থুং হিক্কাং তমসো দর্শনং তৃষম্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কণ্ডুমূর্ব্বোঃ সাদং বিবর্ণতাম্॥

অস্নিগ্ধ ও অস্বিন্নদেহ ব্যক্তিকে বা রুক্ষদেহ ব্যক্তিকে পুরাতন সংশোধন ঔষধ সেবন করাইলে সেই ঔষধ দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু নিষ্কাশিত করিতে পারে না। সেই উৎক্লিষ্ট দোষ চিত্তবিভ্রংশ, শোথ, হিক্কা, অন্ধকার দর্শন, পিপাসা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে বেদনা), কণ্ডু, উরুদ্বয়ের অবসাদ ও বিবর্ণতা এই সকল রোগ জন্মায়।

স্নিগ্ধস্বিন্নস্য চাত্যল্পং দীপ্তাগ্নেজীর্ণমৌষধম্।
শীতৈর্বা স্তব্ধমামৈর্বা দোষানুৎক্লিশ্য নাহরেৎ॥
তানেব জনয়েদ্রোগান্ ন যোগঃ সর্ব্ব এব সঃ।
বিজ্ঞায় মতিমাংস্তত্র যথোক্তাং কারয়েৎ ক্রিয়াম্॥
তং তৈললবণাভ্যক্তং স্বিন্নং প্রস্তরসঙ্করৈঃ।
পায়য়েত পুনর্জীর্ণে সমূত্রৈর্বা নিরূহয়েৎ॥
নিরূঢ়ঞ্চ রসৈর্ধন্বৈর্ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
ফলমাগধিকাদারুসিদ্ধতৈলেন মাত্রয়া॥
স্নিগ্ধং বাতহরৈঃ স্নেহৈঃ পুনস্তীক্ষ্ণেন শোধয়েৎ॥

স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত সংশোধন ঔষধ যদি জীর্ণ হইয়া যা বা শৈত্য সেবন দ্বারা অথবা আম দ্বারা যদি স্তব্ধ হয়, তাহা হইলেও সেবিত ঔষধ দো সকলকে কেবল উৎক্লিষ্ট করিয়া থাকে, নির্হরণ করিতে পারে না। তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত চিত্তবিভ্রংশ প্রভৃতি রোগও জন্মিয়া থাকে। ইহাকে অযোগ কহে। এইরূপ স্থলে বুদ্ধিমা চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত চিকিৎসা করিবেন। অযোগযুক্ত পুরুষকে লব মিশ্রিত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া প্রস্তর ও সঙ্কর স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। তৎপরে পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে বমন বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে। অথবা গোমূত্রযুক্ত নিরূ প্রদান করিবে। ইহাতে রোগী সম্যগ্ নিরূঢ় হইলে, তাহাকে জাঙ্গলমাংস রসের সহি অন্ন ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিবে। মদনফল, পিপুল ও দেবদারুর কল্ক ও কাথে সহিত তৈল পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেই তৈলের অনুবাসন প্রযোজ্য। বাতহর স্নে দ্বারা রোগিকে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে। (কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিবে না)।

অতিতীক্ষ্ণং ক্ষুধার্ত্তস্য মৃদুকোষ্ঠস্য ভেষজম্।
হৃত্বাশু বিট্পিত্তকফান্ ধাতূন্ বিস্রাবয়েদ্ দ্রবান্॥
বলস্বরক্ষয়ং দাহং কণ্ঠশোষং ভ্রমং তৃষাম্
কুর্য্যাচ্চ মধুরৈস্তত্র শেষমৌষধমুল্লিখেৎ॥

ক্ষুধার্ত্ত ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ তাহার মল পিত্ত ও কফকে হরণ করিয়া, দ্রবধাতুসমূহকে বিস্রাবিত করে এবং বলক্ষয়, স্বরভেদ, দাহ, কণ্ঠশোষ, ভ্রম ও পিপাসা উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় রোগিকে মধুরদ্রব্য সংযুক্ত বমন ঔষধ সেবন করাইয়া জীর্ণাবশিষ্ট বিরেচন ঔষধ বমন করাইবে।

বমনে তু বিরেকঃ স্যাদ্বিরেকে বমনং মৃদু।
পরিষেকাবগাহাদ্যৈঃ সুশীতৈঃ স্তম্ভয়েচ্চ তম্॥
কষায়মধুরৈঃ শীতৈরন্নপানৌষধৈস্তথা।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নৈর্দাহজ্বরহরৈরপি॥

বমনের অতিযোগে বিরেচন, এবং বিরেচনের অতিযোগে মৃদু বমন ঔষধ প্রযোজ্য। সুশীতল পরিষেক ও অবগাহনাদি দ্বারা; কষায় মধুর রসান্বিত শীতবীর্য্য অন্নপান ও ঔষধ দ্বারা এবং রক্তপিত্ত, অতিসার ও দাহজ্বর নাশক চিকিৎসা দ্বারা অতিযোগযুক্ত বমন ও বিরেচনকে স্তম্ভিত করিবে।

অঞ্জনং চন্দনোশীরমজ্জাসৃক্‌শর্করোদকম্।
লাজচূর্ণৈঃ পিবেন্মন্থমতিযোগহরং পরম্॥
শুঙ্গাভির্বা বটাদীনাং সিদ্ধাং পেয়াং সমাক্ষিকাম্।
বর্চ্চঃসাংগ্রাহিকৈঃ সিদ্ধং ক্ষীরং ভোজ্যঞ্চ দাপয়েৎ॥
জাঙ্গলৈর্বা রসৈর্ভোজ্যং পিচ্ছাবস্তিশ্চ শস্যতে।
মধুরৈরনুবাস্যশ্চ সিদ্ধেন ক্ষীরসর্পিষা॥

রসাঞ্জন, চন্দন, বেণার মূল বাটিয়া ছাগলের রক্ত ও চিনির জলের সহিত মিশাইবে। পরে তাহাতে খইচূর্ণ দিয়া মন্থ প্রস্তুত করিবে। এই মন্থ বিরেচনের অতিযোগনাশক। বট প্রভৃতি পঞ্চ কষায় বৃক্ষের শুঙ্গার কাথসহ পেয়া পাক করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া পান করিতে দিবে। মলসংগ্রাহক দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য পাক করিয়া তাহা ভোজনার্থ প্রদান করিবে। কিংবা ভোজনার্থ জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্ন খাওয়াইবে ও পিচ্ছা বস্তি দিবে। দুগ্ধোত্থিত ঘৃত মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ঘৃতের দ্বারা অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

বমনস্যাতিযোগে তু শীতাম্বুপরিষেচিতঃ।
পিবেৎ ফলরসৈর্মন্থং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্॥
সোদ্গারায়াং ভৃশং বম্যাং মূর্চ্ছায়াং ধান্যমুস্তয়োঃ।
সমধুকাঞ্জনং চূর্ণং লেহয়েন্মধুসংযুতম্॥
বমতোঽন্তঃপ্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহাঃ।
স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্যূষক্ষীররসৈর্হিতাঃ॥
ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ।
নিঃসৃতাস্তু তিলদ্রাক্ষাকল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ॥

বাগ্‌গ্রহানিলরোগেষু ঘৃতমাংসোপসাধিতাম্।
যবাগূং তনুকাং দদ্যাৎ স্নেহস্বেদৌ চ বুদ্ধিমান্॥

বমনের অতিযোগ হইলে রোগিকে শীতল জল দ্বারা পরিষিক্ত করিবে। তৎপরে লাজচূর্ণের মন্থ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দাড়িমাদি ফলের রস, ঘৃত মধু ও চিনি মিশাইয়া সেই মন্থ পান করিতে দিবে। অত্যন্ত বমনকালে যদি উদ্গার উঠে বা মূর্চ্ছা হয়, তাহা হইলে ধনে, মুতা, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইবে। বমন কালে জিহ্বা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে ঘৃত, অম্ল ও লবণ সংযুক্ত হৃদ্য যুষ এবং দুগ্ধ অথবা মাংসরস দ্বারা কবল ধারণ করাইবে। রোগির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অম্লফল খাইতে দিবে। আর অতি বমনে জিহ্বা যদি বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তিল ও দ্রাক্ষার কল্ক দ্বারা জিহ্বা প্রলিপ্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। বমন করিতে করিতে বাক্‌রোধ ও বাতজ রোগ উপস্থিত হইলে ঘৃত ও মাংসরসের সহিত পাত্‌লা যবাগূ পাক করিয়া তাহা রোগিকে খাওয়াইবে এবং স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিবে।

বমিতশ্চ বিরিক্তশ্চ মন্দাগ্নিশ্চ বিলঙ্ঘিতঃ।
অগ্নিপ্রাণবিবৃদ্ধ্যর্থং ক্রমং পেয়াদিমাচরেৎ॥

বমিত, বিরিক্ত, মন্দাগ্নি ও বিশেষরূপে লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে অগ্নি বল বৰ্দ্ধনার্থ পেয়াদি ক্রমে পথ্য সেবন করাইবে।

বহুদোষস্য রূক্ষস্য হীনাগ্নেরল্পমৌষধম্।
সোদাবর্ত্তস্য চোৎক্লিশ্য দোষান্মার্গান্ নিরুধ্য চ॥
ভৃশমাধ্মাপয়েন্নাভিং পৃষ্ঠপার্শ্বশিরোরুজাম্।
শ্বাসবিণ্মূত্রবাতানাং সঙ্গং কুর্য্যাচ্চ দারুণম্॥
অভ্যঙ্গস্বেদবর্ত্ত্যাদিঃ সনিরূহানুবাসনম্।
উদাবর্ত্তহরং সর্ব্বং কর্ম্মাধ্মাতস্য শস্যতে॥

বহুদোষান্বিত, রুক্ষ, ক্ষীণাগ্নি বা উদাবৰ্ত্ত পীড়িত ব্যক্তিকে অল্প বিরেচন ঔষধ পান করাইলে, সেই পীত ঔষধ দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট ও মার্গসকলকে রুদ্ধ করিয়া নাভিদেশকে অত্যন্ত আধ্মাপিত করে এবং পৃষ্ঠ পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা, শ্বাস, মলমূত্র ও বায়ুর দারুণ বিবন্ধ জন্মাইয়া থাকে। এই অবস্থায় অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বৰ্ত্তি প্রভৃতি এবং নিরূহ ও অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। আধ্মাত ব্যক্তির পক্ষে উদাবর্ত্ত নাশক সমস্ত চিকিৎসা হিতকর।

স্নিগ্ধেন গুরুকোষ্ঠেন সামে বলবদৌষধম্।
ক্ষামেণ মৃদুকোষ্ঠেন শ্রান্তেনাল্পবলেন বা॥
পীতং গত্বা গুদং সামমাশু দোষং নিরস্য চ।
তীব্রশূলাং সপিচ্ছাস্রাং করোতি পরিকর্ত্তিকাম্॥

স্নিগ্ধ, গুরুকোষ্ঠ, ক্ষীণ, মৃদুকোষ্ঠ, শ্রান্ত অথবা অল্পবল ব্যক্তিকে সামদোষে তীব্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা গুহ্যনাড়ীতে গমন পূৰ্ব্বক সত্বর ঐ সামদোষকে

নির্হরণ করিয়া তীব্রশূল, নির্য্যাসের ন্যায় পিচ্ছিল স্রাব ও পরিকর্ত্তিকা (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া) উৎপাদন করে।

লঙ্ঘনং পাচনং সামে রূক্ষোষ্ণং লঘু ভোজনম্।
বৃংহণীয়ো বিধিঃ সর্ব্বঃ ক্ষামস্য মধুরস্তথা॥

আমযুক্ত দোষে লঙ্ঘন, পাচন এবং রুক্ষ উষ্ণ ও লঘুপাক ভোজন প্রশস্ত ; ক্ষীণ রোগির আমযুক্তদোষে পুষ্টিকারক সমস্ত দ্রব্য ও মধুররস হিতকর।

আমাজীর্ণে তু বদ্ধশ্চেৎ ক্ষারোঽম্লং লঘু শস্যতে।
পুষ্পকাসীসমিশ্রং বা ক্ষারেণ লবণেন চ॥
সদাড়িমরসং সর্পিঃ পিবেদ্বাতেঽধিকে সতি।
দধ্যম্লং ভোজনে পানে সংযুক্তং দাড়িমত্বচা॥
দেবদারুতিলানাং বা কল্কমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষকদম্বৈর্বা শৃতং পয়ঃ॥
কষায়মধুরং বস্তিং পিচ্ছাবস্তিমথাপি বা।
যষ্টীমধুকসিদ্ধং বা স্নেহবস্তিং প্রদাপয়েৎ॥

আমাজীর্ণে যদি বিবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে ক্ষার অম্ল ও লঘুভোজন প্রদান করিবে। ইহাতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে পুষ্পকাসীসসংযুক্ত বা ক্ষার ও লবণ যুক্ত দাড়িমরসান্বিত ঘৃত পানার্থ প্রয়োগ করিবে। দাড়িমফলের ত্বকচূর্ণসংযুক্ত অম্লদধি পানে ও ভোজনে প্রয়োগ করিবে। অথচ দেবদারু ও তিলের কল্ক গরম জলের সহিত পান করাইবে। কিংবা অশ্বত্থছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, পাকুড়ের ছাল ও কদম্বছালের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অথবা কষায় মধুর রসান্বিত বস্তি, পিচ্ছাবস্তি বা যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ স্নেহবস্তি প্রদান করিবে।

অল্পস্তু বহুদোষস্য দোষানুৎক্লিশ্য ভেষজম্।
অল্পাল্পং স্রাবয়েৎ কণ্ডুং শোফকুষ্ঠানি গৌরবম্॥
কুর্য্যাচ্চাগ্নিবধোৎক্লেশস্তৈমিত্যারুচিপাণ্ডুতাঃ।
পরিস্রাবগতং দোষং শময়েদ্বাময়েত্তদা॥
স্নেহিতং বা পুনস্তীক্ষ্ণং পায়য়েচ্চ বিরেচনম্।
শুদ্ধে চূর্ণাসবারিষ্টান্ সংস্কৃতাংশ্চ প্রদাপয়েৎ॥

বহুদোষান্বিত ব্যক্তিকে অল্পমাত্রায় বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ তাহার দোষ সকলকে উৎক্লেশিত করিয়া মলমার্গ হইতে অল্প অল্প স্রাব করাইয়া থাকে ; এবং কণ্ডু, শোথ, কুষ্ঠ, গাত্রগুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, উৎক্লেশ, স্তৈমিত্য, অরুচি ও পাণ্ডুবর্ণতা এই সকল রোগ উপস্থিত করে। এইরূপ রোগিকে বমন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার পরিস্রাব দোষের শান্তি করিবে। অতঃপর পুনর্ব্বার তাহাকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ হইলে চূর্ণ, আসব ও অরিষ্ট সংস্কৃত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পীতৌষধস্য বেগানাং নিগ্রহান্মারুতাদয়ঃ।
কুপিতা হৃদয়ং গত্বা ঘোরং কুর্ব্বন্তি হৃদ্‌গ্রহম্‌॥
সহিক্কাশ্বাসপার্শ্বার্ত্তিদৈন্যলালাক্ষিবিভ্রমৈঃ।
জিহ্বাং খাদতি নিঃসংজ্ঞো দন্তান্‌ কিটিকিটাপয়ন্‌॥
ন গচ্ছেদ্বিভ্রমং তত্র বাময়েদাশু তং ভিষক্‌।
মধুরৈঃ পিত্তমূর্চ্ছার্ত্তং কটুভিঃ কফমূর্চ্ছিতম্‌॥
পাচনীয়ৈস্ততশ্চাস্য দোষশেষং বিপাচয়েৎ।
কায়াগ্নিঞ্চ বলঞ্চাস্য ক্রমেণাভিবিবর্দ্ধয়েৎ॥

বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া মলের বেগ উপস্থিত হইলে যদি সেই বেগ ধারণ করা যায়, তাহা হইলে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক উৎকট হৃদ্রোগ এবং হিক্কা, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, দীনতা, লালাস্রাব ও দৃষ্টিবিভ্রম রোগ উৎপাদন করে। রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া জিহ্বা দংশন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। এই প্রকার অবস্থা হইলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত না হইয়া আশু সেই রোগিকে বমন করাইবেন। মধুর রসান্বিত বমন ঔষধ দ্বারা পিত্তজ মূর্চ্ছার্ত্ত রোগিকে এবং কটুরসান্বিত বমন ঔষধ দ্বারা কফজ মূর্চ্ছার্ত্ত রোগিকে বমন করাইতে হইবে। তৎপরে দোষশেষের পরিপাকার্থ পাচনীয় ঔষধ ব্যবস্থা করিবে; এবং ক্রমশঃ কায়াগ্নি ও শারীরিক বল বর্দ্ধিত করিবে।

পবনেনাতিবমতো হৃদয়ং যস্য পীড্যতে।
তস্মৈ স্নিগ্ধাম্ললবণং দদ্যাৎ পিত্তকফে তথা॥

অতিরিক্ত বমন হেতু বায়ু কুপিত হইয়া যাহার হৃদয়কে পীড়িত করে, তাহাকে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ রসান্বিত ঔষধ প্রদান করিবে, এবং পিত্ত বা কফের প্রকোপ হইলে পিত্তনাশক বা কফনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পীতৌষধস্য বেগানাং নিগ্রহেণ কফেন বা।
রুদ্ধোঽতি চাবিশুদ্ধস্য গৃহ্ণাত্যঙ্গানি মারুতঃ॥
স্তম্ভবেপথুনিস্তোদসাদোদ্বেষ্টার্ত্তিমূর্চ্ছিতৈঃ।
তত্র বাতহরং সর্ব্বং স্নেহস্বেদাদি কারয়েৎ॥

বমন ঔষধ সেবনান্তে বমনের বেগ উপস্থিত হইলে যদি সেই বেগ ধারণ করা যায়, তাহা হইলে সেই বেগধারণ হেতু কফ কুপিত হইয়া বায়ুকে রুদ্ধ করে। বায়ু কফ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া স্তব্ধতা, কম্প, সূচীবেধবৎ বেদনা, অবসাদ, উদ্বেষ্টন ও মূর্চ্ছা দ্বারা সেই ব্যক্তির অঙ্গ সকলকে প্রপীড়িত করিয়া থাকে। এই অবস্থায় স্নেহ স্বেদ দ্বারা বাতনাশক ক্রিয়াই প্রশস্ত।

অতিতীক্ষ্ণং মৃদৌ কোষ্ঠে লঘুদোষস্য ভেষজম্‌।
দোষান্‌ হৃত্বা বিনির্ম্মথ্য জীবং হরতি শোণিতম্‌॥

মৃদুকোষ্ঠ ও অল্পদোষান্বিত ব্যক্তিকে অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ সেবন করাইলে, তাহা দোষ সকলকে হরণ করে এবং জীবশোণিতকে মন্থন করিয়া নিঃসারিত করিয়া থাকে।

তেনান্নং মিশ্রিতং দদ্যাদ্বায়সায় শুনেঽপি বা ।*
ভুঙ্ক্তে তচ্চেদ্বদেজ্জীবং ন ভুঙ্ক্তে পিত্তমাদিশেৎ ॥
শুক্লং বা ভাবিতং বস্ত্রমাধানং কোষ্ণবারিণা ।
প্রক্ষালিতং বিবর্ণং চেৎ পিত্তং শুদ্ধস্তু শোণিতম্ ॥

জীবরক্ত পরীক্ষা। সরক্ত বিরেচনে যে রক্ত নির্গত হয়, তাহা কাক বা কুক্কুরকে খাইতে দিবে। কাক বা কুক্কুর যদি সেই রক্ত পান করে, তাহা হইলে তাহা জীবরক্ত এবং যদি পান না করে তাহা হইলে সেই রক্তপিত্ত জানিবে।

অন্যরূপ পরীক্ষা যথা—বিরেচিত রক্ত শুক্লবস্ত্রে মাখাইয়া জলে ধৌত করিলে যদি সেই বস্ত্র বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা পিত্ত জীবরক্ত নহে। এবং যদি বিবর্ণ না হইয়া দাগশূন্য হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে সেই রক্ত জীবরক্ত।

তৃষ্ণামূর্চ্ছামদার্ত্তস্য কুর্য্যাদামরণাৎ ক্রিয়াম্ ।
তস্য পিত্তহরীং সর্ব্বামতিযোগে চ যা মতা ॥
মৃগগোমহিষাজানাং সদ্যস্কং জীবতামসৃক্ ।
পিবেজ্জীবাভিসন্ধানং জীবং তদ্ধ্যাশু গচ্ছতি ॥
তদেব দর্ভমৃদিতং রক্তং বস্তিং প্রদাপয়েৎ ॥
শ্যামাকাশ্মর্য্যবদরীদূর্ব্বাবীরৈঃ শৃতং পয়ঃ ।
ঘৃতমণ্ডাঞ্জনযুতং বস্তিং শীতং প্রদাপয়েৎ ॥
পিচ্ছাবস্তিং সুশীতং বা ঘৃতমণ্ডানুবাসনম্ ॥

জীবরক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ শোণিত বিরেচিত হইলে তাহার চিকিৎসা। বিরেচনের অতিযোগ হেতু যদি কেবল শুদ্ধ শোণিত নির্গত হইতে থাকে এবং সেজন্য রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, মূর্চ্ছার্ত্ত ও মদার্ত্ত হয়, তাহা হইলে সেই রোগির যতক্ষণ জীবন থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে পিত্তনাশক সমস্ত ক্রিয়াই প্রয়োগ করিবে ও বিরেচনের অতিযোগে যে সমস্ত ক্রিয়া উপকারী বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহাও ব্যবস্থা করিবে। জীবিত মৃগ, গো, মহিষ বা ছাগলের সদ্যোনিঃসৃত রক্ত পান করিতে দিবে। কারণ ঐ সকল পশুর রক্ত জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া উহা পান করিলে আশু জীবন রক্ষা হয়। ঐ মৃগাদির সদ্যঃ নিঃসৃত রক্ত কুশমূল কল্কের সহিত মর্দ্দিত করিয়া তাহার বস্তি প্রযোজ্য। অনন্তমূল, গাম্ভারীফল, কুলশুঁঠ, দূর্ব্বা ও ক্ষীরকাকোলী ইহাদের কল্কসহ চতুর্গুণ জলবিশিষ্ট দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃতমণ্ড ও রসাঞ্জন মিশাইয়া শীতল হইলে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা শীতল পিচ্ছাবস্তি ও ঘৃতমণ্ডের অনুবাসন দিবে।

গুদভ্রংশং কষায়ৈশ্চ স্তম্ভয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ।
সামগন্ধর্ব্বশব্দাংশ্চ সংজ্ঞানাশেঽস্য কারয়েৎ ॥

বিরেচনের অতিযোগ হেতু গুদভ্রংশ হইলে, বটাদিছালের কষায় দ্বারা তাহা শুদ্ধ করিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিবে। এবং অতিবিরেচন হেতু রোগির সংজ্ঞানাশ হইলে, তাহার কর্ণের নিকটে সামগান ও সঙ্গীত ধ্বনি করিবে।

যদা বিরেচনং পীতং বিড়ন্তরবতিষ্ঠতে।
বমনং ভেষজান্তং বা দোষানুৎক্লেশ্য নাবহেৎ ॥
তদা কুর্ব্বন্তি কণ্ড্বাদীন্ দোষাঃ প্রকুপিতা গদান্।
সবিভ্রংশানতস্তত্র স্যাদ্ যথাব্যাধি ভেষজম্ ॥

বিরেচন ঔষধ পান করার পরে যদি তাহা কেবল মাত্র মল নিঃসারণ করিয়াই থামিয়া যায়, অর্থাৎ কফ বিরেচন হইবার পূর্ব্বেই তাহার ক্রিয়া নষ্ট হয় এবং বমন ঔষধ পান করার পরে দোষ সকল উৎক্লেশিত হইয়া, কেবল মাত্র পীত ঔষধই বমন হয়, তাহা হইলে সেই উৎক্লেশিত কুপিত দোষ দ্বারা কণ্ডূ ও বিভ্রংশাদি রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কণ্ডূ বিভ্রংশাদি যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হইবে, সেই সকল রোগেরই চিকিৎসা করিবে।

পীতং স্নিগ্ধেন সস্নেহং তদ্দোষৈর্ম্মার্দ্দবাদ্ধৃতম্।
ন বাহয়তি দোষাংস্তু স্বস্থানাৎ স্তম্ভয়েচ্চ্যুতান্ ॥
বাতসঙ্গগুদস্তম্ভশূলৈঃ ক্ষরতি চাল্পশঃ।
তীক্ষ্ণং বস্তিং বিরেকং বা দদ্যাল্লঙ্ঘনপাচনম্ ॥

স্নিগ্ধ ব্যক্তি স্নেহযুক্ত বিরেচন ঔষধ পান করিলে মৃদুত্বহেতু সেই ঔষধ দোষ সকল কর্ত্তৃক ধৃত হয় অর্থাৎ আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা দোষ সকলকে নিঃসারিত করিতে পারে না, পরন্তু, সেই সকল দোষকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্তম্ভিত করিয়া রাখে। সেই জন্য অল্প অল্প মলস্রাব, বাতবিবদ্ধতা, গুদস্তব্ধতা ও উদরে শূলবদ্‌বেদনা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগিকে লঙ্ঘন দেওয়াইবে এবং পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অতঃপর দোষের পরিপাক হইলে তীক্ষ্ণ বস্তি বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

রূক্ষং বিরেচনং পীতং রূক্ষেণাল্পবলেন বা।
মারুতং কোপয়িত্বাশু কুর্য্যাদ্‌ঘোরানুপদ্রবান্ ॥
স্তম্ভশূলানি ঘোরাণি সর্ব্বগাত্রেষু মারুতঃ।
স্নেহস্বেদাদিকস্তত্র কার্য্যো বাতহরো বিধিঃ ॥

রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি রুক্ষ বিরেচন ঔষধ পান করিলে তাহার সেই পীত ঔষধ বায়ুকে আশু প্রকুপিত করিয়া নানাপ্রকার ঘোর উপসর্গ ও সর্ব্বাঙ্গে ঘোর স্তব্ধতা ও শূল উৎপন্ন করে। এই অবস্থায় স্নেহ স্বেদাদি বায়ুনাশক বিধিসমূহই প্রশস্ত।

স্নিগ্ধস্য গুরুকোষ্ঠস্য মৃদূৎক্লেশ্যৌষধং কফম্।
পিত্তং বাতঞ্চ সংরুধ্য সতন্দ্রাগৌরবং ক্লমম্ ॥
দৌর্ব্বল্যঞ্চাঙ্গমর্দ্দঞ্চ কুর্য্যাদাশু তদুল্লিখেৎ।
লঙ্ঘনং পাচনঞ্চাত্র স্নিগ্ধে তীক্ষ্ণঞ্চ শোধনম্ ॥

স্নিগ্ধ ও গুরুকোষ্ঠ ব্যক্তি মৃদুবীর্য্য ঔষধ পান করিলে তাহার সেই পীত ঔষধ কফকে উৎক্লিষ্ট করিয়া এবং বায়ু ও পিত্তকে সংরুদ্ধ করিয়া তন্দ্রা, দেহের গুরুত্ব, ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য

এবং অঙ্গমর্দ্দ এই সকল রোগ উৎপাদন করে। এই অবস্থায় বমন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার সেই পীত ঔষধকে নিষ্কাশিত করিবে। অতঃপর রোগিকে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে তাহাকে স্নিগ্ধ সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে।

তত্র শ্লোকৌ।

ইত্যেতা ব্যাপদঃ প্রোক্তাঃ সরূপাঃ সচিকিৎসিতাঃ।
বমনস্য বিরেকস্য কৃতস্যাকুশলৈর্নৃণাম্‌॥
এতান্‌ বিজ্ঞায় মতিমানবস্থাশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
দদ্যাৎ সংশোধনং সম্যগারোগ্যার্থং নৃণাং সদা॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

অযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা বমন বিরেচন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে যে সকল দোষ ঘটে, তাহাদের রূপ ও চিকিৎসা এই অধ্যায়ে কথিত হইল। বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া মানবগণের আরোগ্যার্থ সংশোধন ঔষধ সকল সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিবেন।

বমন বিরেচনব্যাপৎ সিদ্ধি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বস্তিব্যাপদিকীং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা বস্তিব্যাপদিকী সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

ধীধৈর্য্যোদার্য্যগাম্ভীর্য্যক্ষমাদমতপোনিধিম্‌।
পুনর্ব্বসুং শিষ্যগণঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥
কাঃ কতি ব্যাপদো বস্তেঃ কিংসমুত্থানলক্ষণাঃ।
কাশ্চিকিৎসা ইতি প্রশ্নান্‌ শ্রুত্বা তানব্রবীদ্‌ গুরুঃ॥

ধী-ধৈর্য্য-ঔদার্য্য-গাম্ভীর্য্য-ক্ষমা-দম-তপোনিধি ভগবান্‌ পুনর্ব্বসুকে বিনয়ান্বিত শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে বস্তিব্যাপৎ কি? তাহা কতপ্রকার? এবং তাহার নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসাই বা কি? এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুরু আত্রেয় শিষ্যদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

নাতিযোগৌ ক্লমাধ্মানে হিক্কা হৃৎপ্রাপ্তিরূর্দ্ধতা।
প্রবাহিকা শিরোঽঙ্গার্ত্তিঃ পরিকর্ত্তী পরিস্রবঃ॥
দ্বাদশ ব্যাপদো বস্তেরসম্যগ্‌যোগসম্ভবাঃ।
আসামেকৈকশো রূপং চিকিৎসাঞ্চ নিবোধত॥

নিরূহ ও অনুবাসনবস্তির অসম্যক্ প্রয়োগ জন্য দ্বাদশ প্রকার ব্যাপদ্ ঘটে। যথা—অযোগ, অতিযোগ ক্লম, আধ্মান, হিক্কা, হৃৎপ্রাপ্তি, ঊর্দ্ধতা, প্রবাহিকা, শিরঃপীড়া, অঙ্গপীড়া, পরিকর্ত্তিকা ও পরিস্রব ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিতেছি শ্রবণ কর।

গুরুকোষ্ঠেঽনিলপ্রায়ে রূক্ষে বাতোল্বণেঽপি বা।
শীতোঽল্পলবণস্নেহদ্রবমাত্রো ঘনোঽপি বা॥
বস্তিঃ সংক্ষোভ্য তং দোষং দুর্ব্বলত্বাদনির্হরন্।
করোতি গুরুকোষ্ঠত্ববাতমূত্রশকৃদ্‌গ্রহম্॥
নাভিবস্তিরুজং দাহং হৃল্লেপং শ্বয়থুং গুদে।
কণ্ডূগণ্ডানি বৈবর্ণ্যমরুচিং বহ্নিমার্দ্দবম্॥

অযোগচিকিৎসা। গুরুকোষ্ঠ, বাতপ্রায়, রূক্ষ অথবা বাতোল্বণ ব্যক্তিকে শীতল, অল্পলবণস্নেহান্বিত, দ্রববহুল কিংবা অতি ঘন বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি দুর্ব্বলতাহেতু দোষ সকলকে সংক্ষোভিত করিয়া থাকে কিন্তু নির্হরণ করিতে পারে না, তজ্জন্য কোষ্ঠের গুরুতা, বায়ু মূত্র ও মলের বিবদ্ধতা, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা, দাহ, হৃদয়ে প্রলেপবৎ প্রতীতি, গুহ্যদেশে শোথ, শরীরে কণ্ডু ও গণ্ডের উৎপত্তি, বিবর্ণতা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ জন্মে।

তত্রোষ্ণায়াঃ প্রমথ্যায়াঃ পানং স্বেদাঃ পৃথগ্বিধাঃ।
ফলবর্ত্ত্যোঽথবা কালং জ্ঞাত্বা শস্তং বিরেচনম্॥
বিল্বমূলত্রিবৃদ্দারুযবকোলকুলত্থবান্।
সুরাদিমূত্রবান্ বস্তিঃ স প্রাক্ প্রেরিতমানয়েৎ॥

এরূপ অবস্থা ঘটিলে রোগিকে উষ্ণ প্রমথ্যা পান করিতে দিবে এবং স্বেদাধিকারোক্ত পৃথক্ বিধ স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও উপযুক্ত সময়ে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

বিল্বমূল, তেউড়ী, দেবদারু, যব, কুলশুঁঠ ও কুলথকলায় হাদের কল্ক এবং সুরাদি ও গোমূত্র সহ বস্তি কল্পনা করিয়া সেই বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা পূর্ব্ব প্রদত্ত বস্তি প্রত্যাগত হইবে।

স্নিগ্ধস্বিন্নেঽতিতীক্ষ্ণোষ্ণো মৃদুকোষ্ঠেঽতিযুজ্যতে।
তস্য লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ শোধমাত্যাং সমাচরেৎ॥

অতিযোগ চিকিৎসা। স্নিগ্ধ স্বিন্ন মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অতি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য বস্তিপ্রদান করিলে তাহার অতিযোগ হয়। অতিযোগযুক্ত বস্তির লক্ষণ ও চিকিৎসা অতিযোগযুক্ত

বমন ও বিরেচনের লক্ষণ ও চিকিৎসার ন্যায় জানিবে। অতএব উক্ত বমনাদির চিকিৎসা ইহাতে প্রয়োগ করিবে।

পৃশ্নিপর্ণীং স্থিরাং পদ্মং কাশ্মর্য্যং মধুকোৎপলম্।
পিষ্ট্বা দ্রাক্ষাং মধূকঞ্চ ক্ষীরে তণ্ডুলধাবনে॥
দ্রাক্ষায়াঃ পক্বলোষ্ট্রস্য প্রসাদো মধুকস্য চ।
বিনীয় সঘৃতং বস্তিং দদ্যাদ্দাহেঽতিযোগজে॥

দুগ্ধে তণ্ডুল ধৌত করিয়া তাহাতে মৌলফলের কল্ক বা দ্রাক্ষার কল্ক কিংবা যষ্টিমধুর কল্ক অথবা দগ্ধ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর ছাঁকিয়া তাহার স্বচ্ছ অংশের সহিত চাকুলে, শালপাণি, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল ইহাদের কোন একটির কল্ক মিশ্রিত এবং তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহার বস্তি প্রদান করিবে। এই বস্তি দ্বারা অতিযোগ হেতু যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহা নিবারিত হয়।

আমদোষে নিরূহেণ মৃদুনা দোষ ঈরিতঃ।
রুণদ্ধি মার্গং বাতস্য হন্ত্যগ্নিং মূর্চ্ছয়ত্যপি॥
ক্লমং বিদাহং হৃচ্ছূলং মোহবেষ্টনগৌরবম্।
কুর্য্যাৎ স্বেদৈর্বিরূক্ষৈস্তং পাচনৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥

ক্রমচিকিৎসা। আমদোষ প্রশমনার্থ সেই দোষ নাশক মৃদু নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিলে দোষ প্রকুপিত হইয়া বায়ুর মার্গরোধ ও জঠরাগ্নিকে নাশ করিয়া থাকে এবং মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, দাহ, হৃচ্ছূল, মোহ, বেষ্টনবৎ পীড়া ও গাত্র গুরুতা উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় রুক্ষ স্বেদ ও পাচন ব্যবস্থা করিবে।

পিপ্পলীকত্তৃণোশীরদারুমূর্ব্বাশৃতং জলম্।
পিবেৎ সৌবর্চ্চলোন্মিশ্রং দীপনং হৃদ্বিশোধনম্॥
বচানাগরশঠ্যেলা দধিমণ্ডেন মূর্চ্ছিতাঃ।
পেয়াঃ প্রসন্নয়া বা স্যুররিষ্টেনাসবেন বা॥
দারু ত্রিকটুকং পথ্যাং পলাশং চিত্রকং শটীম্।
পিষ্ট্বা কুষ্ঠঞ্চ মূত্রেণ পিবেৎ ক্ষারাংশ্চ দীপনান্॥
বস্তিমস্য বিদধ্যাচ্চ সমূত্রং দাশমূলিকম্।
সমূত্রমথবা ব্যক্তলবণং মাধুতৈলিকম্॥

অগ্নির দীপ্তি ও হৃদয়ের শুদ্ধির জন্য পিপ্পলী, রোহিষতৃণ, বেণার মূল, দেবদারু ও মূর্ব্বা ইহাদের কাথে সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

বচ, শুঁঠ, শটী ও এলাচ ইহাদের চূর্ণ দধির মাতে বা প্রসন্না অরিষ্ট কিংবা আসবের সহিত উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা দেবদারু, ত্রিকটু, হরীতকী, পলাশ, চিতামূল, শটী ও কুড় এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে। দীপন ক্ষারও পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ক্রম ব্যাপারেতে গোমূত্র সংযুক্ত দশমূল

কাথের বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা যষ্টিমধুর তৈলে কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় লবণ এবং গোমূত্র মিশাইয়া তাহার বস্তি দিবে।

অল্পবীর্য্যো মহাদোষে রূক্ষে ক্রূরাশয়ে কৃতঃ।
বস্তির্দোষাবৃতো রুদ্ধমার্গো রুন্ধ্যাৎ সমীরণম্ ॥
স বিমার্গোঽনিলঃ কুর্য্যাদাধ্মানং মর্ম্মপীড়নম্।
বিদাহং গুরুকোষ্ঠত্বং মুষ্কবঙ্ক্ষণবেদনাম্ ॥
রুণদ্ধি হৃদয়ং শূলৈরিতশ্চেতশ্চ ধাবতি।

আধ্মান ব্যাপৎ। মহাদোষ রুক্ষ ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে স্বল্পবীর্য্য বস্তি প্রদান করিলে সেই বস্তি প্রবল দোষ কর্ত্তৃক আবৃত ও রুদ্ধমার্গ হইয়া বায়ুকে উর্দ্ধাধঃ উভয় দিকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। সেই জন্য বায়ু বিমার্গগামী হইয়া মর্ম্মপীড়া আধ্মান, বিদাহ, গুরুকোষ্ঠ, মুষ্ক বেদনা, বঙ্ক্ষণ বেদনা ও হৃদয় রোধ উৎপাদন করে এবং বেদনার সহিত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

ফলশ্যামাদিভিঃ কুষ্ঠকৃষ্ণালবণসর্ষপৈঃ।
ধূমমাষবচাকিণ্বক্ষারচূর্ণগুড়ৈঃ কৃতাম্ ॥
করাঙ্গুষ্ঠনিভাং বর্ত্তিং যবমধ্যাং প্রবেশয়েৎ।
স্বভ্যক্তস্বিন্নগাত্রস্য তৈলাক্তাং স্নেহিতে গুদে ॥
অথবা লবণাগারধূমসিদ্ধার্থকৈঃ কৃতাম্ ॥
বিল্বাদিশ্চ নিরূহঃ স্যাৎ পীলুসর্ষপমূত্রবান্।
সরলামরদারুভ্যাং সিদ্ধশ্চৈবানুবাসনম্ ॥

আধ্মান ব্যাপৎ চিকিৎসা। অপামার্গ তণ্ডুলীয় অধ্যায়োক্ত মদনফলাদি ও শ্যামাদিবর্গ এবং কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সর্ষপ, ঝুল, মাষকলায়, বচ, কিণ্ব ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ গুড়সহ মিশাইয়া অঙ্গুষ্ঠবৎস্থূল ও যবাকার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি তৈলাভ্যক্ত পূর্ব্বক আধ্মাত রোগির মলমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। তৎপূর্ব্বে রোগীকে তৈলাভ্যক্ত ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে এবং তাহার মলমার্গ তৈলাক্ত করিবে। সৈন্ধবলবণ, ঝুল ও শ্বেতসর্ষপ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রয়োগ করা যায়। পীলু ও সর্ষপের কল্ক, বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ এবং গোমূত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহ প্রয়োজ্য। সরলকাষ্ঠ ও দেবদারুর কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

মৃদুকোষ্ঠেঽবলে বাস্তরতিতীক্ষ্ণোঽতিনির্হরন্।
কুর্য্যাদ্ধিক্কাদিকং তত্র হিক্কাঘ্নং বৃংহণঞ্চ যৎ ॥
বলাস্থিরাদিকাশ্মর্য্যত্রিফলাগুড়সৈন্ধবৈঃ।
সপ্রসন্নারনালাম্লৈস্তৈলং পক্ত্বানুবাসয়েৎ ॥
কৃষ্ণালবণয়োরক্ষং পিবেদুষ্ণাম্বুনা যুতম্।
ধূমো লেহো রসঃ ক্ষীরং স্বেদশ্চাম্লশ্চ বাতজুৎ ॥

হিক্কাব্যাপৎ এবং তাহার চিকিৎসা। মৃদুকোষ্ঠ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অতি তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিলে, সেই তীক্ষ্ণ বস্তি দোষ সকলকে অধিক পরিমাণে নির্হরণ করে বলিয়া হিক্কা উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে হিক্কানাশক ঔষধ ও যে কোন একটি বৃংহণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, বেড়েলা, গাম্ভারী, ত্রিফলা, গুড় ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক এবং প্রসন্না, কাঁজী ও দাড়িমাদি অম্লরস ; ইহাদের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া তাহার অনুবাসন দিবে। পিপুল ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। বাতনাশক ধূম লেহ মাংসরস অন্ন দুগ্ধ এবং স্বেদ এই সকল হিক্কা নিবারণার্থ প্রশস্ত।

অতিতীক্ষ্ণঃ সবাতো বা ন বা সম্যক্ প্রপীড়িতঃ।
ঘট্টয়েদ্ধৃদয়ং বস্তিস্তত্র কাশকুশেৎকটৈঃ॥
স্যাৎ সাম্ললবণস্কন্ধকরীরবদরাফলৈঃ।
শৃতৈর্বস্তির্হিতঃ সিদ্ধং বাতঘ্নৈশ্চানুবাসনম্॥

হৃদ্‌ঘট্টব্যাপৎ। অতি তীক্ষ্ণ বস্তি, বায়ুসহ প্রদত্ত বস্তি এবং অসম্যগ্‌ পীড়িত বস্তি প্রদত্ত হইলে তাহা হৃদয়কে ঘট্টিত করিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে কাশমূল, কুশমূল, ইকড়মূল এবং বিমানস্থানোক্ত অম্লস্কন্ধ ; লবণস্কন্ধ, বংশাঙ্কুর ও কুলশুঁঠ ইহাদের যথাযোগ্য কাথ ও কল্কসহ নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে এবং বাতহর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈলের নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বাতমূত্রপুরীষাণাং দত্তে বেগান্ নিগৃহ্নতঃ।
অতিপ্রপীড়িতো বস্তির্মুখেনায়াতি বেগবান্॥
মূর্চ্ছাবিকারং তস্যাদৌ দৃষ্ট্বা শীতাম্বুনা মুখম্।
সিঞ্চেৎ পার্শ্বোদরঞ্চাধঃ প্রমৃজ্যাদ্বীজয়েচ্চ তম্।
কেশেষ্বাকৃষ্য চাকাশে ধনুষা ত্রাসয়েচ্চ তম্।
গোখরাশ্বগজেঃ সিংহৈ রাজপ্রেষ্যৈস্তথোরগৈঃ॥
উল্কাভিরেবমন্যৈশ্চ বস্তিমস্যানয়েদধঃ।
বস্ত্রপাণিগ্রহৈঃ কণ্ঠং রুন্ধ্যান্ন ম্রিয়তে যথা॥
প্রাণোদাননিরোধাদ্ধি প্রসিদ্ধতরমার্গগঃ।
অপানঃ পবনো বস্তিং তমাশ্বেবাপকর্ষতি॥
ততঃ ক্রমুককল্কাক্ষং পায়য়েতাম্লসংযুতম্।
ঔষ্ণ্যাত্তৈক্ষ্ণ্যাৎ সরত্বাচ্চ বস্তিকাস্যানুলোময়েৎ॥

ঊর্দ্ধতাব্যাপৎ ও চিকিৎসা। বস্তি প্রদানের পরে বায়ু, মূত্র ও পুরীষের বেগ উপস্থিত হইলে যদি সেই বেগ রোধ করা যায়, বা যদি বস্তি বলপূর্ব্বক পীড়ন করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্তি অধোগত না হইয়া বেগে ঊর্দ্ধগামী হয় এবং মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। তজ্জন্য

রোগির মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে প্রথমে রোগির মুখে শীতল জলের পরিষেক (ছিটা দিবে) করিবে। তৎপরে তাহার পার্শ্ব ও উদর অধোভাগে মার্জ্জিত করিবে। তালবৃন্তাদি দ্বারা ব্যজন করিবে, কেশে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে তুলিবে এবং বন্দুক দ্বারা অথবা গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, রাজপুরুষ, সর্প অথবা উল্কা দ্বারা বা তদ্রূপক অন্য কোনবিষয় দ্বারা ভয় দেখাইবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তাহার বস্তি অধঃ প্রত্যাগত হইবে। বস্ত্র দ্বারা অথবা হস্ত দ্বারা এমন ভাবে রোগির গলা টিপিয়া ধরিবে যেন, মরিয়া না যায়। এইরূপ কণ্ঠ পীড়নে প্রাণ ও উদান বায়ুর নিরোধ হেতু অপান বায়ু স্বকীয় মার্গে গমন করিয়া শীঘ্রই সেই বস্তিকে অধঃ প্রেরণ করে। অতঃপর সুপারির কল্ক, কাঁজি প্রভৃতি অম্লের সহিত খাইতে দিবে। এই সুপারির কল্ক উষ্ণত্ব রুক্ষত্ব ও প্রভাব হেতু বস্তিকে অনুলোমগত করিয়া থাকে।

পক্বাশয়স্থিতে স্বিন্নে নিরূহো দাশমূলিকঃ।
যবকোলকুলত্থৈশ্চ বিধেয়ো মূত্রসাধিতঃ॥
বিল্বাদিপঞ্চমূলেন সিদ্ধো বস্তিরুরঃস্থিতে।
শিরঃস্থে নাবনং ধূমঃ প্রচ্ছাঙ্গং সর্ষপৈঃ শিরঃ॥

উর্দ্ধগত বস্তি অধঃ প্রত্যাগত হইয়া যদি পক্বাশয়স্থ হয়, তাহা হইলে পক্বাশয়ে স্বেদ দিয়া দশমূলের কাথের জল, কুলশুঁঠ ও কুলুথকলায়ের কল্ক গোমূত্রসহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা নিরূহবস্তি দিবে। বস্তি উরঃস্থিত হইলে বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ দ্বারা বস্তিপ্রদান করিবে। তাহা শিরোদেশে অবস্থিত হইলে সর্ষপ বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে এবং নস্য প্রয়োগ ও ধূম পান করাইবে।

স্নিগ্ধস্বিন্নে মহাদোষে বস্তির্মৃদ্বল্পভেষজঃ।
উৎক্লেশ্যাল্পং হরেদ্দোষং জনয়েচ্চ প্রবাহিকাম্॥
শ্বয়থুং বস্তিপায়্বোশ্চ জঙ্ঘোরুসদনং তথা।
নিরুদ্ধমারুতো জন্তুরভীক্ষ্ণং সংপ্রবাহতে॥

প্রবাহিকাব্যাপৎ ও চিকিৎসা। মহাদোষান্বিত ব্যক্তিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া মৃদুবীর্য্য ও অল্প ঔষধ দ্বারা সাধিত বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি তাহার দোষ সকলকে উৎক্লেশিত করিয়া অল্প পরিমাণে নিঃসারিত করে। তজ্জন্য রোগির প্রবাহিকা, বস্তিদেশে ও গুহ্যদেশে শোথ, জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদ এই সকল পীড়া জন্মে। ইহাতে রোগী বিবদ্ধবাত হইয়া বারংবার কুন্থন পূর্ব্বক মলত্যাগ করে।

স্বেদাভ্যঙ্গনিরূহাংশ্চ শোধনীয়ানুলোমিকান্।
বিদধ্যাল্লঙ্ঘয়িত্বা তু বৃত্তিং কুর্য্যাদ্বিরিক্তবৎ॥

এইরূপ প্রবাহিকা পীড়া জন্মিলে শোধনীয় ও বায়ুর অনুলোমকারী স্বেদ অভ্যঙ্গ ও নিরূহবস্তি দিবে। এবং রোগিকে উপবাস করাইয়া বিরিক্তবৎ পথ্যাদি প্রয়োগ করিবে।

দুর্ব্বলে তীব্রদোষে চ ক্রূরকোষ্ঠে তনুর্মৃদুঃ।
দ্রুতোঽল্পশ্চাবৃতো দোষৈর্বস্তিরুৎক্ষিপ্তোঽনিলঃ॥

গাত্রাণ্যনুসরন্ মার্গে ঊর্দ্ধমূর্দ্ধং বিধাবতি।
গ্রীবাং মন্যে চ গৃহ্ণাতি শিরঃ কণ্ঠং ভিনত্তি চ॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদঞ্চ পীনসং নেত্রবিভ্রমম্।
কুর্য্যাদভ্যঞ্জনং তৈললবণেন যথাবিধি॥
যুঞ্জ্যাৎ প্রধমনৈর্ধূমৈর্নস্যৈরাস্যবিরেচনৈঃ।
বিরেচনৈর্নিরূহৈশ্চ বস্তিভিশ্চানুলোমিকৈঃ॥

শিরঃশূল ব্যাপদ ও তাহার চিকিৎসা। দুর্ব্বল, তীব্রদোষান্বিত ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে পাত্‌লা, মৃদু, শীতল ও অল্প পরিমিত দ্রব্যের বস্তি দিলে সেই বস্তি দোষের দ্বারা আবৃত হয়। সেই আবৃতবস্তি দ্বারা বায়ু অভিহত হইয়া গাত্রের অনুসরণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমার্গে গমন করে। তজ্জন্য রোগির গ্রীবা ও মন্যাতে বেদনা, মস্তকে ও কণ্ঠদেশে ভঙ্গবৎ পীড়া, বাধির্য্য, কর্ণনাদ, পীনস ও নেত্র বিভ্রম জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগিকে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া যথাবিধি প্রধমন, নস্য, ধূম, আস্যবিরেচন, বিরেচন, নিরূহ ও আনুলোমিক বস্তি প্রদান করিবে।

সুস্বিন্নস্নিগ্ধদেহস্য যস্য বস্তির্বিধীয়তে।
অতিতীক্ষ্ণো গুরুশ্চৈব সোঽতিমাত্রং প্রবর্ত্তয়েৎ॥
স্রুতেষু তস্য দোষেষু নিরূঢ়স্যাতিমাত্রশঃ।
স্তব্ধোদাবৃত্তকোষ্ঠস্য বায়ুঃ সংপ্রতিহন্যতে॥
বিলোমনসমুদ্ভূতো রুজত্যঙ্গানি দেহিনঃ।
গাত্রবেষ্টননিস্তোদভেদস্ফুরণজৃম্ভণৈঃ॥
তং তৈললবণাভ্যক্তং সেচয়েদুষ্ণবারিণা।
এরণ্ডপত্রনিষ্ক্বাথৈঃ প্রস্তরৈশ্চোপপাদয়েৎ॥
যবান্ কুলথান্ কোলানি পঞ্চমূলে তথোভয়ে।
জলাঢ়কদ্বয়ে পক্ত্বা পাদশেষেণ তেন চ॥
কুর্য্যাৎ সবিল্বতৈলোষ্ণলবণেনানুবাসনম্।
নিরূহণং সমাশ্বস্তং দ্রোণ্যাং তমবগাহয়েৎ॥
ততো ভুক্তবতস্তস্য কারয়েদনুবাসনম্।
যষ্টীমধুকতৈলেন বিল্বতৈলেন বা ভিষক্॥

অঙ্গার্ত্তিব্যাপদ ও চিকিৎসা। সুস্নিগ্ধ ও সুস্বিন্ন রোগিকে যদি অতি তীক্ষ্ণ ও গুরু বস্তি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্তি দোষ সকলকে অতিমাত্র নিষ্কাশিত করে। নিরূঢ় ব্যক্তির দোষ সকল অধিক পরিমাণে নিঃস্রুত হইলে বায়ু প্রতিহত হয় এবং কোষ্ঠকে স্তব্ধ ও উদাবর্ত্তযুক্ত করিয়া থাকে। আর বিলোমভাবে গমন করিয়া অঙ্গসকলকে পীড়িত করে। ইহাতে শরীরে বেষ্টনবৎ (রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টনবৎ)

পীড়া, নিস্তোদ, ভেদবৎ পীড়া, স্ফুরণ ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রোগিকে তৈল লবণ মাখাইয়া গরম জলে এরণ্ড পত্রের কাথে পারষিক্ত করিবে। এবং প্রস্তর স্বেদ দিবে। দশমূল, যব, কুলত্থকলায় ও কুলশুঁঠ এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় (মিলিত /৪ সের) লইয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে বিল্বতৈল ও লবণ মিশাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে তদ্দ্বারা অনুবাসন ও নিরূহ বস্তি দিবে। নিরূহবস্তি প্রদানের পর রোগিকে আশ্বস্ত করিয়া সুখোষ্ণ জলপূর্ণ দ্রোণীতে (টবে) অবগাহন করাইবে। তৎপরে রোগিকে ভোজন করাইয়া যষ্টিমধুর তৈল বা বিল্বতৈলের দ্বারা অনুবাসন বস্তি দিবে।

মৃদুকোষ্ঠাল্পদোষস্য রূক্ষতীক্ষ্ণোঽতিমাত্রবান্।
বস্তির্দোষান্ নিরস্যাশু জনয়েৎ পরিকর্ত্তিকাম্॥
ত্রিকবঙ্ক্ষণবস্তীনাং তোদং নাভেরধো রুজম্।
বিবন্ধাল্পাল্পমুত্থানং বস্তিনির্লেখনং ভবেৎ॥
স্বাদুশীতৌষধৈস্তত্র পয় ইক্ষ্বাদিভিঃ শৃতম্।
যষ্ট্যাহ্বতিলকল্কাভ্যাং বস্তিঃ স্যাৎ ক্ষীরভোজিনঃ॥
সসর্জ্জরসযষ্ট্যাহ্বজিঙ্গিনীকর্দ্দমাঞ্জনম্।
বিনীয় দুগ্ধে বস্তিঃ স্যাৎ তিক্তাম্লমৃদুভোজিনঃ॥

পরিকর্ত্তিকা ব্যাপৎ। অল্পদোষান্বিত মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণ ও রূক্ষ বস্তি অতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি তাহার দোষ সকলকে সত্বর নির্হরণ করিয়া পরিকর্ত্তিকা রোগ উৎপন্ন করে। তাহাতে ত্রিক বঙ্ক্ষণ ও বস্তি দেশে সূচাবেধবদ্ বেদনা, নাভির অধোদেশে বেদনা, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা বা অল্প অল্প স্রাব এবং বস্তিদেশের নির্লেখন এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইক্ষ্বাদি স্বাদু শীতবীর্য্য ঔষধের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু ও তিলের কল্ক মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রদান করিবে এবং রোগিকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কিংবা উক্ত স্বাদু শীতবীর্য্য দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ধুনা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কর্দ্দম ও রসাঞ্জনের কল্ক মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রদান করিবে ও রোগিকে তিক্ত, অম্ল ও মৃদু দ্রব্য ভোজন করাইবে।

পিত্তরক্তেঽল্প উষ্ণো বা তীক্ষ্ণো বা লবণোঽথবা।
বস্তির্গুদং বিলিখতি তীক্ষ্ণোঽতি বিদহত্যপি॥
স বিদগ্ধং স্রবত্যস্রং পিত্তঞ্চানেকবর্ণবৎ।
বহুধা হৃতিবেগেন মোহং গচ্ছতি চাসকৃৎ॥
আর্দ্রশাল্মলিবৃন্তৈস্তু ক্ষুণ্ণৈরাজং পয়ঃ শৃতম্।
সর্পিষা যোজিতং শীতং বস্তিমস্মৈ প্রদাপয়েৎ॥
বটাদিপল্লবেষ্বেবং কল্পো যবতিলেষু চ।
সুবর্চ্চলোপোদকয়োঃ কর্ব্বুদারে চ শস্যতে॥

গুদে সেকাঃ প্রদেহাশ্চ শীতাঃ স্বাদুমধুরাশ্চ যে।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নী ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে॥

পরিস্রব ব্যাপৎ ও তাহার চিকিৎসা। রক্তপিত্তাক্রান্ত রোগিকে অম্ল ও লবণ সংযুক্ত উষ্ণবস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি তাহার গুদনাড়ীকে অল্প অল্প বিদীর্ণ করিয়া থাকে। অতি তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি তাহার গুদনাড়ীতে বিদাহ জন্মাইয়া থাকে। সেই বিদারণ হেতু গুদনাড়ী হইতে বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট বিদগ্ধপিত্ত ও রক্ত অনেক বার নিঃসৃত হয় এবং রোগী বহুবার অতিবেগে মোহ প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্থলে ছাগদুগ্ধসহ আর্দ্র শাল্মলিবৃন্তের (শিমুলের কাঁচা বোঁটার) কল্ক সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা বটাদি পল্লবের অথবা তিল ও যব বা সূর্য্যভক্তা ও পোদিনা কিংবা রক্তকাঞ্চনের ছাল ইহাদের কল্কসহ ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঐ কল্ক মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। শীতবীর্য্য ও মধুর দ্রব্যকৃত পরিষেক ও প্রদেহ এবং রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারনাশক ক্রিয়া সমূহ পরিস্রব ব্যাপদে হিতকর।

তত্র শ্লোকাঃ।

ইত্যেতা ব্যাপদঃ প্রোক্তা বস্তেঃ সাকৃতিভেষজাঃ।
বুদ্ধা কার্ৎস্ন্যেন তান্ বস্তীন্ নিযুঞ্জন্ নাপরাধ্যতি॥
তীক্ষ্ণত্বং মূত্রপীল্বগ্নিলবণক্ষারসর্ষপৈঃ।
প্রাপ্তকালং বিধাতব্যং ক্ষীরাদ্যৈর্মার্দ্দবং তথা॥
আপাদতলমূর্দ্ধস্থান্ দোষান্ পক্বাশয়ে স্থিতঃ।
বীর্য্যেণ বস্তিরাদত্তে খস্থোঽর্কো ভূরসানিব॥
যদ্বৎ কুসুম্ভসংমিশ্রাৎ তোয়াদ্রাগং হরেৎ পটঃ।
তদ্বদ্দ্রবীকৃতাৎ কায়ান্নিরূহো নির্হরেন্মলান্॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
বস্তিব্যাপদিকী সিদ্ধির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

এই সকল বস্তি ব্যাপৎ তাহার লক্ষণ ও ঔষধ সমূহ যাহা বর্ণিত হইল, চিকিৎসক সেই সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া চিকিৎসা করিলে দোষভাগী হইবেন না।

তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হইলে গোমূত্র, পীলু, চিতামূল, লবণ, ক্ষার ও সর্ষপ দ্বারা তীক্ষ্ণবস্তি কল্পনা করিয়া সেই বস্তি প্রদান করিবে। মৃদুবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে দুগ্ধাদি দ্বারা মৃদুবস্তি কল্পনা করিবে।

যেমন সূর্য্য আকাশে থাকিয়া পৃথিবীর রস গ্রহণ করে, সেইরূপ বস্তিও পক্বাশয়স্থিত হইয়া আপাদ মস্তকের দোষ সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বস্তি স্বকীয় বীর্য্যপ্রভাবে সমস্ত শরীরের দোষকে বহির্নিঃসারিত করিয়া থাকে। যেমন কুসুমফুল মিশ্রিত জল হইতে বস্ত্র বর্ণ গ্রহণ করে, সেইরূপ নিরূহ বস্তিও শরীরকে আর্দ্র করিয়া তাহা হইতে দোষ সকলকে নিষ্কাশিত করিয়া থাকে।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রাসৃতযোগিকাং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা প্রাসৃতযোগিকা সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

অথেমান্ সুকুমারাণাং নিরূহান্ স্নেহনান্ মৃদূন্।
কর্ম্মণা বিপ্লুতানাঞ্চ বক্ষ্যামি প্রসৃতৈঃ পৃথক্ ॥

সুকুমার দেহ ও কর্ম্মবিপ্লুত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মৃদু ও স্নেহন নিরূহ সকল কত প্রসৃত পরিমাণ করা যাইতে পারে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিব। (দুই পলে এক প্রসৃত।)

ক্ষীরাদ্ দ্বৌ প্রসৃতৌ কার্য্যৌ মধুতৈলঘৃতাৎ ত্রয়ঃ।
খজেন মথিতো বস্তির্বাতঘ্নো বলবর্ণকৃৎ ॥

পাঞ্চ প্রাসৃতিক বস্তি। দুগ্ধ ২ প্রসৃত এবং মধু তৈল ও ঘৃত প্রত্যেক ১ প্রসৃত এই সমুদায়ে পাঁচ প্রসৃত দ্রব্য একত্র মন্থন দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। ইহার বস্তি বাতনাশক এবং বলবর্ণকারক।

একৈকঃ প্রসৃতস্তৈলপ্রসন্নাক্ষৌদ্রসর্পিষাম্।
বিল্বাদিমূলকাথাদ্ দ্বৌ কৌলত্থাদ্ দ্বৌ স বাতনুৎ ॥

অষ্টপ্রসৃতিক বস্তি। তৈল, প্রসন্না, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক এক এক প্রসৃত; বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ দুই প্রসৃত এবং কুলত্থকলায়ের কাথ দুই প্রসৃত, সমুদায়ে আট প্রসৃত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহার বস্তি বাতনাশক।

পঞ্চমূলরসাৎ পঞ্চ দ্বৌ তৈলাৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষোঃ।
একৈকঃ প্রসৃতো বস্তিঃ স্নেহনীয়োঽনিলাপহঃ ॥

নবপ্রসৃতিক বস্তি। বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ পাঁচ প্রসৃত, তৈল দুই প্রসৃত এবং মধু ও ঘৃত এক এক প্রসৃত এই সমুদায়ে নয় প্রসৃত দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার বস্তি স্নেহনীয় ও বাতনাশক।

সৈন্ধবার্দ্ধাক্ষ একৈকঃ ক্ষৌদ্রতৈলপয়োঘৃতাৎ।
প্রসৃতো হবুষাৎ ক্ষৌদ্রান্ নিরূহঃ শুক্রকৃৎ পরঃ ॥

সার্দ্ধ অষ্টপ্রসৃতিক বস্তি। সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধপ্রসৃত, মধু তৈল দুগ্ধ ও ঘৃত এক এক প্রসৃত, কণ্টকারীর কাথ দুই প্রসৃত এবং হবুষের কাথ দুই প্রসৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার বস্তি অত্যন্ত শুক্রজনক।

পটোলনিম্বভূনিম্বরাস্নাসপ্তচ্ছদাম্ভসঃ।
চত্বারঃ প্রসৃতা একো ঘৃতাৎ সর্ষপকল্কিতঃ॥
নিরূহঃ পঞ্চতিক্তোঽয়ং মহাভিষ্যন্দকুষ্ঠনুৎ॥

পঞ্চতিক্ত নিরূহ। পল্তা, চিরেতা, নিমছাল, রাস্না ও ছাতিমছাল ইহাদের কাথ চারি প্রসৃত, ঘৃত এক প্রসৃত এই পাঁচ প্রসৃত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া হাতাদ্বারা আলোড়ন করিবে এবং তাহাতে যথোপযুক্ত সর্ষপের কল্ক মিশ্রিত করিবে। ইহার নিরূহ বস্তি দ্বারা অভিষ্যন্দ ও কুষ্ঠ নাশ হয়।

বিড়ঙ্গত্রিফলাশিগ্রুফলমুস্তাখুপর্ণিকাৎ।
কষায়াৎ প্রসৃতাঃ পঞ্চ তৈলাদেকো বিমথ্য তান্।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীকল্কো নিরূহঃ ক্রিমিনাশনঃ॥

ষট্প্রসৃতিক নিরূহবস্তি। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, মুতা ও আখুপর্ণী ইহাদের কাথ পাঁচ প্রসৃত এবং তৈল এক প্রসৃত একত্র মিশাইয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বিড়ঙ্গ ও পিপুলের কল্ক মিশ্রিত করিবে। ইহার নিরূহ বস্তি ক্রিমিনাশক।

পয়স্যেক্ষুস্থিরারাস্নাবিদারীক্ষৌদ্রসর্পিষাম্।
একৈকঃ প্রসৃতো বস্তিঃ কৃষ্ণাকল্কো বৃষত্বকৃৎ॥

সপ্তপ্রসৃতিক বস্তি। ক্ষীরকাকোলীর কাথ, ইক্ষুরস, শালপাণির কাথ, রাস্নার কাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এবং মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে এক এক প্রসৃত লইয়া একত্রে মিশাইবে এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে পিপুলের কল্ক দিবে। ইহার বস্তি অতিশয় বৃষ্য।

চত্বারস্তৈলগোমূত্রদধিমণ্ডাম্লকাঞ্জিকাৎ।
প্রসৃতাঃ সর্ষপৈঃ কল্কৈর্বিট্সঙ্গানাহভেদনঃ॥

চতুঃপ্রসৃতিক বস্তি। তৈল, গোমূত্র, দধির মাত্ ও অম্লকাঁজী প্রত্যেক এক এক প্রসৃত লইয়া একত্র মিশাইবে এবং তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় সর্ষপের কল্ক দিবে। ইহার বস্তি মলবদ্ধতায় এবং আনাহ রোগে হিতকর।

শ্বদংষ্ট্রাশ্মভিদেরণ্ডরসাৎ তৈলাৎ সুরাসবাৎ।
প্রসৃতাঃ পঞ্চ যষ্ট্যাহ্বাৎ কৌন্তী মাগধিকা সিতা॥
কল্কো বস্তিস্তু সানাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে পরো মতঃ।
এতে সলবণাঃ কোষ্ণা নিরূহাঃ প্রসৃতা নব॥

গোক্ষুর, পাথরকুচি ও এরণ্ডমূল ইহাদের মিলিত কাথ এক পোয়া, তৈল এক পোয়া, সুরা এক পোয়া, আসব এক পোয়া ও যষ্টিমধুর কাথ এক পোয়া এই পাঁচ পোয়া দ্রব্যে উপযুক্ত পরিমাণে রেণুক পিপুল ও চিনির কল্ক মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও আনাহ রোগে বিশেষ ফল দর্শে।

উল্লিখিত নয়টি প্রসৃত যোগের মধ্যে যে যোগটিতে লবণ মিশ্রিত করিবার কথা উল্লেখ নাই, সেই সকল বস্তিতেও লবণ মিশাইয়া উষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়।

মৃদুর্বস্তিজড়ীভূতে তীক্ষ্ণোঽন্যো বস্তিরিষ্যতে।
তীক্ষ্ণৈর্বিকর্ষিতে স্বাদু প্রত্যাস্থাপনমেব চ ॥

মৃদুবস্তি প্রয়োগে রোগী জড়ীভূত হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিবে। তীক্ষ্ণ বস্তি দ্বারা অত্যন্ত কর্ষিত হইলে, তাহাকে মধুরদ্রব্য সংযুক্ত প্রতি-আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

বাতোপসৃষ্টস্যোষ্ণৈঃ স্যুর্গুদদাহাদয়ো যদি।
দ্রাক্ষাদিনা ত্রিবৃৎকল্কং দদ্যাদ্দোষানুলোমনম্ ॥
তদ্ধি পিত্তশকৃদ্বাতান্ হৃত্বা দাহাদিকান্ জয়েৎ।
শুদ্ধশ্চাপি পিবেৎ শীতাং যবাগূং শর্করাযুতাম্ ॥
অথবাতিবিরিক্তঃ স্যাৎ ক্ষীণবিট্কঃ স ভক্ষয়েৎ।
মাষযূষেণ কুল্মাষান্ পিবেদ্দধ্যথবা সুরাম্ ॥

বাতকুপিত ব্যক্তিকে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের বস্তি প্রয়োগ করিলে যদি তাঁহার গুহ্যদেশে দাহাদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ষড়বিরেচন শতাশ্রিতীয়োক্ত দ্রাক্ষাদিগণের কাথসহ তেউড়ীর কল্ক উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। ইহাতে দোষের অনুলোম হয় এবং বায়ু পিত্ত ও মলের নিঃসারণ হেতু দাহাদির শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে বিরেচন হইয়া রোগী বিশুদ্ধ হইলে অতঃপর তাহাকে শর্করা মিশ্রিত শীতল যবাগূ পান করিতে দিবে। কিন্তু যদি অতিরিক্ত বিরেচন বা ক্ষীণ বিরেচন হয় তাহা হইলে তাহাকে মাষকলায়ের যূষ, কুল্মাষ, কাঁজী, দধি ও সুরা পান করিতে দিবে।

সামং চেদতিসার্য্যেত শূলারোচকবান্ নরঃ।
স ঘনাতিবিষাকুষ্ঠনতদারুবচাঃ পিবেৎ ॥

বস্তিপ্রয়োগান্তে আমময় মল অধিক নির্গত হইলে এবং সেই সঙ্গে উদরে শূলবৎবেদনা ও অরুচি থাকিলে রোগিকে মুথা, আতইচ, কুড়, তগরপাদুকা, দেবদারু ও বচের কাথ পান করিতে দিবে।

শকৃদ্বাতমসৃক্ পিত্তং কফং বা যোঽতিসার্য্যতে।
পকাস্তত্র স্ববর্গীয়ৈর্বস্তিঃ শ্রেষ্ঠং ভিষগ্জিতম্ ॥

বস্তি প্রয়োগ করিলে যদি মল বায়ু রক্ত পিত্ত বা কফ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে পরোক্ত সেই সেই দোষ নাশক দ্রব্য দ্বারা বস্তি কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইরূপ অবস্থায় বস্তিই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষণ্ণামেষাং দ্বিসংসর্গাৎ ত্রিংশদ্ভেদা ভবন্তি তু।
কেবলৈঃ সহ চেৎ ত্রিংশদ্বিদ্যাৎ সোপদ্রবানপি ॥
শূলপ্রবাহিকাধ্মানপরিকর্ত্তারুচিজ্বরান্।
সতৃষ্ণাদাহমূর্চ্ছাস্তাংশ্চৈষাং বিদ্যাদুপদ্রবান্ ॥

উক্ত আম, পুরীষ, বাত, রক্ত, পিত্ত ও কফ এই ছয়টির ত্রিশ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে যথা—এই ছয়টির প্রত্যেকের এক একটি ভেদ; দ্বন্দ্ব দ্বারা পনের প্রকার ভেদ এবং নয়টি উপদ্রব কর্তৃক নয় প্রকার ভেদ এই সমুদায়ে ত্রিশ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজভেদ যথা—আমপুরীষ, আমরক্ত, আমবাত, আমপিত্ত ও আমকফ এই পাঁচ প্রকার এবং পুরীষবাত, পুরীষরক্ত, পুরীষপিত্ত ও পুরীষকফ এই চারিপ্রকার; আর বাতরক্ত, বাতপিত্ত ও বাতকফ এই তিন প্রকার এবং রক্তপিত্ত, রক্তকফ এই দুই প্রকার আর পিত্তকফ এক প্রকার। উপসর্গ নয় প্রকার যথা—শূল, প্রবাহিকা, আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, অরুচি, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা।

তত্রামেঽন্তরপানং স্যাদ্ ব্যোষাম্ললবণৈর্যুতম্।
পাচনং শস্যতে বস্তিরামে হি প্রতিষিধ্যতে॥

স্ববর্গীয় ঔষধ যথা আমাতিসারে ত্রিকটু, দাড়িমাদি অম্লরস ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত পাচন ঔষধ হিতকর। সর্ব্বত্রই বস্তি প্রশস্ত, কিন্তু আমাতিসারে বস্তি অহিতকর, ইহাতে পাচন ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত।

বাতঘ্নগ্রাহিবর্গীয়ৈর্বস্তিঃ শকৃতি শস্যতে।
স্বাদ্বম্ললবণৈঃ শস্তঃ স্নেহবস্তিঃ সমীরণে॥
রক্তে রক্তেন পিত্তে তু কষায়স্বাদুতিক্তকৈঃ।
সার্য্যমাণে কফে বস্তিঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ॥

পুরীষাতিসারে বাতঘ্ন বৃহৎ পঞ্চমূল ও ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয়োক্ত পুরীষ সংগ্রহণীয় দ্রব্য কৃত বস্তি প্রযোজ্য। বাতাতিসারে মধুর অম্ল ও লবণ দ্রব্য সংযুক্ত স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। রক্তাতিসারে ছাগাদি পশুর রক্ত দ্বারা বস্তি প্রয়োগ হিতকর। পিত্তাতিসারে কষায় মধুর তিক্তক দ্রব্য সাধিত বস্তিই প্রযোজ্য। কফাতিসারে কষায় কটু তিক্ত দ্রব্যের বস্তি প্রশস্ত।

শকৃতা বায়ুনা চামে তেন বর্চ্চস্তথানিলে।
সংসৃষ্টেঽন্তরপানং স্যাদ্ব্যোষাম্ললবণৈর্যুতম্॥

দ্বন্দ্বজ অতিসারের স্ববর্গীয় ঔষধ। পুরীষ সংসৃষ্ট আমে, কিংবা বায়ু সংসৃষ্ট পুরীষে অথবা পুরীষ সংসৃষ্ট বায়ুতে বস্তিক্রিয়ার পরে পিপাসা হইলে তন্নিবারণ হেতু ত্রিকটু দাড়িমাদি অম্লরস ও লবণসংযুক্ত জল পান করিতে দিবে।

পিত্তেনামেঽসৃজা বাপি তয়োরামেন বা পুনঃ।
সংসৃষ্টয়োর্ভবেৎ পানং সব্যোষস্বাদুতিক্তকম্॥
তথামে কফসংসৃষ্টে কষায়ব্যোষতিক্তকম্।
আমে তনুকফে ব্যোষকষায়লবণৈর্যুতম্॥

পিত্তসংসৃষ্ট আমে বা রক্তসংসৃষ্ট আমে কিংবা আম সংসৃষ্ট পিত্তরক্তে ত্রিকটু মধুর ও তিক্তদ্রব্যসহ জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। কফসংসৃষ্ট আমে ত্রিকটু

কষায় ও তিক্ত দ্রব্যশৃত জল পান এবং পাতলা কফ সংযুক্ত আমে ত্রিকটু কষায় ও আম সংযুক্ত জল পান করিতে দিবে।

বাতেন বিষি পিত্তে বা বিট্‌পিত্তাস্রৈস্তথানিলে।
মধুরাম্লকষায়ঃ স্যাৎ সংসৃষ্টে বস্তিরুত্তমঃ॥

বাতসংযুক্ত মলে বা পিত্তে অথবা মল পিত্ত ও রক্তসংযুক্ত বাতে মধুর অম্ল ও কষায় দ্রব্য সাধিত বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শকৃচ্ছোণিতয়োঃ পিত্তশকৃতো রক্তপিত্তয়োঃ।
বস্তিরন্যোন্যসংসর্গে কষায়স্বাদুতিক্তকঃ॥

মল ও রক্ত, পিত্ত ও মল এবং রক্ত ও পিত্ত ইহাদের পরস্পর সংসর্গে কষায় মধুর ও তিক্তক দ্রব্যের বস্তি প্রশস্ত।

কফেন বিষি পিত্তে বা কফে বিট্‌পিত্তশোণিতৈঃ।
ব্যোষতিক্তকষায়ঃ স্যাৎ সংসৃষ্টে বস্তিরুত্তমঃ॥

কফের সহিত মল বা পিত্ত সংযুক্ত হইলে অথবা মল পিত্ত ও রক্তের সহিত কফ সংযুক্ত হইলে ত্রিকটু তিক্ত ও কষায় দ্রব্যের বস্তি প্রযোজ্য।

স্যাদ্বস্তির্ব্যোষতিক্তাম্লঃ সংসৃষ্টে বায়ুনা কফে।
মধুরব্যোষতিক্তস্তু রক্তে কফবিমিশ্রিতে॥

বায়ুর সহিত কফ সংযুক্ত হইলে ত্রিকটু তিক্ত ও অম্লদ্রব্যের বস্তি এবং কফের সহিত রক্ত সংযুক্ত হইলে ও ত্রিকটু মধুর তিক্ত দ্রব্যের বস্তি প্রদেয়।

মারুতে কফসংসৃষ্টে ব্যোষাম্ললবণো ভবেৎ।
বস্তির্বাতেন রক্তে তু কার্য্যঃ স্বাদ্বম্লতিক্তকঃ॥

বায়ু কফ সংযুক্ত হইলে ত্রিকটু অম্ল ও লবণ বস্তি এবং রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে মধুর, অম্ল ও তিক্তক দ্রব্যের বস্তি প্রদান করিবে।

ত্রিচতুঃপঞ্চষড়্‌যোগানেবমেব বিকল্পয়েৎ।
যুক্তিশ্চৈষাতিসারোক্তা সর্ব্বরোগেষপি স্মৃতা॥

উক্ত আমাদি ছয়টি পদার্থের তিনটির সংসর্গে, চারিটির সংসর্গে, পাঁচটির সংসর্গে ও ছয়টির সংসর্গ স্থলে উক্ত প্রকার কল্পনা করিবে। যথা—ত্রিক-দশ, চতুষ্ক-ছয়, পঞ্চক-তিন ও ষট্‌ক-এক এই বিংশতি প্রকার অতিসার। আমপুরীষ বাতজ, আমপুরীষ রক্তজ, আম-পুরীষ পিত্তজ, আম-পুরীষ-কফজ, পুরীষ-বাত-রক্তজ, পুরীষ-বাত পিত্তজ, পুরীষ-বাত-কফজ, বাত-রক্ত-পিত্তজ, বাত-রক্ত-কফজ ও রক্ত-পিত্ত-কফজ এই দশ প্রকার—ত্রিক-অতিসার। আম-পুরীষ-বাত-পিত্তজ, আম-পুরীষ-বাত-কফজ, পুরীষ-বাত-রক্ত-পিত্তজ, পুরীষ-বাত-রক্ত-কফজ, বাত রক্ত-পিত্ত-কফজ এই ছয় প্রকার চতুষ্ক অতিসার। আম-পুরীষ-বাত-রক্ত পিত্তজ, আম-পুরীষ-বাত-রক্ত-কফজ, পুরীষ-বাত-রক্ত-পিত্ত-কফজ, এই তিন প্রকার পঞ্চক অতিসার। আম-পুরীষ বাত-রক্ত-কফপিত্তজ এই এক প্রকার ষট্‌কঅতিসার।

এই সকল সংসর্গজ অতিসারে বিবেচনা পূর্ব্বক অতিসারোক্ত চিকিৎসা সমুদায় করিবে। সংসর্গ স্থলে সকল রোগেই এই যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

যুগপৎ ষড়্‌রসং ষণ্ণাং সংসর্গে পাচনং ভবেৎ।
নিরামানাঞ্চ পঞ্চানাং বস্তিঃ ষাড়্‌রসিকো মতঃ॥

উল্লিখিত আমাদি ছয়টিরই সংসর্গে যে অতিসার উৎপন্ন হয়, সেই অতিসারে মধুরাম্লাদি ষড়্‌রস দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার পাচন প্রয়োগ করিবে। আম ব্যতীত অপর পাঁচটির সংসর্গে যে অতিসার উৎপন্ন হয়, সেই অতিসারে মধুরাম্লাদি ষড়্‌রস দ্রব্যকৃত বস্তি হিতকর।

উদুম্বরশলাটূনি জম্ব্বাম্রোদুম্বরত্বচঃ।
শঙ্খং সর্জ্জরসং প্লাক্ষীং কর্দ্দমঞ্চ পলাংশিকম্॥
পিষ্ট্বা তৈঃ সর্পিষঃ প্রস্থং ক্ষীরদ্বিগুণিতং পচেৎ।
অতীসারেষু সর্ব্বেষু পেয়মেতদ্ যথাবলম্॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, জল /৮ সের। কল্কার্থ—কাঁচা যজ্ঞডুমুর ফল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, জাম ছাল ও আম ছাল, শঙ্খচূর্ণ, ধুনা, পাকুড়ছাল ও কর্দ্দম প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল; যথাবিধি পাক করিয়া অতিসারে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিতে দিবে।

কচ্ছুরাধাতকীবিল্বসমঙ্গারক্তশালিভিঃ।
মসূরাশ্বত্থশুঙ্গৈশ্চ যবাগূঃ স্যাজ্জলে শৃতৈঃ॥

আলকুশী বীজ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, মসুর ও অশ্বত্থশুঙ্গা ইহাদের কাথে রক্তশালি তণ্ডুলের যবাগূ পাক করিয়া তাহা পুরীষাদিজ অতিসারে ভোজনার্থ কল্পনা করিবে।

বালোদুম্বরকট্বঙ্গসমঙ্গপ্লক্ষপল্লবৈঃ।
মসূরধাতকীপুষ্পবলাভিশ্চ তথা ভবেৎ॥

বালা, যজ্ঞডুমুর, শোণা, বরাক্রান্তা ও পাকুড় ইহাদের পল্লব এবং মসুর, ধাইফুল ও বেড়েলা ইহাদের কাথে যবাগূ পাক করিয়া অতিসারাক্রান্ত রোগিকে ভোজনার্থ প্রদান করিবে।

স্থিরাদীনাং বটাদীনামিক্ষ্বাদীনামথাপি বা।
ক্কাথেষু সমসূরাণাং যবাগ্বঃ স্যুঃ পৃথক্ পৃথক্॥

শালপর্ণ্যাদি স্বল্পপঞ্চমূল, বটাদিবর্গ (ন্যগ্রোধাদিগণ) ও ইক্ষ্বাদিবর্গ ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ও মসুর যূষের সহিত পৃথক পৃথক যবাগূ পাক করিয়া সকল প্রকার অতিসার রোগিকে পানার্থ দিবে।

কচ্ছুরামূলশাল্যাদিতণ্ডুলৈর্ব্বাপি সাধিতাঃ।
দধিতক্রারনালাম্লক্ষারেষ্বিক্ষুরসেঽপি বা॥

শীতাঃ সশর্করাঃ ক্ষৌদ্রাঃ সর্ব্বাতীসারনাশনাঃ।
সসর্পির্ম্মরিচাজাজীমধুরা লবণাঃ শিবাঃ ॥

আলকুশীমূলের কাথে শাল্যাদি তণ্ডুলের যবাগূ পাক করিবে। অথবা দধি তক্র, কাঁজী ও যবক্ষারের সহিত বা ইক্ষুরসের সহিত যবাগূ পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয়। ঐ সকল যবাগূতে ঘৃত, মরিচচূর্ণ, জীরাকচূর্ণ ও লবণ সংযুক্ত এবং মধুর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতিসারাক্রান্ত রোগির বিশেষ উপকার হয়।

ভবন্তি চাত্র।

স্নিগ্ধাম্ললবণমধুরং পানং বস্তিশ্চ মারুতে কোষ্ণঃ।
শীতং তিক্তকষায়মধুরং পিত্তে চ রক্তে চ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণকষায়কটু শ্লেষ্মণি সংগ্রাহি বাতনুচ্ছকৃতি।
পাচনমামে পানং পিচ্ছাসৃগ্বস্তয়ো রক্তে ॥
অতিসারং প্রত্যুক্তং মিশ্রং দ্বন্দ্বামজেম্বপি চ।
তত্রোদ্রেকবিশেষাদ্দোষেষূপক্রমঃ কার্য্যঃ ॥

বাতপ্রকোপে স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ ও মধুর পান ভোজন এবং ঈষদুষ্ণ বস্তি ; পিত্ত ও রক্ত প্রকোপে তিক্ত, কষায়, মধুর ও শীতল পান ভোজনাদি ; কফ প্রকোপে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায় ও কটু পান ভোজনাদি ; পুরীষাতিসারে সংগ্রাহী ও বাত নাশক পান ভোজনাদি ; আমাতিসারে পাচন ; রক্তাতিসারে পিচ্ছাবস্তি ও রক্তবস্তি ব্যবস্থেয়। নিরূহাতিযোগজ অতিসারে এই সকল যোগ উক্ত হইল ; দ্বন্দ্বজ ও আমজ অতিসারেও মিশ্রযোগ উক্ত হইল ; কিন্তু এই সকল অতিসারে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, তাহারই প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

প্রসৃতিকাঃ সব্যাপৎ ক্রিয়া নিরূহাস্তথাতিসারহিতাঃ।
রসকল্কঘৃতযবাগ্বশ্চোক্তা গুরুণা প্রসৃতপ্রসিদ্ধৌ ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে প্রাসৃতযৌগিকা সিদ্ধির্নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই প্রাসৃতযৌগিকা অধ্যায়ে প্রাসৃতিক যোগ সকল, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপৎ ও তাহার চিকিৎসা, অতিসারে হিতকর নিরূহ সকল, রস, কল্ক, ঘৃত ও যবাগূ সমূহ ভগবান আত্রেয় ঋষি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাসৃতযৌগিকা নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্ত্রিমর্ম্মীয়াং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা ত্রিমর্ম্মীয়া সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতমস্মিন্ শরীরে স্কন্ধশাখাশ্রিতমগ্নিবেশ! তেষামন্যতমপীড়য়া সমধিকপীড়া ভবতি চেতনানিবন্ধবৈশেষ্যাৎ। তত্র শাখাশ্রিতেভ্যো মর্ম্মভ্যঃ স্কন্ধাশ্রিতানি গরীয়াংসি শাখানাং তদাশ্রিতত্বাৎ। স্কন্ধাশ্রিতেভ্যোঽপি হৃদ্বস্তিশিরাংসি তন্মূলত্বাচ্ছরীরস্য॥

এই শরীরে একশত সাতটি মর্ম্ম আছে। মর্ম্ম সকল স্কন্ধ অর্থাৎ মস্তক গ্রীবা ও মধ্যদেশ এবং হস্ত ও পদকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই সকল মর্ম্মের মধ্যে কোন একটির পীড়া হইলে সমধিক পীড়া হইয়া থাকে। কারণ মর্ম্মস্থান সমূহে চেতনা বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ। হস্তাশ্রিত ও পাদাশ্রিত মর্ম্ম অপেক্ষা স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্ম সকল গুরুতর। কারণ হস্ত পদাশ্রিত মর্ম্ম স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মেরই আশ্রিত। আবার স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মাপেক্ষা হৃদয়, বস্তি ও শিরোগত মর্ম্মসমূহ প্রধান। কারণ ইহারাই শরীরের মূল।

তত্র হৃদি দশ চ ধমন্যঃ প্রাণোদানমনোবুদ্ধিচেতনামহাভূতানি চ নাভ্যামরা ইব প্রতিষ্ঠিতানি। শিরসীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়প্রাণবহানি চ স্রোতাংসি সূর্য্যমিব গভস্তয়ঃ সংশ্রিতানি। বস্তিস্তু স্থূলগুদমুষ্কসেবনীশুক্রমূত্রবাহিনীনাং মধ্যে মূত্রাধারোঽম্বুবহানাং সর্ব্বস্রোতসামুদধিরিবাপগানাং প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। বহুভিশ্চ তন্মূলৈর্ম্মর্ম্মসংজ্ঞকৈঃ স্রোতোভির্গগনমিব দিনকরকরৈর্ব্যাপ্তমিদং শরীরম্॥

নাভিতে অরা নাড়ীর ন্যায় হৃদয়ে দশটি ধমনী, প্রাণবায়ু, উদান বায়ু, মন, বুদ্ধি, চেতনা ও মহাভূত সকল প্রতিষ্ঠিত। সূর্য্যের কিরণসমূহ যেমন সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত; সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়বহ ও প্রাণবহ স্রোতঃসমূহ ও মস্তককে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। বস্তি মূত্রাধার, ইহা স্থূলান্ত্র, মুষ্ক, সেবনী এবং শুক্রবাহী ও মূত্রবাহী স্রোতঃসমূহ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র যেমন নদীসমূহের অবস্থিতির স্থান, সেইরূপ বস্তিও অম্বুবহ স্রোতঃসমূহের অবস্থিতি স্থান। এই শরীর বহুসংখ্যক বস্তিমূলক মর্ম্মসংজ্ঞক স্রোতঃসমূহে সূর্য্যকিরণ দ্বারা আকাশের ন্যায় পরিব্যাপ্ত।

তেষাং ত্রয়াণামন্যতমস্যাপি ভেদাদাশ্বেব শরীরভেদঃ স্যাদাশ্রয়নাশাদাশ্রিতস্য নাশঃ, তদুপঘাতাৎ তু ঘোরব্যাধিপ্রাদুর্ভাবস্তস্মাদেতানি বিশেষেণ রক্ষ্যাণি বাহ্যাভিঘাতাদ্ বাতাদিদোষেভ্যশ্চেতি॥

এই তিনটির (হৃদয়, মস্তক ও বস্তির) মধ্যে কোন একটির ভেদ হইলে সত্বরই শরীরেরও ভেদ হইয়া থাকে। কারণ আশ্রয় নাশে আশ্রিতের নাশ অবশ্যম্ভাবী এই। হৃদয়াদি তিনটি স্থান অভিহত হইলে ঘোর ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্য বাহ্য অভিঘাত ও বাতাদি দোষ হইতে হৃদয় বস্তি ও মস্তক এই তিনটি প্রধান মর্ম্মস্থানকে, বিশেষ ভাবে রক্ষা করিবে।

তত্র হৃদয়েঽভিহতে কাসশ্বাসবলক্ষয়কণ্ঠশোষক্লোমাপকর্ষণজিহ্বা-নির্গম-মুখতালুশোষাপস্মারোন্মাদ-প্রলাপ-চিত্তনাশাদয়ঃ স্যুঃ। শিরস্যভিহতে মন্যাস্তম্ভার্দ্দিতচক্ষুর্বিভ্রমমোহবেষ্টনচেষ্টানাশকাসশ্বাসহনুগ্রহ-মূকগদ্গদত্বাক্ষিনিমীলনগণ্ডস্পন্দনজৃম্ভণলালাস্রাবস্বরহানিবদনজিহ্মত্বাদীনি। বস্তৌ তু বাতমূত্রবর্চ্চোনিগ্রহবঙ্ক্ষণমেহনবস্তিশূলকুণ্ডলোদাবর্ত্তগুল্ম-ব্রধ্নানিলাষ্ঠীলোপস্তম্ভনাভিকুক্ষিগুদশ্রোণিগ্রহাদয়ঃ। বাতাদ্যুপসৃষ্টানান্ত্বেষাং লিঙ্গানি চিকিৎসিতে সক্রিয়াদিবিধীন্যুক্তানি। কিন্ত্বেতানি বিশেষতোঽনিলাদ্রক্ষ্যাণ্যনিলো হি পিত্তকফসমুদীরণে হেতুঃ, প্রাণমূলঞ্চ স বস্তিকর্ম্মসাধ্যতমঃ। তস্মান্ন বস্তিকর্ম্মসমং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম মর্ম্মপরিপালনম্॥

হৃদয় অভিহত হইলে, কাস, শ্বাস, বলক্ষয়, কণ্ঠশোষ, ক্লমের (পিপাসা স্থানের) অপকর্ষণ, জিহ্বা নির্গম, মুখশোষ, তালুশোষ, অপস্মার, উন্মাদ, প্রলাপ ও চিত্তনাশাদি রোগ জন্মে। মস্তক অভিহত হইলে মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, নেত্রবিভ্রম, মোহ, বেষ্টনবৎ পীড়া, চেষ্টানাশ, কাস, শ্বাস, হনুগ্রহ, মূকতা, গদ্গদ্ বচনত্ব, নেত্র নিমীলন, গণ্ডস্পন্দন, জৃম্ভা, লালাস্রাব, স্বরহানি ও মুখবক্রত্বাদি রোগ সকল প্রকাশিত হয়। বস্তি আহত হইলে মল, মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ, বঙ্ক্ষন, লিঙ্গ ও বস্তিদেশে শূল, বাত কুণ্ডলিকা, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, ব্রধ্ন, বাতাষ্ঠীলা; উপস্তব্ধতা এবং নাভি, কুক্ষি, গুহ্যদেশ ও শ্রোণীদেশে বেদনা প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়। এই তিনটি মর্ম্মস্থান বাতাদি দোষ দ্বারা উপসৃষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং তাহাদের যাহা চিকিৎসা বিধি, তাহা পূর্ব্বে চিকিৎসিত স্থানে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি স্থানকে বায়ু হইতে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিবে। কারণ বায়ুই পিত্ত ও কফের উদীরণ হেতু এবং বায়ুই প্রাণের মূল। সেই বায়ু বস্তিকর্ম্ম দ্বারা সাধ্যতম। এই হেতু মর্ম্ম পরিপালনার্থ বস্তিকর্ম্মের ন্যায় অপর কোন চিকিৎসা নাই।

তত্র ষড়াস্থাপনস্কন্ধান্ বিমানে দ্বৌ চানুবাসনস্কন্ধাবিহ চ বিহিতান্ বস্তীন্ বুদ্ধ্যা বিচার্য্য মহামর্ম্মপরিপালনার্থং প্রয়োজয়েদ্বাতব্যাধি-চিকিৎসাঞ্চ। ভূয়শ্চ হৃদ্যুপসৃষ্টে বাতেন হিঙ্গুচূর্ণলবণানামন্যতমচূর্ণযুক্তাং পেয়াং মাতুলুঙ্গস্য রসেন বাম্লেন বাম্লেন হৃদ্যেন বা পায়য়েত, স্থিরাদি-পঞ্চমূলীরসঃ সশর্করঃ পানার্থং বিল্বাদিপঞ্চমূলরসসিদ্ধা চ যবাগূঃ, হৃদ্রোগবিহিতঞ্চ কর্ম্ম। মূর্দ্ধ্নি তু বাতোপসৃষ্টেঽভ্যঙ্গস্বেদনোপনাহন-

স্নেহপাননস্তঃকর্ম্মাবপীড়ধূমাদীনি। বস্তৌ তু কুম্ভীস্বেদো বর্ত্তয়শ্চ। শ্যামাদিভির্গোমূত্রসিদ্ধো নিরূহঃ, বিল্বাদিভিশ্চ সুরাদিসিদ্ধঃ শরবাশেক্ষুদর্ভগোক্ষুরকমূলশৃতক্ষীরৈশ্চ, ত্রপুষৈর্ব্বারুখরাশ্বাবীজযবান্ বুদ্ধা কল্কিতো নিরূহঃ, ক্ষারযবতিল্বকভৃষ্টকল্কিতো নিরূহঃ, পীতদারুকসিদ্ধতৈলাম্বুবাসনম্। তৈল্বকঞ্চ সর্পির্বিরেকার্থম্। শতাবরীগোক্ষুরকবৃহতীকণ্টকারিকাগুড়ূচীপুনর্নবোশীরমধুকদ্বিশারিবালোধ্রশ্রেয়সীকুশকাশমূলকষায়ক্ষীরচতুর্গুণং বলাবৃষর্ষভকখরাশ্বোপকুঞ্চিকাবৎসকত্রপুষৈর্ব্বারুবীজশিতিমারকমধুকবচাশতপুষ্পাশ্মভেদবর্ষাভূমদনফলকল্কসিদ্ধং তৈলমুত্তরবস্তির্নিরূহঃ স্নিগ্ধস্বিন্নস্য বস্তিশূলমূত্রবিকারহর ইতি ॥

পূর্ব্বে বিমান স্থানে ছয়টী আস্থাপনস্কন্ধ ব্যাখাত হইয়াছে। যথা মধুরস্কন্ধ, অম্লস্কন্ধ, লবণস্কন্ধ, কটুকস্কন্ধ, তিক্তস্কন্ধ ও কষায়স্কন্ধ। এই ছয়টী স্কন্ধোক্ত এবং সিদ্ধিস্থানোক্ত দুইটী অনুবাসন স্কন্ধ কথিত দ্রব্য দ্বারা বস্তি কল্পনা করিবে। হৃদয় প্রভৃতি প্রধান মর্ম্মত্রয়ের পরিপালনার্থ উক্ত বস্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে। আর হৃদয় বায়ু দ্বারা উপসৃষ্ট হইলে হিঙ্গুচূর্ণ ও লবণ চূর্ণের কোন একটী চূর্ণমিশ্রিত পেয়া মাতুলুঙ্গ লেবুর রসে অথবা অন্য কোন হৃদ্য অম্ল রসে অম্লীকৃত করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। অথবা শালপাণি প্রভৃতি পঞ্চমূলের ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করাইবে। অথবা বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ খাওয়াইবে এবং হৃদ্রোগবিহিত চিকিৎসা করাইবে। মস্তক বায়ু দ্বারা উপহত হইলে অভ্যঙ্গ, স্বেদ, উপনাহ, স্নেহপান, নস্য কর্ম্ম, অবপীড়ক ও ধূমাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বস্তি বায়ুর দ্বারা অভিহত হইলে, কুম্ভীস্বেদ ও বর্ত্তি প্রদান করিবে। শ্যামাদিগণের ক্বাথে গোমূত্র মিশাইয়া তাহার নিরূহ; বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথে সুরা প্রভৃতি মিশাইয়া তাহার নিরূহ প্রয়োগ করিবে। শরমূল কাশমূল কুশমূল ও কৃষ্ণেক্ষুমূল ও গোক্ষুরমূল ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক তাহার নিরূহ এবং শশাবীজ, কাঁকুড়বীজ, বনযমানী ও যব, ইহাদের ক্বাথে বুদ্ধি পূর্ব্বক কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহ প্রদান করিবে। যবক্ষার ও ভৃষ্ট লোধছালের কল্ক সহ নিরূহ প্রস্তুত করিয়া সেই নিরূহ প্রয়োগ করিবে। সরলকাষ্ঠের কল্ক সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন দিবে। বিরেচনের জন্য তৈল্বক ঘৃত পান করিতে দিবে। শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, বেণামূল, যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লোধ, গজপিপ্পলী, কুশমূল ও কাশমূল ইহাদের ক্বাথ (তৈলের চতুর্গুণ) ও দুগ্ধ (তৈলের সমান) এবং বেড়েলা, বাসকছাল, ঋষভক, বনযমানী, কৃষ্ণজীরা, ইন্দ্রযব, শশার বীজ, কাঁকুড় বীজ, শালিঞ্চে, যষ্টিমধু, বচ, শুলফা, পাষাণভেদ, পুনর্নবা ও মদনফল ইহাদের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) সহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া এই তৈল দ্বারা উত্তরবস্তি নিরূহ প্রয়োগ করিলে বস্তিশূল ও নেত্রবিকার নষ্ট হয়।

ভবন্তি চাত্র।

হৃদি মূর্দ্ধ্নি চ বস্তৌ চ নৃণাং প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তস্মাৎ তেষাং সদা যত্নাৎ কুর্ব্বীত পরিপালনম্॥
আঘাতবর্জ্জনং নিত্যং স্বস্থবৃত্তানুবর্ত্তনম্।
উৎপন্নার্ত্তিবিঘাতশ্চ মর্ম্মণাং পরিপালনম্॥

হৃদয়, মস্তক ও বস্তিদেশে মনুষ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সেই সকল স্থানকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পরিপালন করিবে এবং ঐ সকল স্থান আঘাত হইতে যাহাতে রক্ষা পায় এরূপ উপায় করিবে। যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে সর্ব্বদা সেইরূপ আচরণ করিবে। যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হইবে, তাহাদের নাশ করিবে এবং মর্ম্মসমূহকে পরিপালন করিবে।

অত ঊর্দ্ধং বিকারা যে ত্রিমর্ম্মীয়ে চিকিৎসিতে।
ন প্রোক্তা মর্ম্মজাস্তেষাং কাংশ্চিদ্বক্ষ্যামি সৌষধান্॥

চিকিৎসাস্থানোক্ত ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসাধ্যায়ে মর্ম্মজ রোগসমূহ মধ্যে যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, এই অধ্যায়ে সেই সকল রোগ ও তাহাদের ঔষধ বর্ণনা করা হইল।

ক্রুদ্ধঃ স্বৈঃ কোপনৈর্বায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে।
পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্॥
ধনুর্ব্বন্নময়েন্ গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ চাপ্যুচ্ছ্বসিতি স্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ॥
কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ॥

বায়ু স্বকীয় প্রকোপ কারণে কুপিত ও স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগত হইয়া হৃদয়কে পীড়িত করে এবং তথা হইতে মস্তক ও শঙ্খদেশে গমনপূর্ব্বক তৎস্থানে বেদনা জন্মায়। শরীরকে ধনুকের ন্যায় বক্র ও আক্ষিপ্ত করে। ইহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, স্তব্ধাক্ষ ও নিমীলিতনয়ন হইয়া অতিকষ্টে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে। এবং সংজ্ঞারহিত হইয়া কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। ইহাকে অপতন্ত্রক রোগ কহে।

দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি।
হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ॥
বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্॥

কুপিত বায়ু জন্য রোগির দৃষ্টি স্তব্ধ ও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হয়। কুপিত বায়ু হৃদয় হইতে সরিয়া গেলে রোগী সুস্থ এবং ঐ বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে মূর্চ্ছিত হয়। এই দারুণ রোগ অপতন্ত্রকেরই অবস্থান্তর। কেহ কেহ ইহাকে অপতানক বলিয়া থাকে।

স নরঃ কফবাতাভ্যাং রুদ্ধস্তঞ্চ বিমোক্ষয়েৎ।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনৈঃ সংজ্ঞাস্তাসু মুক্তাসু বিন্দতি॥

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ ফণিজ্ঝকম্ ।
এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্ ॥
হিঙ্গু তুম্বুরু পথ্যা চ পৌষ্করং লবণত্রয়ম্ ।
যবক্বাথাম্বুনা পেয়ং হৃৎপার্শ্বার্ত্ত্যপতন্ত্রকে ॥
হিঙ্গ্বম্লবেতসং শুণ্ঠীং সসৌবর্চ্চলদাড়িমম্ ।
পিবেদ্বাতকফঘ্নঞ্চ কর্ম্ম হৃদ্রোগনুদ্দিতম্ ॥
শোধনা বস্তয়স্তীক্ষ্ণা হিতাস্তস্য চ কৃৎস্নশঃ ।
সৌবর্চ্চলাভয়াব্যোষৈঃ সিদ্ধন্তু স্যাদ্ ঘৃতং হিতম্ ॥

এই অপতানক রোগে রোগির স্রোতঃ সকল কফ ও বায়ু দ্বারা রুদ্ধ হয়। ইহাতে তীক্ষ্ণ প্রধমন নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগির বাতশ্লেষ্মা অপগত হইলে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে।

নস্য যথা—মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও তুলসীবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহা শিরোবিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। হিং, তম্বুরু, হরীতকী, পুষ্করমূল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিট্‌লবণ ইহাদের চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে হৃদয় ও পার্শ্বদেশের বেদনা এবং অপতন্ত্রক রোগ নিবারিত হয়। হিং, অম্লবেতস, শুঁঠ, সচললবণ ও দাড়িমের ছাল ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে বায়ু ও কফের নাশ হয়। ইহাতে হৃদ্‌রোগ নাশক চিকিৎসা প্রশস্ত। শোধন তীক্ষ্ণবস্তি সকল রোগির হিতকর। সৌবর্চ্চললবণ, হরীতকী ও ত্রিকটু ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অপতন্ত্রক রোগে হিতকর।

মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বন্নসেবনাচ্চিন্তনাচ্ছ্রমাৎ ।
শোকাদ্ব্যাধ্যনুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ ॥
যদাসৌ সমবস্কন্দ্য হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়ান্ ।
সমাবৃণোতি জ্ঞানাদীংস্তদা তন্দ্রোপজায়তে ॥
হৃদয়ব্যাকুলীভাবো বাক্‌চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্ ।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রায়া লক্ষণং মতম্ ॥

মধুর, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক অন্ন সেবন; নিরন্তর চিন্তা, পরিশ্রম, শোক, ও সর্ব্বদা ব্যাধি ভোগহেতু কুপিত বায়ু কফকে উর্দ্ধগত করে। সেই উর্দ্ধগত কফ যখন হৃদয়ে বসিয়া যায়, তখন হৃদয়স্থ জ্ঞানাদি সম্যক্‌রূপে আবৃত হয়; ইহাকে তন্দ্রারোগ কহে। তন্দ্রারোগে হৃদয়ের ব্যাকুলভাব, বাক্য ও চেষ্টারাহিত্য, ইন্দ্রিয়ের গুরুতা, মন ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কফঘ্নং তত্র কর্ত্তব্যং শোধনং শমনানি চ ।
ব্যায়ামো রক্তমোক্ষশ্চ ভোজ্যঞ্চ কটু তিক্তকম্ ॥

তন্দ্রা রোগে কফঘ্ন শোধন ও শমনক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যায়াম, রক্তমোক্ষণ ও কটু তিক্ত ভোজন হিতকর।

মূত্রৌকসাদং জঠরং কৃচ্ছ্রং সোৎসঙ্গসঙ্ক্ষয়ৌ।
মূত্রাতীতোঽনিলাষ্ঠীলা বাতবস্ত্যুষ্ণমারুতৌ॥
বাতকুণ্ডলিকাগ্রন্থিবিড়্‌ঘাতো বস্তিকুণ্ডলম্‌।
ত্রয়োদশৈতে মূত্রস্য দোষাংস্তান্‌ লিঙ্গতঃ শৃণু॥

মূত্রদোষজনিত রোগ ত্রয়োদশপ্রকার যথা—মূত্রসাদ, মূত্রজঠর, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রাতীত, বাতাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, উষ্ণবাত, বাতকুণ্ডলিকা, মূত্রগ্রন্থি বিড়্‌বিঘাত ও বস্তিকুণ্ডল। ইহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

পিত্তং কফো দ্বয়ং বাপি বস্তৌ সংহন্যতে যদা।
মারুতেন তদা মূত্রং রক্তং পীতং ঘনং সৃজেৎ॥
সদাহং শ্বেতসান্দ্রং বা সর্ব্বৈর্বা লক্ষণৈর্যুতম্‌।
মূত্রৌকসাদং তং বিদ্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মহরৈর্জয়েৎ॥

বস্তিদেশে পিত্ত বা কফ পৃথক্‌ভাবে অথবা মিলিত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক আহত হয়। এই কুপিত বায়ু জন্য রক্ত পীত বা শ্বেতবর্ণ ঘন ও সান্দ্র মূত্র নির্গত হয়। মূত্রত্যাগকালে দাহ হইয়া থাকে। ইহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগকে মূত্রসাদ বলে। পিত্তশ্লেষ্মনাশক ঔষধ দ্বারা ইহার শান্তি করিবে।

বিধারণাৎ প্রতিহতং বাতোদাবর্ত্তিতং যদা।
পূরয়ত্যুদরং মূত্রং তদা তদনিমিত্তরুক্‌॥
অপক্তিমূত্রবিট্‌সঙ্গৈস্তন্মূত্রজঠরং বদেৎ।
মূত্রবৈরেচনীং তত্র চিকিৎসাং সংপ্রয়োজয়েৎ॥
হিঙ্গুদ্বিরুত্তরং চূর্ণং ত্রিমর্ম্মীয়ে প্রকীর্ত্তিতম্‌।
হন্যান্মূত্রাদিসংঘাতং ব্যাধিঞ্চ গুদমেঢ্রয়োঃ॥

মূত্রের বেগ ধারণ করিলে সেই মূত্র প্রতিহত এবং বায়ুকর্ত্তৃক উর্দ্ধগত হইয়া যখন উদরকে পূর্ণ করে, তখন অনিমিত্ত বেদনা, অপরিপাক, মূত্র ও মলের বিবন্ধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহাকে মূত্রজঠর রোগ কহে। ইহাতে মূত্র-বিরেচক চিকিৎসা করিবে। আর ত্রিমর্ম্মীয় রোগ চিকিৎসায় যে দ্বিরুত্তর হিঙ্গুচূর্ণের কথা বলা হইয়াছে, সেই চূর্ণও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা মূত্রাদির সঙ্ঘাত এবং গুহ্যের ও লিঙ্গের পীড়া নষ্ট হইবে।

মূত্রিতস্য ব্যবায়াৎ তু রেতো বাতোদ্ধতং চ্যুতম্‌।
পূর্ব্বং মূত্রস্য পশ্চাদ্বা স্রবেৎ তৎ কৃচ্ছ্রমুচ্যতে॥

মূত্রবেগান্বিত হইয়া মৈথুন করিলে শুক্র স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক উর্দ্ধনীত হয়; এবং তৎপরে মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে বা পরে নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রশুক্র রোগ কহে।

খবৈগুণ্যানিলাক্ষেপৈঃ কিঞ্চিন্মূত্রস্য তিষ্ঠতি।
মণিসন্ধৌ স্রবেৎ পশ্চাৎ তদরুগ্‌থবাতিরুক্॥
মূত্রোৎসঙ্গঃ স বিচ্ছিন্নস্তচ্ছেষো গুরুশেফসঃ॥

মূত্রনালীর বৈগুণ্য হেতু এবং বায়ুর আক্ষেপ বশতঃ মূত্র ত্যাগ কালে সমস্ত মূত্র নির্গত না হইয়া লিঙ্গাগ্রের সন্ধিতে আবদ্ধ থাকে। পরে সেই মূত্র বেদনার সহিত বা বিনাবেদনায় নির্গত হয়। এবং মূত্রের বিচ্ছিন্নতা হেতু লিঙ্গ ভারী বোধ হয়। এই বিচ্ছিন্ন মূত্রশেষকে মূত্রোৎসঙ্গ রোগ কহে।

বাতাকৃতির্ভবেদ্বাতান্মূত্রে শুষ্যতি সংক্ষয়ঃ॥

প্রকুপিত বায়ু জন্য মূত্র শুষ্ক হইলে তাহাকে মূত্রসংক্ষয় রোগ কহে। এই রোগে বায়ুর লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়।

চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে।
মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে॥

বহুক্ষণ মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া তৎপরে মূত্র ত্যাগ করিতে গেলে, মূত্র শীঘ্র নির্গত হয় না। অথবা অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়। ইহাকে মূত্রাতীত রোগ কহে।

আধ্মাপয়ন্ বস্তিগুদং রুদ্ধা বায়ুশ্চলোন্নতাম্।
কুর্য্যাৎ তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিণ্মার্গরোধিনীম্॥

কুপিত বায়ু, বস্তি ও গুহ্যদেশকে আধ্মাপিত (ফোলাইয়া) ও রুদ্ধ করিয়া চঞ্চল, উন্নত ও মলমূত্রের মার্গ রোধক অষ্ঠীলা (অষ্ঠীলাকৃতি গ্রন্থি) উৎপাদন করে। ইহাতে তীব্র বেদনা হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম মূত্রাষ্ঠীলা।

মূত্রমাধারয়েদ্ বস্তৌ বায়ুঃ ক্রুদ্ধো বিধারণাৎ।
মূত্ররোধার্ত্তিকণ্ডুভির্বাতবস্তিঃ স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি মূত্রের বেগ ধারণ করে, বেগ ধারণ হেতু তাহার বস্তিদেশে বায়ু কুপিত হইয়া মূত্ররোধ জনিত বেদনা, ও কণ্ডু উৎপাদন করে। ইহাকে বাতবস্তি রোগ কহে।

উষ্মণা সোষ্মকং মূত্রং শোষয়ন্ রক্তপীতকম্।
উষ্ণবাতঃ সৃজেৎ কৃচ্ছ্রাদ্বস্ত্যুপস্থার্ত্তিদাহবান্॥

উষ্মাযুক্ত বায়ু মূত্রকে শুষ্ক করিয়া রক্ত বা পীতবর্ণ মূত্র অতিকষ্টে নিঃসারিত করে। ইহাতে বস্তিতে ও লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা এবং দাহ হইয়া থাকে। এই রোগের নাম উষ্ণবাত।

গতিসঙ্গাদুদাবৃত্তঃ স মূত্রস্থানমার্গয়োঃ।
মূত্রস্য বিগুণো বায়ুর্ভগ্নব্যাবিদ্ধকুণ্ডলী॥
মূত্রং বিহন্তি সংস্তম্ভভগ্নগৌরববেষ্টনৈঃ।
তীব্ররুক্‌মূত্রবিট্‌সঙ্গৈর্বাতকুণ্ডলিকেতি সা॥

বিগুণ বায়ু মূত্রস্থান ও মূত্রমার্গে মূত্রের গতিরোধ করিয়া মূত্রকে উদাবর্ত্তিত করে। সেই উদাবর্ত্তযুক্ত মূত্র বায়ুর দ্বারা কুটিল, ব্যাবিদ্ধ ও কুণ্ডলীভূত হইয়া বিহত হয়। এই রোগে মূত্রাশয় ও লিঙ্গাদিতে স্তব্ধতা, শূলবৎ বেদনা, গুরুত্ব, বেষ্টনবৎ পীড়া ও তীব্র যন্ত্রণা হয়; এবং মলমূত্রের বিবদ্ধতা হইয়া থাকে। ইহাকে বাত কুণ্ডলিকা রোগ কহে।

রক্তং বাতকফাদ্দুষ্টং বস্তিদ্বারে সুদারুণম্।
গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ স কৃচ্ছ্রেণ সৃজেন্মূত্রং তদাবৃতম্॥
অশ্মরীসমশূলং তং মূত্রগ্রন্থিং প্রচক্ষতে॥

বাতশ্লেষ্ম প্রকোপে রক্ত দূষিত হইয়া বস্তি দ্বারে সুদারুণ গ্রন্থি জন্মায়, সেই গ্রন্থি দ্বারা আবৃত হওয়ায় মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হয়। এবং অশ্মরীর তুল্য বেদনা হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রগ্রন্থি রোগ কহে।

রূক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবৃত্তং শকৃদ্ যদা।
মূত্রস্রোতঃ প্রপদ্যেত বিট্ সংসৃষ্টং তদা নরঃ।
বিড়্গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিড়্বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ॥

রূক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির মল বায়ু কর্ত্তৃক উদাবৃত্ত হইয়া যখন মূত্র স্রোতে উপস্থিত হয়, তখন মানব পুরীষের গন্ধযুক্ত বা পুরীষ মিশ্রিত মূত্র অতিকষ্টে ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাকে বিড়্বিঘাত কহে।

দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভীঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ॥
শূলস্পন্দনদাহার্ত্তো বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
পীড়িতস্তু স্রবেদ্ধারাং স্তম্ভনোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্॥
বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরং শস্ত্রবিষোপমম্।
পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ॥
তস্মিন্ পিত্তাবৃতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা।
শ্লেষ্মণা গৌরবং শোফঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতম্॥
শ্লেষ্মরুদ্ধবিলো বস্তিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিধ্যতি।
অবিভ্রান্তবিলঃ সাধ্যো ন চ যঃ কুণ্ডলীকৃতঃ॥
স্যাদ্বস্তৌ কুণ্ডলীভূতে তৃণ্মোহঃ শ্বাস এব চ॥

দ্রুত পর্য্যটন, উল্লম্ফন, পরিশ্রম, বস্তিদেশে দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি এবং বস্তি পীড়ন হেতু বস্তি স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগত হইয়া গর্ভের ন্যায় স্থূলাকারে অবস্থিতি করে। ইহাতে রোগী শূলবদ্ বেদনা, স্পন্দন ও দাহে পীড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ করে। কিন্তু বস্তি টিপিলে মূত্রের ধারা নির্গত হয়; তৎকালে বস্তিতে স্তব্ধতা ও বেষ্টনবৎ বেদনা হইয়া থাকে। এই রোগকে বস্তিকুণ্ডল কহে। এই রোগ শস্ত্র ও বিষের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর ও প্রায়ই বাতপ্রধান। অল্পবুদ্ধি চিকিৎসকের নিকট ইহা দুঃসাধ্য। এই বস্তিকুণ্ডল রোগ

পিত্তাবৃত হইলে দাহ, শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা এবং শ্লেষ্মাকৃত হইলে শরীরের গুরুত্ব, শোথ এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। এই পীড়ায় বস্তির মুখ কফ দ্বারা রুদ্ধ হইলে এবং পিত্তের প্রকোপ থাকিলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যদি বস্তির মুখ কফ দ্বারা আবৃত না হয়, বা বস্তি কুণ্ডলীভূত না হয় তাহা হইলে সাধ্য হইয়া থাকে। বস্তি কুণ্ডলীভূত হইলে পিপাসা, মোহ ও শ্বাস উৎপন্ন হয়।

দোষাধিক্যমবেক্ষ্যৈতান্ মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ সর্ব্বেষামেব যোজয়েৎ॥

এই ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রদোষে বাতাদি দোষের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রহর ঔষধ দ্বারা তাহাদের প্রতিকার করিবে। সমস্ত মূত্রদোষে বস্তি ও উত্তর বস্তি প্রযোজ্য।

পুষ্পনেত্রন্তু হৈমং স্যাৎ সূক্ষ্মমোত্তরবস্তিকম্।
জাতীপুষ্পস্য বৃন্তেন সমং গোপুচ্ছসংস্থিতম্॥
রৌপ্যং বা সর্ষপচ্ছিদ্রং দ্বিকর্ণং দ্বাদশাঙ্গুলম্॥

উত্তরবস্তির নল স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। স্বর্ণ নির্ম্মিত বস্তির নল জাতিপুষ্পের বৃন্তের ন্যায় ছিদ্র বিশিষ্ট এবং রৌপ্যনির্ম্মিত নল সর্ষপ প্রমাণ ছিদ্র বিশিষ্ট হইবে। ইহা গোপুচ্ছাকৃতি, দুইটী কর্ণিকাবিশিষ্ট, ও দ্বাদশাঙ্গুলদীর্ঘ করিবে।

তেনাজবস্তিযুক্তেন স্নেহস্যার্দ্ধপলং নয়েৎ।
যথা বয়োবিশেষেণ স্নেহমাত্রাং বিকল্প্য বা॥

এই নলের সহিত ছাগলের বস্তি বাঁধিবে। পরে স্নেহ ৪ তোলা লইয়া অথবা বয়স অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় (স্নেহ) লইয়া তাহার উত্তর বস্তি দিবে।

স্নাতস্য ভুক্তভক্তস্য রসেন পয়সাপি বা।
সৃষ্টবিণ্মূত্রবেগস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ॥
ঋজোঃ সুখোপবিষ্টস্য হৃষ্টে মেঢ্রে ঘৃতান্বিতে।
শলাকয়ান্বিষ্য গতিং যদ্যপ্রতিহতা ব্রজেৎ॥
ততঃ শেফঃপ্রমাণেন পুষ্পনেত্রং প্রবেশয়েৎ।
গুদবন্মূত্রমার্গেণ প্রণয়েদনু সেবনীম্॥
হিংস্যাদ্ব্যতিগতং বস্তিমূনে স্নেহো ন গচ্ছতি।
সুখং প্রপীড্য নিষ্কম্পং নিষ্কর্ষেন্নেত্রমেব চ॥

উত্তরবস্তি প্রয়োগ বিধি। [রোগিকে স্নান করাইয়া মাংসরস বা দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। তৎপরে মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে মলমূত্র ত্যাগ করাইয়া জানুসম উন্নত কোমল আসনে সরলভাবে সুখে উপবেশন করাইবে। অনন্তর তাহার লিঙ্গকে ঘৃতাভ্যক্ত ও হৃষ্ট (শক্ত) করিবে এবং শলাকা দ্বারা লিঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া সেই ছিদ্রপথে শলাকা প্রবিষ্ট করাইবে। সেই শলাকা যদি বাধা না পাইয়া ঠিক প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শলাকা বাহির করিয়া লিঙ্গপ্রমাণ বস্তিনেত্র প্রবেশ করাইবে। এবং মলমার্গে বস্তি প্রয়োগে যে সকল বিধান উক্ত হইয়াছে, সেই বিধানানুসারে সেবনীর অভিমুখে বস্তি পীড়ন

করিবে। উত্তরবস্তি যদি অতিবেগে গমন করে, তাহা হইলে লিঙ্গমূলে পীড়া জন্মে। এবং স্নেহ অল্প হইলে যথাস্থানে যায় না। অতএব নিষ্কম্পহস্তে যথাবৎ বস্তি পীড়িত করিবে এবং নিষ্কম্পভাবেই বস্তিনেত্র বাহির করিয়া লইবে।

প্রত্যাগতে দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ঞ্চ প্রদাপয়েৎ।
অনাগচ্ছন্নুপেক্ষ্যস্তু রজনীব্যুষিতস্য চ॥
পিপ্পলীলবণাগারধূমাপামার্গসর্ষপৈঃ।
বার্ত্তাকুরসনিগুণ্ডীশম্পাকৈঃ সসহাচরৈঃ॥
মূত্রাম্লপিষ্টৈঃ সগুড়ৈর্ব্বর্ত্তিং কৃত্বা প্রবেশয়েৎ।
অগ্রে তু সর্ষপাকারাং পশ্চাদ্ দ্বিমাষসম্মিতাম্॥
নেত্রদীর্ঘাং ঘৃতাভ্যক্তাং সুকুমারামভঙ্গুরাম্।
নেত্রবণ্মূত্রনাড্যাস্তু পায়ৌ বাঙ্গুষ্ঠসম্মিতাম্॥

প্রথম প্রদত্ত উত্তর বস্তির স্নেহ প্রত্যাগত হইলে এই নিয়মে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তি প্রদান করিবে। যদি বস্তিস্নেহ বহিরাগত না হয়,তাহা হইলে এক রাত্রি উপেক্ষা করিয়া দেখিবে। তদনন্তর পিপুল, সৈন্ধবলবণ, ঝুল, আপাং, সর্ষপ, বার্ত্তাকুরস, নিসিন্দা, সোন্দালমজ্জা ও ও ঝাঁটিমূল এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া তাহাতে অম্ল ও গুড় মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তির অগ্রভাগ সর্ষপ তুল্য সূক্ষ্ম ও মূলভাগ দুইটি মাষকলায়ের ন্যায় স্থূল হইবে। বস্তিনেত্রের ন্যায় ইহাও দ্বাদশাঙ্গুল হইবে। এই বর্ত্তি সুকুমার ও অভঙ্গুর হইবে। বস্তিস্নেহ প্রত্যাগমনার্থ এই বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া লিঙ্গে প্রয়োগ করিবে। গুহ্যদেশে বর্ত্তি প্রয়োগ করিতে হইলে সেই বর্ত্তি অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল করিবে।

স্নেহে প্রত্যাগতে তাভ্যাং সানুবাসনিকো বিধিঃ।
পরিহারস্য সব্যাপৎসম্যগ্‌দত্তস্য লক্ষণম্॥

এই ক্রিয়া দ্বারা উত্তর বস্তির স্নেহ প্রত্যাগত হইলে অনুবাসনের নিয়মাদি পালন করিবে। অনুবাসনে যাহা পরিহার্য্য, উত্তর বস্তিতেও তাহা পরিত্যাজ্য। সম্যগ্‌দত্ত অনুবাসনে যে সমস্ত লক্ষণ এবং অসম্যগ্‌প্রদত্ত অনুবাসনে যে সমস্ত ব্যাপত্তি, উত্তরবস্তিও সম্যক্ প্রদত্ত হইলে সেই সমস্ত লক্ষণ এবং অসম্যক প্রদত্ত হইলে সেই সমস্ত ব্যাপত্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু প্রতিকর্ম্ম তদাচরেৎ।
গর্ভাসনা সুখং স্নেহং তদাদত্তে হ্যপাবৃতা॥
গর্ভং যোনিস্তদা শীঘ্রং জিতে গৃহ্ণাতি মারুতে॥

স্ত্রীলোকদিগকে ঋতুকালে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। কারণ সেই সময়ে গর্ভাসনা, অর্থাৎ গর্ভাশয় সুখে স্নেহ গ্রহণ করে। যে হেতু ঋতুকালে যোনি অনাচ্ছাদিত থাকে।

বস্তিজেষু বিকারেষু যোনিবিভ্রংশজেষু চ।
যোনিশূলেষু তীব্রেষু যোনিব্যাপৎস্বসৃগ্দরে॥

অপ্রস্রবতি মূত্রে চ বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
বিদধ্যাদুত্তরং বস্তিং যথাস্বৌষধসংস্কৃতম্ ॥

স্ত্রীলোকদিগের বস্তিজ রোগ, যোনি বিধ্বংসজনিত রোগ, তীব্র যোনিশূল, যোনিব্যাপদ্, অসৃগদর, মূত্রবিবন্ধ বা বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব, এই সকল রোগে উপযুক্ত ঔষধসংস্কৃত স্নেহ দ্বারা উত্তরবস্তি প্রদান করিবে।

পুষ্পনেত্রপ্রমাণন্তু প্রমদানাং দশাঙ্গুলম্।
মূত্রস্রোতঃপরীণাহং মূত্রস্রোতোঽনুবাহি চ ॥
গর্ভমার্গে তু নারীণাং বিধেয়ং চতুরঙ্গুলম্।
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে তু বালায়াস্ত্বেকমঙ্গুলম্ ॥

প্রমদাগণকে উত্তর বস্তি দিতে হইলে সেই বস্তির নল তাহাদের নিজ অঙ্গুলির দশ অঙ্গুলি হইবে। এবং বস্তিনলের স্থূলতা মূত্রমার্গের পরিধির তুল্য হইবে। আর বস্তিনল মূত্র-স্রোতে সুখে প্রবেশ করে এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের গর্ভমার্গে বস্তি দিতে হইলে সেই বস্তিনলের পরিমাণ ২ অঙ্গুল এবং বালিকার গর্ভমার্গে প্রযোজ্য বস্তিনলের পরিমাণ এক অঙ্গুলি হইবে।

উত্তানায়াঃ শয়ানায়াঃ সম্যক্ সঙ্কোচ্য সক্থিনী।
অথাস্যাঃ প্রণয়েন্নেত্রমনু বংশগতং সুখম্ ॥
দ্বিত্রিচতুরিতি স্নেহানহোরাত্রেণ যোজয়েৎ।
বস্তিং বস্তৌ প্রণীতে তু বস্তিশ্চানন্তরো ভবেৎ ॥
ত্রিরাত্রং কর্ম্ম কুর্ব্বীত স্নেহমাত্রাং বিবর্দ্ধয়ন্।
অনেনৈব বিধানেন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ পুনস্ত্র্যহাৎ ॥

স্ত্রীলোকদিগকে উত্তর বস্তি দিবার বিধি। সকৃথিদ্বয় সম্যক্ প্রকারে সঙ্কুচিত করিয়া উত্তানভাবে (চিত হইয়া) স্ত্রীলোককে শোয়াইবে। তৎপরে যোনিদ্বারে মেরুদণ্ডের অভিমুখে সুখকরভাবে বস্তিনেত্র প্রয়োগ করিবে। অহোরাত্রের মধ্যে দুই তিন বা চারি বার উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বস্তিতে বস্তির স্নেহ সম্যক্রূপে প্রদত্ত হইলে তৎপরে পুনরায় বস্তি প্রদান করিবে। এইরূপে তিন দিন ক্রমশঃ স্নেহ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া প্রদান করিবে। তিন দিনের পর তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে বস্তি দিবে।

অতঃ শিরোধিকারাণাং কশ্চিদ্ভেদঃ প্রবক্ষ্যতে।
রক্তপিত্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ ॥
তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোফং কুর্ব্বন্তি দারুণম্।
স শিরো বিষবদ্বেগী নিরুধ্যাশু গলং তথা ॥
ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ।

জীবেৎ ত্র্যহং চেত্তেষজ্যং প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ।
শিরোবিরেকসেকাদি সর্ব্বং বীসর্পনুচ্চ যৎ॥

অতঃপর শিরোরোগের কয়েকটি ভেদ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। পিত্ত বায়ু দূষিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে তীব্রবেদনা দাহযুক্ত রক্তবর্ণ দারুণ শোথ জন্মাইয়া থাকে। বিষের ন্যায় বেগবিশিষ্ট সেই শোথ শীঘ্র মস্তক ও গলদেশকে রুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যেই রোগিকে নষ্ট করে। ইহাকে শঙ্খক শিরোরোগ কহে। এই রোগে যদি রোগী ও তিন দিন বাঁচে, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যান করিয়া (রোগী নিশ্চিত বাঁচিবে এ কথা না বলিয়া) ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। (কারণ এই রোগে তিন দিন মধ্যেই রোগির প্রাণ নষ্ট হয়। যদি তিন দিনের পরেও কেহ জীবিত থাকে, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবনে বাঁচিবার আশা করা যায়)। ইহাতে শিরোবিরেচন পরিষেক প্রভৃতি ক্রিয়া এবং বিসর্পনাশক সমস্ত চিকিৎসা হিতকর।

রূক্ষাত্যধ্যশনাৎ পূর্ব্ববাতাবশ্যায়মৈথুনৈঃ।
বেগসন্ধারণায়াসব্যায়ামৈঃ কুপিতোঽনিলঃ॥
কেবলঃ সকফো বাপি গৃহীত্বার্দ্ধং শিরো বলী।
মন্যাভ্রূ শঙ্খকর্ণাক্ষিললাটার্দ্ধে চ বেদনাম্॥
শস্ত্রারণিনিভাং কুর্য্যাৎ তীব্রাং সাঽর্দ্ধাবভেদকঃ।
নয়নং বাথবা শ্রোত্রমতিবৃদ্ধো বিনাশয়েৎ॥
চতুঃস্নেহোত্তমা মাত্রা শিরঃকায়বিরেচনম্।
নাড়ীস্বেদো ঘৃতং জীর্ণং বস্তিকর্ম্মানুবাসনম্॥
উপনাহঃ শিরোবস্তির্দহনং চাত্র শস্যতে।
প্রতিশ্যায়ে শিরোরোগে যচ্চোদ্দিষ্টং চিকিৎসিতম্॥

রূক্ষভোজন, অতিভোজন, পূর্ব্বকৃত আহার অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ব্বার ভোজন, পূর্ব্ববায়ু সেবন, হিম মৈথুন মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সমস্ত কারণে কুপিত বায়ু বলীয়ান হইয়া স্বয়ং বা কফান্বিত হইয়া মস্তকের এক পার্শ্ব গ্রহণ করে এবং সেই পার্শ্বের মন্যা ভ্রূ শঙ্খদেশ কর্ণ চক্ষু ও ললাটার্দ্ধে শস্ত্রতুল্য বা অরণিতুল্য তীব্র বেদনা জন্মায়। ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক (আদ্ কপালে) কহে। এই অর্দ্ধাবভেদক রোগ অতি বর্দ্ধিত হইলে নেত্র অথবা কর্ণকে বিনাশ করিয়া থাকে। এই রোগির চিকিৎসার্থ, উত্তম মাত্রায় চতুঃস্নেহ শিরোবিরেচন, কায় বিরেচন, নাড়ীস্বেদ, পুরাতন ঘৃত, বস্তিকর্ম্ম, অনুবাসন, উপনাহ, শিরোবস্তি ও অগ্নি দ্বারা দাহ প্রশস্ত। পূর্ব্বে প্রতিশ্যায় রোগে ও শিরোরোগে যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে, ইহাতে সেই চিকিৎসা করিবে।

সন্ধারণাদজীর্ণাদ্ধেম স্তিক্তং রক্তমারুতৌ।
দুষ্টৌ দূষয়তস্তচ্চ দুষ্টং তাভ্যাং বিমূর্চ্ছিতম্॥

সূর্য্যোদয়েঽংশুসন্তাপাদ্ দুষ্টং বিষ্যন্দতে শনৈঃ।
ততো দিনে শিরঃশূলং দিনবৃদ্ধ্যা চ বর্দ্ধতে ॥
দিনক্ষয়ে ততঃ স্ত্যানে মস্তিষ্কে সংপ্রশাম্যতি।
সূর্য্যাবর্ত্তঃ স তত্র স্যাৎ সর্পিরৌত্তরভক্তিকম্ ॥
শিরঃকায়বিরেকৌ চ মূর্দ্ধ্না তু স্নেহধারণম্।
জাঙ্গলৈরুপনাহশ্চ ঘৃতক্ষীরৈশ্চ সেচনম্ ॥
বর্হিতিত্তিরিলাবাদিশৃতক্ষীরোত্থিতং ঘৃতম্।
নাবনং জীবনীয়াষ্টগুণক্ষীরোপসাধিতম্ ॥

মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও অজীর্ণাদি কারণেতে রক্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া মস্তিষ্ককে দূষিত করে। সেই দূষিত মস্তিষ্ক রক্ত ও বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া সূর্য্যোদয় কালে, সূর্য্যসন্তাপ হেতু ক্রমশঃ বিষ্যন্দিত হয়। তজ্জন্য দিবাভাগে দারুণ শিরঃশূল জন্মে। যত বেলা বাড়িতে থাকে শিরঃশূলও তত প্রবল হইতে থাকে এবং দিনক্ষয়ে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক গাঢ়ভূত হওয়ায় শিরঃশূলও ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। অর্থাৎ এই শিরঃপীড়া সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং অপরাহ্নে কমিয়া যায়। ইহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরঃরোগ কহে। এই রোগে ভোজনোত্তর ঘৃত পান, শিরোবিরেচন, কায়বিরেচন, মস্তকে স্নেহ ধারণ, জাঙ্গল মাংসের উপনাহ, ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা পরিষেক এবং ময়ূর, তিত্তিরি, লাব প্রভৃতি পক্ষিমাংসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধজাত ঘৃতের নস্য এবং জীবনীয়গণের সহিত অষ্টগুণ দুগ্ধ যথাবিধি পাক করিয়া সেই দুগ্ধজাত ঘৃতের নস্য ব্যবস্থা করিবে।

উপবাসাতিশোকাতিরূক্ষশীতাল্পভোজনৈঃ।
দুষ্টা দোষাস্ত্রয়ো মন্যাপশ্চাদ্ঘাটাসু বেদনাম্ ॥
তীব্রাং কুর্ব্বন্তি নাসাক্ষিভ্রূশঙ্খেষ্ববতিষ্ঠতে।
স্পন্দনং গণ্ডপার্শ্বস্য নেত্ররোগং হনুগ্রহম্ ॥
সোঽনন্তবাতস্তং হন্যাচ্ছিরোঽর্কাবর্ত্তনাশনৈঃ ॥

উপবাস, অতিশোক, অতি রুক্ষ, অতি শীতল ও অল্প পরিমিত, ভোজন এই সমস্ত কারণে বাতাদি ত্রিদোষ দূষিত হইয়া মন্যার পশ্চাদ্ভাগে ও ঘাড়ে তীব্র বেদনা জন্মায়। এই বেদনা ক্রমশঃ নাসিকা চক্ষু ভ্রূ ও শঙ্খদেশে অবস্থিতি করে। ইহাতে গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, নেত্ররোগ ও হনুগ্রহ হইয়া থাকে। ইহাকে অনন্তবাত কহে। সূর্য্যাবর্ত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এই রোগের প্রতিকার করিবে।

বাতো রূক্ষাদিভিঃ ক্রুদ্ধঃ শিরঃকম্পমুদীরয়েৎ।
তত্রামৃতাবলারাস্নামহাশ্বেতাশ্বগন্ধকৈঃ।
স্নেহস্বেদাদি বাতঘ্নং শস্তং নস্যঞ্চ তর্পণম্ ॥

রুক্ষাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরঃকম্প রোগ জন্মে। ইহাতে গুলঞ্চ বেড়েলা,

রাস্না, শ্বেত অপরাজীতা ও অশ্বগন্ধা এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণ প্রয়োগ, স্নেহ স্বেদাদি বাতঘ্ন ক্রিয়া, নস্য ও তর্পণক্রিয়া করিবে।

নস্তঃ কর্ম্মচ কুর্ব্বীত শিরোরোগেষু শাস্ত্রবিৎ।
দ্বারং হি শিরসো নাসা তেন তদ্ব্যাপ্য হন্তি তান্॥ ৬

শাস্ত্রবিদ্ চিকিৎসক শিরোরোগে নস্যকর্ম্ম করিবেন। কারণ নাসিকা মস্তকের দ্বার নস্য সেই দ্বার দিয়া গমন করিয়া মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত রোগকে নষ্ট করে।

নাবনঞ্চাবপীড়শ্চ ধ্মাপনং ধূম এব চ।
প্রতিমর্ষশ্চ বিজ্ঞেয়ো নস্তঃকর্ম্ম তু পঞ্চধা॥
স্নেহনং শোধনঞ্চৈব দ্বিবিধং নাবনং স্মৃতম্।
শোধনঃ স্তম্ভনশ্চ স্যাদবপীড়ো দ্বিধা মতঃ॥
চূর্ণস্যাধ্মাপনং নাম দেহশ্লেষ্মবিশোধনম্।
বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো ধূমঃ প্রাগুক্তঃ শমনাদিকঃ॥
প্রতিমর্ষো ভবেৎ স্নেহো নির্দ্দোষ উভয়ার্থকৃৎ।

পাঁচ প্রকার নস্যের কথা। (১) নাবন, (২) অবপীড়, (৩) ধ্মাপন, (৪) ধূম ও (৫) প্রতিমর্ষ। নাবন অর্থাৎ সাধারণ ভাবে চূর্ণাদির দ্বারা নস্য গ্রহণ। ইহা দ্বিবধ—স্নেহন নাবন ও শোধন নবান। অবপীড় (কোন স্বরস দ্রব্যকে নিষ্পীড়ন করিয়া, সেই রসের নস্য গ্রহণ করাকে অবপীড় নস্য কহে) নস্যও দ্বিবিধ যথা—শোধন ও স্তম্ভন। ধ্মাপন—(দুইটি মুখ বিশিষ্ট নলের মধ্যে চূর্ণ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া একটি মুখে ফুৎকার দিয়া অন্য মুখ দ্বারা সেই চূর্ণদ্রব্য নাসা মধ্যে প্রয়োগ করাকে ধ্মাপন নস্য কহে) ইহা এক প্রকার অর্থাৎ ইহা কেবল শ্লেষ্মবিশোধন। ধূম—ইহা ত্রিবিধ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রতিমর্ষ—স্নেহের নস্য গ্রহণকেই প্রতিমর্ষ কহে। এই নস্য নির্দ্দোষ এবং উভয়ার্থ অথাৎ শোধন ও শমন।

এবং তদ্রেচনং কর্ম্ম তর্পণং শমনং ত্রিধা॥
স্তম্ভসুপ্তিগুরুত্বাদ্যাঃ শ্লৈষ্মিকা যে শিরোগদাঃ।
শিরসো রেচনং তেষু নস্তঃকর্ম্ম প্রশস্যতে॥
যে চ বাতাত্মকা রোগাঃ শিরঃকম্পার্দ্দিতাদয়ঃ।
শিরসন্তর্পণং তেষু নস্তঃকর্ম্ম প্রচক্ষ্যতে॥
রক্তপিত্তাদিরোগেষু শমনং নস্যমিষ্যতে॥

প্রতিমর্ষ নস্যকর্ম্ম ত্রিবিধ যথা—শিরোবিরেচন, তর্পণ ও শোধন। শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে স্তম্ভ, সুপ্তি ও গুরুত্বাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে শিরোবিরেচন নস্য প্রশস্ত। বাতাত্মক শিরোরোগে শিরঃকম্প ও অর্দ্দিতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে শিরস্তর্পণ নস্য কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তাদি জনিত শিরোরোগে শমন নস্য হিতকর।

ধ্মাপনং ধূমপানঞ্চ যথাযোগ্যেষু শস্যতে।
দোষাদিকং সমীক্ষ্যৈব ভিষক্ সম্যক্ চ কারয়েৎ ॥

দোষাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাযোগ্য রোগে ধ্মাপননস্য গ্রহণ ও নাসিকা দ্বারা ধূমপান করাইবে।

ফলাদি ভেষজং প্রোক্তং শিরসো যদ্বিরেচনম্।
তত্তু সংকল্পয়েৎ তেন পচেৎ স্নেহং বিরেচনম্ ॥
যদুক্তং মধুরস্কন্ধে ভেষজং তেন তর্পণম্।
সাধয়িত্বা ভিষক্ স্নেহং নস্তঃ কুর্য্যাবিধানবিৎ ॥

শিরোবিরেচক ফলমূলাদি ভৈষজ্য বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে সকল ভৈষজ্য দোষের ও ব্যাধির উপযোগী সেই সকল ভৈষজ্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া শিরোবিরেচনার্থ সেই স্নেহের নস্য প্রয়োগ করিবে। বিমানস্থানোক্ত মধুরস্কন্ধে যে সকল ভেষজের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সকল ভেষজের সহিত স্নেহ পাক করিয়া শিরস্তর্পণার্থ সেই স্নেহের নস্য দিবে।

প্রাক্‌সূর্য্যে মধ্যসূর্য্যে বা কুর্য্যাৎ তর্পণমেব চ।
উত্তানস্য শয়ানস্য শয়নে স্বাস্তৃতে সুখম্ ॥
প্রলম্বশিরসঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাদোন্নতস্য চ।
দদ্যান্নাসাপুটে স্নেহং তর্পণং বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ॥

প্রাতে ও মধ্যাহ্নে তর্পণনস্য প্রয়োগের উপযুক্ত কাল। নস্য গ্রহণ কালে রোগী চিৎ হইয়া এমন ভাবে শয়ন করিবে যেন, তাহার মস্তক কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া থাকে এবং পাদদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত থাকে। রোগী এইরূপ ভাবে শয়ন করিলে তাহার নাসাপুটে যথাবিধি তর্পণ স্নেহের নস্য প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ বাম অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রোগির নাসা উন্নত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলা, ঝিনুক বা নল দ্বারা স্নেহ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সেই স্নেহ দ্রব্য নাসা পুটে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে।

অনবাক্‌শিরসো নস্যং ন শিরঃ প্রতিপদ্যতে।
অত্যবাক্‌শিরসো নস্যং মস্তলুঙ্গে চ তিষ্ঠতি ॥
অতএব শয়ানস্য শুদ্ধ্যর্থং স্বেদয়েচ্ছিরঃ।
সংস্বেদ্য নাসামুন্নাম্য বামেনাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণা ॥
হস্তেন দক্ষিণেনাথ দদ্যাদুভয়তঃ সমম্।
প্রণাড্যা পিচুনা বাপি নস্তঃ স্নেহং যথাবিধি ॥

মস্তক না ঝুলাইয়া নস্য গ্রহণ করিলে তাহা মস্তকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না পরন্তু মস্তক বেশী ঝুলাইয়া নস্য গ্রহণ করিলে সেই নস্য মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হয়। অতএব শিরোবিরেচনার্থ রোগিকে উত্তানভাবে শয়ান করাইয়া তাহার মস্তকে স্বেদ

প্রদানান্তর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রোগির নাসা উন্নত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উভয় নাসারন্ধ্র সমান করতঃ নলদ্বারা বা তুলা দ্বারা স্নেহ লইয়া তাহার নস্য দিবে।

কৃতেচ স্বেদয়েদ্ভূয় আকর্ষেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
তং স্নেহং শ্লেষ্মণা সার্দ্ধং তথা স্নেহো ন তিষ্ঠতি॥

নস্য প্রয়োগের পরে রোগির মস্তকে পুনর্ব্বার স্বেদ প্রদান করিবে। নস্যস্নেহ নিষ্কাশিত করিবার জন্য রোগী শ্লেষ্মার সহিত বারম্বার আকর্ষণ করিবে এবং নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে।

স্বেদনোৎক্লেশিতঃ শ্লেষ্মা নস্তঃ কর্ম্মণ্যুপস্থিতঃ।
ভূয়ঃ স্নেহস্য শৈত্যেন শিরসি শ্যায়তে প্রতি॥
শ্রোত্রমন্যাগলাদ্যেষু বিকারায় স কল্পতে।
ততো নস্তঃকৃতে ধূমং পিবেৎ কফবিনাশনম্॥
হিতান্নভুঙ্ নিবাতোষ্ণসেবী স্যান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥

শিরোবিরেচনার্থ মস্তকে স্বেদ প্রদান করিলে শ্লেষ্মা উৎক্লেশিত হয় এবং নস্যকর্ম্মে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা শ্লেষ্ম উপস্থিত হয়; অতঃপর স্নেহের শৈত্যগুণে প্রায়ই প্রতিশ্যায়ে পরিণত হইয়া থাকে। এবং শ্রোত্র, মন্যা ও গল প্রভৃতি স্থানে অন্য রোগরূপে অবস্থিতি করে। অতএব নস্য গ্রহণের পরে কফনাশক ধূমপান, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন, নিবাত স্থানে বাস ও উষ্ণ সেবন করিবে।

বিধিরেষোঽবপীড়স্য কার্য্যঃ প্রধ্মাপনস্য তু।
ষড়ঙ্গুল্যাথবা নাড্যা ধমেচ্চূর্ণং মুখেন তু॥
বিরিক্তশিরসন্তূর্ণং পায়য়িত্বাম্বু ভোজয়েৎ।
লঘু ত্রিদ্ববিরুদ্ধঞ্চ নিবাতস্থমতন্দ্রিতম্॥

অবপীড় নস্যকর্ম্মে—পূর্ব্বোক্ত প্রতিমর্ষ, নস্যকর্ম্মবিধির ন্যায় নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। ধ্মাপন নস্যকর্ম্মে ষড়ঙ্গুল পরিমিত দ্বিমুখ বিশিষ্ট নল দ্বারা ফুৎকারযোগে চূর্ণ ঔষধ নাসাপুটে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। তদ্দ্বারা শিরোবিরেচন হইলে অতঃপর রোগিকে জলপান করাইবে এবং লঘুপাক ত্রিদোষের অবিরোধ দ্রব্য ভোজনার্থ প্রয়োগ করিবে। এবং সেই রোগিকে সর্ব্বদা নিবাত স্থানে রাখিয়া দিবে।

বিরেকশূন্যো দোষস্য কোপনং যস্য সেবতে।
স দোষো বিচরংস্তত্র করোতি স্বান্ গদান্ বহূন্॥
যথাস্বং বিহিতাং তত্র ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অকালকৃতজাতানাং রোগাণামনুরূপতঃ॥

শিরোবিরেচন করিলে মস্তক শূন্য হইয়া যায়। রোগী এই অবস্থায় যে দোষের প্রকোপ জনক দ্রব্য সেবন করে, সেই দোষ কুপিত হইয়া তাহার মস্তকে বিচরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব দোষ হেতু তাহা বহুরোগ উৎপাদন করে। বিজ্ঞ চিকিৎসক সেই সকল উৎপন্ন

রোগনাশ হেতু তত্তদ্ রোগনাশক চিকিৎসা করিবেন। অকালে নস্য প্রয়োগ জন্য যে সকল রোগ জন্মায়, চিকিৎসক সেই রোগানুরূপ চিকিৎসা করিবে।

অজীর্ণে ভুক্তভক্তে চ তোয়পীতেঽথ দুর্দ্দিনে।
প্রতিশ্যায়ে নবে স্নানে স্নেহপানেঽনুবাসনে॥
নাবনং স্নেহনং রোগান্ করোতি শ্লৈষ্মিকান্ বহূন্।
তত্র শ্লেষ্মহরঃ সর্ব্বস্তীক্ষ্ণোষ্ণাদির্বিধির্হিতঃ॥

নস্যকর্ম্মের অকাল নির্দ্দেশ।—অজীর্ণে, অনাহারে, জলপানান্তে, দুর্দ্দিনে (ঝড় বৃষ্টির দিনে) নূতন প্রতিশ্যায়ে, স্নানের পরে, স্নেহ পানের পরে ও অনুবাসনের পরে স্নেহননস্য গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা বহুপ্রকার শ্লেষ্মজনিত রোগ জন্মাইয়া থাকে। সেই সকল শ্লৈষ্মিক রোগে শ্লেষ্মনাশক তীক্ষ্ণোষ্ণাদি বিধিসমূহ হিতকর।

ক্ষামে বিরেচিতে গর্ভে ব্যায়ামাভিহতেষ্বপি।
বাতো রূক্ষেণ নস্যেন ক্রুদ্ধঃ স্বান্ জনয়েদ্গদান্॥
তত্র বাতহরঃ সর্ব্বো বিধিঃ স্নেহনবৃংহণঃ।
স্বেদাদিঃ স্যাদ্ ঘৃতং ক্ষীরং গর্ভিণ্যাস্তু বিশেষতঃ॥

ক্ষীণ, বিরেচিত, গর্ভিণী ও ব্যায়ামকর্ষিত ব্যক্তিকে রুক্ষ নস্য প্রয়োগ করিতে নাই। কারণ তদ্দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্বকীয় রোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই সকল রোগে স্নেহন, বৃংহণ ও স্বেদন প্রভৃতি সকল প্রকার বাতনাশক বিধি হিতকর। গর্ভিণীর পক্ষে ঘৃত ও দুগ্ধ প্রশস্ত।

জ্বরশোকাভিতপ্তানাং তিমিরং মদ্যপস্য চ।
রূক্ষৈঃ শীতাঞ্জনৈর্লেপৈঃ পুটপাকৈশ্চ সাধয়েৎ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির, শোকাভিভূত ব্যক্তির ও মদ্যপায়ি ব্যক্তির তিমির রোগ হইলে রুক্ষ সেবন, শীতলাঞ্জন প্রয়োগ ও পুটপাকের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

স্নেহনং শোধনঞ্চৈব দ্বিবিধং নস্যমুচ্যতে।
প্রতিমর্ষস্তু নস্যার্থং করোতি ন চ দোষবান্॥

স্নেহন ও শোধনভেদে নস্য দ্বিবিধ ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রতিমর্ষও নস্যার্থ অর্থাৎ স্নেহন ও শোধন ক্রিয়া করে এবং ইহা নির্দ্দোষ নস্য।

নস্যঃ স্নেহাঙ্গুলিং দদ্যাৎ প্রাতর্নিশি চ সর্ব্বদা।
নচোৎসিংঘেদরোগাণাং প্রতিমর্ষঃ স দার্ঢ্যকৃৎ॥

শমন ও প্রতিমর্ষ। স্বস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে শিরোরোগ নাশক স্নেহে (তৈলাদিতে) অঙ্গুলি ডুবাইয়া সেই স্নেহদ্রব্য দুই বিন্দু পরিমাণে নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইবে। কিন্তু অতিশয় উৎসিঙ্ঘিত (সিকনি ঝাড়া) করিবে না। এই প্রতিমর্ষ নস্য দ্বারা দেহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

তত্র শ্লোকৌ।

ত্রীণি যস্মাৎ প্রধানানি মর্ম্মাণ্যভিহতেষু চ।
তেষু লিঙ্গং চিকিৎসা চ রোগভেদাশ্চ সৌষধাঃ ॥
বিধিরুত্তরবস্তেশ্চ নস্তঃকর্ম্মবিধিস্তথা।
ষড় ব্যাপত্তেষজং সিদ্ধৌ মর্ম্মাধ্যায়ে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে ত্রিমর্ম্মীয়সিদ্ধির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই ত্রিমর্ম্মীয় সিদ্ধি অধ্যায়ে প্রধান মর্ম্মত্রয় অভিহিত হইলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা, তাহার চিকিৎসা, রোগভেদ, তাহাদের ঔষধ, উত্তরবস্তিবিধি, নস্তকর্ম্ম বিধি, এবং ছয় প্রকার ব্যাপৎ ও তাহাদের ভেষজ মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রিমর্ম্মীয় সিদ্ধিনামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বস্তিসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা বস্তিসিদ্ধি ব্যখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

সিদ্ধানাং বস্তীনাং শস্তানাং তেষু তেষু রোগেষু।
শৃণ্বগ্নিবেশ গদতঃ সিদ্ধিং সিদ্ধিপ্রদাং ভিষজাম্ ॥

হে অগ্নিবেশ! বিশেষ বিশেষ রোগসমূহে সিদ্ধ ও প্রশস্ত বস্তি ও তাহাদের সিদ্ধপ্রদ সিদ্ধি ভিষক্‌দিগের সম্বন্ধে বর্ণন করিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

বলদোষকালরোগপ্রকৃতীঃ প্রবিভজ্য যোজিতঃ সম্যক্।
স্বৈঃ স্বৈরৌষধবর্গৈঃ স্বান্ স্বান্ রোগান্ নিযচ্ছতি ॥
কর্ম্মান্যদ্বস্তিসমং ন বিদ্যতে শীঘ্রসুখবিশোধিত্বাৎ।
আশ্বপতর্পণতর্পণযোগাচ্চ নিরত্যযত্বাচ্চ ॥

দোষ-কাল-রোগ-বল ও প্রকৃতি অনুসারে উপস্থিত রোগসমূহের স্ব স্ব ঔষধ দ্বারা বস্তি কল্পনা করিয়া সেই বস্তি সম্যক প্রয়োগ করিলে সেই সমুদায় রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। বস্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসা দ্বিতীয় নাই। কারণ বস্তির দ্বারা সুখে ও শীঘ্র শোধনকার্য্য সাধিত হয়। আর অপতর্পণ ও তর্পণযোগ হয় এবং কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

সত্যপি দোষহরত্বে কটুতীক্ষ্ণোষ্ণাদিভেষজাদানাৎ।
দুঃখোদ্গারোৎক্লেশাহৃদ্যত্বকোষ্ঠরুজা বিরেকে স্যুঃ॥
অবিরেচ্যৌ শিশুবৃদ্ধৌ তাবদপ্রাপ্তপ্রহীনধাতুবলৌ।
আস্থাপনমেব তয়োঃ সর্ব্বার্থকৃদুত্তমং কর্ম্ম॥
বলবর্ণহর্ষমার্দ্দবগাত্রস্নেহান্ নৃণাং দধাত্যাশু।

কটুতীক্ষ্ণাদি ভেষজ পদার্থের দোশনাশক শক্তি থাকিলেও তাহাদের দ্বারা যে বিরেচন হয়, তাহাতে ক্লেশ, উদ্গার, বমনোদ্বেগ, অহৃদ্যত্ব ও কোষ্ঠপীড়া ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশু ও বৃদ্ধ বিরেচনের অযোগ্য; যে হেতু শিশু অপ্রাপ্ত-ধাতু-বল এবং বৃদ্ধ ধাতু-বল হীন সুতরাং উহারা বিরেচনের অযোগ্য। শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে আস্থাপনই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। আস্থাপন দ্বারা মনুষ্যের বল বর্ণ হর্ষ এবং গাত্রের কোমলতা ও স্নিগ্ধতা আশু সম্পাদিত হয়।

অনুবাসনং নিরূহশ্চোত্তরবস্তিশ্চ স ত্রিবিধঃ॥
শাখাবাতার্ত্তানাং সঙ্কুচিতস্তব্ধভগ্নসন্ধীনাম্।
বিট্সঙ্গাধ্মানারুচিপরিকর্ত্তরুগাদিষু চ শস্তঃ॥

বস্তি ত্রিবিধ যথা—অনুবাসন, নিরূহ ও উত্তরবস্তি। শাখাগত বাতে, সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ-স্তব্ধতা ও ভগ্নতায় এবং মলবদ্ধতা, আধ্মান, অরুচি ও পরিকর্ত্তিকা রোগে বস্তিই হিতকর।

উষ্ণার্ত্তানাং শাতান্ শীতার্ত্তানাং তথা সুখোষ্ণাংশ্চ।
তদ্যোগৌষধযুক্তান্ বস্তীন্ সন্তর্ক্য বিনিযুঞ্জ্যাৎ॥

উষ্ণার্ত্ত রোগিদিগকে তদুপযুক্ত ঔষধকল্পিত শীতল বস্তি এবং শীতার্ত্তরোগিদিগকে সুখোষ্ণ বস্তি সকল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে।

বস্তীন্ ন বৃংহণীয়ান্ দদ্যাদ্ব্যাধিষু বিশোধনীয়েষু।
মেদস্বিনো বিশোধ্যা যে চ নরাঃ কুষ্ঠমেহার্ত্তাঃ॥

যে সকল পীড়া বমন বিরেচন দ্বারা শোধনের উপযোগী, সেই সকল রোগে বৃংহণীয় বস্তি প্রদান করিতে নাই। মেদোরোগাক্রান্ত যে সকল ব্যক্তি বমন বিরেচন দ্বারা শোধন যোগ্য তাহাদিগকে এবং কুষ্ঠ ও মেহরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বৃংহণীয় বস্তি প্রদান করিবে না।

ক্ষীণক্ষতদুর্ব্বলমূর্চ্ছিতকৃশশুষ্কস্তব্ধদেহানাম্।
দদ্যান্ন বিশোধনীয়ান্ দোষনিবদ্ধায়ুষো যে চ॥

যে সকল ব্যক্তি ক্ষীণ, ক্ষত, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, কৃশ, শুষ্ক ও স্তব্ধ তাহাদিগকে এবং যাহাদের আয়ু দোষ দ্বারা নিবদ্ধ আছে তাহাদিগকে শোধনীয় বস্তি প্রয়োগ করিবে না।

বাজীকরণাসৃক্পিত্তয়োশ্চ মধুঘৃতপয়োযুতাঃ সর্ব্বে।
শস্তাঃ সতৈলমূত্রারনাললবণাশ্চ কফবাতে॥

বাজীকরণে ও রক্তপিত্ত রোগে মধু ঘৃত ও দুগ্ধযুক্ত বস্তি সকল হিতকর। কফবাতে তৈল লবণ গোমূত্র ও কাঁজী সংযুক্ত বস্তি প্রশস্ত।

যুঞ্জ্যাদ্ দ্রব্যাণি বস্তিষম্লং মূত্রং পয়ঃ সুরাক্কাথান্।
অবিরোধাদ্ধাতূনাং রসযোনিত্বাচ্চ জলমুষ্ণম্॥
সুরদারুশতাহ্বৈলাকুষ্ঠমধুকপিপ্পলীমধুস্নেহাঃ।
ঊর্দ্ধানুলোমভাগাঃ সর্ষপাঃ শর্করা লবণম্॥
আপো বস্তীনামতঃ প্রযোজ্যানি যেষু যানি স্যুঃ।
যুক্তানি সহ কষায়ৈস্তদুত্তরতঃ প্রবক্ষ্যামি॥

বস্তি সকলে অম্লরস, গোমূত্র, দুগ্ধ, সুরা ও কাথ এই সকল দ্রব্য মিশাইবে এবং সকল ধাতুর অবিরোধী ও রসযোনি বলিয়া উষ্ণজলও তাহাতে যোগ করিবে। দেবদারু, শুল্ফা, এলাচ, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, মধু, স্নেহ, মদনফলাদি বমন দ্রব্য এবং তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্য, সর্ষপ, শর্করা ও লবণ এই সকল দ্রব্য বস্তিতে প্রক্ষেপ দিবে। বস্তি প্রয়োগে জলই প্রধান। যে বস্তিতে যে সকল দ্রব্য কষায়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে অতঃপর তাহাই বর্ণনা করিব।

চিরজাতকঠিনবলিষু ব্যাধিষু তীক্ষ্ণা বিপর্য্যয়ে চ মৃদবঃ।
সপ্রতিবাপকষায়ৈর্যোজ্যাস্ত্বনুবাসননিরূহাঃ॥

যে সকল ব্যাধি বহুকাল জাত এবং কঠিন ও প্রবল, তাহাতে তীক্ষ্ণবীর্য্য প্রক্ষেপযুক্ত ও তীক্ষ্ণবীর্য্য কষায়যুক্ত অনুবাসন ও নিরূহ প্রযোজ্য। তদ্বিপরীত রোগ সমূহে অর্থাৎ অল্পকাল জাত মৃদু ও অপ্রবল রোগসমূহে মৃদুবীর্য্য প্রক্ষেপ ও মৃদুবীর্য্য কষায় সংযুক্ত অনুবাসন ও নিরূহ প্রয়োগ করিবে।

অর্দ্ধশ্লোকৈরতঃ সিদ্ধান্ নানাব্যাধিষু বর্গশঃ।
বস্তীন্ বীর্য্যসমৈর্ভাগৈর্যথার্হানিহ তান্ শৃণু॥

অনন্তর অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে নানা ব্যাধির উপযোগী বীর্য্যসম বিভাগানুসারে বস্তি সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

বিল্বোঽগ্নিমন্থঃ শ্যোণাকঃ কাশ্মর্য্যঃ পাটলিস্তথা।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহত্যৌ বর্দ্ধমানকঃ।
যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি স্থিরা চেতি ত্রয়োঽনিলে।
শস্যন্তে সচতুঃস্নেহাঃ পিশিতস্য রসাঃ শিবাঃ॥

বিল্ব, গণিয়ারি, শোণা, গাম্ভারী ও পারুল। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও এরণ্ডমূল। যব, কুলথকলায়, কুলআঁটির শাঁস ও শালপাণি। এই তিনটি যোগের প্রত্যেকের কাথে ঘৃতাদি চতুঃস্নেহ ও মাংসরস সংযুক্ত করিয়া বাতজ ব্যাধিতে বস্তি প্রদান করিবে।

নলবঞ্জুলবানীরশতপত্রাণি শৈবলম্।
মঞ্জিষ্ঠা শারিবানন্তা পয়স্যা মধুযষ্টিকা ॥
চন্দনং পদ্মকোশীরং তুঙ্গঞ্চ পৈত্তিকে ত্রয়ঃ।
সশর্করাঘৃতক্ষৌদ্রাঃ সক্ষীরা বস্তয়ো হিতাঃ ॥

নলমূল, বঞ্জুল, বেতস পদ্ম ও শৈবাল। মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধু। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও পদ্মকেশর। এই তিনটি যোগের প্রত্যেকের কাথে চিনি, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ মিশাইয়া পিত্তজ ব্যাধিতে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে।

অর্কস্তথৈব চালর্ক একাষ্ঠীলা পুনর্নবা।
হরিদ্রা ত্রিফলা মুস্তং পীতদারু কুটন্নটম্।
পিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি ত্রয়স্তে শ্লেষ্মরোগিণাম্।
সক্ষারক্ষৌদ্রগোমূত্রা নাতিস্নেহান্বিতা হিতাঃ ॥

শ্বেত আকন্দ, রক্ত আকন্দ, বকপুষ্প ও পুনর্নবা। হরিদ্রা, ত্রিফলা, মুতা, দারু-হরিদ্রা ও কৈবর্ত্তমুতা। পিপুল ও চিতামূল। এই তিনটি যোগের প্রত্যেকের কাথে যবক্ষার, মধু, গোমূত্র ও অল্প স্নেহ সংযুক্ত করিয়া শ্লেষ্মজ ব্যাধিতে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গাক্ষোড়বৎসকাঃ।
শ্যামা চ ত্রিফলা চৈব স্থিরা দন্তী দ্রবন্ত্যপি ॥
প্রকীর্য্যা চোদকীর্য্যা চ নীলিনী ক্ষীরিণী তথা।
সপ্তলা শঙ্খিনী লোধ্রং ফলং কম্পিল্লকস্য চ ॥
চত্বারো মূত্রসিদ্ধাস্তু পক্বাশয়বিশোধনাঃ ॥

মদনফল, জীমূতক, তিতলাউ, ঘোষা, আকৃরোট ও কুড়চি ছাল। শ্যামমূলা তেউড়ী, ত্রিফলা, শালপাণি, দন্তী ও দ্রবন্তী। নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, নীলিনী ও ক্ষীরিণী। সপ্তলা, শঙ্খিনী, লোধ, মদনফল ও কমলাগুঁড়ি। এই চারিটি যোগের প্রত্যেকটি গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া পক্বাশয় বিশোধনার্থ তাহার বস্তি দিবে।

কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গপর্ণী শতাবরী।
বিদারী মধুযষ্ট্যাহ্বা শৃঙ্গাটককশেরুকে ॥
আত্মগুপ্তাফলং মাষাঃ সগোধূমা যবাস্তথা।
জাঙ্গলানূপজং মাংসমিত্যেতে শুক্রমাংসদাঃ ॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী ও শতমূলী। ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু পানিফল ও কেশুর। আলকুশী বীজ, মাষকলায়, যব ও গোধূম। জাঙ্গল মাংস ও আনূপ মাংস। এই চারিটি যোগের প্রত্যেকটির কাথ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে শুক্র ও মাংস বৃদ্ধি হয়।

জীবন্তী চাগ্নিমন্থশ্চ ধাতকীপুষ্পবৎসকৌ।
প্রগ্রহঃ খদিরঃ কুষ্ঠং শমী পিণ্ডীতকো যবাঃ ॥

প্রিয়ঙ্গু রক্তমূলী চ তরুণী স্বর্ণযূথিকা।
বটাদ্যাঃ কিংশুকং লোধ্রমিতি সাংগ্রাহিকা মতাঃ ॥

জীবন্তী, গণিয়ারি, ধাইফুল ও কুড়চির ছাল। সোন্দালু, খদিরকাষ্ঠ, কুড়, শাঁই, ময়নাফল ও যব। প্রিয়ঙ্গু, লজ্জালুলতা, স্বতঃকুমারী ও স্বর্ণযুঁই। বটাদিগণ, কিংশুক ও লোধ। এই চারিটি যোগের প্রত্যেকটির কাথের বস্তি মলসংগ্রাহক।

পরিস্রবে শৃতং ক্ষীরং সরশ্চীরপুনর্নবম্।
আখুপর্ণিকয়া বাপি তণ্ডুলীয়কযুক্তয়া ॥
কোলকতককাণ্ডেক্ষুদর্ভপোটেক্ষুশালিভিঃ।
দাহঘ্নঃ সঘৃতক্ষীরো দ্বিতীয়শ্চোৎপলাদিভিঃ ॥

শ্বেত পুনর্নবা ও রক্তপুনর্নবার সহিত কিংবা আখুপর্ণী ও কাঁটানটের মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার বস্তি পরিস্রাবে প্রয়োগ করিবে।

কুল, নির্ম্মলীফল, কুশেখাড়া, কুশ, পুড়ি ইক্ষুমূল ও শালিমূল ইহাদের কাথে অথবা উৎপলাদিগণের কাথে ঘৃত ও দুগ্ধ মিশাইয়া তাহার বস্তি দাহ নাশার্থ প্রয়োগ করিবে।

কর্ব্বুদারাঢ়কীনীপবিদুলৈঃ ক্ষীরসাধিতৈঃ।
বস্তিঃ প্রদেয়ো ভিষজা শীতঃ সমধুশর্করঃ ॥
পরিকর্ত্তে তথা বৃন্তৈঃ শ্রীপর্ণীকোবিদারজৈঃ ॥

রক্তকাঞ্চন, অড়হরমূল, কদম্ব ও বেতস ইহাদের সহিত কিংবা গাম্ভারী ও রক্তকাঞ্চনের বৃন্তসহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিবে। অতঃপর শীতল হইলে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পরিকর্ত্তিকা রোগ প্রশমিত হয়।

মুষ্টিঃ শাল্মলিবৃন্তানাং ক্ষীরসিদ্ধো ঘৃতান্বিতঃ।
হিতঃ প্রবাহণে তদ্বদ্ বৃন্তৈঃ শাল্মলিকস্য চ ॥

এক পল শিমুলবৃন্ত বা শিমুল আটার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিবে। ইহার বস্তি প্রবাহণ রোগে হিতকর।

অশ্বাবরোহিকা কাকনাসা রাজকশেরুকঃ।
সিদ্ধাঃ ক্ষীরেঽতিযোগে স্যুঃ ক্ষৌদ্রাঞ্জনঘৃতৈর্যুতাঃ ॥
ন্যগ্রোধাদ্যৈশ্চতুর্ভিশ্চ তেনৈব বিধিনাপরঃ ॥

অশ্বগন্ধা, কাকনাসা ও ভদ্রমুস্তা ইহাদের সহিত বা বট, উড়ুম্বর, অশ্বথ ও পাকুড় ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে মধু, রসাঞ্জন ও ঘৃত মিশাইবে। অতিযোগ হেতু রোগে ইহার বস্তি প্রযোজ্য।

বৃহতী ক্ষীরকাকোলী পৃশ্নিপর্ণী শতাবরী।
কাশ্মর্য্যং বদরী দূর্ব্বা তথোশীরপ্রিয়ঙ্গবঃ ॥
জীবনীয়ৈঃ শৃতৈঃ ক্ষীরৈর্দ্বৌ ঘৃতাঞ্জনসংযুতৌ।
বস্তী প্রদেয়ৌ ভিষজা শীতৌ সমধুশর্করৌ ॥

গোঽব্যজামহিষীক্ষীরৈর্জীবনীয়যুতৈস্তথা।
তেনৈব বিধিনা বস্তির্দেয়ঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ॥

জীবনীয়গণোক্ত দশটি দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে বৃহতী, ক্ষীরকাকোলী, চাকুলে ও শতমূলীর কল্ক এবং ঘৃত, রসাঞ্জন, মধু ও চিনি মিশাইয়া শীতল হইলে তাহার বস্তি দিবে। কিংবা ঐ সিদ্ধ দুগ্ধে গাম্ভারী, কুল, দূর্ব্বা, বেণার মূল ও প্রিয়ঙ্গুর কল্ক এবং ঘৃত, রসাঞ্জন, মধু ও চিনি মিশাইয়া শীতল হইলে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা জীবনীয়গণের কল্ক সহ গো, মেষ, ছাগ বা মহিষের দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত, রসাঞ্জন, চিনি ও মধু মিশাইয়া শীতলাবস্থায় তাহার বস্তি প্রদান করিবে। অতিযোগ হেতু পীড়ায় এই সকল বস্তি হিতকর।

শশৈণদক্ষমার্জ্জারমহিষাব্যজশোণিতৈঃ।
সদ্যস্কৈর্মৃদুভির্বস্তির্জীবাদানে প্রশস্যতে॥

খরগোস্, হরিণ, কুক্কুট, বিড়াল, মহিষ, মেষ ও ছাগ ইহাদের সদ্যঃ রক্তের সহিত মৃদুবীর্য্য দ্রব্যের কল্ক মিশাইয়া অতিযোগহেতু বিশুদ্ধ শোণিতস্রাবে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে।

মধূকমধুকদ্রাক্ষাদূর্ব্বাকাশ্মর্য্যচন্দনৈঃ।
শর্করাচন্দনদ্রাক্ষামধুধাত্রীফলোৎপলৈঃ।
রক্তপিত্তে প্রমেহে তু কষায়ঃ সোমবল্কজঃ॥

মৌলফল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, দূর্ব্বা, গাম্ভারীফল ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে, অথবা শর্করা, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, আমলকী ও নীলোৎপল ইহাদের কাথের বস্তি প্রয়োগ করিলে রক্তপিত্ত ও প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়। শ্বেত খদিরের কাথ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে মেহ রোগ প্রশমিত হয়।

তত্র শ্লোকাঃ।

ত্রিকাস্ত্রয়োঽনিলাদীনাং চতুষ্কাশ্চাপরে ত্রয়ঃ।
পক্বাশয়বিশুদ্ধ্যর্থং বৃষ্যাঃ সাংগ্রাহিকাস্তথা॥
পরিস্রাবে তথা দাহে পরিকর্ত্তে প্রবাহণে।
অতিযোগে মতাঃ পঞ্চ জীবাদানে তথা ত্রয়ঃ॥
রক্তপিত্তে দ্বয়ং মেহ একস্ত্রিংশচ্চ পঞ্চ চ।
সুলভাশ্চৌষধক্লেশা বস্তয়ো গুণবত্তমাঃ॥

বাতজ রোগে তিনটি, পিত্তজ রোগে তিনটি, কফজ রোগে তিনটি, পক্বাশয় শোধনার্থ চারিটি, শুক্রবর্দ্ধক চারিটি, সাংগ্রাহিক চারিটি, পরিস্রাবে একটি, দাহে দুইটি, পরিকর্ত্তিকায় একটি, প্রবাহণে একটি, অতিযোগে পাঁচটি, জীবাদানে একটি, রক্তপিত্তে দুইটি, মেহে একটি সমুদায়ে এই পঁয়ত্রিশটি বস্তি এই বস্তিসিদ্ধি অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এই সকল বস্তির মধ্যে যে সকল বস্তিদ্রব্য সুলভ ও যে সকল বস্তি অল্পায়াসে প্রস্তুত হয়, তাহাই গুণবত্তম।

গুল্মাতিসারোদাবর্ত্তস্তম্ভসঙ্কুচিতাদিষু।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগেষু রোগেম্বেবংবিধেষু চ ॥
যথাস্বমৌষধৈঃ সিদ্ধান্ বস্তীন্ দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন কুর্য্যাদ্ যোগান্ পৃথগ্বিধান্ ॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে
বস্তিসিদ্ধির্নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

গুল্ম, অতিসার, উদাবর্ত্ত, অঙ্গস্তব্ধতা, অঙ্গসঙ্কোচাদি, সর্ব্বাঙ্গরোগ, একাঙ্গরোগ ও এইরূপ অন্যান্য রোগসমূহে সেই সেই রোগনাশক ঔষধসহ বস্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রয়োগ করিবে। এবং বিবেচনা পূর্ব্বক অন্যান্য পৃথগ্‌বিধ যোগ সকল ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিসিদ্ধি নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ফলমাত্রাসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

অতঃপর আমরা ফলমাত্রাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

ভগবন্তমুদারসত্ত্বধীশ্রুতবিজ্ঞানসমৃদ্ধমত্রিজম্।
ফলবস্তিবরত্বনিশ্চয়ে সবিবাদা মুনয়োঽভ্যুপাগমন্ ॥
ভৃগুকৌশিককাপ্যশৌনকাঃ সপুলস্ত্যাসিতগৌতমাদয়ঃ।
কতমৎ প্রবরং ফলাদিষু স্মৃতমাস্থাপনযোজনাস্বিতি ॥

কফপিত্তহরং বরং ফলেম্বথ জীমূতকমাহ শৌনকঃ।
মৃদুবীর্য্যতয়া ভিনত্তি তৎ শকৃদিত্যাহ নৃপোঽথ বামকঃ ॥
কটুতুম্বীফলমুত্তমং মতং বমনে দোষসমীরণঞ্চ তৎ।
তদযোগ্যমশৈত্যতীক্ষ্ণতাকটুরৌক্ষ্যাদিতি গৌতমোঽব্রবীৎ ॥
কফপিত্তনিবর্হণং পরং স চ ধামার্গবমিত্যমন্যত।
তদমন্যত বাতলং পুনর্বড়িশো গ্লানিকরং বলাপহম্ ॥
কুটজং প্রশশংস চোত্তমং ন বলঘ্নং কফপিত্তহারি চ।
অতিবিজ্জলমূর্দ্ধভাগিকং পবনক্ষোভি চ কাপ্য আহ তৎ ॥
কৃতবেধনমাহ বাতলং কফপিত্তং প্রবলং হরেদিতি।
তদসাধ্বিতি তত্র শৌনকঃ কটুকঞ্চাপি বলঘ্নমিত্যপি ॥

ইতি তদ্বচনানি হেতুভিঃ সুবিচিত্রাণি নিশম্য বুদ্ধিমান্।
প্রশশংস ফলেষু নিশ্চয়ং পরমঞ্চাত্রিসুতোঽব্রবীদিদম্ ॥
ফলদোষগুণান্ সরস্বতী প্রতি সর্ব্বৈরপি সম্যগীরিতা।
ন তু কিঞ্চিদদোষনির্গুণং গুণভূয়স্ত্বমতো বিচিন্ত্যতে ॥

ভৃগু, কৌশিক, কাপ্য, শৌনক, পুলস্ত্য, অসিত ও গৌতমাদি ঋষিগণ ফলবস্তির মধ্যে কোন্ ফল শ্রেষ্ঠ ইহা নিশ্চয় করণার্থ পরস্পর বিবাদ পরায়ণ হইয়া উদারসত্ত্ব উদারধী শ্রুতবিজ্ঞান সম্পন্ন ভগবান আত্রেয় ঋষির নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভগবন! আস্থাপন যোগে ফলাদির মধ্যে কোন্ ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এই সকল ঋষির মধ্যে শৌনক বলেন—জীমূতক ফল কফপিত্তনাশক বলিয়া ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নৃপ বামক বলেন যে—জীমূতক ফল মৃদুবীর্য্যত্বহেতু কেবল মলভেদক। উহা অপেক্ষা তিতলাউফল শ্রেষ্ঠ। কারণ তাহা বমনকারক ও দোষ নিঃসারক। গৌতম তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উষ্ণত্ব, তীক্ষ্ণত্ব ও কটুরুক্ষত্ব হেতু তিতলাউফল অযোগ্য। কফপিত্ত নির্হারক বলিয়া ধামার্গব (পীতঘোষা) শ্রেষ্ঠ। বড়িশ বলেন যে—ধামার্গব বাত প্রকোপক গ্লানিকর ও বলনাশক তাঁহার মতে কুড়চিই শ্রেষ্ঠ। কারণ কুড়চি কফপিত্ত নির্হারক অথচ বলনাশ করে না। কাপ্য বলেন—উহা অতিশয় পিচ্ছিল বমনকারক এবং বায়ুর ক্ষোভজনক। তাঁহার মতে ঘোষাফল বাতল হইলেও প্রবল কফপিত্তনাশক। কিন্তু শৌনক তাহা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন ঘোষাফল কটু ও বলনাশক। বুদ্ধিমান আত্রেয় ঋষি মুনিগণের এইরূপ হেতুবাদ সহ সেই সকল বিভিন্ন বচন শ্রবণ করিয়া ফলের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা নিশ্চয় করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে—জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা নির্দ্দোষ বা নির্গুণ। অতএব গুণাধিক্য বিচার করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাহার গুণ যত অধিক তাহা তত উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

ইহ কুষ্ঠহিতা খরাগরী হিতমিক্ষ্বাকু তমে হিতং মতম্।
কুটজস্য ফলং হৃদাময়ে প্রবরং কোঠফলঞ্চ পাণ্ডুষু।
উদরে কৃতবেধনং হিতং মদনং সর্ব্বগদাবিরোধি তু।
মধুরং সকষায়তিক্তকং তদরূক্ষং সকটূষ্ণবিজ্জলম্।
কফপিত্তহৃদাশুকারি চাপ্যনপায়ং পবনানুলোমি চ ॥
ফলনামবিশেষতস্ততো লভতেঽন্যেষু ফলেষু সৎস্বপি ॥

জীমূতফল (দেতাড়া) কুষ্ঠরোগে উপকারী। তিতলাউ তমরোগে হিতকর। কুড়চি ফল হৃদ্রোগে উপযোগী। কোঠফল (যজ্ঞডুমুর) পাণ্ডুরোগে হিতকর। কিন্তু মদনফল সকল রোগেই হিতকর অথচ অবিরোধী। ইহা মধুর রস, কষায়তিক্তানুরস, অরুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, কফপিত্তহারক, আশু কার্য্যকারী, নির্দ্দোষ ও বাতানুলোমক। অতএব অন্যান্য ফল থাকিতে ফল বলিলে সাধারণতঃ মদনফলকেই বুঝায়। সুতরাং ফলের মধ্যে মদন ফলই শ্রেষ্ঠ।

গুরুণা চ বচস্যুদাহৃতে মুনিসঙ্ঘেন চ পূজিতে ততঃ।
প্রণিপত্য মুদা সমন্বিতঃ সহিতঃ শিষ্যগণোঽনুপৃষ্টবান্॥
সর্ব্বকর্ম্মগুণকৃদ্ গুরুণোক্তো বস্তিরূর্দ্ধমথ বেদিনা মতঃ॥
নাভ্যধোগুদগতশ্চ শরীরাৎ সর্ব্বতঃ কথমপোহতি দোষান্॥

গুরুদেব আত্রেয়ের উপদেশ বাক্যে শিষ্যগণ হর্ষযুক্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বস্তি সকল প্রকার চিকিৎসায় হিতকর। কিন্তু নাভির অধোভাগে পায়ুগত বস্তি কি প্রকারে শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে দোষ সকলকে নিহ্‌রণ করিয়া থাকে?

তদ্গুরুরব্রবীদিদং শরীরং তন্ত্রয়ত্যেঽনিলঃ সঙ্গবিঘাতাৎ।
কেবল এব দোষসহিতো বা স হি বায়ুঃ প্রকোপমুপযাতি॥
তং পবনং সপিত্তকফবিট্‌কং শুদ্ধিকরোঽনুলোময়তি বস্তিঃ।
সর্ব্বশরীরগশ্চ গদসংঘাতঃ প্রকাশনাৎ প্রশান্তিমুপযাতি॥

তদুত্তরে গুরুদেব আত্রেয় বলিলেন যে রস রক্তাদি শরীরের উপাদান সামগ্রী বায়ু কর্ত্তৃক যথাযথরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে (প্রকৃতিভাবাপন্ন বায়ু দ্বারা রক্ষিত হয়)। সেই বায়ু কোন কারণে বিবদ্ধ বা বিহত হইলে তাহা স্বয়ং বা অন্য দোষের সহিত প্রকুপিত হয়। সংশোধন বস্তি পিত্ত কফ ও মলের সহিত সেই প্রকুপিত বায়ুকে অনুলোমিত (নিঃসারিত) করে। বস্তি দ্বারা সর্ব্ব শরীরের প্রকাশন (দীপ্তি) হেতু সর্ব্বশরীরগত রোগ সমূহ প্রশমিত হয়।

অথাভিগম্যার্থমখণ্ডিতং ধিয়া গজোষ্ট্রগোঽশ্বাব্যজবস্তিকর্ম্ম।
অপৃচ্ছদেনং স চ বস্তিমব্রবীদ্ বিধিঞ্চ তস্যাহ পুনঃ প্রচোদিতঃ॥
অজাবিকে সৌম্য গজোষ্ট্রয়োর্বা গবাশ্বয়োর্বস্তিমুশন্তি মাহিষম্॥
অজাবিকাদস্তুসুবস্তিমুত্তরং বদন্তি বস্তিং বিপরীতরূপম্।
সুবস্তিমষ্টাদশষোড়শাঙ্গুলং তথৈব নেত্রঞ্চ দশাঙ্গুলং ক্রমাৎ॥
গজোষ্ট্রগোঽশ্বাব্যজবস্তিসন্ধৌ চতুর্থভাগে কৃতকর্ণিকং বদেৎ॥
প্রস্থস্তুজাব্যোর্হি নিরূহমাত্রা গবাদিষু দ্বিত্রিগুণো যথাবলম্।
নিরূহ উষ্ট্রস্য তথাঢ়কদ্বয়ং গজস্য বৃদ্ধিস্ত্বনুবাসনেঽষ্টমঃ॥

অতঃপর শিষ্যগণ স্বীয় বুদ্ধিবলে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়া গুরুদেব আত্রেয়কে গজ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, মেষ ও ছাগ ইহাদের বস্তি কর্ম্মের কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব তদুত্তরে গজাদির বস্তি এবং বস্তির বিধান উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—হে সৌম্য! অজা, মেষ, গজ, উষ্ট্র, অশ্ব ও গো এই সকল জন্তুকে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে সেই বস্তি মহিষের বস্তিতে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার নাম সুবস্তি এবং লিঙ্গ ও যোনিতে যে বস্তি দিতে হয়, তাহাকে উত্তরবস্তি কহে। এই সুবস্তির নেত্র যথাক্রমে অষ্টাদশ, ষোড়শ ও দশাঙ্গুল হইবে অর্থাৎ গজ ও উষ্ট্রের সুবস্তির নেত্র অষ্টাদশ অঙ্গুল, গো ও অশ্বের

ঘোড়শাঙ্গুল এবং ছাগ ও মেষের দশাঙ্গুল হইবে। সুবস্তির সন্ধিস্থলে (বস্তি ও নেত্রের সংযোগস্থলে) এবং নেত্রের অগ্র চতুর্থভাগে কর্ণিকা সংযুক্ত করিবে। ছাগ ও মেষের নিরূহমাত্রা এক প্রস্থ, গো ও অশ্বের নিরূহমাত্রা বলানুযায়ী দুই বা তিন প্রস্থ, অশ্বের দুই আঢ়ক এবং গজের তদপেক্ষা অধিক। এই সকল জন্তুর অনুবাসনের মাত্রা উপরোক্ত নিরূহ মাত্রার অষ্টমাংশ স্থির করিবে।

কলিঙ্গকুষ্ঠে মধুকং সপিপ্পলী বচা শতাহ্বা মদনং রসাঞ্জনম্।
হিতানি সর্ব্বেষু গুড়ঃ সসৈন্ধবো দ্বিপঞ্চমূলস্য বিকল্পনাত্রিয়ম্॥
গজেঽধিকোঽশ্বত্থবটাশ্বকর্ণজাঃ সখাদিরাঃ প্রগ্রহশালতালজাঃ।
তথা চ উষ্ট্রে ধবশিগ্রুপাটলামধুকসারাঃ সনিকুম্ভচিত্রকাঃ॥
পলাশভূতীকসুরাহ্বরোহিণীকষায় উক্তস্ত্বধিকো গবাং হিতঃ।
পলাশদন্তীসুরদারুকতৃণদ্রবন্ত্য উক্তাস্তুরগস্য চাধিকাঃ॥
খরোষ্ট্রয়োঃ পীলুকরীরখাদিরাঃ শম্পাকবিল্বাদিগণস্য চ চ্ছদাঃ।
অজাবিকানাং ত্রিফলাপরূষকং কপিত্থকর্কন্ধুসবিল্বকোলজম্॥

ইন্দ্রযব, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, বচ, শুল্ফা ও মদনফল ইহাদের কাথে রসাঞ্জন, গুড় ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহাও গজাদির নিরূহে প্রয়োগ করিবে। দশমূলের কাথে রসাঞ্জন, গুড় ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহাও গজাদির নিরূহে প্রয়োগ করিবে। উল্লিখিত কাথ এবং অশ্বত্থ, বট ও অশ্বকর্ণ (শাল বিশেষ) ইহাদের কাথ, ও খদির সোন্দাল শাল ও তালের কাথ একত্র করিয়া এবং তাহাতে রসাঞ্জন, গুড় ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া গজকে নিরূহ প্রয়োগ করিবে। ধব, সজিনা, পারুল, মৌলসার, দন্তী ও চিতামূল ইহাদের কাথ দ্বারা উষ্ট্রকে নিরূহ দিবে। পলাশ, যমানী, দেবদারু ও কটুকীর কাথ দ্বারা গোরুকে নিরূহ দিবে। পলাশ, দন্তী, দেবদারু, রোহিষতৃণ ও দন্তী ইহাদের কাথে ঘোটককে নিরূহ প্রয়োগ করিবে। পীলু, করীর, খদির, সোন্দালপত্র ও বিল্বাদি পঞ্চবৃক্ষের পত্র ইহাদের কাথের নিরূহ গর্দ্দভের ও উষ্ট্রের পক্ষে হিতকর। ত্রিফলা, ফল্সা, কয়েতবেল, শেয়াকুল, বেল ও কুল এই সকল দ্রব্যের নিরূহ ছাগ ও মেষের পক্ষে হিতকর।

অথাগ্নিবেশঃ সততোঽন্তরান্তরা হিতঞ্চ পপ্রচ্ছ গুরুস্তদাহ চ।
সদাতুরাঃ শ্রোত্রিয়রাজসেবকাস্তথৈব বেশ্যাঃ সহ পণ্যজীবিভিঃ॥
দ্বিজো হি শিষ্যাধ্যয়নব্রতাহ্নিকক্রিয়াদিভির্দেহহিতং ন চেষ্টতে।
নৃপোপসেবী নৃপবিত্তরক্ষণাৎ পরানুরাধাদ্বহুচিন্তনাদ্ভয়াৎ॥
নৃচিত্তবর্ত্তিন্যুপচারতৎপরা মৃজাবিভূষানিরতা পরাঙ্গনা।
সদাসনাদত্যনুবন্ধবিক্রয়ক্রয়াদিলোভাদপি পণ্যজীবিনঃ॥
সদৈব তে হ্যাগতবেগনিগ্রহং সমাচরন্তে ন চ কালভোজনম্।
অকালনির্হারবিহারসেবিনো ভবন্তি যেঽন্যেঽপি সদাতুরাশ্চ তে॥

অতঃপর অগ্নিবেশ মধ্যে মধ্যে গুরুদেব আত্রেয় ঋষিকে হিতজনক বিষয়ের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং গুরুদেবও সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশ্ন যথা—ব্রাহ্মণ, রাজসেবক, বেশ্যা ও পণ্যজীবিগণ সর্ব্বদা পীড়িত হয় তাহার কারণ কি? উত্তর যথা—ব্রাহ্মণগণ শিষ্যাধ্যয়ন জন্য এবং ব্রত ও আহ্নিকাদি সমাপন জন্য ব্যস্ত থাকায় দেহের হিতসাধনে যত্নবান হইতে পারেন না; সুতরাং পীড়িত হইয়া থাকেন। রাজসেবিগণ রাজার বিত্তরক্ষা, পরানুরোধ, বহুচিন্তা ও ভয় এই সকল কারণে সর্ব্বদা পীড়িত হয়। বেশ্যাগণ পরচিত্তরঞ্জন, বিলাসিতা ও অঙ্গমার্জ্জনা এবং বেশভূষাদিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা হেতু স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া থাকে। পণ্য-জীবিগণ সর্ব্বদা উপবেশন জন্য বা লোভবশতঃ ক্রয়বিক্রয়াদিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত সর্ব্বদা পীড়িত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ, রাজসেবক, বেশ্যা ও পণ্যজীবিগণ উল্লিখিত কারণে সদা ব্যস্ত প্রযুক্ত মলমূত্রের বেগধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং উপযুক্ত কালে ভোজন করিতে পারে না সুতরাং সর্ব্বদা পীড়িত হয়। অকালে আহারবিহার জন্য কেবল যে উল্লিখিত ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিগণ সদাতুর হয় এমন নহে। অন্যান্য ব্যক্তিও ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পীড়িত হইয়া থাকে।

সমীরণং বেগবিধারণোদ্ধতং বিবদ্ধসর্ব্বাঙ্গরুজাকরং ভিষক্।
সমীক্ষ্য তেষাং ফলবর্ত্তিমাদিতঃ সুকল্পিতাং স্নেহবতীং প্রযোজয়েৎ॥

মলমূত্রাদির বেগধারণ করিলে ঐ সকল ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া বিবদ্ধ হয় ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মায়। এই অবস্থায় চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক প্রথমেই স্নেহসংযুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে।

পুনর্নবৈরণ্ডনিকুম্ভচিত্রকান্ সদেবদারুত্রিবৃতানিদিগ্ধিকান্।
মহান্তি মূলানি চ পঞ্চ তদ্ভবান্ বিপাচ্য মূত্রে দধিমস্তুসংযুতে॥
সতৈলসর্পির্লবণৈশ্চ পঞ্চভির্বিমূর্চ্ছিতং বস্তিমথ প্রযোজয়েৎ।
নিরূহিতং ধন্বরসেন ভোজিতং নিকুম্ভতৈলেন ততোঽনুবাসয়েৎ॥

পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, দন্তী, চিত মূল, দেবদারু, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী ও বিল্বাদি পঞ্চমূল এবং দধির মাত এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে গোমূত্রে পাক করিবে। অতঃপর তাহাতে তৈল, ঘৃত ও পঞ্চলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। বস্তি প্রয়োগান্তে রোগী সংশুদ্ধ হইলে তাহাকে জাঙ্গলমাংসরস সহ অন্ন পথ্য দিবে। তদনন্তর তাহাকে নিকুম্ভ তৈলের অনুবাসন দিবে।

বলাশ্বরাস্নাফলবিল্বচিত্রকান্ দ্বিপঞ্চমূলে কৃতমালকোৎপলে।
যবান্ কুলত্থাংশ্চ পচেজ্জলাঢ়কে রসঃ স পেয়স্তু কলিঙ্গকাদিভিঃ॥
সতৈলসর্পির্গুড়সৈন্ধবো হিতঃ সদা নরাণাং বলবর্ণবর্দ্ধনঃ।
তথৈব শস্তং মধুকেন সাধিতং ফলেন বিল্বেন শতাহ্বয়াথবা॥

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, রাস্না, মদনফল, বেলশুঁঠ, চিতামূল, দশমূল, সোন্দাল, নীলোৎপল, যব ও কুলত্থকলায় এই সকল দ্রব্য একত্র (মিলিত /২ সের)।৬ ষোল সের জলে পাক

করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই কাথ সহ কলিঙ্গাদি (কুটজাদি) দশটি দ্রব্যের কল্ক এবং তৈল ঘৃত গুড় ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে এই বস্তি মনুষ্যের বল ও বর্ণকারক। নিরূহ প্রয়োগ করিয়া অতঃপর যষ্টিমধু বা শুলফা কিংবা বিল্বফলের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

সজীবনীয়স্তু রসোঽনুবাসনে নিরূহণে চালবণঃ শিশোর্হিতঃ।
নচান্যদাশ্বঙ্গবলাভিবর্দ্ধনং নিরূহবস্তেঃ শিশুবৃদ্ধয়োঃ পরম্॥

শিশুর পক্ষে জীবনীয়গণের সহিত মাংসরস পাক করিয়া তাহার অনুবাসন হিতকর। ঐ মাংসরসে লবণ না দিয়া নিরূহ প্রদান করিলে শিশুর পক্ষে বিশেষ হিতকর হয়। শিশু ও বৃদ্ধের অঙ্গ ও বল বর্দ্ধন জন্য নিরূহ বস্তিই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তত্র শ্লোকঃ।

ফলকর্ম্মবস্তিষু বরত্বনিশ্চয়ো বস্তয়ো গবাদীনাম্।
সততাতুরাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ফলমাত্রায়াং হিতৈষেষাম্॥

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে ফলমাত্রা-
সিদ্ধির্নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥

এই ফলমাত্রাসিদ্ধি অধ্যায়ে বস্তিকর্ম্ম বিষয়ে ফলের শ্রেষ্ঠত্ব, গবাদি পশুকে বস্তি প্রয়োগ, যাহারা সর্ব্বদা পীড়িত হয় তাহাদের বিবরণ ও চিকিৎসা ভগবান আত্রেয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উত্তরবস্তিসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

অতঃপর আমরা উত্তরবস্তি সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন।

অথ খল্বাতুরং বৈদ্যঃ সংশুদ্ধং বমনাদিভিঃ।
দুর্ব্বলং কৃশমল্পাগ্নিং মুক্তসন্ধানবন্ধনম্॥
নির্হৃতানিলবিণ্মূত্রকফপিত্তং কৃশাশয়ম্।
শূন্যদেহং প্রতীকারাসহিষ্ণুং পরিপালয়েৎ॥
যথৈব তরুণং পূর্ণং তৈলপাত্রং তথৈব চ।
গোপাল ইব দণ্ডী গাঃ সর্ব্বস্মাদপচারতঃ॥

বমন বিরেচন দ্বারা রোগী সংশুদ্ধ হইয়া অতঃপর দুর্ব্বল, কৃশ, হীনাগ্নি ও শিথিল সন্ধি-বন্ধন হইলে, বায়ু মূত্র মল কফ ও পিত্ত নির্হৃত হওয়ায় পকাশয় দুর্ব্বল ও শূন্যদেহ

হইলে, দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত নিয়মাদি পরিপালনে অসমর্থ হইলে চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার চিকিৎসা করিবেন। তৈলপূর্ণ নূতন পাত্রকে যেমন যত্নে রক্ষা করিতে হয়, গোপালক হইয়া দণ্ডধারীরূপে গো সকলকে যেমন অপকার্য্য হইতে রক্ষা করিতে হয়, উল্লিখিত রোগিগণকে চিকিৎসক সেইরূপ পরিপালন করিবেন এবং সকল প্রকার অপচার হইতে রক্ষা করিবেন।

অগ্নিসন্ধুক্ষণার্থন্তু পূর্ব্বং পেয়াদিভির্ভিষক্।
রসোত্তরৈণৈব চরেৎ ক্রমেণ ক্রমকোবিদঃ॥
স্নিগ্ধাম্লস্বাদুহৃদ্যানি ততোহম্ললবণৌ রসৌ।
স্বাদুতিক্তৌ ততো ভূয়ঃ কষায়কটুকৌ ততঃ॥
অন্যোহন্যপ্রত্যনীকানাং রসানাং স্নিগ্ধরুক্ষয়োঃ।
ব্যত্যাসাদুপযোগেন প্রকৃতিং গময়েদ্ভিষক্॥

ঐ সকল রোগির অগ্নাগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধনার্থ প্রথমে পেয়াদি, অতঃপর মাংসরসযুক্ত পেয়াদি ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে যথাক্রমে স্নিগ্ধ অম্ল স্বাদু ও হৃদ্য ভোজ্য, অম্ললবণ রসান্বিত ভোজ্য, মধুরতিক্ত রসান্বিত ভোজ্য এবং কটু কষায় ভোজ্য প্রদান করিবে। রোগী স্নিগ্ধ বা রুক্ষ হইলে তদ্বিপরীত ভোজ্য প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ রোগী স্নিগ্ধ হইলে রুক্ষ এবং রুক্ষ হইলে স্নিগ্ধ ভোজ্য ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা রোগিকে ক্রমশঃ সুস্থ করিবে।

বলবান্ বর্ণবান্ সর্ব্বরতিঃ স্বঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মা সর্ব্বসহো বিজ্ঞেয়ঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

স্বস্থ লক্ষণ। যখন রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইবে, দেহ কান্তিবিশিষ্ট ও সৌষ্ঠব যুক্ত হইবে, ইন্দ্রিয় সকল কার্য্যক্ষম হইবে, চিত্ত প্রফুল্ল থাকিবে, এবং সকল প্রকার আহারাদিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে, তখন জানিবে যে রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

এতাং প্রকৃতিমপ্রাপ্তঃ সর্ব্ববর্জ্জ্যানি বর্জ্জয়েৎ।
মহাদোষকরাণ্যষ্টাবিমানি তু বিশেষতঃ॥
উচ্চৈর্ভাষ্যং রথক্ষোভমতিচংক্রমণাসনে।
অজীর্ণাহিতভোজ্যে চ দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্॥
ঊর্দ্ধং দেহেহথ সর্ব্বাধোমধ্যপীড়ামদোষজাঃ।
শ্লেষ্মজাঃ ক্ষয়জাশ্চৈব ব্যাধয়ঃ স্যুর্যথাক্রমম্॥

রোগী যতদিন প্রকৃতিস্থ না হয়, ততদিন বর্জ্জনীয় আহার বিহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত আটটি বর্জ্জনীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া চলিবেন। যথা— উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, যানক্ষোভ (দ্রুত যানাদিতে ভ্রমণ), অতিরিক্ত পর্য্যটন, সর্ব্বদাই উপবেশন, অজীর্ণদ্রব্য ভোজন, অহিতদ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা ও মৈথুন। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে ঊর্দ্ধদেহজাত ব্যাধি সকল জন্মে। দ্রুতযানাদিতে ভ্রমণবশতঃ সর্ব্বদেহজ ব্যাধিসমূহ জন্মে। অতিরিক্ত পর্য্যটনে নিম্নদেহজাত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। নিরত উপবেশন

জন্ত মধ্যদেহজ ব্যাধিসমূহ জন্মে। অজীর্ণদ্রব্য ভোজনে আমজনিত ব্যাধিসমূহ, অহিত দ্রব্য ভোজনে বাতাদি ত্রিদোষজ ব্যাধিসমূহ, দিবানিদ্রায় শ্লেষ্মজ ব্যাধিসমূহ এবং মৈথুনে ক্ষয়জ ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হয়।

তেষাং বিস্তরতো লিঙ্গমেকৈকস্য সভেষজম্।
যথাবৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সিদ্ধান্ বস্তীংশ্চ যাপনান্॥

তত্রোচ্চৈর্ভাষ্যাতিভাষ্যাভ্যাং শিরস্তাপকর্ণশঙ্খনিস্তোদশ্রোতো-রোধমুখতালুকণ্ঠশোষতৈমির্য্যপিপাসা-জ্বর-তমকহনুমন্যাগ্রহনিষ্ঠীবনোরঃ-পার্শ্বশূলস্বরভেদ-হিক্কা-শ্বাসাদয়ঃ স্যুঃ। রথক্ষোভাৎ সন্ধিপর্ব্বশৈথিল্য-হনুনাসাকর্ণশিরঃশূল-তোদবস্তিবিক্ষোভাটোপান্ত্রকূজনাধ্মাপন-হৃদয়েন্দ্রি-য়োপরোধ--স্ফিক্পার্শ্ব--বংক্ষণ--বৃষণ--কটী-পৃষ্ঠবেদনা-সন্ধিস্কন্ধহনুগ্রীবা--দৌর্ব্বল্যাঙ্গাভিতাপপাদশোফপ্রস্বাপহর্ষণাদয়ঃ। অতিচংক্রমণাৎ পাদ-জঙ্ঘোরুজানু-বংক্ষণশ্রোণীপৃষ্ঠশূল-চ্ছর্দ্দি--সক্থিসাদ--সন্ধিপাদ--নিস্তোদ-পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনাঙ্গমর্দ্দাংসাভিতাপশিরাধমনীহর্ষশ্বাসকাসাদয়ঃ স্যুঃ। অত্যাসনাদ্রথক্ষোভজাঃ স্ফিক্পার্শ্ববংক্ষণবৃষণকটীপৃষ্ঠবেদনাদয়শ্চ। অজীর্ণাধ্যশনাভ্যাস্তু মুখশোষাধ্মানশূলনিস্তোদপিপাসাগাত্রসাদচ্ছর্দ্দ্যতী-সারমূর্চ্ছাজ্বরপ্রবাহণামবিষাদয়ঃ স্যুঃ। বিষমাহিতাশনাভ্যামনন্না-ভিলাষদৌর্ব্বল্য--বৈবর্ণ্য---কণ্ডূপামাগাত্রাবসাদ----বাতাদিপ্রকোপজাশ্চ গ্রহণ্যর্শোবিকারাদঃ। দিবাস্বপ্নাদরোচকাবিপাকাগ্নিনাশস্তৈমিত্যপাণ্ডু-ত্বক্কণ্ডূপামাদাহচ্ছর্দ্দ্যঙ্গমর্দ্দহৃৎস্তম্ভজাড্য--তন্দ্রানিদ্রাপ্রসঙ্গ---গ্রন্থিজন্ম-দৌর্ব্বল্যরক্তাক্ষিতাতালুলেপাঃ পিপাসা চ। ব্যবায়াদাশু বলনাশো-রুসাদবস্তিশিরোগুদমেঢ্রবৃষণবংক্ষণোরুজানুজঙ্ঘা---পাদশূলহৃদয়স্পন্দন--নেত্রপীড়াঙ্গশৈথিল্যশুক্রমার্গশোণিতাগমনকাসশ্বাস-শোণিতষ্ঠীবনস্বরাব--সাদকটীদৌর্ব্বল্যৈকাঙ্গসর্ব্বাঙ্গ-রোগমুষ্কশ্বয়থুবাতবর্চ্চোমূত্রসঙ্গ-শুক্রবিসর্গ-জাড্যবেপথুবাধির্য্যবিষাদাদয়ঃ স্যুঃ, উৎপাট্যত ইব গুদং তাড্যত ইব মেঢ্রমবসীদতীব গমনে বেপতে হৃদয়ং পীড্যন্তে সন্ধয়স্তমঃ প্রবিশ্যত ইব চ। ইত্যেবমেভিরষ্টাভিরপচারৈরেতে প্রাদুর্ভবন্ত্যপদ্রবাঃ॥

উল্লিখিত অষ্টবিধ নিয়ম লঙ্ঘনহেতু যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সবিস্তরে বর্ণনা করিব এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধফল যাপনবস্তি সকলও বলিব।

অতিভাষণ ও উচ্চভাষণ হেতু ঊর্দ্ধদেহজ ব্যাধিসমূহ যথা,– শিরঃস্তাপ, শঙ্খদেশে ও কর্ণে সূচীবেধবদ্ বেদনা, স্রোতঃ সকলের বিবদ্ধতা, মুখ তালু ও কণ্ঠের শোষ, তিমির রোগ,

পিপাসা, জ্বর, তমকশ্বাস, হনুগ্রহ, মন্যাগ্রহ, নিষ্ঠীবন, উরঃশূল, পার্শ্বশূল, স্বরভেদ, হিক্কা ও শ্বাসাদি।

দ্রুতযানে ভ্রমণহেতু সর্ব্বদেহজ ব্যাধিসমূহ যথা,—সন্ধি ও পর্ব্বসমূহের শৈথিল্য, হনু নাসা কর্ণ ও মস্তকে শূলবদ্ বেদনা এবং সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, অগ্নিমান্দ্য, আটোপ, অন্ত্রকূজন, আধ্মান, হৃদয় ও ইন্দ্রিয় সকলের উপরোধ, স্ফিক্ পার্শ্ব বঙ্ক্ষণ বৃষণ কটী ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, সন্ধি স্কন্ধ হনু ও গ্রীবাদেশের দৌর্ব্বল্য, শরীরের সন্তাপ, পাদশোথ, নিদ্রা ও রোমাঞ্চ।

অতিপর্য্যটন হেতু অধোদেহজ ব্যাধিসমূহ যথা,—পাদ জঙ্ঘা উরু জানু বঙ্ক্ষণ শ্রোণি ও পৃষ্ঠদেশে শূলবদ্ বেদনা, বমি, পাদদ্বয়ের ও সন্ধিস্থানের অবসন্নতা ও সূচীবেধবৎ পীড়া পায়ের ডিমে মোচড়নবৎ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, স্কন্ধাভিতাপ, শিরা ও ধমনী সমূহের হর্ষ, শ্বাস ও কাসাদি।

নিরন্তর উপবেশনজনিত মধ্যদেহজ ব্যাধিসমূহ যথা,—উল্লিখিত রথাদি দ্রুতযানে ভ্রমণ-হেতু যে সকল রোগ জন্মে ইহাতেও সেই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে।

অজীর্ণ ও অধ্যশনহেতু ব্যাধিসমূহ যথা,—মুখশোষ, আধ্মান, শূলনি, সূচীবেধবদ্ বেদনা, পিপাসা, শরীরের অবসাদ, বমি, অতিসার, মূর্চ্ছা, জ্বর, প্রবাহণ ও আমবিষাদি রোগসমূহ।

অহিতভোজন ও বিষমভোজন হেতু রোগসমূহ যথা,—অন্নে অরুচি, দুর্ব্বলতা, বিবর্ণতা, কণ্ডূ, পামা, অঙ্গের অবসাদ, এবং বাতাদি প্রকোপজনিত গ্রহণী ও অর্শোরোগ সমূহ।

দিবানিদ্রাহেতু রোগসমূহ যথা,—অরুচি, অপরিপাক, অগ্নিনাশ, ত্বকের পাণ্ডুরতা, কণ্ডূ, পামা, দাহ, বমি, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ের গুরুতা ও জড়তা, সতত তন্দ্রা ও নিদ্রা, গ্রন্থির উৎপত্তি, দৌর্ব্বল্য, রক্তনেত্রতা, তালুর লিপ্ততা ও পিপাসা।

মৈথুনহেতু রোগসমূহ যথা,—শীঘ্র বলক্ষয়, উরুদেশের অবসাদ, বস্তি শিরঃ গুদনাড়ী লিঙ্গ বৃষণ বঙ্ক্ষণ উরু জানু জঙ্ঘা ও পাদদেশে শূলবদ্ বেদনা, হৃদ্স্পন্দন, নেত্ররোগ, অঙ্গ শৈথিল্য, শুক্রমার্গে শোণিতাগম, কাস, শ্বাস, রক্তনিষ্ঠীবন, স্বরক্ষীণতা, কটীদেশের দুর্ব্বলতা, একাঙ্গরোগ (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গরোগ, অণ্ডকোষে শোথ, মলমূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা শুক্রক্ষরণ, জড়তা, কম্প, বধিরতা ও বিষাদ। এতদ্ব্যতীত গুদনাড়ী কুঠারাদি দ্বারা উৎপাটিতবৎ বোধ হওয়া, লিঙ্গে দণ্ডাদি দ্বারা আঘাতবৎ প্রতীতি, পাদচারণে অবসাদ, হৃদয়ের কম্পন, সন্ধিসমূহের পীড়ন এবং অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণও প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত আট প্রকার অপচারেই এই সকল উপদ্রব প্রকাশ পায়।

তেষাং সিদ্ধিরুচ্চৈর্ভাষ্যাতিভাষ্যজানামভ্যঙ্গস্বেদোপনাহধূমনস্যোপরিভক্তস্নেহপানরসক্ষীরাদিভির্বাতহরঃ সর্ব্বো বিধির্মৌনঞ্চ। রথক্ষোভাতিচংক্রমণাত্যাসনজানাং স্নেহস্বেদাদি বাতহরং কর্ম্ম সর্ব্বং নিদানবর্জ্জম্। অজীর্ণাধ্যশনজানাং নিরবশেষতশ্ছর্দ্দনং রূক্ষস্বেদধূমপানলঙ্ঘনীয়পাচনীয়ৌষধাবচারণঞ্চ। বিষমাহিতাশনজানাং যথাস্বং দোষক্রিয়াঃ। দিবাস্বপ্নজানাং ধূমপানলঙ্ঘনবমনশিরোবিরেচনব্যায়ামরূক্ষাশনাদিদীপ-

নীয়ৌষধোপযোগঃ প্রহর্ষণোন্মর্দ্দনপরিষেচনাদিশ্চ শ্লেষ্মহরঃ সর্ব্বো বিধিঃ। মৈথুনজানাং জীবনীয়সিদ্ধয়োঃ ক্ষীরসর্পিষোরুপযোগঃ, তথা বাতহরাঃ স্বেদাভ্যঙ্গোপনাহা বৃষ্যাশ্চাহারাঃ স্নেহাঃ স্নেহবিধয়ো যাপনা-বস্তয়োঽনুবাসনঞ্চ। মূত্রবৈকৃতবস্তিশূলেষু চোত্তরবস্তিঃ, বিদারী-গন্ধাদিগণজীবনীয়গণক্ষীরসংসিদ্ধং তৈলং স্যাদ্‌ যাপনাশ্চ বস্তয়ঃ সর্ব্বকালং দেয়াস্তানুপদেক্ষ্যামঃ॥

উচ্চভাষণ ও অতিভাষণ জনিত রোগ সমূহে—অভ্যঙ্গ স্বেদ উপনাহ ধূম ও নস্য গ্রহণ, আহারের অল্পক্ষণ পরেই স্নেহপান, মাংসরস ও দুগ্ধাদি পান এবং বাতহর সকল প্রকার বিধি ও মৌনভাব হিতকর।

যানে ভ্রমণ, অতিপর্য্যটন ও নিয়ত উপবেশন জনিত ব্যাধিসমূহে—স্নেহ স্বেদাদি বাত-নাশক কর্ম্ম সকল এবং নিদান পরিবর্জ্জন কর্ত্তব্য।

অজীর্ণ ভোজন ও অধ্যশনজনিত রোগসমূহে—নিঃশেষ বমন, রুক্ষস্বেদ, ধূমপান এবং লঙ্ঘনীয় ও পাচনীয় ঔষধ প্রয়োগ হিতকর।

বিষমভোজন ও অহিত ভোজনজনিত রোগসমূহে—তত্তৎ দোষানুরূপ চিকিৎসাই হিতকর।

দিবানিদ্রাজনিত রোগসমূহে—ধূমপান, লঙ্ঘন, বমন, শিরোবিরেচন, ব্যায়াম, রুক্ষ ভোজন, দীপনীয় ঔষধ প্রয়োগ এবং হর্ষোৎপাদন, উন্মর্দ্দন ও পরিষেচনাদি শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া হিতকর।

মৈথুনজনিত রোগ সমূহে—জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত ও দুগ্ধ পান, বাতনাশক স্বেদ অভ্যঙ্গ ও উপনাহ, বৃষ্য আহার, স্নেহ, স্নেহবিধি যাপনবস্তি ও অনুবাসন প্রশস্ত। মৈথুনজনিত মূত্রবিকার ও বস্তিশূলে বিদারীগন্ধাদিগণ জীবনীয়গণ ও দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। যাপন বস্তি সকল সময়েই দেওয়া যাইতে পারে। যাপনবস্তি সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

মুস্তোশীরবলারগ্বধরাস্নামঞ্জিষ্ঠাকটুরোহিণীত্রায়মাণাপুনর্নবাবিভীতক-গুড়ূচীস্থিরাদিপঞ্চমূলানি পলিকানি খণ্ডশঃ ছিত্বাষ্টৌ চ মদনফলানি প্রক্ষাল্য জলাঢ়কে নিকাথ্য পাদশেষো রসঃ ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তঃ পুনঃ শৃতঃ ক্ষীরাবশেষো জাঙ্গলরসতুল্যো মধুযুতঃ শতকুসুমামধুককুটজ-ফলরসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গুকল্কীকৃতঃ সসৈন্ধবঃ সুখোষ্ণবস্তিঃ শুক্রমাংসাগ্নিবলজননঃ ক্ষতক্ষীণকাসগুল্মশূলবিষমজ্বরব্রধ্ন-কুণ্ডলোদাবর্ত্তকুক্ষিশূলমূত্রকৃচ্ছ্রাসৃগ্দরো-বিসর্প-প্রবাহিকা-শিরোরুজা-জানূরুজঙ্ঘাবস্তিগ্রহাশ্মর্য্যুন্মাদার্শঃপ্রমেহা-ধ্মানবাতরক্তপিত্তশ্লেষ্মব্যাধিহরঃ সদ্যো বলজননো রসায়নশ্চেতি।

মুতা, বেণার মূল, বেড়েলামূল, সোন্দাল, রাস্না, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, বলাডুমুর, পুনর্নবা, বহেড়া ও গুলঞ্চ এবং শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল প্রত্যেক এক এক পল, মদনফল ৮টি এই সমস্ত দ্রব্য ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে। অতঃপর সেই সমুদায় দ্রব্য ১৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ

করিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ /৮ সের দুগ্ধসহ পুনর্ব্বার পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ঐ দুগ্ধে জাঙ্গল মাংসরস /৮ সের, যথোপযুক্ত মধু ও সৈন্ধবলবণ এবং শুলফা, যষ্টিমধু, কুড়চিফল, রসাঞ্জন ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের কল্ক উত্তমরূপে মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি শুক্র-মাংস-অগ্নিজনক, সদ্যোবলকারক ও রসায়ন। এই বস্তি প্রয়োগে ক্ষতক্ষীণ, কাস, গুল্ম, শূল, বিষমজ্বর, ব্রধ্ন, বস্তি কুণ্ডল, উদাবর্ত্ত, কুক্ষিশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, প্রবাহিকা, শিরঃপীড়া, জানু উরু জঙ্ঘা ও বস্তিগ্রহ, অশ্মরী, উন্মাদ, অর্শ, প্রমেহ, আধ্মান, বাতরক্ত ও পিত্তশ্লেষ্মজনিত ব্যাধি সকল উপশম প্রাপ্ত হয়।

এরণ্ডমূলপলাশাৎ ষট্‌পলং শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা গোক্ষুরকরাস্নাশ্বগন্ধা গুড়ূচী বর্ষাভূরারগ্বধদেবদার্ব্বিতি পালিকানি খণ্ডশঃ ক্লিপ্তানি ফলানি চাষ্টৌ প্রক্ষাল্য জলাঢ়কে ক্ষীরপাদে পচেৎ। পাদশেষং কষায়ং পূতং শতকুসুমাকুষ্ঠমুস্তপিপ্পলীহবুষাবিল্ববচাবৎসকফলরসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গুযমানীসংক্ষেপকল্কিতং মধুঘৃততৈলসৈন্ধবযুক্তং সুখোষ্ণং নিরূহমেকং দ্বৌ ত্রীন্ বা দদ্যাৎ। সর্ব্বেষাং প্রশস্তো বিশেষতো ললিতসুকুমারক্ষতক্ষীণস্থবিরচিরার্শসামপত্যকামানাঞ্চ ॥

এরণ্ডমূল ছয় পল, পলাশ ছয়পল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, সোন্দাল ও দেবদারু প্রত্যেক এক পল করিয়া এবং ক্লিপ্ত মদনফল আটটি এই সমুদায় দ্রব্য জলে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে। অতঃপর দুগ্ধ /৪ সের জল।৬ ষোল সের সহ একত্র পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই কাথে শুলফা, কুড়, পিপুল, মুতা, হবুষ, বিল্ব, বচ, কুড়চিফল, প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও যমানী ইহাদের কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত মধু তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োজন মত একবার দুইবার বা তিনবার তাহার বস্তি প্রদান করিবে। এই বস্তি সকলের পক্ষেই হিতকর, বিশেষতঃ ললিত সুকুমারদেহ ক্ষত ক্ষীণ বৃদ্ধ ও অর্শোরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের এবং সন্তানাভিলাষী ব্যক্তিদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী।

সহচরবলামূর্ব্বামূলশারিবাসিদ্ধেন পয়সা তথা বৃহতীকণ্টকারীশতাবরীচ্ছিন্নরুহাশৃতেন পয়সা মধুকমদনপিপ্পলীকল্কীকৃতেন পূর্ব্ববদ্ বস্তিঃ। তথা বলাতিবলাবিদারীশালপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণীবৃহতীকণ্টকারিকা-দর্ভমূলকাশ্মর্য্য-বিল্বফলসিদ্ধেন পয়সা মধুকমদনকল্কীকৃতেন মধুঘৃতসৌবর্চ্চলপ্রযুক্তেন কাসজ্বরগুল্মপ্লীহার্দ্দিতস্ত্রীমদ্যক্লিষ্টানাং সদ্যো বলজননো রসায়নশ্চ ॥

ঝাঁটী, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও অনন্তমূল এই চারিপ্রকার দ্রব্যের সহিত অথবা বৃহতী, কণ্টকারী, শতমূলী ও গুলঞ্চ ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু, মদনফল ও পিপুলের কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত, তৈল, মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী,

কণ্টকারী, কুশমূল, গাম্ভারী ও বিল্বফল ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু মদনফল ও পিপুলের কল্ক এবং ঘৃত, মধু ও সচললবণ মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি আশু বলকারক ও রসায়ন। ইহা কাস, জ্বর, প্লীহা ও অর্দ্দিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের এবং স্ত্রী ও মদ্যক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর।

বলাতিবলারাস্নারগ্বধমদনবিল্বগুড়ূচীপুনর্নবৈরণ্ডাশ্বগন্ধাসহচরপলাশ-দেবদারুদ্বিপঞ্চমূলানি পলিকানি যবকোলকুলত্থদ্বিপ্রস্থতং শুষ্কমূল-কানাঞ্চ জলদ্রোণে সিদ্ধং নিরূহপ্রমাণং শেষকষায়ং পূতং মধুকমদন-শতপুষ্পাকুষ্ঠপিপ্পলীবচাবৎসকরসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গুযমানীকল্কীকৃতং গুড়ঘৃত-তৈলক্ষৌদ্রক্ষীরমাংসরসাম্লকাঞ্জিকসৈন্ধবযুক্তং সুখোষ্ণঞ্চ বস্তিং দদ্যাৎ। শুক্রমূত্রবর্চ্চঃসঙ্গেঽনিলজ--গুল্মহৃদ্রোগধ্মানব্রধ্নপার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহসংজ্ঞানাশ-বলক্ষয়েষু চ ॥

বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, রাস্না, সোন্দাল, মদনফল, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, ঝাঁটী, পলাশ, দেবদারু ও দশমূল ইহাদের প্রত্যেক এক এক পল; যব, কুলশুঁঠ, কুলত্থকলায় ও শুষ্কমূলা প্রত্যেক চারিপল এই সমুদায় দ্রব্য একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া নিরূহোপযুক্ত মাত্রাশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর সেই কাথে যষ্টিমধু, ময়নাফল, শুল্ফা, কুড়, পিপুল, বচ, কুড়চি, রসাঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু ও যমানী এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রায় গুড়, ঘৃত, তৈল, মধু, দুগ্ধ মাংসরস, অম্লকাঞ্জী ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি মলমূত্র ও শুক্রের বিবদ্ধতা, বাতজ গুল্ম, হৃদ্রোগ, আধ্মান, ব্রধ্ন, পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কটীবেদনা, সংজ্ঞানাশ এবং বলক্ষয় এই সমুদায় রোগে হিতকর।

হবুষার্দ্ধকুড়বো দ্বিগুণোঽর্দ্ধক্ষুণ্ণযবঃ ক্ষীরোদকসিদ্ধঃ ক্ষীরশেষো মধুঘৃততৈললবণযুক্তো বস্তিঃ সর্ব্বাঙ্গবিসৃতবাতরক্তসক্তবিণ্মূত্র-স্ত্রীখেদিতহিতো বাতহরো বুদ্ধিমেধাগ্নিবলজননশ্চ। হ্রস্বপঞ্চমূলীকষায়ঃ ক্ষীরোদকসিদ্ধঃ পিপ্পলীমধুকমদনকল্কীকৃতঃ সগুড়ঘৃততৈললবণঃ ক্ষীণবিষমজ্বরকর্ষিতস্য ব স্তঃ। বলাতিবলাপামার্গাত্মগুপ্তাষ্টপলার্দ্ধ-ক্ষুণ্ণযবাঞ্জলিকষায়ঃ পূর্ব্ববদ্বস্তিঃ স্থবিরদুর্ব্বলক্ষীণশুক্ররুধিরাণাং পথ্যতমঃ ॥

হবুষ অর্দ্ধ কুড়ব ও অর্দ্ধকুট্টিত যব এক কুড়ব দুগ্ধমিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে এবং পরে ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর তাহাতে মধু, ঘৃত, তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি বাতনাশক, বুদ্ধি-মেধা-অগ্নি-বলজনক, সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত ও মল মূত্রের বিবদ্ধতায় এবং মৈথুনজনিত ক্ষীণতায় উপযোগী।

শালপর্ণ্যাদি লঘুপঞ্চমূল দুগ্ধমিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু ও মদনফলের

কল্ক এবং যথোপযুক্ত গুড় ঘৃত তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিলে, ক্ষীণ ও বিষমজ্বরকর্ষিত রোগির পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে।

বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আপাঙ্গ ও আলকুশীবীজ মিলিত /১ এক সের, কুট্টিত যব /॥০ অর্দ্ধসের একত্র দুগ্ধমিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে পিপুল, যষ্টিমধু ও ময়নাফলের কল্ক এবং উপযুক্ত পরিমাণে গুড় ঘৃত তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষীণ ও বিষমজ্বরকর্ষিত [illegible]র এবং বৃদ্ধ দুর্ব্বল ক্ষীণশুক্র ও হীনরক্ত ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট উপকার হয়।

বলামধুকবিদারীদর্ভমূলমৃদ্বীকাযবৈঃ কষায়মাজেন পয়সা পুনঃ পক্ত্বা মধুকাক্ষকল্কিতং সমধুঘৃতসৈন্ধবং জ্বরার্ত্তেভ্যো বস্তিং দদ্যাৎ। শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরককোলকাশ্মর্য্যপরূষকখর্জ্জূরফলমধূকপুষ্পৈরজাক্ষীরজলপ্রস্থাভ্যাং সিদ্ধঃ কষায়ঃ পিপ্পলীমধুকোৎপলকল্কিতঃ সঘৃতসৈন্ধবঃ ক্ষীণেন্দ্রিয়বিষমজ্বরকর্ষিতস্য বস্তিঃ শস্তঃ॥

বেড়েলা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশমূল, কিস্‌মিস্‌, যব এই সমুদায় দ্রব্য অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর তাহার সহিত সমপরিমিত ছাগ দুগ্ধ মিশাইয়া পুনরায় পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। তদনন্তর তাহাতে যষ্টিমধুর কল্ক ২ তোলা এবং উপযুক্ত মাত্রায় মধু ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত।

শালপাণি, চাকুলে, গোক্ষুর, কাঁকলা, গাম্ভারীফল, ফলসা খর্জ্জুর ও মৌলফুল এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত /৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে তাহাতে পিপুল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের কল্ক এবং যথোপযুক্ত ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

স্থিরাদিপঞ্চমূলীপঞ্চপলেন শালিষষ্টিকযবগোধূমমাষকষায়পঞ্চপ্রস্থেন ছাগপয়ঃ শৃতং পাদশেষং, কুক্কুটাণ্ডরসমধুঘৃতশর্করাসৈন্ধবসৌবর্চ্চলযুক্তো বস্তির্বৃষ্যতমো বলজননশ্চ।

শালি, ষষ্টিক, যব, গোধূম ও মাষকলায় ইহাদের প্রত্যেকের কষায় দুই পল করিয়া সমুদায়ে দশপল একত্র মিশাইবে এবং তাহাতে পাঁচ প্রস্থ ছাগদুগ্ধ ও শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূলের কল্ক পাঁচপল দিয়া পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুক্কুটাণ্ডের রস (তরলাংশ), মধু, ঘৃত, চিনি, সৈন্ধবলবণ ও সচললবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা বৃষ্যতম ও বলজনক।

যাপনা বস্তয়ো দ্বাদশ। কল্পশ্চৈষাং শিখিগোনর্দ্দহংসাণ্ডরসেষু স্যাৎ। সতিত্তিরিঃ সময়ূরঃ সপাকহংসপঞ্চমূলীসিদ্ধং পয়ঃ শতকুসুমামধুকরাস্নাকুটজফলপিপ্পলীকল্কো ঘৃততৈলগুড়সৈন্ধবযুক্তো বস্তির্বলবর্ণশুক্রজননো রসায়নশ্চ॥

যাপনবস্তি দ্বাদশটি। ময়ূর, দাঁড়কাক (মতান্তরে সারসপক্ষী) ও হংসডিম্বের রস (তরল অংশ) দ্বারা ঐ দ্বাদশটি যাপনবস্তি প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত শালপর্ণ্যাদি বস্তিতে কুক্কুটাণ্ড রসের পরিবর্ত্তে ময়ূর, দাঁড়কাক বা হংসাণ্ডরস মিশাইয়া বস্তি কল্পনা করা যাইতে পারে এবং ঐ শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে তিত্তিরি, ময়ূর বা পাতিহাঁসের মাংসরস, শুলফা যষ্টিমধু রাস্না ইন্দ্রযব ও পিপুলের কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত তৈল গুড় ও সৈন্ধবলবণ [illegible] করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা বল বর্ণ ও শুক্রজনক এবং রসায়ন।

দ্বিপঞ্চমূলীকুক্কুটরসসিদ্ধং পয়ঃ পাদশেষং পিপ্পলীমধুকরাস্নামদনমধুক-কল্কং শর্করামধুঘৃতযুক্তং স্ত্রীধৃতিকামানাং বলজননো বস্তিঃ। ময়ূরমপিত্তপক্ষপাদাস্যান্ত্রং স্থিরাদিভিঃ পলিকৈঃ সহ জলে পয়সি পক্ত্বা ক্ষীরশেষং মদনবিদারীপিপ্পলীশতকুসুম্ভামধুককল্কীকৃতং মধুঘৃতসৈন্ধবযুক্তং বস্তিং দদ্যাৎ স্ত্রীরতিপ্রসক্তক্ষীণেন্দ্রিয়েভ্যো হিতো বলবর্ণকরঃ। কল্পশ্চৈষ বিষ্কিরপ্রতুদপ্রসহাম্বুচরেষু স্যাৎ সক্ষীরো রোহিতাদিষু মৎস্যেষু চ॥

দশমূল ও কুক্কুটমাংসের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অতঃপর তাহাতে পিপুল, মৌলফল, রাস্না, মদনফল ও যষ্টিমধুর কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রায় চিনি মধু ও ঘৃত মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রদান করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

একটি ময়ূরের পিত্ত পক্ষ পদ মস্তক ও অন্ত্র বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ (অস্থি ও মাংস) খণ্ড খণ্ড করিবে। ঐ মাংস ও শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল প্রত্যেক এক এক পল আটগুণ সজল দুগ্ধে পাক করিবে এবং দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর তাহাতে মদনফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিপুল, শুল্ফা ও যষ্টিমধুর কল্ক এবং ঘৃত মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি অতি স্ত্রীপ্রসক্ত ক্ষীণেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। ইহা বলবর্ণজনক। ময়ূরমাংসবৎ বিষ্কির প্রতুদ প্রসহ বা জলচর জন্তুর মাংসে এবং রোহিতাদি মৎস্যেও ঐরূপ দুগ্ধবস্তি কল্পনা করিবে।

গোধানকুলমার্জ্জারমূষিকশল্লকমাংসানাং দশপলান্ ভাগান্ সপঞ্চমূলান্ পয়সি পক্ত্বা, তৎপয়ঃপিপ্পলীফলকল্কসৈন্ধবসৌবর্চ্চলশর্করা-মধুঘৃততৈলযুক্তো বস্তির্বল্যো রসায়নঃ ক্ষীণক্ষতসন্ধানকরো মথিতোরস্করথগজহয়ভগ্নবাতবলাসকপ্রভৃত্যুদাবর্ত্তবাতশুক্রমূত্রবর্চ্চঃশুক্রাণাং হিততমশ্চ॥

গোসাপ, নকুল, বিড়াল, ইন্দুর ও শল্লক (সজারু) ইহাদের মাংস প্রত্যেক এক এক পল, স্বল্পপঞ্চমূল মিলিত পাঁচ পল এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিবে। তৎপরে সেই দুগ্ধে পিপুল ও মদনফলের কল্ক এবং সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শর্করা, মধু, ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহার বস্তি প্রদান করিবে। এই বস্তি বলকারক, রসায়ন ও

ক্ষীণক্ষত রোগির ক্ষতসন্ধানকারক। যাহাদের হৃদয় মথিত হইয়াছে বা রথ গজ ও অশ্বাদি যানে গমনহেতু দেহ ভগ্ন হইয়াছে, বাতবলাসক প্রভৃতি রোগে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, অথবা যাহাদের বায়ু শুক্র মল ও মূত্র উদাবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই বস্তি অতিশয় হিতকারক।

কূর্ম্মাদীনামন্যতমপিশিতসিদ্ধং পয়ো গোবৃষশুক্লকুক্কুটহংসকুক্কুটাণ্ডরস-মধুঘৃতশর্করাসৈন্ধবেক্ষুরকাত্মগুপ্তাফলকল্কযুক্তো বস্তির্বৃদ্ধানামপি বলজননঃ। গোবৃষবস্তবরাহবৃষণকর্কটকশশাণ্ডসিদ্ধং ক্ষীরমুচ্চটকেক্ষুরকাত্মগুপ্তামধুঘৃতযুতং কিঞ্চিল্লবণিতং বস্তিঃ। কর্কটকরসশ্চটকাণ্ডরসযুক্তঃ সমধুঘৃতশর্করো বস্তিরিত্যেতে বস্তয়ঃ পরমবৃষ্যাঃ। উচ্চটকেক্ষুরকাত্মগুপ্তাশৃতক্ষীরপ্রতিভোজনানুপানাৎ স্ত্রীশতগামিনং নরং কুর্য্যুঃ॥

কূর্ম্ম প্রভৃতি কোন একটি জলচর জন্তুর মাংসের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে গো, বৃষ, শ্বেত কুক্কুট, হংসডিম্ব ও কুক্কুট ডিম্বের রস, মধু, ঘৃত ও চিনি, সৈন্ধবলবণ এবং কুলেখাড়া, আলকুশী বীজ ও মদনফলের কল্ক মিশাইয়া তদ্দারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি বৃদ্ধদিগেরও বলজনক। গো, বৃষ, ছাগ, বরাহ ও শশকের অণ্ডকোষ এবং কর্কটাণ্ডের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে কুঁচের মূল, কুলেখাড়ার বীজ ও আলকুশী বীজের কল্ক এবং মধু ঘৃত ও কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রদান করিবে। কাঁকড়ার রস ও চটকাণ্ডের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে মধু ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত করিয়া তদ্দারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল বস্তি অত্যন্ত বৃষ্য। এই সকল বস্তি প্রদানান্তে রোগিকে উচ্চটা, কুলেখাড়া ও আলকুশী বীজের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সহ ভোজন বা সেই দুগ্ধ অনুপান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা মানব শতস্ত্রী-গমনে সমর্থ হইয়া থাকে।

দশমূলময়ূরহংসকুক্কুটক্কাথাৎ পঞ্চপ্রসৃতং মধুতৈলঘৃতবসামজ্জচতুষ্প্রসৃতযুক্তং শতপুষ্পামুস্তহবুষাকল্কীকৃতঃ সলবণো বস্তিঃ পাদশূলফোরুজানুজঙ্ঘাত্রিকবংক্ষণবস্তিবৃষণানিলরোগহরঃ। মৃগবিষ্কিরাম্বুপবিলেশয়ানামেতেনৈব কল্পেন বস্তয়ো দেয়াঃ। মধুঘৃতদ্বিপ্রসৃতং তুল্যোষ্ণোদকং শতপুষ্পার্দ্ধপলং সৈন্ধবার্দ্ধাক্ষযুক্তো বস্তির্বৃষ্যতমো মূত্রকৃচ্ছ্রপিত্তব্যাধিবাতহরশ্চ। সক্ষৌদ্রঘৃততৈলবসামজ্জচতুঃপ্রসৃতং হবুষার্দ্ধপলং সৈন্ধবার্দ্ধাক্ষযুক্তো বস্তির্বৃষ্যতমো মূত্রকৃচ্ছ্রপিত্তব্যাধিহরো রসায়নঃ। মধুতৈলং চতুঃপ্রসৃতং তুল্যোষ্ণোদকং শতপুষ্পার্দ্ধপলং সৈন্ধবার্দ্ধাক্ষযুক্তো বস্তির্দীপনো বৃংহণো বলবর্ণকরো নিরুপদ্রবো বৃষ্যতমো রসায়নঃ ক্রিমিকুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শোব্রধ্নপ্লীহমেহহরঃ। তদ্বৎ

সহ মধুঘৃতাভ্যাং পয়স্তুল্যো বস্তিঃ পূর্ব্বকল্পেন বলবর্ণকরো বৃষ্যতমো নিরুপদ্রবো বস্তিমেঢ্রপাকপরিকর্ত্তিকামূত্রকৃচ্ছ্রপিত্তব্যাধিহরো রসায়নশ্চ ॥

দশমূল, ময়ূর, হংস ও কুক্কুট ইহাদের কাথ পাঁচ প্রস্থ, মধু তৈল ঘৃত বসা ও মজ্জা মিলিত চারি প্রস্থ, এবং শুলফা, মুতা ও হবুষ ইহাদের কল্ক (যথোপযুক্ত) একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইবে। ইহার দ্বারা বস্তি দিলে পাদ, গুল্ফ, ঊরু, জানু, জঙ্ঘা, ত্রিক, বঙ্ক্ষণ, বস্তি ও বৃষণের বাতরোগ [illegible]

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মৃগ, বিষ্কির, আনূপ ও বিলেশয় প্রাণীদিগের মাংসের বস্তি কল্পনা করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে। মধু ও ঘৃত দুই প্রস্থ, উষ্ণ জল দুই প্রস্থ, শুলফা চারি তোলা, সৈন্ধবলবণ এক তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি বৃষ্যতম এবং ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, পিত্তজরোগ ও বায়ুর শান্তি হয়। সদ্যোঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা চারি প্রস্থ, হবুষ চারি তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও পিত্তজ ব্যাধি সমূহের শান্তি হয়। এই বস্তি বৃষ্যতম ও রসায়ন। মধু ও তৈল চারি প্রস্থ, উষ্ণ জল ৪ প্রস্থ, শুলফা ৪ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ব্রধ্ন, প্লীহা ও মেহরোগ নষ্ট হয়। এই বস্তি অগ্নিদীপক, বৃংহণ, বলবর্ণকর, নিরুপদ্রব, বৃষ্যতম ও রসায়ন। এই নিয়মে মধু ও ঘৃতের সহিত তুল্য পরিমাণ দুগ্ধ মিশাইয়া তাহার বস্তি দিলে তদ্দারা বস্তি ও মেঢ্রের পাক, গুহ্যে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পিত্তজ ব্যাধি সমূহের শান্তি হইয়া থাকে। এই বস্তিও বলবর্ণকারক, বৃষ্যতম, নিরুপদ্রব ও রসায়ন।

মধুঘৃতাভ্যাং মাংসরসতুল্যো মুস্তাক্ষযুক্তঃ পূর্ব্ববৎ বস্তির্বলাসপাদহর্ষগুল্মজানূরুকুঞ্চনবস্তিবৃষণমেঢ্রত্রিকোরুপৃষ্ঠশূলহরঃ। সুরাসৌবীরককুলত্থমাংসরসমধুঘৃততৈলসপ্তপ্রস্থতং মুস্তশতাহ্বাকল্কিতং সলবণো বস্তিঃ সর্ব্ববাতরোগহরঃ। তথা দ্বিপঞ্চমূলত্রিফলাবিল্বমদনফলকষায়ো গোমূত্রসিদ্ধঃ কুটজমদনফলমুস্তপাঠাকল্কিতঃ সৈন্ধবযাবশূকক্ষৌদ্রতৈলযুক্তো বস্তিঃ শ্লেষ্মব্যাধিবস্ত্যাটোপবাতশুক্রসঙ্গপাণ্ডুরোগাজীর্ণবিসূচিকালসকেষু দেয় ইতি ॥

মধু ও ঘৃত তৎসম মাংসরস ইহাদের সহিত দুই তোলা মুতার কল্ক মিশাইয়া তদ্দারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি—কফ, পাদহর্ষ, গুল্ম, জানু ও ঊরুর কুঞ্চন এবং বস্তি বৃষণ-মেঢ্র-ত্রিক-ঊরু ও পৃষ্ঠদেশে শূলবেদনা এই সকল রোগে হিতকর।

সুরা, সৌবীরক, কুলত্থকলায়, মাংসরস, মধু, ঘৃত ও তৈল প্রত্যেক দ্রব্য এক এক প্রস্থ লইয়া তাহার সহিত শুল্ফা ও মুতার কল্ক এবং সৈন্ধব লবণ মিশাইবে। ইহার দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বাত রোগ নাশ হয়।

দশমূল, ত্রিফলা, বেলশুঁঠ ও মদনফল এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কুড়চি, মদনফল, মুতা ও আকনাদির কল্ক এবং সৈন্ধব, যবক্ষার, মধু ও তৈল মিশাইবে

এবং তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি শ্লেষ্মজ ব্যাধি, বস্তিদেশের আটোপ, বায়ু ও শুক্রের বিবদ্ধতা, পাণ্ডুরোগ, অজীর্ণ, বিসূচিকা ও অলসক রোগে হিতকর।

অত ঊর্দ্ধং বৃষ্যতমান্ স্নেহান্ বক্ষ্যামঃ। শতাবরীগুড়ূচীক্ষুবিদার্য্যামলকদ্রাক্ষাখর্জ্জূরাণাং যন্ত্রপীড়িতানাং রসপ্রস্থং পৃথগেকৈকং তদ্বদ্ঘৃত-তৈলগোমহিষ্যজাক্ষীরাণাং দ্বৌ দ্বৌ দদ্যাৎ। জীবকর্ষভকমেদামহা-মেদাত্বক্ক্ষীরী-শৃঙ্গাটকমধূ[illegible]চটকপিপ্পলী-পুষ্করবীজনীলোৎ-পল-কদম্বপুষ্প-পুণ্ডরীককেশরকল্কান্ পৃষতত্তরক্ষুমাংসকুক্কুটচটকচকোর-মত্তাক্ষবর্হিজীবঞ্জীবককুলিঙ্গনীলহংসানাং রসং বসামজ্জোশ্চ প্রস্থং দত্ত্বা সাধয়েৎ। ব্রহ্মঘোষশঙ্খপটহভেরীনির্হ্রাদৈঃ সিদ্ধং সিতচ্ছত্রকৃত-চ্ছায়ং গজস্কন্ধমারোহয়েৎ, ভগবন্তং বৃষধ্বজমভিপূজ্য তং স্নেহং ত্রিভাগমাক্ষিকং সমাক্ষিকং বা মঙ্গলাশীঃস্তুতিদেবতার্চ্চনৈর্বস্তিং গময়েৎ। নৃণাং স্ত্রীবিহারাণাং নষ্টরেতসাং ক্ষতক্ষীণবিষমজ্বরার্ত্তানাং ব্যাপন্নযোনীনাং বন্ধ্যানাং রক্তগুল্মিনীনাং মৃতাপত্যানামনার্ত্তবানাঞ্চ স্ত্রীণাং ক্ষীণমাংস-রুধিরাণাং পথ্যতমং রসায়নমুত্তমং বলীপলিতনাশনং বিদ্যাৎ॥

অনন্তর বৃষ্যতম স্নেহ সমূহ বর্ণন করিব। শতমূলী, গুলঞ্চ, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলকী, দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর এই সকল দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেকটি যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহাদের পৃথক পৃথক রস বাহির করিবে। ঐ রস প্রত্যেকটী চারি চারি সের; ঘৃত চারি সের, তৈল চারি সের, গব্যদুগ্ধ, মাহিষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক /৮ সের করিয়া এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, বংশলোচন, পানিফল, মধূলিকা, যষ্টিমধু, উচ্চটা, পিপুল, পদ্মবীজ, নীলোৎপল, কদম্বপুষ্প ও পদ্মকেশর ইহাদের কল্ক এবং পৃষৎ, তরক্ষু, কুক্কুট, চটক, চকোর, মত্তাক্ষ, ময়ূর, জীবঞ্জীবক, বাবুই ও নীলহংসের মাংসরস চারিসের এবং বসা চারিসের, মজ্জা চারিসের এই সকল দ্রব্য একত্রে যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষকালে বেদ মন্ত্র পাঠ এবং শঙ্খ পটহ ও ভেরীধ্বনি করিবে। পাকান্তে ঐ স্নেহ গজস্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি শ্বেত ছত্র ধারণ করিবে। পরে ভগবান বৃষধ্বজের পূজা করিয়া সেই স্নেহে তিন ভাগ মধু মিশাইবে। অনন্তর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ স্তুতি ও দেবার্চ্চনাদি পূর্ব্বক সেই স্নেহের অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীপ্রসক্ত, নষ্টশুক্র, ক্ষতক্ষীণ ও বিষম জ্বরার্ত্ত, রক্তগুল্মার্ত্ত ও ক্ষীণরুধিরমাংস বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং ব্যাপন্নযোনি বন্ধ্যা ও মৃতাপত্য স্ত্রীদিগের পক্ষে এই বস্তি শ্রেষ্ঠ; এবং ইহা বলিপলিত নাশক শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

বলাগোক্ষুরকরাস্নাশ্বগন্ধাশতাবরীসহচরাণাং শতং শতমাযোজ্য জলদ্রোণশতে প্রসাধ্যং, তস্মিন্ জলদ্রোণাবশেষে রসে বস্ত্রপূতে বিদার্য্যামলকস্বরসয়োর্বস্তমহিষবরাহবৃষকুক্কুটবর্হিহংসকারণ্ডবসারসরসা-নাং ঘৃততৈলয়োশ্চৈকৈকং পৃথক্ প্রস্থমষ্টৌ প্রস্থান্ ক্ষীরস্য দত্ত্বা

চন্দনমধুকমধূলিকাত্বক্ক্ষীরীবিসমৃণালোৎপল-পটোলফলত্রিগুণ্টারপাকি-তালমজ্জাখর্জ্জুর-মৃদ্বীকা-তামলকী-কণ্টকারী-জীবকর্ষভকক্ষুদ্রসহামহাসহা-শতাবরী-মেদামহামেদাপিপ্পলীহ্রীবেরত্বকপত্রৈশ্চ দত্ত্বা সাধয়েৎ। ব্রহ্মঘোষাদিনা বিধিনা তৎসিদ্ধং [illegible] তেন স্ত্রীশতং গচ্ছেৎ। ন চাত্র দত্তে বিহারাহারযন্ত্রণা [illegible] বৃষ্যো বর্ণ্যো বৃংহণ আয়ুষ্যো বলীপলিতনুৎ ক্ষতক্ষীণ[illegible]নাং ব্যাপন্নযোনী-নাঞ্চ পথ্যতমঃ ॥

বেড়েলা, গোক্ষুর, রাস্না, অশ্বগন্ধা, শতমূলী ও ঝাঁটি প্রত্যেক দ্রব্য এক শত পল, এক শত দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে; এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড ও আমলকীর স্বরস এক এক প্রস্থ, ছাগ মহিষ বরাহ বৃষ কুক্কুট ময়ূর হংস কারণ্ডব ও সারস ইহাদের প্রত্যেকের মাংসরস এক এক প্রস্থ, ঘৃত ও তৈল এক এক প্রস্থ, দুগ্ধ আট প্রস্থ; কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মধূলিকা, বংশলোচন, বিস, মৃণাল, নীলোৎপল, পলতা, মদনফল, আলকুশী বীজ, অম্লপাকী (নীল ঝিণ্টী), তালমজ্জা, খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্‌, ভুঁই আমলা, কণ্টকারী, জীবক, ঋষভক, মুগানি, মাষাণি, শতমূলী, মেদা, মহামেদা, পিপুল, বালা, দারুচিনি ও তেজপত্র এই সমস্ত দ্রব্য একত্র যথাবিধি পাক করিবে। অতঃপর বেদমন্ত্রপাঠাদি মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা শত স্ত্রী গমনে সামর্থ্য জন্মে। এই বস্তি গ্রহণকালীন আহার বিহারের কোন কষ্টকর নিয়ম পালন করিতে হয় না। ইহা বৃষ্য, বর্ণ্য, বৃংহণ, আয়ুষ্য ও বলিপলিতাদি নাশক। ক্ষতক্ষীণ, নষ্টশুক্র ও বিষমজ্বরাক্ত ব্যক্তিদিগের এবং ব্যাপন্নযোনি স্ত্রীদিগের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

সহচরপলশতমুদকদ্রোণশতে পক্ত্বা দ্রোণশেষে রসে সুপূতে বিদারী ক্ষুরসপ্রস্থাভ্যামষ্টগুণক্ষীরং ঘৃততৈলপ্রস্থং বলামধুকমধূক-চন্দন-মধূলিকা-শারিবামেদা-মহামেদা-কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-পয়স্যাগুরু-মঞ্জিষ্ঠাব্যাঘ্র-নখশটীসহচরাসহস্রবীর্য্যাবরাঙ্গলোধ্রাণামক্ষমাত্রৈর্দ্বিগুণশর্করৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েৎ। ব্রহ্মঘোষাদিনা বিধিনা তৎসিদ্ধং বস্তিং দদ্যাৎ [illegible] সর্ব্ব-রোগহরো রসায়নো ললিতানাং শ্রেষ্ঠোঽন্তঃপুরচারিণাং ক্ষতক্ষয়বাত-পিত্তবেদনাশ্বাসকাসহরস্ত্রিভাগমাক্ষিকোঽকালবলীপালতনুদ্বর্ণরূপবলমাংস-বর্দ্ধনঃ। ইত্যেতে রসায়নাঃ স্নেহবস্তয়ঃ সতি বিভবে শুক্রশতপাকাঃ সহস্রপাকা বা কার্য্যা বীর্য্যবলাধানার্থমিতি ॥

একশত পল ঝাঁটী একশত দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এক প্রস্থ, ইক্ষুরস এক প্রস্থ, দুগ্ধ আট প্রস্থ, তৈল এক প্রস্থ, ঘৃত এক প্রস্থ দিবে। ইহাতে বেড়েলা, যষ্টিমধু, মৌলফুল, রক্তচন্দন, মধূলিকা (ক্ষুদ্র গোধূম), অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কাকোলী,

ক্ষীরকাকোলী, পর্ণিকা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), অগুরু, মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ, শটী, ঝাঁটী, দূর্ব্বা, দারুচিনি ও লোধ ইহাদের কল্ক দুই দুই তোলা এবং কল্ক সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া যথাবিধি পাক করিবে। অতঃপর বেদমন্ত্র পাঠ ও মঙ্গল জনক অনুষ্ঠানাদি করিয়া তদ্দ্বারা [illegible] ও স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি সর্ব্বরোগনাশক ও রসায়ন [illegible] গের ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীদিগের পক্ষে এই বস্তি পরম হিতকর। [illegible] রক্তপিত্তবেদনা শ্বাস ও কাস রোগ নাশক। এই স্নেহের সা[illegible] বস্তি প্রয়োগ করিলে অকাল বলি পলিত নাশ করে এবং [illegible] বল মাংস ও শুক্র বৃদ্ধি করে। ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিকে বীর্য্যবলাধানার্থ এই স্নেহ শতপাক বা সহস্রপাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ভবন্তি চাত্র।

ইত্যেতে বস্তয়ঃ স্নেহাশ্চোক্তা প্রাণিষু সংজ্ঞিতাঃ।
স্বস্থানামাতুরাণাঞ্চ বৃদ্ধানাঞ্চাবিরোধিনঃ॥
অতিব্যবায়শীলানাং শুক্রমাংসবলপ্রদাঃ।
সর্ব্বরোগপ্রশমনাঃ সর্ব্বেষ্বৃতুষু যৌগিকাঃ॥
নারীণামপ্রজাতানাং নরাণাঞ্চাপ্যপত্যদাঃ।
উভয়ার্থকরা দৃষ্টাঃ স্নেহবস্তিনিরূহয়োঃ॥
ব্যায়ামো মৈথুনং মদ্যং মধূনি শিশিরা চ।
সম্ভোজনং রথক্ষোভো বস্তিস্বেতেষু গর্হিতম্॥

প্রাণিগণের হিতের জন্য উক্ত স্নেহবস্তি সকল বর্ণিত হইল। এই সকল স্নেহবস্তি রোগী অরোগী ও বৃদ্ধদিগকেও প্রয়োগ করা যায়। কারণ ইহা সকলের পক্ষেই অবিরোধী। এই সকল বস্তি অতিমৈথুনাসক্ত ব্যক্তিদিগের শুক্র মাংস ও বলপ্রদ। ইহা সর্ব্বরোগহর ও অপত্যহীন নর নারীর অপত্যজনক এবং ইহা সকল ঋতুতেই প্রযোজ্য। এই সকল বস্তি দ্বারা অনুবাসন এবং নিরূহ উভয় কার্য্যই সাধিত হয়। এই সকল বস্তি গ্রহণ করার পরে ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্যপান, মধুপান, শীতল জলপান, অতিভোজন ও যানাদিতে ভ্রমণ পরিত্যাগ করিতে হয়।

তত্র শ্লোকাঃ।

শিখিগোনর্দ্দহংসাণ্ডৈর্দ্দক্ষবদ্বস্তয়স্ত্রয়ঃ।
বিংশতির্বিষ্কিরৈস্ত্রিংশৎ প্রতুদৈঃ প্রসহৈর্নব॥
বিংশতিশ্চ তথা সপ্তবিংশতিশ্চাম্বুচারিভিঃ।
নব মৎস্যাদিভিশ্চৈব শিখিকল্পেন বস্তয়ঃ॥
দশ কর্কটকাদ্যৈশ্চ কূর্ম্মকল্পেন বস্তয়ঃ।
মৃগৈঃ সপ্তদশৈকোনবিংশতির্বিষ্কিরৈর্দ্দশ॥

আনূপৈর্দক্শিখিবদ্ভূশয়ৈশ্চ চতুর্দ্দশ ।
ত্রিকোনত্রিংশদিত্যেতে সহ স্নেহৈঃ সমাসতঃ ॥
প্রোক্তা নিরূহাঃ [illegible] তরে ।
এতে মা[illegible]ম্ ॥
নাতিযোগ[illegible]তে ।
মৃদুত্বান্ন নিবর্ত্তেরন্ [illegible] ।
সমূত্রৈর্ব স্তিভিঃ [illegible] ॥
শোফাগ্নিনাশপাণ্ড্বর্শঃশূলা[illegible]পরিকর্ত্তিকাঃ ।
স্যাজ্জ্বরশ্চাতিসারশ্চ যাপনাত্যর্থসেবয়া ॥
অরিষ্টক্ষীরশীধ্বাদ্যাস্তত্রেষ্টা দীপনী ক্রিয়া ।
যুক্ত্যা তস্মান্নিষেবেত যাপনান্ ন প্রসঙ্গতঃ ॥
ইত্যুচ্চৈর্ভাষ্যপূর্ব্বাণাং ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ ।
বিস্তরেণ পৃথক্ প্রোক্তাস্তেভ্যো রক্ষেন্নরং সদা ॥

কুক্কুটাণ্ডকল্পনাবৎ ময়ূর দাঁড়কাক ও হংসাণ্ডের যোগে ৩টি, বিষ্কির জন্তুর মাংসযোগে ২০টি, প্রতুদপ্রাণির মাংসযোগে ৩০টি, প্রসহ জন্তুর মাংসযোগে ২৯টি, জলচর জন্তুর মাংসযোগে ২৭টি, ময়ূরের ন্যায় মৎস্যাদিযোগে ৯টি, কূর্ম্মকল্পনা দ্বারা কর্কটকাদিযোগে ১০টি, মৃগমাংসযোগে ১৭টি, বিষ্কিরমাংসযোগে ১৯টি, কুক্কুট ও ময়ূর কল্পনাবৎ আনূপ মাংসযোগে ১০টি, ভূশয়মাংসযোগে ১৪টি, স্নেহের সহিত সংক্ষেপত ২৯টি, এই সমুদায়ে ২১৬টি, বস্তি উক্ত হইয়াছে। এই সকল বস্তিতে মধু মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে মনুষ্যের মৈথুনশক্তি বৃদ্ধি হয়। অথচ মধু দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া অতিযোগ বা অযোগ হেতু কোন দোষ ঘটে না। এই সকল বস্তি প্রয়োগ করিয়া যদি মৃদুত্বহেতু তাহা প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে সত্বর গোমূত্র সংযুক্ত তীক্ষ্ণ বস্তি দ্বারা আস্থাপন করিবে। উক্ত যাপনবস্তি যদি অতিসেবিত হয়, তাহা হইলে শোথ, অগ্নিনাশ, পাণ্ডু, শূল, অর্শঃ, পরিকর্ত্তিকা, জ্বর ও অতিসার এই সকল রোগ উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে অরিষ্ট দুগ্ধ ও সীধু প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে এবং অগ্নির বল বৃদ্ধি হয় এরূপ ক্রিয়া করিবে। যাপন বস্তি অতিসেবিত হইলে শোথ ইত্যাদি রোগ জন্মায় বলিয়া উহা সর্ব্বদা প্রযোজ্য নহে। উচ্চভাষণ ও অতিভাষণ ইত্যাদি কারণসমূহে যে সকল ব্যাপত্তি ঘটে, তাহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ ও চিকিৎসা পূর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণন করা হইয়াছে; মানবকে সেই সকল ব্যাপত্তি হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিবে।

কর্ম্মণাং বমনাদীনামসম্যক্করণাপদাম্ ।
যত্রোক্তং সাধনং স্থানে সিদ্ধিস্থানং তদুচ্যতে ॥

বমনাদি কর্ম্মের অসম্যক্ প্রয়োগ হেতু যে সকল রোগ উপস্থিত হয় সেই সকল রোগের চিকিৎসা যে স্থানে উক্ত হইয়াছে – তাহাকে সিদ্ধিস্থান বলে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্ ।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্ ॥
অতস্তন্ত্রোত্তমমিদং চরকেণাতিবুদ্ধিনা ।
সংস্কৃতং তৎ তু সংসৃষ্টং বিভাগেনোপলক্ষ্যতে ॥

সংস্কর্ত্তা মহর্ষি চরক এই সংহিতায় অগ্নিবেশের সংক্ষেপোক্ত বিষয়কে বিস্তারিতরূপে এবং অতিবিস্তৃত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্য অগ্নিবেশের পুরাণতন্ত্র পুনর্ব্বার নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। অতি বুদ্ধিমান চরক কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত এই তন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা গুরু আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ ও প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক এই তিন জনের সূত্র সম্বলিত বলিয়া তিন ভাগে সংসৃষ্ট অর্থাৎ ইহা গুরু সূত্র, শিষ্যসূত্র ও প্রতিসংস্কৃত সূত্রে গ্রথিত।

তচ্ছঙ্করং ভূতপতিং সংপ্রসাদ্য সমাপয়েৎ ।
অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলো জাতঃ পঞ্চনদে পুরে ॥
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্চ বলোচ্চয়ম্ ।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ ॥

এই তন্ত্রের চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় এবং সিদ্ধি ও কল্পস্থান পাওয়া যায় নাই। দৃঢ়বল নামক এক ব্যক্তি পঞ্চনদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই তন্ত্রের সম্পূর্ণার্থ আর [illegible] দ্বারা ভূতপতি শঙ্করকে তুষ্ট করিয়া বহু পরিশ্রমে বহুতন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে চিকিৎসাস্থানের সপ্তদশ অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান যোজনা করেন।

ইদমন্যূনশব্দার্থং তন্ত্রং দোষবিবর্জ্জিতম্ ।
ষট্‌ত্রিংশতা বিচিত্রং হি ভূষিতং তন্ত্রযুক্তিভিঃ ॥
তত্রাধিকরণং যোগো হেত্বর্থোঽর্থঃ পদস্য চ ।
প্রদেশোদ্দেশনির্দ্দেশবাক্যশেষাঃ প্রয়োজনম্ ॥
উপদেশাপদেশাতিদেশার্থাপত্তিনির্ণয়াঃ ।
প্রসঙ্গৈকান্তনৈকান্তাঃ সাপবর্গো বিপর্যয়ঃ ॥
পূর্ব্বপক্ষবিধানানুমতব্যাখ্যানসংশয়াঃ ।

এই তন্ত্র দোষ বিবর্জ্জিত ও ষট্‌ত্রিংশৎ তন্ত্রযুক্তি দ্বারা ভূষিত হওয়ায় অতি বিচিত্র হইয়াছে। ইহাতে শব্দার্থের ন্যূনতা নাই। ছত্রিশটি তন্ত্রযুক্তি যথা।—অধিকরণ, যোগ, হেত্বর্থ, পদার্থ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, বাক্যশেষ, প্রয়োজন, উপদেশ, অপদেশ, অতিদেশ, অর্থাপত্তি, নির্ণয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনৈকান্ত, অপবর্গ, বিপর্য্যয়, পূর্ব্বপক্ষ, বিধান, অনুমত, ব্যাখ্যান, সংশয়, অতীতাবেক্ষা, অনাগতাবেক্ষা, স্বসংজ্ঞা, উহ্য, সমুচ্চয়, [illegible]শন, নির্ব্বাচন, সন্নিয়োগ, বিকল্পন, প্রত্যুচ্চার, উদ্ধার ও সম্ভব। এই ছত্রিশটি [illegible]ক্তি সকল গুলি এই তন্ত্রে সংক্ষেপ ও বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে।

[illegible]ন একদেশদৃষ্টি দ্বারা, কখন বা বহুদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত অবয়ব দেখা যায়। সেই জন্য [illegible] সকল ব্যস্তসমস্তভাবে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্য যেমন পদ্মবনের প্রবোধক ও [illegible] প্রদীপ যেমন গৃহের প্রবোধক ও প্রকাশক, সেইরূপ এই তন্ত্রযুক্তি গুলি এই তন্ত্রের [illegible]বোধক ও প্রকাশক।

[illegible] তন্ত্রযুক্তি ব্যাখ্যা যথা—অধিকরণ।—যে বিষয় অধিকার করিয়া বলা যায়, তাহা[illegible]কই অধিকরণ বলে। যেমন—রস ও দোষকে লক্ষ করিয়া যে অধ্যায় বর্ণন করা যায়, [illegible]রস ও দোষ সেই অধ্যায়ের অধিকরণ।

যো[illegible]গ। যদ্দারা বাক্যের যোজনা করা যায়, তাহাকে যোগ বলে। যেমন—পাকাবশেষে ও শীত[illegible]লাবস্থায় ইহাতে চিনি সংযুক্ত করিবে এই দূরস্থিত পদদিগের একীকরণকে যোগ বলে।

হে[illegible]ত্বর্থ।—কোন কথা অন্য অর্থের সমর্থক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ বলে। যেমন—মৃৎপিণ্ড জল দ্বা[illegible]রা ক্লিন্ন হয়, সেইরূপ মাষকলায় ও দুগ্ধ সেবন দ্বারা ব্রণ প্রক্লিন্ন হয় ইত্যাদি।

প[illegible]দার্থ।—কোন পদের নানাপ্রকার অর্থ থাকিলেও সূত্রবিচার বা পদবিচার করিয়া যে অর্থ বোধ করা যায়, তাহাকে পদার্থ কহে। পদার্থ অনেক, তন্মধ্যে যে অর্থ পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হয়, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রদেশ।—ভূতবিষয় দ্বারা প্রস্তুত বা বর্ত্তমান স্থির করাকে প্রদেশ কহে। যেমন দেবদত্তের শল্য এই ব্যক্তি উদ্ধার করিয়াছে অতএব যজ্ঞদত্তের শল্য ও এই ব্যক্তি উদ্ধার করিবে ইত্যাদি।

উদ্দেশ।—সংক্ষিপ্ত কথনকে উদ্দেশ কহে। যেমন শল্য বলিলে সংক্ষেপে বাধাজনক সমস্তই বুঝায়।

[illegible]

তত্ত্বজ্ঞানার্থমস্তৈব তন্ত্রস্য গুণদোষতঃ ॥

এই একটি শাস্ত্রে যাঁহার বুদ্ধি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তিনি যুক্তিজ্ঞহেতু অন্য শাস্ত্রেও আশু প্রবেশ করিতে পারেন। দুর্ভাগ্যের সময় মানুষ যেমন বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিও তন্ত্রযুক্তির সহিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই শাস্ত্রের অর্থ বোধ করিতে পারেন না। মূর্খ ব্যক্তি যেমন অযথাভাবে গৃহীত শস্ত্র দ্বারা আত্মবিনাশ করে এবং শস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই শস্ত্র যথা ভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তি শাস্ত্রের অসদ শের করিয়া তদ্দ্বারা বিপন্ন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রের সদর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা রক্ষি প্রতি থাকেন। তন্নিমিত্ত এই তন্ত্রের গুণ ও দোষের যথার্থ জ্ঞানার্থ উত্তর তন্ত্রে এই সক এই ও প্রতি বিস্তরভাবে ব্যাখ্যা করিব।

নির্দ্দেশ।—বিস্তারিত কথনকে নির্দ্দেশ কহে। যেমন শল্য দুই প্রকার শারীর ও ইত্যাদি।

বাক্যশেষ।—যে পদ অনুক্ত থাকিলেও বাক্য সমাপ্ত হয়, তাহাকে বাক্যশেষ যেমন মস্তক পাণি পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর ও বক্ষঃ বলিলে পুরুষেরই মস্তকাদি বুঝায়।

প্রয়োজন।—আরব্ধ বিষয় যে অর্থ আরম্ভ করে, তাহাই প্রয়োজন। । বায়

উপদেশ।—দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে রাত্রিজাগরণ করিবে না, ইহাই উপদেশ। তন্ত্রের

অপদেশ।—অমুক কার্য্যের এইরূপ হেতু এইরূপ নির্দ্দেশ করাকে অপদেশ সংগ্রহ যেমন মধুর দ্রব্যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয় ইত্যাদি।

অতিদেশ।—প্রস্তুত দ্বারা ভবিষ্যতের নির্ণয়কে অতিদেশ বলে। যেমন এই ইহার বায়ু ঊর্দ্ধগত হইতেছে অতএব ইহার উদাবর্ত্ত জন্মিবে।

অর্থাপত্তি।—যাহা প্রতিপাদন না করিলেও অর্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই অর্থাপত্তি।

নির্ণয়।—পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর বচনকে নির্ণয় কহে।

প্রসঙ্গ।—অন্য প্রকরণ দ্বারা সমাপনকে প্রসঙ্গ বলে।

একান্ত।—সর্ব্বত্র নিশ্চয় করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাকে একান্ত বলে।

অনৈকান্ত।—কোন স্থানে একপ্রকার কোন স্থানে আর একপ্রকার হইলে তাহাকেই অনৈকান্ত বলে।

অপবর্গ।—অতি ব্যাপিয়াও যে অল্প কর্ষণ তাহাই অপবর্গ।

সোঽর্থজ্ঞঃ স বিচারজ্ঞশ্চিকিৎসাকুশলশ্চ সঃ ॥
ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেবং ন চ কশ্চিদ্ শৃণোতি মে ।
গ্রন্থার্থং চিকিৎসাক স ক্রিয়ার্থং ন বুধ্যতে ॥
চিকিৎসিতং বহ্নিবেশ স্বস্থাতুরহিতং প্রতি ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥

[অ]গ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে উত্তর-
বস্তিসিদ্ধির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

সিদ্ধিস্থানং সমাপ্তম্ ।

[দ]শসাহস্রী সংহিতা যাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছে, তিনি অর্থজ্ঞ, বিচারজ্ঞ ও [কু]শল। অতঃপর গ্রন্থকার ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিলেন যে, আমার এই গ্রন্থ লোকে

...

[বিপর্য]্যয়। অভিধেয় অর্থের বিপরীত গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে।

[পূর্ব্ব]পক্ষ।—আক্ষেপপূর্ব্বক প্রশ্নকে পূর্ব্বপক্ষ বলে।

[বিধা]ন।—প্রকরণের অনুক্রমে যে কথা বলা হয়, তাহাই বিধান।

[অনুম]ত।—পরমত উল্লেখ করিলে অথচ প্রতিবাদ না করিলে অনুমত বলা যায়।

[ব্যাখ্যা]ান।—অতিশয় বর্ণনাকে ব্যাখ্যান বলে।

[সংশ]য়।—বিসদৃশ হেতুদ্বয়ের দর্শনকে সংশয় কহে।

[অত]ীতাবেক্ষণ।—যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই অতীতাবেক্ষণ।

[অন]াগতাবেক্ষণ।—পরে বলা হইবে এইরূপ নির্দ্দেশকে অনাগতাবেক্ষণ কহে।

স্বসংজ্ঞা।—এই শাস্ত্রের যে সংজ্ঞা অন্য শাস্ত্রের সংজ্ঞা নহে তাহাই স্বসংজ্ঞা।

ঊহ্য।—যাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, বুদ্ধি দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করাই ঊহ্য। ইহা ইহা [এইর]ূপ উক্তিই সমুচ্চয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্থ পরিষ্কারকে নিদর্শন কহে। যাহা নিশ্চিত বলা[,]তাহাই নির্ব্বাচন। ইহাই কর্ত্তব্য এইরূপ উক্তিকে সন্নিয়োগ বলে। ইহা বা উহা [এইর]ূপ বলিলে বিকল্প হয়। যাহা পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাই উচ্চারিত হয় [তাহা]কে প্রত্যুচ্চার কহে। উপদিষ্টার্থকে অনুসরণ করিয়া যাহা উদ্ধৃত হয়, তাহাই [উদ্ধা]র।১ যে যাহা হইতে সম্ভূত হয় সে তাহার সম্ভব।